শ্রীমদ্ভাগবত

দশম স্কন্ধ

"আশ্রয়"

(প্রথম ভাগ—অধ্যায় ১-১৩)

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল

অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

কর্তৃক

মূল সংস্কৃত শ্লোক, শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিশদ তাৎপর্য-সহ

ইংরেজি ŚRĪMAD BHĀGAVATAM গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

অনুবাদক ঃ শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, বোম্বাই, নিউ ইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, লন্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

দশম স্কন্ধের সারমর্ম

দশম স্কন্ধের প্রতিটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হয়েছে। ঊনসত্তরটি শ্লোক সমন্বিত প্রথম অধ্যায়ে মহারাজ পরীক্ষিতের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার সম্বন্ধে ঔৎসুক্য বর্ণনা করা হয়েছে, এবং কিভাবে কংস দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান কর্তৃক নিহত হওয়ার ভয়ে দেবকীর ছ'টি পুত্রকে হত্যা করেছিল তা বর্ণনা করা হয়েছে। বিয়াল্লিশটি শ্লোক সমন্বিত দ্বিতীয় অধ্যায়ে কংসকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেবকীর গর্ভে প্রবেশ বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন দেবকীর গর্ভে ছিলেন, তখন ব্রহ্মা আদি সমস্ত দেবতারা তাঁর স্তব করেছিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ে তিপ্পান্নটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্ব-স্বরূপে আবির্ভাব বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের পিতা এবং মাতা ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন বলে বুঝতে পেরে তাঁর স্তব করেন। কংসের ভয়ে ভীত হয়ে ভগবানের পিতা তাঁর নবজাত শিশুটিকে মথুরা থেকে গোকুলে নিয়ে যান। ছেচল্লিশটি শ্লোক সমন্বিত চতুর্থ অধ্যায়ে দেবী চণ্ডিকার ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণনা করা হয়েছে। কংস তার অসুর-বন্ধুদের সঙ্গে মন্ত্রণাপূর্বক সেই সময় যে সমস্ত শিশুদের জন্ম হয়েছিল তাদের হত্যা করতে শুরু করে, কারণ সে মনে করেছিল যে, তার ফলে তার হিত-সাধন হবে।

পঞ্চম অধ্যায়ে বত্রিশটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে নন্দ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব অনুষ্ঠান করে মথুরায় গিয়েছিলেন, যেখানে বসুদেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে চুয়াল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে নন্দ মহারাজ তাঁর সখা বসুদেবের উপদেশে গোকুলে ফিরে যান এবং পথে পূতনার মৃতদেহ দর্শন করে এবং শ্রীকৃষ্ণ তাকে সংহার করেছেন জেনে বিস্মিত হন। সাঁয়ত্রিশটি শ্লোক সমন্বিত সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা শ্রবণে মহারাজ পরীক্ষিতের উৎসাহ বর্ণনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে শকটাসুর ও তৃণাবর্তাসুর বধ এবং শ্রীকৃষ্ণের মুখগহ্বরে বিশ্বরূপ দর্শন বর্ণিত হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে বাহান্নটি শ্লোকে গর্গ মুনি কর্তৃক কৃষ্ণ-বলরামের নামকরণ, এবং তাঁরা কিভাবে মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে তাঁদের ছোট ছোট পায়ে হাঁটার চেষ্টা করেন, এবং কিভাবে ননী চুরি করে ও পাত্র ভেঙ্গে তাঁদের বাল্য লীলাবিলাস করেছিলেন, তা বর্ণনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে বিশ্বরূপ-দর্শনেরও বর্ণনা করা হয়েছে।

তেইশটি শ্লোক সমন্বিত নবম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ দধিমন্থনকালে তাঁর মাতাকে বিরক্ত করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে ফেলে রেখে তিনি চুলায় ফুটন্ত দুধ দেখতে যাওয়ার ফলে স্তন্যপানে শ্রীকৃষ্ণের বিঘ্ন হয়েছিল, তাই শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে দধির ভাণ্ড ভেঙ্গেছিলেন। তাঁর দুরন্ত পুত্রটিকে শাসন করার জন্য মা যশোদা তাঁকে দড়ি দিয়ে বাঁধতে চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রতিবারই রজ্জু ছোট হওয়ার ফলে তাঁর সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। দশম অধ্যায়ে তেতাল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে দামোদর শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে যমলার্জুন বৃক্ষ উৎপাটন করেছিলেন এবং বৃক্ষের থেকে দুটি দেবতা বেরিয়ে এসে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় উদ্ধার লাভ করেছিলেন। একাদশ অধ্যায়ে ঊনষাটটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে নন্দ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে রজ্জুবন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলেন, এবং কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ কিছু শস্যের বিনিময়ে ফল ক্রয় করে ফলওয়ালীর প্রতি তাঁর কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন, এবং কেন নন্দ মহারাজ ও অন্য গোপেরা গোকুল থেকে বৃন্দাবনে যেতে মনস্থ করেছিলেন, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বৎসাসুর ও বকাসুর বধ করেছিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়ে চুয়াল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বনে গোপবালকদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাস এবং অঘাসুর বধ বর্ণিত হয়েছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে চৌষট্টিটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস এবং গোপসখাদের ব্রহ্মা কিভাবে হরণ করেছিলেন, তা বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিটি গোবৎস এবং গোপবালকরূপে নিজেকে বিস্তার করে এক বছর ধরে লীলাবিলাস করেছিলেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে মোহিত করেন, এবং তাঁর মোহভঙ্গ হলে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন। চতুর্দশ অধ্যায়ে একষট্টিটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে পরিপূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে জানার পর তাঁর প্রতি ব্রহ্মার স্তব। পঞ্চদশ অধ্যায়ে বাহান্নটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম সহ তালবনে প্রবেশ করেন, কিভাবে বলরাম ধেনুকাসুর বধ করেন এবং কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ কালীয় নাগের বিষাক্ত প্রভাব থেকে গোপবালক ও গাভীদের রক্ষা করেন।

ষোড়শ অধ্যায়ে সাতষট্টিটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের কালীয়-দমনলীলা বর্ণিত হয়েছে এবং কালীয়পত্নীদের স্তব বর্ণিত হয়েছে। সপ্তদশ অধ্যায়ে পঁচিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে কেন কালীয় তার আবাস নাগালয়, অনেকের মতে বর্তমান ফিজি দ্বীপপুঞ্জ পরিত্যাগ করে যমুনায় প্রবেশ করেছিল। এই অধ্যায়ে সৌভরি ঋষি কর্তৃক গরুড়কে অভিশাপও বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপসখারা শ্রীকৃষ্ণকে যমুনা থেকে উত্থিত হতে দেখে কিভাবে অনুপ্রাণিত

হয়েছিলেন এবং কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ দাবানল রোধ করে ঘুমন্ত ব্রজবাসীদের রক্ষা করেছিলেন, তাও এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে বত্রিশটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বনবিহার-লীলা, গ্রীষ্ম ও বসন্ত ঋতুতে বৃন্দাবনের পরিবেশ এবং বলরামের প্রলম্বাসুর বধ বর্ণনা করা হয়েছে। ঊনবিংশতি অধ্যায়ে ষোলটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের মুঞ্জারণ্যে প্রবেশ করে দাবানল থেকে গোপবালক এবং গাভীদের রক্ষা, এবং তাদের ভাণ্ডীর বনে আনয়ন বর্ণিত হয়েছে। বিংশতি অধ্যায়ে ঊনপঞ্চাশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের গোপবালকদের সঙ্গে বর্ষায় বনবিহার, এবং বর্ষা ও শরৎ ঋতুর উপমার মাধ্যমে বিবিধ উপদেশ প্রদান করা হয়েছে।

একবিংশতি অধ্যায়ে কুড়িটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ শরৎকালে তাঁর বাঁশি বাজিয়ে বৃন্দাবনে প্রবেশ করেছিলেন, এবং তাঁর মহিমা কীর্তনকারী গোপীদের আকর্ষণ করেছিলেন। দ্বাবিংশতি অধ্যায়ে আটত্রিশটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য গোপবালিকারা কাত্যায়নী দেবীর পূজা করেছিলেন, এবং কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ যমুনায় স্নান করার সময় গোপীদের বস্ত্র হরণ করেছিলেন। ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ে বাহান্নটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে গোপবালকেরা ক্ষুধার্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে রত ব্রাহ্মণদের কাছে অন্ন ভিক্ষা করেছিলেন। তাঁরা অন্ন ভিক্ষা করলেও ব্রাহ্মণেরা শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামকে অন্ন দান করতে অস্বীকার করেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ-পত্নীরা তাঁদের অন্ন দান করেন এবং সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের প্রতি তাঁর কৃপা বর্ষণ করেন।

চতুর্বিংশতি অধ্যায়ে আটত্রিশটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রযজ্ঞের পরিবর্তে গোবর্ধন পূজা করে দেবরাজ ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করেছিলেন। পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে তেত্রিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রজবাসীদের বিনাশ করার জন্য প্রবল বর্ষণের দ্বারা সমগ্র বৃন্দাবন প্লাবিত করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ একটি ছাতার মতো গোবর্ধন পর্বত ধারণ করে সমস্ত ব্রজবাসী এবং গাভীদের রক্ষা করেন। ষড়বিংশতি অধ্যায়ে পঁচিশটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে নন্দ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত কর্ম দর্শন করে বিস্মিত হয়ে সমস্ত গোপদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে গর্গ মুনির ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণনা করেছিলেন। সপ্তবিংশতি অধ্যায়ে আঠাশটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত প্রভাব দর্শন করে তাঁর আরাধনা করেছিলেন, সুরভির দুধ দিয়ে তাঁর অভিষেক করেছিলেন এবং তার ফলে শ্রীকৃষ্ণের

গোবিন্দ নাম হয়েছিল। অষ্টাবিংশতি অধ্যায়ে সতেরটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বরুণের আলয় থেকে পিতা নন্দ মহারাজকে উদ্ধার এবং গোপদের বৈকুণ্ঠলোক প্রদর্শন বর্ণিত হয়েছে।

ঊনত্রিংশতি অধ্যায়ে আটচল্লিশটি শ্লোকে রাসলীলার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের গোপীদের সঙ্গে কথোপকথন এবং রাসলীলার আরম্ভ, এবং সেখান থেকে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান বর্ণিত হয়েছে। ত্রিংশতি অধ্যায়ে চুয়াল্লিশটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে উন্মাদিনীর মতো বনে বনে ভ্রমণ করে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করেছিলেন। মহারাজ বৃষভানুর কন্যা শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে গোপীদের সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁরা সকলে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে যমুনার তীরে যান। একত্রিংশতি অধ্যায়ে ঊনিশটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে বিরহ-বিধুরা গোপীরা গভীর উৎকণ্ঠা সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রতীক্ষা করেছিলেন। দ্বাত্রিংশতি অধ্যায়ে বাইশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে গোপীদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং তাঁর প্রতি গোপীদের প্রেম দর্শনে তাঁর পূর্ণ সন্তোষ বর্ণিত হয়েছে। ত্রয়োত্রিংশতি অধ্যায়ে ঊনচল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে গোপীদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বহু মূর্তি প্রকট করে রাসনৃত্য বর্ণিত হয়েছে। তারপর তাঁরা যমুনায় জলবিহার করেন। এই অধ্যায়ে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী রাসলীলা সম্বন্ধে পরীক্ষিৎ মহারাজের সংশয় দূর করেছেন।

চতুর্স্ত্রিংশতি অধ্যায়ে বত্রিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে এক বিশাল অজগর সর্প শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দ মহারাজকে গ্রাস করে এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে উদ্ধার করেন। প্রকৃতপক্ষে সেই সর্পটি ছিল সুদর্শন নামক এক বিদ্যাধর, যে অঙ্গিরা ঋষির অভিশাপে সর্পযোনি প্রাপ্ত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতাকে রক্ষা করার সময় এই দেবতাটিও উদ্ধার লাভ করে। পঞ্চত্রিংশতি অধ্যায়ে ছাব্বিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করার জন্য বনগমন করলে, কিভাবে গোপীরা তাঁর বিরহে গান করেছিলেন।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ে চল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অরিষ্টাসুর বধ, এবং নারদ কর্তৃক কংসের কাছে রাম ও কৃষ্ণ যে বসুদেবের পুত্র সেই কথা ঘোষণা বর্ণিত হয়েছে। সেই কথা জানতে পেরে কংস রাম এবং কৃষ্ণকে বধ করার আয়োজন করে। সে কেশী নামক তার এক সহকারী দৈত্যকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করে এবং তারপর রাম ও কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে আসার জন্য অক্রূরকে প্রেরণ করে। সপ্তত্রিংশতি অধ্যায়ে তেত্রিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কেশী দৈত্য বধ, নারদ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ বর্ণনা করে শ্রীকৃষ্ণের

আরাধনা এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ব্যোমাসুর বধ বর্ণিত হয়েছে। অষ্টত্রিংশতি অধ্যায়ে তেতাল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে অক্রূর ব্রজে গমন করেন এবং রাম-কৃষ্ণ ও নন্দ মহারাজ কিভাবে তাঁকে বরণ করেন। এক উনচত্বারিংশতি অধ্যায়ে সাতান্নটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে রাম এবং কৃষ্ণ কংস কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে মথুরার উদ্দেশ্যে গমন করেন। তাঁরা যখন রথে আরোহণ করে প্রস্তুত হয়েছিলেন, তখন গোপীরা ক্রন্দন করতে শুরু করেছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তাঁর দূত প্রেরণ করেন। এইভাবে তিনি মথুরায় যাত্রা করতে সক্ষম হন। পথে অক্রূর যমুনার জলে বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করেন।

চত্বারিংশতি অধ্যায়ে ত্রিশটি শ্লোকে অক্রূরের স্তব বর্ণিত হয়েছে। এক-চত্বারিংশতি অধ্যায়ে বাহান্নটি শ্লোকে রাম ও কৃষ্ণের মথুরা নগরীতে প্রবেশ, পুরস্ত্রীদের সেই দুই ভাইকে দর্শন করে উল্লাস, শ্রীকৃষ্ণের রজক বধ, সুদামার মহিমা এবং সুদামাকে বরদান বর্ণিত হয়েছে। দ্বিচত্বারিংশতি অধ্যায়ে আটত্রিশটি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ কুব্জাকে উদ্ধার করেন, কংসের বিশাল ধনুক ভঙ্গ করেন এবং কংসের রক্ষীদের বিনাশ করেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কংসের সাক্ষাৎকার হয়। ত্রিচত্বারিংশতি অধ্যায়ে চল্লিশটি শ্লোক। এখানে কংসের রঙ্গশালার বাইরে শ্রীকৃষ্ণ কুবলয়াপীড় নামক মত্ত হস্তীকে বিনাশ করে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন এবং চাণূরের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। চতুশ্চত্বারিংশতি অধ্যায়ে একান্নটি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে—কিভাবে কৃষ্ণ ও বলরাম চাণূর ও মুষ্টিককে বধ করে কংস ও তার আট ভাইকে বধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ তারপর কংসের পত্নীদের সান্ত্বনা দেন এবং তাঁর পিতা ও মাতা, বসুদেব ও দেবকীর বন্ধন মোচন করেন।

পঞ্চচত্বারিংশতি অধ্যায়ে পঞ্চাশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা-মাতাকে সান্ত্বনা দান করেন, এবং তাঁর পিতামহ উগ্রসেনের অভিষেক অনুষ্ঠান করেন। শীঘ্র ফিরে আসবেন বলে ব্রজবাসীদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়ের সংস্কার অনুষ্ঠান করেন, এবং ব্রহ্মচর্য-ব্রত পালনপূর্বক গুরুকুলে বাস করে নিয়মিতভাবে বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। পাঞ্চজন্য নামক অসুরকে বধ করে তিনি পাঞ্চজন্য শঙ্খ লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ যমালয় থেকে তাঁর গুরুপুত্রকে ফিরিয়ে এনে গুরুদক্ষিণা দান করেন এবং তারপর মথুরায় ফিরে আসেন। ষট্‌চত্বারিংশতি অধ্যায়ে উনপঞ্চাশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা-মাতা নন্দ মহারাজ এবং যশোদাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য উদ্ধবকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। সপ্তচত্বারিংশতি অধ্যায়ে উনসত্তরটি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে, কিভাবে উদ্ধব

শ্রীকৃষ্ণের আদেশে গোপীদের সান্ত্বনা প্রদান করে মথুরায় ফিরে আসেন। এইভাবে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীদের প্রেম উপলব্ধি করেন।

অষ্টচত্বারিংশতি অধ্যায়ে ছত্রিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ কুব্জার গৃহে গিয়ে তাঁর সঙ্গে বিহার করে তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তারপর অক্রূরের গৃহে গিয়েছিলেন। অক্রূরের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রশংসা করেন এবং তাঁকে পাণ্ডবদের সংবাদ আনয়ন করার জন্য হস্তিনাপুরে প্রেরণ করেন। একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে একত্রিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে হস্তিনাপুরে যান এবং সেখানে বিদুর ও কুন্তীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, এবং তাঁদের কাছে তিনি পাণ্ডবদের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের দুর্ব্যবহারের কথা শ্রবণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পাণ্ডবদের শ্রদ্ধার কথা অক্রূর অবগত হন, তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ প্রদান করেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় অবগত হয়ে মথুরায় ফিরে এসে শ্রীকৃষ্ণের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করেন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে সাতান্নটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে জামাতা কংসের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করে জরাসন্ধ রাম ও কৃষ্ণকে বধ করার জন্য মথুরা আক্রমণ করে এবং সতের বার পরাজিত হয়। জরাসন্ধ যখন অষ্টাদশ বার আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, তখন নারদের উপদেশে কালযবনও মথুরা আক্রমণ করে। তখন শ্রীকৃষ্ণ যাদবদের রক্ষা করার জন্য সমুদ্রের মধ্যে দুর্গ নির্মাণ করেন এবং যোগবলে তাঁদের সেখানে নিয়ে আসেন। এইভাবে যাদবদের সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত করার পর বলরামের সঙ্গে পরামর্শ করে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা থেকে বেরিয়ে আসেন। একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে তেষট্টিটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে মুচুকুন্দ কেবল তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারা কালযবনকে সংহার করেছিলেন।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে চুয়াল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে মুচুকুন্দের কৃষ্ণস্তব বর্ণিত হয়েছে, এবং তারপর শ্রীকৃষ্ণ কালযবনের সমস্ত সৈন্যদের সংহার করে ধনরত্ন নিয়ে দ্বারকায় ফিরে আসেন। জরাসন্ধ যখন পুনরায় মথুরা আক্রমণ করে, তখন রাম-কৃষ্ণ যেন ভীত হয়ে পলায়নলীলা প্রদর্শন করে এক পর্বত-শিখরে আরোহণ করেন, এবং জরাসন্ধ সেই পর্বতে আগুন লাগিয়ে দেয়। জরাসন্ধের অগোচরে কৃষ্ণ-বলরাম সেই পর্বত থেকে লাফ দিয়ে সমুদ্রবেষ্টিত দ্বারকায় প্রবেশ করেন। কৃষ্ণ-বলরাম নিহত হয়েছে বলে মনে করে জরাসন্ধ তার সৈন্য নিয়ে স্বদেশে ফিরে যায় এবং শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় বাস করতে থাকেন। বিদর্ভরাজের কন্যা রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তিনি এক ব্রাহ্মণের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের কাছে এক পত্র প্রেরণ করেছিলেন। ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে সাতান্নটি

শ্লোক। রুক্মিণীর অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভ নগরীতে যান এবং জরাসন্ধ আদি শত্রুদের উপস্থিতিতে তাঁকে হরণ করেন। চতুষ্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে ষাটটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ বিপক্ষ রাজাদের পরাজিত করে রুক্মিণীর ভ্রাতা রুক্মীকে বিরূপ করেছিলেন এবং কিভাবে রুক্মিণী সহ দ্বারকায় ফিরে এসে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। রুক্মী তার ভগ্নীপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে ভোজকট নামক স্থানে বাস করতে থাকে। পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে চল্লিশটি শ্লোকে প্রদ্যুম্নের জন্ম, শম্বরাসুর কর্তৃক প্রদ্যুম্ন হরণ, এবং শম্বরাসুরকে বধ করে পত্নী রতিদেবী সহ প্রদ্যুম্নের দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন বর্ণিত হয়েছে।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে পঁয়তাল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, রাজা সত্রাজিৎ সূর্যদেবের কৃপায় স্যমন্তক নামক একটি মণি লাভ করেন। পরে, সেই মণিটি অপহৃত হলে সত্রাজিৎ অযথা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সন্দেহ-পরায়ণ হন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নির্দোষ প্রতিপন্ন করার জন্য জাম্ববানের কন্যাসহ সেই মণি উদ্ধার করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিতের কন্যাকে বিবাহ করে পূর্ণ উপঢৌকন প্রাপ্ত হন। সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে বিয়াল্লিশটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কৃষ্ণ এবং বলরাম পাণ্ডবদের জতুগৃহদাহ সংবাদ শ্রবণ করে হস্তিনাপুরে যান। অক্রূর এবং কৃতবর্মার প্ররোচনায় শতধন্বা সত্রাজিৎকে বধ করলে বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে আসেন। শতধন্বা স্যমন্তক মণি অক্রূরের কাছে গচ্ছিত রেখে বনে পলায়ন করে। শ্রীকৃষ্ণ শতধন্বাকে বধ করলেও তিনি মণিটি উদ্ধার করতে পারেননি। অবশেষে মণি উদ্ধার হয় এবং অক্রূরকে তা প্রদান করা হয়। অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে আটান্নটি শ্লোক। পাণ্ডবদের বনে অজ্ঞাতবাসের পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের দর্শন করার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে যান। তারপর তিনি কালিন্দী আদি পঞ্চকন্যাকে বিবাহ করেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন খাণ্ডব বন দহন করার পর, অর্জুন গাণ্ডীব ধনুক প্রাপ্ত হন। ময়দানব পাণ্ডবদের জন্য এক অপূর্ব সভাগৃহ নির্মাণ করেন এবং তা দর্শন করে দুর্যোধন অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়ে পঁয়তাল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের অনুরোধে মুর আদি অনুচর সহ পৃথিবীর পুত্র নরকাসুরকে বধ করেন। পৃথিবী তখন শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেন এবং নরকাসুর কর্তৃক অপহৃত সমস্ত দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণকে ফিরিয়ে দেন। শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরের পুত্রকে অভয় প্রদান করেন এবং নরকাসুর কর্তৃক অপহৃত ষোল হাজার কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। এই অধ্যায়ে স্বর্গলোক থেকে শ্রীকৃষ্ণের পারিজাত হরণ এবং ইন্দ্র আদি দেবতাদের দুর্বুদ্ধিও বর্ণনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠিতম অধ্যায়ে ঊনষাটটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস বাক্যে রুক্মিণীর ক্রোধ উৎপাদন বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ তারপর রুক্মিণীকে সান্ত্বনা দেন এবং তাঁদের মধ্যে প্রণয় কলহ হয়। একষষ্ঠিতম অধ্যায়ে চল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র এবং পৌত্রদের বর্ণনা করা হয়েছে। অনিরুদ্ধের বিবাহের সময় বলরাম রুক্মীকে বধ করেন এবং কলিঙ্গরাজের দন্ত উৎপাটন করেন।

দ্বিষষ্ঠিতম অধ্যায়ে তেত্রিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বাণাসুরের কন্যা ঊষাকে অনিরুদ্ধের হরণ এবং ঊষা ও অনিরুদ্ধের রতিক্রীড়া বর্ণিত হয়েছে। বাণাসুরের সঙ্গে অনিরুদ্ধের সংগ্রাম এবং অনিরুদ্ধকে নাগপাশে বন্ধনও বর্ণিত হয়েছে। ত্রিষষ্ঠিতম অধ্যায়ে তিপ্পান্নটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে বাণাসুর এবং যাদবদের মধ্যে সংগ্রামে শিবের পরাজয় হয়। বৈষ্ণবজ্বরের দ্বারা পরাস্ত হয়ে রৌদ্রজ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্তব করে। শ্রীকৃষ্ণ বাণাসুরের এক হাজার হাতের মধ্যে চারটি রেখে বাকি সমস্ত হাত ছেদন করে তার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন। তারপর ঊষা এবং অনিরুদ্ধকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে আসেন।

চতুঃষষ্ঠিতম অধ্যায়ে চুয়াল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ইক্ষ্বাকুর পুত্র রাজা নৃগকে অভিশাপ থেকে উদ্ধার করেন এবং ব্রাহ্মণের সম্পত্তি অপহরণ করার দোষ বিশ্লেষণ করে সমস্ত রাজাদের শিক্ষা দান করেন। রাজা নৃগকে উদ্ধার প্রসঙ্গে ধন, ঐশ্বর্য, ভোগ ইত্যাদির গর্বে গর্বিত যাদবদেরও তিনি শিক্ষাদান করেন।

পঞ্চষষ্ঠিতম অধ্যায়ে চৌত্রিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, বলদেব তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের দর্শন করার বাসনায় গোকুলে যান। চৈত্র এবং বৈশাখ মাসে যমুনার উপবনে বলরাম তাঁর গোপীগণ সহ রাস-রসোৎসব লীলাবিলাস করেন এবং যমুনাকর্ষণ লীলা করেন।

ষট্‌ষষ্ঠিতম অধ্যায়ে তেতাল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ কাশীতে গিয়ে পৌণ্ড্রক, এবং তার মিত্র কাশীরাজ সুদক্ষিণ প্রভৃতিকে বধ করেন। সপ্তষষ্ঠিতম অধ্যায়ে আটাশটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, বলরাম যখন রৈবতক পর্বতে বহু যুবতী রমণীর সঙ্গসুখ উপভোগ করছিলেন, তখন নরকাসুরের মিত্র এবং মৈন্দ বানরের ভ্রাতা অত্যন্ত খল দ্বিবিদ বানরকে তিনি বিনাশ করেন।

অষ্টষষ্ঠিতম অধ্যায়ে চুয়ান্নটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, জাম্ববতীর পুত্র সাম্ব যখন দুর্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে হরণ করে, তখন কৌরবেরা যুদ্ধে তাঁকে বন্দী করে। তাঁকে মুক্ত করে শান্তি স্থাপন করার জন্য বলরাম শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে হস্তিনাপুরে যান। কিন্তু কৌরবেরা তাঁর সেই প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করেনি। তাদের

ঔদ্ধত্য দর্শন করে বলরাম তাঁর লাঙ্গল দিয়ে হস্তিনাপুর নগরী আকর্ষণ করতে শুরু করেন। দুর্যোধন আদি কৌরবেরা তখন বলদেবের স্তব করে, এবং বলরাম তখন সাম্ব ও লক্ষ্মণাকে নিয়ে দ্বারকায় ফিরে আসেন।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়ে পঁয়তাল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ ষোল হাজার মহিষীর গৃহে গৃহস্থলীলা প্রদর্শন করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ষোল হাজার রূপে নিজেকে বিস্তার করে তাঁর গৃহস্থলীলা-বিলাস করছেন দেখে নারদ মুনি পর্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। নারদ মুনি তখন শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন।

সপ্ততিতম অধ্যায়ে সাতচল্লিশটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করেছিলেন এবং জরাসন্ধ কর্তৃক অবরুদ্ধ রাজাদের মুক্ত করেছিলেন। সেই রাজাদের প্রেরিত দূত যখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে আসেন, তখন নারদ মুনি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন করতে এসে তাঁকে পাণ্ডবদের সংবাদ প্রদান করেন। নারদ মুনি শ্রীকৃষ্ণকে বলেন যে, পাণ্ডবেরা রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের অভিলাষী হয়েছেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ সেই যজ্ঞে যোগদান করতে সম্মত হন, কিন্তু তিনি প্রথমে উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করেন, জরাসন্ধ বধ এবং রাজসূয় যজ্ঞে যোগদান— এর মধ্যে কোন্‌টি প্রথমে করা কর্তব্য। একসপ্ততিতম অধ্যায়ে পঁয়তাল্লিশটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থ গমনে পাণ্ডবদের আনন্দ, শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য বাসনার ফলে জরাসন্ধ বধ এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন কিভাবে সম্ভব হবে তা বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ে ছেচল্লিশটি শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রস্তাব অনুমোদন করলে মহারাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত আনন্দিত হন। এই অধ্যায়ে জরাসন্ধ বধ, তার পুত্রের রাজ্যাভিষেক এবং জরাসন্ধ যে সমস্ত রাজাদের কারারুদ্ধ করেছিলেন তাঁদের মুক্তি বর্ণিত হয়েছে। ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ে পঁয়ত্রিশটি শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণ রাজাদের মুক্ত করে তাঁদের রাজপদে অধিষ্ঠিত করেন। জরাসন্ধের পুত্র সহদেব শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন এবং তারপর ভীম ও অর্জুন সহ শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে আসেন। চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ে চুয়ান্নটি শ্লোক। মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেন এবং তাঁকে রাজসূয় যজ্ঞের অগ্রপূজা প্রদান করেন। এইভাবে ভগবানকে সম্মান প্রদর্শন করা প্রতিটি মানুষেরই সর্বপ্রধান কর্তব্য। কিন্তু চেদিরাজ শিশুপাল তা সহ্য করতে পারেনি। শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করতে শুরু করে এবং শ্রীকৃষ্ণ তখন তার মস্তক ছেদন করে তাকে সারূপ্য মুক্তি প্রদান

করেন। রাজসূয় যজ্ঞের সমাপ্তির পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মহিষীগণ সহ দ্বারকায় ফিরে আসেন। পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ে চল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ সমাপন করে স্নানাদি উৎসব অনুষ্ঠান করেন। দুর্যোধন ময়দানব নির্মিত প্রাসাদে বিভ্রান্ত হওয়ায় অপমানিত বোধ করে।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়ে তেত্রিশটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, রুক্মিণী হরণের সময় পরাজিত রাজাদের অন্যতম শাল্ব পৃথিবীকে যাদবশূন্য করার প্রতিজ্ঞা করে। যাদবদের পরাজিত করার জন্য শাল্ব শিবের আরাধনা করে এবং শিব তাকে সৌভ নামক ইচ্ছানুরূপ গতিশীল একটি বায়বীয় যান প্রদান করেন। শাল্ব যখন বৃষ্ণিদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল, তখন প্রদ্যুম্ন ময়দানব নির্মিত যানটি ধ্বংস করেন, কিন্তু শাল্বের ভ্রাতা দ্যুমনের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তার গদার আঘাতে অচেতন হন। তখন প্রদ্যুম্নের সারথি তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে নিয়ে যান। কিন্তু সংজ্ঞা লাভের পর প্রদ্যুম্ন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এইভাবে অপসারিত হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ে সাঁয়ত্রিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে প্রদ্যুম্নের পুনরায় শাল্বসহ যুদ্ধ, ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে দ্বারকায় ফিরে এসে শ্রীকৃষ্ণের রণক্ষেত্রে গমন এবং মায়াবী শাল্বের বিনাশ সাধন বর্ণনা করা হয়েছে।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ে চল্লিশটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, শাল্বের সখা দন্তবক্র এবং দন্তবক্রের ভ্রাতা বিদূরথ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হয়। কৌরব এবং পাণ্ডবদের মধ্যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে বলদেব দ্বারকা থেকে তীর্থভ্রমণে যাত্রা করেন। রোমহর্ষণের দুর্ব্যবহারের ফলে বলদেব তাকে নৈমিষারণ্যে বধ করেন এবং তার পুত্র উগ্রশ্রবা সূত গোস্বামীকে *শ্রীমদ্ভাগবতের* বক্তারূপে নিযুক্ত করেন। একোনাশীতিতম অধ্যায়ে চৌত্রিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, নৈমিষারণ্যের ব্রাহ্মণেরা রোমহর্ষণের মৃত্যুর জন্য বলদেবকে প্রায়শ্চিত্ত করতে উপদেশ দেন। বল্বল নামক অসুরকে বধ করে বলদেব নানা তীর্থে ভ্রমণ এবং অবগাহন করে, অবশেষে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যেখানে ভীম এবং দুর্যোধনের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছিল, সেখানে এসে উপস্থিত হন। তারপর তিনি দ্বারকায় ফিরে যান এবং পুনরায় নৈমিষারণ্যে গমন করেন। সেখানে তিনি ঋষিদের উপদেশ দেন। তারপর তিনি তাঁর পত্নী রেবতী সহ প্রস্থান করেন।

অশীতিতম অধ্যায়ে পঁয়তাল্লিশটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সখা সুদামা বিপ্র অর্থ লাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণের কাছে গেলে, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পূজিত হন। গুরুকুলে তাঁদের শৈশবের ঘটনাবলী স্মরণ করে তাঁদের মধ্যে কথোপকথন

হয়। একাশীতিতম অধ্যায়ে একচল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ এবং সুদামার বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সুদামা বিপ্রের উপহার চিড়া গ্রহণ করেন। সুদামা বিপ্র যখন গৃহে ফিরে যান, তখন তিনি দেখেন যে, সেখানে সব কিছু অপূর্ব ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়েছে, এবং তিনি তখন ভগবানের ভক্তবাৎসল্যের প্রশংসা করেন। ভগবানের উপহাররূপে তিনি জড় ঐশ্বর্য উপভোগ করেন এবং তারপর যথাসময়ে তিনি বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়ে আটচল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে যাদবেরা কুরুক্ষেত্রে যান এবং সেখানে অন্যান্য রাজারা তাঁদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচনা করেন। সেখানে আগত নন্দ মহারাজ এবং ব্রজবাসীদের শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্টিবিধান করেছিলেন। ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ে তেতাল্লিশটি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে, কুরুক্ষেত্রে সমবেত রমণীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গে আলোচনা করেন, এবং দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের মহিষীদের জিজ্ঞাসা করেন কিভাবে তাঁদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হয়। চতুরশীতিতম অধ্যায়ে একাত্তরটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, মহান ঋষিরা যখন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য কুরুক্ষেত্রে যান, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের মহিমা কীর্তন করেন। বসুদেব যেহেতু সেই উপলক্ষ্যে এক মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার বাসনা করেছিলেন, তাই ঋষিরা তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতে। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর সকলে স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করেছিলেন। পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ে ঊনষাটটি শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা এবং মাতার অনুরোধে তাঁদের মৃত পুত্রদের ফিরিয়ে নিয়ে আসেন এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় দেবকীর পুত্রদের মুক্তিলাভ হয়। ষড়শীতিতম অধ্যায়ে ঊনষাটটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, কিভাবে অর্জুন এক মহাযুদ্ধে সুভদ্রাকে হরণ করেছিলেন। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের মিথিলা গমন এবং তাঁর ভক্ত বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেবের গৃহে অবস্থান এবং তাঁদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন বর্ণিত হয়েছে।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ে পঞ্চাশটি শ্লোকে বেদসমূহ কর্তৃক নারায়ণের স্তব বর্ণিত হয়েছে। অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ে চল্লিশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে বৈষ্ণবেরা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করে নির্গুণ স্তর প্রাপ্ত হন এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যান। দেবতাদের পূজা করে জড় শক্তি লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে এই জড় জগতের একজন সাধারণ মানুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ করতে পারেন। এইভাবে ব্রহ্মা এবং শিবেরও

ঊর্ধ্বে বিষ্ণুর উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একোননবতিতম অধ্যায়ে পঁয়ষট্টিটি শ্লোক। এখানে সমস্ত দেবতাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, সেই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। বিষ্ণু যদিও ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর—এই তিন দেবতার অন্তর্গত, তবুও তিনি নির্গুণ এবং পরমতত্ত্ব। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন কিভাবে মহাকালপুরে গিয়ে দ্বারকাবাসী ব্রাহ্মণের পুত্রকে উদ্ধার করেছিলেন এবং কৃষ্ণপ্রভাব দর্শনে অর্জুনের বিস্ময় বর্ণিত হয়েছে। নবতিতম অধ্যায়ে পঞ্চাশটি শ্লোক। এই অধ্যায়ে মধুরেণ সমাপয়েৎ এই ন্যায় অনুসারে পুনরায় সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঃ ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়ের কথাসার—এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, দেবকীর অষ্টম পুত্রের দ্বারা নিজের মৃত্যু হবে এই দৈববাণী শ্রবণ করে কংস অত্যন্ত ভীত হয়ে একের পর এক দেবকীর পুত্রদের হত্যা করে।

শ্রীশুকদেব গোস্বামী যখন যদুবংশ এবং সেই সঙ্গে চন্দ্র ও সূর্যবংশের বর্ণনা করেন, তখন মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁকে অনুরোধ করেন, যদুবংশে বলদেব সহ আবির্ভূত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে এই জগতে তাঁর লীলাবিলাস করেছিলেন তা বর্ণনা করতে। মহারাজ পরীক্ষিৎ বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ চিন্ময় এবং তাই মুক্তপুরুষেরাই কেবল তাঁর কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কৃষ্ণলীলা শ্রবণ এমনই একটি নৌকা যার দ্বারা জীবনের চরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। পশুঘাতী অথবা আত্মঘাতী ব্যতীত প্রতিটি বুদ্ধিমান মানুষেরই কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা।

শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন পাণ্ডবদের একমাত্র আরাধ্য দেবতা। মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন তাঁর মাতা উত্তরার গর্ভে ছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ব্রহ্মাস্ত্র থেকে রক্ষা করেছিলেন। এখন মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছেন, রোহিণীর নিত্য পুত্র বলদেব কিভাবে দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কেন মথুরা থেকে বৃন্দাবনে নিজেকে স্থানান্তরিত করেছিলেন, তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে কিভাবে অবস্থান করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ মথুরা এবং বৃন্দাবনে কি কি লীলা করেছিলেন, কেন তিনি কংসকে বধ করেছিলেন, দ্বারকায় তিনি কত বছর বাস করেছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের কতজন মহিষী ছিল? মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে এই সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে অনুরোধ করেছিলেন, এ ছাড়াও যদি কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে অন্য কিছু জ্ঞাতব্য থাকে, তা হলে তিনি যেন সবই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী যখন কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করতে শুরু করেন, তখন মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর উপবাসজনিত শ্রান্তি বিস্মৃত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনা করতে

উৎসাহী হয়ে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছিলেন, "গঙ্গা যেমন ত্রিভুবনকে পবিত্র করেন, শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথাও তেমনই বক্তা, প্রশ্নকর্তা এবং শ্রোতা—এই তিন প্রকার ব্যক্তিকে পবিত্র করে।"

পৃথিবী যখন রাজবেশধারী অসুরদের সামরিক শক্তির ভারে ভারাক্রান্ত হয়েছিলেন, তখন মাতা বসুন্ধরা একটি গাভীর রূপ ধারণ করে ত্রাণ লাভের জন্য ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিলেন। ব্রহ্মা পৃথিবীর দুঃখে দুঃখিত হয়ে মহাদেব প্রমুখ দেবতা এবং গোরূপিণী পৃথিবীকে নিয়ে ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গিয়ে স্তবের দ্বারা ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন। তারপর ব্রহ্মা সমাধির দ্বারা মহাবিষ্ণুর আদেশ জানতে পেরে সকলকে জানিয়েছিলেন যে, ভূভার হরণের জন্য ভগবান শীঘ্রই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন। দেবতারা তাঁদের পত্নীসহ যেন যদুবংশে পুত্র-পৌত্রাদিরূপে শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদত্ব লাভের জন্য জন্মগ্রহণ করেন। ভগবানের ইচ্ছায় অনন্তদেব বলরামরূপে প্রথমে আবির্ভূত হবেন, এবং তারপর শ্রীকৃষ্ণের শক্তি যোগমায়াও আবির্ভূত হবেন। মাতা বসুন্ধরাকে সেই কথা জানিয়ে ব্রহ্মা তাঁর ধামে ফিরে গিয়েছিলেন।

বসুদেব যখন দেবকীকে বিবাহ করে তাঁর ভ্রাতা কংস চালিত রথে করে তাঁকে নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন কংসকে সম্বোধন করে আকাশবাণী হল যে, দেবকীর অষ্টম পুত্র তাকে হত্যা করবে। সেই আকাশবাণী শোনা মাত্রই কংস দেবকীকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু বসুদেব নানাভাবে বুঝিয়ে তাকে নিরস্ত করেন। তিনি তাকে বলেন যে, কংসের মতো একজন বীরের পক্ষে তার কনিষ্ঠা ভগ্নীকে হত্যা করা শোভন হবে না, বিশেষ করে তাঁর বিবাহের সময়। বসুদেব তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, যারই দেহ রয়েছে তার মৃত্যু অনিবার্য। প্রতিটি জীবই কিছুকালের জন্য একটি শরীরে অবস্থান করে এবং তারপর অন্য একটি শরীরে দেহান্তরিত হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মানুষ তার দেহটিকে তার আত্মা বলে মনে করে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে কেউ যদি অন্য একটি শরীরকে হত্যা করতে চায়, তা হলে তাকে নরকভোগ করতে হয়।

কংস যখন বসুদেবের এই উপদেশ সত্ত্বেও তার পাপসঙ্কল্প থেকে নিরস্ত হল না, তখন বসুদেব একটি উপায় উদ্ভাবন করলেন। তিনি দেবকীর গর্ভজাত সন্তানগুলিকে জন্ম হওয়া মাত্রই কংসের হস্তে সমর্পণ করবেন বলে কংসের কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন যাতে সে তাদের হত্যা করতে পারে। তা হলে আর এখন দেবকীকে হত্যা করার কি প্রয়োজন? সেই প্রস্তাবে কংস শান্ত হয়েছিল। যথাসময়ে দেবকী যখন একটি সন্তান প্রসব করলেন, বসুদেব তখন সেই নবজাত

শিশুটিকে কংসের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। বসুদেবের উদারতা দর্শন করে কংস আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল। বসুদেব শিশুটিকে কংসের হাতে সমর্পণ করলে, কংস কিছু বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করে বলেছিল যে, অষ্টম গর্ভজাত সন্তান যেহেতু তাকে হত্যা করবে, তখন প্রথম শিশুটিকে হত্যা করার কি প্রয়োজন? বসুদেব যদিও কংসকে বিশ্বাস করেননি, তবুও কংস বসুদেবকে অনুরোধ করেছিল সেই শিশুটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু পরে নারদ মুনি কংসের কাছে গিয়ে জানিয়েছিলেন যে, দেবতারা তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে যদু এবং বৃষ্ণিবংশে জন্মগ্রহণ করছেন, তখন কংস দেবকীর গর্ভজাত প্রতিটি সন্তানকেই হত্যা করতে স্থির করেছিল। সে তখন দেবকী এবং বসুদেবকে কারারুদ্ধ করে একে একে তাঁদের ছ'টি পুত্রকে হত্যা করে। নারদ মুনি কংসকে এই কথাও জানিয়েছিলেন যে, পূর্বজন্মে সে ছিল কালনেমি নামক এক দৈত্য, যে বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হয়েছিল। এই কথা জানতে পেরে কংস সমস্ত যাদবদের মহাশত্রুতে পরিণত হয়েছিল। এমন কি সে তার পিতা উগ্রসেনকে পর্যন্ত কারারুদ্ধ করেছিল, কারণ কংস একাকী রাজ্যভোগ করতে চেয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলা—ব্রজলীলা, মথুরালীলা এবং দ্বারকালীলা। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে নব্বইটি অধ্যায়ে সমস্ত কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম চারটি অধ্যায়ে ব্রহ্মার প্রার্থনায় ভূভার হরণ করার জন্য ভগবানের জন্মলীলা। পঞ্চম অধ্যায় থেকে ঊনচত্বারিংশতি অধ্যায় পর্যন্ত ব্রজলীলা। চত্বারিংশতি অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের যমুনা বিহার এবং অক্রূরের স্তব বর্ণিত হয়েছে। একচত্বারিংশতি থেকে একপঞ্চাশত্তম অধ্যায় পর্যন্ত এগারটি অধ্যায়ে মথুরালীলা এবং দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় থেকে নবতিতম অধ্যায় পর্যন্ত ঊনচল্লিশটি অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলা বর্ণিত হয়েছে।

ঊনত্রিংশতি অধ্যায় থেকে ত্রয়স্ত্রিংশতি অধ্যায় পর্যন্ত পাঁচটি অধ্যায়ে শ্রীরাসলীলা বর্ণিত হয়েছে। তাই এই পাঁচটি অধ্যায়কে রাসপঞ্চাধ্যায় বলা হয়। দশম স্কন্ধের সপ্তচত্বারিংশতি অধ্যায়টিকে ভ্রমরগীতা বলা হয়।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

কথিতো বংশবিস্তারো ভবতা সোমসূর্যয়োঃ ।
রাজ্ঞাং চোভয়বংশ্যানাং চরিতং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **কথিতঃ**—পূর্বে বর্ণিত হয়েছে; **বংশ-বিস্তারঃ**—বংশের বিস্তৃত বিবরণ; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **সোম-সূর্যয়োঃ**—চন্দ্র এবং সূর্যদেবের; **রাজ্ঞাম্**—রাজাদের; **চ**—এবং; **উভয়**—উভয়; **বংশ্যা-নাম্**—বংশধরদের; **চরিতম্**—চরিত্র; **পরম**—পরম; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে প্রভু! আপনি ইতিপূর্বেই চন্দ্র এবং সূর্যবংশের রাজাদের অত্যন্ত মহান এবং বিস্ময়জনক চরিত্র বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

তাৎপর্য

নবম স্কন্ধের শেষে চতুর্বিংশতি অধ্যায়ে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভূভার লাঘব করার জন্য স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কিভাবে তিনি গৃহস্থরূপে তাঁর লীলাবিলাস করেছিলেন, এবং কিভাবে তাঁর জন্মের অনতিকাল পরেই তিনি তাঁর ব্রজ-লীলায় নিজেকে স্থানান্তরিত করেছিলেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ স্বভাবতই কৃষ্ণভক্ত হওয়ার ফলে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে শুনতে চেয়েছিলেন। তাই, তিনি শুকদেব গোস্বামীকে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ বর্ণনা করার জন্য পরীক্ষিৎ মহারাজ শুকদেব গোস্বামীকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছিলেন—

জাতো গতঃ পিতৃগৃহাদ্ ব্রজমেধিতার্থো
হত্বা রিপূন্ সুতশতানি কৃতোরুদারঃ।
উৎপাদ্য তেষু পুরুষঃ ক্রতুভিঃ সমীজে
আত্মানমাত্মনিগমং প্রথয়ঞ্জনেষু ॥

"লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অতি অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক বিস্তার করার জন্য তিনি তাঁর জন্মের পরেই তাঁর পিতৃগৃহ ত্যাগ করে বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। বৃন্দাবনে ভগবান বহু অসুরদের সংহার করেছিলেন, এবং তারপর দ্বারকায় ফিরে গিয়ে বৈদিক প্রথা অনুসারে বহু স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করে তাঁদের গর্ভে শত শত পুত্র উৎপাদন করেছিলেন, এবং গৃহস্থ-জীবনের আদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁর নিজের পূজার জন্য বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৯/২৪/৬৬)

যদুবংশ সোম বা চন্দ্রবংশের অন্তর্ভুক্ত। যদিও গ্রহগুলির আয়োজন এমনভাবে করা হয়েছে যে, সূর্য চন্দ্রের পূর্বে আসে, তবুও পরীক্ষিৎ মহারাজ চন্দ্রবংশকে অধিক সম্মান প্রদর্শন করেছেন, কারণ চন্দ্রবংশের অন্তর্ভুক্ত যদুবংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন। দুটি ক্ষত্রিয় বংশ রয়েছে—চন্দ্রবংশ এবং সূর্যবংশ। ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি সাধারণত ক্ষত্রিয়বংশে আবির্ভূত হন, কারণ তিনি ধর্ম-সংস্থাপন এবং সৎ জীবন যাপন করার শিক্ষা দেওয়ার জন্য অবতীর্ণ হন। বৈদিক প্রথা অনুসারে ক্ষত্রিয়রা হচ্ছেন মানব-সমাজের রক্ষক। ভগবান যখন শ্রীরামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন তিনি সূর্যবংশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এবং যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি চন্দ্রবংশের অন্তর্ভুক্ত যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* নবম স্কন্ধের চতুর্বিংশতি অধ্যায়ে যদুবংশের রাজাদের এক দীর্ঘ তালিকা প্রদান করা হয়েছে। সোমবংশ এবং সূর্যবংশ উভয় বংশেরই সমস্ত রাজারা ছিলেন অত্যন্ত মহান ও শক্তিশালী, এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁদের প্রভূত প্রশংসা করেছেন (*রাজ্ঞাং চোভয়বংশ্যানাং চরিতং পরমাদ্ভুতম্*)। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সোমবংশ সম্বন্ধে আরও শুনতে চেয়েছিলেন, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই বংশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ধামকে *ব্রহ্মসংহিতায়* চিন্তামণি ধাম বলে বর্ণনা করা হয়েছে—*চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্*। এই পৃথিবীতে বৃন্দাবন ধাম সেই ধামেরই প্রতিরূপ। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৮/২০) বর্ণনা করা হয়েছে যে, চিদাকাশে আর একটি নিত্য প্রকৃতি রয়েছে, যা ব্যক্ত এবং অব্যক্ত জড়া প্রকৃতির অতীত। চন্দ্র, সূর্য আদি বহু গ্রহ-নক্ষত্ররূপে এই জড় জগৎকে দেখা যায়, কিন্তু তার ঊর্ধ্বে রয়েছে অব্যক্ত, যা দেহধারী জীবের অগোচর। আর এই অব্যক্ত প্রকৃতির ঊর্ধ্বে রয়েছে চিৎ-জগৎ, *ভগবদ্গীতায়* যাকে পরম এবং শাশ্বত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই জগতের কখনও বিনাশ হয় না। জড় জগতের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি এবং ধ্বংস হলেও চিৎ-জগৎ নিত্য বিরাজমান। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে সেই চিন্ময় প্রকৃতি বা চিৎ-জগৎকে বৃন্দাবন, গোলোক বৃন্দাবন বা ব্রজধাম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। নবম স্কন্ধের—*জাতো গতঃ পিতৃগৃহাদ্*—উপরোক্ত শ্লোকটির বিস্তৃত বিবরণ এই দশম স্কন্ধে পাওয়া যাবে।

শ্লোক ২

যদোশ্চ ধর্মশীলস্য নিতরাং মুনিসত্তম ।
তত্রাংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণোর্বীর্যাণি শংস নঃ ॥ ২ ॥

যদোঃ—যদুর বা যদুবংশের; **চ**—ও; **ধর্ম-শীলস্য**—যাঁরা অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন; **নিতরাম্**—অত্যন্ত গুণবান; **মুনি-সত্তম**—হে মুনিশ্রেষ্ঠ (শুকদেব গোস্বামী); **তত্র**—সেই বংশে; **অংশেন**—তাঁর অংশ বলদেব সহ; **অবতীর্ণস্য**—যিনি অবতাররূপে আবির্ভূত হয়েছেন; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **বীর্যাণি**—মহিমান্বিত কার্যকলাপ; **শংস**—বর্ণনা করুন; **নঃ**—আমাদের কাছে।

অনুবাদ

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি অত্যন্ত পুণ্যবান এবং ধর্মনিষ্ঠ যদুবংশেরও বর্ণনা করেছেন। এখন সেই যদুবংশে বলদেব সহ অবতীর্ণ ভগবান শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত মহিমান্বিত লীলাসমূহ আমাদের কাছে বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/১) বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন বিষ্ণুতত্ত্বের উৎস।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

"শ্রীকৃষ্ণ বা গোবিন্দ পরম ঈশ্বর। তাঁর দেহ সচ্চিদানন্দময়। তিনি সব কিছুর উৎস; তাঁর কোন উৎস নেই। কারণ তিনি সর্বকারণের পরম কারণ।"

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের প্রধান ব্রহ্মাগণ মহাবিষ্ণুর এক নিঃশ্বাসকাল অবধি পর্যন্ত জীবিত থাকেন। সেই মহাবিষ্ণু যাঁর অংশের অংশ, সেই গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৪৮)

গোবিন্দ বা কৃষ্ণ হচ্ছেন আদিপুরুষ ভগবান। *কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।* যাঁর নিঃশ্বাসের ফলে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়, সেই মহাবিষ্ণু পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের কলা বিশেষ বা অংশের অংশ। মহাবিষ্ণু সঙ্কর্ষণের অংশ, এবং সঙ্কর্ষণ নারায়ণের অংশ। নারায়ণ চতুর্ব্যূহের অংশ, এবং চতুর্ব্যূহ শ্রীকৃষ্ণের প্রথম প্রকাশ বলরামের অংশ। অতএব বলদেব সহ শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্ব তাঁর সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর মহিমামণ্ডিত কার্যকলাপের বর্ণনা করতে মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে অনুরোধ করেছেন। এই শ্লোকের আর একটি অর্থ হচ্ছে—শুকদেব গোস্বামী যদিও ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মুনি, তবুও তিনি কেবল আংশিকভাবে (*অংশেন*) শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করতে পেরেছিলেন, কারণ কেউই পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করতে পারে না। বলা হয় যে, অনন্তদেব অনন্ত মুখে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করে শেষ করতে পারেন না।

শ্লোক ৩

অবতীর্য যদোর্বংশে ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।
কৃতবান্ যানি বিশ্বাত্মা তানি নো বদ বিস্তরাৎ ॥ ৩ ॥

অবতীর্য—অবতরণ করে; **যদোঃ বংশে**—যদুবংশে; **ভগবান্**—ভগবান; **ভূত-ভাবনঃ**—সমস্ত জগতের যিনি কারণ; **কৃতবান্**—প্রকাশ করেছিলেন; **যানি**—যা কিছু (লীলা); **বিশ্ব-আত্মা**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা; **তানি**—সেই সমস্ত (লীলা); **নঃ**—আমাদের; **বদ**—দয়া করে বলুন; **বিস্তরাৎ**—বিস্তারিতভাবে।

অনুবাদ

বিশ্বাত্মা, জগৎকারণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে অবতীর্ণ হয়ে যে যে লীলা প্রকাশ করেছিলেন, সেই লীলা এবং চরিতাবলী আমাদের কাছে আনুপূর্বিক বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *কৃতবান্ যানি* শব্দ দুটি ইঙ্গিত করে যে, শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে প্রকটকালে যে সমস্ত লীলাবিলাস করেছিলেন, তা মানব-সমাজের হিতকর। যদি ধর্মনেতা, দার্শনিক এবং জনসাধারণ কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ শ্রবণ করেন, তা হলে তাঁরা মুক্ত হয়ে যাবেন। আমরা কয়েকবার উল্লেখ করেছি যে, কৃষ্ণকথা দুই প্রকার—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত *ভগবদ্গীতা* এবং শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণনাকারী *শ্রীমদ্ভাগবত*। কেউ যদি কৃষ্ণকথার প্রতি অল্প একটুও আগ্রহী হন, তা হলে তিনি মুক্তিলাভ করেন। *কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১২/৩/৫১)। কেবল কৃষ্ণকথা কীর্তনের ফলে কলিযুগের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই উপদেশ দিয়েছেন, *যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ* (*চৈঃ চঃ মধ্য* ৭/১২৮)। এটিই কৃষ্ণভাবনামৃতের উদ্দেশ্য—কৃষ্ণকথা শ্রবণ করে ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া।

শ্লোক ৪

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ ।
ক উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ ॥ ৪ ॥

নিবৃত্ত—মুক্ত; **তর্ষৈঃ**—কাম অথবা জড়-জাগতিক কার্যকলাপ; **উপগীয়-মানাৎ**—যা বর্ণিত হয় বা কীর্তিত হয়; **ভব-ঔষধাৎ**—ভবরোগের যথার্থ ঔষধ; **শ্রোত্র**—শ্রবণ করার বিধি; **মনঃ**—মনের চিন্তার বিষয়; **অভিরামাৎ**—এই প্রকার মহিমা কীর্তনের সুমধুর ধ্বনি থেকে; **কঃ**—কে; **উত্তমশ্লোক**—ভগবানের; **গুণ-অনুবাদাৎ**—এই প্রকার কার্যকলাপ বর্ণনা করা থেকে; **পুমান্**—মানুষ; **বিরজ্যেত**—বিরত থাকতে পারে; **বিনা**—ব্যতীত; **পশুঘ্নাৎ**—পশুঘাতী কসাই অথবা আত্মঘাতী।

অনুবাদ

ভগবানের মহিমা কীর্তন শ্রৌত পরম্পরায় সাধিত হয়, অর্থাৎ শ্রীগুরুর মুখপদ্ম থেকে শিষ্য শ্রবণের দ্বারা তা হৃদয়ঙ্গম করেন। এই কীর্তনের আনন্দ তাঁরাই আস্বাদন করতে পারেন, যাঁরা অলীক এবং ক্ষণস্থায়ী জড় জগতের বিষয়ের আলোচনায় আগ্রহশীল নন। ভগবানের মহিমা কীর্তন সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ বদ্ধ জীবের ভবরোগের মহৌষধ। অতএব পশুঘাতী অথবা আত্মঘাতী ব্যতীত কে ভগবানের এই মহিমা কীর্তন শ্রবণ না করবে?

তাৎপর্য

সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ভারতবর্ষে জনসাধারণের মধ্যে *ভগবদ্গীতা* অথবা *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করার প্রথা প্রচলিত রয়েছে। ভারতবর্ষ যদিও আজ যথেষ্ট অধঃপতিত হয়েছে, তবুও যখন ঘোষণা করা হয় যে, কেউ *ভগবদ্গীতা* অথবা *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করবেন, তখন তা শ্রবণ করার জন্য হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয়। এই শ্লোকে কিন্তু ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* তাঁদের শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করা কর্তব্য, যাঁরা জড়-জাগতিক বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছেন (*নিবৃত্ততর্ষৈঃ*)। এই জড় জগতে ব্রহ্মা থেকে শুরু করে নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত সকলেই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনায় পূর্ণ, এবং সকলেই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চেষ্টায় ব্যস্ত, কিন্তু মানুষ যখন এইভাবে লিপ্ত

থাকে, তখন তারা *ভগবদ্গীতা* অথবা *শ্রীমদ্ভাগবত-রূপ* কৃষ্ণকথার মূল্য পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

আমরা যদি মুক্ত পুরুষদের কাছ থেকে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করি, তা হলে আমরা অবশ্যই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারব, কিন্তু পেশাদারী ভাগবত পাঠকের কাছ থেকে শ্রবণ প্রকৃতপক্ষে মুক্তিলাভে আমাদের সাহায্য করতে পারে না। কৃষ্ণকথা অত্যন্ত সহজ সরল। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তিনি নিজেও বিশ্লেষণ করেছেন, *মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়*—"হে অর্জুন, আমার থেকে শ্রেষ্ঠ সত্য আর কিছু নেই।" (*ভগবদ্গীতা* ৭/৭) কেবল এই তথ্য হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে—শ্রীকৃষ্ণ যে, পরমেশ্বর ভগবান সেই কথা জানার মাধ্যমে—মানুষ মুক্ত হতে পারে। বিশেষত এই যুগে মানুষেরা যেহেতু প্রতারকদের মুখ থেকে *ভগবদ্গীতা* শ্রবণ করতে আগ্রহী, যে সমস্ত প্রতারক নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য *ভগবদ্গীতার* কদর্থ করে, তাই তারা প্রকৃত লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। বড় বড় পণ্ডিত, রাজনীতিবিদ্, দার্শনিক, এবং বৈজ্ঞানিক রয়েছে, যারা তাদের কলুষিত মনের কল্পনার দ্বারা ভগবদ্গীতার কদর্থ করে মানুষকে তা শোনায়, এবং সাধারণ মানুষও ভক্তের শ্রীমুখ থেকে ভগবানের মহিমা শ্রবণে উদাসীন হয়ে তাদের সেই কদর্থ শ্রবণ করে। ভক্ত হচ্ছেন তিনি যাঁর ভগবানের সেবা ব্যতীত *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই ভগবৎ-তত্ত্ববেত্তা ভক্তের কাছে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার উপদেশ দিয়েছেন (*ভাগবত পড় গিয়া ভাগবত স্থানে*)। কৃষ্ণ-তত্ত্ববিজ্ঞান পূর্ণরূপে যার উপলব্ধি হয়নি, তার কাছে ভগবানের কথা শ্রবণ করা উচিত নয়। শ্রীল সনাতন গোস্বামী সেই সম্বন্ধে কঠোরভাবে নিষেধ করে *পদ্ম-পুরাণ* থেকে উল্লেখ করেছেন—

অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্ ।
শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ ॥

যে ব্যক্তি বৈষ্ণব নয়, তার কথা কখনও শ্রবণ করা উচিত নয়। বৈষ্ণব হচ্ছেন *নিবৃত্ততৃষ্ণ*; অর্থাৎ, তাঁর কোন জড়-জাগতিক বাসনা নেই, কারণ তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার করা। তথাকথিত পণ্ডিত, দার্শনিক এবং রাজনীতিবিদেরা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কদর্থের দ্বারা *ভগবদ্গীতাকে* গুরুত্বহীন করার চেষ্টা করে। তাই এই শ্লোকে সাবধান বাণী দেওয়া হয়েছে যে, *নিবৃত্ততৃষ্ণ* ব্যক্তিরই কেবল কৃষ্ণকথা আবৃত্তি করা উচিত। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী হচ্ছেন *শ্রীমদ্ভাগবতের* আদর্শ বক্তা এবং পরীক্ষিৎ মহারাজ, যিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাঁর

রাজ্য এবং আত্মীয়স্বজন সব কিছু ত্যাগ করেছিলেন, তিনিই হচ্ছেন আদর্শ শ্রোতা। *শ্রীমদ্ভাগবতের* উপযুক্ত বক্তা বদ্ধ জীবের জন্য আদর্শ ঔষধই (*ভবৌষধি*) প্রদান করেন। তাই সারা পৃথিবী জুড়ে *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *ভগবদ্গীতার* বাণী প্রচার করার জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন উপযুক্ত প্রচারক তৈরি করার চেষ্টা করছে, যাতে সারা পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তের মানুষ এই আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করে জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারে।

ভগবদ্গীতার উপদেশ এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্ণনা এতই মধুর যে, জড় জগতে ত্রিতাপ ক্লেশসন্তপ্ত প্রতিটি জীবই এই গ্রন্থ থেকে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার অভিলাষী হবে এবং মুক্তির মার্গে অগ্রসর হবে। দুই প্রকার মানুষেরা কিন্তু কখনই *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী শ্রবণ করতে আগ্রহী হবে না—যারা আত্মহত্যা করতে বদ্ধপরিকর এবং যারা তাদের রসনাতৃপ্তির জন্য গাভী ও অন্যান্য পশু বধ করতে বদ্ধপরিকর। এই প্রকার মানুষেরা ভাগবত-সপ্তাহে *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করার অভিনয় করতে পারে, কিন্তু তার ফলে তাদের কোন লাভ হয় না। এই ধরনের ভাগবত-সপ্তাহ কর্মীদের আর একটি মনগড়া সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে *পশুঘ্নাৎ* শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। *পশুঘ্ন* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'কসাই'। স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার জন্য কর্মীরা কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে আগ্রহী, এবং তাদের যজ্ঞে পশুবলি দিতে হয়। বুদ্ধদেব তাই বৈদিক শাস্ত্রের নিন্দা করেছিলেন। কারণ তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ছিল বৈদিক কর্মকাণ্ডে যে, পশুবলির অনুমোদন করা হয়েছে, তা বন্ধ করা।

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয় দর্শিতপশুঘাতম্ ।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ (*গীতগোবিন্দ*)

বৈদিক অনুষ্ঠানে যদিও পশুবলি অনুমোদন করা হয়েছে, তবুও যারা এই সমস্ত অনুষ্ঠানের জন্য পশুহত্যা করে, তাদের কসাই বলেই বিবেচনা করা হয়। কসাইয়েরা কখনও কৃষ্ণভাবনামৃততে আগ্রহশীল হয় না, কারণ তারা জড় বিষয়ের দ্বারা প্রলোভিত। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে নশ্বর জড় দেহের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা।

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥

"যারা ভোগ ও ঐশ্বর্যসুখে একান্ত আসক্ত, সেই সমস্ত বিবেকবর্জিত মূঢ় ব্যক্তিদের বুদ্ধি সমাধি অর্থাৎ ভগবানে একনিষ্ঠতা লাভ হয় না।" (*ভগবদ্গীতা* ২/৪৪) শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন—

মনুষ্যজনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু ।

যে ব্যক্তি কৃষ্ণভক্ত না হওয়ার ফলে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয় না, সে-ও পশুঘ্ন, কারণ সে জেনে-শুনে বিষপান করছে। এই প্রকার মানুষেরা কৃষ্ণকথায় আগ্রহশীল হয় না। কারণ তারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য লালায়িত; তারা *নিবৃত্তত্বষ্ণ* নয়। বলা হয়েছে, *ত্রৈবর্গিকাস্তে পুরুষা বিমুখা হরিমেধসঃ*। যারা *ত্রিবর্গের* প্রতি আসক্ত— অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ এবং কামের প্রতি আসক্ত—তারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় ধর্ম অনুষ্ঠান করে। এই প্রকার ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পড়ে থেকে নিজেদের হত্যা করছে। তারা কৃষ্ণভাবনামৃতে আগ্রহশীল হতে পারে না।

কৃষ্ণকথার জন্য বক্তা এবং শ্রোতা উভয়েই কৃষ্ণভাবনায় আগ্রহশীল হতে পারে, যদি তাদের আর জড় বিষয়ের প্রতি আসক্তি না থাকে। যারা কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে এই প্রবৃত্তি কিভাবে আপনা থেকেই বিকশিত হয়, তা বাস্তবিকভাবে দেখা যায়। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ভক্তরা যদিও বয়সে নবীন, তবুও তাঁরা জড়-জাগতিক খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন ইত্যাদি পড়েন না, কারণ তাঁদের আর এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি কোন আগ্রহ নেই (*নিবৃত্ততর্ষৈঃ*)। তাঁরা সর্বতোভাবে দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করেছেন। শ্রীগুরুদেব উত্তমশ্লোক ভগবানের কথা বলেন এবং শিষ্য ঐকান্তিকভাবে তা শ্রবণ করেন। তাঁরা উভয়েই যদি জড় বাসনা থেকে মুক্ত না হন, তা হলে কৃষ্ণকথায় তাঁদের রুচি হবে না। শ্রীগুরুদেব এবং শিষ্যকে শ্রীকৃষ্ণের অতিরিক্ত আর কিছু জানার প্রয়োজন হয় না, কারণ কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে জানার ফলে এবং কৃষ্ণকথা বলার ফলে পূর্ণজ্ঞান লাভ করা যায় (*যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমেবং বিজ্ঞাতং ভবতি*)। ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, এবং ভগবানের কৃপায় ভক্ত প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের কাছ থেকে উপদেশ প্রাপ্ত হন। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) ভগবান বলেছেন—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥

"আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত আছি, এবং আমার থেকেই সমস্ত জীবের স্মৃতি, জ্ঞান উৎপন্ন ও বিলোপ হয়। আমিই বেদের জ্ঞাতব্য, বেদান্তকর্তা এবং বেদবেত্তা।" কৃষ্ণভক্তির এমনই মহিমা যে, শ্রীগুরুর তত্ত্বাবধানে *শ্রীমদ্ভাগবত*, *ভগবদ্গীতা* আদি

বৈদিক শাস্ত্রে কৃষ্ণকথা পাঠ করার ফলে কৃষ্ণভক্ত সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণের কথা বলাতেই যদি এত আনন্দ থাকে, তা হলে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় কি আনন্দ রয়েছে।

যখন ভববন্ধন মুক্ত গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে কৃষ্ণকথা আলোচনা হয়, তখন অন্যরাও কখনও কখনও তা শ্রবণ করার সুযোগ গ্রহণ করেন এবং লাভবান হন। এই সমস্ত বিষয় ভবরোগের মহৌষধ। জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বার বার বিভিন্ন শরীর ধারণ করাকে বলা হয় ভব বা ভবরোগ। কেউ যদি জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করেন, তা হলে অবশ্যই তাঁর ভবরোগের নিরাময় হবে। তাই কৃষ্ণকথাকে বলা হয় *ভবৌষধ*। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত কর্মীরা সাধারণত তাদের জড় বাসনা পরিত্যাগ করতে পারে না, কিন্তু কৃষ্ণকথা এমনই শক্তিশালী ঔষধ যে, কাউকে যদি কৃষ্ণকথা শ্রবণে অনুপ্রাণিত করা যায়, তা হলে অবশ্যই সে এই রোগ থেকে মুক্ত হবে। তার একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত হচ্ছেন ধ্রুব মহারাজ, যিনি তাঁর তপস্যার পরে পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়েছিলেন। ভগবান যখন ধ্রুব মহারাজকে বরদান করতে চেয়েছিলেন, তখন ধ্রুব মহারাজ তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, *স্বামীন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে*—"হে ভগবান, আমি পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়েছি। জড় সুখভোগের জন্য আমি কোন বর চাই না।" আমরা বাস্তবিকভাবে দেখতে পাই যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যুবক-যুবতীরা পর্যন্ত অবৈধ যৌনসঙ্গ, আমিষ আহার, আসবপান ইত্যাদি দীর্ঘকালের বদভ্যাস পরিত্যাগ করেছেন। কৃষ্ণভক্তির এমনই বল যে, তা পূর্ণ তৃপ্তি প্রদান করতে পারে, এবং তখন আর জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি কোন আগ্রহ থাকে না।

শ্লোক ৫-৭

পিতামহা মে সমরেঽমরঞ্জয়ৈ-
র্দেবব্রতাদ্যাতিরথৈস্তিমিঙ্গিলৈঃ ।
দুরত্যয়ং কৌরবসৈন্যসাগরং
কৃত্বাতরন্ বৎসপদং স্ম যৎপ্লবাঃ ॥ ৫ ॥
দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টমিদং মদঙ্গং
সন্তানবীজং কুরুপাণ্ডবানাম্ ।
জুগোপ কুক্ষিং গত আত্তচক্রো
মাতুশ্চ মে যঃ শরণং গতায়াঃ ॥ ৬ ॥

বীর্যাণি তস্যাখিলদেহভাজা-
মন্তর্বহিঃ পূরুষকালরূপৈঃ ।
প্রযচ্ছতো মৃত্যুমুতামৃতং চ
মায়ামনুষ্যস্য বদস্ব বিদ্বন্ ॥ ৭ ॥

পিতামহাঃ—আমার পিতামহ পঞ্চপাণ্ডবগণ (যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব); **মে**—আমার; **সমরে**—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে; **অমরম্-জয়ৈঃ**—দেবজয়ী যোদ্ধাদের সঙ্গে; **দেবব্রত-আদ্য**—ভীষ্ম প্রমুখ; **অতিরথৈঃ**—মহান সেনাপতিদের সঙ্গে; **তিমিঙ্গিলৈঃ**—হাঙরভুক বিশাল তিমিঙ্গিল মৎস্য সদৃশ; **দুরত্যয়ম্**—দুরতিক্রম্য; **কৌরব-সৈন্য-সাগরম্**—কৌরব সৈন্য-রূপ সাগর; **কৃত্বা**—মনে করে; **অতরন্**—অতিক্রম করেছিলেন; **বৎস-পদম্**—গোষ্পদ; **স্ম**—অতীতে; **যৎ-প্লবাঃ**—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মরূপ নৌকার আশ্রয়; **দ্রৌণি**—অশ্বত্থামার; **অস্ত্র**—ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা; **বিপ্লুষ্টম্**—আক্রান্ত এবং দগ্ধ হয়ে; **ইদম্**—এই; **মৎ-অঙ্গম্**—আমার শরীর; **সন্তান-বীজম্**—বংশের শেষ বংশধর; **কুরু-পাণ্ডবানাম্**—কৌরব এবং পাণ্ডবদের (যেহেতু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর আমি ছাড়া আর কেউ জীবিত ছিলেন না); **জুগোপ**—আশ্রয় প্রদান করেছিলেন; **কুক্ষিম্**—গর্ভে; **গতঃ**—স্থাপিত হয়ে; **আত্ত-চক্রঃ**—চক্র ধারণ করে; **মাতুঃ**—আমার মাতার; **চ**—ও; **মে**—আমার; **যঃ**—যে, ভগবান; **শরণম্**—আশ্রয়; **গতায়াঃ**—যিনি গ্রহণ করেছিলেন; **বীর্যাণি**—দিব্য গুণাবলীর মহিমা কীর্তন; **তস্য**—তাঁর (ভগবানের); **অখিল-দেহ-ভাজাম্**—সমস্ত দেহধারী জীবদের; **অন্তঃ বহিঃ**—অন্তরে এবং বাইরে; **পূরুষঃ**—পরম পুরুষের; **কাল-রূপৈঃ**—কালরূপে; **প্রযচ্ছতঃ**—প্রদানকারী; **মৃত্যুম্**—মৃত্যুর; **উত**—কথিত হয়; **অমৃতম্ চ**—এবং শাশ্বত জীবন; **মায়া-মনুষ্যস্য**—তাঁর মায়ার প্রভাবে যিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই ভগবানের; **বদস্ব**—বর্ণনা করুন; **বিদ্বন্**—হে বিদ্বান বক্তা (শ্রীল শুকদেব গোস্বামী)।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলরূপী নৌকা আশ্রয় করে আমার পিতামহ অর্জুন আদি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দেববিজয়ী অতিরথ ভীষ্মাদিরূপ তিমিঙ্গিলসঙ্কুল কৌরব সেনাবাহিনীর সমুদ্রকে ভগবানের কৃপায় গোষ্পদের মতো অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। আমার মা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছিলেন বলে, ভগবান সুদর্শন চক্র হস্তে তাঁর গর্ভে প্রবেশ করে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে নষ্টপ্রায়

কুরু এবং পাণ্ডবকুলের শেষ বংশধর আমার এই শরীর রক্ষা করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জীবের অন্তরে এবং বাইরে শাশ্বত কালরূপে—অর্থাৎ পরমাত্মারূপে এবং বিরাটরূপে তাঁর শক্তির দ্বারা প্রকাশিত হয়ে সকলকে নিষ্ঠুর মৃত্যুরূপে অথবা জীবনরূপে মুক্তি প্রদান করেন। দয়া করে সেই ভগবানের দিব্য চরিতাবলী বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৪/৫৮) বর্ণনা করা হয়েছে—

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্ বিপদাং ন তেষাম্ ॥

"যে ব্যক্তি সমগ্র জগতের আশ্রয় এবং মুরারি নামে বিখ্যাত পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মরূপ নৌকার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁর কাছে এই ভবসাগর গোষ্পদের মতো তুচ্ছ হয়ে যায়। তাঁর লক্ষ্য *পরং পদম্* বা বৈকুণ্ঠ, যেখানে কোন জড়-জাগতিক ক্লেশ নেই। এই জড় জগতে প্রতিপদে বিপদ, কিন্তু সেই স্থান সমস্ত বিপদ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত।"

যে ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অন্বেষণ করেন, ভগবান তৎক্ষণাৎ তাঁকে সমস্ত সুরক্ষা প্রদান করেন। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) ভগবান প্রতিজ্ঞা করেছেন—*অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ*—"আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে রক্ষা করব। ভয় করো না।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করার ফলে সর্বশ্রেষ্ঠ সুরক্ষিত আশ্রয় লাভ করা যায়। এইভাবে পাণ্ডবেরা যখন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তখন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে তাঁরা সুরক্ষিত ছিলেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ তাই তাঁর জীবনের অন্তিম সময়ে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করে কৃতজ্ঞতা অনুভব করেছিলেন। এটিই শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের আদর্শ ফল—*অন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ*। মৃত্যুর সময় যদি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা যায়, তা হলে জীবন সার্থক হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নানাভাবে কৃতজ্ঞ হওয়ার ফলে, পরীক্ষিৎ মহারাজ বুদ্ধিমত্তা সহকারে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করতে মনস্থ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে পরীক্ষিৎ মহারাজের পিতামহ পাণ্ডবদের রক্ষা করেছিলেন, এবং পরীক্ষিৎ মহারাজ স্বয়ং যখন অশ্বত্থামার

ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকেও রক্ষা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবকুলের সখা এবং আরাধ্য দেবতা ছিলেন। অধিকন্তু, পাণ্ডবদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছাড়াও শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরমাত্মা, এবং তিনি সকলকে মুক্তি প্রদান করেন, এমন কি শুদ্ধ ভক্ত না হলেও। যেমন, কংস মোটেই ভক্ত ছিল না, তবুও শ্রীকৃষ্ণ তাকে সংহার করে মুক্তিদান করেছিলেন। কৃষ্ণভাবনামৃত শুদ্ধ ভক্ত অথবা অভক্ত নির্বিশেষে সকলেরই পক্ষে মঙ্গলজনক। এটিই কৃষ্ণভাবনামৃতের মহিমা। সেই কথা বিবেচনা করে কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করবে না। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে *মায়ামনুষ্য* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তিনি ঠিক একজন মানুষের মতো অবতরণ করেন। সাধারণ জীব অথবা কর্মীদের মতো তাঁকে এখানে আসতে বাধ্য হতে হয় না। পক্ষান্তরে, তিনি অধঃপতিত বদ্ধ জীবদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করার জন্য তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা আবির্ভূত হন (*সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া*)। শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে সর্বদাই তাঁর স্বধামে অবস্থিত, এবং যাঁরা তাঁর সেবা করেন, তাঁরাও তাঁদের চিন্ময় স্বরূপে অবস্থিত (*স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ*)। এটিই মানব-জীবনের পরম সিদ্ধি।

শ্লোক ৮

রোহিণ্যাস্তনয়ঃ প্রোক্তো রামঃ সঙ্কর্ষণস্ত্বয়া ।
দেবক্যা গর্ভসম্বন্ধঃ কুতো দেহান্তরং বিনা ॥ ৮ ॥ ॥

রোহিণ্যাঃ—বলদেবের মাতা রোহিণীদেবীর; **তনয়ঃ**—পুত্র; **প্রোক্তঃ**—বিখ্যাত; **রামঃ**—বলরাম; **সঙ্কর্ষণঃ**—(সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন এবং বাসুদেব) চতুর্ব্যূহের প্রথম বিগ্রহ সঙ্কর্ষণই হচ্ছেন বলরাম; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা (কথিত হয়); **দেবক্যাঃ**—শ্রীকৃষ্ণের মাতা দেবকীর; **গর্ভ-সম্বন্ধঃ**—গর্ভের সম্পর্কে সম্পর্কিত; **কুতঃ**—কিভাবে; **দেহ-অন্তরম্**—দেহের স্থানান্তর; **বিনা**—ব্যতীত।

অনুবাদ

হে শুকদেব গোস্বামী! আপনি পূর্বে বলেছেন যে, দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের সঙ্কর্ষণ রোহিণীর পুত্র বলরামরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। বলরামের দেহান্তর না হলে, তাঁর পক্ষে প্রথমে দেবকীর গর্ভে এবং তারপর রোহিণীর গর্ভে অবস্থান কিভাবে সম্ভব হয়েছিল? দয়া করে সেই কথা বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

এখানে এই প্রশ্নটির বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে সঙ্কর্ষণাভিন্ন বলরামের তত্ত্ব যথাযথভাবে প্রকাশ করা। বলরাম রোহিণীর পুত্ররূপে প্রসিদ্ধ, আবার তিনি দেবকীর পুত্ররূপেও পরিচিত। পরীক্ষিৎ মহারাজ বলরামের দেবকী এবং রোহিণী উভয়েরই পুত্র হওয়ার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৯

কস্মান্মুকুন্দো ভগবান্ পিতুর্গেহাদ্ ব্রজং গতঃ ।
ক্ব বাসং জ্ঞাতিভিঃ সার্ধং কৃতবান্ সাত্বতাং পতিঃ ॥ ৯ ॥

কস্মাৎ—কেন; **মুকুন্দঃ**—সকলকে মুক্তি প্রদানকারী শ্রীকৃষ্ণ; **ভগবান্**—ভগবান; **পিতুঃ**—তাঁর পিতা বসুদেবের; **গেহাৎ**—গৃহ থেকে; **ব্রজম্**—ব্রজধামে বা ব্রজভূমিতে; **গতঃ**—গিয়েছিলেন; **ক্ব**—কোথায়; **বাসম্**—বাস করার জন্য নিজেকে স্থাপন করেছিলেন; **জ্ঞাতিভিঃ**—তাঁর আত্মীয়-স্বজন; **সার্ধম্**—সহ; **কৃতবান্**—করেছিলেন; **সাত্বতাম্ পতিঃ**—সমস্ত বৈষ্ণব ভক্তদের পতি।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেন তাঁর পিতা বসুদেবের গৃহ থেকে বৃন্দাবনে নন্দ মহারাজের গৃহে নিজেকে স্থানান্তরিত করেছিলেন? যাদবেশ্বর ভগবান তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে বৃন্দাবনে কোথায় অবস্থান করেছিলেন?

তাৎপর্য

এই প্রশ্নগুলি শ্রীকৃষ্ণের ভ্রমণ বিবরণ বিষয়ক প্রশ্ন। মথুরায় বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করার পরেই শ্রীকৃষ্ণ যমুনার অপর পারে গোকুলে নিজেকে স্থানান্তরিত করেন, এবং কিছুদিন পর তিনি তাঁর পিতা-মাতা এবং আত্মীয়স্বজন সহ বৃন্দাবনে নন্দগ্রামে গমন করেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাস সম্বন্ধে শ্রবণ করতে অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই স্কন্ধটি শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন এবং দ্বারকালীলার বর্ণনায় পূর্ণ। এই স্কন্ধে প্রথম চল্লিশটি অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা বর্ণিত হয়েছে, এবং পরবর্তী পঞ্চাশটি অধ্যায়ে মথুরালীলা ও দ্বারকালীলা বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণকথা শ্রবণ করার বাসনায় মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীর কাছে সবিস্তারে সেই সমস্ত লীলা বর্ণনা করতে অনুরোধ করেছেন।

শ্লোক ১০

ব্রজে বসন্ কিমকরোন্মধুপুর্যাং চ কেশবঃ ।
ভ্রাতরং চাবধীৎ কংসং মাতুরদ্ধাতদর্হণম্ ॥ ১০ ॥

ব্রজে—বৃন্দাবনে; **বসন্**—বাস করার সময়; **কিম্ অকরোৎ**—তিনি কি করেছিলেন; **মধুপুর্যাম্**—মথুরায়; **চ**—এবং; **কেশবঃ**—কেশীহন্তা শ্রীকৃষ্ণ; **ভ্রাতরম্**—ভ্রাতা; **চ**—এবং; **অবধীৎ**—বধ করেছিলেন; **কংসম্**—কংসকে; **মাতুঃ**—তাঁর মাতার; **অদ্ধা**—প্রত্যক্ষভাবে; **অ-তৎ-অর্হণম্**—যা শাস্ত্রানুমোদিত নয়।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন এবং মথুরা উভয় স্থানেই বাস করেছিলেন। তিনি সেখানে কি করেছিলেন? তিনি কেন তাঁর মাতুল কংসকে বধ করেছিলেন? এই প্রকার স্বজন বধ যদিও শাস্ত্রানুমোদিত নয়।

তাৎপর্য

মাতার ভ্রাতা মাতুল পিতৃতুল্য। মাতুল অপুত্রক হলে ভগ্নীপুত্র আইনসঙ্গতভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণ কেন তাঁর মাতুল কংসকে বধ করেছিলেন? মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই বিষয়ে জানতে অত্যন্ত উৎসুক হয়েছিলেন।

শ্লোক ১১

দেহং মানুষমাশ্রিত্য কতি বর্ষাণি বৃষ্ণিভিঃ ।
যদুপুর্যাং সহাবাৎসীৎ পত্ন্যঃ কত্যভবন্ প্রভোঃ ॥ ১১ ॥

দেহম্—দেহ; **মানুষম্**—মানুষের মতো; **আশ্রিত্য**—ধারণ করে; **কতি বর্ষাণি**—কত বছর; **বৃষ্ণিভিঃ**—বৃষ্ণিদের সঙ্গে; **যদু-পূর্যাম্**—যদুদের বাসস্থান দ্বারকায়; **সহ**—সঙ্গে; **অবাৎসীৎ**—ভগবান বাস করেছিলেন; **পত্ন্যঃ**—পত্নীগণ; **কতি**—কতজন; **অভবন্**—ছিল; **প্রভোঃ**—ভগবানের।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীর জড় নয়, তবুও তিনি মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হন। তিনি কত বছর বৃষ্ণিদের সঙ্গে ছিলেন? তাঁর কত পত্নী ছিল? তিনি কত বছর দ্বারকায় বাস করেছিলেন?

তাৎপর্য

বহু স্থানে ভগবানকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর শরীর নিত্য, চিন্ময় এবং আনন্দময়। তাঁর স্বরূপ নরাকৃতি, অর্থাৎ ঠিক একটি মানুষের মতো। এখানেও *মানুষমাশ্রিত্য* পদটির দ্বারা সেই কথারই পুনরাবৃত্তি হয়েছে। অর্থাৎ তিনি ঠিক একজন মানুষের মতো রূপ ধারণ করেন। সর্বত্রই প্রতিপন্ন হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ নিরাকার নন। তাঁর রূপ রয়েছে এবং তা ঠিক একটি মানুষের মতো। সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোক ১২

এতদন্যচ্চ সর্বং মে মুনে কৃষ্ণবিচেষ্টিতম্ ।
বক্তুমর্হসি সর্বজ্ঞ শ্রদ্দধানায় বিস্তৃতম্ ॥ ১২ ॥

এতৎ—এই সমস্ত বিবরণ; **অন্যৎ চ**—এবং অন্য বিবরণও; **সর্বম্**—সব কিছু; **মে**—আমাকে; **মুনে**—হে মহর্ষি; **কৃষ্ণ-বিচেষ্টিতম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ; **বক্তুম্**—বর্ণনা করতে; **অর্হসি**—আপনি সক্ষম; **সর্বজ্ঞ**—কারণ আপনি সব কিছু জানেন; **শ্রদ্দধানায়**—শ্রদ্ধাবান হওয়ার ফলে; **বিস্তৃতম্**—সবিস্তারে।

অনুবাদ

হে মহর্ষি! আপনি শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে সব কিছু জানেন। দয়া করে আপনি যে-সম্বন্ধে আমি প্রশ্ন করেছি এবং প্রশ্ন করিনি, সবিস্তারে তাঁর সেই সমস্ত কার্যকলাপ বর্ণনা করুন, কারণ তাঁর প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে এবং সেই বিষয়ে শ্রবণ করতে আমি অত্যন্ত উৎসুক।

শ্লোক ১৩

নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে ।
পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতম্ ॥ ১৩ ॥

ন—না; **এষা**—এই সমস্ত; **অতি-দুঃসহা**—অত্যন্ত অসহনীয়; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধা; **মাম্**—আমাকে; **ত্যক্ত-উদম্**—জলপান পর্যন্ত ত্যাগ করেছি; **অপি**—ও; **বাধতে**—বাধা প্রদান করে না; **পিবন্তম্**—পান করার সময়; **ত্বৎ-মুখ-অম্ভোজ-চ্যুতম্**—আপনার শ্রীমুখ-নিঃসৃত; **হরিকথা-অমৃতম্**—শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক কথারূপ অমৃত।

অনুবাদ

আমার মৃত্যু আসন্ন জেনে আমি প্রায়োপবেশনের প্রতিজ্ঞা করে জলপান পর্যন্ত ত্যাগ করেছি, তবুও আপনার মুখপদ্ম-নিঃসৃত কৃষ্ণলীলামৃত পান করার ফলে অত্যন্ত অসহনীয় ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা আমার কোন বিঘ্ন উৎপাদন করছে না।

তাৎপর্য

সাতদিনের মধ্যে মৃত্যুকে বরণ করার উদ্দেশ্যে মহারাজ পরীক্ষিৎ আহার এবং জলপান ত্যাগ করেছিলেন। একজন মানুষ হওয়ার ফলে তিনি অবশ্যই ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা অনুভব করেছিলেন, এবং তাই শুকদেব গোস্বামী হয়ত তাঁর কৃষ্ণকথা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু উপবাস সত্ত্বেও মহারাজ পরীক্ষিৎ একটুও শ্রান্তি অনুভব করেননি। তিনি বলেছিলেন, "উপবাসের ফলে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা আমাকে বিচলিত করে না। একসময় আমি যখন অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে জলপানের আশায় শমীক মুনির আশ্রমে গিয়েছিলাম এবং শমীক মুনি আমাকে জল না দেওয়ায় আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর গলদেশে একটি মৃত সর্প জড়িয়ে দিয়েছিলাম এবং তাই ব্রাহ্মণ বালক শৃঙ্গী আমাকে অভিশাপ দিয়েছিল। কিন্তু এখন ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা আমাকে আর বিচলিত করে না।" তা থেকে বোঝা যায় যে, জড়-জাগতিক স্তরে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার বিড়ম্বনা থাকলেও চিন্ময় স্তরে শ্রান্তি বলে কোন বস্তু নেই।

সারা জগৎ আধ্যাত্মিক তৃষ্ণার ফলে কষ্টভোগ করছে। প্রতিটি জীবই ব্রহ্ম বা চিন্ময় আত্মা, এবং তার ক্ষুধা ও তৃষ্ণার নিবৃত্তির জন্য আধ্যাত্মিক খাদ্যের প্রয়োজন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই পৃথিবী কৃষ্ণকথারূপ অমৃত সম্বন্ধে একেবারেই অবগত নয়। তাই দার্শনিক, ধর্মবিৎ এবং জনসাধারণের জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এক মহৎ আশীর্বাদ। শ্রীকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণকথায় অবশ্যই বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। তাই পরমতত্ত্বকে বলা হয় কৃষ্ণ বা পরম আকর্ষক।

অমৃত শব্দটি চন্দ্রেরও দ্যোতক, এবং অম্বুজ শব্দটির অর্থ 'পদ্ম'। মনোরম চন্দ্রকিরণ এবং মনোহর পদ্মের সৌরভ একত্রে মিলিত হয়ে যে-রূপ আনন্দ প্রদান করে, শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মুখারবিন্দ নিঃসৃত কৃষ্ণকথা শ্রবণে সেই আনন্দ আস্বাদন হয়। যেমন বলা হয়েছে—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্ ।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্ ॥

"অসংযত ইন্দ্রিয় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা অন্ধকার নরকে প্রবেশ করে বার বার চর্বিত বস্তু চর্বণ করে। তাদের মতি কখনও অন্যের উপদেশে, নিজেদের প্রচেষ্টায় অথবা উভয়ের সংযোগে কখনই শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হতে পারে না।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৩০) বর্তমানে সমগ্র মানব-সমাজ চর্বিত বস্তু চর্বণে ব্যস্ত (*পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্*)। মানুষ এক শরীরে জন্মগ্রহণ করে, মৃত্যুর পর আর এক শরীর ধারণ করে এবং পুনরায় মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত—*মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি*। এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র সমাপ্ত করার জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু শুকদেব গোস্বামীর মতো নিত্য সিদ্ধ ব্যক্তির কাছে কৃষ্ণকথা শ্রবণ না করলে, সমস্ত শ্রান্তি অপনোদনকারী এবং চিন্ময় আনন্দ প্রদানকারী কৃষ্ণকথারূপ অমৃত আস্বাদন করা যায় না। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই যে, যারা কৃষ্ণকথামৃত আস্বাদন করেছে, তারা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হয়েছে, কিন্তু যারা শ্রীকৃষ্ণকে বুঝতে পারে না এবং কৃষ্ণকথার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তারা কৃষ্ণভাবনাময় জীবনকে মগজ-ধোলাই (ব্রেন-ওয়াসিং) এবং মন-নিয়ন্ত্রণ (মাইন্ড কনট্রোল) বলে মনে করে। ভক্তরা যখন চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করে, তখন তাদের জড়-জাগতিক লালসা পরিত্যাগ করতে দেখে অভক্তরা বিস্মিত হয়।

শ্লোক ১৪

সূত উবাচ

এবং নিশম্য ভৃগুনন্দন সাধুবাদং
বৈয়াসকিঃ স ভগবানথ বিষ্ণুরাতম্ ।
প্রত্যর্চ্য কৃষ্ণচরিতং কলিকল্মষঘ্নং
ব্যাহর্তুমারভত ভাগবতপ্রধানঃ ॥ ১৪ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **ভৃগু-নন্দন**—হে ভৃগুনন্দন শৌনক; **সাধু-বাদম্**—মঙ্গলজনক প্রশ্ন; **বৈয়াসকিঃ**—ব্যাসদেবের পুত্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামী; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **অথ**—এইভাবে; **বিষ্ণুরাতম্**—বিষ্ণুর দ্বারা যিনি সর্বদা সুরক্ষিত সেই পরীক্ষিৎ মহারাজকে; **প্রত্যর্চ্য**—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে; **কৃষ্ণ-চরিতম্**—কৃষ্ণলীলা; **কলি-কল্মষ-ঘ্নম্**—কলিযুগের কলুষ বিনাশকারী; **ব্যাহর্তুম্**—বর্ণনা করতে; **আরভত**—শুরু করেছিলেন; **ভাগবত-প্রধানঃ**—পরম ভাগবত শ্রীল শুকদেব গোস্বামী।

অনুবাদ

শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন—হে ভৃগুনন্দন (শৌনক ঋষি), পরম পূজ্য মহাভাগবত ব্যাসনন্দন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজের সাধু প্রশ্ন শ্রবণ করে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে রাজাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। তারপর তিনি কলি-কলুষনাশিনী কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *কৃষ্ণচরিতং কলিকল্মষঘ্নম্* পদটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ কলিযুগের সমস্ত ক্লেশ বিনাশকারী মহৌষধ। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, কলিযুগে মানুষের আয়ু অল্প এবং তাদের আধ্যাত্মিক চেতনার কোন সংস্কার নেই। কেউ যদি আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে আগ্রহী হয়ও, তা হলে সে বহু ভণ্ড স্বামী এবং যোগীদের দ্বারা বিপথে পরিচালিত হয়, এবং এই সমস্ত ভণ্ড স্বামী ও যোগীরা কখনও শ্রীকৃষ্ণের কথা বলে না। তাই অধিকাংশ মানুষই দুর্ভাগা এবং বহু সঙ্কটের দ্বারা বিচলিত। এই যুগের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের উদ্ধারের জন্য নারদ মুনির অনুরোধে শ্রীল ব্যাসদেব *শ্রীমদ্ভাগবত* প্রণয়ন করেছিলেন (*কলিকল্মষঘ্নম্*)। *শ্রীমদ্ভাগবতের* মনোমুগ্ধকর বিষয়ের মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানুষকে জ্ঞানের আলোক প্রদান করতে ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করছে। সারা পৃথিবী জুড়ে *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *ভগবদ্গীতার* বাণী সমাজের সকল শ্রেণীর, বিশেষ করে উন্নত এবং শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষেরা গ্রহণ করছে।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে এই শ্লোকে *ভাগবতপ্রধানঃ* এবং পরীক্ষিৎ মহারাজকে *বিষ্ণুরাতম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দুটি শব্দেরই এক অর্থ; অর্থাৎ, মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের একজন মহান ভক্ত এবং শ্রীল শুকদেব গোস্বামীও ছিলেন একজন মহাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণের মহান ভক্ত। তাঁরা উভয়ে দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত মানব-সমাজকে পরিত্রাণ করার জন্য কৃষ্ণকথা উপহার দিতে একত্রে মিলিত হয়েছেন।

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে ।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ॥

"জীবের জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা, যা হচ্ছে তার কাছে অনর্থ, ভক্তিযোগের মাধ্যমে অচিরেই তার উপশম হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা জানে না, এবং তাই মহাজ্ঞানী ব্যাসদেব পরমতত্ত্ব সমন্বিত এই সাত্বত সংহিতা সংকলন করেছেন।" (*শ্রীমদ্ভাগবত*

১/৭/৬) অধিকাংশ মানুষই জানে না যে, *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী কলিযুগের কলুষ থেকে সমগ্র মানব-সমাজকে মুক্ত করতে পারে (*কলিকল্মষঘ্নম্*)।

শ্লোক ১৫

শ্রীশুক উবাচ

সম্যগ্ব্যবসিতা বুদ্ধিস্তব রাজর্ষিসত্তম ।
বাসুদেবকথায়াং তে যজ্জাতা নৈষ্ঠিকী রতিঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **সম্যক্**—সম্পূর্ণরূপে; **ব্যবসিতা**—স্থির; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **তব**—আপনার; **রাজর্ষি-সত্তম**—হে রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ; **বাসুদেব-কথায়াম্**—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক কথা শ্রবণ করতে; **তে**—আপনার; **যৎ**—যেহেতু; **জাতা**—উদয় হয়েছে; **নৈষ্ঠিকী**—অপ্রতিহতা; **রতিঃ**—আকর্ষণ বা ভাবভক্তি।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ! যেহেতু আপনি শ্রীবাসুদেবের কথায় অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছেন, তাই নিশ্চিতভাবে আপনার বুদ্ধি আধ্যাত্মিক জ্ঞানে স্থির হয়েছে, যা মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য। যেহেতু এই আকর্ষণ অপ্রতিহতা, তাই তা নিশ্চিতরূপে পরম মঙ্গলজনক।

তাৎপর্য

কৃষ্ণকথা রাজর্ষি বা রাষ্ট্রপ্রধানদের জন্য পরম আবশ্যক। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* উল্লেখ করা হয়েছে (*ইমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ*)। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, এই যুগে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর মানুষেরা ধীরে ধীরে অধিকার করে নিয়েছে—যাদের কোন রকম আধ্যাত্মিক জ্ঞান নেই, এবং তার ফলে সমাজ অতি দ্রুতগতিতে অধঃপতিত হচ্ছে। রাষ্ট্রের প্রশাসকদের কৃষ্ণকথা যথাযথভাবে উপলব্ধি করা অবশ্য কর্তব্য, কারণ তা না হলে মানুষ কিভাবে জড়-জাগতিক জীবনের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হবে এবং সুখী হবে? যাঁর মন কৃষ্ণভাবনায় স্থির হয়েছে, বুঝতে হবে যে, জীবনের মূল্যবোধে তাঁর বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন *রাজর্ষিসত্তম*—সমস্ত রাজর্ষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ছিলেন *মুনিসত্তম*—সমস্ত মুনিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁরা উভয়েই অতি উন্নত স্তরে

অধিষ্ঠিত ছিলেন, কারণ কৃষ্ণকথায় তাঁদের রুচির উদয় হয়েছিল। পরবর্তী শ্লোকে ভাগবতের বক্তা এবং শ্রোতার অতি উচ্চপদ অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কৃষ্ণকথা এতই উৎসাহদায়ক যে, মহারাজ পরীক্ষিৎ জড় জগতের সমস্ত বিষয়, এমন কি পান, আহারের আবশ্যকতা পর্যন্ত বিস্মৃত হয়েছিলেন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হয়ে, কিভাবে বক্তা এবং শ্রোতা উভয়কেই চিন্ময় স্তরে উন্নীত করে ভগবদ্ধামে নিয়ে যাবে, এটি তার একটি দৃষ্টান্ত।

শ্লোক ১৬

বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি ।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎপাদসলিলং যথা ॥ ১৬ ॥

বাসুদেব-কথা-প্রশ্নঃ—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের লীলা এবং চরিত্র বিষয়ক প্রশ্ন; **পুরুষান্**—পুরুষদের; **ত্রীন্**—তিন; **পুনাতি**—পবিত্র করে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **বক্তারম্**—(শুকদেব গোস্বামীর মতো) বক্তাকে; **প্রচ্ছকম্**—এবং (পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো) প্রশ্নকর্তাকে; **শ্রোতৃন্**—এবং সেই বিষয়ে শ্রবণকারীকে; **তৎ-পাদ-সলিলম্ যথা**—ঠিক যেমন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পাদোদ্ভূতা গঙ্গা সারা জগৎকে পবিত্র করে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পাদোদ্ভূতা গঙ্গা যেমন ত্রিভুবনকে পবিত্র করে, তেমনই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের লীলা এবং চরিত্র বিষয়ক প্রশ্ন বক্তা, প্রশ্নকর্তা এবং শ্রোতা এই তিন প্রকার ব্যক্তিকে পবিত্র করে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৩/২১) বলা হয়েছে, *তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্*। যাঁরা চিন্ময় বিষয় হৃদয়ঙ্গম করাকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেন, তাঁদের অবশ্য কর্তব্য সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়া। *তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত*। কৃষ্ণ বিষয়ক তথ্য যথাযথভাবে প্রদান করতে সক্ষম, এই প্রকার গুরুর শরণাগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। এখানে পরীক্ষিৎ মহারাজ *বাসুদেবকথা* সম্বন্ধে জানার জন্য যথার্থ সদ্‌গুরু শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শরণাগত হয়েছেন। বাসুদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, যাঁর চিন্ময় লীলা অনন্ত। *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে তাঁর সেই সমস্ত লীলার সংগ্রহ এবং *ভগবদ্‌গীতা* স্বয়ং বাসুদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী। তাই, যেহেতু

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন বাসুদেব-কথায় পূর্ণ, যে ব্যক্তি তা শ্রবণ করেন, যে ব্যক্তি এই আন্দোলনে যোগদান করেন এবং যে ব্যক্তি সেই বাণী প্রচার করেন, তাঁরা সকলেই পবিত্র হন।

শ্লোক ১৭

ভূমির্দৃপ্তনৃপব্যাজদৈত্যানীকশতাযুতৈঃ ।
আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ ॥ ১৭ ॥

ভূমিঃ—মাতা বসুন্ধরা; **দৃপ্ত**—গর্বিত; **নৃপ-ব্যাজ**—রাজা হওয়ার ভান করে অথবা রাজ্যের পরম শক্তির প্রতিমূর্তি; **দৈত্য**—দৈত্যদের; **অনীক**—সৈন্যব্যূহের; **শত-অযুতৈঃ**—শত-সহস্র, অসংখ্য; **আক্রান্তা**—ভারাক্রান্ত হয়ে; **ভূরি-ভারেণ**—সামরিক শক্তির অনর্থক ভারের দ্বারা; **ব্রহ্মাণম্**—ব্রহ্মার; **শরণম্**—শরণ গ্রহণ করার জন্য; **যযৌ**—গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

মাতা বসুন্ধরা গর্বিত রাজবেশধারী দৈত্যদের অসংখ্য সৈন্যের ভারে ভারাক্রান্তা হয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

পৃথিবী যখন অনাবশ্যক সামরিক বাহিনীর ভারে ভারাক্রান্ত হয় এবং আসুরিক রাজারা যখন আধিপত্য করে, তখন ভগবান অবতীর্ণ হন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৪/৭) ভগবান বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

"হে ভারত, যখন ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।" পৃথিবীর মানুষেরা যখন নাস্তিক হয়ে যায়, তখন তারা কুকুর, শূকর আদি পশুস্তরে অধঃপতিত হয় এবং তখন তাদের একমাত্র কার্য হয় পরস্পরের প্রতি গর্জন করা। এটিই হচ্ছে *ধর্মস্য গ্লানি*—জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হওয়া। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির পরম সিদ্ধি লাভ করা, কিন্তু মানুষ যখন নাস্তিক হয়ে যায় এবং রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজারা যখন তাদের সামরিক শক্তির প্রভাবে গর্বান্ধ হয়, তখন তাদের একমাত্র কার্য হয় তাদের রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করা। তাই বর্তমানে দেখা

যাচ্ছে যে, প্রতিটি রাষ্ট্রই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার উদ্দেশ্যে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে ব্যস্ত। এই সমস্ত আয়োজন নিতান্তই অর্থহীন। তা রাষ্ট্রপ্রধানদের ব্যর্থ গর্বেরই প্রতিফলন। রাষ্ট্রনেতাদের প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে জীবনের বিভিন্ন স্তরে জনসাধারণকে কৃষ্ণভক্তির শিক্ষা প্রদান করার মাধ্যমে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা। *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ* (*ভগবদ্গীতা* ৪/১৩)। নেতার কর্তব্য মানুষদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হওয়ার শিক্ষা দেওয়া, এবং তাদের বৃত্তি অনুসারে কর্মে নিযুক্ত করা। তার ফলে তাদের কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করা হয়। কিন্তু তা না করে রক্ষকের ছদ্মবেশে দস্যু-তস্করেরা গণতন্ত্রের নামে ভোটের মাধ্যমে নাগরিকদের প্রতারণা করে ক্ষমতা দখল করার কপট আয়োজন করেছে। বহুকাল পূর্বেও নাস্তিক অসুরেরা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব হস্তগত করেছিল, এবং এখন আবার তা হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন রাজ্যগুলি সামরিক শক্তি সংগ্রহের আয়োজনে ব্যস্ত। কখনও কখনও তারা সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের আয়ের শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগ অর্থ ব্যয় করে; কিন্তু মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ কেন এইভাবে ব্যয় করা হবে? বর্তমান পৃথিবীর এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। এটি স্বাভাবিক, কারণ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন ব্যতীত পৃথিবীতে শান্তি এবং সুখ সম্ভব নয়।

শ্লোক ১৮

গৌর্ভূত্বাশ্রুমুখী খিন্না ক্রন্দন্তী করুণং বিভোঃ ।
উপস্থিতান্তিকে তস্মৈ ব্যসনং সমবোচত ॥ ১৮ ॥

গৌঃ—গাভীরূপ; **ভূত্বা**—ধারণ করে; **অশ্রু-মুখী**—অশ্রুপূর্ণ নয়নে; **খিন্না**—অত্যন্ত কাতর; **ক্রন্দন্তী**—ক্রন্দন করতে করতে; **করুণম্**—অত্যন্ত করুণ স্বরে; **বিভোঃ**—ব্রহ্মার; **উপস্থিতা**—উপস্থিত হয়েছিলেন; **অন্তিকে**—সম্মুখে; **তস্মৈ**—তাঁকে (ব্রহ্মাকে); **ব্যসনম্**—তাঁর দুঃখের কথা; **সমবোচত**—নিবেদন করেছিলেন।

অনুবাদ

মাতা বসুন্ধরা গো-রূপ ধারণ করে কাতর স্বরে ক্রন্দন করতে করতে অশ্রুপূর্ণ নয়নে ব্রহ্মার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁকে তাঁর দুর্ভাগ্যের কথা নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

ব্রহ্মা তদুপধার্যাথ সহ দেবৈস্তয়া সহ ।
জগাম সত্রিনয়নস্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্মা—ব্রহ্মা; **তৎ-উপধার্য**—সব কিছু যথাযথভাবে অবগত হয়ে; **অথ**—তারপর; **সহ**—সঙ্গে; **দেবৈঃ**—দেবতাগণ; **তয়া সহ**—মাতা ধরিত্রী সহ; **জগাম**—গিয়েছিলেন; **স-ত্রি-নয়নঃ**—ত্রিলোচন শিবসহ; **তীরম্**—তীরে; **ক্ষীর-পয়ঃ-নিধেঃ**—ক্ষীরসমুদ্রের।

অনুবাদ

তারপর মাতা ধরিত্রীর দুঃখের কথা শ্রবণ করে, ব্রহ্মা অন্যান্য দেবতাগণ সহ মাতা ধরিত্রীকে নিয়ে ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা যখন পৃথিবীর দুর্দশার কথা অবগত হয়েছিলেন, তখন তিনি ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষ ইন্দ্রাদি দেবতা এবং ধ্বংসকার্যের অধ্যক্ষ শিবের কাছে গিয়েছিলেন। সৃষ্টি এবং সংহারকার্য ভগবানের আদেশ অনুসারে নিরন্তর সম্পাদিত হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৮) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*। যাঁরা ভগবানের আদেশ পালন করেন, তাঁরা ভগবানের বিভিন্ন সেবক এবং দেবতাদের দ্বারা রক্ষিত হন, কিন্তু যারা অবাঞ্ছিত, তারা শিব কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। ব্রহ্মা প্রথমে শিব এবং দেবতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তারপর মাতা বসুন্ধরা সহ তাঁরা ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গিয়েছিলেন, যেখানে শ্বেতদ্বীপে ভগবান বিষ্ণু শয়ন করেন।

শ্লোক ২০

তত্র গত্বা জগন্নাথং দেবদেবং বৃষাকপিম্ ।
পুরুষং পুরুষসূক্তেন উপতস্থে সমাহিতঃ ॥ ২০ ॥

তত্র—সেখানে (ক্ষীরসমুদ্রের তীরে); **গত্বা**—গিয়ে; **জগন্নাথম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পতি পরমেশ্বর ভগবানকে; **দেব-দেবম্**—সমস্ত দেবতাদের দেবতা; **বৃষাকপিম্**—সকলের পালনকর্তা এবং ক্লেশহন্তা ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে; **পুরুষম্**—পরম পুরুষকে; **পুরুষ-সূক্তেন**—পুরুষসূক্ত মন্ত্রের দ্বারা; **উপতস্থে**—আরাধনা করেছিলেন; **সমাহিতঃ**—পূর্ণ মনোযোগ সহকারে।

অনুবাদ

দেবতারা ক্ষীরসমুদ্রের তীরে উপস্থিত হয়ে সমগ্র জগতের নাথ, দেবদেব, সকলের পালনকর্তা এবং দুঃখ-নিবারক ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুকে সমাহিত চিত্তে পুরুষসূক্ত মন্ত্রের দ্বারা উপাসনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য আদি সমস্ত দেবতারা ভগবানের অধীন। দেবতাগণ ব্যতীত মানব-সমাজেও বহু প্রভাবশালী ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁরা বিভিন্ন ব্যবসা অথবা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। ভগবান শ্রীবিষ্ণু কিন্তু দেবদেব (পরমেশ্বর)। তিনি পরম পুরুষ, পরমাত্মা। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/১) প্রতিপন্ন হয়েছে, *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ*—"গোবিন্দ নামে বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর। তাঁর দেহ সৎ-চিৎ-আনন্দময়।" কেউই ভগবানের সমকক্ষ নয় অথবা ভগবান থেকে শ্রেষ্ঠ নয়, এবং তাই এইখানে তাঁকে *জগন্নাথ, দেবদেব, বৃষাকপি, পুরুষ* আদি শব্দের দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব *ভগবদ্গীতাতেও* (১০/১২) অর্জুনের বাক্যে প্রতিপন্ন হয়েছে—

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥

"তুমি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র, পরম পুরুষ, নিত্য আদি দেব, অজ ও বিভু।" শ্রীকৃষ্ণ আদিপুরুষ (*গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি*)। বিষ্ণু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ, এবং সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্ব পরমেশ্বর, দেবদেব।

শ্লোক ২১

গিরং সমাধৌ গগনে সমীরিতাং
নিশম্য বেধাস্ত্রিদশানুবাচ হ ।
গাং পৌরুষীং মে শৃণুতামরাঃ পুন-
র্বিধীয়তামাশু তথৈব মা চিরম্ ॥ ২১ ॥

গিরম্—বাণী; **সমাধৌ**—সমাধিতে; **গগনে**—আকাশে; **সমীরিতাম্**—ধ্বনিত; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **বেধাঃ**—ব্রহ্মা; **ত্রিদশান্**—দেবতাদের; **উবাচ**—বলেছিলেন; **হ**—আহা; **গাম্**—আদেশ; **পৌরুষীম্**—ভগবান থেকে প্রাপ্ত; **মে**—আমার কাছ থেকে; **শৃণুত**—শ্রবণ কর; **অমরাঃ**—হে দেবতাগণ; **পুনঃ**—পুনরায়; **বিধীয়তাম্**—সম্পাদন কর; **আশু**—শীঘ্র; **তথা এব**—তেমনই; **মা**—করো না; **চিরম্**—বিলম্ব।

অনুবাদ

ব্রহ্মা সমাধিমগ্ন অবস্থায় আকাশে ধ্বনিত ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বাণী শ্রবণ করে দেবতাদের বলেছিলেন—হে দেবতাগণ! তোমরা আমার কাছ থেকে পরম পুরুষ ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর বাণী শ্রবণ কর, এবং অবিলম্বে তা সম্পাদন করতে যত্নবান হও।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, যোগ্য ব্যক্তিরা ধ্যানে ভগবানের বাণী শ্রবণ করতে পারেন। আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের টেলিফোন প্রদান করেছে, যার দ্বারা আমরা দূরবর্তী স্থানের ধ্বনি শ্রবণ করতে পারি। তেমনই, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বাণী অন্যরা শ্রবণ করতে না পারলেও ব্রহ্মা তাঁর অন্তরে ভগবানের বাণী শ্রবণ করতে পারেন। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতে (১/১/১) প্রতিপন্ন হয়েছে—*তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে*। আদি কবি হচ্ছেন ব্রহ্মা। সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা তাঁর হৃদয়ের মাধ্যমে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কাছ থেকে বৈদিক জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই কথা এখানেও প্রতিপন্ন হয়েছে। ব্রহ্মা সমাধিস্থ অবস্থায় ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর বাণী শ্রবণ করেছিলেন, এবং তিনি ভগবানের বাণী দেবতাদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। অর্থাৎ, ভগবান শ্রীবিষ্ণু ব্রহ্মার দৃষ্টিপথে গোচরীভূত না হলেও, ব্রহ্মা তাঁর হৃদয়ে শ্রীবিষ্ণুর বাণী শ্রবণ করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মারও অগোচর, তবুও তিনি এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং জনসাধারণের গোচরীভূত হন। এটি অবশ্যই তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রকাশ, কিন্তু মূর্খ এবং অভক্তরা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণ একজন সাধারণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। যেহেতু তারা মনে করে যে, ভগবান তাদেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ, তাই তাদের বলা হয় মূঢ় (*অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ*)। এই ধরনের আসুরিক ব্যক্তিরা ভগবানের অহৈতুকী কৃপার অবহেলা করে এবং *ভগবদ্গীতার* উপদেশ বুঝতে না পেরে তার কদর্থ করে।

শ্লোক ২২

পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরো
ভবদ্ভিরংশৈর্যদুষূপজন্যতাম্ ।
স যাবদুর্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ
স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়ংশ্চরেদ্ ভুবি ॥ ২২ ॥

পুরা—পূর্বেই; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **পুংসা**—ভগবানের দ্বারা; **অবধৃতঃ**—জ্ঞাত ছিল; **ধরা-জ্বরঃ**—পৃথিবীর কষ্ট; **ভবদ্ভিঃ**—তোমাদের দ্বারা; **অংশৈঃ**—অংশরূপে বিস্তার করে; **যদুষু**—যদুবংশে; **উপজন্যতাম্**—জন্মগ্রহণ কর; **সঃ**—তিনি (ভগবান); **যাবৎ**—যতক্ষণ; **উর্ব্যাঃ**—পৃথিবীর; **ভরম্**—ভার; **ঈশ্বর-ঈশ্বরঃ**—ঈশ্বরদের ঈশ্বর; **স্ব-কাল-শক্ত্যা**—তাঁর কালশক্তির দ্বারা; **ক্ষপয়ন্**—হরণ করে; **চরেৎ**—বিচরণ করবেন; **ভুবি**—পৃথিবীতে।

অনুবাদ

ব্রহ্মা দেবতাদের বললেন—আমরা নিবেদন করার পূর্বেই ভগবান পৃথিবীর কষ্ট অবগত ছিলেন। তাই ভগবান যতদিন তাঁর কালশক্তির দ্বারা পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য পৃথিবীতে বিচরণ করবেন, ততদিন তোমরা তাঁর পুত্র এবং পৌত্ররূপে যদুবংশে অবতীর্ণ হও।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৯) বলা হয়েছে—

রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ ভুবনেষু কিন্তু ।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"যিনি রাম, নৃসিংহ আদি নানারূপে অবতরণ করেন, যিনি স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, এবং যিনি নিজেও অবতরণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে—*পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরঃ*। *পুংসা* শব্দে শ্রীকৃষ্ণকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যিনি ইতিমধ্যেই অবগত ছিলেন অসুরদের বৃদ্ধি হওয়ার ফলে সারা পৃথিবী কিভাবে দুর্দশাক্লিষ্ট হয়েছিল। অসুরেরা ভগবানের পরম শক্তির অবজ্ঞা করে নিজেদের স্বতন্ত্র রাজা এবং রাষ্ট্রপতিরূপে প্রতিষ্ঠা করে, এবং তার ফলে তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে তারা উৎপাত সৃষ্টি করে। এই প্রকার উৎপাত যখন অত্যন্ত প্রবল হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেন। বর্তমান সময়েও সারা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন আসুরিক রাষ্ট্র নানাভাবে তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করছে, এবং তার ফলে সমগ্র পরিস্থিতি অত্যন্ত দুঃখজনক হয়ে উঠেছে। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের

মাধ্যমে তাঁর নামরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই আন্দোলন অবশ্যই পৃথিবীর ভার লাঘব করবে। দার্শনিক, ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ এবং জনসাধারণের অবশ্য কর্তব্য ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে এই আন্দোলনকে গ্রহণ করা, কারণ মানুষের তৈরি পরিকল্পনা এবং উপায় পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনে সাহায্য করবে না। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের চিন্ময় শব্দতরঙ্গ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন।

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥
(পদ্ম পুরাণ)

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের শব্দ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

শ্লোক ২৩

বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ ।
জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ ॥ ২৩ ॥

বসুদেব-গৃহে—(শ্রীকৃষ্ণের পিতা) বসুদেবের গৃহে; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং; **ভগবান্**—পূর্ণ শক্তিমান ভগবান; **পুরুষঃ**—আদি পুরুষ; **পরঃ**—পরম; **জনিষ্যতে**—আবির্ভূত হবেন; **তৎ-প্রিয়-অর্থম্**—এবং তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য; **সম্ভবন্তু**—জন্মগ্রহণ করবেন; **সুর-স্ত্রিয়ঃ**—দেবপত্নীগণ।

অনুবাদ

সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন। অতএব দেবপত্নীগণও তাঁর প্রসন্নতা বিধানের জন্য সেখানে আবির্ভূত হোন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৯) ভগবান বলেছেন, *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি*—ভগবানের ভক্ত তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করার পর ভগবদ্ধামে ফিরে যান। অর্থাৎ ভক্ত প্রথমে ভগবান যে ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর লীলাবিলাস করছেন, সেখানে যান। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে এবং ভগবান প্রতিক্ষণ এক-একটি ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হচ্ছেন, তাই তাঁর লীলাকে বলা হয় নিত্যলীলা। একের পর এক ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান নিরন্তর দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হচ্ছেন। তাই ভক্ত প্রথমে সেই বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডে স্থানান্তরিত হন, যেখানে ভগবানের লীলা প্রকট। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—

ভক্ত যদি পূর্ণ সিদ্ধিলাভ নাও করেন, তবুও তিনি পরম পুণ্যবান ব্যক্তিদের বাসস্থান স্বর্গলোকে পরম সুখ উপভোগ করেন এবং তারপর শুচি অথবা শ্রীমান্, পুণ্যবান ব্রাহ্মণ অথবা ধনী বৈশ্যের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন (*শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে*)। এইভাবে শুদ্ধ ভক্ত পূর্ণ ভক্তি সম্পাদন না করতে পারলেও পুণ্যাত্মাদের বাসস্থান স্বর্গলোকে উন্নীত হন। সেখান থেকে তাঁর ভক্তিময়ী সেবা পূর্ণ হলে তিনি যেখানে ভগবানের লীলাবিলাস হচ্ছে, সেখানে স্থানান্তরিত হন। এখানে বলা হয়েছে, *সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ*। সুরস্ত্রীগণ, দেবাঙ্গনাগণ, শ্রীকৃষ্ণের লীলা সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বৃন্দাবনে যদুবংশে আবির্ভূত হওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। এই সুরস্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বাস করে, শিক্ষালাভ করে তারপর গোলোক বৃন্দাবনে উন্নীত হবেন। এই পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিলাসের সময় তাঁর আনন্দ বিধানের জন্য এই সুর-স্ত্রীগণ বিভিন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করবেন, যাতে নিত্য গোলোক বৃন্দাবনে ফিরে যাওয়ার পূর্বে তাঁরা পূর্ণ প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারেন। দ্বারকাপুরী, মথুরাপুরী অথবা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করে তাঁরা অবশ্যই ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন। সুর-স্ত্রীদের মধ্যে বহু ভক্ত রয়েছেন, যেমন শ্রীকৃষ্ণের উপেন্দ্র অবতারের মাতা। এই উপলক্ষ্যে এই প্রকার ভক্ত রমণীদের আহ্বান করা হয়েছিল।

শ্লোক ২৪

বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্ ।
অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ২৪ ॥

বাসুদেব-কলা অনন্তঃ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ অনন্তদেব বা সঙ্কর্ষণ অনন্ত, যিনি ভগবানের সর্বব্যাপক অবতার; **সহস্র-বদনঃ**—সহস্র ফণা সমন্বিত; **স্বরাট্**—সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন; **অগ্রতঃ**—পূর্বে; **ভবিতা**—আবির্ভূত হবেন; **দেবঃ**—ভগবান; **হরেঃ**—শ্রীকৃষ্ণের; **প্রিয়-চিকীর্ষয়া**—তাঁর আনন্দ বিধানের বাসনায়।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের প্রথম অংশ সঙ্কর্ষণ বা অনন্ত। তিনি এই জড় জগতে সমস্ত অবতারের আদি উৎস। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্বে এই মূল সঙ্কর্ষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য বলদেবরূপে আবির্ভূত হবেন।

তাৎপর্য

শ্রীবলরাম সাক্ষাৎ ভগবান। তিনি শ্রেষ্ঠতায় পরমেশ্বর ভগবানের সমান, তবুও শ্রীকৃষ্ণ যেখানেই আবির্ভূত হন, শ্রীবলরাম সেখানে তাঁর ভ্রাতারূপে আবির্ভূত হন, কখনও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে এবং কখনও কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে। শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হন, তখন তাঁর অংশ এবং অন্যান্য অবতারেরা তাঁর সঙ্গে আবির্ভূত হন। সেই কথা *চৈতন্য-চরিতামৃতে* বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই লীলায় বলদেব শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতারূপে আবির্ভূত হবেন।

শ্লোক ২৫

বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগৎ ।
আদিষ্টা প্রভুণাংশেন কার্যার্থে সম্ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥

বিষ্ণোঃ মায়া—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্তি; **ভগবতী**—ভগবানেরই সমকক্ষ হওয়ার ফলে যাঁর নাম ভগবতী; **যয়া**—যাঁর দ্বারা; **সম্মোহিতম্**—মোহিত; **জগৎ**—জড় এবং চেতন উভয় জগৎ; **আদিষ্টা**—আদিষ্ট হয়ে; **প্রভুণা**—প্রভুর দ্বারা; **অংশেন**—তাঁর বিভিন্ন শক্তি সহ; **কার্য-অর্থে**—কার্য সম্পাদন করার জন্য; **সম্ভবিষ্যতি**—আবির্ভূত হবেন।

অনুবাদ

ভগবানেরই সমকক্ষ বিষ্ণুমায়া নাম্নী ভগবানের শক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সহ আবির্ভূত হবেন। এই শক্তি বিভিন্নভাবে কার্য করে জড় এবং চেতন উভয় জগৎকে মোহিত করবেন। তাঁর প্রভুর আদেশে তিনি ভগবানের কার্য সম্পাদন করার জন্য তাঁর বিভিন্ন শক্তিসহ আবির্ভূত হবেন।

তাৎপর্য

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্* ৬/৮)। *বেদে* বলা হয়েছে যে, ভগবানের শক্তিকে যোগমায়া, মহামায়া আদি বিভিন্ন নামে সম্বোধন করা হয়। চরমে কিন্তু ভগবানের শক্তি এক, ঠিক যেমন বিদ্যুৎ শক্তির দ্বারা শীতল এবং গরম করা হলেও তা এক। ভগবানের শক্তি চিন্ময় এবং জড় উভয় জগতেই ক্রিয়া করে। চিৎ-জগতে ভগবানের শক্তি যোগমায়ারূপে কার্য করে, এবং জড় জগতে সেই শক্তিই মহামায়ারূপে কার্য করে, ঠিক যেমন বিদ্যুৎ শক্তি হিটার এবং

কুলারে কাজ করে। জড় জগতে এই শক্তি মহামায়ারূপে বদ্ধ জীবদের ভগবদ্ভক্তি থেকে বঞ্চিত করে। শাস্ত্রে কথিত হয়েছে, *যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্*। জড় জগতে বদ্ধ জীব নিজেকে প্রকৃতির তিন গুণ থেকে উদ্ভূত বলে মনে করে। এটি হচ্ছে দেহাত্মবুদ্ধি। এই ত্রিগুণের সঙ্গের ফলে সকলেই তার দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। কেউ মনে করে সে ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ বৈশ্য এবং কেউ শূদ্র বলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেউই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র নয়। সকলেই ভগবানের বিভিন্ন অংশ (*মমৈবাংশঃ*), কিন্তু জড়া প্রকৃতি মহামায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে জীব এইভাবে মোহিত হয়। কিন্তু জীব যখন এই মোহ থেকে মুক্ত হয়, তখন সে বুঝতে পারে যে, সে হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। *জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'*। যখন সে এই স্তরে আসে, তখন সেই শক্তিই যোগমায়ারূপে তাকে শুদ্ধ হতে এবং ভগবানের সেবায় তার শক্তি নিয়োগ করতে উত্তরোত্তর সাহায্য করেন।

জীব বদ্ধই হোক অথবা মুক্তই হোক, ভগবান তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*—ভগবানের আদেশে জড়া প্রকৃতি মহামায়া বদ্ধ জীবের উপর তাঁর প্রভাব বিস্তার করেন।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"মোহাচ্ছন্ন জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশত জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মান সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে 'আমি কর্তা'—এই রকম অভিমান করে।" (*ভগবদ্গীতা* ৩/২৭) বদ্ধ জীবনে কেউই স্বাধীন নয়, কিন্তু মহামায়ার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব মূর্খতাবশত নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করে (*অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে*)। কিন্তু বদ্ধ জীব যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করার দ্বারা মুক্ত হন, তখন তাঁকে বিভিন্ন রসে—যেমন দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্যরস এবং মাধুর্যরসে ভগবানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আস্বাদন করার সুযোগ দেওয়া হয়।

এইভাবে ভগবানের শক্তি বিষ্ণুমায়ার দুটি রূপ—আবরণিকা এবং উন্মুখ। ভগবান যখন আবির্ভূত হন, তখন তাঁর শক্তি তাঁর সঙ্গে আবির্ভূত হন এবং বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করেন। ভগবানের শক্তি যোগমায়ারূপে যশোদা, দেবকী আদি ভগবানের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সঙ্গে আচরণ করেছিলেন, এবং কংস, শাল্ব আদি অসুরদের সঙ্গে ভিন্নরূপে আচরণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে তাঁর শক্তি

যোগমায়া তাঁর সঙ্গে এসে কাল এবং স্থান অনুসারে বিবিধ কার্যকলাপ প্রদর্শন করেছিলেন। *কার্যার্থে সম্ভবিষ্যতি*। ভগবানের বাসনা অনুসারে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যোগমায়া বিভিন্নভাবে কার্য করেন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১৩) প্রতিপন্ন হয়েছে—*মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ*। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণাগত মহাত্মাগণ যোগমায়ার দ্বারা পরিচালিত হন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তিহীন দুরাত্মারা মহামায়ার দ্বারা পরিচালিত হন।

শ্লোক ২৬

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাদিশ্যামরগণান্ প্রজাপতিপতির্বিভুঃ ।
আশ্বাস্য চ মহীং গীর্ভিঃ স্বধাম পরমং যযৌ ॥ ২৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **আদিশ্য**—আদেশ দিয়ে; **অমর-গণান্**—সমস্ত দেবতাদের; **প্রজাপতি-পতিঃ**—প্রজাপতিদের পতি ব্রহ্মা; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান; **আশ্বাস্য**—আশ্বাস প্রদান করে; **চ**—ও; **মহীম্**—পৃথিবী; **গীর্ভিঃ**—মধুর বাক্যের দ্বারা; **স্ব-ধাম**—তাঁর ধাম ব্রহ্মলোকে; **পরমম্**—(এই ব্রহ্মাণ্ডে) সর্বশ্রেষ্ঠ; **যযৌ**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—দেবতাদের এইভাবে উপদেশ দিয়ে এবং মাতা বসুন্ধরাকে আশ্বাস প্রদান করে, পরম শক্তিমান এবং প্রজাপতিদের পতি ব্রহ্মা তাঁর ধাম ব্রহ্মলোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

শূরসেনো যদুপতির্মথুরামাবসন্ পুরীম্ ।
মাথুরাঞ্ছূরসেনাংশ্চ বিষয়ান্ বুভুজে পুরা ॥ ২৭ ॥

শূরসেনঃ—রাজা শূরসেন; **যদু-পতিঃ**—যদুকুলপতি; **মথুরাম্**—মথুরায়; **আবসন্**—বাস করেছিলেন; **পুরীম্**—সেই নগরীতে; **মাথুরান্**—মাথুর নামক স্থানে; **শূরসেনান্ চ**—এবং শূরসেন নামক স্থানে; **বিষয়ান্**—রাজ্যে; **বুভুজে**—উপভোগ করেছিলেন; **পুরা**—পূর্বে।

অনুবাদ

পুরাকালে যদুপতি শূরসেন মথুরা নগরীতে বাস করে মাথুর এবং শূরসেন নামক দেশসমূহ উপভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

রাজধানী ততঃ সাভূৎ সর্বযাদবভূভুজাম্ ।
মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ২৮ ॥

রাজধানী—রাজধানী; **ততঃ**—সেই সময় থেকে; **সা**—মথুরা নামক নগরী এবং দেশ; **অভূৎ**—হয়েছিল; **সর্ব-যাদব-ভূভুজাম্**—যদুবংশীয় সমস্ত রাজাদের; **মথুরা**—মথুরা নামক স্থান; **ভগবান্**—ভগবান; **যত্র**—যেখানে; **নিত্যম্**—নিত্য; **সন্নিহিতঃ**—ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

সেই সময় থেকে মথুরা নগরী সমস্ত যদুবংশীয় রাজাদের রাজধানী হয়েছিল। সেই নগরী এবং দেশ মথুরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে নিত্য বিরাজমান।

তাৎপর্য

মথুরা নগরী শ্রীকৃষ্ণের নিত্য ধাম। এটি জড় জগতের কোন সাধারণ নগরী নয়, সেই স্থানটি ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কযুক্ত। বৃন্দাবন মথুরামণ্ডলের অন্তর্গত, এবং তা এখনও বর্তমান। মথুরা এবং বৃন্দাবন যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কযুক্ত, তাই বলা হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ কখনও বৃন্দাবন ছেড়ে যান না (*বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পদমেকং ন গচ্ছতি*)। বর্তমানে মথুরা প্রদেশের অন্তর্গত বৃন্দাবন নামক স্থানটি একটি চিন্ময় ধামরূপে বিরাজমান, এবং যিনিই সেখানে যান, তিনিই চিন্ময় পবিত্রতা লাভ করেন। নবদ্বীপ ধামও ব্রজভূমির সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কিত। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই বলেছেন—

শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস ।

"ব্রজভূমি" হচ্ছে মথুরা-বৃন্দাবন, এবং নবদ্বীপ গৌড়মণ্ডল-ভূমির অন্তর্গত। অতএব,

শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে অভিন্ন জেনে যিনি নবদ্বীপ ধামে বাস করেন, তিনি ব্রজভূমি মথুরা-বৃন্দাবনে বাস করেন। ভগবান বদ্ধ জীবদের মথুরা, বৃন্দাবন এবং নবদ্বীপে বাস করতে সুযোগ দিয়ে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। এই স্থানগুলিতে বাস করলে অচিরেই ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। বহু ভক্ত বৃন্দাবন এবং মথুরা ছেড়ে কোথাও না যাওয়ার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। এটি অবশ্যই একটি অতি সুন্দর প্রতিজ্ঞা, কিন্তু কেউ যদি ভগবানের সেবা করার জন্য বৃন্দাবন, মথুরা অথবা নবদ্বীপ ধাম ছেড়ে যান, তা হলেও তিনি ভগবানের সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত হন না। সে যাই হোক, আমাদের কর্তব্য মথুরা, বৃন্দাবন এবং নবদ্বীপধামের চিন্ময় গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করা। যে ব্যক্তি এই সমস্ত স্থানে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেন, তিনি অবশ্যই তাঁর দেহত্যাগ করার পর ভগবদ্ধামে ফিরে যান। তাই *মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ* পদটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভক্তের কর্তব্য যথাসাধ্য এই উপদেশটির সদ্ব্যবহার করা। স্বয়ং ভগবান যখন আবির্ভূত হন, তখন তিনি মথুরায় আবির্ভূত হন, কারণ এই স্থানের সঙ্গে তাঁর এক অতি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে। তাই মথুরা এবং বৃন্দাবন এই পৃথিবীতে অবস্থিত হলেও তা হচ্ছে ভগবানের চিন্ময় ধাম।

শ্লোক ২৯

তস্যাং তু কর্হিচিচ্ছৌরির্বসুদেবঃ কৃতোদ্বহঃ ।
দেবক্যা সূর্যয়া সার্ধং প্রয়াণে রথমারুহৎ ॥ ২৯ ॥

তস্যাম্—সেই মথুরা নামক স্থানে; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **কর্হিচিৎ**—কিছুকাল পূর্বে; **শৌরিঃ**—শূরবংশীয় বা দেববংশীয়; **বসুদেবঃ**—যিনি বসুদেবরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন; **কৃত-উদ্বহঃ**—বিবাহ করার পর; **দেবক্যা**—দেবকী; **সূর্যয়া**—তাঁর নববিবাহিতা পত্নী; **সার্ধম্**—সঙ্গে; **প্রয়াণে**—গৃহে প্রত্যাবর্তন করার জন্য; **রথম্**—রথে; **আরুহৎ**—আরোহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

কিছুকাল পূর্বে, দেববংশীয় (অথবা শূরবংশীয়) বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করে তাঁর নববিবাহিতা পত্নীসহ গৃহে প্রত্যাবর্তন করার জন্য রথে আরোহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

উগ্রসেনসুতঃ কংসঃ স্বসুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ।
রশ্মীন্ হয়ানাং জগ্রাহ রৌক্মে রথশতৈর্বৃতঃ ॥ ৩০ ॥

উগ্রসেন-সুতঃ—উগ্রসেনের পুত্র; **কংসঃ**—কংস; **স্বসুঃ**—তার ভগ্নী দেবকীর; **প্রিয়-চিকীর্ষয়া**—তাঁর বিবাহের অবসরে তাঁর প্রসন্নতা বিধানের জন্য; **রশ্মীন্**—রশ্মি; **হয়ানাম্**—অশ্বগণের; **জগ্রাহ**—গ্রহণ করেছিল; **রৌক্মেঃ**—স্বর্ণনির্মিত; **রথ-শতৈঃ**—শত শত রথের দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবৃত।

অনুবাদ

রাজা উগ্রসেনের পুত্র কংস তাঁর ভগ্নী দেবকীকে তাঁর বিবাহের অবসরে প্রসন্নতা বিধানের জন্য শত শত স্বর্ণময় রথের দ্বারা পরিবৃত হয়ে তাঁর রথের সারথিরূপে অশ্বগণের রশ্মি গ্রহণ করেছিল।

শ্লোক ৩১-৩২

চতুঃশতং পারিবর্হং গজানাং হেমমালিনাম্ ।
অশ্বানাময়ুতং সার্ধং রথানাং চ ত্রিষট্‌শতম্ ॥ ৩১ ॥
দাসীনাং সুকুমারীণাং দ্বে শতে সমলঙ্কৃতে ।
দুহিত্রে দেবকঃ প্রাদাদ্ যানে দুহিতৃবৎসলঃ ॥ ৩২ ॥

চতুঃ-শতম্—চারশ; **পারিবর্হম্**—যৌতুক; **গজানাম্**—হস্তীর; **হেম-মালিনাম্**—স্বর্ণমালায় ভূষিত; **অশ্বানাম্**—অশ্বের; **অযুতম্**—দশ হাজার; **সার্ধম্**—সহ; **রথানাম্**—রথের; **চ**—এবং; **ত্রি-ষট্-শতম্**—ছয় শতের তিনগুণ (আঠারশ); **দাসীনাম্**—দাসীদের; **সু-কুমারীণাম্**—অত্যন্ত সুন্দরী অবিবাহিতা যুবতী; **দ্বে**—দুই; **শতে**—শত; **সমলঙ্কৃতে**—অলঙ্কারে বিভূষিতা; **দুহিত্রে**—তাঁর কন্যাকে; **দেবকঃ**—রাজা দেবক; **প্রাদাৎ**—উপহার-স্বরূপ প্রদান করেছিলেন; **যানে**—চলে যাওয়ার সময়; **দুহিতৃ-বৎসলঃ**—যিনি তাঁর কন্যা দেবকীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন।

অনুবাদ

দেবকীর পিতা রাজা দেবক তাঁর কন্যাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাই, তাঁর কন্যা এবং জামাতা যখন তাঁর গৃহ থেকে চলে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি

যৌতুকস্বরূপ তাঁর কন্যাকে স্বর্ণমালায় বিভূষিত চারশত হস্তী, দশ হাজার অশ্ব, আঠারশ রথ এবং বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত দুইশত অত্যন্ত সুন্দরী যুবতী দাসী প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক সভ্যতায় কন্যাকে যৌতুক প্রদান করার প্রথা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। আজও সেই প্রথা অনুসরণ করে ধনবান পিতা তাঁর কন্যাকে প্রচুর যৌতুক প্রদান করেন। কন্যা উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার সম্পত্তি প্রাপ্ত হন না, এবং তাই স্নেহশীল পিতা কন্যার বিবাহের সময় তাঁকে যথাসম্ভব যৌতুক প্রদান করেন। অতএব বৈদিক প্রথা অনুসারে যৌতুক প্রদান করা অবৈধ নয়। দেবক অবশ্য দেবকীকে যে যৌতুক প্রদান করেছিলেন, তা সাধারণ ছিল না। যেহেতু দেবক ছিলেন একজন রাজা, তাই তিনি তাঁর রাজকীয় পদের উপযুক্ত যৌতুক প্রদান করেছিলেন। এমন কি সাধারণ মানুষও, বিশেষ করে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য তাঁদের কন্যার বিবাহে মুক্ত হস্তে যৌতুক প্রদান করেন। বিবাহের পর কন্যা পতিগৃহে গমন করে, এবং তার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করে কন্যার ভ্রাতা সেই ভগ্নী ও ভগ্নীপতির সঙ্গে গমন করেন। কংস সেই প্রথা অনুসরণ করেছিল। বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজে এইগুলি চিরাচরিত প্রথা, বর্তমানে অজ্ঞতাবশত যা হিন্দুসমাজ নামে পরিচিত। দীর্ঘকাল ধরে প্রবহমান এই প্রথাগুলি এখানে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৩

শঙ্খতূর্যমৃদঙ্গাশ্চ নেদুর্দুন্দুভয়ঃ সমম্ ।
প্রয়াণপ্রক্রমে তাত বরবধ্বোঃ সুমঙ্গলম্ ॥ ৩৩ ॥

শঙ্খ—শঙ্খ; **তূর্য**—তূর্য; **মৃদঙ্গাঃ**—মৃদঙ্গ; **চ**—ও; **নেদুঃ**—নিনাদিত হয়েছিল; **দুন্দুভয়ঃ**—দুন্দুভি; **সমম্**—একসঙ্গে; **প্রয়াণ-প্রক্রমে**—চলে যাওয়ার সময়; **তাত**—হে প্রিয় পুত্র; **বর-বধ্বোঃ**—বর এবং বধূর; **সু-মঙ্গলম্**—তাদের শুভ বিদায়ের জন্য।

অনুবাদ

হে বৎস পরীক্ষিৎ! বর এবং বধূ যখন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, তখন তাঁদের যাত্রার শুভকামনা করে শঙ্খ, তূর্য, মৃদঙ্গ এবং দুন্দুভি যুগপৎ নিনাদিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৪

পথি প্রগ্রহিণং কংসমাভাষ্যাহাশরীরবাক্ ।
অস্যাস্ত্বামষ্টমো গর্ভো হন্তা যাং বহসেঽবুধ ॥ ৩৪ ॥

পথি—পথে; **প্রগ্রহিণম্**—রথের অশ্ব চালনাকারী; **কংসম্**—কংসকে; **আভাষ্য**—সম্বোধন করে; **আহ**—বলেছিলেন; **অশরীর-বাক্**—দৈববাণী; **অস্যাঃ**—এই কন্যার (দেবকীর); **ত্বাম্**—তুমি; **অষ্টমঃ**—অষ্টম; **গর্ভঃ**—গর্ভ; **হন্তা**—হত্যাকারী; **যাম্**—যাকে; **বহসে**—তুই বহন করছিস; **অবুধ**—ওরে মূর্খ!

অনুবাদ

কংস যখন অশ্বের রজ্জু গ্রহণ করে রথ চালনা করছিল, তখন পথের মধ্যে তাকে সম্বোধন করে একটি দৈববাণী হয়েছিল—"ওরে মূর্খ! তুই যাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিস, তার অষ্টম সন্তান তোকে হত্যা করবে।"

তাৎপর্য

দৈববাণী ঘোষণা করেছিল *অষ্টমো গর্ভঃ*, কিন্তু স্পষ্টভাবে জানানো হয়নি সেই সন্তানটি পুত্র হবে, না কন্যা হবে। তাই কংস যদিও দেখেছিল যে, দেবকীর অষ্টম সন্তানটি ছিল একটি কন্যা, তবুও তার মনে কোন সংশয় ছিল না যে, সেই অষ্টম সন্তানটিই তাকে বধ করবে। *বিশ্বকোষ* অভিধান অনুসারে, *গর্ভ* শব্দের অর্থ 'ভ্রূণ' এবং অর্ভক বা সন্তান। কংস তার ভগ্নীর প্রতি স্নেহশীল ছিল এবং তাই সে তার ভগ্নী ও ভগ্নীপতিকে তাদের গৃহে নিয়ে যাওয়ার সময় রথের সারথি হয়েছিল। দেবতারা কিন্তু চাননি যে, কংস তার ভগ্নীর প্রতি স্নেহপরায়ণ হোক এবং তাই তারা অদৃশ্যভাবে কংসকে তার ভগ্নীর প্রতি অপরাধ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। অধিকন্তু, মরীচির ছয় পুত্র অভিশপ্ত হয়েছিল যে, তারা দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে কংসের হস্তে নিহত হয়ে উদ্ধার লাভ করবে। দেবকী যখন জানতে পেরেছিলেন যে, ভগবান তাঁর গর্ভে আবির্ভূত হয়ে কংসকে হত্যা করবেন, তখন তিনি পরম আনন্দ অনুভব করেছিলেন। এখানে *বহসে* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ সেই ভবিষ্যদ্বাণী কংসকে ধিক্কার দিয়েছিল যে, তার শত্রুর মাতাকে বহন করে সে ঠিক একটি ভারবাহী পশুর মতোই কার্য করছিল।

শ্লোক ৩৫

ইত্যুক্তঃ স খলঃ পাপো ভোজানাং কুলপাংসনঃ ।
ভগিনীং হন্তুমারব্ধং খড়্গপাণিঃ কচেঽগ্রহীৎ ॥ ৩৫ ॥

ইতি উক্তঃ—এই কথা শ্রবণ করে; **সঃ**—সে (কংস); **খলঃ**—ক্রূর; **পাপঃ**—পাপী; **ভোজানাম্**—ভোজবংশের; **কুল-পাংসনঃ**—কুলের কলঙ্ক; **ভগিনীম্**—তার ভগ্নীকে; **হন্তুম্ আরব্ধম্**—হত্যা করতে উদ্যত হয়ে; **খড়্গ-পাণিঃ**—হাতে খড়্গ গ্রহণ করে; **কচে**—কেশ; **অগ্রহীৎ**—ধারণ করেছিল।

অনুবাদ

কংস ছিল অত্যন্ত ক্রূরমতি ও পাপী, এবং তাই সে ছিল ভোজকুলের কলঙ্ক। সেই দৈববাণী শ্রবণ করে সে তার বাম হস্তে তাঁর ভগ্নীর কেশ ধারণ করে ডান হাতে তার খড়্গ উত্তোলন করে তার মস্তক ছেদন করতে উদ্যত হয়েছিল।

তাৎপর্য

কংস রথ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এবং বাম হাতে সে অশ্বের রশ্মি ধারণ করে অশ্বগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করছিল, কিন্তু তার ভগ্নীর অষ্টম সন্তান তাকে বধ করবে, সেই দৈববাণী শ্রবণ করা মাত্র সে রশ্মি ত্যাগ করে তার ভগ্নীর কেশ ধারণ করেছিল এবং তার ডান হাতে খড়্গ উত্তোলন করে তাকে বধ করতে উদ্যত হয়েছিল। পূর্বে সে তার ভগ্নীর প্রতি এত স্নেহশীল ছিল যে, তার রথের সারথির কার্য করছিল, কিন্তু তার স্বার্থের হানি এবং জীবন বিপন্ন হওয়ার কথা শ্রবণ করা মাত্র, সে তার ভগ্নীর প্রতি সমস্ত স্নেহ বিস্মৃত হয়ে তৎক্ষণাৎ তার পরম শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। এটিই অসুরদের প্রকৃতি। অসুর যতই স্নেহ প্রদর্শন করুক না কেন, কখনই তাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। আর তা ছাড়া রাজা, রাজনীতিবিৎ অথবা নারীকে কখনও বিশ্বাস করা উচিত নয়, কারণ তারা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে যে কোন জঘন্য কার্য করতে পারে। চাণক্য পণ্ডিত তাই বলেছেন—*বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ* ।

শ্লোক ৩৬

তং জুগুপ্সিতকর্মাণং নৃশংসং নিরপত্রপম্ ।
বসুদেবো মহাভাগ উবাচ পরিসান্ত্বয়ন্ ॥ ৩৬ ॥

তম্—তাকে (কংসকে); **জুগুপ্সিত-কর্মাণম্**—যে এই প্রকার নিন্দনীয় কর্ম করতে উদ্যত হয়েছিল; **নৃশংসম্**—অত্যন্ত নিষ্ঠুর; **নিরপত্রপম্**—নির্লজ্জ; **বসুদেবঃ**—বসুদেব; **মহাভাগঃ**—বাসুদেবের পরম ভাগ্যবান পিতা; **উবাচ**—বলেছিলেন; **পরিসান্ত্বয়ন্**—তাকে সান্ত্বনা দিয়ে।

অনুবাদ

কংস এতই নিষ্ঠুর, নির্লজ্জ এবং ক্রূর ছিল যে, সে ভগ্নীহত্যারূপ নিন্দিত কর্ম করতে উদ্যত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের পিতা হওয়ার মহাসৌভাগ্য অর্জনকারী বসুদেব তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এই কথাগুলি তখন বলেছিলেন।

তাৎপর্য

বসুদেব, যিনি ভবিষ্যতে শ্রীকৃষ্ণের পিতা হবেন, তাঁকে এখানে *মহাভাগ* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ এবং ধীর ব্যক্তি। তাই কংস তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করতে উদ্যত হলেও তিনি ধীর এবং অবিচলিত ছিলেন। বসুদেব শান্তভাবে কংসকে সম্বোধন করে কতকগুলি যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। বসুদেব ছিলেন একজন মহাত্মা, কারণ তিনি জানতেন, কিভাবে এক নিষ্ঠুর ব্যক্তিকে শান্ত করতে হয় এবং কিভাবে পরম শত্রুকেও ক্ষমা করতে হয়। যে ব্যক্তি ভাগ্যবান, বাঘ অথবা সাপও তাকে আক্রমণ করে না।

শ্লোক ৩৭

শ্রীবসুদেব উবাচ

শ্লাঘনীয়গুণঃ শূরৈর্ভবান্ ভোজযশস্করঃ ।
স কথং ভগিনীং হন্যাৎ স্ত্রিয়মুদ্বাহপর্বণি ॥ ৩৭ ॥

শ্রী-বসুদেবঃ উবাচ—মহাত্মা বসুদেব বললেন; **শ্লাঘনীয়-গুণঃ**—যে ব্যক্তি প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী; **শূরৈঃ**—মহান বীরদের দ্বারা; **ভবান্**—আপনি; **ভোজ-যশঃ-করঃ**—ভোজবংশের গৌরবস্বরূপ; **সঃ**—তোমার মতো ব্যক্তি; **কথম্**—কিভাবে; **ভগিনীম্**—তোমার ভগ্নীকে; **হন্যাৎ**—হত্যা করতে পারে; **স্ত্রিয়ম্**—বিশেষ করে একজন স্ত্রীকে; **উদ্বাহ-পর্বণি**—তাঁর বিবাহ উৎসবের সময়।

অনুবাদ

বসুদেব বললেন—হে কংস, তুমি ভোজবংশের গৌরব, এবং মহান বীরেরা তোমার গুণাবলীর প্রশংসা করেন। তোমার মতো একজন গুণবান ব্যক্তি কিভাবে বিবাহ উৎসব বাসরে তার ভগ্নী এক অবলা স্ত্রীকে হত্যা করতে পারে?

তাৎপর্য

বৈদিক নিয়ম অনুসারে ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, স্ত্রী, শিশু এবং গাভীকে কোন অবস্থাতেই বধ করা উচিত নয়। বসুদেব বিশেষভাবে কংসকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, দেবকী কেবল একজন অবলা স্ত্রীই নন, তিনি ছিলেন কংসের পরিবারের একজন সদস্যা। বসুদেবের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হওয়ার ফলে এখন তিনি পরস্ত্রী, অন্য এক ব্যক্তির পত্নী, এবং এই রকম একজন স্ত্রীকে হত্যা করা হলে কংসের কেবল পাপই হবে না, ভোজবংশের একজন রাজারূপে তার কীর্তিও কলঙ্কিত হবে। এইভাবে বসুদেব নানা যুক্তি প্রদর্শন করে কংসকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন যাতে সে দেবকীকে হত্যা না করে।

শ্লোক ৩৮

মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে ।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ ॥ ৩৮ ॥

মৃত্যুঃ—মৃত্যু; **জন্ম-বতাম্**—জন্মগ্রহণকারী জীবের; **বীর**—হে মহাবীর; **দেহেন সহ**—দেহের সঙ্গে; **জায়তে**—জন্ম হয়েছে (যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী); **অদ্য**—আজ; **বা**—অথবা; **অব্দ-শত**—একশত বছরের; **অন্তে**—পরে; **বা**—অথবা; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **প্রাণিনাম্**—প্রতিটি জীবের; **ধ্রুবঃ**—নিশ্চিত।

অনুবাদ

হে মহাবীর, যার জন্ম হয়েছে, তার দেহের সঙ্গে মৃত্যুরও উৎপত্তি হয়েছে। আজ হোক অথবা একশ বছর পরেই হোক, দেহধারী জীবের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

তাৎপর্য

বসুদেব কংসকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, কংস যদিও মৃত্যুভয়ে ভীত হওয়ার ফলে একজন অবলা নারীকে পর্যন্ত হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, তবুও সে মৃত্যুকে

এড়াতে পারবে না। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তা হলে কংস কেন এমন আচরণ করবে যার ফলে তার এবং তার বংশের খ্যাতি কলঙ্কিত হবে? *ভগবদ্গীতায়* (২/২৭) প্রতিপন্ন হয়েছে—

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদ পরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥

"যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; এবং যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্মও অবশ্যম্ভাবী। অতএব, তোমার কর্তব্য সম্পাদন করার সময় শোক করা উচিত নয়।" মৃত্যুকে ভয় করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, পরবর্তী জন্মের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। মানুষের কর্তব্য, এই মনুষ্য জীবনের সদ্ব্যবহার করে জন্ম-মৃত্যুর পন্থা সমাপ্ত করা। মৃত্যু থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য কখনই পাপকর্মে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। তা কখনই মঙ্গলজনক নয়।

শ্লোক ৩৯

দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্মানুগোঽবশঃ।
দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ ॥ ৩৯ ॥

দেহে—দেহ যখন; **পঞ্চত্বম্ আপন্নে**—পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়; **দেহী**—জীব; **কর্ম-অনুগঃ**—তার সকাম কর্মের ফল অনুসারে; **অবশঃ**—আপনা থেকেই; **দেহ-অন্তরম্**—(জড় উপাদানের দ্বারা গঠিত) অন্য একটি দেহ; **অনুপ্রাপ্য**—ফলস্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে; **প্রাক্তনম্**—পূর্বের; **ত্যজতে**—ত্যাগ করে; **বপুঃ**—দেহ।

অনুবাদ

বর্তমান শরীর পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হলে অর্থাৎ মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশে লীন হয়ে গেলে, দেহী বা জীব তার কর্মফল অনুসারে বিনা যত্নেই আর একটি দেহ প্রাপ্ত হয়। পরবর্তী শরীর প্রাপ্ত হয়ে সে বর্তমান শরীর ত্যাগ করে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান শুরু করার সময় এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

"দেহী যেভাবে কৌমার, যৌবন এবং জরার মাধ্যমে দেহের রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনই ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোনও দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনও এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।" (*ভগবদ্গীতা* ২/১৩) মানুষ অথবা অন্য কোন প্রাণী জড় দেহ নয়; পক্ষান্তরে, জড় দেহটি হচ্ছে জীবের আবরণ। *ভগবদ্গীতায়* এই আবরণটিকে একটি বসনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং কিভাবে একের পর এক বসনের পরিবর্তন হয়, তা বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই বৈদিক জ্ঞান এখানেও প্রতিপন্ন হয়েছে। জীব বা আত্মা নিরন্তর তার দেহের পরিবর্তন করছে। এমন কি, তার জীবদ্দশায় শৈশব থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে এবং যৌবন থেকে বার্ধক্যে তার দেহের পরিবর্তন হচ্ছে; এবং অবশেষে দেহটি যখন অত্যন্ত জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং জীবের পক্ষে তাতে বাস করা অসম্ভব হয়ে ওঠে, তখন জীব প্রকৃতির নিয়মে সেই দেহটি ত্যাগ করে এবং তার কর্ম, বাসনা এবং আকাঙ্ক্ষা অনুসারে আপনা থেকেই আর একটি দেহ প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতির নিয়ম এই অনুক্রমকে নিয়ন্ত্রিত করে, এবং তাই জীব যতক্ষণ বহিরঙ্গা জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে, ততক্ষণ আপনা থেকেই নিজের সকাম কর্মফল অনুসারে, দেহের এই পরিবর্তন সংঘটিত হতে থাকে। বসুদেব তাই কংসকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, সে যদি স্ত্রীহত্যারূপ পাপ করে, তা হলে তার পরবর্তী জীবনে অধিক ক্লেশ ভোগ করার জন্য সে আর একটি জড় শরীর প্রাপ্ত হবে। এইভাবে বসুদেব কংসকে পাপকর্ম থেকে বিরত হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন।

যে ব্যক্তি তমোগুণের প্রভাবে পাপকর্ম করে, সে নিকৃষ্টতর যোনি প্রাপ্ত হয়। *কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু* (*ভগবদ্গীতা* ১৩/২২)। শত সহস্র বিভিন্ন প্রকার প্রজাতির জীবন রয়েছে। উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট স্তরের শরীর রয়েছে কেন? জীব তার জড় কলুষের মাত্রা অনুসারে এই সমস্ত শরীর প্রাপ্ত হয়। এই জীবনে কেউ যদি তমোগুণ এবং পাপকর্মের (*দুষ্কৃতী*) দ্বারা কলুষিত হয়, তা হলে তার পরবর্তী জীবনে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে, সে অবশ্যই দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ একটি শরীর লাভ করবে। প্রকৃতির নিয়মগুলি বদ্ধ জীবনের খেয়াল বা বাসনার অধীন নয়। তাই আমাদের কর্তব্য, সর্বদা সত্ত্বগুণের সঙ্গ করা এবং কখনও রজোগুণ অথবা তমোগুণে (*রজস্তমোভাবাঃ*) লিপ্ত না হওয়া। কাম এবং লোভ জীবকে নিরন্তর অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন করে রাখে এবং সত্ত্বগুণ অথবা শুদ্ধ সত্ত্বগুণের স্তরে উন্নীত হতে দেয় না। তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে, শুদ্ধ সত্ত্বগুণ বা ভগবানের প্রেমময়ী সেবার স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার, কারণ তার ফলে প্রকৃতির তিনগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা যায়।

শ্লোক ৪০

ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি ।
যথা তৃণজলৌকৈবং দেহী কর্মগতিং গতঃ ॥ ৪০ ॥

ব্রজন্—পথে গমনশীল ব্যক্তি; **তিষ্ঠন্**—দাঁড়িয়ে; **পদা একেন**—এক পায়ের উপর; **যথা**—যেমন; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **একেন**—অন্য পায়ের দ্বারা; **গচ্ছতি**—গমন করে; **যথা**—যেমন; **তৃণ-জলৌকা**—তৃণের কীট; **এবম্**—এইভাবে; **দেহী**—জীব; **কর্ম-গতিম্**—সকাম কর্মের ফল; **গতঃ**—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

মানুষ যেমন পথ চলার সময় এক পা মাটিতে রেখে তারপর অন্য পা উত্তোলন করে, অথবা কীট যেমন এক তৃণ আশ্রয় করে পূর্বাশ্রিত তৃণ ত্যাগ করে, তেমনই বদ্ধ জীব এক দেহ গ্রহণ করে তার পূর্ববর্তী দেহ ত্যাগ করে।

তাৎপর্য

এটি এক দেহ থেকে আর এক দেহে আত্মার দেহান্তরের পন্থা। মৃত্যুর সময় জীব তার মানসিক অবস্থা অনুসারে, মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার দ্বারা গঠিত সূক্ষ্ম দেহের দ্বারা অন্য আর একটি স্থূল শরীরে বাহিত হয়। যখন দৈব স্থির করে জীব কি ধরনের স্থূল দেহ প্রাপ্ত হবে, তখন সেই প্রকার শরীরে প্রবেশ করতে সে বাধ্য হয় এবং তার ফলে আপনা থেকেই তার পূর্ববর্তী শরীর তাকে ত্যাগ করতে হয়। স্থূলবুদ্ধি সমন্বিত ব্যক্তিরা আত্মার দেহান্তরের এই পন্থা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, এবং তাই তারা মনে করে যে, স্থূল দেহটির বিনাশ হলে চিরকালের জন্য জীবনের সমাপ্তি হয়। এই ধরনের ব্যক্তিদের দেহান্তরের পন্থা হৃদয়ঙ্গম করার মতো মস্তিষ্ক নেই। বর্তমানে হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের বিরোধিতা করে অপপ্রচার করা হচ্ছে যে, এটি একটি 'মগজ-ধোলাইয়ের' আন্দোলন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, পাশ্চাত্যের দেশগুলির তথাকথিত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং অন্যান্য নেতাদের মস্তিষ্ক বলে কোন বস্তুই নেই। হরেকৃষ্ণ আন্দোলন এই ধরনের মূর্খ ব্যক্তিদের জ্ঞানের আলোক প্রদান করে মনুষ্য-জীবনের যথার্থ সদ্ব্যবহার করার বুদ্ধি যাতে তারা লাভ করতে পারে, সেই চেষ্টা করছে। দুর্ভাগ্যবশত, তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার ফলে, তারা হরেকৃষ্ণ আন্দোলনকে 'মগজ-ধোলাইয়ের' আন্দোলন (*ব্রেন-ওয়াশিং মুভমেন্ট*) বলে মনে করছে। তারা জানে না যে, ভগবৎ-চেতনা লাভ না করলে, জীবকে

এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হতে বাধ্য হতে হবে। তাদের মস্তিষ্ক যেহেতু শয়তানের দ্বারা প্রভাবিত, তাই তারা পরবর্তী জীবনে এক অত্যন্ত জঘন্য জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হবে এবং জড়-জাগতিক অস্তিত্বের সেই অবস্থা থেকে প্রায় কখনই আর মুক্ত হতে পারবে না। আত্মার এই দেহান্তর কিভাবে হয়, তা এই শ্লোকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৪১

স্বপ্নে যথা পশ্যতি দেহমীদৃশং
মনোরথেনাভিনিবিষ্টচেতনঃ ।
দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং মনসানুচিন্তয়ন্
প্রপদ্যতে তৎ কিমপি হ্যপস্মৃতিঃ ॥ ৪১ ॥

স্বপ্নে—স্বপ্নে; **যথা**—যেমন; **পশ্যতি**—দর্শন করে; **দেহম্**—শরীর; **ঈদৃশম্**—তেমনই; **মনোরথেন**—মনোরথের দ্বারা; **অভিনিবিষ্ট**—পূর্ণরূপে মগ্ন; **চেতনঃ**—যার চেতনা; **দৃষ্ট**—চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট অভিজ্ঞতার দ্বারা; **শ্রুতাভ্যাম্**—শ্রবণ করার দ্বারা; **মনসা**—মনের দ্বারা; **অনুচিন্তয়ন্**—চিন্তা করে, অনুভব করে, এবং ইচ্ছা করে; **প্রপদ্যতে**—বশীভূত হয়; **তৎ**—সেই পরিস্থিতি; **কিম্ অপি**—কি বলার আছে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অপস্মৃতিঃ**—বর্তমান শরীরের বিস্মরণ।

অনুবাদ

কোন পরিস্থিতি দর্শন করে অথবা সেই সম্বন্ধে শ্রবণ করে মানুষ যেমন সেই পরিস্থিতির চিন্তা করে এবং অনুমান করে, এবং তার বর্তমান শরীরের কথা বিবেচনা না করে সেই অবস্থার বশীভূত হয়ে পড়ে, অনুরূপভাবে মনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে রাত্রে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেহে অবস্থান করার স্বপ্ন দেখে তার বর্তমান স্থিতি বিস্মৃত হয়। তেমনই জীব তার বর্তমান শরীর ত্যাগ করে আর একটি শরীর গ্রহণ করে (তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ)।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে আত্মার দেহান্তর অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মানুষ কখনও কখনও তার শৈশবের কথা চিন্তা করতে করতে তার বর্তমান শরীর বিস্মৃত হয়ে

মনে করতে থাকে অতীতে সে কিভাবে খেলা করত, লাফালাফি করত, কথা বলত ইত্যাদি। জড় দেহ যখন সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যায়, তখন তা ধুলায় পরিণত হয়—'মাটি থেকে তোমার সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই মাটিতেই তুমি আবার ফিরে যাবে।' কিন্তু দেহ যখন পুনরায় পঞ্চভূতে লীন হয়ে যায়, মন তখনও সক্রিয় থাকে। মন হচ্ছে একটি সূক্ষ্ম পদার্থ যা থেকে দেহের সৃষ্টি হয়েছে, যা আমরা স্বপ্নে এবং জাগ্রত অবস্থায় চিন্তার মাধ্যমে বাস্তবিকভাবে অনুভব করতে পারি। আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য যে, মনের চিন্তার প্রভাবে নতুন নতুন দেহের বিকাশ হয়, প্রকৃতপক্ষে যার অস্তিত্ব নেই। যদি আমরা মনের প্রকৃতি (*মনোরথেন*) এবং তার চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছার কার্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, তা হলে আমরা অনায়াসে বুঝতে পারব, মন থেকে কিভাবে বিভিন্ন প্রকার শরীরের উৎপত্তি হয়।

তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন চিন্ময় কার্যকলাপের পন্থা প্রদান করছে, যার ফলে মন সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কার্যে মগ্ন হতে পারে। আত্মার উপস্থিতি অনুভব করা যায় চেতনার দ্বারা এবং এই চেতনাকে পবিত্র করার মাধ্যমে জড় থেকে চিন্ময় স্তরে উন্নীত করা অবশ্য কর্তব্য। চেতনার এই পরিবর্তনই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত। যা চিন্ময় তা নিত্য এবং যা জড় তা অনিত্য। কৃষ্ণভাবনামৃত ব্যতীত চেতনা সর্বদা অনিত্য বিষয়ে মগ্ন থাকে। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩৪) শ্রীকৃষ্ণ সকলকে উপদেশ দিয়েছেন, *মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু*। সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকা কর্তব্য, তাঁর ভক্ত হওয়া কর্তব্য, সর্বদা তাঁর সেবায় যুক্ত থাকা কর্তব্য, পরম ঈশ্বররূপে তাঁকে জেনে তাঁর পূজা করা কর্তব্য এবং সর্বদা তাঁকে প্রণতি নিবেদন করা কর্তব্য। জড় জগতে প্রতিটি মানুষ তার থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দাসত্ব করে, এবং চিৎ-জগতে আমাদের স্বাভাবিক স্থিতিতে আমরা পরম ব্রহ্ম, পরম পুরুষের দাস। এটিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ—*জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'* (*চৈঃ চঃ মধ্য* ২০/১০৮)।

কৃষ্ণভাবনাময় কার্যের অনুষ্ঠান করাই জীবনের চরম প্রাপ্তি এবং যোগের পরম সিদ্ধি। *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪৭) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্‌গত চিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সব চেয়ে অন্তরঙ্গভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।"

সঙ্কল্প এবং বিকল্পের মধ্যে দোদুল্যমান মন মৃত্যুর সময় আত্মাকে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত করার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

"মৃত্যুর সময় যিনি যে ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি সেইভাবে ভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন।" (*ভগবদ্গীতা* ৮/৬) তাই ভক্তিযোগের দ্বারা মনকে শিক্ষা দিতে হয়, ঠিক যেভাবে মহারাজ অম্বরীষ সর্বদা কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত থেকে করেছিলেন। *স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*। মনকে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে নিবদ্ধ রাখা অবশ্য কর্তব্য। মন যদি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে স্থির থাকে, তা হলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপও শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হবে। *হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে*—শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর হৃষীকেশের সেবা করাকেই বলা হয় ভক্তি। যাঁরা নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁরা জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন, এবং যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনিই প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন।" বৈদিক শাস্ত্র থেকে সিদ্ধিলাভের এই রহস্যটি শিক্ষালাভ করা অবশ্য কর্তব্য, বিশেষ করে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সারাতিসার যখন *ভগবদ্গীতায়* প্রদান করা হয়েছে।

মন যেহেতু চরমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাই *অপস্মৃতিঃ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। স্বরূপ বিস্মৃতিকে বলা হয় *অপস্মৃতিঃ*। এই *অপস্মৃতিঃ* ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে, কারণ ভগবান বলেছেন, *মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*— "আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে।" শ্রীকৃষ্ণ মানুষকে তার মৃত্যুর সময়ে মনের চঞ্চলতা সত্ত্বেও তার স্বরূপ বিস্মৃত হতে না দিয়ে, তাকে তার প্রকৃত স্বরূপের স্মৃতি দান করতে পারেন। মৃত্যুর সময়ে মন যথাযথভাবে কার্য করতে অক্ষম হলেও ভগবান তাঁর ভক্তকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় প্রদান করেন। তাই ভক্ত যখন তাঁর দেহত্যাগ করেন, তখন মন তাঁকে অন্য আর একটি জড় শরীরে নিয়ে যায় না (*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি*); পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তকে সেই স্থানে নিয়ে যান, যেখানে ভক্ত তাঁর লীলায় (*মামেতি*) যুক্ত হন, যে, সম্বন্ধে আমরা পূর্ববর্তী শ্লোকে আলোচনা করেছি। তাই চেতনাকে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন রাখা অবশ্য কর্তব্য, এবং তা হলে জীবন সার্থক হবে। তা না হলে মন

আত্মাকে অন্য আর একটি জড় শরীরে বহন করে নিয়ে যাবে। আত্মা পিতার বীর্যে স্থাপিত হয়ে মাতার গর্ভে প্রবেশ করবে। বীর্য ও অণ্ড পিতা ও মাতার আকৃতি অনুসারে এক বিশেষ প্রকার শরীর সৃষ্টি করে, এবং সেই দেহ যখন পরিণত হয়, তখন আত্মা সেই দেহ নিয়ে বেরিয়ে আসে এবং তার নতুন জীবন শুরু হয়। এটিই এক দেহ থেকে আর এক দেহে আত্মার দেহান্তরের পন্থা (*তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ*)। দুর্ভাগ্যবশত, যারা মন্দবুদ্ধি, তারা মনে করে যে, দেহটির বিনাশে সব কিছুরই সমাপ্তি হয়। সারা পৃথিবী এই ধরনের মূর্খ এবং প্রতারকদের দ্বারা বিপথগামী হচ্ছে। কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* (২/২০) বলা হয়েছে—*ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*। দেহের বিনাশ হলেও আত্মার মৃত্যু হয় না। পক্ষান্তরে, আত্মা আর একটি শরীর ধারণ করে।

শ্লোক ৪২

যতো যতো ধাবতি দৈবচোদিতং
মনো বিকারাত্মকমাপ পঞ্চসু ।
গুণেষু মায়ারচিতেষু দেহ্যসৌ
প্রপদ্যমানঃ সহ তেন জায়তে ॥ ৪২ ॥

যতঃ যতঃ—এক স্থান থেকে আর এক স্থানে অথবা এক স্থিতি থেকে আর এক স্থিতিতে; **ধাবতি**—কল্পনা করে; **দৈব-চোদিতম্**—দৈবক্রমে; **মনঃ**—মন; **বিকার-আত্মকম্**—এক প্রকার মনোভাব থেকে আর এক প্রকার মনোভাবে পরিবর্তন; **আপ**—চরমে প্রাপ্ত হয় (প্রবৃত্তি); **পঞ্চসু**—মৃত্যুর সময় (জড় দেহ যখন পঞ্চভূতে লীন হয়); **গুণেষু**—(মন মুক্ত না হওয়ার ফলে) গুণের প্রতি আসক্ত হয়; **মায়া-রচিতেষু**—যেখানে মায়া সেই রকম একটি শরীর সৃষ্টি করে; **দেহী**—দেহধারী জীবাত্মা; **অসৌ**—সে; **প্রপদ্যমানঃ**—(সেই প্রকার অবস্থার) বশবর্তী হয়ে; **সহ**—সঙ্গে; **তেন**—সেই প্রকার শরীর; **জায়তে**—জন্মগ্রহণ করে।

অনুবাদ

মৃত্যুকালে সকাম কর্মে লিপ্ত মনের চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা অনুসারে জীব এক বিশেষ শরীর প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ মনের বৃত্তি অনুসারে দেহ গঠিত হয়। মনের চঞ্চলতার ফলে দেহের পরিবর্তন হয়, কারণ তা না হলে আত্মা তার চিন্ময় শরীরে অবস্থান করত।

তাৎপর্য

মন যে চঞ্চল, তা সহজেই বোঝা যায়। তার এই চঞ্চলতার ফলে মনোবৃত্তির পরিবর্তন হয়। সেই কথা *ভগবদ্‌গীতায়* (৬/৩৪) অর্জুন বলেছেন—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্ ।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥

মন চঞ্চল, এবং অত্যন্ত প্রবলভাবে মন পরিবর্তন হয়। তাই অর্জুন স্বীকার করেছেন যে, মনকে নিয়ন্ত্রণ করা মোটেই সম্ভব নয়; তা বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করার মতোই কঠিন। যেমন, নদী বা সমুদ্রে নৌকা যদি ঝঞ্ঝা-বায়ুর দ্বারা আক্রান্ত হয়, তা হলে সেই নৌকাকে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন হয়। এমন কি সেই নৌকা ডুবেও যেতে পারে। তেমনই, ভবসমুদ্রে বিভিন্ন শরীরে দেহান্তরশীল জীবের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে মনকে নিয়ন্ত্রণ করা।

অভ্যাসের দ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এবং সেটিই যোগের উদ্দেশ্য (*অভ্যাসযোগযুক্তেন*)। যোগ অভ্যাসে অকৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে এই কলিযুগে। কারণ যোগ অভ্যাসের পন্থাটি কৃত্রিম। কিন্তু মন যদি ভক্তিযোগে যুক্ত হয়, তা হলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তা অনায়াসে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন, *হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্*। নিরন্তর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা উচিত, কারণ ভগবানের পবিত্র নাম ভগবান শ্রীহরি থেকে অভিন্ন।

নিরন্তর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে মনকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে স্থির করা যায় (*স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*) এবং এইভাবে যোগসিদ্ধি লাভ করা যায়। তা না হলে চঞ্চল মন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য ধাবিত হবে, এবং তার ফলে বদ্ধ জীব এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হবে, কারণ মন কেবল ইন্দ্রিয়-সুখের বিষয় ভোগ করারই শিক্ষালাভ করেছে, যা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। *মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৯/৪৩)। মূঢ় ব্যক্তিরা (*বিমূঢ়ান্*) মনোধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে অনিত্য জীবন ভোগ করার বিশাল আয়োজন করে, কিন্তু মৃত্যুর সময় তাদের সেই দেহ ত্যাগ করতে হয়, এবং শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা প্রকৃতি তার সর্বস্ব অপহরণ করে নেয় (*মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্*)। এই জীবনে মানুষ যা কিছু অর্জন করেছে, তা সবই তাকে হারাতে হয় এবং জড়া প্রকৃতির নিয়মে তাকে আর একটি নতুন শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়। এই জন্মে কেউ একটি বিরাট অট্টালিকা তৈরি করে থাকতে পারে, কিন্তু পরবর্তী জীবনে,

তার মনোবৃত্তি অনুসারে, তাকে একটি বিড়াল, কুকুর, বৃক্ষ অথবা হয়ত কোন দেবতার শরীর গ্রহণ করতে হতে পারে। এইভাবে জড়া প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে দেহলাভ হয়। *কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু* (*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* ১৩/২২)। আত্মা প্রকৃতির তিন গুণের সঙ্গপ্রভাবেই কেবল উচ্চ এবং নিম্নতর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥

"সত্ত্বগুণস্থ ব্যক্তিগণ ঊর্ধ্বগতি লাভ করেন অর্থাৎ উচ্চতর লোকে গমন করেন; রাজসিক ব্যক্তিগণ নরলোকে অবস্থান করেন; এবং তামসিক ব্যক্তিগণ অধঃপতিত হয়ে নরকে গমন করে।" (*ভগবদ্গীতা* ১৪/১৮)

পরিশেষে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানব-সমাজের সর্বোত্তম কল্যাণ সাধন করছে। তাই মানব-সমাজের চিন্তাশীল এবং বুদ্ধিমান মানুষদের অবশ্য কর্তব্য সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য এই আন্দোলনকে ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করা। সংসার-চক্র থেকে নিজেকে উদ্ধার করার জন্য চেতনাকে পবিত্র করা অবশ্য কর্তব্য। *সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্*। সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য অর্থাৎ, "আমি আমেরিকান", "আমি ভারতবাসী", "আমি এই", "আমি ওই"—এই ধরনের সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত হয়ে, শ্রীকৃষ্ণ যে পরম প্রভু এবং আমরা তাঁর নিত্যদাস, সেই কথা হৃদয়ঙ্গম করার স্তরে উন্নীত হতে হবে। ইন্দ্রিয়গুলি যখন পবিত্র হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হয়, তখন পরম সিদ্ধি লাভ হয়। *হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে*। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন ভক্তিযোগের আন্দোলন। *বৈরাগ্যবিদ্যা নিজভক্তিযোগ*। এই আন্দোলন অনুসরণ করে মনোধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের সঙ্গে জীবের যে প্রভু-ভৃত্যের নিত্য সম্পর্ক রয়েছে, সেই স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়। সেটিই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

শ্লোক ৪৩

জ্যোতির্যথৈবোদকপার্থিবেষ্বদঃ
সমীরবেগানুগতং বিভাব্যতে ।
এবং স্বমায়ারচিতেষ্বসৌ পুমান্
গুণেষু রাগানুগতো বিমুহ্যতি ॥ ৪৩ ॥

জ্যোতিঃ—সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র আদি জ্যোতিষ্ক; **যথা**—যেমন; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **উদক**—জলে; **পার্থিবেষু**—অথবা তৈল আদি তরল পদার্থে; **অদঃ**—প্রত্যক্ষভাবে; **সমীর-বেগ-অনুগতম্**—বায়ুবেগে চালিত হয়ে; **বিভাব্যতে**—বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়; **এবম্**—এইভাবে; **স্ব-মায়া-রচিতেষু**—মনোরথের দ্বারা সৃষ্ট পরিস্থিতিতে; **অসৌ**—জীব; **পুমান্**—মানুষ; **গুণেষু**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রকাশিত জড় জগতে; **রাগ-অনুগতঃ**—তার আসক্তি অনুসারে; **বিমুহ্যতি**—উপাধির দ্বারা মোহিত হয়।

অনুবাদ

সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র আদি জ্যোতিষ্ক যখন জল অথবা তৈল আদি তরল পদার্থে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন বায়ুবেগ জনিত কম্পনের ফলে তাদের' বিভিন্ন আকারে প্রতিভাত হয়—কখনও গোল, কখনও দীর্ঘ ইত্যাদি। তেমনই, জীবাত্মা যখন জড় বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন থাকে, তখন অজ্ঞানের ফলে বিভিন্ন রূপকে সে তার প্রকৃত পরিচয় বলে মনে করে। অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা বিচলিত হওয়ার ফলে সে মনোরথের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে শাশ্বত জীবাত্মা কিভাবে বিভিন্ন স্থিতি গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন দেহ গ্রহণ করে (*দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ*), তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত এই শ্লোকে দেওয়া হয়েছে। চন্দ্র একটি এবং এক স্থানে স্থির হয়ে রয়েছে, কিন্তু জল অথবা তেলে তার প্রতিবিম্ব বিভিন্ন আকার ধারণ করেছে বলে মনে হয়, বিশেষ করে যখন সেই জল অথবা তেল বায়ুর দ্বারা কম্পিত হয়। তেমনই, আত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, কিন্তু জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে বিভিন্ন শরীর ধারণ করে—কখনও দেবতারূপে, কখনও মানুষরূপে, কখনও একটি কুকুররূপে, এবং কখনও একটি বৃক্ষরূপে সে বিভিন্ন শরীর ধারণ করে। ভগবানের দৈবীমায়ার প্রভাবে জীব মনে করে যে, সে আমেরিকান, ভারতীয়, কুকুর, বিড়াল, বৃক্ষ ইত্যাদি। একে বলা হয় মায়া। কেউ যখন এই মায়ার থেকে মুক্ত হয় এবং হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, আত্মা এই জড় জগতের কোন রূপের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, তখন সে আধ্যাত্মিক (*ব্রহ্মভূত*) স্তরে অধিষ্ঠিত হয়।

এই উপলব্ধিকে কখনও কখনও নিরাকার বলা হয়। কিন্তু নিরাকারের অর্থ এই নয় যে, আত্মার কোন রূপ নেই। আত্মার রূপ রয়েছে, কিন্তু জড়-জাগতিক কলুষের ফলে সে যে জড় রূপ গ্রহণ করেছে, সেটি মিথ্যা। তেমনই, ভগবানকেও

নিরাকার বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে যে, ভগবানের কোন জড় রূপ নেই, তাঁর রূপ *সচ্চিদানন্দবিগ্রহ*। জীব সেই *সচ্চিদানন্দবিগ্রহ* ভগবানের বিভিন্ন অংশ, এবং তার জড় রূপটি অনিত্য বা মায়িক। জীব এবং ভগবান উভয়েরই *সচ্চিদানন্দবিগ্রহ* রয়েছে, কিন্তু পরম পুরুষ ভগবানের রূপের পরিবর্তন হয় না। ভগবান তাঁর স্বরূপে আবির্ভূত হন, কিন্তু জীব মায়ার প্রভাবে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে বাধ্য হয়ে এই জগতে আসে। জীব যখন এই সমস্ত রূপ প্রাপ্ত হয়, তখন সে সেই সমস্ত রূপকেই তার স্বরূপ বলে মনে করে এবং তার চিন্ময় স্বরূপের কথা বিস্মৃত হয়। কিন্তু জীব যখন তার আদি চিন্ময় স্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, সে তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—*বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে*। বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর জীব যখন তার কৃষ্ণভাবনাময় স্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তৎক্ষণাৎ সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়। এটিই মুক্তি। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৪) ভগবান বলেছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

"যিনি এইভাবে চিন্ময় ভাব লাভ করেছেন, তিনি পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি কখনই কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না; তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন। সেই অবস্থায় তিনি আমার শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন।" ভগবানের শরণাগতিই ভক্তির ফল। এই ভক্তি বা নিজের প্রকৃত স্থিতি উপলব্ধি হচ্ছে পূর্ণ মুক্তি। জীব যতক্ষণ পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে নির্বিশেষ ধারণা পোষণ করে, ততক্ষণ তার জ্ঞান বিশুদ্ধ নয়—তাকে শুদ্ধ জ্ঞান লাভের জন্য প্রচেষ্টা করতে হয়। *ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্* (*ভগবদ্গীতা* ১২/৫)। আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন সত্ত্বেও জীব যদি পরমতত্ত্বের নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত থাকে, তা হলে তাকে গভীর কষ্ট স্বীকার করতে হয়, যে কথা *ক্লেশোঽধিকতরঃ* শব্দটির মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। ভক্ত কিন্তু অনায়াসে তাঁর আদি আধ্যাত্মিক স্বরূপ প্রাপ্ত হন এবং ভগবানের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান জীবের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে স্পষ্টভাবে অর্জুনকে বলেছেন যে, তিনি, অর্জুন এবং অন্য সমস্ত জীবেরা তাদের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে পূর্বে বিরাজমান ছিলেন। পূর্বে তাদের পৃথক সত্তা ছিল, এখনও তাদের পৃথক সত্তা রয়েছে, এবং ভবিষ্যতেও তাদের পৃথক সত্তা থাকবে। পার্থক্য কেবল এই যে, বদ্ধ অবস্থায় জীব বিভিন্ন জড় দেহ পরিগ্রহ করে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আদি

চিন্ময় স্বরূপে আবির্ভূত হন। দুর্ভাগ্যবশত, যাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান উন্নত নয়, তারা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণ তাদেরই মতো একজন এবং তাঁর রূপটি তাদেরই মতো জড় রূপ। *অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্* (*ভগবদ্গীতা* ৯/১১)। শ্রীকৃষ্ণ কখনই জড় জ্ঞানের প্রভাবে গর্বিত হন না, তাই তাঁকে বলা হয় *অচ্যুত*। কিন্তু জীবদের জড়া প্রকৃতির দ্বারা বিচলিত এবং অধঃপতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটিই ভগবান এবং জীবের মধ্যে পার্থক্য।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে বসুদেব কংসকে উপদেশ দিয়েছিলেন, সে যেন আর পাপকর্ম না করে। অসুরদের প্রতিনিধি কংস শ্রীকৃষ্ণ বা ভগবানকে হত্যা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত ছিল, কিন্তু আধ্যাত্মিক স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের প্রতিনিধি বসুদেব থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল (বাসুদেব বসুদেবের পুত্র)। বসুদেব চেয়েছিলেন তাঁর শ্যালক কংস যেন ভগ্নীহত্যার পাপ থেকে বিরত হয়। কারণ তা না হলে জড়া প্রকৃতির দ্বারা বিচলিত হয়ে কংসকে বার বার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করার জন্য জড় শরীর ধারণ করতে হবে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/৫/৪) ঋষভদেবও বলেছেন—

ন সাধু মন্যে যত আত্মনোঽয়-
মসন্নপি ক্লেশদ আস দেহঃ ।

জীব যতক্ষণ সকাম কর্মের তথাকথিত সুখ-দুঃখের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তাকে জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করার জন্য বিশেষ শরীর প্রাপ্ত হতে হয় (*ত্রিতাপযন্ত্রণা*)। তাই বুদ্ধিমান মানুষের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে প্রকৃতির তিনগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে, ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার দ্বারা তার আদি চিন্ময় স্বরূপকে পুনর্জাগরিত করা। জীব যতক্ষণ জড় জগতের প্রতি আসক্ত থাকে, ততক্ষণ তাকে জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির পন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়। তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, বুদ্ধিমান মানুষেরা যেন তথাকথিত ভাল-মন্দ সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে, কৃষ্ণভাবনামৃতে উন্নতি সাধন করার চেষ্টায় যুক্ত হন, যাতে আর একটি জড় শরীর গ্রহণ করার পরিবর্তে (*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি*) ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়।

শ্লোক ৪৪

তস্মান্ন কস্যচিদ্ দ্রোহমাচরেৎ স তথাবিধঃ ।
আত্মনঃ ক্ষেমমন্বিচ্ছন্ দ্রোগ্ধুর্বৈ পরতো ভয়ম্ ॥ ৪৪ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **ন**—না; **কস্যচিৎ**—কারও; **দ্রোহম্**—হিংসা; **আচরেৎ**—আচরণ করা; **সঃ**—পুরুষ (কংস); **তথা-বিধঃ**—(বসুদেবের দ্বারা) যে এইভাবে উপদিষ্ট হয়েছিল; **আত্মনঃ**—তার নিজের; **ক্ষেমম্**—মঙ্গল; **অন্বিচ্ছন্**—সে যদি কামনা করে; **দ্রোগ্ধুঃ**—যে অন্যের হিংসা করে তার; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **পরতঃ**—অন্যদের কাছ থেকে; **ভয়ম্**—ভয়ের কারণ রয়েছে।

অনুবাদ

অতএব, হিংসাত্মক পাপকর্মই যখন পরবর্তী জীবনের ক্লেশজনক দেহের কারণ, তা হলে মানুষ কেন অসৎ কর্ম আচরণ করবে? নিজের মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে কখনও অপরের প্রতি হিংসা করা উচিত নয়, কারণ তার ফলে এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে সর্বদা শত্রুর দ্বারা অনিষ্ট সাধনের ভয় থাকে।

তাৎপর্য

অন্য জীবের প্রতি হিংসা না করে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে পবিত্র জীবন যাপন করলে, আর ইহলোকে এবং পরলোকে কোন ভয় থাকে না। এই প্রসঙ্গে মহান কূটনীতিবিদ্ চাণক্য পণ্ডিতের এই উপদেশটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ—

ত্যজ দুর্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমম্ ।
কুরু পুণ্যমহো রাত্রং স্মর নিত্যমনিত্যতাম্ ॥

অসৎ, অসুর এবং অভক্তদের সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত এবং সর্বদা ভগবদ্ভক্ত সাধুর সঙ্গ করা উচিত। সর্বদা এই জীবনের অনিত্যতা স্মরণ করে পুণ্যকর্ম আচরণ করা উচিত, এবং কখনও অনিত্য সুখ-দুঃখের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন কৃষ্ণভক্ত হওয়ার মাধ্যমে চিরতরে জীবনের সমস্ত সমস্যাগুলির সমাধান করার শিক্ষা সমগ্র মানব-সমাজকে প্রদান করছে (*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন*)।

শ্লোক ৪৫

এষা তবানুজা বালা কৃপণা পুত্রিকোপমা ।
হন্তুং নার্হসি কল্যাণীমিমাং ত্বং দীনবৎসলঃ ॥ ৪৫ ॥

এষা—এই; **তব**—তোমার; **অনুজা**—কনিষ্ঠা ভগ্নী; **বালা**—অবোধ বালিকা; **কৃপণা**—সম্পূর্ণরূপে তোমার উপর নির্ভরশীল; **পুত্রিকা-উপমা**—তোমার কন্যাতুল্যা;

হন্তুম্—তাকে হত্যা করা; **ন**—না; **অর্হসি**—তোমার যোগ্য; **কল্যাণীম্**—তোমার স্নেহাধীন; **ইমাম্**—একে; **ত্বম্**—তুমি; **দীন-বৎসলঃ**—দীনবৎসল।

অনুবাদ

এই দীনা বালিকা দেবকী তোমার কন্যাতুল্যা, স্নেহপাত্রী, কনিষ্ঠা ভগ্নী। তুমি দীনবৎসল, অতএব একে বধ করা তোমার যোগ্য নয়। বস্তুতই সে তোমার স্নেহের পাত্রী।

শ্লোক ৪৬

শ্রীশুক উবাচ

এবং স সামভির্ভেদৈর্বোধ্যমানোঽপি দারুণঃ।
ন ন্যবর্তত কৌরব্য পুরুষাদাননুব্রতঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **সঃ**—সে (কংস); **সামভিঃ**—তাকে (কংসকে) শান্ত করার চেষ্টার দ্বারা; **ভেদৈঃ**—পরহিংসা না করার নৈতিক উপদেশের দ্বারা; **বোধ্যমানঃ অপি**—শান্ত হওয়া সত্ত্বেও; **দারুণঃ**—সে ছিল অত্যন্ত নৃশংস; **ন ন্যবর্তত**—(জঘন্য কার্য আচরণ করা থেকে) নিবৃত্ত করা যায়নি; **কৌরব্য**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **পুরুষ-অদান্**—নরখাদক রাক্ষস; **অনুব্রতঃ**—তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে কুরুকুল শ্রেষ্ঠ! কংস ছিল অত্যন্ত নৃশংস এবং রাক্ষসদের অনুবর্তী। তাই বসুদেবের সৎ উপদেশের দ্বারা তাকে শান্ত করা যায়নি অথবা ভয় প্রদর্শন করা যায়নি। সে ইহলোকে অথবা পরলোকে পাপকর্মের ফলাফলের কোন বিচার করেনি।

শ্লোক ৪৭

নির্বন্ধং তস্য তং জ্ঞাত্বা বিচিন্ত্যানকদুন্দুভিঃ।
প্রাপ্তং কালং প্রতিব্যোঢুমিদং তত্রান্বপদ্যত ॥ ৪৭ ॥

নির্বন্ধম্—কোন কিছু করার সঙ্কল্প; **তস্য**—তার (কংসের); **তম্**—সেই (সঙ্কল্প); **জ্ঞাত্বা**—বুঝতে পেরে; **বিচিন্ত্য**—গভীরভাবে চিন্তা করে; **আনকদুন্দুভিঃ**—বসুদেব;

প্রাপ্তম্—উপনীত হয়েছিলেন; **কালম্**—আসন্ন মৃত্যুর সঙ্কট; **প্রতিব্যোঢুম্**—তাকে সেই কর্ম থেকে নিরস্ত করার জন্য; **ইদম্**—এই; **তত্র**—তখন; **অন্বপদ্যত**—অন্য উপায় চিন্তা করেছিলেন।

অনুবাদ

বসুদেব যখন দেখলেন যে, কংস তার ভগ্নী দেবকীকে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর, তখন তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করে কংসকে নিরস্ত করার আর একটি উপায় স্থির করেছিলেন।

তাৎপর্য

বসুদেব যদিও দেখেছিলেন যে, তাঁর পত্নী দেবকীর প্রাণ হারাবার আসন্ন বিপদ উপস্থিত, তবুও তিনি স্থির নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, তাঁর মঙ্গল হবে কারণ দেবতারা তাঁর জন্মের সময় আনক এবং দুন্দুভি বাজিয়েছিলেন। তাই তিনি অন্য উপায়ে দেবকীকে রক্ষা করার আর একটি চেষ্টা করেছিলেন।

শ্লোক ৪৮

**মৃত্যুর্বুদ্ধিমতাপোহ্যো যাবদ্‌বুদ্ধিবলোদয়ম্ ।
যদ্যসৌ ন নিবর্তেত নাপরাধোঽস্তি দেহিনঃ ॥ ৪৮ ॥**

মৃত্যুঃ—মৃত্যু; **বুদ্ধি-মতা**—বুদ্ধিমান ব্যক্তির দ্বারা; **অপোহ্যঃ**—প্রতিকার করা উচিত; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **বুদ্ধি-বল-উদয়ম্**—বুদ্ধি এবং বল থাকে; **যদি**—যদি; **অসৌ**—সেই (মৃত্যু); **ন নিবর্তেত**—নিবারণ করা যায় না; **ন**—না; **অপরাধঃ**—অপরাধ; **অস্তি**—রয়েছে; **দেহিনঃ**—মৃত্যুর দ্বারা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির।

অনুবাদ

বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য যতক্ষণ পর্যন্ত বুদ্ধি এবং বল রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করা। এটি প্রতিটি দেহধারী ব্যক্তির কর্তব্য। এইভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি মৃত্যুকে এড়ান না যায়, তা হলে তার কোন অপরাধ হয় না।

তাৎপর্য

অকাল মৃত্যুর সম্মুখীন ব্যক্তির মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করা স্বাভাবিক। সেটি মানুষের কর্তব্য। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হলেও সকলেই মৃত্যুকে

এড়ানোর চেষ্টা করে এবং বিনা বিরোধিতায় মৃত্যু বরণ করতে চায় না, কারণ জীবাত্মা নিত্য। মৃত্যু যেহেতু বদ্ধ জীবের উপর অর্পিত দণ্ড, তাই মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ হচ্ছে বৈদিক সংস্কৃতির ভিত্তি (*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি*)। সকলেরই কর্তব্য আধ্যাত্মিক জীবনের অনুশীলন করে মৃত্যু এবং পুনর্জন্মের চক্র থেকে উদ্ধার লাভের চেষ্টা করা এবং মৃত্যুর কাছে পরাজয় স্বীকার না করে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করা। যে ব্যক্তি মৃত্যুকে প্রতিহত করার চেষ্টা না করে, সে বুদ্ধিমান নয়। দেবকী যেহেতু আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলেন, তাই বসুদেবের কর্তব্য ছিল তাঁকে রক্ষা করা, এবং সেই জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলেন। তাই তিনি দেবকীকে রক্ষা করার জন্য কংসের কাছে আর একটি প্রস্তাব উত্থাপন করার কথা বিবেচনা করেছিলেন।

শ্লোক ৪৯-৫০

প্রদায় মৃত্যবে পুত্রান্ মোচয়ে কৃপণামিমাম্ ।
সুতা মে যদি জায়েরন্ মৃত্যুর্বা ন ম্রিয়েত চেৎ ॥ ৪৯ ॥
বিপর্যয়ো বা কিং ন স্যাদ্ গতির্ধাতুর্দুরত্যয়া ।
উপস্থিতো নিবর্তেত নিবৃত্তঃ পুনরাপতেৎ ॥ ৫০ ॥

প্রদায়—প্রদান করার প্রতিজ্ঞা করে; **মৃত্যবে**—দেবকীর কাছে মৃত্যুরূপে আবির্ভূত কংসকে; **পুত্রান্**—আমার পুত্রদের; **মোচয়ে**—আমি তাকে এই আসন্ন বিপদ থেকে মুক্ত করব; **কৃপণাম্**—অবলা; **ইমাম্**—দেবকী; **সুতাঃ**—পুত্র; **মে**—আমার; **যদি**—যদি; **জায়েরন্**—জন্মগ্রহণ করে; **মৃত্যুঃ**—কংস; **বা**—অথবা; **ন**—না; **ম্রিয়েত**—মরতে হয়; **চেৎ**—যদি; **বিপর্যয়ঃ**—ঠিক তার বিপরীত; **বা**—অথবা, **কিম্**—কি; **ন**—না; **স্যাৎ**—হতে পারে; **গতিঃ**—গতি; **ধাতুঃ**—বিধাতার; **দুরত্যয়া**—বোঝা অত্যন্ত কঠিন; **উপস্থিতঃ**—বর্তমানে যা লাভ হয়েছে; **নিবর্তেত**—নিবারণ করা যায়; **নিবৃত্তঃ**—দেবকীর মৃত্যু নিবৃত্ত করে; **পুনঃ আপতেৎ**—ভবিষ্যতে তা হতে পারে (কিন্তু আমি কি করতে পারি)।

অনুবাদ

বসুদেব বিবেচনা করেছিলেন—মৃত্যুরূপ কংসকে আমার সব কটি পুত্র দান করে আমি দেবকীর প্রাণ রক্ষা করতে পারি। আমার পুত্রের জন্মের পূর্বে যদি কংসের মৃত্যু হয়, অথবা আমার পুত্রের হাতে তার মৃত্যু হবে বলে বিধাতা যখন

ব্যবস্থা করেছেন, তখন নিশ্চয়ই আমার পুত্রদের মধ্যে কোন এক পুত্র তাকে হত্যা করবে। অতএব আপাতত আমি তার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে পারি যে, আমার পুত্রদের আমি তাকে দান করব, তা হলে কংস আশ্বস্ত হবে, আর তারপর যদি যথাসময়ে কংসের মৃত্যু হয়, তখন আর আমাদের ভয়ের কোন কারণ থাকবে না।

তাৎপর্য

বসুদেব তাঁর পুত্রদের কংসকে দান করার প্রতিজ্ঞা করে দেবকীর জীবন রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তিনি বিচার করেছিলেন, "ভবিষ্যতে কংসের মৃত্যু হতে পারে অথবা আমার কোন পুত্র নাও হতে পারে। যদি পুত্র হয় এবং কংসকে আমি সেই পুত্র দান করি, তা হলে তার হস্তে কংস নিহতও হতে পারে, কারণ বিধির বিধানে সব কিছুই সম্ভব। বিধাতা যে কিভাবে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, তা বোঝা অত্যন্ত কঠিন।" এইভাবে বসুদেব স্থির করেছিলেন যে, আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে দেবকীকে রক্ষা করার জন্য তিনি তাঁর পুত্রদের কংসের হস্তে সমর্পণ করার প্রতিজ্ঞা করবেন।

শ্লোক ৫১

অগ্নের্যথা দারুবিয়োগযোগয়ো-
রদৃষ্টতোঽন্যন্ন নিমিত্তমস্তি ।
এবং হি জন্তোরপি দুর্বিভাব্যঃ
শরীরসংযোগবিয়োগহেতুঃ ॥ ৫১ ॥

অগ্নেঃ—দাবানলের; **যথা**—যেমন; **দারু**—কাষ্ঠের; **বিয়োগ-যোগয়োঃ**—সংযোগ এবং বিয়োগ উভয়ের; **অদৃষ্টতঃ**—অদৃশ্য দৈব থেকে; **অন্যৎ**—অন্য কোন কারণের ফলে অথবা ঘটনাক্রমে; **ন**—না; **নিমিত্তম্**—কারণ; **অস্তি**—রয়েছে; **এবম্**—এইভাবে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **জন্তোঃ**—জীবের; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **দুর্বিভাব্যঃ**—দুর্জ্ঞেয়; **শরীর**—শরীরের; **সংযোগ**—গ্রহণের; **বিয়োগ**—অথবা ত্যাগের; **হেতুঃ**—কারণ।

অনুবাদ

অগ্নি যেমন কখনও কখনও সমীপস্থ কাষ্ঠ পরিত্যাগ করে দূরস্থিত কাষ্ঠ দহন করে, তখন বুঝতে হবে যে, তার কারণ হচ্ছে অদৃষ্ট বা দৈব। তেমনই, জীব

যখন এক প্রকার শরীর পরিত্যাগ করে আর এক প্রকার শরীর গ্রহণ করে, তখন বুঝতে হবে যে, অদৃষ্ট ব্যতীত তার আর অন্য কোন কারণ নেই।

তাৎপর্য

গ্রামে যখন আগুন লাগে, তখন কখনও কখনও আগুন নিকটস্থ গৃহ পরিত্যাগ করে দূরস্থিত গৃহ দহন করে। তেমনই, বনে যখন আগুন লাগে, তখন সেই আগুন কখনও কখনও নিকটস্থ বৃক্ষ পরিত্যাগ করে দূরবর্তী বৃক্ষ দহন করে। তা যে কেন হয়, তা কেউই বলতে পারে না। মানুষ তার কারণ সম্বন্ধে নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা করতে পারে, কিন্তু তার প্রকৃত কারণ হচ্ছে অদৃষ্ট। সেই কারণটি আত্মার দেহান্তরের ব্যাপারেও প্রযোজ্য, যার ফলে একজন প্রধানমন্ত্রী তার পরবর্তী জীবনে একটি কুকুর হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে। ব্যবহারিক জ্ঞানের দ্বারা কখনই অদৃষ্টের বিচার করা যায় না, এবং তাই বিধির বিধানে সব কিছু সম্পন্ন হচ্ছে বলে মনে করে সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

শ্লোক ৫২

এবং বিমৃশ্য তং পাপং যাবদাত্মনিদর্শনম্ ।
পূজয়ামাস বৈ শৌরির্বহুমানপুরঃসরম্ ॥ ৫২ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিমৃশ্য**—বিবেচনা করে; **তম্**—কংসকে; **পাপম্**—মহাপাপী; **যাবৎ**—যতখানি সম্ভব; **আত্মনি-দর্শনম্**—তাঁর যতখানি বুদ্ধি সেই অনুসারে; **পূজয়াম্ আস**—প্রশংসা করেছিলেন; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **শৌরিঃ**—বসুদেব; **বহু-মান**—বহু সম্মান প্রদর্শন করে; **পুরঃসরম্**—তার সম্মুখে।

অনুবাদ

বসুদেব তাঁর জ্ঞান অনুসারে এইভাবে বিবেচনা করে, পাপাত্মা কংসকে বহু সম্মান প্রদর্শনপূর্বক তার কাছে এই প্রস্তাব রেখেছিলেন।

শ্লোক ৫৩

প্রসন্নবদনাম্ভোজো নৃশংসং নিরপত্রপম্ ।
মনসা দূয়মানেন বিহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ৫৩ ॥

প্রসন্ন-বদন-অম্ভোজঃ—বসুদেব বাহ্যে অত্যন্ত প্রসন্ন ভাব প্রদর্শন করে; **নৃশংসম্**—অত্যন্ত নিষ্ঠুর; **নিরপত্রপম্**—নির্লজ্জ কংসকে; **মনসা**—মনে; **দূয়মানেন**—উৎকণ্ঠা এবং বিষাদে পূর্ণ; **বিহসন্**—হাসতে হাসতে; **ইদম্ অব্রবীৎ**—এই কথাগুলি বলেছিলেন।

অনুবাদ

বসুদেবের মন তাঁর পত্নীর এই বিপদে উৎকণ্ঠায় পূর্ণ ছিল, কিন্তু নিষ্ঠুর, নির্লজ্জ, পাপী কংসকে প্রসন্ন করার জন্য বাহ্যে হাসতে হাসতে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

তাৎপর্য

সঙ্কটের সময় কখনও কখনও কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, বসুদেবকে যেমন তাঁর পত্নীকে রক্ষা করার জন্য করতে হয়েছিল। এই জড় জগৎ অত্যন্ত জটিল এবং নিজের কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য এই প্রকার কূটনীতির পন্থা অবলম্বন না করে পারা যায় না। বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পুত্ররূপে লাভ করার জন্য তাঁর পত্নীর জীবন রক্ষার্থে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। তা ইঙ্গিত করে যে, কৃষ্ণকে এবং কৃষ্ণের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করা যেতে পারে। ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, কংসকে হত্যা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব এবং দেবকীর মাধ্যমে আবির্ভূত হবেন। বসুদেবকে তাই সেই পরিস্থিতি রক্ষা করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করতে হয়েছিল। যদিও সমস্ত ঘটনা শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেই আয়োজন করেছিলেন, তবুও ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সর্বশক্তিমান, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, শ্রীকৃষ্ণকে দিয়ে সব কিছু করতে গিয়ে নিজে অলস হয়ে বসে থাকবে। এই উপদেশ *ভগবদ্গীতাতেও* পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ যদিও অর্জুনের জন্য সব কিছু করছিলেন, তবুও অর্জুন কখনও একজন অহিংসা-পরায়ণ ভদ্রলোকের মতো অলস হয়ে বসে থাকেননি। পক্ষান্তরে, তিনি যুদ্ধ করে জয়লাভ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন।

শ্লোক ৫৪

শ্রীবসুদেব উবাচ

ন হ্যস্যাস্তে ভয়ং সৌম্য যদ্ বৈ সাহাশরীরবাক্ ।
পুত্রান্ সমর্পয়িষ্যেঽস্যা যতস্তে ভয়মুত্থিতম্ ॥ ৫৪ ॥

শ্রী-বসুদেবঃ উবাচ—শ্রীবসুদেব বললেন; **ন**—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অস্যাঃ**—দেবকী থেকে; **তে**—তোমার; **ভয়ম্**—ভয়; **সৌম্য**—হে সুশীল; **যৎ**—যা; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **সা**—সেই ভবিষ্যদ্বাণী; **আহ**—ঘোষণা করেছিল; **অশরীর-বাক্**—দৈববাণী; **পুত্রান্**—আমার সব কটি পুত্র; **সমর্পয়িষ্যে**—আমি তোমার কাছে সমর্পণ করব; **অস্যাঃ**—এই দেবকীর; **যতঃ**—যার থেকে; **তে**—তোমার; **ভয়ম্**—ভয়; **উত্থিতম্**—উৎপন্ন হয়েছে।

অনুবাদ

বসুদেব বললেন—হে সৌম্য, তুমি দৈববাণী থেকে যা শ্রবণ করেছ, তাতে তোমার ভগ্নী দেবকী থেকে তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। তোমার মৃত্যুর কারণ হবে তার পুত্ররা। অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, তোমার ভয়ের কারণ-স্বরূপ দেবকীর পুত্রদের জন্ম হওয়া মাত্রই আমি তাদের তোমার হস্তে সমর্পণ করব।

তাৎপর্য

দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান কংসকে বধ করবে বলে দেবকী থেকে কংসের ভয় হয়েছিল। তাই বসুদেব তাঁর শ্যালককে চরম নিরাপত্তা প্রদানের আশ্বাস দেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি তাঁর সব কটি পুত্রকে তার হস্তে সমর্পণ করবেন। তিনি অষ্টম সন্তানের জন্য অপেক্ষা করবেন না, প্রথম থেকেই তিনি দেবকীর গর্ভজাত সব কটি সন্তানকে কংসের হস্তে সমর্পণ করবেন। এটি ছিল কংসের কাছে বসুদেবের সব চাইতে উদার প্রস্তাব।

শ্লোক ৫৫

শ্রীশুক উবাচ

স্বসুর্বধান্নিববৃতে কংসস্তদ্বাক্যসারবিৎ ।
বসুদেবোঽপি তং প্রীতঃ প্রশস্য প্রাবিশদ্ গৃহম্ ॥ ৫৫ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **স্বসুঃ**—তাঁর ভগ্নী দেবকীর; **বধাৎ**—বধ করা থেকে; **নিববৃতে**—সাময়িকভাবে নিবৃত্ত হয়ে; **কংসঃ**—কংস; **তৎ-বাক্য**—বসুদেবের বাক্য; **সারবিৎ**—সম্পূর্ণরূপে যুক্তিযুক্ত জেনে; **বসুদেবঃ**—বসুদেব; **অপি**—ও; **তম্**—তাকে (কংসকে); **প্রীতঃ**—সন্তুষ্ট হয়ে; **প্রশস্য**—আরও প্রশংসা করে; **প্রাবিশৎ গৃহম্**—তাঁর গৃহে প্রবেশ করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—কংস বসুদেবের যুক্তিতে সম্মত হয়েছিল এবং বসুদেবের কথায় পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে ভগ্নীবধ থেকে নিবৃত্ত হয়েছিল। বসুদেব কংসের প্রতি প্রসন্ন হয়ে এবং তাকে আরও প্রশংসা করে তাঁর গৃহে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

কংস যদিও ছিল এক মহাপাপী অসুর, তবুও তার বিশ্বাস ছিল যে, বসুদেব তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবেন না। বসুদেবের মতো শুদ্ধ ভক্তের চরিত্র এমনই যে, কংসের মতো মহা অসুরও তাঁর কথায় পূর্ণ বিশ্বাস করেছিল এবং সন্তুষ্ট হয়েছিল। *যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/১৮/১২)। ভক্তের মধ্যে সমস্ত সদ্‌গুণ এত সুন্দরভাবে প্রকাশ পায় যে, কংসও বসুদেবের কথায় পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেছিল।

শ্লোক ৫৬

অথ কাল উপাবৃত্তে দেবকী সর্বদেবতা ।
পুত্রান্ প্রসুষুবে চাষ্টৌ কন্যাং চৈবানুবৎসরম্ ॥ ৫৬ ॥

অথ—তারপর; **কালে**—যথাসময়ে; **উপাবৃত্তে**—উপযুক্ত; **দেবকী**—শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের পত্নী দেবকী; **সর্ব-দেবতা**—দেবকী, যাঁর মধ্যে সমস্ত দেবতা এবং স্বয়ং ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন; **পুত্রান্**—পুত্র; **প্রসুষুবে**—প্রসব করেছিলেন; **চ**—এবং; **অষ্টৌ**—আট; **কন্যাং চ**—এবং সুভদ্রা নাম্নী একটি কন্যা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অনুবৎসরম্**—প্রতি বৎসর।

অনুবাদ

তারপর সমস্ত দেবতা এবং ভগবানের মাতা দেবকী যথাসময়ে একটি সন্তান প্রসব করেছিলেন। এইভাবে তিনি প্রতি বৎসর একের পর এক আটটি পুত্র এবং সুভদ্রা নাম্নী একটি কন্যা প্রসব করেছিলেন।

তাৎপর্য

কখনও কখনও শ্রীগুরুদেবের মহিমা কীর্তন করে বলা হয়, *সর্বদেবময়ো গুরুঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/৭/২৭)। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় বিভিন্ন দেবতাদের জানা যায়। *দেব* শব্দে সমস্ত দেবতাদের উৎস ভগবানের সূচক। *ভগবদ্গীতায়* (১০/২)

ভগবান বলেছেন, *অহমাদির্হি দেবানাম্*—"আমি সমস্ত দেবতাদের উৎস।" আদি পুরুষ ভগবান শ্রীবিষ্ণু বিভিন্ন রূপে নিজেকে বিস্তার করেন। *তদৈক্ষত বহু স্যাম্* (*ছান্দোগ্য উপনিষদ্* ৬/২/৩) তিনি বহু রূপে নিজেকে বিস্তার করেছেন। *অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্* (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৩৩)। স্বাংশ এবং বিভিন্নাংশ নামক তাঁর বিভিন্ন রূপ রয়েছে। স্বাংশ বিস্তার বা বিষ্ণুতত্ত্ব ভগবান, আর ভগবানের বিভিন্নাংশ হচ্ছে জীবতত্ত্ব (*মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ*)। আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে স্বীকার করি এবং তাঁর পূজা করি, তা হলে তাঁর বিভিন্ন অংশ এবং কলাও আপনা থেকেই পূজিত হন। *সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৪/৩১/১৪)। শ্রীকৃষ্ণের আর এক নাম অচ্যুত (*সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত*)। অচ্যুত বা শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করার ফলে আপনা থেকেই সমস্ত দেবতাদের পূজা হয়ে যায়। তখন আর বিষ্ণুতত্ত্ব অথবা জীবতত্ত্বদের আলাদাভাবে পূজা করার কোন প্রয়োজন হয় না। কেউ যদি তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে একাগ্রীভূত করেন, তা হলে সকলেরই পূজা হয়ে যায়। তাই, দেবকী শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব করেছিলেন বলে, তাঁকে এখানে *সর্বদেবতা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৫৭

কীর্তিমন্তং প্রথমজং কংসায়ানকদুন্দুভিঃ ।
অর্পয়ামাস কৃচ্ছ্রেণ সোঽনৃতাদতিবিহ্বলঃ ॥ ৫৭ ॥

কীর্তিমন্তম্—কীর্তিমান নামক; **প্রথমজম্**—প্রথম সন্তান; **কংসায়**—কংসকে; **আনকদুন্দুভিঃ**—বসুদেব; **অর্পয়াম্ আস**—প্রদান করেছিলেন; **কৃচ্ছ্রেণ**—অতি কষ্টে; **সঃ**—তিনি (বসুদেব); **অনৃতাৎ**—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অথবা মিথ্যাবাদী হওয়ার ভয়ে; **অতি-বিহ্বলঃ**—অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

বসুদেব প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-রূপ অসত্যের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন। তাই তিনি কীর্তিমান নামক তাঁর প্রথম পুত্রটিকে গভীর মনোবেদনা সত্ত্বেও কংসের হস্তে অর্পণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথায় সন্তানের জন্ম হওয়া মাত্রই, বিশেষ করে পুত্র-সন্তানের, পিতা ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন এবং শিশুর জন্মপঞ্জি অনুসারে নামকরণ

করা হয়। এই অনুষ্ঠানটিকে বলা হয় নামকরণ। বর্ণাশ্রম-ধর্মে দশটি সংস্কার রয়েছে, এবং নামকরণ তাদের একটি। বসুদেব যদিও তাঁর প্রথম পুত্রটিকে কংসের হস্তে অর্পণ করতে যাচ্ছিলেন, তবুও তাঁর নামকরণ সংস্কার অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এবং শিশুটির নাম রাখা হয়েছিল কীর্তিমান। এই প্রকার নাম জন্মের ঠিক পরেই দেওয়া হয়।

শ্লোক ৫৮

কিং দুঃসহম্ নু সাধূনাং বিদুষাং কিমপেক্ষিতম্ ।
কিমকার্যং কদর্যাণাং দুস্ত্যজং কিং ধৃতাত্মনাম্ ॥ ৫৮ ॥

কিম্—কি; **দুঃসহম্**—বেদনাদায়ক; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **সাধূনাম্**—সাধুদের কাছে; **বিদুষাম্**—বিদ্বান ব্যক্তিদের; **কিম্ অপেক্ষিতম্**—কি প্রকার নির্ভরতা রয়েছে; **কিম্ অকার্যম্**—নিষিদ্ধ কার্য কি; **কদর্যণাম্**—অত্যন্ত অধম ব্যক্তিদের; **দুস্ত্যজম্**—ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন; **কিম্**—কি; **ধৃত-আত্মনাম্**—আত্ম-তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তিদের।

অনুবাদ

সত্যনিষ্ঠ সাধুদের কাছে কোন্ কার্য দুঃসহ? যাঁরা ভগবানকে একমাত্র বাস্তব বস্তু বলে জানেন, তাঁদের আবার কোন্ বিষয়ের অপেক্ষা আছে? যাদের স্বভাব নিন্দিত, তাদের অকার্য কি থাকতে পারে? আর যাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁরা কি না পরিত্যাগ করতে পারেন?

তাৎপর্য

যেহেতু দেবকীর অষ্টম সন্তানের হস্তে কংসের নিহত হওয়ার কথা ছিল, তাই কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, প্রথমজাত সন্তানটিকে বসুদেবের প্রদান করার কি প্রয়োজন ছিল? তার উত্তর হচ্ছে, বসুদেব কংসের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি দেবকীর গর্ভজাত সব কটি সন্তানকে তার হস্তে সমর্পণ করবেন। কংস ছিল একটি অসুর, তাই সে বিশ্বাস করেনি যে, অষ্টম সন্তানটিই তাকে বধ করবে; সে মনে করেছিল যে, দেবকীর যে কোন সন্তান তাকে হত্যা করতে পারে। বসুদেব তাই দেবকীকে রক্ষা করার জন্য কংসের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, পুত্র অথবা কন্যা প্রতিটি সন্তানকে তিনি কংসের হস্তে সমর্পণ করবেন। অন্য আর একটি দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে, তাঁদের অষ্টম সন্তানরূপে আবির্ভূত

হবেন, সেই কথা জেনে বসুদেব এবং দেবকী অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত বসুদেব দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানরূপে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়েছিলেন। তাই তিনি শীঘ্রই তাঁর সমস্ত সন্তানদের কংসের কাছে অর্পণ করতে চেয়েছিলেন, যাতে অষ্টম সন্তানের আবির্ভাব কাল উপস্থিত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হন। তিনি প্রতি বছর একটি করে সন্তান উৎপাদন করেছিলেন যাতে যত শীঘ্রই সম্ভব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় হয়।

শ্লোক ৫৯

দৃষ্ট্বা সমত্বং তচ্ছৌরেঃ সত্যে চৈব ব্যবস্থিতিম্ ।
কংসস্তুষ্টমনা রাজন্ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ৫৯ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **সমত্বম্**—সুখ এবং দুঃখে অবিচলিত থাকার সমত্ব; **তৎ**—তা; **শৌরেঃ**—বসুদেবের; **সত্যে**—সত্যনিষ্ঠায়; **চ**—এবং; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ব্যবস্থিতিম্**—দৃঢ় স্থিতি; **কংসঃ**—কংস; **তুষ্ট-মনাঃ**—(বসুদেব তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য তাঁর প্রথম পুত্রটিকে যে সমর্পণ করেছিলেন এই আচরণে) অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **প্রহসন্**—হাসিমুখে; **ইদম্**—এই; **অব্রবীৎ**—বলেছিল।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, কংস যখন দেখল যে, বসুদেব সত্যনিষ্ঠাপূর্বক সমত্ব প্রাপ্ত হয়ে তার হস্তে তাঁর পুত্রটিকে সমর্পণ করেছেন, তখন সে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিল, এবং হাসিমুখে সে এই কথাগুলি বলেছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সমত্বম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *সমত্বম্* শব্দে সুখ অথবা দুঃখে অবিচলিত থেকে যিনি সর্বদা সমভাব পোষণ করেন, তাঁকে বোঝায়। বসুদেবের সমত্বভাব এতই দৃঢ় ছিল যে, কংসের হস্তে নিহত হওয়ার জন্য তাঁর প্রথম সন্তানটিকে সমর্পণ করার সময় তিনি একটুও বিচলিত হননি। *ভগবদ্গীতায়* (২/৫৬) বলা হয়েছে, *দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ*। জড় জগতে সুখভোগের জন্য আগ্রহী হওয়া উচিত নয় এবং দুঃখে বিচলিত হওয়া উচিত নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥

"হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগের ফলে অনিত্য সুখ এবং দুঃখের অনুভব হয়। সেগুলি ঠিক যেন শীত এবং গ্রীষ্ম ঋতুর গমনাগমনের মতো। হে ভরতকুলপ্রদীপ, সেই ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সেগুলি সহ্য করার চেষ্টা কর।" (*ভগবদ্গীতা* ২/১৪) আত্ম-তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি কখনও তথাকথিত সুখ অথবা দুঃখে বিচলিত হন না। বসুদেবের মতো মহান ভক্তের ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে সত্য, যিনি তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের দ্বারা তা প্রদর্শন করেছিলেন। কংস কর্তৃক নিহত হওয়ার জন্য তাঁর প্রথম সন্তানটিকে সমর্পণ করার সময় বসুদেব একটুও বিচলিত হননি।

শ্লোক ৬০

প্রতিযাতু কুমারোঽয়ং ন হ্যস্মাদস্তি মে ভয়ম্ ।
অষ্টমাদ্ যুবয়োর্গর্ভান্মৃত্যুর্মে বিহিতঃ কিল ॥ ৬০ ॥

প্রতিযাতু—বসুদেব, তুমি তোমার শিশুটিকে গৃহে নিয়ে যাও; **কুমারঃ**—নবজাত শিশু; **অয়ম্**—এই; **ন**—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অস্মাৎ**—তার থেকে; **অস্তি**—আছে; **মে**—আমার; **ভয়ম্**—ভয়; **অষ্টমাৎ**—অষ্টম থেকে; **যুবয়োঃ**—তুমি এবং তোমার পত্নী উভয়ের; **গর্ভাৎ**—গর্ভ থেকে; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **মে**—আমার; **বিহিতঃ**—নির্দিষ্ট হয়েছে; **কিল**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

হে বসুদেব, তোমার এই শিশুটিকে নিয়ে তুমি ঘরে ফিরে যাও। তোমার প্রথম পুত্র থেকে আমার কোন ভয় নেই। তোমার এবং দেবকীর অষ্টম পুত্রের দ্বারা আমার মৃত্যু নির্দিষ্ট হয়েছে।

শ্লোক ৬১

তথেতি সুতমাদায় যযাবানকদুন্দুভিঃ ।
নাভ্যনন্দত তদ্বাক্যমসতোঽবিজিতাত্মনঃ ॥ ৬১ ॥

তথা—খুব ভাল; **ইতি**—এই প্রকার; **সুতম্ আদায়**—তাঁর পুত্রকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে; **যযৌ**—সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন; **আনকদুন্দুভিঃ**—বসুদেব; **ন অভ্যনন্দত**—বিশেষ গুরুত্ব দেননি; **তৎ-বাক্যম্**—(কংসের) বাক্যে; **অসতঃ**—চরিত্রহীন; **অবিজিত-আত্মনঃ**—অজিতেন্দ্রিয়।

অনুবাদ

বসুদেব 'তাই হোক' বলে তাঁর শিশু-সন্তানটিকে নিয়ে গৃহে ফিরে গিয়েছিলেন, কিন্তু কংস যেহেতু ছিল চরিত্রহীন এবং অজিতেন্দ্রিয়, তাই বসুদেব জানতেন যে, কংসের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না।

শ্লোক ৬২-৬৩

নন্দাদ্যা যে ব্রজে গোপা যাশ্চামীষাং চ যোষিতঃ ।
বৃষ্ণয়ো বসুদেবাদ্যা দেবক্যাদ্যা যদুস্ত্রিয়ঃ ॥ ৬২ ॥
সর্বে বৈ দেবতাপ্রায়া উভয়োরপি ভারত ।
জ্ঞাতয়ো বন্ধুসুহৃদো যে চ কংসমনুব্রতাঃ ॥ ৬৩ ॥

নন্দ-আদ্যাঃ—নন্দ মহারাজ আদি; **যে**—যাঁরা; **ব্রজে**—বৃন্দাবনে; **গোপাঃ**—গোপগণ; **যাঃ**—যা; **চ**—এবং; **অমীষাম্**—সেই সমস্ত ব্রজবাসীদের; **চ**—ও; **যোষিতঃ**—স্ত্রী; **বৃষ্ণয়ঃ**—বৃষ্ণিবংশের সদস্যগণ; **বসুদেব-আদ্যাঃ**—বসুদেব আদি; **দেবকী-আদ্যাঃ**—দেবকী আদি; **যদু-স্ত্রিয়ঃ**—যদুবংশের রমণীগণ; **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **দেবতা-প্রায়াঃ**—তাঁরা ছিলেন দেবতাতুল্য; **উভয়োঃ**—নন্দ মহারাজ এবং বসুদেব উভয়ের; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **ভারত**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **জ্ঞাতয়ঃ**—আত্মীয়; **বন্ধু**—বন্ধু; **সুহৃদঃ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **যে**—যাঁরা; **চ**—এবং; **কংসম্ অনুব্রতাঃ**—আপাতদৃষ্টিতে কংসের অনুগামী হলেও।

অনুবাদ

হে ভরতকুলতিলক মহারাজ পরীক্ষিৎ, নন্দ মহারাজ আদি গোপগণ, সেই সমস্ত গোপদের পত্নীগণ, বসুদেব প্রমুখ বৃষ্ণিবংশীয়গণ, দেবকী প্রভৃতি যদুকুল-ললনাগণ, নন্দ মহারাজ ও বসুদেবের জ্ঞাতি, বন্ধু ও সুহৃৎগণ, এমন কি বাহ্যদৃষ্টিতে যাঁরা ছিলেন কংসের অনুগত জন, তাঁরা সকলেই ছিলেন দেবতাতুল্য।

তাৎপর্য

পূর্বে বলা হয়েছে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু ব্রহ্মাকে জানিয়েছিলেন যে, পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতরণ করবেন। ভগবান স্বর্গের দেবতাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁরা যেন যদু এবং বৃষ্ণিবংশে এবং বৃন্দাবনে গিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। এই শ্লোক থেকে জানা যায় যে, যদুবংশ, বৃষ্ণিবংশ, নন্দ মহারাজের পরিবারের সমস্ত সদস্যগণ ও বন্ধুগণ, এবং গোপগণ সকলেই ভগবানের লীলা দর্শন করার জন্য স্বর্গলোক থেকে অবতরণ করেছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৮) প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবান অবতরণ করেন, *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*—অর্থাৎ ভক্তদের রক্ষা করার জন্য এবং অসুরদের সংহার করার জন্য। তাঁর সেই লীলা প্রদর্শন করার জন্য ভগবান ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁর ভক্তদের আহ্বান করেছিলেন।

বহু ভক্ত স্বর্গলোকে উন্নীত হন।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥

"যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যবানদের প্রাপ্য স্বর্গাদি গ্রহলোক সকলে বহুকাল বাস করে সদাচারী ব্রাহ্মণদের গৃহে অথবা শ্রীমান্ ধনী বণিকদের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।" (*ভগবদ্গীতা* ৬/৪১) কোন কোন ভক্ত তাঁদের ভক্তি পূর্ণরূপে সম্পাদন করতে অকৃতকার্য হয়ে পুণ্যবান ব্যক্তিরা যেখানে যান সেই স্বর্গলোকে উন্নীত হন, এবং দীর্ঘকাল সেখানে দিব্য আনন্দ উপভোগ করার পর তাঁরা যে ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের লীলা চলছে, সেখানে সরাসরি উন্নীত হতে পারেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন স্বর্গলোকের অধিবাসীরা ভগবানের লীলা দর্শনের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, এবং তাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদু ও বৃষ্ণিবংশীয়গণ এবং ব্রজবাসীগণ ছিলেন দেবতা অথবা দেবতাতুল্য। এমন কি যারা আপাতদৃষ্টিতে কংসের কার্যকলাপে সহায়তা করেছিল, তাঁরাও ছিলেন স্বর্গলোকের অধিবাসী। বসুদেবের বন্দীদশা ও কারামুক্তি এবং বিভিন্ন অসুরদের সংহার, সবই ছিল ভগবানের লীলা এবং ভক্তরা যাতে সেই লীলা দর্শন করে আনন্দ উপভোগ করতে পারেন, সেই জন্য তাঁদের এই সমস্ত বংশের আত্মীয় এবং বন্ধুরূপে জন্মগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কুন্তীদেবীর প্রার্থনায় (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৮/১৯) প্রতিপন্ন হয়েছে, *নটো নাট্যধরো যথা*। ভগবান অসুর সংহারক, এবং তাঁর ভক্তদের সখা, পুত্র ও ভ্রাতার ভূমিকায় অভিনয় করবেন বলে, সেই সমস্ত ভক্তদের আহ্বান করেছিলেন।

শ্লোক ৬৪

এতৎ কংসায় ভগবাঞ্ছশংসাভ্যেত্য নারদঃ ।
ভূমের্ভারায়মাণানাং দৈত্যানাং চ বধোদ্যমম্ ॥ ৬৪ ॥

এতৎ—যদু এবং বৃষ্ণিবংশীয়দের সম্বন্ধে এই সমস্ত বাক্য; **কংসায়**—রাজা কংসকে; **ভগবান্**—ভগবানের পরম শক্তিমান প্রতিনিধি; **শশংস**—(সংশয়াচ্ছন্ন কংসকে) জানিয়েছিলেন; **অভ্যেত্য**—তার কাছে গিয়ে; **নারদঃ**—দেবর্ষি নারদ; **ভূমেঃ**—পৃথিবীতে; **ভারায়মাণানাম্**—ভারস্বরূপ ব্যক্তিদের; **দৈত্যানাম্ চ**—এবং দৈত্যদের; **বধ-উদ্যমম্**—বধ করার উদ্যোগ।

অনুবাদ

একসময় ভক্তপ্রবর নারদ কংসের কাছে গিয়ে বলেছিলেন, কিভাবে পৃথিবীর ভারস্বরূপ দৈত্যরা নিহত হবে। তার ফলে কংস অত্যন্ত ভীত এবং সংশয়াচ্ছন্ন হয়েছিল।

তাৎপর্য

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অসুরদের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে মাতা বসুন্ধরা যখন ব্রহ্মার কাছে গিয়ে অভিযোগ করেছিলেন, তখন ব্রহ্মা তাঁকে বলেছিলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আবির্ভূত হবেন। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৮) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যখন অসুরদের ভারে পৃথিবী ভারাক্রান্ত হন এবং আসুরিক রাজাদের দ্বারা নিরীহ ভক্তরা নির্যাতিত হন, তখন ভগবান তাঁর প্রতিনিধি দেবতাদের সহায়তায় সেই অসুরদের সংহার করার জন্য আবির্ভূত হন। *উপনিষদে* বলা হয়েছে যে, দেবতারা হচ্ছেন ভগবানের বিভিন্ন অংশ। দেহের বিভিন্ন অংশের কর্তব্য যেমন পূর্ণ দেহের সেবা করা, তেমনই কৃষ্ণভক্তদের কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে তাঁর সেবা করা। শ্রীকৃষ্ণের কার্য অসুরদের সংহার করা, এবং তাই সেটি তাঁর ভক্তদেরও কার্য। কিন্তু কলিযুগে মানুষেরা যেহেতু অত্যন্ত অধঃপতিত, তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে কোন অস্ত্র নিয়ে আসেননি। পক্ষান্তরে, তিনি কৃষ্ণপ্রেম বা কৃষ্ণভাবনামৃত বিতরণের দ্বারা তাদের আসুরিক প্রবৃত্তি দমন করতে চেয়েছিলেন। এটিই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য। পৃথিবীতে আসুরিক কার্যকলাপের

উচ্ছেদ বা বিনাশ না করা হলে, মানুষ সুখী হতে পারবে না। বদ্ধ জীবের জন্য ভগবানের যে পরিকল্পনা, তা তিনি *ভগবদ্‌গীতায়* পূর্ণরূপে বর্ণনা করেছেন এবং সুখী হতে হলে কেবল সেই উপদেশ অনুসরণ করতে হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই নির্দেশ দিয়েছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

মানুষ নিরন্তর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করুক। তা হলে তাদের আসুরিক প্রবৃত্তি বিনষ্ট হবে এবং তারা শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়ে এই জীবনে ও পরবর্তী জীবনে সুখী হবে।

শ্লোক ৬৫-৬৬

ঋষের্বিনির্গমে কংসো যদূন্ মত্বা সুরানিতি ।
দেবক্যা গর্ভসম্ভূতং বিষ্ণুং চ স্ববধং প্রতি ॥ ৬৫ ॥
দেবকীং বসুদেবং চ নিগৃহ্য নিগড়ৈর্গৃহে ।
জাতং জাতমহন্ পুত্রং তয়োরজনশঙ্কয়া ॥ ৬৬ ॥

ঋষেঃ—দেবর্ষি নারদের; **বিনির্গমে**—(সেই সংবাদ দিয়ে) চলে যাওয়ার পর; **কংসঃ**—কংস; **যদূন্**—যাদবদের; **মত্বা**—মনে করে; **সুরান্**—দেবতা; **ইতি**—এইভাবে; **দেবক্যাঃ**—দেবকীর; **গর্ভ-সম্ভূতম্**—গর্ভজাত সন্তান; **বিষ্ণুম্**—বিষ্ণু বলে মনে করে; **চ**—এবং; **স্ব-বধম্ প্রতি**—বিষ্ণু থেকে তার মৃত্যু হওয়ার ভয়ে; **দেবকীম্**—দেবকীকে; **বসুদেবম্ চ**—এবং তাঁর পতি বসুদেবকে; **নিগৃহ্য**—বন্দী করে; **নিগড়ৈঃ**—লৌহশৃঙ্খলের দ্বারা; **গৃহে**—গৃহে অবরুদ্ধ করেছিল; **জাতম্ জাতম্**—এক-একটি করে সন্তানের জন্ম হলে; **অহন্**—বধ করেছিল; **পুত্রম্**—পুত্রদের; **তয়োঃ**—বসুদেব এবং দেবকীর; **অজন-শঙ্কয়া**—তাদের বিষ্ণু বলে আশঙ্কা করে।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ চলে যাওয়ার পর, কংস সমস্ত যাদবদের দেবতা এবং দেবকীর গর্ভসম্ভূত সন্তানদের তার মৃত্যুর কারণ বিষ্ণু বলে মনে করে, দেবকী এবং বসুদেবকে বন্দী করে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছিল। বিষ্ণু তাকে হত্যা করবেন সেই

ভবিষ্যদ্বাণী শুনে, কংস দেবকীর প্রতিটি পুত্রকে বিষ্ণু বলে মনে করে তাদের একের পর এক হত্যা করেছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন কিভাবে নারদ মুনি কংসকে এই সংবাদ প্রদান করেছিলেন। এই ঘটনাটি *হরিবংশে* বর্ণিত হয়েছে। দৈবক্রমে নারদ মুনি কংসের কাছে গিয়েছিলেন, কংস তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করেছিল। তাই নারদ মুনি তাকে জানান যে, দেবকীর যে কোন পুত্র বিষ্ণু হতে পারে। যেহেতু বিষ্ণুর হস্তে তার নিহত হওয়ার আশাঙ্কা রয়েছে, তাই কংসের পক্ষে দেবকীর কোন পুত্রকেই জীবিত থাকতে দেওয়া উচিত হবে না। নারদ মুনি কংসকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন, কারণ তিনি চেয়েছিলেন যে, শিশুবধের ফলে কংসের পাপ বর্ধিত হবে এবং ভগবান শীঘ্রই তাকে সংহার করার জন্য আবির্ভূত হবেন। নারদ মুনির কাছে সেই কথা শুনে কংস একে একে দেবকীর সব কটি সন্তানকে বধ করেছিল।

অজনশঙ্কয়া শব্দটির অর্থ বিষ্ণু কখনও জন্মগ্রহণ করেন না (*অজন*), কিন্তু তা সত্ত্বেও একজন সাধারণ মানুষের মতো জন্মগ্রহণ করে তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন (*মানুষীং তনুমাশ্রিতম্*)। দেবকী এবং বসুদেবের সব কটি শিশুকেই কংস হত্যা করেছিল, যদিও সে জানত যে, বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করলে তাঁকে কখনই হত্যা করা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে, বিষ্ণু যখন শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন কংস তাঁকে হত্যা করতে পারেনি; পক্ষান্তরে, ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে কংসই তাঁর হস্তে নিহত হয়েছিল। এই সত্যটি ভালভাবে জেনে রাখা উচিত যে, দিব্যভাবে জন্মগ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণ অসুরদের সংহার করেন, কিন্তু তাঁকে কেউই হত্যা করতে পারে না। কেউ যখন শাস্ত্রের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের এই তত্ত্ব পূর্ণরূপে অবগত হন, তখন তিনিও অমৃতত্ব লাভ করেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) ভগবান বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।"

শ্লোক ৬৭

মাতরং পিতরং ভ্রাতৃন্ সর্বাংশ্চ সুহৃদস্তথা ।
ঘ্নন্তি হ্যসুতৃপো লুব্ধা রাজানঃ প্রায়শো ভুবি ॥ ৬৭ ॥

মাতরম্—মাতাকে; **পিতরম্**—পিতাকে; **ভ্রাতৃন্**—ভ্রাতাদের; **সর্বান্ চ**—এবং অন্য সকলকে; **সুহৃদঃ**—বন্ধু; **তথা**—ও; **ঘ্নন্তি**—হত্যা করে (যা ব্যবহারিকভাবে দেখা গেছে); **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অসুতৃপঃ**—যারা তাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য অন্যদের প্রতি হিংসা করে; **লুব্ধাঃ**—লোভী; **রাজানঃ**—এই প্রকার রাজারা; **প্রায়শঃ**—প্রায় সর্বদা; **ভুবি**—পৃথিবীতে।

অনুবাদ

এই পৃথিবীতে রাজারা প্রায়ই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের লোভে নির্বিচারে তাদের শত্রুদের হত্যা করে। তারা তাদের খেয়াল-খুশিমতো যে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারে, এমন কি তাদের মাতা, পিতা, ভ্রাতা অথবা বন্ধুদেরও।

তাৎপর্য

ভারতের ইতিহাসে দেখা গেছে যে, ঔরঙ্গজেব তার রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য তার ভাই এবং ভ্রাতুষ্পুত্রদের হত্যা করেছিল এবং তার পিতাকে বন্দী করেছিল। এই রকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, এবং কংস ছিল সেই রকমই একজন রাজা। কংস তার ভাগ্নেয়দের হত্যা করতে এবং তাঁর ভগ্নী ও পিতাকে কারারুদ্ধ করতে ইতস্তত করেনি। অসুরদের পক্ষে এই ধরনের কার্য মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। কিন্তু অসুর হওয়া সত্ত্বেও কংস জানত যে, বিষ্ণুকে হত্যা করা যায় না, এবং তাই সে মুক্তিলাভ করেছিল। বিষ্ণুর কার্যকলাপ আংশিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেও মুক্তিলাভের যোগ্য হওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কংসের এইটুকু জ্ঞান ছিল যে, তাঁকে বধ করা যায় না, এবং তাই সে বিষ্ণুর শত্রু হওয়া সত্ত্বেও মুক্তিলাভ করেছিল। অতএব যে ব্যক্তি *ভগবদ্গীতা* আদি শাস্ত্রের বর্ণনানুসারে শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বত জানতে পেরেছেন, তাঁর সম্পর্কে তা হলে কি আর বলার আছে? তাই সকলের কর্তব্য *ভগবদ্গীতা* অধ্যয়ন করে শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানা। তার ফলে জীবন সার্থক হবে।

শ্লোক ৬৮

আত্মানমিহ সঞ্জাতং জানন্ প্রাগ্ বিষ্ণুনা হতম্ ।
মহাসুরং কালনেমিং যদুভিঃ স ব্যরুধ্যত ॥ ৬৮ ॥

আত্মানম্—স্বয়ং; **ইহ**—এই পৃথিবীতে; **সঞ্জাতম্**—পুনরায় জন্মগ্রহণ করে; **জানন্**—ভালভাবে জেনে; **প্রাক্**—পূর্ব জন্মে; **বিষ্ণুনা**—বিষ্ণুর দ্বারা; **হতম্**—নিহত হয়েছিল; **মহা-অসুরম্**—এক মহা অসুর; **কালনেমিম্**—কালনেমি নামক; **যদুভিঃ**—যাদবদের সঙ্গে; **সঃ**—সে (কংস); **ব্যরুধ্যত**—শত্রুবৎ আচরণ করেছিল।

অনুবাদ

পূর্বজন্মে কংস ছিল কালনেমি নামক এক মহা অসুর, এবং বিষ্ণু তাকে সংহার করেছিলেন। নারদ মুনির কাছে সেই কথা জানতে পেরে কংস যাদবদের সঙ্গে বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করেছিল।

তাৎপর্য

যারা ভগবৎ-বিদ্বেষী, তাদের বলা হয় অসুর। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, ভগবানের প্রতি যারা বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা জন্ম-জন্মান্তরে আসুরিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন নরকে অধঃপতিত হয়।

শ্লোক ৬৯

উগ্রসেনং চ পিতরং যদুভোজান্ধকাধিপম্ ।
স্বয়ং নিগৃহ্য বুভুজে শূরসেনান্ মহাবলঃ ॥ ৬৯ ॥

উগ্রসেনম্—উগ্রসেনকে; **চ**—এবং; **পিতরম্**—তার পিতা; **যদু**—যদুবংশের; **ভোজ**—ভোজবংশের; **অন্ধক**—অন্ধকবংশের; **অধিপম্**—রাজা; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **নিগৃহ্য**—নিক্ষেপ করে; **বুভুজে**—ভোগ করেছিল; **শূরসেনান্**—শূরসেন নামক রাজ্যসমূহ; **মহা-বলঃ**—অত্যন্ত বলবান কংস।

অনুবাদ

উগ্রসেনের অত্যন্ত বলবান পুত্র কংস যদু, ভোজ এবং অন্ধকদের অধিপতি এবং নিজ পিতা উগ্রসেনকে কারাগারে নিক্ষেপ করে শূরসেন নামক দেশসমূহ অধিকার করেছিল।

তাৎপর্য

মথুরা শূরসেন রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

এই অধ্যায়ের অতিরিক্ত তথ্য

আত্মার দেহান্তর সম্বন্ধে শ্রীল মধ্বাচার্য নিম্নলিখিত তথ্য প্রদান করেছেন। জাগ্রত অবস্থায় যা দর্শন অথবা শ্রবণ করা হয় তা মনে রেখাপাত করে, যা পরে ভিন্ন অনুভবরূপে স্বপ্নে দৃষ্ট হয়, যদিও মনে হয় যেন স্বপ্নে অন্য দেহ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন, জাগ্রত অবস্থায় মানুষ ব্যবসা করে এবং গ্রাহকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, তেমনই স্বপ্নে বিভিন্ন গ্রাহকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, ব্যবসা সম্বন্ধে কথাবার্তা হয় এবং দর কষাকষি হয়। তাই মধ্বাচার্য বলেছেন যে, জাগ্রত অবস্থায় মানুষ যা দেখে, শোনে এবং স্মরণ করে, সেই অনুসারে সে স্বপ্ন দেখে। জেগে ওঠার পর অবশ্য স্বপ্নের শরীরের কথা সে ভুলে যায়। এই ভুলে যাওয়াকে বলা হয় *অপস্মৃতি*। আমাদের দেহের পরিবর্তন হয় কারণ কখনও আমরা স্বপ্ন দেখি, কখনও জাগ্রত থাকি এবং কখনও ভুলে যাই। আমাদের পূর্ববর্তী দেহের বিস্মৃতিকে বলা হয় মৃত্যু, এবং বর্তমান শরীরের কার্যকে বলা হয় জীবন। মৃত্যুর পর পূর্ববর্তী শরীরের কার্য, তা সে কাল্পনিক হোক অথবা বাস্তবিক হোক, আর মনে থাকে না।

বিক্ষুব্ধ মনকে চন্দ্র এবং সূর্যের প্রতিফলনকারী বিক্ষুব্ধ জলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জলে সূর্য অথবা চন্দ্রের অস্তিত্ব নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও জলের গতি অনুসারে তারা প্রতিবিম্বিত হয়। তেমনই, মন যখন বিক্ষুব্ধ থাকে, তখন আমরা বিভিন্ন জড়-জাগতিক পরিবেশে বিচরণ করি এবং বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হই। *ভগবদ্গীতায়* তা *গুণসঙ্গ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *কারণং গুণসঙ্গোঽস্য*। মধ্বাচার্য বলেছেন, *গুণানুবদ্ধঃ সন্*। আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব* (*চৈঃ চঃ মধ্য* ১৯/১৫১)। জীব ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করছে, কখনও উচ্চলোকে, কখনও মধ্যবর্তীলোকে এবং কখনও নিম্নলোকে। কখনও মানুষরূপে, কখনও দেবতারূপে, কখনও কুকুররূপে, কখনও বৃক্ষরূপে সে বিভিন্ন দেহে ভ্রমণ করছে। মনের চঞ্চলতার জন্যই তা হয়। তাই মনকে স্থির করা কর্তব্য। সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—*স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*। মনকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে স্থির করা কর্তব্য, এবং তা হলে চিত্তের চঞ্চলতা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে। এটিই *গরুড় পুরাণের* উপদেশ, এবং *নারদ পুরাণেও* সেই পন্থা বর্ণিত হয়েছে। *ভগবদ্গীতাতে* যেমন বলা হয়েছে, *যান্তি দেবব্রতা দেবান্*। চঞ্চল মন বিভিন্ন লোকে গমন করে, কারণ সে বিভিন্ন প্রকার দেবতাদের প্রতি আসক্ত, কিন্তু দেবতাদের পূজা করে ভগবানের ধামে যাওয়া যায় না। কারণ,

সেই কথা কোন বৈদিক শাস্ত্রে সমর্থন করা হয়নি। মানুষ তার নিজের ভাগ্য নিজেই নির্মাণ করে। মনুষ্য-জীবনে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করার সুযোগ রয়েছে, এবং মানুষ স্থির করতে পারে, সে চিরকাল ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করতে থাকবে, না ভগবদ্ধামে ফিরে যাবে। সেই কথাও *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি*)।

আকস্মিকভাবে কোন কিছু ঘটে না। বনে আগুন লাগলে যেমন সেই আগুন কখনও কখনও সমীপস্থ বৃক্ষ পরিত্যাগ করে দূরস্থিত বৃক্ষ দহন করে, তখন মনে হতে পারে যেন ঘটনাক্রমে তা হয়েছে। তেমনই, মনে হতে পারে যে, ঘটনাক্রমে মানুষ বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মনের কারণে এই সমস্ত শরীর লাভ হয়। মন সঙ্কল্প ও বিকল্প করে, এবং এই সঙ্কল্প ও বিকল্প অনুসারে আমরা বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হই, যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, ঘটনাক্রমে এই শরীর লাভ হয়েছে। আমরা যদি ঘটনাক্রমে কোন কিছু ঘটার মতবাদ স্বীকারও করি, তা হলেও দেহের পরিবর্তনের তাৎকালিক কারণ হচ্ছে মনের চঞ্চলতা।

অংশ সম্বন্ধীয় তথ্য। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ *অংশেন* অর্থাৎ তাঁর স্বাংশ অথবা বিভিন্নাংশ সহ আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবান (*কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*)। কিন্তু আমাদের অপূর্ণতাবশত আমরা শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারি না, এবং তাই এই পৃথিবীতে প্রকটকালে শ্রীকৃষ্ণ যা প্রদর্শন করেছিলেন তা ছিল তাঁর ঐশ্বর্যের আংশিক প্রকাশ মাত্র। পুনরায়, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অংশ বলরাম সহ আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু পূর্ণ পুরুষোত্তম; তাঁর আংশিকভাবে আবির্ভূত হওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। *বৈষ্ণবতোষণীতে* শ্রীল সনাতন গোস্বামী বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়েছেন বলে যদি মনে করা হয়, তা হলে তা *কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্* উক্তিটির বিরোধী। শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, *অংশেন* শব্দটির অর্থ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সমস্ত অংশ সহ আবির্ভূত হয়েছিলেন। *অংশেন বিষ্ণোঃ* শব্দ দুটির অর্থ এই নয় যে, শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশ। পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং তিনি আংশিকভাবে বৈকুণ্ঠলোকে নিজেকে প্রকাশ করেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ; শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশ নন। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* আদিলীলার চতুর্থ অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে সেই বিষয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও বলেছেন যে, কেউই পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করতে পারে না। *শ্রীমদ্ভাগবতে*

আমরা যে বর্ণনা পাই, তা আংশিক বর্ণনা। তাই চরমে বলা যায় যে, *অংশেন* শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ, শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশ নন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী *বৈষ্ণবতোষণীতে ধর্মশীলস্য* শব্দটির বিশ্লেষণ করেছেন। *ধর্মশীল* শব্দটির প্রকৃত অর্থ 'শুদ্ধ ভক্ত'। প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের চরণে পূর্ণ শরণাগতি (*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*)। যিনি সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত, তিনিই ধর্মপরায়ণ। এই প্রকার ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি হচ্ছেন মহারাজ পরীক্ষিৎ। যিনি অন্য সমস্ত ধর্মের পন্থা পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাগত হওয়ার পন্থা অবলম্বন করেছেন, তিনিই প্রকৃত *ধর্মশীল*।

নিবৃত্ততর্ষৈঃ শব্দের অর্থ সমস্ত জড় বাসনা রহিত ব্যক্তি (*সর্বোপাধিবিনির্মুক্তম্*)। জড় কলুষের ফলে মানুষের নানা প্রকার জড়-জাগতিক ইচ্ছা থাকতে পারে, কিন্তু যখন তিনি সমস্ত জড়-জাগতিক বাসনা থেকে মুক্ত হন, তখন তাঁকে বলা হয় *নিবৃত্ততৃষ্ণ*, অর্থাৎ তাঁর আর জড় সুখভোগের তৃষ্ণা নেই। *স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে* (*হরিভক্তিসুধোদয়*)। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার দ্বারা জড়-জাগতিক লাভের বাসনা করে, কিন্তু সেটি ভগবদ্ভক্তির উদ্দেশ্য নয়। সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণাগত হওয়াই ভগবদ্ভক্তির পূর্ণতা। যিনি এইভাবে ভগবানের শরণাগত হন, তিনি ইতিমধ্যেই মুক্তিলাভ করেছেন। *জীবন্মুক্তঃ স* উচ্যতে। যে ব্যক্তি সর্বদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত, তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তিনি ইহজীবনেই মুক্ত বলে জানতে হবে। এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তকে দেহের পরিবর্তন করতে হয় না; বস্তুতপক্ষে, তাঁর দেহ জড় নয়, কারণ তা ইতিমধ্যেই চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। অগ্নির সংযোগে লৌহশলাকা যেমন অগ্নিতে পরিণত হয়, এবং সেটি যা কিছু স্পর্শ করে, তাই দহন করে। তেমনই, শুদ্ধ ভক্ত চিন্ময় অস্তিত্বের অগ্নিতে অবস্থিত, এবং তাঁর দেহও তাই *চিন্ময়* অর্থাৎ তা আর জড় নয়, কারণ ভগবানের সেবা করার চিন্ময় বাসনা ব্যতীত শুদ্ধ ভক্তের আর অন্য কোন বাসনা নেই। চতুর্থ শ্লোকে *উপগীয়মানাৎ* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে—*নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাৎ*। ভগবানের ভক্ত না হলে ভগবানের মহিমা কে কীর্তন করতে পারে? তাই *নিবৃত্ততর্ষৈঃ* শব্দটি ভগবদ্ভক্তকে বোঝায়, অন্য কাউকে নয়। বীররাঘব আচার্য, বিজয়ধ্বজ প্রমুখ আচার্যদের এই অভিমত। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য অভিলাষের ফলে জড় বাসনা থেকে মুক্তির সম্ভাবনা ব্যাহত হয়, কিন্তু কেউ যখন সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হন, তখন তাঁকে বলা হয় *নিবৃত্ততর্ষৈঃ*।

বিনা পশুঘ্নাৎ। যে ব্যক্তি পশু বধ করে তাকে বলা হয় *পশুঘ্ন*। *পশুঘ্ন* কখনও কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে পারে না। তাই আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে পশুহত্যা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ। *উত্তমশ্লোক* শব্দটির অর্থ 'উত্তম ব্যক্তিদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিখ্যাত'। ভগবান সর্ব অবস্থাতেই সর্বোত্তম। সেটিই তাঁর স্বাভাবিক খ্যাতি। তাঁর উত্তমতা অসীম এবং তিনি তা অন্তহীনভাবে ব্যবহার করেন। ভক্তকেও কখনও কখনও *উত্তমশ্লোক* বলে বর্ণনা করা হয়, কারণ তিনি ভগবান অথবা ভগবদ্ভক্তের মহিমা কীর্তনে সর্বদা আগ্রহী। ভগবানের মহিমা কীর্তন এবং ভগবানের ভক্তের মহিমা কীর্তন অভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে, ভক্তের মহিমা কীর্তন ভগবানের মহিমা কীর্তন থেকেও মহত্ত্বপূর্ণ। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর সেই কথা বিশ্লেষণ করেছেন—*ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা, নিস্তার পায়েছে কেবা*। ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণভক্তের সেবা ব্যতীত জড়-জাগতিক কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না।

ভবৌষধাৎ শব্দটির অর্থ 'ভবরোগের ঔষধ থেকে'। ভগবানের পবিত্র নাম এবং মহিমা কীর্তন জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার ঔষধ। যে ব্যক্তি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ায় অভিলাষী, তাকে বলা হয় মুমুক্ষু। এই প্রকার ব্যক্তিরা জড়-জাগতিক জীবনের দুঃখ-দুর্দশা উপলব্ধি করতে পারেন, এবং ভগবানের কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে পারেন। ভগবানের নাম, যশ, রূপ, গুণ এবং পরিকর বিষয়ক চিন্ময় ধ্বনি ভগবান থেকে অভিন্ন। তাই ভগবানের মহিমা এবং নাম কীর্তন শ্রবণেন্দ্রিয়ের আনন্দদায়ক, এবং ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদির অপ্রাকৃতত্ব হৃদয়ঙ্গম করে ভক্ত হর্ষিত হন। এমন কি যাঁরা ভগবদ্ভক্ত নন, তাঁরাও ভগবানের চিন্ময় লীলা-বিলাসের মনোমুগ্ধকর বর্ণনা শ্রবণ করে আনন্দ উপভোগ করেন। এমন কি যাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃতের মার্গে উন্নত নন, সেই সমস্ত সাধারণ ব্যক্তিরাও *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত ভগবানের লীলা-বিলাসের কাহিনী বর্ণনা করে আনন্দ উপভোগ করেন। বিষয়াসক্ত ব্যক্তি যখন এইভাবে নির্মল হন, তখন তিনি ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনে যুক্ত হন। ভগবানের মহিমা এবং লীলা-বিলাসের কীর্তন যেহেতু ভক্তের শ্রবণ এবং হৃদয়ের আনন্দ বিধান করে, তাই তা একাধারে বিষয় এবং আশ্রয়।

এই জগতে তিন প্রকার মানুষ রয়েছে—মুক্ত, মুমুক্ষু এবং বিষয়ী। তাঁদের মধ্যে যাঁরা মুক্ত, তাঁরা ভগবানের মহিমা কীর্তনই যে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত থাকার একমাত্র উপায়, তা সর্বান্তকরণে উপলব্ধি করেন। যাঁরা মুমুক্ষু, তাঁরা ভগবানের দিব্য নামের শ্রবণ এবং কীর্তন মুক্তিলাভের উপায় বলে জেনে ভগবানের মহিমা

কীর্তন করেন, এবং তাঁরাও এই কীর্তনের মাধ্যমে চিন্ময় আনন্দ অনুভব করেন। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগপরায়ণ কর্মী বা বিষয়ীরাও কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ভগবানের কার্যকলাপ এবং বৃন্দাবনে ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে তাঁর রাসনৃত্যের লীলাবিলাস শ্রবণ করে আনন্দ উপভোগ করতে পারেন।

উত্তমশ্লোকগুণানুবাদ শব্দটি মা যশোদা, গোপসখা এবং গোপবালিকাদের প্রতি ভগবানের অনুরাগরূপ চিন্ময় গুণাবলীর দ্যোতক। মহারাজ যুধিষ্ঠির আদি ভক্তদেরও *উত্তমশ্লোকগুণানুবাদ* বলে বর্ণনা করা হয়। *অনুবাদ* শব্দটির অর্থ ভগবান অথবা তাঁর ভক্তের গুণাবলী। এই সমস্ত গুণগুলির যখন বর্ণনা করা হয়, তখন অন্য ভক্তরাও তা শ্রবণ করতে অত্যন্ত আগ্রহী হন। এই সমস্ত চিন্ময় গুণাবলী শ্রবণে মানুষ যতই আগ্রহী হয়, ততই তিনি দিব্য আনন্দ অনুভব করেন। তাই বিমুক্ত, মুমুক্ষু এবং কর্মী সকলেরই কর্তব্য ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন করা, এবং তার ফলে সকলেই লাভবান হবেন।

ভগবানের দিব্য গুণাবলীর ধ্বনি যদিও সকলের পক্ষেই সমভাবে লাভজনক, তবুও মুক্তদের কাছে তা বিশেষ আনন্দদায়ক। *শ্রীমদ্ভাগবতের* অষ্টম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের বিংশতি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শুদ্ধ ভক্তদের যেহেতু কোন জড় বাসনা নেই, তাই তাঁরা সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়ে, তাঁর দিব্য নাম শ্রবণ এবং কীর্তন করে, সর্বদা আনন্দের সমুদ্রে মগ্ন থাকেন। এই শ্লোকের বর্ণনানুসারে, নারদ আদি ভক্ত এবং শ্বেতদ্বীপের অধিবাসীগণ সর্বদাই ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনে মগ্ন থাকেন; কারণ এই কীর্তনের প্রভাবে তাঁরা সর্বদা অন্তরে এবং বাইরে চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করেন। মুমুক্ষুরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের অভিলাষী নন; পক্ষান্তরে, তাঁরা ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করে পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়ার প্রয়াসী। কর্মীরা তাঁদের কর্ণ এবং হৃদয়ের আনন্দ লাভের অভিলাষী, এবং যদিও তাঁরা কখনও কখনও ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন করেন, তবুও তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে তা করেন না। ভক্তরা কিন্তু সর্বদাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবানের লীলা শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করেন এবং তার ফলে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হন, যদিও আপাতদৃষ্টিতে তা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বিষয় বলে মনে হতে পারে। কেবলমাত্র ভগবানের লীলা শ্রবণ করেই পরীক্ষিৎ মহারাজ মুক্ত হয়েছিলেন। তাই তিনি হচ্ছেন *শ্রোত্রমনোঽভিরাম,* অর্থাৎ তিনি শ্রবণের পন্থা মহিমান্বিত করেছিলেন। এই পন্থাটি প্রতিটি জীবেরই অবলম্বন করা উচিত।

এই দিব্য আনন্দ থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিদের পৃথক করার উদ্দেশ্যে পরীক্ষিৎ মহারাজ *বিরজ্যেত পুমান্* পদটি ব্যবহার করেছেন। *পুমান্* শব্দটি স্ত্রী-পুরুষ

নির্বিশেষে যে কোন ব্যক্তিকে বোঝায়। দেহাত্মবুদ্ধির ফলে আমরা শোক করি, কিন্তু যে ব্যক্তি দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত, তিনি চিন্ময় লীলা শ্রবণ ও কীর্তনের দিব্য আনন্দ আস্বাদন করতে পারেন। তাই যে ব্যক্তি সর্বতোভাবে দেহাত্মবুদ্ধিতে মগ্ন, সে অবশ্যই আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন না করে আত্মহত্যা করছে। এই প্রকার ব্যক্তিকে বলা হয় *পশুঘ্ন*। বিশেষ করে যারা পশুঘাতক ব্যাধ, তারা আধ্যাত্মিক জীবন থেকে বঞ্চিত, এবং তাদের ভগবানের দিব্য নাম শ্রবণ এবং কীর্তনে কোন আগ্রহ নেই। এই প্রকার ব্যাধেরা ইহলোকে এবং পরলোকে সর্বদাই অসুখী। তাই বলা হয়েছে যে, ব্যাধের পক্ষে বেঁচে থাকা উচিত নয় এবং মরাও উচিত নয়, কারণ এই প্রকার ব্যক্তির পক্ষে বাঁচা এবং মরা উভয়ই দুঃখদায়ক। ব্যাধেরা সাধারণ কর্মীদের থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন এবং তাই শ্রবণ-কীর্তনের পন্থা থেকে তাদের বাদ দেওয়া হয়েছে। *বিনা পশুঘ্নাৎ*। তারা ভগবানের দিব্য নাম শ্রবণ-কীর্তনের চিন্ময় আনন্দ উৎসবে প্রবেশ করতে পারে না।

মহারথ শব্দটি সেই মহাবীরকে বোঝায়, যিনি একা এগার হাজার বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারেন। পঞ্চম শ্লোকে *অতিরথ* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে, সেই শব্দটির অর্থ যিনি অসংখ্য সৈন্যের সঙ্গে একাকী যুদ্ধ করতে পারেন। সেই সম্বন্ধে *মহাভারতে* বলা হয়েছে—

একাদশসহস্রাণি যোধয়েদ্ যস্তু ধন্বিনাম্ ।
অস্ত্রশস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ ।
অমিতান্ যোধয়েদ্ যস্তু সম্প্রোক্তোঽতিরথস্তু সঃ ॥

বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী এই তথ্যটি প্রদান করেছেন।

মায়ামনুষ্যস্য (১০/১/১৭)। যোগমায়ার দ্বারা আবৃত হওয়ার ফলে (*নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ*), শ্রীকৃষ্ণকে কখনও কখনও *মায়ামনুষ্য* বলে বর্ণনা করা হয়। অর্থাৎ যদিও তিনি পরমেশ্বর ভগবান, তবুও তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হন। জনসাধারণের দৃষ্টি যোগমায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে, ভগবান সম্বন্ধে তাদের ভ্রান্ত ধারণার উদয় হয়। ভগবানের স্থিতি প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্ন, কারণ তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করলেও তিনি সর্বদাই চিন্ময়। *মায়া* শব্দের আর একটি অর্থ 'দয়া' এবং কখনও কখনও তা 'জ্ঞান'ও বোঝায়। ভগবান সর্বদাই দিব্য জ্ঞানে পূর্ণ, এবং তাই তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করলেও তিনি হচ্ছেন পূর্ণ জ্ঞানময় পরমেশ্বর ভগবান। ভগবান তাঁর স্বরূপে মায়ার অধীশ্বর (*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ*

সূয়তে সচরাচরম্)। তাই ভগবানকে *মায়ামনুষ্য* বলা যেতে পারে। অর্থাৎ তিনি মহামায়া এবং যোগমায়া উভয়েরই অধীশ্বর হওয়া সত্ত্বেও একজন সাধারণ মানুষের মতো লীলাবিলাস করেন। ভগবান হচ্ছেন পরম পুরুষ বা পুরুষোত্তম, কিন্তু যেহেতু আমরা যোগমায়ার দ্বারা মোহিত, তাই আমাদের কাছে তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো প্রতিভাত হন। চরমে কিন্তু যোগমায়া অভক্তদের পর্যন্ত ভগবান যে পরম পুরুষ বা পুরুষোত্তম, তা বুঝতে অনুপ্রাণিত করেন। *ভগবদ্‌গীতায়* ভগবানের দুটি উক্তি পাওয়া যায়। ভক্তদের জন্য ভগবান বলেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যারা নিত্য ভক্তিযোগ দ্বারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁদের শুদ্ধ জ্ঞানজনিত বুদ্ধিযোগ দান করি, যার ফলে তাঁরা আমার কাছে ফিরে আসতে পারেন।" (*ভগবদ্‌গীতা* ১০/১০) এইভাবে ঐকান্তিক ভক্তকে ভগবান বুদ্ধি প্রদান করেন, যার দ্বারা তিনি তাঁকে জানতে পেরে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন। যারা অভক্ত, তাদের সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন, *মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্*—"আমি সর্বস্ব হরণকারী অনিবার্য মৃত্যু।" প্রহ্লাদ মহারাজের মতো ভক্ত ভগবান নৃসিংহদেবের কার্যকলাপে আনন্দ অনুভব করেন, কিন্তু তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপুর মতো অভক্ত ভগবান নৃসিংহদেবের হস্তে নিহত হয়। ভগবান তাই দুইভাবে কার্য করেন, এক পক্ষকে তিনি জন্ম-মৃত্যুর চক্রে নিক্ষেপ করেন এবং অপর পক্ষকে তিনি ভগবদ্ধামে নিয়ে যান।

কাল শব্দের অর্থ 'কালো' এবং তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রঙের সূচক। শ্যামবর্ণ বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্র উভয়েই তাঁদের ভক্তদের মুক্তি এবং চিন্ময় আনন্দ প্রদান করেন। জড় দেহ সমন্বিত ব্যক্তিদের মধ্যে কখনও কখনও কারও ইচ্ছামৃত্যুর ক্ষমতা রয়েছে। এই প্রকার ব্যক্তিদের মৃত্যু হয় না বললেই চলে, কারণ কেউই মরতে চায় না। কিন্তু ভীষ্মদেবের সেই ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে, ভগবানের উপস্থিতিতে অনায়াসে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। বহু অসুর রয়েছে যাদের মুক্তির কোন আশাই নেই, তবুও কংস ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে মুক্তিলাভ করেছিল। কেবল কংসই নয়, পূতনাও মুক্তিলাভ করে ভগবানের মাতৃত্বের পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ তাই, যিনি তাঁর অচিন্ত্য গুণের প্রভাবে যে কোন ব্যক্তিকে মুক্তিদান করতে পারেন, সেই ভগবানের কথা শ্রবণ করতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর অন্তিম সময়ে অবশ্যই

মুক্তির আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। যখন ভগবানের মতো মহান ব্যক্তি অচিন্ত্য গুণ সমন্বিত হওয়া সত্ত্বেও একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করেন, তখন তাঁর সেই আচরণকে বলা হয় *মায়া*। তাই ভগবানকে *মায়ামনুষ্য* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেটিই শ্রীল জীব গোস্বামীর অভিমত। *মু* শব্দের অর্থ মুক্তি, এবং *কু* শব্দের অর্থ কুৎসিত। এইভাবে জড় জগতের কুৎসিত অবস্থা থেকে মুক্তি প্রদান করেন বলে ভগবানের নাম মুকুন্দ। তিনি কেবল তাঁর ভক্তদের জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তই করেন না, তাঁদের প্রেম এবং সেবার দিব্য আনন্দও প্রদান করেন।

কেশবের *ক* শব্দে ব্রহ্মা এবং *ঈশ* শব্দে শিবকে বোঝান হয়। ব্রহ্মা এবং শিব উভয়কেই ভগবান তাঁর চিন্ময় গুণাবলীর দ্বারা মোহিত করেন। তাই তিনি কেশব। এই তথ্যটি শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাঁর *বৈষ্ণবতোষণী*তে প্রদান করেছেন।

কথিত হয়েছে যে, ত্রিলোচন শিবসহ সমস্ত দেবতারা ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গিয়ে *পুরুষসূক্ত* মন্ত্রের দ্বারা ভগবানের কাছে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, দেবতারা সরাসরিভাবে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর কাছে যেতে পারেন না অথবা তাঁর ধামে প্রবেশ করতে পারেন না। সেই কথা *মহাভারতে, মোক্ষধর্মে* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* পরবর্তী অধ্যায়েও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। গোলোক হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম (*গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য*)। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন এবং বাসুদেব এই চতুর্ব্যূহের প্রকাশ হয়। কারণোদকশায়ী বিষ্ণুর লোমকূপ থেকে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হয় এবং প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে অনিরুদ্ধের প্রকাশ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু রয়েছেন। এই অনিরুদ্ধ হচ্ছেন প্রদ্যুম্নের অংশ, এবং প্রদ্যুম্ন ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু বা সমস্ত জীবের পরমাত্মার অংশ। বিষ্ণুর এই বিস্তারগণ গোলোক বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন। যখন বলা হয় যে, দেবতারা *পুরুষসূক্ত* মন্ত্রের দ্বারা ভগবানের প্রার্থনা করেছিলেন, তাঁর অর্থ হচ্ছে যে, ভক্তিময়ী স্তবের দ্বারা তাঁরা ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন।

বৃষাকপি শব্দটির অর্থ যিনি সর্বতোভাবে তাঁর ভক্তদের তুষ্ট করেন এবং সমস্ত জড়-জাগতিক উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত করেন। *বৃষ* শব্দটির অর্থ যজ্ঞ আদি ধর্ম অনুষ্ঠান। যজ্ঞ অনুষ্ঠান ব্যতীতও ভগবান স্বর্গলোকের পরম সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করতে পারেন। পুরুষোত্তম জগন্নাথ বসুদেবের গৃহে আবির্ভূত হবেন বলে যে বর্ণনা হয়েছে, তা একজন সাধারণ মানুষ থেকে ভগবানের পার্থক্য নিরূপণ করে। তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হবেন বলতে বোঝান হয়েছে যে, তিনি তাঁর অংশকে প্রেরণ করেননি। *প্রিয়ার্থম্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবান রুক্মিণী এবং রাধারাণীর প্রসন্নতা

বিধানের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। *প্রিয়া* শব্দটির অর্থ 'প্রিয়তম'।

শ্রীল বীররাঘব আচার্য তাঁর টীকায় ত্রয়োবিংশতি শ্লোকের পর এই অতিরিক্ত শ্লোকটি স্বীকার করেছেন—

ঋষয়োঽপি তদাদেশাৎ কল্প্যন্তাং পশুরূপিনঃ ।
পয়োদানমুখেনাপি বিষ্ণুং তর্পয়িতুং সুরাঃ ॥

"হে দেবতাগণ! শ্রীবিষ্ণুর আদেশ অনুসারে মহান মুনি-ঋষিগণও দুগ্ধদান করে ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য গাভী এবং গোবৎসরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।"

রামানুজাচার্য কখনও কখনও বলদেবকে শক্ত্যাবেশ অবতার বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু শ্রীল জীব গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন যে, বলদেব শ্রীকৃষ্ণের অংশ এবং বলদেবের অংশ সঙ্কর্ষণ। বলদেব যদিও সঙ্কর্ষণ থেকে অভিন্ন, তবুও তিনি হচ্ছেন মূল সঙ্কর্ষণ। তাই *স্বরাট্* শব্দটির প্রয়োগের দ্বারা বোঝান হয়েছে যে, বলদেব সর্বদা তাঁর নিজ প্রভাবে বিরাজমান। অতএব *স্বরাট্* শব্দে ইঙ্গিত করে যে, বলদেব জড় অস্তিত্বের ধারণার অতীত। মায়া তাঁকে আকর্ষণ করতে পারে না, কিন্তু যেহেতু তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, তাই তিনি তাঁর চিচ্ছক্তির প্রভাবে যেখানে ইচ্ছা আবির্ভূত হতে পারেন। মায়া সর্বতোভাবে বিষ্ণুর নিয়ন্ত্রণাধীন। যেহেতু ভগবানের আবির্ভাবের সময় মায়ার সঙ্গে যোগমায়া মিলিত হয়েছিলেন, তাই তাঁদের *একানংশা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কখনও কখনও *একানংশা* শব্দের অর্থ অখণ্ডস্বরূপা বলে বিশ্লেষণ করা হয়। সঙ্কর্ষণ এবং শেষনাগ অভিন্ন। যমুনাদেবী বলেছেন, "হে রাম, হে মহাবাহো, হে জগৎপতে, আপনি আপনার এক অংশের দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে নিজেকে বিস্তার করেছেন। তাই পূর্ণরূপে আপনাকে জানা সম্ভব নয়।" তাই *একাংশা* শব্দে শেষনাগকে বোঝান হয়েছে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, বলদেব তাঁর এক অংশের দ্বারা সমগ্র জগৎ ধারণ করেন।

কার্যার্থে শব্দটি সেই ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করে, যিনি দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করেছিলেন এবং মা যশোদাকে মোহিত করেছিলেন। এই সমস্ত লীলা পরম গুহ্য। ভগবান যোগমায়াকে আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর লীলায় তাঁর সঙ্গীদের এবং কংস আদি অসুরদের মোহিত করতে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, *যোগমায়াং সমাদিশৎ*। ভগবানের সেবা করার জন্য যোগমায়া মহামায়া সহ আবির্ভূত হয়েছিলেন। *যয়া সম্মোহিতং জগৎ*—"যার দ্বারা সমগ্র জগৎ মোহিত হয়" এই পদটি মহামায়ার দ্যোতক। এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, যোগমায়ার অংশ মহামায়ারূপে বদ্ধ জীবদের মোহিত করেন। অথবা জগৎ দুই প্রকার—অপ্রাকৃত বা চিন্ময় এবং প্রাকৃত বা জড়। যোগমায়া চিৎ-জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করেন এবং তাঁর অংশোদ্ভূতা মহামায়া

জড় জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করেন। *নারদ-পঞ্চরাত্রে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহামায়া যোগমায়ার অংশ। *নারদ-পঞ্চরাত্রে* স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের একটি শক্তি আছে, যাকে কখনও কখনও দুর্গা বলে বর্ণনা করা হয়। *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে *ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা*। দুর্গা যোগমায়া থেকে অভিন্না। কেউ যখন যথাযথভাবে দুর্গাকে জানতে পারেন, তিনি তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করেন, কারণ দুর্গা হচ্ছে ভগবানের পরাশক্তি, বা হ্লাদিনীশক্তি যাঁর কৃপার দ্বারা অনায়াসে ভগবানকে জানা যায়। *রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মাদ্*। মহামায়ার শক্তি কিন্তু যোগমায়ার আবরণী শক্তি। এই আবরণী শক্তির দ্বারা সমগ্র জগৎ মোহিত (*যয়া সম্মোহিতং জগৎ*)। অর্থাৎ বদ্ধ জীবদের মোহিত করা এবং ভক্তদের মুক্ত করা দুটিই যোগমায়ার কার্য। দেবকীর সপ্তম গর্ভ আকর্ষণ এবং যশোদাকে নিদ্রাভিভূত করা যোগমায়ার কার্য; মহামায়া এই প্রকার ভক্তদের উপর কার্য করতে পারেন না, কারণ তাঁরা হচ্ছেন নিত্যমুক্ত। কিন্তু মহামায়ার পক্ষে মুক্ত আত্মাদের অথবা ভগবানকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলেও, তিনি কংসকে মোহিত করেছিলেন। কংসের সম্মুখে যোগমায়ার যে আবির্ভাব, তা ছিল মহামায়ার কার্য, যোগমায়ার নয়। যোগমায়া কংসের মতো কলুষিত ব্যক্তিকে দর্শন অথবা স্পর্শ পর্যন্ত করেন না। *মার্কণ্ডেয় পুরাণের* অন্তর্গত *চণ্ডীতে* একাদশ অধ্যায়ে মহামায়া বলেছেন—"বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টবিংশ যুগে আমি যশোদার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করব এবং আমার নাম হবে বিন্ধ্যাচলবাসিনী।"

দুই মায়া—যোগমায়া এবং মহামায়ার পার্থক্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের রাসলীলা এবং তাঁদের পতি, শ্বশুর এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের মোহন যোগমায়ার কার্য, তাতে মহামায়ার কোন প্রভাব নেই। *শ্রীমদ্ভাগবতে* তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। যেমন, সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, *যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ*। পক্ষান্তরে, শাল্ব আদি অসুর এবং দুর্যোধন আদি ভক্তিহীন ক্ষত্রিয়রা শ্রীকৃষ্ণের গরুড়বাহন, বিশ্বরূপ প্রভৃতি ঐশ্বর্য দর্শন করেও শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে জানতে পারেনি। তাদের এই মোহ মহামায়ার কার্য। তাই বুঝতে হবে, যে-মায়া ভগবান থেকে জীবকে বিমুখ করে, তা হচ্ছে জড় মায়া এবং চিন্ময় স্তরে কার্য করে যে-মায়া তা যোগমায়া। বরুণ যখন নন্দ মহারাজকে নিয়ে গিয়েছিলেন তখন নন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য দর্শন করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মনে করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পুত্র। চিৎ-জগতের এই বাৎসল্য অনুভূতি যোগমায়ার কার্য, জড় মায়া বা মহামায়ার কার্য নয়। এটি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত।

শূরসেনাংশ্চ। কার্তবীর্যার্জুনের পুত্র ছিলেন শূরসেন এবং তিনি যে সমস্ত দেশ শাসন করেছিলেন, সেগুলিরও নাম হয় শূরসেন। এই তথ্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাঁর *বৈষ্ণবতোষণী* টীকায় প্রদান করেছেন।

মথুরা শব্দটি সম্বন্ধে এই তথ্যটি পাওয়া যায়—

মথ্যতে তু জগৎ সর্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা ।
তৎসারভূতং যদ্ যস্যাং মথুরা সা নিগদ্যতে ॥

আত্ম-তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তি যখন চিন্ময় স্তরে আচরণ করেন, তখন তাঁর সেই স্থিতিকে বলা হয় মথুরা। অর্থাৎ, কেউ যখন ভক্তিযোগের স্তরে আচরণ করেন, তখন তিনি যেই স্থানেই থাকুন না কেন, তিনি মথুরা, বৃন্দাবনে বাস করেন। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি সমস্ত জ্ঞানের সারাতিসার, এবং যে-স্থানে সেই জ্ঞান প্রকাশিত হয়, সেই স্থানকে বলা হয় মথুরা। কেউ যখন অন্য সমস্ত বিধি পরিত্যাগ করে ভক্তিযোগ স্থাপন করেন, তাঁর সেই স্থিতিকে বলা হয় মথুরা। *যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ*—যে-স্থানে ভগবান শ্রীহরি নিত্য বাস করেন, তার নাম মথুরা। *নিত্য* মানে চিরকাল। ভগবান নিত্য এবং তাঁর ধামও নিত্য। *গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ*। ভগবান যদিও সর্বদাই তাঁর ধাম গোলোক বৃন্দাবনে বিরাজ করেন, তথাপি তিনি পূর্ণরূপে সর্বত্র উপস্থিত। অর্থাৎ ভগবান যখন এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তাঁর ধাম খালি হয়ে যায় না, কারণ তিনি যুগপৎ তাঁর ধামে বিরাজমান থাকতে পারেন এবং মথুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যা আদি স্থানে অবতরণ করতেও পারেন। প্রকৃতপক্ষে, যেহেতু তিনি সেখানে রয়েছেন, তাই তাঁকে অবতরণ করতে হয় না; তিনি কেবল নিজেকে প্রকাশ করেন।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে *তাত* বা 'প্রিয় পুত্র' বলে সম্বোধন করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব এবং দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন বলে, শুকদেব গোস্বামীর হৃদয়ে বাৎসল্যভাবের উদ্দীপন হয়েছিল। তাই তিনি স্নেহবশত মহারাজ পরীক্ষিৎকে *তাত* বলে সম্বোধন করেছেন।

বিশ্বকোষ অভিধানে *গর্ভ* শব্দের বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—*গর্ভো ভ্রূণে অর্ভকে কুক্ষাবিত্যাদি*। কংস যখন দেবকীকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন *সাম* এবং *ভেদ* নীতির দ্বারা বসুদেব তাকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। *সাম* মানে শান্ত করা। বসুদেব কংসকে সম্বন্ধ, লাভ, উপকার, অভেদ ও গুণকীর্তন—এই পাঁচ প্রকার *সামের* দ্বারা শান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, এবং ইহলোকে ও পরলোকের পরিস্থিতির ভয় প্রদর্শন করেছিলেন—একে বলা হয় *ভেদ*। এইভাবে বসুদেব কংসকে শান্ত করার জন্য *সাম* এবং *ভেদ* দুটি উপায়ই প্রয়োগ করেছিলেন।

কংসের গুণাবলীর প্রশংসা হচ্ছে *গুণকীর্তন*, এবং ভোজবংশের যশোবর্ধনকারী এই প্রশংসায় ছিল *সম্বন্ধ*। 'তোমার ভগ্নী' এই বাক্যের দ্বারা অভেদ বোঝায়। স্ত্রীহত্যার কথা উত্থাপন করে যশ এবং মঙ্গলের প্রশ্ন করা হয়েছে, এবং বিবাহ উৎসবে ভগ্নীকে হত্যা করার পাপরূপ ভয় উৎপাদন *ভেদের* একটি অঙ্গ। ভোজবংশ বলতে তাদের বোঝায়, যারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগপরায়ণ এবং তাই তারা খুব একটা সম্ভ্রান্ত বংশীয় নয়। *ভোজ* শব্দের আর একটি অর্থ কলহ। এইগুলি কংসের অপযশের দ্যোতক। বসুদেব যখন কংসকে *দীনবৎসল* বলে সম্বোধন করেছিলেন, সেটি অতিস্তুতি। কংস তার দীনহীন প্রজাদের কাছ থেকে রাজকররূপে গোবৎস পর্যন্ত গ্রহণ করত; তাই তাকে *দীনবৎসল* বলা হয়েছে। বসুদেব ভালভাবেই জানতেন যে, বল প্রয়োগের দ্বারা তিনি দেবকীকে সেই আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবেন না। দেবকী ছিলেন কংসের পিতৃব্যের কন্যা, এবং তাই তাকে *সুহৃৎ* অর্থাৎ 'আত্মীয়' বলা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে যে, কংস যদি দেবকীকে বধ করত, তা হলে পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে যুদ্ধ হত এবং তা হলে বহু সুহৃদের প্রাণনাশ হত। কংস পারিবারিক যুদ্ধের এই মহাবিপদ থেকে নিজেকে নিরস্ত করেছিল, কারণ তা না হলে বহু জীবন বিনষ্ট হত।

পুরাকালে কালনেমি নামক এক অসুরের হংস, সুবিক্রম, ক্রাথ, দমন, রিপুমর্দন ও ক্রোধহন্তা নামক ছয় পুত্র ছিল। তারা ষড়্গর্ভ নামক অত্যন্ত পরাক্রমশালী এবং যুদ্ধবিশারদ ছিল। এই ষড়্গর্ভগণ তাদের পিতামহ হিরণ্যকশিপুকে পরিত্যাগ করে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কঠোর তপস্যা করে। তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাদের বাসনা অনুসারে বর প্রদান করতে সম্মত হন। ব্রহ্মা যখন তাদের জিজ্ঞাসা করেন তারা কি চায়, তখন ষড়্গর্ভরা উত্তর দিয়েছিল, "হে ব্রহ্মা! আপনি যদি আমাদের বর প্রদান করতে চান, তা হলে এই বর দিন যে, আমরা যেন কোনও দেবতা, মহারোগ, যক্ষ, গন্ধর্বপতি, সিদ্ধ, চারণ অথবা মানুষদের দ্বারা নিহত না হই। এমন কি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছেন যে সমস্ত মহান ঋষিগণ, তাঁরাও যেন আমাদের বধ করতে না পারেন।" ব্রহ্মা তাদের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে তাদের বাসনা পূর্ণ করেছিলেন। কিন্তু হিরণ্যকশিপু সেই ঘটনা জানতে পেরে তাঁর পৌত্রদের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল। সে তাদের বলেছিল, "তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করে ব্রহ্মার আরাধনা করেছ, তাই তোমাদের প্রতি আমার আর স্নেহ নেই। তোমরা দেবতাদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টা করেছ, কিন্তু আমি তোমাদের অভিশাপ দিচ্ছি যে, তোমাদের পিতাই তোমাদের বধ করবে। তোমরা ছয়জনই দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবে এবং কালনেমি কংসরূপে জন্মগ্রহণ

করে তোমাদের হত্যা করবে।" এই অভিশাপের ফলে হিরণ্যকশিপুর পৌত্রেরা দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং কংসের দ্বারা নিহত হয়েছিল, যদিও পূর্বজন্মে কংস ছিল তাদের পিতা। এই বর্ণনাটি *হরিবংশে, বিষ্ণুপর্বের* দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। *বৈষ্ণবতোষণীর* টীকা অনুসারে দেবকীর পুত্রের কীর্তিমান্ নামটি তৃতীয় জন্মগত। প্রথম জন্মে সে ছিল মরীচির পুত্র স্মর, এবং তারপর সে কালনেমির পুত্র হয়। সেই কথা ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রীল মধ্বাচার্যানুগ শ্রীবিজয়ধ্বজ তীর্থ *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই অধ্যায়ে এই অতিরিক্ত শ্লোকটি স্বীকার করেছেন—

অথ কংসমুপাগম্য নারদো ব্রহ্মনন্দনঃ ।
একান্তমুপসঙ্গম্য বাক্যমেতদুবাচ হ ॥

অথ—এইভাবে; **কংসম্**—কংসকে; **উপাগম্য**—গিয়ে; **নারদঃ**—দেবর্ষি নারদ; **ব্রহ্ম-নন্দনঃ**—ব্রহ্মার পুত্র; **একান্তম্ উপসঙ্গম্য**—এক নির্জন স্থানে গিয়ে; **বাক্যম্**—উপদেশ; **এতৎ**—এই; **উবাচ**—বলেছিলেন; **হ**—অতীতে।

অনুবাদ—"তারপর ব্রহ্মার মানস-পুত্র নারদ কংসের কাছে গিয়ে, এক নির্জন স্থানে তাকে এই সংবাদ প্রদান করেছিলেন।"

দেবর্ষি নারদ স্বর্গলোক থেকে অবতরণ করে মথুরার উপবনে উপস্থিত হয়ে কংসের কাছে দূত প্রেরণ করেন। সেই দূত যখন কংসকে নারদের আগমনবার্তা নিবেদন করেন, তখন অসুররাজ কংস অত্যন্ত হর্ষান্বিত হয়ে সূর্যের মতো প্রভাবশালী এবং অগ্নির মতো তেজস্বী নিষ্পাপ অতিথি নারদ মুনিকে স্বাগত জানাবার জন্য শীঘ্রই তার প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করে সূর্যের মতো উজ্জ্বল এক স্বর্ণনির্মিত আসন প্রদান করেছিল। দেবরাজের সখা নারদ মুনি উগ্রসেনের পুত্র কংসকে বলেছিলেন, "হে বীর! তুমি যথাযথভাবে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আমার প্রসন্নতা বিধান করেছ, এবং তাই আমি তোমাকে কিছু গোপন রহস্য বলব। আমি যখন নন্দনকানন থেকে চিত্ররথ বন দিয়ে আসছিলাম, তখন দেখলাম যে, সুমেরু পর্বতে দেবতাদের এক মহাসভা হচ্ছে। সেই দেবতাদের মধ্যে অনেকেই আমার সহগামী হয়েছিলেন। আমরা বহু পবিত্র স্থান ভ্রমণ করে অবশেষে পবিত্র গঙ্গা দর্শন করেছিলাম। ব্রহ্মা যখন দেবতাদের নিয়ে সেই সুমেরু শিখরে সভায় আলোচনা করছিলেন, তখন আমিও সেখানে আমার বীণাসহ উপস্থিত ছিলাম। আমি গোপনে তোমার কাছে ব্যক্ত করছি যে, সেই সভায় পরিকল্পনা করা হয়েছিল কিভাবে তোমার অনুচর অসুরগণ সহ তোমাকে বধ করা হবে।

দেবকী নাম্নী তোমার এক কনিষ্ঠা ভগ্নী রয়েছে, এবং তার অষ্টম গর্ভ থেকে তোমার মৃত্যু হবে।" (*হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব* ১/২-১৬)

নারদ মুনি যে কংসকে দেবকীর পুত্রদের হত্যা করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, সেই জন্য তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। নারদ মুনি জীবের নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী, এবং তিনি চেয়েছিলেন যে, দেবতাদের আনন্দ বিধানের জন্য এবং কংস ও তার অনুচরদের হত্যা করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেন শীঘ্র অবতরণ করেন। কংসও ভগবান কর্তৃক নিহত হয়ে মুক্তিলাভ করবে এবং তার কুকার্য থেকে বিরত হবে। তার ফলে দেবতাগণ এবং তাঁদের অনুগামীগণও অত্যন্ত প্রসন্ন হবেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, নারদ মুনি অনেক সময় এমন কার্য করেন, যার ফলে দেবতা এবং অসুর উভয়েরই লাভ হয়। শ্রীবীররাঘব আচার্য তাঁর টীকায় এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত অর্দ্ধ শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন—*অসুরাঃ সর্ব এবৈত লোকোপদ্রবকারিণঃ*। অসুরেরা সর্বদাই মানব-সমাজের উপদ্রব করে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঃ ভূমিকা' নামক প্রথম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেবতাদের দ্বারা গর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান যখন কংসকে বধ করার জন্য দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করেন, তখন সমস্ত দেবতারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভগবান দেবকীর গর্ভে বিরাজ করছেন, এবং তাই তাঁরা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর উদ্দেশ্যে গর্ভস্তুতি করেছিলেন।

কংস তার শ্বশুর জরাসন্ধের আশ্রয়ে এবং প্রলম্ব, বক, চাণূর, তৃণাবর্ত, অঘাসুর, মুষ্টিক, বাণ এবং ভৌম প্রভৃতি অসুরদের সহায়তায় যদুবংশীয়দের নির্যাতন করতে শুরু করেছিল। তাই যদুগণ তাঁদের গৃহ ত্যাগ করে কুরু, পাঞ্চাল, কেকয়, শাল্ব, বিদর্ভ প্রভৃতি রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন নামেমাত্র মিত্ররূপে কংসের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন।

কংস দেবকীর ছয় পুত্র অর্থাৎ ষড়্গর্ভদের একে একে বিনষ্ট করলে ভগবান অনন্তদেব দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করেছিলেন, এবং ভগবানের আদেশে যোগমায়ার দ্বারা রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। তখন দেবকীর অষ্টম পুত্ররূপে ভগবানের আবির্ভাবের সময় হয়েছিল এবং তিনি যোগমায়াকে যশোদাদেবীর গর্ভে আবির্ভূত হতে আদেশ দেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর শক্তি যোগমায়া একই সঙ্গে ভ্রাতা ও ভগ্নীরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাই পৃথিবী বৈষ্ণব ও শাক্ততে পূর্ণ, এবং তাদের মধ্যে অবশ্যই কিছু প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। বৈষ্ণবেরা ভগবানের আরাধনা করেন, আর শাক্তরা তাদের বাসনা অনুসারে দুর্গা, ভদ্রকালী, চণ্ডিকা আদি রূপে যোগমায়ার পূজা করে। ভগবানের আদেশ অনুসারে যোগমায়া দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করে রোহিণীতে স্থাপন করেছিলেন বলে দেবকীর সপ্তম গর্ভ সঙ্কর্ষণ। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি লোকের রতি উৎপাদন করেন বলে তাঁর নাম রাম। ভগবানের ভক্ত হওয়ার জন্য তাঁর কাছ থেকে মঙ্গলময় বল সংগ্রহ করা যায় বলে তাঁর নাম বলভদ্র।

যোগমায়া দেবকীর সপ্তম গর্ভ আকর্ষণ করে রোহিণীর উদরে স্থাপন করলে, ভগবান বসুদেবের হৃদয় থেকে দেবকীর অন্তরে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। ভগবানের

আবির্ভাববশত দেবকীর দেহ তেজোময় হয়ে উঠেছিল। সেই তেজ দর্শন করে কংসের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল, কিন্তু আত্মীয়তাবশত কংস দেবকীর কোন অনিষ্ট করতে পারেনি। সে তখন প্রতিকূলভাবে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করতে করতে কৃষ্ণভাবনাময় হয়েছিল।

ইতিমধ্যে দেবকীর উদরে ভগবানের আবির্ভাবের ফলে, সমস্ত দেবতারা তাঁর উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করতে এসেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন যে, ভগবান নিত্য সত্য। চিন্ময় আত্মা জড় দেহ থেকে শ্রেষ্ঠ, এবং পরমাত্মা আত্মা থেকে শ্রেষ্ঠ। ভগবান পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং তাঁর অবতারসমূহ বিশুদ্ধ সত্ত্বময়। দেবতাদের প্রার্থনা শরণাগত ভক্তের মহত্ত্ব এবং অশুদ্ধচিত্ত জীবন্মুক্ত অভিমানীর পরিণাম বিশ্লেষণ করে। ভক্ত সর্বদাই নিরাপদ। ভক্ত যখন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে পূর্ণরূপে শরণাগত হন, তখন তিনি জড়-জাগতিক অস্তিত্বের ভয় থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন। ভগবান কেন অবতরণ করেন, সেই কথা বিশ্লেষণ করার দ্বারা দেবতাগণ তাঁদের প্রার্থনায় স্পষ্টভাবে *ভগবদ্গীতায়* (৪/৭) ভগবানের উক্তি প্রতিপন্ন করেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

"হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।"

শ্লোক ১-২

শ্রীশুক উবাচ

প্রলম্ববকচাণূরতৃণাবর্তমহাশনৈঃ ।
মুষ্টিকারিষ্টদ্বিবিদপূতনাকেশিধেনুকৈঃ ॥ ১ ॥
অন্যৈশ্চাসুরভূপালৈর্বাণভৌমাদিভির্যুতঃ ।
যদূনাং কদনং চক্রে বলী মাগধসংশ্রয়ঃ ॥ ২ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **প্রলম্ব**—প্রলম্বাসুরের দ্বারা; **বক**—বকাসুরের দ্বারা; **চাণূর**—চাণূর নামক অসুরের দ্বারা; **তৃণাবর্ত**—তৃণাবর্ত নামক অসুরের দ্বারা; **মহাশনৈঃ**—অঘাসুরের দ্বারা; **মুষ্টিক**—মুষ্টিক নামক অসুরের দ্বারা;

অরিষ্ট—অরিষ্টাসুরের দ্বারা; **দ্বিবিদ**—দ্বিবিদ নামক অসুরের দ্বারা; **পূতনা**—পূতনার দ্বারা; **কেশি**—কেশীর দ্বারা; **ধেনুকৈঃ**—ধেনুকাসুরের দ্বারা; **অন্যৈঃ চ**—এবং অন্যান্য অনেকের দ্বারা; **অসুর-ভূপালৈঃ**—আসুরিক রাজাদের দ্বারা; **বাণ**—বাণরাজের দ্বারা; **ভৌম**—ভৌমাসুরের দ্বারা; **আদিভিঃ**—এবং অন্যান্যদের দ্বারা; **যুতঃ**—সহায়তায়; **যদূনাম্**—যদুবংশীয় রাজাদের; **কদনম্**—উৎপীড়ন; **চক্রে**—করেছিল; **বলী**—অত্যন্ত বলবান; **মাগধ-সংশ্রয়ঃ**—মগধের রাজা জরাসন্ধের আশ্রয়ে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—মগধ রাজ জরাসন্ধের আশ্রয়ে এবং প্রলম্ব, বক, চাণূর, তৃণাবর্ত, অঘাসুর, মুষ্টিক, অরিষ্ট, দ্বিবিদ, পূতনা, কেশী, ধেনুক, বাণ, নরকাসুর এবং অন্যান্য অসুর ভূপতিদের সহায়তায় পরাক্রমশালী কংস, যদুবংশীয় রাজাদের উৎপীড়ন করতে আরম্ভ করেছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি ভগবদ্‌গীতায় (৪/৭-৮) ভগবানের বাণী সমর্থন করে—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

"হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই। সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের নিমিত্ত এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।"

সকলকে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য ভগবান এই জড় জগৎ পালন করেন, কিন্তু রাজা এবং রাজনৈতিক নেতারা দুর্ভাগ্যবশত ভগবানের সেই উদ্দেশ্যে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে, এবং তাই সব কিছু ঠিক করার জন্য ভগবান স্বয়ং অথবা তাঁর অংশসহ আবির্ভূত হন। তাই বলা হয়েছে—

গর্ভং সঞ্চার্য রোহিণ্যাং দেবক্যা যোগমায়য়া ।
তস্যাঃ কুক্ষিং গতঃ কৃষ্ণো দ্বিতীয়ো বিবুধৈঃ স্তুতঃ ॥

"যোগমায়ার দ্বারা বলদেবের রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত হওয়ার পর শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছিলেন।" *যদুভিঃ স ব্যরুধ্যত*। যদুবংশীয় রাজারা সকলেই ছিলেন ভগবানের ভক্ত, কিন্তু শাল্ব আদি বহু শক্তিশালী অসুরেরা তাঁদের উৎপীড়ন করতে শুরু করে। তখন কংসের শ্বশুর জরাসন্ধ অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিল এবং তাই কংস তার আশ্রয় অবলম্বন করে এবং অসুরদের সহায়তায় যদুদের উৎপীড়ন করতে শুরু করেছিল। অসুরদের স্বভাবতই দেবতাদের থেকে অধিক শক্তিশালী বলে মনে হয়, কিন্তু চরমে অসুরদের পরাজয় হয় এবং ভগবানের সহায়তা প্রাপ্ত হওয়ার ফলে দেবতাদের জয় হয়।

শ্লোক ৩

তে পীড়িতা নিবিবিশুঃ কুরুপঞ্চালকেকয়ান্ ।
শাল্বান্ বিদর্ভান্ নিষধান্ বিদেহান্ কোশলানপি ॥ ৩ ॥

তে—তাঁরা (যদুবংশীয় রাজারা); **পীড়িতাঃ**—উৎপীড়িত হয়ে; **নিবিবিশুঃ**—(এই সমস্ত রাজ্যে) আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন অথবা প্রবেশ করেছিলেন; **কুরু-পঞ্চাল**—কুরু এবং পঞ্চালদের অধিকৃত দেশ; **কেকয়ান্**—কেকয়দের রাজ্য; **শাল্বান্**—শাল্বদের অধিকৃত রাজ্য; **বিদর্ভান্**—বিদর্ভদের অধিকৃত রাজ্য; **নিষধান্**—নিষধদের অধিকৃত রাজ্য; **বিদেহান্**—বিদেহদের রাজ্য; **কৌশলান্ অপি**—এবং কোশলদের অধিকৃত রাজ্য।

অনুবাদ

আসুরিক রাজাদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে যাদবেরা তাঁদের রাজ্য পরিত্যাগ করে কুরু, পঞ্চাল, কেকয়, শাল্ব, বিদর্ভ, নিষধ, বিদেহ এবং কোশল আদি রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ৪-৫

একে তমনুরুন্ধানা জ্ঞাতয়ঃ পর্যুপাসতে ।
হতেষু ষট্‌সু বালেষু দেবক্যা ঔগ্রসেনিনা ॥ ৪ ॥
সপ্তমো বৈষ্ণবং ধাম যমনন্তং প্রচক্ষতে ।
গর্ভো বভূব দেবক্যা হর্ষশোকবিবর্ধনঃ ॥ ৫ ॥

একে—তারা কয়েকজন; **তম্**—কংসকে; **অনুরুন্ধানাঃ**—তার নীতি অনুসরণ করে; **জ্ঞাতয়ঃ**—আত্মীয়স্বজন; **পর্যুপাসতে**—তার সঙ্গে একমত হয়েছিল; **হতেষু**—নিহত হয়ে; **ষট্সু**—ছয়; **বালেষু**—শিশু; **দেবক্যাঃ**—দেবকীর গর্ভজাত; **ঔগ্রসেনিনা**—উগ্রসেনের পুত্র কংসের দ্বারা; **সপ্তমঃ**—সপ্তম; **বৈষ্ণবম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **ধাম**—অংশ; **যম্**—যাঁকে; **অনন্তম্**—অনন্ত নামে; **প্রচক্ষতে**—বিখ্যাত; **গর্ভঃ**—গর্ভ; **বভুব**—হয়েছিলেন; **দেবক্যাঃ**—দেবকীর; **হর্ষ-শোক-বিবর্ধনঃ**—একই সঙ্গে হর্ষ এবং শোক বর্ধনকারী।

অনুবাদ

কংসের কয়েকজন আত্মীয় কিন্তু কংসের নীতি এবং আচরণ অনুসরণ করতে লাগল। উগ্রসেনের পুত্র কংস দেবকীর ছটি পুত্র বিনাশ করলে, শ্রীকৃষ্ণের অংশ দেবকীর সপ্তম পুত্ররূপে তাঁর গর্ভে প্রবেশ করে তাঁর হর্ষ এবং শোক বর্ধন করেছিলেন। মহান ঋষিগণ এই অংশকে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ সঙ্কর্ষণ বা অনন্ত বলে সম্বোধন করেন।

তাৎপর্য

অক্রূর আদি কয়েকজন মুখ্য ভক্ত কংসকে সন্তুষ্ট করার জন্য তার সঙ্গে ছিলেন। কয়েকটি উদ্দেশ্যে তাঁরা তা করেছিলেন। তাঁরা সকলেই আশা করেছিলেন যে, কংস কর্তৃক দেবকীর অন্যান্য পুত্রগণ নিহত হওয়া মাত্রই ভগবান আবির্ভূত হবেন, তাঁরা অধীর আগ্রহে তাঁর আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করছিলেন। কংসের সঙ্গে থেকে তাঁরা ভগবানের জন্মলীলা এবং শৈশবলীলা দর্শন করতে পারবেন, এবং পরে অক্রূর বৃন্দাবনে গিয়ে কৃষ্ণ-বলরামকে মথুরায় নিয়ে আসবেন। *পর্যুপাসতে* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ তা ইঙ্গিত করে যে, ভগবানের এই সমস্ত লীলা দর্শন করার জন্য কয়েকজন ভক্ত কংসের সঙ্গে ছিলেন। কংস কর্তৃক নিহত দেবকীর ছ'টি পুত্র পূর্বে মরীচির পুত্র ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের অভিশাপে তাঁদের হিরণ্যকশিপুর পৌত্ররূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। কংস তখন কালনেমি রূপে জন্মগ্রহণ করেছিল, এবং সেই জন্মে যারা ছিল তার পুত্র, এখন কংসরূপে সে তাদেরই হত্যা করছিল। সেটি ছিল একটি রহস্য। দেবকীর পুত্রগণ নিহত হওয়া মাত্রই তাঁরা স্বস্থানে ফিরে গিয়েছিলেন। ভক্তগণ সেটিও দর্শনের ইচ্ছা করেছিলেন। সাধারণত কেউই তার ভাগ্নেয়কে হত্যা করে না, কিন্তু কংস এতই নিষ্ঠুর ছিল যে, সে বিনা দ্বিধায় তা করেছিল। অনন্তদেব হচ্ছেন দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ সঙ্কর্ষণ। এটিই অভিজ্ঞ টীকাকারদের অভিমত।

শ্লোক ৬

ভগবানপি বিশ্বাত্মা বিদিত্বা কংসজং ভয়ম্ ।
যদূনাং নিজনাথানাং যোগমায়াং সমাদিশৎ ॥ ৬ ॥

ভগবান্—শ্রীকৃষ্ণ; **অপি**—ও; **বিশ্বাত্মা**—সকলের পরমাত্মা; **বিদিত্বা**—যদু এবং তাঁর অন্যান্য ভক্তদের পরিস্থিতি অবগত হয়ে; **কংসজম্**—কংসের কারণে; **ভয়ম্**—ভয়; **যদূনাম্**—যদুদের; **নিজ-নাথানাম্**—যাঁরা তাঁকে তাঁদের পরম আশ্রয় পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করেছিলেন; **যোগমায়াম্**—শ্রীকৃষ্ণের চিৎশক্তি যোগমায়াকে; **সমাদিশৎ**—আদেশ দিয়েছিলেন।

অনুবাদ

বিশ্বাত্মা ভগবান তাঁর অনুগত ভক্ত যাদবদের কংসের আক্রমণের ভয় থেকে রক্ষা করার জন্য যোগমায়াকে এইভাবে আদেশ দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী *ভগবানপি বিশ্বাত্মা বিদিত্বা কংসজং ভয়ম্* পদটির টীকায় বলেছেন, ভগবান্ স্বয়ম্ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ (*কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*)। তিনি বিশ্বাত্মা বা সকলের পরমাত্মা, কারণ তাঁর অংশ পরমাত্মারূপে প্রকাশিত হন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৩/৩) প্রতিপন্ন হয়েছে—*ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত*। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন *ক্ষেত্রজ্ঞ* বা সমস্ত জীবের পরমাত্মা। তিনি সমস্ত অবতারের আদি উৎস। সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, বাসুদেব আদি বিষ্ণুর শত-সহস্র অংশ রয়েছে, কিন্তু এই জড় জগতে সমস্ত জীবের পরমাত্মা বা বিশ্বাত্মা হচ্ছেন ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬১) বলা হয়েছে, *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*—"হে অর্জুন! পরমেশ্বর সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান।" শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে তাঁর অংশ বিষ্ণুতত্ত্বরূপে বিশ্বাত্মা, তবুও তাঁর ভক্তদের প্রতি স্নেহবশত তিনি পরমাত্মারূপে তাঁদের নির্দেশ দেন (*সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*)।

পরমাত্মার কার্য ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত দেবকীর প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়েছিলেন, কারণ তিনি কংসের উৎপীড়নের ভয়ে দেবকীর ভীত হওয়ার কথা বুঝতে পেরেছিলেন। শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই জড়-জাগতিক

অস্তিত্বের ভয়ে ভীত। একটু পরেই যে কি হবে তা কেউই জানে না, কারণ যে কোন মুহূর্তে দেহত্যাগ করতে হতে পারে (*তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ*)। সেই তথ্য অবগত হয়ে শুদ্ধ ভক্ত এমনভাবে আচরণ করেন, যাতে তাঁকে আর একটি শরীর গ্রহণ করে জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে না হয়। এটিই হচ্ছে ভয়। *ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/২/৩৭)। এই ভয় জড়-জাগতিক অস্তিত্বজনিত ভয় বা ভবভয়। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি মানুষকেই জড়-জাগতিক অস্তিত্বের ভয়ে ভীত এবং সতর্ক থাকা উচিত, যদিও জড় জগতের অজ্ঞানের দ্বারা সকলেরই প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবুও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই তাঁর ভক্তদের রক্ষা করতে সতর্ক থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ এতই ভক্তবৎসল যে, তিনি তাঁর ভক্তদের ক্ষণিকের জন্যও তাঁকে বিস্মৃত না হয়ে এই জড় জগতে অবস্থান করার বুদ্ধি প্রদান করেন। ভগবান বলেছেন—

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥

"তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করে, আমি তাঁদের হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে উজ্জ্বল জ্ঞানপ্রদীপের দ্বারা অজ্ঞানজনিত মোহান্ধকার নাশ করি।" (*ভগবদ্গীতা* ১০/১১)

যোগ শব্দের অর্থ 'যুক্ত হওয়া'। সমস্ত যোগের পন্থা হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে আমাদের হারিয়ে যাওয়া ছিন্ন সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা। বিভিন্ন প্রকার যোগ রয়েছে, তার মধ্যে ভক্তিযোগ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য যোগের পন্থায় সিদ্ধি লাভের পূর্বে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়, কিন্তু ভক্তিযোগের পন্থা প্রত্যক্ষ। *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪৭) ভগবান বলেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্গতচিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সব চেয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।" ভক্তিযোগের পরবর্তী জন্মে অন্তত মনুষ্য-শরীর প্রাপ্তি নিশ্চিত, সেই কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন (*শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে*)। যোগমায়া ভগবানের চিচ্ছক্তি। ভক্তের প্রতি স্নেহবশত ভগবান সর্বদা তাঁদের চিন্ময় সংস্পর্শে থাকেন, যদিও তাঁর মায়াশক্তি এতই প্রবল যে, তা ব্রহ্মা আদি দেবতাদেরও মোহিত করে। তাই ভগবানের শক্তিকে বলা হয় যোগমায়া। ভগবান যেহেতু বিশ্বাত্মা, তাই তিনি দেবকীকে রক্ষা করার জন্য যোগমায়াকে আদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৭

গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতম্ ।
রোহিণী বসুদেবস্য ভার্যাস্তে নন্দগোকুলে ।
অন্যাশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি ॥ ৭ ॥

গচ্ছ—এখন যাও; **দেবি**—হে সমস্ত জগতের পূজনীয়া; **ব্রজম্**—ব্রজভূমিতে; **ভদ্রে**—সমস্ত জীবের কল্যাণ সাধনকারিণী; **গোপ-গোভিঃ**—গোপ এবং গাভীগণ সহ; **অলঙ্কৃতম্**—অলঙ্কৃত; **রোহিণী**—রোহিণী নামক; **বসুদেবস্য**—শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের; **ভার্যা**—পত্নীদের অন্যতম; **আস্তে**—বাস করছেন; **নন্দ-গোকুলে**—গোকুল নামক নন্দ মহারাজের রাজ্য, যেখানে শত-সহস্র গাভী পালন করা হয়; **অন্যাঃ চ**—এবং অন্য পত্নীগণ; **কংস-সংবিগ্নাঃ**—কংসের ভয়ে ভীতা হয়ে; **বিবরেষু**—নির্জন স্থানে; **বসন্তি**—বাস করছেন; **হি**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

ভগবান যোগমায়াকে আদেশ দিলেন—হে সমগ্র জগতের পূজনীয়া এবং সমস্ত জীবের মঙ্গল বিধানকারিণী, তুমি ব্রজে যাও, যেখানে বহু গোপ এবং গোপীগণ বাস করেন। সেই অতি মনোরম স্থানে, যেখানে বহু গাভী বাস করে, সেখানে বসুদেবের পত্নী রোহিণী নন্দ মহারাজের গৃহে অবস্থান করছেন। তাই বসুদেবের অন্য পত্নীগণও কংসের ভয়ে অজ্ঞাতসারে সেখানে বাস করছেন। তুমি সেখানে যাও।

তাৎপর্য

মহারাজ নন্দের বাসস্থান নন্দগোকুল এক অত্যন্ত সুন্দর স্থান, এবং ভগবান যখন যোগমায়াকে সেখানে গিয়ে ভক্তদের অভয় প্রদান করার আদেশ দিয়েছিলেন, তখন সেই স্থান আরও সুন্দর এবং সুরক্ষিত হয়ে উঠেছিল। যোগমায়ার যেহেতু এই প্রকার পরিবেশ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রয়েছে, তাই ভগবান তাঁকে নন্দগোকুলে যাওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্ ।
তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয় ॥ ৮ ॥

দেবক্যাঃ—দেবকীর; **জঠরে**—উদরে; **গর্ভম্**—গর্ভ; **শেষাখ্যম্**—শেষ নামক শ্রীকৃষ্ণের অংশ; **ধাম**—অংশ; **মামকম্**—আমার; **তৎ**—তাঁকে; **সন্নিকৃষ্য**—আকর্ষণ করে; **রোহিণ্যাঃ**—রোহিণীর; **উদরে**—গর্ভে; **সন্নিবেশয়**—অক্লেশে স্থানান্তরিত কর।

অনুবাদ

দেবকীর গর্ভে সঙ্কর্ষণ বা শেষ নামক আমার অংশ বিরাজ করছেন, অক্লেশে তাঁকে রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত কর।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের প্রথম অংশ বলদেব। তিনি শেষ নামেও পরিচিত। ভগবানের এই শেষ অবতার সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করেন, এবং এই অবতারের শাশ্বত মাতা হচ্ছেন রোহিণী। ভগবান যোগমায়াকে বলেছিলেন, "যেহেতু আমি দেবকীর গর্ভে যাচ্ছি, তাই আমার অবস্থানের উপযুক্ত আয়োজন করার জন্য শেষ অবতার ইতিমধ্যেই সেখানে গেছেন। এখন তিনি তাঁর শাশ্বত মাতা রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ করুন।"

এই প্রসঙ্গে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, চিন্ময় স্থিতিতে যিনি নিত্য বিরাজ করেন, সেই ভগবান কিভাবে দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করেছিলেন, যেখানে পূর্বে ষড়্গর্ভ নামক ছ'টি অসুর প্রবেশ করেছিল। তার অর্থ কি ষড়্গর্ভাসুরেরা ভগবানের চিন্ময় শরীরের সমকক্ষ ছিল? তার উত্তর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এইভাবে দিয়েছেন।

সমগ্র সৃষ্টি এবং তার ব্যষ্টি অংশ ভগবানের শক্তির বিস্তার। তাই ভগবান জড় জগতে প্রবেশ করলেও তিনি প্রবেশ করেন না। সেই কথা ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৯/৪-৫) বিশ্লেষণ করেছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥

"অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই। যদিও সব কিছু আমারই সৃষ্ট, তবুও তারা আমাতে অবস্থিত নয়। আমার যোগৈশ্বর্য দর্শন কর! যদিও আমি সমস্ত জীবের ধারক এবং যদিও আমি সর্বব্যাপ্ত, তবুও আমি সমস্ত সৃষ্টির উৎস।" *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*। সব কিছুই ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর ভগবানের বিস্তার, তবুও সব কিছু ভগবান নন এবং

তিনি সর্বত্র উপস্থিত নন। সব কিছুই তাঁর উপর আশ্রয় করে বিরাজ করে, তবুও তাঁর উপর আশ্রিত নয়। এই তথ্য কেবল *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ* দর্শনের মাধ্যমেই বিশ্লেষণ করা যায়। কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত না হলে এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়, কারণ *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৫) ভগবান বলেছেন, *ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ*—"ভক্তির দ্বারাই কেবল ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।" সাধারণ মানুষেরা যদিও ভগবানকে জানতে পারে না, তবুও শাস্ত্রের বাণীর মাধ্যমে এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

শুদ্ধ ভক্ত ভগবদ্ভক্তির ন'টি বিধি (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ / অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্*) সম্পাদন করার ফলে সর্বদা চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত থাকেন। এইভাবে ভগবদ্ভক্তিতে অধিষ্ঠিত হয়ে ভক্ত জড় জগতে থাকা সত্ত্বেও জড় জগতে থাকেন না। তা সত্ত্বেও ভক্ত সর্বদা ভীত থাকেন, "যেহেতু আমি জড় জগতের সংস্পর্শে রয়েছি, সেই জন্য কত কলুষ আমাকে প্রভাবিত করছে।" তাই তিনি সর্বদা ভয়ে সতর্ক থাকেন এবং তার ফলে তাঁর জড় বিষয়ের সঙ্গ হ্রাস পেতে থাকে।

প্রতীকরূপে, কংস থেকে মা দেবকীর সর্বক্ষণ ভয় তাঁকে পবিত্র করছিল। শুদ্ধ ভক্তের সর্বদাই জড় বিষয়ের সঙ্গের ভয়ে ভীত থাকা উচিত, এবং তার ফলে জড় বিষয়ের সঙ্গরূপ সমস্ত অসুরেরা নিহত হবে, ঠিক যেভাবে কংস কর্তৃক ষড়্গর্ভাসুরেরা নিহত হয়েছিল। বলা হয় যে, মন থেকে মরীচির আবির্ভাব হয়। অর্থাৎ মরীচি হচ্ছে মনের অবতার। মনের ছ'টি পুত্র—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য। শুদ্ধ ভক্তি থেকে ভগবান প্রকট হন। *বেদে* প্রতিপন্ন হয়েছে—*ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি*। ভক্তিই কেবল জীবকে ভগবানের সান্নিধ্যে নিয়ে আসতে পারে। ভগবান দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং তাই দেবকী ভক্তির প্রতীক, আর কংস জড়-জাগতিক ভয়ের প্রতীক। শুদ্ধ ভক্ত যখন সর্বদা জড় বিষয়ের সঙ্গের ভয়ে ভীত থাকেন, তখন ভক্তি প্রকাশিত হয় এবং তিনি স্বভাবতই জড় বিষয়ভোগের প্রতি নিস্পৃহ হন। মরীচির ছয় পুত্র যখন এই প্রকার ভয় কর্তৃক বিনষ্ট হয় এবং কারও যখন জড় কলুষ থেকে মুক্তিলাভ হয়, তখন ভক্তির গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব হয়। দেবকীর সপ্তম গর্ভ ভগবানের আবির্ভাব ইঙ্গিত করে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্যরূপী ছয় পুত্রের বিনাশের পর, ভগবানের আবির্ভাবের উপযুক্ত আয়োজন করার জন্য শেষ অবতারের আবির্ভাব হয়। অর্থাৎ হৃদয়ে যখন স্বাভাবিক কৃষ্ণচেতনা জাগরিত হয়, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্লোক ৯

অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে ।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি ॥ ৯ ॥

অথ—অতএব; **অহম্**—আমি; **অংশ-ভাগেন**—আমার অংশের দ্বারা; **দেবক্যাঃ**—দেবকীর; **পুত্রতাম্**—পুত্র; **শুভে**—হে সর্বমঙ্গলময়ী যোগমায়া; **প্রাপ্স্যামি**—আমি হব; **ত্বম্**—তুমি; **যশোদায়াম্**—মা যশোদার গর্ভে; **নন্দ-পত্ন্যাম্**—নন্দ মহারাজের পত্নী; **ভবিষ্যসি**—আবির্ভূত হবে।

অনুবাদ

হে সর্বমঙ্গলময়ী যোগমায়া! আমি তখন আমার পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য সহ দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হব, এবং তুমিও নন্দ মহারাজের মহারাণী মা যশোদার কন্যারূপে আবির্ভূত হবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অংশভাগেন* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। *ভগবদ্গীতায়* (১০/৪২) ভগবান বলেছেন—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

"হে অর্জুন, অধিক আর কি বলব, এইমাত্র জেনে রাখ যে, আমি আমার এক অংশের দ্বারা সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছি।" সব কিছুই ভগবানের শক্তির এক অংশরূপে অবস্থিত। দেবকীর গর্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্পর্কে ব্রহ্মাও অংশগ্রহণ করেছিলেন, কারণ ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গিয়ে তিনি ভগবানকে আবির্ভূত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। ভগবানের প্রথম অংশ বলদেবও একটি বিশেষ ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন। তেমনই, যোগমায়াও মা যশোদার কন্যারূপে আবির্ভূত হয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে জীবতত্ত্ব, বিষ্ণুতত্ত্ব, এবং শক্তিতত্ত্ব, সবই ভগবানে সন্নিবিষ্ট, এবং শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হন, তখন তিনি তাঁর সমস্ত অংশ সহ আবির্ভূত হন। পূর্ববর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, যোগমায়াকে দেবকীর গর্ভ থেকে রোহিণীর গর্ভে সঙ্কর্ষণ বা বলরামকে আকর্ষণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, এবং সেটি ছিল তাঁর পক্ষে এক অত্যন্ত ভারী কার্য। যোগমায়া স্বাভাবিকভাবেই বুঝে উঠতে পারেননি কিভাবে তাঁর পক্ষে

সঙ্কর্ষণকে আকর্ষণ করা সম্ভব। তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে শুভে বলে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "তোমার কল্যাণ হোক। তুমি আমার থেকে শক্তি সংগ্রহ কর এবং তার ফলে তুমি তা করতে সক্ষম হবে।" ভগবানের কৃপায় যে কোন ব্যক্তির পক্ষে যে কোন কার্য করা সম্ভব, কারণ সব কিছুই ভগবানের বিভিন্ন অংশ (*অংশভাগেন*) হওয়ার ফলে ভগবান সব কিছুতেই বিরাজমান এবং তাঁর পরম ইচ্ছার প্রভাবে হ্রাস অথবা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বলরাম শ্রীকৃষ্ণ থেকে মাত্র পনের দিনের বড়। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় যোগমায়া মা যশোদার কন্যা হয়েছিলেন, কিন্তু ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে তিনি তাঁর পিতা এবং মাতার বাৎসল্য স্নেহ উপভোগ করতে পারেননি। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু মা যশোদার গর্ভ থেকে প্রকৃতপক্ষে জন্মগ্রহণ না করলেও মা যশোদা এবং নন্দ মহারাজের বাৎসল্য স্নেহ উপভোগ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদে যোগমায়া মা যশোদার কন্যা হওয়ার গৌরব প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদে যশ লাভ করেছিলেন। *যশোদা* শব্দের অর্থ 'যশ প্রদানকারিণী'।

শ্লোক ১০

অর্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্ত্বাং সর্বকামবরেশ্বরীম্ ।
ধূপোপহারবলিভিঃ সর্বকামবরপ্রদাম্ ॥ ১০ ॥

অর্চিষ্যন্তি—পূজা করবে; **মনুষ্যাঃ**—মানুষেরা; **ত্বাম্**—তোমাকে; **সর্ব-কাম-বর-ঈশ্বরীম্**—কারণ তুমি সমস্ত জড় বাসনা পূর্ণকারী দেবতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; **ধূপ**—ধূপের দ্বারা; **উপহার**—উপহারের দ্বারা; **বলিভিঃ**—বিভিন্ন প্রকার বলির দ্বারা পূজা করবে; **সর্ব-কাম**—সমস্ত জড় বাসনার; **বর**—আশীর্বাদ; **প্রদাম্**—প্রদানকারী।

অনুবাদ

সকলের জড় বাসনা পূর্ণ করতে তোমার ক্ষমতা সর্বশ্রেষ্ঠ বলে সাধারণ মানুষ পশুবলির দ্বারা এবং বিবিধ উপকরণের দ্বারা মহাসমারোহে তোমার পূজা করবে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/২০) বলা হয়েছে, *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ* —"জড় বাসনার দ্বারা যাদের মন বিকৃত হয়েছে, তারা দেবতাদের শরণাগত হয়।" তাই *মনুষ্য* শব্দে এখানে তাদের ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাঁরা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত নয়। এই প্রকার মানুষেরা বিদ্যা, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য আদি জড় জগতের ঈপ্সিত বস্তু ভোগ করার জন্য উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করতে চায়। যারা জীবনের

প্রকৃত লক্ষ্য বিস্মৃত হয়েছে, তারাই বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে মায়াশক্তি দুর্গাদেবীর পূজা করে। শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার জন্য যেমন বিভিন্ন ধাম রয়েছে, তেমনই যশোদার কন্যারূপে জন্মগ্রহণকারী দুর্গাদেবী বা মায়াদেবীর পূজার জন্য ভারতবর্ষে বহু তীর্থস্থান রয়েছে। কংসকে প্রতারণা করে মায়াদেবী সাধারণ মানুষের নিয়মিত পূজা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে বিন্ধ্যাচলে নিজেকে বিস্তার করেছিলেন। মানুষের প্রকৃত কর্তব্য আত্মতত্ত্ব বা আত্মা এবং পরমাত্মাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করা। যাঁরা আত্মতত্ত্ব লাভে আগ্রহী, তাঁরা ভগবানের আরাধনা করেন (*যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমেবং বিজ্ঞাতং ভবতি*)। কিন্তু এই শ্লোকের পরবর্তী অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, যাঁরা আত্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না (*অপশ্যতাম্ আত্মতত্ত্বম্*), তারা বিভিন্ন রূপে যোগমায়ার পূজা করে। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/১/২) বলা হয়েছে—

শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ ।
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ ॥

"হে রাজশ্রেষ্ঠ, আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান আলোচনায় উদাসীন, বিষয়াসক্ত গৃহমেধীদের অসংখ্য শ্রবণীয়, কীর্তনীয় এবং স্মরণীয় বিষয়সমূহ আছে।" যারা এই জড় জগতে থাকতে চায় এবং যাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে আগ্রহ নেই, তাদের বহু কর্তব্য রয়েছে, কিন্তু যারা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে আগ্রহী, তাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া (*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*)। এই প্রকার ব্যক্তিরা জড় সুখভোগে আগ্রহী নন।

শ্লোক ১১-১২

নামধেয়ানি কুর্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি ।
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ ॥ ১১ ॥
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ ।
মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যম্বিকেতি চ ॥ ১২ ॥

নামধেয়ানি—বিভিন্ন নাম; **কুর্বন্তি**—প্রদান করবে; **স্থানানি**—বিভিন্ন স্থানে; **চ**—ও; **নরাঃ**—জড় সুখভোগে আগ্রহী ব্যক্তিরা; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **দুর্গা ইতি**—দুর্গা; **ভদ্রকালী ইতি**—ভদ্রকালী; **বিজয়া**—বিজয়া; **বৈষ্ণবী ইতি**—বৈষ্ণবী; **চ**—ও; **কুমুদা**—কুমুদা; **চণ্ডিকা**—চণ্ডিকা; **কৃষ্ণা**—কৃষ্ণা; **মাধবী**—মাধবী; **কন্যকা ইতি**—

কন্যকা বা কন্যাকুমারী; **চ**—ও; **মায়া**—মায়া; **নারায়ণী**—নারায়ণী; **ঈশানী**—ঈশানী; **শারদা**—শারদা; **ইতি**—এই প্রকার; **অম্বিকা**—অম্বিকা; **ইতি**—ও; **চ**—এবং।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মায়াদেবীকে এই বলে আশীর্বাদ করেছিলেন—পৃথিবীতে মানুষেরা বিভিন্ন স্থানে তোমার দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা, অম্বিকা প্রভৃতি নামকরণ করবে।

তাৎপর্য

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর শক্তি একই সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাই মানুষদের মধ্যে দুটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে—শাক্ত এবং বৈষ্ণব, এবং কখনও কখনও তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। মূলত, যারা জড় সুখভোগের প্রতি আগ্রহশীল তারা শাক্ত, এবং যাঁরা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করে চিৎ-জগতে উন্নীত হতে আগ্রহশীল তাঁরা বৈষ্ণব। যেহেতু মানুষেরা সাধারণত জড় সুখভোগের প্রতি আগ্রহী, তাই তারা ভগবানের শক্তি মায়াদেবীর পূজা করে। বৈষ্ণবেরা কিন্তু শুদ্ধ *শাক্ত* বা শুদ্ধ ভক্ত, কারণ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের মাধ্যমে ভগবানের শক্তি হরার পূজা হয়। ভগবানের হ্লাদিনী শক্তিসহ ভগবানের সেবা করার সুযোগ লাভের জন্য বৈষ্ণব ভগবানের শক্তির কাছে প্রার্থনা করেন। তাই বৈষ্ণবেরা রাধা-কৃষ্ণ, সীতা-রাম, লক্ষ্মী-নারায়ণ, রুক্মিণী-দ্বারকাধীশ আদি বিগ্রহের আরাধনা করেন, কিন্তু দুর্গা-শাক্তরা বিভিন্ন নামে জড় শক্তি বা মহামায়ার পূজা করে।

যে সমস্ত নামে মায়াদেবী বিভিন্ন স্থানে পরিচিত, তার তালিকা বল্লভাচার্য প্রদান করেছেন। বারাণসীতে তিনি দুর্গা, অবন্তীতে ভদ্রকালী, উৎকলে বিজয়া, কোলাপুরে বৈষ্ণবী বা মহালক্ষ্মী (মহালক্ষ্মী এবং অম্বিকার প্রতিনিধি বর্তমানে মুম্বাইতে রয়েছেন।) কামরূপ দেশে তিনি চণ্ডিকা, উত্তর ভারতে তিনি শারদা এবং কন্যাকুমারিকায় কন্যকা। এইভাবে তিনি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিতা।

শ্রীল বিজয়ধ্বজ তীর্থপাদ তাঁর *পদরত্নাবলী-টীকায়* মায়াদেবীর এই সমস্ত নামের বিভিন্ন অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন। মায়া দুরতিক্রম্যা বলে দুর্গা, মঙ্গলময়ী বলে ভদ্রা, নীলবর্ণ বিশিষ্ট বলে কালী, সর্বদিক বিজয়িনী বলে বিজয়া, বিষ্ণুশক্তিবলে বৈষ্ণবী, ভূমণ্ডলে আনন্দ বিলাস করেন বলে কুমুদা। শত্রুদের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ করেন বলে চণ্ডিকা এবং সর্বপ্রকার জড় সুখভোগের সুযোগ প্রদান করেন বলে তিনি কৃষ্ণা। এইভাবে মহামায়া পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে অবস্থিতা।

শ্লোক ১৩

গর্ভসঙ্কর্ষণাৎ তং বৈ প্রাহুঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি।
রামেতি লোকরমণাদ্ বলভদ্রং বলোচ্ছ্রয়াৎ ॥ ১৩ ॥

গর্ভ-সঙ্কর্ষণাৎ—দেবকীর গর্ভ থেকে রোহিণীর গর্ভে আকর্ষণ করার ফলে; **তম্**—তাঁকে (রোহিণীনন্দনকে); **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **প্রাহুঃ**—লোকেরা বলবে; **সঙ্কর্ষণম্**—সঙ্কর্ষণ নামের দ্বারা; **ভুবি**—জগতে; **রাম ইতি**—তিনি রাম নামেও পরিচিত হবেন; **লোক-রমণাৎ**—জনসাধারণকে ভক্তে পরিণত করার বিশেষ কৃপার ফলে; **বলভদ্রম্**—তাঁকে বলভদ্র নামেও সম্বোধন করা হবে; **বল-উচ্ছ্রয়াৎ**—অমিত বলের কারণে।

অনুবাদ

দেবকীর গর্ভ থেকে রোহিণীর গর্ভে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে রোহিণীনন্দন সঙ্কর্ষণ নামে অভিহিত হবেন। গোকুলবাসী লোকসমূহের আনন্দবিধান করার জন্য রাম এবং তাঁর অমিত বলের জন্য তিনি বলভদ্র নামে কীর্তিত হবেন।

তাৎপর্য

বলরামের সঙ্কর্ষণ, বলরাম অথবা কখনও কখনও রাম নামে অভিহিত হওয়ার এগুলি কয়েকটি কারণ। *হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে* এই মহামন্ত্রে 'রাম' যখন বলরামকে বোঝান হয়, তখন কিছু মানুষ আপত্তি করে কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তরা আপত্তি করলেও তাদের জেনে রাখা উচিত যে, বলরাম এবং শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বলরাম রাম নামেও অভিহিত হন (*রামেতি*)। তাই বলরামকে রাম বলে সম্বোধন কোন কৃত্রিম মনগড়া সম্বোধন নয়। জয়দেব গোস্বামীও তিন রামের কথা বলেছেন—পরশুরাম, রঘুপতি রাম এবং বলরাম। এরা তিনজনই রাম।

শ্লোক ১৪

সন্দিষ্টৈবং ভগবতা তথেত্যোমিতি তদ্বচঃ।
প্রতিগৃহ্য পরিক্রম্য গাং গতা তৎ তথাকরোৎ ॥ ১৪ ॥

সন্দিষ্টা—আদিষ্ট হয়ে; **এবম্**—এইভাবে; **ভগবতা**—ভগবানের দ্বারা; **তথা ইতি**—তাই হোক; **ওঁ**—ওঁ মন্ত্র; **ইতি**—এইভাবে; **তৎ-বচঃ**—তাঁর বাণী; **প্রতিগৃহ্য**—তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে; **পরিক্রম্য**—তাঁকে পরিক্রমা করে; **গাম্**—পৃথিবীতে; **গতা**—তিনি গিয়েছিলেন; **তৎ**—ভগবানের প্রদত্ত আদেশ; **তথা**—ঠিক তেমন; **অকরোৎ**—করেছিলেন।

অনুবাদ

ভগবানের দ্বারা এইভাবে আদিষ্ট হয়ে যোগমায়া তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ শিরোধার্য করেছিলেন। ওঁ উচ্চারণের দ্বারা তিনি যে তাঁর সেই আদেশ পালন করবেন তা প্রতিপন্ন করেছিলেন। তারপর ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে তিনি পৃথিবীতে নন্দগোকুল নামক স্থানে গমন করেছিলেন এবং ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কার্য করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের আদেশ পেয়ে যোগমায়া দু'বার সম্মতি প্রকাশ করেছিলেন। প্রথমে তিনি বলেছিলেন, "হ্যাঁ, প্রভু, আমি আপনার আদেশ পালন করব।" এবং তারপর তিনি বলেছিলেন, "ওঁ।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, ওঁ হচ্ছে *বেদের* সম্মতিসূচক বাক্য। এইভাবে যোগমায়া ভগবানের আদেশকে বৈদিক আদেশরূপে গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, ভগবান যা বলেন, তাই বৈদিক নির্দেশ, এবং কারুরই তা উপেক্ষা করা উচিত নয়। বৈদিক নির্দেশে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা এবং করণাপাটব নেই। বৈদিক বাণীর প্রামাণিকতা বুঝতে না পারলে শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দেওয়া নিরর্থক। *বেদের* নির্দেশ কখনও উপেক্ষা করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, নিষ্ঠা সহকারে বৈদিক আদেশ পালন করা উচিত। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (১৬/২৪) উল্লেখ করা হয়েছে—

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ॥

"অতএব কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। অতএব শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের স্বরূপ জেনে কর্ম করা উচিত, যাতে পারমার্থিক উন্নতি লাভ করা যায়।"

শ্লোক ১৫

গর্ভে প্রণীতে দেবক্যা রোহিণীং যোগনিদ্রয়া ।
অহো বিস্রংসিতো গর্ভ ইতি পৌরা বিচুক্রুশুঃ ॥ ১৫ ॥

গর্ভে—গর্ভ যখন; **প্রণীতে**—যখন স্থানান্তরিত করা হয়েছিল; **দেবক্যাঃ**—দেবকীর; **রোহিণীম্**—রোহিণীর গর্ভে; **যোগ-নিদ্রয়া**—যোগমায়া নামক ভগবানের চিৎ-শক্তির দ্বারা; **অহো**—হায়; **বিস্রংসিতঃ**—নষ্ট হয়েছিল; **গর্ভঃ**—গর্ভ; **ইতি**—এইভাবে; **পৌরাঃ**—পুরবাসীগণ; **বিচুক্রুশুঃ**—বিলাপ করেছিলেন।

অনুবাদ

যোগমায়ার দ্বারা দেবকীর সন্তান যখন রোহিণীর গর্ভে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তখন দেবকীর মনে হয়েছিল যে, তাঁর গর্ভপাত হয়েছে, এবং তার ফলে সমস্ত পুরবাসীরা "হায়, দেবকীর গর্ভ নষ্ট হল!" এই বলে উচ্চস্বরে বিলাপ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

'সমস্ত পুরবাসীরা' বলতে কংসকেও বোঝান হয়েছে। সকলে যখন শোক প্রকাশ করতে লাগলেন, তখন কংসও দয়াপরবশ হয়ে মনে করেছিল যে, কোন ঔষধ অথবা অন্য কোন কারণে দেবকীর গর্ভপাত হয়েছে। সপ্তম মাসে দেবকীর গর্ভ রোহিণীর গর্ভে কিভাবে আকর্ষণ করা হয়েছিল, তা *হরিবংশে* এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। রোহিণী যখন মধ্যরাত্রে গভীর নিদ্রায় অভিভূতা ছিলেন, তখন তাঁর মনে হয়েছে যে, যেন তিনি স্বপ্ন দেখছেন তাঁর গর্ভপাত হয়েছে। কিছুক্ষণ পরে জাগরিত হয়ে তিনি যখন দেখলেন যে, সত্য-সত্যই তা হয়েছে, তখন তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। কিন্তু যোগমায়া তাঁকে তখন বলেছিলেন, "হে শুভে, দেবকীর গর্ভ আকর্ষিত হয়ে তোমার গর্ভে স্থাপিত হল। অতএব তোমার এই পুত্র সঙ্কর্ষণ নামে বিখ্যাত হবেন।"

যোগনিদ্রা শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। কেউ যখন আত্ম-উপলব্ধির দ্বারা চিন্ময় চেতনা লাভ করেন, তখন তাঁর কাছে এই জড় জগৎ স্বপ্নবৎ প্রতীত হয়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (২/৬৯) বলা হয়েছে—

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী ।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥

"সমস্ত জীবের কাছে যা রাত্রিস্বরূপ, স্থিতপ্রজ্ঞ সেই রাত্রিতে জাগরিত থেকে আত্ম-বুদ্ধিনিষ্ঠ আনন্দকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন। আর যখন সমস্ত জীবেরা জেগে থাকে, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির কাছে তা রাত্রি-স্বরূপ।" আত্ম উপলব্ধির স্তরকে বলা হয় *যোগনিদ্রা*। মানুষ যখন চিন্ময় চেতনায় জেগে ওঠেন, তখন তাঁর কাছে সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপ স্বপ্নবৎ প্রতীত হয়। তাই যোগনিদ্রাকে যোগমায়া বলা যেতে পারে।

শ্লোক ১৬

ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ ।
আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ ॥ ১৬ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; **অপি**—ও; **বিশ্বাত্মা**—সমস্ত জীবের পরমাত্মা; **ভক্তানাম্**—তাঁর ভক্তদের; **অভয়ঙ্করঃ**—সর্বদা ভয়ের সমস্ত কারণ বিনাশকারী; **আবিবেশ**—প্রবেশ করেছিলেন; **অংশ-ভাগেন**—তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য সহ (ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ); **মনঃ**—মনে; **আনকদুন্দুভেঃ**—বসুদেবের।

অনুবাদ

এইভাবে সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং ভক্তদের সমস্ত ভয় বিনাশকারী ভগবান তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য সহ বসুদেবের চিত্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বিশ্বাত্মা শব্দের অর্থ যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান (*ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*)। *বিশ্বাত্মা* শব্দের আর একটি অর্থ 'সকলের একমাত্র প্রেমাস্পদ'। সেই প্রেমাস্পদকে বিস্মৃত হওয়ার ফলে জীব এই জড় জগতে দুঃখকষ্ট ভোগ করছে, কিন্তু কেউ যদি সৌভাগ্যক্রমে কৃষ্ণপ্রেমরূপ তাঁর শাশ্বত চেতনাকে পুনর্জাগরিত করেন এবং বিশ্বাত্মার সঙ্গে যুক্ত হন, তা হলে তাঁর জন্ম সার্থক হয়। তৃতীয় স্কন্ধে (৩/২/১৫) ভগবানের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*পরাবরেশো মহদংশযুক্তো হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্*। পরমেশ্বর ভগবান জন্মরহিত হলেও তাঁর ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশপূর্বক একটি শিশুর মতো জন্মগ্রহণ করে আবির্ভূত হন। ভগবান মনের মধ্যেই রয়েছেন, এবং তাই ভক্তের দেহ থেকে তাঁর জন্মগ্রহণ করে আবির্ভূত হওয়া মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। *আবিবেশ* শব্দটি ইঙ্গিত করে

যে, ভগবান বসুদেবের চিত্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁকে বীর্যস্খলনের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করতে হয় না। এটি শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামী এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত। *বৈষ্ণবতোষণী*তে শ্রীল সনাতন গোস্বামী বলেছেন যে, বসুদেবের চিত্তে চেতনার জাগরণ হয়েছিল। শ্রীল বীররাঘব আচার্য বলেছেন যে, বসুদেব ছিলেন একজন দেবতা এবং তাঁর চিত্তে ভগবান চেতনার জাগরণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৭

স বিভ্রৎ পৌরুষং ধাম ভ্রাজমানো যথা রবিঃ।
দুরাসদোঽতিদুর্ধর্ষো ভূতানাং সম্বভূব হ ॥ ১৭ ॥

সঃ—তিনি (বসুদেব); **বিভ্রৎ**—ধারণ করেছিলেন; **পৌরুষম্**—ভগবান সম্বন্ধীয়; **ধাম**—দিব্য জ্যোতি; **ভ্রাজমানঃ**—দীপ্তিশালী; **যথা**—যেমন; **রবিঃ**—সূর্যকিরণ; **দুরাসদঃ**—দর্শন করা অত্যন্ত কঠিন, ইন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা তাঁকে জানা যায় না; **অতি-দুর্ধর্ষঃ**—দুঃসহ; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **সম্বভূব**—হয়েছিল; **হ**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

বসুদেব তাঁর হৃদয়ে ভগবানকে ধারণ করে, ভগবানের চিন্ময় জ্যোতির প্রভাবে সূর্যের মতো দীপ্তিশালী হয়েছিলেন। তাই ইন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা তাঁকে দর্শন করা অথবা তাঁর সমীপবর্তী হওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল। বস্তুতপক্ষে, তাঁর সেই তেজ কংস আদি জীবমাত্রেরই দুঃসহ হয়েছিল।

তাৎপর্য

ধাম শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। *ধাম* শব্দে সেই স্থানকে বোঝায় যেস্থানে ভগবান বাস করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতে (১/১/১) বলা হয়েছে, *ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি*। ভগবানের ধামে জড়া প্রকৃতির কোন প্রভাব নেই (*ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকম্*)। যেখানে ভগবান তাঁর নাম, রূপ, গুণ অথবা পরিকর সহ বিরাজ করেন, সেই স্থান তৎক্ষণাৎ ধামে পরিণত হয়। যেমন, বৃন্দাবন, দ্বারকা এবং মথুরাকে আমরা ধাম বলি, কারণ সেই সমস্ত স্থানে ভগবানের নাম, যশ, গুণ এবং পরিকর সর্বদা বিরাজমান। তেমনই, কেউ যদি কোন কার্য সম্পাদনে

ভগবানের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হন, তা হলে তাঁর হৃদয় ধামে পরিণত হয়, এবং তার ফলে তিনি এমনই শক্তিশালী হন যে, কেবল তাঁর শত্রুরাই নয়, সাধারণ মানুষেরাও তাঁর কার্যকলাপ দর্শন করে আশ্চর্যান্বিত হন। যেহেতু কেউই তাঁর নিকটস্থ হতে পারে না, তাই তাঁর শত্রুরা কেবল বিস্ময়ে হতবাক হয়। সেই কথা এখানে *দুরাসদোঽতিদুর্ধর্ষঃ* শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পৌরুষং ধাম পদটির ব্যাখ্যা বিভিন্ন আচার্যেরা করেছেন। শ্রীবীররাঘব আচার্য বলেছেন যে, এই পদটি ভগবানের তেজ সম্বন্ধীয়। বিজয়ধ্বজ বলেছেন তা বিষ্ণুতেজ সম্বন্ধীয় এবং শুকদেব বলেছেন *ভগবৎ-স্বরূপ*। *বৈষ্ণবতোষণী*তে বলা হয়েছে যে, এই পদটি ভগবানের তেজের প্রভাব বর্ণনা করে, এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, তা ভগবানের আবির্ভাব বোঝায়।

শ্লোক ১৮

ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং
সমাহিতং শূরসুতেন দেবী ।
দধার সর্বাত্মকমাত্মভূতং
কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ ॥ ১৮ ॥

ততঃ—তারপর; **জগৎ-মঙ্গলম্**—সমগ্র জগতের সমস্ত জীবের মঙ্গলজনক; **অচ্যুত-অংশম্**—ষড়ৈশ্বর্য থেকে যিনি কখনও বিচ্যুত হন না এবং তাঁর সমস্ত অংশের মধ্যেও যা বর্তমান সেই ভগবান; **সমাহিতম্**—পূর্ণরূপে স্থানান্তরিত; **শূর-সুতেন**—শূরসেনের পুত্র বসুদেবের দ্বারা; **দেবী**—দেবকীদেবী; **দধার**—বহন করেছিলেন; **সর্ব-আত্মকম্**—সকলের পরমাত্মা; **আত্ম-ভূতম্**—সর্বকারণের পরম কারণ; **কাষ্ঠা**—পূর্বদিক; **যথা**—যেমন; **আনন্দকরম্**—আনন্দময় (চন্দ্র); **মনস্তঃ**—মনের মধ্যে স্থাপিত হয়ে।

অনুবাদ

তারপর পরম ঐশ্বর্যমণ্ডিত, সমস্ত জগতের মঙ্গল বিধানকারী ভগবান তাঁর অংশ সহ বসুদেবের চিত্ত থেকে দেবকীর চিত্তে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। এইভাবে বসুদেবের দ্বারা দীক্ষিত হয়ে, দেবকী সমস্ত চেতনার উৎস, সর্বকারণের কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর হৃদয়ে ধারণ করে পরম সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছিলেন, ঠিক যেভাবে উদীয়মান চন্দ্রকে ধারণ করে পূর্বদিক সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়।

তাৎপর্য

মনস্তঃ শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবান বসুদেবের হৃদয় থেকে দেবকীর হৃদয়ে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত যে, ভগবান দেবকীর হৃদয়ে কোন সাধারণ বিধির দ্বারা স্থানান্তরিত হননি, দীক্ষার দ্বারা হয়েছিলেন। তাই এখানে দীক্ষার মহত্ত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বদা যিনি ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করেন, সেই প্রকার উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা দীক্ষিত না হলে, হৃদয়ে ভগবানকে ধারণ করার ক্ষমতা লাভ করা যায় না।

অচ্যুতাংশম্ শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ ভগবান ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ—তাঁর মধ্যে সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, জ্ঞান, শ্রী এবং বৈরাগ্য পূর্ণরূপে বিরাজমান। ভগবান কখনও তাঁর ঐশ্বর্য থেকে বিচ্যুত হন না। সেই সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৯) বলা হয়েছে, *রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্*—ভগবান সর্বদা রাম, নৃসিংহ, বরাহ আদি অংশ সহ বিরাজ করেন। তাই *অচ্যুতাংশম্* শব্দটি এখানে বিশেষভাবে ব্যবহার করার মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ভগবান সর্বদা তাঁর অংশ এবং ঐশ্বর্য সহ বিরাজমান। যোগীরা যেভাবে ভগবানের ধ্যান করে, সেই প্রকার কৃত্রিমভাবে ভগবানের কথা চিন্তা করার কোন প্রয়োজন হয় না। *ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১২/১৩/১)। যোগীরা তাঁদের হৃদয়ে ভগবানের ধ্যান করেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তদের কাছে ভগবান উপস্থিত থাকেন, এবং তাঁর উপস্থিতি জাগরিত করার জন্য কেবল সদ্গুরুর দ্বারা দীক্ষার প্রয়োজন হয়। ভগবানের দেবকীর গর্ভে বাস করার কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ তাঁর হৃদয়ে ভগবানের উপস্থিতি তাঁকে ধারণ করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কখনই মনে করা উচিত নয় যে, বসুদেব কর্তৃক বীর্যাধানের ফলে শ্রীকৃষ্ণকে দেবকী তাঁর গর্ভে ধারণ করেছিলেন।

বসুদেব যখন ভগবানকে তাঁর হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন, তখন তিনি দীপ্তিশীল সূর্যের মতো প্রতিভাত হয়েছিলেন, যার উজ্জ্বল কিরণ সাধারণ মানুষের পক্ষে অসহনীয় ছিল। বসুদেবের শুদ্ধ হৃদয়ে ভগবানের যে রূপ প্রকাশিত হয়েছিল, তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদি রূপ থেকে ভিন্ন ছিল না। শ্রীকৃষ্ণের রূপ যেখানে প্রকাশিত হয়, বিশেষ করে হৃদয়ে, সেই স্থানকে বলা হয় ধাম। ধাম কেবল শ্রীকৃষ্ণের রূপকেই ইঙ্গিত করে না, তাঁর নাম, রূপ, গুণ এবং পরিকরেরও দ্যোতক। সব কিছু একই সঙ্গে প্রকট হয়।

এইভাবে ভগবানের শাশ্বত রূপ বসুদেবের চিত্ত থেকে দেবকীর চিত্তে স্থানান্তরিত হয়েছিল, ঠিক যেভাবে অস্তগামী সূর্যের কিরণ পূর্ব দিগন্তে উদীয়মান পূর্ণ চন্দ্রে প্রতিফলিত হয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের শরীর থেকে দেবকীর শরীরে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি সাধারণ জীবের পরিস্থিতির অতীত। শ্রীকৃষ্ণ যখন বিরাজমান হন, তখন বুঝতে হবে যে, নারায়ণ আদি তাঁর সমস্ত অংশ এবং নৃসিংহ, বরাহ আদি তাঁর সমস্ত অবতারেরাও তাঁর সঙ্গে রয়েছেন, এবং তাঁরা জড়-জাগতিক পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হন না। এইভাবে, দেবকী একমেবাদ্বিতীয় সর্বকারণের পরম কারণ ভগবানের ধামে পরিণত হয়েছিলেন। দেবকী ভগবানের ধামে পরিণত হয়েছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি কংসের গৃহে ছিলেন, তাই তাঁকে অবরুদ্ধ অগ্নিশিখা বা অপব্যবহৃত বিদ্যার মতো মনে হয়েছিল। অগ্নি যখন কোন পাত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, তখন তাঁর জ্যোতির্ময় কিরণ কেউই দেখতে পায় না। তেমনই, বিদ্যার যখন অপব্যবহার হয় এবং মানুষ যখন তার সুফল লাভ করতে পারে না, তখন তার মূল্য মানুষ বুঝতে পারে না। তেমনই, দেবকী কংসের কারাগারে অবরুদ্ধ থাকার দরুন, ভগবানকে অন্তরে ধারণ করার ফলে তাঁর যে দিব্য সৌন্দর্য তা কেউই দর্শন করতে পারেনি।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বীররাঘব আচার্য লিখেছেন, *বসুদেব-দেবকীজঠরয়োর্হৃদয়য়োর্ভগবতঃ সম্বন্ধঃ*। বসুদেবের হৃদয় থেকে দেবকীর গর্ভে ভগবানের প্রবেশ ছিল হৃদয়ের সম্পর্ক।

শ্লোক ১৯

সা দেবকী সর্বজগন্নিবাস-
নিবাসভূতা নিতরাং ন রেজে ।
ভোজেন্দ্রগেহেঽগ্নিশিখেব রুদ্ধা
সরস্বতী জ্ঞানখলে যথা সতী ॥ ১৯ ॥

সা দেবকী—সেই দেবকী; **সর্ব-জগৎ-নিবাস**—সমগ্র জগতের আশ্রয়স্বরূপ ভগবান (*মৎস্থানি সর্বভূতানি*); **নিবাস-ভূতা**—দেবকীর গর্ভ এখন ভগবানের বাসস্থানে পরিণত হয়েছিল; **নিতরাম্**—অত্যন্ত; **ন**—না; **রেজে**—উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল; **ভোজেন্দ্র-গেহে**—কংসের গৃহের সীমার ভিতরে; **অগ্নিশিখা ইব**—অগ্নিশিখার মতো; **রুদ্ধা**—আচ্ছাদিত; **সরস্বতী**—বিদ্যাদেবী; **জ্ঞানখলে**—জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তা বিতরণ করতে পারে না; **যথা**—যেমন; **সতী**—হওয়া সত্ত্বেও।

অনুবাদ

দেবকী সর্বকারণের পরম কারণ, সমগ্র জগতের আশ্রয় ভগবানকে তাঁর মধ্যে ধারণ করেছিলেন, কিন্তু কংসের গৃহে কারারুদ্ধ হওয়ার ফলে তাঁর সেই চিন্ময় সৌন্দর্য কেউ দর্শন করতে পারেনি, ঠিক যেমন পাত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত অগ্নির শিখা কেউ দেখতে পায় না, অথবা জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তা বিতরণ না করা হলে যেমন মানুষের তাতে কোন লাভ হয় না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *জ্ঞানখল* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জ্ঞানের সার্থকতা বিতরণের মধ্যে। যদিও পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান রয়েছে, তবুও বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকেরা যখন কোন বিশেষ ধরনের জ্ঞান প্রাপ্ত হন, তখন তাঁরা সারা পৃথিবী জুড়ে তা বিতরণ করেন, কারণ তা না হলে জ্ঞান ক্রমশ শুকিয়ে যায় এবং কেউই তার থেকে লাভবান হতে পারে না। ভারতবর্ষে *ভগবদ্গীতার* জ্ঞান রয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোন না কোন কারণে সারা পৃথিবী জুড়ে এই দিব্য ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞান বিতরণ হয়নি, যদিও এই জ্ঞান সমগ্র মানব-সমাজের জন্য। তাই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়ে সমস্ত ভারতবাসীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন সারা পৃথিবী জুড়ে *ভগবদ্গীতার* জ্ঞান বিতরণ করতে।

যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥

(*চৈঃ চঃ মধ্য* ৭/১২৮)

ভারতবর্ষে যদিও *ভগবদ্গীতার* দিব্যজ্ঞান রয়েছে, তবুও তা বিতরণ করার যে কর্তব্য, সেটি ভারতবাসীরা যথাযথভাবে গ্রহণ করেনি। তাই সেই জ্ঞান যথাযথভাবে বিতরণ করার জন্য আজ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সূচনা হয়েছে। পূর্বে যদিও *ভগবদ্গীতার* জ্ঞান বিতরণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু সেই সমস্ত প্রচেষ্টায় প্রকৃত জ্ঞানের বিকৃতি এবং জড়-জাগতিক জ্ঞানের সঙ্গে তার আপস মীমাংসার চেষ্টা করার ফলে তা সফল হয়নি। কিন্তু এখন কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন কোন রকম জড়-জাগতিক জ্ঞানের সঙ্গে আপস মীমাংসা না করে যথাযথভাবে *ভগবদ্গীতার* জ্ঞান বিতরণ করছে এবং মানুষ তাদের কৃষ্ণভাবনামৃত জাগরিত করে যথার্থই লাভবান হয়ে কৃষ্ণভক্তে পরিণত হচ্ছেন। তাই যথাযথভাবে জ্ঞান বিতরণ শুরু হলে সারা পৃথিবীরই কেবল মঙ্গল হবে তাই নয়, সমগ্র মানব-সমাজে ভারতবর্ষের মহিমা বর্ধিত হবে। কংস কৃষ্ণভক্তিকে তার গৃহে কারারুদ্ধ করে রাখতে

চেয়েছিল (*ভোজেন্দ্রগেহে*), কিন্তু তার ফলে তার সমস্ত ঐশ্বর্য সহ সে বিনষ্ট হয়েছিল। তেমনই, ভারতবর্ষের বিবেকবর্জিত নেতাদের দ্বারা *ভগবদ্‌গীতার* প্রকৃত জ্ঞান অবরুদ্ধ হয়েছে এবং তার ফলে ভারতের সংস্কৃতি ও ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান বিনষ্ট হতে চলেছে। কিন্তু এখন কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রভাবে তার প্রসার হচ্ছে এবং *ভগবদ্‌গীতার* যথার্থ সদ্ব্যবহারের প্রয়াস হচ্ছে।

শ্লোক ২০

তাং বীক্ষ্য কংসঃ প্রভয়াজিতান্তরাং
বিরোচয়ন্তীং ভবনং শুচিস্মিতাম্ ।
আহৈষ মে প্রাণহরো হরির্গুহাং
ধ্রুবং শ্রিতো যন্ন পুরেয়মীদৃশী ॥ ২০ ॥

তাম্—তাঁকে (দেবকীকে); **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **কংসঃ**—তাঁর ভ্রাতা কংস; **প্রভয়া**—তাঁর সৌন্দর্য এবং প্রভাব বর্ধিত হওয়ায়; **অজিত-অন্তরাম্**—অজিত ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে তাঁর অন্তরে ধারণ করার ফলে; **বিরোচয়ন্তীম্**—প্রকাশিত; **ভবনম্**—সারা গৃহ; **শুচি-স্মিতাম্**—হাস্যোজ্জ্বল; **আহ**—নিজেই নিজেকে বলেছিলেন; **এষঃ**—এই (পরম পুরুষ); **মে**—আমার; **প্রাণ-হরঃ**—প্রাণনাশক; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **গুহাম্**—দেবকীর উদরে; **ধ্রুবম্**—নিশ্চিতভাবে; **শ্রিতঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করেছে; **যৎ**—যেহেতু; **ন**—ছিল না; **পুরা**—পূর্বে; **ইয়ম্**—দেবকী; **ঈদৃশী**—এই প্রকার।

অনুবাদ

দেবকীর অন্তরে ভগবান বিরাজমান থাকায় তাঁর প্রভার দ্বারা কারাগৃহ আলোকিত হয়েছিল। তাঁকে আনন্দময়, শুদ্ধ এবং হাস্যোজ্জ্বল দর্শন করে কংস মনে মনে বিচার করেছিল, "আমার প্রাণনাশক ভগবান শ্রীবিষ্ণু নিশ্চয়ই দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করেছে, কারণ পূর্বে দেবকী কখনও এই রকম আনন্দময় এবং প্রভাবতী ছিল না।"

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (৪/৭) ভগবান বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

"হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।" এই যুগে সম্প্রতি মানুষের কর্তব্য সম্পাদনে অসম্ভব ত্রুটি দেখা যাচ্ছে। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জড় সভ্যতা শরীরের ভিতর জীবনী-শক্তি প্রদানকারী আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করে, কেবল শরীরের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনেরই গুরুত্ব দিচ্ছে। *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে (*দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে*), দেহের অভ্যন্তরে জীবনীশক্তি প্রদানকারী দেহী রয়েছে, যার গুরুত্ব অনেক বেশি। কিন্তু মানব-সমাজ এতই অধঃপতিত হয়েছে যে, দেহের অভ্যন্তরে সেই জীবনীশক্তিকে জানার পরিবর্তে, কেবল বাহ্যিক কার্যকলাপেই তারা সর্বদা ব্যস্ত। এটিই মানুষের কর্তব্যের অবহেলা। তাই শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন বা জন্মগ্রহণ করেছেন। সেই জন্য কংসের মতো মানুষেরা অত্যন্ত ভীত হয়ে এই আন্দোলন বন্ধ করার চেষ্টা করছে, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে। একজন রাজনীতিবিদ্ মন্তব্য করেছে যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এক মহামারীর মতো বিস্তার লাভ করছে এবং এখনই যদি তা রোধ না করা হয়, তা হলে দশ বছরের মধ্যে তা সরকারি ক্ষমতা দখল করে নিতে পারে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের অবশ্যই সেই ক্ষমতা রয়েছে। মহাজনেরা বলেছেন (*চৈঃ চঃ আদি* ১৭/২২), *কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার*—এই কলিযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে, এবং তার বিস্তার এইভাবে হতে থাকবে। যুবক সম্প্রদায় যে এই আন্দোলনকে গ্রহণ করছে এবং এই আন্দোলনের যে এইভাবে প্রসার হচ্ছে, তা দেখে কংসের মতো মানুষেরা অত্যন্ত ভীত, কিন্তু কংস যেমন শ্রীকৃষ্ণকে বধ করতে পারেনি, তেমনই কংসের মতো মানুষেরা এই আন্দোলনকে বাধা দিতে পারবে না। এই আন্দোলনের নেতারা যদি সমস্ত নিয়ম পালন করেন এবং নিয়মিতভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করাই তাঁদের প্রধান কর্তব্য বলে মনে করে কৃষ্ণভক্তিতে অবিচলিত থাকেন, তা হলে এই আন্দোলন ক্রমশ বর্ধিত হতে থাকবে।

শ্লোক ২১

কিমদ্য তস্মিন্ করণীয়মাশু মে
যদর্থতন্ত্রো ন বিহন্তি বিক্রমম্ ।
স্ত্রিয়াঃ স্বসুর্গুরুমত্যা বধোঽয়ং
যশঃ শ্রিয়ং হন্ত্যনুকালমায়ুঃ ॥ ২১ ॥

কিম্—কি; **অদ্য**—এখন; **তস্মিন্**—এই পরিস্থিতিতে; **করণীয়ম্**—করণীয়; **আশু**—অবিলম্বে; **মে**—আমার কর্তব্য; **যৎ**—যেহেতু; **অর্থ-তন্ত্রঃ**—পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সর্বদা সাধুদের রক্ষা করতে এবং অসাধুদের বিনাশ করতে দৃঢ়সঙ্কল্প; **ন**—করেন না; **বিহন্তি**—ত্যাগ করেন; **বিক্রমম্**—তাঁর পরাক্রম; **স্ত্রিয়াঃ**—একজন স্ত্রী; **স্বসুঃ**—আমার ভগ্নী; **গুরু-মত্যাঃ**—বিশেষ করে সে যখন গর্ভবতী; **বধঃ অয়ম্**—বধ করা; **যশঃ**—যশ; **শ্রিয়ম্**—ঐশ্বর্য; **হন্তি**—বিনষ্ট হবে; **অনুকালম্**—চিরকালের জন্য; **আয়ুঃ**—এবং আয়ু।

অনুবাদ

কংস ভেবেছিল, এখন আমার কি করা কর্তব্য? ভগবান, যিনি তাঁর উদ্দেশ্য জানেন (পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্), তিনি তাঁর বিক্রম পরিত্যাগ করবেন না। দেবকী একটি স্ত্রী, সে আমার ভগ্নী এবং অধিকন্তু সে গর্ভবতী। আমি যদি তাকে বধ করি, তা হলে আমার যশ, ঐশ্বর্য, আয়ু নিশ্চিতরূপে বিনষ্ট হবে।

তাৎপর্য

বৈদিক নীতি অনুসারে স্ত্রী, ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, শিশু এবং গাভী কখনও বধ করা উচিত নয়। এখানে আমরা দেখতে পাই যে, কংস ভগবানের মহাশত্রু হলেও বৈদিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন ছিল এবং আত্মার দেহান্তর ও এই জীবনের কর্ম অনুসারে পরবর্তী জীবনে ফলভোগের তথ্য অবগত ছিল। দেবকী যেহেতু একজন স্ত্রী, তার ভগ্নী এবং গর্ভবতী ছিল, তাই সে দেবকীকে বধ করতে ভীত হয়েছিল। ক্ষত্রিয় বীরোচিত কার্য করে যশ লাভ করে। কিন্তু তার আশ্রিতা, কারারুদ্ধা এক রমণীকে বধ করে সে কি বীরত্ব প্রদর্শন করবে? তাই কংসের শত্রু দেবকীর গর্ভে থাকলেও কংস হঠকারিতা করে দেবকীকে বধ করতে চায়নি, কারণ এই প্রকার অজ্ঞান স্থিতিতে শত্রুকে বধ করা বীরত্ব প্রদর্শন হবে না। ক্ষত্রিয় নীতি অনুসারে শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে উপযুক্ত অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে হয়। এইভাবে শত্রুকে বধ করে বিজয়ী যশ লাভ করেন । কংস এই বিষয়ে গভীরভাবে বিবেচনা করেছিল এবং তাই দেবকীকে বধ করা থেকে বিরত হয়েছিল, যদিও সে নিশ্চিতভাবে জানত যে, তার শত্রু ইতিমধ্যেই দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্লোক ২২

স এষ জীবন্ খলু সম্পরেতো
বর্তেত যোহত্যন্তনৃশংসিতেন ।
দেহে মৃতে তং মনুজাঃ শপন্তি
গন্তা তমোহন্ধং তনুমানিনো ধ্রুবম্ ॥ ২২ ॥

সঃ—তিনি; **এষঃ**—এই ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি; **জীবন্**—জীবিত অবস্থায়; **খলু**—ও; **সম্পরেতঃ**—মৃত; **বর্তেত**—জীবিত থাকে; **যঃ**—যে; **অত্যন্ত**—অত্যন্ত; **নৃশংসিতেন**—নিষ্ঠুর কর্মের দ্বারা; **দেহে**—দেহ যখন; **মৃতে**—শেষ হয়ে যায়; **তম্**—তাকে; **মনুজাঃ**—সমস্ত মানুষেরা; **শপন্তি**—নিন্দা করে; **গন্তা**—সে যাবে; **তমঃ-অন্ধম্**—নারকীয় জীবনে; **তনু-মানিনঃ**—দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত ব্যক্তির; **ধ্রুবম্**—নিঃসন্দেহে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি অত্যন্ত নিষ্ঠুর, সে জীবিত অবস্থায়ও মৃত, কারণ জীবিত অবস্থায় এবং তার মৃত্যুর পর সকলেই তাকে অভিশাপ প্রদান করতে থাকে। আর মৃত্যুর পর সেই দেহাত্মাভিমানী ব্যক্তি নিঃসন্দেহে অন্ধতম নামক নরকে প্রবেশ করে।

তাৎপর্য

কংস বিবেচনা করেছিল যে, সে যদি তার ভগ্নীকে হত্যা করে, তা হলে তার জীবিত অবস্থায় সকলে তার নিন্দা করবে এবং মৃত্যুর পর তার সেই নিষ্ঠুর কর্মের জন্য সে অন্ধতম নরকে প্রবেশ করবে। বলা হয় যে, কসাইয়ের মতো নিষ্ঠুর ব্যক্তির বেঁচে থাকা উচিত নয় এবং মরাও উচিত নয়। সে যখন বেঁচে থাকে, তখন সে তার পরবর্তী জীবনের জন্য এক নারকীয় অবস্থা সৃষ্টি করে, এবং তাই তার বেঁচে থাকা উচিত নয়। কিন্তু তার মরাও উচিত নয়, কারণ মৃত্যুর পর তাকে অন্ধতম নরকে প্রবেশ করতে হবে। অতএব উভয় পরিস্থিতিতেই সে অভিশপ্ত। আত্মার দেহান্তরের তত্ত্ব সম্বন্ধে ভালভাবে অবগত থাকার ফলে, কংস দেবকীকে বধ না করাই শ্রেয় বলে বিবেচনা করেছিল।

এই শ্লোকে *গন্তা তমোহন্ধং তনুমানিনো ধ্রুবম্* পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা বিস্তারিতভাবে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *বৈষ্ণবতোষণী-* *টীকায়* বলেছেন—*তত্র তনুমানিনঃ পাপিন ইতি দেহাত্মবুদ্ধ্যৈব*

পাপাভিনিবেশো ভবতি। যে ব্যক্তি দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত, সে মনে করে, "এই দেহটিই আমি", এবং এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সে পাপকর্মে লিপ্ত হয়। যে ব্যক্তি এই প্রকার ধারণার বশবর্তী হয়ে জীবন ধারণ করে, সে নারকী।

অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্ ॥
(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৩০)

যে ব্যক্তি দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত, তার ইন্দ্রিয়ের উপর কোন সংযম নেই। এই প্রকার ব্যক্তি আত্মার দেহান্তরের তত্ত্ব না জেনে আহার, পান, আনন্দ উপভোগ এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য যে কোন পাপকর্মে লিপ্ত হতে পারে। এই প্রকার ব্যক্তি যা ইচ্ছা তাই করে, এবং সেই জন্য প্রকৃতির নিয়মে বিভিন্ন প্রকার জড় দেহে বার বার অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে।

যাবৎ ক্রিয়াস্তাবদিদং মনো বৈ
কর্মাত্মকং যেন শরীরবন্ধঃ ।
(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/৫/৫)

দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ *কর্মানুবন্ধ* বা কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ থেকে জড় দেহ ধারণ করতে বাধ্য হয়। *শরীরবন্ধ* অর্থাৎ জড় দেহের বন্ধন দুঃখ-দুর্দশার উৎস (*ক্লেশদ*)।

ন সাধু মন্যে যত আত্মনোঽয়ম্
অসন্নপি ক্লেশদ আস দেহঃ ॥

জড় শরীর যদিও অনিত্য, তবুও তা নানাভাবে জীবকে ক্লেশ প্রদান করে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মানব-সভ্যতা আজ *তনুমানী* অর্থাৎ, দেহাত্মবুদ্ধির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, যার ফলে মানুষ মনে করে "আমি এই দেশের অধিবাসী", "আমি এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত" ইত্যাদি। আমাদের সকলেরই ব্যক্তিগত ধারণা রয়েছে এবং আমরা ক্রমশ ব্যক্তিগতভাবে, সামাজিকভাবে, সাম্প্রদায়িকভাবে এবং জাতিগতভাবে *কর্মানুবন্ধের* পাপকর্মে ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছি। দেহ ধারণের জন্য মানুষ অন্য প্রাণীদের দেহ বধ করে *কর্মানুবন্ধে* জড়িয়ে পড়ছে। তাই শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, *তনুমানী* অর্থাৎ যারা দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত, তারা পাপী। এই প্রকার পাপী ব্যক্তিদের চরমে অন্ধতম নরকে প্রবেশ করতে হয় (*গন্তা তমোঽন্ধম্*)। বিশেষ করে যে ব্যক্তি

পশু হত্যা করে দেহধারণ করতে চায়, সে মহাপাপী এবং তার পক্ষে আধ্যাত্মিক জীবনের মূল্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয় না। *ভগবদ্গীতায়* (১৬/১৯-২০) ভগবান বলেছেন—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি ।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥

"সেই বিদ্বেষী, ক্রূর, নরাধমদের আমি এই সংসারেই অশুভ আসুরী যোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করি। হে অর্জুন, অসুরযোনি প্রাপ্ত হয়ে সেই মূঢ় ব্যক্তিরা জন্মে জন্মে আমাকে লাভ করতে অক্ষম হয়ে তার থেকেও অধম গতি প্রাপ্ত হয়।" মানুষের কর্তব্য হচ্ছে বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর এই পরম সৌভাগ্য অর্জন করে, মনুষ্য-জীবনের মূল্য হৃদয়ঙ্গম করা। তাই মানুষের অবশ্য কর্তব্য *তনুমানী* অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানকে উপলব্ধি করা।

শ্লোক ২৩

ইতি ঘোরতমাদ্ ভাবাৎ সন্নিবৃত্তঃ স্বয়ং প্রভুঃ ।
আস্তে প্রতীক্ষংস্তজ্জন্ম হরের্বৈরানুবন্ধকৃৎ ॥ ২৩ ॥

ইতি—এইভাবে বিচার করে; **ঘোর-তমাৎ ভাবাৎ**—কিভাবে তার ভগ্নীকে হত্যা করবে, সেই অত্যন্ত জঘন্য চিন্তা থেকে; **সন্নিবৃত্তঃ**—নিবৃত্ত হয়েছিল; **স্বয়ম্**—স্বয়ং বিচার করে; **প্রভুঃ**—জ্ঞানী কংস; **আস্তে**—ছিল; **প্রতীক্ষন্**—সেই সময়ের প্রতীক্ষা করে; **তৎ-জন্ম**—তাঁর জন্ম হওয়া পর্যন্ত; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির; **বৈর-অনুবন্ধকৃৎ**—এই প্রকার বিদ্বেষভাব পোষণ করতে বদ্ধপরিকর।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে বিচার করে কংস ভগবানের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করতে বদ্ধপরিকর হওয়া সত্ত্বেও ভগ্নীবধরূপ জঘন্য কার্য থেকে বিরত হয়েছিল। সে স্থির করেছিল যে, ভগবানের জন্ম হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে এবং তারপর যা করণীয় তা করবে।

শ্লোক ২৪

আসীনঃ সংবিশংস্তিষ্ঠন্ ভুঞ্জানঃ পর্যটন্ মহীম্ ।
চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপশ্যৎ তন্ময়ং জগৎ ॥ ২৪ ॥

আসীনঃ—তার ঘরে অথবা সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে; **সংবিশন্**—অথবা শয্যায় শয়ন করে; **তিষ্ঠন্**—অথবা কোন স্থানে অবস্থান করে; **ভুঞ্জানঃ**—আহার করার সময়; **পর্যটন্**—বিচরণ করার সময়; **মহীম্**—ভূমিতে; **চিন্তয়ানঃ**—সর্বদা শত্রুভাবে চিন্তা করে; **হৃষীকেশম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **অপশ্যৎ**—দর্শন করেছিলেন; **তৎ-ময়ম্**—কৃষ্ণময়; **জগৎ**—সমগ্র জগৎ।

অনুবাদ

কংস সিংহাসনে অথবা তার ঘরে উপবেশন করার সময়, শয্যায় শয়ন করার সময়, কোন স্থানে অবস্থান করার সময়, ভোজন করার সময় অথবা বিচরণ করার সময় সর্বদাই তার শত্রু ভগবান হৃষীকেশকে কেবল দর্শন করেছিল। অর্থাৎ, তার সর্বব্যাপক শত্রুর কথা চিন্তা করে কংস প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী সর্বোত্তম কৃষ্ণভক্তিকে *আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্* বা অনুকূলভাবে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন বলে বর্ণনা করেছেন। নিঃসন্দেহে কংসও কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত ছিল, কিন্তু সে শ্রীকৃষ্ণকে তার শত্রু বলে মনে করার ফলে সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকলেও তার সেই চেতনা অনুকূল ছিল না। কৃষ্ণভাবনার অনুকূল অনুশীলনের ফলে মানুষ এতই সুখী হন যে, তিনি আর *কৈবল্যসুখম্* বা শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বে লীন হয়ে যাওয়াকেও খুব একটা লাভজনক বলে মনে করেন না। *কৈবল্যং নরকায়তে*। নির্বিশেষবাদীদের চরম লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বে বা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়াকে কৃষ্ণভক্ত নরকতুল্য বলে মনে করেন। *কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে*। কর্মীরা স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত সেই স্বর্গলোকে উন্নতিকে আকাশকুসুমের মতো নিরর্থক বলে মনে করেন। *দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে*। যোগীরা তাদের ইন্দ্রিয় সংযম করে সুখী হতে চায়, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত সেই যোগের পন্থাকেও উপেক্ষা করেন। তিনি তাঁর পরম শত্রু বিষধর সর্পের মতো ভয়ঙ্কর ইন্দ্রিয়গুলির ভয়েও

ভীত নন। কারণ অনুকূলভাবে যে কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করছেন, তাঁর কাছে কর্মী, জ্ঞানী এবং যোগীদের আনন্দ নিতান্তই তুচ্ছ বলে মনে হয়। কংস কিন্তু অন্যভাবে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হওয়ায় অর্থাৎ বৈরীভাবাপন্ন হওয়ার ফলে, শয়নে, উপবেশনে, ভ্রমণে অথবা ভোজনে সর্বদাই ভয়ভীত হয়ে বিপদ অনুভব করেছিল। এটিই ভক্ত এবং অভক্তদের মধ্যে পার্থক্য। ভগবানকে সর্বদা এড়াবার চেষ্টা করে, অভক্ত অথবা নাস্তিকেরাও ভগবৎ-চেতনার অনুশীলন করে। যেমন, তথাকথিত সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা, যারা রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণের ফলে জীবন সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। তারা বাহ্য জড় উপাদানগুলিকে পরমতত্ত্ব বলে মনে করে। এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা জীবনকে ভগবানের বিভিন্ন অংশ বলে মানতে চায় না। *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাটি, জল, আগুন, বায়ু ইত্যাদির সমন্বয়ের ফলে জীবের উদ্ভব হয় না, পক্ষান্তরে জীব হচ্ছে ভগবানের বিভিন্ন অংশ (*মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ*)। কেউ যদি বুঝতে পারেন যে, জীব হচ্ছে ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তা হলে তিনি জীবের প্রকৃতি অধ্যয়ন করার দ্বারা ভগবানের প্রকৃতিও উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু নাস্তিকেরা যেহেতু ভগবদ্ভাবনায় আগ্রহী নয়, তাই তারা নানা রকম প্রতিকূল পন্থায় কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করার দ্বারা সুখী হওয়ার চেষ্টা করে।

কংস যদিও সর্বদাই ভগবান শ্রীহরির চিন্তায় মগ্ন ছিল, তবুও সে সুখী হতে পারেনি। ভক্ত কিন্তু রাজপ্রাসাদেই থাকুন অথবা গাছের তলাতেই থাকুন, সর্বদাই সুখী। শ্রীল রূপ গোস্বামী গাছের তলায় থাকার জন্য মন্ত্রীত্বের পদ ত্যাগ করেছিলেন, তবুও তিনি সুখী ছিলেন। *ত্যক্ত্বা তূর্ণমশেষমণ্ডলপতিশ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ* (*ষড়্‌গোস্বামী-অষ্টক* ৪)। তিনি মন্ত্রীরূপে অতি উচ্চ রাজপদের পরোয়া করেননি। বৃন্দাবনে একটি গাছের নীচে থেকে, অনুকূলভাবে ভগবানের সেবা করে, তিনি অধিক সুখ উপভোগ করেছিলেন। এটিই ভক্ত এবং অভক্তদের পার্থক্য। অভক্তের কাছে সারা জগৎ নানা সমস্যায় জর্জরিত, কিন্তু ভক্তের কাছে সারা জগৎ আনন্দময়।

বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে ।
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ ॥

(*চৈতন্যচন্দ্রামৃত* ৯৫)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় সেই সুখদায়ক পরিস্থিতি ভক্ত প্রাপ্ত হন। *যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে* (*ভগবদ্গীতা* ৬/২২)। ভক্ত আপাতদৃষ্টিতে মহাসঙ্কটে পতিত হলেও বিচলিত হন না।

শ্লোক ২৫

ব্রহ্মা ভবশ্চ তত্রেত্য মুনিভির্নারদাদিভিঃ।
দেবৈঃ সানুচরৈঃ সাকং গীর্ভির্বৃষণমৈড়য়ন্ ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মা—চতুরানন; **ভবঃ চ**—এবং শিব; **তত্র**—সেখানে; **এত্য**—উপস্থিত হয়ে; **মুনিভিঃ**—মহর্ষিগণ সহ; **নারদ-আদিভিঃ**—নারদ আদির দ্বারা; **দেবৈঃ**—এবং ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ আদি দেবতাদের দ্বারা; **স-অনুচরৈঃ**—তাঁদের অনুচরগণ সহ; **সাকম্**—সহ; **গীর্ভিঃ**—দিব্য স্তবের দ্বারা; **বৃষণম্**—সকলকে বর প্রদানে সক্ষম ভগবান; **ঐড়য়ন্**—প্রসন্ন করেছিলেন।

অনুবাদ

নারদ, দেবল, ব্যাস প্রমুখ ঋষিগণ এবং ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণ সহ ব্রহ্মা এবং শিব অদৃশ্যভাবে দেবকীর কক্ষে আগমন করে, সকলে একত্রে সর্ব আশীর্বাদ প্রদানকারী ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য স্তব করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ (*পদ্ম-পুরাণ*)। দুই প্রকার মানুষ রয়েছে—দৈব এবং অসুর, এবং তাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। কংস ছিল একটি অসুর এবং তাই সে সর্বদা পরিকল্পনা করছিল কিভাবে ভগবানকে অথবা তাঁর মাতা দেবকীকে হত্যা করা যায়। এইভাবে সেও কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত ছিল। কিন্তু ভক্তরা অনুকূলভাবে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত (*বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈবঃ*)। ব্রহ্মা এত ক্ষমতাসম্পন্ন যে, তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্যের অধ্যক্ষ, তবুও ভগবানকে স্বাগত জানাবার জন্য তিনি স্বয়ং এসেছিলেন। ভব বা শিব সর্বদা ভগবানের নাম কীর্তন করে আনন্দে মগ্ন থাকেন। আর নারদের কি কথা? *নারদমুনি, বাজায় বীণা, রাধিকারমণ-নামে*। নারদ মুনি সর্বদা তাঁর বীণা বাজিয়ে ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে করতে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিচরণ করে ভক্তকে খুঁজে বেড়ান অথবা কাউকে ভক্তে পরিণত করার চেষ্টা করেন। নারদ মুনির কৃপায় একজন ব্যাধও ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাঁর *তোষণীতে* বলেছেন যে, *নারদাদিভিঃ* শব্দের অর্থ নারদ এবং দেবতাদের সঙ্গে সনক, সনাতন প্রভৃতি মহাত্মারাও ভগবানকে সম্বর্ধনা অথবা স্বাগত জানাতে এসেছিলেন। কংস যদিও দেবকীকে বধ করার পরিকল্পনা করছিল, তবুও সেও ভগবানের আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করছিল (*প্রতীক্ষংস্তজ্জন্ম*)।

এবং তাই আপনি অন্তর্যামী । আপনি সকলের প্রতি সমদর্শী, এবং আপনার উপদেশ সর্বলোকের, সর্বকালের উপযোগী। আপনি সমস্ত সত্যের আদি। তাই আমরা আপনাকে প্রণতি নিবেদন করে আপনার শরণ গ্রহণ করি, দয়া করে আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

দেবতা অথবা ভক্তরা পূর্ণরূপে জানেন যে, এই জড় জগতেই হোক অথবা চিৎ-জগতেই হোক, ভগবানই হচ্ছেন পরম সত্য। তাই *শ্রীমদ্ভাগবত* শুরু হয়েছে *ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ... সত্যং পরং ধীমহি,* এই পদের দ্বারা। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম সত্য। সেই পরম সত্যকে লাভ করা যায় বা হৃদয়ঙ্গম করা যায় সেই পরম উপায়ের দ্বারা, যে সম্বন্ধে পরম সত্য ঘোষণা করেছেন—*ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ* (*ভগবদ্‌গীতা* ১৮/৫৫)। ভক্তিই ভগবানকে জানার একমাত্র পন্থা। তাই দেবতারা নিজেদের রক্ষার জন্য পরম সত্যেরই শরণাগত হন, আপেক্ষিক সত্যের নয়। অনেকেই বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে, কিন্তু পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/২৩) ঘোষণা করেছেন, *অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ ভবত্যল্পমেধসাম্*—"অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা দেবতাদের পূজা করে, ও তার ফল সীমিত ও অনিত্য।" দেবতাদের পূজা সাময়িকভাবে কার্যকরী হতে পারে, কিন্তু তার ফল অন্তবৎ বা বিনাশশীল। এই জড় জগৎ অনিত্য, দেবতারা অনিত্য, এবং দেবতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বরও অনিত্য, কিন্তু জীব নিত্য (*নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*)। তাই প্রতিটি জীবেরই অবশ্য কর্তব্য নিত্য আনন্দের অন্বেষণ করা, অনিত্য সুখের নয়। *সত্যং পরং ধীমহি* পদটি ইঙ্গিত করে যে, মানুষের কর্তব্য পরম সত্যের অন্বেষণ করা, আপেক্ষিক সত্যের নয়। ভগবান নৃসিংহদেবের কাছে প্রার্থনা করার সময় প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছিলেন—

বালস্য নেহ শরণং পিতরৌ নৃসিংহ
নার্তস্য চাগদমুদম্বতি মজ্জতো নৌঃ ।

সাধারণত মনে করা হয় যে, পিতা-মাতাই হচ্ছেন শিশুর রক্ষক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। প্রকৃত রক্ষক হচ্ছেন ভগবান।

তপ্তস্য তৎপ্রতিবিধির্য ইহাঞ্জসেষ্ট-
স্তাবদ্ বিভো তনুভৃতাং ত্বদুপেক্ষিতানাম্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৯/১৯)

ভগবান যদি উপেক্ষা করেন, তা হলে পিতা-মাতার উপস্থিতি সত্ত্বেও শিশুকে কষ্টভোগ করতে হয়, এবং রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্ত ঔষধের সহায়তা সত্ত্বেও মৃত্যু হয়। এই জড় জগতে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে মানুষেরা রক্ষার বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করেছে, কিন্তু ভগবান যদি প্রত্যাখ্যান করেন তা হলে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। তাই দেবতারা সেই কথা যথাযথভাবে জেনে বলেছেন—*সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ*—"হে ভগবান! আপনিই প্রকৃতপক্ষে রক্ষা করতে পারেন, এবং তাই আমরা আপনার শরণাগত হয়েছি।"

ভগবান চান যে, সকলেই যেন তাঁর শরণাগত হয় (*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*), এবং তিনি আরও বলেছেন—

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে ।
অভয়ং সর্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥

"কেউ যদি ঐকান্তিকভাবে আমার শরণাগত হয়ে বলে, 'হে ভগবান, আজ থেকে আমি সম্পূর্ণরূপে আপনার শরণাগত,' তা হলে আমি সর্বদা তাকে রক্ষা করি। এটিই আমার প্রতিজ্ঞা।" (*রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড* ১৮/৩৩) দেবতারা ভগবানের কাছে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন, কারণ তিনি এখন কংস এবং তার অনুচরদের দ্বারা উৎপীড়িত ভক্তদের রক্ষা করার জন্য তাঁর ভক্ত দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন। এইভাবে ভগবান *সত্যব্রত* রূপে আচরণ করেন। ভগবান যে সুরক্ষা প্রদান করেন, তার তুলনা দেবতাদের সুরক্ষার সঙ্গে হয় না। রাবণ ছিল শিবের মহাভক্ত, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র যখন তাঁকে বধ করতে চেয়েছিলেন, তখন শিব তাকে রক্ষা করতে পারেননি।

নারদাদি ঋষিগণ এবং বহু দেবতাগণ সহ ব্রহ্মা ও শিব অদৃশ্যভাবে কংসের আলয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা এমন সমস্ত মনোনীত শ্লোকের দ্বারা ভগবানের স্তব করছিলেন, যা ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয় এবং ভক্তির বাসনা পূর্ণ করে। তাঁরা প্রথমে ভগবানকে *সত্যব্রত* বলে সম্বোধন করেছেন। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাধুদের রক্ষা করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এই জড় জগতে অবতরণ করেন। সেটি তাঁর প্রতিজ্ঞা। দেবতারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভগবান তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য দেবকীর গর্ভে অবস্থান করছেন। ভগবান যে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন, সেই জন্য দেবতারা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং তাই তাঁরা তাঁকে *সত্যং পরম্* বলে সম্বোধন করেছেন।

সকলেই সত্যের অন্বেষণ করে। সেটিই জীবন-দর্শনের পন্থা। দেবতারা

আমাদের জানিয়ে দেন যে, পরম সত্য হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। যিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হন, তিনি পরম সত্যকে লাভ করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম সত্য। নিত্য কালের তিন অবস্থায় যে আপেক্ষিক সত্য, তা সত্য নয়। কাল অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই তিনটি ভাগে বিভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সর্বকালেই সত্য। জড় জগতে সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হয়, অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎরূপে কালের দ্বারা। কিন্তু সৃষ্টির পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, সৃষ্টির পর সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করে বিরাজ করছে, এবং এই সৃষ্টি যখন লয় হয়ে যাবে, তখনও শ্রীকৃষ্ণ থাকবেন। তাই তিনি সর্ব অবস্থাতেই পরম সত্য। এই জড় জগতে যদি কোন সত্য থেকে থাকে, তা হলে তা পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত। এই জড় জগতে যদি কোন ঐশ্বর্য থেকে থাকে, তা হলে সেই ঐশ্বর্যেরও কারণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। এই জড় জগতে যদি কোন যশ থেকে থাকে, তা হলে সেই যশের কারণ শ্রীকৃষ্ণ। এই জড় জগতে যদি কোন বল থেকে থাকে, তা হলে সেই বলের কারণ শ্রীকৃষ্ণ। এই জড় জগতে যদি কোন জ্ঞান থেকে থাকে, তা হলে সেই জ্ঞানের কারণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত আপেক্ষিক সত্যের উৎস।

ভক্তরা তাই ব্রহ্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রার্থনা করেন—*গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি*, এবং সেই আদি পুরুষ পরম সত্য গোবিন্দের আরাধনা করেন। সর্বস্থানে সব কিছুই *জ্ঞান-বল-ক্রিয়া* দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই, যদি পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ শক্তি এবং পূর্ণ ক্রিয়া না থাকে, তা হলে সেই প্রচেষ্টা সার্থক হয় না। তাই কেউ যদি সমস্ত প্রচেষ্টায় সফল হতে চায়, তা হলে তাকে এই তিনটি তত্ত্বের সহায়তা প্রয়োজন হয়। *বেদে* (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/৮) ভগবান সম্বন্ধে এই তথ্যটি প্রদান করা হয়েছে—

ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ ॥

ভগবানকে স্বয়ং কিছু করতে হয় না, কারণ তাঁর এমন শক্তি রয়েছে যে, তিনি যা কিছু করতে চান, তাই জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণের দ্বারা নিখুঁতভাবে সম্পাদিত হয় (*স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ*)। তেমনই যাঁরা ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁদের বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হয় না। সারা পৃথিবী জুড়ে দশ হাজারেরও অধিক ভক্ত, যাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারে যুক্ত, তাঁদের কোন স্থায়ী

বৃত্তি নেই, তবুও দেখা যায় যে, তাঁদের কোন অভাব তো নেই-ই, উপরন্তু তাঁরা ঐশ্বর্যপূর্ণ জীবন যাপন করছে। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২২) ভগবান বলেছেন —

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে ।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥

"অনন্য চিত্তে আমার চিন্তায় মগ্ন হয়ে যাঁরা আমার উপাসনা করেন, আমি তাঁদের সমস্ত অভাব পূরণ করি এবং তাদের প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ করি।" ভবিষ্যতে কি হবে, কোথায় থাকবেন অথবা তাঁরা কি খাবেন, সেই সম্বন্ধে ভক্তের কোন উৎকণ্ঠা নেই, কারণ ভগবানই তাঁদের পালন করেন এবং তাঁদের সমস্ত অভাব মোচন করেন। সেই সম্বন্ধে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*— "হে কৌন্তেয়! দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা কর যে, আমার ভক্তের কখনও বিনাশ হবে না।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/৩১) তাই সমস্ত পরিস্থিতিতে আমরা যদি সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত থাকি, তা হলে জীবন সংগ্রামের কোন প্রশ্নই ওঠে না। এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ মধ্বাচার্য তাঁর টীকায় *তন্ত্র-ভাগবত* থেকে একটি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ উক্তি প্রদান করেছেন—

সচ্ছব্দ উত্তমং ব্রূয়াদানন্দন্তীতি বৈ বদেৎ ।
যেতিজ্ঞানং সমুদ্দিষ্টং পূর্ণানন্দদৃশিস্ততঃ ॥

. . .

অত্তৃত্বাচ্চ তদা দানাৎ সত্যাত্ত্য চোচ্যতে বিভুঃ ॥

সত্যস্য যোনিম্ শব্দ দুটির বিশ্লেষণ করে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অবতারী। সমস্ত অবতারেরা পরম সত্য, তবুও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অবতারের উৎস। *দীপার্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য দীপায়তে* (*ব্রহ্ম-সংহিতা* ৫/৪৬)। সমদীপ্তি সমন্বিত বহু দীপ রয়েছে, কিন্তু প্রথম একটি দীপ একের পর এক দীপগুলিকে প্রজ্বলিত করে। তেমনই বহু অবতার রয়েছে, যাদের দীপের সঙ্গে তুলনা করা যায়, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন প্রথম দীপ। *গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।*

ভগবানের আদেশ পালন করার জন্য দেবতাদের ভগবানের পূজা করতে হয়, কিন্তু কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, ভগবান যেহেতু দেবকীর গর্ভে ছিলেন, তাই তাঁকেও জড় শরীর গ্রহণ করে আসতে হয়েছিল। অতএব কেন তাঁর পূজা করা হবে? একজন সাধারণ মানুষ এবং ভগবানের মধ্যে পার্থক্য কি? সেই প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী শ্লোকে দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ২৭

একায়নোঽসৌ দ্বিফলস্ত্রিমূল-
শ্চতূরসঃ পঞ্চবিধঃ ষড়াত্মা ।
সপ্তত্বগষ্টবিটপো নবাক্ষো
দশচ্ছদী দ্বিখগো হ্যাদিবৃক্ষঃ ॥ ২৭ ॥

এক-অয়নঃ—সাধারণ জীবের শরীর সম্পূর্ণরূপে জড় উপাদানের উপর নির্ভরশীল; **অসৌ**—তা; **দ্বি-ফলঃ**—এই শরীরে কর্মের ফলস্বরূপ আমরা সুখ এবং দুঃখ ভোগ করি; **ত্রি-মূলঃ**—সত্ত্ব, রজ এবং তম, এই তিনটি গুণ তার তিনটি মূল; **চতুঃ-রসঃ**—চারটি রস*; **পঞ্চবিধঃ**—পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্); **ষট্-আত্মা**—ছয়টি পরিস্থিতি (শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা); **সপ্ত-ত্বক্**—সপ্ত আবরণ (ত্বক্, রুধির, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র); **অষ্ট-বিটপঃ**—আটটি শাখা (পাঁচটি স্থূল উপাদান—মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ এবং তিনটি সূক্ষ্ম উপাদান—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার); **নব-অক্ষঃ**—নটি ছিদ্র; **দশ-ছদী**—দশ প্রকার প্রাণ সেই বৃক্ষের পত্রসদৃশ; **দ্বি-খগঃ**—দুটি পক্ষী (জীবাত্মা এবং পরমাত্মা); **হি**—বস্তুতপক্ষে; **আদি-বৃক্ষঃ**—এটিই আদি বৃক্ষ বা জড় শরীর (ব্যষ্টি অথবা সমষ্টি)।

অনুবাদ

এই দেহ (সমষ্টি এবং ব্যষ্টি) আদি বৃক্ষস্বরূপ, প্রকৃতি তার আশ্রয় এবং সুখ ও দুঃখ তার দুটি ফল। সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি গুণ তার মূল। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারটিই রস, যা আস্বাদন হয় পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও পিপাসা—এই ছ'টি পরিস্থিতিতে। এই বৃক্ষের সাতটি আবরণ হচ্ছে—ত্বক্, রুধির, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, এবং এই বৃক্ষের আটটি শাখা হচ্ছে পাঁচটি স্থূল ও তিনটি সূক্ষ্ম উপাদান—মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার। এই বৃক্ষরূপ দেহের নটি ছিদ্র—দুটি চক্ষু, দুটি কর্ণ, দুটি নাসিকা, মুখ, পায়ু এবং উপস্থ, এবং তার দশটি পত্র হচ্ছে দেহের মধ্যস্থিত দশ প্রকার বায়ু। এই শরীররূপী বৃক্ষে দুটি পক্ষী রয়েছে—জীবাত্মা এবং পরমাত্মা।

---

*বৃক্ষ যেমন মাটি থেকে রস সংগ্রহ করে, তেমনই দেহ ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ—এই চারটি রস আস্বাদন করে।

তাৎপর্য

এই জড় জগৎ পাঁচটি উপাদান—মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ দিয়ে গঠিত, এবং সেগুলি শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত। জড় বৈজ্ঞানিকেরা যদিও এই পাঁচটি মূল তত্ত্বকে জড় জগতের কারণ বলে স্বীকার করে, তবুও তারা জানে না যে, এই সমস্ত স্থূল এবং সূক্ষ্ম উপাদানগুলি শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, এবং জড় জগতে কার্য করছে যে জীব, তারাও তাঁর তটস্থা শক্তি থেকে উদ্ভূত। *ভগবদ্গীতার* সপ্তম অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমগ্র জড় জগৎ শ্রীকৃষ্ণের দুটি শক্তি—পরা প্রকৃতি এবং অপরা প্রকৃতির সমন্বয়। জীব পরা প্রকৃতি এবং জড় উপাদানগুলি ভগবানের অপরা প্রকৃতি। সুপ্ত অবস্থায় সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে থাকে।

জড় বৈজ্ঞানিকেরা জড় শরীরের গঠন সম্বন্ধে এই প্রকার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে পারে না। জড় বৈজ্ঞানিকেরা কেবল জড় পদার্থেরই বিশ্লেষণ করে, কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়, কারণ জীব তার জড় শরীর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। *ভগবদ্গীতায়* (৭/৫) ভগবান বলেছেন—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

"হে মহাবাহো, এই নিকৃষ্টা প্রকৃতি ব্যতীত আমার আর একটি উৎকৃষ্টা প্রকৃতি রয়েছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি থেকে সমস্ত জীব নিঃসৃত হয়ে এই জড় জগৎকে ধারণ করে আছে।" জড় উপাদানগুলি যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত, তবুও সেগুলি ভিন্ন তত্ত্ব এবং জীবতত্ত্ব তাদের ধারণ করে।

দ্বিখগঃ শব্দটি ইঙ্গিত করে যে দেহের ভিতরে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা একটি বৃক্ষে দুটি পাখির মতো। *খ* শব্দের অর্থ 'আকাশ' এবং *গ* অর্থে 'যে ওড়ে'। অর্থাৎ *দ্বিখগঃ* শব্দে দুটি পাখিকে বোঝানো হয়েছে। দেহরূপ বৃক্ষে দুটি পাখি বা দুটি *আত্মা* রয়েছে, এবং তারা সর্বদাই পরস্পর থেকে ভিন্ন। *ভগবদ্গীতায়* (১৩/৩) ভগবান বলেছেন, *ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত*—"হে ভারত! জেনে রেখো যে, আমি সমস্ত শরীরেরও জ্ঞাতা।" *ক্ষেত্রজ্ঞ* বা দেহের মালিকও *খগ* বা জীব। দেহের ভিতরে এই প্রকার দুজন *ক্ষেত্রজ্ঞ* রয়েছে, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। জীবাত্মা তার নিজের শরীরের মালিক, কিন্তু পরমাত্মা সমস্ত জীবের শরীরে বিরাজমান। বৈদিক শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোথাও শরীরের গঠন সম্পর্কে এই প্রকার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ পাওয়া যায় না।

দুটি পাখি যখন একটি বৃক্ষে প্রবেশ করে, তখন অজ্ঞতাবশত মনে হতে পারে যে, সেই দুটি পাখি এক হয়ে গেছে অথবা বৃক্ষে লীন হয়ে গেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয় না। প্রতিটি পাখিই তার স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখে। তেমনই, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এক হয়ে যায় না। এমন কি তারা জড় তত্ত্বে লীনও হয়ে যায় না। জীব জড় পদার্থের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সে তাতে লীন হয়ে যায় বা মিশে যায় (*অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ*), যদিও জড় বৈজ্ঞানিকেরা ভ্রান্তভাবে মনে করে যে, জৈব এবং অজৈব অথবা জড় এবং চেতনের মিশ্রণ হয়।

বৈদিক জ্ঞান কারারুদ্ধ বা গুপ্ত ছিল, কিন্তু প্রতিটি মানুষের এই সত্য জানার প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান অজ্ঞান সভ্যতা কেবল দেহেরই বিশ্লেষণ করতে ব্যস্ত, এবং তার ফলে ভ্রান্তিবশত মানুষ মনে করছে যে, দেহের ভিতরে যে জীবনীশক্তি রয়েছে তা বিশেষ জড় অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে। আত্মা সম্বন্ধে মানুষের কোন জ্ঞান নেই, কিন্তু এই শ্লোকে সম্যক্‌রূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, দুটি আত্মা রয়েছে (*দ্বিখগ*)—জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। পরমাত্মা প্রতিটি শরীরে উপস্থিত (*ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*), কিন্তু জীবাত্মা কেবল তার নিজের দেহে অবস্থিত (*দেহী*) এবং সে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়।

শ্লোক ২৮

ত্বমেক এবাস্য সতঃ প্রসূতি-
স্ত্বং সন্নিধানং ত্বমনুগ্রহশ্চ ।
ত্বন্মায়য়া সংবৃতচেতসস্ত্বাং
পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতো যে ॥ ২৮ ॥

ত্বম্—আপনি (হে ভগবান); **একঃ**—অদ্বিতীয়, আপনিই সব; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অস্য সতঃ**—এই পরিদৃশ্যমান জগতের; **প্রসূতিঃ**—আদি উৎস; **ত্বম্**—আপনি; **সন্নিধানম্**—সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেলে, এই প্রকার সমস্ত শক্তির সংরক্ষণ; **ত্বম্**—আপনি; **অনুগ্রহঃ চ**—এবং পালনকর্তা; **ত্বৎ-মায়য়া**—আপনার মায়ার দ্বারা; **সংবৃত-চেতসঃ**—যাদের বুদ্ধি এই প্রকার মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত; **ত্বাম্**—আপনাকে; **পশ্যন্তি**—দর্শন করে; **নানা**—বহু প্রকার; **ন**—না; **বিপশ্চিতঃ**—বিদ্বান পণ্ডিত বা ভক্তগণ; **যে**—যাঁরা।

অনুবাদ

হে ভগবান! এই সংসাররূপ আদি বৃক্ষের আপনিই একমাত্র উপাদান কারণ। আপনিই তার একমাত্র পালনকর্তা এবং প্রলয়ের পর আপনার মধ্যেই সব কিছু সংরক্ষণ হয়। যারা আপনার মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন, তারা এই জগতের পিছনে যে আপনি রয়েছেন তা দেখতে পায় না, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী ভক্তদের দৃষ্টি তাদের মতো নয়।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা, শিব এমন কি বিষ্ণু পর্যন্ত বিভিন্ন দেবতাদের এই জগতের স্রষ্টা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা বলে মনে করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা তা নন। বাস্তব সত্য হচ্ছে, বিভিন্ন শক্তিরূপে ভগবানই সব কিছু। *একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম*। কোন দ্বিতীয় অস্তিত্ব নেই। প্রকৃতপক্ষে যারা *বিপশ্চিৎ* বা বিদ্বান, তাঁরা জীবনের যে কোন পরিস্থিতিতে ভগবানকে জানতে এবং দর্শন করতে সমর্থ। *প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি* (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৩৮)। তত্ত্বদ্রষ্টা ভক্তরা দুঃখ-দুর্দশাকেও ভগবানের কৃপা বলে মনে করেন। ভক্ত যখন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন, তখন তিনি দেখেন যে, জড় কলুষ থেকে তাঁকে মুক্ত করার জন্য অথবা পবিত্র করার জন্য ভগবান দুঃখরূপে তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়েছেন। এই জগতে মানুষকে বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, এবং তাই ভক্ত দুঃখ-দুর্দশাকে ভগবানের আর একটি রূপ বলে মনে করেন। *তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/৮)। ভক্ত তাই দুঃখ-দুর্দশাকে ভগবানের মহৎ কৃপা বলে মনে করেন, কারণ তিনি বুঝতে পারেন যে, তার ফলে তিনি তাঁর জড় কলুষ থেকে মুক্ত হচ্ছেন। *তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ* (*ভগবদ্গীতা* ১২/৭)। দুঃখ-দুর্দশা *মৃত্যুসংসার* নামক জড় জগৎ থেকে ভক্তকে মুক্ত করার এক নিষেধাত্মক পন্থা। শরণাগত ভক্তকে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার করার জন্য ভগবান তাঁকে অল্প একটু কষ্ট দিয়ে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত করেন। সেই কথা অভক্ত বুঝতে পারে না, কিন্তু ভক্ত তা পারেন, কারণ তিনি *বিপশ্চিৎ* বা বিজ্ঞ। তাই অভক্তরা দুঃখ-দুর্দশায় বিচলিত হয়, কিন্তু ভক্তরা দুঃখ-দুর্দশাকে ভগবানেরই আর একটি রূপ বলে মনে করে তাকে স্বাগত জানান। *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*। ভক্ত বস্তুতপক্ষে দেখতে পান যে, কেবল ভগবানই রয়েছেন, দ্বিতীয় আর কেউ নেই। *একমেবাদ্বিতীয়ম্*। একমাত্র ভগবানই রয়েছেন এবং তিনি বিভিন্ন শক্তিতে নিজেকে প্রকাশ করেন।

যারা প্রকৃত জ্ঞানী নয়, তারা মনে করে যে, ব্রহ্মা হচ্ছেন স্রষ্টা, বিষ্ণু পালনকর্তা এবং শিব সংহারকর্তা, এবং বিভিন্ন দেবতারা বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রয়েছেন। এইভাবে তারা বিভিন্ন উদ্দেশ্য সৃষ্টি করে এবং সেই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন দেবতাদের পূজা করে (*কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ*)। ভক্ত কিন্তু জানেন যে, এই সমস্ত বিভিন্ন দেবতারা হচ্ছেন ভগবানের বিভিন্ন অঙ্গ, এবং সেই সমস্ত অঙ্গের পূজা করার প্রয়োজন হয় না। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৩) ভগবান বলেছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥

"হে কৌন্তেয়, যাঁরা ভক্তিপূর্বক অন্য দেবতাদের পূজা করেন, তাঁরাও অবিধিপূর্বক আমারই পূজা করেন।" দেবতাদের পূজা করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ তা *অবিধি*। কেবল শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হওয়ার ফলে মানুষ সর্বতোভাবে তার কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে; তখন আর অন্যান্য দেবতাদের পূজা করার প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা বিমোহিত মূঢ়রাই কেবল বিভিন্ন দেবতাদের বহুমানন করে (*ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ*)। এই সমস্ত মূর্খেরা বুঝতে পারে না যে, সব কিছুরই প্রকৃত উৎস হচ্ছেন ভগবান (*মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্*)। ভগবানের বিভিন্ন রূপের দ্বারা বিচলিত না হয়ে, কেবল ভগবানেই চিত্ত একাগ্র করে তাঁর আরাধনা করা উচিত (*মামেকং শরণং ব্রজ*)। এই সিদ্ধান্তটিই জীবনের চরম আদর্শ হওয়া উচিত।

শ্লোক ২৯

বিভর্ষি রূপাণ্যববোধ আত্মা
ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য ।
সত্ত্বোপপন্নানি সুখাবহানি
সতামভদ্রাণি মুহুঃ খলানাম্ ॥ ২৯ ॥

বিভর্ষি—আপনি গ্রহণ করেন; **রূপাণি**—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, রাম, নৃসিংহ আদি বিবিধ রূপ; **অববোধঃ আত্মা**—বিভিন্ন অবতার সত্ত্বেও আপনি পূর্ণ জ্ঞানময় ভগবান; **ক্ষেমায়**—সকলের মঙ্গলের জন্য, বিশেষ করে ভক্তদের; **লোকস্য**—সমস্ত জীবদের; **চর-অচরস্য**—স্থাবর এবং জঙ্গম; **সত্ত্ব-উপপন্নানি**—এই সমস্ত অবতারেরা চিন্ময়

(শুদ্ধ সত্ত্ব); **সুখ-অবহানি**—পূর্ণ আনন্দময়; **সতাম্**—ভক্তদের; **অভদ্রাণি**—সমস্ত অমঙ্গল অথবা বিনাশ; **মুহুঃ**—বার বার; **খলানাম্**—অভক্তদের।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি সর্বদা পূর্ণ জ্ঞানময়, এবং সমস্ত জীবদের কল্যাণ সাধনের জন্য আপনি বিবিধ অবতাররূপে আবির্ভূত হন, এবং তাঁরা সকলেই জড় সৃষ্টির অতীত শুদ্ধ সত্ত্বে বিরাজমান। এই সমস্ত অবতাররূপে আপনি যখন আবির্ভূত হন, তখন আপনি সাধু এবং ভক্তদের আনন্দবিধান করেন, কিন্তু অভক্তদের বিনাশ করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, কেন পরমেশ্বর ভগবান বারে বারে অবতাররূপে আবির্ভূত হন। ভগবানের অবতারেরা ভিন্ন ভিন্নভাবে কার্য করেন, কিন্তু তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*—ভক্তদের রক্ষা করা এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশসাধন করা। যদিও দুষ্কৃতকারীরা বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তবুও তা অন্তিমে তাদের পক্ষে কল্যাণকর।

শ্লোক ৩০

ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিলসত্ত্বধাম্নি
সমাধিনাবেশিতচেতসৈকে ।
ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন
কুর্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্ ॥ ৩০ ॥

ত্বয়ি—আপনাতে; **অম্বুজ-অক্ষ**—হে কমলনয়ন ভগবান; **অখিল-সত্ত্ব-ধাম্নি**—যিনি সমস্ত অস্তিত্বের আদি কারণ, যাঁর থেকে সব কিছু উদ্ভূত হয় এবং যাঁর মধ্যে সমস্ত শক্তি অবস্থান করে; **সমাধিনা**—(পরমেশ্বর ভগবান আপনার চিন্তায়) নিরন্তর সমাধিমগ্ন হওয়ার দ্বারা; **আবেশিত**—পূর্ণরূপে মগ্ন; **চেতসা**—এই প্রকার চেতনার দ্বারা; **একে**—নিরন্তর আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করার পন্থা; **তৎ-পাদ-পোতেন**—আপনার শ্রীপাদপদ্মরূপ নৌকায় আরোহণ করে; **মহৎ-কৃতেন**—যে কার্য পরম শক্তিশালী বলে মনে করা হয় অথবা মহাজনেরা যে কার্য সম্পাদন করেন তার দ্বারা; **কুর্বন্তি**—করেন; **গোবৎস-পদম্**—গোষ্পদসদৃশ; **ভব-অব্ধিম্**—ভবসাগর।

অনুবাদ

হে কমলনয়ন ভগবান! সমস্ত অস্তিত্বের আশ্রয়স্বরূপ আপনার চরণকমলের ধ্যান করে, এবং মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক সেই চরণকমলকে ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার তরণীরূপে গ্রহণ করে অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কারণ ভবসাগর তখন গোষ্পদসদৃশ হয়ে যায়।

তাৎপর্য

জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া। কিন্তু যারা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তারা সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত নয়। পক্ষান্তরে, তারা ভবসাগরের তরঙ্গের দ্বারা বাহিত হয় (*প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ*)। তারা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে (*মৃত্যুসংসার বর্ত্মনি*) দুঃখকষ্ট ভোগ করতে থাকে। কিন্তু যাঁরা ভক্তদের সঙ্গ প্রভাবে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা মহাজনদের (*মহৎকৃতেন*) অনুসরণ করেন। এই প্রকার ব্যক্তিরা সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করে নবধা ভক্তি সম্পাদন করেন (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্*)। কেবল এই পন্থার দ্বারা দুর্লঙ্ঘ্য ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

ভগবদ্ভক্তি যেভাবেই সম্পাদন করা হোক না কেন, তা অত্যন্ত শক্তিশালী। *শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদ্‌ভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্তনে* (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১/২/২৬৫)। এই শ্লোক অনুসারে, মহারাজ পরীক্ষিৎ পূর্ণরূপে তাঁর মনকে ভগবানের নাম, রূপ এবং লীলা শ্রবণে একাগ্রীভূত করার দ্বারা মুক্ত হয়েছিলেন। তেমনই, শুকদেব গোস্বামী কৃষ্ণকথারূপ *শ্রীমদ্ভাগবত* কীর্তন করে মুক্ত হয়েছিলেন। তেমনই, ভগবানের সঙ্গে বন্ধুবৎ সখ্য আচরণ করেও মুক্ত হওয়া যায়। ভগবদ্ভক্তির এমনই শক্তি। শুদ্ধ ভক্তরা যে সমস্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে গেছেন, তার মাধ্যমে আমরা তা জানতে পারি।

স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/৩/২০)

এই প্রকার ভক্তদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য, কারণ এই অতি সরল পন্থা অনুসরণ করার দ্বারা গোষ্পদ পার হওয়ার মতো অনায়াসে ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

এখানে ভগবানকে *অম্বুজাক্ষ* বা কমলনয়ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কমলসদৃশ ভগবানের নয়ন দর্শন করে এতই তৃপ্ত হওয়া যায় যে, তখন আর অন্য কোন

কিছুর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে ইচ্ছা হয় না। কেবল ভগবানের চিন্ময় রূপ দর্শন করে ভক্তের হৃদয় তৎক্ষণাৎ ভগবানে মগ্ন হয়। এই তন্ময়তাকে বলা হয় সমাধি। *ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১২/১৩/১)। যোগী সর্বতোভাবে ভগবানের চিন্ময় পূর্ণরূপে মগ্ন থাকেন, কারণ নিরন্তর হৃদয়ে ভগবানের ধ্যান করা ব্যতীত তাঁর আর কোন কাজ নেই। বলা হয়েছে—

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্ বিপদাং ন তেষাম্ ॥

"যিনি জড় জগতের আশ্রয়স্বরূপ এবং মুর দৈত্যের শত্রু মুরারিরূপে বিখ্যাত, সেই পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মরূপ তরণীর আশ্রয় যিনি গ্রহণ করেছেন, তাঁর কাছে সংসার-সমুদ্র গোষ্পদসদৃশ। তাঁর লক্ষ্য *পরং পদম্*, অর্থাৎ কোন জড়-জাগতিক দুঃখদুর্দশা নেই সেই বৈকুণ্ঠে, যেখানে প্রতিপদে বিপদ সেই স্থানে নয়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/৫৮) ব্রহ্মা, শিব আদি মহাজনেরা এই পন্থা অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন (*স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ*), এবং তাই আমাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করা। এটি অত্যন্ত সহজ, কিন্তু সেই জন্য মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে, তা হলে সাফল্য লাভ করা সম্ভব হবে।

মহৎকৃতেন শব্দে বোঝান হয়েছে যে, মহান ভক্তরা কেবল তাঁদের নিজেদের জন্য এই পন্থা প্রদর্শন করেননি, অন্যদের জন্যও করেছেন। সরল পন্থা প্রবর্তনের ফলে কেবল প্রবর্তনকারীরই লাভ হয়, তা নয়, অধিকন্তু যাঁরা সেই পন্থা অনুসরণ করেন, তাঁদেরও লাভ হয়। এই শ্লোকে ভবসাগর পার হওয়ার যে পন্থা নির্দেশিত হয়েছে, তা কেবল ভক্তদেরই জন্য সরল এমন নয়, সেই ভক্তদের অনুসরণকারী সাধারণ ব্যক্তিদের পক্ষেও তা অত্যন্ত সরল (*মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ*)।

শ্লোক ৩১

স্বয়ং সমুত্তীর্য সুদুস্তরং দ্যুমন্
ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ ।
ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে
নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্ ॥ ৩১ ॥

স্বয়ম্—স্বয়ং; **সমুত্তীর্য**—উত্তীর্ণ হয়ে; **সুদুস্তরম্**—দুর্লঙ্ঘ্য; **দ্যুমন্**—হে ভগবান, আপনি সূর্যের মতো এই জগতের অন্ধকার দূর করে উদিত হন; **ভব-অর্ণবম্**—সংসার-সমুদ্র; **ভীমম্**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **অদভ্র-সৌহৃদাঃ**—পতিত জীবদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ভক্তগণ; **ভবৎ-পদ-অম্ভোরুহ**—আপনার শ্রীপাদপদ্ম; **নাবম্**—উত্তীর্ণ হওয়ার নৌকা; **অত্র**—এই জগতে; **তে**—তাঁরা (বৈষ্ণবগণ); **নিধায়**—রেখে গেছেন; **যাতাঃ**—চরম লক্ষ্য বৈকুণ্ঠ; **সৎ-অনুগ্রহঃ**—যাঁরা ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ; **ভবান্**—আপনি।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনি সূর্যের মতো এই জড় জগতের সমস্ত অন্ধকার দূর করেন। আপনি সর্বদা আপনার ভক্তের বাসনা পূর্ণ করতে প্রস্তুত থাকেন এবং তাই আপনি বাঞ্ছাকল্পতরু নামে পরিচিত। ভয়ঙ্কর ভবসাগর পার হবার জন্য আচার্যগণ যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁরা এই জগতে সেই পন্থাটি রেখে গেছেন, এবং যেহেতু আপনি আপনার ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু, তাই তাঁদের সাহায্য করার জন্য আপনি এই পন্থা অবলম্বন করেন।

তাৎপর্য

এই উক্তি থেকে জানা যায়, কিভাবে দয়ালু আচার্যগণ এবং দয়ালু ভগবান একসঙ্গে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে আগ্রহী ঐকান্তিক ভক্তকে সাহায্য করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দেওয়ার সময় বলেছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

(*চৈঃ চঃ মধ্য* ১৯/১৫১)

শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভক্তিলতা বীজ প্রাপ্ত হওয়া যায়। গুরুদেবের কর্তব্য হচ্ছে স্থান, কাল এবং পাত্র অনুসারে মানুষকে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে অনুপ্রাণিত করা, কারণ ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে আগ্রহী ভক্তের এই ভক্তি শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার করেন। এই ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করতে করতে কোন ভাগ্যবান জীব শ্রীগুরুদেব বা আচার্যের আশ্রয় অবলম্বন করেন, এবং আচার্য তাঁকে তাঁর পরিস্থিতি অনুসারে ভগবদ্ভক্তির উপযুক্ত পন্থা শিক্ষা দেন, যাতে ভগবান তাঁর সেবা গ্রহণ করেন। এইভাবে শিষ্য অনায়াসে তাঁর জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন। তাই আচার্যের কর্তব্য হচ্ছে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ভক্তকে ভগবানের সেবা করার

উপায় প্রদর্শন করা। যেমন শ্রীল রূপ গোস্বামী পরবর্তীকালে ভক্তদের সাহায্য করার জন্য *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* আদি ভগবদ্ভক্তি বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এইভাবে আচার্যের কর্তব্য গ্রন্থাবলী প্রকাশ করা যা আগামী দিনের মানুষদের ভগবানের সেবা করার পন্থা অবলম্বন করতে সাহায্য করবে এবং তার ফলে ভগবানের কৃপায়, ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে যোগ্যতা অর্জন করবে। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে এই পন্থা নির্দিষ্ট হয়েছে এবং অনুসৃত হচ্ছে। এইভাবে ভক্তদের অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আসবপান, আমিষ আহার এবং দ্যূতক্রীড়া—এই চারটি পাপকর্ম থেকে বিরত হয়ে প্রতিদিন ষোল মালা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে উপদেশ দেওয়া হয়। এগুলি প্রামাণিক উপদেশ। যেহেতু পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে নিরন্তর ভগবানের নাম জপ করা সম্ভব নয়, তাই কৃত্রিমভাবে হরিদাস ঠাকুরকে অনুকরণ না করে এই পন্থাটি অনুসরণ করা কর্তব্য। যে ভক্ত নিষ্ঠা সহকারে বিধি-নিষেধ অনুশীলন করেন এবং মহাজনদের প্রদত্ত গ্রন্থাবলীর নির্দেশ পালন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে গ্রহণ করবেন। আচার্য ভগবানের শ্রীপাদপদ্মরূপ তরণী আশ্রয় করে ভবসাগর পার হওয়ার উপযুক্ত পন্থা প্রদান করেন, এবং নিষ্ঠা সহকারে সেই পন্থা অনুসরণ করলে, অনুসরণকারী চরমে ভগবানের কৃপায় তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন। এই পন্থাটিকে বলা হয় আচার্য-সম্প্রদায়। তাই বলা হয়েছে, *সম্প্রদায় বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ* (*পদ্ম-পুরাণ*)। আচার্য-সম্প্রদায় যথার্থই প্রামাণিক। তাই আচার্য-সম্প্রদায় গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য; তা না হলে সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। তাই শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

তাঁদের চরণ সেবি ভক্তসনে বাস ।
জনমে জনমে হয়, এই অভিলাষ ॥

মানুষের কর্তব্য ভক্তসঙ্গে আচার্যের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করা। তা হলে ভবসাগর পার হওয়ার প্রয়াস সার্থক হবে।

শ্লোক ৩২

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ ৩২ ॥

যে অন্যে—অন্য যে ব্যক্তি; **অরবিন্দাক্ষ**—হে কমলনয়ন; **বিমুক্ত-মানিনঃ**—জড় কলুষ থেকে বা ভববন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে বলে অভিমান করে; **ত্বয়ি**—আপনাকে; **অস্ত-ভাবাৎ**—বিভিন্নভাবে জল্পনা-কল্পনা করে কিন্তু আপনার শ্রীপাদপদ্মের প্রতি প্রীতিযুক্ত নয়; **অবিশুদ্ধ-বুদ্ধয়ঃ**—যার বুদ্ধি নির্মল হয়নি এবং যে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত নয়; **আরুহ্য**—প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও; **কৃচ্ছ্রেণ**—কঠোর তপস্যা এবং কৃচ্ছ্রসাধন করার দ্বারা; **পরম্ পদম্**—(তাদের জল্পনা-কল্পনা অনুসারে) পরম পদ; **ততঃ**—সেই পদ থেকে; **পতন্তি অধঃ**—পুনরায় ভবসাগরে অধঃপতিত হয়; **অনাদৃত**—উপেক্ষা করে; **যুষ্মৎ**—আপনার; **অঙ্ঘ্রয়ঃ**—শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

(যদি কেউ বলে যে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ের অন্বেষণকারী ভক্ত ছাড়াও বহু ভক্তিবিমুখ ব্যক্তি রয়েছে, যারা মুক্তি লাভের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছে, তাদের কি হবে? তার উত্তরে ব্রহ্মা আদি দেবতারা বলেছেন—) হে পদ্মলোচন! অভক্তরা পরম পদ লাভ করার জন্য কঠোর তপস্যা এবং কৃচ্ছ্রসাধনের পন্থা অবলম্বন করে নিজেদের মুক্ত বলে মনে করতে পারে, কিন্তু ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রীতি না থাকায় তাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ। তারা তাদের কল্পিত পরম পদ থেকে অধঃপতিত হয়, কারণ তারা আপনার শ্রীপাদপদ্মকে অনাদর করেছে।

তাৎপর্য

ভক্ত ব্যতীত কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, পরার্থবাদী, পরোপকারী, রাজনীতিবিদ্, নির্বিশেষবাদী, শূন্যবাদী প্রভৃতি বহু অভক্ত রয়েছে, যারা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন না করে তাদের নিজেদের মনগড়া মুক্তিলাভের উপায় উদ্ভাবন করে। তারা যদিও ভ্রান্তভাবে মনে করে যে, তারা মুক্ত হয়ে গেছে এবং পরম পদ প্রাপ্ত হয়েছে, তবুও তারা অধঃপতিত হয়। *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/৩) ভগবান স্বয়ং স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন—

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥

"হে পরন্তপ, যে সমস্ত জীবের শ্রদ্ধা উদিত হয়নি, তারা এই পরম ধর্মরূপ ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে অসমর্থ হয়ে এই জড় জগতে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে পতিত হয়।" কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, পরার্থবাদী, রাজনীতিবিদ অথবা যে কেউই হোক না কেন, সে যদি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রীতিপরায়ণ না হয়, তা হলে তাকে

অধঃপতিত হতে হবে। এই শ্লোকে ব্রহ্মা সেই কথা বলেছেন।

কিছু মানুষ প্রচার করে—যে পন্থাই অবলম্বন করা হোক না কেন, চরমে সেই সমস্ত পন্থাই পরম লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে, কিন্তু এই শ্লোকে সেই মতবাদ খণ্ডিত হয়েছে। *বিমুক্তমানিনঃ* হচ্ছে তারা, যারা মনে করে যে, তারা পরম সিদ্ধি লাভ করেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। বর্তমান যুগে সারা পৃথিবী জুড়ে বহু বড় বড় রাজনীতিবিদ্ রয়েছে, যারা রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পদ অধিকার করার পরিকল্পনা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখতে পাই যে, এই প্রকার বড় বড় প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি আদি রাজনীতিবিদেরা অভক্ত হওয়ার ফলে অধঃপতিত হয় (*পতন্ত্যধঃ*)। রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী হওয়া সহজ নয়; সেই পদ লাভ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয় (*আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ*)। এবং সেই পদ লাভ হলেও যে কোন মুহূর্তে জড়া প্রকৃতির পদাঘাতে তাকে বিদায় নিতে হয়। মানব-সমাজে বড় বড় রাজনীতিবিদ্‌দের রাজকীয় পদ থেকে অধঃপতিত হয়ে বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে যাওয়ার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। তার কারণ হচ্ছে *অবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ*—তাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৩১)। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত হওয়ার ফলে জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করা যায়, কিন্তু মানুষ তা জানে না। তাই *ভগবদ্গীতায়* (১২/৫) বলা হয়েছে, *ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্*। যারা ভগবানকে স্বীকার না করে এবং ভগবদ্ভক্তির পন্থা গ্রহণ না করে নির্বিশেষবাদ এবং শূন্যবাদের প্রতি আসক্ত হয়, তাদের লক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে ।

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/৪)

সেই জ্ঞান লাভের জন্য এই প্রকার ব্যক্তিদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয় এবং তপস্যা করতে হয়। কিন্তু কঠোর পরিশ্রম এবং তপস্যাই তাদের একমাত্র লাভ হয়, কারণ তারা জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য প্রাপ্ত হতে পারে না।

ধ্রুব মহারাজ প্রথমে তাঁর পিতার থেকেও বড় সাম্রাজ্য এবং জড় সম্পত্তি লাভ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভগবানের প্রকৃত কৃপা লাভ করার পর, ভগবান যখন তার সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে বর প্রদান করতে চেয়েছিলেন, তখন ধ্রুব মহারাজ তা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, *স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে*—"এখন আমি সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়েছি। আমি আর কোন বর চাই না।"

(*হরিভক্তিসুধোদয়* ৭/২৮) এটিই জীবনের পরম সিদ্ধি। *যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ* (*ভগবদ্গীতা* ৬/২২)। কেউ যদি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করেন, তা হলে তিনি সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হন এবং তখন আর তার কোন বর প্রার্থনা করার প্রয়োজন হয় না।

রাত্রে পদ্মফুল দেখা যায় না, কারণ পদ্ম কেবল দিনের বেলাতেই ফোটে। তাই *অরবিন্দাক্ষ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। যে ব্যক্তি ভগবানের কমলনয়ন অথবা দিব্য রূপের দ্বারা মোহিত হয়নি, সে অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তার অবস্থা ঠিক সেই ব্যক্তির মতো, যে পদ্মফুল দেখতে পায় না। যে ব্যক্তি শ্যামসুন্দরের কমলনয়ন এবং দিব্য রূপ দর্শন করেনি, তার জীবন ব্যর্থ। *প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি*। যাঁরা ভগবৎ-প্রেমে ভগবানের প্রতি আসক্ত, তাঁরা সর্বদাই ভগবানের কমলনয়ন এবং চরণকমল দর্শন করেন, কিন্তু যারা ভগবানের সৌন্দর্য দেখতে পায় না, তাদের তাই বলা হয়েছে *অনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ*, অর্থাৎ ভগবানের সবিশেষ রূপের তারা অনাদর করেছে। যারা ভগবানের রূপের অনাদর করে, তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যর্থ। কিন্তু কারও হৃদয়ে যদি ভগবানের প্রতি স্বল্প প্রেমেরও উদয় হয়ে থাকে, তা হলে তিনি অনায়াসে মুক্তিলাভ করবেন (*স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ*)। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩৪) ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন, *মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু*—"কেবল আমার কথা চিন্তা কর, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর।" কেবল এই পন্থার দ্বারাই নিশ্চিতভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায় এবং তার ফলে পরম সিদ্ধি লাভ করা যায়। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৪-৫৫) ভগবান প্রতিপন্ন করেছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

"যিনি এইভাবে চিন্ময় ভাব লাভ করেছেন, তিনি পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি কখনই কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না; তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন। সেই অবস্থায় তিনি আমার শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন। ভক্তির দ্বারা কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। এই প্রকার ভক্তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে জানার ফলে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায়।"

শ্লোক ৩৩

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্ধসু প্রভো ॥ ৩৩ ॥

তথা—তাদের মতো (অভক্তদের মতো); **ন**—না; **তে**—তাঁরা (ভক্তরা); **মাধব**—হে লক্ষ্মীপতি ভগবান; **তাবকাঃ**—ভক্তিমার্গ অনুসরণকারী ভক্তগণ; **ক্বচিৎ**—কোন অবস্থাতেই; **ভ্রশ্যন্তি**—পতিত হন; **মার্গাৎ**—ভক্তির মার্গ থেকে; **ত্বয়ি**—আপনাকে; **বদ্ধ-সৌহৃদাঃ**—আপনার শ্রীপাদপদ্মে পূর্ণরূপে আসক্ত হওয়ার ফলে; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **অভিগুপ্তাঃ**—সমস্ত বিপদ থেকে সর্বদা সুরক্ষিত; **বিচরন্তি**—বিচরণ করেন; **নির্ভয়াঃ**—নির্ভয়ে; **বিনায়ক-অনীকপ**—ভক্তিপথের বিঘ্ন উৎপাদনকারী শত্রুদের; **মূর্ধসু**—তাদের মস্তকে; **প্রভো**—হে ভগবান।

অনুবাদ

হে মাধব! হে লক্ষ্মীপতি ভগবান! আপনার সঙ্গে পূর্ণপ্রেমে সম্পর্কযুক্ত ভক্তরা যদি কখনও ভক্তিপথ থেকে ভ্রষ্টও হন, তবুও তাঁরা অভক্তদের মতো অধঃপতিত হন না, কারণ আপনি তাঁদের রক্ষা করেন। তাই তাঁরা নিঃশঙ্কচিত্তে বিঘ্ন উৎপাদনকারীদের মস্তকে পদার্পণ করে ভক্তিপথে অগ্রসর হতে থাকেন।

তাৎপর্য

সাধারণত ভক্তদের পতন হয় না, কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি তা হয়ও, তবুও ভগবানের প্রতি তাঁদের প্রবল অনুরাগের ফলে, ভগবান তাঁদের সর্ব অবস্থাতে রক্ষা করেন। তাই ভক্তের যদি অধঃপতন হয়ও, তবুও তিনি তাঁর শত্রুদের মস্তকে পদার্পণ করে বিচরণ করার ক্ষমতা রাখেন। আমরা দেখেছি যে, 'ডিপ্রোগ্রামার' মতো কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের বহু বিরোধী রয়েছে, যারা ভক্তদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করছে। আমরা মনে করেছিলাম যে, সেই মামলা মীমাংসা হতে বহু সময় লাগবে, কিন্তু ভগবান যেহেতু ভক্তদের রক্ষা করেন, তাই অপ্রত্যাশিতভাবে একদিনেই আমরা সেই মামলায় জিতেছি। যে মামলা বছরের পর বছর চলার কথা ছিল, তা ভগবানের কৃপায় একদিনে মীমাংসা হয়ে গেছে। সেই সম্বন্ধে ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩১) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে*

ভক্তঃ প্রণশ্যতি—"হে কৌন্তেয়, দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা কর যে, আমার ভক্তের কখনও বিনাশ হবে না।" ইতিহাসে দেখা গেছে যে চিত্রকেতু, ইন্দ্রদ্যুম্ন, মহারাজ ভরত প্রমুখ ভক্তের আকস্মিক পতন হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান তাঁদের রক্ষা করেছেন। যেমন, ভরত মহারাজ একটি হরিণ-শিশুর প্রতি আসক্ত হয়ে তাঁর মৃত্যুর সময় সেই হরিণ-শিশুটির কথা চিন্তা করেন এবং তার ফলে তার পরবর্তী জীবনে তিনি একটি হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করেন (*যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্*)। ভগবান কর্তৃক সুরক্ষিত হওয়ার ফলে, হরিণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভগবানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা স্মরণ করতে পেরেছিলেন এবং তাঁর পরবর্তী জন্মে তিনি এক সদ্‌ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করেছিলেন (*শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে*)। তেমনই, চিত্রকেতু অধঃপতিত হয়ে বৃত্রাসুর হয়েছিলেন, কিন্তু তিনিও ভগবান কর্তৃক সুরক্ষিত ছিলেন। তাই ভক্তিযোগের মার্গ থেকে অধঃপতন হলেও ভগবান ভক্তকে রক্ষা করেন। ভক্ত যদি ভক্তিমার্গে দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত থাকেন, তা হলে ভগবান প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি তাঁকে রক্ষা করবেন (*কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*)। কিন্তু ভক্তের যদি আকস্মিক অধঃপতনও হয়, তা হলেও মাধব তাঁকে রক্ষা করেন।

মাধব শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। *মা* অর্থাৎ সমস্ত ঐশ্বর্যের মাতা লক্ষ্মীদেবী সর্বদা ভগবানের সঙ্গে থাকেন, এবং ভক্ত যদি ভগবানের সংস্পর্শে থাকেন, তা হলে ভগবানের সমস্ত ঐশ্বর্য তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকে।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥

(*ভগবদ্‌গীতা* ১৮/৭৮)

যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্ত পার্থ রয়েছেন, সেখানে বিজয়, ঐশ্বর্য, অসাধারণ শক্তি এবং নীতি অবশ্যই থাকবে। ভক্তের ঐশ্বর্য কর্মকাণ্ড-বিচারের ফল নয়। ভক্ত সর্বদাই ভগবানের সমস্ত ঐশ্বর্যের দ্বারা সুরক্ষিত থাকেন। তা থেকে কেউই তাঁকে বঞ্চিত করতে পারে না (*তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্*)। তাই কোন প্রতিদ্বন্দ্বীই ভক্তকে পরাস্ত করতে পারে না। অতএব ভক্তের কখনও জ্ঞাতসারে ভক্তিপথ থেকে ভ্রষ্ট হওয়া উচিত নয়। নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্ত যে সর্বতোভাবে ভগবানের দ্বারা সুরক্ষিত হবেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোক ৩৪

সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ
শরীরিণাং শ্রেয়উপায়নং বপুঃ ।
বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভি-
স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে ॥ ৩৪ ॥

সত্ত্বম্—অস্তিত্ব; **বিশুদ্ধম্**—চিন্ময়, ত্রিগুণাতীত; **শ্রয়তে**—স্বীকার করেন; **ভবান্**—আপনি; **স্থিতৌ**—জড় জগতের পালন কালে; **শরীরিণাম্**—সমস্ত জীবদের; **শ্রেয়ঃ**—পরম কল্যাণের; **উপায়নম্**—লাভের জন্য; **বপুঃ**—চিন্ময় শরীর; **বেদ-ক্রিয়া**—বেদবিহিত অনুষ্ঠানের দ্বারা; **যোগ**—ভক্তির দ্বারা; **তপঃ**—তপস্যার দ্বারা; **সমাধিভিঃ**—চিন্ময় অস্তিত্বে মগ্ন হওয়ার দ্বারা; **তব**—আপনার; **অর্হণম্**—পূজা; **যেন**—এই প্রকার কার্যকলাপের দ্বারা; **জনঃ**—মানব-সমাজ; **সমীহতে**—(আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা) নিবেদন করে।

অনুবাদ

হে ভগবান! এই জগতের পালন করার সময় আপনি ত্রিগুণাতীত, বিশুদ্ধ সত্ত্বময় শরীর সমন্বিত অবতারদের প্রকাশ করেন। এইভাবে যখন আপনি আবির্ভূত হন, তখন আপনি জীবদের বেদক্রিয়া, যোগ, তপস্যা এবং আপনার ভাবনায় আনন্দমগ্ন হওয়ার সমাধির পন্থা শিক্ষাদান করে তাদের মঙ্গল সাধন করেন। এইভাবে বৈদিক বিধান অনুসারে আপনি পূজিত হন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৮/৩) উল্লেখ করা হয়েছে, *যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যম্*—বৈদিক যজ্ঞ, দান, তপস্যা আদি কর্তব্য কর্ম কখনও পরিত্যাগ করা উচিত নয়। *যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্* (১৮/৫)—আধ্যাত্মিক মার্গে অত্যন্ত উন্নত ব্যক্তিরও বৈদিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। এমন কি সর্ব-নিম্নস্তরের কর্মীদেরও ভগবানের জন্য কর্ম করার উপদেশ দেওয়া হয় ।

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ ।

"বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপ কর্ম অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, তা না হলে কর্ম জড় জগতের বন্ধনের কারণ হয়।" (*ভগবদ্গীতা* ৩/৯) *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণঃ* পদটি ইঙ্গিত করে

যে, সব রকম কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠান করার সময় মানুষের মনে রাখা দরকার যে, এই সমস্ত কর্তব্যগুলি ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য করা উচিত (*স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য*)। বৈদিক বিধান অনুসারে মানব-সমাজে বর্ণবিভাগ অপরিহার্য (*চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং*)। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি বর্ণে মানব-সমাজকে বিভক্ত করা উচিত এবং প্রত্যেকের ভগবানকে পূজা করার শিক্ষা লাভ করা উচিত (*তমভ্যর্চ্য*)। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত মানব-সমাজ, এবং এই পদ্ধতিবিহীন যে সমাজ, তা পশু-সমাজ।

আধুনিক মানব-সমাজের কার্যকলাপ *শ্রীমদ্ভাগবতে গোখর* বা গরু এবং গাধাদের কার্যকলাপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে (*স এব গোখরঃ*)। সকলেই দেহাত্মবুদ্ধিতে জড়-জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করার জন্য অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনে কার্য করছে, এবং তার ফলে তাদের সমস্ত কার্যকলাপই অবিদ্যার প্রভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ভগবান তাই আমাদের বৈদিক নীতি অনুসারে আচরণ করার শিক্ষা দেওয়ার জন্য অবতরণ করেন। এই কলিযুগে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়ে প্রচার করেছেন যে, এই যুগে বৈদিক কার্যকলাপ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। কারণ এই যুগের মানুষেরা অত্যন্ত অধঃপতিত। তিনি শাস্ত্রের ভিত্তিতে নির্দেশ দিয়েছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"কলহ এবং কপটতার যুগ এই কলিযুগে উদ্ধারের একমাত্র উপায় ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই, আর কোন উপায় নেই, আর কোন উপায় নেই।" এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তাই সারা পৃথিবীর মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছে কিভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে হয়, এবং সর্বস্থানে ও সর্বকালে এই পন্থা অত্যন্ত কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভগবান আবির্ভূত হয়েছেন, যাতে আমরা তাঁকে জানতে পারি। (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*)। আমাদের সব সময় জেনে রাখা উচিত যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন আবির্ভূত হন, তখন তাঁরা শুদ্ধসত্ত্ব শরীরে আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শরীর আমাদের শরীরের মতো বলে মনে করা উচিত নয়। কারণ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য যেভাবে আবির্ভূত হওয়ার প্রয়োজন ছিল, সেইভাবে আবির্ভূত হয়েছেন। ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপাবশত বিভিন্ন যুগে

তাঁর শুদ্ধ সত্ত্বময় আদি স্বরূপে আবির্ভূত হন, মানব-সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধনের জন্য তাদের চিন্ময় স্তরে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে। দুর্ভাগ্যবশত, আধুনিক যুগের রাজনৈতিক এবং অন্যান্য নেতারা দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেই গুরুত্ব দিচ্ছে (*যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে*) এবং এই মতবাদ অথবা ঐ মতবাদের ভিত্তিতে কার্যকলাপে মানুষকে প্ররোচিত করছে, এবং সেই সমস্ত মতবাদগুলিকে তারা আড়ম্বরপূর্ণ বাগ্‌জালের দ্বারা বর্ণনা করছে। প্রকৃতপক্ষে, তাদের সেই সমস্ত কার্যকলাপই পাশবিক কার্যকলাপ (*স এব গোখরঃ*)। *ভগবদ্গীতা* থেকে আমাদের জানা উচিত কিভাবে আচরণ করা কর্তব্য, কারণ মানুষের উপলব্ধির জন্য সব কিছু সেখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই নির্দেশ অনুসারে আচরণ করার ফলে, এই কলিযুগেও আমরা সুখী হতে পারব।

শ্লোক ৩৫

সত্ত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেদ্
বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জনম্ ।
গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্
প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ ॥ ৩৫ ॥

সত্ত্বম্—শুদ্ধ সত্ত্ব, চিন্ময়; **ন**—না; **চেৎ**—যদি; **ধাতঃ**—হে সর্বশক্তিমান, সর্ব কারণের পরম কারণ; **ইদম্**—এই; **নিজম্**—স্বীয়, চিন্ময়; **ভবেৎ**—হতে পারত; **বিজ্ঞানম্**—দিব্য জ্ঞান; **অজ্ঞান ভিদা**—যা তমোগুণ জনিত অজ্ঞান দূর করে; **অপমার্জনম্**—সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত; **গুণ-প্রকাশৈঃ**—এই প্রকার দিব্য জ্ঞান জাগ্রত করে; **অনুমীয়তে**—প্রকাশিত হয়; **ভবান্**—আপনি; **প্রকাশতে**—প্রদর্শন করেন; **যস্য**—যাঁর; **চ**—এবং; **যেন**—যার দ্বারা; **বা**—অথবা; **গুণঃ**—গুণ বা বুদ্ধি।

অনুবাদ

হে সর্ব কারণের পরম কারণ ভগবান! আপনার চিন্ময় শরীর যদি গুণাতীত না হত, তা হলে কেউই জড় পদার্থ এবং চিন্ময় তত্ত্বের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারত না। আপনার উপস্থিতির ফলেই কেবল জড়া প্রকৃতির নিয়ন্তা আপনার চিন্ময় প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আপনার চিন্ময় স্বরূপের উপস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত না হলে, আপনার চিন্ময় প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন।

তাৎপর্য

বলা হয়েছে, *ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।* গুণাতীত চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত না হলে, ভগবানের চিন্ময় প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/২৯) তাই উল্লেখ করা হয়েছে —

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি ।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥

ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল ভগবানকে জানা যায়। যারা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত, তারা হাজার হাজার বছর ধরে জল্পনা-কল্পনা করলেও ভগবানকে জানতে পারে না। ভগবানের অসংখ্য রূপ রয়েছে (*রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্*) এবং শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম আদি রূপ যদি জড়াতীত চিন্ময় না হতেন, তা হলে অনাদিকাল ধরে কেন তাঁরা ভক্তদের দ্বারা পূজিত হচ্ছেন? *ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ* (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৫৫)। ভগবানের উপস্থিতিতে যে সমস্ত ভক্তরা তাঁদের চিন্ময় প্রবৃত্তি জাগরিত করেন এবং ভগবদ্ভক্তির বিধি-নিষেধ পালন করেন, তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র এবং অন্যান্য অবতারদের, যাঁরা এই জড় জগতের নন, পক্ষান্তরে যাঁরা জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য চিৎ-জগৎ থেকে এসেছেন, তাঁদের জানতে পারেন। কেউ যদি এই বিধি পালন না করে, তা হলে সে তার জল্পনা-কল্পনা অনুসারে ভগবানের রূপ তৈরি করে এবং ভগবান সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান কখনও লাভ করতে পারে না। *ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ* পদটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবদ্ভক্তির বিধি অনুসারে ভগবানের আরাধনা না করলে, কখনই চিন্ময় প্রকৃতি জাগরিত করা যায় না। ভগবানের অনুপস্থিতিতেও যদি শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা হয়, তা হলে তা ভক্তের চিন্ময় প্রকৃতি জাগরিত করে, এবং তিনি তখন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি আরও বেশি করে অনুরক্ত হন।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ভগবান সম্বন্ধে সমস্ত জল্পনা-কল্পনার সমাধান করে। সকলেই জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব অনুসারে ভগবানের রূপ কল্পনা করে। *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে যে, ভগবান হচ্ছেন আদিপুরুষ। তাই কোন কোন ধর্মের অনুগামীরা কল্পনা করে যে, ভগবান নিশ্চয়ই অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং তার ফলে তারা একজন অতি বৃদ্ধ ব্যক্তিরূপে ভগবানের রূপ অঙ্কন করে। কিন্তু সেই

ব্রহ্মসংহিতাতেই আবার বলা হয়েছে যে, যদিও তিনি সব চাইতে প্রাচীন, তবুও তাঁর রূপ নিত্য নবযৌবন-সম্পন্ন। সেই কথাই আবার *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে—*বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জনম্*। *বিজ্ঞান* মানে হচ্ছে ভগবান সম্বন্ধীয় দিব্য জ্ঞান; *বিজ্ঞান* শব্দে উপলব্ধ জ্ঞানকেও বোঝায়। দিব্যজ্ঞান লাভ করতে হয় পরম্পরার ধারায় অবরোহ পন্থায়, যেমন ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞান *ব্রহ্মসংহিতায়* প্রদান করেছেন। *ব্রহ্মসংহিতা* ব্রহ্মার দিব্য অভিজ্ঞতার দ্বারা উপলব্ধ বিজ্ঞান, এবং এইভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণের রূপ, লীলা এবং চিন্ময় ধাম বর্ণনা করেছেন। *অজ্ঞানভিদা* শব্দের অর্থ 'যা সমস্ত জল্পনা-কল্পনার নিরসন করতে পারে'। মানুষ অজ্ঞানবশত ভগবানের রূপ কল্পনা করে; তাদের সেই কল্পনা অনুসারে কখনও তিনি সাকার, কখনও নিরাকার। কিন্তু *ব্রহ্মসংহিতায়* শ্রীকৃষ্ণের যে বর্ণনা তা বিজ্ঞান— ব্রহ্মার উপলব্ধ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা স্বীকৃত জ্ঞান। সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। শ্রীকৃষ্ণের রূপ, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি, শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ—সব কিছুই বাস্তব। এখানে বলা হয়েছে যে, এই বিজ্ঞান সর্বদা সমস্ত মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানকে পরাভূত করে। তাই দেবতারা প্রার্থনা করেছেন, "শ্রীকৃষ্ণরূপে আপনার আবির্ভাব না হলে *অজ্ঞানভিদা* এবং *বিজ্ঞান* উপলব্ধি করা সম্ভব হত না। *অজ্ঞানভিদাপমার্জনম্*—আপনার আবির্ভাবের ফলে অবিদ্যাজনিত কাল্পনিক জ্ঞান বিলুপ্ত হবে এবং ব্রহ্মা আদি মহাজনের অভিজ্ঞতা লব্ধ চিন্ময় বাস্তব জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হবে। জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ তাদের গুণ অনুসারে তাদের মনগড়া ভগবান কল্পনা করে। তার ফলে বিভিন্ন প্রকার ভগবানের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু আপনার আবির্ভাবের ফলে ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হবে।"

নির্বিশেষবাদীদের সব চাইতে বড় ভুল হচ্ছে তারা মনে করে যে, ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি সত্ত্বগুণে একটি রূপ পরিগ্রহ করেন। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণের রূপ সমস্ত জড় ধারণার অতীত চিন্ময়। সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বিশেষবাদী শঙ্করাচার্যও স্বীকার করেছেন, *নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাৎ*—জড় জগতের কারণ হচ্ছে অব্যক্ত বা জড়ের নির্বিশেষ প্রকাশ, এবং শ্রীকৃষ্ণ সেই জড় ধারণার অতীত। *শ্রীমদ্ভাগবতে* তা শুদ্ধ সত্ত্ব বা চিন্ময় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান জড়া প্রকৃতির সত্ত্বগুণে অবস্থিত নন, কারণ তিনি সত্ত্বগুণের অতীত। তিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ।

দেবতারা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, "হে প্রভু! আপনি যখন বিভিন্ন অবতারে আবির্ভূত হন, তখন আপনি বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং রূপ গ্রহণ করেন। আপনার নাম শ্রীকৃষ্ণ কারণ আপনি সর্বাকর্ষক; আপনার

চিন্ময় সৌন্দর্যের জন্য আপনাকে বলা হয় শ্যামসুন্দর। শ্যাম শব্দের অর্থ কালো, তবুও আপনার সৌন্দর্য কোটি কোটি কামদেবের থেকেও সুন্দর। *কন্দর্পকোটিকমনীয়*। যদিও বর্ষার জলভরা মেঘের সঙ্গে আপনার অঙ্গকান্তির তুলনা করা হয়, তবুও আপনি পূর্ণ চিন্ময় পরমতত্ত্ব, এবং তাই আপনার সৌন্দর্য কন্দর্পের সৌন্দর্যের থেকে অনেক অনেক গুণ অধিক আকর্ষণীয়। কখনও কখনও আপনাকে গিরিধারী নামে সম্বোধন করা হয়, কারণ আপনি গিরি-গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন। কখনও আপনাকে বলা হয় নন্দনন্দন বা বাসুদেব বা দেবকীনন্দন, কারণ আপনি নন্দ মহারাজ, বসুদেব এবং দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। নির্বিশেষবাদীরা মনে করে যে, আপনার বহু নাম এবং রূপ বিশেষ গুণ এবং কর্ম অনুসারে হয়, কারণ তারা আপনাকে জড় দৃষ্টিতে দর্শন করে।

"হে প্রভু! মনের জল্পনা-কল্পনার দ্বারা আপনার চিন্ময় প্রকৃতি, রূপ এবং কার্যকলাপ অধ্যয়ন করে আপনাকে জানা যায় না। ভক্তির দ্বারাই কেবল আপনার পরম প্রকৃতি এবং চিন্ময় রূপ, নাম ও গুণ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। প্রকৃতপক্ষে, আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যাঁদের অল্প একটু রুচিও রয়েছে তাঁরা আপনার চিন্ময় প্রকৃতি অথবা রূপ এবং গুণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। অন্যরা কোটি কোটি বছর ধরে জল্পনা-কল্পনা করে যেতে পারে, কিন্তু তার ফলে তারা আপনার প্রকৃত স্থিতির একটি নগণ্য অংশও জানতে পারবে না।" পক্ষান্তরে বলা যায় যে, অভক্তেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না। কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ যোগমায়ার দ্বারা আবৃত। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৫) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে, *নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য*। ভগবান বলেছেন, "আমি সকলের কাছে প্রকাশিত হই না।" শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে এসেছিলেন, তখন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং সকলেই তাঁকে দর্শন করেছিল। কিন্তু সকলেই বুঝতে পারেনি যে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। কিন্তু তা হলেও যাঁরা তাঁর উপস্থিতিতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁরা জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে চিৎ-জগতে ফিরে গিয়েছিলেন।

যেহেতু মূঢ় মানুষেরা তাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি জাগরিত করে না, তাই তারা শ্রীকৃষ্ণ বা রামকে জানতে পারে না *(অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীম্ তনুমাশ্রিতম্)*। এমন কি বড় বড় পণ্ডিতেরাও, আচার্যদের বিস্তৃত টীকা এবং টিপ্পনীর মাধ্যমে প্রদত্ত ভগবদ্ভক্তির মহিমা বিবেচনা না করে মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণ এক কল্পিত ব্যক্তি। দিব্য জ্ঞানের অভাব এবং কৃষ্ণভাবনামৃত জাগ্রত করতে অক্ষমতার ফলেই এটি হয়। মানুষের সাধারণ জ্ঞান থাকা উচিত যে, যদি কৃষ্ণ অথবা রাম কাল্পনিক

হতেন, তা হলে শ্রীধর স্বামী, রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, বীররাঘব, বিজয়ধ্বজ, বল্লভাচার্য এবং অন্য বহু গণ্যমান্য আচার্যরা *শ্রীমদ্ভাগবতের* ভাষ্য রচনায় এবং শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে রচনা করে কেন তাঁদের দুর্মূল্য সময় অতিবাহিত করেছেন।

শ্লোক ৩৬

ন নামরূপে গুণজন্মকর্মভি-
র্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ ।
মনোবচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনো
দেব ক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি ॥ ৩৬ ॥

ন—না; **নাম-রূপে**—নাম এবং রূপ; **গুণ**—গুণ; **জন্ম**—আবির্ভাব; **কর্মভিঃ**—কার্যকলাপ অথবা লীলার দ্বারা; **নিরূপিতব্যে**—নিরূপিত না হয়; **তব**—আপনার; **তস্য**—তাঁর; **সাক্ষিণঃ**—সাক্ষী; **মনঃ**—মনের; **বচোভ্যাম্**—বাক্যের; **অনুমেয়**—অনুমান; **বর্ত্মনঃ**—পথ; **দেব**—হে ভগবান; **ক্রিয়ায়াম্**—ভক্তিতে; **প্রতিযন্তি**—তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন; **অথ অপি**—তবুও; **হি**—বস্তুতপক্ষে (আপনি ভক্তদের দ্বারা উপলব্ধ হন)।

অনুবাদ

হে ভগবান, যারা কল্পনার দ্বারা কেবল অনুমান করে, তারা কখনও আপনার নাম এবং রূপ নিরূপণ করতে পারে না। ভক্তির দ্বারাই কেবল আপনার নাম, রূপ এবং গুণ নিশ্চিতভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

তাৎপর্য

পদ্ম পুরাণে বলা হয়েছে—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

"শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ এবং লীলার চিন্ময় প্রকৃতি কলুষিত জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ভগবানের চিন্ময় সেবার দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলি যখন চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন ভগবানের নাম, রূপ, গুণ এবং লীলা আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়।" শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর নাম, রূপ ও লীলা আদি সবই চিন্ময়। সাধারণ মানুষ অথবা ভক্তিমার্গে যাঁরা স্বল্প উন্নতি লাভ করেছেন, তাঁরা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন

না। এমন কি ভক্তিবিমুখ বড় বড় পণ্ডিতেরাও মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণ একজন কাল্পনিক ব্যক্তি। যদিও তথাকথিত পণ্ডিত এবং ভাষ্যকারেরা বিশ্বাস করে না যে, শ্রীকৃষ্ণ একজন ঐতিহাসিক পুরুষ এবং মহাভারতের ইতিহাস অনুসারে তিনি কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে *ভগবদ্গীতা* উপদেশ দিয়েছিলেন, তবুও তারা *ভগবদ্গীতার* এবং কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অন্যান্য ঐতিহাসিক আখ্যানের ভাষ্য লিখতে বাধ্য হয়। *সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ*—মানুষ যখন পূর্ণ চেতনায় শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হন, তখনই কেবল শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় নাম, রূপ, গুণ এবং লীলা তাঁদের কাছে প্রকাশিত হয়। এই তথ্যটি *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৫) শ্রীকৃষ্ণের বাণী প্রতিপন্ন করে—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

"ভক্তির দ্বারা কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। এই প্রকার ভক্তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে জানার ফলে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায়।" কেবল সেবোন্মুখ হওয়ার ফলেই, অর্থাৎ ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে, ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদি হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

দেবতারা বলেছেন, "হে ভগবান, নির্বিশেষবাদী অভক্তরা বুঝতে পারে না যে, আপনার নাম আপনার রূপ থেকে অভিন্ন।" ভগবান যেহেতু পরতত্ত্ব, তাই তাঁর নাম এবং তাঁর রূপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। জড় জগতে রূপ নাম থেকে ভিন্ন। আম ফলটি আম নামটি থেকে ভিন্ন। কেবল "আম, আম, আম" নামটি উচ্চারণ করলে আমের স্বাদ আস্বাদন করা যায় না। কিন্তু ভক্তরা জানেন যে, ভগবানের নাম এবং রূপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, এবং তাই তাঁরা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—কীর্তন করার মাধ্যমে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করেন।

যাঁরা ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানে অত্যন্ত উন্নত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের কাছে তাঁর চিন্ময় লীলা প্রকাশ করেন। তাঁরা কেবল ভগবানের লীলা স্মরণ করার দ্বারা পূর্ণরূপে লাভবান হন। ভগবানের নাম এবং রূপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, ভগবানের রূপ এবং লীলার মধ্যেও কোন পার্থক্য নেই। যারা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন (যেমন, স্ত্রী, শূদ্র অথবা বৈশ্য), তাদের জন্য মহর্ষি বেদব্যাস *মহাভারত* রচনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিবিধ লীলার মাধ্যমে *মহাভারতে* উপস্থিত। *মহাভারত* হচ্ছে ইতিহাস, এবং শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় লীলাবিলাস অধ্যয়ন, শ্রবণ এবং স্মরণ করার মাধ্যমে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরাও ক্রমশ শুদ্ধ ভক্তিস্তরে উন্নীত হতে পারেন।

যে শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের চিন্তায় মগ্ন, এবং যিনি সর্বদা পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় ভগবানের সেবায় যুক্ত, তিনি জড়-জাগতিক স্তরে রয়েছেন বলে মনে করা উচিত নয়। শ্রীল রূপ গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন যে, যাঁরা সর্বদা কায়মনোবাক্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত, তাঁরা জীবন্মুক্ত। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে—যাঁরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাঁরা ইতিমধ্যেই জড়-জাগতিক স্তর অতিক্রম করেছেন।

ভক্ত এবং অভক্ত উভয়কেই জীবনের লক্ষ্য উপলব্ধি করার সুযোগ দেওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেন। ভক্তরা প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে দর্শন করার এবং তাঁর আরাধনা করার সুযোগ পান। যাঁরা সেই স্তরে নন, তাঁরা তাঁর কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সেই স্তরে উন্নীত হওয়ার সুযোগ পান। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৮) বলা হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় রূপ যদিও কালো, তবুও যাঁরা তাঁর প্রতি প্রেমপরায়ণ, তাঁরা তাঁর সেই শ্যামরূপকে পরম সুন্দর বলে মনে করেন। ভগবানের রূপ এতই সুন্দর যে, *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩০) উল্লেখ করা হয়েছে—

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্ ।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"যিনি বংশীবাদনে অত্যন্ত নিপুণ, যাঁর নয়ন প্রস্ফুটিত কমলদলের মতো, যাঁর মস্তক শিখিপুচ্ছের দ্বারা অলঙ্কৃত, যাঁর সুন্দর রূপ বর্ষার জলভরা মেঘের মতো নীলবর্ণ, এবং যাঁর অতুলনীয় সৌন্দর্য কোটি কোটি কামদেবকে মোহিত করে, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের আমি ভজনা করি।" ভগবানের এই সৌন্দর্য ভগবানের প্রেমিক ভক্তরা, যাঁদের চক্ষু ভগবৎ-প্রেমরূপ অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত হয়েছে (*প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন*), তাঁরা দর্শন করতে পারেন।

ভগবানকে গিরিধারী বা গিরিবরধারী বলা হয়। কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের জন্য গিরিগোবর্ধন তুলে ধরেছিলেন। ভক্তরা ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির প্রশংসা

করেন, কিন্তু অভক্তরা ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি দর্শন করা সত্ত্বেও তাঁর কার্যকলাপকে কাল্পনিক অতিস্তুতি বলে মনে করে। এটিই ভক্ত এবং অভক্তদের মধ্যে পার্থক্য। অভক্তরা ভগবানের কোন নামকরণ করতে পারে না, তবুও ভগবান শ্যামসুন্দর এবং গিরিধারী আদি নামে বিখ্যাত। তেমনই, ভগবানের নাম দেবকীনন্দন এবং যশোদানন্দন, কারণ তিনি মা দেবকীর এবং মা যশোদার পুত্ররূপে লীলাবিলাস করেছিলেন। তিনি গোপাল, কারণ তিনি গাভী এবং গোবৎসদের পালন করার লীলাবিলাস করে আনন্দ উপভোগ করেন। যদিও তাঁর কোন জড় নাম নেই, তবুও তাঁর ভক্তরা তাঁকে দেবকীনন্দন, যশোদানন্দন, গোপাল, শ্যামসুন্দর আদি নামে সম্বোধন করেন। এই সমস্ত চিন্ময় নামের মহিমা ভক্তরাই কেবল হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, অভক্তরা পারে না।

পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ইতিহাস সকলেই দর্শন করতে পারলেও, যাঁরা ভগবানের প্রতি প্রীতিপরায়ণ, তাঁরাই কেবল তাঁর সেই ইতিহাসের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, কিন্তু যারা অভক্ত, তারা প্রেম থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপ, রূপ এবং গুণাবলীকে কাল্পনিক বলে মনে করে। তাই এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—*ন নামরূপে গুণজন্মকর্মভির্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ*। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর পাণ্ডুরোগীর মিছরি খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। যদিও সকলেই জানে যে মিছরি মিষ্টি, তবুও পাণ্ডুরোগীর কাছে তা তিক্ত বলে মনে হয়। তেমনই, ভবরোগের ফলে অভক্তরা ভগবানের চিন্ময় নাম, রূপ, গুণ এবং লীলার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, যদিও তারা মহাজনদের মাধ্যমে অথবা ইতিহাসের মাধ্যমে ভগবানের কার্যকলাপ দর্শন করতে পারে। পুরাণসমূহ অত্যন্ত প্রাচীন, বাস্তব, ঐতিহাসিক, কিন্তু অভক্তরা তা বুঝতে পারে না, বিশেষ করে *শ্রীমদ্ভাগবত*, যা হচ্ছে বৈদিক জ্ঞানের সারাতিসার। অভক্তরা চিন্ময় তত্ত্বজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠ *ভগবদ্গীতাও* হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তারা কেবল তাদের অনুমানের ভিত্তিতে অলীক এবং বিকৃত সমস্ত ভাষ্য প্রদান করে। অতএব মূল কথা হচ্ছে যে, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের চিন্ময় স্তরে উন্নীত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ভগবানকে অথবা ভগবানের নাম, রূপ, গুণ এবং লীলার চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে, কেউ যদি ভগবানকে এবং তাঁর স্বরূপ যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করবেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) ভগবান বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।"

শ্রীল রূপ গোস্বামী তাই বলেছেন, ভগবানের প্রতি স্নেহ এবং প্রেমের দ্বারা ভক্তরা তাঁর কাছে তাঁদের মনের কথা ব্যক্ত করতে পারেন। অন্যরা কিন্তু তা পারে না, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি* তত্ত্বতঃ)।

শ্লোক ৩৭

শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্
নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে ।
ক্রিয়াসু যস্ত্বচ্চরণারবিন্দয়ো-
রাবিষ্টচেতা ন ভবায় কল্পতে ॥ ৩৭ ॥

শৃণ্বন্—নিরন্তর ভগবানের কথা শ্রবণ করে (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*); **গৃণন্**—(ভগবানের পবিত্র নাম এবং লীলা) কীর্তন করে অথবা পাঠ করে; **সংস্মরয়ন্**—(ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম এবং রূপ) নিরন্তর স্মরণ করে; **চ**—এবং; **চিন্তয়ন্**—(ভগবানের চিন্ময় কার্যকলাপ) ধ্যান করে; **নামানি**—তাঁর দিব্য নাম; **রূপাণি**—তাঁর চিন্ময় রূপ; **চ**—ও; **মঙ্গলানি**—যা সর্বতোভাবে চিন্ময় হওয়ার ফলে মঙ্গলময়; **তে**—আপনার; **ক্রিয়াসু**—ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়ে; **যঃ**—যিনি; **ত্বৎ-চরণ-অরবিন্দয়োঃ**—আপনার শ্রীপাদপদ্মে; **আবিষ্টচেতাঃ**—(এই প্রকার কার্যকলাপে) সম্পূর্ণরূপে মগ্ন ভক্ত; **ন**—না; **ভবায়**—জড়-জাগতিক পদের জন্য; **কল্পতে**—উপযুক্ত।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার শ্রীপাদপদ্মে আবিষ্টচিত্ত হয়ে যাঁরা আপনার দিব্য নাম ও রূপ নিরন্তর শ্রবণ, কীর্তন ও ধ্যান করেন, এবং অন্যদের স্মরণ করান, তাঁরা সর্বদা চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত, এবং তাই তাঁরা আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

তাৎপর্য

ভক্তিযোগ কিভাবে অনুশীলন করা যায়, তা এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, যে ব্যক্তি তাঁর কর্ম, মন এবং বাক্যের দ্বারা (*কর্মণা*

মনসা গিরা) ভগবানের সেবায় তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন (*ঈহা যস্য হরের্দাস্যে*), তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন (*নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু*), তিনি আর জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ নন, তিনি জীবন্মুক্ত (*জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে*)। এই প্রকার ভক্ত জড় দেহে থাকলেও, সেই জড় দেহের সঙ্গে তাঁর কোন সংস্পর্শ নেই, কারণ তিনি চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। *নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি*—ভক্ত যেহেতু চিন্ময় কার্যকলাপে যুক্ত, তিনি আর জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ভয়ে ভীত নন (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/১৭/২৮)। এই জীবন্মুক্ত অবস্থার দৃষ্টান্ত প্রদান করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রার্থনা করেছেন, *মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি*— "হে ভগবান, আমি কেবল এই প্রার্থনা করি যে, জন্ম-জন্মান্তরে যেন আমি আপনার অহৈতুকী ভক্তি লাভ করতে পারি।" (*শিক্ষাষ্টক* ৪) ভগবানের ইচ্ছায় ভক্তকে যদি পুনরায় এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করতেও হয়, তবুও তিনি ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে থাকেন। মহারাজ ভরত যখন একটি ভুল করার ফলে পরবর্তী জীবনে হরিণ-শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তখনও তাঁর ভক্তি ব্যাহত হয়নি, যদিও তাঁর অবহেলার জন্য তাঁকে একটু দণ্ডভোগ করতে হয়েছিল। নারদ মুনি বলেছেন যে, কেউ যদি ভগবদ্ভক্তির স্তর থেকে অধঃপতিতও হন, তবুও তিনি বিনষ্ট হন না, কিন্তু অভক্তরা ভগবানের সেবায় যুক্ত না হওয়ার ফলে, মৃত্যুর পর তাদের সব কিছু শেষ হয়ে যায়। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৯/১৪) অনুমোদিত হয়েছে যে, সর্বদা অন্তত 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনে যুক্ত থাকা উচিত—

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥

"ব্রহ্মচর্যাদি ব্রতে দৃঢ়নিষ্ঠ ও যত্নশীল হয়ে সেই ভক্তরা সর্বদা আমার মহিমা কীর্তন করে এবং সর্বদা ভক্তিপূর্বক আমার উপাসনা করে।"

কখনই এই নবধা ভক্তির পন্থা পরিত্যাগ করা উচিত নয় (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্* ইত্যাদি)। তার মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ পন্থাটি হচ্ছে গুরু, সাধু এবং বৈদিক শাস্ত্র থেকে শ্রবণ করা (*শ্রবণম্*)। *সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য*। কখনও অভক্তদের ভাষ্য বা বিশ্লেষণ শ্রবণ করা উচিত নয়। শ্রীল সনাতন গোস্বামী তা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি *পদ্ম পুরাণ* থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্ ।
শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ ॥

"এই নির্দেশ আমাদের কঠোরভাবে পালন করা উচিত এবং কখনও মায়াবাদী, নির্বিশেষবাদী, শূন্যবাদী, রাজনীতিবিদ্ অথবা তথাকথিত পণ্ডিতদের কাছ থেকে শ্রবণ না করার চেষ্টা করা উচিত। এই প্রকার অসৎসঙ্গ নিষ্ঠা সহকারে পরিত্যাগ করে, শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকেই কেবল শ্রবণ করা উচিত।" শ্রীল রূপ গোস্বামী তাই নির্দেশ দিয়েছেন, *শ্রীগুরুপদাশ্রয়ঃ*—গুরু হওয়ার উপযুক্ত শুদ্ধ ভক্তের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন যে, গুরু হচ্ছেন তিনি, যিনি নিষ্ঠা সহকারে *ভগবদ্গীতার* উপদেশ অনুসরণ করেন—*যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ* (*চৈঃ চঃ মধ্য* ৭/১২৮)। যাদুকর অথবা যারা অর্থ উপার্জনের জন্য শাস্ত্রের কদর্থ করে, তারা কখনই গুরু নয়। পক্ষান্তরে গুরু হচ্ছেন তিনি, যিনি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ, *ভগবদ্গীতার* বাণী, যথাযথভাবে প্রদান করেন। শ্রবণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—বৈষ্ণব সাধু, গুরু এবং শাস্ত্র থেকে শ্রবণ করা অবশ্য কর্তব্য।

এই শ্লোকে *ক্রিয়াসু* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দৈহিক শ্রমের দ্বারা ভগবানের ব্যবহারিক সেবায় যুক্ত হওয়া কর্তব্য। আমাদের এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে, আমাদের সমস্ত কার্যকলাপই কৃষ্ণভাবনাময় গ্রন্থাবলী বিতরণ-ভিত্তিক। এই কার্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের কাছে গিয়ে তাদের কৃষ্ণভাবনাময় গ্রন্থাবলী পাঠ করতে অনুপ্রাণিত করা উচিত, যাতে তারাও ভবিষ্যতে কৃষ্ণভক্ত হতে পারে। এই প্রকার কার্যকলাপ এই শ্লোকে নির্দিষ্ট হয়েছে। *ক্রিয়াসু যস্ত্বচ্চরণারবিন্দয়োঃ*। এই প্রকার কার্যকলাপ ভক্তকে সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। কৃষ্ণভাবনাময় গ্রন্থাবলী বিতরণ করলে, মন সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকে। এটিই হচ্ছে সমাধি।

শ্লোক ৩৮

দিষ্ট্যা হরেঽস্যা ভবতঃ পদো ভুবো
ভারোঽপনীতস্তব জন্মনেশিতুঃ ।
দিষ্ট্যাঙ্কিতাং ত্বৎপদকৈঃ সুশোভনৈ-
র্দ্রক্ষ্যাম গাং দ্যাং চ তবানুকম্পিতাম্ ॥ ৩৮ ॥

দিষ্ট্যা—ভাগ্যক্রমে; **হরে**—হে ভগবান; **অস্যাঃ**—এই জগতের; **ভবতঃ**—আপনার; **পদঃ**—স্থানের; **ভুবঃ**—পৃথিবীতে; **ভারঃ**—অসুরদের দ্বারা সৃষ্ট ভার; **অপনীতঃ**—এখন দূর হয়েছে; **তব**—আপনার; **জন্মনা**—অবতরণের ফলে; **ঈশিতুঃ**—সব কিছুর

নিয়ন্তা আপনি; **দিষ্ট্যা**—এবং ভাগ্যক্রমে; **অঙ্কিতাম্**—চিহ্নিত; **ত্বৎ-পদকৈঃ**—আপনার শ্রীপাদপদ্মের দ্বারা; **সুশোভনৈঃ**—যা শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্মের চিহ্ন দ্বারা অলঙ্কৃত; **দ্রক্ষ্যাম**—আমরা দর্শন করব; **গাম্**—এই পৃথিবীতে; **দ্যাম্ চ**—স্বর্গলোকেও; **তব অনুকম্পিতাম্**—আমাদের প্রতি আপনার অহৈতুকী কৃপার ফলে।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার আবির্ভাবের ফলে তৎক্ষণাৎ এই পৃথিবী থেকে অসুরদের ভার অপনীত হয়েছে, সেটি আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমরা যথার্থই ভাগ্যবান, কারণ এই পৃথিবীতে এবং স্বর্গলোকে আপনার শ্রীপাদপদ্মের শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্মের চিহ্ন আমরা দর্শন করতে পারব।

তাৎপর্য

ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ধ্বজ এবং বজ্র আদি চিহ্নের দ্বারা সুশোভিত। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে অথবা স্বর্গলোকে বিচরণ করেন, তখন তাঁর পায়ের এই চিহ্নগুলি দেখা যায়। বৃন্দাবনধাম চিন্ময়, কারণ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে প্রায়ই বিচরণ করেন। বৃন্দাবনবাসীরা সৌভাগ্যবান, কারণ তাঁরা সেখানে এই চিহ্নগুলি দর্শন করেন। অক্রূর যখন কংসের উৎসবে কৃষ্ণ এবং বলরামকে নিয়ে আসার জন্য বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন, তখন বৃন্দাবনের ভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের সেই চিহ্নগুলি দর্শন করে, তিনি দিব্য আনন্দে আপ্লুত হয়ে ভগবানের স্তব করেছিলেন। ভগবানের অহৈতুকী কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তরা এই চিহ্নগুলি দর্শন করতে পারেন (*তবানুকম্পিতাম্*)। ভগবানের আবির্ভাবের ফলে পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুরদের বিনাশ হবে বলেই দেবতারা কেবল আনন্দিত হননি, ভূমিতে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের চিহ্নগুলি দর্শন করবেন বলেও তাঁরা আনন্দিত হয়েছিলেন। গোপীরা সর্বদা গোচারণে বিচরণশীল শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করতেন, এবং পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে যে, কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করে গোপীরা দিব্য আনন্দে মগ্ন হতেন (*আবিষ্টচেতা ন ভবায় কল্পতে*)। গোপীদের মতো যাঁরা সর্বদা ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকেন, তাঁরা আর এই জড় জগতে থাকেন না—তাঁরা জড়া প্রকৃতির অতীত। তাই আমাদের কর্তব্য, সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কথা শ্রবণ করা, কীর্তন করা, এবং ধ্যান করা। যে সমস্ত বৈষ্ণবেরা শ্রীধাম বৃন্দাবনে বাস করতে মনস্থ করেছেন, তাঁরা সর্বদাই, দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা ভগবানের কথা চিন্তা করেন।

শ্লোক ৩৯

ন তেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং
বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে ।
ভবো নিরোধঃ স্থিতিরপ্যবিদ্যয়া
কৃতা যতস্ত্বয্যভয়াশ্রয়াত্মনি ॥ ৩৯ ॥

ন—না; **তে**—আপনার; **অভবস্য**—যাঁর সাধারণ মানুষের মতো জন্ম, মৃত্যু অথবা পালন-পোষণ হয় না; **ঈশ**—হে ভগবান; **ভবস্য**—আপনার আবির্ভাবের, আপনার জন্মের; **কারণম্**—কারণ; **বিনা**—ব্যতীত; **বিনোদম্**—লীলা (যে যাই বলুক না কেন, আপনাকে কোন কারণবশত এই জগতে আসতে বাধ্য হতে হয় না); **বত**—যা হোক; **তর্কয়ামহে**—আমরা তর্ক করতে পারি না (আমাদের কেবল বুঝতে হবে যে, সেগুলি আপনার লীলা); **ভবঃ**—জন্ম; **নিরোধঃ**—মৃত্যু; **স্থিতিঃ**—পালন; **অপি**—ও; **অবিদ্যয়া**—বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা; **কৃতাঃ**—করা হয়; **যতঃ**—যেহেতু; **ত্বয়ি**—আপনাকে; **অভয়-আশ্রয়**—সকলের নির্ভয় আশ্রয়; **আত্মনি**—সাধারণ জীবের।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি সকাম কর্মের ফলে এই জড় জগতে জন্মগ্রহণকারী এক সাধারণ জীব নন। তাই এই জগতে আপনার আবির্ভাব বা জন্ম আপনার হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা সম্পাদিত লীলাবিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। তেমনই, আপনার বিভিন্ন অংশ জীবদের জন্ম, মৃত্যু, জরা ইত্যাদি আপনার বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারাই সম্পাদিত হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৫/৭) উল্লেখ করা হয়েছে, *মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ*—জীবেরা ভগবানের বিভিন্ন অংশ, এবং তাই তারা গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক। আমরা বুঝতে পারি যে, ভগবান যখন অবতাররূপে আবির্ভূত হন এবং অন্তর্হিত হন, তার কারণ তাঁর হ্লাদিনী শক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা ভগবানকে আবির্ভূত হওয়ার জন্য বাধ্য করতে পারি না। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৪/৭) বলা হয়েছে—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

"হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।" যখন আসুরিক ভার লাঘব করার প্রয়োজন হয়, তখন ভগবান তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা বিভিন্নভাবে তা সম্পাদন করতে পারেন। তাঁর অবতরণ করার কোন প্রয়োজন হয় না, কারণ তাঁকে সাধারণ মানুষের মতো কোন কিছু করতে বাধ্য হতে হয় না। জীবেরা ভোগ করার বাসনায় এই জগতে আসে, কিন্তু যেহেতু তারা কৃষ্ণ-বহির্মুখ হয়ে ভোগ করতে চায়, তাই মায়ার অধীনে তাদের জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির ক্লেশ ভোগ করতে হয়।

কৃষ্ণ-বহির্মুখ হঞা ভোগ-বাঞ্ছা করে ।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥

কিন্তু ভগবান যখন আবির্ভূত হন, তখন তাঁর আবির্ভাবের এই প্রকার কোন কারণ থাকে না—তাঁর আবির্ভাব তাঁর আনন্দদায়িনী শক্তির ক্রিয়া। ভগবান এবং জীবের মধ্যে এই পার্থক্যটি আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে, এবং ভগবান আবির্ভূত হতে পারেন না বলে বৃথা তর্ক করা উচিত নয়। কিছু দার্শনিক রয়েছে, যারা ভগবানের আবির্ভাবে বিশ্বাস না করে প্রশ্ন করে, "ভগবানের আসার কি প্রয়োজন?" কিন্তু তার উত্তর হচ্ছে, "তিনি আসবেন না কেন? তিনি কেন জীবের ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবেন?" ভগবান তাঁর যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে, *বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে*। তাঁর আনন্দ উপভোগের জন্যই কেবল তিনি আসেন, যদিও তাঁর আসার কোন প্রয়োজন হয় না।

জীব যখন ভোগ করার বাসনায় এই জড় জগতে আসে, তখন তারা ভগবানের মায়ার দ্বারা কর্ম এবং কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু কেউ যদি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করার অভিলাষ করেন, তা হলে তিনি পুনরায় তাঁর স্বরূপে অবস্থিত হয়ে মুক্ত হন। এখানে সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *কৃতা যতস্ত্বয্যভয়াশ্রয়াত্মনি*—যিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করেছেন, তিনি সর্বদাই নির্ভয়। যেহেতু আমরা ভগবানের উপর নির্ভরশীল, তাই এই জড় জগতে কৃষ্ণ-বহির্মুখ হয়ে স্বতন্ত্রভাবে ভোগ করার বাসনা ত্যাগ করা আমাদের কর্তব্য। এই বাসনাই আমাদের বন্ধনের কারণ। এখন আমাদের কর্তব্য, পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করার চেষ্টা করা। শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়কে অভয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির অধীন নন, এবং যেহেতু আমরা শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ, তাই আমরাও জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির অধীন নই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যাওয়ার ফলে এবং আমরা যে তাঁর নিত্য দাস *(জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস')* সেই কথা ভুলে যাওয়ার ফলে, আমরা এই মায়িক

সমস্যার দ্বারা জর্জরিত হয়েছি। তাই আমরা যদি এই অধ্যায়ের সপ্তত্রিংশতি শ্লোক অনুসারে ভগবানের কথা চিন্তা করে, তাঁর মহিমা শ্রবণ করে এবং কীর্তন করে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করি (*শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্*), তা হলে আমরা আমাদের স্বরূপে পুনরায় অধিষ্ঠিত হয়ে ত্রাণ লাভ করতে পারি। দেবতারা তাই দেবকীকে কংসের ভয়ে ভীত না হওয়ার পরিবর্তে, তাঁর গর্ভে বিরাজমান ভগবানের কথা চিন্তা করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

শ্লোক ৪০

মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহবরাহহংস-
রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনং চ যথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে ॥ ৪০ ॥

মৎস্য—মৎস্যাবতার; **অশ্ব**—হয়গ্রীব অবতার; **কচ্ছপ**—কূর্ম অবতার; **নৃসিংহ**—নৃসিংহ অবতার; **বরাহ**—বরাহ অবতার; **হংস**—হংস অবতার; **রাজন্য**—শ্রীরামচন্দ্র আদি ক্ষত্রিয়রূপী অবতার; **বিপ্র**—বামনদেব আদি ব্রাহ্মণরূপী অবতার; **বিবুধেষু**—দেবতাদের মধ্যে; **কৃত-অবতারঃ**—অবতাররূপে আবির্ভূত হয়েছেন; **ত্বম্**—আপনি; **পাসি**—দয়া করে আমাদের রক্ষা করুন; **নঃ**—আমাদের; **ত্রিভুবনম্ চ**—এবং ত্রিভুবন; **যথা**—যেমন; **অধুনা**—এখন; **ঈশ**—হে ভগবান; **ভারম্**—ভার; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **হর**—দূর করুন; **যদু-উত্তম**—হে যদুশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **বন্দনম্ তে**—আমরা আপনার বন্দনা করি।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর ভগবান! আপনি পূর্বে মৎস্য, অশ্ব, কূর্ম, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, রামচন্দ্র, পরশুরাম এবং দেবতাদের মধ্যে বামনদেব রূপে অবতীর্ণ হয়ে আমাদের এবং ত্রিভুবনকে কৃপাপূর্বক রক্ষা করেছেন। দয়া করে এখন আবার পৃথিবীর ভার হরণ করে আমাদের রক্ষা করুন। হে কৃষ্ণ! হে যদুত্তম! আমরা শ্রদ্ধা সহকারে আপনাকে আমাদের প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

প্রত্যেক অবতারে ভগবান কোন না কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করেন, এবং যদুবংশে দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েও তিনি তা করেছিলেন। তাই সমস্ত

দেবতারা ভগবানের সম্মুখে প্রণত হয়ে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন এবং তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন, যা আবশ্যক তা যেন তিনি করেন। আমরা আমাদের জন্য কিছু করতে ভগবানকে আদেশ দিতে পারি না। আমরা কেবল *ভগবদ্গীতার* নির্দেশ অনুসারে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করতে পারি (*মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু*), এবং সমস্ত বিপদ দূর করবার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে পারি।

শ্লোক ৪১

দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃপুমা-
নংশেন সাক্ষাদ্ ভগবান্ ভবায় নঃ ।
মাভূদ্ ভয়ং ভোজপতের্মুমূর্ষো-
র্গোপ্তা যদূনাং ভবিতা তবাত্মজঃ ॥ ৪১ ॥

দিষ্ট্যা—ভাগ্যক্রমে; **অম্ব**—হে মাতঃ; **তে**—আপনার; **কুক্ষি-গতঃ**—উদরে; **পরঃ**—পরম; **পুমান্**—ভগবান; **অংশেন**—অংশ সহ; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভবায়**—মঙ্গলের জন্য; **নঃ**—আমাদের সকলের; **মা অভূৎ**—কখনই হবে না; **ভয়ম্**—ভয়; **ভোজ-পতেঃ**—ভোজরাজ কংস থেকে; **মুমূর্ষোঃ**—যে ভগবানের হাতে নিহত হবে বলে স্থির করেছে; **গোপ্তা**—রক্ষক; **যদূনাম্**—যাদবদের; **ভবিতা**—হবে; **তব আত্মজঃ**—আপনার পুত্র।

অনুবাদ

হে মাতঃ দেবকী, ভাগ্যক্রমে আমাদের মঙ্গলের জন্য সাক্ষাৎ পরম পুরুষ ভগবান বলদেব সহ আপনার গর্ভস্থ হয়েছেন। তাই ভগবানের হস্তে নিহত হওয়ার অভিলাষী কংসের থেকে আপনার কোন ভয় নেই। আপনার নিত্য পুত্র কৃষ্ণ সমস্ত যদুবংশের রক্ষক হবেন।

তাৎপর্য

পরঃ পুমান্ অংশেন পদটি ইঙ্গিত করে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। এটি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত (*কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*)। তাই দেবতারা দেবকীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, "আপনার পুত্র হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং তিনি তাঁর অংশ বলদেব সহ আবির্ভূত হচ্ছেন। তিনি আপনাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করবেন এবং ভগবানের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন মরণাভিলাষী কংসকে বধ করবেন।"

শ্লোক ৪২

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যভিষ্টূয় পুরুষং যদ্রূপমনিদং যথা ।
ব্রহ্মেশানৌ পুরোধায় দেবাঃ প্রতিযযুর্দিবম্ ॥ ৪২ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **অভিষ্টূয়**—স্তব করে; **পুরুষম্**—পরম পুরুষকে; **যৎ-রূপম্**—যাঁর রূপ; **অনিদম্**—চিন্ময়; **যথা**—যেমন; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা; **ঈশানৌ**—এবং শিব; **পুরোধায়**—তাঁদের সম্মুখে রেখে; **দেবাঃ**—সমস্ত দেবতারা; **প্রতিযযৌঃ**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **দিবম্**—স্বর্গলোকে।

অনুবাদ

এইভাবে চিন্ময় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর স্তব করে সমস্ত দেবতারা ব্রহ্মা এবং শিবকে তাঁদের অগ্রভাগে রেখে স্বর্গলোকে ফিরে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বলা হয়েছে—

অদ্যাপিহ চৈতন্য এ সব লীলা করে ।
যাঁর ভাগ্যে থাকে, সে দেখয়ে নিরন্তরে ॥

(*চৈতন্যভাগবত*, মধ্য ২৩/৫১৩)

ভগবানের অবতারেরা নদী অথবা সমুদ্রের তরঙ্গের মতো নিরন্তর প্রকট হন। ভগবানের অবতার অসংখ্য, কিন্তু ভাগ্যবান ভক্তরাই কেবল তাঁদের দর্শন করতে পারেন। ভগবান যখন অবতরণ করেছিলেন, দেবতারা ভাগ্যক্রমে তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন, এবং তাই তাঁরা তাঁর উদ্দেশ্যে স্তব করেছিলেন। তারপর ব্রহ্মা এবং শিবের নেতৃত্বে দেবতারা তাঁদের আলয়ে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

কুক্ষিগতঃ, অর্থাৎ 'দেবকীর গর্ভে' শব্দটি সম্বন্ধে শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *ক্রমসন্দর্ভ* টীকায় আলোচনা করেছেন। যেহেতু প্রথমে বলা হয়েছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের হৃদয়ে প্রকট হয়েছিলেন এবং তারপর দেবকীর হৃদয়ে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন, সেই সূত্রে শ্রীল জীব গোস্বামী লিখেছেন, শ্রীকৃষ্ণ তা হলে এখন দেবকীর গর্ভে এলেন কি করে? তার উত্তরে তিনি বলেছেন যে, এতে কোন বিরোধ নেই। ভগবান হৃদয় থেকে গর্ভে যেতে পারেন, অথবা গর্ভ থেকে হৃদয়ে

যেতে পারেন। বস্তুতপক্ষে, তিনি যে কোন স্থানে যেতে পারেন অথবা যে কোন স্থানে থাকতে পারেন। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৫) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—*অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি*। ভগবান তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যে কোন স্থানে থাকতে পারেন। তাই, পূর্ব জন্মের বাসনা অনুসারে দেবকী ভগবানকে তাঁর পুত্র দেবকীনন্দন রূপে প্রাপ্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'দেবতাদের দ্বারা গর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম

এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, ভগবান শ্রীহরির স্ব-স্বরূপ শ্রীবিষ্ণুরূপে আবির্ভাবের ফলে, তাঁর পিতা এবং মাতা তাঁকে ভগবান বলে জানতে পেরে তাঁকে বন্দনা করেন, এবং ভগবান একজন সাধারণ নরশিশুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন বলে, তাঁরা কংসের ভয়ে ভীত হয়ে তাঁকে গোকুলে নন্দ মহারাজের গৃহে নিয়ে যান।

সচ্চিদানন্দ স্বরূপিণী মাতা দেবকী এই জড় জগতের কোন রমণী নন। তাই ভগবান তাঁর চতুর্ভুজ মূর্তি প্রকট করে যেন তাঁর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বিষ্ণুরূপে ভগবানকে দর্শন করে বসুদেব আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন, এবং চিন্ময় আনন্দে আপ্লুত হয়ে তিনি এবং দেবকী মনের দ্বারা ব্রাহ্মণদের দশ হাজার গাভী দান করেছিলেন। তারপর বসুদেব তাঁর পুত্রকে স্বয়ং ভগবান পরম পুরুষ, পরমব্রহ্ম, সর্বান্তর্যামী, বাহ্য এবং অভ্যন্তরে ভেদরহিত সর্বব্যাপ্ত জেনে তাঁর স্তব করেছিলেন। ভগবান সর্বকারণের পরম কারণ, এবং যদিও তিনি এই জড় জগতের স্রষ্টা, তবুও তিনি জড় জগতের অতীত। তিনি যখন পরমাত্মারূপে এই জগতে প্রবেশ করেন, তখন তিনি সর্বব্যাপ্ত (*অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্*) হলেও তিনি চিন্ময় স্থিতিতে অবস্থিত। এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং পালনের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর—এই তিন গুণাবতাররূপে ভগবান আবির্ভূত হন। এইভাবে বসুদেব পরমেশ্বর ভগবানের পূর্ণ তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে তাঁর স্তব করেছিলেন। দেবকীও তাঁর পতির অনুগমনপূর্বক ভগবানের চিন্ময় প্রকৃতি বর্ণনা করে স্তব করেছিলেন। কংসের ভয়ে ভীত হয়ে এবং নাস্তিক ও অভক্তরা যাতে তাঁকে চিনতে না পারে, সেই জন্য তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন তাঁর চতুর্ভুজ রূপ পরিহার করে একজন সাধারণ নরশিশুর মতো দ্বিভুজ রূপ প্রকট করেন।

ভগবান তাঁর অন্য দুই অবতারের কথা বসুদেব এবং দেবকীকে স্মরণ করিয়ে দেন, যখন তিনি তাঁদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি পৃশ্নিগর্ভ এবং বামনদেব রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং এখন তিনি তৃতীয়বার তাঁদের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। ভগবান তখন কংসের

কারাগারে বসুদেব এবং দেবকীর বাসস্থান ত্যাগ করতে মনস্থ করেছিলেন এবং ঠিক সেই সময়ে যশোদার কন্যারূপে যোগমায়া জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যোগমায়ার আয়োজনে বসুদেব কারাগার ত্যাগ করে কংসের হাত থেকে শিশুটিকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বসুদেব যখন শ্রীকৃষ্ণকে নন্দ মহারাজের গৃহে নিয়ে আসেন, তখন তিনি দেখেন যে, যোগমায়ার ব্যবস্থায় যশোদা এবং অন্য সকলে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তিনি তখন যশোদার কোল থেকে যোগমায়াকে গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণকে সেখানে রেখে দেন। তারপর বসুদেব যোগমায়াকে তাঁর কন্যারূপে কংসের কারাগারে নিয়ে আসেন। যোগমায়াকে তিনি দেবকীর শয্যায় রেখে পূর্ববৎ বন্দী হয়েছিলেন। গোকুলে যশোদা স্মরণ করতে পারেননি তাঁর পুত্র হয়েছিল না কন্যা হয়েছিল।

শ্লোক ১-৫

শ্রীশুক উবাচ

অথ সর্বগুণোপেতঃ কালঃ পরমশোভনঃ ।
যর্হ্যেবাজনজন্মর্ক্ষং শান্তর্ক্ষগ্রহতারকম্ ॥ ১ ॥
দিশঃ প্রসেদুর্গগনং নির্মলোডুগণোদয়ম্ ।
মহী মঙ্গলভূয়িষ্ঠপুরগ্রামব্রজাকরা ॥ ২ ॥
নদ্যঃ প্রসন্নসলিলা হ্রদা জলরুহশ্রিয়ঃ ।
দ্বিজালিকুলসন্নাদস্তবকা বনরাজয়ঃ ॥ ৩ ॥
ববৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃ শুচিঃ ।
অগ্নয়শ্চ দ্বিজাতীনাং শান্তাস্তত্র সমিন্ধত ॥ ৪ ॥
মনাংস্যাসন্ প্রসন্নানি সাধূনামসুরদ্রুহাম্ ।
জায়মানেহজনে তস্মিন্ নেদুর্দুন্দুভয়ঃ সমম্ ॥ ৫ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—ভগবানের আবির্ভাবের সময়; **সর্ব**—সর্বত্র; **গুণ-উপেতঃ**—গুণ এবং শোভা সমন্বিত; **কালঃ**—অনুকূল সময়; **পরম-শোভনঃ**—সর্বমঙ্গলময় এবং সর্বতোভাবে অনুকূল; **যর্হি**—যখন; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অজন-জন্ম-ঋক্ষম্**—রোহিণী নক্ষত্র; **শান্ত-ঋক্ষ**—সমস্ত নক্ষত্র শান্ত ছিল; **গ্রহ-**

তারকম্—এবং অশ্বিনী আদি গ্রহ ও তারকা; **দিশঃ**—সর্বদিক; **প্রসেদুঃ**—অত্যন্ত মঙ্গলময় এবং শান্ত প্রতীত হয়েছিল; **গগনম্**—নভোমণ্ডল বা আকাশ; **নির্মল-উড়ুগণ-উদয়ম্**—যাতে সমস্ত শুভ নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়েছিল; **মহী**—পৃথিবী; **মঙ্গল-ভূয়িষ্ঠ-পুর-গ্রাম-ব্রজ-আকরাঃ**—নগর, গ্রাম, গোচারণ ভূমি এবং খনিসমূহ মঙ্গলময় এবং অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল; **নদ্যঃ**—নদী; **প্রসন্ন-সলিলাঃ**—জল নির্মল হয়েছিল; **হ্রদাঃ**—হ্রদ অথবা বিশাল জলাশয়ে; **জলরুহ-শ্রিয়ঃ**—সর্বত্র পদ্মফুল প্রস্ফুটিত হওয়ায় অত্যন্ত সুন্দর হয়ে উঠেছিল; **দ্বিজ-অলিকুল-সন্নাদ-স্তবকাঃ**—কোকিল আদি পক্ষী এবং অলিকুল মধুর স্বরে গুঞ্জন করতে শুরু করেছিল, যেন তারা ভগবানের মহিমা কীর্তন করছিল; **বন-রাজয়ঃ**—সবুজ বৃক্ষ-লতাও অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল; **ববৌ**—প্রবাহিত হয়েছিল; **বায়ুঃ**—বায়ু; **সুখ-স্পর্শঃ**—যার স্পর্শ সুখদায়ক; **পুণ্য-গন্ধ-বহঃ**—সুগন্ধে পূর্ণ; **শুচিঃ**—বিশুদ্ধ; **অগ্নয়ঃ চ**—এবং অগ্নি (যজ্ঞস্থানে); **দ্বিজাতীনাম্**—ব্রাহ্মণদের; **শান্তাঃ**—অবিচলিত, স্থির, শান্ত এবং স্নিগ্ধ; **তত্র**—সেখানে; **সমিন্ধত**—প্রজ্বলিত; **মনাংসি**—ব্রাহ্মণদের মন (যারা কংসের ভয়ে ভীত ছিল); **আসন্**—হয়েছিল; **প্রসন্নানি**—পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট এবং উদ্বেগশূন্য; **সাধুনাম্**—ব্রাহ্মণদের, যাঁরা সকলেই বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন; **অসুর-দ্রুহাম্**—যাঁরা কংস আদি অন্যান্য অসুরদের দ্বারা ধর্ম অনুষ্ঠানে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন; **জায়মানে**—জন্ম বা আবির্ভাব হওয়ার ফলে; **অজনে**—জন্মরহিত শ্রীবিষ্ণুর; **তস্মিন্**—সেই অবস্থায়; **নেদুঃ**—নিনাদিত হয়েছিল; **দুন্দুভয়ঃ**—দুন্দুভি; **সমম্**—একসঙ্গে (স্বর্গলোক থেকে)।

অনুবাদ

তারপর ভগবানের আবির্ভাবের শুভক্ষণে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সত্ত্বগুণ, সৌন্দর্য এবং শান্তিতে পূর্ণ হয়েছিল। তখন রোহিণী, অশ্বিনী আদি নক্ষত্রগণ আবির্ভূত হয়েছিল। সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য সমস্ত গ্রহ ও তারকাগণ শান্তভাব ধারণ করেছিল। সমগ্র দিক অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিল এবং মেঘশূন্য আকাশে সুন্দর তারকারাজি ঝলমল করছিল। নগর, গ্রাম, খনি এবং গোচারণ ভূমির দ্বারা অলঙ্কৃত পৃথিবী তখন এক মঙ্গলময় রূপ ধারণ করেছিল। স্বচ্ছ জলে পূর্ণ হয়ে নদীগুলি প্রবাহিত হচ্ছিল, এবং হ্রদ আদি বিশাল জলাশয়গুলি পদ্মফুলে পূর্ণ হয়ে এক অবর্ণনীয় সৌন্দর্য ধারণ করেছিল। ফুল এবং পত্রে পূর্ণ মনোহর বৃক্ষগুলিতে কোকিল আদি বিহঙ্গ এবং অলিকুল মধুর স্বরে গুঞ্জন করছিল। পুণ্য গন্ধবাহী সুখস্পর্শ বিশুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল, এবং যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা যখন তাঁদের যজ্ঞাগ্নি

প্রজ্বলিত করলেন, তখন সেই অগ্নি বায়ুর দ্বারা বিচলিত না হয়ে স্থিরভাবে জ্বলতে লাগল। এইভাবে যখন জন্মরহিত ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আবির্ভাবের সময় হল, তখন কংস আদি অসুরদের উৎপীড়নে নিপীড়িত সাধু এবং ব্রাহ্মণেরা অন্তরে প্রসন্নতা অনুভব করলেন, এবং তখন স্বর্গলোকে যুগপৎ দুন্দুভি বাজতে লাগল।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন যে, তাঁর আবির্ভাব, জন্ম এবং কর্ম সবই দিব্য, এবং কেউ যখন তা যথাযথভাবে জানতে পারেন, তিনি তৎক্ষণাৎ চিৎ-জগতে ফিরে যাওয়ার যোগ্য হন। ভগবানকে একজন সাধারণ মানুষের মতো তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফল অনুসারে জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয় না। ভগবানের আবির্ভাবের তত্ত্ব পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—তিনি স্বেচ্ছায়, তাঁর খুশিমতো আবির্ভূত হন।

যখন ভগবানের আবির্ভাবের সময় হয়েছিল, তখন গ্রহ-নক্ষত্রগুলি অত্যন্ত শুভ হয়েছিল। রোহিণী নক্ষত্রের প্রভাব তখন প্রাধান্য লাভ করেছিল, কারণ এই নক্ষত্রটি অত্যন্ত শুভ। রোহিণী প্রত্যক্ষভাবে বিষ্ণু থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মার তত্ত্বাবধানে বিরাজ করেন, এবং জন্মরহিত বিষ্ণুর জন্মের সময় তার আবির্ভাব হয়। জ্যোতির্গণনা অনুসারে নক্ষত্রের স্থিতি ছাড়াও বিভিন্ন গ্রহের স্থিতি অনুসারে শুভ এবং অশুভ লগ্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় সমস্ত গ্রহ আপনা থেকেই এমনভাবে অবস্থিত হয়েছিল যে, সব কিছুই তখন শুভ এবং মঙ্গলময় হয়ে উঠেছিল।

তখন পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ—সব ক'টি দিকেই পরিবেশ শান্তি এবং সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। শুভ নক্ষত্রগুলি আকাশে প্রকট হয়েছিল, এবং সমস্ত নগর, গ্রাম, গোচারণ ভূমি এবং সকলের মনে তখন সৌভাগ্যের লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছিল। নদীগুলি জলে পূর্ণ হয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল, সরোবরগুলি পদ্মফুলে সুন্দরভাবে সুশোভিত হয়েছিল। বনগুলি সুন্দর পক্ষী এবং ময়ূরে পূর্ণ হয়েছিল। বনের সমস্ত পাখিরা তখন অত্যন্ত মধুর স্বরে গান গাইতে শুরু করেছিল এবং ময়ূর-ময়ূরী নাচতে শুরু করেছিল। ফুলের গন্ধ বহন করে মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল, এবং শরীরের স্পর্শানুভূতি তখন অত্যন্ত আনন্দদায়ক হয়েছিল। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা অনুভব করেছিলেন যে, তাঁদের গৃহ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত অনুকূল। বিভিন্ন আসুরিক রাজাদের উৎপীড়নের ফলে ব্রাহ্মণদের গৃহে যজ্ঞাগ্নি প্রায় নির্বাপিত হয়েছিল, কিন্তু এখন তাঁরা অনুভব করেছিলেন যেন শান্তিপূর্ণভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার সুযোগ তাঁরা পেয়েছেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হওয়ায় ব্রাহ্মণেরা

অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হওয়া মাত্রই তাঁদের মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, কারণ ভগবানের আবির্ভাব ঘোষণা করে আকাশে যে দৈববাণী হচ্ছিল তা তাঁরা শ্রবণ করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় সমগ্র বিশ্বে ঋতুর পরিবর্তন হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল ভাদ্র মাসে, কিন্তু তখন যেন বসন্তের আগমন হয়েছিল। পরিবেশ তখন সুশীতল হয়ে উঠেছিল এবং নদী ও জলাশয়গুলি ঠিক শরৎকালের রূপ ধারণ করেছিল। পদ্ম ও কুমুদ দিনের বেলায় ফোটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যদিও মধ্যরাত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন পদ্ম ও কুমুদ বিকশিত হয়েছিল এবং তার ফলে ফুলের সৌরভ বহন করে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল। কংসের উপদ্রবের ফলে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণ এবং সাধুরা শান্ত চিত্তে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করতে পারত না। কিন্তু এখন ব্রাহ্মণেরা নিরুপদ্রবে তাঁদের প্রাত্যহিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। অসুরদের কাজ হচ্ছে সুর, ভক্ত এবং ব্রাহ্মণদের উৎপাত করা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় এই সমস্ত ভক্ত এবং ব্রাহ্মণেরা নিরুপদ্রব হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬

জগুঃ কিন্নরগন্ধর্বাস্তুষ্টুবুঃ সিদ্ধচারণাঃ ।
বিদ্যাধর্যশ্চ ননৃতুরপ্সরোভিঃ সমং মুদা ॥ ৬ ॥

জগুঃ—মঙ্গলগীত গাইতে শুরু করেছিলেন; **কিন্নর-গন্ধর্বাঃ**—স্বর্গলোকের অধিবাসী কিন্নর এবং গন্ধর্বগণ; **তুষ্টুবুঃ**—স্তব করেছিলেন; **সিদ্ধ-চারণাঃ**—স্বর্গলোকের অন্য অধিবাসী সিদ্ধ এবং চারণগণ; **বিদ্যাধর্যঃ চ**—এবং স্বর্গলোকের অন্য আর এক শ্রেণীর অধিবাসী বিদ্যাধরগণ; **ননৃতুঃ**—আনন্দে নৃত্য করেছিলেন; **অপ্সরোভিঃ**—স্বর্গলোকের সুন্দরী নর্তকী অপ্সরাগণ; **সমম্**—সহিত; **মুদা**—পরম আনন্দে।

অনুবাদ

কিন্নর এবং গন্ধর্বরা মঙ্গলগীত গাইতে শুরু করেছিলেন, সিদ্ধ এবং চারণেরা স্তব নিবেদন করেছিলেন, এবং অপ্সরাগণ সহ বিদ্যাধরেরা আনন্দে নৃত্য করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৭-৮

মুমুচুর্মুনয়ো দেবাঃ সুমনাংসি মুদান্বিতাঃ ।
মন্দং মন্দং জলধরা জগর্জুরনুসাগরম্ ॥ ৭ ॥
নিশীথে তমউদ্ভূতে জায়মানে জনার্দনে ।
দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্বগুহাশয়ঃ ।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ ॥ ৮ ॥

মুমুচুঃ—বর্ষণ করেছিলেন; **মুনয়ঃ**—ঋষিগণ; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **সুমনাংসি**—অত্যন্ত সুন্দর এবং সুরভিত ফুল; **মুদা অন্বিতাঃ**—আনন্দিত হয়ে; **মন্দম্ মন্দম্**—ধীরে ধীরে; **জল-ধরাঃ**—মেঘ; **জগর্জুঃ**—গর্জন করেছিল; **অনুসাগরম্**—সাগরের তরঙ্গের ধ্বনি অনুকরণ করে; **নিশীথে**—গভীর রাত্রে; **তমঃ-উদ্ভূতে**—যখন গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছিল; **জায়মানে**—অবতীর্ণ হবার উপক্রম করলে; **জনার্দনে**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **দেবক্যাম্**—দেবকীর গর্ভে; **দেব-রূপিণ্যাম্**—ভগবান রূপে (*আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিঃ*); **বিষ্ণুঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **সর্ব-গুহাশয়ঃ**—যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান; **আবিরাসীৎ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **যথা**—যেমন; **প্রাচ্যাম্ দিশি**—পূর্বদিকে; **ইন্দুঃ ইব**—পূর্ণচন্দ্রের মতো; **পুষ্কলঃ**—সর্বতোভাবে পূর্ণ।

অনুবাদ

দেবতা এবং ঋষিরা আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন, এবং আকাশে মেঘেরা সমুদ্রের তরঙ্গের ধ্বনির অনুকরণে মন্দ মন্দ গর্জন করতে লাগল। তখন সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান শ্রীবিষ্ণু পূর্বদিকে উদিত পূর্ণচন্দ্রের মতো গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রে সচ্চিদানন্দ স্বরূপিণী দেবকীর হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৭) উল্লেখ করা হয়েছে—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

এই শ্লোকটি ইঙ্গিত করে যে, শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর পরিকরেরা চিন্ময় তত্ত্ব (*আনন্দচিন্ময়রস*)। শ্রীকৃষ্ণের পিতা, মাতা, গোপসখা, গাভী এবং অন্য সমস্ত

বিস্তার, সকলেই চিন্ময় তত্ত্ব যা *ব্রহ্মবিমোহন-লীলায়* বর্ণিত হবে। ব্রহ্মা যখন শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব পরীক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের গোপসখা এবং গোবৎসগণ হরণ করেছিলেন, তখন ভগবান বহু গোপবালক এবং গোবৎসরূপে নিজেকে বিস্তার করেছিলেন, যাঁদের ব্রহ্মা বিষ্ণুমূর্তিরূপে দর্শন করেছিলেন। দেবকীও শ্রীকৃষ্ণেরই বিস্তার, এবং তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে—*দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্বগুহাশয়ঃ।*

ভগবানের আবির্ভাবের সময় মহর্ষি এবং দেবতারা আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করতে শুরু করেছিলেন। সমুদ্রের তীরে তখন তরঙ্গের মৃদুমন্দ গর্জন শোনা যাচ্ছিল এবং আকাশে মেঘেরাও তখন আনন্দিত হয়ে গর্জন করেছিল।

যখন এইভাবে সমস্ত আয়োজন হয়েছিল, তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণু, যিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন, তিনি গভীর রাত্রির অন্ধকারে দেবী-স্বরূপিণী দেবকীর সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেই আবির্ভাবকে পূর্ব দিগন্তে পূর্ণচন্দ্রের উদয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কেউ প্রতিবাদ উত্থাপন করতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছিল কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে, তখন পূর্ণচন্দ্রের উদয় সম্ভব নয়। তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রবংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন; তাই সেই রাত্রে চন্দ্র অপূর্ণ থাকলেও, তাঁর বংশে ভগবানের আবির্ভাবের ফলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে, চন্দ্র তখন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় পূর্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবানকে স্বাগত জানাবার জন্য কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র আনন্দে পূর্ণচন্দ্রে পরিণত হয়েছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে কোন কোন শ্লোকে *দেবরূপিণ্যাম্* শব্দটির পরিবর্তে *বিষ্ণুরূপিণ্যাম্* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, দেবকীর রূপ ভগবানেরই মতো চিন্ময়। ভগবান *সচ্চিদানন্দবিগ্রহ* এবং দেবকীও *সচ্চিদানন্দবিগ্রহ*। তাই *সচ্চিদানন্দবিগ্রহ* ভগবানের দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হওয়ার বিষয়ে কোন ত্রুটি দর্শন করা যায় না।

যারা পূর্ণরূপে অবগত নয় যে, ভগবানের আবির্ভাব এবং তিরোভাব দিব্য (*জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্*), তারা কখনও কখনও বিস্মিত হয় যে, ভগবান একজন সাধারণ শিশুর মতো জন্মগ্রহণ করতে পারেন! সে যাই হোক, প্রকৃতপক্ষে ভগবানের জন্ম সাধারণ নয়। ভগবান সকলেরই হৃদয়ে অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে বিরাজমান। এইভাবে যেহেতু তিনি তাঁর পূর্ণ শক্তিসহ দেবকীর হৃদয়ে বিরাজমান ছিলেন, তাই তিনি তাঁর দেহের বাইরেও আবির্ভূত হতে পারেন।

দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম হচ্ছেন ভীষ্মদেব (*স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো*

শ্লোক ২৮

শ্রীশুক উবাচ

এবমনুশাস্যাত্মজান্ স্বয়মনুশিষ্টানপি লোকানুশাসনার্থং মহানুভাবঃ পরমসুহৃদ্ভগবানৃষভাপদেশ উপশমশীলানামুপরতকর্মণাং মহামুনীনাং ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং পারমহংস্যধর্মমুপশিক্ষমাণঃ স্বতনয়শতজ্যেষ্ঠং পরমভাগবতং ভগবজ্জনপরায়ণং ভরতং ধরণিপালনায়াভিষিচ্য স্বয়ং ভবন এবোর্বরিতশরীরমাত্রপরিগ্রহ উন্মত্ত ইব গগনপরিধানঃ প্রকীর্ণকেশ আত্মন্যারোপিতাহবনীয়ো ব্রহ্মাবর্তাৎ প্রবব্রাজ ॥ ২৮ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **অনুশাস্য**—উপদেশ দিয়ে; **আত্ম-জান্**—তাঁর পুত্রদের; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **অনুশিষ্টান্**—সুশিক্ষিত; **অপি**—যদিও; **লোক-অনুশাসন-অর্থম্**—মানুষদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য; **মহা-অনুভাবঃ**—মহাপুরুষ; **পরম-সুহৃৎ**—সকলের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী; **ভগবান্**—ভগবান; **ঋষভ-অপদেশঃ**—যিনি ঋষভদেব নামে বিখ্যাত; **উপশম-শীলানাম্**—যাঁদের জড় সুখভোগের কোন বাসনা নেই; **উপরত-কর্মণাম্**—যাঁরা সকাম কর্মে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন; **মহা-মুনীনাম্**—সন্ন্যাসীদের; **ভক্তি**—ভক্তি; **জ্ঞান**—দিব্য জ্ঞান; **বৈরাগ্য**—অনাসক্তি; **লক্ষণম্**—লক্ষণ; **পারমহংস্য**—সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ; **ধর্মম্**—কর্তব্য; **উপশিক্ষমাণঃ**—উপদেশ দিয়ে; **স্ব-তনয়**—তাঁর পুত্রদের; **শত**—এক শত; **জ্যেষ্ঠম্**—জ্যেষ্ঠ; **পরম-ভাগবতম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত; **ভগবৎ-জন-পরায়ণম্**—ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের অনুগামী; **ভরতম্**—মহারাজ ভরত; **ধরণি-পালনায়**—পৃথিবী শাসনের উদ্দেশ্যে; **অভিষিচ্য**—রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **ভবনে**—গৃহে; **এব**—যদিও; **উর্বরিত**—অবশিষ্ট; **শরীর-মাত্র**—দেহ মাত্র; **পরিগ্রহঃ**—স্বীকার করে; **উন্মত্তঃ**—উন্মাদ; **ইব**—সদৃশ; **গগন-পরিধানঃ**—আকাশকে তাঁর বসনরূপে গ্রহণ করে; **প্রকীর্ণ-কেশঃ**—আলুলায়িত কেশ; **আত্মনি**—নিজের মধ্যে; **আরোপিত**—আরোপ করে; **আহবনীয়ঃ**—যজ্ঞাগ্নি; **ব্রহ্মাবর্তাৎ**—ব্রহ্মাবর্ত থেকে; **প্রবব্রাজ**—সারা পৃথিবী ভ্রমণ করতে লাগলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে সকলের পরম সুহৃৎ ভগবান ঋষভদেব লোকশিক্ষার জন্য তাঁর পুত্রদের শিক্ষা প্রদান করেছিলেন, যদিও তাঁরা সকলে সুশিক্ষিত ছিলেন। বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করার পূর্বে, পিতার পুত্রদের কিভাবে

মহার্হবৈদূর্যকিরীটকুণ্ডল-
ত্বিষা পরিষ্বক্তসহস্রকুন্তলম্ ।
উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভি-
র্বিরোচমানং বসুদেব ঐক্ষত ॥ ১০ ॥

তম্—সেই; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **বালকম্**—শিশু; **অম্বুজ-ঈক্ষণম্**—কমলসদৃশ নয়ন সমন্বিত; **চতুঃ-ভুজম্**—চতুর্ভুজ; **শঙ্খ-গদা-আদি**—(তাঁর সেই চার হাতে) শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম ধারণ করে; **উদায়ুধম্**—বিভিন্ন অস্ত্র; **শ্রীবৎস-লক্ষ্মম্**—তাঁর বক্ষে বিশেষ রোমরাজি শোভিত শ্রীবৎস চিহ্ন, যা কেবল ভগবানের বক্ষেই দেখা যায়; **গল-শোভি-কৌস্তুভম্**—তাঁর কণ্ঠে কৌস্তুভ মণি, যা কেবল বৈকুণ্ঠলোকেই পাওয়া যায়; **পীত-অম্বরম্**—তাঁর পরণে পীত বসন; **সান্দ্র-পয়োদ-সৌভগম্**—শ্যাম জলধর বর্ণ সমন্বিত অত্যন্ত সুন্দর; **মহা-অর্হ-বৈদূর্য-কিরীট-কুণ্ডল**—তাঁর মুকুট, কর্ণকুণ্ডল মহামূল্যবান বৈদূর্যমণি খচিত; **ত্বিষা**—সৌন্দর্যের দ্বারা; **পরিষ্বক্ত-সহস্র-কুন্তলম্**—তাঁর অপরিমিত উজ্জ্বল কেশদাম; **উদ্দাম কাঞ্চী-অঙ্গদ-কঙ্কণ-আদিভিঃ**—তাঁর কটিতে উজ্জ্বল মেখলা, বাহুতে অঙ্গদ, হাতে বলয় ইত্যাদি; **বিরোচমানম্**—অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত; **বসুদেবঃ**—শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব; **ঐক্ষত**—দর্শন করেছিলেন।

অনুবাদ

বসুদেব তখন দেখলেন যে, সেই নবজাত শিশুটির নয়নযুগল পদ্মের মতো, তাঁর চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম। তাঁর বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন এবং গলদেশে কৌস্তুভমণি বিরাজমান। তাঁর পরণে পীত বসন, তাঁর অঙ্গকান্তি নিবিড় মেঘের মতো শ্যামল, তাঁর কেশদাম উজ্জ্বল এবং তাঁর মুকুট ও কর্ণকুণ্ডল বৈদূর্য-মণিচ্ছটায় অস্বাভাবিকভাবে উজ্জ্বল। সেই শিশুটি অত্যন্ত দীপ্তিশালী মেখলা, কেয়ূর, বলয় প্রভৃতি অলঙ্কারে শোভিত।

তাৎপর্য

অদ্ভুতম্ শব্দটির সমর্থনে নবজাত শিশুটির অলঙ্করণ এবং ঐশ্বর্য পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩০) বলা হয়েছে, *বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্*—ভগবানের সুন্দর রূপ বর্ষার জলভরা মেঘের মতো শ্যামল (*অসিত* শব্দের অর্থ 'শ্যামবর্ণ', এবং *অম্বুদ* শব্দের অর্থ 'মেঘ')। *চতুর্ভুজম্* শব্দটি থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে বিষ্ণুর মতো চতুর্ভুজ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

কোন সাধারণ নরশিশু কখনও চতুর্ভুজ রূপে জন্মগ্রহণ করেনি। আর তা ছাড়া বড় বড় চুল নিয়ে কখন কোন শিশুর জন্ম হয়েছে? তাই ভগবানের আবির্ভাব সাধারণ নরশিশুর জন্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বৈদূর্যমণি, যার কান্তি কখনও নীল, কখনও হলুদ এবং কখনও লাল, তা বৈকুণ্ঠলোকে পাওয়া যায়। ভগবানের মুকুট এবং কর্ণকুণ্ডল এই বিশেষ মণির দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল।

শ্লোক ১১

স বিস্ময়োৎফুল্লবিলোচনো হরিং
সুতং বিলোক্যানকদুন্দুভিস্তদা ।
কৃষ্ণাবতারোৎসবসম্ভ্রমোঽস্পৃশন্
মুদা দ্বিজেভ্যোঽযুতমাপ্লুতো গবাম্ ॥ ১১ ॥

সঃ—তিনি (বসুদেব, যিনি আনকদুন্দুভি নামেও পরিচিত ছিলেন); **বিস্ময়-উৎফুল্ল-বিলোচনঃ**—ভগবানের সুন্দর রূপ দর্শনে বিস্ময়ে উৎফুল্ল নয়ন; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরিকে; **সুতম্**—তাঁর পুত্ররূপে; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **আনকদুন্দুভিঃ**—বসুদেব; **তদা**—তখন; **কৃষ্ণ-অবতার-উৎসব**—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবজনিত উৎসব; **সম্ভ্রমঃ**—শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানকে স্বাগত জানাবার বাসনায়; **অস্পৃশৎ**—দান করেছিলেন; **মুদা**—পরম আনন্দে; **দ্বিজেভ্যঃ**—ব্রাহ্মণদের; **অযুতম্**—দশ হাজার; **আপ্লুতঃ**—মগ্ন হয়ে; **গবাম্**—গাভী।

অনুবাদ

তাঁর অসাধারণ পুত্রটিকে দর্শন করে বসুদেবের নয়নযুগল বিস্ময়ান্বিত হয়েছিল। চিন্ময় আনন্দে মগ্ন হয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব উৎসবে মনে মনে দশ হাজার গাভী ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন।

তাৎপর্য

অসাধারণ পুত্রটি দর্শন করে বসুদেবের বিস্ময়ে উৎফুল্ল হওয়া, তা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন। বসুদেব তাঁর নবজাত শিশুটিকে বহুমূল্য বসন এবং অলঙ্কারে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিভূষিত দেখে বিস্ময়ে কম্পিত হয়েছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছেন—একজন

সাধারণ শিশুরূপে নয়, তাঁর চতুর্ভুজ স্বরূপে পূর্ণরূপে অলঙ্কৃত হয়ে। তাঁর প্রথম বিস্ময় ছিল—কংসের কারাগারে, যেখানে বসুদেব এবং দেবকী বন্দী ছিলেন, সেখানে আবির্ভূত হতে ভগবান ভীত হননি। দ্বিতীয় বিস্ময়—ভগবান যদিও সর্বব্যাপ্ত পরমব্রহ্ম, তবুও তিনি দেবকীর গর্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তৃতীয় বিস্ময়—এত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত হয়ে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করতে পারে। চতুর্থ বিস্ময়—ভগবান ছিলেন বসুদেবের আরাধ্যদেব, তবুও তিনি তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। এই সমস্ত কারণে বসুদেব চিন্ময় আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছিলেন এবং তাঁর পুত্রের জন্ম উপলক্ষ্যে এক ক্ষত্রিয়োচিত উৎসবের আয়োজন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কারাগারে বন্দী হওয়ার ফলে তিনি প্রত্যক্ষভাবে তা করতে অসমর্থ ছিলেন, তাই তিনি মনে মনে সেই উৎসব উদ্‌যাপন করেছিলেন। এই মানসিক উৎসব এবং প্রত্যক্ষ উৎসবের মধ্যে কোনও পার্থক্য ছিল না। কেউ যদি বাহ্যত ভগবানের সেবা করতে না পারেন, তা হলে তিনি তাঁর মনে মনে ভগবানের সেবা করতে পারেন। যেহেতু মনের ক্রিয়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলির মতো, তাই তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। একে বলা হয় অদ্বয়জ্ঞান। মানুষেরা সাধারণত পুত্রের জন্মোৎসব অনুষ্ঠান করে, তা হলে ভগবান যখন তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হলেন, তখন বসুদেব কেন সেই উৎসব অনুষ্ঠান করবেন না?

শ্লোক ১২

অথৈনমস্তৌদবধার্য পূরুষং
পরং নতাঙ্গঃ কৃতধীঃ কৃতাঞ্জলিঃ ।
স্বরোচিষা ভারত সূতিকাগৃহং
বিরোচয়ন্তং গতভীঃ প্রভাববিৎ ॥ ১২ ॥

অথ—তারপর; **এনম্**—শিশুটি; **অস্তৌৎ**—বন্দনা করেছিলেন; **অবধার্য**—এই শিশুটি যে পরমেশ্বর ভগবান তা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরে; **পূরুষম্**—পরম পুরুষ; **পরম্**—পরম; **নত-অঙ্গঃ**—অবনত হয়ে; **কৃত-ধীঃ**—একাগ্রচিত্তে; **কৃত-অঞ্জলিঃ**—হাত জোড় করে; **স্ব-রোচিষা**—তাঁর স্বীয় সৌন্দর্যের জ্যোতির দ্বারা; **ভারত**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **সূতিকা-গৃহম্**—যে স্থানে ভগবান জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **বিরোচয়ন্তম্**—চতুর্দিক আলোকিত করে; **গতভীঃ**—তাঁর সমস্ত ভয় দূর হয়ে গিয়েছিল; **প্রভাববিৎ**—তিনি তখন ভগবানের প্রভাব জানতে পেরেছিলেন।

অনুবাদ

হে ভরতকুলনন্দন মহারাজ পরীক্ষিৎ, বসুদেব বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই শিশুটি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ। সেই সত্য নিশ্চিতভাবে হৃদয়ঙ্গম করে তিনি নির্ভয় হয়েছিলেন, এবং অবনত শরীরে কৃতাঞ্জলি হয়ে একাগ্রচিত্তে স্বাভাবিক কান্তির দ্বারা সূতিকাগৃহ উজ্জ্বলকারী সেই বালককে স্তব করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

বিস্ময়ে উৎফুল্ল হয়ে বসুদেব ভগবানের প্রতি তাঁর চিত্ত একাগ্র করেছিলেন। ভগবানের প্রভাব বুঝতে পেরে তিনি নির্ভয় হয়েছিলেন, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভগবান তাঁকে রক্ষা করার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন (*গতভীঃ প্রভাববিৎ*)। ভগবানের উপস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করে তিনি এইভাবে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

শ্রীবসুদেব উবাচ

বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ববুদ্ধিদৃক্ ॥ ১৩ ॥

শ্রী-বসুদেবঃ উবাচ—শ্রীবসুদেব প্রার্থনা করেছিলেন; **বিদিতঃ অসি**—এখন আমি পূর্ণরূপে জানতে পেরেছি; **ভবান্**—আপনাকে; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং; **পুরুষঃ**—পরম পুরুষ; **প্রকৃতেঃ**—জরা প্রকৃতির; **পরঃ**—অতীত; **কেবল-অনুভব-আনন্দ-স্বরূপঃ**—আপনার রূপ *সচ্চিদানন্দবিগ্রহ*, এবং যিনি আপনাকে উপলব্ধি করেন, তিনিই চিন্ময় আনন্দে মগ্ন হন; **সর্ব-বুদ্ধি-দৃক্**—সর্বসাক্ষী, পরমাত্মা, সকলের বুদ্ধি।

অনুবাদ

বসুদেব বললেন—হে ভগবান! আপনি এই জড় জগতের অতীত পরম পুরুষ এবং পরমাত্মা। চিন্ময় জ্ঞানের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানরূপে আপনার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আমি এখন পূর্ণরূপে আপনার স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি।

তাৎপর্য

বসুদেবের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের প্রতি স্নেহ এবং ভগবানের চিন্ময় প্রকৃতির জ্ঞান উভয়ই জাগ্রত হয়েছিল। প্রথমে বসুদেব মনে করেছিলেন, "এমন সুন্দর একটি শিশুর

জন্ম হয়েছে, কিন্তু এখন কংস এসে তাঁকে হত্যা করবে!" কিন্তু যখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই শিশুটি কোন সাধারণ শিশু ছিলেন না, তিনি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান, তখন তিনি নির্ভয় হয়েছিলেন। তাঁর পুত্রকে সর্বতোভাবে অদ্ভুত পরমেশ্বর ভগবানরূপে জেনে, তিনি তাঁর উপযুক্ত প্রার্থনা নিবেদন করতে শুরু করেছিলেন। কংসের অত্যাচারের ভয় থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে, তিনি সেই শিশুটিকে একাধারে তাঁর স্নেহের পাত্র এবং পূজার পাত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

স এব স্বপ্রকৃত্যেদং সৃষ্ট্বাগ্রে ত্রিগুণাত্মকম্ ।
তদনু ত্বং হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে ॥ ১৪ ॥

সঃ—তিনি (ভগবান); **এব**—বস্তুতপক্ষে; **স্ব-প্রকৃত্যা**—আপনার স্বীয় শক্তির দ্বারা (*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*); **ইদম্**—এই জড় জগৎ; **সৃষ্ট্বা**—সৃষ্টি করে; **অগ্রে**—প্রথমে; **ত্রিগুণ-আত্মকম্**—প্রকৃতির তিনগুণ (সত্ত্ব-রজ-তমোগুণ) দ্বারা সৃষ্ট; **তৎ অনু**—তারপর; **ত্বম্**—আপনি; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অপ্রবিষ্টঃ**—আপনি যদিও প্রবেশ করেননি; **প্রবিষ্টঃ ইব**—মনে হয় যেন আপনি প্রবেশ করেছেন; **ভাব্যসে**—প্রতীত হয়।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি সেই পুরুষ যিনি প্রথমে তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এই ত্রিগুণাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করে আপনি যেন তাতে প্রবেশ করেছেন বলে প্রতীত হয়, যদিও প্রকৃতপক্ষে আপনি প্রবিষ্ট হননি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/৪) ভগবান স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

"সত্ত্ব, রজ এবং তম এই ত্রিগুণাত্মক বিশ্ব মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার দ্বারা গঠিত। এইগুলি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তি, তবুও শ্রীকৃষ্ণ নির্গুণ হওয়ার ফলে, তিনি এই জড় জগৎ থেকে পৃথক। যাদের শুদ্ধ জ্ঞান নেই, তারা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণও জড় তত্ত্ব এবং তাঁর দেহ আমাদের মতো জড়

(*অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ*)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই এই জড় জগৎ থেকে পৃথক। বৈদিক শাস্ত্রে আমরা দেখতে পাই যে, সৃষ্টির তত্ত্ব মহাবিষ্ণু সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৫) উল্লেখ করা হয়েছে—

একোঽপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং
যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ ।
অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি। তিনি তাঁর অংশ মহাবিষ্ণুরূপে জড়া প্রকৃতিতে প্রবেশ করেন। তারপর তিনি প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রবেশ করেন, এবং তারপর প্রতিটি উপাদানে, এমন কি প্রতিটি পরমাণুতে পর্যন্ত ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রবেশ করেন। তাঁর সৃষ্টির এই প্রকাশ অনন্ত, যা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে এবং প্রতিটি পরমাণুতে প্রকাশিত হয়।" গোবিন্দ তাঁর অংশ অন্তর্যামীরূপে এই জড় জগতে প্রবেশ করেন (*অণ্ডান্তরস্থ*) এবং প্রতিটি পরমাণুতেও বিরাজ করেন। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৪৮) আরও বলা হয়েছে—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলোজা জগদণ্ডনাথাঃ ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

এই শ্লোকটিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহাবিষ্ণু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ। মহাবিষ্ণু কারণ সমুদ্রে শয়ন করেন এবং তিনি যখন নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, তখন তাঁর দেহের রোমকূপ থেকে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়। তারপর তিনি যখন নিঃশ্বাস গ্রহণ করেন, তখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগুলি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এইভাবে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, যেগুলি ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেগুলি মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাসের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় ও বিলুপ্ত হয়।

মূর্খ মানুষেরা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন, তখন তিনি একটি সাধারণ শিশুর মতো সীমিত শক্তিসম্পন্ন হন। কিন্তু বসুদেব অবগত ছিলেন যে, ভগবান যদিও তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তবুও তিনি দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করেননি এবং সেখান থেকে নির্গত হননি। পক্ষান্তরে, ভগবান সর্বদাই সেখানে ছিলেন। ভগবান সর্বব্যাপ্ত। তিনি অন্তরে এবং বাইরে বিরাজমান। *প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে*। কেবল মনে হয় যেন তিনি দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করেছেন

এবং এখন বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। বসুদেবের এই জ্ঞানের অভিব্যক্তি ইঙ্গিত করে যে, বসুদেব জানতেন কিভাবে সেই সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল। বসুদেব যে পূর্ণ জ্ঞান সমন্বিত ভগবদ্ভক্ত ছিলেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, এবং তাঁর মতো ভক্তের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষাগ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৩৪) তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

"সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর; তা হলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন।" বসুদেব ভগবানকে তাঁর পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তবুও তিনি পূর্ণরূপে জানতেন ভগবান কিভাবে আবির্ভূত হন এবং অন্তর্হিত হন। তাই তিনি ছিলেন তত্ত্বদর্শী, কারণ তিনি স্বয়ং দেখেছিলেন যে, ভগবান তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। বসুদেব অজ্ঞানাচ্ছন্ন ছিলেন না। তাই তিনি মনে করেননি যে, ভগবান যেহেতু আবির্ভূত হয়েছেন, অতএব তিনি সীমিত হয়ে গেছেন। ভগবান অসীম এবং অন্তরে ও বাইরে সর্বব্যাপ্ত। এইভাবে তাঁর আবির্ভাব এবং তিরোভাবের কোন প্রশ্ন ওঠে না।

শ্লোক ১৫-১৭

যথেমেঽবিকৃতা ভাবাস্তথা তে বিকৃতৈঃ সহ ।
নানাবীর্যাঃ পৃথগ্‌ভূতা বিরাজং জনয়ন্তি হি ॥ ১৫ ॥
সন্নিপত্য সমুৎপাদ্য দৃশ্যন্তেঽনুগতা ইব ।
প্রাগেব বিদ্যমানত্বান্ন তেষামিহ সম্ভবঃ ॥ ১৬ ॥
এবং ভবান্ বুদ্ধ্যনুমেয়লক্ষণৈ-
র্গ্রাহ্যৈর্গুণৈঃ সন্নপি তদ্‌গুণাগ্রহঃ ।
অনাবৃতত্বাদ্ বহিরন্তরং ন তে
সর্বস্য সর্বাত্মন আত্মবস্তুনঃ ॥ ১৭ ॥

যথা—যেমন; **ইমে**—জড়া প্রকৃতি দ্বারা রচিত এই জড় সৃষ্টি; **অবিকৃতাঃ**—প্রকৃতপক্ষে পৃথগ্‌ভূত নয়; **ভাবাঃ**—এই প্রকার ধারণার দ্বারা; **তথা**—তেমনই; **তে**—

তারা; **বিকৃতৈঃ সহ**—মহত্তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত এই সমস্ত বিভিন্ন উপাদান সহ; **নানা-বীর্যাঃ**—প্রতিটি তত্ত্ব বিভিন্ন শক্তিতে পূর্ণ; **পৃথক্**—ভিন্ন; **ভূতাঃ**—হয়ে; **বিরাজম্**—সমগ্র জগৎ; **জনয়ন্তি**—সৃষ্টি করে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **সন্নিপত্য**—চিন্ময় শক্তির সান্নিধ্যের ফলে; **সমুৎপাদ্য**—সৃষ্টি হওয়ার পর; **দৃশ্যন্তে**—প্রকট হয়; **অনুগতাঃ**—তাতে প্রবেশ করে; **ইব**—যেন; **প্রাক্**—এই জড় জগতের সৃষ্টির পূর্বে, শুরু থেকেই; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **বিদ্যমানত্বাৎ**—ভগবানের অস্তিত্বের ফলে; **ন**—না; **তেষাম্**—এই সমস্ত জড় তত্ত্বের; **ইহ**—এই সৃষ্টির বিষয়ে; **সম্ভবঃ**—প্রবেশ করা সম্ভব হত; **এবম্**—এইভাবে; **ভবান্**—হে ভগবান; **বুদ্ধি-অনুমেয়-লক্ষণৈঃ**—প্রকৃত বুদ্ধি এবং এই প্রকার লক্ষণের দ্বারা; **গ্রাহ্যৈঃ**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের দ্বারা; **গুণৈঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণসহ; **সন্ অপি**—সংস্পর্শ সত্ত্বেও; **তৎ-গুণ-অগ্রহঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের সংস্পর্শ রহিত; **অনাবৃতত্বাৎ**—সর্বত্র অবস্থিত হওয়ার ফলে; **বহিঃ অন্তরম্**—বাইরে এবং অন্তরে; **ন তে**—আপনার জন্য সেই রকম কিছু নেই; **সর্বস্য**—সব কিছুর; **সর্ব-আত্মনঃ**—আপনি সব কিছুর মূল; **আত্ম-বস্তুনঃ**—সব কিছুই আপনার, কিন্তু আপনি সব কিছুর বাহির এবং অন্তর।

অনুবাদ

মহত্তত্ত্ব অবিভাজ্য, কিন্তু জড়া প্রকৃতির গুণের ফলে তা মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশে বিভক্ত বলে মনে হয়। জীবশক্তির ফলে (জীবভূত), এই সমস্ত বিভক্ত শক্তিগুলি মিলিত হয়ে দৃশ্য জগৎকে প্রকাশ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এই জড় জগতের সৃষ্টির পূর্বেও মহত্তত্ত্ব বিদ্যমান ছিল। তাই, মহত্তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে কখনই সৃষ্টিতে প্রবেশ করে না। তেমনই, আপনি যদিও আপনার উপস্থিতির ফলে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েছেন, তবুও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, মনের দ্বারা অথবা বাণীর দ্বারা আপনাকে অনুভব করা যায় না (অবাঙ্মনসগোচর)। আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা কোন কোন বস্তু দর্শন করতে পারি, সব কিছু দর্শন করতে পারি না। যেমন, আমাদের চক্ষুর দ্বারা আমরা দর্শন করতে পারি, কিন্তু রস আস্বাদন করতে পারি না। তেমনই, আপনি আমাদের ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত। যদিও আপনি জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে রয়েছেন, তবুও আপনি প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত নন। আপনি সব কিছুর মূল কারণ, সর্বব্যাপ্ত, অবিচ্ছিন্ন পরমাত্মা। তাই আপনি বাহ্য ও অন্তরশূন্য। আপনি কখনও দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করেননি; পক্ষান্তরে, আপনি পূর্বেই সেখানে বিদ্যমান ছিলেন।

তাৎপর্য

এই একই তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং *ভগবদ্গীতাতেও* (৯/৪) বিশ্লেষণ করেছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥

"অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই।"

ভগবান জড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন। বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের নাম, যশ, লীলা ইত্যাদি জড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। যিনি যথাযথভাবে সদ্গুরুর পরিচালনায় শুদ্ধ ভক্তি সম্পাদনে রত, তাঁর কাছেই কেবল তিনি প্রকাশিত হন। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৮) বলা হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।

ভগবানের প্রতি যাঁর চিন্ময় প্রেম বিকশিত হয়েছে, তিনি সর্বদা অন্তরে এবং বাইরে ভগবান গোবিন্দকে দর্শন করতে পারেন। তিনি সাধারণ মানুষের গোচরীভূত হন না। *ভগবদ্গীতার* উপরোক্ত শ্লোকটিতে তাই বলা হয়েছে যে, যদিও তিনি সর্বব্যাপ্ত, যদিও তিনি সর্বত্র বিরাজমান, তবুও তিনি জড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, আমরা যদিও তাঁকে দেখতে পাই না, তবুও সব কিছুই তাঁর আশ্রিত। *ভগবদ্গীতার* সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে যে, সমগ্র জড় জগৎ তাঁর দুটি শক্তি পরা এবং অপরা অর্থাৎ চিন্ময় ও জড় শক্তির সমন্বয়। সূর্যকিরণ যেমন সারা বিশ্ব জুড়ে ব্যাপ্ত, তেমনই ভগবানের শক্তিও সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে ব্যাপ্ত, এবং সব কিছুই সেই শক্তির আশ্রয়ে বিরাজ করে।

কিন্তু তা বলে মনে করা উচিত নয় যে, যেহেতু তিনি সর্বব্যাপ্ত, তাই তাঁর সবিশেষ অস্তিত্ব নষ্ট হয়ে গেছে। সেই মতবাদ খণ্ডন করার জন্য ভগবান বলেছেন, "আমি সর্বত্র বিরাজমান এবং সব কিছুই আমার আশ্রয়ে অবস্থিত, তবুও আমি সব কিছু থেকে পৃথক।" যেমন, রাজার রাজ্য হচ্ছে রাজার শক্তির প্রকাশ; রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগগুলি রাজারই শক্তি, এবং সব কটি বিভাগই রাজার শক্তির উপর আশ্রিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজা স্বয়ং প্রতিটি বিভাগে উপস্থিত থাকবেন বলে কেউ আশা করে না। এটি একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত। তেমনই, আমরা জড় জগতের যে প্রকাশ দর্শন করি, এবং জড় জগতে ও চিৎ-জগতে যা কিছু বিরাজমান, তা সবই ভগবানের শক্তির আশ্রয়ে আশ্রিত। ভগবানের বিভিন্ন শক্তির সমন্বয়ের ফলে

সৃষ্টি হয়, এবং *ভগবদ্‌গীতাতে* উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি তাঁর প্রতিনিধি-স্বরূপ তাঁর বিভিন্ন শক্তির পরিব্যাপ্তির দ্বারা সর্বত্রই উপস্থিত রয়েছেন।

কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, যিনি কেবল তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারাই সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করেন, তিনি বসুদেবের পত্নী দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হতে পারেন না। এই তর্ক খণ্ডন করার জন্য বসুদেব বলেছেন, "হে ভগবান, আপনি যে দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন তা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়, কারণ এই জড় জগতের সৃষ্টিও এইভাবেই হয়েছে। আপনি মহাবিষ্ণুরূপে কারণ সমুদ্রে শায়িত ছিলেন, এবং আপনার নিঃশ্বাসের ফলে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। তারপর আপনি গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেছেন। তারপর আপনি আবার ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে নিজেকে বিস্তার করে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে এবং প্রতিটি পরমাণুতে প্রবিষ্ট হয়েছেন। অতএব, বোঝা যায় যে, আপনি সেইভাবেই দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করেছেন। মনে হয় যেন আপনি প্রবিষ্ট হয়েছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে আপনি যুগপৎ সর্বব্যাপ্ত। জড় দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমরা আপনার প্রবেশ এবং অপ্রবেশ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। মহত্তত্ত্ব ষোড়শ পদার্থে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও অবিকৃত থাকে। জড় দেহ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম—এই পঞ্চমহাভূতের সমন্বয় ব্যতীত আর কিছু নয়। মনে হয় যেন জড় শরীরে এই উপাদানগুলি নতুনভাবে সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই উপাদানগুলি শরীরের বাইরে সর্বদাই বিরাজ করছে। তেমনই, আপনি যদিও একটি শিশুরূপে দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন, তবুও আপনি বাহিরেও বিরাজমান। আপনি সর্বদা আপনার ধামে নিবাস করেন, তবুও আপনি অনন্ত কোটিরূপে নিজেকে বিস্তার করে যুগপৎ বিরাজমান।

"আপনার আবির্ভাব গভীর বুদ্ধিমত্তার দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। কারণ জড় শক্তিও আপনার থেকে উদ্ভূত হচ্ছে। আপনিই জড় শক্তির আদি উৎস, ঠিক যেমন সূর্যকিরণের উৎস সূর্য। সূর্যকিরণ যেমন কখনও সূর্যমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করতে পারে না, আপনার থেকে উদ্ভূত জড় শক্তিও তেমনই আপনাকে আচ্ছাদিত করতে পারে না। মনে হয় যেন আপনি জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির গুণ কখনই আপনাকে আচ্ছাদিত করতে পারে না। সেই কথা অত্যন্ত বুদ্ধিমান দার্শনিকেরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যদিও মনে হয় আপনি জড়া প্রকৃতির ভিতরে রয়েছেন, তবুও আপনি কখনই তার দ্বারা আচ্ছাদিত হন না।"

বেদের বাণী থেকে আমরা জানতে পারি যে, পরমব্রহ্ম তাঁর জ্যোতি প্রদর্শন করেন এবং তার ফলে সব কিছু প্রকাশিত হয়। *ব্রহ্মসংহিতা* থেকে আমরা জানতে পারি যে, ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা। আর এই ব্রহ্মজ্যোতি থেকে সমস্ত সৃষ্টি প্রকাশিত হয়েছে। *ভগবদ্গীতাতে* আরও বলা হয়েছে যে, ভগবান হচ্ছেন ব্রহ্মজ্যোতির আশ্রয়। মূলত তিনিই হচ্ছেন সব কিছুর মূল কারণ। কিন্তু নির্বোধ মানুষেরা মনে করে যে, ভগবান যখন এই জড় জগতে আসেন, তখন তিনি জড় গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন। এই প্রকার সিদ্ধান্ত মোটেই পরিপক্ক নয়, তা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মনগড়া মতবাদ।

শ্লোক ১৮

য আত্মনো দৃশ্যগুণেষু সন্নিতি
ব্যবস্যতে স্বব্যতিরেকতোঽবুধঃ ।
বিনানুবাদং ন চ তন্মনীষিতং
সম্যগ্ যতস্ত্যক্তমুপাদদৎ পুমান্ ॥ ১৮ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **আত্মনঃ**—তার প্রকৃত পরিচয় আত্মার; **দৃশ্য-গুণেষু**—শরীর আদি দৃশ্য পদার্থকে; **সন্**—সেই স্থিতিতে অবস্থিত হয়ে; **ইতি**—এইভাবে; **ব্যবস্যতে**—কর্ম করতে থাকে; **স্ব-ব্যতিরেকতঃ**—দেহটি যেন আত্মা থেকে স্বতন্ত্র; **অবুধঃ**—মূর্খ; **বিনা অনুবাদম্**—যথাযথ বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন বিনা; **ন**—না; **চ**—ও; **তৎ**—দেহ এবং অন্যান্য দৃশ্য বস্তু; **মনীষিতম্**—বিবেচনা করা হয়েছে; **সম্যক্**—পূর্ণরূপে; **যতঃ**—যেহেতু সে একটি মূর্খ; **ত্যক্তম্**—পরিত্যক্ত; **উপাদদৎ**—দেহটিকে বাস্তব বলে মনে করে; **পুমান্**—মানুষ।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি জড়া প্রকৃতির তিন গুণ থেকে উৎপন্ন দেহ আদি দৃশ্য বস্তুকে আত্মা থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করে, সে তার অস্তিত্বের মূল ভিত্তি সম্বন্ধে অবগত নয়, এবং তাই সে একটি মূর্খ। যাঁরা বিজ্ঞ, তাঁরা এই প্রকার মনোভাব বর্জন করেছেন, কারণ পূর্ণরূপে বিবেচনা করে তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন যে, আত্মা বিনা দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব অবাস্তব। মূর্খদের সিদ্ধান্ত যদিও পরিত্যাগ করা হয়েছে, তবুও মূর্খেরা তাকেই বাস্তব বলে মনে করে।

তাৎপর্য

আত্মা ব্যতীত দেহের উৎপত্তি হতে পারে না। তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা তাদের রসায়নাগারে জীবন সৃষ্টি করার বহু প্রকার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তারা কেউই সফল হয়নি, কারণ আত্মার উপস্থিতি ব্যতীত জড় উপাদান থেকে জীবন সৃষ্টি করা যায় না। বৈজ্ঞানিকেরা যেহেতু দেহের রাসায়নিক উপাদানের মতবাদের দ্বারা মোহিত, তাই আমরা বহু বৈজ্ঞানিকদের অন্তত একটি ছোট্ট ডিম তৈরি করতে আহ্বান জানিয়েছি। ডিমের রাসায়নিক উপাদানগুলি অনায়াসে পাওয়া যায়। ডিমের শ্বেত অংশ রয়েছে এবং পীত অংশ রয়েছে, এবং সেগুলি একটি আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা সেগুলি অনায়াসে নকল তৈরি করতে পারে। কিন্তু তারা এই প্রকার একটি ডিম তৈরি করলেও এবং তা তাপ প্রদানকারী যন্ত্রে রাখলেও, এই মনুষ্যকৃত কৃত্রিম ডিমটি থেকে কখনই একটি মুরগির জন্ম হবে না। আত্মা বিনা রাসায়নিক পদার্থের মাধ্যমে জীবন সৃষ্টির কোন প্রশ্নই ওঠে না। যারা মনে করে যে, আত্মা ব্যতীত জীবন সম্ভব, তাদের এখানে *অবুধঃ* বা মূর্খ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে, আবার কিছু মানুষ রয়েছে, যারা দেহটিকে মিথ্যা বলে মনে করে তাকে অস্বীকার করতে চায়। তারাও একই রকম মূর্খ। দেহটিকে অস্বীকারও করা যায় না, আবার বাস্তব বলে স্বীকারও করা যায় না। বাস্তব বস্তু হচ্ছেন ভগবান, আর দেহ এবং আত্মা দুটিই ভগবানের শক্তি। সেই সম্বন্ধে ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৭/৪-৫) বলেছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

"ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই অষ্ট প্রকারে আমার ভিন্না জড়া প্রকৃতি বিভক্ত। হে মহাবাহো, এই নিকৃষ্টা প্রকৃতি ব্যতীত আমার আর একটি উৎকৃষ্টা প্রকৃতি রয়েছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি থেকে সমস্ত জীব নিঃসৃত হয়ে এই জড় জগৎকে ধারণ করে আছে।"

আত্মার যেমন ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে, দেহটিরও তেমনই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। যেহেতু এই দুটি ভগবানেরই শক্তি, তাই তার কোনটিই মিথ্যা নয়, কারণ তারা উভয়েই ন বাস্তব বস্তু থেকে এসেছে। যে ব্যক্তি জীবনের

এই রহস্য সম্বন্ধে অবগত নয়, তাকে *অবুধঃ* বলে বর্ণনা করা হয়। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে, *ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্‌, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*—সব কিছুই পরম ব্রহ্ম। তাই, দেহ এবং আত্মা উভয়েই ব্রহ্ম, কারণ জড় পদার্থ এবং চেতন আত্মা উভয়ই ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

বৈদিক সিদ্ধান্ত না জেনে, কিছু মানুষ জড়া প্রকৃতিকে বাস্তব বলে মনে করে, এবং অন্যরা আত্মাকে বাস্তব বস্তু বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম হচ্ছেন বাস্তব বস্তু। ব্রহ্ম সর্বকারণের কারণ। এই জগতের উপাদান এবং কারণ হচ্ছেন ব্রহ্ম, এবং ব্রহ্ম ব্যতীত আমরা স্বতন্ত্রভাবে এই সমস্ত উপাদানগুলি তৈরি করতে পারি না। অধিকন্তু, যেহেতু জড় জগতের উপাদান এবং কারণ উভয়েই ব্রহ্ম, তাই তারা উভয়েই সত্য; *ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা*, এই ধরনের বাণীর কোন ভিত্তি নেই। জগৎ মিথ্যা নয়।

জ্ঞানীরা জগৎকে মিথ্যা বলে মনে করে ত্যাগ করে, আর মূর্খেরা এই জগৎকে সত্য বলে মনে করে। এইভাবে তারা উভয়েই ভ্রান্ত। দেহ যদিও আত্মার মতো মহত্ত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু তা বলে আমরা দেহটিকে মিথ্যা বলতে পারি না। দেহটি যদিও অনিত্য, তবুও আত্মজ্ঞান রহিত মূর্খ জড়বাদীরা এই অনিত্য দেহটিকে বাস্তব বলে মনে করে দেহটি সাজাতে ব্যস্ত হয়। দেহটিকে মিথ্যা বলে মনে করা এবং দেহটিকে সর্বস্ব বলে মনে করা, এই উভয় ভ্রান্তিই দূর হতে পারে যদি মানুষ পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়। আমরা যদি এই জগৎটিকে মিথ্যা বলে মনে করি, তা হলে আমরা অসুর পর্যায়ভুক্ত হই, এবং অসুরেরা বলে যে এই জগৎ অসত্য এবং তার নিয়ন্তাস্বরূপ ভগবান নেই (*অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্‌*)। *ভগবদ্গীতার* ষোড়শ অধ্যায়ে অসুরদের বর্ণনা করে সেই কথা বলা হয়েছে।

শ্লোক ১৯

ত্বত্তোঽস্য জন্মস্থিতিসংযমান্ বিভো
বদন্ত্যনীহাদগুণাদবিক্রিয়াৎ ।
ত্বয়ীশ্বরে ব্রহ্মণি নো বিরুধ্যতে
ত্বদাশ্রয়ত্বাদুপচর্যতে গুণৈঃ ॥ ১৯ ॥

ত্বত্তঃ—আপনার থেকে; **অস্য**—সমগ্র জগতের; **জন্ম**—সৃষ্টি; **স্থিতি**—পালন; **সংযমান্**—এবং সংহার; **বিভো**—হে প্রভু; **বদন্তি**—তত্ত্বজ্ঞানী বৈদান্তিকেরা বলেন;

অনীহাৎ—চেষ্টা রহিত; **অগুণাৎ**—প্রাকৃত গুণবর্জিত; **অবিক্রিয়াৎ**—আপনার চিন্ময় স্থিতিতে যারা বিকার রহিত হয়ে অবস্থান করছেন; **ত্বয়ি**—আপনাতে; **ঈশ্বরে**—ভগবান; **ব্রহ্মণি**—পরব্রহ্ম; **ন**—না; **বিরুধ্যতে**—বিরোধ হয়; **ত্বৎ-আশ্রয়ত্বাৎ**—আপনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে; **উপচর্যতে**—আপনা থেকেই সম্পাদিত হয়; **গুণৈঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের ক্রিয়ার দ্বারা।

অনুবাদ

হে ভগবান, বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন যে, নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ এবং নির্বিকার আপনার দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার কার্য হয়। পরব্রহ্ম-স্বরূপ আপনাতে কোন বিরোধ নেই। যেহেতু জড়া প্রকৃতির তিন গুণ—সত্ত্ব, রজ এবং তম আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই সব কিছু আপনা হতেই সম্পাদিত হয়।

তাৎপর্য

বেদে বলা হয়েছে—

ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥

ভগবানের করণীয় কিছু নেই, এবং কেউই তাঁর সমকক্ষ অথবা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ নন, কারণ সব কিছুই তাঁর বিবিধ পরাশক্তির দ্বারা স্বাভাবিকভাবে এবং সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়।” (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্* ৬/৮) সৃষ্টি, পালন এবং সংহার ভগবানই স্বয়ং সম্পাদন করেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*)। তবুও ভগবানের কিছুই করণীয় নেই এবং তাই তিনি *নির্বিকার*। যেহেতু সব কিছুই তাঁর পরিচালনায় সম্পাদিত হয়, তাই তাঁকে বলা হয় *সৃষ্টিকর্তা*। তেমনই তিনি সংহারকর্তাও। প্রভু যখন এক স্থানে বসে থাকেন, তখন তাঁর ভৃত্যরা বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে, এবং ভৃত্যরা যা কিছুই করে তা চরমে প্রভুরই কার্য, যদিও তিনি কিছুই করছেন না (*ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে*)। ভগবানের শক্তি এমনই অসংখ্য যে, সব কিছুই সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়। তাই তিনি স্বভাবতই স্থির এবং সরাসরিভাবে এই জগতের কোন কিছুর কর্তা নন।

শ্লোক ২০

স ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে স্বমায়য়া
বিভর্ষি শুক্লং খলু বর্ণমাত্মনঃ ।
সর্গায় রক্তং রজসোপবৃংহিতং
কৃষ্ণং চ বর্ণং তমসা জনাত্যয়ে ॥ ২০ ॥

সঃ ত্বম্—চিন্ময় স্বরূপ সেই আপনি; **ত্রি-লোক-স্থিতয়ে**—স্বর্গ, মর্ত এবং পাতাল এই তিন লোকের পালনের জন্য; **স্ব-মায়য়া**—আপনার নিজের শক্তির দ্বারা (*আত্মমায়য়া*); **বিভর্ষি**—ধারণ করেন; **শুক্লম্**—সত্ত্বগুণে বিষ্ণুর শুভ্ররূপ; **খলু**—ও; **বর্ণম্**—বর্ণ; **আত্মনঃ**—বিষ্ণুতত্ত্ব; **সর্গায়**—সমগ্র জগতের সৃষ্টির জন্য; **রক্তম্**—রজোগুণের রক্তবর্ণ; **রজসা**—রজোগুণ সহ; **উপবৃংহিতম্**—আবিষ্ট; **কৃষ্ণম্ চ**—এবং তমোগুণ; **বর্ণম্**—বর্ণ; **তমসা**—অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন; **জন-অত্যয়ে**—সমগ্র সৃষ্টির বিনাশের জন্য।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনার স্বরূপ জড়া প্রকৃতির তিনগুণের অতীত, তবুও ত্রিলোক পালনের জন্য আপনি সত্ত্বগুণে শ্রীবিষ্ণুর শুক্লরূপ ধারণ করেন; সৃষ্টির জন্য রজোগুণবহুল রক্তবর্ণ হন এবং প্রলয়ের সময় তমোগুণবহুল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেন।

তাৎপর্য

বসুদেব ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, "আপনাকে *শুক্লম্* বলা হয়। *শুক্লম্* বা 'শ্বেতবর্ণ' পরম সত্যের প্রতীক, কারণ তা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত নয়। ব্রহ্মাকে বলা হয় রক্ত, কারণ সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মা রজোগুণের দ্যোতক। তমোগুণের দায়িত্ব শিবকে দেওয়া হয়েছে, কারণ তিনি বিশ্ব সংহার করেন। এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার আপনার শক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয়, তবুও আপনি কখনও এই সমস্ত গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না।" *বেদে* প্রতিপন্ন হয়েছে, *হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ*—ভগবান শ্রীহরি সর্বদাই সমস্ত জড় গুণ থেকে মুক্ত। এই কথাও বলা হয়েছে যে, ভগবানের রজ এবং তমোগুণ নেই।

এই শ্লোকে যে শুক্ল, রক্ত এবং কৃষ্ণ—এই তিনটি বর্ণের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি আমাদের ইন্দ্রিয় উপলব্ধ রঙের দ্যোতক বলে মনে না করে সত্ত্বগুণ,

রজোগুণ এবং তমোগুণের দ্যোতক বলে বুঝতে হবে। একটি হাঁসের গায়ের রঙ সাদা, কিন্তু সে তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন। *বকান্ধ-ন্যায়* অনুসারে, বক এতই মূর্খ যে, সে একটি বৃষের অণ্ডকোষকে একটি ঝুলন্ত মৎস্য বলে মনে করে তার পিছনে ধাবিত হয়, এবং মনে করে, যে কোন মুহূর্তে সেটি পড়ে গেলেই তুলে নেওয়া যেতে পারে। এইভাবে বক সর্বদাই তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন। তবে, বৈদিক শাস্ত্রের প্রণেতা ব্যাসদেবের গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু তাঁর অর্থ এই নয় যে, তিনি তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন; পক্ষান্তরে, তিনি জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত সত্ত্বগুণের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত। কখনও কখনও এই সমস্ত বর্ণগুলি (*শুক্লরক্তস্তথাপীতঃ*) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের বোঝায়। ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ, শিবের বর্ণ শুভ্র এবং ব্রহ্মার বর্ণ রক্ত, কিন্তু শ্রীল সনাতন গোস্বামীর *বৈষ্ণবতোষণী-টীকা* অনুসারে, এই সমস্ত বর্ণগুলির প্রদর্শন এই প্রকার অভিব্যক্তির জন্য এখানে করা হয়নি।

শুক্ল, রক্ত এবং কৃষ্ণের প্রকৃত জ্ঞান এই প্রকার—ভগবান সর্বদাই চিন্ময়, কিন্তু সৃষ্টি করার জন্য তিনি ব্রহ্মারূপে রক্তবর্ণ ধারণ করেন। আবার, কখনও কখনও ভগবান ক্রুদ্ধ হন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৬/১৯) তিনি বলেছেন—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥

"সেই বিদ্বেষী, ক্রূর এবং নরাধমদের আমি এই সংসারেই অশুভ আসুরী যোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করি।" অসুরদের বিনাশ করার জন্য ভগবান ক্রুদ্ধ হন এবং তাই তিনি রুদ্ররূপ ধারণ করেন। মূল কথা হচ্ছে যে, ভগবান সর্বদাই জড় গুণের অতীত, এবং আমাদের ইন্দ্রিয় অনুভূতির ফলে অন্যভাবে তা মনে করে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। আমাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, মহাজনদের মাধ্যমে ভগবানের স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করা। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৩/২৮) বলা হয়েছে, *এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।*

শ্লোক ২১

ত্বমস্য লোকস্য বিভো রিরক্ষিষু-
র্গৃহেঽবতীর্ণোঽসি মমাখিলেশ্বর ।
রাজন্যসংজ্ঞাসুরকোটিযূথপৈ-
র্নির্ব্যূহ্যমানা নিহনিষ্যসে চমূঃ ॥ ২১ ॥

ত্বম্—আপনি; **অস্য**—এই পৃথিবীর; **লোকস্য**—বিশেষ করে এই মর্ত লোকের; **বিভো**—হে ভগবান; **রিরক্ষিষুঃ**—(অসুরদের উৎপাত থেকে) রক্ষা করার বাসনায়; **গৃহে**—এই গৃহে; **অবতীর্ণঃ অসি**—এখন প্রকট হয়েছেন; **মম**—আমার; **অখিল-ঈশ্বর**—যদিও আপনি সমগ্র সৃষ্টির অধীশ্বর; **রাজন্য-সংজ্ঞা-অসুর-কোটি-যূথপৈঃ**—রাজনীতিবিদ্ এবং রাজাদের ভূমিকা অবলম্বনকারী কোটি কোটি অসুর এবং তাদের অনুগামীদের; **নির্ব্যূহ্যমানাঃ**—সারা পৃথিবী জুড়ে যারা বিচরণ করছে; **নিহনিষ্যসে**—সংহার করবেন; **চমূঃ**—সেনাবাহিনী।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি সমগ্র সৃষ্টির অধীশ্বর, আপনি এখন এই জগৎ রক্ষা করার জন্য আমার গৃহে আবির্ভূত হয়েছেন। আমি নিশ্চিতভাবে জানি, সারা পৃথিবী জুড়ে ক্ষত্রিয় রাজার বেশধারী অসুরদের যে সেনাবাহিনী বিচরণ করছে, তাদের আপনি সংহার করবেন। নিরীহ জনসাধারণদের রক্ষা করার জন্য আপনি অবশ্যই তাদের সংহার করবেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ দুটি উদ্দেশে, এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*—সরলপ্রাণ ধর্মপরায়ণ ভগবদ্ভক্তদের রক্ষা করার জন্য এবং অশিক্ষিত অসভ্য অসুর, যারা অনর্থক কুকুরের মতো চিৎকার করে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাদের সংহার করার জন্য। বলা হয়েছে, *কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার*। হরেকৃষ্ণ আন্দোলনও নামরূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতার। আসুরিক রাজা এবং রাজনীতিবিদ্‌দের ভয়ে আমাদের প্রত্যেকেই যারা ভীত, তাদের অবশ্য কর্তব্য নামরূপে *হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে*—শ্রীকৃষ্ণের এই অবতারকে স্বাগত জানানো। তা হলে আমরা আসুরিক শাসকদের উৎপীড়ন থেকে অবশ্যই রক্ষা পাব। বর্তমান সময়ে এই সমস্ত শাসকেরা এতই শক্তিশালী যে, তারা যেন-তেন প্রকারেণ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ অধিকার করে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা বা আপৎকালীন অবস্থার অজুহাতে অসংখ্য মানুষকে নির্যাতন করে। তারপর এক অসুর অন্য অসুরকে পরাস্ত করে, কিন্তু জনসাধারণের দুঃখের ভার লাঘব হয় না। তাই সারা পৃথিবী আজ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে, এবং এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার লাভের একমাত্র ভরসা হচ্ছে হরেকৃষ্ণ আন্দোলন। প্রহ্লাদ মহারাজ যখন তাঁর আসুরিক পিতার দ্বারা নির্মমভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন, তখন ভগবান নৃসিংহদেব আবির্ভূত

হয়েছিলেন। এই প্রকার আসুরিক পিতা বা শাসক রাজনীতিবিদ্‌দের কারণে হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের প্রসার অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছে, কিন্তু যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ এখন এই আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁর পবিত্র নামরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তাই আমরা আশা করতে পারি যে, এই সমস্ত আসুরিক পিতাদের বিনাশ হবে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবানের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। সারা পৃথিবী আজ রাজনীতিবিদ্, গুরু, সাধু, যোগী এবং অবতারের বেশে অসংখ্য অসুরে পূর্ণ, এবং তারা মানব-সমাজের প্রকৃত মঙ্গলসাধন করতে সক্ষম কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

শ্লোক ২২

অয়ং ত্বসভ্যস্তব জন্ম নৌ গৃহে
শ্রুত্বাগ্রজাংস্তে ন্যবধীৎ সুরেশ্বর ।
স তেঽবতারং পুরুষৈঃ সমর্পিতং
শ্রুত্বাধুনৈবাভিসরত্যুদায়ুধঃ ॥ ২২ ॥

অয়ম্—এই (মূঢ়); **তু**—কিন্তু; **অসভ্যঃ**—অসভ্য (অসুর মানে 'অসভ্য', এবং সুর মানে 'সভ্য'); **তব**—আপনার; **জন্ম**—জন্ম; **নৌ**—আমাদের; **গৃহে**—গৃহে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **অগ্রজান্ তে**—আপনার পূর্ব জাত ভ্রাতাদের; **ন্যবধীৎ**—বধ করেছে; **সুর-ঈশ্বর**—হে সভ্য মানুষ বা দেবতাদের ঈশ্বর; **সঃ**—সে (সেই অসভ্য কংস); **তে**—আপনার; **অবতারম্**—আবির্ভাব; **পুরুষৈঃ**—তার সেনাপতিদের দ্বারা; **সমর্পিতম্**—নিবেদিত হয়ে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **অধুনা**—এখন; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অভিসরতি**—এক্ষুণি আসবে; **উদায়ুধঃ**—অস্ত্র উদ্যত করে।

অনুবাদ

হে সুরেশ্বর! আপনি আমাদের গৃহে জন্মগ্রহণ করবেন এই ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করে, অসভ্য কংস আপনার অগ্রজদের হত্যা করেছে। তার সেনানায়কদের কাছে আপনার আবির্ভাবের কথা শ্রবণ করা মাত্রই, আপনাকে হত্যা করতে সে অস্ত্র নিয়ে এখানে আসবে।

তাৎপর্য

এখানে কংসকে অসভ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ সে তাঁর ভগ্নীর সন্তানদের হত্যা করেছিল। দেবকীর অষ্টম সন্তানের দ্বারা তার মৃত্যু হবে, এই ভবিষ্যদ্বাণী

শুনে অসভ্য কংস তার অবলা ভগ্নীকে তাঁর বিবাহের সময় হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। অসভ্য মানুষ তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য যে কোন কার্য করতে পারে। সে শিশুদের হত্যা করতে পারে, গোহত্যা করতে পারে, ব্রাহ্মণদের হত্যা করতে পারে, বৃদ্ধদের হত্যা করতে পারে; কারও প্রতি তার দয়া নেই। বৈদিক সভ্যতায় গাভী, স্ত্রী, শিশু, বৃদ্ধ এবং ব্রাহ্মণদের দোষী হলেও ক্ষমা করা উচিত। কিন্তু অসভ্য অসুরেরা তা মানে না। বর্তমান সময়ে, নির্বিচারে গাভী এবং শিশু হত্যা করা হচ্ছে, এবং তাই এই সভ্যতা মোটেই আর মানুষের সভ্যতা নয়, এবং যারা এই নিন্দনীয় সভ্যতা পরিচালনা করছে, তারা হচ্ছে অসভ্য অসুর।

এই প্রকার অসভ্য মানুষেরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের অনুকূল নয়। জনসাধারণের নেতারূপে তারা নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করে যে, হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের কীর্তন হচ্ছে একটি উৎপাত স্বরূপ, যদিও *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, *সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ*। এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে, মহাত্মাদের কর্তব্য হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা এবং সারা পৃথিবী জুড়ে তা প্রচার করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা। দুর্ভাগ্যবশত, মানব-সমাজ আজ এক এমনই অসভ্য স্তরে উপনীত হয়েছে যে, তথাকথিত মহাত্মারা গাভী এবং শিশু হত্যা করছে এবং হরেকৃষ্ণ আন্দোলনকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। এই প্রকার অসভ্য কার্যকলাপ বোম্বাইয়ে হরেকৃষ্ণ ল্যান্ডে হরেকৃষ্ণ আন্দোলনকে বাধা দেওয়ার জন্য প্রদর্শিত হয়েছিল। কংস যেমন বসুদেব এবং দেবকীর সুন্দর শিশুটিকে হত্যা করবে বলে আশা করা যায়নি, তেমনই আধুনিক সমাজ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রগতিতে অসুখী হলেও তাকে বাধা দিতে পারবে না। তবুও আমাদের নানা রকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। শ্রীকৃষ্ণকে যদিও হত্যা করা যায় না, তবুও শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব স্নেহবশত ভয়ে কম্পিত হয়েছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, কংস এক্ষুণি এসে তাঁর পুত্রকে হত্যা করবে। তেমনই, এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন যদিও শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন এবং কোন অসুরই তা বাধা দিতে পারে না, তবুও অসুরেরা পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে এই আন্দোলনকে বন্ধ করে দিতে পারে বলে মনে করে আমরা ভীত হই।

শ্লোক ২৩

শ্রীশুক উবাচ

অথৈনমাত্মজং বীক্ষ্য মহাপুরুষলক্ষণম্ ।
দেবকী তমুপাধাবৎ কংসাদ্ ভীতা সুবিস্মিতা ॥ ২৩ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—বসুদেব এইভাবে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করার পর; **এনম্**—এই কৃষ্ণ; **আত্মজম্**—তাঁদের পুত্র; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **মহাপুরুষ-লক্ষণম্**—ভগবানের সমস্ত লক্ষণ সমন্বিত; **দেবকী**—শ্রীকৃষ্ণের মাতা; **তম্**—তাঁকে (শ্রীকৃষ্ণকে); **উপাধাবৎ**—প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন; **কংসাৎ**—কংসের; **ভীতা**—ভীত হয়ে; **সু-বিস্মিতা**—এই প্রকার অদ্ভুত শিশুটিকে দর্শন করে বিস্মিত হয়ে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—তারপর কংসের ভয়ে ভীতা দেবকী মহাপুরুষের লক্ষণযুক্ত পুত্রকে দর্শন করে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তাঁর স্তব করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সুবিস্মিতা* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেবকী এবং তাঁর পতি বসুদেব নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁদের সন্তানটি হচ্ছেন ভগবান এবং কংস তাঁকে হত্যা করতে পারবে না। কিন্তু স্নেহবশত তাঁরা যখন কংসের আগেকার নিষ্ঠুর কার্যকলাপের চিন্তা করেছিলেন, তখন তাঁরা সেই সঙ্গে ভীতিগ্রস্তও হয়েছিলেন যে, কংস কৃষ্ণকে হত্যা করতে পারে। সেই কারণেই *সুবিস্মিতা* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তেমনই, অসুরেরা এই আন্দোলনটিকে বিনষ্ট করবে, না নির্ভয়ে তার প্রগতি হতে থাকবে, সেই কথা চিন্তা করে আমরাও উৎকণ্ঠিত হই।

শ্লোক ২৪

শ্রীদেবক্যুবাচ

রূপং যৎ তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং
ব্রহ্ম জ্যোতির্নির্গুণং নির্বিকারম্ ।
সত্তামাত্রং নির্বিশেষং নিরীহং
স ত্বং সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রী-দেবকী উবাচ—শ্রীদেবকী বললেন; **রূপম্**—রূপ অথবা বস্তু; **যৎ তৎ**—কারণ আপনি সেই বস্তু; **প্রাহুঃ**—বলা হয়; **অব্যক্তম্**—জড় ইন্দ্রিয়ের অগোচর (*অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ*); **আদ্যম্**—আপনি আদি কারণ; **ব্রহ্ম**—আপনি ব্রহ্ম; **জ্যোতিঃ**—জ্যোতি; **নির্গুণম্**—জড় গুণরহিত; **নির্বিকারম্**—পরিবর্তন রহিত,

বিষ্ণুর শাশ্বত স্বরূপ; **সত্তা-মাত্রম্**—আদি তত্ত্ব, সব কিছুর কারণ; **নির্বিশেষম্**—পরমাত্মারূপে আপনি সর্বত্র বর্তমান; **নিরীহম্**—জড় বাসনারহিত; **সঃ**—সেই পরম পুরুষ; **ত্বম্**—আপনি; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **বিষ্ণুঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **অধ্যাত্ম-দীপঃ**—সমস্ত দিব্য জ্ঞানের আলোক (আপনাকে জানা হলে, সব কিছু জানা হয়ে যায়—*যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমেবং বিজ্ঞাতং ভবতি*)।

অনুবাদ

শ্রীদেবকী বললেন—হে ভগবান! বেদ অনেক। তাদের মধ্যে কয়েকটি আপনাকে মন এবং বাক্যের অগোচর বলে বর্ণনা করে। তবুও আপনি সমগ্র জগতের আদি উৎস। আপনি ব্রহ্ম—সর্ববৃহৎ, সূর্যের মতো জ্যোতির্ময়। আপনার কোন জড় কারণ নেই, আপনি নির্বিকার ও নির্বিশেষ, এবং আপনার কোন জড় বাসনা নেই। এইভাবে বেদে আপনাকে বাস্তব বস্তু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই, হে ভগবান, আপনি প্রত্যক্ষভাবে সমস্ত বৈদিক বাণীর উৎস, এবং আপনাকে জানা হলে ক্রমশ সব কিছু জানা হয়ে যায়। আপনি ব্রহ্মজ্যোতি এবং পরমাত্মা থেকে ভিন্ন, তবুও আপনি তাঁদের থেকে অভিন্ন। সব কিছুই আপনা থেকে উদ্ভূত হয়। নিঃসন্দেহে আপনি সর্বকারণের কারণ ভগবান শ্রীবিষ্ণু, অর্থাৎ সমস্ত দিব্য জ্ঞানের আলোক।

তাৎপর্য

সমস্ত বস্তুর উৎস শ্রীবিষ্ণু। শ্রীবিষ্ণু এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কারণ তাঁরা উভয়েই বিষ্ণুতত্ত্ব। *ঋগ্বেদ* থেকে আমরা জানতে পারি, ওঁ *তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং*—সমস্ত বস্তুর আদি উৎস হচ্ছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু, যিনি পরমাত্মা এবং ব্রহ্মজ্যোতিও। জীবেরাও বিবিধ শক্তি সমন্বিত বিষ্ণুর বিভিন্ন অংশ (*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ*)। শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ তাই সব কিছু। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) বলেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*—"আমি জড় এবং চেতন উভয় জগতেরই আদি উৎস। সব কিছুই আমার থেকে প্রকাশিত হয়।" শ্রীকৃষ্ণ তাই সর্বকারণের পরম কারণ (*সর্বকারণকারণম্*)। শ্রীবিষ্ণু যখন তাঁর সর্বব্যাপ্ত রূপ বিস্তার করেন, তখন আমাদের বুঝতে হবে যে, তিনি নিরাকার-নির্বিশেষ-ব্রহ্মজ্যোতি।

যদিও সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত হয়, তবুও চরমে তিনি একজন পুরুষ। *অহমাদির্হি দেবানাম্*—তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের আদি উৎস, এবং তাঁদের থেকে অন্যান্য সমস্ত দেবতারা উদ্ভূত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাই *ভগবদ্গীতায়*

(১৪/২৭) বলেছেন, *ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্*—"ব্রহ্ম আমার উপর আশ্রিত।" ভগবান আরও বলেছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥

"হে কৌন্তেয়, যাঁরা শ্রদ্ধা সহকারে অন্য দেবতাদের পূজা করেন, তাঁরাও অবিধিপূর্বক আমারই পূজা করেন।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/২৩) অনেক মানুষ রয়েছে, যারা সমস্ত দেবতাদের পৃথক পৃথক ভগবান বলে মনে করে তাঁদের পূজা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, দেবতারা ভগবান নন। বাস্তবিকপক্ষে, সমস্ত দেবতা এবং সমস্ত জীবেরা শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ (*মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ*)। দেবতারাও জীবভূত; তাঁরা পৃথক ভগবান নন। কিন্তু যে সমস্ত মানুষদের জ্ঞান অপরিপক্ব এবং জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত, তারাই তাদের বুদ্ধি অনুসারে বিভিন্ন দেবতাদের পূজা করে। তাই *ভগবদ্গীতায়* তাদের তিরস্কার করা হয়েছে (*কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ*)। যেহেতু তারা বুদ্ধিহীন এবং উন্নত চেতনা সমন্বিত নয়, তাই তারা সত্যকে যথাযথভাবে জানতে না পেরে দেব-দেবীদের পূজা করে অথবা মায়াবাদ আদি দর্শন অনুসারে জল্পনা-কল্পনা করে।

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর উৎস। সেই সম্বন্ধে *বেদে* উল্লেখ করা হয়েছে—*যস্য ভাষা সর্বমিদং বিভাতি*। পরম সত্যকে *শ্রীমদ্ভাগবতের* পরবর্তী অধ্যায়ে (১০/২৮/১৫) *সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রহ্মজ্যোতি সনাতন বা শাশ্বত, তবুও তা শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত (*ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্*)। *ব্রহ্মসংহিতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান সর্বব্যাপ্ত। *অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্*—তিনি প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে রয়েছেন, এবং তিনি প্রতিটি পরমাণুতেও পরমাত্মারূপে রয়েছেন। *যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটিকোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্*—ব্রহ্মও ভগবান থেকে স্বতন্ত্র নয়। তাই দার্শনিকেরা যা কিছু বর্ণনা করে, তা চরমে শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীবিষ্ণু (*সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্*)। জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর অনুসারে ভগবান শ্রীবিষ্ণু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত হয়েছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনিই সব কিছুর আদি উৎস।

দেবকী যেহেতু ছিলেন ভগবানের এক অনন্য ভক্ত, তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সেই ভগবান বিষ্ণু তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। অতএব বসুদেবের প্রার্থনার পর দেবকী তাঁর প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন। তিনি তাঁর ভায়ের নৃশংস অত্যাচারের ফলে অত্যন্ত ভয়ভীত ছিলেন। দেবকী বলেছিলেন, "হে

ভগবান! নারায়ণ, রামচন্দ্র, শেষ, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, বলদেব আদি অনন্তকোটি অবতারেরা আপনার নিত্য রূপ, এবং বৈদিক শাস্ত্রে সেই সমস্ত রূপকে শাশ্বত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আপনি আদি, কারণ আপনার সমস্ত অবতারেরা এই জড় সৃষ্টির বাইরে বিদ্যমান। এই জড় জগৎ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে আপনার রূপ বর্তমান ছিল। আপনার সমস্ত রূপ নিত্য এবং সর্বব্যাপ্ত। তাঁরা স্বয়ংপ্রকাশ, নির্বিকার এবং নিষ্কলুষ। এই সমস্ত নিত্যরূপ নিত্য জ্ঞানময় এবং আনন্দময়; তাঁরা শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত এবং সর্বদা বিবিধ লীলাবিলাস পরায়ণ। আপনি কোন বিশেষ রূপের দ্বারা সীমিত নন; এই সমস্ত চিন্ময় শাশ্বত রূপ স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমি বুঝতে পারি যে, আপনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু।" তাই আমরা স্থির করতে পারি যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুই হচ্ছেন সব কিছু, যদিও তিনি সব কিছু থেকে ভিন্ন। এটিই হচ্ছে *অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব* দর্শন।

শ্লোক ২৫

নষ্টে লোকে দ্বিপরার্ধাবসানে
মহাভূতেষ্বাদিভূতং গতেষু ।
ব্যক্তেঽব্যক্তং কালবেগেন যাতে
ভবানেকঃ শিষ্যতেঽশেষসংজ্ঞঃ ॥ ২৫ ॥

নষ্টে—প্রলয়ের পর; **লোকে**—জগতের; **দ্বিপরার্ধ-অবসানে**—কোটি কোটি বছর পর (ব্রহ্মার আয়ু); **মহা-ভূতেষু**—পঞ্চমহাভূত (মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ); **আদি-ভূতম্ গতেষু**—ইন্দ্রিয় অনুভূতির সূক্ষ্মতত্ত্বে প্রবেশ করে; **ব্যক্তে**—যখন সব কিছু প্রকাশিত হয়; **অব্যক্তম্**—অব্যক্ততে; **কাল-বেগেন**—কালশক্তির দ্বারা; **যাতে**—প্রবেশ করে; **ভবান্**—আপনি; **একঃ**—কেবল একমাত্র; **শিষ্যতে**—অবশিষ্ট থাকেন; **অশেষ-সংজ্ঞঃ**—বিভিন্ন নাম সমন্বিত সেই এক।

অনুবাদ

কোটি কোটি বছর পর প্রলয়ের সময় যখন ব্যক্ত এবং অব্যক্ত সব কিছুই কালশক্তির দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়, তখন পঞ্চমহাভূত সূক্ষ্ম তন্মাত্রে প্রবেশ করে, এবং ব্যক্ত পদার্থসমূহ অব্যক্ততে লীন হয়ে যায়। তখন অনন্তশেষনাগ নামক আপনিই বর্তমান থাকেন।

তাৎপর্য

প্রলয়ের সময় মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ—এই পঞ্চ মহাভূত মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কারে প্রবেশ করে, এবং সমগ্র জগৎ ভগবানের চিৎ-শক্তিতে প্রবেশ করে। তখন ভগবানই কেবল সব কিছুর আদিরূপে বর্তমান থাকেন। ভগবান তাই শেষনাগ, আদিপুরুষ ইত্যাদি নামে সংজ্ঞিত হন।

দেবকী তাই প্রার্থনা করেছেন, "কোটি কোটি বৎসরের পর যখন ব্রহ্মার জীবনের অবসান হয়, তখন এই জগতের প্রলয় হয়। সেই সময় পঞ্চ মহাভূত মহত্তত্ত্বে প্রবেশ করে। মহত্তত্ত্ব কালশক্তির দ্বারা অব্যক্ত প্রকৃতিতে প্রবেশ করে; প্রকৃতি শক্তিপূর্ণ প্রধানে প্রবেশ করে এবং প্রধান আপনাতে প্রবেশ করে। অতএব সমগ্র জগতের প্রলয়ের পর কেবল আপনিই আপনার চিন্ময় নাম, রূপ, গুণ এবং বৈশিষ্ট্য সহ বর্তমান থাকেন।

"হে প্রভু, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, কারণ আপনি অব্যক্ত প্রকৃতির পরিচালক এবং চরম উৎস। হে প্রভু, সমগ্র জগৎ ক্ষণ থেকে শুরু করে বর্ষ পর্যন্ত কালের প্রভাবের অন্তর্গত। সব কিছুই আপনার পরিচালনায় কার্য করে। আপনি সব কিছুর আদি পরিচালক এবং সমস্ত শক্তির আধার।"

শ্লোক ২৬

যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো
চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বম্ ।
নিমেষাদির্বৎসরান্তো মহীয়াং-
স্তং ত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে ॥ ২৬ ॥

যঃ—যা; **অয়ম্**—এই; **কালঃ**—কাল (সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা); **তস্য**—তাঁর; **তে**—আপনার; **অব্যক্ত-বন্ধো**—হে প্রভু, আপনি অব্যক্তের প্রবর্তক (আদি মহত্তত্ত্ব বা প্রকৃতি); **চেষ্টাম্**—প্রচেষ্টা বা লীলা; **আহুঃ**—বলা হয়; **চেষ্টতে**—কার্য করে; **যেন**—যার দ্বারা; **বিশ্বম্**—সমগ্র সৃষ্টি; **নিমেষ-আদিঃ**—কালের অতি সূক্ষ্ম অংশ থেকে শুরু করে; **বৎসর-অন্তঃ**—বছর পর্যন্ত; **মহীয়ান্**—শক্তিশালী; **তম্**—আপনাকে; **ত্বা ঈশানম্**—পরম নিয়ন্তা আপনাকে; **ক্ষেম-ধাম**—সমস্ত মঙ্গলের আধার; **প্রপদ্যে**—আমি সর্বতোভাবে শরণাগত হই।

অনুবাদ

হে প্রকৃতির প্রবর্তক! এই অদ্ভুত সৃষ্টি যে কালের নিয়ন্ত্রণাধীনে কার্য করছে, নিমেষ থেকে শুরু করে বছর পর্যন্ত সেই মহাকাল বিষ্ণুস্বরূপ আপনারই আর একটি রূপ। আপনার লীলা-বিলাসের জন্য আপনি কালের নিয়ন্তারূপে কার্য করেন, কিন্তু আপনি সমস্ত সৌভাগ্যের আধার। আমি সর্বতোভাবে আপনার শরণাগত হই।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৫২) উল্লেখ করা হয়েছে—

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্তিরশেষতেজাঃ ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"সূর্য সমস্ত গ্রহের রাজা, এবং তার তাপ ও কিরণ বিতরণ করার অসীম শক্তি রয়েছে। যাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে ভগবানের চক্ষুস্বরূপ সূর্যও নির্দিষ্ট কালচক্রে ভ্রমণ করে, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি।" যদিও আমরা দেখতে পাই যে, জগৎ বিশাল এবং বিস্ময়কর, তবুও তা কালের অধীন। এই কালও ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*)। প্রকৃতি কালের নিয়ন্ত্রণাধীন। বস্তুতপক্ষে, সব কিছুই কালের নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং কাল ভগবান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই ভগবান কখনও কালের আক্রমণকে ভয় করেন না। কালকে মাপা হয় সূর্য বা *সবিতার* গতি অনুসারে। প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতিটি মিনিট, প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত্রি, প্রতিটি মাস এবং প্রতিটি বছর মাপা যায় সূর্যের গতি অনুসারে। কিন্তু সূর্য স্বতন্ত্র নয়, কারণ তা কালের নিয়ন্ত্রণাধীন। *ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রঃ*—সূর্য কালচক্রে ভ্রমণ করে। সূর্য কালের নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং কাল ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই ভগবান কালকে ভয় করেন না।

এখানে ভগবানকে *অব্যক্তবন্ধু* অথবা সমগ্র জগতের গতিবিধির প্রবর্তক বলা হয়েছে। কখনও কখনও কুমোরের চাকার সঙ্গে জগতের তুলনা করা হয়। কুমোরের চাকা যখন ঘোরে, তখন কে তা ঘোরায়? অবশ্যই কুমোর, যদিও আমরা কেবল চাকার গতিই দেখতে পাই, কুমোরকে দেখতে পাই না। তাই সমগ্র জগতের

গতির পিছনে রয়েছেন যে ভগবান, তাঁকে বলা হয় অব্যক্তবন্ধু। সব কিছুই কালের অধীন, কিন্তু কাল ভগবানের পরিচালনায় ভ্রমণ করে, তাই তিনি কালের সীমার দ্বারা সীমিত নন।

শ্লোক ২৭

মর্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্
লোকান্ সর্বান্নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ ।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য
সুস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি ॥ ২৭ ॥

মর্ত্যঃ—মরণশীল জীব; **মৃত্যু-ব্যাল-ভীতঃ**—মৃত্যুরূপ সর্পের ভয়ে ভীত; **পলায়ন্**—(সর্প দর্শন করা মাত্রই, সকলে আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে) পলায়ন করে; **লোকান্**—বিভিন্ন গ্রহলোকে; **সর্বান্**—সমস্ত; **নির্ভয়ম্**—নির্ভয়; **ন অধ্যগচ্ছৎ**—প্রাপ্ত হয় না; **ত্বৎ-পাদ-অব্জম্**—আপনার শ্রীপাদপদ্ম; **প্রাপ্য**—আশ্রয় লাভ করে; **যদৃচ্ছয়া**—সৌভাগ্যবশত, ভগবান এবং ভগবানের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবের কৃপায় (গুরুকৃপা, কৃষ্ণকৃপা); **অদ্য**—এখন; **সুস্থঃ**—অবিচলিত এবং শান্ত; **শেতে**—শয়ন করেছেন; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **অস্মাৎ**—সেই সমস্ত ব্যক্তিদের থেকে; **অপৈতি**—পলায়ন করে।

অনুবাদ

এই জড় জগতে কেউই বিভিন্ন গ্রহলোকে পলায়ন করেও জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির কবল থেকে মুক্ত হতে পারে না। কিন্তু, হে ভগবান, আপনি এখন আবির্ভূত হয়েছেন বলে মৃত্যু আপনার ভয়ে পলায়ন করছে এবং জীবেরা আপনার কৃপায় আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করে পরম শান্তিতে অবস্থান করছে।

তাৎপর্য

বিভিন্ন প্রকার জীব রয়েছে, কিন্তু সকলেই মৃত্যুভয়ে ভীত। কর্মীদের চরম লক্ষ্য হচ্ছে স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া, যেখানে আয়ু অতি দীর্ঘ। *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৭) উল্লেখ করা হয়েছে, *সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ*—ব্রহ্মার একদিন সহস্র যুগ পরিমিত এবং প্রতিটি যুগের অবধি ৪৩,২০,০০০ বৎসর। সেই অনুসারে ব্রহ্মার

রাত্রি ৪৩,২০,০০০ x ১০০০। এইভাবে, আমরা ব্রহ্মার মাস এবং বৎসর গণনা করতে পারি, কিন্তু এমন কি যাঁর আয়ুষ্কাল দ্বিপরার্ধ কাল, সেই ব্রহ্মাকেও মৃত্যুবরণ করতে হয়। বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে, স্বর্গলোকের অধিবাসীদের আয়ু ১০,০০০ বৎসর, এবং ব্রহ্মার একদিন যেমন আমাদের গণনা অনুসারে ৪৩২,০০,০০,০০০ বছর, তেমনই আমাদের ছয় মাসে স্বর্গলোকের এক দিন। কর্মীরা তাই স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত হতে পারে না। এই জড় জগতে ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত সকলকেই মৃত্যুবরণ করতে হয়। তাই এই জড় জগৎকে বলা হয় মর্ত্যলোক। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৬) বলেছেন, *আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন*—জীব যতক্ষণ পর্যন্ত এই জড় জগতে থাকে, তা সে ব্রহ্মলোকেই হোক অথবা অন্য যে কোন লোকেই হোক, তাকে জন্ম-জন্মান্তরে কালচক্রে ভ্রমণ করতে হয় (*ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে*)। কিন্তু কেউ যদি ভগবানের কাছে ফিরে যান (*যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে*), তা হলে আর তাঁকে কালের সীমার মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করতে হয় না। তাই, যে সমস্ত ভক্তরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছেন, তাঁরা ভগবানের এই প্রতিশ্রুতি লাভ করে নিশ্চিন্তে অবস্থান করতে পারেন। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) প্রতিপন্ন হয়েছে, *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি*—যে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বত জানতে পেরেছেন, তাঁকে বর্তমান শরীর ত্যাগ করার পর আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।

জীব স্বরূপত নিত্য (*ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে, নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ম্*)। প্রতিটি জীবই নিত্য। কিন্তু এই জড় জগতে অধঃপতিত হওয়ার ফলে, জীব নিরন্তর এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হতে হতে এই ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

(*চৈঃ চঃ মধ্য* ১৯/১৫১)

সকলেই এই ব্রহ্মাণ্ডে উপর্যধঃ ভ্রমণ করছে, কিন্তু যিনি যথেষ্ট ভাগ্যবান, তিনি শ্রীগুরুদেবের কৃপায় কৃষ্ণভাবনামৃতের সংস্পর্শে এসে ভগবদ্ভক্তির পথ অবলম্বন করেন। তখন তিনি নিশ্চিতভাবে নিত্য জীবন লাভ করেন এবং তখন আর তাঁর মৃত্যুভয় থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হন, তখন সকলেই মৃত্যুভয় থেকে মুক্ত হন, তা সত্ত্বেও দেবকী তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেছেন, "যদিও আপনি আমাদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তবুও আমরা কংসের ভয়ে ভীত।" তিনি

বুঝতে পারছিলেন না কেন এই রকম হচ্ছিল, এবং তাই তিনি ভগবানের কাছে নিবেদন করেছেন যে, তিনি যেন তাঁকে এবং বসুদেবকে এই ভয় থেকে মুক্ত করেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, চন্দ্র স্বর্গের একটি গ্রহলোক। বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, কেউ যখন চন্দ্রলোকে উন্নীত হন, তখন তিনি তাঁর পুণ্যকর্মের ফল ভোগ করার জন্য দশ হাজার বছর দীর্ঘ আয়ু লাভ করেন। তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা যদি চন্দ্রলোকে গিয়ে থাকে, তা হলে তারা ফিরে আসছে কেন? তারা যে চন্দ্রলোকে যায়নি, সেই সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। চন্দ্রলোকে যেতে হলে পুণ্যকর্মের যোগ্যতা প্রয়োজন। তখন সেখানে যাওয়া যায় এবং বাস করা যায়। কেউ যদি চন্দ্রলোকে গিয়ে থাকে, তা হলে সে এই পৃথিবীতে, যেখানে মানুষের আয়ু অত্যন্ত অল্প, সেখানে ফিরে আসছে কেন?

শ্লোক ২৮

স ত্বং ঘোরাদুগ্রসেনাত্মজান্ন-
স্ত্রাহি ত্রস্তান্ ভৃত্যবিত্রাসহাসি ।
রূপং চেদং পৌরুষং ধ্যানধিষ্ণ্যং
মা প্রত্যক্ষং মাংসদৃশাং কৃষীষ্ঠাঃ ॥ ২৮ ॥

সঃ—আপনি; **ত্বম্**—আপনি; **ঘোরাৎ**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **উগ্রসেন-আত্মজাৎ**—উগ্রসেনের পুত্র থেকে; **নঃ**—আমাদের; **ত্রাহি**—দয়া করে রক্ষা করুন; **ত্রস্তান্**—যাঁরা তার ভয়ে অত্যন্ত ভীত; **ভৃত্য-বিত্রাস-হা অসি**—আপনি স্বভাবতই আপনার ভৃত্যের ভয় বিনাশকারী; **রূপম্**—আপনার বিষ্ণুরূপে; **চ**—ও; **ইদম্**—এই; **পৌরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবানরূপে; **ধ্যান-ধিষ্ণ্যম্**—ধ্যানের দ্বারা যাঁকে উপলব্ধি করা যায়; **মা**—না; **প্রত্যক্ষম্**—প্রত্যক্ষ; **মাংস-দৃশাম্**—যারা জড় চক্ষুর দ্বারা দর্শন করে তাদের; **কৃষীষ্ঠাঃ**—দয়া করে হোন।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি আপনার ভক্তের সমস্ত ভয় দূর করেন, তাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, আপনি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কংসের ভয় থেকে আমাদের রক্ষা করুন। যোগীরা ধ্যানে আপনার বিষ্ণুরূপ দর্শন করে। যারা জড় চক্ষুর দ্বারা দর্শন করে, তাদের নিকট দয়া করে আপনি এই রূপ গোচরীভূত করবেন না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ধ্যানধিষ্ণ্যম্* শব্দটি অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ, কারণ যোগীরা ধ্যানে ভগবানের এই রূপ দর্শন করেন (*ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ*)। দেবকী বিষ্ণুরূপে আবির্ভূত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি যেন তাঁর সেই রূপ গোপন করেন, কারণ তিনি ভগবানকে একটি সাধারণ শিশুরূপে দর্শন করতে চেয়েছিলেন, যাতে সকলে তাঁকে জড় চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করতে পারে। দেবকী দেখতে চেয়েছিলেন, ভগবান সত্যি সত্যিই আবির্ভূত হয়েছেন, না তিনি স্বপ্নে বিষ্ণুরূপ দর্শন করছেন। তিনি মনে করেছিলেন, কংস এসে যদি বিষ্ণুরূপ দর্শন করে, তা হলে সে তৎক্ষণাৎ সেই শিশুটিকে বধ করবে। কিন্তু সে যদি একটি নরশিশু দর্শন করত, তা হলে হয়ত সে অন্যভাবে বিবেচনা করতে পারত। দেবকী উগ্রসেন-আত্মজের ভয়ে ভীত ছিলেন; অর্থাৎ তিনি উগ্রসেন অথবা তাঁর অনুগামীদের ভয়ে ভীত ছিলেন না, তিনি উগ্রসেনের পুত্রের ভয়ে ভীত ছিলেন। তাই তিনি ভগবানকে অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন তাঁর সেই ভয় দূর করেন, কারণ তিনি সর্বদা তাঁর ভক্তকে রক্ষা করতে প্রস্তুত (*অভয়ম্*)। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন, "হে ভগবান! আপনি আমাকে উগ্রসেনের নিষ্ঠুর পুত্র কংসের হাত থেকে রক্ষা করুন। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, আপনি এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে আমাকে রক্ষা করুন। আপনি সর্বদাই আপনার ভৃত্যকে রক্ষা করেন।" *ভগবদ্গীতায়* অর্জুনকে আশ্বাস দিয়ে ভগবান এই উক্তিটির সমর্থন করেছেন, "সারা পৃথিবীর কাছে তুমি ঘোষণা করতে পার যে, আমার ভক্তের কখনও বিনাশ হবে না।"

বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য ভগবানের নিকট এইভাবে প্রার্থনা করে, দেবকী তাঁর মাতৃস্নেহ ব্যক্ত করেছেন—"আমি জানি যে, আপনার এই চিন্ময় রূপ মহান ঋষিরা ধ্যানস্থ অবস্থায় দর্শন করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার ভয় হচ্ছে, কারণ কংস যখনই বুঝতে পারবে যে, আপনি আবির্ভূত হয়েছেন, তখন সে আপনার অনিষ্ট করতে পারে। তাই আমি অনুরোধ করি যে, সাময়িকভাবে আপনি আমাদের জড় দৃষ্টির অগোচর হন।" অর্থাৎ, তিনি ভগবানের কাছে অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন একজন সাধারণ শিশুর রূপ ধারণ করেন। "আমার ভাই কংস থেকে আমার ভয়ের একমাত্র কারণ হচ্ছে আপনার আবির্ভাব। হে মধুসূদন, কংস হয়ত জানতে পারবে যে, ইতিমধ্যেই আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই আমি আপনাকে অনুরোধ করি, আপনি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী আপনার চতুর্ভুজ রূপ গোপন করুন। হে ভগবান, প্রলয়ের পর আপনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড উদরস্থ করেন; তবুও, আপনার অহৈতুকী

কৃপার প্রভাবে আপনি আমার উদরে আবির্ভূত হয়েছেন। আপনি যে আপনার ভক্তের প্রসন্নতা বিধানের জন্য একজন সাধারণ মানুষের মতো কার্য করেন, তা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।"

দেবকী কংসের ভয়ে এত ভীত হয়েছিলেন যে, তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি কংস প্রত্যক্ষরূপে আবির্ভূত ভগবান বিষ্ণুকে বধ করতে পারবে না। তাই মাতৃস্নেহবশত তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি যেন অন্তর্হিত হয়ে যান। ভগবান অন্তর্হিত হলে, শিশুটিকে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে বলে মনে করে কংস যে তাঁকে আরও বেশি করে নির্যাতন করবে, সেই কথা তিনি জানতেন, তবুও তিনি চেয়েছিলেন, সেই চিন্ময় শিশুটি যেন নির্যাতিত না হয় এবং তাঁকে যেন হত্যা না করা হয়। তাই তিনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে অন্তর্হিত হতে অনুরোধ করেছিলেন। পরে যখন তাঁকে নির্যাতন করা হবে, তখন তিনি তাঁর অন্তরে তাঁকে স্মরণ করবেন।

শ্লোক ২৯

জন্ম তে ময্যসৌ পাপো মা বিদ্যান্মধুসূদন ।
সমুদ্বিজে ভবদ্ধেতোঃ কংসাদহমধীরধীঃ ॥ ২৯ ॥

জন্ম—জন্ম; **তে**—আপনার; **ময়ি**—আমার (গর্ভে); **অসৌ**—সেই কংস; **পাপঃ**—অত্যন্ত পাপী; **মা বিদ্যাৎ**—জানতে অক্ষম হতে পারে; **মধুসূদন**—হে মধুসূদন; **সমুদ্বিজে**—আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত; **ভবৎ-হেতোঃ**—আপনার আবির্ভাবের ফলে; **কংসাৎ**—যার থেকে আমার এত খারাপ অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেই কংস থেকে; **অহম্**—আমি; **অধীর-ধীঃ**—অধিক থেকে অধিকতর উদ্বিগ্ন হয়েছি।

অনুবাদ

হে মধুসূদন! আপনার আবির্ভাবের ফলে আমি কংসের ভয়ে অধিক থেকে অধিকতর উদ্বিগ্ন হয়েছি। তাই কংস যাতে বুঝতে না পারে যে, আপনি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন, কৃপাপূর্বক আপনি তার উপায় করুন।

তাৎপর্য

দেবকী ভগবানকে মধুসূদন বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি জানতেন যে, ভগবান কংসের থেকেও শত-সহস্রগুণ শক্তিশালী মধু আদি দৈত্যদের সংহার করেছেন, তবুও তাঁর অপ্রাকৃত পুত্রটির প্রতি স্নেহবশত তিনি মনে করেছিলেন যে, কংস হয়ত

তাঁকে বধ করতে পারে। ভগবানের অসীম শক্তির কথা চিন্তা না করে, তিনি স্নেহবশত ভগবানের সম্বন্ধে চিন্তা করছিলেন এবং তাই তিনি তাঁর অপ্রাকৃত পুত্রটিকে অন্তর্হিত হতে অনুরোধ করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

উপসংহর বিশ্বাত্মন্নদো রূপমলৌকিকম্ ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মশ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্ ॥ ৩০ ॥

উপসংহর—সংবরণ করুন; **বিশ্বাত্মন্**—হে সর্বব্যাপ্ত ভগবান; **অদঃ**—তা; **রূপম্**—রূপ; **অলৌকিকম্**—এই জগতের পক্ষে অস্বাভাবিক; **শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম**—শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্মের; **শ্রিয়া**—ঐশ্বর্য সমন্বিত; **জুষ্টম্**—অলঙ্কৃত; **চতুঃ-ভুজম্**—চতুর্ভুজ।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর, এবং শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম সুশোভিত আপনার চিন্ময় চতুর্ভুজ রূপ এই জগতের পক্ষে অস্বাভাবিক। দয়া করে আপনি আপনার এই রূপ সংবরণ করুন (এবং একটি সাধারণ নরশিশুর রূপ ধারণ করুন, যাতে আমি আপনাকে কোথাও লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে পারি)।

তাৎপর্য

দেবকী মনে করেছিলেন যে, ভগবানকে তাঁর পূর্ববর্তী সন্তানদের মতো কংসের হাতে সমর্পণ না করে তাঁকে কোথাও লুকিয়ে রাখবেন। বসুদেব যদিও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তাঁর সব কটি পুত্রকেই তিনি কংসের হাতে সমর্পণ করবেন, তবুও তিনি এইবার তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে শিশুটিকে কোথাও লুকিয়ে রাখার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু ভগবান যেহেতু এই বিস্ময়কর চতুর্ভুজ রূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তাই তাঁকে লুকিয়ে রাখা অসম্ভব হবে।

শ্লোক ৩১

বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্তে
যথাবকাশং পুরুষঃ পরো ভবান্ ।
বিভর্তি সোঽয়ং মম গর্ভগোঽভূ-
দহো নৃলোকস্য বিড়ম্বনং হি তৎ ॥ ৩১ ॥

বিশ্বম্—সমগ্র জগৎ; **যৎ এতৎ**—স্থাবর এবং জঙ্গম সৃষ্টি সমন্বিত; **স্ব-তনৌ**—আপনার শরীরে; **নিশা-অন্তে**—প্রলয়ের সময়; **যথা-অবকাশম্**—অনায়াসে আপনার শরীরের আশ্রয়; **পুরুষঃ**—ভগবান; **পরঃ**—চিন্ময়; **ভবান্**—আপনি; **বিভর্তি**—ধারণ করেন; **সঃ**—সেই (ভগবান); **অয়ম্**—এই রূপ; **মম**—আমার; **গর্ভগঃ**—আমার গর্ভে এসেছে; **অভূৎ**—হয়েছে; **অহো**—হায়; **নৃ-লোকস্য**—এই মনুষ্যলোকের; **বিড়ম্বনম্**—চিন্তা করা অসম্ভব; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ**—সেই (ধারণা)।

অনুবাদ

প্রলয়ের সময় সমগ্র চরাচর সৃষ্টি আপনার চিন্ময় শরীরে প্রবেশ করে এবং আপনি অনায়াসে তা ধারণ করেন। কিন্তু এখন সেই চিন্ময় রূপ আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে। মানুষ তা বিশ্বাস করতে পারবে না এবং তাই আমি তাদের উপহাসাস্পদ হব।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবানের প্রেমভক্তি দুই প্রকার—ঐশ্বর্যপূর্ণ এবং ঐশ্বর্যশিথিল। প্রকৃত ভগবৎ-প্রেম শুরু হয় ঐশ্বর্যশিথিল শুদ্ধ প্রেমের ভিত্তিতে।

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৩৮)

যে সকল শুদ্ধ ভক্তের নয়ন প্রেমরূপ অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত হয়েছে, তাঁরা ভগবান শ্যামসুন্দর মুরলীধরকে দর্শন করতে চান। এই রূপ বৃন্দাবনবাসীরা উপলব্ধি করেন, যাঁরা বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্যমণ্ডিত বিষ্ণু বা নারায়ণের প্রতি আকৃষ্ট নন, তাঁরা কেবল ভগবান শ্যামসুন্দরের প্রতি প্রেমপরায়ণ। দেবকী বৃন্দাবনের স্তরে না হলেও, তিনি বৃন্দাবনের অতি নিকটে। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের মা হচ্ছেন যশোদা, এবং মথুরা ও দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের মা দেবকী। মথুরা এবং দ্বারকার প্রেম ঐশ্বর্যমিশ্রিত, কিন্তু বৃন্দাবনে ভগবানের ঐশ্বর্য প্রদর্শিত হয় না।

ভগবৎ-প্রেমের পাঁচটি স্তর রয়েছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য। দেবকী বাৎসল্য রসে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিপরায়ণ। তিনি তাঁর নিত্যপুত্র শ্রীকৃষ্ণের

প্রতি সেই প্রেম অনুভব করেন এবং তাই তিনি চেয়েছিলেন যে, ভগবান যেন তাঁর ঐশ্বর্যমণ্ডিত বিষ্ণুরূপ সংবরণ করেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকটির টীকায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এই তথ্যটি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

ভক্তি, ভগবান এবং ভক্ত—এই জড় জগতের নন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন, এবং যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনিই প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন।" ভক্তির শুরু থেকেই মানুষ চিন্ময় স্তরে অবস্থিত হন। তাই বসুদেব এবং দেবকী শুদ্ধ ভক্তিস্তরে সম্পূর্ণরূপে অবস্থিত হওয়ার ফলে এই জড় জগতের অতীত এবং জড়জাগতিক ভয় তাঁদের প্রভাবিত করতে পারে না। কিন্তু চিন্ময় জগতে শুদ্ধ ভক্তির ফলে সেই রকম একটি ভয়ের অনুভব হয়, যার কারণ হচ্ছে গভীর প্রেম।

ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে (*ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ*) এবং *শ্রীমদ্ভাগবতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে (*ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ*), ভক্তি ব্যতীত ভগবানের চিন্ময় স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ভক্তির তিনটি স্তর হচ্ছে—*গুণীভূত*, *প্রধানীভূত* ও *কেবল*, এবং এই স্তর অনুসারে তিনটি বিভাগ রয়েছে, যথা—*জ্ঞান*, *জ্ঞানময়ী* ও *রতি* বা *প্রেম*। কেবল জ্ঞানের দ্বারা বৈচিত্র্যবিহীন চিন্ময় আনন্দ অনুভব করা যায়। এই অনুভূতিকে বলা হয় *মানভূতি*। কেউ যখন জ্ঞানময়ী ভক্তিস্তরে আসেন, তখন তিনি ভগবানের চিন্ময় ঐশ্বর্য উপলব্ধি করেন। কিন্তু কেউ যখন শুদ্ধ প্রেমের স্তর প্রাপ্ত হন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামরূপে ভগবানের চিন্ময় রূপ উপলব্ধি করেন। এটিরই প্রয়োজন। বিশেষ করে মাধুর্যরসে ভক্ত ভগবানের প্রতি আসক্ত হন (*শ্রীবিগ্রহনিষ্ঠরূপাদি*)। তারপর ভগবান এবং ভক্তের মধ্যে প্রেমের বিনিময় শুরু হয়।

ব্রজভূমি বা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের হাতের বাঁশরি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, এবং তার বর্ণনা করা হয়েছে *মাধুরী ... বিরাজতে* বলে। ভগবানের মুরলীধর রূপ সব চাইতে আকর্ষণীয়, এবং যিনি তাঁর প্রতি সব চাইতে বেশি আকৃষ্ট, তিনি হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণী বা রাধিকা। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরম আনন্দময় সান্নিধ্য উপভোগ করেন। মানুষ কখনও কখনও বুঝতে পারে না, শ্রীমতী রাধারাণীর নাম *শ্রীমদ্ভাগবতে* উল্লেখ

করা হয়নি কেন? প্রকৃতপক্ষে, রাধারাণীকে কিন্তু জানা যায় *আরাধনা* শব্দটি থেকে, যা ইঙ্গিত করে যে, সর্বোচ্চ কৃষ্ণপ্রেম তিনিই আস্বাদন করেন।

বিষ্ণুকে জন্মদান করার জন্য উপহাসাস্পদ না হওয়ার বাসনায় দেবকী চেয়েছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁর দ্বিভুজ রূপ প্রকাশ করেন, এবং তাই তিনি তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর রূপ পরিবর্তন করার জন্য।

শ্লোক ৩২

শ্রীভগবানুবাচ

ত্বমেব পূর্বসর্গেঽভূঃ পৃশ্নিঃ স্বায়ম্ভুবে সতি ।
তদায়ং সুতপা নাম প্রজাপতিরকল্মষঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—ভগবান দেবকীকে বললেন; **ত্বম্**—তুমি; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **পূর্ব-সর্গে**—পূর্বকল্পে; **অভূঃ**—হয়েছিলে; **পৃশ্নিঃ**—পৃশ্নি নামক; **স্বায়ম্ভুবে**—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে; **সতি**—হে সতী; **তদা**—তখন; **অয়ম্**—বসুদেব; **সুতপা**—সুতপা; **নাম**—নামক; **প্রজাপতিঃ**—প্রজাপতি; **অকল্মষঃ**—নির্মল পুণ্যবান ব্যক্তি।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে সতী, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তোমার পূর্বজন্মে তুমি পৃশ্নি নামে জন্মগ্রহণ করেছিলে, এবং বসুদেব ছিল অতি পুণ্যবান প্রজাপতি সুতপা।

তাৎপর্য

ভগবান দেবকীকে জানিয়েছিলেন যে, এই জন্মেই কেবল তিনি তাঁর মাতা হননি, পূর্বজন্মেও তিনি তাঁর মাতা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিত্য, এবং ভক্তদের মধ্যে তাঁর পিতা-মাতার মনোনয়নও নিত্য। পূর্বেও দেবকী ভগবানের মাতা ও বসুদেব ভগবানের পিতা হয়েছিলেন, এবং তখন তাঁদের নাম ছিল পৃশ্নি ও সুতপা। ভগবান যখন আবির্ভূত হন, তখন তিনি তাঁর নিত্য পিতা-মাতার পুত্ররূপে আবির্ভূত হন, এবং তাঁরা ভগবানকে তাঁদের পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই লীলা নিত্য এবং তাই তাকে বলা হয় নিত্যলীলা। তাই বিস্ময় অথবা উপহাসের কোন কারণ ছিল না। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) সেই সম্বন্ধে ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।" মহাজনদের কাছ থেকে ভগবানের আবির্ভাব এবং তিরোভাবের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা উচিত, জল্পনা-কল্পনার দ্বারা নয়। যে ব্যক্তি ভগবান সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করে, তার নিন্দা করা হয়েছে।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

(*ভগবদ্গীতা* ৯/১১)

ভগবান তাঁর পরম ভাবের দ্বারা ভক্তের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। *ভাব* শব্দটি শুদ্ধ প্রেমের স্তরকে ইঙ্গিত করে, যার সঙ্গে জড়-জাগতিক বিনিময়ের কোন সম্পর্ক নেই।

শ্লোক ৩৩

যুবাং বৈ ব্রহ্মণাদিষ্টৌ প্রজাসর্গে যদা ততঃ ।
সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং তেপাথে পরমং তপঃ ॥ ৩৩ ॥

যুবাম্—তোমরা দুজনেই (পৃশ্নি এবং সুতপা); **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ব্রহ্মণা আদিষ্টৌ**—(প্রজাপতিদের পিতা, যিনি পিতামহরূপে পরিচিত) ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে; **প্রজা-সর্গে**—সন্তান উৎপাদন করার ব্যাপারে; **যদা**—যখন; **ততঃ**—তারপর; **সন্নিয়ম্য**—পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণাধীন রেখে; **ইন্দ্রিয়-গ্রামম্**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **তেপাথে**—করেছিলে; **পরমম্**—অতি মহান; **তপঃ**—তপস্যা।

অনুবাদ

তারপর তোমরা ব্রহ্মার আদেশে প্রজাসৃষ্টির জন্য ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করে কঠোর তপস্যা করেছিলে।

তাৎপর্য

সন্তান উৎপাদনের জন্য কিভাবে ইন্দ্রিয়সমূহের উপযোগ করতে হয়, সেই নির্দেশ এখানে দেওয়া হয়েছে। বৈদিক প্রথা অনুসারে, সন্তান উৎপাদনের পূর্বে সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয় সংযম করতে হয়। এই সংযম সম্পাদিত হয় গর্ভাধান সংস্কারের মাধ্যমে।

ভারতবর্ষে নানা রকম যান্ত্রিক উপায়ের দ্বারা জন্মনিয়ন্ত্রণ করার বিপুল চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু যান্ত্রিক উপায়ের দ্বারা কখনও জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যায় না। *ভগবদ্গীতায়* (১৩/৯) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্*—জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি—এই জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ। মানুষ জন্মনিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে, কিন্তু তারা মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না; আর কেউ যদি মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, তা হলে সে জন্মকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। অর্থাৎ, কৃত্রিমভাবে যেমন মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, তেমনই কৃত্রিমভাবে জন্মকেও নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

বৈদিক সভ্যতায় ধর্মের বিধান অনুসারে সন্তান প্রজনন হয়ে থাকে, এবং তখন জন্মহার নিয়ন্ত্রণ আপনা থেকেই হয়ে যায়। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১১) উল্লেখ করা হয়েছে, *ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি*—কাম যদি ধর্মবিরুদ্ধ না হয়, তা হলে তা ভগবানেরই প্রতিনিধিত্ব করে। গর্ভাধান সংস্কার আদি সংস্কারের দ্বারা কিভাবে সুসন্তান উৎপাদন করতে হয়, সেই শিক্ষা মানুষকে দেওয়া উচিত। কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা উচিত নয়, কারণ তার ফলে মানব-সভ্যতা পাশবিক সভ্যতায় পরিণত হবে। কেউ যদি ধর্মীয় বিধান অনুসরণ করেন, তা হলে তিনি আপনা থেকেই জন্মনিয়ন্ত্রণ অভ্যাস করেন, কারণ আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি জানেন যে, যৌন-জীবনের পরিণতি হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার দুঃখ-দুর্দশা (*বহুদুঃখভাজ*)। যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নত, তিনি অসংযতভাবে যৌন জীবনে লিপ্ত হন না। তাই যৌন জীবন থেকে বিরত হতে অথবা বহু সন্তান উৎপাদন করা থেকে বিরত হতে বলপূর্বক বাধ্য হওয়ার পরিবর্তে, মানুষকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদান করা উচিত এবং তা হলে জন্মনিয়ন্ত্রণ আপনা থেকেই হয়ে যাবে।

কেউ যদি আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হন, তা হলে তাঁর সন্তানকে ভক্তে পরিণত না করতে পারলে তিনি সন্তান উৎপাদন করবেন না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/৫/১৮) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *পিতা ন স স্যাৎ*—মৃত্যু থেকে বা জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে সন্তানকে রক্ষা করতে না পারলে পিতা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু সেই শিক্ষা কোথায়? দায়িত্বশীল পিতা কখনই কুকুর-বেড়ালের মতো সন্তান উৎপাদন করে না। জন্মনিয়ন্ত্রণের কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করতে মানুষকে অনুপ্রাণিত না করে, তাদের কৃষ্ণভাবনামৃতের শিক্ষা দেওয়া উচিত, কারণ তা হলেই কেবল তাঁরা তাঁদের সন্তানদের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন। কেউ যদি এমন সন্তান উৎপাদন করতে পারেন, যাঁরা ভগবদ্ভক্ত হবেন, এবং জন্ম-মৃত্যুর মার্গ (*মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি*) পরিত্যাগ করার শিক্ষা তাদের দেওয়া হয়, তা হলে

জন্মনিয়ন্ত্রণের কোন প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে, এইভাবে সন্তান উৎপাদন করতে মানুষকে অনুপ্রাণিত করা উচিত। কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের কোন মূল্য নেই। সন্তান উৎপাদন করা হোক অথবা না করা হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। যে সমাজের মানুষ কুকুর-বেড়ালের মতো, সেই সমাজ কখনই সুখী হতে পারবে না। তাই মানুষকে আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের প্রয়োজন, যাতে কুকুর-বেড়ালের মতো সন্তান উৎপাদন করার পরিবর্তে তাঁরা ভগবদ্ভক্ত উৎপাদন করার জন্য কঠোর তপস্যা করবেন। তার ফলে তাঁদের জীবন সার্থক হবে।

শ্লোক ৩৪-৩৫

বর্ষবাতাতপহিমঘর্মকালগুণাননু ।
সহমানৌ শ্বাসরোধবিনির্ধূতমনোমলৌ ॥ ৩৪ ॥
শীর্ণপর্ণানিলাহারাবুপশান্তেন চেতসা ।
মত্তঃ কামানভীপ্সন্তৌ মদারাধনমীহতুঃ ॥ ৩৫ ॥

বর্ষ—বৃষ্টি; **বাত**—প্রবল বায়ু; **আতপ**—প্রখর সূর্যকিরণ; **হিম**—প্রচণ্ড শীত; **ঘর্ম**—তাপ; **কাল-গুণান্ অনু**—ঋতুর পরিবর্তন অনুসারে; **সহমানৌ**—সহ্য করে; **শ্বাস-রোধ**—যোগ অভ্যাসের দ্বারা শ্বাসরোধ করে; **বিনির্ধূত**—মনের সঞ্চিত মল সর্বতোভাবে ধৌত করে; **মনঃ-মলৌ**—মন জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ হয়েছিল; **শীর্ণ**—শুষ্ক, পরিত্যক্ত; **পর্ণ**—গাছের পাতা; **অনিল**—এবং বায়ু; **আহারৌ**—আহার; **উপশান্তেন**—শান্ত; **চেতসা**—পূর্ণরূপে সংযত মনের দ্বারা; **মত্তঃ**—আমার থেকে; **কামান্ অভীপ্সন্তৌ**—কোন বর প্রার্থনা করার বাসনায়; **মৎ**—আমার; **আরাধনম্**—আরাধনা; **ঈহতুঃ**—তোমরা দুজনেই সম্পাদন করেছিলে।

অনুবাদ

হে পিতা! হে মাতা! তোমরা বিভিন্ন ঋতুতে বর্ষা, বায়ু, রৌদ্র, প্রবল তাপ এবং প্রচণ্ড শীত সহ্য করেছিলে। যৌগিক প্রাণায়ামের দ্বারা দেহের অভ্যন্তরে শ্বাস রোধ করে, এবং গাছের শুষ্ক পাতা ও বায়ুমাত্র সেবন করে তোমরা তোমাদের হৃদয় কলুষমুক্ত করেছিলে। এইভাবে আমার কাছ থেকে বর লাভের আশায় তোমরা শান্তচিত্তে আমার আরাধনা করেছিলে।

তাৎপর্য

বসুদেব এবং দেবকী ভগবানকে তাঁদের পুত্ররূপে অনায়াসে প্রাপ্ত হননি, এবং ভগবানও যে কোন ব্যক্তিকে তাঁর পিতা এবং মাতারূপে গ্রহণ করেন না। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বসুদেব এবং দেবকী কিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের শাশ্বত পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন। সুসন্তান লাভের যে বিধি এখানে নির্দেশিত হয়েছে, তা আমাদেরও অনুসরণ করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণকে অবশ্য সকলেই তাঁদের পুত্ররূপে লাভ করতে পারেন না, কিন্তু অন্ততপক্ষে মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য আমরা সুসন্তান উৎপাদন করতে পারি। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, মানুষ যদি আধ্যাত্মিক জীবনের মার্গ অনুসরণ না করে, তা হলে বর্ণসঙ্করের ফলে কুকুর-বেড়ালের মতো সন্তান-সন্ততি উৎপন্ন হবে, এবং সারা পৃথিবী নরকে পরিণত হবে। কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন না করে কেবল কৃত্রিম উপায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার প্রয়াস ব্যর্থ হবে; অবাঞ্ছিত বর্ণসঙ্কর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তাই, কুকুর-বেড়ালের মতো সন্তান-সন্ততি উৎপাদন না করে, কিভাবে সংযমপূর্বক সন্তান উৎপাদন করতে হয়, তার শিক্ষা দেওয়া শ্রেয়স্কর।

শূকর অথবা কুকুর হওয়া মানব-জীবনের উদ্দেশ্য নয়, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে *তপো দিব্যম্*—দিব্য তপস্যা। সকলকেই এই তপস্যার শিক্ষা দেওয়া উচিত। যদিও পৃশ্নি এবং সুতপার মতো তপস্যা করা সম্ভব নয়, তবুও শাস্ত্রে অনায়াসে তপস্যা করার একটি সুযোগ বর্ণনা করা হয়েছে—তা হচ্ছে সংকীর্তন আন্দোলন। শ্রীকৃষ্ণের মতো সন্তান লাভ করার জন্য তপস্যা করার প্রত্যাশা না করা যেতে পারে, তবুও কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে (*কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য*) এতই পবিত্র হওয়া যায় যে, এই জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে (*মুক্তসঙ্গঃ*) ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায় (*পরং ব্রজেৎ*)। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানুষকে সুখী হওয়ার কৃত্রিম পন্থা অবলম্বন না করে, শাস্ত্রবর্ণিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে সুখী হওয়ার প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করার শিক্ষা দিচ্ছে, যাতে মানুষের জড়-জাগতিক জীবন সর্বতোভাবে সার্থক হতে পারে।

শ্লোক ৩৬

এবং বাং তপ্যতোস্তীব্রং তপঃ পরমদুষ্করম্ ।
দিব্যবর্ষসহস্রাণি দ্বাদশেয়ুর্মদাত্মনোঃ ॥ ৩৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **বাম্**—তোমরা দুজনে; **তপ্যতোঃ**—তপস্যা করে; **তীব্রম্**—অতি কঠোর; **তপঃ**—তপস্যা; **পরম-দুষ্করম্**—সম্পন্ন করা অত্যন্ত কঠিন; **দিব্য-বর্ষ**—দিব্য বৎসর; **সহস্রাণি**—হাজার; **দ্বাদশ**—বারো; **ঈয়ুঃ**—অতিক্রান্ত হয়েছিল; **মৎ-আত্মনোঃ**—আমার চেতনায় মগ্ন হয়ে।

অনুবাদ

এইভাবে তোমরা আমার চেতনায় (কৃষ্ণভাবনায়) মগ্ন হয়ে বারো হাজার দিব্য বৎসর ধরে কঠোর তপস্যা করেছিলে।

শ্লোক ৩৭-৩৮

তদা বাং পরিতুষ্টোঽহমমুনা বপুষানঘে ।
তপসা শ্রদ্ধয়া নিত্যং ভক্ত্যা চ হৃদি ভাবিতঃ ॥ ৩৭ ॥
প্রাদুরাসং বরদরাড়্ যুবয়োঃ কামদিৎসয়া ।
ব্রিয়তাং বর ইত্যুক্তে মাদৃশো বাং বৃতঃ সুতঃ ॥ ৩৮ ॥

তদা—তখন (বারো হাজার দিব্য বৎসর অতিক্রান্ত হলে); **বাম্**—তোমাদের দুজনের প্রতি; **পরিতুষ্টঃ অহম্**—আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলাম; **অমুনা**—এই; **বপুষা**—কৃষ্ণরূপে; **অনঘে**—হে নিষ্পাপ মাতা; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **নিত্যম্**—নিরন্তর যুক্ত হয়ে; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **চ**—ও; **হৃদি**—হৃদয়ে; **ভাবিতঃ**—স্থির (সঙ্কল্প সহকারে); **প্রাদুরাসম্**—(এইভাবে) তোমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলাম; **বর-দ-রাট্**—শ্রেষ্ঠ বরদাতা; **যুবয়োঃ**—তোমাদের দুজনের; **কাম-দিষ্টয়া**—বাসনা পূর্ণ করার জন্য; **ব্রিয়তাম্**—তোমাদের মনের কথা ব্যক্ত করতে বলেছিলাম; **বরঃ**—বরদানের জন্য; **ইতি উক্তে**—এইভাবে যখন তোমাদের অনুরোধ করা হয়েছিল; **মাদৃশঃ**—ঠিক আমার মতো; **বাম্**—তোমাদের দুজনের; **বৃতঃ**—প্রার্থিত; **সুতঃ**—তোমাদের পুত্ররূপে (তোমরা ঠিক আমার মতো পুত্র কামনা করেছিলে)।

অনুবাদ

হে নিষ্পাপ মাতা দেবকী। নিরন্তর শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে হৃদয়ে আমার কথা চিন্তা করে কঠোর তপস্যায় সেই বারো হাজার দিব্য বৎসর অতিক্রান্ত হলে, আমি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলাম। যেহেতু আমি শ্রেষ্ঠ বরদাতা,

তাই এই কৃষ্ণরূপে তোমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে তোমাদের বাসনা অনুসারে আমার কাছ থেকে বর প্রার্থনা করতে বলেছিলাম। তোমরা তখন ঠিক আমার মতো পুত্র লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলে।

তাৎপর্য

পৃথিবীবাসীদের কাছে বারো হাজার দিব্য বৎসর অতি দীর্ঘকাল বলে মনে হলেও স্বর্গলোকের অধিবাসীদের কাছে তা খুব একটি দীর্ঘকাল নয়। সুতপা ছিলেন ব্রহ্মার পুত্র, এবং *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৭) আমরা জানতে পেরেছি যে, ব্রহ্মার একদিন আমাদের গণনা অনুসারে কোটি কোটি বৎসর (*সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ*)। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণের মতো পুত্র লাভ করতে হলে অবশ্যই এই প্রকার কঠোর তপস্যা করতে হবে। আমরা যদি চাই যে, ভগবান এই জড় জগতে আমাদের মধ্যে প্রকট হোন, তা হলে কঠোর তপস্যার প্রয়োজন, কিন্তু আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যেতে চাই (*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন*), তা হলে আমাদের কেবল ভগবানকে জানতে হবে এবং ভগবানকে ভালবাসতে হবে। ভগবৎ-প্রেমের মাধ্যমেই কেবল আমরা অনায়াসে ভগবদ্ধামে ফিরে যাতে পারি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই ঘোষণা করেছেন, *প্রেমা পুমর্থো মহান্*—ভগবৎ-প্রেমই জীবনের পরম পুরুষার্থ।

আমরা পূর্বে বিশ্লেষণ করেছি যে, ভগবানের আরাধনার তিনটি স্তর রয়েছে—*জ্ঞান*, *জ্ঞানময়ী* এবং *রতি* বা প্রেম। সুতপা এবং তাঁর পত্নী পৃশ্নি পূর্ণজ্ঞানের ভিত্তিতে তাঁদের ভক্তি শুরু করেছিলেন। ক্রমশ তাঁদের ভগবৎ-প্রেম বিকশিত হয়েছিল, এবং সেই প্রেম যখন পরিপক্ব হয়েছিল, তখন বিষ্ণুরূপে ভগবান তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যদিও দেবকী তখন তাঁকে কৃষ্ণরূপ পরিগ্রহ করতে অনুরোধ করেছিলেন। ভগবানকে আরও গভীরভাবে ভালবাসার জন্য আমরা শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীরামচন্দ্রের রূপ কামনা করি। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিশেষভাবে প্রেমের সম্পর্কে যুক্ত হওয়া যায়।

এই যুগে আমরা সকলেই অত্যন্ত অধঃপতিত, কিন্তু ভগবান আমাদের কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদেরা তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

এই শ্লোকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে *মহাবদান্যায়* বা সব চাইতে উদার দাতা বলে

বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তিনি এত সহজে শ্রীকৃষ্ণকে দান করেছেন যে, কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই আমাদের কর্তব্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই দানের সদ্ব্যবহার করা। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের ফলে হৃদয় যখন সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয় (*চেতোদর্পণমার্জনম্*), তখন আমরা অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারব যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন একমাত্র প্রেমাস্পদ (*কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ*)।

তাই, হাজার হাজার বছর ধরে কঠোর তপস্যা করার কোন প্রয়োজন নেই; কেবল কিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসতে হয় তা জেনে সর্বদা তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়া দরকার (*সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ*)। তখন অনায়াসে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। কোন জড় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবানকে পুত্ররূপে বা অন্য কোনরূপে এখানে না এনে, আমরা যদি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারি, তা হলে ভগবানের সঙ্গে আমাদের প্রকৃত সম্পর্ক প্রকাশিত হবে এবং সেই নিত্য সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে আমরা তাঁর সেবায় যুক্ত হতে পারি। হরেকৃষ্ণ মন্ত্র কীর্তনের দ্বারা আমরা ধীরে ধীরে ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বিকশিত করতে পারি এবং তার ফলে স্বরূপসিদ্ধি লাভ করতে পারি। আমাদের কর্তব্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই মহাবদান্য দানের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই গেয়েছেন, *পতিতপাবনহেতু তব অবতার*—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের মতো অধঃপতিত জীবদের কৃষ্ণপ্রেম দান করে উদ্ধার করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। ভগবানের এই মহাদানের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ৩৯

অজুষ্টগ্রাম্যবিষয়াবনপত্যৌ চ দম্পতী।
ন বব্রাথেঽপবর্গং মে মোহিতৌ দেবমায়য়া ॥ ৩৯ ॥

অজুষ্ট-গ্রাম্য-বিষয়ৌ—মৈথুনধর্ম এবং আমার মতো সন্তান উৎপাদন করার জন্য; **অনপত্যৌ**—সন্তানহীন হওয়ার ফলে; **চ**—ও; **দম্পতী**—পতি এবং পত্নী উভয়ে; **ন**—কখনই না; **বব্রাথে**—(অন্য কোন বর) প্রার্থনা করেছিলে; **অপবর্গম্**—এই জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি; **মে**—আমার থেকে; **মোহিতৌ**—অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে; **দেব-মায়য়া**—আমার প্রতি দিব্য প্রেমের দ্বারা (আমাকে তোমাদের পুত্ররূপে আকাঙ্ক্ষা করে)।

অনুবাদ

তোমরা, নিঃসন্তান দম্পতি মৈথুনধর্মে আকৃষ্ট হয়ে দেবমায়ার প্রভাবে আমার প্রতি চিন্ময় প্রেমবশত আমাকে তোমাদের পুত্ররূপে আকাঙ্ক্ষা করেছিলে। তাই তোমরা এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি কামনা করনি।

তাৎপর্য

সুতপা এবং পৃশ্নির সময় থেকেই বসুদেব ও দেবকী দম্পতি ছিলেন, এবং ভগবানকে তাঁদের পুত্ররূপে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য পতি এবং পত্নীরূপে থাকতে চেয়েছিলেন। এই অনুরাগ দেবমায়ার প্রভাবে উৎপন্ন হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে স্নেহ করা বৈদিক বিধির অন্তর্গত। বসুদেব এবং দেবকী ভগবানকে তাঁদের পুত্ররূপে প্রাপ্ত হওয়া ছাড়া আর অন্য কোন বাসনা করেননি, এবং সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ গৃহস্থের মতো মৈথুনধর্ম পরায়ণ হয়ে জীবন যাপন করতে চেয়েছিলেন। যদিও সেটি ছিল চিন্ময় শক্তির আদান-প্রদান, তবুও তাঁদের এই বাসনা দাম্পত্য জীবনের মৈথুন-ধর্মের প্রতি আসক্তির মতো বলে মনে হয়েছিল। কেউ যদি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তা হলে এই প্রকার বাসনা পরিত্যাগ করা তাঁর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। তীব্র ভগবৎ-প্রেমের প্রভাবেই কেবল তা সম্ভব হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য ।

(*চৈঃ চঃ মধ্য* ১১/৮)

কেউ যদি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তা হলে তাঁকে অবশ্যই নিষ্কিঞ্চন হতে হবে—সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হতে হবে। তাই, ভগবান এখানে এসে আমাদের পুত্র হোন, সেই বাসনার পরিবর্তে, সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা উচিত (*অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্*) এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া উচিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর *শিক্ষাষ্টকে* আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

"হে সর্বশক্তিমান ভগবান! আমি ধন সঞ্চয় করতে চাই না, সুন্দরী রমণী কামনা

করি না, এবং অনেক অনুগামীও কামনা করি না। আমি কেবল জন্ম-জন্মান্তরে আপনার অহৈতুকী ভক্তি কামনা করি।" কখনই ভগবানের কাছে জড়-জাগতিক বাসনা চরিতার্থ করার জন্য প্রার্থনা করা উচিত নয়।

শ্লোক ৪০

গতে ময়ি যুবাং লব্ধ্বা বরং মৎসদৃশং সুতম্ ।
গ্রাম্যান্ ভোগানভুঞ্জাথাং যুবাং প্রাপ্তমনোরথৌ ॥ ৪০ ॥

গতে ময়ি—আমি প্রস্থান করার পর; **যুবাম্**—তোমরা দুজনে (পতি এবং পত্নী); **লব্ধ্বা**—প্রাপ্ত হয়ে; **বরম্**—(পুত্র লাভের) বর; **মৎ-সদৃশম্**—ঠিক আমার মতো; **সুতম্**—একটি পুত্র; **গ্রাম্যান্ ভোগান্**—মৈথুনধর্ম; **অভুঞ্জাথাম্**—ভোগ করেছিলে; **যুবাম্**—তোমরা উভয়ে; **প্রাপ্ত**—প্রাপ্ত হয়ে; **মনোরথৌ**—বাঞ্ছিত ফল।

অনুবাদ

আমি চলে যাওয়ার পর, সেই বর প্রাপ্ত হয়ে তোমরা আমার মতো পুত্র লাভের জন্য মৈথুনধর্ম আচরণ করেছিলে এবং আমি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করেছিলাম।

তাৎপর্য

অমরকোষ অভিধান অনুসারে, মৈথুন-জীবনকে *গ্রাম্যধর্ম* বা জড়-জাগতিক বাসনা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে এই *গ্রাম্যধর্মের* খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কারও যদি আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনরূপ জড় সুখভোগের প্রতি একটুও আসক্তি থাকে, তা হলে তিনি নিষ্কিঞ্চন নন। কিন্তু মানুষের নিষ্কিঞ্চন হওয়া অবশ্য কর্তব্য। তাই মৈথুনধর্ম উপভোগ করার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মতো পুত্র উৎপাদন করার বাসনা থেকেও মুক্ত হওয়া উচিত। এই শ্লোকে পরোক্ষভাবে সেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

শ্লোক ৪১

অদৃষ্ট্বান্যতমং লোকে শীলৌদার্যগুণৈঃ সমম্ ।
অহং সুতো বামভবং পৃশ্নিগর্ভ ইতি শ্রুতঃ ॥ ৪১ ॥

অদৃষ্ট্বা—না খুঁজে পেয়ে; **অন্যতমম্**—অন্য কেউ; **লোকে**—এই পৃথিবীতে; **শীল-ঔদার্য-গুণৈঃ**—সচ্চরিত্র এবং ঔদার্য প্রভৃতি দিব্য গুণ সমন্বিত; **সমম্**—তোমাদের মতো; **অহম্**—আমি; **সুতঃ**—পুত্র; **বাম্**—তোমাদের দুজনের; **অভবম্**—হয়েছি; **পৃশ্নিগর্ভঃ**—পৃশ্নি থেকে উৎপন্ন; **ইতি**—এইভাবে; **শ্রুতঃ**—বিখ্যাত।

অনুবাদ

ইহলোকে তোমাদের মতো সচ্চরিত্র এবং সরলতা প্রভৃতি গুণ সমন্বিত অন্য কাউকে না পেয়ে, আমি পৃশ্নিগর্ভ নামে তোমাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

তাৎপর্য

ত্রেতাযুগে ভগবান পৃশ্নিগর্ভরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন—*পৃশ্নিগর্ভ ইতি সোঽয়ং ত্রেতাযুগাবতারো লক্ষ্যতে।*

শ্লোক ৪২

তয়োর্বাং পুনরেবাহমদিত্যামাস কশ্যপাৎ ।
উপেন্দ্র ইতি বিখ্যাতো বামনত্বাচ্চ বামনঃ ॥ ৪২ ॥

তয়োঃ—তোমাদের দুজনের; **বাম্**—তোমাদের উভয়ের; **পুনঃ এব**—পুনরায়; **অহম্**—আমি; **অদিত্যাম্**—অদিতির গর্ভে; **আস**—আবির্ভূত হয়েছিলাম; **কশ্যপাৎ**—কশ্যপ মুনির বীর্য থেকে; **উপেন্দ্রঃ**—উপেন্দ্র নামক; **ইতি**—এই প্রকার; **বিখ্যাতঃ**—সুপ্রসিদ্ধ; **বামনত্বাৎ চ**—এবং খর্বাকৃতি হওয়ার ফলে; **বামনঃ**—আমি বামন নামে বিখ্যাত হয়েছিলাম।

অনুবাদ

পরবর্তী যুগে যখন তোমরা পুনরায় অদিতি এবং কশ্যপরূপে আবির্ভূত হয়েছিলে, তখন আমি তোমাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। তখন আমার নাম হয়েছিল উপেন্দ্র, এবং খর্বাকৃতি হওয়ার ফলে আমি বামন নামেও বিখ্যাত হয়েছিলাম।

শ্লোক ৪৩

তৃতীয়েঽস্মিন্ ভবেঽহং বৈ তেনৈব বপুষাথ বাম্ ।
জাতো ভূয়স্তয়োরেব সত্যং মে ব্যাহৃতং সতি ॥ ৪৩ ॥

তৃতীয়ে—তৃতীয় বার; **অস্মিন্ ভবে**—এই জন্মে (কৃষ্ণরূপে); **অহম্**—আমি; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **তেন**—সেই ব্যক্তির দ্বারা; **এব**—এইভাবে; **বপুষা**—রূপের দ্বারা; **অথ**—যেমন; **বাম্**—তোমাদের দুজনের; **জাতঃ**—উৎপন্ন; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **তয়োঃ**—তোমাদের দুজনের; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **সত্যম্**—সত্য বলে মনে করে; **মে**—আমার; **ব্যাহৃতম্**—বাক্য; **সতি**—হে সতী।

অনুবাদ

হে সতী! সেই আমিই এখন তৃতীয়বার তোমাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছি। আমার এই বাক্য সত্য বলে জানবে।

তাৎপর্য

ভগবান বার বার জন্মগ্রহণ করার জন্য মাতা এবং পিতা মনোনয়ন করেন। ভগবান প্রথমে সুতপা ও পৃশ্নি থেকে, তারপর কশ্যপ ও অদিতি থেকে, এবং তারপর সেই পিতা ও মাতা বসুদেব ও দেবকী থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভগবান বলেছেন, "অন্য জন্মেও তোমাদের সঙ্গে আমার শাশ্বত প্রেমের আদান-প্রদানের নিমিত্ত তোমাদের পুত্র হওয়ার জন্য আমি এক সাধারণ শিশুর রূপ ধারণ করেছিলাম।" শ্রীল জীব গোস্বামী *কৃষ্ণসন্দর্ভের* ছিয়ানব্বই অনুচ্ছেদে এই শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, সাঁইত্রিশ শ্লোকে যে *অমুনা বপুষা* এই কথাটির উল্লেখ আছে, তার অর্থ 'এই দেহের দ্বারা'। পক্ষান্তরে, ভগবান দেবকীকে বলেছেন, "এইবার আমি আমার কৃষ্ণস্বরূপে আবির্ভূত হয়েছি।" শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, অন্যান্য রূপগুলি ছিল ভগবানের অংশ, কিন্তু পৃশ্নি এবং সুতপার গভীর প্রেমের প্রভাবে ভগবান তাঁর পূর্ণ ঐশ্বর্যসহ শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে দেবকী এবং বসুদেব থেকে আবির্ভূত হয়েছেন। এই শ্লোকে ভগবান প্রতিপন্ন করেছেন, "আমি সেই পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণরূপে আমার পূর্ণ ঐশ্বর্যসহ আমি আবির্ভূত হয়েছি।" এটিই এখানে *তেনৈব বপুষা* শব্দ দুটির তাৎপর্য। ভগবান যখন পৃশ্নিগর্ভের জন্মের কথা উল্লেখ করেছেন, তখন তিনি *তেনৈব বপুষা* বলেননি, কিন্তু দেবকীকে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে, তৃতীয় জন্মে তিনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁর অংশরূপে নয়। পৃশ্নিগর্ভ এবং বামন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ, কিন্তু তৃতীয় জন্মে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন। এটিই *শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে* শ্রীল জীব গোস্বামীর ব্যাখ্যা।

শ্লোক ৪৪

এতদ্ বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্‌জন্মস্মরণায় মে ।
নান্যথা মদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্যলিঙ্গেন জায়তে ॥ ৪৪ ॥

এতৎ—এই বিষ্ণুরূপ; **বাম্**—তোমাদের দুজনকে; **দর্শিতম্**—প্রদর্শিত হয়েছে; **রূপম্**—আমার চতুর্ভুজ ভগবান রূপ; **প্রাক্-জন্ম**—আমার পূর্ব জন্মের; **স্মরণায়**—তোমাদের স্মরণ করানোর জন্য; **মে**—আমার; **ন**—না; **অন্যথা**—অন্যথা; **মৎ-ভবম্**—বিষ্ণুর আবির্ভাব; **জ্ঞানম্**—এই দিব্যজ্ঞান; **মর্ত্য-লিঙ্গেন**—মানব শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করার দ্বারা; **জায়তে**—উৎপন্ন হয়।

অনুবাদ

আমার পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করাবার জন্যই আমি তোমাদের এই বিষ্ণুরূপ প্রদর্শন করিয়েছি। তা না হলে, আমি যদি একটি সাধারণ নরশিশুরূপে আবির্ভূত হতাম, তবে তোমরা বিশ্বাস করতে না যে, শ্রীবিষ্ণুই তোমাদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণুই যে তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন, সেই কথা দেবকীকে মনে করিয়ে দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ তিনি ইতিমধ্যেই তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এই মনে করে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন যে, যদি তাঁর প্রতিবেশীরা শোনেন যে, শ্রীবিষ্ণু তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তা হলে তাঁরা তা বিশ্বাস করবেন না। তাই তিনি চেয়েছিলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু যেন একটি নরশিশুরূপে নিজেকে রূপান্তরিত করেন। ভগবানও এই মনে করে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন যে, তিনি যদি একজন সাধারণ শিশুরূপে আবির্ভূত হন, তা হলে দেবকী বিশ্বাস করবেন না যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এমনই ভাবের আদান-প্রদান হয়। ভগবান তাঁর ভক্তের সঙ্গে ঠিক একজন মানুষের মতো আচরণ করেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ভগবান একজন সাধারণ মানুষ, যে কথা অভক্ত নাস্তিকেরা মনে করে। (*অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্*)। ভক্তরা যে কোন পরিস্থিতিতেই ভগবানকে চিনতে পারেন। এটিই ভক্ত এবং অভক্তের পার্থক্য। ভগবান বলেছেন, *মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু*—"তোমার মনকে সর্বদা আমার চিন্তায় নিযুক্ত কর, আমার

ভক্ত হও, আমাকে প্রণতি নিবেদন কর এবং আমার পূজা কর।" অভক্তরা বিশ্বাস করতে পারে না যে, কেবল একজনের কথা চিন্তা করে মানুষ এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু তা বাস্তব সত্য। ভগবান একজন মানুষরূপে আসেন, এবং কেউ যদি ভগবানের সঙ্গে প্রেমভক্তির দ্বারা যুক্ত হন, তা হলে তিনি অবশ্যই চিৎ-জগতে উন্নীত হন।

শ্লোক ৪৫

যুবাং মাং পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন চাসকৃৎ ।
চিন্তয়ন্তৌ কৃতস্নেহৌ যাস্যেথে মদ্‌গতিং পরাম্ ॥ ৪৫ ॥

যুবাম্—তোমরা দুজনে (পতি এবং পত্নী); **মাম্**—আমাকে; **পুত্র-ভাবেন**—তোমাদের পুত্ররূপে; **ব্রহ্ম-ভাবেন**—আমাকে ভগবানরূপে জেনে; **চ**—এবং; **অসকৃৎ**—নিরন্তর; **চিন্তয়ন্তৌ**—এইভাবে চিন্তা করে; **কৃত-স্নেহৌ**—স্নেহ এবং প্রীতিপূর্বক আচরণ করে; **যাস্যেথে**—উভয়েই প্রাপ্ত হবে; **মৎ-গতিম্**—আমার পরম ধাম; **পরাম্**—এই জড় প্রকৃতির অতীত।

অনুবাদ

তোমরা উভয়েই তোমাদের পুত্ররূপে নিরন্তর আমার কথা চিন্তা কর, কিন্তু তোমরা জান যে, আমি ভগবান। এইভাবে স্নেহপূর্বক নিরন্তর আমার চিন্তা করে তোমরা পরম সিদ্ধি লাভ করবে, অর্থাৎ ভগবদ্ধামে ফিরে যাবে।

তাৎপর্য

ভগবান তাঁর সঙ্গে নিত্য সম্পর্কযুক্ত তাঁর পিতা-মাতাকে যে এই উপদেশটি দিয়েছেন, তা বিশেষ করে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য, যাঁরা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে আগ্রহী। অভক্তদের মতো, ভগবানকে একজন সাধারণ মানুষ বলে কখনই মনে করা উচিত নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং সমগ্র মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য তাঁর উপদেশ রেখে গেছেন, কিন্তু মূর্খ পাষণ্ডীরা দুর্ভাগ্যবশত তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে এবং তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য *ভগবদ্‌গীতার* উপদেশকে বিকৃত করে। প্রকৃতপক্ষে, সকলেই প্রায় তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য *ভগবদ্‌গীতার* কদর্থ করছে। আজকাল আধুনিক পণ্ডিত এবং রাজনীতিবিদদের *ভগবদ্‌গীতার* ব্যাখ্যা করা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেন *ভগবদ্‌গীতা* মানুষের মনগড়া একটি কল্পনা। এইভাবে *ভগবদ্‌গীতার* কদর্থ করে

তারা নিজেদের সর্বনাশ করছে এবং অন্যেরও সর্বনাশ করছে। যে আসুরিক মতবাদ প্রচার করে যে, শ্রীকৃষ্ণ একজন কল্পিত পুরুষ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কখনও হয়নি, সব কিছুই সাঙ্কেতিক এবং *ভগবদ্গীতায়* কিছুই সত্য নয়, তার বিরুদ্ধে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সংগ্রাম করছে। সে যাই হোক, কেউ যদি সত্য সত্যই সফল হতে চায়, তা হলে যথাযথভাবে *ভগবদ্গীতা* পাঠ করে তিনি তা লাভ করতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *ভগবদ্গীতার* উপদেশের উপর বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন—*যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।* কেউ যদি জীবনের চরম সিদ্ধি লাভ করতে চান, তা হলে তাঁকে ভগবান যেভাবে *ভগবদ্গীতার* উপদেশ দিয়েছিলেন, তা গ্রহণ করতে হবে। এইভাবে *ভগবদ্গীতার* বাণী গ্রহণ করার ফলে, সমগ্র মানব-সমাজ সার্থক এবং সুখী হতে পারবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীকৃষ্ণকে গোকুলে নন্দ মহারাজের গৃহে নিয়ে যাওয়ার পর যেহেতু বসুদেব এবং দেবকী তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন, তাই ভগবান স্বয়ং তাঁদের উপদেশ দিয়েছেন যে, তাঁরা সর্বদা তাঁর সম্বন্ধে তাঁদের পুত্ররূপে এবং ভগবানরূপে যেন চিন্তা করেন। তার ফলে তাঁরা তাঁর সংস্পর্শে থাকবেন। এগার বছর পর ভগবান তাঁদের পুত্ররূপে আবার মথুরায় ফিরে আসবেন, এবং তাই বিচ্ছেদের কোন প্রশ্ন ওঠে না।

শ্লোক ৪৬

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্ত্বাসীদ্ধরিস্তূষ্ণীং ভগবানাত্মমায়য়া ।
পিত্রোঃ সম্পশ্যতোঃ সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি উক্ত্বা**—এইভাবে উপদেশ দিয়ে; **আসীৎ**—হয়েছিলেন; **হরিঃ**—ভগবান; **তূষ্ণীম্**—মৌন; **ভগবান্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **আত্ম-মায়য়া**—তাঁর চিৎ-শক্তির দ্বারা; **পিত্রোঃ সম্পশ্যতোঃ**—যখন তাঁর পিতা এবং মাতা প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে দর্শন করছিলেন; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **বভূব**—হয়েছিলেন; **প্রাকৃতঃ**—সাধারণ মানুষের মতো; **শিশুঃ**—শিশু।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে তাঁর পিতা-মাতাকে উপদেশ দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নীরব হয়েছিলেন। তাঁদের সমক্ষেই তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির

দ্বারা নিজেকে একটি প্রাকৃত শিশুতে রূপান্তরিত করেছিলেন। (অর্থাৎ, তিনি নিজেকে তাঁর আদি স্বরূপে রূপান্তরিত করেছিলেন—কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।)

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৬) বলা হয়েছে, *সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া*—ভগবান যা কিছু করেন, তা সবই তাঁর আত্মমায়ার দ্বারা সম্পাদিত হয়; তিনি মহামায়ার দ্বারা কোন কিছু করতে কখনও বাধ্য হন না। এটিই ভগবানের সঙ্গে সাধারণ জীবের পার্থক্য। *বেদে* বলা হয়েছে—

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ।

(*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্* ৬/৮)

জড় গুণের দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া ভগবানের পক্ষে স্বাভাবিক, এবং যেহেতু ভগবানের চিৎ শক্তিতে সব কিছুই পূর্ণরূপে বিরাজমান, তাই ভগবান ইচ্ছা করা মাত্রই তৎক্ষণাৎ তা সম্পাদিত হয়। ভগবান একটি প্রাকৃত শিশু নন, কিন্তু আত্মমায়ার দ্বারা তিনি একটি শিশুবৎ আবির্ভূত হতে পারেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে পরমেশ্বর ভগবানকে মনুষ্যরূপে স্বীকার করা কঠিন হতে পারে, কারণ তারা ভুলে গেছে যে, ভগবান তাঁর *আত্মমায়ার* দ্বারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। নাস্তিকেরা বলে, "পরমেশ্বর কিভাবে একজন সাধারণ মানুষের মতো অবতরণ করতে পারে?" এই ধরনের চিন্তাধারা জড় ভাবাপন্ন। শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, ভগবানের শক্তিকে আমাদের শব্দ এবং মনের অতীত অচিন্ত্য বলে গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমরা ভগবানকে জানতে পারব না। যারা বিশ্বাস করে না যে, ভগবান নররূপে অবতরণ করতে পারেন এবং একটি শিশুতে নিজেকে রূপান্তরিত করতে পারেন, তারা মূর্খ এবং তারা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ জড়, অর্থাৎ তাঁর জন্ম হয় এবং তাই তাঁর মৃত্যুও হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টবিংশতি এবং ঊনত্রিংশতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের বর্ণনা করা হয়েছে। মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীর কাছে জিজ্ঞাসা করেছেন, "যখন যদুবংশের সমস্ত সদস্যদের প্রয়াণ হয়েছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণেরও জীবনাবসান হয়েছিল, এবং তখন কেবল সেই বংশে উদ্ধবই জীবিত ছিলেন। তা কিভাবে সম্ভব হয়েছিল?" তার উত্তরে শুকদেব গোস্বামী বলেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর *আত্মমায়ার* দ্বারা যদুবংশ ধ্বংস করেছিলেন, এবং তখন তাঁর নিজের দেহেরও অন্তর্ধানের চিন্তা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল

শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন, ভগবান কিভাবে তাঁর দেহত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু সেটি শ্রীকৃষ্ণের দেহের বিনাশ নয়; পক্ষান্তরে, এটি ভগবানের *আত্মমায়ার* দ্বারা তাঁর অন্তর্ধান।

প্রকৃতপক্ষে, ভগবান তাঁর দেহত্যাগ করেন না। তাঁর দেহ নিত্য, কিন্তু তিনি যেমন বিষ্ণুরূপ থেকে একটি সাধারণ মানব-শিশুতে নিজেকে রূপান্তরিত করতে পারেন, তেমনই তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যে কোন রূপে তাঁর দেহের পরিবর্তন করতে পারেন। তার অর্থ এই নয় যে, তিনি দেহত্যাগ করেছেন। ভগবান তাঁর চিৎ-শক্তির দ্বারা কাঠ অথবা পাথরের তৈরি একটি শরীরে আবির্ভূত হতে পারেন। তিনি তাঁর দেহকে যে কোন কিছুতে পরিবর্তিত করতে পারেন। কারণ সব কিছুই তাঁর শক্তি (*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*)। *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/৪) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, *ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা*—জড় উপাদানগুলি ভগবানের ভিন্ন শক্তি। তিনি যখন নিজেকে আরাধ্য বিগ্রহ অর্চামূর্তিতে রূপান্তরিত করেন, যা আমাদের দৃষ্টিতে কাঠ অথবা পাথর, তা হলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণ। তাই শাস্ত্রের সাবধানবাণী—*অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতিঃ*। যে ব্যক্তি মনে করে যে, মন্দিরের আরাধ্য বিগ্রহ কাঠ অথবা পাথরের তৈরি, যে ব্যক্তি বৈষ্ণব-গুরুকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, অথবা যে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করে, সে একটি *নারকী*। ভগবান তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যে কোন রূপে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হতে পারেন, কিন্তু আমাদের অবশ্য কর্তব্য তত্ত্বত ভগবানকে জানা—*জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ* (*ভগবদ্‌গীতা* ৪/৯)। সাধু, গুরু এবং শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায়, এবং তখন ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়ে জীবন সার্থক করা যায়।

শ্লোক ৪৭

ততশ্চ শৌরির্ভগবৎপ্রচোদিতঃ
সুতং সমাদায় স সূতিকাগৃহাৎ ।
যদা বহির্গন্তুমিয়েষ তর্হ্যজা
যা যোগমায়াজনি নন্দজায়য়া ॥ ৪৭ ॥

ততঃ—তারপর; **চ**—বস্তুতপক্ষে; **শৌরিঃ**—বসুদেব; **ভগবৎ-প্রচোদিতঃ**—ভগবানের নির্দেশে; **সুতম্**—তাঁর পুত্রকে; **সমাদায়**—অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে কোলে গ্রহণ করে; **সঃ**—তিনি; **সূতিকা-গৃহাৎ**—জন্মগৃহ থেকে; **যদা**—যখন; **বহিঃ গন্তুম্**—বাইরে যাওয়ার জন্য; **ইয়েষ**—বাসনা করেছিলেন; **তর্হি**—ঠিক সেই সময়ে; **অজা**—

জন্মরহিতা চিন্ময়ী শক্তি; **যা**—যিনি; **যোগমায়া**—যোগমায়া নামে পরিচিত; **অজনি**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **নন্দ-জায়য়া**—নন্দ মহারাজের পত্নী থেকে।

অনুবাদ

তারপর, ভগবানের অনুপ্রেরণায় বসুদেব যখন নবজাত শিশুটিকে কোলে নিয়ে সূতিকাগৃহ থেকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় ভগবানের চিন্ময়ী শক্তি যোগমায়া নন্দ মহারাজের পত্নীর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে দেবকীর পুত্র এবং যশোদার পুত্ররূপে তাঁর চিন্ময়ী শক্তি যোগমায়া সহ আবির্ভূত হয়েছিলেন। দেবকীর পুত্ররূপে তিনি প্রথমে বিষ্ণুরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং বসুদেব যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ ও বাৎসল্য প্রেমে সম্পর্কিত ছিলেন না, তাই তিনি বিষ্ণুরূপে তাঁর পুত্রের আরাধনা করেছিলেন। যশোদা কিন্তু তাঁর পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানরূপে না জেনেই প্রসন্ন ছিলেন। এটিই যশোদানন্দন এবং দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পার্থক্য। সেই কথা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *হরিবংশের* প্রমাণের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ৪৮-৪৯

তয়া হৃতপ্রত্যয়সর্ববৃত্তিষু
দ্বাঃস্থেষু পৌরেষ্বপি শায়িতেষ্বথ ।
দ্বারশ্চ সর্বাঃ পিহিতা দুরত্যয়া
বৃহৎকপাটায়সকীলশৃঙ্খলৈঃ ॥ ৪৮ ॥
তাঃ কৃষ্ণবাহে বসুদেব আগতে
স্বয়ং ব্যবর্যন্ত যথা তমো রবেঃ ।
ববর্ষ পর্জন্য উপাংশুগর্জিতঃ
শেষোঽন্বগাদ্ বারি নিবারয়ন্ ফণৈঃ ॥ ৪৯ ॥

তয়া—যোগমায়ার প্রভাবে; **হৃত-প্রত্যয়**—সমস্ত অনুভূতি রহিত হয়ে; **সর্ব-বৃত্তিষু**—তাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তির; **দ্বাঃ-স্থেষু**—সমস্ত দ্বাররক্ষকেরা; **পৌরেষু অপি**—এবং গৃহের সমস্ত সদস্যরা; **শায়িতেষু**—গভীর নিদ্রায় মগ্ন; **অথ**—বসুদেব যখন তাঁর

চিন্ময় পুত্রটিকে কারাগার থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন; **দ্বারঃ চ**—এবং দ্বারগুলি; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **পিহিতাঃ**—নির্মিত; **দুরত্যয়া**—অত্যন্ত দৃঢ় এবং কঠিন; **বৃহৎ-কপাট**—বৃহৎ কপাট; **আয়স-কীল-শৃঙ্খলৈঃ**—লৌহ খিলকযুক্ত শৃঙ্খল; **তাঃ**—সেগুলি; **কৃষ্ণ-বাহে**—শ্রীকৃষ্ণকে বহন করে; **বসুদেবে**—বসুদেব যখন; **আগতে**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **স্বয়ম্**—আপনা থেকেই; **ব্যবর্যন্ত**—উন্মুক্ত হয়েছিল; **যথা**—যেমন; **তমঃ**—অন্ধকার; **রবেঃ**—সূর্যের উদয়ে; **ববর্ষে**—বারিবর্ষণ করেছিল; **পর্জন্যঃ**—আকাশের মেঘ; **উপাংশু-গর্জিতঃ**—মন্দ মন্দ গর্জন সহকারে; **শেষঃ**—অনন্তশেষনাগ; **অন্যগাৎ**—অনুসরণ করেছিলেন; **বারি**—বৃষ্টি; **নিবারয়ন্**—নিবারণ করে; **ফণৈঃ**—তাঁর ফণা বিস্তার করার দ্বারা।

অনুবাদ

যোগমায়ার প্রভাবে সমস্ত দ্বাররক্ষকেরা ইন্দ্রিয়বৃত্তি রহিত হয়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়েছিল, এবং অন্যান্য পুরবাসীরাও গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়েছিলেন। সূর্যের উদয়ে যেমন অন্ধকার আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়, তেমনই, শ্রীকৃষ্ণকে কোলে নিয়ে বসুদেব সমাগত হওয়া মাত্রই লৌহ খিলকযুক্ত শৃঙ্খলের দ্বারা আবদ্ধ বিশাল কপাটগুলি আপনা থেকেই উন্মুক্ত হয়েছিল। তখন মেঘ মন্দ মন্দ গর্জন সহকারে বারি বর্ষণ করছিল বলে, ভগবানের অংশ অনন্তশেষনাগ দরজা থেকেই বসুদেব এবং তাঁর চিন্ময় শিশুটিকে সেই বৃষ্টিপাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁর ফণা বিস্তার করে বসুদেবের অনুগমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

শেষনাগ ভগবানের অংশ এবং তাঁর কাজ হচ্ছে সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ দ্বারা ভগবানের সেবা করা। বসুদেব যখন শিশুটিকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন শেষনাগ ভগবানের সেবা করার জন্য এবং স্বল্প বৃষ্টিপাত থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্য সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫০

মঘোনি বর্ষত্যসকৃদ্ যমানুজা
গম্ভীরতোয়ৌঘজবোর্মিফেনিলা ।
ভয়ানকাবর্তশতাকুলা নদী
মার্গং দদৌ সিন্ধুরিব শ্রিয়ঃ পতেঃ ॥ ৫০ ॥

মঘোনি বর্ষতি—ইন্দ্রদেবের বারি বর্ষণের ফলে; **অসকৃৎ**—নিরন্তর; **যম-অনুজা**—যমরাজের কনিষ্ঠা ভগ্নী যমুনা নদী; **গম্ভীর-তোয়-ওঘ**—অতি গভীর জলের; **জব**—বেগের দ্বারা; **ঊর্মি**—তরঙ্গের দ্বারা; **ফেনিলা**—ফেনায় পূর্ণ; **ভয়ানক**—ভয়ঙ্কর; **আবর্ত-শত**—তরঙ্গের আবর্তের দ্বারা; **আকুলা**—বিক্ষুব্ধ; **নদী**—নদী; **মার্গম্**—পথ; **দদৌ**—দিয়েছিল; **সিন্ধুঃ ইব**—সমুদ্রের মতো; **শ্রিয়ঃ পতেঃ**—সীতাদেবীর পতি শ্রীরামচন্দ্রকে।

অনুবাদ

নিরন্তর ইন্দ্রদেবের বর্ষণে যমুনা নদী গভীর জলরাশির বেগজাত তরঙ্গে ফেনিল এবং ভয়ানক আবর্তসমূহে আকুল হয়েছিল। কিন্তু সমুদ্র যেভাবে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে সেতুবন্ধন করতে দিয়ে পথ প্রদান করেছিল, যমুনা নদীও সেইভাবে বসুদেবকে নদী পার হওয়ার পথ প্রদান করল।

শ্লোক ৫১

নন্দব্রজং শৌরিরুপেত্য তত্র তান্
গোপান্ প্রসুপ্তানুপলভ্য নিদ্রয়া ।
সুতং যশোদাশয়নে নিধায় তৎ-
সুতামুপাদায় পুনর্গৃহানগাৎ ॥ ৫১ ॥

নন্দ-ব্রজম্—নন্দ মহারাজের গ্রাম অথবা গৃহ; **শৌরিঃ**—বসুদেব; **উপেত্য**—পৌঁছে; **তত্র**—সেখানে; **তান্**—সমস্ত; **গোপান্**—গোপগণ; **প্রসুপ্তান্**—গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল; **উপলভ্য**—তা বুঝতে পেরে; **নিদ্রয়া**—গভীর নিদ্রায়; **সুতম্**—(বসুদেবের) পুত্রটিকে; **যশোদা-শয়নে**—মা যশোদার শয্যায়; **নিধায়**—স্থাপন করে; **তৎ-সুতাম্**—তাঁর কন্যাটিকে; **উপাদায়**—গ্রহণ করে; **পুনঃ**—পুনরায়; **গৃহান্**—তাঁর গৃহে; **অগাৎ**—ফিরে এসেছিলেন।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজের গৃহে পৌঁছে বসুদেব দেখলেন যে, সমস্ত গোপেরা গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। তিনি তখন তাঁর পুত্রটিকে যশোদার শয্যায় স্থাপন করে যোগমায়া-রূপিণী তাঁর কন্যাকে গ্রহণপূর্বক পুনরায় কংসের কারাগারে ফিরে এসেছিলেন।

তাৎপর্য

বসুদেব ভালভাবেই জানতেন যে, কন্যাটিকে নিয়ে কংসের কারাগারে ফিরে আসা মাত্রই কংস তাকে হত্যা করবে; কিন্তু তাঁর নিজের পুত্রটিকে রক্ষা করার জন্য তাঁর বন্ধুর সন্তানটিকে বধ করতে দিতে হয়েছিল। নন্দ মহারাজ ছিলেন বসুদেবের সখা, কিন্তু তাঁর নিজের সন্তানের প্রতি গভীর স্নেহ এবং আসক্তিবশত তিনি জেনে-শুনে তা করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, নিজের সন্তানকে রক্ষা করার জন্য কেউ যদি অন্যের সন্তানকে উৎসর্গ করে, তা হলে তা দূষণীয় নয়। অধিকন্তু বসুদেবকে নির্দয়তার জন্য দোষ দেওয়া যায় না, কারণ তিনি যোগমায়ার বশীভূত হয়ে তা করেছিলেন।

শ্লোক ৫২

দেবক্যাঃ শয়নে ন্যস্য বসুদেবোঽথ দারিকাম্ ।
প্রতিমুচ্য পদোর্লোহমাস্তে পূর্ববদাবৃতঃ ॥ ৫২ ॥

দেবক্যাঃ—দেবকীর; **শয়নে**—শয্যায়; **ন্যস্য**—স্থাপন করে; **বসুদেবঃ**—বসুদেব; **অথ**—এইভাবে; **দারিকাম্**—কন্যাটিকে; **প্রতিমুচ্য**—পুনরায় বন্ধন করেছিলেন; **পদোঃ লোহম্**—পায়ের লৌহশৃঙ্খল; **আস্তে**—স্থিত; **পূর্ববৎ**—পূর্বের মতো; **আবৃতঃ**—বদ্ধ।

অনুবাদ

বসুদেব সেই কন্যাটিকে দেবকীর শয্যায় স্থাপনপূর্বক তাঁর পায়ে লৌহশৃঙ্খল বন্ধন করে পূর্বের মতো আবদ্ধভাবে অবস্থান করলেন।

শ্লোক ৫৩

যশোদা নন্দপত্নী চ জাতং পরমবুধ্যত ।
ন তল্লিঙ্গং পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপগতস্মৃতিঃ ॥ ৫৩ ॥

যশোদা—গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের মাতা যশোদা; **নন্দ-পত্নী**—নন্দ মহারাজের পত্নী; **চ**—ও; **জাতম্**—একটি সন্তানের জন্ম হয়েছিল; **পরম্**—পরম পুরুষ; **অবুধ্যত**—বুঝতে পেরেছিলেন; **ন**—না; **তৎ-লিঙ্গম্**—শিশুটি পুত্র না কন্যা; **পরিশ্রান্তা**—প্রসবের ফলে অত্যন্ত ক্লান্ত; **নিদ্রয়া**—যখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলেন; **অপগত-স্মৃতিঃ**—চেতনা হারিয়ে।

অনুবাদ

প্রসববশত পরিশ্রান্তা যশোদাদেবী গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছিলেন এবং তাই তিনি বুঝতে পারেননি তাঁর পুত্র হয়েছিল, না কন্যা হয়েছিল।

তাৎপর্য

নন্দ মহারাজ এবং বসুদেব ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধু, এবং তাঁদের পত্নী যশোদা ও দেবকীও তাই পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁদের নাম ভিন্ন হলেও তাঁরা বস্তুতপক্ষে অভিন্ন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য ছিল যে, দেবকী জানতেন ভগবান তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং এখন শ্রীকৃষ্ণে রূপান্তরিত হয়েছেন, কিন্তু যশোদা বুঝতে পারেননি তাঁর পুত্র হয়েছিল, না কন্যা হয়েছিল। যশোদা ছিলেন এতই উন্নত ভক্ত যে, তিনি কখনও কৃষ্ণকে ভগবান বলে মনে করেননি, পক্ষান্তরে তিনি তাঁকে তাঁর নিজের পুত্ররূপে ভালবেসেছিলেন। দেবকী কিন্তু প্রথম থেকেই জানতেন যে, কৃষ্ণ তাঁর পুত্র হলেও পরমেশ্বর ভগবান। বৃন্দাবনে কেউই শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে মনে করেন না। কৃষ্ণ যখন কোন অত্যন্ত আশ্চর্যজনক কার্য সম্পাদন করেন, তখন গোপ, গোপী, গোপবালক, নন্দ মহারাজ, যশোদা আদি সমস্ত ব্রজবাসীরা অত্যন্ত বিস্মিত হন, কিন্তু তাঁরা কখনও মনে করেন না যে, তাঁদের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবান। কখনও কখনও তাঁরা বলেন যে, হয়ত কোন মহান দেবতা কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। ভক্তির এই চরম অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ যে কে, তা ভক্ত ভুলে যান এবং ভগবানের স্থিতি বুঝতে না পেরে, তাঁর প্রতি গভীর প্রেমে আসক্ত হন। একে বলা হয় *কেবল-ভক্তি* এবং তা জ্ঞান ও জ্ঞানময়ী ভক্তি থেকে ভিন্ন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীকৃষ্ণের জন্ম' নামক তৃতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

কংসের অত্যাচার

এই অধ্যায়ে আসুরিক বন্ধুদের পরামর্শে কংস কিভাবে শিশুহত্যারূপ নৃশংস কর্মকে হিত বলে বহুমানন করেছিল, তা বর্ণিত হয়েছে।

বসুদেব নিজেকে পূর্বের মতো শৃঙ্খলাবদ্ধ করলে, কারাগারের সমস্ত দ্বারগুলি যোগমায়ার প্রভাবে বন্ধ হয়েছিল, এবং তখন তিনি একটি নবজাত শিশুর মতো ক্রন্দন করতে শুরু করেছিলেন। সেই ক্রন্দন শ্রবণ করে প্রহরীরা জেগে উঠে কংসকে দেবকীর প্রসববার্তা জানিয়েছিল। তা শোনামাত্র কংস প্রবলবেগে সূতিকাগৃহে উপস্থিত হয়েছিল এবং দেবকীর অনেক অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও সে দেবকীর হাত থেকে বলপূর্বক কন্যাটিকে ছিনিয়ে নিয়ে সজোরে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করেছিল। কন্যাটি কিন্তু কংসের হস্তচ্যুত হওয়া মাত্রই ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়ে অষ্টভুজা দুর্গামূর্তিতে প্রকাশিতা হয়েছিলেন। দুর্গাদেবী তখন কংসকে বলেছিলেন, "যে শত্রুর কথা তুমি চিন্তা করছ, তিনি অন্যত্র জন্মগ্রহণ করেছেন। অতএব তোমার শিশুদের হত্যা করার পরিকল্পনা নিষ্ফল হবে।"

দৈববাণী অনুসারে দেবকীর অষ্টম সন্তানের কংসকে বধ করার কথা ছিল, এবং তাই কংস যখন দেখল অষ্টম সন্তানটি একটি কন্যা এবং তাঁর কাছ থেকে সে যখন শুনল যে, তার তথাকথিত শত্রু ইতিমধ্যেই অন্যত্র জন্মগ্রহণ করেছেন, তখন সে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল। সে তখন দেবকী ও বসুদেবকে বন্ধন মুক্ত করেছিল এবং তাঁদের কাছে নিজের অন্যায় স্বীকার করেছিল। দেবকী এবং বসুদেবের পায়ে পড়ে সে ক্ষমাভিক্ষা করেছিল এবং তাঁদের বোঝাতে চেয়েছিল যে, যা কিছু ঘটেছিল তা তাঁদের প্রারব্ধ অনুসারেই ঘটেছে এবং তাঁরা যেন তাঁদের সন্তান বধের জন্য শোক না করেন। দেবকী এবং বসুদেব ছিলেন স্বভাবতই পুণ্যাত্মা, তাই তাঁরা তৎক্ষণাৎ কংসকে ক্ষমা করেছিলেন। কংস তাঁর ভগ্নী এবং ভগ্নীপতিকে প্রসন্ন দেখে নিজের গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিল।

সেই রাত্রি অতিক্রম করলে, কংস তার মন্ত্রীদের ডেকে এনে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেছিল। সেই মন্ত্রীরা, যারা সকলেই ছিল অসুর, তারা কংসকে উপদেশ দিয়েছিল

যে, যেহেতু তার শত্রু ইতিমধ্যেই অন্যত্র জন্মগ্রহণ করেছে, তাই গত দশদিনের মধ্যে কংসের রাজ্যে যে সমস্ত শিশুদের জন্ম হয়েছে, তাদের সকলকে যেন হত্যা করা হয়। দেবতারা যদিও সকলেই কংসের ভয়ে ভীত, তবুও তাঁরা শত্রু; সুতরাং তাঁরাও উপেক্ষণীয় নয়। তাঁদের মূল উৎপাটন করা আবশ্যক, সুতরাং তাঁদের মূল যে বিষ্ণু, তাঁর প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করা কর্তব্য। ব্রাহ্মণ, গাভী, বেদ, তপস্যা, সত্য, দম, শম, শ্রদ্ধা এবং দয়া সবই ব্রহ্মা শিবাদি সমস্ত দেবতাদের মূল বিষ্ণুর শরীর। তাই মন্ত্রীরা উপদেশ দিয়েছিল দেবতা, ঋষি, গাভী, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির প্রতি হিংসা করতে হবে। দুর্মতি কংস দুষ্ট মন্ত্রীদের এই পরামর্শ অনুমোদন করে ব্রাহ্মণদের প্রতি হিংসা করাকেই হিতজনক বলে মনে করেছিল। তাই কংসের আদেশে অসুরেরা ব্রজভূমির সর্বত্র অত্যাচার করতে শুরু করেছিল।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

বহিরন্তঃপুরদ্বারঃ সর্বাঃ পূর্ববদাবৃতাঃ ।
ততো বালধ্বনিং শ্রুত্বা গৃহপালাঃ সমুত্থিতাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **বহিঃ-অন্তঃ-পুরদ্বারঃ**—গৃহের অন্তঃপুরের এবং বাইরের দ্বারসমূহ; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **পূর্ববৎ**—পূর্বের মতো; **আবৃতাঃ**—বন্ধ; **ততঃ**—তারপর; **বাল-ধ্বনিম্**—নবজাত শিশুর ক্রন্দন; **শ্রুত্বা**—শুনে; **গৃহ-পালাঃ**—কারারক্ষকেরা; **সমুত্থিতাঃ**—জেগে উঠেছিল।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তখন গৃহের অভ্যন্তরের এবং বাইরের দ্বারসমূহ পূর্বের মতো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন গৃহবাসীরা, বিশেষ করে কারারক্ষকেরা, নবজাত শিশুর ক্রন্দন শুনে শয্যা থেকে জেগে উঠেছিল।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে যোগমায়ার কার্যকলাপ স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। দেবকী ও বসুদেব কংসের সমস্ত কুটিল ও নৃশংস কার্যকলাপ ক্ষমা করেছিলেন, এবং কংস অনুতপ্ত হয়ে তাঁদের পায়ে পতিত হয়েছিলেন। কারাগারের প্রহরী এবং অন্যরা জেগে ওঠার আগে অনেক ঘটনা ঘটেছিল। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল এবং তিনি গোকুলে

যশোদার গৃহে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। দৃঢ় কপাটগুলি আপনা থেকেই খুলে গিয়েছিল ও বন্ধ হয়েছিল, এবং বসুদেব পূর্ববৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়েছিলেন। কারারক্ষকেরা কিন্তু তা একেবারেই জানতে পারেনি। তারা নবজাত শিশু যোগমায়ার ক্রন্দন শুনে কেবল জেগে উঠেছিল।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, প্রহরীরা ছিল কুকুরের মতো। রাত্রিবেলায় রাস্তায় কুকুরেরা প্রহরীদের মতো কার্য করে। একটি কুকুর চিৎকার করলে, অন্য সমস্ত কুকুরেরা তৎক্ষণাৎ তাকে অনুসরণ করে চিৎকার করতে থাকে। যদিও এই সমস্ত কুকুরদের প্রহরীর মতো কার্য করার জন্য কেউ নিযুক্ত করে না, তবুও তারা মনে করে যে, সেই অঞ্চলের রক্ষা করার দায়িত্ব তাদের এবং অপরিচিত কেউ সেখানে প্রবেশ করলেই তারা চিৎকার করতে শুরু করে। যোগমায়া এবং মহামায়া উভয়েই সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপ সম্পাদন করেন (*প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ*)। যদিও ভগবানের মায়া ভগবানেরই অধ্যক্ষতায় কার্য করে (*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*), কিন্তু রাজনীতিবিদ্ এবং কূটনীতিবিদ্ প্রভৃতি কুকুরসদৃশ প্রহরীরা মনে করে যে, বাহ্য জগতের বিপদ থেকে তারা তাদের অঞ্চলকে রক্ষা করছে। এটিই হচ্ছে মায়ার কার্য। কিন্তু যিনি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত, তিনি কুকুর এবং কুকুরসদৃশ এই জড় জগতের অভিভাবকদের দ্বারা প্রদত্ত সংরক্ষণ থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ২

তে তু তূর্ণমুপব্রজ্য দেবক্যা গর্ভজন্ম তৎ ।
আচখ্যুর্ভোজরাজায় যদুদ্বিগ্নঃ প্রতীক্ষতে ॥ ২ ॥

তে—সমস্ত প্রহরীরা; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **তূর্ণম্**—শীঘ্র; **উপব্রজ্য**—(রাজার) কাছে গিয়ে; **দেবক্যাঃ**—দেবকীর; **গর্ভ-জন্ম**—সন্তানের জন্ম; **তৎ**—সেই (শিশুর); **আচখ্যুঃ**—নিবেদন করেছিল; **ভোজ-রাজায়**—ভোজরাজ কংসকে; **যৎ**—যার; **উদ্বিগ্নঃ**—গভীর উৎকণ্ঠায়; **প্রতীক্ষতে**—(শিশুর জন্মের) প্রতীক্ষা করছিল।

অনুবাদ

তারপর, সমস্ত প্রহরীরা শীঘ্রই ভোজরাজ কংসের কাছে গিয়ে দেবকীর সন্তানের জন্ম সংবাদ প্রদান করেছিল। অত্যন্ত উৎকণ্ঠা সহকারে এই সংবাদের প্রতীক্ষারত কংস তৎক্ষণাৎ তার কার্য সম্পাদনে তৎপর হয়েছিল।

তাৎপর্য

দৈববাণীতে ঘোষিত হয়েছিল যে, দেবকীর অষ্টম সন্তান কংসকে বধ করবে, তাই কংস অত্যন্ত উৎকণ্ঠা সহকারে প্রতীক্ষা করছিল। সে স্বভাবতই জেগে ছিল এবং প্রতীক্ষা করছিল, এবং তাই প্রহরীরা তাকে সেই সংবাদ প্রদান করা মাত্রই সে শিশুটিকে বধ করতে প্রস্তুত হয়েছিল।

শ্লোক ৩

স তল্পাৎ তূর্ণমুত্থায় কালোঽয়মিতি বিহ্বলঃ ।
সূতীগৃহমগাৎ তূর্ণং প্রস্খলন্ মুক্তমূর্ধজঃ ॥ ৩ ॥

সঃ—সে (রাজা কংস); **তল্পাৎ**—শয্যা থেকে; **তূর্ণম্**—শীঘ্র; **উত্থায়**—উঠে; **কালঃ অয়ম্**—আমার মৃত্যু, কাল; **ইতি**—এইভাবে; **বিহ্বলঃ**—বিচলিত; **সূতী-গৃহম্**—সুতিকাগৃহে; **অগাৎ**—গিয়েছিল; **তূর্ণম্**—সত্বর; **প্রস্খলন্**—বিক্ষিপ্ত; **মুক্ত**—বন্ধনমুক্ত; **মূর্ধজঃ**—মাথার চুল।

অনুবাদ

কংস তখন অতি শীঘ্র তাঁর শয্যা থেকে উত্থিত হয়ে চিন্তা করেছিল, "এটি হচ্ছে কাল, যে আমাকে বধ করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছে!" এইভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে কংস মুক্তকেশে শীঘ্রই সূতিকাগৃহে উপস্থিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

কাল শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। যদিও শিশুটি কংসকে বধ করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছিল, তবুও কংস মনে করেছিল যে, শিশুটিকে বধ করার এখনই উপযুক্ত সময় যাতে সে রক্ষা পেতে পারে। *কাল* প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই আর একটি নাম। তিনি যখন সংহার করার উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হন, তখন তাঁকে বলা হয় *কাল*। অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনি কে?" তখন ভগবান বলেছিলেন যে, তিনি হচ্ছেন *কাল*—মূর্তিমান মৃত্যু। প্রকৃতির নিয়মে যখন অবাঞ্ছিত জনসাধারণের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তখন *কাল* প্রকট হয় এবং ভগবানের ব্যবস্থাপনায় যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি রূপে জনসাধারণ পাইকারী হারে নিহত হয়। তখন নাস্তিক রাজনীতিবিদেরাও ভগবান অথবা দেবতাদের কাছে আত্মরক্ষার

জন্য প্রার্থনা করতে মন্দির, মসজিদ অথবা গির্জায় যায়। তার পূর্বে তারা ভগবানকে অথবা ভগবানের ইচ্ছাকে জানার কোন রকম প্রয়াস করেনি, কিন্তু *কাল* আবির্ভূত হওয়া মাত্রই তারা বলে, "ভগবানের কৃপা"। মৃত্যু হচ্ছে *মহাকাল* বা ভগবানেরই আর একটি রূপ। মৃত্যুর সময় নাস্তিকদের অবশ্যই মহাকালের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়, এবং ভগবান তখন তার সর্বস্ব হরণ করেন (*মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্*) এবং তাকে আর একটি শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয় (*তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ*)। নাস্তিকেরা সেই কথা জানে না, এবং তা জানলেও তারা তা উপেক্ষা করে, যাতে তারা তাদের ইচ্ছা অনুসারে জীবন যাপন করতে পারে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছে যে, তারা কিছুকালের জন্য মহারক্ষক অথবা মহান প্রহরীরূপে আচরণ করলেও, মৃত্যুরূপী কালের আবির্ভাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, প্রকৃতির নিয়মে তাদের আর একটি দেহ গ্রহণ করতে হবে। সেই কথা না জেনে, তারা অনর্থক রক্ষী কুকুরের মতো আচরণ করে তাদের সময়ের অপচয় করে এবং ভগবানের কৃপা লাভ করার চেষ্টা করে না। যে সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, *অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি*—কৃষ্ণভাবনাহীন মানুষকে নিন্দা করা হয়েছে, কারণ পরবর্তী জীবনে সে কি হবে তা না জেনে, জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বিচরণ করতে থাকে।

শ্লোক ৪

তমাহ ভ্রাতরং দেবী কৃপণা করুণং সতী।
স্নুষেয়ং তব কল্যাণ স্ত্রিয়ং মা হন্তুমর্হসি ॥ ৪ ॥

তম্—কংসকে; **আহ**—বলেছিলেন; **ভ্রাতরম্**—তাঁর ভ্রাতা; **দেবী**—মাতা দেবকী; **কৃপণা**—অসহায়ভাবে; **করুণম্**—কাতরভাবে; **সতী**—সতী; **স্নুষা ইয়ম্ তব**—এই কন্যা তোমার পুত্রবধূ হবে; **কল্যাণ**—হে মঙ্গলময়; **স্ত্রিয়ম্**—স্ত্রী; **মা**—না; **হন্তুম্**—হত্যা করা; **অর্হসি**—তোমার উচিত।

অনুবাদ

অসহায় দেবকী কাতরভাবে কংসের কাছে আবেদন করেছিলেন—হে ভ্রাতা, তোমার কল্যাণ হোক। এই কন্যাটিকে হত্যা করো না। সে ভবিষ্যতে তোমার পুত্রবধূ হবে। স্ত্রীহত্যা করা তোমার উচিত নয়।

তাৎপর্য

কংস পূর্বে দেবকীকে হত্যা করা থেকে বিরত হয়েছিল, কারণ সে মনে করেছিল যে স্ত্রী হত্যা করা উচিত নয়, বিশেষ করে তিনি যখন গর্ভবতী। কিন্তু এখন মায়ার প্রভাবে সে কেবল স্ত্রীহত্যা করতেই প্রস্তুত ছিল না, সে এক অসহায় নবজাত শিশুকেও হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। দেবকী তাঁর ভ্রাতাকে এই ভয়ঙ্কর পাপকর্ম থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁকে বলেছিলেন, "একটি শিশুকন্যাকে হত্যা করার মতো নৃশংস কর্ম করো না। তোমার সর্বতোভাবে কল্যাণ হোক।" অসুরেরা পাপ-পুণ্যের বিচার না করে, তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে যে কোন কর্ম করতে প্রস্তুত থাকে। কিন্তু, পক্ষান্তরে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জন্ম দান করার ফলে সর্বতোভাবে সুরক্ষিত দেবকী অন্য একজনের কন্যাকে রক্ষা করতে আকুল হয়েছিলেন। সেটি তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল।

শ্লোক ৫

বহবো হিংসিতা ভ্রাতঃ শিশবঃ পাবকোপমাঃ ।
ত্বয়া দৈবনিসৃষ্টেন পুত্রিকৈকা প্রদীয়তাম্ ॥ ৫ ॥

বহবঃ—বহু; **হিংসিতাঃ**—মাৎসর্যবশত হত্যা করেছ; **ভ্রাতঃ**—হে ভ্রাতঃ; **শিশবঃ**—শিশুদের; **পাবক-উপমাঃ**—অগ্নির মতো উজ্জ্বল এবং সুন্দর; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **দৈব-নিসৃষ্টেন**—দৈববাণীর দ্বারা উক্ত; **পুত্রিকা**—কন্যা; **একা**—একটি; **প্রদীয়তাম্**—তুমি আমাকে উপহার-স্বরূপ দান কর।

অনুবাদ

হে ভ্রাতঃ, দৈবের প্রেরণায় তুমি অগ্নির মতো উজ্জ্বল এবং সুন্দর আমার পুত্রদের হত্যা করেছ। এই কন্যাটিকে দয়া করে তুমি হত্যা করো না। একে উপহার-স্বরূপ আমাকে প্রদান কর।

তাৎপর্য

এখানে আমরা দেখতে পাই যে, দেবকী তাঁর পুত্রদের বধ করার হিংসাত্মক কর্মের প্রতি কংসের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। তারপর তিনি এই বলে তার সঙ্গে মীমাংসা করতে চেয়েছিলেন যে, সে যা করেছিল তাতে তার দোষ ছিল না, তা

ছিল দৈবের বিধান। তারপর তিনি তার কাছে আবেদন করেছিলেন, সেই কন্যাটিকে উপহার-স্বরূপ তাঁকে দান করতে। দেবকী ছিলেন ক্ষত্রিয়কন্যা, এবং কিভাবে রাজনৈতিক চাল চালতে হয়, তা তিনি জানতেন। রাজনীতিতে সাফল্য লাভের পন্থা হচ্ছে—সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড। দেবকী প্রথমে নিষ্ঠুরভাবে শিশুহত্যার জন্য কংসকে আক্রমণ করেছিলেন। তারপর তিনি এই বলে তার সঙ্গে মীমাংসা করেছিলেন যে, সেটি তার দোষ ছিল না, এবং তারপর তিনি উপহার ভিক্ষা করেছিলেন। মহাভারতের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, ক্ষত্রিয়-কন্যারা রাজনীতি জানতেন, কিন্তু তাঁদের রাষ্ট্রপ্রধানের পদ অধিকার করার কোন দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই না। *মনুসংহিতার* নির্দেশ অনুসারে স্ত্রীলোকদের রাজনৈতিক পদ প্রদান করা নিষিদ্ধ, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বর্তমান যুগের মানুষেরা *মনুসংহিতাকে* অবজ্ঞা করছে, এবং আর্যরা বা বৈদিক সমাজের সদস্যরা কিছুই করতে পারছেন না। এটিই কলিযুগের অবস্থা।

বিধির বিধান ব্যতীত কোন কিছুই হয় না।

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্যধঃ ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্বত্র গভীররংহসা ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৫/১৮)

দেবকী ভালভাবেই জানতেন যে, বিধির বিধান অনুসারেই তাঁর সন্তানদের মৃত্যু হয়েছে, তাই কংসকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। কংসকে সদুপদেশ দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। *উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে* (*চাণক্য পণ্ডিত*)। মূর্খকে যদি সদুপদেশ দেওয়া হয়, তা হলে সে আরও ক্রুদ্ধ হয়। অধিকন্তু, নিষ্ঠুর ব্যক্তি সর্পের থেকে ভয়ঙ্কর। সর্প এবং খল উভয়েই নিষ্ঠুর, কিন্তু খল ব্যক্তি সর্পের থেকেও ভয়ঙ্কর কারণ মন্ত্রের দ্বারা সর্পকে বশীভূত করা যায়, কিন্তু নিষ্ঠুর ব্যক্তিকে কোন উপায়েই বশীভূত করা যায় না। কংসের স্বভাব এই রকমই ছিল।

শ্লোক ৬

নন্বহং তে হ্যবরজা দীনা হতসুতা প্রভো ।
দাতুমর্হসি মন্দায়া অঙ্গেমাং চরমাং প্রজাম্ ॥ ৬ ॥

ননু—কিন্তু; **অহম্**—আমি; **তে**—তোমার; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অবরজা**—কনিষ্ঠা ভগ্নী; **দীনা**—নিঃসহায়া; **হত-সুতা**—সমস্ত সন্তানবিহীনা; **প্রভো**—হে প্রভু; **দাতুম্ অর্হসি**—তোমার (উপহার-স্বরূপ) দান করা উচিত; **মন্দায়া**—দুর্ভাগা আমাকে; **অঙ্গ**—হে ভ্রাতঃ; **ইমাম্**—এই; **চরমাম্**—শেষ; **প্রজাম্**—সন্তান।

অনুবাদ

হে প্রভো, হে ভ্রাতঃ, সন্তানবিহীনা হওয়ার ফলে আমি অত্যন্ত দীনা, কিন্তু তবুও আমি তোমার কনিষ্ঠা ভগ্নী, এবং তাই আমার এই শেষ সন্তানটিকে তোমার উপহার-স্বরূপ প্রদান করা উচিত।

শ্লোক ৭

শ্রীশুক উবাচ

উপগুহ্যাত্মজামেবং রুদত্যা দীনদীনবৎ ।
যাচিতস্তাং বিনির্ভর্ৎস্য হস্তাদাচিচ্ছিদে খলঃ ॥ ৭ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **উপগুহ্য**—আলিঙ্গন করে; **আত্মজাম্**—তাঁর কন্যাকে; **এবম্**—এইভাবে; **রুদত্যা**—ক্রন্দনরতা দেবকী; **দীন-দীনবৎ**—অত্যন্ত কাতরভাবে; **যাচিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **তাম্**—তাঁর (দেবকীর); **বিনির্ভর্ৎস্য**—ভর্ৎসনা করে; **হস্তাৎ**—তাঁর হাত থেকে; **অচিচ্ছিদে**—বলপূর্বক শিশুটিকে ছিনিয়ে নিয়েছিল; **খলঃ**—সেই অতি দুরাত্মা কংস।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে কন্যাটিকে আলিঙ্গন করে কাতরভাবে ক্রন্দন করতে করতে দেবকী কংসের কাছে সেই শিশুটির জন্য প্রার্থনা করলেও দুরাত্মা কংস তাঁকে ভর্ৎসনা করে তাঁর হাত থেকে কন্যাটিকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছিল।

তাৎপর্য

দেবকী যদিও এক অতি দীন রমণীর মতো ক্রন্দন করছিলেন তবুও তিনি দীন ছিলেন না, এবং তাই এখানে *দীনবৎ* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, অতএব তাঁর থেকে ভাগ্যবান আর কে হতে পারে? এমন কি দেবতারা পর্যন্ত দেবকীর বন্দনা করতে এসেছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি

একজন দীন রমণীর ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন, কারণ তিনি যশোদার কন্যাটিকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

তাং গৃহীত্বা চরণয়োর্জাতমাত্রাং স্বসুঃ সুতাম্ ।
অপোথয়চ্ছিলাপৃষ্ঠে স্বার্থোন্মূলিতসৌহৃদঃ ॥ ৮ ॥

তাম্—শিশুটিকে; **গৃহীত্বা**—বলপূর্বক গ্রহণ করে; **চরণয়োঃ**—দুই পায়ের দ্বারা; **জাত-মাত্রম্**—নবজাত শিশুটিকে; **স্বসুঃ**—তার ভগ্নীর; **সুতাম্**—কন্যা; **অপোথয়ৎ**—বলপূর্বক নিক্ষেপ করেছিল; **শিলা-পৃষ্ঠে**—পাথরের উপর; **স্ব-অর্থ-উন্মূলিত**—বিকট স্বার্থের বশীভূত হয়ে সমূলে উৎপাটিত করেছিল; **সৌহৃদঃ**—সমস্ত বন্ধুত্ব অথবা আত্মীয়তা।

অনুবাদ

বিকট স্বার্থের বশবর্তী হয়ে কংস তার ভগ্নীর সঙ্গে সমস্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক সমূলে উৎপাটিত করেছিল। সে তখন সদ্যোজাতা ভাগিনীকে চরণযুগলে ধারণ করে সবলে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করেছিল।

শ্লোক ৯

সা তদ্ধস্তাৎ সমুৎপত্য সদ্যো দেব্যম্বরং গতা ।
অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্টমহাভুজা ॥ ৯ ॥

সা—সেই কন্যাটি; **তৎ-হস্তাৎ**—কংসের হাত থেকে; **সমুৎপত্য**—ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **দেবী**—দেবীরূপে; **অম্বরম্**—আকাশে; **গতা**—গমন করেছিলেন; **অদৃশ্যত**—দেখা গিয়েছিল; **অনুজা**—কনিষ্ঠা ভগ্নী; **বিষ্ণোঃ**—ভগবানের; **স-আয়ুধা**—অস্ত্র সমন্বিতা; **অষ্ট**—আট; **মহাভুজা**—মহাশক্তিশালী বাহু সমন্বিতা।

অনুবাদ

সেই কন্যাটি অর্থাৎ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কনিষ্ঠা ভগ্নী যোগমায়া দেবী কংসের হাত থেকে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে আকাশে অস্ত্রযুক্ত অষ্টমহাভুজা দুর্গাদেবীরূপে প্রকাশিতা হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

কংস সেই শিশু-কন্যাটিকে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু যেহেতু সেই কন্যাটি ছিলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কনিষ্ঠা ভগ্নী যোগমায়া, তাই তিনি কংসের হাত থেকে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে দুর্গাদেবীর রূপ ধারণ করেছিলেন। এখানে *অনুজা* শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ যখন দেবকী থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে তিনি নিশ্চয়ই যশোদার পুত্ররূপেও জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তা না হলে যোগমায়াকে ভগবানের *অনুজা* বা কনিষ্ঠা ভগ্নী কেন বলা হল?

শ্লোক ১০-১১

দিব্যস্রগম্বরালেপরত্নাভরণভূষিতা ।
ধনুঃশূলেষুচর্মাসিশঙ্খচক্রগদাধরা ॥ ১০ ॥
সিদ্ধচারণগন্ধর্বৈরপ্সরঃ কিন্নরোরগৈঃ ।
উপাহৃতোরুবলিভিঃ স্তূয়মানেদমব্রবীৎ ॥ ১১ ॥

দিব্য-স্রক্-অম্বর-আলেপ—তিনি তখন চন্দন, ফুলমালা এবং সুন্দর বসনে বিভূষিতা দেবীরূপ ধারণ করেছিলেন; **রত্ন-আভরণ-ভূষিতা**—বহুমূল্য রত্নখচিত অলঙ্কারে বিভূষিতা; **ধনুঃ-শূল-ইষু-চর্ম-অসি**—ধনুক, ত্রিশূল, বাণ, ঢাল এবং তরবারি সমন্বিতা; **শঙ্খ-চক্র-গদা-ধরা**—বিষ্ণুর অস্ত্র শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্মধারী; **সিদ্ধ-চারণ-গন্ধর্বৈঃ**—সিদ্ধ, চারণ এবং গন্ধর্বদের দ্বারা; **অপ্সরঃ-কিন্নর-উরগৈঃ**—এবং অপ্সরা, কিন্নর এবং উরগদের দ্বারা; **উপাহৃত-উরু-বলিভিঃ**—যাঁরা তাঁর জন্য সব রকম উপহার নিয়ে এসেছিলেন; **স্তূয়মানা**—বন্দিত হয়ে; **ইদম্**—এই কথাগুলি; **অব্রবীৎ**—তিনি বলেছিলেন।

অনুবাদ

দুর্গাদেবী ফুলের মালা, চন্দন, সুন্দর বসন এবং বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা ছিলেন। তিনি তাঁর হস্তে ধনুক, ত্রিশূল, বাণ, ঢাল, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ করেছিলেন, এবং অপ্সরা, কিন্নর, উরগ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব আদি স্বর্গলোকবাসীরা তাঁর পূজার জন্য বিবিধ উপকরণ প্রদান করে তাঁর বন্দনা করেছিলেন। তিনি তখন এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ১২

কিং ময়া হতয়া মন্দ জাতঃ খলু তবান্তকৃৎ ।
যত্র ক্ব বা পূর্বশত্রুর্মা হিংসীঃ কৃপণান্ বৃথা ॥ ১২ ॥

কিম্—কি প্রয়োজন; **ময়া**—আমাকে; **হতয়া**—হত্যা করে; **মন্দ**—হে মূর্খ; **জাতঃ**—ইতিমধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে; **খলু**—বস্তুতপক্ষে; **তব অন্তকৃৎ**—যে তোমাকে বধ করবে; **যত্র ক্ব বা**—অন্য কোথাও; **পূর্ব-শত্রুঃ**—তোমার পূর্ব শত্রু; **মা**—করিস্ না; **হিংসীঃ**—হত্যা; **কৃপণান্**—দীন শিশুদের; **বৃথা**—অনর্থক।

অনুবাদ

ওরে মহামূর্খ কংস! আমাকে বধ করে তোর কি লাভ হবে? তোর চিরশত্রু ভগবান যিনি অবশ্যই তোকে বধ করবেন, তিনি ইতিমধ্যেই অন্যত্র জন্মগ্রহণ করেছেন। অতএব নিরর্থক দীন শিশুদের হত্যা করিস্ না।

শ্লোক ১৩

ইতি প্রভাষ্য তং দেবী মায়া ভগবতী ভুবি ।
বহুনামনিকেতেষু বহুনামা বভূব হ ॥ ১৩ ॥

ইতি—এইভাবে; **প্রভাষ্য**—বলে; **তম্**—কংস; **দেবী**—দুর্গাদেবী; **মায়া**—যোগমায়া; **ভগবতী**—ভগবানের মতো অসীম শক্তি সমন্বিতা; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **বহু-নাম**—বিভিন্ন নামের; **নিকেতেষু**—বিভিন্ন স্থানে; **বহু-নামা**—বিভিন্ন নাম; **বভূব**—হয়েছিলেন; **হ**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

কংসকে এই কথা বলে, দুর্গাদেবী বা যোগমায়া বারাণসী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে অন্নপূর্ণা, দুর্গা, কালী, ভদ্রা আদি বিবিধ নামে বিখ্যাতা হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

দুর্গাদেবী কলকাতায় কালী, মুম্বাইয়ে মুম্বাদেবী, বারাণসীতে অন্নপূর্ণা, কটকে ভদ্রকালী এবং আমেদাবাদে ভদ্রা নামে বিখ্যাতা। এইভাবে বিভিন্ন স্থানে তিনি বিভিন্ন নামে পরিচিতা। তাঁর ভক্তদের শাক্ত বা ভগবানের শক্তির উপাসক বলা

হয়, আর স্বয়ং ভগবানের উপাসকদের বলা হয় বৈষ্ণব। বৈষ্ণবেরা চিৎ-জগতে ভগবদ্ধামে ফিরে যান, কিন্তু শাক্তরা এই জগতে অবস্থান করে বিবিধ প্রকার জড় সুখ উপভোগ করে। জড় জগতে জীবকে বিভিন্ন প্রকার শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়। *ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া* (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬১)। জীবের বাসনা অনুসারে যোগমায়া বা মায়া বা দুর্গাদেবী তাকে এক বিশেষ শরীর প্রদান করেন, যাকে এখানে যন্ত্র বলা হয়েছে। কিন্তু যে সমস্ত জীব চিৎ-জগতে উন্নীত হন, তাদের আর এই জড় জগৎরূপী কারাগারে জড় দেহের বন্ধনে বন্দী হতে হয় না (*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন*)। *জন্ম নৈতি* পদটি ইঙ্গিত করে যে, এই সমস্ত জীবেরা ভগবানের সঙ্গে চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করার জন্য বৈকুণ্ঠ এবং বৃন্দাবনে ভগবানের চিন্ময় ধামে তাঁদের স্বরূপে অবস্থান করেন।

শ্লোক ১৪

তয়াভিহিতমাকর্ণ্য কংসঃ পরমবিস্মিতঃ ।
দেবকীং বসুদেবং চ বিমুচ্য প্রশ্রিতোঽব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥

তয়া—দুর্গাদেবীর দ্বারা; **অভিহিতম্**—উক্ত বাক্য; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **কংসঃ**—কংস; **পরম-বিস্মিতঃ**—অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে; **দেবকীম্**—দেবকীকে; **বসুদেবম্ চ**—এবং বসুদেবকে; **বিমুচ্য**—তৎক্ষণাৎ মুক্ত করে; **প্রশ্রিতঃ**—অত্যন্ত বিনীতভাবে; **অব্রবীৎ**—বলেছিল।

অনুবাদ

দুর্গাদেবীর সেই বাণী শ্রবণ করে কংস অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিল। সে তখন তার ভগ্নী এবং ভগ্নীপতি বসুদেবকে বন্ধন মুক্ত করে অত্যন্ত বিনীতভাবে বলেছিল।

তাৎপর্য

দুর্গাদেবী দেবকীর কন্যারূপে আবির্ভূতা হয়েছেন দেখে কংস অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিল। দেবকী ছিলেন মানবী, তা হলে দুর্গাদেবী কি করে তাঁর কন্যা হলেন? সেটি তার আশ্চর্যের একটি কারণ ছিল। অধিকন্তু দেবকীর অষ্টম সন্তান কন্যা হল কি করে? সেই কারণেও সে বিস্মিত হয়েছিল। অসুরেরা সাধারণত মা দুর্গা, শক্তি অথবা দেবতাদের, বিশেষ করে শিবের ভক্ত। অস্ত্রধারিণী অষ্টভুজারূপে দুর্গাদেবীর আবির্ভাবের ফলে, তৎক্ষণাৎ কংসের মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছিল,

এবং সে বুঝতে পেরেছিল যে, দেবকী কোন সাধারণ মানবী নন। দেবকী নিশ্চয় কিছু দিব্যগুণে গুণান্বিতা ছিলেন; তা না হলে তাঁর গর্ভে দুর্গাদেবীর জন্ম হল কি করে? এই পরিস্থিতিতে, অত্যন্ত বিস্মিত কংস তার ভগ্নী দেবকীর প্রতি তার নৃশংসতার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করতে চেয়েছিল।

শ্লোক ১৫

অহো ভগিন্যহো ভাম ময়া বাং বত পাপ্মনা ।
পুরুষাদ ইবাপত্যং বহবো হিংসিতাঃ সুতাঃ ॥ ১৫ ॥

অহো—হায়; **ভগিনি**—হে প্রিয় ভগ্নী; **অহো**—হায়; **ভাম**—হে প্রিয় ভগ্নীপতি; **ময়া**—আমার দ্বারা; **বাম্**—তোমাদের; **বত**—বস্তুতপক্ষে; **পাপ্মনা**—পাপকর্মের ফলে; **পুরুষ-অদঃ**—নরখাদক রাক্ষস; **ইব**—সদৃশ; **অপত্যম্**—সন্তান; **বহবঃ**—বহু; **হিংসিতাঃ**—নিহত হয়েছে; **সুতাঃ**—পুত্রগণ।

অনুবাদ

হায় ভগিনী! হায় ভগ্নীপতি! আমি এতই পাপী যে, রাক্ষসেরা যেমন নিজেদের সন্তান ভক্ষণ করে, আমিও তেমন তোমাদের বহু সন্তানকে হত্যা করেছি।

তাৎপর্য

রাক্ষসেরা তাদের নিজেদের সন্তানদের ভক্ষণ করে। ঠিক যেমন সর্প আদি প্রাণীরাও কখনও কখনও করে থাকে। সম্প্রতি কলিযুগে রাক্ষস পিতা-মাতারা তাদের সন্তানদের গর্ভে হত্যা করছে, এবং কখনও মহাতৃপ্তি সহকারে সেই সমস্ত ভ্রূণ ভক্ষণ পর্যন্ত করছে। এইভাবে বর্তমান যুগের তথাকথিত সভ্যতা রাক্ষস উৎপাদনে ক্রমশ উন্নতি সাধন করছে।

শ্লোক ১৬

স ত্বহং ত্যক্তকারুণ্যস্ত্যক্তজ্ঞাতিসুহৃৎ খলঃ ।
কাঁল্লোকান্ বৈ গমিষ্যামি ব্রহ্মহেব মৃতঃ শ্বসন্ ॥ ১৬ ॥

সঃ—সেই ব্যক্তি (কংস); **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অহম্**—আমি; **ত্যক্ত-কারুণ্যঃ**—নির্দয়; **ত্যক্ত-জ্ঞাতি-সুহৃৎ**—আমি আমার আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের পরিত্যাগ করেছি;

খলঃ—নিষ্ঠুর; **কান্ লোকান্**—কোন্ লোকে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **গমিষ্যামি**—গমন করব; **ব্রহ্ম-হা ইব**—ব্রহ্মঘাতীর মতো; **মৃতঃ শ্বসন্**—মৃত্যুর পর অথবা জীবিত অবস্থায়।

অনুবাদ

আমি অত্যন্ত নির্দয় এবং নিষ্ঠুর, তাই আমি আমার সমস্ত আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের পরিত্যাগ করেছি। অতএব, আমি জানি না, ব্রহ্মঘাতীর মতো মৃত্যুর পর অথবা জীবিত অবস্থায় আমি কোন্ লোকে গমন করব।

শ্লোক ১৭

দৈবমপ্যনৃতং বক্তি ন মর্ত্যা এব কেবলম্ ।
যদ্বিশ্রম্ভাদহং পাপঃ স্বসুর্নিহতবাঞ্ছিশূন্ ॥ ১৭ ॥

দৈবম্—দৈব; **অপি**—ও; **অনৃতম্**—মিথ্যা; **বক্তি**—বলে; **ন**—না; **মর্ত্যাঃ**—মানুষ; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **কেবলম্**—কেবল; **যৎ-বিশ্রম্ভাৎ**—সেই ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করার ফলে; **অহম্**—আমি; **পাপঃ**—অত্যন্ত পাপী; **স্বসুঃ**—আমার ভগ্নীর; **নিহতবান্**—হত্যা করেছি; **শিশূন্**—অনেক শিশুকে।

অনুবাদ

হায়, কেবল মানুষেরাই মিথ্যা কথা বলে না, এমন কি দৈবও মিথ্যা কথা বলে। আমি এতই পাপাত্মা যে, আমি দৈববাণীতে বিশ্বাস করে আমার ভগ্নীর সন্তানদের বধ করেছি।

শ্লোক ১৮

মা শোচতং মহাভাগাবাত্মজান্ স্বকৃতংভুজঃ ।
জান্তবো ন সদৈকত্র দৈবাধীনাস্তদাসতে ॥ ১৮ ॥

মা শোচতম্—(অতীতে যা ঘটেছে) সেই জন্য শোক করো না; **মহা-ভাগৌ**—হে আত্মজ্ঞানী এবং ভাগ্যশালিনী; **আত্মজান্**—তোমার পুত্রদের জন্য; **স্ব-কৃতম্**—

তাদের নিজেদের কর্মের ফলে কেবল; **ভুজঃ**—কষ্টভোগ করছে; **জান্তবঃ**—সমস্ত জীব; **ন**—না; **সদা**—সর্বদা; **একত্র**—এক স্থানে; **দৈব-অধীনাঃ**—দৈবের নিয়ন্ত্রণাধীন; **তদা**—অতএব; **আসতে**—অবস্থান করে।

অনুবাদ

হে মহাত্মা দম্পতি, তোমাদের সন্তানেরা তাদের অদৃষ্টের অনুরূপ কর্মফল ভোগ করেছে। অতএব তাদের জন্য শোক করো না। দৈবের নিয়ন্ত্রণাধীনে সমস্ত জীবেরা সর্বদা একত্রে অবস্থান করতে পারে না।

তাৎপর্য

কংস তার ভগ্নী এবং ভগ্নীপতিকে *মহাভাগৌ* বলে সম্বোধন করেছে, কারণ যদিও সে তাঁদের সাধারণ সন্তানদের বধ করেছিল, তবুও দুর্গাদেবী তাঁদের সন্তানরূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। দেবকী যেহেতু দুর্গাদেবীকে তাঁর গর্ভে ধারণ করেছিলেন, তাই কংস দেবকী এবং তাঁর পতি উভয়েরই প্রশংসা করেছিলেন। অসুরেরা দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেব-দেবীদের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণ। তাই কংস তার ভগ্নী এবং ভগ্নীপতির অতি উন্নত স্থিতির প্রশংসা করেছিল। দুর্গা অবশ্যই প্রকৃতির নিয়মের নিয়ন্ত্রণাধীন নন, কারণ তিনি নিজেই হচ্ছেন প্রকৃতির সমস্ত নিয়মের নিয়ন্তা। কিন্তু সাধারণ জীবেরা সেই সমস্ত নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (*প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ*)। তাই, আমরা কেউই দীর্ঘকাল একত্রে থাকতে পারি না। এই প্রকার বাক্যের দ্বারা কংস তার ভগ্নী এবং ভগ্নীপতিকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

শ্লোক ১৯

ভুবি ভৌমানি ভূতানি যথা যান্ত্যপযান্তি চ।
নায়মাত্মা তথৈতেষু বিপর্যেতি যথৈব ভূঃ ॥ ১৯ ॥

ভুবি—পৃথিবীতে; **ভৌমানি**—ঘট আদি মৃত্তিকা নির্মিত সমস্ত জড় বস্তু; **ভূতানি**—যা উৎপন্ন হয়েছে; **যথা**—যেমন; **যান্তি**—উৎপন্ন হয়; **অপযান্তি**—বিনষ্ট হয়; **চ**—এবং; **ন**—না; **অয়ম্ আত্মা**—আত্মা অথবা চিন্ময় স্বরূপ; **তথা**—তেমনই; **এতেষু**—(জড় উপাদান থেকে উৎপন্ন) এই সমস্ত বস্তুর; **বিপর্যেতি**—পরিবর্তন হয় অথবা বিনাশ হয়; **যথা**—যেমন; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ভূঃ**—পৃথিবী।

অনুবাদ

এই পৃথিবীতে মৃত্তিকাজাত ঘট, পুতুল আদি বস্তু যেমন প্রকট এবং তারপর ভেঙ্গে গিয়ে মাটিতে মিশ্রিত হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তেমনই, বদ্ধ জীবের শরীর বিনষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু জীবাত্মা মাটির মতো অপরিবর্তিত থাকে এবং তার কখনও বিনাশ হয় না (ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে)।

তাৎপর্য

কংসকে যদিও অসুর বলা হয়েছে, তবুও সে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান ভালভাবে অবগত ছিল। পাঁচ হাজার বছর আগে কংসের মতো রাজারা, যাদের অসুর বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু তারা আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানবিহীন আধুনিক যুগের রাজনীতিবিদ এবং কূটনীতিবিদদের থেকে অনেক ভাল ছিল। *বেদে* বলা হয়েছে, *অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ* —জড় দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই। জড় দেহের ছয় প্রকার পরিবর্তন হয়—জন্ম, বৃদ্ধি, স্থিতি, প্রজনন, হ্রাস এবং মৃত্যু, কিন্তু আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। কোন বিশেষ দেহের বিনাশের পরেও দেহের মূল উপাদানগুলির কোন পরিবর্তন হয় না। জীব জড় দেহ ভোগ করে, যার আবির্ভাব এবং তিরোভাব হয়, কিন্তু মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ—এই উপাদানগুলি অপরিবর্তিত থাকে। এখানে মাটি থেকে তৈরি ঘট এবং পুতুলের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। সেগুলি যখন ভেঙ্গে যায় অথবা বিনষ্ট হয়, তখন সেগুলি তাদের মূল উপাদানের সঙ্গে আবার মিশে যায়। যাই হোক না কেন, বস্তুর উৎস একই থাকে।

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, আত্মার বাসনা অনুসারে শরীর নির্মিত হয়। আত্মা বাসনা করে এবং সেই অনুসারে দেহ তৈরি হয়। শ্রীকৃষ্ণ তাই *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬১) বলেছেন—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া ॥

"হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।" পরমাত্মা অথবা আত্মা উভয়েরই আদি চিন্ময় স্বরূপের পরিবর্তন হয় না। আত্মার দেহের মতো জন্ম-মৃত্যু আদি পরিবর্তন হয় না। তাই বৈদিক সূত্রে বলা হয়েছে, *অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ*—আত্মা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হলেও, জড় দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

শ্লোক ২০

যথানেবংবিদো ভেদো যত আত্মবিপর্যয়ঃ ।
দেহযোগবিয়োগৌ চ সংসৃতির্ন নিবর্ততে ॥ ২০ ॥

যথা—যেমন; **ন-এবম্-বিদঃ**—(দেহের পরিবর্তন সত্ত্বেও আত্মতত্ত্ব এবং আত্মার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে) অজ্ঞানী ব্যক্তির; **ভেদঃ**—দেহ এবং আত্মার পার্থক্য সম্বন্ধে ধারণা; **যতঃ**—যে কারণে; **আত্ম-বিপর্যয়ঃ**—দেহাত্মবুদ্ধি; **দেহ-যোগ-বিয়োগৌ চ**—বিভিন্ন দেহের সংযোগ এবং বিয়োগের কারণ; **সংসৃতিঃ**—সংসার; **ন**—না; **নিবর্ততে**—নিবৃত্ত হয়।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি দেহ এবং আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত নয়, তার দেহাত্মবুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল হয়। দেহ এবং দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুর প্রতি আসক্তির ফলে সে তার পরিবার, সমাজ, এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযোগ এবং বিচ্ছেদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই আসক্তি থাকে, ততক্ষণ তার সংসার-বন্ধন নিবৃত্ত হয় না। (অন্যথা সে মুক্ত।)

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

ধর্ম শব্দের অর্থ 'বৃত্তি'। যে ব্যক্তি অহৈতুকীভাবে এবং অপ্রতিহতভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত (*যতো ভক্তিরধোক্ষজে*), তিনি তাঁর স্বরূপগত চিন্ময় স্থিতিতে অবস্থিত বলে বুঝতে হবে। কেউ যখন এই স্তরে উন্নীত হন, তখন তিনি সর্বদা চিন্ময় আনন্দ অনুভব করেন। অন্যথা, দেহাত্মবুদ্ধিতে অবস্থিত থাকলে, সংসার ক্লেশ বা জড় জগতের বদ্ধ অবস্থার দুঃখ-দুর্দশা অনুভব করতে হয়। *জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-দুঃখদোষানুদর্শনম্*। দেহকে তার স্বাভাবিক ধর্ম জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির কষ্টভোগ করতে হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি চিন্ময় স্তরে অবস্থিত (*যতো ভক্তিরধোক্ষজে*), তাঁর আর জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি থাকে না। কেউ তর্ক করতে পারে যে, চব্বিশ ঘণ্টা ভগবানের সেবায় যুক্ত ব্যক্তিদেরও তো ব্যাধির দুঃখভোগ করতে দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তিনি ব্যাধিগ্রস্ত নন এবং তাঁকে কষ্টভোগও করতে হয় না; তা না হলে তিনি কিভাবে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা আধ্যাত্মিক

কার্যকলাপে যুক্ত থাকতে পারেন। এই সম্পর্কে গঙ্গায় নোংরা ফেনা অথবা আবর্জনা ভাসার দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। একে বলা হয় *নীরধর্ম* বা জলের ধর্ম। কিন্তু যে ব্যক্তি গঙ্গায় স্নান করতে যান, তিনি এই সমস্ত নোংরা বস্তুগুলির কোন গুরুত্ব দেন না। তিনি তাঁর হাতের দ্বারা সেগুলি সরিয়ে দিয়ে গঙ্গায় স্নান করেন এবং তার সুফল প্রাপ্ত হন। তাই, যে ব্যক্তি চিন্ময় স্তরে অবস্থিত, তিনি ফেনা অথবা আবর্জনা আদি তথাকথিত নোংরা বস্তুর দ্বারা প্রভাবিত হন না। সেই কথা প্রতিপন্ন করে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা ।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

"যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবায় রত, তিনি এই জগতে অবস্থানকালেও মুক্ত।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/১৮৭) তাই শ্রীগুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে (*গুরুষু নরমতিঃ... নারকী সঃ*)। শ্রীগুরুদেব বা আচার্য সর্বদাই চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। তাই *হরিভক্তিবিলাসের* নির্দেশ অনুসারে, আচার্যের দেহ আগুনে ভস্মীভূত করা হয় না, কারণ সেই দেহ চিন্ময়। চিন্ময় দেহ কখনও জড় অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

শ্লোক ২১

তস্মাদ্ ভদ্রে স্বতনয়ান্ ময়া ব্যাপাদিতানপি ।
মানুশোচ যতঃ সর্বঃ স্বকৃতং বিন্দতেঽবশঃ ॥ ২১ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **ভদ্রে**—হে ভগ্নী (তোমার সর্বতোভাবে কল্যাণ হোক); **স্ব-তনয়ান্**—তোমার পুত্রদের জন্য; **ময়া**—আমার দ্বারা; **ব্যাপাদিতান্**—দুর্ভাগ্যবশত নিহত হয়েছে; **অপি**—যদিও; **মা অনুশোচ**—শোক করো না; **যতঃ**—কারণ; **সর্বঃ**—সকলে; **স্ব-কৃতম্**—তার স্বীয় কর্মের ফল; **বিন্দতে**—ভোগ করে; **অবশঃ**—দৈবের বিধান অনুসারে।

অনুবাদ

হে ভদ্রে, হে ভগ্নী দেবকী! সকলেই দৈবের বিধান অনুসারে তার কর্মফল ভোগ করে। তাই, যদিও তোমার পুত্রেরা দুর্ভাগ্যবশত আমার দ্বারা নিহত হয়েছে, সেই জন্য দয়া করে শোক করো না।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৫৪) বলা হয়েছে—

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম-
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি ।
কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অতি ক্ষুদ্র কীট ইন্দ্রগোপ থেকে শুরু করে দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত সকলকেই তাদের কর্মফল ভোগ করতে হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, কেউ কোন বাহ্যিক কারণে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করছে, কিন্তু প্রকৃত কারণ হচ্ছে কর্মফল। এমন কি কেউ যখন কাউকে হত্যাও করে, তা হলেও বুঝতে হবে নিহত ব্যক্তি এবং হত্যাকারী উভয়েই প্রকৃতির ক্রীড়নক রূপে তাদের কর্মফল ভোগ করছে। তাই কংস দেবকীর কাছে প্রার্থনা করেছে, তিনি যেন এই বিষয়ে গভীরভাবে বিবেচনা করে তাকে ক্ষমা করেন। কারণ সে দেবকীর পুত্রদের মৃত্যুর কারণ নয়, পক্ষান্তরে, তাদের ভাগ্যে তা হওয়ার ছিল। তাই দেবকী যেন পূর্বে যা ঘটেছে সেই জন্য শোক না করে, সেই কথা ভুলে গিয়ে কংসকে ক্ষমা করেন। কংস তার দোষ স্বীকার করে বলেছিল যে, সে যা কিছু করেছিল তা সবই দৈবের নিয়ন্ত্রণাধীনে ঘটেছে। কংস দেবকীর পুত্রদের মৃত্যুর আপাত কারণ হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত কারণ হচ্ছে তাদের পূর্বকৃত কর্ম। এটি বাস্তব সত্য।

শ্লোক ২২

যাবদ্ধতোঽস্মি হন্তাস্মীত্যাত্মানং মন্যতেঽস্বদৃক্ ।
তাবত্তদভিমান্যজ্ঞো বাধ্যবাধকতামিয়াৎ ॥ ২২ ॥

যাবৎ—যতক্ষণ; **হতঃ অস্মি**—আমি (অন্যের দ্বারা) হত হয়েছি; **হন্তা অস্মি**—আমি (অন্যের) হত্যাকারী; **ইতি**—এই প্রকার; **আত্মানম্**—নিজের; **মন্যতে**—মনে করে; **অ-স্ব-দৃক্**—যে (দেহাত্মবুদ্ধিজনিত অজ্ঞতার ফলে) নিজেকে দর্শন করেনি; **তাবৎ**—ততক্ষণ; **তৎ-অভিমানী**—নিজেকে নিহত বা হত্যাকারী বলে মনে করে; **অজ্ঞঃ**—মূর্খ ব্যক্তি; **বাধ্য-বাধকতাম্**—জড়-জাগতিক বাধ্যবাধকতা; **ইয়াৎ**—চলতে থাকে।

অনুবাদ

দেহাত্মবুদ্ধির ফলে আত্ম-উপলব্ধি রহিত হয়ে, বদ্ধ জীব অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থেকে মনে করে, "আমি হত হয়েছি।" অথবা "আমি আমার শত্রুকে হত্যা করেছি।" মূর্খ ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত এইভাবে আত্মাকে নিহত অথবা হত্যাকারী বলে মনে করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থেকে তার কর্ম অনুসারে সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে।

তাৎপর্য

ভগবানের কৃপায় কংস অনর্থক দেবকী এবং বসুদেবের মতো বৈষ্ণবদের নির্যাতন করার ফলে ঐকান্তিকভাবে অনুতপ্ত হয়েছিল, এবং তার ফলে সে চিন্ময় জ্ঞানের স্তর প্রাপ্ত হয়েছিল। কংস বলেছিল, "যেহেতু আমি জ্ঞানের স্তর প্রাপ্ত হয়েছি, তাই আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমি তোমাদের পুত্রদের হত্যাকারী নই, তাই তাদের মৃত্যুর জন্য আমার কোন দায়িত্ব নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি মনে করেছিলাম যে, আমি তোমাদের পুত্রদের দ্বারা নিহত হব, ততক্ষণ আমি অজ্ঞানাচ্ছন্ন ছিলাম, কিন্তু এখন আমি দেহাত্মবুদ্ধিজাত সেই অজ্ঞান থেকে মুক্ত হয়েছি।" *ভগবদ্গীতায়* (১৮/১৭) উল্লেখ করা হয়েছে—

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে ।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥

"আমি কর্তা এই অভিমান যাঁর নেই এবং যাঁর বুদ্ধি কর্মফলে লিপ্ত হয় না, তিনি জগতের সমস্ত প্রাণী হত্যা করলেও হত্যাকারী হন না, বা হত্যা ক্রিয়ার ফলে আবদ্ধ হন না।" এই স্বয়ংসিদ্ধ সত্য অনুসারে কংস আবেদন করেছিল যে, দেবকী এবং বসুদেবের পুত্রদের হত্যা করার জন্য সে দায়ী নয়। সে বলেছিল, "দয়া করে এই প্রকার মিথ্যা, বাহ্য কার্যের জন্য আমাকে ক্ষমা কর এবং সেই জ্ঞানের দ্বারা তোমরাও শান্ত হও।"

শ্লোক ২৩

ক্ষমধ্বং মম দৌরাত্ম্যং সাধবো দীনবৎসলাঃ ।
ইত্যুক্ত্বাশ্রুমুখঃ পাদৌ শ্যালঃ স্বস্রোরথাগ্রহীৎ ॥ ২৩ ॥

ক্ষমধ্বম্—দয়া করে ক্ষমা কর; **মম**—আমার; **দৌরাত্ম্যম্**—নৃশংস কার্যকলাপ; **সাধবঃ**—তোমরা দুজন সাধু ব্যক্তি; **দীন-বৎসলাঃ**—দীন এবং দুর্গতিদের প্রতি

অত্যন্ত কৃপালু; **ইতি উক্ত্বা**—এই বলে; **অশ্রু-মুখঃ**—অশ্রু প্লাবিত মুখে; **পাদৌ**—পায়ে; **শ্যালঃ**—শ্যালক কংস; **স্বস্রোঃ**—তার ভগ্নী এবং ভগ্নীপতির; **অথ**—এইভাবে; **অগ্রহীৎ**—ধারণ করেছিল।

অনুবাদ

কংস তাঁদের কাছে আবেদন করেছিল, "হে ভগ্নী এবং ভগ্নীপতি, তোমরা উভয়েই অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির, অতএব আমার মতো দীন এবং ক্ষুদ্র হৃদয় ব্যক্তির প্রতি তোমরা কৃপা কর। দয়া করে তোমরা আমার নৃশংস আচরণের জন্য আমাকে ক্ষমা কর।" এই বলে কংস অশ্রুমুখে বসুদেব এবং দেবকীর পায়ে পতিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

যদিও কংস প্রকৃত জ্ঞানের বিষয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলেছিল, কিন্তু তার বিগত কর্ম ছিল অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং নিষ্ঠুর। তাই সে তার ভগ্নী এবং ভগ্নীপতির চরণে পতিত হয়ে, সে যে মহাপাপী সেই কথা স্বীকার করে তাঁদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিল।

শ্লোক ২৪

মোচয়ামাস নিগড়াদ্ বিশ্রব্ধঃ কন্যকাগিরা ।
দেবকীং বসুদেবং চ দর্শয়ন্নাত্মসৌহৃদম্ ॥ ২৪ ॥

মোচয়াম্ আস—কংস তাঁদের বন্ধনমুক্ত করেছিল; **নিগড়াৎ**—লৌহশৃঙ্খল থেকে; **বিশ্রব্ধঃ**—পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে; **কন্যকা-গিরা**—দুর্গাদেবীর বাণীতে; **দেবকীম্**—তার ভগ্নী দেবকীর প্রতি; **বসুদেবম্ চ**—এবং তার ভগ্নীপতি বসুদেবের প্রতি; **দর্শয়ন্**—পূর্ণরূপে প্রদর্শন করে; **আত্ম-সৌহৃদম্**—তার আত্মীয়তা।

অনুবাদ

দুর্গাদেবীর বাণীতে পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে, কংস দেবকী এবং বসুদেবের প্রতি আত্মীয়তা প্রদর্শনপূর্বক তাঁদের লৌহশৃঙ্খলের বন্ধন মুক্ত করেছিল।

শ্লোক ২৫

ভ্রাতুঃ সমনুতপ্তস্য ক্ষান্তরোষা চ দেবকী ।
ব্যসৃজদ্ বসুদেবশ্চ প্রহস্য তমুবাচ হ ॥ ২৫ ॥

ভ্রাতুঃ—তাঁর ভ্রাতা কংসের প্রতি; **সমনুতপ্তস্য**—অনুতপ্ত হওয়ার ফলে; **ক্ষান্ত-রোষা**—ক্রোধ মুক্ত হয়ে; **চ**—ও; **দেবকী**—শ্রীকৃষ্ণের মাতা দেবকী; **ব্যসৃজৎ**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **বসুদেবঃ চ**—বসুদেবও; **প্রহস্য**—হেসে; **তম্**—কংসকে; **উবাচ**—বলেছিলেন; **হ**—অতীতে।

অনুবাদ

দেবকী যখন দেখলেন যে, তাঁর ভ্রাতা পূর্ব নির্ধারিত ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে যথার্থই অনুতপ্ত হয়েছে, তখন তাঁর সমস্ত ক্রোধ দূর হয়ে গিয়েছিল। বসুদেবও ক্রোধমুক্ত হয়ে হেসে কংসকে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

দেবকী এবং বসুদেব উভয়েই ছিলেন অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির, তাই তাঁরা কংসের বর্ণনা অনুসারে মেনেছিলেন যে, সব কিছুই দৈবের প্রভাবে ঘটেছে। দৈববাণী অনুসারে দেবকীর অষ্টম সন্তানের দ্বারা কংসের মৃত্যু হওয়ার কথা ছিল। তাই, বসুদেব এবং দেবকী দেখেছিলেন যে, এই সমস্ত ঘটনার পিছনে ছিল ভগবানের মহান পরিকল্পনা। ভগবান যেহেতু ইতিমধ্যেই একটি নরশিশুরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যশোদার গৃহে নিরাপদে রয়েছেন, অতএব সব কিছুই ভগবানের পরিকল্পনা অনুসারে ঘটছিল, এবং তাই কংসের প্রতি তাঁদের প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাই তাঁরা কংসের উক্তি স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৬

এবমেতন্মহাভাগ যথা বদসি দেহিনাম্ ।
অজ্ঞানপ্রভবাহংধীঃ স্বপরেতি ভিদা যতঃ ॥ ২৬ ॥

এবম্—হ্যাঁ তা ঠিক; **এতৎ**—তুমি যা বলেছ; **মহা-ভাগ**—হে মহাজন; **যথা**—যেমন; **বদসি**—তুমি বলেছ; **দেহিনাম্**—জীবদের (জড় দেহ ধারণ) সম্বন্ধে; **অজ্ঞান-**

প্রভবা—অজ্ঞানের প্রভাবে; **অহম্-ধীঃ**—এটি আমার স্বার্থ (অহঙ্কার); **স্ব-পরা ইতি**—এটি অন্যের স্বার্থ; **ভিদা**—ভেদ; **যতঃ**—এই প্রকার দেহাত্মবুদ্ধির ফলে।

অনুবাদ

হে মহাজন কংস, অজ্ঞানের প্রভাবেই কেবল মানুষ জড় দেহ এবং অহঙ্কার গ্রহণ করে। এই দর্শন সম্বন্ধে তুমি যা বলেছ তা ঠিক। আত্মজ্ঞানের অভাবে, দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত মানুষেরা "এটি আমার" এবং "এটি অন্যের" এই ভেদভাব সৃষ্টি করে।

তাৎপর্য

ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীনে, প্রকৃতির নিয়মে সব কিছুই আপনা থেকেই সম্পাদিত হয়। কোন কিছুই স্বতন্ত্রভাবে করার প্রশ্ন ওঠে না, কারণ যে ব্যক্তি জড়া প্রকৃতিতে নিজেকে স্থাপন করে, সে পূর্ণরূপে প্রকৃতির নিয়মের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে এই বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় অস্তিত্বে অবস্থিত হওয়া। অজ্ঞানবশতই মানুষ মনে করে, "আমি দেবতা", "আমি মানুষ", "আমি একটি কুকুর", "আমি একটি বিড়াল" অথবা এই অজ্ঞান যখন আরও অধিক হয়, তখন সে মনে করে "আমি ভগবান"। পূর্ণরূপে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করলে, জীবন অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্নই থাকে।

শ্লোক ২৭

শোকহর্ষভয়দ্বেষলোভমোহমদান্বিতাঃ ।
মিথো ঘ্নন্তং ন পশ্যন্তি ভাবৈর্ভাবং পৃথগ্‌দৃশঃ ॥ ২৭ ॥

শোক—শোক; **হর্ষ**—হর্ষ; **ভয়**—ভয়; **দ্বেষ**—দ্বেষ; **লোভ**—লোভ; **মোহ**—মোহ; **মদ**—মদ; **অন্বিতাঃ**—যুক্ত; **মিথঃ**—পরস্পর; **ঘ্নন্তম্**—নাশ করে; **ন পশ্যন্তি**—দেখতে পায় না; **ভাবৈঃ**—এই ভেদভাবের ফলে; **ভাবম্**—ভগবানের সম্পর্কে স্থিতি; **পৃথক্-দৃশঃ**—যে ব্যক্তি সব কিছুই ভগবানের নিয়ন্ত্রণ থেকে পৃথক বলে দর্শন করে।

অনুবাদ

ভেদদৃষ্টি-পরায়ণ ব্যক্তিরা শোক, হর্ষ, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ, মদ আদি জড় বৃত্তি সমন্বিত। তারা নিমিত্ত কারণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিরাকরণে ব্যস্ত হয়, কারণ তাদের পরম কারণ ভগবান সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বকারণের কারণ (*সর্বকারণকারণম্*), কিন্তু যে ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, সে নিমিত্ত কারণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিচলিত হয় এবং ভেদভাব বর্জন করতে পারে না। দক্ষ চিকিৎসক যখন রোগীর চিকিৎসা করেন, তখন তিনি রোগের মূল কারণ খোঁজার চেষ্টা করেন এবং সেই মূল কারণের লক্ষণের দ্বারা বিভ্রান্ত হন না। তেমনই ভক্তও কখনও জীবনের বাধাবিপত্তির দ্বারা বিচলিত হন না। *তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/৮)। ভক্ত বুঝতে পারেন যে, তিনি যখন দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করেন, সেটি তাঁর পূর্বকৃত পাপকর্মেরই ফল এবং ভগবানের কৃপায় সেই ফল অত্যন্ত লঘু হয়ে গেছে, অর্থাৎ অতি অল্প প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই ভগবান তাঁর পাপকর্মের নিবৃত্তি সাধন করেছেন। *কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাম্* (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৫৪)। ভগবানের রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছেন যে ভক্ত, তাঁকে যে তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করতে হয়, তা কেবল ভগবানের কৃপায় স্বল্প প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্বকৃত পাপের নিবৃত্তি সাধনের জন্য। যদিও ভক্তকে কখনও কখনও পূর্বকৃত ভুলের ফলে রোগে ভুগতে হয়, তবুও তিনি সেই সমস্ত কষ্ট সহ্য করেন এবং সর্বতোভাবে ভগবানের উপর নির্ভর করেন। তাই তিনি কখনও শোক, হর্ষ, ভয়, ইত্যাদি জড় অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হন না। ভক্ত কখনও কোন কিছুই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত দর্শন করেন না। শ্রীল মধ্বাচার্য *ভবিষ্য পুরাণ* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন—

ভগবদ্দর্শনাদ্ যস্য বিরোধাদ্দর্শনং পৃথক্ ।
পৃথগ্‌দৃষ্টিঃ স বিজ্ঞেয়ো ন তু সদ্ভেদদর্শনঃ ॥

শ্লোক ২৮

শ্রীশুক উবাচ

কংস এবং প্রসন্নাভ্যাং বিশুদ্ধং প্রতিভাষিতঃ ।
দেবকীবসুদেবাভ্যামনুজ্ঞাতোঽবিশদ্ গৃহম্ ॥ ২৮ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **কংসঃ**—রাজা কংস; **এবম্**—এইভাবে; **প্রসন্নাভ্যাম্**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **বিশুদ্ধম্**—বিশুদ্ধ; **প্রতিভাষিতঃ**—সম্ভাষিত হয়ে; **দেবকী-বসুদেবাভ্যাম্**—দেবকী এবং বসুদেবের দ্বারা; **অনুজ্ঞাতঃ**—অনুমতি গ্রহণ করে; **অবিশৎ**—প্রবেশ করেছিল; **গৃহম্**—তার প্রাসাদে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—দেবকী ও বসুদেব প্রসন্ন হয়ে এইভাবে নিষ্কপটে কংসকে সম্ভাষণ করলে, কংস তাঁদের অনুমতি নিয়ে তার গৃহে প্রবেশ করেছিল।

শ্লোক ২৯

তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং কংস আহূয় মন্ত্রিণঃ ।
তেভ্য আচষ্ট তৎ সর্বং যদুক্তং যোগনিদ্রয়া ॥ ২৯ ॥

তস্যাম্—সেই; **রাত্র্যাম্**—রাত্রে; **ব্যতীতায়াম্**—অতিবাহিত হলে; **কংসঃ**—রাজা কংস; **আহূয়**—আহ্বান করে; **মন্ত্রিণঃ**—মন্ত্রীদের; **তেভ্যঃ**—তাদের; **আচষ্ট**—জানিয়েছিল; **তৎ**—তা; **সর্বম্**—সমস্ত; **যৎ-উক্তম্**—যা বলা হয়েছিল (যে কংসের হত্যাকারী অন্য কোথাও রয়েছে); **যোগ-নিদ্রয়া**—যোগমায়া দুর্গাদেবীর দ্বারা।

অনুবাদ

তারপর সেই রাত্রি অতীত হলে, কংস তার মন্ত্রীদের আহ্বান করে যোগমায়া তাকে যে কথা বলেছিল (যে তার বিনাশক অন্য কোথাও জন্মগ্রহণ করেছে) তা জানিয়েছিল।

তাৎপর্য

চণ্ডী নামক বৈদিক শাস্ত্রে ভগবানের শক্তি মায়াকে *নিদ্রা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে—*দুর্গা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সমাস্থিতঃ*। যোগমায়া এবং মহামায়ার শক্তি জীবদের জড় জগতে অজ্ঞানরূপী গভীর অন্ধকারে নিদ্রিত রাখে। যোগমায়া বা দুর্গাদেবী কংসকে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সম্বন্ধে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন রেখেছিলেন এবং তাকে বিভ্রান্ত করে বিশ্বাস করিয়েছিলেন যে, তার শত্রু শ্রীকৃষ্ণ অন্য কোথাও জন্মগ্রহণ করেছেন। দেবকীর পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল, কিন্তু ব্রহ্মাকে ভগবান পূর্বে যে কথা জানিয়েছিলেন, সেই পরিকল্পনা অনুসারে, তিনি মা যশোদা, নন্দ মহারাজ, অন্তরঙ্গা সখা এবং ভক্তদের এগারো বছর ধরে আনন্দ দান করার জন্য বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। তারপর তিনি ফিরে এসে কংসকে বধ করবেন। কংস যেহেতু সেই কথা জানত না, তাই সে যোগমায়ার উক্তি অনুসারে বিশ্বাস করেছিল যে, শ্রীকৃষ্ণের অন্য কোথাও জন্ম হয়েছে, দেবকী থেকে হয়নি।

শ্লোক ৩০

আকর্ণ্য ভর্তুর্গদিতং তমূচুর্দেবশত্রবঃ ।
দেবান্ প্রতি কৃতামর্ষা দৈতেয়া নাতিকোবিদাঃ ॥ ৩০ ॥

আকর্ণ্য—শুনে; **ভর্তুঃ**—তাদের প্রভুর; **গদিতম্**—বাণী; **তম্ ঊচুঃ**—তাকে বলেছিল; **দেব-শত্রবঃ**—দেবতাদের শত্রু অসুরেরা; **দেবান্**—দেবতাদের; **প্রতি**—প্রতি; **কৃত-অমর্ষাঃ**—ঈর্ষাপরায়ণ; **দৈতেয়াঃ**—অসুরেরা; **ন**—না; **অতি-কোবিদাঃ**—অত্যন্ত দক্ষ।

অনুবাদ

তাদের প্রভুর বাক্য শ্রবণ করে ঈর্ষাপরায়ণ, দেবদ্বেষী এবং অনিপুণ অসুরেরা কংসকে এই বলে উপদেশ দিয়েছিল।

তাৎপর্য

দুই প্রকার মানুষ রয়েছে—অসুর এবং সুর।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ ।
বিষ্ণুভক্ত স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্যয়ঃ ॥

(*পদ্ম পুরাণ*)

বিষ্ণুভক্ত বা কৃষ্ণভক্তদের বলা হয় সুর বা দেবতা, আর যারা ভক্তদের বিরোধী, তাদের বলা হয় অসুর। ভগবদ্ভক্তেরা সর্ববিষয়ে অত্যন্ত নিপুণ (*যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ*)। তাই তাদের বলা হয় *কোবিদ*, অর্থাৎ 'দক্ষ'। অসুরেরা কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে রাজসিক কার্যকলাপে অত্যন্ত দক্ষ বলে মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে তারা সকলেই মূর্খ। তারা সংযত নয় এবং দক্ষ নয়। তারা যা কিছু করে তা সবই ব্যর্থ। *মোঘাশা মোঘকর্মাণঃ*। *ভগবদ্গীতার* (৯/১২) অসুরদের এই বর্ণনা অনুসারে, তারা যা কিছু করে তা সবই চরমে ব্যর্থ। এই প্রকার ব্যক্তিরা কংসকে উপদেশ দিচ্ছিল, কারণ তারা ছিল তার প্রধান মিত্র এবং মন্ত্রী।

শ্লোক ৩১

এবং চেত্তর্হি ভোজেন্দ্র পুরগ্রামব্রজাদিষু ।
অনির্দশান্ নির্দশাংশ্চ হনিষ্যামোঽদ্য বৈ শিশূন্ ॥ ৩১ ॥

এবম্—এইভাবে; **চেৎ**—যদি তাই হয়; **তর্হি**—তা হলে; **ভোজ-ইন্দ্র**—হে ভোজরাজ; **পুর-গ্রাম-ব্রজ-আদিষু**—সমস্ত নগর, গ্রাম এবং গোচারণ ভূমিতে; **অনির্দশান্**—দশ দিনের মধ্যে যাদের জন্ম হয়েছে; **নির্দশান্ চ**—এবং যাদের বয়স দশ দিন থেকে একটু বেশি; **হনিষ্যাম্**—আমরা তাদের হত্যা করব; **অদ্য**—আজ থেকে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **শিশূন্**—এই প্রকার সমস্ত শিশুদের।

অনুবাদ

হে ভোজরাজ, যদি তাই হয়, তা হলে আজ থেকে আমরা সমস্ত গ্রামে, নগরে এবং গোচারণ ভূমিতে দশদিনের অথবা দশদিন থেকে একটু বেশি বয়সের সমস্ত শিশুদের হত্যা করব।

শ্লোক ৩২

কিমুদ্যমৈঃ করিষ্যন্তি দেবাঃ সমরভীরবঃ।
নিত্যমুদ্বিগ্নমনসো জ্যাঘোষৈর্ধনুষস্তব ॥ ৩২ ॥

কিম্—কি; **উদ্যমৈঃ**—তাদের প্রচেষ্টার দ্বারা; **করিষ্যন্তি**—করবে; **দেবাঃ**—দেবতারা; **সমর-ভীরবঃ**—যুদ্ধ করতে ভীত; **নিত্যম্**—সর্বদা; **উদ্বিগ্ন-মনসঃ**—যাদের মন উদ্বিগ্ন; **জ্যাঘোষৈঃ**—গুণ আকর্ষণের ধ্বনির দ্বারা; **ধনুষঃ**—ধনুকের; **তব**—আপনার।

অনুবাদ

দেবতারা সর্বদা আপনার ধনুকের গুণ আকর্ষণের শব্দে উদ্বিগ্নচিত্ত। তারা যুদ্ধভীরু এবং উদ্বিগ্নচিত্ত। তাই, তারা আপনার অনিষ্ট করার চেষ্টা করেও কি করতে পারবে?

শ্লোক ৩৩

অস্যতস্তে শরব্রাতৈর্হন্যমানাঃ সমন্ততঃ।
জিজীবিষব উৎসৃজ্য পলায়নপরা যযুঃ ॥ ৩৩ ॥

অস্যতঃ—আপনার দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণের দ্বারা বিদ্ধ; **তে**—আপনার; **শর-ব্রাতৈঃ**—বাণসমূহের দ্বারা; **হন্যমানাঃ**—নিহত হয়ে; **সমন্ততঃ**—ইতস্তত; **জিজীবিষবঃ**—বাঁচার আশায়; **উৎসৃজ্য**—যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে; **পলায়ন-পরাঃ**—পলায়নরত; **যযুঃ**—যুদ্ধ থেকে পলায়ন করেছিল।

অনুবাদ

আপনার বাণ নিক্ষেপকালে কয়েকজন দেবতা বাণের দ্বারা বিদ্ধ হয়ে বাঁচার আশায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নরত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৪

কেচিৎ প্রাঞ্জলয়ো দীনা ন্যস্তশস্ত্রা দিবৌকসঃ ।
মুক্তকচ্ছশিখাঃ কেচিদ্ ভীতাঃ স্ম ইতি বাদিনঃ ॥ ৩৪ ॥

কেচিৎ—তাদের কেউ কেউ; **প্রাঞ্জলয়ঃ**—আপনার প্রসন্নতা বিধানের জন্য তাদের হাত জোড় করে ছিল; **দীনাঃ**—অত্যন্ত দীন; **ন্যস্ত-শস্ত্রাঃ**—অস্ত্রবিহীন হয়ে; **দিবৌকসঃ**—দেবতারা; **মুক্ত-কচ্ছ-শিখাঃ**—তাদের বস্ত্র এবং কেশ শিথিল ও বিক্ষিপ্ত হয়েছিল; **কেচিৎ**—তাদের কেউ; **ভীতাঃ**—আমরা অত্যন্ত ভীত; **স্ম**—হয়েছি; **ইতি বাদিনঃ**—তারা এইভাবে বলেছিল।

অনুবাদ

কয়েকজন দেবতা পরাজিত এবং অস্ত্রবিহীন হয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ করেছিল এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে আপনার স্তব করেছিল। কেউ কেউ মুক্তকচ্ছ এবং মুক্তকেশ হয়ে আপনার কাছে এসে বলেছিল, "হে প্রভু, আমরা আপনার ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়েছি।"

শ্লোক ৩৫

ন ত্বং বিস্মৃতশস্ত্রাস্ত্রান্ বিরথান্ ভয়সংবৃতান্ ।
হংস্যন্যাসক্তবিমুখান্ ভগ্নচাপানযুধ্যতঃ ॥ ৩৫ ॥

ন—না; **ত্বম্**—আপনি; **বিস্মৃত-শস্ত্র-অস্ত্রান্**—কিভাবে অস্ত্র ব্যবহার করতে হয় তা বিস্মৃত হয়ে; **বিরথান্**—রথবিহীন; **ভয়-সংবৃতান্**—ভয়বিহ্বল; **হংসি**—হত্যা করতে; **অন্য-আসক্ত-বিমুখান্**—যুদ্ধে আসক্ত নয়, পক্ষান্তরে, অন্য বিষয়ে আসক্ত; **ভগ্ন-চাপান্**—ভগ্নধনুক; **অযুধ্যতঃ**—এবং তার ফলে যুদ্ধে বিরত।

অনুবাদ

আপনি যখন দেখলেন যে, দেবতারা রথশূন্য হয়েছে, কিভাবে অস্ত্র ব্যবহার করতে হয় তা ভুলে গেছে, তারা অত্যন্ত ভয়ভীত এবং যুদ্ধে আসক্ত না হয়ে অন্য বিষয়ের প্রতি আসক্ত, অথবা তাদের ধনুক ভেঙ্গে গেছে এবং যুদ্ধ করার সমস্ত ক্ষমতা তাঁরা হারিয়ে ফেলেছে, তখন আপনি তাদের বধ করেননি।

তাৎপর্য

যুদ্ধেরও কিছু নিয়ম রয়েছে। শত্রুর যদি রথ না থাকে, ভয়বশত সে যদি যুদ্ধের কৌশল বিস্মৃত হয়, অথবা যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক হয়, তা হলে তাকে হত্যা করা উচিত নয়। কংসের মন্ত্রীরা কংসকে মনে করিয়ে দিয়েছিল যে, তার শক্তি থাকা সত্ত্বেও সে যুদ্ধের নিয়ম সম্বন্ধে অবগত ছিল, এবং তাই দেবতাদের অক্ষমতার ফলে সে তাদের ক্ষমা করেছিল। মন্ত্রীরা বলেছিল, "বর্তমান সঙ্কটকালীন অবস্থায় এই প্রকার সামরিক নীতি প্রযোজ্য নয়। এখন যে কোন পরিস্থিতিতেই আপনাকে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন।" এইভাবে মন্ত্রীরা কংসকে উপদেশ দিয়েছিল যে, সামরিক নীতি পরিত্যাগ করে, যেভাবেই হোক না কেন শত্রুদের দমন করা তাঁর কর্তব্য।

শ্লোক ৩৬

কিং ক্ষেমশূরৈর্বিবুধৈরসংযুগবিকত্থনৈঃ ।
রহোজুষা কিং হরিণা শম্ভুনা বা বনৌকসা ।
কিমিন্দ্রেণাল্পবীর্যেণ ব্রহ্মণা বা তপস্যতা ॥ ৩৬ ॥

কিম্—ভয়ের কি আছে; **ক্ষেম**—যেখানে যুদ্ধ করার ক্ষমতার অভাব; **শূরৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **বিবুধৈঃ**—এই প্রকার শক্তিশালী ব্যক্তিদের দ্বারা; **অসংযুগ-বিকত্থনৈঃ**—যুদ্ধবিমুখ হয়ে অনর্থক দম্ভ করার দ্বারা; **রহঃ-জুষা**—যে হৃদয়ের অভ্যন্তরে নির্জন স্থানে অবস্থিত; **কিম্ হরিণা**—বিষ্ণুর থেকে কি ভয়; **শম্ভুনা**—শিব থেকে (কি ভয়); **বা**—অথবা; **বন-ওকসা**—যে বনে বাস করে; **কিম্ ইন্দ্রেণ**—ইন্দ্র থেকে কি ভয়; **অল্প-বীর্যেণ**—সে মোটেই শক্তিশালী নয় (আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করার কোন শক্তি তার নেই); **ব্রহ্মণা**—ব্রহ্মা থেকে কি ভয়; **বা**—অথবা; **তপস্যতা**—যে সর্বদা তপস্যারত।

অনুবাদ

দেবতারা যখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে থাকে, তখনই কেবল তারা বৃথা দম্ভ করে। যেখানে যুদ্ধ হয় না, সেখানেই তারা তাদের বীরত্ব প্রদর্শন করে। তাই, এই সমস্ত দেবতাদের থেকে ভয় করার কোন কারণ নেই। বিষ্ণু সর্বদা যোগীদের হৃদয়ের নিভৃত স্থানে বাস করে। শিব বনবাসী হয়েছে, আর ব্রহ্মা সর্বদাই তপস্যারত। ইন্দ্র আদি অন্যান্য দেবতারা নিতান্তই শক্তিহীন। অতএব আপনার কোন ভয় নেই।

তাৎপর্য

কংসের মন্ত্রীরা কংসকে বলেছিল যে, সমস্ত মহান দেবতারা তার ভয়ে পালিয়ে গেছে। একজন বনে গেছে, অন্য একজন হৃদয়ের অভ্যন্তরে, এবং অপরজন তপস্যারত। তারা বলেছিল, "অতএব দেবতাদের ভয়ে ভীত হওয়ার কোন কারণ নেই। আপনি যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হোন।"

শ্লোক ৩৭

তথাপি দেবাঃ সাপত্ন্যান্নোপেক্ষ্যা ইতি মন্মহে ।
ততস্তন্মূলখননে নিযুঙ্ক্ষ্বাস্মাননুব্রতান্ ॥ ৩৭ ॥

তথা অপি—তা সত্ত্বেও; **দেবাঃ**—দেবতারা; **সাপত্ন্যাৎ**—শত্রুতাবশত; **ন উপেক্ষ্যাঃ**—উপেক্ষা করা উচিত নয়; **ইতি মন্মহে**—এটি আমাদের অভিমত; **ততঃ**—অতএব; **তৎ-মূল-খননে**—তাদের সমূলে উৎপাটিত করার জন্য; **নিযুঙ্ক্ষ্ব**—নিযুক্ত করুন; **অস্মান্**—আমাদের; **অনুব্রতান্**—যারা আপনাকে অনুসরণ করতে প্রস্তুত।

অনুবাদ

কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের শত্রুতাবশত দেবতাদের উপেক্ষা না করাই আমাদের অভিমত। তাই তাদের সমূলে উৎপাটিত করার জন্য তাদের সঙ্গে যুদ্ধে আমাদের প্রবৃত্ত করুন, কারণ আমরা আপনার অনুগমন করতে প্রস্তুত।

তাৎপর্য

নৈতিক উপদেশ অনুসারে আগুন সম্পূর্ণরূপে নেভাতে, রোগ সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করতে এবং ঋণ সম্পূর্ণরূপে শোধ করতে কখনও অবহেলা করা উচিত নয়। তা

না হলে সেগুলি বাড়তে থাকবে এবং তখন তাদের নিবারণ করা অত্যন্ত কঠিন হবে। তাই মন্ত্রীরা কংসকে তার শত্রুদের সমূলে উৎপাটিত করতে উপদেশ দিয়েছিল।

শ্লোক ৩৮

যথাময়োঽঙ্গে সমুপেক্ষিতো নৃভি-
র্ন শক্যতে রূঢ়পদশ্চিকিৎসিতুম্ ।
যথেন্দ্রিয়গ্রাম উপেক্ষিতস্তথা
রিপুর্মহান্ বদ্ধবলো ন চাল্যতে ॥ ৩৮ ॥

যথা—যেমন; **আময়ঃ**—রোগ; **অঙ্গে**—শরীরে; **সমুপেক্ষিতঃ**—উপেক্ষা করা হলে; **নৃভিঃ**—মানুষদের দ্বারা; **ন**—না; **শক্যতে**—সক্ষম হয়; **রূঢ়পদঃ**—বদ্ধমূল; **চিকিৎসিতুম্**—চিকিৎসা করতে; **যথা**—যেমন; **ইন্দ্রিয়গ্রামঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **উপেক্ষিতঃ**—প্রথমে বশে না রাখার ফলে; **তথা**—তেমনই; **রিপুঃ মহান্**—এক মহাশত্রু; **বদ্ধ-বলঃ**—সে যদি বলবান হয়; **ন**—না; **চাল্যতে**—বশীভূত করা যায়।

অনুবাদ

রোগ যেমন প্রথম অবস্থায় উপেক্ষা করা হলে বদ্ধমূল হয় এবং তার প্রতিকার অসম্ভব হয়, অথবা ইন্দ্রিয়গুলি যেমন প্রথমে বশীভূত না করা হলে, পরে তাদের বশীভূত করা অসম্ভব হয়, তেমনই শত্রুকে যদি প্রথমে উপেক্ষা করা হয়, তা হলে পরে তাদের পরাভূত করা অসম্ভব হয়।

শ্লোক ৩৯

মূলং হি বিষ্ণুর্দেবানাং যত্র ধর্মঃ সনাতনঃ ।
তস্য চ ব্রহ্মগোবিপ্রাস্তপো যজ্ঞাঃ সদক্ষিণাঃ ॥ ৩৯ ॥

মূলম্—আশ্রয়; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **বিষ্ণুঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **দেবানাম্**—দেবতাদের; **যত্র**—যেখানে; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **সনাতনঃ**—সনাতন বা শাশ্বত; **তস্য**—এই আশ্রয়ের; **চ**—ও; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্মণ্য সভ্যতা; **গো**—গোরক্ষা; **বিপ্রাঃ**—ব্রাহ্মণ; **তপঃ**—তপস্যা; **যজ্ঞাঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠান; **স-দক্ষিণাঃ**—উপযুক্ত দক্ষিণা সহ।

অনুবাদ

বিষ্ণুই দেবতাদের মূল। যেখানে ধর্ম, সনাতন সংস্কৃতি, বেদ, গাভী, ব্রাহ্মণ, তপস্যা এবং উপযুক্ত দক্ষিণা সহ যজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়, সেখানেই তিনি অবস্থান করেন এবং পূজিত হন।

তাৎপর্য

এখানে সনাতন ধর্মের বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ এবং ধর্ম নিহিত থাকে। এই সব বিষ্ণুর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। বিষ্ণুর রাজ্য বা ভগবানের রাজ্য ব্যতীত কেউই সুখী হতে পারে না। *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্*—এই আসুরিক সভ্যতায় দুর্ভাগ্যবশত মানুষেরা বুঝতে পারে না যে, মানব-সমাজের প্রকৃত স্বার্থ নিহিত রয়েছে বিষ্ণুতে। *দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ*—এইভাবে তারা নৈরাশ্যে লিপ্ত হয়। ভগবদ্ভক্তি বা কৃষ্ণভাবনামৃত ব্যতীত মানুষ সুখী হতে চায়, কারণ তারা সমস্ত অন্ধ নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, যারা মানব-সমাজকে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করছে। কংসের আসুরিক অনুচরেরা মানুষের সুখ এবং সমৃদ্ধির আদর্শে বিঘ্ন সৃষ্টি করে ভগবদ্ভক্ত ও দেবতাদের পরাভূত করতে চেয়েছিল। ভক্ত এবং দেবতাদের প্রাধান্য না হলে অসুরদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং মানব-সমাজ এক মহা সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে।

শ্লোক ৪০

তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মবাদিনঃ ।
তপস্বিনো যজ্ঞশীলান্ গাশ্চ হন্মো হবির্দুঘাঃ ॥ ৪০ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **সর্ব-আত্মনা**—সর্বতোভাবে; **রাজন্**—হে রাজন্; **ব্রাহ্মণান্**—ব্রাহ্মণদের; **ব্রহ্ম-বাদিনঃ**—যারা বিষ্ণুকেন্দ্রিক ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুগামী; **তপস্বিনঃ**—তপস্বীগণ; **যজ্ঞ-শীলান্**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারীগণ; **গাঃ চ**—গাভী এবং গোরক্ষকগণ; **হন্মঃ**—আমরা হত্যা করব; **হবিঃ-দুঘাঃ**—কারণ তারা যজ্ঞে নিবেদন করার ঘি উৎপাদন করার জন্য দুগ্ধ সরবরাহ করে।

অনুবাদ

হে রাজন্! সর্বতোভাবে আপনার প্রকৃত অনুগামী আমরা যজ্ঞ এবং তপস্যাপরায়ণ বৈদিক ব্রাহ্মণদের হত্যা করব, এবং যজ্ঞের ঘি উৎপাদনের জন্য দুধ সরবরাহ করে যে সমস্ত গাভী, তাদেরও হত্যা করব।

শ্লোক ৪১

বিপ্রা গাবশ্চ বেদাশ্চ তপঃ সত্যং দমঃ শমঃ ।
শ্রদ্ধা দয়া তিতিক্ষা চ ক্রতবশ্চ হরেস্তনূঃ ॥ ৪১ ॥

বিপ্রাঃ—ব্রাহ্মণগণ; **গাবঃ চ**—এবং গাভীগণ; **বেদাঃ চ**—এবং বৈদিক জ্ঞান; **তপঃ**—তপস্যা; **সত্যম্**—সত্য; **দমঃ**—ইন্দ্রিয়-সংযম; **শমঃ**—মনঃসংযম; **শ্রদ্ধা**—শ্রদ্ধা; **দয়া**—দয়া; **তিতিক্ষা**—সহিষ্ণুতা; **চ**—ও; **ক্রতবঃ চ**—এবং যজ্ঞ; **হরেঃ তনূঃ**—ভগবান বিষ্ণুর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ, গাভী, বৈদিক জ্ঞান, তপস্যা, সত্য, মন এবং ইন্দ্রিয় সংযম, শ্রদ্ধা, দয়া, সহিষ্ণুতা এবং যজ্ঞ বিষ্ণুর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ, এবং সেগুলি দৈবী সভ্যতার বিভিন্ন উপকরণ।

তাৎপর্য

আমরা যখন ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করি, তখন আমরা বলি—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন সামাজিক ব্যবস্থায় যথার্থ পূর্ণতা স্থাপন করার জন্য আসেন, তখন তিনি স্বয়ং গাভী এবং ব্রাহ্মণদের রক্ষা করেন (*গোব্রাহ্মণহিতায় চ*)। এটিই তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য, কারণ গাভী এবং ব্রাহ্মণদের রক্ষা না হলে, মানব-সভ্যতা সম্ভব নয়, এবং কারও পক্ষেই সুখ এবং শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করার প্রশ্ন ওঠে না। অসুরেরা তাই সর্বদা ব্রাহ্মণ এবং গাভীদের হত্যা করতে তৎপর। বিশেষ করে এই কলিযুগে পৃথিবীর সর্বত্র গোহত্যা হচ্ছে, এবং যখনই ব্রহ্মণ্য সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোন আন্দোলনের সূচনা হয়, তখন জনসাধারণ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তাই তারা এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে এক প্রকার 'মগজ ধোলাই' বলে মনে করে। এই প্রকার ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিরা কিভাবে ভগবদ্বিহীন সমাজে সুখী হতে পারে? ভগবান তাদের জন্ম-জন্মান্তরে অন্ধকারে নিক্ষেপ করে এবং নিম্ন থেকে নিম্নতম নারকীয় জীবনে অধঃপতিত করে দণ্ডদান করেন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন ব্রহ্মণ্য সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছে, কিন্তু বিশেষ করে যখন তা পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে প্রচার করা হচ্ছে, তখন অসুরেরা নানাভাবে

বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য সহিষ্ণুতা সহকারে আমাদের এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

শ্লোক ৪২

স হি সর্বসুরাধ্যক্ষো হ্যসুরদ্বিড় গুহাশয়ঃ ।
তন্মূলা দেবতাঃ সর্বাঃ সেশ্বরাঃ সচতুর্মুখাঃ ।
অয়ং বৈ তদ্বধোপায়ো যদৃষীণাং বিহিংসনম্ ॥ ৪২ ॥

সঃ—সে (বিষ্ণু); **হি**—বস্তুতপক্ষে; **সর্ব-সুর-অধ্যক্ষঃ**—সমস্ত দেবতাদের নেতা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অসুর-দ্বিট্**—অসুরদের শত্রু; **গুহাশয়ঃ**—সকলের অন্তর্যামী পরমাত্মা; **তৎ-মূলাঃ**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে; **দেবতাঃ**—দেবতারা বেঁচে আছে; **সর্বাঃ**—তারা সকলে; **স-ঈশ্বরাঃ**—শিব সমেত; **স-চতুঃ-মুখাঃ**—এবং চতুর্মুখ ব্রহ্মা; **অয়ম্**—এই; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ-বধ-উপায়ঃ**—তাকে (বিষ্ণুকে) বধ করার একমাত্র উপায়; **যৎ**—যা; **ঋষীণাম্**—ঋষি, মহাত্মা অথবা বৈষ্ণবদের; **বিহিংসনম্**—নির্যাতন বা হিংসার দ্বারা।

অনুবাদ

সর্বান্তর্যামী সেই বিষ্ণু দৈত্যদের পরম শত্রু এবং তাই তাকে বলা হয় অসুরদ্বিট্। সে মহেশ্বর এবং ব্রহ্মাসহ সমস্ত দেবতাদের নেতা, এবং তারা সকলে তাঁকে আশ্রয় করে বর্তমান। ঋষি, মহাত্মা এবং বৈষ্ণবেরাও তার উপর নির্ভর করে থাকে। তাই, বৈষ্ণবদের হিংসা করাই বিষ্ণুকে বধ করার একমাত্র উপায়।

তাৎপর্য

দেবতা এবং বিশেষ করে বৈষ্ণবেরা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বিভিন্ন অংশ, কারণ তাঁরা সর্বদাই তাঁর আজ্ঞা পালন করেন (*ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ*)। কংসের আসুরিক অনুচরেরা মনে করেছিল যে, যদি বৈষ্ণব, মহাত্মা এবং ঋষিদের উপর অত্যাচার করা হয়, তা হলে বিষ্ণুর দেহ স্বাভাবিকভাবেই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই তারা বৈষ্ণবদের প্রতি হিংসা করতে স্থির করেছিল। অসুরেরা সর্বদাই বৈষ্ণবদের উপর অত্যাচার করার চেষ্টা করে, কারণ তারা চায় না যে, বৈষ্ণবধর্ম প্রচার হোক। বৈষ্ণবেরা কর্মী, জ্ঞানী এবং যোগীদের অনুপ্রাণিত না করে কেবল ভগবদ্ভক্তির প্রচার করেন, কারণ কেউ যদি জড় জগতের বদ্ধ অবস্থা

থেকে মুক্ত হতে চান, তা হলে তাঁকে অবশ্যই বৈষ্ণব হতে হবে। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এই তত্ত্বদর্শনের দ্বারা পরিচালিত, এবং তাই অসুরেরা সর্বদা তা দমন করার চেষ্টা করে।

শ্লোক ৪৩

শ্রীশুক উবাচ

এবং দুর্মন্ত্রিভিঃ কংসঃ সহ সম্মন্ত্র্য দুর্মতিঃ ।
ব্রহ্মহিংসাং হিতং মেনে কালপাশাবৃতোঽসুরঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **দুর্মন্ত্রিভিঃ**—তার অসৎ মন্ত্রীদের; **কংসঃ**—রাজা কংস; **সহ**—সঙ্গে; **সম্মন্ত্র্য**—গভীরভাবে বিবেচনা করার পর; **দুর্মতিঃ**—কুবুদ্ধি; **ব্রহ্ম-হিংসাম্**—ব্রাহ্মণদের প্রতি হিংসা; **হিতম্**—শ্রেষ্ঠ উপায়; **মেনে**—নির্ধারণ করেছিল; **কাল-পাশ-আবৃতঃ**—যমরাজের নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ; **অসুরঃ**—কারণ সে ছিল একটি অসুর।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—যমরাজের নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ দুর্মতি দৈত্য কংস তার অসৎ মন্ত্রীদের সেই কুমন্ত্রণা বিবেচনা করে, সাধু এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি হিংসা করাই নিজের মঙ্গল সাধনের একমাত্র উপায় বলে নির্ধারণ করেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর গেয়েছেন—*আপন করম, ভুঞ্জায়ে শমন, কহয়ে লোচন দাস।* নাস্তিক অভক্তরা সাধু এবং শাস্ত্রের সদুপদেশ গ্রহণ না করে, তাদের নিজেদের পরিকল্পনা অনুসারে খেয়াল-খুশিমতো আচরণ করে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু, কারোরই নিজের পরিকল্পনা নেই, কারণ সকলেই প্রকৃতির নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে, বদ্ধ জীবনে নিজেদের প্রবৃত্তি অনুসারে কর্ম করতে বাধ্য হয়। তাই নিজের মত অনুসারে আচরণ না করে, শ্রীকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তদের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য। তা হলে সে যমরাজের দণ্ড থেকে নিস্তার লাভ করতে পারবে। কংস অশিক্ষিত ছিল না। বসুদেব এবং দেবকীর সঙ্গে তার কথোপকথন থেকে বোঝা যায় যে, সে প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে সব কিছুই জানত। কিন্তু অসৎ মন্ত্রীদের সঙ্গ প্রভাবে সে তার নিজের মঙ্গলের জন্য কোন স্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করতে পারেনি। তাই *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (মধ্য ২২/৫৪) বলা হয়েছে—

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ'—সর্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥

কেউ যদি তার প্রকৃত কল্যাণ কামনা করে, তা হলে তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্ত এবং সাধু মহাত্মাদের সঙ্গ করা। তার ফলে সে বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হতে পারবে।

শ্লোক ৪৪

সন্দিশ্য সাধুলোকস্য কদনে কদনপ্রিয়ান্।
কামরূপধরান্ দিক্ষু দানবান্ গৃহমাবিশৎ ॥ ৪৪ ॥

সন্দিশ্য—অনুমতি প্রদান করে; **সাধু-লোকস্য**—সাধু ব্যক্তিদের; **কদনে**—উৎপীড়নে; **কদন-প্রিয়ান্**—অন্যদের উৎপীড়নে অত্যন্ত দক্ষ অসুরদের; **কাম-রূপ-ধরান্**—যারা তাদের ইচ্ছা অনুসারে যে কোন রূপ ধারণ করতে পারত; **দিক্ষু**—সর্বদিকে; **দানবান্**—দানবদের; **গৃহম্ আবিশৎ**—কংস তার প্রাসাদে প্রবেশ করেছিল।

অনুবাদ

কংসের অনুচর এই সমস্ত অসুরেরা অন্যদের, বিশেষ করে বৈষ্ণবদের উৎপীড়নে অত্যন্ত দক্ষ ছিল। তারা তাদের ইচ্ছা অনুসারে যে কোন রূপ ধারণ করতে পারত। কংস এই সমস্ত অসুরদের সর্বত্র গমন করে সাধুদের উৎপীড়ন করার অনুমতি দিয়ে, তার প্রাসাদে প্রবেশ করেছিল।

শ্লোক ৪৫

তে বৈ রজঃপ্রকৃতয়স্তমসা মূঢ়চেতসঃ।
সতাং বিদ্বেষমাচেরুরারাদাগতমৃত্যবঃ ॥ ৪৫ ॥

তে—সমস্ত আসুরিক মন্ত্রীরা; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **রজঃ-প্রকৃতয়ঃ**—রজোগুণ সমন্বিত; **তমসা**—তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন; **মূঢ়-চেতসঃ**—মূর্খ ব্যক্তি; **সতাম্**—সাধুদের; **বিদ্বেষম্**—উৎপীড়ন করা; **আচেরুঃ**—আরম্ভ করেছিল; **আরাৎ আগত-মৃত্যবঃ**—আসন্ন মৃত্যু।

অনুবাদ

রজ এবং তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, আসন্ন মৃত্যু অসুরেরা সাধুদের উৎপীড়ন শুরু করেছিল।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (২/১৩) উল্লেখ করা হয়েছে—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

"দেহী যেভাবে কৌমার, যৌবন এবং জরার মাধ্যমে দেহের রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনই ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোনও দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনও এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।" দায়িত্বজ্ঞানশূন্য ব্যক্তিরা রজ এবং তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে মূর্খতাবশত এমন সমস্ত কর্ম করে, যা কখনই করা উচিত নয় (*নূনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম*)। কিন্তু মানুষের কর্তব্য এই প্রকার দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মের ফল সম্বন্ধে অবগত থাকা, যে কথা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৪৬

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্মং লোকানাশিষ এব চ ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥ ৪৬ ॥

আয়ুঃ—আয়ু; **শ্রিয়ম্**—সৌন্দর্য; **যশঃ**—যশ; **ধর্মম্**—ধর্ম; **লোকান্**—স্বর্গলোকে উন্নতি; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চ**—ও; **হন্তি**—বিনাশ করে; **শ্রেয়াংসি**—শুভ আশীর্বাদ; **সর্বাণি**—সমস্ত; **পুংসঃ**—মানুষের; **মহৎ-অতিক্রমঃ**—মহাপুরুষদের বিরুদ্ধাচরণ করে।

অনুবাদ

হে রাজন্, কেউ যখন মহাত্মাদের উৎপীড়ন করে, তখন তার আয়ু, সৌন্দর্য, যশ, ধর্ম, আশীর্বাদ এবং স্বর্গলোকে উন্নতি আদি সমস্ত মঙ্গল ও সর্ববিধ শুভ বিনষ্ট হয়ে যায়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'কংসের অত্যাচার' নামক চতুর্থ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

নন্দ মহারাজ এবং বসুদেবের মিলন

এই অধ্যায়ে মহা আড়ম্বরে নন্দ মহারাজের নবজাত শিশুর জন্মোৎসব বর্ণিত হয়েছে। তারপর তিনি কংসকে কর দান করার জন্য মথুরায় যান এবং সেখানে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু বসুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব উপলক্ষ্যে বৃন্দাবনে সর্বত্র মহা আনন্দোৎসব হয়। সকলেই আনন্দে মগ্ন হয়। তাই ব্রজরাজ নন্দ তাঁর শিশুর জন্ম উপলক্ষ্যে এক মহোৎসবের আয়োজন করেন। এই মহোৎসবে নন্দ মহারাজ সেখানে উপস্থিত সকলের বাসনা অনুসারে দান করেন। এই উৎসবের পর নন্দ মহারাজ গোপদের গোকুল রক্ষায় নিযুক্ত করে, কংসকে বার্ষিক কর প্রদান করার জন্য মথুরায় গমন করেন। মথুরায় বসুদেবের সঙ্গে নন্দ মহারাজের সাক্ষাৎ হয়। নন্দ মহারাজ এবং বসুদেব ছিলেন ভ্রাতা। বসুদেব নন্দ মহারাজের সৌভাগ্যের প্রশংসা করেন, কারণ তিনি জানতেন যে, কৃষ্ণ নন্দ মহারাজকে তাঁর পিতারূপে গ্রহণ করেছেন। বসুদেব যখন নন্দ মহারাজকে তাঁর পুত্রের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করেন, তখন নন্দ মহারাজ তাঁকে বৃন্দাবনের সমস্ত সংবাদ প্রদান করেন। বসুদেব তখন অত্যন্ত প্রসন্ন হন, যদিও কংস কর্তৃক বহু সন্তান নিহত হওয়ায় তাঁর হৃদয় শোকার্ত ছিল। নন্দ মহারাজ বসুদেবকে সান্ত্বনা প্রদান করে বলেন যে, অদৃষ্টই সুখ-দুঃখের কারণ এবং যিনি তা জানেন তিনি কাতর হন না। তারপর গোকুলে নানা উৎপাতের সম্ভাবনা জানিয়ে, বসুদেব নন্দ মহারাজকে আর অধিক বিলম্ব না করে শীঘ্রই ব্রজে যাওয়ার কথা বলেন। নন্দ মহারাজও বসুদেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গোপগণ সহ শকটে করে গোকুলে যাত্রা করেন।

শ্লোক ১-২

শ্রীশুক উবাচ

নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ ।
আহূয় বিপ্রান্ বেদজ্ঞান্ স্নাতঃ শুচিরলঙ্কৃতঃ ॥ ১ ॥

বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং জাতকর্মাত্মজস্য বৈ ।
কারয়ামাস বিধিবৎ পিতৃদেবার্চনং তথা ॥ ২ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **নন্দঃ**—নন্দ মহারাজ; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **আত্মজে**—তাঁর পুত্র; **উৎপন্নে**—জন্ম হলে; **জাত**—মগ্ন হয়েছিলেন; **আহ্লাদঃ**—মহা আনন্দে; **মহা-মনাঃ**—উদারচিত্ত; **আহূয়**—নিমন্ত্রণ করেছিলেন; **বিপ্রান্**—ব্রাহ্মণদের; **বেদ-জ্ঞান্**—বেদজ্ঞ; **স্নাতঃ**—স্নান করে; **শুচিঃ**—পবিত্র হয়ে; **অলঙ্কৃতঃ**—সুন্দর অলঙ্কার এবং নতুন বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে; **বাচয়িত্বা**—পাঠ করিয়ে; **স্বস্তি-অয়নম্**—(ব্রাহ্মণদের দ্বারা) বৈদিক মন্ত্র; **জাত-কর্ম**—জন্মোৎসব; **আত্মজস্য**—তাঁর পুত্রের; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **কারয়াম্ আস**—অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন; **বিধিবৎ**—বৈদিক বিধি অনুসারে; **পিতৃদেব-অর্চনম্**—পিতৃপুরুষ এবং দেবতাদের পূজা; **তথা**—তেমনই।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—নন্দ মহারাজ ছিলেন স্বভাবতই উদারচিত্ত, এবং শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তিনি আনন্দে বিহ্বল হয়েছিলেন। তাঁকে স্নান করিয়ে এবং স্বয়ং পবিত্র হয়ে তিনি বস্ত্র এবং অলঙ্কারে সজ্জিত হয়েছিলেন, এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেই ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বস্তিবাচন করিয়ে তিনি যথাবিধি পুত্রের জাতকর্ম সম্পাদন করিয়েছিলেন, এবং দেবতা ও পিতৃপুরুষদের পূজার আয়োজনও করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *নন্দস্তু* শব্দটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, তু শব্দটি বাক্যটি পূর্ণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়নি, কারণ তু শব্দটি ব্যতীতই বাক্যটি পূর্ণ। অতএব অন্য উদ্দেশ্যে তু শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। যদিও কৃষ্ণ দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তবুও দেবকী এবং বসুদেব তাঁর জাতকর্ম উৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে পারেননি। পক্ষান্তরে, সেই উৎসবের আনন্দ উপভোগ করেছিলেন নন্দ মহারাজ, যে সম্বন্ধে এখানে বলা হয়েছে (*নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ*)। যখন বসুদেবের সঙ্গে নন্দ মহারাজের সাক্ষাৎ হয়, তখন বসুদেব তাঁর কাছে ব্যক্ত করতে পারেননি, "তোমার পুত্র কৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে আমার পুত্র। তুমি অন্যভাবে তার পিতা—আধ্যাত্মিকভাবে।"

কংসের ভয়ে বসুদেব কৃষ্ণের জন্মোৎসব অনুষ্ঠান করতে পারেননি। নন্দ মহারাজ কিন্তু সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন।

যখন নবজাত শিশুর নাড়িচ্ছেদ করা হয়, তখন জাতকর্ম অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু বসুদেব যেহেতু শ্রীকৃষ্ণকে নন্দ মহারাজের গৃহে নিয়ে এসেছিলেন, অতএব সেই সুযোগ কোথায় ছিল? এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বহু শাস্ত্র থেকে প্রমাণ করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে যোগমায়ার জন্মের পূর্বে যশোদার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই যোগমায়াকে ভগবানের কনিষ্ঠা ভগ্নী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। নাড়ি কাটার সম্বন্ধে যদিও সন্দেহ থাকতে পারে, এবং ভগবানের আবির্ভাবের সময় হয়ত তা নাও হয়ে থাকতে পারে, তবুও এই ঘটনাগুলি বাস্তব বলে স্বীকার করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র থেকে বরাহদেব রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং তাই ব্রহ্মাকে বরাহদেবের পিতা বলে বর্ণনা করা হয়। *কারয়ামাস বিধিবৎ* পদটিও তাৎপর্যপূর্ণ। পুত্রের জন্ম উপলক্ষ্যে আনন্দে বিহ্বল হয়ে নন্দ মহারাজ দেখতে পাননি পুত্রের নাড়ি ছেদন করা হয়েছিল কি না। এইভাবে তিনি মহা আড়ম্বরে সেই উৎসব অনুষ্ঠান করেছিলেন। কোনও কোনও মহাজনদের মতে শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে যশোদার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে যাই হোক, জড় বিচারের অপেক্ষা না করে আমরা স্বীকার করতে পারি যে, নন্দ মহারাজের শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন যথাযথ ছিল। এই অনুষ্ঠানটি তাই সর্বত্র নন্দোৎসব নামে অভিহিত হয়।

শ্লোক ৩

ধেনূনাং নিযুতে প্রাদাদ্ বিপ্রেভ্যঃ সমলঙ্কৃতে ।
তিলাদ্রীন্ সপ্ত রত্নৌঘশাতকৌম্ভাম্বরাবৃতান্ ॥ ৩ ॥

ধেনূনাম্—দুগ্ধবতী গাভীর; **নিযুতে**—কুড়ি লক্ষ; **প্রাদাৎ**—দান করেছিলেন; **বিপ্রেভ্যঃ**—ব্রাহ্মণদের; **সমলঙ্কৃতে**—অলঙ্কৃত; **তিল-অদ্রীন্**—তিলের পর্বত; **সপ্ত**—সাত; **রত্ন—ওঘ-শাত-কৌম্ভ-অম্বর-আবৃতান্**—রত্ন এবং সোনার জরির কাজ করা বস্ত্রের দ্বারা আবৃত।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ ব্রাহ্মণদের বস্ত্র এবং অলঙ্কারে বিভূষিত কুড়ি লক্ষ ধেনু এবং রত্নসমূহ ও সোনার জরির কাজ করা বস্ত্রের দ্বারা আবৃত সাতটি তিলের পর্বত প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ৪

কালেন স্নানশৌচাভ্যাং সংস্কারৈস্তপসেজ্যয়া ।
শুধ্যন্তি দানৈঃ সন্তুষ্ট্যা দ্রব্যাণ্যাত্মাত্মবিদ্যয়া ॥ ৪ ॥

কালেন—কালের দ্বারা (ভূমি এবং অন্যান্য জড় বস্তু শুদ্ধ হয়); **স্নান-শৌচাভ্যাম্**—স্নানের দ্বারা (দেহ শুদ্ধ হয়) এবং শৌচের দ্বারা (অপবিত্র বস্তু শুদ্ধ হয়); **সংস্কারৈঃ**—সংস্কারের দ্বারা (জন্ম শুদ্ধ হয়); **তপসা**—তপস্যার দ্বারা (ইন্দ্রিয় শুদ্ধ হয়); **ইজ্যয়া**—পূজার দ্বারা (ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধ হন); **শুধ্যন্তি**—শুদ্ধ হয়; **দানৈঃ**—দানের দ্বারা (ধন শুদ্ধ হয়); **সন্তুষ্ট্যা**—সন্তোষের দ্বারা (মন শুদ্ধ হয়); **দ্রব্যাণি**—গাভী, ভূমি, স্বর্ণ আদি সমস্ত জড় সম্পদ; **আত্মা**—আত্মা (শুদ্ধ হয়); **আত্ম-বিদ্যয়া**—আত্মজ্ঞানের দ্বারা।

অনুবাদ

হে রাজন্, কালের দ্বারা ভূমি প্রভৃতি দ্রব্য শুদ্ধ হয়; স্নানের দ্বারা দেহ শুদ্ধ হয়; শৌচের দ্বারা অপবিত্র বস্তু শুদ্ধ হয়; সংস্কারের দ্বারা জন্ম শুদ্ধ হয়; তপস্যার দ্বারা ইন্দ্রিয় শুদ্ধ হয়, পূজার দ্বারা ব্রাহ্মণ শুদ্ধ হন; দানের দ্বারা জড় সম্পত্তি শুদ্ধ হয়; সন্তোষের দ্বারা মন শুদ্ধ হয়; এবং আত্মজ্ঞানের দ্বারা বা কৃষ্ণভক্তির দ্বারা আত্মা শুদ্ধ হয়।

তাৎপর্য

বৈদিক সভ্যতা অনুসারে কিভাবে সব কিছু শুদ্ধ হয়, এখানে তার শাস্ত্রীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুদ্ধিকরণ না হলে, যা কিছু আমরা ব্যবহার করি তাই আমাদের কলুষিত করবে। ভারতবর্ষে পাঁচ হাজার বছর আগে নন্দগ্রামের মতো গ্রামেও মানুষেরা জানতেন কিভাবে সমস্ত বস্তু শুদ্ধ করতে হয়, এবং এইভাবে তাঁরা জড়-জাগতিক জীবনও নিষ্কলুষভাবে উপভোগ করতেন।

শ্লোক ৫

সৌমঙ্গল্যগিরো বিপ্রাঃ সূতমাগধবন্দিনঃ ।
গায়কাশ্চ জগুর্নেদুর্ভের্যো দুন্দুভয়ো মুহুঃ ॥ ৫ ॥

সৌমঙ্গল্য-গিরঃ—যাঁদের মন্ত্র এবং স্তোত্র উচ্চারণের দ্বারা বাতাবরণ পবিত্র হয়; **বিপ্রাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **সূত**—পৌরাণিক ইতিবৃত্ত কথক; **মাগধ**—বিশেষ রাজবংশের

ইতিবৃত্ত কীর্তনকারী; **বন্দিনঃ**—উপস্থিত বিষয় বর্ণনাকারী; **গায়কাঃ**—গায়কগণ; **চ**—ও; **জগুঃ**—কীর্তন করেছিলেন; **নেদুঃ**—নিনাদিত হয়েছিল; **ভের্যঃ**—ভেরি; **দুন্দুভয়ঃ**—দুন্দুভি; **মুহুঃ**—নিরন্তর।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণেরা সমগ্র বাতাবরণ পবিত্রকারী মঙ্গলময় বৈদিক মন্ত্র পাঠ করেছিলেন। সূত (পৌরাণিক ইতিবৃত্ত কথক), মাগধ (রাজবংশের ইতিবৃত্ত কীর্তনকারী), বন্দী (উপস্থিত বিষয় বর্ণনাকারী) এবং গায়কেরা স্তব আদি কীর্তন করেছিলেন। তখন ভেরি এবং দুন্দুভিও নিনাদিত হয়েছিল।

শ্লোক ৬

ব্রজঃ সম্মৃষ্টসংসিক্তদ্বারাজিরগৃহান্তরঃ ।
চিত্রধ্বজপতাকাস্রক্‌চৈলপল্লবতোরণৈঃ ॥ ৬ ॥

ব্রজঃ—নন্দ মহারাজের অধিকৃত স্থান; **সম্মৃষ্ট**—অত্যন্ত সুন্দরভাবে মার্জিত হয়েছিল; **সংসিক্ত**—অত্যন্ত সুন্দরভাবে ধৌত হয়েছিল; **দ্বার**—দ্বার; **অজির**—অঙ্গন; **গৃহ-অন্তরঃ**—গৃহের মধ্যভাগ; **চিত্র**—বিচিত্র; **ধ্বজ**—ধ্বজা; **পতাকা**—পতাকা; **স্রক্**—ফুলমালা; **চৈল**—বস্ত্রখণ্ড; **পল্লব**—আম্রপল্লব; **তোরণৈঃ**—বিভিন্ন স্থানে তোরণের দ্বারা (অলঙ্কৃত)।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজের বাসস্থান ব্রজপুর বিচিত্র ধ্বজা, পতাকা, ফুলের মালার দ্বারা নির্মিত তোরণ, বস্ত্রখণ্ড এবং আম্রপল্লবের দ্বারা সুসজ্জিত হয়েছিল। গৃহের অঙ্গন, দ্বার ও মধ্যভাগ সুন্দরভাবে মার্জিত হয়েছিল এবং ধৌত হয়েছিল।

শ্লোক ৭

গাবো বৃষা বৎসতরা হরিদ্রাতৈলরূষিতাঃ ।
বিচিত্রধাতুবর্হস্রগ্বস্ত্রকাঞ্চনমালিনঃ ॥ ৭ ॥

গাবঃ—গাভী; **বৃষাঃ**—বৃষ; **বৎসতরাঃ**—গোবৎসগণ; **হরিদ্রা**—হরিদ্রা; **তৈল**—তেল; **রুষিতাঃ**—তাদের সারা দেহ লিপ্ত হয়েছিল; **বিচিত্র**—বিচিত্রভাবে সজ্জিত; **ধাতু**—রঙিন ধাতু; **বর্হ-স্রক্**—ময়ূরপুচ্ছ নির্মিত মালা; **বস্ত্র**—বস্ত্র; **কাঞ্চন**—স্বর্ণ অলঙ্কার; **মালিনঃ**—মালার দ্বারা সজ্জিত।

অনুবাদ

গাভী, বৃষ এবং গোবৎসদের সমস্ত শরীর হলুদ, তেল এবং নানা রঙের খনিজের মিশ্রণে লিপ্ত হয়েছিল। তাদের মস্তক ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা বিভূষিত হয়েছিল, এবং ফুলমালা, বস্ত্র ও স্বর্ণ অলঙ্কারের দ্বারা তাদের বিভূষিত করা হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৮/৪৪) ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন, *কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্মস্বভাবজম্*—"কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্য বৈশ্যদের বৃত্তি।" নন্দ মহারাজ ছিলেন বৈশ্য। বৈশ্যেরা যে কিভাবে গাভীদের রক্ষা করতেন এবং তাঁরা যে কত ধনী ছিলেন তা এই শ্লোকগুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে। গাভী, বৃষ এবং গোবৎসদের যে কত সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় এবং বস্ত্র ও মূল্যবান স্বর্ণ অলঙ্কারের দ্বারা যে বিভূষিত করা যায়, তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তারা কত সুখে ছিল। *শ্রীমদ্ভাগবতে* অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে গাভীরা এত সুখী ছিল যে, তাদের স্তনক্ষরিত দুগ্ধে গোচারণভূমি সিক্ত হত। এটিই হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতা। কিন্তু সেই ভারতবর্ষেই আজ মানুষ বৈদিক জীবন পরিত্যাগ করার ফলে এবং *ভগবদ্গীতার* শিক্ষা গ্রহণ না করার ফলে দুঃখকষ্ট ভোগ করছে।

শ্লোক ৮

মহার্হবস্ত্রাভরণকঞ্চুকোষ্ণীষভূষিতাঃ ।
গোপাঃ সমাযযু রাজন্ নানোপায়নপাণয়ঃ ॥ ৮ ॥

মহা-অর্হ—অত্যন্ত মূল্যবান; **বস্ত্র-আভরণ**—বস্ত্র এবং অলঙ্কারের দ্বারা; **কঞ্চুক**—বৃন্দাবনে ব্যবহৃত বিশেষ এক প্রকার বস্ত্র; **উষ্ণীষ**—উষ্ণীষের দ্বারা; **ভূষিতাঃ**—

সুন্দরভাবে সজ্জিত হয়ে; **গোপাঃ**—গোপগণ; **সমাযযুঃ**—সেখানে এসেছিলেন; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **নানা**—বিবিধ; **উপায়ন**—উপহার; **পাণয়ঃ**—হাতে নিয়ে।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, গোপগণ বহুমূল্য বস্ত্র, আভরণ, কঞ্চুক এবং উষ্ণীষে শোভিত হয়ে, নানা প্রকার উপহার হাতে নিয়ে নন্দ মহারাজের গৃহে এসেছিলেন।

তাৎপর্য

আমরা যখন পুরাকালের গ্রামের কৃষকদের অবস্থা বিবেচনা করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে, কেবল কৃষিকার্য এবং গোরক্ষা করে তাঁরা কত ঐশ্বর্যশালী ছিলেন। বর্তমানে কিন্তু কৃষিকার্য অবহেলা করার ফলে এবং গোরক্ষা পরিত্যাগ করার ফলে, কৃষকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়েছে এবং তাদের জীর্ণ বসন দেখলে বোঝা যায় তারা কত দুঃখকষ্ট ভোগ করছে। এটিই প্রাচীনকালের ভারতবর্ষ এবং বর্তমান ভারতবর্ষের পার্থক্য। উগ্র কর্মের ফলে মানব-সভ্যতার সৌভাগ্য হত্যা করা হচ্ছে!

শ্লোক ৯

গোপ্যশ্চাকর্ণ্য মুদিতা যশোদায়াঃ সুতোদ্ভবম্ ।
আত্মানং ভূষয়াঞ্চক্রুর্বস্ত্রাকল্পাঞ্জনাদিভিঃ ॥ ৯ ॥

গোপ্যঃ—গোপীগণ; **চ**—ও; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **মুদিতাঃ**—অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন; **যশোদায়াঃ**—মা যশোদার; **সুত-উদ্ভবম্**—পুত্রের জন্ম হয়েছে; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **ভূষয়াম্ চক্রুঃ**—সেই উৎসবে যোগদান করার জন্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত হয়ে; **বস্ত্র-আকল্প-অঞ্জন-আদিভিঃ**—উপযুক্ত বস্ত্র, অলঙ্কার, কাজল ইত্যাদির দ্বারা।

অনুবাদ

মা যশোদার একটি পুত্র হয়েছে শুনে গোপীরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং তাঁরা বস্ত্র, অলঙ্কার, কাজল প্রভৃতি দ্বারা নিজেদের সাজাতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ১০

নবকুঙ্কুমকিঞ্জল্কমুখপঙ্কজভূতয়ঃ ।
বলিভিস্ত্বরিতং জগ্মুঃ পৃথুশ্রোণ্যশ্চলৎকুচাঃ ॥ ১০ ॥

নব-কুঙ্কুম-কিঞ্জল্ক—নব বিকশিত কুঙ্কুমের কেশরের দ্বারা; **মুখ-পঙ্কজ-ভূতয়ঃ**—তাঁদের কমলসদৃশ মুখমণ্ডলের অসাধারণ সৌন্দর্য প্রদর্শন করে; **বলিভিঃ**—উপহারসমূহ হাতে নিয়ে; **ত্বরিতম্**—অতি দ্রুত গতিতে; **জগ্মুঃ**—গিয়েছিলেন (মা যশোদার গৃহে); **পৃথু-শ্রোণ্যঃ**—রমণীর সৌন্দর্য বিকাশকারী বিশাল নিতম্ব; **চলৎ-কুচাঃ**—তাঁদের কুচযুগল তখন সঞ্চালিত হয়েছিল।

অনুবাদ

নব বিকশিত কুঙ্কুমের কেশরে মুখপদ্ম সুশোভিত করে, গোপস্ত্রীগণ উপহার হাতে নিয়ে মা যশোদার গৃহাভিমুখে প্রস্থান করেছিলেন। তাঁদের স্বাভাবিক সৌন্দর্যবশত তাঁদের নিতম্ব ছিল বিশাল ও স্তনযুগল সুডৌল, এবং দ্রুত গতিতে গমন করার ফলে তা সঞ্চালিত হচ্ছিল।

তাৎপর্য

গ্রামের গোপ এবং গোপীরা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করে, এবং তার ফলে তাদের স্ত্রীসুলভ সৌন্দর্য বিশাল নিতম্ব এবং সুডৌল স্তনযুগলের মাধ্যমে বিকশিত হয়। আধুনিক যুগের স্ত্রীলোকেরা যেহেতু স্বাভাবিক জীবন যাপন করে না, তাই তাদের নিতম্ব এবং স্তন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয় না। কৃত্রিম জীবন যাপনের ফলে রমণীরা তাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলেছে, যদিও তারা এই জড় সভ্যতায় স্বাধীনতা এবং উন্নতির দাবি করে। গ্রাম্য রমণীদের এই বর্ণনাটি প্রাকৃতিক জীবন এবং গর্হিত সমাজের কৃত্রিম জীবনের পার্থক্যের একটি অতি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত—বিশেষ করে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে যেখানে নগ্ন সৌন্দর্য ক্লাবে এবং দোকানে সার্বজনীন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অনায়াসে কেনা যায়। *বলিভিঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, তাঁরা স্বর্ণমুদ্রা, রত্নখচিত কণ্ঠহার, বহুমূল্য বস্ত্র, দূর্বা, চন্দন, ফুলমালা আদি নৈবেদ্য সোনার থালায় নিয়ে যাচ্ছিলেন। এই নৈবেদ্যগুলিকে বলা হয় বলি। *ত্বরিতং জগ্মুঃ* পদটি ইঙ্গিত করে মা যশোদা কৃষ্ণ নামক এক অপূর্ব বালককে জন্ম দিয়েছিলেন বলে সেই গোপরমণীরা কত আনন্দিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১১

গোপ্যঃ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলনিষ্ককণ্ঠ্য-
শ্চিত্রাম্বরাঃ পথি শিখাচ্যুতমাল্যবর্ষাঃ ।
নন্দালয়ং সবলয়া ব্রজতীর্বিরেজু-
র্ব্যালোলকুণ্ডলপয়োধরহারশোভাঃ ॥ ১১ ॥

গোপ্যঃ—গোপীগণ; **সু-মৃষ্ট**—অতি উজ্জ্বল; **মণি**—মণিময়; **কুণ্ডল**—কর্ণকুণ্ডল; **নিষ্ক-কণ্ঠ্যঃ**—কণ্ঠদেশে দোদুল্যমান পদক; **চিত্র-অম্বরাঃ**—রঙিন সুতোর কাজ করা বস্ত্র; **পথি**—যশোদা মায়ের গৃহে যাওয়ার পথে; **শিখা-চ্যুত**—তাঁদের কেশ থেকে পতিত; **মাল্য-বর্ষাঃ**—ফুলের মালার বর্ষণ; **নন্দ-আলয়ম্**—নন্দ মহারাজের গৃহে; **স-বলয়াঃ**—হাতের বলয়; **ব্রজতীঃ**—যাওয়ার সময়; **বিরেজুঃ**—তাঁদের অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল; **ব্যালোল**—আন্দোলিত; **কুণ্ডল**—কর্ণকুণ্ডল; **পয়োধর**—স্তন; **হার**—ফুলের মালা; **শোভাঃ**—অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল।

অনুবাদ

গোপীদের কর্ণে অত্যন্ত উজ্জ্বল মণিময় কুণ্ডল এবং কণ্ঠদেশে পদকসমূহ এবং হস্তযুগলে বলয় শোভা পাচ্ছিল। তাঁরা বিচিত্র বসন পরিধান করেছিলেন এবং তাঁদের কেশাগ্র থেকে পথে ফুল ঝরে পড়ছিল। এইভাবে গোপীরা যখন নন্দ মহারাজের গৃহে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁদের কুণ্ডল, পয়োধর এবং মালা আন্দোলিত হওয়ায় তাঁরা অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণকে স্বাগত জানাবার জন্য নন্দ মহারাজের গৃহগামী গোপীদের এই বর্ণনাটি বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ। গোপীরা সাধারণ রমণী নন—তাঁরা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি, যে কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* বর্ণিত হয়েছে—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ (৫/৩৭)

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্ ।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ (৫/২৯)

শ্রীকৃষ্ণ যেখানেই যান, তিনি সর্বদাই গোপীদের দ্বারা পূজিত হন। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* এত উজ্জ্বলভাবে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করে বলেছেন—*রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।* এই সমস্ত গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে উপহার দিতে যাচ্ছিলেন, কারণ গোপীরা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ। এখন গোপীরা আরও আনন্দিত হয়েছেন, কারণ তাঁরা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সংবাদ পেয়েছেন।

শ্লোক ১২

তা আশিষঃ প্রযুঞ্জানাশ্চিরং পাহীতি বালকে ।
হরিদ্রাচূর্ণতৈলাদ্ভিঃ সিঞ্চন্ত্যোঽজনমুজ্জগুঃ ॥ ১২ ॥

তাঃ—সেই রমণীগণ, গোপেদের স্ত্রী এবং কন্যাগণ; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **প্রযুঞ্জানাঃ**—প্রদান করে; **চিরম্**—দীর্ঘকাল; **পাহি**—ব্রজের রাজা হয়ে সমস্ত ব্রজবাসীদের পালন কর; **ইতি**—এইভাবে; **বালকে**—নবজাত শিশুটিকে; **হরিদ্রা-চূর্ণ**—হরিদ্রাচূর্ণ; **তৈল-আদিভিঃ**—তৈল মিশ্রিত; **সিঞ্চন্ত্যঃ**—সিঞ্চন করে; **অজনম্**—জন্মরহিত ভগবানকে; **উজ্জগুঃ**—প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।

অনুবাদ

গোপস্ত্রী এবং গোপকন্যাগণ নবজাত শিশু কৃষ্ণকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, "তুমি ব্রজের রাজা হয়ে সমস্ত ব্রজবাসীদের পালন কর।" তাঁরা হরিদ্রাচূর্ণ এবং তৈল মিশ্রিত জলের দ্বারা ভগবানকে অভিষিক্ত করে স্তুতিগান করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

অবাদ্যন্ত বিচিত্রাণি বাদিত্রাণি মহোৎসবে ।
কৃষ্ণে বিশ্বেশ্বরেঽনন্তে নন্দস্য ব্রজমাগতে ॥ ১৩ ॥

অবাদ্যন্ত—বসুদেবের পুত্রের জন্মোৎসবে বাজিয়েছিলেন; **বিচিত্রাণি**—বিবিধ প্রকার; **বাদিত্রাণি**—বাদ্যযন্ত্র; **মহা-উৎসবে**—মহোৎসবে; **কৃষ্ণে**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন; **বিশ্ব-ঈশ্বরে**—সমগ্র জগতের ঈশ্বর; **অনন্তে**—অন্তহীন; **নন্দস্য**—নন্দ মহারাজের; **ব্রজম্**—গোচারণ ক্ষেত্রে; **আগতে**—সমাগত।

অনুবাদ

এইভাবে বিশ্বেশ্বর অনন্ত শ্রীকৃষ্ণ নন্দগৃহে সমাগত হলে, মহোৎসবে বিচিত্র বাদ্যসমূহ বাদিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবদগীতায় (৪/৭) ভগবান বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

"হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।" ব্রহ্মার একদিনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি বৃন্দাবনে নন্দ মহারাজের গৃহেই আসেন। শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র জগতের ঈশ্বর (*সর্বলোকমহেশ্বরম্*)। তাই কেবল নন্দ মহারাজের ভূখণ্ডে বা সন্নিহিত অঞ্চলেই নয়, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে এবং অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডেও ভগবানের মঙ্গলময় আবির্ভাব মহোৎসবে বাদ্যযন্ত্র বেজে ওঠে।

শ্লোক ১৪

গোপাঃ পরস্পরং হৃষ্টা দধিক্ষীরঘৃতাম্বুভিঃ ।
আসিঞ্চন্তো বিলিম্পন্তো নবনীতৈশ্চ চিক্ষিপুঃ ॥ ১৪ ॥

গোপাঃ—গোপগণ; **পরস্পরম্**—একে অন্যকে; **হৃষ্টাঃ**—আনন্দিত হয়ে; **দধি**—দধি; **ক্ষীর**—ক্ষীর; **ঘৃত-অম্বুভিঃ**—ঘৃত মিশ্রিত জল; **আসিঞ্চন্তঃ**—সিঞ্চন করে; **বিলিম্পন্তঃ**—লেপন করে; **নবনীতৈঃ চ**—এবং ননীর দ্বারা; **চিক্ষিপুঃ**—পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন।

অনুবাদ

আনন্দে গোপেরা একে অন্যকে দধি, ক্ষীর, ঘৃত এবং জল দ্বারা সিঞ্চন এবং ননীর দ্বারা বিলেপন করতে করতে সেই সমস্ত দ্রব্য ইতস্তত নিক্ষেপ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, পাঁচ হাজার বছর আগে কেবল আহার, পান এবং রন্ধনের জন্যই যথেষ্ট দুধ, ননী এবং দই ছিল তাই নয়, যখন উৎসব হত তখন নির্বিবাদে তাঁরা তা ইতস্তত নিক্ষেপও করতেন। মানব-সমাজে দুধ, দই, মাখন আদি দ্রব্য যে কি পর্যাপ্ত মাত্রায় ব্যবহার হত, তার কোন হিসাব ছিল না। সকলেরই যথেষ্ট পরিমাণে দুধ ছিল, এবং নানা প্রকার দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনে তা ব্যবহার করে, মানুষ স্বাভাবিকভাবে সুস্থ থাকতেন এবং কৃষ্ণভাবনাময় জীবন উপভোগ করতেন।

শ্লোক ১৫-১৬

নন্দো মহামনাস্তেভ্যো বাসোঽলঙ্কারগোধনম্ ।
সূতমাগধবন্দিভ্যো যেঽন্যে বিদ্যোপজীবিনঃ ॥ ১৫ ॥
তৈস্তৈঃ কামৈরদীনাত্মা যথোচিতমপূজয়ৎ ।
বিষ্ণোরারাধনার্থায় স্বপুত্রস্যোদয়ায় চ ॥ ১৬ ॥

নন্দঃ—নন্দ মহারাজ; **মহা-মনাঃ**—গোপেদের মধ্যে যিনি ছিলেন সব চাইতে উদারচিত্ত; **তেভ্যঃ**—গোপদের; **বাসঃ**—বসন; **অলঙ্কার**—অলঙ্কার; **গোধনম্**—এবং গাভী; **সূত-মাগধ-বন্দিভ্যঃ**—সূত (প্রাচীন ইতিবৃত্ত কথক), মাগধ (রাজবংশের ইতিবৃত্ত কীর্তনকারী) এবং বন্দীগণকে (স্তব কীর্তনকারীগণকে); **যে অন্যে**—এবং অন্যেরা; **বিদ্যা-উপজীবিনঃ**—বিদ্যার দ্বারা যাঁরা জীবিকা নির্বাহ করেন; **তৈঃ তৈঃ**—সেই সেই; **কামৈঃ**—বাসনার দ্বারা; **অদীন-আত্মা**—মহাবদান্য নন্দ মহারাজ; **যথা-উচিতম্**—যা উপযুক্ত ছিল; **অপূজয়ৎ**—তাঁদের পূজা করেছিলেন অথবা সন্তুষ্টিবিধান করেছিলেন; **বিষ্ণোঃ আরাধন-অর্থায়**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে; **স্ব-পুত্রস্য**—তাঁর নিজ সন্তানের; **উদয়ায়**—সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের উদ্দেশ্যে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

মহামতি নন্দ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানের জন্য সমস্ত গোপ-গোপীদের বস্ত্র, অলঙ্কার ও গাভী প্রদান করেছিলেন, এবং তার ফলে সর্বতোভাবে তাঁর পুত্রের মঙ্গল বিধান করেছিলেন। তিনি সূত, মাগধ, বন্দী এবং বিদ্যোপজীবীদের অভিলষিত দ্রব্য দান করে তাঁদের সন্তুষ্টিবিধান করেছিলেন।

তাৎপর্য

আজকাল যদিও দরিদ্রনারায়ণ সম্বন্ধে বলা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু *বিষ্ণোরারাধনার্থায়* শব্দটির অর্থ এই নয় যে, সেই মহোৎসবে নন্দ মহারাজ যে সমস্ত মানুষদের সন্তুষ্টিবিধান করেছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন বিষ্ণু। তাঁরা দরিদ্র ছিলেন না, এবং তাঁরা নারায়ণও ছিলেন না। পক্ষান্তরে, তাঁরা সকলেই ছিলেন নারায়ণের ভক্ত, এবং তাঁরা তাঁদের যোগ্যতা অনুসারে নারায়ণের সন্তুষ্টিবিধান করতেন। তাই তাঁদের প্রসন্নতা বিধানের দ্বারা পরোক্ষভাবে বিষ্ণুর সন্তুষ্টিবিধান হয়। *মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/১৯/২১)। ভগবান বলেছেন, "আমার ভক্তের পূজা আমার পূজার থেকেও শ্রেয়।" বর্ণাশ্রম প্রথার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে বিষ্ণুর আরাধনা। *বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ বিষ্ণুরারাধ্যতে* (*বিষ্ণু পুরাণ* ৩/৮/৯)। জীবনের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা। অসভ্য অথবা জড়বাদী মানুষেরা কিন্তু জীবনের এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত নয়। *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৩১)। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানেই মানুষের প্রকৃত স্বার্থ নিহিত রয়েছে। বিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান না করে জড়-জাগতিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুখী হওয়ার যে চেষ্টা (*বহিরর্থমানিনঃ*), তা ব্যর্থ প্রয়াস। বিষ্ণুই যেহেতু সব কিছুর মূল, তাই বিষ্ণু যদি প্রসন্ন হন, তা হলে সকলেই প্রসন্ন হন; বিশেষ করে সন্তান-সন্ততি এবং আত্মীয়স্বজনেরা সর্বতোভাবে সুখী হয়। নন্দ মহারাজ তাঁর নবজাত শিশুটির সুখস্বাচ্ছন্দ্য কামনা করেছিলেন। সেটিই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তাই তিনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করেছিলেন, এবং বিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানের জন্য ব্রাহ্মণ, মাগধ, সূত আদি ভক্তদের প্রসন্নতা বিধানের প্রয়োজন ছিল। এইভাবে পরোক্ষভাবে বিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানই ছিল চরম উদ্দেশ্য।

শ্লোক ১৭

রোহিণী চ মহাভাগা নন্দগোপাভিনন্দিতা ।
ব্যচরদ্ দিব্যবাসস্রক্কণ্ঠাভরণভূষিতা ॥ ১৭ ॥

রোহিণী—বলদেবের মাতা রোহিণী; **চ**—ও; **মহাভাগা**—বলদেবের মহা সৌভাগ্যবতী মাতা (কৃষ্ণ এবং বলরামকে একসঙ্গে পালন করার সুযোগ লাভ করায় যিনি মহা সৌভাগ্যবতী ছিলেন); **নন্দগোপা-অভিনন্দিতা**—নন্দ মহারাজ এবং মা

যশোদার দ্বারা সম্মানিতা হয়ে; **ব্যচরৎ**—ইতস্তত বিচরণে ব্যস্ত ছিলেন; **দিব্য**—সুন্দর; **বাস**—বসন; **স্রক্**—মালা; **কণ্ঠ-আভরণ**—কণ্ঠের অলঙ্কার; **ভূষিতা**—বিভূষিতা।

অনুবাদ

বলদেবের মাতা মহা সৌভাগ্যবতী রোহিণীদেবীও নন্দ মহারাজ এবং যশোদা মায়ের দ্বারা সম্মানিতা হয়েছিলেন, এবং দিব্য বস্ত্র, মাল্য, কণ্ঠাভরণ আদি অলঙ্কারে বিভূষিতা হয়ে তিনি সমাগতা স্ত্রীলোকদের সম্মান করার জন্য ইতস্তত বিচরণ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

বসুদেবের অন্য পত্নী রোহিণীও তাঁর পুত্র বলদেব সহ নন্দ মহারাজের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। কংস কর্তৃক তাঁর পতি কারারুদ্ধ হওয়ায় তিনি স্বভাবতই দুঃখিতা ছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী এবং নন্দোৎসব উপলক্ষ্যে নন্দ মহারাজ যখন সকলকে বস্ত্র এবং অলঙ্কার প্রদান করেছিলেন, তখন তিনি রোহিণীকেও অতি মূল্যবান বস্ত্র এবং অলঙ্কার প্রদান করেছিলেন, যাতে তিনি সেই উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারেন। সেই উৎসবে রোহিণীদেবী সমাগতা স্ত্রীলোকদের স্বাগত সম্ভাষণে ব্যস্ত ছিলেন। কৃষ্ণ এবং বলরামকে একত্রে পালন-পোষণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন বলে, তাঁকে *মহাভাগা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৮

তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্বসমৃদ্ধিমান্ ।
হরের্নিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূন্নৃপ ॥ ১৮ ॥

ততঃ আরভ্য—সেই সময় থেকে শুরু করে; **নন্দস্য**—নন্দ মহারাজের; **ব্রজঃ**—গোরক্ষা এবং গোপালনের স্থান ব্রজভূমি; **সর্ব-সমৃদ্ধিমান্**—সর্বপ্রকার সম্পদে সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল; **হরেঃ নিবাস**—ভগবানের বাসস্থান; **আত্ম-গুণৈঃ**—চিন্ময় গুণের দ্বারা; **রমা-আক্রীড়ম্**—লক্ষ্মীদেবীর লীলাস্থলী; **অভূৎ**—হয়েছিল; **নৃপ**—হে রাজন্ (মহারাজ পরীক্ষিৎ)।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! নন্দ মহারাজের গৃহ ভগবানের এবং তাঁর চিন্ময় গুণাবলীর শাশ্বত ধাম। তাই তা সর্বদাই সর্ব ঐশ্বর্যমণ্ডিত। তবুও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় থেকে তা লক্ষ্মীদেবীর বিহারস্থল হয়েছিল।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/২৯) উল্লেখ করা হয়েছে—*লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি*। শ্রীকৃষ্ণের ধাম সর্বদাই শত-সহস্র লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা সেবিত। শ্রীকৃষ্ণ যেখানেই যান, লক্ষ্মীদেবী সর্বদাই তাঁর সঙ্গে থাকেন। সমস্ত লক্ষ্মীদেবীর মূল হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণী। তাই ব্রজভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সূচনা করছে যে, সেখানে সমস্ত লক্ষ্মীদেবীর মূলস্বরূপা রাধারাণী অচিরেই আবির্ভূতা হবেন। নন্দ মহারাজের গৃহ পূর্বেই ঐশ্বর্যমণ্ডিত ছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের ফলে তা সর্বতোভাবে ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৯

গোপান্ গোকুলরক্ষায়াং নিরূপ্য মথুরাং গতঃ ।
নন্দঃ কংসস্য বার্ষিক্যং করং দাতুং কুরূদ্বহ ॥ ১৯ ॥

গোপান্—গোপগণ; **গোকুল-রক্ষায়াম্**—গোকুলমণ্ডল রক্ষা করার জন্য; **নিরূপ্য**—নিযুক্ত করে; **মথুরাম্**—মথুরায়; **গতঃ**—গিয়েছিলেন; **নন্দঃ**—নন্দ মহারাজ; **কংসস্য**—কংসের; **বার্ষিক্যম্**—বার্ষিক কর; **করম্**—লাভের অংশ; **দাতুম্**—প্রদান করার জন্য; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরুবংশের রক্ষক মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে কুরু-কুলরক্ষক মহারাজ পরীক্ষিৎ, তারপর নন্দ মহারাজ গোপদের গোকুল রক্ষায় নিযুক্ত করে কংসের বার্ষিক কর প্রদানের জন্য মথুরায় গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

যেহেতু তখন শিশুহত্যা হচ্ছিল এবং নন্দ মহারাজ সেই কথা অবগত হয়েছিলেন, তাই তিনি তাঁর নবজাত শিশুটির জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। সেই জন্য তিনি

গোপদের তাঁর গৃহ এবং শিশুটিকে রক্ষা করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি কর প্রদান করার জন্য এবং পুত্রের জন্ম হওয়ায় রাজাকে উপহার দেওয়ার জন্য মথুরায় যেতে চেয়েছিলেন। শিশুটিকে রক্ষা করার জন্য তিনি বিভিন্ন দেবতা এবং পিতৃদের পূজা করেছিলেন, এবং সকলের প্রসন্নতা বিধানের জন্য তাঁদের অভিলষিত বস্তু দান করেছিলেন। তাই নন্দ মহারাজ কংসকে কেবল বার্ষিক করই প্রদান করতে চাননি, তিনি তাকে উপহারও দান করতে চেয়েছিলেন যাতে কংসও প্রসন্ন হয়। তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিল কিভাবে তাঁর দিব্য শিশু শ্রীকৃষ্ণকে তিনি রক্ষা করবেন।

শ্লোক ২০

বসুদেব উপশ্রুত্য ভ্রাতরং নন্দমাগতম্ ।
জ্ঞাত্বা দত্তকরং রাজ্ঞে যযৌ তদবমোচনম্ ॥ ২০ ॥

বসুদেবঃ—বসুদেব; **উপশ্রুত্য**—যখন তিনি শুনেছিলেন; **ভ্রাতরম্**—তাঁর ভ্রাতা এবং বন্ধু; **নন্দম্**—নন্দ মহারাজ; **আগতম্**—মথুরায় এসেছেন; **জ্ঞাত্বা**—যখন তিনি জানতে পেরেছিলেন; **দত্ত-করম্**—এবং ইতিমধ্যেই কর প্রদান করা হয়ে গেছে; **রাজ্ঞে**—রাজাকে; **যযৌ**—তিনি গিয়েছিলেন; **তৎ-অবমোচনম্**—নন্দ মহারাজের আলয়ে।

অনুবাদ

বসুদেব যখন জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পরম বন্ধু ও ভ্রাতা নন্দ মহারাজ মথুরায় এসেছেন এবং কংসকে কর প্রদান করেছেন, তখন তিনি নন্দ মহারাজের বাসস্থানে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

বসুদেব এবং নন্দ মহারাজ এত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলেন যে, তাঁরা ভায়ের মতো বাস করতেন। অধিকন্তু, শ্রীপাদ মধ্বাচার্যের টীকা থেকে জানা যায় যে, বসুদেব এবং নন্দ মহারাজ ছিলেন সৎভাই। বসুদেবের পিতা শূরসেন এক বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন, এবং তাঁর গর্ভে নন্দ মহারাজের জন্ম হয়। পরে নন্দ মহারাজও এক বৈশ্যকন্যা যশোদাকে বিবাহ করেছিলেন। তাই তাঁর পরিবার বৈশ্যপরিবার রূপে প্রসিদ্ধ হয়, এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়ে

বৈশ্যবৃত্তি (*কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যম্*) গ্রহণ করেছিলেন। বলরাম কৃষিকার্যের জন্য ভূমিকর্ষণের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তাই তিনি হলধর। কৃষ্ণ গোচারণ করেন এবং তিনি তাঁর হাতে বাঁশি ধারণ করেন। এইভাবে এই দুই ভ্রাতা কৃষিরক্ষা এবং গোরক্ষার প্রতিনিধিত্ব করেন।

শ্লোক ২১

তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় দেহঃ প্রাণমিবাগতম্ ।
প্রীতঃ প্রিয়তমং দোর্ভ্যাং সস্বজে প্রেমবিহ্বলঃ ॥ ২১ ॥

তম্—তাঁকে (বসুদেবকে); **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **সহসা**—হঠাৎ; **উত্থায়**—উঠে; **দেহঃ**—সেই শরীর; **প্রাণম্**—প্রাণ; **ইব**—যেন; **আগতম্**—ফিরে এসেছে; **প্রীতঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন; **প্রিয়-তমম্**—তাঁর প্রিয়তম বন্ধু এবং ভ্রাতা; **দোর্ভ্যাম্**—তাঁর দুই বাহুর দ্বারা; **সস্বজে**—আলিঙ্গন করেছিলেন; **প্রেম-বিহ্বলঃ**—প্রেম এবং স্নেহে অভিভূত হয়ে।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ যখন শুনলেন যে, বসুদেব তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন, তখন তিনি প্রেম এবং স্নেহে অত্যন্ত অভিভূত হয়েছিলেন, যেন তাঁর দেহে প্রাণ ফিরে এসেছে। তখন তিনি তাঁর দুই বাহুর দ্বারা বসুদেবকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

তাৎপর্য

নন্দ মহারাজ বসুদেবের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাই তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং বসুদেব তাঁকে নমস্কার করেছিলেন।

শ্লোক ২২

পূজিতঃ সুখমাসীনঃ পৃষ্ট্বানাময়মাদৃতঃ ।
প্রসক্তধীঃ স্বাত্মজয়োরিদমাহ বিশাম্পতে ॥ ২২ ॥

পূজিতঃ—বসুদেব এইভাবে আদৃত হয়ে; **সুখম্ আসীনঃ**—সুখে উপবেশন করার জন্য আসন প্রদান করা হয়েছিল; **পৃষ্ট্বা**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **অনাময়ম্**—মঙ্গলজনক প্রশ্ন; **আদৃতঃ**—সম্মানিত এবং সমাদৃত হয়ে; **প্রসক্ত-ধীঃ**—অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার

ফলে; **স্ব-আত্মজয়োঃ**—তাঁর দুই পুত্র কৃষ্ণ এবং বলরামের প্রতি; **ইদম্**—নিম্নোক্ত; **আহ**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **বিশাম্পতে**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! নন্দ মহারাজ কর্তৃক এইভাবে আদৃত ও সম্মানিত হয়ে বসুদেব সুখে উপবেশন করেছিলেন, এবং তাঁর দুই পুত্রের প্রতি গভীর প্রেমের ফলে তিনি তাদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন।

শ্লোক ২৩

দিষ্ট্যা ভ্রাতঃ প্রবয়স ইদানীমপ্রজস্য তে ।
প্রজাশায়া নিবৃত্তস্য প্রজা যৎ সমপদ্যত ॥ ২৩ ॥

দিষ্ট্যা—সৌভাগ্যবশত; **ভ্রাতঃ**—হে ভ্রাতঃ; **প্রবয়সঃ**—পরিণত বয়স্ক তোমার; **ইদানীম্**—সম্প্রতি; **অপ্রজস্য**—সন্তানহীন; **তে**—তোমার; **প্রজা-আশায়াঃ নিবৃত্তস্য**—এই বয়সে যাঁর পুত্র লাভের কোন আশাই প্রায় ছিল না; **প্রজা**—একটি পুত্র; **যৎ**—যা কিছু; **সমপদ্যত**—সৌভাগ্যক্রমে লাভ হয়েছে।

অনুবাদ

হে ভ্রাতা নন্দ মহারাজ! এই বৃদ্ধাবস্থায় তোমার পুত্র লাভের কোন আশাই ছিল না। তাই সম্প্রতি তোমার যে পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে, তা মহাভাগ্যের বিষয়।

তাৎপর্য

সাধারণত বৃদ্ধ বয়সে পুত্রসন্তান লাভ হয় না। বৃদ্ধ বয়সে যদি ভাগ্যক্রমে সন্তান লাভ হয়, তা হলে সাধারণত কন্যাসন্তান লাভ হয়। তাই বসুদেব পরোক্ষভাবে নন্দ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে পুত্রসন্তান লাভ করেছেন না কন্যা। বসুদেব জানতেন যে, যশোদার একটি কন্যা হয়েছিল, যাকে তিনি অপহরণ করে তার স্থানে তাঁর পুত্রটিকে রেখে এসেছিলেন। এটি ছিল একটি মহান রহস্য, এবং বসুদেব জানতে চেয়েছিলেন, নন্দ মহারাজ সেই রহস্য অবগত হয়েছেন কি না। কিন্তু তাঁকে জিজ্ঞাসা করে তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, কৃষ্ণের জন্ম রহস্য এবং যশোদার তত্ত্বাবধানে তাঁকে স্থাপন অজ্ঞাত রয়েছে। তাই কোন বিপদের সম্ভাবনা ছিল না, কারণ কংসের অন্তত সেই সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না।

শ্লোক ২৪

দিষ্ট্যা সংসারচক্রেঽস্মিন্ বর্তমানঃ পুনর্ভবঃ ।
উপলব্ধো ভবানদ্য দুর্লভং প্রিয়দর্শনম্ ॥ ২৪ ॥

দিষ্ট্যা—সৌভাগ্যের ফলে; **সংসার-চক্রে অস্মিন্**—এই সংসার-চক্রে; **বর্তমানঃ**—যদিও আমি রয়েছি; **পুনঃ-ভবঃ**—তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঠিক আর একটি জন্মের মতো; **উপলব্ধঃ**—আমি লাভ করেছি; **ভবান্**—তুমি; **অদ্য**—আজ; **দুর্লভম্**—যদিও তা হওয়ার ছিল না; **প্রিয়-দর্শনম্**—আমার অতি প্রিয় বন্ধু এবং ভ্রাতা তোমাকে দর্শন।

অনুবাদ

ভাগ্যক্রমে আমি আজ তোমাকে দর্শন করলাম। এই সৌভাগ্য লাভ করে আমার মনে হচ্ছে, যেন আমি পুনর্জন্ম লাভ করেছি। এই সংসারে অন্তরঙ্গ বন্ধুর সাক্ষাৎ এবং প্রিয় আত্মীয়ের দর্শন অত্যন্ত দুর্লভ।

তাৎপর্য

বসুদেব কংসের কারাগারে অবরুদ্ধ ছিলেন, এবং সেই জন্য মথুরাতে থাকলেও বহু বছর তিনি নন্দ মহারাজকে দর্শন করতে পারেননি। তাই যখন পুনরায় তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছিল, তখন বসুদেবের মনে হয়েছিল যেন তিনি পুনর্জন্ম লাভ করেছেন।

শ্লোক ২৫

নৈকত্র প্রিয়সংবাসঃ সুহৃদাং চিত্রকর্মণাম্ ।
ওঘেন ব্যূহ্যমানানাং প্লবানাং স্রোতসো যথা ॥ ২৫ ॥

ন—না; **একত্র**—একস্থানে; **প্রিয়-সংবাসঃ**—প্রিয়জনদের সঙ্গে অবস্থান; **সুহৃদাম্**—বন্ধুদের; **চিত্র-কর্মণাম্**—পূর্বকৃত কর্মের বিবিধ ফল ভোগকারী আমাদের সকলের; **ওঘেন**—বলের দ্বারা; **ব্যূহ্যমানানাম্**—প্রবাহিত হয়ে যায়; **প্লবানাম্**—তৃণ, কাষ্ঠ আদি ভাসমান বস্তু; **স্রোতসঃ**—স্রোতের; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

নদীর তরঙ্গে ভাসমান তৃণ, কাষ্ঠ ইত্যাদি যেমন নদীর স্রোতবেগের দ্বারা বাহিত হয়ে একত্রে থাকতে পারে না, তেমনই আমরাও আমাদের বিচিত্র অদৃষ্ট এবং

কালের তরঙ্গে প্রবাহিত হওয়ার ফলে, বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে একত্রে অবস্থান করতে পারি না।

তাৎপর্য

বসুদেব নন্দ মহারাজের সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে পারছিলেন না বলে শোক করছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকা কি করে সম্ভব ছিল? বসুদেব আমাদের সকলকে সাবধান করে দিয়েছেন যে, ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হলেও পূর্বকৃত কর্মের প্রভাবে কালের তরঙ্গে আমরা ভেসে যাব।

শ্লোক ২৬

কচ্চিৎ পশব্যং নিরুজং ভূর্যম্বুতৃণবীরুধম্ ।
বৃহদ্বনম্ তদধুনা যত্রাস্সে ত্বং সুহৃদ্‌বৃতঃ ॥ ২৬ ॥

কচ্চিৎ—কি; **পশব্যম্**—গাভীদের সুরক্ষা; **নিরুজম্**—বিনা কষ্টে বা রোগে; **ভূরি**—যথেষ্ট; **অম্বু**—জল; **তৃণ**—ঘাস; **বীরুধম্**—লতাগুল্ম; **বৃহৎ বনম্**—মহাবন; **তৎ**—সেখানকার এই সমস্ত আয়োজন; **অধুনা**—এখন; **যত্র**—যেখানে; **আস্সে**—বাস করছ; **ত্বম্**—তুমি; **সুহৃৎ-বৃতঃ**—বন্ধুদের দ্বারা পরিবৃত।

অনুবাদ

হে সখা নন্দ মহারাজ, তুমি যেখানে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বাস করছ, সেই বন গাভী আদি পশুদের পক্ষে অনুকূল তো? আমি আশা করি সেখানে কোন রোগ নেই এবং তাদের কোন অসুবিধা নেই। সেই স্থানে নিশ্চয়ই যথেষ্ট জল, ঘাস, এবং তৃণগুল্ম রয়েছে।

তাৎপর্য

মানুষের সুখের জন্য পশুদের, বিশেষ করে গাভীদের রক্ষণাবেক্ষণ করা অবশ্য কর্তব্য। বসুদেব তাই জিজ্ঞাসা করেছেন, নন্দ মহারাজ যেখানে বাস করতেন, সেখানে পশুদের জন্য সুন্দর ব্যবস্থা ছিল কি না। মানুষের সুখের জন্য গোরক্ষার ব্যবস্থা অপরিহার্য। অর্থাৎ অরণ্য এবং ঘাসে পূর্ণ গোচারণভূমি ও জলের আবশ্যতা নিতান্তই প্রয়োজন। পশুরা যদি সুখী হয়, তা হলে যথেষ্ট পরিমাণে দুধ সরবরাহ হয়, যা থেকে মানুষ নানা রকম দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন করে সুখে বাস করতে

পারে। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৪৪) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—*কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্মস্বভাবজম্*। পশুদের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা না দেওয়া হলে মানব-সমাজ সুখী হবে কি করে? মানুষেরা যে কসাইখানার জন্য পশু পালন করছে, সেটি একটি মস্ত বড় পাপ। এই প্রকার আসুরিক উদ্যোগের ফলে মানুষেরা প্রকৃত মনুষ্য-জীবনের সুযোগ বিনষ্ট করছে। যেহেতু তারা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের গুরুত্ব দিচ্ছে না, তাই তাদের তথাকথিত সভ্যতার উন্নতি পাগলা-গারদে পাগলদের কার্যকলাপের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শ্লোক ২৭

ভ্রাতর্মম সুতঃ কচ্চিন্মাত্রা সহ ভবদ্ব্রজে ।
তাতং ভবন্তং মন্বানো ভবদ্ভ্যামুপলালিতঃ ॥ ২৭ ॥

ভ্রাতঃ—হে ভ্রাতা; **মম**—আমার; **সুতঃ**—পুত্র (রোহিণীর গর্ভজাত বলদেব); **কচ্চিৎ**—কি; **মাত্রা সহ**—তাঁর মা রোহিণী সহ; **ভবৎ-ব্রজে**—তোমার গৃহে; **তাতম্**—পিতার মতো; **ভবন্তম্**—তোমাকে; **মন্বানঃ**—মনে করে; **ভবদ্ভ্যাম্**—তুমি এবং তোমার পত্নী যশোদার দ্বারা; **উপলালিতঃ**—যথাযথভাবে লালিত-পালিত হচ্ছে।

অনুবাদ

আমার পুত্র বলদেব তুমি এবং তোমার পত্নী যশোদা দেবীর দ্বারা লালিত-পালিত হয়ে তোমাদের পিতা এবং মাতা বলে মনে করছে তো? তোমার গৃহে সে তার মাতা রোহিণী সহ কুশলে অবস্থান করছে তো?

শ্লোক ২৮

পুংসস্ত্রিবর্গো বিহিতঃ সুহৃদো হ্যনুভাবিতঃ ।
ন তেষু ক্লিশ্যমানেষু ত্রিবর্গোঽর্থায় কল্পতে ॥ ২৮ ॥

পুংসঃ—মানুষের; **ত্রি-বর্গঃ**—জীবনের তিনটি লক্ষ্য (ধর্ম, অর্থ এবং কাম); **বিহিতঃ**—বৈদিক বিধান অনুসারে নির্দিষ্ট; **সুহৃদঃ**—আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের প্রতি; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অনুভাবিতঃ**—যথাযথভাবে সম্পাদিত; **ন**—না; **তেষু**—তাঁদের; **ক্লিশ্যমানেষু**—যদি তাঁদের প্রকৃতই কোন অসুবিধা হয়ে থাকে;

ত্রি-বর্গঃ—জীবনের এই তিনটি লক্ষ্য; **অর্থায়**—কোন উদ্দেশ্যে; **কল্পতে**—এইভাবে হয়।

অনুবাদ

আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবেরা যখন যথাযথভাবে অবস্থিত থাকেন, তখন বৈদিক নির্দেশ অনুসারে ধর্ম, অর্থ এবং কাম সুসম্পাদিত হয়। তা না হলে, সুহৃদদের ক্লেশ উপস্থিত হলে এই ত্রিবর্গ সুখদায়ক হয় না।

তাৎপর্য

বসুদেব পরিতাপ সহকারে নন্দ মহারাজকে বলেছেন যে, তাঁর স্ত্রী-পুত্র থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁদের পালন-পোষণ করে তাঁর কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারেননি, এবং তাই সুখী হতে পারেননি।

শ্লোক ২৯

শ্রীনন্দ উবাচ

অহো তে দেবকীপুত্রাঃ কংসেন বহবো হতাঃ।
একাবশিষ্টাবরজা কন্যা সাপি দিবং গতা ॥ ২৯ ॥

শ্রী-নন্দঃ উবাচ—নন্দ মহারাজ বললেন; **অহো**—হায়; **তে**—তোমার; **দেবকী-পুত্রাঃ**—তোমার পত্নী দেবকীর সমস্ত পুত্রেরা; **কংসেন**—রাজা কংসের দ্বারা; **বহবঃ**—বহু; **হতাঃ**—নিহত হয়েছে; **একা**—এক; **অবশিষ্টা**—অবশিষ্ট সন্তান; **অবরজা**—সর্বকনিষ্ঠা; **কন্যা**—একটি কন্যাও; **সা অপি**—সেও; **দিবম্ গতা**—স্বর্গলোকে চলে গেছে।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ বললেন—হায়! রাজা কংস দেবকীর গর্ভজাত তোমার বহু পুত্রকে হত্যা করেছে। কনিষ্ঠা একটি মাত্র কন্যা অবশিষ্টা ছিল, সেও স্বর্গলোকে চলে গেছে।

তাৎপর্য

বসুদেব যখন নন্দ মহারাজের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন যে, কৃষ্ণের জন্ম এবং যশোদার কন্যার সঙ্গে তাঁর বদলের রহস্য অজ্ঞাত রয়েছে, তখন সব কিছুই

ঠিকমতো হচ্ছে বলে তিনি খুশি হয়েছিলেন। বসুদেবের সর্বকনিষ্ঠা কন্যাসন্তানটি স্বর্গলোকে চলে গেছে বলে নন্দ মহারাজ ইঙ্গিত করেছেন যে, কন্যাটি যে যশোদার এবং বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বদল করেছিলেন, তা তিনি জানতেন না। এইভাবে বসুদেবের সন্দেহ দূর হয়েছিল।

শ্লোক ৩০

নূনং হ্যদৃষ্টনিষ্ঠোঽয়মদৃষ্টপরমো জনঃ ।
অদৃষ্টমাত্মনস্তত্ত্বং যো বেদ ন স মুহ্যতি ॥ ৩০ ॥

নূনম্—নিশ্চিতভাবে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অদৃষ্ট**—অদৃষ্ট; **নিষ্ঠঃ অয়ম্**—তার সমাপ্তি হয়; **অদৃষ্ট**—অদৃষ্ট দৈব; **পরমঃ**—চরম; **জনঃ**—এই জড় জগতের প্রতিটি জীব; **অদৃষ্টম্**—সেই দৈব; **আত্মনঃ**—নিজের; **তত্ত্বম্**—পরম সত্য; **যঃ**—যিনি; **বেদ**—জানেন; **ন**—না; **সঃ**—তিনি; **মুহ্যতি**—মোহিত হন।

অনুবাদ

প্রতিটি মানুষই অদৃষ্টের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যা মানুষের কর্মফল নির্ধারিত করে। অর্থাৎ, অদৃষ্টের ফলেই মানুষের পুত্র অথবা কন্যা লাভ হয়, এবং পুত্র অথবা কন্যা যখন থাকে না, তখন তাও অদৃষ্টের ফলেই হয়ে থাকে। অদৃষ্টই সব কিছুর পরম নিয়ন্তা। যে ব্যক্তি তা জানেন, তিনি কখনও মোহিত হন না।

তাৎপর্য

নন্দ মহারাজ তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসুদেবকে, অদৃষ্টই চরমে সব কিছুর জন্য দায়ী বলে বর্ণনা করে সান্ত্বনা দিয়েছেন। বসুদেবের যে বহু পুত্র কংস কর্তৃক নিহত হয়েছে এবং তাঁর সর্বকনিষ্ঠা কন্যাটি স্বর্গলোকে ফিরে গেছেন, সেই জন্য তাঁর দুঃখিত হওয়া উচিত নয় বলে তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন।

শ্লোক ৩১

শ্রীবসুদেব উবাচ

করো বৈ বার্ষিকো দত্তো রাজ্ঞে দৃষ্টা বয়ং চ বঃ ।
নেহ স্থেয়ং বহুতিথং সন্ত্যুৎপাতাশ্চ গোকুলে ॥ ৩১ ॥

শ্রী-বসুদেবঃ উবাচ—শ্রীবসুদেব উত্তর দিয়েছিলেন; **করঃ**—কর; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বার্ষিকঃ**—বার্ষিক; **দত্তঃ**—তুমি ইতিমধ্যে প্রদান করেছ; **রাজ্ঞে**—রাজাকে; **দৃষ্টাঃ**—দেখা গেছে; **বয়ম্ চ**—আমরা উভয়ে; **বঃ**—তোমার; **ন**—না; **ইহ**—এই স্থানে; **স্থেয়ম্**—অবস্থান করা; **বহু-তিথম্**—বহুদিন; **সন্তি**—হতে পারে; **উৎপাতাঃ চ**—নানা প্রকার উৎপাত; **গোকুলে**—গোকুলে তোমার গৃহে।

অনুবাদ

বসুদেব নন্দ মহারাজকে বললেন—হে ভ্রাতঃ, তুমি কংসকে বার্ষিক কর প্রদান করেছ এবং আমার সঙ্গেও তোমার সাক্ষাৎকার হয়েছে, আর অধিক দিন তুমি এখানে থেকো না। গোকুলে ফিরে যাওয়াই তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর, কারণ আমি জানি যে, সেখানে কোন উপদ্রব হতে পারে।

শ্লোক ৩২

শ্রীশুক উবাচ

ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ প্রোক্তাস্তে শৌরিণা যযুঃ ।
অনোভিরনডুদ্‌যুক্তৈস্তমনুজ্ঞাপ্য গোকুলম্ ॥ ৩২ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **নন্দ-আদয়ঃ**—নন্দ মহারাজ এবং তাঁর সঙ্গীগণ; **গোপাঃ**—গোপগণ; **প্রোক্তাঃ**—উপদিষ্ট হয়ে; **তে**—তাঁরা; **শৌরিণা**—বসুদেবের দ্বারা; **যযুঃ**—সেই স্থান থেকে গমন করেছিলেন; **অনোভিঃ**—শকটে করে; **অনডুৎ-যুক্তৈঃ**—বৃষ যোজিত; **তম্ অনুজ্ঞাপ্য**—বসুদেবের অনুমতি নিয়ে; **গোকুলম্**—গোকুলে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—বসুদেব নন্দ মহারাজকে এইভাবে উপদেশ দিলে, সঙ্গী গোপগণ সহ নন্দ মহারাজ বসুদেবের অনুমতি নিয়ে শকটে বৃষ যোজন করে গোকুলে গমন করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'নন্দ মহারাজ এবং বসুদেবের মিলন' নামক পঞ্চম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পূতনা বধ

ষষ্ঠ অধ্যায়ের কথাসার—বসুদেবের উপদেশ অনুসারে নন্দ মহারাজ যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন তিনি পথে এক বিশাল রাক্ষসীর মৃতদেহ দর্শন করেন, এবং তার মৃত্যুর বিবরণ শ্রবণ করেন।

ব্রজরাজ নন্দ মহারাজ যখন বসুদেবের কাছে গোকুলে উপদ্রবের সম্ভাবনার কথা শ্রবণ করেন, তখন তিনি সেই বিষয়ে চিন্তা করতে থাকেন এবং ভীতচিত্তে শ্রীহরির শরণাগত হন। ইতিমধ্যে, কংস গোকুলে পূতনা নামে এক রাক্ষসীকে প্রেরণ করে, এবং সে ইতস্তত বিচরণ করে শিশুদের হত্যা করতে থাকে। অবশ্য, যেখানে কৃষ্ণভাবনামৃত নেই, সেখানে এই প্রকার রাক্ষসীদের ভয় থাকে, কিন্তু স্বয়ং ভগবান যেহেতু গোকুলে ছিলেন, তাই পূতনা তার নিজের মৃত্যু ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করতে পারেনি।

একদিন পূতনা আকাশপথে গোকুলে নন্দ মহারাজের গৃহে আসে এবং তার মায়াশক্তির প্রভাবে সে এক অত্যন্ত সুন্দরী রমণীর রূপ ধারণ করে। সে নির্ভয়ে, কারও অনুমতি না নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে। ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে কেউ তাকে বাধা দেয়নি। ভস্ম আচ্ছাদিত বহ্নির মতো শিশুকৃষ্ণ পূতনাকে দেখেছিলেন এবং মনে মনে বিচার করেছিলেন যে, তাঁকে এই সুন্দরী রমণীর রূপ ধারণকারী রাক্ষসীটিকে বধ করতে হবে। যোগমায়া এবং ভগবানের প্রভাবে মোহিত হয়ে পূতনা কৃষ্ণকে তার কোলে তুলে নিয়েছিল এবং মা যশোদা ও রোহিণী দুজনের কেউই তাকে বাধা দেননি। পূতনা রাক্ষসী তখন কৃষ্ণকে তার বিষলিপ্ত স্তন পান করতে দেয়। কৃষ্ণ তখন প্রবলভাবে তার স্তন নিপীড়ন করে তার প্রাণসহ তা পান করতে শুরু করেন। পূতনা তখন অসহ্য বেদনায় তার নিজ রূপ ধারণ করে ভূতলে পতিত হয়। তখন কৃষ্ণ একটি ছোট্ট শিশুরূপে তার বক্ষস্থলে খেলা করতে শুরু করেন। কৃষ্ণকে ক্রীড়ারত দেখে গোপীরা আশ্বস্ত হয়ে তাঁকে তাঁদের কোলে তুলে নেন। এই ঘটনার পর গোপীরা রাক্ষসীর আক্রমণ থেকে কৃষ্ণের রক্ষার ব্যবস্থা করেন। মা যশোদা তাঁর পুত্রকে স্তন্যপান করিয়ে শয্যায় শয়ন করান।

ইতিমধ্যে নন্দ মহারাজ এবং তাঁর সঙ্গী গোপেরা মথুরা থেকে ব্রজে ফিরে এসে যখন পূতনার বিশাল শরীর দর্শন করেন, তখন তাঁরা বিস্ময়াভিভূত হন। বসুদেব যে এই দুর্ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেই কথা স্মরণ করে সকলেই অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে, বসুদেবের ভবিষ্যৎ-দর্শনের ক্ষমতার প্রশংসা করতে থাকেন। ব্রজবাসীরা পূতনার বিশাল মৃতদেহটি খণ্ড খণ্ড করে কেটে দাহ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ যেহেতু তার স্তন পান করেছিল, তাই পূতনা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিল এবং তাই গোপেরা যখন তার দেহ দহন করছিল, তখন সেই ধূম অত্যন্ত পবিত্র গন্ধময় হয়েছিল। পূতনা যদিও কৃষ্ণকে হত্যা করতে চেয়েছিল, তবুও সে ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হয়েছিল। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, যেভাবেই হোক না কেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হলে, এমন কি বৈরীভাবাপন্ন হয়েও চরম সিদ্ধি লাভ হয়। অতএব যে ভক্তরা স্বাভাবিকভাবে শ্রদ্ধা ও প্রেম সহকারে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত, তাদের কথা কি আর বলার আছে? ব্রজবাসীরা যখন পূতনা বধের কথা শ্রবণ করেছিলেন এবং শিশুর কুশল সংবাদ শ্রবণ করেছিলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। নন্দ মহারাজ শিশু কৃষ্ণকে তাঁর কোলে নিয়ে পরম আনন্দ লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

নন্দঃ পথি বচঃ শৌরের্ন মৃষেতি বিচিন্তয়ন্ ।
হরিং জগাম শরণমুৎপাতাগমশঙ্কিতঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **নন্দঃ**—নন্দ মহারাজ; **পথি**—গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে; **বচঃ**—বাক্য; **শৌরেঃ**—বসুদেবের; **ন**—না; **মৃষা**—উদ্দেশ্য এবং কারণবিহীন; **ইতি**—এই প্রকার; **বিচিন্তয়ন্**—তাঁর শিশুপুত্র কৃষ্ণের অমঙ্গলের কথা চিন্তা করে; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরির; **জগাম**—গ্রহণ করেছিলেন; **শরণম্**—শরণ; **উৎপাত**—উপদ্রবের; **আগম**—আশায়; **শঙ্কিতঃ**—ভীত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্! নন্দ মহারাজ যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন তাঁর মনে হয়েছিল যে, বসুদেব যা বলেছেন তা মিথ্যা হতে পারে না। গোকুলে নিশ্চয়ই কোন উৎপাতের ভয় রয়েছে। নন্দ মহারাজ যখন

তাঁর সুন্দর পুত্র শ্রীকৃষ্ণের বিপদের কথা চিন্তা করছিলেন, তখন তাঁর ভীষণ ভয় হয়েছিল এবং তিনি ভগবান শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্ত যখনই কোন বিপদে পড়েন, তিনি ভগবানের সুরক্ষা এবং আশ্রয়ের কথা চিন্তা করেন। *ভগবদ্গীতাতেও* (৯/৩৩) সেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে—*অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্*। এই জড় জগতে প্রতি পদে বিপদ (*পদং পদং যদ্ বিপদাম্*)। অতএব ভক্তের পক্ষে প্রতি পদে ভগবানের শরণাগত হওয়া ব্যতীত অন্য আর কোন উপায় নেই।

শ্লোক ২

কংসেন প্রহিতা ঘোরা পূতনা বালঘাতিনী ।
শিশূংশ্চচার নিঘ্নন্তী পুরগ্রামব্রজাদিষু ॥ ২ ॥

কংসেন—রাজা কংসের দ্বারা; **প্রহিতা**—পূর্বে নিযুক্তা; **ঘোরা**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **পূতনা**—পূতনা নামক; **বাল-ঘাতিনী**—শিশুঘাতী রাক্ষসী; **শিশূন্**—শিশুদের; **চচার**—ভ্রমণ করছিল; **নিঘ্নন্তী**—হত্যা করে; **পুর-গ্রাম-ব্রজ-আদিষু**—নগর, গ্রাম, গোষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ যখন গোকুলে ফিরে আসছিলেন, তখন ভীষণ স্বভাবা বালঘাতিনী পূতনা নাম্নী রাক্ষসী পূর্বেই কংস কর্তৃক নিযুক্তা হয়ে নগর, গ্রাম, গোষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে শিশুহত্যা করে ভ্রমণ করছিল।

শ্লোক ৩

ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্মসু ।
কুর্বন্তি সাত্বতাং ভর্তুর্যাতুধান্যশ্চ তত্র হি ॥ ৩ ॥

ন—না; **যত্র**—যেখানে; **শ্রবণ-আদীনি**—শ্রবণ কীর্তন আদি ভক্তিযোগের কার্য; **রক্ষঃ-ঘ্নানি**—যে শব্দতরঙ্গ সমস্ত বিপদ এবং অশুভ বিনাশ করে; **স্ব-কর্মসু**—কেউ যদি

তাঁর স্বকর্মে যুক্ত থাকে; **কুর্বন্তি**—এই প্রকার কার্য করা হয়; **সাত্বতাম্ ভর্তুঃ**—ভক্তদের রক্ষক; **যাতুধান্যঃ**—উৎপাতকারী অসৎ ব্যক্তি; **চ**—ও; **তত্র হি**—সেই স্থানে।

অনুবাদ

হে রাজন্! যে স্থানে মানুষেরা শ্রবণ, কীর্তন আদি (শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ) ভগবদ্ভক্তির অঙ্গ অনুষ্ঠান করেন, সেখানে রাক্ষস ইত্যাদির ভয় থাকে না। তাই গোকুলে, যেখানে ভগবান স্বয়ং বিরাজমান ছিলেন, সেখানে ভয়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না।

তাৎপর্য

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজের দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য এই কথাটি বলেছেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, এবং তাই তিনি যখন জানতে পেরেছিলেন যে, পূতনা গোকুলে উৎপাতের সৃষ্টি করেছিল, তখন তিনি একটু বিচলিত হয়েছিলেন। শুকদেব গোস্বামী তাই তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, গোকুলে কোন ভয়ের আশঙ্কা ছিল না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—*নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি, থাকহ আপন কাজে।* এইভাবে সকলকে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে নামের আশ্রয় গ্রহণ করে, নিজের কর্তব্য কর্মে যুক্ত থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তাতে কোন ক্ষতি নেই, এবং তার ফলে যে লাভ হয় তা অকল্পনীয়। জড়-জাগতিক দৃষ্টিতেও, সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা লাভের জন্য হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা উচিত। এই জগৎ বিপদে পূর্ণ (*পদং পদং যদ্ বিপদাম্*)। তাই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে সকলকে অনুপ্রাণিত করা উচিত, যাতে পরিবার-পরিজন, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি সব কিছুই সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে নিরাপদ হতে পারে।

শ্লোক ৪

সা খেচর্যেকদোৎপত্য পূতনা নন্দগোকুলম্ ।
যোষিত্বা মায়য়াত্মানং প্রাবিশৎ কামচারিণী ॥ ৪ ॥

সা—সে (পূতনা); **খে-চরী**—আকাশমার্গে বিচরণকারিণী; **একদা**—একসময়; **উৎপত্য**—আকাশমার্গে গমন করছিল; **পূতনা**—পূতনা রাক্ষসী; **নন্দ-গোকুলম্**—

নন্দ মহারাজের স্থান গোকুলে; **যোষিত্বা**—এক অতি সুন্দরী রমণীর রূপ ধারণ করে; **মায়য়া**—মায়াশক্তি দ্বারা; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **প্রাবিশৎ**—প্রবেশ করেছিল; **কাম-চারিণী**—যে তার ইচ্ছা অনুসারে বিচরণ করতে পারে।

অনুবাদ

একসময় স্বেচ্ছাবিহারিণী পূতনা রাক্ষসী তার মায়াশক্তির বলে এক সুন্দরী নারীর রূপ ধারণ করে, আকাশমার্গে বিচরণ করতে করতে নন্দ মহারাজের আলয় গোকুলে প্রবেশ করেছিল।

তাৎপর্য

রাক্ষসীরা মায়াশক্তির বলে যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই আকাশে বিচরণ করতে পারে। ভারতবর্ষে কোন কোন স্থানে এখনও এই প্রকার মায়াবী ডাকিনী রয়েছে, যারা লাঠির উপরে বসে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এক স্থান থেকে আর এক স্থানে উড়ে যেতে পারে। সেই বিদ্যা পূতনার জানা ছিল। এক অতি সুন্দরী রমণীর রূপ ধারণ করে, সে নন্দ মহারাজের আলয় গোকুলে প্রবেশ করেছিল।

শ্লোক ৫-৬

তাং কেশবন্ধব্যতিষক্তমল্লিকাং
বৃহন্নিতম্বস্তনকৃচ্ছ্রমধ্যমাম্ ।
সুবাসসং কল্পিতকর্ণভূষণ-
ত্বিষোল্লসৎকুন্তলমণ্ডিতাননাম্ ॥ ৫ ॥
বল্গুস্মিতাপাঙ্গবিসর্গবীক্ষিতৈ-
র্মনো হরন্তীং বনিতাং ব্রজৌকসাম্ ।
অমংসতাম্ভোজকরেণ রূপিণীং
গোপ্যঃ শ্রিয়ং দ্রষ্টুমিবাগতাং পতিম্ ॥ ৬ ॥

তাম্—তার; **কেশ-বন্ধ-ব্যতিষক্ত-মল্লিকাম্**—যার কেশবন্ধনে মল্লিকা ফুলের মালা গ্রথিত ছিল; **বৃহৎ**—বৃহৎ; **নিতম্ব-স্তন**—নিতম্ব এবং স্তনযুগল; **কৃচ্ছ্র-মধ্যমাম্**—যার ক্ষীণ কটিদেশ ভারাক্রান্ত হয়েছিল; **সু-বাসসম্**—সুন্দরভাবে রঞ্জিত অথবা আকর্ষণীয়

বসন পরিহিত; **কল্পিত-কর্ণ-ভূষণ**—কর্ণকুণ্ডলের; **ত্বিষা**—দীপ্তির দ্বারা; **উল্লসৎ**—অত্যন্ত আকর্ষণীয়; **কুন্তল-মণ্ডিত-আননাম্**—যার সুন্দর মুখমণ্ডল কালো কেশের দ্বারা সুশোভিত হয়েছিল; **বল্গু-স্মিত-অপাঙ্গ-বিসর্গ-বীক্ষিতৈঃ**—সে তার মনোহর হাস্যযুক্ত কটাক্ষের দ্বারা; **মনঃ হরন্তীম্**—সকলের মন হরণ করেছিল; **ব্রজ-ওকসাম্**—ব্রজবাসীদের; **অমংসত**—মনে করেছিল; **অম্ভোজ**—পদ্মফুল ধারণ করে; **করেণ**—তার হাতের দ্বারা; **রূপিণীম্**—অত্যন্ত সুন্দরী; **গোপ্যঃ**—গোকুল নিবাসী গোপীগণ; **শ্রিয়ম্**—লক্ষ্মীদেবী; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করার জন্য; **ইব**—যেন; **আগতাম্**—এসেছেন; **পতিম্**—তাঁর পতিকে।

অনুবাদ

তার বৃহৎ নিতম্ব এবং স্তনযুগলের ভারে তার ক্ষীণ কটিদেশ যেন ভারাক্রান্ত হয়েছিল এবং সে অত্যন্ত সুন্দর বসনে সজ্জিতা ছিল। তার কেশবন্ধন মল্লিকা ফুলের মালার দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল, এবং তার কর্ণকুণ্ডলের দীপ্তিতে উল্লসিত তার মুখমণ্ডল কেশরাশির দ্বারা সুশোভিত হয়েছিল। সে মনোহর হাস্য সহকারে কটাক্ষ নিক্ষেপের দ্বারা সমস্ত ব্রজবাসীদের, বিশেষ করে পুরুষদের মন হরণ করেছিল। গোপীরা তাকে দেখে মনে করেছিল, যেন মূর্তিমতী লক্ষ্মীদেবী পদ্ম হাতে তাঁর পতি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে এসেছেন।

শ্লোক ৭

বালগ্রহস্তত্র বিচিন্বতী শিশূন্
যদৃচ্ছয়া নন্দগৃহেঽসদন্তকম্ ।
বালং প্রতিচ্ছন্ননিজোরুতেজসং
দদর্শ তল্পেঽগ্নিমিবাহিতং ভসি ॥ ৭ ॥

বাল-গ্রহঃ—শিশু-হত্যাকারী রাক্ষসী; **তত্র**—সেখানে দাঁড়িয়ে; **বিচিন্বতী**—চিন্তা করে, অন্বেষণ করে; **শিশূন্**—শিশু; **যদৃচ্ছয়া**—স্বাধীনভাবে; **নন্দ-গৃহে**—নন্দ মহারাজের গৃহে; **অসৎ-অন্তকম্**—সমস্ত অসুরদের সংহার করিতে সমর্থ; **বালম্**—শিশু; **প্রতিচ্ছন্ন**—আচ্ছাদিত; **নিজ-উরু-তেজসম্**—যাঁর অসীম শক্তি; **দদর্শ**—সে দেখেছিল; **তল্পে**—শয্যায় (শায়িত); **অগ্নিম্**—অগ্নি; **ইব**—সদৃশ; **আহিতম্**—আচ্ছাদিত; **ভসি**—ভস্মের অভ্যন্তরে।

অনুবাদ

বালঘাতিনী পূতনা শিশু অন্বেষণ করতে করতে ভগবানের লীলাশক্তির দ্বারা প্রেরিত হয়ে, বিনা বাধায় নন্দ মহারাজের গৃহে প্রবেশ করেছিল। কারও অনুমতি না নিয়ে সে নন্দ মহারাজের গৃহে প্রবেশ করে শয্যায় শায়িত, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতো অনন্ত শক্তি সমন্বিত শিশুকৃষ্ণকে দর্শন করেছিল। সে বুঝতে পেরেছিল যে, সেই শিশুটি কোন সাধারণ শিশু ছিল না, সে ছিল সমস্ত অসুরদের সংহারক।

তাৎপর্য

অসুরেরা সর্বদাই উৎপাত সৃষ্টি করে এবং সংহারকার্যে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু নন্দ মহারাজের গৃহে শয্যায় যে শিশুটি শায়িত ছিল, সে ছিল সমস্ত অসুরদের সংহারক।

শ্লোক ৮

বিবুধ্য তাং বালকমারিকাগ্রহং
চরাচরাত্মা স নিমীলিতেক্ষণঃ ।
অনন্তমারোপয়দঙ্কমন্তকং
যথোরগং সুপ্তমবুদ্ধিরজ্জুধীঃ ॥ ৮ ॥

বিবুধ্য—বুঝতে পেরে; **তাম্**—তাকে (পূতনাকে); **বালক-মারিকা-গ্রহম্**—বালঘাতিনী রাক্ষসী; **চর-অচর-আত্মা**—সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ; **সঃ**—তিনি; **নিমীলিত-ঈক্ষণঃ**—তাঁর চক্ষু মুদ্রিত করেছিলেন; **অনন্তম্**—অসীম; **আরোপয়ৎ**—সে স্থাপন করেছিল; **অঙ্কম্**—তার কোলে; **অন্তকম্**—তার নিজের বিনাশের জন্য; **যথা**—যেমন; **উরগম্**—সর্প; **সুপ্তম্**—নিদ্রিত; **অবুদ্ধিঃ**—মূর্খ ব্যক্তি; **রজ্জুধীঃ**—যে সর্পকে রজ্জু বলে মনে করে।

অনুবাদ

শয্যায় শায়িত, সর্বান্তর্যামী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, বালঘাতিনী পূতনা তাঁকে হত্যা করতে এসেছে। তাই যেন ভয়ভীত হয়ে তিনি তাঁর চক্ষু

মুদ্রিত করেছিলেন। পূতনা তখন তার অন্তকস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে তার কোলে ধারণ করেছিল, ঠিক যেমন মূর্খ ব্যক্তি নিদ্রিত সর্পকে রজ্জু বলে মনে করে তাকে তার কোলে ধারণ করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে দুটি জটিলতা রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখেছিলেন যে, পূতনা তাঁকে হত্যা করতে এসেছে, তখন তিনি মনে করেছিলেন যে, এই রমণীটি যেহেতু কৃত্রিম হলেও তাঁর প্রতি মাতৃবৎ স্নেহ প্রদর্শনের জন্য তাঁর কাছে এসেছে, তাই তাকে বর দেওয়া উচিত। তাই তিনি একটু বিচলিত হয়ে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং তারপর তাঁর চক্ষু মুদ্রিত করেছিলেন। পূতনা রাক্ষসীও বিচলিত হয়েছিল। মূর্খতাবশত সে জানতে পারেনি যে, সে একটি নিদ্রিত সর্পকে রজ্জু বলে মনে করে তার ক্রোড়ে স্থাপন করেছিল। এখানে *অন্তকম্* এবং *অনন্তম্* শব্দ দুটি পরস্পর বিরোধী। বুদ্ধিমান না হওয়ার ফলে পূতনা মনে করেছিল যে, সে তার *অন্তকম্* অর্থাৎ, সমস্ত সংহারের মূলকে হত্যা করতে পারে। কিন্তু যেহেতু তিনি *অনন্ত*, তাই কেউ তাঁকে হত্যা করতে পারে না।

শ্লোক ৯

তাং তীক্ষ্ণচিত্তামতিবামচেষ্টিতাং
বীক্ষ্যান্তরা কোষপরিচ্ছদাসিবৎ ।
বরস্ত্রিয়ং তৎপ্রভয়া চ ধর্ষিতে
নিরীক্ষ্যমাণে জননী হ্যতিষ্ঠতাম্ ॥ ৯ ॥

তাম্—সেই (পূতনা রাক্ষসী); **তীক্ষ্ণ-চিত্তাম্**—শিশু-হত্যাকারী অতি তীক্ষ্ণ হৃদয়; **অতি-বাম-চেষ্টিতাম্**—যদিও সে শিশুদের মায়ের থেকেও অধিক বাৎসল্য ভাব যুক্ত ছিল; **বীক্ষ্য অন্তরা**—গৃহের মধ্যে তাকে দর্শন করে; **কোষ-পরিচ্ছদ-অসিবৎ**—কোমল কোষমধ্যস্থ তীক্ষ্ণধার তরবারির মতো; **বর-স্ত্রিয়ম্**—অত্যন্ত সুন্দরী রমণী; **তৎ-প্রভয়া**—তার প্রভাবের দ্বারা; **চ**—ও; **ধর্ষিতে**—অভিভূত হয়ে; **নিরীক্ষ্যমাণে**—দর্শন করছিলেন; **জননী**—জননীদ্বয়; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অতিষ্ঠতাম্**—তাকে বাধা না দিয়ে তাঁরা নীরবে সেখানে অবস্থান করেছিলেন।

অনুবাদ

পূতনা রাক্ষসীর হৃদয় ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং নিষ্ঠুর, কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন একজন অতিশয় স্নেহসিক্তা মাতার মতো। তাই সে ছিল ঠিক একটি কোমল কোষমধ্যস্থ তীক্ষ্ণধার তরবারির মতো। তাকে গৃহের মধ্যে দর্শন করেও মা যশোদা এবং রোহিণী তার সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে, তাকে বাধা না দিয়ে নীরবে সেখানে অবস্থান করছিলেন, কারণ সে শিশুটির প্রতি মাতৃবৎ স্নেহ প্রদর্শন করেছিল।

তাৎপর্য

যদিও পূতনা ছিল একজন বহিরাগতা রমণী এবং শিশুদের হত্যা করতে বদ্ধপরিকর হওয়ার ফলে মূর্তিমতী মৃত্যুসদৃশা, তবুও সে যখন শিশুকৃষ্ণকে তার কোলে নিয়ে তাঁকে স্তন্যদান করেছিল, তখন কৃষ্ণের মায়েরা তার সৌন্দর্যে এতই মুগ্ধা হয়েছিলেন যে, তাকে তাঁরা বাধা দেননি। সুন্দরী রমণী কখনও কখনও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, কারণ তার বাহ্য সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে (*মায়ামোহিত*), কেউই বুঝতে পারে না যে, তার মনে কি রয়েছে। যারা বহিরঙ্গা শক্তির সৌন্দর্যে মুগ্ধ, তাদের বলা হয় *মায়ামোহিত*। *মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্* (*ভগবদ্গীতা* ৭/১৩)। *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৩১)। এখানে অবশ্য মাতৃদ্বয় রোহিণী এবং যশোদা মায়ামোহিত ছিলেন না, কিন্তু ভগবানের লীলা-বিলাসের জন্য তাঁরা যোগমায়ার দ্বারা মোহিত হয়েছিলেন। এই মায়ামোহকে বলা হয় যোগমায়ার কার্য।

শ্লোক ১০

তস্মিন্ স্তনং দুর্জরবীর্যমুল্বণং
ঘোরাঙ্কমাদায় শিশোর্দদাবথ ।
গাঢ়ং করাভ্যাং ভগবান্ প্রপীড্য তৎ-
প্রাণৈঃ সমং রোষসমন্বিতোঽপিবৎ ॥ ১০ ॥

তস্মিন্—সেই স্থানে; **স্তনম্**—স্তন; **দুর্জর-বীর্যম্**—বিষলিপ্ত একটি অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্র; **উল্বণম্**—ভয়ঙ্কর; **ঘোরা**—অত্যন্ত ভয়ানক পূতনা; **অঙ্কম্**—তার কোলে; **আদায়**—গ্রহণ করে; **শিশোঃ**—শিশুটির মুখে; **দদৌ**—প্রদান করেছিল; **অথ**—তখন; **গাঢ়ম্**—তীব্র; **করাভ্যাম্**—দুই হস্তের দ্বারা; **ভগবান্**—ভগবান; **প্রপীড্য**—পীড়ন

করে; **তৎ-প্রাণৈঃ**—তার প্রাণ; **সমম্**—সহ; **রোষ-সমন্বিতঃ**—তার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **অপিবৎ**—স্তন্যপান করেছিলেন।

অনুবাদ

সেই ভয়ঙ্করী রাক্ষসী সেই স্থানেই শ্রীকৃষ্ণকে কোলে গ্রহণ করে তাঁর মুখে তার স্তন প্রদান করেছিল। তার সেই স্তনাগ্র অত্যন্ত তীব্র বিষে লিপ্ত ছিল, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর দুই হস্তের দ্বারা প্রবলভাবে তার স্তন নিপীড়ন করেছিলেন এবং তার প্রাণ সহ সেই বিষ পান করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজের জন্য পূতনার প্রতি ক্রুদ্ধ হননি। ব্রজভূমিতে বহু শিশু হত্যা করেছিল বলে তিনি তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তাই তিনি স্থির করেছিলেন যে, তার প্রাণ সংহার করে তিনি তাকে দণ্ডদান করবেন।

শ্লোক ১১

সা মুঞ্চ মুঞ্চালমিতি প্রভাষিণী
নিষ্পীড্যমানাখিলজীবমর্মণি ।
বিবৃত্য নেত্রে চরণৌ ভুজৌ মুহুঃ
প্রস্বিন্নগাত্রা ক্ষিপতী রুরোদ হ ॥ ১১ ॥

সা—সে (পূতনা রাক্ষসী); **মুঞ্চ**—ছেড়ে দাও; **মুঞ্চ**—ছেড়ে দাও; **অলম্**—আর আমার স্তন্যপান করো না; **ইতি**—এইভাবে; **প্রভাষিণী**—চিৎকার করতে করতে; **নিষ্পীড্যমানা**—কঠোরভাবে নিপীড়িত হয়ে; **অখিল-জীব-মর্মণি**—তার জীবনের সমস্ত মর্মস্থানে; **বিবৃত্য**—বিস্ফারিত; **নেত্রে**—তার চক্ষুদ্বয়; **চরণৌ**—পদদ্বয়; **ভুজৌ**—হস্তদ্বয়; **মুহুঃ**—বার বার; **প্রস্বিন্ন-গাত্রা**—ঘর্মাক্ত দেহে; **ক্ষিপতী**—নিক্ষেপ করতে করতে; **রুরোদ**—রোদন করতে করতে; **হ**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

জীবনের সমস্ত মর্মস্থানে অসহ্যভাবে পীড়িতা হয়ে, পূতনা "আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও। আর আমার স্তন্যপান করো না!" এই বলে চিৎকার করতে

করতে ঘর্মাক্ত দেহে নেত্রযুগল বিস্ফারিত করে এবং চরণ ও বাহুদ্বয় বার বার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করতে করতে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে লাগল।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ সেই রাক্ষসীকে কঠোরভাবে দণ্ডদান করেছিলেন। সে তার হাত এবং পা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করছিল, এবং তার দুষ্কর্মের ফলস্বরূপ তাকে দণ্ডদান করার জন্য শ্রীকৃষ্ণও তাঁর পা দিয়ে তাকে আঘাত করছিলেন।

শ্লোক ১২

তস্যাঃ স্বনেনাতিগভীররংহসা
সাদ্রির্মহী দ্যৌশ্চ চচাল সগ্রহা ।
রসা দিশশ্চ প্রতিনেদিরে জনাঃ
পেতুঃ ক্ষিতৌ বজ্রনিপাতশঙ্কয়া ॥ ১২ ॥

তস্যাঃ—পূতনা রাক্ষসীর; **স্বনেন**—শব্দের দ্বারা; **অতি**—অত্যন্ত; **গভীর**—গভীর; **রংহসা**—তীব্র বেগযুক্ত; **স-অদ্রিঃ**—পর্বত সহ; **মহী**—পৃথিবী; **দ্যৌঃ চ**—এবং আকাশ; **চচাল**—কম্পিত হয়েছিল; **স-গ্রহা**—গ্রহ-নক্ষত্র সহ; **রসা**—পাতাললোক; **দিশঃ চ**—এবং সমস্ত দিক; **প্রতিনেদিরে**—প্রতিধ্বনিত হয়েছিল; **জনাঃ**—মানুষেরা; **পেতুঃ**—পতিত হয়েছিল; **ক্ষিতৌ**—ভূপৃষ্ঠে; **ব্রজ-নিপাত-শঙ্কয়া**—বজ্রপাত হচ্ছে বলে মনে করে।

অনুবাদ

পূতনার অতি গভীর আর্তনাদে পর্বত সহ পৃথিবী এবং গ্রহগণ সহ আকাশ কম্পিত হয়েছিল। পাতাললোক ও দিক্‌সকল প্রতিধ্বনিত হয়েছিল এবং মানুষেরা বজ্রপাত হচ্ছে বলে মনে করে ভয়ে ভূপতিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, এই শ্লোকে *রসা* শব্দে রসাতল, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল আদি নিম্নতর লোকসমূহ বোঝানো হয়েছে।

শ্লোক ১৩

নিশাচরীত্থং ব্যথিতস্তনা ব্যসু-
র্ব্যাদায় কেশাংশ্চরণৌ ভুজাবপি ।
প্রসার্য গোষ্ঠে নিজরূপমাস্থিতা
বজ্রাহতো বৃত্র ইবাপতন্নৃপ ॥ ১৩ ॥

নিশাচরী—রাক্ষসী; **ইত্থম্**—এইভাবে; **ব্যথিত-স্তনা**—স্তন নিপীড়নের ফলে অসহ্য বেদনা অনুভব করে; **ব্যসুঃ**—তার প্রাণ হারিয়েছিল; **ব্যাদায়**—তার মুখ ব্যাদান করে; **কেশান্**—কেশগুচ্ছ; **চরণৌ**—তার দুটি পা; **ভুজৌ**—তার হস্তদ্বয়; **অপি**—ও; **প্রসার্য**—প্রসারণ করে; **গোষ্ঠে**—গোচারণ ভূমিতে; **নিজ-রূপম্ আস্থিতা**—তার প্রকৃত রাক্ষসীরূপ গ্রহণ করে; **বজ্র-আহতঃ**—ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে নিহত; **বৃত্রঃ**—বৃত্রাসুর;, **ইব**—সদৃশ; **অপতৎ**—পতিত হয়েছিল; **নৃপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

এইভাবে কৃষ্ণ কর্তৃক স্তনভাগে আক্রান্তা হয়ে পূতনা অসহ্য বেদনায় তার প্রাণত্যাগ করেছিল। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সে তার মুখ ব্যাদান এবং কেশরাশি ও হাত-পা প্রসারণপূর্বক তার রাক্ষসীরূপ গ্রহণ করে, ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে নিহত বৃত্রাসুরের মতো প্রাণ হারিয়ে গোষ্ঠে পতিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

পূতনা ছিল এক মহারাক্ষসী, যে যোগশক্তির প্রভাবে তার প্রকৃত রূপ গোপন করার বিদ্যা জানত। কিন্তু যখন সে নিহত হয়েছিল, তখন আর সে যোগশক্তির দ্বারা তার প্রকৃত রূপ গোপন করতে পারেনি। তখন তার প্রকৃত রূপ প্রকাশ পেয়েছিল।

শ্লোক ১৪

পতমানোঽপি তদ্দেহস্ত্রিগব্যূত্যন্তরদ্রুমান্ ।
চূর্ণয়ামাস রাজেন্দ্র মহদাসীত্তদদ্ভুতম্ ॥ ১৪ ॥

পতমানঃ অপি—পতিত হওয়ার সময়েও; **তৎ-দেহঃ**—তার বিশাল দেহ; **ত্রি-গব্যূতি-অন্তর**—বারো মাইল পরিমিত স্থানে; **দ্রুমান্**—সমস্ত বৃক্ষ; **চূর্ণয়াম্ আস**—বিচূর্ণ

হয়েছিল; **রাজেন্দ্র**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **মহৎ আসীৎ**—অত্যন্ত বিশাল ছিল; **তৎ**—সেই শরীর; **অদ্ভুতম্**—এবং অত্যন্ত আশ্চর্যজনক।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, পূতনার বিশাল শরীর যখন ভূপতিত হয়েছিল, তখন বারো মাইল পরিমিত স্থানের সমস্ত বৃক্ষ বিচূর্ণ হয়েছিল। তার সেই বিশাল শরীর অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ছিল।

তাৎপর্য

কৃষ্ণের স্তন্যপানের ফলে প্রচণ্ড বেদনায় পূতনা যখন প্রাণত্যাগ করছিল, তখন সে কেবল নন্দ মহারাজের গৃহই ত্যাগ করেনি, সে গ্রামও ত্যাগ করেছিল এবং তার বিশাল শরীর গোচারণ ভূমিতে পতিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৫-১৭

ঈষামাত্রোগ্রদংষ্ট্রাস্যং গিরিকন্দরনাসিকম্ ।
গণ্ডশৈলস্তনং রৌদ্রং প্রকীর্ণারুণমূর্ধজম্ ॥ ১৫ ॥
অন্ধকূপগভীরাক্ষং পুলিনারোহভীষণম্ ।
বদ্ধসেতুভুজোর্বঙ্‌ঘ্রি শূন্যতোয়হ্রদোদরম্ ॥ ১৬ ॥
সন্তত্রসুঃ স্ম তদ্ বীক্ষ্য গোপা গোপ্যঃ কলেবরম্ ।
পূর্বং তু তন্নিঃস্বনিতভিন্নহৃৎকর্ণমস্তকাঃ ॥ ১৭ ॥

ঈষা-মাত্র—লাঙ্গলের অগ্রভাগের মতো; **উগ্র**—ভয়ঙ্কর; **দংষ্ট্র**—দন্ত; **আস্যম্**—মুখ; **গিরি-কন্দর**—পর্বতের গুহার মতো; **নাসিকম্**—নাসিকা; **গণ্ড-শৈল**—বিশাল প্রস্তরখণ্ডের মতো; **স্তনম্**—স্তন; **রৌদ্রম্**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **প্রকীর্ণ**—বিক্ষিপ্ত; **অরুণ-মূর্ধজম্**—তাম্রবর্ণ কেশ; **অন্ধকূপ**—অন্ধকূপের মতো; **গভীর**—গভীর; **অক্ষম্**—অক্ষিকোটর; **পুলিন-আরোহ-ভীষণম্**—তার উরুযুগল নদীর তটের মতো ভীষণ; **বদ্ধ-সেতু-ভুজ-উরু-অঙ্‌ঘ্রি**—বাহু, উরু ও পদযুগল অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে নির্মিত সেতুর মতো; **শূন্য-তোয়-হ্রদ-উদরম্**—উদর জলশূন্য হ্রদের মতো; **সন্তত্রসুঃ স্ম**—ভীত হয়েছিলেন; **তৎ**—তা; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **গোপাঃ**—গোপগণ; **গোপ্যঃ**—এবং

গোপীগণ; **কলেবরম্**—এই প্রকার একটি বিশাল শরীর; **পূর্বম্ তু**—তার পূর্বে; **তৎ-নিঃস্বনিত**—তার ভীষণ শব্দে; **ভিন্ন**—বিদীর্ণ হয়েছিল; **হৃৎ**—হৃদয়; **কর্ণ**—কর্ণ; **মস্তকাঃ**—এবং মস্তক।

অনুবাদ

সেই রাক্ষসীর মুখ লাঙ্গলের অগ্রভাগের মতো তীক্ষ্ণ দন্তবিশিষ্ট ছিল, নাসারন্ধ্র পর্বতের গুহার মতো গভীর, স্তনদ্বয় পর্বত শিখরচ্যুত প্রস্তরখণ্ডের মতো বিশাল এবং কেশরাশি বিক্ষিপ্ত ও তাম্রবর্ণ ছিল। তার অক্ষিকোটর অন্ধকূপের মতো গভীর, জঘনদ্বয় নদীতটের মতো ভীষণ, তার বাহু, ঊরু ও পদযুগল বিশাল সেতুর মতো এবং উদরটি জলশূন্য হ্রদের মতো ছিল। ইতিমধ্যেই সেই রাক্ষসীর চিৎকারে গোপ এবং গোপীদের হৃদয়, কর্ণ ও মস্তক কম্পিত হয়েছিল। পুনরায় তাঁরা যখন তার ভয়ঙ্কর শরীর দর্শন করেছিলেন, তখন তাঁরা আরও ভীত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮

বালং চ তস্যা উরসি ক্রীড়ন্তমকুতোভয়ম্ ।
গোপ্যস্তূর্ণং সমভ্যেত্য জগৃহুর্জাতসম্ভ্রমাঃ ॥ ১৮ ॥

বালম্ চ—শিশুটিও; **তস্যাঃ**—তার (পূতনা রাক্ষসীর); **উরসি**—বক্ষঃস্থলে; **ক্রীড়ন্তম্**—ক্রীড়ারত; **অকুতোভয়ম্**—নির্ভয়ে; **গোপ্যঃ**—সমস্ত গোপীগণ; **তূর্ণম্**—তৎক্ষণাৎ; **সমভ্যেত্য**—নিকটে এসে; **জগৃহুঃ**—তুলে নিয়েছিলেন; **জাত-সম্ভ্রমাঃ**—সেই প্রকার স্নেহ এবং শ্রদ্ধা সহকারে।

অনুবাদ

শিশু কৃষ্ণকে নির্ভয়ে পূতনা রাক্ষসীর বক্ষঃস্থলে খেলা করতে দেখে, গোপীরা অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হয়ে মহা আনন্দে তাঁকে তাঁদের কোলে তুলে নিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এটিই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার প্রকাশ। পূতনা রাক্ষসী যদিও তার যোগশক্তির বলে তার দেহকে বড় অথবা ছোট করতে পারত, কিন্তু তবুও ভগবান তাঁর যে কোন চিন্ময় রূপেই পরম শক্তিমান। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, কারণ

একটি শিশুরূপে অথবা পূর্ণবয়স্ক যুবকরূপে তিনি একই পুরুষ। তাঁকে ধ্যানের দ্বারা অথবা অন্য কোন বাহ্যিক প্রচেষ্টার দ্বারা শক্তিশালী হতে হয় না। তাই মহাশক্তিমতী পূতনা যখন তার দেহ বিস্তার করেছিল, শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই ছোট্ট শিশুটিই ছিলেন এবং নির্ভয়ে তিনি সেই রাক্ষসীর বক্ষঃস্থলে খেলা করছিলেন। ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান যে রূপেই নিজেকে প্রকাশ করুন না কেন, সর্ব অবস্থাতেই তিনি পূর্ণ শক্তি এবং ঐশ্বর্য সমন্বিত। তাঁর শক্তি সর্বদাই পূর্ণ। *পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*। তিনি যে কোন অবস্থাতেই তাঁর সমস্ত শক্তি প্রদর্শন করতে পারেন।

শ্লোক ১৯

যশোদারোহিণীভ্যাং তাঃ সমং বালস্য সর্বতঃ ।
রক্ষাং বিদধিরে সম্যগ্‌গোপুচ্ছভ্রমণাদিভিঃ ॥ ১৯ ॥

যশোদা-রোহিণীভ্যাম্—শিশুটির রক্ষণাবেক্ষণকারিণী মা যশোদা এবং মা রোহিণী সহ; **তাঃ**—অন্য গোপীগণ; **সমম্**—যশোদা এবং রোহিণীর মতো সমান মহত্ত্বপূর্ণ; **বালস্য**—শিশুর; **সর্বতঃ**—সমস্ত বিপদ থেকে; **রক্ষাম্**—রক্ষা; **বিদধিরে**—সম্পাদন করেছিলেন; **সম্যক্**—সর্বতোভাবে; **গো-পুচ্ছ-ভ্রমণ-আদিভিঃ**—গোপুচ্ছ ভ্রমণ প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা।

অনুবাদ

তারপর অন্য গোপীগণ সহ মা যশোদা এবং রোহিণী গোপুচ্ছ ভ্রমণ প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা সমস্ত বিঘ্ন থেকে শিশু শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্‌ভাবে রক্ষা বিধান করেছিলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ যখন এই মহাবিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, তখন মা যশোদা ও রোহিণী বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, এবং অন্যান্য বয়স্কা গোপীরাও তাঁদেরই মতো চিন্তান্বিতা হয়েছিলেন। এখানে আমরা দেখতে পাই যে, গৃহস্থালিতে মহিলারা কেবল গাভীর সহায়তায় শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারতেন। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, গোপুচ্ছ ভ্রমণ ক্রিয়া দ্বারা কিভাবে শিশুকে সর্বতোভাবে রক্ষা করতে হয়, তা তাঁরা জানতেন। গোরক্ষার ফলে কত সুযোগ-সুবিধা লাভ করা যায়, কিন্তু মানুষেরা সেই বিদ্যা ভুলে গেছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতায়* গোরক্ষার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে গুরুত্ব দিয়েছেন (*কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্*)।

বৃন্দাবনের আশেপাশের গ্রামগুলিতে গ্রামবাসীরা এখনও কেবলমাত্র গোরক্ষার দ্বারা সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করে। তারা গোবর শুখিয়ে তা ইন্ধনরূপে ব্যবহার করে। তাদের গৃহে যথেষ্ট পরিমাণ শস্য সঞ্চিত থাকে, এবং গোরক্ষার ফলে তারা তাদের সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দুধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রাপ্ত হয়। কেবলমাত্র গোরক্ষার দ্বারা গ্রামবাসীরা অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করে। এমন কি গোবর এবং গোমূত্রেও ঔষধি গুণ রয়েছে।

শ্লোক ২০

গোমূত্রেণ স্নাপয়িত্বা পুনর্গোরজসার্ভকম্ ।
রক্ষাং চক্রুশ্চ শকৃতা দ্বাদশাঙ্গেষু নামভিঃ ॥ ২০ ॥

গো-মূত্রেণ—গোমূত্রের দ্বারা; **স্নাপয়িত্বা**—স্নান করিয়ে; **পুনঃ**—পুনরায়; **গো-রজসা**—গোধূলির দ্বারা; **অর্ভকম্**—শিশুকে; **রক্ষাম্**—রক্ষা; **চক্রুঃ**—সম্পাদন করেছিলেন; **চ**—ও; **শকৃতা**—গোময়ের দ্বারা; **দ্বাদশ-অঙ্গেষু**—দ্বাদশ অঙ্গে (দ্বাদশ তিলক); **নামভিঃ**—ভগবানের নাম অঙ্কন করার দ্বারা।

অনুবাদ

শিশুটিকে গোমূত্র দ্বারা স্নান করিয়ে গোধূলি লিপ্ত করা হয়েছিল। তারপর গোময় দ্বারা ললাট আদি দ্বাদশ অঙ্গে ভগবানের বিভিন্ন নাম লিখে তিলক অঙ্কন করা হয়েছিল। এইভাবে শিশুটির রক্ষা বিধান করা হয়েছিল।

শ্লোক ২১

গোপ্যঃ সংস্পৃষ্টসলিলা অঙ্গেষু করয়োঃ পৃথক্ ।
ন্যস্যাত্মন্যথ বালস্য বীজন্যাসমকুর্বত ॥ ২১ ॥

গোপ্যঃ—গোপীগণ; **সংস্পৃষ্ট-সলিলাঃ**—আচমন করে; **অঙ্গেষু**—তাঁদের দেহে; **করয়োঃ**—তাঁদের দুই হাতে; **পৃথক্**—আলাদাভাবে; **ন্যস্য**—মন্ত্রের অক্ষর স্থাপন করে; **আত্মনি**—তাঁদের নিজেদের অঙ্গে; **অথ**—তারপর; **বালস্য**—শিশুর; **বীজ-ন্যাসম্**—মন্ত্রের ন্যাসবিধি; **অকুর্বত**—সম্পাদন করেছিলেন।

অনুবাদ

গোপীরা প্রথমে আচমনপূর্বক তাঁদের অঙ্গে এবং করদ্বয়ে বীজন্যাস করে, তারপর বালকের অঙ্গেও সেই মন্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ন্যাসমন্ত্রে ডান হাতে জল নিয়ে তা পান করে আচমন করা হয়। অঙ্গ শুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন বিষ্ণুমন্ত্র রয়েছে। গোপীগণ, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত গৃহস্থেরাই বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে শুদ্ধ হওয়ার বিধি জানতেন। এই বিধিতে গোপীরা সর্বপ্রথমে নিজেদের শুদ্ধ করে তারপর শিশু কৃষ্ণকে শুদ্ধ করেছিলেন। কেবল মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক আচমন করার দ্বারা অঙ্গন্যাস এবং করন্যাস করা হয়। মন্ত্রের প্রথমেই নামের প্রথম অক্ষরের সঙ্গে *অনুস্বার* এবং *নমঃ* শব্দ যুক্ত করা হয়—ওঁ *নমোঽজস্তবাঙ্ঘ্রী অব্যাৎ, মং মনো মণিমাংস্তব জানুনী অব্যাৎ,* ইত্যাদি। ভারতীয় সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলার ফলে, ভারতীয় গৃহস্থরা কিভাবে অঙ্গন্যাস করতে হয় তা ভুলে গিয়ে, কেবল ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত হয়েছে, এবং তার ফলে মানব-সভ্যতার কোন উন্নত জ্ঞান তাদের নেই।

শ্লোক ২২-২৩

অব্যাদজোঽঙ্ঘ্রি মণিমাংস্তব জান্বথোরূ
যজ্ঞোঽচ্যুতঃ কটিতটং জঠরং হয়াস্যঃ ।
হৃৎ কেশবস্ত্বদুর ঈশ ইনস্তু কণ্ঠং
বিষ্ণুর্ভুজং মুখমুরুক্রম ঈশ্বরঃ কম্ ॥ ২২ ॥
চক্র্যগ্রতঃ সহগদো হরিরস্তু পশ্চাৎ
ত্বৎপার্শ্বয়োর্ধনুরসী মধুহাজনশ্চ ।
কোণেষু শঙ্খ উরুগায় উপর্যুপেন্দ্র-
স্তার্ক্ষ্যঃ ক্ষিতৌ হলধরঃ পুরুষঃ সমন্তাৎ ॥ ২৩ ॥

অব্যাৎ—রক্ষা করুন; **অজঃ**—ভগবান অজ; **অঙ্ঘ্রি**—পা; **মণিমান্**—ভগবান মণিমান; **তব**—তোমার; **জানুঃ**—জানুদ্বয়; **অথ**—তারপর; **উরূ**—উরু; **যজ্ঞঃ**—ভগবান যজ্ঞ; **অচ্যুতঃ**—ভগবান অচ্যুত; **কটি-তটম্**—কোমরের উর্ধ্বদেশ; **জঠরম্**—উদর; **হয়াস্যঃ**—ভগবান হয়গ্রীব; **হৃৎ**—হৃদয়; **কেশবঃ**—ভগবান কেশব; **ত্বৎ**—তোমার;

উরঃ—বক্ষ; **ঈশঃ**—পরমেশ্বর ভগবান ঈশ; **ইনঃ**—সূর্যদেবতা; **তু**—কিন্তু; **কণ্ঠম্**—কণ্ঠ; **বিষ্ণুঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **ভুজম্**—বাহুদ্বয়; **মুখম্**—মুখ; **উরুক্রমঃ**—ভগবান উরুক্রম; **ঈশ্বরঃ**—ভগবান ঈশ্বর; **কম্**—মস্তক; **চক্রীঃ**—চক্রধারী; **অগ্রতঃ**—সম্মুখে; **সহ-গদঃ**—গদাধারী; **হরিঃ**—ভগবান হরি; **অস্তু**—থাকুন; **পশ্চাৎ**—পশ্চাদ্‌ভাগে; **ত্বৎ-পার্শ্বয়োঃ**—উভয় পার্শ্বে; **ধনুঃ-অসী**—ধনুক এবং অসিধারী; **মধু-হা**—মধু অসুরের হত্যাকারী; **অজনঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **চ**—এবং; **কোণেষু**—কোণে; **শঙ্খঃ**—শঙ্খধারী; **উরুগায়ঃ**—পূজিত; **উপরি**—উপরিভাগে; **উপেন্দ্রঃ**—ভগবান উপেন্দ্র; **তার্ক্ষ্যঃ**—গরুড়; **ক্ষিতৌ**—ভূতলে; **হলধরঃ**—ভগবান হলধর; **পুরুষঃ**—পরম পুরুষ; **সমন্তাৎ**—চতুর্দিকে।

অনুবাদ

(শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলেছিলেন যে, গোপীরা যথাযথ বিধি অনুসারে এই মন্ত্রের দ্বারা তাঁদের শিশুপুত্র কৃষ্ণকে রক্ষা করেছিলেন।) অজ তোমার পদযুগল রক্ষা করুন, মণিমান জানুদ্বয় রক্ষা করুন, যজ্ঞ উরুদ্বয়, অচ্যুত কটিতট, হয়গ্রীব জঠরদেশ, কেশব হৃদয়, ঈশ বক্ষঃস্থল, সূর্য কণ্ঠদেশ, বিষ্ণু বাহু, উরুক্রম মুখমণ্ডল, ঈশ্বর মস্তক, চক্রী সম্মুখভাগ, গদাধারী শ্রীহরি পশ্চাদ্‌ভাগ, ধনুর্ধারী মধুরিপু ও অসিধারী অজন তোমার উভয় পার্শ্ব এবং শঙ্খধারী উরুগায় কোণসমূহে, উপেন্দ্র উপরিভাগে, গরুড় ভূতলে এবং হলধর পুরুষ চতুর্দিকে তোমাকে রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

আধুনিক সভ্যতার মাপকাঠিতে যারা খুব একটা উন্নত নয়, সেই কৃষকদের গৃহের রমণীরাও গোময় এবং গোমূত্রের সাহায্যে কিভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করে শিশুকে রক্ষা করতে হয়, তা জানতেন। মহাবিপদ থেকে মহতী সুরক্ষা প্রদান করার এটি একটি সরল এবং ব্যবহারিক পন্থা ছিল। কি করে তা করতে হয় মানুষের জানা কর্তব্য, কারণ এটি বৈদিক সভ্যতার একটি অঙ্গ।

শ্লোক ২৪

ইন্দ্রিয়াণি হৃষীকেশঃ প্রাণান্ নারায়ণোঽবতু ।
শ্বেতদ্বীপপতিশ্চিত্তং মনো যোগেশ্বরোঽবতু ॥ ২৪ ॥

ইন্দ্রিয়াণি—সমস্ত ইন্দ্রিয়; **হৃষীকেশঃ**—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হৃষীকেশ; **প্রাণান্**—সর্বপ্রকার প্রাণবায়ুর, **নারায়ণঃ**—ভগবান নারায়ণ; **অবতু**—রক্ষা করুন; **শ্বেতদ্বীপ-পতিঃ**—শ্বেতদ্বীপের অধিপতি শ্রীবিষ্ণু; **চিত্তম্**—হৃদয়; **মনঃ**—মন; **যোগেশ্বরঃ**—ভগবান যোগেশ্বর; **অবতু**—রক্ষা করুন।

অনুবাদ

হৃষীকেশ তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয় রক্ষা করুন, নারায়ণ তোমার প্রাণ রক্ষা করুন, শ্বেতদ্বীপ অধিপতি তোমার হৃদয় রক্ষা করুন এবং ভগবান যোগেশ্বর তোমার মনকে রক্ষা করুন।

শ্লোক ২৫-২৬

পৃশ্নিগর্ভস্তু তে বুদ্ধিমাত্মানং ভগবান্ পরঃ ।
ক্রীড়ন্তং পাতু গোবিন্দঃ শয়ানং পাতু মাধবঃ ॥ ২৫ ॥
ব্রজন্তমব্যাদ্ বৈকুণ্ঠ আসীনং ত্বাং শ্রিয়ঃ পতিঃ ।
ভুঞ্জানং যজ্ঞভুক্ পাতু সর্বগ্রহভয়ঙ্করঃ ॥ ২৬ ॥

পৃশ্নিগর্ভঃ—ভগবান পৃশ্নিগর্ভ; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **তে**—তোমার; **বুদ্ধিম্**—বুদ্ধি; **আত্মানম্**—তোমার আত্মাকে; **ভগবান্**—ভগবান; **পরঃ**—চিন্ময়; **ক্রীড়ন্তম্**—খেলা করার সময়; **পাতু**—রক্ষা করুন; **গোবিন্দঃ**—ভগবান গোবিন্দ; **শয়ানম্**—শয়ন করার সময়; **পাতু**—রক্ষা করুন; **মাধবঃ**—ভগবান মাধব; **ব্রজন্তম্**—চলার সময়; **অব্যাৎ**—রক্ষা করুন; **বৈকুণ্ঠঃ**—ভগবান বৈকুণ্ঠ; **আসীনম্**—উপবেশন করার সময়; **ত্বাম্**—তোমাকে; **শ্রিয়ঃ পতিঃ**—লক্ষ্মীপতি নারায়ণ (রক্ষা করুন); **ভুঞ্জানম্**—জীবন উপভোগ করার সময়; **যজ্ঞভুক্**—যজ্ঞভুক; **পাতু**—রক্ষা করুন; **সর্বগ্রহ-ভয়ঙ্করঃ**—সমস্ত দুষ্টগ্রহের ভয় উৎপাদনকারী।

অনুবাদ

পৃশ্নিগর্ভ তোমার বুদ্ধি রক্ষা করুন এবং পরমেশ্বর তোমার আত্মাকে রক্ষা করুন। খেলা করার সময় গোবিন্দ তোমাকে রক্ষা করুন এবং শয়নকালে মাধব তোমাকে রক্ষা করুন। গমনকালে বৈকুণ্ঠ তোমাকে রক্ষা করুন, এবং উপবেশনকালে লক্ষ্মীপতি নারায়ণ তোমাকে রক্ষা করুন। তেমনই, সমস্ত দুষ্টগ্রহের ভয়ঙ্কর শত্রু যজ্ঞভুক তোমার উপভোগের সময় সর্বদা তোমাকে রক্ষা করুন।

শ্লোক ২৭-২৯

ডাকিন্যো যাতুধান্যশ্চ কুষ্মাণ্ডা যেঽর্ভকগ্রহাঃ ।
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ যক্ষরক্ষোবিনায়কাঃ ॥ ২৭ ॥
কোটরা রেবতী জ্যেষ্ঠা পূতনা মাতৃকাদয়ঃ ।
উন্মাদা যে হ্যপস্মারা দেহপ্রাণেন্দ্রিয়দ্রুহঃ ॥ ২৮ ॥
স্বপ্নদৃষ্টা মহোৎপাতা বৃদ্ধা বালগ্রহাশ্চ যে ।
সর্বে নশ্যন্তু তে বিষ্ণোর্নামগ্রহণভীরবঃ ॥ ২৯ ॥

ডাকিন্যঃ যাতুধান্যঃ চ কুষ্মাণ্ডাঃ—ডাকিনী, যাতুধানী এবং কুষ্মাণ্ড; **যে**—যারা; **অর্ভক-গ্রহাঃ**—শিশুদের পক্ষে অশুভ গ্রহের মতো; **ভূত**—ভূত; **প্রেত**—প্রেত; **পিশাচঃ**—পিশাচ; **চ**—ও; **যক্ষ**—যক্ষ; **রক্ষঃ**—রাক্ষস; **বিনায়কাঃ**—বিনায়ক; **কোটরা**—কোটরা; **রেবতী**—রেবতী; **জ্যেষ্ঠা**—জ্যেষ্ঠা; **পূতনা**—পূতনা; **মাতৃকা-আদয়ঃ**—মাতৃকা প্রভৃতি দুষ্টা রমণী; **উন্মাদাঃ**—উন্মত্ততা সৃষ্টিকারী; **যে**—অন্য যারা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অপস্মারাঃ**—স্মৃতি বিনাশকারী; **দেহ-প্রাণ-ইন্দ্রিয়**—দেহ, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়ের; **দ্রুহঃ**—কষ্ট প্রদানকারী; **স্বপ্ন-দৃষ্টাঃ**—দুঃস্বপ্ন সৃষ্টিকারী প্রেতাত্মা; **মহা-উৎপাতাঃ**—মহা উৎপাত সৃষ্টিকারী; **বৃদ্ধাঃ**—অভিজ্ঞ; **বাল-গ্রহাঃ চ**—এবং যারা শিশুদের আক্রমণ করে; **যে**—যে; **সর্বে**—তারা সকলে; **নশ্যন্তু**—বিনষ্ট হোক; **তে**—তারা; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **নাম-গ্রহণ**—নাম গ্রহণের ফলে; **ভীরবঃ**—ভীত হয়।

অনুবাদ

ডাকিনী, যাতুধানী ও কুষ্মাণ্ড নামক দুষ্ট ডাইনীরা শিশুদের সব চাইতে বড় শত্রু। আর ভূত, প্রেত, পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষস, বিনায়ক, কোটরা, রেবতী, জ্যেষ্ঠা, পূতনা, মাতৃকা আদি প্রেতাত্মারা বিস্মৃতি, উন্মাদনা এবং দুঃস্বপ্ন উৎপাদন করে দেহ, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়কে সর্বদা কষ্ট দেয়। বৃদ্ধগ্রহের মতো তারা মহা উৎপাত সৃষ্টি করে, বিশেষ করে শিশুদের, কিন্তু শ্রীবিষ্ণুর নাম উচ্চারণের ফলে তাদের বিনাশ করা যায়, কারণ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নাম ধ্বনিত হলেই তারা সকলে ভীত হয়ে দূরে পালিয়ে যায়।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৩) উল্লেখ করা হয়েছে—

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি অদ্বৈত, অচ্যুত এবং অনাদি। তিনি বহুরূপে নিজেকে বিস্তার করলেও তিনি আদিপুরুষ, এবং যদিও তিনি সব চাইতে প্রবীণ, তবুও তিনি নবযৌবন সমন্বিত। ভগবানের এই নিত্য, আনন্দময় এবং জ্ঞানময় রূপ বেদের পাণ্ডিত্যের দ্বারা জানা যায় না, কিন্তু তাঁর শুদ্ধ ভক্তের কাছে তিনি আপনা থেকেই প্রকাশিত হন।"

আমরা যখন শরীরে তিলক অঙ্কন করি, তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বারোটি নাম উচ্চারণের দ্বারা আমরা দেহকে সুরক্ষা প্রদান করি। যদিও গোবিন্দ অথবা শ্রীবিষ্ণু এক, তবুও তাঁর বিভিন্ন নাম এবং রূপ রয়েছে, যার দ্বারা তিনি ভিন্ন ভিন্ন কার্য করেন। কিন্তু কেউ যদি একসঙ্গে সব কটি নাম স্মরণ করতে না পারেন, তা হলে তিনি কেবল 'শ্রীবিষ্ণু, শ্রীবিষ্ণু, শ্রীবিষ্ণু' উচ্চারণ করে সর্বদা ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করতে পারেন। *বিষ্ণোরারাধনং পরম্*—এটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা। কেউ যদি সর্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করতে পারেন, তা হলে তিনি বহু দুষ্টগ্রহের দ্বারা আক্রান্ত হলেও নিঃসন্দেহে সুরক্ষিত থাকবেন। *আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *ঔষধি চিন্তয়েৎ বিষ্ণুম্*—এমন কি ঔষধ গ্রহণ করার সময়েও শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করা উচিত। কারণ ঔষধই সব কিছু নয়, শ্রীবিষ্ণুই হচ্ছেন প্রকৃত রক্ষক। এই জড় জগৎ বিপদে পূর্ণ (*পদং পদং যদ্বিপদাম্*)। তাই বৈষ্ণব হয়ে নিরন্তর বিষ্ণুকে স্মরণ করা উচিত। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের ফলে তা অত্যন্ত সহজে সম্পাদন করা যায়। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন—*কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ, পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্* এবং *কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ*।

শ্লোক ৩০

শ্রীশুক উবাচ

ইতি প্রণয়বদ্ধাভির্গোপীভিঃ কৃতরক্ষণম্ ।
পায়য়িত্বা স্তনং মাতা সংন্যবেশয়দাত্মজম্ ॥ ৩০ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **প্রণয়-বদ্ধাভিঃ**—মাতৃস্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ; **গোপীভিঃ**—মা যশোদা আদি বয়স্কা গোপীগণ; **কৃত-রক্ষণম্**—শিশুটিকে রক্ষা করার সমস্ত উপায় গ্রহণ করা হয়েছিল; **পায়য়িত্বা**—এবং তারপর শিশুটিকে পান করিয়ে; **স্তনম্**—স্তন; **মাতা**—মা যশোদা; **সংন্যবেশয়ৎ**—শয্যায় শয়ন করিয়েছিলেন; **আত্মজম্**—তাঁর পুত্রটিকে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—মা যশোদা আদি গোপীরা মাতৃস্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। এইভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করে শিশুটির রক্ষাক্রিয়া সম্পাদন করে, মা যশোদা তাঁকে স্তন্যপান করিয়েছিলেন এবং তারপর তাঁকে শয্যায় শয়ন করিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শিশু যখন মায়ের স্তন্যপান করে, তখন সেটি সুস্বাস্থ্যের একটি শুভ লক্ষণ। গোপীরা কেবল শ্রীকৃষ্ণের রক্ষামন্ত্র উচ্চারণ করেই সন্তুষ্ট হননি; শিশুটির স্বাস্থ্য সুস্থ কি না তাও তাঁরা পরীক্ষা করেছিলেন। শিশুটি যখন মাতৃস্তন্য পান করেছিল, তখন সকলেই আশ্বস্ত হয়েছিলেন যে, তার স্বাস্থ্য এখন সুস্থ রয়েছে। এইভাবে গোপীরা যখন পূর্ণরূপে আশ্বস্ত হয়েছিলেন, তখন তাঁরা শিশুটিকে শয্যায় শয়ন করিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩১

তাবন্নন্দাদয়ো গোপা মথুরায়া ব্রজং গতাঃ ।
বিলোক্য পূতনাদেহং বভূবুরতিবিস্মিতাঃ ॥ ৩১ ॥

তাবৎ—ইতিমধ্যে; **নন্দ-আদয়ঃ**—নন্দ মহারাজ প্রমুখ; **গোপাঃ**—সমস্ত গোপেরা; **মথুরায়াঃ**—মথুরা থেকে; **ব্রজম্**—বৃন্দাবনে; **গতাঃ**—ফিরে এসেছিলেন; **বিলোক্য**—যখন তাঁরা দেখেছিলেন; **পূতনা-দেহম্**—পূতনার বিশাল মৃত শরীর পড়ে রয়েছে; **বভূবুঃ**—হয়েছিলেন; **অতি**—অত্যন্ত; **বিস্মিতাঃ**—বিস্ময়ান্বিত।

অনুবাদ

ইতিমধ্যে নন্দ মহারাজ আদি সমস্ত গোপেরা মথুরা থেকে ব্রজে ফিরে এসে, পূতনার বিশাল মৃত শরীর পড়ে রয়েছে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

নন্দ মহারাজের বিস্ময়ের কারণ বিভিন্নভাবে বোঝা যেতে পারে। প্রথমে, গোপেরা পূর্বে কখনও বৃন্দাবনে এই রকম বিশাল একটি শরীর দর্শন করেননি, এবং তাই তাঁরা বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন। তারপর তাঁরা বিবেচনা করতে শুরু করেছিলেন, এই শরীরটি এল কোথা থেকে। তা কি আকাশ থেকে পড়েছিল, না কি ভুল করে অথবা কোন যোগিনীর মায়াশক্তির প্রভাবে তাঁরা অন্য কোন স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেননি কি হয়েছিল এবং তাই তাঁরা বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩২

নূনং বতর্ষিঃ সঞ্জাতো যোগেশো বা সমাস সঃ ।
স এব দৃষ্টো হ্যুৎপাতো যদাহানকদুন্দুভিঃ ॥ ৩২ ॥

নূনম্—নিশ্চিতভাবে; **বত**—হে বন্ধুগণ; **ঋষিঃ**—মহান ঋষি; **সঞ্জাতঃ**—হয়েছেন; **যোগ-ঈশঃ**—যোগশক্তির ঈশ্বর; **বা**—অথবা; **সমাস**—হয়েছেন; **সঃ**—তিনি (বসুদেব); **সঃ**—তা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **দৃষ্টঃ**—আমরা দেখেছি; **হি**—কারণ; **উৎপাতঃ**—উৎপাত; **যৎ**—যা; **আহ**—ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল; **আনকদুন্দুভিঃ**—আনকদুন্দুভি (বসুদেবের আর এক নাম)।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ এবং অন্য গোপেরা তখন বলেছিলেন—হে বন্ধুগণ! আনকদুন্দুভি বা বসুদেব নিশ্চয়ই একজন মহান ঋষি অথবা যোগেশ্বর হয়েছেন। তা না হলে তাঁর পক্ষে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হল কি করে?

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ক্ষত্রিয় এবং সরল বৈশ্যদের পার্থক্য নিরূপিত হয়েছে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে বসুদেব বুঝতে পেরেছিলেন কি হবে, কিন্তু গোপরাজ নন্দ অনুমান করেছিলেন যে, বসুদেব নিশ্চয়ই একজন মহর্ষি এবং তিনি যোগসিদ্ধি লাভ করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে বসুদেব সমস্ত যোগশক্তি লাভ করেছিলেন; তা না হলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের পিতা হলেন কি করে। কিন্তু তিনি কংসের রাজনৈতিক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে পূর্বেই ব্রজের উৎপাতের কথা অনুমান করতে

পেরেছিলেন, এবং তাই তিনি নন্দ মহারাজকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। আর নন্দ মহারাজ মনে করেছিলেন যে, বসুদেব তাঁর যোগশক্তির প্রভাবে নিশ্চয়ই সেই ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। হঠযোগ অনুশীলনের মাধ্যমে যোগশক্তি লাভ করার দ্বারা ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা মানুষ জানতে পারে।

শ্লোক ৩৩

কলেবরং পরশুভিশ্ছিত্ত্বা তত্তে ব্রজৌকসঃ ।
দূরে ক্ষিপ্ত্বাবয়বশো ন্যদহন্ কাষ্ঠবেষ্টিতম্ ॥ ৩৩ ॥

কলেবরম্—পূতনার বিশাল শরীর; **পরশুভিঃ**—কুঠারের দ্বারা; **ছিত্ত্বা**—খণ্ড খণ্ড করে কেটে; **তৎ**—সেই (দেহ); **তে**—তাঁরা; **ব্রজ-ওকসঃ**—ব্রজবাসীগণ; **দূরে**—বহু দূরে; **ক্ষিপ্ত্বা**—নিক্ষেপ করে; **অবয়বশঃ**—দেহের বিভিন্ন অঙ্গ; **ন্য দহন্**—দগ্ধ করেছিলেন; **কাষ্ঠ-বেষ্টিতম্**—কাষ্ঠ বেষ্টিত করে।

অনুবাদ

ব্রজবাসীরা পূতনার দেহ কুঠারের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করে কেটে দূরে নিক্ষেপ করেছিলেন, এবং প্রত্যেক অবয়ব পৃথক পৃথকভাবে কাষ্ঠবেষ্টিত করে দগ্ধ করেছিলেন।

তাৎপর্য

সাপকে মারার পর তার দেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলার প্রথা রয়েছে, কারণ বায়ুর সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়ার দ্বারা তা পুনর্জীবিত হয়ে উঠতে পারে। সাপকে মেরে ফেলাই যথেষ্ট নয়; মেরে ফেলার পর তা খণ্ড খণ্ড করে কেটে পুড়িয়ে ফেলা কর্তব্য, এবং তা হলে বিপদের অবসান হয়। পূতনা ছিল একটি মহাসর্পের মতো, এবং তাই গোপেরা সেই প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করে তার দেহটি ভস্মীভূত করেছিল।

শ্লোক ৩৪

দহ্যমানস্য দেহস্য ধূমশ্চাগুরুসৌরভঃ ।
উত্থিতঃ কৃষ্ণনির্ভুক্তসপদ্যাহতপাপ্মনঃ ॥ ৩৪ ॥

দহ্যমানস্য—যখন দহন করা হচ্ছিল; **দেহস্য**—পূতনার দেহের; **ধূমঃ**—ধোঁয়া; **চ**—এবং; **অগুরু-সৌরভঃ**—অগুরুর মতো পবিত্র সৌরভ সমন্বিত; **উত্থিতঃ**—তার দেহ থেকে উত্থিত হয়েছিল; **কৃষ্ণ-নির্ভুক্ত**—যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ তার স্তন্যপান করেছিলেন; **সপদি**—তৎক্ষণাৎ; **আহত-পাপ্মনঃ**—তার জড় দেহ চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল অথবা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিল ।

অনুবাদ

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পূতনা রাক্ষসীকে বধ করার সময় তার স্তন্যপান করেছিলেন, তাই সে সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিল। তার সমস্ত পাপ আপনা থেকেই বিধৌত হয়েছিল, এবং তাই যখন তার বিশাল শরীর দহন করা হচ্ছিল, তখন তা থেকে অগুরুর মতো সুগন্ধযুক্ত ধূম উত্থিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রভাব এমনই। যদি কেউ কোন না কোনভাবে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি ভগবানের সেবায় যুক্ত করার দ্বারা কৃষ্ণভাবনাময় হন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন। *শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণ-কীর্তনঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১৭)। শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিলাসের কথা শ্রবণের ফলে শুদ্ধ জীবনের শুরু হয়। *পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ*—কেবল শ্রবণ এবং কীর্তনের ফলে মানুষ পবিত্র হয়। তাই ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার সময় *শ্রবণ-কীর্তন* সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। তারপর, শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবা শুরু হয় (*হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনম্*)। *ভক্তিরুচ্যতে*—একে বলা হয় ভক্তি। পূতনা যখন কোন না কোনভাবে, প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে, ভগবানকে তার স্তন্যপান করিয়ে ভগবানের সেবা করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিল, তৎক্ষণাৎ সে এতই পবিত্র হয়েছিল যে, যখন তার অত্যন্ত জঘন্য জড় দেহটি দহন করা হচ্ছিল, তখন তা থেকে অতি পবিত্র অগুরুর সৌরভ উত্থিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৫-৩৬

পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা ।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিম্ ॥ ৩৫ ॥
কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা কৃষ্ণায় পরমাত্মনে ।
যচ্ছন্ প্রিয়তমং কিং নু রক্তাস্তন্মাতরো যথা ॥ ৩৬ ॥

পূতনা—পূতনা রাক্ষসী; **লোক-বালঘ্নী**—যে নরশিশুদের হত্যা করত; **রাক্ষসী**—রাক্ষসী; **রুধির-অশনা**—রক্তপায়িনী; **জিঘাংসয়া**—(কৃষ্ণের প্রতি হিংসা পরায়ণ হয়ে এবং কংসের আদেশে) কৃষ্ণকে হত্যা করার বাসনায়; **অপি**—সত্ত্বেও; **হরয়ে**—ভগবানকে; **স্তনম্**—তার স্তন; **দত্ত্বা**—দান করে; **আপ**—প্রাপ্ত হয়েছিল; **সৎ-গতিম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্ময় গতি; **কিম্**—কি বলার আছে; **পুনঃ**—পুনরায়; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **ভক্ত্যা**—ভক্তিপূর্বক; **কৃষ্ণায়**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **পরমাত্মনে**—পরম পুরুষকে; **যচ্ছন্**—নিবেদন করে; **প্রিয়তমম্**—প্রিয়তম; **কিম্**—কিছু; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **রক্তাঃ**—যাদের প্রবণতা রয়েছে; **তৎ-মাতরঃ**—কৃষ্ণের স্নেহময়ী মাতা; **যথা**—ঠিক যেমন।

অনুবাদ

রক্তপায়িনী শিশুঘাতিনী রাক্ষসী পূতনা শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করতে এসেছিল; কিন্তু যেহেতু সে ভগবানকে তার স্তন্যদান করেছিল, তাই সে সদ্গতি লাভ করেছিল। আর যাঁরা স্বাভাবিক বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে মাতৃবৎ স্নেহে কৃষ্ণকে তাঁদের স্তন্যদান করেন অথবা প্রিয় বস্তু প্রদান করেন, তাঁদের আর কি কথা?

তাৎপর্য

কৃষ্ণের প্রতি পূতনার কোন স্নেহ ছিল না; পক্ষান্তরে, সে হিংসাবশত কৃষ্ণকে হত্যা করতে এসেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও অজ্ঞাতসারে কৃষ্ণকে স্তন্যদান করার ফলে সে পরম গতি প্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু কৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য প্রেমে আসক্ত ভক্তরা সর্বদা নিষ্ঠা সহকারে কৃষ্ণকে প্রিয় বস্তু প্রদান করেন। স্নেহ ও প্রীতি সহকারে মাতা তার শিশু সন্তানকে কোন কিছু নিবেদন করেন; সেখানে ঈর্ষার কোন প্রশ্ন ওঠে না। অতএব এখানে আমরা একটি তুলনামূলক বিচার করতে পারি। বিদ্বেষ ভাবপরায়ণ হয়ে ঈর্ষাপূর্বক কৃষ্ণকে স্তন্যদান করার ফলে পূতনা যদি এই প্রকার পরম গতি লাভ করে থাকে, তা হলে প্রবল বাৎসল্য স্নেহে কৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সব কিছু নিবেদন করে মা যশোদা এবং অন্যান্য গোপীরা যে কৃষ্ণের সেবা করেন, তাঁদের আর কি কথা? গোপীরা স্বাভাবিকভাবেই পরম সিদ্ধিলাভ করেছেন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বাৎসল্য প্রেমে অথবা মাধুর্য প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের যে প্রেম, তাকে জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি বলে বর্ণনা করেছেন (*রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা*)।

শ্লোক ৩৭-৩৮

পদ্ভ্যাং ভক্তহৃদিস্থাভ্যাং বন্দ্যাভ্যাং লোকবন্দিতৈঃ ।
অঙ্গং যস্যাঃ সমাক্রম্য ভগবানপি তৎস্তনম্ ॥ ৩৭ ॥
যাতুধান্যপি সা স্বর্গমবাপ জননীগতিম্ ।
কৃষ্ণভুক্তস্তনক্ষীরাঃ কিমু গাবোঽনুমাতরঃ ॥ ৩৮ ॥

পদ্ভ্যাম্—দুই চরণ-কমলের দ্বারা; **ভক্ত-হৃদি-স্থাভ্যাম্**—শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে সর্বদা বিরাজমান; **বন্দ্যাভ্যাম্**—সর্বদা যাঁর বন্দনা করা উচিত; **লোক-বন্দিতৈঃ**—ত্রিভুবনবাসীদের দ্বারা বন্দিত ব্রহ্মা শিব আদির দ্বারা; **অঙ্গম্**—দেহ; **যস্যাঃ**—যার (পূতনার); **সমাক্রম্য**—আলিঙ্গন করে; **ভগবান্**—ভগবান; **অপি**—ও; **তৎ-স্তনম্**—সেই স্তন; **যাতুধানী অপি**—যদিও সে ছিল বালঘাতিনী রাক্ষসী (যে শিশুদের এবং কৃষ্ণকেও বধ করার চেষ্টা করেছিল); **সা**—সে; **স্বর্গম্**—চিন্ময় ধাম; **অবাপ**—প্রাপ্ত হয়েছিল; **জননী-গতিম্**—মাতৃপদ; **কৃষ্ণ-ভুক্ত-স্তন-ক্ষীরাঃ**—কৃষ্ণ যাদের স্তনক্ষীর পান করেছেন; **কিম্ উ**—কি আর বলার আছে; **গাবঃ**—গাভীগণ; **অনুমাতরঃ**—ঠিক মায়ের মতো (যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের স্তন্যপান করিয়েছেন)।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের হৃদয়ে বিরাজ করেন, তিনি সর্বদা ব্রহ্মা, শিব আদি জগৎপূজ্য ব্যক্তিদের দ্বারা বন্দিত। শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু পূতনার দেহ আলিঙ্গন করে মহাসুখে তার স্তন্যপান করেছিলেন, তাই মহারাক্ষসী হলেও পূতনা চিৎ-জগতে মাতৃসদৃশ পদ লাভ করে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিল। তা হলে মহাসুখে শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত গাভীদের স্তনক্ষীর পান করেছিলেন এবং মাতৃবৎ স্নেহে যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের দুগ্ধ প্রদান করেছিলেন, তাঁদের আর কি কথা?

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে, জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে, যেভাবেই ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা হোক না কেন, তা কখনও ব্যর্থ হয় না। পূতনা ভক্ত ছিল না, সে ছিল এক রাক্ষসী এবং কংসের নির্দেশে সে কৃষ্ণকে হত্যা করতে এসেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সে যখন প্রথমে এক অতি সুন্দরী রমণীর রূপ ধারণ করে ঠিক একজন স্নেহময়ী জননীর মতো কৃষ্ণের কাছে এসেছিল, তখন মা যশোদা এবং রোহিণী তাকে একটুও সন্দেহ করেননি। ভগবান

এই সব বিবেচনা করেছিলেন, এবং তার ফলে সে আপনা থেকেই মা যশোদার মতো মাতৃপদ লাভ করেছিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন যে, এই স্থিতিতে সে অনেক ভূমিকা অবলম্বন করতে পারে। পূতনা তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হয়েছিল, যা কখনও কখনও স্বর্গ বলে বর্ণনা করা হয়। এই শ্লোকে যে স্বর্গের উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই জড় জগতের স্বর্গলোক নয়, তা হচ্ছে চিৎ-জগৎ। বৈকুণ্ঠলোকে পূতনা ধাত্রীর (*ধাত্র্যুচিতম্*) পদ প্রাপ্ত হয়েছিল, যে কথা উদ্ধব বর্ণনা করেছেন। গোলোক বৃন্দাবনে মা যশোদাকে সাহায্য করার জন্য পূতনা ধাত্রী এবং দাসীর পদ প্রাপ্ত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৯-৪০

পয়াংসি যাসামপিবৎ পুত্রস্নেহস্নুতান্যলম্ ।
ভগবান্ দেবকীপুত্রঃ কৈবল্যাদ্যখিলপ্রদঃ ॥ ৩৯ ॥
তাসামবিরতং কৃষ্ণে কুর্বতীনাং সুতেক্ষণম্ ।
ন পুনঃ কল্পতে রাজন্ সংসারোঽজ্ঞানসম্ভবঃ ॥ ৪০ ॥

পয়াংসি—(দেহনিঃসৃত) দুগ্ধ; **যাসাম্**—যাঁদের; **অপিবৎ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পান করেছিলেন; **পুত্র-স্নেহ-স্নুতানি**—গোপীদের দেহনিঃসৃত দুগ্ধ, যা মাতৃবৎ স্নেহের ফলে নিঃসৃত হয়েছিল, কৃত্রিমভাবে নয়; **অলম্**—যথেষ্ট; **ভগবান্**—ভগবান; **দেবকী-পুত্রঃ**—যিনি দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন; **কৈবল্য-আদি**—মুক্তি বা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া; **অখিল-প্রদঃ**—এই প্রকার সমস্ত বরদাতা; **তাসাম্**—তাঁদের (সমস্ত গোপীদের); **অবিরতম্**—নিরন্তর; **কৃষ্ণে**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **কুর্বতীনাম্**—করে; **সুত-ঈক্ষণম্**—মা যে দৃষ্টিতে তার সন্তানকে দর্শন করেন; **ন**—কখনই না; **পুনঃ**—পুনরায়; **কল্পতে**—কল্পনা করা যায়; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **সংসারঃ**—জন্ম-মৃত্যু বা জড় জগতের বন্ধন; **অজ্ঞান-সম্ভবঃ**—সুখী হওয়ার বাসনায় মূর্খ ব্যক্তিরা অজ্ঞানতাবশত যা অঙ্গীকার করে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মুক্তি (কৈবল্য) অথবা ব্রহ্মসাযুজ্য আদি বহু বর প্রদাতা। সেই ভগবানের প্রতি গোপীরা সর্বদা মাতৃবৎ স্নেহ অনুভব করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে তাঁদের স্তন পান করেন। তাই তাঁদের মাতা-পুত্রের সম্পর্কের

কারণে, গোপীরা নানা প্রকার পারিবারিক কার্যকলাপে ব্যস্ত থাকলেও, কখনও মনে করা উচিত নয় যে, তাঁরা তাঁদের দেহ ত্যাগের পর পুনরায় এই জগতে ফিরে আসবেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃতের সুফল এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। কৃষ্ণভাবনামৃত ক্রমশ দিব্য পদে উন্নীত করে। মানুষ কৃষ্ণকে পরম পুরুষ, পরম ঈশ্বর, পরম সখা, পরম পুত্র অথবা পরম প্রেমিক বলে মনে করতে পারেন। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এই সমস্ত দিব্য সম্পর্কের যে কোন একটিতে সম্পর্কিত হন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তাঁর সংসার-বন্ধন সমাপ্ত হয়ে গেছে। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) প্রতিপন্ন হয়েছে, *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি*—এই প্রকার ভক্তরা নিশ্চিত-ভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন। *ন পুনঃ কল্পতে রাজন্ সংসারোহজ্ঞানসম্ভবঃ*। এই শ্লোকেও দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, যাঁরা নিরন্তর কোন বিশেষ সম্পর্কের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, তাঁদের আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হবে না। এই জড় সংসারেও সেই একই রকম সম্পর্ক রয়েছে। মানুষ মনে করে, "এই আমার পুত্র", "এই আমার পত্নী", "এই আমার প্রেমিক", "এই আমার বন্ধু।" কিন্তু এই সমস্ত সম্পর্কগুলি অনিত্য এবং মায়িক। *অজ্ঞানসম্ভবঃ*—এই প্রকার চেতনা অজ্ঞান থেকে উদ্ভূত হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে যখন এই সম্বন্ধ জাগরিত হয়, তখন মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন পুনর্জাগরিত হয়, এবং তখন সে নিশ্চিতভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। গোপীরা যদিও ছিলেন মা যশোদা এবং রোহিণীর সখী, তাঁরা সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীকৃষ্ণের মা না হলেও তাঁকে তাঁরা তাঁদের স্তন পান করাতেন এবং তার ফলে তাঁরা সকলেই মা যশোদা এবং রোহিণীর মতো ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মাতা, ধাত্রী ইত্যাদি হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। *সংসার* শব্দে দেহ, গৃহ, পতি, পত্নী, সন্তান আদি বোঝায়, কিন্তু গোপী এবং অন্যান্য বৃন্দাবনবাসীদের নিজেদের পতি এবং গৃহের প্রতি সেই প্রকার স্নেহ থাকলেও তাঁদের সমস্ত আসক্তির কেন্দ্রবিন্দু ছিল শ্রীকৃষ্ণ, এবং তাই তাঁরা যে পরবর্তী জীবনে গোলোক বৃন্দাবনে উন্নীত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে চিন্ময় আনন্দে নিত্য সম্পর্কযুক্ত হবেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না। এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে দিব্য পদ প্রাপ্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সরলতম পন্থা বর্ণনা করে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—*কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার*। সমস্ত পাপকর্ম পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের পরিবারভুক্ত হওয়াই ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সরলতম পন্থা। তা হলে মানুষের মুক্তি নিশ্চিত।

শ্লোক ৪১

কটধূমস্য সৌরভ্যমবঘ্রায় ব্রজৌকসঃ ।
কিমিদং কুত এবেতি বদন্তো ব্রজমাযযুঃ ॥ ৪১ ॥

কট-ধূমস্য—পূতনার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ দহনের ফলে উৎপন্ন ধূমের; **সৌরভ্যম্**—সৌরভ; **অবঘ্রায়**—আঘ্রাণ করে; **ব্রজ-ওকসঃ**—দূরগত ব্রজবাসীগণ; **কিম্ ইদম্**—এই সৌরভ কি প্রকার; **কুতঃ**—কোথা থেকে আসছে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **ইতি**—এইভাবে; **বদন্তঃ**—বলে; **ব্রজম্**—নন্দ মহারাজের স্থান ব্রজভূমিতে; **আযযুঃ**—আগত।

অনুবাদ

পূতনার দেহ দহনের ফলে নির্গত ধূমের সৌরভ আঘ্রাণ করে দূরগত ব্রজবাসীরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এই সৌরভ আসছে কোথা থেকে?" এইভাবে বলতে বলতে তাঁরা পূতনার দেহ যেখানে দহন করা হচ্ছিল, সেখানে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মৃতদেহ দহনের সময় চিতার ধূম সাধারণত অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়। তাই এই অদ্ভুত সৌরভ আঘ্রাণ করে ব্রজবাসীরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪২

তে তত্র বর্ণিতং গোপৈঃ পূতনাগমনাদিকম্ ।
শ্রুত্বা তন্নিধনং স্বস্তি শিশোশ্চাসন্ সুবিস্মিতাঃ ॥ ৪২ ॥

তে—সেখানে আগত ব্যক্তিরা; **তত্র**—সেখানে (ব্রজে); **বর্ণিতম্**—বর্ণিত; **গোপৈঃ**—গোপগণের দ্বারা; **পূতনা-আগমন-আদিকম্**—কিভাবে পূতনা সেখানে এসে উৎপাত সৃষ্টি করেছিল সেই বিষয়ে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **তৎ-নিধনম্**—এবং কিভাবে পূতনার মৃত্যু হয়েছিল; **স্বস্তি**—মঙ্গল; **শিশোঃ**—শিশুর; **চ**—এবং; **আসন্**—নিবেদন করেছিলেন; **সুবিস্মিতাঃ**—আশ্চর্যান্বিত হয়ে।

অনুবাদ

দূরাগত ব্রজবাসীরা যখন পূতনার আগমন বৃত্তান্ত এবং কৃষ্ণ কর্তৃক তার নিহত হওয়ার বর্ণনা শ্রবণ করেছিলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে শিশুটিকে

আশীর্বাদ করেছিলেন। বসুদেব সেই ঘটনার কথা পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন বলে, নন্দ মহারাজ বসুদেবের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা অনুভব করে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৩

নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রেত্যাগতমুদারধীঃ ।
মূর্ধ্নুপাঘ্রায় পরমাং মুদং লেভে কুরূদ্বহ ॥ ৪৩ ॥

নন্দঃ—নন্দ মহারাজ; **স্ব-পুত্রম্ আদায়**—তাঁর পুত্র কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে; **প্রেত্য-আগতম্**—মৃত্যুমুখ থেকে পুনরাগত (কেউই কল্পনা করতে পারেনি যে, এই বিপদ থেকে শিশুটি রক্ষা পেতে পারে); **উদার-ধীঃ**—উদার এবং সরল; **মূর্ধ্নি**—কৃষ্ণের মস্তক; **উপাঘ্রায়**—আঘ্রাণ করে; **পরমাম্**—পরম; **মুদম্**—আনন্দ; **লেভে**—লাভ করেছিলেন; **কুরু-উদ্বহ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ! নন্দ মহারাজ ছিলেন অত্যন্ত উদার এবং সরল। তিনি মৃত্যুমুখ থেকে প্রত্যাগত তাঁর পুত্র কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করে পরম আনন্দ লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

নন্দ মহারাজ বুঝতে পারেননি কিভাবে তাঁর গৃহবাসীরা পূতনাকে গৃহে প্রবেশ করতে দিয়েছিলেন, এবং তিনি সেই পরিস্থিতির গুরুত্ব কল্পনাও করতে পারেননি। তিনি বুঝতে পারেননি যে, শ্রীকৃষ্ণ পূতনাকে বধ করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর সেই লীলা যোগমায়ার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নন্দ মহারাজ কেবল মনে করেছিলেন যে, কেউ তাঁর গৃহে প্রবেশ করে উৎপাত সৃষ্টি করেছিল। এটিই ছিল নন্দ মহারাজের সরলতা।

শ্লোক ৪৪

য এতৎ পূতনামোক্ষং কৃষ্ণস্যার্ভকমদ্ভুতম্ ।
শৃণুয়াচ্ছ্রদ্ধয়া মর্ত্যো গোবিন্দে লভতে রতিম্ ॥ ৪৪ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **এতৎ**—এই; **পূতনা-মোক্ষম্**—পূতনার মুক্তি; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **আর্ভকম্**—শৈশবলীলা; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **শৃণুয়াৎ**—শ্রবণ করেন; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে; **মর্ত্যঃ**—এই জড় জগতের যে কোন ব্যক্তি; **গোবিন্দে**—আদিপুরুষ ভগবান গোবিন্দের প্রতি; **লভতে**—লাভ করেন; **রতিম্**—আসক্তি।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে পূতনা মোক্ষণরূপ শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত শৈশবলীলা শ্রবণ করেন, তিনি আদিপুরুষ ভগবান শ্রীগোবিন্দের প্রতি পরম আসক্তি লাভ করেন।

তাৎপর্য

এই ঘটনায়, রাক্ষসী শিশুটিকে হত্যা করতে গিয়ে নিজেই নিহত হয়েছিল, তা অবশ্যই অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। তাই এই শ্লোকে অদ্ভুতম্ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিষয়ে অনেক অদ্ভুত ঘটনা আমাদের জন্য রেখে গেছেন। *লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* নামক গ্রন্থে বর্ণিত এই সমস্ত ঘটনা পাঠ করেই কেবল এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ক্রমশ আদিপুরুষ গোবিন্দের প্রতি আসক্তি এবং ভক্তি লাভ করা যায়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'পূতনা বধ' নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়

তৃণাবর্তাসুর বধ

এই অধ্যায়ে শকটভঞ্জন, তৃণাবর্তাসুর বধ এবং শ্রীকৃষ্ণের মুখগহ্বরে বিশ্বরূপ প্রদর্শন লীলা বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী যখন দেখলেন যে, মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা শ্রবণের জন্য আগ্রহভরে প্রতীক্ষা করছেন, তখন তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বলতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণের বয়স যখন মাত্র তিন মাস এবং তিনি হামাগুড়ি দিতে শুরু করার আগে উঠে বসার চেষ্টা করছেন, তখন মা যশোদা শিশুর মঙ্গলের জন্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চেয়েছিলেন। সাধারণত এই প্রকার অনুষ্ঠান শিশু-সন্তানদের জননীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। মা যশোদা যখন দেখলেন যে, কৃষ্ণ ঘুমিয়ে পড়ছেন, তখন অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে তিনি শিশুটিকে একটি শকটের নীচে রেখে অনুষ্ঠানের অন্য কাজে ব্যস্ত হয়েছিলেন। সেই শকটের নীচে একটি দোলা ছিল, এবং মা যশোদা নিদ্রিত শিশুটিকে দোলায় শয়ন করিয়েছিলেন। শিশুটি ঘুমাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ সে জেগে উঠে তার পা দুটি ঊর্ধ্বে সঞ্চালন করতে থাকেন। তাঁর পায়ের আঘাতে সেই শকটটি প্রচণ্ড শব্দ করে ভেঙ্গে পড়ে এবং তাতে যে সমস্ত বস্তু ছিল, সেগুলি সব ভেঙ্গেচুরে ছড়িয়ে পড়ে। যে সমস্ত শিশুরা নিকটে খেলা করছিল, তারা মা যশোদাকে সংবাদ দেয় যে, শকটটি ভেঙ্গে গেছে, তখন মা যশোদা অন্যান্য গোপীদের সঙ্গে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে সেখানে ছুটে আসেন। মা যশোদা তখন তাঁর সন্তানটিকে কোলে নিয়ে স্তন্যপান করাতে থাকেন। তারপর ব্রাহ্মণদের সহায়তায় নানা প্রকার বৈদিক শান্তি স্বস্ত্যয়ন অনুষ্ঠান করা হয়। শিশুটির প্রকৃত পরিচয় না জেনে ব্রাহ্মণেরা তাঁর প্রতি তাঁদের আশীর্বাদ বর্ষণ করেন।

আর একদিন মা যশোদা যখন তাঁর শিশু-সন্তানটিকে কোলে নিয়ে বসে ছিলেন, তখন হঠাৎ তাঁর মনে হয়েছিল যেন শিশুটি সারা ব্রহ্মাণ্ডের ভার ধারণ করেছেন। মা যশোদা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে শিশুটিকে ভূতলে স্থাপন করেন, এবং তখন কংসের ভৃত্য তৃণাবর্ত এক ঘূর্ণিঝড়রূপে সেখানে এসে শিশুটিকে হরণ করে নিয়ে

যায়। সমস্ত গোকুল তখন ধুলায় আচ্ছন্ন হয়। তৃণাবর্ত শিশুটিকে হরণ করে নিয়ে যাওয়ায়, তাঁর অদর্শনে গোপীরা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ক্রন্দন করতে থাকেন। এদিকে তৃণাবর্ত অসুর শিশুটিকে নিয়ে আকাশে উঠে হঠাৎ শিশুটির ভারে ভারাক্রান্ত হওয়ার দরুন আর তাঁকে বহন করতে অসমর্থ হয়ে তাঁকে ত্যাগ করতে চাইলেও তা পেরে ওঠে না, কারণ শিশুটি তাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছিলেন যে, সে শিশুটিকে তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। তৃণাবর্ত তখন অনেক উঁচু থেকে ভূতলে পতিত হয়ে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে। শিশুটি তখনও তার গলদেশে সংলগ্ন ছিলেন। এইভাবে অসুরটি ভূপতিত হলে, গোপীরা সেই শিশুটিকে দৈত্যের বক্ষঃস্থল থেকে তুলে নিয়ে মা যশোদার কোলে সমর্পণ করেন। মা যশোদা তখন বিস্ময়াভিভূত হয়েছিলেন, কিন্তু যোগমায়ার প্রভাবে কেউই বুঝতে পারেননি শ্রীকৃষ্ণ কে ছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছিল। পক্ষান্তরে, সেই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার ফলে, সকলেই সেই শিশুটির সৌভাগ্যের প্রশংসা করতে শুরু করেছিলেন। নন্দ মহারাজ অবশ্য বসুদেবের অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ করে, একজন মহাযোগী বলে তাঁর প্রশংসা করতে শুরু করেছিলেন। পরে, শিশুটি যখন মা যশোদার কোলে ছিলেন, তখন শিশুটি হাই তুলেছিলেন এবং মা যশোদা তখন তাঁর মুখগহ্বরে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ১-২

শ্রীরাজোবাচ

যেন যেনাবতারেণ ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।
করোতি কর্ণরম্যাণি মনোজ্ঞানি চ নঃ প্রভো ॥ ১ ॥
যচ্ছৃণ্বতোঽপৈত্যরতির্বিতৃষ্ণা
সত্ত্বং চ শুদ্ধ্যত্যচিরেণ পুংসঃ ।
ভক্তির্হরৌ তৎপুরুষে চ সখ্যং
তদেব হারং বদ মন্যসে চেৎ ॥ ২ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—রাজা (শুকদেব গোস্বামীর কাছে) জিজ্ঞাসা করলেন; **যেন যেন অবতারেণ**—বিভিন্ন অবতারে প্রদর্শিত লীলা; **ভগবান্**—ভগবান; **হরিঃ**—শ্রীহরি; **ঈশ্বরঃ**—ঈশ্বর; **করোতি**—প্রদর্শন করেন; **কর্ণ-রম্যাণি**—কর্ণ সুখাবহ; **মনঃ-জ্ঞানী**—মনের অত্যন্ত আকর্ষণীয়; **চ**—ও; **নঃ**—আমাদের; **প্রভো**—হে প্রভো, শুকদেব

গোস্বামী; **যৎ-শৃণ্বতঃ**—এই সমস্ত বর্ণনা যিনি কেবল শ্রবণ করেন; **অপৈতি**—দূর হয়; **অরতিঃ**—অনাকর্ষণ; **বিতৃষ্ণা**—মনের কলুষ যা কৃষ্ণভক্তির প্রতি অরুচি উৎপাদন করে; **সত্ত্বম্ চ**—চিত্ত; **শুদ্ধ্যতি**—শুদ্ধ হয়; **অচিরেণ**—অতি শীঘ্র; **পুংসঃ**—যে কোন ব্যক্তির; **ভক্তিঃ হরৌ**—ভগবানের প্রতি ভক্তি; **তৎ-পুরুষে**—বৈষ্ণবদের সঙ্গে; **চ**—ও; **সখ্যম্**—সঙ্গলাভের আকর্ষণ; **তৎ এব**—তাই কেবল; **হারম্**—ভগবানের কার্যকলাপ যা শ্রবণ করা উচিত এবং কণ্ঠহাররূপে ধারণ করা উচিত; **বদ**—দয়া করে বলুন; **মন্যসে**—যদি আপনি উপযুক্ত মনে করেন; **চেৎ**—যদি।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে প্রভো, হে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী! ভগবান তাঁর বিভিন্ন অবতারে যে সমস্ত লীলা প্রদর্শন করেছেন, তা অবশ্যই কর্ণেন্দ্রিয় এবং মনের তৃপ্তিজনক। এই সমস্ত লীলা-বিলাসের কথা শ্রবণ করার ফলেই কেবল মনের সমস্ত কলুষ তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায়। সাধারণত ভগবানের লীলা-বিলাসের কথা শ্রবণে আমাদের রুচি নেই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা এতই আকর্ষণীয় যে, আপনা থেকেই মন এবং কর্ণের আনন্দ বিধান করে। তার ফলে সংসার-বন্ধনের মূল কারণস্বরূপ জড় বিষয়ের সম্বন্ধে শ্রবণে সমস্ত আগ্রহ তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায়, এবং ক্রমশ ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হয়, ভগবানের প্রতি আসক্তির উদয় হয় এবং ভক্তের প্রতি মৈত্রী হয়। আপনি যদি উপযুক্ত মনে করেন, তা হলে দয়া করে ভগবানের সেই সমস্ত লীলা কীর্তন করুন।

তাৎপর্য

প্রেমবিবর্তে বলা হয়েছে—

কৃষ্ণ-বহির্মুখ হঞা ভোগ-বাঞ্ছা করে ।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥

আমাদের এই জড় জগৎ হচ্ছে *মায়া*, যার মধ্যে আমরা বিভিন্ন প্রকার জড় সুখ কামনা করি এবং তার ফলে আমাদের বিভিন্ন দেহে দেহান্তরিত হতে হয় (*ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া*)। *অসন্নপি ক্লেশদ আস দেহঃ*—যতক্ষণ আমাদের এই অনিত্য জড় দেহটি থাকে, তা আমাদের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক বিভিন্ন প্রকার দুঃখ প্রদান করে। এটিই হচ্ছে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ, কিন্তু দুঃখের এই মূল কারণটি আমাদের কৃষ্ণভক্তির পুনর্জাগরণের ফলে

সমূলে উৎপাটিত করা যায়। ব্যাসদেব প্রমুখ মহর্ষিরা সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র প্রদান করেছেন, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের কৃষ্ণভক্তি বিকশিত করা। এই কৃষ্ণভক্তি শুরু হয় শ্রবণ-কীর্তনের বাসনা জাগরণের ফলে। *শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১৭)। *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণের সুযোগ প্রদান করা। শ্রীকৃষ্ণের বহু অবতার রয়েছে, এবং সমস্ত অবতারই অদ্ভুত যার ফলে সেগুলি আমাদের ঔৎসুক্য জাগরিত করে, কিন্তু মৎস্য, কূর্ম, বরাহ আদি অবতারেরা শ্রীকৃষ্ণের মতো আকর্ষণীয় নন। কিন্তু কৃষ্ণকথা শ্রবণে আমাদের আসক্তি না থাকার ফলে, তা আমাদের দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ হয়।

কিন্তু পরীক্ষিৎ মহারাজ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, শিশু-কৃষ্ণের অদ্ভুত সমস্ত লীলা, যা মা যশোদা এবং অন্যান্য ব্রজবাসীদের বিস্মিত করেছিল, তা বিশেষ আকর্ষণীয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শৈশব-লীলার শুরুতেই পূতনা, তৃণাবর্ত এবং শকটাসুরকে বধ করেছিলেন এবং তাঁর মুখগহ্বরে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন করেছিলেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের একের পর এক লীলা মা যশোদা এবং অন্যান্য ব্রজবাসীদের মহাবিস্ময়ে অভিভূত করেছিলেন। কৃষ্ণভক্তির পুনর্জাগরণের পন্থা হচ্ছে *আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গঃ* (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/৪/১৫)। শ্রীকৃষ্ণের লীলা যথাযথভাবে ভক্তদের কাছ থেকে শ্রবণ করা যায়। বৈষ্ণবদের কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করার দ্বারা যদি একটু কৃষ্ণভক্তিও বিকশিত হয়, তা হলে তিনি ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবদের প্রতি আসক্ত হন। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা শ্রবণ করতে বলেছেন, যা মৎস্য, কূর্ম, বরাহ আদি অন্যান্য অবতারদের লীলা থেকে অধিক আকর্ষণীয়। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছে অধিকতর লীলা-বিলাসের কথা শুনতে চেয়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ অনুরোধ করেছেন যে, তিনি যেন শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণনা করতে থাকেন, যা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর এবং ঔৎসুক্য বর্ধনকারী।

শ্লোক ৩

অথান্যদপি কৃষ্ণস্য তোকাচরিতমদ্ভুতম্ ।
মানুষং লোকমাসাদ্য তজ্জাতিমনুরুন্ধতঃ ॥ ৩ ॥

অথ—ও; **অন্যৎ অপি**—অন্যান্য লীলাও; **কৃষ্ণস্য**—বালকৃষ্ণের; **তোক-আচরিতম্ অদ্ভুতম্**—সেগুলিও অদ্ভুত বাল্যলীলা; **মানুষম্**—নরশিশু সদৃশ; **লোকম্ আসাদ্য**—

এই পৃথিবীতে মানব-সমাজে অবতরণ করে; **তৎ-জাতিম্**—ঠিক একটি মানব-শিশুর মতো; **অনুরুন্ধতঃ**—অনুকরণকারী।

অনুবাদ

এই পৃথিবীতে অবতরণপূর্বক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরশিশুর অনুকরণ করে পূতনা-বধ আদি যে সমস্ত অদ্ভুত লীলা-বিলাস করেছিলেন, তাঁর সেই সমস্ত লীলা দয়া করে বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীর কাছে অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন নরশিশুর মতো আচরণকারী শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণনা করেন। ভগবান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকে এবং ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ করেন এবং সেই স্থানের প্রকৃতি অনুসারে তাঁর অনন্ত শক্তি প্রদর্শন করেন। মায়ের কোলের শিশু যে ভয়ঙ্কর পূতনা রাক্ষসীকে বধ করতে পারে, তা এই মর্ত্যলোকবাসীদের কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত কার্য, কিন্তু অন্যান্য গ্রহলোকের অধিবাসীরা আরও উন্নত, এবং তাই সেখানে ভগবান যে সমস্ত লীলা-বিলাস করেন, তা আরও আশ্চর্যজনক। এই লোকে নররূপে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব আমাদের স্বর্গলোকের দেবতাদের থেকেও অধিক ভাগ্যশালী করে তোলে, এবং তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর বিষয়ে শোনার জন্য অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন।

শ্লোক ৪

শ্রীশুক উবাচ

কদাচিদৌত্থানিককৌতুকাপ্লবে
জন্মর্ক্ষযোগে সমবেতযোষিতাম্ ।
বাদিত্রগীতদ্বিজমন্ত্রবাচকৈ-
শ্চকার সূনোরভিষেচনং সতী ॥ ৪ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—(মহারাজ পরীক্ষিতের অনুরোধে) শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলতে লাগলেন; **কদাচিৎ**—তখন (শ্রীকৃষ্ণের বয়স যখন তিন মাস); **ঔত্থানিক-কৌতুক-আপ্লবে**—শ্রীকৃষ্ণের বয়স যখন তিন-চার মাস ছিল এবং তাঁর শরীর ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছিল, তখন তিনি পাশ ফেরার চেষ্টা করতেন, এবং সেই উপলক্ষ্যে তাঁর অভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল; **জন্ম-ঋক্ষ-যোগে**—তখন চন্দ্র এবং রোহিণী নক্ষত্রের

যোগ হয়েছিল; **সমবেত-যোষিতাম্**—সমবেত পুরস্ত্রীদের নিয়ে (সেই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল); **বাদিত্র-গীত**—বিভিন্ন প্রকার বাদ্য এবং সঙ্গীত; **দ্বিজ-মন্ত্র-বাচকৈঃ**—যোগ্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা উচ্চারিত বৈদিক মন্ত্র সহকারে; **চকার**—সম্পাদন করেছিলেন; **সূনোঃ**—তাঁর পুত্রের; **অভিষেচনম্**—অভিষেক; **সতী**—মা যশোদা।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—শিশুর তির্যকভাবে শয়ন করার চেষ্টাকে উত্থান বলা হয়। সেই সময় শিশু প্রথম গৃহ থেকে নির্গত হয়। এই উপলক্ষ্যে শিশুকে অভিষেক সহকারে এক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের তিন মাস পূর্ণ হলে, মা যশোদা প্রতিবেশী রমণীদের নিয়ে এই অনুষ্ঠান সম্পাদন করেছিলেন। সেই দিন চন্দ্র এবং রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হয়েছিল। ব্রাহ্মণেরা বৈদিক মন্ত্র পাঠ করেছিলেন এবং গায়কেরা বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক সমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং পিতা-মাতার পক্ষে সন্তানের বোঝাস্বরূপ হওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। এই প্রকার সমাজ এতই সুন্দরভাবে ব্যবস্থিত, এবং এই সমাজের মানুষেরা আধ্যাত্মিক চেতনায় এতই উন্নত যে, শিশুর জন্মকে কখনই বোঝা বা উৎপাত বলে মনে করা হয় না। শিশু যত বড় হতে থাকে তাঁর পিতা-মাতারা ততই আনন্দিত হন, এবং শিশু যখন পাশ ফেরার চেষ্টা করে সেটিও পিতা-মাতার কাছে এক মহা আনন্দের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সন্তানের জন্মের পূর্বেই, মাতা যখন গর্ভবতী হন, তখনই অনেক বৈদিক অনুষ্ঠান সম্পাদন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন, গর্ভের তিন মাস এবং সাত মাসের সময় মাতা প্রতিবেশীদের শিশুদের সঙ্গে ভোজন করে এক অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন। এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় *স্বাদ-ভক্ষণ*। তেমনই, শিশুর জন্মের পূর্বে *গর্ভাধান* সংস্কার হয়। বৈদিক সভ্যতায় সন্তানের জন্ম অথবা গর্ভধারণ কখনই একটি বোঝা বলে মনে করা হয় না; পক্ষান্তরে তা এক মহা আনন্দের কারণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু আধুনিক যুগের মানুষেরা গর্ভধারণ অথবা শিশুর জন্ম পছন্দ করে না। অনেক শিশুদের হত্যা করা হয়। কলিযুগের আগমনের ফলে মানব-সমাজ যে কত অধঃপতিত হয়েছে, তা আমরা বিবেচনা করতে পারি। আধুনিক যুগের মানুষেরা যদিও নিজেদের সভ্য বলে দাবি করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা মানব-সভ্যতা নয়। তা কেবল দ্বিপদবিশিষ্ট পশুদের সমাবেশ।

শ্লোক ৫

**নন্দস্য পত্নী কৃতমজ্জনাদিকং
বিপ্রৈঃ কৃতস্বস্ত্যয়নং সুপূজিতৈঃ ।
অন্নাদ্যবাসঃস্রগভীষ্টধেনুভিঃ
সঞ্জাতনিদ্রাক্ষমশীশয়চ্ছনৈঃ ॥ ৫ ॥**

নন্দস্য—নন্দ মহারাজের; **পত্নী**—পত্নী (মা যশোদা); **কৃত-মজ্জন-আদিকম্**—তিনি এবং গৃহের অন্যান্য সদস্যরা স্নান করে শিশুটিকেও স্নান করিয়েছিলেন; **বিপ্রৈঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **কৃত-স্বস্ত্যয়নম্**—তাঁদের দিয়ে শুভ বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়ে; **সু-পূজিতৈঃ**—যথাযথভাবে শ্রদ্ধা সহকারে যাঁদের স্বাগত জানানো হয়েছিল এবং পূজা করা হয়েছিল; **অন্ন-আদ্য**—তাঁদের পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য প্রদান করে; **বাসঃ**—বসন; **স্রক্-অভীষ্ট-ধেনুভিঃ**—ফুলের মালা এবং অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় গাভী দান করে; **সঞ্জাত-নিদ্রা**—নিদ্রাবিষ্ট করে; **অক্ষম্**—যাঁর চক্ষু; **অশীশয়ৎ**—শিশুটিকে শয়ন করিয়েছিলেন; **শনৈঃ**—কিছুকালের জন্য।

অনুবাদ

শিশুটির অভিষেক উৎসব সম্পাদন হলে মা যশোদা ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট খাদ্যশস্য এবং আহার্য প্রদানপূর্বক বস্ত্র, ধেনু এবং মালা দান করে শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করেছিলেন। ব্রাহ্মণেরা সেই শুভ অনুষ্ঠানে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করেছিলেন, এবং তাঁদের মন্ত্র পাঠ শেষ হলে মা যশোদা যখন দেখলেন যে, শিশুটির ঘুম পেয়েছে, তখন তিনি তাঁকে ধীরে ধীরে শয্যায় শয়ন করিয়েছিলেন, যাতে সে সুখে নিদ্রা যেতে পারে।

তাৎপর্য

স্নেহময়ী মাতা অতি যত্ন সহকারে তাঁর শিশুর পরিচর্যা করেন এবং ক্ষণিকের জন্যও যাতে তার কোন অসুবিধা না হয়, সেই জন্য সর্বদা উৎকণ্ঠিত থাকেন। শিশু যতক্ষণ মায়ের সঙ্গে থাকতে চায়, মা তার সঙ্গে থাকেন এবং তার ফলে সে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। মা যশোদা দেখেছিলেন যে, শিশুটির ঘুম পেয়েছে এবং তাঁকে ঘুম পাড়াবার জন্য তিনিও তাঁর সঙ্গে বিছানায় শুয়ে ছিলেন এবং শিশুটি শান্তিতে নিদ্রা গেলে, তিনি গৃহস্থালির অন্যান্য কাজ করার জন্য সেখান থেকে উঠে পড়েছিলেন।

শ্লোক ৬

ঔত্থানিকৌৎসুক্যমনা মনস্বিনী
সমাগতান্ পূজয়তী ব্রজৌকসঃ।
নৈবাশৃণোদ্ বৈ রুদিতং সুতস্য সা
রুদন্ স্তনার্থী চরণাবুদক্ষিপৎ ॥ ৬ ॥

ঔত্থানিক-ঔৎসুক্য-মনাঃ—কৃষ্ণের ঔত্থানিক উৎসব উদ্‌যাপনে মা যশোদা অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন; **মনস্বিনী**—প্রয়োজন অনুসারে অন্ন, বস্ত্র, অলঙ্কার এবং গাভী দানে অত্যন্ত উদার; **সমাগতান্**—সমবেত অতিথিদের; **পূজয়তী**—তাঁদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য; **ব্রজ-ওকসঃ**—ব্রজবাসীদের; **ন**—না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অশৃণোৎ**—শুনেছিলেন; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **রুদিতম্**—ক্রন্দন; **সুতস্য**—তাঁর পুত্রের; **সা**—মা যশোদা; **রুদন্**—ক্রন্দন করে; **স্তন-অর্থী**—মায়ের স্তনদুগ্ধ পানাকাঙ্ক্ষী কৃষ্ণ; **চরণৌ উদক্ষিপৎ**—ক্রোধে তাঁর দুই পা ইতস্তত নিক্ষেপ করেছিলেন।

অনুবাদ

উদার হৃদয়া মা যশোদা উত্থান উৎসব অনুষ্ঠানে মগ্ন হয়ে অতিথিদের বস্ত্র, গাভী, মালা, শস্য ইত্যাদি দান করে তাঁদের সম্মানকার্যে ব্যস্ত ছিলেন। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের ক্রন্দনের শব্দ শুনতে পাননি। তখন শিশু-কৃষ্ণ তাঁর মায়ের স্তন পান করার জন্য ক্রন্দন করতে করতে তাঁর চরণযুগল ক্রোধে ঊর্ধ্বদিকে নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণকে একটি শকটের নীচে রাখা হয়েছিল, কিন্তু সেই শকটটি প্রকৃতপক্ষে ছিল শকটাসুরের একটি রূপ, যে কৃষ্ণকে বধ করার জন্য সেখানে এসেছিল। কৃষ্ণ তাঁর মায়ের স্তন্যপান করার অছিলায় এই অসুরটিকে বধ করার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শকটাসুরের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করার জন্য তাকে পদাঘাত করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মাতা যদিও অতিথিদের স্বাগত জানাতে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ শকটাসুরকে বধ করে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন এবং তাই তিনি শকটরূপী সেই অসুরটিকে পদাঘাত করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলা এমনই। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন, এবং তা করতে গিয়ে তিনি এমন এক দারুণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলেন, যা সাধারণ

মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। এই সমস্ত বর্ণনা অপূর্ব আনন্দময়, এবং যাঁরা ভাগ্যবান, তাঁরা ভগবানের এই অসাধারণ কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করে বিস্ময়ে অভিভূত হন। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা এই সমস্ত বর্ণনাকে রূপকথা বলে মনে করে, কারণ তাদের স্থূল মস্তিষ্ক বুঝতে পারে না যে, এগুলি হচ্ছে বাস্তব সত্য। এই সমস্ত বর্ণনা প্রকৃতপক্ষে এতই আনন্দময় এবং জ্ঞানময় যে, মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং শুকদেব গোস্বামী তা আস্বাদন করেছিলেন, এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অন্যান্য মুক্ত পুরুষেরা ভগবানের অতি অদ্ভুত কার্যকলাপ সম্বন্ধে শ্রবণ করে পূর্ণ আনন্দে মগ্ন হন।

শ্লোক ৭

অধঃশয়ানস্য শিশোরনোঽল্পক-
প্রবালমৃদ্বঙ্ঘ্রিহতং ব্যবর্তত ।
বিধ্বস্তনানারসকুপ্যভাজনং
ব্যত্যস্তচক্রাক্ষবিভিন্নকূবরম্ ॥ ৭ ॥

অধঃ-শয়ানস্য—শকটের নিম্নদেশে শায়িত; **শিশোঃ**—শিশুর; **অনঃ**—শকট; **অল্পক**—ক্ষুদ্র; **প্রবাল**—পল্লব সদৃশ; **মৃদু-অঙ্ঘ্রি-হতম্**—তাঁর সুন্দর কোমল চরণের আঘাতে; **ব্যবর্তত**—উল্টে পড়ে গিয়েছিল; **বিধ্বস্ত**—বিক্ষিপ্ত; **নানা-রস-কুপ্য-ভাজনম্**—বিভিন্ন ধাতুনির্মিত বাসনপত্র; **ব্যত্যস্ত**—বিক্ষিপ্ত; **চক্র-অক্ষ**—দুটি চাকা এবং অক্ষ; **বিভিন্ন**—ভেঙে গেল; **কূবরম্**—শকটের জোয়াল।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ একটি শকটের নীচে শায়িত ছিলেন, এবং তাঁর পা দুটি যদিও ছিল পল্লবের মতো কোমল, তবুও তাঁর পায়ের আঘাতে শকটটি প্রচণ্ড শব্দে উল্টে গিয়ে ভেঙ্গে গেল। তার চাকা দুটি অক্ষ থেকে বিপর্যস্ত হল, জোয়াল ভগ্ন হল এবং বিভিন্ন ধাতু নির্মিত সমস্ত বাসনপত্র শকট থেকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের টীকায় লিখেছেন—শিশু কৃষ্ণের হাত এবং পা নববিকশিত পল্লবের মতো কোমল ছিল, তবুও কেবল তাঁর পায়ের স্পর্শে

শকটটি বিধ্বস্ত হয়েছিল। তাঁর পক্ষে এইভাবে কার্য করা সম্ভব এবং তা করতে তাঁর কোন পরিশ্রম হয় না। ভগবান তাঁর বামন অবতারে তাঁর চরণ এতদূর বর্ধিত করেছিলেন যে, তা ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করেছিল, এবং বিশাল দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে বধ করার জন্য তাঁকে বিশেষ নরসিংহরূপ ধারণ করতে হয়েছিল। কিন্তু কৃষ্ণ অবতারে তিনি এইভাবে শ্রম প্রদর্শন করেননি। তাই *কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*—শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। অন্যান্য অবতারে ভগবানকে স্থান এবং কাল অনুসারে কিছু শক্তি ব্যয় করতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর এই কৃষ্ণরূপে তিনি অসীম শক্তি প্রদর্শন করেছেন। এইভাবে শকটের গ্রন্থিগুলি ভেঙে গিয়েছিল, শকটটি বিধ্বস্ত হয়েছিল, এবং শকটের মধ্যস্থ সমস্ত ধাতুপাত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

*বৈষ্ণবতোষণী*তে মন্তব্য করা হয়েছে যে, যদিও শকটটি শিশুটির থেকে উঁচু ছিল, তবুও শিশুটি তাঁর পায়ের দ্বারা শকটের চাকা অনায়াসে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন, এবং সেই অসুরটিকে ভূমিতে নিপতিত করার জন্য তাই যথেষ্ট ছিল। ভগবান একই সঙ্গে অসুরটিকে মাটিতে ফেলেছিলেন এবং শকটটি ভেঙ্গে ফেলেছিলেন।

শ্লোক ৮

দৃষ্ট্বা যশোদাপ্রমুখা ব্রজস্ত্রিয়
ঔত্থানিকে কর্মণি যাঃ সমাগতাঃ ।
নন্দাদয়শ্চাদ্ভুতদর্শনাকুলাঃ
কথং স্বয়ং বৈ শকটং বিপর্যগাৎ ॥ ৮ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **যশোদা-প্রমুখাঃ**—মা যশোদা প্রভৃতি; **ব্রজ-স্ত্রিয়ঃ**—সমস্ত ব্রজরমণীগণ; **ঔত্থানিকে কর্মণি**—উত্থান উৎসবে; **যাঃ**—যাঁরা; **সমাগতাঃ**—সেখানে সমবেত হয়েছিলেন; **নন্দ-আদয়ঃ চ**—এবং নন্দ মহারাজ প্রমুখ সমস্ত পুরুষেরা; **অদ্ভুত-দর্শন**—(বাসনপত্রে পূর্ণ গাড়িটি শিশুটির উপর ভেঙ্গে পড়লেও শিশুটি সম্পূর্ণরূপে অক্ষত রয়েছে) সেই অদ্ভুত কর্ম দর্শন করে; **আকুলাঃ**—কিভাবে সম্ভব হয়েছে তা ভেবে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে; **কথম্**—কিভাবে; **স্বয়ম্**—আপনা থেকেই; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **শকটম্**—শকট; **বিপর্যগাৎ**—বিপর্যস্ত হয়েছে।

অনুবাদ

মা যশোদা এবং ঔত্থানিক উৎসবে সমাগত ব্রজনারীরা, এবং নন্দ মহারাজ প্রমুখ ব্রজবাসীরা যখন সেই অদ্ভুত কর্ম দর্শন করেছিলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলেন—সেই শকটটি কিভাবে আপনা থেকেই ভেঙ্গে গেল। তাঁরা ইতস্তত তার কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেও তা খুঁজে পেলেন না।

শ্লোক ৯

উচুরব্যবসিতমতীন্ গোপান্ গোপীশ্চ বালকাঃ ।
রুদতানেন পাদেন ক্ষিপ্তমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥

উচুঃ—বলেছিলেন; **অব্যবসিত-মতীন্**—বর্তমান পরিস্থিতিতে যাঁরা বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছিলেন; **গোপান্**—গোপদের; **গোপীঃ চ**—এবং গোপীদের; **বালকাঃ**—বালকেরা; **রুদতা অনেন**—শিশুটি রোদন করতে শুরু করা মাত্রই; **পাদেন**—এক পায়ের দ্বারা; **ক্ষিপ্তম্ এতৎ**—এই শকটটি ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করেছে এবং তা তৎক্ষণাৎ পড়ে গিয়ে বিধ্বস্ত হয়েছে; **ন সংশয়ঃ**—সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

অনুবাদ

কিভাবে তা ঘটেছে সেই সম্বন্ধে সমবেত গোপ এবং গোপীরা চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এটি কি কোন দৈত্য বা দুষ্ট গ্রহের কর্ম?" তখন সেখানে উপস্থিত শিশুরা বলেছিল যে, শিশু-কৃষ্ণই ক্রন্দন করতে শুরু করে শকটের চাকায় পদাঘাত করেছিল এবং তার ফলে শকটটি ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত হয়ে বিধ্বস্ত হয়েছে। সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

তাৎপর্য

আমরা শুনেছি যে, প্রেতাত্মা মানুষকে ভর করে। প্রেতাত্মার স্থূল জড় দেহ না থাকার ফলে, তারা স্থূল জড় দেহের আশ্রয়ের অন্বেষণ করে এবং তা ভর করে। শকটাসুর ছিল একটি প্রেতাত্মা যে শকটটিকে আশ্রয় করেছিল এবং কৃষ্ণের অনিষ্ট করার সুযোগের অপেক্ষা করছিল। কৃষ্ণ যখন তাঁর ক্ষুদ্র এবং অত্যন্ত কোমল পদের আঘাতে শকটটিকে বিধ্বস্ত করেন, তখন সেই প্রেতাত্মাটি ভূপতিত হয়েছিল এবং তার আশ্রয় ভগ্ন হয়েছিল, যে কথা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণের পক্ষে

তা সম্ভব, কারণ তিনি পূর্ণ শক্তিমান। সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩২) প্রতিপন্ন হয়েছে—

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি ।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

কৃষ্ণের দেহ *সচ্চিদানন্দময়* বা *আনন্দচিন্ময় রসবিগ্রহ*। অর্থাৎ তাঁর আনন্দ চিন্ময় দেহের যে কোন অঙ্গ অন্য যে কোন অঙ্গের কার্য সম্পাদন করতে পারে। ভগবানের এমনই অচিন্ত্য শক্তি। ভগবানকে এই শক্তি সংগ্রহ করতে হয় না। তাঁর এই শক্তি আপনা থেকেই রয়েছে। তাই শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুদ্র পদের আঘাতে তাঁর সমস্ত উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছিল। শকটটি যখন ভগ্ন হয়, তখন একটি সাধারণ শিশু নানাভাবে আহত হতে পারত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান, তাই তিনি শকটটি বিধ্বস্ত করার আনন্দ উপভোগ করেছিলেন অথচ তাঁর গায়ে কোন আঘাত লাগেনি। সব কিছুই সম্পাদিত হয়েছিল তাঁর *আনন্দচিন্ময়রসের* দ্বারা। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ উপভোগ করেন।

নিকটস্থ শিশুরা দেখেছিল যে, কৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে শকটের চক্রে পদাঘাত করেছিলেন এবং তার ফলে সেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। যোগমায়ার আয়োজনে সমস্ত গোপী এবং গোপেরা মনে করেছিলেন যে, কোন দুষ্ট গ্রহের প্রভাবে অথবা প্রেতাত্মার প্রভাবে সেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই ঘটেছিল শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা এবং তিনি তাঁর আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপের আনন্দ উপভোগ করেন, তারাও *আনন্দচিন্ময়রসের* স্তরে রয়েছেন। তাঁরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত। কেউ যখন কৃষ্ণকথা শ্রবণের অভ্যাস করেন, তখন তিনি নিশ্চিতভাবে এই জড়-জাগতিক স্তর অতিক্রম করেন, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে*)। চিন্ময় স্তরে উন্নীত না হলে, শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লীলা-বিলাসের আনন্দ উপভোগ করা যায় না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় লীলা শ্রবণে যুক্ত, তাঁরা জড়-জাগতিক স্তরে থাকেন না। তাঁরা চিন্ময় স্তরে অবস্থিত।

শ্লোক ১০

ন তে শ্রদ্দধিরে গোপা বালভাষিতমিত্যুত ।
অপ্রমেয়ং বলং তস্য বালকস্য ন তে বিদুঃ ॥ ১০ ॥

ন—না; **তে**—গোপ এবং গোপীরা; **শ্রদ্দধিরে**—(সেই উক্তিতে) বিশ্বাস করেছিলেন; **গোপাঃ**—গোপ এবং গোপীরা; **বাল-ভাষিতম্**—শিশুদের উক্তি; **ইতি উত**—এইভাবে বলে; **অপ্রমেয়ম্**—অনন্ত, অচিন্ত্য; **বলম্**—শক্তি; **তস্য বালকস্য**—সেই ছোট্ট শিশু কৃষ্ণের; **ন**—না; **তে**—গোপ এবং গোপীগণ; **বিদুঃ**—অবগত ছিলেন।

অনুবাদ

সেখানে সমবেত গোপ এবং গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না, তাই তাঁরা বিশ্বাস করতে পারেননি যে, শিশু-কৃষ্ণের এই প্রকার অচিন্ত্য শক্তি রয়েছে। তাঁরা বালকদের উক্তি বিশ্বাস করতে পারলেন না, এবং তাই সেটি বালকদের উক্তি বলে তাঁরা তা অবজ্ঞা করেছিলেন।

শ্লোক ১১

রুদন্তং সুতমাদায় যশোদা গ্রহশঙ্কিতা ।
কৃতস্বস্ত্যয়নং বিপ্রৈঃ সূক্তৈঃ স্তনমপায়য়ৎ ॥ ১১ ॥

রুদন্তম্—ক্রন্দনশীল; **সুতম্**—পুত্রকে; **আদায়**—কোলে তুলে নিয়ে; **যশোদা**—মা যশোদা; **গ্রহ-শঙ্কিতা**—কোন দুষ্ট গ্রহ আক্রমণ করেছে বলে ভীত হয়ে; **কৃত-স্বস্ত্যয়নম্**—তৎক্ষণাৎ মাঙ্গলিক কার্য অনুষ্ঠান করেছিলেন; **বিপ্রৈঃ**—ব্রাহ্মণদের ডেকে এনে; **সূক্তৈঃ**—বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা; **স্তনম্**—তাঁর স্তন; **অপায়য়ৎ**—পান করিয়েছিলেন।

অনুবাদ

কোন দুষ্ট গ্রহ কৃষ্ণকে আক্রমণ করেছে বলে মনে করে, মা যশোদা ক্রন্দনরত শিশুটিকে তাঁর কোলে তুলে নিয়েছিলেন এবং তাঁকে তাঁর স্তন্যপান করিয়েছিলেন। তারপর তিনি অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের ডেকে এনে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা স্বস্ত্যয়ন কর্ম সম্পাদন করিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যখনই কোন বিপদ দেখা দেয় অথবা অশুভ ঘটনা ঘটে, তখন বৈদিক সভ্যতার প্রথা হচ্ছে তার প্রতিকারের জন্য যোগ্য ব্রাহ্মণদের দিয়ে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করা। মা যশোদা তা করেছিলেন এবং তাঁর শিশুটিকে স্তন্যপান করিয়েছিলেন।

শ্লোক ১২

পূর্ববৎ স্থাপিতং গোপৈর্বলিভিঃ সপরিচ্ছদম্ ।
বিপ্রা হুত্বার্চয়াঞ্চক্রুর্দধ্যক্ষতকুশাম্বুভিঃ ॥ ১২ ॥

পূর্ব-বৎ—শকটটি পূর্বে যেভাবে ছিল; **স্থাপিতম্**—বাসনপত্র সহ পুনরায় স্থাপন করে; **গোপৈঃ**—গোপদের দ্বারা; **বলিভিঃ**—বলবান ব্যক্তিরা, যাঁরা অনায়াসে শকটটিকে মেরামত করতে পারত; **স-পরিচ্ছদম্**—তাতে যে সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম ছিল; **বিপ্রাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **হুত্বা**—হোমক্রিয়া সম্পাদন করে; **অর্চয়াম্ চক্রুঃ**—পূজা করেছিলেন; **দধি**—দধির দ্বারা; **অক্ষত**—ধান; **কুশ**—কুশ; **অম্বুভিঃ**—জলের দ্বারা।

অনুবাদ

তারপর বলবান গোপেরা বাসনপত্র এবং সাজ-সরঞ্জাম সহ সেই শকটটি পূর্বের মতো স্থাপন করলে, ব্রাহ্মণেরা গ্রহশান্তির জন্য প্রথমে হোমক্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন, এবং তারপর ধান, কুশ, জল এবং দধির দ্বারা ভগবানের পূজা করেছিলেন।

তাৎপর্য

শকটটি ভারী বাসনপত্র এবং অন্যান্য উপকরণে বোঝাই করা ছিল, তাই শকটটি পূর্ববৎ স্থাপন করার জন্য অত্যন্ত বলবান ব্যক্তিদের প্রয়োজন হয়েছিল, কিন্তু গোপেরা তা অনায়াসে সম্পাদন করেছিলেন। তারপর গোপজাতির প্রথা অনুসারে, সঙ্কটময় স্থিতির নিরাকরণের জন্য বিভিন্ন বৈদিক অনুষ্ঠান সম্পাদন করা হয়েছিল।

শ্লোক ১৩-১৫

যেঽসূয়ানৃতদম্ভের্ষাহিংসামানবিবর্জিতাঃ ।
ন তেষাং সত্যশীলানামাশিষো বিফলাঃ কৃতাঃ ॥ ১৩ ॥
ইতি বালকমাদায় সামর্গ্যজুরুপাকৃতৈঃ ।
জলৈঃ পবিত্রৌষধিভিরভিষিচ্য দ্বিজোত্তমৈঃ ॥ ১৪ ॥
বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং নন্দগোপঃ সমাহিতঃ ।
হুত্বা চাগ্নিং দ্বিজাতিভ্যঃ প্রাদাদন্নং মহাগুণম্ ॥ ১৫ ॥

যে—যে সমস্ত ব্রাহ্মণেরা; **অসূয়া**—অসূয়া; **অনৃত**—অসত্য; **দম্ভ**—দম্ভ; **ঈর্ষা**—ঈর্ষা; **হিংসা**—অন্যের ঐশ্বর্য দর্শনে বিচলিত হওয়া; **মান**—অভিমান; **বিবর্জিতাঃ**—রহিত; **ন**—না; **তেষাম্**—এই প্রকার ব্রাহ্মণদের; **সত্য-শীলানাম্**—(সত্য, শম, দম ইত্যাদি) ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী সমন্বিত; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **বিফলাঃ**—নিষ্ফল; **কৃতাঃ**—হয়েছে; **ইতি**—এই সব কিছু বিবেচনা করে; **বালকম্**—শিশু; **আদায়**—সম্পাদন করে; **সাম**—সামবেদ অনুসারে; **ঋক্**—ঋগ্‌বেদ অনুসারে; **যজুঃ**—এবং যজুর্বেদ অনুসারে; **উপাকৃতৈঃ**—এই সমস্ত উপায়ের দ্বারা পবিত্র করে; **জলৈঃ**—জলের দ্বারা; **পবিত্র-ঔষধিভিঃ**—পুণ্য ওষধিযুক্ত; **অভিষিচ্য**—(শিশুটিকে) স্নান করিয়ে; **দ্বিজ-উত্তমৈঃ**—উপরোক্ত গুণযুক্ত উত্তম ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **বাচয়িত্বা**—পাঠ করতে অনুরোধ করে; **স্বস্তি-অয়নম্**—মঙ্গলজনক মন্ত্র; **নন্দ-গোপঃ**—গোপরাজ নন্দ; **সমাহিতঃ**—উদার এবং উত্তম; **হুত্বা**—আহুতি প্রদান করে; **চ**—ও; **অগ্নিম্**—পবিত্র অগ্নিতে; **দ্বিজাতিভ্যঃ**—সেই সমস্ত উত্তম ব্রাহ্মণদের; **প্রাদাৎ**—দান করেছিলেন; **অন্নম্**—অন্ন; **মহা-গুণম্**—অতি উৎকৃষ্ট।

অনুবাদ

যে সমস্ত ব্রাহ্মণ অসূয়া, অসত্য, দম্ভ, ঈর্ষা, হিংসা, অভিমান প্রভৃতি দোষরহিত, তাঁদের আশীর্বাদ কখনও নিষ্ফল হয় না। সেই কথা বিবেচনা করে নন্দ মহারাজ স্থির চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর কোলে নিয়ে এই প্রকার সত্যশীল ব্রাহ্মণদের সামবেদ, ঋগ্‌বেদ এবং যজুর্বেদের মন্ত্র অনুসারে পবিত্র কর্ম অনুষ্ঠান করার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তারপর সেই সমস্ত মন্ত্র পাঠের পর তিনি পুণ্য ওষধিযুক্ত জলে শিশুটিকে স্নান করিয়েছিলেন, এবং তারপর হোমক্রিয়া সম্পাদন করে তিনি ব্রাহ্মণদের অতি উত্তম আহার্য ভোজন করিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

নন্দ মহারাজ ব্রাহ্মণদের যোগ্যতা এবং তাঁদের আশীর্বাদের ফল পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। তিনি স্থির নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, উত্তম ব্রাহ্মণেরা যদি তাঁদের আশীর্বাদ প্রদান করেন, তা হলে বালকৃষ্ণ সুখী হবেন। যোগ্য ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদ কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই নয়, সকলকেই সুখ এবং শান্তি প্রদান করতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাই তাঁর কারও আশীর্বাদের প্রয়োজন হয় না, তবুও নন্দ মহারাজ মনে করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদের প্রয়োজন ছিল। অতএব অন্যদের আর কি কথা? তাই মানব-সমাজে আদর্শ ব্রাহ্মণ বর্ণের

প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত আবশ্যক। ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের আশীর্বাদ প্রদান করতে পারেন, যার ফলে সকলেই সুখী হবে। শ্রীকৃষ্ণ তাই *ভগবদ্‌গীতায়* (৪/১৩) বলেছেন যে, মানব-সমাজে চারটি বর্ণের অবশ্য প্রয়োজন (*চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*); এমন নয় যে, সকলেই শূদ্র হলে অথবা বৈশ্য হলে মানব-সমাজের উন্নতি হবে। *ভগবদ্‌গীতার* নির্দেশ অনুসারে সত্য, শম, দম, তিতিক্ষা আদি গুণ সমন্বিত ব্রাহ্মণ বর্ণের প্রয়োজন অপরিহার্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে, এখানেও নন্দ মহারাজ যোগ্য ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করেছেন। এক প্রকার জাতি ব্রাহ্মণও রয়েছে, এবং তাদের আমরা সম্মান করি, কিন্তু ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হলেই মানব-সমাজের অন্যান্য বর্ণের মানুষদের আশীর্বাদ করার যোগ্যতা লাভ করা যায় না। এটিই বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ। কলিযুগে জাত-ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণ বলে মনে করা হয়। *বিপ্রত্বে সূত্রমেব হি* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১২/২/৩)—কলিযুগে কেবল দুই পয়সার সূতো গলায় জড়িয়ে মানুষ ব্রাহ্মণ হয়। নন্দ মহারাজ এই প্রকার ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করেননি। সেই সম্বন্ধে নারদ মুনি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/১১/৩৫) বলেছেন—*যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তম্*। ব্রাহ্মণদের লক্ষণ শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং সেই লক্ষণ অনুসারে যোগ্যতা অর্জন করা অবশ্য কর্তব্য।

যে সমস্ত ব্রাহ্মণ নির্মৎসর, নিরহঙ্কার, দম্ভরহিত এবং সত্যশীল, তাঁদের আশীর্বাদই সফল হয়। তাই জীবনের শুরু থেকেই এক শ্রেণীর মানুষকে ব্রাহ্মণ হওয়ার শিক্ষা দেওয়া উচিত। *ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বসন্দান্তো গুরোর্হিতম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/১২/১)। *দান্তঃ* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *দান্তঃ* শব্দটির অর্থ নির্মৎসর, অবিচলিত অথবা দম্ভরহিত। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা সমাজে এই প্রকার ব্রাহ্মণ তৈরি করার চেষ্টা করছি। চরমে ব্রাহ্মণদের বৈষ্ণব হওয়া কর্তব্য, এবং কেউ যদি বৈষ্ণব হন, তা হলে তিনি ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মণের গুণাবলী অর্জন করেছেন। *ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা* (*ভগবদ্‌গীতা* ১৮/৫৪)। *ব্রহ্মভূত* শব্দটির অর্থ ব্রাহ্মণ হওয়া অথবা ব্রহ্মকে হৃদয়ঙ্গম করা বোঝায় (*ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ*)। ব্রহ্মভূত ব্যক্তি সর্বদাই প্রসন্ন (*প্রসন্নাত্মা*)। *ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি*—তিনি কখনও জড়-জাগতিক আবশ্যকতার দ্বারা বিচলিত হন না। *সমঃ সর্বেষু ভূতেষু*—তিনি সকলের প্রতি সমানভাবে আশীর্বাদ প্রদান করতে প্রস্তুত। *মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্*—তখন তিনি বৈষ্ণব হন। এই যুগে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর বৈষ্ণব-শিষ্যদের জন্য যজ্ঞোপবীত সংস্কার প্রবর্তন করেছেন, যাতে মানুষ বুঝতে পারে, কেউ যখন বৈষ্ণব হন তখন বুঝতে হবে যে, তিনি ইতিমধ্যেই

ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন করেছেন। তাই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে যাঁরা ব্রাহ্মণ হওয়ার জন্য গায়ত্রী দীক্ষা লাভ করেছেন, তাঁদের মনে রাখা উচিত যে, তাঁদের সত্যশীল, মন ও ইন্দ্রিয়-সংযম এবং সহিষ্ণু হওয়ার এক মহান দায়িত্ব রয়েছে। তা হলেই তাঁদের জীবন সার্থক হবে। নন্দ মহারাজ এই প্রকার ব্রাহ্মণদের বৈদিক মন্ত্র পাঠ করার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন, সাধারণ ব্রাহ্মণদের করেননি। ত্রয়োদশ শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে *হিংসামান*। *মান* শব্দের অর্থ অভিমান বা অহঙ্কার। যারা ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হয়েছে বলে নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে মনে করে দম্ভ প্রদর্শন করে, এই অনুষ্ঠানে নন্দ মহারাজ তাদের নিমন্ত্রণ করেননি।

চতুর্দশ শ্লোকে *পবিত্রৌষধি* শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। যে কোন বৈদিক অনুষ্ঠানে বহু ঔষধি এবং পল্লবের প্রয়োজন হয়। তাদের বলা হয় *পবিত্র-পত্র*। কখনও নিমপাতা, কখনও বেলপাতা, আম্রপল্লব, অশ্বত্থপত্র বা আমলকীপত্র ব্যবহার করা হয়। তেমনই পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য এবং পঞ্চরত্ন রয়েছে। নন্দ মহারাজ যদিও ছিলেন বৈশ্য, তবুও তাঁর সব কিছু জানা ছিল।

এই শ্লোকে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ শব্দটি হচ্ছে *মহাগুণম্*। এই শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, উৎকৃষ্ট গুণ সমন্বিত সুস্বাদু আহার্য ব্রাহ্মণদের প্রদান করা হয়েছিল। এই প্রকার সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য সাধারণত দুটি বস্তুর দ্বারা তৈরি হয়, যথা, শস্য এবং দুগ্ধজাত সামগ্রী। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৪৪) তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মানব-সমাজের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে গোরক্ষা এবং কৃষিকার্য (*কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্*)। কেবল সুদক্ষ রন্ধনের দ্বারা কৃষিজাত দ্রব্য এবং দুগ্ধজাত সামগ্রীর দ্বারা শত-সহস্র অত্যন্ত উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা যায়। সেই কথা এখানে *অন্নং মহাগুণম্* পদটির দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে। ভারতবর্ষে আজও এই দুটি দ্রব্য থেকে, অর্থাৎ শস্য এবং দুধ থেকে, শত-সহস্র বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য তৈরি করা হয়, এবং তারপর তা ভগবানকে নিবেদন করা হয়। (*চতুর্বিধশ্রীভগবৎপ্রসাদ*। *পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি*।) তারপর সেই প্রসাদ বিতরণ করা হয়। আজও জগন্নাথক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বড় বড় মন্দিরে শ্রীবিগ্রহকে অত্যন্ত উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য নিবেদন করা হয়, এবং তারপর সেই প্রসাদ প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করা হয়। দক্ষতা এবং জ্ঞান সমন্বিত উত্তম ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রস্তুত এই প্রসাদ যখন ভগবানকে নিবেদন করার পর জনসাধারণকে বিতরণ করা হয়, সেই প্রসাদও ব্রাহ্মণ অথবা বৈষ্ণবদের আশীর্বাদ। প্রসাদ চার প্রকার (*চতুর্বিধ*)—চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য এবং পেয়। বিভিন্ন মশলার প্রয়োগে তিক্ত, কষায়, অম্ল, মধুর আদি

বিভিন্ন রসে এই সমস্ত প্রসাদ তৈরি হয়। এইভাবে অন্ন এবং ঘৃতের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার প্রসাদ অত্যন্ত সুন্দরভাবে তৈরি করে তা ভগবানকে নিবেদনপূর্বক প্রথমে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের মধ্যে তা বিতরণ করে তারপর জনসাধারণকে তা বিতরণ করা যায়। এটিই হচ্ছে মানব-সমাজের প্রথা। গোহত্যা করে এবং ভূমি বিনষ্ট করে কখনও অন্নের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না। এটি সভ্যতা নয়। কৃষিকার্য এবং গোরক্ষার দ্বারা খাদ্যশস্য উৎপাদনে অযোগ্য অসভ্য জংলীরা পশুমাংস আহার করতে পারে, কিন্তু উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন আদর্শ মানব-সমাজের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে কৃষি এবং গোরক্ষার মাধ্যমে সর্বোত্তম আহার্য প্রস্তুত করার পন্থা শিক্ষালাভ করা।

শ্লোক ১৬

গাবঃ সর্বগুণোপেতা বাসঃস্রগ্রুক্মমালিনীঃ ।
আত্মজাভ্যুদয়ার্থায় প্রাদাত্তে চান্বযুঞ্জত ॥ ১৬ ॥

গাবঃ—গাভী; **সর্ব-গুণ-উপেতাঃ**—পর্যাপ্ত দুধ দেওয়ার ফলে সর্বগুণসম্পন্ন; **বাসঃ**—সুন্দর বস্ত্রে বিভূষিত; **স্রক্**—ফুলমালা সমন্বিত; **রুক্ম-মালিনীঃ**—এবং সুবর্ণ মাল্যে বিভূষিত; **আত্মজ-অভ্যুদয়-অর্থায়**—তাঁর পুত্রের সমৃদ্ধির জন্য; **প্রাদাৎ**—দান করেছিলেন; **তে**—সেই ব্রাহ্মণেরা; **চ**—ও; **অন্বযুঞ্জত**—গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ তাঁর পুত্র কৃষ্ণের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য বস্ত্র, ফুলমালা এবং স্বর্ণহারে বিভূষিত গাভীসমূহ ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন। এই সমস্ত গাভীরা প্রচুর পরিমাণে দুধ প্রদান করার ফলে সর্বগুণে গুণান্বিতা ছিল, এবং ব্রাহ্মণেরা সেই দান গ্রহণ করে সমগ্র পরিবারকে, বিশেষ করে কৃষ্ণকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

তাৎপর্য

নন্দ মহারাজ প্রথমে ব্রাহ্মণদের প্রচুর পরিমাণে ভোজন করিয়েছিলেন এবং তারপর তাঁদের স্বর্ণহার, বস্ত্র এবং ফুলমালায় বিভূষিত অতি উত্তম গাভীসমূহ দান করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

বিপ্রা মন্ত্রবিদো যুক্তাস্তৈর্যাঃ প্রোক্তাস্তথাশিষঃ ।
তা নিষ্ফলা ভবিষ্যন্তি ন কদাচিদপি স্ফুটম্ ॥ ১৭ ॥

বিপ্রাঃ—ব্রাহ্মণগণ; **মন্ত্র-বিদঃ**—বৈদিক মন্ত্রজ্ঞ; **যুক্তাঃ**—সিদ্ধযোগী; **তৈঃ**—তাঁদের দ্বারা; **যা**—যা কিছু; **প্রোক্তাঃ**—উক্ত হয়; **তথা**—তাই হয়; **আশিষঃ**—সমস্ত আশীর্বাদ; **তাঃ**—সেই বাক্য; **নিষ্ফলাঃ**—ব্যর্থ; **ভবিষ্যন্তি ন**—কখনও হয় না; **কদাচিৎ**—কোন সময়ে; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **স্ফুটম্**—বাস্তব সত্য, যথার্থ।

অনুবাদ

সেই সমস্ত মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা ছিলেন সিদ্ধযোগী। তাঁদের আশীর্বাদ কখনও নিষ্ফল হয় না।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণোচিত গুণযুক্ত ব্রাহ্মণেরা যোগশক্তি সমন্বিত যোগী। তাঁদের বাক্য কখনও নিষ্ফল হয় না। সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে প্রতিটি ব্যবহারে ব্রাহ্মণেরা ছিলেন নিশ্চিতভাবে নির্ভরযোগ্য। এই যুগে কিন্তু ব্রাহ্মণদের যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নেই। যেহেতু এই যুগে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ নেই, তাই সমস্ত যজ্ঞ নিষিদ্ধ হয়েছে। এই যুগে যে একটি মাত্র যজ্ঞ অনুমোদন করা হয়েছে, তা হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ। *যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/৫/৩২)। যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিষ্ণুর সন্তুষ্টিবিধান করা (*যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*)। যেহেতু এই যুগে কোন যোগ্য ব্রাহ্মণ নেই, তাই মানুষের কর্তব্য হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা (*যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ*)। জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যজ্ঞ, এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হয়, *হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে*—এই মহামন্ত্র কীর্তনের দ্বারা।

শ্লোক ১৮

একদারোহমারূঢ়ং লালয়ন্তী সুতং সতী ।
গরিমাণং শিশোর্বোঢুং ন সেহে গিরিকূটবৎ ॥ ১৮ ॥

একদা—একসময় (শ্রীকৃষ্ণের বয়স যখন প্রায় এক বছর); **আরোহম্**—তাঁর মায়ের কোলে; **আরূঢ়ম্**—বসেছিলেন; **লালয়ন্তী**—স্নেহভরে আদর করছিলেন; **সুতম্**—তাঁর পুত্রকে; **সতী**—মা যশোদা; **গরিমাণম্**—ভার বর্ধিত হওয়ার ফলে; **শিশোঃ**—শিশুটির; **বোঢ়ুম্**—তাঁকে বহন করতে; **ন**—না; **সেহে**—সক্ষম হয়েছিলেন; **গিরি-কূট-বৎ**—পর্বতশৃঙ্গের মতো ভারী বলে মনে হয়েছিল।

অনুবাদ

একদিন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের এক বছর পর, মা যশোদা যখন তাঁর পুত্রকে কোলে নিয়ে আদর করছিলেন, তখন হঠাৎ তিনি অনুভব করেছিলেন যেন শিশুটি পর্বতশৃঙ্গ থেকেও ভারী হয়ে গেছে, এবং তার ফলে তিনি আর তাঁর ভার বহন করতে সমর্থ হলেন না।

তাৎপর্য

লালয়ন্তী—কখনও কখনও মা তাঁর শিশুটিকে ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করেন এবং তারপর শিশুটিকে দুহাতে লুফে নেন, শিশুটি তখন হাসতে থাকে এবং মাও আনন্দ অনুভব করেন। মা যশোদা তাই করতেন, কিন্তু এখন কৃষ্ণ এত ভারী হয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি আর তাঁর ভার বহন করতে পারলেন না। এই পরিস্থিতিতে আমাদের বুঝতে হবে যে, কৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন তৃণাবর্তাসুর তাঁর মার কাছ থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেখানে আসছিল। কৃষ্ণ জানতেন তৃণাবর্ত যখন এসে তাঁকে তাঁর মায়ের কোল থেকে নিয়ে যাবে, তখন মা যশোদা অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন হবেন। তিনি চাননি যে, অসুরটি মা যশোদার কোন অনিষ্ট করুক। তাই, যেহেতু তিনি হচ্ছেন সব কিছুর উৎস (*জন্মাদ্যস্য যতঃ*), তাই তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভার ধারণ করেছিলেন। শিশুটি মা যশোদার কোলে ছিলেন, তাই মা যশোদা তখন এই ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু সমন্বিত ছিলেন, কিন্তু শিশুটি যখন সেই ভার ধারণ করেছিলেন, তখন তিনি তাঁকে তাঁর কোল থেকে নামিয়ে রেখেছিলেন, যার ফলে তাঁর মায়ের কোলে ফিরে আসার পূর্বে শিশুটিকে তৃণাবর্তাসুরের সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলা করার সুযোগ পান।

শ্লোক ১৯

ভূমৌ নিধায় তং গোপী বিস্মিতা ভারপীড়িতা ।
মহাপুরুষমাদধ্যৌ জগতামাস কর্মসু ॥ ১৯ ॥

ভূমৌ—ভূমিতে; **নিধায়**—স্থাপন করে; **তম্**—শিশুটি; **গোপী**—মা যশোদা; **বিস্মিতা**—আশ্চর্যান্বিতা হয়ে; **ভার-পীড়িতা**—শিশুটির ভারে পীড়িতা; **মহা-পুরুষম্**—ভগবান শ্রীনারায়ণকে; **আদধ্যৌ**—শরণ গ্রহণ করেছিলেন; **জগতাম্**—যেন সারা জগতের ভার; **আস**—ব্যস্ত হয়েছিলেন; **কর্মসু**—গৃহস্থালির কার্যে।

অনুবাদ

শিশুটিকে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মতো ভারী বলে অনুভব করে মা যশোদা মনে করেছিলেন যে, হয়ত শিশুটি কোন প্রেতাত্মা বা অসুরের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিতা হয়ে মা যশোদা শিশুটিকে ভূমিতে স্থাপন করে নারায়ণকে স্মরণ করতে শুরু করেছিলেন। বিপদের আশঙ্কা করে তিনি এই ভার প্রশমনের জন্য ব্রাহ্মণদের ডেকেছিলেন, এবং তারপর তিনি গৃহস্থালির কার্যে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। নারায়ণের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করা ছাড়া আর কোন উপায় তাঁর জানা ছিল না। কারণ তিনি বুঝতে পারেননি যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছে সব কিছুর আদি উৎস।

তাৎপর্য

মা যশোদা বুঝতে পারেননি যে, শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গুরু বস্তু থেকেও গুরুতম এবং শ্রীকৃষ্ণ সব কিছুর অন্তরে বিরাজ করেন (*মৎস্থানি সর্বভূতানি*)। *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/৪) প্রতিপন্ন হয়েছে, *ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা*—শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নির্বিশেষ রূপে সর্বত্র রয়েছেন, এবং সব কিছুই তাঁকে আশ্রয় করে বিরাজ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও *ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ*—শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্র নেই। মা যশোদা এই দর্শন হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি, কারণ যোগমায়ার আয়োজনে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ঠিক তাঁর মায়ের মতো আচরণ করছিলেন। কৃষ্ণের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে, তিনি কেবল কৃষ্ণের নিরাপত্তার জন্য নারায়ণের স্মরণ গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই পরিস্থিতির প্রতিকারের জন্য ব্রাহ্মণদের ডেকেছিলেন।

শ্লোক ২০

দৈত্যো নাম্না তৃণাবর্তঃ কংসভৃত্যঃ প্রণোদিতঃ ।
চক্রবাতস্বরূপেণ জহারাসীনমর্ভকম্ ॥ ২০ ॥

দৈত্যঃ—আর একটি দৈত্য; **নাম্না**—নামক; **তৃণাবর্তঃ**—তৃণাবর্তাসুর; **কংস-ভৃত্যঃ**—কংসের অনুচর; **প্রণোদিতঃ**—তার দ্বারা প্রেরিত হয়ে; **চক্রবাত-স্বরূপেণ**—ঘূর্ণিঝড়রূপে; **জহার**—উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল; **আসীনম্**—উপবিষ্ট; **অর্ভকম্**—শিশুটিকে।

অনুবাদ

শিশুটি যখন ভূমিতে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন কংসের অনুচর তৃণাবর্ত নামক অসুর কংসের দ্বারা প্রেরিত হয়ে ঘূর্ণিঝড়রূপে সেখানে এসে, অনায়াসে শিশুটিকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

তাৎপর্য

কৃষ্ণের ভার তাঁর মায়ের পক্ষে বহন করা অসম্ভব হয়েছিল, কিন্তু তৃণাবর্তাসুর এসে তৎক্ষণাৎ শিশুটিকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এটি শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি প্রদর্শনের আর একটি দৃষ্টান্ত। তৃণাবর্তাসুর যখন এসেছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ তৃণের থেকে হালকা হয়ে গিয়েছিলেন, যাতে অসুরটি তাঁকে অনায়াসে বহন করে নিয়ে যেতে পারে। এটি ছিল শ্রীকৃষ্ণের *আনন্দচিন্ময়রস*।

শ্লোক ২১

গোকুলং সর্বমাবৃণ্বন্ মুষ্ণংশ্চক্ষূংষি রেণুভিঃ ।
ঈরয়ন্ সুমহাঘোরশব্দেন প্রদিশো দিশঃ ॥ ২১ ॥

গোকুলম্—সমগ্র গোকুলমণ্ডল; **সর্বম্**—সর্বত্র; **আবৃণ্বন্**—আচ্ছাদিত করে; **মুষ্ণন্**—অপহরণ করে; **চক্ষূংষি**—দৃষ্টিশক্তি; **রেণুভিঃ**—ধূলিরাশির দ্বারা; **ঈরয়ন্**—কম্পিত করে; **সু-মহা-ঘোর**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং ভারী; **শব্দেন**—শব্দের দ্বারা; **প্রদিশঃ দিশঃ**—সর্বদিকে প্রবেশ করেছিল।

অনুবাদ

সেই অসুরটি ধূলিরাশির দ্বারা সমস্ত গোকুলমণ্ডল আচ্ছন্নপূর্বক সকলের দৃষ্টিশক্তি অপহরণ করে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের রূপে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শব্দে দিগ্বিদিক নিনাদিত করেছিল।

তাৎপর্য

তৃণাবর্তাসুর ঘূর্ণিঝড়ের রূপ ধারণ করে সমগ্র গোকুল এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছিল যে, কেউই নিকটবর্তী বস্তুও দেখতে পাচ্ছিল না।

শ্লোক ২২

মুহূর্তমভবদ্ গোষ্ঠং রজসা তমসাবৃতম্ ।
সুতং যশোদা নাপশ্যত্তস্মিন্ ন্যস্তবতী যতঃ ॥ ২২ ॥

মুহূর্তম্—ক্ষণকালের জন্য; **অভবৎ**—হয়েছিল; **গোষ্ঠম্**—সমগ্র গোচারণভূমি; **রজসা**—ধূলিরাশির দ্বারা; **তমসা আবৃতম্**—তমসাচ্ছন্ন; **সুতম্**—তাঁর পুত্র; **যশোদা**—মা যশোদা; **ন অপশ্যৎ**—দেখতে পাননি; **তস্মিন্**—সেই স্থানে; **ন্যস্তবতী**—যেখানে তিনি তাঁকে রেখেছিলেন; **যতঃ**—যেখানে।

অনুবাদ

এইভাবে ক্ষণিকের জন্য সমগ্র গোচারণভূমি ধূলিরাশির দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছিল, এবং মা যশোদা যেখানে শিশুটিকে রেখেছিলেন, সেখানে আর তাঁকে দেখতে পেলেন না।

শ্লোক ২৩

নাপশ্যৎ কশ্চনাত্মানং পরং চাপি বিমোহিতঃ ।
তৃণাবর্তনিসৃষ্টাভিঃ শর্করাভিরুপদ্রুতঃ ॥ ২৩ ॥

ন—না; **অপশ্যৎ**—দেখেছিলেন; **কশ্চন**—কাউকে; **আত্মানম্**—নিজেকে; **পরং চ অপি**—অথবা অন্যকে; **বিমোহিতঃ**—মোহিত হয়ে; **তৃণাবর্ত-নিসৃষ্টাভিঃ**—তৃণাবর্ত কর্তৃক নিক্ষিপ্ত; **শর্করাভিঃ**—বালুকার দ্বারা; **উপদ্রুতঃ**—এবং এইভাবে উৎপীড়িত হয়ে।

অনুবাদ

তৃণাবর্ত কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বালুকারাশির দ্বারা মোহগ্রস্ত এবং উৎপীড়িত হয়ে কেউই নিজেকে অথবা অন্য কাউকে দর্শন করতে সমর্থ হল না।

শ্লোক ২৪

ইতি খরপবনচক্রপাংশুবর্ষে
সুতপদবীমবলাবিলক্ষ্য মাতা ।
অতিকরুণমনুস্মরন্ত্যশোচদ্
ভুবি পতিতা মৃতবৎসকা যথা গৌঃ ॥ ২৪ ॥

ইতি—এইভাবে; **খর**—অত্যন্ত প্রবল; **পবন-চক্র**—ঘূর্ণিঝড়ের দ্বারা; **পাংশু-বর্ষে**—যখন ধূলিকণা বর্ষণ হতে লাগল; **সুত-পদবীম্**—তাঁর পুত্রের স্থান; **অবলা**—অবলা রমণী; **অবিলক্ষ্য**—না দেখে; **মাতা**—তাঁর মা হওয়ার ফলে; **অতি-করুণম্**—অত্যন্ত করুণভাবে; **অনুস্মরন্তী**—তিনি তাঁর পুত্রের কথা চিন্তা করছিলেন; **অশোচৎ**—অসাধারণভাবে শোক করতে লাগলেন; **ভুবি**—ভূমিতে; **পতিতা**—পড়ে গিয়ে; **মৃত-বৎসকা**—মৃতবৎসা; **যথা**—যেমন; **গৌঃ**—গাভী।

অনুবাদ

ঘূর্ণিঝড়ের ফলে ধূলিবর্ষণ হতে থাকলে মা যশোদা তাঁর পুত্রের চিহ্ন মাত্র দর্শন না করতে পেরে, এমন কেন তা হয়েছে তা বুঝতে অসমর্থ হয়ে, তিনি মৃতবৎসা গাভীর মতো ভূমিতে পড়ে অত্যন্ত করুণভাবে বিলাপ করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৫

রুদিতমনুনিশম্য তত্র গোপ্যো
ভৃশমনুতপ্তধিয়োঽশ্রুপূর্ণমুখ্যঃ ।
রুরুদুরনুপলভ্য নন্দসূনুং
পবন উপারতপাংশুবর্ষবেগে ॥ ২৫ ॥

রুদিতম্—করুণভাবে ক্রন্দনকারিণী মা যশোদা; **অনুনিশম্য**—শ্রবণ করে; **তত্র**—সেখানে; **গোপ্যঃ**—অন্যান্য গোপীগণ; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **অনুতপ্ত**—মা যশোদার প্রতি অনুতপ্ত চিত্তে; **ধিয়ঃ**—এই প্রকার অনুভূতি সহ; **অশ্রুপূর্ণ-মুখ্যঃ**—অশ্রুপূর্ণমুখে অন্যান্য গোপীরা; **রুরুদুঃ**—রোদন করতে লাগলেন; **অনুপলভ্য**—না দেখতে পেয়ে; **নন্দ-সূনুম্**—নন্দ মহারাজের পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে; **পবনে**—ঘূর্ণিবায়ু যখন; **উপারত**—নিবৃত্ত হয়েছিল; **পাংশু-বর্ষ-বেগে**—ধূলি বর্ষণের বেগ।

অনুবাদ

তারপর যখন ধূলিবৃষ্টি নিবৃত্ত হয়েছিল এবং বায়ু শান্তভাব ধারণ করেছিল, তখন মা যশোদার করুণ ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করে তাঁর সখী অন্যান্য গোপীরা তাঁর কাছে এসেছিলেন। কৃষ্ণকে না দেখতে পেয়ে তাঁরাও অত্যন্ত অনুতপ্ত চিত্তে অশ্রুপূর্ণ নয়নে মা যশোদার সঙ্গে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের এই আসক্তি অতি অদ্ভুত এবং চিন্ময়। গোপীদের সমস্ত কার্যকলাপের কেন্দ্র ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ যখন সেখানে ছিলেন, তখন তাঁদের সুখের সীমা ছিল না, এবং শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে না পেয়ে তাঁরা দুঃখের সাগরে নিমগ্ন হয়েছিলেন। তাই মা যশোদা যখন কৃষ্ণকে না দেখতে পেয়ে বিলাপ করছিলেন, তখন অন্যান্য গোপীরাও ক্রন্দন করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

তৃণাবর্তঃ শান্তরয়ো বাত্যারূপধরো হরন্ ।
কৃষ্ণং নভোগতো গন্তুং নাশক্নোদ্ ভূরিভারভৃৎ ॥ ২৬ ॥

তৃণাবর্তঃ—তৃণাবর্তাসুর; **শান্তরয়ঃ**—ঝড়ের বেগ শান্ত হলে; **বাত্যা-রূপ-ধরঃ**—এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের রূপ ধারণ করে; **হরন্**—হরণ করেছিল; **কৃষ্ণম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **নভঃ-গতঃ**—আকাশের অনেক উঁচুতে; **গন্তুম্**—গমন করতে; **ন অশক্নোৎ**—সমর্থ হয়নি; **ভূরি-ভারভৃৎ**—কারণ কৃষ্ণ তখন সেই অসুরের থেকে অধিক শক্তিশালী এবং ভারী হয়েছিলেন।

অনুবাদ

এক প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের রূপ ধারণ করে তৃণাবর্তাসুর কৃষ্ণকে আকাশের অনেক উপরে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কৃষ্ণ যখন অসুরটির থেকে আরও বেশি ভারী হয়েছিলেন, তখন অসুরের গতিবেগ রুদ্ধ হয়েছিল এবং সে আর গমন করতে সমর্থ হল না।

তাৎপর্য

এখানে কৃষ্ণ এবং তৃণাবর্তের যোগবলের প্রতিযোগিতা দেখা গেছে। যোগ অনুশীলনের দ্বারা অসুরেরা সাধারণত অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য,

ঈশিতা, বশিতা এবং কামাবশায়িতা নামক অষ্ট যোগসিদ্ধি লাভ করে। কিন্তু অসুরেরা কিছু পরিমাণে এই প্রকার শক্তি লাভ করলেও কৃষ্ণের যোগশক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না, কারণ কৃষ্ণ হচ্ছেন যোগেশ্বর। সমস্ত যোগশক্তির উৎস (*যত্র যোগেশ্বরো হরিঃ*)। কৃষ্ণের সঙ্গে কেউই প্রতিযোগিতা করতে পারে না। কখনও কখনও অবশ্য কৃষ্ণের যোগশক্তির এক অংশ প্রাপ্ত হয়ে অসুরেরা মূর্খ জনসাধারণের কাছে তা প্রদর্শন করে নিজেদের ভগবান বলে জাহির করে। কিন্তু তারা জানে না যে, ভগবান হচ্ছেন পরম যোগেশ্বর। এখানেও আমরা দেখতে পাই যে, তৃণাবর্ত মহিমা-সিদ্ধি লাভ করেছিল এবং একটি সাধারণ শিশুর মতো কৃষ্ণকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কৃষ্ণও একজন মহিমা-সিদ্ধ হয়েছিলেন। মা যশোদা যখন তাঁকে বহন করছিলেন, তখন তিনি এত ভারী হয়ে গিয়েছিলেন যে, সাধারণ অবস্থায় তাঁকে বহন করতে সক্ষম হলেও মা যশোদা তাঁকে আর বহন করতে পারেননি এবং তাঁকে তিনি তখন ভূমিতে স্থাপন করেছিলেন। এইভাবে তৃণাবর্ত মা যশোদার উপস্থিতিতে শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করতে পেরেছিল। কিন্তু কৃষ্ণ যখন আকাশের অনেক উপরে মহিমা-সিদ্ধি প্রকাশ করেছিলেন, তখন সেই অসুর আর অধিক দূর গমন করতে পারেনি, তার বেগ শান্ত হয়েছিল এবং কৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে সে ভূপতিত হয়েছিল। তাই কৃষ্ণের সঙ্গে কখনই যোগশক্তির প্রতিযোগিতা করা উচিত নয়।

ভক্তদের আপনা থেকেই যোগশক্তি লাভ হয়, কিন্তু তাঁরা কৃষ্ণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান না। পক্ষান্তরে, তাঁরা সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাঁদের যোগশক্তি প্রদর্শন হয়। ভক্তরা এমনই যোগশক্তি প্রদর্শন করতে পারেন যা অসুরেরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না, কিন্তু তাঁরা কখনও তাঁদের নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য সেই শক্তি প্রদর্শন করার চেষ্টা করেন না। তাঁরা যা কিছু করেন, তা সবই শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য, এবং তাই তাদের স্থিতি সর্বদাই অসুরদের থেকে শ্রেষ্ঠ। বহু কর্মী, যোগী এবং জ্ঞানী রয়েছে, যারা কৃত্রিমভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চেষ্টা করে, এবং তার ফলে সাধারণ মূর্খ মানুষেরা, যারা *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী মহাজনদের শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করে না, তারা কোন কপট যোগীকে ভগবান বলে মনে করে। বর্তমান সময়ে বহু তথাকথিত বাবা রয়েছে, যারা নগণ্য যোগশক্তি প্রদর্শন করে নিজেদের ভগবানের অবতার বলে জাহির করার চেষ্টা করে, এবং মূর্খ মানুষেরা কৃষ্ণতত্ত্ব জ্ঞানের অভাবে তাদের ভগবান বলে মনে করে।

শ্লোক ২৭

তমশ্মানং মন্যমান আত্মনো গুরুমত্তয়া ।
গলে গৃহীত উৎস্রষ্টুং নাশক্নোদদ্ভুতার্ভকম্ ॥ ২৭ ॥

তম্—কৃষ্ণ; **অশ্মানম্**—লোহার মতো ভারী পাথর; **মন্যমানঃ**—মনে করে; **আত্মনঃ গুরু-মত্তয়া**—তার অনুমানের অধিক ভারী হওয়ার ফলে; **গলে**—গলায়; **গৃহীতে**—তাঁর বাহুর দ্বারা জড়িয়ে ধরার ফলে; **উৎস্রষ্টুম্**—ছেড়ে দেওয়ার জন্য; **ন অশক্নোৎ**—সক্ষম হয়নি; **অদ্ভুত-অর্ভকম্**—সাধারণ বালকদের থেকে ভিন্ন এই অদ্ভুত শিশুটি।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে অত্যন্ত ভারী হয়ে যাওয়ার ফলে তৃণাবর্তের মনে হল সে যেন একটি বিশাল পর্বত অথবা এক প্রকাণ্ড লৌহপিণ্ড। অসুরটি তাঁকে পরিত্যাগ করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কৃষ্ণ তাঁর বাহুর দ্বারা তার গলা জড়িয়ে ধরেছিলেন বলে সে তা পারেনি। এইভাবে সেই শিশুটির ভার বহন করতে সক্ষম না হয়ে এবং তাঁকে পরিত্যাগ করতেও না পারায় তার মনে হয়েছিল যে, সেই বালকটি অত্যন্ত অদ্ভুত।

তাৎপর্য

তৃণাবর্ত কৃষ্ণকে বধ করার উদ্দেশ্যে আকাশের উপর নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কৃষ্ণ তৃণাবর্তের শরীরে চড়ে কিছুক্ষণের জন্য আকাশে ওড়ার আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। এইভাবে তৃণাবর্তের কৃষ্ণকে হত্যা করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল, এবং *আনন্দচিন্ময়রসবিগ্রহ* শ্রীকৃষ্ণ এই লীলা উপভোগ করেছিলেন। কৃষ্ণের ভারে তৃণাবর্ত যেহেতু ভূপতিত হচ্ছিল, তাই সে কৃষ্ণকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে চেয়েছিল, কিন্তু কৃষ্ণ অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে তার গলা জড়িয়ে ধরে থাকায় সে তা পারেনি। তার ফলে তৃণাবর্তের যোগশক্তি প্রদর্শনের সেটিই ছিল শেষ সময়। কৃষ্ণের আয়োজনে এখন তার মৃত্যু হতে যাচ্ছিল।

শ্লোক ২৮

গলগ্রহণনিশ্চেষ্টো দৈত্যো নির্গতলোচনঃ ।
অব্যক্তরাবো ন্যপতৎ সহবালো ব্যসুর্ব্রজে ॥ ২৮ ॥

গল-গ্রহণ-নিশ্চেষ্টঃ—কৃষ্ণ তার গলা জড়িয়ে ধরায় তৃণাবর্তাসুরের শ্বাস রুদ্ধ হয়েছিল এবং সে কিছু করতে পারেনি; **দৈত্যঃ**—দৈত্য; **নির্গত-লোচনঃ**—চাপের ফলে তার চোখ বেরিয়ে এসেছিল; **অব্যক্ত-রাবঃ**—কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ায় সে চিৎকারও করতে পারেনি; **ন্যপতৎ**—পতিত হয়েছিল; **সহ-বালঃ**—শিশুটি সহ; **ব্যসুঃ ব্রজে**—ব্রজের ভূমিতে প্রাণ হারিয়েছিল।

অনুবাদ

কৃষ্ণ তার গলা জড়িয়ে ধরায় তৃণাবর্তাসুরের শ্বাস রুদ্ধ হয়েছিল, সে কোন শব্দ পর্যন্ত করতে পারেনি এবং তার হাত-পা পর্যন্ত সঞ্চালন করতে পারেনি। তার চক্ষু নির্গত হয়েছিল, এবং শিশুটি সহ ব্রজের ভূমিতে পতিত হয়ে সেই অসুরটি তার প্রাণত্যাগ করেছিল।

শ্লোক ২৯

তমন্তরিক্ষাৎ পতিতং শিলায়াং
বিশীর্ণসর্বাবয়বং করালম্ ।
পুরং যথা রুদ্রশরেণ বিদ্ধং
স্ত্রিয়ো রুদত্যো দদৃশুঃ সমেতাঃ ॥ ২৯ ॥

তম্—তৃণাবর্তাসুরকে; **অন্তরিক্ষাৎ**—আকাশ থেকে; **পতিতম্**—পতিত; **শিলায়াম্**—প্রস্তরখণ্ডে; **বিশীর্ণ**—বিধ্বস্ত; **সর্ব-অবয়বম্**—সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ; **করালম্**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হাত এবং পা; **পুরম্**—ত্রিপুরাসুরের স্থান; **যথা**—যেমন; **রুদ্র-শরেণ**—শিবের বাণের দ্বারা; **বিদ্ধম্**—বিদ্ধ; **স্ত্রিয়ঃ**—সমস্ত গোপরমণীরা; **রুদত্যঃ**—শ্রীকৃষ্ণের বিরহে যদিও তাঁরা ক্রন্দন করছিলেন; **দদৃশুঃ**—তাঁরা তাঁদের সামনে দেখলেন; **সমেতাঃ**—সমবেতা।

অনুবাদ

গোপীরা যখন শ্রীকৃষ্ণের জন্য ক্রন্দন করছিলেন, তখন অসুরটি আকাশ থেকে এক বিশাল প্রস্তরখণ্ডের উপর পতিত হয়েছিল এবং তার দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিধ্বস্ত হয়েছিল। তাকে তখন ঠিক শিবের বাণে বিদ্ধ ত্রিপুরাসুরের মতো মনে হচ্ছিল।

তাৎপর্য

ভক্ত যখন ভগবানের বিরহে কাতর হন, তখন তিনি ভগবানের চিন্ময় কার্যকলাপ অনুভব করেন এবং দিব্য আনন্দে মগ্ন হন। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রকার ভক্তরা সর্বদাই চিন্ময় আনন্দে মগ্ন থাকেন, এবং এই প্রকার আপাত বিপদ তাঁদের আনন্দ বর্ধন করে।

শ্লোক ৩০

প্রাদায় মাত্রে প্রতিহৃত্য বিস্মিতাঃ
কৃষ্ণং চ তস্যোরসি লম্বমানম্ ।
তং স্বস্তিমন্তং পুরুষাদনীতং
বিহায়সা মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্ ।
গোপ্যশ্চ গোপাঃ কিল নন্দমুখ্যা
লব্ধা পুনঃ প্রাপুরতীব মোদম্ ॥ ৩০ ॥

প্রাদায়—তুলে নিয়ে; **মাত্রে**—তাঁর মাতা যশোদার কাছে; **প্রতিহৃত্য**—সমর্পণ করেছিলেন; **বিস্মিতাঃ**—আশ্চর্যান্বিতা; **কৃষ্ণম্ চ**—এবং কৃষ্ণ; **তস্য**—অসুরের; **উরসি**—বক্ষে; **লম্বমানম্**—অবস্থিত; **তম্**—কৃষ্ণ; **স্বস্তিমন্তম্**—সমস্ত মঙ্গল সমন্বিত; **পুরুষ-অদ-নীতম্**—যে নরখাদক রাক্ষসের দ্বারা অপহৃত হয়েছিলেন; **বিহায়সা**—আকাশে; **মৃত্যু-মুখাৎ**—মৃত্যুর মুখ থেকে; **প্রমুক্তম্**—মুক্ত হয়ে; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **চ**—এবং; **গোপাঃ**—গোপগণ; **কিল**—বস্তুতপক্ষে; **নন্দ-মুখ্যাঃ**—নন্দ মহারাজ প্রমুখ; **লব্ধা**—লাভ করে; **পুনঃ**—পুনরায় (তাঁদের পুত্রকে); **প্রাপুঃ**—উপভোগ করেছিলেন; **অতীব**—অত্যন্ত; **মোদম্**—আনন্দ।

অনুবাদ

গোপীরা সেই অসুরের বক্ষ থেকে সর্বপ্রকার অমঙ্গলশূন্য কৃষ্ণকে তুলে নিয়ে মা যশোদার কাছে সমর্পণ করেছিলেন। রাক্ষসটি শিশুটিকে অপহরণ করে আকাশে নিয়ে গেলেও শিশুটি যে অক্ষত রয়েছেন এবং সমস্ত বিপদ ও দুর্ভাগ্য থেকে মুক্ত হয়েছেন, তা দেখে নন্দ মহারাজ প্রমুখ গোপ এবং গোপীরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

অসুরটি আকাশ থেকে পতিত হয়েছিল এবং কৃষ্ণ অক্ষত অবস্থায় সমস্ত অমঙ্গলশূন্য হয়ে তার বক্ষে সুখে খেলা করছিলেন। অসুরটির দ্বারা আকাশের অনেক উঁচুতে নীত হলেও কৃষ্ণ একটুও বিচলিত হননি এবং তিনি আনন্দে খেলা করছিলেন। এটিই *আনন্দচিন্ময়রসবিগ্রহ*। শ্রীকৃষ্ণ যে কোন অবস্থাতেই *সচ্চিদানন্দবিগ্রহ*। কোন রকম দুঃখ কখনও তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। অন্যরা মনে করে থাকতে পারে যে, তাঁর বিপদ হয়েছিল, কিন্তু অসুরের বক্ষ যেহেতু যথেষ্ট প্রশস্ত ছিল, তাই শ্রীকৃষ্ণ মহা আনন্দে সেখানে খেলা করছিলেন। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক যে, অসুরটি আকাশের অনেক উঁচুতে গেলেও শিশুটি পড়ে যাননি। তাই শিশুটি সত্য সত্যই মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁকে এইভাবে নিরাপদ দেখে সমস্ত বৃন্দাবনবাসীরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩১

অহো বতাত্যদ্ভুতমেষ রক্ষসা
বালো নিবৃত্তিং গমিতোঽভ্যগাৎ পুনঃ ।
হিংস্রঃ স্বপাপেন বিহিংসিতঃ খলঃ
সাধুঃ সমত্বেন ভয়াদ্ বিমুচ্যতে ॥ ৩১ ॥

অহো—আহা; **বত**—বস্তুতপক্ষে; **অতি**—অত্যন্ত; **অদ্ভুতম্**—এই ঘটনা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **এষঃ**—এই (শিশুটি); **রক্ষসা**—নরখাদক রাক্ষসের দ্বারা; **বালঃ**—অবোধ বালক কৃষ্ণ; **নিবৃত্তিম্**—তাকে মেরে খাওয়ার জন্য অপহৃত; **গমিতঃ**—চলে গিয়েছিল; **অভ্যগাৎ পুনঃ**—সে আবার অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছে; **হিংস্রঃ**—হিংস্র; **স্ব-পাপেন**—তার নিজের পাপকর্মের ফলে; **বিহিংসিতঃ**—এখন (সেই অসুরটি) নিহত হয়েছে; **খলঃ**—দুষ্ট হওয়ার ফলে; **সাধুঃ**—নিষ্পাপ এবং নির্দোষ ব্যক্তি; **সমত্বেন**—সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়ার ফলে; **ভয়াৎ**—সর্বপ্রকার ভয় থেকে; **বিমুচ্যতে**—মুক্ত হন।

অনুবাদ

এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, এই অবোধ শিশুটিকে ভক্ষণ করার জন্য রাক্ষসটি তাকে নিয়ে গেলেও সে অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছে। অসুরটি যেহেতু

হিংস্র, খল এবং পাপাত্মা, তাই সে তার নিজের পাপকর্মের ফলে নিহত হয়েছে। এটিই প্রকৃতির নিয়ম। ভগবান সর্বদাই নিষ্পাপ ভক্তকে রক্ষা করেন, এবং পাপী তার পাপের ফলে সর্বদাই বিনষ্ট হয়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনাময় জীবনের অর্থ হচ্ছে নিষ্পাপ ভক্তিময় জীবন। সাধু হচ্ছেন তিনি, যিনি সর্বতোভাবে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩০) শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপন্ন করেছেন, ভজতে *মামনন্যভাক্ সাধুরেব স মন্তব্যঃ*—যিনি সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত, তিনিই হচ্ছেন সাধু। নন্দ মহারাজ এবং গোপ ও গোপীরা বুঝতে পারেননি যে, শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান এবং তিনি একজন সাধারণ নরশিশুর মতো লীলাবিলাস করলেও তাঁর জীবন কোন অবস্থাতেই বিপদগ্রস্ত হতে পারে না। পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের গভীর বাৎসল্য স্নেহের ফলে তাঁরা মনে করতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ এক অবোধ শিশু এবং ভগবান তাঁকে রক্ষা করেছেন।

এই জড় জগতে কাম এবং ভোগবাসনার ফলে মানুষ পাপাসক্ত হয় (*কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ*)। তাই ভয় জড়-জাগতিক জীবনের একটি অঙ্গ (*আহারনিদ্রাভয়মৈথুনং চ*)। কিন্তু কেউ যদি কৃষ্ণভাবনাময় হন, তা হলে *শ্রবণম্ কীর্তনম্*, ভক্তির পন্থা এই জড় জগতের কলুষ থেকে তাকে মুক্ত করে। তিনি তখন পবিত্র হন এবং ভগবান তাঁকে সর্ব অবস্থাতেই রক্ষা করেন। *শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ*। ভক্তজীবনে মানুষ এই পন্থার প্রতি বিশ্বাস পরায়ণ হন। এই বিশ্বাস ছয় প্রকার শরণাগতির একটি অঙ্গ। *রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ* (*হরিভক্তিবিলাস* ১১/৬৭৬)। শরণাগতির আর একটি অঙ্গ হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বতোভাবে রক্ষা করবেন, সেই বিশ্বাস সহকারে শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভর করা। শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁর ভক্তকে রক্ষা করবেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, এবং নন্দ মহারাজ এবং অন্যান্য ব্রজবাসীদের সেই সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, যদিও তাঁরা জানতেন না যে, ভগবান স্বয়ং তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। প্রহ্লাদ মহারাজ, ধ্রুব মহারাজ প্রমুখ ভক্তদের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে তাঁদের পিতা পর্যন্ত তাঁদের নির্যাতন করেছেন, কিন্তু ভগবান তাঁদের সমস্ত পরিস্থিতিতে রক্ষা করেছেন। তাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভর করা। তা হলে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সর্ব অবস্থায় রক্ষা করবেন।

শ্লোক ৩২

কিং নস্তপশ্চীর্ণমধোক্ষজার্চনং
পূর্তেষ্টদত্তমুত ভূতসৌহৃদম্ ।
যৎ সম্পরেতঃ পুনরেব বালকো
দিষ্ট্যা স্ববন্ধূন্ প্রণয়ন্নুপস্থিতঃ ॥ ৩২ ॥

কিম্—কি প্রকার; **নঃ**—আমাদের দ্বারা; **তপঃ**—তপস্যা; **চীর্ণম্**—দীর্ঘকাল ধরে অনুষ্ঠিত হয়েছে; **অধোক্ষজ**—ভগবানের; **অর্চনম্**—পূজা; **পূর্ত**—জনসাধারণের পথ ইত্যাদি তৈরি করেছি; **ইষ্ট**—জনকল্যাণ কার্য; **দত্তম্**—দান; **উত**—অথবা অন্য কিছু; **ভূত-সৌহৃদম্**—জনসাধারণের প্রতি প্রীতিবশত; **যৎ**—যার ফলে; **সম্পরেতঃ**—শিশুটি মৃত্যুমুখে পতিত হলেও; **পুনঃ এব**—(পুণ্যকর্মের ফলে) পুনরায়; **বালকঃ**—শিশু; **দিষ্ট্যা**—সৌভাগ্যবশত; **স্ব-বন্ধূন্**—তাঁর আত্মীয়স্বজনদের; **প্রণয়ন্**—আনন্দ দান করার জন্য; **উপস্থিতঃ**—এখানে উপস্থিত।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ এবং অন্যরা বললেন—আমরা নিশ্চয়ই পূর্বে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছি, ভগবানের আরাধনা করেছি, পথ তৈরি করে, কূপ খনন করে, দান করে জনহিতকর পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করেছিলাম, যার ফলে এই শিশুটি মৃত্যুমুখে পতিত হলেও তার আত্মীয়দের আনন্দ প্রদান করার জন্য ফিরে এসেছে।

তাৎপর্য

নন্দ মহারাজ প্রতিপন্ন করেছেন যে, পুণ্যকর্মের দ্বারা মানুষ সাধু হতে পারে, যার ফলে তিনি স্বয়ং সুখে কালাতিপাত করতে পারেন এবং তাঁর সন্তান-সন্ততিরা সুরক্ষিত থাকতে পারে। শাস্ত্রে কর্মী এবং জ্ঞানীদের জন্য, বিশেষ করে কর্মীদের জন্য অনেক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যার ফলে তারা জড়-জাগতিক জীবনেও পুণ্যবান এবং সুখী হতে পারে। বৈদিক সভ্যতায় জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের জন্য কার্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন রাস্তাঘাট তৈরি করা, রাস্তার দুপাশে বৃক্ষরোপণ করা যাতে মানুষ গাছের ছায়ায় হাঁটতে পারে, কূপ খনন করা যাতে অনায়াসে জল পাওয়া যেতে পারে। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা সংযত করার

জন্য তপস্যা করা প্রয়োজন, এবং সেই সঙ্গে ভগবানের আরাধনা করা অবশ্য কর্তব্য। এইভাবে পুণ্য অর্জন করা যায়, এবং তার ফলে জড়-জাগতিক জীবনেও সুখী হওয়া যায়।

শ্লোক ৩৩

দৃষ্ট্বাদ্ভুতানি বহুশো নন্দগোপো বৃহদ্বনে।
বসুদেববচো ভূয়ো মানয়ামাস বিস্মিতঃ ॥ ৩৩ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **অদ্ভুতানি**—অত্যন্ত অদ্ভুত ঘটনা; **বহুশঃ**—বহু; **নন্দ-গোপঃ**—গোপরাজ নন্দ; **বৃহদ্বনে**—বৃহদ্বনে; **বসুদেব-বচঃ**—নন্দ মহারাজ যখন মথুরায় গিয়েছিলেন, তখন বসুদেব তাঁকে যে কথা বলেছিলেন; **ভূয়ঃ**—বার বার; **মানয়াম্ আস**—সত্য বলে নির্ধারণ করেছিলেন; **বিস্মিতঃ**—গভীর বিস্ময়ে।

অনুবাদ

বৃহদ্বনে এই সমস্ত অদ্ভুত ঘটনা দর্শন করে, নন্দ মহারাজ বিস্ময় সহকারে মথুরায় বসুদেব তাঁকে যে কথাগুলি বলেছিলেন, তা স্মরণ করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩৪

একদার্ভকমাদায় স্বাঙ্কমারোপ্য ভামিনী।
প্রস্নুতং পায়য়ামাস স্তনং স্নেহপরিপ্লুতা ॥ ৩৪ ॥

একদা—একসময়; **অর্ভকম্**—শিশুটিকে; **আদায়**—গ্রহণ করে; **স্ব-অঙ্কম্**—তাঁর কোলে; **আরোপ্য**—এবং তাঁকে বসিয়ে; **ভামিনী**—মা যশোদা; **প্রস্নুতম্**—আপনা থেকেই নির্গত স্তনদুগ্ধ; **পায়য়াম্ আস**—শিশুটিকে পান করিয়েছিলেন; **স্তনম্**—তাঁর স্তন; **স্নেহ-পরিপ্লুতা**—স্নেহ বিগলিত হৃদয়ে।

অনুবাদ

একদিন মা যশোদা কৃষ্ণকে তাঁর কোলে নিয়ে পুত্রস্নেহে বিগলিত হৃদয়ে স্বয়ং ক্ষরিত স্তনদুগ্ধ পান করাচ্ছিলেন।

শ্লোক ৩৫-৩৬

পীতপ্রায়স্য জননী সুতস্য রুচিরস্মিতম্ ।
মুখং লালয়তী রাজঞ্জৃম্ভতো দদৃশে ইদম্ ॥ ৩৫ ॥
খং রোদসী জ্যোতিরনীকমাশাঃ
সূর্যেন্দুবহ্নিশ্বসনাম্বুধীংশ্চ ।
দ্বীপান্ নগাংস্তদ্দুহিতৃর্বনানি
ভূতানি যানি স্থিরজঙ্গমানি ॥ ৩৬ ॥

পীত-প্রায়স্য—শিশু-কৃষ্ণ, যাঁকে স্তনদুগ্ধ পান করানো হচ্ছিল এবং যিনি প্রায় তৃপ্ত হয়েছিলেন; **জননী**—মা যশোদা; **সুতস্য**—তাঁর পুত্রের; **রুচির-স্মিতম্**—শিশুটি সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়ে হাসছে দেখে; **মুখম্**—মুখ; **লালয়তী**—তাঁকে আদর করে; **রাজন্**—হে রাজন্; **জৃম্ভতঃ**—শিশুটি যখন হাই তুলেছিল; **দদৃশে**—তিনি দেখেছিলেন; **ইদম্**—এই; **খম্**—আকাশ; **রোদসী**—স্বর্গ এবং মর্ত্য; **জ্যোতিঃ-অনীকম্**—জ্যোতিষ্কমণ্ডল; **আশাঃ**—দিকসমূহ; **সূর্য**—সূর্য; **ইন্দু**—চন্দ্র; **বহ্নি**—অগ্নি; **শ্বসন**—বায়ু; **অম্বুধীন্**—সমুদ্র; **চ**—এবং; **দ্বীপান্**—দ্বীপসমূহ; **নগান্**—পর্বতসমূহ; **তৎ-দুহিতৃঃ**—পর্বতের কন্যা (নদী); **বনানি**—অরণ্য; **ভূতানি**—সর্বপ্রকার জীব; **যানি**—যা; **স্থির-জঙ্গমানি**—স্থাবর এবং জঙ্গম।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! শিশু-কৃষ্ণের স্তন্যপান যখন প্রায় শেষ হয়েছিল এবং মা যশোদা তাঁর সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁকে আদর করছিলেন, তখন কৃষ্ণ হাই তুলেছিলেন এবং মা যশোদা তাঁর মুখের মধ্যে আকাশ, স্বর্গ, মর্ত্য, জ্যোতিষচক্র, দিকসমূহ, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, সমুদ্র, দ্বীপ, পর্বত, নদী, বন এবং স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত প্রাণীদের দর্শন করেছিলেন।

তাৎপর্য

যোগমায়ার আয়োজনে মা যশোদার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলা সাধারণ বলে মনে হয়। তাই, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যে তাঁর মধ্যে অবস্থিত, তা তাঁর মাকে দেখাবার একটি সুযোগ কৃষ্ণ এখানে পেয়েছিলেন। একটি ছোট্ট শিশুরূপে কৃষ্ণ তাঁর মাকে কৃপা করে বিরাটরূপ প্রদর্শন করিয়েছিলেন, যাতে তিনি তাঁর কোলের শিশুটি যে কি প্রকার শিশু, তা দর্শন করার আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। নদীগুলিকে

এখানে পর্বতের কন্যা বলে উল্লেখ করা হয়েছে (*নগাংস্তদ্দুহিতৃঃ*)। নদীর প্রবাহের ফলে বিশাল অরণ্য তৈরি হয়। জীব সর্বত্র রয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ জঙ্গম এবং অন্য কেউ স্থাবর। কোন স্থানই শূন্য নয়। ভগবানের সৃষ্টির এটিই বৈশিষ্ট্য।

শ্লোক ৩৭

সা বীক্ষ্য বিশ্বং সহসা রাজন্ সঞ্জাতবেপথুঃ ।
সম্মীল্য মৃগশাবাক্ষী নেত্রে আসীৎ সুবিস্মিতা ॥ ৩৭ ॥

সা—মা যশোদা; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **বিশ্বম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **সহসা**—হঠাৎ তাঁর পুত্রের মুখের মধ্যে; **রাজন্**—হে রাজন্ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **সঞ্জাত-বেপথুঃ**—যাঁর হৃদয় কম্পিত হয়েছিল; **সম্মীল্য**—নিমীলিত করে; **মৃগশাব-অক্ষী**—মৃগশাবকের মতো নয়ন সমন্বিতা; **নেত্রে**—তাঁর দুই চক্ষু; **আসীৎ**—হয়েছিলেন; **সুবিস্মিতা**—বিস্ময়ান্বিতা।

অনুবাদ

মা যশোদা যখন তাঁর শিশুপুত্রের মুখের মধ্যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেছিলেন, তখন তাঁর হৃদয় কম্পিত হয়েছিল এবং অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিতা হয়ে তিনি তাঁর চঞ্চল নয়ন মুদ্রিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

শুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমের ফলে মা যশোদা মনে করেছিলেন যে, নানা প্রকার চাতুরী প্রদর্শনকারী তাঁর অদ্ভুত শিশুটি নিশ্চয়ই রোগগ্রস্ত। শিশুটি যে সমস্ত অদ্ভুত কার্যকলাপ প্রদর্শন করেছিলেন, সেগুলি মা যশোদা বরদাস্ত করেননি; পক্ষান্তরে, তিনি তাঁর চক্ষু মুদ্রিত করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, হয়ত কোন বিপদ ঘটতে চলেছে এবং তাই তাঁর চোখ দুটি মৃগশাবকের চোখের মতো চঞ্চল হয়েছিল। এগুলি সবই ছিল যোগমায়ার আয়োজন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মা যশোদার সম্পর্ক ছিল শুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমের সম্পর্ক। সেই প্রেমের ফলে মা যশোদার কাছে ভগবানের ঐশ্বর্য বাঞ্ছনীয় হয়নি।

এই অধ্যায়ের শুরুতে কখনও কখনও দুটি অতিরিক্ত শ্লোক দেখা যায়—

এবং বহূনি কর্মাণি গোপানাং শং সযোষিতাম্ ।
নন্দস্য গেহে ববৃধে কুর্বন্ বিষ্ণুর্জনার্দনঃ ॥

"এইভাবে অসুরদের দণ্ড দেওয়ার জন্য এবং তাদের সংহার করার জন্য শিশু-কৃষ্ণ নন্দ মহারাজের গৃহে বহু লীলা প্রদর্শন করেছিলেন, এবং ব্রজবাসীরা তার আনন্দ আস্বাদন করেছিলেন।"

এবং স ববৃধে বিষ্ণুর্নন্দগেহে জনার্দনঃ ।
কুর্বন্ননিশমানন্দং গোপালানাং সযোষিতাম্ ॥

"গোপ এবং গোপীদের আনন্দ বর্ধনের জন্য জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা এবং মাতা, নন্দ-যশোদার দ্বারা এইভাবে প্রতিপালিত হয়েছিলেন।"

শ্রীপাদ বিজয়ধ্বজ তীর্থও এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকের পর একটি শ্লোক সংযোজিত করেছেন—

বিস্তরেণেহ কারুণ্যাৎ সর্বপাপপ্রণাশনম্ ।
বক্তুমর্হসি ধর্মজ্ঞ দয়ালুস্ত্বমিতি প্রভো ॥

"মহারাজ পরীক্ষিৎ তখন শুকদেব গোস্বামীর কাছে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেন শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক কথা কীর্তন করতে থাকেন, যাতে তিনি চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করতে পারেন।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'তৃণাবর্তাসুর বধ' নামক সপ্তম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের মুখের মধ্যে বিশ্বরূপ প্রদর্শন

এই অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ সংস্কার বর্ণিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের হামাগুড়ি দেওয়া, গোবৎসদের লেজ ধরে খেলা, মাটি খাওয়া এবং তাঁর মাকে বিশ্বরূপ প্রদর্শনলীলা বর্ণিত হয়েছে।

একদিন বসুদেব যদুবংশের পুরোহিত গর্গমুনিকে নন্দ মহারাজের গৃহে প্রেরণ করেন। মহারাজ নন্দ মুনিবরকে অভ্যর্থনা করে কৃষ্ণ এবং বলরামের নামকরণ করতে অনুরোধ করেন। গর্গমুনি নন্দ মহারাজকে মনে করিয়ে দেন যে, কংস দেবকীর পুত্রের অনুসন্ধান করছে এবং তিনি যদি মহা আড়ম্বরে সেই অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন, তা হলে কংস তা জানতে পেরে কৃষ্ণকে দেবকীর পুত্র বলে সন্দেহ করতে পারে। নন্দ মহারাজ তাই অন্যের অজ্ঞাতসারে গর্গমুনিকে সেই কার্য নির্বাহ করতে বলেন, এবং গর্গমুনি তা করেন। রোহিণীনন্দন বলরাম যেহেতু সকলের আনন্দবিধান করেন, তাই তাঁর নাম রাম, এবং যেহেতু তাঁর অসাধারণ বল, তাই তিনি বলদেব। তিনি যদুদের তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করতে আকর্ষণ করেন বলে তাঁর নাম সঙ্কর্ষণ। যশোদানন্দন পূর্বে শুক্ল, রক্ত এবং পীতবর্ণ ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং এখন তিনি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছেন বলে তাঁর নাম কৃষ্ণ। কোন সময় তিনি বসুদেবের পুত্র ছিলেন বলে তাঁর নাম বাসুদেব। তাঁর বিভিন্ন গুণ এবং কার্যকলাপ অনুসারে তাঁর অন্য বহু নাম রয়েছে। এইভাবে নন্দ মহারাজকে উপদেশ দিয়ে এবং নামকরণ সংস্কার সম্পন্ন করে গর্গমুনি নন্দ মহারাজের নিকট পুত্রকে সাবধানে পালন করার কথা বলে বিদায় গ্রহণ করেন।

তারপর শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করেন কিভাবে শিশু দুটি হামাগুড়ি দিয়েছিলেন। তাঁদের ছোট ছোট পায়ে হাঁটতে শুরু করেছিলেন, গাভী এবং গোবৎসদের সঙ্গে খেলা করেছিলেন, ননী চুরি করেছিলেন এবং ননীর পাত্র ভেঙ্গে ছিলেন। এইভাবে তিনি কৃষ্ণ এবং বলরামের বহু বালচাপল্য বর্ণনা করেন। তাদের মধ্যে সব চাইতে অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল, যখন কৃষ্ণের খেলার সাথীরা মা যশোদার কাছে অভিযোগ করেছিল যে, কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে। মা যশোদা সেই কথা সত্য

কি না তা প্রমাণ করে কৃষ্ণকে শাসন করার জন্য তাঁর মুখ খুলতে বলেন। এইভাবে মা যশোদা কখনও কখনও কৃষ্ণকে শাসন করতেন, এবং তার পরমুহূর্তেই তিনি তাঁর প্রতি বাৎসল্য প্রেমে বিহ্বল হতেন। এই সমস্ত ঘটনা পরীক্ষিৎ মহারাজের কাছে বর্ণনা করার পর, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজের অনুরোধে মা যশোদা এবং নন্দ মহারাজের সৌভাগ্য বর্ণনা করেন। নন্দ এবং যশোদা পূর্বে ছিলেন দ্রোণ এবং ধরা, এবং ব্রহ্মার নির্দেশে তাঁরা এই পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং ভগবানকে তাঁদের পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

গর্গঃ পুরোহিতো রাজন্ যদূনাং সুমহাতপাঃ ।
ব্রজং জগাম নন্দস্য বসুদেবপ্রচোদিতঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **গর্গঃ**—গর্গমুনি; **পুরোহিতঃ**—পুরোহিত; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **যদূনাম্**—যদুবংশের; **সু-মহা-তপাঃ**—তপস্বীপ্রবর; **ব্রজম্**—ব্রজভূমিতে; **জগাম**—গিয়েছিলেন; **নন্দস্য**—নন্দ মহারাজের; **বসুদেব-প্রচোদিতঃ**—বসুদেবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তারপর যদুবংশীয় পুরোহিত তপস্বীপ্রবর গর্গমুনি বসুদেব কর্তৃক প্রেরিত হয়ে নন্দ মহারাজের গৃহে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২

তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতঃ প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ ।
আনর্চাধোক্ষজধিয়া প্রণিপাতপুরঃসরম্ ॥ ২ ॥

তম্—তাঁকে (গর্গমুনিকে); **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **পরম-প্রীতঃ**—নন্দ মহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন; **প্রত্যুত্থায়**—তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে; **কৃত-অঞ্জলিঃ**—হাত জোড় করে; **আনর্চ**—পূজা করেছিলেন; **অধোক্ষজ-ধিয়া**—গর্গমুনি

যদিও ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত ছিলেন, তবুও নন্দ মহারাজ তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন; **প্রণিপাত-পুরঃসরম্**—নন্দ মহারাজ তাঁর সম্মুখে ভূপতিত হয়ে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ গর্গমুনিকে তাঁর গৃহে উপস্থিত দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং উঠে দাঁড়িয়ে কৃতাঞ্জলি সহকারে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। গর্গমুনি যদিও তাঁর গোচরীভূত ছিলেন, তবুও নন্দ মহারাজ গর্গমুনিকে অধোক্ষজ অর্থাৎ জড় ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত বলে মনে করেছিলেন।

শ্লোক ৩

সূপবিষ্টং কৃতাতিথ্যং গিরা সূনৃতয়া মুনিম্ ।
নন্দয়িত্বাব্রবীদ্ ব্রহ্মন্ পূর্ণস্য করবাম কিম্ ॥ ৩ ॥

সু-উপবিষ্টম্—গর্গমুনি যখন সুখে উপবিষ্ট হয়েছিলেন; **কৃত-আতিথ্যম্**—এবং সম্মানিত অতিথিরূপে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়েছিল; **গিরা**—বাক্যের দ্বারা; **সূনৃতয়া**—অত্যন্ত মধুর; **মুনিম্**—গর্গমুনি; **নন্দয়িত্বা**—এইভাবে তাঁর প্রসন্নতা বিধান করে; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **পূর্ণস্য**—যিনি সর্বতোভাবে পূর্ণ; **করবাম কিম্**—আপনার জন্য আমি কি করতে পারি (দয়া করে আদেশ করুন)।

অনুবাদ

গর্গমুনিকে যথাযথভাবে আতিথ্য সৎকার করা হলে তিনি সুখে উপবেশন করেছিলেন, এবং নন্দ মহারাজ তখন অত্যন্ত বিনীত বচনে তাঁকে বলতে লাগলেন—হে মুনিবর, যেহেতু আপনি ভগবানের ভক্ত তাই আপনি সর্বতোভাবে পূর্ণ। তবুও আমার কর্তব্য আপনার সেবা করা। দয়া করে আমাকে বলুন আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?

শ্লোক ৪

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্ ।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ ॥ ৪ ॥

মহৎ-বিচলনম্—মহাজনদের গতি; **নৃণাম্**—সাধারণ মানুষদের গৃহে; **গৃহিণাম্**—বিশেষ করে গৃহস্থদের; **দীন-চেতসাম্**—যারা পরিবার প্রতিপালনে লিপ্ত থাকার ফলে দীনচিত্ত; **নিঃশ্রেয়সায়**—মহাপুরুষের গৃহস্থদের কল্যাণ সাধন করা ব্যতীত তাদের গৃহে যাওয়ার আর অন্য কোন কারণ নেই; **ভগবান্**—হে পরম শক্তিশালী ভক্ত; **কল্পতে**—এইভাবে বুঝতে হবে; **ন অন্যথা**—অন্য আর কোন উদ্দেশ্যে নয়; **ক্বচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনার মতো মহাজনেরা যে স্বীয় আশ্রম পরিত্যাগ করে অন্যত্র গমন করেন তা নিজের স্বার্থে নয়, পক্ষান্তরে আমার মতো দীন হৃদয় গৃহস্থদের পরম মঙ্গলের জন্য। তা ছাড়া তাঁদের এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যাওয়ার আর কোন কারণ নেই।

তাৎপর্য

নন্দ মহারাজ যে বলেছেন, গর্গমুনি ভক্ত হওয়ার ফলে তাঁর কোন অভাব নেই, সেই কথা বাস্তবিকই সত্য। তেমনই কৃষ্ণেরও এখানে আসার কোন আবশ্যকতা নেই, কারণ তিনি পূর্ণ, আত্মারাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এই জড় জগতে আসেন ভক্তদের রক্ষা করার জন্য এবং দুষ্টদের বিনাশ করার জন্য (*পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*)। এটিই ভগবানের ব্রত, এবং ভক্তেরও এই একই ব্রত। যিনি পরোপকারের এই ব্রত গ্রহণ করেন, তাঁকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অত্যন্ত প্রিয় বলে মনে করেন (*ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ*)। তেমনই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই পরোপকারের উপদেশ দিয়েছেন, বিশেষ করে ভারতবাসীদের।

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

"যারা ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ করেছেন, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে অন্য সকলের উপকার করে তাঁদের জন্ম সার্থক করা।" (*চৈঃ চঃ আঃ* ৯/৪১) শুদ্ধ বৈষ্ণবের পরম কর্তব্য হচ্ছে অন্যের কল্যাণের জন্য কার্য করা।

নন্দ মহারাজ বুঝতে পেরেছিলেন যে, গর্গমুনি এই উদ্দেশ্যে সেখানে এসেছিলেন এবং তাঁর কর্তব্য হচ্ছে গর্গমুনির উপদেশ অনুসারে কার্য করা। তাই তিনি বলেছিলেন, "দয়া করে আমাকে বলুন আমার কি কর্তব্য।" সকলেরই, বিশেষ করে গৃহস্থদের এই প্রকার মনোবৃত্তি হওয়া উচিত। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় আটটি বিভাগ

রয়েছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। নন্দ মহারাজ নিজেকে *গৃহিণাম্* বা গৃহস্থ বলে পরিচয় দিয়েছেন। ব্রহ্মচারীদের প্রকৃতপক্ষে কোন বস্তুর আবশ্যকতা নেই, কিন্তু গৃহীরা ইন্দ্রিয়তর্পণে লিপ্ত। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (২/৪৪) বলা হয়েছে—*ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্*। সকলেই এই জড় জগতে এসেছে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য, এবং যারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত এবং যারা সেই কারণে গৃহস্থ-আশ্রম অঙ্গীকার করেছে, তাদের অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক। যেহেতু এই জড় জগতে সকলেই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের অন্বেষণ করছে, তাই গৃহস্থদের কর্তব্য মহৎ বা মহাত্মার কাছ থেকে শিক্ষালাভ করা। তাই নন্দ মহারাজ বিশেষভাবে *মহদ্বিচলনম্* শব্দটি ব্যবহার করেছেন। গর্গমুনির নন্দ মহারাজের কাছে যাওয়ার কোন স্বার্থ ছিল না, কিন্তু একজন গৃহস্থরূপে নন্দ মহারাজ সর্বদা মহাত্মার উপদেশ লাভ করে জীবনের প্রকৃত কল্যাণ সাধনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। তাই তিনি গর্গমুনির আদেশ পালন করতে প্রস্তুত ছিলেন।

শ্লোক ৫

জ্যোতিষাময়নং সাক্ষাদ্ যত্তজ্জ্ঞানমতীন্দ্রিয়ম্ ।
প্রণীতং ভবতা যেন পুমান্ বেদ পরাবরম্ ॥ ৫ ॥

জ্যোতিষাম্—জ্যোতিষ শাস্ত্রের জ্ঞান (মানব সংস্কৃতির অন্যান্য অঙ্গের সঙ্গে, বিশেষ করে সভ্যসমাজে, জ্যোতিষ শাস্ত্রের জ্ঞানও আবশ্যক); **অয়নম্**—মানব-সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে নক্ষত্র এবং গ্রহের গতিবিধি; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **যৎ তৎ জ্ঞানম্**—এই প্রকার জ্ঞান; **অতি-ইন্দ্রিয়ম্**—সাধারণ মানুষের দৃষ্টির অতীত; **প্রণীতম্ ভবতা**—আপনার দ্বারা রচিত জ্ঞানের সম্যক্ গ্রন্থ; **যেন**—যার দ্বারা; **পুমান্**—যে কোন ব্যক্তি; **বেদ**—হৃদয়ঙ্গম করতে পারে; **পর-অবরম্**—তার ভাগ্যের কার্য এবং কারণ।

অনুবাদ

হে মহাত্মা, আপনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের জ্ঞান প্রণয়ন করেছেন, যার দ্বারা মানুষ তার অদৃশ্য অতীত এবং বর্তমানকে জানতে পারে। এই জ্ঞানের দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বুঝতে পারে তার পূর্ব জীবনে সে কি করেছে এবং কিভাবে তা তার বর্তমান জীবনকে প্রভাবিত করছে। আপনি তা জানেন।

তাৎপর্য

'অদৃষ্ট' শব্দটির সংজ্ঞা এখানে দেওয়া হয়েছে। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা, যারা জীবনের অর্থ কি তা জানে না, তারা ঠিক পশুর মতো। পশুরা তাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে জানে না, এবং তারা তা বুঝতেও সমর্থ নয়। কিন্তু মানুষ যদি বিচক্ষণ হন, তা হলে তিনি তা বুঝতে পারেন। তাই *ভগবদ্গীতায়* (২/১৩) বলা হয়েছে, *ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি*—ধীর ব্যক্তি কখনও মোহিত হন না। সরল সত্য এই যে, জীব যদিও নিত্য, তবুও এই জড় জগতে সে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়। মূর্খ মানুষেরা, বিশেষ করে এই যুগে, এই সরল সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

"দেহী যেভাবে কৌমার, যৌবন এবং জরার মাধ্যমে দেহের রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনই ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোনও দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনও এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।" (*ভগবদ্গীতা* ২/১৩) সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, দেহের পরিবর্তন হবে। দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবের কার্যকলাপেরও পরিবর্তন হয়। আজ আমি একজন মানুষ অথবা একজন মহাপুরুষ। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মের অতি অল্প পরিবর্তনের ফলে, আমাকে অন্য আর একটি শরীর গ্রহণ করতে হবে। আজ আমি একটি মানুষ, কিন্তু কাল আমাকে একটি কুকুর হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হতে পারে, এবং তখন এই জীবনে আমি যা কিছু করেছি, তা সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এই সরল সত্যটি বর্তমান যুগের মানুষেরা বুঝতে পারে না, কিন্তু যিনি *ধীর*, তিনি তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। যারা জড় সুখভোগের জন্য এই জড় জগতে রয়েছে, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, যেহেতু এই বর্তমান অবস্থাটি চিরকাল থাকবে না, তাই তারা কিভাবে আচরণ করছে, সেই সম্বন্ধে সাবধান হওয়া কর্তব্য। সেই কথা ঋষভদেবও বলেছেন—*ন সাধু মন্যে যত আত্মনোঽয়মসন্নপি ক্লেশদ আস দেহঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/৫/৪)। যদিও এই দেহটি অনিত্য, তবুও যতদিন আমাদের এই দেহে থাকতে হয়, ততদিন আমাদের অবশ্যই দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হবে। আয়ু দীর্ঘ হোক অথবা ক্ষণস্থায়ী হোক, তাকে জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করতেই হবে। তাই যে ব্যক্তি সভ্য বা *ধীর*, তাঁর জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধে আগ্রহশীল হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

নন্দ মহারাজ গর্গমুনির উপস্থিতির সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, কারণ গর্গমুনি ছিলেন জ্যোতিষ শাস্ত্রের একজন মহান পণ্ডিত। জ্যোতিষ শাস্ত্রের দ্বারা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের অদৃশ্য ঘটনাবলী দর্শন করতে পারা যায়। পিতার কর্তব্য হচ্ছে তাঁর সন্তানদের উপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্বন্ধে অবগত হয়ে তাদের সুখের জন্য যা প্রয়োজন তা করা। এখন গর্গমুনির উপস্থিতির সুযোগে নন্দ মহারাজ প্রস্তাব করেছেন যে, গর্গমুনি যেন তাঁর দুই পুত্র কৃষ্ণ এবং বলরামের কোষ্ঠী তৈরি করেন।

শ্লোক ৬

ত্বং হি ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সংস্কারান্ কর্তুমর্হসি ।
বালয়োরনয়োর্নৃণাং জন্মনা ব্রাহ্মণো গুরুঃ ॥ ৬ ॥

ত্বম্—আপনি; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ব্রহ্ম-বিদাম্**—সমস্ত ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণদের (*ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ*); **শ্রেষ্ঠঃ**—আপনি সর্বোত্তম; **সংস্কারান্**—সংস্কারের জন্য অনুষ্ঠিত উৎসব (কারণ এই সমস্ত সংস্কারের দ্বারা মানুষের দ্বিতীয় জন্ম হয়—*সংস্কারাদ্ভবেদ্ দ্বিজঃ*); **কর্তুম্ অর্হসি**—আপনি কৃপা করে যখন এখানে এসেছেন, দয়া করে তা সম্পাদন করুন; **বালয়োঃ**—এই দুটি শিশুর (কৃষ্ণ এবং বলরামের); **অনয়োঃ**—তাদের উভয়ের; **নৃণাম্**—কেবল তাদেরই নয়, সমগ্র মানব-সমাজের; **জন্মনা**—তার জন্মগ্রহণ করা মাত্র; **ব্রাহ্মণঃ**—তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ হয়ে যায়; **গুরুঃ**—পথপ্রদর্শক।*

অনুবাদ

প্রভু, আপনি বিশেষভাবে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত হওয়ার ফলে, ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাই আপনি স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত মানুষের গুরু। তাই আপনি যেহেতু কৃপা করে আমার গৃহে এসেছেন, দয়া করে আপনি আমার পুত্র দুটির সংস্কার করুন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৪/১৩) বলেছেন, *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*—মানব-সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি

* শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ* (*মুণ্ডক উপনিষদ* ১/২/১২)। সকলেরই কর্তব্য ব্রাহ্মণকে গুরুরূপে বরণ করে তাঁর শরণাগত হওয়া।

বর্ণবিভাগ থাকা অবশ্য কর্তব্য। সমগ্র সমাজের পথ প্রদর্শনের জন্য ব্রাহ্মণদের আবশ্যকতা রয়েছে। যদি বর্ণাশ্রম-ধর্মের ব্যবস্থা না থাকে এবং মানব-সমাজে যদি ব্রাহ্মণদের মতো পথপ্রদর্শক না থাকে, তা হলে মানব-সমাজ নরকে পরিণত হবে। কলিযুগে, বিশেষ করে বর্তমান সময়ে প্রকৃত ব্রাহ্মণ নেই, এবং তাই মানব-সমাজে এই প্রকার বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। পূর্বে যোগ্য ব্রাহ্মণেরা ছিলেন, কিন্তু বর্তমান সময়ে, নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে দাবি করে এই রকম বহু লোক রয়েছে, তবুও তাদের সমাজকে পরিচালনা করার কোন ক্ষমতা নেই। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তাই মানব-সমাজে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে অত্যন্ত আগ্রহী, যাতে সমাজের বিভ্রান্ত এবং অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা যোগ্য ব্রাহ্মণদের পরিচালনায় জীবনপথে অগ্রসর হতে পারে।

ব্রাহ্মণ বলতে বৈষ্ণবদের বোঝায়। ব্রাহ্মণ হওয়ার পর উন্নতির পরবর্তী সোপান হচ্ছে বৈষ্ণব হওয়া। জনসাধারণের অবশ্য কর্তব্য জীবনের চরম লক্ষ্যে পরিচালিত হওয়া, এবং তাই তাদের ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে জানা আবশ্যক। সমগ্র বৈদিক ব্যবস্থা এই আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু মানুষ সেই উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলেছে (*ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্*), এবং তারা নিম্নস্তরের জীবনে অধঃপতিত হওয়ার বিপদ সত্ত্বেও কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করছে (*মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি*)। জন্মসূত্রে মানুষ ব্রাহ্মণ হোক বা না হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। জন্মসূত্রে কেউই ব্রাহ্মণ নয়, সকলেই শূদ্র। কিন্তু ব্রাহ্মণের পরিচালনার ফলে এবং সংস্কারের দ্বারা মানুষ দ্বিজত্ব বা দ্বিতীয় জন্ম লাভ করে, এবং তারপর তিনি ক্রমশ ব্রাহ্মণ হন। ব্রাহ্মণত্ব কোন বিশেষ বর্ণের মানুষদের একাধিপত্য স্থাপন করার প্রণালী নয়। প্রতিটি মানুষকেই ব্রাহ্মণ হওয়ার শিক্ষা লাভের সুযোগ দেওয়া উচিত। অন্ততপক্ষে প্রতিটি মানুষকেই জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছবার সুযোগ প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র—যে পরিবারেই মানুষের জন্ম হোক না কেন, মানব-জীবনের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়ে বৈষ্ণব হওয়ার জন্য সকলেরই যথার্থ ব্রাহ্মণের দ্বারা পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানব-সমাজকে প্রকৃত সৌভাগ্য অর্জনের সুযোগ প্রদান করছে। নন্দ মহারাজ গর্গমুনির উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন তাঁর দুটি পুত্রের যথাযথ সংস্কার ক্রিয়া সম্পাদন করে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হওয়ার পথ প্রদর্শন করেন।

শ্লোক ৭

শ্রীগর্গ উবাচ

যদূনামহমাচার্যঃ খ্যাতশ্চ ভুবি সর্বদা ।
সুতং ময়া সংস্কৃতং তে মন্যতে দেবকীসুতম্ ॥ ৭ ॥

শ্রী-গর্গঃ উবাচ—গর্গমুনি বললেন; **যদূনাম্**—যদুবংশের; **অহম্**—আমি হই; **আচার্যঃ**—পুরোহিত; **খ্যাতঃ চ**—বিখ্যাত; **ভুবি**—সর্বত্র; **সর্বদা**—সর্বদা; **সুতম্**—পুত্র; **ময়া**—আমার দ্বারা; **সংস্কৃতম্**—সংস্কারকর্ম নির্বাহ করলে; **তে**—তোমার; **মন্যতে**—মনে করবে; **দেবকী-সুতম্**—দেবকীর পুত্র।

অনুবাদ

গর্গমুনি বললেন—হে নন্দ মহারাজ, আমি যদুবংশের পুরোহিত, সেই কথা সর্বত্র প্রসিদ্ধ। তাই আমি যদি তোমার পুত্রদের সংস্কারকর্ম অনুষ্ঠান করি, তা হলে কংস তাদের দেবকীর পুত্র বলে মনে করবে।

তাৎপর্য

গর্গমুনি পরোক্ষভাবে বলে দিয়েছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যশোদার পুত্র নন, দেবকীর পুত্র। কংস যেহেতু ইতিমধ্যেই কৃষ্ণের অন্বেষণ করছিল, তাই গর্গমুনি সংস্কারকার্য অনুষ্ঠান করলে কংস যদি সেই কথা জানতে পারত, তা হলে সে হয়ত মহাসঙ্কট সৃষ্টি করত। এখানে কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, গর্গমুনি যদুবংশের পুরোহিত হলেও নন্দ মহারাজও যদুবংশোদ্ভূত ছিলেন। কিন্তু নন্দ মহারাজ ক্ষত্রিয়ের মতো আচরণ করছিলেন না। তাই গর্গমুনি বলেছিলেন, "আমি যদি তোমার পুরোহিতের কার্য করি, তা হলে প্রতিপন্ন হয়ে যাবে যে, কৃষ্ণ হচ্ছেন দেবকীর পুত্র।"

শ্লোক ৮-৯

কংসঃ পাপমতিঃ সখ্যং তব চানকদুন্দুভেঃ ।
দেবক্যা অষ্টমো গর্ভো ন স্ত্রী ভবিতুমর্হতি ॥ ৮ ॥

ইতি সঞ্চিন্তয়ঞ্ছ্রুত্বা দেবক্যা দারিকাবচঃ ।
অপি হন্তা গতাশঙ্কস্তর্হি তন্নোঽনয়ো ভবেৎ ॥ ৯ ॥

কংসঃ—রাজা কংস; **পাপ-মতিঃ**—অত্যন্ত পাপী এবং দুরাত্মা; **সখ্যম্**—বন্ধুত্ব; **তব**—তোমার; **চ**—ও; **আনকদুন্দুভেঃ**—বসুদেবের; **দেবক্যাঃ**—দেবকীর; **অষ্টমঃ গর্ভঃ**—অষ্টম গর্ভের সন্তান; **ন**—না; **স্ত্রী**—কন্যা; **ভবিতুম্ অর্হতি**—সম্ভব; **ইতি**—এইভাবে; **সঞ্চিন্তয়ন্**—বিবেচনা করে; **শ্রুত্বা**—(এই সংবাদ) শ্রবণ করে; **দেবক্যাঃ**—দেবকীর; **দারিকা-বচঃ**—কন্যার বাণী; **অপি**—যদিও ছিল; **হন্তা গত-আশঙ্কঃ**—কংস এই শিশুটিকে হত্যা করার চেষ্টা করতে পারে; **তর্হি**—অতএব; **তৎ**—সেই ঘটনা; **নঃ**—আমাদের জন্য; **অনয়ঃ ভবেৎ**—অনিষ্টকর হতে পারে।

অনুবাদ

কংস এক মহাকূটনীতিজ্ঞ এবং পাপাত্মা। তাই, যে বালক তাকে হত্যা করবে সে ইতিমধ্যেই অন্যত্র জন্মগ্রহণ করেছে, এই কথা দেবকীর কন্যা যোগমায়ার কাছ থেকে শুনে, দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান কন্যা সেই কথা শুনে এবং বসুদেবের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্বের কথা অবগত থাকার ফলে, কংস যদি জানতে পারে যে, যদুবংশের পুরোহিত আমার দ্বারা এই সংস্কার অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা হলে কংস নিশ্চয়ই সন্দেহ করবে যে, কৃষ্ণ দেবকী এবং বসুদেবের পুত্র। তখন সে কৃষ্ণকে হত্যা করার চেষ্টা করতে পারে। তা হলে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে।

তাৎপর্য

কংস ভালভাবেই জানত যে, যোগমায়া হচ্ছেন কৃষ্ণের দাসী, এবং দেবকীর কন্যারূপে আবির্ভূতা হলেও হয়ত তিনি প্রকৃত তথ্য গোপন রাখছেন। প্রকৃতপক্ষে তাই হয়েছিল। গর্গমুনি অত্যন্ত বিচক্ষণতা সহকারে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন যে, তিনি যদি কৃষ্ণের সংস্কারকার্য সম্পাদন করেন, তা হলে বহু সন্দেহের উদয় হতে পারে এবং শিশুটিকে হত্যা করার প্রবল চেষ্টা করতে পারে। কংস ইতিমধ্যেই শিশুটিকে বধ করার জন্য বহু অসুর প্রেরণ করেছিল, কিন্তু তারা সকলেই প্রাণ হারিয়েছিল। গর্গমুনি যদি কৃষ্ণের সংস্কারকার্য সম্পাদন করতেন, তা হলে কংসের সন্দেহ বদ্ধমূল হত, এবং সে আরও প্রবলভাবে তার কার্য সাধনের চেষ্টা করত। গর্গমুনি নন্দ মহারাজকে এইভাবে সাবধান করেছিলেন।

শ্লোক ১০

শ্রীনন্দ উবাচ

অলক্ষিতোঽস্মিন্ রহসি মামকৈরপি গোব্রজে ।
কুরু দ্বিজাতিসংস্কারং স্বস্তিবাচনপূর্বকম্ ॥ ১০ ॥

শ্রী-নন্দঃ উবাচ—নন্দ মহারাজ (গর্গমুনিকে) বললেন; **অলক্ষিতঃ**—কংসের অজ্ঞাতসারে; **অস্মিন্**—এই গোশালায়; **রহসি**—নির্জন স্থানে; **মামকৈঃ**—আমার আত্মীয়স্বজনেরা; **অপি**—এর থেকেও গোপনীয় স্থান; **গো-ব্রজে**—গোশালায়; **কুরু**—সম্পাদন করুন; **দ্বিজাতি-সংস্কারম্**—দ্বিজত্ব সংস্কার (*সংস্কারাদ্ভবেদ্ দ্বিজঃ*); **স্বস্তি-বাচন-পূর্বকম্**—বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা সংস্কার।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ বললেন—হে মহর্ষি, আপনি যদি মনে করেন যে, আপনি সংস্কারকার্য সম্পাদন করলে কংস সন্দিহান হবে, তা হলে গোপনে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে আমার গৃহের সংলগ্ন এই গোশালায়, সকলের অগোচরে, এমন কি আমার আত্মীয়স্বজনেরও অগোচরে, এই কর্তব্য সংস্কার সম্পাদন করুন।

তাৎপর্য

সংস্কারক্রিয়া একেবারে না করার প্রস্তাবটি নন্দ মহারাজের মনঃপূত হয়নি। বহু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তিনি গর্গমুনির উপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন এবং যা কিছু করণীয় তা সম্পাদন করতে চেয়েছিলেন। এই সংস্কার বিশেষ করে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের জন্য অপরিহার্য। পূর্বে এই সমস্ত কার্য বাধ্যতামূলক ছিল। *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ* (*ভগবদ্‌গীতা* ৪/১৩)। এই প্রকার সংস্কারবিহীন সমাজ পশু-সমাজের তুল্য বলে বিবেচনা করা হত। গর্গমুনির উপস্থিতির সুযোগে নন্দ মহারাজ বিনা আড়ম্বরে, গোপনে, নামকরণ সংস্কার সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন। অতএব, সংস্কারের সুযোগ মানব-সমাজের পক্ষে অপরিহার্য বলে বিবেচনা করা উচিত। কলিযুগে কিন্তু মানুষ এই প্রয়োজনীয়তা ভুলে গেছে। *মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/১/১০)। এই যুগে মানুষেরা অসৎ এবং দুর্ভাগা, এবং তারা তাদের জীবন সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বৈদিক নির্দেশ গ্রহণ করতে চায় না। নন্দ মহারাজ কিন্তু সেই নির্দেশ অবহেলা করতে চাননি। আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উন্নত সুখী সমাজ অটুট রাখার জন্য তিনি

গর্গমুনির উপস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে যা কিছু করণীয় তা করতে চেয়েছিলেন। পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে মানব-সমাজ কত অধঃপতিত হয়ে গেছে। *মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যাঃ*। মানব-জীবন লাভ হয় বহু বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর এবং এই জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশুদ্ধ হওয়া বা সংস্কৃত হওয়া। পূর্বে পিতা তাঁর পুত্রের উন্নতি সাধনের জন্য তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে আগ্রহী থাকতেন, কিন্তু বর্তমান সময়ে মানুষেরা বিপথগামী হওয়ার ফলে, সন্তান-সন্ততির পালন-পোষণ করার দায়িত্ব এড়াবার জন্য তাদের হত্যা পর্যন্ত করতে প্রস্তুত।

শ্লোক ১১

শ্রীশুক উবাচ

এবং সম্প্রার্থিতো বিপ্রঃ স্বচিকীর্ষিতমেব তৎ ।
চকার নামকরণং গূঢ়ো রহসি বালয়োঃ ॥ ১১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **সম্প্রার্থিতঃ**—সম্যক্‌ভাবে প্রার্থিত হয়ে; **বিপ্রঃ**—ব্রাহ্মণ গর্গমুনি; **স্ব-চিকীর্ষিতম্ এব**—যা তিনি পূর্বেই করতে চেয়েছিলেন এবং যে জন্য তিনি সেখানে গিয়েছিলেন; **তৎ**—সেই; **চকার**—সম্পাদন করেছিলেন; **নাম-করণম্**—নামকরণ সংস্কার; **গূঢ়ঃ**—গোপনে; **রহসি**—নির্জন স্থানে; **বালয়োঃ**—দুটি শিশুর (কৃষ্ণ এবং বলরামের)।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে নির্জনে নামকরণ সংস্কার করাই গর্গমুনির ইচ্ছা ছিল। তখন নন্দ মহারাজ কর্তৃক বিশেষভাবে প্রার্থিত হয়ে, তিনি এক নির্জন স্থানে কৃষ্ণ এবং বলরামের নামকরণ সংস্কার সম্পাদন করেছিলেন।

শ্লোক ১২

শ্রীগর্গ উবাচ

অয়ং হি রোহিণীপুত্রো রময়ন্ সুহৃদো গুণৈঃ ।
আখ্যাস্যতে রাম ইতি বলাধিক্যাদ্ বলং বিদুঃ ।
যদূনামপৃথগ্‌ভাবাৎ সঙ্কর্ষণমুশন্ত্যপি ॥ ১২ ॥

শ্রী-গর্গঃ উবাচ—গর্গমুনি বললেন; **অয়ম্**—এই; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **রোহিণী-পুত্রঃ**—রোহিণীর পুত্র; **রময়ন্**—আনন্দ দান করে; **সুহৃদঃ**—তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের; **গুণৈঃ**—দিব্য গুণাবলীর দ্বারা; **আখ্যাস্যতে**—খ্যাত হবেন; **রামঃ**—পরম ভোক্তা রাম নামের দ্বারা; **ইতি**—এইভাবে; **বল-আধিক্যাৎ**—অসাধারণ বলের ফলে; **বলম্ বিদুঃ**—বলরাম নামে বিখ্যাত হবেন; **যদূনাম্**—যদুবংশের; **অপৃথক্-ভাবাৎ**—তোমার থেকে পৃথক না হওয়ার ফলে; **সঙ্কর্ষণম্**—দুই পরিবারকে যুক্ত করার ফলে সঙ্কর্ষণ নামে বিখ্যাত হবেন; **উশন্তি**—আকর্ষণ করে; **অপি**—ও।

অনুবাদ

গর্গমুনি বললেন—এই রোহিণীর পুত্র তাঁর দিব্য গুণাবলীর দ্বারা তাঁর সুহৃদবর্গকে রমন করবেন বা আনন্দ প্রদান করবেন বলে, তিনি রাম নামে বিখ্যাত হবেন। তিনি অসাধারণ বল প্রদর্শন করবেন বলে, তিনি বল নামেও বিখ্যাত হবেন। অধিকন্তু যেহেতু তিনি বসুদেবের বংশ এবং নন্দ মহারাজের বংশ যুক্ত করবেন, তাই তাঁর নাম হবে সঙ্কর্ষণ।

তাৎপর্য

বলদেব প্রকৃতপক্ষে ছিলেন দেবকীর পুত্র, কিন্তু তিনি দেবকীর গর্ভ থেকে রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। সেই ঘটনাটি প্রকাশ করা হয়নি। *হরিবংশের* বর্ণনা অনুসারে—

প্রত্যুবাচ তত রামঃ সরবাংস্তানভিতঃ স্থিতান্ ।
যাদবেষ্বপি সর্বেষু ভবন্তো মম বল্লভাঃ ॥

গর্গমুনি নন্দ মহারাজের কাছে প্রকাশ করেছিলেন যে, বলরাম ক্ষত্রিয়-যদুবংশ এবং বৈশ্য নন্দ মহারাজের বংশের সংযোগ স্থাপন করবেন। উভয় বংশেরই পূর্বপুরুষ ছিলেন এক, পার্থক্য কেবল নন্দ মহারাজ বৈশ্য-পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বসুদেব ক্ষত্রিয়-পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরে নন্দ মহারাজ এক বৈশ্য-কন্যাকে এবং বসুদেব ক্ষত্রিয় কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তাই যদিও নন্দ মহারাজের পরিবার এবং বসুদেবের পরিবার একই পিতা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, তবুও তাঁরা ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যরূপে বিভক্ত হয়েছিলেন। এখন বলদেব তাঁদের যুক্ত করেছিলেন, এবং তাই তিনি সঙ্কর্ষণ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ১৩ ॥

আসন্—ধারণ করেছিলেন; **বর্ণাঃ ত্রয়ঃ**—তিনটি বর্ণ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অস্য**—তোমার পুত্র কৃষ্ণের; **গৃহ্ণতঃ**—গ্রহণ করে; **অনুযুগম্ তনূঃ**—বিভিন্ন যুগ অনুসারে দেহ; **শুক্লঃ**—কখনও শ্বেত; **রক্তঃ**—কখনও লাল; **তথা**—এবং; **পীতঃ**—কখনও পীত; **ইদানীম্ কৃষ্ণতাম্ গতঃ**—এখন তিনি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছেন।

অনুবাদ

তোমার পুত্র কৃষ্ণ প্রতি যুগে তাঁর শ্রীমূর্তি প্রকাশ করেন। পূর্বে ইনি শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ ধারণ করে প্রকাশিত হয়েছিলেন, সম্প্রতি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে প্রকট হয়েছেন [অন্য দ্বাপর যুগে ইনি (শ্রীরামচন্দ্র রূপে) শুকপক্ষীর মতো বর্ণ ধারণ করে আবির্ভূত হন। এই সমস্ত অবতারেরা এখন শ্রীকৃষ্ণতে সমবেত হয়েছেন।]

তাৎপর্য

গর্গমুনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্থিতি আংশিকভাবে গোপন রেখে এবং আংশিকভাবে ব্যক্ত করে বলেছেন, "তোমার পুত্র একজন মহাপুরুষ, এবং তিনি বিভিন্ন যুগে তাঁর দেহের রং পরিবর্তন করতে পারেন।" *গৃহ্ণতঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ইচ্ছা অনুসারে আচরণ করতে পারেন। অর্থাৎ, তিনি হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান এবং তাই তিনি তাঁর যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। বৈদিক শাস্ত্রে বিভিন্ন যুগে ভগবান যে বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করেন তার উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাই গর্গমুনি যখন বলেছেন, "তোমার পুত্র এই বর্ণগুলি ধারণ করেছিলেন," তার মাধ্যমে তিনি পরোক্ষভাবে বলেছেন, "তোমার পুত্র হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান।" কংসের অত্যাচারের ফলে গর্গমুনি সেই সত্য প্রকাশ করেননি, কিন্তু তিনি পরোক্ষভাবে নন্দ মহারাজকে জানিয়ে ছিলেন যে, তাঁর পুত্র শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবান।

এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য যে, শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *ক্রমসন্দর্ভে* এই শ্লোকের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। প্রতি যুগে শ্রীকৃষ্ণ শ্বেত, রক্ত বা পীতবর্ণ ধারণ করে প্রকাশিত হন, কিন্তু এখন তিনি স্বয়ং তাঁর আদি কৃষ্ণ স্বরূপে প্রকট হয়েছেন, এবং গর্গমুনির ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে নারায়ণ রূপে তাঁর শক্তি প্রদর্শন করেছেন। যেহেতু এই রূপে ভগবান নিজেকে পূর্ণরূপে প্রদর্শন করেন, তাই তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণ—সর্ব আকর্ষক।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সমস্ত অবতারের অবতারী, এবং তাই বিভিন্ন অবতারের বিভিন্ন রূপ কৃষ্ণতে বর্তমান। শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতরণ করেন, তখন অন্য সমস্ত অবতারদের সমস্ত রূপ তাঁর মধ্যে বিরাজমান। অন্যান্য অবতারেরা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ। এই প্রসঙ্গে বুঝতে হবে যে, ভগবান শুক্ল, রক্ত অথবা পীত, যে বর্ণেই আবির্ভূত হোন না কেন, তিনি সেই একই ব্যক্তি। বিভিন্ন অবতারে তিনি বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করে আবির্ভূত হন, ঠিক যেমন সূর্যকিরণে সাতটি রঙ রয়েছে। কখনও কখনও এই রঙ পৃথক পৃথকভাবে প্রকট হয়; নতুবা সূর্যকিরণ প্রধানত উজ্জ্বল আলোকরূপে প্রকাশিত হয়। মন্বন্তর-অবতার, লীলা-অবতার আদি বিভিন্ন অবতারেরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হন, তখন সমস্ত অবতারেরাও তাঁর সঙ্গে আবির্ভূত হন। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৩/২৬) বর্ণিত হয়েছে—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥

নিরন্তর জলপ্রবাহের মতো অবতারেরা সতত প্রকাশিত হচ্ছেন। প্রবহমান নদীর জলে যে কত ঢেউ রয়েছে তা যেমন কেউ গণনা করতে পারে না, তেমনই অসংখ্য অবতার রয়েছেন। এই সমস্ত অবতারদের উৎস হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাই সমস্ত অবতারেরা তাঁর মধ্যে বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অংশী এবং অন্যরা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ। আমরা সহ সমস্ত জীবেরা তাঁর অংশ (*মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ*)। এই সমস্ত অংশ বিভিন্ন পরিমাপের। (অতি ক্ষুদ্র অংশ) মানুষ এবং দেবতা, বিষ্ণুতত্ত্ব ও অন্যান্য সমস্ত জীবেরা ভগবানের অংশ। *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্* (*কঠোপনিষদ* ২/২/১৩)। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত অবতারদের পরম উৎস, এবং তাই শ্রীকৃষ্ণ যখন উপস্থিত থাকেন, তখন সমস্ত অবতারেরাও তাঁর সঙ্গে থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ক্রম অনুসারে প্রতিটি যুগের অবতারদের বর্ণনা করা হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে, *কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুঃ, ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ, দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ* এবং *কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্*। আমরা দেখতে পাই যে, কলিযুগে ভগবান পীতবর্ণ ধারণ করে গৌরসুন্দর রূপে আবির্ভূত হয়েছেন, যদিও *শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণবর্ণম্* বলা হয়েছে। এই সমস্ত উক্তির সমন্বয় করে বুঝতে হবে যে, যদিও কোন কোন যুগে কোন রঙের প্রাধান্য থাকে, কিন্তু বিশেষ যুগে শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রকট হন, তখন সমস্ত বর্ণ উপস্থিত থাকে। *কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্*— শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও অকৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছেন, তবুও বুঝতে

হবে যে, তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। *ইদানীং কৃষ্ণতাং গতাঃ*। সেই আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ যিনি বিভিন্ন বর্ণ নিয়ে অবতরণ করেন, তিনি এখন আবির্ভূত হয়েছেন। *আসন্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, তিনি সর্বদাই উপস্থিত। যখনই ভগবান তাঁর পূর্ণ স্বরূপে প্রকট হন, তখন যদিও তিনি বিভিন্ন বর্ণে আবির্ভূত হন, তবুও বুঝতে হবে যে, তিনি *কৃষ্ণবর্ণম্*। প্রহ্লাদ মহারাজ উল্লেখ করেছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন *ছন্ন*; অর্থাৎ, যদিও তিনি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, তবুও তিনি পীতবর্ণের দ্বারা তাঁর স্বরূপ আবৃত করে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পীতবর্ণ ধারণ করে আবির্ভূত হলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণ।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/৫/৩২)

শ্লোক ১৪

প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ ।
বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে ॥ ১৪ ॥

প্রাক্—পূর্বে; **অয়ম্**—এই শিশুটি; **বসুদেবস্য**—বসুদেবের; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **তব**—তোমার; **আত্মজঃ**—কৃষ্ণ, যে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছে; **বাসুদেবঃ**—তাই তার নাম বাসুদেব রাখা যেতে পারে; **ইতি**—এই প্রকার; **শ্রীমান্**—অত্যন্ত সুন্দর; **অভিজ্ঞাঃ**—জ্ঞানবান; **সম্প্রচক্ষতে**—কৃষ্ণকে বাসুদেবও বলেন।

অনুবাদ

কোন কারণে, তোমার এই পরম সুন্দর পুত্রটি পূর্বে বসুদেবের পুত্ররূপে প্রকটিত হয়েছিলেন। তাই অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এঁকে বাসুদেব বলে থাকেন।

তাৎপর্য

গর্গমুনি পরোক্ষভাবে বলেছিলেন, "এই শিশুটি যদিও তোমার পুত্ররূপে আচরণ করছে, কিন্তু মূলত তিনি বসুদেবের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সাধারণত কৃষ্ণ তোমার পুত্র, কিন্তু কখনও কখনও তিনি বসুদেবের পুত্র।"

শ্লোক ১৫

**বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে ।
গুণকর্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ ॥ ১৫ ॥**

বহূনি—বহু; **সন্তি**—রয়েছে; **নামানি**—নাম; **রূপাণি**—রূপ; **চ**—ও; **সুতস্য**—পুত্রের; **তে**—তোমার; **গুণ-কর্ম-অনুরূপাণি**—তাঁর গুণ এবং কর্ম অনুসারে; **তানি**—সেগুলি; **অহম্**—আমি; **বেদ**—জানি; **নো জনাঃ**—সাধারণ মানুষেরা জানে না।

অনুবাদ

তোমার এই পুত্রের গুণ এবং কর্ম অনুসারে বহু নাম এবং রূপ আছে, তা আমি জানি। সাধারণ লোকেরা তা জানে না।

তাৎপর্য

বহূনি—ভগবানের বহু নাম রয়েছে। *অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপমাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ*। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৩) বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান এক কিন্তু তাঁর বহু রূপ এবং বহু নাম রয়েছে। এমন নয় যে, যেহেতু গর্গমুনি শিশুটির নামকরণ করেছিলেন কৃষ্ণ, তাই সেটিই ছিল তাঁর একমাত্র নাম। তাঁর অন্য বহু নাম রয়েছে, যেমন ভক্তবৎসল, গিরিধারী, গোবিন্দ, গোপাল। আমরা যদি কৃষ্ণ শব্দটির নিরুক্তি বা আক্ষরিক অর্থ বিশ্লেষণ করি, তা হলে আমরা দেখতে পাই, *ন* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, তিনি জন্ম-মৃত্যুর চক্র নিরাকরণ করেন এবং *কৃষ্* শব্দের অর্থ সত্তার্থ বা 'অস্তিত্ব'। অর্থাৎ কৃষ্ণই সমগ্র অস্তিত্ব। *কৃষ্* শব্দের আর একটি অর্থ 'আকর্ষণ', এবং *ন* শব্দের অর্থ 'আনন্দ'। কৃষ্ণ মুকুন্দ নামেও বিখ্যাত কারণ তিনি সকলকে সচ্চিদানন্দময় জীবন প্রদান করেন। দুর্ভাগ্যবশত, জীবের যেহেতু ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, তাই জীবেরা শ্রীকৃষ্ণের কার্যক্রম অবহেলা করে স্বতন্ত্রভাবে আচরণ করতে চায়। এটিই হচ্ছে ভবরোগ। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু জীবকে আনন্দময় জীবন প্রদান করতে চান, তাই তিনি বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হন। তাই তাঁকে বলা হয় কৃষ্ণ। গর্গমুনি ছিলেন একজন জ্যোতিষী, তাই যা অন্যদের অজ্ঞাত ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের এত বহু নাম যে, গর্গমুনি পর্যন্ত সেগুলি জানতেন না। তাই বুঝতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় কার্যকলাপ অনুসারে অসংখ্য নাম রয়েছে এবং অসংখ্য রূপ রয়েছে।

শ্লোক ১৬

এষ বঃ শ্রেয় আধাস্যদ্ গোপগোকুলনন্দনঃ ।
অনেন সর্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ ॥ ১৬ ॥

এষঃ—এই শিশুটি; **বঃ**—তোমাদের সকলের জন্য; **শ্রেয়ঃ**—পরম মঙ্গল; **আধাস্যৎ**—পরম মঙ্গল বিধান করবে; **গোপ-গোকুল-নন্দনঃ**—গোকুলের গোপনন্দন রূপে জন্মগ্রহণ করে ঠিক এক গোপবালকের মতো; **অনেন**—তাঁর দ্বারা; **সর্ব-দুর্গাণি**—সর্বপ্রকার দুঃখ-দুর্দশা; **যূয়ম্**—তোমাদের সকলের; **অঞ্জঃ**—অনায়াসে; **তরিষ্যথ**—উত্তীর্ণ হবে।

অনুবাদ

গোপ এবং গোকুলের আনন্দবর্ধক এই শিশুটি তোমাদের মঙ্গল সাধন করবে, এবং এঁর কৃপায় তোমরা অনায়াসে সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করতে পারবে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গোপ এবং গাভীদের পরম বন্ধু। তাই *নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ* মন্ত্রের দ্বারা তাঁর আরাধনা করা হয়। তাঁর ধাম গোকুলে তাঁর সমস্ত লীলা সর্বদাই ব্রাহ্মণ এবং গাভীদের অনুকূল। তাঁর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে গাভী এবং ব্রাহ্মণদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা গৌণ, এবং গাভীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করাই হচ্ছে তাঁর মুখ্য কর্তব্য। তাঁর উপস্থিতির ফলে সমস্ত মানুষেরা সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় আনন্দে অবস্থান করতে পারেন।

শ্লোক ১৭

পুরানেন ব্রজপতে সাধবো দস্যুপীড়িতাঃ ।
অরাজকে রক্ষ্যমাণা জিগ্যুর্দস্যূন্ সমেধিতাঃ ॥ ১৭ ॥

পুরা—পূর্বে; **অনেন**—কৃষ্ণের দ্বারা; **ব্রজ-পতে**—হে ব্রজরাজ; **সাধবঃ**—সাধুরা; **দস্যু-পীড়িতাঃ**—দস্যু-তস্করদের দ্বারা উপদ্রুত হয়ে; **অরাজকে**—রাষ্ট্রসরকার যখন অরাজক হয়ে গিয়েছিল; **রক্ষ্যমাণাঃ**—সুরক্ষিত হয়েছিলেন; **জিগ্যুঃ**—পরাজিত করেছিলেন; **দস্যূন্**—দস্যু-তস্করদের; **সমেধিতাঃ**—বর্ধিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

হে নন্দ মহারাজ! ইতিহাসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পুরাকালে অরাজকতার সময়, ইন্দ্র যখন সিংহাসন চ্যুত হয়েছিলেন, এবং মানুষেরা দস্যু-তস্করদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছিল, তখন এই শিশুটি আবির্ভূত হয়ে দস্যু-তস্করদের পরাজিত করে সকলকে রক্ষা করেছিলেন এবং সমৃদ্ধি সাধন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ইন্দ্র হচ্ছেন স্বর্গের রাজা। দৈত্য, দস্যু এবং তস্করেরা সর্বদাই ইন্দ্রের বিরুদ্ধাচারণ করে (*ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং*), কিন্তু ইন্দ্রের শত্রুরা যখন প্রাধান্য লাভ করে, তখন শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। *কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং / ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৩/২৮)।

শ্লোক ১৮

**য এতস্মিন্ মহাভাগাঃ প্রীতিং কুর্বন্তি মানবাঃ ।
নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ ॥ ১৮ ॥**

যে—যাঁরা; **এতস্মিন্**—এই শিশুটিকে; **মহা-ভাগাঃ**—অত্যন্ত ভাগ্যবান; **প্রীতিম্**—স্নেহ; **কুর্বন্তি**—করে; **মানবাঃ**—এই প্রকার ব্যক্তি; **ন**—না; **অরয়ঃ**—শত্রুগণ; **অভিভবন্তি**—পরাভূত করে; **এতান্**—যাঁরা কৃষ্ণের প্রতি আসক্ত; **বিষ্ণু-পক্ষান্**—বিষ্ণুপক্ষীয় দেবতাগণ; **ইব**—সদৃশ; **অসুরাঃ**—অসুরেরা।

অনুবাদ

অসুরেরা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পক্ষ অবলম্বনকারী দেবতাদের কখনও পরাভূত করতে পারে না। তেমনই যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত, তাঁরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত প্রীতি যুক্ত হওয়ার ফলে, তাঁরা কখনও কংসের অনুচরসদৃশ অসুরদের দ্বারা (অথবা অন্তরের শত্রু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা) পরাভূত হন না।

শ্লোক ১৯

**তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে নারায়ণসমো গুণৈঃ ।
শ্রিয়া কীর্ত্যানুভাবেন গোপায়স্ব সমাহিতঃ ॥ ১৯ ॥**

তস্মাৎ—অতএব; **নন্দ**—হে নন্দ মহারাজ; **আত্মজঃ**—তোমার পুত্র; **অয়ম্**—এই; **তে**—তোমার; **নারায়ণ-সমঃ**—নারায়ণেরই মতো (দিব্য গুণাবলী সমন্বিত); **গুণৈঃ**—গুণের দ্বারা; **শ্রিয়া**—ঐশ্বর্যের দ্বারা; **কীর্ত্যা**—কীর্তির দ্বারা; **অনুভাবেন**—এবং তাঁর প্রভাবের দ্বারা; **গোপায়স্ব**—এই শিশুটিকে পালন কর; **সমাহিতঃ**—অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে।

অনুবাদ

অতএব, হে নন্দ মহারাজ, তোমার এই পুত্রটি গুণ, ঐশ্বর্য, কীর্তি এবং প্রভাবে নারায়ণেরই সমতুল্য। তুমি অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে এই শিশুটিকে পালন কর।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *নারায়ণসমঃ* শব্দটি মহত্ত্বপূর্ণ। কেউই নারায়ণের সমতুল্য নয়। তিনি *অসমোর্ধ্ব*—কেউই তাঁর সমকক্ষ নয় এবং কেউই তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। সেই সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥

যে ব্যক্তি শিব অথবা ব্রহ্মাকে নারায়ণের সমতুল্য বলে মনে করে, সে পাষণ্ডী। কেউই নারায়ণের সমকক্ষ হতে পারে না। তা সত্ত্বেও গর্গমুনি *সম* শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কারণ তিনি নন্দ মহারাজের পুত্ররূপে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান, তা পরোক্ষভাবে ব্যক্ত করেছেন। গর্গমুনি নন্দ মহারাজকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, "তোমার আরাধ্য ভগবান শ্রীনারায়ণ তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁরই সমগুণসম্পন্ন এক পুত্রকে প্রেরণ করেছেন। অতএব তুমি তোমার এই পুত্রটির নাম মুকুন্দ, মধুসূদন আদি রাখতে পার। কিন্তু সব সময় মনে রেখ যে, যখনই তুমি ভাল কিছু করতে যাবে, তখনই বহু বাধা-বিপত্তি আসবে। তাই অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এই শিশুটির পালন-পোষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করো। নারায়ণ যেভাবে সর্বদা তোমাকে রক্ষা করেন, তুমিও যদি অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে এই শিশুটিকে রক্ষা করতে পার, তা হলে এই শিশুটি নারায়ণেরই সদৃশ হবেন।" গর্গমুনি আরও বলেছিলেন যে, শিশুটি যদিও নারায়ণের মতো গুণবান, তবুও রাসবিহারী রূপে তিনি নারায়ণের থেকেও অধিক আনন্দ উপভোগ করবেন। সেই সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে, *লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানম্*—লক্ষ্মীসদৃশ অগণিত ব্রজগোপীরা শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর সেবা করবেন।

শ্লোক ২০

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাত্মানং সমাদিশ্য গর্গে চ স্বগৃহং গতে ।
নন্দঃ প্রমুদিতো মেনে আত্মানং পূর্ণমাশিষাম্ ॥ ২০ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **আত্মানম্**—পরমাত্মা বা পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে; **সমাদিশ্য**—উপদেশ প্রদান করে; **গর্গে**—গর্গমুনি যখন; **চ**—ও; **স্ব-গৃহম্**—তাঁর স্বীয় গৃহে; **গতে**—প্রস্থান করেছিলেন; **নন্দঃ**—নন্দ মহারাজ; **প্রমুদিতঃ**—অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন; **মেনে**—মনে করেছিলেন; **আত্মানম্**—নিজেকে; **পূর্ণম্ আশিষাম্**—সর্ব সৌভাগ্যে পূর্ণ।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—গর্গমুনি নন্দ মহারাজকে এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করে যখন তাঁর গৃহের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেছিলেন, তখন নন্দ মহারাজ নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে মনে করে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমাত্মা এবং নন্দ মহারাজ জীবাত্মা। গর্গমুনির উপদেশে তাঁরা উভয়েই মহিমান্বিত হয়েছিলেন। নন্দ মহারাজ পূতনা, শকটাসুর আদি অসুরদের থেকে কৃষ্ণের সুরক্ষার কথা চিন্তা করছিলেন এবং যেহেতু তিনি এই প্রকার এক পুত্র লাভ করেছেন, তাই তিনি নিজেকে পরম ভাগ্যবান বলে মনে করেছিলেন।

শ্লোক ২১

কালেন ব্রজতাল্পেন গোকুলে রামকেশবৌ ।
জানুভ্যাং সহ পাণিভ্যাং রিঙ্গমাণৌ বিজহ্রতুঃ ॥ ২১ ॥

কালেন—সময়; **ব্রজতা**—অতিবাহিত হয়ে; **অল্পেন**—অল্প অবধি; **গোকুলে**—ব্রজধাম গোকুলে; **রাম-কেশবৌ**—বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ; **জানুভ্যাম্**—হাঁটুর দ্বারা; **সহ পাণিভ্যাম্**—হাতের উপর ভর করে; **রিঙ্গমাণৌ**—হামাগুড়ি দিয়ে; **বিজহ্রতুঃ**—শিশুসুলভ ক্রীড়া উপভোগ করেছিলেন।

অনুবাদ

তার অল্পকাল পরেই রাম এবং কৃষ্ণ দুজনেই হাত এবং জানু অবলম্বন করে ব্রজে হামাগুড়ি দিতে শুরু করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা শিশুর মতো খেলা করার আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এক ব্রাহ্মণ ভক্ত বলেছেন—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥

"সংসার ভয়ে ভীত হয়ে অন্যেরা *বেদ, পুরাণ* এবং *মহাভারতের* ভজনা করুক, আমি কেবল নন্দ মহারাজের আরাধনা করি, যাঁর অঙ্গনে পরমব্রহ্ম খেলা করছেন।" ভগবদ্ভক্ত ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া কৈবল্যকে নরকতুল্য বলে মনে করেন (*নরকায়তে*)। কিন্তু এখানে নন্দ মহারাজের অঙ্গনে কৃষ্ণ-বলরামের হামাগুড়ি দেওয়ার চিত্র চিন্তা করা মাত্রই দিব্য আনন্দে মগ্ন হওয়া যায়। মানুষ যতক্ষণ কৃষ্ণলীলায়, বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার চিন্তায় মগ্ন থাকতে পারেন, যেমন পরীক্ষিৎ মহারাজ বাসনা করেছিলেন, তা হলে সর্বদাই প্রকৃত কৈবল্যে মগ্ন থাকা যায়। তাই ব্যাসদেব *শ্রীমদ্ভাগবত* প্রণয়ন করেছেন। *লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৭/৬)। ব্যাসদেব শ্রীল নারদ মুনির উপদেশে *শ্রীমদ্ভাগবত* প্রণয়ন করেছেন, যাতে যে কোন ব্যক্তি এই শাস্ত্রটির সুযোগ গ্রহণ করে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন হয়ে ভববন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন।

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥

শ্লোক ২২

তাবঙ্ঘ্রিযুগ্মমনুকৃষ্য সরীসৃপন্তৌ
ঘোষপ্রঘোষরুচিরং ব্রজকর্দমেষু ।
তন্নাদহৃষ্টমনসাবনুসৃত্য লোকং
মুগ্ধপ্রভীতবদুপেয়তুরন্তি মাত্রোঃ ॥ ২২ ॥

তৌ—কৃষ্ণ এবং বলরাম; **অঙ্ঘ্রি-যুগ্মম্ অনুকৃষ্য**—তাঁদের চরণযুগল আকর্ষণ করে; **সরীসৃপন্তৌ**—সরীসৃপের মতো বক্রগতিতে বিচরণ করে; **ঘোষ-প্রঘোষ-রুচিরম্**—তাঁদের পায়ের কিঙ্কিণীর অতি মধুর ধ্বনি; **ব্রজ-কর্দমেষু**—ব্রজভূমিতে গোময় এবং গোমূত্র থেকে উৎপন্ন কর্দমে; **তৎ-নাদ**—সেই কিঙ্কিণীর ধ্বনির দ্বারা; **হৃষ্ট-মনসৌ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **অনুসৃত্য**—অনুসরণ করে; **লোকম্**—অন্যান্য ব্যক্তিরা; **মুগ্ধ**—মোহিত হয়ে; **প্রভীতবৎ**—তাঁদের দ্বারা পুনরায় ভীত হয়ে; **উপেয়তুঃ**—তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **অন্তি মাত্রোঃ**—তাঁদের মাতাদের কাছে।

অনুবাদ

যখন কৃষ্ণ এবং বলরাম তাঁদের জানুতে ভর দিয়ে ব্রজভূমিতে গোময় এবং গোমূত্র থেকে উৎপন্ন কর্দমাক্ত ভূমিতে সরীসৃপের মতো বক্রগতিতে বিচরণ করতেন, তখন তাঁদের কিঙ্কিণীর ধ্বনি অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর শোনাত। অন্যদের কিঙ্কিণীর ধ্বনি শ্রবণ করে অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে তাঁরা তাঁদের অনুসরণ করতেন, যেন তাঁরা তাঁদের মায়ের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু যখন তাঁরা দেখতেন যে, তাঁরা অন্য ব্যক্তি, তখন যেন তাঁরা ভীত হয়ে তাঁদের মাতা যশোদা এবং রোহিণীর কাছে ফিরে আসতেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ এবং বলরাম যখন ব্রজভূমিতে হামাগুড়ি দিয়ে বিচরণ করতেন, তখন তারা কিঙ্কিণীর শব্দে মোহিত হতেন। এইভাবে তাঁরা কখনও কখনও অন্য ব্যক্তিদের পিছনে পিছনে যেতেন, এবং তাঁরা কৃষ্ণ-বলরামকে এইভাবে হামাগুড়ি দিতে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলতেন, "দেখ দেখ, কৃষ্ণ-বলরাম কিভাবে হামাগুড়ি দিচ্ছে!" সেই কথা শুনে কৃষ্ণ-বলরাম বুঝতে পারতেন যে, তাঁরা তাঁদের মা নয়, এবং তখন তাঁরা তাঁদের মায়ের কাছে ফিরে আসতেন। এইভাবে হামাগুড়ি দিয়ে কৃষ্ণ-বলরাম প্রতিবেশীদের এবং তাঁদের মাতা যশোদা এবং রোহিণীদেবীর আনন্দ বিধান করতেন।

শ্লোক ২৩

তন্মাতরৌ নিজসুতৌ ঘৃণয়া স্নুবন্ত্যৌ
পঙ্কাঙ্গরাগরুচিরাবুপগৃহ্য দোর্ভ্যাম্ ।
দত্ত্বা স্তনং প্রপিবতোঃ স্ম মুখং নিরীক্ষ্য
মুগ্ধস্মিতাল্পদশনং যযতুঃ প্রমোদম্ ॥ ২৩ ॥

তৎ-মাতরৌ—তাঁদের মাতা (রোহিণী এবং যশোদা); **নিজ-সুতৌ**—তাঁদের নিজের নিজের পুত্রদের; **ঘৃণয়া**—স্নেহভরে; **স্নুবন্ত্যৌ**—পরম সুখে তাঁদের স্তনদুগ্ধ পান করাতেন; **পঙ্ক-অঙ্গ-রাগ-রুচিরৌ**—যাঁদের সুন্দর চিন্ময় শরীর পঙ্করূপ অঙ্গরাগের দ্বারা সজ্জিত ছিল; **উপগৃহ্য**—গ্রহণ করে; **দোর্ভ্যাম্**—তাঁদের বাহুর দ্বারা; **দত্ত্বা**—প্রদান করে; **স্তনম্**—স্তন; **প্রপিবতোঃ**—শিশু দুটি যখন পান করতেন; **স্ম**—বস্তুতপক্ষে; **মুখম্**—মুখ; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **মুগ্ধ-স্মিত-অল্প-দশনম্**—ছোট ছোট দাঁতযুক্ত মুখের মনোহর ঈষৎ হাস্য (তাঁদের অধিক থেকে অধিকতর আকৃষ্ট করতো); **যযতুঃ**—উপভোগ করেছিলেন; **প্রমোদম্**—চিন্ময় আনন্দ।

অনুবাদ

পঙ্করূপ অঙ্গরাগে সজ্জিত সুন্দর শিশু দুটি যখন তাঁদের মায়েদের কাছে যেতেন, তখন যশোদা এবং রোহিণী গভীর স্নেহভরে তাঁদের কোলে তুলে নিয়ে স্বতঃক্ষরিত স্তনদুগ্ধ পান করাতেন। তাঁরা যখন স্তন পান করতেন, তখন শিশু দুটি ঈষৎ হাসতেন এবং তখন তাঁদের মুখে ছোট ছোট দাঁতগুলি দেখা যেত। তাঁদের সেই অল্প দন্তযুক্ত বদন নিরীক্ষণ করে তাঁদের মায়েরা অত্যন্ত আনন্দিত হতেন।

তাৎপর্য

মায়েরা যেহেতু তাঁদের শিশুদের পালন-পোষণ করেন, যোগমায়ার আয়োজনে শিশু দুটি ভাবতেন, "এ আমার মা", এবং মায়েরা ভাবতেন, "এটি আমার পুত্র।" স্নেহবশত মায়েদের স্তন থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দুগ্ধ ক্ষরিত হত এবং শিশু দুটি তা পান করতেন। মায়েরা যখন দেখতেন যে, তাঁদের ছোট ছোট দাঁত বেরোচ্ছে, তখন তাঁরা সেগুলি গণনা করে দিব্য সুখ অনুভব করতেন, এবং শিশু দুটি যখন দেখতেন যে, তাঁদের মায়েরা তাঁদের স্তনদুগ্ধ পান করতে দিচ্ছেন, তখন তাঁরা আনন্দ অনুভব করতেন। এই চিন্ময় বাৎসল্য স্নেহ রোহিণী থেকে বলরামে এবং যশোদা থেকে কৃষ্ণে প্রবাহিত হত এবং তাঁরা সকলেই চিন্ময় আনন্দ অনুভব করতেন।

শ্লোক ২৪

যর্হ্যঙ্গনাদর্শনীয়কুমারলীলা-
বন্তর্ব্রজে তদবলাঃ প্রগৃহীতপুচ্ছৈঃ ।
বৎসৈরিতস্তত উভাবনুকৃষ্যমাণৌ
প্রেক্ষন্ত্য উজ্‌ঝিতগৃহা জহৃষুর্হসন্ত্যঃ ॥ ২৪ ॥

যর্হি—যখন; **অঙ্গনা-দর্শনীয়**—অন্তঃপুরের রমণীদেরই কেবল দর্শনীয়; **কুমার-লীলৌ**—শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের কৌমারলীলা; **অন্তঃব্রজে**—ব্রজে নন্দ মহারাজের অন্তঃপুরে; **তৎ**—তখন; **অবলাঃ**—সমস্ত রমণীরা; **প্রগৃহীত-পুচ্ছৈঃ**—কৃষ্ণ এবং বলরাম তাদের লেজ ধরে; **বৎসৈঃ**—গোবৎসদের; **ইতঃ ততঃ**—ইতস্তত; **উভৌ**—কৃষ্ণ এবং বলরাম উভয়ে; **অনুকৃষ্যমাণৌ**—আকৃষ্ট হয়ে; **প্রেক্ষন্ত্যঃ**—তা দর্শন করে; **উজ্‌ঝিত**—পরিত্যাগ করে; **গৃহাঃ**—তাঁদের গৃহকার্য; **জহৃষুঃ**—অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করেছিলেন; **হসন্ত্যঃ**—হাসতে হাসতে।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজের অন্তঃপুরে গোপরমণীরা শিশু কৃষ্ণ এবং বলরামের লীলাবিলাস দর্শনের আনন্দ উপভোগ করতেন। শিশু দুটি গোবৎসদের পুচ্ছ ধারণ করতেন এবং সেই বৎসগুলি তাঁদের আকর্ষণ করে ইতস্তত ধাবিত হত। তখন ব্রজরমণীরা তাঁদের গৃহকার্য পরিত্যাগ করে সেই সমস্ত লীলা দর্শন করে হাসতেন এবং পরম আনন্দ উপভোগ করতেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ এবং বলরাম হামাগুড়ি দিতে দিতে ঔৎসুক্যবশত কখনও কখনও গোবৎসদের পুচ্ছ ধারণ করতেন। কেউ তাদের ধরেছে বলে মনে করে গোবৎসরা ইতস্তত ধাবিত হত এবং তার ফলে ভীত হয়ে শিশু দুটি দৃঢ়ভাবে তাদের পুচ্ছ ধরে থাকতেন। গোবৎসরাও যখন দেখত শিশু দুটি তাদের জোর করে ধরে রয়েছে, তখন তারাও ভীত হত। তখন শিশু দুটিকে উদ্ধার করার জন্য স্ত্রীলোকেরা ছুটে আসতেন এবং হর্ষভরে হাসতেন। এইভাবে তাঁরা পরম আনন্দ অনুভব করতেন।

শ্লোক ২৫

শৃঙ্গ্যগ্নিদংষ্ট্র্যসিজলদ্বিজকণ্টকেভ্যঃ
ক্রীড়াপরাবতিচলৌ স্বসুতৌ নিষেদ্ধুম্ ।
গৃহ্যাণি কর্তুমপি যত্র ন তজ্জনন্যৌ
শেকাত আপতুরলং মনসোঽনবস্থাম্ ॥ ২৫ ॥

শৃঙ্গী—গাভীদের সঙ্গে; **অগ্নি**—অগ্নি; **দংষ্ট্রী**—বানর এবং কুকুর; **অসি**—তরবারি; **জল**—জল; **দ্বিজ**—পক্ষী; **কণ্টকেভ্যঃ**—এবং কণ্টক; **ক্রীড়া-পরৌ অতি-চলৌ**—শিশু দুটি অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ক্রীড়ারত হত; **স্ব-সুতৌ**—তাঁদের পুত্র দুটি; **নিষেদ্ধুম্**—তাঁদের নিরস্ত করার জন্য; **গৃহ্যাণি**—গৃহকর্ম; **কর্তুম্ অপি**—সম্পাদন করার দ্বারা; **যত্র**—যখন; **ন**—না; **তৎ-জনন্যৌ**—তাঁদের মাতাগণ (রোহিণী এবং যশোদা); **শেকাতে**—সমর্থ; **আপতুঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **অলম্**—বস্তুতপক্ষে; **মনসঃ**—মনের; **অনবস্থাম্**—ভারসাম্য।

অনুবাদ

মা যশোদা এবং রোহিণী যখন শৃঙ্গধারী গাভী, অগ্নি, কুকুর, বিড়াল, বানর প্রভৃতি দংষ্ট্রীগণ এবং কণ্টক, অসি ও ভূমিতে অন্যান্য অস্ত্র প্রভৃতি থেকে রক্ষা করতে পারতেন না এবং অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হওয়ার ফলে তাঁদের গৃহকর্ম ব্যাহত হত, তখন তাঁরা বাৎসল্য রস পোষক চাপল্য নামক সঞ্চারি ভাব প্রাপ্ত হতেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলা এবং মায়েদের দ্বারা প্রদর্শিত মহা আনন্দ, সবই চিন্ময়; তাদের কোনটিই জড় নয়। *ব্রহ্মসংহিতায়* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে *আনন্দচিন্ময়রস*। চিৎ-জগতে উৎকণ্ঠা রয়েছে, ক্রন্দন রয়েছে এবং এই জড় জগতের মতো অন্যান্য অনুভূতি রয়েছে, কিন্তু বস্তুতপক্ষে এই সমস্ত অনুভূতি চিন্ময়। জড় জগতের অনুভূতিগুলি সেই চিন্ময় অনুভূতির অনুকরণ মাত্র বা প্রতিবিম্ব। মা যশোদা এবং রোহিণী চিন্ময়ভাবে সেই সমস্ত অনুভূতিগুলি আস্বাদন করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

কালেনাল্পেন রাজর্ষে রামঃ কৃষ্ণশ্চ গোকুলে ।
অঘৃষ্টজানুভিঃ পদ্ভির্বিচক্রমতুরঞ্জসা ॥ ২৬ ॥

কালেন অল্পেন—অতি অল্প সময়ের মধ্যে; **রাজর্ষে**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **রামঃ কৃষ্ণঃ চ**—রাম এবং কৃষ্ণ উভয়ে; **গোকুলে**—গোকুল গ্রামে; **অঘৃষ্ট-জানুভিঃ**—জানুঘর্ষণ ব্যতীত; **পদ্ভিঃ**—কেবল তাঁদের পায়ের দ্বারা; **বিচক্রমতুঃ**—বিচরণ করতে শুরু করেছিলেন; **অঞ্জসা**—অনায়াসে।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, অল্প সময়ের মধ্যেই রাম এবং কৃষ্ণ জানুঘর্ষণ ব্যতীত তাঁদের চরণের দ্বারা অনায়াসে গোকুলে বিচরণ করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

জানুর দ্বারা হামাগুড়ি দেওয়ার পরিবর্তে, শিশু দুটি এখন কোন কিছু ধরে উঠে দাঁড়িয়ে অনায়াসে তাঁদের নিজেদের পায়ের দ্বারা ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

ততস্তু ভগবান্ কৃষ্ণো বয়স্যৈর্ব্রজবালকৈঃ ।
সহরামো ব্রজস্ত্রীণাং চিক্রীড়ে জনয়ন্ মুদম্ ॥ ২৭ ॥

ততঃ—তারপর; **তু**—কিন্তু; **ভগবান্**—ভগবান; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **বয়স্যৈঃ**—সমবয়স্ক বন্ধুদের সঙ্গে; **ব্রজ-বালকৈঃ**—অন্যান্য ব্রজবালকদের সঙ্গে; **সহ-রামঃ**—বলরাম সহ; **ব্রজ-স্ত্রীণাম্**—ব্রজরমণীদের; **চিক্রীড়ে**—অত্যন্ত আনন্দে খেলা করেছিলেন; **জনয়ন্**—উৎপাদন করে; **মুদম্**—চিন্ময় আনন্দ।

অনুবাদ

তারপর, বলরাম সহ ব্রজের অন্যান্য গোপবালকদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ খেলতে শুরু করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা গোপরমণীদের আনন্দ উৎপাদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সহরামঃ*, অর্থাৎ 'বলরাম সহ' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রকার চিন্ময় লীলাবিলাসে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন মুখ্য নায়ক এবং বলরাম তাঁর সহায়ক।

শ্লোক ২৮

কৃষ্ণস্য গোপ্যো রুচিরং বীক্ষ্য কৌমারচাপলম্ ।
শৃণ্বন্ত্যাঃ কিল তন্মাতুরিতি হোচুঃ সমাগতাঃ ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণস্য—কৃষ্ণের; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **রুচিরম্**—অত্যন্ত আকর্ষণীয়; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **কৌমার-চাপলম্**—কৌমার লীলার চাপল্য; **শৃণ্বন্ত্যাঃ**—বার বার শ্রবণ করার জন্য; **কিল**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ-মাতুঃ**—তাঁর মায়ের উপস্থিতিতে; **ইতি**—এইভাবে; **হ**—বস্তুতপক্ষে; **ঊচুঃ**—বলেছিলেন; **সমাগতাঃ**—সেখানে সমবেত।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত আকর্ষণীয় শিশুসুলভ চাপল্য দর্শন করে, সমস্ত গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ বার বার শোনার জন্য মা যশোদার কাছে এসে এইভাবে বলতেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের লীলা ভক্তদের কাছে সর্বদাই অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তাই মা যশোদার সখী ব্রজরমণীরা শ্রীকৃষ্ণকে যা করতে দেখেছেন, তা তাঁকে এসে বলতেন। মা যশোদা তখন তাঁর গৃহকর্ম স্থগিত রেখে, তাঁর প্রতিবেশীদের সেই বর্ণনা আনন্দ সহকারে শ্রবণ করতেন।

শ্লোক ২৯

বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ক্রোশসঞ্জাতহাসঃ
স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ ।
মর্কান্ ভোক্ষ্যন্ বিভজতি স চেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি
দ্রব্যালাভে সগৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্ ॥ ২৯ ॥

বৎসান্—গোবৎসদের; **মুঞ্চন্**—বন্ধন মুক্ত করে; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **অসময়ে**—অসময়ে; **ক্রোশ-সঞ্জাত-হাসঃ**—তার ফলে গৃহস্বামী যখন ক্রুদ্ধ হতেন, তখন কৃষ্ণ হাসতে শুরু করতেন; **স্তেয়ম্**—চুরি করার দ্বারা লব্ধ; **স্বাদু**—অত্যন্ত সুস্বাদু; **অত্তি**—ভক্ষণ করে; **অথ**—এইভাবে; **দধি-পয়ঃ**—দই এবং দুধের ভাণ্ড; **কল্পিতৈঃ**—উপায়ে; **স্তেয়-যোগৈঃ**—চৌর্যবৃত্তির দ্বারা; **মর্কান্**—বানরদের; **ভোক্ষ্যন্**—খেতে দিয়ে; **বিভজতি**—তাদের অংশ ভাগ করে দেয়; **সঃ**—বানর; **চেৎ**—যদি; **ন**—না; **অত্তি**—খায়; **ভাণ্ডম্**—পাত্র; **ভিনত্তি**—ভেঙে ফেলে; **দ্রব্য-অলাভে**—খাওয়ার কিছু না থাকলে অথবা এই প্রকার পাত্র খুঁজে না পেলে; **সঃ-গৃহ-কুপিতঃ**—সে সেই গৃহবাসীদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়; **যাতি**—চলে যায়; **উপক্রোশ্য**—চিমটি কেটে ব্যথা দিয়ে; **তোকান্**—ছোট বাচ্চাদের।

অনুবাদ

"হে সখী যশোদা, তোমার পুত্র কখনও গোদোহনের পূর্বেই আমাদের গৃহে এসে গোবৎসদের বন্ধন মুক্ত করে দেয়, এবং তার ফলে গৃহস্বামী ক্রুদ্ধ হলে সে হাসতে থাকে। কখনও কখনও সে চুরি করার নানা উপায় উদ্ভাবন করে সুস্বাদু দই, মাখন এবং দুধ চুরি করে ভক্ষণ করে। সেখানে বানরেরা সমবেত হলে, সে তাদেরও তা ভাগ করে দেয়, এবং উদরপূর্তিবশত বানরেরা যখন আর খেতে চায় না, তখন সে ভাণ্ডগুলি ভেঙ্গে ফেলে। কখনও কখনও সে যদি কোন গৃহে মাখন এবং দুধ চুরি করার সুযোগ না পায়, তা হলে সে গৃহস্বামীর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে নিদ্রিত শিশুদের চিমটি কেটে জাগিয়ে দেয়। তারপর শিশুরা যখন ক্রন্দন করতে শুরু করে, তখন কৃষ্ণ পালিয়ে যায়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণের বাল্যলীলার দুষ্টুমির বর্ণনা প্রতিবেশীরা মা যশোদার কাছে এসে অভিযোগ রূপে ব্যক্ত করতেন। কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণ কোন প্রতিবেশীর গৃহে গিয়ে যদি দেখতেন কেউ সেখানে নেই, তখন তিনি গোদোহনের পূর্বেই গোবৎসদের বন্ধন মোচন করে দিতেন। সাধারণত দোহনের পর গোবৎসদের বন্ধন মুক্ত করা হয়, কিন্তু কৃষ্ণ তার পূর্বেই তাদের বন্ধন মোচন করে দিতেন এবং তার ফলে গোবৎসরা তাদের মায়ের সমস্ত দুধ খেয়ে ফেলত। গোপেরা যখন তা দেখতেন, তখন তাঁরা কৃষ্ণকে তাড়া করে তাঁকে ধরার চেষ্টা করতেন। তাঁরা বলতেন, "এই কৃষ্ণ দুষ্টুমি করছে।" কিন্তু কৃষ্ণ পালিয়ে গিয়ে অন্য কারও গৃহে প্রবেশ করে, সেখান থেকে দই এবং মাখন চুরি করার উপায় উদ্ভাবন করতেন। তারপর গোপেরা আবার তাঁকে ধাওয়া করত, "এখানে ননীচোর। ওকে ধর!" বলে তাঁকে ধরার চেষ্টা করতেন এবং ক্রোধ প্রকাশ করতেন। কিন্তু কৃষ্ণ কেবল হাসতেন, এবং তখন তাঁরা সব কিছু ভুলে যেতেন। কখনও কখনও তাঁদের উপস্থিতিতেই কৃষ্ণ দই এবং ননী খেতে শুরু করতেন। শ্রীকৃষ্ণের ননী খাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ তাঁর উদর সর্বদাই পূর্ণ, কিন্তু তিনি তা খেতেন অথবা ভাণ্ডগুলি ভেঙে ফেলে তার ভেতরে যা কিছু ছিল তা সব বানরদের বিতরণ করে দিতেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই দুষ্টুমি করতেন। কোন গৃহে যদি তিনি চুরি করার জন্য মাখন অথবা দুধই খুঁজে না পেতেন, তখন তিনি অন্য ঘরে গিয়ে নিদ্রিত শিশুদের চিমটি কেটে জাগিয়ে দিতেন এবং তাঁরা যখন কাঁদতে শুরু করত, তখন তিনি পালিয়ে যেতেন।

শ্লোক ৩০

হস্তাগ্রাহ্যে রচয়তি বিধিং পীঠকোলূখলাদ্যৈ-
শ্ছিদ্রং হ্যন্তর্নিহিতবয়ুনঃ শিক্যভাণ্ডেষু তদ্বিৎ ।
ধ্বান্তাগারে ধৃতমণিগণং স্বাঙ্গমর্থপ্রদীপং
কালে গোপ্যো যর্হি গৃহকৃত্যেষু সুব্যগ্রচিত্তাঃ ॥ ৩০ ॥

হস্ত-অগ্রাহ্যে—হাতের নাগালের বাইরে; **রচয়তি**—আয়োজন করত; **বিধিম্**—উপায়; **পীঠক**—পিঁড়ি; **উলূখল-আদ্যৈঃ**—উদূখল ইত্যাদির সাহায্যে; **ছিদ্রম্**—ছিদ্র; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অন্তঃ-নিহিত**—পাত্র মধ্যস্থ বস্তু; **বয়ুনঃ**—এই প্রকার জ্ঞানের দ্বারা; **শিক্য**—শিকা; **ভাণ্ডেষু**—পাত্রে; **তৎ-বিৎ**—সেই জ্ঞানে দক্ষ; **ধ্বান্ত-আগারে**—অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে; **ধৃত-মণি-গণম্**—মূল্যবান মণির দ্বারা অলঙ্কৃত হওয়ার ফলে; **স্ব-অঙ্গম্**—তার শরীর; **অর্থ-প্রদীপম্**—অন্ধকারে দেখার জন্য আবশ্যক আলোক; **কালে**—তারপর যথাসময়ে; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **যর্হি**—যখন; **গৃহ-কৃত্যেষু**—গৃহকার্য সম্পাদনে; **সু-ব্যগ্র-চিত্তাঃ**—অত্যন্ত ব্যস্ত।

অনুবাদ

"দধি এবং দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য যখন কৃষ্ণ ও বলরামের হাতের নাগালের বাইরে অনেক উঁচুতে শিকায় ঝুলানো থাকত, তখন তারা পিঁড়ির উপর উঠে অথবা উদূখলের উপর দাঁড়িয়ে তা লাভ করার উপায় রচনা করে থাকে। আর তা সত্ত্বেও যদি তা তাদের হাতের নাগালের বাইরে থাকে, তখন তারা পাত্রের মধ্যস্থ দ্রব্য অবগত হয়ে, সেই পাত্রটি ফুটো করে দেয়। যখন গোপীগণ গৃহকার্যে ব্যস্ত থাকেন, তখন কৃষ্ণ-বলরাম অন্ধকার গৃহে প্রবেশপূর্বক তাদের দেহের মূল্যবান মণির আলোকে সে স্থান আলোকিত করে, স্বকীয় কার্যের সহায় প্রদীপরূপে কল্পনা করে থাকে।

তাৎপর্য

পুরাকালে প্রতিটি পরিবারে সঙ্কটকালীন অবস্থায় ব্যবহারের জন্য দধি-দুগ্ধ তুলে রাখা হত। কিন্তু কৃষ্ণ-বলরাম পাত্রের নাগাল পাওয়ার জন্য পিঁড়ির সাহায্য গ্রহণ করতেন এবং তারপর তাঁরা হাত দিয়ে পাত্রটি ফুটো করতেন, যাতে অভ্যন্তরস্থ বস্তু নির্গত হলে তাঁরা তা পান করতে পারেন। সেটি ছিল দধি-দুগ্ধ চুরি করার অন্য আর একটি উপায়। দধি এবং দুগ্ধ যদি অন্ধকার ঘরে রাখা হত, তা হলে

কৃষ্ণ-বলরাম তাঁদের দেহের মূল্যবান মণির আলোকে সেই স্থান আলোকিত করতেন। এইভাবে কৃষ্ণ-বলরাম নানা উপায়ে প্রতিবেশীদের গৃহ থেকে মাখন, দুধ ইত্যাদি চুরি করতেন।

শ্লোক ৩১

এবং ধার্ষ্ট্যান্যুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ
স্তেয়োপায়ৈর্বিরচিতকৃতিঃ সুপ্রতীকো যথাস্তে ।
ইত্থং স্ত্রীভিঃ সভয়নয়নশ্রীমুখালোকিনীভি-
র্ব্যাখ্যাতার্থা প্রহসিতমুখী ন হ্যপালব্ধুমৈচ্ছৎ ॥ ৩১ ॥

এবম্—এইভাবে; **ধার্ষ্ট্যানি**—দুষ্টুমি; **উশতি**—পরিষ্কার স্থানে; **কুরুতে**—কখনও কখনও করে; **মেহন-আদীনি**—মল-মূত্র ত্যাগ; **বাস্তৌ**—আমাদের গৃহে; **স্তেয়-উপায়ৈঃ**—দুধ এবং মাখন চুরি করার বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করে; **বিরচিত-কৃতিঃ**—অত্যন্ত দক্ষ; **সুপ্রতীকঃ**—এখানে এখন একটি সুশীল বালকের মতো বসে রয়েছে; **যথা আস্তে**—যখন এখানে থাকে; **ইত্থম্**—আলোচনার এই সমস্ত বিষয়; **স্ত্রীভিঃ**—গোপীদের দ্বারা; **স-ভয়-নয়ন**—সভয় নয়ন; **শ্রীমুখ**—সুন্দর মুখ; **আলোকিনীভিঃ**—দর্শনের আনন্দ উপভোগকারী গোপীদের দ্বারা; **ব্যাখ্যাত-অর্থা**—মা যশোদার কাছে অভিযোগকারী; **প্রহসিত-মুখী**—তাঁরা আনন্দে হাসতেন; **ন**—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **উপালব্ধুম্**—তিরস্কার করতে (পক্ষান্তরে, কৃষ্ণকে সেখানে একটি সুশীল বালকের মতো বসে থাকতে দেখে আনন্দিত হয়ে); **ঐচ্ছৎ**—তিনি ইচ্ছা করেছিলেন।

অনুবাদ

"কৃষ্ণের দুষ্টুমি ধরা পড়ে গেলে গৃহস্বামী যখন তাকে বলতেন, 'ওরে চোর!' এবং কৃত্রিমভাবে কৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করতেন, তখন কৃষ্ণ প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করে বলতেন, 'আমি চোর নই, তুমিই চোর।' কখনও কখনও কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের গৃহের পরিষ্কার স্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করে, কিন্তু সখী যশোদা, দেখ, এই পাকা চোরটি তোমার সামনে একটি সুশীল বালকের মতো বসে রয়েছে।" গোপীরা যখন শ্রীকৃষ্ণের সভয় নয়নযুক্ত মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে যশোদার কাছে তাঁর চাপল্যের কথা প্রকাশ করতেন, তখন মা যশোদা সেই মজার কথা শুনে মৃদু হাসতেন, এবং তাঁর চিন্ময় শিশুটিকে তিরস্কার করতে পারতেন না।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ তাঁর প্রতিবেশীদের ঘরে গিয়ে কেবল চুরিই করতেন না, কখনও কখনও তাঁদের পরিষ্কার গৃহে মল-মূত্রও ত্যাগ করতেন। গৃহস্বামী যদি তাঁকে ধরে ফেলতেন, তা হলে কৃষ্ণ তাঁকে তিরস্কার করে বলতেন, "তুমি চোর।" কৃষ্ণ তাঁর বাল্যলীলাতেই কেবল চুরি করেননি, যৌবনেও তিনি যুবতী গোপীদের হৃদয় চুরি করে তাঁদের সঙ্গে রাসনৃত্য উপভোগ করেছিলেন। এটিই হচ্ছে কৃষ্ণের কার্য। তিনি বহু অসুরদের সংহার করে হিংসাত্মক কার্যও সম্পাদন করেছেন। যদিও জড়বাদী মানুষেরা অহিংসা আদি গুণের পক্ষপাতী, কিন্তু পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই সমদর্শী হওয়ার ফলে, তাঁর সমস্ত কার্যকলাপই মঙ্গলময়, এমন কি চুরি করা, হত্যা করা, হিংসাত্মক কার্য আদি অনৈতিক কার্যকলাপও। শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই শুদ্ধ এবং তিনি সর্বদাই পরম সত্য। জড়-জাগতিক জীবনে যে সমস্ত কার্যকলাপ গর্হিত, শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত কার্যও করতে পারেন এবং তা সত্ত্বেও তিনি আকর্ষণীয়। তাই তাঁর নাম কৃষ্ণ, অর্থাৎ 'সর্বাকর্ষক'। এটিই চিন্ময় প্রেম এবং সেবা বিনিময়ের স্তর। শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যের দ্বারা মা যশোদা এতই আকৃষ্ট হতেন যে, তিনি তাঁকে তিরস্কার করতে পারতেন না। তিরস্কার করার পরিবর্তে তিনি কৃষ্ণের কার্যকলাপের কথা শুনে হাসতেন। এইভাবে গোপীরা পরম তৃপ্তি অনুভব করতেন, এবং তাঁদের আনন্দে কৃষ্ণ আনন্দিত হতেন। তাই কৃষ্ণের আর এক নাম গোপীজনবল্লভ, কারণ গোপীদের আনন্দ বিধানের জন্য তিনি এই সমস্ত কার্যকলাপ উদ্ভাবন করেছিলেন।

শ্লোক ৩২

একদা ক্রীড়মানাস্তে রামাদ্যা গোপদারকাঃ।
কৃষ্ণো মৃদং ভক্ষিতবানিতি মাত্রে ন্যবেদয়ন্ ॥ ৩২ ॥

একদা—একসময়; **ক্রীড়মানাঃ**—কৃষ্ণ আর একটু বড় হয়ে তাঁর সমবয়সী অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলা করছিলেন; **তে**—তাঁরা; **রাম-আদ্যাঃ**—বলরাম প্রভৃতি; **গোপ-দারকাঃ**—গোপবালকদের সঙ্গে; **কৃষ্ণঃ মৃদম্ ভক্ষিতবান্**—হে মাতঃ, কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে (এইভাবে অভিযোগ করেছিলেন); **ইতি**—এইভাবে; **মাত্রে**—মা যশোদাকে; **নবেদয়ন্**—তাঁরা নিবেদন করেছিলেন।

অনুবাদ

একদিন শ্রীকৃষ্ণ যখন বলরাম প্রভৃতি গোপবালকদের সঙ্গে খেলা করছিলেন, তখন তাঁর সাথীরা এসে মা যশোদার কাছে নিবেদন করেছিলেন, "মাতঃ, কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে।"

তাৎপর্য

গোপীদের আনন্দ বিধানের জন্য এখানে শ্রীকৃষ্ণের আর একটি লীলাবিলাস। প্রথমে মা যশোদার কাছে অভিযোগ করা হয়েছিল যে, কৃষ্ণ চুরি করছেন, কিন্তু মা যশোদা তা সত্ত্বেও তাঁকে তিরস্কার করেননি। এখন, মা যশোদার ক্রোধ উৎপাদনের আর একটি চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে তিনি কৃষ্ণকে তিরস্কার করেন। তাই, কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে বলে আর একটি অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল।

শ্লোক ৩৩

সা গৃহীত্বা করে কৃষ্ণমুপালভ্য হিতৈষিণী ।
যশোদা ভয়সম্ভ্রান্তপ্রেক্ষণাক্ষমভাষত ॥ ৩৩ ॥

সা—মা যশোদা; **গৃহীত্বা**—গ্রহণ করে; **করে**—তাঁর হাতে (কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে বলে উৎকণ্ঠিত হয়ে); **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণকে; **উপালভ্য**—তাঁকে তিরস্কার করতে চেয়েছিলেন; **হিত-এষিণী**—শ্রীকৃষ্ণের হিতৈষী হওয়ার ফলে, "কৃষ্ণ মাটি খেল কেন?" বলে মনে করে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে; **যশোদা**—মা যশোদা; **ভয়-সম্ভ্রান্ত-প্রেক্ষণ-অক্ষম্**—কৃষ্ণ অনিষ্টকর কোন কিছু খেয়ে ফেলেছে কি না তা দেখার জন্য তিনি ভয়চকিত নেত্রে কৃষ্ণের মুখের ভিতর দেখতে লাগলেন; **অভাষত**—কৃষ্ণকে সম্ভাষণ করে বলেছিলেন।

অনুবাদ

কৃষ্ণের খেলার সাথীদের কাছে সেই কথা শুনে, হিতৈষিণী মা যশোদা কৃষ্ণের হাত ধরে ভয়চকিত নেত্রে তাঁর মুখের ভিতরে দেখে তাঁকে ভৎর্সনাপূর্বক এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

কস্মান্মৃদমদান্তাত্মন্ ভবান্ ভক্ষিতবান্ রহঃ ।
বদন্তি তাবকা হ্যেতে কুমারাস্তেঽগ্রজোঽপ্যয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

কস্মাৎ—কেন; **মৃদম্**—মৃত্তিকা; **অদান্ত-আত্মন্**—হে অস্থির বালক; **ভবান্**—তুমি; **ভক্ষিতবান্**—খেয়েছ; **রহঃ**—নির্জন স্থানে; **বদন্তি**—অভিযোগ করছে; **তাবকাঃ**—তোমার বন্ধুরা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **এতে**—তারা সকলে; **কুমারাঃ**—বালকেরা; **তে**—তোমার; **অগ্রজঃ**—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; **অপি**—ও (নিশ্চিতভাবে প্রতিপাদন করছে); **অয়ম্**—এই।

অনুবাদ

হে অশান্তচিত্ত কৃষ্ণ, তুমি কেন নির্জন স্থানে মাটি খেয়েছ? তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম সহ তোমার খেলার সাথীরা সেই কথা বলছে। তুমি কেন এই কাজ করেছ?

তাৎপর্য

মা যশোদা কৃষ্ণের চঞ্চল স্বভাবে বিচলিত ছিলেন। তাঁর গৃহ নানা প্রকার মোদকে পূর্ণ ছিল। তা হলে চঞ্চল বালকটি নির্জন স্থানে মাটি খেল কেন? কৃষ্ণ উত্তর দিয়েছিলেন, "মা, এরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমার কাছে অভিযোগ করছে, যাতে তুমি আমাকে দণ্ড দাও। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমি তা করিনি। আমি যা বলছি তা সত্যি। আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে তিরস্কার করো না।"

শ্লোক ৩৫

নাহং ভক্ষিতবানম্ব সর্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ ।
যদি সত্যগিরস্তর্হি সমক্ষং পশ্য মে মুখম্ ॥ ৩৫ ॥

না—না; **অহম্**—আমি; **ভক্ষিতবান্**—মাটি খেয়েছি; **অম্ব**—হে মাতঃ; **সর্বে**—ওরা সকলে; **মিথ্যা-অভিশংসিনঃ**—মিথ্যাবাদী, আমার বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ করছে, যাতে তুমি আমাকে দণ্ড দাও; **যদি**—যদি তা সত্য হয়; **সত্য-গিরঃ**—তারা যদি সত্যি কথা বলে থাকে; **তর্হি**—তা হলে; **সমক্ষম্**—প্রত্যক্ষভাবে; **তস্য**—দেখ; **মে**—আমার; **মুখম্**—মুখে।

অনুবাদ

কৃষ্ণ তখন বললেন—"মা আমি কখনও মাটি খাইনি। এরা সকলে মিথ্যাবাদী। তুমি যদি মনে কর যে এরা সত্যি কথা বলছে, তা হলে তুমি নিজেই আমার মুখের মধ্যে দেখ।

তাৎপর্য

মাতৃস্নেহের দিব্য আনন্দ বৃদ্ধি করার জন্য কৃষ্ণ নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *তাড়নভয়ান্ মিথ্যোক্তির্বাৎসল্যরসপোষিকা*। অর্থাৎ, শিশুরা কখনও কখনও মিথ্যা কথা বলে। যেমন, সে কিছু চুরি করে থাকতে পারে অথবা খেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সে যে তা করেছে তা সে অস্বীকার করে। আমরা জড় জগতে সাধারণত তা দেখতে পাই, কিন্তু কৃষ্ণের সম্পর্কে তা ভিন্ন। এই প্রকার কার্যকলাপের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভক্তের আনন্দ বিধান করা। ভগবান মিথ্যাবাদীর ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন এবং তাঁর ভক্তদের মিথ্যাবাদী বলে অভিযোগ করেছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১২/১১) উল্লেখ করা হয়েছে, *কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ*—বহু জন্ম-জন্মান্তরের ভক্তির ফলে এই প্রকার আনন্দদায়ক স্থিতি লাভ হয়। যাঁরা প্রচুর পুণ্যফল সঞ্চয় করেছেন, তাঁরাই এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করতে পারেন এবং খেলার সাথীরূপে তাঁর সঙ্গে খেলতে পারেন। কখনও এই প্রকার চিন্ময় সেবার আদান-প্রদানকে মিথ্যা বলে মনে করা উচিত নয়। কখনও মনে করা উচিত নয় যে, এই সমস্ত ভক্তরা সাধারণ মিথ্যাভাষী বালক, কারণ মহাতপস্যার ফলে তাঁরা কৃষ্ণের সঙ্গলাভ করেছেন (*তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শমেন চ দমেন চ*)।

শ্লোক ৩৬

যদ্যেবং তর্হি ব্যাদেহীত্যুক্তঃ স ভগবান্ হরিঃ ।
ব্যাদত্তাব্যাহতৈশ্বর্যঃ ক্রীড়ামনুজবালকঃ ॥ ৩৬ ॥

যদি—যদি; **এবম্**—তাই হয়; **তর্হি**—তা হলে; **ব্যাদেহি**—তোমার মুখ খোল (আমি দেখতে চাই); **ইতি উক্তঃ**—এইভাবে মা যশোদা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **হরিঃ**—শ্রীহরি; **ব্যাদত্ত**—তাঁর মুখব্যাদান করেছিলেন; **অব্যাহত-ঐশ্বর্যঃ**—তাঁর ঐশ্বর্য খর্ব না করে (*ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য*); **ক্রীড়া**—লীলা; **মনুজ-বালকঃ**—ঠিক মানব-শিশুর মতো।

অনুবাদ

মা যশোদা কৃষ্ণকে বলেছিলেন, "যদি তুমি মাটি না খেয়ে থাক, তা হলে তোমার মুখ খোল।" এইভাবে মাতা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে নন্দ মহারাজ এবং যশোদার পুত্র কৃষ্ণ একটি নরশিশুরূপে তাঁর লীলা প্রদর্শন করার জন্য তাঁর মুখব্যাদান করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদিও সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ, তবুও তাঁর সেই ঐশ্বর্য মা যশোদার বাৎসল্য স্নেহ বিচলিত করেনি। তাঁর ঐশ্বর্য স্বাভাবিকভাবেই প্রদর্শিত হয়েছিল, কারণ কোন স্থিতিতেই তাঁর ঐশ্বর্যের অভাব হয় না। উপযুক্ত সময়ে তা প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

মায়ের বাৎসল্য প্রেম বিচলিত না করে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মুখব্যাদানপূর্বক তাঁর স্বাভাবিক ঐশ্বর্য প্রদর্শন করেছিলেন। কাউকে শত শত সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জনের পদ দেওয়া হলেও যদি কেবল সাধারণ শাক তাঁর পছন্দ হয়, তা হলে তিনি তাই খেতে চান। তেমনই শ্রীকৃষ্ণ যদিও সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ, তবুও মা যশোদার আদেশে একটি মানব-শিশুর মতো তিনি তাঁর মুখব্যাদান করেছিলেন এবং চিন্ময় বাৎসল্য প্রেমের রস উপেক্ষা করেননি।

শ্লোক ৩৭-৩৯

সা তত্র দদৃশে বিশ্বং জগৎ স্থাস্নু চ খং দিশঃ ।
সাদ্রিদ্বীপাব্ধিভূগোলং সবায়্বগ্নীন্দুতারকম্ ॥ ৩৭ ॥
জ্যোতিশ্চক্রং জলং তেজো নভস্বান্ বিয়দেব চ ।
বৈকারিকাণীন্দ্রিয়াণি মনো মাত্রা গুণাস্ত্রয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
এতদ্ বিচিত্রং সহ জীবকাল-
স্বভাবকর্মাশয়লিঙ্গভেদম্ ।
সূনোস্তনৌ বীক্ষ্য বিদারিতাস্যে
ব্রজং সহাত্মানমবাপ শঙ্কাম্ ॥ ৩৯ ॥

সা—মা যশোদা; **তত্র**—কৃষ্ণের মুখের ভিতর; **দদৃশে**—দেখেছিলেন; **বিশ্বম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **জগৎ**—জঙ্গম প্রাণী; **স্থাস্নু**—স্থাবর জীব; **চ**—এবং; **খম্**—আকাশ; **দিশঃ**—দিক; **স-অদ্রি**—পর্বত সহ; **দ্বীপ**—দ্বীপ; **অব্ধি**—এবং সমুদ্র; **ভূ-গোলম্**—

পৃথিবী; **স-বায়ু**—প্রবাহ-বায়ু সহ; **অগ্নি**—অগ্নি; **ইন্দু**—চন্দ্র; **তারকম্**—নক্ষত্র; **জ্যোতিঃ-চক্রম্**—জ্যোতিশ্চক্র; **জলম্**—জল; **তেজঃ**—আলোক; **নভস্বান্**—অন্তরীক্ষ; **বিয়ৎ**—আকাশ; **এব**—ও; **চ**—এবং; **বৈকারিকাণি**—অহঙ্কারের বিকারের ফলে সৃষ্ট; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **মনঃ**—মন; **মাত্রাঃ**—ইন্দ্রিয়-অনুভূতি; **গুণাঃ ত্রয়ঃ**—প্রকৃতির তিনটি গুণ (সত্ত্ব, রজ এবং তম); **এতৎ**—এই সমস্ত; **বিচিত্রম্**—বিচিত্র; **সহ**—সহ; **জীব-কাল**—সমস্ত জীবের আয়ুষ্কাল; **স্বভাব**—স্বভাব; **কর্ম-আশয়**—কর্ম এবং ভোগবাসনা; **লিঙ্গ-ভেদম্**—বাসনা অনুসারে বিভিন্ন প্রকার শরীর; **সূনোঃ তনৌ**—তাঁর পুত্রের শরীরে; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **বিদারিত-আস্যে**—তাঁর খোলা মুখের ভিতর; **ব্রজম্**—বৃন্দাবন-ধাম; **সহ-আত্মানম্**—তিনি সহ; **অবাপ**—অভিভূত হয়েছিলেন; **শঙ্কাম্**—আশঙ্কায়।

অনুবাদ

কৃষ্ণ যখন তাঁর মায়ের আদেশে তাঁর মুখব্যাদান করেছিলেন, তখন মা যশোদা তাঁর মধ্যে স্থাবর, জঙ্গম, অন্তরীক্ষ, দিক্, পর্বত, দ্বীপ, সমুদ্র, ভূতল, প্রবাহ-বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, তারকা, জ্যোতিশ্চক্র, জল, তেজ, পবন, আকাশ, অহঙ্কারের বিকার থেকে সৃষ্ট সমস্ত বস্তু, ইন্দ্রিয়সমূহ, মন, তন্মাত্র, সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণ, জীবের আয়ু, স্বভাব, কর্মবাসনা এবং বিভিন্ন প্রকার শরীর দর্শন করেছিলেন। তিনি বৃন্দাবন-ধাম সহ সমগ্র জগৎ এবং সেই সঙ্গে নিজেকেও দর্শন করে তাঁর পুত্রের অনিষ্ট আশঙ্কায় ভীতা হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

স্থূল এবং সূক্ষ্ম তত্ত্বে বিরাজমান সমগ্র জগৎ এবং তার বিকার, ত্রিগুণ, জীব, সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশ এবং ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতিতে যা কিছু হচ্ছে তা সবই ভগবান শ্রীগোবিন্দ থেকে উদ্ভূত হয়। সব কিছুই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* (৯/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে। *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*—জড়া প্রকৃতির সব কিছুই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। যেহেতু এই সমস্ত প্রকাশ গোবিন্দ থেকে উদ্ভূত, তাই গোবিন্দের মুখে তা সবই দর্শন করা যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মা যশোদা তাঁর গভীর বাৎসল্য স্নেহে ভয়ভীতা হয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি যে, এই সমস্ত বস্তু তাঁর পুত্রের মুখের মধ্যে দেখা যেতে পারে। তাই, তা দেখে তিনি ভয় এবং বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪০

কিং স্বপ্ন এতদুত দেবমায়া
কিং বা মদীয়ো বত বুদ্ধিমোহঃ ।
অথো অমুষ্যৈব মমার্ভকস্য
যঃ কশ্চনৌৎপত্তিক আত্মযোগঃ ॥ ৪০ ॥

কিম্—কি; **স্বপ্নঃ**—স্বপ্ন; **এতৎ**—এই সমস্ত; **উত**—অথবা; **দেব-মায়া**—বহিরঙ্গা শক্তির মোহময়ী প্রকাশ; **কিম্ বা**—অথবা; **মদীয়ঃ**—আমার নিজের; **বত**—বস্তুতপক্ষে; **বুদ্ধি-মোহঃ**—বুদ্ধির মোহ; **অথঃ**—অন্যথা; **অমুষ্য**—এই প্রকার; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **মম অর্ভকস্য**—আমার পুত্রের; **যঃ**—যা; **কশ্চন**—কোন; **ঔৎপত্তিকঃ**—স্বাভাবিক; **আত্ম-যোগঃ**—স্বীয় যোগশক্তি।

অনুবাদ

(মা যশোদা মনে মনে বিতর্ক করতে লাগলেন—) এটি কি স্বপ্ন, অথবা বহিরঙ্গা শক্তির মোহময়ী সৃষ্টি? এটি কি আমার নিজের বুদ্ধির দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে, অথবা এটি আমার এই শিশুরই কোন যোগশক্তি?

তাৎপর্য

মা যশোদা যখন তাঁর শিশুর মুখের ভিতর এই অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করেন, তখন তিনি মনে মনে বিতর্ক করতে থাকেন, সেটি স্বপ্ন কি না। তারপর তিনি বিচার করেছিলেন, "আমি স্বপ্ন দেখছি না, কারণ আমার চক্ষু খোলা রয়েছে। যা কিছু ঘটছে তা আমি বাস্তবিকভাবে দর্শন করছি। আমি নিদ্রিত নই এবং স্বপ্নও দেখছি না। তা হলে হয়ত এটি দেবমায়ার কার্য। কিন্তু তাও সম্ভব নয়। দেবতারা কেন আমাকে এই সব দেখাবেন? আমি একজন সাধারণ রমণী; দেবতাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। অতএব তাঁরা কেন আমাকে এই দেবমায়া প্রদর্শন করাবেন? সেটিও সম্ভব নয়।" তখন মা যশোদা বিচার করেছিলেন যে, হয়ত তাঁর বুদ্ধির বিকারের ফলে সেই দৃশ্য দর্শন করেছিলেন, কিন্তু তখন তিনি বিচার করেছিলেন—"আমার শরীর তো অসুস্থ নয়; আমি রোগগ্রস্তও নই। তা হলে কেন আমি মোহাচ্ছন্ন হব? আমার মস্তিষ্কের বিকারের কোন সম্ভাবনা নেই, কারণ আমি তো ঠিকভাবেই চিন্তা করতে পারছি। তা হলে হয়ত এই দৃশ্যটি

আমার পুত্রের যোগশক্তির প্রদর্শন, যে কথা গর্গমুনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।" এইভাবে তিনি চরমে স্থির করেছিলেন যে, সেই দৃশ্যটি তাঁর পুত্রেরই কার্য, অন্য কিছু নয়।

শ্লোক ৪১

অথো যথাবন্ন বিতর্কগোচরং
চেতোমনঃকর্মবচোভিরঞ্জসা ।
যদাশ্রয়ং যেন যতঃ প্রতীয়তে
সুদুর্বিভাব্যং প্রণতাস্মি তৎপদম্ ॥ ৪১ ॥

অথো—অতএব তিনি ভগবানের শরণাগত হতে মনস্থ করেছিলেন; **যথা-বৎ**—যতখানি তত্ত্বতভাবে দর্শন করা যায়; **ন**—না; **বিতর্ক-গোচরম্**—সমস্ত তর্ক, যুক্তি এবং ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতীত; **চেতঃ**—চেতনার দ্বারা; **মনঃ**—মনের দ্বারা; **কর্ম**—কার্যকলাপের দ্বারা; **বচোভিঃ**—অথবা বাণীর দ্বারা; **অঞ্জসা**—তা সব মিলিয়েও আমরা তা বুঝতে পারি না; **যৎ-আশ্রয়ম্**—যাঁর নিয়ন্ত্রণে; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **যতঃ**—যাঁর থেকে; **প্রতীয়তে**—তাঁর থেকে সব কিছু উদ্ভূত হয়েছে, সেই উপলব্ধির দ্বারাই কেবল অনুভব করা যায়; **সু-দুর্বিভাব্যম্**—আমাদের ইন্দ্রিয় অনুভূতি অথবা চেতনার অতীত; **প্রণতা অস্মি**—আমি শরণাগত হই; **তৎ-পদম্**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মে।

অনুবাদ

অতএব, যিনি চিত্ত, মন, কার্য, বাণী, এবং তর্কের অতীত, যিনি সমস্ত জগতের মূল কারণ, যিনি সমগ্র জগৎ পালন করেন এবং যাঁর দ্বারা এই জগতের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, আমি সেই ভগবানের শরণাগত হই এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করি। কারণ তিনি সমস্ত চিন্তা, অনুমান এবং ধ্যানের অতীত। তিনি আমার জড় কার্যকলাপের অতীত।

তাৎপর্য

মানুষের কর্তব্য কেবল ভগবানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা। সূক্ষ্ম অথবা স্থূল কোন জড় উপায়ের দ্বারা তাঁকে বোঝার চেষ্টা করা উচিত নয়। মা যশোদা একজন সরল চিত্ত রমণী হওয়ার ফলে সেই দৃশ্যের প্রকৃত কারণ বুঝে উঠতে পারেননি।

তাই বাৎসল্য স্নেহবশত তিনি কেবল ভগবানের কাছে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন, যাতে তিনি তাঁর শিশুটিকে রক্ষা করেন। ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করা ছাড়া তিনি আর কি-ই বা করতে পারতেন? বলা হয়েছে, *অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ* (*মহাভারত, ভীষ্মপর্ব* ৫/২২)। যুক্তি এবং তর্কের দ্বারা কখন পরম কারণকে বোঝার চেষ্টা করা উচিত নয়। যখন আমরা এমন কোন সমস্যার দ্বারা প্রভাবিত হই যার কোন কারণ আমরা খুঁজে পাই না, তখন ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় থাকে না। তখনই আমরা সুরক্ষিত হতে পারি। এই পরিস্থিতিতে মা যশোদাও সেই উপায় অবলম্বন করেছিলেন। যাই হোক না কেন, সব কিছুরই পরম কারণ হচ্ছেন ভগবান (*সর্বকারণকারণম্*)। যখন আমরা কারণ খুঁজে পাই না, তখন আমরা কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রণতি নিবেদন করতে পারি। মা যশোদা স্থির করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের মুখে তিনি যে সমস্ত অদ্ভুত বস্তু দর্শন করেছিলেন, প্রত্যক্ষভাবে তার কোন কারণ খুঁজে না পেলেও, ভগবানেরই ইচ্ছায় তা হয়েছিল। তাই ভক্ত যখন প্রত্যক্ষভাবে তাঁর দুঃখ-দুর্দশার কারণ খুঁজে পান না, তখন তিনি স্থির করেন—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ ।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/৮)

ভক্ত মনে করেন যে, ভগবান তাঁকে অল্প একটু কষ্ট দিয়ে তাঁর পূর্বকৃত পাপকর্মের ফল থেকে তাঁকে মুক্ত করছেন। তাই তিনি বার বার ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করেন। এই প্রকার ভক্তকে বলা হয় *মুক্তিপদে স দায়ভাক্*; অর্থাৎ, এই জড় জগতের বন্ধন থেকে তাঁর মুক্তি সুনিশ্চিত। *ভগবদ্গীতায়* (২/১৪) বলা হয়েছে—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥

আমাদের মনে রাখা উচিত যে, জড় দেহ থেকে উৎপন্ন জড়-জাগতিক দুঃখ আসবে এবং চলে যাবে। তাই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করে শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে ভগবানের সেবা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ৪২

অহং মমাসৌ পতিরেষ মে সুতো
ব্রজেশ্বরস্যাখিলবিত্তপা সতী ।
গোপ্যশ্চ গোপাঃ সহগোধনাশ্চ মে
যন্মায়য়েত্থং কুমতিঃ স মে গতিঃ ॥ ৪২ ॥

অহম্—আমার অস্তিত্ব ('আমি কিছু'); **মম**—আমার; **অসৌ**—নন্দ মহারাজ; **পতিঃ**—পতি; **এষঃ**—এই (কৃষ্ণ); **মে সুতঃ**—আমার পুত্র; **ব্রজ-ঈশ্বরস্য**—আমার পতি নন্দ মহারাজের; **অখিল-বিত্তপা**—আমি অসীম ঐশ্বর্যের অধিকারী; **সতী**—যেহেতু আমি তাঁর পত্নী; **গোপ্যঃ চ**—এবং সমস্ত গোপীগণ; **গোপাঃ**—(আমার অধীন) সমস্ত গোপগণ; **সহ-গোধনাঃ চ**—তাঁদের গাভী এবং গোবৎস সহ; **মে**—আমার; **যৎ-মায়য়া**—এই সমস্ত বস্তু যা আমি আমার বলে মনে করি, প্রকৃতপক্ষে তা সবই ভগবানের কৃপায় আমি প্রাপ্ত হয়েছি; **ইত্থম্**—এইভাবে; **কুমতিঃ**—আমি ভ্রান্তভাবে মনে করছি যে, সেগুলি আমার সম্পত্তি; **সঃ মে গতিঃ**—অতএব তিনিই আমার একমাত্র আশ্রয় (আমি কেবল তাঁর হাতের ক্রীড়নক মাত্র)।

অনুবাদ

ভগবানের মায়ার প্রভাবে আমি ভ্রান্তভাবে মনে করছি যে, নন্দ মহারাজ আমার পতি, কৃষ্ণ আমার পুত্র, এবং যেহেতু আমি নন্দ মহারাজের মহিষী, তাই সমস্ত গোধন সহ গোপ এবং গোপীরা আমার প্রজা। প্রকৃতপক্ষে, আমি ভগবানের নিত্য দাসী এবং তিনিই আমার পরম আশ্রয়।

তাৎপর্য

মা যশোদার পদাঙ্ক অনুসরণ করে, এই প্রকার ত্যাগের মনোবৃত্তি পোষণ করা সকলেরই কর্তব্য। আমাদের সমস্ত সম্পদ, ঐশ্বর্য অথবা যা কিছু রয়েছে তা আমাদের নয়—ভগবানের, যিনি সকলেরই পরম আশ্রয় এবং সব কিছুরই পরম ঈশ্বর। *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

"আমাকে সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার পরম উদ্দেশ্যরূপে জেনে, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সকলের উপকারী সুহৃদরূপে আমাকে জেনে, যোগীরা জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তিলাভ করেন।"

আমাদের ঐশ্বর্যের গর্বে কখনও গর্বিত হওয়া উচিত নয়। মা যশোদা সেই সম্বন্ধে এখানে বলেছেন, "আমি নন্দ মহারাজের ঐশ্বর্যশালিনী পত্নী নই, এবং কোন কিছুই আমার নয়। আমার রাজ্য, ধনসম্পদ, গাভী, গোবৎস এবং গোপ ও গোপীগণের মতো প্রজা, সব কিছুই আমাকে দেওয়া হয়েছে। সকলেরই কর্তব্য, "আমার ধনসম্পদ, আমার পুত্র, আমার পতি"—এই মনোভাব পরিত্যাগ করা (*জনস্য মোহোঽয়মহং মতেতি*)। কোন কিছুই আমাদের নয়, সব কিছুই ভগবানের। মোহাচ্ছন্ন হওয়ার ফলেই কেবল আমরা ভ্রান্তিবশত মনে করি, "আমি আছি অথবা সব কিছু আমার।" এইভাবে মা যশোদা পূর্ণরূপে নিজেকে ভগবানের কাছে সমর্পণ করেছিলেন। তিনি এই মনে করে ক্ষণিকের জন্য নিরাশ হয়েছিলেন—"দান আদি পুণ্যকর্মের দ্বারা আমার পুত্রকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা নিরর্থক। ভগবান আমাকে অনেক কিছু দিয়েছেন, কিন্তু তিনি যদি তার দায়িত্ব গ্রহণ না করেন, তা হলে সুরক্ষার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই চরমে আমাকে ভগবানেরই শরণ গ্রহণ করতে হবে।" প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৯/১৯), *বালস্য নেহ শরণং পিতরৌ নৃসিংহ*—পিতা-মাতা চরমে তার সন্তানদের রক্ষা করতে পারে না। *অতো গৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবিত্তৈর্জনস্য মোহোঽয়মহং মমেতি* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/৫/৮)। গৃহ, ধনসম্পদ, ভূমি এবং আমাদের যা কিছু তা সবই ভগবানের, যদিও ভ্রান্তিবশত আমরা মনে করি, "আমি এই এবং এই সমস্ত বস্তু আমার।"

শ্লোক ৪৩

ইত্থং বিদিততত্ত্বায়াং গোপিকায়াং স ঈশ্বরঃ ।
বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুঃ ॥ ৪৩ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **বিদিত-তত্ত্বায়াম্**—দার্শনিকভাবে সমস্ত তত্ত্ব বুঝতে পেরেছিলেন; **গোপিকায়াম্**—মা যশোদাকে; **সঃ**—ভগবান; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **বৈষ্ণবীম্**—বিষ্ণুমায়া বা যোগমায়া; **ব্যতনোৎ**—বিস্তার করেছিলেন; **মায়াম্**—যোগমায়া; **পুত্র-স্নেহময়ীম্**—মাতৃস্নেহবশত তাঁর পুত্রের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; **বিভুঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

ভগবানের কৃপায় মা যশোদা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তার পরেই ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা তাঁকে পুনরায় বাৎসল্য প্রেমে মোহিত করে ফেললেন।

তাৎপর্য

মা যশোদা যদিও সমস্ত জীবন-দর্শন বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি যোগমায়ার প্রভাবে বাৎসল্য স্নেহে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, তিনি যদি তাঁর শিশুপুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ না করেন, তা হলে সে বাঁচবে কি করে? তিনি আর অন্যভাবে চিন্তা করতে পারেননি, এবং এইভাবে তিনি সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব বিস্মৃত হয়েছিলেন। এই বিস্মৃতিকে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর যোগমায়ার প্রভাব বলে বর্ণনা করেছেন (*মোহনসাধর্ম্যান্ মায়াম্*)। বদ্ধ জীবেরা মহামায়ার দ্বারা মোহিত হয়, কিন্তু ভগবদ্ভক্তরা চিৎ-শক্তির ব্যবস্থাপনায় যোগমায়ার দ্বারা মুগ্ধ হন।

শ্লোক ৪৪

সদ্যোনষ্টস্মৃতির্গোপী সারোপ্যারোহমাত্মজম্ ।
প্রবৃদ্ধস্নেহকলিলহৃদয়াসীদ্ যথা পুরা ॥ ৪৪ ॥

সদ্যঃ—এই সমস্ত দার্শনিক বিচারের পর, মা যশোদা পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত হয়েছিলেন; **নষ্ট-স্মৃতিঃ**—কৃষ্ণের মুখে বিশ্বরূপ দর্শন করার ব্যাপার বিস্মৃত হয়ে; **গোপী**—মা যশোদা; **সা**—তিনি; **আরোপ্য**—বসিয়ে; **আরোহম্**—তাঁর কোলে; **আত্মজম্**—তাঁর পুত্রকে; **প্রবৃদ্ধ**—অত্যন্ত; **স্নেহ**—স্নেহের দ্বারা; **কলিল**—প্রভাবিত; **হৃদয়া**—হৃদয়; **আসীৎ**—অবস্থিত হয়েছিলেন; **যথা পুরা**—পূর্বের মতো।

অনুবাদ

তৎক্ষণাৎ যোগমায়ার প্রভাবে কৃষ্ণের মুখে বিশ্বরূপ দর্শন করার ব্যাপার বিস্মৃত হয়ে, মা যশোদা পূর্বের মতো তাঁর পুত্রটিকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। তখন তাঁর সেই চিন্ময় পুত্রটির প্রতি তাঁর স্নেহ অত্যন্ত বর্ধিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

মা যশোদা কৃষ্ণের মুখে বিশ্বরূপ দর্শন যোগমায়ার প্রভাবজনিত স্বপ্ন বলে মনে করেছিলেন। মানুষ যেমন স্বপ্নের পর সব কিছু ভুলে যায়, মা যশোদা তেমন সমস্ত ঘটনাটি ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর স্বাভাবিক স্নেহ বর্ধিত হওয়ায় তিনি মনে মনে স্থির করেছিলেন, "এই ঘটনাটি মনে রাখার কোন কারণ নেই। এর জন্য আমি কিছু মনে করি না। এটি আমার পুত্র। আমি এর মুখ চুম্বন করি।"

শ্লোক ৪৫

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্ ॥ ৪৫ ॥

ত্রয্যা—তিন বেদ (সাম, যজুঃ এবং অথর্ব) অধ্যয়নের দ্বারা; **চ**—ও; **উপনিষদ্ভিঃ চ**—এবং উপনিষদ্ অধ্যয়নের দ্বারা; **সাংখ্য-যোগৈঃ**—সাংখ্যযোগ বিষয়ক শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা; **চ**—এবং; **সাত্বতৈঃ**—মহান ঋষি এবং ভক্তদের দ্বারা, অথবা *বৈষ্ণবতন্ত্র, পঞ্চরাত্র* অধ্যয়নের দ্বারা; **উপগীয়মান-মাহাত্ম্যম্**—যাঁর মহিমা (সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে দ্বারা) পূজিত হয়; **হরিম্**—ভগবানকে; **সা**—তিনি; **অমন্যত**—বিচার করেছিলেন; **আত্মজম্**—তাঁর পুত্ররূপে।

অনুবাদ

ভগবানের মহিমা বেদত্রয়, উপনিষদ্, সাংখ্যযোগ এবং অন্যান্য বৈষ্ণব শাস্ত্রে কীর্তিত হয়, তবুও মা যশোদা সেই ভগবানকে তাঁর শিশুপুত্র বলে মনে করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, *বেদ* অধ্যয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে জানা (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*)। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলেছেন যে, *বেদের* তিনটি উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অবগত হওয়া (*সম্বন্ধ*), সেই সম্পর্ক অনুসারে আচরণ করা (*অভিধেয়*), এবং জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করা (*প্রয়োজন*)। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *প্রয়োজন* শব্দটির বিশ্লেষণ করে বলেছেন পরম পুরুষার্থ। *প্রেমা পুমর্থো মহান্*—মানব জীবনের চরম প্রয়োজন হচ্ছে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মা যশোদা সেই পরম প্রয়োজন প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কারণ তিনি সর্বতোভাবে কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন ছিলেন।

প্রথমে কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড এবং উপাসনা কাণ্ড—এই তিনটি পন্থার (*ত্রয়ী*) দ্বারা বেদের উদ্দেশ্য অনুসরণ করা হয়। মানুষ যখন উপাসনা কাণ্ডের সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন তিনি নারায়ণ বা বিষ্ণুর আরাধনা করেন। পার্বতী যখন মহাদেবকে উপাসনার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, তখন মহাদেব বলেছিলেন,

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। বিষ্ণু-উপাসনা বা বিষ্ণুর আরাধনা হচ্ছে সিদ্ধির সর্বোচ্চ অবস্থা, যা দেবকী উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু এখানে মা যশোদা কোন উপাসনার অনুষ্ঠান করছেন না, কারণ তিনি চিন্ময় কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেছেন। তাই তাঁর স্থিতি দেবকীর থেকে শ্রেষ্ঠ। সেই কথা বোঝাবার জন্য শ্রীল ব্যাসদেব এই শ্লোকে লিখেছেন—*ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিঃ* ইত্যাদি।

কেউ যখন বিদ্যা বা জ্ঞান লাভের জন্য *বেদ* অধ্যয়ন করেন, তখন তিনি মানব-সভ্যতায় অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। তারপর তিনি পরমতত্ত্বের নির্বিশেষ উপলব্ধি বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য *উপনিষদ* অধ্যয়ন করেন, এবং তারপর আরও উন্নত হয়ে তিনি *ভগবদ্গীতায়* যাঁকে *পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ পুরুষং শাশ্বতম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই পরমেশ্বরকে জানার জন্য *সাংখ্যযোগের* স্তরে উন্নীত হন। কেউ যখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, পরম নিয়ন্তা সেই পুরুষই হচ্ছেন পরমাত্মা, তখন তিনি যোগের পন্থায় নিয়োজিত হন (*ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিন*)। কিন্তু মা যশোদা সেই সমস্ত স্তর অতিক্রম করেছিলেন। তিনি কৃষ্ণকে তাঁর প্রিয় পুত্ররূপে ভালবাসার স্তরে অবস্থিত ছিলেন, এবং তাই তিনি আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সর্বোচ্চ স্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। পরম সত্যকে তিন রূপে উপলব্ধি করা যায় (*ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে*), কিন্তু তিনি এমনই এক চিন্ময় স্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে, ব্রহ্ম কি, পরমাত্মা কি অথবা ভগবান কে, তা জানার অপেক্ষা তিনি করেননি। ভগবান স্বয়ং তাঁর প্রিয় পুত্র হবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাই মা যশোদার সৌভাগ্যের কোন তুলনা হয় না, যে কথা ঘোষণা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *রম্যা কাচিদ্ উপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা*। পরম সত্য বা পরমেশ্বর ভগবানকে বিভিন্ন স্তরে উপলব্ধি করা যেতে পারে। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৪/১১) ভগবান বলেছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥

"যে যেভাবে আমার প্রতি আত্মসমর্পণের দ্বারা প্রপত্তি স্বীকার করে, আমি তাকে সেইভাবেই পুরস্কৃত করি। হে পার্থ, সকলেই সর্বতোভাবে আমার পথের অনুসরণ করে।" কেউ কর্মী, জ্ঞানী, যোগী এবং ভক্ত বা প্রেমী ভক্ত হতে পারেন। কিন্তু উপলব্ধির চরম স্তর হচ্ছে প্রেমভক্তি, যা মা যশোদা প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৪৬

শ্রীরাজোবাচ

নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্ ।
যশোদা চ মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ (শুকদেব গোস্বামীর কাছে) জিজ্ঞাসা করলেন; **নন্দঃ**—নন্দ মহারাজ; **কিম্**—কি; **অকরোৎ**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **শ্রেয়ঃ**—তপস্যা আদি পুণ্যকর্ম; **এবম্**—যা তিনি প্রদর্শন করেছিলেন; **মহা-উদয়ম্**—যার দ্বারা তিনি সর্বোচ্চ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **যশোদা**—মা যশোদা; **চ**—ও; **মহা-ভাগা**—পরম ভাগ্যবান; **পপৌ**—পান করেছিলেন; **যস্যাঃ**—যাঁর; **স্তনম্**—স্তনদুগ্ধ; **হরিঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

মা যশোদার পরম সৌভাগ্যের কথা শুনে, পরীক্ষিৎ মহারাজ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—হে ব্রহ্মন্, ভগবান যাঁর স্তন্য পান করেছিলেন, সেই যশোদাদেবী এবং নন্দ মহারাজ পূর্বে এমন কি তপস্যা করেছিলেন, যার ফলে তাঁরা এই প্রেমময়ী সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন?

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/১৬) উল্লেখ করা হয়েছে, *চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন*। *সুকৃতি* বা পুণ্যকর্ম ব্যতীত কেউই ভগবানের শরণাগত হতে পারে না। চার প্রকার পুণ্যাত্মা ভগবানের শরণাগত হন (*আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ*), কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, নন্দ মহারাজ এবং যশোদাদেবী সেই সমস্ত স্তরের ঊর্ধ্বে ছিলেন। তাই পরীক্ষিৎ মহারাজ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করেছেন, "তাঁরা তাঁদের পূর্ব জন্মে কি পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করেছিলেন, যার ফলে তাঁরা এই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন?" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদিও নন্দ মহারাজ এবং যশোদাদেবীকে তাঁর পিতা এবং মাতারূপে গ্রহণ করেছিলেন, তবুও মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দ মহারাজের থেকেও অধিক সৌভাগ্যশালিনী ছিলেন, কারণ নন্দ মহারাজ কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণের মা যশোদাদেবী সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন। কৃষ্ণের শৈশব থেকে বাল্যকাল পর্যন্ত এবং বাল্যকাল থেকে যৌবন পর্যন্ত মা যশোদা সর্বদাই তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এমন কি কৃষ্ণ বড়

হয়ে যাওয়ার পরও তিনি বৃন্দাবনে মা যশোদার কোলে গিয়ে বসতেন। তাই মা যশোদার সৌভাগ্যের কথা তুলনা হয় না, এবং পরীক্ষিৎ মহারাজ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করেছেন, *যশোদা চ মহাভাগা*।

শ্লোক ৪৭

পিতরৌ নান্ববিন্দেতাং কৃষ্ণোদারার্ভকেহিতম্ ।
গায়ন্ত্যদ্যাপি কবয়ো যল্লোকশমলাপহম্ ॥ ৪৭ ॥

পিতরৌ—শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত পিতা এবং মাতা; **ন**—না; **অনু-বিন্দেতাম্**—উপভোগ করেছিলেন; **কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণের; **উদার**—উদার; **অর্ভক-ঈহিতম্**—তাঁর বাল্যলীলা; **গায়ন্তি**—কীর্তন করেন; **অদ্য অপি**—আজও; **কবয়ঃ**—মহান মুনি এবং ঋষিগণ; **যৎ**—যা; **লোক-শমল-অপহম্**—যা শ্রবণ করার ফলে সমস্ত জড় কলুষ দূর হয়ে যায়।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ যদিও বসুদেব এবং দেবকীর প্রতি এতই প্রসন্ন ছিলেন যে, তিনি তাঁদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তবুও তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের উদার বাল্যলীলা উপভোগ করতে পারেননি, যা এতই মহান যে, কেবল তা কীর্তন করার ফলে জড় জগতের সমস্ত কলুষ দূর হয়ে যায়। নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদা কিন্তু পূর্ণরূপে সেই সমস্ত লীলা উপভোগ করেছিলেন, এবং তাই তাঁদের স্থিতি বসুদেব এবং দেবকী থেকে শ্রেষ্ঠ।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর জন্মের পরেই তিনি নন্দ মহারাজের গৃহে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। দেবকী শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর স্তন্য পর্যন্ত পান করাতে পারেননি। কিন্তু মা যশোদা এবং নন্দ মহারাজের এমনই সৌভাগ্য যে, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা পূর্ণরূপে উপভোগ করেছিলেন, যাঁর মহিমা সমস্ত মুনি-ঋষিরা আজও কীর্তন করেন। তাঁরা পূর্ব জন্মে কি পুণ্যকর্ম করেছিলেন, যার ফলে তাঁরা এই অতি উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন?

শ্লোক ৪৮

শ্রীশুক উবাচ

দ্রোণো বসূনাং প্রবরো ধরয়া ভার্যয়া সহ ।
করিষ্যমাণ আদেশান্ ব্রহ্মণস্তমুবাচ হ ॥ ৪৮ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **দ্রোণঃ**—দ্রোণ নামক; **বসূনাম্**—অষ্ট বসুদের; **প্রবরঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **ধরয়া**—ধরাসহ; **ভার্যয়া**—তাঁর পত্নী; **সহ**—সহ; **করিষ্যমাণঃ**—সম্পাদন করার জন্য; **আদেশান্**—আদেশ; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **তম্**—তাঁকে; **উবাচ**—বলেছিলেন; **হ**—অতীতে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ তাঁর পত্নী ধরাসহ যখন ব্রহ্মার আদেশ পালন করছিলেন, তখন তিনি ব্রহ্মাকে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৭) উল্লেখ করা হয়েছে—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর পার্ষদগণ সহ অবতীর্ণ হন। তাঁর এই সমস্ত পার্ষদেরা সাধারণ জীব নন। শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিত্য এবং তিনি যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর পার্ষদগণ সহ আসেন। তাই নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদা কৃষ্ণের নিত্য পিতা এবং মাতা। অর্থাৎ, কৃষ্ণ যখনই অবতরণ করেন, তখন নন্দ মহারাজ ও মা যশোদা এবং বসুদেব ও দেবকীও তাঁর পিতা-মাতা রূপে অবতীর্ণ হন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের শরীরের অংশ; তাঁরা কোন সাধারণ জীব নন। মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই কথা জানতেন, কিন্তু তিনি শুকদেব গোস্বামীর কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলেন, সাধারণ মানুষের পক্ষে সাধনসিদ্ধির দ্বারা সেই স্তর প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব কি না। সিদ্ধ অবস্থা দুই প্রকার—নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ধ। নিত্যসিদ্ধ হচ্ছেন তিনি যিনি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ—শ্রীকৃষ্ণের শরীরের বিস্তার। কিন্তু সাধনসিদ্ধ সাধারণ জীব, যাঁরা পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা এবং ভগবদ্ভক্তি

অনুশীলনের দ্বারা সেই সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করেছিলেন, সাধারণ মানুষের পক্ষে মা যশোদা এবং নন্দ মহারাজের পদ লাভ করা সম্ভব কি না। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সেই প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী শ্লোকে প্রদান করেছেন।

শ্লোক ৪৯

জাতয়োর্নৌ মহাদেবে ভুবি বিশ্বেশ্বরে হরৌ ।
ভক্তিঃ স্যাৎ পরমা লোকে যয়াঞ্জো দুর্গতিং তরেৎ ॥ ৪৯ ॥

জাতয়োঃ—আমরা দুজন জন্মগ্রহণ করলে; **নৌ**—পতি এবং পত্নী, দ্রোণ এবং ধরা; **মহাদেবে**—পরমপুরুষ ভগবানের প্রতি; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **বিশ্ব-ঈশ্বরে**—সমগ্র বিশ্বের ঈশ্বরের প্রতি; **হরৌ**—ভগবানের প্রতি; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **স্যাৎ**—লাভ হয়; **পরমা**—জীবনের পরম লক্ষ্য; **লোকে**—পৃথিবীতে; **যয়া**—যার দ্বারা; **অঞ্জঃ**—অনায়াসে; **দুর্গতিম্**—দুঃখময় জীবন; **তরেৎ**—উত্তীর্ণ হতে পারে।

অনুবাদ

দ্রোণ এবং ধরা বলেছিলেন—দয়া করে আমাদের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার অনুমতি দিন, যাতে পরমপুরুষ বিশ্বেশ্বর ভগবানের প্রতি যেন আমাদের পরমা ভক্তি লাভ হয়, যে ভক্তির বলে জীব জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারে।

তাৎপর্য

দ্রোণ এবং ধরার এই উক্তিটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, তাঁরা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পিতা-মাতা। যখনই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়, তখন দ্রোণ এবং ধরা প্রথমে অবতীর্ণ হন এবং তারপর কৃষ্ণ অবতরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন যে, তাঁর জন্ম সাধারণ নয় (*জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্*)।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

"যদিও আমি জন্মরহিত এবং আমার চিন্ময় দেহ অব্যয়, এবং যদিও আমি সর্বভূতের ঈশ্বর, তবুও আমার অন্তরঙ্গা শক্তিকে আশ্রয় করে আমি স্বীয় মায়ার দ্বারা আমার আদি চিন্ময় রূপে যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।" (*ভগবদ্গীতা* ৪/৬) শ্রীকৃষ্ণের

অবতরণের পূর্বে দ্রোণ এবং ধরা তাঁর পিতা এবং মাতা হওয়ার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁরাই হচ্ছেন নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদা। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, সাধনসিদ্ধ জীবের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের পিতা অথবা মাতা হওয়া সম্ভব নয়, কারণ শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে আছে। কিন্তু নন্দ মহারাজ, মা যশোদা এবং তাঁদের পার্ষদ বৃন্দাবনবাসীদের ভক্তিভাব অনুসরণ করার ফলে, সাধারণ জীবেরা নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদার মতো বাৎসল্য স্নেহ লাভ করতে পারেন।

দ্রোণ এবং ধরাকে যখন সন্তান উৎপাদনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তখন তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের পুত্ররূপে লাভ করার জন্য তাঁরা এই পৃথিবীতে আসবেন। শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*—ভক্তদের রক্ষা করা এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করা। শ্রীকৃষ্ণ যখনই আসেন, তখন তিনি জীবনের পরম লক্ষ্য ভগবদ্ভক্তি বিতরণ করেন। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতরণ করেছেন, কারণ ভগবদ্ভক্তি লাভ না করলে, জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত বদ্ধ জীবেরা দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জড় জগৎ (*দুঃখালয়মশাশ্বতম্*) থেকে মুক্ত হতে পারে না। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/৭) ভগবান বলেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥

"এই জড় জগতে বদ্ধ জীবসমূহ আমার সনাতন বিভিন্ন অংশ। জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে, তারা মনসহ ছটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে।" সমস্ত জীবেরা সুখী হওয়ার জন্য সংগ্রাম করছে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন না করলে সেই সুখ লাভ করা সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বলেছেন—

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥

"হে পরন্তপ, যে সমস্ত জীবের শ্রদ্ধা উদিত হয়নি, তারা এই পরম ধর্মরূপ ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে অসমর্থ হয়ে, এই জড় জগতে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে পতিত হয়।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/৩)

মূর্খ মানুষেরা জানে না যে, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ পালন না করা হলে এই জড়-জাগতিক জীবন কত ভয়ঙ্কর। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু করা হয়েছে, যাতে মানুষ কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করে এই জড় জগতের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে

উদ্ধার লাভ করতে পারে। কৃষ্ণভক্তি গ্রহণ করা অথবা না করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। সেটি বাধ্যতামূলক; এই বিষয়ে আমাদের ইচ্ছার কোন অবকাশ নেই। আমরা যদি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন না করি, তা হলে আমাদের জীবন অত্যন্ত বিপজ্জনক। সব কিছুই *ভগবদ্গীতায়* বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাই জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে কিভাবে মুক্ত হওয়া যায় তা শিক্ষা লাভ করার জন্য *ভগবদ্গীতা যথাযথ* হচ্ছে প্রাথমিক পাঠ। তারপর, *ভগবদ্গীতার* তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করলে, তখন *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করা যেতে পারে, এবং আধ্যাত্মিক মার্গে যদি আরও উন্নতি লাভ হয়, তখন *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* পাঠ করা যেতে পারে। আমরা তাই এই সমস্ত অমূল্য গ্রন্থাবলী সারা জগতের কাছে প্রদান করছি, যাতে মানুষেরা সেগুলি অধ্যয়ন করতে পারে এবং জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশাময় পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার লাভ করে সুখী হতে পারে।

শ্লোক ৫০

অস্ত্বিত্যুক্তঃ স ভগবান্ ব্রজে দ্রোণো মহাযশাঃ ।
যজ্ঞে নন্দ ইতি খ্যাতো যশোদা সা ধরাভবৎ ॥ ৫০ ॥

অস্তু—ব্রহ্মা যখন সম্মত হয়ে বলেছিলেন, "তথাস্তু"; **ইতি উক্তঃ**—এইভাবে তাঁর আদেশ পেয়ে; **সঃ**—তিনি (দ্রোণ); **ভগবান্**—শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পিতা (ভগবানের পিতাও ভগবান); **ব্রজে**—ব্রজভূমি বৃন্দাবনে; **দ্রোণঃ**—বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ; **মহা-যশাঃ**—অত্যন্ত বিখ্যাত অধ্যাত্মবাদী; **যজ্ঞে**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **নন্দঃ**—নন্দ মহারাজরূপে; **ইতি**—এইভাবে; **খ্যাতঃ**—বিখ্যাত; **যশোদা**—মা যশোদারূপে; **সা**—তিনি; **ধরা**—সেই ধরা; **অভবৎ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

ব্রহ্মা যখন বলেছিলেন "তথাস্তু", তখন ভগবানেরই সমতুল্য পরম সৌভাগ্যবান দ্রোণ ব্রজপুর বৃন্দাবনে পরম প্রসিদ্ধ নন্দ মহারাজরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং তাঁর পত্নী ধরা মা যশোদারূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ যখনই এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, আপাতদৃষ্টিতে তখন তাঁর পিতা এবং মাতার প্রয়োজন হয়। তাঁর নিত্য পিতা-মাতা দ্রোণ এবং ধরা তাই কৃষ্ণের

আবির্ভাবের পূর্বেই নন্দ মহারাজ এবং যশোদারূপে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁদের সুতপা এবং পৃশ্নিগর্ভের মতো শ্রীকৃষ্ণের পিতা এবং মাতা হওয়ার জন্য কঠোর তপস্যা করতে হয়নি। এটিই নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ধের মধ্যে পার্থক্য।

শ্লোক ৫১

ততো ভক্তির্ভগবতি পুত্রীভূতে জনার্দনে ।
দম্পত্যোর্নিতরামাসীদ্ গোপগোপীষু ভারত ॥ ৫১ ॥

ততঃ—তারপর; **ভক্তিঃ ভগবতি**—ভগবদ্ভক্তি; **পুত্রী-ভূতে**—মা যশোদার পুত্ররূপে আবির্ভূত ভগবানের প্রতি; **জনার্দনে**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণে; **দম্পত্যোঃ**—পতি এবং পত্নীর; **নিতরাম্**—নিরন্তর; **আসীৎ**—ছিল; **গোপ-গোপীষু**—নন্দ মহারাজ এবং যশোদাদেবীর পদাঙ্ক অনুসরণকারী বৃন্দাবনের গোপ-গোপীরা; **ভারত**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে ভরতকুলপ্রবর মহারাজ পরীক্ষিৎ! তারপর ভগবান যখন নন্দ মহারাজ এবং যশোদাদেবীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তাঁর প্রতি তাঁদের অবিচলিত বাৎসল্য প্রেম নিরন্তর বর্তমান ছিল, এবং তাদের সান্নিধ্যে বৃন্দাবনবাসী সমস্ত গোপ এবং গোপীরাও কৃষ্ণভক্তি লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান যখন প্রতিবেশী গোপ এবং গোপীদের মাখন, দই এবং দুধ চুরি করতেন, তখন যদিও মনে হত যে, তাঁরা যেন তাঁর উপদ্রবে উত্যক্ত হচ্ছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটি ছিল বাৎসল্য রসে ভগবদ্ভক্তির আদান-প্রদান। গোপ এবং গোপীরা ভগবানের সঙ্গে যতই অধিক স্নেহের বিনিময় করতেন, তাঁদের ভক্তি ততই বর্ধিত হত। কখনও কখনও আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার ফলে ভক্তকে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। ভক্ত যখন শ্রীকৃষ্ণের জন্য দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন, সেই দুঃখকষ্ট চিন্ময় আনন্দদায়ক। ভক্ত না হলে সেই কথা বোঝা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর শৈশবলীলা প্রদর্শন করেছিলেন, তখন কেবল নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদারই

বাৎসল্য স্নেহ বর্ধিত হয়নি, যাঁরা তাঁদের সান্নিধ্যে ছিলেন, তাঁদেরও ভক্তি বর্ধিত হয়েছিল। অর্থাৎ, যাঁরা ভগবানের বৃন্দাবন-লীলা অনুসরণ করেন, তাঁদেরও ভগবদ্ভক্তির সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ হবে।

শ্লোক ৫২

কৃষ্ণো ব্রহ্মণ আদেশং সত্যং কর্তুং ব্রজে বিভুঃ ।
সহরামো বসংশ্চক্রে তেষাং প্রীতিং স্বলীলয়া ॥ ৫২ ॥

কৃষ্ণঃ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **আদেশম্**—আদেশ; **সত্যম্**—সত্য; **কর্তুম্**—করার জন্য; **ব্রজে**—ব্রজভূমি বৃন্দাবনে; **বিভুঃ**—পরম শক্তিমান; **সহ-রামঃ**—বলরাম সহ; **বসন্**—বাস করে; **চক্রে**—বর্ধিত করেছিলেন; **তেষাম্**—বৃন্দাবনবাসীদের; **প্রীতিম্**—আনন্দ; **স্ব-লীলয়া**—তাঁর চিন্ময় লীলার দ্বারা।

অনুবাদ

এইভাবে ব্রহ্মার বর সফল করার জন্য কৃষ্ণ বলরাম সহ ব্রজভূমি বৃন্দাবনে বাস করেছিলেন। তাঁর বিবিধ বাল্যলীলা প্রদর্শন করে, তিনি নন্দ মহারাজ এবং অন্যান্য ব্রজবাসীদের আনন্দ বর্ধন করেছিলেন।

ইতি—শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীকৃষ্ণের মুখের মধ্যে বিশ্বরূপ প্রদর্শন' নামক অষ্টম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়

মা যশোদার রজ্জুর দ্বারা কৃষ্ণকে বন্ধন

মা যশোদা যখন শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যপান করাচ্ছিলেন, তখন তিনি দেখেন যে, উনুনে ফুটন্ত দুধ উথলে পড়ে যাচ্ছে। দাসীরা গৃহের অন্যান্য কাজে তখন ব্যস্ত ছিল বলে, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দুধ খাওয়ানো বন্ধ করে, সেই ফুটন্ত দুধের পাত্রটি উনুন থেকে নামাবার জন্য ছুটে যান। কৃষ্ণ তাঁর মায়ের আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দধিভাণ্ড ভঙ্গ করার এক উপায় উদ্ভাবন করেন। এইভাবে উৎপাত করার ফলে মা যশোদা তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে মনস্থ করেন। এই সমস্ত লীলা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

একদিন দাসীরা যখন অন্যান্য কাজে ব্যস্ত ছিল, তখন মা যশোদা স্বয়ং দধিমন্থন করছিলেন। তখন কৃষ্ণ তাঁর কাছে এসে তাঁর স্তন্যপান করতে চাইলে, তিনি তাঁকে স্তন্যপান করতে দেন। এইভাবে মা যশোদা যখন শ্রীকৃষ্ণকে স্তনদুধ পান করাচ্ছিলেন, তখন তিনি দেখতে পান যে, চুলায় ফুটন্ত দুধ উথলে পড়ে যাচ্ছে এবং তাই তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যপান করানো বন্ধ করে, সেই ফুটন্ত দুধ রক্ষা করতে যান। এইভাবে মায়ের স্তনদুগ্ধ পানে ব্যাহত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তিনি একটি পাথর দিয়ে দধিমন্থন পাত্রটি ভেঙ্গে ফেলেন এবং ঘরে প্রবেশ করে সদ্যমথিত মাখন খেতে থাকেন। উনুন থেকে ফুটন্ত দুধ নামিয়ে ঘরে ফিরে এসে, মা যশোদা ভগ্ন পাত্রটি দেখতে পান এবং তিনি বুঝতে পারেন যে, সেটি কৃষ্ণের কার্য এবং তাই তিনি কৃষ্ণের অনুসন্ধান করতে থাকেন। ঘরে ঢুকে তিনি দেখেন যে, কৃষ্ণ একটি উদূখলের উপর দাঁড়িয়ে শিকা থেকে মাখন চুরি করে বানরদের তা বিতরণ করছেন। তাঁর মাকে আসতে দেখা মাত্রই কৃষ্ণ সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যান, এবং মা যশোদা তাঁর পিছন পিছন ধাবিত হন। কিছুদূর যাবার পর মা যশোদা কৃষ্ণকে ধরে ফেলেন, এবং কৃষ্ণ তখন তাঁর অপরাধের জন্য কাঁদতে থাকেন। মা যশোদা কৃষ্ণকে ভয় দেখিয়ে ভৎর্সনা করে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে উদ্যত হন। কিন্তু যে দড়িটি দিয়ে তিনি বাঁধছিলেন, তা দুই আঙ্গুল কম পড়ায় তাতে আরেক গাছি রজ্জু যোগ করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও রজ্জু দুই আঙ্গুল কম পড়ল। এইভাবে যতবার তিনি বন্ধন করতে যান, ততবারই রজ্জু

কম পড়তে লাগল। অবশেষে তাঁর মাকে পরিশ্রান্ত দেখে, ভক্তবৎসল ভগবান কৃপা করে স্বয়ং বন্ধনগ্রস্ত হলেন। মা যশোদা কৃষ্ণকে এইভাবে বেঁধে গৃহকাজে ব্যস্ত হয়েছিলেন। কৃষ্ণ তখন দুটি যমলার্জুন বৃক্ষ দেখতে পান। সেই দুটি বৃক্ষ প্রকৃতপক্ষে ছিল কুবেরের দুই অভিশপ্ত পুত্র নলকূবর এবং মণিগ্রীব। নারদ মুনির বাসনা পূর্ণ করার জন্য কৃষ্ণ কৃপাপূর্বক সেই বৃক্ষ দুটির দিকে এগোতে লাগলেন।

শ্লোক ১-২

শ্রীশুক উবাচ

একদা গৃহদাসীষু যশোদা নন্দগেহিনী।
কর্মান্তরনিযুক্তাসু নির্মমন্থ স্বয়ং দধি ॥ ১ ॥
যানি যানীহ গীতানি তদ্বালচরিতানি চ।
দধিনির্মন্থনে কালে স্মরন্তী তান্যগায়ত ॥ ২ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **একদা**—একদিন; **গৃহ-দাসীষু**—যখন গৃহের দাসীরা অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল; **যশোদা**—মা যশোদা; **নন্দ-গেহিনী**—নন্দ মহারাজের মহিষী; **কর্ম-অন্তর**—গৃহের অন্যান্য কার্যে; **নিযুক্তাসু**—নিযুক্ত হয়ে; **নির্মমন্থ**—মন্থন করেছিলেন; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **দধি**—দই; **যানি**—যে; **যানি**—যে; **ইহ**—এই সম্পর্কে; **গীতানি**—গীত; **তৎ-বাল-চরিতানি**—যাতে তাঁর শিশুর কার্যকলাপ বর্ণিত হয়েছে; **চ**—এবং; **দধি-নির্মন্থনে**—দধি মন্থন করার সময়; **কালে**—সেই সময়; **স্মরন্তী**—স্মরণ করে; **তানি**—সেই সমস্ত গীত; **অগায়ত**—গান করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—একদিন গৃহের সমস্ত পরিচারিকারা যখন অন্যান্য কাজে ব্যস্ত ছিল, তখন মা যশোদা স্বয়ং দধি মন্থন করতে শুরু করেছিলেন। দধি মন্থন করার সময় তিনি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা স্মরণপূর্বক তাঁর সেই সমস্ত কার্যকলাপ বর্ণনা করে গান করছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীল সনাতন গোস্বামীর *বৈষ্ণবতোষণী* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের দধিভাণ্ড ভঙ্গ এবং মা যশোদা কর্তৃক রজ্জুবন্ধন লীলা

দীপাবলী বা দীপমালিকার দিন হয়েছিল। ভারতবর্ষে আজও এই উৎসবটি কার্তিক মাসে আতশবাজি এবং দীপমালা সহকারে মহা আড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়, বিশেষ করে মুম্বাইতে। এখানে বুঝতে হবে যে, নন্দ মহারাজের সমস্ত গাভীর মধ্যে মা যশোদা কয়েকটি গাভীকে এত সুগন্ধি ঘাস খাওয়াতেন, যার ফলে তাদের দুধও আপনা থেকেই সুগন্ধি হত। মা যশোদা এই সমস্ত গাভীর দুধ সংগ্রহ করে, তা দিয়ে দধি বানিয়ে স্বয়ং সেই দধি মন্থন করে মাখন তুলতেন। কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, গৃহের সাধারণ দুধ এবং দই থেকে উৎপন্ন মাখন কৃষ্ণের ভাল না লাগায়, তিনি প্রতিবেশী গোপ এবং গোপীদের গৃহ থেকে মাখন চুরি করতেন।

দধি মন্থন করার সময় মা যশোদা কৃষ্ণের বাল্যলীলা বিষয়ক গীত গান করছিলেন। পূর্বে প্রথা ছিল, কেউ যখন কোন কিছু স্মরণ রাখতে চাইতেন, তখন তা কবিতার আকারে রূপ দিতেন অথবা পেশাদারি কবিদের দ্বারা তা রচনা করাতেন। মনে হয় যে, মা যশোদা কৃষ্ণের কার্যকলাপ কখনই ভুলে যেতে চাননি, তাই তিনি পূতনা বধ, অঘাসুর বধ, শকটাসুর বধ, তৃণাবর্তাসুর বধ আদি কৃষ্ণের বাল্যলীলা-সমূহ ছন্দোবদ্ধ করে কবিতার আকারে রূপ দিয়েছিলেন এবং দধিমন্থন করার সময় তিনি তাঁর সেই সমস্ত কার্যকলাপ স্মরণ করে গান করতেন। যাঁরা দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত থাকতে চান, তাঁদের পক্ষে এই অভ্যাসটি আয়ত্ত করা কর্তব্য। এই ঘটনা বর্ণনা করে, মা যশোদা কিভাবে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত ছিলেন। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হতে হলে এই প্রকার ব্যক্তিদের অনুসরণ করা কর্তব্য।

শ্লোক ৩

ক্ষৌমং বাসঃ পৃথুকটিতটে বিভ্রতী সূত্রনদ্ধং
পুত্রস্নেহস্নুতকুচযুগং জাতকম্পং চ সুভ্রূঃ ।
রজ্জ্বাকর্ষশ্রমভুজচলৎকঙ্কণৌ কুণ্ডলে চ
স্বিন্নং বক্ত্রং কবরবিগলন্মালতী নির্মমন্থ ॥ ৩ ॥

ক্ষৌমম্—কেশর এবং পীতবর্ণের মিশ্রণ; **বাসঃ**—মা যশোদার শাড়ি; **পৃথু-কটি-তটে**—তাঁর বিশাল নিতম্বদেশ বেষ্টন করে; **বিভ্রতী**—দোদুল্যমান; **সূত্র-নদ্ধম্**—কোমরবন্ধ; **পুত্র-স্নেহ-স্নুত**—পুত্রস্নেহবশত দুগ্ধের দ্বারা সিক্ত হয়েছিল; **কুচ-যুগম্**—পয়োধরযুগল; **জাত-কম্পম্ চ**—সুন্দরভাবে কম্পিত হওয়ার ফলে; **সু-ভ্রূঃ**—অতি সুন্দর ভ্রূ সমন্বিতা; **রজ্জু-আকর্ষ**—দধিমন্থন দণ্ডের রজ্জু আকর্ষণ করার ফলে;

শ্রম—পরিশ্রমের ফলে; **ভুজ**—তাঁর হাতে; **চলৎ-কঙ্কণৌ**—কঙ্কণদ্বয় কম্পিত হয়েছিল; **কুণ্ডলে**—কুণ্ডল যুগলে; **চ**—ও; **স্বিন্নম্**—ঘর্মাক্ত হয়ে পড়েছিল; **বক্ত্রম্**—তাঁর সমগ্র মুখমণ্ডল; **কবর-বিগলৎ-মালতী**—তাঁর কবরী থেকে মালতী ফুল ঝরে পড়ছিল; **নির্মমন্থ**—এইভাবে মা যশোদা দধিমন্থন করছিলেন।

অনুবাদ

যশোদাদেবী কেশর-পীত বর্ণের শাড়ি পরিধান করে, তাঁর বিশাল নিতম্বদেশে কোমরবন্ধ বেঁধে দধিমন্থন দণ্ডের রজ্জু আকর্ষণ করছিলেন। তখন তাঁর হাতের কঙ্কণ ও কানের কুণ্ডল দোদুল্যমান ও শব্দায়মান হয়েছিল এবং তাঁর সর্বাঙ্গ কম্পিত হচ্ছিল। পুত্রস্নেহে তাঁর স্তনযুগল দুধের দ্বারা সিক্ত হয়েছিল। তাঁর সুন্দর ভ্রূযুগল সমন্বিত মুখমণ্ডল ঘর্মাক্ত হয়েছিল এবং তাঁর কবরী থেকে মালতী ফুল ঝরে পড়ছিল।

তাৎপর্য

যাঁরা বাৎসল্য রসে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হতে ইচ্ছুক, তাঁদের কর্তব্য মা যশোদার রূপের চিন্তা করা। মা যশোদা হওয়ার কামনা করা উচিত নয়, কারণ তা হচ্ছে মায়াবাদ। আমাদের কর্তব্য বাৎসল্য অথবা মাধুর্য-রসে, কিংবা সখ্য অথবা দাস্যরসে—যে কোন ভাবে—বৃন্দাবনবাসীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। কখনই তাঁদের মতো হওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। তাই এখানে এই বর্ণনাটি দেওয়া হয়েছে। উন্নত ভক্তরা এই বর্ণনা স্মরণ করে সর্বদা মা যশোদার রূপের কথা চিন্তা করেন—কিভাবে তিনি শাড়ি পরেছিলেন, কিভাবে তিনি পরিশ্রান্ত হয়ে ঘর্মাক্ত কলেবর হয়েছিলেন, কিভাবে সুন্দর ফুলের দ্বারা তাঁর কবরী অলঙ্কৃত ছিল, ইত্যাদি। কৃষ্ণের প্রতি মাতৃস্নেহ পরায়ণা মা যশোদার এই বর্ণনাটি স্মরণ করে পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা উচিত।

শ্লোক ৪

তাং স্তন্যকাম আসাদ্য মথ্নন্তীং জননীং হরিঃ ।
গৃহীত্বা দধিমন্থানং ন্যষেধৎ প্রীতিমাবহন্ ॥ ৪ ॥

তাম্—মা যশোদাকে; **স্তন্য-কামঃ**—স্তন্যপান অভিলাষী কৃষ্ণ; **আসাদ্য**—তাঁর কাছে এসে; **মথ্নন্তীম্**—তিনি যখন দধি মন্থন করছিলেন; **জননীম্**—মাতাকে; **হরিঃ**—

শ্রীকৃষ্ণ; **গৃহীত্বা**—ধরে; **দধি-মন্থানম্**—মন্থনদণ্ড; **ন্যষেধৎ**—নিষেধ করেছিলেন; **প্রীতিম্ আবহন্**—প্রীতি উৎপাদন করে।

অনুবাদ

মা যশোদা যখন দধিমন্থন করছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্তনদুগ্ধ পান করার অভিলাষী হয়ে তাঁর কাছে এসেছিলেন এবং তাঁর আনন্দ উৎপাদন করার জন্য মন্থনদণ্ড ধারণ করে তাঁর দধিমন্থন কার্যে বাধা দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ ঘরের ভিতর ঘুমিয়ে ছিলেন, এবং ঘুম থেকে ওঠামাত্র তিনি ক্ষুধার্ত হয়ে তাঁর মায়ের কাছে গিয়েছিলেন। তাঁকে দধিমন্থন কার্য থেকে বিরত করে তাঁর স্তন্যপান করার জন্য তিনি মন্থনদণ্ড ধারণ করে তাঁকে নিবৃত্ত করেছিলেন।

শ্লোক ৫

তমঙ্কমারূঢ়মপায়য়ৎ স্তনং
স্নেহস্নুতং সস্মিতমীক্ষতী মুখম্ ।
অতৃপ্তমুৎসৃজ্য জবেন সা যযা-
বুৎসিচ্যমানে পয়সি ত্বধিশ্রিতে ॥ ৫ ॥

তম্—কৃষ্ণকে; **অঙ্কম্ আরূঢ়ম্**—স্নেহভরে তাঁর কোলে তুলে নিয়ে; **অপায়য়ৎ**—পান করিয়েছিলেন; **স্তনম্**—তাঁর স্তন; **স্নেহ-স্নুতম্**—গভীর স্নেহবশত ক্ষরিত দুগ্ধ; **স স্মিতম্ ঈক্ষতী মুখম্**—স্মিত হেসে মা যশোদা কৃষ্ণের হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল দর্শন করছিলেন; **অতৃপ্তম্**—মায়ের দুধ পান করা সত্ত্বেও অতৃপ্ত কৃষ্ণ; **উৎসৃজ্য**—তাঁকে পাশে সরিয়ে রেখে; **জবেন**—দ্রুতবেগে; **সা**—মা যশোদা; **যযৌ**—সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন; **উৎসিচ্যমানে পয়সি**—দুধ উথলে পড়ে যেতে দেখে; **তু**—কিন্তু; **অধিশ্রিতে**—চুলার উপরে রাখা দুধের পাত্র।

অনুবাদ

মা যশোদা তখন কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিয়ে তাঁর স্তনদুগ্ধ পান করতে দিয়ে স্মিত হেসে তাঁর মুখমণ্ডল দর্শন করছিলেন। গভীর স্নেহে আপনা থেকেই তাঁর

স্তন থেকে দুধ ক্ষরিত হচ্ছিল। কিন্তু তিনি যখন দেখেছিলেন যে, চুলার উপরে রাখা দুধের পাত্র থেকে দুধ উথলে পড়ে যাচ্ছিল, তখন তিনি দুগ্ধপানে অতৃপ্ত তাঁর পুত্রকে পরিত্যাগ করে দ্রুতবেগে প্রস্থান করেছিলেন।

তাৎপর্য

মা যশোদার গৃহস্থালির সব কিছুই ছিল কৃষ্ণের জন্য। কৃষ্ণ যদিও মা যশোদার স্তনদুগ্ধ পান করছিলেন, কিন্তু মা যশোদা যখন দেখলেন যে, রান্নাঘরে ফুটন্ত দুধ পাত্র থেকে উথলে পড়ে যাচ্ছে, তখন তা সামলাবার জন্য তিনি তাঁর পুত্রকে ত্যাগ করে সেখানে ছুটে গিয়েছিলেন। তাঁর স্তনদুগ্ধ পানে পূর্ণরূপে তৃপ্ত না হওয়ার ফলে, কৃষ্ণ তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কখনও কখনও মানুষকে একই সঙ্গে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কার্য দেখতে হয়। তাই মা যশোদার তাঁর পুত্রকে ত্যাগ করে দুধ সামলাতে যাওয়া অনুচিত হয়নি। প্রেমের স্তরে ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে প্রথমে একটি কাজ নিষ্পন্ন করে, তারপর অন্য কার্য করা। যেভাবে তা করা কর্তব্য, সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

(*ভগবদ্‌গীতা* ১০/১০)

কৃষ্ণভক্তিতে সব কিছুই সক্রিয়। চিন্ময় স্তরে ভক্তের প্রথমে কি করা উচিত এবং তার পরে কি করা উচিত, সেই সম্বন্ধে কৃষ্ণ তাঁকে পরিচালিত করেন।

শ্লোক ৬

সঞ্জাতকোপঃ স্ফুরিতারুণাধরং
সন্দশ্য দদ্ভির্দধিমন্থভাজনম্ ।
ভিত্ত্বা মৃষাশ্রুর্দৃষদশ্মনা রহো
জঘাস হৈয়ঙ্গবমন্তরং গতঃ ॥ ৬ ॥

সঞ্জাত-কোপঃ—এইভাবে কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **স্ফুরিত-অরুণ-অধরম্**—তাঁর অরুণবর্ণ স্ফীত ওষ্ঠাধর; **সন্দশ্য**—দংশন করে; **দদ্ভিঃ**—দাঁতের দ্বারা; **দধি-মন্থ-ভাজনম্**—দধিমন্থনের পাত্র; **ভিত্ত্বা**—ভেঙ্গে; **মৃষা-অশ্রুঃ**—কপট অশ্রু; **দৃষৎ-**

অশ্মনা—প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা; **রহঃ**—নির্জন স্থানে; **জঘাস**—খেতে শুরু করেছিলেন; **হৈয়ঙ্গবম্**—সদ্যপ্রস্তুত ননী; **অন্তরম্**—ঘরের ভিতর; **গতঃ**—প্রবেশ করে।

অনুবাদ

কৃষ্ণ তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর অরুণবর্ণ ওষ্ঠদেশে দাঁত দিয়ে দংশনপূর্বক, কপট অশ্রুপাত করে একটি পাথরের টুকরো দিয়ে দধিমন্থনের পাত্র ভেঙ্গেছিলেন। তারপর তিনি ঘরের ভিতর গিয়ে নির্জনে সদ্যমথিত ননী খেতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

শিশু যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই সে কপট অশ্রুবিসর্জন করে কাঁদতে থাকে। কৃষ্ণও তাই করেছিলেন, এবং তাঁর অরুণবর্ণ অধর দাঁত দিয়ে দংশন করে একটি পাথরের দ্বারা দধিমন্থনের পাত্র ভেঙ্গে ফেলেছিলেন এবং তারপর ঘরে গিয়ে সদ্যমথিত ননী খেতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৭

উত্তার্য গোপী সুশৃতং পয়ঃ পুনঃ
প্রবিশ্য সংদৃশ্য চ দধ্যমত্রকম্ ।
ভগ্নং বিলোক্য স্বসুতস্য কর্ম ত-
জ্জহাস তং চাপি ন তত্র পশ্যতী ॥ ৭ ॥

উত্তার্য—চুলা থেকে নামিয়ে রেখে; **গোপী**—মা যশোদা; **সু-শৃতম্**—অতি উষ্ণ; **পয়ঃ**—দুধ; **পুনঃ**—পুনরায়; **প্রবিশ্য**—মন্থনস্থানে প্রবেশ করে; **সংদৃশ্য**—দেখে; **চ**—ও; **দধি-অমত্রকম্**—দধিভাণ্ড; **ভগ্নম্**—ভগ্ন; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **স্ব-সুতস্য**—তাঁর পুত্রের; **কর্ম**—কার্য; **তৎ**—তা; **জহাস**—হেসেছিলেন; **তম্ চ**—কৃষ্ণও; **অপি**—সেই সময়; **ন**—না; **তত্র**—সেখানে; **পশ্যতী**—দেখতে পেয়ে।

অনুবাদ

মা যশোদা চুলা থেকে গরম দুধ নামিয়ে রেখে, দধিমন্থন স্থানে ফিরে এসে দেখলেন যে, দধিভাণ্ড ভগ্ন হয়েছে এবং সেখানে কৃষ্ণকে না দেখতে পেয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেটি কৃষ্ণেরই কার্য।

তাৎপর্য

ভাঙ্গা পাত্র এবং কৃষ্ণের অনুপস্থিতি দেখে মা যশোদা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, কৃষ্ণই সেই পাত্রটি ভেঙ্গেছে। সেই সম্বন্ধে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না।

শ্লোক ৮

উলূখলাঙ্ঘ্রেরুপরি ব্যবস্থিতং
মর্কায় কামং দদতং শিচি স্থিতম্ ।
হৈয়ঙ্গবং চৌর্যবিশঙ্কিতেক্ষণং
নিরীক্ষ্য পশ্চাৎ সুতমাগমচ্ছনৈঃ ॥ ৮ ॥

উলূখল-অঙ্ঘ্রেঃ—উল্টে রাখা উদূখলের; **উপরি**—উপরে; **ব্যবস্থিতম্**—কৃষ্ণ বসেছিলেন; **মর্কায়**—একটি বানরকে; **কামম্**—তাঁর ইচ্ছা অনুসারে; **দদতম্**—দান করে; **শিচি স্থিতম্**—শিকায় ঝুলিয়ে রাখা ননীর ভাণ্ডে; **হৈয়ঙ্গবম্**—ননী এবং অন্যান্য দুগ্ধজাত দ্রব্য; **চৌর্য-বিশঙ্কিত**—চুরি করার ফলে শঙ্কিত; **ঈক্ষণম্**—যাঁর নয়ন; **নিরীক্ষ্য**—সেই সমস্ত কার্যকলাপ দর্শন করে; **পশ্চাৎ**—পিছন থেকে; **সুতম্**—তাঁর পুত্র; **আগমৎ**—তিনি এসেছিলেন; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে, সাবধানতা সহকারে।

অনুবাদ

কৃষ্ণ তখন উল্টাভাবে রাখা একটি উদূখলের উপর বসে তাঁর ইচ্ছামতো দই, ননী আদি দুগ্ধজাত দ্রব্য বানরদের বিতরণ করছিলেন। চুরি করার ফলে তাঁর মা তাঁকে তিরস্কার করতে পারেন বলে মনে করে, শঙ্কিতভাবে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করছিলেন। মা যশোদা তখন তাঁকে এই অবস্থায় দেখে ধীরে ধীরে তাঁর পিছনে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণের ননীমাখা পায়ের ছাপ অনুসরণ করে মা যশোদা কৃষ্ণকে খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে, কৃষ্ণ ননী চুরি করছে এবং তাই তিনি তখন হাসছিলেন। ইতিমধ্যে কাকেরাও ঘরে প্রবেশ করেছিল কিন্তু ভয় পেয়ে তারা বেরিয়ে আসে। এইভাবে মা যশোদা ননী চুরি করার ফলে শঙ্কিতভাবে ইতস্তত দর্শনকারী কৃষ্ণকে খুঁজে পেয়েছিলেন।

শ্লোক ৯

তামাত্তযষ্টিং প্রসমীক্ষ্য সত্বর-
স্ততোঽবরুহ্যাপসসার ভীতবৎ ।
গোপ্যন্বধাবন্ন যমাপ যোগিনাং
ক্ষমং প্রবেষ্টুং তপসেরিতং মনঃ ॥ ৯ ॥

তাম্—মা যশোদাকে; **আত্ত-যষ্টিম্**—লাঠি হাতে; **প্রসমীক্ষ্য**—দর্শন করে; **সত্বরঃ**—দ্রুতবেগে; **ততঃ**—সেখান থেকে; **অবরুহ্য**—অবতরণ করে; **অপসসার**—পলায়ন করেছিলেন; **ভীতবৎ**—যেন অত্যন্ত ভয়ভীত হয়ে; **গোপী**—মা যশোদা; **অন্বধাবৎ**—তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন; **ন**—না; **যম্**—যাঁকে; **আপ**—প্রাপ্ত হতে অসমর্থ; **যোগিনাম্**—যোগীদের; **ক্ষমম্**—যারা তাঁকে পেতে পারে; **প্রবেষ্টুম্**—ব্রহ্মজ্যোতি অথবা পরমাত্মায় লীন হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **ঈরিতম্**—সেই উদ্দেশ্য সাধনে যত্নশীল; **মনঃ**—ধ্যানের দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর মাকে ছড়ি হাতে সেখানে উপস্থিত দেখলেন, তখন তিনি দ্রুতবেগে উদূখলের উপর থেকে লাফ দিয়ে নেমে এসে পলায়ন করেছিলেন, যেন তিনি অত্যন্ত ভয়ভীত হয়েছেন। যাঁকে যোগীরা কঠোর তপস্যার বলে পরমাত্মারূপে তাঁর ধ্যান করার দ্বারা ব্রহ্মে লীন হওয়ার চেষ্টা করেও তাঁকে প্রাপ্ত হয় না, মা যশোদা সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পুত্র বলে মনে করে তাঁকে ধরার জন্য তাঁর পিছনে ধাবিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যোগীরা কৃষ্ণকে পরমাত্মারূপে ধরতে চায়, এবং কঠোর তপস্যার দ্বারা তাঁকে পাওয়ার চেষ্টা করেও তাঁরা সফল হয় না। কিন্তু এখানে আমরা দেখছি যে, মা যশোদা কৃষ্ণকে ধরে ফেলবেন সেই ভয়ে কৃষ্ণ ছুটে পালাচ্ছেন। এটি ভক্ত এবং যোগীর পার্থক্য নিরূপণ করে। যোগীরা কৃষ্ণকে পায় না, কিন্তু মা যশোদার মতো শুদ্ধ ভক্তের কাছে কৃষ্ণ ইতিমধ্যেই ধরা পড়ে গেছেন। এমন কি কৃষ্ণ মা যশোদার হাতের ছড়ির ভয়ে ভীত হয়েছিলেন। সেই কথা কুন্তিদেবী তাঁর প্রার্থনায় উল্লেখ করেছেন—*ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৮/৩১)। শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদার ভয়ে ভীত, আর যোগীরা কৃষ্ণের ভয়ে ভীত। যোগীরা জ্ঞানযোগ এবং অন্যান্য

যোগের পন্থার দ্বারা কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হতে চেষ্টা করে, কিন্তু তারা সফল হয় না। কিন্তু মা যশোদা যদিও ছিলেন একজন স্ত্রীলোক, তবুও শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভয়ে ভীত, যে কথা এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১০

অন্বঞ্চমানা জননী বৃহচ্চল-
চ্ছ্রোণীভরাক্রান্তগতিঃ সুমধ্যমা ।
জবেন বিস্রংসিতকেশবন্ধন-
চ্যুতপ্রসূনানুগতিঃ পরামৃশৎ ॥ ১০ ॥

অন্বঞ্চমানা—দ্রুতবেগে কৃষ্ণের পিছনে ছুটে গিয়ে; **জননী**—মা যশোদা; **বৃহৎ-চলৎ-শ্রোণী-ভর-আক্রান্ত-গতিঃ**—বিশাল নিতম্বভারে মন্থর গতি; **সু-মধ্যমা**—ক্ষীণ কটি; **জবেন**—দ্রুতবেগে ধাবিত হওয়ার ফলে; **বিস্রংসিত-কেশ-বন্ধনঃ**—কেশবন্ধন আলগা হয়ে যাওয়ার ফলে; **চ্যুত-প্রসূন-অনুগতিঃ**—ফুলগুলি স্খলিত হয়ে তাঁর অনুগমন করছিল; **পরামৃশৎ**—অবশেষে তিনি কৃষ্ণকে ধরে ফেললেন।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের অনুধাবনকারিণী সুমধ্যমা যশোদাদেবীর গতি তাঁর নিতম্বভারে মন্থর হয়েছিল। দ্রুতবেগে শ্রীকৃষ্ণের পিছনে ধাবিত হওয়ার ফলে তাঁর কবরী শিথিল হওয়ায় তা থেকে ফুলগুলি স্খলিত হয়ে তাঁর অনুগমন করছিল। অবশেষে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ধরে ফেলেছিলেন।

তাৎপর্য

যোগীরা কঠোর তপস্যার দ্বারা কৃষ্ণকে ধরতে পারে না, কিন্তু মা যশোদা সমস্ত বাধা সত্ত্বেও অবশেষে, অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণকে ধরেছিলেন। এটিই যোগী এবং ভক্তের পার্থক্য। যোগীরা কৃষ্ণের দেহনির্গত রশ্মিতে পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে না। *যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটিকোটিষু* (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৪০)। সেই জ্যোতিতে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, কিন্তু যোগী এবং জ্ঞানীরা বহু বহু বছর ধরে কঠোর তপস্যা করেও সেই জ্যোতিতে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু ভক্তরা কেবল

তাঁদের প্রেমের দ্বারা কৃষ্ণকে বেঁধে রাখেন। মা যশোদা কর্তৃক সেই দৃষ্টান্তটি এখানে দেওয়া হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ তাই প্রতিপন্ন করেছেন যে, কেউ যদি তাঁকে ধরতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

(*ভগবদ্গীতা* ১৮/৫৫)

ভক্তরা কৃষ্ণলোকে পর্যন্ত অনায়াসে প্রবেশ করতে পারেন, কিন্তু অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন যোগী এবং জ্ঞানীরা তাদের ধ্যানের দ্বারা কৃষ্ণের পিছনেই কেবল ছুটতে থাকে। তারা কৃষ্ণের জ্যোতিতে প্রবেশ করলেও অধঃপতিত হয়।

শ্লোক ১১

কৃতাগসং তং প্ররুদন্তমক্ষিণী
কষন্তমঞ্জন্মষিণী স্বপাণিনা ।
উদ্বীক্ষমাণং ভয়বিহ্বলেক্ষণং
হস্তে গৃহীত্বা ভিষয়ন্ত্যবাগুরৎ ॥ ১১ ॥

কৃত-আগসম্—অপরাধী; **তম্**—কৃষ্ণকে; **প্ররুদন্তম্**—ক্রন্দন করতে করতে; **অক্ষিণী**—নয়নযুগল; **কষন্তম্**—ঘর্ষণ করে; **অঞ্জৎ-মষিণী**—তাঁর চোখের কাজল অশ্রুজলে সারা মুখে লেগেছিল; **স্ব-পাণিনা**—তাঁর হাতের দ্বারা; **উদ্বীক্ষমাণম্**—মা যশোদা যাঁকে এইভাবে দর্শন করেছিলেন; **ভয়-বিহ্বল-ঈক্ষণম্**—ভয়ে বিহ্বল নেত্রে; **হস্তে**—হাতের দ্বারা; **গৃহীত্বা**—ধারণ করে; **ভিষয়ন্তি**—মা যশোদা তাঁকে ভয় প্রদর্শন করেছিলেন; **অবাগুরৎ**—এবং মৃদু তিরস্কার করেছিলেন।

অনুবাদ

মা যশোদা তাঁকে ধরে ফেললে, কৃষ্ণ অত্যন্ত ভীত হয়ে তাঁর অপরাধ স্বীকার করেছিলেন। মা যশোদা তখন দেখলেন যে, কৃষ্ণ ক্রন্দন করতে করতে তাঁর হাত দিয়ে নয়নযুগল ঘর্ষণ করার ফলে, তাঁর সারা মুখে কাজল লেগে গেছে। মা যশোদা তখন তাঁর সুন্দর পুত্রটিকে হাত দিয়ে ধরে মৃদু ভর্ৎসনা করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

মা যশোদা এবং কৃষ্ণের এই আচরণ থেকে আমরা ভগবানের প্রেমিক ভক্তের অতি উন্নত স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। যোগী, জ্ঞানী, কর্মী এবং বৈদান্তিকেরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে পর্যন্ত আসতে পারে না; তারা অনেক অনেক দূরে থাকে এবং তাঁর দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটায় প্রবেশ করার চেষ্টা করে, এবং তাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ব্রহ্মা, শিব আদি মহান দেবতারা সর্বদা ধ্যানস্থ হয়ে অথবা সেবার দ্বারা ভগবানের আরাধনা করেন। এমন কি পরম শক্তিমান যমরাজ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে ভয় পান। তাই, অজামিল উপাখ্যানে আমরা দেখেছি যে, যমরাজ তাঁর অনুচরদের নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন ভক্তদের কাছে পর্যন্ত না যায়, অতএব তাঁদের বন্দী করে যমালয়ে নিয়ে যাওয়ার আর কি কথা। অর্থাৎ, যমরাজও কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তদের ভয় পান। তবুও এই কৃষ্ণ মা যশোদার ওপর এমনইভাবে নির্ভরশীল ছিলেন যে, তিনি যখন কৃষ্ণকে হাতে ছড়ি নিয়ে ভৎর্সনা করেন, তখন কৃষ্ণ নিজেকে অপরাধী বলে স্বীকার করে এক সাধারণ শিশুর মতো ক্রন্দন করতে থাকেন। মা যশোদা অবশ্য তাঁর প্রিয় পুত্রটিকে অধিক দণ্ডদান করতে চাননি, এবং তাই তিনি তাঁর হাতের ছড়িটি ফেলে দিয়ে কেবল তাঁকে ভৎর্সনা করে বলেছিলেন, "আমি এখন তোমাকে বেঁধে রাখব, যাতে তুমি আর এই রকম দুষ্টুমি না করতে পার, এবং কিছু সময়ের জন্য তুমি তোমার খেলার সাথীদের সঙ্গে খেলতে পারবে না।" এই ঘটনাটি থেকে পরমতত্ত্বের চিন্ময় প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানী, যোগী এবং বৈদিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শুদ্ধ ভক্তের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

শ্লোক ১২

ত্যক্ত্বা যষ্টিং সুতং ভীতং বিজ্ঞায়ার্ভকবৎসলা।
ইয়েষ কিল তং বদ্ধুং দাম্নাতদ্বীর্যকোবিদা ॥ ১২ ॥

ত্যক্ত্বা—ছুঁড়ে ফেলে; **যষ্টিম্**—হাতের ছড়িটি; **সুতম্**—পুত্রকে; **ভীতম্**—তাঁর পুত্রটি অত্যন্ত ভীত হয়েছে বলে বিবেচনা করে; **বিজ্ঞায়**—বুঝতে পেরে; **অর্ভক-বৎসলা**—শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত স্নেহময়ী মাতা; **ইয়েষ**—ইচ্ছা করেছিলেন; **কিল**—বস্তুতপক্ষে; **তম্**—কৃষ্ণ; **বদ্ধুম্**—বাঁধতে; **দাম্না**—একটি রজ্জুর দ্বারা; **অ-তৎ-বীর্য-কোবিদা**—(কৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রেমবশত) পরমেশ্বর ভগবানের প্রভাব না জেনে।

অনুবাদ

মা যশোদা সর্বদাই কৃষ্ণের প্রতি গভীর স্নেহে বিহ্বল থাকতেন, এবং তাই তিনি জানতেন না শ্রীকৃষ্ণ কে এবং তাঁর প্রভাব কি রকম? কৃষ্ণের প্রতি মাতৃস্নেহবশত তিনি কখনও জানার চেষ্টাও করেননি যে, তিনি কে ছিলেন? তাই তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁর পুত্রটি অত্যন্ত ভীত হয়েছেন, তখন তিনি তাঁর হাতের ছড়িটি ফেলে দিয়ে তাঁকে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলেন, যাতে তিনি আর কোন দুষ্টুমি না করতে পারেন।

তাৎপর্য

মা যশোদা কৃষ্ণকে দণ্ড দেওয়ার জন্য বেঁধে রাখতে চাননি, দুরন্ত বালকটি যাতে ভয়ে বাড়ি থেকে চলে না যায়, সেই জন্য তিনি তাঁকে বেঁধে রাখতে মনস্থ করেছিলেন। কৃষ্ণ বাড়ি থেকে চলে গেলে আর এক উৎপাত হত। তাই পূর্ণস্নেহে, কৃষ্ণকে সেই কার্য থেকে বিরত করার জন্য তিনি তাঁকে একটি দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলেন। মা যশোদা কৃষ্ণকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন যে, তিনি যখন তাঁর ছড়িটি দেখে ভীত হয়েছেন, তখন তাঁর দই এবং মাখনের পাত্র ভাঙ্গা এবং বানরদের তা বিতরণ করার মতো দুষ্টুমি করা উচিত নয়। মা যশোদা জানতে চাননি কৃষ্ণ কে এবং তাঁর সর্বব্যাপ্ত প্রভাব কি প্রকার। এটিই কৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ প্রেমের একটি দৃষ্টান্ত।

শ্লোক ১৩-১৪

ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্বং নাপি চাপরম্ ।
পূর্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥ ১৩ ॥
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্ ।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥ ১৪ ॥

ন—না; **চ**—ও; **অন্তঃ**—অন্তর; **ন**—না; **বহিঃ**—বাহ্য; **যস্য**—যাঁর; **ন**—না; **পূর্বম্**—শুরু; **ন**—না; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **চ**—ও; **অপরম্**—শেষ; **পূর্ব-অপরম্**—শুরু এবং শেষ; **বহিঃ চ অন্তঃ**—বাহ্য এবং অন্তর; **জগতঃ**—সমগ্র জগতের; **যঃ**—যিনি; **জগৎ চ যঃ**—এবং যিনি সমগ্র সৃষ্টির সব কিছু; **তম্**—তাঁকে; **মত্বা**—মনে করে; **আত্মজম্**—তাঁর পুত্র; **অব্যক্তম্**—অব্যক্ত; **মর্ত্য-লিঙ্গম্**—একটি মানুষের মতো আবির্ভূত হয়ে; **অধোক্ষজম্**—ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত; **গোপিকা**—মা যশোদা;

উলূখলে—উদূখলে; **দাম্না**—একটি রজ্জুর দ্বারা; **ববন্ধ**—বেঁধেছিলেন; **প্রাকৃতম্ যথা**—একটি সাধারণ মানব-শিশুর মতো।

অনুবাদ

ভগবানের আদি-অন্ত নেই, বাহ্য-অন্তর নেই, পূর্ব-পশ্চাৎ নেই। অর্থাৎ তিনি সর্বব্যাপ্ত। যেহেতু তিনি কালের নিয়ন্ত্রণাধীন নন, তাই তাঁর কাছে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কোন পার্থক্য নেই। তিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপে নিত্য বর্তমান। দ্বৈতভাবের অতীত পরমতত্ত্ব হওয়ার ফলে, যদিও তিনি সব কিছুরই কার্য এবং কারণ, তবুও তিনি কার্য এবং কারণের দ্বৈতভাব থেকে মুক্ত। সেই অব্যক্ত পুরুষ, যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতীত, তিনি এখন একটি নরশিশুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, এবং মা যশোদা তাঁকে তাঁর পুত্র বলে মনে করে দড়ি দিয়ে একটি উদূখলে বেঁধে রেখেছেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১০/১২) শ্রীকৃষ্ণকে পরমব্রহ্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে (*পরং ব্রহ্ম পরং ধাম*)। *ব্রহ্ম* শব্দটির অর্থ 'বৃহত্তম'। শ্রীকৃষ্ণ অসীম এবং সর্বব্যাপ্ত হওয়ার ফলে মহত্তম থেকেও মহত্তর। তা হলে সেই সর্বব্যাপককে কিভাবে মাপা যেতে পারে বা বাঁধা যেতে পারে? আবার শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন কাল। অতএব তিনি কেবল স্থানের পরিপ্রেক্ষিতেই সর্বব্যাপ্ত নন, কালের পরিপ্রেক্ষিতেও। কালের পরিমাপ রয়েছে, কিন্তু আমরা যদিও অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের দ্বারা সীমিত, কৃষ্ণের পক্ষে তা নয়। প্রতিটি ব্যক্তিকে মাপা যায়, কিন্তু কৃষ্ণ ইতিমধ্যেই দেখিয়েছেন যে, তিনি একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হলেও সমগ্র বিশ্ব তাঁর মুখের ভিতর। এই সমস্ত তথ্য বিচার করলে বোঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণকে কখনও মাপা যায় না। তা হলে মা যশোদা তাঁকে মাপতে এবং বাঁধতে চাইলেন কিভাবে? আমাদের বুঝতে হবে যে, এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল শুদ্ধ প্রেমের চিন্ময় স্তরে। সেটিই ছিল একমাত্র কারণ।

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৩৩)

সব কিছুই অদ্বৈত, কারণ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর পরম কারণ। বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা কৃষ্ণকে মাপা যায় না বা জানা যায় না (*বেদেষু দুর্লভম্*)। তিনি কেবল তাঁর ভক্তদেরই কাছে সুলভ (*অদুর্লভমাত্মভক্তৌ*)। ভক্তরা তাঁকে সামলাতে পারেন, কারণ তাঁরা প্রেমময়ী সেবার ভিত্তিতে কার্য করেন (*ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ*)। তাই মা যশোদা তাঁকে বাঁধতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

তদ্ দাম বধ্যমানস্য স্বার্ভকস্য কৃতাগসঃ ।
দ্ব্যঙ্গুলোনমভূত্তেন সন্দধেঽন্যচ্চ গোপিকা ॥ ১৫ ॥

তৎ দাম—সেই বন্ধন রজ্জু; **বধ্যমানস্য**—মা যশোদা যাঁকে বাঁধছিলেন; **স্ব-অর্ভকস্য**—তাঁর পুত্রের; **কৃত-আগসঃ**—যিনি ছিলেন অপরাধী; **দ্বি-অঙ্গুল**—দুই আঙ্গুল পরিমাণ; **ঊনম্**—ছোট, কম; **অভূৎ**—হয়েছিল; **তেন**—সেই রজ্জুর দ্বারা; **সন্দধে**—যুক্ত করেছিলেন; **অন্যৎ চ**—অন্য একটি রজ্জু; **গোপিকা**—মা যশোদা।

অনুবাদ

মা যশোদা যখন অপরাধী বালকটিকে বাঁধার চেষ্টা করছিলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, বন্ধন রজ্জুটি দুই অঙ্গুলি পরিমাণ ছোট। তাই তিনি তখন সেই রজ্জুটির সঙ্গে আর একটি রজ্জু যুক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

মা যশোদা যখন কৃষ্ণকে বাঁধতে চেষ্টা করেছিলেন, তখন কৃষ্ণ কর্তৃক মা যশোদাকে তাঁর অনন্ত শক্তি প্রদর্শনের এটিই প্রথম সূত্রপাত—রজ্জুটি যথেষ্ট দীর্ঘ ছিল না। ভগবান ইতিমধ্যেই পূতনা, শকটাসুর এবং তৃণাবর্তাসুরকে বধ করে তাঁর অনন্ত শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। এখন শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদাকে আর এক প্রকার বিভূতি প্রদর্শন করেছেন। কৃষ্ণ দেখাতে চেয়েছিলেন, "আমি না চাইলে তুমি আমাকে বাঁধতে পারবে না।" এইভাবে মা যশোদা যদিও একটি রজ্জুর সঙ্গে আর একটি রজ্জু যুক্ত করে কৃষ্ণকে বাঁধার চেষ্টা করছিলেন, চরমে তিনি অকৃতকার্য হয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ যখন ধরা দিতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি সফল হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কৃষ্ণকে ভালবাসা অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কৃষ্ণকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। কৃষ্ণ যখন কারও ভক্তিতে সন্তুষ্ট হন, তখন তিনি যা ইচ্ছা

তাই করতে পারেন। *সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।* ভক্তের সেবার উন্নতি অনুসারে ভগবান ভক্তের কাছে নিজেকে ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করেন। *জিহ্বাদৌ*—এই সেবা শুরু হয় জিহ্বা থেকে, কৃষ্ণনাম কীর্তন এবং কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণের দ্বারা।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

(*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/২৩৪)

শ্লোক ১৬

যদাসীত্তদপি ন্যূনং তেনান্যদপি সন্দধে।
তদপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনং যদ্ যদাদত্ত বন্ধনম্॥ ১৬॥

যদা—যখন; **আসীৎ**—হয়েছিল; **তৎ অপি**—অন্য রজ্জু জোড়া দেওয়া সত্ত্বেও; **ন্যূনম্**—ছোট; **তেন**—তখন, দ্বিতীয় রজ্জুটির সঙ্গে; **অন্যৎ অপি**—আর একটি রজ্জু; **সন্দধে**—তিনি যুক্ত করেছিলেন; **তৎ অপি**—তাও; **দ্বি-অঙ্গুলম্**—দুই আঙ্গুল পরিমাণ; **ন্যূনম্**—ছোট; **যৎ যৎ আদত্ত**—এইভাবে একের পর এক যতগুলি রজ্জু তিনি যুক্ত করেছিলেন; **বন্ধনম্**—কৃষ্ণকে বাঁধার জন্য।

অনুবাদ

সেই নতুন রজ্জুটিও দুই আঙ্গুল ছোট হয়েছিল। তখন তার সঙ্গে আর একটি রজ্জু যোগ করা হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা দুই আঙ্গুল ছোট হয়েছিল। এইভাবে মা যশোদা যত রজ্জু জুড়েছিলেন, সেই সবই দুই আঙ্গুল ছোট হতে লাগল।

শ্লোক ১৭

এবং স্বগেহদামানি যশোদা সন্দধত্যপি।
গোপীনাং সুস্ময়ন্তীনাং স্ময়ন্তী বিস্মিতাভবৎ॥ ১৭॥

এবম্—এইভাবে; **স্ব-গেহ-দামানি**—তাঁর ঘরের সমস্ত দড়ি; **যশোদা**—মা যশোদা; **সন্দধতি অপি**—একের পর এক যুক্ত করা সত্ত্বেও; **গোপীনাম্**—যখন মা যশোদার

সখী অন্যান্য গোপীরা; **সু-স্ময়ন্তী-নাম্**—এই আশ্চর্য ঘটনাটি দর্শন করে হাসছিলেন; **স্ময়ন্তী**—মা যশোদাও হাসছিলেন; **বিস্মিতা অভবৎ**—অত্যন্ত বিস্মিতা হয়েছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে মা যশোদা তাঁর গৃহের সমস্ত রজ্জু একের পর এক যুক্ত করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কৃষ্ণকে বাঁধতে পারলেন না। মা যশোদার সখী প্রতিবেশিনী গোপীরা সেই মজার ব্যাপারটি দর্শন করে হাসছিলেন। মা যশোদাও পরিশ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও হাসছিলেন। এইভাবে তাঁরা সকলে বিস্মিতা হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনাটি ছিল অত্যন্ত অদ্ভুত, কারণ কৃষ্ণ ছিলেন একটি ছোট শিশু। অতএব তাঁকে বাঁধতে হলে কেবল একটি দুই ফুট লম্বা দড়ির প্রয়োজন ছিল। গৃহের সমস্ত রজ্জু যুক্ত করার ফলে শত শত ফুট লম্বা একটি দড়ি সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু তা দিয়েও তাঁকে বাঁধা যায়নি। সমস্ত দড়ি একত্রে যুক্ত করা সত্ত্বেও সেই দড়িটি ছোট হয়েছিল। স্বভাবতই মা যশোদা এবং তাঁর সখীরা ভেবেছিলেন, "এটি কি করে সম্ভব?" সেই মজার ঘটনাটি দর্শন করে তাঁরা সকলে তখন হাসছিলেন। প্রথম দড়িটি দুই আঙ্গুল ছোট ছিল, দ্বিতীয় দড়িটি তার সঙ্গে যুক্ত করার পরেও দেখা গেল যে, দড়িটি তখনও দুই আঙ্গুল ছোট। সমস্ত দড়ির ন্যূনতা যোগ করলে তার পরিমাপ হত শত শত আঙ্গুল। এটি অবশ্যই এক আশ্চর্যজনক ঘটনা ছিল। এটি কৃষ্ণের মা এবং তাঁর সখীদের নিকট কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তির আর একটি প্রদর্শন।

শ্লোক ১৮

স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে ॥ ১৮ ॥

স্ব-মাতুঃ—তাঁর মাতার (কৃষ্ণের মাতা যশোদাদেবীর); **স্বিন্ন-গাত্রায়াঃ**—কৃষ্ণ যখন দেখলেন যে তাঁর মা পরিশ্রান্তা হয়ে ঘর্মাক্ত কলেবর হয়েছেন; **বিস্রস্ত**—স্খলিত হয়েছে; **কবর**—তাঁর কেশ থেকে; **স্রজঃ**—ফুল; **দৃষ্ট্বা**—তাঁর মায়ের অবস্থা দর্শন করে; **পরিশ্রমম্**—তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর মা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত এবং ক্লান্ত হয়েছেন; **কৃষ্ণঃ**—ভগবান; **কৃপয়া**—তাঁর ভক্ত এবং মায়ের প্রতি অহৈতুকী কৃপার দ্বারা; **আসীৎ**—সম্মত হয়েছিলেন; **স্ব-বন্ধনে**—তাঁকে বাঁধতে।

অনুবাদ

মা যশোদা পরিশ্রান্ত হয়ে ঘর্মাক্ত কলেবর হয়েছিলেন, এবং তাঁর কবরীস্থিত মালা স্খলিত হয়েছিল। বালকৃষ্ণ তাঁর মাকে এইভাবে পরিশ্রান্তা দেখে, তাঁর প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়ে বন্ধনগ্রস্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মা যশোদা এবং অন্যান্য রমণীরা যখন দেখলেন যে, কঙ্কণ এবং মণিরত্নখচিত অলঙ্কারে বিভূষিত কৃষ্ণকে গৃহের সমস্ত রজ্জু দিয়েও বাঁধা যাচ্ছে না, তখন তাঁরা মনে করেছিলেন যে, কৃষ্ণ এতই ভাগ্যবান যে, তাঁকে কোন জড় বস্তু দিয়ে বাঁধা সম্ভব নয়। তার ফলে তখন তাঁরা তাঁকে বাঁধার পরিকল্পনা ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু কখনও কখনও কৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তের মধ্যে প্রতিযোগিতায়, কৃষ্ণ পরাজয় স্বীকার করেন। তখন কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়া সক্রিয় হয়েছিলেন এবং মা যশোদা কর্তৃক কৃষ্ণ বন্ধনগ্রস্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯

এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভৃত্যবশ্যতা ।
স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে ॥ ১৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **সন্দর্শিতা**—প্রদর্শিত হয়েছিল; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অঙ্গ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **হরিণা**—ভগবানের দ্বারা; **ভৃত্য-বশ্যতা**—তাঁর সেবক বা ভৃত্যের বশীভূত হওয়ার গুণ; **স্ব-বশেন**—স্বতন্ত্র; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **কৃষ্ণেন**—কৃষ্ণের দ্বারা; **যস্য**—যাঁর; **ইদম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **স-ঈশ্বরম্**—শিব, ব্রহ্মা আদি শক্তিশালী দেবতাগণ সহ; **বশে**—নিয়ন্ত্রণাধীন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি মহান দেবতাগণ সহ এই নিখিল বিশ্ব যাঁর বশীভূত, সেই স্বতন্ত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে তাঁর ভক্তের বশ্যতা প্রদর্শন করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা বোঝা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু ভক্তরা তা বুঝতে পারেন। তাই বলা হয়েছে, *দর্শয়ংস্তদ্বিদাং লোক আত্মনো ভৃত্যবশ্যতাম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১১/৯)

—ভগবান তাই ভক্তের বশ্যতা প্রদর্শন করেন। সেই সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৫) বলা হয়েছে—

একোঽপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং
যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ ।
অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

ভগবান তাঁর অংশ পরমাত্মার দ্বারা সমস্ত দেবতাগণ সহ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রচনা করেন; তবুও তিনি তাঁর ভক্তের বশ্যতা স্বীকার করেন। *উপনিষদে* বলা হয়েছে যে, ভগবান মনের থেকেও দ্রুতবেগে গমন করতে পারেন, কিন্তু এখানে আমরা দেখছি যে, তিনি ধরা পড়তে না চাইলেও মা যশোদা তাঁকে ধরে ফেলেছেন। এইভাবে তিনি তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন এবং মা যশোদা তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধেছিলেন। *লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানম্*—কৃষ্ণ শত-সহস্র লক্ষ্মীদেবীদের দ্বারা সেবিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এক দারিদ্র্যগ্রস্ত বালকের মতো মাখন চুরি করেন। সমস্ত জীবের দণ্ডবিধান-কর্তা যমরাজ কৃষ্ণকে ভয় পান, অথচ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মায়ের হাতে ছড়ি দেখে ভয় পাচ্ছেন। অভক্তরা কখনও এই সমস্ত বিরোধের মর্ম বুঝতে পারে না, কিন্তু ভক্তরা বুঝতে পারেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি কত শক্তিশালী—তা এতই শক্তিশালী যে, কৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর অনন্য ভক্তের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। এই *ভৃত্যবশ্যতার* অর্থ এই নয় যে, তিনি তাঁর ভৃত্যের নিয়ন্ত্রণাধীন; পক্ষান্তরে, তিনি তাঁর ভৃত্যের শুদ্ধ প্রেমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। *ভগবদ্গীতায়* (১/২১) বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথের সারথি হয়েছিলেন। অর্জুন তাঁকে আদেশ করেছিলেন, *সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত*—"হে কৃষ্ণ! তুমি আমার রথের সারথি হয়ে আমার আদেশ পালন করতে সম্মত হয়েছ। দয়া করে আমার রথটি এখন দুই পক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে স্থাপন কর।" কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁর সেই আদেশ পালন করেছিলেন। তাই, কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, তা হলে কৃষ্ণ স্বতন্ত্র নন। কিন্তু সেটি হচ্ছে মানুষের অজ্ঞান। কৃষ্ণ সর্বদাই সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন; তিনি যখন তাঁর ভক্তের বশীভূত হন, তখন তা আনন্দ চিন্ময় রসের প্রদর্শন, যা তাঁর চিন্ময় আনন্দ বর্ধন করে। সকলেই ভগবানরূপে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন, এবং তাই তিনি কখনও কখনও অন্য কারও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার বাসনা করেন। শুদ্ধ ভক্ত ব্যতীত অন্য কেউ এই প্রকার নিয়ন্ত্রণকারী হতে পারে না।

শ্লোক ২০

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া ।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥ ২০ ॥

ন—না; **ইমম্**—এই উচ্চ পদ; **বিরিঞ্চঃ**—ব্রহ্মা; **ন**—না; **ভবঃ**—শিব; **ন**—না; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **অঙ্গ-সংশ্রয়া**—ভগবানের অর্ধাঙ্গিনী হওয়া সত্ত্বেও; **প্রসাদম্**—অনুগ্রহ; **লেভিরে**—লাভ করেছিলেন; **গোপী**—মা যশোদা; **যৎ তৎ**—সেই প্রকার; **প্রাপ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **বিমুক্তিদাৎ**—এই জড় জগৎ থেকে মুক্তি প্রদানকারী শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে।

অনুবাদ

মা যশোদা জগতের মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে যে অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন, সেই প্রকার অনুগ্রহ ব্রহ্মা, মহেশ্বর এমন কি ভগবানের অর্ধাঙ্গ বিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও প্রাপ্ত হননি।

তাৎপর্য

এখানে ভগবানের অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে মা যশোদার তুলনা করা হয়েছে। *চৈতন্য-চরিতামৃতে* (আদিলীলা ৫/১৪২) উল্লেখ করা হয়েছে, *একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য*—কেবল শ্রীকৃষ্ণই পরম ঈশ্বর এবং অন্য সকলে তাঁর ভৃত্য। কৃষ্ণের একটি চিন্ময় গুণ হচ্ছে *ভৃত্যবশ্যতা;* অর্থাৎ, তাঁর ভৃত্যের বশীভূত হওয়া। যদিও সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য এবং *ভৃত্যবশ্যতা* শ্রীকৃষ্ণের একটি গুণ, তবুও মা যশোদার পদ সর্বোচ্চ। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য এবং তিনি *আদিকবি* অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডের আদি স্রষ্টা (*তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে*)। তা সত্ত্বেও, তিনিও মা যশোদার মতো কৃপা প্রাপ্ত হননি। শিব হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব (*বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ*)। ব্রহ্মা এবং শিবের কি কথা, ভগবানের নিত্যসঙ্গিনী লক্ষ্মীদেবী পর্যন্ত এই প্রকার কৃপা প্রাপ্ত হননি। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ বিস্মিত হয়ে ভেবেছিলেন, "মা যশোদা এবং নন্দ মহারাজ তাঁদের পূর্বজন্মে কি করেছিলেন, যার ফলে তাঁরা ভগবানের স্নেহশীল পিতা-মাতা হওয়ার মহাসৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন?"

এই শ্লোকে *ন* শব্দটি তিনবার ব্যবহার করা হয়েছে। যখন কোন কিছু তিনবার বলা হয়, তখন বুঝতে হবে যে, সেই বিষয়ে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হচ্ছে। এই শ্লোকে আমরা দেখতে পাই *ন লেভিরে, ন লেভিরে, ন লেভিরে* তিনবার

বলা হয়েছে। যদিও অন্যের পক্ষে তা লাভ করা সম্ভব নয়, তবুও মা যশোদা সর্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তাই কৃষ্ণ পূর্ণরূপে তাঁর বশীভূত ছিলেন।

বিমুক্তিদাৎ শব্দটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিভিন্ন প্রকার মুক্তি রয়েছে, যেমন—সাযুজ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি এবং সামীপ্য, কিন্তু *বিমুক্তি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'বিশেষ মুক্তি'। মুক্তির পর কেউ যখন প্রেমভক্তির স্তর প্রাপ্ত হন, তখন তাঁকে বলা হয় *বিমুক্তি* বা 'বিশেষ মুক্তি'। তাই *ন* শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে। প্রেমের সেই অতি উচ্চ পদ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *প্রেমা পুমার্থো মহান্* বলে বর্ণনা করেছেন, এবং মা যশোদা স্বাভাবিকভাবেই সেই প্রেমভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাই তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ ভক্ত, অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তি বা আনন্দ আস্বাদনকারিণী শক্তির বিস্তার (*আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিঃ*)। এই প্রকার ভক্তরা সাধনসিদ্ধ ভক্ত নন।

শ্লোক ২১

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ২১ ॥

ন—না; **অয়ম্**—এই; **সুখ-আপঃ**—অনায়াস লব্ধ, অথবা সুখদায়ক বস্তু; **ভগবান্**—ভগবান; **দেহিনাম্**—দেহাভিমানী ব্যক্তিদের, বিশেষ করে কর্মীদের; **গোপিকা-সুতঃ**—মা যশোদার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ (বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণকে বলা হয় বাসুদেব, এবং মা যশোদার পুত্ররূপে তিনি কৃষ্ণ); **জ্ঞানিনাম্ চ**—ভববন্ধন থেকে মুক্তি হওয়ার প্রয়াসী জ্ঞানীদের; **আত্ম-ভূতানাম্**—আত্মদর্শী যোগীদের; **যথা**—যেমন; **ভক্তি-মতাম্**—ভক্তদের; **ইহ**—এই জগতে।

অনুবাদ

যশোদানন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ভক্তদের পক্ষে যে রকম সুলভ, মনোধর্মী জ্ঞানী, আত্ম-উপলব্ধির প্রয়াসী তাপস অথবা দেহাত্মবুদ্ধি পরায়ণ ব্যক্তিদের পক্ষে তেমন সুলভ নন।

তাৎপর্য

যশোদানন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদের পক্ষে সুলভ, কিন্তু তপস্বী, যোগী, জ্ঞানী এবং অন্য দেহাভিমানী ব্যক্তিদের পক্ষে তেমন নন। যদিও কখন কখন তাঁদের

শান্ত ভক্ত বলা হয়, তবুও ভক্তি শুরু হয় দাস্যরস থেকে। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১১) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥

"যে যেভাবে আমার প্রতি আত্মসমর্পণপূর্বক, প্রপত্তি স্বীকার করে, আমি তাকে সেইভাবেই পুরস্কৃত করি। হে পার্থ, সকলেই সর্বতোভাবে আমার পথের অনুসরণ করে।" সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করছেন, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরমাত্মা। সকলেই তার দেহকে ভালবাসে এবং তা রক্ষা করতে চায়, কারণ আত্মারূপে সে দেহের মধ্যে রয়েছে, এবং সকলেই আত্মাকে ভালবাসে, কারণ আত্মা হচ্ছে পরমাত্মার অংশ। তাই সকলেই প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মার সঙ্গে তার সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করার দ্বারা আনন্দের অন্বেষণ করছে। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) ভগবান বলেছেন, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*—"সমস্ত বেদের দ্বারা আমি কেবল জ্ঞাতব্য।" তাই কর্মী, জ্ঞানী, যোগী এবং সাধু ব্যক্তিরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করছেন। কিন্তু যে সমস্ত ভক্তরা কৃষ্ণের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্ক যুক্ত, বিশেষ করে বৃন্দাবনবাসীরা, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভের পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি*—শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণিকের জন্যও বৃন্দাবন থেকে অন্য কোথায়ও যান না। বৃন্দাবনবাসী মা যশোদা, কৃষ্ণের সখা এবং কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজযুবতীরা, যাঁদের সঙ্গে তিনি রাসনৃত্য বিলাস করেন, তাঁদের সকলেরই কৃষ্ণের সঙ্গে অতি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে, এবং কেউ যদি সেই সমস্ত ভক্তদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তা হলে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। যদিও কৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ অংশরা সর্বদাই কৃষ্ণের সঙ্গে থাকেন, তবুও সাধনভক্তি পরায়ণ ভক্তরা যদি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তা হলে তাঁরাও সাধনসিদ্ধ হয়ে অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হতে পারেন। কিন্তু এমন অনেকে রয়েছে, যারা দেহাত্মবুদ্ধিতে লিপ্ত। যেমন, ব্রহ্মা এবং শিব অত্যন্ত মহিমান্বিত পদে অধিষ্ঠিত, এবং তার ফলে তাঁদের ঈশ্বর ভাব রয়েছে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যেহেতু ব্রহ্মা এবং শিব হচ্ছেন গুণাবতার এবং অত্যন্ত উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত, তাই তাঁদের কৃষ্ণের তুল্য হওয়ার স্বল্প প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু বৃন্দাবনবাসী শুদ্ধ ভক্তদের দেহাত্মবুদ্ধির লেশমাত্র নেই। তাঁরা সম্পূর্ণরূপে নির্মল ভগবৎ-প্রেমে ভগবানের সেবায় যুক্ত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন, *প্রেমা পুমার্থো মহান্*—জীবনের পরম সিদ্ধি হচ্ছে *প্রেমা*—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেম। মা যশোদা এই সিদ্ধিপ্রাপ্ত ভক্তদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

শ্লোক ২২

কৃষ্ণস্তু গৃহকৃত্যেষু ব্যগ্রায়াং মাতরি প্রভুঃ ।
অদ্রাক্ষীদর্জুনৌ পূর্বং গুহ্যকৌ ধনদাত্মজৌ ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণঃ তু—ইতিমধ্যে; **গৃহ-কৃত্যেষু**—গৃহকার্যে যুক্ত; **ব্যগ্রায়াম্**—অত্যন্ত ব্যস্ত; **মাতরি**—যখন তাঁর মা; **প্রভুঃ**—ভগবান; **অদ্রাক্ষীৎ**—দেখেছিলেন; **অর্জুনৌ**—যমলার্জুন বৃক্ষ; **পূর্বম্**—তাঁর সামনে; **গুহ্যকৌ**—পূর্ব কল্পে যাঁরা দেবতা ছিলেন; **ধনদ-আত্মজৌ**—দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ কুবেরের পুত্র।

অনুবাদ

মা যশোদা যখন গৃহকার্যে ব্যস্ত ছিলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যমলার্জুন বৃক্ষ দুটি দর্শন করেছিলেন, যাঁরা পূর্ব কল্পে দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ কুবেরের পুত্র ছিলেন।

শ্লোক ২৩

পুরা নারদশাপেন বৃক্ষতাং প্রাপিতৌ মদাৎ ।
নলকূবরমণিগ্রীবাবিতি খ্যাতৌ শ্রিয়ান্বিতৌ ॥ ২৩ ॥

পুরা—পূর্বে; **নারদ-শাপেন**—নারদ মুনির অভিশাপে; **বৃক্ষতাম্**—বৃক্ষরূপ; **প্রাপিতৌ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **মদাৎ**—গর্বের ফলে; **নলকূবর**—তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন নলকূবর; **মণিগ্রীবৌ**—এবং অন্যজন ছিলেন মণিগ্রীব; **ইতি**—এইভাবে; **খ্যাতৌ**—বিখ্যাত; **শ্রিয়া অন্বিতৌ**—অত্যন্ত ঐশ্বর্য সমন্বিত।

অনুবাদ

পূর্বজন্মে নলকূবর এবং মণিগ্রীব নামে বিখ্যাত পুত্র দুজন অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী এবং সৌভাগ্যবান ছিলেন। কিন্তু গর্ব এবং অহঙ্কারের ফলে তাঁরা নারদ মুনির অভিশাপে বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'মা যশোদার রজ্জুর দ্বারা কৃষ্ণকে বন্ধন' নামক নবম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়

যমলার্জুন বৃক্ষ উদ্ধার

এই অধ্যায়ে কৃষ্ণ কিভাবে যমলার্জুন বৃক্ষ দুটি ভঙ্গ করেছিলেন এবং সেই বৃক্ষ দুটি থেকে কুবেরের দুই পুত্র নলকূবর ও মণিগ্রীব নির্গত হয়েছিলেন, তা বর্ণিত হয়েছে।

নলকূবর এবং মণিগ্রীব ছিলেন শিবের মহান ভক্ত, কিন্তু ঐশ্বর্যমদে মত্ত হয়ে তাঁরা এতই স্বেচ্ছাচারী এবং বিবেকহীন হয়েছিলেন যে, একদিন তাঁরা মন্দাকিনীর তটে বিবস্ত্রা স্ত্রীগণ সহ নগ্ন অবস্থায় নির্লজ্জের মতো বিহার করছিলেন। সহসা নারদ মুনি সেখানে উপস্থিত হন, কিন্তু তাঁরা তাঁদের ঐশ্বর্যমদে এত মত্ত হয়েছিলেন যে, নারদ মুনিকে সেখানে উপস্থিত দেখেও তাঁরা নগ্ন অবস্থাতেই রয়েছিলেন এবং একটুও লজ্জাবোধ করেননি। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ঐশ্বর্যমদে মত্ত হয়ে তাঁরা তাঁদের সাধারণ শিষ্টাচার পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলেন। এই জড় জগতে কেউ যখন বহু ধনসম্পদ এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন সে শিষ্টাচার ভুলে যায় এবং নারদ মুনির মতো দেবর্ষিকে পর্যন্ত উপেক্ষা করে। এই প্রকার মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের জন্য (*অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা*), বিশেষ করে যারা ভক্তদের অবজ্ঞা করে, তাদের উপযুক্ত দণ্ড হচ্ছে পুনরায় দারিদ্র্যগ্রস্ত হওয়া। বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে যম, নিয়ম ইত্যাদি অভ্যাসের দ্বারা দর্প এবং অভিমান সংযত করতে হয় (*তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শমেন চ দমেন চ*)। একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে অনায়াসে বোঝানো যায় যে, এই জড় জগতের ঐশ্বর্য অনিত্য, কিন্তু একজন ধনী ব্যক্তিকে তা বোঝানো যায় না। তাই নারদ মুনি নলকূবর এবং মণিগ্রীবকে বৃক্ষের মতো অচেতন হওয়ার অভিশাপ দিয়ে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটি ছিল তাঁদের উপযুক্ত দণ্ড। কিন্তু কৃষ্ণ সর্বদাই অত্যন্ত কৃপাময়। তাঁরা দণ্ডিত হলেও তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তাই বৈষ্ণবের দেওয়া দণ্ড দণ্ড নয়, পক্ষান্তরে তা তার কৃপারই প্রকাশ। দেবর্ষির অভিশাপে নলকূবর এবং মণিগ্রীব মা যশোদা এবং নন্দ মহারাজের অঙ্গনে যমলার্জুন বৃক্ষ হয়ে প্রত্যক্ষভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার সৌভাগ্যের প্রতীক্ষা করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর

ভক্তের ইচ্ছায় এই যমলার্জুন বৃক্ষ দুটিকে উৎপাটিত করেছিলেন, এবং নলকূবর ও মণিগ্রীব এক শত দিব্য বৎসরের পর এইভাবে উদ্ধার লাভ করায়, তাঁদের পূর্ব চেতনা জাগরিত হয়েছিল, এবং তাঁরা দেবোচিত প্রার্থনার দ্বারা কৃষ্ণের স্তব করেছিলেন। এইভাবে প্রত্যক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার সুযোগ লাভ করে তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন নারদ মুনি কত কৃপাময়, এবং তাই তাঁরা নারদ মুনির প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করে তাঁরা তাঁদের নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

কথ্যতাং ভগবন্নেতত্তয়োঃ শাপস্য কারণম্ ।
যত্তদ্ বিগর্হিতং কর্ম যেন বা দেবর্ষেস্তমঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—রাজা জিজ্ঞাসা করলেন; **কথ্যতাম্**—দয়া করে বলুন; **ভগবন্**—হে পরম শক্তিমান; **এতৎ**—এই; **তয়োঃ**—তাদের উভয়ের; **শাপস্য**—অভিশাপের; **কারণম্**—কারণ; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **বিগর্হিতম্**—নিন্দনীয়; **কর্ম**—কর্ম; **যেন**—যার দ্বারা; **বা**—অথবা; **দেবর্ষেঃ তমঃ**—দেবর্ষি নারদ এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে পরমারাধ্য মুনিবর, কি কারণে নারদ মুনি নলকূবর এবং মণিগ্রীবকে অভিশাপ দিয়েছিলেন? তাঁরা কি এমন নিন্দনীয় কর্ম করেছিলেন, যার ফলে দেবর্ষি নারদও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন? দয়া করে আপনি আমার কাছে তা বর্ণনা করুন।

শ্লোক ২-৩

শ্রীশুক উবাচ

রুদ্রস্যানুচরৌ ভূত্বা সুদৃপ্তৌ ধনদাত্মজৌ ।
কৈলাসোপবনে রম্যে মন্দাকিন্যাং মদোৎকটৌ ॥ ২ ॥
বারুণীং মদিরাং পীত্বা মদাঘূর্ণিতলোচনৌ ।
স্ত্রীজনৈরনুগায়দ্ভিশ্চেরতুঃ পুষ্পিতে বনে ॥ ৩ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী উত্তর দিয়েছিলেন; **রুদ্রস্য**—শিবের; **অনুচরৌ**—দুই ভক্ত বা পার্ষদ; **ভূত্বা**—সেই পদে উন্নীত হয়ে; **সু-দৃপ্তৌ**—তাদের পদ এবং সুন্দর রূপের গর্বে গর্বিত হয়ে; **ধনদ-আত্মজৌ**—দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ কুবেরের দুই পুত্র; **কৈলাস-উপবনে**—শিবের আলয় কৈলাস পর্বতের সংলগ্ন এক উপবনে; **রম্যে**—অতি সুন্দর স্থানে; **মন্দাকিন্যাম্**—মন্দাকিনী নদীর তটে; **মদ-উৎকটৌ**—অত্যন্ত গর্বিত এবং উন্মত্ত হয়ে; **বারুণীম্**—বারুণী নামক; **মদিরাম্**—মদিরা; **পীত্বা**—পান করে; **মদ-আঘূর্ণিত-লোচনৌ**—মদঘূর্ণিত লোচনে; **স্ত্রী-জনৈঃ**—স্ত্রীদের সঙ্গে; **অনুগায়দ্ভিঃ**—তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে গান করছিলেন; **চেরতুঃ**—বিচরণ করছিলেন; **পুষ্পিতে বনে**—অত্যন্ত সুন্দর পুষ্প শোভিত উদ্যানে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, কুবেরের সেই দুটি পুত্র শিবের পার্ষদত্ব লাভ করেছিলেন, এবং সেই পদগর্বে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে তাঁরা কৈলাস পর্বতে মন্দাকিনীর তীরে সুরম্য উপবনে বারুণী নাম্নী মদিরা পান করে, মদঘূর্ণিত লোচনে নারীদের সঙ্গে পুষ্পশোভিত বনে বিচরণ করতেন। তখন তাঁরা গান করলে নারীরাও সঙ্গে সঙ্গে গান করতেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে শিবের পার্ষদ বা ভক্তরা যে জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, তার কয়েকটি উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ যদি শিব ব্যতীত অন্য কোন দেবতাদেরও ভক্ত হয়, তা হলে তার কিছু জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধা লাভ হয়। তাই মূর্খ মানুষেরা দেবতাদের ভক্ত হয়। সেই কথা শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৭/২০) উল্লেখ করেছেন এবং সমালোচনা করেছেন—*কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ*। যারা কৃষ্ণভক্ত নয় তারা সুরা, সুন্দরী ইত্যাদির প্রতি আসক্ত, এবং তাই তাদের *হৃতজ্ঞান* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মাধ্যমে এই সমস্ত মূর্খদের অনায়াসে চেনা যায়, কারণ *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৫) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের সম্বন্ধে বলেছেন—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

"মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবসম্পন্ন, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা কখনও আমার শরণাগত হয় না।" যে ব্যক্তি

কৃষ্ণভক্ত নয় এবং কৃষ্ণের শরণাগত হয় না, সে একটি নরাধম এবং দুষ্কৃতকারী, যে সর্বদা পাপাচরণ করে। অধম ব্যক্তিদের চেনা খুব একটা কঠিন নয়, কারণ কেবল একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার দ্বারা মানুষের স্থিতি বোঝা যায়—সে কৃষ্ণভক্ত কি না?

দেবতাদের ভক্তদের সংখ্যা বৈষ্ণবদের থেকে অধিক কেন? তার উত্তর এখানে দেওয়া হয়েছে। বৈষ্ণবেরা সুরা এবং সুন্দরী উপভোগের দ্বারা নিকৃষ্ট স্তরের আনন্দলাভে আগ্রহী নন, এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁদের এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন না।

শ্লোক ৪

অন্তঃ প্রবিশ্য গঙ্গায়ামম্ভোজবনরাজিনি।
চিক্রীড়তুর্যুবতিভির্গজাবিব করেণুভিঃ ॥ ৪ ॥

অন্তঃ—ভিতরে; **প্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **গঙ্গায়াম্**—মন্দাকিনী নামক গঙ্গায়; **অম্ভোজ**—পদ্মফুল; **বন-রাজিনি**—যেখানে ঘন অরণ্য ছিল; **চিক্রীড়তুঃ**—তাঁরা দুজনে আনন্দ উপভোগ করতেন; **যুবতিভিঃ**—যুবতীদের সঙ্গে; **গজৌ**—দুটি হস্তী; **ইব**—সদৃশ; **করেণুভিঃ**—হস্তিনীদের সঙ্গে।

অনুবাদ

তাঁরা প৺বন সুশোভিত গঙ্গায় প্রবেশ করে, মত্ত হস্তী যেভাবে হস্তিনীদের সঙ্গে ক্রীড়া করে, সেইভাবে যুবতীদের সঙ্গে বিহার করছিলেন।

তাৎপর্য

মানুষ সাধারণত পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য গঙ্গায় স্নান করতে যায়, কিন্তু এখানে মূর্খ মানুষেরা যে কিভাবে পাপাচরণ করার জন্য গঙ্গায় প্রবেশ করে, তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। এমন নয় যে, গঙ্গায় স্নান করলে সকলেই পবিত্র হয়। আধ্যাত্মিক এবং জড়-জাগতিক কার্যের ফল নির্ভর করে মানসিক অবস্থার উপর।

শ্লোক ৫

যদৃচ্ছয়া চ দেবর্ষির্ভগবাংস্তত্র কৌরব।
অপশ্যন্নারদো দেবৌ ক্ষীবাণৌ সমবুধ্যত ॥ ৫ ॥

যদৃচ্ছয়া—ঘটনাক্রমে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করার সময়; **চ**—এবং; **দেব-ঋষিঃ**—দেবর্ষি; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **তত্র**—সেখানে (যেখানে কুবেরের দুই পুত্র রমণীদের সঙ্গসুখ উপভোগ করছিলেন); **কৌরব**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **অপশ্যৎ**—যখন তিনি দেখেছিলেন; **নারদঃ**—দেবর্ষি নারদ; **দেবৌ**—দুই দেবপুত্রকে; **ক্ষীবাণৌ**—সুরাপানের ফলে যাদের চক্ষু উন্মত্ত হয়েছিল; **সমবুধ্যত**—তিনি তাঁদের অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তখন সেই কুমারদের সৌভাগ্যের ফলে ঘটনাক্রমে নারদ মুনি সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের মদঘূর্ণিত নেত্র দর্শন করে, তিনি তাঁদের অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন।

তাৎপর্য

বলা হয়েছে—

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ'—সর্বশাস্ত্রে কয় ।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় ॥

(*চৈঃ চঃ মধ্য* ২২/৫৪)

নারদ মুনি যেখানেই যান, যে মুহূর্তে তিনি সেখানে উপস্থিত হন, তা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। বলা হয়েছে—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

"সমস্ত জীব তাদের কর্ম অনুসারে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভ্রমণ করছে। তাদের কেউ উচ্চতর লোকে উন্নীত হচ্ছে এবং কেউ নিম্নলোকে অধঃপতিত হচ্ছে। এইভাবে ভ্রমণরত কোটি কোটি জীবের মধ্যে যিনি অত্যন্ত ভাগ্যবান, তিনিই কৃষ্ণের কৃপায় সদ্‌গুরুর সঙ্গলাভের সুযোগ পান। কৃষ্ণ এবং গুরু উভয়েরই কৃপায় এই প্রকার ব্যক্তি ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হন।" (*চৈঃ চঃ মধ্য* ১৯/১৫১) কুবেরের দুই পুত্র নেশাচ্ছন্ন হলেও তাদের ভক্তিলতা বীজ প্রদান করার জন্য নারদ মুনি সেই উদ্যানে এসেছিলেন। সাধুরা জানেন কিভাবে অধঃপতিত জীবদের কৃপা করতে হয়।

শ্লোক ৬

তং দৃষ্ট্বা ব্রীড়িতা দেব্যো বিবস্ত্রাঃ শাপশঙ্কিতাঃ ।
বাসাংসি পর্যধুঃ শীঘ্রং বিবস্ত্রৌ নৈব গুহ্যকৌ ॥ ৬ ॥

তম্—নারদ মুনিকে; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **ব্রীড়িতাঃ**—লজ্জিতা হয়ে; **দেব্যঃ**—দেবকন্যাগণ; **বিবস্ত্রাঃ**—নগ্ন; **শাপ-শঙ্কিতাঃ**—অভিশাপের ভয়ে; **বাসাংসি**—বসন; **পর্যধুঃ**—পরিধান করেছিলেন; **শীঘ্রম্**—অতি সত্বর; **বিবস্ত্রৌ**—নগ্ন; **ন**—না; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **গুহ্যকৌ**—কুবেরের দুই পুত্র।

অনুবাদ

নারদ মুনিকে দেখে নগ্না দেবকন্যাগণ লজ্জিতা হয়েছিলেন, এবং অভিশাপের ভয়ে তাঁরা শীঘ্রই তাঁদের বসন পরিধান করেছিলেন। কিন্তু কুবেরের দুই পুত্র তা করেননি। পক্ষান্তরে, নারদ মুনিকে উপেক্ষা করে তাঁরা নগ্ন অবস্থাতেই রইলেন।

শ্লোক ৭

তৌ দৃষ্ট্বা মদিরামত্তৌ শ্রীমদান্ধৌ সুরাত্মজৌ ।
তয়োরনুগ্রহার্থায় শাপং দাস্যন্নিদং জগৌ ॥ ৭ ॥

তৌ—দুই দেবপুত্রগণ; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **মদিরা-মত্তৌ**—সুরাপানের ফলে অত্যন্ত মত্ত; **শ্রীমদ-অন্ধৌ**—এবং ঐশ্বর্যমদে অন্ধ হয়ে; **সুর-আত্মজৌ**—দেবতাদের দুই পুত্র; **তয়োঃ**—তাদের; **অনুগ্রহ-অর্থায়**—বিশেষ কৃপা করার উদ্দেশ্যে; **শাপম্**—অভিশাপ; **দাস্যন্**—দান করার বাসনায়; **ইদম্**—এই; **জগৌ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

সেই দেবপুত্রদ্বয়কে নগ্ন এবং ঐশ্বর্যমদে ও সুরাপানে মত্ত দেখে, দেবর্ষি নারদ তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য বিশেষ অভিশাপ প্রদান করার বাসনায় এই কথাগুলি বলেছিলেন।

তাৎপর্য

যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন নারদ মুনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের অভিশাপ দিয়েছিলেন, কিন্তু চরমে দুই দেবপুত্র নলকূবর এবং মণিগ্রীব প্রত্যক্ষভাবে ভগবান

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এইভাবে অভিশপ্ত হওয়া চরমে মঙ্গলজনক এবং সৌভাগ্যপ্রদ। আমাদের এখানে দেখতে হবে, নারদ মুনি তাঁদের কি প্রকার অভিশাপ দিয়েছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এখানে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। পিতা যখন দেখেন যে, তাঁর শিশুপুত্র গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত কিন্তু তার রোগ নিরাময়ের জন্য ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন, তখন পিতা তাকে চিমটি কেটে ঘুম ভাঙিয়ে ওষুধ খাওয়ান। তেমনই নারদ মুনি নলকুবর এবং মণিগ্রীবের ভবরোগ নিরাময়ের জন্য অভিশাপ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

শ্রীনারদ উবাচ

ন হ্যন্যো জুষতো জোষ্যান্ বুদ্ধিভ্রংশো রজোগুণঃ ।
শ্রীমদাদাভিজাত্যাদির্যত্র স্ত্রী দ্যূতমাসবঃ ॥ ৮ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—নারদ মুনি বললেন; **ন**—নেই; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অন্যঃ**—অন্য জড় ভোগ; **জুষতঃ**—উপভোগকারীর; **জোষ্যান্**—জড় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে আকর্ষণীয় বস্তু (বিভিন্ন প্রকার আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন); **বুদ্ধি-ভ্রংশঃ**—বুদ্ধিনাশক এই প্রকার ভোগ; **রজঃ-গুণঃ**—রজোগুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; **শ্রী-মদাৎ**—ঐশ্বর্য থেকে; **আভিজাত্য-আদিঃ**—(জন্ম, ঐশ্বর্য, শ্রুত এবং শ্রী) এই চার প্রকার জড় ঐশ্বর্যের; **যত্র**—যেখানে; **স্ত্রী**—স্ত্রী; **দ্যূতম্**—দ্যূতক্রীড়া; **আসবঃ**—সুরাপান।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—সমস্ত উপভোগ্য বিষয়ের মধ্যে ঐশ্বর্যের গর্ব যেভাবে বুদ্ধি নাশ করে থাকে, দেহের সৌন্দর্য, উচ্চকুলে জন্ম এবং বিদ্যা প্রভৃতির গর্ব সেইভাবে বুদ্ধি নাশ করে না। অশিক্ষিত ব্যক্তি যখন ধনমদে মত্ত হয়, তখন সে স্ত্রীসম্ভোগ, দ্যূতক্রীড়া এবং মদ্যপানে লিপ্ত হয়।

তাৎপর্য

সত্ত্ব, রজ এবং তম—প্রকৃতির এই তিনটি গুণের মধ্যে মানুষেরা স্বভাবতই নিকৃষ্ট রজ এবং তমোগুণের দ্বারা, বিশেষ করে রজোগুণের দ্বারা পরিচালিত হয়। রজোগুণের দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ জড় জগতে অধিক থেকে অধিকতরভাবে লিপ্ত হয়। তাই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে রজ এবং তমোগুণের প্রভাব দমন করে সত্ত্বগুণে উন্নীত হওয়া।

তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে ।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১/২/১৯)

এটিই হচ্ছে সংস্কৃতি—মানুষকে রজ এবং তমোগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত করা। রজোগুণে মানুষ যখন ঐশ্বর্যমদে মত্ত হয়, তখন সে তার ধনসম্পদ কেবল তিনটি বিষয়ে প্রয়োগ করে—সুরা, সুন্দরী এবং দ্যূতক্রীড়ায়। আমরা বাস্তবিকপক্ষে দেখতে পাই, বিশেষ করে এই যুগে যাদের অনাবশ্যক ধন রয়েছে, তারা কেবল এই তিনটি বিষয় উপভোগ করার চেষ্টা করে। পাশ্চাত্য সভ্যতায়, অনাবশ্যক ধন বৃদ্ধির ফলে এই তিনটি বিষয় অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করেছে। নারদ মুনি মণিগ্রীব এবং নলকূবরের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি বিবেচনা করেছিলেন, কারণ তিনি দেখেছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের পিতা কুবেরের ধনমদে অত্যন্ত মত্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৯

হন্যন্তে পশবো যত্র নির্দয়ৈরজিতাত্মভিঃ ।
মন্যমানৈরিমং দেহমজরামৃত্যু নশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

হন্যন্তে—বিভিন্নভাবে নিহত হয় (বিশেষ করে কসাইখানায়); **পশবঃ**—চতুষ্পদ পশুরা (গরু, ঘোড়া, ভেড়া, শূকর ইত্যাদি); **যত্র**—যেখানে; **নির্দয়ৈঃ**—রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত নির্দয় ব্যক্তিদের দ্বারা; **অজিত-আত্মভিঃ**—যে সমস্ত মূঢ় ব্যক্তিরা তাদের ইন্দ্রিয় সংযমে অক্ষম; **মন্যমানৈঃ**—মনে করে; **ইমম্**—এই; **দেহম্**—দেহ; **অজর**—জরা এবং ব্যাধিগ্রস্ত হবে না; **অমৃত্যু**—কখনও মৃত্যু হবে না; **নশ্বরম্**—যদিও শরীরটি বিনাশশীল।

অনুবাদ

ধনমদে মত্ত বা সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করার গর্বে গর্বিত অজিতেন্দ্রিয় নির্দয় মানুষেরা তাদের নশ্বর দেহটিকে জরা-মৃত্যু রহিত বলে মনে করে নিরীহ পশুদের হত্যা করে। কখনও কখনও তারা কেবল আনন্দ উপভোগের জন্য অথবা চিত্ত বিনোদনের জন্য পশুদের হত্যা করে।

তাৎপর্য

মানব-সমাজে যখন রজ এবং তমোগুণের প্রভাব বৃদ্ধি পায়, তখন অনাবশ্যক অর্থনৈতিক বিকাশ হয়, এবং তার ফলে মানুষেরা সুরা, সুন্দরী এবং দ্যূতক্রীড়ায়

আসক্ত হয়। তখন উন্মত্ত হয়ে তারা বড় বড় কসাইখানায় অসংখ্য পশুহত্যার আয়োজন করে অথবা চিত্ত বিনোদনের জন্য শিকার করতে যায়। তারা ভুলে যায় যে, শরীরটিকে বজায় রাখার জন্য যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, দেহটি জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির অধীন। এই প্রকার মূর্খ ব্যক্তিরা একের পর এক পাপকর্মে লিপ্ত হয়। দুষ্কৃতকারী হওয়ার ফলে, পরমেশ্বর ভগবান যে তাদের হৃদয়ে বিরাজ করেন, তাঁর অস্তিত্ব তারা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায় (*ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*)। সেই পরম ঈশ্বর আমাদের প্রতিটি কার্যকলাপ দর্শন করছেন, এবং তিনি সকলকেই প্রকৃতির দ্বারা নির্মিত উপযুক্ত শরীর প্রদান করে পুরস্কৃত করেন অথবা দণ্ডদান করেন (*ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া*)। এইভাবে পাপী ব্যক্তিরা বিভিন্ন শরীরে দৈবের বিধানে দণ্ডভোগ করে। তাদের এই দণ্ডের মূল কারণ হচ্ছে, কেউ যখন অনাবশ্যকভাবে ধন সংগ্রহ করে, তখন সে ক্রমশ অধঃপতিত হয় এবং সে বুঝতে পারে না যে, তার ধন এই জীবনের অন্তেই শেষ হয়ে যাবে, পরবর্তী জীবনে সে তা নিয়ে যেতে পারবে না।

ন সাধু মন্যে যত আত্মনোঽয়-
মসন্নপি ক্লেশদ আস দেহঃ ।
(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/৫/৪)

পশুহত্যা বর্জনীয়। প্রতিটি জীবকেই অবশ্য কিছু না কিছু আহার করতে হয় (*জীবো জীবস্য জীবনম্*)। কিন্তু মানুষকে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য কি ধরনের খাদ্য আহার করা উচিত। তাই *ঈশোপনিষদে* উপদেশ দেওয়া হয়েছে, *তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ*—মানুষের জন্য যে আহার নির্ধারিত হয়েছে, তাই গ্রহণ করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৬) বলেছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

"যে বিশুদ্ধ চিত্ত নিষ্কাম ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তাঁর সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।" তাই ভগবদ্ভক্ত কখনও এমন কোন বস্তু আহার করেন না, যা কসাইখানায় অসহায় পশুদের হত্যা করে সংগ্রহ করতে হয়। পক্ষান্তরে, ভগবদ্ভক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করেন (*তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ*)। কৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছেন, *পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্*—তাঁকে যেন কেবল পাতা, ফুল, ফল অথবা জল নিবেদন করা হয়। মানুষদের আহারের জন্য পশুমাংস কখনও অনুমোদন করা হয়নি; পক্ষান্তরে,

মানুষদের শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ প্রসাদ গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। *যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ* (*ভগবদ্গীতা* ৩/১৩)। কেউ যদি ভগবৎ-প্রসাদ আহার করার অভ্যাস করেন, তা হলে যদি অল্প একটু পাপও হয়ে থাকে, সেই পাপ থেকে তিনি মুক্ত হয়ে যাবেন।

শ্লোক ১০

দেবসংজ্ঞিতমপ্যন্তে কৃমিবিড়্‌ভস্মসংজ্ঞিতম্ ।
ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ ॥ ১০ ॥

দেব-সংজ্ঞিতম্—রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী অথবা দেবতাদের মতো মহান ব্যক্তির শরীর; **অপি**—এত মহান হওয়া সত্ত্বেও; **অন্তে**—মৃত্যুর পর; **কৃমি**—কৃমিতে পরিণত হয়; **বিট্**—অথবা বিষ্ঠায়; **ভস্ম-সংজ্ঞিতম্**—অথবা ভস্মে; **ভূত-ধ্রুক্**—যে ব্যক্তি শাস্ত্রনির্দেশ না মেনে অন্য জীবদের প্রতি হিংসা করে; **তৎ-কৃতে**—এইভাবে আচরণ করার ফলে; **স্ব-অর্থম্**—ব্যক্তিগত স্বার্থ; **কিম্**—কি; **বেদ**—জানে; **নিরয়ঃ যতঃ**—এই প্রকার পাপকর্মের ফলে নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

অনুবাদ

জীবিতকালে নিজেকে একজন প্রভাবশালী বড় মানুষ, মন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি অথবা দেবতা মনে করে কেউ তার দেহের জন্য গর্বিত হতে পারে। কিন্তু সে যে-ই হোক না কেন, মৃত্যুর পর তার দেহ কৃমি, বিষ্ঠা অথবা ভস্মে পরিণত হবে। যদি কেউ তার শরীরের তৃপ্তির জন্য নিরীহ প্রাণীদের হিংসা করে, পরবর্তী জন্মে সেই জন্য তাকে কষ্টভোগ করতে হবে, সেই কথা না জানলেও এই প্রকার দুষ্কর্মের জন্য সেই দুষ্কৃতকারীকে নিঃসন্দেহে নরকে প্রবেশ করে তার কর্মফল ভোগ করতে হবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে তিনটি শব্দ *কৃমি-বিড়্-ভস্ম* অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মৃত্যুর পর যদি দেহ দাহ না করা হয়, তা হলে তা কৃমিতে পরিণত হতে পারে, অর্থাৎ কৃমিকীট সেই দেহ ভক্ষণ করবে; আর তা না হলে তা কুকুর, শকুন প্রভৃতি পশুর আহার্য হয়ে বিষ্ঠায় পরিণত হতে পারে। যারা অধিক সভ্য, তারা মৃতদেহ দহন করে ভস্মীভূত করে (*ভস্মসংজ্ঞিতম্*)। এই দেহ যদিও কৃমি, বিষ্ঠা অথবা ভস্মে পরিণত হবে, তবুও মূর্খ মানুষেরা সেই দেহটির জন্য কত পাপকর্ম করে। এটি সত্যিই

পরিতাপের বিষয়। মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে *জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা*, অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হওয়া। তাই মানুষের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়া। *তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত*—শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। গুরু কে?• *শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/৩/২১)—গুরু হচ্ছেন তিনি যাঁর পূর্ণ দিব্য জ্ঞান রয়েছে। গুরুর শরণাগত না হলে মানুষ অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। *আচার্যবান্ পুরুষো বেদ* (*ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৬/১৪/২)—কেউ যখন আচার্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন, অর্থাৎ *আচার্যবান্* হন, তখন তিনি জীবন সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু মানুষ যখন রজ এবং তমোগুণের দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন তারা কোন কিছুই গ্রাহ্য করে না; পক্ষান্তরে, তারা তাদের নিজেদের জীবন বিপন্ন করে একটি মূর্খ পশুর মতো আচরণ করে (*মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি*) এবং তার ফলে একের পর এক দুঃখভোগ করে। *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৩১)। এই প্রকার মূর্খ ব্যক্তিরা জানে না, এই শরীর লাভ করে কিভাবে তারা উন্নতি সাধন করতে পারে। পক্ষান্তরে, তারা পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে নারকীয় জীবনে ক্রমশ অধঃপতিত হয়।

শ্লোক ১১

দেহঃ কিমন্নদাতুঃ স্বং নিষেক্তুর্মাতুরেব চ ।
মাতুঃ পিতুর্বা বলিনঃ ক্রেতুরগ্নেঃ শুনোহপি বা ॥ ১১ ॥

দেহঃ—এই শরীর; **কিম্ অন্ন-দাতুঃ**—এটি কি অন্নদাতার; **স্বম্**—অথবা এটি কি আমার; **নিষেক্তুঃ**—(অথবা এটি কি) শুক্রনিষেককারী পিতার; **মাতুঃ এব**—(অথবা এটি কি) গর্ভধারিণী মাতার; **চ**—এবং; **মাতুঃ পিতুঃ বা**—অথবা (এটি কি) মাতামহের (কারণ কখনও কখনও মাতামহ পৌত্রকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন); **বলিনঃ**—(অথবা এটি কি) বলপূর্বক যে এই শরীরটিকে গ্রহণ করে তার; **ক্রেতুঃ**—অথবা ক্রীতদাস রূপে যে ব্যক্তি এই শরীরটিকে কিনে নেয়; **অগ্নেঃ**—অথবা অগ্নির (কারণ চরমে দেহটি ভস্মীভূত হবে); **শুনঃ**—অথবা এটি কি কুকুর এবং শকুনিদের, যারা চরমে তা ভক্ষণ করবে; **অপি**—ও; **বা**—অথবা।

অনুবাদ

জীবিত অবস্থায় শরীরটি কি অন্নদাতার, পিতার, গর্ভধারিণী মাতার, মাতামহের, বলপূর্বক গ্রহণকারীর, মূল্যের দ্বারা ক্রয়কারীর, না কি পুত্রদের যারা অগ্নিতে তা

দহন করে? অথবা, দেহটি যদি দাহ না করা হয়, তা হলে যে কুকুরেরা তা ভক্ষণ করে, দেহটি কি তাদের? এই সমস্ত বহু সম্ভাব্য দাবিদারদের মধ্যে প্রকৃত দাবি কার? তা স্থির না করে পাপকর্মের দ্বারা দেহটির পালন করা ঠিক নয়।

শ্লোক ১২

এবং সাধারণং দেহমব্যক্তপ্রভবাপ্যয়ম্ ।
কো বিদ্বানাত্মসাৎ কৃত্বা হন্তি জন্তূনৃতেঽসতঃ ॥ ১২ ॥

এবম্—এইভাবে; **সাধারণম্**—সকলের সম্পত্তি; **দেহম্**—দেহ; **অব্যক্ত**—অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে; **প্রভব**—এইভাবে ব্যক্ত; **অপ্যয়ম্**—এবং পুনরায় অব্যক্তে লীন হয়ে যায় ('তুমি মাটি, পুনরায় তুমি সেই মাটিতেই লীন হয়ে যাও'); **কঃ**—সেই ব্যক্তিটি কে; **বিদ্বান্**—যিনি প্রকৃত জ্ঞানবান; **আত্মসাৎ কৃত্বা**—নিজের বলে দাবি করে; **হন্তি**—হত্যা করে; **জন্তূন্**—অসহায় পশুদের; **ঋতে**—বিনা; **অসতঃ**—জ্ঞানহীন মূর্খ।

অনুবাদ

অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে এই দেহের উৎপত্তি হয়েছে এবং প্রকৃতিতেই তার লয় হয়। তাই এটি সকলেরই সম্পত্তি। এই প্রকার সাধারণের ভোগ্য এই জড় দেহটিকে নিজের বলে দাবি করে তার প্রীতি সাধনের জন্য পশুহত্যা আদি পাপকার্য দুর্জন ব্যতীত অন্য কেউ তা করতে পারে না।

তাৎপর্য

নাস্তিকেরা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। কিন্তু তা হলেও অত্যন্ত নিষ্ঠুর না হলে মানুষ কেন অনর্থক পশুহত্যা করবে? দেহ জড় পদার্থের সমন্বয়ের ফলে গঠিত। শুরুতে তা ছিল না, কিন্তু জড় পদার্থের সমন্বয়ের ফলে তার উৎপত্তি হয়েছে। তারপর আবার সেই সমন্বয় যখন বিযুক্ত হয়ে যাবে, তখন আর দেহটির অস্তিত্ব থাকবে না। শুরুতে তা ছিল না এবং সমাপ্তিতেও কিছুই থাকবে না। তা হলে যখন তা প্রকট হয়, তখন মানুষ কেন পাপকর্ম করে? অত্যন্ত দুর্জন না হলে তা করা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্লোক ১৩

অসতঃ শ্রীমদান্ধস্য দারিদ্র্যং পরমঞ্জনম্ ।
আত্মৌপম্যেন ভূতানি দরিদ্রঃ পরমীক্ষতে ॥ ১৩ ॥

অসতঃ—এই প্রকার মূর্খ দুর্জনের; **শ্রীমদ-অন্ধস্য**—ধন এবং ঐশ্বর্যের গর্বে যে সাময়িকভাবে অন্ধ হয়ে গেছে; **দারিদ্র্যম্**—দারিদ্র্য; **পরম্ অঞ্জনম্**—যথার্থ দৃষ্টি লাভের জন্য প্রকৃষ্ট অঞ্জনস্বরূপ; **আত্ম-ঔপম্যেন**—নিজতুল্য; **ভূতানি**—জীবদের; **দরিদ্রঃ**—দরিদ্র ব্যক্তি; **পরম্**—প্রকৃষ্টরূপে; **ঈক্ষতে**—দর্শন করে।

অনুবাদ

ধনমদে মত্ত মূর্খ নাস্তিক এবং দুর্জনেরা যথাযথ দর্শনে অক্ষম। তাই তাদের পক্ষে দরিদ্র হয়ে যাওয়াই যথার্থ দৃষ্টি লাভের পক্ষে প্রকৃষ্ট অঞ্জনস্বরূপ। দরিদ্র ব্যক্তি অন্তত বুঝতে পারে দারিদ্র্য কত দুঃখদায়ক, এবং তাই সে কখনও চায় না যে, অন্য মানুষেরাও তার মতো দুঃখময় স্থিতিতে থাকুক।

তাৎপর্য

বর্তমান কালেও দেখা যায়, কেউ যদি দরিদ্র অবস্থা থেকে ধনসম্পদ লাভ করে, তা হলে সে শিক্ষাদান করার জন্য স্কুল খুলে, এবং দুঃস্থদের জন্য হাসপাতাল খুলে পরোপকারের উদ্দেশ্যে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করে। এই প্রসঙ্গে *পুনর্মূষিকো ভব* নামক একটি উপদেশমূলক সংস্কৃত আখ্যান রয়েছে। একটি ইঁদুর সর্বদা বিড়ালের ভয়ে অত্যন্ত ভীত ছিল। তাই সে এক সাধুর কাছে গিয়ে অনুরোধ করে, তিনি যাতে তাকে একটি বিড়ালে পরিণত করেন। ইঁদুরটি যখন একটি বিড়ালে পরিণত হল, তখন সে কুকুরের ভয়ে ভীত হল, এবং তারপর সে যখন একটি কুকুরে পরিণত হল, তখন সে বাঘের ভয়ে ভীত হল। কিন্তু সেই সাধুর কৃপায় সে যখন একটি বাঘে পরিণত হল, তখন সে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সাধুর দিকে তাকাল, এবং সাধু যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি চাও?" তখন বাঘটি উত্তর দিল, "আমি আপনাকে খেতে চাই।" তখন সেই সাধু তাকে অভিশাপ দিয়ে বললেন, "তুমি আবার ইঁদুর হয়ে যাও।" এমনই ব্যাপার সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ঘটছে। জীব কখনও উপরে যাচ্ছে, আবার নীচে পতিত হচ্ছে। কখনও সে ইঁদুর হচ্ছে, আর কখনও সে বাঘ হচ্ছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

(*শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* মধ্য ১৯/১৫১)

জীবেরা প্রকৃতির নিয়মে কখনও উচ্চলোকে উন্নীত হচ্ছে, আবার কখনও নিম্নলোকে অধঃপতিত হচ্ছে, কিন্তু কেউ যদি অত্যন্ত ভাগ্যবান হন, তা হলে তিনি

সাধুসঙ্গের প্রভাবে ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হন, এবং তাঁর জীবন তখন সফল হয়। নারদ মুনি দারিদ্র্যের মাধ্যমে নলকূবর এবং মণিগ্রীবকে ভক্তির স্তরে আনতে চেয়েছিলেন, এবং তাই তিনি তাদের অভিশাপ দিয়েছিলেন। বৈষ্ণবের কৃপা এমনই। বৈষ্ণব স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত মানুষ সজ্জন হতে পারে না। *হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/১৮/১২)। অবৈষ্ণবকে যত দণ্ডই দেওয়া হোক না কেন, সে কখনও সজ্জন হতে পারে না।

শ্লোক ১৪

যথা কণ্টকবিদ্ধাঙ্গো জন্তোর্নেচ্ছতি তাং ব্যথাম্ ।
জীবসাম্যং গতো লিঙ্গৈর্ন তথাবিদ্ধকণ্টকঃ ॥ ১৪ ॥

যথা—যেমন; **কণ্টক-বিদ্ধ-অঙ্গঃ**—যার শরীর কণ্টক বিদ্ধ হয়েছে; **জন্তোঃ**—এই প্রকার জন্তুর; **ন**—না; **ইচ্ছতি**—ইচ্ছা করে; **তাম্**—সেই; **ব্যথাম্**—বেদনা; **জীব-সাম্যম্ গতঃ**—যখন সে বুঝতে পারে যে, সকলেরই অবস্থা একই রকম; **লিঙ্গৈঃ**—বিশেষ প্রকার শরীর ধারণের দ্বারা; **ন**—না; **তথা**—তেমন; **অবিদ্ধ-কণ্টকঃ**—যার শরীর কখনও কণ্টক বিদ্ধ হয়নি।

অনুবাদ

যার শরীর কখনও কণ্টকে বিদ্ধ হয়েছে, সেই ব্যক্তি অন্য কণ্টকবিদ্ধ ব্যক্তির মুখ দেখে তার বেদনা উপলব্ধি করতে পারে। সকলেরই বেদনা যে সমান সেই কথা বুঝতে পেরে সে চায় যে, কেউই যেন এইভাবে কষ্ট না পায়। কিন্তু যে ব্যক্তি কখনও কণ্টকবিদ্ধ হয়নি, সে কখনও সেই বেদনা বুঝতে পারে না।

তাৎপর্য

কথায় বলে, 'যে ব্যক্তি দারিদ্র্যের কষ্ট ভোগ করেছে, সে-ই ঐশ্বর্যের সুখ উপভোগ করতে পারে।' আর একটি প্রবাদ রয়েছে—*বন্ধ্যা কি বুঝিবে প্রসব-বেদনা*। প্রকৃত অভিজ্ঞতা না হলে এই জড় জগতে দুঃখ কি এবং সুখ কি, তা বোঝা যায় না। প্রকৃতির নিয়ম এইভাবে কার্য করে। কেউ যদি একটি পশুকে হত্যা করে, তা হলে তাকেও সেই পশুর দ্বারা নিহত হতে হবে। *মাংস* শব্দটির অর্থ তাই। *মাম্* শব্দের অর্থ 'আমাকে' এবং *স* শব্দটির অর্থ 'সে'। আমি যেমন একটি

পশুকে হত্যা করে তার মাংস খাচ্ছি, সেই পশুটিও তেমন আমাকে খাবে। তাই প্রতিটি দেশেই দেখা যায় যে, কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, তা হলে তার মৃত্যুদণ্ড হয়।

শ্লোক ১৫

দরিদ্রো নিরহংস্তম্ভো মুক্তঃ সর্বমদৈরিহ ।
কৃচ্ছ্রং যদৃচ্ছয়াপ্নোতি তদ্ধি তস্য পরং তপঃ ॥ ১৫ ॥

দরিদ্রঃ—দারিদ্র্যগ্রস্ত ব্যক্তি; **নিরহংস্তম্ভঃ**—স্বভাবতই নিরহঙ্কার; **মুক্তঃ**—মুক্ত; **সর্ব**—সমস্ত; **মদৈঃ**—ঔদ্ধত্যভাব থেকে; **ইহ**—এই জগতে; **কৃচ্ছ্রম্**—কষ্ট; **যদৃচ্ছয়া আপ্নোতি**—ভাগ্যক্রমে সে যা প্রাপ্ত হয়; **তৎ**—তা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **তস্য**—তার; **পরম্**—পূর্ণ; **তপঃ**—তপস্যা।

অনুবাদ

দরিদ্র ব্যক্তি স্বভাবতই তপস্যা করে। কারণ তার কাছে ধন না থাকায় সে সর্বদাই অভাবগ্রস্ত। তার ফলে তার অহঙ্কার দূর হয়ে যায়। সর্বদা অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদি অভাবের ফলে, দৈবক্রমে যা লাভ হয় তা নিয়ে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এই প্রকার বাধ্যতামূলক তপস্যা তার পক্ষে মঙ্গলজনক, কারণ তা তাকে সর্বতোভাবে অহঙ্কার থেকে মুক্ত করে।

তাৎপর্য

মহাত্মা অহঙ্কার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করেন। বৈদিক সভ্যতায় বহু রাজা-মহারাজারা জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাঁদের রাজ্য এবং সিংহাসন ত্যাগ করে তপস্যা করার জন্য বনবাসী হয়েছেন। কিন্তু কেউ যদি স্বেচ্ছায় এই প্রকার তপস্যার ব্রত গ্রহণ না করতে পারে, তা হলে তাকে দারিদ্র্যগ্রস্ত করা হয়, যাতে সে আপনা থেকেই তপস্যা করতে বাধ্য হয়। তপস্যা সকলেরই পক্ষে মঙ্গলজনক, কারণ তা জীবকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করে। তাই কেউ যদি জড় প্রতিষ্ঠার গর্বে অত্যন্ত গর্বিত হয়, তা হলে তার সেই মূর্খতা সংশোধন করার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে তাকে দারিদ্র্যগ্রস্ত করা। *দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশি*—কেউ যখন দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার আভিজাত্য, ঐশ্বর্য, বিদ্যা এবং সৌন্দর্যের গর্ব বিনষ্ট হয়ে যায়। এইভাবে সংশোধিত হয়ে সে তখন মুক্ত হওয়ার যোগ্য হয়।

শ্লোক ১৬

নিত্যং ক্ষুৎক্ষামদেহস্য দরিদ্রস্যান্নকাঙ্ক্ষিণঃ ।
ইন্দ্রিয়াণ্যনুশুষ্যন্তি হিংসাপি বিনিবর্ততে ॥ ১৬ ॥

নিত্যম্—সর্বদা; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধায়; **ক্ষাম**—দুর্বল; **দেহস্য**—শরীরের; **দরিদ্রস্য**—দরিদ্র ব্যক্তির; **অন্ন-কাঙ্ক্ষিণঃ**—অন্নাভিলাষী; **ইন্দ্রিয়াণি**—সর্পতুল্য ইন্দ্রিয়গুলি; **অনুশুষ্যন্তি**—ক্রমশ দুর্বল হয়ে যায়; **হিংসা অপি**—হিংসার প্রবৃত্তি; **বিনিবর্ততে**—নিবৃত্ত হয়।

অনুবাদ

সর্বদা ক্ষুধার্ত, অন্নাভিলাষী দরিদ্র ব্যক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে যায়। অতিরিক্ত বল না থাকার ফলে তার ইন্দ্রিয়গুলি আপনা থেকেই স্থির হয়ে যায়। দরিদ্র ব্যক্তি তাই ক্ষতিকারক, হিংসাত্মক কার্যকলাপ করতে পারে না। অর্থাৎ, সাধুরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যে তপস্যা করেন, তার ফল এই প্রকার ব্যক্তি আপনা থেকেই প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, অত্যধিক আহারের ফলে বহুমূত্রের রোগ হয়, এবং আহারের অভাবে যক্ষ্মা রোগ হয়। বহুমূত্র অথবা যক্ষ্মা কোনটিই আমাদের কাম্য নয়। *যাবদর্থপ্রয়োজনম্*। আমাদের কর্তব্য কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধন করার জন্য শরীর সুস্থ রাখতে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই আহার করা। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১০) বলা হয়েছে—

কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা ।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্মভিঃ ॥

মানব-জীবনের প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য নিজেকে সুস্থ-সবল রাখা। রোগের কষ্টভোগ করার জন্য এবং ঈর্ষা ও দ্বেষবৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়গুলিকে অনর্থক বলবান করে তোলা মানব-জীবনের উদ্দেশ্য নয়। এই কলিযুগে কিন্তু মানব-সভ্যতা এতই বিভ্রান্ত হয়েছে যে, মানুষেরা অনর্থক অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করছে, এবং তার ফলে তারা আরও বেশি করে কসাইখানা, মদের দোকান এবং বেশ্যালয় খুলছে। এইভাবে সমগ্র সভ্যতা ব্যর্থ হচ্ছে।

শ্লোক ১৭

দরিদ্রস্যৈব যুজ্যন্তে সাধবঃ সমদর্শিনঃ ।
সদ্ভিঃ ক্ষিণোতি তং তর্ষং তত আরাদ্ বিশুদ্ধ্যতি ॥ ১৭ ॥

দরিদ্রস্য—দরিদ্র ব্যক্তির; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **যুজ্যন্তে**—সহজে সঙ্গ করতে পারে; **সাধবঃ**—সাধুদের; **সমদর্শিনঃ**—যদিও সাধু ধনী এবং দরিদ্র উভয়েরই প্রতি সমদর্শী, তবুও দরিদ্র ব্যক্তি সাধুদের সঙ্গলাভের সুযোগ গ্রহণ করে থাকে; **সদ্ভিঃ**—এই প্রকার সাধু পুরুষের সঙ্গ দ্বারা; **ক্ষিণোতি**—হ্রাস পায়; **তম্**—জড়-জাগতিক দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ; **তর্ষম্**—জড়ভোগ বাসনা; **ততঃ**—তারপর; **আরাৎ**—অতি শীঘ্র; **বিশুদ্ধ্যতি**—তার জড় কলুষ বিধৌত হয়।

অনুবাদ

সমদর্শী সাধুরা দরিদ্রদেরই সঙ্গ করেন, ধনীদের সঙ্গ করেন না। দরিদ্র ব্যক্তি সৎসঙ্গের প্রভাবে অচিরেই জড় বিষয়ের প্রতি উদাসীন হয়, এবং তার হৃদয় সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/৮/৪)। সাধু অথবা সন্ন্যাসীর একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করা। সাধু যদিও ধনী এবং দরিদ্র উভয়েরই কাছে ভগবানের বাণী প্রচার করতে চান, তবুও দরিদ্র ব্যক্তি সাধুর প্রচারের সুযোগ ধনী ব্যক্তির থেকে অধিক গ্রহণ করেন। দরিদ্র ব্যক্তি সহজেই সাধুকে স্বাগত জানান, তাঁদের প্রণতি নিবেদন করেন এবং তাঁদের উপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু ধনী ব্যক্তির দোরগোড়ায় এক বিশাল কুকুর পাহারা দেয়, যাতে কেউ তার গৃহে প্রবেশ না করতে পারে। তার দরজায় বড় বড় করে লেখা থাকে "কুকুর হতে সাবধান"। এইভাবে সে সাধুসঙ্গ বর্জন করে, কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তির দ্বার সর্বদাই খোলা থাকে এবং তাই তাঁরা সাধুসঙ্গের সুফল ধনী ব্যক্তিদের থেকে অধিক লাভ করতে পারেন। যেহেতু নারদ মুনি তাঁর পূর্বজন্মে ছিলেন এক দরিদ্র দাসীর পুত্র, তাই তিনি সাধুসঙ্গ লাভ করেছিলেন এবং পরে দেবর্ষি নারদের অতি উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেটি ছিল তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা। তাই, তিনি এখানে ধনী ব্যক্তির সঙ্গে দরিদ্র ব্যক্তির অবস্থার তুলনা করেছেন।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৩/২৫/২৫)

কেউ যদি সাধুসঙ্গ করার সুযোগ পান, তা হলে তাঁদের উপদেশের দ্বারা তিনি জড় বাসনা থেকে ক্রমশ মুক্ত হন।

কৃষ্ণ-বহির্মুখ হঞা ভোগ-বাঞ্ছা করে ।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥ (*প্রেমবিবর্ত*)

বৈষয়িক জীবনের অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণকে ভুলে গিয়ে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনা বৃদ্ধি করা। কিন্তু কেউ যদি সাধু ব্যক্তিদের উপদেশ লাভের সুযোগ পান এবং জড় বাসনার গুরুত্ব বিস্মিত হন, তা হলে তিনি আপনা থেকেই শুদ্ধ হয়ে যাবেন। *চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণম্* (*শিক্ষাষ্টক* ১)। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির হৃদয় যতক্ষণ পর্যন্ত নির্মল না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি ভবমহাদাবাগ্নির কষ্ট থেকে মুক্ত হতে পারবেন না।

শ্লোক ১৮

সাধূনাং সমচিত্তানাং মুকুন্দচরণৈষিণাম্ ।
উপেক্ষ্যৈঃ কিং ধনস্তম্ভৈরসদ্ভিরসদাশ্রয়ৈঃ ॥ ১৮ ॥

সাধূনাম্—সাধুদের; **সম-চিত্তানাম্**—যাঁরা সকলেরই প্রতি সমদর্শী; **মুকুন্দ-চরণ-এষিণাম্**—যাঁদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে ভগবান মুকুন্দের সেবা করা, এবং যাঁরা সর্বদাই সেই সেবার অভিলাষী; **উপেক্ষ্যৈঃ**—সঙ্গ উপেক্ষা করে; **কিম্**—কি; **ধন-স্তম্ভৈঃ**—ধনী এবং গর্বিত; **অসদ্ভিঃ**—অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের সঙ্গ; **অসৎ-আশ্রয়ৈঃ**—অসৎ বা অভক্তদের শরণ গ্রহণ করে।

অনুবাদ

সাধুরা দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। তাঁদের আর অন্য কোন অভিলাষ নেই। এই প্রকার মহাত্মাদের সঙ্গ উপেক্ষা করে

মানুষ কেন অভক্তদের শরণাগত হয়ে দাম্ভিক ধনবান বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গ করবে?

তাৎপর্য

সাধু হচ্ছেন তিনি, যিনি অবিচলিতভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত (*ভজতে মামনন্যভাক্*)।

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্ ।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥

"সাধুর লক্ষণ হচ্ছে তিনি সহনশীল, দয়ালু এবং সমস্ত জীবের সুহৃৎ। তাঁর কোন শত্রু নেই, তিনি শান্ত, তিনি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করেন, এবং তিনি সমস্ত সদ্‌গুণের দ্বারা বিভূষিত।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৩/২৫/২১) সাধু হচ্ছেন তিনি যিনি সকলের সুহৃৎ (*সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্*)। তা হলে ধনী ব্যক্তিরা কেন সাধুসঙ্গ না করে, আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি বিমুখ অন্য ধনী ব্যক্তিদের সঙ্গ করে তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে? ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে, এবং এখানে সকলকেই সেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যদের সঙ্গ বর্জন করে কোন লাভ হয় না। নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন—

সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস ।
তে-কারণে লাগিল যে কর্মবন্ধ-ফাঁস ॥

আমরা যদি কৃষ্ণভক্ত সাধুদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগপরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গ করি এবং সেই উদ্দেশ্যে ধন সংগ্রহ করি, তা হলে আমাদের জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। অসৎ শব্দের অর্থ অবৈষ্ণব বা কৃষ্ণাভক্ত, এবং সৎ শব্দে কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবকে বোঝায়। সর্বদাই বৈষ্ণবদের সঙ্গ করা উচিত এবং অবৈষ্ণবদের সঙ্গ করে জীবন ব্যর্থ করা উচিত নয়। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৫) বৈষ্ণব এবং অবৈষ্ণবের পার্থক্য নিরূপিত হয়েছে—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত নয়, সে মহাপাপী (দুষ্কৃতী), মূঢ় এবং নরাধম। তাই কখনও বৈষ্ণবদের সঙ্গ উপেক্ষা করা উচিত নয়, যা আজ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বত্র লাভ করা যায়।

শ্লোক ১৯

তদহং মত্তয়োর্মাধ্ব্যা বারুণ্যা শ্রীমদান্ধয়োঃ ।
তমোমদং হরিষ্যামি স্ত্রৈণয়োরজিতাত্মনোঃ ॥ ১৯ ॥

তৎ—অতএব; **অহম্**—আমি; **মত্তয়োঃ**—এই দুটি উন্মত্ত ব্যক্তির; **মাধ্ব্যা**—মদিরা পান করে; **বারুণ্যা**—বারুণী নামক; **শ্রীমদ-অন্ধয়োঃ**—যারা স্বর্গীয় ঐশ্বর্যের প্রভাবে অন্ধ হয়ে গেছে; **তমঃ-মদম্**—তমোগুণের প্রভাবে এই মিথ্যা অহঙ্কার; **হরিষ্যামি**—আমি দূর করব; **স্ত্রৈণয়োঃ**—কারণ তারা স্ত্রীসঙ্গে অত্যন্ত আসক্ত হয়েছে; **অজিত-আত্মনোঃ**—অজিতেন্দ্রিয় হওয়ার ফলে।

অনুবাদ

তাই, এই দুটি অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বারুণী অথবা মাধ্বী নামক মদিরা পানে মত্ত হয়ে এবং স্বর্গীয় ঐশ্বর্য লাভের গর্বে অন্ধ হয়ে স্ত্রীসঙ্গের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছে। আমি এদের অজ্ঞানজনিত মত্ততা দূর করব।

তাৎপর্য

সাধু যখন কাউকে তিরস্কার করেন অথবা দণ্ড দেন, তিনি তা প্রতিশোধ নেবার জন্য করেন না। মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করেছেন, নারদ মুনি কেন এইভাবে প্রতিশোধের (*তমঃ*) ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কিন্তু এটি *তমঃ* নয়, কারণ নারদ মুনি ভালভাবেই জানতেন, সেই দুটি ভাইয়ের কিভাবে মঙ্গল হবে, এবং তিনি বিচক্ষণতা সহকারে তাঁদের নিরাময়ের উপায় স্থির করেছিলেন। বৈষ্ণবেরা হচ্ছেন সদ্‌বৈদ্য। তাঁরা জানেন কিভাবে মানুষকে ভবরোগ থেকে রক্ষা করতে হয়। তাই তাঁরা কখনও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত নন। *স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে* (*ভগবদ্‌গীতা* ১৪/২৬)। বৈষ্ণবেরা সর্বদাই চিন্ময় স্তরে বা ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত। তাঁরা কখনই ভুল করেন না অথবা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তাঁরা যা কিছু করেন, তা সবই পূর্ণরূপে বিবেচনা করে করেন, এবং তাঁদের সমস্ত কার্যকলাপের উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলকে ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

শ্লোক ২০-২২

যদিমৌ লোকপালস্য পুত্রৌ ভূত্বা তমঃপ্লুতৌ ।
ন বিবাসসমাত্মানং বিজানীতঃ সুদুর্মদৌ ॥ ২০ ॥

অতোঽর্হতঃ স্থাবরতাং স্যাতাং নৈবং যথা পুনঃ ।
স্মৃতিঃ স্যান্মৎপ্রসাদেন তত্রাপি মদনুগ্রহাৎ ॥ ২১ ॥
বাসুদেবস্য সান্নিধ্যং লব্ধ্বা দিব্যশরচ্ছতে ।
বৃত্তে স্বর্লোকতাং ভূয়ো লব্ধভক্তী ভবিষ্যতঃ ॥ ২২ ॥

যৎ—যেহেতু; **ইমৌ**—এই দুটি যুবক দেবতা; **লোক-পালস্য**—মহান দেবতা কুবেরের; **পুত্রৌ**—পুত্র; **ভূত্বা**—হয়ে (তাদের এই রকম হওয়া উচিত ছিল না); **তমঃ-প্লুতৌ**—তমোগুণে অত্যন্ত গভীরভাবে আচ্ছন্ন; **ন**—না; **বিবাসসম্**—বিবসন, সম্পূর্ণরূপে নগ্ন; **আত্মানম্**—তাদের নিজেদের শরীর; **বিজানীতঃ**—তারা বুঝতে পেরেছিল যে তারা নগ্ন; **সু-দুর্মদৌ**—মিথ্যা অহঙ্কারের ফলে তারা অত্যন্ত অধঃপতিত হয়েছিল; **অতঃ**—অতএব; **অর্হতঃ**—লাভ করার যোগ্য; **স্থাবরতাম্**—বৃক্ষের মতো স্থাবরত্ব; **স্যাতাম্**—হতে পারে; **ন**—না; **এবম্**—এইভাবে; **যথা**—যেমন; **পুনঃ**—পুনরায়; **স্মৃতিঃ**—স্মৃতি; **স্যাৎ**—হোক; **মৎ-প্রসাদেন**—আমার কৃপায়; **তত্র অপি**—তা ছাড়াও; **মৎ-অনুগ্রহাৎ**—আমার বিশেষ কৃপার প্রভাবে; **বাসুদেবস্য**—ভগবানের; **সান্নিধ্যম্**—ব্যক্তিগত সঙ্গ; **লব্ধ্বা**—লাভ করে; **দিব্য-শরৎ-শতে বৃত্তে**—এক শত দিব্য বৎসরের পর; **স্বর্লোকতাম্**—স্বর্গলোকে বাস করার বাসনা; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **লব্ধ-ভক্তী**—তাদের স্বাভাবিক ভক্তি পুনর্জাগরিত করে; **ভবিষ্যতঃ**—হবে।

অনুবাদ

নলকূবর এবং মণিগ্রীব—এই দুটি যুবক ভাগ্যক্রমে মহান দেবতা কুবেরের পুত্র, কিন্তু মিথ্যা অহঙ্কার এবং সুরাপানে উন্মত্ত হওয়ার ফলে তারা এতই অধঃপতিত হয়েছে যে, তারা নগ্ন হওয়া সত্ত্বেও বুঝতে পারছে না যে, তারা নগ্ন। যেহেতু তারা বৃক্ষের মতো বিরাজ করছে (কারণ বৃক্ষ নগ্ন কিন্তু তার কোন চেতনা নেই), তাই এই যুবক দুটি বৃক্ষের শরীর প্রাপ্ত হবে। এটিই তাদের উপযুক্ত দণ্ড হবে। কিন্তু বৃক্ষ হওয়ার পর এবং মুক্ত হওয়া পর্যন্ত আমার কৃপায় তাদের পূর্বকৃত পাপকর্মের কথা তাদের মনে থাকবে। অধিকন্তু, আমার বিশেষ কৃপায় এক শত দিব্য বৎসরের পর তারা ভগবান বাসুদেবকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করবে এবং কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ হবে।

তাৎপর্য

গাছের কোন চেতনা নেই। যখন তাকে কাটা হয়, তখন সে কোন বেদনা অনুভব করে না। কিন্তু নারদ মুনি চেয়েছিলেন যে, নলকূবর এবং মণিগ্রীবের চেতনা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে, যাতে বৃক্ষযোনি থেকে মুক্তি পাবার পরও তারা যে কেন দণ্ডভোগ করেছিল, সেই কথা ভুলে না যায়। তাই তাদের প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করার জন্য নারদ মুনি তাদের মুক্তির পর বৃন্দাবনে কৃষ্ণকে দর্শন করে তাদের সুপ্ত কৃষ্ণভক্তি জাগরিত করার ব্যবস্থা করেছিলেন।

স্বর্গলোকের দেবতাদের এক দিন আমাদের ছয় মাসের সমান। স্বর্গলোকের দেবতারা যদিও জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত, তবুও তাঁরা ভগবানের ভক্ত এবং তাই তাঁদের বলা হয় সুর। দুই প্রকার ব্যক্তি রয়েছে—দেবতা এবং অসুর। অসুরেরা কৃষ্ণের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা ভুলে যায় (*আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ*), কিন্তু দেবতারা ভোলেন না।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্যয়ঃ ॥

(*পদ্ম পুরাণ*)

শুদ্ধ ভক্ত এবং কর্মমিশ্র ভক্তের পার্থক্য এই যে, শুদ্ধ ভক্ত কোন রকম জড় জাগতিক সুখ কামনা করেন না, কিন্তু মিশ্র ভক্ত এই জড় জগতে সর্বোচ্চ সুখ উপভোগ করার জন্য ভগবানের ভক্ত হয়। যে ব্যক্তি ভগবানের সেবার মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত, তিনি জড় বাসনার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নির্মল থাকেন (*অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্*)।

কর্মমিশ্র ভক্তির দ্বারা স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া যায়, জ্ঞানমিশ্র ভক্তির দ্বারা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হওয়া যায়, এবং যোগমিশ্র ভক্তির দ্বারা ভগবানের সর্বব্যাপকতা উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তি কর্ম, জ্ঞান অথবা যোগের উপর নির্ভর করে না, কারণ তা কেবল প্রেমের ব্যাপার। তাই ভক্তের মুক্তি, যা কেবল মুক্তি নয়, বিমুক্তি, তা সাযুজ্য, সারূপ্য, সালোক্য, সার্ষ্টি এবং সামীপ্য—এই পাঁচ প্রকার মুক্তিরও ঊর্ধ্বে। শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকেন (*আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্ ভক্তিরুত্তমা*)। স্বর্গলোকে দেবতারূপে জন্ম আরও শুদ্ধ ভক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার একটি সুযোগ। নারদ মুনি তাঁর অভিশাপের দ্বারা পরোক্ষভাবে মণিগ্রীব এবং নলকূবরকে সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ২৩

শ্রীশুক উবাচ

এবমুক্ত্বা স দেবর্ষির্গতো নারায়ণাশ্রমম্ ।
নলকূবরমণিগ্রীবাবাসতুর্যমলার্জুনৌ ॥ ২৩ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্ উক্ত্বা**—এইভাবে বলে; **সঃ**—তিনি; **দেবর্ষিঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষি নারদ; **গতঃ**—সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন; **নারায়ণ-আশ্রমম্**—নারায়ণ-আশ্রম নামক তাঁর আশ্রমে; **নলকূবর**—নলকূবর; **মণিগ্রীবৌ**—এবং মণিগ্রীব; **আসতুঃ**—সেইখানে অবস্থান করেছিলেন; **যমল-অর্জুনৌ**—যমজ অর্জুন বৃক্ষ হওয়ার জন্য।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে বলে দেবর্ষি নারদ নারায়ণ-আশ্রম নামক তাঁর আশ্রমে গমন করেছিলেন, এবং নলকূবর ও মণিগ্রীব যমজ অর্জুন বৃক্ষ হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

আজও বহু অরণ্যে অর্জুন বৃক্ষ পাওয়া যায়। তাদের ছাল হৃদ্‌রোগের ওষুধ তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ বৃক্ষ হলেও যখন চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য তাদের ছাল ছাড়ানো হয়, তখন তারা বিরক্তি অনুভব করে।

শ্লোক ২৪

ঋষের্ভাগবতমুখ্যস্য সত্যং কর্তুং বচো হরিঃ ।
জগাম শনকৈস্তত্র যত্রাস্তাং যমলার্জুনৌ ॥ ২৪ ॥

ঋষেঃ—দেবর্ষি নারদের; **ভাগবত-মুখ্যস্য**—শ্রেষ্ঠ ভক্ত; **সত্যম্**—সত্যতা; **কর্তুম্**—প্রমাণ করার জন্য; **বচঃ**—তাঁর বাক্য; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **জগাম**—সেখানে গিয়েছিলেন; **শনকৈঃ**—ধীরে ধীরে; **তত্র**—সেখানে; **যত্র**—যেই স্থানে; **আস্তাম্**—ছিল; **যমল-অর্জুনৌ**—যমজ অর্জুন বৃক্ষ।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শ্রেষ্ঠ ভক্ত নারদ মুনির বাক্যের সত্যতা সম্পাদনের জন্য যেখানে যমজ অর্জুন বৃক্ষ ছিল, ধীরে ধীরে সেখানে গমন করলেন।

শ্লোক ২৫

দেবর্ষির্মে প্রিয়তমো যদিমৌ ধনদাত্মজৌ ।
তত্তথা সাধয়িষ্যামি যদ্ গীতং তন্মহাত্মনা ॥ ২৫ ॥

দেবর্ষিঃ—দেবর্ষি নারদ; **মে**—আমার; **প্রিয়তমঃ**—প্রিয়তম ভক্ত; **যৎ**—যদিও; **ইমৌ**—এই দুই ব্যক্তি (নলকূবর এবং মণিগ্রীব); **ধনদ-আত্মজৌ**—ধনী পিতার সন্তান এবং অভক্ত; **তৎ**—দেবর্ষির বাক্য; **তথা**—সেই প্রকার; **সাধয়িষ্যামি**—সম্পাদন করব (কারণ সে চেয়েছিল যে, আমি যমলার্জুনের সম্মুখে আসি, তাই আমি তা করব); **যৎ গীতম্**—যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে; **তৎ**—তা; **মহাত্মনা**—নারদ মুনির দ্বারা।

অনুবাদ

"যদিও এরা দুজন মহাধনবান কুবেরের পুত্র এবং তাদের সম্পর্কে আমার করণীয় কিছুই নেই, তবুও নারদ মুনি আমার অতি প্রিয় ভক্ত, এবং যেহেতু সে চেয়েছে যে, আমি তাদের সম্মুখে আসি এবং তাদের উদ্ধার করি, তাই আমি তা করব।"

তাৎপর্য

নলকূবর এবং মণিগ্রীবের ভগবদ্ভক্তির সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না অথবা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কারণ এটি কোন সাধারণ সুযোগ নয়। এমন নয় যে, অত্যন্ত ধনবান হওয়ার ফলে অথবা বিদ্বান হওয়ার ফলে অথবা সম্ভ্রান্তকুলে জন্মগ্রহণ করার ফলে প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করা যায়। ভগবানকে দর্শন করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যেহেতু নারদ মুনি চেয়েছিলেন যে, নলকূবর এবং মণিগ্রীব বাসুদেবকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করুক, তাই ভগবান তাঁর পরম প্রিয় ভক্ত নারদ মুনির বাক্যের সত্যতা সম্পাদন করতে চেয়েছিলেন। কেউ যদি সরাসরিভাবে ভগবানের অনুগ্রহ প্রার্থনা না করে ভক্তের অনুগ্রহ ভিক্ষা করেন, তা হলে অনায়াসেই তিনি সফল হতে পারেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাই উপদেশ দিয়েছেন—*বৈষ্ণব ঠাকুর তোমার কুক্কুর বলিয়া জানহ মোরে, কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার।* মানুষের কর্তব্য, কুকুরের মতো

বিশ্বস্ততা সহকারে ভগবদ্ভক্তের অনুসরণ করার বাসনা করা। কৃষ্ণ তাঁর ভক্তের সম্পদ। *অদুর্লভমাত্মভক্তৌ*। তাই ভগবদ্ভক্তের অনুগ্রহ ব্যতীত, সরাসরিভাবে কৃষ্ণের কাছে যাওয়া যায় না, কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হওয়া তো দূরের কথা। নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই গেয়েছেন, *ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পায়েছে কেবা*। আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে, শ্রীল রূপ গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়া (*আদৌ গুর্বাশ্রয়ঃ*)।

শ্লোক ২৬

ইত্যন্তরেণার্জুনয়োঃ কৃষ্ণস্তু যময়োর্যযৌ ।
আত্মনির্বেশমাত্রেণ তির্যগ্‌গতমুলূখলম্ ॥ ২৬ ॥

ইতি—এইভাবে মনস্থ করে; **অন্তরেণ**—মধ্যে; **অর্জুনয়োঃ**—দুটি অর্জুন বৃক্ষের মধ্যে; **কৃষ্ণঃ তু**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **যময়োঃ যযৌ**—দুটি বৃক্ষের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন; **আত্ম-নির্বেশ-মাত্রেণ**—তিনি (দুটি বৃক্ষের মধ্যে) প্রবেশ করা মাত্রই; **তির্যক**—বক্রভাবে; **গতম্**—হয়েছিল; **উলূখলম্**—উদূখল।

অনুবাদ

এই বলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন বৃক্ষ দুটির মাঝখানে প্রবেশ করেছিলেন, এবং যে উদূখলটির সঙ্গে তাঁকে বাঁধা হয়েছিল, তা বক্রভাবে বৃক্ষ দুটির মধ্যে আটকে গিয়েছিল।

শ্লোক ২৭

বালেন নিষ্কর্ষয়তান্বগুলূখলং তদ্
দামোদরেণ তরসোৎকলিতাঙ্ঘ্রিবন্ধৌ ।
নিষ্পেততুঃ পরমবিক্রমিতাতিবেপ-
স্কন্ধপ্রবালবিটপৌ কৃতচণ্ডশব্দৌ ॥ ২৭ ॥

বালেন—বালকৃষ্ণের দ্বারা; **নিষ্কর্ষয়তা**—আকর্ষণ করে; **অন্বক্**—কৃষ্ণের আকর্ষণের ফলে; **উলূখলম্**—উদূখল; **তৎ**—তা; **দাম-উদরেণ**—দামোদর শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **তরসা**—বলপূর্বক; **উৎকলিত**—উৎপাটিত হয়েছিল; **অঙ্ঘ্রি-বন্ধৌ**—বৃক্ষ দুটির মূল; **নিষ্পেততুঃ**—পতিত হয়েছিল; **পরম-বিক্রমিত**—পরম শক্তির দ্বারা; **অতি-বেপ**—প্রচণ্ডভাবে কম্পিত হয়ে; **স্কন্ধ**—কাণ্ড; **প্রবাল**—পল্লব; **বিটপৌ**—শাখাসহ বৃক্ষ দুটি; **কৃত**—করে; **চণ্ড-শব্দৌ**—প্রচণ্ড শব্দ।

অনুবাদ

তাঁর উদরে বাঁধা উদূখলটিকে বলপূর্বক আকর্ষণ করে বালক শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষ দুটিকে উৎপাটিত করেছিলেন। পরম পুরুষের বিক্রমে কাণ্ড, পল্লব এবং শাখাসহ বৃক্ষ দুটি প্রবলভাবে কম্পিত হতে হতে প্রচণ্ড শব্দ সহকারে ভূমিতে পতিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

এটিই শ্রীকৃষ্ণের দামোদর লীলা। তাই শ্রীকৃষ্ণের আর এক নাম দামোদর। *হরিবংশে* বর্ণিত হয়েছে—

স চ তেনৈব নাম্না তু কৃষ্ণো বৈ দামবন্ধনাৎ ।
গোষ্ঠে দামোদর ইতি গোপীভিঃ পরিগীয়তে ॥

শ্লোক ২৮

তত্র শ্রিয়া পরময়া ককুভঃ স্ফুরন্তৌ
সিদ্ধাবুপেত্য কুজয়োরিব জাতবেদাঃ ।
কৃষ্ণং প্রণম্য শিরসাখিললোকনাথং
বদ্ধাঞ্জলী বিরজসাবিদমূচতুঃ স্ম ॥ ২৮ ॥

তত্র—সেখানে, যেই স্থানে অর্জুন বৃক্ষ দুটি ভূপতিত হয়েছিল; **শ্রিয়া**—শোভার দ্বারা; **পরময়া**—পরম; **ককুভঃ**—সমস্ত দিক; **স্ফুরন্তৌ**—জ্যোতির দ্বারা আলোকিত করে; **সিদ্ধৌ**—দুজন সিদ্ধপুরুষ; **উপেত্য**—নির্গত হয়ে; **কুজয়োঃ**—বৃক্ষ দুটির মধ্যে থেকে; **ইব**—সদৃশ; **জাত-বেদাঃ**—মূর্তিমান অগ্নি; **কৃষ্ণম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **প্রণম্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **শিরসা**—মস্তকের দ্বারা; **অখিল-লোকনাথম্**—সমগ্র জগতের ঈশ্বর ভগবানকে; **বদ্ধ-অঞ্জলী**—কৃতাঞ্জলি সহকারে; **বিরজসৌ**—তমোগুণের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে; **ইদম্**—এই কথাগুলি; **ঊচতুঃ স্ম**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর, যেখানে অর্জুন বৃক্ষ দুটি ভূপতিত হয়েছিল, সেখানে বৃক্ষ দুটির মধ্যে থেকে মূর্তিমান অগ্নির মতো দুই মহাপুরুষ নির্গত হয়েছিলেন। তাঁদের সৌন্দর্যের ছটায় সর্বদিক আলোকিত হয়েছিল, এবং তাঁরা অবনত মস্তকে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতি নিবেদন করে কৃতাঞ্জলি সহকারে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ২৯

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিংস্ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণা বিদুঃ ॥ ২৯ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ; **মহা-যোগিন্**—হে যোগেশ্বর; **ত্বম্**—আপনি; **আদ্যঃ**—সব কিছুর মূল কারণ; **পুরুষঃ**—পরম পুরুষ; **পরঃ**—এই সৃষ্টির অতীত; **ব্যক্ত-অব্যক্তম্**—স্থূল এবং সূক্ষ্ম অথবা কার্য এবং কারণ সমন্বিত এই জড় জগৎ; **ইদম্**—এই; **বিশ্বম্**—সমগ্র জগৎ; **রূপম্**—রূপ; **তে**—আপনার; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রহ্মজ্ঞানীগণ; **বিদুঃ**—জানেন।

অনুবাদ

হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, আপনার যোগৈশ্বর্য অচিন্ত্য। আপনি পরম পুরুষ, জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ, এবং আপনি এই জড় সৃষ্টির অতীত। ব্রহ্মজ্ঞানীরা (সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম আদি বৈদিক উক্তির ভিত্তিতে) জানেন যে, স্থূল এবং সূক্ষ্মরূপে এই জগৎ আপনারই প্রকাশ।

তাৎপর্য

দুই দেবতা নলকূবর এবং মণিগ্রীবের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকায়, তাঁরা নারদ মুনির কৃপায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। এখন তাঁরা স্বীকার করেছেন, "নারদ মুনির আশীর্বাদে আমরা উদ্ধার লাভ করি, সেটি আপনারই পরিকল্পনা ছিল। তাই আপনি যোগেশ্বর—অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সব কিছুই আপনি অবগত। আপনি এত সুন্দরভাবে পরিকল্পনা করেছিলেন যে, আমরা এখানে দুটি যমজ অর্জুন বৃক্ষরূপে অবস্থান করলেও আপনি আমাদের উদ্ধার করার জন্য একটি ছোট শিশুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। এই সবই আপনার অচিন্ত্য ব্যবস্থাপনা। আপনি যেহেতু পরম পুরুষ, তাই আপনার পক্ষে সব কিছুই সম্ভব।"

শ্লোক ৩০-৩১

ত্বমেকঃ সর্বভূতানাং দেহাস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ ।
ত্বমেব কালো ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ৩০ ॥
ত্বং মহান্ প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা রজঃসত্ত্বতমোময়ী ।
ত্বমেব পুরুষোঽধ্যক্ষঃ সর্বক্ষেত্রবিকারবিৎ ॥ ৩১ ॥

ত্বম্—আপনি; **একঃ**—এক; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **দেহ**—শরীরের; **অসু**—প্রাণের; **আত্ম**—আত্মার; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়ের; **ঈশ্বরঃ**—পরমাত্মা, নিয়ন্তা; **ত্বম্**—আপনি; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **কালঃ**—কাল; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিষ্ণুঃ**—সর্বব্যাপী; **অব্যয়ঃ**—অবিনশ্বর; **ঈশ্বরঃ**—নিয়ন্তা; **ত্বম্**—আপনি; **মহান্**—মহত্তম; **প্রকৃতিঃ**—প্রকৃতি; **সূক্ষ্মা**—সূক্ষ্ম; **রজঃ-সত্ত্ব-তমঃ-ময়ী**—(সত্ত্ব, রজ এবং তম) প্রকৃতির এই তিন গুণ সমন্বিত; **ত্বম্ এব**—আপনিই; **পুরুষঃ**—পরম পুরুষ; **অধ্যক্ষঃ**—প্রভু; **সর্ব-ক্ষেত্র**—সমস্ত জীবে; **বিকার-বিৎ**—চঞ্চল মনকে জানেন।

অনুবাদ

আপনিই সব কিছুর নিয়ন্তা ভগবান। আপনিই প্রতিটি জীবের দেহ, প্রাণ, অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। আপনি পরম-পুরুষ, বিষ্ণু, অব্যয় ঈশ্বর। আপনি কাল, নিমিত্ত কারণ এবং ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। আপনি এই জড় জগতের আদি কারণ। আপনি পরমাত্মা এবং তাই আপনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ের সমস্ত বিষয়ের জ্ঞাতা।

তাৎপর্য

শ্রীপাদ মধ্বাচার্য *বামন পুরাণ* থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন—

> *রূপ্যত্বাত্তু জগদ্ রূপং বিষ্ণোঃ সাক্ষাৎ সুখাত্মকম্ ।*
> *নিত্যপূর্ণং সমুদ্দিষ্টং স্বরূপং পরমাত্মনঃ ॥*

শ্লোক ৩২

গৃহ্যমাণৈস্ত্বমগ্রাহ্যো বিকারৈঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ ।
কো ন্বিহার্হতি বিজ্ঞাতুং প্রাক্‌সিদ্ধং গুণসংবৃতঃ ॥ ৩২ ॥

গৃহ্যমাণৈঃ—দৃশ্য হওয়ার ফলে জড়া প্রকৃতি নির্মিত শরীরটিকে বাস্তব বলে স্বীকার করে; **ত্বম্**—আপনি; **অগ্রাহ্যঃ**—প্রকৃতিজাত শরীরের মধ্যে সীমিত না হয়ে; **বিকারৈঃ**—মনের দ্বারা বিচলিত; **প্রাকৃতৈঃ গুণৈঃ**—জড়া প্রকৃতির (সত্ত্ব, রজ এবং তম) গুণের দ্বারা; **কঃ**—কে রয়েছে; **নু**—তারপর; **ইহ**—এই জড় জগতে; **অর্হতি**—যোগ্য; **বিজ্ঞাতুম্**—জানার জন্য; **প্রাক্ সিদ্ধম্**—সৃষ্টির পূর্বে যার অস্তিত্ব ছিল; **গুণ-সংবৃতঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি সৃষ্টির পূর্বে বিরাজমান ছিলেন। তাই, এই জড় জগতে গুণময় দেহে আবদ্ধ কোন্ জীব আপনাকে জানতে পারে?

তাৎপর্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

(*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/২৩৪)

শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ এবং রূপ পরম সত্য, যা সৃষ্টির পূর্বেও বিদ্যমান ছিল। তাই, যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে—অর্থাৎ, যারা জড় উপাদানের দ্বারা সৃষ্ট দেহের বন্ধনে আবদ্ধ, তারা কিভাবে পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে? তা কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু *সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ*—যাঁরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাঁদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে প্রকাশিত করেন। সেই কথাও ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৫৫) প্রতিপন্ন করেছেন—*ভক্ত্যা মামভিজানাতি*। অল্পজ্ঞ মূর্খেরা কখনও কখনও *শ্রীমদ্ভাগবতে* শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনাও ভুল বোঝে। তাই, তাঁকে জানার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তিতে যুক্ত হওয়া। মানুষ যতই ভক্তিমার্গে অগ্রসর হয়, ততই তাঁকে যথাযথভাবে জানতে পারে। যদি জড়-জাগতিক স্তরে শ্রীকৃষ্ণকে জানা যেত, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু সব কিছু (*সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*), তাই এই জড় জগতের যে কোন বস্তু দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণকে জানা যেত। কিন্তু তা সম্ভব নয়।

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥

(*ভগবদ্‌গীতা* ৯/৪)

সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের উপর আশ্রিত, এবং সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু যারা জড়-জাগতিক স্তরে রয়েছে, তাদের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়।

শ্লোক ৩৩

তস্মৈ তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে ।
আত্মদ্যোতগুণৈশ্ছন্নমহিম্নে ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ৩৩ ॥

তস্মৈ—তাঁকে (আমরা প্রণতি নিবেদন করি, কারণ জড়-জাগতিক স্তরে তাঁকে জানা যায় না); **তুভ্যম্**—আপনাকে; **ভগবতে**—ভগবানকে; **বাসুদেবায়**—সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধের আদি বাসুদেবকে; **বেধসে**—সৃষ্টির মূল; **আত্ম-দ্যোত-গুণৈঃ ছন্ন-**

মহিম্নে—আপনাকে, যাঁর মহিমা আপনার শক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত; **ব্রহ্মণে**—পরমব্রহ্মকে; **নমঃ**—আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনার মহিমা আপনার শক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত। আপনি সৃষ্টির মূল সঙ্কর্ষণ, এবং চতুর্ব্যূহের আদি বাসুদেব। যেহেতু আপনি সব কিছু এবং তাই আপনি পরমব্রহ্ম, আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণকে বিস্তারিতভাবে জানতে চেষ্টা করার পরিবর্তে তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করাই শ্রেয়, কারণ তিনিই হচ্ছেন সব কিছুর উৎস এবং তিনিই সব কিছু। আমরা যেহেতু জড় প্রকৃতির গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত, তাই তিনি যদি নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশিত না করেন, তা হলে তাঁকে জানা অত্যন্ত কঠিন। তাই তিনিই যে সব কিছু, সেই কথা স্বীকার করে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর।

শ্লোক ৩৪-৩৫

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরেষ্বশরীরিণঃ ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ ॥ ৩৪ ॥
স ভবান্ সর্বলোকস্য ভবায় বিভবায় চ ।
অবতীর্ণোঽংশভাগেন সাম্প্রতং পতিরাশিষাম্ ॥ ৩৫ ॥

যস্য—যাঁর; **অবতারাঃ**—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ আদি বিভিন্ন অবতার; **জ্ঞায়ন্তে**—অনুমান করা হয়; **শরীরেষু**—বিভিন্নভাবে দৃষ্ট বিভিন্ন শরীরে; **অশরীরিণঃ**—সেগুলি সাধারণ জড় শরীর নয়, সেগুলি চিন্ময়; **তৈঃ তৈঃ**—সেই সমস্ত দেহের কার্যকলাপের দ্বারা; **অতুল্য**—অতুলনীয়; **অতিশয়ৈঃ**—অসীম; **বীর্যৈঃ**—বলের দ্বারা; **দেহিষু**—যারা জড় দেহধারী তাদের দ্বারা; **অসঙ্গতৈঃ**—বিভিন্ন অবতারে যে সমস্ত কার্যকলাপ তিনি সম্পাদন করেন, তা অনুষ্ঠান করা অসম্ভব; **সঃ**—সেই পরম পুরুষ; **ভবান্**—আপনি; **সর্ব-লোকস্য**—সকলের; **ভবায়**—উন্নতি সাধনের জন্য; **বিভবায়**—মুক্তির জন্য; **চ**—এবং; **অবতীর্ণঃ**—এখন আবির্ভূত হয়েছেন; **অংশ-ভাগেন**—তাঁর বিভিন্ন অংশ সহ পূর্ণরূপে; **সাম্প্রতম্**—এখন; **পতিঃ আশিষাম্**—আপনি সমস্ত কল্যাণ প্রদাতা ভগবান।

অনুবাদ

মৎস্য, কূর্ম, বরাহ আদি শরীরে আবির্ভূত হয়ে, এই সমস্ত প্রাণীদের পক্ষে অসম্ভব—যা অসামান্য, অতুলনীয় অসীম শক্তি সমন্বিত, সেই দিব্য কার্যকলাপ আপনি প্রদর্শন করেন। অতএব আপনার এই শরীর জড় উপাদানের দ্বারা গঠিত নয়, পক্ষান্তরে তা আপনার অবতার। আপনি সেই পরমেশ্বর ভগবান, এই জগতের সমস্ত জীবদের মঙ্গল সাধনের জন্য পূর্ণ শক্তিসহ আবির্ভূত হয়েছেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৭-৮) উল্লেখ করা হয়েছে—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যখন প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবনের অবক্ষয় হয় এবং দস্যু-তস্করদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পৃথিবীর অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে, তখন শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেন। দুর্ভাগা, বুদ্ধিহীন, ভক্তিহীন মানুষেরা ভগবানের কার্যকলাপ বুঝতে পারে না, এবং তাই তারা ভগবানের কার্যকলাপকে কল্পনা বা রূপকথা বলে বর্ণনা করে, কারণ তারা হচ্ছে মূঢ় এবং নরাধম (*ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ*)। এই প্রকার মানুষেরা বুঝতে পারে না যে, শ্রীল ব্যাসদেব *পুরাণ* এবং অন্যান্য শাস্ত্রে যে সব ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তা কল্পনাপ্রসূত গল্প নয়, তা বাস্তব সত্য।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অসীম পূর্ণ শক্তি প্রদর্শন করে প্রমাণ করেন যে, তিনিই হচ্ছেন ভগবান। বৃক্ষ দুটি যদিও এতই বিশাল এবং সুদৃঢ় ছিল যে, বহু হাতিও তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা গাছ দুটি নড়াতে পারত না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ একটি শিশুরূপে এমনই অসাধারণ শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন যে, সেই বৃক্ষ দুটি প্রচণ্ড শব্দ সহকারে ভূপতিত হয়েছিল। প্রথম থেকেই পূতনা, শকটাসুর এবং তৃণাবর্তকে বধ করে, যমলার্জুন উৎপাটিত করে, তাঁর নিজের মুখের মধ্যে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রমাণ করিয়েছিলেন যে, তিনিই হচ্ছেন ভগবান। মূঢ় এবং নরাধমেরা তাদের পাপের ফলে সেই কথা বুঝতে পারে না, কিন্তু ভক্তের মনে সেই সমস্ত ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে কখনও কোন সন্দেহের উদয় হয় না। এইভাবে ভক্তের স্থিতি অভক্তদের থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।

শ্লোক ৩৬

নমঃ পরমকল্যাণ নমঃ পরমমঙ্গল ।
বাসুদেবায় শান্তায় যদূনাং পতয়ে নমঃ ॥ ৩৬ ॥

নমঃ—আমরা সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **পরম-কল্যাণ**—পরম কল্যাণময়; **নমঃ**—আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **পরম-মঙ্গল**—আপনি যা কিছু করেন, তাই মঙ্গলময়; **বাসুদেবায়**—ভগবান বাসুদেবকে; **শান্তায়**—পরম শান্তকে; **যদূনাম্**—যদুদের; **পতয়ে**—নিয়ন্ত্রণকারীকে; **নমঃ**—আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম।

অনুবাদ

হে পরম কল্যাণময়, আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে পরম মঙ্গল, আপনাকে প্রণাম করি। হে যদুপতি বাসুদেব এবং শান্তস্বরূপ, আপনাকে প্রণাম করি।

তাৎপর্য

পরমকল্যাণ শব্দটি মহত্ত্বপূর্ণ, কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সমস্ত অবতারে সাধুদের রক্ষা করার জন্য আবির্ভূত হন (*পরিত্রাণায় সাধূনাম্*)। সাধু বা ভক্তরা সর্বদা অভক্তদের দ্বারা নির্যাতিত হন, এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের রক্ষা করার জন্য অবতীর্ণ হন। সেটি তাঁর প্রথম চিন্তা। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি একটির পর একটি অসুর সংহার করেছেন।

শ্লোক ৩৭

অনুজানীহি নৌ ভূমংস্তবানুচরকিঙ্করৌ ।
দর্শনং নৌ ভগবত ঋষেরাসীদনুগ্রহাৎ ॥ ৩৭ ॥

অনুজানীহি—আপনি আমাদের অনুমতি দিন; **নৌ**—আমরা; **ভূমন্**—হে বিশ্বরূপ; **তব অনুচর-কিঙ্করৌ**—আপনার বিশ্বস্ত ভক্ত নারদ মুনির দাস হওয়ার ফলে; **দর্শনম্**—সাক্ষাৎ দর্শন করার জন্য; **নৌ**—আমাদের; **ভগবতঃ**—আপনার; **ঋষেঃ**—দেবর্ষি নারদের; **আসীৎ**—(অভিশাপ রূপে) ছিল; **অনুগ্রহাৎ**—কৃপার ফলে।

অনুবাদ

হে বিশ্বস্বরূপ, আমরা আপনার অনুচর নারদ মুনির ভৃত্য। এখন আপনি আমাদের গৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিন। নারদ মুনির কৃপায় আমরা আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করেছি।

তাৎপর্য

ভক্তের আশীর্বাদ ছাড়া শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে জানা যায় না। *মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে। ভগবদ্গীতার* (৭/৩) এই শ্লোকটি অনুসারে বহু সিদ্ধ বা যোগী রয়েছে, যারা শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না; পক্ষান্তরে, তারা তাঁকে ভুল বোঝে। কিন্তু কেউ যখন নারদ মুনির পরম্পরায় (*স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ*) ভক্তের শরণাগত হন, তখন তিনি বুঝতে পারেন, কে ভগবানের অবতার। এই যুগে বহু ভণ্ড একটু-আধটু ভেলকিবাজি দেখিয়ে নিজেদের ভগবান বলে প্রচার করছে। নারদ মুনি আদি কৃষ্ণের অনুচরদের ভৃত্য না হলে বোঝা যায় না, কে ভগবান এবং কে ভগবান নয়। সেই কথা নরোত্তম দাস ঠাকুর প্রতিপন্ন করেছেন—*ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পায়েছে কেবা।* অন্যরা মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনার দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকার দৈহিক বা মানসিক কসরতের দ্বারা কখনই তা বুঝতে পারে না।

শ্লোক ৩৮

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্ ॥ ৩৮ ॥

বাণী—বাক্য, কথা বলার ক্ষমতা; **গুণ-অনুকথনে**—সর্বদা আপনার লীলাবিলাস কীর্তনে যুক্ত; **শ্রবণৌ**—কর্ণ; **কথায়াম্**—আপনার লীলা শ্রবণে; **হস্তৌ**—হাত, পা এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়; **চ**—ও; **কর্মসু**—আপনার প্রীতিজনক কার্যে; **মনঃ**—মন; **তব**—আপনার; **পাদয়োঃ**—আপনার শ্রীপাদপদ্মের; **নঃ**—আমাদের; **স্মৃত্যাম্**—আপনার স্মরণে; **শিরঃ**—মস্তক; **তব**—আপনার; **নিবাস-জগৎ-প্রণামে**—যেহেতু আপনি সর্বব্যাপ্ত, তাই আপনি সব কিছু, এবং কোন রকম সুখভোগের প্রচেষ্টা না করে

আমাদের মস্তক যেন সর্বদা অবনত থাকে; **দৃষ্টিঃ**—দর্শনশক্তি; **সতাম্**—বৈষ্ণবদের; **দর্শনে**—দর্শনে; **অস্তু**—এইভাবে যুক্ত হোক; **ভবৎ-তনূনাম্**—যারা আপনার থেকে অভিন্ন।

অনুবাদ

এখন থেকে আমাদের বাক্য আপনার লীলা কীর্তনে, শ্রবণ যুগল আপনার মহিমা শ্রবণে, হাত-পা এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় আপনার প্রীতিজনক কার্যে, মন আপনার পাদপদ্ম স্মরণে, মস্তক এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রণামে (কারণ সমস্ত বস্তুই আপনারই বিভিন্ন রূপ), এবং চক্ষু আপনার থেকে অভিন্ন বৈষ্ণবদের দর্শনে রত থাকুক।

তাৎপর্য

এখানে ভগবানকে জানার পন্থা বর্ণিত হয়েছে। এই পন্থাই হচ্ছে ভক্তি।

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/২৩)

সব কিছুই ভগবানের সেবায় যুক্ত করা উচিত। *হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে* (*নারদ পঞ্চরাত্র*)। মন, দেহ এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়, সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত করা উচিত। তা নারদ, স্বয়ম্ভু, শম্ভু আদি মহান ভক্তদের কাছ থেকে শেখা উচিত। এটিই হচ্ছে পন্থা। আমরা ভগবানকে জানার কোন মনগড়া বিধি তৈরি করতে পারি না, কারণ এমন নয় যে, মনগড়া একটা কিছু কল্পনা করে নিলেই তা ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানে পরিণত হবে। '*যত মত তত পথ*' আদি প্রবাদ মূর্খের মতবাদ। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ*—"ভক্তির দ্বারাই কেবল আমাকে জানা যায়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/১৪/২১) একে বলা হয় *আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্*, অনুকূলভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া।

শ্লোক ৩৯

শ্রীশুক উবাচ

ইত্থং সংকীর্তিতস্তাভ্যাং ভগবান্ গোকুলেশ্বরঃ ।
দাম্না চোলূখলে বদ্ধঃ প্রহসন্নাহ গুহ্যকৌ ॥ ৩৯ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইত্থম্**—এইভাবে, পূর্বে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে; **সংকীর্তিতঃ**—বন্দিত এবং স্তুত; **তাভ্যাম্**—সেই দুই দেবতাদের দ্বারা; **ভগবান্**—ভগবান; **গোকুল-ঈশ্বরঃ**—গোকুলের ঈশ্বর (কারণ তিনি *সর্বলোকমহেশ্বর*); **দাম্না**—রজ্জুর দ্বারা; **চ**—ও; **উলূখলে**—উদূখলে; **বদ্ধঃ**—বদ্ধ; **প্রহসন্**—হেসে; **আহ**—বলেছিলেন; **গুহ্যকৌ**—সেই দুজন দেবতাকে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে সেই দুজন দেবতা ভগবানের স্তব করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদিও সর্বলোকমহেশ্বর, বিশেষ করে গোকুলেশ্বর ভগবান, তবুও মা যশোদা তাঁকে উদূখলে বেঁধে রেখেছিলেন, এবং তাই হাসতে হাসতে তিনি কুবেরের পুত্র দুজনকে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ হাসছিলেন, কারণ তিনি তখন মনে মনে ভাবছিলেন, "এই দুজন দেবতা স্বর্গলোক থেকে এই পৃথিবীতে অধঃপতিত হয়েছিল এবং যদিও তারা দীর্ঘকাল বৃক্ষরূপে দাঁড়িয়ে ছিল, তবুও আমি তাদের সেই বন্ধন থেকে মুক্ত করেছি, কিন্তু আমি স্বয়ং যশোদা আদি গোপীদের দ্বারা রজ্জুর বন্ধনে আবদ্ধ এবং তাঁদের তিরস্কারের পাত্র।" পক্ষান্তরে বলা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের শুদ্ধ প্রেমের প্রভাবে, তাঁদের দ্বারা বন্ধনে আবদ্ধ এবং তিরস্কৃত হন, যা নানাভাবে ভক্তদের দ্বারা প্রশংসনীয়।

শ্লোক ৪০

শ্রীভগবানুবাচ

জ্ঞাতং মম পুরৈবৈতদৃষিণা করুণাত্মনা ।
যচ্ছ্রীমদান্ধয়োর্বাগ্‌ভির্বিভ্রংশোঽনুগ্রহঃ কৃতঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **জ্ঞাতম্**—সব কিছুই জানা আছে; **মম**—আমার; **পুরা**—পূর্বে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **এতৎ**—এই ঘটনা; **ঋষিণা**—দেবর্ষি নারদের দ্বারা; **করুণা-আত্মনা**—যেহেতু তিনি তোমাদের উপর অত্যন্ত কৃপালু; **যৎ**—যা; **শ্রী-মদ-অন্ধয়োঃ**—যারা জড়-জাগতিক ঐশ্বর্যে উন্মত্ত হওয়ার ফলে অন্ধ হয়ে গেছে;

বাগ্‌ভিঃ—বাণীর দ্বারা বা অভিশাপের দ্বারা; **বিভ্রংশঃ**—এখানে অর্জুন বৃক্ষ হওয়ার জন্য স্বর্গলোক থেকে অধঃপতিত হয়ে; **অনুগ্রহঃ কৃতঃ**—তিনি এইভাবে তোমাদের অনুগ্রহ করেছেন।

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—দেবর্ষি নারদ অত্যন্ত কৃপাময়। ধনমদে অন্ধ তোমাদের দুজনকে অভিশাপ দিয়ে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর মহৎ কৃপা প্রদর্শন করেছেন। যদিও তোমরা স্বর্গলোক থেকে অধঃপতিত হয়ে বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হয়েছিলে, তবুও তোমরা তাঁর দ্বারা অনুগৃহীত হয়েছ। আমি এই সমস্ত বিষয়ে প্রথম থেকেই অবগত ছিলাম।

তাৎপর্য

এখানে ভগবান প্রতিপন্ন করেছেন যে, ভক্তের অভিশাপও কৃপা। ভগবান যেমন সর্বমঙ্গলময়, তেমনই তাঁর ভক্তরাও সর্বমঙ্গলময়। তিনি যা-ই করেন, তার ফলে সকলেরই মঙ্গল হয়। সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৪১

সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্ ।
দর্শনান্নো ভবেদ্ বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা ॥ ৪১ ॥

সাধূনাম্—ভক্তদের; **সম-চিত্তানাম্**—যাঁরা সকলেরই প্রতি সমদর্শী; **সুতরাম্**—প্রচুরভাবে, পূর্ণরূপে; **মৎ-কৃত-আত্মনাম্**—যাঁরা পূর্ণরূপে আমার শরণাগত এবং আমার সেবা করার জন্য কৃতসঙ্কল্প; **দর্শনাৎ**—কেবল দর্শনের দ্বারা; **ন ভবেৎ বন্ধঃ**—সমস্ত জড় বন্ধন থেকে মুক্তি; **পুংসঃ**—মানুষের; **অক্ষ্ণোঃ**—চক্ষুর; **সবিতুঃ যথা**—সূর্যের দর্শনের দ্বারা যেমন।

অনুবাদ

সূর্যের দর্শনে যেভাবে চক্ষুর অন্ধকার দূরীভূত হয়, তেমনই ঐকান্তিকভাবে আমার শরণাগত এবং আমার সেবায় কৃতসঙ্কল্প ভক্তের সাক্ষাৎকারের ফলে, কারও আর জড় বন্ধন থাকতে পারে না।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

'সাধুসঙ্গ,' 'সাধুসঙ্গ'—সর্বশাস্ত্রে কয় ।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় ॥

(শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য ২২/৫৪)

যদি ঘটনাক্রমে কোন সাধু বা ভক্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়, তা হলে জীবন তৎক্ষণাৎ সফল হয়, এবং তিনি তখন জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হন। এখন প্রশ্ন হতে পারে, কেউ গভীর শ্রদ্ধা সহকারে সাধুকে স্বাগত জানাতে পারে, আবার অন্য কেউ সেই প্রকার শ্রদ্ধা প্রদর্শন না-ও করতে পারে। সাধু কিন্তু সকলেরই প্রতি সমদর্শী। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার ফলে, সাধু সর্বদাই কোন রকম ভেদভাব দর্শন না করে কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রদান করতে প্রস্তুত থাকেন। তাই সাধুকে দর্শন করা মাত্রই মানুষ মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু যারা অত্যন্ত অপরাধী, যারা বৈষ্ণব-অপরাধ করে, তাদের সংশোধনের জন্য কিছু সময় লাগে। সেই কথাও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ৪২

তদ্ গচ্ছতং মৎপরমৌ নলকূবর সাদনম্ ।
সঞ্জাতো ময়ি ভাবো বামীপ্সিতঃ পরমোঽভবঃ ॥ ৪২ ॥

তৎ গচ্ছতম্—এখন তোমরা ফিরে যেতে পার; **মৎ-পরমৌ**—আমাকে জীবনের পরম লক্ষ্য বলে স্বীকার করে; **নলকূবর**—হে নলকূবর এবং মণিগ্রীব; **সাদনম্**—তোমাদের গৃহে; **সঞ্জাতঃ**—সম্পৃক্ত হয়ে; **ময়ি**—আমাকে; **ভাবঃ**—ভক্তি; **বাম্**—তোমাদের দ্বারা; **ঈপ্সিতঃ**—বাঞ্ছিত; **পরমঃ**—পরম, সর্বোচ্চ, সর্বদা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যুক্ত; **অভবঃ**—যেখান থেকে আর জড় জগতে অধঃপতন হয় না।

অনুবাদ

নলকূবর এবং মণিগ্রীব, তোমরা দুজনে এখন গৃহে ফিরে যেতে পার। তোমরা যেহেতু সর্বদা আমার ভক্তিতে মগ্ন হতে চেয়েছিলে, তাই আমার প্রতি তোমাদের প্রেমলাভ করার বাসনা পূর্ণ হবে, এবং এখন আর সেই স্তর থেকে তোমাদের কখনও অধঃপতন হবে না।

তাৎপর্য

জীবনের পরম সিদ্ধি হচ্ছে ভগবানের সেবার স্তর প্রাপ্ত হওয়া এবং সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকা। সেই কথা বুঝতে পেরে নলকূবর এবং মণিগ্রীব সেই স্তর প্রাপ্ত হওয়ার বাসনা করেছিলেন, এবং ভগবান তাঁদের সেই চিন্ময় বাসনা সফল হওয়ার আশীর্বাদ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৩

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তৌ তৌ পরিক্রম্য প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ ।
বদ্ধোলূখলমামন্ত্র্য জগ্মতুর্দিশমুত্তরাম্ ॥ ৪৩ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি উক্তৌ**—ভগবান কর্তৃক এইভাবে আদিষ্ট হয়ে; **তৌ**—নলকূবর এবং মণিগ্রীব; **পরিক্রম্য**—প্রদক্ষিণ করে; **প্রণম্য**—প্রণাম করে; **চ**—ও; **পুনঃ পুনঃ**—বার বার; **বদ্ধ-উলূখলম্ আমন্ত্র্য**—উদূখলে বদ্ধ ভগবানের অনুমতি নিয়ে; **জগ্মতুঃ**—প্রস্থান করেছিলেন; **দিশম্ উত্তরাম্**—তাঁদের গন্তব্যস্থলে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—ভগবান সেই দুজন দেবতাকে এইভাবে বললে, তাঁরা উদূখলে বদ্ধ ভগবানকে প্রদক্ষিণপূর্বক বার বার প্রণাম করে, ভগবানের অনুমতি নিয়ে তাঁদের গৃহে প্রস্থান করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'যমলার্জুন বৃক্ষ উদ্ধার' নামক দশম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

এই অধ্যায়ে গোকুলবাসীদের গোকুল ত্যাগ করে বৃন্দাবন যাত্রা এবং কৃষ্ণের বৎসাসুর ও বকাসুর বধলীলা বর্ণিত হয়েছে।

যমলার্জুন বৃক্ষ দুটির পতনের ফলে বজ্রপাতের মতো প্রচণ্ড শব্দ হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দ মহারাজ তখন অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে অন্যান্য গোকুলবাসীগণ সহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখেছিলেন যে, যমলার্জুন বৃক্ষ দুটি ভগ্ন হয়েছে এবং কৃষ্ণ সেখানে উদূখলে বদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁরা বৃক্ষ দুটি ভগ্ন হওয়ার এবং কৃষ্ণের সেখানে থাকার কোন কারণ খুঁজে পেলেন না। তাঁরা মনে করেছিলেন, হয়ত সেটি শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট-প্রয়াসী কোন অসুরের কার্য। তাঁরা তখন কৃষ্ণের খেলার সাথীদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেখানে কি হয়েছিল। শিশুরা তখন সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেও তারা তা বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য মনে করেছিলেন, যে তা সত্য হতেও পারে, কারণ তাঁরা ইতিমধ্যেই কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে বহু আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটতে দেখেছেন। নন্দ মহারাজ তখন কৃষ্ণকে দড়ির বাঁধন থেকে মুক্ত করেছিলেন।

এইভাবে কৃষ্ণ প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ, নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদার বাৎসল্য প্রেম বর্ধন করার জন্য আশ্চর্যজনক সমস্ত ঘটনা প্রদর্শন করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁরা বিস্ময় এবং আনন্দ অনুভব করেছিলেন। 'যমলার্জুন বৃক্ষ ভগ্ন' ছিল সেই সমস্ত অদ্ভুত লীলার অন্যতম।

একদিন এক ফল পসারিণী ফল বিক্রী করার জন্য নন্দ মহারাজের গৃহে এলে, কৃষ্ণ তাঁর ছোট ছোট দুটি হাতে কিছু ধান নিয়ে তার বিনিময়ে তার কাছ থেকে ফল কিনতে যান। যাওয়ার সময় তাঁর হাত থেকে প্রায় সমস্ত ধান পড়ে যায়, কেবল দু-একটি মাত্র দানা অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু সেই ফল পসারিণী কৃষ্ণের প্রতি গভীর স্নেহবশত তার বিনিময়েই কৃষ্ণের দুই হাত ফলে পূর্ণ করে দিয়েছিল। তা করা মাত্রই তার ফলের ঝুড়িটিও মণিরত্নে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

তারপর গোকুলে নানা প্রকার উৎপাত হচ্ছে দেখে তাঁরা ব্রজধাম বৃন্দাবনে যেতে

স্থির করেছিলেন, এবং তার পরের দিন তারা সকলে প্রস্থান করেছিলেন। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ এবং বলরাম বাল্যলীলা সমাপন করে গোবৎসদের গোচারণে নিয়ে যাওয়ার লীলা শুরু করেছিলেন। সেই সময় বৎসাসুর নামক একটি অসুর গোবৎসদের মধ্যে প্রবেশ করে এবং নিহত হয়। বিশাল বকরূপী আর একটি অসুরও নিহত হয়। কৃষ্ণের খেলার সাথীরা সেই সমস্ত ঘটনা তাঁদের মায়েদের কাছে বলেছিলেন। মায়েরা কিন্তু কৃষ্ণের খেলার সাথী তাঁদের পুত্রদের কথায় বিশ্বাস করতে পারতেন না। কিন্তু বাৎসল্য রসে মুগ্ধ হয়ে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপের এই সমস্ত বর্ণনা উপভোগ করতেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

গোপা নন্দাদয়ঃ শ্রুত্বা দ্রুময়োঃ পততোরবম্ ।
তত্রাজগ্মুঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নির্ঘাতভয়শঙ্কিতাঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **গোপাঃ**—গোপগণ; **নন্দ-আদয়ঃ**—নন্দ মহারাজ প্রভৃতি; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **দ্রুময়োঃ**—বৃক্ষ দুটির; **পততোঃ**—পতন; **রবম্**—বজ্রপাতের মতো প্রচণ্ড শব্দ; **তত্র**—সেখানে; **আজগ্মুঃ**—গিয়েছিলেন; **কুরু-শ্রেষ্ঠঃ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **নির্ঘাত-ভয়-শঙ্কিতাঃ**—বজ্রপাত হয়েছে বলে আশঙ্কা করে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, যমলার্জুন বৃক্ষ দুটি পতিত হলে, নন্দ মহারাজ আদি গোপেরা সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শুনে বজ্রপাত হয়েছে বলে আশঙ্কা করে সেখানে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২

ভূম্যাং নিপতিতৌ তত্র দদৃশুর্যমলার্জুনৌ ।
বভ্রমুস্তদবিজ্ঞায় লক্ষ্যং পতনকারণম্ ॥ ২ ॥

ভূম্যাম্—ভূমিতে; **নিপতিতৌ**—পতিত; **তত্র**—সেখানে; **দদৃশুঃ**—তাঁরা সকলে দেখেছিলেন; **যমল-অর্জুনৌ**—যমজ অর্জুন বৃক্ষ দুটি; **বভ্রমুঃ**—বিভ্রান্ত হয়েছিলেন;

তৎ—তা; **অবিজ্ঞায়**—কিন্তু তাঁরা স্থির করতে পারলেন না; **লক্ষ্যম্**—যদিও তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে দেখেছিলেন যে বৃক্ষ দুটি নিপতিত হয়েছে; **পতন-কারণম্**—তাদের পতনের কারণ (সহসা তা হল কি করে?)।

অনুবাদ

তাঁরা সেখানে এসে ভূতলে পতিত অর্জুন বৃক্ষ দুটি দেখতে পেলেন। যদিও তাঁরা দেখতে পেরেছিলেন যে, বৃক্ষ দুটি নিপতিত হয়েছে, কিন্তু বিভ্রান্ত হওয়ার ফলে, তাঁরা বৃক্ষ দুটির পতনের কারণ নির্ণয় করতে পারলেন না।

তাৎপর্য

সমস্ত পরিস্থিতি বিচার করলে প্রশ্ন ওঠে শ্রীকৃষ্ণ কি তা করেছিলেন? তিনি সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, এবং তাঁর খেলার সাথীরা বলেছিল যে, কৃষ্ণই তা করেছিলেন। সত্যিই কি কৃষ্ণ তা করেছিলেন, না কি তা মনগড়া গল্পকথা? সেটিই ছিল তাঁদের বিভ্রান্তির কারণ।

শ্লোক ৩

উলূখলং বিকর্ষন্তং দাম্না বদ্ধং চ বালকম্ ।
কস্যেদং কুত আশ্চর্যমুৎপাত ইতি কাতরাঃ ॥ ৩ ॥

উলূখলম্—উদূখল; **বিকর্ষন্তম্**—আকর্ষণ করে; **দাম্না**—রজ্জুর দ্বারা; **বদ্ধম্ চ**—আবদ্ধ হয়ে; **বালকম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **কস্য**—কার; **ইদম্**—এই; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **আশ্চর্যম্**—এই আশ্চর্য ঘটনা; **উৎপাতঃ**—উপদ্রব; **ইতি**—এইভাবে; **কাতরাঃ**—তাঁরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ হয়ে উদূখল আকর্ষণ করছিলেন। কিন্তু সে বৃক্ষ দুটি উৎপাটন করল কি করে? প্রকৃতপক্ষে কে সেটি করেছে? এই ঘটনার সূত্রটি কোথায়? এই সমস্ত আশ্চর্যজনক বিষয় চিন্তা করে গোপেরা উদ্বিগ্ন এবং বিভ্রান্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

গোপেরা অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণ দুটি বৃক্ষের মাঝখানে ছিলেন, এবং যদি বৃক্ষ দুটি তাঁর উপর পড়ত তা হলে যে তাঁর কি হত তা কল্পনাও করা

যায় না। কিন্তু তিনি সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন এবং এই অদ্ভুত ঘটনাটি ঘটেছে। অতএব এই সমস্ত কে করল? এমন আশ্চর্যজনকভাবে এই ঘটনাটিও বা ঘটল কি করে? এইভাবে বিবেচনা করে তাঁরা বিচলিত হয়েছিলেন এবং উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন যে, ভগবান ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণকে রক্ষা করেছেন এবং তাঁর কিছু হয়নি।

শ্লোক ৪

বালা ঊচুরনেনেতি তির্যগ্গতমুলূখলম্ ।
বিকর্ষতা মধ্যগেন পুরুষাবপ্যচক্ষ্মহি ॥ ৪ ॥

বালাঃ—অন্য সমস্ত বালকেরা; **ঊচুঃ**—বলেছিল; **অনেন**—তাঁর দ্বারা (কৃষ্ণের দ্বারা); **ইতি**—এইভাবে; **তির্যক্**—বক্রভাবে; **গতম্**—যা হয়েছে; **উলূখলম্**—উদূখল; **বিকর্ষতা**—কৃষ্ণের দ্বারা আকর্ষণের ফলে; **মধ্যগেন**—দুটি বৃক্ষের মাঝখানে গিয়ে; **পুরুষৌ**—দুটি সুন্দর পুরুষ; **অপি**—ও; **অচক্ষ্মহি**—আমরা স্বচক্ষে তা দর্শন করেছি।

অনুবাদ

তখন সমস্ত গোপবালকেরা বলেছিল—কৃষ্ণই তা করেছে। সে যখন দুটি বৃক্ষের মাঝখানে যায়, তখন উদূখলটি বক্রভাবে তাদের মাঝখানে আটকে যায়, এবং শ্রীকৃষ্ণ সেই উদূখলটি আকর্ষণ করায় বৃক্ষ দুটি পতিত হয়। তারপর দুজন অতি সুন্দর পুরুষ সেই বৃক্ষ দুটি থেকে বেরিয়ে আসে। আমরা স্বচক্ষে তা দর্শন করেছি।

তাৎপর্য

কৃষ্ণের খেলার সাথীরা কৃষ্ণের পিতা নন্দ মহারাজকে প্রকৃত ঘটনাটির বর্ণনা করে বলতে চেয়েছিলেন যে, কেবল গাছটিই ভেঙ্গে পড়েনি, সেই গাছ দুটির মধ্যে থেকে দুজন দিব্য পুরুষ বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, "এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, এবং আমরা তা স্বচক্ষে দর্শন করেছি।"

শ্লোক ৫

ন তে তদুক্তং জগৃহুর্ন ঘটেতেতি তস্য তৎ ।
বালস্যোৎপাটনং তর্বোঃ কেচিৎ সন্দিগ্ধচেতসঃ ॥ ৫ ॥

ন—না; **তে**—গোপেরা; **তৎ-উক্তম্**—বালকদের কথায়; **জগৃহুঃ**—সত্য বলে স্বীকার করেছিলেন; **ন ঘটেত**—তা হতে পারে না; **ইতি**—এইভাবে; **তস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **তৎ**—কার্যকলাপ; **বালস্য**—কৃষ্ণের মতো ছোট একটি বালকের পক্ষে; **উৎপাটনম্**—উৎপাটন করা; **তর্বোঃ**—দুটি বৃক্ষের; **কেচিৎ**—তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ; **সন্দিগ্ধ-চেতসঃ**—সন্দিগ্ধ হয়েছিলেন (কারণ গর্গমুনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এই শিশুটি নারায়ণের সমতুল্য হবেন)।

অনুবাদ

গভীর বাৎসল্য প্রেমের ফলে, নন্দ মহারাজ প্রমুখ গোপেরা বিশ্বাস করতে পারেননি যে, শ্রীকৃষ্ণ এত আশ্চর্যজনকভাবে বৃক্ষ দুটি উৎপাটন করেছিলেন। তাই তাঁরা বালকদের কথায় বিশ্বাস করতে পারেননি। তাঁদের মধ্যে কারও কারও মনে কিন্তু সন্দেহ হয়েছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন, "যেহেতু ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, কৃষ্ণ নারায়ণের সমতুল্য হবে, তাই সে এই কার্য করেও থাকতে পারে।"

তাৎপর্য

এক বিচার ছিল যে, এত ছোট একটি বালকের পক্ষে দুটি বৃক্ষ এইভাবে উৎপাটন করা অসম্ভব। কিন্তু অন্যদের মনে সন্দেহ হয়েছিল, কারণ কৃষ্ণ নারায়ণের সমতুল্য হবেন বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। তাই গোপেরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬

উলূখলং বিকর্ষন্তং দাম্না বদ্ধং স্বমাত্মজম্ ।
বিলোক্য নন্দঃ প্রহসদ্বদনো বিমুমোচ হ ॥ ৬ ॥

উলূখলম্—উদূখল; **বিকর্ষন্তম্**—আকর্ষণ করে; **দাম্না**—রজ্জুর দ্বারা; **বদ্ধম্**—আবদ্ধ; **স্বম্ আত্মজম্**—তাঁর পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **নন্দঃ**—নন্দ মহারাজ; **প্রহসৎ-বদনঃ**—সেই অদ্ভুত শিশুটিকে দর্শন করে তাঁর মুখমণ্ডল হাস্যোজ্জ্বল হয়েছিল; **বিমুমোচ হ**—তাকে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলেন।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ তাঁর পুত্রকে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় উদূখল আকর্ষণ করতে দেখে হাসি মুখে তাঁকে বন্ধন মুক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণের মাতা যশোদা তাঁর প্রিয় পুত্রটিকে এইভাবে বন্ধন করেছেন দেখে নন্দ মহারাজ বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন। কৃষ্ণের সঙ্গে তো তাঁর গভীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তা হলে এত নিষ্ঠুরভাবে তিনি তাঁকে উদূখলে বাঁধলেন কি করে? নন্দ মহারাজ বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেটি ছিল প্রেমের বিনিময়, এবং তাই তিনি হেসে কৃষ্ণকে বন্ধন মুক্ত করেছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বদ্ধ জীবদের সকাম কর্মের বন্ধনে বাঁধেন, কিন্তু মা যশোদা এবং নন্দ মহারাজকে তিনি বাৎসল্য প্রেমের বন্ধনে বেঁধেছেন। এটিই তাঁর লীলা।

শ্লোক ৭

গোপীভিঃ স্তোভিতোঽনৃত্যদ্ ভগবান্ বালবৎ ক্বচিৎ ।
উদ্গায়তি ক্বচিন্মুগ্ধস্তদ্বশো দারুযন্ত্রবৎ ॥ ৭ ॥

গোপীভিঃ—গোপীদের দ্বারা; **স্তোভিতঃ**—অনুপ্রাণিত হয়ে; **অনৃত্যৎ**—শিশুকৃষ্ণ নাচতেন; **ভগবান্**—যদিও তিনি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান; **বালবৎ**—ঠিক একটি নরশিশুর মতো; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **উদ্গায়তি**—গান করতেন; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **মুগ্ধঃ**—মুগ্ধ হয়ে; **তৎ-বশঃ**—তাঁদের বশীভূত; **দারু-যন্ত্র-বৎ**—ঠিক একটি কাঠের পুতুলের মতো।

অনুবাদ

গোপীরা বলতেন, "কৃষ্ণ, তুমি যদি নাচ, তা হলে আমরা তোমাকে এই লাড্ডুটি দেব।" এই প্রকার বাক্যের দ্বারা অথবা করতালির দ্বারা তারা নানাভাবে কৃষ্ণকে উৎসাহিত করতেন। তিনি সর্বশক্তিমান ভগবান হওয়া সত্ত্বেও হাসতে হাসতে তাঁদের ইচ্ছামতো নাচতেন, যেন তিনি ছিলেন তাঁদের হাতের পুতুল। কখনও কখনও তাঁদের অনুরোধে তিনি উচ্চৈঃস্বরে গান করতেন। এইভাবে কৃষ্ণ সর্বতোভাবে গোপীদের বশীভূত ছিলেন।

শ্লোক ৮

বিভর্তি ক্বচিদাজ্ঞপ্তঃ পীঠকোন্মানপাদুকম্ ।
বাহুক্ষেপং চ কুরুতে স্বানাং চ প্রীতিমাবহন্ ॥ ৮ ॥

বিভর্তি—শ্রীকৃষ্ণ কোন বস্তু ওঠাতে যেন অক্ষম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **আজ্ঞপ্তঃ**—আদিষ্ট হয়ে; **পীঠক-উন্মান**—কাঠের পিঁড়ি এবং মাপার জন্য কাঠের পাত্র; **পাদুকম্**—পাদুকা; **বাহু-ক্ষেপম্ চ**—হাত তুলে পরাক্রম প্রদর্শন করে; **কুরুতে**—করেন; **স্বানাম্ চ**—তার আত্মীয়স্বজন, গোপীগণ এবং অন্যান্য অন্তরঙ্গ বন্ধুদের; **প্রীতিম্**—আনন্দ; **আবহন্**—উৎপাদন করে।

অনুবাদ

কখনও কখনও মা যশোদা এবং তাঁর সখীরা কৃষ্ণকে বলতেন, "এটা নিয়ে এস" অথবা "ওটা নিয়ে এস।" কখনও কখনও তাঁরা তাঁকে কাঠের পিঁড়ি, পাদুকা অথবা ধান মাপার কাঠের পাত্র নিয়ে আসতে বলতেন। মায়ের দ্বারা এইভাবে আদিষ্ট হয়ে কৃষ্ণ তা আনার চেষ্টা করতেন। কখনও কখনও তিনি যেন তা ওঠাতে অক্ষম, এইভাবে তিনি তা ছুঁয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন। কখনও আবার তাঁর আত্মীয়বর্গের হর্ষ উৎপাদন করার জন্য তাঁর হাত তুলে বিক্রম প্রকাশ করতেন।

শ্লোক ৯

দর্শয়ংস্তদ্বিদাং লোক আত্মনো ভৃত্যবশ্যতাম্ ।
ব্রজস্যোবাহ বৈ হর্ষং ভগবান্ বালচেষ্টিতৈঃ ॥ ৯ ॥

দর্শয়ন্—প্রদর্শন করে; **তৎ-বিদাম্**—কৃষ্ণের কার্যকলাপ যাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, সেই সব ব্যক্তিদের নিকট; **লোকে**—সমগ্র জগতে; **আত্মনঃ**—নিজের; **ভৃত্য-বশ্যতাম্**—তাঁর ভৃত্যদের আদেশ পালনে কিভাবে তিনি সম্মত হন; **ব্রজস্য**—ব্রজভূমির; **উবাহ**—সম্পন্ন করেছিলেন; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **হর্ষম্**—আনন্দ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বাল-চেষ্টিতৈঃ**—বাল্যকোচিত কার্যকলাপের দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভৃত্যদের দ্বারা কিভাবে বশীভূত হন, তা তাঁর কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গমে সক্ষম জগতে তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের নিকট প্রদর্শন করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর বালকোচিত কার্যকলাপের দ্বারা ব্রজবাসীদের আনন্দ বর্ধন করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁর ভক্তদের আনন্দ বর্ধনের জন্য তাঁর বাল্যলীলা বিলাস করেছিলেন, তা আর একটি চিন্ময় রস। তিনি কেবল ব্রজবাসীদেরই তাঁর এই সমস্ত লীলা প্রদর্শন করেননি, যারা তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি এবং ঐশ্বর্যের দ্বারা মুগ্ধ, তাদেরও প্রদর্শন করেছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং তাঁর অনন্ত শক্তির দ্বারা মুগ্ধ বহিরঙ্গ ভক্ত, উভয়কেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা যেন শ্রীকৃষ্ণের বাসনা অনুসারে তাঁর দাসের অনুদাস হন।

শ্লোক ১০

ক্রীণীহি ভোঃ ফলানীতি শ্রুত্বা সত্বরমচ্যুতঃ ।
ফলার্থী ধান্যমাদায় যযৌ সর্বফলপ্রদঃ ॥ ১০ ॥

ক্রীণীহি—ক্রয় করুন; **ভোঃ**—ও প্রতিবেশীগণ; **ফলানি**—পাকা ফল; **ইতি**—এইভাবে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **সত্বরম্**—অতি শীঘ্র; **অচ্যুতঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ফল-অর্থী**—ফল পাওয়ার বাসনায়; **ধান্যম্ আদায়**—ধান গ্রহণ করে; **যযৌ**—ফল বিক্রয়কারিণীর কাছে গিয়েছিলেন; **সর্ব-ফল-প্রদঃ**—সকলকে সর্বপ্রকার ফল প্রদানকারী ভগবান, এখন স্বয়ং ফলাকাঙ্ক্ষী হয়েছেন।

অনুবাদ

একসময় এক ফল বিক্রয়িণী "হে ব্রজবাসীগণ, তোমরা যদি ফল কিনতে চাও, তা হলে এখানে এস!" বলে ফল বিক্রয় করছিল, তখন সর্বফল প্রদাতা শ্রীকৃষ্ণ ফল লাভের উদ্দেশ্যে কিছু ধান নিয়ে তার বিনিময়ে ফল গ্রহণের আশায় সেখানে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

সাধারণত আদিবাসীরা গ্রামে গিয়ে ফল বিক্রি করে। আদিবাসীরাও যে কৃষ্ণের প্রতি কত আসক্ত ছিল, তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। আদিবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অন্যদের অনুকরণে ধানের বিনিময়ে ফল কেনার জন্য তৎক্ষণাৎ তাদের কাছে যেতেন।

শ্লোক ১১

ফলবিক্রয়িণী তস্য চ্যুতধান্যকরদ্বয়ম্ ।
ফলৈরপূরয়দ্ রত্নৈঃ ফলভাণ্ডমপূরি চ ॥ ১১ ॥

ফল-বিক্রয়িণী—ফল বিক্রয়কারিণী আদিবাসী রমণী; **তস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **চ্যুত-ধান্য**—বিনিময়ের জন্য তিনি যে ধান নিয়ে এসেছিলেন, তা প্রায় সবই তাঁর হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল; **কর-দ্বয়ম্**—করদ্বয়; **ফলৈঃ অপূরয়ৎ**—ফল বিক্রয়কারিণী তাঁর ছোট ছোট হাত দুটি ভরে ফল দিয়েছিলেন; **রত্নৈঃ**—মণিরত্নে; **ফল-ভাণ্ডম্**—ফলের ঝুড়ি; **অপূরি চ**—পূর্ণ হয়েছিল।

অনুবাদ

দ্রুতবেগে ছুটে যাওয়ার সময় শ্রীকৃষ্ণের হাত থেকে প্রায় সমস্ত ধান পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই ফল বিক্রয়িণী কৃষ্ণের দু হাত ভরে ফল দিয়েছিল, এবং তার ফলে তার ফলের ঝুড়িটি তৎক্ষণাৎ মণি-মাণিক্যে পূর্ণ হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/২৬) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

কৃষ্ণ এতই কৃপাময় যে, কেউ যদি তাঁকে একটি পাতা, একটি ফল, একটি ফুল অথবা একটু জল দান করেন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ তা গ্রহণ করেন। তা কেবল ভক্তি সহকারে নিবেদন করতে হয়, সেটিই কেবল একমাত্র শর্ত (*যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি*)। তা না হলে, কেউই যদি অহঙ্কারে মত্ত হয়ে মনে করে, "আমার এত ঐশ্বর্য রয়েছে এবং আমি কৃষ্ণকে তার কিছুটা দিচ্ছি," তা হলে শ্রীকৃষ্ণ সেই নৈবেদ্য গ্রহণ করবেন না। ফল বিক্রয়িণীটি যদিও ছিলেন দরিদ্র আদিবাসী রমণী, তবুও তিনি গভীর স্নেহে শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, "হে কৃষ্ণ, তুমি ধানের বিনিময়ে কিছু ফল নেওয়ার জন্য আমার কাছে এসেছ। সেই ধানগুলি প্রায় সবই তোমার হাত থেকে পড়ে গেছে, তবুও তুমি আমার কাছ থেকে যত ইচ্ছা ফল নিতে পার।" এই বলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের দুহাত ভরে ফল দিয়েছিলেন। তার বিনিময়ে কৃষ্ণ তার ফলের ঝুড়িটি মণি-মাণিক্যে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন।

এই ঘটনা থেকে এই শিক্ষা লাভ করা যায় যে, ভক্তি এবং প্রীতি সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে যা কিছু নিবেদন করা হয়, তার বিনিময়ে শ্রীকৃষ্ণ, জড়-জাগতিক এবং চিন্ময়, উভয়রূপেই কোটি কোটি গুণ অধিক ফল প্রদান করেন। মূল কথা হচ্ছে প্রেমের বিনিময়। তাই শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৭) শিক্ষা দিয়েছেন—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

"হে কৌন্তেয়, তুমি যা অনুষ্ঠান কর, যা আহার কর, যা দান কর এবং যে তপস্যা কর, সেই সমস্তই আমাকে সমর্পণ কর।" মানুষের কর্তব্য তার উপার্জন থেকে প্রীতি সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে কিছু নিবেদন করা। তা হলে তার জীবন সার্থক হবে। শ্রীকৃষ্ণ সর্বৈশ্বর্য পূর্ণ; তাঁর কারও কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণকে কিছু নিবেদন করতে প্রস্তুত থাকে, তা হলে তারই লাভ হয়। এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, কারও মুখ যখন সাজানো হয়, তার মুখের প্রতিবিম্বটিও সেইভাবে সাজানো দেখায়। তেমনই, আমরা যদি আমাদের সমস্ত ঐশ্বর্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার চেষ্টা করি, তা হলে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ বা প্রতিবিম্ব আমরা আমাদের সমস্ত ঐশ্বর্য সহ সুখী হতে পারব। শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই আনন্দময়, কারণ তিনি *আত্মারাম*, অর্থাৎ তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে তিনি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট।

শ্লোক ১২

সরিত্তীরগতং কৃষ্ণং ভগ্নার্জুনমথাহ্বয়ৎ ।
রামং চ রোহিণী দেবী ক্রীড়ন্তং বালকৈর্ভৃশম্ ॥ ১২ ॥

সরিৎ-তীর—নদীর তীরে; **গতম্**—যিনি গিয়েছিলেন; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণকে; **ভগ্ন-অর্জুনম্**—যমলার্জুন বৃক্ষ ভগ্ন করার পর; **অথ**—তারপর; **আহ্বয়ৎ**—আহ্বান করেছিলেন; **রামম্ চ**—এবং বলরামকে; **রোহিণী**—বলরামের মাতা; **দেবী**—লক্ষ্মীদেবী; **ক্রীড়ন্তম্**—ক্রীড়ারত; **বালকৈঃ**—অন্য বালকদের সঙ্গে; **ভৃশম্**—অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে।

অনুবাদ

যমলার্জুন বৃক্ষ উৎপাটনের পর, একদিন রোহিণীদেবী নদীর তীরে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে অন্যান্য বালকদের সঙ্গে ক্রীড়ারত কৃষ্ণ এবং বলরামকে ডাকতে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

রোহিণীদেবী যদিও ছিলেন বলরামের মাতা, তবুও মা যশোদা কৃষ্ণ এবং বলরামের প্রতি রোহিণীদেবীর থেকেও অধিক অনুরক্ত ছিলেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় হওয়ায়, মা যশোদা রোহিণীদেবীকে পাঠিয়েছিলেন ক্রীড়ারত কৃষ্ণ এবং বলরামকে ডেকে আনার জন্য। তাই রোহিণীদেবী তাঁদের ডাকতে গিয়েছিলেন তাঁদের খেলা সাঙ্গ করে ঘরে ফিরে আসার জন্য।

শ্লোক ১৩

নোপেয়াতাং যদাহূতৌ ক্রীড়াসঙ্গেন পুত্রকৌ ।
যশোদাং প্রেষয়ামাস রোহিণী পুত্রবৎসলাম্ ॥ ১৩ ॥

ন উপেয়াতাম্—ঘরে ফিরে না আসায়; **যদা**—যখন; **আহূতৌ**—তাদের খেলা সাঙ্গ করে ফিরে আসার জন্য ডাকা হয়েছিল; **ক্রীড়া-সঙ্গেন**—অন্যান্য বালকদের সঙ্গে খেলা করতে অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে; **পুত্রকৌ**—দুই পুত্র (কৃষ্ণ এবং বলরাম); **যশোদাম্ প্রেষয়াম্ আস**—তাঁদের ডেকে আনার জন্য মা যশোদাকে পাঠিয়েছিলেন; **রোহিণী**—মাতা রোহিণী; **পুত্র-বৎসলাম্**—কারণ মা যশোদা কৃষ্ণ এবং বলরামের প্রতি অধিক স্নেহশীলা ছিলেন।

অনুবাদ

অন্যান্য বালকদের সঙ্গে খেলায় অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, রোহিণীদেবীর আহ্বানে কৃষ্ণ এবং বলরাম ঘরে ফিরে এলেন না। তাই রোহিণীদেবী মা যশোদাকে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের ডেকে আনতে, কারণ মা যশোদা কৃষ্ণ-বলরামের প্রতি অধিক স্নেহশীলা ছিলেন।

তাৎপর্য

যশোদাং প্রেষয়ামাস। এই শব্দগুলি ইঙ্গিত করে যে, রোহিণীদেবীর আহ্বানে কৃষ্ণ এবং বলরাম ঘরে ফিরে আসতে না চাওয়ায়, রোহিণীদেবী মনে করেছিলেন যে, যদি মা যশোদা তাঁদের ডাকেন, তা হলে তাঁরা ফিরে আসবেন। কারণ মা যশোদা কৃষ্ণ এবং বলরামের প্রতি অধিক স্নেহশীলা ছিলেন।

শ্লোক ১৪

ক্রীড়ন্তং সা সুতং বালৈরতিবেলং সহাগ্রজম্ ।
যশোদাঽজোহবীৎ কৃষ্ণং পুত্রস্নেহস্নুতস্তনী ॥ ১৪ ॥

ক্রীড়ন্তম্—ক্রীড়ারত; **সা**—মা যশোদা; **সুতম্**—তাঁর পুত্র; **বালৈঃ**—অন্যান্য বালকদের সঙ্গে; **অতি-বেলম্**—অনেক বেলা হওয়া সত্ত্বেও; **সহ-অগ্রজম্**—যিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের সঙ্গে খেলা করছিলেন; **যশোদা**—মা যশোদা; **অজোহবীৎ**—আহ্বান করেছিলেন ("কৃষ্ণ এবং বলরাম, তোমরা এখানে এস!"); **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **পুত্র-স্নেহ-স্নুত-স্তনী**—যখন তাঁদের ডাকছিলেন তখন দিব্য প্রেম এবং স্নেহবশত তাঁর স্তন থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হচ্ছিল।

অনুবাদ

কৃষ্ণ এবং বলরাম তাঁদের খেলায় এত আসক্ত ছিলেন যে, অনেক বেলা হয়ে গেলেও তাঁরা তাঁদের খেলার সাথীদের সঙ্গে খেলছিলেন। তাই মা যশোদা তাঁদের খাওয়ার জন্য ডেকেছিলেন। কৃষ্ণ এবং বলরামের প্রতি তাঁর বাৎসল্য স্নেহবশত তাঁর স্তন থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হচ্ছিল।

তাৎপর্য

অজোহবীৎ শব্দটির অর্থ 'বার বার তাঁদের ডেকেছিলেন'। তিনি বলেছিলেন, "কৃষ্ণ-বলরাম, এখন ঘরে ফিরে এস। খাওয়ার দেরি হয়ে যাচ্ছে, তোমরা অনেক খেলেছ। এখন ফিরে এস।"

শ্লোক ১৫

কৃষ্ণ কৃষ্ণারবিন্দাক্ষ তাত এহি স্তনং পিব ।
অলং বিহারৈঃ ক্ষুৎক্ষান্তঃ ক্রীড়াশ্রান্তোঽসি পুত্রক ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ অরবিন্দ-অক্ষ—হে কৃষ্ণ, হে বৎস, হে কমলনয়ন কৃষ্ণ; **তাত**—হে প্রিয়; **এহি**—এখানে এস; **স্তনম্**—স্তনদুগ্ধ; **পিব**—পান কর; **অলম্ বিহারৈঃ**—তারপর আর খেলার কোন আবশ্যকতা নেই; **ক্ষুৎ-ক্ষান্তঃ**—ক্ষুধায় কাতর; **ক্রীড়া-শ্রান্তঃ**—খেলার ফলে পরিশ্রান্ত; **অসি**—তুমি হয়েছ; **পুত্রক**—হে পুত্র।

অনুবাদ

মা যশোদা বললেন—হে বৎস কৃষ্ণ, হে কমলনয়ন, তুমি এখন আমার কাছে এসে স্তন পান কর। হে বৎস, তুমি নিশ্চয়ই এখন ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হয়েছ এবং এতক্ষণ ধরে খেলার ফলে শ্রান্ত হয়েছ। আর এখন খেলার প্রয়োজন নেই।

শ্লোক ১৬

হে রামাগচ্ছ তাতাশু সানুজঃ কুলনন্দন।
প্রাতরেব কৃতাহারস্তদ্ ভবান্ ভোক্তুমর্হতি ॥ ১৬ ॥

হে রাম—হে বৎস বলরাম; **আগচ্ছ**—এস; **তাত**—হে প্রিয়; **আশু**—শীঘ্র; **স-অনুজঃ**—তোমার ছোট ভাইটি সহ; **কুল-নন্দন**—আমাদের বংশের গৌরব; **প্রাতঃ এব**—সকালবেলায়; **কৃত-আহারঃ**—তোমরা ভোজন করেছ; **তৎ**—অতএব; **ভবান্**—তোমরা; **ভোক্তুম্**—খাওয়ার জন্য; **অর্হতি**—উচিত।

অনুবাদ

হে কুলনন্দন, বৎস বলদেব, তোমার ছোট ভাই কৃষ্ণসহ শীঘ্র এখানে এস। তোমরা সেই সকালবেলায় ভোজন করেছ, অতএব এখন তোমাদের ভোজন করা উচিত।

শ্লোক ১৭

প্রতীক্ষতে ত্বাং দাশার্হ ভোক্ষ্যমাণো ব্রজাধিপঃ।
এহ্যাবয়োঃ প্রিয়ং ধেহি স্বগৃহান্ যাত বালকাঃ ॥ ১৭ ॥

প্রতীক্ষতে—প্রতীক্ষা করছেন; **ত্বাম্**—তোমাদের (কৃষ্ণ এবং বলরামের) জন্য; **দাশার্হ**—হে বলরাম; **ভোক্ষ্যমাণঃ**—ভোজনাভিলাষী; **ব্রজ-অধিপঃ**—ব্রজরাজ নন্দ মহারাজ; **এহি**—এখানে এস; **আবয়োঃ**—আমাদের; **প্রিয়ম্**—আনন্দ; **ধেহি**—একটু বিবেচনা কর; **স্ব-গৃহান্**—তাদের গৃহে; **যাত**—তারা যাক; **বালকাঃ**—অন্যান্য বালকেরা।

অনুবাদ

হে বৎস বলরাম, নন্দ মহারাজ ভোজন অভিলাষী হয়ে তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। অতএব আমাদের আনন্দ বিধানের জন্য এখানে এস। কৃষ্ণ এবং তোমার সঙ্গে যে সমস্ত ছেলেরা খেলা করছে, তারাও এখন তাদের ঘরে ফিরে যাক।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, নন্দ মহারাজ সব সময় তাঁর দুই পুত্র কৃষ্ণ এবং বলরামের সঙ্গে ভোজন করতেন। যশোদাদেবী অন্যান্য বালকদের বলেছিলেন, "এখন তোমরা তোমাদের ঘরে ফিরে যাও।" পিতা সাধারণত তাঁর পুত্রের সঙ্গে একত্রে আহার করেন, তাই মা যশোদা কৃষ্ণ এবং বলরামকে ফিরে আসতে বলেছিলেন, এবং অন্যান্য বালকদের গৃহে ফিরে যেতে বলেছিলেন, যাতে তাদের পিতাদেরও তাদের জন্য অপেক্ষা করতে না হয়।

শ্লোক ১৮

ধূলিধূসরিতাঙ্গস্ত্বং পুত্র মজ্জনমাবহ ।
জন্মর্ক্ষং তেঽদ্য ভবতি বিপ্রেভ্যো দেহি গাঃ শুচিঃ ॥ ১৮ ॥

ধূলি-ধূসরিত-অঙ্গঃ ত্বম্—তোমার দেহ ধূলি-ধূসরিত হয়েছে; **পুত্র**—হে পুত্র; **মজ্জনম্ আবহ**—স্নান করে পরিষ্কার হও; **জন্ম-ঋক্ষম্**—শুভ জন্মনক্ষত্র; **তে**—তোমার; **অদ্য**—আজ; **ভবতি**—হয়; **বিপ্রেভ্যঃ**—শুদ্ধ ব্রাহ্মণদের; **দেহি**—দান কর; **গাঃ**—গাভি; **শুচিঃ**—পবিত্র হয়ে।

অনুবাদ

মা যশোদা কৃষ্ণকে বললেন—হে বৎস, সারাদিন খেলা করার ফলে তোমার শরীর ধূলায় মলিন হয়েছে, অতএব এখন এস, স্নান করে পরিষ্কার হবে। আজ তোমার জন্মনক্ষত্র। তাই পবিত্র হয়ে ব্রাহ্মণদের গাভী দান কর।

তাৎপর্য

বৈদিক সংস্কৃতির একটি প্রথা হচ্ছে যে, যখনই কোন শুভ উৎসব হয়, তখন ব্রাহ্মণদের মূল্যবান গাভী দান করা হয়। তাই মা যশোদা কৃষ্ণকে বলেছিলেন,

"খেলায় এত মনোযোগী না হয়ে, এখন দানকার্যে মনোযোগী হও।" *যজ্ঞদানতপকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।* *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫) উপদেশ দেওয়া হয়েছে যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা কখনই পরিত্যাগ করা উচিত নয়। *যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্*—আধ্যাত্মিক জীবনে অত্যন্ত উন্নত হলেও এই তিনটি কর্তব্য ত্যাগ করা উচিত নয়। নিজের জন্মোৎসব পালন করার জন্য (*যজ্ঞ*, *দান* অথবা *তপঃ*) এই তিনটি কার্যের যে কোন একটি অথবা সব কটি করা কর্তব্য।

শ্লোক ১৯

পশ্য পশ্য বয়স্যাংস্তে মাতৃমৃষ্টান্ স্বলঙ্কৃতান্ ।
ত্বং চ স্নাতঃ কৃতাহারো বিহরস্ব স্বলঙ্কৃতঃ ॥ ১৯ ॥

পশ্য পশ্য—দেখ দেখ; **বয়স্যান্**—তোমাদের সমবয়সী বালকেরা; **তে**—তোমাদের; **মাতৃ-মৃষ্টান্**—তাদের মায়েরা তাদের পরিষ্কার করেছেন; **সু-অলঙ্কৃতান্**—সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিত হয়েছে; **ত্বম্ চ**—তোমরাও; **স্নাতঃ**—স্নান করে; **কৃত-আহারঃ**—এবং আহার করে; **বিহরস্ব**—তাদের সঙ্গে বিহার কর; **সু-অলঙ্কৃতঃ**—তাদের মতো সুন্দরভাবে সজ্জিত হয়ে।

অনুবাদ

দেখ দেখ, তোমাদের সমবয়সী খেলার সাথীরা তাদের মায়েদের দ্বারা পরিমার্জিত হয়ে সুন্দর অলঙ্কারে বিভূষিত হয়েছে। তোমরাও এখন স্নান এবং আহার করে অলঙ্কারের দ্বারা ভূষিত হও। তারপর তোমরা আবার তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে পার।

তাৎপর্য

সাধারণত ছোট বালকেরা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে ভালবাসে। এক বন্ধু কিছু করলে অন্য বন্ধুও কিছু করতে চায়। তাই মা যশোদা কৃষ্ণকে বলেছিলেন, তাঁর খেলার সাথীরা কত সুন্দরভাবে বিভূষিত ছিল, যাতে কৃষ্ণও তাদের মতো সাজতে অনুপ্রাণিত হয়।

শ্লোক ২০

ইত্থং যশোদা তমশেষশেখরং
মত্বা সুতং স্নেহনিবদ্ধধীর্নৃপ ।
হস্তে গৃহীত্বা সহরামমচ্যুতং
নীত্বা স্ববাটং কৃতবত্যথোদয়ম্ ॥ ২০ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **যশোদা**—মা যশোদা; **তম্ অশেষ-শেখরম্**—সমস্ত মঙ্গলময় বস্তুর চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণকে, যাঁর অশুদ্ধ বা মলিনতার কোন প্রশ্ন ওঠে না; **মত্বা**—মনে করে; **সুতম্**—তাঁর পুত্ররূপে; **স্নেহ-নিবদ্ধ-ধীঃ**—গভীর স্নেহের ফলে; **নৃপ**—হে রাজন্ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **হস্তে**—হাতে; **গৃহীত্বা**—গ্রহণ করে; **সহ-রামম্**—বলরাম সহ; **অচ্যুতম্**—অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণকে; **নীত্বা**—নিয়ে এসে; **স-বাটম্**—গৃহে; **কৃতবতী**—করেছিলেন; **অথ**—এখন; **উদয়ম্**—স্নান, প্রসাধন এবং অলঙ্কৃত করার ফলে উজ্জ্বল হয়েছিলেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, মা যশোদা গভীর স্নেহের ফলে সমস্ত ঐশ্বর্যের চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পুত্র বলে মনে করেছিলেন। তার ফলে তিনি বলরাম সহ তাঁর হাত ধরে তাঁকে গৃহে নিয়ে এসেছিলেন, এবং তারপর তাঁদের স্নান, প্রসাধন এবং ভোজন করিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত, তাই তাঁর স্নান অথবা প্রসাধনের কোন প্রয়োজন হয় না, তবুও মা যশোদা গভীর পুত্রস্নেহের ফলে তাঁকে একটি সাধারণ বালক বলে মনে করতেন এবং তাঁকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করতেন।

শ্লোক ২১

শ্রীশুক উবাচ

গোপবৃদ্ধা মহোৎপাতাননুভূয় বৃহদ্বনে ।
নন্দাদয়ঃ সমাগম্য ব্রজকার্যমমন্ত্রয়ন্ ॥ ২১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **গোপ-বৃদ্ধাঃ**—বৃদ্ধ গোপগণ; **মহা-উৎপাতান্**—নানা প্রকার বিপদ; **অনুভূয়**—অনুভব করে; **বৃহদ্বনে**—বৃহদ্বন নামক স্থানে; **নন্দ-আদয়ঃ**—নন্দ মহারাজ প্রমুখ গোপগণ; **সমাগম্য**—সমবেত হয়েছিলেন; **ব্রজ-কার্যম্**—ব্রজভূমির কর্তব্য; **অমন্ত্রয়ন্**—মহাবনে বার বার যে সমস্ত উৎপাত হচ্ছে, তা বন্ধ করার বিষয়ে বিবেচনা করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—তারপর একসময় বৃহদ্বনে মহা উৎপাত হচ্ছে দেখে নন্দ মহারাজ প্রমুখ বৃদ্ধ গোপগণ সকলে মিলিত হয়ে বিবেচনা করেছিলেন, ব্রজে যে বার বার উপদ্রব হচ্ছে তা বন্ধ করার জন্য কি করা কর্তব্য।

শ্লোক ২২

তত্রোপানন্দনামাহ গোপো জ্ঞানবয়োঽধিকঃ ।
দেশকালার্থতত্ত্বজ্ঞঃ প্রিয়কৃদ্ রামকৃষ্ণয়োঃ ॥ ২২ ॥

তত্র—সেই সভায়; **উপানন্দ-নামা**—উপানন্দ নামক (নন্দ মহারাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা); **আহ**—বলেছিলেন; **গোপঃ**—গোপ; **জ্ঞান-বয়ঃ-অধিকঃ**—যিনি জ্ঞান এবং বয়সে সকলের থেকে প্রবীণ ছিলেন; **দেশ-কাল-অর্থ-তত্ত্বজ্ঞঃ**—দেশ, কাল এবং অর্থতত্ত্বে অভিজ্ঞ; **প্রিয়কৃৎ**—হিত সাধনের জন্য; **রাম-কৃষ্ণয়োঃ**—ভগবান বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের।

অনুবাদ

গোকুলের সেই সভায় দেশ, কাল এবং অর্থতত্ত্বে অভিজ্ঞ, এবং জ্ঞানে ও বয়সে সব চাইতে প্রবীণ উপানন্দ নামক গোপ রাম এবং কৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য এই প্রস্তাবটি করেছিলেন।

শ্লোক ২৩

উত্থাতব্যমিতোঽস্মাভির্গোকুলস্য হিতৈষিভিঃ ।
আয়ান্ত্যত্র মহোৎপাতা বালানাং নাশহেতবঃ ॥ ২৩ ॥

উত্থাতব্যম্—এই স্থান ত্যাগ করা উচিত; **ইতঃ**—এখান থেকে, গোকুল থেকে; **অস্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা; **গোকুলস্য**—গোকুলের; **হিত-এষিভিঃ**—এই স্থানের হিতৈষীদের দ্বারা; **আয়ান্তি**—ঘটছে; **অত্র**—এখানে; **মহা-উৎপাতাঃ**—মহা উৎপাতসমূহ; **বালানাম্**—কৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতি বালকদের; **নাশ-হেতবঃ**—তাদের প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে।

অনুবাদ

তিনি বললেন—হে গোপগণ, গোকুলের হিতসাধন করার জন্য আমাদের এই স্থান ত্যাগ করা উচিত। কারণ রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি বালকদের প্রাণ বিনাশক নানা প্রকার মহা উৎপাত এখানে সর্বদা ঘটছে।

শ্লোক ২৪

মুক্তঃ কথঞ্চিদ্ রাক্ষস্যা বালঘ্ন্যা বালকো হ্যসৌ ।
হরেরনুগ্রহান্নূনমনশ্চোপরি নাপতৎ ॥ ২৪ ॥

মুক্তঃ—মুক্ত হয়েছে; **কথঞ্চিৎ**—কোন না কোনভাবে; **রাক্ষস্যাঃ**—পূতনা রাক্ষসীর হাত থেকে; **বালঘ্ন্যাঃ**—শিশুদের হত্যা করতে বদ্ধপরিকর; **বালকঃ**—বিশেষ করে শিশু কৃষ্ণকে; **হি**—যেহেতু; **অসৌ**—সে; **হরেঃ অনুগ্রহাৎ**—ভগবানের কৃপায়; **নূনম্**—বস্তুতপক্ষে; **অনঃ চ**—এবং শকটটি; **উপরি**—শিশুটির উপর; **ন**—না; **অপতৎ**—পতিত হয়েছিল।

অনুবাদ

বালক কৃষ্ণ কেবল ভগবানেরই কৃপায়, তাকে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর পূতনা রাক্ষসীর হাত থেকে কোন না কোনভাবে রক্ষা পেয়েছিল। তারপর, পুনরায় ভগবানেরই কৃপায় শকটটি তার উপর পড়েনি।

শ্লোক ২৫

চক্রবাতেন নীতোঽয়ং দৈত্যেন বিপদং বিয়ৎ ।
শিলায়াং পতিতস্তত্র পরিত্রাতঃ সুরেশ্বরৈঃ ॥ ২৫ ॥

চক্র-বাতেন—ঘূর্ণিঝড়ের রূপ ধারণকারী (তৃণাবর্ত) অসুরটির দ্বারা; **নীতঃ অয়ম্**—কৃষ্ণকে নিয়ে গিয়েছিল; **দৈত্যেন**—দৈত্যটির দ্বারা; **বিপদম্**—বিপদ;

বিয়ৎ—আকাশে; **শিলায়াম্**—পাথরের উপর; **পতিতঃ**—পতিত; **তত্র**—সেখানে; **পরিত্রাতঃ**—রক্ষা করেছিলেন; **সুর-ঈশ্বরৈঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু বা তাঁর পার্ষদদের দ্বারা।

অনুবাদ

তারপর ঘূর্ণিঝড়রূপী তৃণাবর্ত নামক দৈত্য তাকে হত্যা করার জন্য ভয়ঙ্করভাবে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু সেখান থেকে দৈত্যটি শিলার উপর পতিত হয়, সেই ক্ষেত্রেও ভগবান শ্রীবিষ্ণু বা তাঁর পার্ষদেরা শিশুটিকে রক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

যন্ন ম্রিয়েত দ্রুময়োরন্তরং প্রাপ্য বালকঃ ।
অসাবন্যতমো বাপি তদপ্যচ্যুতরক্ষণম্ ॥ ২৬ ॥

যৎ—পুনরায়; **ন ম্রিয়েত**—মৃত্যু হয়নি; **দ্রুময়োঃ অন্তরম্**—দুটি বৃক্ষের মাঝখানে; **প্রাপ্য**—সে মাঝখানে থাকলেও; **বালকঃ অসৌ**—এই বালক কৃষ্ণ; **অন্যতমঃ**—অন্য কোন বালক; **বা অপি**—অথবা; **তৎ অপি অচ্যুত-রক্ষণম্**—সেই ক্ষেত্রেও ভগবান তাকে রক্ষা করেছিলেন।

অনুবাদ

সেদিনও, বৃক্ষ দুটির পতন হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণ অথবা তার খেলার সাথীদের মৃত্যু হয়নি, যদিও তারা বৃক্ষ দুটির অতি নিকটে অথবা মাঝখানে ছিল। সেটিও ভগবানেরই কৃপা বলে মনে করতে হবে।

শ্লোক ২৭

যাবদৌৎপাতিকোঽরিষ্টো ব্রজং নাভিভবেদিতঃ ।
তাবদ্ বালানুপাদায় যাস্যামোঽন্যত্র সানুগাঃ ॥ ২৭ ॥

যাবৎ—যতক্ষণ; **ঔৎপাতিকঃ**—উৎপাত সৃষ্টিকারী; **অরিষ্টঃ**—অসুর; **ব্রজম্**—এই গোকুল ব্রজভূমিতে; **ন**—না; **অভিভবেৎ ইতঃ**—এই স্থান থেকে চলে যাওয়া; **তাবৎ**—ততক্ষণ; **বালান্ উপাদায়**—বালকদের হিতের জন্য; **যাস্যামঃ**—আমরা যাব; **অন্যত্র**—অন্য কোনখানে; **স-অনুগাঃ**—আমাদের অনুগামীগণ সহ।

অনুবাদ

এই সমস্ত উপদ্রব কোন অজ্ঞাত অসুরের দ্বারা হচ্ছে। অন্য কোন উৎপাত করতে আসার পূর্বেই, আমাদের কর্তব্য এই সমস্ত বালকদের নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া, যেখানে এই ধরনের কোন উৎপাত হবে না।

তাৎপর্য

উপানন্দ বলেছিলেন, "ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় কৃষ্ণ সর্বদা নানা রকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেয়েছে। চল, মৃত্যুর কারণস্বরূপ কোন অসুর আমাদের আক্রমণ করতে আসার আগেই আমরা এই স্থান ত্যাগ করে অন্য কোথাও চলে যাই, যেখানে আমরা নিরুপদ্রবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করতে পারব।" ভক্তের একমাত্র বাসনা হচ্ছে নিরুপদ্রবে ভগবানের সেবা করা। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতির সময়ও, নন্দ মহারাজ এবং অন্যান্য গোপেরা ভগবানের সান্নিধ্যে থাকলেও তাঁদের নানা প্রকার উৎপাতের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। অবশ্য প্রতি ক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণের জয় হয়। এই ঘটনা থেকে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি যে, এই প্রকার তথাকথিত উৎপাতে আমাদের বিচলিত হওয়া উচিত নয়। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে কত উপদ্রব হয়েছে, কিন্তু তবুও আমাদের অগ্রগতি ব্যাহত হয়নি অথবা আমরা আমাদের কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করিনি। পক্ষান্তরে, পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ এই আন্দোলনকে অত্যন্ত ঐকান্তিকতা সহকারে গ্রহণ করছে এবং তারা কৃষ্ণভক্তি বিষয়ক গ্রন্থাবলী দ্বিগুণ উৎসাহে ক্রয় করছে। এইভাবে উৎপাত এবং উৎসাহ যুগপৎ হতে দেখা যাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণের সময়ও তেমনই হয়েছিল।

শ্লোক ২৮

বনং বৃন্দাবনং নাম পশব্যং নবকাননম্ ।
গোপগোপীগবাং সেব্যং পুণ্যাদ্রিতৃণবীরুধম্ ॥ ২৮ ॥

বনম্—অন্য আর একটি বন; **বৃন্দাবনম্ নাম**—বৃন্দাবন নামক; **পশব্যম্**—গাভী প্রভৃতি পশু পালনের অত্যন্ত উপযুক্ত স্থান; **নব-কাননম্**—সেখানে বহু নব উদ্যান সদৃশ স্থান রয়েছে; **গোপ-গোপী-গবাম্**—সমস্ত গোপ, তাদের পরিবার এবং গাভীদের জন্য; **সেব্যম্**—অত্যন্ত সুখদায়ক এবং উপযুক্ত স্থান; **পুণ্য-অদ্রি**—সেখানে সুন্দর পর্বত রয়েছে; **তৃণ**—তৃণ; **বীরুধম্**—এবং লতা।

অনুবাদ

নন্দীশ্বর এবং মহাবনের মাঝখানে বৃন্দাবন নামক একটি স্থান রয়েছে। এই স্থানটি অত্যন্ত উপযুক্ত, কারণ সেখানে গাভী আদি পশুদের জন্য সুন্দর সবুজ ঘাস, লতা এবং গুল্ম রয়েছে। সেখানে অত্যন্ত সুন্দর কানন এবং উঁচু পর্বত রয়েছে, এবং সেই স্থানটি গোপ, গোপী এবং আমাদের পশুদের সুখদায়ক সমস্ত সুযোগ-সুবিধায় পূর্ণ।

তাৎপর্য

নন্দীশ্বর এবং মহাবনের মাঝখানে বৃন্দাবন অবস্থিত। পূর্বে গোপেরা মহাবনে বসতি স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু সেখানেও উৎপাত হওয়ায় গোপেরা দুটি গ্রামের মধ্যবর্তী বৃন্দাবনে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

তত্তত্রাদ্যৈব যাস্যামঃ শকটান্ যুঙ্‌ক্ত মা চিরম্ ।
গোধনান্যগ্রতো যান্তু ভবতাং যদি রোচতে ॥ ২৯ ॥

তৎ—তাই; তত্র—সেখানে; **অদ্য এব**—আজই; **যাস্যামঃ**—যাব; **শকটান্**—সমস্ত শকট; **যুঙ্‌ক্ত**—প্রস্তুত কর; **মা চিরম্**—আর দেরি না করে; **গো-ধনানি**—সমস্ত গাভী; **অগ্রতঃ**—সম্মুখে; **যান্তু**—গমন করুক; **ভবতাম্**—তোমাদের সকলের; **যদি**—যদি; **রোচতে**—যদি সম্মত হয়।

অনুবাদ

অতএব চল, আমরা আজই এখনই সেখানে যাই। আর বিলম্ব করার কোন প্রয়োজন নেই। তোমরা যদি আমার এই প্রস্তাবে সম্মত হও, তা হলে এখনই সমস্ত শকট প্রস্তুত করে গাভীদের পুরোভাগে নিয়ে চল এবং আমরা সেখানে গমন করি।

শ্লোক ৩০

তচ্ছ্রুত্বৈকধিয়ো গোপাঃ সাধু সাধ্বিতি বাদিনঃ ।
ব্রজান্ স্বান্ স্বান্ সমাযুজ্য যযূ রূঢ়পরিচ্ছদাঃ ॥ ৩০ ॥

তৎ শ্রুত্বা—উপানন্দের এই উপদেশ শ্রবণ করে; **এক-ধিয়ঃ**—একমত হয়ে; **গোপাঃ**—সমস্ত গোপেরা; **সাধু সাধু**—অতি উত্তম, অতি উত্তম; **ইতি**—এইভাবে; **বাদিনঃ**—ঘোষণা করে; **ব্রজান্**—গাভীগণ; **স্বান্ স্বান্**—নিজের নিজের; **সমাযুজ্য**—একত্র করে; **যযুঃ**—প্রস্থান করেছিলেন; **রূঢ়-পরিচ্ছদাঃ**—সমস্ত পরিচ্ছদ এবং সামগ্রী শকটে স্থাপন করে।

অনুবাদ

উপানন্দের সেই উপদেশ শ্রবণ করে সমস্ত গোপেরা একমত হয়ে "সাধু সাধু" বলে তা সমর্থন করেছিলেন, এবং তাঁদের গৃহস্থালির সমস্ত উপকরণ, পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য সমস্ত সামগ্রী শকটে স্থাপন করে, অচিরেই বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন।

শ্লোক ৩১-৩২

বৃদ্ধান্ বালান্ স্ত্রিয়ো রাজন্ সর্বোপকরণানি চ ।
অনঃস্বারোপ্য গোপালা যত্তা আত্তশরাসনাঃ ॥ ৩১ ॥
গোধনানি পুরস্কৃত্য শৃঙ্গাণ্যাপূর্য সর্বতঃ ।
তূর্যঘোষেণ মহতা যযুঃ সহপুরোহিতাঃ ॥ ৩২ ॥

বৃদ্ধান্—সর্বপ্রথমে সমস্ত বৃদ্ধদের; **বালান্**—বালকদের; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীলোকদের; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **সর্ব-উপকরণানি চ**—তারপর তাঁদের গৃহস্থালির সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি; **অনঃসু**—শকটে; **আরোপ্য**—স্থাপন করে; **গোপালাঃ**—সমস্ত গোপগণ; **যত্তাঃ**—সাবধানপূর্বক; **আত্ত-শর-অসনাঃ**—ধনুর্বাণ ধারণ করে; **গোধনানি**—সমস্ত গাভীদের; **পুরস্কৃত্য**—সম্মুখে নিয়ে; **শৃঙ্গাণি**—শৃঙ্গ; **আপূর্য**—বাজিয়ে; **সর্বতঃ**—চতুর্দিকে; **তূর্য-ঘোষেণ**—ভেরী বাজিয়ে; **মহতা**—উচ্চরবে; **যযুঃ**—যাত্রা করেছিলেন; **সহ-পুরোহিতাঃ**—তাঁদের পুরোহিতগণ সহ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তখন বৃদ্ধ, বালক, রমণী এবং গৃহস্থালির সমস্ত উপকরণ শকটে স্থাপন করে এবং গাভীদের সামনে রেখে গোপেরা অতি যত্নে ধনুর্বাণ ধারণপূর্বক ভেরী এবং শৃঙ্গের শব্দে চতুর্দিক মুখরিত করে তাঁদের পুরোহিতগণ সহ যাত্রা শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য যে, গোকুলের অধিবাসীরা প্রধানত গোপ এবং কৃষক হলেও কিভাবে বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করতে হয় এবং স্ত্রী, বৃদ্ধ, গাভী, শিশু এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের রক্ষা করতে হয়, তা তাঁরা জানতেন।

শ্লোক ৩৩

গোপ্যো রূঢ়রথা নূত্নকুচকুঙ্কুমকান্তয়ঃ ।
কৃষ্ণলীলা জগুঃ প্রীত্যা নিষ্ককণ্ঠ্যঃ সুবাসসঃ ॥ ৩৩ ॥

গোপ্যঃ—গোপরমণীগণ; **রূঢ়-রথাঃ**—শকটে আরোহণ করে; **নূত্ন-কুচ-কুঙ্কুম-কান্তয়ঃ**—তাঁদের শরীর, বিশেষ করে তাঁদের স্তন নবীন কুমকুমে সুশোভিত ছিল; **কৃষ্ণ-লীলাঃ**—শ্রীকৃষ্ণের লীলা; **জগুঃ**—তাঁরা গান করেছিলেন; **প্রীত্যা**—মহা আনন্দে; **নিষ্ক-কণ্ঠ্যঃ**—তাঁদের কণ্ঠদেশ পদকের দ্বারা শোভিত ছিল; **সু-বাসসঃ**—এবং তাঁরা অত্যন্ত সুন্দর বসন পরিধান করেছিলেন।

অনুবাদ

গোপ রমণীরা সুন্দর বসনে সজ্জিত হয়ে নব কুমকুমের দ্বারা তাঁদের স্তনযুগল রঞ্জিত করে, কণ্ঠদেশে পদক ধারণপূর্বক শকটে আরোহণ করেছিলেন এবং গমনকালে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের লীলা গান করছিলেন।

শ্লোক ৩৪

তথা যশোদারোহিণ্যাবেকং শকটমাস্থিতে ।
রেজতুঃ কৃষ্ণরামাভ্যাং তৎকথাশ্রবণোৎসুকে ॥ ৩৪ ॥

তথা—এবং; **যশোদা-রোহিণ্যৌ**—মা যশোদা এবং মা রোহিণী উভয়ে; **একম্ শকটম্**—একটি শকটে; **আস্থিতে**—বসে; **রেজতুঃ**—অত্যন্ত সুন্দর; **কৃষ্ণ-রামাভ্যাম্**—তাঁদের মাতা সহ কৃষ্ণ এবং বলরাম; **তৎ-কথা**—কৃষ্ণ এবং বলরামের লীলা; **শ্রবণ-উৎসুকে**—অত্যন্ত আনন্দ সহকারে শ্রবণ করতে করতে।

অনুবাদ

কৃষ্ণ এবং বলরামের বিরহ সহনে অশক্ত মা যশোদা এবং রোহিণী দেবী কৃষ্ণ এবং বলরামকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের লীলা শ্রবণ করতে করতে শকটে আরোহণ করেছিলেন। এই অবস্থায় তখন তাঁদের অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল।

তাৎপর্য

এই থেকে বোঝা যায় যে, মা যশোদা এবং রোহিণী ক্ষণিকের জন্যও কৃষ্ণ এবং বলরামের বিরহ সহ্য করতে পারতেন না। তাঁরা হয় কৃষ্ণ-বলরামের পালন-পোষণে অথবা তাঁদের মহিমা কীর্তন করে তাঁদের সময় অতিবাহিত করতেন। এইভাবে মা যশোদা এবং রোহিণীদেবীকে অত্যন্ত সুন্দর দেখাত ।

শ্লোক ৩৫

বৃন্দাবনং সম্প্রবিশ্য সর্বকালসুখাবহম্ ।
তত্র চক্রুর্ব্রজাবাসং শকটৈরর্ধচন্দ্রবৎ ॥ ৩৫ ॥

বৃন্দাবনম্—বৃন্দাবন নামক পবিত্র স্থানে; **সম্প্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **সর্ব-কাল-সুখ-আবহম্**—যেই স্থান সর্বঋতুতেই সুখদায়ক; **তত্র**—সেখানে; **চক্রুঃ**—তারা করেছিলেন; **ব্রজ-আবাসম্**—ব্রজবাসীদের নিবাসস্থল; **শকটৈঃ**—শকটের দ্বারা; **অর্ধ-চন্দ্রবৎ**—অর্ধচন্দ্রাকারে।

অনুবাদ

এইভাবে তাঁরা সমস্ত ঋতুতে সমান সুখদায়ক বৃন্দাবন ধামে প্রবেশ করে, শকটসমূহের দ্বারা অর্ধচন্দ্রাকারে তাঁদের সাময়িক নিবাসস্থান রচনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

বিষ্ণু পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে—

শকটীবাটপর্যন্তশ্চন্দ্রার্ধকারসংস্থিতে ।

এবং *হরিবংশেও* উল্লেখ করা হয়েছে—

কণ্টকীভিঃ প্রবৃদ্ধাভিস্তথা কণ্টকীভির্দ্রুমৈঃ ।
নিখাতোচ্ছ্রিতশাখাভিরভিগুপ্তং সমন্ততঃ ॥

চতুর্দিকে বেড়া বানাবার কোন প্রয়োজন ছিল না। সর্বদিক ইতিমধ্যেই কণ্টক বৃক্ষের দ্বারা আবৃত ছিল, এবং এইভাবে কণ্টক বৃক্ষ, শকট এবং পশুরা ব্রজবাসীদের সাময়িক নিবাসস্থানটিকে বেষ্টন করেছিল।

শ্লোক ৩৬

বৃন্দাবনং গোবর্ধনং যমুনাপুলিনানি চ ।
বীক্ষ্যাসীদুত্তমা প্রীতী রামমাধবয়োর্নৃপ ॥ ৩৬ ॥

বৃন্দাবনম্—বৃন্দাবন নামক স্থান; **গোবর্ধনম্**—গোবর্ধন পর্বত সহ; **যমুনা-পুলিনানি চ**—এবং যমুনা নদীর তট; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **আসীৎ**—ছিলেন অথবা উপভোগ করেছিলেন; **উত্তমা প্রীতী**—পরম আনন্দ; **রাম-মাধবয়োঃ**—শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, রাম এবং কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন, গোবর্ধন এবং যমুনা নদীর তট দর্শন করেছিলেন, তখন তাঁরা উভয়েই অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৭

এবং ব্রজৌকসাং প্রীতিং যচ্ছন্তৌ বালচেষ্টিতৈঃ ।
কলবাক্যৈঃ স্বকালেন বৎসপালৌ বভূবতুঃ ॥ ৩৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **ব্রজ-ওকসাম্**—সমস্ত ব্রজবাসীদের; **প্রীতিম্**—আনন্দ; **যচ্ছন্তৌ**—দান করে; **বাল-চেষ্টিতৈঃ**—বাল্যলীলা-বিলাসের দ্বারা; **কল-বাক্যৈঃ**—মধুর বাক্যের দ্বারা; **স্ব-কালেন**—যথাসময়ে; **বৎস-পালৌ**—গোবৎসের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য; **বভূবতুঃ**—বড় হয়েছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে কৃষ্ণ এবং বলরাম ছোট্ট বালকের মতো আধো আধো স্বরে কথা বলে সমস্ত ব্রজবাসীদের দিব্য আনন্দ প্রদান করেছিলেন। যথাসময়ে তাঁরা গোবৎসদের রক্ষণাবেক্ষণ করার উপযুক্ত বয়সে পদার্পণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ এবং বলরাম যখন একটু বড় হয়েছিলেন, তখন তাঁরা গোবৎসদের রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থ হয়েছিলেন। অত্যন্ত সমৃদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁদের গোবৎস পালন করতে হয়েছিল। সেটিই ছিল শিক্ষার পদ্ধতি। যারা ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেনি, তাদের পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষাদান করা হত না। ব্রাহ্মণদের শাস্ত্র অধ্যয়নের শিক্ষা দেওয়া হত, ক্ষত্রিয়দের রাজ্য-শাসনের শিক্ষা দেওয়া হত এবং বৈশ্যদের কৃষিকার্য ও গোরক্ষার শিক্ষা দেওয়া হত। স্কুলে গিয়ে অনর্থক শিক্ষালাভ করে সময় নষ্ট করা এবং তারপর বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করার কোন প্রয়োজন ছিল না। কৃষ্ণ এবং বলরাম তাঁদের ব্যক্তিগত আচরণের দ্বারা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। কৃষ্ণ গোপালন করতেন এবং বাঁশি বাজাতেন আর বলরাম তাঁর লাঙ্গল দিয়ে কৃষিকার্য করতেন।

শ্লোক ৩৮

অবিদূরে ব্রজভুবঃ সহ গোপালদারকৈঃ ।
চারয়ামাসতুর্বৎসান্ নানাক্রীড়াপরিচ্ছদৌ ॥ ৩৮ ॥

অবিদূরে—ব্রজবাসীদের গৃহ থেকে খুব একটা দূরে নয়; **ব্রজ-ভুবঃ**—ব্রজভূমি থেকে; **সহ গোপাল-দারকৈঃ**—অন্য গোপবালকদের সঙ্গে; **চারয়াম্ আসতুঃ**—চারণ করেছিলেন; **বৎসান্**—গোবৎসদের; **নানা**—বিবিধ; **ক্রীড়া**—ক্রীড়া; **পরিচ্ছদৌ**—সুন্দর বেশভূষা এবং উপকরণে সজ্জিত হয়ে।

অনুবাদ

কৃষ্ণ এবং বলরাম তাঁদের গৃহের অদূরে নানাবিধ খেলার উপকরণ নিয়ে, অন্য গোপবালকদের সঙ্গে খেলা করেছিলেন এবং গোবৎস চারণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৯-৪০

ক্বচিদ্ বাদয়তো বেণুং ক্ষেপণৈঃ ক্ষিপতঃ ক্বচিৎ ।
ক্বচিৎ পাদৈঃ কিঙ্কিণীভিঃ ক্বচিৎ কৃত্রিমগোবৃষৈঃ ॥ ৩৯ ॥
বৃষায়মাণৌ নর্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্ ।
অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তূংশ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা ॥ ৪০ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **বাদয়তঃ**—বাজিয়ে; **বেণুম্**—বাঁশি; **ক্ষেপণৈঃ**—নিক্ষেপক রজ্জুর দ্বারা; **ক্ষিপতঃ**—ফল পাড়বার জন্য পাথর ছুঁড়ে; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **ক্বচিৎ পাদৈঃ**—কখনও কখনও পায়ের দ্বারা; **কিঙ্কিণীভিঃ**—নূপুরের শব্দের দ্বারা; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **কৃত্রিম-গো-বৃষৈঃ**—কৃত্রিমভাবে গাভী এবং বৃষ হয়ে; **বৃষায়মাণৌ**—পশুদের অনুকরণ করে; **নর্দন্তৌ**—উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করে; **যুযুধাতে**—তাঁরা যুদ্ধ করতেন; **পরস্পরম্**—পরস্পর; **অনুকৃত্য**—অনুকরণ করে; **রুতৈঃ**—ধ্বনির দ্বারা; **জন্তূন্**—পশুদের; **চেরতুঃ**—তাঁরা বিচরণ করতেন; **প্রাকৃতৌ**—দুটি সাধারণ নরশিশুর মতো; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

কখনও কখনও কৃষ্ণ এবং বলরাম তাঁদের বাঁশি বাজাতেন, কখনও কখনও তাঁরা গাছ থেকে ফল পাড়বার জন্য সূতায় পাথর বেঁধে তা ছুঁড়তেন, কখনও কখনও তাঁরা কেবল পাথরই ছুঁড়তেন, এবং কখনও আবার তাঁদের পায়ের নূপুর বাজিয়ে বেল অথবা আমলকী আদি ফল নিয়ে পা দিয়ে তা আঘাত করে খেলতেন। কখনও কখনও তাঁরা কম্বল দিয়ে নিজেদের ঢেকে কৃত্রিম গাভী এবং বৃষরূপ ধারণ করে উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন, এবং কখনও আবার তাঁরা অন্যান্য পশুদের শব্দ অনুকরণ করতেন। এইভাবে তাঁরা দুটি সাধারণ নরশিশুর মতো বিহার করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৃন্দাবন ময়ূরে পূর্ণ। *কূজৎকোকিলহংসসারসগণাকীর্ণে ময়ূরাকুলে।* বৃন্দাবনের বন কোকিল, করণ্ডব, হংস, ময়ূর, সারস, বানর, বৃষ এবং গাভীতে পূর্ণ। তাই কৃষ্ণ এবং বলরাম সেই সমস্ত পশুদের শব্দের অনুকরণ করে খেলা করতেন।

শ্লোক ৪১

**কদাচিদ্ যমুনাতীরে বৎসাংশ্চারয়তোঃ স্বকৈঃ ।
বয়স্যৈঃ কৃষ্ণবলয়োর্জিঘাংসুর্দৈত্য আগমৎ ॥ ৪১ ॥**

কদাচিৎ—কখনও কখনও; **যমুনা-তীরে**—যমুনার তীরে; **বৎসান্**—গোবৎসদের; **চারয়তোঃ**—তাঁরা যখন চারণ করতেন; **স্বকৈঃ**—তাঁদের নিজেদের; **বয়স্যৈঃ**—অন্যান্য খেলার সাথীদের সঙ্গে; **কৃষ্ণ-বলয়োঃ**—কৃষ্ণ এবং বলরাম; **জিঘাংসুঃ**—

তাঁদের বধ করার বাসনায়; **দৈত্যঃ**—আর একটি দৈত্য; **আগমৎ**—সেখানে এসেছিল।

অনুবাদ

একদিন রাম এবং কৃষ্ণ যখন তাঁদের খেলার সাথীদের সঙ্গে যমুনার তীরে গোবৎস চারণ করছিলেন তখন তাঁদের বধ করার জন্য একটি অসুর সেখানে আসে।

শ্লোক ৪২

তং বৎসরূপিণং বীক্ষ্য বৎসযূথগতং হরিঃ ।
দর্শয়ন্ বলদেবায় শনৈর্মুগ্ধ ইবাসদৎ ॥ ৪২ ॥

তম্—অসুরটিকে; **বৎস-রূপিণম্**—গোবৎসের রূপ ধারণকারী; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **বৎস-যূথ-গতম্**—সেই অসুরটি যখন গোবৎসদের মধ্যে প্রবেশ করেছিল; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **দর্শয়ন্**—দেখিয়েছিলেন; **বলদেবায়**—বলদেবকে; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **মুগ্ধঃ ইব**—যেন তিনি কিছুই বুঝতে পারেননি; **আসদৎ**—অসুরটির কাছে এসেছিলেন।

অনুবাদ

ভগবান যখন দেখলেন যে, একটি অসুর গোবৎসের রূপ ধারণ করে গোবৎসদের মধ্যে প্রবেশ করেছে, তখন তিনি বলদেবকে সেই অসুরটি দেখিয়ে বলেছিলেন, "আর একটি অসুর এখানে এসেছে।" তারপর তিনি ধীরে ধীরে সেই অসুরটির কাছে গিয়েছিলেন, যেন তিনি অসুরটির অভিপ্রায় কিছুই বুঝতে পারেননি।

তাৎপর্য

মুগ্ধ ইব শব্দটির তাৎপর্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ যদিও সব কিছুই জানেন, তবুও এখানে তিনি অসুরটি যে কেন গোবৎসদের মধ্যে প্রবেশ করেছে, তা না জানার ভান করেছেন এবং সঙ্কেতের দ্বারা তিনি বলরামকে তা জানিয়েছেন।

শ্লোক ৪৩

গৃহীত্বাপরপাদাভ্যাং সহলাঙ্গূলমচ্যুতঃ ।
ভ্রাময়িত্বা কপিত্থাগ্রে প্রাহিণোদ্ গতজীবিতম্ ।
স কপিত্থৈর্মহাকায়ঃ পাত্যমানৈঃ পপাত হ ॥ ৪৩ ॥

গৃহীত্বা—ধরে; **অপর-পাদাভ্যাম্**—পিছনের পা দুটি; **সহ**—সহ; **লাঙ্গূলম্**—লেজ; **অচ্যুতঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **ভ্রাময়িত্বা**—প্রচণ্ড বেগে ঘোরাতে ঘোরাতে; **কপিত্থ-অগ্রে**—একটি কপিত্থ বৃক্ষের উপর; **প্রাহিণোৎ**—তাকে ছুড়ে ফেলেছিলেন; **গত-জীবিতম্**—প্রাণহীন দেহ; **সঃ**—সেই অসুর; **কপিত্থৈঃ**—কপিত্থ বৃক্ষসহ; **মহা-কায়ঃ**—বিশাল শরীর ধারণ করে; **পাত্যমানৈঃ**—এবং গাছটি যখন পতিত হচ্ছিল; **পপাত হ**—তার দেহটিও ভূমিতে পতিত হয়।

অনুবাদ

তারপর শ্রীকৃষ্ণ সেই অসুরটির পিছনের পা এবং লেজটি ধরে প্রচণ্ড বেগে অসুরটি দেহত্যাগ না করা পর্যন্ত তা ঘোরাতে থাকেন, এবং তারপর তা একটি কপিত্থ বৃক্ষের উপর ছুড়ে ফেলেন। যখন সেই বিশালকায় দৈত্যের দেহের ভারে কপিত্থ বৃক্ষটি ভেঙ্গে পড়ে, তখন সেই অসুরটির দেহটিও ভূপতিত হয়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ এমনভাবে সেই অসুরটিকে সংহার করেছিলেন, যেন সেই অসুরের দেহটি দিয়ে কপিত্থ ফল পেড়ে বলরাম এবং অন্যান্য গোপবালকদের সঙ্গে তিনি তা খেতে পারেন। কপিত্থকে কখনও কখনও কৎবেল বলা হয়। এই ফলটির ভিতরে নরম মণ্ড অত্যন্ত সুস্বাদু। তার স্বাদ টক-মিষ্টি এবং সকলেই তা খেতে ভালবাসে।

শ্লোক ৪৪

তং বীক্ষ্য বিস্মিতা বালাঃ শশংসুঃ সাধু সাধ্বিবতি ।
দেবাশ্চ পরিসন্তুষ্টা বভূবুঃ পুষ্পবর্ষিণঃ ॥ ৪৪ ॥

তম্—এই ঘটনা; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **বিস্মিতাঃ**—অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন; **বালাঃ**—অন্য বালকেরা; **শশংসুঃ**—বহু প্রশংসা করেছিলেন; **সাধু সাধু ইতি**—"সাধু, সাধু" বলে; **দেবাঃ চ**—এবং স্বর্গের দেবতারাও; **পরিসন্তুষ্টাঃ**—অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে; **বভূবুঃ**—হয়েছিলেন; **পুষ্প-বর্ষিণঃ**—শ্রীকৃষ্ণের উপর পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন।

অনুবাদ

অসুরের মৃত দেহটি দর্শন করে সমস্ত গোপবালকেরা উচ্ছ্বসিতভাবে বলে উঠেছিলেন, "কৃষ্ণ! খুব ভাল হয়েছে! খুব ভাল হয়েছে! তোমাকে ধন্যবাদ!" স্বর্গের দেবতারাও অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং তাই তাঁরা ভগবানের উপর পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৫

তৌ বৎসপালকৌ ভূত্বা সর্বলোকৈকপালকৌ ।
সপ্রাতরাশৌ গোবৎসাংশ্চারয়ন্তৌ বিচেরতুঃ ॥ ৪৫ ॥

তৌ—কৃষ্ণ এবং বলরাম; **বৎস-পালকৌ**—যেন গোবৎসদের পালন করে; **ভূত্বা**—হয়ে; **সর্বলোক-এক-পালকৌ**—যদিও তাঁরা সারা জগতের সমস্ত জীবের পালক; **স-প্রাতঃ-আশৌ**—প্রাতঃরাশ সমাপ্ত করে; **গো-বৎসান্**—সমস্ত গোবৎসদের; **চারয়ন্তৌ**—চারণ করে; **বিচেরতুঃ**—ইতস্তত বিচরণ করেছিলেন।

অনুবাদ

সেই অসুরটিকে সংহার করার পর কৃষ্ণ এবং বলরাম তাঁদের প্রাতঃরাশ সমাপ্ত করেছিলেন, এবং গোবৎসদের চারণ করতে করতে ইতস্তত বিচরণ করেছিলেন। কৃষ্ণ এবং বলরাম সমস্ত জগতের পালক, কিন্তু এখন তাঁরা গোপালক রূপে গোবৎসদের পালন করেছিলেন।

তাৎপর্য

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। জড় জগতে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য কার্য ছিল দুষ্কৃতীদের সংহার করা। তার ফলে তাঁর দৈনন্দিন কার্যে কোন ব্যাঘাত হয়নি কারণ সেটি ছিল তাঁর নিত্য কর্ম। তিনি যখন যমুনার তীরে গোবৎস চারণ করতেন, তখন প্রতিদিনই প্রায় দু-তিনটি ঘটনা ঘটত, এবং যদিও সেগুলি ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, তবুও একের পর এক অসুর সংহার করা তাঁর দৈনন্দিন কার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

শ্লোক ৪৬

স্বং স্বং বৎসকুলং সর্বে পায়য়িষ্যন্ত একদা ।
গত্বা জলাশয়াভ্যাশং পায়য়িত্বা পপুর্জলম্ ॥ ৪৬ ॥

স্বম্ স্বম্—নিজের নিজের; **বৎস-কুলম্**—গোবৎসগণ; **সর্বে**—কৃষ্ণ-বলরাম তথা সমস্ত বালকেরা; **পায়য়িষ্যন্তঃ**—তাদের জল পান করানোর বাসনায়; **একদা**—একদিন; **গত্বা**—গিয়ে; **জল-আশয়-অভ্যাশম্**—জলাশয়ের নিকটে; **পায়য়িত্বা**—পশুদের জলপান করিয়ে; **পপুঃ জলম্**—তাঁরাও জল পান করেছিলেন।

অনুবাদ

একদিন কৃষ্ণ-বলরাম সহ সমস্ত বালকেরা তাঁদের নিজ নিজ গোবৎসদের জল পান করাবার জন্য জলাশয়ের নিকটে উপস্থিত হয়ে তাদের জল পান করিয়েছিলেন, এবং তারপর তাঁরা নিজেরাও জল পান করেছিলেন।

শ্লোক ৪৭

তে তত্র দদৃশুর্বালা মহাসত্ত্বমবস্থিতম্ ।
তত্রসুর্বজ্রনির্ভিন্নং গিরেঃ শৃঙ্গমিব চ্যুতম্ ॥ ৪৭ ॥

তে—তাঁরা; **তত্র**—সেখানে; **দদৃশুঃ**—দর্শন করেছিলেন; **বালাঃ**—সমস্ত বালকেরা; **মহা-সত্ত্বম্**—এক বিশাল শরীর; **অবস্থিতম্**—অবস্থিত; **তত্রসুঃ**—ভীত হয়েছিলেন; **বজ্র-নির্ভিন্নম্**—বজ্রাঘাতে ভগ্ন; **গিরেঃ শৃঙ্গম্**—পর্বতশৃঙ্গ; **ইব**—সদৃশ; **চ্যুতম্**—পতিত।

অনুবাদ

বালকেরা সেই জলাশয়ের নিকটে বজ্রাঘাতে ভগ্ন গিরিশৃঙ্গ সদৃশ একটি বিশাল শরীর দর্শন করেছিলেন। ঐই প্রকার এক বিশাল প্রাণী দর্শন করে তাঁরা ভীত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৮

স বৈ বকো নাম মহানসুরো বকরূপধৃক্ ।
আগত্য সহসা কৃষ্ণং তীক্ষ্ণতুণ্ডোঽগ্রসদ্ বলী ॥ ৪৮ ॥

সঃ—সেই প্রাণীটি; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বকঃ নাম**—বকাসুর নামক; **মহান্ অসুরঃ**—মহা অসুর; **বক-রূপ-ধৃক্**—এক বিশাল বকের আকৃতি ধারণ করেছিল; **আগত্য**—সেখানে এসে; **সহসা**—সহসা; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণকে; **তীক্ষ্ণ-তুণ্ডঃ**—তীক্ষ্ণ চঞ্চু; **অগ্রসৎ**—গ্রাস করেছিল; **বলী**—অত্যন্ত বলবান।

অনুবাদ

সেই বিশালকায় অসুরটি ছিল বকাসুর। সে এক তীক্ষ্ণচঞ্চু বকের রূপ ধারণ করেছিল। সেখানে এসে সে সহসা শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করেছিল।

শ্লোক ৪৯

কৃষ্ণং মহাবকগ্রস্তং দৃষ্ট্বা রামাদয়োঽর্ভকাঃ।
বভূবুরিন্দ্রিয়াণীব বিনা প্রাণং বিচেতসঃ ॥ ৪৯ ॥

কৃষ্ণম্—কৃষ্ণকে; **মহা-বক-গ্রস্তম্**—মহাবক কর্তৃক গ্রস্ত; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **রাম-আদয়ঃ অর্ভকাঃ**—বলরাম আদি বালকেরা; **বভূবুঃ**—হয়েছিলেন; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **ইব**—সদৃশ; **বিনা**—রহিত; **প্রাণম্**—প্রাণ; **বিচেতসঃ**—অত্যন্ত মোহাচ্ছন্ন, প্রায়-অচেতন।

অনুবাদ

বলরাম এবং অন্যান্য বালকেরা যখন দেখলেন যে, বিশাল বকটি শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করেছে, তখন তাঁরা প্রাণহীন ইন্দ্রিয়ের মতো প্রায় অচেতন হয়ে পড়েছিলেন।

তাৎপর্য

বলরাম যদিও সব কিছুই করতে পারেন, তবুও তাঁর ভায়ের প্রতি গভীর স্নেহবশত তিনি ক্ষণিকের জন্য মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এমনই একটি ঘটনার বর্ণনা রুক্মিণী-হরণ সম্বন্ধেও করা হয়েছে। রুক্মিণীকে হরণ করার পর কৃষ্ণ যখন সমস্ত রাজাদের দ্বারা আক্রান্ত হন, তখন শ্রীকৃষ্ণ উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করা পর্যন্ত, রুক্মিণী ক্ষণিকের জন্য মোহাচ্ছন্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫০

তং তালুমূলং প্রদহন্তমগ্নিবদ্-
গোপালসূনুং পিতরং জগদ্গুরোঃ।
চচ্ছর্দ সদ্যোঽতিরুষাক্ষতং বক-
স্তুণ্ডেন হন্তুং পুনরভ্যপদ্যত ॥ ৫০ ॥

তম্—কৃষ্ণ; **তালু-মূলম্**—তালুর মূল; **প্রদহন্তম্**—দহন করে; **অগ্নি-বৎ**—অগ্নির মতো; **গোপাল-সূনুম্**—গোপাল-বালক শ্রীকৃষ্ণ; **পিতরম্**—পিতা; **জগৎ-গুরোঃ**—ব্রহ্মার; **চচ্ছর্দ**—তার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **অতি-রুষা**—অত্যন্ত ক্রোধে; **অক্ষতম্**—অক্ষত; **বকঃ**—বকাসুর; **তুণ্ডেন**—তার তীক্ষ্ণ চঞ্চুর দ্বারা; **হন্তুম্**—হত্যা করতে; **পুনঃ**—পুনরায়; **অভ্যপদ্যত**—চেষ্টা করেছিল।

অনুবাদ

ব্রহ্মারও পিতা গোপাল-বালকরূপী শ্রীকৃষ্ণ অগ্নির মতো উত্তপ্ত হয়ে সেই অসুরের তালুমূল দহন করেছিলেন, এবং তার ফলে সেই বকাসুর তৎক্ষণাৎ তাঁকে উদ্গীরণ করেছিল। কৃষ্ণকে গ্রাস করা সত্ত্বেও অক্ষত দেখে, সে পুনরায় তার তীক্ষ্ণ চঞ্চুর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যদিও পদ্মফুলের মতো কোমল, তবুও তিনি অগ্নির থেকেও উত্তপ্ত হয়ে বকাসুরের তালুমূল দহন করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের শরীর যদিও মিছরি থেকেও মধুর, তবুও বকাসুরের কাছে তা অত্যন্ত তিক্ত বলে মনে হয়েছিল এবং সে তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকে তার মুখ থেকে উদ্গীরণ করেছিল। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১১) বলা হয়েছে—*যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্*। শ্রীকৃষ্ণকে যখন শত্রু বলে মনে করা হয়, তখন তাঁর সেই অভক্তের কাছে তিনি সব চাইতে অসহনীয় বস্তুরূপে প্রতিভাত হন, এবং সে তখন অন্তরে ও বাইরে শ্রীকৃষ্ণকে সহ্য করতে পারে না। এখানে বকাসুরের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়েছে।

শ্লোক ৫১

তমাপতন্তং স নিগৃহ্য তুণ্ডয়ো-
দোর্ভ্যাং বকং কংসসখং সতাং পতিঃ ।
পশ্যৎসু বালেষু দদার লীলয়া
মুদাবহো বীরণবদ্ দিবৌকসাম্ ॥ ৫১ ॥

তম্—বকাসুরকে; **আপতন্তম্**—তাঁকে পুনরায় আক্রমণ করতে উদ্যত; **সঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **নিগৃহ্য**—ধারণ করে; **তুণ্ডয়োঃ**—চঞ্চুর দ্বারা; **দোর্ভ্যাম্**—তাঁর বাহুর দ্বারা; **বকম্**—বকাসুর; **কংস-সখম্**—কংসের সখা এবং অনুচর; **সতাম্ পতিঃ**—বৈষ্ণবদের

পতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **পশ্যৎসু**—তাঁদের সামনে; **বালেষু**—সমস্ত গোপবালকদের; **দদার**—দ্বিধা বিভক্ত করেছিলেন; **লীলয়া**—অবলীলাক্রমে; **মুদা-আবহঃ**—এই কার্যটি অত্যন্ত আনন্দদায়ক হয়েছিল; **বীরণ-বৎ**—বীরণ ঘাসের মতো; **দিবৌকসাম্**—স্বর্গের দেবতাদের।

অনুবাদ

বৈষ্ণবদের পতি শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন যে, কংসের সখা বকাসুর পুনরায় তাঁকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে, তখন তিনি তাঁর হাত দিয়ে সেই অসুরের চঞ্চুদ্বয় ধারণ করে সমস্ত গোপবালকদের সম্মুখে বীরণ ঘাসের মতো তাকে দ্বিধা বিভক্ত করেছিলেন। এইভাবে অসুরটিকে বধ করে শ্রীকৃষ্ণ দেবতাদেরও আনন্দ বিধান করেছিলেন।

শ্লোক ৫২

তদা বকারিং সুরলোকবাসিনঃ
সমাকিরন্ নন্দনমল্লিকাদিভিঃ ।
সমীড়িরে চানকশঙ্খসংস্তবৈ-
স্তদ্ বীক্ষ্য গোপালসুতা বিসিস্মিরে ॥ ৫২ ॥

তদা—তখন; **বক-অরিম্**—বকাসুরের শত্রুকে; **সুর-লোক-বাসিনঃ**—স্বর্গলোকবাসীগণ; **সমাকিরন্**—পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন; **নন্দন-মল্লিকা-আদিভিঃ**—নন্দনকানন জাত মল্লিকা আদি পুষ্পের দ্বারা; **সমীড়িরে**—তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন; **চ**—এবং; **আনক-শঙ্খ-সংস্তবৈঃ**—দুন্দুভি, শঙ্খ এবং স্তবের দ্বারা; **তৎ বীক্ষ্য**—তা দেখে; **গোপাল-সুতাঃ**—গোপবালকেরা; **বিসিস্মিরে**—বিস্মিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

তখন স্বর্গের দেবতারা বকাসুরের শত্রু শ্রীকৃষ্ণের উপর নন্দনকানন জাত মল্লিকা পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন এবং দুন্দুভি ও শঙ্খ বাজিয়ে তাঁর স্তব করে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তা দেখে গোপবালকেরা বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৩

মুক্তং বকাস্যাদুপলভ্য বালকা
রামাদয়ঃ প্রাণমিবেন্দ্রিয়ো গণঃ ।
স্থানাগতং তং পরিরভ্য নির্বৃতাঃ
প্রণীয় বৎসান্ ব্রজমেত্য তজ্জগুঃ ॥ ৫৩ ॥

মুক্তম্—এইভাবে মুক্ত; **বক-আস্যাৎ**—বকাসুরের মুখ থেকে; **উপলভ্য**—ফিরে পেয়ে; **বালকাঃ**—খেলার সাথী সমস্ত বালকেরা; **রাম-আদয়ঃ**—বলরাম আদি; **প্রাণম্**—প্রাণ; **ইব**—সদৃশ; **ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়; **গণঃ**—সমূহ; **স্থান-আগতম্**—তাঁদের নিজ নিজ স্থানে গিয়ে; **তম্**—কৃষ্ণকে; **পরিরভ্য**—আলিঙ্গন করে; **নির্বৃতাঃ**—বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে; **প্রণীয়**—একত্র করে; **বৎসান্**—সমস্ত গোবৎসদের; **ব্রজম্ এত্য**—ব্রজভূমিতে ফিরে গিয়ে; **তৎ জগুঃ**—উচ্চৈঃস্বরে সেই ঘটনা ঘোষণা করেছিলেন।

অনুবাদ

প্রাণ ফিরে এলে যেমন ইন্দ্রিয়সমূহ শান্ত হয়, তেমনই এই বিপদ থেকে কৃষ্ণ মুক্ত হলে, বলরাম প্রভৃতি বালকেরা যেন তাঁদের প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন। তাঁরা সুস্থ চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং তারপর তাঁদের নিজ নিজ গোবৎসদের একত্র করে তাঁরা ব্রজভূমিতে ফিরে গিয়ে, উচ্চৈঃস্বরে সেই ঘটনাটি কীর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

বনে শ্রীকৃষ্ণ অসুর-বধের যে সমস্ত বিভিন্ন লীলাবিলাস করতেন, ব্রজবাসীরা সেই ঘটনা বর্ণনা করে কবিতা রচনা করতেন। তাঁরা নিজেরাই সেই কবিতা রচনা করতেন অথবা সেখানকার কবিদের দ্বারা তা রচনা করাতেন, এবং তারপর তাঁরা সেই সমস্ত ঘটনা কীর্তন করতেন। তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, বালকেরা উচ্চৈঃস্বরে তা কীর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ৫৪

শ্রুত্বা তদ্ বিস্মিতা গোপা গোপ্যশ্চাতিপ্রিয়াদৃতাঃ ।
প্রেত্যাগতমিবোৎসুক্যাদৈক্ষন্ত তৃষিতেক্ষণাঃ ॥ ৫৪ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; **তৎ**—সেই ঘটনা; **বিস্মিতাঃ**—আশ্চর্যান্বিতা হয়ে; **গোপাঃ**—গোপেরা; **গোপ্যঃ চ**—এবং তাঁদের পত্নীগণ; **অতি-প্রিয়-আদৃতাঃ**—মহা আনন্দে সেই ঘটনাটি শ্রবণ করেছিলেন; **প্রেত্য আগতম্ ইব**—তাঁরা মনে করেছিলেন, যেন সেই বালকেরা মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছে; **উৎসুক্যাৎ**—অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে; **ঐক্ষন্ত**—সেই বালকদের উপর দৃষ্টিপাত করেছিলেন; **তৃষিত-ঈক্ষণাঃ**—পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণ এবং বালকদের থেকে তাঁদের চোখ ফেরাতে পারলেন না।

অনুবাদ

বনে বকাসুর বধের ঘটনা শ্রবণ করে গোপ এবং গোপীরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে এবং সেই ঘটনা শ্রবণ করে তাঁদের মনে হয়েছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য বালকেরা যেন মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছেন। তাই তাঁরা নীরব নয়নে শ্রীকৃষ্ণ এবং বালকদের দর্শন করতে লাগলেন এবং তাঁদের নিরাপদ দেখে তাঁদের থেকে চোখ ফেরাতে পারলেন না।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রীতিবশত গোপ এবং গোপীরা কৃষ্ণ এবং বালকেরা যে কিভাবে রক্ষা পেয়েছে, সেই কথা চিন্তা করে কেবল নীরব ছিলেন। গোপ এবং গোপীরা শ্রীকৃষ্ণ এবং বালকদের দর্শন করতে লাগলেন এবং তাঁদের থেকে নিজেদের চোখ ফেরাতে পারলেন না।

শ্লোক ৫৫

অহো বতাস্য বালস্য বহবো মৃত্যবোঽভবন্ ।
অপ্যাসীদ্ বিপ্রিয়ং তেষাং কৃতং পূর্বং যতো ভয়ম্ ॥ ৫৫ ॥

অহো বত—এটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **অস্য**—এই; **বালস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **বহবঃ**—বহু; **মৃত্যবঃ**—মৃত্যুর কারণ; **অভবন্**—আবির্ভূত হয়েছে; **অপি**—তা সত্ত্বেও; **আসীৎ**—ছিল; **বিপ্রিয়ম্**—মৃত্যুর কারণ; **তেষাম্**—তাদের; **কৃতম্**—করেছে; **পূর্বম্**—পূর্বে; **যতঃ**—যা থেকে; **ভয়ম্**—মৃত্যুর ভয় ছিল।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ আদি গোপেরা বলতে লাগলেন—এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, এই বালক শ্রীকৃষ্ণের অনেক প্রকার মৃত্যুর কারণ উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু ভগবানের কৃপায় সেই সমস্ত ভয়ের কারণেরই মৃত্যু হয়েছে।

তাৎপর্য

সরলচিত্ত গোপেরা মনে করেছিলেন, "যেহেতু আমাদের কৃষ্ণ অত্যন্ত সরল, তাই তার মৃত্যুর যে সমস্ত কারণ উপস্থিত হয়েছিল, তাদেরই মৃত্যু হয়েছে। সেটি ভগবানের অসীম কৃপা।"

শ্লোক ৫৬

অথাপ্যভিভবন্ত্যেনং নৈব তে ঘোরদর্শনাঃ ।
জিঘাংসয়ৈনমাসাদ্য নশ্যন্ত্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ ॥ ৫৬ ॥

অথ অপি—যদিও তারা আক্রমণ করতে এসেছিল; **অভিভবন্তি**—তারা হত্যা করতে সক্ষম; **এনম্**—এই বালকটিকে; **ন**—না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **তে**—তারা সকলে; **ঘোর-দর্শনাঃ**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দর্শন; **জিঘাংসয়া**—হিংসার ফলে; **এনম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **আসাদ্য**—কাছে এসে; **নশ্যন্তি**—বিনষ্ট হয়েছে (আক্রমণকারীর মৃত্যু হয়); **অগ্নৌ**—অগ্নিতে; **পতঙ্গ-বৎ**—পতঙ্গের মতো।

অনুবাদ

এই সমস্ত দৈত্যেরা ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, এবং তারা মৃত্যুর কারণ হলেও এই বালক কৃষ্ণকে হত্যা করতে পারেনি। পক্ষান্তরে, যেহেতু তারা একটি অসহায় বালককে হত্যা করতে এসেছিল, তাই তার কাছে আসামাত্রই তারা অগ্নিতে পতঙ্গের মতো নিহত হয়েছে।

তাৎপর্য

নন্দ মহারাজ সরলভাবে মনে করেছিলেন, "হয়ত পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত অসুরদের বধ করেছিলেন, এবং তাই এই জন্মে তারা প্রতিশোধ নেবার জন্য তাকে আক্রমণ করছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অগ্নির মতো এবং তারা পতঙ্গের মতো, এবং অগ্নি এবং পতঙ্গের মধ্যে সংগ্রামে সর্বদা অগ্নিরই জয় হয়।" অসুর এবং ভগবানের শক্তির

মধ্যে সর্বদাই সংগ্রাম হচ্ছে। *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্* (*ভগবদ্গীতা* ৪/৮)। যে ব্যক্তি ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করে, জন্ম-জন্মান্তরে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সাধারণ মানুষেরা কর্মের অধীন, কিন্তু ভগবান সর্বদাই অসুরদের পরাজিত করেন।

শ্লোক ৫৭

অহো ব্রহ্মবিদাং বাচো নাসত্যাঃ সন্তি কর্হিচিৎ ।
গর্গো যদাহ ভগবানন্বভাবি তথৈব তৎ ॥ ৫৭ ॥

অহো—কি আশ্চর্যজনক; **ব্রহ্ম-বিদাম্**—ব্রহ্ম-তত্ত্বজ্ঞদের; **বাচঃ**—বাক্য; **ন**—কখনই হয় না; **অসত্যাঃ**—মিথ্যা; **সন্তি**—হয়; **কর্হিচিৎ**—কোন সময়; **গর্গঃ**—গর্গমুনি; **যৎ**—যা কিছু; **আহ**—ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী গর্গমুনি; **অন্বভাবি**—ঠিক তাই হচ্ছে; **তথা এব**—যেমন; **তৎ**—তা।

অনুবাদ

ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞদের বাণী কখনও মিথ্যা হয় না। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, গর্গমুনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা এখন আমরা সবিস্তারে অনুভব করছি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসূত্রে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে মানব-জীবনের সিদ্ধি লাভের জন্য ব্রহ্ম সম্বন্ধে জানা অবশ্য কর্তব্য। গভীর বাৎসল্য স্নেহবশত নন্দ মহারাজ কৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানতে পারেননি। গর্গমুনি *বেদ* অধ্যয়নের দ্বারা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সব কিছুই অবগত ছিলেন, কিন্তু নন্দ মহারাজ কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারেননি। কৃষ্ণের প্রতি তাঁর গভীর প্রেমবশত তিনি ভুলে গিয়েছিলেন কৃষ্ণ কে, এবং তিনি কৃষ্ণের ক্ষমতা বুঝতে পারেননি। শ্রীকৃষ্ণ যদিও সাক্ষাৎ নারায়ণ, তবুও গর্গমুনি তা প্রকাশ করেননি। এইভাবে নন্দ মহারাজ গর্গমুনির বাক্যের প্রশংসা করেছেন, কিন্তু তাঁর গভীর বাৎসল্য স্নেহবশত তিনি বুঝতে পারেননি শ্রীকৃষ্ণ কে, যদিও গর্গমুনি তাঁকে বলেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী ঠিক নারায়ণেরই গুণাবলীর মতো।

শ্লোক ৫৮

ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ কৃষ্ণরামকথাং মুদা ।
কুর্বন্তো রমমাণাশ্চ নাবিন্দন্ ভববেদনাম্ ॥ ৫৮ ॥

ইতি—এইভাবে; **নন্দ-আদয়ঃ**—নন্দ মহারাজ প্রমুখ সমস্ত গোপেরা; **গোপাঃ**—গোপগণ; **কৃষ্ণ-রাম-কথাম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং রাম সম্বন্ধীয় ঘটনার বর্ণনা; **মুদা**—গভীর আনন্দে; **কুর্বন্তঃ**—তা করে; **রমমাণাঃ চ**—আনন্দ উপভোগ করেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের প্রীতি বর্ধন করেছিলেন; **ন**—না; **অবিন্দন্**—অনুভব করেছিলেন; **ভব-বেদনাম্**—জড়-জাগতিক অস্তিত্বের ক্লেশ।

অনুবাদ

এইভাবে নন্দ মহারাজ প্রমুখ গোপেরা পরম আনন্দে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের লীলা সম্বন্ধীয় কথা আস্বাদন করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁরা সংসার-দুঃখ অনুভব করেননি।

তাৎপর্য

এখানে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের লীলা অধ্যয়ন অথবা আলোচনা করার ফল সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। *সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/১/২)। বৃন্দাবনের নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদা এই জড় জগতের সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা অসুর সৃষ্ট নানা প্রকার উপদ্রবের সম্মুখীন হলেও কখনও এই জড় জগতের ক্লেশ অনুভব করেননি। এটি একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত। আমরা যদি নন্দ মহারাজ আদি গোপদের পদাঙ্ক অনুসরণ করি, তা হলে কেবল শ্রীকৃষ্ণের লীলা আলোচনা করে আমরা সুখী হতে পারি।

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে ।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৭/৬)

ব্যাসদেব এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, যাতে কেবল ভাগবত-কথা আলোচনার দ্বারা প্রতিটি মানুষ তাঁর চিন্ময় স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। এমন কি এখনও *শ্রীমদ্ভাগবত* অনুসরণ করে প্রতিটি স্থানে প্রতিটি ব্যক্তি জড় জগতের ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে সুখী হতে পারেন। কোন রকম কৃচ্ছ্রসাধন অথবা তপস্যা করার প্রয়োজন

নেই, কারণ এই যুগে তপস্যা করা অত্যন্ত কঠিন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই ঘোষণা করেছেন, *সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্*। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের দ্বারা আমরা *শ্রীমদ্ভাগবত* বিতরণ করার চেষ্টা করছি যাতে পৃথিবীর যে কোন স্থানে যে কোন ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ এবং কীর্তন করে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে মগ্ন হতে পারেন এবং সমস্ত জড়-জাগতিক ক্লেশ থেকে মুক্ত হতে পারেন।

শ্লোক ৫৯

এবং বিহারৈঃ কৌমারৈঃ কৌমারং জহতুর্ব্রজে ।
নিলায়নৈঃ সেতুবন্ধৈর্মর্কটোৎপ্লবনাদিভিঃ ॥ ৫৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিহারৈঃ**—বিভিন্ন লীলার দ্বারা; **কৌমারৈঃ**—শিশুসুলভ; **কৌমারম্**—বাল্যাবস্থা; **জহতুঃ**—(কৃষ্ণ এবং বলরাম) অতিবাহিত করেছিলেন; **ব্রজে**—ব্রজভূমিতে; **নিলায়নৈঃ**—লুকোচুরি খেলা; **সেতু-বন্ধৈঃ**—সমুদ্রে সেতু বন্ধন; **মর্কট**—বানরের মতো; **উৎপ্লবন-আদিভিঃ**—লম্ফন ইত্যাদি।

অনুবাদ

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম লুকোচুরি খেলা, সেতুনির্মাণ এবং বানরের মতো লম্ফন প্রভৃতি শিশুসুলভ খেলায় রত থেকে ব্রজভূমিতে তাদের শৈশব অতিবাহিত করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা' নামক একাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়

অঘাসুর বধ

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুর বধলীলা বর্ণিত হয়েছে।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ বনের মধ্যে বনভোজন করতে চেয়েছিলেন, এবং তাই খুব সকালে তিনি অন্যান্য গোপবালক ও তাঁদের নিজ নিজ গোবৎসগণ সহ গৃহ থেকে বেরিয়েছিলেন। তাঁরা যখন বনভোজন উপভোগ করছিলেন, তখন পূতনা এবং বকাসুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঘাসুর সমস্ত বালক সহ কৃষ্ণকে বধ করার বাসনায় সেখানে এসেছিল। কংস কর্তৃক প্রেরিত সেই অসুরটি এক যোজন (আট মাইল) বিস্তৃত বিশাল পর্বতের মতো উচ্চ এক অজগরের দেহ ধারণ করেছিল। তার বিশাল মুখটি যেন মনে হচ্ছিল পৃথিবী থেকে স্বর্গলোক পর্যন্ত বিস্তৃত। এই রূপ ধারণ করে অঘাসুর পথের মধ্যে শয়ন করেছিল। শ্রীকৃষ্ণের সাথী গোপবালকেরা মনে করেছিলেন যে, অসুরটির সেই রূপ বৃন্দাবনের একটি রমণীয় স্থান। তাই তাঁরা সেই বিশাল অজগরের মুখে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন। সেই অজগরের বিশাল রূপটি তাঁদের খেলার আনন্দের একটি বিষয় হয়েছিল, এবং তাঁরা হাস্য-পরিহাস করতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, সেই রূপটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হলেও কৃষ্ণ তাঁদের রক্ষা করবেন। এইভাবে তাঁরা সেই বিশাল অজগরের মুখের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুর সম্বন্ধে সব কিছুই অবগত ছিলেন, এবং তাই তিনি তাঁর সখাদের অসুরের মুখে প্রবেশ করা থেকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যেই সমস্ত গোপবালকেরা তাঁদের গোবৎসগণ সহ সেই বিশাল সর্পের মুখে প্রবেশ করেছিলেন। কৃষ্ণ বাইরে ছিলেন এবং অঘাসুর কৃষ্ণের জন্য প্রতীক্ষা করছিল। সে স্থির করেছিল যে, কৃষ্ণ তার মুখে প্রবেশ করা মাত্রই সে তার মুখ বন্ধ করবে এবং তার ফলে তাঁদের সকলের মৃত্যু হবে। এইভাবে কৃষ্ণের জন্য প্রতীক্ষা করে সে বালকদের গলাধঃকরণ করেনি। ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ভাবছিলেন কিভাবে তিনি বালকদের উদ্ধার করবেন এবং অঘাসুরকে বধ করবেন। তাই তিনি তখন সেই বিশাল অসুরের মুখে প্রবেশ করে তাঁর এবং তাঁর সখাদের শরীর

এমনভাবে বর্ধন করতে লাগলেন যে, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সেই অসুরটির মৃত্যু হয়। তারপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখাদের প্রতি অমৃতময় দৃষ্টিপাতের দ্বারা তাঁদের পুনর্জীবিত করেছিলেন এবং পরম আনন্দে অক্ষত অবস্থায় তাঁদের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিলেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত দেবতাদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন, এবং তাঁরা তাঁদের হর্ষ ও আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। অসাধু, কপট ব্যক্তিদের পক্ষে সাযুজ্য-মুক্তি বা ভগবানের জ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া কখনই সম্ভব নয়, কিন্তু ভগবান যেহেতু অঘাসুরের দেহে প্রবেশ করেছিলেন, তাই তাঁর স্পর্শের দ্বারা সেই অসুরটি ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করেছিল।

শ্রীকৃষ্ণ যখন এই লীলাবিলাস করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। তার এক বছর পর তাঁর বয়স যখন ছয় বছর হয়, এবং তিনি পৌগণ্ড অবস্থায় প্রবেশ করেন, তখন এই লীলাটি ব্রজবাসীদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছিল। পরীক্ষিৎ মহারাজ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এই লীলাটি কেন এক বছর পর প্রকাশ করা হয় এবং তা সত্ত্বেও ব্রজবাসীরা কেন মনে করেছিলেন যে, সেই ঘটনাটি যেন সেই দিনই ঘটেছিল?" এই প্রশ্নটির মাধ্যমে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হয়।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ক্বচিদ্ বনাশায় মনো দধদ্ ব্রজাৎ
প্রাতঃ সমুত্থায় বয়স্যবৎসপান্ ।
প্রবোধয়ঞ্ছৃঙ্গরবেণ চারুণা
বিনির্গতো বৎসপুরঃসরো হরিঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ক্বচিৎ**—একদিন; **বন-আশায়**—বনভোজন করার জন্য; **মনঃ**—মন; **দধৎ**—মনোনিবেশ করেছিলেন; **ব্রজাৎ**—ব্রজভূমি থেকে গিয়েছিলেন; **প্রাতঃ**—প্রাতঃকালে; **সমুত্থায়**—ঘুম থেকে জেগে উঠে; **বয়স্য-বৎস-পান্**—গোপবালক এবং গোবৎসগণ; **প্রবোধয়ন্**—সকলকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তাঁদের সেই কথা বলেছিলেন; **শৃঙ্গ-রবেণ**—শৃঙ্গধ্বনির দ্বারা; **চারুণা**—অত্যন্ত সুন্দর; **বিনির্গতঃ**—ব্রজভূমি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন; **বৎস-পুরঃসরঃ**—গোবৎসদের পুরোভাগে রেখে; **হরিঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, একদিন শ্রীকৃষ্ণ বনে প্রাতঃভোজন করার মনস্থ করেছিলেন। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি তাঁর শৃঙ্গধ্বনির দ্বারা সমস্ত গোপবালক এবং গোবৎসদের নিদ্রাভঙ্গ করেছিলেন। তারপর কৃষ্ণ এবং গোপবালকেরা তাঁদের বৎসদের সামনে নিয়ে ব্রজভূমি থেকে বনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন।

শ্লোক ২

তেনৈব সাকং পৃথুকাঃ সহস্রশঃ
স্নিগ্ধাঃ সুশিগ্বেত্রবিষাণবেণবঃ ।
স্বান্ স্বান্ সহস্রোপরিসংখ্যয়ান্বিতান্
বৎসান্ পুরস্কৃত্য বিনির্যযুর্মুদা ॥ ২ ॥

তেন—তাঁকে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **সাকম্**—সহ; **পৃথুকাঃ**—বালকেরা; **সহস্রশঃ**—হাজার হাজার; **স্নিগ্ধাঃ**—অত্যন্ত আকর্ষণীয়; **সু**—সুন্দর; **শিক্**—খাবারের ঝোলা; **বেত্র**—গোবৎসদের নিয়ন্ত্রণ করার যষ্টি; **বিষাণ**—শিঙা; **বেণবঃ**—বাঁশি; **স্বান্ স্বান্**—তাঁদের নিজের নিজের; **সহস্র-উপরি-সংখ্যয়া অন্বিতান্**—সহস্রাধিক; **বৎসান্**—গোবৎস; **পুরঃ-কৃত্য**—সামনে রেখে; **বিনির্যযুঃ**—তাঁরা বহির্গত হয়েছিলেন; **মুদা**—আনন্দ সহকারে।

অনুবাদ

তখন শত-সহস্র গোপবালকেরা তাঁদের শত-সহস্র গোবৎসদের সামনে নিয়ে ব্রজভূমিতে তাঁদের গৃহ থেকে মহানন্দে বেরিয়ে এসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। সেই বালকেরা ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর, এবং তাঁরা সকলেই খাবারের ঝোলা, শিঙা, বেণু এবং গোবৎস তাড়নের যষ্টি ধারণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩

কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈর্যূথীকৃত্য স্ববৎসকান্ ।
চারয়ন্তোঽর্ভলীলাভির্বিজহ্রুস্তত্র তত্র হ ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণঃ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **বৎসৈঃ**—গোবৎসগণ সহ; **অসংখ্যাতৈঃ**—অসংখ্য; **যূথী-কৃত্য**—তাঁদের একত্র করে; **স্ব-বৎসকান্**—তাঁর নিজের বৎসদের; **চারয়ন্তঃ**—চারণ

করে; **অর্ভ-লীলাভিঃ**—বাল্যলীলার দ্বারা; **বিজহ্রুঃ**—উপভোগ করেছিলেন; **তত্র তত্র**—ইতস্তত; **হ**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ গোপবালক এবং তাঁদের গোবৎসগণ সহ বেরিয়ে এসেছিলেন এবং তখন অসংখ্য গোবৎস একত্রিত হয়েছিল। তারপর সমস্ত গোপবালকেরা আনন্দে মত্ত হয়ে সেই বনে খেলা করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈঃ* শব্দগুচ্ছটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *অসংখ্যাত* শব্দটির অর্থ 'অসংখ্য'। শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস অসংখ্য। আমরা একশ, এক হাজার, দশ হাজার, এক লক্ষ, এক কোটি, অর্বুদ ইত্যাদি কথা বলতে পারি, কিন্তু এইভাবে এগোতে এগোতে এমন একটা সময় আসে, যখন আর সংখ্যার দ্বারা তা গণনা করা যায় না। তাকে বলা হয় অসংখ্য। এখানে *অসংখ্যাতৈঃ* শব্দটির দ্বারা সেই অসংখ্যের ইঙ্গিত করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত, তাঁর শক্তি অনন্ত, তাঁর গাভী এবং গোবৎস অনন্ত এবং তাঁর ধাম অনন্ত। তাই *ভগবদ্‌গীতায়* তাঁকে পরব্রহ্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *ব্রহ্ম* শব্দটির অর্থ 'অসীম', এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরব্রহ্ম। তাই, এই শ্লোকের এই উক্তিটি কাল্পনিক বলে মনে করা উচিত নয়। তা বাস্তব সত্য, কিন্তু তা অচিন্ত্য। শ্রীকৃষ্ণ অসীম স্থানে অনন্ত গোবৎসদের রাখতে পারেন। এটি কাল্পনিক বা মিথ্যা নয়, কিন্তু আমরা যদি আমাদের সীমিত জ্ঞানের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বিচার করতে চাই, তা হলে সেই শক্তি হৃদয়ঙ্গম করা কখনই সম্ভব হবে না। *অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ* (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/১০৯)। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি অনুমান করতে পারে না, কিভাবে কৃষ্ণ অসীম স্থানে অসংখ্য গোবৎসদের পালন করতে পারেন। কিন্তু তার উত্তর *বৃহদ্ভাগবতামৃতে* দেওয়া হয়েছে—

এবং প্রভোঃ প্রিয়াণাঞ্চ ধাম্নশ্চ সময়স্য চ ।
অবিচিন্ত্যপ্রভাবত্বাদত্র কিঞ্চিন্ন দুর্ঘটম্ ॥

শ্রীল সনাতন গোস্বামী *বৃহদ্ভাগবতামৃতে* উল্লেখ করেছেন যে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের সব কিছুই অনন্ত, তাই তাঁর পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই শ্লোকটি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

শ্লোক ৪

ফলপ্রবালস্তবকসুমনঃপিচ্ছধাতুভিঃ ।
কাচগুঞ্জামণিস্বর্ণভূষিতা অপ্যভূষয়ন্ ॥ ৪ ॥

ফল—বনের ফল; **প্রবাল**—সবুজ পাতা; **স্তবক**—গুচ্ছ; **সুমনঃ**—সুন্দর ফুল; **পিচ্ছ**—ময়ূরপুচ্ছ; **ধাতুভিঃ**—অতি কোমল এবং রঙিন ধাতু; **কাচ**—এক প্রকার মণি; **গুঞ্জা**—ছোট ছোট শঙ্খ; **মনি**—মুক্তা; **স্বর্ণ**—সোনা; **ভূষিতাঃ**—অলঙ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও; **অপি অভূষয়ন্**—যদিও তাঁদের মায়েরা তাঁদের সাজিয়ে দিয়েছিলেন, তবুও তাঁরা উপরোক্ত বস্তুগুলির দ্বারা নিজেদের সাজিয়েছিলেন।

অনুবাদ

যদিও সেই সমস্ত বালকদের মায়েরা তাঁদের কাচ, গুঞ্জা, মুক্তা এবং স্বর্ণ অলঙ্কারের দ্বারা সাজিয়ে দিয়েছিলেন, তবুও তাঁরা যখন বনে গিয়েছিলেন, তখন তাঁরা ফল, সবুজ পাতা, ফুলের স্তবক, ময়ূরপুচ্ছ এবং কোমল রঙিন ধাতুর দ্বারা নিজেদের আরও অলঙ্কৃত করেছিলেন।

শ্লোক ৫

মুষ্ণন্তোঽন্যোন্যশিক্যাদীন্ জ্ঞাতানারাচ্চ চিক্ষিপুঃ ।
তত্রত্যাশ্চ পুনর্দূরাদ্ধসন্তশ্চ পুনর্দদুঃ ॥ ৫ ॥

মুষ্ণন্তঃ—চুরি করে; **অন্যোন্য**—পরস্পরের; **শিক্য-আদীন্**—খাবার ঝোলা এবং অন্যান্য বস্তু; **জ্ঞাতান্**—সেই বস্তুর মালিক যখন তা বুঝতে পারতেন; **আরাৎ চ**—দূরবর্তী স্থানে; **চিক্ষিপুঃ**—ছুঁড়ে দিতেন; **তত্রত্যাঃ চ**—যাঁরা সেই স্থানে ছিলেন তাঁরাও; **পুনঃ দূরাৎ**—আরও দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন; **হসন্তঃ চ পুনঃ দদুঃ**—তাঁরা তার মালিককে দেখে তা আরও দূরে ছুঁড়ে ফেলতেন এবং তার মালিক যখন ক্রন্দন করতে শুরু করতেন, তখন তাঁরা হাসতে হাসতে সেই ঝোলাটি তাঁর কাছে আবার ফিরিয়ে দিতেন।

অনুবাদ

গোপবালকেরা পরস্পরের খাবারের ঝোলা চুরি করতেন। কোন বালক যখন বুঝতে পারতেন যে, তাঁর ঝোলাটি কেউ চুরি করে নিয়েছে, তখন অন্য বালকেরা

সেটি দূরে ছুঁড়ে দিতেন, এবং সেখানে যে সমস্ত বালকেরা ছিল, তাঁরা তা নিয়ে আরও দূরে ছুঁড়ে দিতেন। যাঁর ঝোলা তিনি যখন কাঁদতেন, তখন অন্য বালকেরা হাসতে হাসতে তাঁকে তা ফিরিয়ে দিতেন।

তাৎপর্য

এই প্রকার খেলা এবং চুরি করা এই জড় জগতেও বালকদের মধ্যে দেখা যায়, কারণ এই প্রকার খেলার আনন্দ চিৎ-জগতে রয়েছে। সেখান থেকেই এই আনন্দের ভাবনাটি এসেছে। *জন্মাদ্যস্য যতঃ* (*বেদান্তসূত্র* ১/১/২)। এই আনন্দ চিৎ-জগতে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর সঙ্গীরা প্রদর্শন করেন, কিন্তু সেখানকার আনন্দ নিত্য, আর এই জড় জগতে তা অনিত্য; সেখানকার আনন্দ ব্রহ্ম, কিন্তু এখানকার আনন্দ জড়। কিভাবে জড় থেকে ব্রহ্মে স্থানান্তরিত হওয়া যায়, সেই শিক্ষাদান করার জন্যই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন, কারণ এটিই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। *অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা* (*বেদান্তসূত্র* ১/১/১)। আমরা কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে চিৎ-জগতে আনন্দ উপভোগ করতে পারি, সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্যই তিনি এখানে অবতরণ করেন। তিনি কেবল এখানে আসেন, তাই নয়, তিনি স্বয়ং বৃন্দাবনে তাঁর লীলাবিলাস করে চিন্ময় আনন্দের প্রতি সকলকে আকর্ষণ করেন।

শ্লোক ৬

যদি দূরং গতঃ কৃষ্ণো বনশোভেক্ষণায় তম্ ।
অহং পূর্বমহং পূর্বমিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে ॥ ৬ ॥

যদি—যদি; **দূরম্**—দূরে; **গতঃ**—চলে যেতেন; **কৃষ্ণঃ**—ভগবান; **বন-শোভা**—বনের সৌন্দর্য; **ঈক্ষণায়**—দর্শন করার জন্য; **তম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **অহম্**—আমি; **পূর্বম্**—প্রথমে; **অহম্**—আমি; **পূর্বম্**—প্রথমে; **ইতি**—এইভাবে; **সংস্পৃশ্য**—তাঁকে স্পর্শ করে; **রেমিরে**—তাঁরা আনন্দ লাভ করতেন।

অনুবাদ

কৃষ্ণ যদি কখনও বনের শোভা দর্শন করার জন্য দূরে চলে যেতেন, তখন বালকেরা "আমি ছুটে গিয়ে প্রথমে কৃষ্ণকে স্পর্শ করব! আমি কৃষ্ণকে প্রথমে স্পর্শ করব!" বলে ছুটে গিয়ে কৃষ্ণকে স্পর্শ করে আনন্দ লাভ করতেন।

শ্লোক ৭-১১

কেচিদ্ বেণূন্ বাদয়ন্তো ধ্মান্তঃ শৃঙ্গাণি কেচন ।
কেচিদ্ ভৃঙ্গৈঃ প্রগায়ন্তঃ কূজন্তঃ কোকিলৈঃ পরে ॥ ৭ ॥
বিচ্ছায়াভিঃ প্রধাবন্তো গচ্ছন্তঃ সাধু হংসকৈঃ ।
বকৈরুপবিশন্তশ্চ নৃত্যন্তশ্চ কলাপিভিঃ ॥ ৮ ॥
বিকর্ষন্তঃ কীশবালানারোহন্তশ্চ তৈর্দ্রুমান্ ।
বিকুর্বন্তশ্চ তৈঃ সাকং প্লবন্তশ্চ পলাশিষু ॥ ৯ ॥
সাকং ভেকৈর্বিলঙ্ঘন্তঃ সরিতঃ স্রবসম্প্লুতাঃ ।
বিহসন্তঃ প্রতিচ্ছায়াঃ শপন্তশ্চ প্রতিস্বনান্ ॥ ১০ ॥
ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন ।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ ১১ ॥

কেচিৎ—তাঁদের মধ্যে কেউ; **বেণূন্**—বংশী; **বাদয়ন্তঃ**—বাজিয়ে; **ধ্মান্তঃ**—বাজিয়ে; **শৃঙ্গাণি**—শিঙা; **কেচন**—অন্য কেউ; **কেচিৎ**—কেউ; **ভৃঙ্গৈঃ**—ভ্রমরদের সঙ্গে; **প্রগায়ন্তঃ**—গান করে; **কূজন্তঃ**—কূজন অনুকরণ করে; **কোকিলৈঃ**—কোকিলদের সঙ্গে; **পরে**—অন্যরা; **বিচ্ছায়াভিঃ**—উড়ন্ত পাখির ছায়ার সঙ্গে; **প্রধাবন্তঃ**—ধাবিত হয়ে; **গচ্ছন্তঃ**—সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে; **সাধু**—সুন্দর; **হংসকৈঃ**—হংসের সঙ্গে; **বকৈঃ**—এক স্থানে উপবিষ্ট বকের সঙ্গে; **উপবিশন্তঃ চ**—তাদের মতো নীরবে বসে থেকে; **নৃত্যন্তঃ চ**—এবং নৃত্য করে; **কলাপিভিঃ**—ময়ূরদের সঙ্গে; **বিকর্ষন্তঃ**—আকর্ষণ করে; **কীশ-বালান্**—বানর-শিশুদের; **আরোহন্তঃ চ**—আরোহণ করে; **তৈঃ**—বানরদের সঙ্গে; **দ্রুমান্**—বৃক্ষে; **বিকুর্বন্তঃ চ**—তাদের অনুকরণ করেছিলেন; **তৈঃ**—বানরদের সঙ্গে; **সাকম্**—সহ; **প্লবন্তঃ চ**—লাফ দিয়ে; **পলাশিষু**—বৃক্ষে; **সাকম্**—সঙ্গে; **ভেকৈঃ**—ব্যাঙের সঙ্গে; **বিলঙ্ঘন্তঃ**—তাদের মতো লাফ দিয়ে; **সরিতঃ**—জলে; **স্রব-সম্প্লুতাঃ**—নদীর জলে সিক্ত হয়েছিলেন; **বিহসন্তঃ**—উপহাস করে; **প্রতিচ্ছায়াঃ**—প্রতিবিম্বের প্রতি; **শপন্তঃ চ**—ভর্ৎসনা করে; **প্রতিস্বনান্**—প্রতিধ্বনির প্রতি; **ইত্থম্**—এইভাবে; **সতাম্**—সাধুদের; **ব্রহ্ম-সুখ-অনুভূত্যা**—ব্রহ্মসুখের উৎস শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে (শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম, এবং ব্রহ্মজ্যোতি তাঁর দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা);

দাস্যম্—দাস্যভাব; **গতানাম্**—যে ভক্তরা স্বীকার করেছেন; **পর-দৈবতেন**—ভগবানের সঙ্গে; **মায়া-আশ্রিতানাম্**—যারা মায়ার বশীভূত; **নর-দারকেণ**—যিনি একজন সাধারণ বালকের মতো; **সাকম্**—তাঁর সঙ্গে; **বিজহ্রুঃ**—আনন্দ উপভোগ করেছিলেন; **কৃত-পুণ্য-পুঞ্জাঃ**—এই সমস্ত বালকেরা, যাঁরা জন্ম-জন্মান্তরে পুঞ্জীভূত পুণ্যকর্ম সঞ্চয় করেছিলেন।

অনুবাদ

এই সমস্ত বালকেরা বিভিন্নভাবে খেলা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ বাঁশি বাজাতেন, কেউ শিঙাধ্বনি করতেন, কেউ ভ্রমরের গুঞ্জনের অনুকরণ করতেন, অন্য কেউ কোকিলের কূজনের অনুকরণ করতেন। কেউ মাটিতে উড়ন্ত পাখির ছায়ার পিছনে ধাবিত হয়ে পাখির ওড়ার অনুকরণ করতেন, কেউ হংসের মনোহর গতির অনুকরণ করতেন। কেউ বকের অনুকরণে তাদের সঙ্গে চুপচাপ বসে থাকতেন, এবং অন্য কেউ ময়ূরের নৃত্যের অনুকরণ করতেন। কোন কোন বালক বৃক্ষস্থ বানর-শিশুদের আকর্ষণ করতেন, কেউ-বা তাদের সঙ্গে বৃক্ষে আরোহণ করে মুখভঙ্গি করতেন এবং অন্য কেউ এক শাখা থেকে অন্য শাখায় লাফ দিতেন। কোন বালক ঝরনায় গিয়ে ব্যাঙের সঙ্গে লাফ দিয়ে জলপ্রবাহ লম্ঘন করতেন, এবং জলে তাঁদের প্রতিবিম্বের প্রতি উপহাস করতেন। তাঁরা তাঁদের প্রতিধ্বনির প্রতি ভর্ৎসনাও করতেন। এইভাবে সমস্ত গোপবালকেরা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষী জ্ঞানীদের কাছে ব্রহ্মানন্দের উৎসস্বরূপ দাস্যভাবাপন্ন ভক্তদের পরম প্রভু এবং মায়াশ্রিত ব্যক্তিদের কাছে এক সাধারণ নরশিশুরূপে প্রতীয়মান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করতেন। সেই সমস্ত গোপবালকেরা তাঁদের জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত পুণ্যকর্মের ফলে এইভাবে ভগবানের সঙ্গলাভ করার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তাঁদের সৌভাগ্য কে বিশ্লেষণ করতে পারে?

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী উপদেশ দিয়েছেন—*তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ* (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/৪)। কৃষ্ণকে একজন সাধারণ নরশিশু বলে মনে করে, ব্রহ্মজ্যোতির উৎসরূপে মনে করে, পরমাত্মার উৎসরূপে মনে করে অথবা ভগবান বলে মনে করে, যেভাবেই হোক না কেন, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে মনকে পূর্ণরূপে একাগ্রীভূত করা উচিত। সেটি *ভগবদ্গীতারও* (১৮/৬৬) নির্দেশ—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের কাছে

পৌঁছবার সরলতম উপায় হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবত*। *ঈশ্বরঃ সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/১/২)। মানুষ যদি কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে তার মনকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অল্প একটুও কেন্দ্রীভূত করেন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। সেটিই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য। *লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৭/৬)। সাফল্যের রহস্য সাধারণ মানুষের অজ্ঞাত, এবং তাই শ্রীল ব্যাসদেব জড় জগতের, বিশেষ করে এই কলিযুগের দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত জীবদের প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়ে *শ্রীমদ্ভাগবত* প্রদান করেছেন। *শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১২/১৩/১৮)। যে সমস্ত বৈষ্ণবেরা কিয়ৎ পরিমাণে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেছেন, অথবা যাঁরা পূর্ণরূপে ভগবানের মহিমা এবং শক্তি সম্বন্ধে অবগত, তাঁদের কাছে *শ্রীমদ্ভাগবত* পরম প্রিয় বৈদিক শাস্ত্র। চরমে আমাদের এই শরীর পরিবর্তন করতে হবে (*তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ*)। আমরা যদি *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রতি আগ্রহশীল না হই, তা হলে পরবর্তী জন্মে যে কি প্রকার শরীর লাভ হবে, তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু কেউ যদি এই দুটি গ্রন্থ—*ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* অবলম্বন করে জীবন যাপন করেন, তা হলে পরবর্তী জীবনে তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করবেন, তা সুনিশ্চিত (*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন*)। তাই ধর্মজ্ঞ, দার্শনিক, অধ্যাত্মবাদী এবং যোগীদের পক্ষে (*যোগিনামপি সর্বেষাম্*), এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে সারা পৃথিবী জুড়ে *শ্রীমদ্ভাগবত* বিতরণ এক মহান কল্যাণকর কার্য। *জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ২/১/৬)—আমরা যদি জীবনের অন্তিম সময় কোন না কোনভাবে শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণকে স্মরণ করতে পারি, তা হলে আমাদের জীবন সার্থক হবে।

শ্লোক ১২

যৎপাদপাংসুর্বহুজন্মকৃচ্ছ্রতো
ধৃতাত্মভির্যোগিভিরপ্যলভ্যঃ ।
স এব যদ্দৃগ্বিষয়ঃ স্বয়ং স্থিতঃ
কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমতো ব্রজৌকসাম্ ॥ ১২ ॥

যৎ—যাঁর; **পাদ-পাংসুঃ**—শ্রীপাদপদ্মের রেণু; **বহু-জন্ম**—বহু জন্মে; **কৃচ্ছ্রতঃ**—যোগ, ধ্যান, ইত্যাদি অনুশীলনের জন্য কঠোর তপস্যা করে; **ধৃত-আত্মভিঃ**—যারা তাঁদের

মন সংযত করতে সক্ষম; **যোগিভিঃ**—(জ্ঞানযোগী, রাজযোগী, ধ্যানযোগী ইত্যাদি) যোগীদের দ্বারা; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **অলভ্যঃ**—লাভ করতে পারে না; **সঃ**—ভগবান; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **যৎ-দৃক্-বিষয়ঃ**—সাক্ষাৎ দর্শনের বিষয় হয়েছেন; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **স্থিতঃ**—তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত; **কিম্**—কি; **বর্ণ্যতে**—বর্ণনা করা যেতে পারে; **দিষ্টম্**—সৌভাগ্য সম্বন্ধে; **অতঃ**—অতএব; **ব্রজ-ওকসাম্**—ব্রজবাসীদের।

অনুবাদ

যোগীরা বহু জন্ম-জন্মান্তর ধরে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদি অনুশীলনের দ্বারা কঠোর তপস্যা করে, তাঁদের চিত্ত স্থির করা সত্ত্বেও যে ভগবানের চরণরেণু লাভ করতে পারেন না, তিনি স্বয়ং ব্রজবাসীদের নেত্রগোচর হয়ে তাঁদের সঙ্গে অবস্থান করছেন। সেই ব্রজবাসীদের মহাসৌভাগ্যের কথা কে বর্ণনা করতে পারে?

তাৎপর্য

আমরা বৃন্দাবনবাসীদের পরম সৌভাগ্য কেবল অনুমান করতে পারি। কিভাবে বহু জন্ম-জন্মান্তরে পুণ্যকর্মের ফলে তাঁরা এই সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, তা বর্ণনা করা অসম্ভব।

শ্লোক ১৩

অথাঘনামাভ্যপতন্মহাসুর-
স্তেষাং সুখক্রীড়নবীক্ষণাক্ষমঃ ।
নিত্যং যদন্তর্নিজজীবিতেপ্সুভিঃ
পীতামৃতৈরপ্যমরৈঃ প্রতীক্ষ্যতে ॥ ১৩ ॥

অথ—তারপর; **অঘ-নাম**—অঘ নামক এক অত্যন্ত শক্তিশালী অসুর; **অভ্যপতৎ**—সেই স্থানে আবির্ভূত হয়েছিল; **মহা-অসুরঃ**—এক অত্যন্ত শক্তিশালী অসুর; **তেষাম্**—গোপবালকদের; **সুখ-ক্রীড়ন**—দিব্যলীলার আনন্দ; **বীক্ষণ-অক্ষমঃ**—গোপবালকদের চিন্ময় আনন্দ সহ্য করতে না পারার ফলে দেখতে অক্ষম হয়ে; **নিত্যম্**—নিরন্তর; **যৎ-অন্তঃ**—অঘাসুরের জীবনান্ত; **নিজ-জীবিত-ঈপ্সুভিঃ**—অঘাসুরের দ্বারা উপদ্রুত না হয়ে জীবন যাপন করার জন্য; **পীত-অমৃতৈঃ অপি**—যদিও তারা প্রতিদিন অমৃত পান করতেন; **অমরৈঃ**—এই প্রকার দেবতাদের দ্বারা; **প্রতীক্ষ্যতে**—প্রতীক্ষা করছিলেন (দেবতারা অঘাসুরের মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন)।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তারপর সেখানে অঘাসুর নামক এক মহাদৈত্য আবির্ভূত হয়েছিল, দেবতারা যার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন। দেবতারা প্রতিদিন অমৃত পান করেন, কিন্তু তাঁরাও সেই মহা অসুরের ভয়ে ভীত হয়ে তার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন। বনে গোপবালকেরা যে দিব্য আনন্দ উপভোগ করছিলেন সেই অসুরটি তা সহ্য করতে পারেনি।

তাৎপর্য

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, কৃষ্ণের লীলায় অসুরেরা বিঘ্ন সৃষ্টি করে কি করে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সেই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে, গোপবালকদের চিন্ময় আনন্দের অনুভূতি যদিও অপ্রতিহত, তবুও তাঁদের সেই আনন্দ যদি প্রতিহত না হয়, তা হলে তাঁরা তাঁদের খাবার খেতে পারতেন না। তাই যোগমায়ার আয়োজনে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় অঘাসুর আবির্ভূত হয়েছিল, যাতে তাঁরা ক্ষণকালের জন্য তাঁদের কার্যকলাপ বন্ধ রেখে মধ্যাহ্ন ভোজন করতে পারেন। বৈচিত্র্যই আনন্দের উৎস। গোপবালকেরা নিরন্তর খেলা করতেন, তারপর খেলা বন্ধ করে অন্য আর এক প্রকার আনন্দে মগ্ন হতেন। তাই প্রতিদিন একটি অসুর এসে তাঁদের লীলাখেলায় বাধা প্রদান করত। তারপর অসুরটিকে বধ করা হত এবং তারপর বালকেরা আবার তাঁদের চিন্ময় লীলাবিলাসে মগ্ন হতেন।

শ্লোক ১৪

দৃষ্ট্বার্ভকান্ কৃষ্ণমুখানঘাসুরঃ
কংসানুশিষ্টঃ স বকীবকানুজঃ ।
অয়ং মে সোদরনাশকৃত্তয়ো-
র্দ্বয়োর্মমৈনং সবলং হনিষ্যে ॥ ১৪ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **অর্ভকান্**—সমস্ত গোপবালকদের; **কৃষ্ণ-মুখান্**—কৃষ্ণ প্রমুখ; **অঘাসুরঃ**—অঘ নামক অসুর; **কংস-অনুশিষ্টঃ**—কংসের দ্বারা প্রেরিত; **সঃ**—সে (অঘাসুর); **বকী-বক-অনুজঃ**—পূতনা এবং বকাসুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; **অয়ম্**—এই কৃষ্ণ; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **মে**—আমার; **সোদর-নাশ-কৃৎ**—আমার ভ্রাতা এবং ভগ্নীর হত্যাকারী; **তয়োঃ**—আমার ভ্রাতা এবং ভগ্নীর জন্য; **দ্বয়োঃ**—সেই দুজনের; **মম**—

আমার; **এনম্**—কৃষ্ণ; **স-বলম্**—তার সহকারী গোপবালকগণ সহ; **হনিষ্যে**—আমি হত্যা করব।

অনুবাদ

কংস কর্তৃক প্রেরিত অঘাসুর ছিল পূতনা এবং বকাসুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাই সে কৃষ্ণ প্রমুখ গোপবালকদের দর্শন করে চিন্তা করেছিল, "এই কৃষ্ণ আমার ভগ্নী এবং ভ্রাতা, পূতনা ও বকাসুরকে বধ করেছে। তাই তাদের উভয়ের তৃপ্তি সাধনের জন্য, আমি এই কৃষ্ণকে তার অনুচর অন্যান্য গোপবালকগণ সহ হত্যা করব।"

শ্লোক ১৫

এতে যদা মৎসুহৃদোস্তিলাপঃ
কৃতাস্তদা নষ্টসমা ব্রজৌকসঃ ।
প্রাণে গতে বর্ষ্মসু কা নু চিন্তা
প্রজাসবঃ প্রাণভৃতো হি যে তে ॥ ১৫ ॥

এতে—এই কৃষ্ণ এবং তাঁর অনুচর গোপবালকগণ; **যদা**—যখন; **মৎ-সুহৃদোঃ**—আমার ভ্রাতা এবং ভগ্নীর; **তিল-আপঃ কৃতাঃ**—তিল এবং জল নিবেদন করার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া; **তদা**—তখন; **নষ্ট-সমাঃ**—প্রাণবিহীন; **ব্রজ-ওকসঃ**—সমস্ত ব্রজবাসীগণ; **প্রাণে**—প্রাণ; **গতে**—দেহ থেকে নির্গত হওয়ার পর; **বর্ষ্মসু**—শরীর সম্পর্কে; **কা**—কি; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **চিন্তা**—বিচার; **প্রজা-অসবঃ**—যাদের সন্তানেরা তাদের প্রাণের তুল্য প্রিয়; **প্রাণ-ভৃতঃ**—সেই সমস্ত প্রাণী; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **যে তে**—সমস্ত ব্রজবাসীরা।

অনুবাদ

অঘাসুর চিন্তা করেছিল—আমি যদি কৃষ্ণ এবং তার অনুচরদের আমার পরলোকগত ভ্রাতা এবং ভগ্নীর তৃপ্তির জন্য তিল এবং উদকরূপে ব্যবহার করতে পারি, তা হলে আপনা থেকেই সমস্ত ব্রজবাসীদেরও মৃত্যু হবে, কারণ এই সমস্ত বালকেরা তাদের প্রাণতুল্য। প্রাণ না থাকলে দেহের আবশ্যকতা থাকে না; তেমনই, তাদের পুত্রদের মৃত্যু হলে স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত ব্রজবাসীদেরও মৃত্যু হবে।

শ্লোক ১৬

ইতি ব্যবস্যাজগরং বৃহদ্ বপুঃ
স যোজনায়ামমহাদ্রিপীবরম্ ।
ধৃত্বাদ্ভুতং ব্যাত্তগুহাননং তদা
পথি ব্যশেত গ্রসনাশয়া খলঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি—এইভাবে; **ব্যবস্য**—বিবেচনা করে; **আজগরম্**—অজগর; **বৃহৎ বপুঃ**—এক অত্যন্ত বিশাল শরীর; **সঃ**—অঘাসুর; **যোজন-আয়াম**—আট মাইল ব্যাপী স্থান অধিকার করে; **মহা-অদ্রি-পীবরম্**—বিশাল পর্বতের মতো স্থূল; **ধৃত্বা**—রূপ ধারণ করে; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **ব্যাত্ত**—বিস্তৃত; **গুহা-আননম্**—এক বিশাল পর্বত গহ্বরের মতো মুখ সমন্বিত; **তদা**—তখন; **পথি**—পথে; **ব্যশেত**—অধিকার করেছিল; **গ্রসন-আশয়া**—গোপবালকদের গ্রাস করার আশায়; **খলঃ**—অত্যন্ত খল স্বভাব।

অনুবাদ

এইভাবে বিবেচনা করে সেই খলপ্রকৃতি অঘাসুর এক বিশাল পর্বতের মতো স্থূল এবং এক যোজন দীর্ঘ এক বিশাল অজগরের রূপ ধারণ করেছিল। সেই অদ্ভুত অজগরের রূপ ধারণ করে, সে এক বিশাল পর্বতের কাছে গুহার মতো তার মুখ বিস্তার করে, কৃষ্ণ এবং তাঁর সহচর গোপবালকদের গ্রাস করার জন্য পথে শয়ন করেছিল।

শ্লোক ১৭

ধরাধরোষ্ঠো জলদোত্তরোষ্ঠো
দর্যাননান্তো গিরিশৃঙ্গদংষ্ট্রঃ ।
ধ্বান্তান্তরাস্যো বিততাধ্বজিহ্বঃ
পরুষানিলশ্বাসদবেক্ষণোষ্ণঃ ॥ ১৭ ॥

ধরা—পৃথিবী; **অধর-ওষ্ঠঃ**—যার নিম্ন ওষ্ঠ; **জলদ-উত্তর-ওষ্ঠঃ**—যার উপরের ওষ্ঠ আকাশের মেঘ স্পর্শ করছিল; **দরী-আনন-অন্তঃ**—যার মুখ পর্বতের গুহার মতো বিস্তৃত; **গিরি-শৃঙ্গ**—পর্বত-শিখরের মতো; **দংষ্ট্রঃ**—যার দাঁত; **ধ্বান্ত-অন্তঃ-আস্যঃ**—যার মুখের মধ্যভাগ অত্যন্ত অন্ধকারে পূর্ণ ছিল; **বিতত-অধ্ব-জিহ্বঃ**—যার জিহ্বা

ছিল একটি প্রশস্ত পথের মতো; **পরুষ-অনিল-শ্বাস**—যার শ্বাস ছিল গরম হাওয়ার মতো; **দব-ঈক্ষণ-উষ্ণঃ**—যার দৃষ্টিপাত ছিল জ্বলন্ত অগ্নির মতো।

অনুবাদ

তার নিম্ন ওষ্ঠ পৃথিবীতে এবং উপরের ওষ্ঠ আকাশের মেঘ স্পর্শ করছিল। তার মুখের প্রান্তভাগ ছিল বিশাল পর্বতের গুহার মতো, এবং তার মুখের মধ্যভাগ অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। তার জিহ্বা বিস্তৃত পথের মতো, তার নিঃশ্বাস প্রখর উষ্ণ বায়ুর মতো এবং তার চোখ দুটি ছিল জ্বলন্ত অগ্নির মতো।

শ্লোক ১৮

দৃষ্ট্বা তং তাদৃশং সর্বে মত্বা বৃন্দাবনশ্রিয়ম্ ।
ব্যাত্তাজগরতুণ্ডেন হ্যুৎপ্রেক্ষন্তে স্ম লীলয়া ॥ ১৮ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **তম্**—সেই অঘাসুরকে; **তাদৃশম্**—সেই অবস্থায়; **সর্বে**—সমস্ত গোপবালকেরা; **মত্বা**—মনে করেছিলেন; **বৃন্দাবন-শ্রিয়ম্**—বৃন্দাবনের কোন সুন্দর মূর্তি; **ব্যাত্ত**—বিস্তৃত; **অজগর-তুণ্ডেন**—অজগরের মুখের মতো; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **উৎপ্রেক্ষন্তে**—যেন দেখছিল; **স্ম**—অতীতে; **লীলয়া**—লীলারূপে।

অনুবাদ

সেই অসুরের বিশাল অজগরের মতো অদ্ভুত রূপ দর্শন করে বালকেরা মনে করেছিলেন যে, সেটি নিশ্চয় বৃন্দাবনের একটি রম্য স্থান। তারপর তাঁরা সেটির সঙ্গে এক বিশাল অজগরের মুখের সাদৃশ্য কল্পনা করেছিলেন। অর্থাৎ, বালকেরা নির্ভয়ে মনে করেছিলেন যে, এটি তাঁদের লীলা উপভোগের জন্য এক বিশাল অজগরের আকৃতি অনুসারে তৈরি একটি মূর্তি।

তাৎপর্য

সেই অদ্ভুত বস্তুটি দর্শন করে কয়েকটি বালক মনে করেছিলেন যে, বস্তুতপক্ষে সেটি ছিল একটি অজগর, এবং তাঁরা সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু অন্যেরা বলেছিলেন, "তোমরা পালাচ্ছ কেন? এই রকম একটি অজগরের এখানে থাকা সম্ভব নয়। এটি তো খেলা করার একটি রমণীয় স্থান।" তাঁরা এইভাবে কল্পনা করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

অহো মিত্রাণি গদত সত্ত্বকূটং পুরঃ স্থিতম্ ।
অস্মৎসংগ্রসনব্যাত্তব্যালতুণ্ডায়তে ন বা ॥ ১৯ ॥

অহো—হে; **মিত্রাণি**—বন্ধুগণ; **গদত**—বল দেখি; **সত্ত্ব-কূটম্**—মৃত অজগর; **পুরঃ স্থিতম্**—আমাদের সামনে যেভাবে রয়েছে; **অস্মৎ**—আমাদের সকলের; **সংগ্রসন**—আমাদের গ্রাস করার জন্য; **ব্যাত্ত-ব্যাল-তুণ্ডায়তে**—অজগরটি তার মুখ ব্যাদান করেছে; **ন বা**—তা বাস্তব নাকি।

অনুবাদ

বালকেরা বলেছিল—হে বন্ধুগণ! এটি কি মৃত, নাকি একটি জীবন্ত অজগর আমাদের গ্রাস করার জন্য মুখ বিস্তার করে রয়েছে? আমাদের এই সন্দেহ দূর কর।

তাৎপর্য

সমস্ত বন্ধুরা তাঁদের সম্মুখে অবস্থিত সেই অদ্ভুত প্রাণীটি সম্বন্ধে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করতে শুরু করেছিল। সেটি কি মৃত ছিল, নাকি সেটি ছিল একটি জীবন্ত অজগর, যে তাঁদের গ্রাস করার চেষ্টা করছিল?

শ্লোক ২০

সত্যমর্ককরারক্তমুত্তরাহনুবদ্ ঘনম্ ।
অধরাহনুবদ্ রোধস্তৎপ্রতিচ্ছায়য়ারুণম্ ॥ ২০ ॥

সত্যম্—বালকেরা তখন বিবেচনা করেছিলেন যে, সেটি সত্যই একটি জীবন্ত অজগর; **অর্ক-কর-আরক্তম্**—সূর্যকিরণের মতো রক্তিম; **উত্তরা-হনুবৎ-ঘনম্**—তার উপরের ওষ্ঠ মেঘের মতো; **অধরা-হনুবৎ**—নিম্ন ওষ্ঠের মতো; **রোধঃ**—বিশাল তট; **তৎ-প্রতিচ্ছায়য়া**—সূর্যকিরণের প্রতিবিম্বের দ্বারা; **অরুণম্**—রক্তিম।

অনুবাদ

তারপর তাঁরা স্থির করেছিলেন—হে বন্ধুগণ! ঠিকই বলেছ, এটি নিশ্চয়ই একটি জীবন্ত প্রাণী, যে আমাদের গ্রাস করার জন্য এখানে বসে আছে। তার উপরের ওষ্ঠ সূর্যকিরণে রঞ্জিত মেঘের মতো এবং নিম্ন ওষ্ঠ সেই মেঘের রক্তিম প্রতিবিম্বের মতো।

শ্লোক ২১

প্রতিস্পর্ধেতে সৃক্কভ্যাং সব্যাসব্যে নগোদরে ।
তুঙ্গশৃঙ্গালয়োঽপ্যেতাস্তদ্দংষ্ট্রাভিশ্চ পশ্যত ॥ ২১ ॥

প্রতিস্পর্ধেতে—সদৃশ; **সৃক্কভ্যাম্**—মুখের প্রান্তভাগ; **সব্য-অসব্যে**—বাম এবং দক্ষিণ; **নগ-উদরে**—পর্বতের গুহা; **তুঙ্গ-শৃঙ্গ-আলয়ঃ**—অতি উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ; **অপি**—যদিও এটি তেমন; **এতাঃ তৎ-দংষ্ট্রাভিঃ**—সেগুলি একটি পশুর দাঁতের মতো; **চ**—এবং; **পশ্যত**—দেখ।

অনুবাদ

বাম এবং দক্ষিণে যে দুটি পর্বতের গুহা, সেগুলি তার মুখের প্রান্তদ্বয়, এবং উচ্চ পর্বত শৃঙ্গগুলি তার দাঁত।

শ্লোক ২২

আস্তৃতায়ামমার্গোঽয়ং রসনাং প্রতিগর্জতি ।
এষামন্তর্গতং ধ্বান্তমেতদপ্যন্তরাননম্ ॥ ২২ ॥

আস্তৃত-আয়াম—দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ; **মার্গঃ অয়ম্**—একটি প্রশস্ত পথ; **রসনাম্**—জিহ্বা; **প্রতিগর্জতি**—সদৃশ; **এষাম্ অন্তঃ-গতম্**—পর্বতের ভিতর; **ধ্বান্তম্**—অন্ধকার; **এতৎ**—এই; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **অন্তঃ-আননম্**—মুখের ভিতর।

অনুবাদ

এই পশুটির জিহ্বার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ একটি বিস্তৃত পথের মতো, এবং তার মুখগহ্বর পর্বতের গুহার মতো অতিশয় অন্ধকারাচ্ছন্ন।

শ্লোক ২৩

দাবোষ্ণখরবাতোঽয়ং শ্বাসবদ্ ভাতি পশ্যত ।
তদ্দগ্ধসত্ত্বদুর্গন্ধোঽপ্যন্তরামিষগন্ধবৎ ॥ ২৩ ॥

দাব-উষ্ণ-খর-বাতঃ অয়ম্—দাবানলের মতো উষ্ণ বায়ু নির্গত হচ্ছে; **শ্বাসবৎ ভাতি পশ্যত**—দেখ তা কেমন তার নিঃশ্বাসের মতো; **তৎ-দগ্ধ-সত্ত্ব**—মৃতদেহ দহনের মতো; **দুর্গন্ধঃ**—দুর্গন্ধ; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **অন্তঃ-আমিষ-গন্ধবৎ**—তার মধ্যে থেকে নির্গত মাংসের গন্ধের মতো।

অনুবাদ

দাবানলের মতো উষ্ণ বায়ু তার মুখ থেকে নির্গত নিঃশ্বাস, এবং সে যে-সমস্ত প্রাণীদের আহার করেছে, তাদের মৃতদেহ থেকে দগ্ধ মাংসের দুর্গন্ধ বের হচ্ছে।

শ্লোক ২৪

অস্মান্ কিমত্র গ্রসিতা নিবিষ্টা-
নয়ং তথা চেদ্ বকবদ্ বিনঙ্ক্ষ্যতি ।
ক্ষণাদনেনেতি বকার্যুশন্মুখং
বীক্ষ্যোদ্ধসন্তঃ করতাড়নৈর্যযুঃ ॥ ২৪ ॥

অস্মান্—আমরা সকলে; **কিম্**—কি; **অত্র**—এখানে; **গ্রসিতা**—গ্রাস করবে; **নিবিষ্টান্**—যারা প্রবেশ করার চেষ্টা করেছে; **অয়ম্**—এই পশুটি; **তথা**—অতএব; **চেৎ**—যদি; **বক-বৎ**—বকাসুরের মতো; **বিনঙ্ক্ষ্যতি**—বিনষ্ট হবে; **ক্ষণাৎ**—তৎক্ষণাৎ; **অনেন**—এই কৃষ্ণের দ্বারা; **ইতি**—এইভাবে; **বক-অরি-উশৎ-মুখম্**—বকাসুরের শত্রু শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর মুখমণ্ডল; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **উদ্ধসন্তঃ**—উচ্চৈঃস্বরে হেসে; **কর-তাড়নৈঃ**—করতালি দিয়ে; **যযুঃ**—মুখে প্রবেশ করেছিলেন।

অনুবাদ

তখন বালকেরা বলেছিলেন, "এই প্রাণীটি কি এখানে আমাদের গ্রাস করতে এসেছে? তাই যদি হয়ে থাকে, তা হলে সে এক্ষুণি বকাসুরের মতো নিহত হবে।" তারপর তাঁরা বকাসুরের শত্রু শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে হাসতে হাসতে ও করতালি দিতে দিতে তাঁরা সেই অজগরের মুখে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এইভাবে সেই ভয়ঙ্কর পশুটির সম্বন্ধে আলোচনা করে, তাঁরা সেই অসুরটির মুখে প্রবেশ করতে মনস্থ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের উপর তাঁদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, কারণ তাঁরা দেখেছিলেন, কৃষ্ণ কিভাবে বকাসুরের মুখ থেকে তাঁদের রক্ষা করেছিলেন। এখানে অঘাসুর নামক আর একটি অসুর এসেছিল। তাই তাঁরা সেই অসুরের মুখে প্রবেশ করে খেলার আনন্দ এবং বকাসুরের শত্রু কৃষ্ণ কর্তৃক পরিত্রাণের আনন্দ উপভোগ করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ২৫

ইত্থং মিথোঽতথ্যমতজ্জ্ঞভাষিতং
শ্রুত্বা বিচিন্ত্যেত্যমৃষা মৃষায়তে ।
রক্ষো বিদিত্বাখিলভূতহৃৎস্থিতঃ
স্বানাং নিরোদ্ধুং ভগবান্ মনো দধে ॥ ২৫ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **মিথঃ**—অথবা অন্য; **অতথ্যম্**—অযথার্থ বিষয়ে; **অ-তৎ-জ্ঞ**—জ্ঞানহীন; **ভাষিতম্**—তাঁরা যখন কথা বলছিলেন; **শ্রুত্বা**—শ্রীকৃষ্ণ সেই কথা শুনে; **বিচিন্ত্য**—চিন্তা করে; **ইতি**—এইভাবে; **অমৃষা**—সত্য; **মৃষায়তে**—যে একটি মিথ্যা বস্তুরূপে প্রতিভাত হওয়ার চেষ্টা করছে (প্রকৃতপক্ষে সেটি ছিল অঘাসুর, কিন্তু স্বল্পজ্ঞানবশত তাঁরা মনে করছিলেন যে, সেটি ছিল একটি মৃত অজগর); **রক্ষঃ**—(কৃষ্ণ কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন যে,) সে ছিল একটি অসুর; **বিদিত্বা**—তা জেনে; **অখিল-ভূত-হৃৎ-স্থিতঃ**—যেহেতু তিনি সকলেরই হৃদয়ে অবস্থিত অন্তর্যামী; **স্বানাম্**—তাঁর সঙ্গীদের; **নিরোদ্ধুম্**—নিষেধ করার জন্য; **ভগবান্**—ভগবান; **মনঃ দধে**—সঙ্কল্প করেছিলেন।

অনুবাদ

সকলের হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে বিরাজমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃত্রিম অজগরটি সম্বন্ধে বালকদের পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে শুনেছিলেন। তাঁরা জানতেন না যে, সেটি প্রকৃতপক্ষে ছিল অঘাসুর নামক একটি অসুর, যে একটি অজগরের রূপ ধারণ করেছিল। সেই কথা জেনে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গীদের সেই অসুরটির মুখে প্রবেশ করতে নিষেধ করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ২৬

তাবৎ প্রবিষ্টাস্ত্বসুরোদরান্তরং
পরং ন গীর্ণাঃ শিশবঃ সবৎসাঃ ।
প্রতীক্ষমাণেন বকারিবেশনং
হতস্বকান্তস্মরণেন রক্ষসা ॥ ২৬ ॥

তাবৎ—ইতিমধ্যে; **প্রবিষ্টাঃ**—তাঁরা সকলে প্রবেশ করেছিলেন; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অসুর-উদর-অন্তরম্**—সেই মহা অসুরের উদরে; **পরম্**—কিন্তু; **ন গীর্ণাঃ**—তাঁদের

গ্রাস করেনি; **শিশবঃ**—সমস্ত বালকেরা; **স-বৎসাঃ**—তাঁদের গোবৎসগণ সহ; **প্রতীক্ষমাণেন**—যে প্রতীক্ষা করছিল; **বক-অরি**—বকাসুরের শত্রু; **বেশনম্**—প্রবেশ; **হত-স্বকান্ত-স্মরণেন**—অসুরটি তার মৃত আত্মীয়দের কথা চিন্তা করছিল, যারা শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু না হলে সন্তুষ্ট হবে না; **রক্ষসা**—অসুরটির দ্বারা।

অনুবাদ

কৃষ্ণ যখন চিন্তা করছিলেন কিভাবে গোপবালকদের অঘাসুরের মুখে প্রবেশ করা থেকে নিবৃত্ত করা যায়, ততক্ষণে তাঁরা অসুরটির মুখের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। অসুরটি কিন্তু তাঁদের গিলে ফেলেনি, কারণ সে কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত তার আত্মীয়দের কথা চিন্তা করে, তার মুখে কৃষ্ণের প্রবেশের প্রতীক্ষা করছিল।

শ্লোক ২৭

তান্ বীক্ষ্য কৃষ্ণঃ সকলাভয়প্রদো
হ্যনন্যনাথান্ স্বকরাদবচ্যুতান্ ।
দীনাংশ্চ মৃত্যোর্জঠরাগ্নিঘাসান্
ঘৃণার্দিতো দিষ্টকৃতেন বিস্মিতঃ ॥ ২৭ ॥

তান্—সেই সমস্ত বালকদের; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **কৃষ্ণঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **সকল-অভয়-প্রদঃ**—সকলের অভয় প্রদানকারী; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অনন্য-নাথান্**—বিশেষ করে গোপবালকদের জন্য, যাঁরা কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কাউকে জানে না; **স্ব-করাৎ**—তাঁর হাত থেকে; **অবচ্যুতান্**—দূরগত; **দীনান্ চ**—অসহায়; **মৃত্যোঃ জঠর-অগ্নি-ঘাসান্**—যাঁরা অগ্নিতে ঘাসের মতো অঘাসুরের উদরে প্রবেশ করেছিলেন, এবং যে অসুরটি অত্যন্ত দুঃসাহসী ও সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতো ক্ষুধার্ত ছিল (যেহেতু অসুরটি এক বিশাল শরীর ধারণ করেছিল, তাই তার ক্ষুধাও নিশ্চয় অত্যন্ত প্রবল ছিল); **ঘৃণা-অর্দিতঃ**—অহৈতুকী কৃপাবশত যিনি অত্যন্ত দয়ালু; **দিষ্ট-কৃতেন**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে আয়োজিত বস্তুর দ্বারা; **বিস্মিতঃ**—তিনিও ক্ষণিকের জন্য আশ্চর্য হয়েছিলেন।

অনুবাদ

কৃষ্ণ দেখেছিলেন যে, সমস্ত গোপবালকেরা, যাঁরা তাঁকে ছাড়া আর কিছু জানতেন না, তাঁরা তাঁর হাতের বাইরে চলে গেছেন এবং সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপী অঘাসুরের

উদরে অগ্নিতে তৃণের মতো প্রবেশ করেছেন, এবং তাঁরা এখন সম্পূর্ণ অসহায়। কৃষ্ণের পক্ষে তাঁর গোপসখাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া অসহনীয় ছিল। তাই তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা যেন তা আয়োজিত হয়েছে দেখে, কৃষ্ণ ক্ষণিকের জন্য বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন এবং তাঁর যে এখন কি করা কর্তব্য, তা বুঝে উঠতে পারেননি।

শ্লোক ২৮

কৃত্যং কিমত্রাস্য খলস্য জীবনং
ন বা অমীষাং চ সতাং বিহিংসনম্ ।
দ্বয়ং কথং স্যাদিতি সংবিচিন্ত্য
জ্ঞাত্বাবিশত্তুণ্ডমশেষদৃগ্‌হরিঃ ॥ ২৮ ॥

কৃত্যম্ কিম্—কি কর্তব্য; **অত্র**—এই পরিস্থিতিতে; **অস্য খলস্য**—এই হিংস্র অসুরটির; **জীবনম্**—জীবনের অস্তিত্ব; **ন**—অনুচিত; **বা**—অথবা; **অমীষাম্ চ**—এবং যারা সরল; **সতাম্**—ভক্তদের; **বিহিংসনম্**—মৃত্যু; **দ্বয়ম্**—দুটি কার্য (অসুরটিকে হত্যা করা এবং বালকদের রক্ষা করা); **কথম্**—কিভাবে; **স্যাৎ**—সম্ভব হতে পারে; **ইতি সংবিচিন্ত্য**—সেই বিষয়ে ভালভাবে চিন্তা করে; **জ্ঞাত্বা**—এবং কি করা উচিত তা স্থির করে; **অবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **তুণ্ডম্**—সেই অসুরটির মুখের মধ্যে; **অশেষ-দৃক্ হরিঃ**—অনন্ত শক্তিসম্পন্ন, ত্রিকালদর্শী শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

এখন কি করা কর্তব্য? এই অসুরটির সংহার এবং ভক্তদের জীবন রক্ষা কি করে একসঙ্গে করা সম্ভব? অনন্ত শক্তিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ সেই দুটি কার্য সম্পাদনের উপায় স্থির করার জন্য ক্ষণকাল অপেক্ষা করেছিলেন, এবং তারপর সেই উপায় স্থির করে তিনি অঘাসুরের মুখে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ অনন্তবীর্য সর্বজ্ঞ, কারণ তিনি সব কিছুই জানেন। যেহেতু তিনি সব কিছুই পূর্ণরূপে অবগত, তাই তাঁর পক্ষে বালকদের রক্ষা করা এবং সেই সঙ্গে অসুরটিকে সংহার করার উপায় নির্ধারণ করা মোটেই কঠিন ছিল না। তাই তিনিও অসুরটির মুখে প্রবেশ করতে মনস্থ করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

তদা ঘনচ্ছদা দেবা ভয়াদ্ধাহেতি চুক্রুশুঃ ।
জহৃষুর্যে চ কংসাদ্যাঃ কৌণপাস্ত্বঘবান্ধবাঃ ॥ ২৯ ॥

তদা—সেই সময়; **ঘনচ্ছদাঃ**—মেঘের অন্তরালে; **দেবাঃ**—দেবতারা; **ভয়াৎ**—অসুরের মুখে কৃষ্ণ প্রবেশ করার ফলে ভীত হয়ে; **হা-হা**—হাহাকার; **ইতি**—এইভাবে; **চক্রুশুঃ**—করেছিলেন; **জহৃষুঃ**—আনন্দিত হয়েছিল; **যে**—যারা; **চ**—ও; **কংস-আদ্যাঃ**—কংস এবং অন্যেরা; **কৌণপাঃ**—অসুরেরা; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অঘ-বান্ধবাঃ**—অঘাসুরের বান্ধব।

অনুবাদ

কৃষ্ণ যখন অঘাসুরের মুখে প্রবেশ করেছিলেন, তখন মেঘের অন্তরালে দেবতারা ভয়ে হাহাকার করে উঠেছিলেন, এবং অঘাসুরের বান্ধব কংস আদি অসুরেরা আনন্দিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩০

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ কৃষ্ণস্ত্বব্যয়ঃ সার্ভবৎসকম্ ।
চূর্ণীচিকীর্ষোরাত্মানং তরসা ববৃধে গলে ॥ ৩০ ॥

তৎ—সেই হাহাকার; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **ভগবান্**—ভগবান; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অব্যয়ঃ**—অবিনশ্বর; **স-অর্ভ-বৎসকম্**—গোপবালক এবং গো-বৎসগণ সহ; **চূর্ণী-চিকীর্ষোঃ**—যে অসুরটি তার উদরে চূর্ণ করার বাসনা করেছিল; **আত্মানম্**—নিজেকে; **তরসা**—অতি শীঘ্র; **ববৃধে**—বর্ধিত করেছিলেন; **গলে**—গলার ভিতরে।

অনুবাদ

অবিনশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন মেঘের অন্তরালে দেবতাদের হাহাকার শ্রবণ করেছিলেন, তখন তিনি নিজেকে এবং তাঁর সহচর গোপবালকদের রক্ষা করার জন্য তাঁদের চূর্ণ করতে অভিলাষী অসুরটির গলার ভিতরে নিজেকে বর্ধিত করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণের কার্যকলাপ এমনই। *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্* (*ভগবদ্গীতা ৪/৮*)। অসুরের গলার মধ্যে নিজেকে বর্ধিত করে, কৃষ্ণ তার শ্বাসরোধ করে তাকে সংহার করেছিলেন, এবং সেই সঙ্গে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে ও তাঁর সঙ্গীদের রক্ষা করেছিলেন এবং দেবতাদেরও শোকমুক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

ততোঽতিকায়স্য নিরুদ্ধমার্গিণো
হ্যুদ্গীর্ণদৃষ্টের্ভ্রমতস্ত্বিতস্ততঃ ।
পূর্ণোঽন্তরঙ্গে পবনো নিরুদ্ধো
মূর্ধন্ বিনির্ভিদ্য বিনির্গতো বহিঃ ॥ ৩১ ॥

ততঃ—অসুরটির মুখের ভিতরে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বর্ধিত করে, সেই অসুরটিকে হত্যা করার পর; **অতি-কায়স্য**—সেই বিশাল শরীর অসুরটির; **নিরুদ্ধ-মার্গিণঃ**—কণ্ঠ প্রভৃতি সব কটি পথ নিরুদ্ধ হওয়ার ফলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে; **হি উদ্গীর্ণ-দৃষ্টেঃ**—তার চোখ দুটি বেরিয়ে এসেছিল; **ভ্রমতঃ তু ইতঃ ততঃ**—তার চোখ অথবা প্রাণবায়ু ইতস্তত ভ্রমণ করছিল; **পূর্ণঃ**—পূর্ণ; **অন্তঃ-অঙ্গে**—শরীরের ভিতর; **পবনঃ**—প্রাণবায়ু; **নিরুদ্ধঃ**—রুদ্ধ হয়ে; **মূর্ধন্**—ব্রহ্মরন্ধ্র; **বিনির্ভিদ্য**—ভেদ করে; **বিনির্গতঃ**—নির্গত হয়েছিল; **বহিঃ**—বাইরে।

অনুবাদ

তারপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শরীর বর্ধন করার ফলে, অসুরটি যদিও এক বিশাল আকৃতি ধারণ করেছিল, তবুও তার শ্বাসরুদ্ধ হয় এবং তার চোখ দুটি বেরিয়ে আসে। অসুরটির প্রাণবায়ু কিন্তু কোন নির্গমনের পথ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারেনি এবং তাই অবশেষে অসুরটির ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে তা বেরিয়ে এসেছিল।

শ্লোক ৩২

তেনৈব সর্বেষু বহির্গতেষু
প্রাণেষু বৎসান্ সুহৃদঃ পরেতান্ ।
দৃষ্ট্যা স্বয়োত্থাপ্য তদন্বিতঃ পুন-
র্বক্ত্রান্মুকুন্দো ভগবান্ বিনির্যযৌ ॥ ৩২ ॥

তেন এব—সেই ব্রহ্মরন্ধ্র অথবা মস্তকের ছিদ্রপথ দিয়ে; **সর্বেষু**—দেহাভ্যন্তরস্থ সমস্ত বায়ু; **বহিঃ গতেষু**—বহির্গত হলে; **প্রাণেষু**—প্রাণ; **বৎসান্**—গোবৎসদের; **সুহৃদঃ**—গোপসখাদের; **পরেতান্**—অসুরের শরীরে যাদের মৃত্যু হয়েছিল; **দৃষ্ট্যা স্বয়া**—কৃষ্ণের দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **উত্থাপ্য**—পুনরায় জীবিত করে; **তৎ-অন্বিতঃ**—তাঁদের সঙ্গে; **পুনঃ**—পুনরায়; **বক্ত্রাৎ**—মুখ থেকে; **মুকুন্দঃ**—ভগবান; **ভগবান্**—শ্রীকৃষ্ণ; **বিনির্যযৌ**—বহির্গত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

অসুরের সমস্ত প্রাণ মস্তকের সেই ছিদ্রপথে বহির্গত হলে, শ্রীকৃষ্ণ মৃত গোবৎস এবং গোপবালকদের তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাতের দ্বারা তাঁদের পুনরায় জীবিত করেছিলেন। তারপর মুক্তিদাতা মুকুন্দ তাঁর সখা এবং বৎসগণ সহ অসুরের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

পীনাহিভোগোত্থিতমদ্ভুতং মহ-
জ্জ্যোতিঃ স্বধাম্না জ্বলয়দ্ দিশো দশ ।
প্রতীক্ষ্য খেঽবস্থিতমীশনির্গমং
বিবেশ তস্মিন্ মিষতাং দিবৌকসাম্ ॥ ৩৩ ॥

পীন—অতি বিশাল; **অহি-ভোগ-উত্থিতম্**—জড় ভোগের নিমিত্ত সর্পের দেহ থেকে নির্গত হয়েছিল; **অদ্ভুতম্**—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **মহৎ**—মহান; **জ্যোতিঃ**—জ্যোতি; **স্ব-ধাম্না**—তার নিজের প্রভাবের দ্বারা; **জ্বলয়ৎ**—উদ্ভাসিত করে; **দিশঃ দশ**—দশ দিক; **প্রতীক্ষ্য**—প্রতীক্ষা করে; **খে**—আকাশে; **অবস্থিতম্**—অবস্থান করেছিল; **ঈশ-নির্গমম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত; **বিবেশ**—প্রবেশ করেছিল; **তস্মিন্**—শ্রীকৃষ্ণের শরীরে; **মিষতাম্**—যখন দেখছিলেন; **দিবৌকসাম্**—দেবতারা।

অনুবাদ

সেই বিশাল অজগরের শরীর থেকে দশ দিক উদ্ভাসিত করে এক মহাজ্যোতি নির্গত হয়ে, মৃত সর্পটির মুখ থেকে শ্রীকৃষ্ণের বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত আকাশে অবস্থান করছিল। তারপর শ্রীকৃষ্ণ বেরিয়ে এলে, দেবতাদের সম্মুখে সেই জ্যোতি কৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করেছিল।

তাৎপর্য

আপাতদৃষ্টিতে অঘাসুর নামক সর্পটি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভের ফলে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করে মুক্তিলাভ করেছিল। শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশরূপ মুক্তিকে বলা হয় সাযুজ্য-মুক্তি। কিন্তু পরবর্তী শ্লোকে প্রমাণিত হয়েছে যে, অঘাসুর দন্তবক্র প্রভৃতি অসুরদের মতো সারূপ্য-মুক্তি লাভ করেছিল। সেই কথা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীল জীব গোস্বামীকৃত *বৈষ্ণবতোষণী* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। অঘাসুর সারূপ্য-মুক্তি লাভ করে বিষ্ণুর মতো চতুর্ভুজ রূপ প্রাপ্ত হয়ে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হয়েছিলেন। তা কিভাবে সম্ভব হয়েছিল, তা সংক্ষেপে নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মহাসর্পের শরীরটি থেকে যে জ্যোতি নির্গত হয়েছিল, তা চিন্ময় শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্ত হয়ে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিল, কারণ শ্রীকৃষ্ণ সেই সর্পটির মৃত্যুর পরেও তার শরীরে অবস্থান করেছিলেন। কারও মনে সন্দেহ হতে পারে যে, কিভাবে এই প্রকার এক খল অসুরের পক্ষে সারূপ্য বা সাযুজ্য মুক্তি লাভ করা সম্ভব। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এতই কৃপাময় যে, সেই সন্দেহ দূর করার জন্য তিনি জ্যোতিরূপে সেই সর্পের প্রাণটিকে দেবতাদের সমক্ষে কিছুকালের জন্য আকাশে অবস্থান করিয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ জ্যোতির্ময় এবং প্রতিটি জীব সেই জ্যোতির বিভিন্ন অংশ। এখানে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রতিটি জীবের জ্যোতি স্বতন্ত্র। কারণ সেই জ্যোতি কিছুকালের জন্য পূর্ণ জ্যোতি বা ব্রহ্মজ্যোতিতে মিশে না গিয়ে, অসুরটির শরীরের বাইরে অবস্থান করেছিল। জড় চক্ষুর দ্বারা ব্রহ্মজ্যোতি দর্শন করা যায় না, কিন্তু প্রতিটি জীব যে স্বতন্ত্র সেই কথা প্রমাণ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ এই স্বতন্ত্র জ্যোতিটিকে কিছুকালের জন্য অসুরটির শরীরের বাইরে অবস্থান করিয়েছিলেন, যাতে সকলে তা দেখতে পায়। তারপর শ্রীকৃষ্ণও প্রমাণ করেছিলেন যে, কেউ যদি তাঁর দ্বারা নিহত হন, তা হলে তিনি সাযুজ্য, সারূপ্য, সামীপ্য আদি মুক্তি প্রাপ্ত হন।

কিন্তু যারা প্রেমের চিন্ময় স্তর প্রাপ্ত হন, তাঁরা *বিমুক্তি* বা বিশেষ প্রকার মুক্তি লাভ করেন। এইভাবে সর্পটি প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করেছিল এবং তারপর ব্রহ্মজ্যোতিতে মিশে গিয়েছিল। এই মিশে যাওয়াকে বলা হয় সাযুজ্য-মুক্তি। কিন্তু পরবর্তী শ্লোকে আমরা দেখতে পাই যে, অঘাসুর সারূপ্য-মুক্তি লাভ করেছিল। অষ্টত্রিংশতি শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, অঘাসুর ঠিক বিষ্ণুর মতো একটি শরীর লাভ করেছিল, এবং তার পরবর্তী শ্লোকেও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি নারায়ণের মতো পূর্ণ চিন্ময় শরীর লাভ করেছিলেন।

এইভাবে *শ্রীমদ্ভাগবতের* দু-তিনটি স্থানে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, অঘাসুর সারূপ্য-মুক্তি লাভ করেছিল। কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে, তা হলে সে ব্রহ্মজ্যোতিতে মিশে গিয়েছিল কিভাবে? তার উত্তরে বলা হয়েছে, জয় এবং বিজয় যেমন তিন জন্মের পর পুনরায় সারূপ্য-মুক্তি এবং ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন, অঘাসুরও তেমনই মুক্তিলাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

ততোঽতিহৃষ্টাঃ স্বকৃতোঽকৃতার্হণং
পুষ্পৈঃ সুগা অপ্সরসশ্চ নর্তনৈঃ ।
গীতৈঃ সুরা বাদ্যধরাশ্চ বাদ্যকৈঃ
স্তবৈশ্চ বিপ্রা জয়নিঃস্বনৈর্গণাঃ ॥ ৩৪ ॥

ততঃ—তারপর; **অতি-হৃষ্টাঃ**—সকলে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **স্ব-কৃতঃ**—নিজ নিজ কর্তব্য; **অকৃত**—সম্পাদন করেছিলেন; **অর্হণম্**—ভগবানের পূজারূপে; **পুষ্পৈঃ**—স্বর্গের নন্দনকানন জাত পুষ্প বর্ষণের দ্বারা; **সু-গাঃ**—স্বর্গের গায়কগণ; **অপ্সরসঃ চ**—এবং অপ্সরাগণ; **নর্তনৈঃ**—নৃত্যের দ্বারা; **গীতৈঃ**—দিব্য সঙ্গীতের দ্বারা; **সুরাঃ**—সমস্ত দেবতারা; **বাদ্য-ধরাঃ চ**—বাদকগণ; **বাদ্যকৈঃ**—বাদনের দ্বারা; **স্তবৈঃ চ**—এবং স্তব নিবেদনের দ্বারা; **বিপ্রাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **জয়-নিঃস্বনৈঃ**—ভগবানের মহিমা কীর্তন করে; **গণাঃ**—সকলে।

অনুবাদ

তারপর, সকলে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, দেবতারা নন্দনকানন জাত পুষ্প বর্ষণ করতে শুরু করেছিলেন, স্বর্গের অপ্সরারা নৃত্য করতে শুরু করেছিলেন এবং গন্ধর্বেরা সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রার্থনা নিবেদন করতে শুরু করেছিলেন। বাদকেরা দুন্দুভি বাজাতে শুরু করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণেরা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে স্তব করেছিলেন। এইভাবে, স্বর্গ এবং পৃথিবী উভয় স্থানে সকলেই তাঁদের নিজ নিজ কার্য অনুষ্ঠান করে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

সকলেরই কোন বিশেষ কার্য রয়েছে। শাস্ত্রে নিরূপিত হয়েছে যে, প্রতিটি ব্যক্তির কর্তব্য তাঁর যোগ্যতা অনুসারে ভগবানের মহিমা কীর্তন করা। কেউ যদি গায়ক

হন, তা হলে তিনি সুন্দরভাবে গান করে সর্বদা ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে পারেন। কেউ যদি বাদক হন, তা হলে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে তিনি ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে পারেন। *স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্*—(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১৩)। জীবনের চরম সিদ্ধি হচ্ছে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। তাই মর্ত্যলোক থেকে শুরু করে স্বর্গলোক পর্যন্ত সকলেরই কর্তব্য ভগবানের মহিমা কীর্তন করা। সমস্ত মহাপুরুষদের অভিমত হচ্ছে, মানুষ যে সমস্ত গুণ অর্জন করেছে, ভগবানের মহিমা কীর্তনে তার সদ্ব্যবহার করা উচিত।

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধিদত্তয়োঃ ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তমশ্লোকগুণানুবর্ণনম্ ॥

"তত্ত্বদ্রষ্টা মহর্ষিরা যথাযথভাবে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, তপশ্চর্যা, বেদপাঠ, যজ্ঞ, মন্ত্রোচ্চারণ এবং দান আদির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তমশ্লোক ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা-বিলাসের বর্ণনা করা।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৫/২২) এটিই হচ্ছে জীবনের চরম সিদ্ধি। মানুষকে তার গুণ অনুসারে ভগবানের সেবা করার শিক্ষা দেওয়া উচিত। বিদ্যা, তপস্যা, অথবা আধুনিক যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পোদ্যোগ, শিক্ষা ইত্যাদি সব কিছুই ভগবানের মহিমা কীর্তনে যুক্ত করা উচিত। তা হলে জগতের প্রত্যেকেই সুখী হবে।

তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চিন্ময় কার্যকলাপ প্রদর্শন করার জন্য এখানে আসেন, যাতে মানুষেরা সর্বতোভাবে তাঁর মহিমা কীর্তন করার সুযোগ লাভ করতে পারেন। কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করা যায়, তা হৃদয়ঙ্গম করাই প্রকৃত গবেষণার বিষয়। এমন নয় যে, ভগবানকে বাদ দিয়ে সব কিছু বুঝতে হবে। সেই প্রকার প্রচেষ্টার নিন্দা করা হয়েছে।

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতি শাস্ত্রং জপস্তপঃ ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্ ॥

(*হরিভক্তিসুধোদয়* ৩/১১)

ভগবদ্ভক্তি বা ভগবানের গুণগান ব্যতীত আমরা আর যা কিছুই করি, তা কেবল মৃতদেহ সাজানোরই মতো অর্থহীন।

শ্লোক ৩৫

তদদ্ভুতস্তোত্রসুবাদ্যগীতিকা-
জয়াদিনৈকোৎসবমঙ্গলস্বনান্ ।
শ্রুত্বা স্বধাম্নোঽন্ত্যজ আগতোঽচিরাদ্
দৃষ্ট্বা মহীশস্য জগাম বিস্ময়ম্ ॥ ৩৫ ॥

তৎ—স্বর্গলোকে দেবতাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত সেই উৎসব; **অদ্ভুত**—আশ্চর্যজনক; **স্তোত্র**—স্তব; **সু-বাদ্য**—ভেরী আদি সুন্দর বাদ্যযন্ত্র; **গীতিকা**—দিব্য সঙ্গীত; **জয়-আদি**—জয়ধ্বনি ইত্যাদি; **ন-এক-উৎসব**—ভগবানের গুণগানের উৎসব; **মঙ্গল-স্বনান্**—সকলেরই মঙ্গলজনক চিন্ময় ধ্বনি; **শ্রুত্বা**—সেই ধ্বনি শ্রবণ করে; **স্ব-ধাম্নঃ**—তাঁর ধাম থেকে; **অন্তি**—নিকটে; **অজঃ**—ব্রহ্মা; **আগতঃ**—সেখানে এসে; **অচিরাৎ**—অতি শীঘ্র; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **মহি**—মহিমা; **ঈশস্য**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **জগাম বিস্ময়ম্**—আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

ব্রহ্মা যখন তাঁর ধামের নিকটে সঙ্গীত, বাদ্য এবং জয়ধ্বনি সহকারে সেই উৎসবের ধ্বনি শ্রবণ করেছিলেন, তখন তিনি সেই উৎসব দর্শন করতে সত্বর সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার মহিমা দর্শন করে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে *অন্তি* অর্থাৎ 'নিকটে' শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ব্রহ্মলোকের নিকটে মহর্লোক, জনলোক এবং তপোলোকেও শ্রীকৃষ্ণের গুণগানের উৎসব হচ্ছিল।

শ্লোক ৩৬

রাজন্নাজগরং চর্ম শুষ্কং বৃন্দাবনেঽদ্ভুতম্ ।
ব্রজৌকসাং বহুতিথং বভূবাক্রীড়গহ্বরম্ ॥ ৩৬ ॥

রাজন্—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **আজগরম্ চর্ম**—অঘাসুরের শুষ্ক শরীর কেবল এক বিশাল চর্মরূপে ছিল; **শুষ্কম্**—যখন তা সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে গিয়েছিল; **বৃন্দাবনে**

অদ্ভুতম্—বৃন্দাবনে এক আশ্চর্যজনক দর্শনীয় বস্তুরূপে; **ব্রজ-ওকসাম্**—ব্রজবাসীদের; **বহু-তিথম্**—দীর্ঘকাল; **বভূব**—হয়েছিল; **আক্রীড়**—খেলার স্থান; **গহ্বরম্**—গুহা।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, অঘাসুরের অজগররূপী শরীরটি শুকিয়ে গিয়ে কেবল একটি বিশাল চর্মরূপে বৃন্দাবনে ব্রজবাসীদের একটি দর্শনীয় স্থানরূপে দীর্ঘকাল সেখানে ছিল।

শ্লোক ৩৭

এতৎ কৌমারজং কর্ম হরেরাত্মাহিমোক্ষণম্ ।
মৃত্যোঃ পৌগণ্ডকে বালা দৃষ্ট্বোচুর্বিস্মিতা ব্রজে ॥ ৩৭ ॥

এতৎ—অঘাসুর উদ্ধার এবং শ্রীকৃষ্ণের সহচরদের মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধারের এই ঘটনা; **কৌমার-জম্ কর্ম**—কৌমার বয়সে (পাঁচ বছর বয়সে) অনুষ্ঠিত হয়েছিল; **হরেঃ**—ভগবানের; **আত্ম**—ভক্তেরা ভগবানের আত্মাস্বরূপ; **অহি-মোক্ষণম্**—তাঁদের উদ্ধার এবং অজগরের উদ্ধার; **মৃত্যোঃ**—জন্ম-মৃত্যুর মার্গ থেকে; **পৌগণ্ডকে**—পৌগণ্ড অবস্থায়, ছয় বছর বয়স থেকে যা শুরু হয় (অর্থাৎ তার এক বছর পরে); **বালাঃ**—সমস্ত বালকেরা; **দৃষ্ট্বা উচুঃ**—এক বছর পর সেই ঘটনাটি প্রকাশ করেছিলেন; **বিস্মিতাঃ**—যেন তা সেই দিন ঘটেছে; **ব্রজে**—বৃন্দাবনে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের নিজেকে এবং তাঁর সহচরদের মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার এবং মহাসর্পরূপী অঘাসুর মোচনের সেই ঘটনাটি ঘটেছিল, যখন কৃষ্ণের বয়স ছিল পাঁচ বছর। ব্রজভূমিতে সেই ঘটনাটি এক বছর পরে, যেন সেই দিনই ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রকাশ করা হয়েছিল।

তাৎপর্য

মোক্ষণম্ শব্দটির অর্থ মুক্তি। শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর সঙ্গীদের মুক্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ তাঁরা চিৎ-জগতে অবস্থিত হওয়ার ফলে ইতিমধ্যেই মুক্ত। জড় জগতে জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি রয়েছে, কিন্তু চিৎ-জগতে সেইগুলি নেই, কারণ সেখানে সব কিছুই নিত্য। অজগরটি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তদের সঙ্গ প্রভাবে সেই প্রকার নিত্য জীবন লাভ করেছিল। তাই এখানে *আত্মাহিমোক্ষণম্* শব্দে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অঘাসুর যদি ভগবানের নিত্য সান্নিধ্য লাভ করে থাকে,

তা হলে যাঁরা ভগবানের সহচর তাঁদের আর কি কথা? *সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১২/১১)। ভগবান যে সকলেরই পক্ষে মঙ্গলজনক, এটিই তার প্রমাণ। তিনি যখন কাউকে সংহারও করেন, তখন তারও মুক্তিলাভ হয়। তা হলে যাঁরা ইতিমধ্যেই ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেছেন, তাঁদের সম্বন্ধে আর কি বলার আছে?

শ্লোক ৩৮

নৈতদ্ বিচিত্রং মনুজার্ভমায়িনঃ
পরাবরাণাং পরমস্য বেধসঃ ।
অঘোঽপি যৎস্পর্শনধৌতপাতকঃ
প্রাপাত্মসাম্যং ত্বসতাং সুদুর্লভম্ ॥ ৩৮ ॥

ন—না; **এতৎ**—এই; **বিচিত্রম্**—আশ্চর্যজনক; **মনুজ-অর্ভ-মায়িনঃ**—নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদার প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে তাঁদের পুত্ররূপে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণের; **পর-অবরাণাম্**—সমস্ত কার্য এবং কারণের; **পরমস্য বেধসঃ**—পরম স্রষ্টার; **অঘঃ অপি**—অঘাসুরও; **যৎ-স্পর্শন**—কেবল স্পর্শের দ্বারা; **ধৌত-পাতকঃ**—সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিল; **প্রাপ**—উন্নীত হয়েছিল; **আত্ম-সাম্যম্**—নারায়ণের মতো রূপ; **তু**—কিন্তু; **অসতাম্ সুদুর্লভম্**—কলুষিত আত্মাদের পক্ষে যা লাভ করা মোটেই সম্ভব নয় (কিন্তু ভগবানের কৃপায় সব কিছুই সম্ভব)।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ সর্বকারণের পরম কারণ। জড় জগতের কার্য এবং কারণ, উচ্চ ও নীচ, সব কিছুই পরম নিয়ন্তা ভগবানেরই দ্বারা সৃজিত। শ্রীকৃষ্ণ যখন নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদার পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা তিনি তাঁর অহৈতুকী কৃপাবশতই করেছিলেন। তাই তাঁর পক্ষে তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য প্রদর্শন করা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। বস্তুতপক্ষে, তিনি এমনই মহাকৃপা প্রদর্শন করেছিলেন যে, মহাপাপী অঘাসুরও সারূপ্য-মুক্তি লাভ করে তাঁর পার্ষদত্ব লাভ করেছিল, যা জড় জগতের পাপপরায়ণ ব্যক্তিদের পক্ষে লাভ করা প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব।

তাৎপর্য

মায়া শব্দটি প্রেমের প্রসঙ্গেও ব্যবহৃত হয়। মায়া বা প্রেমবশত পিতা পুত্রের প্রতি স্নেহশীল। তাই *মায়িনঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবশত নন্দ মহারাজের

পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং নরশিশুর রূপ ধারণ করেছিলেন (মনুজার্ভ)। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব কারণের পরম কারণ। তিনি সমস্ত কার্য এবং কারণের স্রষ্টা এবং তিনি পরম নিয়ন্তা। তাঁর পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। তাই তাঁর পক্ষে অঘাসুরের মতো জীবকেও সারূপ্য-মুক্তি প্রদান করা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর খেলার সাথীদের সঙ্গে খেলার ছলে অঘাসুরের মুখে প্রবেশ করে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। তাই, অঘাসুর যখন চিন্ময় লীলাবিলাস পরায়ণ এই সান্নিধ্য লাভ করেছিল, তখন সে তার সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সারূপ্য-মুক্তি ও বিমুক্তি লাভ করেছিল। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়।

শ্লোক ৩৯

সকৃদ্ যদঙ্গপ্রতিমান্তরাহিতা
মনোময়ী ভাগবতীং দদৌ গতিম্ ।
স এব নিত্যাত্মসুখানুভূত্যভি-
ব্যুদস্তমায়োহন্তর্গতো হি কিং পুনঃ ॥ ৩৯ ॥

সকৃৎ—কেবল একবার; **যৎ**—যাঁর; **অঙ্গ-প্রতিমা**—ভগবানের রূপ (ভগবানের বহু রূপ রয়েছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি রূপ); **অন্তঃ-আহিতা**—কোন না কোনভাবে হৃদয়ে স্থাপন করে; **মনঃ-ময়ী**—জোর করেও তাঁর কথা মনে চিন্তা করে; **ভাগবতীম্**—যিনি ভগবদ্ভক্তি প্রদান করতে সক্ষম; **দদৌ**—শ্রীকৃষ্ণ প্রদান করেছেন; **গতিম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ পদ; **সঃ**—তিনি (ভগবান); **এব**—বস্তুতপক্ষে; **নিত্য**—সর্বদা; **আত্ম**—সমস্ত জীবের; **সুখ-অনুভূতি**—তাঁর কথা চিন্তা করা মাত্রই যে কোন ব্যক্তি চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করেন; **অভিব্যুদস্ত-মায়ঃ**—কারণ সমস্ত মায়া তাঁর দ্বারা দূরীভূত হয়; **অন্তঃ-গতঃ**—তিনি সর্বদাই হৃদয়াভ্যন্তরে বিরাজমান; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **কিম্ পুনঃ**—কি বলার আছে।

অনুবাদ

কেউ যদি কেবল একবার মাত্র অথবা বলপূর্বক ভগবানের অঙ্গপ্রতিমা মনের মধ্যে স্থাপন করেন, তা হলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন, যা অঘাসুরের

হয়েছিল। তা হলে, যিনি সমস্ত জীবের চিন্ময় আনন্দের উৎস এবং যাঁর প্রভাবে মায়া সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, সেই স্বয়ং অবতারী ভগবান স্বয়ং যাঁদের অন্তরে প্রবিষ্ট হন, অথবা যাঁরা সর্বদা তাঁর শ্রীপাদপদ্মের চিন্তা করেন, তাঁদের সম্বন্ধে আর কি বলার আছে?

তাৎপর্য

ভগবানের কৃপা লাভ করার পন্থা এখানে বর্ণিত হয়েছে। *যৎপাদপঙ্কজ-পলাশবিলাসভক্ত্যা* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৪/২২/৩৯)। কেবল ভগবানের কথা চিন্তা করে মানুষ অনায়াসে তাঁকে লাভ করতে পারে। বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম সর্বদা তাঁর ভক্তের হৃদয়ে স্থাপিত থাকে (*ভগবান্ ভক্তহৃদি স্থিতঃ*)। অঘাসুরের প্রসঙ্গে কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, সে ভক্ত ছিল না। তার উত্তরে বলা হয়েছে যে, সে ক্ষণিকের জন্য ভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করেছিল। *ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ*। ভক্তি ব্যতীত কেউ শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করতে পারে না; এবং, পক্ষান্তরে বলা যায়, কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, তখন নিঃসন্দেহে ভক্তির প্রভাবেই তা হয়েছে বলে বুঝতে হবে। অঘাসুর যদিও শ্রীকৃষ্ণকে বধ করতে চেয়েছিল, তবুও ক্ষণিকের জন্য সে ভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেছিল, এবং কৃষ্ণ ও তাঁর সাথীরা অঘাসুরের মুখের ভিতর খেলা করতে চেয়েছিলেন। তেমনই, পূতনা বিষ প্রদান করে কৃষ্ণকে হত্যা করতে এসেছিল, কিন্তু কৃষ্ণ তাকে তাঁর মায়ের মতো মনে করে তার স্তনদুগ্ধ পান করেছিলেন। *স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ* (*ভগবদ্গীতা* ২/৪০)। বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতরণ করেন, তখন বিভিন্ন অবতারে যে তাঁর কথা চিন্তা করেন (*রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্*), এবং বিশেষ করে তাঁর আদি রূপ শ্রীকৃষ্ণরূপের চিন্তা করেন, তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন। তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে অঘাসুর, যে সারূপ্য-মুক্তি লাভ করেছিল। তাই পন্থাটি হচ্ছে *সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ* (*ভগবদ্গীতা* ৯/১৪)। যাঁরা ভগবানের ভক্ত, তাঁরা সর্বদাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করেন। *অদ্বৈতম-চ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্*—আমরা যখন শ্রীকৃষ্ণের কথা বলি, তখন আমরা কৃষ্ণ, গোবিন্দ, নারায়ণ, বিষ্ণু, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, কৃষ্ণ-বলরাম, শ্যামসুন্দর আদি তাঁর সমস্ত অবতারদের কথাই বলি। যিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, তিনি অবশ্যই বৃন্দাবনে না হলেও অন্তত বৈকুণ্ঠে ভগবানের পার্ষদরূপে বিশেষ মুক্তি বা বিমুক্তি লাভ করবেন। একে বলা হয় সারূপ্য-মুক্তি।

শ্লোক ৪০

শ্রীসূত উবাচ

ইত্থং দ্বিজা যাদবদেবদত্তঃ
শ্রুত্বা স্বরাতুশ্চরিতং বিচিত্রম্ ।
পপ্রচ্ছ ভূয়োঽপি তদেব পুণ্যং
বৈয়াসকিং যন্নিগৃহীতচেতাঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রী-সূতঃ উবাচ—নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিদের শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন; **ইত্থম্**—এইভাবে; **দ্বিজাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **যাদব-দেব-দত্তঃ**—মহারাজ পরীক্ষিৎ (বা মহারাজ যুধিষ্ঠির), যাঁকে যাদবদেব শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করেছিলেন; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **স্ব-রাতুঃ**—তাঁর মাতা উত্তরার গর্ভে যিনি তাঁকে রক্ষা করেছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের; **চরিতম্**—কার্যকলাপ; **বিচিত্রম্**—অত্যন্ত অদ্ভুত; **পপ্রচ্ছ**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **ভূয়ঃ অপি**—পুনঃ পুনঃ; **তৎ এব**—এই প্রকার কার্যকলাপ; **পুণ্যম্**—পুণ্যকর্মে পূর্ণ (*শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ*—শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করার ফলে সর্বদা পুণ্য হয়); **বৈয়াসকিম্**—শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে; যৎ—কারণ; **নিগৃহীত-চেতাঃ**—শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণে পরীক্ষিৎ মহারাজের চিত্ত ইতিপূর্বেই স্থির হয়েছিল।

অনুবাদ

শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন—হে তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিগণ, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা অত্যন্ত অদ্ভুত। তাঁর মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে যিনি তাঁকে রক্ষা করেছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত লীলা শ্রবণ করে পরীক্ষিৎ মহারাজের চিত্ত স্থির হয়েছিল এবং তিনি পুনরায় শুকদেব গোস্বামীর কাছে সেই সমস্ত পুণ্য লীলা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন।

শ্লোক ৪১

শ্রীরাজোবাচ

ব্রহ্মন্ কালান্তরকৃতং তৎকালীনং কথং ভবেৎ ।
যৎ কৌমারে হরিকৃতং জগুঃ পৌগণ্ডকেঽর্ভকাঃ ॥ ৪১ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন; **ব্রহ্মন্**—হে তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ (শুকদেব গোস্বামী); **কাল-অন্তর-কৃতম্**—অতীতের অন্য সময়ে (কৌমার অবস্থায়)

যা করা হয়েছিল; **তৎ-কালীনম্**—এখন (পৌগণ্ড অবস্থায়) ঘটেছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে; **কথম্ ভবেৎ**—তা কি করে হল; **যৎ**—যেই লীলা; **কৌমারে**—কৌমার অবস্থায়; **হরি-কৃতম্**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা করা হয়েছে; **জগুঃ**—বর্ণনা করা হয়েছে; **পৌগণ্ডকে**—পৌগণ্ড অবস্থায় (এক বছর পর); **অর্ভকাঃ**—বালকেরা।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—হে মহর্ষি, অতীতে যা ঘটেছিল তা বর্তমানে ঘটেছে বলে বর্ণনা করা হল কেন? শ্রীকৃষ্ণ কৌমার অবস্থায় অঘাসুর বধের লীলাবিলাস করেছিলেন। তা হলে তাঁর পৌগণ্ড অবস্থায় সেই ঘটনাটি সম্প্রতি ঘটেছে বলে বালকেরা বর্ণনা করলেন কেন?

শ্লোক ৪২

তদ্ ব্রূহি মে মহাযোগিন্ পরং কৌতূহলং গুরো ।
নূনমেতদ্ধরেরেব মায়া ভবতি নান্যথা ॥ ৪২ ॥

তৎ ব্রূহি—তাই দয়া করে আপনি বিশ্লেষণ করুন; **মে**—আমাকে; **মহা-যোগিন্**—হে মহাযোগী; **পরম্**—অত্যন্ত; **কৌতূহলম্**—কৌতূহল; **গুরো**—হে গুরুদেব; **নূনম্**—অন্যথা; **এতৎ**—এই ঘটনা; **হরেঃ**—ভগবানের; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **মায়া**—মায়া; **ভবতি**—হয়; **ন অন্যথা**—অন্য কিছু নয়।

অনুবাদ

হে মহাযোগী, গুরুদেব, আপনি দয়া করে বলুন কেন তা হয়েছিল। আমি তা জানতে অত্যন্ত উৎসুক। আমার মনে হয় এটি শ্রীকৃষ্ণের অন্য আর একটি মায়া ব্যতীত আর কিছু নয়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণের বহু শক্তি—*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে* (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/৮)। অঘাসুরের বৃত্তান্ত এক বছর পর প্রকাশ করা হয়েছিল। সেটি অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের কোন শক্তির কার্য ছিল। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই সম্বন্ধে জানতে অত্যন্ত উৎসুক হয়েছিলেন, এবং তিনি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে অনুরোধ করেছিলেন, তা বিশ্লেষণ করতে।

শ্লোক ৪৩

বয়ং ধন্যতমা লোকে গুরোঽপি ক্ষত্রবন্ধবঃ ।
যৎ পিবামো মুহুস্ত্বত্তঃ পুণ্যং কৃষ্ণকথামৃতম্ ॥ ৪৩ ॥

বয়ম্—আমরা; **ধন্য-তমাঃ**—সর্বাপেক্ষা ধন্য; **লোকে**—এই জগতে; **গুরো**—হে গুরুদেব; **অপি**—যদিও; **ক্ষত্র-বন্ধবঃ**—নিকৃষ্টতম ক্ষত্রিয় (কারণ আমরা ক্ষত্রিয়ের মতো আচরণ করি না); **যৎ**—যা; **পিবামঃ**—পান করছি; **মুহুঃ**—সর্বদা; **ত্বৎ-তঃ**—আপনার থেকে; **পুণ্যম্**—পবিত্র; **কৃষ্ণ-কথা-অমৃতম্**—কৃষ্ণকথারূপ অমৃত।

অনুবাদ

হে গুরুদেব, আমরা যদিও নিকৃষ্টতম ক্ষত্রিয়, তবুও আমরা ধন্য, কারণ আমরা আপনার কাছে ভগবানের পরম পবিত্র কথামৃত সর্বদা পান করার সুযোগ লাভ করেছি।

তাৎপর্য

ভগবানের পবিত্র লীলা অত্যন্ত গোপনীয়। মহাভাগ্যবান না হলে, সেই সমস্ত লীলা বিষয়ক কথা শ্রবণ করা সম্ভব নয়। পরীক্ষিৎ মহারাজ নিজেকে *ক্ষত্রবন্ধবঃ* বা 'ক্ষত্রিয়াধম' বলে প্রতিপন্ন করেছেন। ক্ষত্রিয়ের গুণাবলী *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত হয়েছে এবং যদিও ক্ষত্রিয়েরা ঈশ্বরভাবাপন্ন, অর্থাৎ তাঁদের শাসন করার প্রবণতা রয়েছে, তবুও ব্রাহ্মণদের উপর আধিপত্য করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কখনই উচিত নয়। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ অনুতাপ করেছেন যে, তিনি ব্রাহ্মণকে শাসন করতে গিয়েছিলেন এবং তার ফলে অভিশপ্ত হয়েছেন। তাই তিনি নিজেকে ক্ষত্রিয়াধম বলে মনে করেছেন। *দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্* (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৪৩)। পরীক্ষিৎ মহারাজ সমস্ত ক্ষত্রিয়োচিত গুণে যে গুণান্বিত ছিলেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু একজন ভক্তরূপে, দৈন্য এবং বিনয়বশত, ব্রাহ্মণের গলায় মৃত সর্প জড়ানোর কথা মনে করে, তিনি নিজেকে ক্ষত্রিয়াধম বলে মনে করেছেন। শ্রীগুরুদেবের কাছে যে কোন গোপনীয় সেবা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার অধিকার শিষ্যের রয়েছে, এবং শ্রীগুরুদেবের কর্তব্য হচ্ছে সেই সমস্ত গোপনীয় বিষয় বিশ্লেষণ করা।

শ্লোক ৪৪

শ্রীসূত উবাচ

ইত্থং স্ম পৃষ্টঃ স তু বাদরায়ণি-
স্তৎস্মারিতানন্তহৃতাখিলেন্দ্রিয়ঃ ।
কৃচ্ছ্রাৎ পুনর্লব্ধবহির্দৃশিঃ শনৈঃ
প্রত্যাহ তং ভাগবতোত্তমোত্তম ॥ ৪৪ ॥

শ্রী-সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **ইত্থম্**—এইভাবে; **স্ম**—অতীতে; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **সঃ**—তিনি; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **বাদরায়ণিঃ**—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী; **তৎ**—তাঁর দ্বারা (শুকদেব গোস্বামী); **স্মারিত-অনন্ত**—শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা মাত্রই; **হৃত**—আনন্দের প্রভাবে অপহৃত হয়েছিল; **অখিল-ইন্দ্রিয়ঃ**—সমস্ত বাহ্যেন্দ্রিয়ের বৃত্তি; **কৃচ্ছ্রাৎ**—অতি কষ্টে; **পুনঃ**—পুনরায়; **লব্ধ-বহিঃ-দৃশিঃ**—বাহ্যজ্ঞান লাভ করে; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **প্রত্যাহ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **ত্বম্**—মহারাজ পরীক্ষিৎকে; **ভাগবত-উত্তম-উত্তম**—হে ভগবদ্ভক্তপ্রবর (শৌনক)।

অনুবাদ

শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন—হে ভগবদ্ভক্তপ্রবর শৌনক, মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে এইভাবে প্রশ্ন করলে, শুকদেব গোস্বামীর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ হওয়ায় তাঁর সমস্ত বাহ্যেন্দ্রিয়ের বৃত্তি অপহৃত হয়েছিল। তিনি অতি কষ্টে বাহ্যজ্ঞান লাভ করে মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে কৃষ্ণকথা বলতে শুরু করলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'অঘাসুর বধ' নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ব্রহ্মা কর্তৃক গোপবালক এবং গোবৎস হরণ

এই অধ্যায়ে ব্রহ্মার গোবৎস এবং গোপবালক হরণের চেষ্টা, ব্রহ্মাবিমোহন এবং অবশেষে তাঁর মোহনাশ বর্ণিত হয়েছে।

যদিও অঘাসুর সম্বন্ধীয় ঘটনাটি ঘটেছিল এক বছর পূর্বে, যখন গোপবালকদের বয়স ছিল পাঁচ বছর, কিন্তু তাঁদের বয়স যখন ছয় বছর তখন তাঁরা বলেছিলেন, "আজ এই ঘটনাটি ঘটেছিল"। তার কারণ, অঘাসুর বধ করার পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সহচর গোপবালকদের সঙ্গে বনে বনভোজন করতে গিয়েছিলেন। গোবৎসরা তখন সবুজ ঘাসের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে দূরে চলে যায়, এবং তার ফলে শ্রীকৃষ্ণের সহচরেরা একটু বিচলিত হয়ে পড়েন এবং গোবৎসদের ফিরিয়ে আনতে চান। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, "তোমরা বিচলিত না হয়ে ভোজন কর। আমি বৎসদের খুঁজতে যাচ্ছি।" এই বলে ভগবান গোবৎসদের খুঁজতে গিয়েছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের শক্তি পরীক্ষা করার জন্য ব্রহ্মা গোবৎসদের এবং গোপবালকদের হরণ করে এক নির্জন স্থানে তাঁদের লুকিয়ে রাখেন।

শ্রীকৃষ্ণ গোবৎস এবং গোপবালকদের খুঁজে না পেয়ে বুঝতে পারেন যে, সেটি ব্রহ্মারই কীর্তি। সর্বকারণের পরম কারণ ভগবান তখন ব্রহ্মার সন্তোষ বিধানের জন্য, এবং তাঁর সহচরবৃন্দ ও তাঁদের মাতৃবর্গের সন্তোষ বিধানের জন্য নিজেকে গোবৎস এবং গোপবালক রূপে বিস্তার করেছিলেন। এইভাবে তিনি আর একটি লীলাবিলাস করেছিলেন। এই লীলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, গোপবালকদের মায়েরা তাঁদের পুত্রদের প্রতি আরও অধিক স্নেহশীলা হয়েছিলেন, এবং গাভীরা তাঁদের বৎসদের প্রতি আরও অধিক আসক্ত হয়েছিল। তার প্রায় এক বছর পর বলরাম বুঝতে পেরেছিলেন যে, সমস্ত গোপবালকেরা এবং গোবৎসরা শ্রীকৃষ্ণের বিস্তার। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন এবং কৃষ্ণ তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন।

এক বছর পূর্ণ হলে ব্রহ্মা ফিরে এসে দেখেন যে, শ্রীকৃষ্ণ পূর্বের মতোই তাঁর সখা, গোবৎস এবং গাভীদের সঙ্গে খেলা করছেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গোবৎস

এবং গোপবালকদের চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে প্রদর্শন করান। ব্রহ্মা তখন শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং লীলা দর্শন করে আশ্চর্যান্বিত হন এবং বুঝতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন তাঁর আরাধ্য ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু ব্রহ্মার প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপা বর্ষণ করেন এবং তাঁকে মায়ামুক্ত করেন। ব্রহ্মা তখন ভগবানের মহিমা কীর্তন করে তাঁর স্তব করতে শুরু করেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

সাধু পৃষ্টং মহাভাগ ত্বয়া ভাগবতোত্তম।
যন্নূতনয়সীশস্য শৃণ্বন্নপি কথাং মুহুঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **সাধু পৃষ্টম্**—আপনার প্রশ্নে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি; **মহা-ভাগ**—আপনি একজন মহাভাগ্যবান ব্যক্তি; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **ভাগবত-উত্তম**—হে ভক্তশ্রেষ্ঠ; **যৎ**—যেহেতু; **নূতনয়সি**—আপনি নতুন নতুন প্রশ্ন করছেন; **ঈশস্য**—ভগবানের; **শৃণ্বন্ অপি**—নিরন্তর শ্রবণ করা সত্ত্বেও; **কথাম্**—লীলা; **মুহুঃ**—বার বার।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে ভক্তশ্রেষ্ঠ, পরম ভাগ্যবান পরীক্ষিৎ, আপনি অতি উত্তম প্রশ্ন করেছেন। যেহেতু নিরন্তর ভগবানের লীলা শ্রবণ করা সত্ত্বেও আপনি তা নিত্য নতুন বলে অনুভব করছেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনায় অত্যন্ত উন্নত না হলে নিরন্তর ভগবানের লীলা শ্রবণে মনোনিবেশ করা যায় না। *নিত্যং নবনবায়মানম্*—উত্তম ভক্তরা যদিও দীর্ঘকাল ধরে নিরন্তর ভগবানের কথা শ্রবণ করেন তবুও তাঁদের কাছে তা নিত্য নতুন বলে মনে হয়। তাই তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাশ্রবণ কখনও ত্যাগ করতে পারেন না। *প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।* এখানে সন্তঃ শব্দটি সেই ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করে, যিনি কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেছেন। *যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি*

(*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৩৮)। অত্যন্ত উন্নত স্তরের ভক্ত না হলে, ভগবানের লীলাকথা শ্রবণ করে আনন্দ উপভোগ করা যায় না এবং তা নিত্য নতুন বলে মনে হয় না। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎকে *ভাগবতোত্তম* বা শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

শ্লোক ২

সতাময়ং সারভৃতাং নিসর্গো
যদর্থবাণীশ্রুতিচেতসামপি ।
প্রতিক্ষণং নব্যবদচ্যুতস্য যৎ
স্ত্রিয়া বিটানামিব সাধুবার্তা ॥ ২ ॥

সতাম্—ভক্তদের; **অয়ম্**—এই; **সার-ভৃতাম্**—পরমহংসদের, যাঁরা জীবনের সার গ্রহণ করেছেন; **নিসর্গঃ**—লক্ষণ বা স্বভাব; **যৎ**—যা; **অর্থ-বাণী**—জীবনের লক্ষ্য, লাভের উদ্দেশ্য; **শ্রুতি**—বোঝার উদ্দেশ্য; **চেতসাম্ অপি**—যারা চিন্ময় বিষয়ের আনন্দকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচনা করেছেন; **প্রতি-ক্ষণম্**—প্রতিক্ষণ; **নব্য-বৎ**—যেন নিত্য নতুন; **অচ্যুতস্য**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **যৎ**—যেহেতু; **স্ত্রিয়াঃ**—স্ত্রী অথবা যৌন বিষয়; **বিটানাম্**—স্ত্রীলোকেদের প্রতি আসক্ত লম্পটদের; **ইব**—সদৃশ; **সাধু বার্তা**—বাস্তবিক বার্তালাপ।

অনুবাদ

জীবনের সার গ্রহণকারী পরমহংস ভক্তদের হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত, এবং তিনিই তাঁদের জীবনের লক্ষ্য। সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচনা করাই তাঁদের স্বভাব, যেন সেই বিষয়গুলি নিত্য নতুন। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা যেমন নারী এবং যৌন বিষয়ের প্রতি আসক্ত, তাঁরাও তেমনই কৃষ্ণকথার প্রতি আসক্ত।

তাৎপর্য

সারভৃতাম্ শব্দটির অর্থ 'পরমহংস'। হংস দুধ এবং জলের মিশ্রণ থেকে জল বাদ দিয়ে কেবল দুধটি গ্রহণ করে। তেমনই, কৃষ্ণভক্তের স্বভাব হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে সব কিছুর প্রাণ এবং আত্মা বলে জেনে, তাঁরা এক মুহূর্তও কৃষ্ণকথা পরিত্যাগ করতে পারেন না। এই প্রকার পরমহংসরা সর্বদা তাঁদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন (*সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি*)। জড় জগতে কাম, ক্রোধ এবং ভয় সর্বদা বর্তমান, কিন্তু চিৎ-জগতে কৃষ্ণসম্বন্ধে তা ব্যবহার করা যায়। কাম

কৃষ্ণকর্মার্পণে। তাই, পরমহংসদের বাসনা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের জন্য কর্ম করা। *ক্রোধ ভক্তদ্বেষি জনে*। তাঁরা অভক্তদের বিরুদ্ধে ক্রোধ ব্যবহার করেন এবং ভয়কে কৃষ্ণভক্তি থেকে বিচ্যুত হওয়ার ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করেন। এইভাবে পরমহংস ভক্তের জীবন পূর্ণরূপে কৃষ্ণকেন্দ্রিক, ঠিক যেমন বিষয়াসক্ত ব্যক্তির জীবন কামিনী-কাঞ্চন কেন্দ্রিক। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির কাছে যা দিন অধ্যাত্মবাদীর কাছে তা রাত্রি। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির কাছে যা অত্যন্ত মধুর—যথা কামিনী এবং কাঞ্চন—অধ্যাত্মবাদীরা তাকে বিষবৎ বলে মনে করেন।

সন্দর্শনাং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥

এটিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ। পরমহংসদের কাছে শ্রীকৃষ্ণই সব কিছু, কিন্তু বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের কাছে কামিনী এবং কাঞ্চন সব কিছু।

শ্লোক ৩

শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্নপি গুহ্যং বদামি তে ।
ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত ॥ ৩ ॥

শৃণুষ্ব—দয়া করে শ্রবণ করুন; **অবহিতঃ**—গভীর মনোযোগ সহকারে; **রাজন্**—হে রাজন্ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **অপি**—যদিও; **গুহ্যম্**—অত্যন্ত গোপনীয় (কারণ সাধারণ মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না); **বদামি**—আমি বলব; **তে**—আপনাকে; **ব্রূয়ুঃ**—বলুন; **স্নিগ্ধস্য**—বিনীত; **শিষ্যস্য**—শিষ্যের; **গুরবঃ**—গুরুগণ; **গুহ্যম্**—অত্যন্ত গোপনীয়; **অপি উত**—তা হলেও।

অনুবাদ

হে রাজন্, গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। ভগবানের লীলা যদিও অত্যন্ত গোপনীয় এবং সাধারণ মানুষেরা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তবুও আমি আপনার কাছে সেই বিষয়ে বলব, কারণ গুরুগণ অনুগত প্রিয় শিষ্যের কাছে অত্যন্ত গুহ্যতত্ত্বও বলে থাকেন।

শ্লোক ৪

তথাঘবদনান্মৃত্যো রক্ষিত্বা বৎসপালকান্ ।
সরিৎপুলিনমানীয় ভগবানিদমব্রবীৎ ॥ ৪ ॥

তথা—তারপর; **অঘ-বদনাৎ**—অঘাসুরের মুখ থেকে; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যুস্বরূপ; **রক্ষিত্বা**—রক্ষা করে; **বৎস-পালকান্**—সমস্ত গোপবালক এবং গোবৎসদের; **সরিৎ-পুলিনম্**—নদীর তটে; **আনীয়**—নিয়ে এসে; **ভগবান্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **ইদম্**—এই কথাগুলি; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

মৃত্যুস্বরূপ অঘাসুরের মুখ থেকে গোপবালক এবং গোবৎসদের রক্ষা করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের নদীর তীরে নিয়ে এসে, এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ৫

অহোঽতিরম্যং পুলিনং বয়স্যাঃ
স্বকেলিসম্পন্মৃদুলাচ্ছবালুকম্ ।
স্ফুটৎসরোগন্ধহৃতালিপত্রিক-
ধ্বনিপ্রতিধ্বানলসদ্দ্রুমাকুলম্ ॥ ৫ ॥

অহো—হে; **অতি-রম্যম্**—অত্যন্ত সুন্দর; **পুলিনম্**—নদীর তীর; **বয়স্যাঃ**—হে বন্ধুগণ; **স্ব-কেলি-সম্পৎ**—খেলার সমগ্র সামগ্রীতে পূর্ণ; **মৃদুল-অচ্ছ-বালুকম্**—অত্যন্ত কোমল এবং নির্মল বালুকাময় তট; **স্ফুটৎ**—পূর্ণ বিকশিত; **সরঃ-গন্ধ**—পদ্মফুলের সৌরভের দ্বারা; **হৃত**—আকৃষ্ট; **অলি**—ভ্রমরদের; **পত্রিক**—এবং পাখিদের; **ধ্বনি-প্রতিধ্বান**—তাদের কলরব এবং তার প্রতিধ্বনি; **লসৎ**—দোলায়িত; **দ্রুম-আকুলম্**—সুন্দর বৃক্ষসমূহে পূর্ণ।

অনুবাদ

হে বন্ধুগণ, দেখ এই নদীর তীর মনোরম পরিবেশের প্রভাবে কি অপূর্ব সুন্দর রূপ ধারণ করেছে। আর দেখ বিকশিত পদ্মফুলগুলি কিভাবে তাদের সৌরভের দ্বারা ভ্রমর এবং পাখিদের আকর্ষণ করছে। ভ্রমরের গুঞ্জন এবং পাখিদের কলরব বনরাজিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এখানকার বালুকা অত্যন্ত নির্মল এবং কোমল। তাই এটিই আমাদের খেলার সর্বোত্তম স্থান।

তাৎপর্য

পাঁচ হাজার বছর আগে শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে বৃন্দাবনের বর্ণনা করেছেন, এবং তিন-চারশ বছর পূর্বে বৈষ্ণব আচার্যদের সময়েও বৃন্দাবনের স্থিতি সেই রকমই ছিল।

কূজৎকোকিলহংসসারসগণাকীর্ণে ময়ূরাকুলে। বৃন্দাবন সর্বদাই কোকিল, হংস এবং সারসের কলরবে মুখর এবং ময়ূরকুলে পূর্ণ। আমাদের কৃষ্ণ-বলরাম মন্দির যেখানে অবস্থিত, সেইখানে সেই ধ্বনি এবং পরিবেশ এখনও বর্তমান। যাঁরাই সেই মন্দির দর্শন করতে আসেন, তাঁরাই পাখিদের কলরব শুনে প্রসন্ন হন, যা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে (*কূজৎকোকিলহংসসারস*)।

শ্লোক ৬

অত্র ভোক্তব্যমস্মাভির্দিবারূঢ়ং ক্ষুধার্দিতাঃ ।
বৎসাঃ সমীপেঽপঃ পীত্বা চরন্তু শনকৈস্তৃণম্ ॥ ৬ ॥

অত্র—এখানে; **ভোক্তব্যম্**—আমাদের ভোজন করা উচিত; **অস্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা; **দিব-আরূঢ়ম্**—অনেক বেলা হয়ে গেছে; **ক্ষুধা অর্দিতাঃ**—আমরা ক্ষুধায় পীড়িত হয়েছি; **বৎসাঃ**—গোবৎসগণ; **সমীপে**—নিকটে; **অপঃ**—জল; **পীত্বা**—পান করে; **চরন্তু**—ভক্ষণ করুক; **শনকৈঃ**—ধীরে ধীরে; **তৃণম্**—ঘাস।

অনুবাদ

আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত এবং অনেক বেলাও হয়ে গেছে। তাই আমার মনে হয়, এখানেই আমাদের ভোজন করা উচিত। গোবৎসরা এখানে জলপান করে কাছেই ধীরে ধীরে তৃণ ভক্ষণ করুক।

শ্লোক ৭

তথেতি পায়য়িত্বার্ভা বৎসানারুধ্য শাদ্বলে ।
মুক্ত্বা শিক্যানি বুভুজুঃ সমং ভগবতা মুদা ॥ ৭ ॥

তথা ইতি—গোপবালকেরা কৃষ্ণের এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন; **পায়য়িত্বা-অর্ভাঃ**—তারা জলপান করতে গিয়েছিলেন; **বৎসান্**—গোবৎসদের; **আরুধ্য**—তাদের গাছে বেঁধে ভোজন করতে গিয়েছিলেন; **শাদ্বলে**—সবুজ কোমল তৃণময় ক্ষেত্রে; **মুক্ত্বা**—খুলে; **শিক্যানি**—তাদের খাবার এবং অন্যান্য বস্তুর ঝোলা; **বুভুজুঃ**—উপভোগ করেছিলেন; **সমম্**—সমানভাবে; **ভগবতা**—ভগবানের সঙ্গে; **মুদা**—দিব্য আনন্দে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাব মেনে নিয়ে, গোপবালকেরা গোবৎসদের নদী থেকে জলপান করাতে গিয়েছিলেন এবং তারপর সবুজ কোমল তৃণময় ক্ষেত্রে তাদের গাছে বেঁধে রেখেছিলেন। তারপর বালকেরা তাঁদের খাবার ঝোলা খুলে মহা আনন্দে কৃষ্ণের সঙ্গে ভোজন করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৮

কৃষ্ণস্য বিষ্বক্ পুরুরাজিমণ্ডলৈ-
রভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজার্ভকাঃ ।
সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজু-
শ্ছদা যথাম্ভোরুহকর্ণিকায়াঃ ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণস্য বিষ্বক্—কৃষ্ণকে বেষ্টন করে; **পুরু-রাজি-মণ্ডলৈঃ**—সহচরদের বিভিন্ন পঙ্‌ক্তির দ্বারা; **অভ্যাননাঃ**—মাঝখানে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বসেছিলেন, সকলেই সেইদিকে দেখছিলেন; **ফুল্ল-দৃশঃ**—চিন্ময় আনন্দে তাঁদের মুখ অত্যন্ত উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল; **ব্রজ-অর্ভকাঃ**—ব্রজভূমির সমস্ত গোপবালকেরা; **সহ-উপবিষ্টাঃ**—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বসে; **বিপিনে**—বনে; **বিরেজুঃ**—অত্যন্ত সুন্দরভাবে তৈরি; **ছদাঃ**—পাপড়ি এবং পাতা; **যথা**—ঠিক যেমন; **অম্ভোরুহ**—পদ্মফুলের; **কর্ণিকায়াঃ**—কর্ণিকার।

অনুবাদ

পদ্মফুলের কর্ণিকার চারদিকে যেমন পাপড়ি এবং পাতা শোভা পায়, তেমনই বনের মধ্যে ব্রজবালকেরা শ্রীকৃষ্ণের চারদিকে বহু পঙ্‌ক্তিতে উপবিষ্ট হয়ে শোভা পাচ্ছিলেন। তাঁরা সকলেই কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে ছিলেন এবং মনে করছিলেন কৃষ্ণ হয়ত তাঁর দিকে তাকাবেন। এইভাবে তাঁরা বনভোজনের আনন্দ উপভোগ করছিলেন।

তাৎপর্য

শুদ্ধভক্ত সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন, যে কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে (*সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি*) এবং যা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন (*সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্*)। যদি পুঞ্জীভূত পুণ্যকর্মের দ্বারা

(*কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ*) কেউ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হন, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই তাঁর হৃদয়ে প্রকাশিত হন। যিনি এই প্রকার সিদ্ধি লাভ করেছেন, তিনি দিব্য আনন্দে সর্ব সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হন। বর্তমান কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন কৃষ্ণকে কেন্দ্রে রাখার একটি প্রয়াস, কারণ যদি তা করা হয়, তা হলে সমস্ত কার্য আপনা থেকেই সৌন্দর্য্যময় এবং আনন্দময় হয়ে উঠবে।

শ্লোক ৯

কেচিৎ পুষ্পৈর্দলৈঃ কেচিৎ পল্লবৈরঙ্কুরৈঃ ফলৈঃ ।
শিগ্‌ভিস্ত্বগ্‌ভির্দৃষদ্ভিশ্চ বুভুজুঃ কৃতভাজনাঃ ॥ ৯ ॥

কেচিৎ—কেউ; **পুষ্পৈঃ**—ফুলের দ্বারা; **দলৈঃ**—ফুলের সুন্দর পত্রের দ্বারা; **কেচিৎ**—কেউ; **পল্লবৈঃ**—পল্লবের উপর; **অঙ্কুরৈঃ**—অঙ্কুরের উপর; **ফলৈঃ**—এবং ফলের উপর; **শিগ্‌ভিঃ**—ঝোলা বা পোটলার মধ্যে; **ত্বগ্‌ভিঃ**—গাছের বাকলের দ্বারা; **দৃষদ্ভিঃ**—পাথরে; **চ**—এবং; **বুভুজুঃ**—উপভোগ করেছিলেন; **কৃত-ভাজনাঃ**—তারা যেমন তাদের ভোজন পাত্র তৈরি করেছিলেন।

অনুবাদ

গোপবালকদের মধ্যে কেউ ফুল, কেউ পাতা, কেউ পল্লব, কেউ অঙ্কুর, কেউ ফল, কেউ শিকা, কেউ গাছের বাকল এবং কেউ বা পাথরকে তাঁদের ভোজন পাত্র বলে কল্পনা করে তার উপর তাঁদের খাবার রেখেছিলেন।

শ্লোক ১০

সর্বে মিথো দর্শয়ন্তঃ স্বস্বভোজ্যরুচিং পৃথক্ ।
হসন্তো হাসয়ন্তশ্চাভ্যবজহ্রুঃ সহেশ্বরাঃ ॥ ১০ ॥

সর্বে—সমস্ত গোপবালকেরা; **মিথঃ**—পরস্পর; **দর্শয়ন্তঃ**—দেখিয়ে; **স্ব-স্ব-ভোজ্য-রুচিম্ পৃথক্**—ঘর থেকে নিয়ে আসা পৃথক পৃথক রুচির বিবিধ খাদ্যদ্রব্য; **হসন্তঃ**—আস্বাদন করার পর তাঁরা সকলে হেসেছিলেন; **হাসয়ন্তঃ চ**—এবং অন্যদের হাসিয়েছিলেন; **অভ্যবজহ্রুঃ**—মধ্যাহ্নভোজন উপভোগ করেছিলেন; **সহ-ঈশ্বরাঃ**—শ্রীকৃষ্ণ সহ।

অনুবাদ

কৃষ্ণসহ গোপবালকেরা নিজ নিজ গৃহ থেকে নিয়ে আসা বিভিন্ন প্রকার অন্ন-ব্যঞ্জনের স্বাদ পৃথক পৃথক দর্শন করিয়ে এবং পরস্পরকে তা আস্বাদন করিয়ে, তাঁরা হাসতে হাসতে এবং অন্যদের হাসাতে হাসাতে ভোজন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণের কোন এক সখা কখনও বলতেন, "কৃষ্ণ, দেখ আমার এই ব্যঞ্জনের স্বাদ কত মধুর," এবং কৃষ্ণ তা আস্বাদন করে হাসতেন। তেমনই, বলরাম, সুদামা, এবং অন্যান্য সখারা পরস্পরের অন্ন-ব্যঞ্জন আস্বাদন করতেন এবং হাসতেন। এইভাবে সমস্ত সখারা মহা আনন্দে গৃহ থেকে আনিত সমস্ত খাবার ভোজন করতেন।

শ্লোক ১১

বিভ্রদ্ বেণুং জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গবেত্রে চ কক্ষে
বামে পাণৌ মসৃণকবলং তৎফলান্যঙ্গুলীষু ।
তিষ্ঠন্ মধ্যে স্বপরিসুহৃদো হাসয়ন্ নর্মভিঃ স্বৈঃ
স্বর্গে লোকে মিষতি বুভুজে যজ্ঞভুগ্ বালকেলিঃ ॥ ১১ ॥

বিভ্রৎ বেণুম্—বাঁশি রেখে; **জঠর-পটয়োঃ**—কষে বাঁধা বস্ত্র এবং উদরের মধ্যে; **শৃঙ্গ-বেত্রে**—শৃঙ্গ এবং গো-তারণের যষ্টি; **চ**—ও; **কক্ষে**—কোমরে; **বামে**—বামদিকে; **পাণৌ**—হাতে নিয়ে; **মসৃণ-কবলম্**—অন্ন এবং উত্তম দধি দিয়ে তৈরি অত্যন্ত উপাদেয় আহার্য; **তৎ-ফলানি**—বেল আদি উপযুক্ত ফলের টুকরো; **অঙ্গুলীষু**—আঙ্গুলের মধ্যে; **তিষ্ঠন্**—এইভাবে রেখে; **মধ্যে**—মধ্যে; **স্ব-পরি-সুহৃদঃ**—তাঁর নিজের সঙ্গীগণ; **হাসয়ন্**—তাঁদের হাসিয়ে; **নর্মভিঃ**—পরিহাস বাক্যের দ্বারা; **স্বৈঃ**—তাঁর নিজের; **স্বর্গে লোকে মিষতি**—যখন স্বর্গলোকের অধিবাসীরা সেই অপূর্ব দৃশ্য দর্শন করছিলেন; **বুভুজে**—শ্রীকৃষ্ণ উপভোগ করেছিলেন; **যজ্ঞ-ভুক্ বাল-কেলিঃ**—যদিও তিনি যজ্ঞের আহুতি গ্রহণ করেন, তবুও তিনি বাল্যলীলা বিলাসের জন্য তাঁর গোপসখাদের সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দ সহকারে বনভোজন করছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞভুক—অর্থাৎ, তিনি কেবল যজ্ঞের নৈবেদ্যই ভোজন করেন—কিন্তু তাঁর বাল্যলীলা প্রদর্শন করার জন্য তিনি তাঁর উদর ও বস্ত্রের মধ্যে ডানদিকে

বংশী এবং বামকক্ষে শৃঙ্গ ও বেত্র, হাতে দধি মিশ্রিত অন্নগ্রাস এবং আঙ্গুলের মধ্যে উপযুক্ত ফলের টুকরা ধারণ করে পদ্মের কর্ণিকার মতো অবস্থিত হয়ে তাঁর সখাদের দিকে তাকিয়ে, তাঁদের সঙ্গে পরিহাসপূর্বক তাঁদের আনন্দ উৎপাদন করে ভোজন করছিলেন। তখন স্বর্গের অধিবাসীরা যজ্ঞভুক ভগবানকে তাঁর সখাদের সঙ্গে এইভাবে বনভোজন করতে দেখে, আশ্চর্যান্বিত হয়ে সেই অপূর্ব লীলা দর্শন করছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর গোপসখাদের সঙ্গে ভোজন করছিলেন, তখন একটি ভ্রমর সেই ভোজনে অংশগ্রহণ করার জন্য সেখানে উড়ে এসেছিল। তাই কৃষ্ণ পরিহাস করে বলেছিলেন, "তুমি এখানে আমার ব্রাহ্মণ-সখা মধুমঙ্গলকে বিরক্ত করার জন্য কেন এসেছ? তুমি একজন ব্রাহ্মণকে হত্যা করতে চাও। সেটি ভাল কাজ নয়।" সমস্ত বালকেরা তখন সেই পরিহাস উপভোগ করে আনন্দে হাসতে হাসতে ভোজন করতেন। তখন স্বর্গলোকবাসীরা বিস্ময়ান্বিত হয়ে ভাবতেন, যজ্ঞভুক ভগবান কিভাবে এখন একজন সাধারণ নরশিশুর মতো তাঁর সখাদের সঙ্গে বনভোজন করছেন।

শ্লোক ১২

ভারতৈবং বৎসপেষু ভুঞ্জানেষ্বচ্যুতাত্মসু ।
বৎসাস্ত্বন্তর্বনে দূরং বিবিশুস্তৃণলোভিতাঃ ॥ ১২ ॥

ভারত—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **এবম্**—এইভাবে (তাঁরা যখন ভোজন করছিলেন); **বৎস-পেষু**—গোবৎসপালক বালকদের সঙ্গে; **ভুঞ্জনেষু**—ভোজনরত; **অচ্যুত-আত্মসু**—তাঁরা সকলেই অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত আপনজন; **বৎসাঃ**—গোবৎসগণ; **তু**—কিন্তু; **অন্তঃ-বনে**—বনের মধ্যে; **দূরম্**—দূরে; **বিবিশুঃ**—প্রবেশ করেছিল; **তৃণ-লোভিতাঃ**—সবুজ ঘাসের দ্বারা লুব্ধ হয়ে।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, কৃষ্ণগতপ্রাণ গোপবালকেরা যখন এইভাবে বনভোজন করছিলেন, তখন গোবৎসগণ সবুজ ঘাসের লোভে দূরে বনের মধ্যে প্রবেশ করেছিল।

শ্লোক ১৩

তান্ দৃষ্টা ভয়সন্ত্রস্তানূচে কৃষ্ণোঽস্য ভীভয়ম্ ।
মিত্রাণ্যাশান্মা বিরমতেহানেষ্যে বৎসকানহম্ ॥ ১৩ ॥

তান্—(গোবৎসেরা যে দূরে চলে গেছে) তা; **দৃষ্টা**—দেখে; **ভয়-সন্ত্রস্তান্**—গভীর বনে গোবৎসরা কোন হিংস্র পশুর দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে, সেই ভয়ে ভীত (গোপবালকদের); **ঊচে**—শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন; **কৃষ্ণঃ-অস্য ভী-ভয়ম্**—কৃষ্ণ, যিনি সমস্ত ভয়েরও ভয়স্বরূপ (শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত থাকলে আর কোন ভয় থাকে না); **মিত্রাণি**—হে সখাগণ; **আশাৎ**—ভোজনের আনন্দ থেকে; **মা বিরমত**—নিবৃত্ত হয়ো না; **ইহ**—এখানে; **আনেষ্যে**—আমি ফিরিয়ে আনব; **বৎসকান্**—বৎসদের; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন যে, তাঁর সখা গোপবালকেরা ভীত হয়েছেন, তখন স্বয়ং ভয়েরও ভয়ঙ্কর নিয়ন্তা তাঁদের ভয় দূর করার জন্য বলেছিলেন—"হে সখাগণ! তোমরা তোমাদের ভোজনের আনন্দ থেকে নিবৃত্ত হয়ো না। আমি গিয়ে তোমাদের গোবৎসদের এখানে ফিরিয়ে নিয়ে আসব।"

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলে ভক্তের আর কোন ভয় থাকে না। কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা, তিনি এই জড় জগতে চরম ভয়স্বরূপ মৃত্যুরও নিয়ন্তা। *ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/২/৩৭)। কৃষ্ণচেতনার অভাবেই এই ভয়ের উৎপত্তি হয়; তা না হলে কোন ভয় থাকতে পারে না। যিনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছেন, তাঁর কাছে এই জড় জগৎ একটুও ভয়াবহ নয়।

ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্ বিপদাং ন তেষাম্ ॥

ভবাম্বুধিঃ, অর্থাৎ ভয়ের সমুদ্র এই জড় জগৎ, তিনি পরমেশ্বরের কৃপায় অনায়াসে উত্তীর্ণ হতে পারেন। এই জড় জগতের প্রতি পদে ভয় এবং বিপদ (*পদং পদং যদ্ বিপদাম্*), কিন্তু, যাঁরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কাছে তা মোটেই ভয়াবহ নয়। তাঁরা এই ভয়াবহ জড় জগতের সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত।

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্ বিপদাং ন তেষাম্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/৫৮)

তাই সকলেরই কর্তব্য, নির্ভীকতার উৎস ভগবানের শরণ গ্রহণ করে নিরাপদ হওয়া।

শ্লোক ১৪

ইত্যুক্ত্বাদ্রিদরীকুঞ্জগহ্বরেষ্বাত্মবৎসকান্ ।
বিচিন্বন্ ভগবান্ কৃষ্ণঃ সপাণিকবলো যযৌ ॥ ১৪ ॥

ইতি উক্ত্বা—এই বলে ("আমি তোমাদের গোবৎসদের ফিরিয়ে নিয়ে আসব"); **অদ্রি-দরী-কুঞ্জ-গহ্বরেষু**—পর্বতে, পর্বতের গুহায়, কুঞ্জে এবং সংকীর্ণ স্থানে, সর্বত্র; **আত্ম-বৎসকান্**—তাঁর সখাদের গোবৎসদের; **বিচিন্বন্**—অন্বেষণ করে; **ভগবান্**—ভগবান; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **স-পাণি-কবলঃ**—দধি মিশ্রিত অন্ন হাতে নিয়ে; **যযৌ**—গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, "তোমরা তোমাদের ভোজনের আনন্দ থেকে বিরত হয়ো না। আমি গিয়ে গোবৎসদের খুঁজে নিয়ে আসব।" তারপর, দধিমিশ্রিত অন্ন হাতে নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখাদের প্রসন্নতা বিধানের জন্য পর্বতে, পর্বত-কন্দরে, কুঞ্জে এবং সংকীর্ণ স্থানে, সর্বত্র তাঁর সখাদের গোবৎসদের অন্বেষণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বেদে (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্* ৬/৮) বলা হয়েছে যে, ভগবানের কিছুই করণীয় নেই। (*ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে*), কারণ তিনি তাঁর শক্তির দ্বারা সব কিছু সম্পাদন করছেন (*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*)। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এখানে আমরা দেখতে পাই যে তিনি তাঁর সখাদের গোবৎসদের অন্বেষণে বিশেষ যত্নশীল হয়েছিলেন। এটিই কৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা। *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*—সমগ্র পৃথিবীর এবং সমগ্র জগতের সমস্ত কার্য তাঁরই পরিচালনায়, তাঁর বিভিন্ন শক্তির

মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, যখন তাঁর সখাদের রক্ষণাবেক্ষণের আবশ্যকতা হয়, তখন তিনি স্বয়ং তা করেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁর বন্ধুদের আশ্বাস দিয়েছিলেন, "ভয় পেয়ো না। আমি স্বয়ং তোমাদের গোবৎসদের অন্বেষণে যাচ্ছি।" এটি ছিল শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা।

শ্লোক ১৫

অম্ভোজন্মজনিস্তদন্তরগতো মায়ার্ভকস্যেশিতু-
র্দ্রষ্টুং মঞ্জু মহিত্বমন্যদপি তদ্বৎসানিতো বৎসপান্ ।
নীত্বান্যত্র কুরূদ্বহান্তরদধাৎ খেঽবস্থিতো যঃ পুরা
দৃষ্টাঘাসুরমোক্ষণং প্রভবতঃ প্রাপ্তঃ পরং বিস্ময়ম্ ॥ ১৫ ॥

অম্ভোজন্ম-জনিঃ—ব্রহ্মা, পদ্মফুলে যাঁর জন্ম হয়েছিল; **তৎ-অন্তর-গতঃ**—গোপবালকদের সঙ্গে ভোজনরত শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েছিলেন; **মায়া-অর্ভকস্য**—শ্রীকৃষ্ণের মায়াসৃষ্ট বালকদের; **ঈশিতুঃ**—পরমেশ্বরের; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করার জন্য; **মঞ্জু**—অত্যন্ত মনোহর; **মহিত্বম্ অন্যৎ অপি**—ভগবানের অন্যান্য মহিমাও; **তৎ-বৎসান্**—তাঁদের গোবৎসগণ; **ইতঃ**—যেখানে ছিল সেখান থেকে; **বৎস-পান্**—গোবৎসদের রক্ষণাবেক্ষণকারী গোপবালকদের; **নীত্বা**—নিয়ে এসে; **অন্যত্র**—অন্য এক স্থানে; **কুরূদ্বহ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **অন্তর-দধাৎ**—কিছুকালের জন্য লুকিয়ে রেখেছিলেন; **খে অবস্থিতঃ যঃ**—এই ব্রহ্মা, যিনি আকাশে উচ্চলোকে অবস্থিত; **পুরা**—পূর্বে; **দৃষ্টা**—দর্শন করেছিলেন; **অঘাসুর-মোক্ষণম্**—অঘাসুর বধ এবং জড় জগতের বন্ধন থেকে তাঁর উদ্ধারকার্য; **প্রভবতঃ**—সর্বশক্তিমান পরম পুরুষের; **প্রাপ্তঃ পরম্ বিস্ময়ম্**—অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, ব্রহ্মা, যিনি পূর্বে আকাশে অবস্থানপূর্বক পরম শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুর বধ এবং তার উদ্ধারকার্য দর্শন করে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন, এখন তিনি তাঁর নিজের ঐশ্বর্য প্রকট করে, একজন সাধারণ গোপবালকের মতো লীলাবিলাসকারী বাল্যলীলাপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা দর্শন করতে চেয়েছিলেন। তাই, শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে ব্রহ্মা সমস্ত গোপবালকদের এবং গোবৎসদের সেখান থেকে অন্যত্র নিয়ে যান। এইভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন, কারণ অচিরেই তিনি দেখতে পাবেন শ্রীকৃষ্ণ কত শক্তিশালী।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর সহচরগণ পরিবৃত হয়ে অঘাসুরকে বধ করেছিলেন, তখন ব্রহ্মা আশ্চর্য হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বনভোজন লীলা উপভোগ করছেন, তখন তিনি আরও আশ্চর্যান্বিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে তিনি কৃষ্ণের মায়ায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মারও জন্ম হয়েছে জড় জগতে। সেই সম্বন্ধে এখানে বলা হয়েছে, *অম্ভোজন্মজনিঃ*—একটি পদ্মফুলে তাঁর জন্ম হয়েছিল। মানুষ, পশু আদি জড় পিতার থেকে জন্ম না হয়ে, পদ্মফুলে জন্ম হলেও কিছু যায় আসে না। পদ্মফুলও জড়, এবং জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে যারই জন্ম হয়েছে, সে অবশ্যই *ভ্রম* (ভুল করার প্রবণতা), *প্রমাদ* (মোহাচ্ছন্ন হওয়ার প্রবণতা), *বিপ্রলিপ্সা* (প্রতারণা করার প্রবণতা) এবং *করণাপাটব* (অপূর্ণ ইন্দ্রিয়)—এই চারটি জড়-জাগতিক ত্রুটিযুক্ত। তার ফলে ব্রহ্মাও জড়িয়ে পড়েছিলেন।

ব্রহ্মা তাঁর মায়ার দ্বারা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সত্য সত্যই উপস্থিত ছিলেন কি না। এই সমস্ত গোপবালকেরা ছিল শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় অংশ (*আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিঃ*)। পরে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে দেখাবেন, কিভাবে তিনি তাঁর *আনন্দচিন্ময়রস* বা আনন্দস্বরূপে সব কিছুর মধ্যে নিজেকে বিস্তার করেন। *হ্লাদিনী শক্তিরস্মাৎ*—কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি নামক এক চিন্ময় শক্তি রয়েছে। জড় শক্তি থেকে উৎপন্ন কোন কিছু তিনি উপভোগ করেন না। ব্রহ্মা তাই দেখবেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে তাঁর শক্তির বিস্তার করেন।

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের সহচরদের হরণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি অন্য বালক এবং গোবৎসদের নিয়ে গিয়েছিলেন। রাবণ সীতাকে হরণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু তা কখনই সম্ভব নয়। তাই সে মায়া সীতাকে হরণ করেছিল। তেমনই ব্রহ্মা *মায়ার্ভকা* বা কৃষ্ণের মায়াসৃষ্ট বালকদের হরণ করেছিলেন। ব্রহ্মা মায়ার্ভকাদের কিছু অলৌকিক ঐশ্বর্য প্রদর্শন করিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহচরদের অসাধারণ কিছু দেখাতে পারেননি। তা তিনি অচিরেই দর্শন করবেন। *মায়ার্ভকস্য ঈশিতুঃ*। এই মোহ বা মায়া পরম নিয়ন্তা বা *প্রভবতঃ*—সর্বশক্তিমান পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টি, এবং তার পরিণাম আমরা দর্শন করব। জড় জগতে যারই জন্ম হয়েছে, সে মোহাচ্ছন্ন হতে পারে। তাই এই লীলাটিকে বলা হয় 'ব্রহ্মবিমোহন লীলা'। *মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্* (ভগবদ্‌গীতা ৭/১৩)। জড় জগতে যাদের জন্ম হয়েছে, তারা পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। এমন কি দেবতারা পর্যন্ত তাঁকে জানতে পারেন না (*মুহ্যন্তি*

যৎ সূরয়ঃ)। *তেনে ব্রহ্মা হৃদা য আদিকবয়ে* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/১/১)। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি ক্ষুদ্র পতঙ্গ পর্যন্ত সকলেরই অবশ্য কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

শ্লোক ১৬

ততো বৎসানদৃষ্ট্বৈত্য পুলিনেঽপি চ বৎসপান্ ।
উভাবপি বনে কৃষ্ণো বিচিকায় সমন্ততঃ ॥ ১৬ ॥

ততঃ—তারপর; **বৎসান্**—গোবৎসদের; **অদৃষ্ট্বা**—সেই বনে না দেখতে পেয়ে; **এত্য**—পরে; **পুলিনে অপি**—যমুনার তীরে; **চ**—ও; **বৎসপান্**—গোপবালকদের দেখতে পেলেন না; **উভৌ অপি**—(গোবৎস এবং গোপবালক) উভয়ই; **বনে**—বনে; **কৃষ্ণঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **বিচিকায়**—সর্বত্র অন্বেষণ করেছিলেন; **সমন্ততঃ**—সর্বত্র।

অনুবাদ

তারপর, শ্রীকৃষ্ণ গোবৎসদের দেখতে না পেয়ে নদীর তীরে ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু সেখানেও তিনি গোপবালকদের দেখতে পেলেন না। তখন তিনি সর্বত্র গোবৎস এবং গোপবালকদের অন্বেষণ করতে লাগলেন, যেন তিনি বুঝতে পারেননি কি হয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলেন যে, ব্রহ্মা গোবৎস এবং গোপবালক উভয়ই হরণ করেছেন, কিন্তু একজন অবোধ বালকের মতো তিনি সর্বত্র তাঁদের অন্বেষণ করতে লাগলেন, যাতে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের মায়া বুঝতে না পারেন। এই সবই নাটকীয় লীলাবিলাস। নট সব কিছুই জানে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে মঞ্চে এমনভাবে অভিনয় করে যে, অন্যরা তাকে বুঝতে পারে না।

শ্লোক ১৭

ক্বাপ্যদৃষ্ট্বান্তর্বিপিনে বৎসান্ পালাংশ্চ বিশ্ববিৎ ।
সর্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগাম হ ॥ ১৭ ॥

ক্ব অপি—কোথাও; **অদৃষ্ট্বা**—দেখতে না পেয়ে; **অন্তঃ-বিপিনে**—বনের মধ্যে; **বৎসান্**—গোবৎসদের; **পালান্ চ**—এবং তাদের পালক গোপবালকদের; **বিশ্ববিৎ**—শ্রীকৃষ্ণ, যিনি এই জগতের সব কিছু সম্বন্ধে অবগত; **সর্বম্**—সব কিছু; **বিধি-কৃতম্**—ব্রহ্মাকৃত; **কৃষ্ণঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **সহসা**—তৎক্ষণাৎ; **অবজগাম হ**—বুঝতে পেরেছিলেন।

অনুবাদ

কৃষ্ণ যখন গোবৎস এবং তাদের রক্ষক গোপবালকদের বনে কোথাও খুঁজে পেলেন না, তখন তিনি সহসা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেটি ছিল ব্রহ্মার কার্য।

তাৎপর্য

যদিও শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন *বিশ্ববিৎ*—সমগ্র জগতের সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধে অবগত, তবুও একটি অবোধ বালকের মতো তিনি ব্রহ্মার এই কার্যকলাপ সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়েছিলেন, যদিও তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেটি ছিল ব্রহ্মার কার্য। এই লীলাটিকে বলা হয় 'ব্রহ্মবিমোহন লীলা'। একটি অবোধ বালকের মতো শ্রীকৃষ্ণের লীলার দ্বারা ব্রহ্মা ইতিমধ্যেই মোহিত হয়েছিলেন, এবং এখন তিনি আরও মোহাচ্ছন্ন হবেন।

শ্লোক ১৮

ততঃ কৃষ্ণো মুদং কর্তুং তন্মাতৃণাং চ কস্য চ ।
উভয়ায়িতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকৃদীশ্বরঃ ॥ ১৮ ॥

ততঃ—তারপর; **কৃষ্ণঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **মুদম্**—আনন্দ; **কর্তুম্**—সৃষ্টি করার জন্য; **তৎ-মাতৃণাম্ চ**—গোপবালক এবং গোবৎসদের মাতাদের; **কস্য চ**—এবং ব্রহ্মার (আনন্দ বিধানের জন্য); **উভয়ায়িতম্**—গোবৎস এবং গোপবালক—উভয়রূপে বিস্তার করেছিলেন; **আত্মানম্**—নিজেকে; **চক্রে**—করেছিলেন; **বিশ্ব-কৃৎ ঈশ্বরঃ**—সমগ্র জগতের স্রষ্টা হওয়ার ফলে তাঁর পক্ষে তা মোটেই কঠিন ছিল না।

অনুবাদ

তারপর ব্রহ্মা এবং গোবৎস ও গোপবালকদের মাতাদের সন্তোষ উৎপাদনের জন্য সমগ্র জগতের স্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে গোবৎস এবং গোপবালক রূপে বিস্তার করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা যদিও ইতিমধ্যেই মোহাচ্ছন্ন হয়েছিলেন, তবুও তিনি গোপবালকদের কাছে তাঁর ঐশ্বর্য প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু গোপবালক এবং তাঁদের গোবৎসদের হরণ করার পর তিনি যখন তাঁর ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে আরও আশ্চর্যান্বিত করার জন্য এবং গোপবালকদের মাতাদের জন্য এক অদ্ভুত লীলাবিলাস করেছিলেন—তিনি গোপবালক এবং গোবৎস সৃষ্টি করে পূর্বের মতো বনভোজন করতে শুরু করেছিলেন। বেদের সিদ্ধান্ত অনুসারে *একং বহু স্যাম্*—ভগবান নিজেকে অসংখ্য গোবৎস এবং গোপবালকে পরিণত করতে পারেন, ব্রহ্মাকে মোহাচ্ছন্ন করার জন্য তিনি যা করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

যাবদ্ বৎসপবৎসকাল্পকবপুর্যাবৎ করাঙ্ঘ্র্যাদিকং
যাবদ্ যষ্টিবিষাণবেণুদলশিগ্ যাবদ্ বিভূষাম্বরম্ ।
যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্ বিহারাদিকং
সর্বং বিষ্ণুময়ং গিরোহঙ্গবদজঃ সর্বস্বরূপো বভৌ ॥ ১৯ ॥

যাবৎ বৎসপ—ঠিক গোপবালকদের মতো; **বৎসক-অল্পক-বপুঃ**—এবং গোবৎসদের কোমল শরীরের মতো; **যাবৎ কর-অঙ্ঘ্রি-আদিকম্**—তাদের হাত এবং পায়ের মাপ অনুসারে; **যাবৎ যষ্টি-বিষাণ-বেণু-দল-শিক্**—কেবল তাঁদের শরীরই নয়, তাঁদের বিষাণ, বেণু, যষ্টি, শিক্য ইত্যাদিরও অনুরূপ; **যাবৎ বিভূষা-অম্বরম্**—তাঁদের ভূষণ এবং অলঙ্কার অনুসারেও; **যাবৎ শীল-গুণ-অভিধা-আকৃতি-বয়ঃ**—তাদের গুণ, স্বভাব, আকৃতি, বয়স অনুসারে; **যাবৎ বিহার-আদিকম্**—তাদের রুচি অথবা ভাব অনুসারে; **সর্বম্**—সব কিছু; **বিষ্ণু-ময়ম্**—বাসুদেবের বিস্তার; **গিরঃ অঙ্গ-বৎ**—ঠিক তাঁদেরই মতো কণ্ঠস্বর; **অজঃ**—কৃষ্ণ; **সর্ব-স্বরূপঃ বভৌ**—কোন পরিবর্তন ব্যতীত, তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্বয়ং সব কিছু সৃষ্টি করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাসুদেব রূপের দ্বারা নিজেকে অপহৃত গোপবালক এবং গোবৎসের সংখ্যা অনুযায়ী সুকোমল অঙ্গ, হস্ত-পদ আদি উপাঙ্গ, যষ্টি, বিষাণ, বেণু, শিক্য, তাঁদের ভূষণ এবং অলঙ্কার, নাম, বয়স এবং রূপ, এবং তাঁদের কার্যকলাপ এবং স্বভাব অনুসারে নিজেকে যুগপৎ বিস্তার করেছিলেন। এইভাবে নিজেকে বিস্তার

করে পরম সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ "সমগ্র জগৎ বিষ্ণুময়" এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৩) উল্লেখ করা হয়েছে—

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ ।

পরমব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন *আদ্যম্*—সব কিছুর আদি; তিনি *আদিপুরুষম্*, অর্থাৎ নিত্য নবযৌবন সম্পন্ন আদি পুরুষ। তিনি নিজেকে কল্পনাতীত রূপে বিস্তার করতে পারেন, তবুও তিনি তাঁর আদি কৃষ্ণস্বরূপ থেকে চ্যুত হন না; তাই তাঁর নাম অচ্যুত। তিনি পরমেশ্বর ভগবান। *সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ*। *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*। শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি সব কিছু, অর্থাৎ তিনি সব কিছু হতে পারেন, কিন্তু তবুও তিনি স্বয়ং সব কিছু থেকে ভিন্ন (*মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ*)। ইনিই কৃষ্ণ, যাকে *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ* দর্শনের দ্বারা জানা যায়। *পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে*—শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই পূর্ণ, এবং যদিও তিনি সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে পারেন, তবুও তিনি অপরিবর্তিত রূপে পূর্ববৎ ঐশ্বর্য সমন্বিতই থাকেন (*অদ্বৈতম্*)। বিভিন্ন বৈষ্ণব আচার্যরা বিশুদ্ধাদ্বৈত, বৈশিষ্টাদ্বৈত এবং দ্বৈতাদ্বৈত দর্শনের মাধ্যমে তা বিশ্লেষণ করেছেন। তাই আচার্যদের কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য। *আচার্যবান্ পুরুষো বেদ*—যিনি আচার্যদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করেন, তিনিই যথাযথ তত্ত্ব অবগত হন। তিনি যথাযথভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন, অন্তত কিছু পরিমাণে, এবং শ্রীকৃষ্ণকে জানা মাত্রই (*জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ*), জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ হয় (*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন*)।

শ্লোক ২০

স্বয়মাত্মাত্মগোবৎসান্ প্রতিবার্যাত্মবৎসপৈঃ ।
ক্রীড়ন্নাত্মবিহারৈশ্চ সর্বাত্মা প্রাবিশদ্ ব্রজম্ ॥ ২০ ॥

স্বয়ম্ আত্মা—শ্রীকৃষ্ণ, যিনি স্বয়ং পরমাত্মা; **আত্ম-গো-বৎসান্**—তিনি গোবৎসরূপে এখন নিজেকে বিস্তার করেছেন; **প্রতিবার্য আত্ম-বৎসপৈঃ**—তিনি গোবৎস-পালক গোপবালকরূপে পরিণত হয়েছেন; **ক্রীড়ন্**—এইভাবে তিনি স্বয়ং সেই লীলার সমস্ত

বস্ত্র হয়েছিলেন; **আত্ম-বিহারৈঃ চ**—বিভিন্নভাবে নিজেই নিজের দ্বারা আনন্দ উপভোগ করেছিলেন; **সর্ব-আত্মা**—পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ; **প্রাবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **ব্রজম্**—নন্দ মহারাজ এবং যশোদা মায়ের স্থান ব্রজভূমিতে।

অনুবাদ

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত গোবৎস এবং গোপবালক রূপে অবিকলভাবে নিজেকে বিস্তার করেছিলেন, এবং স্বয়ং তাঁদের নেতারূপে প্রতীয়মান হয়ে, অন্যান্য দিনের মতো তাঁদের সঙ্গসুখ উপভোগ করতে করতে তাঁর পিতা নন্দ মহারাজের স্থান ব্রজভূমিতে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ সাধারণত তাঁর সাথী গোপবালকদের সঙ্গে গাভী এবং গোবৎসদের রক্ষণাবেক্ষণ করে বনে এবং গোচারণে অবস্থান করেন। সেই সমস্ত গোপবালক এবং গোবৎসদের ব্রহ্মা হরণ করার ফলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সকলের অজ্ঞাতসারে, এমন কি বলরামেরও অজ্ঞাতসারে তাঁদের রূপ ধারণ করে পূর্ববৎ লীলাবিলাস করতে থাকেন। তিনি তাঁর সখাদের বিভিন্ন কর্ম করার নির্দেশ দিচ্ছিলেন, এবং গোবৎসরা যখন নবীন ঘাসের দ্বারা লুব্ধ হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছিল তখন বনে তাদের খুঁজে আনছিলেন এবং নিয়ন্ত্রণ করছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেই ছিলেন এই সমস্ত গোবৎস এবং গোপবালক। এটিই শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি। শ্রীল জীব গোস্বামী তা বিশ্লেষণ করে বলেছেন, *রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মাৎ*। রাধা এবং কৃষ্ণ এক। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর হ্লাদিনী শক্তির বিস্তারের দ্বারা শ্রীমতী রাধারাণী হন। শ্রীকৃষ্ণ যখন গোবৎস এবং গোপবালক রূপে নিজেকে বিস্তার করে ব্রজভূমিতে চিন্ময় আনন্দ (*আনন্দচিন্ময়রস*) উপভোগ করেছিলেন, সেটিও সেই হ্লাদিনী শক্তি। এই সব যোগমায়ার দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল। যারা মহামায়ার অধীন তাদের কাছে তা অচিন্ত্য।

শ্লোক ২১

তত্তদ্বৎসান্ পৃথঙ্ নীত্বা তত্তদ্গোষ্ঠে নিবেশ্য সঃ ।
তত্তদাত্মাভবদ্ রাজংস্তত্তৎসদ্ম প্রবিষ্টবান্ ॥ ২১ ॥

তৎ-তৎ-বৎসান্—বিভিন্ন গাভীর বৎসদের; **পৃথক্**—পৃথকভাবে; **নীত্বা**—নিয়ে এসে; **তৎ-তৎ-গোষ্ঠে**—তাদের নিজ নিজ গোশালায়; **নিবেশ্য**—প্রবেশ করিয়ে; **সঃ**—

শ্রীকৃষ্ণ; **তৎ-তৎ-আত্মা**—পূর্বের মতো বিভিন্ন ব্যক্তিরূপে; **অভবৎ**—তিনি নিজেকে বিস্তার করেছিলেন; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **তৎ-তৎ-সদ্ম**—তাঁদের নিজ নিজ গৃহে; **প্রবিষ্টবান্**—প্রবেশ করেছিলেন (এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্র প্রবেশ করেছিলেন)।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তখন শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বিভিন্ন গোবৎস এবং গোপবালক রূপে বিভক্ত করে যথানির্দিষ্ট গোশালায় গোবৎসরূপে এবং বিভিন্ন গৃহে বিভিন্ন বালকরূপে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীদামা, সুদামা, সুবল প্রমুখ বহু সখা ছিল। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীদামা, সুদামা, সুবল প্রভৃতি রূপ পরিগ্রহ করে তাঁদের নিজ নিজ বৎসগণ সহ নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ২২

তন্মাতরো বেণুরবত্বরোত্থিতা
উত্থাপ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য নির্ভরম্ ।
স্নেহস্নুতস্তন্যপয়ঃসুধাসবং
মত্বা পরং ব্রহ্ম সুতানপায়য়ন্ ॥ ২২ ॥

তৎ-মাতরঃ—সেই সেই গোপবালকদের মাতাগণ; **বেণু-রব**—গোপবালকদের বংশী এবং বিষাণের ধ্বনি; **ত্বর**—তৎক্ষণাৎ; **উত্থিতাঃ**—তাঁদের গৃহকর্ম থেকে উঠে এসে; **উত্থাপ্য**—তাঁদের নিজ নিজ পুত্রদের কোলে তুলে নিয়েছিলেন; **দোর্ভিঃ**—তাঁদের বাহুর দ্বারা; **পরিরভ্য**—আলিঙ্গন করে; **নির্ভরম্**—কোন ভার অনুভব না করে; **স্নেহ-স্নুত**—গভীর প্রেমের ফলে প্রবাহিত; **স্তন্য-পয়ঃ**—স্তনদুগ্ধ; **সুধা-আসবম্**—অমৃতের মতো মধুর; **মত্বা**—মনে করে; **পরম্**—পরম; **ব্রহ্ম**—শ্রীকৃষ্ণ; **সুতান্ অপায়য়ন্**—তাঁদের নিজ নিজ পুত্রদের পান করিয়েছিলেন।

অনুবাদ

গোপবালকদের জননীগণ তাঁদের পুত্রদের বংশী এবং বিষাণের ধ্বনি শ্রবণ করে, তৎক্ষণাৎ তাঁদের গৃহস্থালির কার্য থেকে উত্থিত হয়ে তাঁদের পুত্রদের কোলে তুলে

নিয়েছিলেন এবং দুহাত দিয়ে আলিঙ্গন করে, কৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রেমে ক্ষরিত স্তনদুগ্ধ পান করিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণই সব কিছু, কিন্তু তখন গভীর প্রেম এবং স্নেহ ব্যক্ত করে তাঁরা পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে দুধ পান করাবার বিশেষ আনন্দ অনুভব করেছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মাতাদের স্তনদুগ্ধ পান করেছিলেন যেন তা ছিল অমৃত।

তাৎপর্য

যদিও সমস্ত বয়স্কা গোপীরা জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন মা যশোদার পুত্র তবুও তাঁরা মনে মনে অভিলাষ করতেন, "কৃষ্ণ যদি আমার পুত্র হত, তা হলে আমিও মা যশোদার মতো তাকে পালন করতাম।" সেটি ছিল তাঁদের অন্তর্নিহিত উচ্চাভিলাষ। এখন, তাঁদের আনন্দ বিধানের জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁদের পুত্রের ভূমিকা অবলম্বন করে তাঁদের বাসনা পূর্ণ করেছিলেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে দুধ পান করিয়ে এবং আলিঙ্গন করে, কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের বিশেষ প্রেম বর্ধিত করেছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ অমৃতবৎ তাঁদের স্তনদুগ্ধ পান করেছিলেন। এইভাবে ব্রহ্মাকে বিমোহিত করার সময় তিনি যোগমায়ার প্রভাবে অন্যান্য গোপবালকদের মাতাদের সঙ্গে এক বিশেষ চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ২৩

ততো নৃপোন্মর্দনমজ্জলেপনা-
লঙ্কাররক্ষাতিলকাশনাদিভিঃ ।
সংলালিতঃ স্বাচরিতৈঃ প্রহর্ষয়ন্
সায়ং গতো যামযমেন মাধবঃ ॥ ২৩ ॥

ততঃ—তারপর; **নৃপ**—হে রাজন্ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **উন্মর্দন**—তাদের শরীরে তৈলমর্দন করে; **মজ্জ**—স্নান করিয়ে; **লেপনা**—চন্দন আদি লেপন করে; **অলঙ্কার**—অলঙ্কারে বিভূষিত করে; **রক্ষা**—রক্ষামন্ত্র জপ করে; **তিলক**—দ্বাদশ অঙ্গে তিলক কেটে; **অশন-আদিভিঃ**—এবং তাঁদের তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়ে; **সংলালিতঃ**—এইভাবে তাঁদের মায়েরা তাঁদের লালন করেছিলেন; **স্ব-আচরিতৈঃ**—তাঁদের স্বভাবোচিত আচরণের দ্বারা; **প্রহর্ষয়ন্**—তাঁদের মায়েদের প্রসন্নতা বিধান করে; **সায়ম্**—সন্ধ্যাবেলায়; **গতঃ**—ফিরে গিয়ে; **যাম-যমেন**—প্রতিটি কার্যের উপযুক্ত সময় অতিবাহিত হলে; **মাধবঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তারপর যে যে সময় যে যে লীলা তা সমাধানপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ সন্ধ্যাবেলা ব্রজে প্রত্যাবর্তন করে, প্রতিটি গোপবালকের গৃহে প্রবেশ করেছিলেন এবং ঠিক পূর্বের বালকটির মতো আচরণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁদের মাতাদের আনন্দ প্রদান করেছিলেন। মায়েরা তৈলমর্দন, স্নান, চন্দন আদি লেপন, অলঙ্কার, রক্ষামন্ত্র উচ্চারণ, তিলক, ভোজন প্রভৃতির দ্বারা তাদের লালন করেছিলেন। এইভাবে মায়েরা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

গাবস্ততো গোষ্ঠমুপেত্য সত্বরং
হুঙ্কারঘোষৈঃ পরিহূতসঙ্গতান্ ।
স্বকান্ স্বকান্ বৎসতরানপায়য়ন্
মুহুর্লিহন্ত্যঃ স্রবদৌধসং পয়ঃ ॥ ২৪ ॥

গাবঃ—গাভীগণ; ততঃ—তারপর; **গোষ্ঠম্**—গোশালায়; **উপেত্য**—উপনীত হয়ে; সত্বরম্—অতি শীঘ্র; **হুঙ্কার-ঘোষৈঃ**—আনন্দ সহকারে হাম্বা রবে; **পরিহূত-সঙ্গতান্**—বৎসদের আহ্বান করার জন্য; **স্বকান্ স্বকান্**—তাদের মাতাদের অনুসরণ করে; **বৎসতরান্**—নিজ নিজ বৎসদের; **অপায়য়ন্**—পান করিয়েছিলেন; **মুহুঃ**—বার বার; **লিহন্ত্যঃ**—বৎসদের লেহন করে; **স্রবৎ ঔধসম্ পয়ঃ**—তাদের স্তন থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ ক্ষরিত হত।

অনুবাদ

তারপর, সমস্ত গাভীগণ গোশালায় উপনীত হয়ে উচ্চ হাম্বা রবে তাঁদের নিজ নিজ বৎসদের আহ্বান করত। বৎসগণ তাদের কাছে এলে, তাদের মায়েরা বার বার তাদের দেহ লেহন করত এবং তাদের স্তন থেকে ক্ষরিত দুধ প্রচুর পরিমাণে তাদের পান করাত।

তাৎপর্য

গোবৎস এবং তাদের জননীদের মধ্যে এই প্রেম বিনিময় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

শ্লোক ২৫

গোগোপীনাং মাতৃতাস্মিন্নাসীৎ স্নেহর্ধিকাং বিনা ।
পুরোবদাস্বপি হরেস্তোকতা মায়য়া বিনা ॥ ২৫ ॥

গো-গোপীনাম্—গাভী এবং গোপী উভয়েরই; **মাতৃতা**—মাতৃস্নেহ; **অস্মিন্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **আসীৎ**—সাধারণভাবে ছিল; **স্নেহ**—স্নেহের; **ঋধিকাম্**—ঋদ্ধিকাম; **বিনা**—ব্যতীত; **পুরঃ-বৎ**—পূর্বের মতো; **আসু**—গাভী এবং গোপীদের মধ্যে ছিল; **অপি**—যদিও; **হরেঃ**—শ্রীকৃষ্ণের; **তোকতা**—কৃষ্ণ আমার পুত্র; **মায়য়া বিনা**—মায়া ব্যতীত।

অনুবাদ

পূর্বে, শুরু থেকেই গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মাতৃস্নেহ বর্তমান ছিল। বস্তুতপক্ষে কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের স্নেহ তাঁদের নিজেদের পুত্রদের থেকেও অধিক ছিল। এইভাবে তাঁদের স্নেহ প্রদর্শনে কৃষ্ণ এবং তাঁদের পুত্রদের মধ্যে পার্থক্য ছিল, কিন্তু এখন সেই পার্থক্য দূর হয়ে গেল।

তাৎপর্য

নিজের পুত্রের সঙ্গে অন্যের পুত্রের ভেদভাব দর্শন অস্বাভাবিক নয়। বহু রমণী অন্যের পুত্রদের প্রতি মাতৃবৎ স্নেহ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের নিজদের পুত্র এবং অন্যের পুত্রদের মধ্যে তাঁরা ভেদভাব দর্শন করেন। কিন্তু এখন গোপীরা তাঁদের পুত্র এবং কৃষ্ণের মধ্যে কোন ভেদভাব দর্শন করেননি, কারণ ব্রহ্মা তাঁদের পুত্রদের হরণ করলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের পুত্ররূপে নিজেকে বিস্তার করেছিলেন। তাই তাঁদের পুত্রদের প্রতি এই অত্যধিক স্নেহ ব্রহ্মারই মতো মোহিত হওয়ার ফল। পূর্বে শ্রীদামা, সুদামা, সুবল আদি কৃষ্ণের সখাদের মায়েরা তাঁদের পুত্রদের প্রতি এত স্নেহশীল ছিলেন না, কিন্তু এখন যেন তাঁদের আরও বেশি আপন বলে মনে হয়েছিল। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই স্নেহাধিক্য ব্রহ্মা, গোপী, গাভী প্রভৃতির মোহরূপে বর্ণনা করতে চেয়েছেন।

শ্লোক ২৬

ব্রজৌকসাং স্বতোকেষু স্নেহবল্ল্যাব্দমন্বহম্ ।
শনৈর্নিঃসীম ববৃধে যথা কৃষ্ণে ত্বপূর্ববৎ ॥ ২৬ ॥

ব্রজ-ওকসাম্—সমস্ত ব্রজবাসীদের; **স্ব-তোকেষু**—তাঁদের নিজেদের পুত্রদের জন্য; **স্নেহ-বল্লী**—স্নেহরূপ লতা; **আ-অব্দম্**—এক বছর পর্যন্ত; **অনু-অহম্**—প্রতিদিন; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **নিঃসীম্**—অসীম; **ববৃধে**—বর্ধিত হয়েছিল; **যথা কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয়ে; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অপূর্ববৎ**—যা পূর্বে ছিল না।

অনুবাদ

ব্রজবাসী গোপ ও গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্বেই তাঁদের নিজেদের পুত্রদের থেকেও অধিক স্নেহ ছিল, কিন্তু এখন, এক বছর ধরে তাঁদের নিজেদের পুত্রদের প্রতি তাঁদের স্নেহ ক্রমশ বর্ধিত হয়েছিল, কারণ শ্রীকৃষ্ণ এখন তাঁদের পুত্র হয়েছেন। তাঁদের পুত্ররূপী কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের স্নেহ অপরিমিতভাবে বৃদ্ধিলাভ করেছিল। প্রতিদিন তাঁদের পুত্রদের প্রতি তাঁরা নব নব স্নেহের অনুপ্রেরণা লাভ করতেন, ঠিক যেভাবে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসতেন।

শ্লোক ২৭

ইত্থমাত্মাত্মনাত্মানং বৎসপালমিষেণ সঃ ।
পালয়ন্ বৎসপো বর্ষং চিক্রীড়ে বনগোষ্ঠয়োঃ ॥ ২৭ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **আত্মা**—পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ; **আত্মনা**—নিজের দ্বারা; **আত্মানম্**—পুনরায় নিজেকে; **বৎসপাল-মিষেণ**—গোপবালক এবং গোবৎসরূপে; **সঃ**—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং; **পালয়ন্**—পালন করে; **বৎস-পঃ**—গোবৎসপালক; **বর্ষম্**—এক বছর; **চিক্রীড়ে**—লীলাবিলাস করেছিলেন; **বন-গোষ্ঠয়োঃ**—বৃন্দাবনের বনে এবং গোষ্ঠে।

অনুবাদ

এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপবালক এবং গোবৎসরূপে নিজেকে বিস্তার করে নিজেই নিজেকে পালন করেছিলেন। এইভাবে তিনি বৃন্দাবনের বনে এবং গোষ্ঠে এক বছর ধরে লীলাবিলাস করেছিলেন।

তাৎপর্য

সবই ছিল কৃষ্ণ। গোবৎস, গোপবালক এবং তাদের পালক স্বয়ং সকলেই ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ এক বছর ধরে নিজেকে বিভিন্ন গোবৎস এবং গোপবালকে বিস্তার করে অপ্রতিহতভাবে লীলাবিলাস করেছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের বিস্তার সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন। তেমনই, পরমাত্মারূপে নিজেকে বিস্তার না করে, তিনি গোবৎস এবং গোপবালকরূপে নিজেকে বিস্তার করে এক বছর ধরে লীলাবিলাস করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

একদা চারয়ন্ বৎসান্ সরামো বনমাবিশৎ ।
পঞ্চষাসু ত্রিযামাসু হায়নাপূরণীষ্বজঃ ॥ ২৮ ॥

একদা—একদিন; **চারয়ন্ বৎসান্**—গোবৎস চারণ করার সময়; **স-রামঃ**—বলরাম সহ; **বনম্**—বনে; **আবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **পঞ্চ-ষাসু**—পাঁচটি অথবা ছটি; **ত্রি-যামাসু**—রাত্রি; **হায়ন**—পূর্ণ এক বছর; **অপূরণীষু**—পূর্ণ না হওয়ায় (এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার পাঁচ-ছয় দিন পূর্বে); **অজঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

এইভাবে বছর পূর্ণ হওয়ার পাঁচ-ছয় রাত্রি পূর্বে, একদিন বলরাম সহ শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করতে করতে বনে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

তখন পর্যন্ত বলরামও ব্রহ্মার মতো মোহাচ্ছন্ন ছিলেন। বলরামও বুঝতে পারেননি যে, সমস্ত গোবৎস এবং গোপবালকেরা ছিল শ্রীকৃষ্ণেরই বিস্তার অথবা তিনি নিজেও শ্রীকৃষ্ণের বিস্তার। সেই কথা বলরামের কাছে প্রকাশ করা হয়েছিল এক বছর পূর্ণ হওয়ার পাঁচ-ছয় দিন পূর্বে।

শ্লোক ২৯

ততো বিদূরাচ্চরতো গাবো বৎসানুপব্রজম্ ।
গোবর্ধনাদ্রিশিরসি চরন্ত্যো দদৃশুস্তৃণম্ ॥ ২৯ ॥

ততঃ—তারপর; **বিদূরাৎ**—অনতিদূরে; **চরতঃ**—বিচরণ করার সময়; **গাবঃ**—সমস্ত গাভীগণ; **বৎসান্**—এবং তাদের নিজ নিজ বৎসগণ; **উপব্রজম্**—বৃন্দাবনের নিকটে বিচরণশীল; **গোবর্ধন-অদ্রি-শিরসি**—গোবর্ধন পর্বতের শিখরে; **চরন্ত্যঃ**—যখন চারণ করছিল; **দদৃশুঃ**—দেখতে পেয়েছিল; **তৃণম্**—নিকটবর্তী কোমল ঘাস।

অনুবাদ

তারপর, গোবর্ধন পর্বতের উপরে তৃণভক্ষণ করতে করতে গাভীগণ সবুজ ঘাসের অন্বেষণে যখন নীচের দিকে তাকিয়েছিল, তখন তারা ব্রজের অনতিদূরে বিচরণশীল বৎসদের দেখতে পেয়েছিল।

শ্লোক ৩০

দৃষ্ট্বাথ তৎস্নেহবশোঽস্মৃতাত্মা
স গোব্রজোঽত্যাত্মপদুর্গমার্গঃ ।
দ্বিপাৎ ককুদ্‌গ্রীব উদাস্যপুচ্ছো-
ঽগাদ্ধুঙ্কৃতৈরাস্রুপয়া জবেন ॥ ৩০ ॥

দৃষ্ট্বা—গাভীরা যখন তাদের বৎসদের দেখেছিল; **অথ**—তারপর; **তৎ-স্নেহ-বশঃ**—তাদের বৎসদের প্রতি স্নেহ বর্ধিত হওয়ার ফলে; **অস্মৃত-আত্মা**—তারা যেন আত্মবিস্মৃত হয়েছিল; **সঃ**—সেই; **গো-ব্রজঃ**—গাভীর পাল; **অতি-আত্ম-প-দুর্গ-মার্গঃ**—সেই পথ অত্যন্ত দুর্গম হলেও তারা তাদের বৎসদের প্রতি বর্ধিত স্নেহের ফলে, তাদের পালকদের অতিক্রম করে, ছুটে গিয়েছিল; **দ্বি-পাৎ**—দু-পা একত্র করে; **ককুৎ-গ্রীবঃ**—তাদের গ্রীবার সঙ্গে ককুদ আন্দোলিত হচ্ছিল; **উদাস্য-পুচ্ছঃ**—তাদের মুখ এবং পুচ্ছ উঁচু করে; **অগাৎ**—এসেছিল; **হুঙ্কৃতৈঃ**—হুঙ্কার করতে করতে; **আস্রুপয়াঃ**—তাদের স্তন থেকে দুধ ক্ষরিত হচ্ছিল; **জবেন**—অতিবেগে।

অনুবাদ

গাভীগণ যখন গোবর্ধন পর্বতের উপর থেকে তাদের বৎসদের দর্শন করেছিল, তখন বৎসদের প্রতি বর্ধিত স্নেহবশত তারা আত্মবিস্মৃত হয়েছিল এবং তাদের পালকদের অতিক্রম করে সেই পথ অত্যন্ত দুর্গম হলেও পদযুগল একত্র করে হুঙ্কার করতে করতে তাদের বৎসদের প্রতি ধাবিত হয়েছিল। তাদের স্তন থেকে তখন দুধ ক্ষরিত হচ্ছিল, তাদের মস্তক এবং পুচ্ছ উন্নত হয়েছিল, এবং তাদের গ্রীবার সঙ্গে ককুদ আন্দোলিত হচ্ছিল। এইভাবে তারা অতি বেগে তাদের বৎসদের দুধপান করাবার জন্য ছুটে গিয়েছিল।

তাৎপর্য

সাধারণত গোবৎস এবং গাভীদের আলাদাভাবে চরানো হয়। বয়স্ক গোপেরা গাভীদের চারণ করেন এবং শিশুরা বৎসদের দেখাশোনা করে, কিন্তু এখন গোবর্ধন পর্বতের নীচে বৎসদের দেখা মাত্রই গাভীরা আত্মবিস্মৃত হয়েছিল, এবং তারা ঊর্ধ্বপুচ্ছ হয়ে এবং তাদের সামনের পা ও পিছনের পা একত্রে অত্যন্ত দ্রুতবেগে তাদের বৎসদের অভিমুখে ধাবিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩১

সমেত্য গাবোঽধো বৎসান্ বৎসবত্যোঽপ্যপায়য়ন্ ।
গিলন্ত্য ইব চাঙ্গানি লিহন্ত্যঃ স্বৌধসং পয়ঃ ॥ ৩১ ॥

সমেত্য—সমবেত হয়ে; **গাবঃ**—সমস্ত গাভীগণ; **অধঃ**—গোবর্ধন পর্বতের পাদদেশে; **বৎসান্**—তাদের বৎসদের; **বৎস-বত্যঃ**—যেন নতুন বৎসের জন্ম হয়েছে; **অপি**—নবজাত বৎস উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও; **অপায়য়ন্**—তাদের পান করিয়েছিল; **গিলন্ত্যঃ**—তাদের গিলে ফেলে; **ইব**—যেন; **চ**—ও; **অঙ্গানি**—তাদের দেহ; **লিহন্ত্যঃ**—নবজাত বৎসদের দেহ যেভাবে তারা লেহন করে; **স্ব-ওধসম্ পয়ঃ**—তাদের স্তন থেকে ক্ষরিত দুগ্ধ।

অনুবাদ

গাভীরা যদিও পুনরায় সন্তান প্রসব করেছিল, তবুও পূর্ব বৎসদের প্রতি স্নেহাধিক্যবশত গোবর্ধন পর্বত থেকে ছুটে এসে তারা স্তন থেকে ক্ষরিত দুধ তাদের পান করিয়েছিল এবং এমনভাবে তাদের দেহ লেহন করছিল, যেন মনে হচ্ছিল যে তারা তাদের গিলে ফেলতে চাইছে।

শ্লোক ৩২

গোপাস্তদ্রোধনায়াসমৌঘ্যলজ্জোরুমন্যুনা ।
দুর্গাধ্বকৃচ্ছ্রতোঽভ্যেত্য গোবৎসৈর্দদৃশুঃ সুতান্ ॥ ৩২ ॥

গোপাঃ—গোপেরা; **তৎ-রোধন-আয়াস**—গাভীদের বৎসদের কাছে যেতে বাধা দেওয়ার প্রচেষ্টা; **মৌঘ্য**—ব্যর্থ হওয়ার ফলে; **লজ্জা**—লজ্জিত হয়ে; **উরু-মন্যুনা**—এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **দুর্গ-অধ্ব-কৃচ্ছ্রতঃ**—অতিকষ্টে সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করে; **অভ্যেত্য**—সেখানে পৌঁছে; **গো-বৎসৈঃ**—গোবৎসগণ সহ; **দদৃশুঃ**—দেখেছিলেন; **সুতান্**—তাঁদের পুত্রদের।

অনুবাদ

গোপেরা গোবৎসদের কাছে যাওয়ার সময় গাভীদের গতি রোধ করতে অক্ষম হওয়ার ফলে লজ্জিত এবং ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা অতিকষ্টে সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করে, সেখানে পৌঁছে গোবৎসদের সঙ্গে তাঁদের পুত্রদের দেখতে পেয়েছিলেন, এবং গভীর স্নেহে অভিভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণের প্রতি সকলেরই স্নেহ বর্ধিত হচ্ছিল। গোপেরা যখন পর্বত থেকে নেমে এসে তাঁদের পুত্রদের দর্শন করেছিলেন, যাঁরা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন, তখন পুত্রদের প্রতি তাঁদের স্নেহ বর্ধিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৩

তদীক্ষণোৎপ্রেমরসাপ্লুতাশয়া
জাতানুরাগা গতমন্যবোঽর্ভকান্ ।
উদুহ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য মূর্ধনি
ঘ্রাণৈরবাপুঃ পরমাং মুদং তে ॥ ৩৩ ॥

তৎ-ঈক্ষণ-উৎপ্রেম-রস-আপ্লুত-আশয়াঃ—তাঁদের পুত্রদের দেখে, গোপদের সমস্ত মনোভাব বাৎসল্য প্রেমে আপ্লুত হয়েছিল; **জাত-অনুরাগাঃ**—গভীর অনুরাগ বা আকর্ষণ অনুভব করে; **গত-মন্যবঃ**—তাঁদের ক্রোধ দূর হয়ে গিয়েছিল; **অর্ভকান্**—তাঁদের শিশুপুত্রদের; **উদুহ্য**—তুলে নিয়ে; **দোর্ভিঃ**—তাঁদের বাহুর দ্বারা; **পরিরভ্য**—আলিঙ্গন করে; **মূর্ধনি**—মস্তক; **ঘ্রাণৈঃ**—আঘ্রাণ করে; **অবাপুঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **পরমাম্**—সর্বোচ্চ; **মুদম্**—আনন্দ; **তে**—সেই গোপেরা।

অনুবাদ

তখন গোপেরা তাদের পুত্রদের দর্শন করে বাৎসল্য প্রেমে আপ্লুত হয়েছিলেন। তাদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করায়, তখন তাঁদের ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে গিয়েছিল, এবং তাঁরা তাঁদের পুত্রদের কোলে তুলে নিয়ে, বাহুর দ্বারা আলিঙ্গনপূর্বক মস্তক আঘ্রাণ করে পরম আনন্দ লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা গোপবালক এবং গোবৎসদের হরণ করলে, শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বিস্তার করে সেই সমস্ত গোপবালক এবং গোবৎস হয়েছিলেন। যেহেতু সেই সমস্ত গোপবালকেরা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের বিস্তার, তাই গোপেরা তাঁদের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পর্বতের উপরে যে সমস্ত গোপেরা ছিলেন, তাঁরা প্রথমে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু যেহেতু তাঁদের পুত্রেরা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, তাই তাঁরা ছিলেন পরম আকর্ষণীয়, এবং তাই গোপেরা পর্বত থেকে নেমে এসে তাঁদের দর্শন করে, বিশেষ স্নেহ অনুভব করেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

ততঃ প্রবয়সো গোপাস্তোকাশ্লেষসুনির্বৃতাঃ ।
কৃচ্ছ্রাচ্ছনৈরপগতাস্তদনুস্মৃত্যুদশ্রবঃ ॥ ৩৪ ॥

ততঃ—তারপর; **প্রবয়সঃ**—প্রবীণ; **গোপাঃ**—গোপগণ; **তোক-আশ্লেষ-সুনির্বৃতাঃ**—তাঁদের পুত্রদের আলিঙ্গন করে পরম আনন্দ লাভ করেছিলেন; **কৃচ্ছ্রাৎ**—অতি কষ্টে; **শনৈঃ**—ক্রমশ; **অপগতাঃ**—সেই আলিঙ্গন থেকে বিরত হয়েছিলেন এবং গোচারণে ফিরে গিয়েছিলেন; **তৎ-অনুস্মৃতি-উদশ্রবঃ**—তাঁদের পুত্রদের কথা স্মরণ করে, তাঁদের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

অনুবাদ

বয়স্ক গোপেরা তাঁদের পুত্রদের আলিঙ্গন করে গভীর আনন্দ অনুভব করার পর, অতি কষ্টে ক্রমশ আলিঙ্গন থেকে নিবৃত্ত হয়ে গোচারণে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের পুত্রদের কথা স্মরণ করে তাঁদের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হয়েছিল।

তাৎপর্য

গাভীরা গোবৎসদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ফলে গোপেরা প্রথমে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা যখন পর্বত থেকে নীচে নেমে এসেছিলেন, তখন তাঁরাও তাঁদের পুত্রদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং গভীর প্রেমে তাদের আলিঙ্গন করেছিলেন। পুত্রকে আলিঙ্গন করা এবং মস্তক আঘ্রাণ করা স্নেহের লক্ষণ।

শ্লোক ৩৫

ব্রজস্য রামঃ প্রেমর্ধের্বীক্ষ্যৌৎকণ্ঠ্যমনুক্ষণম্ ।
মুক্তস্তনেষ্বপত্যেষ্বপ্যহেতুবিদচিন্তয়ৎ ॥ ৩৫ ॥

ব্রজস্য—গাভীসমূহের; **রামঃ**—বলরাম; **প্রেম-ঋধেঃ**—স্নেহাধিক্যের ফলে; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **ঔৎকণ্ঠ্যম্**—আসক্তি; **অনুক্ষণম্**—নিরন্তর; **মুক্ত-স্তনেষু**—বড় হয়ে যাওয়ার ফলে, যারা মাতৃস্তন পান থেকে বিরত হয়েছিল; **অপত্যেষু**—সেই বৎসদের; **অপি**—ও; **অহেতুবিৎ**—কারণ জানতে না পেরে; **অচিন্তয়ৎ**—এইভাবে চিন্তা করতে লাগলেন।

অনুবাদ

বয়সাধিক্যের ফলে স্তনপান থেকে বিরত বৎসদের প্রতি গাভীদের এই প্রকার নিরন্তর স্নেহাধিক্য দর্শন করে, বলরাম তার কারণ জানতে না পেরে, এইভাবে চিন্তা করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

গাভীদের ছোট বাছুর ছিল যারা সবে স্তনপান করতে শুরু করেছে, এবং কিছু গাভী সম্প্রতি বৎস প্রসব করেছিল, কিন্তু যে সমস্ত বড় বাছুর স্তন্যপান ছেড়ে দিয়েছিল, গাভীগণ এখন প্রেমবশত পরম উৎসাহে তাদের প্রতিও স্নেহ প্রদর্শন করেছিল। এই সমস্ত বাছুরেরা বড় হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের জননীরা তাদের স্তনদুগ্ধ পান করাতে চেয়েছিল। তাই বলরাম বিস্মিত হয়েছিলেন, এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে তার কারণ জানতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে নবজাত বাছুরেরা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও জননীরা বড় বাছুরদের দুধপান করাতে অত্যন্ত আকুল হয়েছিল, কারণ সেই সমস্ত বড় বাছুরগুলি ছিল শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ। এই আশ্চর্যজনক ঘটনাটি ঘটেছিল যোগমায়ার আয়োজনে। শ্রীকৃষ্ণের অধীনে দুটি মায়া কার্য করে—মহামায়া এবং যোগমায়া। এই সমস্ত অসাধারণ ঘটনাগুলি ঘটছিল যোগমায়ার প্রভাবে। যেদিন ব্রহ্মা গোবৎস এবং গোপবালকদের হরণ করেছিলেন, সেইদিন থেকে যোগমায়া এমনভাবে আচরণ করেছিলেন যে, ব্রজবাসীগণ, এমন কি বলরাম পর্যন্ত বুঝতে পারেননি যোগমায়ার প্রভাবে এই প্রকার অসাধারণ ঘটনাগুলি ঘটছে কি করে। কিন্তু বলরাম ক্রমশ যোগমায়ার কার্যকলাপ বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাই তিনি কৃষ্ণের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

শ্লোক ৩৬

কিমেতদদ্ভুতমিব বাসুদেবেঽখিলাত্মনি ।
ব্রজস্য সাত্মনস্তোকেম্বপূর্বং প্রেম বর্ধতে ॥ ৩৬ ॥

কিম্—কি; **এতৎ**—এই; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **ইব**—যেমন; **বাসুদেবে**—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে; **অখিল-আত্মনি**—সমস্ত জীবের পরমাত্মা; **ব্রজস্য**—সমস্ত ব্রজবাসীদের; **স-আত্মনঃ**—আমি সহ; **তোকেষু**—এই সমস্ত বালকে; **অপূর্বম্**—অপূর্ব; **প্রেম**—প্রেম; **বর্ধতে**—বর্ধিত হচ্ছে।

অনুবাদ

কি আশ্চর্যের বিষয়? এই সমস্ত গোপবালক এবং গোবৎসদের প্রতি সমস্ত ব্রজবাসীদের, এমনকি আমারও অনুরাগ অপূর্বভাবে বর্ধিত হচ্ছে, ঠিক যেমন সমস্ত জীবের পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের প্রেম বর্ধিত হয়।

তাৎপর্য

প্রেমের এই বৃদ্ধি মায়া ছিল না; পক্ষান্তরে, কৃষ্ণ যেহেতু নিজেকে প্রত্যেক বস্তুরূপে বিস্তার করেছিলেন এবং যেহেতু প্রতিটি ব্রজবাসীর জীবন কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই জন্য, তাই গাভীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের স্নেহবশত নতুন বাছুরদের থেকে বড় বাছুরদের প্রতি অধিক স্নেহপরায়ণ ছিল, এবং গোপদের তাঁদের পুত্রদের প্রতি স্নেহ বর্ধিত হয়েছিল। সমস্ত ব্রজবাসীদের তাঁদের পুত্রদেরও প্রতি কৃষ্ণের মতো স্নেহপরায়ণ হতে দেখে বলরাম বিস্মিত হয়েছিলেন। তেমনই গাভীরা তাদের বৎসদের প্রতি স্নেহশীল হয়েছিল—ঠিক যেভাবে তারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহশীল ছিল। বলরাম যোগমায়ার কার্য দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তাই তিনি কৃষ্ণের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এখানে কি হচ্ছে? এই রহস্যটি কি?"

শ্লোক ৩৭

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্যুতাসুরী ।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী ॥ ৩৭ ॥

কা—কে; **ইয়ম্**—এই; **বা**—অথবা; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **আয়াতা**—এসেছে; **দৈবী**—দেবী; **বা**—অথবা; **নারী**—মানবী; **উত**—অথবা; **আসুরী**—আসুরী; **প্রায়ঃ**—অধিকাংশ ক্ষেত্রে; **মায়া**—মায়া; **অস্তু**—অবশ্যই; **মে**—আমার; **ভর্তুঃ**—প্রভু শ্রীকৃষ্ণের; **ন**—না; **অন্যা**—অন্য কোন; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **বিমোহিনী**—বিমোহিনী।

অনুবাদ

এই মায়া কি প্রকার? তা কি দৈবী, মানবী না আসুরী? তা কোথা থেকেই বা এল? তা নিশ্চয়ই আমার প্রভু কৃষ্ণেরই মায়া। তা না হলে তা আমাকে মোহাচ্ছন্ন করল কি করে?

তাৎপর্য

বলরাম বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন প্রেমের এই অসাধারণ প্রদর্শন ছিল অলৌকিক। তিনি ভেবেছিলেন তা কি দৈবী না মানবী। তা না হলে এই অদ্ভুত পরিবর্তন সম্ভব হল কি করে? তিনি মনে করেছিলেন, "এই মায়া কি রাক্ষসী মায়া? কিন্তু রাক্ষসী মায়া আমাকে প্রভাবিত করবে কি করে? তা তো কখনই সম্ভব নয়। তা হলে তা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের মায়া।" এইভাবে তিনি স্থির করেছিলেন যে, সেই অলৌকিক পরিবর্তন অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণেরই দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল, যাঁকে বলরাম তাঁর আরাধ্য ভগবান বলে মনে করেন। তিনি বিচার করেছিলেন, "এটি নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণেরই দ্বারা আয়োজিত হয়েছে, এবং তাই এই অলৌকিক শক্তি আমিও প্রতিহত করতে পারি না।" এইভাবে বলরাম বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই সমস্ত বালক এবং বৎসরা ছিল শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ।

শ্লোক ৩৮

ইতি সঞ্চিন্ত্য দাশার্হো বৎসান্ সবয়সানপি ।
সর্বানাচষ্ট বৈকুণ্ঠং চক্ষুষা বয়ুনেন সঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য—এইভাবে চিন্তা করে; **দাশার্হঃ**—বলদেব; **বৎসান্**—গোবৎসদের; **স-বয়সান্**—তাঁর সহচরগণ সহ; **অপি**—ও; **সর্বান্**—সমস্ত; **আচষ্ট**—দেখেছিলেন; **বৈকুণ্ঠম্**—কেবল শ্রীকৃষ্ণরূপে; **চক্ষুষা বয়ুনেন**—দিব্য জ্ঞানের চক্ষুর দ্বারা; **সঃ**—তিনি (বলদেব)।

অনুবাদ

এইভাবে চিন্তা করে বলরাম জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা দেখতে পেলেন যে, সমস্ত গোবৎস এবং কৃষ্ণের সখারা শ্রীকৃষ্ণরূপেই প্রকাশ পাচ্ছেন।

তাৎপর্য

প্রতিটি ব্যক্তিই ভিন্ন। এমন কি যমজ ভাইদের মধ্যেও পার্থক্য থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন নিজেকে গোপবালক এবং গোবৎসরূপে বিস্তার করেছিলেন তখন প্রতিটি বালক এবং প্রতিটি বৎস তাদের আদি রূপেই প্রকাশিত হয়েছিলেন—তাঁদের আচরণ, প্রবণতা, বর্ণ, বসন ইত্যাদি অবিকল সেই সমস্ত বালক এবং গোবৎসদের মতো ছিল, কারণ শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত বৈচিত্র্য সহ নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। এটিই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য।

শ্লোক ৩৯

নৈতে সুরেশা ঋষয়ো ন চৈতে
ত্বমেব ভাসীশ ভিতাশ্রয়েঽপি ।
সর্বং পৃথক্ত্বং নিগমাৎ কথং বদে-
ত্যুক্তেন বৃত্তং প্রভুণা বলোঽবৈৎ ॥ ৩৯ ॥

ন—না; **এতে**—এই সমস্ত বালকেরা; **সুর-ঈশাঃ**—দেবশ্রেষ্ঠ; **ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **ন**—না; **চ**—এবং; **এতে**—এই সমস্ত বৎসগণ; **ত্বম্**—তুমি (কৃষ্ণ); **এব**—কেবল; **ভাসি**—প্রকাশিত; **ঈশ**—হে পরমেশ্বর; **ভিত-আশ্রয়ে**—পৃথকরূপে প্রতীয়মান; **অপি**—সত্ত্বেও; **সর্বম্**—সব কিছু; **পৃথক্**—বিদ্যমান; **ত্বম্**—তুমি (কৃষ্ণ); **নিগমাৎ**—সংক্ষেপে; **কথম্**—কিভাবে; **বদ**—বল; **ইতি**—এইভাবে; **উক্তেন**—(বলরামের দ্বারা) প্রার্থিত হয়ে; **বৃত্তম্**—স্থিতি; **প্রভুণা**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা (বিশ্লেষণ করা হলে); **বলঃ**—বলদেব; **অবৈৎ**—বুঝতে পেরেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীবলদেব বলেছিলেন, "হে পরমেশ্বর! আমি পূর্বে মনে করেছিলাম যে, এই সমস্ত বালকেরা শ্রেষ্ঠ দেবতা এবং এই সমস্ত গোবৎসরা নারদ আদি মহর্ষি, কিন্তু এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে, প্রকৃতপক্ষে আমার সেই ধারণা সত্য নয়। পরন্তু পৃথকরূপে প্রতীয়মান এদের মধ্যে তোমাকেই প্রকাশিত দেখছি। এক এবং অদ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও তুমিই গোবৎস এবং বালকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিরাজমান। এ বিষয়ে বিশ্লেষণ করে সমস্ত কথা তুমি আমার কাছে সংক্ষেপে প্রকাশ কর।" বলদেব এইভাবে অনুরোধ করলে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁকে বলেছিলেন, এবং বলদেব তখন তা বুঝতে পেরেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রকৃত বৃত্তান্ত সম্বন্ধে অবগত হওয়ার মানসে বলরাম শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "হে কৃষ্ণ, প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে, এই সমস্ত গাভী, গোবৎস এবং গোপবালকেরা মহান ঋষি অথবা দেবতা, কিন্তু এখন আমি দেখছি যে, এরা প্রকৃতপক্ষে তোমারই প্রকাশ। এরা সকলেই তুমি; তুমিই গোবৎস, গাভী এবং বালকরূপে লীলাবিলাস করছ। এর রহস্য কি? সেই সমস্ত গোবৎস, গাভী এবং বালকেরা কোথায় গেছে? আর কেনই তুমি নিজেকে গাভী, বৎস এবং বালকরূপে

বিস্তার করেছ? তুমি কি আমাকে বলবে তার কারণ কি?" বলরামের অনুরোধে কৃষ্ণ সংক্ষেপে সমস্ত বৃত্তান্ত বলেছিলেন—কিভাবে গোবৎস এবং বালকেরা ব্রহ্মা কর্তৃক অপহৃত হয়েছিল এবং কিভাবে তিনি সেই ঘটনা গোপন রাখার জন্য নিজেকে বিস্তার করেছিলেন, যাতে কেউই বুঝতে না পারে যে, সেই গাভী, বৎস এবং বালকেরা হারিয়ে গিয়েছিল। তাই বলরাম বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেটি মায়া ছিল না, তা ছিল শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ এবং এটি শ্রীকৃষ্ণের আর একটি ঐশ্বর্য।

বলরাম বলেছিলেন, "প্রথমে আমি মনে করেছিলাম যে, এই সমস্ত বালক এবং বৎসরা নারদ আদি মহান ঋষিদের শক্তির প্রদর্শন, কিন্তু এখন আমি দেখছি যে, এই সমস্ত বালক এবং বৎসরা তুমিই।" কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করার পর বলরাম বুঝতে পেরেছিলেন যে, কৃষ্ণই স্বয়ং বহু হয়েছেন। ভগবান যে তা করতে পারেন, সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৩) উল্লেখ করা হয়েছে। *অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্*—যদিও তিনি এক, তবুও তিনি অনন্তরূপে নিজেকে বিস্তার করতে পারেন। বেদের বর্ণনা অনুসারে, *একং বহু স্যাম্*—তিনি কোটি কোটি রূপে নিজেকে বিস্তার করতে পারেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি একই থাকেন। এই সূত্রে সব কিছু চিন্ময়, কারণ সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের বিস্তার; অর্থাৎ, সব কিছুই স্বয়ং কৃষ্ণ অথবা তাঁর শক্তির বিস্তার। যেহেতু শক্তি শক্তিমান থেকে অভিন্ন, তাই শক্তি এবং শক্তিমান এক (*শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ*)। মায়াবাদীরা কিন্তু বলে, *চিদচিৎসমন্বয়ঃ*—চেতন এবং জড় এক। এই ধারণাটি ভ্রান্ত। চিৎ অচিৎ থেকে ভিন্ন, যে কথা কৃষ্ণ স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* বিশ্লেষণ করেছেন (৭/৪-৫)—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

"ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই অষ্ট প্রকারে আমার ভিন্না জড়া প্রকৃতি বিভক্ত। হে মহাবাহো, এই নিকৃষ্টা প্রকৃতি ব্যতীত আমার আর একটি উৎকৃষ্টা প্রকৃতি রয়েছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি থেকে সমস্ত জীব নিঃসৃত হয়ে এই জড় জগৎকে ধারণ করে আছে।" চেতন এবং জড়কে এক করা যায় না, কারণ প্রকৃতপক্ষে একটি হচ্ছে পরা প্রকৃতি এবং অন্যটি অপরা প্রকৃতি, তবুও মায়াবাদী বা অদ্বৈতবাদীরা তাদের একাকার করার চেষ্টা করে। সেটি ভুল। যদিও চিৎ এবং অচিৎ চরমে একই উৎস থেকে আসছে,

তবুও তারা এক নয়। যেমন আমাদের দেহ থেকে অনেক কিছু উৎপন্ন হচ্ছে, কিন্তু যদিও সেগুলি একই উৎস থেকে আসছে, তবুও তাদের এক বলা যায় না। আমাদের সাবধানতার সঙ্গে বিচার করা উচিত যে, চরম উৎস যদিও এক, তবুও তাদের উৎকৃষ্টতা এবং নিকৃষ্টতার বিচার করতে হবে। মায়াবাদ এবং বৈষ্ণব-দর্শনের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, বৈষ্ণব-দর্শনে এই তথ্যটি স্বীকার করা হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনকে তাই বলা হয় *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ* দর্শন—যুগপৎ এক এবং ভিন্ন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আগুন এবং তাপকে পৃথক করা যায় না, কারণ যেখানে আগুন রয়েছে সেখানে তাপ রয়েছে এবং যেখানে তাপ রয়েছে সেখানে আগুন রয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা যদিও আগুনকে স্পর্শ করতে পারি না, তার তাপ আমরা সহ্য করতে পারি। তাই, তারা এক হলেও তারা ভিন্ন।

শ্লোক ৪০

তাবদেত্যাত্মভূরাত্মমানেন ত্রুট্যনেহসা ।
পুরোবদাব্দং ক্রীড়ন্তং দদৃশে সকলং হরিম্ ॥ ৪০ ॥

তাবৎ—যতক্ষণ পর্যন্ত; **এত্য**—ফিরে এসে; **আত্মভূঃ**—ব্রহ্মা; **আত্ম-মানেন**—তাঁর (ব্রহ্মার) স্বীয় মাপ অনুসারে; **ত্রুটি-অনেহসা**—ত্রুটিমাত্র সময়; **পুরঃ বৎ**—ঠিক পূর্বের মতো; **আ-অব্দম্**—(মানুষের গণনা অনুসারে) এক বছর; **ক্রীড়ন্তম্**—খেলা করে; **দদৃশে**—তিনি দেখেছিলেন; **সকলম্**—তাঁর অংশ সহ; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরি (শ্রীকৃষ্ণ)।

অনুবাদ

ব্রহ্মা যখন (তাঁর গণনা অনুসারে) এক ত্রুটিমাত্র কাল পরে ফিরে এলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, যদিও মানুষের গণনা অনুসারে এক বছর অতীত হয়েছে, তবুও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঠিক পূর্বের মতো তাঁর অংশরূপী বালক ও গোবৎসদের সঙ্গে খেলা করছেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা তাঁর সময়ের পরিমাণ অনুসারে কেবল এক পলকের জন্য চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু যখন তিনি ফিরে এলেন, তখন মানুষের সময়ের পরিমাণ অনুসারে এক বছর অতীত হয়েছিল। বিভিন্ন লোকে কালের গণনা ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন মানুষের তৈরি অন্তরীক্ষ যান এক ঘণ্টা পঁচিশ মিনিটে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পারে এবং

এইভাবে একদিন পূর্ণ হতে পারে, যদিও পৃথিবীর মানুষদের কাছে এক দিন হচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টা। তাই, ব্রহ্মার কাছে যা ছিল কেবল এক পলক, পৃথিবীতে তা এক বছর। কৃষ্ণ নিজেকে এক বছর ধরে এতগুলি রূপে বিস্তার করেছিলেন, কিন্তু যোগমায়ার প্রভাবে বলরাম ছাড়া কেউই তা বুঝতে পারেনি।

ব্রহ্মার গণনা অনুসারে এক পলকের পর, ব্রহ্মা দেখতে এসেছিলেন গোপবালক এবং গোবৎসদের হরণ করার ফলে কি হয়েছে। কিন্তু তাঁর মনে ভয় হচ্ছিল যে, তিনি আগুনের সঙ্গে খেলা করছেন। কৃষ্ণ তাঁর প্রভু, এবং কৃষ্ণের গোবৎস এবং গোপসখাদের হরণ করে তিনি অন্যায় করেছেন। তিনি যথার্থই উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন, তাই তিনি দেরি করেননি; তিনি (তাঁর গণনা অনুসারে) এক পলক পর ফিরে এসেছিলেন। ব্রহ্মা যখন ফিরে এলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, সমস্ত বালক, গোবৎস এবং গাভীরা কৃষ্ণের সঙ্গে ঠিক আগেরই মতো খেলা করছে। কৃষ্ণের যোগমায়ার দ্বারা সেই লীলা অপরিবর্তিতভাবে চলছিল।

যে দিন ব্রহ্মা প্রথম এসেছিলেন, সেই দিন বলরাম কৃষ্ণ এবং অন্যান্য গোপবালকদের সঙ্গে যেতে পারেননি, কারণ সেই দিনটি ছিল তাঁর জন্মদিন, এবং তাঁর মা তাঁকে শান্তিক-স্নান করাবার জন্য তাকে গৃহে রেখেছিলেন। তাই ব্রহ্মা বলদেবকে হরণ করতে পারেননি। এখন, এক বছর পর, ঠিক সেই দিনটিতে ব্রহ্মা ফিরে এসেছিলেন বলে সেই দিনও ছিল বলরামের জন্মদিন এবং তিনি গৃহে ছিলেন। তাই, এই শ্লোকে যদিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মা কৃষ্ণ এবং অন্যান্য গোপবালকদের দর্শন করেছিলেন, কিন্তু বলরামের উল্লেখ করা হয়নি। তার পাঁচ-ছয় দিন পূর্বে বলদেব গাভী এবং গোবৎসদের অস্বাভাবিক স্নেহ সম্বন্ধে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিন্তু এখন, ব্রহ্মা ফিরে এসে দেখলেন যে, সমস্ত গোবৎস এবং গোপবালকেরা কৃষ্ণের অংশরূপে কৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করছেন, কিন্তু তিনি বলরামকে দেখতে পাননি। পূর্ববর্তী বছরের মতো ব্রহ্মা যখন সেখানে এসেছিলেন, বলরাম সেই দিন বনে যাননি।

শ্লোক ৪১

যাবন্তো গোকুলে বালাঃ সবৎসাঃ সর্ব এব হি ।
মায়াশয়ে শয়ানা মে নাদ্যাপি পুনরুত্থিতাঃ ॥ ৪১ ॥

যাবন্তঃ—যতগুলি; **গোকুলে**—গোকুলে; **বালাঃ**—বালক; **স-বৎসাঃ**—তাঁদের গোবৎস সহ; **সর্বে**—সমস্ত; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **হি**—যেহেতু; **মায়া-আশয়ে**—মায়ার

শয্যায়; **শয়ানাঃ**—শায়িত; **মে**—আমার; **ন**—না; **অদ্য**—আজ; **অপি**—ও; **পুনঃ**—পুনরায়; **উত্থিতাঃ**—জেগে উঠেছে।

অনুবাদ

ব্রহ্মা চিন্তা করতে লাগলেন—গোকুলে যত বালক এবং গোবৎস ছিল, আমি তাদের আমার মায়াশয্যায় শায়িত রেখেছি, এবং তারা আজ পর্যন্ত জেগে ওঠেনি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা তাঁর মায়ার দ্বারা সমস্ত গোবৎস এবং বালকদের একটি গুহায় এক বছর ধরে শায়িত রেখেছিলেন। তাই ব্রহ্মা যখন দেখলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গাভী এবং বৎসদের সঙ্গে খেলা করছেন, তখন তিনি তার কারণ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন। তিনি চিন্তা করতে থাকেন, "এটি কি? হয়ত যে সমস্ত গোবৎস এবং গোপবালকদের আমি হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলাম, তাদের গুহা থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সত্যিই কি তাই হয়েছে? কৃষ্ণ কি সত্যি-সত্যিই তাদের ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে?" কিন্তু তারপর ব্রহ্মা দেখলেন যে, তিনি যে সমস্ত গোবৎস এবং বালকদের হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন, তারা তখনও তাঁর মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন। তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, কৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করছে যে সমস্ত গোবৎস এবং গোপবালক, তারা গুহার গোবৎস এবং গোপবালক থেকে ভিন্ন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, প্রকৃত গোবৎস এবং বালকেরা এখনও সেখানে রয়েছে, যে গুহায় তিনি তাদের রেখেছিলেন। কৃষ্ণ নিজেকে বিস্তার করেছিলেন এবং তাই বর্তমান গোবৎস এবং গোপবালকেরা কৃষ্ণেরই অংশপ্রকাশ। তাদের আকৃতি, মনোভাব এবং প্রবৃত্তি ঠিক আগেরই মতো, কিন্তু তাঁরা সকলেই ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ।

শ্লোক ৪২

ইত এতেঽত্র কুত্রত্যা মন্মায়ামোহিতেতরে ।
তাবন্ত এব তত্রাব্দং ক্রীড়ন্তো বিষ্ণুনা সমম্ ॥ ৪২ ॥

ইতঃ—এই কারণে; **এতে**—এই সমস্ত বালক এবং তাদের গোবৎসরা; **অত্র**—এখানে; **কুত্রত্যাঃ**—তারা কোথা থেকে এসেছে; **মৎ-মায়া-মোহিত-ইতরে**—যারা আমার মায়ার দ্বারা মোহিত, তাদের থেকে ভিন্ন; **তাবন্তঃ**—সমসংখ্যক বালক; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **তত্র**—সেখানে; **আ-অব্দম্**—এক বৎসর; **ক্রীড়ন্তঃ**—খেলা করছে; **বিষ্ণুনা সমম্**—শ্রীকৃষ্ণ সহ।

অনুবাদ

সমসংখ্যক বালক এবং গোবৎস এক বছর ধরে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করছে, তবুও তারা আমার মায়ায় মোহিত বালকদের থেকে ভিন্ন। তারা কারা? তারা এল কোথা থেকে?

তাৎপর্য

গোবৎস, গাভী এবং গোপবালক রূপে প্রতীয়মান হলেও তাঁরা সকলেই বিষ্ণু। প্রকৃতপক্ষে, তাঁরা জীবতত্ত্ব ছিলেন না, তাঁরা সকলেই ছিলেন বিষ্ণুতত্ত্ব। ব্রহ্মা বিস্ময়ান্বিত হয়ে ভেবেছিলেন, "প্রকৃত গোপবালক এবং গাভীরা আমি এক বছর আগে তাদের যেখানে রেখেছিলাম সেখানেই রয়েছে। তা হলে ঠিক পূর্বের মতো যারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রয়েছে তারা কারা? তারা কোথা থেকে এল?" ব্রহ্মা তাঁর মায়া উপেক্ষিত হয়েছে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মা কর্তৃক অপহৃত গোবৎস এবং গোপবালকদের স্পর্শ পর্যন্ত না করে, কৃষ্ণ আর এক দল গোবৎস এবং গোপবালক সৃষ্টি করেছিলেন, যাঁরা সকলেই ছিলেন বিষ্ণুতত্ত্ব। এইভাবে ব্রহ্মার মায়া পরাভূত হয়েছিল।

শ্লোক ৪৩

এবমেতেষু ভেদেষু চিরং ধ্যাত্বা স আত্মভূঃ ।
সত্যাঃ কে কতরে নেতি জ্ঞাতুং নেষ্টে কথঞ্চন ॥ ৪৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **এতেষু ভেদেষু**—এই সমস্ত বালকদের মধ্যে, যাঁরা ভিন্নরূপে বর্তমান ছিল; **চিরম্**—দীর্ঘকাল; **ধ্যাত্বা**—চিন্তা করে; **সঃ**—তিনি; **আত্ম-ভূঃ**—ব্রহ্মা; **সত্যাঃ**—প্রকৃত; **কে**—কারা; **কতরে**—কারা; **ন**—নয়; **ইতি**—এইভাবে; **জ্ঞাতুম্**—জানার জন্য; **ন**—না; **ইষ্টে**—সক্ষম হয়েছিলেন; **কথঞ্চন**—কোন ভাবেই।

অনুবাদ

এইভাবে ব্রহ্মা দীর্ঘকাল ধরে চিন্তা করেও ভিন্নভাবে বর্তমান দুই দল বালকের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারলেন না। তিনি জানতে চেষ্টা করেছিলেন কারা আসল এবং কারা নকল, কিন্তু তিনি তা বুঝতে পারলেন না।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছিলেন। তিনি চিন্তা করেছিলেন, "প্রকৃত বালক এবং গোবৎসদের আমি যেভাবে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছিলাম, তারা সেইভাবেই ঘুমিয়ে

রয়েছে, কিন্তু আর এক দল বালক এবং গোবৎস এখানে কৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করছে। তা সম্ভব হল কি করে?" ব্রহ্মা বুঝতে পারেননি কি হয়েছিল। কোন্ বালকেরা ছিল সত্য এবং কোন বালকেরা ছিল অসত্য? ব্রহ্মা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। তিনি দীর্ঘকাল ধরে সে বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন। "একই সময় দুই দল গোবৎস এবং বালক থাকতে পারে কিভাবে? কৃষ্ণ কি এই বালক এবং বৎসদের সৃষ্টি করেছেন, না কি যারা ঘুমিয়ে রয়েছে তাদের সৃষ্টি করেছেন? না কি উভয়ই কৃষ্ণেরই সৃষ্টি?" ব্রহ্মা নানাভাবে সেই বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন। "যদি আমি গুহায় গিয়ে দেখি যে, বালক এবং বৎসরা এখনও সেখানে রয়েছে, তা হলে কি কৃষ্ণ বালক এবং বৎসদের সেখানে রেখে আসে, আর আমি যখন এখানে আসি তখন কৃষ্ণ সেখান থেকে তাদের আবার নিয়ে আসে, যাতে আমি যখন এখানে আসি তখন দেখি যে, তারা এখানে রয়েছে, তারপর কৃষ্ণ আবার এখান থেকে তাদের সেখানে রেখে আসে?" ব্রহ্মা বুঝতে পারেননি কিভাবে একই সময়ে দুইদল গোবৎস এবং গোপবালক ঠিক একই রকম হতে পারে। যদিও তিনি এইভাবে চিন্তা করছিলেন, তবুও তিনি কিছুই বুঝতে পারেননি।

শ্লোক ৪৪

এবং সম্মোহয়ন্ বিষ্ণুং বিমোহং বিশ্বমোহনম্ ।
স্বয়ৈব মায়য়াজোঽপি স্বয়মেব বিমোহিতঃ ॥ ৪৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **সম্মোহয়ন্**—সম্মোহিত করতে চেয়ে; **বিষ্ণুম্**—সর্বব্যাপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **বিমোহম্**—যাকে কখনও মোহিত করা যায় না; **বিশ্ব-মোহনম্**—কিন্তু যিনি সমগ্র জগৎকে মোহিত করেন; **স্বয়া**—নিজের দ্বারা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **মায়য়া**—মায়াশক্তির দ্বারা; **অজঃ**—ব্রহ্মা; **অপি**—ও; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বিমোহিতঃ**—মোহিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে ব্রহ্মা যখন সর্বব্যাপী, মোহমুক্ত অথচ বিশ্বের মোহজনক ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মোহিত করতে চেষ্টা করেছিলেন, তখন ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁর নিজেরই মায়ার দ্বারা মোহিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

সমগ্র জগৎকে যিনি মোহিত করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মা মোহিত করতে চেয়েছিলেন। সমগ্র জগৎ কৃষ্ণের মায়ার অধীন (*মম মায়া দুরত্যয়া*), কিন্তু ব্রহ্মা

তাঁকে মোহিত করতে চেয়েছিলেন। তার ফলে ব্রহ্মা স্বয়ং মোহিত হয়েছিলেন, ঠিক যেমন কেউ যখন কাউকে হত্যা করতে যায়, তখন তারও নিহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ব্রহ্মা তাঁর নিজেরই প্রচেষ্টায় পরাজিত হয়েছিলেন। যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক কৃষ্ণের মায়াকে পরাভূত করতে চায়, তাদের অবস্থাও তেমনই। তারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বলে, "ভগবান কে? আমরা এটা করতে পারি, আমরা ওটা করতে পারি।" কিন্তু তারা এইভাবে যতই কৃষ্ণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, ততই তারা দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত হয়। এখানে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি যে, কখনও শ্রীকৃষ্ণকে অতিক্রম করার চেষ্টা করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, তাঁকে অতিক্রম করার চেষ্টা করার পরিবর্তে আমাদের তাঁর শরণাগত হওয়া উচিত (*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*)।

শ্রীকৃষ্ণকে পরাস্ত করার পরিবর্তে ব্রহ্মা স্বয়ং পরাস্ত হয়েছিলেন, কারণ কৃষ্ণ যে কি করছেন তা তিনি বুঝতে পারেননি। এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রধান পুরুষ ব্রহ্মা যখন এইভাবে মোহিত হয়েছিলেন, তখন তথাকথিত বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকদের কথা আর কি বলার আছে? *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। শ্রীকৃষ্ণের আয়োজন অবজ্ঞা করার সমস্ত ক্ষুদ্র প্রয়াসগুলি আমাদের পরিত্যাগ করা কর্তব্য এবং তার পরিবর্তে, তিনি যে আয়োজন করেছেন সেগুলি স্বীকার করা। তা সর্বদাই শ্রেয়স্কর, কারণ তার ফলে আমরা সুখী হতে পারব। শ্রীকৃষ্ণের আয়োজন পরাস্ত করার চেষ্টা যতই আমরা করি, ততই আমরা কৃষ্ণের মায়ায় জড়িয়ে পড়ি (*দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া*)। কিন্তু যিনি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন (*মামেব যে প্রপদ্যন্তে*), তিনি কৃষ্ণমায়া থেকে মুক্ত (*মায়ামেতাং তরন্তি তে*)। শ্রীকৃষ্ণের শক্তি রাষ্ট্রশক্তির মতো যা অতিক্রম করা যায় না। সর্বপ্রথমে রাষ্ট্রের আইন রয়েছে, তারপর পুলিশ ব্যবস্থা রয়েছে এবং তারপর রয়েছে সামরিক শক্তি। অতএব রাষ্ট্রশক্তিকে পরাস্ত করার চেষ্টা করে কি লাভ? তেমনই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কি লাভ?

পরবর্তী শ্লোক থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে যে, শ্রীকৃষ্ণ কোন প্রকার মায়ার দ্বারা পরাস্ত হতে পারেন না। কেউ যদি অল্প একটু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের শক্তিও লাভ করে, তা হলে সে ভগবানকে অবজ্ঞা করার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেউই কৃষ্ণকে মোহিত করতে পারে না। এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রধান ব্যক্তি ব্রহ্মা যখন শ্রীকৃষ্ণকে মোহিত করার চেষ্টা করেছিলেন, তখন তিনি স্বয়ং বিমোহিত এবং আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। এটিই বদ্ধ জীবের স্থিতি। ব্রহ্মা কৃষ্ণকে মোহিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং বিমোহিত হয়েছিলেন।

এই শ্লোকে *বিষ্ণুম্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। বিষ্ণু সমগ্র জড় জগৎ জুড়ে ব্যাপ্ত, কিন্তু ব্রহ্মা কেবল তাঁর অধীনস্থ একটি নগণ্য পদে নিযুক্ত।

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ ।

(*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৪৮)

নাথাঃ শব্দটি ব্রহ্মাকে ইঙ্গিত করেছে এবং তা বহুবচন, কারণ অগণিত ব্রহ্মাসহ অগণিত ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। ব্রহ্মা কেবল এক ক্ষুদ্র শক্তি মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলায় তা প্রদর্শিত হয়েছিল। যখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে ডেকেছিলেন। একদিন ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের জন্য যখন দ্বারকায় আসেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে দ্বারপাল তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কোন্ ব্রহ্মা?" তারপর ব্রহ্মা যখন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তার অর্থ কি একাধিক ব্রহ্মা রয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন হেসে তৎক্ষণাৎ বহু ব্রহ্মাণ্ড থেকে বহু ব্রহ্মাকে ডেকেছিলেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্মুখ ব্রহ্মা তখন দেখলেন যে, অসংখ্য ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে তাঁকে তাঁদের শাশ্বত প্রণতি নিবেদন করার জন্য আসছেন। তাঁদের কারও দশটি মস্তক, কারও বিশটি মস্তক, কারও একশটি মস্তক এবং কারও লক্ষ লক্ষ মস্তক। সেই আশ্চর্যজনক দৃশ্যটি দেখে চতুর্মুখ ব্রহ্মা ভীত হন এবং নিজেকে হাতির পালের মধ্যে একটি নগণ্য মশার মতো মনে করতে লাগলেন। অতএব ব্রহ্মা কিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে মোহিত করতে পারেন?

শ্লোক ৪৫

তম্যাং তমোবন্নৈহারং খদ্যোতার্চিরিবাহনি ।
মহতীতরমায়ৈশ্যং নিহন্ত্যাত্মনি যুঞ্জতঃ ॥ ৪৫ ॥

তম্যাম্—গভীর রাত্রে; **তমঃ-বৎ**—অন্ধকারের মতো; **নৈহারম্**—তুষারের দ্বারা উৎপন্ন; **খদ্যোত-অর্চিঃ**—জোনাকি পোকার আলো; **ইব**—সদৃশ; **অহনি**—দিনের বেলা, সূর্যের আলোকে; **মহতি**—মহাপুরুষে; **ইতর-মায়া**—নিকৃষ্টতর মায়া; **ঐশ্যম্**—যোগ্যতা; **নিহন্তি**—নাশ করে; **আত্মনি**—নিজেরই; **যুঞ্জতঃ**—প্রয়োগকারী ব্যক্তির।

অনুবাদ

হিমজনিত অন্ধকার যেভাবে তামসী রাত্রির অন্ধকার বিনাশ করতে পারে না এবং দিনের বেলা জোনাকির আলোর যেমন কোন মূল্যই থাকে না, তেমনই

মহাপুরুষের প্রতি প্রযুক্ত নিকৃষ্ট ব্যক্তির মায়া কিছুই করতে পারে না; পক্ষান্তরে, সেই নিকৃষ্ট ব্যক্তির সামর্থ্যই কেবল নষ্ট হয়।

তাৎপর্য

কেউ যখন মহত্তর শক্তিকে অতিক্রম করতে চায়, তখন তার নিকৃষ্ট শক্তি উপহাসাস্পদ হয়ে ওঠে। দিনের বেলায় জোনাকি পোকার এবং রাত্রে তুষারের যেমন কোন মূল্য নেই, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে ব্রহ্মার মায়া ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ মহত্তর মায়াশক্তির কাছে নিকৃষ্ট মায়াশক্তি তিরস্কৃত হয়। অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রে তুষারের দ্বারা উৎপন্ন অন্ধকার নিরর্থক। রাত্রে জোনাকি পোকাকে অত্যন্ত উজ্জ্বল বলে মনে হতে পারে, কিন্তু দিনের বেলা তার আলোকের কোনই মূল্য নেই; অল্প যেটুকু আলো তার রয়েছে তা হারিয়ে যায়। তেমনই, শ্রীকৃষ্ণের মায়ার কাছে ব্রহ্মা সম্পূর্ণরূপে নগণ্য হয়ে গিয়েছিলেন। কৃষ্ণের মায়ার মহত্ব হ্রাস পায়নি, কিন্তু ব্রহ্মার মায়া তিরস্কৃত হয়েছিল। তাই মহাশক্তির কাছে নিজের ক্ষুদ্র ঐশ্বর্য প্রদর্শন করার প্রয়াস করা উচিত নয়।

শ্লোক ৪৬

তাবৎ সর্বে বৎসপালাঃ পশ্যতোঽজস্য তৎক্ষণাৎ ।
ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকৌশেয়বাসসঃ ॥ ৪৬ ॥

তাবৎ—যতক্ষণ পর্যন্ত; **সর্বে**—সমস্ত; **বৎস-পালাঃ**—গোবৎস এবং তাদের পালক গোপবালকেরা; **পশ্যতঃ**—তিনি যখন দেখছিলেন; **অজস্য**—ব্রহ্মার; **তৎক্ষণাৎ**—তখনই; **ব্যদৃশ্যন্ত**—দৃষ্ট হয়েছিলেন; **ঘনশ্যামাঃ**—বর্ষার জলভরা মেঘের মতো শ্যামল বর্ণ; **পীত-কৌশেয়-বাসসঃ**—পীতবর্ণ রেশমী বস্ত্র পরিহিত।

অনুবাদ

ব্রহ্মা যখন এইভাবে দেখছিলেন, তখন তাঁর সম্মুখেই সমস্ত গোবৎস এবং গোপবালকেরা জলধর শ্যামবিগ্রহ এবং পীতবর্ণ রেশমের বস্ত্র পরিহিতরূপে দৃষ্ট হলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা যখন এইভাবে চিন্তা করছিলেন, তখন সমস্ত গোবৎস এবং গোপবালকেরা ঘন শ্যামবর্ণ এবং পীতবসন পরিহিত বিষ্ণুমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মা তাঁর নিজের শক্তি এবং কৃষ্ণের অসীম শক্তির কথা চিন্তা করছিলেন, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বেই তিনি এই রূপান্তর দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৪৭-৪৮

চতুর্ভুজাঃ শঙ্খচক্রগদারাজীবপাণয়ঃ ।
কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো হারিণো বনমালিনঃ ॥ ৪৭ ॥
শ্রীবৎসাঙ্গদদোরত্নকম্বুকঙ্কণপাণয়ঃ ।
নূপুরৈঃ কটকৈর্ভাতাঃ কটিসূত্রাঙ্গুলীয়কৈঃ ॥ ৪৮ ॥

চতুঃ-ভুজাঃ—চতুর্ভুজ; **শঙ্খ-চক্র-গদা-রাজীব-পাণয়ঃ**—তাঁদের হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম; **কিরীটিনঃ**—তাদের মাথায় মুকুট; **কুণ্ডলিনঃ**—কর্ণে কুণ্ডল; **হারিণঃ**—বক্ষঃস্থলে মুক্তার হার; **বন-মালিনঃ**—গলদেশে বনফুলের মালা; **শ্রীবৎস-অঙ্গদ-দো-রত্ন-কম্বু-কঙ্কণ-পাণয়ঃ**—তাঁদের বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন, বাহুতে অঙ্গদ, ত্রিরেখাঙ্কিত কম্বুকণ্ঠে কৌস্তভ মণি এবং হস্তে কঙ্কণ; **নূপুরৈঃ**—পায়ে নূপুর; **কটকৈঃ**—পাদবলয়; **ভাতাঃ**—শোভা পাচ্ছিল; **কটি-সূত্র-অঙ্গুলীয়কৈঃ**—তাঁদের কটিদেশে পবিত্র সূত্র এবং আঙ্গুলে আংটি।

অনুবাদ

তাঁরা সকলেই চতুর্ভুজ। তাঁদের চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম। তাঁদের মাথায় মুকুট, কানে কুণ্ডল, বক্ষঃস্থলে হার এবং গলদেশে বনফুলের মালা। তাঁদের দক্ষিণ বক্ষের উপরিভাগে শ্রীবৎস চিহ্ন, বাহুতে অঙ্গদ, ত্রিরেখাঙ্কিত কম্বুকণ্ঠে কৌস্তভ মণি এবং হাতে কঙ্কন। তাঁদের পায়ে পাদবলয় এবং কটিতে পবিত্র সূত্র। এইভাবে তাঁরা শোভা পাচ্ছিলেন।

তাৎপর্য

সমস্ত বিষ্ণুমূর্তি ছিলেন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ। কিন্তু বৈকুণ্ঠে যাঁরা সারূপ্য-মুক্তি লাভ করার ফলে ভগবানেরই মতো রূপ প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরাও শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ। কিন্তু ব্রহ্মার সম্মুখে প্রকাশিত এই সমস্ত বিষ্ণুমূর্তি শ্রীবৎস চিহ্ন এবং কৌস্তভ মণি সমন্বিত ছিলেন, যা কেবল ভগবানেরই বিশেষ লক্ষণ। তার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই সমস্ত বালক এবং বৎসরা ভগবানের বৈকুণ্ঠ-পার্ষদ ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন স্বয়ং ভগবান শ্রীবিষ্ণু। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বিষ্ণুও রয়েছেন। বিষ্ণুর সমস্ত ঐশ্বর্য শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বর্তমান, এবং তাই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এতগুলি বিষ্ণুরূপে প্রকাশিত হওয়া মোটেই আশ্চর্যজনক ছিল না।

বৈষ্ণব-তোষণীতে শ্রীবৎস চিহ্নের বর্ণনা করে বলা হয়েছে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দক্ষিণ বক্ষের উপরিভাবে সূক্ষ্ম কুঞ্চিত রোমাবলী। এই চিহ্ন সাধারণ ভক্তদের জন্য নয়। এটি বিষ্ণু বা কৃষ্ণের এক বিশেষ চিহ্ন।

শ্লোক ৪৯

আঙ্ঘ্রিমস্তকমাপূর্ণাস্তুলসীনবদামভিঃ ।
কোমলৈঃ সর্বগাত্রেষু ভূরিপুণ্যবদর্পিতৈঃ ॥ ৪৯ ॥

আ-অঙ্ঘ্রি-মস্তকম্—পা থেকে মাথা পর্যন্ত; **আপূর্ণাঃ**—পূর্ণরূপে সজ্জিত; **তুলসী-নব-দামভিঃ**—নবীন তুলসী-পত্রের মালার দ্বারা; **কোমলৈঃ**—কোমল; **সর্ব-গাত্রেষু**—শরীরের সমস্ত অঙ্গে; **ভূরি-পুণ্যবৎ-অর্পিতৈঃ**—শ্রবণ, কীর্তন আদি সেবার দ্বারা ভগবানের আরাধনায় রত মহা পুণ্যবান ভক্তদের দ্বারা নিবেদিত।

অনুবাদ

শ্রবণ, কীর্তন আদি পরম পবিত্র কার্যকলাপের মাধ্যমে ভগবানের আরাধনায় রত ভক্তদের দ্বারা নিবেদিত সুকোমল, নবীন তুলসী-পত্রের মালার দ্বারা তাঁদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেহের প্রতিটি অঙ্গ পূর্ণরূপে সজ্জিত ছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ভূরিপুণ্যবদর্পিতৈঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীবিষ্ণুর এই রূপের পূজা তাঁরাই করেন, যাঁরা জন্ম জন্মান্তরে বহু পুণ্যকর্ম (*সুকৃতিভিঃ*) করেছেন এবং যাঁরা নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*)। ভক্তি তাঁরাই অনুষ্ঠান করেন, যাঁরা অত্যন্ত উচ্চস্তরে পুণ্যকর্ম করেছেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* অন্যত্রও (১০/১২/১১) পুণ্যকর্ম অর্জনের উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছেন—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন ।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥

"এইভাবে সমস্ত গোপবালকেরা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষী জ্ঞানীদের ব্রহ্মানন্দের উৎসস্বরূপ, দাস্যভাবাপন্ন ভক্তদের পরম প্রভু এবং মায়াশ্রিত ব্যক্তিদের কাছে নরশিশুরূপে প্রতীয়মান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করতেন। সেই সমস্ত গোপবালকেরা তাঁদের জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত পুণ্যকর্মের ফলে এইভাবে ভগবানের সঙ্গ লাভ করার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তাঁদের সৌভাগ্য কে বিশ্লেষণ করতে পারে?"

বৃন্দাবনে আমাদের কৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে একটি তমাল বৃক্ষ রয়েছে, যা মন্দিরের অঙ্গনের এক প্রান্তভাগ সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। মন্দির হওয়ার আগে সেই বৃক্ষটি অবহেলিত অবস্থায় ছিল, কিন্তু এখন সেটি প্রচুরভাবে বর্ধিত হয়ে অঙ্গনের একটি দিক পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করেছে। এটি *ভূরিপুণ্যের* লক্ষণ।

শ্লোক ৫০

চন্দ্রিকাবিশদস্মেরৈঃ সারুণাপাঙ্গবীক্ষিতৈঃ ।
স্বকার্থানামিব রজঃসত্ত্বাভ্যাং স্রষ্টৃপালকাঃ ॥ ৫০ ॥

চন্দ্রিকা-বিশদ-স্মেরৈঃ—জ্যোৎস্নার মতো নির্মল হাসির দ্বারা; **স-অরুণ-অপাঙ্গ-বীক্ষিতৈঃ**—তাঁর অরুণবর্ণ নেত্রের স্বচ্ছ দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **স্বক-অর্থানাম্**—তাঁর নিজের ভক্তদের মনোবাসনার; **ইব**—যেমন; **রজঃ-সত্ত্বাভ্যাম্**—সত্ত্ব এবং রজোগুণের দ্বারা; **স্রষ্টৃ-পালকাঃ**—স্রষ্টা এবং পালনকর্তা।

অনুবাদ

সেই বিষ্ণুমূর্তিগণ জ্যোৎস্নার মতো নির্মল হাসির দ্বারা এবং অরুণবর্ণ নেত্রের দৃষ্টিপাতের দ্বারা, যেন সত্ত্ব এবং রজোগুণের মাধ্যমে তাঁদের ভক্তদের বাসনা সৃষ্টি করছিলেন এবং পালন করছিলেন।

তাৎপর্য

সেই বিষ্ণুমূর্তিগণ তাঁদের পূর্ণচন্দ্রের ক্রমবর্ধমান জ্যোৎস্নার মতো (*শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণম্*) নির্মল দৃষ্টিপাত এবং হাস্যের দ্বারা ভক্তদের আশীর্বাদ করছিলেন। পালনকর্তারূপে তাঁরা তাঁদের ভক্তদের প্রতি দৃষ্টিপাত করছিলেন, আলিঙ্গন করছিলেন এবং তাঁদের হাসির দ্বারা পালন করছিলেন। তাঁদের সত্ত্বগুণ সদৃশ হাসি ভক্তদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করছিল, এবং রজোগুণ সদৃশ তাঁদের দৃষ্টিপাত তাঁদের বাসনা সৃষ্টি করছিল। প্রকৃতপক্ষে এই শ্লোকে *রজঃ* শব্দের অর্থ 'কাম' নয় 'প্রেম'। জড় জগতে রজোগুণ হচ্ছে কাম, কিন্তু চিৎ-জগতে তা প্রেম। জড় জগতের প্রেম রজ এবং তমোগুণের দ্বারা কলুষিত, কিন্তু শুদ্ধ সত্ত্বে ভক্তদের পালন করে যে প্রেম তা চিন্ময়।

স্বকার্থানাম্ শব্দটির অর্থ মহৎ বাসনা। এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দৃষ্টিপাত ভক্তদের বাসনা সৃষ্টি করে। শুদ্ধ ভক্তের কিন্তু কোন

বাসনা নেই। তাই সনাতন গোস্বামী মন্তব্য করেছেন, যার চেতনা শ্রীকৃষ্ণে স্থির হয়েছে, তাঁর সমস্ত বাসনা ইতিমধ্যেই পূর্ণ হয়ে গেছে। ভগবানের তির্যক দৃষ্টিপাত ভক্তের হৃদয়ে ভগবান এবং ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধীয় বিচিত্র বাসনা উৎপন্ন করে। জড় জগতে বাসনা রজ এবং তমোগুণ থেকে উৎপন্ন হয়, কিন্তু চিৎ-জগতের বাসনা থেকে বিবিধ নিত্য চিন্ময় সেবার উদয় হয়। তাই *স্বকার্থানাম্* শব্দটির অর্থ শ্রীকৃষ্ণের সেবার আগ্রহ।

বৃন্দাবনে একটি জায়গায় কোন মন্দির ছিল না, কিন্তু এক ভক্ত চেয়েছিলেন, "এখানে ভগবানের একটি মন্দির হোক এবং তাঁর প্রেমময়ী সেবা হোক।" তাই এক সময় যা ছিল একটি শূন্য স্থান, তা আজ এক তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। ভক্তের বাসনার প্রভাব এমনই।

শ্লোক ৫১

আত্মাদিস্তম্বপর্যন্তৈর্মূর্তিমদ্ভিশ্চরাচরৈঃ ।
নৃত্যগীতাদ্যনেকার্হৈঃ পৃথক্ পৃথগুপাসিতাঃ ॥ ৫১ ॥

আত্ম-আদি-স্তম্ব-পর্যন্তৈঃ—ব্রহ্মা থেকে নগণ্য জীব পর্যন্ত; **মূর্তি-মদ্ভিঃ**—মূর্তিমান হয়ে; **চর-অচরৈঃ**—স্থাবর এবং জঙ্গম; **নৃত্য-গীত-আদি-অনেক-অর্হৈঃ**—নৃত্য, গীত আদি পূজার বিবিধ উপচারের দ্বারা; **পৃথক্ পৃথক্**—পৃথক পৃথকভাবে; **উপাসিতাঃ**—পূজিত হয়ে।

অনুবাদ

চতুর্মুখ ব্রহ্মা থেকে নগণ্য জীব পর্যন্ত স্থাবর এবং জঙ্গম সকলেই মূর্তিমান হয়ে, নৃত্য-গীত প্রভৃতি বিবিধ উপচারের দ্বারা তাদের ক্ষমতা অনুসারে, পৃথক পৃথকভাবে সেই সমস্ত বিষ্ণুমূর্তিদের আরাধনা করছিলেন।

তাৎপর্য

অসংখ্য জীব তাদের যোগ্যতা এবং কর্ম অনুসারে ভগবানের বিভিন্ন প্রকার সেবায় যুক্ত (*জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'*); সকলেই ভগবানের সেবা করছে, এমন কেউ নেই যে সেবা করে না। তাই মহাভাগবত দেখেন যে, সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত, কেবল তিনি ভগবানের সেবা করছেন না। আমাদের নিম্নপদ থেকে উচ্চপদে উন্নীত হতে হবে, এবং সর্বোচ্চ পদ হচ্ছে বৃন্দাবনে ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা। কিন্তু সকলেই ভগবানের সেবায় যুক্ত। ভগবানের সেবা অস্বীকার করাই হচ্ছে মায়া।

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥

"শ্রীকৃষ্ণই কেবল পরমেশ্বর এবং অন্য সকলে তাঁর ভৃত্য। শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে নাচান, সেইভাবে সকলে নৃত্য করেন।" (*চৈঃ চঃ আদি* ৫/১৪২)

দুই প্রকার জীব রয়েছে—স্থাবর এবং জঙ্গম। যেমন গাছেরা এক জাগয়ায় দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু পিপীলিকারা গতিশীল। ব্রহ্মা দেখেছিলেন যে, নিকৃষ্টতম জীব পর্যন্ত বিভিন্ন রূপ ধারণ করে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবায় যুক্ত।

জীব যেভাবে ভগবানের আরাধনা করে, সেই অনুসারে তার রূপ প্রাপ্ত হয়। জড় জগতে জীব যে শরীর প্রাপ্ত হয়, তা দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাকে কখনও কখনও গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব বলা হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৭) সেই সম্পর্কে বলা হয়েছে, *প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি*—প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে জীব দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

সমস্ত জীবই বিভিন্ন ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করছে, কিন্তু তারা যখন কৃষ্ণভাবনাময় হয়, তখন তাদের সেবা পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। একটি ফুল যেমন কুঁড়ি থেকে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে তার সৌরভ এবং সৌন্দর্য প্রকাশ করে, তেমনই জীব যখন কৃষ্ণভক্তি স্তরে আসে, তখন তার প্রকৃত স্বরূপের সৌন্দর্য পূর্ণরূপে বিকশিত হয়। সেটিই হচ্ছে চরম সৌন্দর্য এবং বাসনার চরম চরিতার্থতা।

শ্লোক ৫২

অণিমাদ্যৈর্মহিমভিরজাদ্যাভির্বিভূতিভিঃ ।
চতুর্বিংশতিভিস্তত্ত্বৈঃ পরীতা মহদাদিভিঃ ॥ ৫২ ॥

অণিমা-আদ্যৈঃ—অণিমা আদি; **মহিমভিঃ**—ঐশ্বর্যের দ্বারা; **অজা-আদ্যাভিঃ**—অজা আদি; **বিভূতিভিঃ**—শক্তির দ্বারা; **চতুঃ-বিংশতিভিঃ**—চতুর্বিংশতি; **তত্ত্বৈঃ**—জড় জগতের সৃষ্টির উপাদানগুলির দ্বারা; **পরীতাঃ**—(সমস্ত বিষ্ণুমূর্তিরা) পরিবেষ্টিত ছিলেন; **মহৎ-আদিভিঃ**—মহত্তত্ত্ব আদি।

অনুবাদ

সেই সমস্ত বিষ্ণুমূর্তি অণিমা আদি সিদ্ধি, অজা প্রভৃতি শক্তি এবং মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *মহিমভিঃ* শব্দটির অর্থ ঐশ্বর্য। ভগবান যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। সেটি তাঁর ঐশ্বর্য। কেউই তাঁকে আদেশ দিতে পারে না, কিন্তু তিনি সকলকে আদেশ দিতে পারেন। ভগবান ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। অণিমা, মহিমা আদি যোগসিদ্ধি ভগবান শ্রীবিষ্ণুতে বর্তমান। *ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্* (*চৈঃ চঃ আদি* ১/৩)। *অজা* শব্দের অর্থ মায়া বা যোগশক্তি। সমস্ত মায়াময় বস্তু বিষ্ণুর পূর্ণশক্তিতে বর্তমান।

চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হচ্ছে পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র, মন, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব এবং প্রকৃতি। এই জড় জগৎকে প্রকাশ করার জন্য এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের প্রয়োগ হয়েছে। মহত্তত্ত্বকে বিভিন্ন সূক্ষ্ম স্তরে বিভক্ত করা যায়, কিন্তু মূলত তাকে বলা হয় মহত্তত্ত্ব।

শ্লোক ৫৩

কালস্বভাবসংস্কারকামকর্মগুণাদিভিঃ ।
স্বমহিধ্বস্তমহিভির্মূর্তিমদ্ভিরুপাসিতাঃ ॥ ৫৩ ॥

কাল—কাল; **স্বভাব**—স্বভাব; **সংস্কার**—সংস্কার; **কাম**—বাসনা; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **গুণ**—প্রকৃতির তিন গুণ; **আদিভিঃ**—ইত্যাদির দ্বারা; **স্ব-মহি-ধ্বস্ত-মহিভিঃ**—যার স্বাতন্ত্র্য ভগবানের শক্তির অধীন ছিল; **মূর্তি-মদ্ভিঃ**—মূর্তিমান; **উপাসিতাঃ**—পূজিত হচ্ছিলেন।

অনুবাদ

তখন ব্রহ্মা দেখলেন কাল, স্বভাব, সংস্কার, কাম, কর্ম এবং গুণ প্রভৃতি সর্বতোভাবে তাদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ভগবানের শক্তির অধীন হয়ে এবং মূর্তিমান হয়ে, সেই সমস্ত বিষ্ণুমূর্তিদের উপাসনা করছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত অন্য কারোরই স্বাতন্ত্র্য নেই। আমরা যদি সেই সত্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারি, তা হলেই আমরা যথাযথভাবে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হতে পারি। আমাদের সব সময় স্মরণ রাখা উচিত যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম ঈশ্বর আর সকলেই তাঁর ভৃত্য (*একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য*)। এমন কি নারায়ণ অথবা

শিবও শ্রীকৃষ্ণের অধীন (*শিববিরিঞ্চিনুতম্*)। এমন কি বলদেবও শ্রীকৃষ্ণের অধীন। সেই কথা বাস্তব সত্য।

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥

(*চৈঃ চঃ আদি* ৫/১৪২)

মানুষের বোঝা উচিত যে, কেউই স্বাধীন নয়, কারণ সব কিছুই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ এবং তাই সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের পরম ইচ্ছার দ্বারা কার্য করে এবং চলাফেরা করে। এই জ্ঞান, এই চেতনা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত।

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥

"যে ব্যক্তি ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদের নারায়ণের সমকক্ষ বলে মনে করে, সে অবশ্যই একটি পাষণ্ডী।" কেউই নারায়ণ বা কৃষ্ণের সমকক্ষ নয়। কৃষ্ণ হচ্ছেন নারায়ণ এবং নারায়ণও হচ্ছেন কৃষ্ণ, কারণ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি নারায়ণ। ব্রহ্মা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বলেছেন, *নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্বদেহিনাম্*—"আপনিও নারায়ণ। বস্তুতপক্ষে আপনি আদি নারায়ণ।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/১৪)

কালের বহু সহকারী রয়েছে, যেমন—স্বভাব, সংস্কার, কাম, কর্ম, গুণ প্রভৃতি। জড়া প্রকৃতির গুণের সঙ্গ অনুসারে স্বভাব গড়ে ওঠে। *কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু* (*ভগবদ্গীতা* ১৩/২২)। কারও সৎ এবং অসৎ স্বভাব—সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের সঙ্গ প্রভাবে গঠিত হয়। আমাদের ক্রমশ সত্ত্বগুণের স্তরে উন্নীত হওয়া উচিত, যাতে আমরা নিম্নতর গুণগুলির প্রভাব এড়াতে পারি। নিয়মিতভাবে *শ্রীমদ্ভাগবত* আলোচনা এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ করার ফলে তা সম্ভব। *নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১৮)। পূতনা বধ থেকে শুরু করে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলাই দিব্য। তাই *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ এবং আলোচনা করার ফলে রজোগুণ এবং তমোগুণ দমন হয় এবং কেবল সত্ত্বগুণ অবশিষ্ট থাকে। তখন আর রজোগুণ এবং তমোগুণ আমাদের কোন অনিষ্ট করতে পারে না।

তাই বর্ণাশ্রম-ধর্ম অত্যাবশ্যক, কারণ তা মানুষকে সত্ত্বগুণে উন্নীত করে। *তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১৯)। তমোগুণ এবং রজোগুণ কাম এবং লোভ বৃদ্ধি করে, যার ফলে জীব এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে, তাকে এই জড় জগতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করতে হয়। এটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর

পরিস্থিতি। তাই বর্ণাশ্রম-ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার দ্বারা মানুষকে সত্ত্বগুণের স্তরে উন্নীত করা কর্তব্য এবং খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে মঙ্গল-আরাত্রিক দর্শন ইত্যাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা পবিত্র এবং নির্মল হয়ে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী বিকশিত করা কর্তব্য। এইভাবে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত থাকা উচিত, এবং তা হলে আর তমোগুণ এবং রজোগুণের দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হবে না।

তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে ।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১৯)

এইভাবে পবিত্র হওয়ার সুযোগ মানব-জীবনের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যা অন্যান্য জীবনে সম্ভব নয়। রাধা-কৃষ্ণ ভজনের দ্বারা রাধা এবং কৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবার দ্বারা অনায়াসে এই প্রকার পবিত্রতা লাভ করা সম্ভব। তাই নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—*হরি হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু*। অর্থাৎ, রাধা-কৃষ্ণের আরাধনা না করলে মানব-জীবন ব্যর্থ হয়। *বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ / জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/৭)। বাসুদেবের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে, জড় জগতের বন্ধন থেকে অতি শীঘ্র বিরক্ত হওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যারা বাসুদেব ভক্তিতে যুক্ত হয়ে অতি শীঘ্রই এমনভাবে অতি নির্মল বৈষ্ণবতার স্তর প্রাপ্ত হচ্ছেন যে, মানুষেরা ম্লেচ্ছ এবং যবনদের এইভাবে বৈষ্ণব হতে দেখে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছেন। তা সম্ভব হয়েছে কেবল বাসুদেব ভক্তির দ্বারা। কিন্তু আমরা যদি মনুষ্য-জীবনে সত্ত্বগুণের স্তরে উন্নীত না হই, যে সম্বন্ধে শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—*হরি হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু*—তা হলে এই মনুষ্য-জীবন লাভ করা সত্ত্বেও আমাদের জীবন ব্যর্থ হবে।

শ্রীবীররাঘব আচার্য তাঁর টীকায় মন্তব্য করেছেন যে, এই শ্লোকের প্রথম পদে যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, তা জড় জগতের বন্ধনের কারণ। *কাল* প্রকৃতির গুণকে ক্ষোভিত করে, এবং স্বভাব এই সমস্ত গুণের সঙ্গের ফল। তাই নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন—*ভক্তসনে বাস*। কেউ যদি ভক্তদের সঙ্গে বাস করেন, তা হলে তাঁর *স্বভাব* পরিবর্তিত হবে। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সৎসঙ্গ প্রদান করা, যাতে এই পরিবর্তন সম্ভব হয়। আমরা বাস্তবিকভাবে দেখছি যে, এই পন্থার দ্বারা সারা পৃথিবীর মানুষ ক্রমশ ভগবদ্ভক্তে পরিণত হচ্ছেন।

সংস্কার সম্ভব হয় সৎসঙ্গের প্রভাবে। কারণ সৎসঙ্গের প্রভাবে সৎস্বভাব বিকশিত হবে, এবং স্বভাব হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকৃতি। তাই *ভক্তসনে বাস*—মানুষদের ভক্তদের সঙ্গে বাস করার সুযোগ দেওয়া হোক। তা হলে তাদের স্বভাব পরিবর্তিত হবে। মনুষ্যজীবনে এই সুযোগ পাওয়া যায়, কিন্তু নরোত্তম দাস ঠাকুর যেমন গেয়েছেন, *হরি হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু*—কেউ যদি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে না পারে, তা হলে তার মনুষ্যজীবন ব্যর্থ হবে। তাই আমরা মানব-সমাজকে অধঃপতন থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছি এবং মানুষকে বাস্তবিকভাবে উচ্চতর প্রকৃতিতে উন্নীত করার চেষ্টা করছি।

কেউ যদি *কাম* এবং *কর্ম* ভগবানের সেবায় যুক্ত করেন, তা হলে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের উদ্দেশ্যে যুক্ত হওয়া থেকে তা এক ভিন্ন রূপ ধারণ করে, এবং অবশ্যই তার ফলও ভিন্ন হয়। বিভিন্ন প্রকৃতির সঙ্গ অনুসারে জীব বিশেষ প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। *কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু* (*ভগবদ্‌গীতা* ১৩/২২)। তাই আমাদের সর্বদাই সৎসঙ্গের, ভক্তসঙ্গের অন্বেষণ করা উচিত। তা হলে আমাদের জীবন সার্থক হবে। মানুষের সঙ্গ থেকে তাঁর প্রকৃতি চেনা যায়। কেউ যদি ভগবদ্ভক্তের সৎসঙ্গে বাস করার সুযোগ পান, তা হলে তিনি জ্ঞানের অনুশীলন করতে সমর্থ হন, এবং স্বাভাবিকভাবে তাঁর চরিত্র ও স্বভাব পরিবর্তিত হয় এবং তিনি চিরকালের জন্য লাভবান হন।

শ্লোক ৫৪

সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্তয়ঃ ।
অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপি হ্যুপনিষদ্দৃশাম্ ॥ ৫৪ ॥

সত্য—শাশ্বত; **জ্ঞান**—পূর্ণজ্ঞানময়; **অনন্ত**—অসীম; **আনন্দ**—আনন্দময়; **মাত্র**—কেবল; **এক-রস**—সর্বদা অবস্থিত; **মূর্তয়ঃ**—বিগ্রহ; **অস্পৃষ্ট-ভূরি-মাহাত্ম্যাঃ**—যাঁর মাহাত্ম্য স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেন না; **অপি**—ও; **হি**—যেহেতু; **উপনিষৎ-দৃশাম্**—উপনিষদ অধ্যয়নরত জ্ঞানীদের দ্বারা।

অনুবাদ

সেই সমস্ত বিষ্ণুমূর্তি সত্ত্ব, জ্ঞান, অনন্ত ও আনন্দময় এবং তাঁরা কালের প্রভাবের অতীত। উপনিষদ অধ্যয়নরত জ্ঞানীরা তাঁদের মাহাত্ম্য স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেন না।

তাৎপর্য

কেবল শাস্ত্রজ্ঞান বা বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে জানা যায় না। ভগবান যাকে কৃপা করেন, তিনিই কেবল তাঁকে জানতে পারেন। সেই কথা *উপনিষদেও* (*মুণ্ডক উপনিষদ্* ৩/২/৩) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধসা ন বহুনা শ্রুতেন ।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥

"সুদক্ষ বিশ্লেষণের দ্বারা, বিশাল বুদ্ধিমত্তার দ্বারা, এমন কি বহু শ্রবণের দ্বারাও ভগবানকে লাভ করা যায় না। ভগবানকে তিনিই লাভ করতে পারেন, যাঁকে ভগবান কৃপা করেন। তাঁর কাছে তিনি তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন।"

ব্রহ্মের একটি বর্ণনা হচ্ছে *সত্যং ব্রহ্ম, আনন্দরূপম্*—"ব্রহ্ম পরম সত্য এবং পূর্ণ আনন্দ।" যদিও পরমব্রহ্ম বিষ্ণু হচ্ছেন এক, তবুও তিনি বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত। *উপনিষদের* অনুগামীরা কিন্তু ব্রহ্মের বিচিত্র রূপ বুঝতে পারে না। তা প্রমাণ করে যে, ব্রহ্ম এবং পরমাত্মাকে প্রকৃতপক্ষে কেবল ভক্তির দ্বারাই জানা যায়, যে কথা ভগবান স্বয়ং *শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রতিপন্ন করেছেন (*ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ, শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/১৪/২১)। বস্তুতপক্ষে ব্রহ্মের যে চিন্ময় রূপ রয়েছে, তা প্রতিপন্ন করার জন্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শাস্ত্র থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়েছেন। *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৩/৮) সেই পরমতত্ত্বের বর্ণনা করে বলা হয়েছে, *আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ*—"তাঁর স্বয়ং প্রকাশিত রূপ সূর্যের মতো উজ্জ্বল এবং জড় জগতের অজ্ঞান-অন্ধকারের অতীত।" *আনন্দমাত্রমজরং পুরাণমেকং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্*—"ব্রহ্ম আনন্দময় এবং তাঁর মধ্যে নিরানন্দের লেশমাত্র নেই। যদিও তিনি প্রবীণতম তবুও তিনি নবযৌবন, এবং তিনি এক হলেও বহু রূপে প্রকাশিত হন।" *সর্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ*—"ভগবানের সমস্ত রূপই নিত্য।" (*মহাবরাহ পুরাণ*) ভগবানের হাত, পা আদি অঙ্গ সমন্বিত রূপ রয়েছে, কিন্তু তাঁর হাত এবং পা জড় নয়। ভক্তেরা জানেন যে, কৃষ্ণ বা ব্রহ্মের রূপ কখনই জড় নয়। পক্ষান্তরে, ব্রহ্মের রূপ চিন্ময় এবং কেউ যখন পূর্ণরূপে ভক্তিপরায়ণ হয়ে সেই রূপে মগ্ন হন, তখন তিনি তাঁকে জানতে পারেন (*প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন*)। মায়াবাদীরা কিন্তু এই চিন্ময় রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, কারণ তারা মনে করে যে তা জড়।

ভগবানের সবিশেষ চিন্ময় রূপ এতই মাহাত্ম্যপূর্ণ যে, *উপনিষদের* নির্বিশেষ অনুগামীরা তা হৃদয়ঙ্গম করার জ্ঞানের স্তরে পৌঁছাতে পারে না। বাস্তবিকপক্ষে, *উপনিষদ* অধ্যয়নের মাধ্যমে যারা কেবল এটুকুই বুঝতে পেরেছে যে, ব্রহ্ম জড় নয় এবং সীমিত শক্তির দ্বারা তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, ভগবান সেই সমস্ত নির্বিশেষবাদীদের জ্ঞানের গণ্ডীর অতীত।

শ্রীকৃষ্ণকে যদিও *উপনিষদের* মাধ্যমে দর্শন করা যায় না, তবুও *উপনিষদের* কোন কোন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই উপায়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জানা যেতে পারে। *ঔপনিষদং পুরুষম্*—"উপনিষদের মাধ্যমে তাঁকে জানা যায়।" এই উক্তিটির অর্থ হচ্ছে যে, কেউ যখন বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা পবিত্র হন, তখন তিনি ভক্তির জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করার অনুমতি প্রাপ্ত হন (*মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্*)।

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া ।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥

"অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় ও নিশ্চয় বিশ্বাসযুক্ত মুনিগণ জ্ঞান এবং বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে শাস্ত্র শ্রবণজনিত উপলব্ধি অনুসারে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার দ্বারা তাঁদের শুদ্ধ হৃদয়ে পরমাত্মারূপে সেই তত্ত্ববস্তুকে দর্শন করেন।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১২) *শ্রুতগৃহীতয়া* শব্দটির অর্থ হচ্ছে বেদান্ত জ্ঞান, মানসিক আবেগ-প্রবণতা নয়। শ্রুতগৃহীত হচ্ছে গভীর জ্ঞান।

এইভাবে ব্রহ্মা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন সমস্ত সত্য, জ্ঞান এবং আনন্দের উৎস। তিনি এই তিনটি চিন্ময় তত্ত্বের সমন্বয়, এবং তিনি *উপনিষদের* অনুগামীদের আরাধ্য। ব্রহ্মা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, গাভী, গোপবালক এবং গোবৎসরা যে বিষ্ণুরূপে রূপান্তরিত হয়েছিলেন তা যোগী অথবা দেবতাদের যোগশক্তির দ্বারা হয়নি। গাভী, গোবৎস এবং গোপবালকেরা যে বিষ্ণুমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, তা বিষ্ণুমায়ার প্রদর্শন ছিল না, তাঁরা ছিলেন সাক্ষাৎ বিষ্ণু। বিষ্ণু এবং বিষ্ণুমায়ার গুণ ঠিক অগ্নি এবং তাপের মতো। তাপে আগুনের গুণ রয়েছে, যথা উষ্ণতা; কিন্তু তা হলেও তাপ আগুন নয়। গোপবালক, গাভী এবং গোবৎসদের বিষ্ণুরূপ প্রদর্শন তাপের মতো ছিল না, তা ছিল অগ্নির মতো। তাঁরা সকলেই ছিলেন বিষ্ণু। প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণুর গুণ হচ্ছে পূর্ণ সত্য, পূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ণ আনন্দ। আর একটি উদাহরণ জড় পদার্থের মাধ্যমে দেওয়া যায়, যা বহুরূপে প্রতিবিম্বিত হয়। যেমন, সূর্য বহু জলের পাত্রে প্রতিবিম্বিত হয়, কিন্তু বহু পাত্রে সূর্যের প্রতিবিম্ব প্রকৃতপক্ষে সূর্য নয়। এই সমস্ত প্রতিবিম্বে প্রকৃত তাপ এবং আলোক নেই, যদিও তাদের দেখতে ঠিক সূর্যের মতো। কিন্তু কৃষ্ণ যে রূপ ধারণ করেছিলেন তাঁর প্রতিটিই ছিল পূর্ণ শ্রীবিষ্ণু।

আমাদের কর্তব্য প্রতিদিন যতক্ষণ সম্ভব *শ্রীমদ্ভাগবত* আলোচনা করা। তা হলে সব কিছুই পরিষ্কার হয়ে যাবে, কারণ *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সারাতিসার (*নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্*)। শ্রীল ব্যাসদেব (*মহামুনিকৃতে*) আত্মজ্ঞান লাভ করার পর তা রচনা করেছিলেন। আমরা যতই *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করব, ততই আমাদের জ্ঞান স্বচ্ছ হবে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রতিটি শ্লোকই চিন্ময়।

শ্লোক ৫৫

এবং সকৃদ্ দদর্শাজঃ পরব্রহ্মাত্মনোঽখিলান্ ।
যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি সচরাচরম্ ॥ ৫৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **সকৃৎ**—একবার; **দদর্শ**—দেখেছিলেন; **অজঃ**—ব্রহ্মা; **পরব্রহ্ম**—পরমব্রহ্মের; **আত্মনঃ**—বিস্তার; **অখিলান্**—সমস্ত গোবৎস, গোপবালক ইত্যাদি; **যস্য**—যাঁর; **ভাসা**—প্রকাশের দ্বারা; **সর্বম্**—সমস্ত; **ইদম্**—এই; **বিভাতি**—প্রকাশিত; **স-চর-অচরম্**—স্থাবর এবং জঙ্গম সব কিছু।

অনুবাদ

এইভাবে ব্রহ্মা পরব্রহ্মকে দর্শন করলেন, যাঁর শক্তির দ্বারা চরাচর সমগ্র বিশ্ব প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তখন সমস্ত গোবৎস এবং গোপবালকদেরও ভগবানের বিস্তাররূপে দর্শন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই ঘটনা থেকে ব্রহ্মা দেখেছিলেন কিভাবে কৃষ্ণ নানাভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পালন করেন। যেহেতু কৃষ্ণ সমস্ত বস্তু প্রকাশ করেন, তাই সব কিছু প্রকাশিত হয়।

শ্লোক ৫৬

ততোঽতিকুতুকোদ্বৃত্যস্তিমিতৈকাদশেন্দ্রিয়ঃ ।
তদ্ধাম্নাভূদজস্তূষ্ণীং পূর্দেব্যন্তীব পুত্রিকা ॥ ৫৬ ॥

ততঃ—তখন; **অতিকুতুক-উদ্বৃত্য-স্তিমিত-একাদশ-ইন্দ্রিয়ঃ**—যাঁর একাদশ ইন্দ্রিয় মহাবিস্ময়ে আলোড়িত হয়েছিল এবং তারপর চিন্ময় আনন্দে স্তম্ভিত হয়েছিল; **তদ্-ধাম্না**—সেই সমস্ত বিষ্ণুমূর্তিদের জ্যোতির দ্বারা; **অভূৎ**—হয়েছিল; **অজঃ**—ব্রহ্মা; **তূষ্ণীম্**—মৌন; **পূঃ-দেবী-অন্তি**—গ্রাম্যদেবতার উপস্থিতিতে; **ইব**—যে প্রকার; **পুত্রিকা**—শিশুর খেলার পুতুল।

অনুবাদ

তারপর সেই সমস্ত বিষ্ণুমূর্তিদের জ্যোতির প্রভাবে ব্রহ্মার একাদশ ইন্দ্রিয় বিস্ময়ে আলোড়িত হয়েছিল এবং চিন্ময় আনন্দে স্তম্ভিত হয়েছিল। তিনি তখন বহু লোকের পূজনীয় গ্রাম্যদেবতার সম্মুখে শিশুর খেলার পুতুলের মতো মৌনভাবে অবস্থান করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা চিন্ময় আনন্দে স্তম্ভিত হয়েছিলেন (*মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ*)। বিস্ময়ে তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় তখন স্তব্ধীভূত হয়েছিল, এবং তিনি কিছুই বলতে পারেননি অথবা করতে পারেননি। ব্রহ্মা নিজেকে একমাত্র শক্তিমান বিগ্রহ বলে মনে করে পরম শক্তিমান বলে বিবেচনা করেছিলেন, কিন্তু এখন তাঁর গর্ব চূর্ণ হয়েছিল এবং তিনি পুনরায় কেবলমাত্র একজন দেবতায় পরিণত হয়েছিলেন। তিনি অবশ্যই একজন গুরুত্বপূর্ণ দেবতা, কিন্তু তা সত্ত্বেও একজন দেবতা মাত্র। তাই ভগবান—কৃষ্ণ বা নারায়ণের সঙ্গে ব্রহ্মার তুলনা করা যায় না। নারায়ণের সঙ্গে ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদেরও তুলনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব অন্যদের আর কি কথা।

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥

"যে ব্যক্তি ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদের নারায়ণের সমকক্ষ বলে মনে করে, সে অবশ্যই একটি পাষণ্ডী।" দেবতাদেরও নারায়ণের সমকক্ষ বলে মনে করা উচিত নয়। এমন কি শঙ্করাচার্য পর্যন্ত তা নিষেধ করেছেন, (*নারায়ণ পরোঽব্যক্তাৎ*)। *বেদেও* ইঙ্গিত করা হয়েছে, *একো নারায়ণঃ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানঃ*—"সৃষ্টির আদিতে কেবল পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ ছিলেন। তখন ব্রহ্মা অথবা শিবের অস্তিত্ব ছিল না।" তাই জীবনের অন্তিম সময়ে যে ব্যক্তি নারায়ণকে স্মরণ করেন, তিনি পরম সিদ্ধি লাভ করেন (*অন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ*)।

শ্লোক ৫৭

ইতীরেশেঽতর্ক্যে নিজমহিমনি স্বপ্রমিতিকে
পরত্রাজাতোঽতন্নিরসনমুখব্রহ্মকমিতৌ ।
অনীশেঽপি দ্রষ্টুং কিমিদমিতি বা মুহ্যতি সতি
চচ্ছাদাজো জ্ঞাত্বা সপদি পরমোঽজাজবনিকাম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি—এইভাবে; **ইরা-ঈশে**—ইরা বা সরস্বতীর পতি ব্রহ্মাকে; **অতর্ক্যে**—অতীত; **নিজ-মহিমনি**—যাঁর মহিমা; **স্ব-প্রমিতিকে**—স্বয়ং প্রকাশিত এবং আনন্দময়; **পরত্র**—অতীত; **অজাতঃ**—প্রকৃতি; **অতৎ**—অপ্রাসঙ্গিক; **নিরসন-মুখ**—যা অপ্রাসঙ্গিক তা পরিত্যাগের দ্বারা; **ব্রহ্মক**—বেদের চরম সিদ্ধান্তের দ্বারা; **মিতৌ**—জ্ঞানবান; **অনীশে**—অক্ষম হয়ে; **অপি**—ও; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করার জন্য; **কিম্**—কি; **ইদম্**—এই; **ইতি**—এই প্রকার; **বা**—অথবা; **মুহ্যতি সতি**—মোহিত হয়ে; **চচ্ছাদ**—উন্মোচন করেছিলেন; **অজঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **জ্ঞাত্বা**—জানতে পেরে; **সপদি**—তৎক্ষণাৎ; **পরমঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **অজা-জবনিকাম্**—মায়া যবনিকা।

অনুবাদ

পরমব্রহ্ম তর্কের অগোচর, তিনি স্বয়ং প্রকাশ, আনন্দময় এবং জড় প্রকৃতির অতীত। বেদান্তের দ্বারা অবান্তর জ্ঞান নিরস্ত হলে তাঁকে জানা যায়। যে ভগবানের মহিমা সমস্ত চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তির প্রকাশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার দ্বারা সরস্বতীর ঈশ্বর ব্রহ্মা মোহিত হয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, "এটি কি?" এবং তারপর তিনি আর দর্শন পর্যন্ত করতে পারেননি। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার অবস্থা বুঝতে পেরে যোগমায়ার যবনিকা উন্মোচন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা সম্পূর্ণরূপে মোহিত হয়েছিলেন। তিনি যে কি দেখছিলেন তা তিনি কিছুই বুঝতে পারছিলেন না, এবং তারপর তিনি আর কিছু দেখতেও পারেননি। ব্রহ্মার অবস্থা বুঝতে পেরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন যোগমায়ার যবনিকা সংবরণ করেছিলেন। এই শ্লোকে ব্রহ্মাকে *ইরেশ* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ইরা সরস্বতীর একটি নাম, এবং ইরেশ হচ্ছেন তাঁর পতি ব্রহ্মা। তাই ব্রহ্মা হচ্ছেন সব চাইতে বুদ্ধিমান। কিন্তু সরস্বতীর পতি ব্রহ্মা পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে মোহাচ্ছন্ন হয়েছিলেন। তিনি বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বুঝতে পারেননি। প্রথমে গোপবালক, গোবৎস এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যোগমায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছিলেন। এই যোগমায়া পরে গোবৎস এবং গোপবালকদের দ্বিতীয় দলটি প্রকাশ করেছিলেন, যাঁরা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণেরই বিস্তার, এবং তারপর তাঁরা বহু চতুর্ভুজ রূপ প্রদর্শন করেছিলেন। এখন ব্রহ্মার মোহাচ্ছন্ন অবস্থা দর্শন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই যোগমায়াকে অপসারিত করেছিলেন। কেউ মনে করতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ যে মায়াকে সংবরণ করেছিলেন তা হচ্ছে মহামায়া, কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, তা ছিল যোগমায়া, যাঁর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ কখনও প্রকাশিত হন এবং কখনও অপ্রকাশিত

হন। যে শক্তি বাস্তবকে আচ্ছাদিত করে কোন অবাস্তব বস্তু প্রদর্শন করে তা মহামায়া, কিন্তু যে শক্তির দ্বারা পরম সত্য কখনও প্রকাশিত হন এবং কখনও অপ্রকাশিত হন তা হচ্ছে যোগমায়া। তাই এই শ্লোকে *অজা* শব্দে যোগমায়াকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণের শক্তি—মায়াশক্তি বা স্বরূপ শক্তি এক, কিন্তু তা বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হয়। *পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে* (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/৮)। বৈষ্ণব এবং মায়াবাদীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, মায়াবাদীরা বলে মায়া এক, কিন্তু বৈষ্ণবেরা তার বৈচিত্র্য দর্শন করেন। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য রয়েছে। যেমন, একটি গাছে অনেক পাতা, ফুল, ফল রয়েছে। সৃষ্টিতে নানা প্রকার কার্য করার জন্য নানা প্রকার শক্তির আবশ্যকতা হয়। আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায় যে, একটি যন্ত্রে তার সমস্ত অংশগুলি লোহার হতে পারে, কিন্তু তাদের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে এবং সে যন্ত্রটি নানা প্রকার কার্য করতে পারে। সমস্ত যন্ত্রটি লোহার হলেও তার একটি অংশ একভাবে কাজ করে, এবং অন্য অংশগুলি অন্যভাবে কাজ করে। যন্ত্রটি যে কিভাবে কার্য করে তা যে জানে না, সে বলতে পারে যে সবই লোহা; কিন্তু তা সত্ত্বেও, সব কিছু লোহা হলেও, যন্ত্রটির বিভিন্ন উপাদান রয়েছে এবং যে উদ্দেশ্যে সেই যন্ত্রটি তৈরি করা হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন অংশগুলি বিভিন্নভাবে কার্য করে। একটি চাকা এইভাবে ঘোরে এবং অন্যটি ঐভাবে, এইভাবে প্রতিটি অংশ তার স্ব-স্ব কার্য সম্পাদন করার ফলে যন্ত্রটির কার্য চলতে থাকে। তার ফলে যন্ত্রটির বিভিন্ন অংশগুলির বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়, "এটি চাকা", "এটি একটি স্ক্রু", "একটি একটি চক্রনাভি", "এটি তেল ঢালার লুব্রিকেটর," ইত্যাদি। তেমনই *বেদে* বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ।

কৃষ্ণের শক্তি বিচিত্র এবং তাই একই শক্তি বিভিন্নভাবে কার্য করে। *বিবিধা* শব্দে সেই কথাই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই এখানে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। এইভাবে যোগমায়া এবং মহামায়া একই শক্তির দুটি অঙ্গ এবং এই দুটি শক্তি বিভিন্নভাবে কার্য করে। সন্ধিনী, সম্বিৎ এবং হ্লাদিনী শক্তি—কৃষ্ণের সৎ, চিৎ এবং আনন্দ শক্তি যোগমায়া থেকে পৃথক। তাদের প্রতিটি স্বতন্ত্র শক্তি। আহ্লাদিনী শক্তি হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণী। শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী সেই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বলেছেন, *রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মাৎ* (*চৈঃ চঃ*

আদি ১/৫)। আহ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধারাণীরূপে মূর্ত হয়েছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীমতী রাধারাণী এক, যদিও একজন হচ্ছেন শক্তিমান এবং অন্যজন শক্তি।

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য (*নিজমহিমনি*) দর্শন করে ব্রহ্মা মোহিত হয়েছিলেন, কারণ এই ঐশ্বর্য অতর্ক্য বা অচিন্ত্য। যা অচিন্ত্য সে-সম্বন্ধে কখনও সীমিত ইন্দ্রিয়ের ভিত্তিতে তর্ক করা যায় না। যা চিন্তার অতীত, আমাদের ধারণা এবং তর্কের অতীত, তাকে বলা হয় অচিন্ত্য। অচিন্ত্য হচ্ছে তা যে সম্বন্ধে আমরা চিন্তা করতে পারি না, কিন্তু যা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা পরমতত্ত্বকে অচিন্ত্য বলে স্বীকার না করি, ততক্ষণ আমরা ভগবান সম্বন্ধে কোন ধারণাই করতে পারব না। সেই কথা বোঝা অবশ্য কর্তব্য। তাই আমরা বলি যে, শাস্ত্রের বাক্য কোন রকম পরিবর্তন না করে আমাদের গ্রহণ করতে হবে; কারণ তা তর্কের অতীত। *অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ*—"যা অচিন্ত্য তা তর্কের দ্বারা কখনও প্রতিষ্ঠা করা যায় না।" মানুষ সাধারণত তর্ক করে, কিন্তু আমাদের পন্থাটি হচ্ছে, কোন রকম তর্ক না করে যথাযথ বৈদিক জ্ঞান গ্রহণ করা। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলেন, "এটি উৎকৃষ্ট এবং ওটি নিকৃষ্ট," তখন আমরা তাঁর বাণী স্বীকার করে নিই। এমন নয়, যে আমাদের তর্ক করতে হবে, "এটি উৎকৃষ্ট এবং ওটি নিকৃষ্ট কেন?" কেউ যদি তর্ক করে, তা হলে সে এই জ্ঞান লাভ করতে পারবে না।

বিশ্বাস সহকারে মেনে নেওয়ার এই পন্থাকে বলা হয় *অবরোহ-পন্থা*। *অবরোহ* শব্দটি *অবতার* শব্দটির সঙ্গে সম্পর্কিত, যার অর্থ 'যা অবতরণ করে'। জড়বাদীরা সব কিছুই *আরোহ-পন্থার* দ্বারা—তর্ক এবং বিচারের দ্বারা—জানতে চায়। কিন্তু চিন্ময় বিষয় সেইভাবে জানা যায় না। পক্ষান্তরে, *অবরোহ-পন্থা* বা জ্ঞানের অবতরণের পন্থা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। তাই পরম্পরার ধারা স্বীকার করা অবশ্য কর্তব্য। এবং শ্রেষ্ঠ পরম্পরা হচ্ছে সেই পরম্পরা, যা শ্রীকৃষ্ণ থেকে শুরু হয়েছে (*এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্*)। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলেন যে, আমাদের গ্রহণ করা কর্তব্য (*ইমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ*)। তাকে বলা হয় *অবরোহ-পন্থা*।

ব্রহ্মা কিন্তু আরোহ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি তাঁর সীমিত শক্তির দ্বারা ভগবানকে জানতে চেয়েছিলেন, এবং তাই তিনি মোহিত হয়েছিলেন। সকলেই তার জ্ঞানের আনন্দ উপভোগ করতে চায়। সকলেই মনে করে, "আমি কিছু জানি।" কিন্তু কৃষ্ণের উপস্থিতিতে এই ধারণা বজায় থাকতে পারে না, কারণ শ্রীকৃষ্ণকে কখনও প্রকৃতির সীমার মধ্যে নিয়ে আসা যায় না। অবশ্যই ভগবানের শরণাগত হতে হবে। এ ছাড়া আর অন্য কোন গতি নেই।

ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। এই শরণাগতিই কৃষ্ণভক্তি এবং মায়াবাদীদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে।

অতন্নিরসন শব্দটি অবান্তর বস্তুর নিরাকরণ ইঙ্গিত করে। (*অতৎ* শব্দটির অর্থ "যা সত্য নয়")। ব্রহ্মকে কখনও কখনও *অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্* বলে বর্ণনা করা হয়, অর্থাৎ 'যা বৃহৎ নয় এবং ক্ষুদ্র নয়, যা হ্রস্ব নয় এবং দীর্ঘ নয়।' (*বৃহদারণ্যক উপনিষদ্* ৫/৮/৮) নেতি নেতি—"এটি নয়, ওটি নয়।" কিন্তু এটি কি? একটি কলমের বর্ণনা করে কেউ বলতে পারে, "এটি নয়, ওটি নয়" কিন্তু সেটি যে প্রকৃতপক্ষে কি তার বর্ণনা পাওয়া যায় না। এটিকে বলা নিষেধাত্মক সংজ্ঞা। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণও নিষেধাত্মক সংজ্ঞার দ্বারা আত্মাকে বিশ্লেষণ করেছেন। *ন জায়তে ম্রিয়তে বা*—"তার জন্ম হয় না এবং কখনও তার মৃত্যুও হয় না। এর বেশি আর কিছু জানা যায় না।" কিন্তু সেটি কি? তা নিত্য। *অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*—"আত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত, অমর এবং চিরপুরাতন। দেহটিকে হত্যা করা হলেও আত্মাকে হত্যা করা যায় না।" (*ভগবদ্গীতা* ২/২০) শুরুতে আত্মাকে বোঝা অত্যন্ত কঠিন, এবং তাই শ্রীকৃষ্ণ নিষেধাত্মক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥

"আত্মাকে অস্ত্রের দ্বারা কাটা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না, জলে ভেজানো যায় না, অথবা হাওয়াতে শুকানোও যায় না।" (*ভগবদ্গীতা* ২/২৩) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "তাকে আগুন দিয়ে দহন করা যায় না।" অতএব কল্পনা করতে হয়, এটি কি, যা আগুন দিয়ে জ্বালানো যায় না। এটি একটি নিষেধাত্মক সংজ্ঞা।

শ্লোক ৫৮

ততোঽর্বাক্ প্রতিলব্ধাক্ষঃ কঃ পরেতবদুত্থিতঃ ।
কৃচ্ছ্রাদুন্মীল্য বৈ দৃষ্টীরাচষ্টেদং সহাত্মনা ॥ ৫৮ ॥

ততঃ—তখন; **অর্বাক্**—বাহ্য; **প্রতিলব্ধ-অক্ষঃ**—চেতনা লাভ করে; **কঃ**—ব্রহ্মা; **পরেত-বৎ**—মৃত ব্যক্তির মতো; **উত্থিতঃ**—উঠে দাঁড়িয়েছিলেন; **কৃচ্ছ্রাৎ**—অতি কষ্টে; **উন্মীল্য**—উন্মীলিত করে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **দৃষ্টীঃ**—তাঁর চক্ষু; **আচষ্ট**—তিনি দেখেছিলেন; **ইদম্**—এই ব্রহ্মাণ্ড; **সহ-আত্মনা**—তিনি সহ।

অনুবাদ

তখন ব্রহ্মা বাহ্যচেতনা লাভ করে, মৃত ব্যক্তির বেঁচে ওঠার মতো উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। অতি কষ্টে তাঁর চক্ষু উন্মীলিত করে, তিনি নিজেকে সহ এই ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে আমাদের মৃত্যু হয় না। মৃত্যুর সময় কিছু কালের জন্য আমরা কেবল নিদ্রিত অবস্থায় মতো নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকি। রাত্রে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি, এবং তখন আমাদের সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু জেগে ওঠা মাত্রই আমাদের স্মৃতিশক্তি ফিরে আসে এবং আমরা চিন্তা করতে শুরু করি, "ওঃ আমি কোথায়"? আমাকে কি করতে হবে? একে বলা হয় *সুপ্তোত্থিত-ন্যায়*। মনে করা হোক আমাদের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর অর্থ কিছু সময়ের জন্য নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়া এবং তারপর আবার আমরা আমাদের কার্যকলাপ শুরু করি। আমাদের কর্ম এবং স্বভাব অনুসারে, এইভাবে জন্ম-জন্মান্তরে চলতে থাকে। এখন, এই মনুষ্যজীবনে আমরা যদি আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ শুরু করার দ্বারা নিজেদের প্রস্তুত করি, তা হলে আমরা চরম সিদ্ধি লাভ করে আমাদের প্রকৃত জীবনে ফিরে যেতে পারব। তা না হলে কর্ম, স্বভাব, প্রকৃতি ইত্যাদি অনুসারে আমাদের বিভিন্ন প্রকার জীবন এবং কার্যকলাপ ক্রমান্বয়ে চলতে থাকবে, এবং সেই অনুসারে আমাদের জন্ম এবং মৃত্যুও হবে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, *মায়ার বশে যাচ্ছ ভেসে, খাচ্ছ হাবুডুবু ভাই*। আমাদের আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হওয়া কর্তব্য। তা হলে আমাদের যা কিছু কার্যকলাপ তা নিত্যত্ব লাভ করবে। *কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ*—বহু চজন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত পুণ্যকর্মের ফলে এই স্তর লাভ হয়। *জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে* (*চৈঃ চঃ মধ্য* ৮/৭০)। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন কোটি জন্ম জন্ম-মৃত্যুর চক্র বন্ধ করতে চায়। এক জন্মে সব কিছু সংশোধন করে নিত্যজীবন লাভ করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। এটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার অমৃত।

শ্লোক ৫৯

সপদ্যেবাভিতঃ পশ্যন্ দিশোঽপশ্যৎ পুরঃস্থিতম্ ।
বৃন্দাবনং জনাজীব্যদ্রুমাকীর্ণং সমাপ্রিয়ম্ ॥ ৫৯ ॥

সপদি—তৎক্ষণাৎ; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অভিতঃ**—চতুর্দিকে; **পশ্যন্**—দৃষ্টিপাত করে; **দিশাঃ**—দিকে; **অপশ্যৎ**—ব্রহ্মা দেখেছিলেন; **পুরঃ-স্থিতম্**—তাঁর সম্মুখে অবস্থিত;

বৃন্দাবনম্—বৃন্দাবন; **জন-আজীব্য-দ্রুম-আকীর্ণম্**—বৃক্ষে পরিপূর্ণ, যা ছিল সেখানকার অধিবাসীদের জীবিকার উপায়; **সমা-প্রিয়ম্**—এবং যা ছিল সর্ব ঋতুতে সমান সুখদায়ক।

অনুবাদ

তারপর, চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে ব্রহ্মা তাঁর সম্মুখে সেখানকার অধিবাসীদের জীবিকার উপায়স্বরূপ বৃক্ষে পরিপূর্ণ সর্ব ঋতুতে সমান সুখদায়ক বৃন্দাবন ধাম দর্শন করলেন।

তাৎপর্য

জনাজীব্যদ্রুমাকীর্ণম্—বৃক্ষ এবং বনস্পতি অপরিহার্য, এবং তারা সারা বছর, সর্ব ঋতুতে সুখদায়ক। বৃন্দাবনে সেই ব্যবস্থা রয়েছে। এমন নয় যে, বৃক্ষগুলি এক ঋতুতে সুখদায়ক এবং অন্য ঋতুতে সুখদায়ক নয়; পক্ষান্তরে তারা ঋতুর পরিবর্তনেও সমান সুখদায়ক। বৃক্ষ এবং বনস্পতি সকলেরই জীবিকা নির্বাহের উপায়স্বরূপ নির্ধারিত হয়েছে। *সর্বকামদুঘা মহী* (ভাগবত ১/১০/৪)। কলকারখানা নয়, বৃক্ষ এবং বনস্পতিই জীবিকা নির্বাহের প্রকৃত উপায়।

শ্লোক ৬০

যত্র নৈসর্গদুর্বৈরাঃ সহাসন্ নৃমৃগাদয়ঃ ।
মিত্রাণীবাজিতাবাসদ্রুতরুট্তর্ষকাদিকম্ ॥ ৬০ ॥

যত্র—যেখানে; **নৈসর্গ**—প্রকৃতির দ্বারা; **দুর্বৈরাঃ**—শত্রুভাবাপন্ন; **সহ আসন্**—একত্রে বাস করে; **নৃ**—মানুষ; **মৃগ-আদয়ঃ**—এবং পশু; **মিত্রাণি**—বন্ধু; **ইব**—সদৃশ; **অজিত**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **আবাস**—বাসস্থান; **দ্রুত**—পলায়ন করেছে; **রুট্**—ক্রোধ; **তর্ষক-আদিকম্**—তৃষ্ণা প্রভৃতি।

অনুবাদ

বৃন্দাবন ভগবানের চিন্ময় ধাম, যেখানে ক্ষুধা, তৃষ্ণা অথবা ক্রোধ নেই। সেখানে স্বাভাবিক শত্রুভাবাপন্ন মানুষ এবং হিংস্র পশুরা পরস্পরের প্রতি চিন্ময় বন্ধুত্ব সহকারে একত্রে বাস করে।

তাৎপর্য

বন শব্দটির অর্থ 'অরণ্য'। আমরা সাধারণত অরণ্যকে ভয় করি এবং সেখানে যেতে চাই না। কিন্তু বৃন্দাবনের পশুরা দেবতাদের মতো, কারণ তাদের মধ্যে হিংসা নেই। এমন কি জড় জগতেও বনে পশুরা একত্রে বাস করে, এবং তারা যখন জলপান করতে যায়, তখন তারা কাউকে আক্রমণ করে না। হিংসার উদয় হয় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনা থেকে, কিন্তু বৃন্দাবনে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা নেই, কারণ সেখানে সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করা। এমন কি এই জড় জগতেও, বৃন্দাবনের পশুরা সেখানে যে সমস্ত সাধুরা বাস করেন, তাঁদের প্রতি হিংসা করে না। সাধুরা গো পালন করেন, এবং "এখানে এসে একটু দুধ খেয়ে যাও" বলে বাঘদের দুধ দেন। এইভাবে বৃন্দাবনে হিংসা এবং মাৎসর্য নেই। বৃন্দাবন এবং সাধারণ জগতের মধ্যে এটিই পার্থক্য। আমরা সাধারণত বন-জঙ্গলের কথা শোনামাত্রই ভয় পাই, কিন্তু বৃন্দাবনে সে রকম কোন ভয় নেই। সেখানে সকলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসাধন করে সুখী। *কৃষ্ণোৎকীর্তনগাননর্তনপরৌ*। গোস্বামী হোন, অথবা সিংহ অথবা অন্য কোন হিংস্র পশু হোক, সকলেরই একমাত্র কার্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধান করা। এমন কি সেখানে বাঘেরাও ভক্ত। এটিই বৃন্দাবনের বিশেষ গুণ। বৃন্দাবনে সকলেই সুখী। গোবৎসরা সুখী, বিড়ালেরা সুখী, কুকুরেরা সুখী, মানুষেরা সুখী—সকলেই সুখী। সকলেই চান তাঁর ক্ষমতা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে, এবং তাই হিংসা নেই। কেউ কখনও মনে করতে পারে যে, বৃন্দাবনের বানরেরা মাৎসর্য পরায়ণ, কারণ তারা কখনও কখনও খাবার চুরি করে উৎপাত করে, কিন্তু বৃন্দাবনে আমরা দেখতে পাই যে, বানরদেরও মাখন দেওয়া হয়, যা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিতরণ করতেন। কৃষ্ণ স্বয়ং দেখিয়ে গেছেন যে, সকলেরই বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। সেটিই বৃন্দাবনের জীবন। আমরা কেন মনে করব যে, আমি বেঁচে থাকব আর তুমি মরে যাবে? না, সেটি জড়-জাগতিক জীবন। বৃন্দাবনের অধিবাসীরা মনে করেন, "শ্রীকৃষ্ণ যা কিছু দিয়েছেন, আমরা তাঁর প্রসাদরূপে তা ভাগ করে খাব।" এই ধরনের মনোভাব হঠাৎ উৎপন্ন হয় না, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতের ফলে তা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। সাধনার দ্বারা এই স্তরে উন্নীত হওয়া যায়।

এই জড় জগতে বিনামূল্যে আহার বিতরণ করার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যাদের খাবার দেওয়া হচ্ছে, তারা মর্ম উপলব্ধি না করতেও পারে। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতের মহিমা হচ্ছে, তার মর্ম মানুষ ক্রমশ উপলব্ধি করতে পারবে। যেমন সাউথ আফ্রিকার ডারবান শহরে

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের একটি মন্দির সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে ডারবান পোস্টে লেখা হয়েছে—"এখানকার সমস্ত ভক্তরাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে যুক্ত, এবং তার ফলস্বরূপ স্পষ্টভাবে দেখা যায়—সুখ, সুন্দর স্বাস্থ্য, মনের শান্তি এবং সমস্ত সদ্‌গুণের বিকাশ।" এটিই বৃন্দাবনের প্রকৃতি। *হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ*—কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত সুখলাভ করা অসম্ভব। মানুষ সুখের জন্য বিভিন্নভাবে সংগ্রাম করে যেতে পারে, কিন্তু তারা সুখলাভ করতে পারবে না। আমরা তাই মানব-সমাজকে ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে সুখ, সুন্দর স্বাস্থ্য, মনের শান্তি এবং সমস্ত সদ্‌গুণ সমন্বিত জীবন লাভের সুযোগ প্রদান করার চেষ্টা করছি।

শ্লোক ৬১

তত্রোদ্বহৎ পশুপবংশশিশুত্বনাট্যং
ব্রহ্মাদ্বয়ং পরমনন্তমগাধবোধম্ ।
বৎসান্ সখীনিব পুরা পরিতো বিচিন্ব-
দেকং সপাণিকবলং পরমেষ্ঠ্যচষ্ট ॥ ৬১ ॥

তত্র—সেখানে (বৃন্দাবনে); **উদ্বহৎ**—ধারণ করে; **পশুপ-বংশ-শিশুত্ব-নাট্যম্**—গোপ-বংশে শিশুর লীলা অভিনয় (শ্রীকৃষ্ণের অন্য একটি নাম গোপাল অর্থাৎ তিনি গাভীদের পালন করেন); **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **অদ্বয়ম্**—অদ্বিতীয়; **পরম্**—পরম; **অনন্তম্**—অসীম; **অগাধ-বোধম্**—অনন্ত জ্ঞান সমন্বিত; **বৎসান্**—গোবৎসগণ; **সখীন্**—এবং তাঁর সখা গোপবালকগণ; **ইব পুরা**—পূর্বের মতো; **পরিতঃ**—সর্বত্র; **বিচিন্বৎ**—অন্বেষণ করে; **একম্**—একা; **স-পাণি-কবলম্**—তার হাতে অন্নগ্রাস গ্রহণ করে; **পরমেষ্ঠী**—ব্রহ্মা; **অচষ্ট**—দেখেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর ব্রহ্মা দেখলেন যে, অদ্বিতীয়, পূর্ণ জ্ঞানময়, অসীম পরমব্রহ্ম গোপবংশে একটি শিশুর ভূমিকা অবলম্বন করে একাকী, তাঁর হাতে অন্নগ্রাস ধারণ করে, ঠিক পূর্বের মতো সর্বত্র গোবৎস এবং তাঁর সখা গোপবালকদের অন্বেষণ করছেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অগাধবোধম্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, যার অর্থ 'পূর্ণ জ্ঞানময়'। ভগবানের জ্ঞান অসীম, এবং তাই সেই জ্ঞানের অবধি কেউ স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না, ঠিক যেভাবে সমুদ্রকে মাপা যায় না। সমুদ্রের বিশাল জলরাশির তুলনায় আমাদের

জ্ঞানের অবধি কতটুকু? আমেরিকায় যাওয়ার সময় আমি দেখেছি আমাদের জাহাজটি কত নগণ্য। বিশাল সমুদ্রের বুকে তাকে একটি দেশলাইয়ের বাক্সের মতো মনে হচ্ছিল। শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধি সমুদ্রের মতো। কেউ কল্পনা পর্যন্ত করতে পারে না তা কত বিশাল। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া। কখনই শ্রীকৃষ্ণকে মাপার চেষ্টা করা উচিত নয়।

অদ্বয়ম্ শব্দটিও মহত্ত্বপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে, 'অদ্বিতীয়'। ব্রহ্মা যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের মায়ার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়েছিলেন, তাই তিনি নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছিলেন। এই জড় জগতে সকলেই মনে করে, "আমি এই পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। আমি সব কিছু জানি।" মানুষ মনে করে, "আমি কেন *ভগবদ্গীতা* পাঠ করব? আমি সব কিছু জানি। আমার নিজের সিদ্ধান্ত রয়েছে।" ব্রহ্মা কিন্তু জানতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ*। তাই শ্রীকৃষ্ণের আর এক নাম পরমেশ্বর।

এখন ব্রহ্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে গোপবালক রূপে দর্শন করছিলেন। কৃষ্ণ তাঁর ঐশ্বর্য প্রদর্শন না করে, একটি অবোধ বালকের মতো হাতে অন্নগ্রাস নিয়ে ইতস্তত তাঁর গোপসখা এবং গোবৎসদের অন্বেষণ করছিলেন। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে ঐশ্বর্যপর চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে দর্শন করেননি, তিনি তাঁকে এক অবোধ বালকরূপে দর্শন করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, যদিও কৃষ্ণ তাঁর ঐশ্বর্য প্রদর্শন করছিলেন না, তবুও তিনি হচ্ছেন পরমপুরুষ। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ আশ্চর্যজনক কোন কিছু প্রদর্শন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তাদের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারে না, কিন্তু এখানে, কৃষ্ণ আশ্চর্যজনক কোন কিছু প্রদর্শন না করলেও, ব্রহ্মা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সমগ্র সৃষ্টির ঈশ্বর হলেও, সেই আশ্চর্যজনক পুরুষটি এখানে একজন সাধারণ শিশুর মতো বিরাজ করছেন। তাই ব্রহ্মা প্রার্থনা করেছিলেন, *গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি*—"আপনি আদি পুরুষ, আপনি সর্বকারণের পরম কারণ। আমি আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি।" এটিই ছিল তাঁর উপলব্ধি। *তমহং ভজামি*। এটিরই প্রয়োজন। *বেদেষু দুর্লভম্*—কেবল বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌঁছানো যায় না। *অদুর্লভমাত্মভক্তৌ*—কিন্তু কেউ যখন তাঁর ভক্ত হন, তখন তিনি তাঁকে উপলব্ধি করতে পারেন। ব্রহ্মা তাই ভক্ত হয়েছিলেন। প্রথমে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর ব্রহ্মা হওয়ার গর্বে গর্বিত হয়েছিলেন, কিন্তু এখন তিনি বুঝতে পেরেছেন, "ইনিই হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর। আমি একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকার মতো নগণ্য। *গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি*।"

শ্রীকৃষ্ণ একজন নাটকের অভিনেতার মতো অভিনয় করছিলেন। যেহেতু ব্রহ্মার এই মনে করে অহঙ্কার হয়েছিল যে, তাঁর কিছু শক্তি রয়েছে, তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে তাঁর প্রকৃত স্থিতি প্রদর্শন করেছিলেন। এমনই একটি ঘটনা ঘটেছিল, যখন ব্রহ্মা দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন। দ্বারপাল যখন শ্রীকৃষ্ণকে জানিয়েছিলেন যে, ব্রহ্মা এসেছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কোন ব্রহ্মা? তাঁকে জিজ্ঞাসা কর কোন্ ব্রহ্মা।" দ্বারপাল যখন ব্রহ্মাকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন ব্রহ্মা আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, "আমি ছাড়া কি অন্য আর কোন ব্রহ্মা রয়েছে?" দ্বারপাল যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানিয়েছিলেন যে, চতুর্মুখ ব্রহ্মা এসেছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, "ওঃ চতুর্মুখ। অন্যদেরও ডাক। ওকে দেখাও।" এইটিই কৃষ্ণের স্থিতি। শ্রীকৃষ্ণের কাছে চতুর্মুখ ব্রহ্মা নগণ্য, সুতরাং 'চতুর্মুখ বৈজ্ঞানিকদের' আর কি কথা। জড় বৈজ্ঞানিকেরা মনে করে যে, এই পৃথিবী যদিও ঐশ্বর্যে পূর্ণ, অন্য সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রগুলি শূন্য। যেহেতু তারা কেবল মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনা করে, তাই এটিই হচ্ছে তাদের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে আমরা জানতে পারি যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র জীবে পূর্ণ। তাই এটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিকদের মূর্খতা—যদিও তারা কিছুই জানে না, তবুও তারা নিজেদের বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং জ্ঞানী বলে প্রতিষ্ঠা করে মানুষদের বিপথে পরিচালিত করে।

শ্লোক ৬২

দৃষ্ট্বা ত্বরেণ নিজধোরণতোঽবতীর্য
পৃথ্ব্যাং বপুঃ কনকদণ্ডমিবাভিপাত্য ।
স্পৃষ্ট্বা চতুর্মুকুটকোটিভিরঙ্ঘ্রিযুগ্মং
নত্বা মুদশ্রুসুজলৈরকৃতাভিষেকম্ ॥ ৬২ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **ত্বরেণ**—শীঘ্র, দ্রুতবেগে; **নিজ-ধোরণতঃ**—তাঁর হংসবাহন থেকে; **অবতীর্য**—নেমে এসেছিলেন; **পৃথ্ব্যাম্**—ভূমিতে; **বপুঃ**—তাঁর দেহ; **কনক-দণ্ডম্ ইব**—স্বর্ণ দণ্ডের মতো; **অভিপাত্য**—পতিত হয়েছিলেন; **স্পৃষ্ট্বা**—স্পর্শ করে; **চতুঃ-মুকুট-কোটিভিঃ**—তাঁর চারটি মুকুটের অগ্রভাগের দ্বারা; **অঙ্ঘ্রি-যুগ্মম্**—দুটি চরণকমল; **নত্বা**—প্রণতি নিবেদন করে; **মুৎ-অশ্রু-সুজলৈঃ**—আনন্দাশ্রুর দ্বারা; **অকৃত**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **অভিষেকম্**—তাঁর চরণকমল বিধৌত করার উৎসব।

অনুবাদ

তা দর্শন করে ব্রহ্মা দ্রুত তাঁর হংসবাহন থেকে নেমে এসে, স্বর্ণদণ্ডের মতো ভূমিতে পতিত হয়ে তাঁর মস্তকের চারটি মুকুটের অগ্রভাগের দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতি নিবেদন করে, তিনি তাঁর আনন্দাশ্রু জলে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের অভিষেক করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা একটি দণ্ডের মতো প্রণতি নিবেদন করেছিলেন, এবং যেহেতু তাঁর অঙ্গকান্তি স্বর্ণবর্ণ, তাই তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে পতিত একটি স্বর্ণদণ্ডের মতো মনে হচ্ছিল। কেউ যখন তাঁর গুরুজনের সমক্ষে ভূপতিত হয়ে প্রণতি নিবেদন করেন, তাকে বলা হয় দণ্ডবৎ। অর্থাৎ দণ্ডসদৃশ। এমন নয় যে, কেবল মুখেই বলা হবে 'দণ্ডবৎ'। বরং, ভূপতিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। এইভাবে ভূপতিত হয়ে ব্রহ্মা তাঁর মস্তকের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করেছিলেন, এবং তাঁর আনন্দাশ্রুর দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের অভিষেক করেছিলেন।

ব্রহ্মার সম্মুখে যিনি একজন নরশিশুর মতো প্রকট হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে পরব্রহ্ম (*ব্রহ্মেতি, পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে*)। ভগবান নরাকৃতি; অর্থাৎ তাঁর রূপ একটি মানুষের মতো, তিনি চতুর্ভুজ নন। নারায়ণ চতুর্ভুজ, কিন্তু স্বয়ং ভগবানের রূপ একটি মানুষের মতো। সেই কথা বাইবেলেও প্রতিপন্ন হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, ভগবানের রূপ অনুসারে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

ব্রহ্মা দেখেছিলেন যে, গোপবালকরূপী শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমব্রহ্ম, সর্বকারণের পরম কারণ, কিন্তু তিনি এখন এক সাধারণ নরশিশুর মতো হাতে অন্নগ্রাস নিয়ে বৃন্দাবনে বিচরণ করছেন। আশ্চর্যান্বিত হয়ে ব্রহ্মা তখন তাঁর হংসবাহন থেকে নেমে এসে ভূমিতে দণ্ডবৎ করেছিলেন। সাধারণত দেবতারা ভূমি স্পর্শ করেন না, কিন্তু ব্রহ্মা স্বেচ্ছায় তাঁর দেবতার সম্মান পরিত্যাগ করে, শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে ভূপতিত হয়ে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। যদিও ব্রহ্মার চারটি মস্তক চারদিকে স্থাপিত, তবুও তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর সব কটি মস্তক নিম্নমুখী করে, তাঁর মুকুটের অগ্রভাগের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করেছিলেন। যদিও তাঁর বুদ্ধি চতুর্দিকে কার্য করে, তবুও তিনি বালক শ্রীকৃষ্ণের কাছে সব কিছু সমর্পণ করেছিলেন।

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মা তাঁর অশ্রুজলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম ধৌত করেছিলেন, এবং এখানে *মুজলৈঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, তাঁর অশ্রু পবিত্র

হয়েছিল। ভক্তি উদয় হওয়া মাত্রই সব কিছু পবিত্র হয়ে যায় (*সর্বোপাধি-বিনির্মুক্তম্*)। তাই ব্রহ্মার ক্রন্দন ছিল *ভক্ত্যনুভাব* অর্থাৎ দিব্য প্রেমানন্দের এক প্রকার বিকার।

শ্লোক ৬৩

উত্থায়োত্থায় কৃষ্ণস্য চিরস্য পাদয়োঃ পতন্ ।
আস্তে মহিত্বং প্রাগ্‌দৃষ্টং স্মৃত্বা স্মৃত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ৬৩ ॥

উত্থায় উত্থায়—বার বার উঠে; **কৃষ্ণস্য**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **চিরস্য**—দীর্ঘকাল; **পাদয়োঃ**—শ্রীপাদপদ্মে; **পতন্**—পতিত হয়ে; **আস্তে**—অবস্থান করছিলেন; **মহিত্বম্**—মহিমা; **প্রাক্-দৃষ্টম্**—যা তিনি পূর্বে দর্শন করেছিলেন; **স্মৃত্বা স্মৃত্বা**—বার বার স্মরণ করে; **পুনঃ পুনঃ**—বারংবার।

অনুবাদ

দীর্ঘকাল বার বার শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে পতিত হয়ে এবং উঠে দাঁড়িয়ে প্রণতি নিবেদন করে, ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা যা তিনি পূর্বে দর্শন করেছিলেন, তা বার বার স্মরণ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

একটি প্রার্থনায় বলা হয়েছে—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে
ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥

"সংসারভয়ে ভীত হয়ে অন্যেরা বেদ, স্মৃতি এবং মহাভারত পাঠ করুক, আমি কেবল নন্দ মহারাজের বন্দনা করি, যাঁর অলিন্দে পরমব্রহ্ম খেলা করেন। নন্দ মহারাজ এতই মহান যে, পরমব্রহ্ম তাঁর অঙ্গনে খেলা করেন, এবং তাই আমি তাঁকে বন্দনা করব।" (*পদ্যাবলী* ১২৬)

ব্রহ্মা আনন্দে ভূপতিত হচ্ছিলেন। ঠিক একটি নরশিশুর মতো ভগবান যেহেতু তাঁর সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন, তাই ব্রহ্মা স্বাভাবিকভাবেই আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তাই ভগবানকে চিনতে পেরে, তিনি গদ্‌গদ স্বরে তাঁকে প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৬৪

শনৈরথোত্থায় বিমৃজ্য লোচনে
মুকুন্দমুদ্বীক্ষ্য বিনম্রকন্ধরঃ ।
কৃতাঞ্জলিঃ প্রশ্রয়বান্ সমাহিতঃ
সবেপথুর্গদ্গদয়ৈলতেলয়া ॥ ৬৪ ॥

শনৈঃ—ধীরে ধীরে; **অথ**—তখন; **উত্থায়**—উঠে; **বিমৃজ্য**—মুছে; **লোচনে**—তাঁর চোখ দুটি; **মুকুন্দম্**—মুকুন্দ বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **উদ্বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **বিনম্র-কন্ধরঃ**—অবনত কন্ধরে; **কৃত-অঞ্জলিঃ**—হাতজোড় করে; **প্রশ্রয়-বান্**—অত্যন্ত বিনীত; **সমাহিতঃ**—একাগ্রচিত্তে; **স-বেপথুঃ**—কম্পিত শরীরে; **গদ্গদয়া**—গদ্গদ স্বরে; **ঐলত**—ব্রহ্মা স্তব করতে শুরু করেছিলেন; **ঈলয়া**—বাক্যের দ্বারা।

অনুবাদ

তখন ধীরে ধীরে উঠে তাঁর চোখ দুটি মুছে ব্রহ্মা মুকুন্দকে দর্শন করেছিলেন। তারপর অবনত মস্তকে, একাগ্রচিত্তে, কম্পিত কলেবরে, গদ্গদ স্বরে এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে ব্রহ্মা তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

অত্যন্ত আনন্দিত হওয়ার ফলে ব্রহ্মার চোখ থেকে তখন অশ্রু ঝরে পড়ছিল এবং সেই অশ্রুর দ্বারা তিনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম ধৌত করেছিলেন। তিনি বার বার ভূপতিত হয়ে এবং উঠে দাঁড়িয়ে ভগবানের অদ্ভুত কার্যকলাপ স্মরণ করেছিলেন। দীর্ঘকাল এইভাবে বার বার প্রণতি নিবেদন করে ব্রহ্মা তাঁর হাত দিয়ে চোখের জল মুছেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, *লোচনে* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, তিনি তাঁর দুই হাত দিয়ে তাঁর চার মুখের চক্ষুদ্বয় মার্জন করেছিলেন। ভগবানকে তাঁর সম্মুখে দর্শন করে ব্রহ্মা অত্যন্ত বিনীতভাবে, শ্রদ্ধা সহকারে এবং একাগ্রচিত্তে ভগবানের স্তব করতে শুরু করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'ব্রহ্মা কর্তৃক গোপবালক এবং গোবৎস হরণ' নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

চতুর্দশ অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মার স্তব

শ্রীনন্দনন্দন রূপেও পরিচিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিবেদিত ব্রহ্মার স্তব এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য ব্রহ্মা প্রথমে তাঁর চিন্ময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুষমা-সৌন্দর্যের স্তুতি করেন এবং অভিব্যক্ত করেন যে, তাঁর ঐশ্বর্য থেকেও তাঁর মাধুর্যের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা অধিকতর দুরূহ। কেবলমাত্র বৈদিক তত্ত্ববিদগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত অপ্রাকৃত শব্দ শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে ভগবৎ-ভক্তির পন্থার দ্বারাই পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারা যায়। বৈদিক বিধির পরিধির বাইরে কোনও পন্থার দ্বারা ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র।

অনন্ত চিন্ময় গুণাবলীর উৎসস্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানের রহস্য অচিন্তনীয়; এমন কি নির্বিশেষ ব্রহ্ম থেকেও তা হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। তাই কেবলমাত্র ভগবানের কৃপার দ্বারাই তাঁর মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারা যায়। অবশেষে এই কথা উপলব্ধি করে, ব্রহ্মা বারে বারে নিজ কৃতকর্মের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন এবং স্বীকার করলেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তিম আশ্রয়স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মার নিজ পিতা আদি নারায়ণ। এভাবেই ব্রহ্মা ভগবানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন।

ব্রহ্মা তারপর পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য ঐশ্বর্যের মহিমা কীর্তন করে, ব্রহ্মা ও শিব থেকে ভগবান বিষ্ণুর পার্থক্য, পরমেশ্বর ভগবানের দেবতা, পশু আদি শরীরে অবতরণের কারণ, পরমেশ্বর ভগবানের লীলার নিত্যত্ব এবং জড় জগতের অনিত্যত্বের বর্ণনা করলেন। পরমেশ্বর ভগবানকে প্রকৃত স্বরূপে জানার মাধ্যমে স্বতন্ত্র চিন্ময় আত্মা বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, বন্ধন ও মুক্তি উভয়ই অবাস্তব, কারণ তা কেবল জীবাত্মার বদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি, যার ফলে তা বন্ধন ও মুক্তি বলে প্রতিভাত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপকে মায়িক জ্ঞান করে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা তাঁর শ্রীপাদপদ্ম প্রত্যাখ্যান করে অন্যত্র পরমতত্ত্ব লাভের সন্ধান করে। কিন্তু তাদের এই সন্ধানের নিষ্ফলতাই তাদের নির্বুদ্ধিতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। বস্তুত পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্ব তাঁর কৃপা ব্যতীত জানার কোন উপায় নেই।

এই সিদ্ধান্তে স্থিত হয়ে, ব্রহ্মা ব্রজবাসীগণের পরম সৌভাগ্যের কথা বিশ্লেষণ করলেন এবং তারপর সেখানে একটি তৃণ, গুল্ম কিম্বা লতা হয়েও জন্মগ্রহণ করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থনা জানালেন। বাস্তবিকপক্ষে, বৃন্দাবন-বাসীদের গৃহগুলি

ভবসংসারের কারাগার নয়, বরং তা জ্ঞানী ও যোগীদেরও ঈর্ষণীয় বাসভূমি। অপরপক্ষে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধশূন্য যে কোনও গৃহই আসলে এক-একটি ভবকারাগার। অবশেষে, পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করে, বার বার তাঁর স্তব করতে করতে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে, ব্রহ্মা প্রস্থান করলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন ব্রহ্মা কর্তৃক অপহৃত পশুদের একত্রিত করে তাদের যমুনাতটে নিয়ে গেলেন, যেখানে গোপবালকেরা মধ্যাহ্নভোজনে রত ছিলেন। সেই একই সহচরবৃন্দ, যাঁরা পূর্বে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাই এখন সেখানে বসে রয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তির প্রভাবে যা ঘটেছিল, সেই সম্বন্ধে তাঁরা কিছুই অবগত ছিলেন না। তাই শ্রীকৃষ্ণ যখন গোবৎসদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন, গোপবালকেরা তাঁকে বললেন, "তুমি এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে! ভালই হয়েছে। তুমি চলে যাওয়ার পর এক গ্রাস খাবারও আমরা গ্রহণ করতে পারিনি, তা হলে এস, এখন খাওয়া যাক।"

গোপবালকদের কথা শুনে হাসতে হাসতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে তাঁর ভোজন শুরু করলেন। খেতে খেতে কৃষ্ণ তাঁর তরুণ সখাদের অজগর সাপের চামড়াটি দেখালেন এবং তখন বালকেরা মনে করলেন, "কৃষ্ণ এখনই এই ভয়ঙ্কর সাপটিকে মেরেছে।" অবশ্য, পরে তাঁরা বৃন্দাবনবাসীদের কাছে কৃষ্ণের অঘাসুর বধের ঘটনাটি বর্ণনা করেছিলেন। এভাবেই গোপবালকেরা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা (১ থেকে ৫ বৎসর বয়স) বর্ণনা করেছিল, যদিও তাঁর পৌগণ্ডলীলা (৬ থেকে ১০ বৎসর বয়স) শুরু হয়ে গিয়েছিল।

গোপীরা তাঁদের নিজ পুত্রদের থেকেও কিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে বেশি ভালবাসতেন, তার কারণ বিশ্লেষণ করে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই অধ্যায় শেষ করেছেন।

শ্লোক ১

শ্রীব্রহ্মোবাচ

নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায় ।
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায় ॥ ১ ॥

শ্রীব্রহ্মা উবাচ—শ্রীব্রহ্মা বললেন; **নৌমি**—আমি স্তুতি নিবেদন করি; **ঈড্য**—হে পরম আরাধ্য; **তে**—আপনাকে; **অভ্র**—ঘন মেঘের মতো; **বপুষে**—যাঁর দেহ;

তড়িৎ—বিদ্যুতের মতো; **অম্বরায়**—যাঁর পরিধেয়; **গুঞ্জা**—কুঁচ ফল; **অবতংস**—কর্ণভূষণ-যুক্ত; **পরিপিচ্ছ**—এবং শিখিপুচ্ছ; **লসৎ**—দীপ্যমান; **মুখায়**—যাঁর মুখমণ্ডল; **বন্যস্রজে**—বনমালা ভূষিত হয়ে; **কবল**—এক গ্রাস অন্ন; **বেত্র**—বেত; **বিষাণ**—মহিষের শিঙের শিঙা; **বেণু**—এবং বাঁশি; **লক্ষ্ম**—বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত; **শ্রিয়ে**—যাঁর সৌন্দর্য; **মৃদু**—কোমল; **পদে**—যাঁর পদযুগল; **পশুপ**—গোপরাজ (নন্দ মহারাজের); **অঙ্গজায়**—নন্দন।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা বললেন—হে প্রভু, আপনিই পরম আরাধ্য পরমেশ্বর ভগবান, তাই আপনার সন্তুষ্টিবিধানের জন্য আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম ও স্তুতি নিবেদন করছি। হে নন্দনন্দন, আপনার দিব্য দেহ নব ঘনশ্যামবর্ণ মেঘের মতো, আপনার পরিধেয় বস্ত্র বিদ্যুতের মতো দীপ্যমান এবং কুঁচফল বিরচিত আপনার কর্ণভূষণ ও মস্তকের শিখিপুচ্ছের দ্বারা আপনার মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বিবিধ বনফুলের মালা ধারণ করে এবং পাচনবাড়ি, বিষাণ ও বেণুর দ্বারা ভূষিত হয়ে, আপনার হাতে এক গ্রাস অন্ন নিয়ে আপনি সুন্দরভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গোপসখা ও গোবৎসদের চুরি করে তাঁকে মোহিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের সামান্য অতীন্দ্রিয় শক্তি প্রদর্শনের দ্বারা ব্রহ্মা নিজেই সম্পূর্ণভাবে মোহিত হয়েছিলেন এবং এখন পরম বিনয় ও ভক্তির সহকারে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি ও স্তব নিবেদন করছেন।

এই শ্লোকে *কবল* শব্দটিতে দধি মিশ্রিত এক গ্রাস অন্নকে উল্লেখ করা হয়েছে যা কৃষ্ণের বাম হাতে ধরা ছিল। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বর্ণনা অনুসারে, ভগবানের হাতে একটি রাখালের যষ্ঠি ধরা ছিল এবং বাম বগলে একটি বিষাণ চেপে ধরা ছিল, আর তাঁর বাঁশিটি ছিল তাঁর কোমর-বন্ধনীতে গোঁজা। নানা বর্ণের বনজ সম্পদে বিভূষিত অনিন্দ্যসুন্দর শিশু কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের চেয়েও মহতী ঐশ্বর্য প্রকাশ করেছিলেন। ব্রহ্মা যদিও ভগবানের অসংখ্য চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করেছেন, এখন তিনি নন্দ মহারাজের নন্দনরূপে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ স্বরূপের শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করে, সেই রূপের স্তুতি কীর্তন করলেন।

শ্লোক ২

অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য
স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি ।
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ
সাক্ষাত্তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ ॥ ২ ॥

অস্য—এই; **অপি**—এমন কি; **দেব**—হে প্রভু; **বপুষঃ**—দেহ; **মদনুগ্রহস্য**—আমাকে কৃপা করে প্রদর্শন করেছেন; **স্ব-ইচ্ছা-ময়স্য**—আপনার শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের মনোবাঞ্ছা পূরণার্থে যা প্রকটিত হয়; **ন**—না; **তু**—পক্ষান্তরে; **ভূত-ময়স্য**—জড় বস্তুজাত; **কঃ**—ব্রহ্মা; **অপি**—এমন কি; **ন ঈশে**—আমি অসমর্থ; **মহি**—শক্তি; **তু**—বস্তুত; **অবসিতুম্**—পরিমাপ করা; **মনসা**—আমার মনের দ্বারা; **অন্তরেণ**—যা নিয়ন্ত্রিত ও নিবৃত্ত; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **তব**—আপনার; **এব**—বস্তুত; **কিম্ উত**—কি আর বলার আছে; **আত্ম**—আপনার মধ্যে; **সুখ**—সুখের; **অনুভূতেঃ**—আপনার অনুভবের।

অনুবাদ

হে প্রভু, কৃপা করে আপনার যে দিব্য তনু আমায় প্রদর্শন করেছেন, যা কেবল আপনার শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্যই প্রকটিত হয়ে থাকে, আপনার সেই দিব্য স্বরূপ-শক্তির পরিমাপ করতে আমি পারি না বা অন্য কেউ পারে না। যদিও আমার মন সম্পূর্ণভাবে জড় বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়েছে, তবুও আমি আপনার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে অসমর্থ। তা হলে যে সুখ আপনি আপনার মধ্যে অনুভব করেন, তা আমি কিভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হব?

তাৎপর্য

ব্রহ্মা এই শ্লোকটিতে তাঁর যে স্তুতিপূর্ণ ভাব ব্যক্ত করেছিলেন, *লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড চতুর্দশ অধ্যায়ে শ্রীল প্রভুপাদ তা বর্ণনা করে বলেছেন—"ভক্তদের কল্যাণের জন্যই আপনি গোপশিশুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন এবং যদিও আমি আপনার গাভী, গোবৎস ও সখাদের চুরি করে আপনার শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করেছি, তবুও আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি যে, আপনি এখন আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করছেন। সেটিই আপনার অপ্রাকৃত গুণ; আপনার ভক্তদের প্রতি আপনি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ। তবুও আমার প্রতি আপনার স্নেহ থাকা সত্ত্বেও, আপনার দৈহিক কার্যকলাপের শক্তি আমি পরিমাপ করতে পারি না। তখন বুঝতে হবে যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আমি ব্রহ্মা হয়েও যখন পরমেশ্বর ভগবানের শিশুর মতো দেহের শক্তি নিরূপণ করতে পারি না, তখন অন্যদের কথা আর কি বলার

আছে? আর আমি যদি আপনার শিশুরূপের চিন্ময় শক্তির মূল্যনিরূপণ করতে না পারি, তা হলে আপনার অপ্রাকৃত লীলাসমূহই বা আমি কিভাবে বুঝতে পারব? তাই *ভগবদ্গীতায়* যেমন বলা হয়েছে যে, যিনি অতি অল্প পরিমাণেও ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব আদি দিব্য লীলাসমূহ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তিনি এই জড় দেহ পরিত্যাগ করার পর তৎক্ষণাৎ ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করেন। *বেদেও* এই উক্তি সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে এবং সুনিশ্চিতভাবে বলা হয়েছে—পরমেশ্বর ভগবানকে জানার মাধ্যমে আমরা পুনঃপুনঃ জন্ম ও মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পারি। তাই আমি সকলকে সুপরামর্শ দিচ্ছি যে, তারা যেন কখনও মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের মাধ্যমে আপনাকে জানার চেষ্টা না করে।"

ব্রহ্মা যখন পরমেশ্বর ভগবানের পরম স্বরূপকে অবজ্ঞা করেছিলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাঁর দিব্য শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁকে মোহিত করেন। তারপর তাঁর ভক্ত ব্রহ্মা বিনয়াবনত হলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে তাঁর আত্মস্বরূপ দর্শন করান।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, ভগবান কৃষ্ণের চিন্ময় দেহ তাঁর বিষ্ণুতত্ত্ব নামক অংশ-প্রকাশের মাধ্যমেও ক্রিয়াশীল থাকতে সক্ষম। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩২) স্বয়ং ব্রহ্মা যেমন বলেছেন—*অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি।* এই শ্লোকে বলা হয়েছে—ভগবান যে কেবলমাত্র তাঁর যে কোন অঙ্গ দিয়ে যে কোন দৈহিক ক্রিয়া সম্পাদন করতে পারেন তা-ই নয়, প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর বিষ্ণুতত্ত্ব বা যে কোন জীবের চোখ দিয়েও দর্শন করতে পারেন এবং তেমনভাবেই যে কোন বিষ্ণু বা জীবতত্ত্বের কান দিয়ে শ্রবণ করতে পারেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে, যদিও ভগবান তাঁর যে কোন একটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে কোন কাজই করতে পারেন, কিন্তু তাঁর অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলায় তিনি সাধারণত তাঁর চোখ দিয়েই দর্শন করেন, তাঁর হাত দিয়েই স্পর্শ করেন, তাঁর কান দিয়েই শ্রবণ করেন ইত্যাদি। এভাবেই তিনি পরম সুন্দর ও মনোহর গোপশিশুটির মতো আচরণ করেন।

ব্রহ্মার থেকেই বৈদিক জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তাঁকে *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম শ্লোকে *আদিকবি* অর্থাৎ প্রথম বেদজ্ঞ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তবুও শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত শরীরকে ব্রহ্মা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি, কারণ সেটি সাধারণ বৈদিক জ্ঞানের আয়ত্তের অতীত। ভগবানের সমস্ত অপ্রাকৃত রূপের মধ্যে দ্বিভুজ গোবিন্দ বা কৃষ্ণরূপ হচ্ছেন মূল এবং পরম। তাই ভগবানের বিষ্ণুতত্ত্বের কার্যাবলীর তুলনায় শ্রীগোবিন্দের মাখনচুরি, গোপীদের স্তনপান, গোবৎসদের যত্ন নেওয়া, তাঁর বাঁশি বাজানো এবং শৈশব ক্রীড়াদি লীলাসমূহ অসাধারণ।

শ্লোক ৩

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্ ।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥ ৩ ॥

জ্ঞানে—জ্ঞানের; **প্রয়াসম্**—প্রয়াস; **উদপাস্য**—সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে; **নমন্তঃ**—প্রণতি নিবেদন করে; **এব**—কেবলমাত্র; **জীবন্তি**—জীবন ধারণ করে; **সৎ-মুখরিতাম্**—সাধুগণ দ্বারা কীর্তিত; **ভবদীয়বার্তাম্**—আপনার সম্বন্ধীয় কথা; **স্থানে**—তাদের জড়জাগতিক অবস্থানে; **স্থিতাঃ**—স্থিত হয়ে; **শ্রুতিগতাম্**—শ্রবণের দ্বারা প্রাপ্ত; **তনু**—শরীর; **বাক্**—বাক্য; **মনোভিঃ**—এবং মনের দ্বারা; **যে**—যাঁরা; **প্রায়শঃ**—প্রায়ই; **অজিত**—হে অজেয়; **জিতঃ**—জিত; **অপি**—সত্ত্বেও; **অসি**—আপনি হন; **তৈঃ**—তাঁদের দ্বারা; **ত্রি-লোক্যাম্**—ত্রিলোকের মধ্যে।

অনুবাদ

মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের প্রয়াস সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে যাঁরা তাঁদের নিজ নিজ সামাজিক পদে স্থিত হয়ে, কায়-মন-বাক্যে শ্রদ্ধা সহকারে আপনার লীলাকথা শ্রবণ করেন এবং আপনি ও আপনার শুদ্ধ ভক্তদের মুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করে জীবন ধারণ করেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে আপনাকে জয় করেন, যদিও ত্রিলোকের মধ্যে কেউই আপনাকে জয় করতে পারে না।

তাৎপর্য

এখানে *উদপাস্য* শব্দটির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে পরম-তত্ত্বকে জানার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করা কারও উচিত নয়, কারণ তা নিশ্চিতভাবে মানুষকে ত্রুটিপূর্ণ নির্বিশেষ ভগবৎ-উপলব্ধির দিকে চালিত করে। *জীবন্তি* শব্দটির দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রতিনিয়ত যে ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করেন, এমন কি তিনি যদি তাঁর জীবন ধারণের প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই না করতে পারেন আর শুধুই ভগবদবিষয়াদি শ্রবণ করেন, তাহলে তিনি ভগবৎ-ধামে ফিরে যাবেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী *তনুবাঙ্মনোভিঃ* ('কায়, বাক্য ও মন দ্বারা') শব্দগুলিকে তিনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ভক্তদের পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে, কায়মনোবাক্যে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে জয় করতে পারেন। এভাবেই কৃষ্ণভাবনামৃতে শুদ্ধ হবার ফলে তাঁরা তাঁদের হাত দিয়ে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করতে পারেন, আগমনের জন্য

তাঁদের বাক্যের মাধ্যমে তাঁকে আহ্বান করতে পারেন এবং তাঁকে চিন্তা করার মাধ্যমে হৃদয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার লাভ করতে পারেন।

অভক্তদের পরিপ্রেক্ষিতে *তনুবাঙ্মনোভিঃ* শব্দগুলি *অজিত অর্থাৎ* 'অজেয়' কথাটিকে উল্লেখ করে এবং ইঙ্গিত করে যে, যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় নিযুক্ত নয়, তাদের দেহবল, বাক্যবল ও মনোবল কোনওটির দ্বারাই তারা পরম-তত্ত্বকে জয় করতে পারে না। তাদের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পরমতত্ত্ব তাদের কাছে অধরাই থেকে যায়।

জিতঃ অর্থাৎ 'জয়' কথাটির পরিপ্রেক্ষিতে *তনুবাঙ্মনোভিঃ* শব্দগুলি এই অর্থ নির্দেশ করে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তরা ভগবানের কায়, মন ও বাক্য জয় করে নেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কায় জয় করা হয়, কারণ তিনি সর্বদাই তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের পক্ষ অবলম্বন করেন; শ্রীকৃষ্ণের বাক্য জয় করা হয়, কারণ তিনি সর্বদা তাঁর ভক্তদের মহিমা কীর্তন করেন; এবং শ্রীকৃষ্ণের মন জয় করা হয়, কারণ তিনি সব সময়ই তাঁর প্রেমিক ভক্তদের কথা চিন্তা করেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *তনুবাঙ্মনোভিঃ* শব্দগুলিকে *নমন্তঃ* (প্রণতি নিবেদন) কথাটির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলছেন যে, ভক্তরা কায়মনোবাক্যে সর্বতোভাবে ভগবানের অপ্রাকৃত ঘটনাবলীর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে, সেই সমস্ত প্রসঙ্গের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। ভগবৎ-বিষয়ের প্রতি প্রণতি নিবেদনের সময় হাত ও মাথা দিয়ে ভূমি স্পর্শ করার মাধ্যমে তাঁর শরীরকে নিযুক্ত করা উচিত; *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবতের* মতো অপ্রাকৃত সাহিত্য, সেই সঙ্গে যাঁরা এই ধরনের সাহিত্য প্রচার করেন, সেই সমস্ত ভক্তদের জয়গান করে তাঁর বাক্যকে নিযুক্ত করা উচিত; এবং ভগবানের অপ্রাকৃত কথা শ্রবণের সময় শ্রদ্ধা নিবেদন ও আনন্দ অনুভবের মাধ্যমে তাঁর মনকে নিযুক্ত করা উচিত। এভাবেই যে ঐকান্তিক ভক্ত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অল্প পরিমাণেও দিব্যজ্ঞান অর্জন করেছেন, তিনি তাঁকে জয় করতে পারেন এবং এভাবেই ভগবানের কাছে নিত্য জীবনের জন্য তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে পারেন।

শ্লোক ৪

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে ।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ৪ ॥

শ্রেয়ঃ—পরম মঙ্গলের; **সৃতিম্**—পথ; **ভক্তিম্**—ভক্তি; **উদস্য**—পরিত্যাগ করে; **তে**—তারা; **বিভো**—হে সর্বশক্তিমান প্রভু; **ক্লিশ্যন্তি**—ক্লেশ স্বীকার করে; **যে**—যে; **কেবল**—কেবলমাত্র; **বোধ**—জ্ঞান; **লব্ধয়ে**—অর্জনের জন্য; **তেষাম্**—তাদের জন্য; **অসৌ**—এই; **ক্লেশলঃ**—ক্লেশ; **এব**—কেবলমাত্র; **শিষ্যতে**—অবশিষ্ট থাকে; **ন**—না; **অন্যৎ**—অন্য কিছু; **যথা**—যেমন; **স্থূল-তুষ**—শূন্য তুষ; **অবঘাতিনাম্**—যারা আঘাত করছে তাদের জন্য।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনার প্রতি ভক্তিই আত্ম-উপলব্ধির শ্রেষ্ঠ পথ। যদি কেউ সেই পন্থা পরিত্যাগ করে মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের অনুশীলনে যুক্ত হয়, সে কেবল ক্লেশকর পন্থাই স্বীকার করে এবং তার আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করতে পারে না। শূন্য তুষে প্রহার করে কেউ যেমন শস্য লাভ করতে পারে না, তেমনই জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে আত্ম-উপলব্ধি লাভ হয় না। সে একমাত্র ক্লেশই লাভ করে।

তাৎপর্য

পরমপুরুষের প্রেমময়ী সেবাই প্রতিটি জীবের নিত্য ও স্বাভাবিক বৃত্তি। যদি কোনও ব্যক্তি তার নিজের স্বাভাবিক বৃত্তি ত্যাগ করে তার পরিবর্তে জল্পনা-কল্পনামূলক নির্বিশেষ জ্ঞানের মাধ্যমে তথাকথিত আত্ম-উপলব্ধির অনুসন্ধান করে, পরিণামে কৃত্রিম পন্থা অনুসরণের ফলস্বরূপ সে ক্লেশ ও উদ্বেগই লাভ করে থাকে। শস্যদানাটি যে তুষ থেকে আগে থেকেই বের করে নেওয়া হয়েছে তা না জেনে, কোন মূর্খ হয়ত শূন্য তুষকে প্রহার করতে পারে। তেমনই সেই মানুষ মূর্খ, যে পরমেশ্বর ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ না করে বার বার তার মনকে জ্ঞানের সন্ধানে ঠেলে দেয়, কারণ শস্যদানাই যেমন সামগ্রিক কৃষি-শ্রমের মূল লক্ষ্য, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানই জ্ঞানের মূল লক্ষ্যস্বরূপ। বাস্তবিকই, বৈদিক জ্ঞান হোক অথবা জড় বিজ্ঞানই হোক, প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত তা ঠিক অসার এবং অব্যবহার্য গমের তুষের মতো।

কেউ যুক্তি-তর্ক করতে পারে যে, যোগাভ্যাস কিম্বা নির্বিশেষ জ্ঞানের অনুশীলনের ফলে প্রতিপত্তি, সম্পদ, যোগবল, এমন কি নির্বিশেষ মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু তথাকথিত এই লাভগুলি প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন, কারণ তা জীবকে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবার স্বরূপগত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করে না। অতএব এই ফলাফলগুলি জীব-প্রকৃতির মৌলিক স্বধর্মের পক্ষে অনাবশ্যক হবার ফলে তা অস্থায়ী। যেমন *নৃসিংহ পুরাণে* বলা হয়েছে, *পত্রেষু পুষ্পেষু ফলেষু তোয়েষ্বক্রীতলভ্যেষু সদৈব সৎসু/ভক্ত্যা সুলভ্যে পুরুষে পুরাণে মুক্ত্যৈ কিমর্থং*

ক্রিয়তে প্রযত্নঃ—"যেহেতু আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবানকে সহজলভ্য পত্র, পুষ্প, ফল ও জল নিবেদনের মাধ্যমে অনায়াসেই লাভ করা যায়, তা হলে অন্যভাবে মুক্তির প্রয়াস করার আর কী প্রয়োজন?"

ভগবান কৃষ্ণের প্রতি ভগবৎ-ভক্তির পন্থাটি খুব সরল হলেও, অবাধ্য বদ্ধ জীবদের পক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের সামনে সম্পূর্ণরূপে বিনম্র হওয়া এবং তাঁর প্রেমময়ী সেবায় চব্বিশ ঘণ্টা নিজেদের নিমগ্ন করে রাখা অত্যন্ত দুরূহ। ভগবানকে অস্বীকারে সংকল্পবদ্ধ কলহপ্রিয় ভোগাকাঙ্ক্ষী বদ্ধ জীবের কাছে প্রেমময়ী সেবার ভাবটি অভিসম্পাতস্বরূপ। এই ধরনের অবাধ্য বদ্ধ জীবেরা যখন দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা, তপশ্চর্যা ও যোগের দাম্ভিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভগবানের কাছে আত্ম-নিবেদনের পন্থাটি এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে, ভগবানের কঠিন বিধানে তারা জড়-জাগতিক স্তরে ফিরে আসে এবং এই তুচ্ছ জড় জগৎরূপ তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রে প্রবলভাবে নিমজ্জিত হয়।

শ্লোক ৫

পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিন-
স্ত্বদর্পিতেহা নিজকর্মলব্ধয়া ।
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া
প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাম্ ॥ ৫ ॥

পুরা—পুরাকালে; **ইহ**—ইহলোকে; **ভূমন্**—হে সর্বশক্তিমান ভগবান; **বহবঃ**—অনেক; **অপি**—বস্তুত; **যোগিনঃ**—বহু যোগীপুরুষ; **ত্বৎ**—আপনাকে; **অর্পিত**—নিবেদন করে; **ঈহাঃ**—তাঁদের সকল প্রয়াস; **নিজকর্ম**—নিজ নিজ কর্ম; **লব্ধয়া**—যা অর্জিত হয়; **বিবুধ্য**—বুঝতে পেরে; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **এব**—বস্তুত; **কথা-উপনীতয়া**—আপনার কথা শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে অনুশীলন করেন; **প্রপেদিরে**—তাঁরা শরণাগতির দ্বারা প্রাপ্ত হন; **অঞ্জঃ**—সহজেই; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত; **তে**—আপনার; **গতিম্**—লক্ষ্য; **পরাম্**—পরম।

অনুবাদ

হে সর্বশক্তিমান প্রভু, পুরাকালে ইহলোকে বহু যোগীপুরুষ তাঁদের সমস্ত প্রচেষ্টা আপনার প্রতি অর্পণ করে এবং বিশ্বস্তভাবে তাঁদের নিজ নিজ কর্ম পালন করে ভগবৎ-ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হে অচ্যুত, এই প্রকার ভগবৎ-ভক্তির মাধ্যমে আপনার সম্বন্ধে শ্রবণ ও কীর্তনের পদ্ধতির দ্বারা পূর্ণতা অর্জন করে তাঁরা আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন এবং অনায়াসে আপনার শরণাগত হয়ে আপনার পরম ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬

তথাপি ভূমন্মহিমাগুণস্য তে
বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ ।
অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতো
হ্যনন্যবোধ্যাত্মতয়া ন চান্যথা ॥ ৬ ॥

তথা অপি—তা সত্ত্বেও; **ভূমন্**—হে অনন্ত; **মহিমা**—শক্তি; **অগুণস্য**—যাঁর জড় গুণাবলী নেই তাঁর; **তে**—আপনার; **বিবোদ্ধুম্**—হৃদয়ঙ্গম করতে; **অর্হতি**—যিনি সমর্থ; **অমল**—নির্মল; **অন্তঃ-আত্মভিঃ**—মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **অবিক্রিয়াৎ**—জাগতিক প্রভেদের উপর নির্ভরশীল নয়; **স্ব-অনুভবাৎ**—পরমাত্মার অনুভূতি দ্বারা; **অরূপতঃ**—জড় রূপের প্রতি আসক্তিরহিত; **হি**—বস্তুত; **অনন্যবোধ্য-আত্মতয়া**—যেন অন্য কোনও আলোক প্রদানকারীর সাহায্য ব্যতীত স্বতঃপ্রকাশিত; **ন**—না; **চ**—এবং; **অন্যথা**—নতুবা।

অনুবাদ

কিন্তু অভক্তগণ আপনার পূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্বরূপে আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তা সত্ত্বেও, হৃদয়ের অভ্যন্তরে পরমাত্মার প্রত্যক্ষ অনুভূতির অনুশীলনের দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে আপনার প্রকাশ তাদের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু জড়জাগতিক বিভেদের সমস্ত রকম ধারণা এবং জড় ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সমস্ত আসক্তি থেকে তাদের মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে শুদ্ধিকরণের দ্বারাই কেবল সেটি সম্ভব। কেবলমাত্র এভাবেই আপনার নির্বিশেষ রূপ তাদের কাছে স্বয়ং প্রকাশিত হবে।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবের পক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত অপ্রাকৃত রূপ হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে (১/২/১১) প্রতিপন্ন হয়েছে যে—*ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।* ভগবানের অপ্রাকৃত সত্তাকে নিরাকার ব্রহ্মজ্যোতি, অন্তর্যামী পরমাত্মা এবং অবশেষে তাঁর নিত্যধামে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানরূপে ক্রমোন্নতি পর্যায়ে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত অস্তিত্ব জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত। তাই এখানে ভগবানকে *অগুণস্য* অর্থাৎ জড় গুণরহিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

যোগ অনুশীলন অথবা উচ্চতর দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার দ্বারাও জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত এই অপ্রাকৃত সত্তাকে স্পষ্টভাবে অবগত হওয়া অত্যন্ত কঠিন।

প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় অস্তিত্বের নির্বিশেষ ধারণারও অতীত ভগবানের নিজস্ব অনন্ত অপ্রাকৃত গুণাবলী হৃদয়ঙ্গম করার জন্য এই পন্থাগুলি ফলত অর্থহীন। কেবলমাত্র ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের কৃপায় কিংবা সাক্ষাৎ ভগবৎ-সান্নিধ্যে যে কেউ ভগবানের সাকার রূপ হৃদয়ঙ্গম করার পন্থাটি শুরু করতে পারে—যে পন্থাটি তাকে জ্ঞানের চূড়ান্ত ও পরম পূর্ণতার স্তর শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃতে পৌঁছে দেয়।

শ্লোক ৭

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য ।
কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ ॥ ৭ ॥

গুণ-আত্মনঃ—সমস্ত পরম গুণ ধারণকারীর; **তে**—আপনি; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **গুণান্**—গুণসমূহ; **বিমাতুম্**—গণনা করতে; **হিত-অবতীর্ণস্য**—সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য যিনি অবতরণ করেছেন; **কে**—কে; **ঈশিরে**—সমর্থ; **অস্য**—ব্রহ্মাণ্ডের; **কালেন**—কালক্রমে; **যৈঃ**—যার দ্বারা; **বা**—অথবা; **বিমিতাঃ**—গণনা করেছেন; **সু-কল্পৈঃ**—বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণের দ্বারা; **ভূ-পাংশবঃ**—পৃথিবীর পরমাণুসমূহ; **খে**—আকাশে; **মিহিকাঃ**—হিমকণাসমূহ; **দ্যুভাসঃ**—গ্রহ-নক্ষত্রাদির রশ্মিকণা।

অনুবাদ

কালক্রমে বিজ্ঞ দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকগণ হয়ত পৃথিবীর সমস্ত পরমাণুকণা, হিমকণা, এমন কি সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতিটি রশ্মিকণা গণনা করতে সমর্থ হবেন। কিন্তু জীবের মঙ্গলের জন্য যিনি জগতে অবতীর্ণ হন, সেই পরমেশ্বর ভগবান আপনার অনন্ত অপ্রাকৃত গুণাবলী গণনা করা এই সব বিজ্ঞ লোকেদের মধ্যে কার পক্ষে সম্ভব?

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন *গুণাত্মা* অর্থাৎ 'সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর আত্মা,' কারণ তিনি সেগুলিকে জীবন দান করেন। উদাহরণ-স্বরূপ, কেউ হয়ত বদান্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও কৃপা আদি গুণাবলী দুর্বোধ্যভাবে আলোচনা করতে পারে, কিন্তু একজন জীবন্ত ব্যক্তি যখন সেই সব গুণাবলী প্রদর্শন করেন, তখন সেগুলি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু এই জড় জগতে অবতরণ করে সমস্ত দিব্য গুণাবলী স্বয়ং প্রদর্শন করেন এবং অন্যদের মধ্যে সেই গুণাবলী উদ্বুদ্ধ করে ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, তাই তিনি গুণাত্মা। যে জীব

ভগবানের মধ্যে লব্ধ অপ্রাকৃত গুণাবলীর বিকাশ সাধন করেন, তাঁর অপরিমেয় মঙ্গল সাধিত হয় এবং অবশেষে তিনি ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব ধামে ফিরে যান, যেখানে সকল জীবই মুক্ত এবং সম্পূর্ণভাবে দিব্যভাব সমন্বিত।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী আরও বলছেন যে, প্রতিটি জীবের মঙ্গলের জন্য ভগবান এক-একটি নির্দিষ্ট দিব্যগুণ প্রকাশ করেন। যেহেতু জড় সৃষ্টির কারাগারগুলিতে অসংখ্য জীব রয়েছে, তাই ভগবান অনন্ত গুণাবলী প্রকাশ করেন। এভাবেই প্রতিটি বদ্ধ জীব একটি নির্দিষ্ট উপায়ে ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে।

এখানে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যে, এমন কি শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ যদি কোনও দিন পৃথিবীর ধূলিকণা, হিমকণা ও রশ্মিকণা গণনায় সমর্থ হন, তবুও তাঁরা ভগবানের অনন্ত গুণাবলী অবগত হতে ব্যর্থ হবেন। এই দৃষ্টান্তে পৃথিবী, হিম ও আলোক পর্যায়ক্রমে পরস্পরের থেকে সূক্ষ্মতর; অতএব বুঝতে হবে যে, কার্যত তাদের সংখ্যাতীত কণাগুলি গণনার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান জটিলতা রয়েছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, পৃথিবীর পরমাণু, এমন কি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অণুসমূহ গণনাকারী প্রভু সঙ্কর্ষণের মতো মহাপুরুষ সেই স্মরণাতীত কাল থেকে ভগবানের মহিমা কীর্তন করে গেলেও, সেই মহিমার শেষসীমায় পৌঁছতে পারেননি।

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে তাঁর বাল্যলীলায় গোপীদের মাখন চুরি করে, সখীদের সঙ্গে নৃত্য করে, অত্যন্ত প্রিয় সহচররূপে গোপবালকদের সঙ্গে খেলা করে তাঁর পরম বিস্ময়কর গুণাবলী প্রদর্শন করেন। যদিও সেগুলি দেখতে সাধারণ মানুষের কার্যাবলীর মতো ছিল, কিন্তু অসংখ্য ও অপরিমেয় মধুর দিব্য গুণাবলীতে মূর্ত হয়ে ওঠা শ্রীকৃষ্ণের এই মহিমাময় লীলাসমূহ শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের প্রাণস্বরূপ।

শ্লোক ৮

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ ।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ ৮ ॥

তৎ—সুতরাং; **তে**—আপনার; **অনুকম্পাম্**—অনুকম্পা; **সুসমীক্ষমাণঃ**—আগ্রহভরে আশা করে; **ভুঞ্জানঃ**—সহ্য করে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আত্মকৃতম্**—নিজ কৃত; **বিপাকম্**—কর্মফল; **হৃৎ**—হৃদয়; **বাক্**—বাক্য; **বপুর্ভিঃ**—এবং শরীর দ্বারা; **বিদধন্**—নিবেদন করে; **নমঃ**—প্রণতি; **তে**—আপনাকে; **জীবেত**—জীবন যাপন করেন; **যঃ**—যিনি; **মুক্তিপদে**—মুক্তির পদে; **সঃ**—তিনি; **দায়ভাক্**—উপযুক্ত উত্তরাধিকারী।

অনুবাদ

যিনি আপনার অনুকম্পা লাভের আশায় তাঁর পূর্বকৃত মন্দ কর্মের ফল ধৈর্য সহকারে ভোগ করতে করতে তাঁর হৃদয়, বাক্য ও শরীরের দ্বারা আপনাকে প্রণতি নিবেদন করে জীবন যাপন করেন, তিনি অবশ্যই মুক্তি লাভের যোগ্য, কারণ তিনি উপযুক্ত উত্তরাধিকারী।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী তাঁর ভাষ্যে বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, পিতার উত্তরাধিকার লাভ করার জন্য বৈধ পুত্রকে যেমন শুধু জীবিত থাকতে হয়, তেমনই ভক্তিযোগের অবশ্য পালনীয় বিধিসমূহ অনুসরণ করে যিনি কেবলমাত্র কৃষ্ণভাবনামৃতে জীবন ধারণ করেন, তিনি স্বাভাবিকভাবেই পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভের যোগ্য হন। পক্ষান্তরে, তিনি ভগবৎ-ধামে উন্নীত হবেন।

সুসমীক্ষমাণ শব্দটির দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে যে, পূর্বকৃত পাপকর্মের যন্ত্রণাময় ফল ভোগ করা সত্ত্বেও ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করেন। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর কাছে পূর্ণরূপে শরণাগত ভক্তের পূর্বকৃত কর্মের ফল আর ভোগ করতে হয় না। তা সত্ত্বেও, ভক্ত যেহেতু তাঁর মনের মধ্যে পূর্বের পাপময় মানসিকতার অবশিষ্টাংশকে তখনও পোষণ করে রাখতে পারেন, তাই ভক্তের ভোগ স্পৃহার শেষ চিহ্নগুলিও সরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ভগবান তাঁর ভক্তকে শাস্তি দান করেন, যা কখনও পাপকর্মের ফলভোগ বলে মনে হয়। ভগবানের সামগ্রিক সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হচ্ছে ভগবানকে বাদ দিয়ে জীবের উপভোগ করার প্রবণতাকে সংশোধন করা এবং তাই সেই পাপকর্ম উৎপাদনের মানসিকতাকে সঙ্কুচিত করার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে পরিকল্পিত নির্দিষ্ট কোনও শাস্তি প্রদত্ত হয়ে থাকে। ভক্ত যদিও ভগবানের ভক্তিমূলক সেবায় আত্মনিবেদিত, তবুও যতক্ষণ না তিনি কৃষ্ণভাবনামৃতে সম্পূর্ণরূপে পূর্ণতা অর্জন করছেন, ততক্ষণ এই জড় জগতের ভ্রান্ত সুখ ভোগের সামান্যতম আগ্রহও তাঁর মধ্যে থেকে যেতে পারে। তাই সেই অবশিষ্ট ভোগাকাঙ্ক্ষার মূলোৎপাটনের জন্য ভগবান এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করেন। ঐকান্তিক ভক্তদের যে দুঃখভোগ তা ন্যায্যত কখনও কর্মীদের কর্মফলের মতো নয়; বরং এই জড় জগৎ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিদায় নিয়ে তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তাঁর ভক্তকে অনুপ্রাণিত করবার জন্য তা ভগবানের এক বিশেষ কৃপা।

ঐকান্তিক ভক্ত সাগ্রহে ভগবৎ-ধামে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা করেন। তাই স্বেচ্ছায় ভগবানের কৃপাপূর্ণ শাস্তি স্বীকার করে নিয়েও তিনি কায়মনোবাক্যে

ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রণতি নিবেদনে অবিচলিত থাকেন। এই ধরনের প্রকৃত ভগবৎ-সেবক যিনি ভগবানের একান্ত সঙ্গ লাভের জন্য সমস্ত রকম ক্লেশকর অবস্থাকেও নামমাত্র মূল্য বিবেচনা করেন, তিনি অবশ্যই ভগবানের সুযোগ্য সন্তান, যা এখানে *দায়ভাক্* শব্দটির দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। নিজেকে অগ্নিতে রূপান্তরিত না করে কেউ যেমন সূর্যের কাছে যেতে পারেন না, তেমনই এক কঠোর শুদ্ধিকরণের পন্থা স্বীকার না করে, কেউই পরম পবিত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌঁছতে পারেন না। সেটি যদিও কষ্টকর বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ভগবানের স্বহস্তে প্রদত্ত আরোগ্যকর চিকিৎসা।

শ্লোক ৯

পশ্যেশ মেঽনার্যমনন্ত আদ্যে
পরাত্মনি ত্বয্যপি মায়িমায়িনি ।
মায়াং বিতত্যেক্ষিতুমাত্মবৈভবং
হ্যহং কিয়ানৈচ্ছমিবার্চিরগ্নৌ ॥ ৯ ॥

পশ্য—দেখুন; **ঈশ**—হে প্রভু; **মে**—আমার; **অনার্যম্**—ঘৃণ্য আচরণ; **অনন্তে**—অনন্ত; **আদ্যে**—আদিপুরুষ; **পরাত্মনি**—পরমাত্মা; **ত্বয়ি**—আপনার প্রতি; **অপি**—এমন কি; **মায়িমায়িনি**—মায়াবীগণেরও মোহজনক; **মায়াম্**—(আমার) মায়াশক্তি; **বিতত্য**—বিস্তার করে; **ঈক্ষিতুম্**—দর্শন করতে; **আত্ম**—আপনার; **বৈভবম্**—ক্ষমতা; **হি**—বস্তুত; **অহম্**—আমি; **কিয়ান্**—কতখানি; **ঐচ্ছম্**—আমি অভিলাষী হয়েছিলাম; **ইব**—ঠিক যেমন; **অর্চিঃ**—একটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ; **অগ্নৌ**—সমস্ত অগ্নির তুলনায়।

অনুবাদ

হে প্রভু, আমার অসামাজিক ধৃষ্টতা দেখুন! কারণ আমি মায়াবীগণেরও মোহজনক অনন্ত এবং আদিপুরুষ পরমাত্মারূপী আপনার প্রতি নিজ মায়া বিস্তার করে আপনার ক্ষমতা দর্শনে অভিলাষী হয়েছিলাম। অগ্নি থেকে উদ্ভূত স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির উপর প্রভাব বিস্তারে অক্ষম, আপনার থেকে উদ্ভূত আমিও তেমন আপনার উপর প্রভাব বিস্তারে কিছুমাত্র সমর্থ নই।

তাৎপর্য

অগ্নিকুণ্ড অনেক স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন করে, যা অগ্নির তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। প্রকৃতপক্ষে, যদি কোনও একটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ মূল অগ্নিকে দগ্ধ করার চেষ্টা করে, তবে সেই প্রচেষ্টা কেবলমাত্র হাস্যকর হবে। তেমনই, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ব্রহ্মাও ভগবানের শক্তির এক অকিঞ্চিৎকর স্ফুলিঙ্গ মাত্র। তাই পরমেশ্বর ভগবানকে ব্রহ্মার মোহিত করার প্রয়াস অবশ্যই হাস্যকর ছিল।

ব্রহ্মা এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে *ঈশ* বলে সম্বোধন করেছেন, যা ইঙ্গিত করে যে, শ্রীকৃষ্ণ যে কেবলমাত্র সকলেরই পরম প্রভু তাই নয়, বিশেষত তিনি ব্রহ্মারও প্রভু, যিনি ভগবানের তত্ত্বাবধানে প্রত্যক্ষভাবে জগৎ সৃষ্টি করেন এবং যিনি প্রকৃতপক্ষে ভগবানের নিজ শরীর থেকে সরাসরিভাবে জন্মগ্রহণ করেছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মোহিত করার ধৃষ্টতাপূর্ণ প্রচেষ্টার জন্য ব্রহ্মা লজ্জিত হয়েছিলেন এবং তাই ভগবানের সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁর দ্বারা শাস্তি অথবা ক্ষমা পেতে তিনি সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছুক ছিলেন। তাঁর ভক্তরা যখন অনুচিত কাজ করে, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি কৃপা করে তাদের শাস্তি না দেন, তা হলে তাদের মূঢ়তা কেবল বৃদ্ধি পাবে এবং তা ধীরে ধীরে তাদের ভক্তিভাবকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। তাই ভগবান কৃষ্ণ কৃপা করে তাঁর ভক্তদের নিয়মানুবর্তী করে রাখেন এবং ভগবৎ-ধামে ফিরে যাবার ক্রমোন্নতির পথে তাদের প্রতিপালন করেন।

শ্লোক ১০

অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুত মে রজোভুবো
হ্যজানতস্ত্বৎপৃথগীশমানিনঃ ।
অজাবলেপান্ধতমোঽন্ধচক্ষুষ
এষোঽনুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি ॥ ১০ ॥

অতঃ—অতএব; **ক্ষমস্ব**—দয়া করে মার্জনা করুন; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত; **মে**—আমাকে; **রজোভুবঃ**—যিনি রজোগুণে জন্মগ্রহণ করেছেন; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **অজানতঃ**—অজ্ঞানতাবশত; **ত্বৎ**—আপনার থেকে; **পৃথক্**—ভিন্ন; **ঈশ**—একজন নিয়ন্তা; **মানিনঃ**—নিজেকে অভিমান করে; **অজ**—অজাত স্রষ্টা; **অবলেপ**—আচ্ছাদিত; **অন্ধতমঃ**—এরূপ অজ্ঞতার অন্ধকারে; **অন্ধ**—অন্ধ; **চক্ষুষঃ**—আমার চোখ; **এষঃ**—এই ব্যক্তি; **অনুকম্প্যঃ**—অনুকম্পার পাত্র; **ময়ি**—আমাকে; **নাথবান্**—আমার প্রভুর অধীন; **ইতি**—এইরূপ মনে করে।

অনুবাদ

অতএব, হে অচ্যুত, দয়া করে আমার অপরাধ মার্জনা করুন। আমি রজোগুণে জন্মগ্রহণ করেছি, তাই স্বভাবতই আমি অজ্ঞ, কারণ আমি নিজেকে আপনার থেকে একজন স্বতন্ত্র নিয়ন্তা বলে অভিমান করেছি। আমার চক্ষু অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছাদিত, যা আমাকে জগতের অজাত স্রষ্টা বলে মনে করায়। কিন্তু দয়া করে বিবেচনা করুন যে, আমি আপনার ভৃত্য এবং তাই আপনার অনুকম্পার পাত্র।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর ভাষ্যে বিশ্লেষণ করেছেন যে, ব্রহ্মা ভগবানের কাছে এই যুক্তি উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন—"হে প্রভু, যেহেতু আমি অত্যন্ত অন্যায়ভাবে কার্য করেছি, তাই আমি অবশ্যই শাস্তি পাবার যোগ্য। পক্ষান্তরে, যেহেতু আমি অত্যন্ত অজ্ঞ, তাই আমাকে নির্বোধ বিবেচনা করে আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন। তাই যদিও আমি শাস্তি ও ক্ষমা উভয়েরই যোগ্য, কিন্তু এই ব্যাপারে বিনীতভাবে আমি আপনার সহিষ্ণুতা ভিক্ষা চাইছি এবং কেবলমাত্র আমাকে ক্ষমা করে আপনার কৃপা প্রদর্শন করুন।"

নাথবান্ ইতি শব্দ দুটির দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মা বিনীতভাবে ভগবান কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, যতই হোক তিনি ব্রহ্মার পিতা ও প্রভু, তাই তাঁর বিনীত ভৃত্যের এই দুর্ভাগ্যজনক মাত্রাজ্ঞানহীনতা তিনি যেন ক্ষমা করেন। তা সে ব্রহ্মাই হোক অথবা একটি নগণ্য পিপীলিকাই হোক, প্রতিটি বদ্ধ জীবই জড় জগতের সঙ্গে নিজেকে বৃথাই একাত্মবোধ করে এবং এভাবেই সে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের কথা বিস্মৃত হয়। ব্রহ্মাও এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টারূপে তাঁর প্রতিপত্তি-সম্পন্ন পদের জন্য নিজেকে এই জগতের ঈশ্বর বলে পরিচয় দানে যত্নবান হন এবং এভাবেই পরমেশ্বর ভগবানের এক নগণ্য ভৃত্যরূপে তাঁর পদ তিনি কখনও কখনও বিস্মৃত হতেন। এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় এই মিথ্যা একাত্মবোধ সংশোধিত হচ্ছে এবং ভগবানের নিত্য দাসরূপে ব্রহ্মা তাঁর স্বরূপ স্মরণ করছেন।

শ্লোক ১১

ক্বাহং তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ ।
ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্যা-
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্ ॥ ১১ ॥

ক্ব—কোথায়; **অহম্**—আমি; **তমঃ**—জড়া প্রকৃতি; **মহৎ**—মহৎ-তত্ত্ব; **অহম্**—অহঙ্কার; **খ**—আকাশ; **চর**—বায়ু; **অগ্নি**—অগ্নি; **বাঃ**—জল; **ভূ**—ভূমি; **সংবেষ্টিত**—পরিবেষ্টিত; **অণ্ড-ঘট**—ব্রহ্মাণ্ডরূপ ঘট; **সপ্তবিতস্তি**—সাত বিঘত; **কায়ঃ**—শরীর; **ক্ব**—কোথায়; **ঈদৃক্**—এই; **বিধা**—রকম; **অবিগণিত**—অগণিত; **অণ্ড**—ব্রহ্মাণ্ড; **পরাণু**—পারমাণবিক ধূলিকণার মতো; **চর্যা**—বিচরণশীল; **বাতাধ্ব**—গবাক্ষপথ; **রোম**—দেহের রোম; **বিবরস্য**—কূপের; **চ**—ও; **তে**—আপনার; **মহিত্বম্**—মহিমা।

অনুবাদ

প্রকৃতি, মহৎ-তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ডরূপ ঘটের মধ্যবর্তী আমার নিজ হাতের সাত বিঘত পরিমিত শরীরধারী আমিই বা কোথায়, আর যাঁর রোমকূপরূপ গবাক্ষপথে এমন অগণিত ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুর ন্যায় বিচরণশীল, সেই আপনার মহিমাই বা কোথায়!

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদের ৭২ শ্লোকের তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন—"শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস ও গোপসখাদের হরণ করে ব্রহ্মা ফিরে এসে যখন দেখলেন গোবৎস ও গোপবালকেরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তখনও পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তখন তিনি তাঁর পরাজয়ে এই স্তবটি নিবেদন করেছিলেন। কোনও বদ্ধ জীব—ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালক ব্রহ্মার মতো মহান হলেও পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁর কোন তুলনাই হয় না, কারণ তাঁর দেহের লোমকূপ থেকে নির্গত কেবলমাত্র চিন্ময় রশ্মি দ্বারা অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড তিনি সৃষ্টি করতে পারেন। ভগবানের তুলনায় আমাদের নগণ্যতা সম্বন্ধে ব্রহ্মার উক্তি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা জড় জাগতিক বৈজ্ঞানিকদের উচিত। যারা মিথ্যা ক্ষমতার গর্বে গর্বিত, ব্রহ্মার এই প্রার্থনা থেকে তাদের অনেক কিছু জানবার আছে।

লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে চতুর্দশ অধ্যায়ে শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকের বিষয়ে আরও বলেছেন—"ব্রহ্মা তাঁর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে পারলেন। নিঃসন্দেহে তিনি হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের পরম শিক্ষক এবং ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম আদি পরিপূর্ণ জড় উপাদান সমন্বিত জড়া প্রকৃতির পরিচালক। এই প্রকার ব্রহ্মাণ্ড বিশাল হতে পারে, কিন্তু সাত বিঘত পরিমাণ আমাদের দেহকে যেমন আমরা মাপতে পারি, তেমনই এই ব্রহ্মাণ্ডকে মাপা যায়। সাধারণত, প্রত্যেকের নিজের দৈহিক পরিমাপ তার হাতের মাপে সাত বিঘত। এই বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডটিকে একটি বিরাট শরীর বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সেটি ব্রহ্মার কাছে তাঁর হাতের সাত বিঘত পরিমাণ ছাড়া কিছুই নয়।"

এই ব্রহ্মাণ্ডটি ছাড়া, এই বিশেষ ব্রহ্মার এলাকার বাইরে অন্যান্য অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। অসংখ্য আণবিক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ধূলিকণা যেমন জাল-লাগানো জানালার ছিদ্রগুলি দিয়ে ভেসে বেড়ায়, তেমনই বীজরূপে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মহাবিষ্ণুর রোমকূপ থেকে বেরিয়ে আসছে এবং সেই মহাবিষ্ণুই শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশ। এইসব পরিবেশ থেকেই বুঝতে পারি যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মাই সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হলেও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্তমান থাকতে তাঁর উপযোগিতা কিসের?

শ্লোক ১২

উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্য পাদয়োঃ
কিং কল্পতে মাতুরধোক্ষজাগসে ।
কিমস্তিনাস্তিব্যপদেশভূষিতং
তবাস্তি কুক্ষেঃ কিয়দপ্যনন্তঃ ॥ ১২ ॥

উৎপেক্ষণম্—পদাঘাতে নিক্ষেপ করে; **গর্ভগতস্য**—গর্ভস্থিত সন্তানের; **পাদয়োঃ**—পদযুগলের; **কিম্**—কি; **কল্পতে**—গণ্য করেন; **মাতুঃ**—মাতা; **অধোক্ষজ**—হে জড়াতীত ভগবান; **আগসে**—অপরাধরূপে; **কিম্**—কি; **অস্তি**—এর অস্তিত্ব আছে; **নাস্তি**—এর অস্তিত্ব নেই; **ব্যপদেশ**—উপাধিগুলির দ্বারা; **ভূষিতম্**—ভূষিত; **তব**—আপনার; **অস্তি**—আছে; **কুক্ষেঃ**—উদরের; **কিয়ৎ**—কিঞ্চিৎ; **অপি**—এমন কি; **অনন্তঃ**—বাইরে।

অনুবাদ

হে অধোক্ষজ ভগবান, গর্ভস্থিত সন্তান যখন তার পা দুটি ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করে, জননী তা অপরাধরূপে গণ্য করেন কি? আর এমন কিছুর অস্তিত্ব আছে কি—যা বিভিন্ন দার্শনিকদের দ্বারা সত্য বা মিথ্যারূপে ভূষিত হলেও—যা প্রকৃতপক্ষে আপনার উদরের বাইরে রয়েছে?

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে চতুর্দশ অধ্যায়ে শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোক বিষয়ে তাঁর ভাষ্যে বলেছেন—"তাই ব্রহ্মা নিজেকে জননীর গর্ভস্থিত একটি ক্ষুদ্র শিশুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। গর্ভের মধ্যে শিশু যখন হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করে, তখন যদি তার হাত-পাগুলি জননীর শরীর স্পর্শ করে, তাতে কি জননী ক্ষুব্ধ হন? অবশ্যই হন না। তেমনই, ব্রহ্মা এক মহান পুরুষ হতে পারেন, তবুও কেবল ব্রহ্মাই নন, অস্তিত্বশীল সমস্ত কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের গর্ভের মধ্যে বিরাজিত। ভগবানের শক্তি সর্বব্যাপক; সৃষ্টির মধ্যে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে তাঁর শক্তি কার্যকর নেই। সব কিছুই ভগবানের শক্তির মাঝে বিরাজ মান, তাই এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা অথবা অন্যান্য অনন্তকোটি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মারা সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিকে আশ্রয় করে বিরাজমান। তাই ভগবানকে জননীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং জননীর গর্ভে আশ্রিত সকলকেই তাঁর শিশুসন্তান বলে বিবেচনা করা হয়েছে। আর শিশু যদি কোনও সময় তার পা ছুঁড়ে তার জননীর দেহ স্পর্শও করে, তাতে জননী কখনও শিশুর প্রতি ক্ষুব্ধ হন না।"

শ্লোক ১৩

জগত্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে
নারায়ণস্যোদরনাভিনালাৎ ।
বিনির্গতোঽজস্ত্বিতি বাঙ্ ন বৈ মৃষা
কিন্ত্বীশ্বর ত্বন্ন বিনির্গতোঽস্মি ॥ ১৩ ॥

জগত্রয়—ত্রিলোকের; **অন্ত**—প্রলয়কালে; **উদধি**—সমস্ত সাগরের; **সংপ্লব**—সম্পূর্ণ প্লাবিত; **উদে**—জলে; **নারায়ণস্য**—পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের; **উদর**—উদর থেকে উদ্ভূত; **নাভি**—নাভি; **নালাৎ**—পদ্মনাল থেকে; **বিনির্গতঃ**—প্রকাশিত হয়; **অজঃ**—ব্রহ্মা; **তু**—বস্তুত; **ইতি**—এই; **বাক্**—কথাগুলি; **ন**—নয়; **বৈ**—নিশ্চয়ই; **মৃষা**—মিথ্যা; **কিন্তু**—এভাবে; **ঈশ্বর**—হে ভগবান; **ত্বৎ**—আপনার থেকে; **ন**—নই; **বিনির্গতঃ**—বিশেষভাবে প্রকাশিত; **অস্মি**—আমি কি।

অনুবাদ

হে ভগবান, কথিত আছে যে, প্রলয়কালে যখন ত্রিলোক জলে নিমগ্ন হয়েছিল, তখন আপনার অংশ নারায়ণ সেই জলে শয়ন করেন, ধীরে ধীরে তাঁর নাভি থেকে একটি পদ্ম প্রকাশিত হয় এবং সেই পদ্মে ব্রহ্মার জন্ম হয়। এই কথাগুলি নিশ্চয় মিথ্যা নয়। তাই আপনার থেকেই আমি উদ্ভূত নই কি?

তাৎপর্য

যদিও প্রত্যেক জীবই ভগবানের সন্তান, কিন্তু ব্রহ্মা এখানে এক বিশেষ দাবি করছেন, কারণ পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের নাভি থেকে প্রকাশিত এক পদ্মফুলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অন্তিমে, সকল জীবই সমভাবে ভগবানের অপ্রাকৃত শরীরের অংশ। কিন্তু জগতের সৃষ্টি সংক্রান্ত কার্যকলাপের জন্য ভগবানের সঙ্গে ব্রহ্মার এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে। তাই ভগবানের বিশেষ কৃপা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে তিনি এখানে *বিনির্গত* শব্দটির প্রথমে *বি* উপসর্গ ব্যবহার করছেন। ব্রহ্মাকে *অজ* বলা হয়, কারণ কোনও জননীর থেকে তাঁর জন্ম হয়নি, বরং সরাসরি ভগবানের দেহ থেকে তিনি প্রকাশিত হন। যেমন *লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন, "স্বভাবতই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ব্রহ্মার জননী নারায়ণ।" এই সকল কারণে ব্রহ্মা তাঁর অপরাধের জন্য বিশেষ ক্ষমা প্রার্থনা করছেন।

শ্লোক ১৪

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী ।

নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাৎ
তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ১৪ ॥

নারায়ণঃ—পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ; **ত্বম্**—আপনি; **ন**—না; **হি**—কি না; **সর্ব**—সকলের; **দেহিনাম্**—দেহধারী জীব; **আত্মা**—পরমাত্মা; **অসি**—আপনি হন; **অধীশ**—হে পরম নিয়ন্তা; **অখিল**—সমস্ত; **লোক**—গ্রহলোকের; **সাক্ষী**—সাক্ষী; **নারায়ণঃ**—ভগবান শ্রীনারায়ণ; **অঙ্গম্**—স্বাংশ; **নর**—পরমেশ্বর ভগবান থেকে; **ভূ**—উদ্ভূত; **জল**—জলের; **অয়নাৎ**—আশ্রয়স্থল হওয়ার জন্য; **তৎ**—সেই (সম্প্রসারণ); **চ**—এবং; **অপি**—বস্তুত; **সত্যম্**—সত্য; **ন**—না; **তব**—আপনার; **এব**—একেবারেই; **মায়া**—মায়িক শক্তি।

অনুবাদ

"হে পরম নিয়ন্তা, যেহেতু আপনি সকল দেহধারী জীবের আত্মা এবং সকল সৃষ্ট গ্রহলোকের নিত্য সাক্ষী, তাই আপনি কি মূল নারায়ণ নন? বাস্তবিকপক্ষে, ভগবান নারায়ণ হচ্ছেন আপনার সম্প্রসারণ এবং তাই তাঁকে বলা হয় নারায়ণ, যেহেতু তিনি ব্রহ্মাণ্ডের আদি জলের মূল উৎস। তিনি পরম সত্য, আপনার মায়াশক্তি জাত নয়।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৩০ শ্লোকের তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন—"শ্রীকৃষ্ণ যোগৈশ্বর্য প্রদর্শন করে ব্রহ্মাকে পরাজিত করার পর, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে প্রার্থনা নিবেদন করার সময়ে ব্রহ্মা এই উক্তিটি করেন। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি গোপবালক রূপে লীলাবিলাসকারী পরম পুরুষোত্তম ভগবান কি না। ব্রহ্মা গোচারণভূমি থেকে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত গাভীদের এবং গোপবালকদের অপহরণ করে নিয়ে যান, কিন্তু তিনি যখন গোচারণভূমিতে ফিরে আসেন, তখন তিনি দেখতে পান যে, সমস্ত গোপবালক ও গাভীরা সেখানে ঠিক আগের মতোই বিরাজ করছে, কারণ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাদের সৃষ্টি করেছিলেন। ব্রহ্মা যখন শ্রীকৃষ্ণের এই যোগৈশ্বর্য দর্শন করেন, তখন তিনি পরাজয় স্বীকার করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে সব কিছুর পরম অধীশ্বর, সকল গ্রহলোকের সাক্ষী এবং প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মারূপী পরম প্রিয় প্রভু বলে সম্বোধন করে তাঁর বন্দনা করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মার পিতা নারায়ণ, কারণ শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু গর্ভ-সমুদ্রে শয়ন করে তাঁর নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেছিলেন। কারণ-সমুদ্রে শায়িত মহাবিষ্ণু এবং প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুও এই পরমতত্ত্বের চিন্ময় প্রকাশ।"

এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীল সনাতন গোস্বামী ভগবানের মূল স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত অবতার বিষ্ণু বা নারায়ণের অংশ-প্রকাশ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তার সারমর্ম এই যে, যদিও ব্রহ্মা ভগবান নারায়ণের থেকে জন্মেছিলেন, এখন ব্রহ্মা হৃদয়ঙ্গম করছেন যে, স্বয়ং নারায়ণই মূল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশ মাত্র।

শ্লোক ১৫

তচ্চেজ্জলস্থং তব সজ্জগদ্বপুঃ
কিং মে ন দৃষ্টং ভগবংস্তদৈব ।
কিং বা সুদৃষ্টং হৃদি মে তদৈব
কিং নো সপদ্যেব পুনর্ব্যদর্শি ॥ ১৫ ॥

তৎ—সেই; **চেৎ**—যদি; **জলস্থম্**—জলের উপরে অবস্থিত; **তব**—আপনার; **সৎ**—প্রকৃতই; **জগৎ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়স্বরূপ; **বপুঃ**—অপ্রাকৃত শরীর; **কিম্**—কেন; **মে**—আমার দ্বারা; **ন দৃষ্টম্**—দেখা গেল না; **ভগবন্**—হে ভগবান; **তদা এব**—ঠিক সেই সময়ে; **কিম্**—কেন; **বা**—অথবা; **সু-দৃষ্টম্**—সঠিকভাবে দর্শিত; **হৃদি**—হৃদয়ের মধ্যে; **মে**—আমার দ্বারা; **তদা এব**—ঠিক তখন; **কিম্**—কেন; **ন**—না; **উ**—অপরপক্ষে; **সপদি**—হঠাৎ; **এব**—বস্তুত; **পুনঃ**—আবার; **ব্যদর্শি**—দেখা গিয়েছিল।

অনুবাদ

হে ভগবান, সমগ্র জগতের আশ্রয়স্বরূপ আপনার অপ্রাকৃত শরীর প্রকৃতপক্ষে জলের উপর শায়িত থাকে, তা হলে আমি যখন অন্বেষণ করেছিলাম, তখন আপনাকে দর্শন করিনি কেন? আর যদিও-বা আমার হৃদয়ের মধ্যে আপনাকে সঠিকভাবে দর্শন করতে পারিনি, তখন কি আপনি নিজেকে হঠাৎ প্রকাশ করেছিলেন?

তাৎপর্য

ব্রহ্মা এখানে মহাবিশ্ব সৃষ্টির আদিতে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করছেন। যেমন *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বিতীয় স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে, একটি বিশাল পদ্মের উপরে ব্রহ্মার জন্ম হল, যার নালটি নারায়ণের নাভি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রহ্মা তাঁর অবস্থান, কার্য ও পরিচয় সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, এবং তাই সব কিছু সঠিক জানার উদ্দেশ্যে সেই পদ্মনালের উৎস সন্ধানের প্রয়াস করেছিলেন। ভগবানকে খুঁজে না পেয়ে, সেই অদৃশ্য কিন্তু শ্রুতিগোচর ভগবানের অপ্রাকৃত কণ্ঠে

তপস্যার নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে, তিনি তাঁর আসনে ফিরে এসে কঠোর তপস্যায় রত হলেন। দীর্ঘ তপস্যার পর ব্রহ্মা ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, কিন্তু আবার ভগবান দৃষ্টির অগোচর হয়ে যান। এভাবেই ব্রহ্মা সিদ্ধান্তে আসেন যে, ভগবানের অপ্রাকৃত শরীর জড়জাগতিক নয় বরং তা অচিন্ত্য যোগৈশ্বর্য সমন্বিত নিত্য চিন্ময় রূপ। পক্ষান্তরে, যোগেশ্বর ভগবানকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করা ব্রহ্মার উচিত হয়নি।

শ্লোক ১৬

অত্রৈব মায়াধমনাবতারে
হ্যস্য প্রপঞ্চস্য বহিঃ স্ফুটস্য ।
কৃৎস্নস্য চান্তর্জঠরে জনন্যা
মায়াত্বমেব প্রকটীকৃতং তে ॥ ১৬ ॥

অত্র—এই; **এব**—বস্তুত; **মায়াধমন**—হে মায়া দমনকারী; **অবতারে**—অবতারে; **হি**—অবশ্যই; **অস্য**—এই; **প্রপঞ্চস্য**—মায়িক জগতের; **বহিঃ**—বাহ্যত; **স্ফুটস্য**—পরিদৃশ্যমান; **কৃৎস্নস্য**—সমগ্র; **চ**—এবং; **অন্তঃ**—মধ্যে; **জঠরে**—আপনার উদরে; **জনন্যা**—আপনার জননীকে; **মায়াত্বম্**—আপনার মোহিনী শক্তি; **এব**—বস্তুত; **প্রকটীকৃতম্**—প্রদর্শিত হয়েছে; **তে**—আপনার দ্বারা।

অনুবাদ

হে ভগবান, এই অবতারে আপনি প্রমাণ করেছেন যে, আপনিই মায়ার অধীশ্বর। আপনি যদিও এখন এই জগতের মধ্যে রয়েছেন, তবুও সমগ্র বিশ্বব্যাপী সৃষ্টিই আপনার অপ্রাকৃত শরীরের মধ্যে বিরাজমান—আপনার জননী যশোদাকে আপনার উদরের মধ্যে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন করিয়ে এই সত্য আপনি প্রমাণ করেছেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা এখানে ভগবানের অচিন্ত্য চিন্ময় শক্তি বর্ণনা করছেন। আমরা একটি গৃহের মধ্যে একটি ঘট পেতে পারি, কিন্তু সেই ঘটটির মধ্যেই গৃহটিকে পাওয়ার আশা আমরা কখনই করতে পারি না। কিন্তু ভগবানের চিন্ময় শক্তির প্রভাব এমনই যে, তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যেমন প্রকটিত হতে পারেন, তেমনই যুগপৎভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে তাঁর শরীরের মধ্যে প্রদর্শন করাতে পারেন। কেউ যুক্তি দেখাতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণের উদরে মা যশোদা যে ব্রহ্মাণ্ডগুলি দর্শন করেছিলেন সেগুলি তাঁর শরীরের মধ্যে ছিল, তাই সেগুলি বাহ্যিকভাবে প্রকাশিত জড় ব্রহ্মাণ্ডগুলি থেকে ভিন্ন ছিল। এখানে ব্রহ্মা সেই যুক্তি খণ্ডন করেছেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন

মায়াধমন অর্থাৎ মায়ার পরম নিয়ন্তা। ভগবানের নিজস্ব পরম যোগশক্তির দ্বারা তিনি স্বয়ং মায়াদেবীকেও মোহিত করতে পারেন এবং এভাবেই ভগবান প্রকৃতপক্ষে সমগ্র জড় ব্রহ্মাণ্ডগুলিকে তাঁর শরীরের মধ্যে প্রদর্শন করিয়েছিলেন। এটি হচ্ছে *মায়াত্বম্* অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের পরম মোহিনী শক্তি।

শ্লোক ১৭

যস্য কুক্ষাবিদং সর্বং সাত্মং ভাতি যথা তথা ।
তত্ত্বয্যপীহ তৎ সর্বং কিমিদং মায়য়া বিনা ॥ ১৭ ॥

যস্য—যাঁর; **কুক্ষৌ**—উদরের মধ্যে; **ইদম্**—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; **সর্বম্**—সমস্ত; **সাত্মম্**—আপনি সহ; **ভাতি**—প্রকাশিত; **যথা**—যেমন; **তথা**—তেমনই; **তৎ**—সেই; **ত্বয়ি**—আপনার মধ্যে; **অপি**—যদিও; **ইহ**—এখানে বাহ্যিকভাবে; **তৎ**—সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; **সর্বম্**—সমগ্র; **কিম্**—কি; **ইদম্**—এই; **মায়য়া**—আপনার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাব; **বিনা**—ব্যতীত।

অনুবাদ

ঠিক যেমন আপনি সহ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনার উদরের মধ্যে প্রদর্শিত হয়েছে, তেমনই এখানে বাহিরেও হুবহু সেই একই রূপ প্রকাশিত হয়েছে। আপনার অচিন্ত্য শক্তি ব্যতীত কিভাবে এরূপ ঘটনা সম্ভব হতে পারে?

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে এই শ্লোক সম্পর্কে শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন, "ব্রহ্মা এখানে গুরুত্বসহকারে বললেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিকে স্বীকার না করলে পরম বিষয়বস্তুকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা যায় না।"

শ্লোক ১৮

অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং মম ন তে মায়াত্বমাদর্শিতম্
একোঽসি প্রথমং ততো ব্রজসুহৃদ্বৎসাঃ সমস্তা অপি ।
তাবন্তোঽসি চতুর্ভুজাস্তদখিলৈঃ সাকং ময়োপাসিতাস্
তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভূস্তদমিতং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে ॥ ১৮ ॥

অদ্য—আজ; **এব**—ঠিক; **ত্বৎ ঋতে**—আপনার থেকে ভিন্ন; **অস্য**—এই ব্রহ্মাণ্ডের; **কিম্**—কি; **মম**—আমাকে; **ন**—না; **তে**—আপনার দ্বারা; **মায়াত্বম্**—আপনার অচিন্ত্য শক্তির প্রকাশ; **আদর্শিতম্**—প্রদর্শিত; **একঃ**—একা; **অসি**—আপনি;

প্রথমম্—সর্বপ্রথমে; **ততঃ**—তারপর; **ব্রজসুহৃৎ**—বৃন্দাবনে আপনার গোপবালক সহচরবৃন্দ; **বৎসাঃ**—গোবৎসগণ; **সমস্তাঃ**—সমগ্র; **অপি**—এমন কি; **তাবন্তঃ**—সমান সংখ্যক; **অসি**—আপনি হলেন; **চতুর্ভুজঃ**—ভগবান বিষ্ণুর চতুর্ভুজ রূপ; **তৎ**—তারপর; **অখিলৈঃ**—সকলের দ্বারা; **সাকম্**—মিলিতভাবে; **ময়া**—নিজেকে; **উপাসিতাঃ**—আরাধিত হয়ে; **তাবন্তি**—সমসংখ্যকের; **এব**—ও; **জগন্তি**—ব্রহ্মাণ্ডগুলি; **অভূঃ**—আপনি হলেন; **তৎ**—তারপর; **অমিতম্**—অনন্ত; **ব্রহ্ম**—পরমতত্ত্ব; **অদ্বয়ম্**—অদ্বিতীয়; **শিষ্যতে**—আপনি এখন বিরাজ করছেন।

অনুবাদ

আপনি কি আজ আমাকে আপনার থেকে ভিন্ন এই সৃষ্টির অভ্যন্তরের সব কিছু যে আপনার অচিন্ত্য শক্তির প্রকাশ তা দর্শন করালেন না? প্রথমে আপনি একা আবির্ভূত হয়েছিলেন, তারপর আপনি বৃন্দাবনের সমস্ত গোবৎস ও আপনার সখা সমস্ত গোপবালক রূপে প্রকাশিত হলেন। তারপর আপনি আমার সঙ্গে নিখিল জীব দ্বারা আরাধিত সমসংখ্যক চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তিরূপে আবির্ভূত হন এবং তার পরে সমসংখ্যক পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডরূপে আবির্ভূত হন। সর্বশেষে, এখন আপনি আপনার অদ্বিতীয় পরমতত্ত্ব স্বরূপে ফিরে এলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*—অস্তিত্বশীল সমস্ত কিছুই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রকাশ। তাই শেষ পর্যন্ত সমস্ত কিছুই ভগবানের চিন্ময় সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপায় ব্রহ্মা স্বয়ং এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন যে, সমস্ত অস্তিত্বই যেহেতু ভগবানের শক্তি, তাই সেই সবই তাঁর থেকে অভিন্ন।

শ্লোক ১৯

অজানতাং ত্বৎপদবীমনাত্ম-
ন্যাত্মাত্মনা ভাসি বিতত্য মায়াম্ ।
সৃষ্টাবিবাহং জগতো বিধান
ইব ত্বমেষোঽন্ত ইব ত্রিনেত্রঃ ॥ ১৯ ॥

অজানতাম্—অজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রতি; **ত্বৎ-পদবীম্**—আপনার অপ্রাকৃত পদের; **অনাত্মনি**—জড়া শক্তিতে; **আত্মা**—আপনি; **আত্মনা**—আপনার দ্বারা; **ভাসি**—আবির্ভূত হন; **বিতত্য**—বিস্তার করে; **মায়াম্**—আপনার অচিন্ত্য শক্তি; **সৃষ্টৌ**—

সৃষ্টির বিষয়ে; **ইব**—যেন; **অহম্**—আমি, ব্রহ্মা; **জগতঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের; **বিধানে**—পালনে; **ইব**—যেন; **ত্বম্ এবঃ**—আপনি; **অন্তে**—প্রলয়ে; **ইব**—যেন; **ত্রিনেত্রঃ**—শিব।

অনুবাদ

আপনার যথার্থ অপ্রাকৃত পদ সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রতি আপনার অচিন্ত্য শক্তির বিস্তাররূপে নিজেকে প্রকাশ করে জড় জগতের অংশরূপে আপনি আবির্ভূত হন। এভাবেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির জন্য আপনি আমার (ব্রহ্মার) ন্যায় আবির্ভূত হন, ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালনের জন্য আপনি আপনার (বিষ্ণুর) ন্যায় আবির্ভূত হন এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়ের জন্য আপনি ত্রিনেত্রের (শিবের) ন্যায় আবির্ভূত হন।

তাৎপর্য

নির্বিশেষ মায়াবাদী দার্শনিকেরা দেবতাদের মায়িক জ্ঞান করলেও, এখানে ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণুকে পরমেশ্বর ভগবানের প্রকাশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেটিই বাস্তব। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা এই জগতের অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন নিয়ন্তা। পরমতত্ত্ব এক পরম সুন্দর পুরুষ এবং তাই ভগবানের সৃষ্টির সর্বত্র আমরা সর্বদা তাঁর স্বকীয় যোগসূত্র অনুভব করে থাকি।

শ্লোক ২০

সুরেষ্বৃষিষ্বীশ তথৈব নৃষ্বপি
তির্যক্ষু যাদঃস্বপি তেঽজনস্য ।
জন্মাসতাং দুর্মদনিগ্রহায়
প্রভো বিধাতঃ সদনুগ্রহায় চ ॥ ২০ ॥

সুরেষু—দেবতাদের মধ্যে; **ঋষিষু**—মহান ঋষিদের মধ্যে; **ঈশ**—হে ভগবান; **তথা**—এবং; **এব**—বস্তুত; **নৃষু**—নরগণের মধ্যে; **অপি**—এবং; **তির্যক্ষু**—পশুগণের মধ্যে; **যাদঃসু**—জলচরের মধ্যে; **অপি**—ও; **তে**—আপনার; **অজনস্য**—যিনি কখনও পার্থিব জন্মগ্রহণ করেন না; **জন্ম**—জন্ম; **অসতাম্**—অসাধুগণের; **দুর্মদ**—মিথ্যা গর্ব; **নিগ্রহায়**—দমন করার জন্য; **প্রভো**—হে প্রভু; **বিধাতঃ**—হে স্রষ্টা; **সৎ**—সাধু ভক্তগণের প্রতি; **অনুগ্রহায়**—কৃপা প্রদর্শনের জন্য; **চ**—এবং।

অনুবাদ

হে ভগবান, হে পরম স্রষ্টা ও প্রভু, আপনার পার্থিব জন্ম নেই, তবুও অবিশ্বাসী অসুরগণের মিথ্যা গর্ব বিফল করতে এবং আপনার সাধু ভক্তগণের প্রতি কৃপা

প্রদর্শন করতে আপনি দেবতা, ঋষি, নর, পশু, এমন কি জলচরের মধ্যেও জন্মগ্রহণ করেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবতাদের মধ্যে বামনদেব রূপে, ঋষিদের মধ্যে পরশুরাম রূপে, মানুষদের মধ্যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রূপে এবং পশুদের মধ্যে বরাহ অবতাররূপে আবির্ভূত হন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জলচরের মধ্যে প্রকাণ্ড মৎস্যরূপে আবির্ভূত হন। প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের অংশ-প্রকাশ অসংখ্য। কেননা ভগবান নির্দয়ভাবে ভগবৎ-বিরোধীদের অহংকার চূর্ণ করার জন্য এই জগতে অবতরণ করে সাধু ভক্তদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন।

পক্ষান্তরে, ভগবান কখনই আবির্ভূত হন না, যেহেতু তিনি নিত্যকাল বিরাজমান। তাঁর অবতরণ ঠিক সূর্যের মতো, যা সর্বদা আকাশেই রয়েছে কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ান্তরে আমাদের দৃষ্টির গোচরীভূত হয়।

শ্লোক ২১

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্ ।
ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥ ২১ ॥

কঃ—কে; **বেত্তি**—জানে; **ভূমন্**—হে পরম মহান; **ভগবন্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **পরাত্মন্**—হে পরম আত্মা; **যোগেশ্বর**—হে যোগশক্তির অধীশ্বর; **উতীঃ**—লীলাসমূহ; **ভবতঃ**—আপনার; **ত্রিলোক্যাম্**—ত্রিলোকে; **ক্ব**—কোথায়; **বা**—অথবা; **কথম্**—কিভাবে; **বা**—অথবা; **কতি**—কত প্রকার; **বা**—অথবা; **কদা**—কখন; **ইতি**—এভাবে; **বিস্তারয়ন্**—বিস্তার করে; **ক্রীড়সি**—আপনি খেলা করেন; **যোগমায়াম্**—আপনার চিন্ময় শক্তি।

অনুবাদ

হে পরম মহান! হে পরম পুরুষোত্তম ভগবান। হে যোগেশ্বর পরমাত্মা! ত্রিলোকে অনবরত আপনার লীলা সংঘটিত হয়ে চলেছে, কিন্তু আপনার যোগমায়া বিস্তার করে আপনি কোথায়, কিভাবে ও কখন এই অসংখ্য লীলাসমূহ সম্পাদন করছেন তা কে গণনা করতে পারে? আপনার যোগমায়া কিভাবে কার্য করে তার রহস্য কেউই জানতে পারে না।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা ইতিপূর্বে বলেছেন যে, ভগবান কৃষ্ণ দেবতা, মানুষ, পশু, মৎস্য ইত্যাদির মধ্যে অবতরণ করেন। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, তাঁর অবতারগণের মাধ্যমে ভগবান অধঃপতিত হয়েছেন। ব্রহ্মা এখানে বিশ্লেষণ করেছেন যে, ভগবানের যোগমায়ার দ্বারা সম্পাদিত কার্যাবলীর অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্য কোনও বদ্ধ জীবই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। যদিও ভগবান *ভূমন্*, অর্থাৎ পরম মহান, তবুও তিনি ভগবান, যিনি পরম সুন্দর ব্যক্তিত্বে তাঁর স্বীয় ধামে প্রেমলীলা প্রদর্শন করেন। সেই সঙ্গে তিনি সর্বব্যাপক পরমাত্মাও, যিনি বদ্ধ জীবদের সমস্ত কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেন ও অনুমোদন করেন। *যোগেশ্বর* শব্দটির মাধ্যমে ভগবানের বহুবিধ পরিচিতির বর্ণনা করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত যোগশক্তির অধীশ্বর এবং যদিও তিনি এক ও পরম, তবুও নিজের মহিমা ও ঐশ্বর্য তিনি বহু বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশিত করেন।

তাৎপর্যহীন এই জড় দেহকে যারা নিজেদের প্রকৃত পরিচয় বলে মনে করে, সেই সব বিচার-বুদ্ধিহীন মানুষেরা এই ধরনের উন্নত পারমার্থিক বিষয়সমূহ কদাচিৎ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। নাস্তিক বৈজ্ঞানিকদের মতো এই সমস্ত বদ্ধ জীবেরা তাদের নিজেদের গর্বোদ্ধত বুদ্ধিমত্তাকে সর্বোৎকৃষ্ট বলে বিবেচনা করে। সহজেই প্রতারিত হয়ে জড় মায়ায় তাদের দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের ফলে তারা প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা আবদ্ধ হয় এবং ভগবৎ-জ্ঞান থেকে অনেক দূরে সরে যায়।

শ্লোক ২২

তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্ ।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥ ২২ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **ইদম্**—এই; **জগৎ**—ব্রহ্মাণ্ড; **অশেষম্**—সমগ্র; **অসৎ-স্বরূপম্**—অনিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে যার অস্তিত্ব অসত্য; **স্বপ্নাভম্**—স্বপ্নবৎ; **অস্তধিষণম্**—যেখানে সচেতনতা আচ্ছাদিত হয়; **পুরু-দুঃখ-দুঃখম্**—বারংবার দুঃখকষ্টে পরিপূর্ণ; **ত্বয়ি**—আপনার মধ্যে; **এব**—বস্তুত; **নিত্য**—নিত্য; **সুখ**—সুখ; **বোধ**—চেতন; **তনৌ**—স্বরূপে; **অনন্তে**—যিনি অন্তহীন; **মায়াতঃ**—মায়াশক্তি দ্বারা; **উদ্যৎ**—উদ্ভূত; **অপি**—তবুও; **যৎ**—যা; **সৎ**—সত্য; **ইব**—যেন; **অবভাতি**—প্রতীয়মান হয়।

অনুবাদ

সুতরাং স্বপ্নবৎ এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডটি স্বভাবতই অনিত্য, তা সত্ত্বেও সত্যের মতো প্রতীয়মান হয় এবং এভাবেই সেটি জীবের চেতনা আচ্ছাদন করে এবং বারং বার দুঃখকষ্টের দ্বারা তাকে জর্জরিত করে। এই ব্রহ্মাণ্ডটি সত্য বলে মনে হয়, কারণ যাঁর অপ্রাকৃত স্বরূপগুলি নিত্য, আনন্দময় ও জ্ঞানময়, সেই আপনার থেকে উদ্ভূত মায়াশক্তির দ্বারা সেটি প্রকাশিত।

তাৎপর্য

ভোগের বিষয় অথবা স্থায়ী আবাসরূপে বদ্ধ জীবের কাছে এই জড় জগৎ নিশ্চিতভাবে মায়া, স্বপ্নের চেয়ে বেশি কিছু নয়। কেউ সাদৃশ্য দেখিয়ে বলতে পারে যে, মরুভূমিতে পর্যাপ্ত জলের দর্শন স্বপ্নের চেয়ে বেশি কিছু নয়, যদিও প্রকৃত জলের অস্তিত্ব কোথাও না কোথাও রয়েছে। তেমনই, গৃহ, সুখ এবং জড় পদার্থের মধ্যে বাস্তবতা অবশ্যই মূর্খের স্বপ্নের থেকে বেশি কিছু নয়, যার ফলে বারংবার দুঃখকষ্টই উপস্থিত হয়।

কিন্তু অন্যভাবে, এই জগৎ সত্য। এই কথা শ্রীল মধ্বাচার্য তাঁর *বেদান্তসূত্রের* ভাষ্যে *সত্যং হি এবেদং বিশ্বমসৃজত,* "ভগবানের দ্বারা সৃষ্ট এই জগৎ সত্য"— এই *বৈদিক শ্রুতিমন্ত্রের* উদ্ধৃতির মাধ্যমে প্রতিপন্ন করেছেন। এভাবেই যথার্থ বেদজ্ঞের দ্বারা এই জগৎ সত্যরূপে প্রমাণিত; তা সত্ত্বেও, যেহেতু আমাদের জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত (যেমন *অন্তর্হিতম্* শব্দের দ্বারা এখানে নির্দেশ করা হয়েছে), তাই এই জগৎ ও তার স্রষ্টা পরমেশ্বর ভগবানকে আমরা সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণের বিস্তাররূপে এই জগৎ সত্য এবং তাঁর সেবায় নিযুক্ত করা এর উদ্দেশ্য। যিনি ভগবানের ধামকে তাঁর গৃহ, স্বয়ং ভগবানকে প্রেমের বিষয় এবং এই জড় জগৎকে ভগবানের সেবার উপকরণ রূপে স্বীকার করেন, তিনি জড় এবং চিন্ময় যে জগতেই যান, নিত্য বাস্তবতার মধ্যে বিরাজ করেন।

শ্লোক ২৩

একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ
পূর্ণাদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ ॥ ২৩ ॥

একঃ—এক; **ত্বম্**—আপনি; **আত্মা**—পরম আত্মা; **পুরুষঃ**—পরম পুরুষ; **পুরাণঃ**—পুরাতন; **সত্যঃ**—পরমতত্ত্ব; **স্বয়ম্-জ্যোতিঃ**—স্বয়ংপ্রকাশ; **অনন্তঃ**—অন্তহীন;

আদ্যঃ—আদি; **নিত্যঃ**—সনাতন; **অক্ষরঃ**—অবিনশ্বর; **অজস্র-সুখঃ**—যাঁর সুখ বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে না; **নিরঞ্জনঃ**—কলুষহীন; **পূর্ণ**—সম্পূর্ণ; **অদ্বয়ঃ**—অদ্বিতীয়; **মুক্তঃ**—মুক্ত; **উপাধিতঃ**—সমস্ত জড় উপাধি থেকে; **অমৃতঃ**—মৃত্যুহীন।

অনুবাদ

আপনি একমাত্র পরমাত্মা, আদি পরম পুরুষ, পরমতত্ত্ব—স্বয়ংপ্রকাশ, অনন্ত ও অনাদি। আপনি সনাতন ও অচ্যুত, শুদ্ধ ও পূর্ণ অদ্বিতীয় এবং সমস্ত জড় উপাধি থেকে মুক্ত। আপনার আনন্দ কখনও বিঘ্নিত হতে পারে না এবং জড় কলুষের সঙ্গেও আপনার কোনও সম্পর্ক নেই। বাস্তবিকপক্ষে, আপনি অক্ষয় অমৃতস্বরূপ।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের বিভিন্ন শব্দসমূহ কিভাবে প্রমাণ করছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত শরীর জড় দেহের বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত, তা শ্রীল শ্রীধর স্বামী বিশ্লেষণ করেছেন। সমস্ত জড় দেহকেই ছয়টি পর্যায়ে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়—জন্ম, বৃদ্ধি, স্থিতি, বংশবৃদ্ধি, ক্ষয় ও বিনাশ। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পার্থিব জন্মগ্রহণ করেন না, কারণ এই শ্লোকে *আদ্য* অর্থাৎ *'আদি'* কথাটির দ্বারা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তিনি মূল বাস্তব বস্তু। আমরা নির্দিষ্ট জড়জাগতিক পরিবেশে আমাদের পার্থিব জন্মগ্রহণ করে থাকি এবং জড় দেহগুলির মধ্যে নানা রকম জড় উপাদানের মিশ্রণ থাকে। যেহেতু জড় পরিবেশ বা উপাদান সৃষ্টির বহু আগে থেকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব ছিল, তাই তাঁর চিন্ময় শরীরের জন্য পার্থিব জন্মের কোন প্রশ্নই আসে না।

তেমনই, *পূর্ণ* শব্দটির অর্থ 'সম্পূর্ণ,' যা শ্রীকৃষ্ণ বড় হয়ে উঠতে পারেন, এই ধারণাকে খণ্ডন করে, যেহেতু সম্পূর্ণতায় তিনি চিরস্থায়ী। যখন কারও জড় দেহ পরিণত হয়ে ওঠে, তখন সে তার যৌবনকালের মতো আর সুখভোগ করতে পারে না; কিন্তু এখানে *অজস্রসুখ* অর্থাৎ 'বিঘ্নহীন সুখ উপভোগ' কথাটির মাধ্যমে নির্দেশ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের শরীর কখনও তথাকথিত পরিণত বয়সে পৌঁছায় না, যেহেতু তাঁর শরীর সর্বদাই চিন্ময় যৌবনোচিত আনন্দে পরিপূর্ণ। *অক্ষর* অর্থাৎ 'অবিনশ্বর' কথাটি শ্রীকৃষ্ণের দেহের বৃদ্ধিপ্রাপ্তি বা ক্ষয়প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে খণ্ডন করে এবং *অমৃত* অর্থাৎ 'অমরত্ব' কথাটি মৃত্যুর সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে।

পক্ষান্তরে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত শরীর জড় দেহের রূপান্তর থেকে মুক্ত। যাই হোক, ভগবান অসংখ্য জগৎ সৃষ্টি করেন এবং অসংখ্য জীবরূপে নিজেকে বিস্তার করেন। কিন্তু ভগবানের তথাকথিত জন্মলাভ সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়

এবং তা দেহগত অস্তিত্বের নির্দিষ্ট ক্রমবিকাশের পর্যায়ে ঘটতে থাকে না; বরং তা ভগবানের চিন্ময় আনন্দ ও মহিমা বিস্তারে তাঁর নিত্য প্রবণতাকেই প্রতিষ্ঠিত করে।

শ্রুতিতে ভগবান যেমন বলছেন, *পূর্বমেবাহমিহাসম্*—'শুরুতে আমি একাই বর্তমান ছিলাম'। তাই এখানে ভগবানকে বলা হয় *পুরুষঃ পুরাণঃ*, 'আদি পুরুষ'। এই মূল *পুরুষ* নিজেকে পরমাত্মারূপে বিস্তার করে প্রতিটি জীবদেহে প্রবেশ করেন। তবুও, চরমে শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমতত্ত্ব, যেমন *গোপালতাপনী উপনিষদে* বলা হয়েছে—*যঃ সাক্ষাৎ পরব্রহ্মেতি গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনম্*, "বৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষের ছায়াতলে উপবেশনরত নিত্য, জ্ঞানময় ও আনন্দময় গোবিন্দই হচ্ছেন পরমতত্ত্ব স্বয়ং।" এই পরমতত্ত্ব জড় অজ্ঞানতার অতীত এবং এমন কি সাধারণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অতীত, যেমন সেই একই *গোপালতাপনী শ্রুতিতে* বলা হয়েছে—*বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং ভিন্নঃ।* এভাবেই, আরও নানা প্রকারে বৈদিক শাস্ত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এখানে স্বয়ং ব্রহ্মা কর্তৃক তা প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ২৪

এবংবিধং ত্বাং সকলাত্মনামপি
স্বাত্মানমাত্মাত্মতয়া বিচক্ষতে ।
গুর্বর্কলব্ধোপনিষৎসুচক্ষুষা
যে তে তরন্তীব ভবানৃতাম্বুধিম্ ॥ ২৪ ॥

এবম্-বিধম্—যেমন এভাবেই বর্ণিত; **ত্বাম্**—আপনি; **সকল**—সমস্ত; **আত্মনাম্**—আত্মাদের; **অপি**—বস্তুত; **স্বাত্মানম্**—সেই আত্মা; **আত্ম-আত্মতয়া**—পরমাত্মারূপে; **বিচক্ষতে**—তাঁরা দর্শন করেন; **গুরু**—গুরুদেব থেকে; **অর্ক**—সূর্যসম; **লব্ধ**—লাভ করেছেন; **উপনিষৎ**—গূঢ় জ্ঞানের; **সুচক্ষুষা**—শুদ্ধ চক্ষুর দ্বারা; **যে**—যাঁরা; **তে**—তাঁরা; **তরন্তি**—অতিক্রম করেন; **ইব**—সহজেই; **ভব**—জড় অস্তিত্বের; **অনৃত**—যা সত্য নয়; **অম্বুধিম্**—সমুদ্র।

অনুবাদ

যাঁরা সূর্যসদৃশ সদ্‌গুরু থেকে শুদ্ধ জ্ঞানচক্ষু প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা আপনাকে সমস্ত আত্মাদের আত্মাস্বরূপ পরমাত্মারূপে দর্শন করতে পারেন। এভাবেই আপনার মূল ব্যক্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করে, তাঁরা মায়াময় ভবসমুদ্র অতিক্রম করতে সক্ষম হন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৯) প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে,

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম ও কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।"

শ্লোক ২৫

আত্মানমেবাত্মতয়াবিজানতাং
তেনৈব জাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতম্ ।
জ্ঞানেন ভূয়োঽপি চ তৎ প্রলীয়তে
রজ্জ্বামহের্ভোগভবাভবৌ যথা ॥ ২৫ ॥

আত্মানম্—আপনাকে; **এব**—বস্তুত; **আত্মতয়া**—পরমাত্মারূপে; **অবিজানতাম্**—যারা জানে না তাদের জন্য; **তেন**—তার দ্বারা; **এব**—একমাত্র; **জাতম্**—উৎপন্ন হয়; **নিখিলম্**—সমগ্র; **প্রপঞ্চিতম্**—জড় অস্তিত্ব; **জ্ঞানেন**—জ্ঞানের দ্বারা; **ভূয়ঃ অপি**—পুনরায়; **চ**—এবং; **তৎ**—সেই জড় অস্তিত্ব; **প্রলীয়তে**—অন্তর্হিত হয়; **রজ্জ্বাম্**—রজ্জুতে; **অহেঃ**—একটি সর্পের; **ভোগ**—দেহের; **ভব-অভবৌ**—আপাত আবির্ভাব ও তিরোভাব; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি রজ্জুকে সর্প মনে করে ভীত হয়, কিন্তু সেই সর্পটির অস্তিত্ব নেই তা হৃদয়ঙ্গম হলে তার ভয় পরিত্যাগ করে। তেমনই, যারা সমস্ত আত্মার পরমাত্মারূপে আপনাকে চিনতে ব্যর্থ হয়, তাদের কাছে সম্প্রসারিত মায়াময় জড় অস্তিত্বের উদয় হয়ে থাকে, কিন্তু আপনার সম্পর্কে জ্ঞানোদয় হলে তৎক্ষণাৎ তা অন্তর্হিত হয়।

তাৎপর্য

জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন তার চতুর্দিকে জলকেই দর্শন করে, মায়ামগ্ন ব্যক্তি তেমনই জড় অস্তিত্বকে অসীমরূপে দর্শন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জড় মায়ার সমুদ্রের গভীরে নিমগ্ন জড় বিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা কল্পনা করে যে, জড়া প্রকৃতি সীমাহীনভাবে চতুর্দিকে প্রসারিত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এই জড় সৃষ্টি অজ্ঞানতার এক সীমাবদ্ধ

সমুদ্র, যেখানে জড় বৈজ্ঞানিকদের মতো মূর্খ জীবেরা পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশে নিতান্ত অমর্যাদায় নিমজ্জিত হয়ে আছে।

যেখানে সব কিছুরই জন্ম ও মৃত্যু আছে তেমনই এক জগতের ফাঁদে আটকে পড়া নিশ্চিতভাবেই এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। কেউ অন্ধকার জায়গায় আটকে পড়লে স্বভাবতই ভীত হয়ে পড়ে। জাগতিক জীবন যেহেতু সর্বদা অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছাদিত, তাই প্রতিটি বদ্ধ জীবই ভয়গ্রস্ত। জড়া প্রকৃতি কখনই চূড়ান্ত বাস্তব নয়, তাই জড় পদার্থের বিশ্লেষণের দ্বারা কখনই চূড়ান্ত প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কৃষ্ণভাবনামৃতের উজ্জ্বল আলোয় চক্ষু উন্মীলিত করলে, জড়জাগতিক জীবন নামক এই অন্ধকারময়, সর্পসদৃশ অস্তিত্ব তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয়।

শ্লোক ২৬

অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষৌ
দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋতজ্ঞভাবাৎ।
অজস্রচিত্যাত্মনি কেবলে পরে
বিচার্যমাণে তরণাবিবাহনী ॥ ২৬ ॥

অজ্ঞান—অজ্ঞানতা থেকে প্রকাশ করে; **সংজ্ঞৌ**—যে উপাধিগুলি; **ভববন্ধ**—জড় অস্তিত্বের বন্ধন; **মোক্ষৌ**—এবং মুক্তি; **দ্বৌ**—দুটি; **নাম**—বস্তুত; **ন**—না; **অন্যৌ**—ভিন্ন; **স্তঃ**—হয়; **ঋত**—সত্য; **জ্ঞ-ভাবাৎ**—জ্ঞান থেকে; **অজস্র-চিতি**—যাঁর সচেতনতা অপ্রতিহত; **আত্মনি**—আত্মা; **কেবলে**—যিনি জড় থেকে ভিন্ন; **পরে**—যিনি শুদ্ধ; **বিচার্যমাণে**—তিনি যখন সঠিকভাবে বিচার করেন; **তরণৌ**—সূর্যের মধ্যে; **ইব**—যেমন; **অহনী**—দিন ও রাত্রি।

অনুবাদ

ভববন্ধন ও মোক্ষ এই দুটি ধারণাই অজ্ঞানতার প্রকাশ, তাই সত্য জ্ঞান থেকে তা ভিন্ন। কেউ যখন সঠিকভাবে বিচার করেন যে, শুদ্ধ আত্মা জড় থেকে ভিন্ন এবং সর্বদা সম্পূর্ণ চৈতন্যময়, তখন তাদের আর কোনও অস্তিত্ব থাকে না। যেমন সূর্যের পরিপ্রেক্ষিতে দিন ও রাত্রির কোনও গুরুত্ব থাকে না, তেমনই এই বন্ধন ও মোক্ষ এখন উভয়ই তাৎপর্যহীন।

তাৎপর্য

জড় বন্ধন হচ্ছে মায়া, কারণ, প্রকৃতপক্ষে জড় জগতের সঙ্গে জীবের প্রকৃত কোনও সম্পর্ক নেই। মিথ্যা অহঙ্কারবশত বদ্ধ জীবাত্মা নিজেকে জড়ের সঙ্গে অভিন্ন

জ্ঞান করে। তাই তথাকথিত মুক্তি প্রকৃত বন্ধন থেকে মুক্তি অপেক্ষা কেবল একটি মায়াত্যাগ করা মাত্র। তবুও আমরা যদি চিন্তা করি যে, জড় মায়ার দুঃখকষ্টই বাস্তব এবং দুঃখকষ্ট থেকে অব্যাহতিই মুক্তি, তা হলেও যথার্থ পারমার্থিক জীবন লাভ করার তুলনায় এই মুক্তি অর্থহীন এবং এই পারমার্থিক জীবনধারা জড় জাগতিক মায়িক জীবনের বিপরীত ও নিত্য বাস্তব। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণভাবনামৃত বা শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমই প্রতিটি জীবের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ, অর্থপূর্ণ ও স্থায়ী আশ্রয়।

যেহেতু সূর্যের অনুপস্থিতিই রাত্রির অন্ধকারের কারণ, তাই কেউ যেমন স্বয়ং সূর্যের মধ্যে রাত্রির অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে না, তেমনই রাত্রিগুলির দ্বারা বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র দিনগুলির অভিজ্ঞতাও কেউ লাভ করতে পারে না। তেমনই, শুদ্ধ জীবাত্মার মধ্যেও জড় অন্ধকার থাকে না, তার ফলে ঐ রকম অন্ধকার থেকে মুক্তির অভিজ্ঞতাও থাকে না। বদ্ধ জীব যখন এই ধরনের শুদ্ধ চেতনার স্তরে আসে, তখন সে ভগবানের নিজস্ব ধামে পরম শুদ্ধ স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ লাভের যোগ্যতা অর্জন করে।

শ্লোক ২৭

ত্বামাত্মানং পরং মত্বা পরমাত্মানমেব চ ।
আত্মা পুনর্বহির্মৃগ্য অহোঽজ্ঞজনতাজ্ঞতা ॥ ২৭ ॥

ত্বাম্—আপনি; **আত্মানম্**—প্রকৃত আত্মা; **পরম্**—অন্য কিছু; **মত্বা**—মনে করে; **পরম্**—অন্য কিছু; **আত্মানম্**—আপনাকে; **এব**—বস্তুত; **চ**—ও; **আত্মা**—পরমাত্মা; **পুনঃ**—পুনরায়; **বহিঃ**—বাইরে; **মৃগ্যঃ**—অবশ্যই অন্বেষণীয়; **অহো**—ওঃ; **অজ্ঞ**—অজ্ঞ; **জনতা**—ব্যক্তিগণের; **অজ্ঞতা**—অজ্ঞানতা।

অনুবাদ

অহো! অজ্ঞ ব্যক্তিদের মূর্খতা দর্শন করুন, যারা আপনাকে মায়ার ভিন্ন প্রকাশ এবং আপনার প্রকৃত স্বরূপ আত্মাকে অন্য কিছু অর্থাৎ জড় দেহ জ্ঞান করে। এরূপ মূর্খেরা সিদ্ধান্ত করে যে, পরমাত্মা আপনার পরম ব্যক্তিত্বের বাইরে অন্যত্র অন্বেষণীয়।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবেরা মনে করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম চিন্ময় শরীর জড়; তাই তাদের বুদ্ধিহীন অজ্ঞানতায় ব্রহ্মা বিস্মিত। ভগবানের চিন্ময় স্বরূপের প্রতি অজ্ঞতাবশত এই সকল মানুষেরা মনে করে তাদের নিজেদের জড় দেহগুলি এক-একটি আত্মা

এবং তাই তারা সিদ্ধান্ত করে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাইরে অন্য কোথাও চিন্ময় বাস্তবতা খুঁজে পাওয়া যাবে। কখনও কখনও এই ধরনের মূর্খরা মনে করে, স্বতন্ত্র আত্মাগুলি একত্রিত হয়ে একটি নির্বিশেষ চিন্ময় সত্তা গঠন করে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই আত্মাগুলির মধ্যে একজন। দুর্ভাগ্যবশত, এই সব জল্পনা-কল্পনাকারীদের স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকে কিম্বা ব্রহ্মার মতো ভগবানের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের কাছ থেকে শ্রবণ করার আগ্রহ নেই। কারণ তারা যথেচ্ছভাবে পরব্রহ্মের প্রকৃতি নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করে, যার চূড়ান্ত ফল বিভ্রান্তি ও অজ্ঞতা এবং যেগুলিকে তারা শ্রুতিকটু উক্তির পরিবর্তে কোমল উক্তিতে 'জীবনের রহস্য' রূপে বর্ণনা করে।

শ্লোক ২৮

অন্তর্ভবেঽনন্ত ভবন্তমেব
হ্যতত্ত্যজন্তো মৃগয়ন্তি সন্তঃ ।
অসন্তমপ্যন্ত্যহিমন্তরেণ
সন্তং গুণং তং কিমু যন্তি সন্তঃ ॥ ২৮ ॥

অন্তঃ-ভবে—দেহের মধ্যে; **অনন্ত**—হে অনন্ত; **ভবন্তম্**—আপনি; **এব**—বস্তুত; **হি**—অবশ্যই; **অতৎ**—আপনা থেকে সব কিছু ভিন্ন; **ত্যজন্তঃ**—প্রত্যাখ্যান করে; **মৃগয়ন্তি**—অন্বেষণ করে; **সন্তঃ**—সাধুগণ; **অসন্তম্**—অসত্য; **অপি**—এমন কি; **অন্তি**—নিকটে উপস্থিত; **অহিম্**—সর্প (ভ্রম); **অন্তরেণ**—(নিষেধ) বিনা; **সন্তম্**—সত্য; **গুণম্**—রজ্জু; **তম্**—সেই; **কিম্ উ**—কি না; **যন্তি**—উপলব্ধি হয়; **সন্তঃ**—চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ।

অনুবাদ

হে অনন্ত, আপনার থেকে ভিন্ন সকল বিষয় প্রত্যাখ্যান করে সাধুভক্তগণ তাঁদের নিজেদের দেহাভ্যন্তরে আপনাকে অন্বেষণ করে থাকেন। বাস্তবিকই, পার্থক্য বিচার করতে সক্ষম ব্যক্তিগণ যতক্ষণ না সর্প ভ্রম খণ্ডন করছেন, ততক্ষণ তাঁরা পরিত্যক্ত রজ্জুর যথার্থ প্রকৃতি কিভাবে উপলব্ধি করতে পারেন?

তাৎপর্য

কেউ যুক্তিতর্ক করতে পারে যে, আত্ম-উপলব্ধির অনুশীলন করা উচিত এবং সেই সঙ্গে জড় দেহের জন্য ইন্দ্রিয়তর্পণ চালিয়ে যাওয়া উচিত। এই প্রস্তাবটি এখানে রজ্জুকে সর্পভ্রমের উদাহরণের মাধ্যমে খণ্ডন করা হয়েছে। রজ্জুকে যে সর্পভ্রম করে, সর্পের কথা মনে করে সে ভীত হয়ে পড়ে। কিন্তু যখন সে জানতে পারে যে, সাপটি আসলে রজ্জু, তখন সে স্বস্তির ভাব অনুভব করে রজ্জুটিকে অগ্রাহ্য

করে। তেমনই, যেহেতু আমরা এই দেহটিকে আত্মা বলে ভুল বুঝি, তাই দেহ সম্পর্কিত নানা রকম অনুভূতি আমরা অর্জন করছি। যাই হোক, এই দেহটি কেবল জড় রসায়নের থলি তা উদঘাটন করে, আমাদের যত্ন সহকারে লক্ষ্য করা উচিত কিভাবে এই মায়ার সৃষ্টি হয়েছিল এবং তখন আমরা দেহটির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। প্রকৃতপক্ষে আমরা দেহের অভ্যন্তরে স্থিত নিত্য আত্মা তা উদঘাটন করে, স্বভাবতই আমাদের প্রকৃত স্বরূপের প্রতি মনোযোগী হই।

দেহটি আত্মা এই মূর্খতাপূর্ণ মিথ্যা পরিচয় অতিক্রম করে, সাধু ও বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সর্বদাই কৃষ্ণভাবনামৃত অর্থাৎ পারমার্থিক জ্ঞান অনুশীলন করেন। এই ধরনের কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তিগণ প্রতিটি জীবের সাক্ষী ও পরিচালক-স্বরূপ পরমাত্মারূপে জড় দেহের মধ্যে বিরাজমান পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি করতে থাকেন। পরমাত্মা ও জীবাত্মাকে হৃদয়ঙ্গম করা এতই আনন্দদায়ক ও পরিতৃপ্তিদায়ক যে, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই তাঁর পারমার্থিক উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করে থাকেন।

শ্লোক ২৯

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি ।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ ২৯ ॥

অথ—অতএব; **অপি**—বাস্তবিকপক্ষে; **তে**—আপনার; **দেব**—হে ভগবান; **পদ-অম্বুজদ্বয়**—শ্রীপাদপদ্ম যুগলের; **প্রসাদ**—কৃপার; **লেশ**—কণামাত্র; **অনুগৃহীতঃ**—অনুগৃহীত; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **হি**—বস্তুত; **জানাতি**—জানেন; **তত্ত্বম্**—তত্ত্ব; **ভগবৎ**—পরম পুরুষোত্তম ভগবানের; **মহিম্নঃ**—মহিমার; **ন**—কখনই না; **চ**—এবং; **অন্যঃ**—অন্য; **একঃ**—এক; **অপি**—যদিও; **চিরম্**—দীর্ঘকাল; **বিচিন্বন্**—জল্পনা-কল্পনা করে।

অনুবাদ

হে ভগবান, কেউ যদি আপনার শ্রীপাদপদ্ম যুগলের কৃপার লেশমাত্রও লাভ করে থাকেন, তা হলে তিনি আপনার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কিন্তু যারা আপনার মহিমা সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করে, তারা দীর্ঘকাল বেদ অধ্যয়ন করেও আপনাকে জানতে পারে না।

তাৎপর্য

এই অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা,* ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, শ্লোক ৮৪ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

যারা ভগবানের মায়াশক্তির সঙ্গে অনর্থক সংগ্রাম করছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সব বদ্ধ জীবদের উপর কৃপা প্রদর্শনের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী। বদ্ধ জীব ইন্দ্রিয়তৃপ্তির মাধ্যমে সুখ লাভের জন্য এবং মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে জ্ঞান লাভের জন্য সংগ্রাম করে চলেছে। শেষ পর্যন্ত উভয় পন্থাই তাকে বিষণ্ণ ও হতাশজনক অবস্থায় পৌঁছে দেয়। বদ্ধ জীব যদি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের শরণাগত হয়ে তাঁর অহৈতুকী কৃপার লেশমাত্রও অর্জন করতে পারে, তা হলে সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটাই বদলে যায়, এবং জীব কৃষ্ণভাবনামৃতে আনন্দময় ও জ্ঞানময় তার প্রকৃত জীবন শুরু করতে পারে।

শ্লোক ৩০

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্ ।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥ ৩০ ॥

তৎ—অতএব; **অস্তু**—সে যাই হোক; **মে**—আমার; **নাথ**—হে প্রভু; **সঃ**—সেই; **ভূরিভাগঃ**—মহাভাগ্য; **ভবে**—জন্মে; **অত্র**—এই; **বা**—অথবা; **অন্যত্র**—অন্য কোন জন্মে; **তু**—বস্তুত; **বা**—অথবা; **তিরশ্চাম্**—পশুগণের মধ্যে; **যেন**—যার দ্বারা; **অহম্**—আমি; **একঃ**—এক; **অপি**—এমন কি; **ভবৎ**—অথবা আপনার; **জনানাম্**—ভক্তবৃন্দের; **ভূত্বা**—হয়ে; **নিষেবে**—আমি যেন সম্পূর্ণরূপে সেবায় যুক্ত হতে পারি; **তব**—আপনার; **পাদ-পল্লবম্**—পাদপদ্মের।

অনুবাদ

হে নাথ, অতএব আমার এই প্রার্থনা যে, এই ব্রহ্মা-জন্মেই হোক অথবা অন্য কোনও জন্মেই হোক, যেখানেই আমি জন্মগ্রহণ করি, আমি যেন আপনার ভক্তবৃন্দের একজন হতে পারি। আমি প্রার্থনা করি, যেখানেই হোক, এমন কি পশুযোনির মধ্যে হলেও, আমি যেন আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারি।

শ্লোক ৩১

অহোঽতিধন্যা ব্রজগোরমণ্যঃ
স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা ।
যাসাং বিভো বৎসতরাত্মজাত্মনা
যত্তৃপ্তয়েঽদ্যাপি ন চালমধ্বরাঃ ॥ ৩১ ॥

অহো—ওহে; **অতি-ধন্যাঃ**—অতীব সৌভাগ্যবতী; **ব্রজ**—বৃন্দাবনের; **গো**—গাভীগণ; **রমণ্যঃ**—এবং গোপীগণ; **স্তন্য**—স্তন-দুগ্ধ; **অমৃতম্**—যা অমৃতবৎ; **পীতম্**—পান করা হয়েছে; **অতীব**—প্রচুরভাবে; **তে**—আপনার দ্বারা; **মুদা**—তৃপ্তি সহকারে; **যাসাম্**—যাদের; **বিভো**—হে সর্বশক্তিমান প্রভু; **বৎসতর-আত্মজ-আত্মনা**—গোবৎস ও গোপীদের সন্তানরূপে; **যৎ**—যাঁর; **তৃপ্তয়ে**—তৃপ্তির জন্য; **অদ্য অপি**—এখনও পর্যন্ত; **ন**—না; **চ**—এবং; **অলম্**—যথেষ্ট; **অধ্বরাঃ**—সমস্ত বৈদিক যজ্ঞ।

অনুবাদ

হে সর্বশক্তিমান প্রভু, বৃন্দাবনের গাভী ও গোপীগণ কত মহা সৌভাগ্যবতী যে, আপনি গোবৎস ও গোপবালক স্বরূপে আনন্দে তাঁদের স্তন-দুগ্ধ পান করেছেন! অনাদি কাল থেকে আজ পর্যন্ত যত বৈদিক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে তাও আপনাকে এত তৃপ্তিদান করতে সমর্থ হয়নি।

শ্লোক ৩২

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্ ।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩২ ॥

অহো—কী মহা; **ভাগ্যম্**—ভাগ্য; **অহো**—কী মহা; **ভাগ্যম্**—ভাগ্য; **নন্দ**—নন্দ মহারাজের; **গোপ**—অন্যান্য গোপবৃন্দের; **ব্রজৌকসাম্**—ব্রজবাসীদের; **যৎ**—যাঁদের; **মিত্রম্**—সখা; **পরম-আনন্দম্**—পরম আনন্দ; **পূর্ণম্**—পূর্ণ; **ব্রহ্ম**—পরব্রহ্ম; **সনাতনম্**—সনাতন।

অনুবাদ

অহো! নন্দ মহারাজ, গোপবৃন্দ ও ব্রজবাসীরা কী মহা ভাগ্যবান! তাঁদের সৌভাগ্যের সীমা নেই, যেহেতু পরমানন্দ-স্বরূপ সনাতন পূর্ণব্রহ্ম তাঁদের সখা হয়েছেন।

তাৎপর্য

এই অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা,* ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, শ্লোক ১৪৯ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৩

এষাং তু ভাগ্যমহিমাচ্যুত তাবদাস্তাম্
একাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ ।
এতদ্ধৃষীকচষকৈরসকৃৎ পিবামঃ
শর্বাদয়োঽঙ্ঘ্র্যুদজমধ্বমৃতাসবং তে ॥ ৩৩ ॥

এষাম্—এই সব (ব্রজবাসীদের); **তু**—যাই হোক; **ভাগ্য**—সৌভাগ্যের; **মহিমা**—মহিমা; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত ভগবান; **তাবৎ**—এত; **আস্তাম্**—তা হোক; **একাদশ**—একাদশ; **এব হি**—বস্তুত; **বয়ম্**—আমরা; **বত**—ও; **ভূরি-ভাগাঃ**—মহা ভাগ্যবান; **এতদ্**—এই সকল ভক্তবৃন্দের; **হৃষীক**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **চষকৈঃ**—পান পাত্ররূপ; **অসকৃৎ**—নিরন্তর; **পিবামঃ**—আমরা পান করছি; **শর্বাদয়ঃ**—শিব ও অন্যান্য দেবতাগণ; **অঙ্ঘ্রি-উদজ**—পাদপদ্মের; **মধু**—মধু; **অমৃত-আসবম্**—অমৃত সুধা; **তে**—আপনার।

অনুবাদ

হে অচ্যুত, যদিও এই ব্রজবাসীদের সৌভাগ্যের সীমা অচিন্তনীয়, শিবসহ আমরা একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণও মহা ভাগ্যবান, কারণ বৃন্দাবনের এই ভক্তগণের ইন্দ্রিয়রূপ পাত্রদ্বারা আমরা নিরন্তর আপনার পাদপদ্মের মধুস্বরূপ অমৃত সুধা পান করছি।

শ্লোক ৩৪

তদ্ ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্ গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্ ।
যজ্জীবিতং তু নিখিলং ভগবান্মুকুন্দস্
ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব ॥ ৩৪ ॥

তৎ—সেই; **ভূরি-ভাগ্যম্**—মহা সৌভাগ্য; **ইহ**—এখানে; **জন্ম**—জন্ম; **কিম্ অপি**—যে কোনও; **অটব্যাম্**—(বৃন্দাবনের) অরণ্যে; **যৎ**—যা; **গোকুলে**—গোকুলে; **অপি**—এমন কি; **কতম**—যে কোনও (ভক্তবৃন্দের); **অঙ্ঘ্রি**—পদ; **রজঃ**—ধূলির দ্বারা; **অভিষেকম্**—অভিষিক্ত করে; **যৎ**—যাঁর; **জীবিতম্**—জীবন; **তু**—বস্তুত; **নিখিলম্**—সমগ্র; **ভগবান্**—পরম পুরুষোত্তম ভগবান; **মুকুন্দঃ**—শ্রীমুকুন্দ; **তু**—কিন্তু; **অদ্য অপি**—এমন কি এখনও পর্যন্ত; **যৎ**—যাঁর; **পদ-রজঃ**—পদধূলি; **শ্রুতি**—বেদের দ্বারা; **মৃগ্যম্**—অন্বেষণ করে; **এব**—অবশ্যই।

অনুবাদ

যে কোনও গোকুলবাসী পাদপদ্মধূলি দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে গোকুলবনে যে কোন জন্মলাভ আমার মহা সৌভাগ্যস্বরূপ হবে। বৈদিক মন্ত্রাবলী যাঁর পাদপদ্মের ধূলি এখনও অন্বেষণ করছে, সেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান মুকুন্দ তাঁদের জীবনসর্বস্ব।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তৃণরূপেও ব্রহ্মা বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করতে অভিলাষ করেন যাতে ভগবৎ-ধামের পবিত্র অধিবাসীগণ তাঁর মাথার উপর দিয়ে পাদচারণা করে তাঁদের চরণরেণু দিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করতে পারেন। বাস্তববাদী হওয়ার ফলে, ব্রহ্মা সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের পদরেণু লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না; বরং, তিনি ভগবানের ভক্তবৃন্দের কৃপা লাভের প্রত্যাশী। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন যে, প্রস্তর-ফলকের দ্বারা বাঁধানো ভগবৎ-ধামে পায়ে চলার পথে এক টুকরো পাথর হয়েও জন্মগ্রহণ করতে ব্রহ্মা অভিলাষী। যেহেতু ব্রহ্মা সমগ্র জগতের স্রষ্টা, তাই বৃন্দাবনের অধিবাসীদের মহিমান্বিত মর্যাদা আমরা যথার্থ অনুমান করতে পারি।

বিশুদ্ধ ভক্তি ও প্রেমের দ্বারা ভগবদ্ভক্তগণ তাঁদের এই উন্নত মর্যাদা অর্জন করেন। ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য কোনও গর্বোদ্ধত জাগতিক পন্থার মাধ্যমে এমন চিন্ময় ঐশ্বর্য কেউ লাভ করতে পারে না। *লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থে ব্রহ্মার মনোভাবকে শ্রীল প্রভুপাদ এভাবে প্রকাশ করেছেন—"কিন্তু এই বৃন্দাবনের অরণ্যানীর মধ্যে জন্মগ্রহণের তেমন সৌভাগ্য যদি আমার না থাকে, তা হলে আপনার কাছে আমি প্রার্থনা করি বৃন্দাবনের প্রকৃত অঞ্চলের বাইরেও আমি যেন জন্মগ্রহণ করতে পারি যাতে ভক্তরা যখন বাইরে যান, তখন তাঁরা আমার উপর দিয়ে পাদচারণা করেন। সেটুকুও আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্য হবে। আমি এমনই একটি জন্মের একান্ত অভিলাষী যাতে আপনার ভক্তদের পদধূলিতে আমি লিপ্ত হই।"

শ্লোক ৩৫

এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতেতি নশ্
চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্মুহ্যতি ।
সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা
যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে ॥ ৩৫ ॥

এষাম্—এই সকল; **ঘোষ-নিবাসিনাম্**—গোপ সম্প্রদায়ের বাসভূমি; **উত**—বস্তুত; **ভবান্**—আপনি; **কিম্**—কি; **দেব**—হে পরম পুরুষোত্তম ভগবান; **রাতা**—প্রদান করবেন; **ইতি**—এভাবে চিন্তা করে; **নঃ**—আমাদের; **চেতঃ**—মন; **বিশ্ব-ফলাৎ**—সমস্ত আশীর্বাদের পরম উৎস অপেক্ষা; **ফলম্**—পারিতোষিক; **ত্বৎ**—আপনার চেয়েও; **অপরম্**—অন্য; **কুত্র অপি**—কোনওখানে; **অয়ৎ**—বিবেচনা করে; **মুহ্যতি**—মোহগ্রস্ত হয়; **সদ্বেষাৎ**—ভক্তরূপে ছদ্মবেশে নিজেকে গোপনের দ্বারা; **ইব**—বাস্তবিকপক্ষে; **পূতনা**—রাক্ষসী পূতনা; **অপি**—এমন কি; **সকুলা**—বকাসুর ও অঘাসুর আদি তার পরিবার সহ; **ত্বাম্**—আপনি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **দেব**—হে প্রভু; **আপিতা**—প্রাপ্ত হয়; **যৎ**—যাঁদের; **ধাম**—গৃহ; **অর্থ**—ধন; **সুহৃৎ**—মিত্র; **প্রিয়**—প্রিয়জন; **আত্ম**—দেহ; **তনয়**—পুত্র; **প্রাণ**—প্রাণ; **আশয়াঃ**—এবং মন; **তৎ-কৃতে**—আপনার প্রতি সমর্পিত।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর ভগবান, স্বয়ং আপনি ছাড়া আর কি পারিতোষিক অন্যত্র খুঁজে পাওয়া যায়, তা বিচার করে আমার চিত্ত মোহগ্রস্ত হচ্ছে। আপনি সমস্ত আশীর্বাদের মূর্তপ্রকাশ, যা আপনি বৃন্দাবনের গোপ-সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের প্রদান করেন। ভক্তরূপে ছদ্মবেশের দ্বারা পূতনার নিজেকে গোপন করার বিনিময়ে আপনি ইতিমধ্যেই নিজেকে পূতনা ও তার পরিবারের সদস্যদের পারিতোষিকরূপে প্রদান করবার বন্দোবস্ত করেছেন। কিন্তু যাঁদের গৃহ, ধন, সুহৃৎ, প্রিয়জন, দেহ, পুত্র, প্রাণ ও মন সমস্ত কিছুই কেবলমাত্র আপনাতে সমর্পিত, বৃন্দাবনের সমস্ত ভক্তদের প্রদানের জন্য আপনি কি রেখেছেন?

শ্লোক ৩৬

তাবদ্ রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্ ।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ ॥ ৩৬ ॥

তাবৎ—ততক্ষণ; **রাগ-আদয়ঃ**—জাগতিক আসক্তি ইত্যাদি; **স্তেনাঃ**—তস্কর; **তাবৎ**—ততক্ষণ; **কারা-গৃহম্**—কারাগৃহ; **গৃহম্**—কারও গৃহ; **তাবৎ**—ততক্ষণ; **মোহঃ**—পারিবারিক আসক্তির মোহ; **অঙ্ঘ্রি**—তাদের পায়ের; **নিগড়ঃ**—শৃঙ্খল; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **কৃষ্ণ**—হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **ন**—হয় না; **তে**—আপনার (ভক্ত); **জনাঃ**—কোনও মানুষ।

অনুবাদ

হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যতক্ষণ মানুষ আপনার ভক্ত না হয়, ততক্ষণ তাদের জড় আসক্তি ও বাসনা হয়ে থাকে তস্করস্বরূপ, তাদের গৃহাদি কারাগার-স্বরূপ এবং তাদের পারিবারিক আসক্তিজনিত মোহ পায়ের শৃঙ্খলস্বরূপ হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

আপাতদৃষ্টিতে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাসভূমি বৃন্দাবনের অধিবাসীরা নিরীহ গৃহস্থ, যাঁরা গোচারণ, রান্না, শিশু প্রতিপালন, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মতো সাধারণ বিষয়ে নিয়োজিত থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁদের এই সমস্ত কার্যকলাপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ় প্রেমময়ী সেবা। বৃন্দাবনের অধিবাসীদের সমস্ত কার্যই শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং তার ফলে তাঁরা মুক্ত জীবনের অতি উন্নত স্তর প্রাপ্ত হন। অন্যথায়, সেই একই কার্যকলাপ যদি কৃষ্ণভাবনামৃত ব্যতিরেকে অনুষ্ঠিত হয়, তা হলে তা জড় জগতের বন্ধনস্বরূপ হয়ে ওঠে।

তাই বৃন্দাবনের অধিবাসীদের উন্নত স্তরকে কারও যেমন ভুল বোঝা উচিত নয়, তেমনই কৃষ্ণভাবনামৃত বাদ দিয়ে, কেবলমাত্র সাধারণ গৃহস্থকর্ম অতি উৎসাহের সঙ্গে করার জন্য কারও নিজেকে উন্নত স্তরের ধার্মিক বিবেচনা করাও উচিত নয়। আমাদের প্রগাঢ় আসক্তিকে পরিবার ও সমাজের উপর কেন্দ্রীভূত করার ফলে আমরা কৃষ্ণভাবনামৃতের ক্রমবিকাশের পথ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিপথগামী হয়েছি। বিপরীতক্রমে, আমরা যদি আমাদের পরিবারকে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিযুক্ত করি, তা হলে আমাদের পরিবার প্রতিপালনের প্রচেষ্টাটিও প্রগতিমূলক পারমার্থিক কর্তব্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠবে।

অবশেষে, বৃন্দাবনের অধিবাসীদের অসাধারণ সামাজিক মান পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁদের জীবনযাত্রার অত্যাবশ্যক গুণটিই শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃত—লেশমাত্র জড়জাগতিক বাসনা কিম্বা মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনা ছাড়াই কেবলমাত্র ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা নিবেদন। আদি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি এমনই প্রেমময়ী সেবা তৎক্ষণাৎ ভগবানের রাজ্য শ্রীবৃন্দাবনধামের পরিবেশ সৃষ্টি করে।

শ্লোক ৩৭

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে ।
প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো ॥ ৩৭ ॥

প্রপঞ্চম্—জড়জাগতিক; **নিষ্প্রপঞ্চঃ**—সম্পূর্ণরূপে জড় অস্তিত্বের অতীত; **অপি**—যদিও; **বিড়ম্বয়সি**—আপনি অনুকরণ করেন; **ভূ-তলে**—পৃথিবীর উপরিভাগে; **প্রপন্ন**—শরণাগত; **জনতা**—মানুষের; **আনন্দ-সন্দোহম্**—বিভিন্ন স্বাদের বহুবিধ আনন্দরাশি; **প্রথিতুম্**—বিস্তারের জন্য; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

হে প্রভু, যদিও জড় অস্তিত্বের সঙ্গে আপনার কোনই সম্পর্ক নেই, তবুও আপনার শরণাগত ভক্তগণের জন্য বহুবিধ আনন্দরাশি বিস্তার করার উদ্দেশ্যে আপনি এই পৃথিবীতে এসে জড়জাগতিক জীবনের অনুকরণ করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, ঠিক যেমন একটি প্রদীপ অন্ধকারে যতটা উজ্জ্বল সূর্যালোকে ততটা নয়, অথবা একটি হীরকখণ্ড নীলাভ কাচের পাত্রে যতখানি দীপ্তিমান রূপোর পাত্রে ততটা নয়, তেমনই গোবিন্দরূপে ভগবানের লীলাও তাঁর চিন্ময়ধাম বৈকুণ্ঠে ততখানি বিস্ময়কর নয় যতখানি বিস্ময়কর এই মায়াময় জগতে। শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে অবতরণ করে তাঁর শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের অনুগত সন্তান, প্রেমিক, স্বামী, পিতা, সখা ইত্যাদিরূপে লীলাবিলাস করেন এবং মায়াময় অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতে এই সমস্ত উজ্জ্বল, মুক্ত লীলাসমূহ ভগবানের শরণাগত ভক্তবৃন্দকে অসীম আনন্দ প্রদান করে।

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ ব্রহ্মার উদ্ধৃতিকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন—"আমি আরও বুঝতে পারছি যে, গোপশিশুরূপে আপনার এই আবির্ভাব মোটেই প্রাকৃত লীলাবিলাস নয়। গোপ-গোপীদের ভালবাসায় আপনি এতই কৃতজ্ঞ যে, আপনার দিব্য উপস্থিতির মাধ্যমে তাঁদের কাছে থেকে আপনাকে ভালবাসতে তাঁদের অনুপ্রাণিত করছেন।"

শ্লোক ৩৮

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥ ৩৮ ॥

জানন্তঃ—যারা মনে করে যে, তারা আপনার অনন্ত শক্তি সম্বন্ধে অবগত; **এব**—অবশ্যই; **জানন্তু**—তারা সেভাবেই মনে করুক; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **বহু-উক্ত্যা**—বেশি কিছু বলার; **ন**—না; **মে**—আমার; **প্রভো**—হে প্রভু; **মনসঃ**—মনের; **বপুষঃ**—দেহের; **বাচঃ**—বাক্যের; **বৈভবম্**—ঐশ্বর্যসমূহ; **তব**—আপনার; **গোচরঃ**—গোচর।

অনুবাদ

যারা বলে, "আমি কৃষ্ণ সম্বন্ধে সব কিছু জানি," তারা সেভাবেই চিন্তা করুক। এই বিষয়ে আমি বেশি কিছু বলতে ইচ্ছা করি না। হে প্রভু, এইমাত্র বলি যে, আপনার ঐশ্বর্যসমূহ আমার মন, দেহ ও বাক্যের অগোচর।

তাৎপর্য

এই অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা,* একবিংশতি পরিচ্ছেদ, শ্লোক ২৭ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৯

অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্বং ত্বং বেৎসি সর্বদৃক্ ।
ত্বমেব জগতাং নাথো জগদেতত্তবার্পিতম্ ॥ ৩৯ ॥

অনুজানীহি—দয়া করে স্থান ত্যাগের অনুমতি দিন; **মাম্**—আমাকে; **কৃষ্ণ**—হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **সর্বম্**—সমস্ত কিছুই; **ত্বম্**—আপনি; **বেৎসি**—জানেন; **সর্বদৃক্**—সর্বদর্শী; **ত্বম্**—আপনি; **এব**—কেবল; **জগতাম্**—সমস্ত জগতের; **নাথঃ**—ঈশ্বর; **জগৎ**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; **এতৎ**—এই; **তব**—আপনাকে; **অর্পিতম্**—অর্পণ করলাম।

অনুবাদ

হে কৃষ্ণ, আমি এখন স্থান ত্যাগ করার জন্য বিনীতভাবে অনুমতি প্রার্থনা করছি। প্রকৃতপক্ষে আপনি সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী। অবশ্যই আপনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, তবুও এই একটি ব্রহ্মাণ্ড আমি আপনাকে অর্পণ করলাম।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ ব্রহ্মার উক্তিকে উদ্ধৃত করেছেন এভাবে, "হে প্রিয় প্রভু, যদিও আপনি সমস্ত সৃষ্টির পরম ঈশ্বর, তবুও আমি কখনও ভ্রান্তিবশত মনে করি যে, আমিই এই ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা। আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা হতে পারি, কিন্তু অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে এবং সেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তারূপে অসংখ্য ব্রহ্মাও রয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনি তাঁদের সকলেরই অধীশ্বর। প্রত্যেকের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করে আপনি সব কিছুই জানেন। সুতরাং, অনুগ্রহ করে আমাকে আপনার শরণাগত দাসরূপে গ্রহণ করুন। আমি আশা করছি যে, গোপসখা ও গোবৎসদের সঙ্গে আপনার লীলাবিলাসে বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনি যদি আমাকে দয়া করে অনুমতি দেন, তা হলে এখনই আমি এখান থেকে বিদায় নেব যাতে আমার অনুপস্থিতিতে আপনার গোপসখা ও গোবৎসদের সঙ্গ আপনি উপভোগ করতে পারেন।"

এখানে *সর্বং ত্বং বেৎসি সর্বদৃক্* কথাগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ সব কিছুই জানেন এবং সব কিছুই দর্শন করেন, তাই ভগবানের সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রেমময়ী সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ব্রহ্মা আর বৃন্দাবনে থাকার প্রয়োজন বোধ করেননি। প্রকৃতপক্ষে, ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টারূপে বৃন্দাবনের সরল ও আনন্দময় পরিবেশে ব্রহ্মা অযথাই এসেছিলেন, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ, বনভোজন, খেলাধুলা ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁর পরম ঐশ্বর্য প্রদর্শন করছিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দাবনবাসীদের গভীর অনুরাগ দর্শন করে ব্রহ্মা নিজেকে সেখানে থাকার অযোগ্য বলে বিবেচনা করেছিলেন। তিনি ভগবানের সঙ্গ ত্যাগ করতে আগ্রহী ছিলেন না, কিন্তু তিনি অনুভব করেছিলেন এর চেয়ে তাঁর নিজের ভক্তিযুক্ত সেবাকার্যে ব্রহ্মলোকে ফিরে যাওয়াই ভাল। মূর্খের মতো ভগবানকে মোহিত করার প্রচেষ্টার জন্য বিব্রত ও অনুতপ্ত ব্রহ্মা তাই ভগবানের উপস্থিতি উপভোগ করার চেয়ে বরং তাঁর অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় পুনরায় আত্মনিয়োগ করাই অধিকতর পছন্দ করেছিলেন।

শ্লোক ৪০

শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলপুষ্করজোষদায়িন্
ক্ষ্মানির্জরদ্বিজপশূদধিবৃদ্ধিকারিন্ ।
উদ্ধর্মশার্বরহর ক্ষিতিরাক্ষসধ্রুগ্
আকল্পমার্কমর্হন্ ভগবন্নমস্তে ॥ ৪০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ—হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **বৃষ্ণিকুল**—যদুবংশের; **পুষ্কর**—পদ্মের; **জোষ**—আনন্দ; **দায়িন্**—যিনি দান করেন; **ক্ষমা**—ভূমি; **নির্জর**—দেবতাগণ; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণগণ; **পশু**—এবং পশুদের; **উদধি**—মহাসাগরের; **বৃদ্ধি**—বৃদ্ধি; **কারিন্**—আপনি যিনি কারণস্বরূপ; **উদ্ধর্ম**—নাস্তিক ধর্মের; **শার্বর**—অন্ধকারের; **হর**—হে নাশকারী; **ক্ষিতি**—পৃথিবীর; **রাক্ষস**—অসুরদের; **ধ্রুক্**—বিরোধী; **আ-কল্পম্**—ব্রহ্মাণ্ডের সমাপ্তি পর্যন্ত; **আ-অর্কম্**—যতদিন সূর্য কিরণ দান করে; **অর্হন্**—হে পরম আরাধ্য বিগ্রহ; **ভগবন্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **নমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে।

অনুবাদ

হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনি পদ্মসদৃশ বৃষ্ণিবংশের আনন্দ প্রদান করেন এবং ভূমি, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গাভীগণ দ্বারা গঠিত মহাসমুদ্রকে বিস্তার করেন। আপনি অধর্মের গাঢ় অন্ধকার নাশ করেন এবং পৃথিবীতে আবির্ভূত অসুরদের বিরোধিতা করেন।

হে পরমেশ্বর ভগবান, যতকাল পর্যন্ত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব থাকবে এবং যতকাল পর্যন্ত সূর্য কিরণ দান করবে, ততকাল পর্যন্ত আপনার প্রতি আমি প্রণাম নিবেদন করব।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মতানুসারে, ব্রহ্মা এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৈচিত্র্যময় লীলার নির্দেশকারী তাঁর বিভিন্ন পবিত্র নামের মহিমা কীর্তন করে, নাম-সংকীর্তনের ভাবাবেশে নিমগ্ন ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দক্ষতার সঙ্গে পৃথিবীর আসুরিক জনসংখ্যা রোধ করেছিলেন, যা কংস, জরাসন্ধ ও শিশুপালের মতো আসুরিক রাজনীতিজ্ঞদের আবির্ভাবের ফলে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। আধুনিক সমাজেও তথাকথিত ধর্মভীরু এমন বহু মানুষ আছে, যারা আসলে আসুরিক জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। সূর্যাস্ত হলেই এই ধরনের মানুষেরা উজ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং অন্ধকারে জীবনকে উপভোগ করার জন্য রেস্তোরাঁ, নাইট ক্লাব, ডিসকোথেক, হোটেল ইত্যাদি জায়গার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে, যার অর্থ কেবল অবৈধ যৌন সঙ্গ, নেশা, জুয়া ও মাংসাহার। এরপর আর এক ধরনের মানুষ আছে যারা নিজেদের নাস্তিক ও অসুর বলে ঘোষণা করে খোলাখুলিভাবেই ভগবান ও তাঁর আইনকে অগ্রাহ্য করে। ভগবানের গুপ্ত ও প্রকাশ্য উভয় শত্রুরাই পৃথিবীর অপবিত্র বোঝা হয়ে ওঠে এবং দক্ষতার সঙ্গে এই ভার অপসারণ করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে অবতরণ করেন।

এখানে ব্রহ্মা পরোক্ষভাবে বলতে চেয়েছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের উচিত ব্রহ্মার নিজের সূক্ষ্ম নাস্তিক্যবাদ দূর করা, যা তাঁকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর মায়াশক্তি প্রয়োগে প্রয়াসী হতে পরিচালিত করেছিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন যে, লজ্জিত ব্রহ্মা নিজেকে সত্যলোক থেকে আগত এক ব্রহ্ম-রাক্ষসের মতো অনুভব করেছিলেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর অন্তরঙ্গ সখা ও গোবৎসদের বিরক্ত করার জন্য পৃথিবীতে এসেছিলেন। ব্রহ্মা অনুতাপ করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যদিও অত্যন্ত মহান, সমস্ত ঈশ্বরদেরও ঈশ্বর, কিন্তু যেহেতু তিনি ব্রহ্মার সম্মুখে যষ্টি, শঙ্খ, অলঙ্কার, কুমকুম, শিখিপুচ্ছ আদিতে ভূষিত হয়ে এমন এক সাধারণ ও নিরীহ মুখাবয়ব নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাঁর গোপসখাদের সঙ্গে ক্রীড়া করছিলেন, যার ফলে ব্রহ্মা তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করতে সাহস করেছিলেন।

ব্রহ্মার স্তবগুলির মধ্যে এই শ্লোকটি উপসংহার এবং ব্রহ্মার স্তবগুলি প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, "ব্রহ্মার এই স্তবগুলি, যা সমস্ত সন্দেহ নিরসন করে এবং ভগবৎ-ভক্তির চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলি সম্প্রচার করে, সেগুলি আমার চেতনার ভিত্তিমূলে দক্ষ কারিগর-স্বরূপ হোক।"

শ্লোক ৪১

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যভিষ্টূয় ভূমানং ত্রিঃ পরিক্রম্য পাদয়োঃ ।
নত্বাভীষ্টং জগদ্ধাতা স্বধাম প্রত্যপদ্যত ॥ ৪১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এভাবে; **অভিষ্টূয়**—স্তব নিবেদন করে; **ভূমানম্**—অনন্ত পরমেশ্বর ভগবানকে; **ত্রিঃ**—তিনবার; **পরিক্রম্য**—পরিক্রমা করে; **পাদয়োঃ**—তাঁর পদদ্বয়ে; **নত্বা**—নতজানু হয়ে; **অভীষ্টম্**—বাঞ্ছিত; **জগৎ**—ব্রহ্মাণ্ডের; **ধাতা**—স্রষ্টা; **স্ব-ধাম**—তাঁর নিজ ধামে; **প্রত্যপদ্যত**—ফিরে গেলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—এভাবেই তাঁর স্তুতি নিবেদন করে, ব্রহ্মা তাঁর পরম আরাধ্য, অনন্ত পরমেশ্বর ভগবানকে তিনবার প্রদক্ষিণ করলেন এবং নতজানু হয়ে তাঁর পাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করলেন। ব্রহ্মাণ্ডের পদে নিয়োজিত সৃষ্টিকর্তা তারপর তাঁর নিজ ধামে ফিরে গেলেন।

তাৎপর্য

যদিও ব্রহ্মা বৃন্দাবনে অথবা এমন কি বৃন্দাবনের সন্নিহিত অঞ্চলে একটি তৃণরূপে জন্মগ্রহণ করার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মার প্রার্থনার নীরব উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ ইঙ্গিত করেছিলেন যে, ব্রহ্মার নিজস্ব ধামে ফিরে যাওয়া উচিত। ব্রহ্মাকে প্রথমে জগৎ-সৃষ্টি সংক্রান্ত তাঁর নিজের ভগবৎ-সেবাকার্য সম্পূর্ণ করতে হবে, তারপর তিনি বৃন্দাবনে এসে সেখানকার অধিবাসীদের কৃপা লাভ করতে পারেন। পক্ষান্তরে, যে কোনও ভক্তেরই উচিত ঐকান্তিকভাবে সর্বদা তাঁর ব্যক্তিগত ভগবৎ-সেবা সম্পাদনে মনোযোগী হওয়া। ভগবৎ-ধামে বাস করার প্রয়াসের থেকেও এটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

শ্লোক ৪২

ততোঽনুজ্ঞাপ্য ভগবান্ স্বভুবং প্রাগবস্থিতান্ ।
বৎসান্ পুলিনমানিন্যে যথাপূর্বসখং স্বকম্ ॥ ৪২ ॥

ততঃ—তারপর; **অনুজ্ঞাপ্য**—অনুমতি প্রদান করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **স্ব-ভুবম্**—তাঁর নিজের পুত্র (ব্রহ্মাকে); **প্রাক্**—পূর্ববৎ; **অবস্থিতান্**—অবস্থিত; **বৎসান্**—গোবৎসদের; **পুলিনম্**—নদীতটে; **আনিন্যে**—তিনি নিয়ে এলেন; **যথা-পূর্ব**—ঠিক পূর্বের মতো; **সখম্**—যেখানে সখাবৃন্দ উপস্থিত; **স্বকম্**—তাঁর নিজের।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর পুত্র ব্রহ্মাকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদানের পর, এক বছর পূর্বে গোবৎসরা যেখানে ছিল, সেখান থেকে তাদের নদী তটে যেখানে তিনি ভোজন করছিলেন এবং পূর্বের মতো তাঁর গোপসখারা অবস্থান করছিলেন, সেখানে নিয়ে এলেন।

তাৎপর্য

স্বভুবম্ অর্থাৎ 'তাঁর নিজের পুত্রকে' কথাটি ইঙ্গিত করছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকৃত অপরাধ মার্জনা করে তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ প্রদর্শন করেছিলেন। এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, আদি গোপবালক ও গোবৎসরা আগের মতোই যথাক্রমে যমুনা নদীর তীরে ও বনে অবস্থান করছিল। ইতিপূর্বে বন থেকে গোবৎসরা অন্তর্হিত হলে শ্রীকৃষ্ণ তাদের খুঁজতে গিয়েছিলেন। তাদের না পেয়ে, ভগবান গোপসখাদের সঙ্গে ব্যাপারটি আলোচনা করার উদ্দেশ্যে নদীতীরে ফিরে এসে দেখেন তাঁর গোপসখারাও অন্তর্হিত হয়েছেন। এখন গোবৎসরা পুনরায় বনে বিচরণ করছে এবং গোপসখারাও পুনরায় নদীতটে তাঁদের মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য প্রস্তুত। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মতানুসারে, গোবৎস ও গোপবালকেরা যথাক্রমে বনে ও নদীতটেই পূর্ণ এক বৎসরকাল অবস্থান করছিলেন। ব্রহ্মাও প্রকৃতপক্ষে তাঁদের অন্য কোনও স্থানে নিয়ে যাননি। সর্বশক্তিমান ভগবানের মায়াশক্তির প্রভাবে গোপীগণ ও বৃন্দাবনের অন্যান্য অধিবাসীগণ সেই গোবৎস ও গোপবালকদের লক্ষ্য করতে পারেননি, তেমনই গোবৎস এবং গোপবালকগণও এক বৎসরকাল সময় অতিক্রম লক্ষ্য করতে পারেননি কিংবা ক্ষুধা, শীত বা তৃষ্ণা অনুভব করতে পারেননি। এই সমস্ত ঘটনাই ছিল ভগবানের মায়াশক্তি পরিচালিত লীলার অংশ। ব্রহ্মা ভেবেছিলেন, "আমি গোকুলের সমস্ত গোপবালক ও গোবৎসদের আমার যোগশক্তির শয্যায় ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি এবং এখনও পর্যন্ত তারা জেগে ওঠেনি। কিন্তু আমার যোগশক্তির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন গোবৎস ও গোপবালকদের থেকে ভিন্ন সমসংখ্যক গোপবালক ও গোবৎসরা সারা বৎসর ধরে কৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করছে। তারা কে? তারা কোথা থেকে এসেছে?"

ভগবানের কাছে কিছুই অজ্ঞাত নয়। এভাবেই ব্রহ্মাকে বিমোহিত করার উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র নাটকোচিত লীলা সম্পাদনের জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবৎস ও গোপবালকদের অন্বেষণ করতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ব্রহ্মার শরণাগতি ও স্তুতি নিবেদনের পর শ্রীকৃষ্ণ আদি গোপবালক ও গোবৎসদের ফিরিয়ে আনলেন, যাঁরা ঠিক আগের মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন, যদিও এক বৎসর বয়স বেড়ে যাওয়ায় তাদের আকারও সামান্য বেড়ে গিয়েছিল।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু বৃন্দাবনে নিরীহ গোপবালকদের মতো খেলা করছিলেন, তাই চতুর্মুখ ব্রহ্মা তাঁর কাছে স্তুতি নিবেদন করার পরেও ভগবান তাঁর গোপবালকসুলভ লীলা বজায় রেখেছিলেন এবং এভাবেই ব্রহ্মার সম্মুখে নীরব ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নীরবতা এই চিন্তাধারা ব্যক্ত করছিল—"এই চতুর্মুখ ব্রহ্মা আবার কোথা থেকে এল? সে কি করছে? সে এই সব কি কথা বলে যাচ্ছে? আমার গোবৎসদের অন্বেষণে আমি ব্যস্ত। আমি নিতান্ত একজন গোপবালক এবং এই সব কিছুই বুঝি না।" ব্রহ্মাও প্রথমে কৃষ্ণকে একজন সাধারণ গোপবালক রূপেই বিবেচনা করে তাঁর সঙ্গে অনুরূপ ব্যবহার করেছিলেন। ব্রহ্মার প্রার্থনা গ্রহণ করার পরেও শ্রীকৃষ্ণ গোপবালক রূপে খেলা করছিলেন এবং তাই চতুর্মুখ ব্রহ্মার প্রতি কোনও উত্তর করেননি। বরং, কৃষ্ণ তাঁর গোপসখাদের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হয়ে যমুনা নদীর তীরে বনভোজনের জন্য বেশি উৎসাহী ছিলেন।

শ্লোক ৪৩

একস্মিন্নপি যাতেঽব্দে প্রাণেশং চান্তরাত্মনঃ ।
কৃষ্ণমায়াহতা রাজন্ ক্ষণার্ধং মেনিরেঽর্ভকাঃ ॥ ৪৩ ॥

একস্মিন্—এক; **অপি**—যদিও; **যাতে**—অতিক্রান্ত করে; **অব্দে**—বৎসর; **প্রাণ-ঈশম্**—তাঁদের প্রাণেশ্বর; **চ**—এবং; **অন্তরা**—ব্যতীত; **আত্মনঃ**—তাঁদের; **কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণের; **মায়া**—মায়াশক্তির দ্বারা; **আহতাঃ**—আচ্ছাদিত; **রাজন্**—হে রাজন্; **ক্ষণার্ধম্**—অর্ধক্ষণ; **মেনিরে**—তাঁরা মনে করেছিলেন; **অর্ভকাঃ**—বালকেরা।

অনুবাদ

হে রাজন্, যদিও বালকেরা তাঁদের প্রাণেশ্বর বিহনে পুরো এক বৎসর অতিক্রান্ত করে শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তিতে আচ্ছাদিত ছিলেন, তবুও তাঁরা সেই এক বৎসরকে কেবল অর্ধক্ষণ বলে মনে করেছিলেন।

শ্লোক ৪৪

কিং কিং ন বিস্মরন্তীহ মায়ামোহিতচেতসঃ ।
যন্মোহিতং জগৎ সর্বমভীক্ষ্ণং বিস্মৃতাত্মকম্ ॥ ৪৪ ॥

কিম্ কিম্—বস্তুত কি; **ন বিস্মরন্তি**—মানুষ ভোলে না; **ইহ**—এই জগতে; **মায়া-মোহিত**—মায়ার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন; **চেতসঃ**—যাদের মন; **যৎ**—যার দ্বারা; **মোহিতম্**—মোহাচ্ছন্ন; **জগৎ**—জগৎ; **সর্বম্**—সমগ্র; **অভীক্ষ্ণম্**—অবিরত; **বিস্মৃত-আত্মকম্**—নিজেকে পর্যন্ত ভুলে যাচ্ছে।

অনুবাদ

ভগবানের মায়া শক্তির দ্বারা যাদের মন মোহাচ্ছন্ন, বস্তুত তারা কি-ই না বিস্মৃত হতে পারে? সেই মায়াশক্তির দ্বারা সমগ্র জগৎ অবিরত মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে এবং এই বিস্মৃতির পরিবেশে কেউই তার আত্মস্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই মোহাচ্ছন্ন। তাই ইন্দ্র ও ব্রহ্মার মতো মহান দেবতারাও বিস্মৃতির নিয়ম থেকে মুক্ত নন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গোপসখা ও গোবৎসদের উপর তাঁর অন্তরঙ্গা মায়াশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন, তাই এক বৎসর ধরে তাঁদের অবস্থানের কথা তাঁরা যে মনে করতে পারেননি, এটি মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। বাস্তবিকই, ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাবে বদ্ধ জীবেরা কেবলমাত্র এক বৎসরের জন্য যে তাদের অস্তিত্ব ভুলে থাকে তাই নয়, বরং জড় জগৎ নামক অজ্ঞতার রাজ্যে যখন তারা দেহান্তরিত হয়, তখন লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে তারা সে কথা ভুলে থাকে।

শ্লোক ৪৫

উচুশ্চ সুহৃদঃ কৃষ্ণং স্বাগতং তেঽতিরংহসা ।
নৈকোঽপ্যভোজি কবল এহীতঃ সাধু ভুজ্যতাম্ ॥ ৪৫ ॥

উচুঃ—তাঁরা বললেন; **চ**—এবং; **সুহৃদঃ**—সখারা; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **সু-আগতম্**—ফিরে এসেছ; **তে**—তুমি; **অতিরংহসা**—খুব শীঘ্রই; **ন**—না; **একঃ**—এক; অপি—এমন কি; **অভোজি**—ভোজন করা হয়েছে; **কবলঃ**—এক গ্রাস; **এহি**—অনুগ্রহ করে এস; **ইতঃ**—এখানে; **সাধু**—ভালভাবে; **ভুজ্যতাম্**—তোমার খাবার গ্রহণ কর।

অনুবাদ

গোপসখারা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—তুমি এত তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছ! তোমার অনুপস্থিতিতে আমরা এমন কি এক গ্রাসও ভোজন করিনি। অনুগ্রহ করে এখানে এস এবং নিশ্চিন্তে ভোজন কর।

তাৎপর্য

স্বাগতং তেঽতিরংহসা শব্দগুলি নির্দেশ করে যে, জঙ্গল থেকে এত তাড়াতাড়ি গোবৎসদের ফিরিয়ে আনার জন্য গোপবালকেরা শ্রীকৃষ্ণকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন। এখন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখারা তাঁকে ভালভাবে বসে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করার জন্য অনুরোধ করছেন। শ্রীল প্রভুপাদের *লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থটি অনুসারে, গোপবালকেরা অত্যন্ত উল্লাস প্রকাশ করছিলেন এবং তাঁদের প্রিয় সখা কৃষ্ণের সঙ্গে ভোজন করার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন।

শ্লোক ৪৬

ততো হসন্ হৃষীকেশোঽভ্যবহৃত্য সহার্ভকৈঃ ।
দর্শয়ংশ্চর্মাজগরং ন্যবর্তত বনাদ্ ব্রজম্ ॥ ৪৬ ॥

ততঃ—তারপর; **হসন্**—হাস্য সহকারে; **হৃষীকেশঃ**—সকলের ইন্দ্রিয়ের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ; **অভ্যবহৃত্য**—ভোজন করে; **সহ**—সঙ্গে; **অর্ভকৈঃ**—গোপবালকদের; **দর্শয়ম্**—দেখিয়ে; **চর্ম**—চামড়া; **আজগরম্**—অঘাসুর নামক অজগরের; **ন্যবর্তত**—তিনি প্রত্যাগমন করলেন; **বনাৎ**—বন থেকে; **ব্রজম্**—ব্রজের গ্রামে।

অনুবাদ

অতঃপর ভগবান হৃষীকেশ হাস্য সহকারে তাঁর গোপসখাদের সঙ্গে ভোজন সমাপন করলেন। তাঁরা যখন বন থেকে তাঁদের আলয় ব্রজে প্রত্যাগমন করছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকদের মৃত সর্প অঘাসুরের চামড়াটি দেখালেন।

শ্লোক ৪৭

বর্হপ্রসূনবনধাতুবিচিত্রিতাঙ্গঃ
প্রোদ্দামবেণুদলশৃঙ্গরবোৎসবাঢ্যঃ ।
বৎসান্ গৃণন্ননুগগীতপবিত্রকীর্তির্
গোপীদৃগুৎসবদৃশিঃ প্রবিবেশ গোষ্ঠম্ ॥ ৪৭ ॥

বর্হ—ময়ূরপুচ্ছ; **প্রসূন**—ফুল; **বন-ধাতু**—এবং বনজ ধাতুর দ্বারা; **বিচিত্রিত**—ভূষিত; **অঙ্গঃ**—তাঁর অপ্রাকৃত দেহ; **প্রোদ্দাম**—উচ্চস্বরে; **বেণু-দল**—বাঁশের শাখা থেকে নির্মিত; **শৃঙ্গ**—বাঁশির; **রব**—ধ্বনির দ্বারা; **উৎসব**—উৎসব সহকারে; **আঢ্যঃ**—সমুজ্জ্বল; **বৎসান্**—গোবৎসদের; **গৃণন্**—আহ্বান করে; **অনুগ**—তাঁর সহচর দ্বারা; **গীত**—গান করছিলেন; **পবিত্র**—পবিত্র করে; **কীর্তি**—তাঁর মহিমা; **গোপী**—গোপীদের; **দৃক্**—নয়নের; **উৎসব**—উৎসব; **দৃশিঃ**—তাঁর দর্শন; **প্রবিবেশ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **গোষ্ঠম্**—গোষ্ঠে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত দেহ ময়ূরপুচ্ছ ও পুষ্পের দ্বারা সুশোভিত ছিল এবং বনজ ধাতুর দ্বারা রঞ্জিত ছিল, আর তাঁর বাঁশের বংশী উচ্চস্বরে ও উৎসব মুখরিত হয়ে ধ্বনি করছিল। যখনই তিনি তাঁর গোবৎসদের নাম ধরে ডাকছিলেন, তখনই তাঁর গোপসখাগণ তাঁর মহিমা কীর্তন করে সমগ্র জগৎ পবিত্র করছিলেন। এভাবেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা নন্দ মহারাজের গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর সৌন্দর্যের দর্শন তৎক্ষণাৎ সমস্ত গোপীনয়নের মহা উৎসব-স্বরূপ হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, এখানে *গোপী* বলতে বয়স্ক গোপ-মহিলাদের বোঝানো হয়েছে, যেমন মা যশোদা কৃষ্ণকে বাৎসল্য স্নেহে ভালবাসতেন। কৃষ্ণের গোপসখারা কৃষ্ণের অদ্ভুত কার্যকলাপে এতই গর্বিত ছিলেন যে, গ্রামে প্রবেশের সময় তাঁরা সকলেই তাঁর মহিমা কীর্তন করছিলেন।

শ্লোক ৪৮

অদ্যানেন মহাব্যালো যশোদানন্দসূনুনা ।
হতোঽবিতা বয়ং চাস্মাদিতি বালা ব্রজে জগুঃ ॥ ৪৮ ॥

অদ্য—আজ; **অনেন**—তাঁর দ্বারা; **মহাব্যালঃ**—একটি ভীষণ সর্প; **যশোদা**—যশোদা; **নন্দ**—এবং নন্দ মহারাজের; **সূনুনা**—পুত্রের দ্বারা; **হতঃ**—নিহত হয়েছে; **অবিতাঃ**—রক্ষা পেয়েছি; **বয়ম্**—আমরা; **চ**—এবং; **অস্মাৎ**—সেই দানব থেকে; **ইতি**—এভাবেই; **বালাঃ**—বালকেরা; **ব্রজে**—বৃন্দাবনে; **জগুঃ**—কীর্তন করছিলেন।

অনুবাদ

যেইমাত্র গোপবালকেরা ব্রজের গ্রামে পৌঁছলেন, তখনই তাঁরা কীর্তন করছিলেন, "আজ কৃষ্ণ একটি ভীষণ সর্পকে সংহার করে আমাদের রক্ষা করেছে!" বালকদের কয়েকজন কৃষ্ণকে যশোদানন্দন এবং অন্যরা নন্দদুলাল রূপে বর্ণনা করছিলেন।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ এক বৎসর পূর্বে অঘাসুর দানবকে বধ করেছিলেন, কিন্তু বালকেরা ব্রহ্মার যোগশক্তির দ্বারা এক বৎসর মোহাচ্ছন্ন থাকার ফলে অতিবাহিত সময়কে লক্ষ্য করেননি এবং এভাবেই তাঁরা ভেবেছিলেন যে, সেই দিনই শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুর দানবকে হত্যা করে এখন তাঁদের সঙ্গে ঘরে ফিরে যাচ্ছেন।

শ্লোক ৪৯

শ্রীরাজোবাচ

ব্রহ্মন্ পরোদ্ভবে কৃষ্ণে ইয়ান্ প্রেমা কথং ভবেৎ ।
যোঽভূতপূর্বস্তোকেষু স্বোদ্ভবেষ্বপি কথ্যতাম্ ॥ ৪৯ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—রাজা বললেন; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ শুকদেব; **পর-উদ্ভবে**—অন্যের পুত্রের প্রতি; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণে; **ইয়ান্**—এতখানি; **প্রেমা**—প্রেম; **কথম্**—কিভাবে; **ভবেৎ**—হল; **যঃ**—যা; **অভূত-পূর্বঃ**—অভূতপূর্ব; **তোকেষু**—বালকদের প্রতি; **স্ব-উদ্ভবেষু**—তাঁদের নিজ পুত্র; **অপি**—এমন কি; **কথ্যতাম্**—দয়া করে বর্ণনা করুন।

অনুবাদ

পরীক্ষিৎ মহারাজ বললেন—হে ব্রাহ্মণ, গোপ-স্ত্রীগণ নিজ পুত্রদের প্রতিও যে প্রেম আগে কখনও অনুভব করেননি, সেই অভূতপূর্ব প্রেম পরপুত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কিভাবে বিকশিত হল? দয়া করে তা বর্ণনা করুন।

শ্লোক ৫০

শ্রীশুক উবাচ

সর্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ ।
ইতরেঽপত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি ॥ ৫০ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **সর্বেষাম্**—সমস্ত; **অপি**—বস্তুত; **ভূতানাম্**—জীবের; **নৃপ**—হে রাজন্; **স্ব-আত্মা**—তার নিজ আত্মা; **এব**—অবশ্যই; **বল্লভঃ**—অত্যন্ত প্রিয়; **ইতরে**—অন্যান্য; **অপত্য**—পুত্র; **বিত্ত**—ধন; **আদ্যাঃ**—ইত্যাদি; **তৎ**—সেই আত্মার; **বল্লভতয়া**—প্রিয় হবার ফলে; **এব হি**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, সমস্ত জীবের কাছে অত্যন্ত প্রিয় অবশ্যই তার নিজের আত্মা। পুত্রাদি, ধনসম্পদ ইত্যাদি সেই আত্মার প্রিয় হবার ফলেই তা প্রিয়ভাজন হয়।

তাৎপর্য

কখনও আধুনিক চিন্তাবিদগণ নৈতিক আচরণের মনস্তত্ত্ব অনুশীলন করে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। সকল জীবই আত্মরক্ষায় ইচ্ছুক, এখানে যে বলা হয়েছে, কখনও মানুষ জনহিতকর বা দেশাত্মবোধক কাজের জন্যও স্বেচ্ছায় তাঁর নিজের আপাত স্বার্থ ত্যাগ করেন, যেমন অপরের কল্যাণে অর্থ দান অথবা দেশের স্বার্থে জীবন দান। এই ধরনের নিঃস্বার্থ ব্যবহার বলতে যা বোঝায়, তা জাগতিক আত্মকেন্দ্রিকতা ও আত্ম-সংরক্ষণের নীতির বিরোধিতা করছে বলে মনে হয়।

এই শ্লোকে তাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, জীব তার সমাজ, দেশ, পরিবার ইত্যাদির সেবা করে, কারণ তার অনুরাগের এই সমস্ত বিষয়গুলি মিথ্যা অহঙ্কারের প্রসারিত ধারণার অভিব্যক্তি ঘটায়। কোনও দেশপ্রেমিক নিজেকে এক মহান দেশের মহান সেবকরূপে গণ্য করেন এবং তাই তিনি তাঁর অহমিকার মনোভাব গৌরবান্বিত করার উদ্দেশ্যে জীবন বিসর্জনও দেন। তেমনই, সাধারণত সকলেই জানে যে, মানুষ তার প্রিয় স্ত্রী ও সন্তানদের সন্তুষ্টির জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করছেন, এই কথা ভেবে সে অত্যন্ত সুখ অনুভব করে। মানুষ নিজেকে তার পরিবারবর্গ

ও সমাজের নিঃস্বার্থ শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে বিবেচনা করে বিপুল আত্মম্ভরী সুখ অনুভব করে। এভাবেই মিথ্যা অহংকারের আত্মম্ভরিতা তৃপ্ত করার জন্য মানুষ তার জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত হয়। তবুও এই সুস্পষ্ট আপাতবিরোধী আচরণ জড়জাগতিক বিভ্রান্তির এক অভিপ্রকাশ, যা অজড় চিন্ময় আত্মার সম্পর্কে বিপুল অজ্ঞতা প্রকাশেরই লক্ষণমাত্র।

শ্লোক ৫১

তদ্ রাজেন্দ্র যথা স্নেহঃ স্বস্বকাত্মনি দেহিনাম্ ।
ন তথা মমতালম্বিপুত্রবিত্তগৃহাদিষু ॥ ৫১ ॥

তৎ—অতএব; **রাজেন্দ্র**—হে রাজশ্রেষ্ঠ; **যথা**—যেমন; **স্নেহঃ**—স্নেহ; **স্ব-স্বক**—নিজ নিজ; **আত্মনি**—আত্মার জন্য; **দেহিনাম্**—দেহধারী জীবের; **ন**—না; **তথা**—সেভাবে; **মমতা-আলম্বি**—যার ফলে সে নিজেকে তার অধিকৃত বিষয়রূপে গণ্য করে; **পুত্র**—পুত্র; **বিত্ত**—ধন; **গৃহ**—আবাস; **আদিষু**—ইত্যাদি।

অনুবাদ

হে রাজশ্রেষ্ঠ, এই কারণে দেহধারী জীব আত্মকেন্দ্রিক হয়—তার অধিকৃত বিষয়াদি যেমন পুত্র, ধন ও গৃহ অপেক্ষা নিজের দেহ ও আত্মায় অধিকতর অনুরক্ত হয়।

তাৎপর্য

সন্তানের জন্মের ফলে তার কোন অসুবিধা হবে মনে হলেই মায়ের গর্ভের মধ্যে তার নিজের সন্তানকে হত্যা করা, এখন এটি সারা পৃথিবীতে একটা সাধারণ অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। তেমনই, প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানেরা বাড়িতে বৃদ্ধ পিতা-মাতাদের উপস্থিতি অসুবিধাজনক মনে করলে তাঁদের কোনও নির্জন প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত করছে। এগুলি এবং আরও অসংখ্য উদাহরণ প্রমাণ করে যে, সাধারণ মানুষ 'আমার'-বোধসম্পন্ন তার পরিবার ও অন্যান্য অধিকৃত বিষয়ের থেকেও 'আমি'-বোধসম্পন্ন তার দেহ ও আত্মার প্রতি অধিক আসক্ত। যদিও বদ্ধ জীবাত্মারা পরিবার, সমাজ ইত্যাদির প্রতি তাদের তথাকথিত প্রেমের জন্য অত্যন্ত গর্বিত, প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি বদ্ধ জীব স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম স্বার্থপরতার স্তরে অভিনয় করছে মাত্র।

শ্লোক ৫২

দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম ।
যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা ন হ্যনু যে চ তম্ ॥ ৫২ ॥

দেহ-আত্ম-বাদিনাম্—যারা এরূপ মত আরোপ করে যে, দেহই আত্মা; **পুংসাম্**—ব্যক্তিদের কাছে; **অপি**—বস্তুত; **রাজন্য-সৎ-তম**—হে রাজশ্রেষ্ঠ; **যথা**—যেমন; **দেহঃ**—দেহটি; **প্রিয়-তমঃ**—অতি প্রিয়; **তথা**—সেভাবেই; **ন**—না; **হি**—অবশ্যই; **অনু**—সম্পর্কিত; **যে**—যে বস্তুগুলি; **চ**—এবং; **তম্**—তত।

অনুবাদ

হে রাজশ্রেষ্ঠ, বাস্তবিকই, যে সমস্ত ব্যক্তি মনে করে দেহ আত্মা, তাদের কাছে দেহ যেরূপ অতি প্রিয় হয়, সেভাবেই দেহ সম্পর্কিত বস্তু তত প্রিয় হয় না।

শ্লোক ৫৩

দেহোঽপি মমতাভাক্ চেত্তর্হ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়ঃ ।
যজ্জীর্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী ॥ ৫৩ ॥

দেহঃ—শরীর; **অপি**—ও; **মমতা**—স্নেহের; **ভাক্**—কেন্দ্রবিন্দু; **চেৎ**—যদি; **তর্হি**—তবু; **অসৌ**—সেই দেহ; **ন**—না; **আত্ম-বৎ**—আত্মতুল্য; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **যৎ**—যেহেতু; **জীর্যতি**—যখন এটি জরাগ্রস্ত হচ্ছে; **অপি**—এমন কি; **দেহে**—দেহটি; **অস্মিন্**—এই; **জীবিত-আশা**—বেঁচে থাকার ইচ্ছা; **বলীয়সী**—অত্যন্ত দৃঢ়।

অনুবাদ

যদি কোনও ব্যক্তি তাঁর দেহটিকে 'আমি'র পরিবর্তে 'আমার' জ্ঞান করার স্তরে আসেন, তিনি নিশ্চিতভাবে তাঁর দেহটিকে নিজের আত্মার চেয়ে প্রিয় জ্ঞান করেন না। শেষ পর্যন্ত, দেহটি ক্রমশ বৃদ্ধ ও ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেলেও, ক্রমাগত জীবিত থাকার আকাঙ্ক্ষা তাঁর সুদৃঢ় থাকে।

তাৎপর্য

এখানে *মমতাভাক্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণ নির্বোধ ব্যক্তি মনে করে, "আমি হচ্ছি এই দেহ।" সূক্ষ্মদর্শী বুদ্ধিমান ব্যক্তি মনে করে, "এটি আমার দেহ।" সাধারণ মানুষের সাহিত্য ও উপকথায় জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ নবযৌবনসম্পন্ন দেহ লাভের স্বপ্ন দেখছে—এই রকম কাহিনী সচরাচর আমরা দেখতে পাই। এভাবেই সাধারণ মানুষেরাও সহজাত অনুভবের মধ্য দিয়ে আত্ম-উপলব্ধির ধারণাটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, নানা ধরনের দেহে আত্মার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব।

বুদ্ধিমান ব্যক্তির দেহ বৃদ্ধ ও অকেজো হয়ে গেলেও যখন সে জানতে পারে যে, তার দেহটি আর বেশি দিন বাঁচবে না, তবুও সে প্রবলভাবে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা করে। এটি ইঙ্গিত করছে, তার দেহের চেয়ে তার আত্মা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সেই বিষয়ে ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে উঠছে। এভাবেই কেবলমাত্র বেঁচে থাকার বাসনাই

মানুষকে পরোক্ষভাবে আত্ম-উপলব্ধির প্রাথমিক স্তরে নিয়ে আসতে পারে। আর এই ব্যাপারেও কারও মূল আকর্ষণ তার নিজের আত্মার প্রতিই হয়, তার অধিকৃত অন্য কোনও কিছুর প্রতি নয়।

লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, প্রত্যেকের নিজস্ব আত্মা তার কাছে অত্যন্ত প্রিয়—পরীক্ষিৎ মহারাজ ও শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মধ্যে এই বিষয়ের সামগ্রিক আলোচনাটি শেষ পর্যন্ত বৃন্দাবনের গাভী ও গোপ-রমণীরা যে তাঁদের প্রাণের চেয়ে, এমন কি তাঁদের সন্তানদের থেকেও শ্রীকৃষ্ণকে অধিক প্রিয়, তা বিবেচনা করার পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত হয়েছিল। আলোচনাটি পরেও অব্যাহত রয়েছে।

শ্লোক ৫৪

তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্বেষামপি দেহিনাম্‌ ।
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্‌ ॥ ৫৪ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **প্রিয়-তমঃ**—প্রিয়তম; **স্ব-আত্মা**—নিজ আত্মা; **সর্বেষাম্‌**—সকল; **অপি**—বস্তুত; **দেহিনাম্‌**—দেহধারী জীবদের; **তৎ-অর্থম্‌**—সেই কারণে; **এব**—অবশ্যই; **সকলম্‌**—সমস্ত; **জগৎ**—সৃষ্ট জগৎ; **এতৎ**—এই; **চর-অচরম্‌**—স্থাবর ও জঙ্গম জীব সমন্বিত।

অনুবাদ

অতএব, সমস্ত দেহধারী জীবের কাছে নিজের আত্মাই অত্যন্ত প্রিয়তম হয় এবং কেবলমাত্র এই আত্মার সন্তুষ্টির জন্যই স্থাবর ও জঙ্গম জীব সমন্বিত এই নিখিল জগৎ অস্তিত্বশীল।

তাৎপর্য

চরাচরম্‌ শব্দটি সচল জীব, যেমন প্রাণীসকলকে এবং অচল জীব, যেমন বৃক্ষসকলকে ইঙ্গিত করে। অথবা এই শব্দটি সচল অধিকৃত বস্তু, যেমন কারও পরিবার ও পোষা প্রাণীকে এবং অচল অধিকৃত বস্তু, যেমন গৃহ ও গৃহস্থালির আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রকে উল্লেখ করে।

শ্লোক ৫৫

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্‌ ।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণম্‌—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **এনম্‌**—এই; **অবেহি**—হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা কর; **ত্বম্‌**—তুমি; **আত্মানম্‌**—আত্মা; **অখিল-আত্মনাম্‌**—সমস্ত জীবের; **জগৎ-**

হিতায়—সমগ্র জগতের মঙ্গলের জন্য; **সঃ**—তিনি; **অপি**—অবশ্যই; **অত্র**—এখানে; **দেহী**—একজন মানুষ; **ইব**—মতো; **আভাতি**—আবির্ভূত হন; **মায়য়া**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

তোমার জানা উচিত শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জীবের মূল আত্মা। তাঁর অহৈতুকী কৃপাবশত, সমগ্র জগতের মঙ্গলের জন্য তিনি সাধারণ মানুষরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে তিনি এটি করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, বিংশতি পরিচ্ছেদ, ১৬২ শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন—"পরীক্ষিৎ মহারাজ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কেন ব্রজবাসীদের এত প্রিয় ছিলেন, যাঁরা তাঁদের পুত্র এমন কি তাঁদের প্রাণের থেকেও তাঁকে অধিক ভালবাসতেন। সেই সময়ে শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন যে, জড়দেহ ধারী সকলের কাছেই আত্মা অতীব প্রিয়। কিন্তু সেই আত্মা কৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই কারণে, সমস্ত জীবের কাছে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রিয়। সকলের দেহই নিজের কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং প্রত্যেকে সর্বতোভাবে তার দেহটিকে রক্ষা করতে চায় কারণ সেই দেহের মধ্যে আত্মা রয়েছে। আত্মা ও দেহের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের জন্যই সকলের কাছে দেহ এত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রিয়। তেমনই, আত্মা শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়ার ফলে, সমস্ত জীবের কাছে পরমেশ্বর ভগবান অত্যন্ত প্রিয়। দুর্ভাগ্যবশত, আত্মা তার স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে দেহটিকে স্বরূপ বলে মনে করে (*দেহাত্মবুদ্ধি*)। এভাবেই আত্মা জড়া প্রকৃতির বিধিনিয়মের অধীন হয়ে পড়ে। জীব যখন তার বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ পুনরুজ্জীবিত করে, তখন সে বুঝতে পারে যে, সে দেহ নয়, সে শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এভাবেই যথার্থ জ্ঞান লাভ করার ফলে, সে আর দেহ বা দেহ সম্পর্কিত বিষয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে অনর্থক পরিশ্রম করে না (*জনস্য মোহোহয়মহং মমেতি)।* জড় জগতের মধ্যে জীব মনে করে, 'আমি দেহ এবং এটি আমার,' সেটিও মায়া। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তার আকর্ষণ পুনর্নিয়োগ করা উচিত। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৭) বলা হয়েছে—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্ ॥

'ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করার ফলে তৎক্ষণাৎ অহৈতুকী জ্ঞান লাভ হয় এবং জড় জগতের প্রতি বৈরাগ্যের উদয় হয়'।"

শ্লোক ৫৬

**বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্ বস্ত্বিহ কিঞ্চন ॥ ৫৬ ॥**

বস্তুতঃ—প্রকৃতপক্ষে; **জানতাম্**—যাঁরা জানেন তাঁদের জন্য; **অত্র**—এই জগতে; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **স্থাস্নু**—স্থাবর; **চরিষ্ণু**—জঙ্গম; **চ**—এবং; **ভগবৎ-রূপম্**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রকাশিত রূপসকল; **অখিলম্**—সমস্ত কিছুই; **ন**—নেই; **অন্যৎ**—অন্য কিছু; **বস্তু**—বস্তু; **ইহ**—এখানে; **কিঞ্চন**—একেবারেই।

অনুবাদ

এই জগতে যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানেন, তাঁরা স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত বস্তুকে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রকাশিত বিভিন্ন রূপের মতো দর্শন করেন। সংস্কার মুক্ত এই প্রকার ব্যক্তিরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুকেই স্বীকার করেন না।

তাৎপর্য

সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে অবস্থান করছে এবং সব কিছুর মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করছেন। তবুও, ক্রমোন্নতির নিয়মে সর্বদাই শক্তিমান থেকেই শক্তির বিস্তার হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই মূল সত্তা, যাঁর থেকে অন্যান্য সমস্ত সত্তা প্রকাশিত হয়েছে। তিনিই পরম শক্তিমান, যাঁর থেকে শক্তির সমস্ত রকমের শ্রেণী বৈশিষ্ট্য ও পরিমাপ উদ্ভাসিত হয়। এভাবেই আমাদের নিজেদের দেহ, আত্মা, পরিবার, বন্ধুবান্ধব, জাতি, গ্রহলোক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ইত্যাদি সমস্ত কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের প্রকাশ, যিনি তাঁর নিজস্ব শক্তির মাধ্যমে নিজেকে বিস্তার করেন। শ্রীকৃষ্ণ নিঃসন্দেহে আমাদের প্রেম ও আকর্ষণের মুখ্য বিষয়, আর অন্যান্য বিষয়গুলি যেমন দেহ, পরিবার ও গৃহ আমাদের অনুরাগের গৌণ বিষয় হওয়া উচিত। অধিকন্তু, প্রকৃত অবস্থার সঠিক বিশ্লেষণমূলক পর্যবেক্ষণে উদঘাটিত হবে যে, অনুরাগের গৌণ বিষয়গুলিও শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ। সিদ্ধান্ত এই যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই আমাদের একমাত্র বন্ধু ও প্রেমাস্পদ।

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকের ভাষ্যে বলেছেন—"শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ ছাড়া কোনও কিছুই আকর্ষণীয় হতে পারে না। এই জগতে যা কিছু আমাদের আকর্ষণ করে, তার কারণ শ্রীকৃষ্ণ। তাই শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত আনন্দের উৎস। সব কিছুরই মূল কারণ শ্রীকৃষ্ণ এবং অতি উন্নত পরমার্থবাদীরা সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দর্শন করেন। *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে* বলা হয়েছে যে, অতি উন্নত স্তরের ভক্ত বা মহাভাগবত স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত

জীবের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকেই মূল উৎসরূপে দর্শন করেন। তাই তিনি এই মহাবিশ্ব প্রকাশে সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কযুক্ত বিষয়রূপে দেখেন।"

শ্লোক ৫৭

সর্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্ বস্তু রূপ্যতাম্ ॥ ৫৭ ॥

সর্বেষাম্—সমস্ত; **অপি**—বাস্তবিকপক্ষে; **বস্তূনাম্**—বস্তুর; **ভাব-অর্থঃ**—জড়া প্রকৃতির আদি, অব্যক্ত কারণ; **ভবতি**—হয়; **স্থিতঃ**—স্থির; **তস্য**—সেই অপ্রকাশিত প্রকৃতির; **অপি**—এমন কি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **কিম্**—কী; **অতৎ**—তাঁর থেকে ভিন্ন; **বস্তু**—বস্তু; **রূপ্যতাম্**—নিরূপিত হতে পারে।

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতির আদি, অব্যক্ত রূপই সমস্ত জড় বস্তুর উৎস এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সূক্ষ্ম জড়া প্রকৃতির উৎস। তা হলে তাঁর থেকে ভিন্ন কী নিরূপিত হতে পারে?

শ্লোক ৫৮

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্ বিপদাং ন তেষাম্ ॥ ৫৮ ॥

সমাশ্রিতাঃ—আশ্রয় গ্রহণ করেছেন; **যে**—যাঁরা; **পদ**—চরণ; **পল্লব**—ফুলের মুকুলের মতো; **প্লবম্**—যা হচ্ছে একটি নৌকা; **মহৎ**—সমগ্র জড় সৃষ্টির, অথবা মহাত্মাদের; **পদম্**—আশ্রয়; **পুণ্য**—পরম পুণ্য; **যশঃ**—যাঁর যশ; **মুর-অরেঃ**—মুর দানবের শত্রু; **ভব**—জড় অস্তিত্বের; **অম্বুধিঃ**—সমুদ্র; **বৎস-পদম্**—গোষ্পদ; **পরম্ পদম্**—পরম ধাম, বৈকুণ্ঠ; **পদম্ পদম্**—প্রতি পদক্ষেপে; **যৎ**—যেখানে; **বিপদাম্**—জাগতিক দুঃখকষ্ট; **ন**—নয়; **তেষাম্**—তাঁদের জন্য।

অনুবাদ

যিনি জড় জগতের আশ্রয়স্বরূপ এবং মুর দানবের শত্রু মুরারিরূপে খ্যাত, সেই ভগবানের পাদপদ্মরূপ নৌকায় যাঁরা আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কাছে এই ভব-সমুদ্র গোষ্পদতুল্য। পরমপদ বৈকুণ্ঠ লাভই তাঁদের লক্ষ্য। পদে পদে বিপদ-সঙ্কুল এই জড় জগৎ তাঁদের জন্য নয়।

তাৎপর্য

এই অনুবাদটি *ভগবদ্গীতা যথাযথ*, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৫১ শ্লোক সম্পর্কে শ্রীল প্রভুপাদের ভাষ্য থেকে গৃহীত হয়েছে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর ভাষ্য অনুসারে, এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই পরিচ্ছেদে প্রকাশিত জ্ঞানকে সংক্ষেপে উপস্থাপিত করেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মকে *পল্লব* বা ফুলের মুকুলরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তাঁর পাদপদ্মদ্বয় অত্যন্ত কোমল ও ঈষৎ গোলাপী বর্ণের। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মতানুসারে, *পল্লব* শব্দটি এই অর্থও নির্দেশ করে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মদ্বয় ঠিক কল্পবৃক্ষের মতো, যা ভগবানের শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে। এমন কি শ্রীনারদের মতো উন্নত ভক্তবৃন্দ, যাঁরা নিজেরাই এই ব্রহ্মাণ্ডের বদ্ধ জীবদের পরম আশ্রয়, তাঁরাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাই এটি স্বাভাবিক যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনের সমস্ত গোপবালক ও গোবৎসরূপে নিজেকে প্রকাশিত করলেন, তখন তাঁদের পিতা-মাতারা তাঁদের প্রতি আগের থেকে অনেক বেশি আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত আনন্দের উৎস এবং সর্বাকর্ষক রূপে সকলেরই পরম প্রেমাস্পদ।

শ্লোক ৫৯

এতত্তে সর্বমাখ্যাতং যৎ পৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া ।
তৎ কৌমারে হরিকৃতং পৌগণ্ডে পরিকীর্তিতম্ ॥ ৫৯ ॥

এতৎ—এই; **তে**—আপনার নিকট; **সর্বম্**—সকল; **আখ্যাতম্**—বর্ণিত হল; **যৎ**—যা; **পৃষ্টঃ**—পূর্বে জিজ্ঞাসিত; **অহম্**—আমি; **ইহ**—এই বিষয়ে; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **তৎ**—তা; **কৌমারে**—শৈশবে (পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত); **হরিকৃতম্**—ভগবান হরি দ্বারা আচরিত; **পৌগণ্ডে**—বাল্যকালে (ষষ্ঠ বর্ষ থেকে শুরু); **পরিকীর্তিতম্**—কীর্তিত হয়েছিল।

অনুবাদ

যেহেতু আপনি আমার কাছে যা জানতে চেয়েছিলেন, তাই আমি শ্রীহরির পঞ্চম বর্ষে কৃত সকল কার্যকলাপ যা পৌগণ্ডে কীর্তিত হয়েছিল, তা সম্পূর্ণরূপে আপনার নিকট বর্ণনা করলাম।

শ্লোক ৬০

এতৎ সুহৃদ্ভিশ্চরিতং মুরারের
অঘার্দনং শাদ্বলজেমনং চ ।

ব্যক্তেতরদ্ রূপমজোর্বভিষ্টবং
শৃণ্বন্ গৃণন্নেতি নরোঽখিলার্থান্ ॥ ৬০ ॥

এতৎ—এই সমস্ত; **সুহৃদ্ভিঃ**—গোপসখাদের সঙ্গে; **চরিতম্**—লীলাসমূহ; **মুরারেঃ**—ভগবান মুরারির; **অঘার্দনম্**—অঘাসুর-বধ; **শাদ্বল**—বনের মধ্যে তৃণের উপর; **জেমনম্**—ভোজন করা; **চ**—এবং; **ব্যক্ত-ইতরৎ**—প্রপঞ্চাতীত; **রূপম্**—ভগবানের চিন্ময় রূপ; **অজ**—ব্রহ্মার দ্বারা; **উরু**—বিস্তারিত; **অভিষ্টবম্**—স্তব নিবেদন; **শৃণ্বন্**—শ্রবণ করে; **গৃণন্**—কীর্তন করে; **এতি**—লাভ করেন; **নরঃ**—যে কোন ব্যক্তি; **অখিল-অর্থান্**—সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তু।

অনুবাদ

অঘাসুর বধ, বনের তৃণের উপর ভোজন, ভগবানের চিন্ময় রূপের প্রকাশ এবং ব্রহ্মার দ্বারা নিবেদিত অপূর্ব স্তব—গোপসখাদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত ভগবান মুরারির এই সমস্ত লীলা যে ব্যক্তি শ্রবণ ও কীর্তন করেন, তিনি সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী বর্ণনা করছেন যে, যিনি শুধুমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ ও কীর্তনে আগ্রহী, তিনিও পারমার্থিক পূর্ণতা লাভ করবেন। কৃষ্ণভাবনামৃত প্রসারের জন্য অনেক ভক্ত ঐকান্তিকভাবে নিয়োজিত রয়েছেন এবং তাঁরা অনেক সময় এত ব্যস্ত থাকেন যে, পরিতৃপ্তি সহকারে ভগবানের লীলা শ্রবণ ও কীর্তন করতে পারেন না। তা সত্ত্বেও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সর্বদা শ্রবণ ও কীর্তনের প্রতি কেবলমাত্র তাঁদের গভীর আকাঙ্ক্ষার দ্বারাই তাঁরা পারমার্থিক পূর্ণতা প্রাপ্ত হবেন। অবশ্যই, যতদূর সম্ভব ভগবানের এই সমস্ত অপ্রাকৃত লীলা শ্রবণ-কীর্তন করা প্রত্যেকের উচিত।

শ্লোক ৬১

এবং বিহারৈঃ কৌমারৈঃ কৌমারং জহতুর্ব্রজে ।
নিলায়নৈঃ সেতুবন্ধৈর্মর্কটোৎপ্লবনাদিভিঃ ॥ ৬১ ॥

এবম্—এভাবেই; **বিহারৈঃ**—লীলা-বিলাসের দ্বারা; **কৌমারৈঃ**—কৌমার; **কৌমারম্**—পাঁচ বৎসর পর্যন্ত শৈশবকাল; **জহতুঃ**—তাঁরা অতিক্রম করেছিলেন; **ব্রজে**—বৃন্দাবনের ভূমিতে; **নিলায়নৈঃ**—পশ্চাতে ধাবমান ক্রীড়ার দ্বারা; **সেতুবন্ধৈঃ**—সেতু নির্মাণের দ্বারা; **মর্কট-উৎপ্লবন**—বানরের মতো লম্ফঝম্ফ; **আদিভিঃ**—ইত্যাদি।

অনুবাদ

এভাবেই বালকেরা লুকোচুরি খেলা, খেলার সেতু নির্মাণ, বানরের মতো লম্ফ প্রদান ইত্যাদি ক্রীড়ার মাধ্যমে বৃন্দাবনভূমিতে তাঁদের কৌমারকাল অতিবাহিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মতানুসারে, *নিলায়নৈঃ* শব্দটি লুকোচুরি কিংবা চোর ও পুলিশ জাতীয় খেলাধুলাকে উল্লেখ করে। কখনও বালকেরা ভগবান রামচন্দ্রের সৈন্যদের মধ্যে বানরের মতো লম্ফঝম্ফ দিতেন এবং তার পর সরোবরে অথবা পুকুরে খেলার সেতু নির্মাণ করে শ্রীলঙ্কায় সেতুবন্ধনের অভিনয় করতেন। কখনও কখনও বালকেরা ক্ষীরসমুদ্র মন্থনের লীলা অনুকরণ করতেন এবং কখনও বা বল নিয়ে লোফালুফি করে খেলতেন। চিন্ময় জগতে সাধারণ অবস্থাতেও আমরা পূর্ণ আনন্দ লাভ করতে পারি, কারণ কৃষ্ণভাবনামৃতের শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমের দ্বারা সেখানে সব কিছু সম্পন্ন হয়ে থাকে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মার স্তব' নামক চতুর্দশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ধেনুকাসুর বধ

কিভাবে শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের গোচারণভূমিতে তাঁদের গোপালন করার সময়ে ধেনুকাসুরকে বধ করে বৃন্দাবনবাসীদের তাল গাছের ফল ভক্ষণ করাতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং কালিয়ের বিষ থেকে গোপবালকদের রক্ষা করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

তাঁদের পৌগণ্ডলীলা প্রকাশ করে, রাম ও কৃষ্ণ একদিন গাভীদের গোচারণভূমিতে আনয়ন করে স্বচ্ছ সরোবর শোভিত এক মনোরম বনে প্রবেশ করলেন। সেখানে তাঁরা তাঁদের সখাদের সঙ্গে বনের খেলা খেলতে শুরু করলেন। পরিশ্রান্ত হওয়ার ভান করে, শ্রীবলদেব কোনও গোপবালকের কোলে মাথা রেখে শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পা টিপে দিয়ে তাঁর ক্লান্তি দূর করতে সাহায্য করছিলেন। এর পর কৃষ্ণও বিশ্রাম করার জন্য কোনও গোপবালকের কোলে মাথা রাখলেন এবং অন্য কোনও গোপবালক তখন তাঁর পা টিপে দিলেন। এভাবেই কৃষ্ণ, বলরাম ও তাঁদের গোপসখারা নানাবিধ লীলা উপভোগ করতেন।

এই খেলার সময়েই শ্রীদাম, সুবল, স্তোক-কৃষ্ণ ও অন্যান্য গোপবালকেরা রাম ও কৃষ্ণকে গোবর্ধন পর্বতের নিকটে তালবনে বসবাসকারী, গর্দভরূপী ধেনুক নামক এক অতি দুষ্ট ও দুর্দমনীয় অসুরের কথা জানালেন। এই বন নানাবিধ সুমিষ্ট ফলে পূর্ণ। কিন্তু সেই অসুরের ভয়ে, সেই সমস্ত ফলের আস্বাদ গ্রহণের জন্য চেষ্টা করতে কেউই সাহস করে না এবং তাই কারও উচিত সেই অসুর ও তার সকল সঙ্গীদের হত্যা করা। এই অবস্থার কথা শ্রবণ করে, তাঁদের সখাদের অভীষ্ট পরিপূরণের জন্য শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ সেই বনের দিকে যাত্রা করলেন।

তালবনে পৌঁছে শ্রীবলরাম ঝাঁকি দিয়ে গাছগুলি থেকে অনেক তাল পাড়তে লাগলেন ঠিক সেই সময় গর্দভরূপী ধেনুকাসুর তাঁকে আক্রমণ করার জন্য দ্রুতবেগে দৌড়ে এল। কিন্তু বলরাম তার পেছনের পা দুটি একহাতে ধরে নিয়ে ঘুরাতে ঘুরাতে একটি তাল গাছের উপর ছুঁড়ে ফেলে তাকে হত্যা করলেন। এরপর ধেনুকাসুরের অন্যান্য বন্ধুরা প্রচণ্ডভাবে ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁদের আক্রমণ করতে ছুটে এল, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না বাধাবিপত্তি পরিসমাপ্তি হচ্ছে, রাম ও কৃষ্ণ তাদের এক এক করে ধরে চতুর্দিকে ঘুরাতে ঘুরাতে হত্যা করলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম যখন গোপ-সমাজে প্রত্যাগমন করলেন, তখন মা যশোদা ও মা রোহিণী এসে

যথাক্রমে তাঁদের কোলে তুলে নিলেন। তাঁরা তাঁদের মুখ চুম্বন করলেন, সুস্বাদু খাবার ভোজন করালেন এবং তার পর তাঁদেরকে শয্যায় শয়ন করালেন।

কিছুদিন পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অগ্রজকে ছাড়াই সখাদের সঙ্গে গাভীদের পরিচর্যা করার জন্য কালিন্দীর তীরে গেলেন। গাভী ও গোপবালকেরা তৃষ্ণার্ত হয়ে কালিন্দীর জল পান করলেন। কিন্তু তা ছিল বিষে দুষিত এবং তাঁরা সকলেই নদীতটে অচেতন হয়ে পড়লেন। কৃষ্ণ তখন তাঁর কৃপাদৃষ্টি বর্ষণের দ্বারা তাঁদের পুনর্জীবিত করলেন এবং তাঁরা সকলে তাঁদের চেতনা লাভ করে তাঁর মহতী কৃপার মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ততশ্চ পৌগণ্ডবয়ঃশ্রিতৌ ব্রজে
বভূবতুস্তৌ পশুপালসম্মতৌ ।
গাশ্চারয়ন্তৌ সখিভিঃ সমং পদৈর্
বৃন্দাবনং পুণ্যমতীব চক্রতুঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ততঃ**—তার পর; **চ**—এবং; **পৌগণ্ড-বয়ঃ**—পৌগণ্ডের বয়স (৬ থেকে ১০ বৎসর বয়স); **শ্রিতৌ**—প্রাপ্ত হলে; **ব্রজে**—বৃন্দাবনে; **বভূবতুঃ**—তাঁরা (রাম ও কৃষ্ণ) হলেন; **তৌ**—দুজনেই; **পশু-পাল**—রাখালরূপে; **সম্মতৌ**—নিযুক্ত হলেন; **গাঃ**—গাভীদের; **চারয়ন্তৌ**—প্রতিপালন করে; **সখিভিঃ সমম্**—তাঁদের সখাদের সঙ্গে; **পদৈঃ**—তাঁদের পদচিহ্ন দ্বারা; **বৃন্দাবনম্**—শ্রীবৃন্দাবনকে; **পুণ্যম্**—পবিত্র; **অতীব**—অত্যন্ত; **চক্রতুঃ**—তাঁরা করে তুললেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—বৃন্দাবনে বসবাসকালে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ যখন পৌগণ্ড বয়স (ছয় থেকে দশ) প্রাপ্ত হলেন, তখন বৃন্দাবনের গোপগণ তাঁদের গোপালনের কার্য গ্রহণ করতে অনুমতি দিলেন। তাঁদের সখাদের সঙ্গে এভাবেই নিয়োজিত হয়ে বালক দুটি বৃন্দাবনের ভূমিকে তাঁদের পাদপদ্ম চিহ্নের দ্বারা অতীব পবিত্র করে তুললেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ চেয়েছিলেন অঘাসুর যাঁদের সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করেছিল এবং তার পর ব্রহ্মা যাঁদের অপহরণ করেছিলেন, সেই গোপসখাদের উৎসাহিত করতে। তাই ভগবান তাঁদের অনেক সুস্বাদু ও সুপক্ক ফলে পূর্ণ তালবনে নিয়ে আসার জন্য স্থির করলেন। যেহেতু বয়সে ও শক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় দেহ আপাতদৃষ্টিতে স্বল্প বৃদ্ধি পেয়েছিল, তাই নন্দ মহারাজ প্রমুখ বৃন্দাবনের বয়স্ক মানুষেরা কৃষ্ণকে গোবৎস চরানোর কার্য থেকে নিয়মিত গোপবালকের পর্যায়ে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি এখন পূর্ণবয়স্ক গাভী, বলদ ও ষাঁড়ের যত্ন নেবেন। বাৎসল্যবশত, এতদিন নন্দ মহারাজ কৃষ্ণকে পূর্ণবয়স্ক গাভী ও বলদের প্রতিপালনের পক্ষে অত্যন্ত শিশু ও অপরিণত বিবেচনা করেছেন। *পদ্ম পুরাণের কার্ত্তিক-মাহাত্ম্য* বিভাগে বর্ণনা করা হয়েছে যে—

শুক্লাষ্টমী কার্ত্তিকে তু স্মৃতা গোপাষ্টমী বুধৈঃ ।
তদ্দিনাদ্বাসুদেবোঽভূদ্ গোপঃ পূর্বং তু বৎসপঃ ॥

"কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিটিকে মহাজনেরা গোপাষ্টমী নামে জানেন। ঐ দিন থেকে ভগবান বাসুদেব গোপরূপে কার্য শুরু করেছিলেন, যদিও ইতিপূর্বে তিনি গোবৎসদের প্রতিপালন করতেন।"

পদৈঃ শব্দটি ইঙ্গিত করছে যে, ভগবান কৃষ্ণ তাঁর পাদপদ্ম দ্বারা ভূমিতে পাদচারণা করে পৃথিবীকে পবিত্র করেছিলেন। ভগবান পাদুকা অথবা সেই রকম কিছু না পরেই বনে পাদচারণা করতেন, তাই পাছে কৃষ্ণের কোমল পাদপদ্ম আহত হয়, সেই ভয়ে বৃন্দাবনের গোপীরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকতেন।

শ্লোক ২

তন্মাধবো বেণুমুদীরয়ন্ বৃতো
গোপৈর্গৃণদ্ভিঃ স্বযশো বলান্বিতঃ ।
পশূন্ পুরস্কৃত্য পশব্যমাবিশদ্
বিহর্তুকামঃ কুসুমাকরং বনম্ ॥ ২ ॥

তৎ—তার পর; **মাধবঃ**—ভগবান শ্রীমাধব; **বেণুম্**—তাঁর বাঁশি; **উদীরয়ন্**—বাজাতে বাজাতে; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **গোপৈঃ**—গোপবালকদের দ্বারা; **গৃণদ্ভিঃ**—কীর্তনকারী; **স্ব-যশঃ**—তাঁর মহিমা; **বলান্বিতঃ**—শ্রীবলরাম সহ; **পশূন্**—পশুগণকে; **পুরস্কৃত্য**—সম্মুখে রেখে; **পশব্যম্**—গাভীদের জন্য পুষ্টিকর; **আবিশৎ**—তিনি প্রবেশ করলেন;

বিহর্তু-কামঃ—লীলা উপভোগের কামনা করে; **কুসুমাকরম্**—পুষ্পশোভিত; **বনম্**—বনে।

অনুবাদ

তার পর লীলা উপভোগের কামনা করে, শ্রীমাধব তাঁর মহিমা কীর্তনকারী গোপবালকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে, বলদেব সহ বাঁশি বাজাতে বাজাতে গাভীগণকে সম্মুখে রেখে, পুষ্পশোভিত ও পশুগণের জন্য পুষ্টিকর বনে প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী *মাধব* শব্দটির বিভিন্ন অর্থ এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—সাধারণত *মাধব* বলতে 'সৌভাগ্যের দেবী লক্ষ্মীর পতি' রূপে শ্রীকৃষ্ণকেই ইঙ্গিত করে। এই নাম এই অর্থও প্রকাশ করে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মধুকুলে অবতরণ করেছিলেন। যেহেতু বসন্ত ঋতুও *মাধব* নামে পরিচিত, তাই বুঝতে হবে যে, যখনই শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের অরণ্যে প্রবেশ করেন, তখনই তা ফুলে ও সৌরভে স্বর্গীয় পরিবেশে পূর্ণ হয়ে আপনা থেকেই বসন্তের সকল ঐশ্বর্য প্রদর্শন করে। শ্রীকৃষ্ণের *মাধব* রূপে পরিচিতির আর একটি কারণ হচ্ছে যে, তিনি মধুর রসে তাঁর লীলা উপভোগ করেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের অরণ্যে প্রবেশ করা মাত্রই জোরে বংশীর ধ্বনি করে তাঁর নিজ ভূমি ব্রজধামের সকল অধিবাসীদের অচিন্ত্য আনন্দ দান করতেন। খেলতে খেলতে অরণ্যে প্রবেশ, বেণুবাদন এবং এই ধরনের আরও সহজ সরল লীলাসমূহ বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত ভূমিতে প্রতিদিনই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

শ্লোক ৩

তন্মঞ্জুঘোষালিমৃগদ্বিজাকুলং
মহন্মনঃপ্রখ্যপয়ঃসরস্বতা।
বাতেন জুষ্টং শতপত্রগন্ধিনা
নিরীক্ষ্য রন্তুং ভগবান্মনো দধে ॥ ৩ ॥

তৎ—সেই বনে; **মঞ্জু**—মনোমুগ্ধকর; **ঘোষ**—যাদের ধ্বনিগুলি; **অলি**—ভ্রমর; **মৃগ**—পশু; **দ্বিজ**—এবং পাখিসহ; **আকুলম্**—পরিপূর্ণ; **মহৎ**—মহাত্মাগণের; **মনঃ**—মন; **প্রখ্য**—সদৃশ; **পয়ঃ**—যার জল; **সরস্বতা**—সরোবর দ্বারা; **বাতেন**—বায়ুর দ্বারা; **জুষ্টম্**—সেবিত; **শত-পত্র**—শত পাপড়িযুক্ত পদ্মের; **গন্ধিনা**—সৌরভের দ্বারা;

নিরীক্ষ্য—নিরীক্ষণ করে; **রন্তুম্**—আনন্দ উপভোগের জন্য; **ভগবান**—পরমেশ্বর ভগবান; **মনঃ**—মনে; **দধে**—অভিলাষ করলেন।

অনুবাদ

পরম পুরুষোত্তম ভগবান সেই বনটি নিরীক্ষণ করলেন। সেই বনটি ভ্রমর, পশু ও পাখির মনোমুগ্ধকর ধ্বনিতে নিনাদিত হচ্ছিল। সেখানে ছিল একটি সরোবর, যার জলরাশি ছিল মহাত্মাদের মনের মতো স্বচ্ছ এবং সেই বনে শত পাপড়িযুক্ত কমলের সৌরভ মৃদুমন্দ বায়ুতে প্রবাহিত হচ্ছিল। এই সমস্ত দর্শন করে, শ্রীকৃষ্ণ সেই পবিত্র পরিবেশ উপভোগ করতে অভিলাষ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ দেখেছিলেন যে, বৃন্দাবনের অরণ্য সমস্ত পঞ্চেন্দ্রিয়কেই আনন্দ দিচ্ছিল। ভ্রমর ও পশুপাখির মধুর ধ্বনি কানে মধুর আনন্দ বয়ে আনছিল। স্বচ্ছ সরোবরের শীতল আর্দ্রতা বাতাসে ভেসে সমস্ত বন জুড়ে বিশ্বস্তভাবে ভগবানের সেবায় রত ছিল এবং এভাবেই স্পর্শেন্দ্রিয়কে আনন্দ দান করছিল। বায়ুর মধুরতায়, রসেন্দ্রিয়ও সতেজ হয়ে উঠছিল এবং পদ্ম ফুলের সৌরভ নাসারন্ধ্রের আনন্দ বিধান করছিল। আর সমগ্র বনটি স্বর্গীয় সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে দুই নয়নকে চিন্ময় আনন্দ দান করছিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের তাৎপর্য এভাবেই বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৪

স তত্র তত্রারুণপল্লবশ্রিয়া
ফলপ্রসূনোরুভরেণ পাদয়োঃ ।
স্পৃশচ্ছিখান্ বীক্ষ্য বনস্পতীন্মুদা
স্ময়ন্নিবাহাগ্রজমাদিপুরুষঃ ॥ ৪ ॥

সঃ—তিনি; **তত্র তত্র**—সর্বত্র; **অরুণ**—ঈষৎ লাল; **পল্লব**—তাদের পল্লবের; **শ্রিয়া**—কান্তিযুক্ত; **ফল**—তাদের ফল; **প্রসূন**—ও ফুলের; **উরু-ভরেণ**—গুরুভারে; **পাদয়োঃ**—তাঁর পাদদ্বয়ে; **স্পৃশৎ**—স্পর্শ করে; **শিখান্**—তাদের শাখার অগ্রভাগ; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **বনস্পতীন্**—বনস্পতিগণ; **মুদা**—আনন্দে; **স্ময়ন্**—হাস্য সহকারে; **ইব**—প্রায়; **আহ**—বললেন; **অগ্রজম্**—তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবলরামকে; **আদি-পুরুষঃ**—আদিপুরুষ ভগবান।

অনুবাদ

আদিপুরুষ ভগবান দেখলেন যে, সৌন্দর্যমণ্ডিত রক্তবর্ণযুক্ত বনস্পতিগণ তাদের ফল ও পুষ্পের গুরুভারে অবনত হয়ে, তাদের শাখার অগ্রভাগ দ্বারা তাঁর চরণযুগল স্পর্শ করছে। তাই তিনি মৃদু হাস্য সহকারে তাঁর অগ্রজকে উদ্দেশ্য করে বললেন।

তাৎপর্য

মুদা স্ময়ন্নিব শব্দগুলি ইঙ্গিত করছে যে, শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকপূর্ণ মনোভাবযুক্ত ছিলেন। তিনি জানতেন যে, বৃক্ষসমূহ নত হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে তাঁকে পূজা করার জন্য। কিন্তু পরবর্তী শ্লোকে ভগবান সখ্যবৎ প্রফুল্লচিত্তে কথা বলে সম্মানটি তাঁর ভ্রাতা বলরামকে দান করলেন।

শ্লোক ৫

শ্রীভগবানুবাচ

অহো অমী দেববরামরার্চিতং
পাদাম্বুজং তে সুমনঃ ফলার্হণম্ ।
নমন্ত্যুপাদায় শিখাভিরাত্মন-
স্তমোঽপহত্যৈ তরুজন্ম যৎকৃতম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন; **অহো**—ওঃ; **অমী**—এই সমস্ত; **দেববর**—হে দেবশ্রেষ্ঠ (শ্রীবলরাম); **অমর**—অমর দেবগণ দ্বারা; **অর্চিতম্**—পূজিত; **পাদাম্বুজম্**—পাদপদ্মে; **তে**—আপনার; **সুমনঃ**—ফুল; **ফল**—ফল; **অর্হণম্**—নিবেদন করছে; **নমন্তি**—তারা অবনত করছে; **উপাদায়**—নিবেদন করছে; **শিখাভিঃ**—তাদের মস্তক; **আত্মনঃ**—তাদের নিজেদের; **তমঃ**—অজ্ঞানতার অন্ধকার; **অপহত্যৈ**—দূর করার জন্য; **তরু-জন্ম**—তাদের বৃক্ষরূপে জন্ম; **যৎ**—যে অজ্ঞানতার দ্বারা; **কৃতম্**—সৃষ্ট।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে দেবশ্রেষ্ঠ, দেখুন এই বৃক্ষগুলি কিভাবে অমর দেবগণের দ্বারা পূজিত আপনার পাদপদ্মে তাদের শির অবনত করছে। তাদের বৃক্ষজন্মের কারণস্বরূপ অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করার জন্য বৃক্ষসকল আপনাকে তাদের ফুল ও ফল নিবেদন করছে।

তাৎপর্য

বৃন্দাবনের বৃক্ষগুলি ভাবছিল যে, পূর্বকৃত অপরাধের ফলে তারা এখন বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করেছে এবং স্থাবর হওয়ার ফলে সমগ্র বৃন্দাবন জুড়ে পরিভ্রমণে তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী হতে পারছে না। প্রকৃতপক্ষে, বৃক্ষ ও গাভীসহ বৃন্দাবনের সমস্ত প্রাণীই ছিল মহাত্মা, যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সঙ্গলাভ করতে পারতেন। কিন্তু বিরহের ভাবাবেশজনিত কারণে বৃক্ষগণ নিজেদের অজ্ঞান বিবেচনা করতেন আর তাই শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের পাদপদ্মে অবনত হয়ে নিজেদের শুদ্ধ করার প্রয়াস করতেন। তাঁদের মনোভাব বুঝতে পেরে, শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎভাবে তাঁদের দিকে সস্নেহে দৃষ্টিপাত করতেন এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের কাছে তাঁদের ভক্তির প্রশংসা করতেন।

শ্লোক ৬

এতেঽলিনস্তব যশোঽখিললোকতীর্থং
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে ।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যা
গূঢ়ং বনেঽপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবম্ ॥ ৬ ॥

এতে—এই সমস্ত; **অলিনঃ**—ভ্রমরেরা; **তব**—আপনার; **যশঃ**—মহিমা; **অখিল-লোক**—নিখিল জগতের; **তীর্থম্**—তীর্থস্থান; **গায়ন্তঃ**—কীর্তন করছে; **আদি-পুরুষ**—হে আদি পরমেশ্বর ভগবান; **অনুপথম্**—আপনার পথ অনুগমন করে; **ভজন্তে**—তারা আরাধনায় নিয়োজিত; **প্রায়ঃ**—প্রায়ই; **অমী**—এই সমস্ত; **মুনি-গণাঃ**—মহান ঋষিরা; **ভবদীয়**—আপনার ভক্তদের মধ্যে; **মুখ্যাঃ**—অত্যন্ত অন্তরঙ্গ; **গূঢ়ম্**—গুপ্ত; **বনে**—বনের মধ্যে; **অপি**—যদিও; **ন জহতি**—তারা ত্যাগ করে না; **অনঘ**—হে অপাপবিদ্ধ; **আত্ম-দৈবম্**—তাদের নিজস্ব আরাধ্যদেব।

অনুবাদ

হে আদিপুরুষ, এই ভ্রমরেরা অবশ্যই মহান ঋষি এবং আপনার অত্যন্ত উন্নত ভক্ত হবে, কারণ আপনার পথ অনুগমন করে এবং আপনার মহিমা কীর্তন করে, তারা আপনার উপাসনা করছে, যা নিখিল জগতের তীর্থস্বরূপ। যদিও এই বনে আপনি নিজেকে গুপ্ত রেখেছেন, হে অপাপবিদ্ধ, তবুও তাদের আরাধ্যদেবকে তারা পরিত্যাগ করছে না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *গূঢ়ম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এটি ইঙ্গিত প্রদান করছে যে, যদিও পরমেশ্বর ভগবান তাঁর কৃষ্ণ কিংবা বলরাম রূপে এই জড় জগতের মধ্যে একজন সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হন, তবুও মহর্ষিগণ সর্বদাই ভগবানকে পরম-তত্ত্বরূপে স্বীকার করেন। ভগবানের সমস্ত অপ্রাকৃত রূপই নিত্য, জ্ঞানময় ও আনন্দময়, যা যথার্থই আমাদের অনিত্য, দুঃখময় ও অজ্ঞানময় জড় দেহের বিপরীত।

তীর্থ শব্দটির একটি অর্থ হচ্ছে 'জড় অস্তিত্ব অতিক্রমণের উপায়'। কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ করে অথবা তা কীর্তন করে, যে কেউ তৎক্ষণাৎ জড় অস্তিত্বের অতীত চিন্ময় স্তর প্রাপ্ত হতে পারেন। তাই এখানে ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমাকে পৃথিবীর সকলের জন্য তীর্থস্বরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *গায়ন্তঃ* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, ভগবানের কার্যাবলী গুণকীর্তন করার জন্য মহান ঋষিরাও তাঁদের মৌনব্রত ও অন্যান্য স্বার্থপর পন্থাগুলি পরিত্যাগ করেন। প্রকৃত মৌনতার অর্থ—অনর্থক কথা না বলে, নিজের বাচনিক অভ্যাসকে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবার নিমিত্ত প্রসঙ্গোচিত ধ্বনি, বর্ণনা ও আলোচনায় সীমাবদ্ধ রাখা।

অনঘ শব্দটি ইঙ্গিত করছে যে, ভগবান কখনই পাপময় অথবা অপরাধমূলক কার্য করেন না। তা ছাড়া এই শব্দটি নির্দেশ করে যে, ঐকান্তিক ভক্ত ঘটনাচক্রে ভগবানের সেবা থেকে বিচ্যুত হলেও, তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত পাপ ও অপরাধ ভগবান তৎক্ষণাৎ মার্জনা করেন। এই শ্লোকটির বিশেষ প্রসঙ্গক্রমে, *অনঘ* শব্দটি এই অর্থ নির্দেশ করে যে, ভ্রমরেরা ক্রমাগত তাঁকে অনুসরণ (*অনুপথম্*) করার ফলেও শ্রীবলরাম বিরক্ত হননি। ভগবান তাদের এই বলে আশীর্বাদ করেছিলেন, "ওহে ভ্রমরেরা, আমার নিভৃত কুঞ্জবনে এসে স্বচ্ছন্দে তার সৌরভ আস্বাদন করো।"

শ্লোক ৭

নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ঈড্য মুদা হরিণ্যঃ
কুর্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন ।
সূক্তৈশ্চ কোকিলগণা গৃহমাগতায়
ধন্যা বনৌকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ ॥ ৭ ॥

নৃত্যন্তি—নৃত্য করছে; **অমী**—এই; **শিখিনঃ**—ময়ূরগুলি; **ঈড্য**—হে আরাধ্য ভগবান; **মুদা**—আনন্দে; **হরিণ্যঃ**—হরিণী; **কুর্বন্তি**—করছে; **গোপ্যঃ**—গোপীদের; **ইব**—মতো;

তে—আপনার; **প্রিয়ম্**—প্রীতি সাধনের জন্য; **ঈক্ষণেন**—তাদের দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **সূক্তৈঃ**—বৈদিক প্রার্থনার দ্বারা; **চ**—এবং; **কোকিলগণাঃ**—কোকিলেরা; **গৃহম্**—তাঁদের গৃহে; **আগতায়**—আগত; **ধন্যাঃ**—ভাগ্যবান; **বন-ওকসঃ**—বনের অধিবাসীগণ; **ইয়ান্**—এরূপ; **হি**—বস্তুত; **সতাম্**—সাধু ব্যক্তিগণের; **নিসর্গঃ**—স্বভাব।

অনুবাদ

হে আরাধ্য পুরুষশ্রেষ্ঠ, এই ময়ূরগুলি আপনার সম্মুখে আনন্দে নৃত্য করছে, এই হরিণীগণ গোপীদের মতো স্নেহময়ী দৃষ্টির দ্বারা আপনাকে আনন্দ দান করছে এবং এই কোকিলেরা বৈদিক প্রার্থনা দিয়ে আপনাকে সম্মানিত করছে। এই বনের সকল অধিবাসীরা অত্যন্ত ভাগ্যবান এবং আপনার প্রতি তাদের এই ব্যবহার অবশ্যই গৃহে আগত মহাত্মার প্রতি অন্য মহাত্মাদের অভ্যর্থনার মতোই যথাযথ।

শ্লোক ৮

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্ত্বৎ-
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈর্
গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ ॥ ৮ ॥

ধন্যা—সৌভাগ্যবতী; **ইয়ম্**—এই; **অদ্য**—এখন; **ধরণী**—পৃথিবী; **তৃণ**—তাঁর তৃণ; **বীরুধঃ**—ও গুল্মগুলি; **ত্বৎ**—আপনার; **পাদ**—পদদ্বয়ের; **স্পৃশঃ**—স্পর্শ লাভ করে; **দ্রুম**—বৃক্ষগুলি; **লতাঃ**—ও লতাগুলি; **কর-জ**—আপনার হাতের নখের দ্বারা; **অভিমৃষ্টাঃ**—স্পর্শ করেছেন; **নদ্যঃ**—নদীগুলি; **অদ্রয়ঃ**—ও পর্বতগুলি; **খগ**—পাখিগুলি; **মৃগাঃ**—পশুসকল; **সদয়**—কৃপাময়; **অবলোকৈঃ**—আপনার দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **অন্তরেণ**—মধ্যে; **ভুজয়োঃ**—আপনার দুই বাহু; **অপি**—বস্তুত; **যৎ**—যার জন্য; **স্পৃহা**—কামনা করেন; **শ্রীঃ**—ভাগ্যদেবী।

অনুবাদ

পৃথিবী এখন অতীব সৌভাগ্যবতী হয়েছে, কারণ আপনি তার তৃণ ও গুল্মাদিকে আপনার চরণ দ্বারা ও তার লতাগুলিকে আপনার হাতের নখের দ্বারা স্পর্শ করেছেন এবং আপনি তার নদী, পর্বত, পাখি ও পশুগুলিকে আপনার কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাতের দ্বারা অনুগ্রহ করেছেন। কিন্তু সর্বোপরি, আপনি গোপীগণকে আপনার দুই বাহুর মধ্যে আলিঙ্গন করেছেন—যা স্বয়ং ভাগ্যদেবীরও কাম্য।

তাৎপর্য

অদ্য 'এখন' শব্দটি দ্বারা শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবীতে অবতরণের সময়কালকে নির্দেশ করা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর বরাহরূপে পৃথিবীকে রক্ষা করেছিলেন এবং বাস্তবিকই, বুঝতে হবে যে, পৃথিবী শেষনাগের শক্তিতে স্থায়িভাবে অবস্থান করছে। বরাহ ও শেষ উভয়েই বলরামের অংশ-প্রকাশ, যিনি নিজে আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, "এই পৃথিবী এখন পরম সৌভাগ্যবতী হয়েছে" (*ধন্যেয়মদ্য ধরণী*) এই ইঙ্গিত করছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদের সমান আর কিছুই হতে পারে না, যিনি একই সঙ্গে তাঁর অংশ-প্রকাশ বলরামের সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছেন। *করজাভিমৃষ্টাঃ* অর্থাৎ 'আপনার হাতের নখের স্পর্শে' কথাটি ইঙ্গিত করছে যে, কৃষ্ণ ও বলরাম যখন সমগ্র বন পরিভ্রমণ করতেন, তখন তাঁরা বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম থেকে ফল ও ফুল তুলতেন এবং সেই সমস্ত উপকরণ তাঁদের আনন্দময় লীলায় ব্যবহার করতেন। কখনও কখনও তাঁরা গাছের পাতা ছিঁড়ে এনে তা দিয়ে ফুলের সঙ্গে তাঁদের দেহকে সুশোভিত করতেন।

বৃন্দাবনের সমস্ত নদী, পাহাড় ও প্রাণীদের প্রতি কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের প্রেমময় কৃপাদৃষ্টি প্রদান করতেন। কিন্তু ভগবানের বাহুর মধ্যে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে গোপীগণ প্রত্যক্ষভাবে যে আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন, তা ছিল স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীরও কাম্য পরম আশীর্বাদ-স্বরূপ। বৈকুণ্ঠে ভগবান নারায়ণের বক্ষবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী একবার শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে আলিঙ্গনাবদ্ধ হবার কামনা করেন এবং তাই এই বর লাভের জন্য তিনি কঠোর তপস্যা করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে জানালেন যে, তাঁর প্রকৃত স্থান বৈকুণ্ঠে এবং তাই বৃন্দাবনে তাঁর বক্ষে বাস করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং, লক্ষ্মীদেবী প্রার্থনা করলেন, শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁর বক্ষে স্বর্ণরেখা রূপে থাকবার অনুমতি তাঁকে দেন। কৃষ্ণ তাঁর এই বর প্রদান করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর পুরাণাদি থেকে এই ঘটনার সবিশেষ বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৯

শ্রীশুক উবাচ

এবং বৃন্দাবনং শ্রীমৎ কৃষ্ণঃ প্রীতমনাঃ পশূন্ ।
রেমে সঞ্চারয়ন্নদ্রেঃ সরিদ্রোধঃসু সানুগঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এভাবে; **বৃন্দাবনম্**—বৃন্দাবনের বন ও তার অধিবাসীদের সঙ্গে; **শ্রীমৎ**—সুন্দর; **কৃষ্ণঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ;

প্রীতমনাঃ—সন্তুষ্টচিত্তে; **পশূন্**—পশুসকল; **রেমে**—তিনি আনন্দ লাভ করেন; **সঞ্চারয়ন্**—চরিয়ে; **অদ্রেঃ**—পর্বত সমীপে; **সরিৎ**—নদীর; **রোধঃসু**—তীরে; **স-অনুগঃ**—তাঁর সহচরদের সঙ্গে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—বৃন্দাবনের সৌন্দর্যমণ্ডিত বন ও তার অধিবাসীদের প্রতি পরিতৃপ্তি প্রকাশ করে, শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতের নীচে যমুনা নদীর তীরে তাঁর সহচরদের সঙ্গে গাভী চরিয়ে আনন্দ অনুভব করেন।

শ্লোক ১০-১২

ক্বচিদ্ গায়তি গায়ৎসু মদান্ধালিষ্বনুব্রতৈঃ ।
উপগীয়মানচরিতঃ পথি সঙ্কর্ষণান্বিতঃ ॥ ১০ ॥
অনুজল্পতি জল্পন্তং কলবাক্যৈঃ শুকং ক্বচিৎ
ক্বচিৎ সবল্গু কূজন্তমনুকূজতি কোকিলম্ ।
ক্বচিচ্চ কলহংসানামনুকূজতি কূজিতম্
অভিনৃত্যতি নৃত্যন্তং বর্হিণং হাসয়ন্ ক্বচিৎ ॥ ১১ ॥
মেঘগম্ভীরয়া বাচা নামভির্দূরগান্ পশূন্ ।
ক্বচিদাহ্বয়তি প্রীত্যা গোগোপালমনোজ্ঞয়া ॥ ১২ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **গায়তি**—তিনি গান করতেন; **গায়ৎসু**—যখন তারা গান করত; **মদান্ধ**—মদমত্ত; **অলিষু**—ভ্রমরেরা; **অনুব্রতৈঃ**—তাঁর সহচরদের সঙ্গে; **উপগীয়মান**—কীর্তিত হয়ে; **চরিতঃ**—তাঁর লীলাসমূহ; **পথি**—পথে; **সঙ্কর্ষণ-অন্বিতঃ**—শ্রীবলদেবকে সঙ্গে নিয়ে; **অনুজল্পতি**—অনুকরণ করতেন; **জল্পন্তম্**—পাখির ডাক; **কলবাক্যৈঃ**—অস্ফুট বাক্যের দ্বারা; **শুকম্**—শুক পাখি; **ক্বচিৎ**—কখনও; **ক্বচিৎ**—কখনও; **স**—সঙ্গে; **বল্গু**—সুমধুর; **কূজন্তম্**—কোকিলের ডাক; **অনুকূজতি**—তিনি অনুকরণ করতেন; **কোকিলম্**—কোকিলের; **ক্বচিৎ**—কখনও; **চ**—এবং; **কল-হংসানাম্**—রাজহংসদের; **অনুকূজতি কূজিতম্**—হংসের ডাক অনুকরণ করতেন; **অভিনৃত্যতি**—তিনি সম্মুখে নৃত্য করতেন; **নৃত্যন্তম্**—নৃত্যরত; **বর্হিণম্**—ময়ূর; **হাসয়ন্**—হাসিয়ে; **ক্বচিৎ**—কখনও; **মেঘ**—মেঘের মতো; **গম্ভীরয়া**—গম্ভীর; **বাচা**—তাঁর কণ্ঠস্বরে; **নামভিঃ**—নাম দ্বারা; **দূরগান্**—দূরে ভ্রমণ রত; **পশূন্**—পশুদেরকে; **ক্বচিৎ**—কখনও; **আহ্বয়তি**—তিনি ডাকতেন; **প্রীত্যা**—প্রীতির সঙ্গে; **গো**—গাভীদের; **গোপাল**—এবং গোপবালকদের; **মনোজ্ঞয়া**—মনের আনন্দ দান করে।

অনুবাদ

কখনও কখনও বৃন্দাবনের ভ্রমরেরা উচ্ছ্বাসে এতই মত্ত হত যে, তারা চোখ বন্ধ করে গান গাইতে শুরু করত। গোপবালকগণ ও বলদেব সহ বনপথে যেতে যেতে শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমরের গান অনুকরণ করে গাইতেন আর তখন তাঁর সখারা তাঁর লীলাসমূহ কীর্তন করতেন। কখনও শ্রীকৃষ্ণ শুক পাখির ডাক, কখনও মধুর স্বরে কোকিলের ডাক এবং কখনও রাজহংসের ডাক অনুকরণ করতেন। কখনও তিনি গোপবালকদের হাস্য উৎপাদন করে উৎসাহের সঙ্গে ময়ূরের নৃত্য অনুকরণ করতেন। কখনও গাভী ও গোপবালকদের আনন্দ দান করে, মেঘগম্ভীর স্বরে, পশুপাল থেকে দূরে চলে যাওয়া পশুদের নাম ধরে তিনি প্রীতি সহকারে ডাকতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখাদের সঙ্গে এই বলে কৌতুক করতেন, "দেখ, এই ময়ূরটি জানে না কেমন করে ঠিকভাবে নাচতে হয়।" তার পর সখাদের মধ্যে বিপুল হাসির উদ্রেক করে, ভগবান নিজেই উৎসাহী হয়ে ময়ূরের নাচটিকে অনুকরণ করতেন। বৃন্দাবনের ভ্রমরেরা বনের ফুল থেকে মধু পান করত এবং সেই অমৃত ও কৃষ্ণসঙ্গের সংযোগ তাদের মদমত্ত করে তুলত। এভাবেই তারা ভাবোচ্ছ্বাসে তাদের চোখ বন্ধ করে রাখত এবং গুঞ্জনের মাধ্যমে তাদের সন্তোষ প্রকাশ করত। আর এই গুঞ্জনও ভগবান দক্ষতার সঙ্গে অনুকরণ করতেন।

শ্লোক ১৩

চকোরক্রৌঞ্চচক্রাহ্বভারদ্বাজাংশ্চ বর্হিণঃ ।
অনুরৌতি স্ম সত্ত্বানাং ভীতবদ্ ব্যাঘ্রসিংহয়োঃ ॥ ১৩ ॥

চকোর-ক্রৌঞ্চ-চক্রাহ্ব-ভারদ্বাজান্ চ—চকোর, ক্রৌঞ্চ, চক্রাহ্ব ও ভারদ্বাজ পাখি; **বর্হিণঃ**—ময়ূর; **অনুরৌতি স্ম**—তিনি অনুকরণ করে ডাকতেন; **সত্ত্বানাম্**—অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে; **ভীতবৎ**—যেন ভয়ার্ত হয়ে; **ব্যাঘ্র-সিংহয়োঃ**—বাঘ ও সিংহের।

অনুবাদ

কখনও তিনি চকোর, ক্রৌঞ্চ, চক্রাহ্ব, ভারদ্বাজ ও ময়ূরের অনুকরণে চিৎকার করতেন এবং কখনও তিনি বাঘ ও সিংহের কৃত্রিম ভয়ে ছোট ছোট প্রাণীদের সঙ্গে দৌড়ে পালাতেন।

তাৎপর্য

ভীতবৎ 'ভীতের ন্যায়' কথাটি ইঙ্গিত করছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ঠিক একটি সাধারণ বালকের মতো খেলা করতেন এবং বাঘ ও সিংহের কৃত্রিম ভয়ে ছোট ছোট বন্য জীবজন্তুদের সঙ্গে দৌড়ে পালাতেন। প্রকৃতপক্ষে, ভগবৎ-ধাম বৃন্দাবনে সিংহ ও বাঘেরা হিংস্র নয়, আর তাই তাদের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।

শ্লোক ১৪

ক্বচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণম্ ।
স্বয়ং বিশ্রময়ত্যার্যং পাদসংবাহনাদিভিঃ ॥ ১৪ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; **ক্রীড়া**—ক্রীড়ার দ্বারা; **পরিশ্রান্তম্**—পরিশ্রান্ত; **গোপ**—কোনও গোপবালকের; **উৎসঙ্গ**—কোল; **উপবর্হণম্**—তাঁর বালিশরূপে ব্যবহার করে; **স্বয়ম্**—নিজে; **বিশ্রময়তি**—তাঁর ক্লান্তি থেকে উপশম প্রদান করতেন; **আর্যম্**—তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে; **পাদ-সংবাহন-আদিভিঃ**—তাঁর পাদসংবাহন করে এবং অন্যান্য সেবা অর্পণ করে।

অনুবাদ

যখন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্রীড়া করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে, কোনও গোপবালকের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়তেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর পাদসংবাহন ও অন্যান্য সেবার দ্বারা তাঁর ক্লান্তি লাঘবের জন্য তাঁকে সাহায্য করতেন।

তাৎপর্য

পাদসংবাহনাদিভিঃ শব্দটি নির্দেশ করছে যে, শ্রীকৃষ্ণ বলরামের পদদ্বয় মালিশ করে দিতেন, তাঁকে বাতাস করতেন এবং পান করার জন্য নদী থেকে জল এনে দিতেন।

শ্লোক ১৫

নৃত্যতো গায়তঃ ক্বাপি বল্গতো যুধ্যতো মিথঃ ।
গৃহীতহস্তৌ গোপালান্ হসন্তৌ প্রশশংসতুঃ ॥ ১৫ ॥

নৃত্যতঃ—যাঁরা নাচ করছিলেন; **গায়তঃ**—গান করছিলেন; **ক্ব অপি**—কখনও; **বল্গতঃ**—উল্লম্ফন প্রদান করে; **যুধ্যতঃ**—যুদ্ধ করে; **মিথঃ**—পরস্পর; **গৃহীত-হস্তৌ**—তাঁদের হাত ধরাধরি করে; **গোপালান্**—গোপবালকেরা; **হসন্তৌ**—হাসতে হাসতে; **প্রশশংসতুঃ**—তাঁরা প্রশংসা করছিলেন।

অনুবাদ

কখনও কখনও গোপবালকেরা যখন নৃত্য, গীত, উল্লম্ফন এবং খেলাচ্ছলে পরস্পর যুদ্ধ করতেন, তখন কৃষ্ণ ও বলরাম হাত ধরাধরি করে নিকটে দাঁড়িয়ে, তাঁদের সখাদের কার্যাবলীর মহিমা কীর্তন করতেন আর হাসতেন।

শ্লোক ১৬

ক্বচিৎ পল্লবতল্পেষু নিযুদ্ধশ্রমকর্শিতঃ ।
বৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ শেতে গোপোৎসঙ্গোপবর্হণঃ ॥ ১৬ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; **পল্লব**—কচি ডালপালা ও মুকুল থেকে রচিত; **তল্পেষু**—শয্যায়; **নিযুদ্ধ**—মল্লক্রীড়া থেকে; **শ্রম**—পরিশ্রান্তের দ্বারা; **কর্শিতঃ**—অবসন্ন হয়ে; **বৃক্ষ**—বৃক্ষের; **মূল**—মূলে; **আশ্রয়ঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **শেতে**—তিনি শুয়ে পড়তেন; **গোপ-উৎসঙ্গ**—কোনও গোপবালকের কোলকে; **উপবর্হণঃ**—তাঁর বালিশরূপে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ কখনও মল্লক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হয়ে বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করে, পল্লব রচিত শয্যায় কোনও গোপবালকের কোলকে বালিশের মতো ব্যবহার করে শয়ন করতেন।

তাৎপর্য

পল্লবতল্পেষু শব্দটি এই অর্থ প্রকাশ করে যে, শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বহু রূপে বিস্তার করে তাঁর উৎসাহী গোপসখাদের দ্বারা অতি দ্রুত রচিত পল্লব, পত্র ও পুষ্পের বহু শয্যায় শুয়ে থাকতেন।

শ্লোক ১৭

পাদসংবাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্ ॥ ১৭ ॥

পাদ-সংবাহনম্—পদদ্বয় মর্দন; **চক্রুঃ**—করতেন; **কেচিৎ**—তাঁদের কেউ; **তস্য**—তাঁর; **মহাত্মনঃ**—মহাত্মাগণ; **অপরে**—অন্যেরা; **হতপাপ্মানঃ**—যাঁরা ছিলেন সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত; **ব্যজনৈঃ**—পাখা দিয়ে; **সমবীজয়ন্**—দক্ষতার সঙ্গে বাতাস করতেন।

অনুবাদ

যাঁরা ছিলেন মহাত্মাস্বরূপ, সেই রকম কতিপয় গোপবালকেরা তখন তাঁর পাদপদ্ম মর্দন করে দিতেন এবং সর্বপাপ থেকে মুক্ত অন্যেরা দক্ষতার সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানকে বাতাস করতেন।

তাৎপর্য

সমবীজয়ন্ শব্দটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, গোপবালকেরা মৃদুমন্দ ও শীতল সমীরণ সৃষ্টি করে, অতি যত্ন ও দক্ষতার সঙ্গে ভগবানকে বাতাস করতেন।

শ্লোক ১৮

অন্যে তদনুরূপাণি মনোজ্ঞানি মহাত্মনঃ ।
গায়ন্তি স্ম মহারাজ স্নেহক্লিন্নধিয়ঃ শনৈঃ ॥ ১৮ ॥

অন্যে—অন্যেরা; **তৎ-অনুরূপাণি**—সময়োপযোগী; **মনঃ-জ্ঞানি**—চিত্তাকর্ষক; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের; **গায়ন্তি স্ম**—তাঁরা গান করতেন; **মহারাজ**—হে রাজা পরীক্ষিৎ; **স্নেহ**—প্রেমের দ্বারা; **ক্লিন্ন**—বিগলিত হত; **ধিয়ঃ**—তাঁদের হৃদয়; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে।

অনুবাদ

হে মহারাজ, অন্যান্য বালকেরা সময়োপযোগী মনোরম সঙ্গীত গান করতেন এবং তাঁদের হৃদয় ভগবানের জন্য প্রেমবশত বিগলিত হত।

শ্লোক ১৯

এবং নিগূঢ়াত্মগতিঃ স্বমায়য়া
গোপাত্মজত্বং চরিতৈর্বিড়ম্বয়ন্ ।
রেমে রমালালিতপাদপল্লবো
গ্রাম্যৈঃ সমং গ্রাম্যবদীশচেষ্টিতঃ ॥ ১৯ ॥

এবম্—এভাবেই; **নিগূঢ়**—গোপন করেছিলেন; **আত্মগতিঃ**—তাঁর স্বীয় ঐশ্বর্য; **স্ব-মায়য়া**—তাঁর নিজ অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **গোপ-আত্মজত্বম্**—গোপের পুত্রসন্তান রূপে; **চরিতৈঃ**—তাঁর কার্যাবলীর দ্বারা; **বিড়ম্বয়ন্**—প্রকটিত করে; **রেমে**—তিনি উপভোগ করতেন; **রমা**—ভাগ্যদেবী কর্তৃক; **লালিত**—আরাধিত; **পাদপল্লবঃ**—তাঁর পদদ্বয়, যা পল্লবের মতো কোমল; **গ্রাম্যৈঃ সমম্**—গ্রাম্য ব্যক্তিদের সঙ্গে; **গ্রাম্যবৎ**—গ্রাম্য ব্যক্তির মতো; **ঈশ-চেষ্টিতঃ**—যদিও এমন অসাধারণ কার্য প্রদর্শিত হত, যা একমাত্র ভগবানের পক্ষে সম্ভব।

অনুবাদ

যাঁর কোমল পাদপদ্মদ্বয় স্বয়ং সৌভাগ্যের দেবী কর্তৃক সেবিত হয়, সেই পরমেশ্বর ভগবান এভাবেই তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা তাঁর অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য গোপন করে গোপের পুত্রসন্তানরূপে লীলাবিলাস করছিলেন। যদিও অন্যান্য গ্রাম্য

অধিবাসীদের সাহচর্যে গ্রাম্যবালকের মতো যখন তিনি আনন্দ উপভোগ করছিলেন, তখনও তিনি মাঝে মধ্যে অসাধারণ কার্য প্রদর্শন করতেন, যা একমাত্র ভগবানের পক্ষেই সম্ভব।

শ্লোক ২০

শ্রীদামা নাম গোপালো রামকেশবয়োঃ সখা ।
সুবলস্তোককৃষ্ণাদ্যা গোপাঃ প্রেম্ণেদমব্রুবন্ ॥ ২০ ॥

শ্রীদামা নাম—শ্রীদামা নামে; **গোপালঃ**—গোপবালক; **রামকেশবয়োঃ**—শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের; **সখা**—সখা; **সুবল-স্তোককৃষ্ণ-আদ্যাঃ**—সুবল, স্তোককৃষ্ণ ও অন্যেরা; **গোপাঃ**—গোপবালকেরা; **প্রেম্ণাঃ**—প্রেম সহকারে; **ইদম্**—এই; **অব্রুবন্**—বললেন।

অনুবাদ

একদিন শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সখা শ্রীদামা, সেই সঙ্গে সুবল, স্তোককৃষ্ণ এবং অন্যান্য কয়েকজন গোপবালকেরা প্রেম সহকারে এই কথাগুলি বললেন।

তাৎপর্য

প্রেম্ণা 'প্রেম সহকারে' কথাটি এই অর্থ নির্দেশ করে যে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামের নিকট উপস্থাপিত গোপবালকদের অনুরোধটি প্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, ব্যক্তিগত কামনা দ্বারা নয়। গোপবালকেরা অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ছিলেন যে, তালবনের সুস্বাদু ফল আস্বাদনের জন্য কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের অসুর-বধলীলা প্রদর্শন করুন, আর তাই তাঁরা পরবর্তী অনুরোধটি রেখেছিলেন।

শ্লোক ২১

রাম রাম মহাবাহো কৃষ্ণ দুষ্টনিবর্হণ ।
ইতোঽবিদূরে সুমহদ্ বনং তালালিসংকুলম্ ॥ ২১ ॥

রাম রাম—হে রাম; **মহাবাহো**—হে মহাবাহু; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **দুষ্টনিবর্হণ**—হে দুষ্কৃতি দমনকারী; **ইতঃ**—এখান থেকে; **অবিদূরে**—অনতিদূরে; **সু-মহৎ**—অত্যন্ত বিস্তৃত; **বনম্**—একটি বন; **তাল-আলি**—সারি সারি তাল বৃক্ষ; **সংকুলম্**—পূর্ণ।

অনুবাদ

[গোপবালকেরা বললেন—] হে মহাবাহো রাম! হে দুষ্ট দমনকারী কৃষ্ণ! এখান থেকে অনতিদূরে সারি সারি তাল বৃক্ষে পূর্ণ একটি বৃহৎ বন রয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীবরাহ পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে—

অস্তি গোবর্ধনং নাম ক্ষেত্রং পরমদুর্লভম্ ।
মথুরাপশ্চিমে ভাগে অদূরাদ্ যোজনদ্বয়ম্ ॥

"মথুরার পশ্চিমভাগের অনতিদূরে দুই যোজন [ষোল মাইল] দূরত্বে গোবর্ধন নামক পবিত্র স্থান রয়েছে, যা লাভ করা খুবই কঠিন।" *বরাহ পুরাণে* আরও বর্ণনা করা হয়েছে—

অস্তি তালবনং নাম ধেনুকাসুররক্ষিতম্ ।
মথুরাপশ্চিমে ভাগে অদুরাদেকযোজনম্ ॥

"মথুরার পশ্চিম ভাগের অনতিদূরে এক যোজন দূরত্বে [আট মাইল] তালবন নামে একটি বন রয়েছে, যা ধেনুকাসুর দ্বারা রক্ষিত।" এভাবেই এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, তালবন মথুরা ও গোবর্ধন পর্বতের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত। *শ্রীহরিবংশে* তালবন অরণ্যকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—

স তু দেশঃ সমঃ স্নিগ্ধঃ সুমহান্ কৃষ্ণমৃত্তিকঃ ।
দর্ভপ্রায়ঃ স্থূলীভূতো লোষ্ট্রপাষাণবর্জিতঃ ॥

"সেই ভূমি সমতল, স্নিগ্ধ ও অত্যন্ত বিস্তৃত। নুড়ি ও পাথরশূন্য সেখানকার মাটি কালো রঙের এবং তা ঘন দর্ভ ঘাসে আচ্ছাদিত।"

শ্লোক ২২

ফলানি তত্র ভূরীণি পতন্তি পতিতানি চ ।
সন্তি কিন্ত্ববরুদ্ধানি ধেনুকেন দুরাত্মনা ॥ ২২ ॥

ফলানি—ফলগুলি; **তত্র**—সেখানে; **ভূরীণি**—প্রচুর; **পতন্তি**—পতিত হয়; **পতিতানি**—ইতিমধ্যেই পতিত হয়ে আছে; **চ**—এবং; **সন্তি**—সেগুলি; **কিন্তু**—কিন্তু; **অবরুদ্ধানি**—নিয়ন্ত্রণের অধীনে রক্ষিত; **ধেনুকেন**—ধেনুক দ্বারা; **দুরাত্মনা**—দুরাত্মা।

অনুবাদ

সেই তালবনে গাছ থেকে অনেক ফল পতিত হয় এবং ইতিমধ্যেই অনেক ফল ভূমিতে পতিত হয়ে আছে। কিন্তু সমস্ত ফলই দুরাত্মা ধেনুক কর্তৃক রক্ষিত হচ্ছে।

তাৎপর্য

তালবনের সেই সুপক্ক সুস্বাদু তাল ফল ধেনুকাসুর কাউকেই খেতে দিত না এবং তাই কৃষ্ণের অল্পবয়স্ক বালক সখারা জনগণের সম্পদ সেই বনের ফল আস্বাদনের অধিকারে অন্যায় হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ করেছিলেন।

শ্লোক ২৩

সোঽতিবীর্যোঽসুরো রাম হে কৃষ্ণ খররূপধৃক্ ।
আত্মতুল্যবলৈরন্যৈর্জ্ঞাতিভির্বহুভির্বৃতঃ ॥ ২৩ ॥

সঃ—সে; **অতিবীর্যঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **অসুরঃ**—অসুর; **রাম**—হে রাম; **হে কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **খর-রূপ**—একটি গর্দভের রূপ; **ধৃক্**—ধারণ করে; **আত্ম-তুল্য**—তারই সমকক্ষ; **বলৈঃ**—যাদের শক্তি; **অন্যৈঃ**—অন্যদের সঙ্গে; **জ্ঞাতিভিঃ**—সঙ্গী; **বহুভিঃ**—অনেক; **বৃতঃ**—বেষ্টিত।

অনুবাদ

হে রাম, হে কৃষ্ণ! ধেনুক অত্যন্ত শক্তিশালী অসুর এবং সে একটি গর্দভের রূপ ধারণ করেছে। সে অনেক সঙ্গীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, যারা তার মতোই একই আকার-বিশিষ্ট ও শক্তিশালী।

শ্লোক ২৪

তস্মাৎ কৃতনরাহারাদ্ ভীতৈর্নৃভিরমিত্রহন্ ।
ন সেব্যতে পশুগণৈঃ পক্ষিসঙ্ঘৈর্বিবর্জিতম্ ॥ ২৪ ॥

তস্মাৎ—তার; **কৃত-নর-আহারাৎ**—যে মানুষ ভোজন করেছে; **ভীতৈঃ**—যারা ভীত; **নৃভিঃ**—মানুষের দ্বারা; **অমিত্র-হন্**—হে শত্রুহন্তা; **ন সেব্যতে**—সেবা করে না; **পশুগণৈঃ**—বিভিন্ন প্রাণী দ্বারা; **পক্ষি-সঙ্ঘৈঃ**—পক্ষীকুল দ্বারা; **বিবর্জিতম্**—পরিত্যক্ত।

অনুবাদ

ধেনুকাসুর জীবন্ত মানুষগুলিকে ভক্ষণ করেছে এবং সেই জন্য সমস্ত মানুষ ও প্রাণীরা সেই তালবনে যেতে ভীতগ্রস্ত হয়। হে শত্রুহন্তা, পাখিরাও সেখানে উড়তে ভয় পায়।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের গোপবালক সখারা সেই দুই ভাইকে তৎক্ষণাৎ তালবনে গিয়ে সেই গর্দভরূপী অসুরকে বধ করার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। এখানে তাঁরা ভ্রাতৃদ্বয়কে *অমিত্রহন্* 'শত্রুহন্তা' বলে সম্বোধন করেছেন। বাস্তবিকপক্ষে, গোপবালকেরা পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির উপর সমাধিযুক্ত ধ্যানে নিয়োজিত ছিলেন এবং যুক্তিস্বরূপ—"কৃষ্ণ ইতিমধ্যেই বক ও অঘের মতো ভয়ঙ্কর অসুরদের সংহার করেছেন, সুতরাং বৃন্দাবনের জনগণের এক নম্বর শত্রু হয়ে ওঠা ধেনুক নামক ঘৃণ্য গর্দভ সম্বন্ধে তেমন কি বিশেষত্ব থাকতে পারে?"

গোপবালকেরা চেয়েছিলেন কৃষ্ণ ও বলরাম সেই অসুরদের হত্যা করুন যাতে বৃন্দাবনের ধার্মিক অধিবাসীরা সেই তালবনের ফলসমূহ ভোগ করতে পারেন। তাই তাঁরা সেই গর্দভরূপী অসুরদের সংহারের জন্য বিশেষ অনুগ্রহ প্রার্থনা করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

বিদ্যন্তেঽভুক্তপূর্বাণি ফলানি সুরভীণি চ ।
এষ বৈ সুরভির্গন্ধো বিষূচীনোঽবগৃহ্যতে ॥ ২৫ ॥

বিদ্যন্তে—বর্তমান রয়েছে; **অভুক্ত-পূর্বাণি**—পূর্বে কখনই আস্বাদিত হয়নি; **ফলানি**—ফলসমূহ; **সুরভীণি**—সুগন্ধি; **চ**—এবং; **এষঃ**—এই; **বৈ**—বাস্তবিকপক্ষে; **সুরভিঃ**—সৌরভযুক্ত; **গন্ধঃ**—গন্ধ; **বিষূচীনঃ**—সর্বত্র পরিব্যাপ্ত; **অবগৃহ্যতে**—অনুভূত হয়।

অনুবাদ

সেই তালবনে অত্যন্ত সুগন্ধি ফলগুলি রয়েছে যা আগে কখনও কেউ আস্বাদন করেনি। বাস্তবিকই, সর্বত্র পরিব্যাপ্ত সেই তাল ফলের সুগন্ধ এখনও আমরা অনুভব করতে পারি।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুযায়ী, বৃন্দাবনের সীমানায় বৃষ্টির পক্ষে সহায়ক পূবের বাতাস তাল ফলের সুগন্ধ বয়ে নিয়ে আসত। সাধারণত এই পূবের বাতাস ভাদ্রমাসে প্রবাহিত হয় বলে তা ফলসমূহের অত্যন্ত সুপক্কতা ইঙ্গিত করে, আর বালকেরা যে সেগুলির গন্ধ পাচ্ছিলেন, এর দ্বারা তাল বনটি যে কাছেই অবস্থিত তা ইঙ্গিত করে।

শ্লোক ২৬

প্রযচ্ছ তানি নঃ কৃষ্ণ গন্ধলোভিতচেতসাম্ ।
বাঞ্ছাস্তি মহতী রাম গম্যতাং যদি রোচতে ॥ ২৬ ॥

প্রযচ্ছ—প্রদান কর; **তানি**—সেগুলি; **নঃ**—আমাদের; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **গন্ধ**—গন্ধের দ্বারা; **লোভিত**—লোভী হয়ে উঠছে; **চেতসাম্**—যাঁদের মন; **বাঞ্ছা**—আকাঙ্ক্ষা; **অস্তি**—হয়; **মহতী**—খুব; **রাম**—হে রাম; **গম্যতাম্**—চল যাই; **যদি**—যদি; **রোচতে**—তা ভাল মনে কর।

অনুবাদ

হে কৃষ্ণ! দয়া করে আমাদের ঐ সমস্ত ফল প্রদান কর। সেগুলির গন্ধে আমাদের মন অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছে! প্রিয় বলরাম, সেই ফলগুলি লাভের জন্য আমাদের খুবই আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে। যদি তুমি এই ব্যাপারটি ভাল বলে মনে কর, তা হলে সেই তালবনে চল।

তাৎপর্য

যদিও মানুষ, পাখি এমন কি পশুরাও সেই তালবনে গমন করত না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের উপর গোপবালকদের এতই অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন—এই দুই প্রভু সহজেই সেই গর্দভরূপী পাপী অসুরকে সংহার করে সুস্বাদু তাল ফলগুলি উদ্ধার করবেন। শ্রীকৃষ্ণের গোপবালক সখারা ছিলেন আত্মজ্ঞানসম্পন্ন উন্নত আত্মা, যাঁরা সাধারণত সুমিষ্ট ফলের জন্য লোভী হন না। বাস্তবিকই, তাঁরা ভগবানের সঙ্গে পরিহাস করছিলেন এবং তালবনে অভূতপূর্ব বীরত্বপূর্ণ দুঃসাহসিক কার্য সম্পাদন করার জন্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করে তাঁর লীলাকে উৎসাহিত করছিলেন। বৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিকালীন অসংখ্য অসুর সেখানকার উন্নত পরিবেশকে অশান্ত করে তুলেছিল এবং দৈনন্দিন ঘটনার মতোই ভগবান সেই সব অসুরদের সংহার করতেন।

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ইতিমধ্যে অনেক অসুরকে হত্যা করেছিলেন, তাই এই বিশেষ দিনে প্রথম অসুর সংহারের সম্মানটি তিনি শ্রীবলরামকে দিতে মনস্থ করেন, যাতে প্রথমেই ধেনুকাসুরকে তিনি বধ করেন। *যদি রোচতে* শব্দ দুটির মাধ্যমে গোপবালকেরা ইঙ্গিত করেছিলেন যে, নেহাত তাঁদের সন্তুষ্ট করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের অসুরকে বধ করার প্রয়োজন নেই; বরং যদি বিষয়টি তাঁদের অন্তরে স্পর্শ করে, তবেই সেটি তাঁদের করা উচিত।

শ্লোক ২৭

এবং সুহৃদ্বচঃ শ্রুত্বা সুহৃৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া ।
প্রহস্য জগ্মতুর্গোপৈর্বৃতৌ তালবনং প্রভূ ॥ ২৭ ॥

এবম্—এভাবেই; **সুহৃৎ**—তাঁদের সখাদের; **বচঃ**—কথা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **সুহৃৎ**—তাঁদের সখাদের প্রতি; **প্রিয়**—আনন্দ; **চিকীর্ষয়া**—প্রদানের ইচ্ছা করে; **প্রহস্য**—হাসতে হাসতে; **জগ্মতুঃ**—তাঁরা দুজনে গিয়েছিলেন; **গোপৈঃ**—গোপবালকদের দ্বারা; **বৃতৌ**—পরিবেষ্টিত হয়ে; **তাল-বনম্**—তালবনে; **প্রভূ**—দুই প্রভু।

অনুবাদ

তাঁদের সহচরদের কথা শ্রবণ করে, কৃষ্ণ ও বলরাম হাসলেন এবং তাঁদের আনন্দ প্রদানের ইচ্ছা করে, গোপবালক সখাগণ পরিবেষ্টিত হয়ে তাঁরা তাল বনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ ভাবছিলেন, "কি করে একটি সামান্য গর্দভ এত ভয়ঙ্কর হতে পারে?" আর তাই তাঁর সখাদের আবেদনে তিনি মৃদু হাসলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/২৮/৩২) কপিলদেব বলেছেন, *হাসং হরেরবনতাখিললোকতীব্রশোকাশ্রুসাগর-বিশোষণম-ত্যুদারম্*—"পরমেশ্বর ভগবান হরির মনোরম হাসি অত্যন্ত মহৎ। বাস্তবিকই, যাঁরা অবনত মস্তকে পরমেশ্বর ভগবানকে প্রণাম করেন, তাঁর মনোরম হাসি এই জগতের তীব্র দুঃখকষ্ট থেকে উৎপন্ন তাঁদের অশ্রুর সমুদ্র শোষণ করে।" তাই তাঁদের সহচরদের উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম মৃদু হাসলেন এবং তাঁদের নিয়ে তৎক্ষণাৎ তালবনের দিকে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ২৮

বলঃ প্রবিশ্য বাহুভ্যাং তালান্ সম্পরিকম্পয়ন্ ।
ফলানি পাতয়ামাস মতঙ্গজ ইবৌজসা ॥ ২৮ ॥

বলঃ—বলরাম; **প্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **বাহুভ্যাম্**—তাঁর দুই বাহু দ্বারা; **তালান্**—তাল বৃক্ষগুলিকে; **সম্পরিকম্পয়ন্**—সম্পূর্ণভাবে ঝাঁকিয়ে; **ফলানি**—ফলগুলি; **পাতয়াম্ আস**—তিনি ভূপাতিত করলেন; **মতম্-গজঃ**—মত্ত হস্তী; **ইব**—মতো; **ওজসা**—তাঁর বল দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রীবলরাম প্রথমে সেই তালবনে প্রবেশ করলেন। তারপর মত্ত হস্তীর মতো বল নিয়ে নিজ বাহুযুগল দিয়ে গাছগুলিকে ঝাঁকাতে শুরু করে তাল ফলগুলি ভূপাতিত করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৯

ফলানাং পততাং শব্দং নিশম্যাসুররাসভঃ ।
অভ্যধাবৎ ক্ষিতিতলং সনগং পরিকম্পয়ন্ ॥ ২৯ ॥

ফলানাম্—ফলগুলির; **পততাম্**—পতিত হবার; **শব্দম্**—শব্দ; **নিশম্য**—শুনে; **অসুর-রাসভঃ**—গর্দভরূপী অসুরটি; **অভ্যধাবৎ**—দৌড়ে এগিয়ে এল; **ক্ষিতি-তলম্**—ভূতল; **স-নগম্**—বৃক্ষসহ; **পরিকম্পয়ন্**—কম্পিত করে।

অনুবাদ

ফল পতনের শব্দ শ্রবণ করে, সেই গর্দভরূপী ধেনুকাসুর ভূতল ও বৃক্ষসমূহ কম্পিত করে আক্রমণের জন্য ধাবিত হয়ে এল।

শ্লোক ৩০

সমেত্য তরসা প্রত্যগ্ দ্বাভ্যাং পদ্ভ্যাং বলং বলী ।
নিহত্যোরসি কাশব্দং মুঞ্চন্ পর্যসরৎ খলঃ ॥

সমেত্য—তাঁর সামনে এসে; **তরসা**—দ্রুতবেগে; **প্রত্যক্**—পেছনের; **দ্বাভ্যাম্**—দুটি; **পদ্ভ্যাম্**—পা দিয়ে; **বলম্**—শ্রীবলদেবকে; **বলী**—সেই শক্তিশালী অসুর; **নিহত্য**—আঘাত করে; **উরসি**—বক্ষঃস্থলে; **কা-শব্দম্**—গর্দভের মতো কর্কশ শব্দ; **মুঞ্চন্**—করতে করতে; **পর্যসরৎ**—চতুর্দিকে ধাবিত হতে লাগল; **খলঃ**—সেই গর্দভ।

অনুবাদ

সেই বলবান অসুরটি দ্রুতবেগে শ্রীবলদেবের কাছে এসে তার পেছনের পায়ের খুর দিয়ে ভগবানের বুকে আঘাত করল। তার পর ধেনুক উচ্চস্বরে গর্দভের মতো কর্কশ শব্দ করে চতুর্দিকে ধাবিত হচ্ছিল।

শ্লোক ৩১

পুনরাসাদ্য সংরব্ধ উপক্রোষ্টা পরাক্ স্থিতঃ ।
চরণাবপরৌ রাজন্ বলায় প্রাক্ষিপদ্ রুষা ॥ ৩১ ॥

পুনঃ—পুনরায়; **আসাদ্য**—তাঁর দিকে এসে; **সংরব্ধঃ**—ক্রোধোন্মত্ত; **উপক্রোষ্টা**—গর্দভটি; **পরাক্**—ভগবানের প্রতি পিছন দিক করে; **স্থিতঃ**—অবস্থান করে; **চরণৌ**—পদদ্বয়; **অপরৌ**—পেছনের; **রাজন্**—হে রাজা পরীক্ষিৎ; **বলায়**—শ্রীবলরামের দিকে; **প্রাক্ষিপৎ**—সে নিক্ষেপ করল; **রুষা**—ক্রোধ সহকারে।

অনুবাদ

পুনরায় শ্রীবলরামের দিকে ধাবিত হয়ে, হে রাজন্, সেই ক্রোধোন্মত্ত গর্দভটি ভগবানের প্রতি পিছন দিক করে অবস্থান করল। তার পর, ক্রোধে চিৎকার করে, অসুরটি তাঁর দিকে তার পেছনের পা দুটি নিক্ষেপ করল।

তাৎপর্য

উপক্রোষ্টা শব্দটি গর্দভ এবং নিকটে যে চিৎকার করছে উভয়কেই নির্দেশ করে। এভাবেই এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সেই শক্তিশালী ধেনুক ভয়ঙ্কর, ক্রোধযুক্ত শব্দ করেছিল।

শ্লোক ৩২

স তং গৃহীত্বা প্রপদোর্ভ্রাময়িত্বৈকপাণিনা ।
চিক্ষেপ তৃণরাজাগ্রে ভ্রামণত্যক্তজীবিতম্ ॥ ৩২ ॥

সঃ—তিনি; **তম্**—তাকে; **গৃহীত্বা**—ধারণ করে; **প্রপদোঃ**—পায়ের খুরদ্বয়; **ভ্রাময়িত্বা**—চতুর্দিকে ঘুরিয়ে; **এক-পাণিনা**—এক হাতে; **চিক্ষেপ**—তিনি নিক্ষেপ করলেন; **তৃণ-রাজ-অগ্রে**—তাল গাছের মাথায়; **ভ্রামণ**—ঘূর্ণিবেগে; **ত্যক্ত**—ত্যাগ করে; **জীবিতম্**—তার প্রাণ।

অনুবাদ

শ্রীবলরাম ধেনুকের খুরদ্বয় ধরে, এক হাতে তাকে সবেগে ঘুরিয়ে একটি তাল গাছের চূড়ায় নিক্ষেপ করলেন। সেই প্রচণ্ড ঘূর্ণিবেগে অসুরটির মৃত্যু হল।

শ্লোক ৩৩

তেনাহতো মহাতালো বেপমানো বৃহচ্ছিরাঃ ।
পার্শ্বস্থং কম্পয়ন্ ভগ্নঃ স চান্যং সোঽপি চাপরম্ ॥ ৩৩ ॥

তেন—সেই (ধেনুকাসুরের মৃত দেহটির) দ্বারা; **আহতঃ**—আঘাত করলেন; **মহা-তালঃ**—বিশাল তাল গাছটিকে; **বেপমানঃ**—কম্পিত করে; **বৃহৎ-শিরাঃ**—বৃহৎ মস্তকবিশিষ্ট; **পার্শ্বস্থম্**—পাশে অবস্থিত আর একটিকে; **কম্পয়ন্**—কম্পিত করতে করতে; **ভগ্নঃ**—ভেঙে পড়ল; **সঃ**—সেটি; **চ**—ও; **অন্যম্**—অন্য একটিকে; **সঃ**—সেটি; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **অপরম্**—অপর একটিকে।

অনুবাদ

শ্রীবলরাম ধেনুকাসুরের মৃত দেহটিকে বনের সর্বোচ্চ তাল গাছে নিক্ষেপ করলেন এবং যখন মৃত অসুরটি গাছের মাথায় গিয়ে পড়ল, গাছটি কম্পিত হতে শুরু করল। সেই বিশাল তাল গাছটি পার্শ্ববর্তী তাল গাছটিকে কম্পিত করতে করতে অসুরের ভারে ভেঙে পড়ল। পার্শ্ববর্তী গাছটি অন্য একটি গাছকে কম্পিত করে আঘাত করল এবং সেটিও আর একটি গাছকে কম্পিত করল। এভাবেই বনের অনেক গাছই কম্পিত হয়ে ভগ্ন হল।

তাৎপর্য

ভগবান বলরাম এত প্রচণ্ডবেগে ধেনুকাসুরকে বিশাল তাল গাছে নিক্ষেপ করেছিলেন যে, একটি ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল এবং বহু আকাশচুম্বী তালগাছ কাঁপতে কাঁপতে প্রচণ্ড মড়মড় শব্দে ভেঙে পড়েছিল।

শ্লোক ৩৪

বলস্য লীলয়োৎসৃষ্টখরদেহহতাহতাঃ ।
তালাশ্চকম্পিরে সর্বে মহাবাতেরিতা ইব ॥ ৩৪ ॥

বলস্য—শ্রীবলরামের; **লীলয়া**—লীলারূপে; **উৎসৃষ্ট**—ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত; **খর-দেহ**—গর্দভের দেহ দ্বারা; **হত-আহতাঃ**—যা পরস্পরকে আঘাত করেছিল; **তালাঃ**—তাল গাছগুলি; **চকম্পিরে**—কম্পিত হয়েছিল; **সর্বে**—সমস্ত; **মহা-বাত**—প্রবল বায়ুপ্রবাহের দ্বারা; **ঈরিতাঃ**—চালিত হয়েছিল; **ইব**—যেন।

অনুবাদ

সর্বোচ্চ তাল গাছের মাথায় গর্দভরূপী অসুরের দেহ নিক্ষেপ যেহেতু শ্রীবলরামের লীলাবিলাস, তাই সমস্ত গাছগুলি কম্পিত হয়েছিল এবং পরস্পরকে আঘাত করেছিল, যেন প্রবল বায়ুপ্রবাহের দ্বারা চালিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৫

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে ।
ওতপ্রোতমিদং যস্মিংস্তন্তুষ্বঙ্গ যথা পটঃ ॥ ৩৫ ॥

ন—নয়; **এতৎ**—এই; **চিত্রম্**—বিস্ময়ের; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানের পক্ষে; **হি**—বাস্তবিকপক্ষে; **অনন্তে**—যিনি হচ্ছেন অনন্ত; **জগদীশ্বরে**—জগতের ঈশ্বর; **ওত-প্রোতম্**—সমান্তরালভাবে ও লম্বভাবে বিস্তৃত; **ইদম্**—এই জগৎ; **যস্মিন্**—যাঁর মধ্যে; **তন্তুষু**—সুতার মধ্যে; **অঙ্গ**—হে প্রিয় পরীক্ষিৎ; **যথা**—যেমন; **পটঃ**—একটি কাপড়।

অনুবাদ

প্রিয় পরীক্ষিৎ, সমগ্র জগতের নিয়ন্তা বলরাম অনন্ত পরমেশ্বর ভগবান, সেটি বিবেচনা করে তাঁর পক্ষে এই ধেনুকাসুর বধ তেমন একটা বিস্ময়ের নয়। বাস্তবিকই, একটি বোনা কাপড় যেমন তার নিজের সুতার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান থাকে, ঠিক তেমনই সমগ্র জগৎ তাঁর মধ্যেই বিরাজ করে।

তাৎপর্য

দুর্ভাগা ব্যক্তিরা পরমেশ্বর ভগবানের আনন্দময় লীলাবিলাস হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। এই সম্পর্কে শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান অসীম শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী, যা এখানে অনন্ত শব্দটির দ্বারা অভিব্যক্ত হয়েছে। নির্দিষ্ট পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুসারে ভগবান তাঁর শক্তির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র

অংশ প্রদর্শন করেন। বেআইনীভাবে তালবন দখলকারী আসুরিক গর্দভের দলকে শ্রীবলরাম দমন করতে চেয়েছিলেন এবং তাই তিনি ধেনুকাসুর ও অন্যান্য অসুরদের সহজেই হত্যা করতে প্রয়োজনীয় দিব্য ঐশ্বর্য প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৩৬

ততঃ কৃষ্ণং চ রামং চ জ্ঞাতয়ো ধেনুকস্য যে ।
ক্রোষ্টারোঽভ্যদ্রবন্ সর্বে সংরব্ধাঃ হতবান্ধবাঃ ॥ ৩৬ ॥

ততঃ—তার পর; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **চ**—এবং; **রামম্**—শ্রীরামকে; **চ**—এবং; **জ্ঞাতয়ঃ**—অন্তরঙ্গ সঙ্গী; **ধেনুকস্য**—ধেনুকের; **যে**—যারা; **ক্রোষ্টারঃ**—গর্দভেরা; **অভ্যদ্রবন্**—আক্রমণ করল; **সর্বে**—সকলে; **সংরব্ধাঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **হতবান্ধবাঃ**—তাদের বন্ধুর মৃত্যুতে।

অনুবাদ

তার পর ধেনুকাসুরের মৃত্যু দর্শন করে, তার ঘনিষ্ঠ স্বজন অন্যান্য গর্দভরূপী অসুরেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল এবং তাই তারা সকলে মিলে কৃষ্ণ ও বলরামকে আক্রমণ করার জন্য তৎক্ষণাৎ ধাবিত হল।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী এই শ্লোকের উপর এরূপ ভাষ্য প্রদান করেছেন—"এখানে বলা হয়েছে যে, গর্দভরূপী অসুরেরা প্রথমে কৃষ্ণকে আক্রমণ করেছিল এবং তার পর বলরামকে (*কৃষ্ণং চ রামং চ*)। এর একটি কারণ এই যে, শ্রীবলরামের পরাক্রম দর্শন করে, অসুরেরা ভেবেছিল প্রথমে কৃষ্ণকে আক্রমণ করাই বিচক্ষণতার কাজ হবে। অথবা এমনও হতে পারে যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অনুরাগবশত শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বলরাম ও গর্দভরূপী অসুরদের মাঝখানে স্থাপন করেছিলেন। *কৃষ্ণং চ রামং চ* শব্দগুলি এমন মনোভাব অভিব্যক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে মনে করা যেতে পারে যে, শ্রীবলরাম তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি স্নেহবশত শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন।"

শ্লোক ৩৭

তাংস্তানাপততঃ কৃষ্ণো রামশ্চ নৃপ লীলয়া ।
গৃহীতপশ্চাচ্চরণান্ প্রাহিণোত্তৃণরাজসু ॥ ৩৭ ॥

তান্ তান্—এক এক করে তাদের সকলকে; **আপততঃ**—আক্রমণ করলে; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **চ**—এবং; **নৃপ**—হে রাজন্; **লীলয়া**—সহজেই;

গৃহীত—ধরে; **পশ্চাৎ-চরণান্**—তাদের পিছনের পা দুটি; **প্রাহিণোৎ**—নিক্ষেপ করলেন; **তৃণরাজসু**—তাল গাছগুলিতে।

অনুবাদ

হে রাজন্, অসুরেরা আক্রমণ করলে, কৃষ্ণ ও বলরাম অবলীলাক্রমে একের পর এক তাদের পিছনের পা দুটি ধরে তাদের সকলকে তাল গাছগুলির মাথায় নিক্ষেপ করলেন।

শ্লোক ৩৮

ফলপ্রকরসঙ্কীর্ণং দৈত্যদেহৈর্গতাসুভিঃ ।
ররাজ ভূঃ সতালাগ্রৈর্ঘনৈরিব নভস্তলম্ ॥ ৩৮ ॥

ফল-প্রকর—রাশি রাশি ফলের দ্বারা; **সঙ্কীর্ণম্**—আচ্ছাদিত; **দৈত্যদেহৈঃ**—অসুরদের দেহগুলির দ্বারা; **গত-অসুভিঃ**—প্রাণহীন; **ররাজ**—উজ্জ্বল হয়েছিল; **ভূঃ**—পৃথিবী; **স-তাল-অগ্রৈঃ**—তাল গাছগুলির অগ্রভাগ দ্বারা; **ঘনৈঃ**—মেঘ দ্বারা; **ইব**—মতো; **নভঃ-তলম্**—আকাশ।

অনুবাদ

রাশি রাশি ফলের দ্বারা এবং তাল গাছগুলির ভগ্ন অগ্রভাগে আবদ্ধ অসুরদের প্রাণহীন দেহগুলির দ্বারা আচ্ছাদিত পৃথিবী তখন সুন্দর হয়ে উঠেছিল। বাস্তবিকই, মেঘমালায় সুশোভিত আকাশের মতো পৃথিবী উজ্জ্বল হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, অসুরদের দেহ ছিল কৃষ্ণাভ নীল মেঘের মতো কৃষ্ণবর্ণের এবং তাদের দেহ থেকে ক্ষরিত প্রচুর পরিমাণ রক্তকে মনে হচ্ছিল যেন উজ্জ্বল লাল মেঘের মতো। এভাবেই সমগ্র দৃশ্যটি ছিল অত্যন্ত সুন্দর। রাম ও কৃষ্ণ আদি তাঁর বিভিন্ন রূপে পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই জড়াতীত এবং তিনি যখন তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাস সম্পন্ন করেন, এমন কি ভগবান যখন দুর্দান্ত গর্দভরূপী অসুরদের বধ করার মতো হিংস্র কার্যের অনুষ্ঠান করেন তখনও তার ফল সর্বদাই সুন্দর ও দিব্য হয়ে থাকে।

শ্লোক ৩৯

তয়োস্তৎ সুমহৎ কর্ম নিশম্য বিবুধাদয়ঃ ।
মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি চক্রুর্বাদ্যানি তুষ্টুবুঃ ॥ ৩৯ ॥

তয়োঃ—দুই ভাইয়ের; **তৎ**—সেই; **সু-মহৎ**—অত্যন্ত মহৎ; **কর্ম**—কীর্তি; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **বিবুধ-আদয়ঃ**—দেবতা ও অন্যান্য উন্নত জীবগণ; **মুমুচুঃ**—করলেন; **পুষ্পবর্ষাণি**—পুষ্পবৃষ্টি; **চক্রুঃ**—করলেন; **বাদ্যানি**—বাদ্যধ্বনি; **তুষ্টুবুঃ**—স্তুতি নিবেদন করলেন।

অনুবাদ

দুই ভাইয়ের এই সুমহৎ কীর্তি শ্রবণ করে, দেবতা ও অন্যান্য উন্নত জীবসকল পুষ্পবৃষ্টি, বাদ্যধ্বনি ও স্তুতি নিবেদন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী মন্তব্য করেছেন, কৃষ্ণ ও বলরাম যে অসাধারণ তৎপরতায় ও অবলীলাক্রমে অতি শক্তিশালী গর্দভরূপী অসুরদের সংহার করেছিলেন, তা দেখে দেবতা, মহান ঋষি ও অন্যান্য উন্নত জীবেরা সকলেই বিস্মিত ও উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪০

অথ তালফলান্যাদন্মনুষ্যা গতসাধ্বসাঃ ।
তৃণং চ পশবশ্চেরুর্হতধেনুককাননে ॥ ৪০ ॥

অথ—তার পর; **তাল**—তাল গাছগুলির; **ফলানি**—ফলসমূহ; **আদন্**—ভক্ষণ করছে; **মনুষ্যাঃ**—মানুষেরা; **গত-সাধ্বসাঃ**—নির্ভয়ে; **তৃণম্**—ঘাসের উপর; **চ**—এবং; **পশবঃ**—পশুরা; **চেরুঃ**—চরতে পারে; **হত**—নিহত হলে; **ধেনুক**—ধেনুকাসুর; **কাননে**—বনে।

অনুবাদ

যে বনে ধেনুক বধ হয়েছিল মানুষেরা এখন সেখানে ফিরে যেতে স্বস্তি অনুভব করছে এবং নির্ভয়ে তারা তাল গাছগুলির ফলসমূহ ভক্ষণ করছে। গাভীরাও এখন সেখানে ঘাসের উপরে স্বাধীনভাবে চরতে পারে।

তাৎপর্য

আচার্যগণের মতানুসারে, *পুলিন্দ* আদি নিম্ন শ্রেণীর মানুষেরাই সেই তাল ফল ভক্ষণ করেছিল, কিন্তু যেহেতু গর্দভদের রক্তে ফলগুলি কলুষিত হয়েছিল, তাই শ্রীকৃষ্ণের গোপবালক সখারা সেগুলিকে অবাঞ্ছিত বিবেচনা করেছিলেন।

শ্লোক ৪১

কৃষ্ণঃ কমলপত্রাক্ষঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ।
স্তূয়মানোঽনুগৈর্গোপৈঃ সাগ্রজো ব্রজমাব্রজৎ ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; **কমল-পত্র-অক্ষঃ**—যাঁর নেত্রদ্বয় পদ্মের পাপড়ির মতো; **পুণ্য-শ্রবণ-কীর্তনঃ**—যাঁর সম্বন্ধে শ্রবণ ও কীর্তন পরম পুণ্যকর্ম; **স্তূয়মানঃ**—মহিমা কীর্তিত হয়ে; **অনুগৈঃ**—তাঁর অনুগামী; **গোপৈঃ**—গোপবালকদের দ্বারা; **স-অগ্র-জঃ**—তাঁর অগ্রজ বলরামের সঙ্গে; **ব্রজম্**—ব্রজে; **আব্রজৎ**—তিনি ফিরে এলেন।

অনুবাদ

তার পর যাঁর মহিমাসকল শ্রবণ ও কীর্তন করা পরম পুণ্যকর্ম, সেই কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অগ্রজ বলরামের সঙ্গে ব্রজে গৃহে ফিরে এলেন। সমগ্র পথে তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামী গোপবালকেরা তাঁর মহিমা কীর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

যখন শ্রীকৃষ্ণের মহিমা স্পন্দিত হয়, তখন বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই শুদ্ধ এবং পুণ্যবান হয়ে ওঠেন।

শ্লোক ৪২

তং গোরজশ্ছুরিতকুন্তলবদ্ধবর্হ-
বন্যপ্রসূনরুচিরেক্ষণচারুহাসম্ ।
বেণুং ক্বণন্তমনুগৈরুপগীতকীর্তিং
গোপ্যো দিদৃক্ষিতদৃশোঽভ্যগমন্ সমেতাঃ ॥ ৪২ ॥

তম্—তাঁকে; **গো-রজঃ**—গাভীদের পদবিক্ষেপে উত্থিত ধূলির দ্বারা; **ছুরিত**—রঞ্জিত; **কুন্তল**—কেশদামের মধ্যে; **বদ্ধ**—স্থাপিত; **বর্হ**—একটি ময়ূরপুচ্ছ; **বন্য-প্রসূন**—বন্য ফুলের দ্বারা; **রুচির-ঈক্ষণ**—মনোহর দৃষ্টিপাত; **চারু-হাসম্**—ও মনোরম মৃদুহাস্য; **বেণুম্**—তাঁর বাঁশি; **ক্বণন্তম্**—ধ্বনি করে; **অনুগৈঃ**—তাঁর সহচরগণের দ্বারা; **উপগীত**—কীর্তিত হয়ে; **কীর্তিম্**—তাঁর মহিমা; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **দিদৃক্ষিত**—দেখতে আগ্রহী; **দৃশঃ**—তাঁদের নেত্র; **অভ্যগমন্**—সমাগত হলেন; **সমেতাঃ**—একত্রে।

অনুবাদ

গাভীদের পদবিক্ষিপ্ত ধূলিরাশিতে রঞ্জিত শ্রীকৃষ্ণের কেশদাম ময়ূরপুচ্ছ ও বন্য পুষ্পের দ্বারা সুশোভিত ছিল। যখন তাঁর সহচরেরা তাঁর মহিমা কীর্তন করছিলেন, তখন ভগবান তাঁর বাঁশি বাজিয়ে মনোহরভাবে দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং মনোরমভাবে মৃদুহাস্য করেছিলেন। গোপীরা একসঙ্গে সকলেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চলে এসেছিলেন এবং তাঁদের চোখগুলি তাঁকে দর্শন করতে বিশেষ আকুল হয়ে উঠেছিল।

তাৎপর্য

বাহ্যত, গোপীগণ যেহেতু ছিলেন যুবতী বধূ, তাই স্বাভাবিকভাবেই শ্রীকৃষ্ণের মতো সুন্দর যুবার দিকে প্রেমময়ী দৃষ্টিপাতে তাঁদের সলজ্জ ভীতি থাকার কথা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান এবং সমস্ত জীব তাঁর নিত্য দাস। তাই সকল মহাত্মার মধ্যে পরম বিশুদ্ধ হৃদয় গোপীগণ সুন্দর যুবা কৃষ্ণের দর্শনামৃত পান করে তাঁদের প্রেমাভিভূত নয়নরাজি তৃপ্ত করার জন্য এগিয়ে আসতে দ্বিধা করেননি। তাঁর বাঁশির মধুর ধ্বনি ও তাঁর দেহের মনোহর সৌরভও গোপীগণ আস্বাদন করেছিলেন।

শ্লোক ৪৩

পীত্বা মুকুন্দমুখসারঘমক্ষিভৃঙ্গৈ-
স্তাপং জহুর্বিরহজং ব্রজযোষিতোঽহ্নি ।
তৎ সৎকৃতিং সমধিগম্য বিবেশ গোষ্ঠং
সব্রীড়হাসবিনয়ং যদপাঙ্গমোক্ষম্ ॥ ৪৩ ॥

পীত্বা—পান করে; **মুকুন্দ-মুখ**—ভগবান মুকুন্দের মুখমণ্ডল; **সারঘম্**—মধু; **অক্ষি-ভৃঙ্গৈঃ**—তাঁদের ভ্রমরের মতো নয়ন দ্বারা; **তাপম্**—ক্লেশ; **জহুঃ**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **বিরহজম্**—বিরহজনিত; **ব্রজযোষিতঃ**—বৃন্দাবনের রমণীগণ; **অহ্নি**—দিনের বেলায়; **তৎ**—সেই; **সৎকৃতিম্**—শ্রদ্ধা নিবেদন; **সমধিগম্য**—সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে; **বিবেশ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **গোষ্ঠম্**—গোষ্ঠে; **সব্রীড়**—সলজ্জ; **হাস**—হাস্য; **বিনয়ম্**—ও বিনয়যুক্ত; **যৎ**—যা; **অপাঙ্গ**—তাঁদের কটাক্ষ দৃষ্টিপাত; **মোক্ষম্**—নিক্ষেপ করেছিলেন।

অনুবাদ

ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁদের ভ্রমররূপ নয়নের দ্বারা ভগবান মুকুন্দের সুন্দর মুখমণ্ডলের মধু পান করে সমস্ত দিনের বিরহজনিত দুঃখ পরিত্যাগ করলেন। গোপীগণ ভগবানের প্রতি সলজ্জ হাস্য ও বিনয়যুক্ত কটাক্ষ দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সেই শ্রদ্ধার্পণ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ এই ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন—"কৃষ্ণের বিরহে ব্রজযুবতীরা সকলেই অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সমগ্র দিন তাঁরা চিন্তা করছিলেন বনে কৃষ্ণ কি করছেন অথবা কিভাবে তিনি পশুচারণ-ভূমিতে গাভী চরাচ্ছেন। কৃষ্ণকে ফিরে আসতে দেখে তাঁদের সমস্ত উৎকণ্ঠা তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হল এবং ভ্রমর যেভাবে পদ্মের মধুর জন্য আকুল হয়ে থাকে,

ঠিক সেভাবেই তাঁরা কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কৃষ্ণ যখন গ্রামে প্রবেশ করলেন, তখন গোপযুবতীরা আনন্দে মগ্ন হয়ে হাসতে লাগলেন। কৃষ্ণ তাঁর বেণু বাজাতে বাজাতে সেই গোপিকাদের হাস্যোজ্জ্বল সুন্দর মুখ দর্শন করে পরম আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন।"

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভাবনৈপুণ্যের পরম অধিপতি এবং তাই তিনি বৃন্দাবনের গোপযুবতীদের সঙ্গে দক্ষতা সহকারে প্রীতিময় ভাব বিনিময় করেছিলেন। যখন কোনও চরিত্রবতী যুবতী তরুণী প্রেমে পড়ে, সে তাঁর প্রেমাস্পদের দিকে সলজ্জ, উৎফুল্ল ও অনুগতভাবে দৃষ্টিপাত করে। তার দৃষ্টিপাতের দ্বারা নিবেদিত সেই প্রেম স্বীকার করে নিয়ে প্রেমাস্পদ যখন তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়, তখন প্রেমিকার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে। সুন্দর যুবা কৃষ্ণ ও বৃন্দাবনের প্রেমময়ী গোপযুবতীদের সঙ্গে ঠিক এই ধরনেরই ভাব বিনিময় হয়েছিল।

শ্লোক ৪৪

তয়োর্যশোদারোহিণ্যৌ পুত্রয়োঃ পুত্রবৎসলে ।
যথাকামং যথাকালং ব্যধত্তাং পরমাশিষঃ ॥ ৪৪ ॥

তয়োঃ—দুই; **যশোদা-রোহিণ্যৌ**—যশোদা ও রোহিণী (যথাক্রমে কৃষ্ণ ও বলরামের জননী); **পুত্রয়োঃ**—তাঁদের পুত্রদের প্রতি; **পুত্রবৎসলে**—যাঁরা তাঁদের পুত্রদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণা; **যথা-কামম্**—তাঁদের ইচ্ছা অনুযায়ী; **যথা-কালম্**—সময় ও অবস্থা অনুযায়ী; **ব্যধত্তাম্**—নিবেদিত; **পরম-আশিষঃ**—উৎকৃষ্ট উপভোগ্য দ্রব্যাদি।

অনুবাদ

পুত্রবৎসলা মা যশোদা ও মা রোহিণী তাঁদের দুই পুত্রের প্রতিটি ইচ্ছানুরূপ উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি যথাসময়ে নিবেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

পরমাশিষঃ শব্দটি চমৎকার খাদ্য, সুন্দর পোশাক, অলঙ্কার, খেলনা এবং স্নেহময়ী জননীর অবাধ স্নেহযুক্ত আকর্ষণীয় আশীর্বাদকে ইঙ্গিত করে। *যথাকামং যথাকালম্* শব্দ দুটি এই অর্থ প্রকাশ করে যে, যশোদা এবং রোহিণী যদিও তাঁদের পুত্রদ্বয় কৃষ্ণ ও বলরামের সকল ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন, তবুও বালকদ্বয়ের ক্রিয়াকলাপ তাঁরা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণও করেছিলেন। অপর পক্ষে, তাঁদের সন্তানদের জন্য তাঁরা চমৎকার খাদ্য প্রস্তুত করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা দেখতেন যে, ছেলেরা সেগুলি সঠিক সময়ে খায় কি না। তেমনই, তাঁদের সন্তানেরাও সঠিক সময়ে খেলত এবং সঠিক সময়ে ঘুমাত। *যথাকামম্* শব্দটি এই অর্থ নির্দেশ করে না যে,

বালকেরা যা কিছু করতে পছন্দ করত, মায়েরা নির্বিচারে তাই অনুমোদন করতেন, বরং সঠিক ও সুশৃঙ্খলভাবেই তাঁরা তাঁদের সন্তানদের প্রতি আশীর্বাদ বর্ষণ করতেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী মন্তব্য করেছেন যে, মায়েরা তাঁদের সন্তানদের এত ভালবাসতেন যে, যখন তাঁরা তাঁদের জড়িয়ে ধরতেন, তখন তাঁরা যত্ন সহকারে সন্তানদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি পরীক্ষা করে দেখতেন যাতে তাঁরা সুস্থ ও সক্ষম রয়েছেন কি না।

শ্লোক ৪৫

গতাধ্বানশ্রমৌ তত্র মজ্জনোন্মর্দনাদিভিঃ ।
নীবীং বসিত্বা রুচিরাং দিব্যস্রগ্‌গন্ধমণ্ডিতৌ ॥ ৪৫ ॥

গত—বিগত; **অধ্বান-শ্রমৌ**—পথশ্রম; **তত্র**—সেখানে (তাঁদের গৃহে); **মজ্জন**—স্নান; **উন্মর্দন**—মর্দন; **আদিভিঃ**—ও ইত্যাদি দ্বারা; **নীবীম্**—পরিধেয় বস্ত্র; **বসিত্বা**—পরিধান করে; **রুচিরাম্**—মনোরম; **দিব্য**—দিব্য; **স্রক্**—মালা; **গন্ধ**—ও গন্ধ দ্বারা; **মণ্ডিতৌ**—ভূষিত।

অনুবাদ

স্নান ও মর্দনাদি দ্বারা সেই দুই যুবা ভগবান পথশ্রম থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তার পর তাঁরা মনোরম বস্ত্রাদি পরিধান করে দিব্য মাল্য ও গন্ধাদিতে ভূষিত হলেন।

শ্লোক ৪৬

জনন্যুপহৃতং প্রাশ্য স্বাদ্বন্নমুপলালিতৌ ।
সংবিশ্য বরশয্যায়াং সুখং সুষুপতুর্ব্রজে ॥ ৪৬ ॥

জননী—তাঁদের মায়েদের দ্বারা; **উপহৃতম্**—নিবেদিত; **প্রাশ্য**—পরিপূর্ণ ভোজন করে; **স্বাদু**—সুস্বাদু; **অন্নম্**—খাদ্য; **উপলালিতৌ**—উপলালিত হয়ে; **সংবিশ্য**—প্রবেশ করে; **বর**—মনোরম; **শয্যায়াম্**—শয্যায়; **সুখম্**—সুখে; **সুষুপতুঃ**—দুজনে নিদ্রা গিয়েছিলেন; **ব্রজে**—ব্রজে।

অনুবাদ

তাঁদের মায়েদের প্রদত্ত সুস্বাদু অন্ন ভোজনের পর আরও নানাভাবে উপলালিত হয়ে, সেই দুই ভাই তাঁদের মনোরম শয্যায় শয়ন করে ব্রজে সুখে নিদ্রা গিয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৭

এবং স ভগবান্ কৃষ্ণো বৃন্দাবনচরঃ ক্বচিৎ ।
যযৌ রামমৃতে রাজন্ কালিন্দীং সখিভির্বৃতঃ ॥ ৪৭ ॥

এবম্—এভাবেই; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **বৃন্দাবন-চরঃ**—বৃন্দাবনে বিচরণ করে এবং কর্ম করে; **ক্বচিৎ**—এক সময়ে; **যযৌ**—গমন করেছিলেন; **রামম্ ঋতে**—শ্রীবলরাম ব্যতীত; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **কালিন্দীম্**—যমুনা নদীতে; **সখিভিঃ**—তাঁর সখাদের দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত।

অনুবাদ

হে রাজন্, এভাবেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে তাঁর লীলাবিলাস করে বিচরণ করেছিলেন। এক সময়ে, তাঁর সখাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বলরাম ব্যতীত তিনি যমুনায় গেলেন।

শ্লোক ৪৮

অথ গাবশ্চ গোপাশ্চ নিদাঘাতপপীড়িতাঃ ।
দুষ্টং জলং পপুস্তস্যাস্তৃষ্ণার্তা বিষদূষিতম্ ॥ ৪৮ ॥

অথ—তখন; **গাবঃ**—গাভীরা; **চ**—এবং; **গোপাঃ**—গোপবালকেরা; **চ**—এবং; **নিদাঘ**—গ্রীষ্মের; **আতপ**—প্রখর তাপে; **পীড়িতঃ**—পীড়িত; **দুষ্টম্**—দূষিত; **জলম্**—জল; **পপুঃ**—তাঁরা পান করেছিলেন; **তস্যাঃ**—নদীর; **তৃষ-আর্তাঃ**—তৃষ্ণার্ত হয়ে; **বিষ**—বিষ দ্বারা; **দূষিতম্**—দূষিত।

অনুবাদ

সেই সময়ে গাভী ও গোপবালকেরা গ্রীষ্মের প্রখর তাপ থেকে তীব্র ক্লেশ অনুভব করছিলেন। তৃষ্ণার দ্বারা পীড়িত হয়ে, তাঁরা যমুনার জল পান করেছিলেন। কিন্তু সেই জল বিষের দ্বারা কলুষিত ছিল।

শ্লোক ৪৯-৫০

বিষাম্ভস্তদুপস্পৃশ্য দৈবোপহতচেতসঃ ।
নিপেতুর্ব্যসবঃ সর্বে সলিলান্তে কুরূদ্বহ ॥ ৪৯ ॥
বীক্ষ্য তান্ বৈ তথাভূতান্ কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ ।
ঈক্ষয়ামৃতবর্ষিণ্যা স্বনাথান্ সমজীবয়ৎ ॥ ৫০ ॥

বিষ-অম্ভঃ—বিষাক্ত জল; **তৎ**—সেই; **উপস্পৃশ্য**—স্পর্শ করা মাত্র; **দৈব**—পরমেশ্বর ভগবানের যোগশক্তি দ্বারা; **উপহত**—হারানো; **চেতসঃ**—তাঁদের চেতনা; **নিপেতুঃ**—তাঁরা পতিত হলেন; **ব্যসবঃ**—প্রাণহীন; **সর্বে**—তাঁদের সকলে; **সলিল-অন্তে**—জলের কিনারায়; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরু বংশজাত বীর; **বীক্ষ্য**—দেখে; **তান্**—তাঁদেরকে; **বৈ**—বস্তুত; **তথা-ভূতান্**—এরূপ অবস্থায়; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **যোগ-ঈশ্বর-ঈশ্বরঃ**—যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর; **ঈক্ষয়া**—তাঁর দৃষ্টি দ্বারা; **অমৃত-বর্ষিণ্যা**—অমৃত বর্ষণকারী; **স্ব-নাথান্**—যাঁরা একমাত্র তাঁকেই তাঁদের প্রভুরূপে গ্রহণ করেছেন; **সমজীবয়ৎ**—পুনর্জীবিত করলেন।

অনুবাদ

সেই বিষাক্ত জল স্পর্শ করা মাত্র, সমস্ত গাভী ও বালকেরা ভগবানের দৈব শক্তির দ্বারা তাঁদের চেতনা হারালেন এবং প্রাণহীন হয়ে সেই জলের কিনারায় পতিত হলেন। হে কুরুবীর, তাঁদের এই অবস্থায় দর্শন করে, যিনি ছাড়া তাঁদের আর কোনও প্রভু নেই, সেই যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত ভক্তদের প্রতি অনুকম্পা অনুভব করেছিলেন। এভাবেই তিনি তাঁদের প্রতি তাঁর অমৃতবৎ কৃপাদৃষ্টি বর্ষণের দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাঁদের পুনর্জীবিত করেছিলেন।

শ্লোক ৫১

তে সম্প্রতীতস্মৃতয়ঃ সমুত্থায় জলান্তিকাৎ ।
আসন্ সুবিস্মিতাঃ সর্বে বীক্ষমাণাঃ পরস্পরম্ ॥ ৫১ ॥

তে—তাঁরা; **সম্প্রতীত**—সম্পূর্ণরূপে ফিরে পেয়ে; **স্মৃতয়ঃ**—তাঁদের স্মৃতি; **সমুত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **জল-অন্তিকাৎ**—জলের কিনারা থেকে; **আসন্**—তাঁরা হলেন; **সুবিস্মিতাঃ**—অত্যন্ত বিস্মিত; **সর্বে**—সকলে; **বীক্ষমাণাঃ**—অবলোকন করে; **পরস্পরম্**—একে অপরের দিকে।

অনুবাদ

তাঁদের পূর্ণ চেতনা ফিরে পেয়ে, গাভী ও বালকেরা জল থেকে উত্থিত হলেন এবং অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলেন।

শ্লোক ৫২

অন্বমংসত তদ্ রাজন্ গোবিন্দানুগ্রহেক্ষিতম্ ।
পীত্বা বিষং পরেতস্য পুনরুত্থানমাত্মনঃ ॥ ৫২ ॥

অন্বমংসত—তাঁরা পরে ভেবেছিলেন; **তৎ**—যে; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **গোবিন্দ**—শ্রীগোবিন্দের; **অনুগ্রহ-ঈক্ষিতম্**—কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাতের জন্য; **পীত্বা**—পান করে; **বিষম্**—বিষ; **পরেতস্য**—যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের; **পুনঃ**—পুনরায়; **উত্থানম্**—উঠে দাঁড়ানো; **আত্মনঃ**—তাঁদের নিজেদের উপর।

অনুবাদ

হে রাজন্, গোপবালকেরা তখন বিবেচনা করেছিলেন যে, যদিও তাঁরা বিষ পান করেছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁদের মৃত্যু হয়েছিল, কেবলমাত্র গোবিন্দের কৃপাদৃষ্টির দ্বারা জীবন ফিরে পেয়ে তাঁরা তাঁদের নিজেদের শক্তিতে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'ধেনুকাসুর বধ' নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়

কালিয়ের ইতিহাস

কালিয় কিভাবে সর্পদ্বীপ পরিত্যাগ করেছিল এবং বৃন্দাবনের ঘুমন্ত অধিবাসীরা কিভাবে দাবানল থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, তা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

কালিয়ের নাগালয় রমণক দ্বীপ পরিত্যাগ এবং গরুড় কেন তার প্রতি শত্রুতাপূর্ণ আচরণ করতেন, সেই বিষয়ে পরীক্ষিৎ মহারাজ যখন প্রশ্ন করলেন, তখন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তার উত্তরে বললেন—নাগালয়ের সমস্ত সর্পরা গরুড়ের ভক্ষণের ভয়ে ভীত থাকত। তাঁকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে প্রতি মাসে তারা একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে তাঁর জন্য বিভিন্ন বলি রেখে আসত। কিন্তু গর্বস্ফীত কালিয় স্বয়ং সেই সমস্ত বলি ভক্ষণ করত। এই কথা শ্রবণ করে, গরুড় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কালিয়কে হত্যা করার জন্য গমন করলে, সেই বৃহৎ পক্ষীকে কালিয় দংশন করতে লাগল। তখন গরুড় তাঁর ডানা দিয়ে কালিয়কে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে তাকে প্রাণভয়ে যমুনা নদীর সংলগ্ন হ্রদে পালিয়ে যেতে বাধ্য করলেন।

এই ঘটনার পূর্বে গরুড় একবার যমুনায় এসে মৎস্য ভক্ষণ করছিলেন। সৌভরি ঋষি তাঁকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু অত্যন্ত ক্ষুধার্ত গরুড় ঋষির নিষেধ অগ্রাহ্য করেছিলেন। তখন ঋষি গরুড়কে এই অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, যদি তিনি পুনরায় কখনও সেখানে আসেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁর মৃত্যু হবে। কালিয় এই অভিশাপ শুনতে পেয়েছিল, তাই সে নির্ভয়ে সেখানে বাস করছিল। পরিশেষে, যেভাবেই হোক, সে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বিতাড়িত হয়েছিল।

শ্রীবলরাম এবং বৃন্দাবনের সকল অধিবাসীরা যখন শ্রীকৃষ্ণকে বিবিধ রত্ন ও অলঙ্কারে সুশোভিত হয়ে হ্রদ থেকে উঠে আসতে দেখলেন, তখন মহা আনন্দে তাঁরা তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। গুরুদেব, পুরোহিত ও পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা সেই সময় গোপরাজ নন্দ মহারাজকে বলেছিলেন যে, যদিও তাঁর পুত্র কালিয়ের আবেষ্টনে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু রাজার সৌভাগ্যের ফলে সে এখন পুনরায় মুক্ত হয়েছে।

বৃন্দাবনের অধিবাসীরা যেহেতু ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পরিশ্রমের দ্বারা অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলেন, তাই সেই রাত্রিটি তাঁরা যমুনার তীরে অতিবাহিত করেন। মধ্য রাত্রিতে গ্রীষ্মে শুষ্ক অরণ্যের মধ্যে দাবানল জ্বলে উঠল। আগুন নিদ্রিত বৃন্দাবনবাসীগণকে বেষ্টন করলে, তারা সহসা জেগে উঠে পরিত্রাণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের কাছে ছুটে গেলেন। তখন অনন্ত শক্তিধর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় স্বজন ও সখাদের অত্যন্ত বিপদ দেখে, তৎক্ষণাৎ সেই ভয়ানক দাবানলকে পান করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

নাগালয়ং রমণকং কথং তত্যাজ কালিয়ঃ ।
কৃতং কিং বা সুপর্ণস্য তেনৈকেনাসমঞ্জসম্ ॥ ১ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা বললেন; **নাগ**—সর্পদের; **আলয়ম্**—আলয়; **রমণকম্**—রমণক নামক দ্বীপ; **কথম্**—কেন; **তত্যাজ**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **কালিয়ঃ**—কালিয়; **কৃতম্**—কৃত; **কিম্ বা**—এবং কেন; **সুপর্ণস্য**—গরুড়ের; **তেন**—তার (কালিয়ের) সঙ্গে; **একেন**—একাকী; **অসমঞ্জসম্**—শত্রুতা।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে কালিয় দমন করেছিলেন তা শ্রবণ করে,] মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—কালিয় কেন নাগালয় রমণক দ্বীপ পরিত্যাগ করেছিল এবং গরুড়ই বা কেন তার প্রতি এত শত্রু ভাবাপন্ন হয়েছিলেন?

শ্লোক ২-৩

শ্রীশুক উবাচ

উপহার্যৈঃ সর্পজনৈর্মাসি মাসীহ যো বলিঃ ।
বানস্পত্যো মহাবাহো নাগানাং প্রাঙ্নিরূপিতঃ ॥ ২ ॥
স্বং স্বং ভাগং প্রযচ্ছন্তি নাগাঃ পর্বণি পর্বণি ।
গোপীথায়াত্মনঃ সর্বে সুপর্ণায় মহাত্মনে ॥ ৩ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **উপহার্যৈঃ**—উপহার নিবেদনে যারা যোগ্য; **সর্পজনৈঃ**—সর্পজাতির দ্বারা; **মাসি মাসি**—প্রতি মাসে; **ইহ**—এখানে (নাগালয়ে); **যঃ**—যে; **বলিঃ**—ভক্ষ্য উপহার; **বানস্পত্যঃ**—বৃক্ষমূলে; **মহা-বাহো**—হে মহাভুজ পরীক্ষিৎ; **নাগানাম্**—নাগদের জন্য; **প্রাক্**—পূর্বে; **নিরূপিতঃ**—নির্ধারিত; **স্বম্ স্বম্**—প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ; **ভাগম্**—অংশ; **প্রযচ্ছন্তি**—তারা প্রদান করত; **নাগাঃ**—সর্পগণ; **পর্বণি পর্বণি**—প্রতিমাসে একবার; **গোপীথায়**—সুরক্ষার জন্য; **আত্মনঃ**—নিজেদের; **সর্বে**—তাদের সকলে; **সুপর্ণায়**—গরুড়কে; **মহা-আত্মনে**—শক্তিশালী।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—গরুড়ের দ্বারা ভক্ষণ থেকে নিষ্কৃতির জন্য সর্পগণ পূর্বেই তাঁর সঙ্গে একটি বন্দোবস্ত করেছিল যে, তারা প্রত্যেকে মাসে

মাসে এক বৃক্ষমূলে উপহার নিবেদন করবে। সেই অনুযায়ী প্রত্যেক মাসে নির্দিষ্ট দিনে, হে মহাভুজ রাজা পরীক্ষিৎ, প্রতিটি সর্প আত্মরক্ষার বিনিময়ে সেই শক্তিশালী বিষ্ণুবাহন গরুড়ের উদ্দেশে যথাসময়ে তার উপহার প্রদান করত।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের একটি অন্য রকম ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। *উপহার্যৈঃ* শব্দটি 'যারা ভক্ষ্য তাদের দ্বারা' এবং *সর্পজনৈঃ* শব্দটি 'যারা সর্পজাতি দ্বারা শাসিত অথবা যারা সর্পজাতিভুক্ত সেই সমস্ত মানুষেরা' এভাবেও অনূদিত হতে পারে। এই পাঠ অনুসারে, একটি মানবগোষ্ঠী সর্পদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়েছিল এবং সর্পদের মধ্যে মানুষ ভক্ষণের প্রবণতা ছিল। সর্পদের ভক্ষণ এড়ানোর জন্য মানুষেরা মাসে মাসে সর্পদের উপহার প্রদান করত এবং সেই উপহারের একটি অংশ সর্পরা গরুড়কে পালাক্রমে প্রদান করত যাতে তিনি তাদের ভক্ষণ না করেন। উপরোক্ত নির্দিষ্ট অনুবাদটি শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাষ্য এবং শ্রীল প্রভুপাদ অনূদিত *লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থের ভিত্তিতে প্রদত্ত হয়েছে। যাই হোক, সকল আচার্যই একমত যে, সর্পেরা গরুড়ের কাছ থেকে সুরক্ষা অর্জন করেছিল।

শ্লোক ৪

বিষবীর্যমদাবিষ্টঃ কাদ্রবেয়স্তু কালিয়ঃ ।
কদর্থীকৃত্য গরুড়ং স্বয়ং তং বুভুজে বলিম্ ॥ ৪ ॥

বিষ—তার বিষের জন্য; **বীর্য**—এবং তার বল; **মদ**—মত্ত হয়ে; **আবিষ্টঃ**—আবিষ্ট; **কাদ্রবেয়ঃ**—কদ্রুপুত্র; **তু**—অপরপক্ষে; **কালিয়ঃ**—কালিয়; **কদর্থী-কৃত্য**—অবজ্ঞা করে; **গরুড়ম্**—গরুড়কে; **স্বয়ম্**—নিজে; **তম্**—সেই; **বুভুজে**—ভক্ষণ করত; **বলিম্**—নৈবেদ্য।

অনুবাদ

যদিও অন্য সকল সর্প কর্তব্যবোধে গরুড়কে নৈবেদ্য নিবেদন করছিল, কিন্তু—গরুড় তা দাবি করার আগেই একটি সর্প—কদ্রুপুত্র উদ্ধত কালিয় সমস্ত নৈবেদ্য ভক্ষণ করে ফেলত। এভাবেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বাহন গরুড়কে কালিয় প্রত্যক্ষভাবে অগ্রাহ্য করেছিল।

শ্লোক ৫

তচ্ছ্রুত্বা কুপিতো রাজন্ ভগবান্ ভগবৎপ্রিয়ঃ ।
বিজিঘাংসুর্মহাবেগঃ কালিয়ং সমুপাদ্রবৎ ॥ ৫ ॥

তৎ—তা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **কুপিতঃ**—ক্রুদ্ধ; **রাজন্**—হে রাজন্; **ভগবান্**—মহা শক্তিধর গরুড়; **ভগবৎ-প্রিয়ঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রিয় ভক্ত; **বিজিঘাংসুঃ**—বধ করার কামনা করে; **মহাবেগঃ**—প্রচণ্ড বেগে; **কালিয়ম্**—কালিয়ের দিকে; **সমুপাদ্রবৎ**—তিনি ধাবিত হলেন।

অনুবাদ

হে রাজন্, এই কথা শ্রবণ করে, পরমেশ্বর ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় মহা শক্তিধর গরুড় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। কালিয়কে বধের কামনা করে, মহাবেগে তিনি সেই সর্পের দিকে ধাবিত হলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী বর্ণনা করছেন যে, *মহাবেগ* শব্দটি দ্বারা এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গরুড়ের প্রচণ্ড বেগ কেউ রোধ করতে পারে না।

শ্লোক ৬

তমাপতন্তং তরসা বিষায়ুধঃ
প্রত্যভ্যয়াদুত্থিতনৈকমস্তকঃ ।
দদ্ভিঃ সুপর্ণং ব্যদশদ্দদায়ুধঃ
করালজিহ্বোচ্ছ্বসিতোগ্রলোচনঃ ॥ ৬ ॥

তম্—তাঁকে, গরুড়কে; **আপতন্তম্**—আসতে দেখে; **তরসা**—দ্রুতবেগে; **বিষ**—বিষের; **আয়ুধঃ**—যে অস্ত্র ধারণ করেছিল; **প্রতি**—দিকে; **অভ্যয়াৎ**—ধাবিত হল; **উত্থিত**—উত্থিত; **ন এক**—অনেক; **মস্তকঃ**—তার মস্তকসমূহ; **দদ্ভিঃ**—তার দন্ত দ্বারা; **সুপর্ণম্**—গরুড়কে; **ব্যদশৎ**—সে দংশন করল; **দদায়ুধঃ**—যার বিষদাঁতগুলি অস্ত্রস্বরূপ; **করাল**—ভয়ঙ্কর; **জিহ্বা**—তার জিহ্বাগুলি; **উচ্ছ্বসিত**—বিস্তারিত; **উগ্র**—এবং উগ্র; **লোচনঃ**—তার চক্ষুগুলি।

অনুবাদ

যেই মাত্র গরুড় দ্রুতবেগে তার উপর পতিত হল, তখনই বিষের অস্ত্রধারী কালিয় প্রতি-আক্রমণের জন্য তার অসংখ্য মস্তক উত্থিত করল। তার ভয়ঙ্কর জিহ্বাগুলি প্রদর্শন করে এবং তার উগ্র চক্ষুগুলি বিস্তার করে, কালিয় তৎক্ষণাৎ তার বিষদাঁতরূপ অস্ত্রের দ্বারা গরুড়কে দংশন করতে লাগল।

তাৎপর্য

আচার্যগণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, দূর থেকে তার শত্রুর উপর বিষ নিক্ষেপ করে এবং সামনের থেকে তার ভয়ঙ্কর বিষদাঁত দিয়ে দংশন করে কালিয় তার বিষরূপ অস্ত্র প্রয়োগ করত।

শ্লোক ৭

তং তার্ক্ষ্যপুত্রঃ স নিরস্য মন্যুমান্
প্রচণ্ডবেগো মধুসূদনাসনঃ ।
পক্ষেণ সব্যেন হিরণ্যরোচিষা
জঘান কদ্রুসুতমুগ্রবিক্রমঃ ॥ ৭ ॥

তম্—তাকে, কালিয়কে; **তার্ক্ষ্যপুত্রঃ**—কশ্যপের পুত্র; **সঃ**—তিনি, গরুড়; **নিরস্য**—নিবারিত করে; **মন্যু-মান**—অত্যন্ত ক্রোধে; **প্রচণ্ডবেগঃ**—প্রচণ্ডবেগে; **মধুসূদনাসনঃ**—ভগবান মধুসূদন বা কৃষ্ণের বাহন; **পক্ষেণ**—তাঁর ডানার দ্বারা; **সব্যেন**—বাম; **হিরণ্য**—স্বর্ণের মতো; **রোচিষা**—যার উজ্জ্বলতা; **জঘান**—তিনি আঘাত করলেন; **কদ্রু-সুতম্**—কদ্রু-পুত্র (কালিয়কে); **উগ্র**—ভীষণ; **বিক্রমঃ**—পরাক্রম।

অনুবাদ

কালিয়ের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ক্রুদ্ধ তার্ক্ষ্যপুত্র প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হলেন। ভগবান মধুসূদনের সেই ভীষণ শক্তিশালী বাহন সুবর্ণের মতো উজ্জ্বল তাঁর বাম ডানার দ্বারা কদ্রুপুত্রকে আঘাত করলেন।

শ্লোক ৮

সুপর্ণপক্ষাভিহতঃ কালিয়োঽতীব বিহ্বলঃ ।
হ্রদং বিবেশ কালিন্দ্যাস্তদগম্যং দুরাসদম্ ॥ ৮ ॥

সুপর্ণ—গরুড়ের; **পক্ষ**—ডানার দ্বারা; **অভিহতঃ**—আহত; **কালিয়**—কালিয়; **অতীব**—অত্যন্ত; **বিহ্বলঃ**—বিহ্বল; **হ্রদম্**—একটি হ্রদে; **বিবেশ**—সে প্রবেশ করল; **কালিন্দ্যাঃ**—যমুনা নদীর; **তৎ-অগম্যম্**—গরুড়ের অগম্য; **দুরাসদম্**—প্রবেশ করা কষ্টসাধ্য।

অনুবাদ

গরুড়ের পক্ষাঘাতে কালিয় অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে যমুনা নদীর সংলগ্ন একটি হ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করল। গরুড় সেই হ্রদে প্রবেশ করতে পারত না। বস্তুত, সেই দিকে অগ্রসর হতেও সে পারত না।

শ্লোক ৯

তত্রৈকদা জলচরং গরুড়ো ভক্ষ্যমীপ্সিতম্ ।
নিবারিতঃ সৌভরিণা প্রসহ্য ক্ষুধিতোঽহরৎ ॥ ৯ ॥

তত্র—সেখানে (সেই হ্রদে); **একদা**—একবার; **জল-চরম্**—একটি জলচর জীব; **গরুড়ঃ**—গরুড়; **ভক্ষ্যম্**—তাঁর সঠিক খাদ্য; **ঈপ্সিতম্**—আকাঙ্ক্ষিত; **নিবারিতঃ**—নিষিদ্ধ; **সৌভরিণা**—সৌভরি মুনির দ্বারা; **প্রসহ্য**—বলপূর্বক; **ক্ষুধিতঃ**—ক্ষুধার্ত হয়ে; **অহরৎ**—তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

একবার সেই হ্রদে গরুড় তাঁর স্বাভাবিক খাদ্য মৎস্য ভক্ষণের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। সেখানে জলের অভ্যন্তরে ধ্যানস্থ সৌভরি মুনি দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, সাহস করে গরুড় ক্ষুধার্ত হয়ে বলপূর্বক মৎস্যটি হরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

গরুড় কেন যমুনা নদীর সংলগ্ন হ্রদের দিকে যেতে পারতেন না, তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এখন বিশ্লেষণ করছেন। পাখিদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য মৎস্য ভক্ষণ করা এবং এভাবেই ভগবানের ব্যবস্থাপনায় মৎস্য ভক্ষণের দ্বারা নিজেকে পরিপোষণ করে প্রকাণ্ড পক্ষী গরুড় কোনও অপরাধ করেননি। পক্ষান্তরে, সৌভরি মুনি একজন অত্যন্ত মহান ব্যক্তিত্বকে তাঁর স্বাভাবিক খাদ্য খেতে নিষেধ করে অপরাধ করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, সৌভরি দুটি অপরাধ করেছিলেন—প্রথমত, তিনি গরুড়ের মতো পরম উন্নত স্তরের আত্মাকে নির্দেশ দানের সাহস করেছিলেন এবং দ্বিতীয়ত, তিনি গরুড়কে তাঁর আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসাধনে বাধা দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১০

মীনান্ সুদুঃখিতান্ দৃষ্ট্বা দীনান্মীনপতৌ হতে ।
কৃপয়া সৌভরিঃ প্রাহ তত্রত্যক্ষেমমাচরন্ ॥ ১০ ॥

মীনান্—মৎস্যদেরকে; **সু-দুঃখিতান্**—অত্যন্ত দুঃখিত; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **দীনান্**—হতভাগ্য; **মীন-পতৌ**—মাছদের পতি; **হতে**—হত হলে; **কৃপয়া**—অনুকম্পাবশত; **সৌভরিঃ**—সৌভরি; **প্রাহ**—বললেন; **তত্রত্য**—সেখানকার বসবাসকারীদের; **ক্ষেমম্**—কল্যাণের জন্য; **আচরন্**—বিধিবদ্ধ করার জন্য প্রয়াস করে।

অনুবাদ

তাদের নেতার মৃত্যুতে সেই হ্রদের হতভাগ্য মৎস্যগণ কি রকম দুঃখিত হয়েছিল তা দর্শন করে, কৃপাপরবশ হয়ে সেই হ্রদের অধিবাসীদের কল্যাণের জন্য আচরণ করছেন এই মনোভাব নিয়ে, সৌভরি নিম্নোক্ত অভিশাপ উচ্চারণ করলেন।

তাৎপর্য

এই বিষয়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, আমাদের তথাকথিত অনুকম্পা যখন পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে না, তখন তা কেবল বিশৃঙ্খলারই কারণ হয়। সৌভরি যেহেতু সেই হ্রদে গরুড়ের আসা নিষিদ্ধ করেছিলেন, তাই কালিয় তার স্থান পরিবর্তন করে সেখানে তার প্রধান কার্যালয় গড়ে তুলল এবং তার ফলে সেই হ্রদের সমস্ত অধিবাসীদেরই অবশ্যম্ভাবী সর্বনাশের ফল উৎপন্ন হল।

শ্লোক ১১

অত্র প্রবিশ্য গরুড়ো যদি মৎস্যান্ স খাদতি ।
সদ্যঃ প্রাণৈর্বিযুজ্যেত সত্যমেতদ্ ব্রবীম্যহম্ ॥ ১১ ॥

অত্র—এই হ্রদের মধ্যে; **প্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **গরুড়ঃ**—গরুড়; **যদি**—যদি; **মৎস্যান্**—মৎস্য; **সঃ**—সে; **খাদতি**—ভক্ষণ করে; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **প্রাণৈঃ**—তার প্রাণ; **বিযুজ্যেত**—হানি হবে; **সত্যম্**—সত্য; **এতৎ**—এই; **ব্রবীমি**—বলছি; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

গরুড় যদি আর কখনও এই হ্রদে প্রবেশ করে এখানে মৎস্য ভক্ষণ করে, সে তৎক্ষণাৎ তার প্রাণ হারাবে। এই আমি সত্যই বলছি।

তাৎপর্য

এই বিষয়ে আচার্যগণ বিশ্লেষণ করেছেন যে, একটি মাছের প্রতি সৌভরি মুনির জাগতিক আসক্তি ও স্নেহের জন্য তিনি পরিস্থিতিকে পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* নবম স্কন্ধে এই অপরাধের জন্য তাঁর পতনের বর্ণনা করা হয়েছে। মিথ্যা অহঙ্কারের জন্য, সৌভরি মুনি তাঁর তপস্যার শক্তি এবং সেই সঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য ও আনন্দ হারিয়েছিলেন। গরুড় যখন যমুনায় এসেছিলেন, সৌভরি মুনি ভেবেছিলেন, "হতে পারে সে পরমেশ্বর ভগবানের একজন ব্যক্তিগত পার্ষদ, তবুও আমি তাকে অভিশাপ দেব এবং এমন কি সে যদি আমার নির্দেশ আমান্য করে আমি তাকে হত্যা করব।" একজন উন্নত বৈষ্ণবের বিরুদ্ধে এই ধরনের অপরাধজনক মনোভাব নিশ্চিতভাবে তার জীবনের শুভ স্থিতি বিনাশ করে।

নবম স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সৌভরি মুনি অনেক সুন্দরী রমণীকে বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁদের সাহচর্যে ভীষণ দুর্দশা ভোগ করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু

তিনি শ্রীবৃন্দাবনের যমুনা নদীর আশ্রয় গ্রহণ করে একবার মহিমান্বিত হয়েছেন, তাই শেষ পর্যন্ত তিনি উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১২

তৎ কালিয়ঃ পরং বেদ নান্যঃ কশ্চন লেলিহঃ ।
অবাৎসীদ্ গরুড়াদ্ ভীতঃ কৃষ্ণেন চ বিবাসিতঃ ॥ ১৪ ॥

তৎ—সেই; **কালিয়ঃ**—কালিয়; **পরম্**—কেবলমাত্র; **বেদ**—জানত; **ন**—না; **অন্যঃ**—অন্য; **কশ্চন**—কোনও; **লেলিহঃ**—সর্প; **অবাৎসীৎ**—সে বাস করছিল; **গরুড়াৎ**—গরুড়ের; **ভীতঃ**—ভয়ে; **কৃষ্ণেন**—কৃষ্ণের দ্বারা; **চ**—এবং; **বিবাসিতঃ**—নির্বাসিত হয়েছিল।

অনুবাদ

সকল সর্পের মধ্যে কেবলমাত্র কালিয় এই ঘটনা জানত এবং গরুড়ের ভয়ে সেই যমুনা হ্রদে তার নিবাস সে নিয়ে এসেছিল। পরে শ্রীকৃষ্ণ তাকে বিতাড়িত করেন।

শ্লোক ১৩-১৪

কৃষ্ণং হ্রদাদ্ বিনিষ্ক্রান্তং দিব্যস্রগ্‌গন্ধবাসসম্ ।
মহামণিগণাকীর্ণং জাম্বূনদপরিষ্কৃতম্ ॥ ১৩ ॥
উপলভ্যোত্থিতাঃ সর্বে লব্ধপ্রাণা ইবাসবঃ ।
প্রমোদনিভৃতাত্মানো গোপাঃ প্রীত্যাভিরেভিরে ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণম্—শ্রীকৃষ্ণ; **হ্রদাৎ**—হ্রদের ভিতর থেকে; **বিনিষ্ক্রান্তম্**—নির্গত হয়ে; **দিব্য**—দিব্য; **স্রক্**—মাল্য; **গন্ধ**—গন্ধ; **বাসসম্**—এবং বস্ত্র ধারণ করে; **মহা-মণি-গণ**—অনেক সুন্দর রত্নের দ্বারা; **আকীর্ণম্**—আচ্ছাদিত; **জাম্বূনদ**—স্বর্ণের দ্বারা; **পরিষ্কৃতম্**—সুশোভিত; **উপলভ্য**—দেখে; **উত্থিতাঃ**—উত্থিত হয়ে; **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **লব্ধপ্রাণাঃ**—তাঁদের প্রাণ ফিরে পেয়েছেন; **ইব**—ঠিক যেন; **অসবঃ**—ইন্দ্রিয়গুলি; **প্রমোদ**—আনন্দে; **নিভৃত-আত্মানঃ**—পরিপূর্ণ হয়ে; **গোপাঃ**—গোপগণ; **প্রীত্যা**—প্রীতির সঙ্গে; **অভিরেভিরে**—তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।

অনুবাদ

[কৃষ্ণের কালিয় দমনের বর্ণনা পুনরায় আরম্ভ করে শুকদেব গোস্বামী বলতে লাগলেন—] দিব্য মাল্য, গন্ধ ও বস্ত্র ধারণ করে, অনেক সুন্দর রত্নের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং স্বর্ণের দ্বারা সুশোভিত হয়ে কৃষ্ণ হ্রদের ভিতর থেকে নির্গত হলেন। গোপগণ যখন তাঁকে দেখলেন, তখন অচেতন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গুলি যেমন জীবন

ফিরে পায়, ঠিক তেমনভাবেই তাঁরা সকলে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন। মহানন্দে পূর্ণ হয়ে তাঁরা তাঁকে প্রীতিপূর্ণভাবে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক-১৫

যশোদা রোহিণী নন্দো গোপ্যো গোপাশ্চ কৌরব ।
কৃষ্ণং সমেত্য লব্ধেহা আসন্ শুষ্কা নগা অপি ॥ ১৫ ॥

যশোদা রোহিণী নন্দঃ—যশোদা, রোহিণী ও নন্দ মহারাজ; **গোপ্যঃ**—গোপরমণীগণ; **গোপাঃ**—গোপগণ; **চ**—এবং; **কৌরব**—হে কুরুবংশজ পরীক্ষিৎ; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **সমেত্য**—মিলিত হয়ে; **লব্ধ**—পুনরায় প্রাপ্ত; **ইহাঃ**—তাঁদের চেতন ক্রিয়া; **আসন্**—তাঁরা হয়েছিল; **শুষ্কাঃ**—শুষ্ক; **নগাঃ**—বৃক্ষসমূহ; **অপি**—এমন কি।

অনুবাদ

তাঁদের প্রাণশক্তিকে পুনরায় প্রাপ্ত হয়ে, যশোদা, রোহিণী, নন্দ ও অন্যান্য সকল গোপরমণী ও গোপেরা কৃষ্ণের কাছে গেলেন। হে কৌরব, এমন কি শুষ্ক বৃক্ষগুলিও জীবন ফিরে পেয়েছিল।

শ্লোক ১৬

রামশ্চাচ্যুতমালিঙ্গ্য জহাসাস্যানুভাববিৎ ।
প্রেম্ণা তমঙ্কমারোপ্য পুনঃ পুনরুদৈক্ষত ।
গাবো বৃষা বৎসতর্যো লেভিরে পরমাং মুদম্ ॥ ১৬ ॥

রামঃ—শ্রীবলরাম; **চ**—এবং; **অচ্যুতম্**—অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **আলিঙ্গ্য**—আলিঙ্গন করে; **জহাস**—হাসলেন; **অস্য**—তাঁর; **অনুভাব-বিৎ**—সর্বশক্তিমত্তা ভালভাবে জেনে; **প্রেম্ণা**—প্রেমবশত; **তম্**—তাঁকে; **অঙ্কম্**—তাঁর নিজের কোলে; **আরোপ্য**—তুলে ধরে; **পুনঃ পুনঃ**—বারে বারে; **উদৈক্ষত**—নিরীক্ষণ করছিলেন; **গাবঃ**—গাভীসকল; **বৃষাঃ**—বৃষগণ; **বৎসতর্যঃ**—স্ত্রীবৎসগণ; **লেভিরে**—তারা লাভ করেছিল; **পরমাম্**—পরম; **মুদম্**—আনন্দ।

অনুবাদ

কৃষ্ণের শক্তির প্রভাব ভালভাবে অবগত হয়ে, শ্রীবলরাম তাঁর অচ্যুত ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করে হাসলেন। গভীর স্নেহবশত বলরাম কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিয়ে বারংবার তাঁর দিকে নিরীক্ষণ করছিলেন। গাভী, বৃষ ও স্ত্রী-বৎসরাও পরম আনন্দ লাভ করেছিল।

শ্লোক ১৭

নন্দং বিপ্রাঃ সমাগত্য গুরবঃ সকলত্রকাঃ ।
ঊচুস্তে কালিয়গ্রস্তো দিষ্ট্যা মুক্তস্তবাত্মজঃ ॥ ১৭ ॥

নন্দম্—নন্দ মহারাজকে; **বিপ্রাঃ**—ব্রাহ্মণেরা; **সমাগত্য**—সমাগত হয়ে; **গুরবঃ**—গুরুজনেরা; **স-কলত্রকাঃ**—তাঁদের পত্নীগণ সহ; **ঊচুঃ**—বললেন; **তে**—তাঁরা; **কালিয়গ্রস্তঃ**—কালিয় দ্বারা কবলিত; **দিষ্ট্যা**—ভাগ্যবশত; **মুক্তঃ**—মুক্ত; **তব**—তোমার; **আত্ম-জঃ**—পুত্র।

অনুবাদ

পত্নীগণ সহ সকল শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণেরা নন্দ মহারাজকে অভিনন্দন জানাতে তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, "তোমার পুত্র কালিয় দ্বারা কবলিত হয়েছিল, কিন্তু ভাগ্যবশত সে এখন মুক্ত।"

শ্লোক ১৮

দেহি দানং দ্বিজাতীনাং কৃষ্ণনির্মুক্তিহেতবে ।
নন্দঃ প্রীতমনা রাজন্ গাঃ সুবর্ণং তদাদিশৎ ॥ ১৮ ॥

দেহি—তোমার দেওয়া উচিত; **দানম্**—দান; **দ্বিজাতীনাম্**—ব্রাহ্মণদের; **কৃষ্ণ-নির্মুক্তি**—কৃষ্ণের সুরক্ষার; **হেতবে**—উদ্দেশ্যে; **নন্দঃ**—নন্দ মহারাজ; **প্রীত-মনাঃ**—সন্তুষ্টচিত্তে; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **গাঃ**—গাভী; **সুবর্ণম্**—স্বর্ণ; **তদা**—তখন; **আদিশৎ**—দিলেন।

অনুবাদ

তার পর ব্রাহ্মণগণ নন্দ মহারাজকে উপদেশ দান করলেন, "তোমার সন্তান কৃষ্ণের সকল সময়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ব্রাহ্মণদের তোমার দান করা উচিত।" হে রাজন্, নন্দ মহারাজ তখন অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে তাঁদেরকে গাভী ও স্বর্ণ উপহার দিলেন।

শ্লোক ১৯

যশোদাপি মহাভাগা নষ্টলব্ধপ্রজা সতী ।
পরিষ্বজ্যাঙ্কমারোপ্য মুমোচাশ্রুকলাং মুহুঃ ॥ ১৯ ॥

যশোদা—মা যশোদা; **অপি**—ও; **মহা-ভাগা**—মহা ভাগ্যবতী; **নষ্ট**—হারানো; **লব্ধ**—পুনরায় লাভ করলেন; **প্রজা**—তাঁর সন্তানকে; **সতী**—সতী; **পরিষ্বজ্য**—

আলিঙ্গন করে; **অঙ্কম্**—তাঁর কোলে; **আরোপ্য**—তুলে নিয়ে; **মুমোচ**—মোচন করলেন; **অশ্রু**—অশ্রু; **কলাম্**—জলধারা; **মুহুঃ**—বারংবার।

অনুবাদ

মহা ভাগ্যবতী মা যশোদা তখন তাঁর হারানো সন্তানকে ফিরে পেয়ে তাঁকে তাঁর কোলে বসালেন। সেই সতী নারী তাঁকে বারংবার আলিঙ্গন করে নিরন্তর অশ্রুধারা মোচন করতে করতে ক্রন্দন করছিলেন।

শ্লোক ২০

তাং রাত্রিং তত্র রাজেন্দ্র ক্ষুত্তৃড়্‌ভ্যাং শ্রমকর্ষিতাঃ ।
ঊষুর্ব্রজৌকসো গাবঃ কালিন্দ্যা উপকূলতঃ ॥ ২০ ॥

তাম্—সেই; **রাত্রিম্**—রাত্রি; **তত্র**—সেখানে; **রাজ-ইন্দ্র**—হে রাজশ্রেষ্ঠ; **ক্ষুৎ-তৃড়্‌ভ্যাম্**—ক্ষুধা ও তৃষ্ণায়; **শ্রম**—এবং ক্লান্তিতে; **কর্ষিতাঃ**—দুর্বল হচ্ছিলেন; **ঊষুঃ**—তাঁরা থেকে গেলেন; **ব্রজৌকসঃ**—বৃন্দাবনবাসীরা; **গাবঃ**—এবং গাভীরা; **কালিন্দ্যাঃ**—যমুনার; **উপকূলতঃ**—তীরে।

অনুবাদ

হে রাজেন্দ্র [পরীক্ষিৎ], বৃন্দাবনবাসীরা যেহেতু ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন, তাই তাঁরা ও গাভীরা যেখানে ছিলেন, সেই কালিন্দীর তীরেই রাত্রি অতিবাহিত করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী নির্দেশ করেছেন যে, যদিও মানুষেরা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন, কিন্তু তাঁরা কেউই উপস্থিত গাভীদের থেকে দুধ পান করেননি, কারণ তা সর্পবিষে দূষিত হতে পারে ভেবে তাঁরা ভীত ছিলেন। বৃন্দাবনবাসীরা তাঁদের আদরের কৃষ্ণকে ফিরে পেয়ে আনন্দে এতই আত্মহারা ছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের গৃহে ফিরে যেতে চাননি। তাঁরা কৃষ্ণের সঙ্গে যমুনার তীরেই থাকতে চেয়েছিলেন যাতে তাঁরা সর্বক্ষণ তাঁকে দেখতে পারেন। তাই তাঁরা নদীতটের সন্নিকটে বিশ্রাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

শ্লোক ২১

তদা শুচিবনোদ্ভূতো দাবাগ্নিঃ সর্বতো ব্রজম্ ।
সুপ্তং নিশীথ আবৃত্য প্রদগ্ধুমুপচক্রমে ॥ ২১ ॥

তদা—তখন; **শুচি**—গ্রীষ্মের; **বন**—বনে; **উদ্ভূতঃ**—উদ্ভূত; **দাব-অগ্নিঃ**—দাবানল; **সর্বতঃ**—চতুর্দিকে; **ব্রজম্**—বৃন্দাবনবাসীদের; **সুপ্তম্**—ঘুমন্ত; **নিশীথে**—মধ্য রাত্রিতে; **আবৃত্য**—পরিবেষ্টিত করে; **প্রদগ্ধুম্**—দগ্ধ করতে; **উপচক্রমে**—শুরু করল।

অনুবাদ

রাত্রিতে যখন সকল বৃন্দাবনবাসী ঘুমিয়ে ছিল, তখন গ্রীষ্মকালীন শুষ্ক বনে দাবানল জ্বলে উঠল। সেই আগুন ব্রজবাসীদের চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত করে তাঁদের দগ্ধ করতে শুরু করল।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, সম্ভবত কালিয়ের কোনও বিশ্বস্ত বন্ধু দাবানল রূপ ধারণ করে তার বন্ধুর হয়ে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল অথবা দাবানলটি ছিল কংসের অনুগত কোনও অসুরের সৃষ্ট।

শ্লোক ২২

তত উত্থায় সম্ভ্রান্তা দহ্যমানা ব্রজৌকসঃ ।
কৃষ্ণং যযুস্তে শরণং মায়ামনুজমীশ্বরম্ ॥ ২২ ॥

তত—তখন; **উত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **সম্ভ্রান্তাঃ**—উদ্বিগ্নগ্রস্ত হলেন; **দহ্যমানাঃ**—দগ্ধপ্রায়; **ব্রজৌকসঃ**—ব্রজবাসীগণ; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণের কাছে; **যযুঃ**—গেলেন; **তে**—তাঁরা; **শরণম্**—আশ্রয়ের জন্য; **মায়া**—তাঁর শক্তির দ্বারা; **মনুজম্**—মানুষের মতো আবির্ভূত হয়ে; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

বৃন্দাবনবাসীগণ তখন উত্থিত হয়ে দাবানলে তাঁদের দগ্ধ হওয়ার আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। তাই তাঁরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করলেন, যিনি তাঁর চিন্ময় শক্তির দ্বারা সাধারণ এক মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

তাৎপর্য

শ্রুতি অথবা বৈদিক *মন্ত্রে* উল্লেখ করা হয়েছে, *স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া*—"মায়া নামক ভগবানের নিত্যশক্তি তাঁর স্বরূপজাত"। তাই পরমেশ্বর ভগবানের শাশ্বত চিন্ময় দেহে অনন্ত শক্তি বিরাজমান, যা সর্বজ্ঞ পরম-তত্ত্বের ইচ্ছানুযায়ী সমগ্র অস্তিত্বে অনায়াসে দক্ষতার সঙ্গে ক্রিয়াশীল। বৃন্দাবনবাসীরা এই ভেবে কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, "এই সৌভাগ্যবান বালক নিশ্চয়ই আমাদের রক্ষার জন্য ভগবানের দ্বারা ক্ষমতার অধিকার প্রাপ্ত।" তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের জন্ম মহোৎসবে বলা মহর্ষি গর্গমুনির কথা স্মরণ করেছিলেন—*অনেন সর্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ,* "এর

শক্তিতে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে তোমরা অনায়াসে সক্ষম হবে।" (*ভাগবত* ১০/৮/১৬) তাই কৃষ্ণের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসভাজন বৃন্দাবনবাসীরা দাবানল দ্বারা আশঙ্কিত আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার আশায় ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৩

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ হে রামামিতবিক্রম ।
এষ ঘোরতমো বহ্নিস্তাবকান্ গ্রসতে হি নঃ ॥ ২৩ ॥

কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **মহা-ভাগ**—হে সকল ঐশ্বর্যের ঈশ্বর; **হে রাম**—হে সকল আনন্দের উৎস ভগবান বলরাম; **অমিতবিক্রম**—অনন্ত বিক্রমশালী; **এষ**—এই; **ঘোরতমঃ**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **বহ্নিঃ**—আগুন; **তাবকান্**—যাঁরা আপনারই; **গ্রসতে**—গ্রাস করছে; **হি**—নিশ্চিতরূপে; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

[বৃন্দাবনবাসীরা বললেন—] কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হে সকল ঐশ্বর্যের অধিপতি! হে অনন্ত বিক্রমশালী রাম! এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অগ্নি আপনার ভক্ত আমাদের প্রায় গ্রাস করতে চলেছে!

শ্লোক ২৪

সুদুস্তরান্নঃ স্বান্ পাহি কালাগ্নেঃ সুহৃদঃ প্রভো ।
ন শক্নুমস্ত্বচ্চরণং সন্ত্যক্তুমকুতোভয়ম্ ॥ ২৪ ॥

সু-দুস্তরাৎ—দুরতিক্রম্য থেকে; **নঃ**—আমাদের; **স্বান্**—তোমার স্বীয় ভক্তদের; **পাহি**—অনুগ্রহ করে রক্ষা কর; **কাল-অগ্নেঃ**—মৃত্যুসম অগ্নি থেকে; **সুহৃদঃ**—তোমার সুহৃদদের; **প্রভো**—হে প্রভো; **ন শক্নুমঃ**—আমরা অক্ষম; **ত্বৎ-চরণম্**—তোমার চরণ; **সন্ত্যক্তুম্**—ত্যাগ করতে; **অকুতোভয়ম্**—যা সকল ভয় দূর করে।

অনুবাদ

হে প্রভো, আমরা তোমার সুহৃদ ও ভক্ত। দয়া করে এই দুর্লঙ্ঘনীয় কালাগ্নি থেকে আমাদের রক্ষা কর। আমরা কখনই তোমার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করতে পারব না, যা সমস্ত ভয় দূর করে।

তাৎপর্য

বৃন্দাবনবাসীরা কৃষ্ণকে বললেন, "এই মারাত্মক অগ্নি যদি আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে, তা হলে তোমার পাদপদ্ম থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব এবং সেটি আমাদের

পক্ষে অসহনীয়। অতএব, অনুগ্রহ করে আমাদের রক্ষা কর যাতে আমরা তোমার পাদপদ্মের সেবা করে যেতে পারি।"

শ্লোক ২৫

ইত্থং স্বজনবৈক্লব্যং নিরীক্ষ্য জগদীশ্বরঃ ।
তমগ্নিমপিবত্তীব্রমনন্তোঽনন্তশক্তিধৃক্ ॥ ২৫ ॥

ইত্থম্—এভাবেই; **স্ব-জন**—তাঁর নিজ ভক্তদের; **বৈক্লব্যম্**—সন্ত্রস্ত অবস্থা; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **জগৎ-ঈশ্বরঃ**—জগতের ঈশ্বর; **তম্**—সেই; **অগ্নিম্**—অগ্নি; **অপিবৎ**—পান করেছিলেন; **তীব্রম্**—ভয়ঙ্কর; **অনন্তঃ**—অনন্ত ভগবান; **অনন্ত-শক্তি-ধৃক্**—অনন্ত শক্তিধর।

অনুবাদ

তাঁর ভক্তদের অত্যন্ত সন্ত্রস্ত দর্শন করে, অনন্ত জগদীশ্বর ও অনন্ত শক্তিধর শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই ভয়ঙ্কর দাবানল পান করলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'কালিয়ের ইতিহাস' নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়

কালিয়ের ইতিহাস

কালিয় কিভাবে সর্পদ্বীপ পরিত্যাগ করেছিল এবং বৃন্দাবনের ঘুমন্ত অধিবাসীরা কিভাবে দাবানল থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, তা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

কালিয়ের নাগালয় রমণক দ্বীপ পরিত্যাগ এবং গরুড় কেন তার প্রতি শত্রুতাপূর্ণ আচরণ করতেন, সেই বিষয়ে পরীক্ষিৎ মহারাজ যখন প্রশ্ন করলেন, তখন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তার উত্তরে বললেন—নাগালয়ের সমস্ত সর্পরা গরুড়ের ভক্ষণের ভয়ে ভীত থাকত। তাঁকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে প্রতি মাসে তারা একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে তাঁর জন্য বিভিন্ন বলি রেখে আসত। কিন্তু গর্বস্ফীত কালিয় স্বয়ং সেই সমস্ত বলি ভক্ষণ করত। এই কথা শ্রবণ করে, গরুড় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কালিয়কে হত্যা করার জন্য গমন করলে, সেই বৃহৎ পক্ষীকে কালিয় দংশন করতে লাগল। তখন গরুড় তাঁর ডানা দিয়ে কালিয়কে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে তাকে প্রাণভয়ে যমুনা নদীর সংলগ্ন হ্রদে পালিয়ে যেতে বাধ্য করলেন।

এই ঘটনার পূর্বে গরুড় একবার যমুনায় এসে মৎস্য ভক্ষণ করছিলেন। সৌভরি ঋষি তাঁকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু অত্যন্ত ক্ষুধার্ত গরুড় ঋষির নিষেধ অগ্রাহ্য করেছিলেন। তখন ঋষি গরুড়কে এই অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, যদি তিনি পুনরায় কখনও সেখানে আসেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁর মৃত্যু হবে। কালিয় এই অভিশাপ শুনতে পেয়েছিল, তাই সে নির্ভয়ে সেখানে বাস করছিল। পরিশেষে, যেভাবেই হোক, সে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বিতাড়িত হয়েছিল।

শ্রীবলরাম এবং বৃন্দাবনের সকল অধিবাসীরা যখন শ্রীকৃষ্ণকে বিবিধ রত্ন ও অলঙ্কারে সুশোভিত হয়ে হ্রদ থেকে উঠে আসতে দেখলেন, তখন মহা আনন্দে তাঁরা তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। গুরুদেব, পুরোহিত ও পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা সেই সময় গোপরাজ নন্দ মহারাজকে বলেছিলেন যে, যদিও তাঁর পুত্র কালিয়ের আবেষ্টনে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু রাজার সৌভাগ্যের ফলে সে এখন পুনরায় মুক্ত হয়েছে।

বৃন্দাবনের অধিবাসীরা যেহেতু ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পরিশ্রমের দ্বারা অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলেন, তাই সেই রাত্রিটি তাঁরা যমুনার তীরে অতিবাহিত করেন। মধ্য রাত্রিতে গ্রীষ্মে শুষ্ক অরণ্যের মধ্যে দাবানল জ্বলে উঠল। আগুন নিদ্রিত বৃন্দাবনবাসীগণকে বেষ্টন করলে, তারা সহসা জেগে উঠে পরিত্রাণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের কাছে ছুটে গেলেন। তখন অনন্ত শক্তিধর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় স্বজন ও সখাদের অত্যন্ত বিপদ দেখে, তৎক্ষণাৎ সেই ভয়ানক দাবানলকে পান করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

নাগালয়ং রমণকং কথং তত্যাজ কালিয়ঃ ।
কৃতং কিং বা সুপর্ণস্য তেনৈকেনাসমঞ্জসম্ ॥ ১ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা বললেন; **নাগ**—সর্পদের; **আলয়ম্**—আলয়; **রমণকম্**—রমণক নামক দ্বীপ; **কথম্**—কেন; **তত্যাজ**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **কালিয়ঃ**—কালিয়; **কৃতম্**—কৃত; **কিম্ বা**—এবং কেন; **সুপর্ণস্য**—গরুড়ের; **তেন**—তার (কালিয়ের) সঙ্গে; **একেন**—একাকী; **অসমঞ্জসম্**—শত্রুতা।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে কালিয় দমন করেছিলেন তা শ্রবণ করে,] মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—কালিয় কেন নাগালয় রমণক দ্বীপ পরিত্যাগ করেছিল এবং গরুড়ই বা কেন তার প্রতি এত শত্রু ভাবাপন্ন হয়েছিলেন?

শ্লোক ২-৩

শ্রীশুক উবাচ

উপহার্যৈঃ সর্পজনৈর্মাসি মাসীহ যো বলিঃ ।
বানস্পত্যো মহাবাহো নাগানাং প্রাঙ্নিরূপিতঃ ॥ ২ ॥
স্বং স্বং ভাগং প্রযচ্ছন্তি নাগাঃ পর্বণি পর্বণি ।
গোপীথায়াত্মনঃ সর্বে সুপর্ণায় মহাত্মনে ॥ ৩ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **উপহার্যৈঃ**—উপহার নিবেদনে যারা যোগ্য; **সর্পজনৈঃ**—সর্পজাতির দ্বারা; **মাসি মাসি**—প্রতি মাসে; **ইহ**—এখানে (নাগালয়ে); **যঃ**—যে; **বলিঃ**—ভক্ষ্য উপহার; **বানস্পত্যঃ**—বৃক্ষমূলে; **মহা-বাহো**—হে মহাভুজ পরীক্ষিৎ; **নাগানাম্**—নাগদের জন্য; **প্রাক্**—পূর্বে; **নিরূপিতঃ**—নির্ধারিত; **স্বম্ স্বম্**—প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ; **ভাগম্**—অংশ; **প্রযচ্ছন্তি**—তারা প্রদান করত; **নাগাঃ**—সর্পগণ; **পর্বণি পর্বণি**—প্রতিমাসে একবার; **গোপীথায়**—সুরক্ষার জন্য; **আত্মনঃ**—নিজেদের; **সর্বে**—তাদের সকলে; **সুপর্ণায়**—গরুড়কে; **মহা-আত্মনে**—শক্তিশালী।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—গরুড়ের দ্বারা ভক্ষণ থেকে নিষ্কৃতির জন্য সর্পগণ পূর্বেই তাঁর সঙ্গে একটি বন্দোবস্ত করেছিল যে, তারা প্রত্যেকে মাসে

মাসে এক বৃক্ষমূলে উপহার নিবেদন করবে। সেই অনুযায়ী প্রত্যেক মাসে নির্দিষ্ট দিনে, হে মহাভুজ রাজা পরীক্ষিৎ, প্রতিটি সর্প আত্মরক্ষার বিনিময়ে সেই শক্তিশালী বিষ্ণুবাহন গরুড়ের উদ্দেশে যথাসময়ে তার উপহার প্রদান করত।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের একটি অন্য রকম ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। *উপহার্যৈঃ* শব্দটি 'যারা ভক্ষ্য তাদের দ্বারা' এবং *সর্পজনৈঃ* শব্দটি 'যারা সর্পজাতি দ্বারা শাসিত অথবা যারা সর্পজাতিভুক্ত সেই সমস্ত মানুষেরা' এভাবেও অনূদিত হতে পারে। এই পাঠ অনুসারে, একটি মানবগোষ্ঠী সর্পদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়েছিল এবং সর্পদের মধ্যে মানুষ ভক্ষণের প্রবণতা ছিল। সর্পদের ভক্ষণ এড়ানোর জন্য মানুষেরা মাসে মাসে সর্পদের উপহার প্রদান করত এবং সেই উপহারের একটি অংশ সর্পরা গরুড়কে পালাক্রমে প্রদান করত যাতে তিনি তাদের ভক্ষণ না করেন। উপরোক্ত নির্দিষ্ট অনুবাদটি শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাষ্য এবং শ্রীল প্রভুপাদ অনূদিত *লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থের ভিত্তিতে প্রদত্ত হয়েছে। যাই হোক, সকল আচার্যই একমত যে, সর্পেরা গরুড়ের কাছ থেকে সুরক্ষা অর্জন করেছিল।

শ্লোক ৪

বিষবীর্যমদাবিষ্টঃ কাদ্রবেয়স্তু কালিয়ঃ ।
কদর্থীকৃত্য গরুড়ং স্বয়ং তং বুভুজে বলিম্ ॥ ৪ ॥

বিষ—তার বিষের জন্য; **বীর্য**—এবং তার বল; **মদ**—মত্ত হয়ে; **আবিষ্টঃ**—আবিষ্ট; **কাদ্রবেয়ঃ**—কদ্রুপুত্র; **তু**—অপরপক্ষে; **কালিয়ঃ**—কালিয়; **কদর্থী-কৃত্য**—অবজ্ঞা করে; **গরুড়ম্**—গরুড়কে; **স্বয়ম্**—নিজে; **তম্**—সেই; **বুভুজে**—ভক্ষণ করত; **বলিম্**—নৈবেদ্য।

অনুবাদ

যদিও অন্য সকল সর্প কর্তব্যবোধে গরুড়কে নৈবেদ্য নিবেদন করছিল, কিন্তু—গরুড় তা দাবি করার আগেই একটি সর্প—কদ্রুপুত্র উদ্ধত কালিয় সমস্ত নৈবেদ্য ভক্ষণ করে ফেলত। এভাবেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বাহন গরুড়কে কালিয় প্রত্যক্ষভাবে অগ্রাহ্য করেছিল।

শ্লোক ৫

তচ্ছ্রুত্বা কুপিতো রাজন্ ভগবান্ ভগবৎপ্রিয়ঃ ।
বিজিঘাংসুর্মহাবেগঃ কালিয়ং সমুপাদ্রবৎ ॥ ৫ ॥

তৎ—তা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **কুপিতঃ**—ক্রুদ্ধ; **রাজন্**—হে রাজন্; **ভগবান্**—মহা শক্তিধর গরুড়; **ভগবৎ-প্রিয়ঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রিয় ভক্ত; **বিজিঘাংসুঃ**—বধ করার কামনা করে; **মহাবেগঃ**—প্রচণ্ড বেগে; **কালিয়ম্**—কালিয়ের দিকে; **সমুপাদ্রবৎ**—তিনি ধাবিত হলেন।

অনুবাদ

হে রাজন্, এই কথা শ্রবণ করে, পরমেশ্বর ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় মহা শক্তিধর গরুড় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। কালিয়কে বধের কামনা করে, মহাবেগে তিনি সেই সর্পের দিকে ধাবিত হলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী বর্ণনা করছেন যে, *মহাবেগ* শব্দটি দ্বারা এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গরুড়ের প্রচণ্ড বেগ কেউ রোধ করতে পারে না।

শ্লোক ৬

তমাপতন্তং তরসা বিষায়ুধঃ
প্রত্যভ্যয়াদুত্থিতনৈকমস্তকঃ ।
দদ্ভিঃ সুপর্ণং ব্যদশদ্দদায়ুধঃ
করালজিহ্বোচ্ছ্বসিতোগ্রলোচনঃ ॥ ৬ ॥

তম্—তাঁকে, গরুড়কে; **আপতন্তম্**—আসতে দেখে; **তরসা**—দ্রুতবেগে; **বিষ**—বিষের; **আয়ুধঃ**—যে অস্ত্র ধারণ করেছিল; **প্রতি**—দিকে; **অভ্যয়াৎ**—ধাবিত হল; **উত্থিত**—উত্থিত; **ন এক**—অনেক; **মস্তকঃ**—তার মস্তকসমূহ; **দদ্ভিঃ**—তার দন্ত দ্বারা; **সুপর্ণম্**—গরুড়কে; **ব্যদশৎ**—সে দংশন করল; **দদায়ুধঃ**—যার বিষদাঁতগুলি অস্ত্রস্বরূপ; **করাল**—ভয়ঙ্কর; **জিহ্বা**—তার জিহ্বাগুলি; **উচ্ছ্বসিত**—বিস্তারিত; **উগ্র**—এবং উগ্র; **লোচনঃ**—তার চক্ষুগুলি।

অনুবাদ

যেই মাত্র গরুড় দ্রুতবেগে তার উপর পতিত হল, তখনই বিষের অস্ত্রধারী কালিয় প্রতি-আক্রমণের জন্য তার অসংখ্য মস্তক উত্থিত করল। তার ভয়ঙ্কর জিহ্বাগুলি প্রদর্শন করে এবং তার উগ্র চক্ষুগুলি বিস্তার করে, কালিয় তৎক্ষণাৎ তার বিষদাঁতরূপ অস্ত্রের দ্বারা গরুড়কে দংশন করতে লাগল।

তাৎপর্য

আচার্যগণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, দূর থেকে তার শত্রুর উপর বিষ নিক্ষেপ করে এবং সামনের থেকে তার ভয়ঙ্কর বিষদাঁত দিয়ে দংশন করে কালিয় তার বিষরূপ অস্ত্র প্রয়োগ করত।

শ্লোক ৭

তং তার্ক্ষ্যপুত্রঃ স নিরস্য মন্যুমান্
প্রচণ্ডবেগো মধুসূদনাসনঃ ।
পক্ষেণ সব্যেন হিরণ্যরোচিষা
জঘান কদ্রুসুতমুগ্রবিক্রমঃ ॥ ৭ ॥

তম্—তাকে, কালিয়কে; **তার্ক্ষ্যপুত্রঃ**—কশ্যপের পুত্র; **সঃ**—তিনি, গরুড়; **নিরস্য**—নিবারিত করে; **মন্যু-মান**—অত্যন্ত ক্রোধে; **প্রচণ্ডবেগঃ**—প্রচণ্ডবেগে; **মধুসূদনাসনঃ**—ভগবান মধুসূদন বা কৃষ্ণের বাহন; **পক্ষেণ**—তাঁর ডানার দ্বারা; **সব্যেন**—বাম; **হিরণ্য**—স্বর্ণের মতো; **রোচিষা**—যার উজ্জ্বলতা; **জঘান**—তিনি আঘাত করলেন; **কদ্রু-সুতম্**—কদ্রু-পুত্র (কালিয়কে); **উগ্র**—ভীষণ; **বিক্রমঃ**—পরাক্রম।

অনুবাদ

কালিয়ের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ক্রুদ্ধ তার্ক্ষ্যপুত্র প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হলেন। ভগবান মধুসূদনের সেই ভীষণ শক্তিশালী বাহন সুবর্ণের মতো উজ্জ্বল তাঁর বাম ডানার দ্বারা কদ্রুপুত্রকে আঘাত করলেন।

শ্লোক ৮

সুপর্ণপক্ষাভিহতঃ কালিয়োঽতীব বিহ্বলঃ ।
হ্রদং বিবেশ কালিন্দ্যাস্তদগম্যং দুরাসদম্ ॥ ৮ ॥

সুপর্ণ—গরুড়ের; **পক্ষ**—ডানার দ্বারা; **অভিহতঃ**—আহত; **কালিয়**—কালিয়; **অতীব**—অত্যন্ত; **বিহ্বলঃ**—বিহ্বল; **হ্রদম্**—একটি হ্রদে; **বিবেশ**—সে প্রবেশ করল; **কালিন্দ্যাঃ**—যমুনা নদীর; **তৎ-অগম্যম্**—গরুড়ের অগম্য; **দুরাসদম্**—প্রবেশ করা কষ্টসাধ্য।

অনুবাদ

গরুড়ের পক্ষাঘাতে কালিয় অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে যমুনা নদীর সংলগ্ন একটি হ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করল। গরুড় সেই হ্রদে প্রবেশ করতে পারত না। বস্তুত, সেই দিকে অগ্রসর হতেও সে পারত না।

শ্লোক ৯

তত্রৈকদা জলচরং গরুড়ো ভক্ষ্যমীপ্সিতম্ ।
নিবারিতঃ সৌভরিণা প্রসহ্য ক্ষুধিতোঽহরৎ ॥ ৯ ॥

তত্র—সেখানে (সেই হ্রদে); **একদা**—একবার; **জল-চরম্**—একটি জলচর জীব; **গরুড়ঃ**—গরুড়; **ভক্ষ্যম্**—তাঁর সঠিক খাদ্য; **ঈপ্সিতম্**—আকাঙ্ক্ষিত; **নিবারিতঃ**—নিষিদ্ধ; **সৌভরিণা**—সৌভরি মুনির দ্বারা; **প্রসহ্য**—বলপূর্বক; **ক্ষুধিতঃ**—ক্ষুধার্ত হয়ে; **অহরৎ**—তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

একবার সেই হ্রদে গরুড় তাঁর স্বাভাবিক খাদ্য মৎস্য ভক্ষণের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। সেখানে জলের অভ্যন্তরে ধ্যানস্থ সৌভরি মুনি দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, সাহস করে গরুড় ক্ষুধার্ত হয়ে বলপূর্বক মৎস্যটি হরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

গরুড় কেন যমুনা নদীর সংলগ্ন হ্রদের দিকে যেতে পারতেন না, তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এখন বিশ্লেষণ করছেন। পাখিদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য মৎস্য ভক্ষণ করা এবং এভাবেই ভগবানের ব্যবস্থাপনায় মৎস্য ভক্ষণের দ্বারা নিজেকে পরিপোষণ করে প্রকাণ্ড পক্ষী গরুড় কোনও অপরাধ করেননি। পক্ষান্তরে, সৌভরি মুনি একজন অত্যন্ত মহান ব্যক্তিত্বকে তাঁর স্বাভাবিক খাদ্য খেতে নিষেধ করে অপরাধ করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, সৌভরি দুটি অপরাধ করেছিলেন—প্রথমত, তিনি গরুড়ের মতো পরম উন্নত স্তরের আত্মাকে নির্দেশ দানের সাহস করেছিলেন এবং দ্বিতীয়ত, তিনি গরুড়কে তাঁর আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসাধনে বাধা দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১০

মীনান্ সুদুঃখিতান্ দৃষ্ট্বা দীনান্মীনপতৌ হতে ।
কৃপয়া সৌভরিঃ প্রাহ তত্রত্যক্ষেমমাচরন্ ॥ ১০ ॥

মীনান্—মৎস্যদেরকে; **সু-দুঃখিতান্**—অত্যন্ত দুঃখিত; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **দীনান্**—হতভাগ্য; **মীন-পতৌ**—মাছদের পতি; **হতে**—হত হলে; **কৃপয়া**—অনুকম্পাবশত; **সৌভরিঃ**—সৌভরি; **প্রাহ**—বললেন; **তত্রত্য**—সেখানকার বসবাসকারীদের; **ক্ষেমম্**—কল্যাণের জন্য; **আচরন্**—বিধিবদ্ধ করার জন্য প্রয়াস করে।

অনুবাদ

তাদের নেতার মৃত্যুতে সেই হ্রদের হতভাগ্য মৎস্যগণ কি রকম দুঃখিত হয়েছিল তা দর্শন করে, কৃপাপরবশ হয়ে সেই হ্রদের অধিবাসীদের কল্যাণের জন্য আচরণ করছেন এই মনোভাব নিয়ে, সৌভরি নিম্নোক্ত অভিশাপ উচ্চারণ করলেন।

তাৎপর্য

এই বিষয়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, আমাদের তথাকথিত অনুকম্পা যখন পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে না, তখন তা কেবল বিশৃঙ্খলারই কারণ হয়। সৌভরি যেহেতু সেই হ্রদে গরুড়ের আসা নিষিদ্ধ করেছিলেন, তাই কালিয় তার স্থান পরিবর্তন করে সেখানে তার প্রধান কার্যালয় গড়ে তুলল এবং তার ফলে সেই হ্রদের সমস্ত অধিবাসীদেরই অবশ্যম্ভাবী সর্বনাশের ফল উৎপন্ন হল।

শ্লোক ১১

অত্র প্রবিশ্য গরুড়ো যদি মৎস্যান্ স খাদতি ।
সদ্যঃ প্রাণৈর্বিযুজ্যেত সত্যমেতদ্ ব্রবীম্যহম্ ॥ ১১ ॥

অত্র—এই হ্রদের মধ্যে; **প্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **গরুড়ঃ**—গরুড়; **যদি**—যদি; **মৎস্যান্**—মৎস্য; **সঃ**—সে; **খাদতি**—ভক্ষণ করে; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **প্রাণৈঃ**—তার প্রাণ; **বিযুজ্যেত**—হানি হবে; **সত্যম্**—সত্য; **এতৎ**—এই; **ব্রবীমি**—বলছি; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

গরুড় যদি আর কখনও এই হ্রদে প্রবেশ করে এখানে মৎস্য ভক্ষণ করে, সে তৎক্ষণাৎ তার প্রাণ হারাবে। এই আমি সত্যই বলছি।

তাৎপর্য

এই বিষয়ে আচার্যগণ বিশ্লেষণ করেছেন যে, একটি মাছের প্রতি সৌভরি মুনির জাগতিক আসক্তি ও স্নেহের জন্য তিনি পরিস্থিতিকে পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* নবম স্কন্ধে এই অপরাধের জন্য তাঁর পতনের বর্ণনা করা হয়েছে। মিথ্যা অহঙ্কারের জন্য, সৌভরি মুনি তাঁর তপস্যার শক্তি এবং সেই সঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য ও আনন্দ হারিয়েছিলেন। গরুড় যখন যমুনায় এসেছিলেন, সৌভরি মুনি ভেবেছিলেন, "হতে পারে সে পরমেশ্বর ভগবানের একজন ব্যক্তিগত পার্ষদ, তবুও আমি তাকে অভিশাপ দেব এবং এমন কি সে যদি আমার নির্দেশ আমান্য করে আমি তাকে হত্যা করব।" একজন উন্নত বৈষ্ণবের বিরুদ্ধে এই ধরনের অপরাধজনক মনোভাব নিশ্চিতভাবে তার জীবনের শুভ স্থিতি বিনাশ করে।

নবম স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সৌভরি মুনি অনেক সুন্দরী রমণীকে বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁদের সাহচর্যে ভীষণ দুর্দশা ভোগ করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু

তিনি শ্রীবৃন্দাবনের যমুনা নদীর আশ্রয় গ্রহণ করে একবার মহিমান্বিত হয়েছেন, তাই শেষ পর্যন্ত তিনি উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১২

তৎ কালিয়ঃ পরং বেদ নান্যঃ কশ্চন লেলিহঃ ।
অবাৎসীদ্ গরুড়াদ্ ভীতঃ কৃষ্ণেন চ বিবাসিতঃ ॥ ১৪ ॥

তৎ—সেই; **কালিয়ঃ**—কালিয়; **পরম্**—কেবলমাত্র; **বেদ**—জানত; **ন**—না; **অন্যঃ**—অন্য; **কশ্চন**—কোনও; **লেলিহঃ**—সর্প; **অবাৎসীৎ**—সে বাস করছিল; **গরুড়াৎ**—গরুড়ের; **ভীতঃ**—ভয়ে; **কৃষ্ণেন**—কৃষ্ণের দ্বারা; **চ**—এবং; **বিবাসিতঃ**—নির্বাসিত হয়েছিল।

অনুবাদ

সকল সর্পের মধ্যে কেবলমাত্র কালিয় এই ঘটনা জানত এবং গরুড়ের ভয়ে সেই যমুনা হ্রদে তার নিবাস সে নিয়ে এসেছিল। পরে শ্রীকৃষ্ণ তাকে বিতাড়িত করেন।

শ্লোক ১৩-১৪

কৃষ্ণং হ্রদাদ্ বিনিষ্ক্রান্তং দিব্যস্রগ্‌গন্ধবাসসম্ ।
মহামণিগণাকীর্ণং জাম্বূনদপরিষ্কৃতম্ ॥ ১৩ ॥
উপলভ্যোত্থিতাঃ সর্বে লব্ধপ্রাণা ইবাসবঃ ।
প্রমোদনিভৃতাত্মানো গোপাঃ প্রীত্যাভিরেভিরে ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণম্—শ্রীকৃষ্ণ; **হ্রদাৎ**—হ্রদের ভিতর থেকে; **বিনিষ্ক্রান্তম্**—নির্গত হয়ে; **দিব্য**—দিব্য; **স্রক্**—মাল্য; **গন্ধ**—গন্ধ; **বাসসম্**—এবং বস্ত্র ধারণ করে; **মহা-মণি-গণ**—অনেক সুন্দর রত্নের দ্বারা; **আকীর্ণম্**—আচ্ছাদিত; **জাম্বূনদ**—স্বর্ণের দ্বারা; **পরিষ্কৃতম্**—সুশোভিত; **উপলভ্য**—দেখে; **উত্থিতাঃ**—উত্থিত হয়ে; **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **লব্ধপ্রাণাঃ**—তাঁদের প্রাণ ফিরে পেয়েছেন; **ইব**—ঠিক যেন; **অসবঃ**—ইন্দ্রিয়গুলি; **প্রমোদ**—আনন্দে; **নিভৃত-আত্মানঃ**—পরিপূর্ণ হয়ে; **গোপাঃ**—গোপগণ; **প্রীত্যা**—প্রীতির সঙ্গে; **অভিরেভিরে**—তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।

অনুবাদ

[কৃষ্ণের কালিয় দমনের বর্ণনা পুনরায় আরম্ভ করে শুকদেব গোস্বামী বলতে লাগলেন—] দিব্য মাল্য, গন্ধ ও বস্ত্র ধারণ করে, অনেক সুন্দর রত্নের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং স্বর্ণের দ্বারা সুশোভিত হয়ে কৃষ্ণ হ্রদের ভিতর থেকে নির্গত হলেন। গোপগণ যখন তাঁকে দেখলেন, তখন অচেতন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গুলি যেমন জীবন

ফিরে পায়, ঠিক তেমনভাবেই তাঁরা সকলে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন। মহানন্দে পূর্ণ হয়ে তাঁরা তাঁকে প্রীতিপূর্ণভাবে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক-১৫

যশোদা রোহিণী নন্দো গোপ্যো গোপাশ্চ কৌরব ।
কৃষ্ণং সমেত্য লব্ধেহা আসন্ শুষ্কা নগা অপি ॥ ১৫ ॥

যশোদা রোহিণী নন্দঃ—যশোদা, রোহিণী ও নন্দ মহারাজ; **গোপ্যঃ**—গোপরমণীগণ; **গোপাঃ**—গোপগণ; **চ**—এবং; **কৌরব**—হে কুরুবংশজ পরীক্ষিৎ; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **সমেত্য**—মিলিত হয়ে; **লব্ধ**—পুনরায় প্রাপ্ত; **ইহাঃ**—তাঁদের চেতন ক্রিয়া; **আসন্**—তাঁরা হয়েছিল; **শুষ্কাঃ**—শুষ্ক; **নগাঃ**—বৃক্ষসমূহ; **অপি**—এমন কি।

অনুবাদ

তাঁদের প্রাণশক্তিকে পুনরায় প্রাপ্ত হয়ে, যশোদা, রোহিণী, নন্দ ও অন্যান্য সকল গোপরমণী ও গোপেরা কৃষ্ণের কাছে গেলেন। হে কৌরব, এমন কি শুষ্ক বৃক্ষগুলিও জীবন ফিরে পেয়েছিল।

শ্লোক ১৬

রামশ্চাচ্যুতমালিঙ্গ্য জহাসাস্যানুভাববিৎ ।
প্রেম্ণা তমঙ্কমারোপ্য পুনঃ পুনরুদৈক্ষত ।
গাবো বৃষা বৎসতর্যো লেভিরে পরমাং মুদম্ ॥ ১৬ ॥

রামঃ—শ্রীবলরাম; **চ**—এবং; **অচ্যুতম্**—অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **আলিঙ্গ্য**—আলিঙ্গন করে; **জহাস**—হাসলেন; **অস্য**—তাঁর; **অনুভাব-বিৎ**—সর্বশক্তিমত্তা ভালভাবে জেনে; **প্রেম্ণা**—প্রেমবশত; **তম্**—তাঁকে; **অঙ্কম্**—তাঁর নিজের কোলে; **আরোপ্য**—তুলে ধরে; **পুনঃ পুনঃ**—বারে বারে; **উদৈক্ষত**—নিরীক্ষণ করছিলেন; **গাবঃ**—গাভীসকল; **বৃষাঃ**—বৃষগণ; **বৎসতর্যঃ**—স্ত্রীবৎসগণ; **লেভিরে**—তারা লাভ করেছিল; **পরমাম্**—পরম; **মুদম্**—আনন্দ।

অনুবাদ

কৃষ্ণের শক্তির প্রভাব ভালভাবে অবগত হয়ে, শ্রীবলরাম তাঁর অচ্যুত ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করে হাসলেন। গভীর স্নেহবশত বলরাম কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিয়ে বারংবার তাঁর দিকে নিরীক্ষণ করছিলেন। গাভী, বৃষ ও স্ত্রী-বৎসরাও পরম আনন্দ লাভ করেছিল।

শ্লোক ১৭

নন্দং বিপ্রাঃ সমাগত্য গুরবঃ সকলত্রকাঃ ।
ঊচুস্তে কালিয়গ্রস্তো দিষ্ট্যা মুক্তস্তবাত্মজঃ ॥ ১৭ ॥

নন্দম্—নন্দ মহারাজকে; **বিপ্রাঃ**—ব্রাহ্মণেরা; **সমাগত্য**—সমাগত হয়ে; **গুরবঃ**—গুরুজনেরা; **স-কলত্রকাঃ**—তাঁদের পত্নীগণ সহ; **ঊচুঃ**—বললেন; **তে**—তাঁরা; **কালিয়গ্রস্তঃ**—কালিয় দ্বারা কবলিত; **দিষ্ট্যা**—ভাগ্যবশত; **মুক্তঃ**—মুক্ত; **তব**—তোমার; **আত্ম-জঃ**—পুত্র।

অনুবাদ

পত্নীগণ সহ সকল শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণেরা নন্দ মহারাজকে অভিনন্দন জানাতে তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, "তোমার পুত্র কালিয় দ্বারা কবলিত হয়েছিল, কিন্তু ভাগ্যবশত সে এখন মুক্ত।"

শ্লোক ১৮

দেহি দানং দ্বিজাতীনাং কৃষ্ণনির্মুক্তিহেতবে ।
নন্দঃ প্রীতমনা রাজন্ গাঃ সুবর্ণং তদাদিশৎ ॥ ১৮ ॥

দেহি—তোমার দেওয়া উচিত; **দানম্**—দান; **দ্বিজাতীনাম্**—ব্রাহ্মণদের; **কৃষ্ণ-নির্মুক্তি**—কৃষ্ণের সুরক্ষার; **হেতবে**—উদ্দেশ্যে; **নন্দঃ**—নন্দ মহারাজ; **প্রীত-মনাঃ**—সন্তুষ্টচিত্তে; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **গাঃ**—গাভী; **সুবর্ণম্**—স্বর্ণ; **তদা**—তখন; **আদিশৎ**—দিলেন।

অনুবাদ

তার পর ব্রাহ্মণগণ নন্দ মহারাজকে উপদেশ দান করলেন, "তোমার সন্তান কৃষ্ণের সকল সময়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ব্রাহ্মণদের তোমার দান করা উচিত।" হে রাজন্, নন্দ মহারাজ তখন অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে তাঁদেরকে গাভী ও স্বর্ণ উপহার দিলেন।

শ্লোক ১৯

যশোদাপি মহাভাগা নষ্টলব্ধপ্রজা সতী ।
পরিষ্বজ্যাঙ্কমারোপ্য মুমোচাশ্রুকলাং মুহুঃ ॥ ১৯ ॥

যশোদা—মা যশোদা; **অপি**—ও; **মহা-ভাগা**—মহা ভাগ্যবতী; **নষ্ট**—হারানো; **লব্ধ**—পুনরায় লাভ করলেন; **প্রজা**—তাঁর সন্তানকে; **সতী**—সতী; **পরিষ্বজ্য**—

আলিঙ্গন করে; **অঙ্কম্**—তাঁর কোলে; **আরোপ্য**—তুলে নিয়ে; **মুমোচ**—মোচন করলেন; **অশ্রু**—অশ্রু; **কলাম্**—জলধারা; **মুহুঃ**—বারংবার।

অনুবাদ

মহা ভাগ্যবতী মা যশোদা তখন তাঁর হারানো সন্তানকে ফিরে পেয়ে তাঁকে তাঁর কোলে বসালেন। সেই সতী নারী তাঁকে বারংবার আলিঙ্গন করে নিরন্তর অশ্রুধারা মোচন করতে করতে ক্রন্দন করছিলেন।

শ্লোক ২০

তাং রাত্রিং তত্র রাজেন্দ্র ক্ষুত্তৃড়্‌ভ্যাং শ্রমকর্ষিতাঃ ।
ঊষুর্ব্রজৌকসো গাবঃ কালিন্দ্যা উপকূলতঃ ॥ ২০ ॥

তাম্—সেই; **রাত্রিম্**—রাত্রি; **তত্র**—সেখানে; **রাজ-ইন্দ্র**—হে রাজশ্রেষ্ঠ; **ক্ষুৎ-তৃড়্‌ভ্যাম্**—ক্ষুধা ও তৃষ্ণায়; **শ্রম**—এবং ক্লান্তিতে; **কর্ষিতাঃ**—দুর্বল হচ্ছিলেন; **ঊষুঃ**—তাঁরা থেকে গেলেন; **ব্রজৌকসঃ**—বৃন্দাবনবাসীরা; **গাবঃ**—এবং গাভীরা; **কালিন্দ্যাঃ**—যমুনার; **উপকূলতঃ**—তীরে।

অনুবাদ

হে রাজেন্দ্র [পরীক্ষিৎ], বৃন্দাবনবাসীরা যেহেতু ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন, তাই তাঁরা ও গাভীরা যেখানে ছিলেন, সেই কালিন্দীর তীরেই রাত্রি অতিবাহিত করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী নির্দেশ করেছেন যে, যদিও মানুষেরা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন, কিন্তু তাঁরা কেউই উপস্থিত গাভীদের থেকে দুধ পান করেননি, কারণ তা সর্পবিষে দূষিত হতে পারে ভেবে তাঁরা ভীত ছিলেন। বৃন্দাবনবাসীরা তাঁদের আদরের কৃষ্ণকে ফিরে পেয়ে আনন্দে এতই আত্মহারা ছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের গৃহে ফিরে যেতে চাননি। তাঁরা কৃষ্ণের সঙ্গে যমুনার তীরেই থাকতে চেয়েছিলেন যাতে তাঁরা সর্বক্ষণ তাঁকে দেখতে পারেন। তাই তাঁরা নদীতটের সন্নিকটে বিশ্রাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

শ্লোক ২১

তদা শুচিবনোদ্ভূতো দাবাগ্নিঃ সর্বতো ব্রজম্ ।
সুপ্তং নিশীথ আবৃত্য প্রদগ্ধুমুপচক্রমে ॥ ২১ ॥

তদা—তখন; **শুচি**—গ্রীষ্মের; **বন**—বনে; **উদ্ভুতঃ**—উদ্ভূত; **দাব-অগ্নিঃ**—দাবানল; **সর্বতঃ**—চতুর্দিকে; **ব্রজম্**—বৃন্দাবনবাসীদের; **সুপ্তম্**—ঘুমন্ত; **নিশীথে**—মধ্য রাত্রিতে; **আবৃত্য**—পরিবেষ্টিত করে; **প্রদগ্ধুম্**—দগ্ধ করতে; **উপচক্রমে**—শুরু করল।

অনুবাদ

রাত্রিতে যখন সকল বৃন্দাবনবাসী ঘুমিয়ে ছিল, তখন গ্রীষ্মকালীন শুষ্ক বনে দাবানল জ্বলে উঠল। সেই আগুন ব্রজবাসীদের চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত করে তাঁদের দগ্ধ করতে শুরু করল।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, সম্ভবত কালিয়ের কোনও বিশ্বস্ত বন্ধু দাবানল রূপ ধারণ করে তার বন্ধুর হয়ে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল অথবা দাবানলটি ছিল কংসের অনুগত কোনও অসুরের সৃষ্ট।

শ্লোক ২২

তত উত্থায় সম্ভ্রান্তা দহ্যমানা ব্রজৌকসঃ ।
কৃষ্ণং যযুস্তে শরণং মায়ামনুজমীশ্বরম্ ॥ ২২ ॥

তত—তখন; **উত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **সম্ভ্রান্তাঃ**—উদ্বিগ্নগ্রস্ত হলেন; **দহ্যমানাঃ**—দগ্ধপ্রায়; **ব্রজৌকসঃ**—ব্রজবাসীগণ; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণের কাছে; **যযুঃ**—গেলেন; **তে**—তাঁরা; **শরণম্**—আশ্রয়ের জন্য; **মায়া**—তাঁর শক্তির দ্বারা; **মনুজম্**—মানুষের মতো আবির্ভূত হয়ে; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

বৃন্দাবনবাসীগণ তখন উত্থিত হয়ে দাবানলে তাঁদের দগ্ধ হওয়ার আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। তাই তাঁরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করলেন, যিনি তাঁর চিন্ময় শক্তির দ্বারা সাধারণ এক মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

তাৎপর্য

শ্রুতি অথবা বৈদিক *মন্ত্রে* উল্লেখ করা হয়েছে, *স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া*—"মায়া নামক ভগবানের নিত্যশক্তি তাঁর স্বরূপজাত"। তাই পরমেশ্বর ভগবানের শাশ্বত চিন্ময় দেহে অনন্ত শক্তি বিরাজমান, যা সর্বজ্ঞ পরম-তত্ত্বের ইচ্ছানুযায়ী সমগ্র অস্তিত্বে অনায়াসে দক্ষতার সঙ্গে ক্রিয়াশীল। বৃন্দাবনবাসীরা এই ভেবে কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, "এই সৌভাগ্যবান বালক নিশ্চয়ই আমাদের রক্ষার জন্য ভগবানের দ্বারা ক্ষমতার অধিকার প্রাপ্ত।" তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের জন্ম মহোৎসবে বলা মহর্ষি গর্গমুনির কথা স্মরণ করেছিলেন—*অনেন সর্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ,* "এর

শক্তিতে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে তোমরা অনায়াসে সক্ষম হবে।" (*ভাগবত* ১০/৮/১৬) তাই কৃষ্ণের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসভাজন বৃন্দাবনবাসীরা দাবানল দ্বারা আশঙ্কিত আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার আশায় ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৩

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ হে রামামিতবিক্রম ।
এষ ঘোরতমো বহ্নিস্তাবকান্ গ্রসতে হি নঃ ॥ ২৩ ॥

কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **মহা-ভাগ**—হে সকল ঐশ্বর্যের ঈশ্বর; **হে রাম**—হে সকল আনন্দের উৎস ভগবান বলরাম; **অমিতবিক্রম**—অনন্ত বিক্রমশালী; **এষ**—এই; **ঘোরতমঃ**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **বহ্নিঃ**—আগুন; **তাবকান্**—যাঁরা আপনারই; **গ্রসতে**—গ্রাস করছে; **হি**—নিশ্চিতরূপে; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

[বৃন্দাবনবাসীরা বললেন—] কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হে সকল ঐশ্বর্যের অধিপতি! হে অনন্ত বিক্রমশালী রাম! এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অগ্নি আপনার ভক্ত আমাদের প্রায় গ্রাস করতে চলেছে!

শ্লোক ২৪

সুদুস্তরান্নঃ স্বান্ পাহি কালাগ্নেঃ সুহৃদঃ প্রভো ।
ন শক্নুমস্ত্বচ্চরণং সন্ত্যক্তুমকুতোভয়ম্ ॥ ২৪ ॥

সু-দুস্তরাৎ—দুরতিক্রম্য থেকে; **নঃ**—আমাদের; **স্বান্**—তোমার স্বীয় ভক্তদের; **পাহি**—অনুগ্রহ করে রক্ষা কর; **কাল-অগ্নেঃ**—মৃত্যুসম অগ্নি থেকে; **সুহৃদঃ**—তোমার সুহৃদদের; **প্রভো**—হে প্রভো; **ন শক্নুমঃ**—আমরা অক্ষম; **ত্বৎ-চরণম্**—তোমার চরণ; **সন্ত্যক্তুম্**—ত্যাগ করতে; **অকুতোভয়ম্**—যা সকল ভয় দূর করে।

অনুবাদ

হে প্রভো, আমরা তোমার সুহৃদ ও ভক্ত। দয়া করে এই দুর্লঙ্ঘনীয় কালাগ্নি থেকে আমাদের রক্ষা কর। আমরা কখনই তোমার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করতে পারব না, যা সমস্ত ভয় দূর করে।

তাৎপর্য

বৃন্দাবনবাসীরা কৃষ্ণকে বললেন, "এই মারাত্মক অগ্নি যদি আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে, তা হলে তোমার পাদপদ্ম থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব এবং সেটি আমাদের

পক্ষে অসহনীয়। অতএব, অনুগ্রহ করে আমাদের রক্ষা কর যাতে আমরা তোমার পাদপদ্মের সেবা করে যেতে পারি।"

শ্লোক ২৫

ইত্থং স্বজনবৈক্লব্যং নিরীক্ষ্য জগদীশ্বরঃ ।
তমগ্নিমপিবত্তীব্রমনন্তোঽনন্তশক্তিধৃক্ ॥ ২৫ ॥

ইত্থম্—এভাবেই; **স্ব-জন**—তাঁর নিজ ভক্তদের; **বৈক্লব্যম্**—সন্ত্রস্ত অবস্থা; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **জগৎ-ঈশ্বরঃ**—জগতের ঈশ্বর; **তম্**—সেই; **অগ্নিম্**—অগ্নি; **অপিবৎ**—পান করেছিলেন; **তীব্রম্**—ভয়ঙ্কর; **অনন্তঃ**—অনন্ত ভগবান; **অনন্ত-শক্তি-ধৃক্**—অনন্ত শক্তিধর।

অনুবাদ

তাঁর ভক্তদের অত্যন্ত সন্ত্রস্ত দর্শন করে, অনন্ত জগদীশ্বর ও অনন্ত শক্তিধর শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই ভয়ঙ্কর দাবানল পান করলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'কালিয়ের ইতিহাস' নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রীবলরামের প্রলম্বাসুর বধ

এই অধ্যায়ে প্রলম্বাসুর বধের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। বৃন্দাবনে আনন্দে খেলা করবার সময় শ্রীবলদেব প্রলম্বাসুরের স্কন্ধে আরোহণ করে তার মাথায় মুষ্টির আঘাত করে তাকে সংহার করেছিলেন।

কৃষ্ণ ও বলরামের লীলা বিহারস্থল শ্রীবৃন্দাবন গ্রীষ্মকালেও বসন্তের সকল গুণাবলীতে ভূষিত থাকত। সেই সময়ে শ্রীবলরাম ও সমস্ত গোপবালক পরিবেষ্টিত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ ক্রীড়ায় মগ্ন থাকতেন। একদিন তাঁরা যখন একাগ্রচিত্তে নৃত্য, গীত ও ক্রীড়ায় মত্ত ছিলেন, তখন প্রলম্ব নামক এক অসুর গোপবালকের ছদ্মবেশে তাঁদের মাঝখানে প্রবেশ করল। সর্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ সেই অসুরটিকে দেখতে পেলেন, কিন্তু কিভাবে তাকে হত্যা করা যায় সেই কথা চিন্তা করেও, তার সঙ্গে তিনি বন্ধুরূপেই আচরণ করতে লাগলেন।

কৃষ্ণ তখন তাঁর তরুণ সখাবৃন্দ ও বলদেবের কাছে প্রস্তাব করলেন যে, তাঁরা প্রতিযোগী দলে বিভক্ত হয়ে একটি খেলা খেলবেন। কৃষ্ণ ও বলরামের নেতৃত্বে দুটি দল হল এবং ঠিক হল যে, যে দল হারবে তাঁরা বিজয়ীদের তাঁদের স্কন্ধে বহন করবেন। এই কথা অনুযায়ী বলরামের দলের সদস্য শ্রীদাম ও বৃষভ যখন বিজয়ী হল, তখন কৃষ্ণ এবং তাঁর দলের অন্য একজন বালক তাঁদেরকে স্কন্ধে বহন করেছিলেন। প্রলম্বাসুর ভেবেছিল যে, অপরাজেয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতিযোগিতার জন্য অত্যন্ত বৃহৎ প্রতিপক্ষ-স্বরূপ হবেন, তাই তাঁর পরিবর্তে অসুরটি বলরামের সঙ্গে লড়াই করেছিল এবং পরাজিত হয়েছিল। শ্রীবলরামকে তার স্কন্ধে আরোহণ করিয়ে প্রলম্বাসুর অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু বলরাম সুমেরু পর্বততুল্য ভারী হয়ে উঠলে পর, অসুরটি তাঁকে বহন করতে অক্ষম হয়ে তার আসল আসুরিক মূর্তি ধারণ করল। সেই ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন করে, বলরাম তাঁর মুষ্টির দ্বারা অসুরের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করলেন। ঠিক যেভাবে দেবরাজের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বজ্র পর্বত চূর্ণ করে, সেভাবেই সেই আঘাতে প্রলম্বাসুরের মস্তকও চূর্ণ হয়েছিল। সেই অসুর তখন রক্ত বমন করতে করতে ভূপতিত হল। গোপবালকেরা যখন শ্রীবলরামকে ফিরে আসতে দেখলেন, তখন তাঁরা পরমানন্দে তাঁকে আলিঙ্গন ও অভিনন্দিত করলেন। দেবতারা স্বর্গ থেকে পুষ্পমাল্য বর্ষণ ও তাঁর স্তুতি করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অথ কৃষ্ণঃ পরিবৃতো জ্ঞাতিভির্মুদিতাত্মভিঃ ।
অনুগীয়মানো ন্যবিশদ্ ব্রজং গোকুলমণ্ডিতম্ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—তারপর; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **পরিবৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **জ্ঞাতিভিঃ**—তাঁর সঙ্গীদের দ্বারা; **মুদিত-আত্মভিঃ**—আনন্দমগ্ন; **অনুগীয়মানঃ**—তাঁর মহিমা কীর্তিত হয়ে; **ন্যবিশৎ**—প্রবেশ করলেন; **ব্রজম্**—ব্রজে; **গো-কুল**—গোচারণভূমির দ্বারা; **মণ্ডিতম্**—সুশোভিত।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—নিরন্তর তাঁর মহিমা কীর্তনকারী তাঁর আনন্দমগ্ন সহচরবৃন্দ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে, শ্রীকৃষ্ণ তখন গোচারণভূমির দ্বারা সুশোভিত ব্রজে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ২

ব্রজে বিক্রীড়তোরেবং গোপালচ্ছদ্মমায়য়া ।
গ্রীষ্মো নামর্তুরভবন্নাতিপ্রেয়ান্ শরীরিণাম্ ॥ ২ ॥

ব্রজে—বৃন্দাবনে; **বিক্রীড়তোঃ**—যখন তাঁরা দুজনে ক্রীড়ারত ছিল; **এবম্**—এভাবেই; **গোপাল**—গোপবালক রূপে; **ছদ্ম**—ছদ্মবেশে; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **গ্রীষ্মঃ**—গ্রীষ্ম; **নাম**—নামক; **ঋতুঃ**—ঋতু; **অভবৎ**—আবির্ভূত হল; **ন**—নয়; **অতিপ্রেয়ান্**—অত্যন্ত সুখদায়ক; **শরীরিণাম্**—দেহীগণের।

অনুবাদ

কৃষ্ণ ও বলরাম যখন সাধারণ গোপবালকের ছদ্মবেশে বৃন্দাবনে এভাবেই জীবন উপভোগ করছিলেন, তখন ধীরে ধীরে গ্রীষ্ম ঋতুর আবির্ভাব হল। দেহীগণের পক্ষে এই ঋতুটি অত্যন্ত সুখদায়ক নয়।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীল প্রভুপাদ এভাবে মন্তব্য করেছেন—"ভারতবর্ষে এই গ্রীষ্মকাল তত সুখদায়ক নয়, কারণ সেই সময় প্রচণ্ড গরম হয়। কিন্তু বৃন্দাবনে সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন, কারণ গ্রীষ্ম সেখানে ঠিক বসন্তের মতোই আবির্ভূত হয়েছিল।"

শ্লোক ৩

স চ বৃন্দাবনগুণৈর্বসন্ত ইব লক্ষিতঃ ।
যত্রাস্তে ভগবান্ সাক্ষাদ্ রামেণ সহ কেশবঃ ॥ ৩ ॥

সঃ—এই (গ্রীষ্মকাল); **চ**—তা সত্ত্বেও; **বৃন্দাবন**—শ্রীবৃন্দাবনের; **গুণৈঃ**—অপ্রাকৃত গুণাবলীর দ্বারা; **বসন্তঃ**—বসন্তকাল; **ইব**—যেন; **লক্ষিতঃ**—লক্ষণ প্রকাশ করে; **যত্র**—যেখানে (বৃন্দাবনে); **আস্তে**—থাকেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং; **রামেণ সহ**—শ্রীবলরামের সঙ্গে একত্রে; **কেশবঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

গ্রীষ্ম সত্ত্বেও, যেহেতু বলরামের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং বৃন্দাবনে বাস করছিলেন, তাই গ্রীষ্মও বসন্তের গুণাবলীতে প্রকাশিত ছিল। বৃন্দাবনের ভূমি এমনই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

শ্লোক ৪

যত্র নির্ঝরনির্হ্রাদনিবৃত্তস্বনঝিল্লিকম্ ।
শশ্বত্তচ্ছীকরর্জীষদ্রুমমণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ৪ ॥

যত্র—যেখানে (বৃন্দাবনে); **নির্ঝর**—ঝরণাগুলির; **নির্হ্রাদ**—ধ্বনিতে; **নিবৃত্ত**—থেমে যেত; **স্বন**—শব্দ; **ঝিল্লিকম্**—ঝিঁঝি পোকার; **শশ্বৎ**—নিরন্তর; **তৎ**—সেই (ঝরণাগুলির); **শীকর**—জলকণার দ্বারা; **ঋজীষ**—সিক্ত; **দ্রুম**—বৃক্ষ; **মণ্ডল**—রাজি; **মণ্ডিতম্**—ভূষিত করত।

অনুবাদ

বৃন্দাবনে ঝরণার উচ্চ ধ্বনিতে ঝিঁঝির শব্দ আচ্ছন্ন হয়ে যেত এবং সেই ঝরণা থেকে উত্থিত জলকণা দ্বারা নিরন্তর সিক্ত বৃক্ষরাজি সমগ্র অঞ্চলকে সুশোভিত করত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে এবং পরবর্তী আরও তিনটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিভাবে গ্রীষ্মকালেও বৃন্দাবন বসন্তের বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশ করত।

শ্লোক ৫

সরিৎসরঃপ্রস্রবণোর্মিবায়ুনা
কহ্লারকঞ্জোৎপলবেণুহারিণা ।
ন বিদ্যতে যত্র বনৌকসাং দবো
নিদাঘবহ্ন্যর্কভবোঽতিশাদ্বলে ॥ ৫ ॥

সরিৎ—নদী; **সরঃ**—ও সরোবরের; **প্রস্রবণ**—প্রস্রবণ; **ঊর্মি**—ঢেউ; **বায়ুনা**—বায়ুর দ্বারা; **কহ্লার-কঞ্জ-উৎপল**—কহ্লার, কঞ্জ ও উৎপল নামক পদ্মগুলির; **রেণু**—রেণু; **হারিণা**—বহনকারী; **ন বিদ্যতে**—সেখানে ছিল না; **যত্র**—যেখানে; **বন-ওকসাম্**—বনবাসীদের জন্য; **দবঃ**—পীড়াদায়ক উত্তাপ; **নিদাঘ**—গ্রীষ্ম ঋতুর; **বহ্নি**—দাবানল; **অর্ক**—এবং সূর্যের দ্বারা; **ভবঃ**—উৎপন্ন; **অতি-শাদ্বলে**—যেখানে প্রচুর সবুজ ঘাস ছিল।

অনুবাদ

বিভিন্ন ধরনের পদ্ম ও জলজ ফুলের রেণু বহনকারী বাতাস সরোবর ও প্রবহমান নদীগুলির ঢেউয়ের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমগ্র বৃন্দাবনকে শীতল করে দিত। তার ফলে সেখানকার অধিবাসীরা গ্রীষ্মের প্রখর সূর্য ও ঋতুকালীন দাবানল থেকে উৎপন্ন উত্তাপ ভোগ করত না। বাস্তবিকপক্ষে, বৃন্দাবনে সবুজ ঘাসের প্রাচুর্য ছিল।

শ্লোক ৬

অগাধতোয়হ্রদিনীতটোর্মিভির্
দ্রবৎপুরীষ্যাঃ পুলিনৈঃ সমন্ততঃ ।
ন যত্র চণ্ডাংশুকরা বিষোল্বণা
ভুবো রসং শাদ্বলিতং চ গৃহ্নতে ॥ ৬ ॥

অগাধ—অত্যন্ত গভীর; **তোয়**—যার জল; **হ্রদিনী**—নদীগুলির; **তট**—তীরে; **ঊর্মিভিঃ**—ঢেউ দ্বারা; **দ্রবৎ**—দ্রবীভূত হত; **পুরীষ্যাঃ**—যার কাদা; **পুলিনৈঃ**—বালুকাময় তীরভূমির দ্বারা; **সমন্ততঃ**—সমস্ত দিকে; **ন**—না; **যত্র**—যার ফলে; **চণ্ড**—সূর্যের; **অংশু-করাঃ**—কিরণ; **বিষ**—বিষতুল্য; **উল্বণাঃ**—প্রচণ্ড; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **রসম্**—রস; **শাদ্বলিতম্**—সবুজত্ব; **চ**—এবং; **গৃহ্নতে**—অপহরণ করা।

অনুবাদ

তাদের প্রবাহিত ঢেউয়ের দ্বারা গভীর নদীগুলি তাদের তীরভূমিগুলিকে সিক্ত করে তাদেরকে আর্দ্র ও কর্দমাক্ত করে তুলত। তাই বিষতুল্য প্রচণ্ড সূর্যকিরণ ভূমির প্রাণরসকে বাষ্পীভূত করতে এবং তার সবুজ ঘাসকে দগ্ধ করতে পারেনি।

শ্লোক ৭

বনং কুসুমিতং শ্রীমন্নদচ্চিত্রমৃগদ্বিজম্ ।
গায়ন্ময়ূরভ্রমরং কূজৎকোকিলসারসম্ ॥ ৭ ॥

বনম্—বন; **কুসুমিতম্**—পুষ্পে পরিপূর্ণ; **শ্রীমৎ**—অত্যন্ত শোভাসম্পন্ন; **নদৎ**—শব্দায়মান; **চিত্র**—নানা বর্ণের; **মৃগ**—পশু; **দ্বিজম্**—ও পক্ষী; **গায়ন্**—গান করে; **ময়ূর**—ময়ূর; **ভ্রমরম্**—ও ভ্রমরেরা; **কূজৎ**—কূজন করে; **কোকিল**—কোকিল; **সারসম্**—ও সারস।

অনুবাদ

পুষ্পসমূহের দ্বারা বৃন্দাবনের বন সুন্দরভাবে সুশোভিত হয়েছিল এবং অনেক রকম পশু ও পক্ষীর শব্দে পূর্ণ ছিল। ময়ূর ও ভ্রমরেরা গান করছিল, আর কোকিল ও সারসেরা কূজন করছিল।

শ্লোক ৮

ক্রীড়িষ্যমাণস্তৎ কৃষ্ণো ভগবান্ বলসংযুতঃ ।
বেণুং বিরণয়ন্ গোপৈর্গোধনৈঃ সংবৃতোঽবিশৎ ॥ ৮ ॥

ক্রীড়িষ্যমাণঃ—ক্রীড়া করবেন বলে মনস্থ করে; **তৎ**—সেই (বৃন্দাবনের বন); **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বলসংযুতঃ**—বলরামের সঙ্গে; **বেণুম্**—তাঁর বাঁশি; **বিরণয়ন**—বাজিয়ে; **গোপৈঃ**—গোপবালকদের দ্বারা; **গো-ধনৈঃ**—এবং গাভীগণ, যারা তাঁদের সম্পদস্বরূপ; **সংবৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **অবিশৎ**—তিনি প্রবেশ করলেন।

অনুবাদ

লীলা করবেন বলে মনস্থ করে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপবালক ও গাভীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে শ্রীবলরামের সঙ্গে বাঁশি বাজাতে বাজাতে বৃন্দাবনের বনে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ৯

প্রবালবর্হস্তবকস্রগ্ধাতুকৃতভূষণাঃ ।
রামকৃষ্ণাদয়ো গোপা ননৃতুর্যুযুধুর্জগুঃ ॥ ৯ ॥

প্রবাল—কচি পাতা; **বর্হ**—ময়ূরপুচ্ছ; **স্তবক**—ছোট ফুলের গুচ্ছ; **স্রক্**—মালা; **ধাতু**—বর্ণময় খনিজদ্রব্য; **কৃত-ভূষণাঃ**—তাঁদের অলঙ্কার রূপে পরিধান করে; **রাম-কৃষ্ণ-আদয়ঃ**—শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের নেতৃত্বে; **গোপাঃ**—গোপবালকেরা; **ননৃতুঃ**—নৃত্য করেছিলেন; **যুযুধুঃ**—যুদ্ধ করেছিলেন; **জগুঃ**—গান করেছিলেন।

অনুবাদ

ময়ূরপুচ্ছ, মালা, ফুলের গুচ্ছ ও বর্ণময় খনিজদ্রব্য সহ কচি পাতার দ্বারা নিজেদের সুশোভিত করে বলরাম, কৃষ্ণ ও তাঁদের গোপসখারা পরস্পর নৃত্য, যুদ্ধ ও গান করেছিলেন।

শ্লোক ১০

কৃষ্ণস্য নৃত্যতঃ কেচিজ্জগুঃ কেচিদবাদয়ন্ ।
বেণুপাণিতলৈঃ শৃঙ্গৈঃ প্রশশংসুরথাপরে ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণস্য নৃত্যতঃ—যখন কৃষ্ণ নৃত্য করছিলেন; **কেচিৎ**—তাঁদের কেউ কেউ; **জগুঃ**—গান করছিলেন; **কেচিৎ**—কেউ; **অবাদয়ন্**—মধুরভাবে সঙ্গত করছিলেন; **বেণু**—বাঁশি; **পাণি-তলৈঃ**—ও করতাল সহযোগে; **শৃঙ্গৈঃ**—শিঙা সহযোগে; **প্রশশংসুঃ**—প্রশংসা করছিলেন; **অথ**—এবং; **অপরে**—অন্যেরা।

অনুবাদ

যখন কৃষ্ণ নৃত্য করছিলেন, তখন কোনও কোনও গোপবালক গান করে এবং কেউ কেউ বাঁশি, করতাল ও শিঙা বাজিয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গত করছিলেন, আর অন্যেরা সকলে তাঁর নৃত্যের প্রশংসা করছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণকে উৎসাহ দান করার জন্য গোপবালকদের কেউ কেউ প্রকাশ্যভাবে তাঁর নৃত্যের প্রশংসা করেছিলেন।

শ্লোক ১১

গোপজাতিপ্রতিচ্ছন্না দেবা গোপালরূপিণৌ ।
ঈড়িরে কৃষ্ণরামৌ চ নটা ইব নটং নৃপ ॥ ১১ ॥

গোপ-জাতি—গোপ-সম্প্রদায়ভুক্ত রূপে; **প্রতিচ্ছন্নাঃ**—ছদ্মবেশী; **দেবাঃ**—দেবতারা; **গোপাল-রূপিণৌ**—যাঁরা গোপবালকদের রূপ ধারণ করেছিলেন; **ঈড়িরে**—তাঁরা উপাসনা করেছিলেন; **কৃষ্ণ-রামৌ**—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামের; **চ**—এবং; **নটাঃ**—পেশাদারী নর্তক; **ইব**—ঠিক যেন; **নটম্**—অন্য নর্তককে; **নৃপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন, নটগণ যেমন অন্য নটের স্তুতি করে, ঠিক তেমনই দেবতারা গোপ-সম্প্রদায়ভুক্ত রূপে ছদ্মবেশের দ্বারা নিজেদেরকে গোপন করেছিলেন এবং গোপবালক রূপে আবির্ভূত কৃষ্ণ ও বলরামের স্তুতি করছিলেন।

শ্লোক ১২

ভ্রমণৈর্লঙ্ঘনৈঃ ক্ষেপৈরাস্ফোটনবিকর্ষণৈঃ ।
চিক্রীড়তুর্নিযুদ্ধেন কাকপক্ষধরৌ ক্বচিৎ ॥ ১২ ॥

ভ্রমণৈঃ—ঘুরপাক খাওয়া; **লঙ্ঘনৈঃ**—লম্ফ; **ক্ষেপৈঃ**—নিক্ষেপ; **আস্ফোটন**—চড় মারা; **বিকর্ষণৈঃ**—এবং হেঁচড়ে টেনে নেওয়ার দ্বারা; **চিক্রীড়তুঃ**—তাঁরা (কৃষ্ণ ও বলরাম) খেলতেন; **নিযুদ্ধেন**—যুদ্ধ দ্বারা; **কাকপক্ষ**—তাঁদের মাথার পাশে কেশগুচ্ছ; **ধরৌ**—ধরে; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও।

অনুবাদ

কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের গোপবালক সখাগণের সঙ্গে ঘুরপাক খাওয়া, লম্ফ প্রদান, নিক্ষেপ, চড় মারা, হেঁচড়ে টেনে নেওয়া ও যুদ্ধের দ্বারা খেলা করতেন। কখনও কখনও কৃষ্ণ ও বলরাম বালকদের মাথার চুল ধরে টানতেন।

তাৎপর্য

আচার্যগণ এই শ্লোকটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন—*ভ্রমণৈঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করছে যে, বালকেরা নিজেদেরকে যন্ত্র মনে করে, কখনও কখনও যতক্ষণ না তাঁদের মাথা ঝিমঝিম করছে ততক্ষণ ঘুরপাক খেতেন। তাঁরা কখনও কখনও লাফালাফিও (*লঙ্ঘনৈঃ*) করতেন। *ক্ষেপৈঃ* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, তাঁরা কখনও কখনও বল বা পাথর জাতীয় জিনিস নিয়ে জোরে নিক্ষেপ করতেন এবং কখনও তাঁরা পরস্পরের বাহু টেনে ধরে একে অপরকে ছুঁড়ে ফেলতেন। *আস্ফোটন* শব্দের অর্থ হচ্ছে কখনও কখনও তাঁরা একে অপরের কাঁধে বা পিঠে চাপড় মারতেন এবং *বিকর্ষণৈঃ* শব্দটির দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে তাঁরা একে অপরকে খেলার মাঝখানে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে আসতেন। *নিযুদ্ধেন* শব্দটির দ্বারা মল্লযুদ্ধ বা অন্যান্য ধরনের বন্ধুত্বসুলভ যুদ্ধক্রীড়াকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। *কাকপক্ষধরৌ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, কৃষ্ণ ও বলরাম কখনও কখনও খেলাচ্ছলে অন্যান্য গোপবালকদের চুলের গুচ্ছ ধরে টেনে ধরতেন।

শ্লোক ১৩

ক্বচিন্নৃত্যৎসু চান্যেষু গায়কৌ বাদকৌ স্বয়ম্ ।
শশংসতুর্মহারাজ সাধু সাধ্বিতি বাদিনৌ ॥ ১৩ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **নৃত্যৎসু**—তাঁরা যখন নৃত্য করছিলেন; **চ**—এবং; **অন্যেষু**—অন্যেরা; **গায়কৌ**—তাঁরা দুজন (কৃষ্ণ ও বলরাম) গান করে; **বাদকৌ**—

তাঁরা উভয়েই বাদ্যযন্ত্র সঙ্গত করে; **স্বয়ম্**—নিজেরা; **শশংসতুঃ**—তাঁরা প্রশংসা করতেন; **মহা-রাজ**—হে মহারাজ; **সাধু সাধু ইতি**—'খুব ভাল, খুব ভাল'; **বাদিনৌ**—বলে।

অনুবাদ

হে মহারাজ, অন্য বালকেরা যখন নৃত্য করছিলেন, তখন কৃষ্ণ ও বলরাম কখনও কখনও গান ও বাদ্যযন্ত্র দ্বারা তাঁদের সঙ্গে সঙ্গত করতেন এবং কখনও কখনও দুই প্রভু বালকদের 'খুব ভাল! খুব ভাল!' বলে প্রশংসা করতেন।

শ্লোক ১৪

ক্বচিদ্ বিল্বৈঃ ক্বচিৎকুম্ভৈঃ ক্বচামলকমুষ্টিভিঃ ।
অস্পৃশ্যনেত্রবন্ধাদ্যৈঃ ক্বচিন্মৃগখগেহয়া ॥ ১৪ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **বিল্বৈঃ**—বেল ফলের দ্বারা; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **কুম্ভৈঃ**—কুম্ভ ফলের দ্বারা; **ক্বচ**—এবং কখনও; **আমলকমুষ্টিভিঃ**—হাতভর্তি আমলকি ফলের দ্বারা; **অস্পৃশ্য**—ছোঁয়াছুঁয়ি খেলার দ্বারা; **নেত্র-বন্ধ**—কানামাছি খেলা; **আদ্যৈঃ**—ইত্যাদি; **ক্বচিৎ**—কখনও; **মৃগ**—পশু; **খগ**—ও পক্ষীর মতো; **ঈহয়া**—অভিনয় করে।

অনুবাদ

কখনও কখনও গোপবালকেরা বিল্ব অথবা কুম্ভ ফলের দ্বারা এবং কখনও বা হাতভর্তি আমলকি ফলের দ্বারা খেলা করতেন। অন্য সময়ে তাঁরা পরস্পরকে ছোঁয়াছুঁয়ি অথবা কানামাছি আদি খেলা করতেন এবং কখনও তাঁরা পশু-পক্ষীর অনুকরণ করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, *আদ্যৈঃ* অর্থাৎ 'এই রকম অন্যান্য খেলাধুলার দ্বারা' কথাটির মাধ্যমে একে অপরের প্রতি ধাবিত হওয়া এবং সেতুবন্ধন জাতীয় ক্রীড়াকে নির্দেশ করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন মধ্যাহ্নে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন, তখন আর একটি লীলা অনুষ্ঠিত হত। নিকটবর্তী স্থান দিয়ে কিশোরী গোপকন্যারা গান করতে করতে গেলে, কৃষ্ণের সখারা তাঁদের কাছে দুধের দাম কত তা অনুসন্ধান করার ভান করে, তাঁদের কাছ থেকে দধি ও অন্যান্য সামগ্রী চুরি করে দৌড়ে পালাতেন। কৃষ্ণ, বলরাম ও তাঁদের সখারা নৌকা করে নদী পার হবার খেলাও খেলতেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও বর্ণনা করেছেন যে, বালকেরা ফল নিয়ে কিছু সংখ্যক শূন্যে ছুঁড়ে আর বাকিগুলি অন্যদের আঘাত করবার জন্য ছুঁড়ে খেলা করতেন। নেত্রবন্ধ শব্দটি এক রকম খেলাকে নির্দেশ করছে, যেখানে কোনও বালক কোনও চোখবাঁধা বালকের পিছনের দিক এসে তাঁর চোখের উপর হাতের তালু স্থাপন করবে, তার পর কেবলমাত্র তাঁর হাতের তালুটিকে অনুভব করে চোখবাঁধা বালকটিকে অনুমান করে বলতে হবে অন্য বালকটি কে। এই ধরনের সব খেলাতেই বালকেরা কে জিতবে তাঁর পক্ষে বাঁশি কিংবা ভ্রমণ করার ছড়ি বাজি ধরতেন। কখনও কখনও বালকেরা বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর যুদ্ধপ্রণালী অনুকরণ করতেন এবং অন্য সময়ে পাখিদের মতো কিচির মিচির করতেন।

শ্লোক ১৫

ক্বচিচ্চ দর্দুরপ্লাবৈর্বিবিধৈরুপহাসকৈঃ ।
কদাচিৎ স্যন্দোলিকয়া কর্হিচিন্নৃপচেষ্টয়া ॥ ১৫ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **চ**—এবং; **দর্দুর**—ব্যাঙের মতো; **প্লাবৈঃ**—লম্ফ প্রদানের দ্বারা **বিবিধৈঃ**—বিভিন্ন; **উপহাসকৈঃ**—উপহাসের দ্বারা; **কদাচিৎ**—কখনও; **স্যন্দোলিকয়া**—দোলনায় চড়ে; **কর্হিচিৎ**—এবং কখনও বা; **নৃপচেষ্টয়া**—রাজা হওয়ার ভান করে।

অনুবাদ

তাঁরা কখনও ব্যাঙের মতো চতুর্দিকে লম্ফ প্রদান করতেন, কখনও নানাবিধ উপহাসের দ্বারা ক্রীড়া করতেন, কখনও দোলনায় চড়তেন এবং কখনও বা রাজার অনুকরণ করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *নৃপচেষ্টয়া* শব্দটি এভাবে বর্ণনা করেছেন—বৃন্দাবনে নদীর তীরে নির্দিষ্ট কোনও একটি স্থান ছিল, যেখানে যমুনা পার হতে গেলে মানুষজনকে সামান্য কর প্রদান করতে হত। কখনও কখনও গোপবালকেরা সেই এলাকায় সমবেত হয়ে বৃন্দাবনের যুবতী কন্যাদের যমুনা পার হতে বাধা দিতেন এবং জোর দিয়ে বলতেন যে, তাঁদের প্রথমে শুল্ক প্রদান করতে হবে। এই প্রকার কার্যকলাপগুলি ছিল হাসি-ঠাট্টায় পূর্ণ।

শ্লোক ১৬

এবং তৌ লোকসিদ্ধাভিঃ ক্রীড়াভিশ্চেরতুর্বনে ।
নদ্যদ্রিদ্রোণিকুঞ্জেষু কাননেষু সরঃসু চ ॥ ১৬ ॥

এবম্—এভাবেই; **তৌ**—কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁরা দুজনে; **লোক-সিদ্ধাভিঃ**—মানব-সমাজে যা সুপরিচিত; **ক্রীড়াভিঃ**—ক্রীড়ার দ্বারা; **চেরতুঃ**—তাঁরা ভ্রমণ করছিলেন; **বনে**—বনে; **নদী**—নদীতে; **অদ্রি**—পর্বতে; **দ্রোণি**—উপত্যকায়; **কুঞ্জেষু**—এবং কুঞ্জবনে; **কাননেষু**—উপবনে; **সরঃসু**—সরোবরে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

এভাবেই কৃষ্ণ ও বলরাম বৃন্দাবনের নদী, পর্বত, উপত্যকা, উপবন, কুঞ্জবন ও সরোবরে ভ্রমণ করে সমস্ত রকমের লৌকিক ক্রীড়াসমূহ খেলা করতেন।

শ্লোক ১৭

পশূংশ্চারয়তোর্গোপৈস্তদ্বনে রামকৃষ্ণয়োঃ ।
গোপরূপী প্রলম্বোঽগাদসুরস্তজ্জিহীর্ষয়া ॥ ১৭ ॥

পশূন্—পশুদের; **চারয়তোঃ**—তাঁরা দুইজনে যখন চরাচ্ছিলেন; **গোপৈঃ**—গোপবালকদের সঙ্গে; **তৎ-বনে**—বৃন্দাবনের সেই বনে; **রাম-কৃষ্ণয়োঃ**—শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ; **গোপ-রূপী**—গোপবালকের রূপ ধারণ করে; **প্রলম্বঃ**—প্রলম্ব; **অগাৎ**—উপস্থিত হল; **অসুরঃ**—অসুর; **তৎ**—তাঁদেরকে; **জিহীর্ষয়া**—অপহরণ করার ইচ্ছায়।

অনুবাদ

রাম, কৃষ্ণ ও তাঁদের গোপসখারা যখন এভাবেই বৃন্দাবনের সেই বনে গোচারণ করছিলেন, তখন তাঁদের মধ্যে প্রলম্বাসুর প্রবেশ করল। কৃষ্ণ ও বলরামকে অপহরণ করার উদ্দেশ্যে সে এক গোপবালকের রূপ ধারণ করল।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ ও বলরাম কিভাবে একজন সাধারণ বালকের মতো আচরণ করেছিলেন তা বর্ণনা করার পর, শুকদেব গোস্বামী এখন ভগবানের একটি অপ্রাকৃত লীলা প্রকাশ করবেন যা মানুষের সাধ্যের অতীত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, প্রলম্বাসুর একজন নির্দিষ্ট গোপবালকের রূপ ধারণ করেছিল, যিনি কোনও কর্তব্য অনুষ্ঠানের জন্য সেই দিন গৃহে অবস্থান করছিলেন।

শ্লোক ১৮

তং বিদ্বানপি দাশার্হো ভগবান্ সর্বদর্শনঃ ।
অন্বমোদত তৎসখ্যং বধং তস্য বিচিন্তয়ন্ ॥ ১৮ ॥

তম্—তাঁকে, প্রলম্বাসুরকে; **বিদ্বান্**—ভালভাবে জানতে পেরে; **অপি**—এমন কি যদিও; **দাশার্হঃ**—দশার্হ বংশধর; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সর্ব-দর্শনঃ**—সর্বদর্শী;

অন্বমোদত—গ্রহণ করলেন; **তৎ**—তার; **সখ্যম্**—সখ্যতা; **বধম্**—হত্যা; **তস্য**—তার; **বিচিন্তয়ন্**—চিন্তা করে।

অনুবাদ

যেহেতু দশার্হ বংশে আবির্ভূত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বদর্শী, তাই তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, অসুরটি কে ছিল। তবুও, তাকে কিভাবে হত্যা করা যায় সেই কথা গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করে, ভগবান অসুরকে সখারূপে গ্রহণ করার ভান করলেন।

শ্লোক ১৯

তত্রোপাহূয় গোপালান্ কৃষ্ণঃ প্রাহ বিহারবিৎ ।
হে গোপা বিহারিষ্যামো দ্বন্দ্বীভূয় যথাযথম্ ॥ ১৯ ॥

তত্র—সেই কারণে; **উপাহূয়**—আহ্বান করে; **গোপালান্**—গোপবালকগণকে; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **প্রাহ**—বললেন; **বিহার-বিৎ**—ক্রীড়ারসজ্ঞ; **হে গোপাঃ**—হে গোপবালকগণ; **বিহারিষ্যামঃ**—আমরা খেলা করব; **দ্বন্দ্বী-ভূয়**—দুটি দলে বিভক্ত হয়ে; **যথা-যথম্**—যথাযথভাবে।

অনুবাদ

ক্রীড়ারসজ্ঞ কৃষ্ণ তখন গোপবালকগণকে একত্রে আহ্বান করে বললেন—"হে গোপবালকগণ! চল, এখন আমরা নিজেদের দুটি সমান দলে ভাগ করে নিয়ে খেলা করি।"

তাৎপর্য

যথাযথম্ শব্দটি অর্থ প্রকাশ করছে যে, কৃষ্ণ স্বাভাবিকভাবেই চেয়েছিলেন দুটি দলই যেন সমানভাবে উপযুক্ত হয় যাতে খেলাটি জমে ওঠে। খেলার আনন্দ ছাড়া, এই খেলার উদ্দেশ্য ছিল প্রলম্বাসুরকে বধ করা।

শ্লোক ২০

তত্র চক্রুঃ পরিবৃঢ়ৌ গোপা রামজনার্দনৌ ।
কৃষ্ণসঙ্ঘট্টিনঃ কেচিদাসন্ রামস্য চাপরে ॥ ২০ ॥

তত্র—সেই ক্রীড়ায়; **চক্রুঃ**—তাঁরা নির্বাচিত করল; **পরিবৃঢ়ৌ**—দুই দলের নেতা; **গোপাঃ**—গোপবালকগণ; **রাম-জনার্দনৌ**—শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে; **কৃষ্ণ-সঙ্ঘট্টিনঃ**—কৃষ্ণের পক্ষে; **কেচিৎ**—তাঁদের কয়েকজন; **আসন্**—হলেন; **রামস্য**—বলরামের; **চ**—এবং; **অপরে**—অন্যেরা।

অনুবাদ

গোপবালকগণ কৃষ্ণ ও বলরামকে দুটি দলের নেতা নির্বাচিত করলেন। বালকগণের কেউ কেউ কৃষ্ণের পক্ষে এবং অন্যেরা বলরামের পক্ষে যোগদান করলেন।

শ্লোক ২১

আচেরুর্বিবিধাঃ ক্রীড়া বাহ্যবাহকলক্ষণাঃ ।
যত্রারোহন্তি জেতারো বহন্তি চ পরাজিতাঃ ॥ ২১ ॥

আচেরুঃ—তাঁরা আচরণ করলেন; **বিবিধাঃ**—নানাবিধ; **ক্রীড়াঃ**—ক্রীড়া; **বাহ্য**—বহনের দ্বারা; **বাহক**—বহনকারী; **লক্ষণাঃ**—বৈশিষ্ট্য; **যত্র**—যেখানে; **আরোহন্তি**—আরোহণ করত; **জেতারঃ**—বিজয়ীগণকে; **বহন্তি**—বহন করত; **চ**—এবং; **পরাজিতাঃ**—পরাজয়ীগণ।

অনুবাদ

বালকগণ বহনকারী ও আরোহী সম্পর্কিত নানাবিধ ক্রীড়া করতেন। এই সমস্ত ক্রীড়ায় বিজয়ীরা পরাজিতদের পিঠে আরোহণ করতেন এবং পরাজিতরা বিজয়ীদেরকে বহন করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী *বিষ্ণু পুরাণ* (৫/৯/১২) থেকে নিম্নোক্ত প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন—

হরিণাক্রীড়নং নাম বালক্রীড়নকং ততঃ ।
প্রক্রীড়তা হি তে সর্বে দ্বৌ দ্বৌ যুগপদুৎপতন্ ॥

"তাঁরা তখন *হরিণাক্রীড়নম্* নামক বাল-ক্রীড়া খেললেন, যেখানে প্রত্যেকটি বালক জোড়ায় জোড়ায় মিলিত হয়ে সকলে যুগপৎভাবে তাঁদের নির্দিষ্ট প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করত।"

শ্লোক ২২

বহন্তো বাহ্যমানাশ্চ চারয়ন্তশ্চ গোধনম্ ।
ভাণ্ডীরকং নাম বটং জগ্মুঃ কৃষ্ণপুরোগমাঃ ॥ ২২ ॥

বহন্তঃ—বহন করে; **বাহ্যমানাঃ**—বাহিত হয়ে; **চ**—এবং; **চারয়ন্তঃ**—চারণ করতে করতে; **চ**—ও; **গো-ধনম্**—গোসমূহ; **ভাণ্ডীরকম্ নাম**—ভাণ্ডীরক নামক; **বটম্**—বট বৃক্ষের দিকে; **জগ্মুঃ**—তাঁরা গমন করলেন; **কৃষ্ণ-পুরঃ-গমাঃ**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা চালিত হয়ে।

অনুবাদ

এভাবেই একে অপরকে বহন করে ও বাহিত হয়ে এবং সেই সঙ্গে গোচারণ করতে করতে বালকগণ কৃষ্ণকে অনুসরণ করে ভাণ্ডীরক নামক বট বৃক্ষের দিকে গমন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী *শ্রীহরিবংশ (বিষ্ণুপর্ব ১১/১৮-২২)* থেকে নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি উল্লেখ করেছেন, যেখানে বট বৃক্ষের বর্ণনা করা হয়েছে—

দদর্শ বিপুলোদগ্র শাখিনং শাখিনাং বরম্ ।
স্থিতং ধরণ্যাং মেঘাভং নিবিড়ং দলসঞ্চয়ৈঃ ॥
গগনার্ধোচ্ছ্রিতাকারং পর্বতাভোগধারিণম্ ।
নীলচিত্রাঙ্গবর্ণৈশ্চ সেবিতং বহুভিঃ খগৈঃ ॥
ফলৈঃ প্রবালৈশ্চ ঘনৈঃ সেন্দ্রচাপঘনোপমম্ ।
ভবনাকারবিটপং লতাপুষ্পসুমণ্ডিতম্ ॥
বিশালমূলাবনতং পাবনাম্ভোদধারিণম্ ।
আধিপত্যমিবান্যেষাং তস্য দেশস্য শাখিনাম্ ॥
কুর্বাণং শুভকর্মাণং নিরাবর্ষমনাতপম্ ।
ন্যগ্রোধং পর্বতাগ্রাভং ভাণ্ডীরং নাম নামতঃ ॥

"বহু দীর্ঘ শাখা-প্রশাখা সমন্বিত বৃক্ষশ্রেষ্ঠকে তাঁরা দর্শন করলেন। এর পাতার ঘন আচ্ছাদনের ফলে মনে হয় যেন পৃথিবীতে একটি মেঘ নেমে এসেছে। বাস্তবিকপক্ষে, এর রূপ এতটাই বৃহৎ যে, তাকে অর্ধেক আকাশ জুড়ে এক পর্বতের মতো প্রতীয়মান হয়। মনোহর নীল ডানাযুক্ত অনেক পাখি সেই বিশাল গাছটিতে ঘন ঘন আসা যাওয়া করে এবং গাছটির ঘন পাতা ও ফলের জন্য তাকে রামধনু সমন্বিত মেঘ কিংবা লতা ও পুষ্পে শোভিত একটি গৃহের মতো মনে হয়। সে তার স্থূল মূলসমূহকে নীচের দিকে বিস্তৃত করে আর নিজে পবিত্র মেঘরাশিকে বহন করে। ঐ অঞ্চলের অন্য সকল বৃক্ষের অধীশ্বর-স্বরূপ এই বট বৃক্ষটি বর্ষণ ও সূর্যতাপকে প্রতিহত করার মতো সকল শুভ কর্ম সম্পাদন করত। *ভাণ্ডীর* নামে পরিচিত সেই *ন্যগ্রোধ* বৃক্ষটির এমনই ছিল তার বাহ্য রূপ, যাকে মনে হত একটি বিশাল পর্বতের চূড়ার মতো।"

শ্লোক ২৩

রামসঙ্ঘট্টিনো যর্হি শ্রীদামবৃষভাদয়ঃ ।
ক্রীড়ায়াং জয়িনস্তাংস্তানূহুঃ কৃষ্ণাদয়ো নৃপ ॥ ২৩ ॥

রাম-সঙ্ঘট্টিনঃ—শ্রীবলরামের পক্ষের বালকেরা; **যর্হি**—যখন; **শ্রীদাম-বৃষভ-আদয়ঃ**—শ্রীদাম, বৃষভ ও অন্যেরা (যেমন সুবল); **ক্রীড়ায়াম্**—ক্রীড়ায়; **জয়িনঃ**—জয়ী; **তান্ তান্**—তাঁদের প্রত্যেককে; **উহুঃ**—বহন করতেন; **কৃষ্ণ-আদয়ঃ**—কৃষ্ণ ও তাঁর পক্ষের বালকেরা; **নৃপ**—হে রাজন্!

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, যখন বলরামের পক্ষীয় শ্রীদাম, বৃষভ ও অন্যেরা এই সমস্ত খেলায় জয়ী হতেন, তখন কৃষ্ণ ও তাঁর পক্ষের বালকেরা তাঁদের বহন করতেন।

শ্লোক ২৪

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ ।
বৃষভং ভদ্রসেনস্তু প্রলম্বো রোহিণীসুতম্ ॥ ২৪ ॥

উবাহ—বহন করেছিলেন; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **শ্রীদামানম্**—তাঁর ভক্ত ও সখা শ্রীদামাকে; **পরাজিতঃ**—পরাজিত হয়ে; **বৃষভম্**—বৃষভকে; **ভদ্রসেনঃ**—ভদ্রসেন; **তু**—এবং; **প্রলম্বঃ**—প্রলম্ব; **রোহিণী-সুতম্**—রোহিণীর পুত্র (বলরামকে)।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত হয়ে শ্রীদামাকে বহন করেছিলেন, ভদ্রসেন বৃষভকে বহন করেছিলেন এবং প্রলম্ব রোহিনীনন্দন বলরামকে বহন করেছিল।

তাৎপর্য

কেউ হয়ত প্রশ্ন করতে পারে পরমেশ্বর ভগবান কিভাবে তাঁর বালক বন্ধুদের দ্বারা পরাজিত হতে পারেন। এর উত্তরটি হচ্ছে যে, তাঁর আদি স্বরূপে ভগবান হচ্ছেন পরম ক্রীড়াশীল স্বভাব-বিশিষ্ট এবং সময়ে সময়ে তাঁর প্রিয়তম সখাগণের শক্তি কিংবা আকাঙ্ক্ষার কাছে বশ্যতা স্বীকার করে তা উপভোগ করেন। কখনও কখনও পিতা তাঁর প্রিয় শিশুটির দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে খেলাচ্ছলে ভূমিতে পতিত হয়ে থাকেন। ভালবাসার এই ধরনের আচরণ সকল পক্ষকেই আনন্দ প্রদান করে। তাই শ্রীদামা তাঁর প্রিয়তম সখা শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দানের জন্য তাঁর স্কন্ধে আরোহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন, যিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ২৫

অবিষহ্যং মন্যমানঃ কৃষ্ণং দানবপুঙ্গবঃ ।
বহন্ দ্রুততরং প্রাগাদবরোহণতঃ পরম্ ॥ ২৫ ॥

অবিষহ্যম্—অপরাজেয়; **মন্যমানঃ**—বিবেচনা করে; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **দানব-পুঙ্গবঃ**—সেই দানবশ্রেষ্ঠ; **বহন্**—বহন করে; **দ্রুততরম্**—অত্যন্ত দ্রুতবেগে; **প্রাগাৎ**—সে প্রস্থান করল; **অবরোহণতঃ পরম্**—অবতরণের স্থান থেকে দূরে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণকে অপরাজেয় বিবেচনা করে, সেই দানবশ্রেষ্ঠ (প্রলম্ব) বলরামকে বহন করে অত্যন্ত দ্রুতবেগে যেখানে তার আরোহীকে অবতরণ করার কথা ছিল তার থেকে দূরে প্রস্থান করল।

তাৎপর্য

প্রলম্ব বলরামকে শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টির বাইরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল যাতে সে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করতে পারে।

শ্লোক ২৬

তমুদ্বহন্ ধরণিধরেন্দ্রগৌরবং
মহাসুরো বিগতরয়ো নিজং বপুঃ ।
স আস্থিতঃ পুরটপরিচ্ছদো বভৌ
তড়িদ্দ্যুমানুডুপতিবাড়িবাম্বুদঃ ॥ ২৬ ॥

তম্—তাঁকে, শ্রীবলদেবকে; **উদ্বহন্**—ঊর্ধ্বে বহন করে; **ধরণি-ধরেন্দ্র**—পর্বতরাজ সুমেরুর মতো; **গৌরবম্**—যার ভার; **মহা-অসুরঃ**—মহা অসুর; **বিগতরয়ঃ**—তার গতিবেগ হারিয়ে; **নিজম্**—তার আসল; **বপুঃ**—দেহ; **সঃ**—সে; **আস্থিতঃ**—অবস্থিত হয়ে; **পুরট**—স্বর্ণ; **পরিচ্ছদঃ**—অলঙ্কৃত হওয়ায়; **বভৌ**—সে শোভিত হয়েছিল; **তড়িৎ**—বিদ্যুতের মতো; **দ্যুমান্**—চমকানো; **উডু-পতি**—চন্দ্র; **বাট্**—বহন করে; **ইব**—ঠিক যেন; **অম্বুদঃ**—একটি মেঘ।

অনুবাদ

সেই মহা অসুর বলরামকে বহন করতে থাকলে, তিনি প্রকাণ্ড সুমেরু পর্বতের মতো ভারী হয়ে উঠলেন, আর প্রলম্ব গতিরুদ্ধ হতে বাধ্য হল। তার পর সে তার আসল মূর্তি ধারণ করল—স্বর্ণময় অলঙ্কার দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায়, সেই উজ্জ্বল দেহটি চন্দ্র বহনকারী ও বিদ্যুৎ-চমকানো মেঘের মতো বলে মনে হচ্ছিল।

তাৎপর্য

এখানে প্রলম্বাসুরকে মেঘের সঙ্গে, তাঁর স্বর্ণময় অলঙ্কারগুলিকে মেঘের অভ্যন্তরে বিদ্যুতের সঙ্গে এবং শ্রীবলরামকে মেঘবাহিত উজ্জ্বল চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বড় বড় দানবেরা তাদের যোগশক্তি প্রয়োগ করে বিভিন্ন রূপ ধারণ

করতে পারে। কিন্তু ভগবানের চিন্ময় শক্তি যখন তাদের শক্তিকে সঙ্কুচিত করে, তখন তারা আর কোনও কৃত্রিম রূপ ধারণ করতে সক্ষম হয় না এবং তখন অবশ্যই পুনরায় তাদের প্রকৃত আসুরিক দেহ প্রকট করতে বাধ্য হয়। শ্রীবলরাম হঠাৎ বিরাট পর্বতের মতো এত ভারী হয়ে উঠলেন যে, অসুরটি তাঁকে স্কন্ধে বহন করে ঊর্ধ্বে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেও, আর এগোতে পারল না।

শ্লোক ২৭

নিরীক্ষ্য তদ্বপুরলমম্বরে চরৎ
প্রদীপ্তদৃগ্ ভ্রূকুটিতটোগ্রদংষ্ট্রকম্ ।
জ্বলচ্ছিখং কটককিরীটকুণ্ডল-
ত্বিষাদ্ভুতং হলধর ঈষদত্রসৎ ॥ ২৭ ॥

নিরীক্ষ্য—দর্শন করে; **তৎ**—প্রলম্বাসুরের; **বপুঃ**—শরীর; **অলম্**—দ্রুতবেগে; **অম্বরে**—আকাশে; **চরৎ**—বিচরণ করে; **প্রদীপ্ত**—উজ্জ্বল; **দৃক্**—তার চক্ষুদ্বয়; **ভ্রূকুটি**—ভ্রূকুটির; **তট**—সংলগ্ন; **উগ্র**—উগ্র; **দংষ্ট্রকম্**—তার দন্তসকল; **জ্বলৎ**—জ্বলন্ত; **শিখম্**—কেশ; **কটক**—তার বলয়; **কিরীট**—মুকুট; **কুণ্ডল**—ও কুণ্ডল; **ত্বিষা**—দীপ্তির দ্বারা; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **হলধরঃ**—হল অস্ত্র ধারণকারী শ্রীবলদেব; **ঈষৎ**—ঈষৎ; **অত্রসৎ**—ভীত হলেন।

অনুবাদ

হলধর শ্রীবলরাম যখন প্রদীপ্ত নয়ন, জ্বলন্ত কেশ, ভ্রূকুটিত সংলগ্ন উগ্র দন্তসকল এবং বলয়, কিরীট, কুণ্ডল প্রভায় বিচিত্র দ্রুত আকাশচারী সেই দানবের বিশাল দেহ দর্শন করলেন, তখন ভগবান ঈষৎ ভীত হয়েছিলেন বলে মনে হচ্ছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীবলদেবের তথাকথিত ভয়কে এভাবে বর্ণনা করেছেন—বলরাম খেলাচ্ছলে একজন সাধারণ গোপবালকের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন এবং এই লীলার ভাব বজায় রাখতে তিনি ভয়ঙ্কর আসুরিক দেহ দ্বারা কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়েছিলেন বলে তাঁকে মনে হয়েছিল। আরও যেহেতু অসুরটি কৃষ্ণের গোপবালক সখারূপে উপস্থিত হয়েছিল এবং কৃষ্ণ তাকে বন্ধুরূপে স্বীকার করেছিলেন, তাই বলদেব তাকে হত্যা করতে ঈষৎ কুণ্ঠিত ছিলেন। বলরাম এমনও চিন্তা করছিলেন যে, যেহেতু এই গোপবালকটি প্রকৃতপক্ষে ছদ্মবেশী একজন অসুর, ঠিক সেই মুহূর্তে আর একটি এই রকম অসুর হয়ত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করছে। এভাবেই সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান বলরাম ভয়ঙ্কর প্রলম্বাসুরের সম্মুখে ঈষৎ ভীত হওয়ার লীলা প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

অথাগতস্মৃতিরভয়ো রিপুং বলো
বিহায় সার্থমিব হরন্তমাত্মনঃ ।
রুষাহনচ্ছিরসি দৃঢ়েন মুষ্টিনা
সুরাধিপো গিরিমিব বজ্ররংহসা ॥ ২৮ ॥

অথ—তার পর; **আগত-স্মৃতিঃ**—নিজেকে স্মরণ করে; **অভয়ঃ**—নির্ভয়ে; **রিপুম্**—তাঁর শত্রুকে; **বলঃ**—শ্রীবলরাম; **বিহায়**—পরিত্যাগ করে; **সার্থম্**—সঙ্গীগণকে; **ইব**—বাস্তবিকপক্ষে; **হরন্তম্**—অপহরণ করে; **আত্মনঃ**—নিজের; **রুষা**—ক্রোধের সঙ্গে; **অহনৎ**—তিনি আঘাত করলেন; **শিরসি**—মস্তকের উপরে; **দৃঢ়েন**—দৃঢ়; **মুষ্টিনা**—তাঁর মুষ্টি দ্বারা; **সুর-অধিপঃ**—দেবতাদের রাজা ইন্দ্র; **গিরিম্**—একটি পর্বতকে; **ইব**—ঠিক যেমন; **বজ্র**—তাঁর বজ্রের; **রংহসা**—ক্ষিপ্র বেগে।

অনুবাদ

প্রকৃত অবস্থা স্মরণ করে, নির্ভীক বলরাম হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, সেই অসুরটি তাঁকে অপহরণ করার চেষ্টা করে তাঁকে তাঁর সঙ্গীদের থেকে দূরে নিয়ে এসেছে। ভগবান তখন ক্রোধান্বিত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন তাঁর বজ্র দ্বারা পর্বতকে আঘাত করেন, তেমনভাবে তাঁর দৃঢ় মুষ্টি দ্বারা অসুরের মস্তকে আঘাত করলেন।

তাৎপর্য

প্রচুর বজ্রপাত পর্বতে আছড়ে পড়ে তার পাথুরে জমিকে যেভাবে খণ্ড খণ্ড করে, শ্রীবলরামের শক্তিশালী মুষ্টিও সেভাবেই অসুরের মস্তকের উপরে নেমে এসেছিল। *বিহায় সার্থমিব* কথাটিকে *বিহায়সা অর্থমিব* রূপেও বিভক্ত করা যেতে পারে, যার অর্থ হচ্ছে যে, আকাশের মহাজাগতিক পথে অসুরটি উড়ছিল, *বিহায়স*, বলরামকে বলপূর্বক নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে, যিনি ছিলেন তার *অর্থম্* অর্থাৎ কার্যের বিষয়।

শ্লোক ২৯

স আহতঃ সপদি বিশীর্ণমস্তকো
মুখাদ্ বমন্ রুধিরমপস্মৃতোঽসুরঃ ।
মহারবং ব্যসুরপতৎ সমীরয়ন্
গিরির্যথা মঘবত আয়ুধাহতঃ ॥ ২৯ ॥

সঃ—সে, প্রলম্বাসুর; **আহতঃ**—আঘাত প্রাপ্ত হয়ে; **সপদি**—তৎক্ষণাৎ; **বিশীর্ণ**—বিদীর্ণ হল; **মস্তকঃ**—তার মস্তক; **মুখাৎ**—তার মুখ থেকে; **বমন্**—বমি করতে

করতে; **রুধিরম্**—রক্ত; **অপস্মৃতঃ**—অচেতন; **অসুরঃ**—সেই অসুর; **মহারবম্**—বিকট শব্দ করতে করতে; **ব্যসুঃ**—প্রাণহীন; **অপতৎ**—সে পতিত হল; **সমীরয়ন্**—শব্দ করে; **গিরিঃ**—একটি পর্বতের; **যথা**—মতো; **মঘবতঃ**—ইন্দ্রের; **আয়ুধ**—অস্ত্রের দ্বারা; **আহতঃ**—আহত।

অনুবাদ

এভাবেই বলরামের মুষ্টির দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে, প্রলম্বের মস্তক তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ হল। অসুরটি মুখ দিয়ে রক্ত বমন করে তার সকল চেতনা হারাল এবং তার পর ইন্দ্রের বজ্রের দ্বারা বিধ্বস্ত কোনও পর্বতের মতো বিকট শব্দ করতে করতে সে প্রাণহীন হয়ে ভূমিতে পতিত হল।

শ্লোক ৩০

দৃষ্ট্বা প্রলম্বং নিহতং বলেন বলশালিনা ।
গোপাঃ সুবিস্মিতা আসন্ সাধু সাধ্বিবতি বাদিনঃ ॥ ৩০ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **প্রলম্বম্**—প্রলম্বাসুরকে; **নিহতম্**—নিহত; **বলেন**—শ্রীবলরামের দ্বারা; **বল-শালিনা**—বলশালী; **গোপাঃ**—গোপবালকগণ; **সুবিস্মিতা**—অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত; **আসন্**—হলেন; **সাধু সাধু**—'সাধু, সাধু'; **ইতি**—এই সকল শব্দ; **বাদিনঃ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

কিভাবে বলশালী বলরাম প্রলম্বাসুরকে বধ করেছিলেন তা দেখে গোপবালকগণ অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে 'সাধু! সাধু!' রব করলেন।

শ্লোক ৩১

আশিষোঽভিগৃণন্তস্তং প্রশশংসুস্তদর্হণম্ ।
প্রেত্যাগতমিবালিঙ্গ্য প্রেমবিহ্বলচেতসঃ ॥ ৩১ ॥

আশিষঃ—আশীর্বাদ; **অভিগৃণন্তঃ**—প্রচুর প্রদান করে; **তম্**—তাঁকে; **প্রশশংসুঃ**—তাঁরা প্রশংসা করলেন; **তৎ-অর্হণম্**—যিনি প্রশংসার যোগ্য তাঁকে; **প্রেত্য**—মৃত্যু থেকে; **আগতম্**—প্রত্যাগত; **ইব**—যেন; **আলিঙ্গ্য**—আলিঙ্গন করে; **প্রেম**—প্রেমবশত; **বিহ্বল**—অভিভূত; **চেতসঃ**—তাঁদের মন।

অনুবাদ

সকল প্রশংসার যোগ্য সেই বলরামকে তাঁরা প্রচুর আশীর্বাদ প্রদান করে তাঁর প্রশংসা করলেন। প্রেমের দ্বারা তাঁদের চিত্ত অভিভূত, তাই তাঁরা তাঁকে আলিঙ্গন করলেন যেন তিনি মৃত্যু থেকে ফিরে এসেছেন।

শ্লোক ৩২

পাপে প্রলম্বে নিহতে দেবাঃ পরমনির্বৃতাঃ ।
অভ্যবর্ষন্ বলং মাল্যৈঃ শশংসুঃ সাধু সাধ্বিতি ॥ ৩২ ॥

পাপে—পাপী; **প্রলম্বে**—প্রলম্বাসুর; **নিহতে**—নিহত হলে; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **পরম**—অতিশয়; **নির্বৃতাঃ**—সন্তুষ্ট হয়ে; **অভ্যবর্ষন্**—বর্ষণ করেছিলেন; **বলম্**—শ্রীবলরামের উপর; **মাল্যৈঃ**—ফুলের মালার দ্বারা; **শশংসুঃ**—তাঁরা প্রশংসা নিবেদন করেছিলেন; **সাধু সাধু ইতি**—'সাধু, সাধু' বলে।

অনুবাদ

পাপী প্রলম্বাসুর নিহত হলে, দেবতাগণ অত্যন্ত সুখ অনুভব করে শ্রীবলরামের উপর পুষ্পমাল্য বর্ষণ করলেন এবং 'সাধু, সাধু' বলে তাঁর কার্যের প্রশংসা করলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীবলরামের প্রলম্বাসুর বধ' নামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ঊনবিংশতি অধ্যায়

দাবানল গ্রাস

শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে গাভী ও গোপবালকদের মুঞ্জারণ্যের দাবানল থেকে রক্ষা করেছিলেন, তা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

একদিন গোপবালকেরা ক্রীড়ামগ্ন হলে গাভীরা বিচরণ করতে করতে এক গভীর বনে প্রবেশ করেছিল। সহসা দাবানল জ্বলে উঠল এবং তার আগুন থেকে বাঁচবার জন্য গাভীরা একটি বেতকুঞ্জে আশ্রয় নিল। গোপবালকেরা তাঁদের পশুদের দেখতে না পেয়ে, তাদের খুরের ছাপ, দন্ত দ্বারা ছিন্ন তৃণ ও অন্যান্য বৃক্ষ-লতাদি অনুসরণ করে তাদের খুঁজতে বের হলেন। অবশেষে বালকেরা গাভীদের খুঁজে পেয়ে বেত বন থেকে তাদের বের করে আনলেন। কিন্তু ততক্ষণে বালক ও গাভী উভয়কেই আশঙ্কিত করে দাবানল ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। তখন গোপবালকেরা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হলে, তিনি তাঁদের চোখ বন্ধ করতে বললেন। তাঁরা তাই করলে, মুহূর্তের মধ্যে তিনি সেই ভয়ানক দাবানলকে গ্রাস করলেন এবং তাঁদের সকলকে আগের অধ্যায়ে উল্লিখিত ভাণ্ডীর বৃক্ষের নিকট ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। তাঁর যোগশক্তির এই আশ্চর্যজনক প্রদর্শন প্রত্যক্ষ করে, গোপবালকেরা ভাবলেন কৃষ্ণ নিশ্চয়ই একজন দেবতা এবং তাঁরা তাঁর স্তুতি করতে শুরু করলেন। তার পর তাঁরা সকলে গৃহে ফিরে এলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ক্রীড়াসক্তেষু গোপেষু তদ্‌গাবো দূরচারিণীঃ ।
স্বৈরং চরন্ত্যো বিবিশুস্তৃণলোভেন গহ্বরম্ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ক্রীড়া**—তাঁদের ক্রীড়ায়; **আসক্তেষু**—যখন তাঁরা সম্পূর্ণভাবে মগ্ন ছিলেন; **গোপেষু**—গোপবালকেরা; **তৎ-গাবঃ**—তাঁদের গাভীগুলি; **দূর-চারিণীঃ**—দূরে বিচরণশীল; **স্বৈরম্**—স্বাধীনভাবে; **চরন্ত্যঃ**—বিচরণ করে; **বিবিশুঃ**—তারা প্রবেশ করল; **তৃণ**—তৃণের জন্য; **লোভেন**—লোভবশত; **গহ্বরম্**—একটি গভীর বনে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—গোপবালকেরা যখন সম্পূর্ণরূপে তাঁদের ক্রীড়ায় নিমগ্ন ছিলেন, তাঁদের গাভীরা অনেক দূরে বিচরণ করছিল। তারা আরও তৃণের

জন্য ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠে এবং তাদের নজরে রাখার কেউ না থাকায় তারা এক গভীর বনে প্রবেশ করল।

শ্লোক ২

অজা. গাবো মহিষ্যশ্চ নির্বিশন্ত্যো বনাদ্ বনম্ ।
ঈষীকাটবীং নির্বিবিশুঃ ক্রন্দন্ত্যো দাবতর্ষিতাঃ ॥ ২ ॥

অজাঃ—ছাগল; গাবঃ—গাভী; মহিষ্যঃ—মহিষ; চ—এবং; নির্বিশন্ত্যঃ—প্রবেশ করে; বনাৎ—এক বন থেকে; বনম্—আর এক বনে; ঈষীকাটবীম্—একটি বেত বনে; নির্বিবিশুঃ—তারা প্রবেশ করল; ক্রন্দন্ত্যঃ—ক্রন্দন করে; দাব—দাবানলের জন্য; তর্ষিতাঃ—তৃষ্ণার্ত।

অনুবাদ

গভীর বনের এক অংশ থেকে আর এক অংশে বিচরণ করতে করতে ছাগল, গাভী ও মহিষেরা তীক্ষ্ণ বেতের দ্বারা অধিক বেড়ে ওঠা একটি অঞ্চলে প্রবেশ করল। নিকটবর্তী দাবানলের তাপ তাদের তৃষ্ণার্ত করে তুলল এবং তারা কাতর হয়ে ক্রন্দন করতে লাগল।

শ্লোক ৩

তেঽপশ্যন্তঃ পশূন্ গোপাঃ কৃষ্ণরামাদয়স্তদা ।
জাতানুতাপা ন বিদুর্বিচিন্বন্তো গবাং গতিম্ ॥ ৩ ॥

তে—তারা; অপশ্যন্তঃ—দেখতে না পেয়ে; পশূন্—পশুদের; গোপাঃ—গোপবালকেরা; কৃষ্ণ-রাম-আদয়ঃ—কৃষ্ণ ও রামের নেতৃত্বে; তদা—তখন; জাত-অনুতাপাঃ—অনুতপ্ত হয়ে; ন বিদুঃ—তাঁরা জানত না; বিচিন্বন্তঃ—অন্বেষণ করে; গবাম্—গাভীদের; গতিম্—পথ।

অনুবাদ

কৃষ্ণ, রাম ও তাঁদের গোপসখারা সহসা তাঁদের সম্মুখে গাভীদের দেখতে না পেয়ে, তাদের উপেক্ষা করার জন্য অনুতপ্ত বোধ করলেন। বালকেরা চারদিকে অন্বেষণ করলেন, কিন্তু তারা কোথায় গিয়েছে তার সন্ধান তাঁরা পেলেন না।

শ্লোক ৪

তৃণৈস্তৎখুরদচ্ছিন্নৈর্গোষ্পদৈরঙ্কিতৈর্গবাম্ ।
মার্গমন্বগমন্ সর্বে নষ্টাজীব্যা বিচেতসঃ ॥ ৪ ॥

তৃণৈঃ—তৃণের দ্বারা; **তৎ**—সেই সমস্ত গাভীদের; **ক্ষুর**—খুর; **দৎ**—এবং দন্তের দ্বারা; **ছিন্নৈঃ**—ছিন্ন; **গোঃ-পদৈঃ**—ক্ষুরের ছাপের দ্বারা; **অঙ্কিতৈঃ**—(ভূমিতে) চিহ্নিত স্থানের দ্বারা; **গবাম্**—গাভীদের; **মার্গম্**—পথ; **অন্বগমন্**—তাঁরা অনুসরণ করলেন; **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **নষ্ট-আজীব্যাঃ**—তাঁদের জীবিকা নষ্ট হওয়ার; **বিচেতসঃ**—উদ্বেগে।

অনুবাদ

তখন বালকেরা গাভীদের পায়ের খুরের ছাপ এবং তাদের খুর ও দন্ত দ্বারা ছিন্ন তৃণ লক্ষ্য করে গাভীদের পথ খুঁজে বের করতে শুরু করলেন। সমস্ত গোপবালকেরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন কারণ তাঁদের জীবিকার উৎস তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন।

শ্লোক ৫

মুঞ্জাটব্যাং ভ্রষ্টমার্গং ক্রন্দমানং স্বগোধনম্ ।
সম্প্রাপ্য তৃষিতাঃ শ্রান্তাস্ততস্তে সংন্যবর্তয়ন্ ॥ ৫ ॥

মুঞ্জা-অটব্যাম্—মুঞ্জা অরণ্যে; **ভ্রষ্ট-মার্গম্**—যারা তাদের পথ হারিয়েছে; **ক্রন্দমানম্**—ক্রন্দনরত; **স্ব**—তাঁদের নিজেদের; **গো-ধনম্**—গাভীদের (এবং অন্যান্য পশুদের); **সম্প্রাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **তৃষিতাঃ**—যাঁরা ছিল তৃষ্ণার্ত; **শ্রান্তাঃ**—এবং পরিশ্রান্ত; **ততঃ**—তখন; **তে**—তাঁরা, গোপবালকেরা; **সংন্যবর্তয়ন্**—তাদের সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে চললেন।

অনুবাদ

মুঞ্জা অরণ্যের মধ্যে অবশেষে গোপবালকেরা তাঁদের মূল্যবান গাভীদের খুঁজে পেলেন, যারা তাদের পথ হারিয়ে ক্রন্দন করছিল। তারপর তৃষ্ণার্ত ও পরিশ্রান্ত বালকেরা গৃহে ফেরার পথের দিকে গাভীদের চারণা করলেন।

শ্লোক ৬

তা আহূতা ভগবতা মেঘগম্ভীরয়া গিরা ।
স্বনাম্নাং নিনদং শ্রুত্বা প্রতিনেদুঃ প্রহর্ষিতাঃ ॥ ৬ ॥

তাঃ—তারা; **আহূতাঃ**—আহূত; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **মেঘ-গম্ভীরয়া**—মেঘের মতো গম্ভীর; **গিরা**—তাঁর কণ্ঠস্বরের দ্বারা; **স্ব-নাম্নাম্**—তাদের নিজ নিজ নামের; **নিনদম্**—শব্দ; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **প্রতিনেদুঃ**—তারা উত্তর দিয়েছিল; **প্রহর্ষিতাঃ**—অত্যধিক আনন্দিত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান জলদগম্ভীর স্বরে পশুদের আহ্বান করলেন। তাদের নিজ নিজ নামের শব্দ শ্রবণ করে, গাভীরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উত্তর করে ভগবানকে সাড়া দিয়েছিল।

শ্লোক ৭

ততঃ সমন্তাদ্দবধূমকেতু-
র্যদৃচ্ছয়াভূৎ ক্ষয়কৃদ্ বনৌকসাম্ ।
সমীরিতঃ সারথিনোল্বণোল্মুকৈর্
বিলেলিহানঃ স্থিরজঙ্গমান্মহান্ ॥ ৭ ॥

ততঃ—তার পর; **সমন্তাৎ**—চতুর্দিকে; **দব-ধূমকেতুঃ**—এক ভয়ানক দাবানল; **যদৃচ্ছয়া**—সহসা; **অভূৎ**—আবির্ভূত হল; **ক্ষয়-কৃৎ**—বিনাশের ভীতি প্রদর্শন করে; **বনৌকসাম্**—বনে উপস্থিত সকলের জন্য; **সমীরিতঃ**—চালিত; **সারথিনা**—সারথি বায়ুর দ্বারা; **উল্বণ**—ভয়ানক; **উল্মুকৈঃ**—উল্কার মতো অগ্নিকণা; **বিলেলিহানঃ**—শিখা বিস্তার করে; **স্থিরজঙ্গমান্**—সকল স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীদেরকে; **মহান্**—প্রবল।

অনুবাদ

বনের সকল প্রাণীদের বিনাশের ইঙ্গিত দিয়ে সহসা এক প্রবল দাবানল চতুর্দিক থেকে প্রাদুর্ভূত হল। সারথির ন্যায় বায়ু অগ্নিকে বেগে চালিত করছিল এবং ভয়াল অগ্নিকণা চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। বাস্তবিকপক্ষে, সকল স্থাবর ও জঙ্গম জীবের দিকে প্রচণ্ড অগ্নি তার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করেছিল।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ, বলরাম ও গোপবালকেরা যখন তাঁদের গাভীদের নিয়ে গৃহে ফিরে যেতে উদ্যত হয়েছিল, ঠিক তখনই পূর্বে উল্লিখিত দাবানল নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বিস্তার লাভ করে তাঁদের সকলকে বেষ্টন করেছিল।

শ্লোক ৮

তমাপতন্তং পরিতো দবাগ্নিং
গোপাশ্চ গাবঃ প্রসমীক্ষ্য ভীতাঃ ।
ঊচুশ্চ কৃষ্ণং সবলং প্রপন্না
যথা হরিং মৃত্যুভয়ার্দিতা জনাঃ ॥ ৮ ॥

তম্—সেই; আপতন্তম্—তাঁদের প্রতি নিবদ্ধ করে; পরিতঃ—চতুর্দিকে, দব-অগ্নিম্—দাবানল; গোপাঃ—গোপবালকেরা; চ—এবং; গাবঃ—গাভীরা; প্রসমীক্ষ্য—মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করে; ভীতাঃ—ভীত; ঊচুঃ—তাঁরা বললেন; চ—এবং; কৃষ্ণম্—শ্রীকৃষ্ণ; স-বলম্—এবং শ্রীবলরামের; প্রপন্নাঃ—আশ্রয় গ্রহণ করে; যথা—যেমন; হরিম্—পরমেশ্বর ভগবানের; মৃত্যু—মৃত্যুর; ভয়—ভয়ে; অর্দিতাঃ—কাতর; জনাঃ—মানুষেরা।

অনুবাদ

যেই মাত্র গাভী ও গোপবালকেরা চতুর্দিক থেকে আক্রমণে উদ্যত দাবানল স্থির দৃষ্টিতে দর্শন করলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁরা ভীতগ্রস্ত হলেন। মৃত্যুর ভয়ে কাতর মানুষেরা যেমন পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়, তেমনই বালকেরা তখন আশ্রয়ের জন্য কৃষ্ণ ও বলরামের সমীপবর্তী হলেন। তখন বালকেরা তাঁদের এভাবে সম্বোধন করে বললেন।

শ্লোক ৯

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবীর হে রামামোঘবিক্রম ।
দাবাগ্নিনা দহ্যমানান্ প্রপন্নাংস্ত্রাতুমর্হথঃ ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ; মহাবীর—হে মহাবীর; হে রাম—হে রাম; অমোঘ-বিক্রম—যাদের পরাক্রম কখনও ব্যর্থ হয় না সেই তোমরা; দাব-অগ্নিনা—দাবানল দ্বারা; দহ্যমানান্—যারা দগ্ধ হচ্ছে; প্রপন্নান্—যারা শরণাগত; ত্রাতুম্ অর্হথঃ—দয়া করে রক্ষা কর।

অনুবাদ

[গোপবালকেরা বললেন—] হে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাবীর! হে রাম! অমোঘ বিক্রম! যারা এই দাবানলে দগ্ধ হতে চলেছে এবং তোমাদের আশ্রয় গ্রহণ করতে এসেছে, দয়া করে তোমরা সেই সমস্ত ভক্তদের রক্ষা কর।

শ্লোক ১০

নূনং ত্বদ্বান্ধবাঃ কৃষ্ণ ন চার্হন্ত্যবসাদিতুম্ ।
বয়ং হি সর্বধর্মজ্ঞ ত্বন্নাথাস্ত্বৎপরায়ণাঃ ॥ ১০ ॥

নূনম্—অবশ্যই; ত্বৎ—তোমার; বান্ধবাঃ—বন্ধুদের; কৃষ্ণ—আমাদের প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ; ন—কখনই নয়; চ—এবং; অর্হন্তি—যোগ্য; অবসাদিতুম্—বিনাশ প্রাপ্ত হবার; বয়ম্—আমরা; হি—আরও; সর্ব-ধর্মজ্ঞ—হে সর্ব ধর্মজ্ঞ; ত্বৎ-নাথাঃ—তুমিই আমাদের প্রভু; ত্বৎ-পরায়ণাঃ—তোমাতেই নিবেদিত।

অনুবাদ

কৃষ্ণ! তোমার নিজের সখাদের অবশ্যই বিনাশ প্রাপ্ত হওয়া উচিত নয়। হে সর্ব ধর্মজ্ঞ, আমরা তোমাকে আমাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করেছি এবং আমরা তোমার প্রতি আত্ম-সমর্পিত!

শ্লোক ১১

শ্রীশুক উবাচ

বচো নিশম্য কৃপণং বন্ধূনাং ভগবান্ হরিঃ।
নিমীলয়ত মা ভৈষ্ট লোচনানীত্যভাষত ॥ ১১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **বচঃ**—বাক্য; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **কৃপণম্**—করুণ; **বন্ধূনাম্**—তাঁর সখাদের; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **হরিঃ**—হরি; **নিমীলয়ত**—কেবল বন্ধ কর; **মা ভৈষ্ট**—ভীত হবে না; **লোচনানি**—তোমাদের নেত্রদ্বয়; **ইতি**—এভাবে; **অভাষত**—তিনি বললেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—তাঁর সখাদের কাছ থেকে এরূপ করুণ বাক্য শ্রবণ করে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের বললেন, "কেবল তোমাদের চোখ দুটি বন্ধ কর এবং ভয় পেয়ো না।"

তাৎপর্য

কৃষ্ণ ও তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের মধ্যে সরল, বিনীত সম্পর্কটি এই শ্লোকে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হয়েছে। পরমতত্ত্ব, পরম শক্তিমান ভগবান প্রকৃতপক্ষে একজন অল্পবয়স্ক, কৃষ্ণ নামক আনন্দময় গোপবালক। ভগবান যৌবন-সম্পন্ন আর তাঁর মানসিকতা ক্রীড়াসুলভ। যখন তিনি তাঁর অতি প্রিয় বন্ধুদের দাবানলের ভয়ে অত্যন্ত ভীতগ্রস্ত দেখলেন, তখন তিনি কেবলমাত্র তাঁদের ভয় না পেয়ে তাঁদের চোখ বন্ধ করতে বললেন। তার পর শ্রীকৃষ্ণ যা করলেন তা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১২

তথেতি মীলিতাক্ষেষু ভগবানগ্নিমুল্বণম্।
পীত্বা মুখেন তান্ কৃচ্ছ্রাদ্‌যোগাধীশো ব্যমোচয়ৎ ॥ ১২ ॥

তথা—তাই হোক; **ইতি**—এভাবেই বলে; **মীলিত**—বন্ধ করলেন; **অক্ষেষু**—তাঁদের নেত্রদ্বয়; **ভগবান্**—ভগবান; **অগ্নিম্**—অগ্নিকে; **উল্বণম্**—ভয়ঙ্কর; **পীত্বা**—পান করে;

মুখেন—তাঁর মুখ দিয়ে; **তান্**—তাঁদের; **কৃচ্ছ্রাৎ**—সঙ্কট থেকে; **যোগ-অধীশঃ**—সমস্ত যোগশক্তির পরম নিয়ন্ত্রণকারী; **ব্যমোচয়ৎ**—উদ্ধার করলেন।

অনুবাদ

'তাই হোক' উত্তর দিয়ে বালকেরা তৎক্ষণাৎ তাঁদের নেত্রদ্বয় মুদিত করলেন। তখন সমস্ত যোগশক্তির অধীশ্বর পরমেশ্বর ভগবান তাঁর মুখ দিয়ে ভয়ঙ্কর অগ্নিকে পান করে সঙ্কট থেকে তাঁর সখাদের রক্ষা করলেন।

তাৎপর্য

গোপবালকেরা অত্যন্ত ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে কষ্টভোগ করছিলেন এবং সেই সঙ্গে ভয়ঙ্কর দাবানল যেন তাঁদের গ্রাস করতে আসছিল। এখানে *কৃচ্ছ্রাৎ* শব্দটির দ্বারা এই সমস্ত কিছুকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

শ্লোক ১৩

ততশ্চ তেঽক্ষীণ্যুন্মীল্য পুনর্ভাণ্ডীরমাপিতাঃ ।
নিশম্য বিস্মিতা আসন্নাত্মানং গাশ্চ মোচিতাঃ ॥ ১৩ ॥

ততঃ—তার পর; **চ**—এবং; **তে**—তাঁরা; **অক্ষীণি**—তাঁদের নেত্র যুগল; **উন্মীল্য**—উন্মীলন করে; **পুনঃ**—পুনরায়; **ভাণ্ডীরম্**—ভাণ্ডীর; **আপিতাঃ**—আনীত হলেন; **নিশম্য**—দেখে; **বিস্মিতাঃ**—বিস্মিত; **আসন্**—তাঁরা হলেন; **আত্মানম্**—নিজেদের; **গাঃ**—গাভীদের; **চ**—ও; **মোচিতাঃ**—রক্ষিত।

অনুবাদ

গোপবালকেরা তাঁদের চক্ষু উন্মীলিত করে এবং বিস্মিত হয়ে দেখলেন, তাঁরা ও গাভীরা যে শুধু ভয়ঙ্কর দাবানল থেকেই রক্ষা পেয়েছেন তাই নয়, তাঁদের সকলকেই পুনরায় সেই ভাণ্ডীর বৃক্ষের নিকট নিয়ে আসা হয়েছে।

শ্লোক ১৪

কৃষ্ণস্য যোগবীর্যং তদ্ যোগমায়ানুভাবিতম্ ।
দাবাগ্নেরাত্মনঃ ক্ষেমং বীক্ষ্য তে মেনিরেঽমরম্ ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণস্য—শ্রীকৃষ্ণের; **যোগ-বীর্যম্**—যোগশক্তি; **তৎ**—সেই; **যোগ-মায়া**—তাঁর অন্তরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা; **অনুভাবিতম্**—সম্পাদিত; **দাব-অগ্নেঃ**—দাবানল থেকে; **আত্মনঃ**—নিজেদের; **ক্ষেমম্**—উদ্ধার; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **তে**—তাঁরা; **মেনিরে**—ভাবলেন; **অমরম্**—একজন দেবতা।

অনুবাদ

গোপবালকেরা যখন দেখলেন যে, ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রকাশিত তাঁর যোগশক্তির দ্বারা তাঁরা দাবানল থেকে রক্ষা পেয়েছেন, তাঁরা মনে করতে লাগলেন যে, কৃষ্ণ অবশ্যই একজন দেবতা।

তাৎপর্য

বৃন্দাবনের গোপবালকেরা কৃষ্ণকে তাঁদের একমাত্র সখা ও ভক্তির বিষয়রূপেই কেবল ভালবাসতেন। তাঁদের এই ভাব বর্ধিত করার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ তাঁদের তাঁর যোগশক্তি প্রদর্শন করে ভয়ঙ্কর দাবানল থেকে তাঁদের রক্ষা করেছিলেন।

গোপবালকেরা কখনই কৃষ্ণের সঙ্গে তাদের প্রেমময়ী সখ্যভাব পরিত্যাগ করেন না। তাই, কৃষ্ণকে ভগবান বিবেচনা করার চেয়ে, তাঁর অদ্ভুত শক্তি দর্শন করে তাঁরা ভেবেছিলেন যে, সম্ভবত তিনি একজন দেবতা। কিন্তু যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাঁদের প্রিয়তম সখা, তাই তাঁরাও তাঁর সমান স্তরেই ছিলেন, আর এভাবেই তাঁরা ভেবেছিলেন যে, তাঁরা নিজেরাও নিশ্চয়ই দেবতা। এভাবেই কৃষ্ণের গোপবালক সখারা ভাবে অভিভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

গাঃ সন্নিবর্ত্য সায়াহ্নে সহরামো জনার্দনঃ ।
বেণুং বিরণয়ন্ গোষ্ঠমগাদ্ গোপৈরভিষ্টুতঃ ॥ ১৫ ॥

গাঃ—গাভীরা; **সন্নিবর্ত্য**—প্রত্যাবর্তন করে; **সায়-অহ্নে**—সায়াহ্নে; **সহ-রামঃ**—শ্রীবলরামের সঙ্গে; **জনার্দনঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **বেণুম্**—তাঁর বাঁশি; **বিরণয়ন্**—বিশেষভাবে বাজাতে বাজাতে; **গোষ্ঠম্**—গোপদের গ্রামে; **অগাৎ**—গমন করলেন; **গোপৈঃ**—গোপবালকদের দ্বারা; **অভিষ্টুতঃ**—স্তূয়মান হয়ে।

অনুবাদ

সায়াহ্নে বলরামের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গাভীদের নিয়ে গৃহের দিকে ফিরে চললেন। তাঁর বাঁশিটি বিশেষভাবে বাজাতে বাজাতে, কৃষ্ণ তাঁর মহিমা কীর্তনকারী গোপসখাদের সঙ্গে গোষ্ঠে ফিরে এলেন।

শ্লোক ১৬

গোপীনাং পরমানন্দ আসীদ্ গোবিন্দদর্শনে ।
ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনাভবৎ ॥

গোপীনাম্—যুবতী গোপবালিকাদের; **পরম-আনন্দঃ**—সর্বোত্তম আনন্দ; **আসীৎ**—জাগরিত হয়েছিল; **গোবিন্দ-দর্শনে**—গোবিন্দকে দেখে; **ক্ষণম্**—একটি মুহূর্ত; **যুগ-শতম্**—শত যুগ; **ইব**—ঠিক যেন; **যাসাম্**—যাঁদের নিকট; **যেন**—যাঁকে (কৃষ্ণকে); **বিনা**—ব্যতীত; **অভবৎ**—হয়েছিল।

অনুবাদ

যেহেতু গোপীদের নিকট গোবিন্দের সঙ্গ ব্যতীত ক্ষণকালও শত যুগের মতো মনে হত, তাই তাঁকে গৃহে আসতে দেখে যুবতী গোপীগণ পরম আনন্দ লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

জ্বলন্ত দাবানল থেকে গোপবালকদের রক্ষা করার পর, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জ্বলন্ত বিরহের অগ্নি থেকে গোপীদের রক্ষা করলেন। শ্রীমতী রাধারাণী প্রমুখ গোপীগণের কৃষ্ণের প্রতি পরম প্রেম হেতু তাঁর একটি মুহূর্তের বিরহও তাঁদের কাছে লক্ষ লক্ষ বছর বলে মনে হত। গোপীগণ ভগবানের সর্বোত্তম ভক্ত এবং কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ এই গ্রন্থে পরে বর্ণনা করা হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'দাবানল গ্রাস' নামক ঊনবিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

বিংশতি অধ্যায়

বৃন্দাবনে বর্ষা ও শরৎ ঋতু

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলার বর্ণনা বর্ধিত করার অভিপ্রায়ে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই অধ্যায়ে বর্ষা ও শরৎ ঋতুতে বৃন্দাবনের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনা উপস্থাপনকালে রূপকার্থে তিনি নানা মধুর উপদেশ প্রদান করেছেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

তয়োস্তদদ্ভুতং কর্ম দাবাগ্নের্মোক্ষমাত্মনঃ ।
গোপাঃ স্ত্রীভ্যঃ সমাচখ্যুঃ প্রলম্ববধমেব চ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তয়োঃ**—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম তাঁদের দুজনের; **তৎ**—সেই; **অদ্ভুতম্**—বিস্ময়কর; **কর্ম**—কর্ম; **দাব-অগ্নেঃ**—দাবানল থেকে; **মোক্ষম্**—উদ্ধার; **আত্মনঃ**—নিজেদের; **গোপাঃ**—গোপবালকেরা; **স্ত্রীভ্যঃ**—স্ত্রীদের নিকট; **সমাচখ্যুঃ**—তাঁরা সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন; **প্রলম্ব-বধম্**—প্রলম্বাসুর বধ; **এব**—বস্তুত; **চ**—ও।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—তার পর গোপবালকেরা বৃন্দাবনের স্ত্রীদের নিকট দাবানল থেকে তাঁদের উদ্ধার এবং প্রলম্বাসুর বধরূপ কৃষ্ণ ও বলরামের অদ্ভুত কর্ম বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লোক ২

গোপবৃদ্ধাশ্চ গোপ্যশ্চ তদুপাকর্ণ্য বিস্মিতাঃ ।
মেনিরে দেবপ্রবরৌ কৃষ্ণরামৌ ব্রজং গতৌ ॥ ২ ॥

গোপ-বৃদ্ধাঃ—বৃদ্ধ গোপগণ; **চ**—এবং; **গোপ্যঃ**—বৃদ্ধা গোপীগণ; **চ**—ও; **তৎ**—তা; **উপাকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **বিস্মিতাঃ**—বিস্মিত; **মেনিরে**—তাঁরা বিবেচনা করলেন; **দেব-প্রবরৌ**—দুজন প্রধান দেবতা; **কৃষ্ণ-রামৌ**—কৃষ্ণ ও বলরাম ভ্রাতৃদের; **ব্রজম্**—বৃন্দাবনে; **গতৌ**—আগত।

অনুবাদ

বৃদ্ধ গোপ ও বৃদ্ধা গোপীগণ এই বর্ণনা শ্রবণ করে বিস্মিত হয়েছিলেন এবং তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, কৃষ্ণ ও বলরাম অবশ্যই মহান কোনও দেবতা হবেন যাঁরা বৃন্দাবনে আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্লোক ৩

ততঃ প্রাবর্তত প্রাবৃট্ সর্বসত্ত্বসমুদ্ভবা ।
বিদ্যোতমানপরিধির্বিস্ফূর্জিতনভস্তলা ॥ ৩ ॥

ততঃ—তার পর; **প্রাবর্তত**—শুরু হল; **প্রাবৃট্**—বর্ষা ঋতু; **সর্বসত্ত্ব**—সকল প্রাণীর; **সমুদ্ভবা**—উৎপত্তির উৎস; **বিদ্যোতমান**—বিদ্যুতের চমক; **পরিধিঃ**—দিগন্ত; **বিস্ফূর্জিত**—(মেঘগর্জনের দ্বারা) ক্ষোভিত হল; **নভঃ-তলা**—আকাশ।

অনুবাদ

তার পর সমস্ত প্রাণীর জীবন ও খাদ্য প্রদানকারী বর্ষা ঋতু শুরু হল। আকাশে গুড়গুড় মেঘগর্জন আর দিগন্তে বিদ্যুৎ চমকিত হতে লাগল।

শ্লোক ৪

সান্দ্রনীলাম্বুদৈর্ব্যোম সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুভিঃ ।
অস্পষ্টজ্যোতিরাচ্ছন্নং ব্রহ্মেব সগুণং বভৌ ॥ ৪ ॥

সান্দ্র—গভীর; **নীল**—নীল; **অম্বুদৈঃ**—মেঘ দ্বারা; **ব্যোম**—আকাশ; **স-বিদ্যুৎ**—বিদ্যুৎ; **স্তনয়িত্নুভিঃ**—এবং মেঘগর্জন সহ; **অস্পষ্ট**—অস্পষ্ট; **জ্যোতিঃ**—জ্যোতি; **আচ্ছন্নম্**—আচ্ছাদিত; **ব্রহ্ম**—আত্মা; **ইব**—যেন; **স-গুণম্**—প্রকৃতির জড় গুণের দ্বারা; **বভৌ**—প্রকাশিত ছিল।

অনুবাদ

আকাশ তখন বিদ্যুৎ ও গর্জন সহ ঘন নীল মেঘের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। আত্মা যেমন জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, সেভাবেই আকাশ ও তার স্বাভাবিক জ্যোতি আচ্ছাদিত ছিল।

তাৎপর্য

বিদ্যুৎকে সত্ত্বগুণের সঙ্গে, গর্জনকে রজোগুণের সঙ্গে এবং মেঘকে তমোগুণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এভাবেই বর্ষা ঋতুর প্রারম্ভে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হচ্ছে প্রকৃতির গুণের দ্বারা বিচলিত শুদ্ধ আত্মাসদৃশ, কারণ সেই সময় সে আচ্ছাদিত থাকার ফলে তার আদি উজ্জ্বল প্রকৃতি জড় গুণাবলীর কুয়াশাচ্ছন্নতার ভিতর দিয়ে নিষ্প্রভভাবে প্রতিফলিত হয়।

শ্লোক ৫

অষ্টৌ মাসান্নিপীতং যদ্ ভূম্যাশ্চোদময়ং বসু ।
স্বগোভির্মোক্তুমারেভে পর্জন্যঃ কাল আগতে ॥ ৫ ॥

অষ্টৌ—আট; **মাসান্**—মাস ধরে; **নিপীতম্**—পান করেছিল; **যৎ**—যে; **ভূম্যাঃ**—পৃথিবীর; **চ**—এবং; **উদ-ময়ম্**—জলরূপ; **বসু**—ধন; **স্ব-গোভিঃ**—তার নিজের কিরণের দ্বারা; **মোক্তুম্**—মুক্ত করতে; **আরেভে**—শুরু করল; **পর্জন্যঃ**—সূর্য; **কাল**—উপযুক্ত সময়; **আগতে**—যখন তা উপস্থিত হয়েছে।

অনুবাদ

সূর্য তার রশ্মি দ্বারা আট মাস ধরে পৃথিবীর জলরূপ ধন শোষণ করেছিল। এখন উপযুক্ত সময় এসেছে, সূর্য তার সেই সঞ্চিত ধন মোচন করতে শুরু করল।

তাৎপর্য

আচার্যগণ পৃথিবীর জল-সম্পদকে সূর্যের বাষ্পে পরিণত করা রাজার কর সংগ্রহের সঙ্গে তুলনা করেছেন। *লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, বিংশতি অধ্যায়ে শ্রীল প্রভুপাদ এই উপমা এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—"সূর্যকিরণের দ্বারা ভূমি থেকে আকর্ষিত সঞ্চিত জলই হচ্ছে মেঘপুঞ্জ। আট মাস ধরে সূর্য পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে সমস্ত রকমের জল বাষ্পে পরিণত করে এবং এই জল মেঘের আকারে সঞ্চিত হয়, যা প্রয়োজনের সময় জলরূপে নেমে আসে। তেমনই, সরকার নাগরিকদের কাছ থেকে বিভিন্ন রকমের কর সংগ্রহ করেন, যা তারা কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প আদি তাদের বিভিন্ন জাগতিক কার্যকলাপের দ্বারা প্রদান করতে সক্ষম হয়। এভাবেই আয়কর এবং বিক্রয়কর রূপেও সরকার কর সংগ্রহ করতে পারেন। সরকারের এই কর সংগ্রহ পৃথিবী থেকে সূর্যের জল সংগ্রহের সঙ্গে তুলনীয়। যখন পৃথিবীর উপরিভাগে আবার জলের প্রয়োজন হয়, তখন সেই একই সূর্যকিরণ জলকে মেঘে পরিণত করে পৃথিবীর সর্বত্র বিতরণ করে। তেমনই, সরকার যে কর আদায় করেন তা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমাজসেবা, স্বাস্থ্য-উন্নয়ন প্রকল্প আদি জনহিতকর কার্যের মাধ্যমে জনগণের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া কর্তব্য। আদর্শ সরকারের পক্ষে এটি অবশ্য করণীয়। অনর্থক অপব্যয় করার জন্য সরকারের কর আদায় করা উচিত নয়; সংগৃহীত কর রাষ্ট্রের জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করা উচিত।"

শ্লোক ৬

তড়িদ্বন্তো মহামেঘাশ্চণ্ডশ্বসনবেপিতাঃ ।
প্রীণনং জীবনং হ্যস্য মুমুচুঃ করুণা ইব ॥ ৬ ॥

তড়িৎ-বন্তঃ—বিদ্যুৎ প্রদর্শন করে; **মহা-মেঘাঃ**—বিশাল মেঘরাশি; **চণ্ড**—প্রচণ্ড; **শ্বসন**—বায়ুর দ্বারা; **বেপিতাঃ**—কম্পিত; **প্রীণনম্**—তৃপ্তিদান; **জীবনম্**—তাদের

জীবন (তাদের জল); **হি**—বাস্তবিকপক্ষে; **অস্য**—এই জগতের; **মুমুচুঃ**—তারা মোচন করল; **করুণাঃ**—কৃপাময় ব্যক্তিগণ; **ইব**—ঠিক যেন।

অনুবাদ

বিদ্যুতের দ্বারা চমকিত হয়ে বিশাল মেঘরাশি কম্পিত এবং প্রচণ্ড বায়ু দ্বারা চালিত হচ্ছিল। ঠিক কৃপাময় ব্যক্তির মতো মেঘরাশি এই পৃথিবীর সুখের জন্য তাদের জীবন দান করছিল।

তাৎপর্য

ঠিক যেমন মহৎ ও করুণাময় ব্যক্তিগণ কখনও কখনও সমাজের সুখের জন্য তাঁদের জীবন বা সম্পদ দান করেন, তেমনই বর্ষার মেঘরাশিও শুষ্ক পৃথিবীর উপর তাদের বৃষ্টি ঢেলে দেয়। যদিও এর ফলে মেঘেরা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তারা পৃথিবীর সুখের জন্য মুক্তভাবেই বর্ষণ করে।

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকের উপর এভাবে ভাষ্য প্রদান করেছেন—"বর্ষা ঋতুর সময়ে, প্রবল বায়ু সমগ্র দেশের উপর দিয়ে ঝড়ের বেগে প্রবাহিত হয় এবং জল বিতরণ করার জন্য মেঘগুলিকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বহন করে নিয়ে যায়। গ্রীষ্মের পরে যখন জলের অত্যন্ত প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন মেঘগুলিকে ধনী লোকের মতো মনে হয়, যিনি অভাবকালে তাঁর সমগ্র ধনভাণ্ডার উজাড় করেও বিতরণ করেন। বর্ষার মেঘগুলিও তেমনই পৃথিবীর উপরিভাগের সর্বত্র জল বিতরণ করে নিঃশেষিত হয়ে পড়ে।

কথিত আছে যে, শ্রীরামচন্দ্রের পিতা মহারাজ দশরথ যখন তাঁর শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতেন, তখন কৃষক যেমন তার জমি থেকে সমস্ত আগাছাগুলি সমূলে উৎপাটিত করে, ঠিক সেভাবেই তাঁর শত্রুদের দিকে তিনি এগিয়ে যেতেন। আর যখন দান করার প্রয়োজন হত, তখন মেঘ যেভাবে বৃষ্টি বিতরণ করে ঠিক সেভাবেই তিনি অর্থ দান করতেন। মেঘের জল বিতরণ এতই উদার যে, মহান ও উদারচিত্ত ব্যক্তির ধন বিতরণের সঙ্গে তার তুলনা করা যায়। মেঘের প্রবল বর্ষণ এতই পর্যাপ্ত যে, পাথরের উপর, পাহাড়ের উপর, সাগর-মহাসাগরের উপর, যেখানে জলের কোন প্রয়োজন নেই সেখানেও বৃষ্টি পড়ে। মেঘ যেন এক দানশীল ব্যক্তির মতো যিনি বিতরণের জন্য তাঁর কোষাগার উন্মুক্ত করেন এবং বিচার করেন দেখেন না যে, তাঁর সেই দানে কারও প্রয়োজন আছে কি নেই। তিনি মুক্তহস্তে দান করে চলেন।"

রূপকার্থে বলতে গেলে, বর্ষার মেঘরাশির মধ্যে বিদ্যুৎ যেন আলো যার দ্বারা মেঘেরা পৃথিবীর দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা দর্শন করে, আর প্রবাহিত বায়ু তাদের দীর্ঘ

নিঃশ্বাস, যেমন কোন দুঃখীজনের মধ্যে দেখা যায়। পৃথিবীর অবস্থা দেখে দুঃখিত হয়ে, করুণাময় ব্যক্তির মতো মেঘরাশি বাতাসে কম্পিত হতে থাকে। তাই তারা তাদের বৃষ্টিধারা বর্ষণ করে।

শ্লোক ৭

তপঃকৃশা দেবমীঢ়া আসীদ্ বর্ষীয়সী মহী ।
যথৈব কাম্যতপসস্তনুঃ সম্প্রাপ্য তৎফলম্ ॥ ৭ ॥

তপঃ-কৃশা—গ্রীষ্মের তাপের দ্বারা কৃশ; **দেব-মীঢ়া**—বৃষ্টির দেবতা দ্বারা কৃপাপূর্ণভাবে বর্ষিত হয়; **আসীৎ**—হয়ে ওঠে; **বর্ষীয়সী**—সম্পূর্ণ পুষ্ট; **মহী**—পৃথিবী; **যথা এব**—ঠিক যেন; **কাম্য**—ইন্দ্রিয়-তর্পণের উপর প্রতিষ্ঠিত; **তপসঃ**—তপস্বীর; **তনুঃ**—দেহ; **সম্প্রাপ্য**—লাভের পর; **তৎ**—সেই তপস্যার; **ফলম্**—ফল।

অনুবাদ

গ্রীষ্মের তাপে পৃথিবী শীর্ণ হয়ে যান, কিন্তু বৃষ্টির দেবতার দ্বারা যখন সিক্ত হন, তখন তিনি পূর্ণরূপে পুষ্ট হয়ে ওঠেন। এভাবেই পৃথিবী এক ব্যক্তির মতো যাঁর দেহ এক জাগতিক উদ্দেশ্যে তপস্যার দ্বারা কৃশ হয়েছে, কিন্তু যিনি তাঁর তপস্যার ফল লাভ করার পর পুনরায় পরিপূর্ণভাবে পুষ্ট হয়ে ওঠেন।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে, এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন—"বর্ষার আগমনের পূর্বে, সমগ্র পৃথিবীপৃষ্ঠ প্রায় শক্তিহীনা হয়ে পড়েছিল এবং তাই অত্যন্ত কৃশ দেখাচ্ছিল। বর্ষার পরে, পৃথিবীপৃষ্ঠ গাছপালায় সবুজে পরিণত হয় এবং তা অত্যন্ত সুস্থ ও সবল বলে মনে হয়। এখানে, পৃথিবীকে জড় বাসনা চরিতার্থ করার মানসে তপস্যারত মানুষের সঙ্গেই তুলনা করা হয়েছে। বর্ষা ঋতুর পর পৃথিবীর সমৃদ্ধ অবস্থাকে জড় বাসনার পূর্ণতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কখনও কখনও, কোনও অবাঞ্ছিত সরকার যখন কোনও দেশের উপর রাজত্ব করে, তখন সেই দেশের মানুষেরা এবং সেখানকার রাজনৈতিক দলগুলি সরকারের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার জন্য কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও তপশ্চর্যা করে এবং তার পর তারা যখন ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, তখন নিজেদের মধ্যে পর্যাপ্ত বেতন প্রদান করে তারা মহা আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করতে থাকে। বর্ষা ঋতুতে পৃথিবীর আড়ম্বর অনেকটা এই রকম। প্রকৃতপক্ষে, চিন্ময় আনন্দ লাভের জন্যই কেবল কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন করা উচিত। *শ্রীমদ্ভাগবতে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করার জন্যই কেবল তপস্যা করা উচিত। ভগবৎ-ভক্তিতে

তপশ্চর্যা গ্রহণের মাধ্যমে যে কেউ তার পারমার্থিক জীবন পুনরুদ্ধার করতে পারে এবং কেউ যখন তার পারমার্থিক জীবন লাভ করে, তখন সে অন্তহীন চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু কেউ যদি কোনও জড়জাগতিক লাভের জন্য তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন করে, তা হলে *ভগবদ্‌গীতায়* বলা হয়েছে যে, তার ফল ক্ষণস্থায়ী এবং অল্প বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানুষেরাই কেবল তা কামনা করে।”

শ্লোক ৮

নিশামুখেষু খদ্যোতাস্তমসা ভান্তি ন গ্রহাঃ ।
যথা পাপেন পাষণ্ডা ন হি বেদাঃ কলৌ যুগে ॥ ৮ ॥

নিশা-মুখেষু—সন্ধ্যাকালে; **খদ্যোতাঃ**—জোনাকি পোকারা; **তমসা**—অন্ধকারের জন্য; **ভান্তি**—দীপ্তি পায়; **ন**—না; **গ্রহাঃ**—গ্রহগুলি; **যথা**—যেমন; **পাপেন**—পাপকর্মের জন্য; **পাষণ্ডাঃ**—নাস্তিক মতবাদগুলি; **ন**—এবং না; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **বেদাঃ**—বেদসকল; **কলৌ যুগে**—কলিযুগে।

অনুবাদ

এই কলিযুগে পাপকর্মের প্রাধান্য হেতু নাস্তিক মতবাদগুলি যেভাবে বেদের প্রকৃত জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে রাখে, ঠিক সেভাবেই বর্ষাকালে সন্ধ্যার সময়ে অন্ধকারে নক্ষত্রসকল দীপ্তি না পেয়ে জোনাকি পোকারা দীপ্তি পেতে থাকে।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ ভাষ্য প্রদান করেছেন এভাবে—“বর্ষাকালে, সন্ধ্যার অন্ধকারে গাছের উপরে, এখানে সেখানে সর্বত্রই অনেক জোনাকি পোকা দেখা যায় এবং তারা আলোক-শিখার মতো জ্বলজ্বল করতে থাকে। কিন্তু সেই সময় আকাশে চন্দ্র ও নক্ষত্র আদি জ্যোতিষ্কগুলি দেখা যায় না। তেমনই, কলিযুগে নাস্তিক ও দুষ্কৃতকারীরা অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করে, কিন্তু পারমার্থিক মুক্তির জন্য বৈদিক নীতির অনুসরণকারী ব্যক্তিরা বাস্তবিকপক্ষে সকলের দৃষ্টির অগোচরে থেকে যান। এই কলিযুগকে জীবদের মেঘাচ্ছন্ন কালের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই যুগে জড় সভ্যতার উন্নতির প্রভাবে প্রকৃত জ্ঞান আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছে। সস্তা মনোধর্মী, নাস্তিক এবং তথাকথিত সমস্ত ধর্ম প্রবর্তকেরা জোনাকি পোকার মতো প্রাধান্য বিস্তার করে, কিন্তু যথাযথভাবে বৈদিক নীতি ও শাস্ত্রীয় নির্দেশ পালনকারী ব্যক্তিরা এই যুগের মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়েন।

“জোনাকির আলোর পরিবর্তে মানুষের সূর্য, চন্দ্র, তারকা আদি আকাশের প্রকৃত জ্যোতিষ্কের সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, অন্ধকার রাত্রে জোনাকি পোকা

মোটেই আলোক দিতে পারে না। বর্ষাকালেও আকাশ মেঘমুক্ত হলে যেমন সূর্য, চন্দ্র ও তারাদের আবার দেখা যায়, তেমনই কলিযুগেও কখনও কখনও বিশেষ সুযোগ সুবিধা লাভ হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৈদিক আন্দোলন—'হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র' বিতরণ এভাবেই হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। যে সমস্ত মানুষ যথার্থ জীবন লাভ করতে আন্তরিকভাবে আগ্রহান্বিত, মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনাকারীর তথাকথিত আলোকের দিকে তাকানোর পরিবর্তে এই আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করা তাদের কর্তব্য।"

শ্লোক ৯

শ্রুত্বা পর্জন্যনিনদং মণ্ডূকাঃ সসৃজুর্গিরঃ ।
তূষ্ণীং শয়ানাঃ প্রাগ্ যদ্বদ্ ব্রাহ্মণা নিয়মাত্যয়ে ॥ ৯ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; **পর্জন্য**—বর্ষার মেঘের; **নিনদম্**—ধ্বনি; **মণ্ডূকাঃ**—ব্যাঙেরা; **সসৃজুঃ**—শুরু করল; **গিরাঃ**—তাদের শব্দ; **তূষ্ণীম্**—মৌনভাবে; **শয়ানাঃ**—শায়িত; **প্রাক্**—পূর্বে; **যদ্বৎ**—ঠিক যেমন; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রাহ্মণ ছাত্রগণ; **নিয়ম-অত্যয়ে**—তাঁদের প্রাতঃকালীন কর্তব্য সমাপ্তের পর।

অনুবাদ

ব্যাঙেরা সর্বক্ষণ নীরবে শায়িত ছিল, কিন্তু বর্ষার মেঘধ্বনি শ্রবণ করে হঠাৎই তারা ডাকতে শুরু করল, ঠিক যেভাবে ব্রাহ্মণ ছাত্রগণ নিঃশব্দে তাঁদের প্রাতঃ কালীন কর্তব্য সম্পাদন করার পর শিক্ষকের আহ্বান শোনা মাত্রই তাঁদের পাঠ আবৃত্তি করতে শুরু করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করেন, "প্রথম বৃষ্টির পর যখন মেঘের গর্জন হয়, তখন ব্যাঙেরা ডাকতে থাকে। তাদের ডাক শুনে মনে হয় যেন পড়ুয়ারা পাঠ করছে। ছাত্রদের সাধারণত খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠা উচিত। কিন্তু তারা সাধারণত নিজেদের ইচ্ছামতো ঘুম থেকে ওঠে না, কিন্তু মন্দিরে অথবা গুরুকুলে যখন ঘণ্টা বাজে, তখন সেই ঘণ্টার শব্দে তারা উঠে পড়ে। গুরুদেবের আদেশে তারা তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে এবং তাদের প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে তারা *বেদ* অধ্যয়ন করতে অথবা বৈদিক মন্ত্র স্তব করতে বসে পড়ে। তেমনই, কলিযুগের অন্ধকারে সকলেই ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু যখন কোনও মহান আচার্যের আগমন হয়, তখন তাঁর আহ্বানেই কেবল যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার জন্য সকলেই বেদ পাঠ করতে শুরু করে।

শ্লোক ১০

আসন্নুৎপথগামিন্যঃ ক্ষুদ্রনদ্যোঽনুশুষ্যতীঃ ।
পুংসো যথাস্বতন্ত্রস্য দেহদ্রবিণসম্পদঃ ॥ ১০ ॥

আসন্—তারা হয়েছিল; **উৎপথগামিন্যঃ**—তাদের গতি থেকে বিপথগামী; **ক্ষুদ্র**—ক্ষুদ্র; **নদ্যঃ**—নদীসকল; **অনুশুষ্যতীঃ**—শুষ্ক হয়ে; **পুংসঃ**—একজন ব্যক্তির; **যথা**—যেমন; **অস্বতন্ত্রস্য**—যে স্বাধীন নয় (অর্থাৎ, যে তার ইন্দ্রিয়ের বশীভূত); **দেহ**—দেহ; **দ্রবিণ**—দৈহিক সম্পত্তি; **সম্পদঃ**—এবং ধন।

অনুবাদ

যে সমস্ত ক্ষুদ্র নদীগুলি শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল, বর্ষা ঋতুর আগমনের সঙ্গে সেগুলি স্ফীত হতে শুরু করল এবং তার পরে ঠিক যেমন ইন্দ্রিয়ের বশীভূত মানুষের দেহ, সম্পত্তি ও অর্থ বিপথগামী হয়ে থাকে, তেমনই তাদের নির্দিষ্ট গতিপথ থেকে বিপথগামী হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন "বর্ষাকালে অনেক ছোট ছোট পুকুর, হ্রদ ও নদী জলে ভরে যায়; অন্যথায় বৎসরের বাকি সময়ে তারা শুকিয়ে থাকে। তেমনই, জড়বাদী মানুষেরা শুষ্ক মনোভাবাপন্ন, কিন্তু যখন তারা গৃহ বা সন্তান-সম্পদ অথবা ব্যাঙ্কে অল্প জমা টাকার দ্বারা যেন ঐশ্বর্যশালী হয়, তখন মনে হয় যে, তারা খুব উন্নতি সাধন করেছে, কিন্তু অল্পকাল পরেই তারা আবার সেই খানা, ডোবা ও ছোট নদীর মতো শুষ্ক হয়ে পড়ে। কবি বিদ্যাপতি বলেছেন যে, বন্ধুবান্ধব, পরিবার, সন্তান ও স্ত্রী আদি সমাজে অবশ্যই কিছু সুখ রয়েছে, কিন্তু সেই সুখ মরুভূমির বুকে এক বিন্দু জলের সঙ্গে তুলনীয়। মরুভূমিতে পথিক যেমন জলের জন্য আকুল হয়ে ওঠে, তেমনই সকলেই সুখের জন্য আকুল হচ্ছে। মরুভূমিতে যদি এক বিন্দু জল দেখা যায়, জল সেখানে রয়েছে, নিঃসন্দেহে, কিন্তু সেই এক বিন্দু জলের উপকারিতা অতি সামান্য। আমাদের জড়জাগতিক জীবনে আমরা মহাসমুদ্র পরিমাণ সুখ কামনা করছি, কিন্তু সমাজ, বন্ধুবান্ধব ও জাগতিক প্রেমের মাধ্যমে আমরা যে সুখ পাচ্ছি তা এক বিন্দু জলের থেকে বেশি কিছু নয়। যেমন শুষ্ক দিনে ছোট নদী, হ্রদ ও পুকুর কখনই জলে পূর্ণ হয়ে ওঠে না, তেমনই আমাদের পরিতৃপ্তি হয় না।"

শ্লোক ১১

হরিতা হরিভিঃ শষ্পৈরিন্দ্রগোপৈশ্চ লোহিতা ।
উচ্ছিলীন্ধ্রকৃতচ্ছায়া নৃণাং শ্রীরিব ভূরভূৎ ॥ ১১ ॥

হরিতাঃ—ঈষৎ সবুজ; **হরিভিঃ**—যা হচ্ছে সবুজ; **শষ্পৈঃ**—নবীন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ঘাসের জন্য; **ইন্দ্রগোপৈঃ**—ইন্দ্রগোপ কীটের জন্য; **চ**—এবং; **লোহিতা**—ঈষৎ লাল; **উচ্ছিলীন্ধ্র**—ব্যাঙের ছাতার দ্বারা; **কৃত**—প্রদান করা হয়েছে; **ছায়া**—আশ্রয়; **নৃণাম্**—মানুষদের; **শ্রীঃ**—ঐশ্বর্য; **ইব**—ঠিক যেন; **ভূঃ**—পৃথিবী; **অভূৎ**—হয়েছিল।

অনুবাদ

নবীন সতেজ ঘাস পৃথিবীকে পান্নার মতো সবুজ করে তুলেছিল, ইন্দ্রগোপ কীটেরা তাতে ঈষৎ লাল বর্ণ যোগ করেছিল এবং সাদা ব্যাঙের ছাতাগুলি আরও বর্ণ ও ছায়াচক্র সংযুক্ত করেছিল। এভাবেই পৃথিবীকে যেন হঠাৎ ধনী হয়ে ওঠা ব্যক্তির মতো মনে হচ্ছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী মন্তব্য করেছে যে, *নৃণাম্* শব্দটি নৃপতিগণকে ইঙ্গিত করে। এভাবেই উজ্জ্বল লাল বর্ণের কীট ও শুভ্র ব্যাঙের ছাতার দ্বারা সজ্জিত ঘন সবুজ মাঠের বর্ণাঢ্য প্রদর্শনকে কোনও এক নৃপতির দ্বারা প্রদর্শিত সামরিক শক্তির রাজকীয় কুচকাওয়াজের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

শ্লোক ১২

ক্ষেত্রাণি শস্যসম্পদ্ভিঃ কর্ষকাণাং মুদং দদুঃ ।
মানিনামনুতাপং বৈ দৈবাধীনমজানতাম্ ॥ ১২ ॥

ক্ষেত্রাণি—মাঠগুলি; **শস্য-সম্পদ্ভিঃ**—তাদের শস্য-সম্পদের দ্বারা; **কর্ষকাণাম্**—কৃষকদেরকে; **মুদম্**—আনন্দ; **দদুঃ**—দিয়েছিল; **মানিনাম্**—যারা মিথ্যা অহঙ্কারে গর্বিত সেই অন্যান্যদের; **অনুতাপম্**—অনুতাপ; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **দৈব-অধীনম্**—দৈবের নিয়ন্ত্রণ; **অজানতাম্**—হৃদয়ঙ্গম না করে।

অনুবাদ

শস্য-সম্পদের দ্বারা মাঠগুলি কৃষকদের আনন্দ দান করেছিল। কিন্তু যারা কৃষিকার্যে নিযুক্ত হতে অত্যন্ত অভিমানী ছিল এবং কিভাবে সমস্ত কিছুই পরমেশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন তা হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হয়েছিল, সেই সমস্ত মাঠগুলি তাদের হৃদয়ে অনুতাপের সৃষ্টি করেছে।

তাৎপর্য

যথেষ্ট বৃষ্টিপাতের ফলে মহানগরবাসীদের দুর্দশাগ্রস্ত ও বিরক্ত হওয়াটা সাধারণ ঘটনা। তারা বুঝতে পারে না কিংবা ভুলে যায় যে, বৃষ্টি তাদের খাদ্যশস্যকেই পুষ্ট করে। যদিও তারা নিঃসন্দেহে আহার উপভোগ করে, কিন্তু তারা উপলব্ধি

করতে পারে না যে, বৃষ্টির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শুধু মানুষদেরই খাওয়ান না—গাছপালা, প্রাণী এবং স্বয়ং পৃথিবীকেও খাওয়ান।

যারা কৃষিকাজ করে তাদের দেখে আধুনিক সম্ভ্রান্ত মানুষেরা নাক সিঁটকায়। বাস্তবিকপক্ষে, আমেরিকার চলতি ভাষাতেও একজন সরল, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকে কখনও কখনও 'চাষা' বলে ডাকা হয়। কোনও কোনও সরকারী মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে কারণ কিছু পুঁজিপতিরা বাজার দরের উপর তার প্রভাব পড়বে বলে ভয় পায়। আধুনিক সরকারে বিভিন্ন ধরনের কৃত্রিম ও সুবিধাবাদী ব্যবস্থার ফলে, বিশ্ব জুড়ে আমরা সুদূরপ্রসারী খাদ্য সংকটে ভুগছি—এমন কি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশও দারিদ্র্যপীড়িত দেশের মধ্যে পড়ছে—অথচ একই সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সরকার কৃষকদের শস্য উৎপাদন না করার জন্য অর্থ দিচ্ছে। কখনও কখনও এই সব সরকার প্রচুর পরিমাণের খাদ্য সাগরে ফেলে দিচ্ছে। এভাবেই উদ্ধত ও অজ্ঞ প্রশাসন, যারা ভগবানের আইন মেনে চলতে অতি অহঙ্কারী অথবা তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করতে অতি অজ্ঞ, তারা সকল সময়েই জনগণের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করবে, পক্ষান্তরে একটি ভগবৎ-ভাবনাময় সরকার সকলের জন্যই প্রাচুর্য ও সুখের আয়োজন করে থাকে।

শ্লোক ১৩

জলস্থলৌকসঃ সর্বে নববারিনিষেবয়া ।
অবিভন্ রুচিরং রূপং যথা হরিনিষেবয়া ॥ ১৩ ॥

জল—জল; **স্থল**—ও স্থলের; **ওকসঃ**—নিবাসী; **সর্বে**—সমস্ত; **নব**—নতুন; **বারি**—জলের; **নিষেবয়া**—সুবিধা গ্রহণ করে; **অবিভন্**—ধারণ করেছিল; **রুচিরম্**—আকর্ষণীয়; **রূপম্**—রূপ; **যথা**—ঠিক যেমন; **হরি-নিষেবয়া**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিমূলক সেবা প্রদানের দ্বারা।

অনুবাদ

ভক্ত যেমন পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হবার মাধ্যমে সুন্দর হয়ে ওঠে, তেমনই জল ও স্থলের সমস্ত প্রাণীরা বর্ষার নতুন পতিত জলের সুযোগ গ্রহণ করার ফলে তাদের রূপ আকর্ষণীয় ও মনোরম হয়ে ওঠে।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—"আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে আমাদের শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার আগে তারা দেখতে অত্যন্ত নোংরা ছিল, যদিও স্বাভাবিকভাবে তাদের

ব্যক্তিগত অবয়ব ছিল খুব সুন্দর; কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকার ফলে তাদের দেখে মনে হত অত্যন্ত নোংরা ও দুর্দশাগ্রস্ত। কিন্তু যেহেতু তারা কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করেছে, তাই তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে এবং বিধি-নিষেধগুলি পালন করার ফলে তাদের দেহ জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। যখন তারা গৈরিক বসন পরে, কপালে তিলক অঙ্কন করে, কণ্ঠে তুলসী মালা ধারণ করে এবং হাতে জপমালা নিয়ে পরিশোভিত হয়, তখন মনে হয় তারা যেন সরাসরি বৈকুণ্ঠ থেকে আবির্ভূত হয়েছে।"

শ্লোক ১৪

সরিদ্ভিঃ সঙ্গতঃ সিন্ধুশ্চুক্ষোভ শ্বসনোর্মিমান্ ।
অপক্কযোগিনশ্চিত্তং কামাক্তং গুণযুগ্ যথা ॥ ১৪ ॥

সরিদ্ভিঃ—নদীগুলির সঙ্গে; **সঙ্গতঃ**—মিলনের ফলে; **সিন্ধুঃ**—সমুদ্র; **চুক্ষোভ**—ক্ষুব্ধ হয়; **শ্বসন**—বায়ুর দ্বারা প্রবাহিত; **উর্মি-মান্**—তরঙ্গিত; **অপক্ক**—অপরিণত; **যোগিনঃ**—একজন যোগীর; **চিত্তম্**—মন; **কাম-অক্তম্**—কামাসক্ত; **গুণ-যুক্**—ইন্দ্রিয়-তর্পণের বিষয়-এর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে; **যথা**—ঠিক যেন।

অনুবাদ

কামনার দ্বারা কলুষিত এবং ইন্দ্রিয়-তর্পণের বিষয়ের প্রতি আসক্তচিত্ত অপরিণত যোগীর মন যেমন বিক্ষুব্ধ হয়, ঠিক তেমনই নদীগুলি যখন সাগরের সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্ষুব্ধ হয়, তখন তার তরঙ্গগুলি বায়ুবেগে প্রবাহিত হতে থাকে।

শ্লোক ১৫

গিরয়ো বর্ষধারাভির্হন্যমানা ন বিব্যথুঃ ।
অভিভূয়মানা ব্যসনৈর্যথাধোক্ষজচেতসঃ ॥ ১৫ ॥

গিরয়ঃ—পর্বতগুলি; **বর্ষ-ধারাভিঃ**—বৃষ্টি বহনকারী মেঘগুলির দ্বারা; **হন্যমানাঃ**—আঘাত প্রাপ্ত হয়ে; **ন বিব্যথুঃ**—কম্পিত হত না; **অভিভূয়মানাঃ**—আক্রান্ত হয়ে; **ব্যসনৈঃ**—বিপদের দ্বারা; **যথা**—যেমন; **অধোক্ষজ-চেতসঃ**—যাঁদের মন পরমেশ্বর ভগবানে নিমগ্ন।

অনুবাদ

ঠিক যেমন পরমেশ্বর ভগবানে মগ্নচিত্ত ভক্তগণ সমস্ত রকম বিপদের দ্বারা আক্রান্ত হলেও শান্ত থাকেন, তেমনই বর্ষাকালে পর্বতগুলি বারংবার বাদল মেঘের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মোটেও বিচলিত হল না।

তাৎপর্য

বৃষ্টিধারা যখন আঘাত করে, তখন পর্বতগুলি কম্পিত হয় না; বরং, ময়লা থেকে ধৌত হয়ে তারা উজ্জ্বল ও সুন্দর হয়ে ওঠে। তেমনই, প্রতিকূল অবস্থার দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের কোনও উন্নত ভক্ত তাঁর ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান থেকে বিচ্যুত হন না, বরং তার পরিবর্তে তাঁর হৃদয় থেকে এই জগতের প্রতি আসক্তির ধূলি পরিষ্কৃত হয়। এভাবেই কষ্টদায়ক অবস্থাগুলি সহ্য করার মাধ্যমে ভক্ত সুন্দর ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। প্রকৃতপক্ষে, একজন ভক্ত জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতাকে শ্রীকৃষ্ণের কৃপারূপে গ্রহণ করেন এবং হৃদয়ঙ্গম করেন যে, সমস্ত দুঃখকষ্টই ভোক্তার নিজের পূর্বকৃত দুষ্কর্মের ফলস্বরূপ।

শ্লোক ১৬

মার্গা বভূবুঃ সন্দিগ্ধাস্তৃণৈশ্ছন্না হ্যসংস্কৃতাঃ ।
নাভ্যস্যমানাঃ শ্রুতয়ো দ্বিজৈঃ কালেন চাহতাঃ ॥ ১৬ ॥

মার্গাঃ—পথগুলি; **বভূবুঃ**—হয়েছিল; **সন্দিগ্ধাঃ**—সন্দেহের বিষয়; **তৃণৈঃ**—তৃণের দ্বারা; **ছন্নাঃ**—আচ্ছাদিত; **হি**—বাস্তবিকপক্ষে; **অসংস্কৃতাঃ**—অপরিষ্কৃত; **ন অভ্যস্যমানাঃ**—অধ্যয়নে রত না হয়ে; **শ্রুতয়ঃ**—শ্রুতিশাস্ত্র; **দ্বিজৈঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **কালেন**—কালের প্রভাবে; **চ**—এবং; **আহতাঃ**—দুষিত।

অনুবাদ

বর্ষা ঋতুতে, পরিষ্কৃত না হবার ফলে পথগুলি ঘাস ও জঞ্জালে আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে এবং পথ খুঁজে বার করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। এই পথগুলি ধর্মীয় শাস্ত্রগ্রন্থের মতো, যেগুলি ব্রাহ্মণেরা অধ্যয়ন না করার ফলে দূষিত হয়েছে এবং কালের প্রভাবে আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছে।

শ্লোক ১৭

লোকবন্ধুষু মেঘেষু বিদ্যুতশ্চলসৌহৃদাঃ ।
স্থৈর্যং ন চক্রুঃ কামিন্যঃ পুরুষেষু গুণিষ্বিব ॥ ১৭ ॥

লোক—সমস্ত জগতের; **বন্ধুষু**—যাঁরা বন্ধু; **মেঘেষু**—মেঘগুলির মধ্যে; **বিদ্যুতঃ**—বিদ্যুৎ; **চল-সৌহৃদাঃ**—তাদের বন্ধুত্বের প্রতি অস্থির; **স্থৈর্যম্**—স্থিরতা; **ন চক্রুঃ**—পালন করত না; **কামিন্যঃ**—কামার্তা রমণী; **পুরুষেষু**—পুরুষদের মধ্যে; **গুণিষু**—যিনি গুণবান; **ইব**—যেমন।

অনুবাদ

মেঘেরা যদিও সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রতি অস্থিরতার কারণে বিদ্যুৎ এক দল মেঘ থেকে আর এক দলে স্থানান্তরিত হত, ঠিক যেমন কামার্তা রমণীরা গুণবান পুরুষদের প্রতিও অবিশ্বাসী হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন, "বর্ষাকালে মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ খেলে বেড়ায়। এই দৃশ্যমান বিষয়টিকে একজন কামার্তা রমণীর সঙ্গে তুলনা করা যায় যে তার মনকে একজন পুরুষে নিবিষ্ট করতে পারে না। একটি মেঘকে একজন গুণবান পুরুষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কারণ মেঘ জল বর্ষণ করে বহু মানুষকে খাদ্য দান করে; গুণবান পুরুষও তেমনই তাঁর পরিবারের সদস্য অথবা তাঁর শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মতো বহু প্রাণীর ভরণপোষণ করেন। দুর্ভাগ্যবশত, তাঁর স্ত্রী যদি তাঁকে ত্যাগ করে চলে যায়, তা হলে তাঁর জীবন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়তে পারে; স্বামী যখন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে, তখন তার সমস্ত পরিবার বিনষ্ট হয়ে যায়। তাঁর ছেলে-মেয়েরা এদিক সেদিক চলে যায় অথবা তাঁর ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায় এবং তার ফলে সব কিছুই এলামেলো হয়ে যায়। তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোনও স্ত্রী যদি কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধন করতে চান, তা হলে তিনি যেন শান্তিপূর্ণভাবে তাঁর স্বামীর সঙ্গে বসবাস করেন এবং কখনই যেন তাঁদের বিবাহ-বিচ্ছেদ না হয়। স্বামী ও স্ত্রীর কর্তব্য অসংযত যৌন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং কৃষ্ণভাবনামৃতে মনকে একাগ্র করে রাখা যাতে তাঁদের জীবন সার্থক হয়। এই জড় জগতে একজন পুরুষ স্বাভাবিকভাবে স্ত্রীসঙ্গ কামনা করেন এবং একজন স্ত্রীও স্বাভাবিকভাবে পুরুষের সঙ্গ কামনা করেন। তাঁরা যখন মিলিত হন, তখন কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হয়ে তাঁরা যেন শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করেন এবং কখনই এক দল মেঘ থেকে অন্য দলের মেঘে গিয়ে বিদ্যুৎ চমকানোর মতো উচ্ছৃঙ্খল হওয়া উচিত নয়।"

শ্লোক ১৮

ধনুর্বিয়তি মাহেন্দ্রং নির্গুণং চ গুণিন্যভাৎ ।
ব্যক্তে গুণব্যতিকরেঽগুণবান্ পুরুষো যথা ॥ ১৮ ॥

ধনুঃ—ধনুক (রামধনু); **বিয়তি**—আকাশের মধ্যে; **মাহা-ইন্দ্রম্**—ইন্দ্রের; **নির্গুণম্**—গুণরহিত (অথবা একটি ধনুকের গুণরহিত); **চ**—যদিও; **গুণিনি**—শব্দগুণযুক্ত আকাশে; **অভাৎ**—আবির্ভূত হয়েছিল; **ব্যক্তে**—প্রকাশিত জড়া প্রকৃতির মধ্যে; গুণ-

ব্যতিকরে—জড় গুণের পারস্পরিক ক্রিয়াজাত; **অগুণ-বান্**—জড় গুণের সঙ্গে কোনও সংযোগ নেই যাঁর সেই তিনি; **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **যথা**—ঠিক যেমন।

অনুবাদ

ইন্দ্রের বক্র ধনুক (রামধনু) যখন গর্জনধ্বনির গুণযুক্ত আকাশে প্রকাশিত হয়েছিল, তখন তা সাধারণ ধনুকগুলির মতো ছিল না কারণ তা জ্যার উপর স্থাপিত ছিল না। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান জড় গুণের পারস্পরিক ক্রিয়াজাত এই জগতে প্রকাশিত হলেও তিনি সাধারণ মানুষের মতো নন, কারণ তিনি সমস্ত জড় গুণ থেকে মুক্ত থাকেন এবং সমস্ত জড় অবস্থা থেকে স্বতন্ত্র থাকেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর ভাষ্যে বলেছেন—"বর্ষার আকাশে কখনও কখনও মেঘগর্জনের সঙ্গে রামধনুও দেখা যায়, যা জ্যাবিহীন ধনুকের মতো অবস্থান করে। সাধারণত, ধনুকের দুটি প্রান্ত জ্যা দিয়ে বাঁধা থাকে বলে ধনুক বেঁকে থাকে; কিন্তু রামধনুতে সেই রকম কোনও জ্যা নেই, কিন্তু তবুও তা অতি সুন্দর বক্রভাবে আকাশের বুকে অবস্থান করে। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান যখন এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হন। কিন্তু তা হলেও জড়জাগতিক পরিস্থিতির দ্বারা তিনি কোনভাবেই প্রভাবিত হন না। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, তিনি বহিরঙ্গা শক্তির বন্ধনমুক্ত তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা আবির্ভূত হন। সাধারণ জীবের পক্ষে যা বন্ধনস্বরূপ ভগবানের পক্ষে তা-ই মুক্তিস্বরূপ।"

শ্লোক ১৯

ন ররাজোডুপশ্ছন্নঃ স্বজ্যোৎস্নারাজিতৈর্ঘনৈঃ ।
অহংমত্যা ভাসিতয়া স্বভাসা পুরুষো যথা ॥ ১৯ ॥

ন ররাজ—দীপ্তিমান ছিল না; **উডুপঃ**—চন্দ্র; **ছন্নঃ**—আচ্ছাদিত; **স্ব-জ্যোৎস্না**—তার নিজের আলোর দ্বারা; **রাজিতৈঃ**—আলোকিত; **ঘনৈঃ**—মেঘরাশির দ্বারা; **অহম্-মত্যা**—অহঙ্কারের দ্বারা; **ভাসিতয়া**—আলোকিত; **স্ব-ভাসা**—তার নিজের দীপ্তির দ্বারা; **পুরুষঃ**—জীব; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

বর্ষা ঋতুতে মেঘরাশির দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ার ফলে চন্দ্র সরাসরিভাবে প্রকাশিত হতে পারে না, অথচ মেঘেরা নিজেরাই চন্দ্রের জ্যোৎস্না দ্বারা আলোকিত হয়ে ওঠে। তেমনই, অহঙ্কারে আচ্ছাদিত থাকার ফলে জড় জগতে

জীবাত্মা সরাসরিভাবে প্রকাশিত হতে পারে না, অথচ অহঙ্কার নিজেই শুদ্ধ আত্মার চেতনার দ্বারা আলোকিত হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে প্রদত্ত উপমাটি চমৎকার। বর্ষাকালে আকাশে আমরা চাঁদ দেখতে পাই না, কারণ চাঁদ মেঘরাশির দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। এই সমস্ত মেঘেরা কিন্তু চাঁদের স্বীয় জ্যোৎস্নার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তেমনই, জড় জগতের বদ্ধ দশায় আমরা সরাসরিভাবে আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারি না, কারণ আমাদের চেতনা অহঙ্কারের দ্বারা আচ্ছাদিত, যা জড় জগৎ ও জড় দেহের সাথে আমাদের মিথ্যা পরিচিতি। তবুও আত্মার নিজের চেতনার আলোয় মিথ্যা অহঙ্কার আলোকিত হয়।

যেমন *গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে, চেতনা আত্মার শক্তি, আর যখন এই চেতনা মিথ্যা অহঙ্কারের পর্দার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়, তখন তা অস্পষ্ট, জড় চেতনারূপে প্রকাশ পায়, যেখানে জীবাত্মা ও ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন হয় না। এই জড় জগতে, মহান দার্শনিকেরাও শেষ পর্যন্ত পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অস্পষ্ট দ্ব্যর্থবোধকতার আশ্রয় গ্রহণ করেন, ঠিক যেমন চন্দ্রের বর্ণময় জ্যোৎস্নাকে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ কেবলমাত্র অনুজ্জ্বল ও পরোক্ষভাবে প্রকাশ করে।

জাগতিক জীবনে আমাদের মিথ্যা অহঙ্কার কখনও কখনও উৎসাহজনক, আশাব্যঞ্জক ও আপাতদৃষ্টিতে নানাবিধ জড় বিষয় সচেতন বলে মনে হয় এবং এই ধরনের চেতনা জড় অস্তিত্বের দিকে এগিয়ে যেতে আমাদের উৎসাহিত করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা কেবলমাত্র আমাদের প্রকৃত শুদ্ধ চেতনা, অর্থাৎ আত্মা ও ভগবানের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিরূপ কৃষ্ণভাবনামৃতের বিকৃত প্রতিফলনের অভিজ্ঞতা লাভ করছি। মিথ্যা অহঙ্কার যে কেবলমাত্র আমাদের জ্ঞানময় ও আনন্দময় প্রকৃত চিন্ময় চেতনাকে নিরুৎসাহিত ও গতিরোধ করে, এই কথা হৃদয়ঙ্গম না করে, আমরা ভুলবশত মনে করছি যে, জড় চেতনাই জ্ঞানময় ও আনন্দময়। আলোকিত মেঘেরাই যেন রাত্রির আকাশকে আলোকিত করছে এই রকম মনে করার সঙ্গে এই ধারণার তুলনা করা চলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চন্দ্রালোকই আকাশকে আলোকিত করে, বরং মেঘেরা চন্দ্রালোককে স্তিমিত করে ও বাধা দেয়। মেঘেদের আলোকিত দেখায় কারণ তারা উজ্জ্বল চন্দ্র কিরণকে পরিশ্রুত করছে এবং বাধাদান করছে। তেমনই, সময়ে সময়ে জড় চেতনাও আনন্দময় ও জ্ঞানময় মনে হয়, কারণ আত্মা থেকে প্রত্যক্ষভাবে আগত মৌলিক, আনন্দময় ও জ্ঞানময় চেতনাকে তা বাধাদান করছে অথবা পরিশ্রুত করছে। আমরা যদি এই শ্লোকে প্রদত্ত বুদ্ধিদীপ্ত উপমাটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, তা হলে সহজেই কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে অগ্রসর হতে পারি।

শ্লোক ২০

মেঘাগমোৎসবা হৃষ্টাঃ প্রত্যনন্দন্ শিখণ্ডিনঃ ।
গৃহেষু তপ্তনির্বিণ্ণা যথাচ্যুতজনাগমে ॥ ২০ ॥

মেঘ—মেঘরাশির; **আগম**—আগমনে; **উৎসবাঃ**—যে একটি উৎসব উদযাপন করে; **হৃষ্টাঃ**—আনন্দিত হয়ে; **প্রত্যনন্দন্**—তারা অভিনন্দন করে চিৎকার করতে লাগল; **শিখণ্ডিনঃ**—ময়ূরেরা; **গৃহেষু**—তাদের গৃহের মধ্যে; **তপ্ত**—যারা দুর্দশাগ্রস্ত; **নির্বিণ্ণাঃ**—এবং তখন আনন্দিত হয়; **যথা**—ঠিক যেমন; **অচ্যুত**—অচ্যুত পুরুষ ভগবানের; **জন**—ভক্তগণের; **আগমে**—সমাগমে।

অনুবাদ

মেঘসমাগম দর্শন করে ময়ূরেরা উৎসব-মুখরিত হয়ে আনন্দে অভিনন্দন করতে করতে চিৎকার করতে লাগল, ঠিক যেমন সংসার জীবনে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষেরা তাদের গৃহে অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের আগমনে আনন্দ অনুভব করে।

তাৎপর্য

শুষ্ক গ্রীষ্ম ঋতুর পর প্রথম গর্জনকারী বর্ষার মেঘ আগমনের ফলে ময়ূরেরা আনন্দিত হয় এবং তার ফলে তারা মহা আনন্দে নৃত্য করতে থাকে। শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন, "আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে যে, কৃষ্ণভাবনামৃতে আগমনের পূর্বে আমাদের অনেক ভক্ত অত্যন্ত শুষ্ক ও বিষাদগ্রস্ত ছিল, কিন্তু ভগবৎ-ভক্তের সঙ্গের প্রভাবে তারা এখন আনন্দোচ্ছল ময়ূরের মতো নৃত্য করছে।"

শ্লোক ২১

পীত্বাপঃ পাদপাঃ পদ্ভিরাসন্নানাত্মমূর্তয়ঃ ।
প্রাক্ক্ষামাস্তপসা শ্রান্তা যথা কামানুসেবয়া ॥ ২১ ॥

পীত্বা—পান করে; **আপঃ**—জল; **পাদপাঃ**—বৃক্ষগুলি; **পদ্ভিঃ**—তাদের পা দ্বারা; **আসন্**—ধারণ করলেন; **নানা**—বিবিধ; **আত্ম-মূর্তয়ঃ**—দেহগত রূপসকল; **প্রাক্**—পূর্বে; **ক্ষামাঃ**—ক্ষীণকায়; **তপসা**—তপশ্চর্যার দ্বারা; **শ্রান্তাঃ**—শ্রান্ত; **যথা**—যেমন; **কাম-অনুসেবয়া**—অর্জিত অভিলষিত বিষয় উপভোগের দ্বারা।

অনুবাদ

বৃক্ষসকল ক্ষীণ ও শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাদের পায়ের মাধ্যমে নতুনভাবে পতিত বর্ষার জল পান করার পর, তাদের নানা দেহগত রূপ প্রস্ফুটিত হল।

তেমনই, তপশ্চর্যার ফলে যার দেহ ক্ষীণ ও দুর্বল হয়েছে, সেই তপশ্চর্যার মাধ্যমে প্রাপ্ত জড় বিষয়বস্তু উপভোগের পর সে পুনরায় তার স্বাস্থ্যকর দৈহিক বৈশিষ্ট্যাদি প্রদর্শন করে।

তাৎপর্য

পাদ শব্দটির অর্থ পা, আর *পা* শব্দটির অর্থ পান করা। বৃক্ষদের *পাদপ* বলা হয় কারণ তাদের মূল বা শিকড়ের মাধ্যমে তারা পান করে, যা পায়ের মতো। নতুনভাবে পতিত বর্ষার জল পান করার ফলে, বৃন্দাবনের বৃক্ষসমূহ নতুন পত্র, অঙ্কুর ও পুষ্পমুকুল প্রকাশ করতে লাগল এবং এভাবেই তাদের নতুনভাবে ক্রমবিকাশ তারা উপভোগ করছিল। তেমনই, জড়বাদী মানুষেরা প্রায়ই তাদের আকাঙ্ক্ষিত বিষয় অর্জন করার জন্য কঠোর তপশ্চর্যা পালন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমেরিকার রাজনীতিবিদরা যখন নির্বাচনে ব্যাপক প্রচারের জন্য গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করে, তখন তাদের কঠোর তপশ্চর্যার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ব্যবসায়ীদেরও অনেক সময় তাদের ব্যবসার সাফল্যের জন্য ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করতে হয়। এই ধরনের তপোময় ব্যক্তিরা তাদের তপশ্চর্যার ফল প্রাপ্ত হলে পুনরায় স্বাস্থ্যকর ও তৃপ্তিকর হয়ে ওঠে, ঠিক যেমন বৃক্ষেরা শুষ্ক গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপরূপ তপশ্চর্যা সহ্য করার পর আগ্রহ সহকারে বর্ষার জল পান করতে থাকে।

শ্লোক ২২

সরঃস্বশান্তরোধঃসু ন্যূষুরঙ্গাপি সারসাঃ ।
গৃহেষ্বশান্তকৃত্যেষু গ্রাম্যা ইব দুরাশয়াঃ ॥ ২২ ॥

সরঃসু—সরোবরের; **অশান্ত**—অশান্ত; **রোধঃসু**—তীরে; **ন্যূষুঃ**—বাস করতে থাকে; **অঙ্গ**—হে প্রিয় রাজন্; **অপি**—বস্তুত; **সারসাঃ**—সারসগণ; **গৃহেষু**—তাদের গৃহে; **অশান্ত**—অশান্ত; **কৃত্যেষু**—যেখানে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়; **গ্রাম্যাঃ**—জড়বাদী মানুষজন; **ইব**—বস্তুত; **দুরাশয়াঃ**—যাদের মন দূষিত।

অনুবাদ

কলুষচিত্ত জড়বাদী মানুষেরা যেমন অনেক অশান্তি সত্ত্বেও সর্বদাই গৃহে বাস করে, তেমনই বর্ষাকালে তীরগুলি অশান্ত থাকা সত্ত্বেও সারসেরা সরোবর তীরে নিরন্তর বাস করতে লাগল।

তাৎপর্য

বর্ষাকালে সরোবরের তীরগুলি প্রায়শ কর্দমাক্ত হয়ে ওঠে এবং কণ্টকযুক্ত তৃণগুল্ম, পাথর ও অন্যান্য আবর্জনা কখনও কখনও সেখানে জমা হয়। এই সমস্ত অসুবিধা

সত্ত্বেও, হংস ও সারসেরা সেই সরোবরের তীরে চারি দিকে ক্রমাগত ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে থাকে। তেমনই, অসংখ্য যন্ত্রণাদায়ক ঘটনা পারিবারিক জীবনকে সর্বদাই বিব্রত করছে, কিন্তু জড়বাদী মানুষ তার সমর্থ পুত্রদের হাতে সংসারভার তুলে দিয়ে, পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য কখনই সংসার ত্যাগ করার কথা ভাবে না। সে মনে করে এমন সব ধারণা অতীব বেদনাদায়ক ও সংস্কৃতিহীন, কারণ পরমতত্ত্ব এবং সেই তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

শ্লোক ২৩

জলৌঘৈর্নিরভিদ্যন্ত সেতবো বর্ষতীশ্বরে ।
পাষণ্ডিনামসদ্বাদৈর্বেদমার্গাঃ কলৌ যথা ॥ ২৩ ॥

জল-ওঘৈঃ—বন্যার জলের দ্বারা; **নিরভিদ্যন্ত**—ভগ্ন হয়েছিল; **সেতবঃ**—বাঁধগুলি; **বর্ষতি**—যখন তিনি বর্ষণ করছিলেন; **ঈশ্বরে**—দেবরাজ ইন্দ্র; **পাষণ্ডিনাম্**—নাস্তিকদের; **অসৎ-বাদৈঃ**—মিথ্যা মতবাদগুলির দ্বারা; **বেদ-মার্গাঃ**—বেদের পন্থাগুলি; **কলৌ**—কলিযুগে; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

কলিযুগে নাস্তিকদের ভ্রান্ত মতবাদগুলি যেমন বৈদিক বিধি-নিষেধের সীমা ভঙ্গ করে, তেমনই ইন্দ্র যখন বর্ষণ করেন, তখন বন্যার জল কৃষিক্ষেত্রের জলসেচনের বাঁধগুলি ভঙ্গ করে দেয়।

শ্লোক ২৪

ব্যমুঞ্চন্ বায়ুভির্নুন্না ভূতেভ্যশ্চামৃতং ঘনাঃ ।
যথাশিষো বিশ্‌পতয়ঃ কালে কালে দ্বিজেরিতাঃ ॥ ২৪ ॥

ব্যমুঞ্চন্—তারা মুক্ত করল; **বায়ুভিঃ**—বায়ুর দ্বারা; **নুন্নাঃ**—চালিত হয়ে; **ভূতেভ্যঃ**—সকল জীবের প্রতি; **চ**—এবং; **অমৃতম্**—তাদের অমৃতময় জলধারা; **ঘনাঃ**—মেঘরাশি; **যথা**—যেমন; **আশিষঃ**—পরহিতকারী আশীর্বাদসকল; **বিট্-পতয়ঃ**—নরপতিগণ; **কালে কালে**—সময়ে সময়ে; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **ঈরিতাঃ**—উৎসাহিত হয়ে।

অনুবাদ

নরপতিগণ যেমন তাঁদের ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দ্বারা নির্দেশিত হয়ে নাগরিকদের জন্য দান প্রদান করেন, তেমনই বায়ুর দ্বারা চালিত হয়ে মেঘরাশি সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য তাদের অমৃতময় জলধারা মুক্ত করতে লাগল।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন, "বর্ষাকালে বায়ু তাড়িত হয়ে মেঘ অমৃতের মতো মধুর বারিবর্ষণ করে। বেদানুগ ব্রাহ্মণেরা যখন বিশাল যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য রাজা বা ধনী বণিকদের মতো বিত্তশালীদের দান প্রদানে অনুপ্রাণিত করেন, তখন এই প্রকার সম্পদ বিতরণও অমৃত বর্ষণের মতোই মধুর বলে মনে হয়। পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—মানব-সমাজের এই চারটি বিভাগের উদ্দেশ্য। এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান তখনই সম্ভব হয়, যখন তাঁরা যজ্ঞ সম্পাদনকারী ও সমভাবে সম্পদ বণ্টনকারী সুদক্ষ বৈদিক ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিচালিত হন।"

শ্লোক ২৫

এবং বনং তদ্ বর্ষিষ্ঠং পক্কখর্জুরজম্বুমৎ ।
গোগোপালৈর্বৃতো রন্তুং সবলঃ প্রাবিশদ্ধরিঃ ॥ ২৫ ॥

এবম্—এভাবেই; **বনম্**—বন; **তৎ**—সেই; **বর্ষিষ্ঠম্**—অত্যন্ত সমৃদ্ধ; **পক্ক**—পাকা; **খর্জুর**—খেজুর; **জম্বু**—এবং জম্বু ফল; **মৎ**—বিশিষ্ট; **গো**—গাভী; **গোপালৈঃ**—এবং গোপবালকদের দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **রন্তুম্**—ক্রীড়া করার উদ্দেশে; **স-বলঃ**—শ্রীবলরামের সঙ্গে; **প্রাবিশৎ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

বৃন্দাবনের বন যখন এভাবেই সুপক্ক খেজুর ও জম্বু ফলের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, শ্রীকৃষ্ণ তখন গাভী ও গোপবালকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে শ্রীবলরামের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করবার জন্য সেই বনে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ২৬

ধেনবো মন্দগামিন্য ঊধোভারেণ ভূয়সা ।
যযুর্ভগবতাহূতা দ্রুতং প্রীত্যা স্নুতস্তনাঃ ॥ ২৬ ॥

ধেনবঃ—গাভীগণ; **মন্দ-গামিন্যঃ**—ধীরে গমন করে; **ঊধঃ**—তাদের স্তনের; **ভারেণ**—ভারের জন্য; **ভূয়সা**—সমধিক; **যযুঃ**—তারা গমন করছিল; **ভগবতা**—ভগবানের দ্বারা; **আহূতাঃ**—আহ্বানে; **দ্রুতম্**—দ্রুতবেগে; **প্রীত্যা**—স্নেহবশত; **স্নুত**—ভিজে উঠেছিল; **স্তনাঃ**—তাদের স্তনগুলি।

অনুবাদ

গাভীগণ তাদের সমধিক স্তনভারে ধীরে গমন করছিল, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের আহ্বান মাত্রই তারা দ্রুতবেগে তাঁর দিকে ধাবিত হল এবং তাঁর প্রতি প্রীতির নিমিত্ত তাদের স্তনসমূহ ভিজে উঠেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর ভাষ্যে বলছেন, "নতুন তাজা ঘাস পেয়ে গাভীরা অত্যন্ত সুস্থ সবল হয়েছিল এবং তাদের স্তন দুধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাদের নাম ধরে ডাকতেন, তখন তারা প্রীতিবশত তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে ছুটে আসত এবং আনন্দের আতিশয্যে তাদের স্তন থেকে দুধ ঝরে পড়ত।"

শ্লোক ২৭

বনৌকসঃ প্রমুদিতা বনরাজির্মধুচ্যুতঃ ।
জলধারা গিরের্নাদাদাসন্না দদৃশে গুহাঃ ॥ ২৭ ॥

বন-ওকসঃ—বনের আদিবাসী রমণীগণ; **প্রমুদিতাঃ**—আনন্দপূর্ণ; **বন-রাজিঃ**—বনের বৃক্ষসমূহ; **মধু-চ্যুতঃ**—মধু ক্ষরণ; **জল-ধারাঃ**—জলপ্রপাতসমূহ; **গিরেঃ**—পর্বতের উপরে; **নাদাৎ**—তাদের উচ্চধ্বনি থেকে; **আসন্নাঃ**—নিকটবর্তী; **দদৃশে**—তিনি নিরীক্ষণ করলেন; **গুহাঃ**—গুহাগুলি।

অনুবাদ

আনন্দপূর্ণ বনের আদিবাসী রমণীগণ, বৃক্ষসমূহ থেকে মধু ক্ষরণ এবং পর্বতের জলপ্রপাতগুলি ভগবান নিরীক্ষণ করলেন। সেই জলপ্রপাতগুলির উচ্চধ্বনি ইঙ্গিত করছিল যে, নিকটেই গুহা রয়েছে।

শ্লোক ২৮

ক্বচিদ্ বনস্পতিক্রোড়ে গুহায়াং চাভিবর্ষতি ।
নির্বিশ্য ভগবান্ রেমে কন্দমূলফলাশনঃ ॥ ২৮ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **বনস্পতি**—একটি বৃক্ষের; **ক্রোড়ে**—কোটরে; **গুহায়াম্**—একটি গুহার মধ্যে; **চ**—অথবা; **অভিবর্ষতি**—যখন বৃষ্টি হত; **নির্বিশ্য**—প্রবেশ করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **রেমে**—উপভোগ করতেন; **কন্দ-মূল**—মূলসমূহ; **ফল**—এবং ফলসমূহ; **আশনঃ**—ভোজন করে।

অনুবাদ

যখন বৃষ্টি নামত, তখন ভগবান ক্রীড়া করার জন্য এবং ফল-মূল ভোজন করার জন্য কখনও কখনও গুহা অথবা একটি বৃক্ষের কোটরে প্রবেশ করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী বিশ্লেষণ করছেন যে, বর্ষার সময়ে কন্দ ও মূলগুলি অত্যন্ত নরম ও সুস্বাদু হয়, আর শ্রীকৃষ্ণ বনে প্রাপ্ত বন্য ফলের সঙ্গে সেগুলি ভক্ষণ করতেন। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর অল্পবয়স্ক সখারা একটি গাছের কোটরে অথবা একটি গুহার মধ্যে বসে থাকতেন এবং বৃষ্টি থামার জন্য অপেক্ষা করে লীলা উপভোগ করতেন।

শ্লোক ২৯

দধ্যোদনং সমানীতং শিলায়াং সলিলান্তিকে ।
সম্ভোজনীয়ৈর্বুভুজে গোপৈঃ সঙ্কর্ষণান্বিতঃ ॥ ২৯ ॥

দধি-ওদনম্—দধি মিশ্রিত অন্ন; **সমানীতম্**—প্রেরিত; **শিলায়াম্**—শিলার উপরে; **সলিল-অন্তিকে**—জলের সন্নিকটে; **সম্ভোজনীয়ৈঃ**—তাঁর সঙ্গে যাঁরা আহার করতেন; **বুভুজে**—তিনি ভোজন করলেন; **গোপৈঃ**—গোপবালকদের সঙ্গে; **সঙ্কর্ষণ-অন্বিতঃ**—শ্রীবলরামের সঙ্গে।

অনুবাদ

শ্রীসঙ্কর্ষণ এবং নিয়মিত ভোজনকারী গোপবালকদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গৃহ থেকে প্রেরিত দধি মিশ্রিত অন্ন ভোজন করলেন। তাঁরা সকলে ভোজনের জন্য জলের সন্নিকটে একটি বড় শিলার উপর বসেছিলেন।

শ্লোক ৩০-৩১

শাদ্বলোপরি সংবিশ্য চর্বতো মীলিতেক্ষণান্ ।
তৃপ্তান্ বৃষান্ বৎসতরান্ গাশ্চ স্বোধোভরশ্রমাঃ ॥ ৩০ ॥
প্রাবৃট্শ্রিয়ং চ তাং বীক্ষ্য সর্বকালসুখাবহাম্ ।
ভগবান্ পূজয়াং চক্রে আত্মশক্ত্যুপবৃংহিতাম্ ॥ ৩১ ॥

শাদ্বল—তৃণময় ভূমি; **উপরি**—উপরে; **সংবিশ্য**—বসে; **চর্বতঃ**—যারা জাবর কাটছিল; **মীলিত**—মুদিত; **ঈক্ষণান্**—তাদের চক্ষুসমূহ; **তৃপ্তান্**—পরিতৃপ্ত; **বৃষান্**—বৃষদের; **বৎসতরান্**—গোবৎসদের; **গাঃ**—গাভীদের; **চ**—এবং; **স্ব**—তাদের নিজেদের; **ঊধঃ**—স্তনের; **ভর**—ভারের দ্বারা; **শ্রমাঃ**—ক্লান্ত; **প্রাবৃট্**—বর্ষাকালের; **শ্রিয়ম্**—ঐশ্বর্য; **চ**—এবং; **তাম্**—সেই; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **সর্ব-কাল**—সকল সময়ে; **সুখ**—আনন্দ; **আব-হাম্**—দানকারী; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **পূজয়াম্**

চক্রে—অভিনন্দিত করলেন; **আত্ম-শক্তি**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি থেকে; **উপবৃংহিতাম্**—বিস্তারিত।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ পরিতৃপ্ত বৃষ, গোবৎস ও গাভীদের সবুজ ঘাসের উপর বসে চক্ষু মুদিত করে জাবর কাটতে দেখলেন এবং তিনি দেখলেন যে, গাভীরা তাদের স্তনভারে ক্লান্ত। এভাবেই সর্বকালের সুখজনক বৃন্দাবনের বর্ষাঋতুর সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য দর্শন করে, ভগবান সেই ঋতুকে অভিনন্দিত করলেন, যা তাঁর নিজের অন্তরঙ্গা শক্তি থেকে বিস্তার লাভ করেছিল।

তাৎপর্য

বৃন্দাবনে বর্ষা ঋতুর প্রাচুর্যপূর্ণ ও সরস সৌন্দর্যের উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণের আনন্দময় লীলা বিস্তার। এভাবেই, ভগবানের প্রেমময়ী বিষয়সমূহ সাজিয়ে তুলতে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি সমস্ত ব্যবস্থাই করেছিল যা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩২

এবং নিবসতোস্তস্মিন্ রামকেশবয়োর্ব্রজে ।
শরৎ সমভবদ্ ব্যভ্রা স্বচ্ছাম্ব্বপরুষানিলা ॥ ৩২ ॥

এবম্—এভাবেই; **নিবসতোঃ**—যখন তাঁরা দুজনে বাস করছিলেন; **তস্মিন্**—সেই; **রাম-কেশবয়োঃ**—শ্রীরাম ও শ্রীকেশব; **ব্রজে**—বৃন্দাবনে; **শরৎ**—শরৎকাল; **সমভবৎ**—পূর্ণরূপে প্রকাশিত হল; **ব্যভ্রা**—আকাশ মেঘরাশি থেকে মুক্ত; **স্বচ্ছা-অম্বু**—যেখানে জল ছিল স্বচ্ছ; **অপরুষ-অনিলা**—এবং বায়ু ছিল মৃদু।

অনুবাদ

শ্রীরাম ও শ্রীকেশব যখন এভাবেই বৃন্দাবনে বাস করছিলেন, তখন শরৎ ঋতু সমাগত হল, যখন আকাশ মেঘমুক্ত, জল স্বচ্ছ ও বায়ু মৃদুমন্দ ছিল।

শ্লোক ৩৩

শরদা নীরজোৎপত্ত্যা নীরাণি প্রকৃতিং যযুঃ ।
ভ্রষ্টানামিব চেতাংসি পুনর্যোগনিষেবয়া ॥ ৩৩ ॥

শরদা—শরৎ ঋতুর প্রভাবে; **নীরজ**—পদ্ম ফুলগুলি; **উৎপত্ত্যা**—যা পুনরায় উৎপাদন করে; **নীরাণি**—জলরাশি; **প্রকৃতিম্**—তাদের স্বাভাবিক অবস্থা (স্বচ্ছতা); **যযুঃ**—ফিরে পেল; **ভ্রষ্টানাম্**—যারা পতিত তাদের; **ইব**—যেমন; **চেতাংসি**—মন; **পুনঃ**—পুনরায়; **যোগ**—ভগবৎ-ভক্তির; **নিষেবয়া**—অভ্যাসের দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবৎ-ভক্তির পন্থার দ্বারা যেমন প্রত্যাবর্তনকারী পতিত যোগীদের মন শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়, তেমনই শরৎকালে পদ্ম ফুল পুনরায় উৎপত্তি হেতু বিভিন্ন জলরাশিও তাদের মূল শুদ্ধতা ফিরে পায়।

শ্লোক ৩৪

ব্যোম্নোঽব্ভ্রং ভূতশাবল্যং ভুবঃ পঙ্কমপাং মলম্ ।
শরজ্জহারাশ্রমিণাং কৃষ্ণে ভক্তির্যথাশুভম্ ॥ ৩৪ ॥

ব্যোম্নঃ—আকাশে; **অপ্-ভ্রম্**—মেঘরাশি; **ভূত**—প্রাণীদের; **শাবল্যম্**—সঙ্কীর্ণ অবস্থা; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **পঙ্কম্**—পঙ্কিলতা; **অপাম্**—জলের; **মলম্**—কলুষতা; **শরৎ**—শরৎ ঋতু; **জহার**—দূর করে; **আশ্রমিণাম্**—মানব-সমাজের চারটি বিভিন্ন আশ্রমীর; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; **ভক্তিঃ**—ভক্তিময়ী সেবা; **যথা**—ঠিক যেমন; **অশুভম্**—সমস্ত অশুভ।

অনুবাদ

শরৎকাল যেমন মেঘাচ্ছন্ন আকাশ পরিষ্কার করে, প্রাণীগণের সঙ্কীর্ণ জীবনযাত্রার অবস্থা দূর করে, পৃথিবীর পঙ্কিলতা মুক্ত করে এবং জলের কলুষতা নির্মল করে, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সম্পাদিত প্রেমময়ী সেবা চতুরাশ্রমীদের ব্যক্তিগত সমস্ত অশুভ থেকে মুক্ত করে।

তাৎপর্য

প্রতিটি মানুষেরই চতুরাশ্রমের যে কোনও একটির নিয়ম নির্দিষ্ট কর্তব্যসমূহ অবশ্যই পালন করা উচিত। এই বিভাগগুলি হচ্ছে—১) অবিবাহিত ছাত্রজীবন বা *ব্রহ্মচর্য;* ২) বিবাহিত জীবন বা *গার্হস্থ্য;* ৩) অবসরকালীন জীবন বা *বানপ্রস্থ;* এবং ৪) ত্যাগের জীবন বা *সন্ন্যাস*। ব্রহ্মচারী ছাত্র জীবনে অবশ্যই ভৃত্যের মতো নানাবিধ কর্তব্য সম্পাদন করা উচিত, কিন্তু যখন সে কৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবায় উন্নতি সাধন করে, তখন তার গুরুজনেরা তার পারমার্থিক অবস্থান হৃদয়ঙ্গম করে তাকে উচ্চতর কর্তব্যে উন্নীত করেন। স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি অনুষ্ঠিত অসংখ্য বাধ্যবাধকতা গৃহস্থকে অনবরত হয়রান করে তোলে, কিন্তু তিনি যখন কৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবায় উন্নতি সাধন করেন, তখন তিনি আপনা থেকেই প্রকৃতির নিয়মে আরও আনন্দময় পারমার্থিক কার্যকলাপে উন্নীত হন এবং তিনি যেভাবেই হোক জাগতিক কর্তব্যগুলি কমিয়ে আনেন।

যাঁরা বানপ্রস্থ বা অবসর জীবনে রয়েছেন, তাঁদেরও অনেক কর্তব্য পালন করতে হয় এবং এই কর্তব্যগুলিকেও কৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবায় পরিবর্তিত করে নেওয়া

যেতে পারে। তেমনই, যে সব সন্ন্যাসী পরম-তত্ত্বের নির্বিশেষ রূপের ধ্যানের প্রতি অনুরক্ত, তাঁদের ত্যাগের জীবনেও অনেক স্বাভাবিক অসুবিধা রয়েছে। যেমন *ভগবদ্গীতায়* (১২/৫) বলা হয়েছে, *ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্*—"যাদের মন ভগবানের অব্যক্ত, নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত, তাদের পক্ষে উন্নতি সাধন করা অত্যন্ত কষ্টকর।" কিন্তু যখনই একজন সন্ন্যাসী প্রতি নগরাদি গ্রামে কৃষ্ণের মহিমা প্রচার করতে শুরু করেন, তখন তাঁর জীবন সুন্দর পারমার্থিক উপলব্ধির আনন্দময় পরিণতি লাভ করে।

শরৎকালে আকাশ তার স্বাভাবিক নীল রঙে ফিরে আসে। মেঘগুলি অদৃশ্য হওয়া যেন ব্রহ্মচারী জীবনের ক্লেশদায়ক কর্তব্যগুলি অদৃশ্য হওয়ার মতো। গ্রীষ্মের ঠিক পরেই বর্ষা আসে, যখন প্রাণীরা কখনও কখনও প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে উৎপীড়িত হয়ে একসঙ্গে প্রায় ঠাসাঠাসিভাবে বাস করে। কিন্তু শরৎ ঋতু এই সংকেত দেয় যে, প্রাণীদের এখন যার যার এলাকায় গিয়ে আরও শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের সময়। এই পরিস্থিতি অনেকটা গৃহস্থের পারিবারিক কর্তব্যের হয়রানি থেকে মুক্ত হয়ে পারমার্থিক দায়িত্বে আরও বেশি সময় মনোনিবেশে সমর্থ হওয়া বোঝায়, সেটাই তার নিজের ও তার পরিবার উভয়ের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। পৃথিবীর পঙ্কিলতা দূর করা ঠিক যেন বানপ্রস্থ জীবনের অসুবিধাগুলি দূর করারই মতো এবং জলের শুদ্ধতা রক্ষা করা যেন যৌন কামনা রহিত হয়ে কৃষ্ণের গুণমহিমা প্রচারের দ্বারা *সন্ন্যাস* জীবনের পবিত্রতা রক্ষার মতো।

শ্লোক ৩৫

সর্বস্বং জলদা হিত্বা বিরেজুঃ শুভ্রবর্চসঃ ।
যথা ত্যক্তৈষণাঃ শান্তা মুনয়ো মুক্তকিল্বিষাঃ ॥ ৩৫ ॥

সর্ব-স্বম্—তাদের সর্বস্ব; **জল-দাঃ**—মেঘরাশি; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **বিরেজুঃ**—দীপ্তি পাচ্ছিল; **শুভ্র**—শুদ্ধ; **বর্চসঃ**—তাদের উজ্জ্বলতা; **যথা**—ঠিক যেমন; **ত্যক্তা-এষণাঃ**—যিনি সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করেছেন; **শান্তাঃ**—শান্ত; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **মুক্ত-কিল্বিষাঃ**—অসৎ প্রবণতা থেকে মুক্ত।

অনুবাদ

মেঘরাশি তাদের সর্বস্ব পরিত্যাগ করে শুদ্ধ উজ্জ্বলতা নিয়ে দীপ্তি পাচ্ছিল, ঠিক যেন সমস্ত জাগতিক বাসনা ত্যাগী শান্ত মুনিগণ সমস্ত পাপময় প্রবণতা থেকে মুক্ত হয়েছেন।

তাৎপর্য

মেঘরাশি যখন জলপূর্ণ থাকে, তখন সেগুলি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে এবং সূর্যরশ্মিকে আচ্ছাদিত করে রাখে, ঠিক যেমন অশুদ্ধ মানুষের জড় মন তার অন্তরের উজ্জ্বল আত্মাকে আচ্ছাদিত করে রাখে। কিন্তু মেঘরাশি যখন প্রবল বর্ষণ করে, তখন সেই মেঘ শুভ্রবর্ণে পরিণত হয় এবং তা দীপ্তিশালী সূর্যকে উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত করে, ঠিক যেমন সমস্ত জড় বাসনা ও পাপযুক্ত প্রবণতা পরিত্যাগী কোনও মানুষ শুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং তার পর উজ্জ্বলভাবে তাঁর নিজের আত্মা ও পরমাত্মাকে অন্তরে প্রতিফলিত করেন।

শ্লোক ৩৬

গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং ক্বচিন্ন মুমুচুঃ শিবম্ ।
যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা ॥ ৩৬ ॥

গিরয়ঃ—পর্বতসকল; **মুমুচুঃ**—মোচন করছিল; **তোয়ম্**—তাদের জল; **ক্বচিৎ**—কখনও; **ন মুমুচুঃ**—তারা মোচন করছিল না; **শিবম্**—শুদ্ধ; **যথা**—ঠিক যেমন; **জ্ঞান**—দিব্য জ্ঞানের; **অমৃতম্**—অমৃত; **কালে**—উপযুক্ত সময়ে; **জ্ঞানিনঃ**—পারমার্থিক জ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ; **দদতে**—দান করেন; **ন বা**—অথবা না।

অনুবাদ

অপ্রাকৃত বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যেমন কখনও অপ্রাকৃত জ্ঞানামৃত প্রদান করেন এবং কখনও করেন না, তেমনই এই ঋতুতে পর্বতসকল কখনও তাদের শুদ্ধ জলধারা মোচন করছিল এবং কখনও করছিল না।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে বর্ষা ঋতুর বর্ণনা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় অংশে শরৎ ঋতু সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এবং এই ঋতু বর্ষা থেমে গেলে শুরু হয়। বর্ষাকালে পর্বত থেকে সব সময় জল প্রবাহিত হয়, কিন্তু শরৎকালে কখনও জল প্রবাহিত হয় এবং কখনও হয় না। তেমনই, মহান আচার্যগণ কখনও বিস্তারিতভাবে পারমার্থিক জ্ঞান বর্ণনা করেন, আবার কখনও তাঁরা মৌন থাকেন। আত্মজ্ঞানী পুরুষ নিবিড়ভাবে পরমাত্মার সংস্পর্শে থাকেন এবং কোনও যোগ্য পারমার্থিক বিজ্ঞানী তাঁর ইচ্ছা অনুসারে বিশেষ অবস্থা বিশেষে পরম-তত্ত্বের বর্ণনা করতেও পারেন, আবার না করতেও পারেন।

শ্লোক ৩৭

নৈবাবিদন্ ক্ষীয়মাণং জলং গাধজলেচরাঃ ।
যথায়ুরন্বহং ক্ষয্যং নরা মূঢ়াঃ কুটুম্বিনঃ ॥ ৩৭ ॥

ন—না; **এব**—বস্তুত; **অবিদন্**—জানতে পারে; **ক্ষীয়মাণম্**—ক্ষীয়মাণ; **জলম্**—জল; **গাধ-জলে**—অগভীর জলে; **চরাঃ**—যারা চলাফেরা করে; **যথা**—যেমন; **আয়ুঃ**—তাদের আয়ুষ্কাল; **অনু-অহম্**—প্রতি দিন; **ক্ষয্যম্**—ক্ষীয়মাণ; **নরাঃ**—মানুষেরা; **মূঢ়াঃ**—মূঢ়; **কুটুম্বিনঃ**—পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বাস করে।

অনুবাদ

মূঢ় সংসারী মানুষেরা অতিক্রান্ত দিনগুলির সঙ্গে কিভাবে তাদের আয়ু ক্ষয় হচ্ছে তা যেমন দেখতে পারে না, তেমনই ক্রমশ ক্ষীয়মাণ জলে সন্তরণরত মৎস্যরা জলের ক্ষীয়মাণতার কথা একেবারেই জানতে পারে না।

তাৎপর্য

বর্ষাকালের পর জল ধীরে ধীরে কমে যায়, কিন্তু মূর্খ মাছেরা তা বুঝতে পারে না; এভাবে তারা প্রায়ই সরোবরের তীরে এবং নদীতটে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তেমনই, যারা সংসার জীবনে মোহিত তারা বুঝতেও পারে না যে, তাদের জীবনের বাকি অংশ ক্রমাগত কমে আসছে; এভাবেই তারা কৃষ্ণভাবনামৃতে শুদ্ধ হতে ব্যর্থ হয়ে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

শ্লোক ৩৮

গাধবারিচরাস্তাপমবিন্দঞ্শরদর্কজম্ ।
যথা দরিদ্রঃ কৃপণঃ কুটুম্ব্যবিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

গাধ-বারি-চরাঃ—যারা অগভীর জলে চলাফেরা করে; **তাপম্**—কষ্টভোগ করে; **অবিন্দন্**—অভিজ্ঞতা লাভ করে; **শরৎ-অর্ক-জম্**—শরৎকালীন সূর্যকিরণ; **যথা**—যেমন; **দরিদ্রঃ**—একজন গরীব লোক; **কৃপণঃ**—কৃপণ; **কুটুম্বী**—সংসার জীবনে নিমগ্ন; **অবিজিত-ইন্দ্রিয়ঃ**—যে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেনি।

অনুবাদ

কৃপণ ও সংসার-জীবনে অতিশয় নিমগ্ন দারিদ্র্যপীড়িত ব্যক্তি যেমন তার ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযম করতে না পারার জন্য কষ্টভোগ করে, তেমনই অগভীর জলে সন্তরণশীল মৎস্যগুলিকেও শরৎকালীন সূর্যের তাপের দ্বারা কষ্টভোগ করতে হয়।

তাৎপর্য

যদিও পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মূর্খ মাছেরা ক্ষীয়মাণ জল সম্বন্ধে সচেতন নয়, কিন্তু কেউ হয়ত 'অজ্ঞানতাই আনন্দ' এই ধরনের পুরানো প্রবাদ বাক্য অনুযায়ী মনে করতে পারে যে, এই সমস্ত মাছ তবুও সুখী। কিন্তু অজ্ঞ মাছগুলিকেও শরতের সূর্যের দ্বারা দগ্ধ হতে হয়। তেমনই, যদিও সংসারে আসক্ত কোনও মানুষ তার পারমার্থিক জীবনের অজ্ঞতাকে পরম সুখময় বলে মনে করতে পারে, কিন্তু সংসার জীবনের সমস্যা দ্বারা তাকে ক্রমাগত বিব্রত হতে হয় এবং প্রকৃতপক্ষে, তার অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়গুলি শেষপর্যন্ত তাকে উপশমহীন তীব্র দৈহিক যাতনাময় অবস্থার দিকে নিয়ে যায়।

শ্লোক ৩৯

শনৈঃ শনৈর্জহুঃ পঙ্কং স্থলান্যামং চ বীরুধঃ ।
যথাহংমমতাং ধীরাঃ শরীরাদিষ্বনাত্মসু ॥ ৩৯ ॥

শনৈঃ শনৈঃ—ধীরে ধীরে; **জহুঃ**—পরিত্যাগ করেছিল; **পঙ্কম্**—তাদের পঙ্কিলতা; **স্থলানি**—স্থলভূমিসকল; **আমম্**—তাদের অপক্ক অবস্থা; **চ**—এবং; **বীরুধঃ**—লতা-গুল্মসমূহ; **যথা**—যেমন; **অহম্-মমতাম্**—আমিত্ব ও মমত্ববুদ্ধি; **ধীরাঃ**—ধীর ঋষিগণ; **শরীর-আদিষু**—জড় শরীর ও অন্যান্য বাহ্যিক বিষয়গুলির উপর কেন্দ্রীভূত করা; **অনাত্মসু**—প্রকৃত আত্মা থেকে যা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।

অনুবাদ

ধীর মুনিগণ যেমন প্রকৃত আত্মা থেকে ভিন্ন জড় দেহ ও তার থেকে উপজাত অহং ও মমত্ববুদ্ধি পরিত্যাগ করেন, তেমনই বিভিন্ন স্থলভূমি ধীরে ধীরে তাদের পঙ্কিল অবস্থা পরিত্যাগ করেছিল এবং লতা-গুল্মসমূহ তাদের অপক্ক অবস্থা থেকে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *আদিষু* শব্দটি দেহ উপজাত দ্রব্যসমূহকে নির্দেশ করছে, যেমন সন্তান, গৃহ ও সম্পদ।

শ্লোক ৪০

নিশ্চলাম্বুরভূত্তূষ্ণীং সমুদ্রঃ শরদাগমে ।
আত্মন্যুপরতে সম্যঙ্ মুনির্ব্যুপরতাগমঃ ॥ ৪০ ॥

নিশ্চল—স্থির; **অম্বুঃ**—তাদের জল; **অভূৎ**—হয়েছিল; **তূষ্ণীম্**—নিঃশব্দ; **সমুদ্রঃ**—সমুদ্র; **শরৎ**—শরৎ ঋতুর; **আগমে**—আগমনে; **আত্মনি**—যখন আত্মা; **উপরতে**—জড় কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়েছে; **সম্যক্**—সম্পূর্ণরূপে; **মুনিঃ**—একজন মুনি; **ব্যুপরত**—পরিত্যাগ করে; **আগমঃ**—বৈদিক মন্ত্র পাঠ।

অনুবাদ

সমস্ত জড় কার্যকলাপ থেকে বিরত এবং বৈদিক মন্ত্রের উচ্চারণ পরিত্যাগকারী কোনও মুনির মতোই শরতের আগমনে সমুদ্র ও সরোবরগুলি শব্দহীন এবং তাদের জল স্থির হয়ে যায়।

তাৎপর্য

জাগতিক উন্নতি, যৌগিক ক্ষমতা ও নির্বিশেষ মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে কেউ সাধারণ বৈদিক মন্ত্র আবৃত্তি করে থাকেন। কিন্তু কোনও মুনি যখন ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন, তখন তিনি কেবল পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা ধ্বনিত করেন।

শ্লোক ৪১

কেদারেভ্যস্ত্বপোঽগৃহ্ণন্ কর্ষকা দৃঢ়সেতুভিঃ ।
যথা প্রাণৈঃ স্রবজ্জ্ঞানং তন্নিরোধেন যোগিনঃ ॥ ৪১ ॥

কেদারেভ্যঃ—জলপ্লাবিত ধান্যক্ষেত্র থেকে; **তু**—এবং; **অপঃ**—জল; **অগৃহ্ণন্**—গ্রহণ করছিল; **কর্ষকাঃ**—কৃষকেরা; **দৃঢ়**—দৃঢ়; **সেতুভিঃ**—বাঁধের দ্বারা; **যথা**—যেমন; **প্রাণৈঃ**—ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে; **স্রবৎ**—বহির্মুখ; **জ্ঞানম্**—চেতনা; **তৎ**—সেই ইন্দ্রিয়গুলির; **নিরোধেন**—দৃঢ় নিয়ন্ত্রণের দ্বারা; **যোগিনঃ**—যোগিগণ।

অনুবাদ

যোগ অনুশীলনকারীরা যেভাবে বিক্ষুব্ধ ইন্দ্রিগুলির মাধ্যমে তাঁদের বহির্মুখী চেতনাকে দমন করার জন্য তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলিকে দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণে আনেন, ঠিক সেভাবেই কৃষকেরা ধানক্ষেতের জল যাতে বেরিয়ে না যায় বা ধরে রাখার জন্য মাটি দিয়ে দৃঢ় আল নির্মাণ করেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন, "শরৎকালে কৃষকেরা শক্ত করে আল বেঁধে ক্ষেতের জল ধরে রাখে যাতে ক্ষেতে ধরে রাখা জল গড়িয়ে চলে না যায়। তখন আর নতুনভাবে বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে না; তাই জমিতে যতটুকু জল থাকে, সেটুকুই তারা ধরে রাখবার চেষ্টা করে। তেমনই, যে মানুষ আত্মজ্ঞান লাভের পথে অগ্রসর

হতে চান, তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি দমন করে তাঁর শক্তিকে রক্ষা করেন। শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, পঞ্চাশ বছর বয়সের পর সংসার জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করা উচিত এবং কৃষ্ণভাবনামৃতের উন্নতি সাধনে উপযোগের জন্য দেহের শক্তিকে সংরক্ষণ করা উচিত। যতক্ষণ মানুষ তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করে পরমেশ্বর ভগবান মুকুন্দের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় সেগুলিকে নিযুক্ত না করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর মুক্তি লাভের কোনও সম্ভাবনা নেই।"

শ্লোক ৪২

শরদর্কাংশুজাংস্তাপান্ ভূতানামুডুপোঽহরৎ ।
দেহাভিমানজং বোধো মুকুন্দো ব্রজযোষিতাম্ ॥ ৪২ ॥

শরৎ-অর্ক—শরৎকালের সূর্য; **অংশু**—কিরণ থেকে; **জান্**—উৎপন্ন; **তাপান্**—দুঃখকষ্ট; **ভূতানাম্**—সমস্ত প্রাণীদের; **উডুপঃ**—চন্দ্র; **অহরৎ**—হরণ করেছে; **দেহ**—জড় দেহের সঙ্গে; **অভিমানজম্**—মিথ্যা পরিচয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত; **বোধঃ**—আত্মজ্ঞান; **মুকুন্দঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ব্রজ-যোষিতাম্**—বৃন্দাবনের নারীগণের।

অনুবাদ

আত্মজ্ঞান যেমন কোনও ব্যক্তির জড় দেহের সঙ্গে তার মিথ্যা পরিচিতির দ্বারা উৎপন্ন দুঃখকষ্ট উপশম করে এবং শ্রীমুকুন্দ যেমন বৃন্দাবনের নারীগণের বিরহ জনিত ক্লেশ দূর করেন, ঠিক তেমনই শরৎকালের চন্দ্রও সমস্ত প্রাণীর সূর্যকিরণজনিত দুঃখকষ্টের উপশম করে।

শ্লোক ৪৩

খমশোভত নির্মেঘং শরদ্বিমলতারকম্ ।
সত্ত্বযুক্তং যথা চিত্তং শব্দব্রহ্মার্থদর্শনম্ ॥ ৪৩ ॥

খম্—আকাশ; **অশোভত**—উজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছিল; **নির্মেঘম্**—মেঘমুক্ত; **শরৎ**—শরৎকালে; **বিমল**—স্বচ্ছ; **তারকম্**—এবং তারকাখচিত; **সত্ত্ব-যুক্তম্**—সত্ত্বগুণযুক্ত; **যথা**—ঠিক যেন; **চিত্তম্**—মন; **শব্দ-ব্রহ্ম**—বৈদিক শাস্ত্রের; **অর্থ**—তাৎপর্য; **দর্শনম্**—যা প্রত্যক্ষভাবে অনুভূতি প্রদান করে।

অনুবাদ

প্রত্যক্ষভাবে বৈদিক শাস্ত্রের তাৎপর্য অনুভবকারী মানুষের চিন্ময় চেতনার মতো মেঘমুক্ত ও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান তারকারাশির দ্বারা পরিপূর্ণ শরতের আকাশ উজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছিল।

তাৎপর্য

স্বচ্ছ ও নক্ষত্রখচিত শরৎকালের আকাশকে ভক্তের শুদ্ধ হৃদয়ের সঙ্গেও তুলনা করা যেতে পারে। চিন্ময় প্রকৃতি সকল সময়েই দীপ্তিময়, স্বচ্ছ ও আনন্দময় এবং আত্মার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা অবিলম্বে তৃপ্তিদানকারী এই চিন্ময় প্রকৃতিকে বৈকুণ্ঠ বলা হয়। এটি কৃষ্ণভাবনামৃতের গূঢ় রহস্য।

শ্লোক ৪৪

অখণ্ডমণ্ডলো ব্যোম্নি ররাজোড়ুগণৈঃ শশী ।
যথা যদুপতিঃ কৃষ্ণো বৃষ্ণিচক্রাবৃতো ভুবি ॥ ৪৪ ॥

অখণ্ড—অখণ্ড; **মণ্ডলঃ**—মণ্ডল; **ব্যোম্নি**—আকাশে; **ররাজ**—শোভিত হচ্ছিল; **উড়ুগণৈঃ**—নক্ষত্ররাশির সঙ্গে; **শশী**—চন্দ্র; **যথা**—যেমন; **যদুপতিঃ**—যদুবংশের অধিপতি; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **বৃষ্ণি-চক্র**—বৃষ্ণিমণ্ডলীর দ্বারা; **আবৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **ভুবি**—পৃথিবীতে।

অনুবাদ

যদুবংশের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ যেমন বৃষ্ণিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পৃথিবীতে উজ্জ্বলরূপে শোভিত হন, ঠিক তেমনই নক্ষত্ররাশির দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পূর্ণচন্দ্র আকাশে শোভিত হচ্ছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ বিশ্লেষণ করেছেন যে, বৃন্দাবনে পূর্ণচন্দ্র নিত্য উদিত হন এবং এই পূর্ণচন্দ্র পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ প্রকাশের মতো। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়েছিলেন, তখন তিনি নন্দ, উপনন্দ, বসুদেব ও অক্রূরের মতো বৃষ্ণিবংশের বিশিষ্ট সদস্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন।

শ্লোক ৪৫

আশ্লিষ্য সমশীতোষ্ণং প্রসূনবনমারুতম্ ।
জনাস্তাপং জহুর্গোপ্যো ন কৃষ্ণহৃতচেতসঃ ॥ ৪৫ ॥

আশ্লিষ্য—আলিঙ্গন করে; **সম**—সম; **শীত-উষ্ণম্**—শীত ও উষ্ণতার মধ্যে; **প্রসূন-বন**—ফুলবনের; **মারুতম্**—বায়ু; **জনাঃ**—সাধারণ মানুষেরা; **তাপম্**—দুঃখকষ্ট; **জহুঃ**—ত্যাগ করতে সমর্থ ছিল; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **ন**—না; **কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **হৃত**—অপহৃত; **চেতসঃ**—যাঁদের হৃদয়।

অনুবাদ

পুষ্পে পরিপূর্ণ বন থেকে আগত নাতিশীতোষ্ণ বায়ুর আলিঙ্গনের দ্বারা মানুষ তাদের দুঃখকষ্ট বিস্মৃত হতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণের দ্বারা যাঁদের হৃদয় অপহৃত হয়েছে, সেই গোপীগণ তা পারেন না।

শ্লোক ৪৬

গাবো মৃগাঃ খগা নার্যঃ পুষ্পিণ্যঃ শরদাভবন্ ।
অন্বীয়মানাঃ স্ববৃষৈঃ ফলৈরীশক্রিয়া ইব ॥ ৪৬ ॥

গাবঃ—গাভীরা; **মৃগাঃ**—হরিণীরা; **খগাঃ**—স্ত্রীপক্ষীরা; **নার্যঃ**—নারীরা; **পুষ্পিণ্যঃ**—তাদের ঋতুমতী সময়ে; **শরদা**—শরৎকালের প্রভাবে; **অভবন্**—হয়েছিল; **অন্বীয়মানাঃ**—অনুগামী; **স্ববৃষৈঃ**—তাদের নিজ নিজ পতির দ্বারা; **ফলৈঃ**—ভাল ফলের দ্বারা; **ঈশ-ক্রিয়াঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপ; **ইব**—যেমন।

অনুবাদ

শরৎকালের প্রভাবে গাভী, হরিণী, নারী ও স্ত্রীপক্ষীরা ঋতুমতী হয়ে উঠলে যৌনসঙ্গ লাভের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ পতিগামিনী হয়েছিল, ঠিক যেমন পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় অনুষ্ঠিত কার্যকলাপের দ্বারা আপনা হতেই সমস্ত মঙ্গলময় ফল লাভ হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন, "শরতের আগমনে সাধারণত গাভী, হরিণী ও বিবাহিতা স্ত্রীরা গর্ভবতী হয়, কারণ সেই ঋতুতে পুরুষেরা সাধারণত যৌন বাসনার দ্বারা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এটি অনেকটা পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় পরমার্থবাদীদের জীবনের গন্তব্যস্থল প্রাপ্তির আশীর্বাদ লাভের মতো। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *উপদেশামৃতে* নির্দেশ দিয়েছেন যে, উৎসাহ, ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে ভগবৎ-ভক্তি সম্পাদন করা উচিত এবং শাস্ত্রের নির্দেশাদি পালন, জড়-জাগতিক কলুষ থেকে নিজেকে শুদ্ধ রাখা ও ভক্তদের সঙ্গে থাকা উচিত। এই নির্দেশগুলি পালন করলে নিশ্চিতভাবে ভগবদ্ভক্তির ঈপ্সিত ফল লাভ করা যায়। যিনি ধৈর্য সহকারে ভগবৎ-ভক্তির বিধি-নিষেধগুলি অনুশীলন করেন, তিনি যথাসময়ে ফল লাভ করেন, যেমন পত্নীগণ গর্ভবতী হওয়ার মাধ্যমে ফল প্রাপ্ত হন।"

শ্লোক ৪৭

উদহৃষ্যন্ বারিজানি সূর্যোত্থানে কুমুদ্ বিনা ।
রাজ্ঞা তু নির্ভয়া লোকা যথা দস্যূন্ বিনা নৃপ ॥ ৪৭ ॥

উদহৃষ্যন্—প্রচুর প্রস্ফুটিত; **বারি-জানি**—পদ্মসকল; **সূর্য**—সূর্য; **উত্থানে**—যখন তা উদয় হয়েছিল; **কুমুৎ**—রাত্রে প্রস্ফুটিত কুমুদ-পদ্ম; **বিনা**—ব্যতীত; **রাজ্ঞা**—রাজার উপস্থিতি হেতু; **তু**—বাস্তবিকপক্ষে; **নির্ভয়াঃ**—নির্ভয়; **লোকাঃ**—জনগণ; **যথা**—যেমন; **দস্যূন্**—দস্যুগণ; **বিনা**—ব্যতীত; **নৃপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, সুদৃঢ় শাসকের উপস্থিতিতে দস্যু ব্যতীত আর সকলেই যেমন নির্ভয় হয়, ঠিক তেমনই শরৎকালীন সূর্যের উদয়ের ফলে রাত্রে প্রস্ফুটিত কুমুদ ব্যতীত আর সকল পদ্ম ফুলই সুখে প্রস্ফুটিত হয়েছিল।

শ্লোক ৪৮

পুরগ্রামেষ্বাগ্রয়ণৈরিন্দ্রিয়ৈশ্চ মহোৎসবৈঃ ।
বভৌ ভূঃ পক্কশস্যাঢ্যা কলাভ্যাং নিতরাং হরেঃ ॥ ৪৮ ॥

পুর—শহরে; **গ্রামেষু**—ও গ্রামগুলিতে; **আগ্রয়ণৈঃ**—নতুন ফসলের প্রথম শস্যদানার স্বাদ গ্রহণের জন্য বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **ইন্দ্রিয়ৈঃ**—অন্যান্য (লৌকিক) উৎসবের দ্বারা; **চ**—এবং; **মহা-উৎসবৈঃ**—মহোৎসব; **বভৌ**—শোভিত হয়েছিল; **ভূঃ**—পৃথিবী; **পক্ক**—পাকা; **শস্য**—তাঁর শস্যের দ্বারা; **আঢ্যা**—সমৃদ্ধিশালিনী; **কলা**—যিনি হচ্ছেন ভগবানের অংশ-প্রকাশ সেই তিনি; **আভ্যাম্**—(কৃষ্ণ ও বলরাম) সেই দুজনের দ্বারা; **নিতরাম্**—অত্যন্ত; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

সমস্ত শহরে ও গ্রামে নতুন ফসলের প্রথম শস্যদানার সম্মান ও স্বাদ গ্রহণের জন্য বৈদিক যজ্ঞ এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় রীতিনীতি ও ঐতিহ্য মেনে অনুরূপ উৎসব সম্পাদন করে জনসাধারণ মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেছিলেন। এভাবেই নবীন শস্যের দ্বারা সমৃদ্ধিশালিনী হয়ে এবং বিশেষ করে কৃষ্ণ ও বলরামের উপস্থিতির দ্বারা শ্রীমণ্ডিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের অংশ-প্রকাশরূপে পৃথিবী শোভিতা হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

আগ্রয়ণৈঃ শব্দটির দ্বারা নির্দিষ্ট একটি অনুমোদিত বৈদিক যজ্ঞকে নির্দেশ করা হয়েছে, আর *ইন্দ্রিয়ৈঃ* শব্দটি দ্বারা জাগতিক বিষয় সমন্বিত লৌকিক অনুষ্ঠানসমূহকে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদ এভাবে মন্তব্য করেছেন, "শরৎকালে ক্ষেতগুলি পাকা শস্যে ভরে যায়। সেই সময় মানুষ অত্যধিক ফসলের জন্য সুখী হয় এবং নবান্ন আদি নানাবিধ

উৎসবের আয়োজন করে। এই নবান্ন উৎসবে নতুন শস্য পরমেশ্বর ভগবা[illegible] নিবেদন করা হয়। বিভিন্ন মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের কাছে সেই নবান্ন উৎসর্গ করা হয় এবং তা দিয়ে তৈরি পরমান্ন গ্রহণ করার জন্য সকলকে নিমন্ত্রণ করা হয়। শরৎকালে অন্যান্য আরও ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও নানা রকম পূজার আয়োজন রয়েছে, বিশেষ করে বঙ্গদেশে, যেখানে সব চাইতে বড় উৎসব দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়।"

শ্লোক ৪৯

বণিঙ্‌মুনিনৃপস্নাতা নির্গম্যার্থান্ প্রপেদিরে ।
বর্ষরুদ্ধা যথা সিদ্ধাঃ স্বপিণ্ডান্ কাল আগতে ॥ ৪৯ ॥

বণিক্—ব্যবসায়ীগণ; **মুনি**—মুনিগণ; **নৃপ**—রাজাগণ; **স্নাতাঃ**—এবং ব্রহ্মচারী ছাত্রগণ; **নির্গম্য**—বহির্গত হয়ে; **অর্থান্**—তাঁদের বাঞ্ছিত বিষয়সমূহ; **প্রপেদিরে**—প্রাপ্ত হলেন; **বর্ষ**—বর্ষণ দ্বারা; **রুদ্ধাঃ**—ব্যাহত; **যথা**—যেমন; **সিদ্ধাঃ**—সিদ্ধ ব্যক্তিগণ; **স্ব-পিণ্ডান্**—তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত রূপগুলি; **কালে**—যখন সময়; **আগতে**—আগত হয়।

অনুবাদ

বৃষ্টিতে আবদ্ধ বণিক, মুনি, নৃপতি ও ব্রহ্মচারী ছাত্রগণ অবশেষে বেরিয়ে এসে তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত বিষয়াদি সংগ্রহ করেন, ঠিক যেমন এই জীবনে যাঁরা সিদ্ধি লাভ করেছেন, সঠিক সময় এলে জড় দেহ ত্যাগ করে তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ রূপ লাভ করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর ভাষ্যে বলেছেন, "বৃন্দাবনে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরা[illegible] উপস্থিত থাকার ফলে শরৎ ঋতু সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। শরৎকালে বণিক সম্প্রদায়, রাজকীয় শ্রেণী ও মহাত্মারা স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করে তাদের অভীষ্ট সাধন করতে পারেন। তেমনই, পরমার্থবাদীরা যখন জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হন, তখন তাঁরাও তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করেন। বর্ষার সময় বণিক সম্প্রদায় এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারেন না এবং তাই তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত লাভ হয় না। রাজপুরুষেরাও জনসাধারণের কাছ থেকে কর আদায় করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারেন না। আর সাধু-মহাত্মারা, দিব্য জ্ঞান প্রচারের জন্য যাঁদের অবশ্যই ভ্রমণ করতে হয়, বর্ষাকালে তাঁরাও চলাফেরা করতে পারেন না। কিন্তু শরতের আগমনে, তাঁরা সকলেই

বেরিয়ে পড়েন। পরমার্থবাদীদের ক্ষেত্রে, তিনি জ্ঞানী, যোগী ও ভগবৎ-ভক্ত যাই হোন, জড় দেহের কারণে তিনি প্রকৃতপক্ষে পারমার্থিক সিদ্ধি উপভোগ করতে পারেন না। কিন্তু যখনই তিনি দেহ ত্যাগ করেন, অথবা মৃত্যুর পর জ্ঞানী পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় জ্যোতিতে লীন হয়ে যান, তখন যোগী বিভিন্ন উচ্চতর গ্রহলোকে নিজেকে স্থানান্তরিত করেন এবং ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানের ধাম গোলোক বৃন্দাবনে বা বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করেন আর এই ভাবেই তাঁর নিত্য, আনন্দময় ও চিন্ময় জীবন উপভোগ করেন।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'বৃন্দাবনে বর্ষা ও শরৎ ঋতু' নামক বিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

একবিংশতি অধ্যায়

গোপীগণের কৃষ্ণের বংশীধ্বনির মহিমা কীর্তন

শরতের আগমনে বৃন্দাবনের মনোরম অরণ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ এবং বংশীধ্বনি শ্রবণে অল্পবয়স্ক গোপীগণের গীতের প্রশংসা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম এবং তাঁদের গোপবালক সখারা যখন গোচারণের জন্য বনে প্রবেশ করলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাঁশি বাজাতে শুরু করলেন। গোপীগণ সেই মনোরম বংশীধ্বনি শ্রবণ করে বুঝতে পারলেন যে, কৃষ্ণ বনে প্রবেশ করেছেন। তখন তাঁরা পরস্পরের কাছে ভগবানের নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা করতে লাগলেন।

গোপীগণ বললেন, "বেণুবাদনরত শ্রীকৃষ্ণের গোচারণে বনে গমন দর্শন করাই দুই চোখের পরম সার্থকতা। এই বাঁশি এমন কোন্ পুণ্য অর্জন করেছিল যে, অনায়াসে সে শ্রীকৃষ্ণের অধরের সুধামৃত পান করতে সক্ষম হচ্ছে—যে আশীর্বাদ আমাদের মতো গোপীগণের পক্ষেও লাভ করা দুর্লভ? শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করে ময়ূরগণ নৃত্য করছিল, আর তাদের দেখে অন্যান্য সকল প্রাণী অভিভূত হয়ে পড়ল। বিমানে আকাশে ভ্রমণরত দেবীগণ কন্দর্পে পীড়িতা হয়ে তাঁদের বসন স্খলিত হল। গাভীগণ কর্ণ বিস্তার করে সেই বংশীধ্বনির অমৃত পান করতে থাকল এবং তাদের বৎসরা মাতৃস্তন থেকে ক্ষরিত দুগ্ধ মুখে নিয়ে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইল। পাখিরা বৃক্ষশাখায় আশ্রয় নিয়ে আবিষ্টচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করে তাদের চক্ষু মুদ্রিত করল। প্রবাহিত নদীগুলি কৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী আকর্ষণে আকুলিত হল এবং তাদের প্রবাহ স্তব্ধ করে, তাদের তরঙ্গরূপ ভুজ দ্বারা কৃষ্ণের পাদপদ্ম আলিঙ্গন করল, আর মেঘেরা তখন সূর্যের তাপ থেকে কৃষ্ণের মস্তকে ছায়া প্রদানের জন্য ছাতার মতো সেবা করছিল। শবর উপজাতির আদিবাসী রমণীগণ ভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শে কুমকুম রঞ্জিত তৃণগুল্ম দর্শন করে, তাদের কন্দর্প-পীড়া উপশম করার জন্য সেই কুমকুম তাদের স্তন ও মুখে লেপন করল। গোবর্ধন পর্বত শ্রীকৃষ্ণের পূজা করার জন্য তৃণ, বিবিধ ফল ও কন্দমূল নিবেদন করল। সমস্ত স্থাবর প্রাণীগণ জঙ্গম প্রাণীর বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করছে, আর সমস্ত জঙ্গম প্রাণীগণ স্থাবর প্রাণীগণের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করছে। এই বিষয়গুলি সবই অত্যন্ত বিস্ময়কর।"

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ইত্থং শরৎস্বচ্ছজলং পদ্মাকরসুগন্ধিনা ।
ন্যবিশদ্ বায়ুনা বাতং সগোগোপালকোঽচ্যুতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইত্থম্**—এভাবে; **শরৎ**—শরৎ ঋতুর; **স্বচ্ছ**—স্বচ্ছ; **জলম্**—জলযুক্ত; **পদ্ম-আকর**—পদ্ম ফুলে পূর্ণ সরোবর থেকে; **সু-গন্ধিনা**—সুগন্ধের দ্বারা; **ন্যবিশৎ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **বায়ুনা**—বায়ুর দ্বারা; **বাতম্**—চলাচলকারী; **স**—সহ; **গো**—গাভীসকল; **গোপালকঃ**—এবং গোপবালকগণ; **অচ্যুতঃ**—অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এভাবেই বৃন্দাবনের অরণ্য শরৎকালীন স্বচ্ছ জলে পরিপূর্ণ ছিল এবং নির্মল সরোবরে উৎপন্ন পদ্ম ফুলের সুগন্ধযুক্ত বায়ুর দ্বারা সুশীতল হয়েছিল। অচ্যুত ভগবান তাঁর গাভী ও গোপবালক সখাদের সঙ্গে সেই বৃন্দাবনের অরণ্যে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ২

কুসুমিতবনরাজিশুষ্মিভৃঙ্গ-
দ্বিজকুলঘুষ্টসরঃসরিন্মহীধ্রম্ ।
মধুপতিরবগাহ্য চারয়ন্ গাঃ
সহপশুপালবলশ্চুকূজ বেণুম্ ॥ ২ ॥

কুসুমিত—পুষ্পিত; **বন-রাজি**—বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে; **শুষ্মি**—মত্ত; **ভৃঙ্গ**—ভ্রমর সহ; **দ্বিজ**—পক্ষিগণের; **কুল**—ঝাঁক; **ঘুষ্ট**—নিনাদিত করে; **সরঃ**—সরোবরগুলি; **সরিৎ**—নদীসকল; **মহীধ্রম্**—এবং পর্বতসমূহ; **মধু-পতিঃ**—মধুপতি (কৃষ্ণ); **অবগাহ্য**—প্রবেশ করে; **চারয়ন্**—চারণ করতে করতে; **গাঃ**—গাভীদের; **সহ-পশু-পাল-বলঃ**—গোপবালকগণ ও শ্রীবলরামের সঙ্গে; **চুকূজ**—বাজালেন; **বেণুম্**—তাঁর বংশী।

অনুবাদ

বৃন্দাবনের সরোবর, নদী ও পর্বতসকল মত্ত ভ্রমর এবং পুষ্পিত বৃক্ষে বিচরণশীল পক্ষিকুলের ধ্বনিতে নিনাদিত ছিল। গোপবালকগণ ও শ্রীবলরামের সঙ্গে মধুপতি (শ্রীকৃষ্ণ) সেই বনে প্রবেশ করলেন এবং গোচারণকালে তাঁর বংশী বাজাতে শুরু করলেন।

তাৎপর্য

চুকুজ বেণুম্ শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ দক্ষতার সঙ্গে তাঁর বংশীর ধ্বনিকে বৃন্দাবনের বহুবর্ণময় পাখিদের মনোরম ধ্বনির সঙ্গে মিশিয়ে দিতেন। এভাবেই এক অপ্রতিরোধ্য স্বর্গীয় ধ্বনির সৃষ্টি হয়েছিল।

শ্লোক ৩

তদ্ ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য বেণুগীতং স্মরোদয়ম্ ।
কাশ্চিৎ পরোক্ষং কৃষ্ণস্য স্বসখীভ্যোঽন্ববর্ণয়ন্ ॥ ৩ ॥

তৎ—সেই; **ব্রজ-স্ত্রিয়ঃ**—ব্রজনারীগণ; **আশ্রুত্য**—শ্রবণ করে; **বেণু-গীতম্**—বংশীর গীত; **স্মর-উদয়ম্**—যা কামদেবের প্রভাব উদয় করে; **কাশ্চিৎ**—তাঁদের কেউ কেউ; **পরোক্ষম্**—গোপনে; **কৃষ্ণস্য**—কৃষ্ণ সম্বন্ধে; **স্ব-সখীভ্যঃ**—তাঁদের অন্তরঙ্গ সখীদের কাছে; **অন্ববর্ণয়ন্**—বর্ণনা করেছিলেন।

অনুবাদ

অল্পবয়স্কা ব্রজনারীগণ যখন কৃষ্ণের বংশীর গীত শ্রবণ করলেন, যা কামদেবের প্রভাব উদয় করে, তখন তাঁদের কেউ কেউ গোপনে তাঁদের অন্তরঙ্গ সখীদের কাছে কৃষ্ণের গুণসমূহ বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন।

শ্লোক ৪

তদ্ বর্ণয়িতুমারব্ধাঃ স্মরন্ত্যঃ কৃষ্ণচেষ্টিতম্ ।
নাশকন্ স্মরবেগেন বিক্ষিপ্তমনসো নৃপ ॥ ৪ ॥

তৎ—সেই; **বর্ণয়িতুম্**—বর্ণনা করতে; **আরব্ধাঃ**—শুরু করে; **স্মরন্ত্যঃ**—স্মরণ করে; **কৃষ্ণ-চেষ্টিতম্**—কৃষ্ণের কার্যাবলী; **ন আশকন্**—তাঁরা পারলেন না; **স্মর-বেগেন**—কামদেবের বেগের দ্বারা; **বিক্ষিপ্ত**—বিক্ষিপ্ত; **মনসঃ**—যাঁদের মন; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

গোপীগণ কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলতে শুরু করলেন, কিন্তু যখন তাঁর কার্যাবলী তাঁরা স্মরণ করছিলেন, হে রাজন্, তখন কামদেবের বেগে তাঁদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাঁরা আর বলতে পারলেন না।

শ্লোক ৫

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্ বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীং চ মালাম্ ।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়াপূরয়ন্ গোপবৃন্দৈর্
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্তিঃ ॥ ৫ ॥

বর্হ—ময়ূরপুচ্ছ; **আপীড়ম্**—তাঁর মস্তকের ভূষণরূপে; **নট-বর**—শ্রেষ্ঠ নর্তকদের; **বপুঃ**—অপ্রাকৃত দেহ; **কর্ণয়োঃ**—কর্ণদ্বয়ে; **কর্ণিকারম্**—একটি বিশেষ রকমের নীল পদ্মের মতো পুষ্প; **বিভ্রৎ**—ধারণ করে; **বাসঃ**—বসন; **কনক**—স্বর্ণের মতো; **কপিশম্**—পীত; **বৈজয়ন্তীম্**—বৈজয়ন্তী নামক; **চ**—এবং; **মালাম্**—মালা; **রন্ধ্রান্**—ছিদ্রসমূহকে; **বেণোঃ**—তাঁর বাঁশির; **অধরা**—তাঁর অধরের; **সুধয়া**—অমৃতের দ্বারা; **আপূরয়ন্**—পূরণ করতে করতে; **গোপ-বৃন্দৈঃ**—গোপবালকদের দ্বারা; **বৃন্দা-অরণ্যম্**—বৃন্দাবনের অরণ্য; **স্ব-পদ**—তাঁর পাদপদ্মের চিহ্নের দ্বারা; **রমণম্**—মনোরম; **প্রাবিশৎ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **গীত**—গীত হয়ে; **কীর্তিঃ**—তাঁর মহিমাসকল।

অনুবাদ

মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ-ভূষণ, কর্ণদ্বয়ে নীল কর্ণিকার পুষ্প, স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল পীত বসন এবং বৈজয়ন্তীমালা পরিধান করে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চিন্ময় নটবর রূপ প্রদর্শন করে তাঁরই পদচিহ্নের দ্বারা শোভিত বৃন্দাবনের অরণ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি তাঁর বেণু-রন্ধ্রসমূহ তাঁর অধরামৃত দ্বারা পূর্ণ করেছিলেন, আর গোপবালকেরা তখন তাঁর মহিমা কীর্তন করছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে উল্লিখিত কৃষ্ণের সমস্ত অপ্রাকৃত গুণাবলীই গোপীরা স্মরণ করেছিলেন। কৃষ্ণের শিল্পকুশলী সজ্জা এবং তাঁর কর্ণদ্বয়ে স্থিত সুন্দর নীল পুষ্প গোপীদের ভাবপ্রবণ আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করেছিল, আর যখন তিনি তাঁর বংশীর রন্ধ্রে তাঁর অধরামৃত বর্ষণ করছিলেন, তখন তাঁরা কেবলই কৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী ভাবোচ্ছ্বাসে নিজেদের একেবারে হারিয়ে ফেলেছিলেন।

শ্লোক ৬

ইতি বেণুরবং রাজন্ সর্বভূতমনোহরম্ ।
শ্রুত্বা ব্রজস্ত্রিয়ঃ সর্বা বর্ণয়ন্ত্যোঽভিরেভিরে ॥ ৬ ॥

ইতি—এভাবেই; **বেণু-রবম্**—বংশীধ্বনি; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **সর্বভূত**—সকল প্রাণীর; **মনঃ-হরম্**—মন হরণ করে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **ব্রজস্ত্রিয়ঃ**—ব্রজের নারীগণ; **সর্বাঃ**—তাঁদের সকলে; **বর্ণয়ন্ত্যঃ**—বর্ণনা করতে শুরু করলেন; **অভিরেভিরে**—পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন।

অনুবাদ

হে রাজন্, ব্রজের অল্পবয়স্ক নারীগণ যখন সমস্ত প্রাণীর মন হরণকারী কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করলেন, তখন তাঁরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন আর তা বর্ণনা করতে শুরু করলেন।

তাৎপর্য

ইতি শব্দটির দ্বারা এখানে নির্দেশ করা হয়েছে যে, কৃষ্ণস্মরণ দ্বারা বাকরুদ্ধ হওয়ার পর স্থৈর্য ফিরে পেয়ে, গোপিকারা এভাবেই উচ্ছ্বাসপূর্ণভাবে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি বর্ণনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। যেমন কতক গোপী ভাবাবেগ প্রকাশ করতে শুরু করলেন এবং অন্য গোপীরা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, তাঁরাও তাঁদের হৃদয়ে একই প্রেমময়ী উচ্ছ্বাসের অংশীদার। অল্পবয়স্ক কৃষ্ণের প্রতি মাধুর্য প্রেমে অভিভূত হয়ে, তাঁরা তখন একে অপরকে আলিঙ্গন করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ৭

শ্রীগোপ্য ঊচুঃ

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টং
যৈর্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীগোপ্যঃ ঊচুঃ—গোপীগণ বললেন; **অক্ষণ্বতাম্**—যাঁদের চোখ আছে তাঁদের; **ফলম্**—ফল; **ইদম্**—এই; **ন**—না; **পরম্**—অন্য; **বিদামঃ**—আমরা জানি; **সখ্যঃ**—হে সখীগণ; **পশূন্**—গাভীগণ; **অনুবিবেশয়তোঃ**—বন থেকে বনান্তরে প্রবেশ করেন; **বয়স্যৈঃ**—তাঁদের সমবয়সী সখাদের সঙ্গে; **বক্ত্রম্**—মুখমণ্ডল; **ব্রজ-ঈশ**—নন্দ মহারাজের; **সুতয়োঃ**—পুত্রদ্বয়ের; **অনুবেণু-জুষ্টম্**—বংশী ধারণ করেন; **যৈঃ**—যার দ্বারা; **বা**—অথবা; **নিপীতম্**—পান করেন; **অনুরক্ত**—অনুরাগযুক্ত; **কটাক্ষ**—কটাক্ষ; **মোক্ষম্**—নিক্ষেপ করে।

অনুবাদ

গোপিকারা বললেন—"হে সখিগণ, যে সমস্ত চক্ষু নন্দ মহারাজের দুই পুত্রের সুন্দর মুখমণ্ডল দর্শন করে, তারা নিঃসন্দেহে ধন্য। কারণ এই দুই পুত্র তাঁদের সখাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে এবং তাঁদের সম্মুখে গাভীদের চালনা করে বনে প্রবেশ করেন এবং তাঁরা তাঁদের মুখে বংশী ধারণ করেন ও ব্রজবাসীদের প্রতি অনুরাগযুক্ত হয়ে কটাক্ষপাত করেন। তাই যাঁদের চক্ষু আছে, আমরা মনে করি তাঁদের কাছে এর থেকে শ্রেষ্ঠতর দর্শনীয় বস্তু আর কিছু নেই।

তাৎপর্য

উপরোক্ত অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (*আদিলীলা* ৪/১৫৫) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এভাবে ভাষ্যদান করছেন—"গোপীরা বলতে চেয়েছেন, 'হে সখীগণ, এই জড় জগতে তোমরা যদি কেবলমাত্র সংসার জীবনের শৃঙ্খলেই অবস্থান কর, তোমাদের আর কি বা দর্শন করার থাকে? স্রষ্টা আমাদের এই চক্ষু দুটি দান করেছেন, তাই চল আমরা পরম অদ্ভুত দ্রষ্টব্য কৃষ্ণকে দর্শন করি।"

গোপীরা সচেতন ছিলেন যে, তাঁদের মায়েরা অথবা অন্যান্য জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা তাঁদের এই ভাবপ্রবণ কথাবার্তা শুনে ফেলে তা অনুমোদন না করতেও পারেন, তাই তাঁরা বললেন, *অক্ষণ্বতাং ফলম্*—"কৃষ্ণ কেবলমাত্র আমাদের দর্শনের লক্ষ্য নন, তিনি সমস্ত ব্যক্তিরই দর্শনের লক্ষ্যস্বরূপ।" পক্ষান্তরে, গোপীরা ইঙ্গিত করেছিলেন যে, যেহেতু কৃষ্ণ সকলেরই প্রেমের পরম বিষয়, তা হলে তাঁরা কেন তাঁকে চিন্ময় ভাবাবিষ্ট হয়ে ভালবাসতে পারবেন না?

আচার্যগণের মতানুসারে বিভিন্ন গোপী এভাবেই নিম্নোক্ত শ্লোকসমূহের (শ্লোক ১৯ পর্যন্ত) একটি করে শ্লোক বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লোক ৮

চূতপ্রবালবর্হস্তবকোৎপলাব্জ-
মালানুপৃক্তপরিধানবিচিত্রবেশৌ ।
মধ্যে বিরেজতুরলং পশুপালগোষ্ঠ্যাং
রঙ্গে যথা নটবরৌ ক্ব চ গায়মানৌ ॥ ৮ ॥

চূত—একটি আম গাছের; **প্রবাল**—নবীন পল্লব; **বর্হ**—ময়ূরপুচ্ছ; **স্তবক**—পুষ্পগুচ্ছ; **উৎপল**—উৎপল; **অব্জ**—এবং পদ্মের দ্বারা; **মালা**—মালার দ্বারা; **অনুপৃক্ত**—

সংলগ্ন; **পরিধান**—তাঁদের বসন; **বিচিত্র**—অত্যন্ত বৈচিত্র্য সহ; **বেশৌ**—সজ্জিত হয়ে; **মধ্যে**—মধ্যে; **বিরেজতুঃ**—তাঁরা দুজন শোভিত হলেন; **অলম্**—অত্যুৎকৃষ্টরূপে; **পশুপাল**—গোপবালকদের; **গোষ্ঠ্যাম্**—সভার মধ্যে; **রঙ্গে**—একটি মঞ্চের উপরে; **যথা**—ঠিক যেন; **নট-বরৌ**—শ্রেষ্ঠ নর্তকযুগল; **ক্ব চ**—কখনও; **গায়মানৌ**—নিজেরাই গান করে।

অনুবাদ

যার উপর তাঁদের পুষ্পমালা সংলগ্ন ছিল, সেই মনোরম বিচিত্র বসন পরিধান করে এবং ময়ূরপুচ্ছ, উৎপল, পদ্ম, নবীন আম্রপল্লব ও পুষ্প-মুকুলগুচ্ছের দ্বারা নিজেদের ভূষিত করে কৃষ্ণ ও বলরাম গোপবালকদের সভার মধ্যে অত্যুৎকৃষ্টরূপে শোভা পাচ্ছিলেন। তাঁদের দেখতে ঠিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত দুই শ্রেষ্ঠ নর্তকের মতো মনে হচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে তাঁরা গান করছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্মরণ করতে করতে গোপীগণ তাঁদের ভাবাবেগজনিত গান গাইছিলেন। কৃষ্ণ যেখানে তাঁর লীলা অনুষ্ঠান করছিলেন, গোপীরা সেই বনে যেতে চেয়েছিলেন, আর সেখানে লুকিয়ে থেকে লতাগুল্মের পাতার ফাঁকে উঁকি মেরে গোপবালকদের সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরামের অদ্ভুত নৃত্য-গীত দর্শন করতে চেয়েছিলেন। সেটিই ছিল তাঁদের অভিলাষ, কিন্তু যেহেতু তাঁরা যেতে পারেননি, তাই তাঁরা প্রেমময়ী ভাবোচ্ছ্বাসে এই গীত গেয়েছিলেন।

শ্লোক ৯

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণুর্
দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্ ।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্যাঃ ॥ ৯ ॥

গোপ্যঃ—হে গোপীগণ; **কিম্**—কি; **আচরৎ**—আচরণ করেছে; **অয়ম্**—এই; **কুশলম্**—কল্যাণকর কার্য; **স্ম**—নিঃসন্দেহে; **বেণুঃ**—বাঁশি; **দামোদর**—শ্রীকৃষ্ণের; **অধর-সুধাম্**—অধরের অমৃত; **অপি**—এমন কি; **গোপিকানাম্**—গোপিকাদের; **ভুঙ্‌ক্তে**—উপভোগ্য; **স্বয়ম্**—স্বতন্ত্রভাবে; **যৎ**—যার থেকে; **অবশিষ্ট**—অবশেষ; **রসম্**—রস; **হ্রদিন্যঃ**—নদীসকল; **হৃষ্যৎ**—উল্লাস অনুভব করে; **ত্বচঃ**—যাদের দেহগুলি; **অশ্রু**—অশ্রু; **মুমুচুঃ**—বর্ষণ করে; **তরবঃ**—বৃক্ষসমূহ; **যথা**—ঠিক যেমন; **আর্যাঃ**—বৃদ্ধ পূর্বপুরুষগণ।

অনুবাদ

হে গোপীগণ, স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণের অধরামৃত উপভোগ করার জন্য এই বংশী এমন কী মঙ্গলজনক কার্যের অনুষ্ঠান করেছে এবং প্রকৃতপক্ষে ঐ অমৃত যাঁদের উপভোগ্য, সেই আমাদের গোপিকাদের জন্য কেবলমাত্র রস অবশিষ্ট রেখেছে! এই বংশীর পূর্বপুরুষ বাঁশ গাছগুলি আনন্দে অশ্রুধারা বর্ষণ করছে। যার তীরে বাঁশ জন্মগ্রহণ করেছে, তার মাতা সেই নদী আনন্দোচ্ছ্বাস অনুভব করে এবং তাই সে বিকশিত পদ্ম ফুলের দ্বারা রোমাঞ্চিত হচ্ছে।

তাৎপর্য

উপরোক্ত অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (*অন্ত্যলীলা* ১৬/১৪০) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

বাহ্যিকভাবে নির্গত রসের মধ্য দিয়ে, বাঁশ গাছেরা প্রকৃতপক্ষে তাঁদের সন্তানকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উন্নত স্তরের ভক্ত বাঁশরীরূপে দর্শন করে ভাবে অভিভূত হয়ে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করেছিল।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী একটি ভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন—গাছেরা কাঁদছিল কারণ তারা নিজেরা কৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়া করতে অসমর্থ হওয়ার ফলে অসুখী ছিল। কেউ হয়ত আপত্তি করে বলতে পারে যে, রাজার সঙ্গে একটি ভিখারীর সাক্ষাৎকার নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য অবশ্যই সে যেমন শোক করে না, তেমনই বৃন্দাবনের গাছেদেরও তাদের পক্ষে পাওয়া অসম্ভব কিছুর জন্য শোক করা উচিত নয়। কিন্তু সেই গাছেরা ছিল প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমান মানুষের মতো যারা জীবনের উদ্দেশ্য সার্থক হতে না পারার জন্য কষ্টভোগ করে। এভাবেই সেই গাছেরা কাঁদছিল কারণ তারা কৃষ্ণের অধরামৃত লাভ করতে পারেনি।

শ্লোক ১০

বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্তিং
যদ্দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি ।
গোবিন্দবেণুমনু মত্তময়ূরনৃত্যং
প্রেক্ষ্যাদ্রিসান্বরতান্যসমস্তসত্ত্বম্ ॥ ১০ ॥

বৃন্দাবনম্—বৃন্দাবন; **সখি**—হে সখী; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **বিতনোতি**—বিস্তার করছে; **কীর্তিম্**—কীর্তিসমূহ; **যৎ**—কারণ; **দেবকী-সুত**—দেবকীনন্দনের; **পদ-অম্বুজ**—পাদপদ্ম থেকে; **লব্ধ**—প্রাপ্ত; **লক্ষ্মি**—সম্পদ; **গোবিন্দ-বেণুম্**—গোবিন্দের বেণু; **অনু**—শ্রবণ করে; **মত্ত**—মত্ত; **ময়ূর**—ময়ূরদের, **নৃত্যম্**—নৃত্যরত; **প্রেক্ষ্য**—দর্শন

করে; **অদ্রি-সানু**—পাহাড়ের চূড়ার উপর; **অবরত**—অভিভূত হয়েছিল; **অন্য**—অন্য; **সমস্ত**—সমস্ত; **সত্ত্বম্**—প্রাণীগণ।

অনুবাদ

হে সখি, দেবকীনন্দন কৃষ্ণের পাদপদ্ম সম্পদ লাভ করে, বৃন্দাবন পৃথিবীর মহিমা বিস্তার করছে। গোবিন্দের বেণু শ্রবণ করে ময়ূরেরা যখন মত্ত হয়ে নৃত্য করে, তখন পাহাড়ের চূড়া থেকে অন্য প্রাণীরা তাদের দর্শন করে অভিভূত হয়ে পড়ে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বিশ্লেষণ করছেন যে, যেহেতু এই শ্লোকে বর্ণিত ক্রিয়াসমূহ অন্য কোন জগতেই ঘটে না, তাই এই পৃথিবী অসামান্য। বাস্তবিকপক্ষে, অপূর্ব বৃন্দাবনের দ্বারাই এই পৃথিবীর গরিমা বিস্তারিত হচ্ছে কারণ এটি কৃষ্ণের লীলাভূমি।

বৃহদ্বিষ্ণু পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী মা যশোদাকে দেবকী নামেও উল্লেখ করা যায়—

দ্বে নাম্নী নন্দভার্যায়া যশোদা দেবকীতি চ ।
অতঃ সখ্যমভূৎ তস্যা দেবক্যা শৌরিজায়য়া ॥

"নন্দের ভার্যার দুটি নাম ছিল, যশোদা এবং দেবকীও। সুতরাং এটি স্বাভাবিক ছিল যে, তিনি (নন্দপত্নী) শৌরির (বসুদেবের) পত্নী দেবকীর সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তুলবেন।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এভাবে কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করছেন—"বৃন্দাবনে ময়ূরেরা কৃষ্ণকে অনুরোধ করেছিল, 'গোবিন্দ, দয়া করে আমাদের নৃত্য করাও।' এভাবেই কৃষ্ণ তাঁর বেণু বাদন করলেন, আর ময়ূরেরা তাঁকে বৃত্তাকারে পরিবেষ্টন করে তাঁর সুরের তালে তালে নৃত্য করছিল। আর তাদের নৃত্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে তিনিও গান করলেন এবং নৃত্য করলেন। তখন যে সমস্ত ময়ূর তাঁর গীত-বাদ্য সম্পাদনে সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয়েছিল, তারা কৃতজ্ঞতাবশত তাঁর আনন্দের জন্য তাদের নিজেদের দিব্য পুচ্ছ তাঁকে নিবেদন করল। গীত-বাদ্য সম্পাদনকারীর স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ীই আনন্দের সঙ্গে কৃষ্ণ সেই উপহারসমূহ গ্রহণ করে একটি পালককে তাঁর মস্তকের উপরে পাগড়ির চূড়ায় স্থাপন করলেন। শান্ত প্রাণীগণ, যেমন হরিণ ও ঘুঘু পাখিরা কৃষ্ণ নিবেদিত এই দিব্য আমোদপূর্ণ অনুষ্ঠানটি মহানন্দে আস্বাদন করেছিল এবং ভালভাবে তা দেখবার জন্য দলবদ্ধভাবে তারা সবাই পাহাড়ের চূড়ায় চলে গিয়েছিল। তার পর শ্বাসরোধকারী এই অনুষ্ঠান দর্শন করে, তারা ভাবাবেশে অভিভূত হল।"

শ্রীল সনাতন গোস্বামী মন্তব্য করছেন যে, বৃন্দাবনে যেহেতু কৃষ্ণ খালি পায়ে চলাফেরা করেন, তাই এভাবেই তাঁর পাদপদ্মের চিহ্নের দ্বারা পৃথিবীকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অঙ্কিত করেন, তার ফলে বৈকুণ্ঠ থেকেও এই অপ্রাকৃত ভূমি অধিক মহিমাময়, কারণ বিষ্ণু সেখানে পাদুকা পরিধান করেন।

শ্লোক ১১

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেশম্ ।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ১১ ॥

ধন্যাঃ—কৃতার্থ, সৌভাগ্যবতী; **স্ম**—নিঃসন্দেহে; **মূঢ়গতয়ঃ**—অজ্ঞ পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করলেও; **অপি**—যদিও; **হরিণ্যঃ**—হরিণী; **এতাঃ**—এই সমস্ত; **যাঃ**—যারা; **নন্দনন্দনম্**—নন্দ মহারাজের পুত্রকে; **উপাত্ত-বিচিত্র-বেশম্**—অত্যন্ত আকর্ষণীয় বেশে সজ্জিত; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **বেণুরণিতম্**—বংশীর ধ্বনি; **সহকৃষ্ণসারাঃ**—কৃষ্ণসার মৃগদের (তাদের পতিদের) সঙ্গে; **পূজাং দধুঃ**—তারা পূজা করেছিল; **বিরচিতাম্**—অনুষ্ঠিত; **প্রণয়-অবলোকৈঃ**—তাদের প্রণয়পূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা।

অনুবাদ

এই নির্বোধ হরিণীরাই ধন্য কারণ তারা নন্দ মহারাজের পুত্রের সমীপবর্তী হয়েছে, যিনি অত্যন্ত আকর্ষণীয় বেশে সজ্জিত হয়ে তাঁর বাঁশি বাজাচ্ছেন। বাস্তবিকই, কৃষ্ণসার মৃগ ও মৃগীগণ উভয়েই প্রণয়পূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা ভগবানের পূজা করছিল।

তাৎপর্য

উপরোক্ত অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (*মধ্যলীলা* ১৭/৩৬) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

আচার্যগণের মতানুসারে গোপিকারা এভাবে ভাবছিলেন—"হরিণীরা তাদের পতিদের সঙ্গে কৃষ্ণের কাছে যেতে পারে কারণ হরিণদের কাছে কৃষ্ণ পরম প্রীতির বিষয়। কৃষ্ণের প্রতি তাদের অনুরাগের জন্য, তাদের পত্নীদেরও কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষিত হতে দেখে তারা উৎসাহিত হয়ে ওঠে আর এভাবেই তাদের পারিবারিক জীবনকে সৌভাগ্যমণ্ডিত বিবেচনা করে। বাস্তবিকই, তাদের পত্নীদের কৃষ্ণকে অন্বেষণ করতে দেখে তারা আনন্দিত হয়ে ওঠে এবং তাদের সঙ্গে অনুগমন করে তারা তাদের পত্নীদের ভগবানের কাছে যেতে উৎসাহিত করে। পক্ষান্তরে, আমাদের পতিরা কৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, আর তাঁর প্রতি তাদের ভক্তিহীনতার জন্যই তাঁর সৌরভের ঘ্রাণ গ্রহণের জন্য তারা দাঁড়াতেও পারে না। সুতরাং আমাদের জীবনের কী মূল্য?"

শ্লোক ১২

কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীলং
শ্রুত্বা চ তৎক্বণিতবেণুবিবিক্তগীতম্ ।
দেব্যো বিমানগতয়ঃ স্মরনুন্নসারা
ভ্রশ্যৎপ্রসূনকবরা মুমুহুর্বিনীব্যঃ ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণম্—শ্রীকৃষ্ণকে; **নিরীক্ষ্য**—নিরীক্ষণ করে; **বনিতা**—সকল রমণীর জন্য; **উৎসব**—একটি উৎসব; **রূপ**—যাঁর সৌন্দর্য; **শীলম্**—এবং চরিত্র; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **চ**—এবং; **তৎ**—তাঁর দ্বারা; **ক্বণিত**—নিনাদিত; **বেণু**—বংশীর; **বিবিক্ত**—স্বচ্ছ; **গীতম্**—সঙ্গীত; **দেব্যঃ**—দেবতাদের পত্নীগণ; **বিমান-গতয়ঃ**—তাঁদের বিমানগুলিতে ভ্রমণ করে; **স্মর**—কামদেবের দ্বারা; **নুন্ন**—বিক্ষুব্ধ; **সারাঃ**—তাঁদের হৃদয়; **ভ্রশ্যৎ**—স্খলিত হয়ে; **প্রসূন-কবরাঃ**—বেণীবন্ধন থেকে ফুলসকল; **মুমুহুঃ**—তাঁরা মোহিত হয়েছিলেন; **বিনীব্যঃ**—তাদের কটিবসন শিথিল হয়ে।

অনুবাদ

কৃষ্ণের সৌন্দর্য ও স্বভাব রমণীগণের নিকট উৎসব-স্বরূপ। বাস্তবিকই, দেবপত্নীগণ তাঁদের পতিগণের সঙ্গে বিমানে পরিভ্রমণকালে যখন তাঁকে এক পলক দর্শন করেন এবং তাঁর নিনাদিত বংশীগীত শ্রবণ করেন, তখন কামদেবের দ্বারা তাঁদের হৃদয় কম্পিত হয়, আর তাঁরা এতই মোহাচ্ছন্ন হন যে, তাঁদের বেণীবন্ধন থেকে ফুলগুলি খসে পড়ে এবং তাঁদের কটিবস্ত্র শিথিল হয়ে যায়।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর ভাষ্যে বলছেন—"(এই শ্লোকটি ইঙ্গিত করছে যে,) শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির অপ্রাকৃত ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছিল। তা ছাড়া, এটাও তাৎপর্যপূর্ণ যে, আকাশে বিচরণকারী বিভিন্ন রকমের বিমান সম্বন্ধে গোপিকারা জানতেন।"

প্রকৃতপক্ষে, এমন কি তাঁদের পতিগণের কোলে বসে থাকার সময়েই দেবপত্নীরা কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করে বিচলিত হয়েছিলেন। তাই গোপিকারা ভেবেছিলেন যে, কৃষ্ণের প্রতি প্রণয়জনিত আবেগে আকর্ষিত হবার জন্য শুধু তাঁদেরই দায়ী করা উচিত নয়। যতই হোক, কৃষ্ণ তাঁদের নিজেদের গ্রামের গোপবালক আর তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি তাঁদের প্রেমের বিষয়। দেব-পত্নীরাই যদি কৃষ্ণের জন্য মত্ত হয়ে ওঠেন, তা হলে কৃষ্ণের নিজের গ্রামের সেই সামান্য মর্ত্যবাসী গোপবালিকারা যাদের চিত্ত তাঁর প্রেমময় কটাক্ষ ও বংশীধ্বনিতে সম্পূর্ণ বশীভূত, তারা কিভাবে তাঁকে অগ্রাহ্য করে থাকতে পারে?

গোপীরা আরও ভেবেছিলেন যে, দেবতারা কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের স্ত্রীদের আকর্ষণ লক্ষ্য করলেও তাঁরা ঈর্ষান্বিত হননি। প্রকৃতপক্ষে দেবতারা অত্যন্ত মার্জিত সংস্কৃতিবান ও বুদ্ধিমান, তাই তাঁরা যখন বিমানে বিচরণ করতেন, তখন কৃষ্ণকে দর্শনের জন্য নিয়মিতভাবে তাঁদের পত্নীদের সঙ্গে নিতেন। গোপীরা ভেবেছিলেন, "অথচ, আমাদের স্বামীরা ঈর্ষাপরায়ণ। তাই নিকৃষ্ট হরিণেরাও আমাদের চেয়ে সুখী, আর দেব-পত্নীরাও অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী অথচ মাঝখানে থেকে আমরা সামান্য মানুষেরা অত্যন্ত হতভাগ্য।"

শ্লোক ১৩

গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীত-
পীযূষমুত্তভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ ।
শাবাঃ স্নুতস্তনপয়ঃকবলাঃ স্ম তস্থুর্
গোবিন্দমাত্মনি দৃশাশ্রুকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ ॥ ১৩ ॥

গাবঃ—গাভীরা; **চ**—এবং; **কৃষ্ণ-মুখ**—শ্রীকৃষ্ণের মুখ হতে; **নির্গত**—নির্গত; **বেণু**—বংশীর; **গীত**—সঙ্গীতের; **পীযূষম্**—অমৃত; **উত্তভিত**—উত্তোলিত; **কর্ণ**—তাদের কর্ণের দ্বারা; **পুটৈঃ**—পাত্ররূপে যা ক্রিয়া করছিল; **পিবন্ত্যঃ**—পান করতে করতে; **শাবাঃ**—গোবৎসগণ; **স্নুত**—ক্ষরিত; **স্তন**—তাদের স্তন থেকে; **পয়ঃ**—দুগ্ধ; **কবলাঃ**—যাদের মুখ পূর্ণ; **স্ম**—প্রকৃতপক্ষে; **তস্থুঃ**—স্থিরভাবে অবস্থান করছিল; **গোবিন্দম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **আত্মনি**—তাদের হৃদয়ের মধ্যে; **দৃশা**—তাদের দৃষ্টির দ্বারা; **অশ্রু-কলাঃ**—অশ্রুপূর্ণ নয়নে; **স্পৃশন্ত্যঃ**—স্পর্শ করে।

অনুবাদ

তাদের উত্তোলিত কানগুলিকে পাত্রের মতো ব্যবহার করে, গাভীরা কৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বংশীগীতের সুধামৃত পান করছে। গোবৎসরা তাদের মায়ের স্তন থেকে ক্ষরিত দুগ্ধ মুখে পূর্ণ করে স্থিরভাবে অবস্থান করছে যেন অশ্রুপূর্ণ নয়নে তারা গোবিন্দকে তাদের অন্তরে গ্রহণ করে তাঁকে আলিঙ্গন করছে।

শ্লোক ১৪

প্রায়ো বতাম্ব বিহগা মুনয়ো বনেঽস্মিন্
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্ ।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ ॥ ১৪ ॥

প্রায়ঃ—প্রায়; **বত**—নিশ্চয়ই; **অম্ব**—হে মাতা; **বিহগাঃ**—পক্ষীসকল; **মুনয়ঃ**—মহান মুনিগণ; **বনে**—বনে; **অস্মিন্**—এই; **কৃষ্ণ-ঈক্ষিতম্**—কৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য; **তৎ-উদিতম্**—তাঁর দ্বারা সৃষ্ট; **কল-বেণু-গীতম্**—মধুর বংশীধ্বনি; **আরুহ্য**—আরূঢ় হয়ে; **যে**—যারা; **দ্রুম-ভুজান্**—বৃক্ষসমূহের শাখায়; **রুচির-প্রবালান্**—মনোহর লতা-পল্লবযুক্ত; **শৃণ্বন্তি**—তারা শ্রবণ করে; **মীলিত-দৃশঃ**—তাদের চোখ বন্ধ করে; **বিগত-অন্য-বাচঃ**—অন্যান্য সকল শব্দ পরিত্যাগ করে।

অনুবাদ

হে মাতা, এই বনে সকল পক্ষী কৃষ্ণকে দর্শনের জন্য অপূর্ব বৃক্ষশাখায় আরূঢ় হয়েছে। চোখ বন্ধ করে তারা কেবলমাত্র নিঃশব্দে তাঁর মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণ করছে এবং অন্য কোনও শব্দেই তারা আকৃষ্ট হচ্ছে না। এই সমস্ত পক্ষী নিশ্চিতরূপে মহান মুনিগণের সমান স্তরে রয়েছে।

তাৎপর্য

পাখিরা মুনিদের সমতুল্য কারণ তারা বনে বাস করে, তাদের চোখ বন্ধ করে রাখে, নীরবতা পালন করে এবং নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এখানে বলা হয়েছে যে, মহান মুনি-ঋষিরাও কৃষ্ণের বংশীধ্বনি যা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় শব্দতরঙ্গ তাতে উন্মত্ত হয়ে পড়েন।

রুচিরপ্রবালান্ শব্দটি বোঝায় যে, কৃষ্ণের বংশী-গীতের তরঙ্গাঘাতে বৃক্ষের শাখাসমূহেরও ভাবান্তর হয়েছিল। আদি দেবরূপে ইন্দ্র, ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণু সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভ্রমণ করেন এবং সঙ্গীত বিজ্ঞানে তাঁদের গভীর জ্ঞানও রয়েছে, কিন্তু এই সমস্ত মহান ব্যক্তিরাও কখনও কৃষ্ণের বংশীনির্গত সঙ্গীত শ্রবণ করেননি বা রচনাও করেননি। প্রকৃতপক্ষে, সেই আনন্দময় ধ্বনিতে পক্ষীদের হৃদয় এতই স্পর্শ করেছিল যে, ভাবোচ্ছ্বাসে তারা তাদের চক্ষু মুদিত করে এবং গাছ থেকে যাতে পড়ে না যায়, সেই জন্য তারা বৃক্ষশাখাকে দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন যে, গোপীরা কখনও পরস্পরকে অম্ব অর্থাৎ 'মাতা' বলে সম্বোধন করতেন।

শ্লোক ১৫

নদ্যস্তদা তদুপধার্য মুকুন্দগীতম্
আবর্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ ।
আলিঙ্গনস্থগিতমূর্মিভুজৈর্মুরারের্
গৃহ্ণন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ ॥ ১৫ ॥

নদ্যঃ—নদীগুলি; **তদা**—তখন; **তৎ**—সেই; **উপধার্য**—শ্রবণ করে; **মুকুন্দ**—শ্রীকৃষ্ণের; **গীতম্**—তাঁর বংশীর গীত; **আবর্ত**—তাদের ঘূর্ণিস্রোতের দ্বারা; **লক্ষিত**—প্রকাশিত; **মনঃ-ভাব**—তাদের মাধুর্যমণ্ডিত বাসনার দ্বারা; **ভগ্ন**—ভগ্ন; **বেগাঃ**—তাদের স্রোতগুলি; **আলিঙ্গন**—তাদের আলিঙ্গনের দ্বারা; **স্থগিতম্**—নিশ্চল ধারণ করেছিল; **উর্মি-ভুজৈঃ**—তাদের তরঙ্গরূপ বাহুর দ্বারা; **মুরারেঃ**—ভগবান মুরারির; **গৃহ্নন্তি**—তারা ধারণ করল; **পাদ-যুগলম্**—পাদপদ্ম-যুগলকে; **কমল-উপহারাঃ**—পদ্মফুলের উপহার বহন করে।

অনুবাদ

নদীগুলি যখন কৃষ্ণের বংশীগীত শ্রবণ করে, তখন তাদের হৃদয় তাঁকে আকাঙ্ক্ষা করতে শুরু করে এবং এভাবেই তাদের স্রোতের বেগ ভঙ্গ হয়ে ঘূর্ণাবর্তরূপে জল বিক্ষোভিত হয়ে ওঠে। তখন তাদের তরঙ্গরূপ বাহুর দ্বারা নদীগুলি মুরারির চরণকমল আলিঙ্গন করে এবং তা ধারণ করে পদ্ম ফুলের উপহার নিবেদন করে।

তাৎপর্য

যমুনা এবং মানস-গঙ্গার মতো জলের এই প্রকার পবিত্র দেহগুলিও বংশীধ্বনিতে বিমুগ্ধ হয় এবং এভাবেই তারা অল্পবয়স্ক কৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী আকর্ষণের দ্বারা বিচলিত হয়ে ওঠে। গোপীরা তাই ইঙ্গিত করছেন যে, বিভিন্ন ধরনের জীবেরাই কৃষ্ণের প্রতি মাধুর্যমণ্ডিত প্রেমে অভিভূত হন, তা হলে কৃষ্ণের প্রতি মাধুর্যমণ্ডিত প্রেমে সম্পর্কিত হয়ে তাঁকে সেবা করার তীব্র আকাঙ্ক্ষার জন্য গোপীরা কেন নিন্দিত হবেন?

শ্লোক ১৬

দৃষ্ট্বাতপে ব্রজপশূন্ সহ রামগোপৈঃ
সঞ্চারয়ন্তমনু বেণুমুদীরয়ন্তম্ ।
প্রেমপ্রবৃদ্ধ উদিতঃ কুসুমাবলীভিঃ
সখ্যুর্ব্যধাৎ স্ববপুষাম্বুদ আতপত্রম্ ॥ ১৬ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **আতপে**—প্রখর রৌদ্রের উত্তাপের মধ্যে; **ব্রজ-পশূন্**—ব্রজের গৃহপালিত পশুগণ; **সহ**—সঙ্গে; **রাম-গোপৈঃ**—শ্রীবলরাম ও গোপবালকগণ; **সঞ্চারয়ন্তম্**—একত্রে গোচারণরত; **অনু**—বারংবার; **বেণুম্**—তাঁর বাঁশি; **উদীরয়ন্তম্**—জোরে বাদনরত; **প্রেম**—প্রেমবশত; **প্রবৃদ্ধঃ**—বিস্তারিত; **উদিতঃ**—উপরে উদিত হয়ে; **কুসুম-আবলীভিঃ**—(জলীয় বাষ্পের বিন্দু বিন্দু ফোঁটাসহ, যা দেখতে ঠিক) পুষ্পরাশি; **সখ্যুঃ**—তার সখার জন্য; **ব্যধাৎ**—সে নির্মাণ করল; **স্ব-বপুষা**—তার নিজের দেহের দ্বারা; **অম্বুদঃ**—মেঘ; **আতপত্রম্**—একটি ছাতা।

অনুবাদ

প্রখর রৌদ্রের উত্তাপের মধ্যেও, বলরাম ও গোপবালকদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের পশুগুলিকে চরাতে চরাতে অনবরত তাঁর বংশীধ্বনি করছেন। তা দর্শন করে, আকাশের মেঘ প্রেমবশত নিজেকে বিস্তার করেছে। সে উঁচুতে উঠে গিয়ে নিজ দেহের অসংখ্য পুষ্পসদৃশ জলবিন্দু দ্বারা তার সখার জন্য একটি ছত্র নির্মাণ করছে।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর *লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন—"শরতের সূর্য-কিরণের প্রখর উত্তাপ মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে ওঠে, আর তাই কৃষ্ণ, বলরাম ও তাঁদের সখারা যখন তাঁদের বাঁশি বাজাতে থাকেন, তখন তাঁদের উপরে আকাশের মেঘরাশি সহানুভূতি সহকারে আবির্ভূত হয়। কৃষ্ণের সঙ্গে সখ্য স্থাপনের জন্য মেঘমালা তাঁদের মাথার উপরে একটি স্নিগ্ধ ছাতার মতো সেবা করতে থাকে।"

শ্লোক ১৭

পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাব্জরাগ-
শ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন ।
তদ্দর্শনস্মররুজস্তৃণরূষিতেন
লিম্পন্ত্য আননকুচেষু জহুস্তদাধিম্ ॥ ১৭ ॥

পূর্ণাঃ—পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট; **পুলিন্দ্যঃ**—শবর উপজাতির পত্নীগণ; **উরুগায়**—শ্রীকৃষ্ণের; **পদ-অব্জ**—পাদপদ্ম থেকে; **রাগ**—ঈষৎ লাল বর্ণের; **শ্রীকুঙ্কুমেন**—অপ্রাকৃত কুঙ্কুমের দ্বারা; **দয়িতা**—তাঁর প্রিয়াগণের; **স্তন**—স্তন; **মণ্ডিতেন**—সুশোভিত; **তৎ**—তা; **দর্শন**—দর্শনের দ্বারা; **স্মর**—কামদেবের; **রুজঃ**—বেদনা অনুভব করে; **তৃণ**—ঘাসের উপর; **রূষিতেন**—সংলগ্ন; **লিম্পন্ত্যঃ**—লেপন করে; **আনন**—তাদের মুখে; **কুচেষু**—এবং স্তনে; **জহুঃ**—তারা পরিত্যাগ করেছিল; **তৎ**—সেই; **আধিম্**—মনোব্যথা।

অনুবাদ

বৃন্দাবন অঞ্চলের শবর রমণীরা যখন ঈষৎ লাল বর্ণের কুমকুমের দ্বারা চিহ্নিত তৃণ দর্শন করে, তখন তারা কামে পীড়িত হয়ে বিচলিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের বর্ণে গুণান্বিত এই কুমকুম প্রথমে তাঁর প্রিয়াগণের স্তনে অনুলিপ্ত ছিল, আর শবর রমণীরা যখন তাদের মুখে ও স্তনে তা লেপন করে, তখন তাদের সমস্ত দুশ্চিন্তা তারা পরিত্যাগ করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল প্রভুপাদ এভাবে বিশ্লেষণ করছেন—"শবর রমণীরাও কৃষ্ণের পাদস্পর্শে রঞ্জিত বৃন্দাবনের রজ তাদের মুখে এবং স্তনযুগলে লেপন করে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন। শবর রমণীদের স্তনযুগল ছিল অত্যন্ত সুডৌল এবং তাঁরা অত্যন্ত কামুক, কিন্তু তাঁদের প্রেমিকেরা যখন তাদের স্তন স্পর্শ করত, তখন তাঁরা তেমন পরিতৃপ্ত হত না। বনের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে তাঁরা দেখলেন যে, কৃষ্ণের পরিভ্রমণকালে বৃন্দাবনের কিছু পাতা ও তৃণগুল্ম শ্রীকৃষ্ণের পদস্পর্শে রক্তিম হয়ে উঠেছে। গোপিকারা কুমকুমের দ্বারা রঞ্জিত তাঁদের বক্ষে শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল ধারণ করেছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ যখন বলরাম ও তাঁর গোপবালকদের সঙ্গে বৃন্দাবনের অরণ্যে ভ্রমণ করতেন, তখন বৃন্দাবনের অরণ্যের ভূমিতে সেই কুমকুম পতিত হত। তাই কামার্তা শবরীরা যখন বাঁশি বাদনরত কৃষ্ণের প্রতি অবলোকন করার সময়ে ভূমিতে পতিত সেই কুমকুম দেখতে পেত, তখন তৎক্ষণাৎ তা তুলে নিয়ে তাদের মুখে ও স্তনে লেপন করত। এভাবেই তারা সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয়েছিল, যদিও তাদের প্রেমিকরা যখন তাদের স্তন স্পর্শ করত, তখন তারা পরিতৃপ্ত হত না। কেউ যখন কৃষ্ণভাবনার সংস্পর্শে আসে, তখন জড় কামনাযুক্ত তার সমস্ত বাসনাই তৎক্ষণাৎ পরিতৃপ্ত হয়।"

শ্লোক ১৮

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্যো
যদ্ রামকৃষ্ণচরণস্পরশপ্রমোদঃ ।
মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ ॥ ১৮ ॥

হন্ত—আহা; **অয়ম্**—এই; **অদ্রিঃ**—পর্বত; **অবলাঃ**—হে সখীগণ; **হরিদাসবর্যঃ**—শ্রীহরির সেবকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **যৎ**—যেহেতু; **রামকৃষ্ণ-চরণ**—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের শ্রীপাদপদ্মের; **স্পরশ**—স্পর্শের দ্বারা; **প্রমোদঃ**—আনন্দ; **মানম্**—সমাদর; **তনোতি**—নিবেদন করছে; **সহ**—সহ; **গোগণয়োঃ**—গাভী, গোবৎস ও গোপবালকগণ; **তয়ো**—তাঁদের (শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে); **যৎ**—যেহেতু; **পানীয়**—পানীয় জল; **সূযবস**—অত্যন্ত কোমল ঘাস; **কন্দর**—গুহাসমূহ; **কন্দমূলৈঃ**—ও কন্দমুলাদির দ্বারা।

অনুবাদ

ভক্তগণের মধ্যে এই গোবর্ধন পর্বত শ্রেষ্ঠ! হে সখীগণ, এই পর্বত গোবৎস, গাভী ও গোপগণের সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরামকে পানীয় জল, অত্যন্ত কোমল ঘাস, গুহা, ফল, ফুল ও শাক-সবজি—সমস্ত রকমের প্রয়োজনীয় দ্রব্যই সরবরাহ করে। এভাবেই এই পর্বত ভগবানকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। কৃষ্ণ ও বলরামের চরণস্পর্শ লাভ করার ফলে গোবর্ধন পর্বতকে অত্যন্ত উৎফুল্ল মনে হচ্ছে।

তাৎপর্য

উপরোক্ত অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (*মধ্যলীলা* ১৮/৩৪) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর গোবর্ধন পর্বতের ঐশ্বর্য এভাবে বর্ণনা করছেন—*পানীয়* বলতে গোবর্ধনের সুরভিত, শীতল ঝর্ণার জলকে উল্লেখ করা হয়েছে, যা কৃষ্ণ ও বলরাম পান করেন এবং তাঁদের চরণ ও মুখ ধৌত করার জন্য ব্যবহার করেন। গোবর্ধন অন্যান্য পানীয়ও প্রদান করে থাকে, যেমন মধু, আম্ররস ও পীলুরস। *সূযবস* শব্দের দ্বারা দুর্বা ঘাসকে নির্দেশ করা হয়েছে, যা ধর্মীয় অর্ঘ্যরূপে ব্যবহার করা হয়। গোবর্ধনে ঘাসও রয়েছে যা সুগন্ধযুক্ত, কোমল এবং গাভীদের পুষ্টিসাধনে ও অতিরিক্ত দুগ্ধ উৎপাদনে সহায়ক। এভাবেই এই ঘাস অপ্রাকৃত পশুপালদের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। *কন্দর* গুহাকে উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে কৃষ্ণ, বলরাম ও তাঁদের সখারা খেলা করেন, বসেন এবং শয়ন করেন। যখন আবহাওয়া অত্যন্ত গরম কিংবা অত্যন্ত ঠাণ্ডা, অথবা যখন বৃষ্টিপাত হয়, তখন এই গুহাগুলি আনন্দ দান করে। তা ছাড়া খাবারের জন্য নরম মূল, দেহ অলঙ্কৃত করার জন্য রত্ন, বসবার জন্য সমতল ভূমি, মসৃণ পাথরের প্রদীপ ও আয়না, চকমকে দ্যুতিসম্পন্ন জল এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদানসমূহও গোবর্ধনের বৈশিষ্ট্য।

শ্লোক ১৯

গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ ৷
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং
নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রম্ ॥ ১৯ ॥

গাঃ—গাভীগণ; **গোপকৈঃ**—গোপবালকদের সঙ্গে; **অনু-বনম্**—প্রতিটি বনে; **নয়তোঃ**—চারণকালে; **উদার**—উদার; **বেণু-স্বনৈঃ**—ভগবানের বংশীধ্বনির দ্বারা; **কল-পদৈঃ**

—মধুর স্বরে; **তনু-ভৃৎসু**—প্রাণীগণের মধ্যে; **সখ্যঃ**—হে সখীগণ; **অস্পন্দনম্**—স্পন্দনহীন; **গতি-মতাম্**—গতিশীল প্রাণীর; **পুলকঃ**—ভাবজনিত উল্লাস; **তরূণাম্**—অন্যভাবে স্থাবর বৃক্ষসমূহের; **নির্যোগ-পাশ**—গাভীগণের পিছনের পাদবন্ধন রজ্জু; **কৃত-লক্ষণয়োঃ**—বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঐ দুজনের (কৃষ্ণ ও বলরামের); **বিচিত্রম্**—বিচিত্র।

অনুবাদ

প্রিয় সখীগণ, গাভীদের অগ্রে চারণা করে, কৃষ্ণ ও বলরাম যখন তাঁদের গোপবালক সখাদের সঙ্গে বনের ভিতর দিয়ে গমন করেন, তখন তাঁরা দুগ্ধ দোহনের সময় গাভীদের পিছনের পা বন্ধনকারী রজ্জু বহন করেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর বংশী বাজান, তখন সেই মধুর ধ্বনিতে গতিশীল প্রাণীসকল মূর্ছিত হয়ে পড়ে এবং গতিহীন বৃক্ষসকল ভাবোচ্ছ্বাসে কম্পিত হতে থাকে। এই বিষয়গুলি নিঃসন্দেহে অতি বিচিত্র।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ ও বলরাম কখনও কখনও তাঁদের গোচারণের রজ্জুগুলি তাঁদের মাথায় পরিধান করতেন এবং কখনও কখনও সেগুলি তাঁদের স্কন্ধে বহন করতেন, আর এভাবেই গোপবালকদের সকল সাজসরঞ্জামের দ্বারা তাঁরা সুন্দরভাবে সজ্জিত হতেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, কৃষ্ণ ও বলরামের রজ্জুগুলি হলুদ কাপড়ে তৈরি এবং তাদের উভয় প্রান্তে মুক্তাগুচ্ছ ছিল। কখনও কখনও তাঁরা এই রজ্জুগুলি তাঁদের পাগড়ির চারদিকে পরিধান করেন, তার ফলে রজ্জুগুলিও তাদের বিচিত্র সজ্জা হয়ে উঠত।

শ্লোক ২০

এবংবিধা ভগবতো যা বৃন্দাবনচারিণঃ ।
বর্ণয়ন্ত্যো মিথো গোপ্যঃ ক্রীড়াস্তন্ময়তাং যযুঃ ॥ ২০ ॥

এবম্-বিধাঃ—এই প্রকার; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **যাঃ**—যা; **বৃন্দাবন-চারিণঃ**—যিনি বৃন্দাবনের বনে বিচরণ করছিলেন; **বর্ণয়ন্ত্যঃ**—বর্ণনায় নিয়োজিত; **মিথঃ**—পরস্পরের মধ্যে; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **ক্রীড়াঃ**—লীলাসমূহ; **তৎ-ময়তাম্**—তাঁর উপর ভাবময়ী ধ্যানে পূর্ণতা; **যযুঃ**—তাঁরা প্রাপ্ত হলেন।

অনুবাদ

এভাবেই বৃন্দাবনের বনে বিচরণকারী পরমেশ্বর ভগবানের ক্রীড়াময় লীলাসমূহ পরস্পরের প্রতি বর্ণনা করতে করতে গোপীগণ তাঁর চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন, যে কোনওভাবেই হোক সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাতেই মগ্ন থাকতে হবে—"এটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গোপিকাদের আচরণের মধ্যে জ্বলন্ত নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়; তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঘোষণা করেছেন যে, ব্রজগোপিকারা যেভাবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেছিলেন, তাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা। ব্রজগোপিকারা অতি উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে বা ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেননি; তাঁরা বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাও আবার বড় বণিক সম্প্রদায়ে নয়, সাধারণ গোপ পরিবারে। তাঁরা উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না, তবে বৈদিক তত্ত্বজ্ঞানে পারদর্শী ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে তাঁরা সব রকমের জ্ঞান শ্রবণ করেছিলেন। গোপীদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় সর্বক্ষণ নিমগ্ন থাকা।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'গোপীগণের কৃষ্ণের বংশীধ্বনির মহিমা কীর্তন' নামক একবিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

কৃষ্ণের কুমারী গোপীদের বস্ত্রহরণ

শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের পতিরূপে লাভ করার জন্য বিবাহযোগ্যা গোপকন্যারা কিভাবে কাত্যায়নীর পূজা করেছিলেন এবং কিভাবে কৃষ্ণ গোপীদের বস্ত্র হরণ করেন এবং তাঁদের বর প্রদান করেন তা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

অগ্রহায়ণ মাসে প্রতিদিন খুব সকালে গোপগণের যুবতী কন্যাগণ পরস্পর হাত ধরাধরি করে কৃষ্ণের দিব্য গুণাবলী কীর্তন করতে করতে যমুনায় স্নান করতে যেতেন। কৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করার বাসনায়, তাঁরা তার পর ধূপ, পুষ্প ও অন্যান্য সামগ্রীর দ্বারা দেবী কাত্যায়নীর পূজা করতেন।

একদিন, অল্পবয়স্ক গোপীগণ প্রতিদিনকার মতোই তাঁদের পরিধেয় বস্ত্রসকল তীরে রেখে, শ্রীকৃষ্ণের কার্যাবলী কীর্তন করতে করতে জলক্রীড়া করতে শুরু করলেন। সহসা কৃষ্ণ স্বয়ং সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁদের সমস্ত বস্ত্র নিয়ে নিকটবর্তী একটি কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করলেন। গোপীদের উত্ত্যক্ত করতে চেয়ে, কৃষ্ণ বললেন, "আমি বুঝতে পারছি, তপস্যার ফলে তোমরা গোপিকারা কতখানি ক্লান্ত, তাই অনুগ্রহ করে তীরে উঠে এসে তোমাদের বস্ত্রগুলি গ্রহণ কর।"

গোপীগণ তখন রাগ করার ভান করে বললেন যে, যমুনার শীতল জলে তাঁদের খুবই কষ্ট হচ্ছে। তাঁরা বললেন, কৃষ্ণ যদি তাঁদের বস্ত্রগুলি ফিরিয়ে না দেন, তা হলে তাঁরা সমস্ত ঘটনা রাজা কংসকে জানিয়ে দেবেন। কিন্তু যদি তিনি বস্ত্রগুলি ফিরিয়ে দেন, তা হলে তাঁরা সামান্য দাসীর মনোভাব নিয়ে স্বেচ্ছায় তাঁর আদেশ পালন করবেন।

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করলেন যে, তিনি রাজা কংসকে ভয় পান না এবং কন্যাগণ যদি সত্যিই তাঁর আদেশ পালন করতে ইচ্ছুক হন আর তাঁর দাসী হতে চান, তা হলে তাঁরা যেন এক্ষুনি তীরে উঠে এসে তাঁদের নিজ নিজ বস্ত্রগুলি গ্রহণ করেন। শীতে কম্পিত কন্যাগণ দুই হাত দিয়ে তাঁদের গোপন অঙ্গ আচ্ছাদিত করে জল থেকে তীরে উঠে এলেন। তাঁদের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত কৃষ্ণ আবার বললেন—"যেহেতু ব্রত পালনের সময় জলে নগ্ন হয়ে তোমরা স্নান করছিলে, তাই দেবতাদের প্রতি তোমরা একটি অপরাধ করেছ, আর তা মোচনের জন্য তোমাদের করজোড়ে প্রণাম নিবেদন করা উচিত। তা হলেই তোমাদের তপশ্চর্যার ব্রত পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হবে।"

এই নির্দেশ অনুসরণ করে গোপীগণ শ্রদ্ধাযুক্তভাবে করজোড়ে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদন করলেন। সন্তুষ্ট হয়ে তিনি তাঁদের বস্ত্রগুলি তাঁদের ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু অল্পবয়স্কা বালিকাগণ তাঁর প্রতি এতই আকৃষ্ট ছিলেন যে, তাঁরা সেই স্থান ত্যাগ করতে পারলেন না। তাঁদের মনোভাব বুঝতে পেরে, কৃষ্ণ বললেন যে, তাঁকে পতিরূপে লাভ করার জন্য তাঁরা যে কাত্যায়নীর পূজা করেছিলেন তা তিনি জানতেন। যেহেতু তাঁরা তাঁদের হৃদয় তাঁকে অর্পণ করেছেন, তাই তাঁদের বাসনাগুলি জাগতিক সুখ ভোগের মনোভাবের দ্বারা আর কখনই দূষিত হবে না, ঠিক যেমন ভাজা যবের থেকে আর কখনও অঙ্কুরোদ্‌গম হয় না। তিনি তাঁদের বললেন, তাঁদের পরম আকাঙ্ক্ষিত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

তার পর পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়ে গোপীগণ ব্রজে ফিরে গেলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর গোপসখারা গোচারণের জন্য দূর স্থানে গমন করলেন।

কিছুদূর যাওয়ার পর বালকেরা গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে তাপিত হয়ে ছত্র সদৃশ এক বৃক্ষ তলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন বললেন যে, বৃক্ষের জীবন অতি চমৎকার, কারণ স্বয়ং তাপ অনুভব করেও বৃক্ষ নিরন্তর তাপ, বর্ষা, তুষার ইত্যাদি থেকে অন্যদের রক্ষা করছে। তা ছাড়া পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল, বল্কল, কাষ্ঠ, গন্ধ, নির্যাস, ভস্ম, মণ্ড ও পল্লবাদির দ্বারা একটি বৃক্ষ সকলেরই বাসনা পূরণ করে। এই ধরনের জীবনই আদর্শ। কৃষ্ণ বললেন, প্রকৃতপক্ষে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা সকলের মঙ্গল সাধন করাই জীবনের সার্থকতা।

এভাবেই শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বৃক্ষের স্তুতির পরে, সমগ্র সঙ্গিদল যমুনায় গমন করলেন, যেখানে গোপবালকেরা গাভীদের সুমিষ্ট জল পান করালেন আর নিজেরাও কিছুটা পান করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ ।
চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চনব্রতম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **হেমন্তে**—হেমন্তকালে; **প্রথমে**—প্রথম; **মাসি**—মাসে; **নন্দ-ব্রজ**—নন্দ মহারাজের গোপ-গ্রামে; **কুমারিকাঃ**—কুমারী কন্যাগণ; **চেরুঃ**—পালন করলেন; **হবিষ্যম্**—হবিষ্যান্ন; **ভুঞ্জানাঃ**—ভোজন করে; **কাত্যায়নী**—দেবী কাত্যায়নীর; **অর্চন-ব্রতম্**—পূজার ব্রত।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হেমন্তকালের প্রথম মাসে গোকুলের কুমারী কন্যাগণ দেবী কাত্যায়নীর অর্চনাব্রত পালন করলেন। সারা মাস তাঁরা কেবলমাত্র হবিষ্যান্ন ভোজন করেছিলেন।

তাৎপর্য

হেমন্তে শব্দটি মার্গশীর্ষ মাসকে নির্দেশ করে—পাশ্চাত্যের পঞ্জিকা অনুযায়ী সেটি প্রায় নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। *লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, দ্বাবিংশতি অধ্যায়ে শ্রীল প্রভুপাদ বর্ণনা করছেন যে, "গোপীগণ প্রথমে কোন মশলা বা হলুদ ছাড়া মুগ ডাল ও চাল একত্রে সিদ্ধ করে হবিষ্যান্ন খেলেন। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করার আগে দেহকে শুদ্ধ রাখার জন্য এই ধরনের খাদ্য অনুমোদিত হয়েছে।"

শ্লোক ২-৩

আপ্লুত্যাম্ভসি কালিন্দ্যা জলান্তে চোদিতেঽরুণে ।
কৃত্বা প্রতিকৃতিং দেবীমানর্চুর্নৃপ সৈকতীম্ ॥ ২ ॥
গন্ধৈর্মাল্যৈঃ সুরভিভির্বলিভির্ধূপদীপকৈঃ ।
উচ্চাবচৈশ্চোপহারৈঃ প্রবালফলতণ্ডুলৈঃ ॥ ৩ ॥

আপ্লুত্য—স্নান করে; **অম্ভসি**—জলে; **কালিন্দ্যাঃ**—যমুনার; **জলান্তে**—নদীর তীরে; **চ**—এবং; **উদিতে**—উদিত হলে; **অরুণে**—প্রাতঃকাল; **কৃত্বা**—তৈরি করে; **প্রতি-কৃতিম্**—একটি প্রতিমা; **দেবীম্**—দেবী; **আনর্চুঃ**—তাঁরা অর্চনা করলেন; **নৃপ**—হে রাজা পরীক্ষিৎ; **সৈকতীম্**—মৃত্তিকা নির্মিত; **গন্ধৈঃ**—চন্দনের মণ্ড ও অন্যান্য সুগন্ধী দ্রব্যের দ্বারা; **মাল্যৈঃ**—মালার দ্বারা; **সুরভিভিঃ**—সুগন্ধী; **বলিভিঃ**—উপহারের দ্বারা; **ধূপ-দীপকৈঃ**—ধূপ ও প্রদীপের দ্বারা; **উচ্চ-অবচৈঃ**—নানা প্রকার; **চ**—এবং; **উপহারৈঃ**—উপহারের দ্বারা; **প্রবাল**—নব-পল্লব; **ফল**—ফল; **তণ্ডুলৈঃ**—এবং সুপারি।

অনুবাদ

হে রাজন্, সূর্যোদয় কালে যমুনার জলে স্নান করে, গোপীগণ নদীর তীরে দেবী দুর্গার একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা নির্মাণ করলেন। তার পর তাঁরা ঘসা চন্দনের মতো সুগন্ধযুক্ত দ্রব্য এবং সেই সঙ্গে দীপ, ফল, সুপারি, নব-পল্লব, সুগন্ধ-মাল্য ও ধূপসহ নানা প্রকার উপহারের দ্বারা তাঁর পূজা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *বলিভিঃ* শব্দের দ্বারা বস্ত্র, অলঙ্কার, খাদ্য ইত্যাদি নৈবেদ্যকে নির্দেশ করা হয়েছে।

শ্লোক ৪

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি ।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ ।
ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তাঃ পূজাং চক্রুঃ কুমারিকাঃ ॥ ৪ ॥

কাত্যায়নি—হে দেবী কাত্যায়নী; **মহা-মায়ে**—হে মহাশক্তি; **মহা-যোগিনি**—হে মহা যোগশক্তি ধারিণী; **অধীশ্বরি**—হে শক্তিশালিনী নিয়ন্তা; **নন্দ-গোপ-সুতম্**—নন্দ মহারাজের পুত্র; **দেবি**—হে দেবী; **পতিম্**—পতি; **মে**—আমার; **কুরু**—অনুগ্রহ করে করুন; **তে**—আপনার প্রতি; **নমঃ**—আমার প্রণাম; **ইতি**—এই কথাগুলি সহ; **মন্ত্রম্**—মন্ত্র; **জপন্ত্যঃ**—জপ করতে করতে; **তাঃ**—তাঁরা; **পূজাম্**—পূজা; **চক্রুঃ**—করছিলেন; **কুমারিকাঃ**—অবিবাহিত কন্যাগণ।

অনুবাদ

"হে দেবী কাত্যায়নী, হে ভগবানের মহাশক্তি, হে মহা যোগশক্তি ধারিণী এবং শক্তিশালিনী সর্বনিয়ন্তা, অনুগ্রহ করে নন্দ মহারাজের পুত্রকে আমার পতি করে দিন। আমি আপনাকে আমার প্রণাম নিবেদন করি।"—এই মন্ত্র জপ করতে করতে কুমারী কন্যাগণের প্রত্যেকে তাঁর পূজা করছিলেন।

তাৎপর্য

বিভিন্ন আচার্যগণের মতানুসারে, এই শ্লোকে উল্লিখিত দেবী দুর্গা মায়া নাম্নী কৃষ্ণের মায়িক শক্তি নন বরং যোগমায়ারূপে পরিচিত ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি ও বহিরঙ্গা বা মায়িক শক্তির মধ্যে পার্থক্য *নারদ-পঞ্চরাত্রে* শ্রুতি ও বিদ্যার কথোপকথনে বর্ণিত হয়েছে—

জানাত্যেকাপরা কান্তং সৈবা দুর্গা তদাত্মিকা ।
যা পরা পরমা শক্তির্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী ॥
যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ ।
মুহূর্তাদ্ দেবদেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা ॥
একেয়ং প্রেমসর্বস্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী ।
অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ ॥
অস্যা আবারিকশক্তির্মহামায়াখিলেশ্বরী ।
যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্বং সর্বে দেহাভিমানিনঃ ॥

"দুর্গা নামে পরিচিত ভগবানের নিকৃষ্টা শক্তি তাঁর প্রেমময়ী সেবায় উৎসর্গীকৃত। ভগবানের শক্তি হওয়ার ফলে, এই নিকৃষ্টা শক্তি তাঁর থেকে অভিন্ন। আর একটি উৎকৃষ্টা শক্তি রয়েছে, যাঁর রূপটি স্বয়ং ভগবানের মতো একই চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। এই পরম শক্তিকে কেবলমাত্র বিজ্ঞানসম্মতভাবে হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে যে-কেউ তৎক্ষণাৎ সকল আত্মার পরম আত্মাস্বরূপ এবং সমস্ত ঈশ্বরের পরম ঈশ্বরস্বরূপ তাঁকে প্রাপ্ত হতে পারেন। আর অন্য কোনওভাবে তাঁকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভগবানের এই পরম শক্তি গোকুলেশ্বরী রূপে পরিচিত। তাঁর স্বভাবই হচ্ছে ভগবৎ-প্রেমে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন থাকা এবং তাঁর মাধ্যমে যে-কেউ সহজেই সমস্ত কিছুর অধীশ্বর এবং অনাদি আদি ভগবানকে লাভ করতে পারেন। ভগবানের এই অন্তরঙ্গা শক্তির একটি আবরণাত্মিকা শক্তি রয়েছে, যিনি মহামায়ারূপে পরিচিতা এবং যিনি জড় জগৎকে শাসন করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে মোহিত করে রেখেছেন, আর এভাবেই জগৎ মধ্যস্থ সকলেই মিথ্যাভাবে নিজেকে জড় দেহরূপে জ্ঞান করছে।"

উপরের উদ্ধৃতি থেকে আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি যে, পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা কিংবা উৎকৃষ্টা ও নিকৃষ্টা শক্তি যথাক্রমে যোগমায়া ও মহামায়া রূপে রূপায়িত করা হয়েছে। কখনও কখনও *দুর্গা* নামটি অন্তরঙ্গা, উৎকৃষ্টা শক্তির ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন *পঞ্চরাত্রে* উল্লেখ করা হয়েছে—"কৃষ্ণকে অর্চনা করার জন্য ব্যবহৃত সকল মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী বিগ্রহ দুর্গা নামে পরিচিতা।" এভাবেই পরমতত্ত্ব কৃষ্ণের গুণকীর্তন ও অর্চনার নির্দিষ্ট মন্ত্র বা স্তবের অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী বিগ্রহকে দুর্গা নামে অভিহিত করা হয়। অতএব দুর্গা নামটি সেই ব্যক্তিকেও উল্লেখ করে যিনি ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিরূপে ক্রিয়া করেন এবং যিনি এভাবেই শুদ্ধ সত্ত্বের স্তরে অধিষ্ঠিতা। এই অন্তরঙ্গা শক্তিকে *একানংশা* বা সুভদ্রা নামে পরিচিতা কৃষ্ণের ভগিনীরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই সেই দুর্গা যাঁকে বৃন্দাবনের গোপীগণ অর্চনা করেছিলেন। অনেক আচার্যগণ মন্তব্য করেছেন যে, সাধারণ মানুষ কখনও কখনও বিভ্রান্ত হয়ে মনে করে যে, 'মহামায়া' ও 'দুর্গা' নামগুলি কেবলমাত্র ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিকেই উল্লেখ করা হয়।

এমন কি তাত্ত্বিক অনুমানেও যদি আমরা গ্রহণ করি যে, গোপীগণ বহিরঙ্গা মায়ার পূজা করছিলেন, তবুও তাঁদের পক্ষে সেটি দূষণীয় নয়, যেহেতু কৃষ্ণের প্রেমময়ী লীলায় তাঁরা সমাজের সাধারণ সদস্যরূপেই অভিনয় করছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ এই বিষয়ে মন্তব্য করেছেন—"বৈষ্ণবেরা সাধারণত কোনও দেব-দেবীর পূজা করেন না। যে সমস্ত ভক্ত শুদ্ধ ভগবৎ-ভক্তিতে উন্নতি সাধন করতে চান,

তাঁদের জন্য শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর দেব-দেবীর সমস্ত পূজা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তবুও কৃষ্ণের প্রতি তুলনাহীন প্রীতি যাঁদের, সেই গোপিকাদেরও দুর্গাপূজা করতে দেখা যাচ্ছে। দেব-দেবীর উপাসকেরাও কখনও কখনও উল্লেখ করেন যে, গোপীরাও দেবী দুর্গার পূজা করেছিলেন, কিন্তু গোপীদের কি উদ্দেশ্য ছিল তা আমাদের বুঝতে হবে। সাধারণত, মানুষ দুর্গাপূজা করে কোনও জড়জাগতিক আশীর্বাদ লাভের আশায়। কিন্তু গোপীরা এখানে কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য অথবা তাঁর সেবা করার জন্য যে-কোনও উপায় অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন। সেটিই ছিল গোপীদের অত্যুৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য। কৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করার জন্য তাঁরা সম্পূর্ণ একমাস ধরে দুর্গাদেবীর পূজা করেছিলেন । নন্দ মহারাজের পুত্র কৃষ্ণ তাঁদের পতি হবার জন্য তাঁরা প্রতিদিন প্রার্থনা করেছিলেন।"

সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ উন্নত ভক্ত অপ্রাকৃত গোপীগণের মধ্যে কোনও রকম জড় গুণের অস্তিত্ব থাকতে পারে বলে কৃষ্ণের ঐকান্তিক ভক্ত কখনই কল্পনা করেন না। তাঁদের সকল কার্যাবলীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র কৃষ্ণকে ভালবাসা ও তাঁকে সন্তুষ্ট করা। আমরা যদি মূর্খের মতো তাঁদের কার্যাবলীকে কোনভাবেও জাগতিক বলে বিবেচনা করি, তা হলে কৃষ্ণভাবনামৃত হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠবে।

শ্লোক ৫

এবং মাসং ব্রতং চেরুঃ কুমার্যঃ কৃষ্ণচেতসঃ ।
ভদ্রকালীং সমানর্চুর্ভূয়ান্নন্দসুতঃ পতিঃ ॥ ৫ ॥

এবম্—এভাবেই; **মাসম্**—একমাস ব্যাপী; **ব্রতম্**—তাঁদের ব্রত; **চেরুঃ**—তাঁরা পালন করলেন; **কুমার্যঃ**—কন্যাগণ; **কৃষ্ণ-চেতসঃ**—কৃষ্ণে নিমগ্ন তাঁদের মন; **ভদ্রকালীম্**—দেবী কাত্যায়নীকে; **সমানর্চুঃ**—তাঁরা যথাযথভাবে পূজা করেছিলেন; **ভূয়াৎ**—তিনি হোন; **নন্দ-সুতঃ**—নন্দ মহারাজের পুত্র; **পতিঃ**—আমার পতি।

অনুবাদ

এভাবেই একমাসব্যাপী কন্যাগণ তাঁদের ব্রত পালন করেন এবং তাঁদের মন সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণে নিমগ্ন করে এবং "নন্দ মহারাজের পুত্র আমার পতি হোক"—এই ভাবনায় ধ্যানস্থ হয়ে যথাযথভাবে দেবী ভদ্রকালীর পূজা করেছিলেন।

শ্লোক ৬

ঊষস্যুত্থায় গোত্রৈঃ স্বৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহবঃ ।
কৃষ্ণমুচ্চৈর্জগুর্যান্ত্যঃ কালিন্দ্যাং স্নাতুমন্বহম্ ॥ ৬ ॥

উষসি—উষাকালে; **উত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **গোত্রৈঃ**—তাঁদের নাম দ্বারা; **স্বৈঃ**—সঠিক; **অন্যোন্য**—পরস্পরকে; **আবদ্ধ**—ধারণ করে; **বাহবঃ**—তাঁদের হস্ত; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণের গুণমহিমা; **উচ্চৈঃ**—উচ্চস্বরে; **জগুঃ**—তাঁরা গান করতেন; **যান্ত্যঃ**—গমনকালে; **কালিন্দ্যাম্**—যমুনায়; **স্নাতুম্**—স্নান করবার জন্য; **অনু-অহম্**—প্রতিদিন।

অনুবাদ

প্রতিদিন তাঁরা ভোরবেলায় উঠতেন। পরস্পরকে নাম ধরে ডেকে, তাঁরা হাত ধরাধরি করতেন এবং স্নান করার জন্য কালিন্দীতে গমনকালে উচ্চস্বরে কৃষ্ণের গুণগান করতেন।

শ্লোক ৭

নদ্যাঃ কদাচিদাগত্য তীরে নিক্ষিপ্য পূর্ববৎ ।
বাসাংসি কৃষ্ণং গায়ন্ত্যো বিজহ্রুঃ সলিলে মুদা ॥ ৭ ॥

নদ্যাঃ—নদীর; **কদাচিৎ**—একদিন; **আগত্য**—আগত হয়ে; **তীরে**—তীরে; **নিক্ষিপ্য**—নীচে রেখে; **পূর্ববৎ**—আগের মতোই; **বাসাংসি**—তাঁদের বস্ত্রাদি; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ সম্বন্ধে; **গায়ন্ত্যঃ**—গান করতে করতে; **বিজহ্রুঃ**—তাঁরা ক্রীড়া করলেন; **সলিলে**—জলে; **মুদা**—আনন্দে।

অনুবাদ

একদিন তাঁরা নদীর তীরে এসে, পূর্বের মতোই তাঁদের বসন একপাশে রেখে দিয়ে, কৃষ্ণের মহিমা গান করতে করতে আনন্দে জলক্রীড়া করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, পূর্ণিমার দিন, যেদিন গোপীরা তাঁদের ব্রত সম্পূর্ণ করেছিলেন, সেই দিনই এই ঘটনা ঘটেছিল। সফলতার সঙ্গে তাঁদের ব্রত শেষ করার দিনটি উদ্‌যাপনের জন্য কন্যাগণ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ গোপীদের সঙ্গে তাঁদের বিশেষ প্রিয় পাত্রী বৃষভানু তনয়া অল্পবয়স্কা রাধারাণীকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, আর স্নান করার জন্য তাঁদের সবাইকে নদীতে এনেছিলেন। তাঁদের এই জলবিহারের উদ্দেশ্য ছিল *অবভৃৎ-স্নান* রূপে সেবা করা, অর্থাৎ বৈদিক যজ্ঞ সমাপ্তির পর তৎক্ষণাৎ এই আনুষ্ঠানিক স্নান গ্রহণ করা হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ এভাবে বর্ণনা করছেন—"ভারতীয় বালিকা ও স্ত্রীলোকদের মধ্যে একটি প্রাচীন প্রথা হচ্ছে যে, যখন তাঁরা নদীতে স্নান করেন, তখন তাঁরা নদীর তীরে তাঁদের বস্ত্র খুলে রেখে দেন এবং সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে নদীতে ডুব দেন। নদীর যেখানে বালিকারা ও স্ত্রীলোকেরা স্নান করেন সেখানে কোনও পুরুষের যাওয়া

কঠোরভাবে নিষেধ এবং এই প্রথা আজও প্রচলিত আছে। পরমেশ্বর ভগবান অবিবাহিতা অল্পবয়স্কা বালিকাদের মনের কথা জানতে পেরে, তাঁদের বাঞ্ছিত লক্ষ্যবস্তু মঞ্জুর করেন। তাঁরা কৃষ্ণকে পতিরূপে পাবার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, আর কৃষ্ণ তাঁদের সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে ইচ্ছা করলেন।"

শ্লোক ৮

ভগবাংস্তদভিপ্রেত্য কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ ।
বয়স্যৈরাবৃতস্তত্র গতস্তৎকর্মসিদ্ধয়ে ॥ ৮ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; **তৎ**—সেই; **অভিপ্রেত্য**—দর্শন করে; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **যোগ-ঈশ্বর-ঈশ্বরঃ**—যোগশক্তির অধীশ্বরেরও অধীশ্বর; **বয়স্যৈঃ**—অল্পবয়সী সঙ্গীদের দ্বারা; **আবৃতঃ**—পরিবৃত; **তত্র**—সেখানে; **গতঃ**—গমন করলেন; **তৎ**—সেই সমস্ত কন্যাগণের; **কর্ম**—ধর্মীয় আচারপূর্ণ কার্যকলাপ; **সিদ্ধয়ে**—ফল দানের জন্য।

অনুবাদ

যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীরা কি করছিলেন সেই সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, আর তাই তাঁদের প্রচেষ্টার পূর্ণতার ফল দানের উদ্দেশ্যে তাঁর অল্পবয়স্ক সঙ্গীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি সেখানে আগমন করলেন।

তাৎপর্য

সমস্ত যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বরস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সহজেই গোপীগণের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন আর তিনিই তা পূর্ণ করতে পারেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারের অল্পবয়স্কা বালিকাদের মতো গোপীগণ বিবেচনা করেছিলেন যে, একজন অল্পবয়স্ক বালকের সামনে নগ্নভাবে উপস্থিত হয়ে বিব্রত হওয়া তাঁদের জীবন ত্যাগ করার চেয়েও অধিকতর মন্দ। তবুও শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের জল থেকে উঠে এসে তাঁর প্রতি নতজানু করিয়েছিলেন। যদিও গোপীগণের দৈহিক রূপ পূর্ণরূপে পরিণত ছিল এবং যদিও কৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে নির্জন স্থানে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তাঁদের সম্পূর্ণভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন, কিন্তু যেহেতু ভগবান সম্পূর্ণরূপে জড়াতীত, তাই তাঁর মনের কোথাও জাগতিক কামনার চিহ্ন মাত্র ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত আনন্দের সমুদ্র, আর তিনি চেয়েছিলেন সাধারণ কাম থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত তাঁর সেই আনন্দ চিন্ময় স্তরে গোপীদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের যে-সমস্ত সঙ্গীদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা ছিলেন বড় জোর দুই কিংবা তিন বৎসর বয়সের শিশুমাত্র। তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ এবং স্ত্রী ও পুরুষের বিভেদ

সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। কৃষ্ণ যখন গোচারণে গমন করতেন, তখন তাঁরা তাঁকে অনুসরণ করতেন কারণ তাঁরা কৃষ্ণের প্রতি এতই আসক্ত ছিলেন যে, তাঁর সঙ্গহীনতা তাঁরা সহ্য করতে পারতেন না।

শ্লোক ৯

তাসাং বাসাংস্যুপাদায় নীপমারুহ্য সত্বরঃ ।
হসদ্ভিঃ প্রহসন্ বালৈঃ পরিহাসমুবাচ হ ॥ ৯ ॥

তাসাম্—সেই সমস্ত কুমারীদের; **বাসাংসি**—বস্ত্রসমূহ; **উপাদায়**—গ্রহণ করে; **নীপম্**—একটি কদম্ব বৃক্ষে; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **সত্বরঃ**—তাড়াতাড়ি; **হসদ্ভিঃ**—যাঁরা হাসছিলেন; **প্রহসন্**—নিজে উচ্চস্বরে হাসতে হাসতে; **বালৈঃ**—বালকদের সঙ্গে; **পরিহাসম্**—পরিহাসযুক্ত কথাগুলি; **উবাচ হ**—তিনি বললেন।

অনুবাদ

কুমারীগণের বসনসমূহ নিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি একটি কদম্ব বৃক্ষের মাথায় আরোহণ করলেন। তার পর, তিনি উচ্চস্বরে হাসতে থাকলে, তাঁর সঙ্গীগণও উচ্চস্বরে হাসতে লাগলেন, তখন তিনি পরিহাসচ্ছলে কুমারীগণের উদ্দেশ্যে বললেন।

শ্লোক ১০

অত্রাগত্যাবলাঃ কামং স্বং স্বং বাসঃ প্রগৃহ্যতাম্ ।
সত্যং ব্রুবাণি নো নর্ম যদ্ যূয়ং ব্রতকর্শিতাঃ ॥ ১০ ॥

অত্র—এখানে; **আগত্য**—এসে; **অবলাঃ**—হে কুমারীগণ; **কামম্**—তোমাদের ইচ্ছা অনুসারে; **স্বম্ স্বম্**—নিজ নিজ; **বাসঃ**—বস্ত্র; **প্রগৃহ্যতাম্**—অনুগ্রহ করে গ্রহণ কর; **সত্যম্**—সত্য; **ব্রুবাণি**—আমি বলছি; **ন**—না; **উ**—বরং; **নর্ম**—পরিহাস; **যৎ**—যেহেতু; **যূয়ম্**—তোমরা; **ব্রত**—কঠোর ব্রতের দ্বারা; **কর্শিতাঃ**—ক্লান্ত।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] হে কুমারীগণ, তোমরা প্রত্যেকে এখানে এসে ইচ্ছা অনুসারে তোমাদের বসন ফিরিয়ে নিয়ে যাও। যেহেতু আমি দেখতে পাচ্ছি কঠোর ব্রত অনুষ্ঠানের ফলে তোমরা ক্লান্ত, তাই আমি তোমাদের সত্যি বলছি, পরিহাস করছি না।

শ্লোক ১১

ন ময়োদিতপূর্বং বা অনৃতং তদিমে বিদুঃ ।
একৈকশঃ প্রতীচ্ছধ্বং সহৈবেতি সুমধ্যমাঃ ॥ ১১ ॥

ন—কখনও না; **ময়া**—আমার দ্বারা; **উদিত**—বলা হয়েছে; **পূর্বম্**—পূর্বে; **বা**—অথবা; **অনৃতম্**—কোনও রকম মিথ্যা; **তৎ**—তা; **ইমে**—এই অল্পবয়স্ক; **বিদুঃ**—জানে; **এক-একশঃ**—একে একে; **প্রতীচ্ছধ্বম্**—তুলে নাও (তোমাদের বস্ত্রগুলি); **সহ**—অথবা একত্রে; **এব**—বস্তুত; **ইতি**—এভাবে; **সু-মধ্যমাঃ**—হে সরু ও সুগঠিত কোমর-বিশিষ্টা কুমারীগণ।

অনুবাদ

আমি পূর্বে কখনও মিথ্যা কথা বলিনি এবং এই বালকেরা তা জানে। অতএব, হে সুমধ্যমা কুমারীগণ, অনুগ্রহ করে হয় একে একে অথবা সকলে একত্রে এগিয়ে এসে তোমাদের বস্ত্রগুলি তুলে নাও।

শ্লোক ১২

তস্য তৎ ক্ষ্বেলিতং দৃষ্ট্বা গোপ্যঃ প্রেমপরিপ্লুতাঃ ।
ব্রীড়িতাঃ প্রেক্ষ্য চান্যোন্যং জাতহাসা ন নির্যযুঃ ॥ ১২ ॥

তস্য—তাঁর; **তৎ**—সেই; **ক্ষ্বেলিতম্**—পরিহাসমূলক ব্যবহার; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **প্রেম-পরিপ্লুতাঃ**—শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমে পূর্ণরূপে নিমগ্না; **ব্রীড়িতাঃ**—লজ্জিতা হয়ে; **প্রেক্ষ্য**—দৃষ্টি নিক্ষেপ করে; **চ**—এবং; **অন্যোন্যম্**—পরস্পরের প্রতি; **জাত-হাসাঃ**—হাসতে লাগলেন; **ন নির্যযুঃ**—তাঁরা নির্গত হলেন না।

অনুবাদ

কৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে কিভাবে পরিহাস করছেন তা দর্শন করে, গোপীগণ পূর্ণরূপে তাঁর প্রেমে নিমগ্না হলেন এবং পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাঁরা সলজ্জভাবে হাসতে হাসতে নিজেদের মধ্যে পরিহাস করতে লাগলেন। কিন্তু তবুও তাঁরা জল থেকে নির্গত হলেন না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিকে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এভাবে বর্ণনা করেছেন—

"গোপীগণ অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছিলেন এবং তাঁরা নিশ্চয়ই কৃষ্ণের সঙ্গে তর্ক করতে পারতেন—'কেন তুমি আমাদের বস্ত্রগুলি কেবলমাত্র নদীর তীরে রেখে চলে যাচ্ছ না?'

"কৃষ্ণ নিশ্চয়ই উত্তর দিতে পারতেন, 'কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে যারা অন্যের বস্ত্র নিয়ে নিতে পারে।'

"গোপীরা উত্তর দিতে পারতেন, 'আমরা সৎ এবং কখনও কোনও কিছু চুরি করি না। আমরা কখনও অন্যের সম্পত্তি স্পর্শ করি না।'

"তখন কৃষ্ণ বলতে পারতেন, 'সেটিই যদি সত্যি হয়, তা হলে কেবলমাত্র চলে এস এবং তোমাদের বস্ত্র নিয়ে যাও। অসুবিধা কোথায়?'

"গোপীরা যখন কৃষ্ণের দৃঢ়সঙ্কল্প দর্শন করলেন, তখন তাঁরা প্রেমময় ভাবোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হলেন। লজ্জিতা হয়েও তাঁরা কৃষ্ণের এরূপ মনোযোগ লাভ করে উৎফুল্লিত হলেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে এমনভাবে পরিহাস করছিলেন যেন তাঁরা হচ্ছেন তাঁর স্ত্রী বা প্রেমিকা, আর গোপীগণের একমাত্র কামনাই ছিল তাঁর সঙ্গে এই ধরনের সম্পর্ক অর্জন করা। একই সঙ্গে, তিনি তাঁদের নগ্ন দেখবেন বলে তাঁরা লজ্জাবোধ করছিলেন। কিন্তু তবুও তাঁর পরিহাস বচন শুনে তাঁরা তাঁদের হাসি সংযত করতে পারলেন না, এমন কি নিজেদের মধ্যে পরিহাস শুরু করে একজন গোপী আর একজনকে অনুরোধ করে বললেন, 'এগিয়ে যাও, তুমি আগে যাও এবং দেখা যাক কৃষ্ণ তোমার সঙ্গে কোনও কৌশল করে কি না। তার পর আমরা পরে যাব।'"

শ্লোক ১৩

এবং ব্রুবতি গোবিন্দে নর্মণাক্ষিপ্তচেতসঃ ।
আকণ্ঠমগ্নাঃ শীতোদে বেপমানাস্তমব্রুবন্ ॥ ১৩ ॥

এবম্—এভাবেই; **ব্রুবতি**—বলে; **গোবিন্দে**—শ্রীগোবিন্দ; **নর্মণা**—তাঁর পরিহাস বচনের দ্বারা; **আক্ষিপ্ত**—বিক্ষুব্ধ; **চেতসঃ**—তাঁদের মন; **আ-কণ্ঠ**—তাঁদের কণ্ঠ পর্যন্ত; **মগ্নাঃ**—নিমজ্জিতা; **শীত**—শীতল; **উদে**—জলে; **বেপমানাঃ**—কম্পিত হয়ে; **তম্**—তাঁকে; **অব্রুবন্**—তাঁরা বললেন।

অনুবাদ

শ্রীগোবিন্দ এভাবেই গোপীদের বলতে থাকলে, তাঁর পরিহাস বচন সম্পূর্ণভাবে তাঁদের চিত্তকে মোহিত করেছিল। শীতল জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিতা হয়ে তাঁরা কাঁপতে শুরু করলেন। এভাবেই তাঁকে উদ্দেশ্য করে তাঁরা বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কৃষ্ণ ও গোপীগণের মধ্যে পরিহাসের নিম্নোক্ত উদাহরণ প্রদান করছেন—

কৃষ্ণ ঃ হে খঞ্জনাখ্য কুমারীগণ, তোমরা যদি না আস, তা হলে বৃক্ষশাখায় ঝোলানো এই সমস্ত বস্ত্র দিয়ে আমি একটি দোলনা ও একটি ঝুলন্ত শয্যা তৈরি করব। আমার এখন শুয়ে পড়া প্রয়োজন, কারণ সারা রাত্রি আমি জেগে কাটিয়েছি আর এখন আমার ঘুম পাচ্ছে।

গোপীগণ ঃ হে গোপাল, তোমার গাভীসকল তৃণলোভে একটি গুহার ভিতরে চলে গেছে। তাই তুমি সেখানে তাড়াতাড়ি গিয়ে তাদের সঠিক গোচারণপথে ফিরিয়ে আন।

কৃষ্ণ ঃ এখন চলে এস, প্রিয় গোপবালাগণ, তোমাদের অবশ্যই এখান থেকে তাড়াতাড়ি ব্রজে ফিরে গিয়ে গৃহস্থালি কর্তব্য কর্মসমূহ করতে হবে। তোমাদের পিতা-মাতা ও অন্যান্য গুরুজনদের উপদ্রব-স্বরূপ হয়ো না।

গোপীগণ ঃ হে কৃষ্ণ, আমাদের মাতা-পিতা ও অন্যান্য গুরুজনদের আদেশে আমরা একমাস গৃহে ফিরে যাব না কারণ আমরা কাত্যায়নী ব্রতের উপবাস পালন করছি।

কৃষ্ণ ঃ হে ব্রতপরায়ণ কন্যাগণ, তোমাদের দর্শন প্রভাবে আমারও এখন সহসা সংসার-জীবন থেকে বিস্ময়কর বৈরাগ্য-ভাবের উদয় হয়েছে। আমি এখানে একমাস থেকে নভোবাস ব্রত সম্পাদন করতে চাই। আর তোমরা যদি আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন কর, তা হলে এখান থেকে নেমে এসে তোমাদের সাহচর্যে উপবাস ব্রত পালন করতে পারি।

কৃষ্ণের পরিহাস বচনে গোপীরা সম্পূর্ণরূপে মোহিত হয়েছিলেন, কিন্তু লজ্জাবশত তাঁরা নিজেদের আকণ্ঠ জলে নিমজ্জিতা রেখেছিলেন। শীতে কম্পিতা হয়ে তাঁরা কৃষ্ণকে উদ্দেশ করে এভাবে বললেন।

শ্লোক ১৪

মানয়ং ভোঃ কৃথাস্ত্বাং তু নন্দগোপসুতং প্রিয়ম্ ।
জানীমোঽঙ্গ ব্রজশ্লাঘ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ ॥ ১৪ ॥

মা—কর না; **অনয়ম্**—অনুচিত; **ভোঃ**—আমাদের প্রিয় কৃষ্ণ; **কৃথাঃ**—কর; **ত্বাম্**—তোমাকে; **তু**—পক্ষান্তরে; **নন্দ-গোপ**—নন্দ মহারাজের; **সুতম্**—পুত্র; **প্রিয়ম্**—প্রিয়; **জানীমঃ**—আমরা জানি; **অঙ্গ**—হে প্রিয়; **ব্রজ-শ্লাঘ্যম্**—ব্রজমণ্ডলে প্রশংসিত; **দেহি**—অনুগ্রহ করে দাও; **বাসাংসি**—আমাদের বস্ত্রগুলি; **বেপিতাঃ**—(আমাদের) যাঁরা কম্পিত হচ্ছে।

অনুবাদ

[গোপীগণ বললেন—] হে কৃষ্ণ, অন্যায় করো না! আমরা জানি যে, তুমি নন্দের মাননীয় পুত্র এবং ব্রজের সকলেই তোমাকে সম্মান করে। তুমি আমাদেরও অত্যন্ত প্রিয়। অনুগ্রহ করে আমাদের বস্ত্রগুলি আমাদের ফিরিয়ে দাও। এই শীতল জলে আমরা কম্পিত হচ্ছি।

শ্লোক ১৫

**শ্যামসুন্দর তে দাস্যঃ করবাম তবোদিতম্ ।
দেহি বাসাংসি ধর্মজ্ঞ নো চেদ্ রাজ্ঞে ব্রুবাম হে ॥ ১৫ ॥**

শ্যামসুন্দর—হে শ্যামসুন্দর; **তে**—তোমার; **দাস্যঃ**—দাসী; **করবাম**—আমরা করব; **তব**—তোমার দ্বারা; **উদিতম্**—যা বলা হবে; **দেহি**—অনুগ্রহ করে দাও; **বাসাংসি**—আমাদের বস্ত্রগুলি; **ধর্মজ্ঞ**—হে ধর্মজ্ঞ; **ন**—না; **উ**—বস্তুত; **চেৎ**—যদি; **রাজ্ঞে**—রাজাকে; **ব্রুবামঃ**—আমরা বলব; **হে**—হে কৃষ্ণ।

অনুবাদ

হে শ্যামসুন্দর, আমরা তোমার দাসী এবং তুমি যা বলবে তা অবশ্যই করব। কিন্তু আমাদের বস্ত্রগুলি আমাদের ফিরিয়ে দাও। ধর্মীয় নীতিগুলি কি তা তুমি অবগত এবং যদি তুমি বস্ত্রগুলি আমাদের ফিরিয়ে না দাও, তা হলে আমরা রাজাকে বলে দেব। অনুগ্রহ কর!

শ্লোক ১৬

**শ্রীভগবানুবাচ
ভবত্যো যদি মে দাস্যো ময়োক্তং বা করিষ্যথ ।
অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছত শুচিস্মিতাঃ ।
নো চেন্নাহং প্রদাস্যে কিং ক্রুদ্ধো রাজা করিষ্যতি ॥ ১৬ ॥**

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ভবত্যঃ**—তোমরা; **যদি**—যদি; **মে**—আমার; **দাস্যঃ**—দাসী; **ময়া**—আমার দ্বারা; **উক্তম্**—কথিত; **বা**—অথবা; **করিষ্যথ**—তোমরা কর; **অত্র**—এখানে; **আগত্য**—এসে; **স্ব-বাসাংসি**—তোমাদের নিজ নিজ বস্ত্র; **প্রতীচ্ছত**—নিয়ে যাও; **শুচি**—শুদ্ধ; **স্মিতাঃ**—যাঁদের হাসি; **ন উ**—না; **চেৎ**—যদি; **ন**—না; **অহম্**—আমি; **প্রদাস্যে**—প্রদান করব; **কিম্**—কি; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ; **রাজা**—রাজা; **করিষ্যতি**—করতে সক্ষম হবেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—তোমরা কুমারীগণ যদি প্রকৃতই আমার দাসী হয়ে থাক এবং আমি যা বলব তা যদি তোমরা সত্যিই কর, তা হলে তোমাদের সরল হাসি নিয়ে এখানে এস আর প্রত্যেক কুমারী তার নিজের বস্ত্র নিয়ে যাও। আমি যা বলছি তা যদি তোমরা না কর, তা হলে তোমাদের আমি তা ফেরত দেব না। আর রাজা যদি ক্রুদ্ধও হন, তিনি কি করতে পারেন?

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর ভাষ্যে বলছেন, "গোপিকারা যখন দেখলেন যে, কৃষ্ণ অটল ও দৃঢ়সংকল্প, তখন তাঁর আদেশ পালন করা ছাড়া বিকল্প আর কিছু ছিল না।"

শ্লোক ১৭

ততো জলাশয়াৎ সর্বা দারিকাঃ শীতবেপিতাঃ ।
পাণিভ্যাং যোনিমাচ্ছাদ্য প্রোত্তেরুঃ শীতকর্শিতাঃ ॥ ১৭ ॥

ততঃ—তখন; **জল-আশয়াৎ**—নদী থেকে; **সর্বাঃ**—সকলে; **দারিকাঃ**—অল্পবয়স্ক কুমারীগণ; **শীত-বেপিতাঃ**—শীতে কাঁপতে কাঁপতে; **পাণিভ্যাম্**—তাঁদের হাত দিয়ে; **যোনিম্**—তাঁদের গোপন-অঙ্গ; **আচ্ছাদ্য**—আচ্ছাদিত করে; **প্রোত্তেরুঃ**—তাঁরা উঠে এলেন; **শীত-কর্শিতাঃ**—শীতে কষ্ট পেয়ে।

অনুবাদ

তার পর, ক্লেশদায়ক শীতে কাঁপতে কাঁপতে কুমারীগণ তাঁদের হাত দিয়ে তাঁদের গোপন-অঙ্গ আচ্ছাদিত করে জল থেকে উঠে এলেন।

তাৎপর্য

গোপীগণ কৃষ্ণকে নিশ্চিত করেছিলেন যে, তাঁরা তাঁর নিত্য দাসী এবং তিনি যা বলবেন তাই তাঁরা পালন করবেন, আর এভাবেই নিজেদের কথার দ্বারাই তাঁরা এখন পরাস্ত হয়েছিলেন। তাঁরা যদি আরও দেরি করতেন, তাঁরা মনে করেছিলেন যে, অন্য কেউ হয়ত এসে পড়বে, আর সেটি তাঁদের পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠবে। গোপীরা কৃষ্ণকে এতই ভালবাসতেন যে, সেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতেও তাঁর প্রতি তাঁদের আসক্তি অধিক থেকে অধিকতর বর্ধিত হচ্ছিল এবং তাঁর সাহচর্যে অবস্থান করতে তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তাই সেই লজ্জাকর অবস্থাতেও তাঁরা নদীতে ডুবে মরার কথা বিবেচনা করেননি।

তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, তাঁদের লজ্জা সরিয়ে রেখে, তাঁদের প্রিয় কৃষ্ণের কাছে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া তাঁদের আর কিছু করার নেই। এভাবেই গোপীরা পরস্পরকে নিশ্চিত করেছিলেন যে, জল থেকে উঠে তাঁর কাছে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই।

শ্লোক ১৮

ভগবানাহতা বীক্ষ্য শুদ্ধভাবপ্রসাদিতঃ ।
স্কন্ধে নিধায় বাসাংসি প্রীতঃ প্রোবাচ সস্মিতম্ ॥ ১৮ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; **আহতাঃ**—আহতা; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **শুদ্ধ**—শুদ্ধ; **ভাব**—তাঁদের প্রেমময় ভাবের দ্বারা; **প্রসাদিতঃ**—সন্তুষ্ট হলেন; **স্কন্ধে**—তাঁর স্কন্ধের উপরে; **নিধায়**—স্থাপন করে; **বাসাংসি**—তাঁদের বস্ত্রসকল; **প্রীতঃ**—প্রীতি সহকারে; **প্রোবাচ**—বললেন; **স-স্মিতম্**—হাসতে হাসতে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান যখন লজ্জাহত গোপীগণকে দর্শন করলেন, তখন তিনি তাঁদের শুদ্ধ প্রেমভাবের দ্বারা সন্তুষ্ট হলেন। তাঁদের বস্ত্রসমূহ নিজের স্কন্ধে স্থাপন করে, ভগবান মৃদু হেসে প্রীতি সহকারে তাঁদের বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করছেন, "গোপীদের এই সরল আত্মনিবেদন এত নির্মল ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁদের প্রতি প্রীত হলেন। সমস্ত গোপকুমারীরাই যাঁরা কৃষ্ণকে তাঁদের পতিরূপে পাবার জন্য কাত্যায়নী দেবীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তাঁদের সেই মনোবাঞ্ছা এভাবেই পূর্ণ হল। কোনও স্ত্রী তাঁর স্বামী ছাড়া আর কারও সামনে নগ্ন হতে পারেন না। গোপকুমারীরা কৃষ্ণকে তাঁদের পতিরূপে কামনা করেছিলেন এবং এভাবেই তিনি তাঁদের সেই মনোবাসনা পূর্ণ করেছিলেন।"

গোপীদের মতো সম্ভ্রান্ত কুমারীগণের কাছে কোনও অল্পবয়স্ক বালকের সম্মুখে নগ্ন হয়ে দাঁড়ানো মৃত্যুর চেয়ে নিন্দনীয়, কিন্তু তবুও শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টির জন্য তাঁরা সব কিছু ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কৃষ্ণ তাঁর জন্য তাঁদের ভালবাসার দৃঢ়তা দর্শন করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁদের বিশুদ্ধ ভক্তিতে তিনি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯

যূয়ং বিবস্ত্রা যদপো ধৃতব্রতা
ব্যগাহতৈতত্তদু দেবহেলনম্ ।
বদ্ধাঞ্জলিং মূর্ধ্ন্যপনুত্তয়েঽংহসঃ
কৃত্বা নমোঽধোবসনং প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ১৯ ॥

যূয়ম্—তোমরা; **বিবস্ত্রাঃ**—নগ্ন; **যৎ**—যেহেতু; **অপঃ**—জলে; **ধৃত-ব্রতাঃ**—ধর্মীয় আচারপূর্ণ ব্রত অনুষ্ঠানকালে; **ব্যগাহত**—স্নান করেছ; **এতৎ তৎ**—এই; **উ**—প্রকৃতপক্ষে; **দেব-হেলনম্**—বরুণ ও অন্যান্য দেবতাদের প্রতি একটি অপরাধ; **বদ্ধা অঞ্জলিম্**—জোড় হাত করে; **মূর্ধ্নি**—তোমাদের মস্তকের উপরে; **অপনুত্তয়ে**—প্রতিকার করার জন্য; **অংহসঃ**—তোমাদের পাপকর্মের; **কৃত্বা নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করে; **অধঃ-বসনম্**—তোমাদের অধোবসনগুলি; **প্রগৃহ্যতাম্**—অনুগ্রহ করে ফিরিয়ে নাও।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] তোমরা কুমারীগণ ব্রতপালন কালে নগ্ন হয়ে স্নান করেছ এবং সেটি নিঃসন্দেহে দেবতাদের প্রতি একটি অপরাধ। তোমাদের পাপের প্রতিকারের জন্য তোমাদের মস্তকের উপরে হাত জোড় করে তোমাদের প্রণাম নিবেদন করা উচিত। তারপর তোমরা তোমাদের অধোবসন ফিরিয়ে নাও।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ গোপীদের পূর্ণ আত্মনিবেদন দর্শন করতে চেয়েছিলেন, আর এভাবেই তিনি তাঁদের মস্তকের উপরে হাত জোড় করে প্রণাম নিবেদনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, গোপীরা তাঁদের দেহ আবৃত করেননি। আমাদের মূর্খের মতো মনে করা উচিত নয় যে, শ্রীকৃষ্ণ একজন সাধারণ কামুক বালক এবং তিনি গোপীদের নগ্ন সৌন্দর্য উপভোগ করছিলেন। কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমতত্ত্ব এবং তিনি বৃন্দাবনের গোপবালিকাদের প্রেমময়ী আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার অভিনয় করছিলেন। এই পৃথিবীতে এই ধরনের পরিস্থিতিতে আমরা নিশ্চিতভাবে কামনা-প্রবণ হয়ে উঠতাম। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে আমাদের তুলনা করা মস্ত বড় অপরাধ এবং এই অপরাধের ফলে আমরা কৃষ্ণের অপ্রাকৃত অবস্থান অবগত হতে পারব না, কারণ ভুলবশত তাঁকে আমরা আমাদেরই মতো জড় বদ্ধ মনে করব। পরম-তত্ত্বের আনন্দের আস্বাদ গ্রহণের চেষ্টা করছেন এমন কারও পক্ষে কৃষ্ণের দিব্য দৃষ্টি হারানো এক মস্ত বড় বিপর্যয়।

শ্লোক ২০

ইত্যচ্যুতেনাভিহিতং ব্রজাবলা
মত্বা বিবস্ত্রাপ্লবনং ব্রতচ্যুতিম্ ।
তৎপূর্তিকামাস্তদশেষকর্মণাং
সাক্ষাৎকৃতং নেমুরবদ্যমৃগ্ যতঃ ॥ ২০ ॥

ইতি—এই কথায়; **অচ্যুতেন**—অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **অভিহিতম্**—নির্দেশিত; **ব্রজ-অবলাঃ**—ব্রজের কুমারীগণ; **মত্বা**—বিবেচনা করে; **বিবস্ত্র**—নগ্ন; **আপ্লবনম্**—স্নানে; **ব্রত-চ্যুতিম্**—তাঁদের ব্রত ভঙ্গ হয়েছে; **তৎ-পূর্তি**—তার সাফল্যজনক সমাপ্তি; **কামাঃ**—একাগ্রচিত্তে কামনা করে; **তৎ**—সেই অনুষ্ঠানের; **অশেষ-কর্মণাম্**—এবং অনন্ত অন্যান্য পুণ্যকর্মের; **সাক্ষাৎ-কৃতম্**—সাক্ষাৎ ফলস্বরূপ; **নেমুঃ**—তাঁরা তাঁদের প্রণাম নিবেদন করলেন; **অবদ্য-মৃক্**—সমস্ত পাপের মার্জনকারী; **যতঃ**—যেহেতু।

অনুবাদ

এভাবেই বৃন্দাবনের অল্পবয়স্ক কুমারীগণ ভগবান অচ্যুত তাঁদের যা বলেছেন তা বিবেচনা করে স্বীকার করলেন যে, নদীতে নগ্ন হয়ে স্নান করার ফলে তাঁদের ব্রত ভঙ্গ হয়েছে। কিন্তু তবুও তাঁরা তাঁদের ব্রত সাফল্যজনক ভাবে শেষ করার জন্য আকাঙ্ক্ষা করছিলেন, আর যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সমস্ত পুণ্যকর্মের চূড়ান্ত ফলস্বরূপ, তাই তাঁদের সমস্ত পাপ পরিমার্জনের জন্য তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃতের অপ্রাকৃত অবস্থান এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। গোপীগণ স্থির করেছিলেন যে, তাঁদের তথাকথিত পারিবারিক ঐতিহ্য এবং ঐতিহ্যগত নীতি পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মনিবেদন করাই শ্রেষ্ঠতর। এই কথা বলার অর্থ এই নয় যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন অনৈতিক কার্যসমূহকে সমর্থন করছে। বাস্তবিকপক্ষে, *ইস্‌কনের* ভক্তবৃন্দ সর্বোচ্চ মানের সংযম ও নীতি অনুশীলন করছে, কিন্তু একই সঙ্গে আমরা কৃষ্ণের অপ্রাকৃত অবস্থানও স্বীকার করি। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান আর তাই অল্পবয়স্কা বালিকাদের সঙ্গে যৌন সংসর্গ উপভোগের কোনও রকম জাগতিক আকাঙ্ক্ষা তাঁর নেই। এই অধ্যায়ে যেমন দেখা যাবে, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের ভোগ করার জন্য মোটেই আকৃষ্ট ছিলেন না, বরং তিনি তাঁদের প্রেমে আকর্ষিত ছিলেন এবং তাই তাঁদের সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের কার্যাবলী অনুকরণ করা মহা অপরাধ। ভারতে প্রাকৃত-সহজিয়া বলে একটি সম্প্রদায় আছে, যারা কৃষ্ণের এই ধরনের ঘটনাবলী অনুকরণ করে এবং কৃষ্ণ উপাসনার নামে অল্পবয়স্ক নগ্ন মেয়েদের উপভোগ করার চেষ্টা করে। *ইস্‌কন* আন্দোলন কঠোরভাবে ধর্মের এই বৃথা অনুকরণকে অগ্রাহ্য করে, কারণ মানুষের সবচেয়ে বড় অপরাধ হাস্যকরভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে অনুকরণ করা। *ইস্‌কন* আন্দোলনে কোনও সস্তা অবতার নেই এবং তাই এই আন্দোলনের কোনও ভক্তের পক্ষে নিজেকে কৃষ্ণের পদে উন্নীত করাও সম্ভব নয়।

পাঁচশো বৎসর পূর্বে কৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যিনি তাঁর ছাত্রজীবনে কঠোর ব্রহ্মচর্য অভ্যাস করেছিলেন এবং চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে আজীবন ব্রহ্মচর্যের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। কৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবাব্রত পালনের উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কঠোরভাবে নারী সংস্রব এড়িয়ে চলতেন। কৃষ্ণ যখন নিজে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন

আমাদের মনোযোগ আকর্ষণকারী এই সমস্ত বিচিত্র লীলা প্রদর্শন করেছিলেন। ভগবান এই ধরনের লীলা অনুষ্ঠান করতে পারেন তা শ্রবণ করে আমাদের ঈর্ষান্বিত বা মর্মাহত হওয়া উচিত নয়। আমাদের মর্মাহত হওয়ার কারণ আমাদের অজ্ঞতা, কারণ আমরা যদি এই ধরনের কাজ করতে চেষ্টা করি, তা হলে আমাদের দেহ কামের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে পড়বে। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পরমতত্ত্ব, তাই কোনও প্রকার জড় বাসনার দ্বারা তিনি বিচলিত হন না। এভাবেই, গোপীদের নৈতিকতার সাধারণ মান পরিত্যাগ করে, দু'হাত মাথায় তুলে কৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে অবনত হওয়ার ঘটনাটি শুদ্ধ ভক্তিপূর্ণ আত্মনিবেদনের একটি উদাহরণ এবং ধর্মীয় নীতির বিরোধী নয়।

প্রকৃতপক্ষে, গোপীদের আত্মনিবেদন সকল ধর্মের পূর্ণতা-স্বরূপ। *লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ তাই বর্ণনা করছেন—"সেই গোপিকারা ছিলেন অত্যন্ত সরলচিত্ত বালিকা এবং কৃষ্ণ তাঁদের যা বলতেন, তাই তাঁরা সত্য বলে মেনে নিতেন। বরুণদেবের ক্রোধ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং তাঁদের ব্রতপালনের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এবং সর্বোপরি তাঁদের পরমারাধ্য শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁরা তৎক্ষণাৎ তাঁর সেই আদেশ পালন করলেন. এভাবেই তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত এবং সব চাইতে অনুগত সেবকে পরিণত হলেন।

"গোপীদের কৃষ্ণভাবনামৃতের সঙ্গে কোনও কিছুরই তুলনা হয় না। প্রকৃতপক্ষে গোপীরা বরুণদেব অথবা অন্য কোন দেবতার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন; তাঁরা কেবল কৃষ্ণকেই সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন।"

শ্লোক ২১

তাস্তথাবনতা দৃষ্ট্বা ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।
বাসাংসি তাভ্যঃ প্রাযচ্ছৎকরুণস্তেন তোষিতঃ ॥ ২১ ॥

তাঃ—তখন; **তথা**—এভাবেই; **অবনতাঃ**—অবনত; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **দেবকী-সুতঃ**—কৃষ্ণ, দেবকীপুত্র; **বাসাংসি**—বস্ত্রসকল; **তাভ্যঃ**—তাঁদের; **প্রাযচ্ছৎ**—তিনি ফিরিয়ে দিলেন; **করুণঃ**—সদয়; **তেন**—সেই আচরণের দ্বারা; **তোষিতঃ**—সন্তুষ্ট।

অনুবাদ

তাঁদের ঐভাবে প্রণত হতে দেখে, পরমেশ্বর ভগবান দেবকীনন্দন তাঁদের প্রতি করুণা অনুভব করে এবং তাঁদের আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে, তাঁদের বস্ত্রগুলি ফিরিয়ে দিলেন।

শ্লোক ২২

দৃঢ়ং প্রলব্ধাস্ত্রপয়া চ হাপিতাঃ
প্রস্তোভিতাঃ ক্রীড়নবচ্চ কারিতাঃ ।
বস্ত্রাণি চৈবাপহৃতান্যথাপ্যমুং
তা নাভ্যসূয়ন্ প্রিয়সঙ্গনির্বৃতাঃ ॥ ২২ ॥

দৃঢ়ম্—সম্পূর্ণরূপে; **প্রলব্ধাঃ**—প্রবঞ্চিতা; **ত্রপয়া**—তাঁদের লজ্জার; **চ**—এবং; **হাপিতাঃ**—বঞ্চিতা; **প্রস্তোভিতাঃ**—পরিহাসিত; **ক্রীড়ন-বৎ**—খেলার পুতুলদের মতো; **চ**—এবং; **কারিতাঃ**—আচরণ করেছিল; **বস্ত্রাণি**—তাঁদের বস্ত্রগুলি; **চ**—এবং; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **অপহৃতানি**—অপহৃত; **অথ অপি**—তা সত্ত্বেও; **অমুম**—তাঁর প্রতি; **তাঃ**—তাঁরা; **ন অভ্যসূয়ন্**—অসূয়াভাবাপন্ন হননি; **প্রিয়**—তাঁদের প্রিয়তম; **সঙ্গ**—সঙ্গের দ্বারা; **নির্বৃতাঃ**—আনন্দিত।

অনুবাদ

যদিও গোপীরা সম্পূর্ণরূপে প্রবঞ্চিতা হয়েছিলেন, তাঁদের লজ্জা থেকে বঞ্চিতা হয়েছিলেন এবং খেলার পুতুলের মতো আচরণ করেছিলেন এবং যদিও তাঁদের বস্ত্রগুলি অপহৃত হয়েছিল, তবুও তাঁরা কৃষ্ণের প্রতি অসূয়াভাবাপন্ন হননি। বরং, তাঁদের প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হবার এই সুযোগ লাভ করে তাঁরা কেবল আনন্দিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করেন, "ব্রজগোপিকাদের এই মনোভাবের বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রার্থনা করেছেন, 'হে প্রাণনাথ কৃষ্ণ, তুমি আমাকে আলিঙ্গন করতে পার অথবা পদদলিত করতে পার, অথবা আমার সম্মুখে কখনই উপস্থিত না থেকে তুমি আমাকে মর্মাহত করতে পার। তুমি যা ইচ্ছা কর তাই করতে পার, কারণ যে-কোন আচরণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা তোমার রয়েছে। তোমার সমস্ত রকমের আচরণ সত্ত্বেও, তুমি আমার নিত্য প্রভু এবং আমার অন্য কোনও আরাধ্য বস্তু নেই।' এটিই ছিল কৃষ্ণের প্রতি গোপীদের মনোভাব।"

শ্লোক ২৩

পরিধায় স্ববাসাংসি প্রেষ্ঠসঙ্গমসজ্জিতাঃ ।
গৃহীতচিত্তা নো চেলুস্তস্মিন্ লজ্জায়িতেক্ষণাঃ ॥ ২৩ ॥

পরিধায়—পরিধান করে; **স্ব-বাসাংসি**—তাঁদের নিজ নিজ বস্ত্র; **প্রেষ্ঠ**—তাঁদের প্রিয়তমের; **সঙ্গম**—এই সঙ্গ দ্বারা; **সজ্জিতাঃ**—তাঁর প্রতি সম্পূর্ণরূপে আসক্ত হয়ে; **গৃহীত**—আকৃষ্ট; **চিত্তা**—যাঁদের মন; **ন**—পারলেন না; **উ**—বস্তুত; **চেলুঃ**—চলতে; **তস্মিন্**—তাঁর প্রতি; **লজ্জায়িত**—লজ্জাপূর্ণ; **ঈক্ষণাঃ**—যাঁদের দৃষ্টিপাত।

অনুবাদ

গোপীগণ তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণের সঙ্গ করার ফলে আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং এভাবেই তাঁর দ্বারা তাঁরা মোহিত হয়েছিলেন। তাই, তাঁদের বস্ত্রসমূহ পরিধান করার পরেও তাঁরা চলতে পারলেন না। তাঁর প্রতি সলজ্জ দৃষ্টিপাত করে, তাঁরা যেখানে ছিলেন সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণের সঙ্গের মাধ্যমে গোপীগণ আগের চেয়েও তাঁর প্রতি আরও অধিক আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ঠিক যেমন কৃষ্ণ তাঁদের বস্ত্র অপহরণ করেছিলেন, তেমনই তাঁদের মন এবং ভালবাসাও অপহরণ করেছিলেন। গোপীরা প্রমাণরূপে সমগ্র ঘটনার ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, কৃষ্ণও তাঁদের প্রতি আসক্ত ছিলেন। তা না হলে, তিনি কেন এভাবেই তাঁদের সঙ্গে ক্রীড়া করার বিড়ম্বনা গ্রহণ করবেন? যেহেতু তাঁরা ভেবেছিলেন যে, কৃষ্ণ এখন তাঁদের প্রতি আসক্ত, তাই তাঁরা তাঁর প্রতি সলজ্জ দৃষ্টিপাত করলেন এবং তাঁদের বর্ধিত প্রেমভাব দ্বারা অভিভূত হয়ে, তাঁরা যেখানে অবস্থান করছিলেন সেখান থেকে নড়তে পারলেন না। কৃষ্ণ তাঁদের লজ্জাকে বশ করেছিলেন এবং জল থেকে বিবস্ত্র হয়ে বেরিয়ে আসতে তাঁদের বাধ্য করেছিলেন, কিন্তু এখন তাঁরা পূর্ণরূপে বস্ত্র পরিধান করে, তাঁর উপস্থিতিতে তাঁরা আবার লজ্জিতা হলেন। বাস্তবিকই, এই ঘটনা কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের বিনম্রতা বর্ধিত করেছিল। কৃষ্ণের দিকে তাঁদের একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা কৃষ্ণ লক্ষ করুন সেটা তাঁরা চাননি। কিন্তু তাঁরা সাবধানের সঙ্গে ভগবানের দিকে দৃষ্টিপাত করার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

তাসাং বিজ্ঞায় ভগবান্ স্বপাদস্পর্শকাম্যয়া ।
ধৃতব্রতানাং সঙ্কল্পমাহ দামোদরোঽবলাঃ ॥ ২৪ ॥

তাসাম্—এই সমস্ত কুমারীগণের; **বিজ্ঞায়**—জানতে পেরে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **স্ব-পাদ**—তাঁর নিজ পাদদ্বয়ের; **স্পর্শ**—স্পর্শের জন্য; **কাম্যয়া**—কামনার দ্বারা; **ধৃত-ব্রতানাম্**—যাঁরা তাঁদের ব্রত গ্রহণ করেছেন; **সঙ্কল্পম্**—সঙ্কল্প; **আহ**—বললেন; **দামোদরঃ**—শ্রীদামোদর; **অবলাঃ**—কুমারীদের।

অনুবাদ

গোপীদের কঠোর ব্রত পালনের সঙ্কল্প পরমেশ্বর ভগবান অবগত ছিলেন। ভগবান আরও অবগত ছিলেন যে, কুমারীরা তাঁর পাদদ্বয় স্পর্শ করার জন্য কামনা করেন, আর তাই ভগবান দামোদর কৃষ্ণ তাঁদের বললেন।

শ্লোক ২৫

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চনম্ ।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥ ২৫ ॥

সঙ্কল্পঃ—সঙ্কল্প; **বিদিতঃ**—অবগত; **সাধ্ব্যঃ**—হে পুণ্যবতী কুমারীগণ; **ভবতীনাম্**—তোমাদের; **মৎ-অর্চনম্**—আমার অর্চনা; **ময়া**—আমার দ্বারা; **অনুমোদিতঃ**—অনুমোদিত; **সঃ অসৌ**—সেটি; **সত্যঃ**—সত্য; **ভবিতুম্**—হবে; **অর্হতি**—অবশ্যই।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] হে সাধ্বী কুমারীগণ, এই ব্রতের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে আমাকে অর্চনা করা, সেটি আমি জানি। তোমাদের সেই উদ্দেশ্যটি আমার দ্বারা অনুমোদিত এবং অবশ্যই সেটি সত্য হবে।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ যেমন সমস্ত অবিশুদ্ধ বাসনা থেকে মুক্ত, গোপীরাও তেমনই। কৃষ্ণকে তাঁদের পতিরূপে পাওয়ার প্রচেষ্টা তাই ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কামনার দ্বারা চালিত ছিল না বরং কৃষ্ণের সেবা করা ও তাঁকে সন্তুষ্ট করার অদম্য বাসনার দ্বারা তা চালিত ছিল। তাঁদের ঐকান্তিক ভালবাসার ফলে, গোপিকারা কৃষ্ণকে ভগবানরূপে দর্শন না করে, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে পরম বিস্ময়কর বালকরূপেই দর্শন করেছিলেন, এবং সুন্দরী বালিকারূপে তাঁরা শুধু প্রেমময়ী সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের বিশুদ্ধ বাসনা হৃদয়ঙ্গম করে প্রসন্ন হয়েছিলেন। ভগবান সাধারণ কামের দ্বারা কখনই সন্তুষ্ট হতে পারেন না, কিন্তু বৃন্দাবনের গোপবালিকাদের ঐকান্তিক প্রেমভক্তির দ্বারা তিনি বিচলিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৬

ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে ।
ভর্জিতা ক্বথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে ॥ ২৬ ॥

ন—না; ময়ি—আমাতে; আবেশিত—সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট; ধিয়াম্—যাঁদের চেতনা; কামঃ—বাসনা; কামায়—জাগতিক কামের প্রতি; কল্পতে—চালিত হয়; ভর্জিতাঃ—ভাজা; ক্বথিতাঃ—রান্না করা; ধানাঃ—শষ্য; প্রায়ঃ—প্রায়শ; বীজায়—অঙ্কুর; ন ঈশতে—উদ্গমে সমর্থ হয় না।

অনুবাদ

যাঁদের চিত্ত আমাতে নিবিষ্ট তাঁদের বাসনা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য জাগতিক কামের দিকে চালিত হয় না, ঠিক যেমন ভাজা ও রান্না করা যবের দানাগুলি থেকে আর নতুন অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না।

তাৎপর্য

ময্যাবেশিতধিয়াম্ কথাটি এখানে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু কৃষ্ণ হচ্ছেন শুদ্ধ চিন্ময় সত্তাবিশিষ্ট, তাই যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ ভক্তির উন্নত স্তর লাভ করছেন, ততক্ষণ মন ও বুদ্ধিকে তিনি কৃষ্ণের উপর স্থির করতে পারেন না। আত্ম-উপলব্ধির স্তর বাসনাহীন নয় বরং সেটি বিশুদ্ধ বাসনার স্তর, যেখানে কেউ কেবলমাত্র কৃষ্ণের আনন্দেরই বাসনা করেন। গোপীগণ অবশ্যই মাধুর্য প্রেমের মনোভাবের দ্বারা কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু তবুও তাঁদের মন এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁদের সামগ্রিক অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণের উপর নিবিষ্ট হওয়ায় তাঁদের প্রণয় আকাঙ্ক্ষা কখনই জাগতিক কামরূপে প্রকাশিত হয়নি; বরং, তা ছিল সবচেয়ে উন্নত মানের ভগবৎ-প্রেম যা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কখনও কখনও দেখা যায়।

শ্লোক ২৭

যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ ।
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্যার্চনং সতীঃ ॥ ২৭ ॥

যাত—এখন যাও; অবলাঃ—প্রিয় কুমারীগণ; ব্রজম্—ব্রজে; সিদ্ধাঃ—তোমাদের বাসনা পূর্ণ হয়েছে; ময়া—আমার সঙ্গে; ইমাঃ—এই সকল; রংস্যথ—তোমরা উপভোগ করবে; ক্ষপাঃ—রজনী; যৎ—যে; উদ্দিশ্য—উদ্দেশ্যে; ব্রতম্—ব্রত; ইদম্—এই; চেরুঃ—তোমরা সম্পাদন করেছ; আর্যা—দেবী কাত্যায়নীর; অর্চনম্—অর্চনা; সতীঃ—শুদ্ধ হয়ে।

অনুবাদ

হে কুমারীগণ, এখন তোমরা ব্রজে ফিরে যাও। তোমাদের বাসনা পূর্ণ হয়েছে, কারণ আমার সঙ্গের মাধ্যমে তোমরা আগামী রজনীগুলি উপভোগ করবে। হে সতীগণ, মোটের উপর তোমাদের দেবী কাত্যায়নীর পূজাব্রত পালনের এই উদ্দেশ্য ছিল।

শ্লোক ২৮

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাদিষ্টা ভগবতা লব্ধকামাঃ কুমারিকাঃ ।
ধ্যায়ন্ত্যস্তৎপদাম্ভোজং কৃচ্ছ্রান্নির্বিবিশুর্ব্রজম্ ॥ ২৮ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এভাবেই; **আদিষ্টাঃ**—নির্দেশিত হয়ে; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **লব্ধ**—লাভ করে; **কামাঃ**—তাঁদের মনস্কামনা; **কুমারিকাঃ**—কুমারীগণ; **ধ্যায়ন্ত্যঃ**—ধ্যান করতে করতে; **তৎ**—তাঁর; **পদ-অম্ভোজম্**—পাদপদ্মদ্বয়; **কৃচ্ছ্রাৎ**—অতি কষ্টে; **নির্বিবিশুঃ**—তাঁরা ফিরে গেলেন; **ব্রজম্**—ব্রজে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা এভাবেই নির্দেশিত হয়ে, পূর্ণকামা কুমারীগণ সর্বক্ষণ তাঁর পাদপদ্মদ্বয় ধ্যান করতে করতে অতি কষ্টে নিজেরা ব্রজে ফিরে গেলেন।

তাৎপর্য

গোপীদের বাসনা পূর্ণ হয়েছিল কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের পতিরূপে আচরণ করতে সম্মত হয়েছিলেন। একজন যুবতী বালিকা কখনই তার পতি ব্যতীত অন্য কোনও মানুষের সঙ্গে রাত্রি যাপন করে না, আর তাই কৃষ্ণ যখন আগত শরৎকালে রাত্রিকালীন রাসনৃত্যে এই কুমারীদের নিয়োজিত করতে সম্মত হলেন, তখন প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন পতির ভূমিকা গ্রহণ করে তাঁর জন্য তাঁদের ভালবাসার প্রতিদান দিতে সম্মত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৯

অথ গোপৈঃ পরিবৃতো ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।
বৃন্দাবনাদ্ গতো দূরং চারয়ন্ গাঃ সহাগ্রজঃ ॥ ২৯ ॥

অথ—কিছুকাল পরে; **গোপৈঃ**—গোপবালকদের দ্বারা; **পরিবৃতঃ**—পরিবৃত; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **দেবকী-সুতঃ**—দেবকীর পুত্র; **বৃন্দাবনাৎ**—বৃন্দাবন থেকে; **গতঃ**—তিনি গমন করলেন; **দূরম্**—দূরে; **চারয়ন্**—চারণ করতে করতে; **গাঃ**—গাভী; **সহ-অগ্রজঃ**—তাঁর ভ্রাতা বলরামের সঙ্গে।

অনুবাদ

কিছুকাল পরে দেবকীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গোপসখাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের সঙ্গে গোচারণ করতে করতে বৃন্দাবন থেকে বেশ দূরে গমন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে অল্পবয়স্কা গোপীদের বস্ত্র হরণ করেছিলেন তা বর্ণনা করার পর, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এখন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ-পত্নীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ বর্ণনার সূচনা শুরু করলেন।

শ্লোক ৩০

নিদাঘার্কাতপে তিগ্মে ছায়াভিঃ স্বাভিরাত্মনঃ ।
আতপত্রায়িতান্ বীক্ষ্য দ্রুমানাহ ব্রজৌকসঃ ॥ ৩০ ॥

নিদাঘ—গ্রীষ্ম ঋতুর; **অর্ক**—সূর্যের; **আতপে**—উত্তাপে; **তিগ্মে**—প্রচণ্ড; **ছায়াভিঃ**—ছায়ার দ্বারা; **স্বাভিঃ**—তাদের নিজ নিজ; **আত্মনঃ**—নিজের জন্য; **আত-পত্রায়িতান্**—ছত্ররূপে সেবা; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **দ্রুমান্**—বৃক্ষগুলিকে; **আহ**—তিনি বললেন; **ব্রজ-ওকসঃ**—ব্রজবালকদের।

অনুবাদ

সূর্যের উত্তাপ যখন তীব্র হল, তখন শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে, বৃক্ষগুলি তাঁকে ছায়া প্রদান করে ছত্রের মতো আচরণ করছে এবং তাই তিনি তাঁর বালকসখাদের এভাবে বললেন।

শ্লোক ৩১-৩২

হে স্তোককৃষ্ণ হে অংশো শ্রীদামন্ সুবলার্জুন ।
বিশাল বৃষভৌজস্বিন্ দেবপ্রস্থ বরূথপ ॥ ৩১ ॥
পশ্যতৈতান্মহাভাগান্ পরার্থৈকান্তজীবিতান্ ।
বাতবর্ষাতপহিমান্ সহন্তো বারয়ন্তি নঃ ॥ ৩২ ॥

হে স্তোককৃষ্ণ—হে স্তোককৃষ্ণ; **হে অংশো**—হে অংশু; **শ্রীদামন্ সুবল অর্জুন**—হে শ্রীদামা, সুবল ও অর্জুন; **বিশাল বৃষভ ওজস্বিন্**—হে বিশাল, বৃষভ ও ওজস্বী; **দেবপ্রস্থ বরূথপ**—হে দেবপ্রস্থ ও বরূথপ; **পশ্যত**—দেখ; **এতান্**—এই সমস্ত; **মহা-ভাগান্**—অত্যন্ত ভাগ্যবানদের; **পর-অর্থ**—অপরের উপকারের জন্য; **একান্ত**—সম্পূর্ণরূপে; **জীবিতান্**—যাঁদের জীবন; **বাত**—বায়ু; **বর্ষ**—বৃষ্টি; **আতপ**—সূর্যতাপ; **হিমান্**—এবং তুষার; **সহন্তঃ**—সহ্য করে; **বারয়ন্তি**—রক্ষা করে; **নঃ**—আমাদেরকে।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] হে স্তোককৃষ্ণ ও অংশু, হে শ্রীদামা, সুবল ও অর্জুন, হে বৃষভ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ ও বরূথপ, এই মহা সৌভাগ্যবান বৃক্ষসমূহ দর্শন কর,

যাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে অপরের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গীকৃত। এমন কি বায়ু, বর্ষা, তাপ ও তুষার সহ্য করেও তারা এই সমস্ত উপাদান থেকে আমাদের রক্ষা করছে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ কঠিনহৃদয় যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের পত্নীদের তাঁর কৃপা প্রদানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন এবং এই শ্লোকে ভগবান ইঙ্গিত করছেন যে, যাঁরা পরোপকারী নয় এমন ব্রাহ্মণদের চেয়েও অপরের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গীকৃত বৃক্ষসকলও শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যদের অবশ্যই এই বিষয়টি শান্তভাবে পাঠ করা উচিত।

শ্লোক ৩৩

অহো এষাং বরং জন্ম সর্বপ্রাণ্যুপজীবনম্ ।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ ॥ ৩৩ ॥

অহো—ওহে, দেখ; **এষাম্**—এই বৃক্ষসমূহের; **বরম্**—শ্রেষ্ঠ; **জন্ম**—জন্ম; **সর্ব**—সমস্ত; **প্রাণি**—জীবদের জন্য; **উপজীবনম্**—যারা প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করে; **সুজনস্য ইব**—একজন মহান ব্যক্তির মতো; **যেষাম্**—যাদের কাছ থেকে; **বৈ**—অবশ্যই; **বিমুখাঃ**—নিরাশ হয়ে; **যান্তি**—ফিরে যায়; **ন**—কখনও না; **আর্থিনঃ**—যারা কোনও কিছু প্রার্থনা করে।

অনুবাদ

দেখ, কিভাবে এই বৃক্ষগুলি প্রতিটি জীবকে পোষণ করছে! তাদের জন্ম সফল। তাদের আচরণ ঠিক মহাপুরুষের মতো, কারণ তাদের কাছে কোনও কিছু প্রার্থনা করে কেউ নিরাশ হয়ে ফিরে যায় না।

তাৎপর্য

উপরোক্ত অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (*আদিলীলা* ৯/৪৬) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

পত্রপুষ্পফলচ্ছায়ামূলবল্কলদারুভিঃ ।
গন্ধনির্যাসভস্মাস্থিতোক্মৈঃ কামান্ বিতন্বতে ॥ ৩৪ ॥

পত্র—তাদের পাতা; **পুষ্প**—ফুল; **ফল**—ফল; **ছায়া**—ছায়া; **মূল**—মূল; **বল্কল**—গাছের ছাল; **দারুভিঃ**—ও কাঠের দ্বারা; **গন্ধ**—তাদের গন্ধ; **নির্যাস**—রস; **ভস্ম**—

ছাই; **অস্থি**—মণ্ড; **তোক্মৈঃ**—ও অঙ্কুরের দ্বারা; **কামান্**—আকাঙ্ক্ষিত জিনিসগুলি; **বিতন্বতে**—তারা প্রদান করে।

অনুবাদ

এই বৃক্ষগুলি তাদের পত্র, পুষ্প ও ফলের দ্বারা, তাদের ছায়া, মূল, বল্কল ও কাঠের দ্বারা এবং তা ছাড়া তাদের গন্ধ, নির্যাস, ভস্ম, মণ্ড ও অঙ্কুর দ্বারা সকলেরই কামনা পূর্ণ করে।

শ্লোক ৩৫

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু ।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয়আচরণং সদা ॥ ৩৫ ॥

এতাবৎ—এই পর্যন্ত; **জন্ম**—জন্মের; **সাফল্যম্**—সাফল্য; **দেহিনাম্**—প্রতিটি জীবের; **ইহ**—এই জগতে; **দেহিষু**—যারা দেহধারী তাদের প্রতি; **প্রাণৈঃ**—জীবনের দ্বারা; **অর্থৈঃ**—অর্থের দ্বারা; **ধিয়া**—বুদ্ধির দ্বারা; **বাচা**—বাক্যের দ্বারা; **শ্রেয়ঃ**—নিত্য মঙ্গল অনুষ্ঠান; **আচরণম্**—ব্যবহারিকভাবে আচরণ করে; **সদা**—নিরন্তর।

অনুবাদ

জীবন, মন, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা অপরের উপকারের জন্য কল্যাণমূলক কার্যের অনুষ্ঠান করা প্রতিটি জীবের কর্তব্য।

তাৎপর্য

উপরোক্ত অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (*আদিলীলা* ৯/৪২) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৬

ইতি প্রবালস্তবকফলপুষ্পদলোৎকরৈঃ ।
তরূণাং নম্রশাখানাং মধ্যতো যমুনাং গতঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি—এভাবেই বলে; **প্রবাল**—নবপল্লবের; **স্তবক**—গুচ্ছের দ্বারা; **ফল**—ফল; **পুষ্প**—ফুল; **দল**—ও পাতার; **উৎকরৈঃ**—প্রাচুর্যের দ্বারা; **তরূণাম্**—বৃক্ষদের; **নম্র**—অবনত; **শাখানাম্**—যার শাখাসমূহ; **মধ্যতঃ**—মধ্যখান থেকে; **যমুনাম্**—যমুনা নদীতে; **গতঃ**—তিনি উপনীত হলেন।

অনুবাদ

এভাবেই নবপল্লব, ফল, পুষ্প ও পত্রসমূহের প্রাচুর্যের দ্বারা অবনত শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়ে নির্গত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ যমুনায় উপস্থিত হলেন।

শ্লোক ৩৭

তত্র গাঃ পায়য়িত্বাপঃ সুমৃষ্টাঃ শীতলাঃ শিবাঃ ।
ততো নৃপ স্বয়ং গোপাঃ কামং স্বাদু পপুর্জলম্ ॥ ৩৭ ॥

তত্র—সেখানে; **গাঃ**—গাভীগুলি; **পায়য়িত্বা**—পান করিয়ে; **অপঃ**—জল; **সু-মৃষ্টাঃ**—স্বচ্ছ; **শীতলাঃ**—শীতল; **শিবাঃ**—স্বাস্থ্যকর; **ততঃ**—তার পর; **নৃপ**—হে রাজা পরীক্ষিৎ; **স্বয়ম্**—নিজেরা; **গোপাঃ**—গোপবালকেরা; **কামম্**—মুক্তভাবে; **স্বাদু**—মিষ্ট স্বাদযুক্ত; **পপুঃ**—তাঁরা পান করলেন; **জলম্**—জল।

অনুবাদ

গোপবালকেরা যমুনার স্বচ্ছ, শীতল ও স্বাস্থ্যকর জল গাভীদের পান করালেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, গোপবালকেরা নিজেরাও পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে সেই সুস্বাদযুক্ত জল পান করলেন।

শ্লোক ৩৮

তস্যা উপবনে কামং চারয়ন্তঃ পশূন্নৃপ ।
কৃষ্ণরামাবুপাগম্য ক্ষুধার্তা ইদমব্রুবন্ ॥ ৩৮ ॥

তস্যাঃ—যমুনা সংলগ্ন; **উপবনে**—একটি ছোট বনের মধ্যে; **কামম্**—যথেচ্ছভাবে; **চারয়ন্তঃ**—চারণ করতে করতে; **পশূন্**—পশুসকলকে; **নৃপ**—হে রাজন্; **কৃষ্ণ-রামৌ**—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামের; **উপাগম্য**—নিকটে এসে; **ক্ষুৎ-আর্তাঃ**—ক্ষুধার্ত হয়ে; **ইদম্**—এই; **অব্রুবন্**—তাঁরা (গোপবালকেরা) বললেন।

অনুবাদ

তার পর হে রাজন্, যমুনার সমীপবর্তী উপবনে গোপবালকেরা যেমন ইচ্ছা পশুচারণ করতে শুরু করলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁরা ক্ষুধায় পীড়িত হলেন এবং কৃষ্ণ ও বলরামের কাছে এসে তাই বলেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে, গোপবালকরা বুঝেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুধার্ত হয়ে থাকতে পারেন, তাই তাঁরা নিজেরাই ক্ষুধার্ত হবার ভান করেছিলেন যাতে কৃষ্ণ ও বলরাম ভোজনের যথাযোগ্য আয়োজন করেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'কৃষ্ণের কুমারী গোপীদের বস্ত্রহরণ' নামক দ্বাবিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

ব্রাহ্মণপত্নীদের প্রতি অনুগ্রহ

গোপবালকদের অন্ন প্রার্থনার জন্য অনুপ্রাণিত করবার পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীদের অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণগণ নিজেরাই অনুতপ্ত হয়েছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

গোপবালকেরা যখন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়েছিলেন, তখন তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে খাদ্য প্রার্থনা করলেন এবং তিনি তাঁদের নিকটবর্তী স্থানে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে রত কয়েকজন ব্রাহ্মণের কাছে কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা করার জন্য প্রেরণ করলেন। কিন্তু সেই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ জ্ঞান করে বালকদের অবজ্ঞা করলেন। বালকেরা নিরাশ হয়ে কৃষ্ণের কাছে ফিরে এলেন, কিন্তু ভগবান তাঁদের পুনরায় সেই ব্রাহ্মণদের পত্নীগণের কাছে অন্ন প্রার্থনার উপদেশ দিয়ে প্রেরণ করলেন। সেই সকল স্ত্রীরা কৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণাবলীর কথা শ্রবণ করেছিলেন এবং তাঁর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। এভাবেই কৃষ্ণ কাছেই অবস্থান করছেন জানতে পেরে, তাঁরা সকলে চতুর্বিধ খাদ্যসামগ্রী নিয়ে অতি দ্রুত তাঁর কাছে গমন করলেন। এভাবেই তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিজেদের নিবেদন করেছিলেন।

কৃষ্ণ সেই স্ত্রীদের বললেন যে, মন্দিরে তাঁর বিগ্রহরূপ দর্শন করে, তাঁর ধ্যান করে এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করে যে-কেউ তাঁর প্রতি অপ্রাকৃত প্রেমের বিকাশ সাধন করতে পারে, কিন্তু কেবলমাত্র তাঁর শারীরিক উপস্থিতির দ্বারা কেউ সেই ফল লাভ করতে পারে না। তিনি তাঁদের উপদেশ দিলেন যে, তাঁরা যেহেতু গৃহবধূ, অতএব তাঁদের পতিদের যজ্ঞ অনুষ্ঠানে সহায়তা করা তাঁদের নির্দিষ্ট কর্তব্য। তিনি তাই তাঁদেরকে গৃহে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন।

স্ত্রীগণ যখন গৃহে ফিরে গেলেন, তখন তাঁদের ব্রাহ্মণ পতিগণ অনুতপ্ত হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন, "যারা কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষী, তাদের শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য—এই তিন জন্মই নিন্দনীয়। পক্ষান্তরে, এই স্ত্রীজাতিরা, যাঁরা কোনও ব্রহ্মণ্য সংস্কার গ্রহণ করেননি অথবা কোনও তপশ্চর্যা বা পবিত্র ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করেননি, কিন্তু কেবলমাত্র কৃষ্ণের প্রতি ভক্তির মাধ্যমে সহজেই মৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন করেছেন।

"যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের প্রতিটি ইচ্ছাই পরিপূর্ণরূপে কার্যকর হয়, তাই তাঁর অন্ন প্রার্থনা আমাদের মতো ব্রাহ্মণদের প্রতি অনুগ্রহ করবার আচরণ মাত্র। বৈদিক যজ্ঞের সমস্ত ফল এবং বাস্তবিকপক্ষে জগতের সমস্ত কিছুই তাঁর ঐশ্বর্যস্বরূপ, তবু অজ্ঞতাবশত আমরা এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি।"

এভাবেই বলে, ব্রাহ্মণগণ তাঁদের অপরাধ স্খালনের আশায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদন করলেন। কিন্তু রাজা কংসের ভয়ে তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে ভগবানকে দর্শনের জন্য যেতে পারলেন না।

শ্লোক ১

শ্রীগোপা ঊচুঃ

রাম রাম মহাবাহো কৃষ্ণ দুষ্টনিবর্হণ ।
এষা বৈ বাধতে ক্ষুন্নস্তচ্ছান্তিং কর্তুমর্হথঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগোপাঃ ঊচুঃ—গোপবালকগণ বললেন; **রাম রাম**—হে শ্রীরাম, শ্রীরাম; **মহা-বাহো**—হে মহাবাহো; **কৃষ্ণ**—হে শ্রীকৃষ্ণ; **দুষ্ট**—দুষ্টের; **নিবর্হণ**—হে বিনাশকারী; **এষা**—এই; **বৈ**—বাস্তবিকপক্ষে; **বাধতে**—পীড়া দিচ্ছে; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধা; **নঃ**—আমাদের; **তৎ-শান্তিম্**—তার প্রতিকার; **কর্তুম্ অর্হথঃ**—তোমাদের করা উচিত।

অনুবাদ

গোপবালকেরা বললেন—হে রাম, রাম, মহাবাহো! হে দুষ্ট দমনকারী কৃষ্ণ! আমরা ক্ষুধায় পীড়িত এবং এর জন্য তোমাদের কিছু করা উচিত।

তাৎপর্য

এখানে গোপবালকেরা পরিহাস করে বলছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু সকল অশুভের দমনকারী, তাই তাঁদের খাবার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে তাঁদের ক্ষুধাকে ভগবানের দমন করা উচিত। গোপবালকদের এই উক্তির মধ্য দিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁরা যে-রকম অন্তরঙ্গ প্রীতিপূর্ণ সখ্যতা উপভোগ করেন তা আমরা লক্ষ্য করতে পারি।

শ্লোক ২

শ্রীশুক উবাচ

ইতি বিজ্ঞাপিতো গোপৈর্ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।
ভক্তায়া বিপ্রভার্যায়াঃ প্রসীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এভাবেই; **বিজ্ঞাপিতঃ**—জ্ঞাত হয়ে; **গোপৈঃ**—গোপবালকদের দ্বারা; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **দেবকী-সুতঃ**—দেবকীর পুত্র; **ভক্তায়াঃ**—তাঁর ভক্ত; **বিপ্র-ভার্যায়াঃ**—ব্রাহ্মণপত্নীগণকে; **প্রসীদন্**—সন্তুষ্ট করতে ইচ্ছা করে; **ইদম্**—এই; **অব্রবীৎ**—তিনি বললেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—গোপবালকদের দ্বারা এভাবেই প্রার্থিত হয়ে, পরমেশ্বর ভগবান দেবকীসুত তাঁর কতিপয় ভক্ত ব্রাহ্মণপত্নীদের সন্তুষ্ট করতে ইচ্ছা করে এভাবে উত্তর করলেন।

শ্লোক ৩

প্রযাত দেবযজনং ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ ।
সত্রমাঙ্গিরসং নাম হ্যাসতে স্বর্গকাম্যয়া ॥ ৩ ॥

প্রযাত—অনুগ্রহ করে যাও; **দেব-যজনম্**—যজ্ঞস্থলে; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **ব্রহ্ম-বাদিনঃ**—বৈদিক বিধির অনুগামী; **সত্রম্**—একটি যজ্ঞের; **আঙ্গিরসম্ নাম**—আঙ্গিরস নামক; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **আসতে**—তাঁরা এখন অনুষ্ঠান করছেন; **স্বর্গ-কাম্যয়া**—স্বর্গে উন্নীত হবার কামনায়।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ স্বর্গে উন্নীত হবার কামনায় যেখানে এখন আঙ্গিরস যজ্ঞের অনুষ্ঠান করছেন, অনুগ্রহ করে তোমরা সেই যজ্ঞস্থলে যাও।

শ্লোক ৪

তত্র গত্বৌদনং গোপা যাচতাস্মদ্বিসর্জিতাঃ ।
কীর্তয়ন্তো ভগবত আর্যস্য মম চাভিধাম্ ॥ ৪ ॥

তত্র—সেখানে; **গত্বা**—গমন করে; **ওদনম্**—অন্ন; **গোপাঃ**—প্রিয় গোপবালকগণ; **যাচত**—প্রার্থনা করবে; **অস্মৎ**—আমাদের দ্বারা; **বিসর্জিতাঃ**—প্রেরিত হয়েছ; **কীর্তয়ন্তঃ**—জ্ঞাপন করে; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **আর্যস্য**—জ্যেষ্ঠ; **মম**—আমার; **চ**—ও; **অভিধাম্**—নাম।

অনুবাদ

হে প্রিয় গোপবালকগণ, তোমরা যখন সেখানে গমন করবে, তখন কিছু অন্ন প্রার্থনা করবে মাত্র। তাঁদের কাছে গিয়ে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরমেশ্বর ভগবান বলরাম এবং আমারও নাম জ্ঞাপন করে বর্ণনা করবে যে, তোমরা আমাদের কাছ থেকেই গিয়েছ।

তাৎপর্য

লজ্জা না করে দান প্রার্থনা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বালক সখাদের উৎসাহিত করছিলেন। যদিও বালকেরা মনে করেছিল এমন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণদের কাছে

ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থনা করার কোনও অধিকার তাঁদের নেই, তাই ভগবান তাঁদের ভগবানের পবিত্র নাম বলরাম ও কৃষ্ণের উল্লেখ করতে বললেন।

শ্লোক ৫

ইত্যাদিষ্টা ভগবতা গত্বা যাচন্ত তে তথা ।
কৃতাঞ্জলিপুটা বিপ্রান্ দণ্ডবৎ পতিতা ভুবি ॥ ৫ ॥

ইতি—এই কথার দ্বারা; **আদিষ্টাঃ**—নির্দেশিত হয়ে; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **গত্বা**—গমন করে; **যাচন্ত**—প্রার্থনা করলেন; **তে**—তাঁরা; **তথা**—সেভাবেই; **কৃত-অঞ্জলি-পুটাঃ**—বিনীতভাবে তাঁদের হাত জোড় করে; **বিপ্রান্**—ব্রাহ্মণদের নিকট; **দণ্ড-বৎ**—দণ্ডবৎ; **পতিতাঃ**—পতিত হয়ে, **ভুবি**—ভূমিতে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান দ্বারা এভাবেই নির্দেশিত হয়ে, গোপবালকেরা সেখানে গমন করে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করলেন। তাঁরা ব্রাহ্মণদের সামনে বিনীতভাবে করজোড়ে দণ্ডায়মান হলেন এবং তার পর ভূমিতে পতিত হয়ে সম্মান জানালেন।

শ্লোক ৬

হে ভূমিদেবাঃ শৃণুত কৃষ্ণস্যাদেশকারিণঃ ।
প্রাপ্তাঞ্জানীত ভদ্রং বো গোপান্নো রামচোদিতান্ ॥ ৬ ॥

হে ভূমিদেবাঃ—হে ভূদেবগণ; **শৃণুত**—আমাদের কথা শ্রবণ করুন; **কৃষ্ণস্য আদেশ**—কৃষ্ণের আদেশ; **কারিণঃ**—পালনকারী; **প্রাপ্তান্**—উপস্থিত হয়েছি; **জানীত**—জানবেন; **ভদ্রম্**—সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল; **বঃ**—আপনাদের প্রতি; **গোপান্**—গোপবালকেরা; **নঃ**—আমাদের; **রাম-চোদিতান্**—শ্রীরামের দ্বারা প্রেরিত।

অনুবাদ

[গোপবালকেরা বললেন—] হে ভূদেবগণ, আমাদের কথা শ্রবণ করুন। আমরা গোপবালকেরা কৃষ্ণের নির্দেশ পালন করছি এবং আমরা এখানে বলরামের দ্বারা প্রেরিত হয়েছি। আমরা আপনাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি। অনুগ্রহ করে আমাদের উপস্থিতি স্বীকার করুন।

তাৎপর্য

ভূমিদেবাঃ অর্থাৎ 'ভূদেবগণ' কথাটি এখানে ব্রাহ্মণদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছাকে খুব মনোযোগের সঙ্গে উপস্থাপন করেন বলে মনে করা হয়। পৃথিবীর মানুষেরাই ভগবান—এই ধরনের প্রাচীন বহু-ঈশ্বরবাদী

মতবাদ কৃষ্ণভাবনামৃতের দর্শনটি নয়। বরং, এটি একটি বিজ্ঞান যা স্বয়ং পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত প্রামাণিকতার সন্ধান করে। ভগবানের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সৃষ্টির বিস্তারের সঙ্গে প্রসারিত এবং পৃথিবীতে ভগবানের ইচ্ছা ও কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব করেন ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত বিশুদ্ধ, জ্ঞানী মানুষেরা।

এই কথাগুলি প্রমাণ করে যে, গোপবালকরা যে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের কাছে গিয়েছিলেন, তাঁরা প্রকৃত জ্ঞানী ছিলেন না, আর তাই তাঁরা কৃষ্ণ ও বলরাম অথবা তাঁদের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মর্যাদা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। বাস্তবিকই, এই লীলায় এসব ব্রাহ্মণদের ভণ্ডামি উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে, যারা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রদ্ধাবান ভক্ত নন।

শ্লোক ৭

গাশ্চারয়ন্তাববিদূর ওদনং
রামাচ্যুতৌ বো লষতো বুভুক্ষিতৌ ।
তয়োর্দ্বিজা ওদনমর্থিনোর্যদি
শ্রদ্ধা চ বো যচ্ছত ধর্মবিত্তমাঃ ॥ ৭ ॥

গাঃ—তাঁদের গাভীসকল; **চারয়ন্তৌ**—চারণ করতে করতে; **অবিদূরে**—অদূরে; **ওদনম্**—অন্ন; **রাম-অচ্যুতৌ**—শ্রীরাম ও শ্রীঅচ্যুত; **বঃ**—আপনাদের থেকে; **লষতঃ**—অভিলাষ করছেন; **বুভুক্ষিতৌ**—ক্ষুধার্ত হয়ে; **তয়োঃ**—তাঁদের জন্য; **দ্বিজাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **ওদনম্**—অন্ন; **অর্থিনোঃ**—প্রার্থনা করছি; **যদি**—যদি; **শ্রদ্ধা**—শ্রদ্ধা; **চ**—এবং; **বঃ**—আপনাদের; **যচ্ছত**—দান করুন; **ধর্ম-বিৎ-তমাঃ**—হে শ্রেষ্ঠ ধর্মজ্ঞগণ।

অনুবাদ

অদূরেই শ্রীরাম ও শ্রীঅচ্যুত তাঁদের গোচারণ করছেন। তাঁরা ক্ষুধার্ত এবং চাইছেন যে, আপনারা তাঁদের কিছু অন্ন দান করুন। অতএব, হে ব্রাহ্মণগণ, হে শ্রেষ্ঠ ধর্মজ্ঞগণ, আপনাদের যদি শ্রদ্ধা থাকে, তা হলে তাঁদের কিছু অন্ন দান করুন।

তাৎপর্য

গোপবালকগণ ব্রাহ্মণদের দানশীলতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ ছিলেন, আর তাই তাঁরা *বুভুক্ষিতৌ* শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণ ও বলরাম ক্ষুধার্ত ছিলেন। বালকেরা আশা করেছিলেন যে, *অন্নস্য ক্ষুধিতং পাত্রম্*—"যিনি ক্ষুধার্ত তিনিই অন্নদান গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র"—এই বৈদিক অনুশাসন ব্রাহ্মণগণ অবগত আছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ যদি কৃষ্ণ ও বলরামের প্রভুত্ব স্বীকার না করতেন, তা হলে তাঁদের *দ্বিজ* উপাধির অর্থ 'দ্বিজন্মা'-র চেয়ে বরং 'পিতৃদ্বয়জাত' (*দ্বি*—দুই হতে, *জ*—জন্ম) বলে

গ্রহণ করা হত। ব্রাহ্মণেরা যখন গোপবালকদের প্রাথমিক অনুরোধে সাড়া দিলেন না, তখন বালকেরা ব্রাহ্মণগণকে কিঞ্চিৎ ব্যাঙ্গার্থেই *ধর্মবিত্তমাঃ,* 'হে শ্রেষ্ঠ ধর্মজ্ঞগণ' বলে সম্বোধন করেছিলেন।

শ্লোক ৮

দীক্ষায়াঃ পশুসংস্থায়াঃ সৌত্রামণ্যাশ্চ সত্তমাঃ ।
অন্যত্র দীক্ষিতস্যাপি নান্নমশ্নন্ হি দুষ্যতি ॥ ৮ ॥

দীক্ষায়াঃ—যজ্ঞের জন্য দীক্ষা আরম্ভ করে; **পশু-সংস্থায়াঃ**—পশুবধের পূর্ব পর্যন্ত; **সৌত্রামণ্যাঃ**—সৌত্রামণি নামক যজ্ঞের বাইরে; **চ**—এবং; **সত্তমাঃ**—হে শুদ্ধতম; **অন্যত্র**—অন্যত্র; **দীক্ষিতস্য**—যজ্ঞের জন্য দীক্ষা গ্রহণকারীর; **অপি**—এমন কি; **ন**—না; **অন্নম্**—অন্ন; **অশ্নন্**—ভোজন করা; **হি**—বস্তুত; **দুষ্যতি**—দোষ হয়।

অনুবাদ

যজ্ঞ অনুষ্ঠাতার দীক্ষাগ্রহণ ও প্রকৃত পশুবলির মধ্যবর্তী সময় ব্যতীত, হে শুদ্ধতম ব্রাহ্মণগণ, অন্তত সৌত্রামণি ছাড়া অন্যান্য যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণকারীর অন্নগ্রহণও দূষনীয় নয়।

তাৎপর্য

গোপবালকেরা ব্রাহ্মণদের সম্ভাব্য আপত্তিতে অনুমান করেছিলেন যে, তাঁরা বালকদের কোনও খাদ্যই দিতে পারেন না কারণ তাঁরা নিজেরাই তখনও পর্যন্ত আহার করেননি, যেহেতু যজ্ঞ সম্পাদনে দীক্ষিত পুরোহিতের খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নয়। তাই বালকেরা বিনীতভাবে ধর্মীয় আচারপূর্ণ যজ্ঞের প্রয়োগগত খুঁটিনাটি কলাকৌশল সম্বন্ধে ব্রাহ্মণদের জ্ঞাপন করেছিলেন। গোপবালকেরা যে বৈদিক সংস্কৃতির আচারনিষ্ঠা সম্বন্ধে জানতেন না এমন নয়, কিন্তু তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করা।

শ্লোক ৯

ইতি তে ভগবদ্‌যাজ্ঞাং শৃণ্বন্তোঽপি ন শুশ্রুবুঃ ।
ক্ষুদ্রাশা ভূরিকর্মাণো বালিশা বৃদ্ধমানিনঃ ॥ ৯ ॥

ইতি—এভাবেই; **তে**—তাঁরা, ব্রাহ্মণেরা; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **যাজ্ঞাম্**—বিনীত প্রার্থনা; **শৃণ্বন্তঃ**—শ্রবণ করে; **অপি**—যদিও; **ন শুশ্রুবুঃ**—তাঁরা শুনছিলেন না; **ক্ষুদ্র-আশাঃ**—ক্ষুদ্র বাসনাযুক্ত; **ভূরি-কর্মাণঃ**—শ্রমসাধ্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে আবদ্ধ; **বালিশাঃ**—শিশুসুলভ মূর্খ; **বৃদ্ধমানিনঃ**—নিজেদের জ্ঞানবান ব্যক্তি মনে করে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণেরা পরমেশ্বর ভগবানের থেকে এই বিনীত প্রার্থনা শ্রবণ করেন, তবু তাঁরা তাতে কর্ণপাত করলেন না। বস্তুত, তাঁরা ক্ষুদ্র বাসনাযুক্ত ছিলেন এবং শ্রমসাধ্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে আবদ্ধ ছিলেন। যদিও তাঁরা নিজেদের বৈদিক জ্ঞানে উন্নত মনে করতেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন অনভিজ্ঞ মূর্খ।

তাৎপর্য

এই সমস্ত শিশুসুলভ ব্রাহ্মণ জাগতিক স্বর্গ প্রাপ্তির মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনাযুক্ত ছিলেন, আর তাই তাঁরা কৃষ্ণের নিজস্ব বালকসখাদের উপস্থিতির মাধ্যমে প্রদত্ত অপ্রাকৃত সুবর্ণ সুযোগ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। বর্তমান সময়ে, সারা বিশ্ব জুড়ে মানুষ পাগলের মতো জাগতিক উন্নতির পেছনে ছুটছে, আর তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ধর্মপ্রচারমূলক কার্যবলীর মাধ্যমে প্রচারিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী তারা শুনতে পাচ্ছে না। সময়ই শুধু বদলেছে মাত্র, কিন্তু দাম্ভিক, জড়বাদী পুরোহিতগণ পৃথিবীতে আজও রয়েছে।

শ্লোক ১০-১১

দেশঃ কালঃ পৃথগ্ দ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজোঽগ্নয়ঃ ।
দেবতা যজমানশ্চ ক্রতুর্ধর্মশ্চ যন্ময়ঃ ॥ ১০ ॥
তং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদ্ ভগবন্তমধোক্ষজম্ ।
মনুষ্যদৃষ্ট্যা দুষ্প্রজ্ঞা মর্ত্যাত্মানো ন মেনিরে ॥ ১১ ॥

দেশঃ—স্থান; **কালঃ**—সময়; **পৃথক্ দ্রব্যম্**—ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য; **মন্ত্র**—বৈদিক স্তোত্র; **তন্ত্র**—নির্দেশিত ধর্মীয় আচার; **ঋত্বিজঃ**—পুরোহিত; **অগ্নয়ঃ**—যজ্ঞাগ্নি; **দেবতাঃ**—আধিকারিক দেবতা; **যজমানঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী; **চ**—এবং; **ক্রতুঃ**—নৈবেদ্য; **ধর্মঃ**—কর্মফলের অদৃশ্য শক্তি; **চ**—এবং; **যৎ**—যাঁর; **ময়ঃ**—স্বরূপ; **তম্**—তাঁকে; **ব্রহ্ম পরমম্**—পরমতত্ত্ব; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অধোক্ষজম্**—যিনি জড় ইন্দ্রিয়াতীত; **মনুষ্য-দৃষ্ট্যা**—তাঁকে একজন সাধারণ মানুষরূপে দর্শন করে; **দুষ্প্রজ্ঞাঃ**—বিকৃত বুদ্ধি; **মর্ত্য-আত্মানঃ**—দেহাভিমানী; **ন মেনিরে**—তাঁরা যথাযথভাবে সম্মান করল না।

অনুবাদ

যদিও যজ্ঞানুষ্ঠানের সকল উপাদান—স্থান, কাল, চরু, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য, মন্ত্র, তন্ত্র, পুরোহিত, অগ্নি, দেবতা, যজমান, যজ্ঞ, নৈবেদ্য এবং অদৃশ্য লাভজনক

ফল—সমস্ত কিছুই যাঁর ঐশ্বর্যের রূপ, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ব্রাহ্মণগণ তাঁদের বিকৃত বুদ্ধির কারণে একজন সাধারণ মনুষ্যরূপেই দর্শন করলেন। তিনি যে পরমতত্ত্ব, প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত পরমেশ্বর ভগবান, যাঁকে জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধারণত উপলব্ধি করা যায় না, তা হৃদয়ঙ্গম করতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁদের দেহাভিমান দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে তাঁরা তাঁকে যথাযথভাবে সম্মান প্রদর্শন করেননি।

তাৎপর্য

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি যাঁকে তাঁরা সাধারণ মানুষ বলে বিবেচনা করেছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে কেন যজ্ঞের অন্ন নিবেদন করা উচিত। গোলাপী রঙের কাচের ভিতর দিয়ে যেমন কোনও ব্যক্তি সমস্ত জগৎকে গোলাপী রঙরূপে দর্শন করে, তেমনই একজন বদ্ধ জীব জড় দৃষ্টিতে স্বয়ং ভগবানকেও জড়রূপে দর্শন করে, আর এভাবেই সে তার প্রকৃত আলয়, ভগবৎ-ধামে ফিরে যাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

শ্লোক ১২

ন তে যদোমিতি প্রোচুর্ন নেতি চ পরন্তপ ।
গোপা নিরাশাঃ প্রত্যেত্য তথোচুঃ কৃষ্ণরাময়োঃ ॥ ১২ ॥

ন—না; **তে**—তাঁরা; **যৎ**—যখন; **ওম্**—'হ্যাঁ'; **ইতি**—এভাবেই; **প্রোচুঃ**—বললেন; **ন**—না; **ন**—'না'; **ইতি**—এভাবেই; **চ**—অথবা; **পরন্তপ**—হে শত্রু দমনকারী পরীক্ষিৎ মহারাজ; **গোপাঃ**—গোপবালকগণ; **নিরাশাঃ**—নিরাশ হয়ে; **প্রত্যেত্য**—প্রত্যাগমন করে; **তথা**—এভাবেই; **উচুঃ**—বর্ণনা করলেন; **কৃষ্ণ-রাময়োঃ**—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামকে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণগণ যখন সহজ উত্তর হ্যাঁ বা না কিছুই বললেন না, হে শত্রুদমনকারী [পরীক্ষিৎ], তখন গোপবালকেরা নিরাশ হয়ে কৃষ্ণ ও রামের কাছে ফিরে এলেন এবং তাঁদের কাছে সমস্ত কিছু বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ১৩

তদুপাকর্ণ্য ভগবান্ প্রহস্য জগদীশ্বরঃ ।
ব্যাজহার পুনর্গোপান্ দর্শয়ন্ লৌকিকীং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

তৎ—সেই; **উপাকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **ভগবান্**—ভগবান; **প্রহস্য**—হাস্য করে; **জগৎ-ঈশ্বরঃ**—সমগ্র জগতের নিয়ন্ত্রণকারী; **ব্যাজহার**—উদ্দেশ করে বললেন; **পুনঃ**—পুনরায়; **গোপান্**—গোপবালকদের; **দর্শয়ন্**—প্রদর্শন করে; **লৌকিকীম্**—সাধারণ জগতের; **গতিম্**—পন্থা।

অনুবাদ

সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করে পরমেশ্বর ভগবান, জগদীশ্বর কেবল হাসলেন। তার পর তিনি পুনরায় গোপবালকদের উদ্দেশ করে এই জগতে মানুষদের করণীয় পন্থা তাঁদের প্রদর্শন করে বললেন।

তাৎপর্য

হাঁসির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকদের এই অর্থ নির্দেশ করলেন যে, তাঁদের যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের উপর ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয় বরং অবগত হওয়া উচিত যে, প্রার্থনাকারী কখনও কখনও প্রত্যাখ্যাত হতে পারেন।

শ্লোক ১৪

মাং জ্ঞাপয়ত পত্নীভ্যঃ সসঙ্কর্ষণমাগতম্ ।
দাস্যন্তি কামমন্নং বঃ স্নিগ্ধা ময্যুষিতা ধিয়া ॥ ১৪ ॥

মাম্—আমাকে; **জ্ঞাপয়ত**—জ্ঞাপন করবে; **পত্নীভ্যঃ**—পত্নীদিগকে; **স-সঙ্কর্ষণম্**—শ্রীবলরামের সঙ্গে; **আগতম্**—উপস্থিত হয়েছি; **দাস্যন্তি**—তাঁরা প্রদান করবেন; **কামম্**—তোমরা যত চাও; **অন্নম্**—অন্ন; **বঃ**—তোমাদের; **স্নিগ্ধাঃ**—স্নেহপরায়ণ; **ময়ি**—আমাতে; **উষিতাঃ**—অবস্থান করে; **ধিয়া**—তাঁদের বুদ্ধিমত্তার দ্বারা।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] ব্রাহ্মণ-পত্নীদের বলবে যে, শ্রীসঙ্কর্ষণের সঙ্গে আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি। তাঁরা অবশ্যই তোমরা যত চাও তত অন্ন তোমাদের প্রদান করবেন, কারণ তাঁরা আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ এবং বাস্তবিকপক্ষে, তাঁদের বুদ্ধিমত্তার দ্বারা তাঁরা কেবল আমাতে অবস্থান করছে।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ দেহগতভাবে গৃহে বাস করলেও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর স্নেহবশত তাঁদের অন্তরে তাঁরা তাঁর মধ্যে অবস্থান করতেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকদের তিনি যে ক্ষুধার্ত ছিলেন সেই কথা ব্রাহ্মণ-পত্নীদের বলতে বলেননি। তার কারণ, তিনি জানতেন যে, তা হলে এই সকল ভক্তিময়ী স্ত্রীগণ অত্যন্ত দুঃখিত হবেন। কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি

স্নেহবশত, সেই পত্নীগণ আনন্দের সঙ্গে তাঁদের প্রার্থিত অন্ন প্রদান করবেন। তাঁদের অপ্রাকৃত বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে যেহেতু তাঁরা ভগবানের মধ্যে বাস করছিলেন, তাই তাঁরা তাঁদের পতিদের নিষেধের প্রতি কর্ণপাত করবেন না।

শ্লোক ১৫

গত্বাথ পত্নীশালায়াং দৃষ্ট্বাসীনাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ।
নত্বা দ্বিজসতীর্গোপাঃ প্রশ্রিতা ইদমব্রুবন্ ॥ ১৫ ॥

গত্বা—গমন করে; **অথ**—তার পর; **পত্নী-শালায়াম্**—ব্রাহ্মণ-পত্নীদের গৃহে; **দৃষ্ট্বা**—তাঁদের দর্শন করে; **আসীনাঃ**—উপবিষ্ট; **সু-অলঙ্কৃতাঃ**—সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত; **নত্বা**—প্রণতি নিবেদন করে; **দ্বিজ-সতীঃ**—সাধ্বী ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের প্রতি; **গোপাঃ**—গোপবালকগণ; **প্রশ্রিতাঃ**—বিনীতভাবে; **ইদম্**—এই; **অব্রুবন্**—বললেন।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ যেখানে অবস্থান করছিলেন, গোপবালকগণ তখন সেই গৃহে গমন করলেন। সেখানে বালকেরা সুন্দর অলঙ্কারে শোভিত হয়ে সেই সাধ্বী স্ত্রীগণকে বসে থাকতে দেখলেন। ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের প্রতি প্রণতি নিবেদন করে, বালকেরা বিনীতভাবে তাঁদের বললেন।

শ্লোক ১৬

নমো বো বিপ্রপত্নীভ্যো নিবোধত বচাংসি নঃ ।
ইতোঽবিদূরে চরতা কৃষ্ণেনেহেষিতা বয়ম্ ॥ ১৬ ॥

নমঃ—প্রণতি নিবেদন করি; **বঃ**—আপনাদের প্রতি; **বিপ্র-পত্নীভ্যঃ**—ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ; **নিবোধত**—অনুগ্রহ করে শ্রবণ করুন; **বচাংসি**—কথাসমূহ; **নঃ**—আমাদের; **ইতঃ**—এখান থেকে; **অবিদূরে**—অনতিদূরে; **চরতা**—বিচরণরত; **কৃষ্ণেন**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **ইহ**—এখানে; **ইষিতাঃ**—প্রেরিত; **বয়ম্**—আমরা।

অনুবাদ

[গোপবালকেরা বললেন—] হে জ্ঞানী ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ, আপনাদের প্রতি প্রণতি নিবেদন করি। দয়া করে আমাদের কথা শ্রবণ করুন। অনতিদূরে বিচরণরত শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আমরা এখানে প্রেরিত হয়েছি।

শ্লোক ১৭

গাশ্চারয়ন্ স গোপালৈঃ সরামো দূরমাগতঃ ।
বুভুক্ষিতস্য তস্যান্নং সানুগস্য প্রদীয়তাম্ ॥ ১৭ ॥

গাঃ—গাভী; **চারয়ন্**—চারণ করতে করতে; **সঃ**—তিনি; **গোপালৈঃ**—গোপ-বালকদের সঙ্গে; **স-রামঃ**—শ্রীবলরাম সহ; **দূরম্**—অনেক দূর থেকে; **আগতঃ**—এসেছেন; **বুভুক্ষিতস্য**—যিনি ক্ষুধার্ত; **তস্য**—তাঁর জন্য; **অন্নম্**—অন্ন; **স-অনুগস্য**—তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে; **প্রদীয়তাম্**—প্রদান করুন।

অনুবাদ

গোচারণ করতে করতে তিনি গোপবালকগণ ও শ্রীবলরামের সঙ্গে অনেক দূর চলে এসেছেন। এখন তিনি ক্ষুধার্ত, তাই তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য কিছু অন্ন প্রদান করুন।

শ্লোক ১৮

শ্রুত্বাচ্যুতমুপায়াতং নিত্যং তদ্দর্শনোৎসুকাঃ ।
তৎকথাক্ষিপ্তমনসো বভূবুর্জাতসম্ভ্রমাঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; **অচ্যুতম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **উপায়াতম্**—নিকটে এসেছেন; **নিত্যম্**—নিরন্তর; **তৎ-দর্শন**—তাঁকে দর্শনের জন্য; **উৎসুকাঃ**—আগ্রহী; **তৎ-কথা**—তাঁর বর্ণনার দ্বারা; **আক্ষিপ্ত**—উল্লসিত; **মনসঃ**—তাঁদের মন; **বভূবুঃ**—তাঁরা হয়ে পড়লেন; **জাত-সম্ভ্রমাঃ**—ব্যস্ত।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ কৃষ্ণকে দর্শন করতে সর্বদা আগ্রহী ছিলেন, কারণ তাঁর বিবরণের দ্বারা তাঁদের মন উল্লসিত হয়েছিল। এভাবেই তাঁর আগমনের কথা শ্রবণ করা মাত্রই তাঁরা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

শ্লোক ১৯

চতুর্বিধং বহুগুণমন্নমাদায় ভাজনৈঃ ।
অভিসস্রুঃ প্রিয়ং সর্বাঃ সমুদ্রমিব নিম্নগাঃ ॥ ১৯ ॥

চতুঃ-বিধম্—চার রকমের (চর্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয়); **বহুগুণম্**—বহু স্বাদ ও গন্ধে সমৃদ্ধ; **অন্নম্**—অন্ন; **আদায়**—আনয়ন করে; **ভাজনৈঃ**—বড় পাত্রসমূহে; **অভিসস্রুঃ**—গমন করলেন; **প্রিয়ম্**—তাঁদের প্রিয়জনের নিকট; **সর্বাঃ**—তাঁরা সকলে; **সমুদ্রম্**—সমুদ্রের দিকে; **ইব**—ঠিক যেমন; **নিম্ন-গাঃ**—নদীসকল।

অনুবাদ

নদীগুলি যেমন সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়, সেভাবেই বৃহৎ ভোজন পাত্রগুলিতে সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত চতুর্বিধ খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে, সকল স্ত্রীগণ তাঁদের প্রিয়জনের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গমন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন যে, ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মাধুর্য প্রেমের অনুভূতি উপলব্ধি করছিলেন যেন তিনি তাঁদের উপপতি; এভাবেই তাঁকে দর্শন করার জন্য তাঁরা এত দ্রুতবেগে গিয়েছিলেন যে, তাঁদের আর ধরে রাখা যায়নি।

শ্লোক ২০-২১

নিষিধ্যমানাঃ পতিভির্ভ্রাতৃভির্বন্ধুভিঃ সুতৈঃ ।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে দীর্ঘশ্রুতধৃতাশয়াঃ ॥ ২০ ॥
যমুনোপবনেঽশোকনবপল্লবমণ্ডিতে ।
বিচরন্তং বৃতং গোপৈঃ সাগ্রজং দদৃশুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২১ ॥

নিষিধ্যমানাঃ—নিষেধিত হয়েও; **পতিভিঃ**—তাঁদের পতির দ্বারা; **ভ্রাতৃভিঃ**—তাঁদের ভাইদের দ্বারা; **বন্ধুভিঃ**—অন্যান্য স্বজনদের দ্বারা; **সুতৈঃ**—এবং তাঁদের পুত্রদের দ্বারা; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানের দিকে; **উত্তম-শ্লোকে**—দিব্য স্তবগানের দ্বারা যিনি বন্দিত হন; **দীর্ঘ**—দীর্ঘকাল ধরে; **শ্রুত**—শ্রবণের ফলে; **ধৃত**—অর্জিত; **আশয়াঃ**—যাঁদের আশা; **যমুনা-উপবনে**—যমুনা নদীর সংলগ্ন কাননে; **অশোক-নব-পল্লব**—অশোক বৃক্ষের নবপল্লবের দ্বারা; **মণ্ডিতে**—সুশোভিত; **বিচরন্তম্**—বিচরণশীল; **বৃতম্**—পরিবেষ্টিত; **গোপৈঃ**—গোপবালকদের দ্বারা; **স-অগ্রজম্**—তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে; **দদৃশুঃ**—তাঁরা দর্শন করলেন; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীগণ।

অনুবাদ

দীর্ঘকাল শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণাবলী শ্রবণের ফলে তাঁদের চিত্ত আসক্ত হওয়ায়, তাঁদের পতি, ভ্রাতা, পুত্র ও অন্যান্য স্বজনদের দ্বারা নিরুৎসাহিত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁদের কৃষ্ণ-সন্দর্শনের আশা জয়ী হয়েছিল। যমুনা নদীর সংলগ্ন অশোক বৃক্ষের নবপল্লব সুশোভিত উপবনে গোপবালকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম সহ বিচরণশীল তাঁকে তাঁরা দর্শন করলেন।

শ্লোক ২২

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-
ধাতুপ্রবালনটবেশমনুব্রতাংসে ।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্ ॥ ২২ ॥

শ্যামম্—শ্যামবর্ণ; **হিরণ্য**—পীত; **পরিধিম্**—যাঁর বসন; **বন-মাল্য**—বনমালা; **বর্হ**—ময়ূরপুচ্ছ; **ধাতু**—বর্ণময় খনিজ পদার্থ; **প্রবাল**—ও পল্লবের দ্বারা; **নট**—মঞ্চের উপরে নর্তকের মতো; **বেশম্**—সজ্জিত; **অনুব্রত**—সখার; **অংসে**—স্কন্ধের উপরে; **বিন্যস্ত**—স্থাপন করে; **হস্তম্**—তাঁর হাত; **ইতরেণ**—অন্য হাত দিয়ে; **ধুনানম্**—সঞ্চালন করছিলেন; **অব্জম্**—একটি পদ্ম; **কর্ণ**—তাঁর কর্ণদ্বয়ে; **উৎপল**—উৎপল; **অলক-কপোল**—কপোলে বিস্তৃত কেশদাম; **মুখ-অব্জ**—তাঁর পদ্মসদৃশ মুখে; **হাসম্**—মৃদু হাসি।

অনুবাদ

তাঁর গাত্রবর্ণ ছিল শ্যাম এবং বসন ছিল পীত। শিখিপুচ্ছ, বর্ণময় ধাতু, পল্লব এবং বনমালা ও পত্রসকল ধারণ করে তিনি নটবরের মতো সজ্জিত ছিলেন। তিনি এক হাত তাঁর সখার স্কন্ধে স্থাপন করে, অন্য হাত দিয়ে একটি পদ্ম সঞ্চালন করছিলেন। তাঁর কর্ণদ্বয়ে উৎপল শোভা পাচ্ছিল, তাঁর কপোলে কেশদাম ঝুলছিল এবং তাঁর মুখপদ্ম মৃদু হাস্যযুক্ত ছিল।

শ্লোক ২৩

প্রায়ঃশ্রুতপ্রিয়তমোদয়কর্ণপূরৈর্
যস্মিন্নিমগ্নমনসস্তমথাক্ষিরন্ধ্রৈঃ ।
অন্তঃ প্রবেশ্য সুচিরং পরিরভ্য তাপং
প্রাজ্ঞং যথাভিমতয়ো বিজহুর্নরেন্দ্র ॥ ২৩ ॥

প্রায়ঃ—প্রায়ই; **শ্রুত**—শ্রবণ করেছিলেন; **প্রিয়তম**—তাঁদের প্রিয়তমের; **উদয়**—মহিমা; **কর্ণ-পূরৈঃ**—যা ছিল তাঁদের কর্ণদ্বয়ের অলঙ্কার-স্বরূপ; **যস্মিন্**—যাঁর মধ্যে; **নিমগ্ন**—মগ্ন; **মনসঃ**—তাঁদের মন; **তম্**—তাঁকে; **অথ**—তার পর; **অক্ষি-রন্ধ্রৈঃ**—তাঁদের নয়নের ছিদ্রপথে; **অন্তঃ**—অন্তরে; **প্রবেশ্য**—প্রবেশ করিয়ে; **সু-চিরম্**—দীর্ঘ সময়; **পরিরভ্য**—আলিঙ্গন করে; **তাপম্**—তাঁদের সন্তাপ; **প্রাজ্ঞম্**—অন্তর্চেতনা; **যথা**—যেমন; **অভিমতয়ঃ**—মিথ্যা অহঙ্কারের ক্রিয়াকলাপ; **বিজহুঃ**—তাঁরা পরিত্যাগ করেছিলেন; **নর-ইন্দ্র**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে নরেন্দ্র, দীর্ঘকাল যাবৎ সেই ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ তাঁদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করেছিলেন এবং তাঁর মহিমা তাঁদের কর্ণদ্বয়ের ভূষণস্বরূপ হয়েছিল। বাস্তবিকই, তাঁদের মন সর্বদাই তাঁর প্রতি নিমগ্ন থাকত। তাঁদের নয়নের রন্ধ্রপথে এখন তাঁরা তাঁদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে তাঁকে প্রবেশ করিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলিঙ্গন

করেছিলেন। অবশেষে এভাবেই তাঁদের বিরহের সন্তাপ তাঁরা পরিত্যাগ করেছিলেন, ঠিক যেমন মুনিগণ তাঁদের অন্তর্চেতনাকে আলিঙ্গনের দ্বারা মিথ্যা অহঙ্কারের উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করেন।

শ্লোক ২৪

তাস্তথা ত্যক্তসর্বাশাঃ প্রাপ্তা আত্মদিদৃক্ষয়া ।
বিজ্ঞায়াখিলদৃগ্‌দ্রষ্টা প্রাহ প্রহসিতাননঃ ॥ ২৪ ॥

তাঃ—সেই ব্রাহ্মণপত্নীগণ; **তথা**—সেরূপ অবস্থায়; **ত্যক্ত-সর্ব-আশাঃ**—সমস্ত জাগতিক বাসনা পরিত্যাগ করে; **প্রাপ্তাঃ**—উপস্থিত হয়েছিলেন; **আত্ম-দিদৃক্ষয়া**—তাঁকে দর্শনের বাসনা নিয়ে; **বিজ্ঞায়**—জানতে পেরে; **অখিল-দৃক্**—সমস্ত প্রাণীর দর্শনের; **দ্রষ্টা**—সাক্ষী; **প্রাহ**—তিনি বললেন; **প্রহসিতাননঃ**—সহাস্য বদনে।

অনুবাদ

কিভাবে সমস্ত জাগতিক আশা পরিত্যাগ করে কেবল তাঁকে দর্শনের জন্য সেই স্ত্রীগণ সেখানে এসেছিলেন, সমস্ত প্রাণীর চিন্তাধারার সাক্ষীস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ তা জানতে পেরেছিলেন। তাই তিনি সহাস্য বদনে তাঁদের এভাবে বললেন।

শ্লোক ২৫

স্বাগতং বো মহাভাগা আস্যতাং করবাম কিম্ ।
যন্নো দিদৃক্ষয়া প্রাপ্তা উপপন্নমিদং হি বঃ ॥ ২৫ ॥

সু-আগতম্—শুভ আগমন; **বঃ**—তোমাদের জন্য; **মহা-ভাগাঃ**—হে সৌভাগ্যবতী স্ত্রীগণ; **আস্যতাম্**—আসন গ্রহণ কর; **করবাম**—আমি করতে পারি; **কিম্**—কি; **যৎ**—যেহেতু; **নঃ**—আমাদের; **দিদৃক্ষয়া**—দর্শনের আকাঙ্ক্ষায়; **প্রাপ্তাঃ**—তোমরা এসেছ; **উপপন্নম্**—উপযুক্ত; **ইদম্**—এই; **হি**—নিঃসন্দেহে; **বঃ**—তোমাদের জন্য।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] হে সৌভাগ্যবতী স্ত্রীগণ, স্বাগত। উপবেশন করে তোমরা বিশ্রাম গ্রহণ কর। তোমাদের জন্য আমি কি করতে পারি? আমাকে দর্শন করতে তোমরা যে এখানে এসেছ তা উপযুক্তই হয়েছে।

তাৎপর্য

রাত্রে তাঁর সঙ্গে নৃত্য করতে আসা গোপীদের শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে স্বাগত জানিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবেই ভগবানকে দর্শনের জন্য বহুবিঘ্ন অতিক্রমের দ্বারা যাঁদের বিশুদ্ধ প্রেম প্রমাণিত হয়েছিল, সেই ব্রাহ্মণ-পত্নীদেরও তিনি স্বাগত

জানালেন। *উপপন্নম্* শব্দটির মাধ্যমে নির্দেশ করা হয়েছে যে, যদিও এই স্ত্রীগণ তাঁদের পতিদের আদেশ অমান্য করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের ব্যবহার মোটেও অসঙ্গত ছিল না, কারণ তাঁদের পতিরা সুস্পষ্টভাবেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের প্রেমময়ী সেবায় বাধা দানের চেষ্টা করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

নন্বদ্ধা ময়ি কুর্বন্তি কুশলাঃ স্বার্থদর্শিনঃ ।
অহৈতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাত্মপ্রিয়ে যথা ॥ ২৬ ॥

ননু—নিশ্চিতভাবে; **অদ্ধা**—প্রত্যক্ষভাবে; **ময়ি**—আমার প্রতি; **কুর্বন্তি**—তাঁরা করেন; **কুশলাঃ**—যাঁরা দক্ষ; **স্ব-অর্থ**—তাঁদের নিজেদের প্রকৃত মঙ্গল; **দর্শিনঃ**—যাঁরা উপলব্ধি করেন; **অহৈতুকী**—অহৈতুকী; **অব্যবহিতাম্**—অপ্রতিহতা; **ভক্তিম্**—ভক্তি; **আত্ম**—আত্মার; **প্রিয়ে**—যিনি হন অত্যন্ত প্রিয়; **যথা**—যথাযথভাবে।

অনুবাদ

যাঁরা নিজেদের প্রকৃতই স্বার্থ দর্শন করতে পারেন, নিঃসন্দেহে সেই দক্ষ ব্যক্তিগণ প্রত্যক্ষভাবে আমার প্রতি অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি সম্পাদন করে থাকেন, কারণ আমি আত্মার অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান ব্রাহ্মণ-পত্নীদের জানিয়েছিলেন যে, কেবল তাঁরাই নন সমস্ত মানুষই যাঁরা তাঁদের প্রকৃত স্বার্থ হৃদয়ঙ্গম করেছেন তাঁরা যেন ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার পারমার্থিক পন্থাটি গ্রহণ করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *আত্মপ্রিয়,* সকলের প্রকৃত প্রেমের বিষয়। যদিও প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব রুচি ও স্বাধীনতা রয়েছে, কিন্তু চরমে প্রতিটি জীবই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের এক চিন্ময় স্ফুলিঙ্গ; এভাবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপগতভাবে প্রত্যেকেরই মুখ্য প্রেমময়ী আকর্ষণ। ভগবানের প্রেমময়ী সেবা হওয়া উচিত *অহৈতুকী* অর্থাৎ ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যহীন এবং *অব্যবহিতা, অর্থাৎ* মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনা, স্বার্থপর বাসনা অথবা সময় ও পরিস্থিতির আকস্মিক পরিবর্তন দ্বারা বিঘ্নহীন।

শ্লোক ২৭

প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাত্মদারাপত্যধনাদয়ঃ ।
যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কোহন্বপরঃ প্রিয়ঃ ॥ ২৭ ॥

প্রাণ—কারও জীবনীশক্তি; **বুদ্ধি**—বুদ্ধি; **মনঃ**—মন; **স্ব**—আত্মীয়স্বজন; **আত্ম**—দেহ; **দার**—পত্নী; **অপত্য**—সন্তান; **ধন**—সম্পদ; **আদয়ঃ**—এবং ইত্যাদি; **যৎ**—যার সঙ্গে (আত্মা); **সম্পর্কাৎ**—সম্পর্কের কারণে; **প্রিয়াঃ**—প্রিয়; **আসন্**—হয়েছে; **ততঃ**—তদপেক্ষা; **কঃ**—কি; **নু**—বস্তুত; **অপরঃ**—অন্য; **প্রিয়ঃ**—প্রিয় বস্তু।

অনুবাদ

কেবলমাত্র আত্মার সঙ্গে সম্পর্কের ফলেই কারও প্রাণ, বুদ্ধি, মন, স্বজন, দেহ, স্ত্রী, সন্তান, ধন ইত্যাদি প্রিয় হয়ে থাকে। অতএব কারও নিজের আত্মার চেয়ে আর কি বস্তু সম্ভবত অধিকতর প্রিয় হতে পারে?

তাৎপর্য

এই শ্লোকের *যৎসম্পর্কাৎ* শব্দটি জীবের মূলস্বরূপ ভগবান বা পরমাত্মার সঙ্গে জীবের সম্পর্কের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষ্ণভাবনামৃত বিকাশ সাধনের মাধ্যমে, যে-কেউ স্বাভাবিকভাবেই আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে ওঠেন, আর এভাবেই কারও প্রাণ, বুদ্ধি, মন, স্বজন, দেহ, পরিবার ও সম্পদ সমস্ত কিছুই কৃষ্ণভাবনামৃতের কেন্দ্রীয় প্রভাবের দ্বারা বিকশিত ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই রকম হওয়ার কারণ হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতই হল পরম আত্মা ও পরম চেতনাময় কৃষ্ণের সঙ্গে শুদ্ধ চেতনাময় জীবাত্মার সংযোগ স্থাপনে সর্বাপেক্ষা অনুকূল।

শ্লোক ২৮

তদ্ যাত দেবযজনং পতয়ো বো দ্বিজাতয়ঃ ।
স্বসত্রং পারয়িষ্যন্তি যুষ্মাভির্গৃহমেধিনঃ ॥ ২৮ ॥

তৎ—অতএব; **যাত**—যাও; **দেব-যজনম্**—যজ্ঞস্থলে; **পতয়ঃ**—পতিগণ; **বঃ**—তোমাদের; **দ্বি-জাতয়ঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **স্ব-সত্রম্**—তাঁদের নিজেদের যজ্ঞসকল; **পারয়িষ্যন্তি**—সমাপ্ত করতে সমর্থ হবেন; **যুষ্মাভিঃ**—তোমাদের সঙ্গে; **গৃহ-মেধিনঃ**—গৃহস্থ।

অনুবাদ

তাই তোমাদের যজ্ঞস্থলে ফিরে যাওয়া উচিত, কারণ তোমাদের জ্ঞানী ব্রাহ্মণ পতিগণ গৃহস্থ এবং তাঁদের নিজ নিজ যজ্ঞ সমাপ্তির জন্য তোমাদের সহায়তা প্রয়োজন।

শ্লোক ২৯

শ্রীপত্ন্য ঊচুঃ

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সত্যং কুরুষ্ব নিগমং তব পাদমূলম্ ।
প্রাপ্তা বয়ং তুলসিদাম পদাবসৃষ্টং
কেশৈর্নিবোঢুমতিলঙ্ঘ্য সমস্তবন্ধূন্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীপত্ন্যঃ ঊচুঃ—ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ বললেন; **মা**—না; **এবম্**—এই রকম; **বিভো**—হে সর্বশক্তিমান ভগবান; **অর্হতি**—উচিত; **ভবান্**—আপনি; **গদিতুম্**—বলতে; **নৃ-শংসম্**—নিষ্ঠুরভাবে; **সত্যম্**—সত্য; **কুরুষ্ব**—পালন করুন; **নিগমম্**—শাস্ত্রে প্রদত্ত প্রতিজ্ঞা; **তব**—আপনার; **পাদ-মূলম্**—পাদ-পদ্মতলে; **প্রাপ্তাঃ**—লাভ করে; **বয়ম্**—আমরা; **তুলসি-দাম**—তুলসীপাতার মালা; **পদা**—আপনার পাদপদ্মের দ্বারা; **অবসৃষ্টম্**—অবজ্ঞাভরে প্রদত্ত; **কেশৈঃ**—আমাদের কেশের উপরে; **নিবোঢুম্**—বহন করার জন্য; **অতিলঙ্ঘ্য**—পরিত্যাগ করে; **সমস্ত**—সমস্ত; **বন্ধূন্**—বান্ধবকে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ উত্তর করলেন—হে সর্বশক্তিমান, অনুগ্রহ করে এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলবেন না। বরং, আপনি যে সর্বদাই দয়া করে আপনার ভক্তবৃন্দের সঙ্গে ভাব বিনিময় করে থাকেন, সেই প্রতিজ্ঞা আপনার পূরণ করা উচিত। এখন আমরা আপনার পাদপদ্মে উপস্থিত হয়েছি, আমরা কেবলমাত্র এখানে এই অরণ্যে অবস্থান করতে ইচ্ছা করি যাতে আমরা আমাদের মস্তকে আপনার পাদপদ্মে অবজ্ঞাভরে প্রদত্ত তুলসীমালাটি বহন করতে পারি। আমরা সমস্ত রকম জাগতিক সম্পর্কগুলি পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত।

তাৎপর্য

রাস নৃত্যের প্রারম্ভে ভগবান কৃষ্ণ যখন গোপীদের গৃহে ফিরে যেতে বলেছিলেন (*ভাগবত* ১০/২৯/৩১) তখন গোপীরা যা বলেছিলেন, এখানে ব্রাহ্মণ-পত্নীগণও প্রায় সেই একই কথা বলেছেন। এই শ্লোকের মতো গোপীরাও *মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসম্* এই বলে তাঁদের বর্ণনা শুরু করেছিলেন।

নিগম বলতে বৈদিক সাহিত্যকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের পাদপদ্মে যিনি আত্মসমর্পণ করেন তিনি আর জড় জগতে ফিরে যান না। তাই ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ ভগবানের কাছে নিবেদন করেছিলেন যে, যেহেতু

তাঁরা তাঁর শরণাগত, অতএব তাঁদেরকে তাঁদের জড়বাদী পতিদের কাছে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান তাঁর পক্ষে উচিত হয়নি।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, শ্রীকৃষ্ণ হয়ত ব্রাহ্মণ-পত্নীদের নির্দেশ করেছেন, "তোমরা যুবতী স্ত্রীরা সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত, তাই সামান্য একজন গোপবালকের চরণে তোমরা কিভাবে আত্মসমর্পণ করতে পার?"

তখন স্ত্রীগণ হয়ত উত্তর দিয়েছেন, "যেহেতু আমরা ইতিমধ্যেই আপনার পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করেছি এবং যেহেতু আমরা আপনার দাসী হওয়ার কামনা করি, তাই স্বাভাবিকভাবেই আমরা তথাকথিত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সদস্যরূপে কোনও মিথ্যা পরিচয় পোষণ করছি না। আমাদের কথা থেকে আপনি সহজেই তা নিরূপণ করতে পারেন।"

শ্রীকৃষ্ণ হয়ত উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি একজন গোপবালক এবং গোপীরা আমার প্রকৃত দাসী বা বান্ধবী।"

সেই পত্নীগণ হয়ত উত্তর দিয়েছিলেন, "সত্যি, তাঁরা তাই থাকুন। ব্রাহ্মণ রমণীগণকে আপনার দাসীতে পরিণত করার জন্য আপনার স্বজনগণের সম্মুখে আপনাকে যদি বিব্রত হতে হয়, তা হলে তাঁরা আরও উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করুন। আমরা অবশ্যই আপনাকে বিব্রত করতে চাই না। আমরা আপনার গ্রামে না গিয়ে বরং বনের অধিষ্ঠাত্রীদেবী রূপে বৃন্দাবনেই অবস্থান করব। আপনার সঙ্গে সামান্যতম সম্পর্কের মাধ্যমেও আমাদের জীবন সার্থক করার জন্য আমরা শুধু কামনা করি।"

এভাবেই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের চিন্ময় অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা আমরা অবগত হচ্ছি যে, কেবলমাত্র কৃষ্ণের পাদপদ্ম হতে পতিত অথবা কৃষ্ণ যখন তাঁর সখীদের আলিঙ্গন করতেন সেই সময়ে সখীগণের পদদলিত তুলসীপত্র গ্রহণ করে ব্রাহ্মণপত্নীগণ দূরেই অবস্থান করতে চেয়েছিলেন। স্ত্রীগণ সেই সকল তুলসীপত্র তাঁদের মস্তকে ধারণ করতে চেয়েছিলেন। এভাবেই কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সখী অথবা দাসী হওয়ার কামনা ত্যাগ করে (যে পদটি অর্জন করা দুরূহ বলে তাঁরা জানতেন), তরুণী ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ কেবল বৃন্দাবনের অরণ্যে থাকবার প্রার্থনা করেছিলেন। কৃষ্ণ যদি তাঁদের জিজ্ঞাসা করতেন, "তা হলে তোমাদের পরিবারের লোকেরা কি বলবে?" তাঁরা হয়ত জবাব দিতেন, "আমাদের তথাকথিত আত্মীয়স্বজনকে আমরা ইতিমধ্যেই অতিক্রম করেছি কারণ আমরা স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান আপনাকে মুখোমুখি দর্শন করছি।"

শ্লোক ৩০

গৃহ্ণন্তি নো ন পতয়ঃ পিতরৌ সুতা বা
ন ভ্রাতৃবন্ধুসুহৃদঃ কুত এব চান্যে ।
তস্মাদ্ ভবৎপ্রপদয়োঃ পতিতাত্মনাং নো
নান্যা ভবেদ্ গতিররিন্দম তদ্ বিধেহি ॥ ৩০ ॥

গৃহ্ণন্তি—তাঁরা গ্রহণ করবে; **নঃ**—আমাদের; **ন**—না; **পতয়ঃ**—আমাদের পতিগণ; **পিতরৌ**—পিতৃবর্গ; **সুতাঃ**—সন্তানগণ; **বা**—অথবা; **ন**—না; **ভ্রাতৃ**—ভ্রাতাগণ; **বন্ধু**—অন্যান্য আত্মীয়স্বজন; **সুহৃদঃ**—এবং বন্ধুগণ; **কুতঃ**—তবে কিভাবে; **এব**—বস্তুত; **চ**—এবং; **অন্যে**—অন্যান্য জন; **তস্মাৎ**—সুতরাং; **ভবৎ**—আপনার; **প্রপদয়োঃ**—চরণাগ্রে; **পতিত**—পতিত; **আত্মনাম্**—যাঁদের দেহ; **নঃ**—আমাদের জন্য; **ন**—না; **অন্যা**—অন্য কোনও; **ভবেৎ**—হতে পারে; **গতিঃ**—গতি; **অরিন্দম্**—হে শত্রু দমনকারী; **তৎ**—তা; **বিধেহি**—দয়া করে আমাদের প্রদান করুন।

অনুবাদ

আমাদের পতি, পিতা, সন্তান, ভ্রাতা, আন্যান্য আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুগণ আমাদের আর ফিরিয়ে নেবে না, তা হলে অন্য কে আর আমাদের আশ্রয় দিতে ইচ্ছুক হবে? অতএব, হে অরিন্দম, যেহেতু আমরা আপনার চরণকমলে পতিত হয়েছি এবং আমাদের অন্য আর কোনও গতি নেই, দয়া করে আমাদের বাসনা অনুমোদন করুন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এভাবে মন্তব্য করেছেন—"প্রথম যুবতীকাল থেকেই ব্রাহ্মণ-পত্নীরা বৃন্দাবনের গ্রামের মহিলাদের কাছ থেকে এবং ফুলওয়ালী, সুপারি বিক্রেতা ও অন্যান্যদের কাছ থেকেও শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য, গুণ ও মাধুর্য সম্বন্ধে শ্রবণ করেছিলেন। ফলে তাঁরা সর্বদাই কৃষ্ণের জন্য প্রেমময়ী ভাব অনুভব করতেন এবং গৃহস্থালি কর্মে অমনোযোগী ছিলেন। তাঁদের অমনোযোগী দর্শন করে তাঁদের পতিগণ সন্দেহ করতে লাগলেন এবং যতদূর সম্ভব তাঁদের এড়িয়ে যেতে লাগলেন। এখন ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের তথাকথিত পরিবার ও প্রতিবেশীদের পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন এবং অত্যন্ত আকুল হয়ে ক্রন্দন করতে করতে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে তাঁদের মস্তক স্থাপন করে প্রণাম নিবেদন করেছিলেন। এভাবেই, রুদ্ধকণ্ঠে তাঁরা উপরোক্ত শ্লোকটি বলেছিলেন। তাঁরা প্রার্থনা করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের এই বর প্রদান করুন যাতে তিনিই তাঁদের একমাত্র গতি হন

এবং শত্রু দমনকারী তিনি যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হবার প্রতিবন্ধক-স্বরূপ তাঁদের সকল শত্রুদের দমন করেন।"

ব্রাহ্মণ-পত্নীরা কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে চেয়েছিলেন এবং ভগবৎ প্রেমের এই ভাবটিই হচ্ছে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃত।

শ্লোক ৩১

শ্রীভগবানুবাচ

পতয়ো নাভ্যসূয়েরন্ পিতৃভ্রাতৃসুতাদয়ঃ ।
লোকাশ্চ বো ময়োপেতা দেবা অপ্যনুমন্বতে ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **পতয়ঃ**—তোমাদের পতিগণ; **ন অভ্যসূয়েরন্**—শত্রুতা অনুভব করবে না; **পিতৃ-ভ্রাতৃ-সুত-আদয়ঃ**—তোমাদের পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ও অন্যেরা; **লোকাঃ**—সাধারণ মানুষ; **চ**—ও; **বঃ**—তোমাদের প্রতি: **ময়া**—আমার দ্বারা; **উপেতাঃ**—উপদিষ্ট; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **অপি**—এমন কি; **অনুমন্বতে**—মান্য করেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান উত্তর দিলেন—তোমাদের পতিগণ এমন কি তোমাদের পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন বা সাধারণ মানুষজন তোমাদের প্রতি শত্রুতা ভাবাপন্ন হবে না, নিশ্চিত থেক। আমি নিজেই এই অবস্থাটি সম্বন্ধে তাদের উপদেশ প্রদান করব। অবশ্য, দেবতারাও তাঁদের অনুমোদন ব্যক্ত করবেন।

শ্লোক ৩২

ন প্রীতয়েঽনুরাগায় হ্যঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ ।
তন্মনো ময়ি যুঞ্জানা অচিরান্মামবাপ্স্যথ ॥ ৩২ ॥

ন—না; **প্রীতয়ে**—সন্তুষ্টির জন্য; **অনুরাগায়**—প্রীতিপূর্ণ আকর্ষণের জন্য; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অঙ্গ-সঙ্গঃ**—দৈহিক সঙ্গ; **নৃণাম্**—মানুষের জন্য; **ইহ**—এই জগতে; **তৎ**—অতএব; **মনঃ**—তোমাদের মন; **ময়ি**—আমার প্রতি; **যুঞ্জানাঃ**—নিবিষ্ট করে; **অচিরাৎ**—অতি শীঘ্রই; **মাম্**—আমাকে; **অবাপ্স্যথ**—তোমরা প্রাপ্ত হবে।

অনুবাদ

আমার দৈহিক সাহচর্যে তোমাদের মর্যাদা অবশ্যই এই জগতের মানুষদের সন্তুষ্ট করবে না, আমার প্রতি প্রেম বিকশিত করার জন্য তোমাদের পক্ষে এটি শ্রেষ্ঠ পন্থাও নয়। বরং, আমার প্রতি তোমাদের মন নিবিষ্ট কর, তা হলে অতি শীঘ্রই তোমরা আমাকে লাভ করবে।

তাৎপর্য

ভগবান নির্দেশ করেছেন যে, সাধারণ মানুষেরা বাহ্যত গোপবালকরূপে আবির্ভূত ভগবান কৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত পত্নীগণের মধ্যে প্রেমময়ী সম্পর্ক সঠিক উপলব্ধি করতে পারবে না। তা ছাড়া, বিরহের মধ্য দিয়েই ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের নিজস্ব প্রেম ও ভক্তি কার্যকরীরূপে বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে, তাঁরা যদি সর্বক্ষণ তাঁদের মন কৃষ্ণের প্রতি নিবিষ্ট রাখে এবং এভাবেই তাঁদের সারা জীবন ধরে যে পন্থাটির অনুশীলন তাঁরা করছিলেন তা যদি চলতে থাকে, তা হলে সর্বতোভাবে সেটিই উত্তম। ভগবান এবং তাঁর অনুমোদিত প্রতিনিধি সদ্‌গুরু দক্ষতার সঙ্গে ভগবৎ-ভক্তদের বিভিন্ন ধরনের সেবায় নিযুক্ত করেন যাতে তাঁরা সকলে শীঘ্রই তাঁর চরণকমলে ফিরে যেতে পারেন।

শ্লোক ৩৩

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্তনাৎ ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্ ॥ ৩ ॥

শ্রবণাৎ—শ্রবণ দ্বারা; **দর্শনাৎ**—বিগ্রহরূপ দর্শনের দ্বারা; **ধ্যানাৎ**—ধ্যানের দ্বারা; **ময়ি**—আমার জন্য; **ভাবঃ**—প্রেম; **অনুকীর্তনাৎ**—আমার নাম ও গুণ কীর্তনের দ্বারা; **ন**—না; **তথা**—একইভাবে; **সন্নিকর্ষেণ**—নিকটে অবস্থানের দ্বারা; **প্রতিযাত**—ফিরে যাও; **ততঃ**—অতএব; **গৃহান্**—তোমাদের গৃহে।

অনুবাদ

আমার সম্বন্ধে শ্রবণ, আমার বিগ্রহরূপ দর্শন, আমাকে ধ্যান ও আমার নাম ও গুণমহিমা কীর্তনের ফলে আমার প্রতি যে প্রেম বিকশিত হয়, তা আমার সন্নিকটে অবস্থানের দ্বারা হয় না। অতএব তোমাদের গৃহে ফিরে যাও।

শ্লোক ৩৪

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তা দ্বিজপত্ন্যস্তা যজ্ঞবাটং পুনর্গতাঃ ।
তে চানসূয়বস্তাভিঃ স্ত্রীভিঃ সত্রমপারয়ন্ ॥ ৩৪ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এরূপ কথা; **উক্তাঃ**—বললে; **দ্বিজ-পত্ন্যঃ**—ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ; **তাঃ**—তাঁরা; **যজ্ঞ-বাটম্**—যজ্ঞস্থলে; **পুনঃ**—পুনরায়; **গতাঃ**—গমন করলেন; **তে**—তাঁরা, তাঁদের পতিগণ; **চ**—ও; **অনসূয়বঃ**—শত্রু ভাবাপন্ন না হয়ে; **তাভিঃ**—তাঁদের সঙ্গে; **স্ত্রীভিঃ**—তাঁদের পত্নীগণ; **সত্রম্**—যজ্ঞানুষ্ঠান; **অপারয়ন্**—তাঁরা সম্পূর্ণ করলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—এভাবেই আদিষ্ট হয়ে, ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ যজ্ঞস্থলে ফিরে গেলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁদের স্ত্রীদের কোনরূপ দোষ দেখতে পেলেন না এবং পত্নীদের সঙ্গে তাঁরা যজ্ঞ সম্পূর্ণ করলেন।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ মান্য করে তাঁদের পতিগণের যজ্ঞস্থলে ফিরে গিয়েছিলেন, কিন্তু গোপীগণ কৃষ্ণের কাছ থেকে গৃহে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ পেলেও, পূর্ণিমার রাত্রিতে তাঁর সঙ্গে নৃত্য করার জন্য বনে অবস্থান করেছিলেন। গোপীগণ ও ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ উভয়েই শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৫

তত্রৈকা বিধৃতা ভর্ত্রা ভগবন্তং যথাশ্রুতম্ ।
হৃদোপগুহ্য বিজহৌ দেহং কর্মানুবন্ধনম্ ॥ ৩৫ ॥

তত্র—সেখানে; **একা**—তাঁদের একজন; **বিধৃতা**—বলপূর্বক অবরুদ্ধ হয়েছিলেন; **ভর্ত্রা**—তাঁর পতির দ্বারা; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **যথা-শ্রুতম্**—অন্যদের কাছ থেকে তাঁর সম্বন্ধে যেমন তিনি শ্রবণ করেছিলেন; **হৃদা**—তাঁর হৃদয়ের অভ্যন্তরে; **উপগুহ্য**—আলিঙ্গন করে; **বিজহৌ**—তিনি পরিত্যাগ করলেন; **দেহম্**—তাঁর জড় দেহটি; **কর্ম-অনুবন্ধনম্**—যা কেবলমাত্র জাগতিক কার্যকলাপের বন্ধনের ভিত্তিস্বরূপ।

অনুবাদ

সেখানে একজন স্ত্রী তাঁর পতির দ্বারা বলপূর্বক অবরুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি যখন অন্যদের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা শ্রবণ করলেন, তখন তিনি তাঁর হৃদয়ের অন্তস্তলে তাঁকে আলিঙ্গন করে জাগতিক কার্যকলাপের বন্ধনস্বরূপ তাঁর জড় দেহটি পরিত্যাগ করলেন।

তাৎপর্য

এখানে যে স্ত্রীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশেষভাবে আত্মসমর্পিত ছিলেন। তাঁর জড় দেহটি ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হলেন এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে যজ্ঞস্থল ত্যাগ করেন।

শ্লোক ৩৬

ভগবানপি গোবিন্দস্তেনৈবান্নেন গোপকান্ ।
চতুর্বিধেনাশয়িত্বা স্বয়ং চ বুভুজে প্রভুঃ ॥ ৩৬ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; **অপি**—ও; **গোবিন্দঃ**—শ্রীগোবিন্দ; **তেন**—সেই; **এব**—একই; **অন্নেন**—অন্নের দ্বারা; **গোপকান্**—গোপবালকদের; **চতুঃ-বিধেন**—চার রকমের; **অশয়িত্বা**—ভোজন করিয়ে; **স্বয়ম্**—নিজে; **চ**—ও; **বুভুজে**—ভোজন করলেন; **প্রভুঃ**—সর্বশক্তিমান।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দ সেই চতুর্বিধ অন্নের দ্বারা গোপবালকদের ভোজন করালেন। তার পর সর্বশক্তিমান ভগবান স্বয়ং সেই অন্ন ভোজন করলেন।

শ্লোক ৩৭

এবং লীলানরবপুর্নৃলোকমনুশীলয়ন্ ।
রেমে গোগোপগোপীনাং রময়ন্ রূপবাক্কৃতৈঃ ॥ ৩৭ ॥

এবম্—এভাবেই; **লীলা**—লীলাবিলাসের জন্য; **নর**—মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হয়ে; **বপুঃ**—যাঁর অপ্রাকৃত দেহ; **নৃ-লোকম্**—মানব-সমাজের; **অনুশীলয়ন্**—অনুকরণ করে; **রেমে**—তিনি আনন্দ লাভ করেছিলেন; **গো**—গাভীদের; **গোপ**—গোপবালকদের; **গোপীনাম্**—গোপবালিকাদের; **রময়ন্**—আনন্দ বিধান করে; **রূপ**—তাঁর সৌন্দর্য; **বাক্**—বচন; **কৃতৈঃ**—ও কার্যের দ্বারা।

অনুবাদ

এভাবেই পরমেশ্বর ভগবান তাঁর লীলাবিলাস সম্পাদনের জন্য মানুষের মতো আবির্ভূত হয়ে মানব-সমাজের আচরণ অনুকরণ করেছিলেন। তিনি তাঁর সৌন্দর্য, বচন ও কার্যকলাপের দ্বারা তাঁর গাভী, গোপসখা ও গোপবালিকাদের সন্তুষ্ট করে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৮

অথানুস্মৃত্য বিপ্রাস্তে অন্বতপ্যন্ কৃতাগসঃ ।
যদ্ বিশ্বেশ্বরয়োর্যাচ্ঞামহন্ম নৃবিড়ম্বয়োঃ ॥ ৩৮ ॥

অথ—তার পর; **অনুস্মৃত্য**—তাঁদের চেতনা ফিরে পেয়ে; **বিপ্রাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **তে**—তাঁরা; **অন্বতপ্যন্**—অনুতপ্ত হয়েছিলেন; **কৃত-অগসঃ**—পাপযুক্ত অপরাধ করে; **যৎ**—

যেহেতু; **বিশ্ব-ঈশ্বরয়োঃ**—জগতের দুই ঈশ্বর কৃষ্ণ ও বলরামের; **যাজ্রাম্**—আন্তরিক বিনীত প্রার্থনা; **অহন্ম**—আমরা লঙ্ঘন করেছিলাম; **নৃ-বিড়ম্বয়োঃ**—যাঁরা ছলনাপূর্ণভাবে মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের।

অনুবাদ

তার পর ব্রাহ্মণেরা তাঁদের চেতনা ফিরে পেয়ে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, "আমরা পাপ করেছি, কারণ আমরা জগতের দুই ঈশ্বরের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেছি, যাঁরা ছলনা করে সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ছলনা করতে চাননি—তাঁদের কাছ থেকে তাঁরা অকপটভাবেই অন্ন প্রার্থনা করেছিলেন। বরং, ব্রাহ্মণেরাই নিজেদের প্রতারিত করেছিলেন, যা *নৃবিড়ম্বয়োঃ* এই সংস্কৃত শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে যে, কৃষ্ণ ও বলরাম সাধারণ মানুষের কাছে বিভ্রান্তিকর যে তাঁদেরও মানুষ বলে বিবেচনা করে। তবুও, ব্রাহ্মণ-পত্নীরা যেহেতু ছিলেন ভগবানের মহান ভক্ত, তাই মূর্খ ব্রাহ্মণগণ পারমার্থিক মঙ্গল লাভ করে শেষ পর্যন্ত তাঁদের চেতনা ফিরে পেয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৯

দৃষ্ট্বা স্ত্রীণাং ভগবতি কৃষ্ণে ভক্তিমলৌকিকীম্ ।
আত্মানং চ তয়া হীনমনুতপ্তা ব্যগর্হয়ন্ ॥ ৩৯ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **স্ত্রীণাম্**—তাঁদের পত্নীগণের; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানের জন্য; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণ; **ভক্তিম্**—শুদ্ধ ভক্তি; **অলৌকিকীম্**—এই জগতের অতীত; **আত্মানম্**—নিজেদের; **চ**—এবং; **তয়া**—সেই; **হীনম্**—হীন; **অনুতপ্তাঃ**—অনুতপ্ত হয়ে; **ব্যগর্হয়ন্**—তাঁরা নিন্দা করেছিলেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের পত্নীদের শুদ্ধ, অপ্রাকৃত ভক্তি লক্ষ্য করে এবং নিজেদের ভক্তিহীন দর্শন করে, ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত অনুতাপ বোধ করে নিজেদের নিন্দা করতে লাগলেন।

শ্লোক ৪০

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্ যত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্ ।
ধিক্কুলং ধিক্‌ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥ ৪০ ॥

ধিক্—ধিক; **জন্ম**—জন্ম; **নঃ**—আমাদের; **ত্রিবৃৎ**—তিন প্রকার (পিতার শুক্রজাত জন্ম, ব্রাহ্মণ দীক্ষার জন্ম ও বৈদিক দীক্ষার জন্ম—শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য); **যৎ তৎ**—যা কিছু; **ধিক্**—ধিক; **ব্রতম্**—আমাদের (ব্রহ্মচর্য) ব্রত; **ধিক্**—ধিক; **বহুজ্ঞতাম্**—আমাদের বিস্তৃত জ্ঞান; **ধিক্**—ধিক; **কুলম্**—আমাদের সম্ভ্রান্ত বংশ; **ধিক্**—ধিক; **ক্রিয়া-দাক্ষ্যম্**—আমাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে দক্ষতা; **বিমুখাঃ**—বিমুখ; **যে**—যিনি; **তু**—কিন্তু; **অধোক্ষজে**—অপ্রাকৃত ভগবানের প্রতি।

অনুবাদ

[ব্রাহ্মণগণ বললেন—] আমাদের ত্রিবিধ জন্ম, আমাদের ব্রহ্মচর্যের ব্রত ও আমাদের বিস্তৃত জ্ঞানে ধিক! ধিক আমাদের সম্ভ্রান্ত বংশ-পরিচয় এবং যজ্ঞের আচার-অনুষ্ঠানে দক্ষতায়! এই সমস্ত কিছুই ধিক কারণ আমরা অধোক্ষজ ভগবানের প্রতি বিমুখ ছিলাম।

তাৎপর্য

উপরের বর্ণনায় যেমন বিশ্লেষণ করা হয়েছে, *ত্রিবৃদ্ জন্ম* শব্দগুলি, অর্থাৎ 'তিন রকমের জন্ম' বলতে ১) দৈহিক জন্ম, ২) ব্রাহ্মণ দীক্ষা, ও ৩) বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য দীক্ষাকে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কেউ পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকলে এই সমস্ত কিছুই নিষ্ফল হয়ে যায়।

শ্লোক ৪১

নূনং ভগবতো মায়া যোগিনামপি মোহিনী ।
যদ্ বয়ং গুরবো নৃণাং স্বার্থে মুহ্যামহে দ্বিজাঃ ॥ ৪১ ॥

নূনম্—বাস্তবিকপক্ষে; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **মায়া**—মায়াশক্তি; **যোগিনাম্**—যোগিগণকে; **অপি**—এমন কি; **মোহিনী**—মোহিত করে; **যৎ**—যেহেতু; **বয়ম্**—আমরা; **গুরবঃ**—গুরুগণ; **নৃণাম্**—সাধারণ সমাজের; **স্ব-অর্থে**—আমাদের নিজেদের প্রকৃত স্বার্থ সম্বন্ধে; **মুহ্যামহে**—মুগ্ধ হয়েছি; **দ্বিজাঃ**—ব্রাহ্মণগণ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের মায়াশক্তি নিশ্চিতভাবে যোগীদেরও মোহিত করে, তা হলে আমাদের আর কি বলার আছে। ব্রাহ্মণরূপে আমাদের সকল শ্রেণীর মানুষের পারমার্থিক আচার্য বলে মনে করা হয়, তবুও আমাদের নিজেদের প্রকৃত স্বার্থ সম্বন্ধেই আমরা মোহিত হয়েছি।

শ্লোক ৪২

অহো পশ্যত নারীণামপি কৃষ্ণে জগদ্‌গুরৌ ।
দুরন্তভাবং যোঽবিধ্যন্মৃত্যুপাশান্ গৃহাভিধান্ ॥ ৪২ ॥

অহো পশ্যত—দর্শন কর; **নারীণাম্**—নারীগণের; **অপি**—ও; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণের জন্য; **জগৎ-গুরৌ**—সমগ্র জগতের গুরু; **দুরন্ত**—অনন্ত; **ভাবম্**—ভক্তি; **যঃ**—যে; **অবিধ্যৎ**—ছিন্ন হয়েছে; **মৃত্যু**—মৃত্যুর; **পাশান্**—বন্ধন; **গৃহ-অভিধান্**—পারিবারিক জীবন নামক।

অনুবাদ

দেখ, এই রমণীগণ সমগ্র জগতের গুরু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের অসীম প্রেম বিকশিত করেছেন! এই প্রেম তাঁদের সেই মৃত্যুবন্ধন—পারিবারিক জীবনের প্রতি তাঁদের আসক্তি ছিন্ন করেছে।

তাৎপর্য

বাহ্যত পতি, পিতা, শ্বশুর ইত্যাদি স্ত্রীগণের গুরু বা শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু স্ত্রীগণ কৃষ্ণভাবনামৃতে শুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, আর পুরুষেরা অজ্ঞতার অন্ধকারে পতিত হয়েছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, গৃহে ফেরার পর স্ত্রীগণ অপ্রাকৃত ভাবের লক্ষণসমূহ প্রদর্শন করেছিলেন, যেমন দেহের কম্পন, অশ্রুবর্ষণ, রোমাঞ্চ, বিবর্ণতা, 'হে প্রাণরমণ, হে কৃষ্ণ' বলে গদ্‌গদ বচনে আকুল ক্রন্দন ইত্যাদি।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও বর্ণনা করেছেন যে, কেউ হয়ত আপত্তি করতে পারে যে, পতি ব্যতীত অন্য কাউকে ভালবাসা স্ত্রীলোকের পক্ষে উপযুক্ত নয়, কিন্তু এখানে পতিগণ নিজেরাই নির্দেশ করেছেন যে, তাঁরা কেবল পারমার্থিক আচার্য ও জগদ্‌গুরু পরমেশ্বর ভগবানের অনুকরণেই গুরু হয়েছেন মাত্র। পতিগণ লক্ষ্য করেছেন যে, কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের অপ্রাকৃত আসক্তির পরিপূর্ণতার ফলে, স্ত্রীগণের গৃহ, পতি, সন্তান ইত্যাদির প্রতি লেশমাত্রও আসক্তি ছিল না। তাই সেই দিন থেকেই পতিরা সেই নারীদের তাঁদের আরাধ্য পারমার্থিক আচার্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং আর কখনও তাঁদেরকে তাঁদের পত্নী বা সম্পত্তি বলে ভাবেননি।

শ্লোক ৪৩-৪৪

নাসাং দ্বিজাতিসংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি ।
ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ ॥ ৪৩ ॥

তথাপি হ্যুত্তমঃশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে ।
ভক্তির্দৃঢ়া ন চাস্মাকং সংস্কারাদিমতামপি ॥ ৪৪ ॥

ন—হয়নি; **আসাম্**—তাঁদের; **দ্বিজাতি-সংস্কারঃ**—উপনয়ন সংস্কার; **ন**—না; **নিবাসঃ**—বাসস্থান; **গুরৌ**—গুরুর আশ্রমে (অর্থাৎ, ব্রহ্মচারীরূপে শিক্ষা); **অপি**—এমন কি; **ন**—না; **তপঃ**—তপচর্যার অনুষ্ঠান; **ন**—না; **আত্ম-মীমাংসা**—আত্মার বাস্তবতা সম্বন্ধে দার্শনিক অনুসন্ধান; **ন**—না; **শৌচম্**—শৌচাচার; **ন**—না; **ক্রিয়াঃ**—ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান; **শুভাঃ**—পুণ্য; **তথা অপি**—তবুও; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **উত্তমঃ-শ্লোক**—যাঁর মহিমা বেদের উৎকৃষ্ট মন্ত্রসমূহের দ্বারা কীর্তিত হয়; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণের জন্য; **যোগ-ঈশ্বর-ঈশ্বরে**—সকল যোগেশ্বরেরও ঈশ্বর; **ভক্তিঃ**—শুদ্ধ ভগবৎ-ভক্তি; **দৃঢ়া**—দৃঢ়; **ন**—না; **চ**—পক্ষান্তরে; **অস্মাকম্**—আমাদের; **সংস্কার-আদি-মতাম্**—যাঁরা এই প্রকার শুদ্ধিকরণ ইত্যাদির অধিকারী; **অপি**—এমন কি যদিও।

অনুবাদ

এই নারীগণের কখনও উপনয়নাদি সংস্কার হয়নি, তারা ব্রহ্মচারীরূপে গুরুর আশ্রমে বাস করেনি, তারা কোনও তপশ্চর্যার অনুষ্ঠান করেনি, তারা আত্মার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ করেনি, শৌচাচার অথবা পুণ্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানেও যুক্ত নয়, তবুও উত্তমশ্লোক ও যোগেশ্বরেরও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের দৃঢ় ভক্তি রয়েছে। পক্ষান্তরে, এই সমস্ত প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেও ভগবানের প্রতি আমাদের এরূপ ভক্তি নেই।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুযায়ী, পতিগণ জানতেন না যে, তাঁদের পত্নীগণ মাঝে মধ্যে বৃন্দাবনবাসীদের সঙ্গ লাভ করেছিলেন, যেমন ফুলওয়ালী এবং কৃষ্ণের সৌন্দর্য ও গুণাবলী শ্রবণ করেছিলেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তগণের সান্নিধ্যে তাঁর সম্বন্ধে শ্রবণ ও কীর্তনের ফলেই এই ভক্তি বিকশিত হয়েছিল, সেই কথা হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে ব্রাহ্মণগণ তাঁদের পত্নীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমভক্তিতে বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৫

ননু স্বার্থবিমূঢ়ানাং প্রমত্তানাং গৃহেহয়া ।
অহো নঃ স্মারয়ামাস গোপবাক্যৈঃ সতাং গতিঃ ॥ ৪৫ ॥

ননু—বস্তুত; **স্ব-অর্থ**—তাঁদের নিজেদের প্রকৃত লাভ; **বিমূঢ়ানাম্**—যাঁরা বিমূঢ় ছিলেন; **প্রমত্তানাম্**—যাঁরা প্রমত্ত ছিলেন; **গৃহ-ঈহয়া**—তাঁদের গৃহস্থালি সংক্রান্ত প্রচেষ্টার দ্বারা;

অহো—হায়; **নঃ**—আমাদের; **স্মারয়াম্ আস**—তিনি স্মরণ করিয়েছিলেন; **গোপ-বাক্যৈঃ**—গোপগণের বাক্যের দ্বারা; **সতাম্**—সজ্জনগণের; **গতিঃ**—পরম গতি।

অনুবাদ

বাস্তবিকই, আমরা গৃহ সংক্রান্ত বিষয়ে মোহিত থাকার ফলে, আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হয়েছি। কিন্তু এখন দেখুন এই সরল গোপবালকদের বাক্যের মাধ্যমে কিভাবে ভগবান প্রকৃত সজ্জনগণের পরম গতি আমাদের স্মরণ করিয়েছেন।

শ্লোক ৪৬

অন্যথা পূর্ণকামস্য কৈবল্যাদ্যাশিষাং পতেঃ ।
ঈশিতব্যৈঃ কিমস্মাভিরীশস্যৈতদ্ বিড়ম্বনম্ ॥ ৪৬ ॥

অন্যথা—অন্যথা; **পূর্ণ-কামস্য**—যাঁর সম্ভাব্য প্রত্যেকটি অভিলাষ পরিপূর্ণ হয় তাঁর; **কৈবল্য**—মুক্তির; **আদি**—এবং অন্যান্য; **আশিষাম্**—আশীর্বাদসমূহ; **পতেঃ**—বিধাতা; **ঈশিতব্যৈঃ**—যাঁরা নিয়ন্ত্রিত হন তাঁদের সঙ্গে; **কিম্**—কি; **অস্মাভিঃ**—আমাদের সঙ্গে; **ঈশস্য**—যিনি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী তাঁর; **এতৎ**—এই; **বিড়ম্বনম্**—ছল।

অনুবাদ

অন্যথায়, যাঁর প্রতিটি বাসনা ইতিপূর্বেই পূর্ণ হয় এবং যিনি মুক্তি ও অন্য সমস্ত আশীর্বাদসমূহের বিধাতা সেই পরম নিয়ন্তা কেন তাঁর দ্বারা সকল সময়ে নিয়ন্ত্রিত আমাদের সঙ্গে ছলনা করবেন?

তাৎপর্য

যদিও শ্রীকৃষ্ণ পরমতত্ত্ব, তবু তিনি বিনীতভাবে তাঁর গোপসখাদের ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে অন্ন প্রার্থনা করতে পাঠিয়েছিলেন। তা করার মাধ্যমে, তিনি ব্রাহ্মণদের মূঢ় অহমিকা প্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁদের পত্নীদের তাঁর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণে আকর্ষিত করে তাঁর নিজের অপ্রাকৃত সৌন্দর্যের গুণমহিমা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

শ্লোক ৪৭

হিত্বান্যান্ ভজতে যং শ্রীঃ পাদস্পর্শাশয়াসকৃৎ ।
স্বাত্মদোষাপবর্গেণ তদ্যাচ্ঞা জনমোহিনী ॥ ৪৭ ॥

হিত্বা—পরিত্যাগ করে; **অন্যান্**—অন্যদের; **ভজতে**—উপাসনা করেন; **যম্**—যেই ভগবানকে; **শ্রীঃ**—ভাগ্যদেবী; **পাদ-স্পর্শ**—তাঁর পাদপদ্ম স্পর্শের জন্য; **আশয়া**—

আশা করে; আসকৃৎ—নিরন্তর; স্ব-আত্ম—তাঁর নিজের; দোষ—দোষ (চঞ্চলতা ও গর্বের); অপবর্গেণ—পরিহার করে; তৎ—তাঁর; যাচ্ঞা—প্রার্থনা; জন—সাধারণ মানুষের কাছে; মোহিনী—মুগ্ধকারী।

অনুবাদ

তাঁর পাদপদ্ম স্পর্শের আশায়, অন্য সকলকে পরিত্যাগ করে এবং তাঁর গর্ব ও চাঞ্চল্য পরিহার করে লক্ষ্মীদেবী নিরন্তর কেবল তাঁরই উপাসনা করেন। আর সেই তিনি প্রার্থনা করছেন তা প্রত্যেকের কাছে নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর।

তাৎপর্য

স্বয়ং ভাগ্যদেবীরও যিনি পরম বিধাতা, তাঁকে নিশ্চয়ই অন্নের জন্য প্রার্থনা করতে হয় না, যা এখানে ব্রাহ্মণগণের দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে, অবশেষে যাঁদের প্রকৃত চিন্ময় বুদ্ধিমত্তা প্রকাশিত হয়েছিল।

শ্লোক ৪৮-৪৯

দেশঃ কালঃ পৃথগ্ দ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজোঽগ্নয়ঃ ।
দেবতা যজমানশ্চ ক্রতুর্ধর্মশ্চ যন্ময়ঃ ॥ ৪৮ ॥
স এব ভগবান্ সাক্ষাদ্ বিষ্ণুর্যোগেশ্বরেশ্বরঃ ।
জাতো যদুষ্বিত্যাশৃণ্ম হ্যপি মূঢা ন বিদ্মহে ॥ ৪৯ ॥

দেশঃ—স্থান; **কালঃ**—কাল; **পৃথক্ দ্রব্যম্**—বিবিধ দ্রব্য; **মন্ত্র**—বৈদিক স্তোত্র; **তন্ত্র**—নির্দেশিত আচারসমূহ; **ঋত্বিজঃ**—পুরোহিত; **অগ্নয়ঃ**—এবং যজ্ঞাগ্নি; **দেবতা**—অধিষ্ঠাতৃ দেবতা; **যজমানঃ**—যজমান; **চ**—এবং; **ক্রতুঃ**—নৈবেদ্য; **ধর্মঃ**—পুণ্যফল; **চ**—এবং; **যৎ**—যাঁর; **ময়ঃ**—স্বরূপ; **সঃ**—তিনি; **এব**—বস্তুত; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **বিষ্ণুঃ**—শ্রীবিষ্ণু; **যোগ-ঈশ্বর-ঈশ্বরঃ**—সমস্ত যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করেছেন; **যদুষু**—যদুবংশে; **ইতি**—এভাবেই; **আশৃণ্ম**—আমরা শ্রবণ করেছি; **হি**—নিশ্চিতরূপে; **অপি**—তবুও; **মূঢাঃ**—মূর্খ; **ন বিদ্মহে**—আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি।

অনুবাদ

পবিত্র স্থান, কাল, বিবিধ দ্রব্য, বৈদিক মন্ত্র, নির্দেশিত আচারসমূহ, পুরোহিত, যজ্ঞাগ্নি, দেবতা, যজমান, যজ্ঞের নৈবেদ্য ও প্রাপ্ত পুণ্য-ফলসমূহ—যজ্ঞের সমস্ত কিছুই কেবল তাঁর ঐশ্বর্যের প্রকাশ মাত্র। যদিও আমরা শ্রবণ করেছি যে, সমস্ত

যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু যদুকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন, তবু আমরা এতই মূঢ় ছিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং তিনি তা আমরা চিনতে পারিনি।

শ্লোক ৫০

তস্মৈ নমো ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে ।
যন্মায়ামোহিতধিয়ো ভ্রমামঃ কর্মবর্ত্মসু ॥ ৫০ ॥

তস্মৈ—তাঁকে; **নমঃ**—প্রণাম; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবান; **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণকে; **অকুণ্ঠ-মেধসে**—যাঁর বুদ্ধিমত্তা কখনই সীমাবদ্ধ করা যায় না; **যৎ-মায়া**—যাঁর মায়াশক্তির দ্বারা; **মোহিত**—মুগ্ধ; **ধিয়ঃ**—যাঁর মন; **ভ্রমামঃ**—আমরা ভ্রমণ করছি; **কর্ম-বর্ত্মসু**—সকাম কর্মমার্গে।

অনুবাদ

আমরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদন করি। তাঁর বুদ্ধিমত্তা কখনই মোহগ্রস্ত হয় না, বরং আমরাই তাঁর মায়াশক্তিতে বিভ্রান্ত হয়ে, কেবলমাত্র সকাম কর্মমার্গে ভ্রমণ করছি।

শ্লোক ৫১

স বৈ ন আদ্যঃ পুরুষঃ স্বমায়ামোহিতাত্মনাম্ ।
অবিজ্ঞাতানুভাবানাং ক্ষন্তুমর্হত্যতিক্রমম্ ॥ ৫১ ॥

সঃ—তিনি; **বৈ**—বাস্তবিকপক্ষে; **নঃ**—আমাদের; **আদ্যঃ**—আদি; **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **স্ব-মায়া-মোহিত-আত্মনাম্**—তাঁর মায়াশক্তির দ্বারা যাঁদের মন মোহগ্রস্ত হয়েছে তাঁদের; **অবিজ্ঞাত**—যাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি; **অনুভাবানাম্**—তাঁর প্রভাব; **ক্ষন্তুম্**—ক্ষমা করা; **অর্হতি**—উচিত; **অতিক্রমম্**—অপরাধ।

অনুবাদ

আমরা শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তির দ্বারা মোহিত ছিলাম, তাই আদিপুরুষ ভগবানরূপে তাঁর প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। এখন আমরা আশা করি, কৃপা করে তিনি আমাদের অপরাধ মার্জনা করবেন।

শ্লোক ৫২

ইতি স্বাঘমনুস্মৃত্য কৃষ্ণে তে কৃতহেলনাঃ ।
দিদৃক্ষবো ব্রজমথ কংসাদ্ ভীতা ন চাচলন্ ॥ ৫২ ॥

ইতি—এভাবেই; **স্ব-অঘম্**—তাঁদের নিজেদের অপরাধ; **অনুস্মৃত্য**—স্মরণ করে; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; **তে**—তাঁরা; **কৃত-হেলনাঃ**—অবজ্ঞা প্রদর্শন করে; **দিদৃক্ষবঃ**—দর্শনে অভিলাষী হয়ে; **ব্রজম্**—নন্দ মহারাজের গ্রামে; **অথ**—তার পর; **কংসাৎ**—কংসের; **ভীতাঃ**—ভয়ে; **ন**—না; **চ**—ও; **অচলন্**—তাঁরা গমন করলেন।

অনুবাদ

এভাবেই কৃষ্ণকে অবহেলার দ্বারা কৃত পাপ স্মরণ করে, তাঁকে দর্শনের জন্য তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহী হলেন। কিন্তু রাজা কংসের ভয়ে তাঁরা ব্রজে গমন করতে সাহস করলেন না।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের অপরাধ হৃদয়ঙ্গম করে এবং অবশেষে তাঁর সর্বশক্তিমান অবস্থান উপলব্ধি করে, স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণগণ ব্রজে ছুটে গিয়ে ভগবানের পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা ভীত হয়েছিলেন যে, কংসের চরগণ যখন খবর দেবে যে, তাঁরা কৃষ্ণের কাছে গেছেন, তখন কংস অবশ্যই তাঁদের হত্যা করবে। ব্রাহ্মণ-পত্নীরা কৃষ্ণভাবনামৃতের ভাবের আবেশে মগ্ন ছিলেন আর তাই তাঁরা যে-কোনও ভাবেই হোক কৃষ্ণের কাছে গিয়েছিলেন, ঠিক যেমন গোপীগণ কেবলমাত্র ভগবানের সঙ্গে নৃত্য করার জন্য বন্য প্রাণীসঙ্কুল অরণ্যের মধ্য দিয়ে গভীর রাত্রিতে বিচরণ করেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা সেই রকম উন্নত স্তরের কৃষ্ণভাবনাময় ছিলেন না, আর তাই কংসের ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে ভগবানকে মুখোমুখি দর্শন করতে পারেননি।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'ব্রাহ্মণ-পত্নীদের প্রতি অনুগ্রহ' নামক ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

চতুর্বিংশতি অধ্যায়

গিরি-গোবর্ধন পূজা

এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ নিষিদ্ধ করে এবং গিরি-গোবর্ধন পূজায় একটি বিকল্প যজ্ঞের প্রবর্তন করে ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন গোপগণ ব্যস্ত হয়ে ইন্দ্রযজ্ঞের প্রস্তুতি করছে, তখন তিনি এই সম্বন্ধে তাঁদের রাজা নন্দের কাছে জানতে চাইলেন। নন্দ বুঝিয়েছিলেন যে, ইন্দ্র প্রদত্ত বৃষ্টির জন্যই সমস্ত জীব জীবন ধারণে সমর্থ হয় এবং তাই তাঁকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে। কৃষ্ণ উত্তর করলেন, "কেবলমাত্র কর্মের ফলেই জীব নির্দিষ্ট দেহে জন্ম গ্রহণ করে, সেই দেহে বিভিন্ন ধরনের সুখ ও দুঃখ ভোগ করে, আর তার পর কর্মের অবসানে সেই দেহটি পরিত্যাগ করে। এভাবেই একমাত্র কর্মই আমাদের শত্রু, আমাদের মিত্র, আমাদের গুরু ও আমাদের প্রভু এবং যেহেতু প্রত্যেকেই তার কর্মফলের দ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ, তাই ইন্দ্র কারও সুখ বা দুঃখের পরিবর্তন করতে পারে না। সত্ত্ব, রজ ও তম এই জড় গুণগুলির দ্বারাই এই জগতের সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস হয়ে থাকে। মেঘ যখন রজোগুণের দ্বারা চালিত হয়, তখন বৃষ্টি প্রদান করে এবং গোপেরা গাভী সংরক্ষণের দ্বারাই সমৃদ্ধি লাভ করে। তা ছাড়া, গোপদের প্রকৃত বাসস্থান বনে ও পর্বতে। তাই গাভী, ব্রাহ্মণ ও গোবর্ধন পর্বতের পূজা করা আপনাদের উচিত।"

কৃষ্ণ এভাবে বলার পর, ইন্দ্রযজ্ঞের জন্য সংগৃহীত উপকরণাদি নিয়ে তিনি গোপগণের দ্বারা গোবর্ধন পর্বতের পূজার আয়োজন করলেন। তিনি তখন এক প্রকাণ্ড, অভূতপূর্ব অপ্রাকৃত রূপ ধারণ করলেন এবং গোবর্ধনকে নিবেদিত সকল অন্ন ও নৈবেদ্যাদি গোগ্রাসে ভক্ষণ করলেন। তার পর তিনি গোপ-সম্প্রদায়ের কাছে ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা যদিও এতকাল ইন্দ্রের পূজা করে এসেছেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং কখনও উপস্থিত হননি, অথচ গোবর্ধন স্বয়ং এখন তাঁদের চোখের সামনে আবির্ভূত হয়ে তাঁদের নিবেদিত খাদ্যদ্রব্যের নৈবেদ্য ভক্ষণ করছেন। তাই তাঁদের সকলের এখন গিরি-গোবর্ধনকে প্রণাম নিবেদন করা উচিত। তার পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজের সদ্য পরিগৃহীত রূপকে প্রণাম নিবেদন করার জন্য গোপগণের সঙ্গে যোগ দিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ভগবানপি তত্রৈব বলদেবেন সংযুতঃ ।
অপশ্যন্নিবসন্ গোপানিন্দ্রযাগকৃতোদ্যমান্ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অপি**—ও; **তত্র এব**—সেই একই স্থানে; **বলদেবেন**—শ্রীবলদেবের দ্বারা; **সংযুতঃ**—সংযুক্ত; **অপশ্যৎ**—দেখলেন; **নিবসন্**—অবস্থান করে; **গোপান্**—গোপগণ; **ইন্দ্র**—স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের জন্য; **যাগ**—একটি যজ্ঞের জন্য; **কৃত**—আয়োজন করে; **উদ্যমান্**—অত্যন্ত উদ্যম।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—তাঁর ভ্রাতা বলদেবের সঙ্গে সেই স্থানে অবস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে, গোপগণ ব্যস্তভাবে ইন্দ্রযজ্ঞের আয়োজন করছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এবং অন্যান্য আচার্যদের মতে, এই শ্লোকের *তত্র এব* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, ব্রাহ্মণ-পত্নীদের ভক্তির দ্বারা সন্তুষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণদের গ্রামে অবস্থান করছিলেন। এভাবেই তিনি সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদের এবং একই সঙ্গে যে সব পুণ্যবতী ব্রাহ্মণ-পত্নী তাঁদের পতিদের ছাড়া অন্য কারও সঙ্গলাভের সুযোগ পেতেন না, তাঁদেরও কৃপা প্রদান করেছিলেন। সেই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দ মহারাজের নেতৃত্বে গোপগণ যে কোনও উপায়েই হোক ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে এক বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাতে নিম্নরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ২

তদভিজ্ঞোঽপি ভগবান্ সর্বাত্মা সর্বদর্শনঃ ।
প্রশ্রয়াবনতোঽপৃচ্ছদ্ বৃদ্ধান্নন্দপুরোগমান্ ॥ ২ ॥

তৎ-অভিজ্ঞঃ—এই বিষয়ে পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়েও; **অপি**—যদিও; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সর্ব-আত্মা**—সকলের হৃদয়ে স্থিত পরমাত্মা; **সর্ব-দর্শনঃ**—সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর ভগবান; **প্রশ্রয়-অবনতঃ**—বিনম্রভাবে প্রণত হয়ে; **অপৃচ্ছৎ**—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন; **বৃদ্ধান্**—বয়স্কদের কাছ থেকে; **নন্দ-পুরঃ-গমান্**—নন্দ মহারাজ প্রমুখ।

অনুবাদ

সর্বজ্ঞ পরমাত্মা হয়ে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইতিপূর্বেই পরিস্থিতি বিষয়ে অবগত ছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি তাঁর পিতা নন্দ মহারাজ প্রমুখ বৃদ্ধ গোপদের কাছে বিনম্রভাবে প্রশ্ন করলেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গিরি-গোবর্ধন উত্তোলন লীলা সম্পাদন এবং ইন্দ্রের অহঙ্কার খণ্ডনের জন্য আগ্রহী ছিলেন এবং তাই তিনি চতুরতার সঙ্গে তাঁর পিতার নিকট আসন্ন যজ্ঞ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্লোক ৩

কথ্যতাং মে পিতঃ কোঽয়ং সম্ভ্রমো ব উপাগতঃ ।
কিং ফলং কস্য বোদ্দেশঃ কেন বা সাধ্যতে মখঃ ॥ ৩ ॥

কথ্যতাম্—ব্যাখ্যা করুন; **মে**—আমার কাছে; **পিতঃ**—হে পিতা; **কঃ**—কি; **অয়ম্**—এই; **সম্ভ্রমঃ**—কার্যকলাপের ব্যস্ততা; **বঃ**—আপনাদের; **উপাগতঃ**—উপস্থিত হয়েছে; **কিম্**—কি; **ফলম্**—ফল; **কস্য**—কার; বা—এবং; **উদ্দেশঃ**—জন্য; **কেন**—কি উপায়ের দ্বারা; **বা**—এবং; **সাধ্যতে**—সম্পন্ন হয়; **মখঃ**—এই যজ্ঞ।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] হে পিতা, এই যে আপনাদের বিশাল উদ্যোগ কিসের জন্য তা দয়া করে আমার নিকট বর্ণনা করুন। কি উদ্দেশ্যে তা সাধিত হচ্ছে? এটি যদি একটি ধর্মীয় যজ্ঞ হয়, তা হলে কার সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে এবং কি উপায়ে তা সম্পন্ন হতে চলেছে?

শ্লোক ৪

এতদ্ ব্রূহি মহান্ কামো মহ্যং শুশ্রূষবে পিতঃ ।
ন হি গোপ্যং হি সাধূনাং কৃত্যং সর্বাত্মনামিহ ।
অস্ত্যস্বপরদৃষ্টীনামমিত্রোদাস্তবিদ্বিষাম্ ॥ ৪ ॥

এতৎ—এই; **ব্রূহি**—বলুন; **মহান্**—অত্যন্ত; **কামঃ**—কামনা; **মহ্যম্**—আমাকে; **শুশ্রূষবে**—যে আন্তরিকভাবে শুনতে প্রস্তুত; **পিতঃ**—হে পিতা; **ন**—না; **হি**—বস্তুত; **গোপ্যম্**—গোপন রাখা হয়; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **সাধূনাম্**—সাধুদের; **কৃত্যম্**—কার্যকলাপ; **সর্ব-আত্মনাম্**—যাঁরা সকলকে নিজেদের সমকক্ষ দর্শন করেন; **ইহ**—

এই জগতে; **অস্তি**—আছে; **অস্ব-পর-দৃষ্টীনাম্**—যাঁরা তাঁদের নিজেদের এবং অন্যান্যদের মধ্যে পার্থক্য দর্শন করেন না; **অমিত্র-উদাস্ত-বিদ্বিষাম্**—যাঁরা মিত্র, উদাসীন ও শত্রুর মধ্যে পার্থক্য বিচার করেন না।

অনুবাদ

হে পিতা, দয়া করে আমাকে এই বিষয়ে বলুন। তা জানার জন্য আমার অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এবং অত্যন্ত আন্তরিকভাবে তা শুনতে প্রস্তুত। সাধুগণ যাঁরা অন্য সকলকে নিজেদের সমকক্ষ দর্শন করেন, যাঁদের 'আমার' বা 'অন্যের' এরূপ ধারণা নেই এবং যাঁরা কে মিত্র, কে শত্রু আর কে উদাসীন তা বিবেচনা করেন না, তাঁরা নিঃসন্দেহে কোনও কিছুই গোপন রাখেন না।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের পিতা নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন যে, তাঁর পুত্র নিতান্ত শিশু, তাই বৈদিক যজ্ঞের বৈধতা বিষয়ে যথাযথ প্রশ্ন করতে পারবে না। কিন্তু এখানে ভগবানের চাতুর্যপূর্ণ কথায় নন্দ মহারাজ অবশ্যই বিশ্বাস করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ খেয়ালের বশে নয়, আন্তরিকভাবেই জিজ্ঞাসা করছেন এবং তাই তাঁকে যথার্থ উত্তরই দেওয়া উচিত।

শ্লোক ৫

উদাসীনোঽরিবদ্ বর্জ্য আত্মবৎ সুহৃদুচ্যতে ॥ ৫ ॥

উদাসীনঃ—যে নিরপেক্ষ; **অরি-বৎ**—ঠিক একজন শত্রুর ন্যায়; **বর্জ্যঃ**—পরিত্যক্ত হয়; **আত্ম-বৎ**—নিজমতাবলম্বী, আত্মতুল্য; **সুহৃৎ**—মিত্র; **উচ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

যে নিরপেক্ষ, তাকে শত্রুর মতো বর্জন করা যেতে পারে। কিন্তু নিজমতাবলম্বীকে মিত্ররূপে বিবেচনা করা উচিত।

তাৎপর্য

যদিও নন্দ মহারাজ মিত্র, শত্রু ও নিরপেক্ষ সকলের প্রতিই সামগ্রিকভাবে সমদর্শী ছিলেন না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নন্দ মহারাজের পুত্র হলেও অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য মিত্র ছিলেন, আর তাই অন্তরঙ্গ আলোচনা থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া উচিত ছিল না। পক্ষান্তরে, নন্দ মহারাজ হয়ত ভেবেছিলেন, গৃহস্থরূপে তিনি উচ্চস্তরের সাধুর মতো আচরণ করতে পারেন না, আর তাই, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কেন বিশ্বাস করা উচিত এবং যজ্ঞের সামগ্রিক উদ্দেশ্য তাঁর কাছে প্রকাশ করা উচিত, সেই বিষয়ে আরও কিছু যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন।

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, যেহেতু গর্গমুনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তাঁর পুত্র "নারায়ণের গুণাবলীর সমান" হবে এবং এই অল্পবয়স্ক বালক ইতিমধ্যেই বহু শক্তিশালী দানবকে পরাজিত ও হত্যা করেছে, তাই নন্দ মহারাজ তাঁর পিতৃগত মর্যাদার দুরত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

শ্লোক ৬

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বা চ কর্মাণি জনোঽয়মনুতিষ্ঠতি ।
বিদুষঃ কর্মসিদ্ধিঃ স্যাদ্যথা নাবিদুষো ভবেৎ ॥ ৬ ॥

জ্ঞাত্বা—অবগত হয়ে; **অজ্ঞাত্বা**—অবগত না হয়ে; **চ**—ও; **কর্মাণি**—কর্মসমূহ; **জনঃ**—সাধারণ মানুষ; **অয়ম্**—এই সকল; **অনুতিষ্ঠতি**—অনুষ্ঠান করে; **বিদুষঃ**—যিনি জ্ঞানী তাঁর পক্ষে; **কর্ম-সিদ্ধিঃ**—কর্মের ঈপ্সিত লক্ষ্য প্রাপ্তি; **স্যাৎ**—হয়; **যথা**—যেরূপ; **ন**—না; **অবিদুষঃ**—যে অজ্ঞ তার পক্ষে; **ভবেৎ**—ঘটে।

অনুবাদ

এই জগতের মানুষেরা যখন কর্মানুষ্ঠান করে, তখন কখনও কখনও তারা জানে যে, তারা কি করছে এবং কখনও-বা তা জানে না। যারা জানে যে, তারা কি করছে, তারা কর্মের সাফল্য লাভ করে, কিন্তু অজ্ঞ মানুষেরা তা পায় না।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে তাঁর পিতাকে বলছেন যে, মিত্রদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব কিছু জানার পরই কেবল মানুষের উচিত কোন নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান বা ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করা। আমাদের কখনও ঐতিহ্যের অন্ধ অনুসারী হওয়া উচিত নয়। যদি কোনও মানুষ না জানে যে, সে কি করছে, তা হলে কিভাবে সে তার কাজে সফল হতে পারে? এই শ্লোকে মূলত এটিই হচ্ছে ভগবানের যুক্তি। নন্দের শিশুপুত্র রূপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতার ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে আগ্রহ প্রদর্শন করবেন, স্বাভাবিকভাবে এটাই ছিল প্রত্যাশিত, আর পিতার কর্তব্য হচ্ছে পুত্রকে অনুষ্ঠানের বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করা।

শ্লোক ৭

তত্র তাবৎ ক্রিয়াযোগো ভবতাং কিং বিচারিতঃ ।
অথবা লৌকিকস্তন্মে পৃচ্ছতঃ সাধু ভণ্যতাম্ ॥ ৭ ॥

তত্র তাবৎ—ঘটনাটি হচ্ছে যে; **ক্রিয়া-যোগঃ**—এই সকাম উদ্যম; **ভবতাম্**—আপনাদের; **কিম্**—কি না; **বিচারিতঃ**—শাস্ত্রসম্মত; **অথ বা**—অথবা; **লৌকিকঃ**

—সাধারণ প্রথার; **তৎ**—তা; **মে**—আমার নিকট; **পৃচ্ছতঃ**—জিজ্ঞাসা করছি; **সাধু**—স্পষ্টতভাবে; **ভণ্যতাম্**—তা বর্ণনা করা উচিত।

অনুবাদ

আপনাদের এই ধর্মীয় আচারগত উদ্যোগ সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে আমার কাছে বর্ণনা করা উচিত। এই অনুষ্ঠানটি কি শাস্ত্রীয় নির্দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত অথবা সাধারণ সমাজের একটি প্রথা মাত্র?

শ্লোক ৮

শ্রীনন্দ উবাচ

পর্জন্যো ভগবানিন্দ্রো মেঘাস্তস্যাত্মমূর্তয়ঃ ।
তেঽভিবর্ষন্তি ভূতানাং প্রীণনং জীবনং পয়ঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীনন্দঃ উবাচ—শ্রীনন্দ মহারাজ বললেন; **পর্জন্যঃ**—বৃষ্টি; **ভগবান্**—ভগবান; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **মেঘাঃ**—মেঘসমূহ; **তস্য**—তাঁর; **আত্ম-মূর্তয়ঃ**—ব্যক্তিগত প্রতিনিধি; **তে**—তারা; **অভিবর্ষন্তি**—প্রত্যক্ষভাবে বৃষ্টি প্রদান করে; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের জন্য; **প্রীণনম্**—তৃপ্তি; **জীবনম্**—জীবনদায়ী শক্তি; **পয়ঃ**—জল।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ বললেন—ভগবান ইন্দ্র বৃষ্টির নিয়ন্তা। মেঘসমূহ তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি এবং তারা প্রত্যক্ষভাবে বৃষ্টির জল সরবরাহ করে, যা সমস্ত প্রাণীর প্রতি তৃপ্তি ও জীবনদায়ী শক্তি প্রদান করে থাকে।

তাৎপর্য

স্বচ্ছ বৃষ্টির জল ছাড়া পৃথিবী হয়ত কারও জন্যই খাদ্য অথবা পানীয়ের যোগান দিতে পারত না। তা ছাড়া, কোনও কিছুই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও থাকত না। তাই বৃষ্টির যথার্থ মূল্য নিরূপণ করা কঠিন।

শ্লোক ৯

তং তাত বয়মন্যে চ বার্মুচাং পতিমীশ্বরম্ ।
দ্রব্যৈস্তদ্রেতসা সিদ্ধৈর্যজন্তে ক্রতুভির্নরাঃ ॥ ৯ ॥

তম্—তাঁকে; **তাত**—হে বৎস; **বয়ম্**—আমরা; **অন্যে**—অন্যেরা; **চ**—ও; **বাঃ-মুচাম্**—মেঘেদের; **পতিম্**—পতি; **ঈশ্বরম্**—শক্তিশালী নিয়ন্তা; **দ্রব্যৈঃ**—বিভিন্ন দ্রব্য সহ; **তৎ-রেতসা**—তাঁরই বারি বর্ষণ দ্বারা; **সিদ্ধৈঃ**—উৎপন্ন; **যজন্তে**—পূজা করে; **ক্রতুভিঃ**—যজ্ঞের দ্বারা; **নরাঃ**—মানুষেরা।

অনুবাদ

হে বৎস, কেবল আমরাই নই, অন্যান্য বহু মানুষও বৃষ্টি প্রদানকারী মেঘেদের পতি ও ঈশ্বরস্বরূপ তাঁকে পূজা করে থাকে। আমরা তাঁরই বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা উৎপন্ন শস্য ও অন্যান্য পূজার দ্রব্য তাঁকে নিবেদন করে থাকি।

তাৎপর্য

নন্দ মহারাজ ধৈর্য সহকারে তাঁর অল্পবয়স্ক পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে 'জীবনের বাস্তবতা' বর্ণনা করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নন্দ ও বৃন্দাবনের অধিবাসীরা এক আশ্চর্য শিক্ষা লাভ করেছিলেন, যা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১০

তচ্ছেষেণোপজীবন্তি ত্রিবর্গফলহেতবে ।
পুংসাং পুরুষকারাণাং পর্জন্যঃ ফলভাবনঃ ॥ ১০ ॥

তৎ—সেই যজ্ঞের; **শেষেণ**—অবশিষ্টের দ্বারা; **উপজীবন্তি**—তারা তাদের জীবন ধারণ করে; **ত্রি-বর্গ**—ধর্ম, অর্থ ও কাম—মানব জীবনের তিনটি লক্ষ্য; **ফল-হেতবে**—ফলের জন্য; **পুংসাম্**—লোকদের জন্য; **পুরুষ-কারাণাম্**—মানুষের উদ্যমে নিয়োজিত; **পর্জন্যঃ**—ভগবান ইন্দ্র; **ফল-ভাবনঃ**—ঈপ্সিত লক্ষ্য সম্পাদনের উপায়।

অনুবাদ

ইন্দ্রের জন্য অনুষ্ঠিত যজ্ঞের অবশিষ্টাংশ গ্রহণের দ্বারা মানুষ তাদের জীবন ধারণ করে এবং ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ সম্পাদন করে। এভাবেই ভগবান ইন্দ্রই উদ্যমী মানুষের সকাম কর্মফলের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।

তাৎপর্য

কেউ হয়ত প্রতিবাদ করে বলতে পারে যে, কৃষিকাজ, শিল্প ইত্যাদির দ্বারা মানুষ তাদের জীবন ধারণ করে। কিন্তু ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমস্ত মানুষ ও মনুষ্যেতর জীবের উদ্যম খাদ্য ও পানীয়ের উপর নির্ভর করে, যা প্রচুর বৃষ্টিপাত ছাড়া উৎপন্ন হতে পারে না। *ত্রিবর্গ* শব্দটির দ্বারা নন্দ মহারাজ আরও নির্দেশ করছেন যে, ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে নিবেদিত যজ্ঞের মাধ্যমে প্রাপ্ত সাফল্য কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নয়, তা ধর্ম ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যও প্রযোজ্য। মানুষদের যদি ভালভাবে ভোজন করতে দেওয়া না হয়, তা হলে কর্তব্য সম্পাদন করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে এবং কর্তব্য সম্পাদন বিনা ধার্মিক হওয়া সুকঠিন।

শ্লোক ১১

য এনং বিসৃজেদ্ধর্মং পারম্পর্যাগতং নরঃ ।
কামাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াল্লোভাৎ স বৈ নাপ্নোতি শোভনম্ ॥ ১১ ॥

যঃ—যে; **এনম্**—এই; **বিসৃজেৎ**—পরিত্যাগ করে; **ধর্মম্**—ধর্মনীতি; **পারম্পর্য**—পরম্পরাক্রমে; **আগতম্**—প্রাপ্ত; **নরঃ**—মানুষ; **কামাৎ**—কামবশত; **দ্বেষাৎ**—দ্বেষবশত; **ভয়াৎ**—ভয়বশত; **লোভাৎ**—অথবা লোভবশত; **সঃ**—সে; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **ন আপ্নোতি**—লাভ করতে পারে না; **শোভনম্**—মঙ্গল।

অনুবাদ

এই ধর্মীয় নীতি নির্ভরযোগ্য পরম্পরার উপর প্রতিষ্ঠিত। যারা কাম, দ্বেষ, ভয় অথবা লোভবশত তা পরিত্যাগ করে, তারা নিশ্চিতভাবে সৌভাগ্য লাভে ব্যর্থ হবে।

তাৎপর্য

যদি কোনও ব্যক্তি কাম, দ্বেষ, ভয় অথবা লোভবশত তার ধর্মীয় কর্তব্যে অবহেলা করে, তা হলে তার জীবন কখনই উজ্জ্বল বা সার্থক হবে না।

শ্লোক ১২

শ্রীশুক উবাচ

বচো নিশম্য নন্দস্য তথান্যেষাং ব্রজৌকসাম্ ।
ইন্দ্রায় মন্যুং জনয়ন্ পিতরং প্রাহ কেশবঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **বচঃ**—বাক্য; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **নন্দস্য**—নন্দ মহারাজের; **তথা**—এবং আরও; **অন্যেষাম্**—অন্যান্যদের; **ব্রজ-ওকসাম্**—ব্রজবাসীগণের; **ইন্দ্রায়**—ইন্দ্রের; **মন্যুম্**—ক্রোধ; **জনয়ন্**—উৎপন্ন করে; **পিতরম্**—তাঁর পিতার প্রতি; **প্রাহ**—বললেন; **কেশবঃ**—ভগবান কেশব।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ভগবান কেশব (কৃষ্ণ) যখন তাঁর পিতা নন্দ ও অন্যান্য বয়স্ক ব্রজবাসীগণের কথা শ্রবণ করলেন, তখন ইন্দ্রের ক্রোধ উৎপন্ন করার জন্য তিনি তাঁর পিতার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্তভাবে বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করেছেন যে, ভগবান কৃষ্ণের কেবল একজন দেবতাকে অপমান করার উদ্দেশ্য ছিল না, বরং ভগবানের এক ক্ষুদ্র ভৃত্য ইন্দ্ররূপে যার ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করার কথা, তাঁর হৃদয়ে জাগরূক অহঙ্কারের বিশাল পর্বতটি

গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। গিরি-গোবর্ধন উত্তোলনের দ্বারা এভাবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন-পূজা নামক এক আনন্দময় বাৎসরিক উৎসবের প্রবর্তন করলেন এবং তাঁর প্রেমিক ভক্তবৃন্দের সঙ্গে সেই পর্বতের নীচে আরও কিছুদিন একসঙ্গে বাস করে তিনি আরও মনোরম লীলা উপভোগ করলেন।

শ্লোক ১৩

শ্রীভগবানুবাচ

কর্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্মণৈব প্রলীয়তে ।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্মণৈবাভিপদ্যতে ॥ ১৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **কর্মণা**—কর্মের প্রভাব দ্বারাই; **জায়তে**—জন্মগ্রহণ করে; **জন্তুঃ**—জীব; **কর্মণা**—কর্মের দ্বারা; **এব**—কেবল; **প্রলীয়তে**—সে তার বিনাশের সম্মুখীন হয়; **সুখম্**—সুখ; **দুঃখম্**—দুঃখ; **ভয়ম্**—ভয়; **ক্ষেমম্**—নিরাপত্তা; **কর্মণা এব**—কেবল কর্মের দ্বারা; **অভিপদ্যতে**—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—জীব কর্ম প্রভাবেই জন্মগ্রহণ করে, এবং কর্মের দ্বারাই কেবল সে তার বিনাশের সম্মুখীন হয়। তার সুখ, দুঃখ, ভয় এবং নিরাপত্তা-বোধ সব কিছুই কর্মের ফলরূপে উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

কর্মবাদ বা কর্ম-মীমাংসা নামে পরিচিত মূলত পুনর্জন্মে বিশ্বাসী নিরীশ্বরবাদ দর্শনের কথা বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবতাদের গুরুত্ব হ্রাস করেছিলেন। এই দর্শন অনুসারে, প্রকৃতির সূক্ষ্ম আইন রয়েছে যা আমাদের কর্ম অনুসারে পুরস্কার কিংবা শাস্তি প্রদান করে—'যেমন কর্ম তেমন ফল'। ভবিষ্যৎ জীবনে মানুষ তার বর্তমান কর্মের ফল লাভ করে এবং এটিই বাস্তবতার মূল কথা। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হয়েও মধ্যম শ্রেণীর এই দর্শনের যথার্থ ঐকান্তিক প্রবক্তা ছিলেন না। অল্পবয়স্ক বালকের ভূমিকায় এই কথা বলে তিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের বিরক্ত করছিলেন মাত্র।

শ্রীল জীব গোস্বামী ইঙ্গিত করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ভাবছিলেন, "আমার নিত্য পার্ষদেরা, আমার পিতা, অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুরূপে আবির্ভূত হয়ে, কেন ইন্দ্রের আরাধনায় সংশ্লিষ্ট হলেন?" এভাবেই যদিও ইন্দ্রের অহঙ্কার দূর করা ভগবানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সেই সঙ্গে তিনি তাঁর নিত্য ভক্তদের স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, তাঁদের মনোযোগকে অন্য কোন তথাকথিত ঈশ্বরের দিকে চালিত করার প্রয়োজন নেই, কারণ প্রকৃতপক্ষে তাঁর ভক্তগণ ইতিমধ্যেই সর্বশক্তিমান ভগবান স্বয়ং পরমতত্ত্বের সঙ্গেই জীবন যাপন করছেন।

শ্লোক ১৪

অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপ্যন্যকর্মণাম্ ।
কর্তারং ভজতে সোঽপি ন হ্যকর্তুঃ প্রভুর্হি সঃ ॥ ১৪ ॥

অস্তি—থাকেন; **চেৎ**—যদি অনুমানে; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **কশ্চিৎ**—কেউ; **ফল-রূপী**—কর্মফল প্রদাতা; **অন্য-কর্মণাম্**—অপরের কর্মের; **কর্তারম্**—কর্মের অনুষ্ঠাতা; **ভজতে**—নির্ভর করে; **সঃ**—তিনি; **অপি**—ও; **ন**—না; **হি**—যাই হোক; **অকর্তুঃ**—যে কর্ম করে না তার; **প্রভুঃ**—প্রভু; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **সঃ**—তিনি।

অনুবাদ

অপরের কর্মফল প্রদাতা কোনও পরম নিয়ন্তা যদি থাকেন (অনুমান হয়), তা হলে তাঁকেও অবশ্যই অনুষ্ঠানকারীর কর্মের উপর নির্ভর করতে হয়। যাই হোক, কর্ম অনুষ্ঠিত না হলে কর্মফল প্রদান করার কোনও প্রশ্নই থাকে না।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ এখানে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, কোনও পরম নিয়ন্তা যদি থাকেন, তাঁকে অবশ্যই ফল দানের জন্য অনুষ্ঠানকারীর কর্মের উপর নির্ভর করতে হবে এবং তাই শুভ ও অশুভ বিধি অনুসারে বদ্ধ জীবদের সুখ ও দুঃখ প্রদানে বাধ্য হবার ফলে তিনিও অবশ্যই কর্মবিধির অধীন হবেন।

এই অগভীর যুক্তি আসল বিষয়টিকে উপেক্ষা করে যে, পাপ ও পুণ্যকর্মের শুভ ও অশুভ ফল নির্দেশক প্রকৃতির বিধানও স্বয়ং সর্ব মঙ্গলময় পরমেশ্বর ভগবানের সৃষ্টি। এই আইনের স্রষ্টা ও পালক হবার ফলে, ভগবান সেগুলির অধীন হয়ে পড়েন না। তা ছাড়া, যেহেতু তিনি নিজের মধ্যেই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরিতৃপ্ত, ভগবান তাই বদ্ধ জীবের কর্মের উপর নির্ভরশীল নন। তাঁর সর্ব করুণাময় স্বভাব অনুযায়ী তিনি আমাদের কর্মের যথাযথ ফল প্রদান করেন। যাকে আমরা নিয়তি, ভাগ্য বা কর্ম বলি, তা পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের এক বিশদ ও সূক্ষ্ম পন্থা, যার উদ্দেশ্য শুদ্ধ চেতনার স্তরে বদ্ধ জীবদের আদি, স্বরূপগত অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে তাদের উন্নত করে তোলা।

পরমেশ্বর ভগবান মানুষের আচরণের জন্য শাস্তি ও পুরস্কার নিয়ন্ত্রণ করে এত নিপুণতার সঙ্গে জড়া প্রকৃতির আইনের রূপদান ও প্রয়োগ করেছেন যে, জীব নিত্য শাশ্বত আত্মারূপে তার স্বতন্ত্র ইচ্ছায় বিশেষ কোনও হস্তক্ষেপ ছাড়াই পাপে নিরুৎসাহিত এবং সত্ত্বগুণে উৎসাহিত হয়।

জড়া প্রকৃতির বৈপরীত্যে চিন্ময় জগতে ভগবান তাঁর অপরিহার্য প্রকৃতি অভিব্যক্ত করেন, সেখানে তাঁর শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের সঙ্গে তিনি নিত্য প্রেমের বিনিময়

করেন। ভগবান ও তাঁর ভক্তবৃন্দের মধ্যে উভয়েরই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বাধীনতার ভিত্তিতে এমন প্রেম বিনিময় হয়ে থাকে—একই স্বার্থান্বেষী আগ্রহ চরিতার্থতার অভ্যাসে পারস্পরিক চাওয়া-পাওয়ার মাঝে তা হয় না। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের সহযোগিতায় বারংবার এই জগতের বদ্ধ জীবকে জড় জগৎ ভোগ করার উদ্ভট প্রচেষ্টা ত্যাগ করে সচ্চিদানন্দময় জীবনের জন্য ভগবৎ-ধামে তার স্বগৃহে ফিরে যাবার সুযোগ প্রদান করেন। এই সমস্ত কথাগুলি বিবেচনা করে, শ্রীকৃষ্ণ এখানে লীলাচঞ্চল ভাব নিয়ে যে সব নিরীশ্বরবাদী যুক্তি প্রদান করেছেন তা গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ না করাই উচিত।

শ্লোক ১৫

কিমিন্দ্রেণেহ ভূতানাং স্বস্বকর্মানুবর্তিনাম্ ।
অনীশেনান্যথা কর্তুং স্বভাববিহিতং নৃণাম্ ॥ ১৫ ॥

কিম্—কি; **ইন্দ্রেণ**—ইন্দ্রের দ্বারা; **ইহ**—এখানে; **ভূতানাম্**—জীবদের জন্য; **স্ব-স্ব**—তাদের নিজ নিজ; **কর্ম**—সকাম কর্মের; **অনুবর্তিনাম্**—যারা ফলসমূহ ভোগ করছে; **অনীশেন**—(ইন্দ্র) যিনি অসমর্থ; **অন্যথা**—অন্যথা; **কর্তুম্**—করতে; **স্বভাব**—তাদের বদ্ধ অবস্থার দ্বারা; **বিহিতম্**—যা ভাগ্য-নিয়ন্ত্রিত; **নৃণাম্**—মানুষদের জন্য।

অনুবাদ

এই জগতে জীবেরা তাদের নিজ নিজ নির্দিষ্ট প্রারব্ধ কর্মফল ভোগ করতে বাধ্য হয়। যেহেতু মানুষদের স্বভাবজাত ভাগ্য ইন্দ্র কোনভাবেই পরিবর্তন করতে পারেন না, তা হলে মানুষ কেন তাঁকে পূজা করবে?

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের যুক্তি এখানে স্বাধীন ইচ্ছাকে অস্বীকার করছে না। যদি কেউ কর্মের জড় জাগতিক ফলভোগের প্রতিক্রিয়াজনিত তত্ত্ব স্বীকার করেন, তা হলে আমাদের বর্তমান প্রারব্ধ কর্মের ফল প্রদানকারী বিধিনিয়মাদির সূত্রাবলী থেকে নিজেরাই আমাদের স্বভাব-প্রকৃতি অনুসারে আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে নেব। আমাদের পূর্ববর্তী কর্ম অনুসারে আমাদের এই জীবনের সুখ ও দুঃখ ইতিমধ্যেই নির্ধারিত ও স্থির হয়ে গিয়েছে এবং এমন কি দেবতারা পর্যন্ত তা পরিবর্তন করতে পারেন না। আমাদের পূর্ববর্তী কর্মের দ্বারা তাঁরা অবশ্যই আমাদের প্রাপ্য সৌভাগ্য বা দারিদ্র্য, অসুস্থতা বা স্বাস্থ্য, সুখ বা দুঃখ প্রদান করেন। যাই হোক, আমরা তবুও এই জীবনের শুভ বা অশুভ ধরনের কর্ম নির্ণয় করার স্বাধীনতা বজায় রাখি এবং আমাদের বর্তমান পছন্দটি আমাদের ভবিষ্যতের দুঃখ ও সুখকে নির্ধারণ করবে।

উদাহরণ-স্বরূপ, যদি আমার গত জীবনে আমি ধার্মিক হয়ে থাকি, তা হলে এই জীবনে দেবতাগণ আমাকে বিরাট জাগতিক সম্পদ প্রদান করতে পারেন। কিন্তু সেই সম্পদ শুভ কিংবা অশুভ উদ্দেশ্যে ব্যয় করার ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং আমার পছন্দটি আমার ভবিষ্যৎ জীবনকে নির্ধারণ করবে। এইভাবে, যদিও কেউ এই জীবনে তার প্রাপ্য' কর্মফল পরিবর্তন করতে পারে না, কিন্তু প্রত্যেকেই তবু তার স্বাধীন ইচ্ছাটি বজায় রাখে, যার দ্বারা সে তার ভবিষ্যৎ অবস্থাটি কেমন হবে তা নির্ধারণ করে। শ্রীকৃষ্ণের যুক্তিটি এখানে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক; যাই হোক, আমরা যে সকলে ভগবানের নিত্য দাস এবং আমাদের সকল কর্মের দ্বারা তাঁকে অবশ্যই সন্তুষ্ট করা উচিত, বহুচর্চিত এই বিবেচনাটি এখানে উপেক্ষা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৬

স্বভাবতন্ত্রো হি জনঃ স্বভাবমনুবর্ততে ।
স্বভাবস্থমিদং সর্বং সদেবাসুরমানুষম্ ॥ ১৬ ॥

স্বভাব—তার স্বভাবের; **তন্ত্রঃ**—নিয়ন্ত্রণের অধীন; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **জনঃ**—মানুষ; **স্বভাবম্**—তার স্বভাব; **অনুবর্ততে**—সে অনুসরণ করে; **স্বভাব-স্থম্**—স্বভাবে অবস্থিত; **ইদম্**—এই জগৎ; **সর্বম্**—সমগ্র; **স**—একত্রে; **দেব**—দেবতা; **অসুর**—দানব; **মানুষম্**—এবং মানুষ।

অনুবাদ

প্রত্যেকেই তার নিজ স্বভাবের নিয়ন্ত্রণের অধীন। সমস্ত দেবতা, দানব ও মানুষ সহ এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড স্বভাবেই অবস্থিত।

তাৎপর্য

পূর্বোক্ত শ্লোকে প্রদত্ত যুক্তিকে শ্রীকৃষ্ণ এখানে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। যেহেতু সব কিছুই *স্বভাব* বা কারও বদ্ধ অবস্থার উপর নির্ভরশীল, তা হলে ভগবান বা দেবতাদের পূজা করা হয় কেন? *স্বভাব* বা বদ্ধ অবস্থা যদি সর্বশক্তিমান হত, তা হলে এই যুক্তিটি মহিমান্বিত হত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা নয়। পরম নিয়ন্তা রয়েছেন এবং আমাদের অবশ্যই তাঁকে পূজা করতে হবে, যা *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করবেন। সে যাই হোক, আপাতত তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের বিরক্ত করেই সন্তুষ্ট।

শ্লোক ১৭

দেহানুচ্চাবচাঞ্জন্তুঃ প্রাপ্যোৎসৃজতি কর্মণা ।
শত্রুর্মিত্রমুদাসীনঃ কর্মৈব গুরুরীশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

দেহান্—জড় দেহ; **উচ্চ-অবচান্**—উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর; **জন্তুঃ**—বদ্ধ জীব; **প্রাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **উৎসৃজতি**—পরিত্যাগ করে; **কর্মণা**—তার জাগতিক কর্মফলের দ্বারা; **শত্রুঃ**—তার শত্রু; **মিত্রম্**—মিত্র; **উদাসীনঃ**—এবং উদাসীন; **কর্ম**—জাগতিক কর্ম; **এব**—কেবল; **গুরুঃ**—তার গুরু; **ঈশ্বরঃ**—তার ঈশ্বর।

অনুবাদ

যেহেতু কর্মই বদ্ধ জীবের বিভিন্ন উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর জড় দেহসমূহ গ্রহণ ও ত্যাগের কারণ, তাই এই কর্মই তার শত্রু, মিত্র, উদাসীন সাক্ষী, তার গুরু ও নিয়ন্ত্রণকারী ঈশ্বর।

তাৎপর্য

দেবতারাও কর্মের বিধান দ্বারা আবদ্ধ ও সীমাবদ্ধ। সেই ইন্দ্র স্বয়ং কর্মের বিধানের অধীন, যা *ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৫৪)* স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—*যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্মবন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।* পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দ সমস্ত জীবকেই তাদের যথাযথ কর্মের ফল প্রদান করেন। এটি স্বর্গের প্রভু শক্তিমান ইন্দ্রের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনই ইন্দ্রগোপ নামক ক্ষুদ্র কীটের ক্ষেত্রেও সত্য। *ভগবদ্গীতাতেও* (৭/২০) বলা হয়েছে, *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।* বিভিন্ন জাগতিক কামনার ফলে যাদের বুদ্ধি অপহৃত হয়েছে, তারাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা ছেড়ে দেব-দেবীর শরণাগত হয়। বাস্তবিকপক্ষে, দেবতারা স্বাধীনভাবে কাউকেই কল্যাণ প্রদান করতে পারেন না, যেমন *গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—*ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্* । সকল কল্যাণই শেষ পর্যন্ত স্বয়ং ভগবানের দ্বারা প্রদত্ত হয়।

তাই এই কথা বললে ভুল হবে না যে, যেহেতু দেবতারাও কর্মের বিধানের অধীন, তাই দেবতার আরাধনা অর্থহীন। বাস্তবিকপক্ষে, এটিই বিষয়বস্তু। কিন্তু পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ কর্মের বিধানের অধীন নন; বরং, স্বাধীনভাবে তিনি তাঁর অনুগ্রহ প্রদান বা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। এই কথাটি উপরে উদ্ধৃত *ব্রহ্মসংহিতার* শ্লোকটিতে প্রতিপন্ন হয়েছে এবং সেখানে তৃতীয় পংক্তিতে বলা হয়েছে *কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাম্*—"যাঁরা তাঁর প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত তাঁদের সঞ্চিত সমস্ত কর্ম পরমেশ্বর ভগবান দহন করেন।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল জাগতিক কর্মবিধানের ঊর্ধ্বে তাই নন, প্রেমময়ী সেবা দ্বারা যিনি তাঁকে সন্তোষ

বিধান করেন তাঁরই কর্মবিধান তিনি তৎক্ষণাৎ রোধ করতে পারেন। এভাবেই একমাত্র পরমেশ্বর ভগবানেরই এই পরম স্বাধীনতা আছে এবং তাঁর প্রতি শরণাগত হওয়ার মাধ্যমে আমরা কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি।

শ্লোক ১৮

তস্মাৎসম্পূজয়েৎকর্ম স্বভাবস্থঃ স্বকর্মকৃৎ।
অঞ্জসা যেন বর্তেত তদেবাস্য হি দৈবতম্ ॥ ১৮ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **সম্পূজয়েৎ**—সম্পূর্ণভাবে আরাধনা করা উচিত; **কর্ম**—তার নির্দিষ্ট কর্মের; **স্বভাব**—তার নিজের বদ্ধ স্বভাবগত অবস্থায়; **স্থঃ**—অবস্থান করে; **স্ব-কর্ম**—তার নিজের নির্দিষ্ট কর্তব্য; **কৃৎ**—অনুষ্ঠান করে; **অঞ্জসা**—অনায়াসে; **যেন**—যার দ্বারা; **বর্তেত**—জীবন যাপন করে; **তৎ**—তা; **এব**—অবশ্যই; **অস্য**—তার; **হি**—বস্তুত; **দৈবতম্**—আরাধ্য বিগ্রহ।

অনুবাদ

সুতরাং আন্তরিকভাবে কর্মেরই পূজা করা উচিত। মানুষের উচিত তার স্বভাবগত অবস্থায় অবস্থান করে তার নিজের কর্তব্য অনুষ্ঠান করা। বাস্তবিকই, যার দ্বারা আমরা ভালভাবে জীবন ধারণ করতে পারি, সেটিই আমাদের আরাধ্য বিগ্রহ।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে আধুনিক অদ্ভুত দর্শনটি উপস্থাপন করেছেন যে, আমাদের কর্ম বা পেশাই প্রকৃতপক্ষে ভগবান এবং তাই আমাদের কেবলমাত্র কর্মেরই পূজা করা উচিত। গভীরভাবে পরীক্ষা করলে আমরা দেখতে পাব যে, আমাদের কর্ম জড়া প্রকৃতির সঙ্গে জড় দেহের পারস্পরিক ক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নয়, যা *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৮) শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আরও গুরুত্ব সহকারে বলছেন—*গুণা গুণেষু বর্তন্ত।* *কর্মমীমাংসা* দর্শন অনুমোদন করে যে, এই জীবনের শুভ কর্ম পরবর্তী জন্মে আমাদের আরও উন্নত জীবন প্রদান করবে। এই কথা যদি সত্য হয়, তা হলে নিশ্চয়ই দেহ থেকে পৃথক বিভিন্ন ধরনের চেতন আত্মা রয়েছে। আর যদি তাই হয়, তা হলে চিন্ময় আত্মা কেন জড়া প্রকৃতির সঙ্গে অনিত্য দেহের পারস্পরিক ক্রিয়াকে পূজা করবে? *সম্পূজয়েৎ কর্ম* কথাটি যদি এখানে অর্থ করে যে, আমাদের কর্মকে নিয়ন্ত্রণকারী কর্মের আইনকে কারও পূজা করা উচিত, তা হলে কেউ বিচক্ষণতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে পারে, আইনকে পূজা করার অর্থ কি এবং বস্তুত, এই ধরনের আইনের উৎস কি হতে পারে এবং কে সেগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করছে। আইন সৃষ্টি হয়েছে অথবা জগতকে রক্ষণাবেক্ষণ করছে এরূপ

বলা একটি অর্থহীন প্রস্তাবনা, কারণ আইনের প্রকৃতি সম্বন্ধে এমন কিছুই নেই যা নির্দেশ করে যে, তা অস্তিত্বময় অবস্থা উৎপন্ন করে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, স্বয়ং কৃষ্ণই পূজার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং এই বাস্তব সিদ্ধান্ত এই অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হবে।

শ্লোক ১৯

আজীব্যৈকতরং ভাবং যস্ত্বন্যমুপজীবতি ।
ন তস্মাদ্ বিন্দতে ক্ষেমং জারান্নার্যসতী যথা ॥ ১৯ ॥

আজীব্য—তার জীবন প্রতিপালনের জন্য; **একতরম্**—এক; **ভাবম্**—বস্তু; **যঃ**—যে; **তু**—কিন্তু; **অন্যম্**—অন্য; **উপজীবতি**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **ন**—না; **তস্মাৎ**—তার থেকে; **বিন্দতে**—লাভ করতে পারে; **ক্ষেমম্**—প্রকৃত কল্যাণ; **জারাৎ**—উপপতির থেকে; **নারী**—একজন স্ত্রীলোক; **অসতী**—যে অসতী; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

যদি কোনও বস্তু বাস্তবিকই আমাদের জীবন প্রতিপালন করে, কিন্তু আমরা যদি অন্য বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করি, তা হলে আমরা কিভাবে প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারব? আমরা তখন এক অসতী স্ত্রীলোকের মতো হয়ে যাব, যে তার উপপতির সঙ্গে থেকে কখনও কোনও প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারে না।

তাৎপর্য

ক্ষেমম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে প্রকৃত কল্যাণ, কেবলমাত্র অর্থের সঞ্চয় নয়। শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলিষ্ঠ যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ঠিক যেমন কোনও স্ত্রীলোক একজন অবৈধ প্রেমিকের কাছ থেকে প্রকৃত মর্যাদা বা ভালবাসা লাভ করতে পারে না, বৃন্দাবনের অধিবাসীরাও তেমনই তাঁদের সম্পদের প্রকৃত উৎসকে অবহেলা করে এবং তার পরিবর্তে ইন্দ্রের পূজা করার মাধ্যমে কখনই সুখী হতে পারবে না। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, শিশু কৃষ্ণ তাঁর পিতা এবং অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে যে ঔদ্ধত্য দেখিয়েছিলেন, সেটি তাঁর অপ্রাকৃত ক্রোধ প্রদর্শন, কারণ তিনি দেখলেন তাঁর নিত্য ভক্তগণ এক সামান্য দেবতার পূজা করছেন।

শ্লোক ২০

বর্তেত ব্রহ্মণা বিপ্রো রাজন্যো রক্ষয়া ভুবঃ ।
বৈশ্যস্তু বার্তয়া জীবেচ্ছূদ্রস্তু দ্বিজসেবয়া ॥ ২০ ॥

বর্তেত—জীবন ধারণ করেন; **ব্রহ্মণা**—বেদের দ্বারা; **বিপ্রঃ**—ব্রাহ্মণ; **রাজন্যঃ**—ক্ষত্রিয়; **রক্ষয়া**—সুরক্ষার দ্বারা; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **বৈশ্যঃ**—বৈশ্য; **তু**—পক্ষান্তরে;

বার্তয়া—বাণিজ্যের দ্বারা; **জীবেৎ**—জীবন ধারণ করবেন; **শূদ্রঃ**—শূদ্র; **তু**—এবং; **দ্বিজ-সেবয়া**—দ্বিজন্মা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবার দ্বারা।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ তাঁর জীবন বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার দ্বারা, ক্ষত্রিয় পৃথিবীর সুরক্ষার দ্বারা, বৈশ্য ব্যবসার দ্বারা এবং শূদ্র উচ্চ, দ্বিজ শ্রেণীবর্গের সেবার দ্বারা জীবন ধারণ করেন।

তাৎপর্য

কর্মের মহিমা কীর্তন করার পর, শ্রীকৃষ্ণ এখন কারও স্বভাবজাত নির্দেশিত কর্তব্যসমূহ বলতে তিনি কি অর্থ প্রকাশ করেছেন তা বিশ্লেষণ করছেন। তিনি কোনও খামখেয়ালী কর্মের কথা বলেননি, বরং *বর্ণাশ্রম* বা বৈদিক সমাজ-ব্যবস্থায় নির্দেশিত ধর্মীয় কর্তব্যের কথাই উল্লেখ করেছেন।

শ্লোক ২১

কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষা কুসীদং তূর্যমুচ্যতে ।
বার্তা চতুর্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশম্ ॥ ২১ ॥

কৃষি—কৃষি; **বাণিজ্য**—বাণিজ্য; **গো-রক্ষা**—এবং গোরক্ষা; **কুসীদম্**—সুদের কারবার; **তূর্যম্**—চতুর্থ; **উচ্যতে**—বলা হয়; **বার্তা**—উপজীবিকা; **চতুঃ-বিধা**—চার রকমের; **তত্র**—এগুলির মধ্যে; **বয়ম্**—আমরা; **গো-বৃত্তয়ঃ**—গোরক্ষাতেই নিয়োজিত; **অনিশম্**—অনবরত।

অনুবাদ

কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা ও সুদের কারবার—এই চারটি বৈশ্যদের উপজীবিকা। তার মধ্যে একটি সম্প্রদায়রূপে আমরা সর্বদাই গোরক্ষাতেই নিয়োজিত থাকি।

শ্লোক ২২

সত্ত্বং রজস্তম ইতি স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ ।
রজসোৎপদ্যতে বিশ্বমন্যোন্যং বিবিধং জগৎ ॥ ২২ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; **রজঃ**—রজোগুণ; **তমঃ**—এবং তমোগুণ; **ইতি**—এভাবেই; **স্থিতি**—স্থিতি; **উৎপত্তি**—সৃষ্টি; **অন্ত**—এবং বিনাশের; **হেতবঃ**—কারণ; **রজসা**—রজোগুণের দ্বারা; **উৎপদ্যতে**—উৎপন্ন হয়; **বিশ্বম্**—এই জগৎ; **অন্যোন্যম্**—পুরুষ ও স্ত্রীর সংযোগের দ্বারা; **বিবিধম্**—বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়; **জগৎ**—জগৎ।

অনুবাদ

সত্ত্ব, রজ ও তম—প্রকৃতির এই তিনটি গুণই সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কারণ। বিশেষত, রজোগুণ এই জগৎ সৃষ্টি করে এবং স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগের মাধ্যমে তা বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়।

তাৎপর্য

গো ভিত্তিক জীবিকা নির্বাহ অবশ্যই বৃষ্টি সরবরাহকারী ইন্দ্রের উপর নির্ভরশীল এই ধরনের সম্ভাব্য প্রতিবাদ আন্দাজ করে, শ্রীকৃষ্ণ এখানে নাস্তিক সাংখ্যবাদ নামে পরিচিত অস্তিত্বের একটি অধিযন্ত্রবাদী মতবাদের অবতারণা করেছেন। বাস্তবিকপক্ষে, আপাত প্রতীয়মান প্রকৃতির যান্ত্রিক কার্যাবলীর প্রতি একচেটিয়া কার্য-কারণ-সম্বন্ধ আরোপ করার চেষ্টা হচ্ছে একটি সুপ্রাচীন প্রবণতা। আজকের মানব-সমাজে সুপরিচিত মতবাদটিকে শ্রীকৃষ্ণ পাঁচ হাজার বছর আগেই উল্লেখ করেছিলেন।

শ্লোক ২৩

রজসা চোদিতা মেঘা বর্ষন্ত্যম্বুনি সর্বতঃ।
প্রজাস্তৈরেব সিধ্যন্তি মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি ॥ ২৩ ॥

রজসা—রজোগুণের দ্বারা; **চোদিতাঃ**—চালিত; **মেঘাঃ**—মেঘরাশি; **বর্ষন্তি**—বর্ষণ করে; **অম্বুনি**—তাদের জল; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **প্রজাঃ**—জনগণ; **তৈঃ**—সেই জলের দ্বারা; **এব**—কেবল; **সিধ্যন্তি**—তাদের জীবন ধারণ করে; **মহা-ইন্দ্রঃ**—শক্তিশালী ইন্দ্র; **কিম্**—কি; **করিষ্যতি**—করতে পারে।

অনুবাদ

রজোগুণের দ্বারা চালিত হয়ে মেঘরাশি সর্বত্র তাদের বারি বর্ষণ করে এবং এই বৃষ্টির দ্বারা সমস্ত জীব তাদের জীবন ধারণ করে। এই ব্যবস্থাপনায় শক্তিশালী ইন্দ্রের আর কিই বা করার আছে?

তাৎপর্য

মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি—"যেহেতু রজোগুণ দ্বারা চালিত মেঘরাশির দ্বারা প্রেরিত বৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকের খাদ্য উৎপন্ন করছে, তাই শক্তিশালী ইন্দ্রের কি প্রয়োজন?"—এই কথা শেষ করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অস্তিত্বের অধিযন্ত্রবাদী ব্যাখ্যা অব্যাহত রেখেছেন। *সর্বতঃ* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, যেখানে আপাতদৃষ্টিতে সুমিষ্ট জলের প্রয়োজন নেই, মেঘরাশি উদারভাবে এমন কি সেই সমুদ্র, পাহাড় ও অনুর্বর ভূমিতে তাদের বারি বর্ষণ করে।

শ্লোক ২৪

ন নঃ পুরো জনপদা ন গ্রামা ন গৃহা বয়ম্ ।
বনৌকসস্তাত নিত্যং বনশৈলনিবাসিনঃ ॥ ২৪ ॥

ন—নয়; **নঃ**—আমাদের জন্য; **পুরঃ**—নগর; **জন-পদাঃ**—জনপদ; **ন**—নয়; **গ্রামাঃ**—গ্রাম; **ন**—নয়; **গৃহাঃ**—গৃহ; **বয়ম্**—আমরা; **বন-ওকসঃ**—বনে বাস করে; **তাত**—হে পিতা; **নিত্যম্**—সর্বদা; **বন**—বনে; **শৈল**—এবং পাহাড়ের উপরে; **নিবাসিনঃ**—বাস করি।

অনুবাদ

হে পিতা, আমাদের বাসস্থান নগরে, জনপদে বা গ্রামে নয়। বনবাসী হবার ফলে, আমরা সর্বদাই বনে ও পাহাড়েই বাস করি।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ এখানে নির্দেশ করছেন যে, বৃন্দাবনের অধিবাসীদের গিরি-গোবর্ধন ও বৃন্দাবনের অরণ্যের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ককে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত এবং ইন্দ্রের মতো কোনও সম্পর্কহীন দেবতার জন্য চিন্তিত হওয়া উচিত নয়। তাঁর যুক্তি শেষ করে, শ্রীকৃষ্ণ পরবর্তী শ্লোকে একটি চূড়ান্ত প্রস্তাব করলেন।

শ্লোক ২৫

তস্মাদ্ গবাং ব্রাহ্মণানামদ্রেশ্চারভ্যতাং মখঃ ।
য ইন্দ্রযাগসম্ভারাস্তৈরয়ং সাধ্যতাং মখঃ ॥ ২৫ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **গবাম্**—গাভীদের; **ব্রাহ্মণানাম্**—ব্রাহ্মণগণের; **অদ্রেঃ**—এবং (গোবর্ধন) পর্বতের; **চ**—ও; **আরভ্যতাম্**—শুরু করা হোক; **মখঃ**—যজ্ঞ; **যে**—যা; **ইন্দ্র-যাগ**—ইন্দ্রযজ্ঞের জন্য; **সম্ভারাঃ**—উপকরণসমূহ; **তৈঃ**—সেগুলির দ্বারা; **অয়ম্**—এই; **সাধ্যতাম্**—তা অনুষ্ঠিত হতে পারে; **মখঃ**—যজ্ঞ।

অনুবাদ

সুতরাং গো, ব্রাহ্মণ ও গিরি-গোবর্ধনের সন্তুষ্টির জন্য একটি যজ্ঞ শুরু করা যেতে পারে! ইন্দ্রের পূজার জন্য সংগৃহীত উপকরণসমূহের দ্বারাই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হোক।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *গোব্রাহ্মণহিত* অর্থাৎ গাভী ও ব্রাহ্মণদের হিতকারী বন্ধুরূপে বিখ্যাত। শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ করে স্থানীয় ব্রাহ্মণগণকে তাঁর প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত

করেছিলেন কারণ যাঁরা ধর্মীয় বৈদিক সংস্কৃতির প্রতি উৎসর্গীকৃত তিনি সর্বদাই তাঁদের প্রতি অনুরক্ত।

শ্লোক ২৬

পচ্যন্তাং বিবিধাঃ পাকাঃ সূপান্তাঃ পায়সাদয়ঃ ।
সংযাবাপূপশষ্কুল্যঃ সর্বদোহশ্চ গৃহ্যতাম্ ॥ ২৬ ॥

পচ্যন্তাম্—পাক করা হোক; **বিবিধাঃ**—নানা প্রকার; **পাকাঃ**—ভক্ষ্য সামগ্রীসকল; **সূপ-অন্তাঃ**—সবজির সূপ পর্যন্ত; **পায়স-আদয়ঃ**—পায়সান্ন থেকে শুরু করে; **সংযাব-আপূপ**—ভাজা ও সেঁকা পিষ্টক; **শষ্কুল্যঃ**—চাউলের গুঁড়া থেকে তৈরি বড় ও গোল পিষ্টক; **সর্ব**—সমস্ত; **দোহঃ**—গাভীকে দোহন করে যা পাওয়া যায়; **চ**—এবং; **গৃহ্যতাম্**—তা গ্রহণ করা হোক।

অনুবাদ

পায়সান্ন থেকে শুরু করে সবজির সূপ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের ভক্ষ্য সামগ্রীসকল পাক করা হোক! নানা রকমের ভাজা ও সেঁকা উভয়বিধ শৌখিন পিঠা তৈরি করা উচিত। আর প্রাপ্য দুগ্ধজাত সমস্ত দ্রব্যাদি এই যজ্ঞের জন্য গ্রহণ করা উচিত।

তাৎপর্য

সূপ শব্দটির মাধ্যমে শিম ও বরবটি উভয় এবং সবজির সূপকে নির্দেশ করা হয়েছে। এভাবেই গোবর্ধন পূজা অনুষ্ঠানের জন্য শ্রীকৃষ্ণ সূপাদি গরম পদ, পায়সান্নের মতো ঠাণ্ডা পদ এবং দুগ্ধজাত সমস্ত পদ চেয়েছিলেন।

শ্লোক ২৭

হূয়ন্তামগ্নয়ঃ সম্যগ্ ব্রাহ্মণৈর্ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
অন্নং বহুগুণং তেভ্যো দেয়ং বো ধেনুদক্ষিণাঃ ॥ ২৭ ॥

হূয়ন্তাম্—আবাহন করা উচিত; **অগ্নয়ঃ**—যজ্ঞাগ্নিতে; **সম্যক্**—যথাযথভাবে; **ব্রাহ্মণৈঃ**—ব্রাহ্মণগণ দ্বারা; **ব্রহ্মবাদিভিঃ**—যাঁরা বেদজ্ঞ; **অন্নম্**—ভক্ষ্য সামগ্রী; **বহু-গুণম্**—উত্তমরূপে প্রস্তুত; **তেভ্যঃ**—তাঁদের; **দেয়ম্**—দান করা উচিত; **বঃ**—আপনার দ্বারা; **ধেনু-দক্ষিণাঃ**—গাভী ও অন্যান্য উপহারসামগ্রী দক্ষিণারূপে।

অনুবাদ

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যথাযথভাবে যজ্ঞাগ্নিতে আবাহন করুন। তার পর সেই ব্রাহ্মণগণকে আপনি উত্তমরূপে পাক করা ভক্ষ্য সামগ্রী ভোজন করান এবং গাভী ও অন্যান্য উপহারসামগ্রী তাঁদের দক্ষিণাস্বরূপ দান করুন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুযায়ী, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা ও বৃন্দাবনের অন্যান্য অধিবাসীদের যজ্ঞের গুণগত মান নিশ্চিত করতে এবং নন্দ ও অন্যান্যদের এরূপ একটি যজ্ঞের ধারণায় বিশ্বাস স্থাপনে অনুপ্রাণিত করতে এই বৈদিক যজ্ঞের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। এভাবেই ভগবান উল্লেখ করেছেন যে, নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ, নিয়মিত যজ্ঞাগ্নি ও যথাযথভাবে দান বিতরণ অবশ্যই আবশ্যক। আর এই সমস্ত কিছুই ভগবানের নির্দেশে করা হয়েছিল।

শ্লোক ২৮

অন্যেভ্যশ্চাশ্বচাণ্ডালপতিতেভ্যো যথার্হতঃ ।
যবসং চ গবাং দত্ত্বা গিরয়ে দীয়তাং বলিঃ ॥ ২৮ ॥

অন্যেভ্যঃ—অন্যান্যদের; **চ**—ও; **আ-শ্ব-চণ্ডাল**—কুকুর ও চণ্ডালদেরও; **পতিতেভ্যঃ**—এই প্রকার পতিত জনকে; **যথা**—যেমন; **অর্হতঃ**—যথাযোগ্য; **যবসম্**—তৃণ; **চ**—এবং; **গবাম্**—গাভীদের; **দত্ত্বা**—প্রদান করে; **গিরয়ে**—গিরি-গোবর্ধনকে; **দীয়তাম্**—নিবেদন করা উচিত; **বলিঃ**—শ্রদ্ধার্ঘ্য।

অনুবাদ

কুকুর ও চণ্ডালের মতো পতিত জনসহ প্রত্যেককে যথাযথ ভক্ষ্য সামগ্রী প্রদান করার পর, আপনি গাভীদের তৃণ দান করুন এবং তার পর গিরি-গোবর্ধনকে আপনার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করুন।

শ্লোক ২৯

স্বলঙ্কৃতা ভুক্তবন্তঃ স্বনুলিপ্তাঃ সুবাসসঃ ।
প্রদক্ষিণাং চ কুরুত গোবিপ্রানলপর্বতান্ ॥ ২৯ ॥

সু-অলঙ্কৃতাঃ—সুন্দরভাবে অলঙ্কার ধারণ; **ভুক্তবন্তঃ**—তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করে; **সু-অনুলিপ্তাঃ**—চন্দনে লিপ্ত হয়ে; **সুবাসসঃ**—উত্তম বস্ত্র পরিধান করে; **প্রদক্ষিণাম্**—প্রদক্ষিণ; **চ**—এবং; **কুরুত**—আপনি করুন; **গো**—গাভী; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণ; **অনল**—যজ্ঞের অগ্নি; **পর্বতান্**—এবং গিরি-গোবর্ধনকে।

অনুবাদ

প্রত্যেকে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করার পর, আপনারা সকলে সুন্দরভাবে অলঙ্কার ও বসনে সজ্জিত হয়ে, দেহকে চন্দন দিয়ে অনুলিপ্ত করুন এবং তার পর গাভী, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞাগ্নি ও গিরি-গোবর্ধনকে প্রদক্ষিণ করুন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ চেয়েছিলেন যে, সমস্ত মানুষ এমন কি পশুরাও চমৎকার *ভগবৎ-প্রসাদম্*, অর্থাৎ ভগবানকে নিবেদিত পবিত্র ভক্ষ্য সামগ্রী ভোজন করুক। উৎসবোচিত মনোভাবের দ্বারা তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের উৎসাহিত করার জন্য তিনি তাঁদের উত্তম বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা সুন্দরভাবে সজ্জিত হতে এবং চন্দন অনুলেপনের দ্বারা তাঁদের দেহকে পুনরায় সতেজ করতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় কর্তব্যটি হচ্ছে পবিত্র ব্রাহ্মণ, গাভী, যজ্ঞাগ্নি এবং বিশেষত গিরি-গোবর্ধনকে প্রদক্ষিণ করা।

শ্লোক ৩০

এতন্মম মতং তাত ক্রিয়তাং যদি রোচতে ।
অয়ং গোব্রাহ্মণাদ্রীণাং মহ্যং চ দয়িতো মখঃ ॥ ৩০ ॥

এতৎ—এই; **মম**—আমার; **মতম্**—মত; **তাত**—হে পিতা; **ক্রিয়তাম্**—এর অনুষ্ঠান করতে পারেন; **যদি**—যদি; **রোচতে**—রুচিকর হয়; **অয়ম্**—এই; **গোব্রাহ্মণ-অদ্রীণাম্**—গাভী, ব্রাহ্মণ ও গিরি-গোবর্ধনের জন্য; **মহ্যম্**—আমার জন্য; **চ**—ও; **দয়িতঃ**—প্রীতিজনক; **মখঃ**—যজ্ঞ।

অনুবাদ

হে পিতা, এটিই আমার মত এবং যদি তা আপনার রুচিকর হয়, তা হলে আপনি এর অনুষ্ঠান করতে পারেন। এই প্রকার যজ্ঞ গাভী, ব্রাহ্মণ ও গিরি-গোবর্ধন এবং আমারও অতি প্রিয়।

তাৎপর্য

যা কিছুই ব্রাহ্মণ, গাভী ও স্বয়ং ভগবানের প্রীতিকারক তা শুভ এবং সমগ্র জগতের পক্ষেই মঙ্গলদায়ক। আধ্যাত্মিক পথে অন্ধ 'আধুনিক' মানুষেরা এই কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না এবং তার পরিবর্তে 'বৈজ্ঞানিক' পন্থা গ্রহণ করে জীবনকে চালিত করে সমগ্র জগতকে দ্রুত ধ্বংস করছে।

শ্লোক ৩১

শ্রীশুক উবাচ

কালাত্মনা ভগবতা শক্রদর্পজিঘাংসয়া ।
প্রোক্তং নিশম্য নন্দাদ্যাঃ সাধ্বগৃহ্নন্ত তদ্বচঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **কাল-আত্মনা**—কালশক্তি রূপে প্রকাশ করে; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **শক্র**—ইন্দ্রের; **দর্প**—অহঙ্কার;

জিঘাংসয়া—চূর্ণ করার ইচ্ছায়; **প্রোক্তম্**—যা বলা হয়েছিল; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **নন্দ-আদ্যাঃ**—নন্দ এবং অন্যান্য জ্যেষ্ঠ গোপগণ; **সাধু**—সম্যকরূপে; **অগৃহ্ণন্ত**—তাঁরা গ্রহণ করলেন; **তৎ-বচঃ**—তাঁর কথা।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—স্বয়ং শক্তিশালী কালস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের মিথ্যা গর্ব চূর্ণ করার ইচ্ছা করেছিলেন। যখন নন্দ ও বৃন্দাবনের অন্যান্য জ্যেষ্ঠ গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করলেন, তখন তাঁরা তা যথাযথরূপে গ্রহণ করলেন।

শ্লোক ৩২-৩৩

তথা চ ব্যদধুঃ সর্বং যথাহ মধুসূদনঃ ।
বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং তদ্‌দ্রব্যেণ গিরিদ্বিজান্ ॥ ৩২ ॥
উপহৃত্য বলীন্ সম্যগাদৃতা যবসং গবাম্ ।
গোধনানি পুরস্কৃত্য গিরিং চক্রুঃ প্রদক্ষিণম্ ॥ ৩৩ ॥

তথা—এভাবেই; **চ**—এবং; **ব্যদধুঃ**—তাঁরা সম্পাদন করলেন; **সর্বম্**—সমস্ত কিছু; **যথা**—যেমন; **আহ**—তিনি বলেছিলেন; **মধুসূদনঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **বাচয়িত্বা**—(ব্রাহ্মণদের দ্বারা) পাঠ করিয়ে; **স্বস্তি-অয়নম্**—মঙ্গলময় মন্ত্র; **তৎ-দ্রব্যেণ**—ইন্দ্রযজ্ঞের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত উপকরণ দ্বারা; **গিরি**—পর্বত; **দ্বিজান্**—এবং ব্রাহ্মণদের; **উপহৃত্য**—নিবেদন করে; **বলীন্**—শ্রদ্ধার্ঘ্য; **সম্যক্**—সকলে একসঙ্গে; **আদৃতাঃ**—সাদরে; **যবসম্**—তৃণ; **গবাম্**—গাভীদিগকে; **গো-ধনানি**—বলদ, গাভী ও গোবৎসদের; **পুরস্কৃত্য**—অগ্রবর্তী করে; **গিরিম্**—পর্বতের; **চক্রুঃ**—তাঁরা অনুষ্ঠান করলেন; **প্রদক্ষিণম্**—প্রদক্ষিণ।

অনুবাদ

গোপ-সম্প্রদায় তখন মধুসূদনের প্রস্তাব অনুযায়ী সমস্ত কিছুই করলেন। তাঁরা ব্রাহ্মণদের দিয়ে মঙ্গলময় বৈদিক মন্ত্র পাঠ করালেন এবং ইন্দ্রের যজ্ঞের জন্য নির্দিষ্ট দ্রব্যাদি ব্যবহার করে, তাঁরা গিরি-গোবর্ধন ও ব্রাহ্মণগণকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন। তাঁরা গাভীগুলিকেও তৃণ দান করেছিলেন। তার পর গাভী, বলদ ও গোবৎসদের তাঁদের সম্মুখে স্থাপন করে, তাঁরা গিরি-গোবর্ধন প্রদক্ষিণ করলেন।

তাৎপর্য

বৃন্দাবনবাসীরা কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই অনুরক্ত ছিলেন; সেটিই ছিল তাঁদের বেঁচে থাকার তাৎপর্য। ভগবানের নিত্য পার্ষদ হওয়ার ফলে, তাঁরা শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রের বা তাঁর ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত যজ্ঞের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না।

তাঁরা নিশ্চিতভাবে অধিযন্ত্রবাদী দর্শনেও আগ্রহী ছিলেন না, যা কৃষ্ণ এইমাত্র তাঁদের বলেছেন। তাঁরা কেবলমাত্র কৃষ্ণকে ভালবাসেন এবং গভীর প্রীতিবশত তিনি যা অনুরোধ করেছিলেন তাঁরা ঠিক তা-ই করেছিলেন।

যিনি সমগ্র সৃষ্টিকে তাঁর মধ্যে ধারণ করেন, সেই পরম-তত্ত্বের প্রতি যেহেতু তাঁরা অনুরক্ত ছিলেন, তাই তাঁদের সেই সরল প্রীতিপূর্ণ মানসিকতা সঙ্কীর্ণচেতা বা অজ্ঞতাপূর্ণ ছিল না। এভাবেই বৃন্দাবনের অধিবাসীগণ নিরন্তর অন্যান্য সকল তত্ত্বের অবলম্বন-স্বরূপ সর্বোচ্চ, অপরিহার্য তত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করেন—এবং সেটিই হচ্ছে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, সর্বকারণের পরম কারণস্বরূপ এবং যিনি অস্তিত্বশীল সমগ্র সৃষ্টি ধারণ করেন। বৃন্দাবনের অধিবাসীরা সেই পরম-তত্ত্বের প্রেমময়ী সেবায় অভিভূত হতেন; তাই তাঁরা ছিলেন সমগ্র জীবের মধ্যে পরম ভাগ্যবান, পরম বুদ্ধিমান এবং পরম বাস্তবধর্মী।

শ্লোক ৩৪

অনাংস্যনডুদ্‌যুক্তানি তে চারুহ্য স্বলঙ্কৃতাঃ ।
গোপ্যশ্চ কৃষ্ণবীর্যাণি গায়ন্ত্যঃ সদ্বিজাশিষঃ ॥ ৩৪ ॥

অনাংসি—শকটে; **অনডুৎ-যুক্তানি**—বৃষবাহিত; **তে**—তাঁরা; **চ**—ও; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **সু-অলঙ্কৃতাঃ**—সুন্দররূপে অলঙ্কার ধারণ করে; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **চ**—এবং; **কৃষ্ণ-বীর্যাণি**—কৃষ্ণের গুণমহিমা; **গায়ন্ত্যঃ**—গান করতে করতে; **স**—একত্রে; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণগণের; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ।

অনুবাদ

সুন্দর অলঙ্কারে শোভিত গোপীগণ যখন বৃষবাহিত শকটে আরোহণ করে অনুগমন করছিলেন, তখন তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের গুণমহিমা গান করছিলেন এবং তাঁদের গান ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ কীর্তনের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৫

কৃষ্ণস্ত্বন্যতমং রূপং গোপবিশ্রম্ভণং গতঃ ।
শৈলোঽস্মীতি ব্রুবন্ ভূরি বলিমাদদ্ বৃহদ্বপুঃ ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; **তু**—এবং তখন; **অন্যতমম্**—অন্য; **রূপম্**—দিব্য রূপ; **গোপ-বিশ্রম্ভণম্**—গোপগণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য; **গতঃ**—ধারণ করলেন; **শৈলঃ**—পর্বত; **অস্মি**—আমিই; **ইতি**—এই কথা; **ব্রুবন্**—বলে; **ভূরি**—প্রচুর; **বলিম্**—অর্ঘ্য; **আদৎ**—তিনি গোগ্রাসে ভক্ষণ করলেন; **বৃহৎ-বপুঃ**—তাঁর বিশাল রূপে।

অনুবাদ

গোপগণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য কৃষ্ণ তখন এক অভূতপূর্ব বিশাল রূপ ধারণ করলেন। "আমিই গিরি-গোবর্ধন" ঘোষণা করে, তিনি প্রচুর পূজার্ঘ্য ভক্ষণ করলেন।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থের চতুর্বিংশতি অধ্যায়ে শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন, "সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হলে, শ্রীকৃষ্ণ একটি বিরাট দিব্যরূপ ধারণ করে বৃন্দাবনের অধিবাসীদের কাছে ঘোষণা করলেন যে, স্বয়ং তিনিই গোবর্ধন-পর্বত, যাতে তাঁর ভক্তদের চিত্তে কোন সংশয় না থাকে যে, গোবর্ধন-পর্বত ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন। তার পর কৃষ্ণ সেখানে নিবেদিত সমস্ত ভক্ষ্য সামগ্রী ভোজন করতে লাগলেন। কৃষ্ণ এবং গোবর্ধন পর্বতের অভিন্নতা ভক্তরা শ্রদ্ধা সহকারে এখনও মেনে আসছেন। আজও মহান ভক্তরা গোবর্ধন-পর্বত থেকে শিলা সংগ্রহ করে মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহকে তাঁরা যেভাবে পূজা করেন ঠিক সেভাবেই পূজা করছেন। ভক্তরা তাই গোবর্ধন-পর্বত থেকে ক্ষুদ্র শিলা সংগ্রহ করে তাঁদের গৃহে পূজা করেন, কারণ এই পূজা শ্রীবিগ্রহের পূজারই মতো।"

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর তরফে বৃন্দাবনের অধিবাসীদের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঝুঁকি গ্রহণ করতে প্ররোচিত করেছিলেন। তিনি এই জগতের একজন শক্তিশালী প্রশাসকের যজ্ঞ উপেক্ষা করে তার বিনিময়ে গোবর্ধন নামক একটি পর্বতের পূজা করার জন্য তাঁদের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় উৎপন্ন করেছিলেন। গোপ-সম্প্রদায় কেবলমাত্র কৃষ্ণের প্রতি প্রেমবশত সমস্ত কিছু করেছিলেন এবং এখন তাঁদের সিদ্ধান্ত যে সঠিক ছিল সেই বিশ্বাস জন্মানোর জন্য শ্রীকৃষ্ণ এক অভূতপূর্ব বিশাল দিব্য রূপে আবির্ভূত হলেন এবং তিনি নিজেই যে গোবর্ধন-পর্বত তা প্রদর্শন করলেন।

শ্লোক ৩৬

তস্মৈ নমো ব্রজজনৈঃ সহ চক্র আত্মনাত্মনে ।
অহো পশ্যত শৈলোঽসৌ রূপী নোঽনুগ্রহং ব্যধাৎ ॥ ৩৬ ॥

তস্মৈ—তাঁকে; **নমঃ**—প্রণাম; **ব্রজ-জনৈঃ**—ব্রজবাসীগণের সঙ্গে; **সহ**—একত্রে; **চক্রে**—তিনি করলেন; **আত্মনা**—নিজের দ্বারা; **আত্মনে**—নিজেকে; **অহো**—আহা; **পশ্যত**—দেখ; **শৈলঃ**—গিরি; **অসৌ**—এই; **রূপী**—মূর্তিরূপে প্রকাশ করে; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **অনুগ্রহম্**—অনুগ্রহ; **ব্যধাৎ**—প্রদান করেছেন।

অনুবাদ

ব্রজবাসীগণের সঙ্গে একত্রে ভগবান গিরি-গোবর্ধনের এই রূপের প্রতি প্রণত হলেন, এভাবেই বস্তুত নিজেকেই প্রণাম নিবেদন করলেন। তার পর তিনি বললেন, "দেখ, কিভাবে এই পর্বত মূর্তিরূপে আবির্ভূত হয়ে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদান করছেন!"

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে এটি পরিষ্কার যে, শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বিস্তার করেছিলেন। তিনি যুগপৎভাবে গিরি-গোবর্ধনের বিশাল রূপে নিজেকে প্রকাশ করে বৃন্দাবনের উৎসব যাত্রীদের মধ্যে তাঁর স্বাভাবিক রূপেও বিরাজ করছিলেন। এভাবেই, শিশু কৃষ্ণ গিরি-গোবর্ধনরূপে তাঁর নতুন অবতারের প্রতি প্রণত হতে বৃন্দাবনবাসীদের প্ররোচিত করেছিলেন এবং গোবর্ধনের এই দিব্য রূপের দ্বারা প্রদত্ত পরম করুণার কথা সকলের কাছে উল্লেখ করলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিস্ময়কর অপ্রাকৃত কার্যাবলী নিঃসন্দেহে এই উৎসবময় পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

শ্লোক ৩৭

এষোঽবজানতো মর্ত্যান্ কামরূপী বনৌকসঃ ।
হন্তি হ্যস্মৈ নমস্যামঃ শর্মণে আত্মনো গবাম্ ॥ ৩৭ ॥

এষঃ—এই; **অবজানতঃ**—যারা অবজ্ঞাকারী; **মর্ত্যান্**—জীবগণকে; **কামরূপী**—ইচ্ছা অনুসারে যে কোন রূপ ধারণ করে (যেমন পাহাড়ে বাসকারী সর্প); **বন-ওকসঃ**—বনবাসী; **হন্তি**—হত্যা করবে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অস্মৈ**—তাঁকে; **নমস্যামঃ**—আমাদের প্রণাম নিবেদন করি; **শর্মণে**—সুরক্ষার জন্য; **আত্মনঃ**—আমাদের; **গবাম্**—এবং গাভীদের।

অনুবাদ

"এই গোবর্ধন পর্বত ইচ্ছা অনুসারে যে কোনও রূপ ধারণ করে তাঁকে অবজ্ঞাকারী যে কোনও বনবাসীগণকে হত্যা করবে। অতএব আমাদের ও আমাদের গাভীদের সুরক্ষার জন্য তাঁকে আমরা প্রণাম নিবেদন করি।"

তাৎপর্য

কামরূপী শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে যে, গোবর্ধন পর্বত বিষধর সর্প, হিংস্র জন্তু, পতিত শিলা ইত্যাদি রূপে প্রকাশিত হতে পারেন, যাদের সকলেই মানুষকে হত্যা করতে সমর্থ।

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুযায়ী ভগবান এই অধ্যায়ে ছয়টি তাত্ত্বিক বিষয়বস্তুর অবতারণা করেছেন—১) কর্ম একাই কারও ভাগ্য নিরূপণের জন্য যথেষ্ট; ২) কারও বদ্ধ স্বভাবই তার পরম নিয়ন্তা; ৩) প্রকৃতির গুণসমূহই তার পরম নিয়ন্তা; ৪) পরমেশ্বর ভগবান কেবলমাত্র কর্মের একটি নির্ভরশীল দিক; ৫) তিনি কর্মের নিয়ন্ত্রণাধীন; এবং ৬) কারও বৃত্তিই তার প্রকৃত আরাধ্য বিগ্রহ।

ভগবান এই যুক্তিগুলি উপস্থাপন করেছিলেন কারণ তিনি যে সেগুলি বিশ্বাস করতেন তা নয়, বরং তিনি আসন্ন ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন এবং গোবর্ধন পর্বতরূপী স্বয়ং তাঁর নিজের প্রতি তাঁদের মনোযোগ চালিত করতে চেয়েছিলেন। এভাবেই ভগবান সেই মিথ্যা অহঙ্কারী দেবতাকে উত্তেজিত করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৮

ইত্যদ্রিগোদ্বিজমখং বাসুদেবপ্রচোদিতাঃ ।
যথা বিধায় তে গোপা সহকৃষ্ণা ব্রজং যযুঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি—এভাবেই; **অদ্রি**—গিরি-গোবর্ধন; **গো**—গাভী; **দ্বিজ**—এবং ব্রাহ্মণদের; **মখম্**—মহাযজ্ঞ; **বাসুদেব**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **প্রচোদিতাঃ**—অনুপ্রাণিত; **যথা**—যথাযথভাবে; **বিধায়**—সম্পাদন করে; **তে**—তাঁরা; **গোপাঃ**—গোপগণ; **সহ-কৃষ্ণাঃ**—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একত্রে; **ব্রজম্**—ব্রজে; **যযুঃ**—তাঁরা গমন করলেন।

অনুবাদ

ভগবান বাসুদেবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, এভাবেই গিরি-গোবর্ধন, গাভী ও ব্রাহ্মণদের যজ্ঞ যথাযথভাবে সম্পাদন করে, গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের গ্রাম ব্রজে ফিরে গেলেন।

তাৎপর্য

যদিও গোবর্ধন-পূজা আনন্দ সহকারে সফলভাবেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু ব্যাপারটি সহজেই শেষ হয়নি। যতই হোক, ইন্দ্রদেব অত্যন্ত ক্ষমতাশালী এবং প্রচণ্ড ক্রোধের সঙ্গে তিনি এই গোবর্ধন যজ্ঞের সংবাদটি গ্রহণ করেছিলেন। এর পর যা ঘটেছিল তা পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'গিরি-গোবর্ধন পূজা' নামক চতুর্বিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের গিরি-গোবর্ধন উত্তোলন

ব্রজবাসীরা যখন তাঁর যজ্ঞ বাতিল করেন তখন ইন্দ্র কিভাবে ক্রোধের বশবর্তী হন, বৃন্দাবনে প্রলয়ঙ্কর বারিবর্ষণ করে কিভাবে তিনি তাঁদের দণ্ড প্রদান করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং গোবর্ধন পর্বতকে উত্তোলন করে কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোকুলকে রক্ষা করেছিলেন এবং সাতদিন ধরে সেটিকে ছাতার মতো ব্যবহার করে বৃষ্টিকে প্রতিহত করেছিলেন, তা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

তাঁর উদ্দেশে নিবেদিত যজ্ঞ ভঙ্গ হওয়ায় ক্রুদ্ধ ইন্দ্র মিথ্যা অভিমানবশত নিজেকে পরম নিয়ন্তা মনে করে বললেন, "আত্ম-উপলব্ধির উদ্দেশ্যে দিব্য জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা মানুষ কখনও কখনও পরিত্যাগ করে এবং মনে করে যে, জাগতিক কর্মযজ্ঞ দ্বারাই তারা এই ভবসমুদ্র অতিক্রম করতে পারবে। তেমনই, এই গোপগণও গর্বের দ্বারা প্রমত্ত হয়েছে এবং একটি অজ্ঞ, সাধারণ শিশু—কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করে আমাকে অবমাননা করছে।"

ব্রজবাসীদের এই দম্ভ দূর করার জন্য ইন্দ্র জগৎ ধ্বংসকারী সাংবর্তক নামক মেঘরাশিকে প্রেরণ করলেন। প্রচণ্ড বারিবর্ষণ ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা ব্রজবাসীদের হয়রান করার জন্য তিনি সেগুলিকে প্রেরণ করলেন। এর ফলে গোপ-সম্প্রদায় অত্যন্ত বিচলিত হয়ে আশ্রয়ের জন্য কৃষ্ণের সমীপবর্তী হলেন। এই উপদ্রব ইন্দ্রের কাজ বুঝতে পেরে, কৃষ্ণ ইন্দ্রের এই মিথ্যা প্রতিপত্তি চূর্ণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং এভাবেই তিনি গোবর্ধন পর্বতকে এক হাতে উত্তোলন করলেন। তার পর তিনি সমগ্র গোপ-সমাজকে সেই পর্বতের নীচে শুষ্ক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। যতক্ষণ পর্যন্ত ইন্দ্র চূড়ান্তভাবে কৃষ্ণের যোগ-শক্তিকে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে মেঘরাশিকে বিরত হবার নির্দেশ প্রদান না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে সাতদিন তিনি সেই পর্বতকে ধারণ করে ছিলেন।

গ্রামবাসী গোপগণ সবাই যখন পর্বতের নীচ থেকে বেরিয়ে এলেন, কৃষ্ণ পুনরায় গোবর্ধন পর্বতকে স্বস্থানে স্থাপন করলেন। গোপগণ তখন অশ্রুবর্ষণ ও রোমাঞ্চ আদি প্রেমময়ী লক্ষণসমূহ প্রদর্শন করে ভাবে অভিভূত ছিলেন। তাঁরা কৃষ্ণকে তাঁদের যথোচিত অবস্থান অনুযায়ী আলিঙ্গন ও আশীর্বাদ করলেন, আর স্বর্গ থেকে দেবতারা তখন নীচে পুষ্প বর্ষণ ও ভগবানের মহিমা গান করতে লাগলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ইন্দ্রস্তদাত্মনঃ পূজাং বিজ্ঞায় বিহতাং নৃপ ।
গোপেভ্যঃ কৃষ্ণনাথেভ্যো নন্দাদিভ্যশ্চুকোপ হ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **তদা**—তখন; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **পূজাম্**—পূজা; **বিজ্ঞায়**—জানতে পেরে; **বিহতাম্**—বিনষ্ট হয়েছে; **নৃপ**—হে রাজন্ (পরীক্ষিৎ); **গোপেভ্যঃ**—গোপগণের প্রতি; **কৃষ্ণ-নাথেভ্যঃ**—যাঁরা কৃষ্ণকে তাঁদের ভগবানরূপে গ্রহণ করেছে; **নন্দ-আদিভ্যঃ**—নন্দ মহারাজ ও অন্যদের প্রতি; **চুকোপ হ**—তিনি ক্রুদ্ধ হলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, ইন্দ্র যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর যজ্ঞ বিনষ্ট হয়েছে, তখন তিনি কৃষ্ণকে তাঁদের ভগবানরূপে গ্রহণকারী নন্দ মহারাজ ও অন্য গোপগণের উপর প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের শুরুতেই শুকদেব গোস্বামী ইন্দ্রের অজ্ঞতা ও তাঁর ক্রোধের অযৌক্তিকতা প্রকাশ করেছেন। ইন্দ্র হতাশ হয়েছিলেন কারণ বৃন্দাবনবাসীরা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের ঈশ্বররূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সহজ সরল সত্যটি হচ্ছে যে, কৃষ্ণ কেবলমাত্র বৃন্দাবনবাসীগণের ঈশ্বর নন, তিনি সকল জীবেরই ঈশ্বর, এমন কি স্বয়ং ইন্দ্রেরও তিনি ঈশ্বর। তাই ইন্দ্রের এই উদ্ধত প্রতিক্রিয়াটি ছিল উপহাসাস্পদ। যেমন সাধারণ কথাতেই বলা হয় যে, "অহঙ্কারই পতনের কারণ।"

শ্লোক ২

গণং সাংবর্তকং নাম মেঘানাং চান্তকারিণাম্ ।
ইন্দ্রঃ প্রচোদয়ৎ ক্রুদ্ধো বাক্যং চাহেশমান্যুত ॥ ২ ॥

গণম্—সমূহ; **সাংবর্তকম্ নাম**—সাংবর্তক নামক; **মেঘানাম্**—মেঘরাশির; **চ**—এবং; **অন্ত-কারিণাম্**—যে ব্রহ্মাণ্ডের সমাপ্তি সাধন করে; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **প্রচোদয়ৎ**—প্রেরণ করলেন; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ; **বাক্যম্**—বাক্য; **চ**—এবং; **আহ**—বললেন; **ঈশ-মানী**—মিথ্যাভাবে নিজেকে পরম নিয়ন্তা মনে করে; **উত**—বস্তুত।

অনুবাদ

ক্রুদ্ধ ইন্দ্র সাংবর্তক নামক বিশ্ব ধ্বংসকারী মেঘরাশিকে প্রেরণ করলেন। নিজেকে পরম নিয়ন্তা কল্পনা করে, তিনি এভাবেই বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

ঈশমানী শব্দটি এখানে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইন্দ্র উদ্ধতভাবে নিজেকে ঈশ্বররূপে বিবেচনা করেছিলেন এবং এভাবেই তিনি একটি বদ্ধ জীবের আদর্শ মনোভাবটি প্রদর্শন করেছেন। বিংশ শতাব্দীর বহু চিন্তাবিদ অতিরঞ্জিত ব্যক্তিগত সম্মানবোধ, যা আমাদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন; বস্তুত, লেখকগণ এই ব্যাপারটিকে 'আমি প্রজন্ম' রূপেও চিহ্নিত করেছেন। এই পৃথিবীতে প্রত্যেকেই *ঈশমান* নামক লক্ষণের দ্বারা অথবা দাম্ভিকভাবে নিজেকে ঈশ্বর মনে করে কম বেশি অপরাধী।

শ্লোক ৩

অহো শ্রীমদমাহাত্ম্যং গোপানাং কাননৌকসাম্ ।
কৃষ্ণং মর্ত্যমুপাশ্রিত্য যে চক্রুর্দেবহেলনম্ ॥ ৩ ॥

অহো—দেখ; **শ্রী**—ঐশ্বর্যের কারণে; **মদ**—প্রমত্ততার; **মাহাত্ম্যম্**—মহিমা; **গোপানাম্**—গোপগণের; **কানন**—বনে; **ওকসাম্**—যারা বাস করে; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণের; **মর্ত্যম্**—একজন সাধারণ মানুষ; **উপাশ্রিত্য**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **যে**—যারা; **চক্রুঃ**—করেছে; **দেব**—দেবতাদের প্রতি; **হেলনম্**—অপরাধ।

অনুবাদ

[ইন্দ্র বললেন—] দেখ, এই গোপগণ বনে বাস করে কিভাবে তাদের ঐশ্বর্যের দ্বারা অত্যন্ত প্রমত্ত হয়ে উঠেছে! তারা একটি সাধারণ মানুষ কৃষ্ণের শরণাগত হয়েছে এবং এভাবেই তারা দেবতাদের প্রতি অপরাধ করেছে।

তাৎপর্য

অবশ্যই ইন্দ্র প্রকৃতপক্ষে বলছিলেন যে, ইন্দ্র যাকে *মর্ত্য* অর্থাৎ মনুষ্য জ্ঞান করেন, সেই কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করে গোপগণ তাঁকে অর্থাৎ ইন্দ্রকেই অপমান করেছেন। ইন্দ্রের পক্ষে নিশ্চিতভাবে এটি একটি মস্ত বড় ভুল।

শ্লোক ৪

যথাদৃঢ়ৈঃ কর্মময়ৈঃ ক্রতুভির্নামনৌনিভৈঃ ।
বিদ্যামান্বীক্ষিকীং হিত্বা তিতীর্ষন্তি ভবার্ণবম্ ॥ ৪ ॥

যথা—যেমন; **অদৃঢ়ৈঃ**—অদৃঢ়; **কর্ম-ময়ৈঃ**—সকাম কর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত; **ক্রতুভিঃ**—ধর্মীয় আচারপূর্ণ যজ্ঞের দ্বারা; **নাম**—নামে-মাত্র; **নৌ-নিভৈঃ**—নৌকা সদৃশ; **বিদ্যাম্**—জ্ঞান; **আন্বীক্ষিকীম্**—পারমার্থিক; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **তিতীর্ষন্তি**—তারা পার হবার চেষ্টা করে; **ভব-অর্ণবম্**—ভবসমুদ্র।

অনুবাদ

তাদের কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ ঠিক যেন মানুষদের মূর্খ প্রচেষ্টার মতো যারা আত্মা সম্বন্ধীয় দিব্য জ্ঞান পরিত্যাগ করে এবং তার পরিবর্তে নৌকা সদৃশ সকাম, ধর্মীয় আচারপূর্ণ যজ্ঞের মাধ্যমে ভবসমুদ্র পার হবার চেষ্টা করে।

শ্লোক ৫

বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্ ।
কৃষ্ণং মর্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্ ॥ ৫ ॥

বাচালম্—বাচাল; **বালিশম্**—শিশু; **স্তব্ধম্**—উদ্ধত; **অজ্ঞম্**—মূর্খ; **পণ্ডিত-মানিনম্**—নিজেকে জ্ঞানী মনে করে; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ; **মর্ত্যম্**—একজন মানুষ; **উপাশ্রিত্য**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **গোপাঃ**—গোপগণ; **মে**—আমার প্রতি; **চক্রুঃ**—আচরণ করেছে; **অপ্রিয়ম্**—প্রতিকূলভাবে।

অনুবাদ

যে নিজেকে অত্যন্ত জ্ঞানী মনে করে, কিন্তু যে কেবলমাত্র একটি মূর্খ, উদ্ধত ও বাচাল শিশু, সেই সাধারণ মানুষ কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করে এই গোপগণ আমার প্রতি প্রতিকূলভাবে আচরণ করেছে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, ইন্দ্রকৃত অবমাননার মাধ্যমে দেবী সরস্বতী প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণের স্তুতি করেছেন। আচার্য বর্ণনা করছেন—"*বালিশম্* অর্থ 'ভণ্ডামি থেকে মুক্ত, ঠিক একটি শিশুর মতো।' *স্তব্ধম্* শব্দের অর্থ হচ্ছে তিনি কারও কাছে অবনত হন না কারণ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের জন্য তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই, *অজ্ঞম্* শব্দের অর্থ হচ্ছে তাঁর থেকে বেশি জানার কিছু নেই কারণ তিনি সর্বজ্ঞ, *পণ্ডিতমানিনম্* এর অর্থ হচ্ছে পরমতত্ত্বের উপলব্ধিকারীদের দ্বারা তিনি বিশেষভাবে সমাদৃত হন এবং *কৃষ্ণম্* শব্দের অর্থ হচ্ছে তিনিই পরমতত্ত্ব, যাঁর অপ্রাকৃত রূপ নিত্য ও আনন্দময়। *মর্ত্যম্* অর্থ এই যে, যদিও তিনি পরমতত্ত্ব, তবুও তিনি তাঁর ভক্তগণের প্রতি প্রীতিবশত মনুষ্যরূপে এই জগতে আবির্ভূত হন।"

ইন্দ্র *বাচালম্* বলে কৃষ্ণকে তিরস্কার করতে চেয়েছিলেন, কারণ *কর্ম-মীমাংসা* ও *সাংখ্য-দর্শন* এর ধারায় তিনি অনেক ধৃষ্টতাপূর্ণ যুক্তির উপস্থাপন করেছিলেন, এমন কি যদিও তিনি নিজেও সেই সমস্ত যুক্তি স্বীকার করেন না; তাই ইন্দ্র ভগবানকে *বালিশ* অর্থাৎ 'মূর্খ' বলেছিলেন। ইন্দ্র তাঁকে *স্তব্ধ* বলেছিলেন কারণ তিনি তাঁর পিতার উপস্থিতিতেও উদ্ধতভাবে কথা বলেছিলেন। এভাবেই যদিও

ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে সমালোচনা করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ভগবানের অপ্রাকৃত চরিত্র প্রকৃতপক্ষে নিখুঁত এবং কিভাবে ইন্দ্র ভগবানের স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন তা এই অধ্যায়ে প্রদর্শন করা হবে।

শ্লোক ৬

এষাং শ্রিয়াবলিপ্তানাং কৃষ্ণেনাধ্মাপিতাত্মনাম্ ।
ধুনুত শ্রীমদস্তম্ভং পশূন্নয়ত সঙ্ক্ষয়ম্ ॥ ৬ ॥

এষাম্—তারা; **শ্রিয়া**—তাদের ঐশ্বর্যের দ্বারা; **অবলিপ্তানাম্**—যারা প্রমত্ত; **কৃষ্ণেন**—কৃষ্ণের দ্বারা; **আধ্মাপিত**—সমর্থিত; **আত্মনাম্**—যাদের হৃদয়; **ধুনুত**—দূর কর; **শ্রী**—তাদের ধনজনিত; **মদ**—প্রমত্ত হয়ে; **স্তম্ভম্**—তাদের মিথ্যা অহঙ্কার; **পশূন্**—তাদের পশুগণকে; **নয়ত**—নিয়ে এস; **সঙ্ক্ষয়ম্**—বিনাশের দিকে।

অনুবাদ

[ধ্বংসকারী মেঘরাশিকে রাজা ইন্দ্র বললেন—] এই মানুষদের ঐশ্বর্য গর্বের দ্বারা তাদের মত্ত করে তুলেছে এবং তাদের এই ঔদ্ধত্য কৃষ্ণের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। এখন যাও, তাদের অহঙ্কার দূর কর এবং তাদের পশুগুলিকে বিনাশ কর।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে এটি পরিষ্কার যে, বৃন্দাবনবাসীরা কেবলমাত্র গাভী সংরক্ষণের দ্বারাই অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, কারণ ইন্দ্র তাঁদের পশুদের হত্যার মাধ্যমে তাদের তথাকথিত ধনজনিত দম্ভ বিনাশ করতে চেয়েছিলেন। সযত্নে পালিত গাভীরা প্রচুর পরিমাণে দুধ উৎপন্ন করে, যার থেকে পনির, মাখন, দই, ঘি প্রভৃতি পাওয়া যায়। এই খাদ্যগুলি নিজেরাই অত্যন্ত সুস্বাদু এবং অন্যান্য খাবারের স্বাদও বাড়িয়ে তোলে, যেমন ফল, সবজি ও শস্যদানা। রুটি ও সবজি মাখনের দ্বারা অতি সুস্বাদু হয় এবং ফল যখন দুধের সর বা দইয়ের সঙ্গে মিশ্রিত হয়, তখন তা বিশেষভাবে ক্ষুধাবর্ধক হয়। সভ্য সমাজে দুগ্ধজাত দ্রব্য সকল সময়েই কাম্য এবং এর উদ্বৃত্ত অংশের বাণিজ্যের মাধ্যমে অনেক মূল্যবান সামগ্রী সংগ্রহ করা যায়। এভাবেই কেবলমাত্র বৈদিক দুগ্ধজাত উদ্যোগের দ্বারাই বৃন্দাবনবাসীরা ধনবান, স্বাস্থ্যবান ও সুখী ছিলেন, এমন কি জাগতিক ভাবেও। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ।

শ্লোক ৭

অহং চৈরাবতং নাগমারুহ্যানুব্রজে ব্রজম্ ।
মরুদ্গণৈর্মহাবেগৈর্নন্দগোষ্ঠজিঘাংসয়া ॥ ৭ ॥

অহম্—আমি; **চ**—ও; **ঐরাবতম্**—ঐরাবত নামক; **নাগম্**—আমার হাতিতে; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **অনুব্রজে**—অনুসরণ করব; **ব্রজম্**—ব্রজের দিকে; **মরুৎ-গণৈঃ**—মরুদ্‌গণের সঙ্গে; **মহা-বেগৈঃ**—মহা বেগশালী; **নন্দ-গোষ্ঠ**—নন্দ মহারাজের গোপসমাজ; **জিঘাংসয়া**—বিনাশের উদ্দেশ্যে।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজের গোষ্ঠ ধ্বংস করবার জন্য আমিও আমার ঐরাবত হস্তীতে আরোহণ করে মহা বেগশালী মরুদ্‌গণের সঙ্গে তোমাদের অনুগমন করব।

তাৎপর্য

সাংবর্তক মেঘরাশি ইন্দ্রের উগ্র মনোভাবের দ্বারা ভীত হয়ে তাঁর নির্দেশ পালন করেছিল, যা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৮

শ্রীশুক উবাচ

ইত্থং মঘবতাজ্ঞপ্তা মেঘা নির্মুক্তবন্ধনাঃ ।
নন্দগোকুলমাসারৈঃ পীড়য়ামাসুরোজসা ॥ ৮ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইত্থম্**—এভাবেই; **মঘবতা**—ইন্দ্রের দ্বারা; **আজ্ঞপ্তাঃ**—আদেশ প্রাপ্ত হয়ে; **মেঘাঃ**—মেঘরাশি; **নির্মুক্ত-বন্ধনাঃ**—তাদের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে (যদিও জগতের প্রলয়কাল পর্যন্ত তাদের সংযত থাকার কথা ছিল); **নন্দ-গোকুলম্**—নন্দ মহারাজের গোপ-ভূমিতে; **আসারৈঃ**—প্রচণ্ড বারিবর্ষণ দ্বারা; **পীড়য়াম্ আসুঃ**—তারা উৎপীড়ন করতে লাগল; **ওজসা**—তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ইন্দ্রের আদেশে জগৎ ধ্বংসকারী মেঘরাশি অসময়ে তাদের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নন্দ মহারাজের গোষ্ঠে গমন করল। সেখানে তারা শক্তিশালী প্রচণ্ড বারিবর্ষণ দ্বারা অধিবাসীদের উপর উৎপীড়ন করতে শুরু করল।

তাৎপর্য

সাংবর্তক মেঘরাশি সমগ্র পৃথিবীকে একটি বিশাল সমুদ্রের মতো আচ্ছন্ন করতে পারে। প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে, এই মেঘরাশি ব্রজের সামান্য ভূখণ্ডকে প্লাবিত করতে শুরু করেছিল।

শ্লোক ৯

বিদ্যোতমানা বিদ্যুদ্ভিঃ স্তনন্তঃ স্তনয়িত্নুভিঃ ।
তীব্রৈর্মরুদ্‌গণৈর্নুন্না ববৃষুর্জলশর্করাঃ ॥ ৯ ॥

বিদ্যোতমানাঃ—আলোকিত হয়ে; **বিদ্যুদ্ভিঃ**—বিদ্যুতের দ্বারা; **স্তনন্তঃ**—গর্জনশীল; **স্তনয়িত্নুভিঃ**—বজ্রের দ্বারা; **তীব্রৈঃ**—ভয়ঙ্কর; **মরুৎ-গণৈঃ**—বায়ুর দেবতাদের দ্বারা; **নুন্নাঃ**—সম্মুখে চালিত হয়ে; **ববৃষুঃ**—তারা বর্ষণ করতে লাগল; **জল-শর্করাঃ**—শিলাবৃষ্টি।

অনুবাদ

বিদ্যুৎ দ্বারা আলোকিত ও বজ্রের দ্বারা গর্জনশীল মেঘরাশি ভয়ঙ্কর মরুদ্‌গণের দ্বারা সম্মুখে চালিত হয়ে, সজোরে শিলাবৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, *মরুদ্‌গণৈঃ* শব্দটি সাতটি মহাবায়ুকে নির্দেশ করছে, যেমন আবহ, যিনি ভুবর্লোক অঞ্চলের তত্ত্বাবধান করেন এবং প্রবহ, যিনি গ্রহসমূহকে তাদের স্ব-স্ব স্থানে ধারণ করেন।

শ্লোক ১০

স্থূণাস্থূলা বর্ষধারা মুঞ্চৎস্বভ্রেষ্বভীক্ষ্ণশঃ ।
জলৌঘৈঃ প্লাব্যমানা ভূর্নাদৃশ্যত নতোন্নতম্ ॥ ১০ ॥

স্থূণা—স্তম্ভের ন্যায়; **স্থূলাঃ**—স্থূল; **বর্ষ-ধারাঃ**—বারিধারা; **মুঞ্চৎসু**—বর্ষণ করে; **অভ্রেষু**—মেঘরাশি; **অভীক্ষ্ণশঃ**—নিরন্তরভাবে; **জল-ওঘৈঃ**—জলরাশির দ্বারা; **প্লাব্যমানা**—প্লাবিত হয়ে; **ভূঃ**—পৃথিবী; **ন অদৃশ্যত**—দৃষ্ট হল না; **নত-উন্নতম্**—উচ্চ বা নীচ।

অনুবাদ

বৃহদায়তন স্তম্ভের ন্যায় স্থূলরূপে মেঘরাশি বারিধারা বর্ষণ করতে থাকলে, পৃথিবী প্লাবনে জলমগ্ন হল এবং নিম্নস্থান থেকে উচ্চস্থানকে আর পৃথক করা গেল না।

শ্লোক ১১

অত্যাসারাতিবাতেন পশবো জাতবেপনাঃ ।
গোপা গোপ্যশ্চ শীতার্তা গোবিন্দং শরণং যযুঃ ॥ ১১ ॥

অতি-আসার—অত্যধিক বারিবর্ষণ; **অতি-বাতেন**—এবং অত্যধিক বায়ুর দ্বারা; **পশবঃ**—গাভী ও অন্যান্য পশুরা; **জাত-বেপনাঃ**—কম্পিত হয়ে; **গোপাঃ**—গোপগণ;

গোপ্যঃ—গোপীগণ; **চ**—ও; **শীত**—শীতের দ্বারা; **আর্তাঃ**—পীড়িত; **গোবিন্দম্**—শ্রীগোবিন্দের; **শরণম্**—আশ্রয়ের জন্য; **যযুঃ**—তাঁরা গমন করলেন।

অনুবাদ

অত্যধিক বর্ষণ ও বায়ুর দ্বারা কম্পিত হয়ে গাভী ও অন্যান্য পশুগণ এবং শীতের দ্বারা পীড়িত হয়ে গোপ ও গোপীগণ সকলে আশ্রয়ের জন্য শ্রীগোবিন্দের নিকটে গমন করলেন।

শ্লোক ১২

শিরঃ সুতাংশ্চ কায়েন প্রচ্ছাদ্যাসারপীড়িতাঃ ।
বেপমানা ভগবতঃ পাদমূলমুপাযযুঃ ॥ ১২ ॥

শিরঃ—তাদের মস্তক; **সুতান্**—তাদের বৎসদের; **চ**—এবং; **কায়েন**—তাদের দেহ দ্বারা; **প্রচ্ছাদ্য**—আবৃত করে; **আসার-পীড়িতাঃ**—বারিবর্ষণের দ্বারা পীড়িত; **বেপমানাঃ**—কম্পিত হয়ে; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **পাদ-মূলম্**—পাদপদ্মমূলে; **উপাযযুঃ**—তারা উপনীত হল।

অনুবাদ

অত্যধিক বারিবর্ষণের দ্বারা পীড়িত ও কম্পিত হয়ে এবং তাদের নিজের দেহ দ্বারা তাদের মস্তক ও বৎসদের আচ্ছাদিত করে, গাভীগণ পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মে উপনীত হল।

শ্লোক ১৩

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ ত্বন্নাথং গোকুলং প্রভো ।
ত্রাতুমর্হসি দেবান্নঃ কুপিতাদ্ ভক্তবৎসল ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ; **মহা-ভাগ**—হে সর্ব-সৌভাগ্যশালী; **ত্বৎ-নাথম্**—যাদের নাথ হচ্ছেন আপনি; **গো-কুলম্**—গো-সম্প্রদায়; **প্রভো**—হে প্রভু; **ত্রাতুম্ অর্হসি**—দয়া করে রক্ষা করুন; **দেবাৎ**—দেবতা ইন্দ্র থেকে; **নঃ**—আমাদের; **কুপিতাৎ**—যিনি ক্রুদ্ধ; **ভক্ত-বৎসল**—হে আপনি, যিনি আপনার ভক্তগণের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল।

অনুবাদ

[গোপ ও গোপীগণ ভগবানকে উদ্দেশ করে বললেন—] কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হে মহা সৌভাগ্যশালী, অনুগ্রহ করে ইন্দ্রের ক্রোধ থেকে গাভীদের রক্ষা করুন! হে প্রভু, আপনি ভক্তবৎসল। দয়া করে আমাদেরও রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সময়ে গর্গমুনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, *অনেন সর্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ* (*ভাগবত* ১০/৮/১৬)—"তাঁর কৃপায় তোমরা অনায়াসে সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করতে পারবে।" বৃন্দাবনবাসীরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, এই ধরনের মহা সঙ্কটে ভগবান শ্রীনারায়ণ তাঁদেরকে রক্ষা করার জন্য কৃষ্ণকে ক্ষমতা প্রদান করবেন। তাঁরা কৃষ্ণকেই সমস্ত কিছুরূপে গ্রহণ করেছিলেন আর কৃষ্ণ তাঁদের ভালবাসার প্রতিদান দিতেন।

শ্লোক ১৪

শিলাবর্ষাতিবাতেন হন্যমানমচেতনম্ ।
নিরীক্ষ্য ভগবান্মেনে কুপিতেন্দ্রকৃতং হরিঃ ॥ ১৪ ॥

শিলা—শিলা; **বর্ষ**—বৃষ্টির দ্বারা; **অতি-বাতেন**—এবং অত্যধিক বায়ুর দ্বারা; **হন্যমানম্**—আক্রান্ত হয়ে; **অচেতনম্**—অচেতন; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **মেনে**—বিবেচনা করলেন; **কুপিত**—ক্রুদ্ধ; **ইন্দ্র**—ইন্দ্রের দ্বারা; **কৃতম্**—করা হয়েছে; **হরিঃ**—শ্রীহরি।

অনুবাদ

তাঁর গোকুলের অধিবাসীবৃন্দকে শিলাবৃষ্টি ও প্রবল বায়ুর প্রচণ্ড আক্রমণে বাস্তবিকই অচেতন দর্শন করে, পরমেশ্বর ভগবান হরি হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, এটি ক্রুদ্ধ ইন্দ্রের কাজ।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন, যে কঠোর ক্লেশ বৃন্দাবনবাসীদের উপর ইন্দ্র আপাতদৃষ্টিতে আরোপ করেছিলেন তা ছিল বৃন্দাবনবাসী ও ভগবানের মধ্যে প্রেমের আদান প্রদান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তির আয়োজন। আচার্য উপমা প্রদান করেছেন যে, একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ক্ষুধার যন্ত্রণা আনন্দকেই বর্ধিত করে, যখন সে শেষ পর্যন্ত চমৎকার খাদ্য ভোজনের পর তা অনুভব করে আর এভাবেই ক্ষুধাকে ভোজনের আনন্দবর্ধক বলা যেতে পারে। তেমনই, বৃন্দাবনবাসীরা যদিও সাধারণ জাগতিক উদ্বেগ অনুভব করছিলেন না, ইন্দ্রের কার্যাবলীর মাধ্যমে এক ধরনের ক্লেশ অনুভব করছিলেন আর এভাবেই কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের মনসংযোগ তীব্রতর করেছিলেন। অবশেষে ভগবান যখন সক্রিয় হলেন, তখন তার পরিণতি অপূর্ব হয়েছিল।

শ্লোক ১৫

অপর্ত্ত্বত্যুল্বণং বর্ষমতিবাতং শিলাময়ম্ ।
স্বযাগে বিহতেঽস্মাভিরিন্দ্রো নাশায় বর্ষতি ॥ ১৫ ॥

অপ-ঋতু—অকালে; **অতি-উল্বণম্**—অস্বাভাবিকভাবে ভয়ঙ্কর; **বর্ষম্**—বর্ষণ; **অতি-বাতম্**—প্রবল বায়ুযুক্ত; **শিলা-ময়ম্**—শিলাপূর্ণ; **স্ব-যাগে**—তাঁর যজ্ঞ; **বিহতে**—বন্ধ করেছি; **অস্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা; **ইন্দ্রঃ**—রাজা ইন্দ্র; **নাশায়**—বিনাশের জন্য; **বর্ষতি**—বারিবর্ষণ করছেন।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণের স্বগতোক্তি—] যেহেতু আমরা তাঁর যজ্ঞ বন্ধ করেছি, প্রবল বায়ু ও শিলা সহযোগে ইন্দ্র অস্বাভাবিকভাবে ভয়ঙ্কর এই অকাল বারিবর্ষণ করছেন।

শ্লোক ১৬

তত্র প্রতিবিধিং সম্যগাত্মযোগেন সাধয়ে ।
লোকেশমানিনাং মৌঢ্যাদ্ধনিষ্যে শ্রীমদং তমঃ ॥ ১৬ ॥

তত্র—এই বিষয়ে; **প্রতি-বিধিম্**—প্রতিকার করে; **সম্যক্**—যথাযথভাবে; **আত্ম-যোগেন**—আমার যোগশক্তির দ্বারা; **সাধয়ে**—আমি বন্দোবস্ত করব; **লোক-ঈশ**—জগতের ঈশ্বর; **মানিনাম্**—যাঁরা নিজেদের মিথ্যাভাবে বিবেচনা করছে তাঁদের; **মৌঢ্যাৎ**—মূঢ়তাবশত; **হনিষ্যে**—আমি বিনাশ করব; **শ্রী-মদম্**—তাঁদের ঐশ্বর্যের জন্য গর্ব; **তমঃ**—অজ্ঞানতা।

অনুবাদ

আমার যোগশক্তির দ্বারা আমি সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্র কর্তৃক সৃষ্ট এই উপদ্রবের প্রতিকার করব। ইন্দ্রের মতো দেবতারা তাঁদের ঐশ্বর্যের জন্য গর্বিত এবং মূঢ়তাবশত তাঁরা মিথ্যাভাবে নিজেদের জগদীশ্বর বিবেচনা করছে। আমি এখন এই প্রকার অজ্ঞতা বিনাশ করব।

শ্লোক ১৭

ন হি সদ্ভাবযুক্তানাং সুরাণামীশবিস্ময়ঃ ।
মত্তোঽসতাং মানভঙ্গঃ প্রশমায়োপকল্পতে ॥ ১৭ ॥

ন—না; **হি**—অবশ্যই; **সৎ-ভাব**—সত্ত্বগুণের দ্বারা; **যুক্তানাম্**—যাঁরা যুক্ত; **সুরাণাম্**—দেবতাদের; **ঈশ**—ঈশ্বররূপে; **বিস্ময়ঃ**—অভিমান; **মত্তঃ**—আমার দ্বারা; **অসতাম্**—অসৎগণের; **মান**—মিথ্যা সম্মান; **ভঙ্গঃ**—নষ্ট হলে; **প্রশমায়**—তাঁদের উপশমের জন্য; **উপকল্পতে**—অভিপ্রেত।

অনুবাদ

যেহেতু দেবতারা সত্ত্বগুণযুক্ত, নিজেকে ঈশ্বররূপে অভিমান করা তাঁদের অবশ্যই সঙ্গত নয়। আমি যখন সত্ত্বগুণবিহীন তাঁদের মিথ্যা সম্মান ভঙ্গ করি, তখন আমার উদ্দেশ্যটি হচ্ছে তাঁদের শাস্তি প্রদান করা।

তাৎপর্য

দেবতারা যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত দাস, তাই তাঁরা *সদ্‌ভাবযুক্ত*, অর্থাৎ চিন্ময় অস্তিত্বে যুক্ত। *ভগবদ্‌গীতায়* (৪/২৪) বলা হয়েছে—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্ ।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥

"ভগবানের উদ্দেশে যা উপযুক্তরূপে নিবেদিত হয় তা চিন্ময় হয়ে যায়।" জগৎ প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনার দ্বারা দেবতারা ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবায় নিয়োজিত থাকেন। তাই দেবতারূপে অথবা ভগবানের সেবকরূপে তাঁদের অস্তিত্ব হচ্ছে শুদ্ধ (*সদ্‌ভাব*)। দেবতারা যখন ভগবৎ প্রদত্ত উচ্চ পদের মান অনুযায়ী জীবন যাপনে ব্যর্থ হন এবং উপযুক্ত আচরণ থেকে বিচ্যুত হন, তখন তাঁরা আর দেবতারূপে কার্যকরী হন না বরং বদ্ধ জীবাত্মারূপে গণ্য হন।

মান বা মিথ্যা সম্মান নিঃসন্দেহে বদ্ধ জীবাত্মার জন্য একটি উদ্বেগবাহী বোঝা মাত্র। একজন মিথ্যা অহঙ্কারী ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে শান্ত বা সন্তুষ্ট হয় না, কারণ তার নিজেকে জানাটাই হচ্ছে মিথ্যা ও গর্বস্ফীত। ভগবানের কোনও সেবক যখন *অসৎ* বা অধার্মিক হন, তখন ভগবান তাঁর মিথ্যা সম্মান বিনষ্ট করে তাঁকে অধার্মিকতা থেকে রক্ষা করেন, যা তাকে অপরাধ বা পাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। যেমন ভগবান স্বয়ং বলেছেন, *যস্যাহম্ অনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্‌ধনং শনৈঃ*—"আমি কোনও ব্যক্তিকে তার তথাকথিত ঐশ্বর্য হরণ করার মাধ্যমে আমার আশীর্বাদ প্রদান করি।"

অবশ্যই, শ্রীরূপ গোস্বামীর বর্ণনা অনুযায়ী ভগবদ্ভক্তির উন্নত স্তর হচ্ছে *যুক্তবৈরাগ্য, অর্থাৎ* ভগবানের প্রচারকার্যে এই জগতের ঐশ্বর্যকে সদ্ব্যবহার করা। স্বভাবতই এই জগতের বস্তুসমূহ সুন্দরভাবে ভগবানের মহিমা বিস্তারের জন্য এবং ভগবন্মুখী সমাজ সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। একজন আরও উন্নত ভক্ত জাগতিক দ্রব্যাদি দ্বারা প্রলুব্ধ না হয়ে, বরং কর্তব্যপরায়ণ ও সততার সঙ্গে সেগুলিকে ভগবানের আনন্দের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত করবেন। এই নির্দিষ্ট ঘটনাটিতে, ইন্দ্র বিস্মৃত হয়েছিলেন যে, তিনি ভগবানের একজন বিনীত সেবক, আর শ্রীকৃষ্ণ তাই এই মোহাচ্ছন্ন দেবতাকে তাঁর চেতনায় ফিরিয়ে আনার আয়োজন করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহম্ ।
গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিতঃ ॥ ১৮ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **মৎ-শরণম্**—আমার আশ্রয় গ্রহণ করে; **গোষ্ঠম্**—গোপ-সম্প্রদায়; **মৎ-নাথম্**—যারা আমাকে তাদের নাথরূপে গ্রহণ করেছে; **মৎ-পরিগ্রহম্**—আমার নিজের পরিবার; **গোপায়ে**—আমি রক্ষা করব; **স্ব-আত্ম-যোগেন**—আমার ব্যক্তিগত যোগশক্তির দ্বারা; **সঃ অয়ম্**—এই; **মে**—আমার দ্বারা; **ব্রতঃ**—ব্রত; **আহিতঃ**—গৃহীত হয়েছে।

অনুবাদ

যেহেতু আমি তাদের আশ্রয়, আমি তাদের নাথ এবং বস্তুত তারা আমার নিজের পরিবার-স্বরূপ, সুতরাং আমি অবশ্যই আমার অপ্রাকৃত শক্তির দ্বারা গোপ-সম্প্রদায়কে রক্ষা করব। যাই হোক, আমি আমার ভক্তকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করেছি।

তাৎপর্য

মচ্ছরণম্ শব্দটি নির্দেশ করছে, শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজজন বা বৃন্দাবনের মানুষদের একমাত্র আশ্রয়-স্বরূপই ছিলেন তাই নয়, তিনি তাঁদের মাঝে তাঁর গৃহেরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *অনেকার্থবর্গ* অভিধান থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন, *শরণং গৃহরক্ষিত্রোঃ*—"*শরণম্* শব্দটি গৃহ অথবা রক্ষক উভয় অর্থই প্রকাশ করতে পারে।" বৃন্দাবনের অধিবাসীরা কৃষ্ণকে তাঁদের স্নেহের শিশু, বন্ধু, প্রেমিক ও জীবনরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং ভগবান তাঁদের ভাবসমূহের প্রতিদান দিতেন। এভাবেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের গৃহে ও প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়ে এই সমস্ত ভাগ্যবান মানুষদের মাঝে বাস করছিলেন; স্বভাবতই তিনি এই ধরনের অন্তরঙ্গ ভক্তদের সমস্ত রকম বিপদ থেকে রক্ষা করতেন।

শ্লোক ১৯

ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন কৃত্বা গোবর্ধনাচলম্ ।
দধার লীলয়া বিষ্ণুশ্ছত্রাকমিব বালকঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি—এভাবেই; **উক্ত্বা**—কথা বলে; **একেন**—এক; **হস্তেন**—হাতের দ্বারা; **কৃত্বা**—গ্রহণ করে; **গোবর্ধন-অচলম্**—গোবর্ধন পর্বতকে; **দধার**—তিনি ধারণ করলেন; **লীলয়া**—অতি সহজে; **বিষ্ণুঃ**—শ্রীবিষ্ণু; **ছত্রাকম্**—ছাতার মতো গাছ; **ইব**—ঠিক যেমন; **বালকঃ**—একটি বালক।

অনুবাদ

এই কথা বলে, স্বয়ং বিষ্ণুস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এক হাতে গোবর্ধন পর্বতকে উত্তোলন করে, একটি বালক যেভাবে অনায়াসে ছাতার মতো গাছ্ ধারণ করে, ঠিক সেভাবেই তাকে ঊর্ধ্বে ধারণ করলেন।

তাৎপর্য

হরিবংশে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতকে তাঁর বাম হাতে উত্তোলন করেছিলেন—*স ধৃতঃ সঙ্গতো মেঘৈর্গিরিঃ সব্যেন পাণিনা।* "তাঁর বাম হাত দিয়ে তিনি সেই পর্বতকে উত্তোলন করেছিলেন, যা মেঘরাশিকে স্পর্শ করছিল।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের বর্ণনা অনুসারে, শ্রীকৃষ্ণ যখন গোবর্ধন পর্বত উত্তোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন *সংহারিকী* নামক তাঁর যোগমায়া শক্তির একটি অংশ-প্রকাশ অস্থায়ীভাবে আকাশ থেকে সমস্ত বর্ষা দূর করেছিল যাতে তিনি তাঁর গৃহের বারান্দা থেকে অত্যন্ত দ্রুতবেগে পর্বতের কাছে দৌড়ে যেতে পারেন, তাই তাঁর উষ্ণীষ কিংবা অন্যান্য বসনসমূহ বর্ষণসিক্ত হয়নি।

শ্লোক ২০

অথাহ ভগবান্ গোপান্ হেঽম্ব তাত ব্রজৌকসঃ ।
যথোপজোষং বিশত গিরিগর্তং সগোধনাঃ ॥ ২০ ॥

অথ—তখন; **আহ**—বললেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **গোপান্**—গোপগণকে; **হে**—হে; **অম্ব**—মাতা; **তাত**—হে পিতা; **ব্রজ-ওকসঃ**—হে ব্রজবাসীগণ; **যথা-উপজোষম্**—তোমরা যথাসুখে; **বিশত**—অনুগ্রহ করে প্রবেশ কর; **গিরি**—এই পর্বতের; **গর্তম্**—নীচে খালি জায়গায়; **স-গোধনাঃ**—তোমাদের গাভীগুলি নিয়ে।

অনুবাদ

ভগবান তখন গোপসমাজকে বললেন—হে মাতা, হে পিতা, হে ব্রজবাসীগণ, তোমরা যদি ইচ্ছা কর তবে এখন তোমাদের গাভীগুলি নিয়ে এই পর্বতের নীচে আসতে পার।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেছেন—সাধারণত এক বৃহৎ গোপ-সম্প্রদায়, যাঁদের হাজার হাজার গাভী, গোবৎস, বলদ ইত্যাদি রয়েছে, তাঁদের সকলের শ্রীগোবর্ধনের মতো মাঝামাঝি মাপের পাহাড়ের নীচে জায়গা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের হাতের স্পর্শে পাহাড় পরমানন্দে মগ্ন ছিল, তাই সেটি অচিন্ত্য শক্তি অর্জন করেছিল এবং এমন

কি ক্রুদ্ধ ইন্দ্র কর্তৃক তার পৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত শত শত ভয়ঙ্কর বজ্রও কোমল, সুগন্ধি ফুলের অর্পণের মতো অনুভূত হয়েছিল। সেই সময় শ্রীগোবর্ধন বুঝতেই পারেনি যে, বজ্রসমূহ তাকে আঘাত করছে। *হরিবংশ* থেকে আচার্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের উক্তিও উদ্ধৃত করেছেন, *ত্রৈলোক্যমপ্যুৎসহতে রক্ষিতুং কিং পুনর্ব্রজম্*—"শ্রীগোবর্ধন ত্রিলোকের সকলকে আশ্রয় দিতে পারে, সামান্য ব্রজভূমির কথা আর কি বলার আছে।"

ইন্দ্রের আক্রমণ যখন শুরু হয়েছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ পর্বতকে উত্তোলন করেছিলেন, তখন পাহাড়ের আশে-পাশে থাকা হরিণ, বন্য শূকর, অন্যান্য প্রাণী ও পাখিরা তার চূড়ায় আরোহণ করেছিল এবং তারা বিন্দুমাত্র ক্লেশও অনুভব করেনি।

শ্লোক ২১

ন ত্রাস ইহ বঃ কার্যো মদ্ধস্তাদ্রিনিপাতনাৎ ।
বাতবর্ষভয়েনালং তৎত্রাণং বিহিতং হি বঃ ॥ ২১ ॥

ন—না; **ত্রাসঃ**—ভয়; **ইহ**—এই বিষয়ে; **বঃ**—তোমাদের দ্বারা; **কার্যঃ**—মনে করা উচিত; **মৎ-হস্ত**—আমার হাত থেকে; **অদ্রি**—পর্বতের; **নিপাতনাৎ**—পতনের; **বাত**—বায়ুর; **বর্ষ**—এবং বর্ষণের; **ভয়েন**—ভয়ের দ্বারা; **অলম্**—যথেষ্ট; **তৎ-ত্রাণম্**—তা থেকে পরিত্রাণ; **বিহিতম্**—আয়োজন করা হয়েছে; **হি**—অবশ্যই; **বঃ**—তোমাদের জন্য।

অনুবাদ

এই পর্বত আমার হাত থেকে পতিত হবে তোমাদের এই রকম ভয় করা উচিত নয়। আর বায়ু ও বর্ষণের জন্যও ভীত হয়ো না, কারণ ইতিমধ্যেই এই সমস্ত উৎপীড়ন থেকে তোমাদের পরিত্রাণের আয়োজন করা হয়েছে।

শ্লোক ২২

তথা নির্বিবিশুর্গর্তং কৃষ্ণাশ্বাসিতমানসঃ ।
যথাবকাশং সধনাঃ সব্রজাঃ সোপজীবিনঃ ॥ ২২ ॥

তথা—এভাবেই; **নির্বিবিশুঃ**—তাঁরা প্রবেশ করলেন; **গর্তম্**—গুহায়; **কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **আশ্বাসিত**—আশ্বস্ত; **মানসঃ**—তাঁদের মন; **যথা-অবকাশম্**—স্বাচ্ছন্দ্যভাবে; **স-ধনাঃ**—তাঁদের গাভীগুলি সহ; **স-ব্রজাঃ**—এবং তাদের শকটগুলি সহ; **স-উপজীবিনঃ**—তাঁদের আশ্রিত জনেরা সহ (যেমন তাঁদের ভৃত্য ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ সহ)।

অনুবাদ

কৃষ্ণের দ্বারা তাঁদের মন এভাবেই আশ্বস্ত হয়ে, তাঁরা সকলে পাহাড়ের নীচে প্রবেশ করলেন, যেখানে তাঁরা নিজেদের জন্য এবং তাঁদের গাভীসকল, শকটসমূহ, ভৃত্য ও পুরোহিতগণ এবং সেই সঙ্গে গোপ-সম্প্রদায়ের অন্যান্য সকলের জন্য যথেষ্ট জায়গা পেলেন।

তাৎপর্য

বৃন্দাবনের সমস্ত গৃহপালিত পশুদের আশ্রয়ের জন্য গোবর্ধন পর্বতের নীচে আনা হয়েছিল।

শ্লোক ২৩

ক্ষুত্তৃড়্ব্যথাং সুখাপেক্ষাং হিত্বা তৈর্ব্রজবাসিভিঃ ।
বীক্ষ্যমাণো দধারাদ্রিং সপ্তাহং নাচলৎপদাৎ ॥ ২৩ ॥

ক্ষুৎ—ক্ষুধা; **তৃট্**—ও তৃষ্ণা; **ব্যথাম্**—যন্ত্রণা; **সুখ**—ব্যক্তিগত সুখ; **অপেক্ষাম্**—সকল বিবেচনা; **হিত্বা**—সরিয়ে রেখে; **তৈঃ**—তাঁদের দ্বারা; **ব্রজ-বাসিভিঃ**—ব্রজবাসীগণ; **বীক্ষ্যমাণঃ**—নিরীক্ষমাণ হয়ে; **দধার**—তিনি ধারণ করেছিলেন; **অদ্রিম্**—পর্বতকে; **সপ্তাহম্**—সাতদিন ধরে; **ন অচলৎ**—তিনি বিচলিত হননি; **পদাৎ**—সেই স্থান থেকে।

অনুবাদ

ক্ষুধা ও তৃষ্ণা বিস্মৃত হয়ে এবং সমস্ত ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য সরিয়ে রেখে, শ্রীকৃষ্ণ সাতদিন ধরে পর্বতকে ধারণ করে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন আর ব্রজবাসীরা তাঁকে নিরীক্ষণ করছিলেন।

তাৎপর্য

বিষ্ণু পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে,

ব্রজৈকবাসিভির্হর্ষবিস্মিতাক্ষৈর্নিরীক্ষিতঃ ।
গোপগোপীজনৈর্হৃষ্টৈঃ প্রীতিবিস্ফারিতেক্ষণৈঃ ।
সংস্তূয়মানচরিতঃ কৃষ্ণঃ শৈলমধারয়ৎ ॥

"শ্রীকৃষ্ণ যখন পর্বত ধারণ করেছিলেন, তখন ব্রজবাসীগণ তাঁর স্তুতি কীর্তন করছিলেন, এখন তাঁরা সকলেই তাঁর সাথে একসঙ্গে অবস্থানের সুযোগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন আর হর্ষ ও বিস্ময়পূর্ণ নয়নে তাঁকে নিরীক্ষণ করছিলেন। এভাবেই গোপ ও গোপীগণ সকলেই উল্লসিত হয়েছিলেন এবং প্রীতিবশত তাঁরা বিস্ফারিতভাবে তাঁদের নেত্র উন্মীলিত করেছিলেন।"

ক্রমাগত শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য ও মাধুর্যের অমৃত পান করে, ব্রজবাসীগণ ক্ষুধা, তৃষ্ণা বা ক্লান্তি অনুভব করেননি, আর তাঁদের সুন্দর রূপ দর্শন করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও নিদ্রা বিস্মৃত হয়েছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, সাংবর্তক মেঘরাশি থেকে সাতদিন ধরে ক্রমাগত বর্ষণ মথুরা জেলাকে প্লাবিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল কারণ পরমেশ্বর ভগবান কেবলমাত্র তাঁর শক্তি দ্বারা মাটিতে জল পড়ামাত্রই তৎক্ষণাৎ তা শুষ্ক করে দিচ্ছিলেন। এভাবেই শ্রীকৃষ্ণের গিরি-গোবর্ধন উত্তোলন আকর্ষণীয় বিবরণে পূর্ণ এবং হাজার হাজার বৎসর ধরে তাঁর সুবিখ্যাত লীলা-বিলাসগুলির অন্যতমরূপে স্থান অধিকার করেছে।

শ্লোক ২৪

কৃষ্ণযোগানুভাবং তং নিশম্যেন্দ্রোঽতিবিস্মিতঃ ।
নিস্তম্ভো ভ্রষ্টসংকল্পঃ স্বান্মেঘান্ সংন্যবারয়ৎ ॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণের; **যোগ**—যোগশক্তির; **অনুভাবম্**—প্রভাব; **তম্**—সেই; **নিশম্য**—দর্শন করে; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **অতি-বিস্মিতঃ**—অত্যন্ত বিস্মিত; **নিস্তম্ভঃ**—যাঁর মিথ্যা গর্ব পরাস্ত হয়েছিল; **ভ্রষ্ট**—ভ্রষ্ট; **সঙ্কল্পঃ**—যাঁর দৃঢ়প্রতিজ্ঞা; **স্বান্**—তাঁর নিজের; **মেঘান্**—মেঘরাশি; **সংন্যবারয়ৎ**—নিবারিত করলেন।

অনুবাদ

ইন্দ্র যখন শ্রীকৃষ্ণের এই যোগশক্তির প্রদর্শন পর্যবেক্ষণ করলেন, তখন তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তাঁর মিথ্যা গর্বের স্তর থেকে চ্যুত হয়ে এবং তাঁর সংকল্প থেকে ভ্রষ্ট হয়ে, তিনি তাঁর মেঘরাশিকে বিরত হতে নির্দেশ দিলেন।

শ্লোক ২৫

খং ব্যভ্রমুদিতাদিত্যং বাতবর্ষং চ দারুণম্ ।
নিশম্যোপরতং গোপান্ গোবর্ধনধরোঽব্রবীৎ ॥ ২৫ ॥

খম্—আকাশ; **বি-অভ্রম্**—মেঘশূন্য; **উদিত**—উদিত; **আদিত্যম্**—সূর্য; **বাত-বর্ষম্**—বায়ু ও বৃষ্টি; **চ**—এবং; **দারুণম্**—প্রচণ্ড; **নিশম্য**—দর্শন করে; **উপরতম্**—বিরত; **গোপান্**—গোপগণকে; **গোবর্ধন-ধরঃ**—গিরি-গোবর্ধনের উত্তোলনকারী; **অব্রবীৎ**—বললেন।

অনুবাদ

প্রচণ্ড বায়ু ও বৃষ্টি এখন বিরত হয়েছে, আকাশ মেঘশূন্য হয়েছে এবং সূর্য উদিত হয়েছে দর্শন করে, গিরি-গোবর্ধন উত্তোলনকারী শ্রীকৃষ্ণ গোপ-সম্প্রদায়কে নিম্নোক্তভাবে বললেন।

শ্লোক ২৬

নির্যাত ত্যজত ত্রাসং গোপাঃ সস্ত্রীধনার্ভকাঃ ।
উপারতং বাতবর্ষং ব্যুদপ্রায়াশ্চ নিম্নগাঃ ॥ ২৬ ॥

নির্যাত—বহির্গত হও; **ত্যজত**—ত্যাগ কর; **ত্রাসম্**—তোমাদের ভয়; **গোপাঃ**—হে গোপগণ; **স**—একত্রে; **স্ত্রী**—তোমাদের স্ত্রী; **ধন**—সম্পদ; **অর্ভকাঃ**—এবং সন্তান; **উপারতম্**—বিরত হয়েছে; **বাত-বর্ষম্**—বায়ু ও বৃষ্টি; **বি-উদ**—জলশূন্য; **প্রায়াঃ**—প্রায়; **চ**—এবং; **নিম্নগাঃ**—নদীগুলি।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] হে গোপগণ, তোমাদের স্ত্রী, সন্তান ও সম্পত্তি নিয়ে বহির্গত হও। ভয় ত্যাগ কর। বায়ু ও বৃষ্টি থেমে গেছে এবং নদীর জলের উচ্চতাও কমে গেছে।

শ্লোক ২৭

ততস্তে নির্যযুর্গোপাঃ স্বং স্বমাদায় গোধনম্ ।
শকটোঢ়োপকরণং স্ত্রীবালস্থবিরাঃ শনৈঃ ॥ ২৭ ॥

ততঃ—তখন; **তে**—তাঁরা; **নির্যযুঃ**—নির্গত হলেন; **গোপাঃ**—গোপগণ; **স্বম্ স্বম্**—প্রত্যেকে যাঁর নিজের; **আদায়**—নিয়ে; **গো-ধনম্**—তাঁদের গাভীসকল; **শকট**—তাঁদের শকটে; **ঊঢ়**—বোঝাই করে; **উপকরণম্**—তাঁদের দ্রব্যাদি; **স্ত্রী**—স্ত্রী; **বাল**—শিশু; **স্থবিরাঃ**—বৃদ্ধগণ; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে।

অনুবাদ

তাঁদের নিজ নিজ গাভীসকল সংগ্রহ এবং উপকরণাদি তাঁদের শকটে বোঝাই করার পর, গোপগণ নির্গত হলেন। স্ত্রী, শিশু এবং বৃদ্ধরাও ধীরে ধীরে তাঁদের অনুসরণ করলেন।

শ্লোক ২৮

ভগবানপি তং শৈলং স্বস্থানে পূর্ববৎপ্রভুঃ ।
পশ্যতাং সর্বভূতানাং স্থাপয়ামাস লীলয়া ॥ ২৮ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; **অপি**—এবং; **তম্**—সেই; **শৈলম্**—পর্বত; **স্ব-স্থানে**—স্বস্থানে; **পূর্ববৎ**—আগের মতো; **প্রভুঃ**—সর্বশক্তিমান ভগবান; **পশ্যতাম্**—যখন তাঁরা নিরীক্ষণ করছিলেন; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত প্রাণী; **স্থাপয়াম্ আস**—তিনি স্থাপন করলেন; **লীলয়া**—অনায়াসে।

অনুবাদ

যখন সমস্ত প্রাণীগণ নিরীক্ষণ করছিলেন, তখন পরমেশ্বর ভগবান পর্বতকে তার স্বস্থানে স্থাপন করলেন, ঠিক যেন সেটি আগের মতোই দাঁড়িয়ে আছে।

শ্লোক ২৯

তং প্রেমবেগান্নির্ভৃতা ব্রজৌকসো
যথা সমীয়ুঃ পরিরম্ভণাদিভিঃ ।
গোপ্যশ্চ সস্নেহমপূজয়ন্মুদা
দধ্যক্ষতাদ্ভির্যুযুজুঃ সদাশিষঃ ॥ ২৯ ॥

তম্—তাঁর প্রতি; **প্রেম**—তাঁদের শুদ্ধ প্রেমের; **বেগাৎ**—বেগের দ্বারা; **নির্ভৃতাঃ**—পূর্ণ; **ব্রজ-ওকসঃ**—ব্রজবাসীগণ; **যথা**—তাঁর স্থিতি অনুসারে প্রত্যেকে; **সমীয়ুঃ**—এগিয়ে এলেন; **পরিরম্ভণ-আদিভিঃ**—আলিঙ্গনাদির দ্বারা; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **চ**—এবং; **স-স্নেহম্**—গভীর প্রীতিবশত; **অপূজয়ন্**—তাঁদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন; **মুদা**—আনন্দপূর্ণ সহকারে; **দধি**—দধি; **অক্ষত**—অভগ্ন শস্য; **অদ্ভিঃ**—এবং জল সহ; **যুযুজুঃ**—তারা উপস্থাপন করলেন; **সৎ**—শুভ; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ।

অনুবাদ

সমগ্র বৃন্দাবনবাসীরা প্রেমে ভাবাবিষ্ট হয়ে অভিভূত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক অনুযায়ী—কেউ তাঁকে আলিঙ্গন করে, অন্যরা অবনত হয়ে প্রণাম আদির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অভিনন্দিত করতে তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন। গোপীগণ সম্মানের নিদর্শন-স্বরূপ দধিমিশ্রিত জল ও যব উপস্থাপন করলেন এবং তাঁরা তাঁর উপর শুভ আশীর্বাদ বর্ষণ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন যে, বৃন্দাবনবাসীদের প্রত্যেকই সম্প্রদায়ের কনিষ্ঠ সদস্য একজন অধস্তনরূপে, সমকক্ষরূপে অথবা উর্ধ্বতনরূপে—তাঁর নিজস্ব উপায়ে কৃষ্ণকে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন—এবং তাঁরা অনুরূপভাবে তাঁর সঙ্গে আচরণ করছিলেন। কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠগণ তাঁকে শুভ আশীর্বাদ অর্পণ করেছিলেন, স্নেহভরে তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করেছিলেন, তাঁকে চুম্বন করেছিলেন, তাঁর বাহুদ্বয় ও আঙ্গুলগুলি মর্দন করেছিলেন এবং বাৎসল্য স্নেহে তাঁর ক্লান্তি বা যন্ত্রণা হচ্ছে কি না সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কৃষ্ণের সমকক্ষগণ তাঁর সঙ্গে হাস্য অথবা পরিহাস করেছিলেন এবং যাঁরা কনিষ্ঠজন তাঁরা তাঁর পদদ্বয়ে পতিত হয়েছিলেন, তাঁর পদদ্বয় মালিশ করেছিলেন ইত্যাদি।

এই শ্লোকে *চ* শব্দটির দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণপত্নীগণ দধি ও অভগ্ন শস্যের মতো শুভ দ্রব্যাদি নিবেদন করার জন্য গোপ রমণীদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এভাবেই আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন—"দুষ্টকে দমন কর, শিষ্টকে পালন কর, তোমার পিতা-মাতাকে আনন্দিত কর এবং সমস্ত সম্পদ ও ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধিশালী হও।"

শ্লোক ৩০

যশোদা রোহিণী নন্দো রামশ্চ বলিনাং বরঃ ।
কৃষ্ণমালিঙ্গ্য যুযুজুরাশিষঃ স্নেহকাতরাঃ ॥ ৩০ ॥

যশোদা—মা যশোদা; **রোহিণী**—রোহিণী; **নন্দঃ**—নন্দ মহারাজ; **রামঃ**—বলরাম; **চ**—ও; **বলিনাম্**—বলশালী; **বরঃ**—মহা; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণকে; **আলিঙ্গ্য**—আলিঙ্গন করে; **যুযুজুঃ**—তাঁরা সকলে প্রদান করলেন; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **স্নেহ**—তাঁর প্রতি তাঁদের স্নেহের দ্বারা; **কাতরাঃ**—কাতর হয়ে।

অনুবাদ

মাতা যশোদা, মাতা রোহিণী, নন্দ মহারাজ ও মহা বলশালী বলরাম সকলে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন। স্নেহে অভিভূত হয়ে, তাঁরা তাঁকে তাঁদের আশীর্বাদ প্রদান করলেন।

শ্লোক ৩১

দিবি দেবগণাঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যা গন্ধর্বচারণাঃ ।
তুষ্টুবুর্মুমুচুস্তুষ্টাঃ পুষ্পবর্ষাণি পার্থিব ॥ ৩১ ॥

দিবি—স্বর্গের; **দেব-গণাঃ**—দেবতাগণ; **সিদ্ধাঃ**—সিদ্ধগণ; **সাধ্যাঃ**—সাধ্যগণ; **গন্ধর্ব-চারণাঃ**—গন্ধর্ব ও চারণগণ; **তুষ্টুবুঃ**—তাঁরা ভগবানের স্তব পাঠ করলেন; **মুমুচুঃ**—তাঁরা বর্ষণ করলেন; **তুষ্টাঃ**—সন্তুষ্ট হয়ে; **পুষ্প-বর্ষাণি**—পুষ্পবৃষ্টি; **পার্থিব**—হে রাজন্ (পরীক্ষিৎ)।

অনুবাদ

হে রাজন্, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব ও চারণগণ সহ স্বর্গের দেবতাগণ সকলে শ্রীকৃষ্ণের স্তব গান করলেন এবং পরম সন্তোষ সহকারে পুষ্প বর্ষণ করলেন।

তাৎপর্য

স্বর্গের দেবতাগণ বৃন্দাবনবাসীদের মতোই উৎফুল্ল হয়েছিলেন আর এভাবেই এক মহাজাগতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩২

শঙ্খদুন্দুভয়ো নেদুর্দিবি দেবপ্রচোদিতাঃ ।
জগুর্গন্ধর্বপতয়স্তুম্বুরুপ্রমুখা নৃপ ॥ ৩২ ॥

শঙ্খ—শঙ্খ; **দুন্দুভয়ঃ**—এবং দুন্দুভি; **নেদুঃ**—ধ্বনিত হয়েছিল; **দিবি**—স্বর্গে; **দেব-প্রচোদিতাঃ**—দেবগণ দ্বারা বাদিত; **জগুঃ**—গান করেছিলেন; **গন্ধর্ব-পতয়ঃ**—প্রধান গন্ধর্বগণ; **তুম্বুরু-প্রমুখাঃ**—তুম্বুরু প্রমুখ; **নৃপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে পরীক্ষিৎ, স্বর্গের দেবতাগণ তাঁদের শঙ্খ ও দুন্দুভি ধ্বনি সহকারে বাদিত করেছিলেন এবং তুম্বুরু প্রমুখ শ্রেষ্ঠ গন্ধর্বগণ গান করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

ততোঽনুরক্তৈঃ পশুপৈঃ পরিশ্রিতো
রাজন্ স্বগোষ্ঠং সবলোঽব্রজদ্ধরিঃ ।
তথাবিধান্যস্য কৃতানি গোপিকা
গায়ন্ত্য ঈয়ুর্মুদিতা হৃদিস্পৃশঃ ॥ ৩৩ ॥

ততঃ—তারপর; **অনুরক্তৈঃ**—প্রিয়; **পশু-পৈঃ**—গোপবালকদের দ্বারা; **পরিশ্রিতঃ**—পরিবেষ্টিত; **রাজন্**—হে রাজা; **স্ব-গোষ্ঠম্**—যেখানে তিনি তাঁর নিজের গাভীদের পরিচর্যা করতেন সেই স্থানে; **স-বলঃ**—শ্রীবলরামের সঙ্গে; **অব্রজৎ**—গমন করলেন; **হরিঃ**—কৃষ্ণ; **তথা-বিধানি**—তাদৃশ (গোবর্ধন উত্তোলন); **অস্য**—তাঁর; **কৃতানি**—কার্যাবলী; **গোপিকাঃ**—গোপিকাগণ; **গায়ন্ত্যঃ**—গান করতে করতে; **ঈয়ুঃ**—তাঁরা গমন করলেন; **মুদিতাঃ**—আনন্দ সহকারে; **হৃদি-স্পৃশঃ**—তাঁদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে তাঁদেরকে স্পর্শ করেছিলেন যিনি তাঁর।

অনুবাদ

তাঁর প্রিয় গোপসখাগণ ও শ্রীবলরামের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে, কৃষ্ণ তখন যেখানে তাঁর গাভীদের পরিচর্যা করতেন সেই স্থানে গমন করলেন। গোপিকাগণ অত্যন্ত গভীরভাবে তাঁদের হৃদয় স্পর্শকারী শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অনুষ্ঠিত গিরি-গোবর্ধন উত্তোলন ও অন্যান্য মহিমাময় কার্যসকল আনন্দ সহকারে গান করতে করতে তাঁদের গৃহে ফিরে গেলেন।

তাৎপর্য

তাঁদের গৃহে ফিরে যাওয়ার আগে, গোপিকাগণ গোপন দৃষ্টিপাত বিনিময়ের মাধ্যমে তাঁদের প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। যেহেতু তাঁরা একটি ধর্মীয় গ্রামের পবিত্র বালিকা ছিলেন, তাই সাধারণত তাঁরা প্রকাশ্যে কৃষ্ণকে নিয়ে কোনও কথা বলতেন না, কিন্তু এখন তাঁরা ভগবানের এই অপূর্ব লীলা প্রদর্শনের সুযোগ গ্রহণ করে মুক্তভাবে তাঁর সুন্দর গুণাবলীর গান গাইলেন। এটি স্বাভাবিক যে, কোনও যুবক সুন্দরী যুবতীর উপস্থিতিতে চমৎকার কিছু একটা করতে চায়। গোপীগণ ছিলেন শুদ্ধ-চিত্তা, পরমা সুন্দরী যুবতী এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের উপস্থিতিতে পরম বিস্ময়কর কার্যাবলীর অনুষ্ঠান করেছিলেন। এভাবেই তাঁর প্রতি তাঁদের নিত্য ভক্তি উদ্দীপিত করে, তিনি তাঁদের কোমল হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীকৃষ্ণের গিরি-গোবর্ধন উত্তোলন' নামক পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ষড়বিংশতি অধ্যায়

অপূর্ব শ্রীকৃষ্ণ

এই অধ্যায়ে নন্দ মহারাজ গর্গমুনির কাছ থেকে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যের কথা যা শ্রবণ করেছিলেন, গোপগণের কাছে তা বর্ণনা করছেন।

শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বিষয়ে অনবহিত গোপগণ তাঁর বিভিন্ন অসাধারণ কার্যাবলী দর্শন করে বিস্মিত হয়েছিলেন। নন্দ মহারাজের কাছে গিয়ে তারা বললেন, কিভাবে কৃষ্ণের মতো একজন সাত বৎসরের বালক একটি পাহাড়কে উত্তোলিত করছে, কিভাবে সে ইতিপুর্বে পূতনা রাক্ষসীকে হত্যা করেছে আর কিভাবে বৃন্দাবনের প্রত্যেকের হৃদয়ে সে পরম আকর্ষণ উৎপন্ন করছে তা দর্শন করে, কিভাবে গোপ-সম্প্রদায়ের অনুপযুক্ত পরিবেশে কৃষ্ণের জন্ম হতে পারে সে বিষয়ে তারা সন্দেহগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন। তখন নন্দ মহারাজ গর্গমুনির কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যা শুনেছিলেন তা উল্লেখ করে তাদের উত্তর দিয়েছিলেন।

গর্গমুনি বলেছিলেন যে পূর্বের তিনটি যুগে নন্দপুত্র স্বয়ং শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণের রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন আর এখন এই দ্বাপর যুগে তিনি ঘনশ্যাম বর্ণ, কৃষ্ণ রূপ ধারণ করেছেন। যেহেতু তিনি বসুদেবের পুত্র রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাই তাঁর অনেক নামের একটি হচ্ছে বাসুদেব এবং তাঁর অসংখ্য নাম রয়েছে যা তাঁর বহু গুণাবলী ও কার্যাবলীকে নির্দেশ করে।

গর্গমুনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, কৃষ্ণ গোকুলের সবরকমের দুর্যোগ নিবারণ করবেন, অশেষ মঙ্গল সাধন করবেন এবং গোপ-গোপীগণের আনন্দ বর্ধন করবেন। পূর্ববর্তী যুগে সাধু ব্রাহ্মণগণ যখন নিম্নশ্রেণী দস্যুদের দ্বারা নিপীড়িত হতেন এবং সমাজের কোন যথার্থ শাসক ছিল না, তখন তিনি তাদের রক্ষা করেছিলেন। অসুরগণ যেমন স্বর্গের দেবতাদের, ভগবান বিষ্ণু তাদের পক্ষে থাকায় পরাজিত করতে পারে না তেমনি কৃষ্ণকে যে ভালবাসে তাকে কোন শত্রুই কখনও পরাজিত করতে পারে না। ভক্ত-বৎসলতায়, তাঁর ঐশ্বর্যে ও শক্তিতে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান নারায়ণেরই মতো।

গর্গমুনির কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত ও বিস্মিত গোপগণ সিদ্ধান্ত করলেন যে, কৃষ্ণ অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের এক শক্ত্যাবিষ্ট স্বরূপ। তাঁরা নন্দ মহারাজ সহ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

এবং বিধানি কর্মাণি গোপাঃ কৃষ্ণস্য বীক্ষ্যতে ।
অতদ্বীর্যবিদঃ প্রোচুঃ সমভ্যেত্য সুবিস্মিতাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্-বিধানি**—এইরূপ; **কর্মাণি**—কার্যাবলী; **গোপাঃ**—গোপগণ; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **তে**—তারা; **অতদ্-বীর্য-বিদঃ**—তাঁর শক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে অসমর্থ; **প্রোচুঃ**—তাঁরা বললেন; **সমভ্যেত্য**—সমীপবর্তী হয়ে (নন্দ মহারাজের); **সু-বিস্মিতাঃ**—অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—গোপগণ গিরি গোবর্ধন উত্তোলনরূপ কৃষ্ণের কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর দিব্য শক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে অসমর্থ হয়ে তাঁরা নন্দ মহারাজের সমীপবর্তী হয়ে বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোককে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন—"শ্রীকৃষ্ণের গিরি গোবর্ধন উত্তোলন লীলা কালে গোপগণ তা বিশ্লেষণ না করে কেবলমাত্র ভগবানের কার্যাবলীর পারমার্থিক আনন্দটুকু উপভোগ করেছিলেন। কিন্তু পরে তাঁরা যখন তাঁদের গৃহে ফিরে এসেছিলেন, তাঁদের হৃদয়ে বিহ্বলতার উদয় হয়েছিল। এইভাবে তাঁরা ভাবলেন, "এখন আমরা সরাসরিভাবে শিশু কৃষ্ণকে গিরি গোবর্ধন উত্তোলন করতে দেখলাম এবং আমাদের মনে আছে কিভাবে সে পূতনা ও অন্যান্য দানবদের হত্যা করেছিল, দাবানল নির্বাপিত করেছিল এবং আরও কত কি। সেই সময় আমরা ভেবেছিলাম যে এই সমস্ত অসাধারণ কর্মগুলি ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদের ফলে অথবা নন্দ মহারাজের মহা সৌভাগ্যের জন্য ঘটেছে, কিম্বা সম্ভবত এই বালক ভগবান নারায়ণের কৃপা প্রাপ্ত হয়েছিল এবং এইভাবে তাঁর দ্বারা সে শক্তিপ্রদত্ত।

"কিন্তু এই সমস্ত পূর্বানুমান ভুল, কারণ একটি সাত বৎসরের সাধারণ বালক কখনই সাত-সাতটি দিন ধরে গিরিরাজকে ধারণ করতে পারবে না। কৃষ্ণ মানুষ নন। তিনি অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং হবেন।

"আবার অপর পক্ষে, আমরা যখন তাঁকে আদর করি শিশু কৃষ্ণ তা ভালবাসেন এবং যখন আমরা—তাঁর কাকা ও শুভানুধ্যায়ীরা, সামান্য জাগতিক গোপগণ, তাঁর প্রতি লক্ষ্য না করি, তিনি বিষণ্ণ বোধ করেন। তাঁর ক্ষুধা ও তৃষ্ণা পায়, দধি ও

দুধ চুরি করেন, কখনও কখনও কৌশল করেন, মিথ্যা কথা বলেন, শিশুসুলভভাবে বক বক করেন এবং গো-বৎসদের আদর করেন। তিনি যদি সত্যিই পরমেশ্বর ভগবান হবেন, কেন তাহলে তিনি এইসব করবেন? এই সমস্ত কিছু কি নির্দেশ করছে না, তিনি একজন সাধারণ মনুষ্য শিশু?

"আমরা সম্পূর্ণভাবে তাঁর পরিচয়ের সত্যতা প্রতিষ্ঠায় অসমর্থ! অতএব চল যাই, ব্রজের উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন রাজা নন্দ মহারাজের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি তিনি আমাদের সন্দেহের নিরসন করবেন।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে গোপগণ এইভাবে তাদের মনকে প্রস্তুত করেছিলেন এবং তারপর তাঁরা নন্দ মহারাজের বিশাল সভাঘরে প্রবেশ করে তাঁকে প্রশ্ন করলেন যা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২

বালকস্য যদেতানি কর্মাণ্যত্যদ্ভুতানি বৈ ।
কথমর্হত্যসৌ জন্ম গ্রাম্যেষ্বাত্মজুগুপ্সিতম্ ॥ ২ ॥

বালকস্য—বালকের; **যৎ**—যেহেতু; **এতানি**—এই সমস্ত; **কর্মাণি**—কর্মসমূহ; **অতি-অদ্ভুতানি**—অত্যন্ত বিস্ময়কর; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **কথম্**—কিভাবে; **অর্হতি**—যোগ্য হন; **অসৌ**—তিনি; **জন্ম**—জন্ম; **গ্রাম্যেষু**—জাগতিক মনুষ্য মধ্যে; **আত্ম**—স্বীয়; **জুগুপ্সিতম্**—নিন্দাস্পদ।

অনুবাদ

[গোপগণ বললেন—] যেহেতু এই বালক অসাধারণ কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করেন, কিভাবে তিনি আমাদের মতো জাগতিক মনুষ্যগণের মাঝে স্বীয় নিন্দাস্পদ জন্ম গ্রহণ করতে পারেন?

তাৎপর্য

একজন সাধারণ জীব অপ্রীতিকর অবস্থা এড়িয়ে যেতে পারেন না, কিন্তু পরমনিয়ন্তা সকল সময়েই তাঁর আনন্দের জন্য পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা করতে পারেন।

শ্লোক ৩

যঃ সপ্তহায়নো বালঃ করেণৈকেন লীলয়া ।
কথং বিভ্রদ্ গিরিবরং পুষ্করং গজরাড়িব ॥ ৩ ॥

যঃ—যে; **সপ্ত-হায়নঃ**—সাত বছর বয়সের; **বালঃ**—একটি বালক; **করেণ**—হাতে; **একেন**—এক; **লীলয়া**—খেলাচ্ছলে; **কথম্**—কিভাবে; **বিভ্রৎ**—ধারণ করলেন; **গিরি-**

বরম্—গিরিরাজ গোবর্ধন; **পুষ্করম্**—একটি পদ্ম ফুল; **গজ-রাট্**—মহাবলশালী হাতী; **ইব**—যেমন।

অনুবাদ

এই সপ্ত বর্ষীয় বালক কিভাবে মহাগজের পদ্মফুল ধারণ করার মতো অবলীলাক্রমে একহাতে গিরি গোবর্ধনকে ধারণ করলেন?

শ্লোক ৪

তোকেনামীলিতাক্ষেণ পূতনায়া মহৌজসঃ ।
পীতঃ স্তনঃ সহ প্রাণৈঃ কালেনেব বয়স্তনোঃ ॥ ৪ ॥

তোকেন—শিশু; **আ-মীলিত**—প্রায়-মুদিত; **অক্ষেণ**—নয়নে; **পূতনায়াঃ**—পূতনা রাক্ষসীর; **মহা-ওজসঃ**—মহাবল; **পীতঃ**—পান করে; **স্তনঃ**—স্তন; **সহ**—সহ; **প্রাণৈঃ**—তার প্রাণবায়ু; **কালেন**—কাল দ্বারা; **ইব**—যেমন; **বয়ঃ**—আয়ু; **তনোঃ**—জড় শরীরের।

অনুবাদ

কাল যেমন শরীরের আয়ু শোষণ করেন নিতান্ত এক প্রায়-মুদিত-চক্ষু শিশুরূপে তিনি মহাবল পূতনা রাক্ষসীর স্তন পান করে তার প্রাণ-বায়ু শোষণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের *বয়ঃ* শব্দটি সাধারণত যৌবন বা আয়ু নির্দেশ করে। সময়ের দুর্দম শক্তি আমাদের প্রাণকে হরণ করে আর প্রকৃতপক্ষে সেই সময় হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। এইভাবে মহাবল পূতনা রাক্ষসীর ঘটনাতে শ্রীকৃষ্ণ কালপন্থাকে দ্রুততর করে মুহূর্তের মধ্যে তার জীবনের সময়-সীমাকে হরণ করেছিলেন। এখানে গোপগণ বলতে চেয়েছেন "কিভাবে একজন শিশু যে ভাল করে চোখই মেলতে পারে না, এত সহজে এক অত্যন্ত শক্তিশালী রাক্ষসীকে হত্যা করল?"

শ্লোক ৫

হিন্বতো ধঃ শয়ানস্য মাস্যস্য চরণাবুদক ।
অনোঽপতদ্ বিপর্যস্তং রুদতঃ প্রপদাহতম্ ॥ ৫ ॥

হিন্বতঃ—চালনা করা; **অধঃ**—নীচে; **শয়ানস্য**—শায়িত; **মাস্যস্য**—কয়েক মাস বয়সের শিশু; **চরণৌ**—তাঁর পদদ্বয়; **উদক**—উর্ধ্বদিকে; **অনঃ**—শকট; **অপতৎ**—পতিত হয়েছিল; **বিপর্যস্তম্**—উল্টোভাবে; **রুদতঃ**—ক্রন্দনরত; **প্রপদ**—পদাগ্র দ্বারা; **আহতাম্**—আঘাতে।

অনুবাদ

একবার তিনমাস বয়সের সময় এক বিশাল শকটের নীচে ক্রন্দনরত অবস্থায় শায়িত থাকার সময় ঊর্ধ্বে পদ নিক্ষেপ করেছিলেন। তখন তাঁর পদাগ্র দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হবার সামান্য কারণে শকটটি উল্টোভাবে পতিত হয়েছিল।

শ্লোক ৬

একহায়ন আসীনো হ্রিয়মাণো বিহায়সা ।
দৈত্যেন যস্তৃণাবর্তমহন্ কণ্ঠগ্রহাতুরম্ ॥ ৬ ॥

এক-হায়ন—এক বৎসর বয়স; **আসীনঃ**—বসে থেকে; **হ্রিয়মাণঃ**—অপহৃত হয়ে; **বিহায়সা**—আকাশে; **দৈত্যেন**—দৈত্য দ্বারা; **যঃ**—যে; **তৃণাবর্তম্**—তৃণাবর্ত নামে; **অহন্**—বধ; **কণ্ঠ**—তাঁর গলদেশ; **গ্রহ**—বলপূর্বক অধিকার করে; **আতুরম্**—যন্ত্রণাকাতর।

অনুবাদ

এক বৎসর বয়সের সময় তিনি যখন শান্তভাবে বসেছিলেন, তৃণাবর্ত দৈত্য এসে তাঁকে অপহরণ করে আকাশে নিয়ে যায়। কিন্তু শিশু কৃষ্ণ দৈত্যের গলা টিপে তাকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা দিয়ে বধ করেন।

তাৎপর্য

গোপগণ, যাঁরা কৃষ্ণকে একটি সাধারণ শিশুর মতো ভালবাসতেন, এই সমস্ত কার্যাবলীতে তাঁরা বিস্মিত হয়েছিলেন। সদ্যোজাত শিশু সাধারণত এক বলশালী রাক্ষসীকে বধ করতে পারে না এবং কেউ ভাবতেই পারে না যে, এক বৎসরের একটি শিশু, তাকে অপহরণ করে আকাশে নিয়ে যাওয়া এক দৈত্যকে হত্যা করতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণ এই অপূর্ব ঘটনাসমূহ সম্ভব করেছিলেন আর গোপগণ তাঁর কার্যাবলী স্মরণ ও আলোচনা করে তাঁর প্রতি প্রেম বর্ধন করছিলেন।

শ্লোক ৭

ক্বচিদ্ধৈয়ঙ্গবস্তৈন্যে মাত্রা বদ্ধ উদুখলে ।
গচ্ছন্নর্জুনয়োর্মধ্যে বাহুভ্যাং তাবপাতয়ৎ ॥ ৭ ॥

ক্বচিৎ—কোন এক সময়ে; **হৈয়ঙ্গব**—নবনীত (মাখন); **স্তৈন্যে**—চুরিরত; **মাত্রা**—তাঁর মাতার দ্বারা; **বদ্ধঃ**—বন্ধন করা; **উদুখলে**—উদুখল; **গচ্ছন্**—গমন করে; **অর্জুনয়োঃ**—যমজ অর্জুন বৃক্ষ; **মধ্যে**—মধ্যে; **বাহুভ্যাম্**—তার বাহুদ্বয় দ্বারা; **তৌ-অপাতয়ৎ**—ভূপাতিত করেছিলেন।

অনুবাদ

একবার তাঁর মা তাঁকে মাখন চুরি করতে দেখে উদুখলে বেঁধে রাখেন। অতঃপর তাঁর বাহুদ্বয় দ্বারা হামাগুড়ি দিয়ে সে উদুখলটিকে অর্জুন বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে তাদের ভূপাতিত করেন।

তাৎপর্য

শিশু কৃষ্ণের উঠোনে সুউচ্চ অর্জুন বৃক্ষ দুটি ছিল প্রাচীন ও বিস্তৃত বেধ সম্পন্ন। তৎসত্ত্বেও সেগুলি অতি সহজেই দুষ্টু শিশুর দ্বারা ভূপতিত হয়েছিল।

শ্লোক ৮

বনে সঞ্চারয়ন্ বৎসান্ সরামো বালকৈর্বৃতঃ ।
হন্তুকামং বকং দোর্ভ্যাং মুখতোঽরিমপাটয়ৎ ॥ ৮ ॥

বনে—বনে; **সঞ্চারয়ন্**—চারণ করা; **বৎসান্**—গো বৎস; **স-রামঃ**—শ্রীবলরামের সঙ্গে; **বালকৈঃ**—গোপ-বালকদের দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **হন্তু-কামম্**—বধ করার আকাঙ্ক্ষায়; **বকম্**—বকাসুর; **দোর্ভ্যাম্**—স্বীয় বাহুদ্বয় দ্বারা; **মুখতঃ**—মুখ হতে; **অরিম্**—শত্রু; **অপাটয়ৎ**—বিদীর্ণ করেছিলেন।

অনুবাদ

আরেকবার, কৃষ্ণ যখন বলরাম ও গোপবালকদের সঙ্গে বনে গোবৎস-চারণ করছিলেন, কৃষ্ণকে হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে বকাসুরের আগমন হয়েছিল। কিন্তু কৃষ্ণ সেই শত্রুর মুখ ,থেকে শুরু করে সমস্ত শরীর বিদীর্ণ করেছিলেন।

শ্লোক ৯

বৎসেষু বৎসরূপেণ প্রবিশন্তং জিঘাংসয়া ।
হত্বা ন্যপাতয়ৎ তেন কপিত্থানি চ লীলয়া ॥ ৯ ॥

বৎসেষু—গোবৎসগণের মধ্যে; **বৎস-রূপেণ**—বৎসরূপ ধারণ করে; **প্রবিশন্তম্**—যে প্রবেশ করেছিল; **জিঘাম্সয়া**—হত্যার ইচ্ছায়; **হত্বা**—তাকে বধ করে; **ন্যপাতয়ৎ**—ভূপাতিত করেছিলেন; **তেন**—তার দ্বারা; **কপিত্থানি**—কপিত্থ ফলসমূহ; **চ**—ও; **লীলয়া**—ক্রীড়া রূপে।

অনুবাদ

কৃষ্ণকে হত্যার কামনায় বৎসাসুর গোবৎসের ছদ্মবেশে কৃষ্ণের গোবৎসদের মধ্যে প্রবেশ করলেন। কিন্তু কৃষ্ণ সেই অসুরকে হত্যা করে, তার দেহকে ব্যবহার করে, বৃক্ষ হতে কপিত্থ ফল ভূপাতিত করার ক্রীড়া উপভোগ করলেন।

শ্লোক ১০

হত্বা রাসভদৈতেয়ং তদ্বন্ধূংশ্চ বলান্বিতঃ ।
চক্রে তালবনং ক্ষেমং পরিপক্কফলান্বিতম্ ॥ ১০ ॥

হত্বা—বধ করে; **রাসভ**—ধেনুক (গর্দভ) রূপী; **দৈতেয়ম্**—দিতির বংশধরগণ; **তৎ-বন্ধূন**—অসুরের সঙ্গীরা; **চ**—ও; **বল-অন্বিতঃ**—বলরাম সহযোগে; **চক্রে**—তিনি করেছিলেন; **তাল-বনম্**—তালবন; **ক্ষেমম্**—পবিত্র; **পরিপক্ক**—সম্পূর্ণ পরিণত বা পক্ক; **ফল**—ফলসমূহে; **অন্বিতম্**—পূর্ণ।

অনুবাদ

শ্রীবলরামের সঙ্গে একত্রে কৃষ্ণ ধেনুকাসুর ও তার সমস্ত মিত্রদের হত্যা করে, প্রচুর সুপক্ক তাল ফলে পূর্ণ তালবনের সুরক্ষা নিশ্চিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

অনেক, অনেককাল আগে দেবী দিতির গর্ভে মহাবলশালী দানব হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষের জন্ম হয়েছিল। তাই দানবদের সাধারণত *দৈতেয়* বা *দৈত্য* বলা হয়, যার অর্থ হচ্ছে "দিতির বংশধরগণ"। ধেনুকাসুর তার মিত্রদের সঙ্গে নিয়ে তালবনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলরাম তাদের হত্যা করেছিলেন ঠিক যেভাবে আধুনিক সরকার সাধারণ মানুষকে উৎপীড়নকারী সন্ত্রাসবাদীদের হত্যা করে থাকে।

শ্লোক ১১

প্রলম্বং ঘাতয়িত্বোগ্রং বলেন বলশালিনা ।
অমোচয়দ্ ব্রজপশূন্ গোপাংশ্চারণ্যবহ্নিতঃ ॥ ১১ ॥

প্রলম্বম্—প্রলম্ব নামক অসুর; **ঘাতয়িত্বা**—বিনাশ করিয়ে; **উগ্রম্**—ভয়ানক; **বলেন**—শ্রীবলরাম দ্বারা; **বল-শালিনা**—বলশালী; **অমোচয়ৎ**—তিনি রক্ষা করেছিলেন; **ব্রজ-পশূন্**—ব্রজের পশুগণকে; **গোপান্**—গোপবালকেরা; **চ**—ও; **আরণ্য**—বনের; **বহ্নিতঃ**—আগুন থেকে।

অনুবাদ

বলশালী শ্রীবলরামের দ্বারা ভয়ঙ্কর প্রলম্বাসুরকে বধ করানোর পর কৃষ্ণ, ব্রজের গোপবালক ও তাদের পশুদের দাবানল থেকে রক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ১২

আশীবিষতমাহীন্দ্রং দমিত্বা বিমদং হ্রদাৎ ।
প্রসহ্যোদ্বাস্য যমুনাং চক্রেঽসৌ নির্বিষোদকাম্ ॥ ১২ ॥

আশী—তার বিষদাঁত; **বিষ-তম্**—অত্যন্ত শক্তিশালী বিষে পূর্ণ; **অহি**—সর্পের; **ইন্দ্রম্**—প্রধান; **দমিত্বা**—দমনপূর্বক; **বিমদম্**—যার গর্ব নাশ করা হয়েছিল; **হ্রদাৎ**—হ্রদ থেকে; **প্রসহ্য**—বলপূর্বক; **উদ্বাস্য**—নির্বাসিত; **যমুনাম্**—যমুনা নদী; **চক্রে**—করে; **অসৌ**—তিনি; **নির্বিষ**—বিষমুক্ত; **উদকাম্**—তার জল।

অনুবাদ

অত্যন্ত বিষধর সর্প কালিয়কে দমন করার পর কৃষ্ণ তার গর্বনাশ করে বলপূর্বক তাকে যমুনার হ্রদ থেকে নির্বাসিত করেন। এইভাবে ভগবান নদীজলকে সর্পের তীব্র বিষ থেকে মুক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

দুস্ত্যজশ্চানুরাগোঽস্মিনসর্বেষাং নো ব্রজৌকসাম্ ।
নন্দতে তনয়েঽস্মাসু তস্যাপ্যৌৎপত্তিকঃ কথম্ ॥ ১৩ ॥

দুস্ত্যজঃ—ত্যাগ করা দুঃসাধ্য; **চ**—ও; **অনুরাগঃ**—স্নেহ; **অস্মিন্**—তাঁর জন্য; **সর্বেষাম্**—সমস্ত; **নঃ**—আমাদের; **ব্রজ-ওকসাম্**—ব্রজবাসী; **নন্দ**—হে নন্দ মহারাজ; **তে**—আপনার; **তনয়ে**—পুত্রের জন্য; **অস্মাসু**—আমাদের প্রতি; **তস্য**—তাঁর; **অপি**—ও; **ঔৎপত্তিকঃ**—স্বাভাবিক; **কথম্**—কিভাবে।

অনুবাদ

হে নন্দ, আমরা এবং অন্যান্য সমস্ত ব্রজবাসীরা তোমার পুত্রের প্রতি আমাদের অবিরত অনুরাগ পরিত্যাগ করতে পারছি না, এটা কিভাবে হচ্ছে? কিভাবে সেও স্বতস্ফূর্তভাবে আমাদের আকর্ষণ করছে?

তাৎপর্য

এই *কৃষ্ণ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে "সর্বাকর্ষক"। বৃন্দাবনের অধিবাসীবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের নিরন্তর অনুরাগ ত্যাগ করতে পারেননি। তাঁর প্রতি তাদের মনোভাবটি কেবলমাত্র আস্তিক বা ভগবৎ-বিশ্বাসীদের মতো ছিল না, কারণ তিনিই ভগবান কি না এই বিষয়ে 'শুধু ভগবৎ-বিশ্বাসী'রা নিশ্চিত নয়। কিন্তু কৃষ্ণ তাদের সকল অনুরাগকে যথাযথভাবে আকর্ষণ করেন কারণ ভগবানরূপে তিনি সর্বাকর্ষক ব্যক্তিত্ব, আমাদের প্রেমের পরম লক্ষ্য।

গোপগণও প্রশ্ন করেছিলেন "বালক কৃষ্ণ কিভাবে আমাদের জন্য এরূপ নিরন্তর অনুরাগ অনুভব করেন?" প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবান সকল জীবকেই ভালবাসেন, যারা তাঁর নিত্য-সন্তান। *ভগবদ্গীতার* শেষ দিকে ভগবান কৃষ্ণ নাটকীয়ভাবে অর্জুনের প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা ঘোষণা করলেন আর অর্জুনকেও তাঁর প্রতি শরণাগতির দ্বারা সেই অনুরাগের বিনিময় করতে বললেন। ভগবান কৃষ্ণের প্রতি প্রার্থনায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উল্লেখ করেছেন, *এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ'*—"হে ভগবান, আমার প্রতি আপনি অত্যন্ত কৃপাময়, কিন্তু আমি এতই দুর্ভাগা যে আপনার প্রতি অনুরাগও আমার মধ্যে জাগরিত হয় না।" (শিক্ষাষ্টক ২) এই কথার মধ্যেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *অনুরাগ* শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে আমরা ভগবানের সঙ্গে এই *অনুরাগ* পরস্পর বিনিময় করতে পারি না, যা ভগবান আমাদের জন্য অনুভব করে থাকেন। যদিও আমরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর এবং ভগবান হচ্ছেন অনন্ত আকর্ষণীয়, তবু যে কোনভাবেই হোক আমরা তাঁকে আমাদের অনুরাগ প্রদান করি না। এই ধরনের মূর্খতার দায়িত্ব অবশ্যই আমাদের স্বীকার করতে হবে, যেহেতু ভগবানের শরণাগত হব কিম্বা হব না এই প্রয়োজনীয় মতপ্রকাশটি আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা নির্ভর।

বদ্ধ জীবকে তাদের প্রকৃত আনন্দময় চেতনা, ভগবৎ-প্রেম বা কৃষ্ণভাবনামৃত পুনর্জাগরণে সাহায্য করার জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন একটি দক্ষ ও নিয়মানুগ কর্মসূচি প্রদান করছে। কৃষ্ণভাবনামৃতের ভাবটি এতই চমৎকার যে বৃন্দাবনবাসী কৃষ্ণের নিজ পার্ষদগণও আশ্চর্য হয়ে যান আর এই সমস্ত শ্লোকসমূহে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৪

ক্ব সপ্তহায়নো বালঃ ক্ব মহাদ্রিবিধারণম্ ।
ততো নো জায়তে শঙ্কা ব্রজনাথ তবাত্মজে ॥ ১৪ ॥

ক্ব—কোথায়; **সপ্ত-হায়নঃ**—সাত বৎসর বয়স্ক; **বালঃ**—এই বালক; **ক্ব**—কোথায়; **মহা-অদ্রি**—বিশাল পর্বত; **বিধারণম্**—উত্তোলন; **ততঃ**—অতএব; **নঃ**—আমাদের; **জায়তে**—উদয় হচ্ছে; **শঙ্কা**—সন্দেহ; **ব্রজ-নাথ**—হে ব্রজ-নাথ; **তব**—তোমার; **আত্মজে**—পুত্র সম্বন্ধে।

অনুবাদ

কোথায় এই সাত বৎসর বয়সের বালক আর কোথায় তাঁর গিরি গোবর্ধন উত্তোলন, যা আমরা দর্শন করলাম। অতএব, হে ব্রজ-নাথ, তোমার এই পুত্র সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে সন্দেহের উদয় হচ্ছে।

শ্লোক ১৫

শ্রীনন্দ উবাচ

শ্রূয়তাং মে বচো গোপা ব্যেতু শঙ্কা চ বোঽর্ভকে ।
এনং কুমারমুদ্দিশ্য গর্গো মে যদুবাচ হ ॥ ১৫ ॥

শ্রীনন্দঃ উবাচ—শ্রীনন্দ মহারাজ বললেন; **শ্রূয়তাম্**—শ্রবণ কর; **মে**—আমার; **বচঃ**—কথা; **গোপাঃ**—হে গোপগণ; **ব্যেতু**—দূর হোক; **শঙ্কা**—সন্দেহ; **চ**—এবং; **বঃ**—তোমরা; **অর্ভকে**—বালক সম্বন্ধে; **এনম্**—এই; **কুমারম্**—শিশুর; **উদ্দিশ্য**—উদ্দেশে; **গর্গঃ**—গর্গ মুনি; **মে**—আমাকে; **যৎ**—যা; **উবাচ**—বলেছেন; **হ**—অতীতে।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ উত্তর করলেন—হে গোপগণ, আমার কথা শ্রবণ করে আমার পুত্র সম্বন্ধে তোমাদের সকল শঙ্কা দূর হোক।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী তাঁর ভাষ্যে বলছেন, "কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সত্য গর্গাচার্যের কাছ থেকে নন্দ মহারাজ ইতিপূর্বে শ্রবণ করেছিলেন সেই বিষয়ে তিনি সজাগ ছিলেন আর তাই তিনি অবিরত কৃষ্ণের কার্যাবলী স্মরণ করতেন আর সেই কার্যাবলীর অসম্ভাব্যতা বিষয়ে সমস্ত ভাবনা থেকে বিরত থাকতেন। এখন তিনি সেই সমস্ত কথাই গোপগণকে বর্ণনা করছেন।"

শ্লোক ১৬

বর্ণাস্ত্রয়ঃ কিলাস্যাসন্ গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ১৬ ॥

বর্ণাঃ ত্রয়ঃ—তিনটি বর্ণ; **কিল**—প্রকৃতপক্ষে; **অস্য**—তোমার পুত্র কৃষ্ণ; **আসন্**—ধারণ করেছিলেন; **গৃহ্ণতঃ**—গ্রহণ করে; **অনুযুগম্ তনূঃ**—বিভিন্ন যুগ অনুসারে দিব্য দেহ; **শুক্লঃ**—কখনও শ্বেত; **রক্তঃ**—কখনও লাল; **তথা**—এবং; **পীতঃ**—কখনও পীত; **ইদানীম্ কৃষ্ণতাম্ গতঃ**—এখন তিনি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছেন।

অনুবাদ

তোমার পুত্র কৃষ্ণ প্রতি যুগে তাঁর শ্রীমূর্তি প্রকাশ করেন। পূর্বে ইনি শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ ধারণ করে প্রকাশিত হয়েছিলেন, সম্প্রতি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে প্রকট হয়েছেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি এবং পরবর্তী ছয়টি শ্লোক (১৭ থেকে ২২) এই স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায় থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে গর্গমুনি নন্দ মহারাজকে তাঁর পুত্র কৃষ্ণ সম্বন্ধে নির্দেশ প্রদান করছেন। এখানে প্রাপ্ত এই সমস্ত শ্লোকের অনুবাদগুলি কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কৃত অনুবাদ। অষ্টম অধ্যায়ে যেখানে মূল শ্লোকগুলি রয়েছে, সুধী পাঠকগণ সেখানে শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত বিস্তৃত তাৎপর্য সমূহ প্রাপ্ত হবেন।

শ্লোক ১৭

প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ ।
বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে ॥ ১৭ ॥

প্রাক্—পূর্বে; **অয়ম্**—এই শিশুটি; **বসুদেবস্য**—বসুদেবের; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **তব**—তোমার; **আত্মজঃ**—কৃষ্ণ, যে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছে; **বাসুদেবঃ**—তাই তার নাম বাসুদেব রাখা যেতে পারে; **ইতি**—এই প্রকার; **শ্রীমান্**—অত্যন্ত সুন্দর; **অভিজ্ঞাঃ**—জ্ঞানবান্; **সম্প্রচক্ষতে**—কৃষ্ণকে বাসুদেবও বলেন।

অনুবাদ

কোন কারণে, তোমার এই পরম সুন্দর পুত্রটি পূর্বে বসুদেবের পুত্ররূপে প্রকটিত হয়েছিলেন, তাই অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এঁকে বাসুদেব বলে থাকেন।

শ্লোক ১৮

বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে ।
গুণকর্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ ॥ ১৮ ॥

বহূনি—বহু; **সন্তি**—রয়েছে; **নামানি**—নাম; **রূপাণি**—রূপ; **চ**—ও; **সুতস্য**—পুত্রের; **তে**—তোমার; **গুণ-কর্ম-অনুরূপাণি**—তাঁর গুণ এবং কর্ম অনুসারে; **তানি**—সেগুলি; **অহম্**—আমি; **বেদ**—জানি; **নো জনাঃ**—সাধারণ মানুষেরা জানে না।

অনুবাদ

তোমার এই পুত্রের গুণ এবং কর্ম অনুসারে বহু নাম এবং রূপ আছে, তা আমি জানি। সাধারণ লোকেরা তা জানে না।

শ্লোক ১৯

এষ বঃ শ্রেয় আধাস্যদ্ গোপগোকুলনন্দনঃ ।
অনেন সর্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ ॥ ১৯ ॥

এষঃ—এই শিশুটি; **বঃ**—তোমাদের সকলের জন্য; **শ্রেয়ঃ**—পরম মঙ্গল; **আধাস্যৎ**—পরম মঙ্গল বিধান করবে; **গোপ-গোকুল-নন্দনঃ**—গোকুলের গোপনন্দন রূপে জন্মগ্রহণ করে ঠিক এক গোপবালকের মতো; **অনেন**—তাঁর দ্বারা; **সর্ব-দুর্গাণি**—সর্বপ্রকার দুঃখ-দুর্দশা; **যূয়ম্**—তোমাদের সকলের; **অঞ্জ**—অনায়াসে; **তরিষ্যথ**—উত্তীর্ণ হবে।

অনুবাদ

গোপ এবং গোকুলের আনন্দবর্ধক এই শিশুটি তোমাদের মঙ্গল সাধন করবে, এবং এঁর কৃপায় তোমরা অনায়াসে সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করতে পারবে।

শ্লোক ২০

পুরানেন ব্রজপতে সাধবো দস্যুপীড়িতাঃ ।
অরাজকে রক্ষ্যমাণা জিগ্যুর্দস্যূন্ সমেধিতাঃ ॥ ২০ ॥

পুরা—পূর্বে; **অনেন**—কৃষ্ণের দ্বারা; **ব্রজ-পতে**—হে ব্রজরাজ; **সাধবঃ**—সাধুরা; **দস্যু-পীড়িতাঃ**—দস্যু তস্করদের দ্বারা উপদ্রুত হয়ে; **অরাজকে**—রাষ্ট্রসরকার যখন অরাজক হয়ে গিয়েছিল; **রক্ষ্যমাণাঃ**—সুরক্ষিত হয়েছিলেন; **জিগ্যুঃ**—পরাজিত করেছিলেন; **দস্যূন্**—দস্যু তস্করদের; **সমেধিতাঃ**—বর্ধিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

হে নন্দ মহারাজ! ইতিহাসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পুরাকালে অরাজকতার সময়, ইন্দ্র যখন সিংহাসন চ্যুত হয়েছিলেন, এবং মানুষেরা দস্যু-তস্করদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছিল, তখন এই শিশুটি আবির্ভূত হয়ে দস্যু-তস্করদের পরাজিত করে সকলকে রক্ষা করেছিলেন এবং সমৃদ্ধি সাধন করেছিলেন।

শ্লোক ২১

য এতস্মিন্ মহাভাগে প্রীতিং কুর্বন্তি মানবাঃ ।
নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ ॥ ২১ ॥

যে—যাঁরা; **এতস্মিন্**—এই শিশুটিকে; **মহা-ভাগেঃ**—অত্যন্ত ভাগ্যবান; **প্রীতিম্**—স্নেহ; **কুর্বন্তি**—করে; **মানবাঃ**—এই প্রকার ব্যক্তি; **ন**—না; **অরয়ঃ**—শত্রুগণ; **অভিভবন্তি**—পরাভূত করে; **এতান্**—যাঁরা কৃষ্ণের প্রতি আসক্ত; **বিষ্ণু-পক্ষান্**—বিষ্ণুপক্ষীয় দেবতাগণ; **ইব**—সদৃশ; **অসুরাঃ**—অসুরেরা।

অনুবাদ

অসুরেরা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পক্ষ অবলম্বনকারী দেবতাদের কখনও পরাভূত করতে পারে না। তেমনই যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত, তাঁরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত প্রীতি যুক্ত হওয়ার ফলে, তাঁরা কখনও কংসের অনুচরসদৃশ অসুরদের দ্বারা (অথবা অন্তরের শত্রু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা) পরাভূত হন না।

শ্লোক ২২

তস্মান্নন্দকুমারোঽয়ং নারায়ণসমো গুণৈঃ ।
শ্রিয়া কীর্ত্যানুভাবেন তৎকর্মসু ন বিস্ময়ঃ ॥ ২২ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **নন্দ**—হে নন্দ মহারাজ; **কুমারঃ**—শিশু; **অয়ম্**—এই; **নারায়ণ-সমঃ**—নারায়ণেরই মতো (দিব্য গুণাবলী সমন্বিত); **গুণৈঃ**—গুণের দ্বারা; **শ্রিয়া**—ঐশ্বর্যের দ্বারা; **কীর্ত্যা**—কীর্তির দ্বারা; **অনুভাবেন**—এবং তাঁর প্রভাবের দ্বারা; **তৎ**—তাঁর; **কর্মসু**—কার্যাবলী বিষয়ে; **ন**—নেই; **বিস্ময়ঃ**—বিস্ময়ের।

অনুবাদ

অতএব, হে নন্দ মহারাজ, তোমার এই শিশুটি গুণ, ঐশ্বর্য, কীর্তি এবং প্রভাবে নারায়ণেরই সমতুল্য। অতএব তাঁর কার্যকলাপে তোমার বিস্মিত হওয়া উচিত নয়।

তাৎপর্য

নন্দ মহারাজ এখানে গোপগণকে গর্গমুনি কথিত শ্রীকৃষ্ণের জন্মের গোপন বৃত্তান্তের উপসংহার প্রদান করছেন।

শ্লোক ২৩

ইত্যদ্ধা মাং সমাদিশ্য গর্গে চ স্বগৃহং গতে ।
মন্যে নারায়ণস্যাংশং কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্ ॥ ২৩ ॥

ইতি—এইভাবে বলে; **অদ্ধা**—সাক্ষাৎ; **মাম্**—আমাকে; **সমাদিশ্য**—উপদেশ প্রদান করে; **গর্গে**—গর্গাচার্য; **চ**—ও; **স্ব-গৃহম্**—তাঁর স্বীয় গৃহে; **গতে**—প্রস্থান করেছিলেন; **মন্যে**—আমি বিবেচনা করেছিলাম; **নারায়ণস্য**—পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের; **অংশম্**—শক্ত্যাবেশ প্রকাশ; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ; **অক্লিষ্ট-কারিণম্**—যিনি আমাদের দুঃখমুক্ত রাখেন।

অনুবাদ

[নন্দমহারাজ বলে চললেন—] আমাকে এই সমস্ত কথা বলার পর গর্গমুনি গৃহে ফিরে গেলে আমাদের সুখকারী কৃষ্ণকে আমি প্রকৃতপক্ষে ভগবান নারায়ণের অংশ প্রকাশরূপে বিবেচনা করেছিলাম।

শ্লোক ২৪

ইতি নন্দবচঃ শ্রুত্বা গর্গগীতং ব্রজৌকসঃ ।
মুদিতা নন্দমানর্চুঃ কৃষ্ণং চ গতবিস্ময়াঃ ॥ ২৪ ॥

ইতি—এইভাবে; **নন্দ-বচঃ**—নন্দ মহারাজের কথা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **গর্গ-গীতম্**—গর্গমুনির বাক্যসমূহ; **ব্রজ-ওকসঃ**—ব্রজবাসীগণ; **মুদিতাঃ**—আনন্দিত; **নন্দম্**—নন্দ-মহারাজ; **আনর্চুঃ**—তারা পূজা করলেন; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **চ**—এবং; **গত**—হীন; **বিস্ময়াঃ**—বিস্ময়।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলছেন—] নন্দ মহারাজের মুখে গর্গমুনির বাক্যসমূহ শ্রবণ করে ব্রজবাসীগণ আনন্দিত হলেন। তাঁরা বিস্ময়শূন্য হয়ে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে নন্দ মহারাজ ও শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী বর্ণনা করছেন যে এই শ্লোকের *আনর্চুঃ* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, বৃন্দাবনবাসীরা তাঁদের গৃহ থেকে গন্ধ, মাল্য ও বস্ত্র নিয়ে এসে তা নন্দ মহারাজ ও কৃষ্ণকে নিবেদন করে তাঁদের পূজা করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরেকটু যোগ করে বলেছেন যে, বৃন্দাবনবাসীরা নন্দ ও কৃষ্ণকে তাদের প্রেমময় নিবেদন রত্নরাজি ও স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে পূজা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, এইসব

কথোপকথন যখন চলছিল, শ্রীকৃষ্ণও তখন বনে খেলা করছিলেন। তাই তিনি যখন গৃহে ফিরে এলেন, বৃন্দাবনবাসীরা তাঁকে সুন্দর পীত বস্ত্র, কণ্ঠহার, অনন্ত (বাহু আভরণ বিশেষ), দুল ও মুকুট দিয়ে সুশোভিত করে আদর করলেন এবং তাঁরা জয়-ধ্বনি দিলেন, "জয় ব্রজভূমিভূষণ কী জয়!"

শ্লোক ২৫

দেবে বর্ষতি যজ্ঞবিপ্লবরুষা বজ্রাশ্মবর্ষানিলৈঃ
সীদৎপালপশুস্ত্রিয়াত্মশরণং দৃষ্ট্বানুকম্প্যুৎস্ময়ন্ ।
উৎপাট্যৈককরেণ শৈলমবলো লীলোচ্ছিলীন্ধ্রং যথা
বিভ্রদ্‌গোষ্ঠমপান্মহেন্দ্রমদভিৎ প্রীয়ান্ন ইন্দ্রোগবাম ॥ ২৫ ॥

দেবে—যখন দেবরাজ ইন্দ্র; **বর্ষতি**—বর্ষণ করতে লাগলেন; **যজ্ঞ**—তাঁর যজ্ঞের; **বিপ্লব**—অভিঘাতজনিত; **রুষা**—ক্রোধে; **বজ্র**—বজ্র; **অশ্ম-বর্ষা**—শিলা; **অনিলৈঃ**—এবং বায়ু; **সীদৎ**—দুর্ভোগ; **পাল**—গোপগণ; **পশু**—পশু; **স্ত্রী**—স্ত্রী; **আত্ম**—তাঁর; **শরণম্**—তাদের একমাত্র আশ্রয় স্বরূপ; **দৃষ্টা**—দর্শন করে; **অনুকম্পী**—স্বভাবত অত্যন্ত সদয়; **উৎস্ময়ন্**—ঈষৎ হাস্য সহকারে; **উৎপাট্য**—উত্তোলন করলেন; **এক-করেণ**—এক হাতে; **শৈলম্**—গোবর্ধন পর্বত; **অবলঃ**—বালকের; **লীলা**—ক্রীড়ায়; **উচ্ছিলীন্ধ্রম্**—ছত্রাক; **যথা**—ঠিক যেন; **বিভ্রৎ**—তিনি ধারণ করলেন; **গোষ্ঠম্**—গোষ্ঠ; **অপাৎ**—তিনি রক্ষা করলেন; **মহা-ইন্দ্র**—রাজা ইন্দ্রের; **মদ**—গর্ব; **ভিৎ**—ধ্বংসকারী; **প্রীয়াৎ**—সন্তুষ্ট হোন; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **ইন্দ্রঃ**—প্রভু; **গবাম্**—গো সমূহের।

অনুবাদ

তাঁর যজ্ঞ ভঙ্গ হওয়াতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তাই তিনি বজ্র ও প্রবল বায়ু সহযোগে গোকুলে বারি ও শিলা বর্ষণ করতে লাগলেন। ফলে সেখানকার গোপ, পশু ও স্ত্রীগণ অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিলেন। পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ যখন নিজ আশ্রিতজনদের এই অবস্থায় দর্শন করলেন, তিনি স্মিত হেসে এক হাতে গোবর্ধন পর্বতকে তুলে ধরলেন, ঠিক যেন কোন বালক ক্রীড়াছলে একটি ছত্রাককে তুলে ধরল। এইভাবে গোপ সম্প্রদায়কে তিনি রক্ষা করেছিলেন। ইন্দ্রের গর্ব চূর্ণকারী শ্রীগোবিন্দ আমাদের প্রতি প্রীত হোন।

তাৎপর্য

ইন্দ্র শব্দটির অর্থ রাজা। এই শ্লোকে তাই নির্দিষ্টভাবে কৃষ্ণকে *ইন্দ্রো গবাম্* অর্থাৎ গো-সমূহের রাজা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনিই সত্যিকারের রাজা, প্রত্যেকের প্রকৃত শাসক আর দেবতারা তাঁর পরম ইচ্ছার রূপদানকারী, বস্তুত তাঁর ভৃত্য মাত্র।

এই শ্লোকটি এবং পূর্ববর্তী শ্লোক থেকে এটি পরিষ্কার যে, ভগবান কৃষ্ণের গিরি গোবর্ধন উত্তোলন, বৃন্দাবনের সরল গোপগণের মনে বিশেষ দাগ কেটেছিল আর তাঁরা বারবারই এই বিশেষ কর্মটিকে স্মরণ করেছেন। অবশ্যই যাঁরা শান্তভাবে ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে বালক কৃষ্ণের কার্যাবলী বিবেচনা করবেন, তাঁরা তাঁর শরণাগত হয়ে, তাঁর ভক্তিপূর্ণ সেবায়, নিত্য ভক্তে পরিণত হবেন। এই অধ্যায়টি পাঠ করার পর সেটিই হবে কারো সঠিক বুদ্ধিযুক্ত সিদ্ধান্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'অপূর্ব শ্রীকৃষ্ণ' নামক ষড়বিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

সপ্তবিংশতি অধ্যায়

দেবরাজ ইন্দ্র ও মাতা সুরভির প্রার্থনা

শ্রীকৃষ্ণের বিস্ময়কর ক্ষমতা দর্শন করে সুরভি গাভী ও ইন্দ্র কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা দ্বারা বৃন্দাবন আক্রমণ করার জন্য লজ্জিত ইন্দ্র গোপনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর প্রণাম নিবেদন করেন এবং তাঁর স্তুতি করেন। ইন্দ্র বললেন, যদিও শ্রীকৃষ্ণের কখনও অজ্ঞানতাজনিত মায়াময় গুণপ্রবাহ থাকতে পারে না, তবুও তিনি ধর্মসংস্থাপন ও দুষ্টের দমনের জন্য মনুষ্যদেহ ধারণ করে বিভিন্ন লীলা সম্পাদন করেন। যারা নিজেদের ঈশ্বর বা পরম নিয়ন্তারূপে জ্ঞান করে, তাদের মিথ্যা অহংকার এইভাবে তিনি চূর্ণ করেন। শ্রীকৃষ্ণই সমগ্র জীবের পিতা, গুরু, ঈশ্বর এবং কালরূপে তিনি তাদের দণ্ডদাতা। সেই কথা বলার জন্যই ইন্দ্র সেখানে গিয়েছিলেন।

ইন্দ্রের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বললেন যে, অহংকারে মত্ত ইন্দ্রের কৃষ্ণ-স্মৃতি জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই তিনি ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করেছিলেন। জাগতিক ঐশ্বর্যে প্রমত্ত ব্যক্তিরা কখনই তাদের সামনে দণ্ডায়মান দণ্ডপাণিরূপে তাঁকে দর্শন করতে পারে না। সুতরাং ভগবান কৃষ্ণ যদি কারুর প্রকৃত সৌভাগ্য আকাঙ্ক্ষা করেন, তখন তিনি তার ঐশ্বর্যের মর্যাদা থেকে তাকে বিচ্যুত করেন।

ভগবান কৃষ্ণ ইন্দ্রকে স্বর্গে তার যথাযথ পদে ফিরে গিয়ে অহমিকা বর্জন করে সেবা করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর ইন্দ্র সুরভি গাভীসহ, আকাশ গঙ্গার জল ও মাতা সুরভির দুগ্ধ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক অনুষ্ঠান করলেন। এই সুযোগে ইন্দ্র ও সুরভি গাভী ভগবানকে গোবিন্দ নামে অভিহিত করলেন আর দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি ও বিবিধ স্তব পাঠ করতে লাগলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

গোবর্ধনে ধৃতে শৈলে আসারাদ্রক্ষিতে ব্রজে ।
গোলোকাদাব্রজৎ কৃষ্ণং সুরভিঃ শক্র এব চ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **গোবর্ধনে**—গোবর্ধন; **ধৃতে**—ধারণ করলে; **শৈলে**—পর্বত; **আসারাৎ**—বর্ষণ হতে; **রক্ষিতে**—রক্ষিত হলে; **ব্রজে**—

ব্রজ; **গো-লোকাৎ**—গোলোক থেকে; **আব্রজৎ**—আগমন করলেন; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণের কাছে; **সুরভিঃ**—মাতা সুরভি; **শক্রঃ**—ইন্দ্র; **এব**—ও; **চ**—এবং।

অনুবাদ

গোবর্ধন পর্বত উত্তোলিত করে কৃষ্ণ ব্রজবাসীগণকে প্রচণ্ড বর্ষণ থেকে রক্ষা করার পরে, গোমাতা সুরভি তাঁর গোলোক থেকে ইন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ সন্দর্শনে আগমন করলেন।

তাৎপর্য

গো-লোকাৎ শব্দটি এখানে গোলোক নামক জগতকে নির্দেশ করছে যা অসাধারণ গাভীতে পূর্ণ। সুরভি হর্ষ সহকারে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে গমন করেছিলেন, কিন্তু ইন্দ্র সভয়ে গমন করেছিলেন। এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইন্দ্রের ঘৃণ্য ও অপরাধমূলক আক্রমণ থেকে ব্রজবাসীকে রক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে বিস্ময়কর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল। ইন্দ্র অবশ্য লজ্জিত হয়েছিলেন এবং তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। এই অনুচিত কাজ করার পর ইন্দ্র ভয়ে ভয়ে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন। ব্রহ্মা তাঁকে গোলোক থেকে সুরভিকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২

বিবিক্ত উপসঙ্গম্য ব্রীড়িতঃ কৃতহেলনঃ ।
পস্পর্শ পাদয়োরেনং কিরীটেনার্কবর্চসা ॥ ২ ॥

বিবিক্তে—নির্জনে; **উপসঙ্গম্য**—কৃষ্ণসমীপাগত; **ব্রীড়িতঃ**—লজ্জিত; **কৃত-হেলনঃ**—অপরাধজনিত; **পস্পর্শ**—তিনি স্পর্শ করলেন; **পাদয়োঃ**—তাঁর পাদদ্বয়; **এনম্**—কৃষ্ণকে; **কিরীটেন**—তাঁর কিরীট দ্বারা; **অর্ক**—সূর্যের মতো; **বর্চসা**—উজ্জ্বল।

অনুবাদ

ভগবানকে অবজ্ঞা করার জন্য ইন্দ্র অত্যন্ত লজ্জিত হন। নির্জনে কৃষ্ণ-সমীপে গিয়ে সূর্যের মতো উজ্জ্বল তাঁর কিরীটখানি কৃষ্ণের পদতলে স্থাপন করে ইন্দ্র নিজেও তাঁর পাদপদ্মে পতিত হয়ে পাদযুগল স্পর্শ করলেন।

তাৎপর্য

ইন্দ্র যে নির্জন স্থানে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভের জন্য গমন করেছিলেন, সেই বিশেষ নির্জন স্থানটির কথা শ্রীবৈশম্পায়ন মুনি *হরিবংশ* (বিষ্ণু-পর্ব ১৯/৩) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন—*স দদর্শোপবিষ্টং বৈ গোবর্ধনশিলাতলে।* "তিনি তাঁকে (কৃষ্ণকে) গোবর্ধন পর্বতের পাদদেশে উপবিষ্ট দেখলেন।"

আচার্যগণের ভাষ্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের জন্য একটি নির্জন-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন যাতে ইন্দ্র আরও বেশি লজ্জিত বা অপদস্থ না হয়ে পড়েন। ইন্দ্র তাঁর শরণাগত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে আসেন, এবং ভগবান তাঁকে সঙ্গোপনে তা করার অনুমোদন করেছিলেন।

শ্লোক ৩

দৃষ্টশ্রুতানুভাবোঽস্য কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ ।
নষ্টত্রিলোকেশমদ ইদমাহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৩ ॥

দৃষ্ট—দর্শিত; **শ্রুত**—শ্রুত; **অনুভাবঃ**—শক্তি; **অস্য**—এই; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **অমিত**—অপরিমেয়; **তেজসঃ**—তেজরাশি; **নষ্ট**—বিনাশ; **ত্রি-লোক**—ত্রি-জগতের; **ঈশ**—ঈশ্বর; **মদঃ**—গর্ব; **ইদম্**—এই সকল কথা; **আহ**—বললেন; **কৃত-অঞ্জলিঃ**—করজোড়ে বিনীতভাবে।

অনুবাদ

সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য তেজ সম্বন্ধে ইন্দ্র ইতিমধ্যে অবগত হয়েছেন এবং তিনি, তা দর্শন করার ফলে ত্রিজগতের ঈশ্বর হয়ে ওঠার মিথ্যা অহংকার তাঁর দমিত হয়েছিল। করজোড়ে বিনীতভাবে তিনি ভগবানের উদ্দেশে বললেন।

শ্লোক ৪

ইন্দ্র উবাচ

বিশুদ্ধসত্ত্বং তব ধাম শান্তং
তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কম্ ।
মায়াময়োঽয়ং গুণসম্প্রবাহো
ন বিদ্যতে তেঽগ্রহণানুবন্ধঃ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রঃ উবাচ—ইন্দ্র বললেন; **বিশুদ্ধসত্ত্বম্**—দিব্য-সত্ত্বগুণে প্রকাশিত; **তব**—আপনার; **ধাম**—স্বরূপ; **শান্তম্**—অপরিবর্তনীয়; **তপঃ ময়ম্**—পূর্ণ জ্ঞানময়; **ধ্বস্ত**—বিনষ্ট; **রজঃ**—রজোগুণ; **তমস্কম্**—এবং তমোগুণ; **মায়া-ময়ঃ**—মায়াময়; **অয়ম্**—এই; **গুণ**—জাগতিক গুণসমূহ; **সম্প্রবাহঃ**—মহাপ্রবাহ; **ন বিদ্যতে**—বিদ্যমান হয় না; **তে**—আপনাতে; **অগ্রহণ**—অজ্ঞতার; **অনুবন্ধঃ**—সম্বন্ধজনিত।

অনুবাদ

ইন্দ্র বললেন—আপনার দিব্য স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বে প্রকাশিত, অপরিবর্তনীয়, দীপ্তজ্ঞানে উদ্ভাসিত, এবং রজঃ ও তমোগুণশূন্য। মায়া এবং অজ্ঞানতাজনিত প্রবল জাগতিক গুণপ্রবাহ আপনার মধ্যে নেই।

তাৎপর্য

মহান ভাগবত-ভাষ্যকার শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই গভীর ব্যঞ্জনাময় শ্লোকটির সংস্কৃত সূত্রগুলির নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন।

সংস্কৃত *ধাম* শব্দটির বিবিধ অর্থ রয়েছে— ক) বাসস্থান, গৃহ, পবিত্র স্থান ইত্যাদি; খ) প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তি; পরমানন্দ বা পুলক; গ) স্বরূপ বা আবির্ভাব; ঘ) শক্তি, বল, মর্যাদা, মহিমা, উজ্জ্বল দীপ্তি বা আলো।

প্রথম পর্যায়ের (অর্থাৎ ক-শ্রেণীভুক্ত) অর্থসমূহের ক্ষেত্রে *বেদান্ত সূত্রে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরম তত্ত্বই সমস্ত সৃষ্টির উৎস ও অবলম্বন স্থান এবং ভাগবতের প্রথম শ্লোকেই কৃষ্ণকে পরমতত্ত্ব রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও কৃষ্ণলোক নামক তাঁর নিজ ধামেই ভগবান কৃষ্ণ অবস্থান করেন, কিন্তু স্বয়ং তিনি সমস্ত সৃষ্টির ধাম-স্বরূপ, একথা অর্জুন *ভগবদ্‌গীতায়* কৃষ্ণকে *পরং ধাম* রূপে সম্ভাষিত করে প্রতিপন্ন করেছেন।

কৃষ্ণ নামটিই সর্বাকর্ষক ব্যক্তিত্ব নির্দেশক আর তাই সমস্ত সৌন্দর্য ও আনন্দের উৎসস্বরূপ ভগবান কৃষ্ণ নিশ্চিতভাবেই, "প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তি; পরমানন্দ বা পুলক।" শেষ পর্যন্ত এই সমস্ত পদগুলি কেবলমাত্র কৃষ্ণের জন্যই ব্যবহৃত হতে পারে।

ধাম বলতে স্বরূপ বা আবির্ভাব বোঝায়, আর ইন্দ্র যখন এই প্রার্থনাগুলি নিবেদন করেছেন, তখন বাস্তবিকই তিনি তাঁর সামনেই ভগবানের স্বরূপ দর্শন করেছিলেন।

বৈদিক সাহিত্যে পরিষ্কার বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান কৃষ্ণের ক্ষমতা, শক্তি, মর্যাদা, মহিমা, উজ্জ্বল দীপ্তি ও জ্যোতি সব কিছুই তাঁর দিব্য দেহসমন্বিত আর এইভাবেই ভগবানের অনন্ত মহিমা প্রমাণিত হয়।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী *ধাম* শব্দটির সমস্ত অর্থসমূহের চমৎকার সারসংক্ষেপ করে সংস্কৃত *স্বরূপ* শব্দটি সমার্থক শব্দরূপে প্রদান করেছেন। *স্বরূপ* শব্দটির অর্থ "কারও নিজ রূপ বা আকার" এবং "কারও নিজ অবস্থা, বৈশিষ্ট্য বা স্বভাব"। যেহেতু ভগবান কৃষ্ণ তাঁর দেহ হতে অভিন্ন বিশুদ্ধ আত্মা, তাই বাস্তবিকই ভগবান ও তাঁর দৃশ্যরূপে কোন ভেদ নেই। কিন্তু বিপরীতভাবে এই জড় জগতে আমরা বদ্ধ-আত্মাগণ স্পষ্টভাবেই আমাদের দেহ থেকে ভিন্ন, সেই দেহটি স্ত্রী, পুরুষ, কালো, সাদা যাই হোক। আমরা সকলেই আমাদের অনিত্য, তুচ্ছ দেহ থেকে ভিন্ন নিত্য আত্মা।

স্বরূপ শব্দটি যখন আমাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তখন তা বিশেষভাবে আমাদের চিন্ময় রূপকেই নির্দেশ করে, কারণ আমাদের 'নিজ রূপ' প্রকৃতপক্ষে আমাদের চিরকালেরই "নিজ অবস্থা, বৈশিষ্ট্য বা স্বভাব"। তাই মুক্ত অবস্থায়

যেখানে কারও প্রগাঢ় চিন্ময় স্বভাবই তার বাহ্য রূপ, তাকেই *স্বরূপ* বলা হয়। মুখ্যত এই পদটি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশেই উল্লেখিত হয়ে থাকে। শ্রীল শ্রীধর স্বামী দ্বারা বর্ণিত এই সমস্ত কিছুই এই শ্লোকের *তব ধাম* শব্দে নির্দেশিত হয়েছে।

শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে এখানে *শান্তম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে "সর্বদা একই রূপ"। *শান্তম্* বলতে "স্থির, আবেগ মুক্ত বা শুদ্ধ"-কেও বোঝায়। বৈদিক দর্শন অনুসারে এই জগতের সকল পরিবর্তনই হয়ে থাকে রজঃ ও তমোগুণের প্রভাবের দ্বারা। রজোগুণ সৃষ্টিশীল আর তমোগুণ বিনাশকারী। কিন্তু সত্ত্বগুণ হচ্ছে অচঞ্চল ও ধারণশীল। নানাভাবে এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ত্রিগুণাতীত। *বিশুদ্ধসত্ত্বম্, শান্তম্, ধ্বস্তরজস্তমস্কম্, এবং গুণ-সম্প্রবাহো ন বিদ্যতে,* এই সমস্ত পদই তা নির্দেশ করছে। জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের সংস্পর্শ হেতু আমরা এক দেহ থেকে অন্য দেহে দেহান্তরিত হয়ে থাকি, কিন্তু কৃষ্ণ তা হন না। জড় দেহের বিভিন্ন রূপান্তর প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে যা সময়ের প্রভাবের দ্বারা আপন গতিতেই স্থির হয়ে থাকে। সুতরাং জড়া প্রকৃতির গুণসমূহ থেকে যিনি মুক্ত, তিনি আনন্দময় চিন্ময় অস্তিত্বে নিত্যত সন্তুষ্ট ও অপরিবর্তিত। তাই এখানে *শান্তম্* শব্দের মাধ্যমে নির্দেশ করা হয়েছে যে, যেহেতু ভগবান জড়া প্রকৃতির গুণসমূহ থেকে মুক্ত, অতএব তিনি পরিবর্তনের মাধ্যমে উপদ্রুত হন না।

এই শ্লোক অনুসারে, জড়া প্রকৃতির গুণসমূহের শক্তিশালী প্রবাহ—প্রধানত আবেগ, মূঢ়তা ও জাগতিক কর্তব্য—*অগ্রহণ* জাত, শ্রীল শ্রীধর স্বামী যাকে 'অজ্ঞতা' রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। যেহেতু সংস্কৃত *গ্রহ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে "গ্রহণ করা, স্বীকার করা, উপলব্ধি করা বা হৃদয়ঙ্গম করা"; *গ্রহণ* শব্দটির অর্থ ঠিক কোন কিছু "ধারণা বা সত্যকে উপলব্ধি করা" অর্থে "হৃদয়ঙ্গম" করা। সুতরাং এখানে *অগ্রহণ* শব্দটির অর্থ কারো চিন্ময় অবস্থান হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হওয়া আর এই ব্যর্থতার ফলেই জাগতিক অস্তিত্বের ভয়ঙ্কর প্রবাহে পতিত হতে হয়।

অগ্রহণ শব্দটিকে বিভাজিত করে *অগ্র-হণ* এই যৌগিক শব্দ থেকে অতিরিক্ত অর্থও পাওয়া যায়। *অগ্র* শব্দের অর্থ "প্রথম, শীর্ষ বা সর্বোত্তম" এবং *হণ* অর্থ "হত্যা"। অনিত্য জড়দেহ ও মনের বিপরীত বৈশিষ্ট্যে অবস্থিত নিত্য, শুদ্ধ আত্মাই হচ্ছে আমাদের অস্তিত্বের সর্বোত্তম অংশ। তাই যিনি কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করার চেয়ে জাগতিক জীবনকেই পছন্দ করছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি তার সর্বোত্তম অংশ আত্মা, যা তার শুদ্ধ অবস্থানে অনন্তরূপে কৃষ্ণভাবনামৃত উপভোগ করতে পারে, তাকে হত্যা করছেন।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী *তপোময়ম্* শব্দটিকে "জ্ঞানময়" রূপে তর্জমা করেছেন। *তপস্* শব্দটি সাধারণত *তপশ্চর্যা* নির্দেশ করে, যেটি সংস্কৃত ক্রিয়া *তপ* থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার অর্থ সংক্ষেপে সূর্যের বিবিধ কার্যাবলী নির্দেশ করে। *তপ* অর্থ হচ্ছে "দগ্ধ করা, আলোকিত করা, উত্তপ্ত করা ইত্যাদি"। পরমেশ্বর ভগবান নিত্য শুদ্ধ আর তাই *তপো-ময়ম্* শব্দটি, ভগবানের দিব্য দেহ তপশ্চর্যার জন্য, এরকম অর্থ নির্দেশ করে না, কারণ কেবলমাত্র বদ্ধ জীবেরাই তাদের নিজেদের শুদ্ধ করার জন্য অথবা নির্দিষ্ট কোন শক্তি অর্জনের জন্য তপশ্চর্যার অনুষ্ঠান করে থাকে। যিনি সর্বশক্তিমান শুদ্ধসত্ত্ব, তাঁর কখনও নিজেকে শুদ্ধ করার কিম্বা শক্তি অর্জন করার প্রয়োজন হয় না—তিনি চির শুদ্ধ এবং সর্বতোভাবে শক্তিশালী। সুতরাং শ্রীধর স্বামী বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে,—এখানে *তপস্* শব্দটি সূর্যের আলো দেওয়ার কাজটিকেই উল্লেখ করছে আর তার দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে, ভগবানের স্বতঃজ্যোতির্ময় অঙ্গটি সর্বজ্ঞানের আধার। সাধারণত আলো জ্ঞানের প্রতীক। ভগবানের চিন্ময় জ্যোতি কখনই দৈহিকভাবে আলো বিকীরণ করে না, যেমন একটি মোম বা বৈদ্যুতিক বাল্ব করে থাকে। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে, ভগবানের দেহ শুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা আমাদের চেতনাকে আলোকিত করে কারণ ভগবানের জ্যোতিই বিশুদ্ধ জ্ঞান।

আমরা শ্রীল শ্রীধর স্বামীর পাদপদ্মে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি এবং এই শ্লোকের জ্ঞানগর্ভ ভাষ্য প্রদানের জন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

শ্লোক ৫

কুতো নু তদ্ধেতব ঈশ তৎকৃতা
লোভাদয়ো যেঽবুধলিঙ্গভাবাঃ ।
তথাপি দণ্ডং ভগবান বিভর্তি
ধর্মস্য গুপ্ত্যৈ খলনিগ্রহায় ॥ ৫ ॥

কুতঃ—কিভাবে; **নু**—অবশ্যই; **তৎ**—সেই (জাগতিক দেহের অস্তিত্ব); **হেতবঃ**—কারণ; **ঈশ**—হে ভগবান; **তৎ-কৃতাঃ**—দেহ সম্বন্ধে উৎপন্ন; **লোভ-আদয়ঃ**—লোভ ইত্যাদি; **যে**—যে; **অবুধ**—অজ্ঞ ব্যক্তির; **লিঙ্গ-ভাবাঃ**—লক্ষণসমূহ; **তথা অপি**—তথাপি; **দণ্ডম্**—শাস্তি; **ভগবান**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিভর্তি**—ধারণ করা; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **গুপ্ত্যৈ**—রক্ষার জন্য; **খল**—দুষ্ট; **নিগ্রহায়**—দমনের জন্য।

অনুবাদ

তাহলে, জড়জাগতিক অস্তিত্বের মাঝে প্রারব্ধ সম্বন্ধের ফলে অজ্ঞ মানুষের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, এবং মাৎসর্যের যে সব লক্ষণগুলির সৃষ্টি হয়, এবং

যেগুলি মানুষকে জড়জাগতিক অস্তিত্বের জটিলতার মাঝে আরও জড়িত করে রাখে, সেই লক্ষণগুলি কেমন করে আপনারই মধ্যে বিরাজ করতে পারল? আর তা সত্ত্বেও পরমেশ্বর ভগবান হয়ে আপনি ধর্মনীতি রক্ষার জন্য শাস্তিবিধান করেন এবং দুষ্টের দমন করেন।

তাৎপর্য

ইন্দ্রের এই জটিল দার্শনিক বক্তব্য এইভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে—এই শ্লোকের প্রথম পংক্তিতেই ইন্দ্র পূর্ববর্তী শ্লোকের শেষে প্রকাশিত মূল ধারণাটিকে ব্যক্ত করেছেন, তা হল জড় অস্তিত্বের মহা প্রবাহ যা অজ্ঞানজনিত, পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে অবস্থান করতে পারে না। *তদ্ধেতবঃ* এবং *তৎকৃতাঃ* শব্দ দুটি নির্দেশ করছে—যে সকল কারণে প্রকৃতির গুণসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল, পরে তারাই আবার তাদের সেই কারণের কারণ হয়ে উঠেছিল। এই শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তিতে আমরা পাই,—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, এবং মাৎসর্য এই জড় অনুভবগুলিই প্রকৃতির গুণসমূহের প্রকাশের কারণ এবং এগুলি নিজেরাই (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, এবং মাৎসর্য) জড় গুণসমূহের দ্বারা উৎপন্ন হয়।

এই আপাতবিরোধী সত্যের ব্যাখ্যাটি এইরকম যে—যখন বদ্ধ আত্মা জড় গুণাবলীর সঙ্গ করার ইচ্ছা করে, তখন সে সেইরকম গুণাবলীর দ্বারা কলুষিত হয়ে যায়। যেমন *গীতায়* (১৩/২২) বলা হয়েছে *কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু।* উদাহরণস্বরূপ কোন ভ্রষ্টা নারীর উপস্থিতিতে একজন মানুষ তার নীচ প্রবৃত্তিগুলিকে উদ্বুদ্ধ করে সেই নারীর সঙ্গে যৌনসুখ উপভোগের চেষ্টা করতে পারে। তার নীচ গুণজাত স্বভাবের সঙ্গ করার ইচ্ছার প্রভাবে সেই নীচ গুণগুলি তার মধ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সে কামনা দ্বারা অভিভূত হয়ে পুনঃ পুনঃ তার জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে। যেহেতু তার মন কামনা দ্বারা সংক্রামিত, সে যাই করে, ভাবে, বলে তা সবই তার যৌনতার প্রতি দৃঢ় আসক্তির দ্বারা প্রভাবিত থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে, কামগুণসম্পন্ন স্বভাবের সঙ্গ পছন্দ করার দ্বারা সেই কামগুণসমূহকে সে তার ভিতরে শক্তিশালী হয়ে প্রকাশিত হওয়ার কারণ ঘটায় এবং সেই কামগুণাবলী অবশেষে কামগুণাবলী দ্বারা শাসিত উপযুক্ত তার আরেকটি জড় দেহ ধারণের কারণ হয়ে ওঠে।

নিম্ন গুণাবলীসমূহ, যেমন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, এবং মাৎসর্য সকলই *অবুধ-লিঙ্গ-ভাবাঃ* অর্থাৎ অজ্ঞতার লক্ষণ। প্রকৃতপক্ষে, যেমন শ্রীধর স্বামী তাঁর ভাষ্যে বর্ণনা করেছেন, প্রকৃতির গুণাবলীর প্রকাশ আর কোন জাগতিক দেহের প্রকাশ, ব্যাপারটি সমার্থ। সমস্ত বৈদিক সাহিত্যে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে

যে, বদ্ধ আত্মা একটি দেহ ধারণ করে, সেটি পরিত্যাগ করে এবং পুনরায় আরেকটি দেহ গ্রহণ করে, কেবলমাত্র প্রকৃতির গুণাবলীর সঙ্গে তার সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য (*কারণং গুণসঙ্গোঽস্য*)। এইভাবে, কেউ প্রকৃতির গুণাবলীতে অংশগ্রহণ করছে বলতে বোঝায় যে, নির্দিষ্ট জড় গুণাবলীর সঙ্গে সম্পর্কিত কেউ সেই ধরনের একটি উপযুক্ত দেহ গ্রহণ করছে।

একজন অজ্ঞ দর্শক হয়ত সরলভাবে কৃষ্ণের গিরি গোবর্ধন উত্তোলন লীলাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন—বৃন্দাবনবাসীগণ বৈদিক নীতিসমূহ দ্বারা পরিচালিত হয়ে স্বর্গের দেবতা ইন্দ্রকে কিছু নিবেদন করেছিলেন। শিশু কৃষ্ণ ইন্দ্রের অবস্থানকে অবজ্ঞা করে বলপূর্বক সেই সমস্ত নিবেদন তাঁর আপন আনন্দের জন্য ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। ইন্দ্র যখন কৃষ্ণ ও তাঁর সঙ্গীদের দণ্ডদানের চেষ্টা করেন, ভগবান ইন্দ্রের উদ্দেশ্যকে হতাশ করে তাকে অপমান করেন ও তার গর্ব ও ঐশ্বর্যের বিনাশ করেন।

কিন্তু এই ধরনের কল্পনাপ্রসূত ব্যাখ্যা এই শ্লোকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এখানে দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান রূপে সম্বোধন করে নির্দেশ করছেন যে, কৃষ্ণ কেবলমাত্র একজন সাধারণ শিশু নন, প্রকৃতপক্ষে তিনি ভগবান। সুতরাং কৃষ্ণের ইন্দ্রকে দণ্ডদান, তাঁর ধর্মকে রক্ষা করা ও দুষ্টের দমন করার ব্রত বা উদ্দেশ্যেরই অংশ ছিল। সেটি কোন জাগতিক ক্রোধ বা ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে অর্পিত নিবেদনের প্রতি লোভের প্রদর্শন ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ-সত্ত্ব এবং তাঁর সামান্য বিনীত ইচ্ছাটি হল সমস্ত জীবকে কৃষ্ণভাবনামৃতের শুদ্ধ, আনন্দময় জীবনে যুক্ত করা। আমাদের কৃষ্ণভাবনাময় করার কৃষ্ণের ইচ্ছাটি অস্মিতাসূচক নয়, কারণ চরমে শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত কিছু আর বিষয়গতভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত শ্রেষ্ঠ চেতনা। দেবরাজ ইন্দ্র বাস্তবিকই কৃষ্ণের বিনীত দাস এবং সেই সত্য তিনি এখন স্মরণ করতে শুরু করেছেন।

শ্লোক ৬

পিতা গুরুস্ত্বং জগতামধীশো
দুরত্যয়ঃ কাল উপাত্তদণ্ডঃ ।
হিতায় চেচ্ছাতনুভিঃ সমীহসে
মানং বিধুন্বন্ জগদীশমানিনাম্ ॥ ৬ ॥

পিতা—পিতা; **গুরুঃ**—গুরুদেব; **ত্বম্**—আপনি; **জগতাম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের; **অধীশঃ**—পরমেশ্বর; **দুরত্যয়ঃ**—অলঙ্ঘনীয়; **কালঃ**—সময়; **উপাত্ত**—ধারণ করেন; **দণ্ডঃ**

—শাস্তি; **হিতায়**—মঙ্গলের জন্য; **চ**—এবং; **ইচ্ছা**—আপনার স্বতন্ত্র আকাঙ্ক্ষা দ্বারা; **তনুভিঃ**—আপনার দিব্যরূপ সমূহের দ্বারা; **সমীহসে**—কার্য করেন; **মানম্**—গর্ব; **বিধুন্বন্**—খণ্ডন করেন; **জগৎ-ঈশ**—জগতের অধীশ্বর; **মানিনাম্**—যারা নিজেদের মনে করে।

অনুবাদ

আপনিই এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পিতা, গুরুদেব এবং পরম নিয়ন্তা। আপনিই অলঙ্ঘনীয় কালরূপে পাপীদের মঙ্গলার্থে দণ্ড বিধান করেন। বস্তুতঃ আপনার স্বতন্ত্র ইচ্ছা দ্বারা নির্ধারিত আপনার বিভিন্ন লীলাবতারে নিজেদের জগদীশ্বরাভিমানিদের মিথ্যা অহংকার আপনি নিশ্চিতভাবে দূরীভূত করেন।

তাৎপর্য

এখানে *হিতায়* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র জগতের মঙ্গলার্থে ধর্ম রক্ষা করেন এবং দুষ্টের দমন করেন। মূর্খ ও অবিশ্বাসী ছদ্মতত্ত্ববিদগণ প্রকৃতির ক্রিয়ার মাধ্যমে জীবকে শাস্তি প্রদানের জন্য ভগবানের সমালোচনা করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষভাবেই তাদের শাস্তি দান করুন আর এখানে উল্লিখিত প্রত্যক্ষভাবে তাঁর অবতাররূপেই শাস্তি দান করুন, সেই শাস্তি দেবার অধিকার তাঁর রয়েছে, কারণ তিনিই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পিতা, গুরুদেব এবং পরম নিয়ন্তা। আরেকভাবে, দুর্লঙ্ঘনীয় কাল রূপেও তিনি বদ্ধ জীবের ভগবৎবিহীন রাম-রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রচেষ্টা দমন করে থাকেন। কথায় আছে, "শাস্তি না দিলে সন্তান বয়ে যায়।" এই কথাটি সত্যি এবং প্রকৃতপক্ষে এটি ভগবানেরই কৃপা যে, তিনি আমাদের অসদাচরণ সংশোধন করার জন্য বিড়ম্বনা গ্রহণ করছেন, যদিও অবিশ্বাসী মানুষ ভগবানের এই পিতৃসুলভ সদাজাগ্রত প্রহরার সমালোচনা করে থাকেন।

শ্লোক ৭

যে মদ্বিধাজ্ঞা জগদীশমানিনস্
ত্বাং বীক্ষ্য কালেঽভয়মাশু তন্মদম্ ।
হিত্বার্য্যমার্গং প্রভজন্ত্যপস্ময়া
ঈহা খলানামপি তেঽনুশাসনম্ ॥ ৭ ॥

যে—যারা; **মৎ-বিধা**—আমার মতো; **অজ্ঞাঃ**—মূর্খ ব্যক্তি; **জগৎ-ঈশ**—জগদীশ্বররূপে; **মানিনঃ**—নিজেদের মিথ্যা জ্ঞান করেন; **ত্বাম্**—আপনি; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **কালে**—ভয়ের সময়েও; **অভয়ম্**—নির্ভয়; **আশু**—শীঘ্রই; **তৎ**—তাদের; **মদম্**—গর্ব; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **আর্য্য**—ভক্তরূপে; **মার্গম্**—পথ; **প্রভজন্তি**—

অবলম্বন করে; **অপস্ময়াঃ**—বিগত-গর্ব; **ঈহা**—কার্যকলাপ; **খলানাম্**—খলব্যক্তিগণের; **অপি**—বস্তুতঃ; **তে**—আপনার দ্বারা; **অনুশাসনম্**—শিক্ষা।

অনুবাদ

আমার মতো মূঢ়গণও, যারা গর্বভরে নিজেদের জগদীশ্বর মনে করে, তারাও ভয়ের সময়েও আপনাকে নির্ভয় দেখে শীঘ্রই তাদের মিথ্যা অহংকার ত্যাগ করে পারমার্থিক উন্নতির ভক্তি-মার্গ গ্রহণ করে। এইভাবে আপনি খলব্যক্তিদের শিক্ষা প্রদানের জন্য দণ্ডদান করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর দ্বারা মূঢ় ব্যক্তিগণের দর্প ভঙ্গ হয়েছে, এরকম দৃষ্টান্তে ইতিহাস পূর্ণ হয়ে আছে। সাধারণ মানুষকে অভূতপূর্ব বিপন্নতায় রেখে আধুনিক রাষ্ট্রনেতারা গর্বভরে একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ করে। তেমনই ইন্দ্রও তাঁর আপাত গৌরবজনক পদ-মর্যাদার গর্বে ভয়ঙ্কর অস্ত্রের সাহায্যে নিরীহ বৃন্দাবনবাসীদের জীবন শঙ্কিত করার সাহস করেছিলেন, যতক্ষণ না পরমেশ্বর ভগবান তৎপরতার সঙ্গে সাড়া দিয়ে তার ঔদ্ধত্য দমন করেছিলেন।

আজকাল পশ্চিমী দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক উপায়ে সরকার নির্বাচনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, আর এইভাবে বিপুল জনসাধারণ তাদের নেতাদের ভাগ্যের সাথে একাত্ম হয়ে গেছে। এই সকল গর্বিত নেতারা যখন হিংসায় লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন যে জনগণ তাদের নির্বাচিত করেছিল, তাদেরই সেই হিংস্র সিদ্ধান্তের ঝুঁকি সইতে হয়। অতএব পৃথিবীর গণতান্ত্রিক দেশগুলির নাগরিকদের কৃষ্ণভাবনাময় নেতৃবৃন্দকে নির্বাচিত করা উচিত, যাঁরা ভগবানের আইন অনুযায়ী এক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবেন। যদি জনগণ তা করতে ব্যর্থ হয়, তা হলে তাদের বস্তুবাদী নেতারা পরমেশ্বর ভগবানের অভিলাষ বিস্মৃত হয়ে, সর্বগ্রাসী বিধ্বংসী ঘটনাবলীর মাধ্যমে নিঃসন্দেহে দণ্ডিত হবে, এবং ঐ ধরনের নেতাদের যারা নির্বাচন করেছে, সেই জনগণও তাদের নেতাদের কার্যকলাপের জন্য দায়ী হয়ে, সেই দুর্ভোগের অংশীদার হবে।

এটা খুবই হাস্যকর যে, আধুনিক গণতন্ত্রে শুধু নেতারাই যে নিজেদের বিশ্বনিয়ন্তা মনে করছেন তাই নয়, জনসাধারণও তাদের নেতাদের ভগবানের প্রতিনিধি মনে করার চাইতে কেবলমাত্র তাদের নিজেদের প্রতিনিধি বলে মনে করছে এবং জনসাধারণরূপে তারা নিজেদের জাতিরও নিয়ন্তা বলে ভাবছে। তাই, যে দণ্ডভোগের কথা এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে আধুনিক পৃথিবীর সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আধুনিক মানুষকে কেবল তার অহংকারী অবস্থান থেকে পতনের প্রাকৃতিক শিক্ষা নিলেই হবে না; বরং তাকে বিনীতভাবে সর্বাকর্ষক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাকে পালন করার মাধ্যমে সুস্থ, শান্ত ও জ্ঞানময় এক নতুন যুগের অগ্রদূত হতে হবে।

শ্লোক ৮

স ত্বং মমৈশ্বর্যমদপ্লুতস্য
কৃতাগসস্তেঽবিদুষঃ প্রভাবম্ ।
ক্ষন্তুং প্রভোঽথার্হসি মূঢ়চেতসো
মৈবং পুনর্ভূন্মতিরীশ মেঽসতী ॥ ৮ ॥

সঃ—তিনি; **ত্বম্**—আপনার; **মম**—আমার; **ঐশ্বর্য**—শাসন ক্ষমতার; **মদ**—গর্বে; **প্লুতস্য**—নিমগ্ন হয়ে; **কৃত**—করেছি; **আগসঃ**—অপরাধ; **তে**—আপনার; **অবিদুষঃ**—না জেনে; **প্রভাবম্**—দিব্য প্রভাব; **ক্ষন্তুম্**—ক্ষমা করার; **প্রভো**—হে প্রভু; **অথ**—সুতরাং; **অর্হসি**—আপনার উচিত; **মূঢ়**—মূঢ়; **চেতসঃ**—যার বুদ্ধি; **মা**—কখনও; **এবম্**—এইভাবে; **পুনঃ**—পুনরায়; **ভূৎ**—হতে পারা; **মতিঃ**—জ্ঞান; **ঈশ**—হে ভগবান; **মে**—আমার; **অসতী**—অশুদ্ধ।

অনুবাদ

আমার শাসন ক্ষমতার গর্বে নিমগ্ন হয়ে, আপনার প্রভাব সম্পর্কে অজ্ঞ আমি আপনার প্রতি অপরাধ করেছি। হে প্রভু, আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আমার বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু আর কখনও যেন আমার এরূপ অসৎ মতি না হয়।

তাৎপর্য

যদিও শ্রীকৃষ্ণ গিরি গোবর্ধন উত্তোলন করে ব্রজবাসীদের রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু তখনও পর্যন্ত তিনি নিজে ইন্দ্রকে কোন শাস্তি দেননি, এবং ইন্দ্রও ভয়ে ভয়ে ছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হয়ত যেকোন মুহূর্তে বিবস্বানপুত্র যমরাজকে আহ্বান করবেন, যিনি ভগবৎ-বিধান ভঙ্গকারী উদ্ধত ব্যক্তিদের শাস্তিদান করেন।

ইন্দ্র যথেষ্ট ভীত ছিলেন আর তাই ভগবানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে তিনি নিবেদন করেছিলেন যে, তিনি এতটাই স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন যে, শাস্তির মাধ্যমে উচিত শিক্ষা লাভ করেও তাঁর কিছু হবার নয়—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের কৃপার দ্বারাই তিনি শুদ্ধ হতে পারেন।

প্রকৃতপক্ষে, এই ঘটনায় ইন্দ্রের বিনম্রতা সত্ত্বেও তাঁর হৃদয় সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়নি। এই স্কন্ধে আমরা পরে জানতে পারব যে, এর পরেও একবার যখন শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের

রাজ্য থেকে একটি পারিজাত ফুল নিয়েছিলেন, হতভাগ্য ইন্দ্র আবার পরমেশ্বর ভগবানের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। তাই, জাগতিক দেবতাদের অশুদ্ধ জীবনের সঙ্গে জড়িত না হয়ে আমাদের নিত্য আবাস কৃষ্ণলোকে ফিরে যাবার জন্য সাগ্রহে আকাঙ্ক্ষা করা উচিত।

শ্লোক ৯

তবাবতারোঽয়মধোক্ষজেহ
ভুবো ভরাণামুরুভারজন্মনাম্ ।
চমূপতীনামভবায় দেব
ভবায় যুষ্মচ্চরণানুবর্তিনাম্ ॥ ৯ ॥

তব—আপনার; **অবতারঃ**—অবতরণ; **অয়ম্**—এই; **অধোক্ষজ**—হে চিন্ময় ভগবান; **ইহ**—এই জগতে; **ভুবঃ**—মর্ত্যধামে; **ভরাণাম্**—গুরুভারজনক; **উরু-ভার**—প্রভূত ভারের; **জন্মনাম্**—উৎপন্ন হয়; **চমূ-পতীনাম্**—সেনাপতিগণের; **অভবায়**—বিনাশের জন্য; **দেব**—হে পরম পুরুষোত্তম ভগবান; **ভবায়**—মঙ্গলের জন্য; **যুষ্মৎ**—আপনার; **চরণ**—পাদপদ্মদ্বয়; **অনুবর্তিনাম্**—সেবকগণের।

অনুবাদ

হে অধোক্ষজ, পৃথিবীর ভারস্বরূপ এবং বহু ভয়ঙ্কর দুর্ভোগসৃষ্টিকারী সেনাপতিদের বিনাশের জন্য আপনি এই জগতে অবতরণ করেন। হে ভগবান, একই সঙ্গে আপনার পাদপদ্মের বিশ্বস্ত সেবকদের মঙ্গলের জন্যও আপনি কাজ করে থাকেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে এক চিত্তাকর্ষক কাব্যভাব ব্যবহার করা হয়েছে। এই জগতে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণকে *অভব* বলা হয়েছে, যার আক্ষরিক অর্থ আসুরিকসেনাধ্যক্ষদের "বিলোপ" বা "বিনাশ" এবং একই সঙ্গে *ভব* শব্দের অর্থ বিশ্বস্তভাবে যাঁরা ভগবানের পাদপদ্মের সেবা করেন, তাঁদের "স্থিতি ও শ্রীবৃদ্ধি"।

ভব শব্দের দ্বারা এখানে যে যথার্থ স্থিতির কথা নির্দেশ করা হয়েছে, তা *সৎ-চিৎ-আনন্দ,* অর্থাৎ নিত্য, আনন্দ ও জ্ঞানময়। অজ্ঞ দর্শকের কাছে মনে হতে পারে যে, কোনও সাধারণ মানুষ যা করে থাকে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি তাঁর অনুগামীদের পুরস্কৃত করছেন আর তাঁর শত্রুদের শাস্তি দিচ্ছেন। ভগবান সম্বন্ধে এই বিশেষ সন্দেহ ষষ্ঠ স্কন্ধে বিস্তারিতভাবে উত্থাপিত হয়েছে যেখানে এক বিশেষ মহাজাগতিক যুদ্ধে কৃষ্ণ অবিশ্বাসী দানবদের বিরুদ্ধে বিশ্বস্ত দেবতাদের পক্ষ অবলম্বন করছেন। ঐ স্কন্ধে বৈষ্ণব আচার্যবর্গ পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ

সমস্ত জীবের পিতা ও প্রভু আর তাই তাঁর সকল কার্যাবলী সমস্ত জীবের মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। বস্তুত ভগবান কৃষ্ণ কারুরই অস্তিত্বহীনতার জন্য দায়ী নন; বরং তিনি ভগবৎ-বিধান লঙ্ঘনকারীদের মূর্খতা ও ধ্বংসকারী জাগতিক ভাবকে সংযত করেন। ভগবৎ-বিধানসমূহ সমগ্র সৃষ্টির শ্রীবৃদ্ধি, ঐক্য ও সুখের নিশ্চয়তার জন্য সৃষ্টি হয়েছে, আর তাই সেই আইন লঙ্ঘন অন্যায় উপদ্রব মাত্র।

অবশ্যই ইন্দ্র আশা করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে দানবরূপে নয়, ভক্তরূপেই গণ্য করবেন। যদিও ইন্দ্রের কার্যকলাপ বিবেচনা করলে কেউ ইন্দ্রের প্রকৃত বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ উদ্রেক করতেই পারেন। ইন্দ্র এই সম্ভাব্য সন্দেহ বিষয়ে সচেতন ছিলেন, তাই পরবর্তী শ্লোকে তিনি সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়ার চেষ্টা করেছেন।

শ্লোক ১০

নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে ।
বাসুদেবায় কৃষ্ণায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥ ১০ ॥

নমঃ—প্রণাম নিবেদন করি; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবান; **পুরুষায়**—অন্তর্যামী; **মহা-আত্মনে**—মহাত্মা; **বাসুদেবায়**—সর্বত্র যাঁর নিবাস; **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণ; **সাত্বতাম্**—যদুকুলের; **পতয়ে**—পতি; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি।

অনুবাদ

আপনি পরমেশ্বর ভগবান, অন্তর্যামী, মহাত্মা ও সর্বব্যাপক, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। আপনি যদুকুলপতি কৃষ্ণ, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি।

শ্লোক ১১

স্বচ্ছন্দোপাত্তদেহায় বিশুদ্ধজ্ঞান মূর্তয়ে ।
সর্বস্মৈ সর্ববীজায় সর্বভূতাত্মনে নমঃ ॥ ১১ ॥

স্ব—তাঁর নিজ (ভক্তগণ); **ছন্দ**—ইচ্ছানুসারে; **উপাত্ত**—ধারণ করেন; **দেহায়**—তাঁর দিব্য দেহসমূহ; **বিশুদ্ধ**—বিশুদ্ধ; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **মূর্তয়ে**—রূপ; **সর্বস্মৈ**—সর্ব-রূপ; **সর্ব-বীজায়**—সকলের বীজ বা মূল কারণ স্বরূপ; **সর্ব-ভূত**—সকল জীবের; **আত্মনে**—আত্মস্বরূপ; **নমঃ**—আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি।

অনুবাদ

যিনি নিজ ভক্তগণের ইচ্ছানুসারে তাঁর দিব্য দেহসমূহ ধারণ করেন, যিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানময়, যিনি সর্ব-রূপ, সকলের বীজ ও সর্বভূতের আত্ম-স্বরূপ, তাঁকে আমি আমার প্রণাম নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের প্রথম পংক্তিটি থেকে আমরা এমন বিশ্লেষণ করতে পারি না যে, ভগবান যেভাবেই হোক নৈর্ব্যক্তিক, কিন্তু একটি সবিশেষ জড়জাগতিক দেহ ধারণ করেন। এখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, ভগবান *স্বচ্ছন্দ* অনুসারে—অর্থাৎ, তাঁর আপন ইচ্ছা অনুসারে অথবা তাঁর ভক্তবৃন্দের ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেন। একজন নির্বিশেষ ভগবান তাঁর ভক্তবৃন্দের সঙ্গে আপন ইচ্ছার ভাব বিনিময় করতে পারেন না আর যে ভগবান নির্বিশেষ, তাঁর কোন ইচ্ছাও থাকতে পারে না, কারণ ইচ্ছা ব্যাপারটি বিশেষ ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য। সুতরাং ভগবানের নিজ ইচ্ছানুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ থেকে বোঝায় যে, তিনি নিত্যত এক নির্বিশেষ পুরুষসত্তা এবং তাঁর নিজ নিত্য স্বভাবের প্রকাশরূপে তিনি তাঁর বিভিন্ন দিব্য দেহসমূহ প্রকাশিত করেন।

বিশুদ্ধ-জ্ঞান-মূর্তয়ে কথাটি এখানে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *মূর্তি* শব্দটির অর্থ বিগ্রহের আকার বা রূপ এবং এখানে বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, ভগবানের রূপ স্বয়ং বিশুদ্ধ জ্ঞানময়। চেতনা বা জ্ঞান প্রাথমিক পারমার্থিক উপাদান যে কোন জাগতিক উপাদান থেকে তা স্বতন্ত্র, এমন কি অতি সূক্ষ্ম বা মনস্তত্ত্বীয় জড় উপাদানসমূহ—জাগতিক মন, বুদ্ধি ও অহংকার থেকেও স্বতন্ত্র। মন, বুদ্ধি, অহংকার, বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপর এক আত্মিক আবরণ মাত্র। যেহেতু ভগবানের রূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানময়, তাই এই জগতে আমরা যা বহন করছি, সেই অস্থি-মাংসের থলিরূপ জড় দেহ দ্বারা আমরা তা সামান্যই হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

এই শ্লোকের শেষ দুটি পংক্তিতে *সর্ব* "সবকিছু" শব্দটিতে কাব্যিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ভগবানই সব—তিনিই সকলের বীজস্বরূপ, এবং তিনিই সর্বভূতের আত্মস্বরূপ। অতএব, ইন্দ্রের সঙ্গে যোগদান করে আমরাও যেন ভগবানকে প্রণাম নিবেদন করি।

শ্লোক ১২

ময়েদং ভগবন্ গোষ্ঠনাশায়াসারবায়ুভিঃ ।
চেষ্টিতং বিহতে যজ্ঞে মানিনা তীব্রমন্যুনা ॥ ১২ ॥

ময়া—আমার দ্বারা; **ইদম্**—এইভাবে; **ভগবন্**—হে ভগবান; **গোষ্ঠ**—আপনার গোষ্ঠ; **নাশায়**—বিনাশ করার জন্য; **আসার**—প্রবল বর্ষণ দ্বারা; **বায়ুভিঃ**—এবং বায়ু; **চেষ্টিতম্**—চেষ্টা; **বিহতে**—যখন তা নষ্ট হয়েছিল; **যজ্ঞে**—আমার যজ্ঞ; **মানিনা**—(আমার দ্বারা) যে গর্বিত ছিল; **তীব্র**—তীব্র; **মন্যুনা**—ক্রোধী।

অনুবাদ

হে ভগবান, আমার যজ্ঞ যখন নষ্ট হয়েছিল, তখন আমার গর্ব হেতু আমি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম। এইভাবে প্রবল বর্ষণ ও বায়ুর দ্বারা আমি আপনার গোষ্ঠ বিনাশের চেষ্টা করেছিলাম।

শ্লোক ১৩

ত্বয়েশানুগৃহীতোঽস্মি ধ্বস্তস্তম্ভো বৃথোদ্যমঃ।
ঈশ্বরং গুরুমাত্মানং ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ১৩ ॥

ত্বয়া—আপনার দ্বারা; **ঈশ**—হে ভগবান; **অনুগৃহীতঃ**—কৃপা প্রদর্শিত; **অস্মি**—আমি; **ধ্বস্তঃ**—চূর্ণ; **স্তম্ভঃ**—আমার গর্ব; **বৃথা**—ব্যর্থ; **উদ্যমঃ**—আমার প্রচেষ্টা; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **গুরুম্**—গুরুদেব; **আত্মানম্**—আত্মারূপী; **ত্বাম্**—আপনার; **অহম্**—আমি; **শরণম্**—আশ্রয়ের জন্য; **গতঃ**—এসেছি।

অনুবাদ

হে ঈশ্বর, আমার গর্ব চূর্ণ করে এবং (বৃন্দাবনকে আমার শাস্তি প্রদানের প্রচেষ্টা) ব্যর্থ করে আপনি আমায় কৃপা প্রদর্শন করেছেন। পরমেশ্বর ভগবান, গুরুদেব ও পরমাত্মা স্বরূপ আপনার কাছে আমি এখন আশ্রয়ের জন্য এসেছি।

শ্লোক ১৪

শ্রীশুক উবাচ

এবং সঙ্কীর্তিতঃ কৃষ্ণো মঘোনা ভগবানমুম্।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **সঙ্কীর্তিতঃ**—স্তব কীর্তন করলে; **কৃষ্ণঃ**—ভগবান কৃষ্ণ; **মঘোনা**—ইন্দ্র; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অমুম্**—তাকে; **মেঘ**—মেঘের মতো; **গম্ভীরয়া**—গম্ভীর; **বাচা**—স্বরে; **প্রহসন্**—স্মিত হেসে; **ইদম্**—এইরূপ; **অব্রবীৎ**—বললেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে ইন্দ্রের দ্বারা বন্দিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্মিত হেসে মেঘগম্ভীর স্বরে তাঁকে নিম্নরূপ কথাগুলি বললেন।

তাৎপর্য

যদিও এই লীলায় শ্রীকৃষ্ণ ছোট বালকরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাহলেও *মেঘ-গম্ভীরয়া-বাচা* কথাটি নির্দেশ করছে যে, তিনি ইন্দ্রের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের গম্ভীর প্রতিধ্বনিত কণ্ঠে কথা বলেছিলেন।

শ্লোক ১৫

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া তেঽকারি মঘবন্ মখভঙ্গোঽনুগৃহ্নতা ।
ভবনুস্মৃতয়ে নিত্যং মত্তস্যেন্দ্রশ্রিয়া ভৃশম্ ॥ ১৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ময়া**—আমার দ্বারা; **তে**—তোমার; **অকারি**—করা হয়েছিল; **মঘবন্**—হে ইন্দ্র; **মখ**—তোমার যজ্ঞ; **ভঙ্গঃ**—ভঙ্গ; **অনুগৃহ্নতা**—তোমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করে; **মৎ-অনুস্মৃতয়ে**—আমার স্মৃতি জাগরণের জন্য; **নিত্যম্**—অনবরত; **মত্তস্য**—গর্বিত; **ইন্দ্র-শ্রিয়া**—ইন্দ্রের ঐশ্বর্য; **ভৃশম্**—অত্যন্ত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে ইন্দ্র, কৃপাবশত আমি তোমার যজ্ঞ বন্ধ করেছিলাম। স্বর্গের রাজারূপে তোমার ঐশ্বর্যের জন্য তুমি অত্যন্ত গর্বিত হয়ে উঠেছিলে আর আমি চেয়েছিলাম তুমি সর্বদা আমায় স্মরণ কর।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, ইন্দ্র এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে অন্তরঙ্গভাবে বাক্য বিনিময় করেন। ইন্দ্র তাঁর মনকে ভগবানের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন, আর এখন শ্রীকৃষ্ণও তেমনিভাবে তাঁর আপন উদ্দেশ্য প্রকাশ করছেন।

এই অধ্যায়ের শ্লোক ১১-তে ইন্দ্র দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে ভগবান কৃষ্ণই সবকিছু আর এইভাবে ইন্দ্রের নিজ বিবেচনা অনুযায়ী, কৃষ্ণকে ভুলে যাওয়া স্পষ্টতই কাণ্ডজ্ঞানহীনতা। পরমেশ্বর ভগবান যখন তাঁর পরম অস্তিত্বের কথা আমাদের মনে করান, তিনি তখন জাগতিক রাজনীতিবিদ বা বিনোদনকারীর মতো গর্বভরে নিজেকে বিজ্ঞাপিত করেন না। ভগবান তাঁর আপন পরম অস্তিত্বে আত্ম-সন্তুষ্ট এবং তিনি তাঁর নিত্য পার্ষদরূপে আমাদের আপন শুদ্ধ অস্তিত্বে ফিরিয়ে নেবার জন্য স্নেহভরে চেষ্টা করেন।

ভগবানের দৃষ্টিকোণ থেকে স্বর্গের রাজা ইন্দ্রও কেবল একটি শিশু মাত্র—এবং দুষ্টু শিশু হলে যা হয়—সেইভাবে ভগবানও যত্নশীল পিতারূপে তাঁর শিশুকে শাস্তিদান করে কৃষ্ণভাবনামৃতের সুস্থতা ফিরিয়ে নেন।

শ্লোক ১৬

মামৈশ্বর্যশ্রীমদান্ধো দণ্ডপানিং ন পশ্যতি ।
তং ভ্রংশয়ামি সম্পদ্ভ্যো যস্য চেচ্ছাম্যনুগ্রহম্ ॥ ১৬ ॥

মাম্—আমাকে; **ঐশ্বর্য**—তাঁর শক্তির; **শ্রী**—এবং সৌন্দর্য; **মদ**—গর্বে; **অন্ধঃ**—অন্ধ; **দণ্ড**—দণ্ড; **পাণিম্**—আমার হাতে; **ন পশ্যতি**—দেখতে পায় না; **তম্**—তাকে; **ভ্রংশয়ামি**—আমি ভ্রষ্ট করি; **সম্পত্ত্যঃ**—তার জাগতিক সম্পদ থেকে; **যস্য**—যার জন্য; **চ**—এবং; **ইচ্ছামি**—আমি ইচ্ছা করি; **অনুগ্রহম্**—অনুগ্রহ।

অনুবাদ

মানুষ তার শক্তি ও ঐশ্বর্যগর্বে অন্ধ হয়ে দণ্ডপাণি আমাকে নিকটে দর্শন করতে পারে না। আমি যদি তার প্রকৃত কল্যাণ কামনা করি, তবে তার জাগতিক সৌভাগ্যের অবস্থান থেকে তাকে আমি বিচ্যুত করি।

তাৎপর্য

কেউ তর্ক করতে পারে, "ভগবানের তো সকলেরই প্রকৃত কল্যাণ কামনা করা উচিত; তিনি সাধারণভাবে বলতে পারতেন যে, তিনি সকলেরই ঐশ্বর্যকে দুরীভূত করে সবাইকে আশীর্বাদ করবেন। কিন্তু তা না বলে তাহলে শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে কেন বলছেন যে, যিনি তাঁর কৃপা প্রাপ্ত হতে চলেছেন তাঁর ঐশ্বর্যগর্বকে তিনি বিচ্যুত করেন?" অপরপক্ষে, আমরা বলতে পারি যে, প্রত্যেকেরই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু ঘটে থাকে, আর এইভাবে ভগবান কৃষ্ণ প্রত্যেকেরই ঐশ্বর্য ও অহংকার হরণ করেন। তবুও আমরা যদি ভগবানের কথাটিকে প্রত্যেকের মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তের জীবনের ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি, তা হলে *ভগবদ্গীতায়* (৪/১১) উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণের কথাটিকে মনে করতে হবে, *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্* অর্থাৎ "যে যেভাবে আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করে, প্রপত্তি স্বীকার করে, আমি তাকে সেইভাবেই পুরস্কৃত করি।" শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেকেরই কল্যাণ কামনা করেন, কিন্তু যখন তিনি এখানে বলেন যে *যস্য চেচ্ছাম্যনুগ্রহম্* "আমি যার কল্যাণ কামনা করি তখন বুঝতে হবে যে, ভগবান তাদেরই কথা বলছেন, যারা তাদের আপন কর্ম ও ভাবনা দ্বারা পারমার্থিক মঙ্গল লাভের বাসনা প্রকাশ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ চান যে প্রত্যেকেই কৃষ্ণভাবনামৃতে সুখী হোন, কিন্তু যখন তিনি দেখেন যে, কোন বিশেষ ব্যক্তি পারমার্থিক সুখ লাভেরও আকাঙ্ক্ষা করছেন, তখন ভগবান বিশেষভাবে সেই মানুষটির জন্যই তা আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন। এটিই পারস্পরিক আদান-প্রদানের স্বাভাবিক ধারা যা *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৯) ভগবানের উক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ—*সমোঽহং সর্বভূতেষু*—"আমি সকল জীবের প্রতি সমভাবাপন্ন।"

শ্লোক ১৭

গম্যতাং শক্র ভদ্রং বঃ ক্রিয়তাং মেঽনুশাসনম্ ।
স্থীয়তাং স্বাধিকারেষু যুক্তৈর্বঃ স্তম্ভবর্জিতৈঃ ॥ ১৭ ॥

গম্যতাম্—তুমি যাও; **শক্র**—হে ইন্দ্র; **ভদ্রম্**—মঙ্গল হোক; **বঃ**—তোমাদের; **ক্রিয়তাম্**—তোমার পালন করা উচিত; **মে**—আমার; **অনুশাসনম্**—নির্দেশ; **স্থীয়তাম্**—তুমি অবস্থান করবে; **স্ব**—তোমার নিজের; **অধিকারেষু**—দায়িত্বসমূহে; **যুক্তৈঃ**—স্থিরভাবে যুক্ত হয়ে; **বঃ**—তোমরা; **স্তম্ভ**—গর্ব; **বর্জিতৈঃ**—রহিত হয়ে।

অনুবাদ

হে ইন্দ্র, এখন তুমি যেতে পারো। স্বর্গের রাজারূপে তোমাদের নিয়োজিত মর্যাদায় স্থিত হয়ে সংযতভাবে, অহংকারশূন্য হয়ে আমার নির্দেশ পালন করবে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ এখানে ইন্দ্রকে বহুবচনে (*বঃ*) সম্বোধন করেছেন, কারণ এই গভীর নির্দেশ সকল দেবতাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ১৮

অথাহ সুরভিঃ কৃষ্ণমভিবন্দ্য মনস্বিনী ।
স্বসন্তানৈরুপামন্ত্র্য গোপরূপিণমীশ্বরম্ ॥ ১৮ ॥

অথ—অতঃপর; **আহ**—বললেন; **সুরভিঃ**—গো মাতা, সুরভি; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণকে; **অভিবন্দ্য**—শ্রদ্ধা নিবেদন করে; **মনস্বিনী**—প্রশান্তচিত্তা; **স্ব-সন্তানৈঃ**—তাঁর নিজ সন্তানগণের সঙ্গে; **উপা-মন্ত্র্য**—তাঁকে সম্বোধন করে; **গোপ-রূপিণম্**—গোপ-বালকরূপে আবির্ভূত; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে।

অনুবাদ

অতঃপর, মাতা সুরভি তাঁর গো-সন্তান সমূহের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর প্রণতি নিবেদন করলেন। গোপবালকরূপে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত পরমেশ্বর ভগবানকে সশ্রদ্ধভাবে সম্বোধন করে প্রশান্তচিত্তা সুরভি বললেন।

তাৎপর্য

এখানে বলা হয়েছে যে, স্বর্গের গাভী সুরভি তাঁর সন্তান সহ শ্রীকৃষ্ণের কাছে গমন করেছিলেন। সুরভির সন্তান (*স্ব-সন্তানৈঃ*) বলতে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যারা খেলা করে সেইসব গো-সমূহকে বোঝানো হয়েছে। যদিও শ্রীকৃষ্ণের গো-সমূহ চিন্ময়, স্বর্গের সুরভি গাভী স্নেহপরায়ণভাবে তাদের দর্শন করতেন, যেন তারা তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ নিজেও তাই করতেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকরূপে আবির্ভূত হওয়ার পর থেকে সমস্ত পরিস্থিতিটি ছিল বেশ স্বচ্ছন্দ আর সেই সুযোগ গ্রহণ করে সুরভি নিম্নে বর্ণিত প্রার্থনাগুলি নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

সুরভিঃ উবাচ

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্ভব ।
ভবতা লোকনাথেন সনাথা বয়মচ্যুত ॥ ১৯ ॥

সুরভিঃ উবাচ—সুরভি বললেন; **কৃষ্ণ, কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ; **মহাযোগিন্**—হে মহাযোগী; **বিশ্ব-আত্মন্**—হে বিশ্বাত্মন; **বিশ্ব-সম্ভব**—হে বিশ্বস্রষ্টা; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **লোকনাথেন**—জগৎপতি; **স-নাথাঃ**—আমাদের প্রভু; **বয়ম্**—আমরা; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত।

অনুবাদ

সুরভি মাতা বললেন—হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, মহাযোগী! হে বিশ্বের আত্মা ও উৎপত্তি! আপনি জগৎ-পতি এবং আপনার কৃপায়, হে অচ্যুত, আমরা আমাদের প্রভুরূপে আপনাকে পেয়েছি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নির্দিষ্টভাবে বলছেন যে, এখানে সুরভি মাতা দারুণ ভাবাবেগ অনুভব করছিলেন আর তাই তিনি দু'বার "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" বলেছিলেন। কৃষ্ণ তাঁর যোগশক্তি দ্বারা গিরি গোবর্ধন উত্তোলন করে বৃন্দাবনের গো-সমূহকে রক্ষা করেছিলেন, যেখানে তার তথাকথিত প্রভু ইন্দ্র তাদের হত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। তাই সুরভি এখন পরিষ্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম করছেন যে, দেবতারা নয়, বরং পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর চিরদিনের প্রকৃত প্রভু।

শ্লোক ২০

ত্বং নঃ পরমকং দৈবং ত্বং ন ইন্দ্রো জগৎপতে ।
ভবায় ভব গোবিপ্রদেবানাং যে চ সাধবঃ ॥ ২০ ॥

ত্বম্—আপনি; **নঃ**—আমাদের; **পরমকম্**—পরম; **দৈবম্**—পূজনীয় বিগ্রহ; **ত্বম্**—আপনি; **নঃ**—আমাদের; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **জগৎ-পতে**—হে জগতের পতি; **ভবায়**—কল্যাণের জন্য; **ভব**—হও; **গো**—গো-সমূহের; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণগণের; **দেবানাম্**—ও দেবতাগণের; **যে**—যে; **চ**—এবং; **সাধবঃ**—সাধুগণের।

অনুবাদ

আপনি আমাদের আরাধ্য বিগ্রহ। সুতরাং হে জগৎপতি, গো, ব্রাহ্মণ, দেবতাগণ এবং সকল সাধুগণের মঙ্গলের জন্য, দয়া করে আমাদের ইন্দ্র হও।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ংসম্পূর্ণ; তিনি স্বয়ং সমস্ত কিছুই করতে পারেন। ভগবান তাঁর অসংখ্য সন্তানদের একজনকে মহাজাগতিক স্বর্গের অধীশ্বর, ইন্দ্রের পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু ইন্দ্র তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন আর এখন সুরভি পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে সরাসরিভাবে তাঁর প্রভু, তাঁর ইন্দ্র হওয়ার জন্য অনুরোধ করছেন। আমাদের যত্নসহকারে মিথ্যা অহংকার রহিত হয়ে নিজেদের কর্তব্যগুলি সম্পাদন করা উচিত; তা হলে বর্তমান ক্ষেত্রে ইন্দ্রদেব বাস্তবিকই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর বৃন্দাবনবাসী ভক্তদের আক্রমণ করে যেভাবে আপাংক্তেয় এবং বিপর্যস্ত হয়েছিলেন, আমাদের তেমন হবে না।

শ্লোক ২১

ইন্দ্রং নস্ত্বাভিষেক্ষ্যামো ব্রহ্মণা চোদিতা বয়ম্ ।
অবতীর্ণোঽসি বিশ্বাত্মন্ ভূমের্ভারাপনুত্তয়ে ॥ ২১ ॥

ইন্দ্রম্—ইন্দ্র রূপে; **নঃ**—আমাদের; **ত্বা**—আপনাকে; **অভিষেক্ষ্যামঃ**—আমরা অভিষেক অনুষ্ঠান করব; **ব্রহ্মণা**—ব্রহ্মার দ্বারা; **চোদিতা**—প্রেরিত; **বয়ম্**—আমরা; **অবতীর্ণঃ অসি**—আপনি অবতরণ করেছেন; **বিশ্ব-আত্মন্**—হে বিশ্ব-আত্মা; **ভূমেঃ**—পৃথিবীর; **ভার**—ভার; **অপনুত্তয়ে**—হরণ করার জন্য।

অনুবাদ

ব্রহ্মা কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে আমরা ইন্দ্ররূপে আপনার অভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত করব। হে বিশ্বাত্মা, আপনি এই জগতের ভূ-ভার মোচন করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে সুরভি পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন যে, পুরন্দরের (ইন্দ্র) মতো ভ্রান্ত দেবতার নেতৃত্বে তিনি অনেক থেকেছেন, এখন তিনি প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যেহেতু ব্রহ্মা তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন তাই তাঁর নিজ প্রভুরূপে কৃষ্ণকে অভিষিক্ত করার চেষ্টাটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত। অধিকন্তু, ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং আত্মধ্বংসী জড় প্রশাসনের ভার মোচন করার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন আর তাই এটি সম্পূর্ণভাবে ভগবানের আপন উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে তিনি সুরভির প্রভু হবেন। যেহেতু ভগবান লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড শাসন করেন, তিনি অবশ্যই মাতা সুরভির যত্ন নেবেন।

প্রকৃতপক্ষে, সুরভি ভগবানের অভিষেক করতে চেয়েছিলেন তাঁর আপন শুদ্ধতার জন্য আর বিশ্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণের কাছে আন্তরিকভাবেই তিনি সেই প্রস্তাব রেখেছিলেন।

শ্লোক ২২-২৩

শ্রীশুক উবাচ

এবং কৃষ্ণমুপামন্ত্র্য সুরভিঃ পয়সাত্মনঃ ।
জলৈরাকাশগঙ্গায়া ঐরাবতকরোদ্ধৃতৈঃ ॥ ২২ ॥
ইন্দ্রঃ সুরর্ষিভিঃ সাকং চোদিতো দেবমাতৃভিঃ ।
অভ্যসিঞ্চত দাশার্হং গোবিন্দ ইতি চাভ্যধাৎ ॥ ২৩ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **উপামন্ত্র্য**—অনুরোধ করে; **সুরভিঃ**—মাতা সুরভি; **পয়সা**—দুগ্ধ; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজ; **জলৈঃ**—জল সহযোগে; **আকাশ-গঙ্গায়াঃ**—স্বর্গ থেকে প্রবাহিত গঙ্গা (মন্দাকিনী নামে পরিচিত); **ঐরাবত**—ইন্দ্রের বাহন 'ঐরাবত' নামক হাতী; **কর**—শুঁড় দ্বারা; **উদ্ধৃতৈঃ**—বহন করে; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **সুর**—দেবতাদের দ্বারা; **ঋষিভিঃ**—এবং মহান ঋষিগণ; **সাকম্**—সঙ্গে; **চোদিতঃ**—প্রেরণায়; **দেব**—দেবতাগণের; **মাতৃভিঃ**—মাতৃগণের (অদিতির নেতৃত্বে); **অভ্যসিঞ্চত**—অভিষেক করলেন; **দাশার্হম্**—শ্রীকৃষ্ণ, রাজা দশার্হের বংশধর; **গোবিন্দঃ ইতি**—গোবিন্দ রূপে; **চ**—এবং; **অভ্যধাৎ**—তিনি ভগবানের নাম রাখলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভাষণ করে মাতা সুরভি তাঁর আপন দুগ্ধ দ্বারা, এবং অদিতি ও অন্যান্য দেবমাতৃগণের নির্দেশে, দেবতা ও মহান ঋষিগণের সঙ্গে ইন্দ্র, তার হস্তী বাহন ঐরাবতের শুঁড় দ্বারা বাহিত স্বর্গের গঙ্গা জল দ্বারা দশার্হ বংশজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করলেন এবং তাঁকে গোবিন্দ নামে অভিহিত করলেন।

তাৎপর্য

আচার্যগণের মতে, যেহেতু ইন্দ্র তাঁর বৃন্দাবন আক্রমণের সাঙ্ঘাতিক ভুলের জন্য বিব্রত ছিলেন, তাই তিনি ভগবানের পূজা করতে অনিচ্ছুক হন। কিন্তু অদিতি আদি দেব-মাতৃকাগণ তাঁকে এই ব্যাপারে প্রেরণা দান করেন। তার চেয়ে কম অপরাধী দেবতাগণের উৎসাহ প্রদানে উদ্বুদ্ধ হয়ে অতঃপর ইন্দ্র ভগবানের অভিষেক করলেন। ইন্দ্র আবিষ্কার করলেন যে, কৃষ্ণ নামে মনোহর গোপবালকই আসলে পরম পুরুষোত্তম ভগবান।

শ্লোক ২৪

তত্রাগতাস্তুম্বুরুনারদয়ো
গন্ধর্ববিদ্যাধরসিদ্ধচারণাঃ ।
জগুর্যশো লোকমলাপহং হরেঃ
সুরাঙ্গনাঃ সংননৃতুর্মুদান্বিতাঃ ॥ ২৪ ॥

তত্র—সেই স্থানে; **আগতাঃ**—সমাগত হয়েছিলেন; **তুম্বুরু**—তুম্বুরু নামক গন্ধর্বগণ; **নারদ**—নারদ মুনি; **আদয়ঃ**—এবং অন্যান্য দেবতাগণ; **গন্ধর্ব-বিদ্যাধর-সিদ্ধ-চারণাঃ**—গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও চারণগণ; **জগুঃ**—গান করলেন; **যশঃ**—মহিমা; **লোক**—সমগ্র জগৎ; **মল**—পাপ; **অপহম্**—নাশক; **হরেঃ**—শ্রীহরির; **সুর**—দেবতাগণের; **অঙ্গনাঃ**—পত্নীগণ; **সংননৃতুঃ**—একসাথে নৃত্য করলেন; **মুদা অন্বিতাঃ**—আনন্দে পূর্ণ।

অনুবাদ

তুম্বুরু, নারদ এবং অন্যান্য গন্ধর্বগণ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, এবং চারণগণ সহযোগে শ্রীহরির জগৎ পবিত্রকারী মহিমা গান করবার জন্য সমাগত হয়েছিলেন। দেব-পত্নীগণ আনন্দে পূর্ণ হয়ে ভগবানের সম্মানে একত্রে নৃত্য করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

তং তুষ্টুবুর্দেবনিকায়কেতবো
হ্যবাকিরংশ্চাদ্ভুতপুষ্পবৃষ্টিভিঃ ।
লোকাঃ পরাং নির্বৃতিমাপ্নুবংস্ত্রয়ো
গাবস্তদা গামনয়ন্ পয়োদ্রুতাম্ ॥ ২৫ ॥

তম্—তাঁকে; **তুষ্টুবুঃ**—স্তুতি; **দেব-নিকায়**—সকল দেবগণের; **কেতবঃ**—শ্রেষ্ঠ; **হি**—বস্তুতঃ; **অবাকিরন্**—তাঁরা তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল; **চ**—এবং; **অদ্ভুত**—বিস্ময়কর; **পুষ্প**—পুষ্প; **বৃষ্টিভিঃ**—বৃষ্টি; **লোকাঃ**—জগৎসমূহ; **পরম্**—পরম; **নির্বৃতিম্**—সন্তোষ; **আপ্নুবন্**—লাভ করেছিল; **ত্রয়ঃ**—ত্রি; **গাবঃ**—গো-সমূহ; **তদা**—তখন; **গাম্**—পৃথিবী; **অনয়ন্**—আনয়ন করেছিলেন; **পয়ঃ**—তাদের দুগ্ধ দ্বারা; **দ্রুতাম্**—সিক্ত করেছিল।

অনুবাদ

শ্রেষ্ঠ দেবগণ ভগবানের স্তুতি কীর্তন করে তাঁর চতুর্দিকে অপূর্ব পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন। ত্রিলোক পরম সন্তোষ লাভ করেছিল এবং গাভীরা তাদের দুগ্ধ দ্বারা পৃথ্বীতলকে সিক্ত করেছিল।

তাৎপর্য

আক্ষরিকভাবে *কেতবঃ* শব্দটির অর্থ "পতাকা"। নেতৃস্থানীয় দেবতারা দেবতা-কুলের প্রতীক বা পতাকা স্বরূপ এবং তাঁরা ভগবানের মহিমা কীর্তনের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ভগবানকে তাঁরা বিস্ময়কর বস্ত্রবর্ণ, সুগন্ধি, পুষ্প বর্ষণের দ্বারা আচ্ছাদিত করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

নানারসৌঘাঃ সরিতো বৃক্ষা আসন্মধুস্রবাঃ ।
অকৃষ্টপচ্যৌষধয়ো গিরয়োঽবিভ্রনুন্মণীন্ ॥ ২৬ ॥

নানা—বিভিন্ন; **রস**—রস; **ওঘাঃ-সরিতঃ**—বহমান নদীসকল; **বৃক্ষাঃ**—বৃক্ষসকল; **আসন্**—হয়েছিল; **মধু**—মধু; **স্রবাঃ**—প্রবাহিত; **অকৃষ্ট**—এমনকি কর্ষণ ব্যতীত; **পচ্য**—পরিপক্ক; **ঔষধয়ঃ**—উদ্ভিদসমূহ; **গিরয়ঃ**—পর্বতসমূহ; **অবিভ্রন্**—ধারণ করেছিল; **উৎ**—ভূমির বাইরে; **মণীন্**—রত্নসমূহ।

অনুবাদ

নদীগুলিতে বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু রস প্রবাহিতা হয়েছিল, বৃক্ষগুলি থেকে মধুক্ষরণ হচ্ছিল, কর্ষণ ব্যতীতই ভোজ্য উদ্ভিদগুলি পরিণত হয়েছিল এবং পর্বতগুলি তাদের অভ্যন্তরের রত্নরাজি বাইরে বিচ্ছুরিত করেছিল।

শ্লোক ২৭

কৃষ্ণেঽভিষিক্ত এতানি সর্বাণি কুরুনন্দন ।
নির্বৈরাণ্যভবংস্তাত ক্রূরাণ্যপি নিসর্গতঃ ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণে—শ্রীকৃষ্ণ; **অভিষিক্তে**—অভিষিক্ত হলে; **এতানি**—এই সমস্ত; **সর্বাণি**—সকল; **কুরুনন্দন**—হে প্রিয় কুরু-বংশজ; **নির্বৈরাণি**—শত্রুভাব রহিত; **অভবন্**—হলেন; **তাত**—হে পরীক্ষিৎ; **ক্রূরাণি**—ক্রূর; **অপি**—যদিও; **নিসর্গতঃ**—স্বভাবে।

অনুবাদ

হে কুরুনন্দন পরীক্ষিৎ, শ্রীকৃষ্ণ অভিষিক্ত হলে সমস্ত জীব, এমন কি যারা স্বভাবে ক্রূর, তারাও সম্পূর্ণ বৈরিতামুক্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করার ফল স্বরূপ পৃথিবীর পরম সুখপূর্ণ অবস্থার এই সমস্ত বর্ণনা শুনে যারা কলুষিত এবং দোষদর্শী, তারা হয়ত উপহাস করবে। দুর্ভাগ্যবশত পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা যে কেবলমাত্র কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধ্যমেই

হওয়া সম্ভব, সেই ধারণাকে তাদের সমালোচনা দ্বারা বাতিল করে আধুনিক মানুষেরা পৃথিবীতে একটি নরক সৃষ্টি করেছে। যে অবস্থার বর্ণনা এখানে করা হয়েছে সেটি কেবলমাত্র এক প্রামাণ্য ঐতিহাসিক ঘটনা, ভগবানের পবিত্র অভিষেক উৎসব দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল। যেহেতু ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় তাই আশা করা যায় যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন পুনরায় সারা বিশ্বকে আত্মোপলব্ধিসম্পন্ন অস্তিত্বময়তার উজ্জ্বল বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনবেন।

শ্লোক ২৮

ইতি গোগোকুলপতিং গোবিন্দমভিষিচ্য সঃ ।
অনুজ্ঞাতো যযৌ শক্রো বৃতো দেবাদিভির্দিবম্ ॥ ২৮ ॥

ইতি—এইভাবে; **গো**—গোসমূহের; **গোকুল**—এবং গোপকুলের; **পতিম্**—পতি; **গোবিন্দম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **অভিষিচ্য**—অভিষিক্ত; **সঃ**—সে, ইন্দ্র; **অনুজ্ঞাতঃ**—অনুমতি অনুসারে; **যযৌ**—গমন করলেন; **শক্রঃ**—ইন্দ্র; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **দেব-আদিভিঃ**—দেবতা ও অন্যান্যদের দ্বারা; **দিবম্**—স্বর্গে।

অনুবাদ

গো ও গোপগণের পতি ভগবান গোবিন্দের অভিষেক উৎসব শেষ হবার পর, দেবরাজ ইন্দ্র ভগবানের অনুমতি গ্রহণ করে, দেবতা প্রভৃতি দ্বারা পরিবৃত হয়ে স্বর্গে ফিরে গেলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'দেবরাজ ইন্দ্র ও মাতা সুরভির প্রার্থনা' নামক সপ্তবিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

অষ্টবিংশতি অধ্যায়

বরুণালয় থেকে নন্দ মহারাজকে উদ্ধার

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে—কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ নন্দ মহারাজকে বরুণের আলয় থেকে ফিরিয়ে আনলেন এবং কিভাবে গোপগণ বৈকুণ্ঠ দর্শন করেছিলেন।

গোপরাজ নন্দ মহারাজ শুক্ল পক্ষের একাদশীতে উপবাস পালন করে ভাবছিলেন—কেমন করে দ্বাদশীর দিন তিনি যথাযথভাবে উপবাস ভঙ্গ করবেন। ঘটনাক্রমে দ্বাদশী শেষ হতে কয়েক কলা মাত্র সময় অবশিষ্ট ছিল, এবং তাই শেষ রাত্রে, যদিও জ্যোতিষ মতে সেটি ছিল অশুভ মুহূর্ত, তিনি স্নান করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাই তিনি যমুনার জলে নামলেন। সাগর দেবতা বরুণের এক সেবক লক্ষ্য করেন যে, নন্দ মহারাজ শাস্ত্রনিষিদ্ধ প্রহরে জলে নামছেন আর তাই তাকে ধরে বরুণ দেবতার আলয়ে সে নিয়ে গেল। প্রভাতে গোপগণ নন্দ মহারাজকে অন্বেষণ করে ব্যর্থ হলেন, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে বরুণদেবকে দর্শন করতে গেলেন। বরুণ মহা উৎসবে ষোড়শোপচারে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেন। তারপর তিনি তাঁর সেবকের অজ্ঞতাবশত গোপরাজকে গ্রেফতারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

বরুণদেবের সভায় শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব দর্শন করে নন্দ মহারাজ বিস্মিত হয়েছিলেন এবং গৃহে প্রত্যাগমন করে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা মিত্রবর্গ ও আত্মীয়দের বর্ণনা করলেন। তাঁরা সকলেই মনে করলেন—শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই পরম পুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং আর তাই তাঁর পরম ধাম দর্শন করতে চাইলেন। সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর ভগবান যে হ্রদে অক্রূরকে ব্রহ্ম-দর্শন করিয়েছিলেন, সেই একই হ্রদে তাঁদের সকলের স্নানের আয়োজন করলেন। ভগবান সেখানে তাঁদের মহান ঋষিরা যোগ-সমাধির মাধ্যমে যে ব্রহ্মলোক উপলব্ধি করেন, তাঁদের কাছে তা প্রকাশ করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীবাদরায়ণি উবাচ

একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্য জনার্দনম্ ।
স্নাতুং নন্দস্তু কালিন্দ্যাং দ্বাদশ্যাং জলমাবিশৎ ॥ ১ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীবাদরায়ণি (শুকদেব গোস্বামী) বললেন; **একাদশ্যাম্**—একাদশীর দিন; **নিরাহারঃ**—উপবাস; **সমভ্যর্চ্য**—পূজা করে; **জনার্দনম্**—পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীজনার্দনের; **স্নাতুম্**—স্নান করবার উদ্দেশ্যে (উপবাস ভঙ্গের

পূর্বে যা করার বিধি); **নন্দঃ**—নন্দ মহারাজ; **তু**—কিন্তু; **কালিন্দ্যাম্**—যমুনা নদীতে; **দ্বাদশ্যাম্**—দ্বাদশীর দিন; **জলম্**—জলে; **আবিশৎ**—প্রবেশ করলেন।

অনুবাদ

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—একাদশীর দিন উপবাস ও শ্রীজনার্দনের পূজা করে দ্বাদশীর দিন স্নান করবার জন্য নন্দ মহারাজ কালিন্দীর জলে নামলেন।

শ্লোক ২

তং গৃহীত্বানয়দ্ ভৃত্যো বরুণস্যাসুরোঽন্তিকম্ ।
অবজ্ঞায়াসুরীং বেলাং প্রবিষ্টমুদকং নিশি ॥ ২ ॥

তম্—তাঁকে; **গৃহীত্বা**—ধরে; **অনয়ৎ**—নিয়ে এল; **ভৃত্যঃ**—এক সেবক; **বরুণস্য**—সাগরদেব বরুণের; **অসুরঃ**—অসুর; **অন্তিকম্**—সমীপে (তার প্রভুর); **অবজ্ঞায়**—অবজ্ঞাকারী; **আসুরীম্**—অশুভ; **বেলাম্**—সময়; **প্রবিষ্টম্**—প্রবেশ করায়; **উদকম্**—জলে; **নিশি**—রাত্রিকালে।

অনুবাদ

যেহেতু অশুভ সময় অবজ্ঞা করে রাত্রিকালে নন্দ মহারাজ জলে নেমেছিলেন, তাই বরুণের এক আসুরিক সেবক তাঁকে ধরে তার প্রভুর কাছে নিয়ে গেল।

তাৎপর্য

নন্দ মহারাজ দ্বাদশীর দিন উপবাস ভঙ্গ করতে চেয়েছিলেন যার মাত্র আর কিছু সময় বাকি ছিল। তাই ভোরের আগেই এক অশুভ সময়ে তিনি স্নান করার জন্য জলে নেমেছিলেন।

বরুণের যে সেবকটি নন্দ মহারাজকে গ্রেফতার করেছিল, সঙ্গত কারণেই তাকে *অসুর* বা দানব বলে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত সেবকটি পরম ব্রহ্মের পিতা রূপে নন্দ মহারাজের অবস্থান বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। তাছাড়াও, নন্দ মহারাজের উদ্দেশ্যটি ছিল শাস্ত্র নির্দেশ পালন করা; তাই উদ্দেশ্যগত কারণে অশুভ সময়ে যমুনার জলে স্নান করার জন্য নন্দ মহারাজকে গ্রেফতার করা বরুণের সেবকের উচিত হয়নি। পরে এই অধ্যায়ে স্বয়ং বরুণ বলবেন, *অজানতা মামকেন মূঢ়েন* অর্থাৎ "আমার অনভিজ্ঞ ও মূঢ় সেবকের দ্বারা এটা হয়েছে।" এই মূর্খ সেবকটি কৃষ্ণ বা নন্দ মহারাজ বা ভগবৎ-ভক্তির অবস্থান বিষয়ে অবগত ছিল না।

অবশেষে বেশ বোঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ বরুণকে তাঁর নিজ রূপ দর্শন করাতে চেয়েছিলেন এবং একই সাথে অন্যান্য শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যগুলিও সাধন করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে এই অপূর্ব লীলা এখন প্রকাশিত হবে।

শ্লোক ৩

চুক্রুশুস্তমপশ্যন্ত্যঃ কৃষ্ণ রামেতি গোপকাঃ ।
ভগবাংস্তদুপশ্রুত্য পিতরং বরুণাহৃতম্ ।
তদন্তিকং গতো রাজন্ স্বানামভয়দো বিভুঃ ॥ ৩ ॥

চুক্রুশুঃ—তাঁরা উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করছিলেন; **তম্**—তাঁকে, নন্দকে; **অপশ্যন্তঃ**—দেখতে না পেয়ে; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **রাম**—হে রাম; **ইতি**—এইভাবে; **গোপকাঃ**—গোপগণ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ; **তৎ**—সেই; **উপশ্রুত্য**—শ্রবণ করে; **পিতরম্**—তাঁর পিতা; **বরুণ**—বরুণ দ্বারা; **আহৃতম্**—অপহৃত; **তৎ**—বরুণের; **অন্তিকম্**—সমীপে; **গতঃ**—গমন করলেন; **রাজন্**—হে রাজা পরীক্ষিৎ; **স্বানাম্**—তাঁর নিজ ভক্তদের; **অভয়**—নির্ভয়তা; **দঃ**—দানকারী; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান ভগবান।

অনুবাদ

হে রাজন্, নন্দ মহারাজকে দেখতে না পেয়ে গোপগণ, "হে কৃষ্ণ! হে রাম।" বলে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করেছিলেন। তাঁদের চিৎকার শুনে শ্রীকৃষ্ণ বুঝলেন যে, তাঁর পিতাকে বরুণ অপহরণ করেছেন। অতঃপর ভক্তকে অভয়দানকারী সর্বশক্তিমান ভগবান বরুণদেবের সভায় গমন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, নন্দ মহারাজ যখন নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন, কয়েকজন গোপও তাঁর সঙ্গী ছিলেন। নন্দ মহারাজকে জল থেকে উঠে আসতে না দেখে তারা চিৎকার শুরু করলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সেখানে চলে এলেন। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতাকে মুক্ত করার দৃঢ় মানসে এবং অন্যান্য গোপগণকে এক সামান্য দেবতার ভয় থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে জলে প্রবেশ করে বরুণদেবের রাজসভায় গমন করলেন।

শ্লোক ৪

প্রাপ্তং বীক্ষ্য হৃষীকেশং লোকপালঃ সপর্যয়া ।
মহত্যা পূজয়িত্বাহ তদ্দর্শনমহোৎসবঃ ॥ ৪ ॥

প্রাপ্তম্—আগত; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **হৃষীকেশম্**—ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ; **লোক**—সেই গ্রহের (জল ভাগের); **পালঃ**—অধীশ্বর (বরুণ); **সপর্যয়া**—শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন সহ; **মহত্যা**—বিস্তারিত; **পূজয়িত্বা**—পূজা করে; **আহ**—বললেন; **তৎ**—ভগবান কৃষ্ণের; **দর্শন**—দর্শন পেয়ে; **মহা**—পরম; **উৎসবঃ**—আনন্দের।

অনুবাদ

ভগবান হৃষীকেশকে সমাগত দেখে বরুণ দেবতা বিস্তৃত উপচারে তাঁর পূজা করলেন। ভগবানকে দর্শন করে বরুণদেব পরমানন্দিত স্তরে ছিলেন এবং তিনি বললেন।

শ্লোক ৫

শ্রীবরুণ উবাচ

অদ্য মে নিভৃতো দেহোঽদ্যৈবার্থোঽধিগতঃ প্রভো ।
ত্বৎপাদভাজো ভগবন্নবাপুঃ পারমধ্বনঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীবরুণঃ উবাচ—শ্রীবরুণ বললেন; **অদ্য**—আজ; **মে**—আমার; **নিভৃতঃ**—ধারণ সার্থক হল; **দেহঃ**—আমার জড় দেহ; **অদ্য**—আজ; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **অর্থঃ**—জীবনের উদ্দেশ্য; **অধিগতঃ**—প্রাপ্ত হলাম; **প্রভো**—হে প্রভু; **ত্বৎ**—আপনার; **পাদ**—পাদপদ্মদ্বয়; **ভাজঃ**—সেবকগণ; **ভগবন্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **অবাপুঃ**—প্রাপ্ত হয়; **পারম্**—মোক্ষ; **অধ্বনঃ**—পথের (জড় অস্তিত্বের)।

অনুবাদ

শ্রীবরুণ বললেন—এখন আমার দেহধারণ সার্থক হল। প্রকৃতপক্ষে, হে প্রভু, এখন আমার জীবনের উদ্দেশ্য আমি বুঝলাম। হে ভগবান, যাঁরা আপনার পাদপদ্মদ্বয় গ্রহণ করেন, তাঁরা জড় অস্তিত্বের পথ অতিক্রম করতে পারেন।

তাৎপর্য

বরুণ এখানে অভিভূতভাবে বললেন যে, ভগবান কৃষ্ণের পরম সুন্দর দেহ দর্শন করে তাঁর জড় দেহ ধারণের বিড়ম্বনা আজ সার্থক হল। প্রকৃতপক্ষে *অর্থ*, তথা বরুণের জীবনের প্রকৃত মূল্য বা উদ্দেশ্য আজ অর্জিত হল। যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ চিন্ময়, তাই যাঁরা তাঁর পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁরা এই জড় অস্তিত্বের সীমা অতিক্রম করতে পারেন, এবং কেবলমাত্র পারমার্থিক জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিরাই মনে করে যে, ভগবানের পাদপদ্মদ্বয় জড়বস্তু।

শ্লোক ৬

নমস্তুভ্যং ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে ।
ন যত্র শ্রূয়তে মায়া লোকসৃষ্টিবিকল্পনা ॥ ৬ ॥

নমঃ—প্রণাম নিবেদন করি; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **ভগবতে**—পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে; **ব্রহ্মণে**—পরম ব্রহ্ম; **পরম-আত্মনে**—পরমাত্মা; **ন**—না; **যত্র**—

যাঁর মাঝে; **শ্রূয়তে**—শোনা যায়; **মায়া**—মায়াময় শক্তি; **লোক**—এই জগতের; **সৃষ্টি**—সৃষ্টি; **বিকল্পনা**—আয়োজনকারী।

অনুবাদ

হে পরম পুরুষোত্তম ভগবান, পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, জগৎ সৃষ্টি সমন্বয় সাধনকারী মায়া-শক্তির চিহ্ন মাত্র যাঁর মধ্যে পাওয়া যায় না, সেই আপনাকে আমি প্রণাম নিবেদন করি।

তাৎপর্য

শ্রূয়তে শব্দটি এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। *শ্রুতি* বা বৈদিক সাহিত্য স্বয়ং ভগবান বা তাঁর উন্নত প্রতিনিধিগণের প্রামাণ্য বচনে পূর্ণ। তাই ভগবান কিম্বা সুবিদিত পারমার্থিক তত্ত্ববেত্তাগণ কখনই বলবেন না যে, পরম-ব্রহ্ম, পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে মায়া-দোষ রয়েছে। শ্রীল শ্রীধর স্বামী দেখিয়েছেন যে, *ব্রহ্মণে* শব্দটি এখানে ভগবানের স্বয়ংসম্পূর্ণতা নির্দেশ করছে, এবং *পরমাত্মনে* পদটি নির্দেশ করছে যে, তিনি সকল জীবের নিয়ন্তা। স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে আমরা জড়জাগতিক মায়ার কোন প্রভাব দেখতে পাই না।

শ্লোক ৭

অজানতা মামকেন মূঢ়েনাকার্যবেদিনা ।
আনিতোঽয়ং তব পিতা তদ্ ভবান্ ক্ষন্তুমর্হতি ॥ ৭ ॥

অজানতা—না জেনে; **মামকেন**—আমার ভৃত্য দ্বারা; **মূঢ়েন**—মূর্খ; **আকার্য-বেদিনা**—কর্তব্য বিষয়ে অনভিজ্ঞ; **আনীতঃ**—নিয়ে এসেছে; **অয়ম্**—এই ব্যক্তি; **তব**—আপনার; **পিতা**—পিতা; **তৎ**—সেই; **ভবান্**—আপনি; **ক্ষন্তুম্-অর্হতি**—ক্ষমা করুন।

অনুবাদ

আপনার পিতা যিনি এখানে বসে আছেন, তাঁকে আমার এক মূর্খ অনভিজ্ঞ সেবক যথাকর্তব্য না বুঝে নিয়ে এসেছে। তাই কৃপা করে আমাদের ক্ষমা করুন।

তাৎপর্য

অয়ম্ শব্দটি, অর্থাৎ "এই ব্যক্তি" পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করছে যে, বরুণ যখন কথা বলছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দ মহারাজ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, বরুণ নন্দ মহারাজকে একটি রত্নখচিত সিংহাসনে বসিয়েছিলেন এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে নিজে তাঁর পূজা করেছিলেন।

কার্যত, সূর্যোদয়ের পূর্বে জলে নেমে নন্দ মহারাজ ঠিকই করেছিলেন। এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীল জীব গোস্বামী নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন—আঠারো ঘণ্টা পরিমাপের এক বিশেষ হ্রস্ব একাদশীর পর, প্রায় ছয় ঘণ্টা যে চান্দ্র দিন থাকে তার মধ্যে দ্বাদশীর পারণ করতে হয়, তা ইতিপূর্বে ভোরের আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। যেহেতু সূর্যোদয়ে উপবাসভঙ্গের যথার্থ সময় পার হয়ে যেত, তাই নন্দ মহারাজ অনন্যোপায় হয়ে অশুভ আসুরী সময়েই জলে নামতে মনস্থ করেছিলেন।

অবশ্যই কঠোরভাবে বৈদিক আচার অনুষ্ঠান পালনকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এইসব আচার-বিচার বিষয়ে বরুণের সেবকের সচেতন থাকা উচিত ছিল। সর্বোপরি, নন্দ মহারাজ পরমেশ্বর ভগবানের পিতা রূপে লীলা করছিলেন, তাই তিনি ছিলেন বরুণের মূঢ় সেবকের মতো নগণ্য বিশ্বব্যাপী আমলাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে এক পরম পবিত্র পুরুষ।

শ্লোক ৮

মমাপ্যনুগ্রহং কৃষ্ণ কর্তুমর্হস্যশেষদৃক্ ।
গোবিন্দ নীয়তামেষ পিতা তে পিতৃবৎসল ॥ ৮ ॥

মম—আমার প্রতি; **অপি**—ও; **অনুগ্রহম্**—কৃপা; **কৃষ্ণ**—হে শ্রীকৃষ্ণ; **কর্তুম্ অর্হসি**—করুন; **অশেষ**—সমস্ত কিছুর; **দৃক্**—দর্শনকারী; **গোবিন্দ**—হে গোবিন্দ; **নীয়তাম্**—তাঁকে নিয়ে যান; **এষঃ**—এই; **পিতা**—পিতা; **তে**—আপনার; **পিতৃ-বৎসল**—পিতৃবৎসল।

অনুবাদ

হে কৃষ্ণ, হে সর্বদর্শী, দয়া করে আপনি আমাকেও কৃপা করুন। হে গোবিন্দ, আপনি অত্যন্ত পিতৃবৎসল। তাঁকে গৃহে নিয়ে যান।

শ্লোক ৯

শ্রীশুক উবাচ

এবং প্রসাদিতঃ কৃষ্ণো ভগবানীশ্বরেশ্বরঃ ।
আদায়াগাৎ স্বপিতরং বন্ধূনাং চাবহন্ মুদম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **প্রসাদিতঃ**—সন্তুষ্ট; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ঈশ্বর**—সমস্ত নিয়ন্তাগণের; **ঈশ্বরঃ**

—পরম নিয়ন্তা; আদায়—নিয়ে; অগাৎ—গমন করলেন; স্ব-পিতরম্—তাঁর পিতা; বন্ধূনাম্—তাঁর আত্মীয়গণের; চ—এবং; আবহন্—উৎপাদনকারী; মুদম্—আনন্দ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—সমস্ত ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বরুণদেবের উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর পিতাকে নিয়ে গৃহে ফিরে গেলেন। সেখানে তাঁদের দর্শন করে তাঁদের আত্মীয়গণ আনন্দিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই লীলায় সমস্ত ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বররূপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরম পদের সুমহান প্রদর্শন করেছিলেন। অত্যন্ত শক্তিশালী সাগর দেবতা বরুণও শ্রীকৃষ্ণের পিতার পূজা করে আনন্দিত হয়েছিলেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের কথা আর কী বলার আছে।

শ্লোক ১০

নন্দস্ত্বতীন্দ্রিয়ং দৃষ্ট্বা লোকপালমহোদয়ম্ ।
কৃষ্ণে চ সন্নতিং তেষাং জ্ঞাতিভ্যো বিস্মিতোঽব্রবীৎ ॥ ১০ ॥

নন্দঃ—নন্দ মহারাজ; তু—এবং; অতীন্দ্রিয়ম্—অদৃষ্টপূর্ব; দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; লোক-পাল—সমুদ্র গ্রহের অধিষ্ঠাতৃ বিগ্রহ বরুণ; মহা-উদয়ম্—মহা ঐশ্বর্য; কৃষ্ণে—কৃষ্ণের প্রতি; চ—এবং; সন্নতিম্—প্রণতি নিবেদন; তেষাম্—তাঁদের দ্বারা (বরুণ ও তাঁর অনুগামীরা); জ্ঞাতিভ্যঃ—তাঁর আত্মীয় ও বন্ধুবর্গ; বিস্মিতঃ—বিস্মিত; অব্রবীৎ—বললেন।

অনুবাদ

সাগর-রাজ বরুণের অদৃষ্টপূর্ব মহাঐশ্বর্য এবং বরুণ ও তাঁর সেবকরা কিভাবে কৃষ্ণের প্রতি বিনীত শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন, তা দর্শন করে নন্দ মহারাজ বিস্মিত হয়েছিলেন। নন্দ তাঁর সঙ্গী গোপগণকে এই সমস্ত কিছু বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লোক ১১

তে চৌৎসুক্যধিয়ো রাজন্ মত্বা গোপাস্তমীশ্বরম্ ।
অপি নঃ স্বগতিং সূক্ষ্মামুপাধাস্যদধীশ্বরঃ ॥ ১১ ॥

তে—তারা; চ—এবং; ঔৎসুক্য—পূর্ণ আগ্রহ সহকারে; ধিয়ঃ—তাদের মন; রাজন্—হে রাজা পরীক্ষিৎ; মত্বা—মনে করে; গোপাঃ—গোপগণ; তম্—তাঁকে; ঈশ্বরম্—পরমেশ্বর ভগবান; অপি—সম্ভবত; নঃ—আমাদের; স্ব-গতিম্—তাঁর নিজ ধাম; সূক্ষ্মাম্—চিন্ময়; উপাধাস্যৎ—প্রদান করবেন; অধীশ্বরঃ—পরম নিয়ন্তা।

অনুবাদ

(বরুণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ করে) হে রাজন্, গোপগণ অত্যন্ত আগ্রহপূর্ণ চিত্তে বিবেচনা করলেন যে, কৃষ্ণ অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবান। তাঁরা ভাবলেন, "পরমেশ্বর ভগবান কি তাঁর চিন্ময় ধাম আমাদের প্রদান করবেন?"

তাৎপর্য

কৃষ্ণ কিভাবে তাঁর পিতাকে উদ্ধার করার জন্য বরুণালয় গমন করেছিলেন, তা শ্রবণ করবার জন্য গোপগণ পরম উৎসুক হয়েছিলেন। সহসা তারা হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, প্রকৃতপক্ষে তারা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গেই জীবন যাপন করছেন, তাই তাঁদের বর্তমান জীবন শেষ করার পর, সংগতি লাভের বিষয়ে, তাঁরা আনন্দে নিজেদের মধ্যে অনুমান করছিলেন।

শ্লোক ১২

ইতি স্বানাং স ভগবান্ বিজ্ঞায়াখিলদৃক্ স্বয়ম্ ।
সঙ্কল্পসিদ্ধয়ে তেষাং কৃপয়ৈতদচিন্তয়ৎ ॥ ১২ ॥

ইতি—এইরূপ; **স্বানাম্**—তাঁর নিজ ভক্তদের; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিজ্ঞায়**—অবগত হয়ে; **অখিল-দৃক্**—সর্বদর্শী; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **সঙ্কল্প**—অভীষ্ট; **সিদ্ধয়ে**—পূরণের জন্য; **তেষাম্**—তাদের; **কৃপয়া**—অনুগ্রহবশত; **এতৎ**—এই (পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত); **অচিন্তয়ৎ**—ভাবলেন।

অনুবাদ

সর্বদর্শী পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোপগণের অনুমান অবগত হয়ে তাঁদের অভীষ্ট পূরণের জন্য তাঁদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করতে চেয়ে এরূপ ভাবলেন।

শ্লোক ১৩

জনো বৈ লোক এতস্মিন্নবিদ্যাকাম্ কর্মভিঃ ।
উচ্চাবচাসু গতিষু ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্ ॥ ১৩ ॥

জনঃ—সাধারণ মানুষ; **বৈ**—অবশ্যই; **লোক**—জগতে; **এতস্মিন্**—এই; **অবিদ্যা**—অজ্ঞানতা; **কাম**—কাম; **কর্মভিঃ**—কর্ম দ্বারা; **উচ্চ**—উচ্চ; **অবচাসু**—নীচ; **গতিষু**—গতি; **ন বেদ**—হৃদয়ঙ্গম না করে; **স্বাম্**—তার নিজ; **গতিম্**—গতি; **ভ্রমন্**—ভ্রমণ করে।

অনুবাদ

(শ্রীকৃষ্ণ ভাবলেন—) এই জগতে মানুষ অবশ্যই অবিদ্যা এবং কাম কর্ম দ্বারা উচ্চ এবং নীচ গতি প্রাপ্ত হয়ে ভ্রমণ করে। তাই লোকে তাদের প্রকৃত গন্তব্য-লক্ষ্য জানে না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি কিভাবে ভগবদ্ধাম, বৃন্দাবনের নিত্য মুক্ত অধিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে, শ্রীল জীব গোস্বামী তা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* মৌলিক দার্শনিক সূত্রগুলির একটি হল দু' ধরনের মায়ার পার্থক্য, *যোগমায়া* এবং *মহামায়া,* যথাক্রমে অস্তিত্বের চিন্ময় ও জাগতিক স্তর। কৃষ্ণ ভগবান, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, অসমোধর্ব হলেও, চিৎ-জগতে তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ তাঁকে এতই ভালবাসেন যে, তাঁদের প্রিয় শিশু, সখা, প্রেমিক ইত্যাদি রূপে তাঁরা তাঁকে দর্শন করেন। তাদের প্রেম ভাবাবেগ সামান্য শ্রদ্ধার সীমাও যাতে অতিক্রম করে যেতে পারে, তাই তাঁরা ভুলে যান যে, কৃষ্ণ সকল ব্রহ্মাণ্ডেরই পরমেশ্বর ভগবান, আর এইভাবে তাদের শুদ্ধ, অন্তরঙ্গ প্রেম অনন্তভাবে বিস্তার লাভ করে। কৃষ্ণকে নিরীহ শিশু, সুপুরুষ বন্ধু অথবা খেলার সাথী রূপে মনে করার মতো তাদের কার্যাবলীকে কেউ *অবিদ্যা* অর্থাৎ কৃষ্ণ যে ভগবান সেই সম্বন্ধে অজ্ঞতার প্রকাশ বলে বিবেচনা করতে পারে, কিন্তু বৃন্দাবনবাসীদের কাছে প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণের ঐশ্বরিক মহিমা গৌণ ও গুরুত্বহীন, তাঁরা কৃষ্ণের প্রকাশমানতার যে মূল বৈশিষ্ট্য, তাঁর সেই পরম সৌন্দর্যে গভীরভাবে আগ্রহান্বিত।

আসলে, শ্রীকৃষ্ণকে পরম নিয়ন্তা ও ভগবান রূপে বর্ণনা করা যেন শক্তি ও নিয়ন্ত্রণের পর্যায়ক্রমিক এক ধরনের রাজনৈতিক বিশ্লেষণের মতো। যেখানে কোন সত্তা তার থেকে উন্নত কোন সত্তার প্রেমে সম্পূর্ণ শরণাগত নয়, সেখানে এই ধরনের বিশ্লেষণ তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যভাবে বলতে গেলে, নিয়ন্ত্রণ তখনই দৃশ্যমান হয়ে ওঠে বা বোঝা যায় যে, এটি নিয়ন্ত্রণ, যখন সেই নিয়ন্ত্রণের কোন প্রতিরোধ থাকে। একটি সাধারণ উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে—কোনও সৎ, আইনমান্যকারী নাগরিক পুলিশকে তাঁর বন্ধু বা শুভানুধ্যায়ীরূপেই দেখে অথচ কোনও অপরাধী তাকে শাস্তির ভয়ানক প্রতীক রূপে দর্শন করে। যারা সরকারের নীতি নিয়মে উৎসাহিত, তারা কখনও মনে করে না যে, সরকার তাদের নিয়ন্ত্রণ করছে, বরং তাদের সাহায্য করছে বলেই মনে করে।

এইভাবে, যারা শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য ও লীলা দ্বারা সম্পূর্ণ মুগ্ধ নয়, তারা "নিয়ন্তা" এবং তাই "পরমেশ্বর ভগবান" রূপেই দেখে। যাঁরা কৃষ্ণ প্রেমে পূর্ণ, তাঁর বিনীত,

আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যসমূহে মগ্ন, তাঁর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের স্বভাবগত কারণে শ্রীকৃষ্ণের নিয়ন্ত্রণ শক্তিকে তাঁরা তেমন লক্ষ্য করেন না।

ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হওয়ার চাইতে ব্রজবাসীরা যে ভগবৎ-চেতনার নিম্নতম স্তর অতিক্রম করেছিলেন, তার একটি সাধারণ প্রমাণ হচ্ছে ভগবানের সমগ্র লীলায় তাঁরা প্রায়ই "মনে করতেন" যে, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। কিন্তু যেহেতু তাঁরা কৃষ্ণকে তাঁদের বন্ধু, প্রেমিক ইত্যাদি ভাবে দর্শন করে সম্পূর্ণ সেই ভাবে মগ্ন থাকতেন, তাই সাধারণত ঐ ধরনের "মনে করার" সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বিস্মিত হয়ে যেতেন।

চলিত রীতি অনুযায়ী *কাম* শব্দটি জাগতিক আকাঙ্ক্ষা নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে অথবা তীব্র জাগতিক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত কোন প্রগাঢ় পারমার্থিক বাসনা বোঝায়। এই দুই শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তা হল—জাগতিক আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে স্বার্থপর বা আত্ম-সন্তুষ্টিকর; কিন্তু পারমার্থিক আকাঙ্ক্ষা স্বার্থপরতা মুক্ত, তা সম্পূর্ণত অন্যের, অর্থাৎ ভগবানের সন্তুষ্টির জন্য। এইভাবে বৃন্দাবনবাসীরা কেবলমাত্র তাঁদের প্রিয় কৃষ্ণের সুখের জন্য তাঁদের দৈনন্দিন কাজকর্ম করতেন।

মনে রাখা উচিত যে, জীবকে তার গৃহে ভগবৎ-ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য আকর্ষিত করাই শ্রীকৃষ্ণের এই জগতে অবতরণের সামগ্রিক উদ্দেশ্য। এর জন্য দুটি বিষয়ের প্রয়োজন—তাঁর পূর্ণ পারমার্থিক সৌন্দর্যময় লীলা-প্রদর্শন এবং যেভাবেই হোক তা যেন এই জগতের বদ্ধ জীবের কাছে আকর্ষণীয় ও প্রাসঙ্গিক মনে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রায়ই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ কিশোর অভিনেতার মতো লীলা করেন এবং নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর নিত্য ভক্তদেরও তাঁর নাটকীয় উপস্থাপনায় যুক্ত করেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ এখানে চিন্তা করেন যে, এই জগতের মানুষ নিশ্চয়ই তাদের পরমগতি সম্বন্ধে জানে না এবং সুস্পষ্ট কৌতুকবশত তিনি এই জগতের গোপ গ্রামের সাধারণ বাসিন্দার মতো অভিনয়কারী তাঁর নিত্য মুক্ত পার্ষদগণের সম্বন্ধেও সেইভাবে চিন্তা করেছিলেন।

সাধারণ মানুষ ও কৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ ভেদে এই শ্লোকের দ্বৈত অর্থ রয়েছে। সাধারণ মানুষদের প্রসঙ্গে কৃষ্ণ এখানে সরাসরি ও নির্দিষ্টভাবে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, মানুষ সাধারণভাবেই অজ্ঞ এবং তারা গুরুত্বসহকারে তাদের পরমগতির কথা বিবেচনা করে না। অজ্ঞতা ও কামবশত কর্ম করার ফলে জীব ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভ্রমণ করে চলেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত অল্প, সাধারণ কথাতেই অনেক গভীর ও জটিল বিষয় বলতে সমর্থ। আমরা কত সৌভাগ্যবান যে, বিভিন্ন

লোক তাঁকে যেমন মনে করে যে তিনি শক্তির শুষ্ক আধার, অজ্ঞেয়, দীপ্যমান বিন্দু—তিনি এসব কিছুই নন। তিনি ভগবদ্ধামের পরম বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব, পূর্ণগুণাবলী সম্পন্ন, পরম পুরুষ এবং তাঁর অত্যুৎকৃষ্ট বচন ভঙ্গিই প্রমাণ করে যে নিশ্চিতভাবে আমরা যা পারি তিনি তা আরো ভালভাবে করতে পারেন।

শ্লোক ১৪

ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো হরিঃ।
দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্ ॥ ১৪ ॥

ইতি—এই সকল কথা; **সঞ্চিন্ত্য**—চিন্তা করে; **ভগবান্**—পরম পুরুষোত্তম ভগবান; **মহা-কারুণিকঃ**—পরম কৃপাময়; **হরিঃ**—ভগবান হরি; **দর্শয়াম্ আস**—দর্শন করালেন; **লোকম্**—বৈকুণ্ঠ গ্রহ; **স্বম্**—তাঁর নিজ, **গোপানাম্**—গোপদের; **তমসঃ**—জাগতিক অন্ধকার; **পরম**—অতীত।

অনুবাদ

গভীরভাবে পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরম কৃপাময় পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীহরি, জাগতিক অন্ধকারের অতীত তাঁর ধামকে গোপগণের নিকট প্রকাশিত করলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে এটি পরিষ্কার যে, পরম-ব্রহ্ম তাঁর আপন নিত্য আলয়ে বাস করেন। আমরা সকলেই আমাদের চারদিকে শান্তি ও সুন্দরতার সঙ্গে যতটা সম্ভব স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করার চেষ্টা করি। তা হলে কিভাবে আমরা কোন যুক্তিতে আমাদের স্রষ্টা পরমেশ্বর ভগবানের রাজত্ব বলে মানুষের কাছে পরিচিত পরম সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যময় বাসস্থানকে ঈর্ষা করব?

শ্লোক ১৫

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্‌ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্।
যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ ॥ ১৫ ॥

সত্যম্—অবিনাশী; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **অনন্তম্**—অসীম; **যৎ**—যা; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **জ্যোতিঃ**—জ্যোতি; **সনাতনম্**—নিত্য; **যৎ**—যা; **হি**—বস্তুত; **পশ্যন্তি**—দর্শন করেন; **মুনয়ঃ**—ঋষিগণ; **গুণ**—জড়া প্রকৃতির গুণসমূহ; **অপায়ে**—যখন তা শান্ত হয়; **সমাহিত**—সমাহিত।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ অবিনাশী চিন্ময় জ্যোতি প্রকাশিত করলেন যা অসীম, জ্ঞানময় ও নিত্য। ঋষিগণ, তাঁদের চেতনা জড়া-প্রকৃতির গুণ মুক্ত হলে সমাধিমগ্ন অবস্থায় এই চিন্ময় সত্তা দর্শন করেন।

তাৎপর্য

চতুর্দশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনবাসীদের কাছে তাঁর নিজ ধাম, চিন্ময় গ্রহ কৃষ্ণলোক প্রকাশ করেছিলেন। এটি এবং অন্যান্য অসংখ্য বৈকুণ্ঠ গ্রহ *ব্রহ্মজ্যোতি* নামক এক অনন্ত দিব্য আলোর সমুদ্রে ভাসমান রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই দিব্য আলোই চিন্ময় আকাশ, যা কৃষ্ণও স্বাভাবিকভাবে বৃন্দাবনবাসীদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। যেমন, আমরা যদি কোন শিশুকে চাঁদ দেখাতে চাই, আমরা বলি "আকাশের দিকে তাকাও। দেখ, আকাশে চাঁদ দেখ।" তেমনই শ্রীকৃষ্ণ বিশাল চিন্ময় আকাশকে বৃন্দাবনবাসীদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। তবে, চতুর্দশ শ্লোক এবং পরবর্তী ষোড়শ শ্লোকে দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে যে, ভগবানের পার্ষদগণের প্রকৃত গন্তব্যস্থান তাঁর নিজ দিব্য গ্রহ।

শ্লোক ১৬

তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতা মগ্নাঃ কৃষ্ণেন চোদ্ধৃতাঃ ।
দদৃশুর্ব্রহ্মণো লোকং যত্রাক্রূরোঽধ্যগাৎ পুরা ॥ ১৬ ॥

তে—তারা; **তু**—এবং; **ব্রহ্ম-হ্রদম্**—ব্রহ্ম-হ্রদে; **নীতাঃ**—আনীত হলেন; **মগ্নাঃ**—মগ্ন; **কৃষ্ণেন**—কৃষ্ণের দ্বারা; **চ**—এবং; **উদ্ধৃতাঃ**—উদ্ধার কৃত; **দদৃশুঃ**—তাঁরা দেখলেন; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মের; **লোকম্**—চিন্ময় জগৎ; **যত্র**—যেখানে; **অক্রূরঃ**—অক্রূর; **অধ্যগাৎ**—দর্শন করলেন; **পুরা**—পূর্বে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ গোপদের ব্রহ্ম-হ্রদে এনে তাঁদের জলমগ্ন করলেন এবং তারপর তাঁদের সেখান থেকে উদ্ধার করলেন। সেই একই স্থান থেকে, যেখানে অক্রূর চিজ্জগৎ দর্শন করেছিলেন, গোপগণও ব্রহ্মলোক দর্শন করলেন।

তাৎপর্য

পঞ্চদশ শ্লোকে *ব্রহ্মজ্যোতি* নামক অসীম বিস্তৃতিসম্পন্ন দিব্য আলোককে ব্রহ্ম-হ্রদ নামক একটি হ্রদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সেই হ্রদে শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে নিমজ্জিত করেছিলেন অর্থাৎ তিনি তাঁদের নির্বিশেষ ব্রহ্ম চেতনায় নিমজ্জিত করেছিলেন। কিন্তু তারপরেই, *উদ্ধৃতাঃ* শব্দটি দ্বারা যেমন নির্দেশ করা হয়েছে

যে, পরমেশ্বর ভগবানের নিজ গ্রহগত উন্নত উপলব্ধিতে তিনি তাঁদের তুলে নিয়েছিলেন। এখানে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *দদৃশুর্ব্রহ্মণো লোকম্*—তাঁরা চিন্ময় ব্রহ্মলোক দর্শন করলেন, ঠিক যেভাবে অক্রূর দেখেছিলেন।

চেতনার বিবর্তনকে এইভাবে সংক্ষেপে উপস্থাপিত করা যেতে পারে—সাধারণ চেতনায় আমরা বিভিন্ন জড় বস্তুর প্রতি আকর্ষিত হয়ে সেগুলিকে গ্রহণ করি। পারমার্থিক চেতনার প্রথম স্তরে উন্নীত হবার পর আমরা জাগতিক বৈচিত্র্যকে অতিক্রম করে, পরিবর্তে সবকিছুর কারণ ও বহু অস্তিত্ব প্রদানকারী এক ও অভিন্ন তত্ত্বে স্থিত হই। চূড়ান্তভাবে কৃষ্ণভাবনামৃতে উন্নীত হয়ে আমরা জানতে পারি যে, পরম-তত্ত্ব নিত্য বৈচিত্র্যময়। প্রকৃতপক্ষে, যেহেতু এই জগৎ নিত্য অস্তিত্বের ছায়া মাত্র, তাই আমরা পরম-তত্ত্বের দিব্য বৈচিত্র্য লাভের আশা করি আর নিঃসন্দেহে *শ্রীমদ্ভাগবতের* পবিত্র শ্লোকসমূহে আমরা তা পাই।

বিচক্ষণ পাঠকগণ লক্ষ্য করে থাকবেন যে, গোপগণের সঙ্গে বর্তমান ঘটনার পরে অক্রূর-বিষয়কলীলা ভাগবতে স্থান পেয়েছে, কিন্তু শুকদেব গোস্বামী বলছেন, অক্রূর বৈকুণ্ঠ দর্শন করেছিলেন *পুরা* অর্থাৎ 'ইতিপূর্বে'। এর কারণ—শুকদেব গোস্বামী ও মহারাজ পরীক্ষিতের এই কথোপকথনের বহু বছর আগেই এই সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটেছিল।

শ্লোক ১৭

নন্দাদয়স্তু তং দৃষ্ট্বা পরমানন্দনিবৃতাঃ ।
কৃষ্ণং চ তত্রচ্ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতাঃ ॥ ১৭ ॥

নন্দ-আদয়ঃ—নন্দ মহারাজ ও অন্যান্য গোপগণ; **তু**—এবং; **তম্**—সেই; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **পরম**—পরম; **আনন্দ**—আনন্দ; **নিবৃতাঃ**—অভিভূত হয়ে; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **চ**—এবং; **তত্র**—সেখানে; **ছন্দোভিঃ**—বৈদিক মন্ত্র দ্বারা; **স্তূয়মানম্**—স্তুতি করছিলেন; **সু**—অত্যন্ত; **বিস্মিতাঃ**—বিস্মিত।

অনুবাদ

সেই চিন্ময় ধাম দর্শন করে নন্দ মহারাজ ও অন্যান্য গোপগণ পরম আনন্দ অনুভব করলেন। তাঁর স্তব-রত মূর্তিমান বেদগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে সেখানে উপস্থিত দেখে তাঁরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যদিও বৃন্দাবনবাসীগণ নিজেদের সাধারণ মানুষ বলেই বিবেচনা করতেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের অসাধারণ সৌভাগ্য সম্বন্ধে তাঁদের অবগত করাতে চেয়েছিলেন। তাই

যমুনা নদীর এক হ্রদের মধ্যে ভগবান তাঁর নিজ ধাম তাঁদের প্রদর্শন করালেন। তাঁদের নিজেদের মর্ত্য বৃন্দাবনের মতোই একই পারমার্থিক পরিবেশে পূর্ণ ভগবৎ-সাম্রাজ্য দর্শন করে এবং তাঁদের বৃন্দাবনে যেমন ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন তেমনি চিন্ময় জগতের অধীশ্বর রূপেও তাঁকে উপস্থিত দর্শন করে গোপগণ বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর নির্দিষ্টভাবে বলছেন যে, এই সমস্ত শ্লোকসমূহে দৃঢ়ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে কেবলমাত্র নমুনা বৈকুণ্ঠ-গ্রহ প্রদর্শন করেন নি, বরং তিনি অন্য যে কারুর চেয়ে কৃষ্ণকে বেশি ভালবাসেন যাঁরা, সেই বৃন্দাবনবাসীদের প্রকৃত গৃহ, পরম নিত্য ধাম কৃষ্ণলোক প্রকাশিত করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'বরুণালয় থেকে নন্দ মহারাজকে উদ্ধার' নামক অষ্টবিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশতি অধ্যায়

রাস নৃত্যের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের মিলন

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে রাসনৃত্য উপভোগের উদ্দেশ্যে গোপীদের সঙ্গে বাদানুবাদে রত হয়েছিলেন, তা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর রাসলীলার সূচনা এবং গোপীদের মধ্য হতে ভগবানের অন্তর্ধানলীলার বর্ণনা রয়েছে।

গোপীদের বস্ত্রহরণকালে তাঁদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে, তাঁর যোগমায়া শক্তি প্রভাবে নিজের মধ্যে এক শরৎকালীন রাত্রিতে লীলা উপভোগের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর বেণু বাদন শুরু করলেন। গোপীরা যখন সেই বংশীধ্বনি শ্রবণ করলেন, তখন তাঁদের মধ্যে প্রবলভাবে কাম উদ্দীপনা জাগ্রত হল আর তাঁরা তৎক্ষণাৎ তাঁদের সকল গৃহস্থালী কর্তব্য পরিত্যাগ করে অপ্রতিহত গতিতে শ্রীকৃষ্ণের কাছে গেলেন। গোপীরা সকলেই ছিলেন বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত দেহসম্পন্না, কিন্তু কোন কোন গোপীর স্বামী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা যখন তাঁদের গমনে বাধা-দান করলেন, তখন কৃষ্ণের আয়োজনে তাঁরা তাৎকালিক জাগতিক দেহরূপ প্রাপ্ত হয়ে সেই দেহটিকে পতিদের পাশে রেখে গেলেন। এইভাবে তাঁরা তাঁদের আত্মীয়বর্গকে বঞ্চনা করে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য গমন করলেন।

গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে এলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কেন এসেছ? হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ এই বনে এত রাত্রিতে তোমাদের ভ্রমণ করা উচিত নয়। তোমাদের স্বামী ও সন্তানেরা শীঘ্রই তোমাদের খোঁজে এসে, তোমাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার তোমাদের গৃহস্থালী কর্তব্যে নিযুক্ত করবে। যাই হোক, নারীদের প্রধান কর্তব্যই স্বামী ও সন্তানদের সেবা। কোনও সম্ভ্রান্ত নারীর পক্ষে উপপতির সঙ্গ করা নিন্দনীয় ও স্বর্গপ্রাপ্তির উন্নতি সাধনে নিশ্চিতভাবে বিঘ্নকারক। অধিকন্তু, দৈহিক সান্নিধ্য দ্বারা নয়, আমার কথা শ্রবণ, মন্দিরে আমার বিগ্রহ দর্শন, আমাতে মনোনিবেশ ও আমার মহিমা কীর্তনের মাধ্যমেই কেবল মানুষ আমার প্রতি শুদ্ধ প্রেমে উন্নত হতে পারে। তাই তোমাদের পক্ষে গৃহে ফিরে যাওয়াই উচিত।"

একথা শ্রবণ করে গোপীরা বিমর্ষ হলেন এবং অল্পক্ষণ রোদন করে তাঁরা ঈষৎ ক্রোধের সঙ্গে উত্তর দিলেন, "তোমার সেবা অভিলাষে যারা তাদের জীবনের

সবকিছু পরিত্যাগ করেছে, সেই সমস্ত যুবতীদের প্রত্যাখ্যান করা তোমার খুবই অন্যায়। আমাদের স্বামী, সন্তানদের সেবা করে আমরা শুধু যন্ত্রণাই লাভ করি কিন্তু তোমার সেবা করে, হে সর্বজীবের প্রিয়তম, যথাযথভাবে আমাদের আত্ম-ধর্মের সিদ্ধি লাভ হবে। তোমার বংশীধ্বনি শ্রবণ মাত্র এবং তোমার ত্রিলোক-মোহনরূপ দর্শন করে কোন্ নারীই বা তার নির্দিষ্ট কর্তব্যাদি থেকে বিচ্যুত না হবে? যেভাবে পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু দেবতাদের রক্ষা করেন, তেমনি তুমিও বৃন্দাবনবাসীদের দুঃখের বিনাশ কর। তাই তোমার উচিত এখনই আমাদের তোমার বিরহজনিত সন্তাপের উপশম করা।"

নিত্য-তৃপ্ত শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে গোপীদের সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাঁদের সঙ্গে বিবিধ লীলা বিহার করলেন। কিন্তু যখন তাঁদের প্রতি কৃষ্ণের মনোযোগ গোপীদের কিঞ্চিৎ গর্বিত করে তুলল, সেই গর্ব অপনোদনের জন্য কৃষ্ণ সহসা রাসস্থলী থেকে অন্তর্হিত হলেন।

শ্লোক ১

শ্রীবাদরায়ণি উবাচ

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী, শ্রীল বদরায়ণ বেদব্যাসের পুত্র, বললেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **অপি**—যদিও; **তা**—সেই; **রাত্রিঃ**—রজনী; **শারদ**—শরৎকালীন; **উৎফুল্ল**—প্রস্ফুটিত; **মল্লিকাঃ**—মল্লিকা ফুল; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **রন্তুম্**—প্রেম উপভোগের জন্য; **মনঃ চক্রে**—তাঁর মনস্থির করলেন; **যোগমায়া**—অঘটনকে সম্ভবকারী তাঁর অপ্রাকৃত শক্তি; **উপাশ্রিতঃ**—আশ্রয় করে।

অনুবাদ

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রস্ফুটিত মল্লিকা কুসুমরাশি সুরভিত সেই শরৎকালীন রজনী অবলোকন করে তাঁর যোগমায়া শক্তির প্রভাবে তাঁর প্রেমময় লীলা উপভোগের অভিলাষ করলেন।

তাৎপর্য

সুন্দরী যুবতীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময় নৃত্য অর্থাৎ রাস নৃত্যের বিবরণের প্রারম্ভে, শরৎকালীন পূর্ণিমার মধ্য রাত্রিতে বহু যুবতীর সঙ্গে ভগবানের প্রণয়-নৃত্যের ঔচিত্য বিষয়ে সাধারণ মানুষের মনে অনিবার্যভাবেই প্রশ্নের উদয় হবে। তাঁর

'লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থে রাস নৃত্যের বর্ণনায় শ্রীল প্রভুপাদ যত্নসহকারে এই সকল চিন্ময় কার্যাবলীর অপ্রাকৃত শুদ্ধতা বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। কৃষ্ণ-তত্ত্বে অগ্রগণ্য মহান আচার্যগণ এই বিষয়ে নিঃসন্দিহান যে, প্রকৃতপক্ষে যা অসম্পূর্ণতার অনুভব মাত্র, সেই জড় বাসনা থেকে শ্রীকৃষ্ণ সর্বতোভাবে মুক্ত কারণ তিনি স্বয়ং পূর্ণ ও আত্মতৃপ্ত।

জড়বাদী ব্যক্তিরা ও নির্বিশেষবাদী দার্শনিকরা অনমনীয় মনোভাব নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় প্রকৃতির যথার্থ ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করে। পরম পুরুষের পরম প্রণয়লীলা সম্পাদনের যে সামর্থ্য, তার সৌন্দর্যময় বাস্তবতা অস্বীকার করার কোনও কারণ নেই। আমাদের তথাকথিত প্রণয় সেই পরম প্রণয়ের ছায়া বা বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। জড় কার্যকলাপ ভগবানের দ্বারা সম্পাদিত পূর্ণ চিন্ময় কার্যকলাপের প্রতিফলন হতে পারে না—এই ধরনের অযৌক্তিক জেদ, শ্রীকৃষ্ণের বাস্তবতার বিরোধীদেরই কল্পনাশক্তিহীন ভাবপ্রবণতাই প্রকট করে। অভক্তদের এই মনোবৃত্তি যা পরম পুরুষের অস্তিত্বকেই প্রবলভাবে অস্বীকার করতে তাদের প্ররোচিত করে, তা দুর্ভাগ্যবশত যেন সুস্পষ্টভাবেই এমন এক মনোভাবে পর্যবসিত হয়, যাকে ঈর্ষা বলেই বর্ণনা করা যেতে পারে, যেহেতু নির্বিশেষবাদী সমালোচকদের মধ্যে বিপুল অংশ পরমাগ্রহে তাদের নিজেদের যে সব প্রেম-প্রণয়ঘটিত বিষয়ে অগ্রসর হয়, সেগুলিকে সম্পূর্ণ বাস্তব আর 'দিব্যভাবসম্পন্ন' বলে মনে করে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যথার্থ পরম প্রেমিক। পরম-ব্রহ্মকে সমস্ত কিছুর উৎস বলে ঘোষণা করে *বেদান্ত সূত্র* শুরু হয়েছে এবং পাশ্চাত্যের দর্শনশাস্ত্রও জন্মগ্রহণ করেছিল দৃশ্যমান জাগতিক অস্তিত্বের নেপথ্যের আদি পুরুষকে জানবার, কিছুটা উদ্ভট প্রচেষ্টার মাধ্যমে। মানুষের অস্তিত্বের অত্যন্ত গভীর ও আকাঙ্ক্ষিত একটি বিষয় এই প্রণয়ের সঙ্গে পরম বাস্তবসত্তার কোনই সম্পর্ক নেই।

পরম, আদি স্তরে যে প্রেম বিরাজ করে, প্রকৃতপক্ষে সেই একই দিব্য বাস্তবতার প্রতিফলনরূপে মানুষ প্রণয়কে প্রাপ্ত হয়। এখানে তাই পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন শরৎকালীন প্রণয়ভাবময় পরিবেশ উপভোগ করতে আকাঙ্ক্ষা করলেন, তখন "তিনি তাঁর চিন্ময় শক্তিকে আশ্রয় করলেন" (*যোগমায়াম্ উপাশ্রিতঃ*)। শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় ঘটনাবলীর এই চিন্ময় স্বভাবই *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই বিভাগের মূল বিষয়।

নারী তার সুন্দর কণ্ঠস্বর, তার সৌন্দর্য ও সৌম্যতা, তার মনোরম সৌরভ ও সুকোমলতা, এমনকি তার চতুরতা আর সঙ্গীত ও নৃত্যের দক্ষতার জন্য আকর্ষণীয়া হয়ে ওঠে। সকল রমণীগণের মধ্যে বৃন্দাবনের গোপীগণ পরম আকর্ষণীয়া এবং

তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি। কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের উজ্জ্বল স্ত্রীগুণাবলীসমূহ উপভোগ করেছেন, এই অধ্যায় তা বর্ণনা করছে, যদিও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, এই ঘটনা যখন ঘটেছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছিল মাত্র আট বছর।

সাধারণ মানুষ চায়, ভগবান কেবল তাদের প্রণয় ঘটনাবলীর সাক্ষী হয়ে থাকুন। যখন একটি ছেলে একটি মেয়েকে আকাঙ্ক্ষা করে এবং একটি মেয়ে একটি ছেলেকে আকাঙ্ক্ষা করে, তখন তারা কখনও কখনও ভগবানের কাছে আনন্দ উপভোগের প্রার্থনা করে। এই ধরনের মানুষেরা যখন জানতে পারে যে, ভগবানও তাঁর চিন্ময় ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে নিজ প্রণয় ঘটনাবলীকে উপভোগ করতে পারেন, তখন তারা মর্মাহত হয়। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণই আদি কামদেব এবং তাঁর উদ্দীপনাময় প্রণয়-লীলা *ভাগবতের* এই বিভাগে বর্ণিত হবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন মনে হয় যেন তাঁর চিন্ময় দেহ জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাঁর বিভিন্ন লীলা প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিত হচ্ছেন। যুবক-যুবতীর পরম প্রণয়-লীলার প্রদর্শন না করে ভগবান কখনই তাঁর কৈশোরাবস্থা অতিবাহিত করতে দিতেন না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাই শ্রীল রূপ গোস্বামীর উদ্ধৃতি প্রদান করছেন—*"কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ"*। অর্থাৎ "বৃন্দাবন অরণ্যের কুঞ্জ মধ্যে প্রেমময় লীলার আয়োজন করে ভগবান হরি তাঁর কৈশোরাবস্থা পূর্ণ করেন।"

শ্লোক ২

তদোড়ুরাজঃ ককুভঃ করৈর্মুখং
প্রাচ্যা বিলিম্পন্নরুণেন শন্তমৈঃ ।
স চর্ষণীনামুদগাচ্ছুচো মৃজন্
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া ইব দীর্ঘদর্শনঃ ॥ ২ ॥

তদা—সেই সময়; **উড়ু-রাজঃ**—নক্ষত্ররাজ, চন্দ্র; **ককুভঃ**—দিগন্তে; **করৈঃ**—তার "হস্ত' (কিরণ) দ্বারা; **মুখম্**—মুখমণ্ডল; **প্রাচ্যাঃ**—পশ্চিম; **বিলিম্পন্**—লেপন করতে করতে; **অরুণেন**—অরুণ বর্ণে; **শম্-তমৈঃ**—পরম সুখদায়ক তাঁর কিরণ; **সঃ**—তিনি; **চর্ষণীনাম্**—দর্শকগণের; **উদগাৎ**—উদিত; **শুচঃ**—সন্তাপ; **মৃজন্**—হরণ করতে করতে; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়তম পতি; **প্রিয়ায়াঃ**—তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর; **ইব**—মতো; **দীর্ঘ**—দীর্ঘকাল পরে; **দর্শনঃ**—পুনরায় দর্শিত।

অনুবাদ

দীর্ঘকাল পরে তার প্রিয়তমা পত্নীকে দর্শন করে প্রিয়তম পতি যেমন স্বহস্তে তার মুখমণ্ডল কুঙ্কুমে রঞ্জিত করে, চন্দ্রও তেমনি তার সুখদায়ক অরুণবর্ণের কিরণ দ্বারা পূর্বদিগন্তের মুখমণ্ডল লেপন করতে করতে ও তার উদয় দর্শনকারীগণের সন্তাপ হরণ করতে করতে উদিত হলেন।

তাৎপর্য

তরুণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিকে নিযুক্ত করলে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রণয়োপযোগী এক উদ্দীপ্ত পরিবেশের সৃষ্টি করলেন।

শ্লোক ৩

দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং
রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্ ।
বনং চ তৎ কোমলগোভিরঞ্জিতং
জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্ ॥ ৩ ॥

দৃষ্ট্বা—নিরীক্ষণ করে; **কুমুৎ-বন্তম্**—কুমুদ বিকাশশীল; **অখণ্ড**—অখণ্ড; **মণ্ডলম্**—মণ্ডল; **রমা**—লক্ষ্মীদেবীর; **আনন**—বদনকমল; **আভম্**—সদৃশ; **নব**—নতুন; **কুঙ্কুম**—কুঙ্কুম; **অরুণম্**—অরুণবর্ণ; **বনম্**—বনভূমি; **চ**—এবং; **তৎ**—সেই চন্দ্রের; **কোমল**—কোমল; **গোভিঃ**—কিরণ দ্বারা; **রঞ্জিতম্**—রঞ্জিত; **জগৌ**—তিনি বেণু-গীত শুরু করলেন; **কলম্**—মধুর; **বাম-দৃশাম্**—সুন্দর নয়না গোপাঙ্গনাগণের; **মনঃ হরম্**—মনোহর।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নবীন কুঙ্কুমের ন্যায় অরুণবর্ণ, লক্ষ্মীদেবীর বদনকমল সদৃশ, কুমুদবিকাশশীল, অখণ্ডমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র ও তার স্নিগ্ধ কিরণে রঞ্জিত বনভূমি নিরীক্ষণ করে সুন্দরনয়না গোপীগণের মনোহর ও মধুর বেণুগীত বাদন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের *জগৌ* শব্দটির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বংশী-গীতকে নির্দেশ করা হয় এবং শ্লোক ৪০এর *ক স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তঃ-বেণু-গীত* বাক্যে সে কথা প্রতিপন্ন হয়েছে। *রমা* শব্দে বিষ্ণু পত্নী লক্ষ্মীদেবীকেই নয়, পরম সৌভাগ্যদেবী শ্রীমতী রাধারাণীকেও ইঙ্গিত করা হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রবংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং রাসনৃত্য মধ্যে ভগবানের প্রবেশ করার প্রস্তুতিতে চন্দ্রের এক সুস্পষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

শ্লোক ৪

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ ॥ ৪ ॥

নিশম্য—শ্রবণ করে; **গীতম্**—গীত; **তৎ**—সেই; **অনঙ্গ**—কাম; **বর্ধনম্**—বর্ধক; **ব্রজ-স্ত্রিয়ঃ**—ব্রজনারীগণ; **কৃষ্ণ**—কৃষ্ণের দ্বারা; **গৃহীতা**—আসক্ত; **মানসাঃ**—চিত্তা; **আজগ্মুঃ**—তাঁরা গমন করলেন; **অন্যোন্যম্**—পরস্পরকে; **অলক্ষিত**—লক্ষ্য না করে; **উদ্যমাঃ**—নিজ উদ্যম; **সঃ**—তিনি; **যত্র**—যেখানে; **কান্তঃ**—তাদের প্রিয়তম; **জব**—বেগে গমনকালে; **লোল**—দুলছিল; **কুণ্ডলাঃ**—তাঁদের কর্ণকুণ্ডল।

অনুবাদ

কৃষ্ণের সেই প্রণয় উদ্দীপক বংশী-গীত শ্রবণ করে, কৃষ্ণ-বিমুগ্ধচিত্তা বৃন্দাবনের গোপীগণ পরস্পরের অগোচরে, যেখানে তাঁদের প্রিয়তম অপেক্ষারত সেখানে গমন করলেন। দ্রুত গমন করায় তাদের কর্ণ-কুণ্ডল দুলতে লাগল।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ যে প্রণয়ভাবে রয়েছেন সেই সত্য যাতে প্রতিপক্ষের কাছে প্রচার না হয় সেই আশায় স্পষ্টত গোপীগণ একে অপরকে এড়িয়ে প্রত্যেকে গোপনে গমন করেছিলেন। অবস্থাটি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নরূপ কাব্যিকভাবে বর্ণনা করছেন—

"বৃন্দাবনে বেণু বাদন করে কৃষ্ণ মহা-চৌর্য-কর্ম প্ররোচিত করতেন। তাঁর বংশী গীত গোপীগণের কানের ভিতর দিয়ে তাদের হৃদয়ের মর্মস্থলে প্রবেশ করত। সেই অপূর্ব সঙ্গীত তাঁদের হৃদয় সহ ধৈর্য, লজ্জা, ভয়, বিবেকরূপ মহা ধনসমূহকে অপহরণ করেছিল—এবং নিমেষের মধ্যে এই সঙ্গীত, সেই সমস্ত ধনসমূহ কৃষ্ণকে প্রদান করত। এখন প্রত্যেক গোপী তাঁর ব্যক্তিগত ধন তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রার্থনা জানাবার জন্য ভগবানের কাছে গমন করছেন। প্রত্যেক সুন্দরী গোপীগণ ভাবছিলেন—'আমিই সেই মহাচোরকে ধরব' এবং এইভাবে তাঁরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের অগোচরে অগ্রসর হলেন।"

শ্লোক ৫

দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ ॥ ৫ ॥

দুহন্ত্যঃ—গাভীর দুগ্ধদোহন মধ্যে; **অভিযযুঃ**—গমন করলেন; **কাশ্চিৎ**—তাঁদের কেউ; **দোহম্**—দোহন; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **সমুৎসুকাঃ**—অত্যন্ত উৎসুক; **পয়ঃ**—দুধ; **অধিশ্রিত্য**—চুল্লীতে বসিয়ে রেখে; **সংযাবম্**—ময়দার পিঠা, চাপাটি; **অনুদ্বাস্য**—চুল্লী থেকে না নামিয়েই; **অপরাঃ**—অন্যান্যরা; **যযুঃ**—গমন করলেন।

অনুবাদ

কোন কোন গোপী কৃষ্ণের বাঁশী শ্রবণকালে গাভীর দুগ্ধ দোহন করছিলেন। তাঁরা দোহন বন্ধ করে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে গমন করলেন। কেউ কেউ চুল্লীর উপর দুধ জ্বাল দিতে বসিয়ে এবং অন্যান্যরা চুল্লীতে পিঠা-চাপাটি সেঁকতে দিয়ে গমন করলেন।

তাৎপর্য

এই সকল গোপীগণের প্রেমময়ী উৎসুকতা কতখানি ঐকান্তিক ছিল এখানে তা প্রদর্শন করা হয়েছে।

শ্লোক ৬-৭

পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্ ॥ ৬ ॥
লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ ॥ ৭ ॥

পরিবেষয়ন্ত্যঃ—পোশাক পরিধান করছিলেন; **তৎ**—তা; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **পায়য়ন্ত্যঃ**—পান করাচ্ছিলেন; **শিশূন্**—তাঁদের শিশুদের; **পয়ঃ**—দুগ্ধ; **শুশ্রূষন্ত্যঃ**—একান্ত সেবা করছিলেন; **পতীন্**—তাঁদের পতিদের প্রতি; **কাশ্চিৎ**—তাঁদের কেউ কেউ; **অশ্নন্ত্যঃ**—ভোজন করতে করতে; **অপাস্য**—ত্যাগ করে; **ভোজনম্**—ভোজন; **লিম্পন্ত্যঃ**—অঙ্গরাগ লেপন; **প্রমৃজন্ত্যঃ**—তৈলাদি দ্বারা শরীর মার্জন; **অন্যাঃ**—অন্যান্যরা; **অঞ্জন্ত্যঃ**—কাজল দিচ্ছিলেন; **কাশ্চ**—কেউ; **লোচনে**—তাঁদের নয়নে; **ব্যত্যস্ত**—বিপর্যস্তভাবে; **বস্ত্র**—তাঁদের বস্ত্র; **আভরণাঃ**—ও আভরণ; **কাশ্চিৎ**—তাঁদের কেউ কেউ; **কৃষ্ণ-অন্তিকম্**—কৃষ্ণ সমীপে; **যযুঃ**—গমন করলেন।

অনুবাদ

কোন কোন গোপী পোশাক পরিধান করছিলেন, কেউ তাঁদের শিশুকে দুধ পান করাচ্ছিলেন বা তাঁদের পতিদের একান্ত সেবা করছিলেন, কেউ ভোজন করছিলেন, কেউ কেউ অঙ্গ মার্জন, অঙ্গরাগ লেপন বা নয়নে কাজল দিচ্ছিলেন? কিন্তু তাঁরা

সকলেই এই সকল কর্তব্যকর্ম মুহূর্তের মধ্যে পরিত্যাগ বা বন্ধ করে বিপর্যস্তভাবে বস্ত্র-ভূষণাদি নিয়ে কৃষ্ণ সন্নিধানে গমন করলেন।

শ্লোক ৮

তা বার্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্তন্ত মোহিতাঃ ॥ ৮ ॥

তাঃ—তাঁরা; **বার্যমাণাঃ**—নিষেধিত হয়েও; **পতিভিঃ**—তাঁদের পতিদের দ্বারা; **পিতৃভিঃ**—তাঁদের পিতাদের দ্বারা; **ভ্রাতৃ**—ভাই; **বন্ধুভিঃ**—ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের দ্বারা; **গোবিন্দ**—শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক; **অপহৃত**—অপহৃত; **আত্মানঃ**—তাঁদের আত্মা; **ন ন্যবর্তন্ত**—ফিরলেন না; **মোহিতাঃ**—মোহিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

তাঁদের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনেরা তাঁদের নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে কৃষ্ণ কর্তৃক অপহৃতচিত্তা গোপীগণ, তাঁর বংশী ধ্বনি দ্বারা মোহিত হয়ে আর নিবৃত্ত হলেন না।

তাৎপর্য

কোন কোন গোপী বিবাহিতা ছিলেন আর তাঁদের স্বামীগণ তাঁদের নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন। অবিবাহিতা গোপীগণের পিতা, ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়গণ তাঁদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন। সাধারণত এই সকল আত্মীয়গণের কেউই, এমনকি গোপীগণের মৃতদেহেরও একা এই রাত্রিতে বনে গমন অনুমোদন করতেন না, কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ ইতিমধ্যেই তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিকে নিযুক্ত করেছিলেন আর এইভাবেই সামগ্রিক প্রণয় অধ্যায় বিনা বাধায় প্রকাশিত হল।

শ্লোক ৯

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্ গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ ॥ ৯ ॥

অন্তঃ গৃহ—তাঁদের গৃহ মধ্যে; **গতাঃ**—উপস্থিত; **কাশ্চিৎ**—কোন কোন; **গোপ্যঃ**—গোপী; **অলব্ধ**—পারলেন না; **বিনির্গমাঃ**—বহির্গত হতে; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণের; **তৎ-ভাবনা**—তাঁর ভাবনায়; **যুক্তাঃ**—সম্পূর্ণরূপে; **দধ্যুঃ**—তাঁরা ধ্যানস্থ হলেন; **মীলিত**—মুদিত করে; **লোচনাঃ**—তাঁদের নয়নদ্বয়।

অনুবাদ

কোন কোন গোপী তাঁদের গৃহ হতে নির্গত হতে না পেরে, তাঁরা গৃহেই অবস্থান করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ প্রেমে নয়ন মুদ্রিত করে ধ্যানস্থ হলেন।

তাৎপর্য

সমগ্র দশম স্কন্ধ জুড়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ভগবান কৃষ্ণের লীলা বিষয়ে বিস্তৃত কাব্যিক ভাষ্য প্রদান করেছেন। এই সমস্ত বিস্তারিত বর্ণনাসমূহ সকল সময়ে সংযোজিত করা সম্ভব নয়, কিন্তু এই শ্লোকের উপর প্রদত্ত তাঁর ভাষ্য সামগ্রিকভাবে আমরা উদ্ধৃত করছি। সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের কাছে আমাদের ঐকান্তিক পরামর্শ এই যে, ভগবানের এক সুযোগ্য ভক্ত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর প্রদত্ত দশম স্কন্ধের সমগ্র ভাষ্য একটি পৃথক গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হলে নিঃসন্দেহে ভক্ত অভক্ত নির্বিশেষে সকলের সমাদর লাভ করবে। এই শ্লোকটি সম্পর্কে আচার্য শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের ভাষ্য নিম্নরূপ—

"শ্রীল রূপ গোস্বামীর *'উজ্জ্বল-নীলমণি'র* বর্ণিত প্রণালী অনুসারে আমরা এই প্রসঙ্গটি বিবেচনা করব। দুই শ্রেণীর গোপী আছেন—*নিত্যসিদ্ধাঃ* ও *সাধন-সিদ্ধা।* যাঁরা নিত্যত পূর্ণ বা শুদ্ধ, তাঁরা 'নিত্য-সিদ্ধা' এবং যাঁরা ভক্তি যোগ অভ্যাসের মাধ্যমে শুদ্ধ হয়েছেন বা পূর্ণতা লাভ করেছেন তাঁরা সাধন-সিদ্ধা। সাধন-সিদ্ধাগণেরও দুটি শ্রেণী রয়েছে—যাঁরা বিশেষ দলভুক্ত এবং যাঁরা বিশেষ দলভুক্ত নন। এবং সেই বিশেষ দলভুক্ত গোপীদের মধ্যেও দুটি শ্রেণী রয়েছে—*শ্রুতি-চারী,* যাঁরা স্বয়ং বেদসম্ভার থেকে আগমন করেছেন, এবং *ঋষি-চারী,* যারা দণ্ডকারণ্য বনে ভগবান রামচন্দ্রকে দর্শনকারী ঋষিগণের দল থেকে আগমন করেছেন।

"গোপীগণের এই একই চতুর্বিধ শ্রেণী বিভাজন *পদ্ম-পুরাণেও* প্রদান করা হয়েছে—

গোপ্যস্তু শ্রুতয়ো জ্ঞেয়া ঋষিজা গোপকন্যকাঃ।
দেব কন্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মানুষ্যাঃ কথঞ্চন ॥

'এটি বোঝা গেছে যে, কোন কোন গোপী স্বয়ং বেদসম্ভার স্বরূপ এবং অন্যান্য গোপীগণ দেব-কন্যা অথবা গোপ-কন্যারূপে পুনর্জন্ম-গ্রহণকারী ঋষিবৃন্দ। কিন্তু কোনভাবেই, হে রাজন, তাঁদের কেউই সাধারণ মানুষ নন। এখানে আমরা অবগত হই যে, যদিও গোপীগণ মনুষ্য-গোপ কন্যারূপে আবির্ভূত হয়েছেন, কিন্তু তাঁরা প্রকৃতপক্ষে মানুষ ছিলেন না। এইভাবে তাঁদের নশ্বরতার বিবাদও খণ্ডিত হয়।

"এখানে গোপ-কন্যা রূপে উল্লেখিত জনেরা অবশ্যই নিত্য-সিদ্ধা, কারণ আমরা কখনই তাঁদের কোন সাধনা করার কথা শ্রবণ করিনি। গোপীর ভূমিকায় দেবী কাত্যায়নীর পূজার সাধনা স্পষ্টতই তাদের মানুষের মতো স্বভাব আচরণের প্রকাশ মাত্র এবং কিভাবে তাঁরা গোপকন্যার ভূমিকাটি সম্পূর্ণত গ্রহণ করেছেন, সেটি প্রদর্শনের জন্যই এই পূজার ঘটনাটি ভাগবত বর্ণনা করছেন।

"প্রকৃতপক্ষে গোপ-কন্যা শ্রেণীভুক্ত গোপীগণ নিত্য-সিদ্ধা, *ব্রহ্ম-সংহিতায়* (৫/৩৭) সেকথা প্রতিপন্ন হয়েছে—*আনন্দ-চিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিঃ*—একথায় প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা ছিলেন ভগবানের চিন্ময়-আনন্দময়-শক্তি বা হ্লাদিনীশক্তি। একইভাবে *বৃহৎ-গৌতমীয়-তন্ত্রে* বলা হয়েছে *হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ*। তাঁদের প্রিয়তম, ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে সমভাবে নিত্যকাল স্থায়িরূপে গোপীগণের নিত্য সিদ্ধতার সমর্থনও পাওয়া যায় দশাক্ষর, অষ্টাদশাক্ষর প্রভৃতি মন্ত্রে এবং এই সকল মন্ত্রের আরাধনা এবং যেখানে এই সকল মন্ত্র উপস্থাপিত হয়েছে সেখানে সেই শ্রুতি ও অনাদিকাল হতে বর্তমান।

"দেবকন্যাগণ, ভাগবতের শ্লোকে (১০/১/২৩) যাঁদের সম্বন্ধে *সম্ভবন্তমরস্ত্রিয়ঃ* কথাটি দিয়ে প্রস্তাবনা করা হয়েছে, *শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি* গ্রন্থে তাঁদের নিত্য-সিদ্ধ গোপীগণের অংশ প্রকাশরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। *বৃহৎ-বামন-পুরাণ* থেকে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত শ্লোক থেকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, মূর্তিমান বেদ স্বরূপ *শ্রুতি-চারী* গোপীগণ *সাধন-সিদ্ধা*।

কন্দর্পকোটিলাবণ্যে ত্বয়ি দৃষ্টে মনাংসি নঃ।
কামিনীভাবমাসাদ্য স্মরক্ষুব্ধান্য সংশয়াঃ ॥
যথা ত্বল্লোকবাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ।
ভজন্তি রমণং মত্বা চিকীর্ষাজনিনস্তথা ॥

"যেহেতু কোটি কন্দর্পের সৌন্দর্যধারী তোমার বদন আমরা দর্শন করছি, সেই সকল কন্যাগণের ন্যায় আমাদের হৃদয়ও তোমার জন্য কামময় হয়ে উঠছে এবং অন্য সকল প্রলোভন আমরা বিস্মৃত হচ্ছি। তোমাকে তাদের উপপতিরূপ ধারণাবশত ভজনা দ্বারা কাম স্বভাব প্রকাশকারী তোমার চিন্ময়লোকে বাসকারী গোপীগণের মতো তোমার প্রতি আচরণের আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যেও বিকশিত হয়েছে।"

উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে ঋষি-চারী গোপীগণও *সাধন সিদ্ধা* —*গোপালোপাসকাঃ পূর্বমপ্রাপ্তাভীষ্টসিদ্ধয়ঃ*। পূর্বে তাঁরা সকলেই ছিলেন দণ্ডক অরণ্যে বাসকারী মহাঋষি। এই বিষয়ে *পদ্মপুরাণে,* উত্তর খণ্ডে আমরা প্রমাণ পাই—

পুরা মহর্ষয়ঃ সর্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্ ॥
তে সর্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।
হরিং সম্প্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ ॥

এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, ভগবান রামচন্দ্রকে দর্শন করে দণ্ডক অরণ্যের ঋষিগণ শ্রীহরি (কৃষ্ণ)-র সঙ্গ উপভোগ করার আকাঙ্ক্ষা করলেন। অন্য ভাবে বলতে গেলে, শ্রীরামের সৌন্দর্য তাঁদের আরাধ্য বিগ্রহ গোপাল, শ্রীহরিকে স্মরণ করালো এবং তখন তাঁরা তাঁদের সঙ্গ উপভোগ করতে চাইলেন। কিন্তু সংকোচবশত তাঁদের কামনা অনুযায়ী আচরণ করতে পারলেন না, অথচ কল্পবৃক্ষ স্বরূপ শ্রীরাম, তাঁরা তাঁদের প্রার্থনা উচ্চারণ না করলেও তাঁদের কৃপা প্রদান করলেন। যেমন এই শ্লোকের *তে সর্বে* শব্দের মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এইভাবে তাঁদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল। তাঁদের কামাকর্ষণের ফল স্বরূপ তাঁরা সংসার সমুদ্রের জন্ম-মৃত্যু-চক্র হতে মুক্ত হলেন এবং যুগপৎ শ্রীহরির প্রণয় সঙ্গ লাভ করলেন।

"*ভাগবতের* বর্তমান শ্লোকটি থেকে আমরা অবগত হই যে, এই গোপীদের সন্তান ছিল এবং তাঁদের জোর করে গৃহে আবদ্ধ রাখা হয়েছে। পরবর্তী শ্লোক সমূহ থেকেও এই সত্যটি পরিষ্কার হয়, যেমন *মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা* (*ভাগবত*, ১০/২৯/২০), *যৎপত্যপত্যসুহৃদা-মনুবৃত্তিরঙ্গ*, (ভাগবত ১০/২৯/৩২) এবং *পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান* (*ভাগবত* ১০/৩১/১৬)। তাঁর দশম স্কন্ধের ভাষ্যে শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী এই সত্যের উল্লেখ করেছেন। এই শ্লোক বিষয়ে তাঁর ভাবনাগুলির পুনরাবৃত্তি না করে আমরা তাঁর তাৎপর্যের সংক্ষিপ্তসার প্রদান করব।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নিজ রূপ দর্শন করে শ্রীগোপালের উপাসক ঋষিগণ স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তির পরিণত স্তরে উন্নত হয়ে আপনা থেকেই নিষ্ঠা, আকর্ষণ ও আসক্তির স্তর প্রাপ্ত হলেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত তাঁরা নিজেদের জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হননি। তাই যোগমায়া দেবী গোপীগর্ভ হতে তাদের জন্মগ্রহণের আয়োজন করলেন। এবং এইভাবে তাঁরা গোপী হলেন। নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের সঙ্গ প্রভাবে এই সকল নতুন গোপীগণের কেউ কেউ বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের প্রেমময়ী আকর্ষণ বা পূর্বরাগ প্রকাশ করলেন। (প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্বেও এই ধরনের আকর্ষণ জাগরিত হয়।) এই সকল নতুন গোপীগণ যখন প্রত্যক্ষরূপে কৃষ্ণের দর্শন ও সঙ্গ লাভ করলেন, তাঁদের সকল অবশিষ্ট কলুষ দগ্ধীভূত হল এবং তাঁরা প্রেম, স্নেহ ইত্যাদির উন্নত স্তর প্রাপ্ত হলেন।

"এমন কি যদিও তাঁরা তাঁদের গোপ স্বামীগণের সঙ্গে থাকতেন, কিন্তু যোগমায়াশক্তির প্রভাবে সেই গোপীগণ স্বামীগণের যৌন সংস্পর্শ সত্ত্বেও পবিত্র থেকে যেতেন; বরং শুদ্ধ চিন্ময় দেহে অবস্থান করে তাঁরা কৃষ্ণসঙ্গ উপভোগ করতেন। যে রাত্রিতে তাঁরা কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করলেন, তাঁদের পতিগণ

তাঁদের নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু যোগমায়ার কৃপাময় সহযোগিতায় সাধন সিদ্ধ গোপীগণ, নিত্যসিদ্ধ গোপীগণের সঙ্গে একত্রে তাঁদের প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে গমনে সমর্থ হয়েছিলেন।

"অন্যান্য গোপীগণ নিত্য-সিদ্ধ গোপী ও অন্যান্য উন্নত স্তরের গোপীগণের সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য লাভ না করার ফলে *প্রেম* স্তর প্রাপ্ত হলেন না, আর তাই তাঁদের কলুষতাও সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হল না। তাঁরা তাঁদের গোপপতিগণের সঙ্গে যৌন মিলনের দ্বারা সন্তানের জন্ম দান করলেন। কিন্তু স্বল্প-পরবর্তীকালে এই সকল গোপীগণেরও কৃষ্ণের দেহ-সঙ্গের গভীর আকুলতা দ্বারা *পূর্ব-রাগ* বিকশিত হল। উন্নত-স্তরের গোপীগণের সঙ্গ প্রভাবেই তাঁরা এই আকুলতা অর্জন করেছিলেন। শুদ্ধা গোপীগণের কৃপার যোগ্য হয়ে উঠে তাঁরা কৃষ্ণের দ্বারা উপভোগযোগ্য চিন্ময় দেহ ধারণ করলেন, কিন্তু তাঁদের বহির্গমন নিবৃত্ত করার জন্য তাঁদের স্বামীগণের প্রয়াসকে পরাভূত করে তাঁদের সাহায্য করতে যোগমায়া ব্যর্থ হলেন, তাঁরা নিজেদের অত্যন্ত দুর্যোগের মধ্যে নিক্ষিপ্ত অনুভব করলেন। তাঁদের স্বামী, ভ্রাতা, পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের শত্রুরূপে দর্শন করে তাঁরা মৃত্যুর সমীপবর্তী হলেন। অন্যান্য রমণীগণ যেমন মৃত্যুকালে তাঁদের মাতা বা অন্যান্য আত্মীয়দের স্মরণ করে, *অন্তর* শব্দে শুরু হওয়া *ভাগবতের* বর্তমান এই শ্লোকে উল্লেখিতভাবে এই সকল গোপীগণও তাঁদের এই জীবনের একমাত্র বন্ধু কৃষ্ণকে স্মরণ করলেন।

"বলা হয় যে, যে সকল স্ত্রীগণ তাঁদের পতিদের বাধা দানের ফলে নির্গত হতে পারেননি, তাঁদের পতিগণ একটি যষ্টী হাতে তাঁদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁদের ভর্ৎসনা করছিল। যদিও এইসকল গোপীগণ নিত্যত কৃষ্ণের প্রেমে মগ্ন, নির্দিষ্ট সেই সময়ে তাঁরা তাঁর ধ্যান করতে করতে অন্তরে ক্রন্দন করছিলেন—'হায়, হায়, হে আমাদের প্রাণসখা, হে বৃন্দাবনকলানিধে, জন্মান্তরে আমাদের তুমি প্রেয়সী কোর, কারণ সেই জীবনে আর আমাদের চক্ষু দ্বারা তোমার মুখচন্দ্র দর্শন করতে পারব না। তাই হোক, আমরা আমাদের হৃদয় দিয়ে তোমাকে অবলোকন করব।' তাঁরা প্রত্যেকেই এইভাবে বিলাপ করতে করতে তাঁদের চক্ষু মুদিত করলেন এবং তাঁর গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন।' "

শ্লোক ১০-১১

দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ-তীব্রতাপধুতাশুভাঃ ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনিবৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ ॥ ১০ ॥

তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ ।
জহুর্গুণময়ঃ দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥ ১১ ॥

দুঃসহ—দুঃসহ; **প্রেষ্ঠ**—তাঁদের প্রিয়তমের; **বিরহ**—বিরহ; **তীব্র**—গভীর; **তাপ**—তাপ; **ধুত**—দূর করল; **অশুভাঃ**—তাঁদের হৃদয়ের সকল অপবিত্রতা; **ধ্যান**—ধ্যান দ্বারা; **প্রাপ্ত**—প্রাপ্ত; **অচ্যুত**—অচ্যুত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **আশ্লেষ**—আলিঙ্গনজনিত; **নিবৃত্যা**—আনন্দ দ্বারা; **ক্ষীণ**—ক্ষীণ; **মঙ্গলাঃ**—তাঁদের পবিত্র কর্মফল; **তম্**—তাঁর; **এব**—এমন কি যদিও; **পরম-আত্মানম্**—পরমাত্মা; **জার**—উপপতি; **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধিতে; **অপি**—সত্ত্বেও; **সঙ্গতাঃ**—তাঁর প্রত্যক্ষ সঙ্গ লাভ করে; **জহুঃ**—তাঁরা পরিত্যাগ করলেন; **গুণময়ম্**—জড়জাগতিক গুণ দ্বারা নির্মিত; **দেহম্**—তাঁদের দেহ; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **প্রক্ষীণ**—ক্রমশ ক্ষীণ হওয়া; **বন্ধনাঃ**—তাদের সকল কর্ম বন্ধন।

অনুবাদ

কৃষ্ণ দর্শনে নয়নে অপারগ সকল গোপীগণের দুঃসহ প্রিয়জনবিরহজনিত তীব্রতাপে তাঁদের সকল অশুভ কর্ম দগ্ধীভূত হল। তাঁর ধ্যান দ্বারা তাঁর আলিঙ্গন অনুভূত হওয়ার আনন্দে তাঁদের জাগতিক দুঃখও ক্ষীণ হল। পরমাত্মা কৃষ্ণকে তাঁদের উপপতি ভাবনা দ্বারা তাঁর অন্তরঙ্গ ভাবের সঙ্গ করার ফলে তাঁদের অশেষ কর্ম-বন্ধন নাশ হওয়ায় তাঁরা তাঁদের গুণময় দেহ পরিত্যাগ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের উপর এরূপ ভাষ্য প্রদান করছেন—"শুকদেব গোস্বামী এখানে বিচিত্রভাবে কথা বলছেন—তিনি গোপীগণের প্রাপ্ত অন্তরঙ্গ বস্তুকে এমনভাবে উপস্থিত করছেন যেন সেটি একটি বাহ্য ধারণা; এইভাবে বহিরাগতদের কাছে এর প্রকৃত সত্য গোপন করে একই সঙ্গে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিজ্ঞানে পারঙ্গম অন্তরঙ্গ ভক্তগণের কাছে এর প্রকৃত তাৎপর্য প্রকাশ করেছেন। এইভাবে শুকদেব গোস্বামী বহির্মুখীদের কাছে বলছেন যে, কৃষ্ণ গোপীগণকে মোক্ষ প্রদান করেছিলেন, কিন্তু অন্তরঙ্গ শ্রবণার্থীগণের কাছে শুকদেব গোস্বামী প্রকাশ করছেন যে, গোপীরা প্রিয়তমবিরহজনিত অপরিমেয় দুঃখ ও অপরিমেয় সুখ প্রাপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করেছিলেন।

"এই শ্লোকটিকে এইভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে—তাঁদের প্রিয়তমের দুঃসহ বিরহে গোপীগণ নিদারুণ যন্ত্রনা অনুভব করলে সকল অশুভ বিষয়সমূহ কম্পিত হতে থাকল। অন্যভাবে বলতে গেলে, সাধারণ মানুষেরা যখন, তাদের প্রিয়তম হতে গোপীগণের নিদারুণ বিরহ যন্ত্রণার কথা শ্রবণ করেন, তাঁরা কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ভূগর্ভস্থ অগ্নি অথবা শিবের দ্বারা আগ্রাসিত কালকূট বিষ হতেও তীব্র সহস্র অশুভ

বস্তু পরিত্যাগ করেন। আরও বিশেষভাবে, যাঁরা গোপীগণের প্রেম-বিরহ শ্রবণ করেন, তাঁরা কম্পিত হয়ে নিজেদের পরাজিত মনে করে তাঁদের মিথ্যা অভিমান-সকল ত্যাগ করেন। গোপীগণ যখন ভগবান অচ্যুতের ধ্যানমগ্ন হলেন, তখন তিনি স্বয়ং তাঁদের নিকট আগমন করে নিজেকে প্রকাশ করলেন এবং তাঁর পূর্ণচিন্ময় প্রেম-বিশিষ্ট দেহ আলিঙ্গন করে গোপীগণ পরমানন্দ প্রাপ্ত হলেন। এমন প্রেমের জন্য উপযুক্ত শনাক্তকরণ জ্ঞান ও আপন স্বভাব প্রদর্শনের মাধ্যমেও গোপীগণ পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই আনন্দের কাছে প্রাকৃত অপ্রাকৃত সকল সৌভাগ্যও তুলনামূলকভাবে তুচ্ছ বলে মনে হয়।

"নিহিতার্থ হল এটাই যে, গোপীদের সম্মুখে নিজেকে প্রত্যক্ষরূপে প্রকাশকালে কৃষ্ণের দ্বারা আলিঙ্গিত হয়ে গোপীরা কতখানি সুখ অনুভব করেন, অন্যান্য ব্যক্তিগণ যখন তা দর্শন করেন, সেই সমস্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ তথাকথিত সহস্র শুভ বস্তুকেও, এমন কি কোটি ব্রহ্মাণ্ডগত বিষয়সুখ ও ব্রহ্মানন্দও তুলনামূলকভাবে তাৎপর্যহীন মনে করেন। এইভাবে ভগবানের সঙ্গে গোপীদের বিরহ ও মিলনজনিত জাগরিত দুঃখ ও আনন্দ শ্রবণ করে যে কেউই তার সকল প্রারব্ধ পাপ বা পুণ্য উভয় ফল হতেই মুক্ত হতে পারেন। বৈষ্ণবগণ নিশ্চিতভাবে মনে করেন না যে, পাপ ও পুণ্যফল কেবলমাত্র বিরহ ও সংযোগ দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কারণ শেষ পর্যন্ত ভগবৎ-বিরহ কিম্বা ভগবানের প্রত্যক্ষ সংযোগ কোনটিই কর্মের শ্রেণীভুক্ত নয়। ভজন পর্যায়ে যাঁরা অনর্থ নিবৃত্তির স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই ধরনের কর্মফলের বিনাশ হয়ে থাকে।

"গোপীগণ কৃষ্ণকে পরমাত্মা বা পরম প্রেমাস্পদ—তাঁদের উপপতিরূপে চিন্তা করেছিলেন। যদিও এই ধরনের ধারণা করাও সাধারণত নিন্দনীয় তবু গোপীগণ কৃষ্ণকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের স্বামীরূপে চিন্তাকারী রুক্মিণী বা অন্যান্য রাণীগণের চেয়েও সম্যক্‌ভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। ভগবানের দাম্পত্যভাব হতে যে ঔপপত্যভাব শ্রেষ্ঠ, তা গার্হস্থ্য প্রেম অপেক্ষা বল্গাহীন শুদ্ধ প্রেমের শ্রেষ্ঠত্বের বাস্তবতায় প্রমাণিত হয়। শ্রীউদ্ধবের এই উক্তিটিই এই ধারণার জন্ম দেয়—*যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চহিত্বা* অর্থাৎ "এই ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁদের পরিবার ও সদাচার রীতি পরিত্যাগ করেছেন, যদিও তা করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য।" (ভাগবত ১০/৪৭/৬১)

"পৃথিবীতে কৃষ্ণের লীলাকালে তিনি অনেক নিকৃষ্ট বস্তুকে পরম উন্নত স্তরে পরিবর্তিত করেছিলেন। যেমন ভীষ্মদেব বলছেন, কৃষ্ণের মহারাজরাজেশ্বর লীলার চাইতে তাঁর পার্থসারথি লীলা উন্নততর—*বিজয়রথকুটুম্ব আত্ততোত্রে ধৃতহয়রশ্মিনি তচ্ছ্রিয়েক্ষণীয়ে* অথবা "দক্ষিণ হস্তে চাবুক এবং বাম হস্তে অশ্ব বল্গাধারী সর্ব উপায়ে

অর্জুনের রথের রক্ষাকারী সারথিরূপে শোভমান শ্রীকৃষ্ণে আমি আমার চিত্ত একান্ত করছি।" (*ভাগবত* ১/৯/৩৯) তেমনই, ভগবানের কৃষ্ণরূপে আবির্ভাবে আমরা দেখতে পাই যে, উৎকৃষ্ট শান্ত রস হতে শৃঙ্গার রস শ্রেষ্ঠ, দাম্পত্যভাব হতে ঔপপত্য ভাব শ্রেষ্ঠ এবং অপূর্ব মণিমুক্তালঙ্কার অপেক্ষা ময়ূরপুচ্ছ, গৈরিক ধাতু ও নিকৃষ্ট গুঞ্জা-কণ্ঠহার শ্রেষ্ঠ।

"কিন্তু এখানে প্রতিবাদ হতে পারে যে, ইতিমধ্যেই পরপুরুষ দ্বারা ভোগ্য দেহযুক্তা নারীগণের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের ক্রীড়া সঙ্গত নয়। এখানে *জহুঃ* শব্দের মাধ্যমে এই প্রতিবাদের উত্তর প্রদান করা হয়েছে। গোপীগণ বহু হলেও তাঁদের একটি শ্রেণীর একক বোঝাতে *দেহম্* শব্দটি একবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন মহাজনগণ বলেন যে, যোগমায়ার শক্তির দ্বারা এই সমস্ত গোপীদের দেহ এমনভাবে অন্তর্ধান করেছিল যে, কেউ তা লক্ষ্য করেনি। কিন্তু অন্যান্য মহাজনগণ বলেন যে, এখানে 'দেহ' উল্লেখে নিকৃষ্ট গুণময় দেহকে বোঝানো হয়েছে। তাই *গুণ-ময়ম্* এই বিশেষণটির বৈশিষ্ট্য দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, কৃষ্ণের বেণুবাদনকালের পূর্বেই গোপীদের দেহ গুণময় ও চিন্ময় এই দুইভাগে দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল এবং বেণুবাদন শ্রবণে তাঁরা গুণময় দেহ পরিত্যাগ করেছিলেন যা তাঁদের পতিগণ উপভোগ করেছিলেন। আমরা এটি নিম্নোক্তভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি—

"যখন যথার্থ গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে ভক্তগণ ভক্তিপথ অবলম্বন করে, তখন তাঁরা ভগবানের কথা শ্রবণ, তাঁর মহিমা কীর্তন, তাঁকে স্মরণ, প্রণাম নিবেদন, পদ-সেবা প্রভৃতির দ্বারা কর্ণ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়সমূহকে শুদ্ধ ভক্তিতে যুক্ত করে। ভগবান *ভাগবতে* (১১/২৫/২৬) যেমন উল্লেখ করছেন—*নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ*—সেই অনুসারে তাই অপ্রাকৃত গুণাবলীসমূহ ভক্তগণের ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয়ে ওঠে। আর এইভাবেই ভক্তের দেহ জাগতিক গুণসমূহ অতিক্রম করে। কিন্তু তবুও কখনও কখনও ভক্তগণ তাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে ব্যবহারিক শব্দ ইত্যাদি গ্রহণ করে এবং সেটি জাগতিক। এইভাবেই কোনও ভক্তের দেহের দুটি দিক রয়েছে—চিন্ময় ও গুণময়।

"ভগবৎ-সেবার স্তর অনুসারে কারুর দেহে চিন্ময় বিষয়সমূহ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং জাগতিক বিষয়সমূহ হ্রাস পেতে থাকে। এই রূপান্তর ভাগবতের (১১/২/৪২) এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তির
অন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ ।

প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুঃ
তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥

'ভোজনরত ব্যক্তির যেমন প্রতি গ্রাসেই সমান্তরালভাবে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়ে থাকে, তেমনি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত ব্যক্তিরও ভজনকালে সমান্তরালভাবে ভক্তি, ভগবৎ-স্বরূপ-স্ফূর্তি ও সংসার বৈরাগ্য লাভ হয়।' কেউ যখন পূর্ণ ভগবৎ-প্রেম প্রাপ্ত হন, তখন তাঁর দেহের গুণময় অংশ অন্তর্হিত হয় এবং দেহটি পরিপূর্ণরূপে চিন্ময় হয়ে যায়। কিন্তু তবুও নাস্তিকদের মিথ্যা মতবাদকে বিচলিত না করে এবং একই সঙ্গে ভক্তির গোপনতা রক্ষা করার জন্য ভগবান সাধারণত তাঁর মায়া শক্তির দ্বারা স্থূল দেহের মৃত্যু প্রদর্শন করান। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে মৌষল-লীলার সময় যাদবগণের অন্তর্ধান।

"কখনও কখনও ভক্তিযোগের উৎকর্ষতা জ্ঞাপনের জন্য কৃষ্ণ তাঁর ভক্তকে তার স্বশরীরে ভগবদ্ধামে ফিরে আসা অনুমোদন করেন। যেমন ধ্রুব মহারাজ। সেই ব্যাপারে *ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধের পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের শ্লোক ৩২ থেকে প্রমাণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

যেনেমে নির্হিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ ।
ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে ॥

'যে জীব চিত্তজাত জড়া প্রকৃতির গুণসমূহকে জয় করেছে, সে ভক্তিযোগের মাধ্যমে আমাতে (কৃষ্ণ) ভক্তিযুক্ত হয়ে আমার জন্য শুদ্ধপ্রেম লাভ করে।' এখানে ভগবান উল্লেখ করছেন যে, জড়া প্রকৃতির গুণজাত বিষয়ের পরাজয় ও বিনাশ একমাত্র ভক্তিযোগের পন্থার মাধ্যমে হওয়া সম্ভব। সুতরাং ভাগবতের এই বর্তমান শ্লোকটি থেকে আমরা অবগত হতে পারি যে, গোপীগণ যাঁরা কৃষ্ণদর্শনে যেতে পারেননি তাঁদের গুণময় অপবিত্র শরীরটি অপসারিত হয়েছিল অথবা দগ্ধ হয়েছিল এবং তাঁদের পবিত্র, অবিনাশী চিন্ময় শরীর, গোপীগণের ধ্যানযোগে প্রাপ্ত কৃষ্ণের আলিঙ্গন দ্বারা আনন্দে আরো বিবর্ধিত হয়েছিল। এইভাবে সম্পূর্ণরূপে তাঁদের বন্ধনের বিনাশ হয়েছিল—যোগমায়ার সাহায্যে তাঁরা অজ্ঞতা থেকে এবং তাঁদের পতি ও আত্মীয়বন্ধুগণের নিষেধ হতেও মুক্ত হয়েছিলেন।

"আমাদের, ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসা এই সকল গোপীগণের দেহকে তাঁদের মৃত্যুকালীন পরিণতিরূপে বর্ণনায় ভুল করা উচিত নয়। ভগবান স্বয়ং উল্লেখ করছেন (ভাগবত ১০/৪৭/৩৭)—

যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ ।
অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো মাপুর্মদ্বীর্যচিন্তয়া ॥

'যে সকল শুদ্ধ গোপীগণ বৃন্দাবন অরণ্যের এই রাত্রিকালীন রাস নৃত্যে আমার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হতে পারেনি, তারাও আমার অপ্রাকৃত লীলা স্মরণের মাধ্যমে আমার সঙ্গ প্রাপ্ত হয়েছে।' এই শ্লোকে *কল্যাণ্যঃ* শব্দটি ব্যবহার করে ভগবান ইঙ্গিত করছেন যে, 'যদিও এই সকল গোপীগণ তাঁদের স্বামীদের নিষেধের জন্য এবং আমার বিরহযন্ত্রণায় তাঁদের দেহ পরিত্যাগ করতে চেয়েছিল কিন্তু এই পবিত্র রাস নৃত্য উৎসবের প্রারম্ভে তাঁদের মৃত্যু আমার কাছে অপ্রীতিকর ও এইভাবে অশুভ হত। তাই তাদের মৃত্যু হয়নি।'

"শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে যেতে বাধাপ্রাপ্ত গোপীগণের যে দেহগত মৃত্যু হয়নি সেই বিষয়ে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর বর্ণনায় *ভাগবতের* এই স্কন্ধেরই পরবর্তীতে (১০/৪৭/৩৮) আরও প্রমাণ পাওয়া যায় : *তা উচুরুদ্ধবং প্রীতাস্তৎ সন্দেশাগতস্মৃতীঃ* অর্থাৎ তাঁর (কৃষ্ণের) বার্তা তাঁদের কৃষ্ণের কথা স্মরণ করানোর জন্য প্রীতিবিশত অতঃপর তাঁরা (গোপীগণ) উদ্ধবকে উত্তর প্রদান করলেন। এখানে আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি যে, যে সমস্ত গোপীরা উদ্ধবের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তাঁরা তাঁদের গৃহে আবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রত্যক্ষভাবে কৃষ্ণের রাস নৃত্যে অংশগ্রহণ করতে না পারা গোপীরা। তাই এইভাবে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, মৃত্যু ব্যতীতই তাঁরা তাঁদের গুণময় দেহ ত্যাগ করেছিলেন। বিরহের গভীর তাপে দগ্ধ হয়ে তাঁদের গুণময় দেহ গুণময়ত্ব ত্যাগ করে মহান ভক্ত ধ্রুব মহারাজের দেহের মতোই বিশুদ্ধ চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। এই হচ্ছে 'গোপীগণের দেহত্যাগের' মর্মার্থ।

"নিম্নোক্ত বিশ্লেষণটি বিভিন্ন গোপীদের স্তরবিন্যাসকে চিত্রায়িত করছে—গাছে সাত আটটি পাকা আম দেখে আমরা নির্ণয় করতে পারি যে, গাছের সব আমই পেকে গেছে। যথা সময়ে সূর্য কিরণাদির দ্বারা আমগুলি সুন্দর, সুগন্ধি ও সুস্বাদু হয়ে উঠলে—রাজার ভোগের জন্য যোগ্য হয়ে উঠলে, আমরা সমস্ত আম পেড়ে গৃহে নিয়ে আসতে পারি। রাজার খাদ্য গ্রহণের সময় হলে একজন বিচক্ষণ ভৃত্য রাজাকে নিবেদনের জন্য প্রস্তুত ফলগুলি পছন্দ করে। আমগুলির চেহারা দেখে সেই ভৃত্যটি বলে দিতে পারে কোন্ আমটির মধ্যভাগ পাকা কিন্তু বহির্ভাগ এখনও কাঁচা রয়েছে আর তাই তা এখনও রাজাকে নিবেদনের যোগ্য হয়নি। বিশেষভাবে তাপ প্রয়োগের পন্থার মাধ্যমে সেই অবশিষ্ট অপক্ক ফলগুলিকেও দু-তিন দিনের মধ্যে পাকিয়ে ফেলা হলে তখন সেগুলিও রাজাকে নিবেদনের যোগ্য হয়ে ওঠে।

"তেমনই, *মুনি-চারী* গোপীদের মধ্যে যাঁরা গোকুলে জন্মগ্রহণ করেন, যাঁরা সম্পূর্ণরূপে তাঁদের দেহের গুণময়ত্ব পরিত্যাগ করেছেন এবং জীবনের অনেক পূর্বেই শুদ্ধ চিন্ময় দেহসমূহ লাভ করেছেন, তাঁরা অন্য পুরুষের দ্বারা অস্পৃষ্ট ছিলেন।

তাই তাঁরাও, যোগমায়া দ্বারা অনুমোদিত হয়ে নিত্য সিদ্ধা ও অন্যান্য উন্নত স্তরের গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে গমনের সময় তাঁদের সঙ্গে যোগদান করলেন।

অন্যান্য *মুনিচারী* গোপীগণ তখনও বহিরাগত গুণময় দেহের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁরাও শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-তাপে দগ্ধ হবার পর তাঁদের দেহের গুণময়ত্ব ত্যাগ করে, অন্য পুরুষের স্পর্শদোষ-রহিত শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়ে পূর্ণ-চিন্ময় শরীর ধারণ করলেন। রাস নৃত্যের রাত্রিতে ইতিমধ্যে চলে যাওয়া গোপীদের পশ্চাতে যোগমায়া এই সমস্ত গোপীদের কাউকে প্রেরণ করেছিলেন। অন্যান্য যাঁদের মধ্যে যোগমায়া সামান্যতম দোষ দর্শন করেছিলেন, তাঁদের আরও বিরহ তাপ দ্বারা বিশুদ্ধ করে, পরে অন্য কোন রাত্রিতে প্রেরণ করেছিলেন।

"রাস নৃত্যের আনন্দ ও কৃষ্ণের সঙ্গে অন্যান্য লীলা উপভোগের পর অংশ-গ্রহণকারী *মুনিচারী* গোপীরা, *নিত্যসিদ্ধা* ও অন্যান্য উন্নত স্তরের গোপীদের মতোই রাত্রিশেষে তাঁদের গৃহে ফিরে এলেন। কিন্তু তখনও যোগমায়া *মুনিচারী* গোপীদের তাঁদের পতিদের জাগতিক সঙ্গ থেকে রক্ষা করলেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, এই সকল গোপীরা স্বামী, পুত্র ও অন্যান্যদের প্রতি আসক্তিশূন্য হলেন। কারণ এই সকল গোপীরা সম্পূর্ণত কৃষ্ণপ্রেমের মহাসাগরে নিমজ্জিত হয়েছিলেন; তাঁদের স্তন শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল তাই তাঁরা তাঁদের শিশুদের দুগ্ধপান করাতে পারেননি এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের কাছে তাঁরা ভূত-গ্রস্তের মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন। পরিশেষে বলা যায় যে, গোপীরা পূর্বে যাঁরা গুণময় সঙ্গ করেছিলেন, তাঁদের রাস নৃত্যে যোগদান করা অশোভন কিছু নয়।

"কোন কোন মহাজন বলেন যে, যে সকল গোপী তাঁদের গৃহে নিরুদ্ধ ছিলেন, তাঁদের কোন পুত্র ছিল না। তাঁদের মতানুসারে পরবর্তী শ্লোকসমূহে ব্যবহৃত *অপত্য* শব্দে সপত্নীপুত্র, দত্তকপুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র বুঝতে হবে।"

শ্লোক ১২

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে ।
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্ ॥ ১২ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ উবাচ—শ্রীপরীক্ষিৎ বললেন; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **বিদুঃ**—তাঁরা অবগত ছিলেন; **পরম্**—কেবলমাত্র; **কান্তম্**—তাঁদের প্রিয়তম রূপে; **ন**—না; **তু**—কিন্তু; **ব্রহ্মতয়া**—পরম ব্রহ্মরূপে; **মুনে**—হে মুনিবর, শুকদেব; **গুণ**—জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের; **প্রবাহ**—প্রবাহ; **উপরমঃ**—মোক্ষ; **তাসাম্**—তাঁদের; **গুণ-ধিয়াম্**—চিত্তও গুণময় বিষয়ে আসক্ত; **কথম্**—কিভাবে।

অনুবাদ

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ বললেন—হে মুনিবর, গোপীরা কৃষ্ণকে পরম ব্রহ্মরূপে নয়, কেবলমাত্র তাঁদের প্রিয়তম রূপেই অবগত ছিলেন। তা হলে কিভাবে গুণময় বিষয়ে আসক্ত-চিত্তা গোপীরা জড়াসক্তি হতে মুক্তিলাভ করেছিলেন?

তাৎপর্য

রাজা পরীক্ষিৎ মহান ঋষি, মুনি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের এক সভায় উপবেশন করে শুকদেব গোস্বামীর কথা শ্রবণ করছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, শুকদেব গোস্বামী যখন কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের প্রণয়ের বর্ণনা করতে শুরু করলেন, সেই সভায় উপস্থিত কিছু ঘোর জাগতিক ব্যক্তিগণের মুখের ভাব লক্ষ্য করে রাজা পরীক্ষিৎ তাঁদের হৃদয়ের গুপ্ত সন্দেহ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তাই, শুকদেব গোস্বামীর কথার তাৎপর্য ভালভাবে অবগত হওয়া সত্ত্বেও অন্যের সন্দেহ নিরসনের উদ্দেশ্যে নিজেকে সন্দেহগ্রস্ত ব্যক্তিরূপে উপস্থাপিত করলেন। আর সেইজন্যই তিনি এই প্রশ্ন করলেন।

শ্লোক ১৩

শ্রীশুক উবাচ

উক্তং পুরস্তাদেতৎ তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশঃ কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **উক্তম্**—বলেছি; **পুরস্তাৎ**—পূর্বেই; **এতৎ**—তা; **তে**—তোমাকে; **চৈদ্যঃ**—চেদিরাজ শিশুপাল; **সিদ্ধিম্**—সিদ্ধি; যথা—যেমন; **গতঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **দ্বিষন্**—বিদ্বেষ ভাবযুক্ত; **অপি**—হয়েও; **হৃষীকেশম্**—পরমেশ্বর ভগবান হৃষীকেশ; **কিম্ উত**—আর কি বলার আছে; **অধোক্ষজ**—ভগবান, যাঁর ব্যাপকতা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত; **প্রিয়াঃ**—তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ভক্তগণ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এই ব্যাপারটি তোমার কাছে আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি। শিশুপাল কৃষ্ণবিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও যখন সিদ্ধি লাভ করেছিল, তখন ভগবানের প্রিয় ভক্তগণের কথা আর কি বলবার আছে।

তাৎপর্য

যদিও বদ্ধজীবের চিন্ময় প্রকৃতি মায়া দ্বারা আচ্ছাদিত, কিন্তু ভগবান কৃষ্ণের চিন্ময় প্রকৃতি সর্বশক্তিমান এবং তা অন্য কোন শক্তি দ্বারা আচ্ছাদিত নয়। প্রকৃতপক্ষে

অন্য সমস্ত শক্তি তাঁরই শক্তি এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ীই তা কার্য করে। *ব্রহ্ম-সংহিতায়* (৫/৪৪) উল্লেখ করা হয়েছে—*সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধন-শক্তিরেকা/ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা/ইচ্ছানুরূপ-মপি যস্য চ চেষ্টতে সাঃ* "জড় জগতের যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় সাধন করেন, সেই শক্তিমান দুর্গা ভগবানেরই শক্তি, ভগবানের ইচ্ছানুসারেই তিনি ভগবানের ছায়া স্বরূপা।" ভগবানের চিন্ময় প্রভাব যেহেতু তাঁকে কারো হৃদয়ঙ্গম করা না করার উপর নির্ভর করে না, তাই গোপীগণের স্বতঃস্ফূর্ত কৃষ্ণ প্রেম তাঁদের পারমার্থিক পূর্ণতার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

শ্রীপাদ মধবাচার্য *স্কন্দ পুরাণ* থেকে নিম্নলিখিত প্রাসঙ্গিক অংশটি উদ্ধৃত করছে—

কৃষ্ণ-কামাস্তদা গোপ্যস্ত্যক্ত্বা দেহং দিবং গতাঃ ।
সম্যক্ কৃষ্ণং পরব্রহ্ম জ্ঞাত্বা কালাৎ পরং যযুঃ ॥

"সেই সময় কৃষ্ণ-আকাঙ্ক্ষী গোপীরা তাঁদের দেহত্যাগ করে চিন্ময়লোকে গমন করলেন। যেহেতু তাঁরা কৃষ্ণকে পরম ব্রহ্ম-রূপে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, তাই তাঁরা কালের প্রভাবকেও অতিক্রম করেছিলেন।"

পূর্বং চ জ্ঞানসংযুক্তাস্তত্রাপি প্রায়শস্তথা ।
অতস্তাসাং পরং ব্রহ্ম গতিরাসীন্ন কামতঃ ॥

"পূর্ব জীবনে অধিকাংশ গোপীই ছিলেন পূর্ণদিব্যজ্ঞান-সম্পন্না। তাঁদের কামনার জন্য নয়, এই জ্ঞানের জন্যই তাঁরা পরমব্রহ্মকে লাভ করতে সমর্থ হন।"

নতু জ্ঞানমৃতে মোক্ষো নান্যঃ পন্থেতি হি শ্রুতিঃ ।
কামযুক্ত তদা ভক্তির্জ্ঞানং চাতো বিমুক্তিগাঃ ॥

"বেদে ঘোষণা করা হয়েছে যে, পারমার্থিক জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভের অন্য কোন গ্রহণযোগ্য পথ নেই। যেহেতু দৃশ্যতঃ কামপরায়ণ গোপীগণ জ্ঞান-ভক্তি-সম্পন্না ছিলেন, তাই তাঁরা মোক্ষ লাভ করেছিলেন।"

অতো মোক্ষেঽপি তাসাং চ কামো ভক্ত্যানুবর্ততে ।
মুক্তিশব্দোদিতো চৈদ্যপ্রভৃতৌ দ্বেষভাগিনঃ ॥

"এইভাবে, তাঁদের মোক্ষপ্রাপ্তিতেও তাঁদের শুদ্ধ-ভক্তির প্রকাশরূপে 'কামনা' তাঁদের অনুগমন করেছিল। শেষ পর্যন্ত, আমরা যাকে মোক্ষ বলি, তা শিশুপালের মতো ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিও অর্জন করেছিল।"

ভক্তিমার্গী পৃথঙ্‌মুক্তিমগাদ্বিষ্ণুপ্রসাদতঃ ।
কামস্ত্বশুভকৃচ্চাপি ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রসাদকৃৎ ॥

"শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় ভক্তিমার্গ অনুসরণকারীগণ, ভক্তি-পথ উপজাত রূপে মোক্ষ লাভ করেন এবং এই ধরনের ব্যক্তিগণের 'কামনা', যা সাধারণত দুর্ভাগ্যকে আহ্বান করে, তৎপরিবর্তে শুদ্ধভক্তি লাভের জন্য বিষ্ণুর অনুগ্রহ প্রার্থনা করে।"

দ্বেষিজীব যুতং চাপি ভক্তং বিষ্ণুর্বিমোচয়েৎ ।
অহোঽতিকরুণা বিষ্ণোঃ শিশুপালস্য মোক্ষণাৎ ॥

"শ্রীবিষ্ণু ঈর্ষাপরায়ণ জীবন ধারণকারী ভক্তকেও রক্ষা করেন। শিশুপালকে মোক্ষ প্রদানের দ্বারা প্রদর্শিত ভগবানের পরম কৃপা দর্শন কর।"

শিশুপাল ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয়। যাঁকে বিবাহের জন্য শিশুপাল স্বয়ং অটল হয়ে ছিলেন, সেই সুন্দরী রুক্মিণীকে ভগবান অপহরণ করলে শিশুপাল হতাশ হন। আরো নানা কারণেও শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন। শেষ পর্যন্ত, রাজসূয় নামক মহাযজ্ঞে কৃষ্ণকে সে উন্মাদের মতো অপমান করলে কৃষ্ণ অনুদ্বিগ্নভাবে শিশুপালের মস্তক ছেদন করে তাকে মোক্ষ প্রদান করলেন। উপস্থিত সকলে দর্শন করল যে, শিশুপালের মৃত দেহ থেকে তার দীপ্তিমান আত্মা উত্থিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের দেহে মিশে গেল। সপ্তম স্কন্দে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শিশুপাল চিন্ময় জগতের দ্বার-রক্ষী ছিলেন, অভিশপ্ত হয়ে পৃথিবীতে দানব রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু ভগবান সমগ্র অবস্থা বিবেচনা করে শিশুপালকে মোক্ষ প্রদান করেছিলেন, তাই কৃষ্ণকে যাঁরা সমস্ত কিছুর থেকেও অধিক ভালোবেসেছিলেন, সেই গোপীদের কথা আর কি বলার আছে!

শ্লোক ১৪

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ ॥ ১৪ ॥

নৃণাম্—মানবগণের; **নিঃশ্রেয়স-অর্থায়**—পরম মঙ্গলের জন্য; **ব্যক্তিঃ**—মনুষ্যরূপে; **ভগবতঃ**—ভগবান; **নৃপ**—হে রাজা; **অব্যয়স্য**—অবিনাশী; **অপ্রমেয়স্য**—অপরিমেয়; **নির্গুণস্য**—নির্গুণ; **গুণ-আত্মনঃ**—গুণ-নিয়ন্তা।

অনুবাদ

হে রাজন, পরমেশ্বর ভগবান অবিনাশী, অপরিমেয়, নির্গুণ ও গুণ-নিয়ন্তা। মানবের পরম মঙ্গলের জন্যই এই জগতে তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হন।

তাৎপর্য

যেহেতু ভগবান কৃষ্ণ মানুষের পরম মঙ্গলের জন্য অবতরণ করেন, তাই তাঁকে সকলের চেয়ে অধিক ভালবাসে যে যুবতী কন্যারা, তাঁদের তিনি অবহেলা করবেন

কেন? যদিও ভগবান স্বয়ং তাঁর ভক্তদের পুরস্কৃত করেন, তিনি *অব্যয়,* বিনাশহীন, কারণ তিনি *অপ্রমেয়,* যাঁর পরিমাপ করা যায় না। তিনি *নির্গুণ,* অর্থাৎ জাগতিক গুণসমূহ থেকে তিনি মুক্ত; আর তাই, যাঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ সঙ্গ করেন, তাঁর সঙ্গে একই চিন্ময় স্তরে তাঁরা অবস্থান করেন। তিনি *গুণাত্মা* অর্থাৎ গুণ সমূহের নিয়ন্তা বা প্রকৃতির গুণসমূহের আদি কারণস্বরূপ এবং নির্দিষ্টভাবে সেই জন্যেই তিনি গুণসমূহের অধীন নন। অন্যভাবে বলতে গেলে, যেহেতু প্রকৃতির গুণসমূহ তাঁরই শক্তি, তাই তাঁর উপরে সেইগুলি ক্রিয়া করতে পারে না।

শ্লোক ১৫

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে ॥ ১৫ ॥

কামম্—কাম; **ক্রোধম্**—ক্রোধ; **ভয়ম্**—ভয়; **স্নেহম্**—স্নেহ; **ঐক্যম্**—ঐক্য; **সৌহৃদম্**—সৌহৃদ্য; **এব চ**—ও; **নিত্যম্**—সর্বদা; **হরৌ**—শ্রীহরির জন্য; **বিদধতেঃ**—প্রদর্শন করে; **যান্তি**—তারা প্রাপ্ত হয়; **তৎ-ময়তাম্**—তাঁর তন্ময়তা; **হি**—বস্তুতঃ; **তে**—এইরূপ ব্যক্তিগণ।

অনুবাদ

যাঁরা অবিরত তাঁদের কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য বা সৌহার্দ্য ভগবান শ্রীহরির উদ্দেশ্যে পরিচালিত করেন, তাঁরা অবশ্যই তাঁর তন্ময়তা লাভ করেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ বিশুদ্ধ চিন্ময় তত্ত্ব এবং আর যাঁরা যে কোনও ভাবেই তাঁর প্রতি আসক্ত, তাঁর ভাবনায় মগ্ন, তাঁরাও চিন্ময় স্তরে উন্নীত হন। এই হল ভগবানের আপন সঙ্গের পরম প্রকৃতি।

এই শ্লোকের মাধ্যমে শুকদেব গোস্বামী গোপীগণের সম্বন্ধে রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করছেন। শুকদেব অবশেষে কৃষ্ণের পরম অন্তরঙ্গ লীলা, রাস নৃত্যের বর্ণনা শুরু করলে যাঁরা শ্রবণ করছিলেন এবং যাঁরা ভবিষ্যতে এই আশ্চর্য কাহিনী শ্রবণ করবেন, তাঁদের সন্দেহ নিরসনের উদ্দেশ্যে পরীক্ষিৎ মহারাজ সহযোগিতা করছেন। শ্রীল মধ্বাচার্য *স্কন্দ পুরাণ* থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করছেন, যেখানে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে যে, গোপীগণের মতো ব্যক্তিরা জাগতিক মায়ার সীমানার অতীত মুক্ত আত্মা—

ভক্ত্যা হি নিত্যকামিত্বং ন তু মুক্তিং বিনা ভবেৎ ।
অতঃ কামিতয়া বাপি মুক্তির্ভক্তিমতাং হরৌ ॥

"বিশুদ্ধ ভক্তিতে কৃষ্ণের প্রতি নিত্য প্রণয়াসক্তি প্রকাশ, যিনি মুক্ত নন তাঁর মধ্যে বিকশিত হতে পারে না। তাই যাঁরা শ্রীহরির প্রতি আত্মনিবেদিত, এমন কি প্রণয় আকর্ষণেও, তাঁরা ইতিমধ্যেই মুক্ত।'

শ্রীল মধ্বাচার্য এরপর *পদ্মপুরাণ* থেকে উদ্ধৃতি প্রকাশ করে প্রয়োজনীয় বিষয়ে ব্যাখ্যা করছেন যে, কেবলমাত্র ভগবানের প্রতি কামসম্পন্ন হওয়ার দ্বারাই কেউ মুক্ত হতে পারে না বরং বিশুদ্ধ-ভক্তিতে প্রণয়াকর্ষণ ধারণের মাধ্যমেই তা সম্ভব।

স্নেহভক্তাঃ সদাদেবাঃ কামিত্বেনাপ্সরস্ত্রিয়ঃ ।
কাশ্চিৎ কাশ্চিন্নকামেন ভক্ত্যা কেবলয়ৈব তু ॥

"দেবতারা সর্বদা প্রীতি-ভাবে ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ এবং অপ্সরা নাম্নী স্বর্গের তরুণীগণ তাঁর প্রতি কামভাবসম্পন্না, যদিও তাঁদের মধ্যে কারও তাঁর প্রতি জাগতিক কাম দোষহীন বিশুদ্ধ ভক্তি রয়েছে। কেবলমাত্র এই পরবর্তী অপ্সরাগণই মুক্তি লাভের যোগ্য, কারণ প্রকৃত ভক্তি ব্যতীত কারুরই মোক্ষ প্রাপ্তি সম্ভব নয়।"

এইভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত জাগতিক কামনামুক্ত হচ্ছে না, ততক্ষণ ভক্তিও *যোগ্যম্* বা যথার্থ হয় না। ভগবান কৃষ্ণের ব্যক্তিগত সাহচর্যে গোপীগণের প্রণয় সম্পর্ক অর্জন কারও লঘুভাবে বিচার করা উচিত নয়। ভগবানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের গুরুত্ব প্রদর্শনের জন্য শ্রীল মধ্বাচার্য *বরাহ পুরাণ* থেকে নিম্নোক্ত শ্লোকসমূহের উদ্ধৃতি প্রদান করছেন—

পতিত্বেন শ্রিয়োপাস্যো ব্রহ্মণা মে পিতেতি চ ।
পিতামহতয়ান্যেষাং ত্রিদশানাং জনার্দনঃ ॥

"লক্ষ্মীদেবী ভগবান জনার্দনকে তাঁর পতি রূপে অর্চনা করেন, শ্রীব্রহ্মা তাঁকে পিতা রূপে অর্চনা করেন এবং অন্যান্য দেবতাগণ তাঁকে তাঁদের প্রপিতামহরূপে অর্চনা করেন।"

প্রপিতামহো মে ভগবানিতি সর্বজনস্য তু ।
গুরুঃ শ্রীব্রহ্মণো বিষ্ণুঃ সুরাণাঞ্চ গুরোর্গুরুঃ ॥

"এইভাবে সাধারণ মানুষেরও মনে করা উচিত, 'ভগবান আমার প্রপিতামহ'। ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মার গুরুদেব আর তাই তিনি দেবতাদের গুরুর গুরু।"

গুরুর্ব্রহ্মাস্য জগতো দৈবং বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ।
ইত্যেবোপাসনং কার্যং নান্যথাতু কথঞ্চন ॥

"ব্রহ্মা এই জগতের গুরুদেব এবং বিষ্ণু নিত্য আরাধ্য বিগ্রহ। অন্যভাবে নয়, এই উপলব্ধি নিয়েই ভগবানের আরাধনা করা উচিত।"

উপরোক্ত নির্দেশগুলি *সর্ব-জন* অর্থাৎ সকল মানুষের জন্যই প্রযোজ্য। যতক্ষণ কেউ পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের উন্নত স্তর প্রাপ্ত না হচ্ছে ততক্ষণ এই সকল নির্দেশ অনুসরণ করা উচিত। বৃন্দাবনের গোপীরা যে অতি উন্নত স্তরের মুক্ত-আত্মা, সেই বিষয়ে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে আর তাই কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের লীলাসমূহও বিশুদ্ধ চিন্ময় ঘটনা। এই কথা মনে রাখলে, আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের এই অধ্যায়টি হৃদয়ঙ্গম করতে পারব।

শ্লোক ১৬

ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

ন চ—না; **এবম্**—এইভাবে; **বিস্ময়ঃ**—বিস্ময়; **কার্যঃ**—কর্ম; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান বিষয়ে; **অজে**—জন্মরহিত; **যোগ-ঈশ্বর**—যোগেশ্বরের; **ঈশ্বরে**—পরম ঈশ্বরের; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণ; **যতঃ**—যাঁর দ্বারা; **এতৎ**—এই (জগৎ); **বিমুচ্যতে**—মুক্তিলাভ করে।

অনুবাদ

জন্মরহিত যোগেশ্বরেশ্বর পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তোমার বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। শেষ পর্যন্ত এই ভগবানই জগতকে মুক্তি প্রদান করেন।

তাৎপর্য

পরীক্ষিৎ মহারাজের এতখানি আশ্চর্যবোধ করা উচিত নয়, কারণ সমগ্র জগতকে মুক্তি দানের উদ্দেশ্যেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই প্রণয়-লীলা। শেষ পর্যন্ত সেটিই ভগবানের উদ্দেশ্য—সকল বদ্ধ জীবকে তাদের আলয়, সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে আনা। সেই উদ্দেশ্যে ভগবানের প্রণয় লীলার কার্যক্রম অত্যন্ত উপযুক্ত, কারণ সেই লীলা শ্রবণ করে প্রকৃতপক্ষে আমরা যারা জাগতিক চেতনায় প্রলুব্ধ, তারা শুদ্ধ হয়ে মুক্ত হতে পারি।

শ্রীমদ্ভাগবতের (১/৫/৩৩) প্রথম স্কন্ধে নারদ মুনি বলছেন—

আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্ ॥

"হে সুকৃতিবান্, যে দ্রব্যের প্রভাবে রোগ জন্মায়, সেই দ্রব্যই যখন অন্য দ্রব্য বা ঔষধের সঙ্গে রসায়ন-যোগে মিশ্রিত হয়, তখন তা গ্রহণ করার ফলে সেই রোগের কি নিবৃত্তি হয় না?" এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লীলাসমূহ শুদ্ধ ও চিন্ময় ক্রিয়া হওয়ায় তা শ্রবণকারীর জাগতিক কামনার ব্যাধি আরোগ্য লাভ করে।

শ্লোক ১৭

তা দৃষ্ট্বান্তিকমায়াতা ভগবান্ ব্রজযোষিতঃ ।
অবদদ্বদতাং শ্রেষ্ঠো বাচঃ পেশৈর্বিমোহয়ন্ ॥ ১৭ ॥

তাঃ—তাঁদের; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **অন্তিকম্**—নিকটে; **আয়াতাঃ**—উপস্থিত; **ভগবান্**—ভগবান; **ব্রজ-যোষিতঃ**—ব্রজনারীগণ; **অবদৎ**—তিনি বললেন; **বদতাম্**—বাগ্মী; **শ্রেষ্ঠঃ**—শ্রেষ্ঠ; **বাচঃ**—বাক্য; **পেশৈঃ**—বিলাসে; **বিমোহয়ন্**—বিমোহিত করে।

অনুবাদ

ব্রজনারীদের উপস্থিত দর্শন করে বাগ্মীশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ মনোহর বাক্যে তাঁদের সম্ভাষণ করলে তাঁদের হৃদয় বিমোহিত হল।

তাৎপর্য

গোপীদের কৃষ্ণপ্রেমের চিন্ময় স্বভাব প্রতিপাদন করার পর শুকদেব গোস্বামী তার বিবরণ বলে চললেন।

শ্লোক ১৮

শ্রীভগবানুবাচ

স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ ।
ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্ ব্রূতাগমণকারণম্ ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **সু-আগতম্**—স্বাগতম; **বঃ**—তোমাদের; **মহা-ভাগাঃ**—হে পরম ভাগ্যবতী রমণীগণ; **প্রিয়ম্**—প্রিয়; **কিম্**—কি; **করবাণি**—আমি কি করব; **বঃ**—তোমাদের জন্য; **ব্রজস্য**—ব্রজের; **অনাময়ম্**—কুশল; **কচ্চিৎ**—তো; **ব্রূত**—বল; **আগমন**—তোমাদের আগমনের; **কারণম্**—কারণ।

অনুবাদ

ভগবান কৃষ্ণ বললেন—হে পরম সৌভাগ্যবতী রমণীগণ, স্বাগতম। আমি তোমাদের প্রীতির জন্য কি করব? ব্রজের সকল কুশল তো? তোমাদের আগমনের কারণ কি বল?

তাৎপর্য

ভগবান কৃষ্ণ ভালভাবেই জানতেন, গোপীরা কেন এসেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর বাঁশীর প্রণয় সঙ্গীতের মাধ্যমে তিনি তাঁদের আহ্বান করেছিলেন। তাই, "তোমরা

এখানে এত দ্রুত কেন এসেছ? শহরে কি কিছু হয়েছে? যাই হোক, কেন তোমরা এখানে এসেছ? তোমরা কি চাও?"

গোপীরা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অল্পবয়স্কা প্রেমিকা আর তাই এই সমস্ত প্রশ্ন নিশ্চয়ই তাঁদের বিভ্রান্ত করেছিল, কারণ তাঁরা কেবলমাত্র কৃষ্ণের সঙ্গে প্রণয় উপভোগের মানসিকতা নিয়ে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯

রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা ।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ ॥ ১৯ ॥

রজনী—রাত্রি; **এষা**—এই; **ঘোর-রূপা**—অতিশয় ভয়ঙ্করী; **ঘোর সত্ত্বা**—ভয়ঙ্কর প্রাণী দ্বারা; **নিষেবিতা**—পরিপূর্ণ; **প্রতিযাত**—ফিরে যাও; **ব্রজম্**—ব্রজে; **ন**—না; **ইহ**—এখানে; **স্থেয়ম্**—থাকা উচিত; **স্ত্রীভিঃ**—নারীদের; **সু-মধ্যমাঃ**—হে সুমধ্যমা সুন্দরীগণ।

অনুবাদ

এই রাত্রি অতি ভয়ঙ্কর এবং ভয়ঙ্কর প্রাণীরা চারিদিকে ওত পেতে আছে। ব্রজে ফিরে যাও, হে সুমধ্যমা, সুন্দরীগণ। এই স্থানটি নারীদের জন্য উপযুক্ত নয়।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের নিম্নোক্ত মনোরম ভাষ্য রচনা করেছেন—

"[গোপীরা ভাবলেন] 'হায়, হায়, আমাদের কুলধর্ম, আমাদের ধৈর্য, এবং আমাদের লজ্জা চূর্ণ বিচূর্ণ হবার পর, দিনের পর দিন আমাদের উপভোগ করার পর এবং এখন তাঁর বংশীধ্বনি দিয়ে আমাদের এখানে টেনে নিয়ে আসার পর সে আমাদের জিজ্ঞাসা করছে, কেন আমরা এসেছি!'

"গোপীরা পরস্পর কটাক্ষ দৃষ্টিপাত করলে পর ভগবান বললেন, 'তোমরা যদি আমাকে বলতে চাও যে, তোমরা ভগবানের পূজার জন্য রজনীতে বিকশিত পুষ্প চয়নের জন্য এসেছ এবং তোমাদের কটাক্ষপাত দিয়ে সেই সকল পুষ্পসমূহ খুঁজে চলেছ, তোমাদের যুক্তি আমাকে অস্বীকার করতে হবে, কারণ এই ব্যাপারে স্থান-কাল-পাত্র কোনটিই যথার্থ নয়।'

"এই শ্লোকারম্ভের *রজনী* শব্দটির এই হচ্ছে ভগবৎকৃত অর্থ। তিনি হয়ত বলতে পারতেন, 'যদিও জ্যোৎস্নার প্রাচুর্য রয়েছে, কিন্তু রাত্রির এই সময়টি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কারণ অনেক সাপ, কাঁকড়াবিছে ও তোমাদের লক্ষ্য করবার পক্ষে ক্ষুদ্রতম

অন্যান্য ভয়ানক প্রাণীরা লতা-গুল্ম-শিকড় ও পল্লবের আড়ালে থাকতে পারে। সুতরাং এই সময়টি পুষ্প চয়নের উপযুক্ত নয়। শুধু সময়ই নয়, এই স্থানটিও পুষ্প চয়নের অনুপযুক্ত, কারণ রাত্রির ভয়ঙ্কর প্রাণীরা যেমন বাঘেরা এখানে চারধারে রয়েছে। সুতরাং তোমাদের ব্রজে ফিরে যাওয়া উচিত।'

'কিন্তু', গোপীরা বাধা দান করতে পারেন, 'আমাদের কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে দাও, তারপর আমরা চলে যাব'।

"তখন ভগবান নিশ্চয়ই বলতেন, 'নারীদের পক্ষে এরকম একটি স্থানে অবস্থান করা উচিত নয়', অন্যভাবে বললে, 'স্থান ও কাল বিচারে তোমাদের মতো কারুর এক মুহূর্তও এখানে অবস্থান করা ভুল হবে।'

"অধিকন্তু *সুমধ্যমাঃ* কথাটির মাধ্যমে ভগবান ইঙ্গিত করছেন 'তোমরা সুন্দরী যুবতী এবং আমিও সুন্দর যুবক। যেহেতু তোমরা সকলেই অত্যন্ত পবিত্র এবং আমিও ব্রহ্মচারী, যেমন *শ্রুতি*-তে (*গোপাল-তাপণী-উপনিষদ*) *কৃষ্ণো ব্রহ্মচারী* শব্দের মাধ্যমে তা প্রতিপন্ন হয়েছে, তাই আমাদের এক জায়গায় অবস্থান করার কোন দোষ নেই। তৎসত্ত্বেও, মনকে কখনও বিশ্বাস করা যায় না, তোমাদেরও নয়, আমার নিজেরও নয়।'

"আমরা যদি কৃষ্ণের কথাগুলির অন্তর্নিহিত আকুলতা পাঠ করি, তা হলে ভগবানের অন্তরের ঔৎসুক্যেরও নিশ্চিত আভাস পাই; যেমন—'যদি লজ্জাবশত তোমরা আমাকে তোমাদের আগমনের কারণ বলতে না পার, তবে বোল না। যে কোনভাবেই হোক আমি ইতিমধ্যে তা জানি, 'তাই আমি তোমাদের যেমন বলি, তা শোন।' এইভাবে ভগবান *রজনী* শব্দ দিয়ে শুরু বাক্যগুলি বললেন।

সংস্কৃত শব্দগুলিকে যখন অন্যভাবে ভাগ করা হয়, তখন কৃষ্ণের কথিত শ্লোকটির বিকল্প অর্থ পাওয়া যায়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে শ্লোকটির বিকল্প বিভাজনগুলি হবে এরকম—*রজনী এষা অঘোর-রূপা অঘোর-সত্ত্ব নিষেবিতা/প্রতিজাত ব্রজং ন ইহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ*। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের ভাষ্যের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ এখন এই শব্দ বিভাজনের অর্থ বর্ণনা করছেন।

"পরিব্যাপ্ত জ্যোৎস্নার জন্য এই রাত্রিকে মোটেও ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে না এবং অরণ্যও তাই মৃগ-রূপ অহিংস্র প্রাণীতে *(অঘোরসত্ত্বৈঃ)* অথবা অন্যান্য প্রাণী দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছে। যেমন বাঘও বৃন্দাবনের স্বাভাবিক অহিংস পরিবেশের প্রভাবে অহিংস্র। ফলস্বরূপ, এই রাত্রিতে তোমাদের ভয় পাওয়া উচিত নয়।' অথবা কৃষ্ণ এমন অর্থও করতে পারেন, 'তোমাদের পতি ও অন্যান্য আত্মীয়দের ভয়ে

ভীত হয়ো না; এই রাত্রি ভয়ঙ্কর প্রাণীতে পরিপূর্ণ, তারা এর কাছে আসবে না। অতএব তোমরা ব্রজে ফিরে যেও না (*ন প্রতিজাত*), বরং আমার সঙ্গে এখানে থাক (*ইহ স্থেয়ম্*)।'

"গোপীগণ হয়ত ভগবানকে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি এখানে কিভাবে থাক?'

"ভগবান উত্তর দেন, 'নারীদের সঙ্গে।'

"কিন্তু তুমি কি যে কোন নারীকেই তোমার সঙ্গে রেখে খুশি হও?'

"ভগবান *সুমধ্যমা* শব্দটির মাধ্যমে এর উত্তর দিলেন, যার অর্থ,—'কেবল সেইসব সুন্দরী ও যুবতী নারী যারা ক্ষীণতনু—তোমাদেরই মতো—তারাই আমার সঙ্গে এখানে অবস্থান করে, অন্যরা নয়।' এইভাবে কৃষ্ণের উক্তিকে আমরা একই সঙ্গে উপেক্ষা ও অপেক্ষায় পরিপূর্ণ লক্ষ্য করি।"

কৃষ্ণ তাঁর উক্তির শব্দ নির্বাচনেও ছিলেন অবশ্যই সুদক্ষ, কারণ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে সেই শব্দগুলিকে বিপরীতার্থক দু'ভাবেই করা যায়। যেমন, উপরে অনুবাদের প্রথম ক্ষেত্রে, শ্রীকৃষ্ণ ক্রমাগত গোপীদের এই বলে উত্ত্যক্ত করছেন যে, রাত্রিটি ভয়ঙ্কর ও অশুভ, তাই তাঁদের গৃহে ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু পাশাপাশি কৃষ্ণ সেই একই কথায় ঠিক বিপরীত অর্থ প্রকাশ করছেন, যেমন—ভগবানের কাছে আসার জন্য গোপীদের ভয় পাওয়ার কোন কারণই নেই, কারণ সেটি খুবই পবিত্র রাত্রি এবং কোনভাবেই তাঁদের গৃহে ফিরে যাওয়া উচিত নয়। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কথার মাধ্যমে গোপীদের একই সঙ্গে উত্ত্যক্ত ও মোহিত করেন।

শ্লোক ২০

মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ ।
বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মা কৃঢ্বং বন্ধুসাধ্বসম্ ॥ ২০ ॥

মাতরঃ—মাতা; **পিতরঃ**—পিতা; **পুত্রঃ**—পুত্র; **ভ্রাতরঃ**—ভ্রাতা; **পতয়ঃ**—পতি; **চ**—এবং; **বঃ**—তোমাদের; **বিচিন্বন্তি**—অন্বেষণ করছে; **হি**—নিশ্চিতরূপে; **অপশ্যন্তঃ**—দর্শন না করে; **মা কৃঢ্বম্**—সৃষ্টি কর না; **বন্ধু**—তোমাদের পরিবারের সদস্যগণের; **সাধ্বসম্**—উদ্বেগ।

অনুবাদ

তোমাদের গৃহে না পেয়ে, তোমাদের মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও পতিগণ অবশ্যই তোমাদের অন্বেষণ করবে। তোমাদের পরিবারের সদস্যদের উদ্বেগের কারণ হয়ো না।

শ্লোক ২১-২২

দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতম্ ।
যমুনানিল লীলৈজত্তরুপল্লব শোভিতম্ ॥ ২১ ॥
তদ্‌যাত মা চিরং গোষ্ঠং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ ।
ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যত ॥ ২২ ॥

দৃষ্টম্—দর্শন করেছ; **বনম্**—বন; **কুসুমিতম্**—পুষ্পপূর্ণ; **রাকা-ঈশ**—পূর্ণচন্দ্রের; **কর**—হস্ত দ্বারা; রঞ্জিতম্—রঞ্জিত; **যমুনা**—যমুনা নদী হতে আগত; **অনিল**—বায়ু দ্বারা; **লীলা**—লীলা; **এজৎ**—কম্পমান; তরু—বৃক্ষসমূহের; **পল্লব**—পল্লব দ্বারা; **শোভিতম্**—শোভিত; **তৎ**—সুতরাং; যাত—ফিরে যাও; **মা চিরম্**—সত্বর; **গোষ্ঠম্**—গোষ্ঠে; **শুশ্রূষধ্বম্**—সেবা কর; **পতীন্**—তোমাদের পতিদের; **সতীঃ**—হে পবিত্র নারীগণ; **ক্রন্দন্তি**—ক্রন্দন করছে; **বৎসাঃ**—গোবৎস; **বালাঃ**—শিশুগণ; **চ**—এবং; **তান্**—তাদের ; **পায়য়ত**—দুগ্ধপান করাও; **দুহ্-যত**—দোহন কর।

অনুবাদ

এখন তোমরা চন্দ্রকিরণে রঞ্জিত, বৃন্দাবনের পুষ্পপূর্ণ বন দর্শন করেছ। তোমরা যমুনা থেকে আগত শান্ত বাতাসে কম্পমান পল্লব-যুক্ত বৃক্ষের শোভা দর্শন করেছ। এখন তাই গোষ্ঠে ফিরে যাও। বিলম্ব কর না। হে সতী নারীগণ, তোমাদের পতিদের সেবা কর এবং ক্রন্দনরত শিশু ও গোবৎসদের দুগ্ধ পান করাও।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্লোক ২২-এ আরও ব্যাখ্যা করছেন এইভাবে—"শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'অতএব যেতে বেশি দেরি কোর না, এখনি যাও।' *সতীঃ* শব্দটির অর্থ হল, গোপীরা তাদের পতিগণের অনুগত; তাই কৃষ্ণ ইঙ্গিত করছেন, গোপীদের স্বামীসেবা করা উচিত যাতে তাঁরা ধর্মীয় কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করতে পারেন আর গোপীরা পবিত্র বিবেচিত হন। যারা বিবাহিতা গোপী তাদের উদ্দেশ্যেই কৃষ্ণ এই সকল কথা বলছিলেন। এখন অবিবাহিতা গোপীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলছেন, 'গোবৎসরা কাঁদছে তারা যাতে দুধ পায়, সেটি দেখ'। *মুনিচারী* গোপীদের তিনি বলছেন, 'তোমাদের শিশুরা কাঁদছে করছে, তাই তাদের দুধ পান করাও।'

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোক দুটিরও গূঢ় অর্থ এইভাবে প্রকাশ করছেন—"শ্লোক ২১এ কৃষ্ণ হয়ত বলছেন, 'এই বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ স্থান, আর তা ছাড়া আজ পূর্ণিমা। অধিকন্তু, আমাদের চতুর্দিকে যমুনা রয়েছে আর সেখান থেকে

শান্ত, শীতল, সুগন্ধী বাতাস বইছে। এই সমস্তই চিন্ময় ঐশ্বর্য যা প্রেম বিনিময় উদ্দীপ্ত করে এবং আমিও যেহেতু এখানে পরম আনন্দ ঐশ্বর্যস্বরূপ—প্রেমের বিষয়—এসো, এখন আমরা পরীক্ষা করে দেখি রস আস্বাদনে তোমরা কতখানি দক্ষতা দেখাতে পার।'

শ্লোক ২২-এও তিনি (কৃষ্ণ) বলতে চেয়েছেন, 'এখন এই সারা রাত্রির দীর্ঘ সময়ে, তোমরা চলে যেও না, বরং এখানে থেকে আমার সঙ্গে আনন্দ কর। তোমাদের পতি, শ্বাশুড়ি ও অন্যদের সেবা করতে যেও না। স্রষ্টার উপহার পেয়েছ এমন রূপ যৌবন এভাবে নষ্ট করা তোমাদের মানায় না। তোমাদের গো-দোহন, কিম্বা গো-বৎস ও শিশুদের দুধ পান করানোর দরকার নেই। আমার জন্য তোমরা যে এমন পূর্ণ আনন্দময় আকর্ষণস্বরূপ, তোমাদের কি এসব কাজ করতেই হবে?' "

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও বর্ণনা করছেন যে, কৃষ্ণ যে ঠিক কি করছেন, গোপীরা সত্যি সত্যিই সেই বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারছিলেন না—তাঁদের থাকবার আমন্ত্রণ জানিয়ে অথবা তাঁদের ঘরে ফিরে যাবার নির্দেশ দিয়ে তিনি কি রসিকতা করছেন? এইভাবে, শ্রীকৃষ্ণ যখন বনের শোভা সম্বন্ধে বর্ণনা করছিলেন, তখন গোপীরা বিভ্রান্ত বোধ করে গাছের মাথার দিকে দেখতে লাগলেন এবং তিনি যখন যমুনা নিয়ে বলছিলেন, তাঁরা নদীর চারধারে তখন তাকাতে লাগলেন। তাঁদের পরম শুদ্ধতা, সরলতা, সেই সঙ্গে কৃষ্ণের প্রতি প্রণয়ভাবে তাঁদের পরম ভক্তি, সব মিশে গিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সর্বোত্তম মনোরম লীলা সৃষ্টি হল।

শ্লোক ২৩

অথ বা মদভিস্নেহাদ্ভবত্যো যন্ত্রিতাশয়াঃ ।
আগতা হ্যুপপন্নং বঃ প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ ॥ ২৩ ॥

অথ বা—অথবা; **মৎ-অভিস্নেহাৎ**—আমার প্রতি অনুরাগবশত; **ভবত্যঃ**—তোমরা; **যন্ত্রিত**—বশীভূত; **আশয়াঃ**—চিত্তে; **আগতাঃ**—আগমন করে থাক; **হি**—বস্তুত; **উপপন্নম্**—যুক্তিযুক্ত হয়েছে; **বঃ**—তোমাদের পক্ষে; **প্রীয়ন্তে**—প্রীতিভাবযুক্ত হয়ে; **ময়ি**—আমার জন্য; **জন্তবঃ**—সকল প্রাণী।

অনুবাদ

তা ছাড়া, সম্ভবত আমার প্রতি প্রবল প্রেমবশত তোমাদের চিত্ত বশীভূত হওয়াতে তোমরা এখানে আগমন করেছ। তোমাদের জন্য এটি অবশ্যই যথেষ্ট প্রশংসনীয়, কারণ স্বভাবত সকল প্রাণীই আমার প্রতি প্রীতিভাবযুক্ত হয়ে থাকে।

শ্লোক ২৪

ভর্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্মো হ্যমায়য়া ।
তদ্বন্ধূনাং চ কল্যাণঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণম্ ॥ ২৪ ॥

ভর্তুঃ—স্বামীর; **শুশ্রূষণম্**—সেবা; **স্ত্রীণাম্**—নারীর; **পরঃ**—পরম; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **হি**—অবশ্যই; **অমায়য়া**—অকপট; **তৎ-বন্ধূনাম্**—স্বামীর বান্ধবগণের; **চ**—এবং; **কল্যাণঃ**—কল্যাণ; **প্রজানাম্**—তাদের সন্তানদের; **চ**—এবং; **অনুপোষণম্**—পালন করা।

অনুবাদ

নারীর পরম ধর্ম—ঐকান্তিকভাবে তাঁর স্বামীর সেবা করা, স্বামীর পরিবারের প্রতি সুব্যবহার করা এবং তাঁর সন্তানদের লালন-পালন করা।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী বিচক্ষণতার সঙ্গে সুনির্দিষ্টভাবে এখানে বলেছেন যে, গোপীদের ঘরে স্বামীরূপে ভ্রান্ত পরিচয়ে নিজস্ব সম্পত্তি রূপে যারা গোপীদের দখল করে থাকে তারা যথার্থ স্বামী নয়—ভগবান শ্রীকৃষ্ণই আসলে গোপীদের নিত্যকালের স্বামী। এইভাবে *অমায়য়া*, 'অকপটভাবে' শব্দটির যথাযথ ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায় যে, গোপীদের প্রকৃত প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই তাদের পরম ধর্ম।

শ্লোক ২৫

দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা ।
পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী ॥ ২৫ ॥

দুঃশীলঃ—দুঃশীল; **দুর্ভগঃ**—হতভাগ্য; **বৃদ্ধঃ**—বৃদ্ধ; **জড়ঃ**—কর্মশক্তিহীন; **রোগী**—ব্যাধিগ্রস্ত; **অধনঃ**—নির্ধন; **অপি বা**—এমন কি; **পতিঃ**—স্বামী; **স্ত্রীভিঃ**—নারী দ্বারা; **ন হাতব্যঃ**—পরিত্যাগ করা উচিত নয়; **লোক**—পরলোক; **ঈপ্সুভিঃ**—আকাঙ্ক্ষী; **অপাতকী**—(যদি সে) পতিত না হয়।

অনুবাদ

যে সকল নারী পরজন্মে সদ্গতি লাভ করতে চান, তাঁদের স্বামী ধর্মাচরণ থেকে পতিত না হলে, শুধুমাত্র বিরক্তিকর, ভাগ্যহীন, বয়োবৃদ্ধ, বুদ্ধিহীন, ব্যাধিগ্রস্ত বা ধনহীন হলেই তাঁকে ত্যাগ করা কখনই উচিত নয়।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর একই রকম একটি কথা *স্মৃতিশাস্ত্র* থেকে উদ্ধৃত করছেন—*পতিস্তু অপতিতং* ভজেৎ, "যিনি পতিত নন, তেমন পতির সেবা করা

উচিত।" কখনও কখনও মূর্খের মতো যুক্তি প্রদান করা হয় যে, যদি কোন স্বামী পারমার্থিক নীতিসমূহ থেকে বিচ্যুতও হয়, তবুও পত্নীর তার অনুগমন করা উচিত, কারণ সে তার "গুরু"। প্রকৃতপক্ষে, যেহেতু কৃষ্ণভাবনামৃত অন্য কোন ধর্মীয় নীতির অধীন হতে পারে না, কোন গুরু যদি তাঁর অনুগামীকে জড়জাগতিক, পাপকর্মে নিযুক্ত করেন, তখন গুরু রূপে তিনি তাঁর মর্যাদা হারান। শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন যে, ইউরোপের রাজতন্ত্রের ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। তার কারণ, রাজারা ক্ষমতার অপব্যবহার ও শোষণ করেছিল। তেমনই, পাশ্চাত্যের পুরুষেরা নারীর প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ ও শোষণ করেছিল এবং এখন সেখানকার স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করে জনপ্রিয় আন্দোলন শুরু করেছে। আদর্শ পরিবেশে, মানুষের পারমার্থিক জীবনে নীতিনিষ্ঠ হওয়া চাই এবং তাদের যত্নাধীনে নারীদের প্রতি শুদ্ধ, ঐকান্তিক উপদেশ প্রদান করা উচিত।

গোপীরা অবশ্য পারমার্থিক পূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ায় ভাল ও মন্দ উভয় ধর্মীয় বিবেচনাতেই চিন্ময়। অন্যভাবে বলতে গেলে, তাঁরা পরম ব্রহ্মের নিত্য প্রেমিকা ছিলেন।

শ্লোক ২৬

অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্ ।
জুগুপ্সিতং চ সর্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়ঃ ॥ ২৬ ॥

অস্বর্গ্যম্—স্বর্গবিরোধী; **অযশস্যম্**—যশনাশক; **চ**—এবং; **ফল্গু**—তুচ্ছ; **কৃচ্ছ্রম্**—দুঃখোৎপাদক; **ভয়-আবহম্**—ভয়াবহ; **জুগুপ্সিতম্**—নিন্দনীয়; **চ**—এবং; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **হি**—বস্তুত; **ঔপপত্যম্**—উপপতি-সংক্রান্ত সুখ; **কুল-স্ত্রিয়ঃ**—কুলনারীর।

অনুবাদ

কুলনারীর উপপতি সংক্রান্ত তুচ্ছ সুখ স্বর্গবিরোধী, যশনাশক, দুঃখোৎপাদক, ভয়াবহ এবং সকল সময়েই তা নিন্দিত হয়ে থাকে।

শ্লোক ২৭

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যনাৎ ময়ি ভাবোঽনুকীর্তনাৎ ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্ ॥ ২৭ ॥

শ্রবণাৎ—শ্রবণ দ্বারা (আমার মহিমা); **দর্শনাৎ**—দর্শন দ্বারা (আমার বিগ্রহ); **ধ্যানাৎ**—ধ্যান করে; **ময়ি**—আমার; **ভাবঃ**—প্রেম; **অনুকীর্তনাৎ**—অনুক্ষণ কীর্তন

দ্বারা; **ন**—না; **তথা**—সেইভাবে; **সন্নিকর্ষেণ**—নিকটে অবস্থান দ্বারা; **প্রতিযাত**—ফিরে যাও; **ততঃ**—অতএব; **গৃহান্**—তোমাদের গৃহে।

অনুবাদ

আমার কথা শ্রবণ, আমার বিগ্রহ দর্শন, আমার ধ্যান এবং আমার মহিমা কীর্তন দ্বারা আমার জন্য যেমন অপ্রাকৃত প্রেমের উদয় হয়, নিকটে অবস্থানের দ্বারা তেমন হয় না। তাই তোমাদের গৃহে তোমরা ফিরে যাও।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই ভীষণ তর্কের অবতারণা করছেন।

শ্লোক ২৮

শ্রীশুক উবাচ

ইতি বিপ্রিয়মাকর্ণ্য গোপ্যো গোবিন্দভাষিতম্ ।
বিষণ্ণা ভগ্নসঙ্কল্পাশ্চিন্তামাপুর্দুরত্যয়াম্ ॥ ২৮ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **বিপ্রিয়ম্**—অপ্রিয়; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **গোবিন্দ-ভাষিতম্**—ভগবান কথিত বাক্য; **বিষণ্ণাঃ**—বিষণ্ণা; **ভগ্ন**—বিফল; **সঙ্কল্পাঃ**—মনোরথা; **চিন্তাম্**—উদ্বিগ্ন; **আপুঃ**—প্রাপ্ত হলেন; **দুরত্যয়াম্**—অপার।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে গোবিন্দ কথিত অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করে, গোপীগণ বিষাদগ্রস্ত ও বিফল মনোরথ হয়ে অপার উদ্বেগ অনুভব করলেন।

তাৎপর্য

গোপীরা বুঝতে পারছিলেন না তাঁরা কি করবেন। তাঁরা ভাবছিলেন, কৃষ্ণের পাদপদ্মে পতিত হয়ে তাঁর কৃপার জন্য ক্রন্দন করবেন অথবা তাঁদের গৃহে ফিরে গিয়ে দূরে অবস্থান করবেন। কিন্তু তাঁরা এই সমস্ত কিছুর কোনটাই করতে পারছিলেন না আর তাই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বোধ করলেন।

শ্লোক ২৯

কৃত্বা মুখান্যবশুচঃ শ্বসনেন শুষ্যদ্-
বিম্বাধরাণি চরণেন ভুবঃ লিখন্ত্যঃ ।
অস্রৈরুপাত্তমসিভিঃ কুচকুঙ্কুমানি
তস্থুর্মৃজন্ত্য উরুদুঃখভরাঃ স্ম তুষ্ণীম্ ॥ ২৯ ॥

কৃত্বা—করে; **মুখানি**—তাঁদের মুখ; **অব**—অবনত করে; **শুচঃ**—দুঃখে; **শ্বসনেন**—দীর্ঘনিঃশ্বাসে; **শুষ্যৎ**—শুষ্ক; **বিম্ব**—লাল বিম্ব ফলের মতো; **অধরাণি**—তাঁদের অধর; **চরণেন**—তাঁদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা; **ভুবঃ**—ভূমি; **লিখন্ত্যঃ**—খুঁটতে খুঁটতে; **অস্ৰৈঃ**—তাঁদের অশ্রু দ্বারা; **উপাত্ত**—সংশ্লিষ্ট; **মসিভিঃ**—তাঁদের চোখের কাজল; **কুচ**—স্তনের; **কুঙ্কুমানি**—কুঙ্কুম; **তস্থুঃ**—তাঁরা অবস্থান করতে লাগলেন; **মৃজন্ত্যঃ**—ধৌত করতে করতে; **উরু**—অতীব; **দুঃখ**—দুঃখ; **ভারাঃ**—ভারাক্রান্ত; **স্ম**—বস্তুত; **তূষ্ণীম্**—নীরবে।

অনুবাদ

দুঃখিত দীর্ঘনিঃশ্বাসে তাঁদের বিম্বাধর শুষ্ক হলে তাঁরা অবনত মস্তকে তাঁদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ভূমিতে আঁচড় কাটছিলেন। তাঁদের দু'চোখ দিয়ে কাজলযুক্ত অশ্রুধারায় স্তনে লিপ্ত কুঙ্কুম ধৌত হয়েছিল। এইভাবে দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে তাঁরা নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তাৎপর্য

গোপীরা অনুভব করলেন, "কৃষ্ণকে যদি আমাদের প্রেমে আমরা জয় করতেই না পারলাম, তা হলে আমাদের প্রেম নিশ্চয়ই শুদ্ধ নয়। আর আমরা যদি কৃষ্ণকে যথার্থ ভালবাসতে না পারলাম, তবে এই জীবনের কি প্রয়োজন?" তাঁদের দুঃখের দীর্ঘনিঃশ্বাস থেকে তাঁদের রক্তিম ওষ্ঠ শুষ্ক হল। সূর্যের তাপে লাল *বিম্ব* ফল শুষ্ক হলে, তখন তাতে কালো দাগ ফুটে ওঠে এবং সেগুলি নরম হয়ে ওঠে। গোপীদের সুন্দর অধরগুলিও তেমনি পরিবর্তিত হল। তাঁরা নির্বাক হয়ে নীরবে কৃষ্ণের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শ্লোক ৩০

প্রেষ্ঠং প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণং
কৃষ্ণং তদর্থবিনিবর্তিত সর্বকামাঃ ।
নেত্রে বিমৃজ্য রুদিতোপহতে স্ম কিঞ্চিৎ
সংরম্ভগদ্‌গদগিরোঽব্রুবতানুরক্তাঃ ॥ ৩০ ॥

প্রেষ্ঠম্—তাঁদের প্রিয়তম; **প্রিয়-ইতরম্**—অপ্রিয়; **ইব**—যেন; **প্রতিভাষমাণম্**—বাক্যপ্রয়োগকারী; **কৃষ্ণম্**—ভগবান কৃষ্ণ; **তৎ-অর্থ**—তাঁর জন্য; **বিনিবর্তিত**—নিবৃত্ত; **সর্ব**—সর্ব; **কামাঃ**—কামনা; **নেত্রে**—তাঁদের নয়ন; **বিমৃজ্য**—মার্জনা করে; **রুদিত**—তাঁদের রোদন; **উপহতে**—বন্ধ করে; **স্ম**—অতঃপর; **কিঞ্চিৎ**—ঈষৎ; **সংরম্ভ**—কোপের সঙ্গে; **গদগদ**—রুদ্ধ; **গিরঃ**—স্বরে; **অব্রুবত**—তাঁরা বললেন; **অনুরক্তাঃ**—দৃঢ় আসক্তা।

অনুবাদ

কৃষ্ণ তাঁদের প্রিয়তম হওয়া সত্ত্বেও এবং তাঁর জন্য তাঁরা সকল কামনা পরিত্যাগ করলেও, তিনি তাঁদের প্রতি অপ্রিয় বাক্য বলছিলেন। তৎ সত্ত্বেও তাঁরা দৃঢ়ভাবে কৃষ্ণের প্রতি আসক্তচিত্তা রইলেন। রোদন বন্ধ করে চোখ মার্জন করে তাঁরা ঈষৎ কোপের সঙ্গে গদগদ স্বরে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

গোপীরা এবার শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর প্রতি তাঁদের তীব্র প্রেমানুরাগের ক্রোধে এবং তাঁকে পরিত্যাগের অনিচ্ছায় রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিলেন। তাঁরা তাঁকে কিছুতেই তাঁদের সরিয়ে দিতে দেবেন না।

শ্লোক ৩১

শ্রীগোপ্য উচুঃ

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সন্ত্যজ্য সর্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্ ।
ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্
দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীগোপ্যঃ উচুঃ—সুন্দরী গোপীরা বললেন; **মা**—নয়; **এবম্**—এইভাবে; **বিভো**—হে সর্বব্যাপী; **অর্হতি**—উচিত; **ভবান্**—আপনার; **গদিতুম্**—বলা; **নৃ-শংসম্**—নিষ্ঠুর; **সন্ত্যজ্য**—সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে; **সর্ব**—সমস্ত; **বিষয়ান্**—ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বিষয়াদি; **তব**—আপনার; **পাদ-মূলম্**—পাদমূল; **ভক্তাঃ**—অর্চনা করছি; **ভজস্ব**—দয়া করে বিনিময় করুন; **দুরবগ্রহ**—হে কৃপাপরাঙ্মুখ; **মা ত্যজ**—পরিত্যাগ করবেন না; **অস্মান্**—আমাদের; **দেবাঃ**—পরম পুরুষোত্তম ভগবান; **যথা**—যেমন; **আদি পুরুষঃ**—আদিপুরুষ, নারায়ণ; **ভজতে**—বিনিময় করেন; **মুমুক্ষূন্**—যাঁরা মুক্তিকামী, তাঁদের।

অনুবাদ

সুন্দরী গোপীরা বললেন—হে সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান পুরুষ, আপনার এভাবে নিষ্ঠুর কথা বলা উচিত নয়। আমরা যারা আপনার পাদপদ্মমূলে সমস্ত ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বিষয়াদি পরিত্যাগ করেছি, তাদের বর্জন করবেন না। হে কৃপাপরাঙ্মুখ, যেমন আদিপুরুষ নারায়ণ মুমুক্ষু মুক্তিকামী ভক্তদের সাথে বিনিময় করেন, সেইভাবে আমাদের সাথে প্রেম বিনিময় করুন।

শ্লোক ৩২

যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম ইতি ধর্মবিদা ত্বয়োক্তম্ ।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা ॥ ৩২ ॥

যৎ—যে; **পতি**—পতি; **অপত্য**—সন্তান; **সুহৃদাম্**—শুভানুধ্যায়ী আত্মীয় বন্ধুবর্গ; **অনুবৃত্তিঃ**—সেবা; **অঙ্গ**—আমাদের প্রিয় কৃষ্ণ; **স্ত্রীণাম্**—স্ত্রীগণের; **স্ব-ধর্ম**—প্রকৃত ধর্মীয় কর্তব্য; **ইতি**—এইভাবে; **ধর্মবিদা**—ধর্মজ্ঞ; **ত্বয়া**—আপনি; **উক্তম্**—বলেছেন; **অস্তু**—হোক; **এবম্**—সেই মতো; **এতৎ**—এই; **উপদেশ**—এই উপদেশের; **পদে**—প্রকৃত বিষয়ে; **ত্বয়ি**—আপনি; **ঈশে**—হে ঈশ্বর; **প্রেষ্ঠঃ**—প্রিয়তম; **ভবান্**—আপনি; **তনুভৃতাম্**—সকল প্রাণীগণের; **কিল**—নিশ্চিতভাবে; **বন্ধুঃ**—বন্ধুস্বরূপ; **আত্মা**—আত্মা।

অনুবাদ

হে প্রিয় কৃষ্ণ, ধর্মজ্ঞ রূপে আপনি আমাদের উপদেশ প্রদান করেছেন যে, পতি, পুত্র ও আত্মীয় বন্ধুগণের সেবা করাই স্ত্রীগণের ধর্ম। আমরা তা মান্য করি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনার প্রতিই এই সেবা করা উচিত; কারণ আপনিই সকল প্রাণীর পরম বন্ধুস্বরূপ, আপনিই তাদের আত্মীয়, পতি ও আত্মা।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ সকল আত্মাগণেরও আত্মা, তাদের প্রিয়তম বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী। *ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধে (১১/৫/৪১) উল্লেখ করা হয়েছে—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্ ।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥

"হে রাজন্, যিনি সকল প্রকার জাগতিক কর্তব্য পরিত্যাগ করে সকলের আশ্রয় দানকারী মুকুন্দের পাদপদ্মে সর্বতোভাবে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি দেবতা, ঋষি, সর্বজীব, মনুষ্য বা পিতৃলোকের কাছে ঋণী হন না। কারণ এই সমস্ত শ্রেণীর জীবগণ ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়াতে, ভগবানের সেবায় আত্মসমর্পিতগণের আর আলাদাভাবে তাদের সেবা করতে হয় না।" সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা, ভগবান হতেই

মাতা, পতি, রাষ্ট্রীয় নেতা, ঋষিগণ অবতরণ করেন ও শক্তি লাভ করে তাঁদের অনুগামীদের কাছে ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করেন। কেউ যদি ঐকান্তিকভাবে পরম সত্য, আদিপুরুষের সেবায় যুক্ত হন, তা হলে তাঁদের আর পরোক্ষভাবে উপরোক্ত গৌণ কর্তাদের মাধ্যমে পরম ব্রহ্মের সেবা করার প্রয়োজন হয় না।

এমন কি ভগবানের প্রতি শরণাগত কোন আত্মা যদি, ভগবানের গৌণ নয়, প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁর গুরুদেবের সেবা করেন, তা হলে তাঁর অন্য কারও সেবা করার প্রয়োজন হয় না। প্রকৃত আচার্য বা গুরুদেব এক অমলিন মাধ্যমরূপে শিষ্যকে ভগবানের পাদপদ্মের দিকে চালনা করেন। পরম সত্যের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে সকল পরম্পরা বহির্ভূত ব্যক্তিরাই বরবাদ হয়ে যান। গোপীরা এই মূল বিষয়টিই শ্রীকৃষ্ণের কাছে বর্ণনা করতে চেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু সাহসী গোপী এই শ্লোকে বর্ণিত কৃষ্ণের নিজের কথাতেই তাঁকে পরাস্ত করার চেষ্টা করেছেন।

শ্লোক ৩৩

কুর্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্
নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্তিদৈঃ কিম্ ।
তন্নঃ প্রসীদ পরমেশ্বর মা স্ম ছিন্দ্যা
আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র ॥ ৩৩ ॥

কুর্বন্তি—তারা প্রদর্শন করে; **হি**—বস্তুত; **ত্বয়ি**—আপনার; **রতিম্**—ভক্তি; **কুশলাঃ**—দক্ষ; **স্বে**—তাদের নিজেদের জন্য; **আত্মন্**—আত্মা; **নিত্য**—নিত্য; **প্রিয়ে**—প্রিয়; **পতি**—পতি; **সুত**—সন্তান; **আদিভিঃ**—ও অন্যান্য সম্পর্ক সমূহ; **আর্তি-দৈঃ**—যারা কেবলই পীড়াদায়ক; **কিম্**—কি; **তৎ**—সুতরাং; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **প্রসীদ**—প্রসন্ন হোন; **পরমেশ্বর**—হে পরম নিয়ন্তা; **মা স্ম ছিন্দ্যাঃ**—ছিন্ন করবেন না; **আশাম্**—আমাদের আশা; **ধৃতাম্**—পোষণ করা; **ত্বয়ি**—আপনার প্রতি; **চিরাৎ**—চিরকাল; **অরবিন্দ-নেত্র**—হে কমলনয়ন।

অনুবাদ

দক্ষ আত্মহিতৈষীগণ, নিত্যপ্রিয়, আত্মরূপী আপনার প্রতিই সর্বদা তাঁদের ভক্তি চালিত করেন। আমাদের পতি, পুত্র ও আত্মীয়-বন্ধুদের দ্বারা কি লাভ হয়, যাঁরা কেবল পীড়া দান করেন? অতএব, হে পরমেশ্বর, আমাদের কৃপা করুন। হে কমলনয়ন, আপনার সঙ্গ লাভের জন্য আমাদের চিরকালের আশা দয়া করে ছিন্ন করবেন না।

শ্লোক ৩৪

চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু
যন্নির্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে ।
পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্
যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিং বা ॥ ৩৪ ॥

চিত্তম্—আমাদের মন; **সুখেন**—সুখে; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **অপহৃতম্**—অপহৃত হয়েছে; **গৃহেষু**—গৃহ-ধর্মে; **যৎ**—যা; **নির্বিশতি**—মগ্ন ছিল; **উত**—অধিকন্তু; **করৌ**—আমাদের হাত; **অপি**—ও; **গৃহ্যকৃত্যে**—গৃহকার্যে; **পাদৌ**—আমাদের পা দুটি; **পদম্**—এক পা-ও; **ন চলতঃ**—চলছে না; **তব**—আপনার; **পাদ-মূলাৎ**—পাদমূল হতে; **যামঃ**—আমরা গমন করব; **কথম্**—কিভাবে; **ব্রজম্**—ব্রজে; **অথঃ**—এবং অতঃপর; **করবাম**—আমরা করব; **কিম্**—কি; **বা**—অধিকন্তু।

অনুবাদ

আমাদের যে মন ও হাত এতাবৎ কাল গৃহকর্মে মগ্ন ছিল, তা আপনি সহজেই অপহরণ করেছেন। এখন আমাদের পা দুখানি এক পা-ও আপনার পাদপদ্মমূল থেকে চালিত হতে চায় না। আমরা কিভাবে ব্রজে ফিরে যাব? আর সেখানে গিয়েই বা আমরা কি করব?

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করেছিলেন আর সেই বংশীর ছিদ্রপথ দিয়ে নির্গত মোহিত সঙ্গীত তরুণী গোপীদের মন অপহরণ করেছিল। এখন তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে এসে তাঁদের অপহৃত সম্পদ ফিরিয়ে দেবার দাবি জানাচ্ছেন, কিন্তু তাঁরা তাঁদের মনকে তখনই পেতে চান যদি শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের গ্রহণ করে তাঁর প্রণয় লীলায় তাঁদের যুক্ত করেন।

শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই উত্তর প্রদান করেছিলেন, "হে প্রিয় গোপীগণ, এখন গৃহে ফিরে যাও, আমাকে দু'একদিন অবস্থাটি বিবেচনা করতে দাও, তারপর তোমাদের মন আমি তোমাদের ফিরিয়ে দেব।" সম্ভাব্য এই যুক্তির উত্তরে গোপীগণ বলেছিলেন, "আমাদের পা দু'খানি এক পা-ও যেতে চাইছে না। তাই দয়া করে আমাদের মন ফিরিয়ে দিন এবং আমাদের গ্রহণ করুন আর তারপর আমরা যাব।"

শ্লোক ৩৫

সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ
হাসাবলোক-কলগীতজ-হৃচ্ছয়াগ্নিম্ ।
নো চেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে ॥ ৩৫ ॥

সিঞ্চ—সিঞ্চিত করুন; **অঙ্গ**—হে প্রিয় কৃষ্ণ; **নঃ**—আমাদের; **ত্বৎ**—আপনার; **অধর**—অধরের; **অমৃত**—অমৃতের; **পূরকেণ**—বন্যা দ্বারা; **হাস**—হাস্য; **অবলোক**—আপনার অবলোকন; **কলা**—সুমধুর; **গীত**—সঙ্গীত (আপনার বাঁশীর); **জ**—উৎপন্ন করেছে; **হৃৎ-শয়া**—আমাদের হৃদয়ে; **অগ্নিম্**—অগ্নি; **ন উচেৎ**—যদি না; **বয়ম্**—আমরা; **বিরহ**—বিরহ; **জ**—জাত; **অগ্নি**—অগ্নিতে; **উপযুক্ত**—স্থাপিত; **দেহাঃ**—আমাদের দেহসমূহ; **ধ্যানেন**—ধ্যান দ্বারা; **যাম্**—আমরা গমন করব; **পাদয়োঃ**—চরণ দু'খানির; **পদবীম্**—সমীপে; **সখে**—হে সখে; **তে**—আপনার।

অনুবাদ

হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনার সহাস্য অবলোকন ও বাঁশীর সুমধুর সঙ্গীতে আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে, সেখানে আপনার অধরামৃত সিঞ্চন করুন। তা যদি না করেন, হে সখে, আপনার বিরহানলে আমাদের দেহকে ন্যস্ত করে ধ্যান যোগে যোগীর ন্যায় আপনার চরণকমল লাভ করব।

শ্লোক ৩৬

যর্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়া
দত্তক্ষণং ক্বচিদরণ্যজনপ্রিয়স্য ।
অস্প্রাক্ষ্ম তৎ প্রভৃতি নান্যসমক্ষমঞ্জঃ
স্থাতুং ত্বয়াভিরমিতা বত পারয়ামঃ ॥ ৩৬ ॥

যর্হি—যখন; **অম্বুজ**—পদ্মতুল্য; **অক্ষ**—যাঁর নয়ন; **তব**—আপনার; **পাদ**—পদদ্বয়ের; **তলম্**—তল; **রমায়াঃ**—সৌভাগ্য দেবী, শ্রীলক্ষ্মীদেবীর; **দত্ত**—প্রদান করে; **ক্ষণম্**—উৎসব; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **অরণ্য**—অরণ্যবাসী; **জন**—জনের; **প্রিয়স্য**—প্রিয়; **অস্প্রাক্ষ্ম**—স্পর্শ করছি; **তৎ-প্রভৃতি**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **ন**—না; **অন্য**—অন্য কোন মানুষের; **সমক্ষম**—সমক্ষে; **অঞ্জঃ**—প্রত্যক্ষভাবে; **স্থাতুম্**—অবস্থান করতে; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **অভিরমিতাঃ**—আনন্দিত হয়ে; **বত**—নিশ্চিতভাবে; **পারয়ামঃ**—আমরা সমর্থ হব।

অনুবাদ

হে কমললোচন, আপনার পদতলের স্পর্শ লক্ষ্মী দেবীর কাছেও উৎসব স্বরূপ। অরণ্যবাসীজন-প্রিয় আপনার ঐ পাদপদ্মদ্বয় আমরাও স্পর্শ করব। যতক্ষণ না আমরা আপনার দ্বারা পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হচ্ছি, ততক্ষণ আমরা অন্য কোন মানুষের সামনে অবস্থান করতেই অক্ষম হয়ে থাকব।

শ্লোক ৩৭

শ্রীর্যৎ পদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা
লব্ধাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টম্ ।
যস্যাঃ স্ববীক্ষণ উতান্যসুরপ্রয়াস্
তদ্বদ্বয়ং চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীঃ—লক্ষ্মীদেবী, ভগবান নারায়ণের পত্নী; **যৎ**—যেমন; **পদাম্বুজ**—চরণ কমলদ্বয়ের; **রজঃ**—রেণু; **চকমে**—আকাঙ্ক্ষা করেন; **তুলস্যা**—তুলসী দেবীর সঙ্গে একত্রে; **লব্ধা**—লাভ করার; **অপি**—ও; **বক্ষসি**—তাঁর বক্ষোপরে; **পদম্**—তাঁর স্থান; **কিল**—বস্তুত; **ভৃত্য**—ভৃত্য; **জুষ্টম্**—সেবিত; **যস্যাঃ**—যাঁর (লক্ষ্মীর); **স্ব**—তাঁদের উপর; **বীক্ষণে**—কটাক্ষ লাভের জন্য; **উত**—অপরপক্ষে; **অন্য**—অন্যান্য; **সুর**—দেবতাগণের; **প্রয়াস**—চেষ্টা; **তদ্বৎ**—সেই রকমভাবে; **বয়ম্**—আমরা; **চ**—ও; **তব**—আপনার; **পাদ**—পদদ্বয়ের; **রজঃ**—রেণু; **প্রপন্নাঃ**—আশ্রয়ের শরণাপন্ন হয়েছি।

অনুবাদ

লক্ষ্মীদেবী, যাঁর কটাক্ষ লাভের জন্য দেবতারাও প্রবল প্রয়াস করেন, যিনি ভগবান নারায়ণের বক্ষবিলাসিনী, সেই তিনিও তুলসীদেবী ও ভগবানের অন্যান্য ভৃত্যগণের সঙ্গে একত্রে সেই পদযুগলের রেণুলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, তেমনি আমরাও আপনার চরণ কমলদ্বয়ের রেণুর আশ্রয় গ্রহণের শরণাপন্ন হয়েছি।

তাৎপর্য

গোপীগণ এখানে নির্দিষ্টভাবে বলছেন যে, ভগবানের চরণদ্বয়ের রেণু এতই আনন্দদীপ্ত যে, লক্ষ্মীদেবী ভগবানের বক্ষস্থলের অপূর্ব স্থান পরিত্যাগ করেও অন্যান্য বহু ভক্তের সঙ্গে একত্রে তাঁর চরণদ্বয়ে স্থান প্রার্থনা করেন। তাই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দ্বিচারিতা দোষে দুষ্ট না হওয়ার জন্য মিনতি করছেন। যেহেতু ভগবান লক্ষ্মীদেবীকে তাঁর বক্ষে স্থান দিয়েছেন এবং তাঁকে তাঁর চরণদ্বয়ের রেণু প্রার্থনারও অনুমোদন করেছেন, তাই তাঁর পরম প্রিয় ভক্তগণ, গোপীদেরও কৃষ্ণের সেই একই

সুযোগ প্রদান করা উচিত। গোপীগণ আবেদন করছেন, "শেষ পর্যন্ত আপনার পাদপদ্মদ্বয়ের রেণু প্রার্থনা করা পূর্ণতঃ যুক্তিসঙ্গত এবং আমাদের দূরে প্রেরণের চেষ্টা না করে বরং এই প্রয়াসের জন্য উৎসাহিত করা উচিত।

শ্লোক ৩৮

তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দন তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ ।
ত্বৎ সুন্দরস্মিত নিরীক্ষণ তীব্রকাম-
তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্ ॥ ৩৮ ॥

তৎ—সুতরাং; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **প্রসীদ**—প্রসন্ন হোন; **বৃজিন**—সকল দুঃখের; **অর্দন**—হরণকারী; **তে**—আপনার; **অঙ্ঘ্রি-মূলম্**—পাদমূলে; **প্রাপ্তাঃ**—আগমন করেছি; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **বসতীঃ**—আমাদের গৃহ; **ত্বৎ-উপাসনা**—আপনার উপাসনার; **আশাঃ**—আশায়; **ত্বৎ**—আপনার; **সুন্দর**—সুন্দর; **স্মিত**—হাস্য; **নিরীক্ষণ**—কটাক্ষপাতে; **তীব্র**—তীব্র; **কাম**—কাম; **তপ্ত**—দগ্ধ; **আত্মনাম্**—যাঁর চিত্ত; **পুরুষ**—সকল পুরুষের; **ভূষণ**—রত্ন; **দেহি**—প্রদান করুন; **দাস্যম্**—দাস্য।

অনুবাদ

অতএব, হে দুঃখহারিণ, যারা গৃহ ও পরিবার পরিত্যাগ করে শুধু আপনার উপাসনার আশায় আপনার পাদমূলে আগমন করেছে, সেই আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। আপনার সুন্দর হাস্যময় কটাক্ষপাতে আমাদের চিত্ত গভীর কামনায় দগ্ধ হচ্ছে। হে পুরুষরত্ন, দয়া করে আমাদের আপনার দাস্য প্রদান করুন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যখন জন্মগ্রহণ করলেন, গর্গ মুনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তিনি পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের সকল ঐশ্বর্য প্রকাশ করবেন। ভগবান নারায়ণ যেমন তাঁর ভক্তবৃন্দের প্রত্যক্ষ সেবা প্রদান করেন, তেমনি গোপীদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাদের প্রত্যক্ষ সেবা অনুমোদনের দ্বারা সেই ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ করার জন্য গোপীরা ভগবানের কাছে আবেদন করছেন। গোপীরা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রার্থনা করছেন যে, তাঁরা কৃষ্ণের কাছ থেকে পরমানন্দ লাভের আশায় তাঁদের পরিবার ও গৃহ পরিত্যাগ করেননি। তাঁরা তাঁদের হৃদয়ের শুদ্ধ-ভক্তির দ্বারা কেবল তাঁর সেবা প্রার্থনা করছেন। গোপীগণ ভাবলেন, 'যদি আপনার আনন্দময় সেবার অনুগমন করে যেভাবেই হোক আপনার মুখমণ্ডল দর্শন করে সুখ অনুভব করি, তাতে ক্ষতি কি?'

পুরুষ-ভূষণ শব্দটির উপর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করছেন যে, গোপীগণ "হে পুরুষের রত্ন" বলতে বোঝাতে চেয়েছেন যে, "হে সকল পুরুষের রত্নস্বরূপ, আপনার ঘন নীল অঙ্গ-রত্ন দ্বারা আমাদের স্বর্ণাভ-দেহকে অলঙ্কৃত করুন"।

শ্লোক ৩৯

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রী-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্ ।
দত্তাভয়ং চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণং চ ভবাম দাস্যঃ ॥ ৩৯ ॥

বীক্ষ্য—দর্শন করে; **অলক**—কেশের দ্বারা; **আবৃত**—আবৃত; **মুখম্**—মুখমণ্ডল; **তব**—আপনার; **কুণ্ডল**—কর্ণ-কুণ্ডলের; **শ্রী**—সৌন্দর্য; **গণ্ড-স্থল**—গণ্ডস্থল; **অধর**—অধর; **সুধম্**—সুধা; **হসিত**—ঈষৎ হাস্যযুক্ত; **অবলোকম্**—দৃষ্টি; **দত্ত**—প্রদান করে; **অভয়ম্**—অভয়; **চ**—এবং; **ভুজ-দণ্ড**—আপনার শক্তিশালী বাহু; **যুগং**—দুটি; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **বক্ষঃ**—আপনার বক্ষস্থল; **শ্রী**—লক্ষ্মীদেবীর; **এক**—একমাত্র; **রমণম্**—আনন্দের উৎস; **চ**—এবং; **ভবাম্**—আমরা হয়েছি; **দাস্যঃ**—আপনার দাসী।

অনুবাদ

আপনার অলঙ্কৃত মুখমণ্ডল, আপনার কর্ণকুণ্ডলের সৌন্দর্য-মণ্ডিত গণ্ডস্থল, আপনার অধরের সুধা, ঈষৎ হাস্যযুক্ত অবলোকন, অভয়প্রদানকারী বাহুযুগল এবং লক্ষ্মীদেবীর আনন্দের একমাত্র উৎস স্বরূপ আপনার বক্ষস্থল দর্শন করে আমরা আপনার দাসী হয়েছি।

তাৎপর্য

কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের কথোপকথন শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এইভাবে মনশ্চক্ষে দর্শন করেছেন—

"কৃষ্ণ বললেন, 'তোমরা আমার দাসী হতে চাও; তা হলে তোমাদের ক্রয় করার জন্য আমাকে কত মূল্য দিতে হবে, অথবা তোমরা বিনামূল্যেই তোমাদের প্রদান করছ?'

"গোপীগণ উত্তর প্রদান করলেন, 'আমাদের বয়ঃসন্ধিকাল হতেই যথেষ্টেরও কোটি কোটি গুণ অধিক মূল্যে তুমি আমাদের ক্রয় করেছ। সেই মূল্য হচ্ছে পরম সম্পদ সৃষ্টিকারী তোমার রত্নসদৃশ হাস্যময় দৃষ্টিপাত, যা আমরা আগে কখনও কোথাও শ্রবণ বা দর্শন করিনি।'

" 'তুমি যখন তোমার মস্তকে সোনালী উষ্ণীষ পরিধান করবে, তোমার দাসী তখন তার তত্ত্বাবধায়করূপে ভাঁজে ভাঁজে উষ্ণীষটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সঠিক অবস্থানে পরিধান করাবে। এমন কি তুমি যখন তার প্রতি আঙুল তুলে ভর্ৎসনা করে তাকে সাবধান করার চেষ্টা করবে, সে তার হাত উষ্ণীষের আড়ালে রেখে তোমার মুখমণ্ডল দর্শন করার সুযোগ গ্রহণ করবে। এইভাবে আমরা, তোমার দাসীরা, তোমার নয়নের অফুরান মাধুর্য আস্বাদন করব।'

"কৃষ্ণ বললেন, 'তোমাদের স্বামীগণ আমাদের এই আচরণ সহ্য করবে না। তারা তীব্রভাবে রাজা কংসের কাছে নালিশ করবে আর এইভাবে আমার এবং সেই সঙ্গে তোমাদের জন্যও এক ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হবে।'

"গোপীগণ বললেন, 'কিন্তু কৃষ্ণ, তোমার ঐ বলশালী বাহু দুটি আমাদের ভয়শূন্য করেছে, তারা যেমন গোবর্ধন-পর্বত উত্তোলন করে মহেন্দ্রর অহঙ্কার হতে আমাদের রক্ষা করেছিল, তেমনই ঐ বাহু দু'খানি নিশ্চিতভাবে নরাধম কংসকে হত্যা করবে।'

"কিন্তু একজন ধার্মিক ব্যক্তি হয়ে আমি কখনই অন্যের পত্নীদের আমার দাসীতে পরিণত করতে পারি না।'

" 'ওহে ধার্মিক-চূড়ামণি, তুমি হয়ত গোপ-পত্নীগণকে তোমার দাসী করতে না চেয়ে প্রত্যাখ্যানের কথা বলতে পারো, কিন্তু তুমি তো ইতিমধ্যে বৈকুণ্ঠ থেকে বলপূর্বক নারায়ণের পত্নী লক্ষ্মীদেবীকে তোমার বক্ষে ধারণ করে চতুর্দিকে বহন করছ। লজ্জায় সে তোমার বক্ষে একটি স্বর্ণরেখার আকার ধারণ করেছে এবং সে তার একমাত্র আনন্দ সেখানেই গ্রহণ করে।'

"এ ছাড়াও, সকল চতুর্দশ ভুবনে এবং এমন কি আরও উর্দ্ধলোকে, এই ব্রহ্মাণ্ডের অতীত, বৈকুণ্ঠলোকে তুমি কখনই কোন সুন্দরী নারীকে, সে যেই হোক বা যারই হোক না কেন, কখনও প্রত্যাখ্যান কর না। সেটা আমরা খুব ভাল করেই জানি।' "

শ্লোক ৪০

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তবেণু গীত-
সম্মোহিতার্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্ ।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদং চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্ গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ৪০ ॥

কা—কোন; **স্ত্রী**—রমণী; **অঙ্গ**—হে প্রিয় কৃষ্ণ; **তে**—আপনার; **কল**—মধুর ধ্বনি; **পদ**—পদ; **আয়ত**—নির্গত; **বেণু**—বাঁশরীর; **গীত**—সঙ্গীত দ্বারা; **সম্মোহিতা**—সম্মোহিত হয়ে; **আর্য**—সভ্য মানুষের; **চরিতাৎ**—প্রকৃত আচরণ হতে; **ন চলেৎ**—বিচলিত হয় না; **ত্রি-লোক্যাম্**—ত্রি জগতে; **ত্রৈ-লোক্য**—ত্রিভুবনের; **সৌভগম্**—সৌভাগ্য স্বরূপ; **ইদম্**—এই; **চ**—এবং; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **রূপম্**—ব্যক্তিগত সৌন্দর্য; **যৎ**—যার জন্য; **গো**—গাভী সকল; **দ্বিজ**—পক্ষীসকল; **দ্রুম**—বৃক্ষ সকল; **মৃগাঃ**—এবং হরিণেরা; **পুলকানি**—পুলক; **অবিভ্রন্**—ধারণ করেছেন।

অনুবাদ

হে কৃষ্ণ, আপনার মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণে সম্মোহিত হয়ে ত্রিজগতের কোন্ নারী না তার ধর্মীয় আচরণ হতে বিচলিত হয়েছে? আপনার সৌন্দর্য সমগ্র ত্রিভুবনকে পবিত্র করে। এমন কি, আপনার রূপ দর্শন করে গাভীরা, পক্ষীরা, বৃক্ষগুলি ও মৃগদলও পুলকিত হয়।

শ্লোক ৪১

ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ার্তিহরোঽভিজাতো
দেবো যথাদিপুরুষঃ সুরলোকগোপ্তা ।
তন্নো নিধেহি করপঙ্কজমার্তবন্ধো
তপ্তস্তনেষু চ শিরঃসু চ কিঙ্করীণাম্ ॥ ৪১ ॥

ব্যক্তম্—নিশ্চিতরূপে; **ভবান্**—আপনি; **ব্রজ**—ব্রজবাসীর; **ভয়**—ভয়; **আর্তি**—ও দুঃখ; **হরঃ**—হরণকারীরূপে; **অভিজাতঃ**—আবির্ভূত হয়েছেন; **দেবঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **যথা**—যেমন; **আদি-পুরুষঃ**—আদি পুরুষ; **সুরলোক**—দেবলোক; **গোপ্তা**—রক্ষক; **তৎ**—অতএব; **নঃ**—আমাদের; **নিধেহি**—স্থাপন করুন; **কর**—আপনার হাত; **পঙ্কজম্**—পদ্মসদৃশ; **আর্ত**—পীড়িত; **বন্ধো**—হে বন্ধু; **তপ্ত**—উত্তপ্ত; **স্তনেষু**—স্তনে; **চ**—এবং; **শিরঃসু**—শিরে; **চ**—ও; **কিঙ্করীণাম্**—আপনার দাসীগণের।

অনুবাদ

আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান যেমন দেবলোক রক্ষা করেন, তেমনি ব্রজবাসীগণের ভয় ও দুঃখ নিবারণের জন্য আপনিও আবির্ভূত হয়েছেন। অতএব হে আর্তবন্ধু, দয়া করে আপনার এই দাসীগণের উত্তপ্ত স্তনে ও শিরে আপনার কর-পদ্ম স্থাপন করুন।

শ্লোক ৪২

শ্রীশুক উবাচ

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ ॥ ৪২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এই সকল কথা; **বিক্লবিতম্**—বিলাপিত ভাবের; **তাসাম্**—তাঁদের; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **যোগ-ঈশ্বর-ঈশ্বরঃ**—মহাযোগিগণেরও অধীশ্বর; **প্রহাস্য**—হাস্য করতে করতে; **স-দয়ম্**—সদয়ভাবে; **গোপীঃ**—গোপীগণের; **আত্ম-আরামঃ**—স্বয়ং নিত্য-তৃপ্ত; **অপি**—হয়েও; **অরীরমৎ**—তাঁদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—গোপীদের এই সকল বিলাসবাক্য শ্রবণ করে মহাযোগীগণেরও অধীশ্বর ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং নিত্য-তৃপ্ত হয়েও সহাস্যে গোপীগণের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করলেন।

শ্লোক ৪৩

তাভিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিতঃ
প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিরচ্যুতঃ ।
উদারহাসদ্বিজকুন্দদীধতির্
ব্যরোচতৈণাঙ্ক ইবোড়ুভির্বৃতঃ ॥ ৪৩ ॥

তাভিঃ—গোপীগণের দ্বারা; **সমেতাভিঃ**—সম্মিলিত; **উদার**—উদার; **চেষ্টিতঃ**—চেষ্টাশীল; **প্রিয়**—প্রিয়; **ঈক্ষণ**—দর্শনে; **উৎফুল্ল**—উৎফুল্লিত; **মুখীভিঃ**—মুখী; **অচ্যুতঃ**—অচ্যুত; **উদার**—উদার; **হাস**—হাস্যে; **দ্বিজ**—তাঁর দন্ত; **কুন্দ**—কুন্দ ফুলের মতো; **দীধ-তিঃ**—কান্তি; **ব্যরোচত**—সুশোভিত; **এণ-অঙ্কঃ**—চন্দ্রের; **ইব**—মতো; **উরুভিঃ**—নক্ষত্রের দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত।

অনুবাদ

সেই সময়ে উদার ক্রিয়াকলাপে এবং উদারহাস্যে কুন্দ-কুসুমবৎ দন্তের কান্তি শোভিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দৃষ্টিপাতে উৎফুল্লমুখী, সম্মিলিত সেই গোপীগণের মাঝে নক্ষত্র পরিবেষ্টিত চন্দ্রের মতো শোভা পাচ্ছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের *অচ্যুত* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, ভগবান কৃষ্ণ সেই নৈশ-সমাবেশের প্রত্যেক গোপীর কাউকেই আনন্দ প্রদানে বিচ্যুত হননি।

শ্লোক ৪৪

উপগীয়মান উৎগায়ন্ বনিতাশতযূথপঃ ।
মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মণ্ডয়ন বনম্ ॥ ৪৪ ॥

উপগীয়মানঃ—গীত হচ্ছিলেন; **উৎগায়ন্**—স্বয়ং উচ্চৈঃস্বরে গান করছিলেন; **বনিতা**—নারীগণের; **শত**—শত; **যূথপঃ**—অধিপতি; **মালাম্**—মালা; **বিভ্রৎ**—পরিধান করে; **বৈজয়ন্তীম্**—বৈজয়ন্তী নামক (পাঁচ রকম বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন ফুলের মালা); **ব্যচরন্**—বিচরণ করতে লাগলেন; **মণ্ডয়ন্**—শোভিত করে; **বনম্**—বন।

অনুবাদ

গোপীগণ তাঁর স্তুতিগান করলে, সেই শতরমণীযূথপতি তদুত্তরে উচ্চৈঃস্বরে গান করলেন। তিনি তাঁর বৈজয়ন্তীমালা পরিধান করে, বৃন্দাবন অরণ্যকে শোভিত করে তাঁদের মধ্যে বিচরণ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, ভগবান কৃষ্ণ বহু অপূর্ব রাগ ও স্বরমাধুর্যে গান গেয়েছিলেন এবং তাঁকে অনুসরণ করে গোপীরা তাঁর সঙ্গে গান করেছিলেন। এই উপলক্ষ্যে কৃষ্ণের গানের বিষয়ে *শ্রীবিষ্ণু পুরাণে* বর্ণনা করা হয়েছে—

কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুদীং কুমুদাকরম্ ।
জগৌ গোপীজনস্ ত্ব একং কৃষ্ণনাম পুনঃ পুনঃ ॥

"কৃষ্ণ শরৎকালীন চন্দ্র, জ্যোৎস্না ও কুমুদপূর্ণ নদীর মহিমা গান করছিলেন আর গোপীগণ কেবলমাত্র বারম্বার তাঁর নাম গান করছিলেন।"

শ্লোক ৪৫-৪৬

নদ্যাঃ পুলিনমাবিশ্য গোপীভির্হিমবালুকম্ ।
জুষ্টং তত্তরলানন্দি কুমুদামোদবায়ুনা ॥ ৪৫ ॥
বাহুপ্রসারপরিরম্ভকরালকোরু-
নীবীস্তনালভননর্মনখাগ্রপাতৈঃ ।
ক্ষ্বেল্যাবলোকহসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণাম্
উত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াং চকার ॥ ৪৬ ॥

নদ্যাঃ—নদীর; **পুলিনম্**—তীর; **আবিশ্য**—প্রবেশ করে; **গোপীভিঃ**—গোপীদের সঙ্গে একত্রে; **হিম**—শীতল; **বালুকম্**—বালুকা দ্বারা; **জুষ্টম্**—সেবিত; **তৎ**—তার;

তরল—পবন দ্বারা; **আনন্দি**—আনন্দপ্রদ; **কুমুদ**—পদ্মের; **আমোদ**—সুগন্ধ বাহিত; **বায়ুনা**—বায়ু দ্বারা; **বাহু-প্রসার**—তাঁর বাহু প্রসারিত করে; **পরিরম্ভ**—আলিঙ্গন; **কর**—তাঁদের হস্ত; **অলক**—কেশ; **ঊরু**—ঊরু; **নীবী**—কোমরবন্ধনী; **স্তন**—স্তন; **আলভন**—স্পর্শ দ্বারা; **নর্ম**—ক্রীড়ায়; **নখ**—নখের; **অগ্র-পাতৈঃ**—অঘাতে; **ক্ষ্বেল্যা**—ক্রীড়াসুলভ কথোপকথন; **অবলোক**—দৃষ্টিপাত; **হাসিতৈঃ**—হাস্য; **ব্রজ-সুন্দরীনাম্**—ব্রজের সুন্দরী গোপীগণের; **উত্তম্ভয়ন্**—উদ্দীপ্ত করেছিলেন; **রতি-পতিম্**—কাম; **রময়াম্-চকার**—তিনি আনন্দ গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে শীতল বালুকাময় ও নদীর তরঙ্গে উৎফুল্লিত কুমুদের সুগন্ধবাহী বায়ুতে পূর্ণ যমুনার তীরে গমন করলেন। সেখানে কৃষ্ণ গোপীদের দিকে বাহু প্রসারিত করে তাঁদের আলিঙ্গন করলেন। তাঁদের হাত, কেশ, ঊরু, নীবী, স্তন স্পর্শের দ্বারা ক্রীড়াচ্ছলে তাঁর নখাগ্র দ্বারা আঁচড় কেটে এবং তাঁদের সঙ্গে কৌতুক, দৃষ্টিপাত ও হাস্যের মাধ্যমে ব্রজের সুন্দরী গোপীগণের কামভাব উদ্দীপিত করে ভগবান তাঁর লীলা উপভোগ করলেন।

শ্লোক ৪৭

এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ ।
আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যো হ্যধিকং ভুবি ॥ ৪৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **ভগবতঃ**—ভগবান; **কৃষ্ণাৎ**—শ্রীকৃষ্ণ হতে; **লব্ধ**—প্রাপ্ত; **মানাঃ**—বিশেষ সম্মান; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মা; **আত্মানম্**—নিজেদের; **মেনিরে**—তাঁরা বিবেচনা করলেন; **স্ত্রীনাম্**—সকল স্ত্রীগণের মধ্যে; **মানিন্যঃ**—অভিমানিনী হলেন; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **অধিকম্**—শ্রেষ্ঠ; **ভুবি**—পৃথিবীতে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ মনোযোগ লাভ করে গোপীরা প্রত্যেকেই নিজেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী মনে করে গর্বিত হলেন।

তাৎপর্য

গোপীরা গর্বিত হয়েছিলেন কারণ তাঁরা পরম পুরুষোত্তমকে তাঁদের প্রেমিকরূপে পেয়েছিলেন। তাই একদিক দিয়ে তাঁরা কৃষ্ণের জন্যও গর্বিত ছিলেন। কৃষ্ণের লীলাশক্তি দ্বারা সৃষ্ট বিরহের ছলনার মাধ্যমে কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের প্রেম তীব্রতর করার জন্যও গোপীগণ গর্বিত ছিলেন। এই বিষয়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ভরত মুনির *নাট্য-শাস্ত্র* থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করছেন—*ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ*

পুষ্টিমশ্নুতে কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগোঽভিবর্ধতে অর্থাৎ "বিরহভাবের অভিজ্ঞতা লাভ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের সম্পূর্ণ আস্বাদন উপভোগ হয় না।"

শ্লোক ৪৮

তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানং চ কেশবঃ ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৪৮ ॥

তাসাম্—তাঁদের; **তৎ**—সেই; **সৌভগ**—সৌভাগ্যজনিত; **মদম্**—মত্ত অবস্থা; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **মানম্**—গর্ব; **চ**—এবং; **কেশবঃ**—ভগবান কৃষ্ণ; **প্রশমায়**—তা প্রশমনের জন্য; **প্রসাদায়**—তাঁদের প্রতি কৃপা প্রদর্শনের জন্য; **তত্র এব**—তৎক্ষণাৎ; **অন্তরধীয়ত**—অন্তর্হিত হলেন।

অনুবাদ

ভগবান কেশব গোপীগণের সৌভাগ্যজনিত অত্যন্ত গর্বভাব দর্শন করে, তাঁদের সেই গর্ব প্রশমনের জন্য, তাঁদের প্রতি আরও কৃপাবশত তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হলেন।

তাৎপর্য

প্রসাদায় কথাটি এখানে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবান কৃষ্ণ যে গোপীদের অবহেলা করছিলেন তা নয়, বরং আরেকটি অপরূপ আয়োজনের মাধ্যমে তাঁদের প্রেম-শক্তি বর্ধিত করবেন। শেষ পর্যন্ত গোপীগণ মূলত কৃষ্ণের জন্যই গর্বিত ছিলেন। কৃষ্ণ এই সমস্ত কিছুর আয়োজন করেছিলেন, তার কারণ—আমরা যাতে রাজা বৃষভানুর সুন্দরী কন্যার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন দেখতে পারি।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'রাস নৃত্যের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের মিলন' নামক উনত্রিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ত্রিংশ অধ্যায়

গোপীগণের কৃষ্ণ অন্বেষণ

কিভাবে কৃষ্ণ-বিরহে দীর্ঘ রাত্রিব্যাপী সন্তপ্ত গোপীগণ মত্ত রমণীর মতো বনে বনে ভ্রমণ করে কৃষ্ণকে অন্বেষণ করেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

সহসা শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসস্থলী হতে অন্তর্হিত হলেন, পূর্ণ কৃষ্ণভাবনামগ্ন গোপীগণ বিভিন্ন বনে তাঁকে অন্বেষণ করতে লাগলেন। স্থাবর ও জঙ্গম প্রতিটি জীবকেই তাঁরা কৃষ্ণের বার্তা জিজ্ঞাসা করছিলেন। অবশেষে অত্যন্ত কাতর হয়ে তাঁর লীলাসমূহ তাঁরা অনুকরণ করতে লাগলেন।

তারপর, বনের এক কোণে ভ্রমণকালে গোপীরা শ্রীমতী রাধারাণীর পদাঙ্ক মিশ্রিত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন করলেন। সেই পদচিহ্নগুলি দর্শনে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে তাঁরা বলতে লাগলেন, শ্রীমতী রাধারাণী নিশ্চয়ই কৃষ্ণকে বিশেষভাবে আরাধনা করেছিলেন, তাই একান্তে তাঁর সঙ্গ করার বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেছেন। সেই পথের কিছু পরে গোপীরা এক জায়গায় এসে শ্রীমতী রাধারাণীর পদচিহ্ন আর দেখতে পেলেন না; তখন তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই রাধারাণীকে তাঁর স্কন্ধে বহন করেছেন। আরেক জায়গায় এসে তাঁরা কেবলমাত্র কৃষ্ণের পদচিহ্নের অগ্রভাগ দর্শন করলেন, আর তা থেকে তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, তিনি নিশ্চয়ই এখানে তাঁর প্রিয়ার বিভূষণের জন্য পুষ্পচয়ন করেছেন। আরেকটি জায়গায় এসে গোপীরা কিছু চিহ্ন দেখলেন যা থেকে তাঁদের ধারণা হল যে শ্রীকৃষ্ণ সেখানে শ্রীমতী রাধারাণীর কেশবন্ধন করছিলেন। এই সমস্ত ভাবনা গোপীদের হৃদয়ে বেদনার সৃষ্টি করল।

কৃষ্ণের বিশেষ মনোযোগ লাভ করার ফলে শ্রীরাধা নিজেকে পরম সৌভাগ্যবতী মনে করতে লাগলেন। তিনি কৃষ্ণকে বললেন যে, তিনি আর হাঁটতে পারছেন না, এবং তাই তাঁকে তাঁর স্কন্ধে বহন করতে হবে। আর ঠিক তখনই কৃষ্ণ তাঁর দৃষ্টি হতে অন্তর্হিত হলেন। অত্যন্ত ব্যাকুল শ্রীমতী রাধারাণী তখন তাঁকে সর্বত্র খুঁজতে শুরু করলেন এবং এইভাবে শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর গোপী সখীগণের সঙ্গে যখন মিলিত হলেন, তখন তিনি তাঁদের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। সমস্ত গোপীরা তখন যতদূর পর্যন্ত বনে চন্দ্রালোক পৌঁছয়, সর্বত্র কৃষ্ণকে অন্বেষণ করতে লাগলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অসফল হয়ে তাঁরা অসহায়ভাবে কৃষ্ণ মহিমা গান করতে করতে যমুনা তীরে ফিরে চললেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ ।
অতপ্যংস্তমচক্ষাণাঃ করিণ্য ইব যূথপম্ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **অন্তর্হিতে**—তিনি অন্তর্হিত হলে; **ভগবতি**—পরম পুরুষোত্তম ভগবান; **সহসা এব**—সহসা; **ব্রজ-অঙ্গনাঃ**—গোপীগণ; **অতপ্যন্**—অত্যন্ত সন্তাপগ্রস্তা হলেন; **তম্**—তাঁকে; **অচক্ষাণাঃ**—দর্শন না করে; **করিণ্যঃ**—হস্তিনী; **ইব**—যেমন; **যূথপম্**—তাদের যূথপতি।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—সহসা ভগবান কৃষ্ণ অন্তর্হিত হলে যূথপতির অদর্শনে হস্তিনীদের মতো গোপীরাও তাঁর অদর্শনে অত্যন্ত সন্তাপগ্রস্ত হলেন।

শ্লোক ২

গত্যানুরাগস্মিতবিভ্রমেক্ষিতৈর্
মনোরমালাপ বিহার-বিভ্রমৈঃ ।
আক্ষিপ্তচিত্তাঃ প্রমদা রমাপতেস্
তাস্তা বিচেষ্টা জগৃহুস্তদাত্মিকাঃ ॥ ২ ॥

গত্যা—তাঁর গমনভঙ্গী; **অনুরাগ**—অনুরাগ; **স্মিত**—হাস্য; **বিভ্রম**—সবিলাস; **ঈক্ষিতৈঃ**—দৃষ্টিপাত; **মনোরম**—মনোরম; **আলাপ**—আলাপ; **বিহার**—লীলা; **বিভ্রমৈঃ**—অন্যান্য বিলাসবশত; **আক্ষিপ্ত**—আকৃষ্ট; **চিত্তাঃ**—হৃদয়; **প্রমদাঃ**—গোপীগণ; **রমা-পতেঃ**—লক্ষ্মীদেবীর পতি অথবা সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের পতি; **তাঃ তাঃ**—সেই সেই; **বিচেষ্টাঃ**—বিচিত্র লীলা; **জগৃহুঃ**—তাঁরা অনুকরণ করলেন; **তৎ-আত্মিকাঃ**—তদ্‌গতচিত্তা।

অনুবাদ

গোপীরা বিভোর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের গমনভঙ্গী, অনুরাগ হাস্য, সবিলাস দৃষ্টিপাত, মনোরম আলাপ ও তাঁদের সঙ্গে আরও অন্যান্য লীলাবিলাসের কথা স্মরণ করছিলেন। এইভাবে রমাপতি কৃষ্ণের ভাবনায় মগ্ন হয়ে গোপীরা তাঁর বিভিন্ন অপ্রাকৃত লীলার অনুকরণ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কৃষ্ণ ও গোপীদের মধ্যে নিম্নোক্ত মনোরম কথোপকথন বর্ণনা করছেন—

"কৃষ্ণ এক গোপীকে বললেন, 'অয়ি স্থূল কমলিনি, তুমি কি তৃষ্ণার্ত এই ভ্রমরকে তোমার মধু প্রদান করবে না?'

গোপী উত্তর করল, 'হে প্রিয় ভ্রমর, পদ্মের পতি হলেন সূর্য, ভ্রমর নয়, তা হলে কেন তুমি আমার মধুকে তোমার বলে দাবি করছ?'

'প্রিয় পদ্মিনি, তোমাদের স্বভাবই হচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের মধু তোমাদের পতি সূর্যকে প্রদান না করে, বরং তোমাদের উপপতি ভ্রমরকে তা প্রদান করে থাক।' কৃষ্ণের কথায় পরাজিত হয়ে গোপী হাসলেন আর তারপর মধু পান করার জন্য তাঁকে ওষ্ঠ প্রদান করলেন।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও কথোপকথন বর্ণনা করছেন—

"কৃষ্ণ একজন গোপীকে বললেন, "আহ্, আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি যখন এখানে দণ্ডায়মান নীপ তরুতল দিয়ে গমন করছিলে, তোমাকে এক বিষধর সাপ দংশন করেছিল। ইতিমধ্যেই এর বিষ তোমার বক্ষঃস্থলে পৌঁচেছে, কিন্তু যেহেতু তুমি একজন সম্ভ্রান্ত কুলবধূ তাই তোমাকে সারিয়ে তোলার কথা তুমি আমাকে বলতে পারছ না। তবুও আমার কৃপাময় স্বভাববশত আমি এসেছি। এখন সেই সর্পবিষকে বিফল করার জন্য আমি নিজ হাত দিয়ে তোমার দেহ মালিশ করতে করতে একটি মন্ত্র উচ্চারণ করব।'

"সেই গোপী বললেন, 'কিন্তু ওহে প্রিয় সাপের ওঝা, আমাকে কোন সর্প দংশন করেনি। যাও, যাকে সত্যিই সর্প দংশন করেছে, তেমন কোন কন্যার দেহকে মালিশ কর।'

"'এসো, হে প্রিয় সচ্চরিত্রা, তোমার কম্পিত কণ্ঠ শুনে আমি বলতে পারি যে, তুমি বিষাক্রিয়াগত জ্বর অনুভব করছ। এসব জানা সত্ত্বেও, আমি যদি তোমার যত্ন না করি, তবে এক নিরীহ নারীহত্যার জন্য অপরাধী হয়ে থাকব। তাই তোমার চিকিৎসা করা যাক।'

"এই বলে, কৃষ্ণ তাঁর আঙুলের নখগুলি সেই গোপীর বক্ষে স্থাপন করলেন।"

শ্লোক ৩

গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু
প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্তয়ঃ ।
অসাবহন্ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা
ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ ॥ ৩ ॥

গতি—তাঁর গমন; **স্মিত**—হাস্য; **প্রেক্ষণ**—অবলোকন; **ভাষণা**—আলাপ; **আদিষু**—প্রভৃতি; **প্রিয়াঃ**—কৃষ্ণপ্রিয়া গোপীগণ; **প্রিয়স্য**—তাঁদের প্রিয়তম; **প্রতিরূঢ়**—পূর্ণরূপে আবিষ্ট হয়ে; **মূর্তয়ঃ**—তাঁদের দেহে; **অসৌ**—কৃষ্ণ; **অহম্**—আমি; **তু**—প্রকৃতপক্ষে; **ইতি**—এইভাবে কথা বলে; **অবলাঃ**—অবলা নারীরা; **তৎ-আত্মিকাঃ**—কৃষ্ণাত্মিকা হয়ে; **ন্যবেদিষুঃ**—তাঁরা জ্ঞাপন করেছিলেন; **কৃষ্ণ-বিহার**—কৃষ্ণের লীলা; **বিভ্রমাঃ**—বিলাস।

অনুবাদ

যেহেতু কৃষ্ণপ্রিয়া গোপীগণ তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণের ভাবনায় মগ্ন ছিলেন, তাঁদের দেহ তাঁর গমন, হাস্য, অবলোকন, আলাপ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সমূহের অনুকরণ করছিল। কৃষ্ণাত্মিকা রূপে লীলাবিলাসশালিনী তাঁরা একে অপরকে 'আমি কৃষ্ণ' বলে জ্ঞাপন করছিলেন।

তাৎপর্য

স্বতস্ফূর্তভাবেই গোপীগণ কৃষ্ণের মতো গমন করছিলেন; তিনি যেভাবে হাসতেন তাঁরা সেভাবেই হাসছিলেন, তিনি যেভাবে স্পষ্টভাবে অবলোকন করতেন তাঁরাও সেইভাবে নিরীক্ষণ করছিলেন এবং যেভাবে কৃষ্ণ কথা বলতেন, সেইভাবেই তাঁরা কথা বলছিলেন। সহসা কৃষ্ণবিরহে গোপীরা সম্পূর্ণভাবেই কৃষ্ণের নিমগ্না হয়ে প্রেমোন্মত্ত হয়েছিলেন এবং কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের এই ঐকান্তিকতার ফলে তাঁরা পরম পূর্ণতা অর্জন করেছিলেন।

শ্লোক ৪

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা
বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্ ।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্
ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ ॥ ৪ ॥

গায়ন্ত্যঃ—গান করতে করতে; **উচ্চৈঃ**—উচ্চৈঃস্বরে; **অমুম্**—তাঁর সম্বন্ধে; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **সংহতাঃ**—একত্রে দলবদ্ধভাবে; **বিচিক্যুঃ**—তাঁরা অন্বেষণ করছিলেন; **উন্মত্তকবৎ**—উন্মত্ত রমণীদের মতো; **বনাৎ বনম্**—এক বন থেকে আরেক বনে; **পপ্রচ্ছুঃ**—তাঁরা জিজ্ঞাসা করছিলেন; **আকাশবৎ**—আকাশের ন্যায়; **অন্তরম্**—অন্তরে; **বহিঃ**—বাহিরে; **ভূতেষু**—সকল জীবের মধ্যে; **সন্তম্**—উপস্থিত; **পুরুষম্**—পরম পুরুষ; **বনস্পতীন্**—বৃক্ষদের কাছে।

অনুবাদ

উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণের গান করতে করতে সমগ্র বৃন্দাবনের অরণ্য জুড়ে দলবদ্ধ উন্মত্ত নারীদের মতো তাঁরা তাঁকে অন্বেষণ করতে লাগলেন। এমন কি তাঁরা বৃক্ষগুলির কাছেও সকল জীবের পরমাত্মাসম অন্তরে ও বাহিরে আকাশবৎ উপস্থিত তাঁর (শ্রীকৃষ্ণ) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছিলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে গোপীরা বৃন্দাবনের গাছেদের কাছেও তাঁর সম্বন্ধে প্রশ্ন করছিলেন। অবশ্য, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রকৃত বিচ্ছেদ বলে কিছু নেই, কারণ পরমাত্মা রূপে তিনি সর্ব-ব্যাপ্ত।

শ্লোক ৫

দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থ প্লক্ষ ন্যগ্রোধ নো মনঃ ।
নন্দসূনুর্গতো হৃত্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ ॥ ৫ ॥

দৃষ্টঃ—দেখেছ; **বঃ**—তোমরা; **কচ্চিৎ**—কি; **অশ্বত্থ**—হে অশ্বত্থ; **প্লক্ষ**—হে প্লক্ষ; **ন্যগ্রোধ**—হে ন্যগ্রোধ (বট বৃক্ষ); **নঃ**—আমাদের; **মনঃ**—মন; **নন্দ**—নন্দ মহারাজের; **সূনুঃ**—পুত্র; **গতঃ**—পলায়ন করেছে; **হৃত্বা**—অপহরণ করে; **প্রেম**—প্রেমময়; **হাস**—তাঁর হাস্যসহ; **অবলোকনৈঃ**—এবং দৃষ্টিপাত।

অনুবাদ

[গোপীরা বললেন—] হে অশ্বত্থ, হে প্লক্ষ, হে ন্যগ্রোধ, তোমরা কি কৃষ্ণকে দেখেছ? নন্দ মহারাজের ঐ পুত্র তাঁর প্রেমময় দৃষ্টি ও হাস্য দ্বারা আমাদের মন হরণ করে প্রস্থান করেছেন।

শ্লোক ৬

কচ্চিৎ কুরুবকাশোকনাগপুন্নাগচম্পকাঃ ।
রামানুজো মানিনীনামিতো দর্পহরস্মিতঃ ॥ ৬ ॥

কচ্চিৎ—কি; **কুরুবক-অশোক-নাগ-পুন্নাগ-চম্পকাঃ**—হে কুরুবক, অশোক, নাগ, পুন্নাগ ও চম্পক বৃক্ষগণ; **রাম**—বলরামের; **অনুজঃ**—কনিষ্ঠ ভ্রাতা; **মানিনীনাম্**—স্বভাববশত অভিমানী মহিলারা; **ইতঃ**—এদিক দিয়ে গমন করেছে; **দর্প**—অহঙ্কার; **হর**—হরণকারী; **স্মিতঃ**—হাস্য।

অনুবাদ

হে কুরুবক বৃক্ষ, হে অশোক, হে নাগ, পুন্নাগ ও চম্পক, যাঁর হাস্য সকল মানিনীগণের দর্প হরণ করে, বলরামের সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে এই পথ দিয়ে যেতে দেখেছ কি?

তাৎপর্য

যখনই গোপীগণ দেখছিলেন যে, কোন বিশেষ একটি গাছ তাঁদের উত্তর প্রদান করছে না, তখন তাঁরা অধীর হয়ে সেটি ছেড়ে অন্য একটি গাছের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করছিলেন।

শ্লোক ৭

কচ্চিৎ তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্ দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুত ॥ ৭ ॥

কচ্চিৎ—কখনও; **তুলসি**—হে তুলসী বৃক্ষ; **কল্যাণি**—হে কল্যাণপ্রদ; **গোবিন্দ**—শ্রীকৃষ্ণের; **চরণ**—পাদপদ্ম; **প্রিয়ে**—অত্যন্ত প্রিয়; **সহ**—সহ; **ত্বা**—আপনার; **অলি**—ভ্রমর; **কুলৈঃ**—ঝাঁক; **বিভ্রৎ**—ধারণ করে; **দৃষ্টঃ**—দেখেছ; **তে**—তোমার; **অতি-প্রিয়ঃ**—অত্যন্ত প্রিয়; **অচ্যুতঃ**—ভগবান শ্রীঅচ্যুত।

অনুবাদ

হে পরম কল্যাণপ্রদ, গোবিন্দের চরণকমলের অত্যন্ত প্রিয় তুলসী, তোমাকে গলায় ধারণ করে ভ্রমরের দলের সঙ্গে তুমি কি অচ্যুতকে যেতে দেখেছ?

তাৎপর্য

আচার্যগণ বর্ণনা করছেন যে, *চরণ* শব্দটি শ্রদ্ধার্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন বলা হয় *এবং বদন্তি আচার্য-চরণাঃ।* শ্রীগোবিন্দের গলায় মালার চতুর্দিকে ভ্রমরেরা গুঞ্জন করছিল, তার কারণ—তাঁকে নিবেদিত তুলসী মঞ্জরীর গন্ধে তারা আকৃষ্ট হয়েছিল। গোপীরা মনে করেছিলেন যে, বৃক্ষরা যেহেতু পুরুষ, তাই তারা কেউই উত্তর দিচ্ছে না, কিন্তু তুলসী স্ত্রী হওয়াতে তাঁদের অবস্থার প্রতি নিশ্চয়ই সহানুভূতি সম্পন্ন হবেন।

শ্লোক ৮

মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতিযূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥ ৮ ॥

মালতি—হে মালতী বৃক্ষ; **অদর্শি**—দেখেছ; **বঃ**—তোমরা; **কচ্চিৎ**—কখনও; **মল্লিকে**—হে মল্লিকা; **জাতি**—হে জাতি; **যূথিকে**—হে যূথিকা; **প্রীতিম্**—আনন্দ; **বঃ**—তোমাদের; **জনয়ন্**—উৎপাদনকারী; **যাতঃ**—গমন করতে; **কর**—তাঁর হাতের; **স্পর্শেন**—স্পর্শের দ্বারা; **মাধবঃ**—কৃষ্ণ, মূর্তিমান বসন্ত ঋতু।

অনুবাদ

হে মালতী, হে মল্লিকা, হে জাতি আর যূথিকা, তাঁর কর-স্পর্শ দিয়ে তোমাদের আনন্দ দিতে দিতে মাধব কি এই পথ দিয়ে গিয়েছে?

তাৎপর্য

স্বয়ং তুলসীও যখন কোন উত্তর দিল না, তখন গোপীগণ জুঁই ফুলগুলির কাছে গেলেন। গোপীরা দেখলেন যে, জুঁইলতা বিনীতভাবে অবনত হয়ে আছে আর তাই গোপীরা ভাবলেন এই গাছেরা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছে, তাই তারা তাদের আনন্দ বিনীতভাবে প্রদর্শন করছে।

শ্লোক ৯

চূতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদার-
জম্ব্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥ ৯ ॥

চূত—হে আম্রলতা; **প্রিয়াল**—হে প্রিয়াল (শাল) বৃক্ষ; **পনস**—হে কাঁঠাল বৃক্ষ; **আসন**—হে আসন (হলুদ শাল) বৃক্ষ; **কোবিদার**—হে কোবিদার বৃক্ষ; **জম্বু**—হে জম্বু বৃক্ষ; **অর্ক**—হে অর্ক বৃক্ষ; **বিল্ব**—হে বেল বৃক্ষ; **বকুল**—হে বকুল বৃক্ষ; **আম্র**—হে আম্র বৃক্ষ; **কদম্ব**—হে কদম্ব বৃক্ষ; **নীপাঃ**—হে নীপ (কদম্ব) বৃক্ষ; **যে**—যারা; **অন্যে**—অন্যান্যরা; **পর**—অন্যের; **অর্থ**—জন্য; **ভবকাঃ**—জীবন ধারণ করে; **যমুনা-উপকূলাঃ**—যমুনার উপকূলে; **শংসন্তু**—অনুগ্রহ করে বল; **কৃষ্ণ-পদবীম্**—কৃষ্ণ কোন্ পথে গিয়েছেন; **রহিত**—যিনি বঞ্চিত করেছেন; **আত্মনাম্**—আমাদের মনকে; **নঃ**—আমাদেরকে।

অনুবাদ

হে চূত, হে প্রিয়াল, হে পনস, আসন ও কোবিদার, হে জম্বু, হে অর্ক, হে বিল্ব, বকুল ও আম্র, হে কদম্ব ও নীপ এবং যমুনার উপকূলবাসী পরার্থে জীবন ধারণকারী অন্যান্য বৃক্ষগণ, আমরা গোপীরা আমাদের হৃদয় হারিয়েছি, তাই দয়া করে আমাদের বল, কৃষ্ণ কোথায় গিয়েছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী বর্ণনা করছেন যে, *চূত* হচ্ছে এক প্রকার লতা জাতীয় আম গাছ এবং আম্র হচ্ছে আম বৃক্ষ। তিনি আরও বিশ্লেষণ করছেন যে, বৃহৎ ফুল যুক্ত *নীপ* যদিও খুব একটা পরিচিত বৃক্ষ নয় এবং বাস্তবে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, গোপীরা কৃষ্ণ অন্বেষণে দুঃসাহসী হয়ে উঠে অতিনগণ্য *অর্ক* তরুর কাছেও গিয়েছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বৃন্দাবনের গাছগুলি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্য প্রদান করেছেন—"*নীপ* হচ্ছে *'ধূলিকদম্ব'* এবং এর ফুলগুলি বেশ বড় হয়। প্রকৃত *কদম্বের* ফুলগুলি ছোট হয় এবং তা মনোরম সুবাসযুক্ত। *কোবিদার* এক ধরনের কাঞ্চনার জাতীয় পার্বত্য বৃক্ষ। এমন কি *অর্ক* (আকন্দ) বৃক্ষ যদিও সামান্য, তা সকল সময়েই শ্রীগোপেশ্বরের (বৃন্দাবনের বনে শিব বিগ্রহ) নিকটে জন্মে, কারণ এটি তাঁর কাছে প্রিয়।"

শ্লোক ১০

কিং তে কৃতং ক্ষিতি তপো বত কেশবাঙ্ঘ্রি-
স্পর্শোৎসবোৎপুলকিতাঙ্গরুহৈর্বিভাসি ।
অপ্যঙ্ঘ্রিসম্ভব উরুক্রমবিক্রমাদ্বা
আহো বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন ॥ ১০ ॥

কিম্—কি; **তে**—তুমি; **কৃতম্**—করেছিলে; **ক্ষিতি**—হে পৃথিবী; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **বত**—বস্তুতঃ; **কেশব**—শ্রীকৃষ্ণের; **অঙ্ঘ্রি**—পাদপদ্মের; **স্পর্শ**—স্পর্শিত হবার; **উৎসব**—পরমানন্দজনিত; **উৎপুলকিত**—পুলকিত; **অঙ্গ-রুহৈঃ**—তোমার দেহের রোমরাজি দ্বারা (ভূপৃষ্ঠের তৃণ তরুর নবঅঙ্কুরাদি); **বিভাসি**—তুমি শোভা লাভ করেছ; **অপি**—সম্ভবত; **অঙ্ঘ্রি**—পাদপদ্মের দ্বারা (এখন কৃষ্ণের ভূপৃষ্ঠে উপস্থিতির ফলে); **সম্ভবঃ**—উৎপন্ন; **উরুক্রম**—ভগবান বামনদেবের; শ্রীকৃষ্ণের বামন অবতার, যিনি তিনটি শক্তিশালী পদক্ষেপে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আবৃত করেছিলেন; **বিক্রমাৎ**—পদক্ষেপের জন্য; **বা**—বা; **আহ উ**—অথবা সম্ভবত; **বরাহ**—শ্রীকৃষ্ণের বরাহ অবতারে; **বপুষঃ**—দেহ দ্বারা; **পরিরম্ভণেন**—আলিঙ্গনের ফলে।

অনুবাদ

হে পৃথ্বী মাতা, ভগবান কেশবের পাদপদ্মের স্পর্শ লাভ করার জন্য তুমি কোন তপশ্চর্যা করেছিলে যা পরমানন্দ আনয়ন করে তোমার রোমরাজি দ্বারা শরীরকে পুলকিত করে শোভা প্রাপ্ত করেছে? তুমি কি ভগবানের বর্তমান আবির্ভাবেই

এই আনন্দ ভাব লব্ধ হয়েছ না কি আরো পূর্বে যখন তিনি বামনদেবরূপে তোমাতে পাদস্পর্শ করেছিলেন, কিম্বা তারও পূর্বে, যখন তিনি বরাহ অবতাররূপে তোমাকে আলিঙ্গন করেছিলেন, তখন?

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর গোপীদের ভাবনাগুলি এইভাবে বর্ণনা করছেন— "সম্ভবত বৃক্ষ-তরুরাজি [পূর্বের শ্লোকগুলিতে উল্লেখিত] আমাদের প্রশ্ন শুনতে পারেনি কারণ তারা শ্রীবিষ্ণুর ধ্যানে মগ্ন হয়ে সমাধিস্থ ছিল। অথবা সম্ভবত এই পবিত্র ভূমিতে বাস করেও তারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর, তাই কৃষ্ণ কোথায় গিয়েছে তা আমাদের বলবে না। যাই হোক, অনাবশ্যকভাবে পবিত্র ভূমির অধিবাসীগণের সমালোচনা করে কি হবে? কৃষ্ণ কোথায় গিয়েছে, তারা সত্যিই তা জানে কিনা, সেটা আমরা বলতে পারি না। তাই চল, অন্য কারও খোঁজ করা যাক, যে সত্যিই জানে কৃষ্ণ কোথায় আছে।' এইভাবে গোপীরা সিদ্ধান্তে এলেন যে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীরই কোথাও না কোথাও রয়েছেন, অতএব পৃথিবী স্বয়ং অবশ্যই তাঁর অবস্থান সম্বন্ধে অবগত।

"তারপর গোপীরা ভাবলেন, 'যেহেতু কৃষ্ণ সকল সময়ে পৃথিবীতেই বিচরণ করেন, তার ফলে সে কখনই কৃষ্ণ হতে বিচ্ছিন্না নয়, তাই তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর পিতা-মাতা, সখী ও সেবকগণ যে কতখানি সন্তপ্ত, তা সে (পৃথিবী) হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। চল, তাঁকে আমরা জিজ্ঞাসা করি—অনবরত ভগবান কেশবের পাদপদ্ম-স্পর্শের পরম সৌভাগ্য লাভের জন্য সে কোন তপস্যা করেছিল।"

শ্লোক ১১

অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈস্
তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥ ৪৪ ॥

অপি—যদিও; এণ-পত্নি—হে হরিণীগণ; উপগতঃ—উপস্থিত হয়েছিলেন; প্রিয়য়া—তাঁর প্রিয়ার সঙ্গে একত্রে; ইহ—এখানে; গাত্রৈঃ—তাঁর দেহের অঙ্গ দ্বারা; তন্বন—উৎপাদন করে; দৃশাম্—নয়নদ্বয়ের; সখি—হে সখী; সু-নির্বৃতিম্—অত্যন্ত আনন্দ; অচ্যুতঃ—অচ্যুত ভগবান কৃষ্ণ; বঃ—তোমাদের; কান্তা—তাঁর সখীর; অঙ্গ-সঙ্গ—দৈহিক সংস্পর্শ বশতঃ; কুচ—বক্ষের; কুঙ্কুম—কুঙ্কুম; রঞ্জিতায়াঃ—রঞ্জিত; কুন্দ—কুন্দ ফুলের; স্রজঃ—মালা; কুল—দলের (গোপীগণের); পতেঃ—পতি; ইহ—এখানে; বাতি—প্রবাহিত হচ্ছে; গন্ধঃ—সৌরভ।

অনুবাদ

হে সখী, হরিণী, তোমাদের নয়নের পরমানন্দ আনয়নকারী শ্রীঅচ্যুত কি তাঁর প্রিয়ার সঙ্গে এখানে রয়েছেন? কারণ, তাঁর সখীকে আলিঙ্গনের সময়ে তাঁর সখীর বক্ষের কুঙ্কুমে রঞ্জিত তাঁর কুন্দফুলের মালার সৌরভ এই পথে প্রবাহিত হচ্ছে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের নিম্নোক্ত মনোরম ভাষ্য প্রদান করছেন—

"গোপীগণ এক হরিণীকে বললেন, 'হে সখী, হরিণী, তোমার স্বচ্ছ দু'চোখের আনন্দ দেখে আমরা বলে দিতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অঙ্গ সৌন্দর্য, মুখমণ্ডল প্রভৃতি দ্বারা তোমার উৎফুল্লতা বৃদ্ধি করেছেন। তুমি কৃষ্ণ-দর্শনের আনন্দ হৃদয়ঙ্গম করতে আগ্রহী আর তাই তোমার নয়নযুগল তাঁকে অনুসরণ করছে। প্রকৃতপক্ষে, তোমার কাছে তিনি কখনই হারিয়ে যান না।'

"তারপর গোপীরা হরিণীকে ক্রমাগত তার স্বাভাবিক পথে হেঁটে যেতে দেখে উচ্চৈঃস্বরে বললেন 'ও, তুমি আমাদের বলছ যে, তুমি কৃষ্ণকে দর্শন করেছ? দেখ! দেখ! এই হরিণীটি হাঁটতে হাঁটতে কেবলই আমাদের দিকে তার মাথা ফেরাচ্ছে, যেন বলতে চাইছে, "আমি তোমাদের তাঁকে দর্শন করাব; কেবল আমাকে অনুসরণ কর এবং আমি তোমাদের কৃষ্ণ দর্শন করাব।" এই করুণাহীন বৃন্দাবনে, সেই একমাত্র করুণাময় জন।'

"গোপীরা সেই হরিণীকে অনুসরণ করতে করতে একসময় তাকে আর দেখতে না পেয়ে ক্রন্দন করে উঠলেন, 'হায়, আমরা কেন আর সেই হরিণীকে দেখতে পাচ্ছি না, যে আমাদের কৃষ্ণের কাছে যাবার পথ দেখাচ্ছিল?'

"একজন গোপী প্রস্তাব করলেন যে, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই কাছাকাছি জায়গায় কোথাও রয়েছেন আর সেই হরিণীটি তাঁর ভয়ে, তাঁর উপস্থিতি প্রকাশের সম্ভাব্য ভ্রান্তি এড়ানোর জন্য নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। এইভাবে অনুমান করতে করতে গোপীরা তাঁদের পথে সহসা প্রবাহিত বাতাসে এক সৌরভ অনুভব করলেন এবং তাঁরা বার বার পরম হর্ষের সঙ্গে বলতে লাগলেন, 'হ্যাঁ! হ্যাঁ! এই সেই গন্ধ! কৃষ্ণ ও তার সখীর অঙ্গস্পর্শে, সখীর বক্ষের কুমকুম রঞ্জিত তাঁর কুন্দ ফুলের মালাটি, আর এইসব কিছুরই সৌরভ আমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে।' এইভাবে গোপীরা কৃষ্ণের কুন্দ ফুলের মালা ও তাঁর প্রণয়ীর বক্ষের কুঙ্কুম, প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের দেহের সৌরভ আঘ্রাণ করলেন।"

শ্লোক ১২

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং
কিং বাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ১২ ॥

বাহুম্—তাঁর বাহু; **প্রিয়া**—তাঁর প্রিয়তমার; **অংসে**—স্কন্ধে; **উপধায়**—স্থাপন করে; **গৃহীত**—গ্রহণ করে; **পদ্মঃ**—একটি পদ্ম ফুল; **রাম-অনুজঃ**—কৃষ্ণ, বলরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; **তুলসিকা**—শ্রীকৃষ্ণের গলমাল্যের তুলসী মঞ্জরীর চারধারে; **অলি-কুলৈঃ**—ভ্রমরের দল দ্বারা; **মদ-অন্ধৈঃ**—সৌরভে-অন্ধ হয়ে; **অন্বীয়মানঃ**—পশ্চাৎ ধাবিত হয়ে; **ইহ**—এখানে; **বঃ**—তোমাদের; **তরবঃ**—হে তরুগণ; **প্রণামম্**—প্রণাম; **কিম্ বা**—কি; **অভিনন্দতি**—অভিনন্দিত করছেন; **চরন্**—গমন করার সময়; **প্রণয়**—প্রণয়; **অবলোকৈঃ**—তাঁর অবলোকন দ্বারা।

অনুবাদ

হে তরুগণ, আমরা দেখছি তোমরা প্রণত হয়ে রয়েছ। তুলসী মঞ্জরীর মালায় সুশোভিত এবং চারধারে গুঞ্জরিত মত্ত ভ্রমরেরা যাঁর পশ্চাদানুগামী, সেই রামানুজ যখন এখান দিয়ে গমন করলেন, তিনি কি তাঁর প্রীতিময় দৃষ্টিপাতে তোমাদের প্রণাম গ্রহণ করেছেন? তিনি নিশ্চয়ই তাঁর বাহু তাঁর প্রিয়তমার স্কন্ধে স্থাপন করে অন্য হাতে পদ্মফুল ধারণ করে রয়েছেন।

তাৎপর্য

গোপীরা দেখলেন, প্রচুর ফল ও ফুল সমন্বিত তরুরাজি অবনত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদন করছিল। গোপীরা ধরে নিলেন, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই এখনি এই পথ দিয়ে গমন করেছেন, কারণ বৃক্ষগুলি তখনও অবনত হয়ে ছিল। যেহেতু তাঁর প্রিয়তমার সঙ্গে গমন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের ছেড়ে গেছেন, তাই তাঁরা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে এইভাবে কল্পনা করছিলেন যে, তিনি নিশ্চয়ই তাঁর প্রণয়ে ক্লান্ত হয়ে প্রিয়তমার কোমল স্কন্ধে তাঁর বাম বাহুটি স্থাপন করেছিলেন। গোপীরা আরও কল্পনা করলেন যে, তাঁর প্রিয়তমার মুখমণ্ডলের সৌরভের ঘ্রাণ গ্রহণের পর সেই মুখমণ্ডলে আক্রমণে প্রয়াসী ভ্রমরদের বিতারনের জন্য কৃষ্ণ নিশ্চয়ই তাঁর ডান হাতে একটি নীল পদ্ম ধারণ করে রয়েছেন। গোপীরা কল্পনা করলেন যে, দৃশ্যটি এমনই চমৎকার হয়ে উঠেছিল যার ফলে মত্ত ভ্রমরেরা সেই প্রণয়ীযুগলকেই অনুসরণ করার জন্য তুলসীকানন ছেড়ে চলে গেছে।

শ্লোক ১৩

পৃচ্ছতেমা লতা বাহূনপ্যাশ্লিষ্টা বনস্পতেঃ ।
নূনং তৎকরজস্পৃষ্টা বিভ্রত্যুৎপুলকান্যহো ॥ ১৩ ॥

পৃচ্ছত—জিজ্ঞাসা কর; **ইমাঃ**—এই সব; **লতাঃ**—লতাগুলিকে; **বাহূন্**—বাহু (শাখা প্রশাখা); **অপি**—যদিও; **আশ্লিষ্টাঃ**—আলিঙ্গন করছে; **বনস্পতেঃ**—বৃক্ষদের; **নূনম্**—নিশ্চয়ই; **তৎ**—তাঁর, কৃষ্ণের; **কর-জ**—অঙ্গুলির নখ দিয়ে; **স্পৃষ্টাঃ**—স্পর্শ; **বিভ্রতি**—ধারণ করছে; **উৎপুলকানি**—গাত্রে রোমাঞ্চ; **অহো**—দেখ।

অনুবাদ

কৃষ্ণের বিষয়ে এই লতাগুলিকে জিজ্ঞাসা করা যাক। তারা নিজপতি এই বৃক্ষটির বাহু আলিঙ্গন করে থাকলেও, নিশ্চয়ই তারা কৃষ্ণের নখস্পর্শিতা হয়েছে, কারণ আনন্দে তাদের গায়ে রোমাঞ্চ ভাব প্রকাশ করছে।

তাৎপর্য

গোপীরা যুক্তি দিয়ে চিন্তা করলেন যে, লতাগুলি শুধুমাত্র তাদের পতিস্বরূপ একটি বৃক্ষের সাথে অঙ্গ সংস্পর্শের ফলেই পরমানন্দের লক্ষণাদি প্রকাশ করেনি। তাই গোপীরা সিদ্ধান্ত করেন যে, লতাগুলি তাদের পতির সুঠাম সুদৃঢ় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জড়িয়ে থাকলেও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন বনের মধ্য দিয়ে যান, তখন নিশ্চয়ই তাদের তিনি স্পর্শ করে গেছেন।

শ্লোক ১৪

ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ ।
লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি—এইভাবে; **উন্মত্ত**—উন্মত্ত; **বচঃ**—বচন; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **কৃষ্ণ-অন্বেষণ**—কৃষ্ণ অন্বেষণে; **কাতরাঃ**—কাতর হয়ে; **লীলাঃ**—অপ্রাকৃত লীলা; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **তাঃ তাঃ**—সেই সেই; **হি**—বস্তুত; **অনুচক্রুঃ**—তাঁরা অনুকরণ করতে লাগলেন; **তৎ-আত্মিকাঃ**—তাঁর ভাবনায় মগ্ন হয়ে।

অনুবাদ

এই সকল কথা বলার পর কৃষ্ণ অন্বেষণে কাতর গোপীগণ পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হয়ে তাঁর বিভিন্ন লীলাসমূহের অনুকরণ করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ১৫

কস্যাচিৎ পূতনায়ন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়ন্ত্য অপিবৎ স্তনম্ ।
তোকায়িত্বা রুদত্যন্যা পদাহন্ শকটায়তীম্ ॥ ১৫ ॥

কস্যাচিৎ—কোন গোপী; **পূতনায়ন্ত্যাঃ**—যে পূতনার মতো অভিনয় করছিলেন; **কৃষ্ণায়ন্তী**—অন্যজন যে কৃষ্ণের মতো অভিনয় করছিলেন; **অপিবৎ**—পান করাচ্ছিলেন; **স্তনম্**—স্তন; **তোকয়িত্বা**—শিশুর মতো অভিনয়কারী; **রুদতী**—ক্রন্দনরত; **অন্যা**—অন্য একজন; **পদা**—তাঁর পাদ দ্বারা; **অহন্**—আঘাত করলেন; **শকটায়তীম্**—অন্য একজনকে, যিনি শকটের অনুকরণ করছিলেন।

অনুবাদ

পূতনার অনুকরণে একজন গোপী, শিশু কৃষ্ণের মতো অভিনয়কারী অন্য এক গোপীকে তাঁর স্তন পান করানোর ভান করলেন। আরেকজন গোপী ক্রন্দনরত শিশু কৃষ্ণের অনুকরণে শকটাসুরের অভিনয়কারী এক গোপীকে পদাঘাত করলেন।

শ্লোক ১৬

দৈত্যায়িত্বা জহারান্যামেকো কৃষ্ণার্ভভাবনাম্ ।
রিঙ্গয়ামাস কাপ্যঙ্ঘ্রী কর্ষন্তী ঘোষনিঃস্বনৈঃ ॥ ১৬ ॥

দৈত্যায়িত্বা—এক অসুরের অনুকরণে (তৃণাবর্ত নামক); **জহার**—হরণ করলেন; **অন্যাম্**—অন্য এক গোপীকে; **একা**—একজন গোপী; **কৃষ্ণ-অর্ভ**—শিশু কৃষ্ণের; **ভাবনাম্**—ভাব গ্রহণকারী; **রিঙ্গয়াম্ আস**—হামাগুড়ি দিয়ে; **কা অপি**—তাঁদের একজন; **অঙ্ঘ্রী**—তাঁর পাদদ্বয়; **কর্ষন্তী**—আকর্ষণ করতে করতে; **ঘোষ**—কিঙ্কিণীর; **নিঃস্বনৈঃ**—ধ্বনি সহযোগে।

অনুবাদ

তৃণাবর্তের ভূমিকা গ্রহণ করে একজন গোপী শিশুকৃষ্ণের অভিনয়কারী অন্য একজনকে অপহরণ করলেন, তখন আর একজন গোপী হামাগুড়ি দিতে লাগলেন আর তাঁর পাদু'খানি আকর্ষণ করার সময় তাঁর কিঙ্কিণী ধ্বনিত হতে লাগল।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের একেবারে শিশুকালীন কার্যকলাপ থেকে শুরু করে তাঁর সমস্ত ধরনের লীলাই গোপীগণ অনুকরণ করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

কৃষ্ণরামায়িতে দ্বে তু গোপায়ন্ত্যশ্চ কাশ্চন ।
বৎসায়তীং হন্তি চান্যা তত্রৈকা তু বকায়তীম্ ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণ-রামায়িতে—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের মতো অনুকরণ করলেন; **দ্বে**—দুইগোপী; **তু**—এবং; **গোপায়ন্ত্যঃ**—তাঁদের গোপবালক সখাদের মতো অনুকরণ করলেন; **চ**—

এবং; **কাশ্চন**—কয়েকজন; **বৎসায়তীম্**—বৎসাসুরের অনুকরণকারীকে; **হন্তি**—বধ করলেন; **চ**—এবং; **অন্যা**—অন্য এক; **তত্র**—সেখানে; **একা**—এক; **তু**—অধিকন্তু; **বকায়তীম্**—আরেকজন যিনি বকাসুরের অনুকরণ করছিলেন।

অনুবাদ

গোপবালকদের ভূমিকা পালনকারী কয়েকজনের মধ্যে দু'জন গোপী রাম ও কৃষ্ণের অভিনয় করলেন। কৃষ্ণ রূপে এক গোপী বৎসাসুররূপী আরেক গোপীকে হত্যার অভিনয় করলেন এবং দু'জন গোপী বকাসুর বধের অভিনয় করলেন।

শ্লোক ১৮

আহূয় দূরগা যদ্বৎ কৃষ্ণস্তমনুবর্ততীম্ ।
বেণুং ক্বণন্তীং ক্রীড়ন্তীমন্যাঃ শংসন্তি সাধ্বিতি ॥ ১৮ ॥

আহূয়—আহ্বান করতেন; **দূর**—দূরে; **গাঃ**—গাভীদের; **যদ্বৎ**—যেভাবে; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **তম্**—তাঁর; **অনুবর্ততীম্**—অনুকরণকারী এক গোপী; **বেণুম্**—বংশী; **ক্বনন্তীম্**—বাদন; **ক্রীড়ন্তীম্**—ক্রীড়াসমূহ; **অন্যাঃ**—অন্যান্য গোপীগণ; **শংসন্তি**—প্রশংসা করলেন; **সাধু ইতি**—"সাধু!"।

অনুবাদ

দূরে বিচরণকারী গাভীদের কৃষ্ণ যেভাবে আহ্বান করেন, যেভাবে তিনি বংশীধ্বনি করেন এবং যেভাবে তিনি বিভিন্ন ক্রীড়া করেন, একজন গোপী অবিকলভাবে তা অনুকরণ করলে, অন্য গোপীগণ "সাধু! সাধু!" শব্দে তাঁকে অভিনন্দিত করলেন।

শ্লোক ১৯

কস্যাঞ্চিৎ স্বভুজং ন্যস্য চলন্ত্যাহাপরা ননু ।
কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিং ললিতামিতি তন্মনাঃ ॥ ১৯ ॥

কস্যাঞ্চিৎ—তাঁদের একজন; **স্ব-ভুজম্**—তাঁর বাহু; **ন্যস্য**—স্থাপনপূর্বক (স্কন্ধে); **চলন্তী**—ভ্রমণ করতে করতে; **আহ**—বললেন; **অপরা**—অন্য আরেক; **ননু**—বস্তুত; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **অহম্**—আমি; **পশ্যত**—দর্শন কর; **গতিম্**—আমার গমন; **ললিতাম্**—মনোহর; **ইতি**—এই সকল বাক্য দ্বারা; **তৎ**—কৃষ্ণ; **মনাঃ**—গতচিত্তা হয়ে।

অনুবাদ

আরেকজন গোপী কৃষ্ণগতচিত্তা হয়ে অন্য এক সখীর কাঁধে হাত রেখে ভ্রমণ করতে করতে ঘোষণা করলেন, "আমিই কৃষ্ণ! কত মনোহরভাবে আমি চলছি তা দেখ।"

শ্লোক ২০

মা ভৈষ্ট বাতবর্ষাভ্যাং তত্ত্রাণং বিহিতং ময়া ।
ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন যতন্ত্যুন্নিদধেঽম্বরম্ ॥ ২০ ॥

মা ভৈষ্ট—তোমরা কেউ ভয় পেও না; **বাত**—ঝড়; **বর্ষাভ্যাম্**—এবং বর্ষণ; **তৎ**—হতে; **ত্রাণম্**—তোমাদের উদ্ধারের; **বিহিতম্**—ব্যবস্থা হয়েছে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **ইতি**—এইভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **একেন**—এক; **হস্তেন**—হাতে; **যতন্তী**—যত্ন সহকারে; **উন্নিদধে**—উত্তোলন করলেন; **অম্বরম্**—তাঁর উত্তরীয়।

অনুবাদ

একজন গোপী বললেন "ঝড়বৃষ্টিতে তোমরা কেউ ভয় পেয়ো না, আমি তোমাদের রক্ষা করব।" এই বলে সেই গোপী তাঁর উত্তরীয়খানি তাঁর মাথার উপরে তুলে ধরলেন।

তাৎপর্য

এখানে একজন গোপী শ্রীকৃষ্ণের গিরি গোবর্ধন উত্তোলন লীলার অভিনয় করছেন।

শ্লোক ২১

আরুহ্যৈকা পদাক্রম্য শিরস্যাহাপরাং নৃপ ।
দুষ্টাহে গচ্ছ জাতোঽহং খলানাং ননু দণ্ডকৃৎ ॥ ২১ ॥

আরুহ্য—আরোহণ করে; **একা**—একজন গোপী; **পদা**—তাঁর চরণ দ্বারা; **আক্রম্য**—আঘাত করে; **শিরসি**—মস্তকে; **আহ**—বললেন; **অপরাম্**—অন্য আরেকজনকে; **নৃপ**—হে রাজন্ (পরীক্ষিৎ); **দুষ্ট**—দুষ্ট; **অহে**—রে নাগ; **গচ্ছ**—চলে যাও; **জাতঃ**—জন্ম গ্রহণ করেছি; **অহম্**—আমি; **খলানাম্**—ঈর্ষাযুক্ত খলেদের; **ননু**—অবশ্যই; **দণ্ড**—শাস্তি; **কৃৎ**—দাতা রূপে।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—] হে রাজন, একজন গোপী অন্য একজন গোপীর কাঁধে উঠে তাঁর চরণ অপর গোপীর মাথায় রেখে বললেন, "রে দুষ্ট নাগ, এখান থেকে চলে যাও। তোমার জানা উচিত যে, খলেদের দণ্ড দানের জন্য আমি এই জগতে জন্ম গ্রহণ করেছি।"

তাৎপর্য

এখানে গোপীরা কৃষ্ণের কালিয় দমন লীলা অভিনয় করলেন।

শ্লোক ২২

তত্রৈকোবাচ হে গোপা দাবাগ্নিং পশ্যতোল্বণম্ ।
চক্ষুংষ্যাশ্বপিদধ্বং বো বিধাস্যে ক্ষেমমঞ্জসা ॥ ২২ ॥

তত্র—সেখানে; **একা**—তাঁদের একজন; **উবাচ**—বললেন; **হে গোপাঃ**—হে গোপবালকেরা; **দাব-অগ্নিম্**—দাবানল; **পশ্যত**—দর্শন কর; **উল্বণম্**—ভয়ঙ্কর; **চক্ষুংসি**—তোমাদের নয়ন; **আশু**—শিগ্রী; **অপিদধ্বম্**—বন্ধ কর; **বঃ**—তোমাদের; **বিধাস্যে**—বিধান করব; **ক্ষেমম্**—সুরক্ষা; **অঞ্জসা**—অনায়াসে।

অনুবাদ

তখন অন্য একজন গোপী বলে উঠলেন—হে গোপবালকেরা, এই ভয়ঙ্কর দাবানলের দিকে লক্ষ্য কর! শিগ্রী তোমাদের চোখ বন্ধ কর, আমি অনায়াসে তোমাদের রক্ষা করব।

শ্লোক ২৩

বদ্ধান্যয়া স্রজা কাচিৎ তন্বী তত্র উলূখলে ।
বধ্নামি ভাণ্ডভেত্তারং হৈয়ঙ্গবমুষন্ত্বিতি ।
ভীতা সুদৃক্ পিধায়াস্যং ভেজে ভীতিবিড়ম্বনম্ ॥ ২৩ ॥

বদ্ধা—বন্ধন করে; **অন্যয়া**—অন্য এক গোপীকে; **স্রজা**—ফুলের মালা দিয়ে; **কাচিৎ**—একজন গোপী; **তন্বী**—তন্বী; **তত্র**—সেখানে; **উলূখলে**—উদুখলের সঙ্গে; **বধ্নামি**—আমি বাঁধব; **ভাণ্ড**—ভাণ্ড; **ভেত্তারম্**—ভঙ্গকারী; **হৈয়ম্-গব**—গতদিনের দুধ হতে সঞ্চিত মাখন; **মুষম্**—চোরকে; **তু**—অবশ্যই; **ইতি**—এইভাবে বলে; **ভীতা**—ভীতা; **সু-দৃক**—সুন্দর নয়নদুটি; **পিধায়**—আচ্ছাদিত করলেন; **আস্যম্**—তাঁর মুখ; **ভেজে**—ভাবের; **ভীতি**—ভীতির; **বিড়ম্বনম্**—ভান করলেন।

অনুবাদ

একজন গোপী তাঁর এক তন্বী সঙ্গীকে ফুলমালা দিয়ে বন্ধন করে বললেন—"এখন আমি এই ভাণ্ডভঙ্গকারী মাখন-চোর বালকটিকে বাঁধব।" দ্বিতীয় গোপী তখন ভীত হবার ভান করে তাঁর সুন্দর নয়নদুটি ও মুখ আচ্ছাদিত করলেন।

শ্লোক ২৪

এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবনলতাস্তরূন্ ।
ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ ॥ ২৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ সম্বন্ধে; **পৃচ্ছমানাঃ**—প্রশ্ন করছিলেন, **বৃন্দাবন**—বৃন্দাবনের অরণ্যে; **লতাঃ**—লতা; **তরূন্**—বৃক্ষসমূহ; **ব্যচক্ষত**—তাঁরা দেখলেন; **বন**—বনের; **উদ্দেশে**—এক জায়গায়; **পদানি**—পদচিহ্ন; **পরম-আত্মনঃ**—পরমাত্মার।

অনুবাদ

এইভাবে গোপীরা যখন কৃষ্ণলীলা অনুকরণ করছিলেন এবং পরমাত্মা কৃষ্ণ কোথায় থাকতে পারেন বলে বৃন্দাবনের বৃক্ষলতাদের প্রশ্ন করছিলেন, তখন দৈবাৎ তাঁরা বনের একটি কোণে তাঁর পদচিহ্ন লক্ষ্য করলেন।

শ্লোক ২৫

পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসূনোর্মহাত্মনঃ ।
লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাম্ভোজবজ্রাঙ্কুশযবাদিভিঃ ॥ ২৫ ॥

পদানি—পদচিহ্ন গুলি; **ব্যক্তম্**—পরিষ্কারভাবে; **এতানি**—এই সকল; **নন্দ-সূনোঃ**—নন্দ মহারাজের পুত্রের; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মা; **লক্ষ্যন্তে**—নিরূপণ করে; **হি**—অবশ্যই; **ধ্বজ**—পতাকা; **অম্ভোজ**—পদ্ম; **বজ্র**—বজ্র; **অঙ্কুশ**—অঙ্কুশ; **যব-আদিভিঃ**—যব প্রভৃতি।

অনুবাদ

[গোপীরা বললেন—] **এই সকল পদচিহ্নে ধ্বজ, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যব প্রভৃতি চিহ্নগুলি পরিষ্কারভাবে নির্ণয় করছে যে, সেগুলি সেই মহাত্মা, নন্দ-মহারাজের পুত্রেরই পদচিহ্ন।**

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মের প্রতীকী চিহ্নগুলির বিষয়ে শাস্ত্রীয় তথ্যাদি প্রদান করছেন—

"*স্কন্দ-পুরাণ* থেকে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে কৃষ্ণের পাদপদ্মের কোথায় কোন্ চিহ্ন, যেমন পতাকা ও অন্যান্য চিহ্নাদি বহন করেন এবং এই সমস্ত চিহ্নের কারণ কি, তা বর্ণনা করা হয়েছে—

দক্ষিণস্য পদাঙ্গুষ্ঠ মূলে চক্রং বিভর্ত্ত্যজঃ ।
তত্র ভক্তজনস্যারি-ষড়বর্গচ্ছেদনায় সঃ ॥

'তাঁর দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলে অজ ভগবান চক্র-চিহ্ন বহন করেন, যা তাঁর ভক্তবৃন্দের ষড়বর্গ (ছয়টি মানসিক শত্রু) ছেদন করে।'

মধ্যমাঙ্গুলিমূলে চ ধত্তে কমলমচ্যুতঃ ।
ধ্যাতৃচিত্তদ্বিরেফাণাং লোভনায়াতিশোভনাম্ ॥

'শ্রীঅচ্যুতের সেই একই পদের মধ্যমা অঙ্গুলির উপরিভাগে একটি পদ্মফুল রয়েছে, যা তাঁর পাদপদ্ম ধ্যানকারী ভ্রমরতুল্য ভক্তের মনে তাঁকে পাওয়ার লোভ বর্ধিত করে।'

কনিষ্ঠা-মূলতো বজ্রং ভক্তপাপাদ্রিভেদনম্ ।
পার্ষ্ণিমধ্যেহঙ্কুশং ভক্ত চিত্তেভবশকারিণম্ ॥

'তাঁর কনিষ্ঠা অঙ্গুলির মূলে বজ্র রয়েছে যা তাঁর ভক্তের পর্বতপ্রমাণ অতীত পাপরাশিকে চূর্ণ করে এবং তাঁর গোড়ালির মধ্যভাগে অঙ্কুশ চিহ্ন রয়েছে যা তাঁর ভক্তের হস্তীতুল্য মনকে নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করে।'

ভোগসম্পন্ময়ং ধত্তে যবমঙ্গুষ্ঠপর্বণি ।

'তাঁর ডান চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সন্ধিপ্রদেশ যব চিহ্ন ধারণ করছে, যা সকল ধরনের ভোগ ঐশ্বর্যের প্রতীক'।

"*স্কন্দ পুরাণে* আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে,

বজ্রং বৈ দক্ষিণে পার্শ্বে অঙ্কুশো বৈ তদগ্রত ইতি ।

'তাঁর ডান চরণের ডান দিকে একটি বজ্র চিহ্ন পাওয়া যায় এবং তার ঠিক নিচেই রয়েছে অঙ্কুশ চিহ্ন।'

"বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্যগণ ব্যাখ্যা করছেন যে, যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, আমাদের জানা উচিত যে, বজ্র চিহ্নটি তাঁর কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মূলে এবং ঐ বজ্রের নিচেই অঙ্কুশ চিহ্ন রয়েছে। নারায়ণ ও অন্যান্য বিষ্ণু-তত্ত্ব প্রকাশেই গোড়ালিতে অঙ্কুশ চিহ্ন থাকে।

"এইভাবে স্কন্দ *পুরাণে* কৃষ্ণের দক্ষিণ চরণের ছয়টি চিহ্ন বর্ণনা করা হয়েছে—চক্র, ধ্বজা, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ ও যব। *বৈষ্ণব-তোষণী* গ্রন্থে আরও অনেক চিহ্নের উল্লেখ করা হয়েছে—তাঁর চরণের মধ্যভাগ হতে শুরু করে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও দ্বিতীয় আঙুলের মধ্যবর্তী সংযোগস্থল বরাবর একটি উর্দ্ধরেখা রয়েছে; চক্রের নিচে একটি ছত্র চিহ্ন; তাঁর চরণের মধ্যভাগের মূলে চারটি কোণে চারটি স্বস্তিক চিহ্ন অবস্থান করছে; প্রতিটি কোণের চারটি স্বস্তিক চারটি জম্বুফলের সঙ্গে মিলিত হয়েছে; স্বস্তিকের মাঝখানে অষ্টভুজ চিহ্ন রয়েছে। এইসব মিলিয়ে কৃষ্ণের দক্ষিণ চরণে এগারটি চিহ্ন রয়েছে।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কৃষ্ণের বাম চরণের চিহ্নসমূহের বর্ণনা এইভাবে করছেন—"বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলে অঙ্গুষ্ঠমুখী একটি শঙ্খ। মধ্যমা অঙ্গুষ্ঠের মূলে অন্তর ও বাহ্য আকাশের প্রতীক স্বরূপ দুটি এককেন্দ্রিক বৃত্ত। এই চিহ্নটির নীচে কামদেবের জ্যাবিহীন ধনুক চিহ্ন; ধনুকটির মূলে একটি ত্রিকোণ চিহ্ন এবং ত্রিকোণ চিহ্নটিকে পরিবৃত করে আছে চারটি কলস। ত্রিকোণের ঠিক নিচে অতিরিক্ত দুটি ত্রিকোণসহ অর্ধ-চন্দ্র, যা ত্রিকোণকে স্পর্শ করে আছে এবং অর্ধ-চন্দ্রের নিচে মৎস্যচিহ্ন।

"সব মিলিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মতলে উনিশটি বিশেষ চিহ্ন রয়েছে।"

শ্লোক ২৬

তৈস্তৈঃ পদৈস্তৎপদবীমন্বিচ্ছন্ত্যোঽগ্রতোঽবলাঃ ।
বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্তাঃ সমব্রুবন্ ॥ ২৬ ॥

তৈঃ তৈঃ—সেই সব; **পদৈঃ**—পদচিহ্নগুলি; **তৎ**—তাঁর; **পদবীম্**—পথ; **অন্বিচ্ছন্ত্যঃ**—অন্বেষণ করতে করতে; **অগ্রতঃ**—অগ্রসর হয়ে; **অবলাঃ**—অবলা বালিকারা; **বধ্বাঃ**—তাঁর বিশেষ প্রিয়তমার; **পদৈঃ**—পদচিহ্ন গুলি নিয়ে; **সু-পৃক্তানি**—সংমিশ্রিত; **বিলোক্য**—লক্ষ্য করে; **আর্তাঃ**—পীড়িতা হয়ে; **সমব্রুবন্**—তাঁরা বললেন।

অনুবাদ

তাঁর পদচিহ্নের প্রদর্শিত পথে গোপীরা কৃষ্ণের পথ অনুসরণ করতে লাগলেন, কিন্তু যখন দেখলেন সেই পদচিহ্ন তাঁর অন্যতম প্রিয়তমার পদচিহ্নের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছে, তখন তাঁরা আকুল হয়ে এইভাবে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ২৭

কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা ।
অংসন্যস্তপ্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা ॥ ২৭ ॥

কস্যাঃ—কোন এক গোপীর; **পদানি**—পদচিহ্ন; **চ**—ও; **এতানি**—এই সমস্ত; **যাতায়াঃ**—যে গমন করেছিল; **নন্দ-সূনুনা**—নন্দ মহারাজের পুত্রের সঙ্গে; **অংশ**—যার স্কন্ধোপরে; **ন্যস্ত**—স্থাপন করে; **প্রকোষ্ঠায়াঃ**—তাঁর বাহু; **করেণোঃ**—হস্তিনী; **করিণা**—হস্তীর সঙ্গে; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

[গোপীরা বললেন—] এখানে আমরা কোন গোপীর পদচিহ্ন দেখছি, যে নিশ্চয়ই নন্দ-মহারাজের পুত্রের সঙ্গে গমন করেছে। ঠিক যেমন কোন হস্তী তার সঙ্গী

হস্তিনীর কাঁধের উপরে তার শুঁড় স্থাপন করে, কৃষ্ণও নিশ্চয়ই তাঁর বাহু তাঁর স্কন্ধে স্থাপন করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।
যন্ নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ২৮ ॥

অনয়া—তাঁর দ্বারা; **আরাধিতঃ**—পূর্ণভাবে আরাধিত; **নূনম্**—অবশ্যই; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **যৎ**—যে কারণে; **নঃ**—আমাদের; **বিহায়**—পরিত্যাগ করে; **গোবিন্দঃ**—ভগবান গোবিন্দ; **প্রীতঃ**—প্রীত; **যাম্**—যাঁকে; **অনয়ৎ**—নিয়ে গিয়েছেন; **রহঃ**—নির্জন স্থানে।

অনুবাদ

এই বিশেষ গোপী নিশ্চয়ই যথার্থভাবে সর্বশক্তিমান ভগবান গোবিন্দের আরাধনা করেছিলেন, তাই তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রীত হয়ে তিনি অবশিষ্ট আমাদের পরিত্যাগ করে তাঁকে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়েছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, *আরাধিতঃ* শব্দটি শ্রীমতী রাধারাণীর সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ভাষ্য প্রদান করছেন, "মুনিবর শুকদেব গোস্বামী রাধারাণীর নাম গোপন রাখতে সকল প্রয়াস করেছেন। কিন্তু এখন আপনা থেকেই তাঁর মুখচন্দ্র হতে তা দীপ্তিমান হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপাতেই তিনি তাঁর নাম এইভাবে প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর পরম সৌভাগ্য ঘোষণা করার জন্য *আরাধিতঃ* শব্দটি দুন্দুভির মতো নিনাদিত হচ্ছে।"

যদিও গোপীরা যেন শ্রীমতী রাধারাণীর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে কথা বলেছেন কিন্তু তিনিই শ্রীকৃষ্ণের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন তা লক্ষ্য করে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে উল্লসিত হয়েছিলেন।

শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি* গ্রন্থে শ্রীমতী রাধারাণীর পদচিহ্নের যে বিশদ বিবরণ প্রদান করেছেন, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তা উদ্ধৃত করেছেন—"শ্রীমতী রাধারাণীর বাম চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলে একটি যব চিহ্ন রয়েছে, সেই চিহ্নের নিচে এক চক্র, সেই চক্রের নিচে একটি ছত্র, এবং ছত্রের নিচে একটি বলয় চিহ্ন রয়েছে। তাঁর চরণের মধ্যভাগ থেকে একটি ঊর্ধ্বরেখা তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর সন্ধি স্থল পর্যন্ত গিয়েছে। মধ্যমা অঙ্গুলির মূলে একটি পদ্ম, তার নিচে পতাকাসহ ধ্বজ চিহ্ন এবং ধ্বজের নিম্নে পুষ্পবল্লী। তাঁর কনিষ্ঠাঙ্গুলির

মূলে অঙ্কুশ চিহ্ন এবং গোড়ালিতে অর্ধ-চন্দ্র। এইভাবে তাঁর বাম চরণে এগারটি চিহ্ন রয়েছে।

"তাঁর দক্ষিণ চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠমূলে একটি শঙ্খ এবং তার নিচে একটি গদা। কনিষ্ঠা অঙ্গুলির মূলে বেদী এবং তার নীচে একটি কুণ্ডল এবং সেই কুণ্ডলের নিচে একটি গদা। এছাড়া তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলির নিচে পর্বত চিহ্ন এবং পর্বতের নিচে রথ চিহ্ন রয়েছে, আর গোড়ালিতে মৎস্য চিহ্ন রয়েছে।

"এইভাবে শ্রীমতী রাধারাণীর চরণ-কমলতলে মোট ঊনিশটি চিহ্ন রয়েছে।"

শ্লোক ২৯

ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ ।
যান্ ব্রহ্মেশৌ রমা দেবী দধুর্মূর্ধ্ন্যঘনুত্তয়ে ॥ ২৯ ॥

ধন্যাঃ—পবিত্র; **অহো**—আহা; **অমী**—এই সকল; **আল্যঃ**—হে গোপীগণ; **গোবিন্দ**—গোবিন্দের; **অঙ্ঘ্রি-অব্জ**—পাদপদ্মের; **রেণবঃ**—রেণু; **যান্**—যা; **ব্রহ্মা**—শ্রীব্রহ্মা; **ঈশৌ**—শিব; **রমা দেবী**—লক্ষ্মী দেবী; **দধুঃ**—ধারণ করেন; **মূর্ধ্নি**—তাঁদের মস্তকে; **অঘ**—তাঁদের পাপের; **নত্তয়ে**—বিনাশের জন্য।

অনুবাদ

হে গোপীগণ! গোবিন্দের পাদপদ্মরেণু এতই পবিত্র যে, ব্রহ্মা, শিব ও রমা দেবীও পাপনাশের জন্য সেই রেণু তাঁদের মস্তকে ধারণ করেন।

তাৎপর্য

শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত করে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, প্রতিদিন অপরাহ্নে গোচারণভূমি থেকে তাঁর গোপবালকসখা সহ শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাবর্তন করলে, ব্রহ্মা ও শিবের মতো প্রধান দেবতাগণ তাঁর চরণধূলি গ্রহণের জন্য স্বর্গ থেকে নেমে আসেন।

রমা দেবী (বিষ্ণু পত্নী), শিব ও ব্রহ্মার মতো মহাপুরুষেরা কখনই পাপী ছিলেন না। কিন্তু শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার ভাবাবেগে তাঁরা নিজেদের পতিত ও অপবিত্র অনুভব করতেন। তাই, নিজেদের শুদ্ধতার আকাঙ্ক্ষায় তাঁরা আনন্দের সঙ্গে ভগবানের পাদপদ্মের ধূলিকণা গ্রহণ করে তাঁদের মাথায় ধারণ করেন।

শ্লোক ৩০

তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ ।
যৈকাপহৃত্য গোপীনাং রহো ভুঙ্ক্তেঽচ্যুতাধরম্ ॥

ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্যা নূনং তৃণাঙ্কুরৈঃ ।
খিদ্যৎসুজাতাঙ্ঘ্রিতলামুন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ ॥ ৩০ ॥

তস্যাঃ—তাঁর; অমূনি—এইসকল; নঃ—আমাদের; ক্ষোভম্—ক্ষোভ; কুর্বন্তি—উৎপন্ন করছে; উচ্চৈঃ—অতিশয়; পদানি—পদচিহ্নসমূহ; যৎ—যেহেতু; যা—যে; একা—একাকী; অপহৃত্য—অপহরণ করে নিয়ে; গোপীনাম্—সমস্ত গোপীদের; রহঃ—নির্জনে; ভুঙ্ক্তে—পান করছে; অচ্যুত—কৃষ্ণের; অধরম্—অধরসুধা; ন লক্ষ্যন্তে—দেখতে না পেয়ে; পদানি—পদচিহ্ন; অত্র—এখানে; তস্যাঃ—তাঁর; নূনম্—নিশ্চয়ই; তৃণ—তৃণ; অঙ্কুরৈঃ—অঙ্কুর; খিদ্যৎ—ব্যথিত হওয়ায়; সুজাত—সুকোমল; অঙ্ঘ্রি—পদদ্বয়ের; তলাম্—তল; উন্নিন্যে—তিনি স্কন্ধে ধারণ করেছিলেন; প্রেয়সীম্—তাঁর প্রিয়তমাকে; প্রিয়ঃ—প্রিয়তম কৃষ্ণ।

অনুবাদ

সেই বিশেষ গোপীর পদচিহ্নগুলি আমাদের অতিশয় ক্ষুব্ধ করছে। সমস্ত গোপীদের মধ্যে সে একা নির্জনে অপহৃত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের অধর সুধা পান করছে। দেখ, এখানে আমরা আর তার পদচিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না! নিশ্চয়ই তৃণাঙ্কুর তার সুকোমল পদতল ব্যথিত করছিল, তাই তার প্রিয়তম তাঁর প্রেয়সীকে স্কন্ধে ধারণ করেন।

শ্লোক ৩১

ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতো বধূম্ ।
গোপ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ ।
অত্রাবরোপিতা কান্তা পুষ্পহেতোর্মহাত্মনা ॥ ৩১ ॥

ইমানি—এই সকল; অধিক—অধিক; মগ্নানি—গভীর হয়েছে; পদানি—পদচিহ্ন গুলি; বহতঃ—বহন; বধূম্—তাঁর প্রেয়সীর; গোপ্যঃ—হে গোপীগণ; পশ্যত—এই দেখ; কৃষ্ণস্য—কৃষ্ণের; ভার—ভারে; আক্রান্তস্য—কষ্টকর; কামিনঃ—কামী; অত্র—এই স্থানে; অবরোপিতা—নামিয়ে ছিলেন; কান্তা—প্রেয়সী; পুষ্প—পুষ্প (চয়নের); হেতোঃ—জন্য; মহা-আত্মনা—মহাত্মা।

অনুবাদ

হে গোপীগণ, লক্ষ্য কর, তাঁর প্রিয়তমার ভার বহন নিশ্চয়ই তাঁর কাছে কষ্টকর হয়েছিল আর তাই এই স্থানে কামপীড়িত কৃষ্ণের পদচিহ্নগুলি ভূমিতে কতখানি গভীর হয়েছে। আর এখানে, পুষ্পচয়নের জন্য সেই মহাত্মা চতুর বালকটি নিশ্চয়ই তাঁর প্রেয়সীকে নামিয়ে ছিলেন।

তাৎপর্য

বধুম্ শব্দটি নির্দেশ করছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যদিও প্রথামতো রাধারাণীকে বিবাহ করেননি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৃন্দাবনের বনে তিনি তাকে তাঁর বধূরূপে গ্রহণ করেছেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, গোপীগণের *কামিনঃ* শব্দটির ব্যবহার এখানে এই ভাবনা ইঙ্গিত করছে যে, "আসলে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসি, কিন্তু তবুও তিনি আমাদের পরিত্যাগ করেছেন। সুতরাং রাধারাণীর সঙ্গে তাঁর এই ব্যক্তিগত আচরণ প্রমাণ করছে যে, ব্রজের এই যুবরাজ কামবশে তাঁকে নিয়ে চলে গিয়েছে। যদি সে প্রেমে আগ্রহী হত, তা হলে ঐ গোপকন্যা রাধারাণীর পরিবর্তে সে আমাদের গ্রহণ করত।"

এইসকল চিন্তা শ্রীমতী রাধারাণীর প্রতিদ্বন্দ্বী যে গোপীরা, তাঁদের বিরোধী মনোভাব প্রকাশিত করছে। গোপীগণের যারা তাঁর মিত্র, তারা অবশ্যই তার সৌভাগ্য দর্শন করে আনন্দিত হয়েছিলেন। অবশ্য, যে গোপীরা তাঁর একান্ত সহচরী ছিলেন, তাঁর সৌভাগ্যে তাঁরা উল্লসিতই হন।

শ্লোক ৩২

অত্র প্রসূনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ ।
প্রপদাক্রমণে এতে পশ্যতাসকলে পদে ॥ ৩২ ॥

অত্র—এখানে; **প্রসূন**—পুষ্প; **অবচয়ঃ**—চয়ন; **প্রিয়ার্থে**—তাঁর প্রিয়তমার জন্য; **প্রেয়সা**—প্রিয়তম কৃষ্ণ; **কৃতঃ**—করেছেন; **প্রপদ**—তাঁর পদাগ্রভাগ; **আক্রমণে**—চাপ দিয়ে; **এতে**—এই সকল; **পশ্যত**—দেখ; **অসকলে**—অসম্পূর্ণ; **পদে**—পদচিহ্নযুগল।

অনুবাদ

দেখ, প্রিয়তম কৃষ্ণ এই স্থানে কিভাবে তাঁর প্রিয়তমার জন্য পুষ্পচয়ন করেছেন। এখানে তিনি কেবলমাত্র তাঁর পদদ্বয়ের সম্মুখভাগের চিহ্ন রেখে গেছেন, কারণ ফুলের নাগাল পাবার জন্য তিনি তাঁর পায়ের আঙ্গুলের উপরে দাঁড়িয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৩

কেশপ্রসাধনং ত্বত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতম্ ।
তানি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবম্ ॥ ৩৩ ॥

কেশ—চুলের; **প্রসাধনম্**—প্রসাধন; **তু**—অধিকন্তু; **অত্র**—এখানে; **কামিন্যাঃ**—কামিনীর; **কামিনা**—কামী কৃষ্ণ; **কৃতম্**—করেছেন; **তানি**—সেইসব (পুষ্প) দ্বারা;

চূড়য়তা—তিনি চূড়া নির্মাণ করেছিলেন; **কান্তাম্**—তাঁর প্রেয়সীর জন্য; **উপবিষ্টম্**—উপবেশন করে; **ইহ**—এখানে; **ধ্রুবম্**—নিশ্চয়ই।

অনুবাদ

কৃষ্ণ নিশ্চয়ই এইখানে তাঁর প্রেয়সীর কেশ প্রসাধনের জন্য উপবেশন করেছিলেন। তাঁর চয়ন করা পুষ্পে সেই কামী বালক নিশ্চয়ই সেই কামিনীকে চূড়া নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

আচার্যবর্গ বর্ণনা করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চয়ন করা বনফুল দিয়ে রাধারাণীর কেশ সজ্জিত করতে চেয়েছিলেন। তাই রাধারাণীকে কৃষ্ণ জানুদ্বয়ের মধ্যে গ্রহণ করে তাঁরা উভয়ে একই দিকে মুখ করে উপবেশন করলেন এবং কৃষ্ণ পুষ্প দ্বারা রাধারাণীর কেশ প্রসাধন করতে লাগলেন। কৃষ্ণ তাঁর জন্য একটি পুষ্পচূড়া নির্মাণ করে বনদেবীরূপে তাঁর অভিষেক করলেন। এইভাবে সেই আবেগপ্রবণ বালক ও বালিকা বৃন্দাবনে একত্রে ক্রীড়া ও কৌতুক করছিলেন।

শ্লোক ৩৪

রেমে তয়া স্বাত্মরত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ ।
কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাম্ ॥ ৩৪ ॥

রেমে—তিনি বিহার করেছিলেন; **তয়া**—তাঁর সঙ্গে; **চ**—এবং; **আত্ম-রতঃ**—স্ব-ক্রীড়; **আত্ম-আরামঃ**—আত্মসন্তুষ্ট; **অপি**—যদিও; **অখণ্ডিতঃ**—স্বয়ংসম্পূর্ণ; **কামিনাম্**—সাধারণ কামুক মানুষের; **দর্শয়ন্**—প্রদর্শনের জন্য; **দৈন্যম্**—দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা; **স্ত্রীণাম্**—সাধারণ নারীদের; **চ এব**—ও; **দুরাত্মতাম্**—দুরাত্মতা।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলতে থাকেন—] ভগবান কৃষ্ণ স্ব-ক্রীড়, আত্মারাম ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ কামুক মানুষের দুর্দশা ও নারীদের দুরাত্মতা প্রদর্শনের জন্য সেই গোপীর সঙ্গে বিহার করেছিলেন।

তাৎপর্য

জড়জাগতিক মানুষেরা কখনও শ্রীকৃষ্ণের লীলার যে বিরুদ্ধ সমালোচনা করে থাকে, এই শ্লোকে সরাসরি তা খণ্ডন করা হয়েছে। দার্শনিক অ্যারিস্টটল সাধারণ কার্যকলাপ সবই ভগবানের অযোগ্য বলে দাবী করেছিলেন এবং কিছু মানুষ এই ধারণা পোষণ করার ফলে ঘোষণা করে যে, ভগবান কৃষ্ণের কার্যকলাপ যেহেতু সাধারণ মানুষের মতো, তাই তিনি স্বয়ং কখনও পরমব্রহ্ম হতে পারেন না।

কিন্তু এই শ্লোকে শুকদেব গোস্বামী দৃঢ়ভাবে বলছেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পারমার্থিক আত্ম-সন্তুষ্টির মুক্ত স্তরে ক্রিয়া করেন। এই সত্যটি *আত্ম-রত, আত্মারাম, এবং অখণ্ডিত* শব্দ গুলির মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বনজ্যোৎস্নায় আবেগপ্রবণ প্রণয় উপভোগকারী এক সুন্দর বালক এবং এক সুন্দরী বালিকা স্বার্থপর কামনা-বাসনারহিত শুদ্ধ কর্মে যুক্ত হতে পারে, সাধারণ মানুষের কাছে তা অচিন্তনীয়। যদিও ভগবান কৃষ্ণ সাধারণ মানুষদের কাছে অচিন্তনীয়, কিন্তু যারা তাঁকে ভালোবাসে, তারা সহজেই তার লীলার পরম শুদ্ধতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

কেউ হয়ত বলতে পারে যে, "সৌন্দর্য তো দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার" আর তাই কৃষ্ণভক্তগণ ভগবানের কার্যকলাপকে শুদ্ধ বলে কল্পনা করছেন। এই যুক্তি অনেক তাৎপর্যপূর্ণ সত্যকে অবজ্ঞা করছে। যেমন প্রথম হল, কৃষ্ণপ্রেমে উন্নত হবার জন্য কৃষ্ণভাবনামৃতের পথে একজন ভক্তকে কঠোরভাবে চারটি বিধি নিষেধ পালন করতে হয়—অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ করা চলবে না, কোন রকম জুয়াখেলা চলবে না, কোন নেশা করা চলবে না এবং মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি আমিষাহার করা চলবে না। কেউ যখন জাগতিক কামনা থেকে মুক্ত হয়ে জাগতিক আকাঙ্ক্ষার অতীত এক মুক্ত স্তরে উন্নীত হন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরম সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম করেন। এটি কোন তাত্ত্বিক পন্থা নয়, কৃষ্ণভাবনামৃতের পথ সম্বন্ধে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা রেখে গেছেন যে শতসহস্র মহান ঋষিগণ, তাঁরা এটি সম্পূর্ণ অভ্যাসের মাধ্যমে আয়ত্ত করেছিলেন।

একথা ঠিকই যে, দ্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গির উপর সৌন্দর্য নির্ভর করে। কিন্তু প্রকৃত সৌন্দর্য জাগতিক দেহের কামুক চোখে নয়, আত্মার চোখে অনুভূত হয়। তাই বৈদিক শাস্ত্রে বারে বারে দৃঢ়ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জাগতিক আকাঙ্ক্ষা হতে মুক্তজনেরাই কেবল তাঁদের ভগবৎ-প্রেমের অঞ্জনে চর্চিত শুদ্ধ-আত্মার চোখ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য দর্শন করতে পারেন। অবশেষে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহ হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমেই মানুষ জাগতিক ইন্দ্রিয়ের বিষয়গত সকল ইন্দ্রিয় বাসনার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন।

পরিশেষে চূড়ান্তভাবে বলা যায়—শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লীলা তাঁর পরম-তত্ত্বের যোগ্যতা অনুযায়ী যথাযথ। *বেদান্তে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরম ব্রহ্ম সমস্ত কিছুর মূল উৎস। তাই জড় জগতের কোন সুন্দর বস্তু পরম-তত্ত্বে নেই তা হতে পারে না। যেহেতু জড় জগৎ চিৎজগতের বিকৃত প্রতিফলন, তাই পরম-তত্ত্বে শুদ্ধ-অপ্রাকৃত রূপে অধিষ্ঠিত প্রণয় বিষয়ও এই জগতে তার বিকৃত, জাগতিক রূপে প্রকাশিত হতে পারে। তাই এই জগতের প্রতিভাত সৌন্দর্যকে চরমে পরিত্যাগ না করে বরং তাকে তার শুদ্ধ অপ্রাকৃত রূপে গ্রহণ করা উচিত।

অনাদি কাল হতে স্ত্রী ও পুরুষেরা প্রণয়কলা দ্বারা কাব্যিক আনন্দে উৎসাহিত হয়েছেন। দুর্ভাগ্যবশত, এই জগতে প্রণয় আমাদের হতাশা-ধ্বস্ত করে আমাদের হৃদয়ের পরিবর্তন কিম্বা মৃত্যু ঘটায়। এইভাবে প্রণয় বিষয়টিকে প্রথমত সুন্দর ও উপভোগ্যরূপে দেখা গেলেও, পরিশেষে তা জাগতিক প্রকৃতির প্রচণ্ড আক্রমণের ফলস্বরূপ নষ্ট হয়। তবুও প্রণয়ের ধারণাকে সামগ্রিকভাবে পরিত্যাগ করা অযৌক্তিক। বরং, স্বার্থপরতা বা জাগতিক কামে রঞ্জিত না করে প্রণয় আকর্ষণ যে ভাবে ঈশ্বরের মাঝে বিদ্যমান, সেই পরম, পূর্ণ, শুদ্ধ স্বরূপে আমাদের তা গ্রহণ করা উচিত। সেই পরম প্রণয় আকর্ষণ—পরম সত্যের পরম সৌন্দর্য ও আনন্দকে আমরা *শ্রীমদ্ভাগবতের* পাতায় পাতায় পাঠ করছি।

শ্লোক ৩৫-৩৬

ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যস্তাশ্চেরুর্গোপ্যো বিচেতসঃ ।
যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণো বিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়ো বনে ॥ ৩৫ ॥
সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্বযোষিতাম্ ।
হিত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি এবম্—এইভাবে; **দর্শয়ন্ত্যঃ**—দেখাতে দেখাতে; **তাঃ**—তারা; **চেরুঃ**—বিচরণ করছিলেন; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **বিচেতসঃ**—সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত; **যাম্**—যে; **গোপীম্**—গোপীকে; **অনয়ত**—তিনি আনয়ন করেছিলেন; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **বিহায়**—পরিত্যাগ করে; **অন্যাঃ**—অন্য; **স্ত্রীয়ঃ**—স্ত্রীগণকে; **বনে**—বনে; **সা**—তিনি; **চ**—ও; **মেনে**—মনে করলেন; **তদা**—তখন; **আত্মানম্**—নিজেকে; **বরিষ্ঠম্**—শ্রেষ্ঠ; **সর্ব**—সকলের; **যোষিতাম্**—স্ত্রীগণের; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **গোপীঃ**—গোপীগণকে; **কামযানাঃ**—কামবেগে সমাগতা; **মাম্**—আমাকে; **অসৌ**—তিনি; **ভজতে**—ভজনা করছেন; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়।

অনুবাদ

সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্তমনা গোপীরা বিচরণ করতে করতে কৃষ্ণের বিবিধ লীলাসমূহের চিহ্ন দেখাচ্ছিলেন। অন্য সকল গোপীদের পরিত্যাগ করে যে বিশেষ গোপীকে কৃষ্ণ নির্জন বনে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি নিজেকে অন্যান্য নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা বিবেচনা করে ভাবতে লাগলেন, "অন্যান্য গোপীরা কামবেগে সমাগতা হলেও আমার প্রিয়তম অন্য গোপীদের পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র আমাকেই গ্রহণ করেছেন।"

তাৎপর্য

ইতিপূর্বে কৃষ্ণের সঙ্গ লাভে গোপীরা গর্বিতা হলে তাঁরা সহসা তাঁর সঙ্গ হারালেন। কেবলমাত্র রাধারাণী কৃষ্ণের সঙ্গে থেকে গেলেন। এখন তিনিও তাঁর সঙ্গ লাভের গর্বিতা হয়ে উঠেছেন এবং সেই একই পরিণতি লাভ করবেন। শ্রীকৃষ্ণের সাথে এক মুহূর্তের বিরহে তাঁর প্রতি গোপীদের অনুপম ভক্তির গভীরতা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই তিনি এই সব আয়োজন করেন।

শ্লোক ৩৭

ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ ॥ ৩৭ ॥

ততঃ—তখন; **গত্বা**—গমন করে; **বন**—বনের; **উদ্দেশম্**—প্রদেশে; **দৃপ্তা**—গর্বিত; **কেশবম্**—কৃষ্ণকে; **অব্রবীৎ**—বললেন; **ন পারয়ে**—পারি না; **অহম্**—আমি; **চলিতুম্**—চলতে; **নয়**—নিয়ে চল; **মাম্**—আমাকে; **যত্র**—যেখানে; **তে**—তোমার; **মনঃ**—মন।

অনুবাদ

বৃন্দাবন অরণ্যের এক অংশ দিয়ে প্রণয়ীযুগল যখন গমন করছিলেন, তখন সেই বিশেষ গোপী নিজের জন্য গর্ব অনুভব করে ভগবান কেশবকে বললেন, "আমি আর হাঁটিতে পারব না। যেখানে তুমি যেতে চাও, আমাকে বহন করে নিয়ে চল।"

শ্লোক ৩৮

এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধ আরুহ্যতামিতি ।
ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত ॥ ৩৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **উক্তঃ**—কথিত হয়ে; **প্রিয়াম্**—তাঁর প্রিয়তমাকে; **আহ**—তিনি বললেন; **স্কন্ধে**—আমার স্কন্ধে; **আরুহ্যতাম্**—আরোহণ কর; **ইতি**—এই সমস্ত বাক্যে; **ততঃ**—তখন; **চ**—এবং; **অন্তর্দধে**—তিনি অন্তর্হিত হলেন; **কৃষ্ণঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **সা**—তিনি; **বধূঃ**—প্রিয়তমা; **অন্বতপ্যত**—অনুতপ্ত বোধ করলেন।

অনুবাদ

এইভাবে শুনে শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, "আমার কাঁধে আরোহণ কর"। কিন্তু এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অন্তর্হিত হলেন। তাঁর প্রিয়তমা তখনই অনুতাপ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমতী রাধারাণী প্রেমিককে নিজ বশে আনতে পেরেছেন মনে করে এক সুন্দরী কন্যার গর্ব প্রদর্শন করছিলেন। তাই তিনি কৃষ্ণকে বলেছিলেন, "তুমি যেখানে যেতে চাও আমাকে বহন করে নিয়ে চল। আমি আর হাঁটতে পারছি না।" রাধারাণীর প্রেমের আনন্দ অধিক থেকে অধিকতর গভীর করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর দৃষ্টিপথ থেকে অন্তর্হিত হলেন।

শ্লোক ৩৯

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ কাসি কাসি মহাভুজ ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥ ৩৯ ॥

হা—হে; **নাথ**—প্রভু; **রমণ**—হে আমার পতি; **প্রেষ্ঠ**—হে প্রিয়তম; **ক্ব অসি ক্ব অসি**—তুমি কোথায়, তুমি কোথায়; **মহা-ভুজ**—হে মহাবাহু; **দাস্যাঃ**—দাসীকে; **তে**—তোমার; **কৃপণায়াঃ**—অত্যন্ত কাতর; **মে**—আমাকে; **সখে**—হে সখা; **দর্শয়**—দর্শন করাও; **সন্নিধিম্**—তোমার সান্নিধ্য।

অনুবাদ

তিনি ক্রন্দন করলেন—হে নাথ! হে রমণ! হে প্রিয়তম! তুমি কোথায়? তুমি কোথায়? হে মহাবাহো! হে সখা, তোমার দীন দাসীকে দয়া করে তোমার দর্শন দান কর!

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নোক্ত বিচরণকালীন কথোপকথন বর্ণনা করছেন—

"রাধা বললেন, 'হে প্রভু, আমি তোমার বিরহ অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছি এবং আমার প্রাণবায়ু আমার দেহ ত্যাগ করতে চলেছে। পরম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমি আমার জীবন ধারণ করতে পারছি না। কিন্তু তুমি আমার জীবনের নাথ আর তাই কেবলমাত্র আমার প্রতি দৃষ্টিপাত দ্বারা সত্বর তুমি আমাকে রক্ষা করতে পার। দয়া করে শীঘ্র তা কর। আমার জন্য নয়, বরং তোমার জন্যই আমি তোমার কাছে আমার জীবন রক্ষার প্রার্থনা জানাচ্ছি। অন্যান্য গোপীদের পরিত্যাগ করার পর তুমি কত দূরে এই বনের মধ্যে এক নির্জন স্থানে আমার সঙ্গে বিশেষ আনন্দ উপভোগের জন্য আমাকে নিয়ে এসেছ। আমি যদি মরে যাই, তুমি আর কোথাও প্রণয় সুখ লাভ করতে সমর্থ হবে না। তুমি আমাকে মনে করবে আর দুঃখে অনুতাপ করবে।'

"কৃষ্ণ উত্তর করলেন, 'তা হলে আমাকে দুঃখ পেতে দাও! তোমার তাতে কি এসে যায়?'

"কিন্তু তুমি যে আমার অত্যন্ত প্রিয়। আমি তোমার দুঃখের চেয়েও কোটিগুণ দুঃখ পাব। ইতিমধ্যে যদি আমি মরেও যাই, তবুও আমি, তোমার পাদপদ্মের নখের কোন একটি জায়গার ব্যথাও আমি সহ্য করতে পারব না। প্রকৃতপক্ষে সেই বেদনা প্রতিহত করার জন্য আমি কোটি কোটি বার আমার জীবন ত্যাগ করতে প্রস্তুত। তাই দয়া করে নিজেকে দর্শন দান করে সেই বেদনা দূর কর।'

" 'কিন্তু তোমার প্রাণবায়ু যদি তোমার দেহ পরিত্যাগ করতেই চলেছে তো তাকে থামানোর জন্য আমি কি করতে পারি?'

" 'মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করার শক্তি সমন্বিত ওষধির ন্যায় কেবলমাত্র তোমার বাহুর স্পর্শ দ্বারা আমার দেহ তার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর অবস্থায় ফিরে আসবে এবং আমার প্রাণবায়ুও আপনা থেকে ফিরে এসে আমার দেহে অবস্থান করবে।'

" 'কিন্তু আমার সাহায্য ছাড়াই স্বয়ং তোমার বনের পথ জানা থাকা সত্ত্বেও কেন তুমি আমার মতো এক সম্ভ্রমশীল সুকুমার রাজপুত্রকে আদেশ করলে? কেন তুমি 'আমায় যেখানে ইচ্ছা তুমি নিয়ে যাও' বলে আদেশ করলে? কেন তুমি আমাকে এভাবে রাগালে?'

"রাধা ক্রন্দন করতে লাগলেন, "দয়া করে তোমার দীন দাসীকে দর্শন দাও। আমাকে কৃপা কর! কৃপা কর! আমি যখন তোমাকে আদেশ করেছিলাম তখন তোমার সঙ্গে খেলতে খেলতে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, আমার ঘুম পেয়েছিল। তাই তোমার দীন দাসী যা বলেছে, তার জন্য ক্ষমা কর। দয়া করে রাগ করো না! আমি অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তুমি আমার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ সখার মতো ব্যবহার করেছিলে যে, আমি তোমার সঙ্গে ওভাবে কথা বলেছিলাম।'

" 'ঠিক আছে, হে প্রিয়ে, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি, তুমি আমার কাছে এসো।'

" 'কিন্তু অনুতাপে আমি অন্ধ হয়ে গেছি। তুমি কোথায় আছ আমি দেখতে পারছি না। তুমি কোথায় আছ দয়া করে আমাকে বল।'

শ্লোক ৪০

শ্রীশুক উবাচ

অন্বিচ্ছন্ত্যো ভগবতো মার্গং গোপ্যোঽবিদূরিতঃ ।
দদৃশুঃ প্রিয়বিশ্লেষান্মোহিতাং দুঃখিতাং সখীম্ ॥ ৪০ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অন্বিচ্ছন্ত্যঃ**—অন্বেষণ করতে করতে; **ভগবতঃ**—পরম পুরুষোত্তম ভগবানের; **মার্গম্**—পথে; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **অবিদূরিতঃ**—অদূরে; **দদৃশুঃ**—দেখতে পেলেন; **প্রিয়**—তাঁর প্রিয়তমের; **বিশ্লেষাৎ**—বিরহে; **মোহিতাম্**—বিমোহিত; **দুঃখিতাম্**—দুঃখিত; **সখীম্**—তাঁদের সখীকে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—শ্রীকৃষ্ণের গমন পথ অন্বেষণ করতে করতে অদূরে তাঁদের প্রিয়-বিরহ-মোহিত-দুঃখিতা সখীকে তাঁরা দেখতে পেলেন।

শ্লোক ৪১

তয়া কথিতমাকর্ণ্য মানপ্রাপ্তিং চ মাধবাৎ ।
অবমানং চ দৌরাত্ম্যাদ্বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ ৪১ ॥

তয়া—তাঁর; **কথিতম্**—কথিত; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **মান**—সম্মান; **প্রাপ্তিম্**—প্রাপ্তি; **চ**—এবং; **মাধবাৎ**—শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে; **অবমানম্**—অবমাননা; **চ**—ও; **দৌরাত্ম্যাৎ**—তাঁর দৌরাত্ম্যবশত; **বিস্ময়ম্**—বিস্ময়; **পরমম্**—পরম; **যযুঃ**—প্রাপ্ত হলেন।

অনুবাদ

মাধব কিভাবে তাঁকে সম্মান প্রদান করেছিলেন কিন্তু তাঁর দৌরাত্ম্যবশত কিভাবে তখন তিনি অবমাননা ভোগ করলেন, তিনি তাঁদের সেই সব কথা বললেন। এই সমস্ত কথা শ্রবণ করে গোপীরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণকে তাঁকে বহন করতে বলা রাধারাণীর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, কারণ এই অনুরোধটি তাঁদের প্রণয়ভাবগত সম্পর্কের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। যাই হোক, এখন, অত্যন্ত বিনীতভাবে তিনি তাঁর আচরণকে দৌরাত্ম্য বলে বর্ণনা করছেন। এই সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করে অন্যান্য গোপীগণ বিস্মিত হলেন।

শ্লোক ৪২

ততোঽবিশন্ বনং চন্দ্রজ্যোৎস্না যাবদ্বিভাব্যতে ।
তমঃ প্রবিষ্টমালক্ষ্য ততো নিববৃতুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪২ ॥

ততঃ—তখন; **অবিশন্**—তাঁরা প্রবেশ করলেন; **বনম্**—বনে; **চন্দ্র**—চন্দ্রের; **জ্যোৎস্না**—আলো; **যাবৎ**—যত দূর; **বিভাব্যতে**—দৃশ্যমান; **তমঃ**—অন্ধকার; **প্রবিষ্টম্**—প্রবেশ করেছে; **আলক্ষ্য**—লক্ষ্য করে; **ততঃ**—অতঃপর; **নিববৃতুঃ**—তাঁরা নিবৃত্ত হলেন; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীগণ।

অনুবাদ

অতঃপর চন্দ্রালোকে যতদূর দেখা যায়, ততদূর পর্যন্ত গোপীগণ কৃষ্ণের অন্বেষণে বনের গভীরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তাঁরা যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত হলেন, তখন তাঁরা নিবৃত্ত হলেন।

তাৎপর্য

গোপীরা গভীর বনের এমন একটি অংশে প্রবেশ করেছিলেন, যেখানে চন্দ্রালোক পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারেনি। এই দৃশ্যটি *বিষ্ণু পুরাণেও* (৫/১৩/৪১) বর্ণনা করা হয়েছে—

প্রবিষ্টো গহনং কৃষ্ণঃ পদমত্র ন লক্ষ্যতে ।
নিবর্তধ্বং শশাঙ্কস্য নৈতদ্দীধিতিগোচরঃ ॥

"একজন গোপী বললেন, 'কৃষ্ণ বনের এমন একটি ঘন অংশে প্রবেশ করেছেন যে, আমরা তাঁর পদচিহ্নগুলিও দেখতে পারছি না। তাই, যেখানে চন্দ্রালোকও প্রবেশ করতে পারে না, এই জায়গা থেকে চল, আমরা ফিরে যাই।' "

শ্লোক ৪৩

তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ ।
তদ্‌গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ ॥ ৪৩ ॥

তৎ-মনস্কাঃ—কৃষ্ণগতচিত্তা; **তৎ-আলাপাঃ**—কৃষ্ণবিষয়ক আলাপরতা; **তৎ-বিচেষ্টাঃ**—তাঁর লীলাসমূহ অনুকরণ করতে করতে; **তৎ-আত্মিকাঃ**—তদাত্মিকা; **তৎ-গুণান্**—তাঁর গুণসমূহ সম্বন্ধে; **এব**—কেবল; **গায়ন্ত্যঃ**—গান করতে করতে; **ন**—না; **আত্ম**—তাঁদের নিজ; **আগারাণি**—গৃহের; **সস্মরুঃ**—স্মরণ হল।

অনুবাদ

তখন শ্রীকৃষ্ণগতচিত্তা, তদালাপরতা এবং তাঁর লীলা অনুকরণে তদাত্মিকা গোপীগণ উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ গুণ-গান করতে করতে তাঁদের নিজ নিজ গৃহের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হলেন।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে ভগবানের শুদ্ধ-ভক্তগণের কখনই কৃষ্ণ বিরহ হয় না। যদিও বাহ্যত কৃষ্ণ তাঁদের পরিত্যাগ করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গোপীগণ অপ্রাকৃত পন্থা *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ,* অর্থাৎ ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে দৃঢ়রূপে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্তা ছিলেন।

শ্লোক ৪৪

পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ ।
সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ ॥ ৪৪ ॥

পুনঃ—পুনরায়; **পুলিনম্**—তীরে; **আগত্য**—আগমন করলেন; **কালিন্দ্যাঃ**—যমুনা নদীর; **কৃষ্ণভাবনাঃ**—কৃষ্ণকে ভাবতে ভাবতে; **সমবেতাঃ**—সমবেতভাবে; **জগুঃ**—গান করতে লাগলেন; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ বিষয়ে; **তৎ-আগমন**—শ্রীকৃষ্ণের আগমন; **কাঙ্ক্ষিতাঃ**—আকাঙ্ক্ষায়।

অনুবাদ

গোপীগণ পুনরায় কালিন্দী-তটে আগমন করে কৃষ্ণকে ভাবতে ভাবতে তাঁর আগমন আকাঙ্ক্ষায় একত্রে উপবেশন করে তাঁর গান করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

কঠ উপনিষদে (১/২/২৩) উল্লেখ করা হয়েছে যে, *যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ* অর্থাৎ "পরমাত্মাকে সেই ব্যক্তিই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তিনি যাঁকে পছন্দ করেন।" গোপীগণ তাই ব্যগ্রভাবে প্রার্থনা করছিলেন, কৃষ্ণ যাতে তাঁদের কাছে ফিরে আসেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'গোপীগণের কৃষ্ণ অন্বেষণ' নামক ত্রিংশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

একত্রিংশতি অধ্যায়

গোপীগণের বিরহ গীতি

কৃষ্ণবিরহে কাতর হয়ে যমুনাতীরে বসে গোপীরা কিভাবে কৃষ্ণ-দর্শন প্রার্থনা করেছিলেন এবং তাঁর মহিমা গান করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

যেহেতু গোপীগণ ছিলেন কৃষ্ণগত মন প্রাণ, তাই তাঁদের দিব্য বিরহ যন্ত্রণা নিয়ে তাঁরা পরস্পরের পাশে ছিলেন। কিন্তু তাঁদের ক্রন্দন, যা দুঃখের প্রমাণ রূপে প্রকাশিত হয়ে থাকে, প্রকৃতপক্ষে তাঁদের দিব্য আনন্দের উন্নত অবস্থান প্রদর্শন করছিল। বলা হয় যে "*যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরমানন্দ সুখ।*" অর্থাৎ যখন কেউ কোনও বৈষ্ণবকে দুঃখীর মতো আচরণ করতে দেখেন, তাঁর নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া উচিত যে, সেই বৈষ্ণব প্রকৃতপক্ষে পরম দিব্য আনন্দ লাভ করছেন। এইভাবে প্রত্যেক গোপীই তাঁদের নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে, তাঁর কৃপা প্রার্থনা করেছিলেন।

স্বতঃস্ফূর্তভাবে গোপীগণের মনে কৃষ্ণলীলা জাগরিত হলে তাঁরা পরম মঙ্গলপ্রদ ও দুঃসহ কৃষ্ণবিরহ সন্তাপ উপশমকারী কৃষ্ণের গানগুলি গাইতে লাগলেন। তাঁরা গাইলেন "হে নাথ, হে কান্ত, হে কপট, আমরা যখন তোমার হাস্য, তোমার প্রেমময় দৃষ্টি ও তোমার বাল্যসখাগণ সহ লীলাগুলি স্মরণ করি, তখন আমরা আকুল হয়ে উঠি। তোমার গোধুলি-ধুসরিত কৃষ্ণবর্ণের কুন্তলাবৃত মুখপদ্ম স্মরণ হলে আমরা অব্যর্থভাবে তোমার প্রতি আসক্ত হয়ে উঠি। আবার যখন তোমার কোমল চরণে বনে বনে গাভীদের পেছনে ভ্রমণলীলা স্মরণ করি, আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে উঠি।"

তাঁদের কৃষ্ণবিরহে গোপীরা ক্ষণকালকেও একটি যুগ বলে মনে করছিলেন। এমন কি ইতিপূর্বে তাঁরা যখন কৃষ্ণকে দর্শন করতেন, তখন নিমেষকাল তাঁকে দর্শনের বাধার জন্য চোখের পলক ফেলাও অসহ্য মনে হত।

গোপীরা কৃষ্ণের প্রতি যে ভাবাবেগ প্রকাশ করেন, তা প্রাকৃত কামসদৃশ মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে তা পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় ইন্দ্রিয়সমূহের সন্তুষ্টির জন্য তাঁদের শুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ। গোপীদের এই সকল ভাবপ্রকাশে লেশমাত্রও কাম নেই।

শ্লোক ১

গোপ্য ঊচুঃ
জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি ।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা-
স্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে ॥ ১ ॥

গোপ্যঃ ঊচুঃ—গোপীরা বললেন; **জয়তি**—জয়যুক্ত হয়েছে; **তে**—তোমার; **অধিকম্**—অধিক; **জন্মনা**—জন্মের দ্বারা; **ব্রজঃ**—ব্রজভূমি; **শ্রয়তে**—বাস করেন; **ইন্দিরা**—ভাগ্যদেবী, লক্ষ্মী; **শশ্বৎ**—নিত্য; **অত্র**—এখানে; **হি**—বস্তুত; **দয়িত**—হে প্রিয়; **দৃশ্যতাম্**—তুমি দর্শন দাও; **দিক্ষু**—চতুর্দিকে; **তাবকাঃ**—তোমার (ভক্তবৃন্দ); **ত্বয়ি**—তোমার জন্যই; **ধৃত**—ধারণ করছে; **অসবঃ**—তাদের প্রাণবায়ু; **ত্বাম্**—তোমাকে; **বিচিন্বতে**—তারা অন্বেষণ করছে।

অনুবাদ

গোপীরা বললেন—হে দয়িত, তোমার জন্ম ব্রজভূমিকে অত্যন্ত মহিমাময় করে তুলেছে, আর তাই ভাগ্যদেবী ইন্দিরা এখানে সর্বদা বিরাজ করেন। কেবলমাত্র তোমারই জন্য, আমরা, তোমার অনুগত দাসীরা, আমাদের জীবন ধারণ করছি। আমরা তোমাকে সর্বত্র অন্বেষণ করছি, দয়া করে আমাদের তুমি দর্শন দাও।

তাৎপর্য

যাঁরা সংস্কৃত শ্লোক পাঠের শৈলীর সঙ্গে পরিচিত, বিশেষত তাঁরা এই অধ্যায়ের অত্যুৎকৃষ্ট সংস্কৃত কবিতা হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হবেন। শ্লোকগুলির কাব্যিক মান অসাধারণ সুন্দর এবং অধিকাংশ শ্লোকেরই প্রথম ও সপ্তম অক্ষরটি একই ব্যঞ্জন বর্ণ বা ধ্বনি দ্বারা শুরু হয়েছে, ঠিক যেমন শ্লোকের চারটি পংক্তিরই দ্বিতীয় অক্ষরটি একই ব্যঞ্জনবর্ণের।

শ্লোক ২

শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎ-
সরসিজোদরশ্রীমুষা দৃশা ।
সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা
বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ ॥ ২ ॥

শরৎ—শরৎ ঋতু; **উদ-আশয়ে**—জলাশয়ে; **সাধু**—চমৎকারভাবে; **জাত**—বিকশিত; **সৎ**—সুন্দর; **সরসি-জ**—পদ্ম ফুলের; **উদর**—মধ্যে; **শ্রী**—সৌন্দর্য; **মুষা**—যা অতিক্রম করে; **দৃশা**—তোমার দৃষ্টি দ্বারা; **সুরতনাথ**—হে প্রেমনাথ; **তে**—তোমার; **অশুল্ক**—বিনামূল্যে প্রাপ্ত; **দাসিকাঃ**—দাসীগণ; **বরদ**—হে অভীষ্টপ্রদ; **নিঘ্নতঃ**—তুমি, যে বধ করছ; **ন**—না; **ইহ**—এই জগতে; **কিম্**—কেন; **বধঃ**—হত্যা।

অনুবাদ

হে সুরতনাথ, তোমার দৃষ্টির সৌন্দর্য শরৎকালীন সরোবরে সুজাত বিকশিত কমলগর্ভের সৌন্দর্যকেও অতিক্রম করে। হে অভীষ্টপ্রদ, নিজেদের যারা বিনামূল্যে তোমার কাছে সমর্পণ করেছে সেই দাসীদের তুমি বধ করছ। এটা কি বধ নয়?

তাৎপর্য

শরৎকালে কমলগর্ভ বিশেষ সৌন্দর্যে প্রকাশিত হয়, কিন্তু কৃষ্ণের দৃষ্টিপাতের সৌন্দর্য সেই অনুপম সুন্দরতাকেও অতিক্রম করে।

শ্লোক ৩

বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্
বর্ষমারুতাদ্বৈদ্যুতানলাৎ ।
বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়াদ্
ঋষভ! তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ ॥ ৩ ॥

বিষ—বিষাক্ত; **জল**—জল দ্বারা (কালীয় দ্বারা দূষিত যমুনার জল); **অপ্যয়াৎ**—বিনাশ থেকে; **ব্যাল**—ভয়ঙ্কর; **রাক্ষসাৎ**—অসুর (অঘ) থেকে; **বর্ষ**—বর্ষণ থেকে (ইন্দ্র প্রেরিত); **মারুতাৎ**—এবং ঘূর্ণাবর্ত (তৃণাবর্ত দ্বারা সৃষ্ট); **বৈদ্যুত-অনলাৎ**—বজ্র হতে (ইন্দ্রের); **বৃষ**—বৃষ হতে (অরিষ্টাসুর); **ময়া-আত্মজাৎ**—ময় পুত্র হতে (ব্যোমাসুর); **বিশ্বতঃ**—সমস্ত; **ভয়াৎ**—ভয়; **ঋষভ**—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ; **তে**—তোমার দ্বারা; **বয়ম্**—আমরা; **রক্ষিতাঃ**—রক্ষিত হয়েছি; **মুহুঃ**—বার বার।

অনুবাদ

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনি বারবার আমাদের সর্বপ্রকার বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন—বিষাক্ত জল থেকে, ভয়ঙ্কর নরখাদক অঘ থেকে, প্রচণ্ড বর্ষণ থেকে, তৃর্ণাবর্তাসুর থেকে, ইন্দ্রের ভয়ঙ্কর বজ্র থেকে, বৃষাসুর থেকে এবং ময় দানবের পুত্রের থেকে।

তাৎপর্য

এখানে গোপীরা ইঙ্গিত করছেন, "হে কৃষ্ণ, তুমি আমাদের প্রভূত ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে রক্ষা করেছ, আর এখন তোমার বিরহে আমরা মরে যাচ্ছি, তুমি কি আমাদের আবার রক্ষা করবে না?" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, কৃষ্ণ যদিও তখনও পর্যন্ত অরিষ্ট ও ব্যোম্ এই দুই অসুরকে বধ করেননি, কিন্তু গোপীরা এই দুই অসুরের বধের কথা উল্লেখ করেছেন, তার কারণ—তিনি যে ভবিষ্যতে তাদের বধ করবেন তা সুবিদিত ছিল। গর্গমুনি ও ভাগুরি ঋষি ভগবানের জন্মের সময় এই কথা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

শ্লোক ৪

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্
অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্ ।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে
সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে ॥ ৪ ॥

ন—না; **খলু**—বস্তুত; **গোপিকা**—গোপী, যশোদা; **নন্দনঃ**—পুত্র; **ভবান্**—তুমি কেবল; **অখিল**—সমস্ত; **দেহিনাম্**—দেহধারী জীবেরা; **অন্তঃ-আত্ম**—অন্তর্চেতনার; **দৃক্**—সাক্ষী; **বিখনসা**—ব্রহ্মার দ্বারা; **অর্থিতঃ**—প্রার্থিত; **বিশ্ব**—ব্রহ্মাণ্ডের; **গুপ্তয়ে**—রক্ষার জন্য; **সখে**—হে সখে; **উদেয়িবান্**—তুমি উদিত হয়েছ; **সাত্বতাম্**—সাত্বতগণের; **কুলে**—বংশে।

অনুবাদ

হে সখে, তুমি কেবল গোপী যশোদারই পুত্র নও, পরন্তু সকল প্রাণীর অন্তর্যামী সাক্ষী স্বরূপ। যেহেতু ব্রহ্মা তোমাকে ব্রহ্মাণ্ড রক্ষার্থে অবতীর্ণ হতে প্রার্থনা করেছিলেন, তুমি তাই এখন সাত্বত বংশে অবতীর্ণ হয়েছ।

তাৎপর্য

গোপীগণ এখানে ইঙ্গিত করছেন, "যেহেতু তুমি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড রক্ষার জন্য অবতীর্ণ হয়েছ, তা হলে কিভাবে তুমি আপন ভক্তদের অবহেলা করতে পার?"

শ্লোক ৫

বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধূর্য তে
চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ ।
করসরোরুহং কান্ত কামদং
শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্ ॥ ৫ ॥

বিরচিত—সৃষ্ট; **অভয়ম্**—অভয়; **বৃষ্ণি**—বৃষ্ণি বংশের; **ধূর্য**—হে শ্রেষ্ঠ; **তে**—তোমার; **চরণম্**—পাদদ্বয়; **ঈয়ুষাম্**—শরণপ্রাপ্ত প্রাণীগণ; **সংসৃতেঃ**—সংসার; **ভয়াৎ**—ভয়ে; **কর**—তোমার হাত; **সরঃ-রুহম্**—পদ্মসদৃশ; **কান্ত**—হে প্রেমিক; **কাম**—আকাঙ্ক্ষাসমূহ; **দম্**—পূর্ণকারী; **শিরসি**—মস্তকে; **ধেহি**—স্থাপন করুন; **নঃ**—আমাদের; **শ্রী**—ভাগ্যদেবী, লক্ষ্মীর; **কর**—হাত; **গ্রহম্**—গ্রহণ করেছ।

অনুবাদ

হে বৃষ্ণিশ্রেষ্ঠ, তোমার পদ্মসদৃশ হস্ত যা লক্ষ্মীদেবীর করদ্বয় গ্রহণ করেছে, যা সংসার ভয়ে ভীত তোমার পাদপদ্মের শরণাগতদের অভয় দান করে থাকে, হে কান্ত, সেই আকাঙ্ক্ষা-পূরণকারী করপদ্ম আমাদের মস্তকে স্থাপন কর।

শ্লোক ৬

ব্রজজনার্তিহন্ বীর যোষিতাং
নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত ।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো
জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥ ৬ ॥

ব্রজ-জন—বৃন্দাবনের মানুষদের; **আর্তি**—দুঃখ; **হন্**—বিনাশকারী; **বীর**—হে বীর; **যোষিতাম্**—স্ত্রীগণের; **নিজ**—নিজ; **জন**—জনের; **স্ময়**—গর্ব; **ধ্বংসন**—বিনাশকারী; **স্মিত**—যাঁর হাস্য; **ভজ**—দয়া করে গ্রহণ কর; **সখে**—সে সখে; **ভবৎ**—তোমার; **কিঙ্করীঃ**—দাসী; **স্ম**—বস্তুত; **নঃ**—আমাদের; **জল-রুহ**—পদ্ম; **আননম্**—তোমার বদন; **চারু**—সুন্দর; **দর্শয়**—দয়া করে দর্শন করাও।

অনুবাদ

হে ব্রজজনের দুঃখ-বিনাশক, হে নারীজাতির বীরপুরুষ, তোমার হাস্য ভক্তগণের গর্ব নাশ করে। হে সখে, দয়া করে তোমার দাসীরূপে আমাদের গ্রহণ করে তোমার সুন্দর বদন কমল দর্শন করাও।

শ্লোক ৭

প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং
তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্ ।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং
কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্ ॥ ৭ ॥

প্রণত—যারা তোমার শরণাগত; **দেহিনাম্**—প্রাণীগণের; **পাপ**—পাপ; **কর্ষণম্**—নাশন; **তৃণ**—ঘাস; **চর**—যিনি চারণ করেন (গাভী); **অনুগম্**—অনুগমন করে; **শ্রী**—লক্ষ্মীদেবী; **নিকেতনম্**—ধাম; **ফণি**—সর্পের (কালিয়); **ফণা**—মস্তকের উপরে; **অর্পিতম্**—স্থাপিত; **তে**—তোমার; **পদ-অম্বুজম্**—পাদপদ্মদ্বয়; **কৃণু**—দয়া করে রাখ; **কুচেষু**—স্তনদেশে; **নঃ**—আমাদের; **কৃন্ধি**—ছেদন কর; **হৃৎ-শয়ম্**—আমাদের হৃদয়ের।

অনুবাদ

তোমার পাদপদ্মদ্বয় শরণাগত সকল প্রাণীর পাপ বিনাশ করে। সেই পদদ্বয় তৃণচর গাভীর অনুগমন করে এবং তা লক্ষ্মীদেবীর নিত্য আবাস। তুমি একবার কালিয় নাগের ফণায় সেই পদদ্বয় স্থাপন করেছিলে, দয়া করে সেই পদদ্বয় আমাদের স্তনদেশে অর্পণ করে আমাদের হৃদয়ের কাম ছেদন কর।

তাৎপর্য

তাঁদের আবেদনে গোপীরা স্পষ্ট বলছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম শরণাগত জীবের সকল পাপ বিনাশ করে। ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি গোচারণের জন্য চারণভূমিতেও গমন করেন আর এইভাবে তাঁর পাদপদ্ম তৃণ মধ্যে তাদের অনুগমন করে। তিনি লক্ষ্মীদেবীকে তাঁর পাদপদ্ম অর্পণ করেছেন এবং কালিয় নাগের মাথায় পদদ্বয় স্থাপন করেছিলেন। সুতরাং এই সমস্ত কিছু বিবেচনা করে গোপীদের অভিলাষ পূরণের জন্য তাঁর পদদ্বয় গোপীদের বক্ষদেশে স্থাপন করা ভগবানের উচিত। গোপীদের যুক্তি তাঁরা এখানে প্রদর্শন করেছেন।

শ্লোক ৮

মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া
বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতীর্
অধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ ॥ ৮ ॥

মধুরয়া—সুমধুর; **গিরা**—তোমার কণ্ঠ দ্বারা; **বল্গু**—মনোহর; **বাক্যয়া**—পদাবলী দ্বারা; **বুধ**—বিদগ্ধজনের; **মনোজ্ঞয়া**—চিত্তাকর্ষক; **পুষ্কর**—পদ্ম; **ঈক্ষণ**—লোচন; **বিধিকরীঃ**—দাসীগণ; **ইমাঃ**—এই সকল; **বীর**—হে বীর; **মুহ্যতীঃ**—মোহগ্রস্ত হয়ে উঠছি; **অধরা**—তোমার ওষ্ঠদ্বয়; **সীধুনা**—অমৃতময়; **আপ্যায়য়স্ব**—সঞ্জীবিত কর; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

হে পদ্মলোচন, তোমার সুমধুর কণ্ঠস্বর ও মনোহর পদাবলী যা বিদগ্ধজনের মন আকর্ষণ করে, তা আমাদের ক্রমশ বিমোহিত করছে। হে আমাদের প্রিয় বীর, দয়া করে তোমার দাসীগণকে তোমার অধরামৃতে সঞ্জীবিত কর।

শ্লোক ৯

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্ ।
শ্রবণমঙ্গলম্ শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥ ৯ ॥

তব—তোমার; **কথামৃতম্**—কথারূপ অমৃত; **তপ্তজীবনম্**—বিরহ তাপক্লিষ্টদের প্রাণস্বরূপ; **কবিভিঃ**—মহান উন্নত ব্যক্তিদের দ্বারা; **ঈড়িতম্**—আরাধিত; **কল্মষাপহম্**—সবরকম পাপ দূর করে; **শ্রবণ মঙ্গলম্**—শ্রবণকারীর সর্ববিধ মঙ্গল সাধন করে; **শ্রীমৎ**—সর্ববিধ পারমার্থিক শক্তি সমন্বিত; **আততম্**—সারা জগৎ জুড়ে প্রচার করে; **ভুবি**—জড় জগতে; **গৃণন্তি**—কীর্তন করেন এবং প্রচার করেন; **যে**—যাঁরা; **ভূরিদাঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা; **জনাঃ**—ব্যক্তিগণ।

অনুবাদ

হে প্রভু, বহু জন্মের বহু সুকৃতিকারী মানুষেরা জগতে এসে, তোমার প্রেমতপ্ত ব্যক্তিদের জীবনস্বরূপ, কবিদের সঙ্গীত, কলুষনাশী, শ্রবণমঙ্গল, সর্বতাপক্লিষ্ট, সর্বব্যাপক তোমার কথামৃত সারা জগৎ জুড়ে প্রচার করেন। তাঁরাই সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা।

তাৎপর্য

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে রাজা প্রতাপরুদ্র এই শ্লোকটি আবৃত্তি করেছিলেন। মহাপ্রভু যখন একটি উদ্যানে বিশ্রাম করছিলেন, রাজা প্রতাপরুদ্র বিনীতভাবে সেখানে প্রবেশ করে তাঁর পাদপদ্মদ্বয় মর্দন করতে শুরু করলেন। অতঃপর রাজা *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধের একত্রিংশ অধ্যায়ের এই গোপী গীতটি আবৃত্তি করলেন। *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, চৈতন্য মহাপ্রভু যখন এই শ্লোকের শুরুটি *তব কথামৃতম্* শ্রবণ করলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি প্রেমভাবে উত্থিত হয়ে রাজা প্রতাপরুদ্রকে আলিঙ্গন করলেন। ঘটনাটি *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে* (মধ্য ১৪/৪-১৮) বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং শ্রীল প্রভুপাদ এই বিষয়ে বিশদ ভাষ্য প্রদান করেছেন।

শ্লোক ১০

প্রহসিতং প্রিয়প্রেমবীক্ষণং
বিহরণং চ তে ধ্যানমঙ্গলম্ ।
রহসি সংবিদো যা হৃদিস্পৃশঃ
কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি ॥ ১০ ॥

প্রহসিতম্—হাস্য; **প্রিয়**—প্রিয়; **প্রেম**—প্রেমময়; **বীক্ষণম্**—দৃষ্টি; **বিহরণম্**—অন্তরঙ্গ লীলাসমূহ; **চ**—এবং; **তে**—তোমার; **ধ্যান**—ধ্যান দ্বারা; **মঙ্গলম্**—পবিত্র; **রহসি**—নির্জন স্থানে; **সংবিদঃ**—কথোপকথন; **যাঃ**—যা; **হৃদি**—হৃদয়; **স্পৃশঃ**—স্পর্শকারী; **কুহক**—হে কপট; **নঃ**—আমাদের; **মনঃ**—মন; **ক্ষোভয়ন্তি**—ক্ষুব্ধ করছে; **হি**—বস্তুত।

অনুবাদ

তোমার হাস্য, তোমার মধুর প্রীতিময় দৃষ্টি, অন্তরঙ্গ লীলাসমূহ, তোমার সঙ্গে উপভোগ করা ব্যক্তিগত কথাগুলি—এই সমস্ত কিছুই নিবিষ্ট চিত্তে স্মরণ করা মঙ্গলজনক আর তা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। কিন্তু একই সঙ্গে হে কপট, তা আমাদের মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করে।

শ্লোক ১১

চলসি যদ্‌ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্
নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্ ।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ
কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি ॥ ১১ ॥

চলসি—তুমি গমন কর; **যৎ**—যখন; **ব্রজাৎ**—ব্রজ হতে; **চারয়ন্**—চারণ করতে করতে; **পশূন্**—পশুদের; **নলিন**—পদ্ম ফুলের চেয়েও; **সুন্দরম্**—অধিক সুন্দর; **নাথ**—হে নাথ; **তে**—তোমার; **পদম্**—পদদ্বয়; **শিল**—শস্যের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ; **তৃণ**—ঘাস; **অঙ্কুরৈঃ**—অঙ্কুরে; **সীদতি**—ক্লেশ অনুভব করে; **ইতি**—এমন মনে করে; **নঃ**—আমরা; **কলিলতাম্**—ব্যথিত; **মনঃ**—আমাদের মন; **কান্ত**—হে প্রেমিক; **গচ্ছতি**—বিচলিত হয়।

অনুবাদ

হে নাথ, হে কান্ত, তুমি যখন গোষ্ঠ ত্যাগ করে গোচারণে গমন কর, তখন কমলের চেয়েও মনোহর তোমার পাদদ্বয় তীক্ষ্ণ শস্যের শিষ ও রুক্ষ তৃণ, অঙ্কুরে ক্লিষ্ট হতে পারে, এই ভাবনায় আমাদের মন বিচলিত থাকে।

শ্লোক ১২

দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈর্
বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্ ।
ঘনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহুর্
মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি ॥ ১২ ॥

দিন—দিনের; **পরিক্ষয়ে**—অবসানে; **নীল**—নীল; **কুন্তলৈঃ**—কেশপাশ; **বনরুহ**—কমল; **আননম্**—বদন; **বিভ্রৎ**—ধারণ করে; **আবৃতম্**—আবৃত; **ঘন**—ঘন; **রজস্বলম্**—ধূলিধূসরিত; **দর্শয়ন**—প্রদর্শন করে; **মুহুঃ**—পুনঃ পুনঃ; **মনসি**—মনে; **নঃ**—আমাদের; **স্মরম্**—স্মৃতি; **বীর**—হে বীর; **যচ্ছসি**—অর্পণ কর।

অনুবাদ

দিনের শেষে ধূলিধূসরিত ঘন-নীল কুন্তলাবৃত তোমার বদন-কমলখানি পুনঃ পুনঃ আমাদের প্রদর্শন করে, হে বীর, তুমি আমাদের মনে স্মৃতির বেদনা উৎপন্ন কর।

শ্লোক ১৩

প্রণতকামদং পদ্মজার্চিতং
ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি ।
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে
রমণ নঃ স্তনেম্বর্পয়াধিহন্ ॥ ১৩ ॥

প্রণত—যারা অবনত হয়; **কাম**—বাঞ্ছা; **দম্**—পূর্ণকারী; **পদ্মজ**—শ্রীব্রহ্মার দ্বারা; **অর্চিতম্**—আরাধিত; **ধরণি**—পৃথিবীর; **মণ্ডনম্**—ভূষণ; **ধ্যেয়ম্**—ধ্যানের যথার্থ বিষয়; **আপদি**—আপৎকালে; **চরণ-পঙ্কজম্**—চরণকমল; **শম-তমম্**—পরম সুখদায়ক; **চ**—এবং; **তে**—তোমার; **রমণ**—হে প্রেমিক; **নঃ**—আমাদের; **স্তনেষু**—স্তনে; **অর্পয়**—অর্পণ কর; **আধি-হন্**—হে দুঃখহারী।

অনুবাদ

ব্রহ্মার আরাধিত তোমার পাদপদ্ম সকল প্রণতজনের আকাঙ্ক্ষা পূরণকারী। পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ পরম সুখদায়ক তাঁরা আপৎকালে ধ্যানের যথার্থ বিষয়। হে রমণ, হে দুঃখহারী, দয়া করে সেই পাদপদ্ম আমাদের স্তনে অর্পণ কর।

শ্লোক ১৪

সুরতবর্ধনং শোকনাশনং
স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্ ।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্ ॥ ১৪ ॥

সুরত—মাধুর্য-সুখ; **বর্ধনম্**—বর্ধনকারী; **শোক**—শোক; **নাশনম্**—বিনাশকারী; **স্বরিত**—শব্দায়মান; **বেণুনা**—তোমার বাঁশির দ্বারা; **সুষ্ঠু**—প্রচুররূপে; **চুম্বিতম্**—চুম্বিত; **ইতর**—অন্য; **রাগ**—আসক্তিসমূহ; **বিস্মারণম্**—বিস্মৃতির কারণ হয়; **নৃণাম্**—মানুষের; **বিতর**—দয়া করে বিতরণ কর; **বীর**—হে বীর; **নঃ**—আমাদের; **তে**—তোমার; **অধর**—ওষ্ঠ; **অমৃতম্**—অমৃত।

অনুবাদ

হে বীর, দয়া করে তোমার মাধুর্য সুখবর্ধক ও শোকবিনাশক অধরামৃত আমাদের বিতরণ কর। সেই অমৃত মানুষের অন্য আসক্তির বিস্মরণ ঘটায় এবং তোমার ধ্বনিত বেণুর দ্বারা সুষ্ঠুভাবে তা আস্বাদন করা যায়।

তাৎপর্য

গোপীগণ ও কৃষ্ণের মধ্যে সংলাপ রূপে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের সুন্দর ভাষ্য প্রদান করেছেন—

"গোপীগণ বললেন, 'হে কৃষ্ণ, তুমি ঠিক সর্বোত্তম চিকিৎসক ধন্বন্তরির মতো তাই দয়া করে আমাদের কিছু ঔষধ দাও, কারণ আমরা তোমার কামনার আবেগ জনিত ব্যাধিতে কষ্টভোগ করছি। আমরা কোনও মহার্ঘ মূল্য প্রদান না করলেও তোমার ঔষধরূপ অধরামৃত আমাদের বিনামূল্যে দিতে দ্বিধা কর না। যেহেতু তুমি মহান দানবীর, তাই একান্ত নিকৃষ্ট ব্যক্তিদেরও তা বিনামূল্যে তোমার প্রদান করা উচিত। বিবেচনা করে দেখ যে, আমরা আমাদের প্রাণ হারাচ্ছি, আর এখন তুমিই সেই অমৃত আমাদের দান করার মাধ্যমে আমাদের জীবন প্রত্যর্পণ করতে পার। যদিও, ইতিমধ্যে তোমার বাঁশিকে তুমি তা দান করেছ, যা কেবল একটি ফাঁপা বংশ-দণ্ড মাত্র।'

"কৃষ্ণ বললেন, 'কিন্তু এই জগতের মানুষেরা ধন, অনুগামী পরিবার এবং আরও নানা আসক্তিরূপ পথ্যে অভ্যস্ত। যে নির্দিষ্ট ঔষধটি তোমরা অনুরোধ করছ, সেটি তাদের দেওয়া উচিত নয় যাদের এই ধরনের পথ্য রয়েছে।'

" 'কিন্তু এই ঔষধটি মানুষের অন্য সব আসক্তিই ভুলিয়ে দেয়। এই ভেষজ ঔষধটি এমনই অপূর্ব যে, তা কুপথ্য অভ্যাসকে প্রতিরোধ করে। হে বীর, যেহেতু তুমি পরম দানশীল, দয়া করে আমাদের সেই অমৃত প্রদান কর।' "

শ্লোক ১৫

অটতি যদ্ ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্ ।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখং চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্ দৃশাম্ ॥ ১৫ ॥

অটতি—ভ্রমণ কর; **যৎ**—যখন; **ভবান্**—তুমি; **অহ্নি**—দিবসকালে; **কাননম্**—বনে; **ত্রুটি**—ক্ষণকাল (১ সেকেণ্ডের ১/১৭০০ সময় প্রায়); **যুগায়তে**—এক যুগ বলে মনে হয়; **ত্বাম্**—তোমাকে; **অপশ্যতাম্**—না দেখে; **কুটিল**—কুঞ্চিত; **কুন্তলম্**—কেশপাশ; **শ্রী**—সৌন্দর্য; **মুখম্**—মুখ; **চ**—এবং; **তে**—তোমার; **জড়**—মন্দ; **উদীক্ষতাম্**—যারা তোমাকে আগ্রহভরে নিরীক্ষণ করে; **পক্ষ্ম**—পাতা; **কৃৎ**—স্রষ্টা; **দৃশাম্**—চোখের।

অনুবাদ

দিবাভাগে তুমি যখন বনে গমন কর, তোমাকে দেখতে না পেয়ে ক্ষণকালও আমাদের জন্য এক যুগ হয়ে ওঠে। এমন কি যখন তোমার সুন্দর কুঞ্চিত কুন্তলযুক্ত মুখমণ্ডল আগ্রহভরে নিরীক্ষণ করি, মন্দ বিধাতার সৃষ্ট আমাদের চোখের পাতার দ্বারা, আমাদের আনন্দ বিঘ্নিত হয়।

শ্লোক ১৬

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্
অতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥ ১৬ ॥

পতি—স্বামী; **সুত**—পুত্র; **অন্বয়**—পূর্বপুরুষ; **ভ্রাতৃ**—ভাই; **বান্ধবান্**—ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন; **অতিবিলঙ্ঘ্য**—সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে; **তে**—তোমার; **অন্তি**—উপস্থিতিতে; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত; **আগতাঃ**—আগমন করেছি; **গতি**—আমাদের আগমনের; **বিদঃ**—যে কারণসমূহ অবগত; **তব**—তোমার; **উদ্গীত**—উচ্চগীত (বাঁশির) দ্বারা; **মোহিতাঃ**—মোহিত; **কিতব**—হে শঠ; **যোষিতঃ**—স্ত্রী; **কঃ**—কে; **ত্যজেৎ**—পরিত্যাগ করবে; **নিশি**—রাত্রিতে।

অনুবাদ

হে অচ্যুত, তুমি ভাল করেই জান—কেন আমরা এখানে এসেছি। তোমার মতো শঠ ছাড়া আর কেউ বা তাঁর বাঁশির উচ্চ-গীতে মোহিত হয়ে মধ্যরাত্রিতে আগত যুবতী নারীদের পরিত্যাগ করবে? কেবল তোমাকে দর্শন করার জন্যই আমাদের পতি, পুত্র, গুরুজন, ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে সম্পূর্ণরূপে আমরা অগ্রাহ্য করেছি।

শ্লোক ১৭

রহসি সংবিদং হৃচ্ছয়োদয়ং
প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্ ।
বৃহদুরঃ শ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে
মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ ॥ ১৭ ॥

রহসি—একান্তে; **সংবিদম্**—গোপন আলাপ; **হৃৎ-শয়**—হৃদয়ের কামনার; **উদয়ম্**—উদয়; **প্রহসিত**—হাস্য; **আননম্**—মুখ; **প্রেম**—প্রেমময়; **বীক্ষণম্**—দৃষ্টিপাত; **বৃহৎ**—বিশাল; **উরঃ**—বক্ষ; **শ্রিয়ঃ**—লক্ষ্মীদেবীর; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **ধাম**—আবাসস্থল; **তে**—তোমার; **মুহুঃ**—পুনঃ পুনঃ; **অতি**—অতিশয়; **স্পৃহা**—স্পৃহা; **মুহ্যতে**—মোহিত হচ্ছে; **মনঃ**—মন।

অনুবাদ

আমরা যখন তোমার সঙ্গে একান্তে অন্তরঙ্গ কথোপকথনের কথাগুলি মনে করি, তখন আমাদের মন বার বার মোহিত হতে থাকে, আমাদের হৃদয়ে কামের উদয় অনুভব করি আর তোমার হাস্য মুখ, তোমার প্রেমময় দৃষ্টি, ও লক্ষ্মীদেবীর বিশ্রামস্থল তোমার বিশাল বক্ষকে মনে করি। এইভাবে তোমার প্রতি আমাদের অতিশয় স্পৃহা জন্মায়।

শ্লোক ১৮

ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গতে
বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলম্ ।
ত্যজ মনাক্ চ নস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং
স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিষূদনম্ ॥ ১৮ ॥

ব্রজ-বন—ব্রজের বনে; **ওকসাম্**—যারা বাস করে; **ব্যক্তিঃ**—অভিব্যক্তি; **অঙ্গ**—প্রিয়; **তে**—তোমার; **বৃজিন**—দুঃখের; **হন্ত্রি**—বিনাশক; **অলম্**—অতিশয়; **বিশ্ব-মঙ্গলম্**—সর্ব মঙ্গলময়; **ত্যজ**—দয়া করে প্রদান কর; **মনাক্**—কিঞ্চিৎ; **চ**—এবং; **নঃ**—আমাদের; **ত্বৎ**—তোমার জন্য; **স্পৃহা**—স্পৃহায়; **আত্মনাম্**—যার মন পূর্ণ; **স্ব**—তোমার নিজ; **জন**—ভক্তগণ; **হৃদ্**—হৃদয়ে; **রুজাম্**—রোগের; **যৎ**—যা; **নিষূদনম্**—যা প্রতিকার করে।

অনুবাদ

হে প্রিয়, তোমার সর্ব মঙ্গলময় আবির্ভাব ব্রজবাসীদের দুঃখবিনাশক। আমাদের মন তোমার সঙ্গ সাগ্রহে আকাঙ্ক্ষা করে। দয়া করে আমাদের কিঞ্চিৎ সেই ঔষধ প্রদান কর যা তোমার ভক্তের হৃদয়ের ব্যাধির প্রতিকার করে।

তাৎপর্য

আচার্যবর্গের মতানুসারে, গোপীগণ বার বার কৃষ্ণকে তাঁর পাদপদ্মদ্বয় তাঁদের স্তনে স্থাপন করার জন্য বিনীত অনুরোধ করেছিলেন। গোপীগণ জাগতিক কামনার শিকার ছিলেন না বরং তাঁরা ভগবানের শুদ্ধ প্রেমে মগ্ন থাকতেন আর এইভাবে তাঁদের সুন্দর স্তনদ্বয় ভগবানকে অর্পণ করে তাঁর পাদপদ্মের সেবা করতে চেয়েছিলেন। জাগতিক ব্যক্তিবর্গ, যারা জড় যৌন আকাঙ্ক্ষার শিকার, কখনই হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হবে না যে, কিভাবে এইসব মাধুর্যময় সম্পর্ক শুদ্ধ চিন্ময় স্তরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে আর সেইটিই জড়বাদীদের মহা-দুর্ভাগ্য।

শ্লোক ১৯

যৎ তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু ।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ১৯ ॥

যৎ—যার; **তে**—তোমার; **সুজাত**—সুকুমার; **চরণ-অম্বু-রুহম্**—চরণ কমল; **স্তনেষু**—স্তনে; **ভীতাঃ**—ভীতা; **শনৈঃ**—মৃদুভাবে; **প্রিয়**—হে প্রিয়; **দধীমহি**—আমরা স্থাপন করি; **কর্কশেষু**—কর্কশ; **তেন**—তাদের দ্বারা; **অটবীম্**—পথ; **অটসি**—তুমি ভ্রমণ কর; **তৎ**—তারা; **ব্যথতে**—ব্যথিত হয়; **ন**—না; **কিম্ স্বিৎ**—আমরা বিস্মিত হই; **কূর্প আদিভিঃ**—ছোট ছোট পাথরকুচি ইত্যাদির দ্বারা; **ভ্রমতি**—চঞ্চলভাবে গমন করে; **ধীঃ**—মন; **ভবৎ-আয়ুষাম্**—তুমি যাদের জীবন, তাদের; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

হে প্রিয়, তোমার সুকোমল চরণকমল আহত হবে, এই আশঙ্কায় তা আমরা আমাদের কঠিন স্তনে অত্যন্ত সন্তর্পণে ধারণ করি। তুমি আমাদের জীবন স্বরূপ, তাই বনচারণের সময় পাথরকুচির আঘাতে তোমার সুকোমল চরণযুগল আহত হতে পারে, এই আশঙ্কায় আমাদের চিত্ত উৎকণ্ঠিত হচ্ছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটির অনুবাদ শ্রীল প্রভুপাদের *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (আদিলীলা ৪/১৭৩) থেকে নেওয়া হয়েছে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'গোপীগণের বিরহ গীতি' নামক একত্রিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশতি অধ্যায়

পুনর্মিলন

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে কৃষ্ণবিরহে অত্যন্ত ব্যাকুল গোপীগণের মাঝে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি তাঁদের সান্ত্বনা প্রদান করার পর গোপীগণ তাঁর কাছে গভীর আনন্দোচ্ছাস প্রকাশ করলেন।

মদনমোহন কৃষ্ণকে দর্শন করবার জন্য গোপীগণ বিভিন্নভাবে তাঁদের পরম আগ্রহ প্রকাশ করলে, পীতবসন ও সুন্দর মাল্য পরিধান করে কৃষ্ণ তাঁদের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁকে দর্শন করে গোপীগণ আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠে কোন কোন গোপী তাঁর হাত দুটি আঁকড়ে ধরলেন, কেউ কেউ তাঁর বাহুকে তাঁদের কাঁধে স্থাপন করলেন আর অন্যেরা তাঁর চর্বিত তাম্বূলের অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করলেন। তাঁরা এইভাবে তাঁর সেবা করেছিলেন।

একজন গোপী কৃষ্ণের প্রতি প্রেম-রাগবশত নিজ ওষ্ঠ দংশন করে কৃষ্ণকে কটাক্ষ দৃষ্টিতে দর্শন করতে লাগলেন। গোপীগণ কৃষ্ণের প্রতি এতই আসক্ত ছিলেন যে, তাঁকে অবিরত দর্শন করেও তাঁদের তৃপ্তিলাভ হয়নি। তাঁদের মধ্যে কোন একজন গোপী তখন কৃষ্ণকে হৃদয় মধ্যে স্থাপিত করে যোগীর ন্যায় চক্ষু মুদিত করে তাঁকে আলিঙ্গন করতে করতে চিন্ময় আনন্দে নিমগ্ন হলেন। এইভাবে গোপীগণ তাঁদের কৃষ্ণ-বিরহজনিত সন্তাপ প্রশমিত করেছিলেন।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বরূপশক্তি গোপীগণ সহযোগে যমুনা তীরে গমন করলেন। গোপীগণ তখন তাঁদের উত্তরীয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আসন প্রস্তুত করলে তিনি সেই আসনে উপবেশন করলেন। সেখানে বসে গোপীরা তাঁর সঙ্গে নানা প্রণয়োদ্দীপক ইঙ্গিতাদি উপভোগ করলেন। কৃষ্ণের অন্তর্ধানের জন্য গোপীরা তখনও দুঃখ অনুভব করলে কৃষ্ণ বর্ণনা করলেন—কেন তিনি এরকম করেছিলেন। কৃষ্ণ তাঁদের আরও বললেন যে, তিনি তাঁদের প্রেমময়ীভক্তিতে বশীভূত হয়েছেন আর তাই তাঁদের কাছে চিরঋণী থাকবেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা ।
রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে, পূর্বে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **প্রগায়ন্ত্যঃ**—গান করতে করতে; **প্রলপন্ত্যঃ**—প্রলাপ করতে করতে; **চ**—এবং; **চিত্রধা**—নানাপ্রকার বিচিত্রভাবে; **রুরুদুঃ**—তাঁরা রোদন করলেন; **সু-স্বরম্**—উচ্চৈঃস্বরে; **রাজন্**—হে রাজা; **কৃষ্ণ-দর্শন**—কৃষ্ণকে দর্শন করবার; **লালসাঃ**—স্পৃহা।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন, এইভাবে নানা মধুর উপায়ে তাঁদের হৃদয় হতে উৎসারিত গান ও প্রলাপ করতে করতে গোপীরা উচ্চৈঃস্বরে রোদন শুরু করলেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলেন।

শ্লোক ২

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ২ ॥

তাসাম্—তাঁদের সম্মুখে; **আবিরভূৎ**—আবির্ভূত; **শৌরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **স্ময়মান**—সহাস্য; **মুখ**—মুখ; **অম্বুজঃ**—পদ্মসদৃশ; **পীত**—হলুদ; **অম্বর**—বস্ত্র; **ধরঃ**—পরিহিত; **স্রক্-বী**—ফুলের মালা পরিধান করে; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **মন্মথ**—কামদেবের (যিনি মনকে মোহিত করেন); **মন্**—মনের; **মথঃ**—মোহিতকারী।

অনুবাদ

অতঃপর ভগবান কৃষ্ণ সহাস্যবদনে গোপীদের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। মালা ও পীতবসন পরিহিত, সাধারণ মানবের মন-হরণকারী স্বয়ং কামদেবেরও মনোমোহন রূপে তিনি আবির্ভূত হলেন।

শ্লোক ৩

তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠং প্রীত্যুৎফুল্লদৃশোঽবলাঃ ।
উত্তস্থুর্যুগপৎ সর্বাস্তন্বঃ প্রাণমিবাগতম্ ॥ ৩ ॥

তম্—তাঁর; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **আগতম্**—প্রত্যাবর্তন; **প্রেষ্ঠম্**—তাঁদের প্রিয়তম; **প্রীতি**—প্রীতিবশত; **উৎফুল্ল**—উৎফুল্ল; **দৃশঃ**—তাঁদের নেত্রদ্বয়; **অবলাঃ**—গোপীগণ; **উত্তস্থুঃ**—তাঁরা দাঁড়িয়ে পড়লেন; **যুগপৎ**—তৎক্ষণাৎ; **সর্বাঃ**—তাঁদের সকলে; **তন্বঃ**—দেহের; **প্রাণম্**—প্রাণবায়ু; **ইব**—যেন; **আগতম্**—ফিরে এল।

অনুবাদ

গোপীগণ যখন দেখলেন যে, তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণ তাঁদের কাছে ফিরে এসেছেন, তখন তাঁরা তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন আর তাঁর প্রতি প্রীতিবশত তাঁদের নেত্রদ্বয় উৎফুল্লিত হয়ে উঠল। যেন তাঁদের জীবনে প্রাণবায়ু ফিরে এল।

শ্লোক ৪

কাচিৎ করাম্বুজং শৌরের্জগৃহেঽঞ্জলিনা মুদা ।
কাচিদ্দধার তদ্বাহুমংসে চন্দনভূষিতম্ ॥ ৪ ॥

কাচিৎ—তাঁদের একজন; **কর-অম্বুজম্**—করপদ্ম; **শৌরেঃ**—শ্রীকৃষ্ণের; **জগৃহে**—ধারণ করলেন; **অঞ্জলিনা**—তাঁর জোড় হাতে; **মুদা**—আনন্দে; **কাচিৎ**—অন্য আর একজন; **দধার**—স্থাপিত করলেন; **তৎ-বাহুম্**—তাঁর বাহু; **অংসে**—তাঁর স্কন্ধদেশে; **চন্দন**—চন্দন; **ভূষিতম্**—অলঙ্কৃত।

অনুবাদ

একজন গোপী আনন্দে কৃষ্ণের হাত তাঁর অঞ্জলিবদ্ধ হাতে গ্রহণ করলেন এবং আরেকজন কৃষ্ণের চন্দনচর্চিত বাহু তাঁর স্কন্ধে ধারণ করলেন।

শ্লোক ৫

কাচিদঞ্জলিনাগৃহ্ণাৎ তন্বী তাম্বুলচর্বিতম্ ।
একা তদঙ্ঘ্রিকমলং সন্তপ্তা স্তনয়োরধাৎ ॥ ৫ ॥

কাচিৎ—একজন; **অঞ্জলিনা**—জোড় হাতে; **অগৃহ্ণাৎ**—গ্রহণ করলেন; **তন্বী**—তন্বী; **তাম্বুল**—পানসুপারী; **চর্বিতম্**—চর্বিত অবশিষ্ট; **একা**—আরেকজন; **তৎ**—তাঁর; **অঙ্ঘ্রি**—পদ; **কমলম্**—পদ্ম; **সন্তপ্তা**—দগ্ধা; **স্তনয়োঃ**—তাঁর স্তনযুগলে; **অধাৎ**—স্থাপন করলেন।

অনুবাদ

এক তন্বী গোপী অঞ্জলিবদ্ধ হাতে শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে কৃষ্ণচর্বিত তাম্বুল গ্রহণ করলেন আর অন্য একজন বিরহ সন্তপ্ত গোপী তাঁর পাদপদ্মদ্বয় তাঁর স্তনযুগলে স্থাপন করলেন।

শ্লোক ৬

একা ভ্রূকুটিমাবধ্য প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা ।
ঘ্নন্তীবৈক্ষৎ কটাক্ষেপৈঃ সন্দষ্টদশনচ্ছদা ॥ ৬ ॥

একা—আর একজন গোপী; **ভ্রুকুটিম্**—ভ্রুকুটি; **আবধ্য**—করে; **প্রেম**—তাঁর শুদ্ধ প্রেমের; **সংরম্ভ**—ক্রোধ দ্বারা; **বিহ্বলা**—বিহ্বলা হয়ে; **ঘ্নন্তী**—তাড়না করতে করতে; **ইব**—যেন; **ঐক্ষৎ**—দর্শন করতে লাগলেন; **কট**—তাঁর বাঁকা দৃষ্টি; **আক্ষেপৈঃ**—বিক্ষেপ; **সন্দষ্ট**—দংশনপূর্বক; **দশন**—তাঁর দাঁতের; **ছদা**—আচ্ছাদন (তাঁর ওষ্ঠ)।

অনুবাদ

প্রেমময় ক্রোধে বিহ্বল একজন গোপী ওষ্ঠ দংশন করে ভ্রুকুটিযুক্ত কটাক্ষপাত দ্বারা কৃষ্ণকে যেন তাড়িত করতে লাগলেন।

শ্লোক ৭

অপরানিমিষদ্দৃগ্‌ভ্যাং জুষাণা তন্মুখাম্বুজম্ ।
আপীতমপি নাতৃপ্যৎ সন্তস্তচ্চরণং যথা ॥ ৭ ॥

অপরা—অপর একজন গোপী; **অনিমিষৎ**—অপলক; **দৃগ্‌ভ্যাম্**—নয়নে; **জুষাণা**—আস্বাদন করছিলেন; **তৎ**—তাঁর; **মুখ-অম্বুজম্**—বদন-কমল; **আপীতম্**—সম্যকরূপে পান করে; **অপি**—ও; **ন অতৃপ্যৎ**—তৃপ্তিলাভ করতে পারেন নি; **সন্তঃ**—সাধুগণ; **তৎ-চরণম্**—তাঁর পদদ্বয়; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

ঠিক যেমন যোগীগণ তাঁর চরণে মনোনিবেশ করেও কখনও তৃপ্ত হন না, তেমনই অন্য একজন গোপী কৃষ্ণের বদন-কমল অপলক নয়নে অবলোকন করে তাঁর মাধুর্য গভীরভাবে আস্বাদন করেও যেন তৃপ্ত হতে পারলেন না।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন যে, সাধু ব্যক্তিগণের ভগবানের চরণে মনোনিবেশ করার যে সাদৃশ্যটি এখানে প্রদত্ত হয়েছে, তা আংশিকভাবে প্রযোজ্য, কারণ কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তনের পর গোপীগণ যে ভাবোচ্ছ্বাস অনুভব করেছিলেন, তা তুলনাহীন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও প্রকাশ করেছেন যে, এই বিশেষ গোপীটি সকল গোপীগণের মধ্যে পরম সৌভাগ্যবতী শ্রীমতী রাধারাণী।

শ্লোক ৮

তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদি কৃত্বা নিমীল্য চ ।
পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসম্প্লুতা ॥ ৮ ॥

তম্—তাঁর; **কাচিৎ**—তাঁদের একজন; **নেত্র**—তাঁর নেত্রদ্বয়ের; **রন্ধ্রেণ**—রন্ধ্রের দ্বারা; **হৃদি**—তাঁর হৃদয়ে; **কৃত্বা**—স্থাপন করে; **নিমীল্য**—মুদিত; **চ**—এবং; **পুলক-অঙ্গী**—

পুলকিত শরীরে; **উপগুহ্য**—আলিঙ্গনপূর্বক; **আস্তে**—থাকলেন; **যোগী**—যোগী; **ইব**—মতো; **আনন্দ**—আনন্দে; **সমপ্লুতা**—নিমগ্ন।

অনুবাদ

একজন গোপী স্বীয় নেত্র-রন্ধ্রের মাধ্যমে ভগবানকে তাঁর হৃদয়ে স্থাপন করলেন। তারপর চক্ষু মুদিত করে পুলকিত শরীরে তাঁকে অনবরত আলিঙ্গনে তিনি ভগবানের ধ্যানরত এক যোগীর মতো হয়ে উঠলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, এই অধ্যায়ে এতক্ষণ যে সাত জন গোপীর উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা প্রধান আটজন গোপীদের সাতজন, মর্যাদাগুণে যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সমীপবর্তী হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেছিলেন। আচার্য *শ্রীবৈষ্ণব-তোষণী* থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে এই সাতজন গোপীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে—যেমন, চন্দ্রাবলী, শ্যামলা, শৈব্যা, পদ্মা, শ্রীরাধা, ললিতা ও বিশাখা। বুঝে নিতে হবে যে, অষ্টম গোপী হচ্ছেন ভদ্রা। *শ্রীবৈষ্ণব-তোষণীতে* স্বয়ং *স্কন্দ পুরাণ* থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, এই আটজন গোপী তিনশত কোটি গোপীর মধ্যে প্রধান গোপী। গোপীদের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধীয় বিস্তৃত তথ্য শ্রীল রূপ গোস্বামীর *উজ্জ্বল-নীলমণি* গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

পদ্মপুরাণে নিশ্চিতভাবে বলা হয়েছে যে, শ্রীরাধা প্রধান গোপী—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডংপ্রিয়ং তথা ।
সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥

"ঠিক যেমন শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণের পরম প্রিয়, তাঁর স্নানের কুণ্ডটিও তেমনই প্রিয়। সমস্ত গোপীগণের মধ্যে তিনি ভগবানের পরম প্রিয় পাত্রী।" '*বৃহৎ গৌতমীয়তন্ত্র*' গ্রন্থেও কৃষ্ণের প্রধান সখীরূপে শ্রীমতী রাধারাণীর নাম করা হয়েছে—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা ।
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥

"পরদেবতা শ্রীমতী রাধারাণী সাক্ষাৎ 'কৃষ্ণময়ী', 'সর্বলক্ষ্মীময়ী', 'সর্বকান্তি', 'কৃষ্ণ-সম্মোহিনী' ও 'পরাশক্তি' বলে কথিত হয়েছেন।" (এই অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের '*শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*' আদি লীলা ৪/৮৩ থেকে নেওয়া হয়েছে।)

শ্রীরাধা বিষয়ে অতিরিক্ত তথ্যাদি *ঋক্-পরিশিষ্টে* প্রদান করা হয়েছে (ঋক্‌বেদের পরিশিষ্ট)—*রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষু।* "সকল

ব্যক্তিগণের মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধার সঙ্গেই ভগবান মাধব বিশেষরূপে মহিমামণ্ডিত, যেমন শ্রীরাধা তাঁর মধ্যে বিশেষভাবে মহিমামণ্ডিত।"

শ্লোক ৯

সর্বাস্তাঃ কেশবালোকপরমোৎসবনির্বৃতাঃ ।
জহুর্বিরহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ ॥ ৯ ॥

সর্বাঃ—সমস্ত; **তাঃ**—সেই সকল গোপী; **কেশব**—ভগবান কৃষ্ণের; **আলোক**—দর্শন করে; **পরম**—পরম; **উৎসব**—উৎসবের; **নির্বৃতাঃ**—আনন্দে মত্ত হয়ে; **জহুঃ**—তাঁরা পরিত্যাগ করেছিলেন; **বিরহজম্**—বিরহজনিত; **তাপম্**—ক্লেশ; **প্রাজ্ঞম্**—পরম ভাগবত; **প্রাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **যথা**—যেমন; **জনাঃ**—সংসারতপ্ত ব্যক্তিগণ।

অনুবাদ

তাঁদের প্রিয় কৃষ্ণকে পুনরায় দর্শন করে সকল গোপীগণ পরমানন্দে মত্ত হয়ে উঠলেন। সংসারতপ্ত ব্যক্তিগণ কোনও পরম ভাগবতকে প্রাপ্ত হলে যেমন তাঁদের দুর্দশা বিস্মৃত হয়, ঠিক তেমনই তাঁরা বিরহ-যন্ত্রণা পরিত্যাগ করেছিলেন।

শ্লোক ১০

তাভির্বিধূতশোকাভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ ।
ব্যরোচতাধিকং তাত পুরুষঃ শক্তিভির্যথা ॥ ১০ ॥

তাভিঃ—এই সকল গোপীগণ দ্বারা; **বিধূত**—বিগত; **শোকাভিঃ**—শোক; **ভগবান**—পরমেশ্বর ভগবান; **অচ্যুতঃ**—অচ্যুত; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **ব্যরোচত**—দীপ্যমান; **অধিকম্**—অধিক; **তাত**—প্রিয় (রাজা পরীক্ষিৎ); **পুরুষঃ**—পরমাত্মা; **শক্তিভিঃ**—তাঁর চিন্ময় শক্তিসমূহের সঙ্গে; **যথা**—যথা।

অনুবাদ

সর্বসন্তাপমুক্ত গোপীগণ দ্বারা পরিবৃত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুত দীপ্তিমানরূপে বিরাজ করছিলেন। হে রাজন, ঐশ্বর্যাদিময়ী স্বরূপশক্তি দ্বারা পরিবৃত হয়ে পরমাত্মা যেভাবে শোভা পান, শ্রীকৃষ্ণও এইভাবে দীপ্যমান হয়ে ছিলেন।

তাৎপর্য

গোপীগণ ভগবান কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি, তাই তাঁরা যখন যন্ত্রণা মুক্ত হয়ে পুনরায় সুখী হলেন, তখন ভগবান পূর্বের চেয়েও আরও বেশি উজ্জ্বলরূপে বিরাজ করছিলেন আর তাঁর চিন্ময় আনন্দও বর্ধিত হয়েছিল। শুদ্ধ চিন্ময় প্রেমের সঙ্গে

কৃষ্ণ গোপীদের ভালবাসেন এবং তাঁরাও সেই একই শুদ্ধতার সঙ্গে তাঁকে ভালবাসেন। চিন্ময় স্তরে পরিচালিত সমগ্র ঘটনাটি সংসারে আবদ্ধজনের ধারণারও অতীত।

শ্লোক ১১-১২

তাঃ সমাদায় কালিন্দ্যা নির্বিশ্য পুলিনং বিভুঃ ।
বিকসৎকুন্দমন্দার সুরভ্যনিলষট্পদম্ ॥ ১১ ॥
শরচ্চন্দ্রাংশু সন্দোহধ্বস্তদোষাতমঃ শিবম্ ।
কৃষ্ণায়া হস্ততরলাচিতকোমলবালুকম্ ॥ ১২ ॥

তাঃ—সেই সকল গোপীগণ; **সমাদায়**—নিয়ে; **কালিন্দ্যাঃ**—যমুনার; **নির্বিশ্য**—প্রবেশ করে; **পুলিনম্**—তীর; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান; **বিকসৎ**—বিকশিত; **কুন্দ-মন্দার**—কুন্দ ও মন্দার ফুলের; **সুরভি**—সৌরভ; **অনিল**—বায়ু; **ষট্-পদম্**—ভ্রমর; **শরৎ**—শরৎকালীন; **চন্দ্র**—চাঁদের; **অংশু**—কিরণ; **সন্দোহ**—প্রাচুর্যের দ্বারা; **ধ্বস্ত**—দূরীভূত; **দোষা**—রাত্রির; **তমঃ**—অন্ধকার; **শিবম্**—পবিত্র; **কৃষ্ণায়াঃ**—যমুনা নদীর; **হস্ত**—হস্তরূপ; **তরল**—তরঙ্গের দ্বারা; **আচিত**—ব্যাপ্ত; **কোমল**—কোমল; **বালুকম্**—বালুকা।

অনুবাদ

সর্বশক্তিমান ভগবান অতঃপর গোপীদের তাঁর সঙ্গে কালিন্দীর হস্তরূপ তরঙ্গ দ্বারা ব্যাপ্ত, কোমল বালুকাময় তটে নিয়ে গেলেন। সেই পবিত্র স্থানের প্রস্ফুটিত কুন্দ ও মন্দার ফুলের সৌরভ বাহিত বাতাস ভ্রমরদের আকর্ষিত করেছিল আর শরৎকালীন চন্দ্রের কিরণ-প্রাচুর্য রাত্রির অন্ধকার দূর করেছিল।

শ্লোক ১৩

তদ্দর্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্রুজো
মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ ।
স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতৈর্
অচীক্লৃপন্নাসনমাত্মবন্ধবে ॥ ১৩ ॥

তৎ—তাঁর, কৃষ্ণের; **দর্শন**—দর্শনজনিত; **আহ্লাদ**—আনন্দে; **বিধূত**—দূরীভূত হয়েছিল; **হৃদ্**—তাঁদের হৃদয়ের; **রুজঃ**—ব্যথা; **মনঃরথ**—তাঁদের কামনার; **অন্তম্**—পূর্ণতায়; **শ্রুতয়ঃ**—শ্রুতিসকল; **যথা**—যেমন; **যযুঃ**—অর্জিত; **স্বৈঃ**—তাঁদের নিজ

নিজ; **উত্তরীয়ৈঃ**—উত্তরীয়; **কুচ**—তাঁদের স্তনদ্বয়ের; **কুঙ্কুম**—কুঙ্কুম; **অঙ্কিতৈঃ**—চিহ্নিত; **অচীক্লৃপন্**—রচনা করলেন; **আসনম্**—আসন; **আত্ম**—তাঁদের আত্মার; **বন্ধবে**—প্রিয় বন্ধুর জন্য।

অনুবাদ

কৃষ্ণ দর্শনে মূর্তিমান বেদগণ যেমন পূর্ণ মনস্কাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তেমনি কৃষ্ণ-দর্শনের আনন্দে গোপীগণের হৃদয়ের ব্যথাও দূরীভূত হল। তাঁদের স্তনের কুঙ্কুম-রঞ্জিত উত্তরীয় দ্বারা, তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণের জন্য তাঁরা আসন রচনা করলেন।

তাৎপর্য

এই স্কন্ধের সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের (শ্লোক ২৩) শ্রুতিসকল বা মূর্তিমান বেদগণ নিম্নোক্ত প্রার্থনা করছেন—

স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ।

"এই সকল রমণীগণ তাঁদের মনে সর্পরাজদেহসদৃশ শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ড যুগলের ধ্যানে পূর্ণরূপে মগ্ন। আমরা গোপীগণের মতো হয়ে তাঁর চরণ-কমল-দ্বয়ের সেবা করতে চাই।" ব্রহ্মার পূর্বকল্পে তাঁর আবির্ভাবের সময় শ্রুতিগণ কৃষ্ণকে দর্শন করে গভীরভাবে তাঁর সঙ্গলাভের কামনায় পূর্ণ হয়েছিলেন। অতঃপর এই কল্পে তাঁরা গোপী হলেন। আর যেহেতু মনুষ্য সমাজে বেদসমূহ নিত্য বিরাজিত, তাই শ্রুতিগণ এই কল্পেও কৃষ্ণের জন্য পূর্ণ আকাঙ্ক্ষিত এবং পরবর্তী কল্পেও তাঁরা গোপী হবেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই তথ্য প্রদান করেছেন।

শ্লোক ১৪

তত্রোপবিষ্টো ভগবান্ স ঈশ্বরো
যোগেশ্বরান্তর্হৃদিকল্পিতাসনঃ ।
চকাস গোপীপরিষদ্গতোঽর্চিত
স্ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দধৎ ॥ ১৪ ॥

তত্র—সেখানে; **উপবিষ্টঃ**—উপবিষ্ট; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সঃ**—তিনি; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **যোগ-ঈশ্বর**—যোগেশ্বর; **অন্তঃ**—মধ্যে; **হৃদি**—হৃদয়; **কল্পিত**—কল্পনা করেন; **আসনঃ**—তাঁর আসন; **চকাস**—তিনি জ্যোতিষ্মান্ রূপে প্রকাশিত; **গোপীপরিষদ**—গোপীগণের সভামধ্যে; **গতঃ**—উপস্থিত; **অর্চিতঃ**—পূজিত; **ত্রৈ-লোক্য**—ত্রি-লোকের; **লক্ষ্মী**—লক্ষ্মীর; **এক**—একমাত্র; **পদম্**—আধার; **বপুঃ**—তাঁর চিন্ময় শরীর; **দধৎ**—দর্শিত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যাঁর জন্য যোগেশ্বরগণও তাঁদের হৃদয় মধ্যে আসন কল্পনা করেন, তিনি গোপীগণের সভামধ্যে তাঁর আসন গ্রহণ করলেন। গোপীগণ তাঁর অর্চনা করলে, ত্রি-লোকে লক্ষ্মীর একমাত্র আবাসস্থল রূপ তাঁর চিন্ময় শরীর দীপ্যমান শোভায় প্রকাশিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

যোগেশ্বর বলতে এখানে শিব, অনন্তশেষ ও অন্যান্য উন্নত পুরুষদের বোঝান হয়েছে যাঁরা সকলেই তাঁদের হৃদয়ের কমলাসনে ভগবানকে ধারণ করেন। সেই ভগবান, গোপীগণের নিঃস্বার্থ, গভীর প্রেমের দ্বারা পরাভূত হয়ে যমুনা নদীর তীরে তাঁদের সুগন্ধী উত্তরীয়র উপর উপবেশন করার পর, তাঁদের বন্ধু হতে ও বৃন্দাবনে তাঁদের সঙ্গে নৃত্য করতে সম্মত হলেন।

শ্লোক ১৫

সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং
সহাসলীলেক্ষণবিভ্রমভ্রুবা ।
সংস্পর্শনেনাঙ্ককৃতাঙ্‌ঘ্রি হস্তয়োঃ
সংস্তুত্য ঈষৎ কুপিতা বভাষিরে ॥ ১৫ ॥

সভাজয়িত্বা—সম্মানিত করে; **তম্**—তাঁকে; **অনঙ্গ**—অনঙ্গ; **দীপনম্**—বর্ধক; **স-হাস**—হাস্য; **লীলা**—লীলা; **ঈক্ষণ**—দৃষ্টিপাত; **বিভ্রম্**—ক্রীড়া; **ভ্রুবা**—তাঁদের ভ্রু দ্বারা; **সংস্পর্শনেন**—স্পর্শ করে; **অঙ্ক**—তাঁদের কোলে; **কৃত**—স্থাপন করে; **অঙ্‌ঘ্রি**—তাঁর পদদ্বয়; **হস্তয়ঃ**—ও হস্তদ্বয়; **সংস্তুত্য**—স্তুতি নিবেদন করে; **ঈষৎ**—অল্প; **কুপিতাঃ**—ক্রুদ্ধ; **বভাষিরে**—তাঁরা বলেছিলেন।

অনুবাদ

গোপীগণ তাঁদের কোলে অনঙ্গবর্ধক কৃষ্ণের হস্ত ও পদদ্বয় স্থাপনা করে, কটাক্ষ, হাস্যলীলা ও ভ্রুবিলাসবিভ্রম মাধ্যমে তাঁকে সম্মানিত করলেন। এমন কি যখন তাঁরা অর্চনা করছিলেন, কিঞ্চিৎ ক্রোধ অনুভবের মাধ্যমে, তাঁরা তাঁর উদ্দেশ্যে নিম্নোক্তভাবে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ১৬

শ্রীগোপ্য উচুঃ

ভজতোঽনুভজন্ত্যেক এক এতদ্বিপর্যয়ম্ ।
নোভয়াংশ্চ ভজন্ত্যেক এতন্নো ব্রূহি সাধু ভোঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীগোপ্যঃ উচুঃ—গোপীগণ বললেন; **ভজতঃ**—যাঁরা ভজনা করে তাঁদের; **অনু**—অনুবর্তন করে; **ভজন্তি**—ভজনা করেন; **এক**—কোন; **এক**—কোন; **এতৎ**—এর; **বিপর্যয়ম্**—বিপরীত; **ন উভয়ান্**—কাউকেই না; **চ**—এবং; **ভজন্তি**—ভজনা করেন; **এক**—কোন; **এতৎ**—এই; **নঃ**—আমাদের; **ব্রূহি**—বল; **সাধু**—সঠিকভাবে; **ভোঃ**—হে প্রিয়।

অনুবাদ

গোপীগণ বললেন—**কিছু মানুষ কেবল তাদেরই ভালবাসে, যারা তাদের ভালবাসে, যখন অন্যান্যরা সেই সব জনদেরও ভালবাসে যারা তাদের ভালবাসে না বা বিরোধীভাবাপন্ন। এরপরেও আরো কিছু মানুষ রয়েছে, যারা কারও প্রতিই ভালবাসা প্রদর্শন করে না। প্রিয় কৃষ্ণ, দয়া করে এই ব্যাপারটি আমাদের যথাযথভাবে বর্ণনা কর।**

তাৎপর্য

স্পষ্টত এই বিনম্র প্রশ্নের মাধ্যমে গোপীগণ তাঁদের প্রেমের বিনিময়ে যথাযথভাবে সাড়া দিতে কৃষ্ণের ব্যর্থতাকে প্রকাশ করেছেন। কৃষ্ণ যখন অরণ্যের মাঝে তাঁদের ফেলে চলে গিয়েছিলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেছিলেন আর তাই তাঁরা জানতে চাইছেন—এই প্রেমের ব্যাপারে তিনি তাঁদের কেন এই ক্লেশ ভোগ করালেন।

শ্লোক ১৭

শ্রীভগবানুবাচ

মিথো ভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থৈকান্তোদ্যমা হি তে ।
ন তত্র সৌহৃদং ধর্মঃ স্বার্থার্থং তদ্ধি নান্যথা ॥ ১৭ ॥

শ্রীভগবান্‌-উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **মিথঃ**—প্রত্যুপকার আশায়; **ভজন্তি**—পরস্পর ভজন করে; **যে**—যে; **সখ্যঃ**—সখীগণ; **স্ব-অর্থ**—নিজ স্বার্থের জন্য; **এক-অন্ত**—একমাত্র; **উদ্যমাঃ**—তাদের উদ্যম; **হি**—বস্তুত; **তে**—তারা; **ন**—না; **তত্র**—তাতে; **সৌহৃদম্**—সৌহার্দ্য; **ধর্মঃ**—প্রকৃত ধার্মিকতা; **স্ব-অর্থ**—তাদের নিজেদের লাভের; **অর্থম্**—জন্য; **তৎ**—সেই; **হি**—বস্তুত; **ন**—না; **অন্যথা**—অন্য কিছু।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—তথাকথিত সুহৃদগণ যারা নিজেদের লাভের আশায় পরস্পরকে ভালবাসা প্রদর্শন করে, তারা প্রকৃতপক্ষে স্বার্থপর। তাদের মধ্যে

সত্যিকারের সৌহার্দ্য নেই, ধর্মও নেই। প্রকৃতপক্ষে, তারা যদি নিজেদের লাভের প্রত্যাশা না করত, তবে তারা পারস্পরিক ভালবাসাও বিনিময় করত না।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে গোপীগণকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, শুদ্ধ প্রেমময় সখ্যতায়, বন্ধুর জন্য কেবলই ভালবাসা ব্যতীত কোন স্বার্থপর প্রত্যাশা থাকে না।

শ্লোক ১৮

ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরো যথা।
ধর্মো নিরপবাদোঽত্র সৌহৃদং চ সুমধ্যমাঃ ॥ ১৮ ॥

ভজন্তি—তাঁরা একনিষ্ঠভাবে সেবা করে; **অভজতঃ**—যারা তাদের সঙ্গে পারস্পরিক আদান প্রদান করে না; **যে**—যারা; **বৈ**—বস্তুত; **করুণাঃ**—কারুণিক; **পিতরৌ**—পিতামাতা; **যথা**—যেমন; **ধর্মঃ**—ধর্মীয় কর্তব্য; **নিরপবাদঃ**—নির্ভুল; **অত্র**—এই; **সৌহৃদম্**—বন্ধুত্ব; **চ**—এবং; **সু-মধ্যমাঃ**—যার কটিদেশ সুন্দর।

অনুবাদ

হে সুমধ্যমাগণ, কিছু মানুষ রয়েছেন যারা প্রকৃত অর্থেই কারুণিক, যেমন পিতা মাতা স্বাভাবিকভাবেই স্নেহপ্রবণ। এই ধরনের মানুষেরা যারা প্রতিদানে ব্যর্থ মানুষদেরও একনিষ্ঠভাবে সেবা করে, তারাই ধর্মের প্রকৃত নির্ভুল পথ অনুসরণ করছে, আর তারাই সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষী।

শ্লোক ১৯

ভজতোঽপি ন বৈ কেচিদ্ ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ।
আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ ॥ ১৯ ॥

ভজতঃ—যারা মঙ্গলের জন্য কর্ম করছে; **অপি**—এমন কি; **ন**—না; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **কেচিৎ**—কোন; **ভজন্তি**—প্রতিদান দেয় না; **অভজতঃ**—যারা বিরোধী ভাবাপন্ন; **কুতঃ**—আর কি কথা; **আত্মারামাঃ**—আত্ম-সন্তুষ্ট; **হি**—বস্তুত; **আপ্তকামাঃ**—যারা ইতিমধ্যেই তাদের জড় আকাঙ্ক্ষা অর্জন করেছে; **অকৃতজ্ঞাঃ**—যারা উপকারকের উপকার মনে রাখে না; **গুরু-দ্রুহঃ**—যারা গুরুজনের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন।

অনুবাদ

এরপর সেই ধরনের মানুষেরাও রয়েছে যারা আত্মাসুখী, আপ্তকাম, অকৃতজ্ঞ ও গুরুদ্রোহী। এই ধরনের মানুষেরা তাদের ভালবাসা প্রদানকারীকেও ভালবাসে না, শত্রুভাবাপন্নদের কথা আর কী বলার আছে।

তাৎপর্য

কিছু মানুষ রয়েছে যারা পারমার্থিকভাবে আত্ম-সন্তুষ্ট হওয়ায় অন্যদের সঙ্গে ভাব বিনিময় করে না, কারণ তাঁরা জড়জাগতিক সম্পর্কের বন্ধন এড়িয়ে থাকতে চায়। অন্যান্য ব্যক্তিরা কেবল ঈর্ষা ও অহমিকা বশত ভাব বিনিময় করে না। এরপরেও আরও কিছু ভাব-বিনিময়ে ব্যর্থ মানুষ আছে, যারা জাগতিকভাবে সন্তুষ্ট হওয়ার ফলে আর কোন নতুন জড় সুযোগ সুবিধার প্রতি আগ্রহী নয়। ধৈর্য সহকারে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের এই সমস্ত কিছু বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ২০

নাহং তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্
ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে ।
যথাধনো লব্ধধনে বিনষ্টে
তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদ ॥ ২০ ॥

ন—করি না; **অহম্**—আমি; **তু**—অপরপক্ষে; **সখ্যঃ**—হে সখীগণ; **ভজতঃ**—পুজা করে; **অপি**—এমন কি; **জন্তূন্**—জীবের সঙ্গে; **ভজামি**—ভাব বিনিময়; **আমীষাম্**—তাদের; **অনুবৃত্তি**—প্রবৃত্তি (শুদ্ধ প্রেমের জন্য); **বৃত্তয়ে**—চালিত করার জন্য; **যথা**—ঠিক যেমন; **অধনঃ**—এক ধনহীন মানুষ; **লব্ধ**—প্রাপ্ত হয়ে; **ধনে**—ধন; **বিনষ্টে**—এবং তা বিনষ্ট হলে; **তৎ**—তার; **চিন্তয়া**—উদ্বিগ্ন চিন্তাতেই; **অন্যৎ**—অন্য কোন কিছু; **নিভৃতঃ**—ব্যাপৃত; **ন বেদ**—জানে না।

অনুবাদ

জীব যখন আমাকে ভালবাসে, এমন কি তারা যখন আমার পূজাও করে, আমি তৎক্ষণাৎ সাড়া দিই না, তার কারণ হে গোপীগণ, আমি তাদের প্রেমময় ভক্তিকে তীব্রতর করতে চাই। লব্ধ ধন নষ্ট হওয়া নির্ধন ব্যক্তি যেমন সেই ধনের চিন্তাতেই উদ্বিগ্ন থাকে, অন্য কোন কিছুরই চিন্তা করতে পারে না, তখন তারা তেমনি হয়ে ওঠে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন '*যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম*'—"যারা যেভাবে আমার প্রতি আত্মসমর্থন করে, আমি তাদের সেভাবেই পুরস্কৃত করি।" তবুও কেউ যদি ভক্তি সহকারে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, ভক্তের প্রেম তীব্রতর করার জন্য ভগবান তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ সাড়া না দিতেও পারেন। কার্যত, ভগবান কিন্তু যথাযথভাবেই সাড়া দিচ্ছেন। কারণ একজন ঐকান্তিক ভক্ত

সকল সময়েই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন, "দয়া করে তোমাকে শুদ্ধভাবে ভালবাসার জন্য আমাকে সাহায্য কর।" সুতরাং ভগবানের তথাকথিত অবহেলা আসলে ভক্তের প্রার্থনা পূরণ করা। দৃশ্যত নিজেকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা আরও তীব্র করে তোলেন আর তার ফলস্বরূপ বস্তুত আমরা যা চাই সেটি আমরা লাভ করি—পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রগাঢ় প্রেম। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের দৃশ্যত অবহেলা, প্রকৃতপক্ষে তাঁর সুচিন্তিত সাড়া দেওয়া আর আমাদের গভীর ও শুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা লাভ।

আচার্যবর্গের মতানুসারে, শ্রীকৃষ্ণ যখন এই শ্লোকটি বলতে শুরু করলেন, তখন গোপীরা তাঁদের মুখের হাসি চেপে একে অপরের দিকে আড়চোখে দেখছিলেন। এরপরও শ্রীকৃষ্ণ যখন বলে চললেন, গোপীগণ হৃদয়ঙ্গম করতে শুরু করলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের প্রেমময়ী সেবার পরম পূর্ণতার স্তরে আনয়ন করছেন।

শ্লোক ২১

এবং মদর্থোজ্‌ঝিতলোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ ।
ময়াপরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥ ২১ ॥

এবম্—এইভাবে; **মৎ**—আমার; **অর্থ**—জন্য; **উজ্‌ঝিত**—বর্জন করে; **লোক**—লৌকিক আচার; **বেদ**—বৈদিক নির্দেশ; **স্বানাম্**—আত্মীয়স্বজনদের; **হি**—অবশ্যই; **বঃ**—তোমাদের; **ময়ি**—আমাকে; **অনুবৃত্তয়ে**—অনুরাগ বর্ধনের জন্য; **অবলাঃ**—হে নারীগণ; **ময়া**—আমার দ্বারা; **পরোক্ষম্**—পরোক্ষভাবে; **ভজতা**—অনুগ্রহপূর্বক; **তিরোহিতম্**—দৃষ্টির অগোচর; **মা**—আমাকে; **অসূয়িতুম্**—অসন্তুষ্ট হওয়া; **মা অর্হথ**—তোমাদের উচিত নয়; **তৎ**—তাই; **প্রিয়ম্**—প্রিয়পাত্র; **প্রিয়াঃ**—হে প্রিয়াগণ।

অনুবাদ

হে গোপীগণ, আমার জন্য তোমরা লোকাচার, বৈদিক নির্দেশ এবং আত্মীয়স্বজনদের পরিত্যাগ করেছ; তা সত্ত্বেও আমার প্রতি তোমাদের অনুরাগ বর্ধিত হবে বলে আমি তোমাদের দৃষ্টির আগোচর হয়েছিলাম। হে প্রিয়াগণ, আমি তোমাদের প্রিয় সাধনে প্রবৃত্ত, আমার প্রতি তোমরা অসন্তুষ্ট হয়ো না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের উপরোক্ত শব্দার্থ ও অনুবাদ শ্রীল প্রভুপাদের *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (আদি লীলা ৪/১৭৬) থেকে গৃহীত হয়েছে।

এখানে ভগবান ইঙ্গিত করেছেন যে, যদিও ইতিমধ্যেই গোপীগণ ছিলেন তাঁর প্রতি তাঁদের প্রেমে পূর্ণ, তবুও অচিন্তনীয়ভাবে তাঁদের সেই পূর্ণতাকে বর্ধিত করবার জন্য এবং জগৎ শিক্ষার জন্য তিনি এইভাবে লীলা প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ২২

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ ।
যা মাঽভজন্ দুর্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ২২ ॥

ন—না; **পারয়ে**—করতে পারি; **অহম্**—আমি; **নিরবদ্য-সংযুজাম্**—যারা সম্পূর্ণভাবে নিষ্কপট, তাদের; **স্ব-সাধু-কৃত্যম্**—উপযুক্ত প্রতিদান; **বিবুধ-আয়ুষা**—স্বর্গের দেবতাদের মতো আয়ুসম্পন্ন; **অপি**—যদিও; **বঃ**—তোমাদের; **যাঃ**—যারা; **মা**—আমাকে; **অভজন্**—ভজনা করেছ; **দুর্জয়-গেহ-শৃঙ্খলাঃ**—দুর্জয় গৃহরূপ শৃঙ্খল; **সংবৃশ্চ্য**—ছেদন করে; **তৎ**—যা; **বঃ**—তোমাদের; **প্রতিযাতু**—প্রতিশোধ করা; **সাধুনা**—কেবলমাত্র সৎকর্মের দ্বারা।

অনুবাদ

হে গোপীগণ, আমার প্রতি তোমাদের নির্মল সেবার ঋণ আমি ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের মধ্যেও পরিশোধ করতে পারব না। আমার সঙ্গে তোমাদের যে সম্পর্ক তা সম্পূর্ণভাবে নিষ্কলুষ। তোমরা দুশ্ছেদ্য সংসার বন্ধন ছিন্ন করে আমার আরাধনা করেছ। তাই তোমাদের মহিমান্বিত কার্যই তোমাদের প্রতিদান হোক।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের অনুবাদ ও শব্দার্থ শ্রীল প্রভুপাদের *'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'* আদি লীলা (৪/১৮০) থেকে গৃহীত হয়েছে।

পরিশেষে, ভগবানের স্বল্পকালীন অনুপস্থিতির সময়ে তাঁদের আচরণের জন্য গোপীগণ নিত্য মহিমান্বিত হয়ে উঠলেন আর ভগবান ও তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতিও অপূর্বভাবে বর্ধিত হয়েছিল। কৃষ্ণ ও তাঁর প্রেমময়ী ভক্তবৃন্দের এমনই পূর্ণতা।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'পুনর্মিলন' নামক দ্বাত্রিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ত্রয়ত্রিংশতি অধ্যায়

রাসনৃত্য

এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাস নৃত্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যা তিনি যমুনা নদী তটসংলগ্ন বনে তাঁর প্রিয় সখীদের সঙ্গে উপভোগ করেছিলেন।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিন্ময়-রস-নিপুণ। তাঁর প্রীতিরূপ রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধা এবং পূর্ণরূপে তাঁর প্রতি সেবাপরায়ণ গোপীগণের সঙ্গে তিনি নিজেকে অসংখ্য রূপে বিস্তার করেছিলেন। রাস নৃত্য উপভোগের উদ্দীপনায় গোপীগণ প্রমত্ত হয়ে উঠেছিলেন আর এইভাবে তাঁরা নৃত্যগীত ও প্রণয়সূচক ইঙ্গিতের মাধ্যমে কৃষ্ণেন্দ্রিয় সন্তুষ্টিতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। চতুর্দিকে গোপীগণের মধুর কণ্ঠস্বরে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

ভগবান কৃষ্ণ নিজেকে অসংখ্যরূপে প্রকাশ করার পরেও প্রত্যেক গোপী ভাবছিলেন যে কৃষ্ণ একা কেবলমাত্র তাঁরই পাশে ছিলেন। অনবরত নৃত্য গীতের ফলে ধীরে ধীরে প্রত্যেক গোপী ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাঁরা যাঁর যাঁর পাশে দাঁড়ানো কৃষ্ণের স্কন্ধে তাঁদের বাহু স্থাপন করলেন। কোন কোন গোপী পদ্মগন্ধযুক্ত চন্দনলিপ্ত কৃষ্ণের বাহুর ঘ্রাণ গ্রহণ করে চুম্বন করলেন। কেউ কেউ নিজেদের অঙ্গে কৃষ্ণের করপদ্ম স্থাপন করলেন, আবার কেউ-বা কৃষ্ণকে প্রেমময়ী আলিঙ্গন দ্বারা আনন্দ দান করেছিলেন।

পরম অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র ভোগ্য ও ভোক্তা। যদিও তিনি অদ্বয় একজনই, কিন্তু তাঁর নিজ লীলাসমূহের বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি নিজেকে বহুরূপে বিস্তার করেন। তাই মহান পণ্ডিতগণ কৃষ্ণের রাসলীলাকে, বালকের তাঁর স্বীয় প্রতিবিম্বের সঙ্গে ক্রীড়ার ন্যায় বলে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ অচিন্তনীয় চিন্ময় ঐশ্বর্যপূর্ণ আত্মারাম স্বরূপ। যখন তিনি এরূপ রাস লীলা প্রদর্শন করেন, তখন ব্রহ্মা হতে শুরু করে তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত সকল জীবই বিস্ময় সমুদ্রে নিমজ্জিত হন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রণয় লীলার বিবরণ শ্রবণ করলেন, যা বাহ্যত কামুক ও লম্পট ব্যক্তির কার্যকলাপ বলে মনে হয়, তখন তিনি মহান্ ভক্ত শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। শুকদেব গোস্বামী এই বলে সেই সন্দেহ নিরসন করলেন, "যেহেতু কৃষ্ণই পরম ভোক্তা, তাই এইরূপ লীলা কখনও কোন দোষে দূষণীয় হতে পারে না। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত অন্য কেউ যদি এরূপ লীলা ভোগের চেষ্টা করে, তবে রুদ্রদেব ব্যতীত অন্য কারুর বিষসমুদ্র পান করার যে ফল, সে-ও সেই দুর্ভাগ্য

লাভ করবে। অধিকন্তু কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা অনুকরণের কথা মনে মনে চিন্তাও করে, সে অবশ্যই দুর্ভাগ্য ভোগ করবে।"

পরম অদ্বয়তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী রূপে সর্বজীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন। তাঁর কৃপাবশত তিনি যখন তাঁর ভক্তদের তাঁর অন্তরঙ্গ লীলা প্রদর্শন করেন, সেই লীলা সমূহ কখনও প্রাকৃত দোষে মলিন হতে পারে না। কোন জীব যখন শ্রীকৃষ্ণের জন্য গোপীদের স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ বা প্রেমময়ী আর্তি শ্রবণ করেন, তখন তাঁর মধ্যে জাগতিক ইন্দ্রিয় তর্পণের মূল বিনাশ হয়ে হরি গুরু বৈষ্ণব সেবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উদয় হয়।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ইত্থং ভগবতো গোপ্যঃ শ্রুত্বা বাচঃ সুপেশলাঃ ।
জহুর্বিরহজং তাপং তদঙ্গোপচিতাশিষঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইত্থম্**—এইভাবে; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **বাচঃ**—কথাসমূহ; **সু-পেশলাঃ**—মনোহর; **জহুঃ**—তাঁরা পরিত্যাগ করলেন; **বিরহজম্**—তাঁদের বিরহ জনিত অনুভূতি; **তৎ**—তাঁর; **অঙ্গ**—অঙ্গসমূহ (স্পর্শ করা) থেকে; **উপচিত**—পূর্ণ; **আশিষঃ**—মনস্কাম।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—গোপীগণ ভগবানের এরূপ মনোহর বাক্য শ্রবণ করে কৃষ্ণ বিরহজনিত দুঃখ পরিত্যাগ করলেন। তাঁর চিন্ময় অঙ্গসমূহ স্পর্শ করে তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হল।

শ্লোক ২

তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ ॥ ২ ॥

তত্র—সেখানে; **আরভত**—আরম্ভ করলেন; **গোবিন্দঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **রাস-ক্রীড়াম্**—রাস নৃত্যলীলা; **অনুব্রতৈঃ**—বিশ্বস্ত (গোপীগণ); **স্ত্রী**—নারীগণের; **রত্নৈঃ**—রত্ন; **অন্বিতঃ**—মিলিত হয়ে; **প্রীতৈঃ**—আনন্দিত; **অন্যোন্য**—পরস্পর; **আবদ্ধ**—আবদ্ধ; **বাহুভিঃ**—তাঁদের বাহুদ্বয়।

অনুবাদ

অতঃপর যমুনার তীরে নারীগণের মধ্যে রত্নসদৃশা, আনন্দে পরস্পর বাহুপাশে আবদ্ধা, বিশ্বস্ত গোপীগণের সঙ্গে ভগবান গোবিন্দ রাসনৃত্য আরম্ভ করলেন।

শ্লোক ৩

রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্ব-নিকটং স্ত্রিয়ঃ ।
যং মন্যেরন্নভস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলম্ ।
দিবৌকসাং সদারাণামৌৎসুক্যাপহৃতাত্মনাম্ ॥ ৩ ॥

রাস—রাসনৃত্যের; **উৎসবঃ**—উৎসব; **সম্প্রবৃত্তঃ**—শুরু হল; **গোপীমণ্ডল**—গোপীগণের বৃত্ত দ্বারা; **মণ্ডিতঃ**—শোভিত; **যোগ**—যোগশক্তির; **ঈশ্বরেণ**—পরম নিয়ন্তা দ্বারা; **কৃষ্ণেন**—শ্রীকৃষ্ণ; **তাসাম্**—তাঁদের; **মধ্যে**—মধ্যে; **দ্বয়োঃ দ্বয়োঃ**—প্রতি দু'জন গোপীর মাঝে মাঝে; **প্রবিষ্টেন**—প্রবেশ করে; **গৃহীতানাম্**—ধারণ করে; **কণ্ঠে**—কণ্ঠে; **স্ব-নিকটম্**—তাঁর কাছেই; **স্ত্রিয়ঃ**—নারীগণ; **যম্**—যাঁকে; **মন্যেরন্**—বিবেচনা করলেন; **নভঃ**—আকাশ; **তাবৎ**—সেই সময়; **বিমান**—বিমান; **শত**—শত; **সঙ্কুলম্**—পরিব্যাপ্ত; **দিব**—স্বর্গের; **ওকসাম্**—অধিবাসীদের; **স**—সঙ্গে; **দারাণাম্**—তাঁদের স্ত্রীগণের; **ঔৎসুক্য**—আগ্রহে; **অপহৃত**—অভিভূত; **আত্মনাম্**—তাঁদের মন।

অনুবাদ

গোপীমণ্ডলে মণ্ডিত হয়ে রাসনৃত্য উৎসব শুরু হল। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বিস্তার করে প্রত্যেক দু'জন গোপীর মাঝখানে প্রবেশ করে তাঁদের কণ্ঠে তাঁর হস্ত স্থাপন করলে, প্রত্যেক গোপীই ভাবলেন যে, তিনি একমাত্র তাঁর কাছেই অবস্থান করছেন। সস্ত্রীক অভিভূত দেবতাগণ সেই রাসনৃত্য দর্শনের আগ্রহে শীঘ্রই তাঁদের শত শত বিমানে আকাশ পরিব্যাপ্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর রাসনৃত্য বিষয়ে নিম্নোক্ত শ্লোক রচনা করেছেন—

অঙ্গনামাঙ্গনামন্তরা মাধবো
মাধবং মাধবঞ্চান্তরেণাঙ্গনাঃ ।
ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগঃ
সংজগৌ বেণুনা দেবকীনন্দনঃ ॥

"ভগবান মাধব প্রত্যেক দু'জন গোপীর মাঝখানে অবস্থান করছিলেন, এবং ভগবানের প্রকাশিত দুটি রূপের মাঝখানে একজন গোপী অবস্থান করছিলেন। আর দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণও সেই বৃত্তের মাঝখানে উপস্থিত হয়ে গান করছিলেন ও বাঁশী বাজাচ্ছিলেন।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মনোযোগ আকর্ষণ করে বর্ণনা করেছেন, গোপীগণ প্রেমোন্মত্ত হয়ে হৃদয়ঙ্গমে অপারগ ছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বিস্তার করার মাধ্যমেই কেবল স্বয়ং তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে নৃত্য করছিলেন। প্রত্যেক গোপী কৃষ্ণের একটিমাত্র প্রকাশ দর্শন করছিলেন। কিন্তু সস্ত্রীক দেবতাগণ তাঁদের বিমান থেকে রাসনৃত্য দর্শনের সময়ে কৃষ্ণের সকল বিভিন্ন প্রকাশই দর্শন করে সম্পূর্ণ বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪

ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ।
জগুর্গন্ধর্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদ্‌যশোঽমলম্ ॥ ৪ ॥

ততঃ—অতঃপর; **দুন্দুভয়ঃ**—দুন্দুভি; **নেদুঃ**—ধ্বনিত হয়েছিল; **নিপেতুঃ**—বর্ষিত হয়েছিল; **পুষ্প**—পুষ্প; **বৃষ্টয়ঃ**—বৃষ্টি; **জগুঃ**—তাঁরা গাইলেন; **গন্ধর্ব-পতয়ঃ**—গন্ধর্ব পতিগণ; **স-স্ত্রীকাঃ**—তাঁদের স্ত্রীগণসহ; **তৎ**—তাঁর, শ্রীকৃষ্ণের; **যশঃ**—মহিমা; **অমলম্**—দোষহীন।

অনুবাদ

তখন আকাশ হতে পুষ্পবৃষ্টি সহকারে দুন্দুভি বেজে উঠল এবং সস্ত্রীক গন্ধর্বপতিগণ শ্রীকৃষ্ণের নির্মল মহিমা গান করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের রাসনৃত্যের মহিমাটি শুদ্ধ চিন্ময় আনন্দ। ব্রহ্মাণ্ডের সম্পদসমূহ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা স্বর্গের দেবতাগণ হর্ষের সঙ্গে রাসনৃত্যকে পরম ধর্মীয় ঘটনা বলে গ্রহণ করেছেন যা আমাদের এই জড় জগতের প্রণয়ের বিকৃত প্রতিফলন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

শ্লোক ৫

বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাম্ ।
সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে ॥ ৫ ॥

বলয়ানাম্—বলয় (চুড়ি); **নূপুরাণাম্**—নূপুরসমূহ; **কিঙ্কিণীনাম্**—কটিভূষণে ঘুঙুর; **চ**—এবং; **যোষিতাম্**—স্ত্রীগণ; **সপ্রিয়াণাম্**—তাঁদের প্রিয়তমসহ; **অভূৎ**—হতে লাগল; **শব্দঃ**—শব্দ; **তুমুলঃ**—তুমুল; **রাসমণ্ডলে**—রাসনৃত্যের বৃত্তে।

অনুবাদ

রাসমণ্ডলে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়ারত গোপীগণের নূপুর, বলয় ও কিঙ্কিণীর তুমুল শব্দ হতে লাগল।

শ্লোক ৬

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা ॥ ৬ ॥

তত্র—সেখানে; **অতিশুশুভে**—অত্যন্ত দীপ্যমান; **তাভিঃ**—তাঁদের সঙ্গে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **দেবকী-সুতঃ**—দেবকীর পুত্র, কৃষ্ণ; **মধ্যে**—মধ্যে; **মণীনাম্**—অলঙ্কারের; **হৈমানাম্**—স্বর্ণ; **মহা**—মহা; **মরকতঃ**—নীলমণি; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

নৃত্যরত গোপীগণের মাঝে শ্রীকৃষ্ণ যেন স্বর্ণালঙ্কারের মধ্যে উজ্জ্বল নীলমণির ন্যায় অত্যন্ত দীপ্যমান ছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, বসুদেব-পত্নী দেবকী ব্যতীত মাতা যশোদারও একটি নাম ছিল দেবকী, যেমন *আদি পুরাণে* বর্ণনা করা হয়েছে—*দ্বে নাম্নী নন্দভার্যায়া যশোদা দেবকীতি চ* অর্থাৎ "নন্দ-পত্নীর দুটি নাম ছিল—যশোদা ও দেবকী।"

শ্লোক ৭

পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈর্
ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচ-পটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ ।
স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররসনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো
গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ ॥ ৭ ॥

পাদ—তাঁদের পদদ্বয়; **ন্যাসৈঃ**—স্থাপনার দ্বারা; **ভুজ**—তাঁদের করদ্বয়; **বিধুতিভিঃ**—সঞ্চালন দ্বারা; **স-স্মিতৈঃ**—হাস্য সহকারে; **ভ্রূ**—তাঁদের ভ্রূ; **বিলাসৈঃ**—ক্রীড়াবশত চালনার দ্বারা; **ভজ্যন্**—বাঁকানো; **মধ্যৈঃ**—তাঁদের কটিদেশ; **চল**—চঞ্চল; **কুচ**—স্তন আচ্ছাদনের; **পটৈঃ**—বসন; **কুণ্ডলৈঃ**—তাঁদের কানের দুল; **গণ্ড**—তাঁদের

গালের উপরে; **লোলৈঃ**—দোদুল্যমান; **স্বিদ্যন্**—ঘর্ম আপ্লুত; **মুখ্যঃ**—যাঁদের মুখ; **কবর**—তাঁদের চুলের বিনুনি; **রসনা**—কাঞ্চী; **আগ্রন্থ্যঃ**—শক্ত করে বাঁধা; **কৃষ্ণ-বধ্বঃ**—কৃষ্ণ-গোপীগণ; **গায়ন্ত্যঃ**—গান করলেন; **তম্**—তাঁর সম্বন্ধে; **তড়িতঃ**—বিদ্যুৎ; **ইব**—যেন; **তাঃ**—তাঁরা; **মেঘ-চক্রে**—মেঘচক্রে; **বিরেজুঃ**—শোভিত।

অনুবাদ

গোপীগণ যখন কৃষ্ণের গুণগান করছিলেন, তখন তাঁদের নৃত্যরত পদদ্বয়, কর সঞ্চালন, সুমধুর হাস্যের সঙ্গে ভ্রূবিলাস ও কোমরের ভগ্নতা দ্বারা তাঁদের মুখমণ্ডল ঘর্মে সিক্ত হয়ে উঠেছিল। চঞ্চল স্তন-বসন, গণ্ডস্থলে দোদুল্যমান কুণ্ডল, শিথিল কবরী ও কাঞ্চী সমন্বিত কৃষ্ণ-গোপীগণ মেঘচক্রে বিদ্যুন্মালার ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, মেঘরাশিতে বিদ্যুৎ চমকের সাদৃশ্য অনুসারে গোপীগণের সুন্দর মুখমণ্ডলের স্বেদবিন্দু শিশিরবিন্দুর এবং তাঁদের সঙ্গীত মেঘগর্জনের মতো। *আগ্রন্থ্যঃ* শব্দটি *অগ্রন্থ্যঃ* রূপেও পড়া যেতে পারে, যার অর্থ 'শিথিল হওয়া'। এই শব্দটি ইঙ্গিত করছে যে, গোপীগণ যদিও নৃত্যের শুরুতে তাঁদের কাঞ্চী (কোমরের অলঙ্কার বিশেষ) ও কবরী (মাথার খোঁপা বা বিনুনি) বেশ শক্ত করেই বেঁধে নিয়েছিলেন, কিন্তু ধীরে ধীরে তা শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, গোপীগণ নৃত্যের মুদ্রাসমূহ প্রদর্শনে পারদর্শী ছিলেন। এইভাবে কৃষ্ণ ও গোপীগণ শিল্পসম্মতভাবে কখনও তাঁদের আবদ্ধ বাহুপাশ একযোগে চালনা করে, আবার কখনও বা তাঁদের বাহু পৃথকভাবে চালনা করে তাঁদের গীত সঙ্গীতের অর্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে মুদ্রাসমূহের প্রদর্শন করেছিলেন।

পাদন্যাসৈঃ শব্দটির অর্থ—গোপীগণ শিল্পসম্মত ও প্রসন্নভাবে তাঁদের মুগ্ধকর নৃত্যরত পদদ্বয়ের পদক্ষেপ স্থাপন করেছিলেন। *সস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈঃ* শব্দটির ইঙ্গিত করছে যে, তাঁদের ভ্রূযুগলের ভাবমধুর চালনা, প্রেমময় হাস্য দেখতে অতি মধুর ছিল।

শ্লোক ৮

উচ্চৈর্জগুর্নৃত্যমানা রক্তকণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ ।
কৃষ্ণাভিমর্শমুদিতা যদ্গীতেনেদমাবৃতম্ ॥ ৮ ॥

উচ্চৈঃ—জোরে; **জগুঃ**—তাঁরা গান করেছিলেন; **নৃত্যমানাঃ**—যখন নৃত্য করছিলেন; **রক্ত**—রঞ্জিত; **কণ্ঠ্যঃ**—তাঁদের কণ্ঠ; **রতি**—মাধুর্য উপভোগ; **প্রিয়াঃ**—প্রিয়; **কৃষ্ণ-**

অভিমর্শ—শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শ দ্বারা; **মুদিতাঃ**—অতীব আনন্দিত; **যৎ**—যাঁর; **গীতেন**—সঙ্গীতের দ্বারা; **ইদম্**—এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **আবৃতম্**—পরিব্যাপ্ত হল।

অনুবাদ

কৃষ্ণপ্রেম উপভোগে আগ্রহী নানা রাগে রঞ্জিত-কণ্ঠী গোপীগণ কৃষ্ণ-স্পর্শে অতীব আনন্দিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীত ও নৃত্য করেছিলেন আর তাঁদের সেই গানে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

সঙ্গীতসার নামক সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থে রয়েছে যে—

তাবন্ত এব রাগাঃ সূর্যাবত্যো জীবজাতয়ঃ ।
তেষু ষোড়শসাহস্রী পুরা গোপীকৃতা বরা ॥

অর্থাৎ, "যত সংখ্যক জীব প্রজাতি রয়েছে, তত সংখ্যক সাঙ্গীতিক রাগ রয়েছে, তার মধ্যে গোপীগণ প্রকাশিত ষোড়শ সহস্র রাগসমূহ প্রধান।" এইভাবে গোপীগণ ষোল হাজার বিভিন্ন রাগ সৃষ্টি করেছিলেন আর তা পরবর্তীকালে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। *যদ্‌গীতেনেদমাবৃতম্* শব্দটি ইঙ্গিত করছে যে, এখনও সারা বিশ্ব জুড়ে ভক্তগণ গোপীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কৃষ্ণ বন্দনা গান করে থাকেন।

শ্লোক ৯

কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতাঃ ।
উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রীয়তা সাধু সাধ্বিতি ।
তদেব ধ্রুবমুন্নিন্যে তস্যৈ মানম্ চ বহ্বদাৎ ॥ ৯ ॥

কাচিৎ—কোন এক গোপী; **সমম্**—সঙ্গ; **মুকুন্দেন**—শ্রীকৃষ্ণের; **স্বর-জাতীঃ**—শুদ্ধ সাঙ্গীতিক সুরে; **অমিশ্রিতাঃ**—কৃষ্ণের স্বর না মিশিয়ে; **উন্নিন্যে**—সে উন্নীত স্বরালাপে; **পূজিতা**—সম্মানিত; **তেন**—তাঁর দ্বারা; **প্রীয়তা**—প্রীত হয়ে; **সাধু সাধু ইতি**—'সাধু' 'সাধু' বলে; **তৎ এব**—সেই একই (সুর); **ধ্রুবম্**—ধ্রুব তাল; **উন্নিন্যে**—ধ্বনিত (অন্য এক গোপী); **তস্যৈ**—তাঁকে; **মানম্**—বিশেষ সম্মান; **চ**—এবং; **বহু**—অনেক; **অদাৎ**—তিনি দান করলেন।

অনুবাদ

কোন এক গোপী ভগবান মুকুন্দের গানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চেয়েও উন্নীত স্বরালাপে অমিশ্রিত ষড়জাতি স্বরে গান গেয়েছিলেন। কৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীত হয়ে 'সাধু' 'সাধু' বলে তাঁর গানের প্রশংসা করলেন। তখন অন্য একজন গোপী ঐ স্বরালাপকেই ধ্রুবতালে পরিণত করে গান করেছিলেন। কৃষ্ণ তাঁরও প্রশংসা করলেন।

শ্লোক ১০

কাচিদ্ রাসপরিশ্রান্তা পার্শ্বস্থস্য গদাভৃতঃ ।
জগ্রাহ বাহুনা স্কন্ধং শ্লথদ্বলয়মল্লিকা ॥ ১০ ॥

কাচিৎ—কোন এক গোপী; **রাস**—রাসনৃত্যের দ্বারা; **পরিশ্রান্তা**—পরিশ্রান্ত হয়ে; **পার্শ্ব**—তাঁর পাশে; **স্থস্য**—দণ্ডায়মান; **গদাভৃতঃ**—গদাধারী শ্রীকৃষ্ণের; **জগ্রাহ**—ধরলেন; **বাহুনা**—তাঁর বাহু দ্বারা; **স্কন্ধম্**—স্কন্ধ; **শ্লথৎ**—শ্লথ হয়ে গিয়েছিল; **বলয়**—তাঁর বলয়; **মল্লিকা**—এবং ফুলসমূহ (তাঁর চুলের)।

অনুবাদ

কোন এক গোপী রাসনৃত্যে পরিশ্রান্ত হয়ে পার্শ্বস্থিত গদাধারী কৃষ্ণের স্কন্ধে তাঁর বাহু দ্বারা আঁকড়ে ধরলেন। নৃত্যের ফলে তাঁর হাতের বলয় ও চুলের ফুলগুলি শ্লথ হয়ে গিয়েছিল।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে তাঁদের নৃত্য-গীতের জন্য প্রশংসা করতেন এবং এই শ্লোকে আমরা দেখতে পাই যে, গোপীরা তাঁর সঙ্গে কি রকম দৃঢ় অন্তরঙ্গতার সঙ্গে আচরণ করতেন। এখানে একজন পরিশ্রান্ত গোপী তার বাহু দ্বারা কৃষ্ণের স্কন্ধ ধারণ করে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন।

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ বর্ণনা করেছেন যে, *গদা* শব্দের দ্বারা এই শ্লোকে নৃত্য শিক্ষকের উপযুক্ত এক ধরনের দণ্ডকে বোঝানো হয়েছে। রাসনৃত্যের উপভোগ বৃদ্ধির জন্য শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত দ্রব্যাদি এনেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন যে, এখানে যে গোপীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি শ্রীমতী রাধারাণী এবং পূর্ববর্তী শ্লোক দুটিতে উল্লিখিত গোপীগণ যথাক্রমে বিশাখা ও ললিতা।

শ্লোক ১১

তত্রৈকাংসগতং বাহুং কৃষ্ণস্যোৎপলসৌরভম্ ।
চন্দনালিপ্তমাঘ্রায় হৃষ্টরোমা চুচুম্ব হ ॥ ১১ ॥

তত্র—সেখানে; **একা**—একজন (গোপী); **অংস**—তাঁর কাঁধের উপরে; **গতম্**—স্থাপিত; **বাহুম্**—বাহু; **কৃষ্ণস্য**—ভগবান কৃষ্ণের; **উৎপল**—লীলা পদ্মের মতো; **সৌরভম্**—সৌরভ; **চন্দন**—চন্দন; **আলিপ্তম্**—চর্চিত; **আঘ্রায়**—আঘ্রাণ করে; **হৃষ্টরোমা**—রোমাঞ্চিত; **চুচুম্ব হ**—তিনি চুম্বন করলেন।

অনুবাদ

একজন গোপী তাঁর কাঁধের উপরে কৃষ্ণের চন্দনচর্চিত নীলপদ্মগন্ধযুক্ত বাহু আঘ্রাণ করে রোমাঞ্চিতা হয়ে তা চুম্বন করতে লাগলেন।

শ্লোক ১২

কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্তকুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতম্ ।
গণ্ডং গণ্ডে সন্দধত্যা প্রাদাত্তাম্বূলচর্বিতম্ ॥ ১২ ॥

কস্যাশ্চিৎ—কোন এক গোপীকে; **নাট্য**—নৃত্য দ্বারা; **বিক্ষিপ্ত**—দোদুল্যমান; **কুণ্ডল**—কুণ্ডল (কানের দুল); **ত্বিষ**—কান্তিতে; **মণ্ডিতম্**—দীপ্যমান; **গণ্ডম্**—নিজ গণ্ডস্থল; **গণ্ডে**—তাঁর গণ্ডস্থলে; **সন্দধত্যাঃ**—সংযোজিত করলেন; **প্রাদাৎ**—তিনি সযত্নে প্রদান করলেন; **তাম্বূল**—তাম্বুল; **চর্বিতম্**—চর্বিত।

অনুবাদ

কোন এক গোপী নৃত্যবশত দোদুল্যমান কুণ্ডল যুগলের কান্তিতে দীপ্যমান নিজ গণ্ডস্থল শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডস্থলে সংযোজিত করলে কৃষ্ণ তাঁকে সযত্নে তাঁর চর্বিত তাম্বূল প্রদান করলেন।

শ্লোক ১৩

নৃত্যতী গায়তী কাচিৎ কূজন্নূপুরমেখলা ।
পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তাব্জং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবম্ ॥ ১৩ ॥

নৃত্যতী—নৃত্য করতে করতে; **গায়তী**—গান করতে করতে; **কাচিৎ**—কোন এক গোপী; **কূজন্**—শব্দায়মান; **নূপুর**—তাঁর নূপুর; **মেখলা**—তাঁর কোমরবন্ধনী; **পার্শ্বস্থ**—তাঁর পাশে দণ্ডায়মান; **অচ্যুত**—শ্রীকৃষ্ণের; **হস্ত-অব্জম্**—করপদ্ম; **শ্রান্তা**—ক্লান্ত বোধ করলে; **অধাৎ**—স্থাপন করলেন; **স্তনয়োঃ**—তাঁর স্তনযুগলের উপরে; **শিবম্**—সুখকর।

অনুবাদ

নৃত্যপরায়ণা, গীতরতা হয়ে নূপুর ও মেখলায় শব্দায়মান কোন গোপী ক্লান্ত হয়ে পড়লে পার্শ্বস্থিত ভগবান অচ্যুতের সুখকর করকমল নিজ স্তনযুগলের উপরে ধারণ করলেন।

শ্লোক ১৪

গোপ্যো লব্ধাচ্যুতং কান্তং শ্রিয় একান্তবল্লভম্ ।
গৃহীতকণ্ঠ্যস্তদ্দোর্ভ্যাং গায়ন্ত্যস্তং বিজহ্রিরে ॥ ১৪ ॥

গোপ্যঃ—গোপীগণ; **লব্ধা**—প্রাপ্ত হয়ে; **অচ্যুতম্**—ভগবান অচ্যুত; **কান্তম্**—প্রিয়তম; **শ্রিয়ঃ**—কমলা (লক্ষ্মীদেবী); **একান্ত**—একমাত্র; **বল্লভম্**—প্রিয়তম; **গৃহীতা**—ধারণ করে; **কণ্ঠ্যঃ**—তাঁদের কণ্ঠ; **তৎ**—তাঁর; **দোর্ভ্যাম্**—বাহু দ্বারা; **গায়ন্ত্যঃ**—গান করতে করতে; **তম্**—তাঁর সম্বন্ধে; **বিজহ্রিরে**—আনন্দে বিহার করছিলেন।

অনুবাদ

লক্ষ্মীদেবীর একান্ত বল্লভ কমনীয় কৃষ্ণকে গোপীগণ তাঁদের অন্তরঙ্গ প্রেমিক রূপে লাভ করে পরমানন্দ উপভোগ করছিলেন। তাঁর গুণগান করে গোপীরা আনন্দে বিহার করার সময়ে, তিনি তাঁদের গলা জড়িয়ে ধরেছিলেন।

শ্লোক ১৫

কর্ণোৎপলালকবিটঙ্ককপোলঘর্ম-
বক্ত্রশ্রিয়ো বলয়নূপুরঘোষবাদ্যৈঃ ।
গোপ্যঃ সমং ভগবতা ননৃতুঃ স্বকেশ
স্রস্তস্রজো ভ্রমরগায়করাসগোষ্ঠ্যাম্ ॥ ১৫ ॥

কর্ণ—তাঁদের দুই কাণে; **উৎপল**—পদ্মফুল সমন্বিত; **অলক**—কেশগুচ্ছে; **বিটঙ্ক**—শোভিত; **কপোল**—তাঁদের গাল; **ঘর্ম**—স্বেদবিন্দু দ্বারা; **বক্ত্র**—তাঁদের মুখের; **শ্রিয়ঃ**—সৌন্দর্য; **বলয়**—বলয় (চুড়ি); **নূপুর**—নূপুর; **ঘোষ**—প্রতিধ্বনি; **বাদ্যৈঃ**—সাঙ্গীতিক ধ্বনির; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **সমম্**—একত্রে; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে; **ননৃতুঃ**—নৃত্য করেছিলেন; **স্ব**—তাঁদের নিজ; **কেশ**—কেশ হতে; **স্রস্ত**—ছড়ানো; **স্রজঃ**—মাল্যসমূহ; **ভ্রমর**—ভ্রমর; **গায়ক**—গায়ক; **রাস**—রাসনৃত্যের; **গোষ্ঠ্যাম্**—মণ্ডলীর মধ্যে।

অনুবাদ

গোপীদের কানের পিছনে পদ্মফুল, গালের উপরে কেশগুচ্ছের শোভা, এবং স্বেদবিন্দু তাঁদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল। তাঁদের বলয় ও নূপুরের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে সঙ্গীত সৃষ্টি হচ্ছিল এবং কটিবন্ধনীর কিঙ্কিণী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এইভাবে রাসমণ্ডলীতে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে গোপীরা নৃত্য করেছিলেন, এবং সেই সঙ্গে ভ্রমরকুল গুঞ্জন করে সঙ্গৎ-সহযোগিতা করছিল।

শ্লোক ১৬

এবং পরিষ্বঙ্গকরাভিমর্শ-
স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্
যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ ॥ ১৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **পরিষ্বঙ্গ**—আলিঙ্গন; **করাভিমর্শ**—করমর্দন; **স্নিগ্ধ**—স্নিগ্ধ; **ঈক্ষণ**—অবলোকন; **উদ্দাম**—বন্ধনহীন; **বিলাস**—আমোদ; **হাসৈঃ**—হাস্য সহকারে; **রেমে**—আনন্দ গ্রহণ করেছিলেন; **রমা**—লক্ষ্মীদেবীর; **ঈশঃ**—পতি; **ব্রজ-সুন্দরীভিঃ**—ব্রজাঙ্গনাদের সাহচর্যে; **যথা**—যেমন; **অর্ভকঃ**—একটি বালক; **স্ব**—নিজ; **প্রতিবিম্ব**—প্রতিবিম্বের সঙ্গে; **বিভ্রমঃ**—খেলা করে।

অনুবাদ

এইভাবে ভগবান কৃষ্ণ, লক্ষ্মীপতি স্বয়ং শ্রীনারায়ণ, ব্রজাঙ্গনাগণের সাহচর্যে আলিঙ্গন, করমর্দন, স্নিগ্ধাবলোকন, উদ্দাম-বিলাস ও হাস্য সহকারে, বালক যেমন নিজ প্রতিবিম্বের সঙ্গে খেলা করে, সেইভাবে ক্রীড়া করে আনন্দ গ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই শ্লোকটি সম্বন্ধে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন—"শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র পরম তত্ত্ব, তাঁর শক্তি অনন্ত। এই সকল শক্তি রূপবতী হয়ে, শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর লীলায় প্রবৃত্ত করে। যেমন শ্রীভগবানের একমাত্র পরাশক্তির বিভূতি তাঁর সর্বপ্রকার অসংখ্য শক্তির অভিপ্রকাশ ঘটায়, তেমনই রাসনৃত্যের মাঝে যতসংখ্যক গোপী ছিলেন, ততরূপে প্রকটিত বিবিধ শক্তিস্বরূপ এক শ্রীকৃষ্ণ নিজেকেই প্রতিফলিত করেছিলেন। সবই কৃষ্ণ, কিন্তু তাঁরই ইচ্ছায় তাঁর চিৎশক্তি যোগমায়া এই সকল গোপীদের প্রকটিত করেন। যখন শ্রীকৃষ্ণের দিব্য ইচ্ছাক্রমে তাঁর রসপুষ্টি জন্য তাঁর স্বরূপশক্তি যোগমায়া এমন লীলা প্রকটিত করলেন, তখন যেন কোনও বালকের নিজেরই প্রতিবিম্বের সাথে খেলা করার মতোই হল। কিন্তু যেহেতু এই সকল লীলা শ্রীভগবানের চিন্ময় শক্তির দ্বারা প্রকটিত হয়, তাই সেগুলি নিত্য বিরাজমান এবং স্বতঃ প্রকাশিত হয়েই থাকে।"

শ্লোক ১৭

তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ
কেশান্ দুকূলং কুচপট্টিকাং বা ।
নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢুমলং ব্রজস্ত্রিয়ো
বিস্রস্তমালাভরণাঃ কুরূদ্বহ ॥ ১৭ ॥

তৎ—তাঁর সঙ্গে; অঙ্গ-সঙ্গ—দেহ সংস্পর্শের; প্রমুদা—আনন্দে; আকুল—অভিভূত; ইন্দ্রিয়াঃ—ইন্দ্রিয়সমূহ; কেশান্—তাঁদের কেশদাম; দুকূলম্—বসন; কুচপট্টিকাম্—কাঁচুলি; বা—বা; ন—না; অঞ্জঃ—সহজেই; প্রতিব্যোঢুম্—যথাযথভাবে ধারণ করতে; অলম্—সমর্থ; ব্রজ-স্ত্রিয়—ব্রজনারীগণ; বিস্রস্ত—স্খলিত হয়ে পড়ল; মালা—ফুল-মালা; আভরণাঃ—এবং অলঙ্কারসমূহ; কুরূদ্বহ—হে কুরুবংশাবতংস।

অনুবাদ

হে কুরুবংশাবতংস মহারাজ পরীক্ষিৎ, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সঙ্গ আনন্দে অভিভূত গোপীগণের ইন্দ্রিয়সমূহ বিবশ হওয়ায় তাঁদের কেশদাম, তাঁদের পরিধেয় বসন, কাঁচুলি, মালা ও অলঙ্কারাদি স্খলিত হয়ে পড়লে আর আগের মতো তাঁরা তা অনায়াসে ধারণ করতে পারলেন না।

শ্লোক ১৮

কৃষ্ণবিক্রীড়িতং বীক্ষ্য মুমুহুঃ খেচরস্ত্রিয়ঃ ।
কামার্দিতাঃ শশাঙ্কশ্চ সগণো বিস্মিতোঽভবৎ ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণ-বিক্রীড়িতম্—কৃষ্ণের ক্রীড়া; বীক্ষ্য—দর্শন করে; মুমুহুঃ—মোহিত হলেন; খে-চর—আকাশে পরিভ্রমণরত; স্ত্রিয়ঃ—স্ত্রীগণ (দেবপত্নীরা); কাম—কাম দ্বারা; অর্দিতাঃ—পীড়িতা; শশাঙ্কঃ—চন্দ্র; চ—ও; সগণঃ—তাঁর পার্ষদগণ নক্ষত্ররাজিসহ; বিস্মিতঃ—বিস্মিত; অভবৎ—হলেন।

অনুবাদ

দেবপত্নীগণও তাঁদের বিমান থেকে শ্রীকৃষ্ণের এরূপ ক্রীড়া দর্শন করে মোহিত হয়ে কামপীড়িত হয়ে উঠেছিলেন। এমন কি চন্দ্রের পার্ষদবর্গ নক্ষত্রেরাও বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ ।
রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া ॥ ১৯ ॥

কৃত্বা—করে; **তাবন্তম্**—সেই বহু সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে; **আত্মানম্**—নিজেকে; **যাবতীঃ**—যতসংখ্যক; **গোপ-যোষিতঃ**—গোপীগণ; **রেমে**—উপভোগ করে; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **তাভিঃ**—তাঁদের সঙ্গে; **আত্ম-আরামঃ**—আত্মসন্তুষ্ট; **অপি**—তবুও; **লীলয়া**—ক্রীড়া করেছিলেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান আত্মারাম হয়েও সেখানে যতসংখ্যক গোপী ছিলেন ততসংখ্যকরূপে নিজেকে প্রকাশ করে তাঁদের সঙ্গ উপভোগ করে ক্রীড়া করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছেন যে, ইতিপূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ সকল জাগতিক কামনা থেকে নিত্যমুক্ত, চিন্ময় আত্মারাম পর্যায়ে তিনি বিশুদ্ধ।

শ্লোক ২০

তাসাং রতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ ।
প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্‌ণা শন্তমেনাঙ্গ পাণিনা ॥ ২০ ॥

তাসাম্—তাঁদের, গোপীগণের; **রতি**—প্রণয়; **বিহারেণ**—উপভোগ করে; **শ্রান্তানাম্**—ক্লান্ত; **বদনানি**—মুখ; **সঃ**—তিনি; **প্রামৃজৎ**—মার্জন করলেন; **করুণঃ**—কৃপাময়; **প্রেম্‌ণা**—প্রীতির সঙ্গে; **শন্তমেন**—পরম সুখপ্রদ; **অঙ্গ**—হে প্রিয় (রাজা পরীক্ষিৎ); **পাণিনা**—তাঁর হাত দিয়ে।

অনুবাদ

হে রাজন, প্রণয় উপভোগে গোপীদের ক্লান্ত দর্শন করে, কৃপাময় কৃষ্ণ তাঁর পরম সুখপ্রদ হাত দিয়ে প্রীতির সঙ্গে তাঁদের মুখমণ্ডল মার্জন করে দিলেন।

শ্লোক ২১

গোপ্যঃ স্ফুরৎপুরটকুণ্ডলকুন্তলত্বিড়্-
গণ্ডশ্রিয়া সুধিতহাসনিরীক্ষণেন ।
মানং দধত্য ঋষভস্য জগুঃ কৃতানি
পুণ্যানি তৎকররুহস্পর্শপ্রমোদাঃ ॥ ২১ ॥

গোপ্যঃ—গোপীগণ; **স্ফুরৎ**—উজ্জ্বল; **পুরট**—স্বর্ণ; **কুণ্ডল**—তাঁদের কুণ্ডলের; **কুন্তল**—এবং তাঁদের কেশগুচ্ছের; **ত্বিট্**—দ্যুতি; **গণ্ড**—তাঁদের গণ্ডের; **শ্রিয়া**—

সৌন্দর্যের দ্বারা; **সুধিত**—সুধাময়; **হাস**—হাস্য; **নিরীক্ষণেন**—অবলোকন দ্বারা; **মানম্**—পূজা; **দধত্যঃ**—করতে করতে; **ঋষভস্য**—পুরুষশ্রেষ্ঠের; **জগুঃ**—তাঁরা গান করছিলেন; **কৃতানি**—কার্যাবলীর; **পুণ্যানি**—পবিত্র; **তৎ**—তাঁর; **কর-রুহ**—নখ; **স্পর্শ**—স্পর্শে; **প্রমোদাঃ**—অত্যন্ত আনন্দিত।

অনুবাদ

গোপীগণ তাঁদের উজ্জ্বল স্বর্ণকুণ্ডল ও কুন্তলরাজির দ্যুতিতে দীপ্যমান গণ্ডস্থলের শোভা দ্বারা, সুধাময় হাস্য ও অবলোকন দ্বারা তাঁদের পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের পূজা করেছিলেন। তাঁর নখস্পর্শে অতীব আনন্দিত হয়ে তাঁর মঙ্গলময় দিব্য লীলার মহিমা তাঁরা কীর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ২২

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ-
ঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ ।
গন্ধর্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ
শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ ॥ ২২ ॥

তাভিঃ—তাঁদের দ্বারা (গোপীদের); **যুতঃ**—সহ; **শ্রমম্**—শ্রান্তি; **অপোহিতুম্**—দূর করার জন্য; **অঙ্গ-সঙ্গ**—অঙ্গ স্পর্শের দ্বারা; **ঘৃষ্ট**—মর্দিত; **স্রজঃ**—ফুলমালা; **সঃ**—তিনি; **কুচ-কুঙ্কুম্**—বক্ষের কুমকুমের দ্বারা; **রঞ্জিতায়াঃ**—রঞ্জিত; **গন্ধর্ব-প**—স্বর্গের গায়কবৃন্দ গন্ধর্বদের মতো; **অলিভিঃ**—মৌমাছিদের দ্বারা; **অনুদ্রুতঃ**—অনুসৃত; **আবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **বাঃ**—জল; **শ্রান্তঃ**—পরিশ্রান্ত হয়ে; **গজীভিঃ**—হস্তিনীদের দ্বারা; **ইভ**—হস্তীদের; **রাৎ**—রাজা; **ইব**—মতো; **ভিন্ন-সেতুঃ**—সামাজিক নীতি-বোধ ভঙ্গকারী।

অনুবাদ

গোপীদের সঙ্গে রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ পরিশ্রান্ত হলেন এবং তাঁদের বক্ষের কুঙ্কুমরাগে মর্দিত হয়ে তাঁর মালা রঞ্জিত হয়ে উঠল। তখন গোপীদের ক্লান্তি দূর করার জন্য তিনি গজরাজের মতো যেন হস্তিনীদের নিয়ে যমুনার জলে নামলেন এবং গন্ধর্বদের মতো সঙ্গীত সহকারে মৌমাছিরা তাঁকে দ্রুত অনুসরণ করল। শক্তিমান গজরাজ যেভাবে জমির সব বাঁধ ভেঙে ফেলতে পারে, তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেন সমস্ত জাগতিক সামাজিক নীতিবোধ এইভাবে ভঙ্গ করেন।

শ্লোক ২৩

সোঽম্ভস্যলং যুবতিভিঃ পরিষিচ্যমানঃ
প্রেম্ণেক্ষিতঃ প্রহসতীভিরিতস্ততোঽঙ্গ ।
বৈমানিকৈঃ কুসুমবর্ষিভিরীড্যমানো
রেমে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্রলীলঃ ॥ ২৩ ॥

সঃ—তিনি; **অম্ভসি**—জলে; **অলম্**—অত্যন্ত; **যুবতিভিঃ**—গোপীবৃন্দ দ্বারা; **পরিষিচ্যমানঃ**—জল প্রক্ষেপণ; **প্রেম্ণা**—প্রেমময়; **ঈক্ষিতঃ**—দৃষ্টিপাত; **প্রহসতীভিঃ**—হাস্যপরায়ণা; **ইতঃ ততঃ**—এখানে সেখানে (চারদিক থেকে); **অঙ্গ**—হে রাজন; **বৈমানিকৈঃ**—যাঁরা বিমানে ভ্রমণ করছিলেন; **কুসুম**—পুষ্প; **বর্ষিভিঃ**—বর্ষণ করছিলেন; **ঈড্যমানঃ**—পূজিত হয়েছিলেন; **রেমে**—উপভোগ করলেন; **স্বয়ম্**—নিজেকে; **স্বরতিঃ**—আত্মারাম; **অত্র**—এখানে; **গজ-ইন্দ্র**—হাতীদের রাজা; **লীলঃ**—বিহার করা।

অনুবাদ

হে রাজন, জলমধ্যে কৃষ্ণ দেখলেন যে, হাস্যপরায়ণা গোপীবৃন্দ চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে জল প্রক্ষেপণ করতে করতে তাঁর প্রতি প্রেমময়ী দৃষ্টিপাত করছে। আত্মারাম ভগবান যখন গজেন্দ্রতুল্য বিহারে আনন্দ লাভ করছিলেন, দেবতাগণ তাঁদের বিমান থেকে তখন পুষ্পবৃষ্টি করতে করতে তাঁর অর্চনা করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

ততশ্চ কৃষ্ণোপবনে জলস্থল
প্রসূনগন্ধানিলজুষ্টদিক্‌তটে ।
চচার ভৃঙ্গ-প্রমদা-গণাবৃতো
যথা মদচ্যুদ্ দ্বিরদঃ করেণুভিঃ ॥ ২৪ ॥

ততঃ—অতঃপর; **চ**—এবং; **কৃষ্ণা**—যমুনা নদীর; **উপবনে**—উপবনে; **জল**—জল; **স্থল**—এবং স্থল; **প্রসূন**—ফুলের; **গন্ধ**—গন্ধ সমন্বিত; **অনিল**—বায়ু; **জুষ্ট**—যুক্ত; **দিক্‌তটে**—তীরবর্তী; **চচার**—তিনি ভ্রমণ করেছিলেন; **ভৃঙ্গ**—ভ্রমর; **প্রমদা**—এবং নারী; **গণ**—গণ; **আবৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **যথা**—যেমন; **মদ-চ্যুৎ**—মদস্রাবী; **দ্বিরদঃ**—হস্তী; **করেণুভিঃ**—হস্তিনীগণ সহ।

অনুবাদ

অতঃপর মদস্রাবী মাতঙ্গ যেমন হস্তিনীগণ সহ বনে বিচরণ করে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি জল ও স্থলজাত কুসুমের সৌরভ বাহিত পবনাপ্লুত যমুনা তীরবর্তী উপবনে অনুগামী ভ্রমর ও প্রমদাগণে বৃত হয়ে ভ্রমণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, এখানে আভাসিত হয়েছে যে, জলক্রীড়া করার পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শরীর মর্দন করলেন আর তারপর নিজেকে তাঁর প্রিয় বসনে সজ্জিত করে গোপীগণ সঙ্গে তাঁর লীলা শুরু করলেন।

শ্লোক ২৫

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ
সর্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥ ২৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **শশাঙ্কাংশু**—চন্দ্র কিরণের দ্বারা; **বিরাজিতাঃ**—সুন্দরভাবে বিরাজমান; **নিশাঃ**—রাত্রিগুলি; **সঃ**—তিনি; **সত্যকামঃ**—সৎ-চিদানন্দময় কামনার আদর্শপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ; **অনুরত**—যাঁর প্রতি আকৃষ্ট; **অবলাগণ**—স্ত্রীগণ; **সিষেবে**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **আত্মনি**—তিনি স্বয়ং; **অবরুদ্ধ সৌরতঃ**—সংযত মাধুর্যরতি; **সর্বাঃ**—সমস্ত, **শরৎ**—শরৎকালে; **কাব্য**—কাব্য; **কথা**—বর্ণনা; **রসাশ্রয়াঃ**—সব রকম রসাশ্রিত।

অনুবাদ

সৎ-চিদানন্দময় কামনার আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট অবলা নারীদের নিয়ে স্বয়ং এইভাবে শরৎকালীন চন্দ্রকিরণশোভিত রাত্রিগুলিতে সংযত মধুররসাশ্রিত সব রকমের কাব্যকথা বর্ণনা করেন।

তাৎপর্য

ভগবান ও তাঁর ভক্তবৃন্দের মাঝে অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের সময় অপ্রাকৃত মধুর রসের আনন্দ উপভোগ হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন—ব্যাস, পরাশর, জয়দেব, লীলাশুক (বিল্বমঙ্গল ঠাকুর), গোবর্ধনাচার্য ও শ্রীল রূপ গোস্বামীর মতো মহান বৈষ্ণব কবিগণ তাঁদের কবিতায় ভগবানের মধুর রসাশ্রিত প্রণয় মহিমাসমূহ বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। যেহেতু ভগবানের লীলাসমূহ অনন্ত, তাই এই সকল বর্ণনা কখনই সম্পূর্ণ হয় না; এইভাবে এরূপ লীলাসমূহের মহিমা

বর্ণনের প্রয়াস আজও অব্যাহত রয়েছে এবং চিরকালই থাকবে। ভগবান কৃষ্ণ তাঁর প্রেমময় লীলাসমূহ বিকশিত করার উদ্দেশ্যে অসাধারণ সুন্দর শরৎকালীন রাত্রিগুলির আয়োজন করেছিলেন আর তা শরৎকালীন রাত্রি অনাদিকাল হতে পারমার্থিক কবিদের উৎসাহিত করছে।

শ্লোক ২৬-২৭

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ

সংস্থাপনায় ধর্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ ॥ ২৬ ॥
স কথং ধর্মসেতুনাং বক্তা কর্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্শনম্ ॥ ২৭ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ-উবাচ—শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ বললেন; **সংস্থাপনায়**—স্থাপন করার জন্য; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **প্রশমায়**—দমন করার জন্য; **ইতরস্য**—অধর্মের; **চ**—এবং; **অবতীর্ণঃ**—অবতরণ করেন (পৃথিবীতে); **হি**—বস্তুত; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অংশেন**—তাঁর অংশপ্রকাশ (শ্রীবলরাম) সহ; **জগৎ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের; **ঈশ্বরঃ**—প্রভু; **সঃ**—তিনি; **কথম্**—কিভাবে; **ধর্ম-সেতুনাম্**—ধর্ম-মর্যাদার; **বক্তা**—বক্তা; **কর্তা**—কর্তা; **অভিরক্ষিতা**—রক্ষক; **প্রতীপম্**—বিপরীত; **আচরৎ**—আচরণ করলেন; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ, শুকদেব গোস্বামী; **পর**—অন্যদের; **দার**—পত্নীদের; **অভিমর্শনম্**—স্পর্শ করলেন।

অনুবাদ

পরীক্ষিৎ মহারাজ বললেন—হে ব্রাহ্মণ, যিনি পরমেশ্বর ভগবান, জগদীশ্বর, ধর্ম সংস্থাপন ও অধর্মের বিনাশের জন্য যাঁর অংশপ্রকাশ সহ এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে যিনি সমাজধর্মের মূল বক্তা, কর্তা ও সংরক্ষক, তিনি তা হলে কিভাবে পরস্ত্রীদের স্পর্শ করে প্রতিকূল আচরণ করলেন?

তাৎপর্য

শুকদেব গোস্বামী যখন বলছিলেন, তখন পরীক্ষিৎ মহারাজ লক্ষ্য করলেন যে, গঙ্গাতীরের সেই সমাবেশে উপবিষ্ট কিছু ব্যক্তি ভগবানের কার্যাবলী সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করছিলেন। এই সকল সন্দেহগ্রস্ত ব্যক্তিরা ছিল কর্মী, জ্ঞানী ও অন্যান্যরা, যারা ভগবানের ভক্ত নয়। তাদের সেই সন্দেহগুলি নিরসনের জন্য তাদের পক্ষ থেকে পরীক্ষিৎ মহারাজ এই প্রশ্নটি করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্ ।
কিমভিপ্রায় এতন্নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত ॥ ২৮ ॥

আপ্তকামঃ—আত্ম-তৃপ্ত; **যদুপতি**—যদু বংশের অধিপতি; **কৃতবান্**—করলেন; **বৈ**—অবশ্যই; **জুগুপ্সিতম্**—এই ধরনের নিন্দনীয়; **কিম্-অভিপ্রায়ঃ**—কি উদ্দেশ্যে; **এতৎ**—এই; **নঃ**—আমাদের; **সংশয়ম্**—সন্দেহ; **ছিন্ধি**—ছেদন করুন; **সুব্রত**—হে নিষ্ঠাবান ব্রতপালনকারী।

অনুবাদ

হে নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী, আত্মতৃপ্ত যদুপতি কি উদ্দেশ্যে এই ধরনের নিন্দিত আচরণ করেন, দয়া করে তা বর্ণনা করে আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

তাৎপর্য

উন্নতস্তরের মানুষের কাছে সহজেই বোধগম্য যে, ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাস বিষয়ে অজ্ঞ মানুষদের মনেই কেবল এই সকল সন্দেহের উদয় হবে। তাই অনাদিকাল থেকেই মহান ঋষিবর্গ ও পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো উন্নত রাজারা ভাবীকালের জন্য প্রামাণ্য উত্তর প্রস্তুত রাখবার উদ্দেশ্যে এই সমস্ত প্রশ্ন প্রকাশ্যেই উত্থাপন করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

শ্রীশুক উবাচ

ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্ ।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা ॥ ২৯ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ধর্ম-ব্যতিক্রমঃ**—ধর্মনীতির ব্যতিক্রম; **দৃষ্টঃ**—দেখা যায়; **ঈশ্বরাণাম্**—শক্তিশালী নিয়ন্তাগণের; **চ**—ও; **সাহসম্**—দুঃসাহস; **তেজীয়সাম্**—চিন্ময়ভাবে তেজস্বী; **ন**—না; **দোষায়**—দোষের; **বহ্নেঃ**—অগ্নির; **সর্ব**—সর্ব; **ভুজঃ**—ভক্ষণ; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—ঐশ্বরিক শক্তিমান নিয়ন্তাদের কার্যকলাপের মধ্যে আমরা আপাতদৃষ্টিতে সমাজনীতির দুঃসাহসিক ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলেও, তাতে তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না, কারণ তাঁরা আগুনের মতোই সর্বভুক হলেও নির্দোষ হয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

মহান তেজস্বী ব্যক্তিত্বগণ আপাতদৃষ্ট সমাজনীতি লঙ্ঘনের ফলে অধঃপতিত হন না। শ্রীধর স্বামী এই প্রসঙ্গে অন্যত্র ব্রহ্মা, ইন্দ্র, সোম, বিশ্বামিত্র ও অন্যান্যদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। আগুন সবকিছুই ভক্ষণ করে, কিন্তু তার ফলে আগুনের প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয় না। তেমনই, মহান ব্যক্তির আচরণের কোনও অনিয়ম হলেও তাঁর মর্যাদাহানি হয় না। যাই হোক, পরবর্তী শ্লোকে শুকদেব গোস্বামী সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আমরা যদি ব্রহ্মাণ্ড শাসনকারী শক্তিমান পুরুষদের অনুকরণ করার চেষ্টা করি, তবে তার ফল হবে ভয়াবহ।

শ্লোক ৩০

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্ ॥ ৩০ ॥

ন—না; **এতৎ**—এই; **সমাচরেৎ**—অনুষ্ঠান করা উচিত; **জাতু**—কখনও; **মনসা**—মনে মনে; **অপি**—ও; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অনীশ্বরঃ**—যে ঈশ্বর নয়; **বিনশ্যতি**—বিনাশ প্রাপ্ত হয়; **আচরন্ মৌঢ্যাৎ**—মূঢ়তা প্রযুক্ত আচরণ করে; **যথা**—যেমন; **অরুদ্রঃ**—যে রুদ্রদেব নয়; **অব্ধিজম্**—সমুদ্র হতে উৎপন্ন; **বিষম্**—বিষ।

অনুবাদ

যে ঈশ্বর নয়, তার কখনই মনে মনেও ঈশ্বরের আচরণের অনুকরণ করা উচিত নয়। যদি মূঢ়তাবশত কোনও সাধারণ মানুষ এই ধরনের আচরণের অনুকরণ করে, তা হলে সে নিজেকেই কেবল ধ্বংস করবে, যেমন রুদ্রদেব না হয়েই রুদ্রের মতো সমুদ্রপরিমাণ বিষ পান করার চেষ্টার ফলে মানুষ নিজেকেই ধ্বংস করে।

তাৎপর্য

রুদ্র অর্থাৎ ভগবান শিব একবার সমুদ্রপরিমাণ বিষ পান করেছিলেন, আর তার ফলে এক আকর্ষণীয় নীল চিহ্ন তাঁর কণ্ঠে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু আমরা যদি তেমন বিষের এক ফোঁটাও পান করি, আমরা সঙ্গে সঙ্গে মারা যাব। তাই আমাদের যেমন শিবের লীলা অনুকরণ করা উচিত নয়, তেমনি গোপীগণের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাদিও অনুকরণ করা উচিত নয়। আমাদের পরিষ্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে, ধর্মসংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ ভগবান কৃষ্ণ আমাদের কাছে প্রতিপাদন করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে যে, নিশ্চিতভাবে তিনিই ভগবান, আমরা নই। সেটি অবশ্যই স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হওয়া উচিত। ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা

শক্তির সঙ্গে উপভোগ করেন আর এইভাবে আমাদের পারমার্থিক স্তরে আকর্ষণ করেন। আমাদের কৃষ্ণকে অনুকরণ করার চেষ্টা করা উচিত নয়, কারণ তা হলে অপরিসীম দুঃখ পেতে হবে।

শ্লোক ৩১

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ ॥ ৩১ ॥

ঈশ্বরাণাম্—পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি প্রদত্ত সেবক; **বচঃ**—কথা; **সত্যম্**—সত্য; **তথা এব**—ও; **আচরিতম্**—তারা যা করে; **ক্বচিৎ**—কখনও; **তেষাম্**—তাদের; **যৎ**—যা; **স্ব-বচঃ**—তাদের নিজ কথার সঙ্গে; **যুক্তম্**—সামঞ্জস্যপূর্ণ; **বুদ্ধিমান**—যিনি বুদ্ধিমান; **তৎ**—সেই; **সমাচরেৎ**—পালন করা উচিত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিপ্রদত্ত সেবকদের কথা সকল সময়েই সত্য আর সেই কথার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাঁদের আচরণ অনুকরণযোগ্য। অতএব তাঁদের নির্দেশ পালন করা বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের উচিত।

তাৎপর্য

ঈশ্বর শব্দটিকে সচরাচর সংস্কৃত অভিধানে "প্রভু, পরিচালক, রাজা" এবং "সমর্থ, সম্পাদনে ক্ষমতাসম্পন্ন" রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদ সাধারণত *ঈশ্বর* শব্দটিকে "নিয়ন্তা" রূপে অনুবাদ করতেন যা চমৎকারভাবে "পরিচালক বা রাজা" এবং "সমর্থ বা সম্পাদনে ক্ষমতাসম্পন্ন" মুখ্যত এই দুই প্রাথমিক ধারণারই সমন্বয় সাধন করে। কোনও পরিচালক অযোগ্য হতে পারেন কিন্তু একজন নিয়ন্ত্রক হন তিনিই, যিনি প্রভু বা পরিচালকরূপে প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটিকে সংঘটিত করান। সর্বকারণের পরম কারণ ভগবান কৃষ্ণ নিশ্চিতভাবেই তাই পরমনিয়ন্তা বা পরমেশ্বর।

ঈশ্বর বা শক্তিমান পুরুষেরা যে আমাদের ব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করেন, সেই বিষয়ে সাধারণ মানুষেরা, বিশেষত পশ্চিমী দেশগুলিতে সচেতন নন। ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আধুনিক নির্বিশেষবাদী ধারণা অনুযায়ী বর্ণনা করা হয় যে, প্রাণহীন মহাজগতে পৃথিবী অনর্থক ভাসছে। এইভাবে আমরা জীবনের এক অনিশ্চিত চরম লক্ষ্য নিয়েই নিজেদের সংরক্ষণ করছি আর বংশরক্ষার প্রক্রিয়ায় জন্ম দিচ্ছি এবং পরের পর নিজস্ব 'চরম লক্ষ্য' সংরক্ষণ ও জন্মদানের প্রক্রিয়ায় যুক্ত থেকে একটি অর্থহীন ঘটনাশৃঙ্খল বা ধারা তৈরি হয়ে চলেছে।

অজ্ঞ জড়বাদীদের উদ্ভাবিত এই ধরনের নিষ্ফলা এবং অর্থহীন জগতের তুলনায় যে প্রকৃত মহা-জগৎ রয়েছে, তা জীবন প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ এবং সবিশেষ ব্যক্তি

জীবন—এবং প্রকৃতপক্ষে ভগবানের অস্তিত্বে পরিপূর্ণ, যে ভগবান এই সকল অস্তিত্ব ধারণ করে আছেন ও পালন করছেন। পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের মতো অসংখ্য জীবনের ব্যক্তিগত সম্পর্কই প্রকৃত সত্যের সার। কিছু জীব জড়বাদের মায়ার ফাঁদে তার জড় দেহটিকে নিজের পরিচয় মনে করে, তখন অন্যান্যরা মুক্ত চিন্তায়, উপলব্ধি করে যে, তাদের চেতনা নিত্য ও দিব্য প্রকৃতির। এছাড়াও তৃতীয় এক শ্রেণীর মানুষ অজ্ঞতার জড়বাদী অবস্থান থেকে আত্মোপলব্ধির পথে কৃষ্ণভাবনামৃতের আলোকিত পর্যায়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

শেষপর্যন্ত সত্য হচ্ছেন রূপময় ও দিব্য। তাই এটা বিস্ময়ের নয় যে বৈদিক সাহিত্য আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন, আমাদের ব্রহ্মাণ্ড এবং অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডগুলিও মহান ব্যক্তিত্বদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, ঠিক যেমন আমাদের নগর, রাজ্য দেশ ক্ষমতা প্রদত্ত ব্যক্তিত্বদের দ্বারা পরিচালিত হয়। আমরা যখন গণতান্ত্রিকভাবে কোন নির্দিষ্ট রাজনীতিবিদকে শাসন করার ক্ষমতা প্রদান করি, আমরা তাঁকে ভোট প্রদান করি কেননা আমরা যাকে 'নেতৃত্ব' বা সমর্থতা বলি তিনি তা প্রদর্শন করেছেন। আমরা ভাবি "তিনি কাজটি করতে পারবেন"। অন্যভাবে বলতে গেলে আমরা তাকে নির্বাচিত করার পরেই কেবল কেউ শাসন করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। আমাদের নির্বাচন তাকে নেতা তৈরী করে না বরং অন্য কোন উৎস হতে তার মধ্যে সঞ্চারিত কোন শক্তিই তাকে পরিচিত করায়। তাই, *ভগবদ্গীতার* দশম অধ্যায়ের শেষে ভগবান কৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন, যে কোন জীব দ্বারা প্রদর্শিত অসাধারণ ক্ষমতা, সমর্থতা বা কর্তৃত্ব অবশ্যই স্বয়ং ভগবান বা তাঁর শক্তি দ্বারা প্রদত্ত।

যারা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের দ্বারা শক্তিপ্রদত্ত তারা তাঁর ভক্ত আর তাই তাদের শক্তি ও প্রভাব জগৎ জুড়ে মঙ্গলময়তার প্রসার ঘটায়। কিন্তু যারা ভগবানের মায়া শক্তি দ্বারা শক্তি প্রদত্ত, তারা কৃষ্ণের সঙ্গে অপ্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত, কারণ তাঁরা সরাসরিভাবে ভগবানের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটান না। অবশ্যই তাঁরা অপ্রত্যক্ষভাবে কৃষ্ণের ইচ্ছাকেই প্রতিফলিত করেন, কারণ কৃষ্ণের ব্যবস্থাপনাতেই অজ্ঞ জীবের উপর প্রকৃতির নিয়ম ক্রিয়াশীল, যা তাদের অনেক জন্মের যাত্রাপথের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তাদের পরমেশ্বর ভগবানের কাছে শরণাগত হতে প্ররোচিত করে। এইভাবে তারা রাজনীতিবিদ রূপে জড়বাদ অনুসারী ব্যক্তিদের জন্য যুদ্ধ সৃষ্টি করে, মিথ্যা আশা ও অসংখ্য আবেগপ্রবণ কর্মসূচীর পরিকল্পনা করে প্রকৃতপক্ষে বদ্ধজীবদের জন্য অনুমোদিত, ভগবৎহীনতার তিক্তফলের অভিজ্ঞতা অর্জনের ভগবান আয়োজিত অনুষ্ঠানের সম্পাদন করছেন।

ঈশ্বরাণাম্ শব্দটিকে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এইভাবে অনুবাদ করেছেন "যাঁরা জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা সমর্থবান হয়েছেন"। যদি কেউ ভগবানের ইচ্ছা ও প্রকৃতিকে হৃদয়ঙ্গম করে পারমার্থিক জীবনে পরমোৎকর্ষতা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকার করেন তবে পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তিনি তাঁর দ্বারা ক্ষমতাপ্রদত্ত হন, যা তিনি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে স্বীকার করে নিয়ে গ্রহণ করেন।

ধর্মাচরণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য পরমেশ্বর ভগবান কৃপা করে এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন। *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৪) শ্রীকৃষ্ণ যেমন বলছেন "আমি যদি কর্ম না করি তাহলে এই সমস্ত জগৎ বিনষ্ট হবে।" তাই কিভাবে এই জগতে যথাযথভাবে কর্ম করতে হয়, ভগবান তা তাঁর বিভিন্ন অবতারে প্রদর্শন করেছেন। এমনই একটি ভাল উদাহরণ ভগবান রামচন্দ্র, যিনি দশরথ পুত্ররূপে অপূর্ব আচরণ করেছিলেন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বয়ং অবতরণ করেন তখন, পরমেশ্বর ভগবান যে সর্ব জীবের অতীত এবং কেউ তাঁর পর অবস্থানের অনুকরণ করতে পারে না—তিনি সেই চূড়ান্ত ধর্মনীতি প্রতিপাদন করেছেন। ভগবান যে অদ্বিতীয়, অসমোর্ধ্ব—সেই সর্বোত্তম ধর্মনীতি গোপীগণের সঙ্গে দৃশ্যত অনৈতিক লীলায় শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করেছেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এখানে বর্ণনা করেছেন যে, ভয়ঙ্কর ফল ভোগ ছাড়া কেউই এই সকল কার্যাবলী অনুকরণ করতে পারে না। যে মনে করে যে শ্রীকৃষ্ণ একজন কামভাবাপন্ন সাধারণ জীব অথবা যে তাঁর রাসনৃত্য চমৎকার বলে মনে করে তা অনুকরণ করার চেষ্টা করে, এই অধ্যায়ের শ্লোক ৩০'এর বর্ণনা অনুযায়ী সে অবশ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হবে।

অবশেষে, ভগবান ও তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভৃত্যের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে। ভগবানের কোনও ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভৃত্য, যেমন ব্রহ্মার ক্ষেত্রে, কর্মের বিধান অনুযায়ী তাঁর প্রারব্ধ কর্মের প্রতিক্রিয়ার অবশিষ্টাংশ ভোগ করেন। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান কর্ম-বিধানের যে কোন রকম বন্ধন থেকে নিত্যমুক্ত অদ্বিতীয় স্তরে অধিষ্ঠিত।

শ্লোক ৩২

কুশলাচরিতেনৈষামিহ স্বার্থো ন বিদ্যতে ।
বিপর্যয়েণ বানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো ॥ ৩২ ॥

কুশল—পুণ্য; **আচরিতেন**—আচরণ; **এষাম্**—তাদের জন্য; **ইহ**—এই জগৎ; **স্ব-অর্থঃ**—স্বার্থ; **ন বিদ্যতে**—নেই; **বিপর্যয়েণ**—ধর্ম-মর্যাদা লঙ্ঘনের জন্যও; **বা**—বা; **অনর্থঃ**—অনর্থ; **নিরহঙ্কারিণাম্**—যিনি অহঙ্কারমুক্ত; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

হে প্রভু, এই সকল নিরহঙ্কারী বিরাট পুরুষেরা যখন এই জগতে পুণ্য কর্ম করেন, তাঁদের কোন স্বার্থ পূরণের উদ্দেশ্য থাকে না এবং এমন কি যখন তাঁরা ধর্মাচরণের বিপরীত কোন অসৎ আচরণ করেন, তাঁদের কোন অনর্থ হয় না।

শ্লোক ৩৩

কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্যঙ্‌মর্ত্যদিবৌকসাম্ ।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

কিম্ উত—আর কি বলার আছে; **অখিল**—সমস্ত; **সত্ত্বানাম্**—সৃষ্ট বস্তুর; **তির্যক**—প্রাণী; **মর্ত্য**—মানুষ; **দিব-ওকসাম্**—দেবতাগণের; **ঈশিতুঃ**—নিয়ন্তার; **চ**—এবং; **ঈশিতব্যানাম্**—যারা নিয়ন্ত্রিত; **কুশল**—পুণ্য; **অকুশল**—পাপ; **অন্বয়ঃ**—কারণস্বরূপ কোন সম্বন্ধ।

অনুবাদ

তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন জীবসমূহকে প্রভাবিতকারী ধর্মাচরণ ও অধর্মাচরণের সঙ্গে তা হলে কিভাবে প্রাণী, মানুষ দেবতা ও নিখিল জীবের অধীশ্বরের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে?

তাৎপর্য

শ্লোক ৩২'এ বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবানের দ্বারা শক্তিপ্রদত্ত বিরাট ব্যক্তিত্বগণও কর্মের বিধান থেকে মুক্ত। তা হলে আর স্বয়ং ভগবানেরই কথা আর বলার কী আছে! তাঁর দ্বারা সৃষ্ট কর্মের বিধানগুলি তাঁর সর্বশক্তিমান ইচ্ছার প্রকাশ। তাই তাঁর নিজ শুদ্ধ গুণবশত অনুষ্ঠিত তাঁর কার্যাবলী কখনও সাধারণ জীব দ্বারা সমালোচনার বিষয় হতে পারে না।

শ্লোক ৩৪

যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা
যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্মবন্ধাঃ ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানাস্
তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ ॥ ৩৪ ॥

যৎ—যাঁর; **পাদপঙ্কজ**—চরণকমলদ্বয়; **পরাগ**—রেণুর; **নিষেব**—সেবা দ্বারা; **তৃপ্তাঃ**—পরিতৃপ্ত; **যোগ-প্রভাব**—যোগপ্রভাবে; **বিধুত**—বিমুক্ত; **অখিল**—সমস্ত; **কর্ম**—কর্ম; **বন্ধাঃ**—বন্ধন; **স্বৈরম্**—স্বাধীনভাবে; **চরন্তি**—বিচরণ করছে; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ;

অপি—ও; ন—কখনও না; নহ্যমানাঃ—বন্ধনপ্রাপ্ত; তস্য—তাঁর; ইচ্ছয়া—স্বেচ্ছাপূর্বক; আত্ত—গৃহীত; বপুষঃ—অপ্রাকৃত শরীর; কুতঃ—কিভাবে; এব—বস্তুত; বন্ধঃ—বন্ধন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্ম রেণুর সেবা দ্বারা পূর্ণ-তৃপ্ত তাঁর ভক্তগণ কখনও জড় কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না। এমন কি যোগপ্রভাবে সকল কর্মবন্ধন হতে মুক্ত মুনিগণও জড়কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ নন। তা হলে যিনি স্বেচ্ছাপূর্বক অপ্রাকৃত শরীর ধারণ করেছেন স্বয়ং সেই ভগবানের বন্ধনের প্রশ্ন কিভাবে হতে পারে?

শ্লোক ৩৫

গোপীনাং তৎপতীনাং চ সর্বেষামেব দেহিনাম্ ।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্ ॥ ৩৫ ॥

গোপীনাম্—গোপীগণের; তৎ-পতীনাম্—তাঁদের পতিদিগের; চ—এবং; সর্বেষাম্—সকল; এব—বস্তুত; দেহিনাম্—প্রাণীগণের; যঃ—যিনি; অন্ত—মধ্যে; চরতি—বাস করেন; সঃ—তিনি; অধ্যক্ষঃ—সর্বসাক্ষী; ক্রীড়নেন—ক্রীড়ায়; ইহ—এই জগতে; দেহ—তাঁর দেহ; ভাক্—ধারণ করেছেন।

অনুবাদ

যিনি সর্বসাক্ষীরূপে গোপীগণ, তাঁদের পতিগণ এবং প্রকৃতপক্ষে সকল প্রাণীর অন্তরে বাস করেন, তিনিই অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের জন্য এই জগতে দেহ ধারণ করেছেন।

তাৎপর্য

আমরা নিশ্চয়ই ভগবানের মতো অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের উদ্দেশ্যে আমাদের এই দেহ ধারণ করিনি। এই জড় জগতকে ভোগ করার মূঢ় প্রচেষ্টার জন্য, আমরা নিত্য আত্মাগণ, এই জড় দেহ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। ভগবানের দেহ সর্বতোভাবে নিত্য-চিন্ময় অস্তিত্ব স্বরূপ এবং আমাদের অনিত্য মাংসরাশির সঙ্গে কোনভাবেই সমপর্যায়ভুক্ত নয়।

যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের মধ্যে, তাঁদের তথাকথিত পতিদের মধ্যে এবং অন্যান্য সকল জীবের মধ্যে বাস করেন, তা হলে তাঁর সৃষ্ট কিছু জীবদের আলিঙ্গন করার জন্য তাঁর কি এমন পাপ হতে পারে? তাই ভগবান যদি গোপীদের নিয়ে কোন গোপন স্থানে যান, তাতেই বা তাঁর কি দোষ, যেহেতু তিনি এর চেয়েও গোপন স্থান, জীবের হৃদয়ের গভীরে ইতিমধ্যেই বাস করছেন?

শ্লোক ৩৬

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥

অনুগ্রহায়—অনুগ্রহ প্রদর্শন করার জন্য; **ভক্তানাম্**—ভক্তদের; **মানুষম্**—মানুষের মতো; **দেহম্**—দেহ; **আশ্রিতঃ**—গ্রহণ করে; **ভজতে**—তিনি উপভোগ করেন; **তাদৃশীঃ**—সেই রূপ; **ক্রীড়াঃ**—লীলা বিলাস; **যাঃ**—যা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **তৎ-পরঃ**—সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণসেবাপরায়ণ; **ভবেৎ**—অবশ্যই হওয়া উচিত।

অনুবাদ

তাঁর ভক্তকে কৃপা করবার জন্য ভগবান যখন মনুষ্য দেহ ধারণ করেন, তখন তিনি এরূপ লীলাবিলাসে যুক্ত হন যা সেই লীলাবিলাস শ্রবণকারীকে আকর্ষিত করে তাঁর প্রতি সেবাপরায়ণ করে তোলে।

তাৎপর্য

এই বিষয়ে শ্রীল জীব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জগতে তাঁর মুল দ্বিভুজ রূপে অবতীর্ণ হন, মানব সমাজে আবদ্ধ তাঁর ভক্তদের প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে তিনি সেই রূপেরই প্রকাশ করেন যা তারা প্রত্যক্ষ করে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। এইজন্য এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, *মানুষং দেহমাশ্রিতঃ* "তিনি মনুষ্যতুল্য দেহ ধারণ করেন"। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ভগবানের প্রণয়-লীলা-মহিমা কীর্তন করে উল্লেখ করছেন যে, এই সকল প্রণয় ঘটনাসমূহের, বদ্ধ জীবের কলুষিত হৃদয়কে আকর্ষণ করার জন্য একটি অচিন্তনীয় অপ্রাকৃত শক্তি রয়েছে। এই সত্য অস্বীকার করা যাবে না যে, কোন শুদ্ধ ও সরল হৃদয়ের ব্যক্তি, যিনি কৃষ্ণের প্রণয়লীলার বিবরণ শ্রবণ করেন, তিনি ভগবানের পাদপদ্মের প্রতি আকর্ষিত হয়ে ধীরে ধীরে তাঁর ভক্ত হয়ে যান।

শ্লোক ৩৭

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া ।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ॥ ৩৭ ॥

ন অসূয়ন্—অসূয়াযুক্ত ছিলেন না; **খলু**—এমন কি; **কৃষ্ণায়**—কৃষ্ণের বিরুদ্ধে; **মোহিতাঃ**—মোহিত হয়ে; **তস্য**—তাঁর; **মায়য়া**—মায়াশক্তি দ্বারা; **মন্যমানাঃ**—মনে করেছিলেন; **স্ব-পার্শ্ব**—তাঁদের নিজ পাশে; **স্থান**—অবস্থিত; **স্বান্ স্বান্**—প্রত্যেক তাঁদের নিজ নিজ; **দারান্**—পত্নীদের; **ব্রজ-ওকসঃ**—ব্রজের গোপগণ।

অনুবাদ

কৃষ্ণের মায়াশক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে গোপগণ ভেবেছিলেন তাঁদের পত্নীরা গৃহে, তাঁদের কাছেই রয়েছে। তাই তাঁরা তাঁদের প্রতি কোনরূপ অসূয়া প্রকাশ করেনি।

তাৎপর্য

যেহেতু গোপীগণ কেবলমাত্র কৃষ্ণকেই ভালবাসতেন, তাই যোগমায়া, ভগবানের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক সর্বদা রক্ষা করেছে, এমন কি তাঁরা বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *উজ্জ্বল-নীলমণি* থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন—

মায়াকল্পিততাদৃক-স্ত্রী শীলনেনানুসূয়ুভিঃ ।
ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ ॥

"গোপীগণের ঈর্ষান্বিত পতিগণ তাঁদের পত্নীগণের সঙ্গে মিলিত না হয়ে মায়া নির্মিত তাঁদের প্রতিরূপের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এইসব মানুষদের সঙ্গে ব্রজের দিব্য রমণীগণের কখনই কোন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল না।" গোপীরা ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি, তাই তাঁরা আর অন্য কোন জীবের হতে পারেন না। কেবলমাত্র পরকীয়া রসের উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ অন্য মানুষদের সঙ্গে তাঁদের দৃশ্যত বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। যেহেতু এই সমস্ত কার্যাবলী ভগবানের লীলা, তাই তা পরম বিশুদ্ধ এবং অনাদি কাল হতে সাধুগণ এই পরম দিব্য ঘটনাবলীসমূহ আস্বাদন করছেন।

শ্লোক ৩৮

ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ ।
অনিচ্ছন্ত্যো যযুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ৩৮ ॥

ব্রহ্মরাত্র—ব্রহ্মার রাত্রিকাল; **উপাবৃত্তে**—সম্পূর্ণ হলে; **বাসুদেব**—ভগবান কৃষ্ণের দ্বারা; **অনুমোদিতাঃ**—উপদিষ্ট; **অনিচ্ছন্তঃ**—অনিচ্ছাসত্ত্বেও; **যযুঃ**—গমন করলেন; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **স্ব-গৃহান্**—তাঁদের গৃহে; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **প্রিয়াঃ**—প্রিয়তমাগণ।

অনুবাদ

ব্রহ্মার একটি রাত্রি অতিবাহিত হলে, শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে গৃহে ফিরে যেতে উপদেশ দিলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভগবৎপ্রিয়াগণ তাঁর আদেশ মেনে নিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৮/১৭) শ্রীকৃষ্ণ বিশ্লেষণ করেছেন "মনুষ্য মানের সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং সহস্র চতুর্যুগে তাঁর এক রাত্রি হয়।" এইভাবে এক

সহস্র চতুর্যুগ শ্রীকৃষ্ণ অনুষ্ঠিত রাস নৃত্যের বারো ঘণ্টার রাত্রির মধ্যে প্রবেশ করেছিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সময়ের এই অচিন্ত্যনীয় সংক্ষেপণসাধ্যতাকে মর্ত্যের বৃন্দাবনের চল্লিশ মাইল সীমার মধ্যে বহু ব্রহ্মাণ্ডের সুন্দরভাবে অবস্থানের তুলনা করেছেন। অথবা কেউ যশোদা মায়ের শিশু কৃষ্ণের ছোট্ট উদরটিকে অসংখ্য রজ্জু দিয়ে বেষ্টন করতে না পারার কথা বিবেচনা করতে পারেন এবং অন্য এক সময়ে তিনি তাঁর মুখগহ্বরে বহু ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। জড় পদার্থ-বিজ্ঞানের অতীত অজ্ঞেয় পারমার্থিক বাস্তবতার কথা সংক্ষেপে শ্রীল রূপ গোস্বামীর *লঘুভাগবতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে—

এবং প্রভোঃ প্রিয়াণাঞ্চ ধাম্নশ্চ সময়স্য চ ।
অবিচিন্ত্যপ্রভাবত্বাদত্র কিঞ্চিন্ন দুর্ঘটম্ ॥

"ভগবানের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়, তাঁর প্রিয় ভক্তগণ, তাঁর অপ্রাকৃত ধাম অথবা তাঁর লীলার সময়, এই সমস্ত সকল সত্তাই অচিন্তনীয়ভাবে ক্ষমতাবান।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও বর্ণনা করেছেন যে, *বাসুদেবানুমোদিতাঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করছে যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের উপদেশ প্রদান করেছিলেন যে, "এই লীলার সফলতা নিশ্চিত করতে তোমাদের এবং আমার এটি গোপন রাখা উচিত।" কৃষ্ণের একটি নাম *বাসুদেব* শব্দটিও নির্দেশ করছে যে, ভগবান কৃষ্ণের অংশপ্রকাশ চেতনার আধিকারিক বিগ্রহ রূপে কর্ম করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে *বাসুদেব* শব্দটিকে হৃদয়ঙ্গম করলে বোঝা যাবে যে, *বাসুদেবানুমোদিতা* শব্দটি চেতনার আধিকারিক বিগ্রহকেই নির্দেশ করছে। গোপীদের হৃদয়ে *বাসুদেব* তাঁদের জ্যেষ্ঠদের জন্য বিব্রত অবস্থা ও ভয়ের উদ্রেক করবার পরই কেবল অত্যন্ত অনিচ্ছুক কন্যাগণ গৃহে ফিরে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৯

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদং চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ৩৯ ॥

বিক্রীড়িতম্—রাসনৃত্যের বিশিষ্ট ক্রীড়া; **ব্রজ-বধূভিঃ**—ব্রজ গোপিকাদের; **ইদম্**—এই; **চ**—ও; **বিষ্ণোঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **শ্রদ্ধা-অন্বিতঃ**—অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা সহকারে; **অনুশৃণুয়াৎ**—নিরন্তর গুরুপরম্পরা ধারায় শ্রবণ করেন; **অথ**—ও; **বর্ণয়েৎ**—বর্ণনা করে; **যঃ**—তিনি; **ভক্তিম্**—ভগবদ্ভক্তি; **পরাম্**—অপ্রাকৃত;

ভগবতি—পরমেশ্বর ভগবানে; **প্রতিলভ্য**—লাভ করে; **কামম্**—কাম বাসনা; **হৃৎ-রোগম্**—হৃদয়ের রোগ; **আশু**—অতি শীঘ্র; **অপহিনোতি**—দূর করে; **অচিরেণঃ**—শীঘ্রই; **ধীরঃ**—ভগবদ্ভক্তি লাভ করে যিনি অচঞ্চল হয়েছেন।

অনুবাদ

যিনি অপ্রাকৃত শ্রদ্ধান্বিত হয়ে এই রাস পঞ্চাধ্যায়ে ব্রজবধূদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ক্রীড়া বর্ণনা শ্রবণ করেন বা বর্ণনা করেন, সেই ধীর পুরুষ ভগবানের যথেষ্ট পরাভক্তি লাভ করে হৃদরোগ রূপ জড় কামকে শীঘ্রই দূর করেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় লীলাসমূহের অসাধারণ শক্তিমত্তা এখানে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। গুণগতভাবে ভগবানের দিব্য প্রেমময় লীলাসমূহ সকল অর্থেই জাগতিক কামের বিপরীত, এতটাই যে, কেবলমাত্র ভগবানের লীলা শ্রবণ করে একজন ভক্ত তার কামবাসনাকে জয় করতে পারে। অশ্লীল সাহিত্য পাঠ করে বা জাগতিক প্রণয় কাহিনী শ্রবণ করে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের কাম বাসনাকে জয় করতে পারি না, বরং আমাদের কাম আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভগবানের প্রণয় কাহিনী বা তদ্বিষয়ে শ্রবণ বা পাঠের ঠিক বিপরীত ফল, কারণ তা পরিপূর্ণভাবে চিন্ময় হওয়ার ফলে, ঠিক বিপরীত প্রকৃতির হয়। সুতরাং ভগবান কৃষ্ণ অহৈতুকীভাবে কৃপা করে এই জগতে তাঁর রাস-লীলা প্রকট করেছেন। আমরা যদি এর বর্ণনার প্রতি আসক্ত হই তা হলে এক দিব্য প্রেমের আনন্দ উপভোগ করব আর কাম নাম্নী এই দিব্য প্রেমের বিকৃত প্রতিফলনকে পরিত্যাগ করব। শ্রীকৃষ্ণও যেমন *ভগবদ্গীতায় (২/৫৯)* সুন্দরভাবে বলেছেন *পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে* "সেই পরমবস্তুকে একবার কেউ প্রত্যক্ষ করলে সে আর কখনও জাগতিক আনন্দের দিকে ফিরে আসবে না"।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'রাসনৃত্য' নামক ত্রয়স্ত্রিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশতি অধ্যায়

নন্দ মহারাজ উদ্ধার ও শঙ্খচূড় বধ

কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা নন্দ মহারাজকে এক সর্পের কবল থেকে রক্ষা করে আঙ্গিরস ঋষি দ্বারা শাপগ্রস্ত সুদর্শন নামক এক বিদ্যাধরকে উদ্ধার করলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

একদিন নন্দ মহারাজ ও অন্যান্য গোপগণ তাঁদের পরিবারকে গরুর গাড়িতে চড়িয়ে শিব পূজার জন্য অম্বিকাবনে গমন করলেন। সরস্বতী নদীতে স্নান করে বিষ্ণুবিগ্রহ ভগবান সদাশিবকে পূজা করে তাঁরা সেই রাত্রিটি বনে অতিবাহিত করতে মনস্থ করলেন। তাঁরা ঘুমিয়ে পড়ার পর এক ক্ষুধার্ত সর্প এসে নন্দ মহারাজকে গলাধঃকরণ করতে শুরু করল। আতঙ্কিত নন্দ মহারাজ বিপর্যস্ত হয়ে চিৎকার করলেন—"হে কৃষ্ণ! হে তাত! শরণাগত জনকে রক্ষা কর"। গোপগণ তৎক্ষণাৎ জেগে উঠে মশাল দিয়ে সাপটিকে আঘাত করতে লাগলেন, কিন্তু তবুও সাপটি নন্দ মহারাজকে ছাড়ল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ এসে তাঁর পাদপদ্ম দ্বারা সাপটির দেহ স্পর্শ করতেই তৎক্ষণাৎ সাপটি তাঁর সরীসৃপ দেহ থেকে মুক্ত হয়ে দেবতারূপ স্বীয় মূল দেহে আবির্ভূত হলেন। তিনি তাঁদের তাঁর পূর্ব-পরিচয় জ্ঞাপন করে বললেন যে, কিভাবে তিনি ঋষিগণ দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম বন্দনা করে ভগবানের নির্দেশে তাঁর নিজ আলয়ে গমন করলেন।

এরপর একদিন দোল পূর্ণিমার উৎসবের সময় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম ব্রজযুবতীগণের সঙ্গে বনে লীলা উপভোগ করছিলেন। বলদেবের সখীগণ ও কৃষ্ণের সখীগণ সকলে একত্রে তাঁদের দিব্য গুণগান করছিলেন। যখন কৃষ্ণ ও বলরাম দু'জনেই গানে বিভোর হয়ে উঠলেন, সেই সময় শঙ্খচূড় নামক কুবেরের এক ভৃত্য নিঃশঙ্কচিত্তে সেখানে এসে গোপীদের অপহরণ করতে শুরু করল। গোপীরা চিৎকার করে উঠলেন, "হে কৃষ্ণ! আমাদের রক্ষা কর!" কৃষ্ণ ও বলরাম শঙ্খচূড়ের পেছনে ধাবিত হলেন। কৃষ্ণ গোপীদের বললেন, "তোমরা ভয় পেয়ো না!" ভগবানের ভয়ে ভীত হয়ে শঙ্খচূড় গোপীদের পরিত্যাগ করে প্রাণ রক্ষার্থে পলায়ন করল। কিন্তু কৃষ্ণ তখনও তার পেছনে ধাবিত হয়ে অত্যন্ত দ্রুত তার কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর একটি মুষ্টির আঘাতে শঙ্খচূড়ের মণির সঙ্গে তার মস্তকটিও হরণ করলেন। এরপর কৃষ্ণ রত্নটি বলদেবের কাছে নিয়ে এসে তাঁকে তা অর্পণ করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

একদা দেবযাত্রায়াং গোপালা জাতকৌতুকাঃ ।
অনোভিরনডুদ্‌যুক্তৈঃ প্রযযুস্তেঽম্বিকাবনম্ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **একদা**—কোন এক সময়ে; **দেব**—মহাদেব (শিব পূজার জন্য); **যাত্রায়াম্**—ভ্রমণে; **গোপালাঃ**—গোপগণ; **জাত-কৌতুকাঃ**—আগ্রহান্বিত হয়ে; **অনোভিঃ**—শকটে; **অনডুদ্**—বৃষ; **যুক্তৈঃ**—সংযোজিত করে; **প্রযযুঃ**—যাত্রা করেছিলেন; **তে**—তাঁরা; **অম্বিকা-বনম্**—অম্বিকা বনে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—একদিন গোপগণ শিবপূজার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে বৃষ-বাহিত শকটে আরোহণ করে অম্বিকা বনে যাত্রা করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মত অনুযায়ী, এখানে *একদা* শব্দটি দ্বারা শিবরাত্রির উৎসবকে নির্দেশ করা হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, অম্বিকাবনটি গুজরাত প্রদেশে সিদ্ধপুর নগরীর নিকট অবস্থিত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও যোগ করেছেন যে, নির্দিষ্টভাবে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর দিন গোপগণ যাত্রা করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর প্রামাণ্য উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিপন্ন করেছেন যে, মথুরার উত্তর-পশ্চিম দিকে সরস্বতী নদীর তীরে অম্বিকাবন রয়েছে। বনের ভিতরে শ্রীশিব ও তাঁর পত্নী দেবী উমার বিগ্রহের জন্য অম্বিকাবন বিখ্যাত।

শ্লোক ২

তত্রা স্নাত্বা সরস্বত্যাং দেবং পশুপতিং বিভুম্ ।
আনর্চুরর্হণৈর্ভক্ত্যা দেবীং চ নৃপতেঽম্বিকাম্ ॥ ২ ॥

তত্র—সেখানে; **স্নাত্বা**—স্নান করে; **সরস্বত্যাম্**—সরস্বতী নদীতে; **দেবম্**—দেব; **পশু-পতিম্**—শিব; **বিভুম্**—শক্তিমান; **আনর্চুঃ**—তাঁরা পূজা করলেন; **অর্হণৈঃ**—নানা উপচারে; **ভক্ত্যা**—ভক্তির সঙ্গে; **দেবীম্**—দেবী; **চ**—এবং; **নৃপতে**—হে রাজন; **অম্বিকাম্**—অম্বিকা।

অনুবাদ

হে রাজন, সেখানে পৌঁছানোর পর তাঁরা সরস্বতী নদীতে স্নান করলেন এবং ভক্তিসহকারে নানা উপচারে শক্তিমান পশুপতিদেব ও তাঁর পত্নী দেবী অম্বিকার পূজা করলেন।

শ্লোক ৩

গাবো হিরণ্যং বাসাংসি মধু মধ্বন্নমাদৃতাঃ ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদুঃ সর্বে দেবো নঃ প্রীয়তামিতি ॥ ৩ ॥

গাবঃ—গাভী; **হিরণ্যম্**—স্বর্ণ; **বাসাংসি**—বস্ত্র; **মধু**—মধুর স্বাদযুক্ত; **মধু**—মধু মিশ্রিত; **অন্নম্**—অন্ন; **আদৃতাঃ**—শ্রদ্ধার সঙ্গে; **ব্রাহ্মণেভ্যঃ**—ব্রাহ্মণদের; **দদুঃ**—তাঁরা প্রদান করলেন; **সর্বে**—তাঁদের সকলকে; **দেবঃ**—মহাদেব; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **প্রীয়তাম্**—প্রসন্ন হোন; **ইতি**—এইভাবে প্রার্থনা করলেন।

অনুবাদ

গোপগণ ব্রাহ্মণদের গাভী, স্বর্ণ, বস্ত্র ও মধুমিশ্রিত অন্ন উপহার প্রদান করলেন। অতঃপর তাঁরা "মহাদেব আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন" বলে প্রার্থনা করলেন।

শ্লোক ৪

ঊষুঃ সরস্বতীতীরে জলং প্রাশ্য যতব্রতাঃ ।
রজনীং তাং মহাভাগা নন্দসুনন্দকাদয়ঃ ॥ ৪ ॥

ঊষুঃ—তাঁরা অবস্থান করলেন; **সরস্বতী-তীরে**—সরস্বতী নদীর তীরে; **জলম্**—জল; **প্রাশ্য**—পান করে, উপবাসী ছিলেন; **যত-ব্রতাঃ**—কঠোরভাবে তাঁদের ব্রত পালন করে; **রজনীম্**—রাত্রি; **তাম্**—সেই; **মহা-ভাগাঃ**—মহা-ভাগ্যবানগণ; **নন্দ-সুনন্দক-আদয়ঃ**—নন্দ, সুনন্দ ও অন্যান্য গোপগণ।

অনুবাদ

নন্দ, সনন্দ ও অন্যান্য মহাভাগ্যবান গোপগণ সেই রাত্রিটি কঠোরভাবে তাঁদের ব্রত পালন করে সরস্বতী তীরে অবস্থান করলেন। তাঁরা জল মাত্র পান করে উপবাসী ছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন যে, সুনন্দ হচ্ছেন নন্দ মহারাজের ছোট ভাই।

শ্লোক ৫

কশ্চিন্মহানহিস্তস্মিন্ বিপিনেঽতিবুভুক্ষিতঃ ।
যদৃচ্ছয়াগতো নন্দং শয়ানমুরগোঽগ্রসীৎ ॥ ৫ ॥

কশ্চিৎ—কোন এক; **মহান**—মহা; **অহিঃ**—সর্প; **তস্মিন্**—সেই; **বিপিনে**—বন মধ্যে; **অতি-বুভুক্ষিতঃ**—অত্যন্ত ক্ষুধার্ত; **যদৃচ্ছয়া**—অকস্মাৎ; **আগতাঃ**—উপস্থিত হল; **নন্দম্**—নন্দ মহারাজ; **শয়ানম্**—ঘুমন্ত; **উরগঃ**—উদর দ্বারা গমনকারী; **অগ্রসীৎ**—গ্রাস করতে শুরু করল।

অনুবাদ

সেই রাত্রিতে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত এক মহাসর্প সেই ঘন বনে অকস্মাৎ উপস্থিত হল। উদরে ভর দিয়ে পিচ্ছিল গতিতে এগিয়ে এসে সেই সর্প নন্দ-মহারাজকে গ্রাস করতে শুরু করল।

শ্লোক ৬

স চুক্রোশাহিনা গ্রস্তঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহানয়ম্ ।
সর্পো মাং গ্রসতে তাত প্রপন্নং পরিমোচয় ॥ ৬ ॥

সঃ—তিনি, নন্দ মহারাজ; **চুক্রোশ**—চিৎকার করলেন; **অহিনা**—সর্প দ্বারা; **গ্রস্তঃ**—গ্রস্ত; **কৃষ্ণ কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ; **মহান্**—বৃহৎ; **অয়ম্**—এই; **সর্পঃ**—সর্প; **মাম্**—আমাকে; **গ্রসতে**—গ্রাস করছে; **তাত**—হে পুত্র; **প্রপন্নম্**—শরণাগত; **পরিমোচয়**—রক্ষা কর।

অনুবাদ

সর্পগ্রস্ত নন্দ মহারাজ চিৎকার করলেন, "হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, হে তাত, এই মহাসর্প আমাকে গ্রাস করছে! আমি তোমার প্রতি শরণাগত—আমাকে রক্ষা কর।"

শ্লোক ৭

তস্য চাক্রন্দিতং শ্রুত্বা গোপালাঃ সহসোত্থিতাঃ ।
গ্রস্তঞ্চ দৃষ্ট্বা বিভ্রান্তাঃ সর্পং বিব্যধুরুল্মুকৈঃ ॥ ৭ ॥

তস্য—তাঁর; **চ**—এবং; **আক্রন্দিতম্**—ক্রন্দন; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **গোপালাঃ**—গোপগণ; **সহসা**—তৎক্ষণাৎ; **উত্থিতাঃ**—গাত্রোত্থান করে; **গ্রস্তম্**—সর্পগ্রস্ত; **চ**—এবং; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **বিভ্রান্তাঃ**—উদ্বিগ্ন হয়ে; **সর্পম্**—সর্প; **বিব্যধুঃ**—তাঁরা প্রহার করলেন; **উল্মুকৈঃ**—জ্বলন্ত মশাল দ্বারা।

অনুবাদ

নন্দের আর্তনাদ শ্রবণ করে গোপগণ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করে নন্দ মহারাজকে সর্পগ্রস্ত দর্শন করে উদ্বিগ্ন হয়ে জ্বলন্ত মশাল দ্বারা সর্পকে প্রহার করলেন।

শ্লোক ৮

অলাতৈর্দহ্যমানোঽপি নামুঞ্চত্তমুরঙ্গমঃ ।
তমস্পৃশৎ পদাভ্যেত্য ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ ॥ ৮ ॥

অলাতৈঃ—জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা; **দহ্যমানঃ**—দগ্ধ হয়ে; **অপি**—তথাপিও; **ন অমুঞ্চৎ**—পরিত্যাগ করল না; **তম্**—তাঁকে; **উরঙ্গমঃ**—সর্প; **তম্**—সেই সর্প; **অস্পৃশৎ**—স্পর্শ করলেন; **পদা**—তাঁর পাদ দ্বারা; **অভ্যেত্য**—আগমন করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সাত্বতাম্**—ভক্তগণের; **পতিঃ**—পালক।

অনুবাদ

জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা দগ্ধ হয়েও সর্প নন্দ মহারাজকে পরিত্যাগ করল না। তখন ভক্তগণপালক পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ ঘটনাস্থলে আগমন করে সর্পটিকে তাঁর পাদ দ্বারা স্পর্শ করলেন।

শ্লোক ৯

স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ ।
ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চিতম্ ॥ ৯ ॥

সঃ—সে (সর্পটি); **বৈ**—বাস্তবিক; **ভগবতঃ**—পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **শ্রীমৎ**—দিব্য; **পাদ-স্পর্শ**—পাদপদ্মের স্পর্শের দ্বারা; **হত-অশুভঃ**—পাপ জীবনের সমস্ত ফল থেকে মুক্ত; **ভেজে**—লাভ করল; **সর্প-বপুঃ**—সাপের শরীর; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **রূপম্**—সৌন্দর্য; **বিদ্যাধর-অর্চিতম্**—বিদ্যাধর লোকের অধিবাসী দ্বারা পূজিত।

অনুবাদ

সেই সর্প শ্রীকৃষ্ণের পাদ-স্পর্শে, তৎক্ষণাৎ তার জীবনের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হল। এইভাবে সেই সর্পটি তার দেহ ত্যাগ করে, সুন্দর বিদ্যাধর দেবতার দেহ প্রাপ্ত হল।

তাৎপর্য

রূপম্ বিদ্যাধরার্চিতম্ শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, পূর্ব-দেহ সর্পটি বিদ্যাধর নামক দেবতাদের মধ্যে পূজ্য-সুন্দর দেহে আবির্ভূত হয়েছিল। পরোক্ষভাবে, সে বিদ্যাধরগণের নেতারূপে আবির্ভূত হয়েছিল।

শ্লোক ১০

তমপৃচ্ছদ্ধৃষীকেশঃ প্রণতং সমবস্থিতম্ ।
দীপ্যমানেন বপুষা পুরুষং হেমমালিনম্ ॥ ১০ ॥

তম্—তাঁকে; অপৃচ্ছৎ—জিজ্ঞাসা করলেন; হৃষীকেশঃ—পরমেশ্বর ভগবান হৃষীকেশ; প্রণতম্—প্রণত; সমবস্থিতম্—তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান; দীপ্যমানেন—সমুজ্জ্বল; বপুষা—দেহধারী; পুরুষম্—পুরুষ; হেম—সুবর্ণ; মালিনম্—মাল্য অলঙ্কৃত।

অনুবাদ

অতঃপর পরমেশ্বর ভগবান হৃষীকেশ তাঁর সম্মুখে প্রণতরূপে দণ্ডায়মান সেই সুবর্ণমাল্য অলঙ্কৃত সমুজ্জ্বল দেহধারী পুরুষকে জিজ্ঞাসা করলেন।

তাৎপর্য

সেই দেবতা কথা বলতেই যাচ্ছিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কথার প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর সম্মুখে অবনতমস্তকে দণ্ডায়মান সেই সম্মানিত বিদ্যাধরকে নিজে প্রশ্ন করেছিলেন।

শ্লোক ১১

কো ভবান্ পরয়া লক্ষ্ম্যা রোচতেঽদ্ভুতদর্শনঃ ।
কথং জুগুপ্সিতামেতাং গতিং বা প্রাপিতোঽবশঃ ॥ ১১ ॥

কঃ—কে; ভবান্—আপনি; পরয়া—পরম; লক্ষ্ম্যা—সৌন্দর্যে; রোচতে—শোভমান; অদ্ভুত—অপূর্ব; দর্শনঃ—দর্শন; কথম্—কেন; জুগুপ্সিতাম্—ভয়ঙ্কর; এতাম্—এই; গতিম্—গতি; বা—এবং; প্রাপিতঃ—ধারণে; অবশঃ—বাধ্য করল।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] প্রিয় মহাশয়, পরম সৌন্দর্যে শোভমান, অপূর্ব-দর্শন আপনি কে? আর কে আপনাকে এই ভয়ঙ্কর সর্পদেহ ধারণে বাধ্য করল?

শ্লোক ১২-১৩

সর্প উবাচ

অহং বিদ্যাধরঃ কশ্চিৎ সুদর্শন ইতি শ্রুতঃ ।
শ্রিয়া স্বরূপসম্পত্ত্যা বিমানেনাচরন্ দিশঃ ॥ ১২ ॥
ঋষীন্ বিরূপাঙ্গিরসঃ প্রাহসং রূপদর্পিতঃ ।
তৈরিমাং প্রাপিতো যোনিং প্রলব্ধৈঃ স্বেন পাপ্মনা ॥ ১৩ ॥

সর্পঃ উবাচ—সর্প বললেন; **অহম্**—আমি; **বিদ্যাধরঃ**—একজন বিদ্যাধর; **কশ্চিৎ**—কোন এক সময়ে; **সুদর্শনঃ**—সুদর্শন; **ইতি**—এইভাবে; **শ্রুতঃ**—সুপরিচিত; **শ্রিয়া**—ঐশ্বর্য; **স্বরূপ**—নিজ রূপে; **সম্পত্ত্যা**—সম্পত্তি; **বিমানেন**—আমার বিমানযোগে; **আচরন্**—ভ্রমণ করছিলাম; **দিশঃ**—চতুর্দিকে; **ঋষীন্**—ঋষিদের; **বিরূপ**—বিকৃত রূপ; **অঙ্গিরসঃ**—অঙ্গিরা মুনির শিষ্য পরম্পরায়; **প্রাহসম্**—আমি উপহাস করেছিলাম; **রূপ**—রূপে; **দর্পিতঃ**—গর্ববশত; **তৈঃ**—তাদের; **ইমাম্**—এই; **প্রাপিতঃ**—ধারণ করিয়েছিলেন; **যোনিম্**—জন্ম; **প্রলব্ধৈঃ**—যে হাস্য করেছিল; **স্বেন**—আমার নিজ কারণে; **পাপ্মনা**—পাপ কর্ম।

অনুবাদ

সর্প বললেন—আমি সুদর্শন নামে সুপরিচিত একজন বিদ্যাধর। রূপ-ঐশ্বর্য বিশিষ্ট আমি, আমার বিমানযোগে চতুর্দিকে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করতাম। একবার আমি অঙ্গিরা মুনির গোত্র জাত কয়েকজন বিকৃতরূপ ঋষিদের দর্শন করে নিজ-রূপ-গর্ব-বশত উপহাস করেছিলাম আর আমার সেই পাপের জন্য তাঁরা আমাকে এই নীচ দেহ ধারণ করিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৪

শাপো মেঽনুগ্রহায়ৈব কৃতস্তৈঃ করুণাত্মভিঃ ।
যদহং লোকগুরুণা পদা স্পৃষ্টো হতাশুভঃ ॥ ১৪ ॥

শাপঃ—অভিশাপ; **মে**—আমার; **অনুগ্রহায়**—মঙ্গলের জন্য; **এব**—অবশ্যই; **কৃতঃ**—প্রদান করেছিলেন; **তৈঃ**—তাঁদের দ্বারা; **করুণা-আত্মভিঃ**—স্বভাবত করুণাময়; **যৎ**—যেহেতু; **অহম্**—আমি; **লোক**—জগতের; **গুরুণা**—গুরুদেবের দ্বারা; **পদা**—পাদ; **স্পৃষ্টঃ**—স্পর্শে; **হত**—বিনাশ হল; **অশুভঃ**—সকল পাপের।

অনুবাদ

প্রকৃতপক্ষে সেই পরম করুণাময় ঋষিগণ আমার মঙ্গলের জন্যই আমাকে অভিশাপ প্রদান করেছিলেন, কারণ এখন আমি সমস্ত জগতের পরম গুরুদেবের পাদস্পর্শে সকল পাপ হতে মুক্ত হয়েছি।

শ্লোক ১৫

তং ত্বাহং ভবভীতানাং প্রপন্নানাং ভয়াপহম্ ।
আপৃচ্ছে শাপনির্মুক্তঃ পাদস্পর্শাদমীবহন্ ॥ ১৫ ॥

তম্—সেই একই পুরুষ; ত্বা—আপনি; অহম্—আমি; ভব—জাগতিক; ভীতানাম্—ভীতজন; প্রপন্নানাম্—শরণাগত; ভয়-অপহম্—ভয়নাশন; আপৃচ্ছে—আমি আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি; শাপ—অভিশাপ হতে; নির্মুক্তঃ—মুক্ত; পাদ-স্পর্শাৎ—আপনার পাদস্পর্শের দ্বারা; অমীবহন্—হে দুঃখনাশন।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনি আপনার শরণাগতজনের ভবভীতির ভয়নাশন। আপনার পাদস্পর্শের দ্বারা আমি এখন ঋষিগণের অভিশাপমুক্ত। হে দুঃখনাশন, আমাকে আমার গ্রহে ফিরে যেতে অনুমতি করুন।

তাৎপর্য

আচার্যবর্গের মতানুসারে, *অপৃচ্ছে* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, সুদর্শন তার আলয়ে ফিরে যাবার জন্য বিনীতভাবে ভগবানের অনুমতি প্রার্থনা করেছিল, যেখানে ফিরে গিয়ে সে আবার তার কর্তব্য অবশ্যই মার্জিত হৃদয়ে পালন করবে।

শ্লোক ১৬

প্রপন্নোঽস্মি মহাযোগিন্মহাপুরুষ সৎপতে ।
অনুজানীহি মাং দেব সর্বলোকেশ্বরেশ্বর ॥ ১৬ ॥

প্রপন্নঃ—শরণাগত; অস্মি—আমি; মহা-যোগিন্—হে মহাযোগি; মহা-পুরুষ—হে মহাপুরুষ; সৎ-পতে—হে ভক্তগণের পতি; অনুজানীহি—অনুমতি প্রদান করুন; মাম্—আমাকে; দেব—হে ভগবান; সর্ব—সমস্ত; লোক—জগতের; ঈশ্বর—নিয়ন্তাদেরও; ঈশ্বর—হে পরম নিয়ন্তা।

অনুবাদ

হে মহাযোগিন, হে মহাপুরুষ, হে সৎ-পতে, আমি আপনার শরণাগত হয়েছি। হে সর্বলোকেশ্বরেশ্বর পরমেশ্বর ভগবান, আমাকে অনুমতি প্রদান করুন।

শ্লোক ১৭

ব্রহ্মদণ্ডাদ্বিমুক্তোঽহং সদ্যস্তেঽচ্যুত দর্শনাৎ ।
যন্নাম গৃহ্নন্নখিলান্ শ্রোতৃনাত্মানমেব চ ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্ম—ব্রাহ্মণদের; দণ্ডাৎ—দণ্ড থেকে; বিমুক্তঃ—মুক্ত; অহম্—আমি; সদ্যঃ—মাত্রই; তে—আপনাকে; অচ্যুত—হে অচ্যুত; দর্শনাৎ—দর্শনে; যৎ—যাঁর; নাম—

নাম; **গৃহ্নন্**—কীর্তন করেন; **অখিলান্**—সকল; **শ্রোতৄন্**—শ্রবণকারী; **আত্মানম্**—নিজে; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **চ**—ও; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **পুণাতি**—পবিত্র করেন; **কিম্ ভূয়ঃ**—তা হলে আরো কত; **তস্য**—তাঁর; **স্পৃষ্টঃ**—স্পর্শ; **পদা**—পাদ; **হি**—বস্তুত; **তে**—আপনার।

অনুবাদ

হে অচ্যুত, আমি আপনাকে দর্শন করা মাত্রই ব্রাহ্মণগণের দণ্ড হতে মুক্ত হয়েছি। যিনি আপনার নাম কীর্তন করেন, তিনি নিজেকে ও সেইসঙ্গে সেই কীর্তন শ্রবণকারীকেও পবিত্র করেন। তা হলে আপনার পাদপদ্মদ্বয়ের স্পর্শ আরো কত মঙ্গলময়?

শ্লোক ১৮

ইত্যনুজ্ঞাপ্য দাশার্হং পরিক্রম্যাভিবন্দ্য চ ।
সুদর্শনো দিবং যাতঃ কৃচ্ছ্রান্নন্দশ্চ মোচিতঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি—এইভাবে; **অনুজ্ঞাপ্য**—অনুমতি গ্রহণ করে; **দাশার্হম্**—শ্রীকৃষ্ণের থেকে; **পরিক্রম্য**—প্রদক্ষিণ করলেন; **অভিবন্দ্য**—প্রণাম নিবেদন করলেন; **চ**—এবং; **সুদর্শনঃ**—সুদর্শন; **দিবম্**—স্বর্গলোকে; **যাতঃ**—গমন করলেন; **কৃচ্ছ্রাৎ**—বিপদ থেকে; **নন্দঃ**—নন্দ মহারাজ; **চ**—ও; **মোচিতঃ**—উদ্ধার পেলেন।

অনুবাদ

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি গ্রহণ করে সেই দেবতা সুদর্শন তাঁকে প্রদক্ষিণ করলেন, অবনত হয়ে প্রণাম নিবেদন করলেন আর তারপর তাঁর স্বর্গের আলয়ে ফিরে গেলেন। নন্দ মহারাজও তাঁর বিপদ থেকে উদ্ধার পেলেন।

শ্লোক ১৯

নিশাম্য কৃষ্ণস্য তদাত্মবৈভবং
ব্রজৌকসো বিস্মিতচেতসস্ততঃ ।
সমাপ্য তস্মিন্নিয়মং পুনর্ব্রজং
নৃপায়যুস্তৎ কথয়ন্ত আদৃতাঃ ॥ ১৯ ॥

নিশাম্য—দর্শন করে; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **তৎ**—সেই; **আত্ম**—নিজ; **বৈভবম্**—ক্ষমতার ঐশ্বর্য প্রদর্শন; **ব্রজ-ওকসঃ**—ব্রজবাসীগণ; **বিস্মিত**—বিস্মিত; **চেতসঃ**—চিত্তে; **ততঃ**—তখন; **সমাপ্য**—সম্পূর্ণ করে; **তস্মিন্**—সেই স্থানে;

নিয়মম্—তাঁদের ব্রত; **পুনঃ**—পুনরায়; **ব্রজম্**—ব্রজে; **নৃপ**—হে রাজন; **আযযুঃ**—তাঁরা ফিরে গেলেন; **তৎ**—সেই বৈভব; **কথয়ন্তঃ**—বর্ণনা করতে করতে; **আদৃতাঃ**—সাদরে।

অনুবাদ

ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণের আত্ম বৈভব দর্শন করে বিস্মিত হলেন। হে রাজন, তাঁরা তখন তাঁদের শিব আরাধনা সম্পূর্ণ করে সাদরে কৃষ্ণ বৈভব বর্ণনা করতে করতে ব্রজে ফিরে গেলেন।

শ্লোক ২০

কদাচিদথ গোবিন্দো রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ ।
বিজহ্রতুর্বনে রাত্র্যাং মধ্যগৌ ব্রজযোষিতাম্ ॥ ২০ ॥

কদাচিৎ—কোন এক উৎসবে; **অথ**—তারপর; **গোবিন্দঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **রামাঃ**—শ্রীবলরাম; **চ**—এবং; **অদ্ভুত**—অপূর্ব; **বিক্রমঃ**—বিক্রম; **বিজহ্রতুঃ**—তাঁরা দুজনে বিহার করছিলেন; **বনে**—বনে; **রাত্র্যাম্**—রাত্রিকালে; **মধ্যগৌ**—মধ্যে; **ব্রজ-যোষিতাম্**—ব্রজনারীগণের।

অনুবাদ

কোন একদিন অদ্ভুতবিক্রম শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম ব্রজনারীগণ সঙ্গে রাত্রিকালে বনে বিহার করছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে এক নতুন লীলা শুরু হল। আচার্যগণের মতানুসারে এখানে যে উৎসবের কথা বলা হয়েছে, সেটি ছিল হোলিকা-পূর্ণিমা, যা গৌর পূর্ণিমা নামেও পরিচিত।

শ্লোক ২১

উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীজনৈর্বদ্ধসৌহৃদৈঃ ।
স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিণৌ বিরজোহম্বরৌ ॥ ২১ ॥

উপগীয়মানৌ—তাঁদের মহিমা গান করছিলেন; **ললিতম্**—মধুরভাবে; **স্ত্রী-জনৈঃ**—নারীদের দ্বারা; **বদ্ধ**—আবদ্ধ; **সৌহৃদৈঃ**—তাঁদের প্রীতিতে; **সু-অলঙ্কৃত**—সুন্দরভাবে শোভিত; **অনুলিপ্ত**—চন্দন দ্বারা লিপ্ত; **অঙ্গৌ**—অঙ্গ; **স্রক্-বিণৌ**—ফুলের মালা পরিহিত; **বিরজঃ**—নির্মল; **অম্বরৌ**—যাঁর বসন।

অনুবাদ

কৃষ্ণ ও বলরাম ফুলের মালা ও নির্মল বসন পরিধান করেছিলেন এবং তাঁদের অঙ্গ সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত ও চন্দন দ্বারা লিপ্ত ছিল। গোপীগণ তাঁদের প্রতি প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মধুরভাবে তাঁদের মহিমা গান করছিলেন।

শ্লোক ২২

নিশামুখং মানয়ন্তাবুদিতোড়ুপতারকম্ ।
মল্লিকাগন্ধমত্তালিজুষ্টং কুমুদবায়ুনা ॥ ২২ ॥

নিশা-মুখম্—রজনীর প্রারম্ভে; **মানয়ন্তৌ**—তাঁরা দু'জনে সমাদর করেছিলেন; **উদিত**—উদিত; **উড়ুপ**—চন্দ্রের; **তারকম্**—এবং নক্ষত্রসমূহের; **মল্লিকা**—মল্লিকা ফুলের; **গন্ধ**—গন্ধে; **মত্ত**—প্রমত্ত; **অলি**—ভ্রমরেরা; **জুষ্টম্**—অনুরূপ; **কুমুদ**—পদ্ম; **বায়ুনা**—বায়ু।

অনুবাদ

সেই দুই প্রভু, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহের উদয়ের দ্বারা প্রারম্ভিত রজনীর, পদ্মগন্ধময় বায়ু ও মল্লিকা কুসুমের গন্ধে প্রমত্ত অলিকুলের সমাদর করলেন।

শ্লোক ২৩

জগতুঃ সর্বভূতানাং মনঃশ্রবণমঙ্গলম্ ।
তৌ কল্পয়ন্তৌ যুগপৎ স্বরমণ্ডলমূর্চ্ছিতম্ ॥ ২৩ ॥

জগতুঃ—তাঁরা গান করলেন; **সর্বভূতানাম্**—সকল জীবের; **মনঃ**—মন; **শ্রবণ**—ও কানের; **মঙ্গলম্**—সুখপ্রদ; **তৌ**—তাঁদের দুজনে; **কল্পয়ন্তৌ**—সৃষ্টি করে; **যুগপৎ**—একই সঙ্গে; **স্বর**—স্বর; **মণ্ডল**—সমুদয়; **মূর্চ্ছিতম্**—মূর্ছনা।

অনুবাদ

কৃষ্ণ ও বলরাম সকল জীবের মন ও শ্রবণের সুখাবহ যুগপৎ সমস্ত স্বর মূর্ছনা সৃষ্টি করে গান করলেন।

শ্লোক ২৪

গোপ্যস্তদ্‌গীতমাকর্ণ্য মূর্চ্ছিতা নাবিদন্নৃপ ।
স্রংসদ্দুকূলমাত্মানং স্রস্তকেশস্রজং ততঃ ॥ ২৪ ॥

গোপ্যঃ—গোপীগণ; **তৎ**—তাঁদের; **গীতম্**—গান; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **মূর্চ্ছিতাঃ**—অভিভূত হয়ে; **ন অবিদন্**—সচেতন ছিলেন না; **নৃপ**—হে রাজন;

স্রংসৎ—স্খলিত; দুকূলম্—তাঁদের সুন্দর বসন সমূহ; আত্মানম্—তাঁরা নিজেরা; স্রস্ত—অবিন্যস্ত হয়েছিল; কেশ—তাঁদের চুল; স্রজম্—মালাসমূহ; ততঃ—সেখান থেকে (স্খলিত)।

অনুবাদ

গোপীগণ সেই গান শ্রবণ করে অভিভূত হয়েছিলেন। হে রাজন, তাঁরা লক্ষ্যও করেননি যে, তাঁদের সুন্দর বসনসমূহ স্খলিত ও তাঁদের কেশ ও মালাসমূহ অবিন্যস্ত হয়েছিল।

শ্লোক ২৫

এবং বিক্রীড়তোঃ স্বৈরং গায়তোঃ সম্প্রমত্তবৎ ।
শঙ্খচূড় ইতি খ্যাতো ধনদানুচরোঽভ্যগাৎ ॥ ২৫ ॥

এবম্—এইভাবে; বিক্রীড়তোঃ—যখন তাঁরা খেলা করছিলেন; স্বৈরম্—তাঁদের ইচ্ছানুসারে; গায়তোঃ—গান করে; সম্প্রমত্ত—প্রমত্ত হয়ে; বৎ—যেন; শঙ্খচূড়—শঙ্খচূড়; ইতি—এইভাবে; খ্যাতঃ—নামক; ধন-দ—কুবেরের; অনুচরঃ—একজন ভৃত্য; অভ্যগাৎ—উপস্থিত হয়েছিল।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম যখন এইভাবে তাঁদের আপন মধুর ইচ্ছায় খেলা করছিলেন এবং প্রমত্ত হয়ে গান করছিলেন, তখন শঙ্খচূড় নামক কুবেরের এক ভৃত্য সেখানে উপস্থিত হয়েছিল।

শ্লোক ২৬

তয়োর্নিরীক্ষতো রাজংস্তন্নাথং প্রমদাজনম্ ।
ক্রোশন্তং কালয়ামাস দিশ্যুদীচ্যামশঙ্কিতঃ ॥ ২৬ ॥

তয়োঃ—তাঁরা দুজনেই; নিরীক্ষতোঃ—লক্ষ্য করছিলেন; রাজন্—হে রাজন; তৎ-নাথম্—তাঁদের নাথ স্বরূপ; প্রমদা-জনম্—সমবেত নারীগণ; ক্রোশন্তম্—রোদন করছিলেন; কালয়াম্ আস—সে চালিত করছিল; দিশি—দিকে; উদীচ্যাম্—উত্তর; অশঙ্কিতঃ—নির্ভয়ে।

অনুবাদ

হে রাজন, এমন কি প্রভুদ্বয় তাকে লক্ষ্য করা সত্ত্বেও শঙ্খচূড় ধৃষ্টতার সঙ্গে নারীগণকে উত্তর দিকে পরিচালিত করতে লাগলেন। কৃষ্ণ ও বলরামের আশ্রিত সেই অবলাগণ তখন উচ্চৈঃস্বরে তাঁদের উদ্দেশে রোদন করছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, শঙ্খচূড় দানব সুন্দরী কন্যাদের কাছে এসে এক বিশাল দণ্ড ঘোরাতে ঘোরাতে তাদের ভয় পাইয়ে উত্তর দিকে পরিচালিত করেছিল। প্রকৃতপক্ষে সে তাদের স্পর্শ করেনি, যা পরবর্তী শ্লোকে সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ২৭

ক্রোশন্তং কৃষ্ণ রামেতি বিলোক্য স্বপরিগ্রহম্ ।
যথা গা দস্যুনা গ্রস্তা ভ্রাতরাবন্বধাবতাম্ ॥ ২৭ ॥

ক্রোশন্তম্—ক্রন্দন; **কৃষ্ণ রাম ইতি**—"কৃষ্ণ! রাম!"; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **স্ব-পরিগ্রহম্**—তাঁদের ভক্তগণকে; **যথা**—যেমন; **গাঃ**—গাভীরা; **দস্যুনা**—চোর দ্বারা; **গ্রস্তাঃ**—অপহৃত হয়; **ভ্রাতরৌ**—ভ্রাতৃদ্বয়; **অন্বধাবতাম্**—পশ্চাতে ধাবিত হলেন।

অনুবাদ

তাঁদের ভক্তগণের "হে কৃষ্ণ! হে রাম!" ক্রন্দন শ্রবণ করে এবং চোর যেভাবে গাভীদের অপহরণ করে, তাদের সেই অবস্থা দেখে, কৃষ্ণ ও বলরাম সেই দানবের পশ্চাৎ ধাবন করলেন।

শ্লোক ২৮

মা ভৈষ্টেত্যভয়ারাবৌ শালহস্তৌ তরস্বিনৌ ।
আসেদতুস্তং তরসা ত্বরিতং গুহ্যকাধমম্ ॥ ২৮ ॥

মা ভৈষ্ট—ভয় পেয়ো না; **ইতি**—এইভাবে বলতে বলতে; **অভয়**—অভয়; **আরাবৌ**—বাণী; **শাল**—শাল বৃক্ষ; **হস্তৌ**—তাঁদের হাতে নিয়ে; **তরস্বিনৌ**—দ্রুতবেগে; **আসেদতুঃ**—তাঁরা পশ্চাদ্ধাবন করলেন; **তম্**—সেই দানবের; **তরসা**—শীঘ্রই; **ত্বরিতম্**—যে দ্রুতবেগে চলছিল; **গুহ্যক**—যক্ষের; **অধমম্**—নীচতম।

অনুবাদ

উত্তর দান করে ভগবান বললেন, "ভয় পেয়ো না!" এরপর তাঁরা শাল বৃক্ষের গুঁড়ি তুলে নিয়ে দ্রুত পলায়নপর গুহ্যকাধমের পশ্চাতে মহাবেগে ধাবিত হলেন।

শ্লোক ২৯

স বীক্ষ্য তাবনুপ্রাপ্তৌ কালমৃত্যূ ইবোদ্বিজন্ ।
বিসৃজ্য স্ত্রীজনং মূঢ়ঃ প্রাদ্রবজ্জীবিতেচ্ছয়া ॥ ২৯ ॥

সঃ—সে, শঙ্খচূড়; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **তৌ**—দুই; **অনুপ্রাপ্তৌ**—আসতে দেখে; **কাল-মৃত্যু**—কাল ও মৃত্যু; **ইব**—মতো; **উদ্বিজন্**—উদ্বিগ্ন হল; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **স্ত্রীজনম্**—স্ত্রীগণকে; **মূঢ়ঃ**—বিভ্রান্ত; **প্রাদ্রবৎ**—পলায়ন করল; **জীবিত**—তার প্রাণ; **ইচ্ছয়া**—রক্ষার কামনায়।

অনুবাদ

শঙ্খচূড় যখন দেখল যে, তাঁরা দুজন তার দিকে কালান্তক মৃত্যুর মতো আসছেন, তখন সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। বিভ্রান্ত হয়ে সে মহিলাদের পরিত্যাগ করে তার প্রাণরক্ষার্থে পলায়ন করল।

শ্লোক ৩০

তমন্বধাবদ্ গোবিন্দো যত্র যত্র স ধাবতি ।
জিহীর্ষুস্তচ্ছিরোরত্নং তস্থৌ রক্ষন্ স্ত্রিয়ো বলঃ ॥ ৩০ ॥

তম্—তার পশ্চাতে; **অন্বধাবত**—ধাবিত হলেন; **গোবিন্দঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **যত্র যত্র**—যেখানে যেখানে; **সঃ**—সে; **ধাবতি**—ধাবিত হচ্ছিল; **জিহীর্ষুঃ**—অপহরণের ইচ্ছায়; **তৎ**—তার; **শিরঃ**—মাথার উপরে; **রত্নম্**—রত্ন; **তস্থৌ**—অবস্থান করলেন; **রক্ষন্**—রক্ষার্থে; **স্ত্রীয়ঃ**—মহিলাদের; **বলঃ**—শ্রীবলরাম।

অনুবাদ

দানবটি যেখানে যেখানে ধাবমান হচ্ছিল, শ্রীগোবিন্দ তার শিরোরত্নটি গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে সেখানেই তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন। ইতিমধ্যে শ্রীবলরাম মহিলাদের রক্ষার জন্য সেখানেই অবস্থান করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন যে, তাড়িত হয়ে মহিলারা পরিশ্রান্তা হয়েছিলেন আর তাই শ্রীবলরাম, তাঁরা যখন বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন তাঁদের সান্ত্বনা প্রদান করলেন এবং রক্ষা করলেন। ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ দানবটির পশ্চাদ্ধাবন করলেন।

শ্লোক ৩১

অবিদূর ইবাভ্যেত্য শিরস্তস্য দুরাত্মনঃ ।
জহার মুষ্টিনৈবাঙ্গ সহচূড়ামণিং বিভুঃ ॥ ৩১ ॥

অবিদূর—নিকটস্থ; **ইব**—যেন; **অভ্যেত্য**—ধরে ফেললেন; **শিরঃ**—মস্তক; **তস্য**—তার; **দুরাত্মনঃ**—অসৎ; **জহার**—ছিন্ন করলেন; **মুষ্টিনা**—তাঁর মুষ্টির দ্বারা; **এব**—কেবল; **অঙ্গ**—হে রাজন; **সহ**—সহ; **চূড়া-মণিম্**—শিরোরত্ন; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান ভগবান।

অনুবাদ

হে রাজন, বিভু ভগবান অনেক দূর থেকেই শঙ্খচূড়কে ধরে ফেললেন, যেন মনে হল কাছ থেকেই ধরেছেন আর তখন তাঁর মুষ্টির আঘাতে ভগবান সেই অসৎ দানবের মস্তক তার শিরোরত্ন সহ ছেদন করলেন।

শ্লোক ৩২

শঙ্খচূড়ং নিহত্যৈবং মণিমাদায় ভাস্বরম্ ।
অগ্রজায়াদদাৎ প্রীত্যা পশ্যন্তীনাম্ চ যোষিতাম্ ॥ ৩২ ॥

শঙ্খচূড়ম্—দানব শঙ্খচূড়; **নিহত্য**—বধ করে; **এবম্**—এইভাবে; **মণিম্**—রত্ন; **আদায়**—গ্রহণ করে; **ভাস্বরম্**—দীপ্তিময়; **অগ্রজায়**—তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে (শ্রীবলরাম); **অদদাৎ**—প্রদান করলেন; **প্রীত্যা**—প্রীতি সহকারে; **পশ্যন্তীনাম্**—দর্শনকারী; **চ**—এবং; **যোষিতাম্**—মহিলারা।

অনুবাদ

গোপীগণ দর্শন করলেন যে, এইভাবে দানব শঙ্খচূড়কে বধ করে ও তার দীপ্তিময় মণি গ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে তাঁর অগ্রজকে তা প্রদান করলেন।

তাৎপর্য

বিভিন্ন গোপীগণ সম্ভবত ভেবেছিলেন যে, গোবিন্দ তাঁদের কোন একজনকে মূল্যবান রত্নটি প্রদান করবেন। তাঁদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা রোধ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আনন্দের সঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামকে রত্নটি প্রদান করলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'নন্দ-মহারাজ উদ্ধার ও শঙ্খচূড় বধ' নামক চতুস্ত্রিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশতি অধ্যায়

কৃষ্ণের বনগমনে গোপীদের বিরহগীতি

দিবাভাগে কৃষ্ণ যখন বনে গমন করেন, তখন গোপীরা তাঁদের কৃষ্ণ-বিরহ অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য যে গান করেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণিত হয়েছে।

গোপীগণের কৃষ্ণবিরহ ভাব এতটাই গভীর যে, তাঁদের হৃদয়ে কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। এইভাবে তাঁরা একত্রিত হয়ে নিম্নরূপ গান করেন—

"কৃষ্ণের সৌন্দর্য সকলেরই চিত্তাকর্ষক। তিনি যখন ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান হয়ে বেণুবাদন করেন, তখন পতিগণের সঙ্গে বিমানে বিহাররত সিদ্ধপত্নীগণ কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষিত হয়ে বাহ্য বিস্মৃত হন। ব্রজের বৃষ, ধেনু ও অন্যান্য পশুগণ আনন্দে অভিভূত হয়ে এমনভাবে স্থির হয়ে যায় যে, তাদের দন্তে ধারণ করা তৃণসমূহ অচর্বিত থেকে যায় এবং তারা চিত্রাঙ্কিতের ন্যায় অবস্থান করতে থাকে। এমন কি, অচেতন নদীগুলিও তাদের গতি নিবৃত্ত করে।"

"দেখ! কৃষ্ণ যখন নিজেকে বন্যবেশে শোভিত করেন, এবং বেণুবাদনের দ্বারা গাভীদের নাম ধরে আহ্বান করেন, তখন বৃক্ষ লতাদিরাও প্রেমে অভিভূত হয়ে রোমাঞ্চিত গাত্রে অশ্রুধারার ন্যায় তাদের মধু বর্ষণ করতে থাকে। কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করে সারস, হংস ও সরোবরের অন্যান্য পক্ষীরা গভীর ধ্যানে নিমীলিত নেত্রে অবস্থান করে, আকাশের মেঘরাশি বংশীধ্বনির অনুকরণে মৃদুমন্দ গর্জন করতে থাকে এবং এমন কি ইন্দ্র, শিব ও ব্রহ্মার মতো সঙ্গীত-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ তত্ত্ববিদ্গণও বিস্মিত হয়ে যান। আর ঠিক আমরা গোপীরা যেমন আমাদের সমস্ত কিছু কৃষ্ণকে অর্পণ করার জন্য উদ্বিগ্ন থাকি, কৃষ্ণসার হরিণীরাও তেমনই আমাদের অনুকরণ করে কৃষ্ণের অনুগমন করতে থাকে।"

"কৃষ্ণ যখন বংশীধ্বনি করতে করতে ব্রজে ফিরে আসে, তখন ব্রহ্মাদি প্রধান দেবতারা তাঁর পাদপদ্মের পূজা করার জন্য আগমন করেন আর তাঁর সহচরগণ তাঁর মহিমা কীর্তন করেন।"

এইভাবে গভীরভাবে কৃষ্ণ-বিরহ অনুভব করে গোগীগণ তাঁর লীলাসমূহ গান করেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

গোপ্যঃ কৃষ্ণে বনং যাতে তমনুদ্রুতচেতসঃ ।
কৃষ্ণলীলাঃ প্রগায়ন্ত্যো নিন্যুর্দুঃখেন বাসরান্ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণ; **বনম্**—বনে; **যাতে**—গমন করলে; **তম্**—তাঁর; **অনুদ্রুত**—অনুগত; **চেতসঃ**—চিত্ত; **কৃষ্ণ-লীলাঃ**—কৃষ্ণের দিব্য লীলা; **প্রগায়ন্ত্যঃ**—উচ্চৈঃস্বরে গান করে; **নিন্যুঃ**—তাঁরা অতিবাহিত করতেন; **দুঃখেন**—দুঃখের সঙ্গে; **বাসরান্**—দিনগুলি।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—কৃষ্ণ যখন বনে গমন করতেন, তখন কৃষ্ণানুগতচিত্তা গোপীগণ তাঁর লীলা গান করে দুঃখের সঙ্গে তাঁদের দিন অতিবাহিত করতেন।

তাৎপর্য

যদিও রাত্রিতে গোপীরা রাসনৃত্যের সময় শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সঙ্গ লাভ করতেন, কিন্তু দিনের বেলায় তাঁর স্বাভাবিক কর্ম, তাঁর গোচারণের জন্য তিনি বনে গমন করতেন। সেই সময় গোপীদের মন যদিও তাঁর পিছনেও ছুটত, কিন্তু যুবতী কন্যাদের গ্রামেই থাকতে হত ও তাঁদের নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করতে হত। তাই বিরহযন্ত্রণা অনুভব করে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের দিব্যলীলা গান করতেন।

শ্লোক ২-৩

শ্রীগোপ্যঃ ঊচুঃ

বামবাহুকৃতবামকপোলো
বল্গিতভ্রুরধরার্পিতবেণুম্ ।
কোমলাঙ্গুলিভিরাশ্রিতমার্গং
গোপ্য ঈরয়তি যত্র মুকুন্দঃ ॥ ২ ॥
ব্যোমযানবনিতাঃ সহ সিদ্ধৈর্
বিস্মিতাস্তদুপধার্য সলজ্জাঃ ।
কামমার্গণসমর্পিতচিত্তাঃ
কশ্মলং যযুরপস্মৃতনীব্যঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীগোপ্যঃ উচুঃ—গোপীগণ বললেন; **বাম**—বাম দিকের; **বাহু**—তাঁর বাহুর উপরে; **কৃত**—স্থাপন করে; **বাম**—বাম দিকের; **কপোলঃ**—তাঁর গাল; **বল্গিতা**—সঞ্চালন করে; **ভ্রূঃ**—তাঁর ভ্রূদ্বয়; **অধর**—তাঁর ওষ্ঠোপরে; **অর্পিত**—স্থাপিত; **বেণুম্**—তাঁর বাঁশী; **কোমল**—কোমল; **অঙ্গুলিভিঃ**—তাঁর অঙ্গুলি দ্বারা; **আশ্রিত-মার্গম্**—স্বর-রন্ধ্রের ছিদ্র সকল ধারণ করে; **গোপ্যঃ**—হে গোপীগণ; **ঈরয়তি**—ধ্বনিত করেন; **যত্র**—যেখানে; **মুকুন্দঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ব্যোম**—আকাশে; **যান**—বিহারকারী; **বনিতাঃ**—স্ত্রীগণ; **সহ**—একযোগে; **সিদ্ধৈঃ**—সিদ্ধ দেবতাগণ; **বিস্মিতাঃ**—বিস্মিত; **তৎ**—সেই; **উপধার্য**—শ্রবণ করে; **স**—সঙ্গে; **লজ্জাঃ**—লজ্জার; **কাম**—কামের; **মার্গণ**—পথে; **সমর্পিত**—সমর্পিত; **চিত্ত**—তাঁদের মন; **কশ্মলম্**—মোহিত হলেন; **যযুঃ**—বোধ করলেন; **অপস্মৃত**—বিস্মৃত; **নীব্যঃ**—তাঁদের কটিবস্ত্র।

অনুবাদ

গোপীগণ বললেন—মুকুন্দ যখন তাঁর বাম কপোল বাম বাহুমূলে বিন্যস্ত করে ওষ্ঠে বংশী স্থাপন ও কোমল অঙ্গুলি দ্বারা ছিদ্রসকল ধারণ করে, ভ্রূযুগল সঞ্চালিত করে তা ধ্বনিত করেন, তখন নিজ নিজ পতিদের সঙ্গে গগনবিহারিণী সিদ্ধ বনিতাগণও বিস্মিত হয়ে যান। তাঁরা তা শ্রবণ করে কামপরবশচিত্ত হয়ে নিজেদের কটিবস্ত্র স্খলিত হলেও তা অবগত না হওয়াতে লজ্জিতা হলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যে, এই অধ্যায়টি ছোট ছোট দলে বিভক্ত বৃন্দাবনের গোপীদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে পারস্পরিক বাক্যালাপের সংকলন।

শ্লোক ৪-৫

হন্ত চিত্রমবলাঃ শৃণুতেদং
হারহাস উরসি স্থিরবিদ্যুৎ ।
নন্দসূনুরয়মার্তজনানাং
নর্মদো যর্হি কূজিতবেণুঃ ॥ ৪ ॥
বৃন্দশো ব্রজবৃষা মৃগগাবো
বেণুবাদ্যহৃতচেতস আরাৎ ।
দন্তদষ্টকবলা ধৃতকর্ণা
নিদ্রিতা লিখিতচিত্রমিবাসন্ ॥ ৫ ॥

হন্ত—আহ; **চিত্রম্**—বিচিত্র; **অবলাঃ**—হে কন্যাগণ; **শৃণুত**—শ্রবণ কর; **ইদম্**—এই; **হার**—(উজ্জ্বল) কণ্ঠহার সদৃশ; **হাসঃ**—যাঁর হাস্য; **উরসি**—বক্ষোপরে; **স্থির**—স্থির; **বিদ্যুৎ**—বিদ্যুৎ; **নন্দ-সূনুঃ**—নন্দ মহারাজের পুত্র; **অয়ম্**—এই; **আর্ত**—আর্ত; **জনানাম্**—জনের; **নর্ম**—আনন্দ; **দঃ**—প্রদাতা; **যর্হি**—যখন; **কূজিত**—ধ্বনিত হয়; **বেণুঃ**—তাঁর বাঁশী; **বৃন্দাশঃ**—দলে; **ব্রজ**—ব্রজের; **বৃষাঃ**—বৃষ; **মৃগ**—হরিণ; **গাবঃ**—এবং গাভীসকল; **বেণু**—বাঁশীর; **বাদ্য**—বাদনের; **হৃত**—অপহৃত; **চেতসঃ**—তাদের মন; **আরাৎ**—দূরে; **দন্ত**—তাদের দন্ত দ্বারা; **দষ্ট**—ধরে থাকা; **কবলাঃ**—মুখভর্তি খাদ্য; **ধৃত**—উত্থিত; **কর্ণাঃ**—তাদের কর্ণদ্বয়; **নিদ্রিতাঃ**—নিদ্রিত; **লিখিত**—অঙ্কিত; **চিত্রম্**—কোন চিত্র; **ইব**—যেন; **আসন্**—তারা অবস্থান করছিল।

অনুবাদ

হে অবলাগণ, আরও আশ্চর্যের বিষয় শ্রবণ কর। এই নন্দনন্দন যিনি আর্তজনের আনন্দদাতা, তাঁর বক্ষস্থলে স্থির-বিদ্যুৎকে বহন করেন আর তাঁর হাস্য রত্নহার তুল্য। তিনি যখন বেণু বাদন করেন ব্রজের বৃষ, হরিণ ও ধেনুগণের বিভিন্ন দল বহু দূর হতে সেই বংশী ধ্বনি শ্রবণে মোহিত হয়ে, কর্ণ উত্তোলিত করে, তাদের মুখের খাদ্য চর্বণ বন্ধ করে যেন নিদ্রিত কিম্বা চিত্রবৎ অবস্থান করতে থাকে।

তাৎপর্য

স্থির-বিদ্যুৎ শব্দটির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের বক্ষ বিলাসিনী শ্রীলক্ষ্মীদেবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বৃন্দাবনের পশুরা যখন বংশী-ধ্বনি শ্রবণ করে, তখন তারা আনন্দে অভিভূত হয়ে তাদের খাদ্য চর্বণ করা বন্ধ করে দেয়—আর গলাধঃকরণ করতে পারে না। কৃষ্ণবিরহী গোপীগণ ভগবানের বেণু-বাদনের এরূপ অসাধারণ প্রভাবে বিস্মিত হয়েছিলেন। *হার-হাস* এই যৌগিক শব্দটির মাধ্যমে ভগবান কৃষ্ণের হাস্যের সঙ্গে যে একটি হারের তুলনা করা হয়েছে। সেই বিষয়ে শ্রীল শ্রীধর স্বামী নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন—"শব্দটির অর্থ এই হতে পারে যে, তিনি, 'যাঁর হাস্য রত্ন-হারের মতো অত্যন্ত উজ্জ্বল' অথবা 'তিনি, যাঁর হাস্য তাঁর রত্নহার থেকে প্রতিফলিত হচ্ছিল' কারণ কৃষ্ণ যখন বেণুবাদন করেন, তিনি মাথাটিকে নীচু করেন ও হাসেন। শব্দটির অর্থ এমনও হতে পারে যে, 'তিনি, রত্নহারসদৃশ হাসির জ্যোতি বা দ্যুতিকে বক্ষোপরে বিকিরণ করেন' অথবা 'তিনি, যাঁর কণ্ঠহার ঠিক যেন উজ্জ্বল হাস্যের মতো দীপ্যমান'।"

শ্লোক ৬-৭

বর্হিণস্তবকধাতুপলাশৈর্
বদ্ধমল্লপরিবর্হবিড়ম্বঃ ।
কর্হিচিৎ সবল আলি স গোপৈর্
গাঃ সমাহ্বয়তি যত্র মুকুন্দঃ ॥ ৬ ॥
তর্হি ভগ্নগতয়ঃ সরিতো বৈ
তৎপদাম্বুজরজোঽনিলনীতম্ ।
স্পৃহয়তীর্বয়মিবাবহুপুণ্যাঃ
প্রেমবেপিতভুজাঃ স্তিমিতাপঃ ॥ ৭ ॥

বর্হিণ—ময়ূরের; **স্তবক**—পুচ্ছের; **ধাতু**—গৈরিক ধাতু; **পলাশৈঃ**—এবং পল্লবের দ্বারা; **বদ্ধ**—সজ্জিত হয়ে; **মল্ল**—কুস্তিগীর বা যোদ্ধা; **পরিবর্হ**—বেশভূষা; **বিড়ম্বঃ**—অনুকরণ করে; **কর্হিচিৎ**—কখনও; **স-বলঃ**—বলরামের সঙ্গে; **আলি**—হে প্রিয় গোপী; **সঃ**—তিনি; **গোপৈঃ**—গোপবালকদের সঙ্গে; **গাঃ**—গাভীদের; **সমাহ্বয়তি**—আহ্বান করে; **যত্র**—যখন; **মুকুন্দঃ**—ভগবান মুকুন্দ; **তর্হি**—তখন; **ভগ্ন**—ভগ্ন; **গতয়ঃ**—তাদের গতি; **সরিতঃ**—নদীগুলি; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **তৎ**—তাঁর; **পদ-অম্বুজ**—পাদপদ্মের; **রজঃ**—ধূলিকণা; **অনিল**—বায়ু দ্বারা; **নীতম্**—আনীত; **স্পৃহয়তীঃ**—আকাঙ্ক্ষার আগ্রহে; **বয়ম্**—আমাদের; **ইব**—মতো; **অবহু**—অল্প; **পুণ্যাঃ**—পুণ্যবতী; **প্রেম**—ভগবৎ-প্রেমে; **বেপিত**—কম্পিত; **ভুজাঃ**—যাদের বাহুসমূহ (তরঙ্গ); **স্তিমিত**—নিশ্চল; **আপঃ**—জল।

অনুবাদ

হে সখি, কখনও মুকুন্দ ময়ূরপুচ্ছ, গৈরিকাদি ধাতু ও পল্লব দ্বারা শোভিত হয়ে মল্লগণের অনুকরণ করে বলরাম ও অন্যান্য গোপবালকের সঙ্গে বেণুবাদন করে ধেনুগণকে আহ্বান করেন, তখন নদীগুলিও অভিভূত হয়ে পবনবাহিত তাঁর চরণকমল রেণু লাভের আকাঙ্ক্ষায় সাগ্রহে নিবৃত্তগতি হয়ে অবস্থান করে। কিন্তু আমাদের মতো তারাও অল্পপুণ্যা আর তাই কম্পিতকরে অপেক্ষা করে।

তাৎপর্য

গোপীরা এখানে উল্লেখ করছেন যে, কৃষ্ণের বংশীধ্বনি নদীর মতো অচেতন বস্তুকেও চেতনে পরিণত করে আনন্দে অভিভূত করে। ঠিক যেমন গোপীরা সকল সময়ে কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করতে পারেন না, তেমনি নদীরাও ভগবানের

পাদদ্বয় পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। যদিও তারা ভগবানকে আকাঙ্ক্ষা করে কিন্তু মোহাবিষ্ট অবস্থা দ্বারা তাদের গতি নিবৃত্ত হয় আর ভগবৎ প্রেমে তাদের বাহুরূপ তরঙ্গগুলি কম্পিত হতে থাকে।

শ্লোক ৮-১১

অনুচরৈঃ সমনুবর্ণিত-বীর্য
আদিপুরুষ ইবাচলভূতিঃ ।
বনচরো গিরিতটেষু চরন্তীর্
বেণুনাহ্বয়তি গাঃ স যদা হি ॥ ৮ ॥
বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ ৯ ॥
দর্শনীয়তিলকো বনমালা-
দিব্যগন্ধতুলসীমধুমত্তৈঃ ।
অলিকুলৈরলঘু গীতমভীষ্টম্
আদ্রিয়ন্ যর্হি সন্ধিতবেণুঃ ॥ ১০ ॥
সরসিসারসহংসবিহঙ্গাশ্
চারুগীতহৃতচেতস এত্য ।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা
হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ ॥ ১১ ॥

অনুচরৈঃ—তাঁর সখাগণের দ্বারা; **সমনুবর্ণিত**—নিরন্তর কীর্তনকারী; **বীর্যঃ**—বীর্যবত্তা; **আদি-পুরুষঃ**—আদি পুরুষ ভগবান; **ইব**—যেন; **অচল**—অনন্ত; **ভূতিঃ**—ঐশ্বর্য; **বন**—বনে; **চরঃ**—ভ্রমণ করেন; **গিরি**—পর্বতের; **তটেষু**—পাদদেশে; **চরন্তিঃ**—বিচরণ করে; **বেণুনা**—তাঁর বংশী দ্বারা; **আহ্বয়তি**—আহ্বান করেন; **গাঃ**—গাভীদের; **সঃ**—তিনি; **যদা**—যখন; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **বনলতাঃ**—বনলতা; **তরবঃ**—এবং বৃক্ষসমূহ; **আত্মনি**—নিজেদের মধ্যে; **বিষ্ণুম্**—পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু; **ব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ**—প্রকাশমান; **ইব**—যেন; **পুষ্প**—ফুল; **ফল**—এবং ফল; **আঢ্যাঃ**—পরিপূর্ণ; **প্রণত**—অবনত; **ভার**—ভার; **বিটপাঃ**—যার শাখাসমূহ; **মধু**—মধু; **ধারাঃ**—ধারা;

প্রেম—প্রীতি উচ্ছ্বাসবশত; **হৃষ্ট**—পুলকিত; **তনবঃ**—যার দেহে; **ববৃষুঃ স্ম**—বর্ষণ করে; **দর্শনীয়**—দেখবার মতো আকর্ষণীয়; **তিলকঃ**—তিলক; **বন-মালা**—বনফুলের মালা; **দিব্য**—দিব্য; **গন্ধ**—গন্ধ; **তুলসী**—তুলসী মঞ্জরী; **মধু**—মধু; **মত্তৈঃ**—প্রমত্ত; **অলি**—ভ্রমরের; **কুলৈঃ**—কুল বা দল; **অলঘু**—গম্ভীর; **গীতম্**—গান; **অভীষ্টম্**—আকাঙ্ক্ষিত; **আদ্রিয়ন্**—সাদরে গ্রহণ করে; **যর্হি**—যখন; **সন্ধিত**—স্থাপন করে; **বেণুঃ**—তাঁর বংশী; **সরসি**—সরোবরস্থিত; **সারস**—সারস; **হংস**—হংস; **বিহঙ্গাঃ**—ও অন্যান্য পক্ষীসমূহ; **চারু**—সুমধুর; **গীত**—(বংশী) গীত দ্বারা; **হৃত**—হৃত; **চেতসঃ**—চিত্ত; **এত্য**—আগমন করে; **হরিম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **উপাসত**—আরাধনা করেন; **তে**—তাঁর; **যত**—সংযত; **চিত্তাঃ**—চিত্ত; **হন্ত**—আহা; **মীলিত**—বন্ধ; **দৃশঃ**—তাদের চক্ষুদ্বয়; **ধৃত**—অবলম্বন করে; **মৌনাঃ**—মৌনভাব।

অনুবাদ

নিরন্তর তাঁর বীর্যবত্তার মহিমা কীর্তনকারী সখাদের সঙ্গে কৃষ্ণ বনে ভ্রমণ করেন। আর এইভাবে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের মতো আবির্ভূত হয়ে তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্যসমূহ প্রকাশ করেন। ধেনুগণ যখন গিরিতটে বিচরণ করে, তাঁর বংশী-ধ্বনির মাধ্যমে তিনি তাদের আহ্বান করেন, তখন পুষ্পফলপূর্ণ ভারাবনত শাখা যুক্ত বনলতা ও তরুসকল নিজেদের মধ্যে যেন প্রকাশমান শ্রীবিষ্ণুকে ব্যক্ত করে প্রেমপুলকিত গাত্রে মধুধারা বর্ষণ করে।

সুদর্শন পুরুষগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এই কৃষ্ণ যখন বনমালাস্থিত দিব্যগন্ধ তুলসীর মধুমত্ত ভ্রমরসমূহের অনুকূল উচ্চগীত সাদরে গ্রহণ করে স্বীয় অধরে বংশী সংযুক্ত করে তা বাদন করেন, তখন ঐ সুমধুর বংশীগীত শ্রবণে হৃতচিত্ত হয়ে সরোবরস্থিত সারস, হংস প্রভৃতি বিহঙ্গগণ সেখানে আগমন করে একাগ্রচিত্ত, নিমীলিত নয়ন ও মৌনভাব অবলম্বন করে তাঁর নিকটে উপবেশন করে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোক সমষ্টির উপরে বিভিন্ন দৃষ্টান্তমূলক ভাষ্য প্রদান করেছেন। তিনি সাদৃশ্য প্রদান করেছেন যে, কোন গৃহস্থ বৈষ্ণব যেমন সংকীর্তন দলের আগমন শ্রবণ করে বিহ্বল হয়ে ওঠে এবং প্রণাম নিবেদন করে, ঠিক তেমনই বৃন্দাবনের বৃক্ষলতাদি কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করে অভিভূত হয়ে উঠে তাদের শাখাসমূহ অবনত করত। শ্লোক ১০এ *দর্শনীয় তিলক* শব্দটির মাধ্যমে নির্দেশ করা হয়েছে যে, ভগবান কেবল দর্শন মনোহারী, তাই নন, তিনি বৃন্দাবনের আকরিক মৃত্তিকা থেকে সংগৃহীত চিত্তাকর্ষক গৈরিক তিলক সজ্জাতেও নিজেকে মনোরম করেছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন যে, *তুলসী* যদিও নানাভাবে মহিমান্বিত, সাধারণত সুগন্ধি গাছ বলে তা বিবেচিত হয় না। তবুও ভোরবেলা তুলসীগাছ যে দিব্যসুবাস প্রকাশিত করে তা সাধারণ মানুষেরা উপলব্ধি করতে পারে না, কেবল দিব্য-ভাবসম্পন্ন মানুষই উপলব্ধি করেন। পরমেশ্বর ভগবান পরিহিত ফুল মালায় ঝাঁকে ঝাঁকে সমবেত মৌমাছিরা নিশ্চয়ই এই সৌরভ গ্রহণ করেছিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *ভাগবত* (৩/১৫/১৯) থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন যে, তাই বৈকুণ্ঠের অতি সুগন্ধি তরুলতাও তুলসী দেবীর সেই বিশেষ গুণাবলীর সমাদর করেন।

শ্লোক ১০-এর *সন্ধিত বেণুঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করছে যে, শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়ভাবে বাঁশীটিকে তাঁর অধরে স্থাপন করেছিলেন। আর সেই বাঁশী থেকে যে সুর উৎসারিত হয়েছিল, এই অধ্যায়ে গোপীদের বর্ণনা অনুযায়ী তা পরম মনোমুগ্ধকর ধ্বনি।

শ্লোক ১২-১৩

সহবলঃ স্রগবতংসবিলাসঃ
সানুষু ক্ষিতিভৃতো ব্রজদেব্যঃ ।
হর্ষয়ন্ যর্হি বেণুরবেণ
জাতহর্ষ উপরম্ভতি বিশ্বম্ ॥ ১২ ॥
মহদতিক্রমণশঙ্কিতচেতা
মন্দমন্দমনুগর্জতি মেঘঃ ।
সুহৃদমভ্যবর্ষৎ সুমনোভিশ্
চায়য়া চ বিদধৎ প্রতপত্রম্ ॥ ১৩ ॥

সহবলঃ—বলরাম সহযোগে; **স্রক্**—ফুলমালা; **অবতংস**—শিরোলঙ্কার রূপে; **বিলাসঃ**—ক্রীড়াচ্ছলে ধারণ করেছিলেন; **সানুষু**—পাদদেশে; **ক্ষিতি-ভৃতঃ**—পর্বতের; **ব্রজদেব্যঃ**—হে ব্রজদেবীগণ (গোপীগণ); **হর্ষয়ন্**—আনন্দ উপভোগ করেন; **যর্হি**—যখন; **বেণু**—তাঁর বংশী; **রবেণ**—ধ্বনির দ্বারা; **জাতহর্ষঃ**—হর্ষ উৎপাদন করে; **উপরম্ভতি**—চিত্তাকর্ষক করে তোলেন; **বিশ্বম্**—সমগ্র জগতকে; **মহৎ**—মহান পুরুষ; **অতিক্রমণ**—অতিক্রমণ; **শঙ্কিত**—শঙ্কায়; **চেতাঃ**—তার মনে; **মন্দ-মন্দম্**—অতি মৃদুভাবে; **অনুগর্জতি**—গর্জন করে; **মেঘঃ**—মেঘরাশি; **সুহৃদম্**—সুহৃদ; **অভ্যবর্ষৎ**—বর্ষণ করে; **সুমনোভিঃ**—পুষ্প; **ছায়য়া**—ছায়া দান করে; **চ**—এবং; **বিদধৎ**—মতো; **প্রতপত্রম্**—সূর্যতাপ থেকে রক্ষার জন্য ছত্র।

অনুবাদ

হে ব্রজদেবীগণ, কৃষ্ণ যখন ক্রীড়াচ্ছলে তাঁর চূড়ায় একটি ফুলমালা পরিধান করে বলদেবের সঙ্গে পর্বতের তটভাগে লীলাবিলাস করেন, তখন তাঁর বংশীর সকল নাদ ধ্বনিত করতে করতে সমগ্র জগতকে তিনি আনন্দময় করে তোলেন। সেই সময় নিকটস্থ মেঘরাশি মহান-ব্যক্তিত্বকে অতিক্রমণ শঙ্কায় অতি মৃদুভাবে গর্জন করে সঙ্গত করতে থাকে। মেঘরাশি তাদের প্রিয় সুহৃদ কৃষ্ণের উপরে পুষ্পবর্ষণ করতে থাকে আর ছত্রের মতো ছায়া দান করে।

শ্লোক ১৪-১৫

বিবিধগোপচরণেষু বিদগ্ধো
বেণুবাদ্য উরুধা নিজশিক্ষাঃ ।
তব সুতঃ সতি যদাধরবিম্বে
দত্তবেণুরনয়ৎ স্বরজাতীঃ ॥ ১৪ ॥
সবনশস্তদুপধার্য সুরেশাঃ
শক্রশর্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ ।
কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ
কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ ॥ ১৫ ॥

বিবিধ—বিভিন্ন; **গোপ**—গোপ; **চরণেষু**—ক্রীড়ায়; **বিদগ্ধঃ**—নিপুণ; **বেণু**—বেণু; **বাদ্যে**—বাদনে; **উরুধা**—বহু প্রকার; **নিজ**—নিজ; **শিক্ষাঃ**—শিক্ষা; **তব**—তোমার; **সুতঃ**—পুত্র; **সতী**—হে পুণ্যবতী (যশোদা); **যদা**—যখন; **অধর**—তাঁর অধরে; **বিম্বে**—লাল বিম্বফলের মতো; **দত্ত**—স্থাপন করে; **বেণুঃ**—তাঁর বাঁশি; **অনয়ৎ**—তিনি প্রকাশ করেন; **স্বর**—স্বর; **জাতীঃ**—ঐকতান; **সবনশঃ**—মন্দ, মধ্যম এবং বিভিন্ন উচ্চতানে; **তৎ**—সেই; **উপধার্য**—শ্রবণ করে; **সুরেশাঃ**—দেবশ্রেষ্ঠগণ; **শক্র**—ইন্দ্র; **শর্ব**—শিব; **পরমেষ্ঠি**—ও ব্রহ্মা; **পুরোগাঃ**—নেতৃত্বে; **কবয়ঃ**—বিদ্বজ্জন; **আনত**—অবনত; **কন্ধর**—তাঁদের স্কন্ধ; **চিত্তাঃ**—ও মন; **কশ্মলম্ যযুঃ**—তাঁরা মোহিত হয়েছিলেন; **অনিশ্চিত**—নির্ণয়ে অসমর্থ হয়ে; **তত্ত্বাঃ**—তত্ত্ব।

অনুবাদ

হে পুণ্যবতী মা যশোদা, বিভিন্ন গোপক্রীড়ায় নিপুণ তোমার তনয় বেণুবাদনের অনেক নতুন স্বরালাপের উদ্ভাবন করেছে। সে যখন অধরবিম্বে বংশী সংযোগ করে বৈচিত্র্যময় সুরলহরীর ঐকতান প্রকাশ করে, তখন ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র প্রমুখ

দেবশ্রেষ্ঠগণও সেই ধ্বনি শ্রবণ করে বিহ্বল হয়ে পড়েন। যদিও তাঁরা বিদ্বজ্জন কিন্তু তাঁরা সেই স্বরালাপের তত্ত্ব নির্ণয় করতে পারেন না আর তাই তাঁরা তাঁদের মস্তক ও হৃদয় অবনত করেন।

তাৎপর্য

তব সুতঃ সতি অর্থাৎ "হে পুণ্যবতী, তোমার পুত্র" শব্দটি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করছে যে, শ্রীকৃষ্ণ-মহিমার বিনীত বর্ণনার সময় যুবতী গোপীদের মধ্যে মা যশোদা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, শক্রর (ইন্দ্র) নেতৃত্বে উপেন্দ্র, অগ্নি ও যমরাজ, শর্ব (শিব) নেতৃত্বে কাত্যায়নী, স্কন্দ ও গণেশ এবং পরমেষ্ঠির (ব্রহ্মা) নেতৃত্বে চতুঃস্বন কুমারগণ ও নারদ—ব্রহ্মাণ্ডের এই সর্বোত্তম সমবেত বুদ্ধিমত্তরাও পরমেশ্বর ভগবানের এই মনোমুগ্ধকর সঙ্গীতের যথার্থ বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হননি।

শ্লোক ১৬-১৭

নিজপদাব্জদলৈর্ধ্বজবজ্র-
নীরজাঙ্কুশ-বিচিত্রললামৈঃ ।
ব্রজভুবঃ শময়ন্ খুরতোদং
বর্ষ্মধুর্যগতিরীড়িতবেণুঃ ॥ ১৬ ॥
ব্রজতি তেন বয়ং সবিলাস-
বীক্ষণার্পিতমনোভববেগাঃ ।
কুজগতিং গমিতা ন বিদামঃ
কশ্মলেন কবরং বসনং বা ॥ ১৭ ॥

নিজ—স্বয়ং তাঁর; **পদ-অব্জ**—পাদপদ্মের; **দলৈঃ**—ফুলের পাপড়ির মতো; **ধ্বজ**—পতাকা; **বজ্র**—বজ্র; **নীরজ**—পদ্ম; **অঙ্কুশ**—অঙ্কুশ; **বিচিত্র**—বিচিত্র; **ললামৈঃ**—চিহ্ন দ্বারা; **ব্রজ**—ব্রজের; **ভুবঃ**—ভূমি; **শময়ন্**—উপশম করে; **খুর**—গরুর খুর থেকে; **তোদম্**—ব্যথার; **বর্ষ্ম**—তাঁর দেহ; **ধুর্য**—হাতীর; **গতিঃ**—গতি; **ঈড়িত**—নিনাদিত; **বেণুঃ**—বেণু; **ব্রজতি**—তিনি পাদচারণা করেন; **তেন**—সেজন্য; **বয়ম্**—আমরা; **স-বিলাস**—স-বিলাস; **বীক্ষণ**—তাঁর দৃষ্টিপাতে; **অর্পিত**—অর্পিত হওয়ায়; **মনঃ-ভব**—কামের; **বেগাঃ**—বেগ; **কুজ**—এই বৃক্ষের; **গতিম্**—দশা; **গমিতা**—প্রাপ্ত হয়ে; **ন বিদামঃ**—আমরা জানতে পারি না; **কশ্মলেন**—আমাদের মোহিত অবস্থার জন্য; **কবরম্**—কেশবন্ধন; **বসনম্**—পরিধেয়; **বা**—বা।

অনুবাদ

কৃষ্ণ যখন বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্মচিহ্নযুক্ত নিজ পাদপদ্ম দ্বারা গাভীদের খুরাক্রমণ জনিত ব্রজভূমির বেদনার উপশম করে, বেণুবাদন সহকারে গজেন্দ্র মন্থরভাবে গমন করেন, তখন তাঁর স-বিলাস দৃষ্টিপাতে আমরা সখীরা কাম দ্বারা তাড়িত হওয়ায় বৃক্ষের মতো জড় দশা প্রাপ্ত হয়ে জানতেও পারি না যে, আমাদের কেশ ও বসন স্খলিত হয়েছে।

তাৎপর্য

এখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের প্রণয়াসক্তির গোপন বর্ণনায়, তাঁদের সঙ্গে মা যশোদা ছিলেন না। শ্রীল জীব গোস্বামী ও আচার্যগণের বর্ণনা থেকে পরিষ্কার যে, এই অধ্যায়ের কথাগুলি বিভিন্ন স্থানে ও সময়ে বলা হয়েছিল। এটাই স্বাভাবিক, কারণ গোপীরা দিবা রাত্র সকল সময়ে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থাকতেন।

শ্লোক ১৮-১৯

মণিধরঃ ক্বচিদাগণয়ন্ গা
মালয়া দয়িতগন্ধতুলস্যাঃ ।
প্রণয়িনোঽনুচরস্য কদাংসে
প্রক্ষিপন্ ভুজমগায়ত যত্র ॥ ১৮ ॥
ক্বণিত বেণুরববঞ্চিতচিত্তাঃ
কৃষ্ণমন্বসত কৃষ্ণগৃহিণ্যঃ ।
গুণগণার্ণমনুগত্য হরিণ্যো
গোপিকা ইব বিমুক্তগৃহাশাঃ ॥ ১৯ ॥

মণি—মণিমালা; **ধরঃ**—ধারণকারী; **ক্বচিৎ**—কোন স্থানে; **আগণয়ন্**—গণনা করতে করতে; **গাঃ**—গাভীদের; **মালয়া**—মালায়; **দয়িত**—তাঁর প্রিয়; **গন্ধ**—গন্ধযুক্ত; **তুলস্যাঃ**—তুলসীর মালায়; **প্রণয়িনঃ**—প্রণয়ী; **অনুচরস্য**—সহচরী; **কদা**—কখনও; **অংসে**—স্কন্ধে; **প্রক্ষিপন্**—অর্পণ করে; **ভুজম্**—তাঁর বাহু; **অগায়ত**—গান করেন; **যত্র**—যখন; **ক্বণিত**—ধ্বনিত; **বেণু**—তাঁর বাঁশীর; **রব**—শব্দের দ্বারা; **বঞ্চিত**—অপহৃত; **চিত্তাঃ**—চিত্তা; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ; **অন্বসত**—সমীপে উপবেশন করে; **কৃষ্ণ**—কৃষ্ণসার হরিণের; **গৃহিণ্যঃ**—পত্নীগণ; **গুণ-গণ**—সমস্ত চিন্ময় গুণাবলীর; **অর্ণম্**—সমুদ্র; **অনুগত্য**—অনুবর্তিনী; **হরিণ্যঃ**—হরিণীগণ; **বিমুক্ত**—পরিত্যাগ করে; **গৃহ**—গৃহ ও পরিবারের; **আশাঃ**—আশা।

অনুবাদ

কৃষ্ণ এখন কোথাও দাঁড়িয়ে গ্রথিত মণিমালায় তাঁর গাভীদের গণনা করছেন। তিনি তাঁর অতিশয় প্রিয় গন্ধযুক্ত তুলসী মঞ্জরীর মালা পরিধান করে তাঁর কোন প্রিয় গোপবালকের স্কন্ধে ভুজভার অর্পণ করে বেণুবাদন করলে তা কৃষ্ণসার হরিণ-পত্নীদের আকর্ষণ করে, আর তারা গোপীদের মতোই গৃহাভিলাষ পরিত্যাগ করে গুণসাগর শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হয়ে উপবেশন করে।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে, অপরাহ্নে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নব-বস্ত্র পরিধান করে গাভীদের গৃহে ফিরিয়ে আনার জন্য আহ্বান করতে বেরিয়ে পড়তেন। বৃন্দাবনের দিব্য গাভীদের সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করেছেন—"শ্বেত, রক্ত, শ্যাম ও পীত, এই চারটি বর্ণ অনুসারে গাভীদের পঁচিশটি উপবিভাজন ছিল আর সব মিলিয়ে একশ রকম বর্ণের গাভী ছিল। এছাড়া আরও আটটি শ্রেণীর গাভী ছিল যারা চন্দন তিলকের মতো চিত্রিত কিম্বা মাথা ছিল মৃদঙ্গের মতো আকার। বর্ণ ও আকার দ্বারা বিশিষ্ট এই ১০৮ ধরনের গাভীদের গণনার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ১০৮টি রত্ন গ্রথিত মালা ব্যবহার করতেন।

"এইভাবে কৃষ্ণ যখন আহ্বান করতেন 'হে ধবলী' (শুক্ল বর্ণের গাভীর নাম), তখন সমস্ত শুক্ল বর্ণ শ্রেণীর গাভীরা চলে আসত। রক্তবর্ণ গাভীদের নাম ছিল আরুণি, কুঙ্কুম, সরস্বতী ইত্যাদি, শ্যামবর্ণের গাভীদের নাম ছিল শ্যামলা, ধূমলা, যমুনা ইত্যাদি, এবং পীত বর্ণের গাভীদের নাম ছিল পীতা, পিঙ্গলা, হরিতালিকা ইত্যাদি। কপালে তিলক-চিহ্নিত শ্রেণীর গাভীদের ডাকা হত চিত্রিতা, চিত্র-তিলকা, দীর্ঘ-তিলকা, এবং তির্যক-তিলকা। মৃদঙ্গমুখী, সিংহমুখী ইত্যাদি নামেও পরিচিত আরও শ্রেণী রয়েছে।

"এইভাবে তাদের নাম ধরে ডাকা হলে গাভীরা এগিয়ে আসত আর কৃষ্ণও ভাবতেন যে, বন থেকে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময়ে কাউকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়, তাই তিনি তাঁর মণিমালায় তাদের গণনা করতেন।"

শ্লোক ২০-২১

কুন্দদামকৃতকৌতুকবেষো
গোপগোধনবৃতো যমুনায়াম্ ।
নন্দসূনুরনঘে তব বৎসো
নর্মদঃ প্রণয়িনাং বিজহার ॥ ২০ ॥

মন্দবায়ুরুপবাত্যনুকূলং
　　মানয়ন্মলয়জস্পর্শেন ।
বন্দিনস্তমুপদেবগণা যে
　　বাদ্যগীতবলিভিঃ পরিবব্রুঃ ॥ ২১ ॥

কুন্দ—কুন্দ ফুলের; **দাম**—মালায়; **কৃত**—সহকারে; **কৌতুক**—কৌতুক; **বেষঃ**—অলঙ্কৃত হয়ে; **গোপ**—গোপবালকদের দ্বারা; **গোধন**—এবং গাভীগণ; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **যমুনায়াম্**—যমুনায়; **নন্দ-সূনুঃ**—নন্দ মহারাজের পুত্র; **অনঘে**—হে শুদ্ধশীলে; **তব**—তোমার; **বৎসঃ**—পুত্র; **নর্মদঃ**—হর্ষ উৎপাদন করতে করতে; **প্রণয়িনাম্**—প্রণয়ীদের; **বিজহার**—বিহার করেন; **মন্দ**—মৃদু; **বায়ুঃ**—বায়ু; **উপবাতি**—প্রবাহিত হচ্ছিল; **অনুকূলম্**—অনুকূলে; **মানয়ন্**—মান্যতা প্রদর্শন করে; **মলয়জ**—চন্দনের (গন্ধের); **স্পর্শেন**—স্পর্শে; **বন্দিনঃ**—বন্দনা করে; **তম্**—তাঁর; **উপদেব-গণাঃ**—গন্ধর্বাদি উপদেবতাগণ; **যে**—যে; **বাদ্য**—বাদ্য; **গীত**—গীত; **বলিভিঃ**—ও উপচারে; **পরিবব্রুঃ**—পরিবৃত করে।

অনুবাদ

হে শুদ্ধশীলে, যশোদা, তোমার প্রিয় বৎস, নন্দনন্দন কুন্দ-কুসুম-মাল্যে তাঁর আনন্দময় শোভাবর্ধন করে গোপ ও গোধনসমূহ সঙ্গে প্রণয়ীগণের হর্ষ উৎপাদন করতে করতে যমুনা তটে বিহার করছে। মৃদুমন্দ বায়ু চন্দন সৌরভ দ্বারা তাঁকে সম্মান জ্ঞাপন করছে আর বিভিন্ন উপদেবতাগণ চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হয়ে তাদের গীত বাদ্য ও শ্রদ্ধার্ঘে তাঁর স্তুতি নিবেদন করছে।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী বর্ণনা করছেন যে, গোপীগণ পুনরায় ব্রজরাণী মা যশোদার উঠোনে উপস্থিত হয়েছেন। সারাদিন গোচারণ ও বিহার করে কৃষ্ণের বৃন্দাবনে ফিরে আসা বর্ণনা করে তাঁরা মা যশোদাকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করছেন যে, এখানে উপদেবতা বলতে গন্ধর্বগণকে বোঝানো হয়েছে, যারা তাদের দিব্য সঙ্গীত ও নৃত্যে বিখ্যাত।

শ্লোক ২২-২৩

বৎসলো ব্রজগবাং যদগধ্রো
　　বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ ।
কৃৎস্নগোধনমুপোহ্য দিনান্তে
　　গীতবেণুরনুগেড়িতকীর্তিঃ ॥ ২২ ॥

উৎসবং শ্রমরুচাপি দৃশীনাম্
উন্নয়ন্ খুররজশ্ছুরিতস্রক্ ।
দিৎসয়ৈতি সুহৃদাশিষ এষ
দেবকীজঠরভূড়ুরাজঃ ॥ ২৩ ॥

বৎসলঃ—হিতকারী; **ব্রজ-গবাম্**—ব্রজের গাভীদের; **যৎ**—জন্য; **অগ**—পর্বত; **ধ্রঃ**—ধারণ করেছিলেন; **বন্দ্যমান**—পূজিত হন; **চরণঃ**—তাঁর পাদপদ্মদ্বয়; **পথি**—পথে; **বৃদ্ধৈঃ**—উন্নত দেবতাগণ; **কৃৎস্ন**—সমগ্র; **গো-ধনম্**—গো-সম্পদকে; **উপোহ্য**—একত্র করে; **দিন**—দিনের; **অন্তে**—শেষে; **গীত-বেণুঃ**—তাঁর বেণু বাদন করতে করতে; **অনুগ**—তাঁর অনুচরগণ দ্বারা; **ঈড়িত**—স্তুত; **কীর্তিঃ**—তাঁর মহিমা; **উৎসবম্**—উৎসব; **শ্রম**—পরিশ্রান্ত; **রুচা**—রঞ্জিত; **অপি**—তথাপি; **দৃশীনাম্**—নয়নের; **উন্নয়ন্**—আনন্দ বৃদ্ধি করছেন; **খুর**—(গরুর) খুর হতে; **রজঃ**—ধুলি; **চুরিত**—চূর্ণ; **স্রক্**—তাঁর মালা; **দিৎসয়া**—মনোরথ প্রদানের জন্য; **এতি**—তিনি আগমন করছেন; **সুহৃৎ**—তাঁর সুহৃদগণের; **আশিষঃ**—তাদের বাসনায়; **এষঃ**—এই; **দেবকী**—মা যশোদার; **জঠর**—জঠর; **ভূঃ**—জাত; **উড়ুরাজঃ**—চন্দ্র স্বরূপ।

অনুবাদ

ব্রজের গোসমূহের প্রতি পরম প্রীতিবশত কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বত উত্তোলন করেছিলেন। দিনের শেষে তাঁর গোসমূহকে একত্রিত করে তিনি বেণুবাদন করেন আর যখন পথের ধারে দণ্ডায়মান উন্নত দেবগণ তাঁর পাদপদ্মদ্বয়ের আরাধনা করেন, তাঁর সহচর গোপবালকগণ তাঁর মহিমা কীর্তন করে থাকেন। গোখুর উত্থিত ধূলিকণায় তাঁর মালা ধূসরিত হয় আর তাঁর পরিশ্রান্তজনিত বর্ধিত সৌন্দর্য সকলের কাছেই হয় নয়নের উৎসব স্বরূপ। মা যশোদার জঠর হতে উদিত কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর সুহৃদগণের বাসনা পূরণে বিশেষ আগ্রহী।

তাৎপর্য

আচার্যবর্গের মতানুসারে, এই জায়গায় গোপীগণ তাঁদের বৃন্দাবনের ঘরবাড়ির প্রহরা কক্ষের চূড়ায় আরোহণ করেছেন যাতে কৃষ্ণ যখনই গৃহে ফিরে আসবেন তাঁরা যেন তা দেখতে পারেন। তাঁর পুত্রের ফিরে আসার ব্যাপারে মা যশোদা অত্যন্ত উদ্বিগ্না ছিলেন আর তাই কৃষ্ণ কখন আসবে তা চূড়ায় উঠে দেখবার জন্য সুন্দরী যুবতী গোপীদের মধ্যে দীর্ঘাঙ্গী গোপীকে তিনি তাঁর কাছে এনেছিলেন। এখানে বোঝা যায় যে, পথের মধ্যে মহান দেবতাগণের দ্বারা তাঁর পাদপদ্ম পূজিত হয়েছিল আর সেজন্য গৃহে ফিরে আসতে কৃষ্ণের কিছুটা দেরি হয়েছিল।

শ্লোক ২৪-২৫

মদবিঘূর্ণিতলোচন ঈষৎ
মানদঃ স্বসুহৃদাং বনমালী ।
বদরপাণ্ডুবদনো মৃদুগণ্ডং
মণ্ডয়ন্ কনককুণ্ডললক্ষ্ম্যা ॥ ২৪ ॥
যদুপতির্দ্বিরদরাজবিহারো
যামিনীপতিরিবৈষ দিনান্তে ।
মুদিতবক্ত্র উপযাতি দুরন্তং
মোচয়ন্ ব্রজগবাং দিনতাপম্ ॥ ২৫ ॥

মদ—মদ; **বিঘূর্ণিত**—ঘূর্ণিত; **লোচনঃ**—তাঁর নেত্রদ্বয়; **ঈষৎ**—অল্প পরিমাণে; **মানদঃ**—সসম্ভ্রমে; **স্ব-সুহৃদাম্**—সুহৃদ্‌গণের; **বনমালী**—বনফুলের মালা পরিহিত; **বদর**—বদর ফল তুল্য; **পাণ্ডু**—পাণ্ডুবর্ণ; **বদনঃ**—তাঁর মুখমণ্ডল; **মৃদু**—কোমল; **গণ্ডম্**—তাঁর গাল দুটি; **মণ্ডয়ন্**—বিভূষিত করে; **কনক**—স্বর্ণ; **কুণ্ডল**—তাঁর কানের দুল; **লক্ষ্ম্যা**—সৌন্দর্যে; **যদুপতিঃ**—যদুবংশের অধীশ্বর; **দ্বিরদ-রাজ**—গজেন্দ্রতুল্য; **বিহারঃ**—তাঁর ক্রীড়া; **যামিনী-পতিঃ**—রাত্রির অধীশ্বর (চন্দ্র); **ইব**—মতো; **এষঃ**—তিনি; **দিন-অন্তে**—দিনের শেষে; **মুদিত**—প্রসন্ন; **বক্ত্রঃ**—তাঁর বদন; **উপযাতি**—আগত হচ্ছেন; **দুরন্তম্**—অসীম; **মোচয়ন্**—দুর করেন; **ব্রজ**—ব্রজের; **গবাম্**—গোসমূহের অথবা অনুকম্পিত জনের; **দিন**—দিনের; **তাপম্**—যন্ত্রণাময় তাপ।

অনুবাদ

সুহৃদগণের সম্মান প্রদাতা ঈষৎ মদ বিঘূর্ণিত নয়ন যাঁর, তিনি ফুলমালা পরিহিত এবং তাঁর সুবর্ণ কুণ্ডল শোভায় সুকোমল গণ্ডদেশ বিভূষিত করে বদর-ফল-তুল্য পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডলে, রাত্রির অধীশ্বর চন্দ্রের মতো প্রসন্ন বদনে ও গজেন্দ্র গতিতে দিনের তাপ হতে ব্রজের গাভীদের উদ্ধার করে তিনি, কৃষ্ণ সায়ংকালে প্রত্যাবর্তন করেন।

তাৎপর্য

গবাম্ শব্দটি সংস্কৃত *গো* শব্দ হতে গঠিত হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে "গাভী" অথবা "ইন্দ্রিয়"। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে ফিরে এসে সারা দিন তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্নতার জন্য বৃন্দাবনের অধিবাসীদের নয়নের ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদির দুঃখ মোচন করলেন।

শ্লোক ২৬

শ্রীশুক উবাচ

এবং ব্রজস্ত্রিয়ো রাজন্ কৃষ্ণলীলানুগায়তীঃ ।
রেমিরেঽহঃসু তচ্চিত্তাস্তন্মনস্কা মহোদয়াঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **ব্রজ-স্ত্রীয়ঃ**—ব্রজের রমণীগণ; **রাজন্**—হে রাজন; **কৃষ্ণ-লীলা**—কৃষ্ণ-লীলা; **অনুগায়তীঃ**—অবিরত গান করে; **রেমিরে**—তাঁরা আনন্দ লাভ করতেন; **অহঃসু**—দিবসকালে; **তৎ-চিত্তাঃ**—তাঁদের চেতনা; **তৎ-মনস্কাঃ**—তাঁদের মন তাঁর প্রতি মগ্ন হয়ে; **মহা**—মহা; **উদয়াঃ**—উৎসব পালন করতেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন, এইভাবে বৃন্দাবনের রমণীগণ দিবসকালে অবিরাম কৃষ্ণ-লীলা গান করে আনন্দ লাভ করতেন আর তাঁদের চেতনা ও মন তাঁর প্রতি মগ্ন হয়ে মহোৎসবে পূর্ণ থাকত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করে যে, ভগ্নহৃদয় গোপীদের তথাকথিত যন্ত্রণা ছিল প্রকৃতপক্ষে দিব্য পরমানন্দ। জাগতিক স্তরে যন্ত্রণাটি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ তা যন্ত্রণাই। কিন্তু চিন্ময় স্তরে তথাকথিত যন্ত্রণাই দিব্য আনন্দের নানা বৈচিত্র্যের অন্যতম। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে লোকে বিভিন্ন স্বাদ ও গন্ধের আইস্‌ক্রীম মিশ্রিত করে এক অপূর্ব স্বাদ-গন্ধের সৃষ্টি করে। তেমনই, দিব্যস্তরে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্তগণ চিন্ময় আনন্দের স্বাদ-গন্ধকে দক্ষতার সঙ্গে মিশ্রিত করে প্রতিদিন গোপীদের পরিচালনা করতেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'কৃষ্ণের বনগমনে গোপীদের বিরহগীতি' নামক পঞ্চত্রিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

অরিষ্টাসুর বধ

কিভাবে কৃষ্ণ অরিষ্টাসুরকে বধ করেছিলেন এবং কৃষ্ণ ও বলরাম যে বসুদেবের পুত্র, নারদের কাছ থেকে তা শ্রবণ করার পর কংস কিভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

অরিষ্টাসুর কৃষ্ণ ও বলরামকে হত্যা করতে চেয়েছিল, আর তাই সে তীক্ষ্ণ শৃঙ্গবিশিষ্ট এক বিশাল বৃষের রূপ ধারণ করল। অরিষ্টাসুরের আগমনে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠের সকলেই শঙ্কিত হয়ে উঠলে কৃষ্ণ-তাদের অভয় দান করলেন এবং সেই বৃষভাসুর যখন তাঁকে আক্রমণ করল, তখন তিনি তার শৃঙ্গ ধরে তাকে প্রায় ছয় গজ দূরে নিক্ষেপ করলেন। এর ফলে দুর্বল হয়ে পড়লেও অরিষ্ট তবুও কৃষ্ণকে আক্রমণ করতে উদ্যত হল। এইভাবে ঘর্মাক্ত কলেবরে পুনরায় সে তাই ভগবানকে আক্রমণ করল। এইবার শ্রীকৃষ্ণ তার শৃঙ্গদ্বয় ধারণ করে সেই অসুরকে ভূমিতে নিক্ষেপ করে ভিজে কাপড় মাটিতে আছাড় মারার মতো প্রহার করলেন। রক্ত বমন করতে করতে সেই অসুর তার প্রাণ ত্যাগ করল। কৃষ্ণ ও বলরাম তখন দেবতা ও গোপবালকদের বন্দনা সহকারে গোষ্ঠে ফিরে এলেন।

এদিকে, কিছু সময় পরে দেবর্ষি নারদ রাজা কংসের সন্নিধানে আগমন করে কৃষ্ণ ও বলরাম যে নন্দের পুত্র নয় বরং বসুদেবের পুত্র তা রাজাকে অবগত করলেন। কংসের ভয়ে ভীত হয়ে বসুদেব তাদের নন্দের যত্নাধীনে রেখেছেন। নারদ মুনি আরও বললেন যে, তাঁদের হাতেই কংসের মৃত্যু হবে।

এই সকল কথা শ্রবণ করে কংস ক্রোধে ও ভয়ে কাঁপতে লাগল এবং অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠে কৃষ্ণ ও বলরামকে কিভাবে বিনাশ করা যায় তা চিন্তা করতে থাকল। কংস, চাণুর ও মুষ্টিক দানব দুজনকে ডেকে পাঠিয়ে কৃষ্ণ ও বলরামকে মল্লযুদ্ধে বিনাশ করার জন্য নির্দেশ দিল। অতঃপর কর্মতত্ত্বজ্ঞ অক্রূরের হাত ধরে অনুরোধ করল—তিনি যেন ব্রজে গিয়ে সেই দুই ভাইকে মথুরায় নিয়ে আসেন। অক্রূর কংসের নির্দেশ পালনে সম্মত হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

অথ তর্হ্যাগতো গোষ্ঠমরিষ্টো বৃষভাসুরঃ ।
মহীং মহাককুৎকায়ঃ কম্পয়ন্ খুরবিক্ষতাম্ ॥ ১ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—এরপর; **তর্হি**—সেই সময়ে; **আগতঃ**—আগমন করেছিল; **গোষ্ঠম্**—গোষ্ঠে; **অরিষ্টঃ**—অরিষ্ট নামক; **বৃষভ-অসুরঃ**—বৃষভাসুর; **মহীম্**—ভূমি; **মহা**—মহা; **ককুৎ**—কুঁজ; **কায়ঃ**—শরীর বিশিষ্ট; **কম্পয়ন্**—কম্পিত করতে করতে; **খুর**—তার খুর দ্বারা; **বিক্ষতাম্**—বিদীর্ণ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—সেই সময় অরিষ্টাসুর গোষ্ঠে আগমন করেছিল। বিশাল কুঁজ বিশিষ্ট বৃষাকৃতি ধারণ করে তার খুর দিয়ে সে ভূমিভাগ কম্পিত ও বিদীর্ণ করেছিল।

তাৎপর্য

বিষ্ণু পুরাণ অনুসারে অরিষ্টাসুর গোধূলিতে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠে প্রবেশ করেছিল, সেই সময়ে ভগবান গোপীদের সঙ্গে নৃত্যের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন—

প্রদোষার্ধে কদাচিত্তু রাসাসক্তে জনার্দনে ।
ত্রাসয়ন্ সমদো গোষ্ঠম্ অরিষ্টঃ সমুপাগতঃ ॥

"একদিন, গোধূলি অর্ধে ভগবান জনার্দন যখন রাসনৃত্য অনুষ্ঠানের জন্য উৎসুক হয়ে ছিলেন, তখন উন্মত্ত অরিষ্টাসুর সকলের আতঙ্ক সৃষ্টি করে গোষ্ঠে প্রবেশ করেছিল।"

শ্লোক ২

রম্ভমাণঃ খরতরঃ পদা চ বিলিখন্ মহীম্ ।
উদ্যম্য পুচ্ছং বপ্রাণি বিষাণাগ্রেণ চোদ্ধরন্ ।
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শকৃন্মুঞ্চন্ মূত্রয়ন্ স্তব্ধলোচনঃ ॥ ২ ॥

রম্ভমাণঃ—বৃষ-গর্জন করতে করতে; **খর-তরম্**—অত্যন্ত কর্কশ; **পদা**—তার পদ দ্বারা; **চ**—এবং; **বিলিখন্**—বিদীর্ণ করে; **মহীম্**—ভূমি; **উদ্যম্য**—ঊর্ধ্ব দিকে; **পুচ্ছম্**—তার পুচ্ছ; **বপ্রাণি**—তটদেশ; **বিষাণ**—তাঁর শৃঙ্গের; **অগ্রেণ**—অগ্রভাগ দ্বারা; **চ**—এবং; **উদ্ধরন্**—উৎক্ষিপ্ত করতে লাগল; **কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ**—অল্প অল্প; **শকৃৎ**—বিষ্ঠা; **মুঞ্চন্**—পরিত্যাগ করেছিল; **মূত্রয়ন্**—মূত্র; **স্তব্ধ**—বিস্ফারিত; **লোচনঃ**—তার চক্ষুদুটি।

অনুবাদ

অরিষ্টাসুর ভয়ঙ্কর বৃষ-গর্জন করতে করতে ভূমিতলকে বিদীর্ণ করছিল। উর্ধ্ব পুচ্ছ ও তার বিস্ফারিত চক্ষে, সে তার শৃঙ্গাগ্রভাগ দ্বারা তটদেশ উৎক্ষিপ্ত করছিল আর মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প বিষ্ঠা ও মূত্র পরিত্যাগ করছিল।

শ্লোক ৩-৪

যস্য নির্হ্রাদিতেনাঙ্গ নিষ্ঠুরেণ গবাং নৃণাম্ ।
পতন্ত্যকালতো গর্ভাঃ স্রবন্তি স্ম ভয়েন বৈ ॥ ৩ ॥
নির্বিশন্তি ঘনা যস্য ককুদ্যচলশঙ্কয়া ।
তং তীক্ষ্ণশৃঙ্গমুদ্বীক্ষ্য গোপ্যো গোপাশ্চ তত্রসুঃ ॥ ৪ ॥

যস্য—যার; **নির্হ্রাদিতেন**—প্রতিধ্বনিত গর্জনে; **অঙ্গ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **নিষ্ঠুরেণ**—নিষ্ঠুর; **গবাম্**—ধেনুগণের; **নৃণাম্**—মানুষদের; **পতন্তি**—পতন; **অকালতঃ**—অকালে; **গর্ভাঃ**—গর্ভ; **স্রবন্তি স্ম**—স্রাব হত; **ভয়েন**—ভয়ে; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **নির্বিশন্তি**—প্রবেশ করল; **ঘনাঃ**—মেঘ; **যস্য**—যার; **ককুদি**—কুঁজ মধ্যে; **অচল-শঙ্কয়া**—পর্বতভ্রমে; **তম্**—তার; **তীক্ষ্ণ**—তীক্ষ্ণ; **শৃঙ্গম্**—শৃঙ্গ; **উদ্বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **গোপাঃ**—গোপগণ; **চ**—এবং; **তত্রসুঃ**—ভীত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

হে রাজন, তীক্ষ্ণ-শৃঙ্গ অরিষ্টাসুরের কুঁজকে পর্বতভ্রমে সেখানে মেঘরাশি বিচরণ করছিল, আর সেই অসুরকে দেখে গোপ ও গোপীগণ আতঙ্কগ্রস্ত হলেন। বাস্তবিকই, তার তীক্ষ্ণ প্রতিধ্বনিত গর্জন এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল যে, গর্ভবতী ধেনু ও নারীগণের গর্ভস্রাবে ভ্রূণ নষ্ট হয়েছিল।

তাৎপর্য

বৈদিক সাহিত্যে এইভাবে গর্ভস্রাবের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে—*আচতুর্মাদ্ ভবেৎ স্রাবঃ পাতঃ পঞ্চম ষষ্ঠয়োঃ/অত উর্ধ্বম্ প্রসূতিঃ স্যাৎ*—"চতুর্থ মাস পর্যন্ত অকাল প্রসবকে বলা হয় *স্রাব*। পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাসে তাকে বলা হয় *পাত*, আর তার পরে তাকে জন্ম (*প্রসূতি*) বলে বিবেচনা করা হয়।"

শ্লোক ৫

পশবো দুদ্রুবুর্ভীতা রাজন্ সন্ত্যজ্য গোকুলম্ ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি তে সর্বে গোবিন্দং শরণং যযুঃ ॥ ৫ ॥

পশবঃ—গৃহপালিত পশুগণ; **দুদ্রুবুঃ**—পালিয়ে গিয়েছিল; **ভীতাঃ**—ভীত হয়ে; **রাজন্**—হে রাজন; **সন্ত্যজ্য**—পরিত্যাগ করে; **গো-কুলম্**—গোষ্ঠ; **কৃষ্ণ কৃষ্ণ ইতি**—"হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ"; **তে**—তাঁরা (বৃন্দাবনবাসীরা); **সর্বে**—সকলে; **গোবিন্দম্**—শ্রীগোবিন্দের; **শরণম্ যযুঃ**—শরণাগত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

হে রাজন, গৃহপালিত পশুগণ ভীত হয়ে গোষ্ঠ পরিত্যাগ করেছিল আর সকল অধিবাসীগণ 'হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ' বলে চিৎকার করে শ্রীগোবিন্দের শরণাগত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬

ভগবানপি তদ্বীক্ষ্য গোকুলং ভয়বিদ্রুতম্ ।
মা ভৈষ্টেতি গিরাশ্বাস্য বৃষাসুরমুপাহ্বয়ৎ ॥ ৬ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; **অপি**—ও; **তৎ**—তা; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **গোকুলম্**—গোকুলকে; **ভয়বিদ্রুতম্**—ভয়বিহ্বল; **মা ভৈষ্ট**—"তোমরা ভয় পেয়ো না"; **ইতি**—এইভাবে; **গিরা**—বাক্যে; **আশ্বাস্য**—আশ্বাস প্রদান করে; **বৃষ-অসুরম্**—সেই বৃষাসুরকে; **উপাহ্বয়ৎ**—তিনি আহ্বান করলেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান গোকুলকে ভয়বিহ্বল দর্শন করে "তোমরা ভয় পেয়ো না" এই বলে তাদের আশ্বস্ত করে বৃষাসুরকে আহ্বান করলেন।

শ্লোক ৭

গোপালৈঃ পশুভির্মন্দ ত্রাসিতৈঃ কিমসত্তম ।
ময়ি শাস্তরি দুষ্টানাং ত্বদ্বিধানাং দুরাত্মনাম্ ॥ ৭ ॥

গোপালৈঃ—গোপগণ সহ; **পশুভিঃ**—তাদের পশুগণকে; **মন্দ**—ওরে মূঢ়; **ত্রাসিতৈঃ**—ভীত করে; **কিম্**—কি ফল; **অসত্তম**—রে অসত্তম; **ময়ি**—যখন আমি (উপস্থিত রয়েছি); **শাস্তরি**—শাস্তিদাতা; **দুষ্টানাম্**—অসৎগণের; **ত্বৎ-বিধানাম্**—তোর মতো; **দুরাত্মনাম্**—দুরাত্মা।

অনুবাদ

ওরে মূঢ়! অসত্তম! গোপ ও তাদের পশুদের ভীত করে তুই কি করছিস বলে ভেবেছিস, যেখানে তোর মতো অসৎ দুরাত্মাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আমি উপস্থিত রয়েছি!

শ্লোক ৮

ইত্যাস্ফোত্যাচ্যুতোঽরিষ্টং তলশব্দেন কোপয়ন্ ।
সখ্যুরংসে ভুজাভোগং প্রসার্যাবস্থিতো হরিঃ ॥ ৮ ॥

ইতি—এইভাবে বলে; **আস্ফোট্য**—তাঁর বাহু আস্ফোটন করে; **অচ্যুতঃ**—ভগবান অচ্যুত; **অরিষ্টম্**—অরিষ্টাসুরকে; **তল-শব্দেন**—করতল শব্দের দ্বারা; **কোপয়ন্**—কুপিত করলেন; **সখ্যুঃ**—এক সখার; **অংসে**—স্কন্ধে; **ভুজ**—তাঁর বাহু; **আভোগম্**—সর্পদেহাকার; **প্রসার্য**—প্রসারিত করে; **অবস্থিতঃ**—দণ্ডায়মান রইলেন; **হরিঃ**—শ্রীহরি।

অনুবাদ

এই কথা বলে ভগবান অচ্যুত করতল দ্বারা তাঁর বাহু আস্ফোটন করে উচ্চ শব্দ দ্বারা অরিষ্টাসুরকে আরো ক্রুদ্ধ করে তুললেন। অতঃপর ভগবান শ্রীহরি এক সখার স্কন্ধে তাঁর সর্পদেহরূপ স্বীয় ভুজ প্রসারিত করে অসুরটির দিকে মুখ করে দণ্ডায়মান হলেন।

তাৎপর্য

অজ্ঞ অসুরটিকে ভগবান কৃষ্ণ তাঁর অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৯

সোঽপ্যেবং কোপিতোঽরিষ্টঃ খুরেণাবনিমুল্লিখন্ ।
উদ্যৎপুচ্ছভ্রমন্মেঘঃ ক্রুদ্ধঃ কৃষ্ণমুপাদ্রবৎ ॥ ৯ ॥

সঃ—সে; **অপি**—বস্তুত; **এবম্**—এইভাবে; **কোপিতঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **অরিষ্টঃ**—অরিষ্ট; **খুরেণ**—তার খুর দ্বারা; **অবনিম্**—ভূমি; **উল্লিখন্**—বিদীর্ণ করতে করতে; **উদ্যৎ**—উর্দ্ধগত; **পুচ্ছ**—পুচ্ছ; **ভ্রমন্**—সঞ্চালন করে; **মেঘঃ**—মেঘরাশিকে; **ক্রুদ্ধ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণের দিকে; **উপাদ্রবৎ**—ধাবিত হয়েছিল।

অনুবাদ

এইভাবে কুপিত হয়ে অরিষ্ট তার একটি খুর দিয়ে ভূমি বিদীর্ণ করে, উদ্যত পুচ্ছ দিয়ে মেঘরাশিকে ঘূর্ণিত করে ক্রুদ্ধভাবে কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হল।

শ্লোক ১০

অগ্রন্যস্তবিষাণাগ্রঃ স্তব্ধাসৃগ্লোচনোঽচ্যুতম্ ।
কটাক্ষিপ্যাদ্রবৎ তূর্ণমিন্দ্রমুক্তোঽশনির্যথা ॥ ১০ ॥

অগ্র—সম্মুখে; **ন্যস্ত**—বিন্যস্ত করেছিল; **বিষাণ**—তার শৃঙ্গদ্বয়ের; **অগ্রঃ**—অগ্রভাগ; **স্তব্ধ**—অনিমীলিত; **অসৃক্**—রক্তবর্ণ; **লোচনঃ**—তার চক্ষুদ্বয়; **অচ্যুতম্**—শ্রীকৃষ্ণের দিকে; **কট-আক্ষিপ্য**—বক্রভাবে কটাক্ষপাত করে; **অদ্রবৎ**—সে দৌড়ে এল; **তূর্ণম্**—দ্রুতবেগে; **ইন্দ্র-মুক্তঃ**—ইন্দ্র কর্তৃক নিক্ষিপ্ত; **অশনিঃ**—বজ্র; **যথা**—ন্যায়।

অনুবাদ

অরিষ্ট তার শৃঙ্গ দুটির অগ্রভাগ সম্মুখে বিন্যস্ত করে, তার রক্তবর্ণ দুই চোখ দিয়ে বক্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ভীতি-প্রদর্শনকারী দৃষ্টিপাত করে ইন্দ্র নিক্ষিপ্ত বজ্রের মতো পূর্ণগতিতে কৃষ্ণের দিকে দৌড়ে এল।

শ্লোক ১১

গৃহীত্বা শৃঙ্গয়োস্তং বা অষ্টাদশ পদানি সঃ।
প্রত্যপোবাহ ভগবান্ গজঃ প্রতিগজং যথা ॥ ১১ ॥

গৃহীত্বা—ধারণ করে; **শৃঙ্গয়োঃ**—শৃঙ্গ দিয়ে; **তম্**—তার; **বৈ**—বস্তুত; **অষ্টাদশ**—অষ্টাদশ; **পদানি**—পদক্ষেপ; **সঃ**—তিনি; **প্রত্যপোবাহ**—পশ্চাতে নিক্ষেপ করলেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **গজঃ**—হাতী; **প্রতি-গজম্**—প্রতিপক্ষ হাতীকে; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ অরিষ্টাসুরের শৃঙ্গদুটি ধারণ করে তাকে অষ্টাদশ পদক্ষেপ পশ্চাতে নিক্ষেপ করলেন, ঠিক যেমন একটি হাতী প্রতিপক্ষ হাতীর সঙ্গে লড়াইয়ের সময় করে থাকে।

শ্লোক ১২

সোঽপবিদ্ধো ভগবতা পুনরুত্থায় সত্বরঃ।
আপতৎ স্বিন্নসর্বাঙ্গো নিঃশ্বসন্ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ১২ ॥

সঃ—সে; **অপবিদ্ধঃ**—পশ্চাৎ তাড়িত; **ভগবতা**—ভগবান দ্বারা; **পুনঃ**—পুনরায়; **উত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **সত্বরঃ**—দ্রুত; **আপতৎ**—আক্রমণ করল; **স্বিন্ন**—ঘর্মাক্ত; **সর্বাঙ্গঃ**—কলেবরে; **নিঃশ্বসন্**—নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে; **ক্রোধ**—ক্রোধে; **মূর্চ্ছিতঃ**—জ্ঞানশূন্য হয়ে।

অনুবাদ

এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান দ্বারা প্রতিনিবৃত্ত হয়ে বৃষভাসুর উত্থিত হয়ে নিঃশ্বাস নিতে নিতে ঘর্মাক্ত কলেবরে পুনরায় তাঁকে ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে আক্রমণ করল।

শ্লোক ১৩

তমাপতন্তং স নিগৃহ্য শৃঙ্গয়োঃ
পদা সমাক্রম্য নিপাত্য ভূতলে।
নিষ্পীড়য়ামাস যথার্দ্রমম্বরং
কৃত্বা বিষাণেন জঘান সোঽপতৎ ॥ ১৩ ॥

তম্—তাকে; **আপতন্তম্**—আক্রমণ করতে দেখে; **সঃ**—তিনি; **নিগৃহ্য**—ধারণ করে; **শৃঙ্গয়োঃ**—শৃঙ্গদ্বয়; **পদা**—তাঁর পাদ দ্বারা; **সমাক্রম্য**—দলিত করে; **নিপাত্য**—পতিত করে; **ভূতলে**—ভূমিতে; **নিষ্পীড়য়াম্ আস**—তিনি তাকে প্রহার করলেন; **যথা**—যেমন; **আর্দ্রম্**—ভিজা; **অম্বরম্**—বস্ত্র; **কৃত্বা**—করে; **বিষাণেন**—তার শৃঙ্গ দ্বারা; **জঘান**—হত করলে; **সঃ**—সে; **অপতৎ**—পতিত হয়েছিল।

অনুবাদ

অরিষ্ট আক্রমণ করলে শ্রীকৃষ্ণ তার শৃঙ্গদ্বয় ধারণ করে তাকে ভূপাতিত করে পদাঘাত করলেন। সিক্ত বস্ত্র ভূমিতে নিক্ষেপ করার মতো ভগবান তাকে প্রহার করলেন এবং শেষপর্যন্ত তিনি দানবের একটি শৃঙ্গ উৎপাটন করে, যতক্ষণ না সে ভূমিতে শায়িত হয়, তা দিয়ে তাকে আঘাত করছিলেন।

শ্লোক ১৪

অসৃগ্ বমন্ মূত্রশকৃৎ সমুৎসৃজন্
ক্ষিপংশ্চ পাদাননবস্থিতেক্ষণঃ ।
জগাম কৃচ্ছ্রং নির্ঋতেরথ ক্ষয়ং
পুষ্পৈঃ কিরন্তো হরিমীড়িরে সুরাঃ ॥ ১৪ ॥

অসৃক্—রক্ত; **বমন্**—বমন; **মূত্র**—মূত্র; **শকৃৎ**—বিষ্ঠা; **সমুৎসৃজন্**—প্রচুর পরিত্যাগ করতে করতে; **ক্ষিপন্**—ইতস্তত নিক্ষেপ করতে করতে; **চ**—এবং; **পাদান্**—তার পদদ্বয়; **অনবস্থিত**—বিক্ষিপ্ত; **ঈক্ষণঃ**—নেত্রে; **জগাম**—সে গমন করল; **কৃচ্ছ্রম্**—অতি কষ্টকরভাবে; **নির্ঋতেঃ**—মৃত্যুর; **অথ**—অতঃপর; **ক্ষয়ম্**—আলয়ে; **পুষ্পৈঃ**—পুষ্প; **কিরন্তঃ**—বর্ষণ করলেন; **হরিম্**—শ্রীকৃষ্ণের উপর; **ঈড়িরে**—স্তব করলেন; **সুরাঃ**—দেবতাগণ।

অনুবাদ

রক্তবমন ও প্রচুর মলমূত্র ত্যাগ করে, বিক্ষিপ্ত নেত্রে পাগুলি ইতস্তত বিক্ষেপ করতে করতে অরিষ্টাসুর অত্যন্ত কষ্টকরভাবে মৃত্যুলোকে গমন করল। দেবতাগণ ভগবান কৃষ্ণের উপর পুষ্পবর্ষণ করে তাঁর স্তব করলেন।

শ্লোক ১৫

এবং কুকুদ্মিনং হত্বা স্তূয়মানঃ দ্বিজাতিভিঃ ।
বিবেশ গোষ্ঠং সবলো গোপীনাং নয়নোৎসবঃ ॥ ১৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **কুকুদ্মিনম্**—বৃষভাসুরকে; **হত্বা**—বধ করে; **স্তূয়মানঃ**—স্তুত হয়ে; **দ্বিজাতিভিঃ**—ব্রাহ্মণগণের দ্বারা; **বিবেশ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **গোষ্ঠম্**—গোষ্ঠে;

স বলঃ—শ্রীবলরাম সহযোগে; **গোপীনাম্**—গোপীগণের; **নয়ন**—নয়নের; **উৎসবঃ**—যিনি উৎসবস্বরূপ।

অনুবাদ

এইভাবে বৃষভাসুর অরিষ্টকে বধ করে গোপীগণের নয়নের উৎসব স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, বলরামকে সঙ্গে নিয়ে গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীকৃষ্ণের দিব্য গুণাবলীর মহান বৈপরীত্যের দৃষ্টান্ত প্রদান করে। এই শ্লোকটিতে আমরা একই সাথে জানতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণ এক ক্ষমতাশালী ও দুরাত্মা অসুরকে বধ করেছিলেন এবং তাঁর বালকোচিত সৌন্দর্য দ্বারা গোপীগণকে উৎসবময় আনন্দ প্রদান করতেন। তাঁর প্রতি আমাদের মনোভাব অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ যেমন বজ্রের মতো কঠিন, তেমনি পুষ্পের মতো কোমল। অরিষ্টাসুর কৃষ্ণ ও তাঁর সমস্ত সখাদের হত্যা করতে চেয়েছিল, তাই ভগবান তাকে সিক্ত বস্ত্রের মতো প্রহার করে বধ করেছিলেন। অন্যদিকে, গোপীগণ কৃষ্ণকে ভালবাসতেন, তাই ভগবান বালকোচিত রূপে তাঁদের প্রণয়ানুভূতির প্রতিদান দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৬

অরিষ্টে নিহতে দৈত্যে কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্মণা ।
কংসায়াথাহ ভগবান্ নারদো দেবদর্শনঃ ॥ ১৬ ॥

অরিষ্টে—অরিষ্ট; **নিহতে**—নিহত হলে; **দৈত্যে**—অসুর; **কৃষ্ণেন**—কৃষ্ণের দ্বারা; **অদ্ভুত-কর্মণা**—অদ্ভুতকর্মা; **কংসায়**—কংসের কাছে; **অথ**—তারপরে; **আহ**—বললেন; **ভগবান্**—ভগবান; **নারদঃ**—নারদ; **দেব-দর্শনঃ**—দিব্যদর্শন।

অনুবাদ

অদ্ভুতকর্মা কৃষ্ণ দ্বারা অরিষ্টাসুর নিহত হলে নারদ মুনি রাজা কংসকে তা বলার জন্য গমন করলেন। দিব্যদর্শন সেই ভগবান নারদ রাজাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

দেবদর্শন পদটি নানাভাবেই হৃদয়ঙ্গম করা যেতে পারে, যার সবগুলিই এই বিবরণের তাৎপর্য ও বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। *দেব* অর্থ ভগবান আর *দর্শনঃ* অর্থ "দেখা" বা "মহৎ পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার"। তাই নারদ মুনির জন্য *দেব-দর্শন* নামটি নির্দেশ করছে যে, নারদ মুনি ভগবানকে দর্শন করার পরমোৎকর্ষ অর্জন করেছেন আর তাই নারদ মুনির দর্শন লাভ করা কার্যত ভগবানকেই প্রাপ্ত হওয়া

(কারণ নারদ মুনি ভগবানের শুদ্ধতম প্রতিনিধি), আর এই নারদ মুনির দর্শন লাভ দেবতাদের দর্শনেরই সমান, যাঁরা *দেব* নামেও পরিচিত। এইভাবে *দেব-দর্শন* কথাটির মধ্য দিয়ে এই সমস্ত অর্থ প্রকাশিত হওয়ায়, তা *শ্রীমদ্ভাগবত*-এর ভাষা-সমৃদ্ধিরই পরিচয় প্রদান করে।

পুরাণ থেকে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কুড়িটি শ্লোক উদ্ধৃত করে অরিষ্টাসুরকে কৃষ্ণ বধ করার পর রাধা ও কৃষ্ণের মাঝে যে পরিহাসমূলক কথোপকথন হয়েছিল, তা বর্ণনা করেছেন। আচার্য কৃপা করে এই কথোপকথনে রাধা ও কৃষ্ণের স্নানের পুষ্করিণী রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের উৎপত্তি বর্ণনা করেছেন। শ্লোকগুলি নিম্নরূপ—

মাস্মান্ স্পৃশাদ্য বৃষভার্দন হন্ত মুগ্ধা
ঘোরোঽসুরোঽয়ম্ অয়ি কৃষ্ণ তদপ্যয়ং গৌঃ ।
বৃত্রো যথা দ্বিজ ইহাস্ত্যয়ি নিষ্কৃতিঃ কিং
শুদ্ধেদ্ভবাংস ত্রিভুবনস্থিততীর্থকৃচ্ছ্রাৎ ॥

"নিরীহ গোপীগণ বললেন, 'আঃ কৃষ্ণ, এখন আমাদের তুমি স্পর্শ কর না, হে বৃষঘাতক! হায়, যদিও অরিষ্ট ছিল এক ভয়ঙ্কর অসুর, তবু সে ছিল একটি বৃষ, তাই দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে বধ করার পর প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন, তোমাকেও তা করতে হবে। কিন্তু ত্রিভুবনের প্রতিটি তীর্থ ভ্রমণের কৃচ্ছ্রসাধন না করে কিভাবে তুমি নিজেকে শুদ্ধ করবে?' "

কিং পর্যটামি ভুবনান্যধুনৈব সর্বা
আনীয় তীর্থ-বিততীঃ করবাণী তাসু ।
স্নানং বিলোকয়ত তাবদ ইদং মুকুন্দঃ
প্রচ্যৈব তত্র কৃতবান্ বাত পার্ষ্ণী-ঘাতম্ ॥

"[কৃষ্ণ উত্তর করলেন] 'আমাকে কেন সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভ্রমণ করতে হবে? আমি এক্ষুণি সমস্ত অগণিত তীর্থস্থানকে এখানে নিয়ে এসে সেখানে স্নান করব। কেবল দেখ!' এই বলে ভগবান মুকুন্দ ভূমিতে পদাঘাত করলেন।"

পাতালতো জলমিদং কিল ভোগবত্যা
আয়াতমত্র নিখিলা অপি তীর্থ-সংঘাঃ ।
আগচ্ছতেতি ভগবদ্বচসা ত এত্য
তত্রৈব রেজুরথ কৃষ্ণ উবাচ গোপীঃ ॥

"[এরপর তিনি বললেন,] 'পাতাল প্রদেশ হতে আগত এই হচ্ছে ভোগবতী নদীর জল। আর এখন, হে তীর্থ স্থানেরা, তোমরা সকলে এখানে এস!' পরমেশ্বর

ভগবান এই সমস্ত কথা যখন বললেন, তখন সকল তীর্থ স্থানগুলি সেখানে গমন করে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হল। কৃষ্ণ তারপর গোপীদের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্তভাবে বললেন।"

তীর্থানি পশ্যত হরের্বচসা তবৈবং
নৈব প্রতীম ইতি তা অথ তীর্থবর্যাঃ ।
প্রোচুঃ কৃতাঞ্জলিপুটা লবণাব্ধির অস্মি
ক্ষীরাব্ধির অস্মি শৃণুতামর-দীর্ঘিকাস্মি ॥

"'সকল তীর্থস্থান দর্শন কর।'

"কিন্তু গোপীগণ উত্তর দিলেন, 'তুমি যেমন বর্ণনা করেছ আমরা তেমন কিছুই দর্শন করছি না।'

"অতঃপর সর্বোত্তম তীর্থস্থানগণ সবিনয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন—

'আমিই লবণ সমুদ্র।'

'আমিই ক্ষীর সমুদ্র।'

'আমিই অমর-দীর্ঘিকা।' "

শোণোঽপি সিন্ধুর্হমস্মি ভবামি তাম্র-
পর্ণী চ পুষ্করম্ অহং চ সরস্বতী চ ।
গোদাবরী রবি-সুতা সরযুঃ প্রয়াগো
রেবাস্মি পশ্যত জলং কুরুত প্রতীতিম্ ॥

" 'আমিই শোণ নদী।'

'আমি সিন্ধু।'

'আমি তাম্রপর্ণী।'

'আমি পবিত্র স্থান পুষ্কর।'

'আমি সরস্বতী নদী।'

" 'আর আমরা হচ্ছি গোদাবরী, যমুনা ও রেবা নদী এবং এখানে নদীগুলির সঙ্গমস্থল প্রয়াগ। এই দেখুন আমাদের জল-রাশি!' "

স্নাত্বা ততো হরিঃ অতি-প্রজগল্ভ এব
শুদ্ধঃ সরোঽপ্যকরবং স্থিতা-সর্ব-তীর্থম্ ।
যুষ্মাভিরাত্মজনুষীহ কৃতো ন ধর্মঃ
কোঽপি ক্ষিতাবথ সখীর্নিজগাদ রাধা ॥

"স্নান করে নিজেকে শুদ্ধ করার পর শ্রীহরি যথেষ্ট উদ্ধত হয়ে উঠে বললেন, 'সকল বিভিন্ন তীর্থ স্থানের সমন্বয়ে আমি একটি কুণ্ড উৎপন্ন করেছি, কিন্তু তোমরা

গোপীগণ ব্রহ্মার সন্তুষ্টির জন্য এই পৃথিবীতে কখনই কোন ধর্মীয় কর্তব্য পালন করেনি।' তখন শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর সখীদের উদ্দেশ্য করে এইভাবে বললেন।"

কার্য্যং ময়াপ্য অতি-মনোহর-কুণ্ডমেকং
তস্মাদ্ যতধ্বমিতি তদ্বচনেন তাভিঃ।
শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডতটপশ্চিম-দিশ্য-মন্দো
গর্তঃ কৃতো বৃষভ-দৈত্য-খুরৈর্ব্যলোকি ॥

" 'আমি অবশ্যই এর চেয়েও একটি মনোহর কুণ্ড সৃষ্টি করব। তাই, চল কাজে যাই।' এই সমস্ত কথা শুনে গোপীগণ দেখলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের কুণ্ডের ঠিক পশ্চিম দিকে অরিষ্টাসুরের খুর দ্বারা একটি স্বল্পগভীর গর্ত খোঁড়া রয়েছে।"

তত্রার্দ্রমৃনমৃদুলগোলততীঃ প্রতিস্ব-
হস্তোদ্ধৃতা অনতিদূরগতা বিধায়।
দিব্যং সরঃ প্রকটিতং ঘটিকাদ্বয়েন
তাভির্বিলোক্য সরসং স্মরতে স্ম কৃষ্ণঃ ॥

"সেই কাছের গর্তটিতে সকল গোপীগণ তাদের হাত দিয়ে নরম কাদার তাল তুলে গর্ত খুঁড়তে লাগলেন এবং এইভাবে এক ঘণ্টার স্বল্প সীমার মধ্যেই একটি দিব্য কুণ্ডে প্রকাশ হল। তাঁদের সৃষ্ট সেই কুণ্ড দর্শন করে কৃষ্ণ বিস্মিত হয়েছিলেন।"

প্রোচে চ তীর্থসলিলৈঃ পরিপূরয়ৈতন্
মৎকুণ্ডতঃ সরসিজাক্ষি সহালিভিস্ত্বম্।
রাধা তদা ন ন ন নেতি জগাদ যস্মাৎ
ত্বৎ কুণ্ডনীরমুরুগোবধ পাতকাক্তম্ ॥

"তিনি বললেন, 'খুঁড়ে চল, হে কমলনয়না। তুমি ও তোমার সঙ্গিনীদের উচিত আমার কাছ থেকে জল নিয়ে কুণ্ডটি পূর্ণ করা।'

"কিন্তু রাধা উত্তর দিলেন, 'না, না, না, না! সেটা অসম্ভব, কারণ তোমার কুণ্ডের জল তোমার গো-বধের ভয়ঙ্কর পাপে দূষিত।' "

আহৃত্য পুণ্যসলিলং শতকোটিকুম্ভৈঃ
সখ্যর্বুদেন সহ মানসজাহ্নবীতঃ।
এতৎ সরঃ স্বমধুনা পরিপুরয়ামি
তেনৈব কীর্তিমতুলাং তনবানি লোকে ॥

"শতকোটি কলসী করে মানস-গঙ্গা থেকে শুদ্ধ জল আনার জন্য আমার অসংখ্য গোপী সহচরী রয়েছে। এইভাবে আমার নিজস্ব জল দিয়ে আমি এই কুণ্ড পূর্ণ করব আর এইভাবে তা সমগ্র জগতে অতুলনীয় খ্যাতি লাভ করবে।"

কৃষ্ণেঙ্গিতেন সহসৈত্য সমস্ততীর্থ-
সখ্যস্তদীয়সরসো ধৃতদিব্যমূর্তিঃ ।
তুষ্টাব তত্র বৃষভানুসুতাং প্রণম্য
ভক্ত্যা কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্রবদস্রধারঃ ॥

"শ্রীকৃষ্ণ অতঃপর সমস্ত তীর্থস্থানের অন্তরঙ্গ পার্ষদ এক দিব্য পুরুষকে ইঙ্গিত করলেন। সহসা সেই পুরুষ কৃষ্ণের কুণ্ড থেকে উত্থিত হয়ে শ্রীবৃষভানু কন্যাকে (রাধারাণী) প্রণতি নিবেদন করে অশ্রুসিক্ত নয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিপূর্ণভাবে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা শুরু করলেন।"

দেবি ত্বদীয়-মহিমানমবৈতি সর্ব-
শাস্ত্রার্থবিন্ন চ বিধির্ণ হরো ন লক্ষ্মীঃ ।
কিন্ত্বেক এব পুরুষার্থশিরোমণিস্ত্বৎ-
প্রস্বেদমার্জনপরঃ স্বয়মেব কৃষ্ণঃ ॥

"হে দেবী, শিব কিম্বা লক্ষ্মী, এমন কি সর্বশাস্ত্রজ্ঞাতা ব্রহ্মা স্বয়ং আপনার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। কেবলমাত্র মানুষের সকল প্রচেষ্টার পরম লক্ষ্য স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই আপনার মহিমাসমূহ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। তাই আপনি যখন পরিশ্রান্ত হন, তখন আপনার ঘর্ম যাতে মার্জন করতে পারেন, সেই বিষয়ে তিনি স্বয়ং সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করতে চান।' "

যশ্চারুযাবকরসেন ভবৎপদাব্জম্
আরজ্য নূপুরমহো নিদধাতি নিত্যম্ ।
প্রাপ্য ত্বদীয়নয়নাব্জতটপ্রসাদং
স্বং মন্যতে পরমধন্যতমং প্রহৃষ্যন্ ॥
তস্যাজ্ঞয়ৈব সহসা বয়মাজগাম
তৎপার্ষ্ণি ঘাতকৃতকুণ্ডবরে বসামঃ ।
ত্বঞ্চেৎ প্রসীদসি করোষি কৃপাকটাক্ষং
তর্হ্যেব তর্ষবিটপী ফলিতো ভবেন্নঃ ॥

" 'তিনি সকল সময়ে অমৃতময় *চারু ও যাবক* দ্বারা আপনার পাদপদ্ম চর্চিত করেন আর নূপুর দ্বারা শোভিত করেন, এবং তিনি আপনার পাদপদ্মের অঙ্গুলির অগ্রভাগের সন্তোষের দ্বারাই নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করে আনন্দ অনুভব করেন। তাঁর নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁর একটি পদাঘাতে সৃষ্ট এই অত্যন্ত সুন্দর কুণ্ডে আমরা বাস করার জন্য এসেছি। কিন্তু একমাত্র আপনি যদি আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে আপনার কৃপাদৃষ্টি প্রদান করেন, তবেই আমাদের আকাঙ্ক্ষার বৃক্ষে ফল ধারণ করবে।' "

শ্রুত্বা স্তুতিং নিখিলতীর্থগণস্য তুষ্টা
প্রাহ স্ম তর্ষময়ি বেদয়তেতি রাধা ।
যাম ত্বদীয়সরসীং সফলা ভবাম
ইত্যেব নো বর ইতি প্রকটং তদোচুঃ ॥

"সমবেত সকল তীর্থস্থানের প্রতিনিধির দ্বারা কথিত এই প্রার্থনা শ্রবণ করে শ্রীরাধা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'দয়া করে আমাকে তোমাদের বাসনা অবগত কর।'

"তাঁরা তখন সরলভাবে বললেন, 'আমরা যদি আপনার কুণ্ডে আগমন করতে পারি, তা হলে আমাদের জীবন সার্থক হবে। এই আশীর্বাদই আমরা কামনা করি।' "

আগচ্ছতেতি বৃষভানুসুতা স্মিতাস্যা
প্রোবাচ কান্তবদনাব্জ ধৃতাক্ষিকোণা ।
সখ্যোঽপি তয়ঃ কৃতসম্মতয়ঃ সুখাব্ধৌ-
মগ্না বিরেজুরখিলা স্থিরজঙ্গমাশ্চ ॥

"তাঁর প্রিয়তমের দিকে কটাক্ষপাত করে বৃষভানুকন্যা মৃদু হেসে উত্তর করলেন, 'এসো'। তাঁর গোপীসহচরীগণ সকলেই তাঁর সিদ্ধান্তে একমত হয়ে আনন্দ-সাগরে নিমগ্না হলেন। বাস্তবিকই, স্থাবর জঙ্গম সকল জীবের সৌন্দর্যই বর্ধিত হল।"

প্রাপ্য প্রসাদমথ তে বৃষভানুজায়াঃ
শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডগততীর্থবরাঃ প্রসহ্য ।
ভিত্ত্বৈব ভিত্তিমতিবেগত এব রাধাকুণ্ডং
ব্যধুঃ স্বসলিলৈঃ পরিপূর্ণমেব ॥

"এইভাবে শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপা লাভ করে শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডের পবিত্র নদী ও হ্রদসমূহ প্রবল বেগে তাদের সীমা-প্রাচীর ভঙ্গ করে দ্রুত তাদের জল দ্বারা রাধাকুণ্ড পূর্ণ করলেন।"

প্রোচে হরিঃ প্রিয়তমে তব কুণ্ডমেতন্
মৎকুণ্ডতোঽপি মহিমাধিকমস্তু লোকে ।
অত্রৈব মে সলিলকেলিরিহৈব নিত্যং
স্নানং যথা ত্বমসি তদ্বদিদং সরো মে ॥

"শ্রীহরি তখন বললেন, 'হে প্রিয়তমে রাধা, তোমার এই কুণ্ড আমার কুণ্ড হতে অধিক জগত বিখ্যাত হোক। আমি সর্বদা এখানে আমার স্নান ও জলক্রীড়ার আনন্দ উপভোগের জন্য আসব। প্রকৃতপক্ষে, এই কুণ্ড আমার কাছে তোমারই মতো প্রিয়।' "

রাধাব্রবীদহমপি স্ব-সখীভিরেত্য
স্নাস্যাম্যরিষ্টশত মর্দনমস্তু তস্য ।
যোঽরিষ্টমর্দনসরস্যুরুভক্তিরত্র
স্নায়াদ্বসেন্মম স এব মহাপ্রিয়োঽস্তু ॥

"রাধা উত্তর দিলেন, 'এমনকি শত অরিষ্টাসুরকে বধ করলেও আমিও তোমার কুণ্ডে স্নান করার জন্য আসব। ভবিষ্যতে তোমার অরিষ্টাসুর দমনের ক্ষেত্ররূপে যাদের এই কুণ্ডের প্রতি গভীর ভক্তি থাকবে এবং যারা এখানে স্নান করবে কিম্বা বাস করবে, তারা নিশ্চিতভাবে আমার অতি প্রিয় হবে।' "

রাসোৎসবং প্রকুরুতে স্ম চ তত্র রাত্রৌ
কৃষ্ণাম্বুদঃ কৃতমহারসহর্ষ বর্ষঃ ।
শ্রীরাধিকাপ্রবরবিদ্যুদলংকৃতশ্রী-
স্ত্রৈলোক্যমধ্যবিততী কৃতদিব্যকীর্তিঃ ॥

"ঐ রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকুণ্ডে মহাড়ম্বরপূর্ণ আনন্দের সর্বোত্তমভাবের প্রবল বেগ উৎপন্নকারী এক রাসনৃত্যের সূচনা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ যেন মেঘ আর শ্রীমতী রাধারাণী উজ্জ্বল বিদ্যুৎ ঝিলিক সদৃশ হয়ে আকাশকে সৌন্দর্যের প্রাচুর্যে পূর্ণ করেছিলেন। এইভাবে তাঁদের দিব্য মহিমা ত্রিভুবনের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।"

উপসংহারে একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মহান ঋষিরূপে নারদ মুনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তাই নারদ মুনি মথুরায় সহজভাবে কৃষ্ণলীলা স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে কংসের নিকটে গিয়ে তা বলার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং নিম্নোক্তভাবে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ১৭

যশোদায়াঃ সুতাং কন্যাং দেবক্যাঃ কৃষ্ণমেব চ ।
রামং চ রোহিণীপুত্রং বসুদেবেন বিভ্যতা ।
ন্যস্তৌ স্বমিত্রে নন্দে বৈ যাভ্যাং তে পুরুষা হতাঃ ॥ ১৭ ॥

যশোদায়াঃ—যশোদার; **সুতাম্**—কন্যা; **কন্যাম্**—কন্যাসন্তান; **দেবক্যাঃ**—দেবকীর; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ; **এব চ**—ও; **রামম্**—বলরাম; **চ**—এবং; **রোহিণী-পুত্রম্**—রোহিণীর পুত্র; **বসুদেবেন**—বসুদেব দ্বারা; **বিভ্যতা**—ভীত হয়ে; **ন্যস্তৌ**—সমর্পণ করেছিলেন; **স্ব মিত্রে**—নিজ মিত্র; **নন্দে**—নন্দ মহারাজ; **বৈ**—বস্তুত; **যাভ্যাম্**—ঐ দু'জনকে; **তে**—তোমার; **পুরুষাঃ**—লোকেদের; **হতাঃ**—বধ করেছে।

অনুবাদ

[নারদ কংসকে বললেন—] প্রকৃতপক্ষে যশোদার সন্তান ছিল একটি কন্যা আর কৃষ্ণ হচ্ছেন দেবকীর পুত্র। রামও রোহিণীর পুত্র। বসুদেব ভীত হয়ে তাঁর মিত্র নন্দ মহারাজের কাছে কৃষ্ণ ও বলরামকে সমর্পণ করেছিলেন আর এই দুই বালকই তোমার লোকেদের বধ করেছে।

তাৎপর্য

কংসকে বিশ্বাস করানো হয়েছিল যে, কৃষ্ণ যশোদার পুত্র আর দেবকীর অষ্টম সন্তান ছিল এক কন্যা। দেবকীর অষ্টম সন্তানের পরিচয় কংসের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ এক ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছিল যে, দেবকীর অষ্টম সন্তান তাকে হত্যা করবে। এখানে নারদ কংসকে অবহিত করছেন যে, ভয়ঙ্কর কৃষ্ণই হচ্ছেন দেবকীর অষ্টম সন্তান আর এইভাবে ইঙ্গিত করেছেন যে, ভবিষ্যদ্বাণীকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা উচিত। এই তথ্য অবগত হয়ে কংস অবশ্যই এখন কৃষ্ণ ও বলরামকে হত্যা করার জন্য তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে।

শ্লোক ১৮

নিশম্য তদ্‌ভোজপতিঃ কোপাৎ প্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ ।
নিশাতমসিমাদত্ত বসুদেবজিঘাংসয়া ॥ ১৮ ॥

নিশম্য—শ্রবণ করে; **তৎ**—সেই; **ভোজ-পতিঃ**—ভোজবংশের অধিপতি (কংস); **কোপাৎ**—ক্রোধে; **প্রচলিত**—বিচলিত; **ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **নিশাতম্**—শাণিত; **অসিম্**—এক তরবারি; **আদত্ত**—গ্রহণ করল; **বসুদেবজিঘাংসয়া**—বসুদেবকে হত্যা করার বাসনায়।

অনুবাদ

এই কথা শ্রবণ করে ভোজপতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে তার ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসুদেবকে হত্যার জন্য একটি শাণিত তরবারি হাতে তুলে নিল।

শ্লোক ১৯

নিবারিতো নারদেন তৎসুতৌ মৃত্যুমাত্মনঃ ।
জ্ঞাত্বা লোহময়ৈঃ পাশৈর্ববন্ধ সহ ভার্যয়া ॥ ১৯ ॥

নিবারিতঃ—সংযত; **নারদেন**—নারদ কর্তৃক; **তৎ-সুতৌ**—তার দুই পুত্র; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **আত্মনঃ**—নিজের; **জ্ঞাত্বা**—হৃদয়ঙ্গম করে; **লোহময়ৈঃ**—লোহার; **পাশৈঃ**—শিকল দিয়ে; **ববন্ধ**—সে বেঁধে রেখেছিল (বসুদেবকে); **সহ**—সঙ্গে; **ভার্যয়া**—তাঁর পত্নী।

অনুবাদ

কিন্তু বসুদেবের দুই পুত্রই তার মৃত্যুর কারণ, একথা তাকে স্মরণ করিয়ে নারদ কংসকে নিবারিত করলেন। অতঃপর কংস বসুদেবকে সপত্নীক লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিল।

তাৎপর্য

কংস হৃদয়ঙ্গম করেছিল যে, বসুদেবকে হত্যা করে কোন লাভ হবে না, কারণ বসুদেবের দুই পুত্র, কৃষ্ণ ও বলরামই তাকে হত্যা করার কথা। আচার্যগণের মতানুসারে, নারদ কংসকে এমন উপদেশও দিয়েছিলেন যে, সে যদি বসুদেবকে হত্যা করে, তা হলে সেই দুই বালক অবশ্যই পালিয়ে যাবে আর তাই তাকে হত্যা না করাটাই ভাল হবে। বরং, নারদ পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, কংসের উচিত কৃষ্ণ ও বলরামকে কংসের রাজধানী মথুরাতে নিয়ে আসা।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে, কংসের কাছে সমস্ত তথ্য প্রকাশ করে নারদ বসুদেব ও দেবকীর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন আচরণ করেননি। প্রকৃতপক্ষে, একাদশ স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কৃষ্ণের হাতে কংসের মৃত্যুর আয়োজন করার জন্য এবং কৃষ্ণের স্নেহময় পিতা যাতে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন সেইজন্য কৃষ্ণের মথুরায় আগমন ও বসবাসের আয়োজন করার জন্যও নারদের প্রতি বসুদেব কৃতজ্ঞ ছিলেন।

শ্লোক ২০

প্রতিযাতে তু দেবর্ষৌ কংস আভাষ্য কেশিনম্ ।
প্রেষয়ামাস হন্যেতাং ভবতা রামকেশবৌ ॥ ২০ ॥

প্রতিযাতে—প্রস্থান করলে; **তু**—তখন; **দেবর্ষৌ**—দেবর্ষি নারদ; **কংস**—রাজা কংস; **আভাষ্য**—আহ্বান করে; **কেশিনম্**—কেশী দানব; **প্রেষয়াম্ আস**—তাকে প্রেরণ করল; **হন্যেতাম্**—সেই দু'জনকে হত্যা করবে; **ভবতা**—তুমি; **রাম-কেশবৌ**—বলরাম ও কৃষ্ণ।

অনুবাদ

নারদ প্রস্থান করলে, রাজা কংস কেশীকে আহ্বান করে তাকে নির্দেশ দিয়েছিল, "যাও, বলরাম আর কৃষ্ণকে হত্যা কর।"

তাৎপর্য

কৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরায় নিয়ে আসার আগে কংস আরো একজন অসুরকে বৃন্দাবনে পাঠানোর চেষ্টা করল।

শ্লোক ২১

ততো মুষ্টিকচাণূরশলতোশলকাদিকান্ ।
অমাত্যান্ হস্তিপাংশ্চৈব সমাহূয়াহ ভোজরাট্ ॥ ২১ ॥

ততঃ—অতঃপর; **মুষ্টিক-চাণূর-শল-তোশলক-আদিকান্**—মুষ্টিক, চাণূর, শল, তোশলক প্রভৃতি; **অমাত্যান্**—মন্ত্রিগণকে; **হস্তি-পান্**—হস্তিপালকদের; **চ এব**—ও; **সমাহূয়**—একত্রে আহ্বান করে; **আহ**—বললেন; **ভোজ-রাট্**—ভোজগণের রাজা।

অনুবাদ

ভোজরাজ অতঃপর মুষ্টিক, চাণূর, শল ও তোশল প্রমুখ তার মন্ত্রীগণ ও তার হস্তীপালকদের আহ্বান করল। রাজা তাদের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ বলেছিল।

শ্লোক ২২-২৩

ভো ভো নিশম্যতামেতদ্বীরচাণূরমুষ্টিকৌ ।
নন্দব্রজে কিলাসাতে সুতাবানকদুন্দুভেঃ ॥ ২২ ॥
রামকৃষ্ণৌ ততো মহ্যং মৃত্যুঃ কিল নিদর্শিতঃ ।
ভবদ্ভ্যামিহ সম্প্রাপ্তৌ হন্যেতাং মল্ললীলয়া ॥ ২৩ ॥

ভোঃ ভোঃ—আমার প্রিয় (উপদেষ্টারা); **নিশম্যতাম্**—আমার কথা শ্রবণ কর; **এতৎ**—এই; **বীর**—হে বীরগণ; **চাণূর-মুষ্টিকৌ**—চাণূর ও মুষ্টিক; **নন্দ-ব্রজে**—নন্দের ব্রজে; **কিল**—নিশ্চিতরূপে; **আসাতে**—বাস করছে; **সুতৌ**—দুই পুত্র; **আনকদুন্দুভেঃ**—বসুদেবের; **রাম-কৃষ্ণৌ**—বলরাম ও কৃষ্ণ; **ততঃ**—তাদের থেকে; **মহ্যম্**—আমার; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **কিল**—নিশ্চিত; **নিদর্শিতঃ**—নির্দেশিত হয়েছে; **ভবদ্ভ্যাম্ ইহ**—তোমাদের দুজনের দ্বারা এখানে; **সম্প্রাপ্তৌ**—আনীত হয়ে; **হন্যেতাম্**—তাদের হত্যা করা হোক; **মল্ল**—মল্ল; **লীলয়া**—ক্রীড়ার ছলে।

অনুবাদ

প্রিয় বীর চাণূর ও মুষ্টিক, আমার কথা শোনো। আনকদুন্দুভির (বসুদেব) পুত্র বলরাম ও কৃষ্ণ নন্দের ব্রজে বাস করছে। ভবিষ্যদ্বাণী হয়েছে যে, এই দুটি বালক আমার মৃত্যুর কারণ হবে। তাদের যখন এখানে নিয়ে আসা হবে, তখনই মল্লক্রীড়ার ছলে তোমরা তাদের হত্যা করবে।

শ্লোক ২৪

মঞ্চাঃ ক্রিয়ন্তাং বিবিধা মল্লরঙ্গপরিশ্রিতাঃ ।
পৌরা জানপদাঃ সর্বে পশ্যন্তু স্বৈরসংযুগম্ ॥ ২৪ ॥

মঞ্চাঃ—মঞ্চ; **ক্রিয়ন্তাম্**—নির্মাণ কর; **বিবিধাঃ**—বিবিধ; **মল্লরঙ্গ**—মল্লক্ষেত্রে; **পরিশ্রিতাঃ**—চতুর্দিকে; **পৌরাঃ**—পুরবাসীগণ; **জানপদাঃ**—জনপদবাসীরা; **সর্বে**—সকলে; **পশ্যন্তু**—দর্শন করবে; **স্বৈর**—স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণকারী; **সংযুগম্**—প্রতিযোগিতা।

অনুবাদ

চতুর্দিকে বিবিধ দর্শক মঞ্চ বিশিষ্ট একটি মল্লক্ষেত্র নির্মাণ কর এবং সকল পুরবাসী ও জনপদবাসীকে এই মুক্ত প্রতিযোগিতা দর্শন করার জন্য নিয়ে এস।

তাৎপর্য

মঞ্চ শব্দটি দ্বারা বড় বড় স্তম্ভ সহযোগে নির্মিত মাচা বা উন্নত সমতল স্থান নির্দেশ করা হয়েছে। কংস একটি উৎসবের পরিবেশ তৈরি করতে চেয়েছিল যাতে কৃষ্ণ ও বলরাম আসতে ভীত না হন।

শ্লোক ২৫

মহামাত্র ত্বয়া ভদ্র রঙ্গদ্বার্যুপনীয়তাম্ ।
দ্বিপঃ কুবলয়াপীড়ো জহি তেন মমাহিতৌ ॥ ২৫ ॥

মহামাত্র—ওহে হস্তীপালক; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **ভদ্র**—হে ভদ্র; **রঙ্গ**—রঙ্গক্ষেত্রের; **দ্বারি**—প্রবেশপথে; **উপনীয়তাম্**—নিয়ে আসবে; **দ্বিপঃ**—হস্তী; **কুবলয়াপীড়ঃ**—কুবলয়াপীড় নামক; **জহি**—বিনাশ করবে; **তেন**—সেই (হস্তী) দিয়ে; **মম**—আমার; **অহিতৌ**—শত্রুদের।

অনুবাদ

তুমি, হস্তীপালক, হে ভদ্রে, কুবলয়াপীড় হস্তীকে মল্লক্ষেত্রের প্রবেশ পথে রাখবে আর তার দ্বারা আমার দুই শত্রুকে হত্যা করাবে।

শ্লোক ২৬

আরভ্যতাং ধনুর্যাগশ্চতুর্দশ্যাং যথাবিধি ।
বিশসন্তু পশূন্ মেধ্যান্ ভূতরাজায় মীঢুষে ॥ ২৬ ॥

আরভ্যতাম্—আরম্ভ করা হোক; **ধনুঃ-যাগঃ**—ধনুর্যজ্ঞ; **চতুর্দশ্যাম্**—চতুর্দশী তিথিতে; **যথাবিধি**—বৈদিক নির্দেশ অনুসারে; **বিশসন্তু**—বলিদান করা হোক; **পশূন্**—পশুসকল; **মেধ্যান্**—পবিত্র; **ভূত-রাজায়**—ভূতরাজ, শিব; **মীঢুষে**—বরদাতা।

অনুবাদ

যথাযথ বৈদিক নির্দেশ অনুসারে চতুর্দশী তিথিতে ধনুর্যজ্ঞ শুরু করা হোক। মহানুভব শিবের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত পশু বলিদান করা হোক।

শ্লোক ২৭

ইত্যাজ্ঞাপ্যার্থতন্ত্রজ্ঞ আহূয় যদুপুঙ্গবম্ ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং ততোঽক্রূরমুবাচ হ ॥ ২৭ ॥

ইতি—এইরূপ; **আজ্ঞাপ্য**—নির্দেশ করে; **অর্থতন্ত্রজ্ঞ**—ব্যক্তিগত স্বার্থ-সুবিধা বিশারদ; **আহূয়**—আহ্বান করল; **যদু-পুঙ্গবম্**—যাদবশ্রেষ্ঠ; **গৃহীত্বা**—ধারণ করে; **পাণিনা**—তার নিজ হাতে; **পাণিম্**—তার হস্ত; **ততঃ**—অতঃপর; **অক্রূরম্**—অক্রূরকে; **উবাচ হ**—সে বলল।

অনুবাদ

তার মন্ত্রীদের এরূপ নির্দেশ প্রদান করে কংস অতঃপর যদুশ্রেষ্ঠ অক্রূরকে আহ্বান করল। ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনে পারদর্শী কংস অক্রূরের হাত নিজ হাতে ধারণ করে তাকে নিম্নোক্তভাবে বলতে লাগল।

শ্লোক ২৮

ভো ভো দানপতে মহ্যং ক্রিয়তাং মৈত্রমাদৃতঃ ।
নান্যস্ত্বত্তো হিততমো বিদ্যতে ভোজবৃষ্ণিষু ॥ ২৮ ॥

ভোঃ ভোঃ—আমার প্রিয়; **দান**—দান; **পতে**—পতি; **মহ্যম্**—আমার জন্য; **ক্রিয়তাম্**—কর; **মৈত্রম্**—সখ্যোচিত; **আদৃতঃ**—সাদরে; **ন**—না; **অন্যঃ**—আর কেউ; **ত্বত্তঃ**—তুমি ছাড়া; **হিত-তমঃ**—হিতকারী; **বিদ্যতে**—অবস্থান করে; **ভোজ-বৃষ্ণিষু**—ভোজ ও বৃষ্ণিদের মধ্যে।

অনুবাদ

প্রিয় অক্রূর, দানপতি, মিত্রতাবশত আমার জন্য সাদরে কিছু কর। ভোজ ও বৃষ্ণিদের মধ্যে তোমার মতো আমাদের প্রতি দয়ালু আর কেউ নেই।

শ্লোক ২৯

অতস্ত্বামাশ্রিতঃ সৌম্য কার্যগৌরবসাধনম্ ।
যথেন্দ্রো বিষ্ণুমাশ্রিত্য স্বার্থমধ্যগমদ্বিভুঃ ॥ ২৯ ॥

অতঃ—সুতরাং; **ত্বাম্**—তোমার উপর; **আশ্রিতঃ**—(আমি) নির্ভর করছি; **সৌম্য**—হে সৌম্য; **কার্য**—কর্তব্য; **গৌরব**—শান্তভাবে; **সাধনম্**—পালন কর; **যথা**—যেমন; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **বিষ্ণুম্**—শ্রীবিষ্ণু; **আশ্রিত্য**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **স্ব-অর্থম্**—তার লক্ষ্য, **অধ্যগমৎ**—অর্জন করে; **বিভুঃ**—স্বর্গের শক্তিশালী রাজা।

অনুবাদ

সৌম্য অক্রূর, তুমি সর্বদা শান্তভাবে কর্তব্যপালন কর, আর তাই আমি তোমার উপর নির্ভর করছি, ঠিক যেভাবে শক্তিশালী ইন্দ্র তাঁর লক্ষ্য অর্জনের জন্য শ্রীবিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন।

শ্লোক ৩০

গচ্ছ নন্দব্রজং তত্র সুতাবানকদুন্দুভেঃ ।
আসাতে তাবিহানেন রথেনানয় মা চিরম্ ॥ ৩০ ॥

গচ্ছ—যাও; **নন্দ-ব্রজম্**—নন্দের ব্রজে; **তত্র**—সেখানে; **সুতৌ**—দুই পুত্র; **আনকদুন্দুভেঃ**—বসুদেবের; **আসাতে**—বাস করছে; **তৌ**—তাদের; **ইহ**—এখানে; **অনেন রথেন**—এই রথের দ্বারা; **আনয়**—নিয়ে এস; **মা চিরম্**—দেরি না করে।

অনুবাদ

যেখানে আনকদুন্দুভির দুই পুত্র বাস করছে, সেই নন্দের গ্রামে তুমি গমন কর আর বিলম্ব না করে এই রথে করে তাদের নিয়ে এসো।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নোক্ত আকর্ষণীয় টীকা প্রদান করেছেন—"কংস যখন 'এই রথে করে' কথাটি বলছে এবং তার তর্জনী দ্বারা একটি আকর্ষণীয় নতুন রথের দিকে নির্দিষ্টভাবে দেখাচ্ছে, তখন কংস ভেবেছিল যে, অক্রূর যেহেতু নিরীহ প্রকৃতির, তাই সে যখন এই চমৎকার নতুন রথটি দেখবে, স্বাভাবিকভাবেই সেটি চালনা করতে সে চাইবে এবং সত্বর সেই দুই বালককে ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু একটি নতুন রথে অক্রূরের গমন করার প্রকৃত কারণ হল, দুরাত্মা কংস দ্বারা ইতিমধ্যেই ব্যবহৃত কোনও রথে আরোহণ করা পরমেশ্বর ভগবানের পক্ষে নিতান্তই বিসদৃশ হত।"

শ্লোক ৩১

নিসৃষ্টঃ কিল মে মৃত্যুর্দেবৈর্বৈকুণ্ঠসংশ্রয়ৈঃ ।
তাবানয় সমং গোপৈর্নন্দাদ্যৈঃ সাভ্যুপায়নৈঃ ॥ ৩১ ॥

নিসৃষ্টঃ—প্রেরিত হয়েছে; **কিল**—নিশ্চিতরূপে; **মে**—আমার; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **দেবৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **বৈকুণ্ঠ**—শ্রীবিষ্ণুর; **সংশ্রয়ৈঃ**—যারা আশ্রিত; **তৌ**—তাঁদের দুজনকে; **আনয়**—আনয়ন কর; **সমম্**—একসাথে; **গোপৈঃ**—গোপগণ; **নন্দ-আদ্যৈঃ**—নন্দ প্রভৃতি; **স**—সঙ্গে; **অভ্যুপায়নৈঃ**—উপহার।

অনুবাদ

বিষ্ণুর আশ্রিত দেবতাগণ এই দুই বালককে আমার মৃত্যুরূপে প্রেরণ করেছে। তাদের এখানে নিয়ে এস আর নন্দ ও অন্যান্য গোপগণও শ্রদ্ধার্ঘসহ এখানে আসুক।

শ্লোক ৩২

ঘাতয়িষ্য ইহানীতৌ কালকল্পেন হস্তিনা ।
যদি মুক্তৌ ততো মল্লৈর্ঘাতয়ে বৈদ্যুতোপমৈঃ ॥ ৩২ ॥

ঘাতয়িষ্যে—আমি তাদের বধ করব; **ইহ**—এখানে; **আনীতৌ**—আনীত হলে; **কালকল্পেন**—স্বয়ং কালান্তক রূপ; **হস্তিনা**—হস্তী দ্বারা; **যদি**—যদি; **মুক্তৌ**—তারা রক্ষা পায়; **ততঃ**—তখন; **মল্লৈঃ**—মল্লযোদ্ধাদের দ্বারা; **ঘাতয়ে**—আমি তাদের বিনাশ করব; **বৈদ্যুত**—বজ্র; **উপমৈঃ**—সদৃশ।

অনুবাদ

কৃষ্ণ ও বলরামকে এখানে আনবার পরে আমি স্বয়ং যমতুল্য আমার হস্তী দ্বারা তাদের হত্যা করব আর দৈবাৎ যদি তারা তা থেকে নিষ্কৃতি পায়, তখন আমি বজ্রতুল্য আমার মল্লযোদ্ধাদের দ্বারা তাদের বধ করাব।

শ্লোক ৩৩

তয়োর্নিহতয়োস্তপ্তান্ বসুদেবপুরোগমান্ ।
তদ্বন্ধূন্ নিহনিষ্যামি বৃষ্ণিভোজদশার্হকান্ ॥ ৩৩ ॥

তয়ঃ—তারা দুজন; **নিহতয়োঃ**—নিহত হলে; **তপ্তান্**—শোকসন্তপ্ত; **বসুদেব-পুরোগমান্**—বসুদেব প্রমুখ; **তদ্বন্ধূন্**—তাদের বন্ধুদের; **নিহনিষ্যামি**—আমি বধ করব; **বৃষ্ণি-ভোজ-দশার্হকান্**—বৃষ্ণি, ভোজ ও দশার্হগণকে।

অনুবাদ

এই দুজন নিহত হলে আমি বসুদেবকে এবং বৃষ্ণি, ভোজ ও দশার্হ বংশজাত তাদের সকল শোকসন্তপ্ত বান্ধবদের বধ করব।

তাৎপর্য

আজকের দিনেও সারা বিশ্ব জুড়ে দুরাত্মা রাজনৈতিক নেতারা এই ধরনের পরিকল্পনা করে তা পালন করছে।

শ্লোক ৩৪

উগ্রসেনং চ পিতরং স্থবিরং রাজ্যকামুকম্ ।
তদ্‌ভ্রাতরং দেবকং চ যে চান্যে বিদ্বিষো মম ॥ ৩৪ ॥

উগ্রসেনম্—রাজা উগ্রসেন; **চ**—এবং; **পিতরম্**—আমার পিতা; **স্থবিরম্**—বৃদ্ধ; **রাজ্য**—রাজ্য; **কামুকম্**—লোভী; **তৎ-ভ্রাতরম্**—তার ভ্রাতা; **দেবকম্**—দেবক; **চ**—ও; **যে**—যে; **চ**—এবং; **অন্যে**—অন্যান্য; **বিদ্বিষঃ**—শত্রুদের; **মম**—আমার।

অনুবাদ

আমার রাজ্যলোভী বৃদ্ধ পিতা উগ্রসেন, তার ভ্রাতা দেবক ও আমার অন্যান্য সকল শত্রুদেরও আমি হত্যা করব।

শ্লোক ৩৫

ততশ্চৈষা মহী মিত্র ভবিত্রী নষ্টকণ্টকা ॥ ৩৫ ॥

ততঃ—অতঃপর; **চ**—এবং; **এষা**—এই; **মহী**—পৃথিবী; **মিত্র**—হে মিত্র; **ভবিত্রী**—হবে; **নষ্ট**—শূন্য; **কণ্টকা**—কণ্টক।

অনুবাদ

হে মিত্র, অতঃপর এই পৃথিবী কণ্টকশূন্য হবে।

শ্লোক ৩৬

জরাসন্ধো মম গুরুর্দ্বিবিদো দয়িতঃ সখা ।
শম্বরো নরকো বাণো ময্যেব কৃতসৌহৃদাঃ ।
তৈরহং সুরপক্ষীয়ান্ হত্বা ভোক্ষ্যে মহীং নৃপান্ ॥ ৩৬ ॥

জরাসন্ধঃ—জরাসন্ধ; **মম**—আমার; **গুরুঃ**—জ্যেষ্ঠ (শ্বশুর); **দ্বিবিদঃ**—দ্বিবিদ; **দয়িতঃ**—আমার প্রিয়; **সখা**—সখা; **শম্বরঃ**—শম্বর; **নরকঃ**—নরক; **বাণঃ**—বাণ; **ময়ি**—আমার; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **কৃত-সৌহৃদাঃ**—মিত্রভাবাপন্ন; **তৈঃ**—তাদের দ্বারা; **অহম্**—আমি; **সুর**—দেবতাদের; **পক্ষীয়ান্**—পক্ষের; **হত্বা**—হত্যা করে; **ভোক্ষ্যে**—ভোগ করব; **মহীম্**—পৃথিবী; **নৃপান্**—রাজা।

অনুবাদ

আমার গুরুজন জরাসন্ধ ও প্রিয় সখা দ্বিবিদের মতোই শম্বর, নরক ও বাণ আমার দৃঢ় শুভাকাঙ্ক্ষী। দেবতাদের পক্ষ গ্রহণকারী রাজাদের হত্যা করতে আমি এদের ব্যবহার করব আর তারপর আমি পৃথিবী শাসন করব।

শ্লোক ৩৭

এতজ্ জ্ঞাত্বানয় ক্ষিপ্রং রামকৃষ্ণাবিহার্ভকৌ ।
ধনুর্মখনিরীক্ষার্থং দ্রষ্টুং যদুপুরশ্রিয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

এতৎ—এই; **জ্ঞাত্বা**—অবগত হয়ে; **আনয়**—আনয়ন কর; **ক্ষিপ্রম্**—সত্বর; **রাম-কৃষ্ণৌ**—বলরাম ও কৃষ্ণকে; **ইহ**—এখানে; **অর্ভকৌ**—বালকদের; **ধনুঃমখ**—ধনুর্যজ্ঞ; **নিরীক্ষা-অর্থম্**—সাক্ষী হওয়ার জন্য; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করার জন্য; **যদু-পুর**—যদু বংশের রাজধানীর; **শ্রিয়ম্**—ঐশ্বর্য।

অনুবাদ

এখন তুমি আমার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করেছ, সত্বর যাও, ধনুর্যজ্ঞ ও যদুপুরীর ঐশ্বর্য দর্শন করার জন্য কৃষ্ণ ও বলরামকে নিয়ে এস।

শ্লোক ৩৮

শ্রীঅক্রূর উবাচ

রাজন্ মনীষিতং সধ্র্যক্ তব স্বাবদ্যমার্জনম্ ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমং কুর্যাদ্দৈবং হি ফলসাধনম্ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীঅক্রূরঃ উবাচ—শ্রীঅক্রূর বললেন; **রাজন্**—হে রাজন; **মনীষিতম্**—ভাবনা; **সধ্র্যক্**—সঠিক; **তব**—আপনার; **স্ব**—নিজের; **অবদ্য**—দুর্ভাগ্য; **মার্জনম্**—যা মার্জিত হবে; **সিদ্ধি অসিদ্ধ্যোঃ**—সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে; **সমম্**—সমান; **কুর্যাৎ**—করা উচিত; **দৈবম্**—দৈব; **হি**—শেষ পর্যন্ত; **ফল**—ফল; **সাধনম্**—অর্জনের কারণ।

অনুবাদ

শ্রীঅক্রূর বললেন—হে রাজন, আপনার দুর্ভাগ্য থেকে মুক্ত হবার কুশলী পন্থা আপনি রচনা করেছেন। তবুও, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে সমান জ্ঞান করা উচিত, কারণ নিশ্চিতভাবে দৈবই মানুষের কার্যের ফল প্রদান করে থাকে।

শ্লোক ৩৯

মনোরথান্ করোত্যুচ্চৈর্জনো দৈবহতানপি ।
যুজ্যতে হর্ষশোকাভ্যাং তথাপ্যাজ্ঞাং করোমি তে ॥ ৩৯ ॥

মনঃ-রথান্—তার বাসনা সকল; **করোতি**—করে থাকে; **উচ্চৈঃ**—ব্যগ্রভাবে; **জনঃ**—মানুষেরা; **দৈব**—দৈব দ্বারা; **হতান্**—প্রতিহত; **অপি**—হলেও; **যুজ্যতে**—সে সম্মুখীন হয়; **হর্ষ-শোকাভ্যাম্**—হর্ষ ও শোকের; **তথা অপি**—তবুও; **আজ্ঞাম্**—নির্দেশ; **করোমি**—আমি পালন করব; **তে**—আপনার।

অনুবাদ

মানুষের আকাঙ্ক্ষাপূরণ দৈব প্রতিহত করা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ তার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কর্ম করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে। তাই সে হর্ষ ও শোক উভয়েরই সম্মুখীন হয়। যদিও এটাই বাস্তব সত্য, তবু আমি আপনার নির্দেশ পালন করব।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন যে, যদিও অক্রুর যা বলেছিলেন তা ছিল বিনীত ও উৎসাহব্যঞ্জক, কিন্তু তার গুপ্ত অর্থ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন তা হল—"আপনার পরিকল্পনা কার্যকরী করার উপযুক্ত নয়, যদিও আপনি যেহেতু রাজা এবং আমি আপনার অধীন, তাই আমি তা পালন করব, কিন্তু যে কোনভাবেই হোক, আপনাকে মরতেই হবে।"

শ্লোক ৪০

শ্রীশুক উবাচ

এবমাদিশ্য চাক্রূরং মন্ত্রিণশ্চ বিসৃজ্য সঃ ।
প্রবিবেশ গৃহং কংসস্তথাক্রূরঃ স্বমালয়ম্ ॥ ৪০ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **আদিশ্য**—আদেশ প্রদান করে; **চ**—এবং; **অক্রূরম্**—অক্রূর; **মন্ত্রিণঃ**—তাঁর মন্ত্রিগণকে; **চ**—এবং; **বিসৃজ্য**—বিদায় দিয়ে; **সঃ**—সে; **প্রবিবেশ**—প্রবেশ করল; **গৃহম্**—তার গৃহে; **কংসঃ**—কংস; **তথা**—ও; **অক্রূরঃ**—অক্রূর; **স্বম্**—তাঁর নিজ; **আলয়ম্**—গৃহে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে অক্রূরকে নির্দেশ প্রদান করে রাজা কংস তার মন্ত্রীদের বিদায় দিয়ে গৃহে প্রবেশ করলে অক্রূরও গৃহে ফিরে গেলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'অরিষ্টাসুর বধ' নামক ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

কেশী ও ব্যোমাসুর বধ

এই অধ্যায়ে অশ্ব-দানব কেশীর বিনাশ, নারদ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের ভবিষ্যৎ লীলা সমূহের মহিমা কীর্তন এবং কৃষ্ণের ব্যোমাসুর বধ বর্ণনা করা হয়েছে।

কংসের নির্দেশে কেশী দানব এক বৃহদাকার অশ্বের রূপ ধারণ করে ব্রজে গমন করল। সে যখন এগিয়ে আসছিল, তখন তার উচ্চ হ্রেষারবে সকল অধিবাসী আতঙ্কিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ যখন দানবকে দেখতে পেলেন, তখন তিনি এগিয়ে এসে তাকে সামনে আসতে আহ্বান করলেন। কেশী কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হয়ে তার সামনের দুটি পা দিয়ে কৃষ্ণকে আঘাত করার চেষ্টা করল। কিন্তু কৃষ্ণ তার পা দুটি ধরে তাকে কয়েকবার ঘোরাতে ঘোরাতে অবশেষে শত ধনুক দূরে নিক্ষেপ করলেন। কেশী কিছু সময়ের জন্য অচেতন হয়ে পড়ে থাকল। দানবটি যখন আবার চেতনা ফিরে পেল, সে মুখ ব্যাদান করে পুনরায় ভয়ঙ্করভাবে কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হল। ভগবান তখন তার বাম বাহুটিকে অশ্বাসুরের মুখের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দিলেন এবং কেশী যখন বাহুটিকে দংশন করার চেষ্টা করল, সেটি তখন উত্তপ্ত লৌহ দণ্ডের মতো মনে হল। কৃষ্ণের বাহু আরও, আরও বর্ধিত হচ্ছিল আর অবশেষে দানবটির শ্বাসরুদ্ধ হল আর কেশী অত্যন্ত যন্ত্রণার মধ্যে তার প্রাণ ত্যাগ করল। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাহুটি সরিয়ে নিলেন। দানব বধের জন্য কোন প্রকার দম্ভ প্রদর্শন না করে তিনি শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তখন আকাশ হতে দেবতারা পুষ্পবর্ষণ এবং শ্রীকৃষ্ণের মহিমা স্তব করছিলেন।

কিছুক্ষণ বাদেই দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণ সমীপে আগমন করে বিভিন্নভাবে তাঁর ভবিষ্যৎ লীলা মহিমা স্তব, কীর্তন করে, তাঁকে প্রণাম করে প্রস্থান করলেন।

একদিন গোচারণকালে, কৃষ্ণ, বলরাম ও গোপবালকেরা লুকোচুরি খেলায় প্রবৃত্ত হলেন। কোনও বালক মেষ সাজলেন, কোনও বালক চোর সাজলেন এবং অন্যান্যরা মেষপালক সাজলেন। চোরেরা মেষেদের চুরি করলে পর মেষপালকেরা মেষদের অন্বেষণ করবে। এই খেলার সুযোগ গ্রহণ করে কংসের পাঠানো ব্যোম নামে এক অসুর গোপবালকের মতো নিজেকে সজ্জিত করে "চোর" পক্ষে যোগদান করল। সে একসঙ্গে কয়েকজন গোপবালককে অপহরণ করে এক পর্বতগুহায় নিক্ষেপ করে তাদের সেখানে রেখে প্রবেশপথটি প্রস্তরখণ্ড দিয়ে বন্ধ করে দিল। ধীরে ধীরে ব্যোমাসুর মাত্র চার-পাঁচ জন গোপবালক ছাড়া আর সকলকেই অপহরণ করল। দানবের কীর্তি দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণ তার পশ্চাতে ধাবিত হয়ে তাকে ধরলেন এবং বলির পশুকে কেউ যেভাবে বধ করে, ঠিক সেইভাবেই তাকে বধ করলেন।

শ্লোক ১-২

শ্রীশুক উবাচ

কেশী তু কংসপ্রহিতঃ খুরৈর্মহীং
মহাহয়ো নির্জরয়ন্ মনোজবঃ ।
সটাবধূতাভ্রবিমানসঙ্কুলং
কুর্বন্ নভো হেষিতভীষিতাখিলঃ ॥ ১ ॥
তং ত্রাসয়ন্তং ভগবান্ স্বগোকুলং
তদ্ধেষিতৈর্বালবিঘূর্ণিতাম্বুদম্ ।
আত্মানমাজৌ মৃগয়ন্তমগ্রণীর
উপাহ্বয়ৎ স ব্যনদন্ মৃগেন্দ্রবৎ ॥ ২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **কেশী**—কেশী নামক দৈত্য; **তু**—তখন; **কংসপ্রহিতঃ**—কংস দ্বারা প্রেরিত; **খুরৈঃ**—তার খুর দ্বারা; **মহীম্**—ভূমিতল; **মহাহয়ঃ**—বিশাল অশ্ব; **নির্জরয়ন্**—বিদীর্ণ করে; **মনঃ**—মনের মতো; **জবঃ**—গতি যার; **সটা**—কেশর; **অবধূতা**—সঞ্চালন করে; **অভ্র**—মেঘ; **বিমান**—ও বিমানসমূহ (দেবতাদের); **সঙ্কুলম্**—সঙ্কীর্ণ; **কুর্বন্**—সমাগত হল; **নভঃ**—আকাশ; **হেষিত**—তার হ্রেষা রবে; **ভীষিত**—ভীত; **অখিলঃ**—প্রত্যেকে; **তম্**—তাকে; **ত্রাসয়ন্তম্**—ত্রাস সৃষ্টি করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **স্ব-গোকুলম্**—তাঁর গোকুলের; **তৎ-হেষিতৈঃ**—সেই হ্রেষারব দ্বারা; **বাল**—পুচ্ছ দ্বারা; **বিঘূর্ণিত**—বিক্ষিপ্ত করে; **অম্বুদম্**—মেঘরাশি; **আত্মানম্**—নিজেকে; **আজৌ**—যুদ্ধার্থে; **মৃগয়ন্তম্**—অন্বেষণরত; **অগ্রণীঃ**—স্বয়ং অগ্রসর হলেন; **উপাহ্বয়ৎ**—আহ্বান করলেন; **সঃ**—কেশী; **ব্যনদন্**—গর্জন করল; **মৃগেন্দ্রবৎ**—সিংহের মতো।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—কংস কর্তৃক প্রেরিত কেশী দানব বৃহদাকার অশ্বরূপে ব্রজে উপস্থিত হল। মনের গতিতে ধাবিত হয়ে সে তার খুর দিয়ে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করছিল। আকাশব্যাপী দেবতাগণের বিমান ও মেঘরাশিকে তার কেশর দ্বারা বিক্ষিপ্ত করে তার উচ্চ হ্রেষাধ্বনি দ্বারা উপস্থিত সবাইকে সে আতঙ্কিত করছিল।

পরমেশ্বর ভগবান যখন দেখলেন যে, কিভাবে ভয়াবহ হ্রেষাধ্বনি ও তার পুচ্ছ দ্বারা মেঘরাশিকে সঞ্চালিত করে দানব তাঁর নিজ গোকুলকে ভীত করে

তুলেছে, তখন তিনি তার সম্মুখীন হওয়ার জন্য এগিয়ে এলেন। যুদ্ধ করার জন্য কেশী কৃষ্ণের অনুসন্ধান করছিল, তাই ভগবান যখন তার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে তাকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান করলেন, তখন অশ্বটি সিংহের মতো গর্জন করে সাড়া দিল।

শ্লোক ৩

স তং নিশাম্যাভিমুখো মুখেন খং
পিবন্নিবাভ্যদ্রবদত্যমর্ষণঃ ।
জঘান পদ্ভ্যামরবিন্দলোচনং
দুরাসদশ্চণ্ডজবো দুরত্যয়ঃ ॥ ৩ ॥

সঃ—কেশী; তম্—কৃষ্ণকে; **নিশাম্য**—দর্শন করে; **অভিমুখঃ**—তার সম্মুখে; **মুখেন**—তার মুখ দ্বারা; **খম্**—আকাশ; **পিবন্**—পান করার; **ইব**—মতো; **অভ্যদ্রবৎ**—তাঁর অভিমুখে ধাবিত হল; **অতি-অমর্ষণঃ**—অতি ক্রুদ্ধ হয়ে; **জঘান**—সে আক্রমণ করল; **পদ্ভ্যাম্**—তার দুই পায়ের দ্বারা; **অরবিন্দলোচনম্**—কমলনয়ন ভগবানকে; **দুরাসদঃ**—কারও কাছে পরাজয়ের অযোগ্য; **চণ্ড**—প্রচণ্ড; **জবঃ**—বেগশালী; **দুরত্যয়ঃ**—দুরতিক্রম।

অনুবাদ

তার সম্মুখে ভগবানকে দণ্ডায়মান দর্শন করে আকাশকে গলাধঃকরণের মতো মুখব্যাদান করে অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে কেশী তাঁর দিকে ধাবিত হল। প্রচণ্ড গতিতে দুরতিক্রম্য এবং কারও কাছে পরাজয়ের অযোগ্য অশ্বাসুর তার সামনের পা দুটি দিয়ে কমলনয়ন ভগবানকে আঘাত করার চেষ্টা করল।

শ্লোক ৪

তদ্বঞ্চয়িত্বা তমধোক্ষজো রুষা
প্রগৃহ্য দোর্ভ্যাং পরিবিধ্য পাদয়োঃ ।
সাবজ্ঞমুৎসৃজ্য ধনুঃশতান্তরে
যথোরগং তার্ক্ষ্যসুতো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

তৎ—সেই; **বঞ্চয়িত্বা**—পরিহার করে; **তম্**—তাকে; **অধোক্ষজঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **রুষা**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **প্রগৃহ্য**—ধারণ করে; **দোর্ভ্যাম্**—তাঁর দু'হাত দিয়ে; **পরিবিধ্য**—চতুর্দিকে ঘূর্ণন করে; **পাদয়োঃ**—তার পা দুখানি; **স-অবজ্ঞাম্**—হেলায়; **উৎসৃজ্য**—নিক্ষেপ

করলেন; **ধনুঃ**—ধনুর্দৈর্ঘ্যের; **শত**—এক শত; **অন্তরে**—দূরত্বে; **যথা**—যেমন; **উরগম্**—সর্পকে; **তার্ক্ষ্য**—কর্দমমুনির; **সুতঃ**—পুত্র (গরুড়); **ব্যবস্থিতঃ**—দণ্ডায়মান থাকলেন।

অনুবাদ

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কেশীর আঘাত এড়িয়ে গিয়ে, ক্রুদ্ধভাবে তার হাত দিয়ে দানবের পা দুখানি ধরে চতুর্দিকে শূন্যে ঘূর্ণন করে শত ধনুক দূরত্বে হেলায় নিক্ষেপ করলেন, ঠিক যেমন গরুড় কোনও সাপকে নিক্ষেপ করে। অতঃপর ভগবান কৃষ্ণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

শ্লোক ৫

সঃ লব্ধসংজ্ঞঃ পুনরুত্থিতো রুষা
ব্যাদায় কেশী তরসাপতদ্ধরিম্ ।
সোঽপ্যস্য বক্ত্রে ভুজমুত্তরং স্ময়ন্
প্রবেশয়ামাস যথোরগং বিলে ॥ ৫ ॥

সঃ—কেশী; **লব্ধ**—ফিরে পেয়ে; **সংজ্ঞঃ**—চেতনা; **পুনঃ**—পুনরায়; **উত্থিতঃ**—উত্থিত হয়ে; **রুষা**—ক্রোধে; **ব্যাদায়**—মুখ ব্যাদান করে; **কেশী**—কেশী; **তরসা**—দ্রুত; **অপতৎ**—ধাবিত হল; **হরিম্**—কৃষ্ণের দিকে; **সঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **অপি**—এবং; **অস্য**—তার; **বক্ত্রে**—মুখগহ্বরে; **ভুজম্**—তাঁর বাহু; **উত্তরম্**—বাম; **স্ময়ন্**—হাসতে হাসতে; **প্রবেশয়াম্ আস**—স্থাপন করলেন; **যথা**—যেমন; **উরগম্**—সর্প; **বিলে**—গর্তে প্রবেশ করে।

অনুবাদ

চেতনা ফিরে পেয়ে ক্রুদ্ধভাবে উত্থিত হয়ে মুখ ব্যাদান করে সে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণের জন্য ধাবিত হল। কিন্তু ভগবান হাসতে হাসতে তাঁর বাম বাহু অশ্বের মুখের ভিতর প্রবেশ করালেন যেন অতি সহজেই একটি সর্প গর্তমধ্যে প্রবেশ করল।

শ্লোক ৬

দন্তা নিপেতুর্ভগবদ্ভুজস্পৃশস্
তে কেশিনস্তপ্তময়স্পৃশো যথা ।
বাহুশ্চ তদ্দেহগতো মহাত্মনো
যথাময়ঃ সংববৃধে উপেক্ষিতঃ ॥ ৬ ॥

দন্তাঃ—দন্ত; **নিপেতুঃ**—পতিত হল; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **ভুজ**—বাহু; **স্পৃশঃ**—স্পর্শে; **তে**—তারা; **কেশিনঃ**—কেশীর; **তপ্তময়**—তপ্ত লৌহের; **স্পৃশঃ**—স্পর্শের; **যথা**—ন্যায়; **বাহুঃ**—বাহু; **চ**—এবং; **তৎ**—কেশীর; **দেহ**—দেহ; **গতঃ**—মধ্যগত; **মহাত্মনঃ**—পরমাত্মার; **যথা**—মতো; **আময়ঃ**—রোগাবস্থার (বিশেষত, পেট ফাঁপা); **সংববৃধে**—বৃহদাকারে বর্ধিত হচ্ছিল; **উপেক্ষিতঃ**—অবহেলিত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের বাহু স্পর্শ করা মাত্র কেশীর দন্তসমূহ তৎক্ষণাৎ পতিত হল যেন সেই বাহুটি দানবের কাছে তপ্ত লৌহের ন্যায় মনে হচ্ছিল। কেশীর দেহের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের বাহু তখন উপেক্ষিত উদরস্ফীতি রোগের ন্যায় বিরাটভাবে বৃদ্ধি পেতে লাগল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বর্ণনা করেছেন যে, যদিও শ্রীকৃষ্ণের বাহু নীল পদ্মের চেয়েও শীতল ও কোমল, কিন্তু কেশীর কাছে তা যেন বজ্র নির্মিত অত্যন্ত তপ্ত অনুভূত হয়েছিল।

শ্লোক ৭

সমেধমানেন স কৃষ্ণবাহুনা
নিরুদ্ধবায়ুশ্চরণাংশ্চ বিক্ষিপন্ ।
প্রস্বিন্নগাত্রঃ পরিবৃত্তলোচনঃ
পপাত লণ্ডং বিসৃজন্ ক্ষিতৌ ব্যসুঃ ॥ ৭ ॥

সমেধমানেন—ক্রমবর্ধমান; **সঃ**—সে; **কৃষ্ণ-বাহুনা**—শ্রীকৃষ্ণের বাহু দ্বারা; **নিরুদ্ধ**—রুদ্ধ হলে; **বায়ুঃ**—তার শ্বাস; **চরণান্**—তার পা দুটি; **চ**—এবং; **বিক্ষিপন্**—ইতস্তত নিক্ষেপ; **প্রস্বিন্ন**—ঘর্মাক্ত; **গাত্রঃ**—দেহে; **পরিবৃত্ত**—বিস্তৃত; **লোচনঃ**—নয়নে; **পপাত**—সে পতিত হল; **লণ্ডম্**—পুরীষ; **বিসৃজন্**—পরিত্যাগ করতে করতে; **ক্ষিতৌ**—ভূমিতে; **ব্যসুঃ**—প্রাণহীন।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের ক্রমবর্ধমান বাহু সম্পূর্ণরূপে কেশীর শ্বাসরোধ করলে, সে ইতস্তত পদনিক্ষেপ করে, ঘর্মাক্ত কলেবরে, বিস্ফারিত নয়নে, পুরীষ ত্যাগ করতে করতে প্রাণহীন হয়ে ভূমিতে পতিত হল।

শ্লোক ৮

তদ্দেহতঃ কর্কটিকাফলোপমাদ্
ব্যসোরপাকৃষ্য ভুজং মহাভুজঃ ।
অবিস্মিতোঽযত্নহতারিকঃ সুরৈঃ
প্রসূনবর্ষৈর্বিবর্ষদ্ভিরীড়িতঃ ॥ ৮ ॥

তৎ-দেহতঃ—কেশীর দেহ থেকে; **কর্কটিকা-ফল**—কর্কটিকা ফল; **উপমাৎ**—অনুরূপ; **ব্যসোঃ**—বিগত প্রাণ; **উপাকৃষ্য**—আকর্ষণ করে নিলেন; **ভুজম্**—তাঁর বাহু; **মহা-ভুজঃ**—মহাবাহু ভগবান; **অবিস্মিতঃ**—গর্বহীন; **অযত্ন**—অনায়াসে; **হত**—বধ করেছেন; **অরিকঃ**—তাঁর শত্রু; **সুরৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **প্রসূন**—পুষ্পের; **বর্ষৈঃ**—বর্ষণ সহকারে; **বিবর্ষদ্ভি**—যারা তার উপরে বর্ষণ করেছিলেন; **ঈড়িতঃ**—স্তব করলেন।

অনুবাদ

মহাবাহু কৃষ্ণ তখন কেশীর দেহমধ্য হতে দীর্ঘ কর্কটিকা ফলের ন্যায় তাঁর বাহু আকর্ষণ করে নিলেন। অনায়াসে তাঁর শত্রুকে বধ করা সত্ত্বেও গর্বশূন্য হয়ে ভগবান উপর থেকে দেবতাদের পুষ্প-বৃষ্টিরূপ পূজা গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৯

দেবর্ষিরুপসঙ্গম্য ভাগবতপ্রবরো নৃপ ।
কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্মাণং রহস্যেতদভাষত ॥ ৯ ॥

দেবর্ষিঃ—নারদ মুনি; **উপসঙ্গম্য**—আগমন করে; **ভাগবত**—ভগবৎ-ভক্ত; **প্রবরঃ**—শ্রেষ্ঠ; **নৃপ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **অক্লিষ্ট**—ক্লেশ রহিত; **কর্মাণম্**—যার কার্যাবলী; **রহসি**—একান্তে; **এতৎ**—এই; **অভাষত**—বললেন।

অনুবাদ

হে রাজন, অতঃপর ভগবদ্ভক্তশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদ মুনি অক্লিষ্টকর্মা শ্রীকৃষ্ণের কাছে আগমন করে একান্তে তাঁকে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

কংসের সঙ্গে কথা বলার পর নারদ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে গমন করেছিলেন। ভগবানের বৃন্দাবনলীলা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছিল এবং নারদ দেখতে চেয়েছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় লীলাসমূহ শুরু করুন।

শ্লোক ১০-১১

কৃষ্ণ কৃষ্ণাপ্রমেয়াত্মন্ যোগেশ জগদীশ্বর ।
বাসুদেবাখিলাবাস সাত্বতাং প্রবর প্রভো ॥ ১০ ॥
ত্বমাত্মা সর্বভূতানামেকো জ্যোতিরিবৈধসাম্ ।
গূঢ়ো গুহাশয়ঃ সাক্ষী মহাপুরুষ ঈশ্বরঃ ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ; **অপ্রমেয়-আত্মন্**—হে অজ্ঞেয়স্বরূপ; **যোগ-ঈশ**—হে সকল যোগ শক্তির মূল; **জগৎ-ঈশ্বর**—হে জগন্নাথ; **বাসুদেব**—হে বসুদেবপুত্র; **অখিল-আবাস**—হে সর্বজীবের আশ্রয়; **সাত্বতাম্ প্রবর**—হে যাদবশ্রেষ্ঠ; **প্রভো**—হে প্রভু; **ত্বম্**—আপনি; **আত্মা**—পরমাত্মা; **সর্বভূতানাম্**—সকল জীবের; **একঃ**—এক; **জ্যোতিঃ**—অগ্নি; **ইব**—মতো; **এধসাম্**—কাষ্ঠ মধ্যস্থ; **গূঢ়ঃ**—গুপ্ত; **গুহাশয়ঃ**—বুদ্ধিরও অগোচর; **সাক্ষী**—সাক্ষী; **মহা-পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা।

অনুবাদ

(নারদ মুনি বললেন—) হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, অজ্ঞেয় স্বরূপ, যোগেশ, জগন্নাথ! হে বাসুদেব, সর্বজীবাশ্রয়, যাদবশ্রেষ্ঠ! হে প্রভু, আপনি কাষ্ঠমধ্যে গুপ্ত বহ্নির মতো হৃদয় অভ্যন্তরে অদৃশ্যভাবে আসীন সর্বজীবের পরমাত্মা। আপনি সর্বসাক্ষী, মহাপুরুষ ও পরম নিয়ন্তা স্বরূপ।

শ্লোক ১২

আত্মনাত্মাশ্রয়ঃ পূর্বং মায়য়া সসৃজে গুণান্ ।
তৈরিদং সত্যসঙ্কল্পঃ সৃজস্যৎস্যবসীশ্বরঃ ॥ ১২ ॥

আত্মনা—আপনার আত্ম-শক্তি দ্বারা; **আত্মআশ্রয়ঃ**—আত্মার আশ্রয়; **পূর্বম্**—আদিতে; **মায়য়া**—আপনার মায়াশক্তি দ্বারা; **সসৃজে**—আপনি সৃষ্টি করেছেন; **গুণান্**—জড়া প্রকৃতির মূল গুণসমূহ; **তৈঃ**—যার মাধ্যমে; **ইদম্**—এই (ব্রহ্মাণ্ড); **সত্য**—সত্য; **সঙ্কল্পঃ**—ইচ্ছাসমূহ; **সৃজসি**—সৃষ্টি করেন; **অৎসি**—সংহার করেন; **অবসি**—ও পালন করেন; **ঈশ্বরঃ**—নিয়ন্তা।

অনুবাদ

আপনি সর্ব আত্মার আশ্রয় এবং পরম নিয়ন্তারূপে কেবলমাত্র আপনার ইচ্ছার দ্বারাই আপনি আপনার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। আপনার মায়াশক্তি দ্বারা আদিতে আপনি জড়া প্রকৃতির গুণসমূহ প্রকাশ করেছেন এবং তাদের মাধ্যমেই আপনি এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, পালন ও পরে বিনাশ সাধন করে থাকেন।

শ্লোক ১৩

স ত্বং ভূধরভূতানাং দৈত্যপ্রমথরক্ষসাম্ ।
অবতীর্ণো বিনাশায় সাধূনাং রক্ষণায় চ ॥ ১৩ ॥

সঃ—স্বয়ং; **ত্বম্**—আপনি; **ভূ-ধর**—নরপতি রূপে; **ভূতানাম্**—বর্তমান; **দৈত্য-প্রমথ-রক্ষসাম্**—বিভিন্ন ধরনের অসুরদের; **অবতীর্ণঃ**—আপনি অবতীর্ণ হয়েছেন; **বিনাশায়**—বিনাশের জন্য; **সাধূনাম্**—সাধুগণের; **রক্ষণায়**—রক্ষার জন্য; **চ**—এবং।

অনুবাদ

নরপতিরূপে, দৈত্য, প্রমথ ও রাক্ষস রূপে বিরাজমান বিভিন্ন অসুরদের সংহার করে সাধুজনের রক্ষার জন্যই আপনি সেই একই স্রষ্টা এখন এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন।

শ্লোক ১৪

দিষ্ট্যা তে নিহতো দৈত্যো লীলয়ায়ং হয়াকৃতিঃ ।
যস্য হেষিতসন্ত্রস্তাস্ত্যজন্ত্যনিমিষা দিবম্ ॥ ১৪ ॥

দিষ্ট্যা—ভাগ্যক্রমে (আমাদের); **তে**—আপনার দ্বারা; **নিহতঃ**—বধ হয়েছে; **দৈত্যঃ**—অসুর; **লীলয়া**—অবলীলায়; **অয়ম্**—এই; **হয়-আকৃতিঃ**—অশ্বরূপী; **যস্য**—যার; **হেষিত**—হ্রেষাধ্বনির দ্বারা; **সন্ত্রস্তাঃ**—ভীত হয়ে; **ত্যজন্তি**—পরিত্যাগ করতেন; **অনিমিষাঃ**—দেবতাগণ; **দিবম্**—স্বর্গ।

অনুবাদ

অশ্বরূপী অসুর এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল যে, তার হ্রেষাধ্বনিতে ভীত হয়ে দেবতারা তাঁদের স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ করছিলেন। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আপনি তাকে বিনাশের ক্রীড়া উপভোগ করেছেন।

শ্লোক ১৫-২০

চাণূরং মুষ্টিকং চৈব মল্লানন্যাংশ্চ হস্তিনম্ ।
কংসং চ নিহতং দ্রক্ষ্যে পরশ্বোঽহনি তে বিভো ॥ ১৫ ॥
তস্যানু শঙ্খযবনমুরাণাং নরকস্য চ ।
পারিজাতাপহরণমিন্দ্রস্য চ পরাজয়ম্ ॥ ১৬ ॥
উদ্বাহং বীরকন্যানাং বীর্যশুল্কাদিলক্ষণম্ ।
নৃগস্য মোক্ষণং শাপাদ্ দ্বারকায়াং জগৎপতে ॥ ১৭ ॥

স্যমন্তকস্য চ মণেরাদানং সহ ভার্যয়া ।
মৃতপুত্রপ্রদানং চ ব্রাহ্মণস্য স্বধামতঃ ॥ ১৮ ॥
পৌণ্ড্রকস্য বধং পশ্চাৎ কাশিপুর্যাশ্চ দীপনম্ ।
দন্তবক্রস্য নিধনং চৈদ্যস্য চ মহাক্রতৌ ॥ ১৯ ॥
যানি চান্যানি বীর্যানি দ্বারকামাবসন্ ভবান্ ।
কর্তা দ্রক্ষ্যাম্যহং তানি গেয়ানি কবিভির্ভুবি ॥ ২০ ॥

চাণূরম্—চাণূর; **মুষ্টিকম্**—মুষ্টিক; **চ**—এবং; **এব**—ও; **মল্লান্**—মল্লগণ; **অন্যান্**—অন্যান্য; **চ**—এবং; **হস্তিনম্**—হস্তী (কুবলয়াপীড়); **কংসম্**—রাজা কংস; **চ**—এবং; **নিহতম্**—নিহত; **দ্রক্ষ্যে**—আমি দেখব; **পরশ্বঃ**—পরশুদিন; **অহনি**—ঐদিন; **তে**—আপনার দ্বারা; **বিভো**—হে সর্বশক্তিমান ভগবান; **তস্য অনু**—অতঃপর; **শঙ্খ-যবনমুরাণাম্**—শঙ্খ (পঞ্চজন্য), কালযবন ও মুর অসুরগণের; **নরকস্য**—নরকাসুরের; **চ**—আরও; **পারিজাত**—স্বর্গের পারিজাত ফুল; **অপহরণম্**—অপহরণ; **ইন্দ্রস্য**—ইন্দ্রের; **চ**—এবং; **পরাজয়ম্**—পরাজয়; **উদ্বাহম্**—বিবাহ; **বীর**—বীর রাজাদের; **কন্যানাম্**—কন্যাদের; **বীর্য**—বীরত্বরূপ; **শুল্ক**—নববধূর বিনিময়ে প্রদত্ত; **আদি**—ইত্যাদি; **লক্ষণম্**—বৈশিষ্ট্য; **নৃগস্য**—রাজা নৃগের; **মোক্ষণম্**—উদ্ধার; **শাপাৎ**—অভিশাপ হতে; **দ্বারকায়াম্**—দ্বারকা নগরে; **জগৎপতে**—হে জগৎপতি; **স্যমন্তকস্য**—স্যমন্তক নামক; **চ**—এবং; **মণেঃ**—মণির; **আদানম্**—গ্রহণ; **সহ**—সহ; **ভার্যয়া**—পত্নী (জাম্ববতী); **মৃত**—মৃত; **পুত্র**—পুত্রের; **প্রদানম্**—এনে দেওয়া; **চ**—এবং; **ব্রাহ্মণস্য**—ব্রাহ্মণের; **স্ব-ধামতঃ**—আপনার স্বীয় ধাম (অর্থাৎ যমালয় থেকে); **পৌণ্ড্রকস্য**—পৌণ্ড্রকের; **বধম্**—বধ; **পশ্চাৎ**—পরে; **কাশিপুর্যাঃ**—কাশী নগরীর (বেনারস); **চ**—এবং; **দীপনম্**—দাহ; **দন্তবক্রস্য**—দন্তবক্রের; **নিধনম্**—বধ; **চৈদ্যস্য**—চৈদ্যর (শিশুপাল); **চ**—এবং; **মহা-ক্রতৌ**—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বিপুল রাজসূয় যজ্ঞের সময়; **যানি**—যে সকল; **চ**—এবং; **অন্যানি**—অন্যান্য; **বীর্যানি**—বীরত্বপূর্ণ কর্ম; **দ্বারকাম্**—দ্বারকায়; **আবসন্**—বাস করে; **ভবান্**—আপনি; **কর্তা**—সম্পাদন করবেন; **দ্রক্ষ্যামি**—দেখব; **অহম্**—আমি; **তানি**—তাদের; **গেয়ানি**—কীর্তন করবেন; **কবিভিঃ**—কবিগণও; **ভুবি**—এই পৃথিবীতে।

অনুবাদ

আর দুদিনের মধ্যেই, হে সর্বশক্তিমান ভগবান, চাণূর, মুষ্টিক ও অন্যান্য মল্লগণকে সেই কুবলয়াপীড় হস্তী ও রাজা কংস সহ আপনার হাতে নিহত হতে দেখব। এরপর আমি আপনাকে কালযবন, মুর, নরক এবং শঙ্খাসুরকে বধ করতে দেখব

এবং আমি আপনাকে, ইন্দ্রকে পরাজিত করে পারিজাত ফুলও হরণ করতে দর্শন করব। অতঃপর আমি দর্শন করব যে, বীরত্বরূপ শুল্কের বিনিময়ে বীর রাজাদের কন্যাগণকে আপনি বিবাহ করছেন। তারপর, আপনি দ্বারকায় রাজা নৃগকে অভিশাপ থেকে উদ্ধার করবেন এবং আপনার জন্য আরো এক পত্নী (জাম্ববতী) সহ স্যমন্তক মণি গ্রহণ করবেন। আপনার সেবক যমরাজের আলয় থেকে আপনি এক ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রকে ফিরিয়ে আনবেন আর তারপর আপনি পৌণ্ড্রককে বধ করবেন, কাশী নগরী দাহ করবেন, দন্তবক্রের বিনাশ করবেন ও বিশাল রাজসূয় যজ্ঞের সময় চেদি-রাজকে বধ করবেন। আপনার দ্বারকায় বাসের সময় অন্যান্য আরো কর্ম যা আপনি সম্পাদন করবেন সেই সঙ্গে এই সমস্ত বীরত্ব-লীলাসমূহও আমি দর্শন করব। দিব্য কবিগণের গানে এই সকল লীলা পৃথিবীতে কীর্তিত হয়ে থাকে।

শ্লোক ২১

অথ তে কালরূপস্য ক্ষপয়িষ্ণোরমুষ্য বৈ ।
অক্ষৌহিণীনাং নিধনং দ্রক্ষ্যাম্যর্জুনসারথেঃ ॥ ২১ ॥

অথ—অতঃপর; **তে**—আপনার দ্বারা; **কাল-রূপস্য**—কাল-রূপী; **ক্ষপয়িষ্ণোঃ**—বিনাশক; **অমুষ্য**—বিশ্বের (ভার); **বৈ**—নিশ্চিত; **অক্ষৌহিণীনাম্**—সমগ্র সেনাদের; **নিধনম্**—নিধন করবেন; **দ্রক্ষ্যামি**—আমি দর্শন করব; **অর্জুন-সারথেঃ**—অর্জুনের সারথিরূপে।

অনুবাদ

পরবর্তীকালে, ভূভার হরণের জন্য অর্জুনের সারথিরূপে সমগ্র অক্ষৌহিণী সেনা বিনাশক কালরূপী আপনাকে আমি দর্শন করব।

শ্লোক ২২

বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থয়া
সমাপ্তসর্বার্থমমোঘবাঞ্ছিতম্ ।
স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্তমায়া
গুণপ্রবাহং ভগবন্তমীমহি ॥ ২২ ॥

বিশুদ্ধ—বিশুদ্ধ; **বিজ্ঞান**—দিব্যচেতনা; **ঘনম্**—পূর্ণ; **স্ব-সংস্থয়া**—পরমানন্দ স্বরূপে; **সমাপ্ত**—প্রাপ্ত হচ্ছেন; **সর্ব**—সকল; **অর্থম্**—বিষয়; **অমোঘ**—অপ্রতিহত;

বাঞ্ছিতম্—ইচ্ছা সকল; **স্ব-তেজসা**—নিজ শক্তি দ্বারা; **নিত্য**—নিত্য; **নিবৃত্ত**—প্রতিহত; **মায়া**—মায়াময়, জড়া শক্তি; **গুণ**—গুণ; **প্রবাহম্**—প্রবাহ; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ঈমহি**—শরণ গ্রহণ করছি।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনার আশ্রয়ের জন্য আমরা আপনার শরণ গ্রহণ করছি। আপনি বিশুদ্ধ দিব্যচেতনা পূর্ণ পরমানন্দ স্বরূপে সর্বদা অবস্থান করেন। যেহেতু আপনার ইচ্ছা অপ্রতিহত তাই সকল অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হন এবং আপনার চিৎ শক্তির প্রভাবে মায়াময় গুণপ্রবাহ থেকে আপনি নিত্যত পৃথক অবস্থান করেন।

শ্লোক ২৩

ত্বামীশ্বরং স্বাশ্রয়মাত্মমায়য়া
বিনির্মিতাশেষবিশেষকল্পনম্ ।
ক্রীড়ার্থমদ্যাত্তমনুষ্যবিগ্রহং
নতোঽস্মি ধুর্যং যদুবৃষ্ণিসাত্বতাম্ ॥ ২৩ ॥

ত্বাম্—আপনাকে; **ঈশ্বরম্**—পরম নিয়ন্তা; **স্ব-আশ্রয়ম্**—স্বতন্ত্র; **আত্ম**—নিজ; **মায়য়া**—মায়াশক্তি দ্বারা; **বিনির্মিত**—রচিত; **অশেষ**—অসীম; **বিশেষ**—নির্দিষ্ট; **কল্পনম্**—পরিকল্পনা; **ক্রীড়া**—ক্রীড়ার; **অর্থম্**—জন্য; **অদ্য**—এখন; **আত্ত**—অঙ্গীকৃত; **মনুষ্য**—মানুষের মধ্যে; **বিগ্রহম্**—যুদ্ধ; **নতঃ**—প্রণাম করি; **অস্মি**—আমি; **ধুর্যম্**—শ্রেষ্ঠতম; **যদু-বৃষ্ণি-সাত্বতাম্**—যদু, বৃষ্ণি ও সাত্বত বংশের মধ্যে।

অনুবাদ

আপনি পরম নিয়ন্তা, স্বাশ্রয়, আপনাকে আমার প্রণাম নিবেদন করি। আপনার নিজ শক্তি দ্বারা এই প্রপঞ্চের অগণিত পরিকল্পনা বিশেষ রচনা করেন। এখন আপনি মানবিক যুদ্ধবিগ্রহে অংশগ্রহণে মনস্থ করে যদু, বৃষ্ণি ও সাত্বতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বীররূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্লোক ২৪

শ্রীশুক উবাচ

এবং যদুপতিং কৃষ্ণং ভাগবতপ্রবরো মুনিঃ ।
প্রণিপত্যাভ্যনুজ্ঞাতো যযৌ তদ্দর্শনোৎসবঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **যদু-পতিম্**—যদুপতি; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **ভাগবত-প্রবরঃ**—ভক্তশ্রেষ্ঠ; **মুনিঃ**—নারদ মুনি; **প্রণিপত্য**—

ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করে; **অভ্যনুজ্ঞাতঃ**—তাঁর (ভগবানের) অনুজ্ঞাক্রমে; **যযৌ**—গমন করলেন; **তৎ**—তাঁর, কৃষ্ণের; **দর্শন**—দর্শনে; **উৎসবঃ**—মহা-আনন্দিত।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে যদুপতি ভগবান কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে স্তব নিবেদন করে নারদ অবনত হয়ে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন। অতঃপর ভক্তশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদ প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করার পরমানন্দ অনুভব করতে করতে, ভগবানের অনুজ্ঞাক্রমে প্রস্থান করলেন।

শ্লোক ২৫

ভগবানপি গোবিন্দো হত্বা কেশিনমাহবে।
পশূনপালয়ৎ পালৈঃ প্রীতৈর্ব্রজসুখাবহঃ ॥ ২৫ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; **অপি**—ও; **গোবিন্দঃ**—গোবিন্দ; **হত্বা**—বধ করে; **কেশিনম্**—কেশী দানবকে; **আহবে**—যুদ্ধে; **পশূন্**—পশুগণকে; **অপালয়ৎ**—পালন করছিলেন; **পালৈঃ**—গোপবালকগণের সঙ্গে একত্রে; **প্রীতৈঃ**—সন্তুষ্টচিত্ত; **ব্রজ**—ব্রজবাসীগণের; **সুখ**—সুখ; **আবহঃ**—আনয়নকারী।

অনুবাদ

কেশী দানবকে যুদ্ধে বধ করার পর পরমেশ্বর ভগবান তাঁর আনন্দিত গোপবালক সহচরগণের সঙ্গে গাভী ও অন্যান্য পশুদের পালন করতে লাগলেন। এইভাবে তিনি সকল বৃন্দাবনবাসীর জন্য সুখ আনয়ন করলেন।

শ্লোক ২৬

একদা তে পশূন্ পালাশ্চারয়ন্তোঽদ্রিসানুষু।
চক্রুর্নিলায়নক্রীড়াশ্চোরপালাপদেশতঃ ॥ ২৬ ॥

একদা—একদিন; **তে**—তাঁরা; **পশূন্**—পশুদের; **পালাঃ**—গোপবালকগণ; **চারনতঃ**—চারণ করতে করতে; **অদ্রি**—পর্বতের; **সানুষু**—তটদেশে; **চক্রুঃ**—তাঁরা শুরু করলেন; **নিলায়ন**—"চুরি করে লুকানো"র; **ক্রীড়াঃ**—ক্রীড়া; **চোর**—চোরের; **পাল**—রক্ষকের; **অপদেশতঃ**—অভিনয় করে।

অনুবাদ

একদিন গোপবালকেরা যখন পর্বতের তটভাগে তাঁদের পশুদের চারণ করছিলেন, তখন চোর ও পশুপালকের ভূমিকায় অভিনয় করে তাঁরা 'চুরি করে লুকানো'-র খেলা খেলতে শুরু করলেন।

শ্লোক ২৭

তত্রাসন্ কতিচিচ্চোরাঃ পালাশ্চ কতিচিন্নৃপ ।
মেষায়িতাশ্চ তত্রৈকে বিজহ্রুরকুতোভয়াঃ ॥ ২৭ ॥

তত্র—যেখানে; **আসন্**—ছিল; **কতিচিৎ**—কেউ কেউ; **চোরাঃ**—চোর; **পালাঃ**—পশুপালক; **চ**—এবং; **কতিচিৎ**—কেউ কেউ; **নৃপ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **মেষায়িতাঃ**—মেষরূপে অভিনয়কারী; **চ**—এবং; **তত্র**—সেখানে; **একে**—তাঁদের কয়েকজন; **বিজহ্রুঃ**—খেলা করতে লাগলেন; **অকুতঃ-ভয়াঃ**—নির্ভয়ে।

অনুবাদ

হে রাজন, ঐ খেলায় কেউ চোর, কেউ মেষপালক এবং অন্যান্যরা মেষ রূপে অভিনয় করছিলেন। তাঁরা আনন্দে ও নির্ভয়ে তাঁদের খেলা খেলছিলেন।

শ্লোক ২৮

ময়পুত্রো মহামায়ো ব্যোমো গোপালবেষধৃক্ ।
মেষায়িতানপোবাহ প্রায়শ্চোরায়িতো বহূন্ ॥ ২৮ ॥

ময়-পুত্রঃ—ময় দানবের এক পুত্র; **মহা-মায়ঃ**—মহা মায়াবী; **ব্যোমঃ**—ব্যোম নামক; **গোপাল**—গোপ বালকের; **বেষ**—ছদ্মবেশ; **ধৃক্**—ধারণ করে; **মেষায়িতান্**—যারা মেষের অভিনয় করছিলেন; **অপোবাহ**—সে দূরে নিয়ে যাচ্ছিল; **প্রায়ঃ**—প্রায় সবাইকে; **চোরায়িতঃ**—চোর রূপে খেলার ভান করে; **বহূন্**—বহু।

অনুবাদ

ব্যোম নামক ময় দানবের এক মহা মায়াবী পুত্র তখন গোপবালকের ছদ্মবেশে সেখানে অবতীর্ণ হল। চোর রূপে খেলায় যোগদান করার ভান করে সে মেষরূপে অভিনয়কারী অধিকাংশ গোপবালককে চুরি করতে লাগল।

শ্লোক ২৯

গিরিদর্যাং বিনিক্ষিপ্য নীতং নীতং মহাসুরঃ ।
শিলয়া পিদধে দ্বারং চতুঃপঞ্চাবশেষিতাঃ ॥ ২৯ ॥

গিরি—পর্বতের; **দর্যাম্**—একটি গুহায়; **বিনিক্ষিপ্য**—নিক্ষেপ করে; **নীতম্ নীতম্**—ধীরে ধীরে তাঁদের আনয়ন করে; **মহা-অসুরঃ**—মহা দানব; **শিলয়া**—শিলাখণ্ড দ্বারা; **পিদধে**—সে বন্ধ করে দিচ্ছিল; **দ্বারম্**—প্রবেশপথ; **চতুঃ-পঞ্চ**—চার কিম্বা পাঁচ; **অবশেষিতাঃ**—অবশিষ্ট ছিল।

অনুবাদ

ধীরে ধীরে সেই মহাদানব আরও এবং আরও গোপবালককে অপহরণ করে এক পর্বতের গুহায় নিক্ষেপ করে তা প্রস্তরখণ্ড দিয়ে বন্ধ করে দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত মেষ রূপে অভিনয়কারী আর চার বা পাঁচজন মাত্র বালক খেলায় অবশিষ্ট ছিলেন।

শ্লোক ৩০

তস্য তৎ কর্ম বিজ্ঞায় কৃষ্ণঃ শরণদঃ সতাম্ ।
গোপান্ নয়ন্তং জগ্রাহ বৃকং হরিরিবৌজসা ॥ ৩০ ॥

তস্য—তার, ব্যোমাসুরের; **তৎ**—সেই; **কর্ম**—কর্ম; **বিজ্ঞায়**—সম্পূর্ণ অবগত হয়ে; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **শরণ**—আশ্রয়; **দঃ**—প্রদাতা; **সতাম্**—সাধু ভক্তগণের; **গোপান্**—গোপবালকদের; **নয়ন্তম্**—হরণকারী; **জগ্রাহ**—তিনি ধারণ করলেন; **বৃকম্**—নেকড়ে বাঘকে; **হরিঃ**—সিংহ; **ইব**—যেমনিভাবে; **ওজসা**—বলপূর্বক।

অনুবাদ

সাধু ভক্তগণের আশ্রয় প্রদাতা শ্রীকৃষ্ণ, ব্যোমাসুর যা করছিল তা সম্পূর্ণত অবগত হয়ে, যে সময়ে সে আরও গোপবালককে নিয়ে যাচ্ছিল তখন, সিংহ যেমনিভাবে নেকড়ে বাঘকে ধারণ করে, তেমনিভাবে বলপূর্বক দানবকে ধরলেন।

শ্লোক ৩১

স নিজং রূপমাস্থায় গিরীন্দ্রসদৃশং বলী ।
ইচ্ছন্ বিমোক্তুমাত্মানং নাশক্নোদ্ গ্রহণাতুরঃ ॥ ৩১ ॥

সঃ—সে, দানব; **নিজম্**—তার নিজের; **রূপম্**—রূপ; **আস্থায়**—ধারণ করে; **গিরি-ইন্দ্র**—রাজকীয় পর্বত; **সদৃশম্**—সদৃশ; **বলী**—বলশালী; **ইচ্ছন্**—চেয়েছিল; **বিমোক্তুম্**—মুক্ত করতে; **আত্মানম্**—নিজেকে; **ন অশক্নোৎ**—সে সমর্থ হয়নি; **গ্রহণ**—বলপূর্বক ধারণ দ্বারা; **আতুরঃ**—দুর্বল হয়ে পড়ল।

অনুবাদ

দানব তখন তার বিশাল পর্বতসদৃশ বিরাট ও বলশালী নিজ রূপে পরিবর্তিত হল। কিন্তু নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা কবলেও ভগবানের দৃঢ় মুষ্টির ধারণে দুর্বল হয়ে পড়ে, সে তা করতে সমর্থ হল না।

শ্লোক ৩২

তং নিগৃহ্যাচ্যুতো দোর্ভ্যাং পাতয়িত্বা মহীতলে ।
পশ্যতাং দিবি দেবানাং পশুমারমমারয়ৎ ॥ ৩২ ॥

তম্—তাকে; **নিগৃহ্য**—পীড়িত করে; **অচ্যুতঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **দোর্ভ্যাম্**—তাঁর দুই বাহুর দ্বারা; **পাতয়িত্বা**—তাকে পতিত করে; **মহীতলে**—ভূতলে; **পশ্যতাম্**—তাদের দর্শনের সময়; **দিবি**—স্বর্গস্থ; **দেবানাম্**—দেবতাদের; **পশু-মারম্**—যেভাবে যজ্ঞের পশুকে বধ করা হয়; **অমারয়ৎ**—তিনি তাকে বধ করলেন।

অনুবাদ

ভগবান অচ্যুত ব্যোমাসুরকে তাঁর বাহুমধ্যে দৃঢ়রূপে ধারণ করে ভূতলে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর দর্শনকারী স্বর্গের দেবতাদের সমক্ষে কৃষ্ণ তাকে, যজ্ঞের পশুকে যেভাবে বধ করা হয়, তেমনিভাবে বধ করলেন।

তাৎপর্য

আচার্যবর্গ থেকে আমরা জানতে পারি যে, যজ্ঞের পশুদের শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়।

শ্লোক ৩৩

গুহাপিধানং নির্ভিদ্য গোপান্ নিঃসার্য কৃচ্ছ্রতঃ ।
স্তূয়মানঃ সুরৈর্গোপৈঃ প্রবিবেশ স্বগোকুলম্ ॥ ৩৩ ॥

গুহা—গুহার; **পিধানম্**—অবরোধ; **নির্ভিদ্য**—ভঙ্গ করে; **গোপান্**—গোপবালকগণকে; **নিঃসার্য**—নিঃসারিত করে; **কৃচ্ছ্রতঃ**—কষ্টকর স্থান হতে; **স্তূয়মানঃ**—স্তুত হয়ে; **সুরৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **গোপৈঃ**—এবং গোপবালকদের দ্বারা; **প্রবিবেশ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **স্ব**—তাঁর নিজের; **গোকুলম্**—গোকুলে।

অনুবাদ

কৃষ্ণ তখন গুহার প্রবেশপথের প্রস্তরখণ্ডের অবরোধ চূর্ণ করে আটক গোপবালকগণকে নিরাপদে নিঃসারিত করলেন। অতঃপর দেবতা ও গোপবালকগণ তাঁর মহিমা গান করলে তিনি তাঁর গোকুলে প্রত্যাবর্তন করলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'কেশী ও ব্যোমাসুর বধ' নামক সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়

অক্রূরের বিষ্ণুলোক দর্শন

এই অধ্যায়ে মথুরায় কংসের পরিকল্পনাদি ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে অক্রূরের অবহিতকরণ, শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রাকালে গোপীগণের কাতরতা এবং যমুনার জল মধ্যে অক্রূরের বিষ্ণুলোক দর্শন বর্ণিত হয়েছে।

কৃষ্ণ ও বলরাম যখন অক্রূরকে অত্যন্ত সম্মান সহকারে পালঙ্কে সুখাসীন করলেন, তখন তিনি অনুভব করলেন যে, বৃন্দাবনে আসবার পথে তিনি যা অভিলাষ করেছিলেন, তা সবই পূর্ণ হয়েছে। সান্ধ্য ভোজনের পর কৃষ্ণ অক্রূরকে তাঁর যাত্রাপথের কুশল এবং তিনি ভাল আছেন কিনা তা জিজ্ঞাসা করলেন। কংস তাঁদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি কিরকম আচরণ করছে, ভগবান তাও জিজ্ঞাসা করলেন। অবশেষে তিনি অক্রূরকে তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

কংস কিভাবে যাদবগণের উপর অত্যাচার করছেন, নারদ কংসকে কি বলেছিলেন এবং কংস কিভাবে বসুদেবের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করছেন, অক্রূর এই সকল কথা বর্ণনা করলেন। ধনুর্যজ্ঞ দর্শনের অছিলায় এবং মল্লক্রীড়ায় যুক্ত করে কৃষ্ণ ও বলরামকে আনয়ন করে তাঁদের হত্যা করার কংসের আকাঙ্ক্ষার কথাও অক্রূর বললেন। এইসব কথা শুনে কৃষ্ণ ও বলরাম উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন। তাঁরা তাঁদের পিতা নন্দের কাছে গিয়ে কংসের নির্দেশের কথা তাঁকে জ্ঞাপন করলেন। নন্দ তখন সকল ব্রজবাসীগণের প্রতি এক নির্দেশ জারি করলেন যে, তাঁরা যাতে রাজার জন্য বিভিন্ন অর্পণ সামগ্রী সংগ্রহ করে মথুরায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন।

কৃষ্ণ ও বলরাম মথুরায় যাচ্ছেন শ্রবণ করে গোপীগণ অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তাঁরা সকল বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে কৃষ্ণ-লীলার স্মরণ করতে লাগলেন। কৃষ্ণকে তাঁদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তাঁরা বিধাতাকে দোষারোপ করতে করতে বিলাপ করতে লাগলেন। তাঁরা বললেন যে, অক্রূর তাঁর নামের যোগ্য নন (অ='না', ক্রূর='নিষ্ঠুর'), কারণ তিনি এতই নিষ্ঠুর যে, তিনি তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণকে নিয়ে যাচ্ছেন। "ভাগ্যও নিশ্চয়ই আমাদের বিরুদ্ধে", এই বলে তাঁরা পরিতাপ করতে লাগলেন, "তা না হলে ব্রজের জ্যেষ্ঠগণ কেন কৃষ্ণকে যেতে নিষেধ করছেন না। তাই চল, আমাদের লজ্জা ভুলে গিয়ে আমরাই ভগবান মাধবকে যাওয়া থেকে বিরত করার চেষ্টা করি।" এই সব কথার সঙ্গে গোপীগণ কৃষ্ণের নাম কীর্তন করতে করতে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

কিন্তু তাঁদের ক্রন্দন সত্ত্বেও অক্রূর তাঁর রথে করে কৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলেন। গোকুলের গোপগণ তাঁর শকটের পেছনে অনুগমন করলেন আর গোপীগণও পেছনে পেছনে কিছুদূর হেঁটে গেলেন, কিন্তু তখন কৃষ্ণ কর্তৃক দৃষ্টিপাত ও ইঙ্গিত প্রাপ্ত হয়ে এবং "আমি ফিরে আসব" বলে কৃষ্ণ সংবাদ প্রেরণ করার পর তাঁরা শান্ত হলেন। তাঁদের হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণ-মগ্না হয়ে, যতক্ষণ পর্যন্ত রথের ধ্বজা দেখা যায় কিম্বা পথের ধূলি-মেঘ উত্থিত হয়, ততক্ষণ চিত্রার্পিতের মতো গোপীগণ দণ্ডায়মান থাকলেন। অতঃপর সর্বক্ষণ কৃষ্ণের গরিমা কীর্তন করতে করতে তাঁরা হতাশভাবে তাঁদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

অক্রূর রথটিকে যমুনার তীরে থামালেন যাতে কৃষ্ণ ও বলরাম আচমন ক্রিয়া অনুষ্ঠান করতে পারেন এবং জল পান করেন। ভগবানদ্বয় রথে ফিরে এলে অক্রূর যমুনায় স্নান করার জন্য তাঁদের অনুমতি গ্রহণ করলেন। অক্রূর যখন বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করছিলেন, তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে জলমধ্যে কৃষ্ণ ও বলরামকে দণ্ডায়মান দর্শন করলেন। অক্রূর জল থেকে উঠে রথে ফিরে গিয়ে দেখলেন যে, তাঁরা তখনও সেখানেই বসে রয়েছেন। তাই যে দুই মূর্তি তিনি সেখানে দেখেছিলেন, তা সত্যি না মিথ্যে সেটি যাচাই করবার জন্য তখন তিনি জলে ফিরে গেলেন।

অক্রূর জলমধ্যে চতুর্ভুজ ভগবান বাসুদেবকে দর্শন করলেন। তাঁর বর্ণ ছিল নবঘনশ্যাম, তিনি পীতবর্ণের বসন পরিধান করেছিলেন এবং সহস্রফণাধর অনন্তশেষের ক্রোড়ে শায়িত ছিলেন। ভগবান বাসুদেব সিদ্ধ, ভুজগরাজ ও অসুরদের দ্বারা স্তুত হচ্ছিলেন, এবং তিনি তাঁর পার্ষদগণ দ্বারা বেষ্টিত ছিলেন। তিনি তাঁর বহু শক্তিসমূহ যেমন শ্রী, পুষ্টি এবং ইলা দ্বারা পরিষেবিত হচ্ছিলেন এবং ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতাগণ তাঁর স্তব গান করছিলেন। এবম্বিধ দর্শনে আনন্দিত হয়ে অক্রূর বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে গদগদ কণ্ঠে পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে স্তব নিবেদন করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

সুখোপবিষ্টঃ পর্যঙ্কে রামকৃষ্ণোরুমানিতঃ ।
লেভে মনোরথান্ সর্বান্ পথি যান্ স চকার হ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **সুখ**—সুখে; **উপবিষ্টঃ**—আসীন; **পর্যঙ্কে**—পালঙ্কে; **রাম-কৃষ্ণ**—শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা; **উরু**—অত্যন্ত; **মানিতঃ**

—সম্মানিত; **লেভে**—প্রাপ্ত হলেন; **মনঃ-রথান্**—তাঁর অভিলাষসমূহ; **সর্বান্**—সকল; **পথি**—পথে; **যান্**—যা; **সঃ**—তিনি; **চকার হ**—ভেবেছিলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—বলরাম ও কৃষ্ণ কর্তৃক অত্যন্ত সম্মানিত হয়ে পালঙ্কে সুখে উপবিষ্ট হয়ে অক্রূর অনুভব করলেন পথিমধ্যে তিনি যে সকল আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন তা সবই পূর্ণ হয়েছে।

শ্লোক ২

কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে ।
তথাপি তৎপরা রাজন্ নহি বাঞ্ছন্তি কিঞ্চন্ ॥ ২ ॥

কিম্—কি; **অলভ্যম্**—অপ্রাপ্ত থাকে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রসন্নে**—প্রসন্ন হলে; **শ্রী**—লক্ষ্মীদেবীর; **নিকেতনে**—নিবাসস্থল; **তথা অপি**—তথাপি; **তৎ-পরাঃ**—তাঁর ঐকান্তিক ভক্তগণ; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **ন**—না; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **বাঞ্ছন্তি**—আকাঙ্ক্ষা করেন না; **কিঞ্চন**—কোন কিছু।

অনুবাদ

হে রাজন, লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয়স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানকে যে সন্তুষ্ট করেছে, তার আর কিই বা অপ্রাপ্ত থাকতে পারে? তবুও তাঁর ঐকান্তিক ভক্তগণ তাঁর কাছ থেকে কোন কিছুই প্রার্থনা করেন না।

শ্লোক ৩

সায়ন্তনাশনং কৃত্বা ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।
সুহৃৎসু বৃত্তং কংসস্য পপ্রচ্ছান্যচ্চিকীর্ষিতম্ ॥ ৩ ॥

সায়ন্তন—সন্ধ্যাকালীন; **আসনম্**—ভোজ; **কৃত্বা**—সমাপ্ত করে; **ভগবান্**—ভগবান; **দেবকী-সুতঃ**—দেবকীর পুত্র; **সুহৃৎসু**—তাঁর আত্মীয় ও বন্ধুগণের প্রতি; **বৃত্তম্**—আচরণ সম্বন্ধে; **কংসস্য**—কংসের; **প্রপচ্ছ**—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন; **অন্যৎ**—অন্যান্য; **চিকীর্ষিতম্**—উদ্দেশ্যসমূহ।

অনুবাদ

সান্ধ্য ভোজনের পর দেবকী-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, কংস তাঁর আত্মীয় বন্ধুদের প্রতি কিরকম আচরণ করছে এবং রাজা আর কি করার পরিকল্পনা করছে, সেই বিষয়ে অক্রূরকে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্লোক ৪

শ্রীভগবানুবাচ

তাত সৌম্যাগতঃ কচ্চিৎ স্বাগতং ভদ্রমস্তু বঃ ।
অপি স্বজ্ঞাতিবন্ধূনামনমীবমনামযম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **তাত**—হে তাত; **সৌম্য**—হে সৌম্য; **আগতঃ**—আগমন করেছেন; **কচ্চিৎ**—কি; **সু-আগতম্**—স্বাগতম; **ভদ্রম্**—কুশল; **অস্তু**—হউক; **বঃ**—তোমার; **অপি**—কিনা; **স্ব**—তোমাদের নিজেদের; **জ্ঞাতি**—অন্তরঙ্গ আত্মীয়; **বন্ধূনাম্**—বন্ধুগণ; **অনমীবম্**—সুখে; **অনাময়ম্**—আরোগ্যে।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে তাত, হে সৌম্য অক্রূর, তোমার সুখে আগমন হয়েছে তো? তোমার মঙ্গল হউক। আমাদের নিকট ও দূরসম্পর্কের আত্মীয় ও শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা সুখে ও সুস্বাস্থ্যে রয়েছে তো?

শ্লোক ৫

কিং নু নঃ কুশলং পৃচ্ছে এধমানে কুলাময়ে ।
কংসে মাতুলনাম্নাঙ্গ স্বানাং নস্তৎপ্রজাসু চ ॥ ৫ ॥

কিম্—কি; **নু**—আর; **নঃ**—আমাদের; **কুশলম্**—কুশল; **পৃচ্ছে**—আমি জিজ্ঞাসা করব; **এধবানে**—সে যখন বৃদ্ধিমান; **কুল**—আমাদের পরিবারের; **আময়ে**—ব্যাধি; **কংসে**—রাজা কংস; **মাতুল-নাম্না**—নামেমাত্র মাতুল; **অঙ্গ**—হে প্রিয়; **স্বানাম্**—আত্মীয়গণের; **নঃ**—আমাদের; **তৎ**—তার; **প্রজাসু**—প্রজাগণের; **চ**—এবং।

অনুবাদ

কিন্তু, হে প্রিয় অক্রূর, যখন আমাদের পরিবারের ব্যাধিস্বরূপ মাতুল নামধারী রাজা কংস বৃদ্ধিশীল রয়েছে, তখন আমাদের পরিবারের সদস্য ও তার অন্যান্য প্রজাগণের সম্পর্কে আমার আর কিই বা জিজ্ঞাসা করা উচিত?

শ্লোক ৬

অহো অস্মদ্ ভূরি পিত্রোর্বৃজিনমার্যয়োঃ ।
যদ্ধেতোঃ পুত্রমরণং যদ্ধেতোর্বন্ধনং তয়োঃ ॥ ৬ ॥

অহো—আঃ; **অস্মৎ**—আমার জন্য; **অভূৎ**—হল; **ভূরি**—প্রভূত; **পিত্রোঃ**—আমার পিতামাতার; **বৃজিনম্**—দুঃখভোগ; **আর্যয়োঃ**—নিরপরাধ; **যৎ-হেতোঃ**—আমার

জন্যই; পুত্র—তাঁদের পুত্রদের; মরণম্—মৃত্যু হল; যৎ-হেতোঃ—আমার জন্যই; বন্ধনম্—বন্ধন; তয়োঃ—তাঁদের।

অনুবাদ

দেখ, আমি কতখানি আমার নিরপরাধ পিতা মাতার দুঃখের কারণ হয়েছি! আমার জন্যই তাঁদের পুত্রগণ বধ হয়েছেন এবং তাঁরা নিজেরা কারারুদ্ধ হয়েছেন।

তাৎপর্য

যেহেতু কংস দৈববাণী শ্রবণ করেছিল যে, দেবকীর অষ্টম পুত্র তাকে হত্যা করবে, তাই সে তাঁর সকল সন্তানকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। একই কারণে সে তাঁকে ও তাঁর স্বামী বসুদেবকে বন্দী করেছিল।

শ্লোক ৭

দিষ্ট্যাদ্য দর্শনং স্বানাং মহ্যং বঃ সৌম্য কাঙ্ক্ষিতম্ ।
সঞ্জাতং বর্ণ্যতাং তাত তবাগমনকারণম্ ॥ ৭ ॥

দিষ্ট্যা—সৌভাগ্যবশত; **অদ্য**—আজ; **দর্শনম্**—দর্শন হল; **স্বানাম্**—জ্ঞাতি; **মহ্যম্**—আমার; **বঃ**—তোমার; **সৌম্য**—হে সৌম্য; **কাঙ্ক্ষিতম্**—অভীষ্ট; **সঞ্জাতম্**—ঘটল; **বর্ণ্যতাম্**—বর্ণনা কর; **তাত**—হে তাত; **তব**—তোমার; **আগমন**—আগমনের; **কারণম্**—কারণ।

অনুবাদ

সৌভাগ্যবশত, আমাদের জ্ঞাতি, তোমাকে দর্শন করার অভীষ্ট আজ পূর্ণ হল। হে সৌম্য তাত, দয়া করে তোমার আগমনের কারণ আমাদের বর্ণনা কর।

শ্লোক ৮

শ্রীশুক উবাচ

পৃষ্টো ভগবতা সর্বং বর্ণয়ামাস মাধবঃ ।
বৈরানুবন্ধং যদুষু বসুদেববধোদ্যমম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **ভগবতা**—ভগবান দ্বারা; **সর্বম্**—সমস্ত কিছু; **বর্ণয়াম্ আস**—বর্ণনা করলেন; **মাধবঃ**—মধুবংশজাত অক্রূর; **বৈর-অনুবন্ধম্**—শত্রুতাচারণ; **যদুষু**—যদুগণের প্রতি; **বসুদেব**—বসুদেবকে; **বধ**—বধ করার; **উদ্যমম্**—চেষ্টা।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ভগবানের জিজ্ঞাসার উত্তরে মধুবংশজাত অক্রূর, রাজা কংসের যদুগণের প্রতি শত্রুতাচরণ এবং বসুদেবকে তার হত্যার চেষ্টা সহ সকল পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ৯

যৎসন্দেশো যদর্থং বা দূতঃ সংপ্রেষিতঃ স্বয়ম্ ।
যদুক্তং নারদেনাস্য স্বজন্মানকদুন্দুভেঃ ॥ ৯ ॥

যৎ—যে; **সন্দেশঃ**—সংবাদ; **যৎ**—যে; **অর্থম্**—উদ্দেশ্যে; **বা**—এবং; **দূতঃ**—দূত রূপে; **সংপ্রেষিতঃ**—প্রেরিত হয়েছেন; **স্বয়ম্**—নিজে (অক্রূর); **যৎ**—যা; **উক্তম্**—বলেছিলেন; **নারদেন**—নারদ; **অস্য**—তাকে (কংসকে); **স্ব**—তাঁর (কৃষ্ণের); **জন্ম**—জন্ম; **আনকদুন্দুভেঃ**—বসুদেব হতে।

অনুবাদ

যে সংবাদ প্রদান করার জন্য তিনি প্রেরিত হয়েছেন, অক্রূর তা নিবেদন করলেন। তিনি কংসের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং কৃষ্ণ যে বসুদেবপুত্র রূপে জন্ম নিয়েছেন, নারদ কর্তৃক কংসকে তা জ্ঞাপন করার কথাও বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ১০

শ্রুত্বাক্রূরবচঃ কৃষ্ণো বলশ্চ পরবীরহা ।
প্রহস্য নন্দং পিতরং রাজ্ঞা দিষ্টং বিজজ্ঞতুঃ ॥ ১০ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; **অক্রূর-বচঃ**—অক্রূরের কথা; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **বলঃ**—শ্রীবলরাম; **চ**—এবং; **পর-বীর**—মহাবল-পরাক্রান্ত; **হা**—শত্রুবিনাশন; **প্রহস্য**—হাসতে হাসতে; **নন্দম্**—নন্দ মহারাজের কাছে; **পিতরম্**—তাঁদের পিতা; **রাজ্ঞা**—রাজার; **দিষ্টম্**—প্রদত্ত নির্দেশ; **বিজজ্ঞতুঃ**—জ্ঞাপন করলেন।

অনুবাদ

মহাবল শত্রুবিনাশন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম অক্রূরের কথাগুলি শ্রবণ করে হেসে উঠলেন। উভয়েই তখন তাঁদের পিতা নন্দ মহারাজের কাছে রাজা কংসের নির্দেশ জ্ঞাপন করলেন।

শ্লোক ১১-১২

গোপান্ সমাদিশৎ সোঽপি গৃহ্যতাং সর্বগোরসঃ ।
উপায়নানি গৃহ্নীধ্বং যুজ্যন্তাং শকটানি চ ॥ ১১ ॥

যাস্যামঃ শ্বো মধুপুরীং দাস্যামো নৃপতে রসান্ ।
দ্রক্ষ্যামঃ সুমহৎ পর্ব যান্তি জানপদাঃ কিল ।
এবমাঘোষয়ৎ ক্ষত্রা নন্দগোপঃ স্বগোকুলে ॥ ১২ ॥

গোপান্—গোপগণকে; **সমাদিশৎ**—নির্দেশ দিলেন; **সঃ**—তিনি (নন্দ মহারাজ); **অপি**—ও; **গৃহ্যতাম্**—সংগ্রহ কর; **সর্ব**—সকল; **গো-রসঃ**—দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি; **উপায়নানি**—উত্তম উপহার; **গৃহ্ণীধ্বম্**—গ্রহণ কর; **যুজ্যন্তাম্**—যোজনা কর; **শকটানি**—শকট; **চ**—এবং; **যাস্যামঃ**—আমরা যাব; **শ্বঃ**—আগামীকাল; **মধু-পুরীম্**—মথুরাতে; **দাস্যামঃ**—আমরা প্রদান করব; **নৃপতেঃ**—রাজাকে; **রসান্**—আমাদের দুগ্ধজাত দ্রব্যসমূহ; **দ্রক্ষ্যামঃ**—আমরা দর্শন করব; **সু-মহৎ**—অত্যন্ত বিশাল; **পর্ব**—উৎসব; **যান্তি**—গমন করছে; **জান-পদাঃ**—জনপদবাসীগণ; **কিল**—বস্তুত; **এবম্**—এইভাবে; **আঘোষয়ৎ**—তিনি ঘোষণা করলেন; **ক্ষত্রা**—গ্রামরক্ষক দ্বারা; **নন্দ-গোপঃ**—নন্দ মহারাজ; **স্ব-গোকুলে**—নিজ গোকুলের জনসাধারণের কাছে।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ তখন গ্রামরক্ষক দ্বারা ব্রজে নন্দের এলাকা জুড়ে নিম্নরূপ ঘোষণা করে গোপগণের প্রতি নির্দেশ জারী করলেন, "সকল প্রাপ্য দুগ্ধজাত দ্রব্য সংগ্রহ করে, মূল্যবান উপহার আনয়ন করে শকট যোজনা কর। আগামীকাল আমরা মথুরা গমন করে আমাদের দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি রাজাকে প্রদান করব এবং এক অত্যন্ত বিশাল উৎসব দর্শন করব। সকল জনপদবাসীরাও গমন করছে।"

তাৎপর্য

রাজার প্রতি কর রূপে ঘি ও অন্যান্য দুগ্ধজাত দ্রব্য নন্দ নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩

গোপ্যস্তাস্তদুপশ্রুত্য বভূবুর্ব্যথিতা ভৃশম্ ।
রামকৃষ্ণৌ পুরীং নেতুমক্রূরং ব্রজমাগতম্ ॥ ১৩ ॥

গোপ্যঃ—গোপীগণ; **তাঃ**—তাঁরা; **তৎ**—তখন; **উপশ্রুত্য**—শ্রবণ করে; **বভূবুঃ**—হলেন; **ব্যথিতাঃ**—দুঃখিতা; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **রাম-কৃষ্ণৌ**—বলরাম ও কৃষ্ণ; **পুরীম্**—মথুরা নগরীতে; **নেতুম্**—নিয়ে যাবার জন্য; **অক্রূরম্**—অক্রূর; **ব্রজম্**—বৃন্দাবনে; **আগতম্**—আগমন করেছেন।

অনুবাদ

গোপীগণ যখন শ্রবণ করলেন যে, কৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরা নগরীতে নিয়ে যাবার জন্য অক্রুর ব্রজে আগমন করেছেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত দুঃখিতা হলেন।

শ্লোক ১৪

কাশ্চিৎ তৎকৃতহৃত্তাপশ্বাসম্লানমুখশ্রিয়ঃ ।
স্রংসদ্দুকূলবলয়কেশগ্রন্থ্যশ্চ কাশ্চন ॥ ১৪ ॥

কশ্চিৎ—তাঁদের কেউ; **তৎ**—তা (শ্রবণ করে); **কৃত**—উৎপন্ন হল; **হৃৎ**—তাঁদের হৃদয়ে; **তাপ**—তাপদ্ভুত; **শ্বাস**—নিঃশ্বাস দ্বারা; **ম্লান**—মলিন হয়ে উঠল; **মুখ**—তাঁদের মুখমণ্ডলের; **শ্রিয়ঃ**—সৌন্দর্য; **স্রংসৎ**—স্খলিত হল; **দুকূল**—তাঁদের বসন; **বলয়**—বলয়; **কেশগ্রন্থয়ঃ**—কেশগ্রন্থি; **চ**—এবং; **কাশ্চন**—অন্যান্য গোপীগণের।

অনুবাদ

কোন কোন গোপীর হৃদয়ে অত্যন্ত সন্তাপ অনুভবজনিত কষ্টকর নিঃশ্বাসের ফলে তাঁদের মুখমণ্ডল মলিন হয়ে উঠেছিল। নিদারুণ মনস্তাপে অন্যান্য গোপীদের বসন, বলয় ও কেশগ্রন্থি শিথিল হয়ে পড়ল।

শ্লোক ১৫

অন্যাশ্চ তদনুধ্যাননিবৃত্তাশেষবৃত্তয়ঃ ।
নাভ্যজানন্নিমং লোকমাত্মলোকং গতা ইব ॥ ১৫ ॥

অন্যাঃ—অন্য গোপীগণ; **চ**—এবং; **তৎ**—তাঁর; **অনুধ্যান**—ধ্যানবশত; **নিবৃত্ত**—নিবৃত্ত; **অশেষ**—সকল; **বৃত্তয়ঃ**—ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ; **ন অভ্যজানন্**—তাঁরা অনবহিত রইল; **ইমম্**—এই; **লোকম্**—জগৎ; **আত্ম**—আত্মোপলব্ধির; **লোকম্**—ক্ষেত্র; **গতাঃ**—যাঁরা প্রাপ্ত হয়েছেন; **ইব**—ন্যায়।

অনুবাদ

অন্য গোপীগণ কৃষ্ণানুধ্যানে স্থির হয়ে যাওয়ায় তাঁদের ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ সম্পূর্ণত নিরুদ্ধ হয়েছিল। আত্মোপলব্ধির স্তরে উপনীত মানুষদের মতো বাহ্যজগৎ বিষয়ে তাঁদের সকল চেতনা লুপ্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে গোপীগণ ইতিমধ্যেই আত্মোপলব্ধির স্তরে উন্নীত ছিলেন। *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে* (মধ্যলীলা ২০/১০৮) বর্ণনা করা হয়েছে, *জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য-দাস* অর্থাৎ "আত্মা বা জীব কৃষ্ণের চিরকালের সেবক।" সুতরাং, যেহেতু

গোপীগণ ভগবানের অত্যন্ত গভীর প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত থাকতেন, তাই তাঁরা আত্মোপলব্ধির উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শ্লোক ১৬

স্মরন্ত্যশ্চাপরাঃ শৌরেরনুরাগস্মিতেরিতাঃ ।
হৃদিস্পৃশশ্চিত্রপদা গিরঃ সংমুমুহুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

স্মরন্ত্যঃ—স্মরণ করতে করতে; **চ**—এবং; **অপরাঃ**—অপর; **শৌরেঃ**—কৃষ্ণের; **অনুরাগ**—অনুরাগ; **স্মিত**—ঈষৎ হাস্য; **ঈরিতাঃ**—প্রেরিত; **হৃদি**—হৃদয়; **স্পৃশঃ**—স্পর্শ; **চিত্র**—বিচিত্র; **পদাঃ**—পদময়; **গিরঃ**—বাক্যসকল; **সংমুমুহুঃ**—মূর্ছিত হলেন; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীগণ।

অনুবাদ

অপর ব্রজস্ত্রীগণ কেবলমাত্র ভগবান শৌরির (কৃষ্ণ) বাক্যসমূহ স্মরণ করতে করতে মূর্ছিত হলেন। অনুরাগব্যঞ্জক ঈষৎ হাস্যসহ উচ্চারিত বিচিত্র পদশোভিত এই সমস্ত বাক্য তাঁদের হৃদয় গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল।

শ্লোক ১৭-১৮

গতিং সুললিতাং চেষ্টাং স্নিগ্ধহাসাবলোকনম্ ।
শোকাপহানি নর্মাণি প্রোদ্দামচরিতানি চ ॥ ১৭ ॥
চিন্তয়ন্ত্যো মুকুন্দস্য ভীতা বিরহকাতরাঃ ।
সমেতাঃ সঙ্ঘশঃ প্রোচুরশ্রুমুখ্যোঽচ্যুতাশয়াঃ ॥ ১৮ ॥

গতিম্—গতি; **সু-ললিতাম্**—সুললিত; **চেষ্টাম্**—চেষ্টা; **স্নিগ্ধ**—স্নিগ্ধ; **হাস**—হাস্য; **অবলোকনম্**—দৃষ্টিপাত; **শোক**—শোক; **অপহানি**—বিনাশক; **নর্মাণি**—পরিহাস বাক্য; **প্রোদ্দাম**—উদার; **চরিতানি**—আচরণ; **চ**—এবং; **চিন্তয়ন্ত্যঃ**—চিন্তা করতে করতে; **মুকুন্দস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **ভীতাঃ**—ভীতা; **বিরহ**—বিরহ; **কাতরাঃ**—কাতর; **সমেতাঃ**—সমবেত হয়ে; **সঙ্ঘশঃ**—দলে দলে **প্রোচুঃ**—বলতে লাগলেন; **অশ্রু**—অশ্রুপূর্ণ; **মুখ্যঃ**—মুখমণ্ডলে; **অচ্যুত-আশয়াঃ**—ভগবান অচ্যুতের চিন্তায় মগ্ন।

অনুবাদ

শ্রীমুকুন্দ হতে স্বল্প-বিরহ সম্ভাবনার ভয়েও ভীতা গোপীগণ এখন তাঁর সুললিত গতি, তাঁর লীলা, তাঁর অনুরাগ, হাস্য, তাঁর বীরত্বব্যঞ্জক-আচরণ এবং তাঁদের শোক-বিনাশক তাঁর পরিহাস বাক্য স্মরণ করতে করতে সম্ভাব্য মহা-বিরহ ভাবনায় উদ্বিগ্না

হয়ে পরস্পর সমবেত হলেন। অশ্রুপূর্ণ মুখমণ্ডলে ও পূর্ণভাবে ভগবান অচ্যুতে মগ্নচিত্ত হয়ে তাঁরা দলবদ্ধভাবে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

শ্লোক ১৯

শ্রীগোপ্য ঊচুঃ
অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং
বিক্রীড়িতং তেঽর্ভকচেষ্টিতম্ যথা ॥ ১৯ ॥

শ্রীগোপ্যঃ ঊচুঃ—গোপীগণ বললেন; অহো—হায়; বিধাতঃ—বিধাতা; তব—তোমার; ন—নাই; ক্বচিৎ—কোন; দয়া—দয়া; সংযোজ্য—সংযুক্ত করে; মৈত্র্যা—মৈত্রী; প্রণয়েন—ও প্রণয়ের সঙ্গে; দেহিনঃ—দেহীগণকে; তান্—তাদের; চ—এবং ; অকৃত—অপূর্ণ; অর্থান্—তাদের লক্ষ্য; বিযুনঙ্ক্ষি—বিযুক্ত কর; অপার্থকম্—অর্থহীন; বিক্রীড়িতম্—খেলা; তে—তোমার; অর্ভক—শিশুর; চেষ্টিতম্—কার্যকলাপ; যথা—মতো।

অনুবাদ

গোপীগণ বললেন—হায় বিধাতা, তোমার কোন দয়া নেই! তুমি দেহীগণকে মৈত্রী ও প্রেমে সংযুক্ত কর আর তারপর তাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার আগেই তুমি নিরর্থক তাদের বিচ্ছিন্ন কর। তোমার এই অস্থিরচিত্ত লীলা ঠিক শিশুর খেলার মতো।

শ্লোক ২০

যস্ত্বং প্রদর্শ্যাসিতকুন্তলাবৃতং
মুকুন্দবক্ত্রং সুকপোলমুন্নসম্ ।
শোকাপনোদস্মিতলেশসুন্দরং
করোষি পারোক্ষ্যমসাধু তে কৃতম্ ॥ ২০ ॥

যঃ—যে; ত্বম্—তুমি; প্রদর্শ্য—দর্শন করিয়ে; অসিত—কৃষ্ণ; কুন্তল—কুঞ্চিত; আবৃতম্—আবৃত; মুকুন্দ—কৃষ্ণের; বক্ত্রম্—বদন; সুকপোলম্—সুন্দর গাল; উৎ-নসম্—ও উন্নত নাক; শোক—শোক; অপনোদ—হরণকারী; স্মিত—তাঁর মৃদু হাস্য সমন্বিত; লেশ—লেশ; সুন্দরম্—সুন্দর; করোষি—তুমি করছ; পারোক্ষ্যম্—অদৃশ্য; অসাধু—অসৎ; তে—তোমার দ্বারা; কৃতম্—কৃত।

অনুবাদ

কুঞ্চিত কৃষ্ণ-কেশরাশি দ্বারা আবৃত, সুন্দর গাল, উন্নত নাক ও সর্বসন্তাপহারী শান্ত হাস্যময় মুকুন্দের সেই মুখমণ্ডল আমাদের দর্শন করিয়ে তুমি এখন তা অদৃশ্য করছ। তোমার এই আচরণ মোটেই ভাল নয়।

শ্লোক ২১

ক্রূরস্ত্বমক্রূরসমাখ্যয়া স্ম নশ্
চক্ষুর্হি দত্তং হরসে বতাজ্ঞবৎ ।
যেনৈকদেশেঽখিলসর্গসৌষ্ঠবং
ত্বদীয়মদ্রাক্ষ্ম বয়ং মধুদ্বিষঃ ॥ ২১ ॥

ক্রূরঃ—ক্রূর; **ত্বম্**—তুমি; **অক্রূর-সমাখ্যয়া**—অক্রূর নামক (যার অর্থ "ক্রূর নয়"); **স্ম**—অবশ্যই; **নঃ**—আমাদের; **চক্ষুঃ**—চক্ষুদ্বয়; **হি**—বস্তুত; **দত্তম্**—প্রদত্ত; **হরসে**—হরণ করছ; **বত**—হায়; **অজ্ঞবৎ**—মূর্খের মতো; **যেন**—যে চক্ষু দ্বারা; **এক**—এক; **দেশে**—দেশে; **অখিল**—সমস্ত; **সর্গ**—সৃষ্টির; **সৌষ্ঠবম্**—পূর্ণতা; **ত্বদীয়ম্**—তোমার; **অদ্রাক্ষ্ম**—দেখতে পেতাম; **বয়ম্**—আমরা; **মধুদ্বিষঃ**—মধু-দানবের শত্রু, শ্রীকৃষ্ণের।

অনুবাদ

হে বিধাতা, যদিও তুমি এখানে অক্রূর নাম নিয়ে এসেছ, প্রকৃতপক্ষে তুমি ক্রূর। একবার যা আমাদের প্রদান করেছিলে—সেই চক্ষু দ্বারা তোমার সমগ্র সৃষ্টির পূর্ণতা, এমন কি শ্রীমধুদ্বিষের রূপের একদেশ দর্শন করছিলাম—মূর্খের মতো তুমি তা হরণ করছ।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কিছু দর্শনে গোপীদের আগ্রহ ছিল না; তাই কৃষ্ণ যদি বৃন্দাবন ত্যাগ করেন, তাঁদের চক্ষুদ্বয়ের কোন কার্যকারিতা থাকবে না। এইভাবে কৃষ্ণের প্রস্থান এইসব দুঃখী কন্যাদের অন্ধ করছিল এবং তাঁদের কাতরতায় তাঁরা অক্রূরকে তীব্র ভর্ৎসনা করছিলেন যে, তাঁর নামের অর্থ "ক্রূর নয়" হলেও, সে নিশ্চিতভাবেই ক্রূর।

শ্লোক ২২

ন নন্দসূনুঃ ক্ষণভঙ্গসৌহৃদঃ
সমীক্ষতে নঃ স্বকৃতাতুরা বত ।
বিহায় গেহান্ স্বজনান্ সুতান্ পতীং
স্তদ্দাস্যমদ্ধোপগতা নবপ্রিয়ঃ ॥ ২২ ॥

ন—না; নন্দ-সূনুঃ—নন্দ মহারাজের পুত্র; ক্ষণ—ক্ষণ; ভঙ্গ—ভঙ্গুর; সৌহৃদঃ—সৌহার্দ্য; সমীক্ষতে—দৃষ্টিপাত; নঃ—আমাদের; স্ব—তিনি; কৃত—করছেন; আতুরাঃ—তাঁর নিয়ন্ত্রণে; বত—হায়; বিহায়—পরিত্যাগ করে; গেহান্—আমাদের গৃহ; স্ব-জনান্—স্বজন; সুতান্—পুত্র; পতীন্—পতি; তৎ—তাঁর; দাস্যম্—দাস্যভাব; অদ্ধা—সাক্ষাৎ; উপগতাঃ—অবলম্বন করেছি; নব—নিত্য নতুন; প্রিয়ঃ—প্রিয়।

অনুবাদ

হায়, নন্দপুত্রের সৌহার্দ্য এত ক্ষণভঙ্গুর যে আমাদের দিকে ফিরেও তাকাবেন না। জোর করে তাঁর বশে আকৃষ্ট আমরা কেবলমাত্র তাঁকে সেবা করার জন্য গৃহ, স্বজন, পুত্র ও পতি পরিত্যাগ করেছি, কিন্তু তিনি সর্বদা নতুন প্রিয়তমার সন্ধান করছেন।

শ্লোক ২৩

সুখং প্রভাতা রজনীয়মাশিষঃ
সত্যা বভূবুঃ পুরযোষিতাং ধ্রুবম্ ।
যাঃ সংপ্রবিষ্টস্য মুখং ব্রজস্পতেঃ
পাস্যন্ত্যপাঙ্গোৎকলিতস্মিতাসবম্ ॥ ২৩ ॥

সুখম্—সুখ; প্রভাতা—প্রভাত; রজনী—রাত্রি; ইয়ম্—এই; আশিষঃ—আশীর্বাদ; সত্যাঃ—সত্য; বভূবুঃ—হল; পুরা—নগরীর; যোষিতাম্—রমণীগণের; ধ্রুবম্—নিশ্চিতভাবে; যাঃ—যে; সংপ্রবিষ্টস্য—(মথুরায়) প্রবেশকারী তাঁর; মুখম্—মুখ; ব্রজঃ-পতে—ব্রজপতির; পাস্যন্তি—তারা পান করবে; অপাঙ্গ—নেত্রপ্রান্ত দ্বারা; উৎকলিত—বর্ধমান; স্মিত—হাস্য; আসবম্—অমৃত।

অনুবাদ

এই রাত্রির পরবর্তী প্রভাত মথুরার রমণীগণের জন্য অবশ্যই শুভ। তাঁদের সকল আশা এখন পূর্ণ হবে, কারণ ব্রজেশ্বর তাঁদের নগরীতে প্রবেশ করলে তাঁর মুখ হতে তাঁর নেত্রপ্রান্ত দ্বারা প্রকাশিত হাস্যের অমৃত পান করতে তাঁরা সমর্থ হবেন।

শ্লোক ২৪

তাসাং মুকুন্দো মধুমঞ্জুভাষিতৈর্
গৃহীতচিত্তঃ পরবান্ মনস্ব্যপি ।
কথং পুনর্নঃ প্রতিযাস্যতেঽবলা
গ্রাম্যাঃ সলজ্জস্মিতবিভ্রমৈর্ভ্রমন্ ॥ ২৪ ॥

তাসাম্—তাঁদের; **মুকুন্দঃ**—কৃষ্ণ; **মধু**—মধুর মতো; **মঞ্জু**—মিষ্ট; **ভাষিতৈঃ**—বচনে; **গৃহীত**—বশীভূত; **চিত্তঃ**—চিত্ত; **পরবান্**—অনুগত; **মনস্বী**—ধীর স্বভাবসম্পন্ন; **অপি**—তথাপি; **কথম্**—কিভাবে; **পুনঃ**—পুনরায়; **নঃ**—আমাদের কাছে; **প্রতিযাস্যতে**—তিনি ফিরে আসবেন; **অবলাঃ**—হে কন্যাগণ; **গ্রাম্যাঃ**—গ্রাম্য; **সলজ্জ**—সলজ্জ; **স্মিত**—মৃদুহাস্য; **বিভ্রমৈঃ**—বিভ্রমে; **ভ্রমন্**—মুগ্ধ হবেন।

অনুবাদ

হে অবলাগণ, যদিও মুকুন্দ ধীর স্বভাবসম্পন্ন এবং পিতামাতার অত্যন্ত অনুগত, তথাপি একবার সে মধুর মতো মিষ্টভাষী মথুরার ঐ রমণীদের বশীভূত হলে এবং তাদের মনোমুগ্ধকর সলজ্জ হাস্যে বিভ্রান্ত হলে, কিভাবে সে আবার আমাদের মতো গ্রাম্যনারীদের কাছে ফিরে আসবে?

শ্লোক ২৫

অদ্য ধ্রুবং তত্র দৃশো ভবিষ্যতে
দাশার্হভোজান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাম্ ।
মহোৎসবঃ শ্রীরমণং গুণাস্পদং
দ্রক্ষ্যন্তি যে চাধ্বনি দেবকীসুতম্ ॥ ২৫ ॥

অদ্য—আজ; **ধ্রুবম্**—অবশ্যই; **তত্র**—সেখানে; **দৃশঃ**—নয়নের; **ভবিষ্যতে**—হবে; **দাশার্হ-ভোজ-অন্ধক-বৃষ্ণি-সাত্বতাম্**—দাশার্হ, ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণি ও সাত্বতগণের; **মহা-উৎসবঃ**—এক বিশাল উৎসব; **শ্রী**—লক্ষ্মীদেবীর; **রমণম্**—প্রিয়তম; **গুণ**—সকল দিব্য গুণের; **আস্পদম্**—আধার; **দ্রক্ষ্যন্তি**—দর্শন করবেন; **যে**—যারা; **চ**—ও; **অধ্বনি**—পথ দিয়ে গমন করবেন; **দেবকী-সুতম্**—দেবকীনন্দন, কৃষ্ণ।

অনুবাদ

দাশার্হ, ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণি ও সাত্বতগণ যখন মথুরায় সকল দিব্য গুণের আধার লক্ষ্মীরমণ দেবকীনন্দনকে দর্শন করবেন এবং সেই সঙ্গে যারা তাঁকে নগরীতে গমনের সময় পথিমধ্যে দর্শন করবেন, তাদের নয়নের অবশ্যই মহোৎসব হবে।

শ্লোক ২৬

মৈতদ্বিধস্যাকরুণস্য নাম ভূদ্-
অক্রূর ইত্যেতদতীবদারুণঃ ।
যোঽসাবনাশ্বাস্য সুদুঃখিতং জনং
প্রিয়াৎ প্রিয়ং নেষ্যতি পারমধ্বনঃ ॥ ২৬ ॥

মা—উচিত নয়; **এতৎ-বিধস্য**—এরূপ; **অকরুণস্য**—একজন নিষ্ঠুর ব্যক্তির; **নাম**—নাম; **ভূৎ**—হওয়া; **অক্রূরঃ ইতি**—"অক্রূর"; **এতৎ**—এই; **অতীব**—অতীব; **দারুণঃ**—ক্রূর; **যঃ**—যে; **অসৌ**—সে; **অনাশ্বাস্য**—আশ্বাস না দিয়ে; **সুদুঃখিতম্**—অতি দুঃখিত; **জনম্**—জন; **প্রিয়াৎ**—প্রাণাধিক; **প্রিয়ম্**—প্রিয় (কৃষ্ণ); **নেষ্যতি**—নিয়ে যাবে; **পারম্ অধ্বনঃ**—আমাদের দৃশ্যের অগোচরে।

অনুবাদ

যে এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করছে, তার নাম অক্রূর হওয়া উচিত নয়। সে এতই নিষ্ঠুর যে, ব্রজের দুঃখিতজনদের আশ্বাস প্রদানের চেষ্টা না করেই সে আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় কৃষ্ণকে নিয়ে যাচ্ছে।

শ্লোক ২৭

অনার্দ্রধীরেষ সমাস্থিতো রথং
তমন্বমী চ ত্বরয়ন্তি দুর্মদাঃ ।
গোপা অনোভিঃ স্থবিরৈরুপেক্ষিতং
দৈবং চ নোঽদ্য প্রতিকূলমীহতে ॥ ২৭ ॥

অনার্দ্রধীঃ—কঠিন হৃদয়ের; **এষঃ**—এই (কৃষ্ণ); **সমাস্থিতঃ**—সমারূঢ় হচ্ছেন; **রথম্**—রথে; **তম্**—তাঁকে; **অনু**—অনুগমন করছে; **অমী**—এইসব; **চ**—এবং; **ত্বরয়ন্তি**—ত্বরা; **দুর্মদাঃ**—দুষ্ট; **গোপাঃ**—গোপগণ; **অনোভিঃ**—তাদের শকটে; **স্থবিরৈঃ**—বৃদ্ধগণও; **উপেক্ষিতম্**—উপেক্ষা করছে; **দৈবম্**—ভাগ্য; **চ**—এবং; **নঃ**—আমাদের সঙ্গে; **অদ্য**—আজ; **প্রতিকূলম্**—প্রতিকূল; **ঈহতে**—আচরণ করছে।

অনুবাদ

কঠিন হৃদয়ের শ্রীকৃষ্ণ ইতিমধ্যেই রথে সমারূঢ় হয়েছেন এবং মূর্খ গোপগণ তাঁর পেছনে গো-শকটে ত্বরা করছেন। এমন কি জ্যেষ্ঠগণও তাঁকে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য কিছুই বলছেন না। আজ ভাগ্য আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করছে।

তাৎপর্য

গোপীগণ যা ভাবছিলেন, শ্রীল শ্রীধর স্বামী তা প্রকাশ করেছেন—"এইসব মূর্খ গোপগণ এবং জ্যেষ্ঠরা কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করার কোন চেষ্টাই করলেন না। তাঁরা কি বুঝতে পারছে না যে, তাঁরা আত্মহত্যা করছেন? তাঁরা কৃষ্ণকে মথুরায় যাওয়ার জন্য সাহায্য করছেন, কিন্তু তাঁদের তো বৃন্দাবনে ফিরে আসতে হবে আর তখন কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে নিশ্চিতভাবে তাঁদের মৃত্যু হবে। সমস্ত পৃথিবীটাই অর্থহীন হয়ে উঠছে।"

শ্লোক ২৮

নিবারয়ামঃ সমুপেত্য মাধবং
কিং নোঽকরিষ্যন্ কুলবৃদ্ধবান্ধবাঃ ।
মুকুন্দসঙ্গান্নিমিষার্ধদুস্ত্যজাদ্
দৈবেন বিধ্বংসিতদীনচেতসাম্ ॥ ২৮ ॥

নিবারয়ামঃ—চল, আমরা থামাই; **সমুপেত্য**—তাঁর কাছে গিয়ে; **মাধবম্**—কৃষ্ণকে; **কিম্**—কি; নঃ—আমাদের; **অকরিষ্যন্**—করবেন; **কুল**—পরিবারের; **বৃদ্ধ**—জ্যেষ্ঠগণ; **বান্ধবাঃ**—এবং আমাদের আত্মীয়গণ; **মুকুন্দ-সঙ্গাৎ**—শ্রীমুকুন্দের সঙ্গ হতে; **নিমিষ**—এক পলকের; **অর্ধ**—অর্ধেকও; **দুস্ত্যজাৎ**—পরিত্যাগ করা অসম্ভব; **দৈবেন**—ভাগ্য দ্বারা; **বিধ্বংসিত**—বিয়োজিত; **দীন**—বিধ্বস্ত; **চেতসাম্**—আমাদের চিত্তকে।

অনুবাদ

চল, আমরা সরাসরি মাধবের কাছে গিয়ে তাঁকে যাত্রা থেকে নিবৃত্ত করি। আমাদের পরিবারের বৃদ্ধরা ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ আমাদের কি করতে পারেন? এখন ভাগ্য আমাদের মুকুন্দের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ইতিমধ্যেই আমাদের হৃদয়কে দীন করেছে, কারণ ক্ষণকালের জন্যও আমরা কৃষ্ণসঙ্গ পরিত্যাগ সহ্য করতে পারি না।

তাৎপর্য

গোপীগণ কি ভাবছিলেন, তা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন—"চল, আমরা সরাসরি কৃষ্ণের কাছে যাই এবং তাঁর বস্ত্র ও হাত দু'খানি আকর্ষণ করে তাঁকে জোর করে বলি যাতে তিনি রথ থেকে নেমে এসে এখানে আমাদের সাথে অবস্থান করেন। আমরা তাঁকে বলব, "এতগুলি নারীহত্যার কর্মফল তোমার উপরে নিও না।"

"কিন্তু আমরা যদি তা করি," অন্য একজন গোপী বললেন, "তা হলে আমাদের আত্মীয়বর্গ এবং গ্রামের বৃদ্ধগণ কৃষ্ণের প্রতি আমাদের গোপন প্রেম ধরে ফেলবেন আর আমাদের পরিত্যাগ করবেন।"

"কিন্তু তাঁরা আমাদের কি করতে পারেন?"

"হ্যাঁ, আমাদের জীবন ইতিমধ্যেই বিধ্বস্ত হয়েছে, কারণ এখন কৃষ্ণ চলে যাচ্ছেন। আমাদের আর কিছু হারাবার নেই।"

"তা ঠিক। বৃন্দাবনের অধিষ্ঠিত দেবীরূপে আমরা সেখানে অবস্থান করব আর তখন কৃষ্ণের সঙ্গে বনে থাকার জন্য আমাদের যে প্রকৃত অভিলাষ, তা আমরা পূর্ণ করতে পারব।"

"হ্যাঁ, এবং যদি বয়স্কেরা ও আত্মীয়েরা আমাদের প্রহার করে শাস্তি দেন কিম্বা আমাদের ঘরে বন্ধ করে রাখেন, তবুও কৃষ্ণ আমাদের গ্রামে বাস করছেন এই জ্ঞানে আমরা সুখে থাকব। যারা শাস্তি পায়নি, আমাদের এমন কোন কোন সখীরা কৌশলে কোন উপায় বার করে কৃষ্ণের অন্নের অবশিষ্টাংশ আমাদের জন্য নিয়ে আসবে আর তখন আমরা বেঁচে থাকতে পারব। কিন্তু কৃষ্ণকে যদি এখন থামানো না যায়, তবে আমরা নিশ্চয়ই মরে যাব।"

শ্লোক ২৯

যস্যানুরাগললিতস্মিতবল্গুমন্ত্র-
লীলাবলোকপরিরম্ভণরাসগোষ্ঠ্যাম্ ।
নীতাঃ স্ম নঃ ক্ষণমিব ক্ষণদা বিনা তং
গোপ্যঃ কথং ন্বতিতরেম তমো দুরন্তম্ ॥ ২৯ ॥

যস্য—যাঁর; **অনুরাগ**—অনুরাগ; **ললিত**—মধুর; **স্মিত**—হাস্য; **বল্গু**—মনোহর; **মন্ত্র**—সঙ্কেত বার্তা; **লীলা**—লীলা; **অবলোক**—দৃষ্টিপাত; **পরিরম্ভণ**—এবং আলিঙ্গন; **রাস**—রাসনৃত্যের; **গোষ্ঠ্যাম্**—সভায়; **নীতাঃ স্ম**—অতিবাহিত করেছি; **নঃ**—আমাদের; **ক্ষণম্**—ক্ষণকালের; **ইব**—মতো; **ক্ষণদাঃ**—রাত্রিসকল; **বিনা**—বিনা; **তম্**—তাঁকে; **গোপ্যঃ**—হে গোপীগণ; **কথম্**—কিভাবে; **নু**—প্রকৃতপক্ষে; **অতিতরেম**—অতিক্রম করব; **তমঃ**—অন্ধকার; **দুরন্তম্**—দুষ্পার।

অনুবাদ

তিনি যখন রাসনৃত্য সভায় আমাদের আনয়ন করতেন, তখন তাঁর অনুরাগ ও মধুর হাস্য, তাঁর মনোহর গোপন সংলাপ, তাঁর লীলাময় দৃষ্টিপাত ও তাঁর আলিঙ্গন উপভোগ করে আমরা অসংখ্য রাত্রিকে ক্ষণমাত্র কাল রূপে অতিবাহিত করতাম। হে গোপীগণ, আমরা কিভাবে তাঁর অনুপস্থিতির দুষ্পার অন্ধকার অতিক্রম করব?

তাৎপর্য

গোপীগণ কৃষ্ণসঙ্গের দীর্ঘ সময়কে ক্ষণকাল রূপে অতিবাহিত করতেন; এখন তাঁর অনুপস্থিতিতে একটি মুহূর্তও তাঁদের কাছে দীর্ঘ সময় বলে মনে হচ্ছে।

শ্লোক ৩০

যোঽহ্নঃ ক্ষয়ে ব্রজমনন্তসখঃ পরীতো
গোপৈর্বিশন্ খুররজশ্ছুরিতালকস্রক্ ।

বেণুং ক্বণন্ স্মিতকটাক্ষনিরীক্ষণেন
চিত্তং ক্ষিণোত্যমুমৃতে নু কথং ভবেম ॥ ৩০ ॥

যঃ—যিনি; অহ্নঃ—দিনের; ক্ষয়ে—অবসানে; ব্রজম্—ব্রজ; অনন্ত—অনন্তের, শ্রীবলরাম; সখঃ—সখা, কৃষ্ণ; পরীতঃ—পরিবেষ্টিত হয়ে; গোপৈঃ—গোপবালক দ্বারা; বিশন্—প্রবেশ করতে করতে; খুর—খুরের, (গাভীর); রজঃ—ধূলি; চুরিত—রঞ্জিত; অলক—কুঞ্চিত কেশরাশি; স্রক্—তাঁর মালা; বেণুম্—তাঁর বাঁশি; ক্বণন্—বাদন করতে করতে; স্মিত—হাস্য; কটাক্ষ—তাঁর চক্ষুর প্রান্তদেশ হতে; নিরীক্ষণেন—দৃষ্টিপাত দ্বারা; চিত্তম্—আমাদের চিত্ত; ক্ষিণোতি—তিনি হরণ করেন; অমুম্—তাঁকে; ঋতে—বিনা; নু—বস্তুত; কথম্—কিভাবে; ভবেম্—আমরা বাঁচতে পারি।

অনুবাদ

যিনি সন্ধ্যায় গোপবালক সহযোগে ব্রজে ফিরে আসেন, যাঁর কেশ ও মাল্য গো-খুর উত্থিত ধূলায় রঞ্জিত, অনন্তসখা সেই কৃষ্ণ বিনা আমরা কিভাবে বাঁচব? তিনি যখন বেণুবাদন করেন, তাঁর সস্মিত কটাক্ষবলোকন আমাদের হৃদয়কে মুগ্ধ করে।

শ্লোক ৩১

শ্রীশুক উবাচ

এবং ব্রুবাণা বিরহাতুরা ভৃশং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণবিষক্তমানসাঃ ।
বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ স্ম সুস্বরং
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৩১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; এবম্—এইভাবে; ব্রুবাণাঃ—বলতে বলতে; বিরহ—বিরহে; আতুরাঃ—কাতর; ভৃশম্—অতিশয়; ব্রজস্ত্রিয়ঃ—ব্রজের রমণীগণ; কৃষ্ণ—কৃষ্ণ; বিষক্ত—আসক্ত; মানসাঃ—হৃদয়ে; বিসৃজ্য—পরিত্যাগ করে; লজ্জাম্—লজ্জা; রুরুদুঃ স্ম—ক্রন্দন করতে লাগলেন; সু-স্বরম্—উচ্চৈঃস্বরে; গোবিন্দ-দামোদর-মাধব ইতি—হে গোবিন্দ, হে দামোদর, হে মাধব।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইসব কথাগুলি বলবার পর কৃষ্ণগতচিত্তা ব্রজ-রমণীগণ তাঁদের আসন্ন কৃষ্ণ-বিরহে অত্যন্ত কাতরতা অনুভব করলেন। তাঁরা সকল লজ্জা বিস্মৃত হয়ে 'হে গোবিন্দ, হে দামোদর, হে মাধব' বলে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

দীর্ঘ সময় ধরে গোপীগণ সযত্নে তাঁদের কৃষ্ণপ্রণয় লুকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু এখন সেই কৃষ্ণ চলে যাচ্ছেন দেখে গোপীগণ এতই কাতর হয়ে উঠলেন যে, তাঁরা তাঁদের সব মনোভাব আর লুকিয়ে রাখতে পারলেন না।

শ্লোক ৩২

স্ত্রীণামেবং রুদন্তীনামুদিতে সবিতর্যথ ।
অক্রূরশ্চোদয়ামাস কৃতমৈত্রাদিকো রথম্ ॥ ৩২ ॥

স্ত্রীণাম্—স্ত্রীগণ; **এবম্**—এইভাবে; **রুদন্তিনাম্**—যখন ক্রন্দন করছিলেন; **উদিতে**—উদিত; **সবিতরি**—সূর্য; **অথ**—তখন; **অক্রূরঃ**—অক্রূর; **চোদয়াম্ আস**—শুরু করলেন; **কৃত**—অনুষ্ঠানপূর্বক; **মৈত্র-আদিকঃ**—তাঁর প্রভাত আরাধনা ও অন্যান্য নিয়মিত কর্তব্যসমূহ; **রথম্**—রথ।

অনুবাদ

কিন্তু এইভাবে গোপীগণের ক্রন্দন সত্ত্বেও অক্রূর সূর্যোদয় হলে তাঁর প্রভাতের পূজা ও অন্যান্য কর্মসমূহ সম্পাদন করে রথ পরিচালনা শুরু করলেন।

তাৎপর্য

কোন কোন বৈষ্ণব আচার্যগণের মতে কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে যাওয়ার সময় গোপীদের আশ্বাস প্রদান না করে অক্রূর অপরাধ করেছিলেন আর এই অপরাধের জন্যই পরবর্তীকালে দ্বারকা ছাড়তে বাধ্য হয়ে স্যমন্তক মণি কাণ্ডের সময় কৃষ্ণ হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। সেই সময় অক্রূর বারাণসীতে এক অসম্মানজনক বাসস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অপরদিকে, মাতা যশোদা ও বৃন্দাবনের অন্যান্য অধিবাসীগণ গোপীদের মতো ক্রন্দন করেননি, কারণ তাঁরা আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করতেন যে, কৃষ্ণ কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে আসবেন।

শ্লোক ৩৩

গোপাস্তমন্বসজ্জন্ত নন্দাদ্যাঃ শকটৈস্ততঃ ।
আদায়োপায়নং ভূরি কুম্ভান্ গোরসসম্ভৃতান্ ॥ ৩৩ ॥

গোপাঃ—গোপগণ; **তম্**—তাঁকে; **অন্বসজ্জন্ত**—অনুগমন করলেন; **নন্দাদ্যাঃ**—নন্দ মহারাজের নেতৃত্বে; **শকটৈঃ**—তাঁদের শকটযোগে; **ততঃ**—তখন; **আদায়**—গ্রহণ করে; **উপায়নম্**—উপহার স্বরূপ; **ভূরি**—প্রচুর; **কুম্ভান্**—কলস; **গো-রস**—দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি; **সম্ভৃতান্**—পূর্ণ।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজের নেতৃত্বে গোপগণ তাঁদের শকটে করে শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে অনুগমন করলেন। তাঁরা রাজার জন্য কলসপূর্ণ ঘি ও অন্যান্য দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি সহ প্রচুর উপহারাদি সঙ্গে নিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৪

গোপ্যশ্চ দয়িতং কৃষ্ণমনুব্রজ্যানুরঞ্জিতাঃ ।
প্রত্যাদেশং ভগবতঃ কাঙ্ক্ষন্ত্যশ্চাবতস্থিরে ॥ ৩৪ ॥

গোপ্যঃ—গোপীগণ; **চ**—এবং; **দয়িতম্**—তাঁদের প্রিয়; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ; **অনুব্রজ্য**—অনুগমন করে; **অনুরঞ্জিতাঃ**—আনন্দিত হলেন; **প্রত্যাদেশম্**—প্রত্যাদেশ; **ভগবতঃ**—ভগবানের কাছ থেকে; **কাঙ্ক্ষন্ত্যঃ**—আকাঙ্ক্ষায়; **চ**—এবং; **অবতস্থিরে**—তাঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন।

অনুবাদ

(তাঁর দৃষ্টিপাত দ্বারা) শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের কিছুটা শান্ত করলেন এবং তাঁরাও কিছুক্ষণ তাঁর অনুগমন করলেন। অতঃপর, তাঁর প্রত্যাদেশ আকাঙ্ক্ষা করে তাঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন।

শ্লোক ৩৫

তাস্তথা তপ্যতীর্বীক্ষ্য স্বপ্রস্থানে যদূত্তমঃ ।
সান্ত্বয়ামাস সপ্রেমৈরায়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ ॥ ৩৫ ॥

তাঃ—তাঁদের (গোপীদের); **তথা**—এইভাবে; **তপ্যতীঃ**—সন্তপ্তা; **বীক্ষ্য**—দেখে; **স্ব-প্রস্থানে**—তাঁর প্রস্থানে; **যদু-উত্তমঃ**—যদুশ্রেষ্ঠ; **সান্ত্বয়াম্ আস**—তিনি তাঁদের সান্ত্বনা দিলেন; **স-প্রেমৈঃ**—প্রেমপূর্ণ; **আয়াস্যে ইতি**—"আমি ফিরে আসব"; **দৌত্যকৈঃ**—দূত দ্বারা প্রেরিত বচনে।

অনুবাদ

তাঁর প্রস্থানে গোপীগণ কিভাবে সন্তপ্তা ছিলেন তা দর্শন করে, "আমি ফিরে আসব" এই প্রেমপূর্ণ প্রতিজ্ঞা দূত মাধ্যমে প্রেরণ করে তিনি তাঁদের সান্ত্বনা প্রদান করলেন।

শ্লোক ৩৬

যাবদালক্ষ্যতে কেতুর্যাবদ্ রেণু রথস্য চ ।
অনুপ্রস্থাপিতাত্মানো লেখ্যানীবোপলক্ষিতাঃ ॥ ৩৬ ॥

যাবৎ—যতক্ষণ পর্যন্ত; **আলক্ষ্যতে**—দেখা যায়; **কেতুঃ**—ধ্বজা; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **রেণুঃ**—ধূলি; **রথস্য**—রথের; **চ**—এবং; **অনুপ্রস্থাপিত**—কৃষ্ণানুগত; **আত্মানঃ**—তাঁদের চিত্ত; **লেখ্যানি**—চিত্রার্পিত অবয়বের; **ইব**—ন্যায়; **উপলক্ষিতাঃ**—অবস্থান করছিলেন।

অনুবাদ

যতক্ষণ রথ-চূড়ার ধ্বজা দেখা গেল এবং যতক্ষণ রথের চাকা দ্বারা উত্থিত ধূলা দেখা যাচ্ছিল, ততক্ষণ কৃষ্ণানুগতচিত্তা গোপীগণ গতিহীন চিত্রার্পিত অবয়বের মতো অবস্থান করছিলেন।

শ্লোক ৩৭

তা নিরাশা নিববৃতুর্গোবিন্দবিনিবর্তনে ।
বিশোকা অহনী নিন্যুর্গায়ন্ত্যঃ প্রিয়চেষ্টিতম্ ॥ ৩৭ ॥

তাঃ—তারা; **নিরাশাঃ**—নিরাশ হয়ে; **নিববৃতুঃ**—ফিরে চললেন; **গোবিন্দ-বিনিবর্তনে**—গোবিন্দের প্রত্যাবর্তন বিষয়ে; **বিশোকাঃ**—অত্যন্ত দুঃখিতা হয়ে; **অহনী**—দিবারাত্র; **নিন্যুঃ**—তাঁরা অতিবাহিত করলেন; **গায়ন্ত্যঃ**—গান করতে করতে; **প্রিয়**—তাঁদের প্রিয়তমের; **চেষ্টিতম্**—আচরণ বিষয়ে।

অনুবাদ

অতঃপর গোপীগণ গোবিন্দের প্রত্যাবর্তন বিষয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে চললেন। দুঃখে তাঁদের প্রিয়তমের লীলাসমূহ কীর্তন করতে করতে তাঁরা দিবারাত্র অতিবাহিত করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩৮

ভগবানপি সম্প্রাপ্তো রামাক্রূরযুতো নৃপ ।
রথেন বায়ুবেগেন কালিন্দীমঘনাশিনীম্ ॥ ৩৮ ॥

ভগবান্—ভগবান; **অপি**—ও; **সম্প্রাপ্তঃ**—উপস্থিত হলেন; **রাম-অক্রূর-যুতঃ**—বলরাম ও অক্রূরের সঙ্গে একত্রে; **নৃপ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **রথেন**—রথে করে; **বায়ু**—বায়ুর মতো; **বেগেন**—দ্রুতবেগে; **কালিন্দীম্**—কালিন্দী (যমুনা) নদীতে; **অঘ**—পাপ; **নাশিনীম্**—বিনাশকারী।

অনুবাদ

হে রাজন, অক্রূর ও শ্রীবলরামের সঙ্গে বায়ুবেগে সেই রথে ভ্রমণ করতে করতে ভগবান কৃষ্ণ পাপনাশিনী কালিন্দী নদীর সমীপে উপস্থিত হলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী মন্তব্য করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপনে তাঁর গোপীগণের বিরহে সন্তপ্ত হয়েছিলেন। ভগবানের এই সমস্ত দিব্য অনুভূতিগুলি তাঁর পরম হ্লাদিনী শক্তির অংশ।

শ্লোক ৩৯

তত্রোপস্পৃশ্য পানীয়ং পীত্বা মৃষ্টং মণিপ্রভম্ ।
বৃক্ষষণ্ডমুপব্রজ্য সরামো রথমাবিশৎ ॥ ৩৯ ॥

তত্রঃ—সেখানে; **উপস্পৃশ্য**—জল স্পর্শ করে; **পানীয়ম্**—তাঁর হাতে; **পীত্বা**—পান করলেন; **মৃষ্টম্**—মিষ্টি; **মণি**—মণির মতো; **প্রভম্**—স্বচ্ছ; **বৃক্ষ**—বৃক্ষ; **ষণ্ডম্**—রাজির; **উপব্রজ্য**—সমীপে গমন করলেন; **স-রামঃ**—বলরামের সঙ্গে; **রথম্**—রথে; **আবিশৎ**—তিনি আরোহণ করলেন।

অনুবাদ

উজ্জ্বল মণির চেয়েও সেই নদীর জল অধিক স্বচ্ছ ছিল। শ্রীকৃষ্ণ আচমন করে নিজ হস্তে জলপান করলেন। অতঃপর তিনি রথটিকে নিয়ে বৃক্ষরাজির কাছে গিয়ে বলরামের সাথে আবার রথে আরোহণ করলেন।

শ্লোক ৪০

অক্রূরস্তাবুপামন্ত্র্য নিবেশ্য চ রথোপরি ।
কালিন্দ্যা হ্রদমাগত্য স্নানং বিধিবদাচরৎ ॥ ৪০ ॥

অক্রূরঃ—অক্রূর; **তৌ**—তাঁদের উভয়ের কাছ থেকে; **উপামন্ত্র্য**—অনুমতি গ্রহণ করে; **নিবেশ্য**—তাঁদের বসিয়ে রেখে; **চ**—ও; **রথ-উপরি**—রথের উপরে; **কালিন্দ্যা**—যমুনার; **হ্রদম্**—হ্রদে; **আগত্য**—গমন করে; **স্নানম্**—স্নান; **বিধি-বৎ**—শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে; **আচরৎ**—আচরণ করলেন।

অনুবাদ

অক্রূর তাঁদের দুজনকে রথে আসন গ্রহণ করতে বললেন। অতঃপর তাঁদের অনুমতি গ্রহণ করে, যমুনার এক হ্রদে গমন করে শাস্ত্রবিধি অনুসারে স্নান করলেন।

শ্লোক ৪১

নিমজ্জ্য তস্মিন্ সলিলে জপন্ ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
তাবেব দদৃশেঽক্রূরো রামকৃষ্ণৌ সমন্বিতৌ ॥ ৪১ ॥

নিমজ্জ্য—নিমজ্জিত হয়ে; **তস্মিন্**—সেই; **সলিলে**—জলে; **জপন্**—জপ করতে করতে; **ব্রহ্ম**—বৈদিক মন্ত্র; **সনাতনম্**—সনাতন; **তৌ**—তাঁদের; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **দদৃশে**—দর্শন করলেন; **অক্রূরঃ**—অক্রূর; **রাম-কৃষ্ণৌ**—বলরাম ও কৃষ্ণ; **সমন্বিতৌ**—একত্রে।

অনুবাদ

তিনি জলে নিমজ্জিত হয়ে সনাতন বৈদিক মন্ত্র জপ করতে করতে সহসা বলরাম ও কৃষ্ণকে তাঁর সম্মুখে দর্শন করলেন।

শ্লোক ৪২-৪৩

তৌ রথস্থৌ কথমিহ সুতাবানকদুন্দুভেঃ ।
তর্হি স্বিৎ স্যন্দনে ন স্ত ইত্যুন্মজ্জ্য ব্যচষ্ট সঃ ॥ ৪২ ॥
তত্রাপি চ যথাপূর্বমাসীনৌ পুনরেব সঃ ।
ন্যমজ্জদ্দর্শনং যন্মে মৃষা কিং সলিলে তয়োঃ ॥ ৪৩ ॥

তৌ—তাঁরা; **রথস্থৌ**—রথে উপস্থিত ছিলেন; **কথম্**—কিভাবে; **ইহ**—এখানে; **সুতৌ**—দুই পুত্র; **আনকদুন্দুভেঃ**—বসুদেবের; **তর্হি স্বিৎ**—তা হলে কি; **স্যন্দনে**—রথে; **ন স্তঃ**—তাঁরা নেই; **ইতি**—এইভাবে চিন্তা করে; **উন্মজ্জ্য**—জল থেকে উত্থিত হয়ে; **ব্যচষ্ট**—দর্শন করলেন; **সঃ**—তিনি; **তত্র অপি**—একই স্থানে; **চ**—এবং; **যথা**—যেমন; **পূর্বম্**—আগের মতোই; **আসীনৌ**—বসে আছেন; **পুনঃ**—পুনরায়; **এব**—ও; **সঃ**—তিনি; **ন্যমজ্জৎ**—জলে নিমজ্জিত হয়ে; **দর্শনম্**—দর্শন করলেন; **যৎ**—যদি; **মে**—আমার; **মৃষা**—মিথ্যা; **কিম্**—তবে কি; **সলিলে**—জল মধ্যে; **তয়োঃ**—তাঁদের।

অনুবাদ

অক্রূর ভাবলেন, "কিভাবে রথে সমাসীন আনকদুন্দুভির দুই পুত্র এখানে জলমধ্যে দণ্ডায়মান হতে পারেন? তাঁরা নিশ্চয়ই রথ থেকে নেমে এসেছেন।" কিন্তু যখন তিনি নদী থেকে উঠে এলেন পূর্ববৎ তাঁদের রথেই দর্শন করলেন। "তবে আমি যে তাঁদের জলমধ্যে দর্শন করলাম, তা কি মিথ্যা?" আপন মনে প্রশ্ন করতে করতে অক্রূর পুনরায় হ্রদে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ৪৪-৪৫

ভূয়স্তত্রাপি সোঽদ্রাক্ষীৎ স্তূয়মানমহীশ্বরম্ ।
সিদ্ধচারণগন্ধর্বৈরসুরৈর্নতকন্ধরৈঃ ॥ ৪৪ ॥

সহস্রশিরসং দেবং সহস্রফণমৌলিনম্ ।
নীলাম্বরং বিসশ্বেতং শৃঙ্গৈঃ শ্বেতমিব স্থিতম্ ॥ ৪৫ ॥

ভূয়ঃ—পুনরায়; **তত্র অপি**—সেই একই স্থানে; **সঃ**—তিনি; **অদ্রাক্ষীৎ**—দর্শন করলেন; **স্তূয়মানম্**—স্তূয়মান; **অহি ঈশ্বরম্**—সর্পদের ঈশ্বর (অনন্তশেষ, বিষ্ণুর শয়নস্থান রূপে সেবিত, শ্রীবলরামের অংশপ্রকাশ); **সিদ্ধ-চারণ-গন্ধর্বৈঃ**—সিদ্ধ, চারণ ও গন্ধর্বগণ দ্বারা; **অসুরৈঃ**—এবং অসুরদের দ্বারা; **নত**—নত; **কন্ধরৈঃ**—স্কন্ধ; **সহস্র**—সহস্র; **শিরসম্**—মস্তক বিশিষ্ট; **দেবম্**—ভগবান; **সহস্র**—সহস্র; **ফণ**—ফণাবিশিষ্ট; **মৌলিনম্**—এবং শিরস্ত্রাণ; **নীল**—নীল; **অম্বরম্**—বসন; **বিস**—মৃণাল; **শ্বেতম্**—শ্বেত; **শৃঙ্গৈঃ**—শৃঙ্গযুক্ত; **শ্বেতম্**—কৈলাস পর্বত; **ইব**—তুল্য; **স্থিতম্**—অবস্থিত।

অনুবাদ

সেখানে অক্রূর এখন সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব ও অসুরগণের দ্বারা অবনতমস্তকে স্তূয়মান, সর্পরাজ অনন্তশেষকে দর্শন করলেন। অক্রূর দর্শন করলেন যে, সহস্রশীর্ষ, সহস্রফণা ও সহস্র শিরস্ত্রান সমন্বিত মৃণালতুল্য শ্বেতবর্ণ, নীলবসন ভগবান কৈলাস পর্বতের মতো বহুশৃঙ্গযুক্ত হয়ে অবস্থান করছেন।

শ্লোক ৪৬-৪৮

তস্যোৎসঙ্গে ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্ ।
পুরুষং চতুর্ভুজং শান্তং পদ্মপত্রারুণেক্ষণম্ ॥ ৪৬ ॥
চারুপ্রসন্নবদনং চারুহাসনিরীক্ষণম্ ।
সুভ্রূন্নসং চারুকর্ণং সুকপোলারুণাধরম্ ॥ ৪৭ ॥
প্রলম্বপীবরভুজং তুঙ্গাংসোরঃস্থলশ্রিয়ম্ ।
কম্বুকণ্ঠং নিম্ননাভিং বলিমৎপল্লবোদরম্ ॥ ৪৮ ॥

তস্য—তাঁর (অনন্তশেষ); **উৎসঙ্গে**—ক্রোড়ে; **ঘন**—বাদল মেঘবৎ; **শ্যামম্**—শ্যাম বর্ণ; **পীত**—পীত; **কৌশেয়**—রেশমী; **বাসসম্**—বসন; **পুরুষম্**—পরম পুরুষ; **চতুঃ-ভুজম্**—চতুর্ভুজ; **শান্তম্**—শান্ত; **পদ্ম**—পদ্মের; **পত্র**—পত্রতুল্য; **অরুণ**—অরুণ বর্ণ; **ঈক্ষণম্**—নেত্রদ্বয়; **চারু**—মনোহর; **প্রসন্ন**—প্রসন্ন; **বদনম্**—মুখমণ্ডল; **চারু**—মনোহর; **হাস**—হাস্য; **নিরীক্ষণম্**—দৃষ্টিপাত; **সু**—মনোহর; **ভ্রূ**—ভ্রূদ্বয়; **উৎ**—উন্নত;

নসম্—নাসিকা; **চারু**—মনোহর; **কর্ণম্**—কর্ণ; **সু**—মনোরম; **কপোল**—গণ্ডদেশ; **অরুণ**—অরুণ বর্ণের; **অধরম্**—ওষ্ঠ; **প্রলম্ব**—আজানুলম্বিত; **পীবর**—স্থূল; **ভুজম্**—বাহুদ্বয়; **তুঙ্গ**—উন্নত; **অংস**—স্কন্ধ; **উরঃস্থল**—বক্ষ; **শ্রিয়ম্**—সুন্দর; **কম্বু**—শঙ্খের মতো; **কণ্ঠম্**—কণ্ঠ; **নিম্ন**—নিম্ন; **নাভিম্**—নাভি; **বলিমৎপল্লবোদরম্**—যাঁর উদর পত্রসদৃশ রেখাযুক্ত।

অনুবাদ

অক্রুর অতঃপর পরমেশ্বর ভগবানকে অনন্তশেষের ক্রোড়ে শান্তভাবে শায়িত দর্শন করলেন। সেই পরম পুরুষের বর্ণ ঘনশ্যাম। তিনি পীত বসন পরিহিত, চতুর্ভুজ এবং নয়নযুগল কমলপত্রবৎ অরুণবর্ণ। তাঁর মনোরম মুখমণ্ডল, প্রসন্ন দৃষ্টিপাত, সুরম্য ভ্রূযুগল ও মধুরহাস্যসমন্বিত। তাঁর উন্নত নাসিকা, সুগঠিত কর্ণদ্বয়, এবং অরুণবর্ণ ওষ্ঠযুক্ত সুন্দর কপোল। তাঁর সুন্দর উন্নত স্কন্ধ ও প্রশস্ত বক্ষ, বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত ও স্থূল। তাঁর কণ্ঠদেশ শঙ্খসদৃশ, নাভি সুগভীর এবং উদর অশ্বত্থপত্র সদৃশ রেখাযুক্ত।

শ্লোক ৪৯-৫০

বৃহৎকটিতটশ্রোণিকরভোরুদ্বয়ান্বিতম্ ।
চারুজানুযুগং চারুজঙ্ঘাযুগলসংযুতম্ ॥ ৪৯ ॥
তুঙ্গগুল্ফারুণনখব্রাতদীধিতিভির্বৃতম্ ।
নবাঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠদলৈর্বিলসৎপাদপঙ্কজম্ ॥ ৫০ ॥

বৃহৎ—বিশাল; **কটি-তট**—তাঁর কোমর; **শ্রোণি**—শ্রোণিদেশ; **করভ**—হস্তীশুঁড় তুল্য; **উরু**—উরু; **দ্বয়া**—দ্বয়; **অন্বিতম্**—যুক্ত; **চারু**—রমণীয়; **জানু-যুগম্**—জানুদ্বয়; **চারু**—মনোহর; **জঙ্ঘা**—জঙ্ঘা; **যুগল**—দ্বয়; **সংযুতম**—সংযুক্ত; **তুঙ্গ**—সমুন্নত; **গুল্ফ**—গোড়ালি; **অরুণ**—অরুণবর্ণের; **নখব্রাত**—নখ সমূহের; **দীধিতিভিঃ**—কিরণে; **বৃতম**—বেষ্টিত; **নব**—নরম; **অঙ্গুলি-অঙ্গুষ্ঠ**—অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ও অন্যান্য অঙ্গুলিসমূহ; **দলৈঃ**—ফুলদল তুল্য; **বিলসৎ**—শোভিত; **পাদ-পঙ্কজম্**—পাদপদ্ম।

অনুবাদ

তাঁর শ্রোণি ও কটিদেশ বিশাল, উরুদ্বয় হস্তী-শুঁড়-তুল্য এবং জানু ও জঙ্ঘা সুগঠিত। তাঁর ফুলদলতুল্য আঙুলের নখ হতে প্রকাশিত উজ্জ্বল কিরণ তাঁর উন্নত গুল্ফদ্বয় প্রতিফলিত করে তাঁর চরণকমল শোভিত করছে।

শ্লোক ৫১-৫২

সুমহার্হমণিব্রাতকিরীটকটকাঙ্গদৈঃ ।
কটিসূত্রব্রহ্মসূত্রহারনূপুরকুণ্ডলৈঃ ॥ ৫১ ॥
ভ্রাজমানং পদ্মকরং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ।
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভং বনমালিনম্ ॥ ৫২ ॥

সু-মহার্হ—মহামূল্য; **মণি-ব্রাত**—মণিরাজি সমন্বিত; **কিরীট**—শিরস্ত্রাণ; **কটক**—বলয়; **অঙ্গদৈঃ**—অঙ্গদে; **কটি-সূত্র**—কোমর বন্ধনী; **ব্রহ্ম-সূত্র**—যজ্ঞোপবীত; **হার**—হার; **নূপুর**—নূপুর; **কুণ্ডলৈঃ**—কুণ্ডল; **ভ্রাজমানম্**—সুশোভিত; **পদ্ম**—পদ্ম; **করম্**—হস্ত; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **চক্র**—চক্র; **গদা**—গদা; **ধরম্**—ধারণ করেন; **শ্রীবৎস**—শ্রীবৎস চিহ্ন; **বক্ষসম্**—বক্ষ; **ভ্রাজৎ**—উজ্জ্বল; **কৌস্তুভম্**—কৌস্তুভ মণি; **বন-মালিনম্**—বনফুলের মালা।

অনুবাদ

বহু মূল্যবান রত্নে বিভূষিত কিরীট, বলয়, অঙ্গদ, কোমরবন্ধনী, যজ্ঞ-সূত্র, কণ্ঠহার, নূপুর ও কুণ্ডলে সুশোভিত ভগবান পূর্ণজ্যোতিতে বিরাজ করছিলেন। তিনি এক হাতে পদ্ম ধারণ করেছিলেন, আর অন্য হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা। তাঁর বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন, কৌস্তুভমণি ও বনমালা শোভা পাচ্ছিল।

শ্লোক ৫৩-৫৫

সুনন্দনন্দপ্রমুখৈঃ পার্ষদৈঃ সনকাদিভিঃ ।
সুরেশৈর্ব্রহ্মরুদ্রাদ্যৈর্নবভিশ্চ দ্বিজোত্তমৈঃ ॥ ৫৩ ॥
প্রহ্লাদনারদবসুপ্রমুখৈর্ভাগবতোত্তমৈঃ ।
স্তূয়মানং পৃথগ্‌ভাবৈর্বচোভিরমলাত্মভিঃ ॥ ৫৪ ॥
শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্যা তুষ্ট্যেলয়োর্জয়া ।
বিদ্যয়াবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতম্ ॥ ৫৫ ॥

সুনন্দ-নন্দ-প্রমুখৈঃ—সুনন্দ ও নন্দের নেতৃত্বে; **পার্ষদৈঃ**—তাঁর পার্ষদগণ দ্বারা; **সনক-আদিভিঃ**—সনক কুমার ও তাঁর ভ্রাতৃদ্বয়; **সুর-ঈশৈঃ**—প্রধান দেবতাগণ; **ব্রহ্ম-রুদ্র-আদ্যৈঃ**—ব্রহ্মা ও রুদ্রের নেতৃত্বে; **নবভিঃ**—নয়জন; **চ**—এবং; **দ্বিজ-উত্তমৈঃ**—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ (মরীচির নেতৃত্বে); **প্রহ্লাদ-নারদ-বসু-প্রমুখৈঃ**—প্রহ্লাদ, নারদ ও উপরিচর বসুর নেতৃত্বে; **ভাগবত-উত্তমৈঃ**—উত্তম ভাগবতগণ দ্বারা; **স্তূয়মানম্**—স্তুত হয়েছিলেন; **পৃথক্-ভাবৈঃ**—ভিন্ন ভিন্ন প্রেমময়ী মনোভাবে; **বচোভিঃ**—বাক্যে; **অমল-**

আত্মভিঃ—নির্মল; **শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্যা তুষ্ট্যা ইলয়া উর্জয়া**—শ্রী, পুষ্টি, গীঃ, কান্তি, কীর্তি, তুষ্টি, ইলা এবং উর্জা নামক ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিসমূহ; **বিদ্যয়া অবিদ্যয়া**—তাঁর বিদ্যা ও অবিদ্যা শক্তির দ্বারা; **শক্ত্যা**—তাঁর অন্তরঙ্গা হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা; **মায়য়া**—তাঁর বহিরঙ্গা মায়াশক্তি দ্বারা; **চ**—এবং; **নিষেবিতম্**—সেবিত হচ্ছিলেন।

অনুবাদ

নন্দ, সুনন্দ ও তাঁর অন্যান্য ব্যক্তিগত পার্ষদগণ, সনক ও অন্যান্য কুমারগণ, ব্রহ্মা, রুদ্র ও অন্যান্য প্রধান দেবতাগণ, নয়জন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও সর্বোত্তম ভক্তবৃন্দ, প্রহ্লাদ, নারদ ও উপরিচর বসুর নেতৃত্বে ভগবানকে পরিবেষ্টন করে তাঁর স্তুতি করছেন। এইসব মহান পুরুষগণ প্রত্যেকেই তাঁকে নিজ অনুপম ভাবে পবিত্র বচন কীর্তন করে ভগবানের স্তুতি করছিলেন। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রধান, শ্রী, পুষ্টি, গীঃ, কান্তি, কীর্তি, তুষ্টি, ইলা ও উর্জা এবং তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির বিদ্যা, অবিদ্যা ও মায়া আর তাঁর 'শক্তি' নামক অন্তরঙ্গা হ্লাদিনী শক্তিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে উল্লেখিত ভগবানের শক্তিসমূহকে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এইভাবে বর্ণনা করেছেন—"শ্রী হচ্ছেন সম্পদ শক্তি, পুষ্টি বল প্রদান করেন, গীঃ জ্ঞানের, কান্তি সৌন্দর্যের, কীর্তি যশের এবং তুষ্টি হচ্ছেন ত্যাগের শক্তি। এই ছয়টি হচ্ছেন ভগবানের ষড় ঐশ্বর্য। ইলা হচ্ছেন *ভূ-শক্তি, সন্ধিনী* নামেও পরিচিত, যে অন্তরঙ্গা শক্তির একটি প্রকাশ হচ্ছে ভূমি। উর্জা তাঁর লীলা অনুষ্ঠানের অন্তরঙ্গা শক্তি। এই পৃথিবীতে তিনি তুলসী বৃক্ষরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। বিদ্যা ও অবিদ্যা (জ্ঞান ও অজ্ঞান) হচ্ছেন বহিরঙ্গা শক্তি যা যথাক্রমে জীবের মুক্তি ও বন্ধনের কারণ। শক্তি হচ্ছে তাঁর অন্তরঙ্গা হ্লাদিনী শক্তি আর বিদ্যা ও অবিদ্যার মূল স্বরূপ মায়া হচ্ছে তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি। চ শব্দ দ্বারা ভগবানের তটস্থা শক্তি বা *জীব শক্তি*-র উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে, যিনি মায়ার অধীন। এই সমস্ত মূর্তিমান শক্তিবৃন্দের দ্বারা ভগবান বিষ্ণু সেবিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৬-৫৭

বিলোক্য সুভৃশং প্রীতো ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ।
হৃষ্যত্তনুরুহো ভাবপরিক্লিন্নাত্মলোচনঃ ॥ ৫৬ ॥
গিরা গদ্‌গদয়াস্তৌষীৎ সত্ত্বমালম্ব্য সাত্বতঃ ।
প্রণম্য মূর্ধ্নাবহিতঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ শনৈঃ ॥ ৫৭ ॥

বিলোক্য—(অক্রূর) দর্শন করে; **সু-ভৃশম্**—অতিশয়; **প্রীতঃ**—প্রীত হলেন; ভক্ত্যা—ভক্তিতে; **পরময়া**—পরম; যুতঃ—যুক্ত হয়ে; **হৃষ্যৎ-তনু-রুহঃ**—পুলকিত হলেন; **ভাব**—ভাবে; **পরিক্লিন্ন**—আর্দ্র; **আত্মা**—তাঁর দেহ; **লোচনঃ**—নয়নদ্বয়; **গিরা**—বাক্য দ্বারা; গদ্‌গদয়া—রুদ্ধ; **অস্তৌষীৎ**—স্তব নিবেদন করলেন; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **আলম্ব্য**—অবলম্বন করে; **সাত্বতঃ**—অক্রূর; **প্রণম্য**—অবনত করে; **মূর্ধ্না**—তাঁর মস্তক; **অবহিতঃ**—সাবধানে; **কৃত-অঞ্জলি-পুটঃ**—সবিনয়ে যুক্ত করে।

অনুবাদ

মহান ভক্তরূপে অক্রূর এই সমস্ত দর্শন করে তিনি অত্যন্ত প্রীত ও দিব্যভক্তিতে যুক্ত অনুভব করলেন। তাঁর গভীর ভাবের ফলে তাঁর দেহ পুলকিত হয়েছিল ও নয়নদ্বয় হতে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে তাঁর শরীরকে আর্দ্র করেছিল। কোনভাবে নিজেকে সংযত রেখে অক্রূর ভূমিতে মস্তক অবনত করে কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে ভাব-গদ্‌গদ কণ্ঠে ধীরে ধীরে সাবধানে স্তব শুরু করলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'অক্রূরের বিষ্ণুলোক দর্শন' নামক একোনচত্বারিংশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

চত্বারিংশ অধ্যায়

অক্রূরের প্রার্থনা

পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি নিবেদিত অক্রূরের প্রার্থনাগুলি এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

"অক্রূর প্রার্থনা করলেন, ব্রহ্মা এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টিকারী হলেও, পরমেশ্বর ভগবানের নাভিপদ্ম থেকেই তাঁকে আবির্ভূত হতে হয়েছে। তেমনই, ভৌত প্রকৃতির মধ্যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্—এই পঞ্চ উপাদান তথা পঞ্চমহাভূত; পৃথিবীর সূক্ষ্ম পঞ্চভূত—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ তথা অনুভূতিগুলি নিয়ে পঞ্চ-তন্মাত্র; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় নিয়ে দশ ইন্দ্রিয়; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত—এই চারটি অন্তরিন্দ্রিয়, প্রকৃতি, আদিপুরুষ ও দেবতাগণ সমস্ত কিছুই শ্রীভগবানের অঙ্গ হতে উৎপন্ন। ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান দ্বারা তাঁকে জানা সম্ভব নয়, আর তাই, ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতাগণও তাঁর প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ।

"বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বিভিন্নভাবে পরমেশ্বর ভগবানের অর্চনা করে। ফলাকাঙ্ক্ষী কর্মীরা বৈদিক কর্মযজ্ঞ দ্বারা, শৈবগণ ভগবান শিবের আরাধনার দ্বারা, বৈষ্ণবগণ পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রীয় বিধান অনুসরণের দ্বারা, এবং অন্যান্য সাধুরা তাঁকে পরমাত্মার স্বরূপে, জড়া প্রকৃতির পদার্থগুলির অন্তর্ভুক্ত স্বরূপে ও অন্তর্যামী অধিষ্ঠাতৃ দেবতা স্বরূপে আরাধনা করে থাকেন। ঠিক যেমন বিভিন্ন দিক হতে নদীগুলি সমুদ্র অভিমুখেই প্রবাহিত হয়, তেমনই বিভিন্ন বুদ্ধিযুক্ত অন্যোপাসকদের আরাধনা-গতিও চরমে পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুকে লাভ করে।

"ব্রহ্মাণ্ডের সামগ্রিক রূপ, বিরাটরূপ এই সবই ভগবান বিষ্ণুর রূপ বলে চিন্তা করা হয়। জলচর প্রাণীরা যেমন জলে বিচরণ করে আর উড়ুম্বর ফলের মধ্যে যেমন ক্ষুদ্র কীটেরা বিচরণ করে, তেমনই সমগ্র প্রাণীকুল শ্রীবিষ্ণুর মাঝেই বিচরণ করছে। এই সব জীবেরা মায়ার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে দেহ-গৃহাদির জন্য অভিমান করে জড়জাগতিক কর্ম-মার্গে পরিভ্রমণ করতে থাকে। মায়ার বশবর্তী হয়ে মূর্খ লোকে যেমন তৃণে আচ্ছাদিত জলাধারকে লক্ষ্য না করে মরীচিকার দিকেই ছুটে চলে, তেমনই অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন জীবও শ্রীবিষ্ণুকে পরিত্যাগ করে তাদের দেহ, গৃহ ইত্যাদির প্রতি আসক্ত হয়। এমন ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ ব্যক্তিরা কখনই পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে না। একমাত্র ভগবানের কৃপায়

যদি তাদের সাধুসঙ্গ লাভ হয়, তখন তাদের জাগতিক বন্ধনের সমাপ্তি হবে। একমাত্র তখনই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সেবার মাধ্যমে তারা কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে মগ্ন হতে পারে।"

শ্লোক ১

শ্রীঅক্রূর উবাচ
নতোঽস্ম্যহং ত্বাখিলহেতুহেতুং
নারায়ণং পুরুষমাদ্যমব্যয়ম্ ।
যন্নাভিজাতাদরবিন্দকোষাদ্-
ব্রহ্মাবিরাসীদ্ যত এষ লোকঃ ॥ ১ ॥

শ্রীঅক্রূরঃ উবাচ—শ্রীঅক্রূর বললেন; **নতঃ**—প্রণাম; **অস্মি**—নিবেদন করি; **অহম্**—আমি; **ত্বা**—আপনাকে; **অখিল**—সমস্ত কিছুর; **হেতু**—কারণের; **হেতুম্**—কারণ; **নারায়ণম্**—ভগবান নারায়ণ; **পুরুষম্**—পরম পুরুষ; **আদ্যম্**—আদি; **অব্যয়ম্**—অক্ষয়; **যৎ**—যাঁর; **নাভি**—নাভি; **জাতাত**—জাত; **অরবিন্দ**—পদ্মের; **কোষাৎ**—কোষ হতে; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা; **অবিরাসীৎ**—আবির্ভূত; **যতঃ**—যাঁর থেকে; **এষঃ**—এই; **লোকঃ**—জগৎ।

অনুবাদ

শ্রীঅক্রূর বললেন—সর্বকারণের কারণ পরম আদি অক্ষয় পুরুষ নারায়ণ, আপনাকে আমার প্রণাম নিবেদন করি। আপনার নাভিজাত পদ্মের কোষ হতে ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়েছিলেন আর তাঁর দ্বারাই এই জগৎ সৃষ্ট হয়েছে।

শ্লোক ২

ভূস্তোয়মগ্নিঃ পবনং খমাদির্
মহানজাদির্মন ইন্দ্রিয়াণি ।
সর্বেন্দ্রিয়ার্থা বিবুধাশ্চ সর্বে
যে হেতবস্তে জগতোঽঙ্গভূতাঃ ॥ ২ ॥

ভূঃ—ভূমি; **তোয়ম্**—জল; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **পবনম্**—বায়ু; **খম্**—আকাশ; **আদিঃ**—এবং এদের উৎস, অহঙ্কার; **মহান্**—মহত্তত্ত্ব; **অজা**—সমগ্র জড়া প্রকৃতি; **আদিঃ**—তার উৎস ভগবান; **মনঃ**—মন; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়গুলি; **সর্ব-ইন্দ্রিয়**—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের; **অর্থাঃ**—বিষয়সমূহ; **বিবুধাঃ**—দেবতাগণ; **চ**—এবং; **সর্বে**—সমস্ত; **যে**—

যে; **হেতবঃ**—কারণস্বরূপ; **তে**—আপনার; **জগতঃ**—জগতের; **অঙ্গ**—দেহ হতে; **ভূতাঃ**—উৎপন্ন।

অনুবাদ

ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও তাদের উৎস অহঙ্কার; মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি ও তার উৎস ভগবানের পুরুষ প্রকাশ, মন, ইন্দ্রিয়সকল, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ ও অধীশ্বরগণ—জগৎ সৃষ্টির এই সকল কারণসমুদয় আপনার শ্রীঅঙ্গজাত।

শ্লোক ৩

নৈতে স্বরূপং বিদুরাত্মনস্তে
হ্যজাদয়োঽনাত্মতয়া গৃহীতাঃ ।
অজোঽনুবদ্ধঃ স গুণৈরজায়া
গুণাৎ পরং বেদ ন তে স্বরূপম্ ॥ ৩ ॥

ন—না; **এতে**—এই সকল (সৃষ্টির উপাদান); **স্বরূপম্**—স্বরূপ; **বিদুঃ**—জানতে; **আত্মনঃ**—ভগবানের; **তে**—আপনি; **হি**—বস্তুত; **অজা-আদয়ঃ**—সামগ্রিক জড়া প্রকৃতি; **অনাত্মতয়া**—অনাত্মবস্তু; **গৃহীতাঃ**—প্রত্যক্ষদৃষ্ট; **অজঃ**—শ্রীব্রহ্মা; **অনুবদ্ধঃ**—আবদ্ধ; **সঃ**—তিনি (ব্রহ্মা); **গুণৈঃ**—গুণসমূহ দ্বারা; **অজায়াঃ**—জড়া প্রকৃতির; **গুণাৎ**—এইসকল গুণ; **পরম্**—গুণাতীত; **বেদ ন**—জানেন না; **তে**—আপনার; **স্বরূপম্**—স্বরূপ।

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতি ও সৃষ্টির অন্যান্য সমস্ত উপাদানসমূহ অনাত্মবস্তু হওয়ায় আপনার প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারে না। যেহেতু আপনি গুণাতীত, তাই ব্রহ্মাও এই জড় গুণসমূহে আবদ্ধ হওয়ায় আপনার প্রকৃত স্বরূপ অবগত নন।

তাৎপর্য

ভগবান জড়া প্রকৃতির গুণাতীত। যতক্ষণ না আমরাও জড় জগতের সীমাবদ্ধ চেতনার অতীত হচ্ছি, আমরা ভগবানকে অবগত হতে পারি না। এমন কি এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোত্তম জীব ব্রহ্মাও যতক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃতের স্তরে আগমন না করছেন, ততক্ষণ ভগবানকে তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না।

শ্লোক ৪

ত্বাং যোগিনো যজন্ত্যদ্ধা মহাপুরুষমীশ্বরম্ ।
সাধ্যাত্মং সাধিভূতং চ সাধিদৈবং চ সাধবঃ ॥ ৪ ॥

ত্বাম্—আপনারই; **যোগিনঃ**—যোগিগণ; **যজন্তি**—যজ্ঞ সম্পাদন করেন; **অদ্ধা**—নিশ্চিতভাবে; **মহা-পুরুষম্**—পরমেশ্বর; **ঈশ্বরম্**—ভগবান; **স-অধ্যাত্মম্**—(সাক্ষী) জীবের; **স-অধিভূতম্**—জাগতিক উপাদানসমূহের; **চ**—এবং; **স-অধিদৈবম্**—নিয়ন্তা দেবতাগণের; **চ**—এবং; **সাধব**—শুদ্ধজন।

অনুবাদ

শুদ্ধ যোগীগণ আপনার অধ্যাত্ম (জীবাত্মারূপ), অধিভূত (জীবের জড় উপাদানরূপ), এবং অধিদৈব (জড়জাগতিক উপাদানগুলির নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাদির রূপ)—এই ত্রিমাত্রিক রূপের কল্পনার মাধ্যমে, পরমেশ্বর ভগবান, আপনারই আরাধনা করেন।

শ্লোক ৫

ত্রয্যা চ বিদ্যয়া কেচিৎ ত্বাং বৈ বৈতানিকা দ্বিজাঃ ।
যজন্তে বিততৈর্যজ্ঞৈর্নানারূপামরাখ্যয়া ॥ ৫ ॥

ত্রয্যা—তিনটি বেদের; **চ**—এবং; **বিদ্যয়া**—মন্ত্র দ্বারা; **কেচিৎ**—কেউ কেউ; **ত্বাম্**—আপনাকে; **বৈ**—অবশ্য; **বৈতানিকাঃ**—ত্রি-যজ্ঞের বিধিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল; **দ্বিজাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **যযন্তে**—আরাধনা; **বিততৈঃ**—বিশদভাবে; **যজ্ঞৈঃ**—যজ্ঞ; **নানা**—বিভিন্ন; **রূপ**—রূপে; **অমর**—দেবতাদের; **আখ্যয়া**—নামে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণগণ তিনটি-বেদ হতে মন্ত্র কীর্তন করে ত্রি-যজ্ঞের বিধিসমূহ অনুসরণ করে আপনার আরাধনা করেন এবং বহু রূপ ও নামের বিভিন্ন দেবতাদের বিশদভাবে যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

তাৎপর্য

কিভাবে সাংখ্য, যোগ ও ত্রি-বেদ অনুসরণকারীগণ বিভিন্নপ্রকারে ভগবানের আরাধনা করেন, অক্রূর এখন তা বর্ণনা করছেন। বেদের বিভিন্ন স্থানে ইন্দ্র, বরুণ ও অন্যান্য দেবতাদের শ্রেষ্ঠ রূপে উল্লেখ করে তাঁদের পূজা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে বেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন পরম নিয়ন্তা বা পরম-তত্ত্ব রয়েছেন। তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি জড় সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর শক্তিকে দেবতাদের মূর্তিতে বিস্তার করেন। তাই কর্মকাণ্ড বা ফলাকাঙ্ক্ষী কর্মীমনোভাবাপন্ন ধর্মীয় আচারের পরোক্ষ প্রণালীর দ্বারা দেবতাগণের আরাধনা তাঁরই কাছে পৌঁছায়। যেভাবেই হোক, শেষ পর্যন্ত যিনি নিত্যপূর্ণতা অর্জন করতে চান, তাঁকে পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের আরাধনা করতে হয়।

শ্লোক ৬

একে ত্বাখিলকর্মাণি সন্ন্যস্যোপশমং গতাঃ ।
জ্ঞানিনো জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তি জ্ঞানবিগ্রহম্ ॥ ৬ ॥

একে—কেউ কেউ; **ত্বা**—আপনাকে; **অখিল**—সমস্ত; **কর্মাণি**—কর্ম; **সন্ন্যস্য**—পরিত্যাগ করে; **উপশমম্**—শান্তি; **গতাঃ**—প্রাপ্ত হয়েছেন; **জ্ঞানিনঃ**—জ্ঞানীগণ; **জ্ঞান-যজ্ঞেন**—জ্ঞান-যজ্ঞ দ্বারা; **যজন্তি**—আরাধনা করেন; **জ্ঞান-বিগ্রহম্**—জ্ঞান-রূপী।

অনুবাদ

দিব্য জ্ঞান লাভের জন্য কেউ কেউ সকল জাগতিক কর্ম পরিত্যাগ করে শান্ত হয়ে জ্ঞান যজ্ঞ সম্পাদন করে জ্ঞান-বিগ্রহ স্বরূপ আপনাকে আরাধনা করেন।

তাৎপর্য

আধুনিক দার্শনিকগণ পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনার সমাদর না করে জ্ঞানের অনুগমন করে আর তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই অন্তঃসারশূন্য ফল লাভের মাধ্যমে তাদের গবেষণার পরিসমাপ্তি হয়।

শ্লোক ৭

অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে ।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্যেকমূর্তিকম্ ॥ ৭ ॥

অন্যে—অন্যান্য ব্যক্তিগণ; **চ**—ও; **সংস্কৃত**—পবিত্র; **আত্মানঃ**—যাদের বুদ্ধি; **বিধিনাম্**—বিধির দ্বারা (পঞ্চরাত্র রূপ শাস্ত্রের দ্বারা); **অভিহিতেন**—উপস্থাপিত; **তে**—আপনার দ্বারা; **যজন্তি**—আরাধনা; **ত্বৎ-ময়াঃ**—আপনার ভাবনায় মগ্ন হয়ে; **ত্বাম্**—আপনাকে; **বৈ**—অবশ্যই; **বহু-মূর্তি**—বিভিন্ন রূপে; **এক-মূর্তিকম্**—এক রূপ।

অনুবাদ

শুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন অন্যান্য ব্যক্তিগণ আপনার ঘোষিত বৈষ্ণব শাস্ত্রীয় বিধিসমূহ অনুসরণ করেন। তাঁদের মনকে আপনার ভাবনায় মগ্ন করে তাঁরা বহু রূপে প্রকাশিত একই ভগবান, আপনাকে আরাধনা করেন।

তাৎপর্য

সংস্কৃতাত্মানঃ অর্থাৎ "যাঁদের বুদ্ধি শুদ্ধ" শব্দটি এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। এটি ইঙ্গিত করছে যে, ইতিপূর্বে উল্লেখিত আরাধনাকারীগণের জাগতিক দূষিত বুদ্ধি সম্পূর্ণত শুদ্ধ নয় আর তাই তারা ভগবানকে অপ্রত্যক্ষভাবে আরাধনা করে। কিন্তু যাঁরা শুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে পরমেশ্বর ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ অথবা

তাঁর বিভিন্ন প্রকাশ রূপের কোন একটি—যেমন বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ইত্যাদি এখানে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সকল রূপের আরাধনা করেন।

শ্লোক ৮

ত্বামেবান্যে শিবোক্তেন মার্গেণ শিবরূপিণম্ ।
বহ্বাচার্যবিভেদেন ভগবন্তমুপাসতে ॥ ৮ ॥

ত্বাম্—আপনি; **এব**—ও; **অন্যে**—অন্যান্যরা; **শিব**—ভগবান শিব দ্বারা; **উক্তেন**—কথিত; **মার্গেণ**—পথে; **শিব-রূপিণম্**—ভগবান শিবরূপে; **বহু-আচার্য**—বহু আচার্যের; **বিভেদেন**—বিভেদ সৃষ্টির ফলে বিভিন্ন উপস্থাপনা অনুসরণ করে; **ভগবন্তম্**—ভগবান; **উপাসতে**—উপাসনা করেন।

অনুবাদ

আরও অন্যান্যরা রয়েছেন, যাঁরা ভগবান শিব রূপে আপনার উপাসনা করেন। তাঁদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ফলেই তাঁরা শিব বর্ণিত ও বহু আচার্য দ্বারা বিভিন্নভাবে প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন।

তাৎপর্য

ত্বাম্ এব অর্থাৎ "আপনিও" শব্দটি নির্দেশ করছে যে, ভগবান শিবের উপাসনা মার্গটিও পরোক্ষ পথ আর তাই অনুৎকৃষ্ট। অক্রূর স্বয়ং তাঁর প্রার্থনার মাধ্যমে কৃষ্ণ বা বিষ্ণুকে প্রত্যক্ষভাবে আরাধনা করার সর্বোত্তম প্রণালীটি অনুসরণ করেছেন।

শ্লোক ৯

সর্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্বদেবময়েশ্বরম্ ।
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো ॥ ৯ ॥

সর্ব—সমস্ত; **এব**—অবশ্যই; **যজন্তি**—উপাসনা করে; **ত্বাম্**—আপনাকে; **সর্ব-দেব**—সকল দেবতা; **ময়**—অন্তর্ভুক্ত; **ঈশ্বরম্**—ভগবান; **যে**—তাঁরা; **অপি**—ও; **অন্য**—অন্য; **দেবতা**—দেবতা; **ভক্তাঃ**—ভক্তগণ; **যদি অপি**—যদিও; **অন্য**—অন্যত্র; **ধিয়ঃ**—তাঁদের মনোযোগ; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

হে প্রভু, কিন্তু এই সমস্ত মানুষেরা, যাঁরা আপনার থেকে অন্যত্র মনোনিবেশ করে অন্য দেবতাদের উপাসনা করছেন, তাঁরাও প্রকৃতপক্ষে, সর্বদেবময় একমাত্র আপনারই উপাসনা করছেন।

তাৎপর্য

এখানে ভাবটি হল এই যে, যাঁরা দেবতাদের উপাসনা করছেন, তাঁরা পরোক্ষে ভগবান বিষ্ণুরই উপাসনা করছেন। অবশ্যই, এই ধরনের উপাসনাকারীর বোধটি সঠিক নয়।

শ্লোক ১০

যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো।
বিশন্তি সর্বতঃ সিন্ধুং তদ্বৎ ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ ॥ ১০ ॥

যথা—যেমন; **অদ্রি**—পর্বত হতে; **প্রভবাঃ**—উৎপন্ন; **নদ্যঃ**—নদীসকল; **পর্জন্য**—বৃষ্টির দ্বারা; **আপূরিতাঃ**—পরিপূর্ণ; **প্রভো**—হে প্রভু; **বিশন্তি**—প্রবেশ করে; **সর্বতঃ**—চতুর্দিক হতে; **সিন্ধুম্**—সাগরে; **তদ্বৎ**—তেমনই; **ত্বাম্**—আপনাতে; **গতয়ঃ**—এই সকল গতিপথ; **অন্ততঃ**—অবশেষে।

অনুবাদ

পর্বত হতে উৎপন্ন নদী যেমন বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ হয়ে চতুর্দিক হতে সমুদ্রে প্রবাহিত হয়, তেমনই এই সমস্ত মার্গ অবশেষে, হে প্রভু, আপনাতে প্রবিষ্ট হয়।

তাৎপর্য

উপাসনা প্রসঙ্গে ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৩-২৫) বলছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥
অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥

"হে কৌন্তেয়, যাঁরা ভক্তিপূর্বক অন্য দেবতাদের পূজা করেন, তাঁরাও অবিধিপূর্বক আমারই পূজা করেন। আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। যারা আমার চিন্ময় স্বরূপ জানে না, তারা আবার সংসার-সমুদ্রে অধঃপতিত হয়। দেবতাদের উপাসকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হবেন; যারা ভূত-প্রেত আদির উপাসক, তারা ভূতলোকই লাভ করে; যারা পিতৃপুরুষদের উপাসক, তারা অনিত্য পিতৃলোক লাভ করে; এবং যাঁরা আমার উপাসনা করেন, তাঁরা আমাকেই লাভ করেন।"

শ্লোক ১১

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ভবতঃ প্রকৃতের্গুণাঃ ।
তেষু হি প্রাকৃতাঃ প্রোতা আব্রহ্মস্থাবরাদয়ঃ ॥ ১১ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্ব; **রজঃ**—রজঃ; **তমঃ**—তমঃ; **ইতি**—এইভাবে পরিচিত; **ভবতঃ**—আপনার; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির; **গুণাঃ**—গুণসমূহ; **তেষু**—তাদেরকে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **প্রাকৃতাঃ**—বদ্ধ জীব; **প্রোতাঃ**—গ্রথিত; **আ-ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা পর্যন্ত; **স্থাবর-আদয়ঃ**—স্থাবর জীব হতে শুরু করে।

অনুবাদ

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, আপনার জড়া প্রকৃতির গুণাবলী ব্রহ্মা হতে শুরু করে স্থাবর প্রাণী পর্যন্ত সকল বদ্ধ জীবকে আবদ্ধ করে।

শ্লোক ১২

তুভ্যং নমস্তে ত্ববিষক্তদৃষ্টয়ে
সর্বাত্মনে সর্বধিয়াং চ সাক্ষিণে ।
গুণপ্রবাহোঽয়মবিদ্যয়া কৃতঃ
প্রবর্ততে দেবনৃতির্যগাত্মসু ॥ ১২ ॥

তুভ্যম্—আপনাকে; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি; **তে**—আপনার; **তু**—এবং; **অবিষক্ত**—নির্লিপ্ত; **দৃষ্টয়ে**—দৃষ্টি; **সর্ব-আত্মনে**—সকল আত্মার; **সর্ব**—প্রত্যেকের; **ধিয়াম্**—বুদ্ধির; **চ**—ও; **সাক্ষীণে**—সাক্ষীস্বরূপ; **গুণ**—জড় গুণাবলীর; **প্রবাহঃ**—প্রবাহ; **অয়ম্**—এই; **অবিদ্যয়া**—অবিদ্যা; **কৃতঃ**—সৃষ্ট; **প্রবর্ততে**—প্রবাহিত হয়; **দেব**—দেবতা; **নৃ**—মানুষ; **তির্যক্**—এবং প্রাণীসমূহ; **আত্মসু**—দেহাভিমানীগণের মধ্যে।

অনুবাদ

আপনি সমস্ত জীবের পরমাত্মারূপে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে সকলের বুদ্ধির সাক্ষীস্বরূপ, আমি আপনাকে আমার প্রণাম নিবেদন করি। অবিদ্যার বেগপ্রসূত আপনার জড়-গুণ-প্রবাহ দেবতা, মানুষ ও প্রাণীরূপ দেহাভিমানীগণের মধ্যে প্রবাহিত হয়।

শ্লোক ১৩-১৪

অগ্নির্মুখং তেঽবনিরঙ্ঘ্রিরীক্ষণং
সূর্যো নভো নাভিরথো দিশঃ শ্রুতি ।
দ্যৌঃ কং সুরেন্দ্রাস্তব বাহবোঽর্ণবাঃ
কুক্ষির্মরুৎ প্রাণবলং প্রকল্পিতম্ ॥ ১৩ ॥

রোমাণি বৃক্ষৌষধয়ঃ শিরোরুহা
মেঘাঃ পরস্যাস্থিনখানি তেঽদ্রয়ঃ ।
নিমেষণং রাত্র্যহনী প্রজাপতির্
মেঢ্রস্তু বৃষ্টিস্তব বীর্যমিষ্যতে ॥ ১৪ ॥

অগ্নিঃ—অগ্নি; **মুখম্**—মুখ; **তে**—আপনার; **অবনিঃ**—পৃথিবী; **অঙ্ঘ্রিঃ**—চরণ; **ঈক্ষণম্**—চক্ষু; **সূর্যঃ**—সূর্য; **নভঃ**—আকাশ; **নাভিঃ**—নাভি; **অথ উ**—এবং আরও; **দিশঃ**—দিক্ সকল; **শ্রুতিঃ**—শ্রবণেন্দ্রিয়; **দ্যৌঃ**—স্বর্গ; **কম্**—মস্তক; **সুর-ইন্দ্রাঃ**—দেব-শ্রেষ্ঠগণ; **তব**—আপনার; **বাহবঃ**—বাহুদ্বয়; **অর্ণবাঃ**—সমুদ্র; **কুক্ষিঃ**—উদর; **মরুৎ**—বায়ু; **প্রাণ**—প্রাণ; **বলম্**—বল; **প্রকল্পিতম্**—কল্পিত হয়; **রোমাণি**—রোম সমূহ; **বৃক্ষ**—বৃক্ষ; **ওষধয়ঃ**—উদ্ভিদ; **শিরঃ-রুহাঃ**—কেশরাশি; **মেঘাঃ**—মেঘমালা; **পরস্য**—পরম পুরুষের; **অস্থি**—অস্থি; **নখানি**—এবং নখ; **তে**—আপনার; **অদ্রয়ঃ**—পর্বত; **নিমেষণম্**—আপনার চোখের পলক; **রাত্রি-অহনী**—দিন ও রাত্রি; **প্রজাপতিঃ**—মনুষ্য প্রজাতির পালক ব্রহ্মা; **মেঢ্রঃ**—প্রজনন-অঙ্গ; **তু**—এবং; **বৃষ্টিঃ**—বৃষ্টি; **তব**—আপনার; **বীর্যম্**—বীর্য; **ইস্যতে**—বিবেচনা করা হয়।

অনুবাদ

অগ্নি আপনার মুখ, পৃথিবী আপনার চরণ, সূর্য আপনার চক্ষু এবং আকাশ আপনার নাভি। দিকসকল আপনার শ্রবণেন্দ্রিয় ও দেবশ্রেষ্ঠগণ আপনার বাহুদ্বয় এবং সমুদ্র আপনার উদর। স্বর্গ আপনার মস্তক, বায়ু আপনার প্রাণ ও বল। বৃক্ষ ও ওষধিসমূহ আপনার শরীরের রোমরাশি, মেঘ আপনার মস্তকের কেশরাশি এবং পর্বত আপনার, পরম পুরুষের অস্থি ও নখ। রাত্রি ও দিন আপনার চক্ষুর নিমেষ মাত্র, প্রজাপতি ব্রহ্মা আপনার প্রজনন-অঙ্গস্বরূপ ও বৃষ্টি আপনার বীর্য।

শ্লোক ১৫

ত্বয্যব্যয়াত্মন্ পুরুষে প্রকল্পিতা
লোকাঃ সপালা বহুজীবসঙ্কুলাঃ ।
যথা জলে সঞ্জিহতে জলৌকসো
ঽপ্যুদুম্বরে বা মশকা মনোময়ে ॥ ১৫ ॥

ত্বয়ি—আপনাতে; **অব্যয়-আত্মন্**—অক্ষয়; **পুরুষে**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রকল্পিতাঃ**—সৃষ্ট; **লোকাঃ**—জগৎসমূহ; **স-পালাঃ**—নিজ নিজ পালক দেবতাগণের সঙ্গে; **বহু**—অসংখ্য; **জীব**—জীব; **সঙ্কুলাঃ**—সঙ্কুল; **যথা**—যেমন; **জলে**—জলে;

সঞ্জিহতে—বিচরণ করে; **জল-ওকসঃ**—জলচর জীব; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **উদুম্বরে**—ডুমুর জাতীয় উড়ুম্বর ফলের মধ্যে; **বা**—অথবা; **মশকা**—মশক সকল; **মনঃ**—মন (এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের); **ময়ে**—(আপনাতে) সঞ্চরণ করে।

অনুবাদ

হে অক্ষয় পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান, বহুজীবসঙ্কুল নিখিল ভুবন সবই তাদের নিজ নিজ পালকগণ সহ আপনার মধ্যেই উৎপন্ন হয়। ঠিক যেমন জলচর জীবেরা সাগরে সন্তরণ করে বা ক্ষুদ্র কীটগুলি উড়ুম্বর ফলের মধ্যে বাস করে, তেমনই মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের আধার স্বরূপ আপনারই মধ্যে এই সকল ভুবন সঞ্চরণশীল।

শ্লোক ১৬

যানি যানীহ রূপাণি ক্রীড়নার্থং বিভর্ষি হি।
তৈরামৃষ্টশুচো লোকা মুদা গায়ন্তি তে যশঃ ॥ ১৬ ॥

যানি যানি—যে যে; **ইহ**—এই জড় জগতে; **রূপাণি**—রূপ; **ক্রীড়ন**—লীলার; **অর্থম্**—জন্য; **বিভর্ষি**—আপনি প্রকটিত হন; **হি**—অবশ্যই; **তৈঃ**—তাদের দ্বারা; **আমৃষ্ট**—মার্জিত হয়; **শুচঃ**—তাদের শোক; **লোকাঃ**—মানুষ; **মুদা**—আনন্দে; **গায়ন্তি**—গান করেন; **তে**—আপনার; **যশঃ**—মহিমা।

অনুবাদ

আপনার লীলা উপভোগার্থে এই জগতে আপনি নিজেকে বিভিন্ন রূপে প্রকট করেন আর যাঁরা আনন্দে আপনার মহিমা কীর্তন করেন, এইসকল অবতারগণ তাঁদের সমস্ত শোক মার্জন করেন।

শ্লোক ১৭-১৮

নমঃ কারণমৎস্যায় প্রলয়াব্ধিচরায় চ।
হয়শীর্ষ্ণে নমস্তুভ্যং মধুকৈটভমৃত্যবে ॥ ১৭ ॥
অকূপারায় বৃহতে নমো মন্দরধারিণে।
ক্ষিত্যুদ্ধারবিহারায় নমঃ শূকরমূর্তয়ে ॥ ১৮ ॥

নমঃ—প্রণাম নিবেদন করি; **কারণ**—সৃষ্টির আদি কারণ; **মৎস্যায়**—মৎস্যরূপে আবির্ভূত ভগবানকে; **প্রলয়**—প্রলয়; **অব্ধি**—সমুদ্রে; **চরায়**—বিচরণশীল; **চ**—এবং; **হয়-শীর্ষ্ণে**—অশ্বরূপের মাথা নিয়ে যে অবতার, হয়গ্রীব; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **মধু-কৈটভ**—মধু এবং কৈটভ দানবদের; **মৃত্যবে**—বিনাশকারী; **অকূপারায়**—কূর্মকে; **বৃহৎ**—বৃহৎ; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি; **মন্দর**—

মন্দর পর্বতের; **ধারিণে**—ধারণকারী; **ক্ষিতি**—পৃথিবীর; **উদ্ধার**—উত্তোলন; **বিহারায়**—যাঁর আনন্দ; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি; **শূকর**—বরাহের; **মূর্তয়ে**—রূপধারী।

অনুবাদ

সৃষ্টির কারণ আপনি, প্রলয় সমুদ্রে সন্তরণশীল মৎস্যরূপী আপনাকে, আমি আমার প্রণাম নিবেদন করি। হয়গ্রীবরূপে মধু-কৈটভ বিনাশক, বৃহৎ কূর্মরূপে মন্দর পর্বতধারী এবং বরাহ অবতারে যিনি পৃথিবীকে সানন্দে উদ্ধার করেন, সেই আপনাকে আমি আমার প্রণাম নিবেদন করি।

তাৎপর্য

বিশ্বকোষ অভিধানে *অকূপারায়* শব্দটির অর্থ কূর্মরাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৯

নমস্তেঽদ্ভুতসিংহায় সাধুলোকভয়াপহ ।
বামনায় নমস্তুভ্যং ক্রান্তত্রিভুবনায় চ ॥ ১৯ ॥

নমঃ—প্রণাম নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে; **অদ্ভুত**—অদ্ভুত; **সিংহায়**—সিংহরূপী; **সাধুলোক**—সকল সাধু ভক্তগণের; **ভয়**—ভয়; **অপহ**—হে বিনাশন; **বামনায়**—বামনরূপে; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **ক্রান্ত**—পদবিন্যাসকারী; **ত্রিভুবনায়**—ত্রিভুবন; **চ**—এবং।

অনুবাদ

অদ্ভুতসিংহরূপী (নৃসিংহদেব) সাধু ভক্তগণের ভয় বিনাশকারী ও বামনরূপী ত্রিভুবনে পদবিন্যাসকারী আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি।

শ্লোক ২০

নমো ভৃগুণাং পতয়ে দৃপ্তক্ষত্রবনচ্ছিদে ।
নমস্তে রঘুবর্যায় রাবণান্তকরায় চ ॥ ২০ ॥

নমঃ—প্রণাম নিবেদন করি; **ভৃগুণাম্**—ভৃগুবংশজ; **পতয়ে**—প্রধানরূপী (পরশুরাম); **দৃপ্ত**—দৃপ্ত; **ক্ষত্র**—ক্ষত্রিয়; **বন**—বন; **ছিদে**—সংহারকারী; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি; তে—আপনাকে; **রঘুবর্যায়**—রঘুবংশশ্রেষ্ঠ; রাবণ—রাবণ; **অন্তকরায়**—সংহারক; **চ**—এবং।

অনুবাদ

ভৃগুপতি রূপধারী ক্ষত্রিয়বনচ্ছেদী ও রাবণান্তকারী রঘুকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীরামরূপী আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি।

শ্লোক ২১

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥ ২১ ॥

নমঃ—প্রণাম নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে; **বাসুদেবায়**—শ্রীবাসুদেব; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি; **সঙ্কর্ষণায়**—শ্রীসঙ্কর্ষণের উদ্দেশ্যে; **চ**—এবং; **প্রদ্যুম্নায়**—শ্রীপ্রদ্যুম্ন; **অনিরুদ্ধায়**—শ্রীঅনিরুদ্ধ; **সাত্বতাম্**—যাদবগণের; **পতয়ে**—পতি; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি।

অনুবাদ

হে প্রভু, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপী যাদবাধিপতি আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি।

শ্লোক ২২

নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্যদানবমোহিনে ।
ম্লেচ্ছপ্রায়ক্ষত্রহন্ত্রে নমস্তে কল্কিরূপিণে ॥ ২২ ॥

নমঃ—প্রণাম নিবেদন করি; **বুদ্ধায়**—বুদ্ধরূপী; **শুদ্ধায়**—শুদ্ধ; **দৈত্য-দানব**—দৈত্য দানব; **মোহিনে**—মোহনকারী; **ম্লেচ্ছ**—ম্লেচ্ছ; **প্রায়**—তুল্য; **ক্ষত্র**—ক্ষত্রিয়; **হন্ত্রে**—বিনাশকারী; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে; **কল্কি-রূপিণে**—কল্কিরূপী।

অনুবাদ

দৈত্যদানব-মোহনকারী শুদ্ধ বুদ্ধরূপী ও ম্লেচ্ছতুল্য রাজাগণের বিনাশকারী কল্কিরূপী আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি।

শ্লোক ২৩

ভগবন্ জীবলোকোঽয়ং মোহিতস্তব মায়য়া ।
অহং মমেত্যসদ্গ্রাহো ভ্রাম্যতে কর্মবর্ত্মসু ॥ ২৩ ॥

ভগবন্—হে ভগবান; **জীব**—জীব; **লোকঃ**—জগৎ; **অয়ম্**—এই; **মোহিতঃ**—মোহিত; **তব**—আপনার; **মায়য়া**—মায়া শক্তি দ্বারা; **অহম্ মম ইতি**—'আমি' ও 'আমার' ধারণাবশত; **অসৎ**—মিথ্যা; **গ্রাহঃ**—অভিমান; **ভ্রাম্যতে**—ভ্রমণ করতে থাকে; **কর্ম**—কর্ম; **বর্ত্মসু**—মার্গে।

অনুবাদ

হে ভগবান, এই জগতে আপনার মায়া শক্তি দ্বারা মোহিত জীব 'আমি' ও 'আমার' রূপ মিথ্যা অভিমানে যুক্ত হয়ে কর্মমার্গে ভ্রমণ করতে বাধ্য হয়।

শ্লোক ২৪

অহং চাত্মাত্মজাগারদারার্থস্বজনাদিষু ।
ভ্রমামি স্বপ্নকল্পেষু মূঢ়ঃ সত্যধিয়া বিভো ॥ ২৪ ॥

অহম্—আমি; **চ**—ও; **আত্ম**—আমার দেহ; **আত্মজ**—পুত্র; **আগার**—গৃহ; **দার**—স্ত্রী; **অর্থ**—সম্পদ; **স্ব-জন**—স্বজন; **আদিসু**—ইত্যাদিতে; **ভ্রমামি**—সত্য-বুদ্ধিতে আসক্ত হয়ে ভ্রমণ করছি; **স্বপ্ন**—স্বপ্ন; **কল্পেষু**—তুল্য; **মূঢ়ঃ**—মুর্খ; **সত্য**—সত্য বলে; **ধিয়া**—মনে করছি; **বিভো**—হে সর্বশক্তিমান ভগবান।

অনুবাদ

হে প্রভো, আমিও এইভাবে বিভ্রান্ত হয়ে মূর্খের মতো আমার দেহ, সন্তান, গৃহ, পত্নী, অর্থ ও স্বজনবৃন্দকে সত্য বলে মনে করছি, যদিও তারা প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নবৎ অসত্য।

শ্লোক ২৫

অনিত্যানাত্মদুঃখেষু বিপর্যয়মতির্হ্যহম্ ।
দ্বন্দ্বারামস্তমোবিষ্টো ন জানে ত্বাত্মনঃ প্রিয়ম্ ॥ ২৫ ॥

অনিত্য—অনিত্য; **অনাত্ম**—অনাত্ম; **দুঃখেষু**—দুঃখ; **বিপর্যয়**—বিপরীত; **মতিঃ**—বুদ্ধি; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অহম্**—আমি; **দ্বন্দ্ব**—দ্বন্দ্ব; **আরামঃ**—সুখবোধ করছি; **তমঃ**—তমোগুণে; **বিষ্টঃ**—আবিষ্ট; **ন জানে**—আমি হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ; **ত্বা**—আপনাকে; **আত্মনঃ**—আত্মার; **প্রিয়ম্**—প্রেমাস্পদ।

অনুবাদ

এইভাবে অনিত্যকে নিত্য, আমার দেহকে আমার আত্মা এবং দুঃখের উৎস-সমূহকে সুখের উৎসরূপে ভুল করে, আমি জাগতিক দ্বন্দ্বের মধ্যেই আনন্দ অনুভবের চেষ্টা করছি। এইভাবে তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে আমার প্রকৃত প্রেমাস্পদরূপে আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি।

শ্লোক ২৬

যথাবুধো জলং হিত্বা প্রতিচ্ছন্নং তদুদ্ভবৈঃ ।
অভ্যেতি মৃগতৃষ্ণাং বৈ তদ্বত্ত্বাহং পরাঙ্মুখঃ ॥ ২৬ ॥

যথা—যেমন; **অবুধঃ**—অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ; **জলম্**—জল; **হিত্বা**—দর্শন না করে; **প্রতিচ্ছন্নম্**—আচ্ছন্ন; **তৎ-উদ্ভবৈঃ**—জলজাত তৃণাদি দ্বারা; **অভ্যেতি**—অগ্রসর

হয়; মৃগ-তৃষ্ণাম্—মরীচিকা; বৈ—বস্তুত; তদ্বৎ—সেইভাবে; ত্বা—আপনার; অহম্—আমি; পরাঙ্মুখঃ—বিপরীতমুখী হয়েছি।

অনুবাদ

মূর্খ যেমন জলোৎপন্ন তৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত জলকে লক্ষ্য না করে মরীচিকার দিকে ধাবিত হয়, আমিও তেমনি আপনার কাছ থেকে অন্য দিকে ধাবিত হয়েছি।

শ্লোক ২৭

নোৎসহেঽহং কৃপণধীঃ কামকর্মহতং মনঃ ।
রোদ্ধুং প্রমাথিভিশ্চাক্ষৈর্হ্রিয়মাণমিতস্ততঃ ॥ ২৭ ॥

ন উৎসহে—শক্তিলাভে অসমর্থ; অহম্—আমি; কৃপণ—অক্ষম; ধীঃ—বুদ্ধি; কাম্—জাগতিক আকাঙ্ক্ষা দ্বারা; কর্ম—এবং জাগতিক কার্যাবলী দ্বারা; হতম্—ক্ষোভিত; মনঃ—আমার মন; রোদ্ধুম্—নিবৃত্ত করতে; প্রমাথিভিঃ—বলবান ও বিষয়সংযুক্ত; চ—এবং; অক্ষৈঃ—ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক; হ্রিয়মাণম্—আকৃষ্যমান; ইতঃ ততঃ—ইতস্তত।

অনুবাদ

আমার বুদ্ধি এতটাই অক্ষম যে, জড়জাগতিক কামনা ও কর্ম দ্বারা ক্ষোভিত এবং ক্রমাগত আমার বলবান ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা আকৃষ্যমান আমার মনকে নিবৃত্ত করার শক্তি লাভ করতে আমি অসমর্থ।

শ্লোক ২৮

সোঽহং তবাঙ্‌ঘ্র্যুপগতোঽস্ম্যসতাং দুরাপং
তচ্চাপ্যহং ভবদনুগ্রহ ঈশ মন্যে ।
পুংসো ভবেদ্ যর্হি সংসরণাপবর্গস্
ত্বয্যব্জনাভ সদুপাসনয়া মতিঃ স্যাৎ ॥ ২৮ ॥

সঃ—এইরূপে; অহম্—আমি; তব—আপনার; অঙ্ঘ্রি—পদদ্বয়ের; উপগতঃ অস্মি—শরণাগত হলাম; অসতাম্—অসাধুজনের; দুরাপম্—দুর্লভ; তৎ—সেই; চ—এবং; অপি—ও; অহম্—আমি; ভবৎ—আপনার; অনুগ্রহঃ—কৃপা; ঈশ—হে ভগবান; মন্যে—মনে করছি; পুংসঃ—জীব; ভবেৎ—হয়; যর্হি—যখন; সংসরণ—সংসার চক্রের; অপবর্গঃ—অবসান; ত্বয়ি—আপনার; অব্জনাভ—হে পদ্মনাভ; সৎ—শুদ্ধ ভক্তগণের; উপাসনয়া—উপাসনা দ্বারা; মতিঃ—চেতনা; স্যাৎ—জন্মে।

অনুবাদ

যদিও অসাধুজনেরা কখনই আপনার পদদ্বয় প্রাপ্ত হতে পারে না, তবুও পতিত রূপে আমি যে আপনার চরণের শরণাগত হয়েছি, আপনার কৃপা ভিন্ন তা কখনই সম্ভব নয় বলে আমি মনে করি। একমাত্র যখন জীবের জাগতিক জীবনের অবসান হয়, হে পদ্মনাভ, তখনই আপনার শুদ্ধ ভক্তের সেবার দ্বারা আপনার প্রতি মতি জন্মে।

শ্লোক ২৯

নমো বিজ্ঞানমাত্রায় সর্বপ্রত্যয়হেতবে ।
পুরুষেশপ্রধানায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে ॥ ২৯ ॥

নমঃ—প্রণাম নিবেদন করি; **বিজ্ঞান**—শুদ্ধ জ্ঞানের; **মাত্রায়**—বিগ্রহ স্বরূপ; **সর্ব**—সমস্ত; **প্রত্যয়**—জ্ঞানের; **হেতবে**—কারণ; **পুরুষ**—জীবের; **ঈশ**—নিয়ন্তা; **প্রধানায়**—প্রধান; **ব্রহ্মণে**—পরম ব্রহ্ম; **অনন্ত**—অসীম; **শক্তয়ে**—শক্তিময়।

অনুবাদ

অনন্ত শক্তিমান পরম ব্রহ্মকে আমি প্রণাম নিবেদন করি। তিনি বিজ্ঞানময় বিগ্রহ, সকল চেতনার কারণস্বরূপ এবং জীবের প্রধান নিয়ন্তা।

শ্লোক ৩০

নমস্তে বাসুদেবায় সর্বভূতক্ষয়ায় চ ।
হৃষীকেশনমস্তুভ্যং প্রপন্নং পাহি মাং প্রভো ॥ ৩০ ॥

নমঃ—প্রণাম নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে; **বাসুদেবায়**—বসুদেব পুত্র; **সর্ব**—সমস্ত; **ভূত**—জীব; **ক্ষয়ায়**—আশ্রয়; **চ**—এবং; **হৃষীকেশ**—হে মন ও ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **প্রপন্নম্**—আপনার শরণাগত; **পাহি**—দয়া করে রক্ষা করুন; **মাম্**—আমাকে; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

হে বাসুদেব, সকল জীবের আশ্রয় স্বরূপ, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। হে হৃষীকেশ, আপনাকে পুনরায় আমার প্রণাম নিবেদন করি। হে প্রভো, আমি আপনার শরণাগত, দয়া করে আমাকে রক্ষা করুন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'অক্রূরের প্রার্থনা' নামক চত্বারিংশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

একচত্বারিংশ অধ্যায়

কৃষ্ণ ও বলরামের মথুরায় প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ মথুরা নগরীতে প্রবেশ করে কিভাবে এক রজককে বধ করলেন এবং এক তন্তুবায় ও সুদামা নামক মালাকারকে বর প্রদান করলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

যমুনার জলমধ্যে অক্রূরকে তাঁর বিষ্ণুরূপ প্রদর্শন ও অক্রূরের প্রার্থনা গ্রহণ করার পর অভিনেতার অভিনয় পরিসমাপ্তির মতো শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রদর্শন প্রত্যাহার করলেন। অক্রূর জল থেকে উত্থিত হয়ে পরম বিস্ময়ে ভগবানের দিকে অগ্রসর হলে, তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, স্নানের সময় অক্রূর আশ্চর্য কিছু দর্শন করেছেন কিনা। অক্রূর উত্তর দিলেন, "জলে, স্থলে ও আকাশে যা কিছুই আশ্চর্য বস্তু রয়েছে, তা সকলই আপনার মধ্যে বর্তমান। তাই কেউ যখন আপনাকে দর্শন করে, তখন তার আর কিছুই দেখার বাকি থাকে না।" এই বলে অক্রূর পুনরায় রথ চালনা শুরু করলেন।

কৃষ্ণ, বলরাম ও অক্রূর অপরাহ্নে মথুরায় পৌঁছলেন। নন্দ মহারাজ ও অন্যান্য গোপগণ যাঁরা আগেই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে, শ্রীকৃষ্ণ, কংস বধের পর অক্রূরের গৃহে গমনের প্রতিশ্রুতি দান করে, তাঁকে তখন নিজ গৃহে ফিরে যেতে বললেন। অক্রূর দুঃখিত অন্তরে ভগবানের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে রাজা কংসকে কৃষ্ণ ও বলরামের আগমন সংবাদ প্রদান করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

কৃষ্ণ ও বলরাম গোপবালক সমভিব্যাহারে জাঁকজমকপূর্ণ নগরী দর্শনে গমন করলেন। তাঁরা সকলে যখন মথুরায় প্রবেশ করলেন, তখন নগরীর রমণীগণ কৃষ্ণকে দেখবার জন্য আগ্রহ সহকারে তাঁদের নিজ নিজ গৃহ থেকে নির্গত হলেন। তাঁরা প্রায়ই কৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রবণ করার ফলে তাঁদের হৃদয়ে কৃষ্ণের জন্য এক গভীর আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এখন তাঁকে বাস্তবিকভাবে দর্শন করে তাঁরা আনন্দে অভিভূত হওয়ায় তাঁর অনুপস্থিতিজনিত তাঁদের সকল দুঃখ দূর হল।

কৃষ্ণ ও বলরাম অতঃপর কংসের দুষ্ট রজকের সমীপবর্তী হলেন। কৃষ্ণ তার কাছে কিছু উত্তম বস্ত্র প্রার্থনা করলে, যা সে বহন করছিল, সে তা প্রত্যাখান করে এমন কি কৃষ্ণ ও বলরামকে এজন্য ভৎর্সনা করতে লাগল। এর ফলে কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে তাঁর করাগ্র দ্বারা রজকের মস্তক ছেদন করলেন। রজকের সহকারীবৃন্দ তার অকালমৃত্যু দর্শন করে বস্ত্রপেটিকাসমূহ সেই স্থানে পরিত্যাগ করে

চতুর্দিকে পলায়ন করল। কৃষ্ণ ও বলরাম তখন তাঁদের বিশেষ পছন্দের বস্ত্রগুলি গ্রহণ করলেন।

এরপর এক তন্তুবায় ভগবানদ্বয়ের কাছে আগমন করে তাঁদের উপযুক্ত বেশ রচনা করলে সে কৃষ্ণের কাছ থেকে ঐহিক ঐশ্বর্য ও দেহাবসানে সারূপ্য বর প্রাপ্ত হল। কৃষ্ণ ও বলরাম তখন পুষ্পমাল্য প্রস্তুতকারী সুদামার গৃহে গমন করলেন। সুদামা ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করে তাঁদের পাদপ্রক্ষালন, পাদ-অর্ঘ্য, চন্দন অনুলেপন ও স্তব কীর্তন দ্বারা সম্মান সহকারে পূজা করার পর তাঁদের সুগন্ধি পুষ্প মালায় ভূষিত করল। তাঁর অর্চনায় সন্তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণ ও বলরাম সুদামার অভিপ্রায় অনুযায়ী বর প্রদান করে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

স্তুবতস্তস্য ভগবান্ দর্শয়িত্বা জলে বপুঃ ।
ভূয়ঃ সমাহরৎ কৃষ্ণো নটো নাট্যমিবাত্মনঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **স্তুবতঃ**—স্তুতিকারক; **তস্য**—তিনি, অক্রূর; **ভগবান্**—ভগবান; **দর্শয়িত্বা**—প্রদর্শন করে; **জলে**—জলে; **বপুঃ**—স্বীয় রূপ; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **সমাহরৎ**—প্রত্যাহার করলেন; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **নটঃ**—একজন অভিনেতা; **নাট্যম্**—নাটকে; **ইব**—যেমন; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—অক্রূর যখন স্তব নিবেদন করছিলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জলমধ্যে প্রকাশিত তাঁর স্বীয় রূপ প্রত্যাহার করে নিলেন। ঠিক যেভাবে কোনও অভিনেতা তার অভিনয়ের পরিসমাপ্তি করে।

তাৎপর্য

অক্রূরের দৃষ্টি থেকে চিন্ময় আকাশ ও তার নিত্য অধিবাসীগণের দৃশ্যের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিষ্ণু রূপকেও প্রত্যাহার করে নিলেন।

শ্লোক ২

সোঽপি চান্তর্হিতং বীক্ষ্য জলাদুন্মজ্য সত্বরঃ ।
কৃত্বা চাবশ্যকং সর্বং বিস্মিতো রথমাগমৎ ॥ ২ ॥

সঃ—অক্রূর; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **অন্তর্হিতম্**—অন্তর্হিত; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **জলাৎ**—জল থেকে; **উন্মজ্য**—উত্থিত হলেন; **সত্বরঃ**—দ্রুত; **কৃত্বা**—সম্পাদন করে;

চ—এবং; আবশ্যকম্—অবশ্য কর্তব্য কর্ম; **সর্বম্**—সকল; **বিস্মিতঃ**—আশ্চর্যান্বিত; **রথম্**—রথে; **আগমৎ**—গমন করলেন।

অনুবাদ

অক্রূর সেই দৃশ্যকে অন্তর্হিত হতে দর্শন করে জল থেকে উঠে সত্বর তাঁর বিবিধ অবশ্য কর্তব্য কর্ম সকল সমাপন করে আশ্চর্যান্বিত হয়ে রথে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ৩

তমপৃচ্ছদ্ধৃষীকেশঃ কিং তে দৃষ্টমিবাদ্ভুতম্ ।
ভূমৌ বিয়তি তোয়ে বা তথা ত্বাং লক্ষয়ামহে ॥ ৩ ॥

তম্—তাঁকে; **অপৃচ্ছৎ**—জিজ্ঞাসা করলেন; **হৃষীকেশঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **কিম্**—কি; **তে**—তোমার দ্বারা; **দৃষ্টম্**—দর্শিত হয়েছে; **ইব**—বস্তুত; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **ভূমৌ**—ভূমি; **বিয়তি**—আকাশ; **তোয়ে**—জলে; **বা**—বা; **তথা**—এমন কোন; **ত্বাম্**—তোমাকে; **লক্ষয়ামহে**—আমাদের মনে হচ্ছে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে জিজ্ঞাসা করলেন—ভূমি, আকাশ বা জলে তুমি অদ্ভুত কিছু দর্শন করেছ কি? তোমাকে দেখে আমাদের তেমনই মনে হচ্ছে।

শ্লোক ৪

শ্রীঅক্রূর উবাচ
অদ্ভুতানীহ যাবন্তি ভূমৌ বিয়তি বা জলে ।
ত্বয়ি বিশ্বাত্মকে তানি কিং মেঽদৃষ্টং বিপশ্যতঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীঅক্রূরঃ উবাচ—শ্রীঅক্রূর বললেন; **অদ্ভুতানি**—অদ্ভুত বস্তু; **ইহ**—এই জগতে; **যাবন্তি**—যত; **ভূমৌ**—ভূমি; **বিয়তি**—আকাশ; **বা**—বা; **জলে**—জলে; **ত্বয়ি**—আপনার মধ্যে; **বিশ্ব-আত্মকে**—সমস্ত কিছু নিহিত; **তানি**—তাদের; **কিম্**—কি; **মে**—আমার দ্বারা; **অদৃষ্টম্**—অদর্শিত; **বিপশ্যতঃ**—দর্শন করে (আপনাকে)।

অনুবাদ

শ্রীঅক্রূর বললেন—ভূমি, আকাশ বা জলে যত অদ্ভুত বস্তুই থাক, তার সকলই আপনাতে বিদ্যমান। যেহেতু সমস্ত কিছুই আপনার মধ্যে নিহিত রয়েছে, তাই আমি যখন আপনাকে দর্শন করি, তখন আমার আর দর্শনের কিই বা অবশিষ্ট থাকে?

শ্লোক ৫

যত্রাদ্ভুতানি সর্বাণি ভূমৌ বিয়তি বা জলে ।
তং ত্বানুপশ্যতো ব্রহ্মন্ কিং মে দৃষ্টমিহাদ্ভুতম্ ॥ ৫ ॥

যত্র—যাঁর মধ্যে; **অদ্ভুতানি**—অদ্ভুত বস্তু; **সর্বাণি**—সকল; **ভূমৌ**—ভূমিতে; **বিয়তি**—আকাশে; **বা**—বা; **জলে**—জলে; **তম্**—সেই তাঁকে; **ত্বা**—আপনাকে; **অনুপশ্যতঃ**—দর্শন করে; **ব্রহ্মন্**—হে পরমব্রহ্ম; **কিম্**—কি; **মে**—আমার দ্বারা; **দৃষ্টম্**—দর্শিত; **ইহ**—এই জগতে; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত।

অনুবাদ

হে পরমব্রহ্ম, ভূমি, আকাশ ও জলের, সকল অদ্ভুত বস্তুই যাঁর মধ্যে বর্তমান, আমি এখন সেই আপনাকে দর্শন করছি, এই জগতে আর কি অদ্ভুত বস্তু আমি দর্শন করতে পারি?

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র যে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রই নন, অক্রূর এখন তা হৃদয়ঙ্গম করলেন।

শ্লোক ৬

ইত্যুক্ত্বা চোদয়ামাস স্যন্দনং গান্দিনীসুতঃ ।
মথুরামনয়দ্ রামং কৃষ্ণং চৈব দিনাত্যয়ে ॥ ৬ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **চোদয়াম্ আস**—চালনা করলেন; **স্যন্দনম্**—রথ; **গান্দিনী-সুতঃ**—গান্দিনী পুত্র, অক্রূর; **মথুরাম্**—মথুরায়; **অনয়ৎ**—আনয়ন করলেন; **রামম্**—শ্রীবলরাম; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **চ**—এবং; **এব**—ও; **দিন**—দিনের; **অত্যয়ে**—শেষে।

অনুবাদ

এই কথা বলে গান্দিনীপুত্র অক্রূর রথ চালনা শুরু করলেন। অপরাহ্ণে শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে তিনি মথুরায় উপস্থিত হলেন।

শ্লোক ৭

মার্গে গ্রামজনা রাজংস্তত্র তত্রোপসঙ্গতাঃ ।
বসুদেবসুতৌ বীক্ষ্য প্রীতা দৃষ্টিং ন চাদদুঃ ॥ ৭ ॥

মার্গে—পথে; **গ্রাম**—গ্রামের; **জনাঃ**—মানুষেরা; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **তত্র তত্র**—স্থানে স্থানে; **উপসঙ্গতাঃ**—নিকটস্থ হয়ে; **বসুদেব-সুতৌ**—বসুদেব-

নন্দনদ্বয়ের প্রতি; **বীক্ষ্য**—দর্শন করছিলেন; **প্রীতাঃ**—প্রীত হয়ে; **দৃষ্টিম্**—তাঁদের দৃষ্টি; **ন**—না; **চ**—এবং; **আদদুঃ**—ফেরাতে পারছিল।

অনুবাদ

তাঁরা যে সকল পথ দিয়ে গমন করছিলেন, হে রাজন, সেখানেই গ্রামবাসীরা কাছে এসে অত্যন্ত আনন্দ সহকারে বসুদেবনন্দন দুজনকে দর্শন করছিল। প্রকৃতপক্ষে, গ্রামবাসীরা তাঁদের থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না।

শ্লোক ৮

তাবদ্ ব্রজৌকসস্তত্র নন্দগোপাদয়োঽগ্রতঃ ।
পুরোপবনমাসাদ্য প্রতীক্ষন্তোঽবতস্থিরে ॥ ৮ ॥

তাবৎ—ততক্ষণ; **ব্রজ-ওকসঃ**—ব্রজবাসীগণ; **তত্র**—সেখানে; **নন্দ-গোপ-আদয়ঃ**—গোপরাজ নন্দের নেতৃত্বে; **অগ্রতঃ**—আগেই; **পুর**—নগরীর; **উপবনম্**—একটি বাগানে; **আসাদ্য**—এসে; **প্রতীক্ষন্তঃ**—অপেক্ষা করে; **অবতস্থিরে**—অবস্থান করছিলেন।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ ও অন্যান্য বৃন্দাবনবাসীগণ রথ পৌঁছানোর পূর্বেই মথুরায় এসে নগরীর উপকণ্ঠের একটি বাগানে কৃষ্ণ ও বলরামের অপেক্ষায় অবস্থান করছিলেন।

তাৎপর্য

নন্দ মহারাজ ও অন্যান্য সকলে আগেই মথুরায় পৌঁছেছিলেন, কারণ কৃষ্ণ ও বলরামের রথটি অক্রূরের স্নানের জন্য দেরী করেছিল।

শ্লোক ৯

তান্ সমেত্যাহ ভগবানক্রূরং জগদীশ্বরঃ ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রশ্রিতং প্রহসন্নিব ॥ ৯ ॥

তান্—তাঁদের সঙ্গে; **সমেত্য**—মিলিত হয়ে; **আহ**—বললেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অক্রূরম্**—অক্রূরকে; **জগৎ-ঈশ্বরঃ**—জগদীশ্বর; **গৃহীত্বা**—গ্রহণ করে; **পাণিনা**—নিজ হাতে; **পাণিম্**—তাঁর হাত; **প্রশ্রিতম্**—বিনীতভাবে; **প্রহসন্**—হাসতে হাসতে; **ইব**—প্রকৃতপক্ষে।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ ও অন্যান্যদের সঙ্গে মিলিত হবার পর জগদীশ্বর, ভগবান কৃষ্ণ বিনীতভাবে অক্রূরের হাত তাঁর নিজের হাতে গ্রহণ করে হাসতে হাসতে বললেন।

শ্লোক ১০

ভবান্ প্রবিশতামগ্রে সহযানঃ পুরীং গৃহম্ ।
বয়ং ত্বিহাবমুচ্যাথ ততো দ্রক্ষ্যামহে পুরীম্ ॥ ১০ ॥

ভবান্—তুমি; **প্রবিশতাম্**—প্রবেশ কর; **অগ্রে**—আগে; **সহ**—সহ; যানঃ—রথ; পুরীম্—নগরী; **গৃহম্**—এবং তোমার গৃহে; **বয়ম্**—আমরা; **তু**—অপরপক্ষে; **ইহ**—এখানে; **অবমুচ্য**—অবতরণ করে; **অথ**—তারপর; ততঃ—পরে; **দ্রক্ষ্যামহে**—দর্শন করব; **পুরীম্**—নগরী।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] আমাদের আগেই রথ নিয়ে তুমি নগরীতে প্রবেশ কর। অতঃপর গৃহে গমন কর। আমরা এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করে নগর দর্শনে গমন করব।

শ্লোক ১১

শ্রীঅক্রূর উবাচ

নাহং ভবদ্ভ্যাং রহিতঃ প্রবেক্ষ্যে মথুরাং প্রভো ।
ত্যক্তুং নার্হসি মাং নাথ ভক্তং তে ভক্তবৎসল ॥ ১১ ॥

শ্রীঅক্রূরঃ **উবাচ**—শ্রীঅক্রূর বললেন; ন—পারি না; **অহম্**—আমি; **ভবদ্ভ্যাম্**—আপনাদের দুজনকে; **রহিতঃ**—বিনা; **প্রবেক্ষ্যে**—প্রবেশ করতে; **মথুরাম্**—মথুরা; প্রভো—হে প্রভু; **ত্যক্তুম্**—পরিত্যাগ করা; **ন অর্হসি**—আপনাদের উচিত নয়; মাম্—আমাকে; **নাথ**—হে নাথ; **ভক্তম্**—ভক্ত; তে—আপনার; **ভক্তবৎসল**—হে ভক্তবৎসল।

অনুবাদ

শ্রীঅক্রূর বললেন—হে প্রভু, আপনাদের দুজনকে ছাড়া আমি মথুরায় প্রবেশ করব না। হে নাথ, আমি আপনার ভক্ত আর যেহেতু আপনি ভক্তবৎসল তাই আমাকে পরিত্যাগ করা আপনার উচিত নয়।

শ্লোক ১২

আগচ্ছ যাম গেহান্নঃ সনাথান্ কুর্বধোক্ষজ ।
সহাগ্রজঃ সগোপালৈঃ সুহৃদ্ভিশ্চ সুহৃত্তম ॥ ১২ ॥

আগচ্ছ—আসুন; **যাম**—আমরা যাই; **গেহান্**—গৃহে; **নঃ**—আমাদের; **স**—হয়ে; **নাথান্**—প্রভু; **কুরু**—কৃতার্থ করুন; **অধোক্ষজ**—হে অধোক্ষজ; **সহ**—সহ; **অগ্রজঃ**—আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; **স-গোপালৈঃ**—গোপগণ সহ; **সুহৃদ্ভিঃ**—আপনার সুহৃদগণ সহ; **চ**—ও; **সুহৃৎ-তম**—হে পরম সুহৃদ।

অনুবাদ

চলুন, আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, গোপগণ ও আপনার সুহৃদবর্গ সহ আমরা আমার গৃহে যাই। হে সুহৃত্তম, হে অধোক্ষজ, এইভাবে আমার গৃহের প্রভুরূপে সেটিকে কৃপা করুন।

শ্লোক ১৩

পুনীহি পাদরজসা গৃহান্ নো গৃহমেধিনাম্ ।
যচ্চৌচেনানুতৃপ্যন্তি পিতরঃ সাগ্নয়ঃ সুরাঃ ॥ ১৩ ॥

পুনীহি—পবিত্র করুন; **পাদ**—আপনার পদদ্বয়ের; **রজসা**—ধূলি দ্বারা; **গৃহান্**—গৃহ; **নঃ**—আমাদের; **গৃহমেধিনাম্**—গৃহধর্মে আসক্ত; **যৎ**—যার দ্বারা; **শৌচেন**—পবিত্র; **অনু-তৃপ্যন্তি**—তৃপ্ত হয়ে ওঠে; **পিতরঃ**—আমার পিতৃপুরুষগণ; **স**—সহ; **অগ্নয়ঃ**—যজ্ঞাগ্নি; **সুরাঃ**—দেবগণ।

অনুবাদ

আমি এক সামান্য গৃহমেধী, তাই কৃপা করে আপনার পাদপদ্মের ধূলি দিয়ে আমার গৃহটিকে পবিত্র করুন। এই পবিত্রকরণের ফলে আমার পিতৃপুরুষেরা, যজ্ঞাগ্নি ও দেবগণসহ সকলেই তৃপ্ত হবেন।

শ্লোক ১৪

অবনিজ্যাঙ্ঘ্রিযুগলমাসীৎ শ্লোক্যো বলির্মহান্ ।
ঐশ্বর্যমতুলং লেভে গতিং চৈকান্তিনাং তু যা ॥ ১৪ ॥

অবনিজ্য—প্রক্ষালন করে; **অঙ্ঘ্রি-যুগলম্**—চরণযুগল; **আসীৎ**—হয়েছেন; **শ্লোক্যঃ**—পুণ্যকীর্তিমান; **বলিঃ**—বলিরাজ; **মহান্**—মহামতি; **ঐশ্বর্যম্**—ঐশ্বর্য; **অতুলম্**—অতুল; **লেভে**—প্রাপ্ত হয়েছেন; **গতিম্**—গতি; **চ**—এবং; **একান্তিনাম্**—ঐকান্তিক ভক্তের; **তু**—বস্তুত; **যা**—যা।

অনুবাদ

আপনার পাদপ্রক্ষালন করে মহামতি বলি মহারাজ কেবলমাত্র পুণ্যকীর্তি ও অতুল ঐশ্বর্যই প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাই নয়—তিনি শুদ্ধ ভক্তের পরমগতিও লাভ করেছেন।

শ্লোক ১৫

আপস্তেঽঙ্ঘ্র্যবনেজন্যস্ত্রীঁল্লোঁ লোকান্ শুচয়োঽপুনন্ ।
শিরসাধত্ত যাঃ শর্বঃ স্বর্যাতাঃ সগরাত্মজাঃ ॥ ১৫ ॥

আপঃ—জল (প্রধানত গঙ্গা নদী); তে—আপনার; **অঙ্ঘ্রি**—পাদপদ্ম; **অবনেজন্যঃ**—ধৌত; **ত্রীন্**—ত্রি; **লোকান্**—ভুবন; **শুচয়ঃ**—অপ্রাকৃত; **অপুনন্**—পবিত্র করেছে; **শিরসা**—নিজ মস্তকে; **আধত্ত**—ধারণ করেছেন; **যাঃ**—যা; **শর্বঃ**—মহাদেব; **স্বঃ**—স্বর্গে; **যাতাঃ**—গমন করেছেন; **সগর-আত্মজাঃ**—সগর রাজের পুত্রগণ।

অনুবাদ

আপনার চরণধৌত অপ্রাকৃত গঙ্গা নদীর জল ত্রিভুবনকে পবিত্র করেছে। স্বয়ং শিব তাঁর মস্তকে সেই জল ধারণ করেছেন এবং সেই জলের কৃপায় সগর রাজার পুত্রগণ স্বর্গ লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

দেবদেব জগন্নাথ পুণ্যশ্রবণকীর্তন ।
যদূত্তমোত্তমঃশ্লোক নারায়ণ নমোঽস্তু তে ॥ ১৬ ॥

দেব-দেব—হে দেবদেব; **জগৎ-নাথ**—হে জগন্নাথ; **পুণ্য**—পুণ্য; **শ্রবণ**—শ্রবণ; **কীর্তন**—কীর্তন (যাঁর সম্বন্ধে); **যদু-উত্তম**—হে যদুশ্রেষ্ঠ; **উত্তমঃ-শ্লোক**—হে উত্তম শ্লোক দ্বারা বন্দিত; **নারায়ণ**—হে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন; **অস্তু**—করি; **তে**—আপনাকে।

অনুবাদ

হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে পুণ্য-শ্রবণ-কীর্তন! হে যদুশ্রেষ্ঠ! হে উত্তমশ্লোক-বন্দিত! হে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ, আপনাকে আমার প্রণাম নিবেদন করি।

শ্লোক ১৭

শ্রীভগবানুবাচ

আয়াস্যে ভবতো গেহমহমার্যসমন্বিতঃ ।
যদুচক্রদ্রুহং হত্বা বিতরিষ্যে সুহৃৎ প্রিয়ম্ ॥ ১৭ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **আয়াস্যে**—আগমন করব; **ভবতঃ**—তোমার; **গেহম্**—গৃহে; **অহম্**—আমি; **আর্য**—আমার অগ্রজ (ভ্রাতা বলরাম); **সমন্বিতঃ**—

সহ; **যদু-চক্র**—যাদব মণ্ডলের; **দ্রুহম্**—শত্রু (কংস); **হত্বা**—বধ করে; **বিতরিষ্যে**—প্রদান করব; **সুহৃৎ**—আমার সুহৃদগণকে; **প্রিয়ম্**—আনন্দ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—আমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে তোমার গৃহে আগমন করব, কিন্তু প্রথমে আমি অবশ্যই যদু-মণ্ডলের শত্রুকে হত্যা করে আমার সুহৃদগণকে আনন্দ প্রদান করব।

তাৎপর্য

শ্লোক ১৬ তে অক্রূর কৃষ্ণকে *যদূত্তম* অর্থাৎ "যদুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ" রূপে স্তুতি করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই বলে তা নিশ্চিত করছেন, "যেহেতু আমি যদুশ্রেষ্ঠ, তাই আমার অবশ্যই যদুগণের শত্রু কংসকে হত্যা করা উচিত আর তারপর আমি তোমার গৃহে আগমন করব।"

শ্লোক ১৮

শ্রীশুক উবাচ

এবমুক্তো ভগবতা সোঽক্রূরো বিমনা ইব ।
পুরীং প্রবিষ্টঃ কংসায় কর্মাবেদ্য গৃহং যযৌ ॥ ১৮ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **উক্তঃ**—বললে; **ভগবতা**—ভগবান; **সঃ**—তিনি; **অক্রূরঃ**—অক্রূর; **বিমনাঃ**—দুঃখিতের; **ইব**—মতো; **পুরীম্**—নগরীতে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **কংসায়**—কংসকে; **কর্ম**—নিজ কার্যকলাপ বিষয়ে; **আবেদ্য**—অবহিত করে; **গৃহম্**—নিজ গৃহে; **যযৌ**—গমন করলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ভগবান এইভাবে বললে, অক্রূর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নগরীতে প্রবেশ করলেন। তিনি রাজা কংসকে নিজ কর্মের সফলতা বিষয়ে অবহিত করে গৃহে গমন করলেন।

শ্লোক ১৯

অথাপরাহ্নে ভগবান্ কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণান্বিতঃ ।
মথুরাং প্রাবিশদ্ গোপৈর্দিদৃক্ষুঃ পরিবারিতঃ ॥ ১৯ ॥

অথঃ—অতঃপর; **অপর-অহ্নে**—অপরাহ্নে; **ভগবান্**—ভগবান; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **সঙ্কর্ষণ-অন্বিতঃ**—শ্রীবলরামের সঙ্গে একত্রে; **মথুরাম্**—মথুরা; **প্রাবিশদ্**—প্রবেশ করলেন; **গোপৈঃ**—গোপবালক দ্বারা; **দিদৃক্ষুঃ**—দর্শনেচ্ছায়; **পরিবারিতঃ**—পরিবৃত হয়ে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরা দর্শন বাসনায় অপরাহ্নে শ্রীবলরাম ও গোপবালকগণকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে নগরীতে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ২০-২৩

দদর্শ তাং স্ফাটিকতুঙ্গগোপুর-
দ্বারাং বৃহদ্ধেমকপাটতোরণাম্ ।
তাম্রারকোষ্ঠাং পরিখাদুরাসদাম্
উদ্যানরম্যোপবনোপশোভিতাম্ ॥ ২০ ॥
সৌবর্ণশৃঙ্গাটকহর্ম্যনিষ্কুটৈঃ
শ্রেণীসভাভির্ভবনৈরুপস্কৃতাম্ ।
বৈদূর্যবজ্রামলনীলবিদ্রুমৈর্
মুক্তাহরিদ্ভির্বলভীষু বেদিষু ॥ ২১ ॥
জুষ্টেষু জালামুখরন্ধ্রকুট্টিমেষ্
আবিষ্টপারাবতবর্হিনাদিতাম্ ।
সংসিক্তরথ্যাপণমার্গচত্বরাং
প্রকীর্ণমাল্যাঙ্কুরলাজতণ্ডুলাম্ ॥ ২২ ॥
আপূর্ণকুম্ভৈর্দধিচন্দনোক্ষিতৈঃ
প্রসূনদীপাবলিভিঃ সপল্লবৈঃ ।
সবৃন্দরম্ভাক্রমুকৈঃ সকেতুভিঃ
স্বলঙ্কৃতদ্বারগৃহাং সপট্টিকৈঃ ॥ ২৩ ॥

দদর্শ—তিনি দর্শন করলেন; **তাম্**—সেই (নগরী); **স্ফাটিক**—স্ফটিকের; **তুঙ্গ**—সুউচ্চ; **গোপুর**—পুরদ্বার; **দ্বারাম্**—গৃহদ্বার; **বৃহৎ**—বিশাল; **হেম**—স্বর্ণ; **কপাট**—দরজা; **তোরণাম্**—এবং তোরণসমূহ; **তাম্র**—তামার; **আর**—ও পিতল; **কোষ্ঠাম্**—ধান্যাগার; **পরিখা**—পরিখা; **দুরাসদাম্**—দুর্গম; **উদ্যান**—জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য বাগান; **রম্য**—আকর্ষণীয়; **উপবন**—ফুলের বাগান; **উপশোভিতাম্**—শোভাবর্ধন করছিল; **সৌবর্ণ**—স্বর্ণ; **শৃঙ্গাটক**—চতুষ্পথ; **হর্ম্য**—অট্টালিকা; **নিষ্কুটৈঃ**—এবং আনন্দ উদ্যান; **শ্রেণী-সভাভিঃ**—এক জাতীয় শিল্পোপজীবীদের উপবেশন স্থান; **ভবনৈঃ**—ও অন্যান্য গৃহ; **উপস্কৃতাম্**—অলঙ্কৃত ছিল; **বৈদূর্য**—বৈদূর্যমণি দ্বারা;

বজ্র—হীরক; **অমল**—স্ফটিক; **নীল**—নীলকান্তমণি; **বিদ্রুমৈঃ**—প্রবাল; **মুক্তা**—মুক্তা; **হরিদ্ভিঃ**—এবং মরকত; **বলভীষু**—বলভি (গৃহাগ্রভাগস্থিত বক্রকাষ্ঠময় আচ্ছাদন); **বেদিষু**—বেদি (গৃহসম্মুখে নির্মিত বিশ্রাম স্থান); **জুষ্টেষু**—ভূষিত; **জাল-আমুখ**—গবাক্ষ মুখ, ছিদ্রপথ; **রন্ধ্র**—উন্মুক্ত পথ; **কুট্টিমেষু**—মণিবদ্ধ ভূমিতল; **আবিষ্ট**—উপবিষ্ট; **পারাবত**—পায়রা; **বর্হি**—এবং ময়ূরেরা; **নাদিতাম্**—শব্দ করছিল; **সংসিক্ত**—জলসিক্ত; **রথ্যা**—রাজপথ; **আপণ**—পণ্যবীথিকা; **মার্গ**—সাধারণ পথ; **চত্বরাম্**—অঙ্গন; **প্রকীর্ণ**—বিক্ষিপ্ত ছিল; **মাল্য**—পুষ্পমালা; **অঙ্কুর**—অঙ্কুর; **লাজ**—লাজ (খই); **তণ্ডুলাম্**—তণ্ডুল; **আপূর্ণকুম্ভৈঃ**—পূর্ণকুম্ভ; **দধি**—দধি; **চন্দন**—চন্দন; **উক্ষিতৈঃ**—সিক্ত; **প্রসূন**—পুষ্প; **দীপ-আবলিভিঃ**—সারিবদ্ধ দীপমালা; **স-পল্লবৈঃ**—পত্রযুক্ত; **স-বৃন্দ**—ফলগুচ্ছ সহ; **রম্ভা**—কদলীবৃক্ষ; **ক্রমুকৈঃ**—সুপারি গাছের গুঁড়ি; **স-কেতুভিঃ**—ধ্বজাসহ; **সু-অলঙ্কৃতা**—সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত; **দ্বার**—দরজাগুলি; **গৃহাম্**—গৃহগুলির; **স-পট্টিকৈঃ**—পট্টিকাযুক্ত।

অনুবাদ

মথুরায় ভগবান স্ফটিক নির্মিত সুউচ্চ গোপুর ও গৃহদ্বার দর্শন করলেন যার তোরণ ও প্রধান ফটকগুলি স্বর্ণ নির্মিত, ধান্যাগার ও অন্যান্য সংগ্রহালয়সমূহ তামা ও পিতল নির্মিত এবং যার পরিখাগুলি অতি দুর্গম। মনোরম পুষ্পপ্রধান ও ফলপ্রধান বাগান দ্বারা নগরীটি সুশোভিত। প্রধান চতুষ্পথটি স্বর্ণে সজ্জিত এবং সেখানে শিল্পোজীবিগণের উপবেশন স্থান ও অন্যান্য অট্টালিকা সহ ব্যক্তিগত আরামের জন্য উদ্যানও রয়েছে। ময়ূর ও পোষা পায়রার ধ্বনিতে মথুরা মুখরিত, যারা গবাক্ষের রন্ধ্রপথে, মণিবদ্ধ মেঝেতে, গৃহ সম্মুখের বেদীতে এবং গৃহাগ্রভাগের কাঠের বক্র আচ্ছাদনে বসে থাকত। এই সমস্ত বেদী ও কাঠের বক্র আচ্ছাদন সমূহ বৈদূর্য, হীরক, স্ফটিক, নীলকান্তমণি দ্বারা বিদ্রুম, মুক্তা ও মরকতমণি দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। সকল রাজপথ ও পণ্য-বীথিকাসমূহ জলে সিক্ত থাকত এবং পথের ধার ও অঙ্গনসমূহ সর্বত্র ফুল মালা, অঙ্কুর, লাজ ও তণ্ডুল বিক্ষিপ্ত ছিল। গৃহের প্রবেশদ্বারসমূহ আম্রপল্লবে সজ্জিত, চন্দন চর্চিত, দধি অনুলেপিত জলপূর্ণ কলসে বিস্তারিতভাবে শোভিত ছিল এবং ফুলদল ও পট্টিকা দ্বারা বেষ্টিত ছিল। কলসীর নিকটেই পতাকা, দীপমালা, ফলগুচ্ছ সমন্বিত কদলী ও সুপারী বৃক্ষ ছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিস্তারিতভাবে বিভূষিত কলসের এই বর্ণনা প্রদান করেছেন—"প্রবেশদ্বারের দুই দিকেই ছড়ানো তণ্ডুলের উপর কলসী স্থাপন করা হয়। প্রতিটি কলসীকে বেষ্টন করে থাকে ফুলের পাপড়ি, এর গলায় পট্টিকা এবং

মুখে থাকে আম্র ও অন্যান্য বৃক্ষের পল্লব। প্রতিটি কলসীর উপরে সোনার থালায় সাজানো সারিবদ্ধ প্রদীপ। প্রতিটি কলসীর দুই পাশে কলা গাছ এবং সম্মুখে ও পশ্চাতে সুপারি গাছ দাঁড় করানো। কলসীর গায়ে দাঁড় করানো একটি পতাকা।"

শ্লোক ২৪

তাং সম্প্রবিষ্টৌ বসুদেবনন্দনৌ
বৃতৌ বয়স্যৈর্নরদেববর্ত্মনা ।
দ্রষ্টুং সমীয়ুস্ত্বরিতাঃ পুরস্ত্রিয়ো
হর্ম্যাণি চৈবারুরুহুর্নৃপোৎসুকাঃ ॥ ২৪ ॥

তাম্—সেখানে (মথুরায়); **সম্প্রবিষ্টৌ**—প্রবেশ করলে; **বসুদেব**—বসুদেবের; **নন্দনৌ**—পুত্রদ্বয়; **বৃতৌ**—বেষ্টিত হয়ে; **বয়স্যৈঃ**—তাঁদের সমবয়সী সখাগণ; **নরদেব**—রাজার; **বর্ত্মনা**—পথে; **দ্রষ্টুম্**—দর্শনের জন্য; **সমীয়ু**—একত্রে আগমন করল; **ত্বরিতাঃ**—সত্বর; **পুর**—নগরীর; **স্ত্রীয়ঃ**—নারীগণ; **হর্ম্যাণি**—তাঁদের গৃহের; **চ**—এবং; **এব**—ও; **আরুরুহুঃ**—তাঁরা উপরে আরোহণ করলেন; **নৃপ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **উৎসুকাঃ**—উৎসুক হয়ে।

অনুবাদ

তাঁদের গোপ-বালক সহচরগণ পরিবৃত হয়ে তাঁরা নগরীর রাজপথে প্রবেশ করলে মথুরার নারীগণ সত্বর সমবেত হয়ে বসুদেবের দুই পুত্রকে দর্শন করার জন্য নির্গত হলেন। হে রাজন, কোন কোন নারী তাঁদের দর্শন করার জন্য অতি উৎসুক হয়ে তাঁদের গৃহের উপরে আরোহণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

কাশ্চিদ্বিপর্যগ্‌ধৃতবস্ত্রভূষণা
বিস্মৃত্য চৈকং যুগলেষ্বথাপরাঃ ।
কৃতৈকপত্রশ্রবণৈকনূপুরা
নাঙ্‌ক্ত্বা দ্বিতীয়ং ত্বপরাশ্চ লোচনম্ ॥ ২৫ ॥

কাশ্চিৎ—তাঁদের কেউ; **বিপর্যক্**—বিপর্যস্ত; **ধৃত**—পরিধান করেছিলেন; **বস্ত্র**—তাঁদের বসন; **ভূষণাঃ**—আভরণ; **বিস্মৃত্য**—বিস্মৃত হয়ে; **চ**—এবং; **একম্**—একটি; **যুগলেষু**—যুগলের; **অথ**—এবং; **অপরাঃ**—অন্যান্যগণ; **কৃত**—ধারণ করে; **এক**—কেবলমাত্র একটি; **পত্র**—কুণ্ডল; **শ্রবণ**—তাঁদের কর্ণদ্বয়ে; **এক**—অথবা একটি;

নূপুরাঃ—নূপুর; ন অঙ্‌ক্ত্বা—অঞ্জন ধারণ না করে; দ্বিতীয়ম্—দ্বিতীয়; তু—কিন্তু; অপরাঃ—অপর নারীগণ; চ—এবং; লোচনম্—একটি নেত্রে।

অনুবাদ

কোন কোন নারী তাঁদের বস্ত্র ও আভরণ বিপর্যস্তভাবে পরিধান করেছিলেন, অন্যরা তাঁদের একটি করে কর্ণকুণ্ডল ও নূপুর ধারণ করতে বিস্মৃত হয়েছিলেন আর অপর নারীগণ একটি নেত্রে অঞ্জন ধারণ করলেন কিন্তু অন্যটিতে করলেন না।

তাৎপর্য

কৃষ্ণকে দর্শনের জন্য নারীগণ অত্যন্ত ব্যগ্র হয়েছিলেন আর তাঁদের দ্রুততার উত্তেজনায় তাঁরা নিজেদেরই বিস্মৃত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৬

অশ্নন্ত্য একাস্তদপাস্য সোৎসবা
অভ্যজ্যমনা অকৃতোপমজ্জনাঃ ।
স্বপন্ত্য উত্থায় নিশম্য নিঃস্বনং
প্রপায়য়ন্ত্যোঽর্ভমপোহ্য মাতরঃ ॥ ২৬ ॥

অশ্নন্ত্যঃ—ভোজন করতে করতে; **একাঃ**—কেউ কেউ; **তৎ**—তা; **অপাস্য**—পরিত্যাগ করে; **স-উৎসবাঃ**—হর্ষভরে; **অভ্যজ্যমানাঃ**—তৈলমর্দন অবস্থায়; **অকৃত**—শেষ না করে; **উপমজ্জনাঃ**—তাঁদের স্নান; **স্বপন্ত্যঃ**—নিদ্রা হতে; **উত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **নিঃস্বনম্**—জনকোলাহল; **প্রপায়য়ন্ত্যঃ**—স্তন্য দান করা; **অর্ভম্**—শিশুকে; **অপোহ্য**—সরিয়ে রেখে; **মাতরঃ**—মায়েরা।

অনুবাদ

যাঁরা ভোজন করছিলেন তাঁরা তা পরিত্যাগ করলেন, কেউ কেউ তাঁদের স্নান বা তৈলমর্দন অসমাপ্ত রেখেই নির্গত হলেন, যে সকল নারীরা নিদ্রিত ছিলেন, সহসা জন কোলাহল শ্রবণ করে উত্থিত হলেন এবং মায়েরা যাঁরা শিশুদের স্তন্য দান করছিলেন, তাঁরা শিশুদের একেবারেই সরিয়ে রাখলেন।

শ্লোক ২৭

মনাংসি তাসামরবিন্দলোচনঃ
প্রগল্‌ভলীলাহসিতাবলোকৈঃ ।
জহার মত্তদ্বিরদেন্দ্রবিক্রমো
দৃশাং দদচ্ছ্রীরমণাত্মনোৎসবম্ ॥ ২৭ ॥

মনাংসি—মন; **তাসাম্**—তাঁদের; **অরবিন্দ**—পদ্মসম; **লোচনঃ**—নেত্রদ্বয়; **প্রগল্ভ**—প্রগল্ভ, **লীলা**—লীলাসহ; **হসিত**—হাস্য; **অবলোকৈঃ**—তাঁর দৃষ্টিপাত দ্বারা; **জহার**—হরণ করেছিলেন; **মত্ত**—মত্ত; **দ্বিরদ-ইন্দ্র**—গজেন্দ্রতুল্য; **বিক্রমঃ**—বিক্রমশালী; **দৃশাম্**—তাঁদের নয়নের; **দদৎ**—বিতরণ করেন; **শ্রী**—লক্ষ্মীদেবীকে; **রমণ**—যা আনন্দের উৎস; **আত্মনা**—তাঁর শরীর দ্বারা; **উৎসবম্**—উৎসব।

অনুবাদ

নিজ প্রগল্ভ লীলা স্মরণ করে হাস্যযুক্ত কমল-লোচন ভগবানের অবলোকনের দ্বারা সেই সব নারীদের মন মুগ্ধ হয়েছিল। লক্ষ্মীদেবীর আনন্দের উৎস তাঁর দিব্য দেহ দ্বারা মত্ত গজেন্দ্রতুল্য বিক্রমশালী পদচারণা করে তিনি তাঁদের নয়নোৎসবের সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

দৃষ্ট্বা মুহুঃ শ্রুতমনুদ্রুতচেতসস্তং
তৎপ্রেক্ষণোৎস্মিতসুধোক্ষণলব্ধমানাঃ ।
আনন্দমূর্তিমুপগুহ্য দৃশাত্মলব্ধং
হৃষ্যত্ত্বচো জহুরনন্তমরিন্দমাধিম্ ॥ ২৮ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **মুহুঃ**—বারম্বার; **শ্রুতম্**—শ্রবণ করে; **অনুদ্রুত**—দ্রবীভূত হল; **চেতসঃ**—তাঁদের হৃদয়; **তম্**—তাঁকে; **তৎ**—তাঁর; **প্রেক্ষণ**—দৃষ্টিপাত; **উৎ-স্মিত**—এবং উদ্গত হাস্য; **সুধা**—অমৃত দ্বারা; **উক্ষণ**—সিঞ্চন করা; **লব্ধ**—প্রাপ্ত; **মানাঃ**—সম্মান; **আনন্দ**—আনন্দ; **মূর্তিম্**—নিজস্ব স্বরূপ; **উপগুহ্য**—আলিঙ্গন করলেন; **দৃশা**—তাঁদের নয়নের মাধ্যমে; **আত্ম**—নিজেদের মধ্যে; **লব্ধম্**—লাভ করলেন; **হৃষ্যৎ**—রোমাঞ্চিত; **ত্বচঃ**—তাঁদের চর্ম; **জহুঃ**—তাঁরা ত্যাগ করল; **অনন্তম্**—অনন্ত; **অরিন্দম**—হে শত্রু দমনকারী (পরীক্ষিৎ); **আধিম্**—মনোব্যথা।

অনুবাদ

মথুরার নারীগণ বার বার কৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রবণ করেছিলেন আর তাই তাঁকে দর্শন করা মাত্র তাঁদের হৃদয় দ্রবীভূত হয়েছিল। তিনি তাঁদের উপর তাঁর উদ্গত হাস্য ও দৃষ্টিপাতের অমৃত সিঞ্চন করায় তাঁরা সম্মানিত বোধ করেছিলেন। নয়নের মাধ্যমে তাঁকে তাঁদের হৃদয়ে গ্রহণ করে আনন্দময় বিগ্রহ স্বরূপ তাঁকে তাঁরা আলিঙ্গন করে রোমাঞ্চিত হলেন। হে শত্রুদমনকারী, এইভাবে তাঁর অনুপস্থিতিজনিত অনন্ত মনোব্যথা তাঁরা বিস্মৃত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৯

প্রাসাদশিখরারূঢ়াঃ প্রীত্যুৎফুল্লমুখাম্বুজাঃ ।
অভ্যবর্ষন্ সৌমনস্যৈঃ প্রমদা বলকেশবৌ ॥ ২৯ ॥

প্রাসাদ—প্রাসাদের; **শিখর**—ছাদে; **আরূঢ়াঃ**—আরোহণকারীগণ; **প্রীতি**—প্রীতি; **উৎফুল্ল**—উৎফুল্লিত; **মুখ**—তাঁদের মুখ; **অম্বুজাঃ**—পদ্মসম; **অভ্যবর্ষন্**—তাঁরা বর্ষণ করলেন; **সৌমনস্যৈঃ**—পুষ্প; **প্রমদাঃ**—রমণীগণ; **বলকেশবৌ**—বলরাম ও কৃষ্ণ।

অনুবাদ

প্রাসাদ শিখরে আরোহণকারী প্রীতি উৎফুল্লিত-বদনকমল যুক্তা রমণীগণ শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের উপর পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

দধ্যক্ষতৈঃ সোদপাত্রৈঃ স্রগ্‌গন্ধৈরভ্যুপায়নৈঃ ।
তাবানর্চুঃ প্রমুদিতাস্তত্র তত্র দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৩০ ॥

দধি—দধি; **অক্ষতৈঃ**—অভগ্ন যব; **স**—এবং; **উদপাত্রৈঃ**—জলপূর্ণ ঘট; **স্রক্**—মালা; **গন্ধৈঃ**—গন্ধ-দ্রব্য; **অভ্যুপায়নৈঃ**—এবং পূজার অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে; **তৌ**—তাঁদের দুজনকে; **আনর্চুঃ**—পূজা করলেন; **প্রমুদিতাঃ**—পরম হর্ষে; **তত্র তত্র**—স্থানে স্থানে; **দ্বি-জাতয়ঃ**—ব্রাহ্মণগণ।

অনুবাদ

পথিমধ্যে সর্বত্র দণ্ডায়মান ব্রাহ্মণগণ দধি, অভগ্ন যব, জলপূর্ণ ঘট, মালা, গন্ধ দ্রব্য যেমন চন্দন ও পূজার অন্যান্য উপকরণ সহযোগে তাঁদের অর্চনা করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

ঊচুঃ পৌরা অহো গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ মহৎ ।
যা হ্যেতাবনুপশ্যন্তি নরলোকমহোৎসবৌ ॥ ৩১ ॥

ঊচুঃ—বললেন; **পৌরাঃ**—পুরনারীগণ; **অহো**—আহা; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ (বৃন্দাবনের); **তপঃ**—তপস্যা; **কিম্**—কি; **অচরন্**—করেছিলেন; **মহৎ**—মহা; **যাঃ**—যাঁরা; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **এতৌ**—এই দুজনকে; **অনুপশ্যন্তি**—নিরন্তর দর্শন করে; **নর-লোক**—নরলোকের; **মহা-উৎসবৌ**—আনন্দের পরম উৎস স্বরূপ।

অনুবাদ

মথুরার নারীগণ উচ্চৈঃস্বরে বললেন—আহা, গোপীগণ কি মহা-তপস্যাই না জানি করেছিলেন যার ফলে নরলোকের পরমানন্দের উৎসস্বরূপ কৃষ্ণ ও বলরামকে নিরন্তর দর্শন করেন!

শ্লোক ৩২

রজকং কঞ্চিদায়ান্তং রঙ্গকারং গদাগ্রজঃ ।
দৃষ্ট্বাযাচত বাসাংসি ধৌতান্যত্যুত্তমানি চ ॥ ৩২ ॥

রজকম্—রজক; **কঞ্চিৎ**—কোন এক; **আয়ান্তম্**—আসতে; **রঙ্গ-কারম্**—বস্ত্ররঞ্জক; **গদ-অগ্রজঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, গদার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **অযাচত**—প্রার্থনা করলেন; **বাসাংসি**—বস্ত্র; **ধৌতানি**—ধৌত; **অতি-উত্তমানি**—অতি উত্তম; **চ**—এবং।

অনুবাদ

বস্ত্ররঞ্জক এক রজককে আসতে দেখে কৃষ্ণ তার কাছে ধৌত উত্তম বস্ত্র প্রার্থনা করলেন।

শ্লোক ৩৩

দেহ্যাবয়োঃ সমুচিতান্যঙ্গ বাসাংসি চার্হতোঃ ।
ভবিষ্যতি পরং শ্রেয়ো দাতুস্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

দেহি—দান কর; **অবয়োঃ**—আমাদের দু'জনকে; **সমুচিতানি**—উপযুক্ত; **অঙ্গ**—হে প্রিয়; **বাসাংসি**—বস্ত্র; **চ**—এবং; **অর্হতোঃ**—যোগ্য; **ভবিষ্যতি**—হবে; **পরম্**—পরম; **শ্রেয়ঃ**—মঙ্গল; **দাতুঃ**—দান কর; **তে**—তোমার; **ন**—নেই; **অত্র**—এই বিষয়ে; **সংশয়ঃ**—সন্দেহ।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] দানের যোগ্য পাত্র আমাদের দু'জনকে উপযুক্ত বস্ত্র দান কর। তুমি যদি এই দান কর, তা হলে নিঃসন্দেহে তোমার পরম মঙ্গল হবে।

শ্লোক ৩৪

স যাচিতো ভগবতা পরিপূর্ণেন সর্বতঃ ।
সাক্ষেপং রুষিতঃ প্রাহ ভৃত্যো রাজ্ঞঃ সুদুর্মদঃ ॥ ৩৪ ॥

সঃ—সে; **যাচিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **ভগবতা**—ভগবান কর্তৃক; **পরিপূর্ণেন**—পরিপূর্ণ; **সর্বতঃ**—সর্বতোভাবে; **স-আক্ষেপম্**—ভৎর্সনাপূর্বক; **রুষিতঃ**—ক্রোধে; **প্রাহ**—বলতে লাগল; **ভৃত্যঃ**—ভৃত্য; **রাজ্ঞঃ**—রাজার; **সু**—অত্যন্ত; **দুর্মদঃ**—দুরভিমানী।

অনুবাদ

এইভাবে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে সেই উদ্ধত রাজভৃত্য ক্রুদ্ধ হয়ে ভৎর্সনা করে উত্তর দিল।

শ্লোক ৩৫

ঈদৃশান্যেব বাসাংসি নিত্যং গিরিবনেচরাঃ ।
পরিধত্ত কিম্ উদ্‌বৃত্তা রাজদ্রব্যাণ্যভীপ্সথ ॥ ৩৫ ॥

ঈদৃশানি—এই ধরনের; **এব**—বস্তুতঃ; **বাসাংসি**—বস্ত্র; **নিত্যম্**—সর্বদা; **গিরি**—পর্বতে; **বনে**—বনে; **চরাঃ**—চারণকারী; **পরিধত্ত**—পরিধান করে; **কিম্**—কি; **উদ্‌বৃত্তাঃ**—নির্লজ্জ; **রাজ**—রাজার; **দ্রব্যাণি**—দ্রব্য; **অভীপ্সথ**—প্রার্থনা করছ।

অনুবাদ

[রজক বলল—] তোমরা নির্লজ্জ বালক! তোমরা পাহাড়ে বনে ঘুরে বেড়াতে অভ্যস্ত আর তোমরা কি না এই ধরনের বস্ত্র পরিধানের ধৃষ্টতা করছ! এই সমস্ত রাজদ্রব্য তোমরা প্রার্থনা করছ!

শ্লোক ৩৬

যাতাশু বালিশা মৈবং প্রার্থ্যং যদি জিজীবিষা ।
বধ্নন্তি ঘ্নন্তি লুম্পন্তি দৃপ্তং রাজকুলানি বৈ ॥ ৩৬ ॥

যাত—চলে যাও; **আশু**—সত্বর; **বালিশাঃ**—মূর্খগণ; **মা**—কর না; **এবম্**—এরূপ; **প্রার্থ্যম্**—প্রার্থনা; **যদি**—যদি; **জিজীবিষা**—বাঁচবার ইচ্ছা থাকে; **বধ্নন্তি**—বন্ধন; **ঘ্নন্তি**—বধ; **লুম্পন্তি**—নিঃস্ব করে; **দৃপ্তম্**—দৃপ্ত; **রাজকুলানি**—রাজপুরুষগণ; **বৈ**—বস্তুত।

অনুবাদ

হে মূর্খগণ, সত্বর এখান থেকে চলে যাও। যদি তোমাদের বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তা হলে এভাবে প্রার্থনা কর না। যখন কেউ অত্যন্ত উদ্ধত হয়ে ওঠে, রাজপুরুষেরা তাকে বন্ধন করে বধ করে এবং তার সমস্ত সম্পত্তি হরণ করে।

শ্লোক ৩৭

এবং বিকত্থমানস্য কুপিতো দেবকীসুতঃ ।
রজকস্য করাগ্রেণ শিরঃ কায়াদপাতয়ৎ ॥ ৩৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিকত্থমানস্য**—আত্মশ্লাঘাপরায়ণ; **কুপিতঃ**—ক্রুদ্ধ; **দেবকী-সুতঃ**—কৃষ্ণ, দেবকীনন্দন; **রজকস্য**—রজকের; **কর**—এক হস্তের; **অগ্রেণ**—অগ্রভাগ দ্বারা; **শিরঃ**—মস্তক; **কায়াৎ**—দেহ থেকে; **অপাতয়ৎ**—বিচ্যুত করলেন।

অনুবাদ

রজকের এরূপ আত্মশ্লাঘাপরায়ণ কথায় দেবকীনন্দন ক্রুদ্ধ হয়ে শুধুমাত্র তাঁর করাগ্র দ্বারা তিনি তার মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করলেন।

শ্লোক ৩৮

তস্যানুজীবিনঃ সর্বে বাসঃকোশান্ বিসৃজ্য বৈ ।
দুদ্রুবুঃ সর্বতো মার্গং বাসাংসি জগৃহেঽচ্যুতঃ ॥ ৩৮ ॥

তস্য—তার; **অনুজীবিনঃ**—অনুজীবিগণ; **সর্বে**—সকল; **বাসঃ**—বস্ত্রের; **কোশান্**—পেটক সমূহ; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **বৈ**—বস্তুতঃ; **দুদ্রুবুঃ**—পলায়ন করল; **সর্বতঃ**—চতুর্দিকে; **মার্গম্**—পথে ফেলে; **বাসাংসি**—বস্ত্রসমূহ; **জগৃহে**—গ্রহণ করেছিলেন; **অচ্যুতঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

রজকের অনুজীবিগণ তাদের সকল বস্ত্রের পেটকগুলি পথে ফেলে দিয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করল। তখন ভগবান কৃষ্ণ বস্ত্রগুলি গ্রহণ করলেন।

শ্লোক ৩৯

বসিত্বাত্মপ্রিয়ে বস্ত্রে কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণস্তথা ।
শেষাণ্যাদত্ত গোপেভ্যো বিসৃজ্য ভুবি কানিচিৎ ॥ ৩৯ ॥

বাসিত্বা—নিজে পরিধান করে; **আত্ম-প্রিয়ে**—যা তাঁর পছন্দ; **বস্ত্রে**—দুটি বস্ত্র; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **সঙ্কর্ষণঃ**—বলরাম; **তথা**—ও; **শেষাণি**—অবশিষ্ট; **আদত্ত**—তিনি প্রদান করলেন; **গোপেভ্যঃ**—গোপবালকদের; **বিসৃজ্য**—নিক্ষেপ করলেন; **ভুবি**—ভূমিতে; **কানিচিৎ**—কতকগুলি।

অনুবাদ

কৃষ্ণ ও বলরাম তাদের বিশেষ পছন্দের দুটি বস্ত্র পরিধান করলেন এবং তারপর কতকগুলি ভূমিতে নিক্ষেপ করে অবশিষ্ট বস্ত্র গোপবালকদের মধ্যে বিতরণ করলেন।

শ্লোক ৪০

ততস্তু বায়কঃ প্রীতস্তয়োর্বেষমকল্পয়ৎ ।
বিচিত্রবর্ণৈশ্চৈলেয়ৈরাকল্পৈরণুরূপতঃ ॥ ৪০ ॥

ততঃ—অতঃপর; তু—কোন; **বায়কঃ**—এক তন্তুবায়; **প্রীতঃ**—স্নেহবশত; **তয়োঃ**—তাঁদের দুজনের জন্য; **বেষম্**—বেশ; **অকল্পয়ৎ**—বিন্যাস করলেন; **বিচিত্র**—বিভিন্ন; **বর্ণৈঃ**—বর্ণের; **চৈলেয়ৈঃ**—চেল বস্ত্র নির্মিত; **আকল্পৈঃ**—ভূষণসমূহ দ্বারা; **অণুরূপতঃ**—যথাযোগ্যভাবে।

অনুবাদ

অতঃপর এক তন্তুবায় তাঁদের দুজনের প্রতি স্নেহ অনুভব করে অগ্রসর হয়ে বিচিত্র বর্ণের চেলবস্ত্রভূষণ দিয়ে তাঁদের পোশাক সুন্দরভাবে সজ্জিত করল।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে, তন্তুবায় কৃষ্ণ ও বলরামকে কাপড়ের বাহুবন্ধ ও কুণ্ডল দিয়ে সজ্জিত করেছিল যা দেখতে ঠিক রত্নের মতো। *অনুরূপত* শব্দটি নির্দেশ করছে যে বর্ণসমূহ সুন্দরভাবে মানানসই হয়েছিল।

শ্লোক ৪১

নানালক্ষণবেষাভ্যাং কৃষ্ণরামৌ বিরেজতুঃ ।
স্বলঙ্কৃতৌ বালগজৌ পর্বণীব সিতেতরৌ ॥ ৪১ ॥

নানা—বিভিন্ন; **লক্ষণ**—উৎকৃষ্ট মানসম্পন্ন; **বেষাভ্যাম্**—তাঁদের নিজ নিজ বেশে; **কৃষ্ণ-রামৌ**—কৃষ্ণ ও বলরাম; **বিরেজতুঃ**—শোভা প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **সু-অলঙ্কৃতৌ**—সুসজ্জিত; **বাল**—শাবক; **গজৌ**—হস্তী; **পার্বনী**—উৎসবকালীন; **ইব**—মতো; **সিত**—শ্বেত; **ইতরৌ**—এবং তার বিপরীত (কৃষ্ণবর্ণ)।

অনুবাদ

বিচিত্র ভূষণ সমন্বিত তাঁদের নিজ নিজ অনুপম বসনে কৃষ্ণ ও বলরামকে সমুজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। তাঁদের যেন উৎসব উপলক্ষ্যে সুসজ্জিত শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণের দুটি হস্তীশাবকের মতো মনে হচ্ছি

শ্লোক ৪২

তস্য প্রসন্নো ভগবান্ প্রদাৎ সারূপ্যমাত্মনঃ ।
শ্রিয়ং চ পরমাং লোকে বলৈশ্বর্যস্মৃতীন্দ্রিয়ম্ ॥ ৪২ ॥

তস্য—তার প্রতি; **প্রসন্নঃ**—সন্তুষ্ট হয়ে; **ভগবান্**—ভগবান; **প্রদাৎ**—প্রদান করলেন; **সারূপ্য**—সারূপ্য মুক্তি; **আত্মনঃ**—আপনার; **শ্রিয়ম্**—ঐশ্বর্য; **চ**—এব; **পরমাম্**—পরম; **লোকে**—এই জগতে; **বল**—দৈহিক বল; **ঐশ্বর্য**—প্রভাব; **স্মৃতি**—স্মৃতি; **ইন্দ্রিয়ম্**—ইন্দ্রিয়পটুতা।

অনুবাদ

তন্তুবায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান কৃষ্ণ তাকে মৃত্যুর পর সারূপ্য মুক্তি ও ইহলোকে পরম ঐশ্বর্য, বল, প্রভাব, স্মৃতি ও ইন্দ্রিয় পটুতার আশিস প্রদান করলেন।

শ্লোক ৪৩

ততঃ সুদাম্নো ভবনং মালাকারস্য জগ্মতুঃ ।
তৌ দৃষ্ট্বা স সমুত্থায় ননাম শিরসা ভুবি ॥ ৪৩ ॥

ততঃ—তখন; **সুদাম্নঃ**—সুদামার; **ভবনম্**—গৃহে; **মালাকারস্য**—পুষ্প-মাল্য প্রস্তুতকারী; **জগ্মতুঃ**—তাঁরা দু'জনে গমন করলেন; **তৌ**—তাঁদের; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **সঃ**—সে; **সমুত্থায়**—উঠে দাঁড়াল; **ননাম**—প্রণত হল; **শিরসা**—তার মস্তক; **ভুবি**—ভূমিতে।

অনুবাদ

তাঁরা দুজনে অতঃপর মালাকার সুদামার গৃহে গমন করলেন। তাঁদের দর্শন করা মাত্র সুদামা উঠে দাঁড়াল এবং পরে ভূমিতে মস্তক অবনত করে প্রণাম নিবেদন করল।

শ্লোক ৪৪

তয়োরাসনমানীয় পাদ্যং চার্ঘ্যার্হণাদিভিঃ ।
পূজাং সানুগয়োশ্চক্রে স্রক্তাম্বূলানুলেপনৈঃ ॥ ৪৪ ॥

তয়োঃ—তাদের; **আসনম্**—আসন; **আনীয়**—আনয়ন করে; **পাদ্যম্**—পাদ্য; **চ**—এবং; **অর্ঘ্য**—অর্ঘ্য; **অর্হণ**—উপকরণ; **আদিভিঃ**—এবং অন্যান্য; **পূজাম্**—পূজা; **স-অনুগয়োঃ**—তাঁদের সহচরবৃন্দ সহযোগে তাঁদের দু'জনকে; **চক্রে**—সে সম্পাদন করল; **স্রক**—মালা; **তাম্বুল**—তাম্বূল; **অনুলেপনৈঃ**—এবং ঘষা চন্দন।

অনুবাদ

তাঁদের আসন নিবেদন করে ও তাঁদের পাদ-প্রক্ষালন করার পর সুদামা অর্ঘ্য, মালা, তাম্বুল, অনুলেপন ও অন্যান্য উপচারে তাঁদের ও তাঁদের সহচরগণের অর্চনা করল।

শ্লোক ৪৫

প্রাহ নঃ সার্থকং জন্ম পাবিতং চ কুলং প্রভো ।
পিতৃদেবর্ষয়ো মহ্যং তুষ্টা হ্যাগমনেন বাম্ ॥ ৪৫ ॥

প্রাহ—সে বলল; **নঃ**—আমাদের; **স-অর্থকম্**—সার্থক; **জন্ম**—জন্ম; **পাবিতম্**—পবিত্র; **চ**—এবং; **কুলম্**—বংশ; **প্রভো**—হে প্রভো; **পিতৃ**—আমার পিতৃপুরুষগণ; **দেব**—দেবতাগণ; **ঋষয়ঃ**—এবং ঋষিগণ; **মহ্যম্**—আমার প্রতি; **তুষ্টাঃ**—সন্তুষ্ট হয়েছেন; **হি**—বস্তুত; **আগমনেন**—আগমন দ্বারা; **বাম্**—আপনাদের দু'জনের।

অনুবাদ

[সুদামা বলল—] হে প্রভো, এখন আমাদের জন্ম সার্থক হয়েছে এবং আমার কুল পবিত্র হয়েছে। এখন আপনাদের দু'জনের এখানে আগমনে অবশ্যই আমার সকল পিতৃপুরুষগণ, দেবতাগণ ও ঋষিগণ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

শ্লোক ৪৬

ভবন্তৌ কিল বিশ্বস্য জগতঃ কারণং পরম্ ।
অবতীর্ণাবিহাংশেন ক্ষেমায় চ ভবায় চ ॥ ৪৬ ॥

ভবন্তৌ—আপনারা দু'জনে; **কিল**—প্রকৃতপক্ষে; **বিশ্বস্য**—সমগ্র; **জগতঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের; **কারণম্**—কারণ; **পরম্**—পরম; **অবতীর্ণৌ**—অবতরণ করেছেন; **ইহ**—এখানে; **অংশেন**—আপনার অংশসহ; **ক্ষেমায়**—মঙ্গলের জন্য; **চ**—এবং; **ভবায়**—উদ্ধারের জন্য; **চ**—ও।

অনুবাদ

আপনারা দু'জনে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পরম কারণ স্বরূপ। এই জগতের উদ্ধার ও মঙ্গল প্রদানের জন্য আপনারা আপনাদের অংশে প্রকাশ সহ অবতরণ করেছেন।

শ্লোক ৪৭

ন হি বাং বিষমা দৃষ্টিঃ সুহৃদোর্জগদাত্মনোঃ ।
সময়োঃ সর্বভূতেষু ভজন্তং ভজতোরপি ॥ ৪৭ ॥

ন—নেই; **হি**—বস্তুত; **বাম্**—আপনার; **বিষমা**—বৈষম্য; **দৃষ্টিঃ**—দৃষ্টি; **সুহৃদোঃ**—সুহৃদ; **জগৎ**—ব্রহ্মাণ্ডের; **আত্মনোঃ**—আত্ম-স্বরূপ; **সময়োঃ**—সমভাবাপন্ন; **সর্ব**—সকলের প্রতি; **ভূতেষু**—জীবের; **ভজন্তম্**—আপনাদের ভজনাকারীর; ভজতোঃ—আপনারা ভজনা করেন; **অপি**—এমন কি।

অনুবাদ

যেহেতু আপনারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা ও সুহৃদ, সকলের প্রতিই আপনাদের দৃষ্টি সমভাবাপন্ন। অতএব, যদিও আপনারা আপনাদের ভক্তের প্রেমময়ী ভজনার প্রতি-ভজনা করেন, আপনারা সকল সময়েই সকল জীবের প্রতি বৈষম্যভাবহীন।

শ্লোক ৪৮

তাবাজ্ঞাপয়তং ভৃত্যং কিমহং করবাণি বাম্ ।
পুংসোঽত্যনুগ্রহো হ্যেষ ভবদ্ভির্যন্নিযুজ্যতে ॥ ৪৮ ॥

তৌ—আপনারা; **আজ্ঞাপয়তম্**—আদেশ করুন; **ভৃত্যম্**—আপনাদের ভৃত্যকে; **কিম্**—কি; **অহম্**—আমি; **করবাণি**—করব; **বাম্**—আপনাদের জন্য; **পুংসঃ**—যে কারুরই; **অতি**—মহা; **অনুগ্রহঃ**—কৃপা; **হি**—বস্তুত; **এষঃ**—এই; **ভবদ্ভিঃ**—আপনার; যৎ—যেখানে; **নিযুজ্যতে**—সে নিযুক্ত।

অনুবাদ

দয়া করে আমাকে, আপনাদের এই ভৃত্যকে আপনারা যা খুশি নির্দেশ করুন। আপনাদের দ্বারা যে কোন কর্মে নিযুক্ত হওয়া নিশ্চিতভাবে যে কোন ব্যক্তির পক্ষে মহা-আশীর্বাদ স্বরূপ।

শ্লোক ৪৯

ইত্যভিপ্রেত্য রাজেন্দ্র সুদামা প্রীতমানসঃ ।
শস্তৈঃ সুগন্ধৈঃ কুসুমৈর্মালা বিরচিতা দদৌ ॥ ৪৯ ॥

ইতি—এইভাবে বলে; **অভিপ্রেত্য**—তাঁদের অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করে; **রাজেন্দ্র**—হে সর্বোত্তম রাজা (পরীক্ষিৎ); **সুদামা**—সুদামা; **প্রীত-মানসঃ**—সন্তুষ্ট চিত্তে; **শস্তৈঃ**—তাজা; **সু-গন্ধৈঃ**—সুগন্ধি; **কুসুমৈঃ**—ফুলের; **মালাঃ**—মালা; **বিরচিতাঃ**—রচিত করে; **দদৌ**—প্রদান করলেন।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলে চলেছেন—] হে রাজেন্দ্র, এই কথা বলে সুদামা কৃষ্ণ ও বলরামের অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাঁদের দুজনকে প্রশস্ত, সুগন্ধি ফুলের মালা নিবেদন করলেন।

শ্লোক ৫০

তাভিঃ স্বলঙ্কৃতৌ প্রীতৌ কৃষ্ণরামৌ সহানুগৌ ।
প্রণতায় প্রপন্নায় দদতুর্বরদৌ বরান্ ॥ ৫০ ॥

তাভিঃ—সেই মালাসমূহে; **সু-অলঙ্কৃতৌ**—সুন্দররূপে বিভূষিত হয়ে; **প্রীতৌ**—প্রীত; **কৃষ্ণ-রামৌ**—কৃষ্ণ ও বলরাম; **সহ**—সহ; **অনুগৌ**—তাঁদের সহচরগণ; **প্রণতায়**—প্রণত; **প্রপন্নায়**—শরণাগত (সুদামা); **দদতুঃ**—তাঁরা প্রদান করলেন; **বরদৌ**—দুই বর প্রদাতা; **বরান্**—বাঞ্ছিত বর।

অনুবাদ

সেই মালাসমূহ সুন্দররূপে বিভূষিত হয়ে তাঁদের সহচরগণ সহ কৃষ্ণ ও বলরাম অত্যন্ত প্রীত হলেন। তাঁরা দুজনে শরণাগত ও তাদের সম্মুখে প্রণত সুদামাকে তার বাঞ্ছিত বর প্রদান করলেন।

শ্লোক ৫১

সোঽপি বব্রেঽচলাং ভক্তিং তস্মিন্নেবাখিলাত্মনি ।
তদ্ভক্তেষু চ সৌহার্দং ভূতেষু চ দয়াং পরাম্ ॥ ৫১ ॥

সঃ—সে; **অপি**—এবং; **বব্রে**—প্রার্থনা করেছিল; **অচলাম্**—অচল; **ভক্তিম্**—ভক্তি; **তস্মিন্**—তাঁর প্রতি; **এব**—একা; **অখিল**—সর্বভূতের; **আত্মনি**—পরমাত্মা; **তৎ**—তাঁর; **ভক্তেষু**—ভক্তগণ; **চ**—এবং; **সৌহার্দম্**—সৌহার্দ্য; **ভূতেষু**—সকল জীবের প্রতি; **চ**—এবং; **দয়াম্**—দয়া; **পরাম্**—অপ্রাকৃত।

অনুবাদ

সুদামা, অখিলাত্মা ভগবান কৃষ্ণের প্রতি অচলাভক্তি, তাঁর ভক্তজনের সঙ্গে সৌহার্দ্য ও সর্বভূতে অপ্রাকৃত করুণা প্রার্থনা করলেন।

শ্লোক ৫২

ইতি তস্মৈ বরং দত্ত্বা শ্রিয়ং চান্বয়বর্ধিনীম্ ।
বলমায়ুর্যশঃ কান্তিং নির্জগাম্ সহাগ্রজঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি—এইভাবে; **তস্মৈ**—তাকে; **বরম্**—বর; **দত্ত্বা**—প্রদান পূর্বক; **শ্রিয়ম্**—ঐশ্বর্য; **চ**—এবং; **অন্বয় বর্ধিনীম্**—বংশপরম্পরাক্রমে বৃদ্ধিশীল; **বলম্**—বল; **আয়ুঃ**—আয়ু; **যশঃ**—যশ; **কান্তিম্**—কান্তি; **নির্জগাম**—তিনি প্রস্থান করলেন; **সহ**—সহ; **অগ্রজঃ**—তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবলরাম।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ সুদামাকে কেবল এই সকল বরই অনুমোদন করলেন, তাই নয়, সেই সঙ্গে তিনি তাকে বংশপরম্পরাক্রমে বৃদ্ধিশীল ঐশ্বর্য, বল, আয়ু, যশ, কান্তি প্রদান করলেন। অতঃপর কৃষ্ণ ও তাঁর অগ্রজ সহ প্রস্থান করলেন।

তাৎপর্য

দুষ্ট রজকের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহার এবং ভক্ত মালাকার সুদামার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারে স্পষ্ট তারতম্য আমরা লক্ষ্য করতে পারি। তাঁকে অগ্রাহ্যকারীর প্রতি ভগবান যেমন বজ্রসম কঠিন, তেমনই তাঁর শরণাগতের প্রতি তিনি ফুলের মতোই কোমল। তাই স্পষ্টত আমাদের স্বার্থেই ঐকান্তিকভাবে ভগবান কৃষ্ণের শরণাগত হওয়া উচিত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'কৃষ্ণ ও বলরামের মথুরা প্রবেশ' নামক একচত্বারিংশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

যজ্ঞস্থলে ধনুর্ভঙ্গ

এই অধ্যায়ে ত্রিবক্রার আশীর্বাদ প্রাপ্তি, যজ্ঞস্থলে ধনুর্ভঙ্গ, কংসের সৈন্যদের বিনাশ, কংসের অমঙ্গলসূচক পূর্বলক্ষণ দর্শন এবং মল্লক্রীড়া-স্থলের উৎসবময়তা বর্ণনা করা হয়েছে।

সুদামার গৃহ থেকে প্রস্থান করার পর শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গবিলেপন পাত্র বহনকারী কংসের কুব্জাকৃতি যুবতী-দাসীর সাক্ষাৎ পেলেন। শ্রীকৃষ্ণ তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে তার কাছ থেকে কিছু অঙ্গবিলেপন প্রার্থনা করলেন। ত্রিবক্রা তাঁর সৌন্দর্য ও হাস্যালাপিত বাক্যে মুগ্ধ হয়ে কৃষ্ণ ও বলরামকে অনেকটা অঙ্গ বিলেপন প্রদান করল। তার বিনিময়ে কৃষ্ণ তাঁর শ্রীপাদপদ্ম দ্বারা ত্রিবক্রার পাদাগ্রদ্বয় চেপে তার চিবুক ধারণকরে তা উত্তোলন করে তার মেরুদণ্ডটি সোজা করে দিলেন। এখনই সুন্দরী হয়ে-ওঠা মোহিনী ত্রিবক্রা যুবতী কৃষ্ণের উত্তরীয়ের একটি প্রান্তভাগ আকর্ষণ করে তাঁকে তার গৃহে আসতে বলল। কৃষ্ণ উত্তরে বললেন যে, তাঁর কিছু প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সুসম্পন্ন হবার পর তিনি নিশ্চয়ই আসবেন এবং তার মনোবেদনার উপশম করবেন। এরপর কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের মথুরা দর্শন ভ্রমণ করতে থাকলেন।

কৃষ্ণ ও বলরাম যখন রাজপথে হাঁটছিলেন, তখন বণিকেরা বিভিন্ন উপহার দিয়ে তাঁর পূজা করেছিল। ধনুর্যজ্ঞ কোথায় হবে তা জিজ্ঞাসা করে শ্রীকৃষ্ণ যখন যজ্ঞস্থলে এসে উপস্থিত হলেন, তিনি ইন্দ্রধনুর মতো এক অদ্ভুত ধনুক দেখতে পেলেন। প্রহরীদের বাধাদান সত্ত্বেও, বলপূর্বক কৃষ্ণ ধনুকটি তুলে নিয়ে সহজে জ্যা যোজনা করে নিমেষের মধ্যে সেটি দ্বি-খণ্ডিত করলেন। কান ফাটানো সেই ধনুর্ভঙ্গ শব্দে স্বর্গ অবধি পরিপূর্ণ হল এবং কংসের হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার হল। অসংখ্য রক্ষীরা 'ধর তাকে! মার তাকে!' চিৎকার করতে করতে কৃষ্ণকে আক্রমণ করলে কৃষ্ণ ও বলরাম কেবলমাত্র ধনুকের ভগ্ন খণ্ডদুটি তুলে নিয়ে তাই দিয়ে রক্ষীদের বিনাশ করলেন। এরপর কংস প্রেরিত এক দল সৈন্যকেও সংহার করে তাঁরা যজ্ঞস্থল ত্যাগ করে ভ্রমণ করতে লাগলেন।

নগরবাসীগণ যখন কৃষ্ণ ও বলরামের এই অদ্ভুত শক্তি ও সৌন্দর্য দর্শন করল, তখন তারা ভাবল, এঁরা নিশ্চয়ই দু'জন প্রধান দেবতা হবেন। বাস্তবিকই, মথুরাবাসীগণ স্থির দৃষ্টিতে ভগবানকে দর্শন করার ফলে গোপীরা যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, সেই মতো সকল আশীর্বাদই তারা লাভ করল।

সূর্যাস্তের সময় কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের সান্ধ্য ভোজনের জন্য গোপ-শিবিরে ফিরে এলেন। সুখে বিশ্রাম করে তাঁরা রাত্রিটি অতিবাহিত করলেন। কিন্তু রাজা কংস ততখানি ভাগ্যবান ছিল না। সে যখন শুনল যে, কিভাবে কৃষ্ণ ও বলরাম সহজেই শক্তিশালী ধনুকটি ভঙ্গ করে তার সৈন্যবাহিনীকে সংহার করেছেন, তখন অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে সে রাত্রিটি অতিবাহিত করল।

প্রভাতে মল্লক্রীড়া উৎসব আরম্ভ হল। নগরী ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকে জনতা ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রবেশ করে চারিদিকের অত্যন্ত সুসজ্জিত বসার আসনগুলিতে তাদের আসন গ্রহণ করল। কম্পিত হৃদয়ে কংস রাজমঞ্চে উপবিষ্ট হয়ে নন্দ মহারাজ ও অন্যান্য গোপগণকে সেখানে এসে তাঁদের আসন গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাল। নন্দ মহারাজ ও গোপগণও তাঁদের উপহারগুলি রাজাকে নিবেদন করে তাঁদের আসন গ্রহণ করলেন। এরপর বাদ্য শুরু হওয়ার সাথে সাথে মল্লবিদগণ নিজেদের বাহুতে চাপড় মেরে শব্দ করতে থাকল।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অথ ব্রজন্ রাজপথেন মাধবঃ
স্ত্রিয়ং গৃহীতাঙ্গবিলেপভাজনাম্ ।
বিলোক্য কুব্জাং যুবতীং বরাননাং
পপ্রচ্ছ যান্তীং প্রহসন্ রসপ্রদঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—অতঃপর; **ব্রজন্**—হাঁটতে হাঁটতে; **রাজপথেন**—রাজপথে; **মাধবঃ**—কৃষ্ণ; **স্ত্রিয়ম্**—এক রমণী; **গৃহীত**—ধারণ করে; **অঙ্গ**—দেহের; **বিলেপ**—বিলেপন; **ভাজনাম্**—পাত্র; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **কুব্জাম্**—কুব্জা; **যুবতীম্**—যুবতী; **বর-আননাম্**—সুমুখশ্রীযুক্ত; **পপ্রচ্ছ**—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন; **যান্তীম্**—যাচ্ছিল; **প্রহসন্**—হাসতে হাসতে; **রস**—প্রেমানন্দ; **প্রদঃ**—প্রদাতা।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—রাজপথে হাঁটতে হাঁটতে তিনি দেখলেন যে, সুশ্রীমুখ এক কুব্জা যুবতী রমণী সুগন্ধি অঙ্গবিলেপন দ্রব্যের পাত্র বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। প্রেমানন্দ প্রদাতা সহাস্যে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, যুবতী কুব্জা কন্যাটি প্রকৃতপক্ষে ভগবানের পত্নী সত্যভামার অংশপ্রকাশ। সত্যভামা ভগবানের ভূ-শক্তি নামক অন্তরঙ্গা শক্তি এবং তাঁর এই প্রকাশ পৃথ্বী নামে পরিচিত, যা অসংখ্য খল শাসকের মহাভারে অবনত হয়ে পৃথিবীরূপে বিরাজ করছে। শ্রীকৃষ্ণ এইসকল দুষ্ট রাজাদের দমন করার জন্যই অবতরণ করেছেন আর তাই এই শ্লোকসমূহে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে তাঁর ত্রিবক্রা কুব্জাকে সমুন্নত করার যে লীলা, সেটি তাঁর ভূভার সংশোধনেরই প্রতিকস্বরূপ। একই সঙ্গে ত্রিবক্রাকে ভগবান তাঁর সঙ্গে প্রণয় সম্পর্কও প্রদান করেছিলেন।

প্রদত্ত ব্যাখ্যার সংযোজনরূপে *রস-প্রদ* শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে যে, যুবতী কুব্জার সঙ্গে তাঁর আচরণের মাধ্যমে ভগবান তাঁর গোপবালক সখাদের মুগ্ধ করেছিলেন।

শ্লোক ২

কা ত্বং বরোর্বেতদু হানুলেপনং
কস্যাঙ্গনে বা কথয়স্ব সাধু নঃ ।
দেহ্যাবয়োরঙ্গবিলেপমুত্তমং
শ্রেয়স্ততস্তে ন চিরাদ্ ভবিষ্যতি ॥ ২ ॥

কা—কে; **ত্বম্**—তুমি; **বর-ঊরু**—হে সুন্দর ঊরুময়ী; **এতৎ**—এই; **উ হ**—অহ, বস্তুত; **অনুলেপনম্**—বিলেপন; **কস্য**—কার জন্য; **অঙ্গনে**—হে সুন্দরী; **বা**—বা; **কথয়স্ব**—বল; **সাধু**—সত্য করে; **নঃ**—আমাদের; **দেহি**—দান কর; **আবয়োঃ**—আমাদের দুজনকে; **অঙ্গ-বিলেপন**—অঙ্গ বিলেপন; **উত্তমম্**—উত্তম; **শ্রেয়ঃ**—মঙ্গল; **ততঃ**—তা হলে; **তে**—তোমার; **ন চিরাৎ**—শীঘ্রই; **ভবিষ্যতি**—হবে।

অনুবাদ

(শ্রীকৃষ্ণ বললেন—) কে তুমি, হে সুন্দরী ঊরুময়ী? আহা, বিলেপন! এটা কার জন্য, হে সুন্দরী? আমাদের সত্য করে বল। আমাদের দুজনকে তোমার উত্তম বিলেপন প্রদান কর, তা হলে শীঘ্রই তোমার পরম মঙ্গল লাভ হবে।

তাৎপর্য

ভগবান রসিকতার সঙ্গে সেই রমণীকে *বরোরু* অর্থাৎ "হে সুন্দরী-ঊরুময়ী" বলে সম্বোধন করেছিলেন। তাঁর রসিকতা বিদ্বেষাত্মক ছিল না, কারণ তিনি তো তাকে সুন্দরী করে দিতেই উন্মুখ হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩

সৈরন্ধ্র্যুবাচ

দাস্যস্ম্যহং সুন্দর কংসসম্মতা
ত্রিবক্রনামা হ্যনুলেপকর্মণি ।
মদ্ভাবিতং ভোজপতেরতিপ্রিয়ং
বিনা যুবাং কোঽন্যতমস্তদর্হতি ॥ ৩ ॥

সৈরন্ধ্রী উবাচ—দাসীটি বলল; **দাসী**—দাসী; **অস্মি**—হই; **অহম্**—আমি; **সুন্দর**—হে সুন্দর; **কংস**—কংসের; **সম্মতা**—আদরের; **ত্রিবক্র-নামা**—ত্রিবক্রা নামক (তিনটি স্থানে কুব্জা); **হি**—বস্তুত; **অনুলেপ-কর্মণি**—আমার অনুলেপন কাজের জন্য; **মৎ**—আমার দ্বারা; **ভাবিতম্**—প্রস্তুত; **ভোজপতেঃ**—ভোজরাজের; **অতিপ্রিয়ম্**—অতি প্রিয়; **বিনা**—ব্যতীত; **যুবাম্**—তোমরা দুজন; **কঃ**—কে; **অন্যতমঃ**—আর; **তৎ**—তার; **অর্হতি**—যোগ্য।

অনুবাদ

দাসীটি উত্তরে বলল—হে সুন্দর, আমি ভোজরাজ কংসের আদরের দাসী, আমার প্রস্তুত অনুলেপন তাঁর অতি প্রিয়। আমার নাম ত্রিবক্রা। ভোজপতির অতি প্রিয় আমার এই অনুলেপনের যোগ্য তোমরা দু'জন ছাড়া আর কে আছে?

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, কুব্জা নামেও পরিচিত ত্রিবক্রা *সুন্দর* সম্বোধনটি এক বচনে ব্যবহার করেছিল, কারণ সে বোঝাতে চেয়েছিল যে, সে কেবলমাত্র কৃষ্ণের জন্যই প্রণয় আকাঙ্ক্ষা অনুভব করছে তাই "তোমাদের উভয়ের জন্য" *যুবাম্* শব্দটিকে দ্বিবচনে ব্যবহার করে তার প্রণয় আবেগ সে লুকানোর চেষ্টা করেছিল। কুব্জার ত্রিবক্রা নামটি নির্দেশ করছে যে, তার শরীর ঘাড়, বুক ও কোমরে কুব্জ ছিল।

শ্লোক ৪

রূপপেশলমাধুর্যহসিতালাপবীক্ষিতৈঃ ।
ধর্ষিতাত্মা দদৌ সান্দ্রমুভয়োরনুলেপনম্ ॥ ৪ ॥

রূপ—তাঁর রূপে; **পেশল**—ব্যক্তিত্বে; **মাধুর্য**—সৌকুমার্যে; **হসিত-আলাপ**—হাস্যালাপে; **বীক্ষিতৈঃ**—এবং দৃষ্টিপাতে; **ধর্ষিত**—অভিভূত; **আত্মা**—তার মন; **দদৌ**—সে প্রদান করল; **সান্দ্রম্**—স্নিগ্ধ ঘন; **উভয়োঃ**—তাঁদের দুজনকে; **অনুলেপনম্**—অনুলেপন।

অনুবাদ

কৃষ্ণের রূপ, ব্যক্তিত্ব, সৌকুমার্য, হাস্যালাপ ও দৃষ্টিপাতে মোহিতচিত্তা ত্রিবক্রা কৃষ্ণ ও বলরাম দুজনকেই স্নিগ্ধঘন অনুলেপন প্রদান করেছিল।

তাৎপর্য

এই ঘটনাটি *বিষ্ণু-পুরাণেও* (৫/২০/৭) বর্ণনা করা হয়েছে—

শ্রুত্বা তমাহ সা কৃষ্ণং গৃহ্যতামিতি সাদরম্ ।
অনুলেপনং প্রদদৌ গাত্র-যোগ্যম্ অথোভয়োঃ ॥

"তা শ্রবণ করে, সে শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে উত্তর প্রদান করল, 'দয়া করে এটি গ্রহণ কর, এবং তাঁদের দুজনকেই তাঁদের শরীরে প্রয়োগের যোগ্য অনুলেপন দান করল।"

শ্লোক ৫

ততস্তাবঙ্গরাগেণ স্ববর্ণেতরশোভিনা ।
সম্প্রাপ্তপরভাগেন শুশুভাতেঽনুরঞ্জিতৌ ॥ ৫ ॥

ততঃ—অতঃপর; **তৌ**—তাঁরা দুজনে; **অঙ্গ**—তাঁদের দেহের; **রাগেণ**—বর্ণময় অনুলেপন দ্রব্যে; **স্ব**—তাঁদের নিজ; **বর্ণ**—বর্ণ; **ইতর**—ভেদে; **শোভিনা**—ভূষিত; **সম্প্রাপ্ত**—প্রদর্শিত হলেন; **পর**—পরম; **ভাগেন**—উৎকর্ষে; **শুশুভাতে**—শোভা প্রাপ্ত হলেন; **অনুরঞ্জিতৌ**—অনুলিপ্ত হয়ে।

অনুবাদ

এই পরম সুন্দর অনুলেপন দ্রব্যে অনুলিপ্ত হয়ে, যা তাঁদের নিজবর্ণভেদে ভূষিত করেছিল, কৃষ্ণ ও বলরাম পরম শোভা প্রাপ্ত হলেন।

তাৎপর্য

আচার্যবর্গ বলতে চেয়েছেন যে, কৃষ্ণ তাঁর দেহে পীত অনুলেপন ও বলরাম তাঁর দেহে নীল অনুলেপন লিপ্ত করেছিলেন।

শ্লোক ৬

প্রসন্নো ভগবান্ কুব্জাং ত্রিবক্রাং রুচিরাননাম্ ।
ঋজ্বীং কর্তুং মনশ্চক্রে দর্শয়ন্ দর্শনে ফলম্ ॥ ৬ ॥

প্রসন্নঃ—প্রসন্ন; **ভগবান্**—ভগবান; **কুব্জাম্**—কুব্জা; **ত্রিবক্রাম্**—ত্রিবক্রা; **রুচির**—আকর্ষণীয়; **আননাম্**—মুখশ্রী; **ঋজ্বীম্**—সরল; **কর্তুম্**—করতে; **মনঃচক্রে**—মনস্থ করলেন; **দর্শয়ন্**—প্রদর্শন করার জন্য; **দর্শনে**—তাঁকে দর্শনের; **ফলম্**—ফল।

অনুবাদ

ত্রিবক্রার প্রতি প্রসন্ন ভগবান কৃষ্ণ তাঁকে দর্শনের ফল প্রদর্শনের জন্য সেই সুমুখশ্রী কুব্জা কন্যাকে সরল ঋজুদেহা করতে মনস্থ করলেন।

শ্লোক ৭

পদ্ভ্যামাক্রম্য প্রপদে দ্ব্যঙ্গুল্যুত্তানপাণিনা ।
প্রগৃহ্য চিবুকেঽধ্যাত্মমুদনীনমদচ্যুতঃ ॥ ৭ ॥

পদ্ভ্যাম্—স্বীয় পদযুগল দ্বারা; **আক্রম্য**—চাপ দিলেন; **প্রপদে**—তার পদাগ্রভাগে; **দ্বি**—দুই; **অঙ্গুলি**—আঙ্গুল; **উত্তান**—উর্দ্ধদিকে; **পাণিনা**—তাঁর হস্তদ্বয় দ্বারা; **প্রগৃহ্য**—ধারণ করে; **চিবুকে**—তার চিবুক; **অধ্যাত্মম্**—তার দেহ; **উদনীনমৎ**—উন্নত করলেন; **অচ্যুতঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

স্বীয় পদযুগল দ্বারা তার পদাগ্রভাগে চাপ দিয়ে স্বীয় হস্তদ্বয়ের উন্নত আঙ্গুল দ্বারা তার চিবুক ধারণ করে ভগবান অচ্যুত তার দেহটিকে সরল করলেন।

শ্লোক ৮

সা তদর্জুসমানাঙ্গী বৃহচ্ছ্রোণিপয়োধরা ।
মুকুন্দস্পর্শনাৎ সদ্যো বভূব প্রমদোত্তমা ॥ ৮ ॥

সা—সে; **তদা**—তখন; **ঋজু**—সরল; **সমান**—সমান; **অঙ্গী**—অঙ্গ; **বৃহৎ**—বৃহৎ; **শ্রোণি**—নিতম্ব; **পয়ঃ-ধরা**—ও স্তনশালিনী; **মুকুন্দ-স্পর্শনাৎ**—ভগবান মুকুন্দের স্পর্শে; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **বভূব**—হয়েছিল; **প্রমদা**—রমণী; **উত্তমা**—উত্তম।

অনুবাদ

কেবলমাত্র ভগবান মুকুন্দের স্পর্শে ত্রিবক্রা তৎক্ষণাৎ সরল, সমান সুগঠিত অঙ্গী, বৃহৎ নিতম্ব ও স্তনশালিনী সর্বোত্তম সুন্দরী রমণীতে পরিণত হল।

শ্লোক ৯

ততো রূপগুণৌদার্যসম্পন্না প্রাহ কেশবম্ ।
উত্তরীয়ান্তমাকৃষ্য স্ময়ন্তী জাতহৃচ্ছয়া ॥ ৯ ॥

ততঃ—অতঃপর; **রূপ**—রূপ; **গুণ**—গুণ; **ঔদার্য**—ঔদার্য; **সম্পন্না**—সম্পন্না; **প্রাহ**—সে বলতে লাগল; **কেশবম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **উত্তরীয়**—তাঁর উত্তরীয়ের; **অন্তম্**—প্রান্তভাগ; **আকৃষ্য**—আকর্ষণ করে; **স্ময়ন্তী**—হাসতে হাসতে; **জাত**—উৎপন্না; **হৃৎ-শয়া**—কাম অনুভূতি।

অনুবাদ

এখন রূপ গুণ ঔদার্য সমন্বিতা ত্রিবক্রা ভগবান কেশবের প্রতি কাম আকাঙ্ক্ষা অনুভব করতে শুরু করলে তাঁর উত্তরীয়ের প্রান্তভাগ আকর্ষণ করে হাসতে হাসতে তাঁকে বলল।

শ্লোক ১০

এহি বীর গৃহং যামো ন ত্বাং ত্যক্তুমিহোৎসহে ।
ত্বয়োন্মথিতচিত্তায়াঃ প্রসীদ পুরুষর্ষভ ॥ ১০ ॥

এহি—এসো; **বীর**—হে বীর; **গৃহম্**—আমার গৃহে; **যামঃ**—চল, আমরা যাই; **ন**—না; **ত্বাম্**—তোমাকে; **ত্যক্তুম্**—ত্যাগ করতে; **ইহ**—এখানে; **উৎসহে**—আমি সইতে পারব না; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **উন্মথিত**—উন্মথিত হয়েছে; **চিত্তায়াঃ**—আমার হৃদয়; **প্রসীদ**—প্রসন্ন হও; **পুরুষ-ঋষভ**—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

(ত্রিবক্রা বলল—) এসো, হে বীর, চল আমার গৃহে যাই। আমি তোমাকে এখানে ত্যাগ করতে পারব না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, কারণ তুমি আমার হৃদয় উন্মথিত করেছ।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নলিখিত কথোপকথন বর্ণনা করছেন—

কৃষ্ণ ঃ তুমি কি আমাকে তোমার গৃহে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করছ?

ত্রিবক্রা ঃ আমি তোমাকে এখানে ছেড়ে যেতে পারব না।

কৃষ্ণ ঃ কিন্তু তুমি যা বলছ এবং হাসছ, তাতে এখানে রাজপথের মানুষেরা এর ভুল অর্থ করবে। তাই এভাবে কথা বল না।

ত্রিবক্রা ঃ উন্মথিত না হয়ে আমি পারছি না। তুমিই আমাকে স্পর্শ করে ভুল করেছ। এটা আমার দোষ নয়।

শ্লোক ১১

এবং স্ত্রিয়া যাচ্যমানঃ কৃষ্ণো রামস্য পশ্যতঃ ।
মুখং বীক্ষ্যানু গোপানাং প্রহসংস্তামুবাচ হ ॥ ১১ ॥

এবম্—এইভাবে; **স্ত্রীয়া**—রমণী দ্বারা; **যাচ্যমানঃ**—যাচিত হয়ে; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **রামস্য**—বলরামের; **পশ্যতঃ**—অবলোকনকারী; **মুখম্**—মুখের দিকে; **বীক্ষ্য**—দৃষ্টিপাত করে; **অনু**—অতঃপর; **গোপানাম্**—গোপবালকদের; **প্রহসন্**—হাসতে হাসতে; **তাম্**—তাকে; **উবাচ হ**—তিনি বললেন।

অনুবাদ

এইভাবে রমণী দ্বারা যাচিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে এই ঘটনা অবলোকনকারী বলরামের মুখের দিকে ও পরে গোপবালকগণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে হাসতে হাসতে তাকে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ১২

এষ্যামি তে গৃহং সুভ্রু পুংসামাধিবিকর্শনম্ ।
সাধিতার্থোঽগৃহাণাং নঃ পান্থানাং ত্বং পরায়ণম্ ॥ ১২ ॥

এষ্যামি—আমি গমন করব; **তে**—তোমার; **গৃহম্**—গৃহে; **সুভ্রু**—হে সুভ্রু; **পুংসাম্**—পুরুষের; **আধি**—মনোব্যথা; **বিকর্শনম্**—দূরীভূতকারী; **সাধিতা**—সাধন করার পর; **অর্থঃ**—আমার উদ্দেশ্য; **অগৃহাণাম্**—গৃহহীন; **নঃ**—আমাদের; **পান্থানাম্**—পথিকগণের; **ত্বম্**—তুমি; **পরায়ণম্**—শ্রেষ্ঠ আশ্রয়।

অনুবাদ

(শ্রীকৃষ্ণ বললেন—) হে সুভ্রু, যত শীঘ্র পারি আমার উদ্দেশ্য সাধন করার পর আমি অবশ্যই পুরুষের উদ্বেগ দূরকারী তোমার গৃহে গমন করব। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের মতো গৃহহীন পথিকের জন্য তুমিই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়।

তাৎপর্য

অগৃহাণাম্ শব্দটি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর যে নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান নেই, সেটিই কেবলমাত্র নির্দেশ করছেন, তাই নয়, তিনি আরও নির্দেশ করছেন যে, তিনি এখনও অবিবাহিত।

শ্লোক ১৩

বিসৃজ্য মাধ্ব্যা বাণ্যা তাং ব্রজন্ মার্গে বণিক্‌পথৈঃ ।
নানোপায়নতাম্বূলস্রগ্‌গন্ধৈঃ সাগ্রজোঽর্চিতঃ ॥ ১৩ ॥

বিসৃজ্য—বিদায় প্রদান করে; **মাধ্ব্যা**—মধুর; **বাণ্যা**—বাক্যে; **তাম্**—তাকে; **ব্রজন্**—হাঁটতে থাকলেন; **মার্গে**—পথ ধরে; **বণিক্‌পথৈঃ**—বণিকগণ দ্বারা; **নানা**—নানা; **উপায়ন**—শ্রদ্ধার্ঘ্যে; **তাম্বূল**—পান-সুপারি; **স্রক্**—মালা; **গন্ধৈঃ**—গন্ধদ্রব্য; **স**—সহ; **অগ্রজঃ**—তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; **অর্চিতঃ**—পূজিত।

অনুবাদ

তাকে মধুর বাক্যে বিদায় প্রদান করে শ্রীকৃষ্ণ পথ ধরে হাঁটতে লাগলেন। পথিমধ্যে বণিকেরা তাঁকে ও তাঁর অগ্রজকে পান-সুপারি, মালা ও গন্ধদ্রব্যসহ নানা শ্রদ্ধার্ঘ্য দান করে পূজা করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

তদ্দর্শনস্মরক্ষোভাদাত্মানং নাবিদন্ স্ত্রিয়ঃ ।
বিস্রস্তবাসঃকবরবলয়া লেখ্যমূর্তয়ঃ ॥ ১৪ ॥

তৎ—তাঁকে; **দর্শন**—দর্শন করে; **স্মর**—কাম প্রভাবের জন্য; **ক্ষোভাৎ**—ক্ষোভিত হয়ে; **আত্মানম্**—নিজেদের; **ন অবিদন্**—বিস্মৃত হলেন; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণীগণ; **বিস্রস্ত**—স্খলিত; **বাসঃ**—তাঁদের বসন; **কবর**—তাঁদের চুলের বাঁধন; **বলয়াঃ**—তাঁদের বালাসমূহ; **লেখ্য**—(যেন) চিত্রে অঙ্কিত; **মূর্তয়ঃ**—অবয়ব।

অনুবাদ

কৃষ্ণ দর্শনে নগরীর রমণীগণের হৃদয়ে কাম উদ্রেক হল। আর এইভাবে ক্ষোভিত হয়ে তাঁরা আত্মবিস্মৃত হলে তাঁদের বস্ত্র, চুলের বাঁধন ও বালাসমূহ স্খলিত হল এবং তাঁরা চিত্রার্পিত অবয়বের ন্যায় দণ্ডায়মান রইলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, মথুরার রমণীগণ যেহেতু কৃষ্ণ দর্শনের অব্যবহিত পরেই প্রণয়াকর্ষণের লক্ষণসমূহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাই নগরীর মধ্যে তাঁরাই ছিলেন সর্বোত্তম ভক্ত। কামের দশটি প্রভাব এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—*চক্ষুরাগঃ প্রথমং চিত্তাসঙ্গস্ততোঽথ সঙ্কল্পঃ নিদ্রাচ্ছেদস্তনুতা-বিষয়নিবৃত্তিস্ত্রপানশঃ / উন্মাদো মূর্চ্ছামৃতিরিত্যেতাঃ স্মরদশাদশৈব স্যুঃ।* "প্রথমে চক্ষুর মাধ্যমে আকর্ষণ প্রকাশ, তারপর গভীর আসক্তি, অতঃপর সঙ্কল্প, নিদ্রাহীনতা, কৃশ হওয়া, বিষয় নিবৃত্তি, নির্লজ্জতা, উন্মাদনা, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু। এইগুলি হল কাম প্রভাবের দশটি স্তর।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন যে, শুদ্ধ ভগবৎপ্রেমী ভক্তগণ সাধারণত মৃত্যু লক্ষণ প্রদর্শন করেন না, কারণ কৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিষয়ে তা অমঙ্গলজনক। কিন্তু ভাবে-মূর্চ্ছিত হওয়ার সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত অন্যান্য নয়টি লক্ষণসমূহ তাঁরা প্রকাশ করেন।

শ্লোক ১৫

ততঃ পৌরান্ পৃচ্ছমানো ধনুষঃ স্থানমচ্যুতঃ ।
তস্মিন্ প্রবিষ্টো দদৃশে ধনুরৈন্দ্রমিবাদ্ভুতম্ ॥ ১৫ ॥

ততঃ—অতঃপর; **পৌরান্**—পুরবাসীগণের কাছ থেকে; **পৃচ্ছমানঃ**—জিজ্ঞাসা করলেন; **ধনুষঃ**—ধনুকের; **স্থানম্**—স্থান; **অচ্যুতঃ**—ভগবান অচ্যুত; **তস্মিন্**—

সেখানে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **দদৃশে**—তিনি দেখলেন; **ধনুঃ**—ধনুকটি; **ঐন্দ্রম্**—ইন্দ্রের ধনুকের; **ইব**—মতো; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত।

অনুবাদ

ভগবান কৃষ্ণ অতঃপর যেখানে ধনুর্যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে, সেই স্থানটি সম্বন্ধে স্থানীয় মানুষদের জিজ্ঞাসা করলেন। সেখানে গমন করে তিনি ইন্দ্রধনুকসদৃশ সেই অদ্ভুত ধনুকটি দেখতে পেলেন।

শ্লোক ১৬

পুরুষৈর্বহুভির্গুপ্তমর্চিতং পরমর্দ্ধিমৎ ।
বার্যমাণো নৃভিঃ কৃষ্ণঃ প্রসহ্য ধনুরাদদে ॥ ১৬ ॥

পুরুষৈঃ—পুরুষ দ্বারা; **বহুভিঃ**—বহু; **গুপ্তম্**—প্রহরারত; **অর্চিতম্**—অর্চিত; **পরম**—পরম; **ঋদ্ধি**—ঐশ্বর্য; **মৎ**—যুক্ত; **বার্যমাণঃ**—প্রতিহত হওয়া; **নৃভিঃ**—রক্ষী দ্বারা; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **প্রসহ্য**—বলপূর্বক; **ধনুঃ**—ধনুকটি; **আদদে**—তুললেন।

অনুবাদ

ধনুকটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অর্চনাকারী পুরুষদের এক বিরাট বাহিনী সেই পরমৈশ্বর্যযুক্ত ধনুকটিকে পাহারা দিচ্ছিল। রক্ষীরা তাঁকে প্রতিহত করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কৃষ্ণ বলপূর্বক অগ্রসর হয়ে সেটিকে তুলে নিলেন।

শ্লোক ১৭

করেণ বামেন সলীলমুদ্ধৃতং
সজ্যং চ কৃত্বা নিমিষেণ পশ্যতাম্ ।
নৃণাং বিকৃষ্য প্রবভঞ্জ মধ্যতো
যথেক্ষুদণ্ডং মদকর্যুরুক্রমঃ ॥ ১৭ ॥

করেণ—তাঁর হাত দিয়ে; **বামেন**—বাম; **স-লীলম্**—ক্রীড়াচ্ছলে; **উদ্ধৃতম্**—উত্তোলন করলেন; **সজ্যম্**—জ্যা রচনা; **চ**—এবং; **কৃত্বা**—করে; **নিমিষেণ**—নিমেষের মধ্যে; **পশ্যতাম্**—অবলোকনকারী; **নৃণাম্**—রক্ষীগণের সমক্ষে; **বিকৃষ্য**—আকর্ষণ করে; **প্রবভঞ্জ**—তিনি ভঙ্গ করলেন; **মধ্যতঃ**—মধ্যভাগে; **যথা**—যেমন; **ইক্ষুদণ্ডম্**—ইক্ষুদণ্ড; **মদ-করী**—মত্ত হস্তী; **উরুক্রমঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

ভগবান উরুক্রম তাঁর বাম হাতে সহজেই ধনুকটি উত্তোলিত করে অবলোকনকারী রাজরক্ষীদের সমক্ষে নিমেষের মধ্যে জ্যা রচনা করে শক্তিমত্তার সঙ্গে তা আকর্ষণ

করে, ঠিক যেমন মত্ত হস্তী ইক্ষুদণ্ড ভঙ্গ করে, তেমনিভাবে ধনুকটিকে দ্বিখণ্ডিত করলেন।

শ্লোক ১৮

ধনুষো ভজ্যমানস্য শব্দঃ খং রোদসী দিশঃ ।
পূরয়ামাস যং শ্রুত্বা কংসস্ত্রাসমুপাগমৎ ॥ ১৮ ॥

ধনুষঃ—ধনুকের; **ভজ্যমানস্য**—ভঙ্গ হওয়ার; **শব্দঃ**—শব্দ; **খম্**—পৃথিবী; **রোদসী**—আকাশ; **দিশঃ**—এবং সকল দিকসমূহ; **পূরয়াম্ আস**—পূর্ণ হল; **যম্**—যা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **কংসঃ**—রাজা কংস; **ত্রাসম্**—ভয়; **উপাগমৎ**—প্রাপ্ত হল।

অনুবাদ

ধনুর্ভঙ্গের শব্দে পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত দিক পূর্ণ হল। তা শ্রবণ করে কংস ত্রাস প্রাপ্ত হয়েছিল।

শ্লোক ১৯

তদ্রক্ষিণঃ সানুচরং কুপিতা আততায়িনঃ ।
গ্রহীতুকামা আবব্রুর্গৃহ্যতাং বধ্যতামিতি ॥ ১৯ ॥

তৎ—তার; **রক্ষিণঃ**—রক্ষীরা; **স**—সহ; **অনুচরম্**—তাঁর সহচরগণ; **কুপিতা**—ক্রুদ্ধ; **আততায়িনঃ**—অস্ত্র ধারণ করে; **গ্রহীতুকামাঃ**—ধরবার মানসে; **আবব্রুঃ**—বেষ্টিত করল; **গৃহ্যতাম্**—ধর তাঁকে; **বধ্যতাম্**—বধ কর তাঁকে; **ইতি**—এইভাবে বলতে বলতে।

অনুবাদ

ক্রুদ্ধ প্রহরীরা তখন তাদের অস্ত্র ধারণ করে কৃষ্ণ ও তাঁর সহচরগণকে ধরবার জন্য 'ধর ওকে, মার ওকে', বলে চিৎকার করতে করতে তাঁদের বেষ্টন করেছিল।

শ্লোক ২০

অথ তান্ দুরভিপ্রায়ান্ বিলোক্য বলকেশবৌ ।
ক্রুদ্ধৌ ধন্বন আদায় শকলে তাংশ্চ জঘ্নতুঃ ॥ ২০ ॥

অথ—অতঃপর; **তান্**—তাদের; **দুরভিপ্রায়ান্**—অশুভ উদ্দেশ্য; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **বল-কেশবৌ**—বলরাম ও কৃষ্ণ; **ক্রুদ্ধৌ**—ক্রুদ্ধ; **ধন্বনঃ**—ধনুকের; **আদায়**—গ্রহণ করে; **শকলে**—ভগ্ন দুটি খণ্ড; **তান্**—তাদের; **চ**—এবং; **জঘ্নতুঃ**—সংহার করতে লাগলেন।

অনুবাদ

রক্ষীদের অশুভ উদ্দেশ্যে তাঁদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে ধনুকের ভগ্ন দুটি খণ্ড তুলে নিয়ে বলরাম ও কেশব তাদের প্রহার করে সংহার করতে লাগলেন।

শ্লোক ২১

বলং চ কংসপ্রহিতং হত্বা শালামুখ্যাৎ ততঃ ।
নিষ্ক্রম্য চেরতুর্হৃষ্টৌ নিরীক্ষ্য পুরসম্পদঃ ॥ ২১ ॥

বলম্—একটি সৈন্যবাহিনী; **চ**—এবং; **কংস-প্রহিতম্**—কংস প্রেরিত; **হত্বা**—বধ করে; **শালা**—যজ্ঞস্থলের; **মুখাৎ**—দ্বার দিয়ে; **ততঃ**—অতঃপর; **নিষ্ক্রম্য**—নির্গত হয়ে; **চেরতুঃ**—তাঁদের দুজনে ভ্রমণ করতে লাগলেন; **হৃষ্টৌ**—হৃষ্টচিত্তে; **নিরীক্ষ্য**—দর্শনে; **পুর**—নগরীর; **সম্পদঃ**—সম্পদ।

অনুবাদ

কংস প্রেরিত সেনাবাহিনীকে বধ করার পর কৃষ্ণ ও বলরাম প্রধান ফটক দিয়ে যজ্ঞস্থল ত্যাগ করে হৃষ্টচিত্তে নগরীর ঐশ্বর্য দর্শনে বিচরণ করতে লাগলেন।

শ্লোক ২২

তয়োস্তদদ্ভুতং বীর্যং নিশাম্য পুরবাসিনঃ ।
তেজঃ প্রাগল্‌ভ্যং রূপং চ মেনিরে বিবুধোত্তমৌ ॥ ২২ ॥

তয়োঃ—তাঁদের; তৎ—সেই; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **বীর্যম্**—বীরত্ব; **নিশাম্য**—দর্শন করে; **পুরবাসিনঃ**—নগরবাসীগণ; তেজঃ—তাঁদের শক্তি; **প্রগল্‌ভ্যম্**—দৃঢ়তা; **রূপম্**—রূপ; চ—এবং; **মেনিরে**—তাঁরা বিবেচনা করলেন; **বিবুধ**—দেবতা; **উত্তমৌ**—শ্রেষ্ঠ দু'জন।

অনুবাদ

কৃষ্ণ ও বলরাম সম্পাদিত অদ্ভুত কর্মের সাক্ষী রূপে এবং তাঁদের শক্তি, দৃঢ়তা, ও সৌন্দর্য দর্শন করে নগরবাসীগণ ভাবলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই দুই প্রধান দেবতা হবেন।

শ্লোক ২৩

তয়োর্বিচরতোঃ স্বৈরমাদিত্যোঽস্তমুপেয়িবান্ ।
কৃষ্ণরামৌ বৃতো গোপৈঃ পুরাচ্ছকটমীয়তুঃ ॥ ২৩ ॥

তয়োঃ—তাঁরা; **বিচরতোঃ**—বিচরণ করতে লাগলেন; **স্বৈরম্**—স্বেচ্ছাক্রমে; **আদিত্যঃ**—সূর্য; **অস্তম্-উপেয়িবান্**—অস্তগত হলে; **কৃষ্ণ-রামৌ**—কৃষ্ণ ও বলরাম; **বৃতৌ**—

পরিবৃত হয়ে; **গোপৈঃ**—গোপবালকগণ; **পুরাৎ**—নগর থেকে; **শকটম্**—যেখানে তাঁদের শকটগুলির সমাবেশ করা হয়েছিল, সেই স্থানে; **ঈয়তুঃ**—গমন করলেন।

অনুবাদ

তাঁদের স্বেচ্ছাক্রমে তাঁরা বিচরণ করতে করতে সূর্য অস্তগত হলে, গোপবালকগণ পরিবৃত হয়ে নগরী ত্যাগ করে গোপগণের শকটসমূহের সমাবেশ স্থানে ফিরে এলেন।

শ্লোক ২৪

গোপ্যো মুকুন্দবিগমে বিরহাতুরা যা
আশাসতাশিষ ঋতা মধুপুর্যভূবন্ ।
সম্পশ্যতাং পুরুষভূষণগাত্রলক্ষ্মীং
হিত্বেতরান নু ভজতশ্চকমেঽয়নং শ্রীঃ ॥ ২৪ ॥

গোপ্যঃ—গোপীগণ; **মুকুন্দ-বিগমে**—ভগবান মুকুন্দের গমনকালে; **বিরহ**—বিরহ; **আতুরাঃ**—কাতর; **যাঃ**—যা; **আশাসত-আশিষ**—আশীর্বাণী বলেছিলেন; **ঋতাঃ**—সত্য; **মধু-পুরি**—মথুরায়; **অভূবন্**—হয়েছে; **সম্পশ্যতাম্**—যারা সম্পূর্ণত দর্শন করেছে; **পুরুষভূষণ**—পুরুষভূষণ; **গাত্র**—তাঁর দেহের; **লক্ষ্মীম্**—সৌন্দর্য; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **ইতরান্**—অন্যান্যদের; **নু**—বস্তুত; **ভজতঃ**—তাঁর ভজনাকারী; **চকমে**—কামনা করেন; **অয়নম্**—আশ্রয়; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী।

অনুবাদ

বৃন্দাবন থেকে মুকুন্দের (কৃষ্ণ) বিদায় গ্রহণ কালে গোপীগণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, মথুরাবাসীগণ অসংখ্য মঙ্গল প্রাপ্ত হবেন, আর এখন সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হচ্ছে, কারণ মথুরাবাসীগণ পুরুষভূষণ শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য দর্শন করছেন। প্রকৃতপক্ষে, যে সৌন্দর্যের আশ্রয় কামনা করে লক্ষ্মীদেবীও তাঁকে পূজনকারী অন্যান্য বহু পুরুষকে পরিত্যাগ করেন।

শ্লোক ২৫

অবনিক্তাঙ্ঘ্রিযুগলৌ ভুক্ত্বা ক্ষীরোপসেচনম্ ।
ঊষতুস্তাং সুখং রাত্রিং জ্ঞাত্বা কংসচিকীর্ষিতম্ ॥ ২৫ ॥

অবনিক্ত—প্রক্ষালন করে; **অঙ্ঘ্রি-যুগলৌ**—তাঁদের প্রত্যেকের চরণযুগল; **ভুক্ত্বা**—ভোজন করে; **ক্ষীর-উপসেচনম্**—ক্ষীর মিশ্রিত অন্ন; **ঊষতুঃ**—তাঁরা অতিবাহিত করলেন; **তাম্**—সেই; **সুখম্**—সুখে; **রাত্রিম্**—রাত্রি; **জ্ঞাত্বা**—জানতে পেরে; **কংস-চিকীর্ষিতম্**—কংসের অভিপ্রায়।

অনুবাদ

কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের পাদপ্রক্ষালন করে নিয়ে ক্ষীর মিশ্রিত অন্ন ভোজন করলেন। অতঃপর, কংসের অভিপ্রায় অবগত হয়েও সেই রাত্রিটি সেখানে তাঁরা সুখে অতিবাহিত করলেন।

শ্লোক ২৬-২৭

কংসস্তু ধনুষো ভঙ্গং রক্ষিণাং স্ববলস্য চ ।
বধং নিশম্য গোবিন্দরামবিক্রীড়িতং পরম্ ॥ ২৬ ॥
দীর্ঘপ্রজাগরো ভীতো দুর্নিমিত্তানি দুর্মতিঃ ।
বহূন্যচষ্টোভয়থা মৃত্যোর্দৌত্যকরাণি চ ॥ ২৭ ॥

কংসঃ—রাজা কংস; **তু**—কিন্তু; **ধনুষঃ**—ধনুকের; **ভঙ্গম্**—ভঙ্গ; **রক্ষিণাম্**—রক্ষীদের; **স্ব**—তার; **বলস্য**—সৈন্যদের; **চ**—ও; **বধম্**—বধ; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **গোবিন্দ-রাম**—কৃষ্ণ ও বলরামের; **বিক্রীড়িতম্**—ক্রীড়া; **পরম্**—মাত্র; **দীর্ঘ**—দীর্ঘকাল; **প্রজাগরঃ**—বিনিদ্র থেকে; **ভীতঃ**—ভীত; **দুর্নিমিত্তানি**—অশুভ লক্ষণসমূহ; **দুর্মতিঃ**—দুর্মতি; **বহূনি**—বহু; **অচষ্ট**—দেখল; **উভয়থা**—উভয় অবস্থায় (স্বপ্নে ও জাগরণে); **মৃত্যোঃ**—মৃত্যুর; **দৌত্য-করাণি**—দূতসদৃশ; **চ**—এবং।

অনুবাদ

অপরপক্ষে, দুর্মতি রাজা কংস, কৃষ্ণ ও বলরামের ক্রীড়াচ্ছলে ধনুর্ভঙ্গ এবং তার রক্ষী ও সৈন্যদের বধ করার কথা শ্রবণ করে ভীত হয়েছিল। সে দীর্ঘ সময় জাগরিত থাকল এবং স্বপ্নে ও জাগরণে মৃত্যুদূতসম বহু অশুভ লক্ষণসমূহ দর্শন করল।

শ্লোক ২৮-৩১

অদর্শনং স্বশিরসঃ প্রতিরূপে চ সত্যপি ।
অসত্যপি দ্বিতীয়ে চ দ্বৈরূপ্যং জ্যোতিষাং তথা ॥ ২৮ ॥
ছিদ্রপ্রতীতিশ্ছায়ায়াং প্রাণঘোষানুপশ্রুতিঃ ।
স্বর্ণপ্রতীতির্বৃক্ষেষু স্বপদানামদর্শনম্ ॥ ২৯ ॥
স্বপ্নে প্রেতপরিষ্বঙ্গঃ খরযানং বিষাদনম্ ।
যায়ান্নলদমাল্যেকস্তৈলাভ্যক্তো দিগম্বরঃ ॥ ৩০ ॥
অন্যানি চেত্থম্ভূতানি স্বপ্নজাগরিতানি চ ।
পশ্যন্ মরণসন্ত্রস্তো নিদ্রাং লেভে ন চিন্তয়া ॥ ৩১ ॥

অদর্শনম্—অদৃশ্য; স্ব—স্বীয়; **শিরসঃ**—মস্তক; **প্রতিরূপে**—তার প্রতিবিম্বে; **চ**—এবং; **সতি**—বিদ্যমান হয়ে; **অপি**—ও; **অসতি**—অবিদ্যমানতা; **অপি**—এমন কি; **দ্বিতীয়ে**—দ্বিতীয়ে; **চ**—এবং; **দ্বৈরূপ্যম্**—দ্বৈত রূপ; **জ্যোতিষাম্**—চন্দ্র ও নক্ষত্রাদি; **তথা**—ও; **ছিদ্র**—ছিদ্র; **প্রতীতিঃ**—দর্শন করে; **ছায়ায়াম্**—তার নিজের ছায়ায়; **প্রাণ**—প্রাণবায়ুর; **ঘোষ**—ধ্বনির; **অনুপশ্রুতিঃ**—অশ্রবণ; **স্বর্ণ**—স্বর্ণবর্ণের; **প্রতীতিঃ**—বোধ হওয়া; **বৃক্ষেষু**—বৃক্ষসকল; **স্ব**—তার নিজের; **পদানাম্**—পদ চিহ্ন; **অদর্শনম্**—অদর্শন; **স্বপ্নে**—নিদ্রায়; **প্রেত**—প্রেত দ্বারা; **পরিষ্বঙ্গঃ**—আলিঙ্গন; **খর**—গর্দভারোহণে; **যানম্**—ভ্রমণ; **বিষ**—বিষ; **অদনম্**—ভক্ষণ; **যায়াৎ**—গমন করছে; **নলদ**—জবা ফুলের; **মালী**—মালাধারণকারী; **একঃ**—কেউ; **তৈল**—তেল দ্বারা; **অভ্যক্তঃ**—অনুলেপিত; **দিগম্বরঃ**—নগ্ন; **অন্যানি**—অন্যান্য (অশুভ লক্ষণ সমূহ); **চ**—এবং; **ইত্থম্-ভূতানি**—এই রকম; **স্বপ্ন**—নিদ্রিত; **জাগরিতানি**—জাগরণে; **চ**—ও; **পশ্যন্**—দর্শন করছিল; **মরণ**—মৃত্যুর; **সন্ত্রস্তো**—ভয়ে ভীত; **নিদ্রাম্**—নিদ্রা; **লেভে**—লাভ করতে পারল; **ন**—না; **চিন্তয়া**—তার উদ্বেগের জন্য।

অনুবাদ

সে তার প্রতিবিম্বের দিকে অবলোকন করে নিজের মস্তকটি দেখতে পেত না; অকারণে চন্দ্র ও অন্যান্য নক্ষত্রাদিকে সে দুটি করে দেখত; সে তার ছায়ার মধ্যে ছিদ্র দর্শন করত; সে তার প্রাণবায়ুর শব্দ শুনতে পারত না; বৃক্ষগুলিকে সোনার রঙে আচ্ছাদিত দর্শন করত এবং সে তার নিজের পদচিহ্ন দেখতে পেত না। সে স্বপ্ন দেখত যেন প্রেত এসে তাকে আলিঙ্গন করছে, গর্দভের পিঠে আরোহণ করে গমন করছে, বিষ ভক্ষণ করছে, এবং এক নগ্ন তৈলাক্ত শরীরের মানুষ জবা ফুলের মালা পরিধান করে গমন করছে। স্বপ্নে ও জাগরণে এইসব ও এমন আরও অনেক লক্ষণসমূহ দর্শন করে কংস মৃত্যুভয়ে ভীত হয়েছিল এবং উদ্বেগবশত নিদ্রালাভ করতে পারল না।

শ্লোক ৩২

বুষ্টায়াং নিশি কৌরব্য সূর্যে চাদ্ভ্যঃ সমুত্থিতে ।
কারয়ামাস বৈ কংসো মল্লক্রীড়ামহোৎসবম্ ॥ ৩২ ॥

ব্যুষ্টায়াম্—অতিবাহিত হলে; **নিশি**—রাত্রি; **কৌরব্য**—হে কৌরব (পরীক্ষিৎ); **সূর্যে**—সূর্য; **চ**—এবং; **অদ্ভ্যঃ**—সলিল মধ্য হতে; **সমুত্থিতে**—উদিত হলে; **কারয়াম্ আস**—নির্দেশ দিল; **বৈ**—বস্তুত; **কংসঃ**—কংস; **মল্ল**—মল্লদের; **ক্রীড়া**—ক্রীড়ার; **মহা-উৎসবম্**—মহা উৎসব।

অনুবাদ

অবশেষে রাত্রি অতিবাহিত হয়ে পুনরায় সলিল মধ্য হতে সূর্য উদিত হলে কংস মল্লক্রীড়ার আয়োজন শুরু করলেন।

শ্লোক ৩৩

আনর্চুঃ পুরুষা রঙ্গং তূর্যভের্যশ্চ জঘ্নিরে ।
মঞ্চাশ্চালঙ্কৃতাঃ স্রগ্‌ভিঃ পতাকাচৈলতোরণৈঃ ॥ ৩৩ ॥

আনর্চুঃ—অর্চনা করছিল; **পুরুষাঃ**—কংসের কর্মচারীগণ; **রঙ্গম্**—রঙ্গস্থল; **তূর্য**—তুরী; **ভের্যঃ**—ভেরী (বৃহৎ ঢাক); **চ**—এবং; **জঘ্নিরে**—নিনাদিত হচ্ছিল; **মঞ্চাঃ**—মঞ্চস্থল; **চ**—এবং; **অলঙ্কৃতাঃ**—সুসজ্জিত হয়েছিল; **স্রগ্‌ভিঃ**—মালা দ্বারা; **পতাকা**—পতাকায়; **চৈল**—চেলী বস্ত্রে; **তোরণৈঃ**—এবং তোরণ দ্বারা।

অনুবাদ

ভেরী ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রাদি নিনাদিত করে রাজকর্মচারীরা মল্লস্থানটিকে ধর্মীয় আচারগতভাবে অর্চনা করেছিল এবং রঙ্গমঞ্চটি মালা, পতাকা, চেলী ও তোরণ দ্বারা সুসজ্জিত করেছিল।

শ্লোক ৩৪

তেষু পৌরা জানপদা ব্রহ্মক্ষত্রপুরোগমাঃ ।
যথোপজোষং বিবিশূ রাজানশ্চ কৃতাসনাঃ ॥ ৩৪ ॥

তেষু—সেই সকল মঞ্চে; **পৌরাঃ**—নগরবাসীগণ; **জানপদাঃ**—জনপদবাসীরা; **ব্রহ্ম**—ব্রাহ্মণগণ; **ক্ষত্র**—এবং ক্ষত্রিয়গণের; **পুরঃ-গমাঃ**—নেতৃত্বে; **যথা-উপজোষম্**—যথাসুখে; **বিবিশুঃ**—আসন গ্রহণ করলেন; **রাজানঃ**—রাজন্যবর্গ; **চ**—ও; **কৃত**—প্রদিত হল; **আসনাঃ**—বিশেষ আসন।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণের নেতৃত্বে নগরবাসীগণ ও জনপদবাসীরা এসে দর্শক মঞ্চে যথাসুখে আসন গ্রহণ করল। রাজ-অতিথিবৃন্দ বিশেষ আসন গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

কংসঃ পরিবৃতোঽমাত্যৈ রাজমঞ্চ উপাবিশৎ ।
মণ্ডলেশ্বরমধ্যস্থো হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৩৫ ॥

কংসঃ—কংস; **পরিবৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **অমাত্যৈঃ**—তার মন্ত্রীদের দ্বারা; **রাজ-মঞ্চে**—রাজমঞ্চে; **উপাবিশৎ**—আসন গ্রহণ করল; **মণ্ডল-ঈশ্বর**—বিভিন্ন আঞ্চলিক

শাসকবর্গের; **মধ্য**—মধ্যে; **স্থঃ**—অবস্থান করছিল; **হৃদয়েন**—তার হৃদয়; **বিদূয়তা**—কম্পিত হচ্ছিল।

অনুবাদ

তার অমাত্যবর্গে পরিবৃত হয়ে কংস রাজমঞ্চে আসন গ্রহণ করল। কিন্তু তার বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসকবর্গের মধ্যে উপবেশন করেও তার হৃদয় কম্পিত হচ্ছিল।

শ্লোক ৩৬

বাদ্যমানেষু তূর্যেষু মল্লতালোত্তরেষু চ।
মল্লাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ দৃপ্তাঃ সোপাধ্যায়াঃ সমাসত ॥ ৩৬ ॥

বাদ্যমানেষু—নিনাদিত হতে থাকলে; **তূর্যেষু**—বাদ্য যন্ত্রসমূহ; **মল্ল**—মল্লক্রীড়ার উপযুক্ত; **তাল**—তাল; **উত্তরেষু**—উদ্‌গত; **চ**—এবং; **মল্লাঃ**—মল্লগণ; **সু-অলঙ্কৃতাঃ**—সুশোভিত; **দৃপ্তাঃ**—গর্বিত; **স-উপাধ্যায়াঃ**—তাদের মল্লাচার্যগণের সঙ্গে; **সমাসত**—প্রবেশ করে উপবেশন করল।

অনুবাদ

মল্লক্রীড়ার উপযুক্ত তালে বাদ্যযন্ত্রাদি উচ্চৈঃস্বরে নিনাদিত হতে থাকলে সু-অলঙ্কৃত মল্লগণ তাদের মল্লাচার্যগণের সঙ্গে গর্বভরে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে উপবেশন করল।

শ্লোক ৩৭

চাণূরো মুষ্টিকঃ কূটঃ শলস্তোশল এব চ।
ত আসেদুরুপস্থানং বল্গুবাদ্যপ্রহর্ষিতাঃ ॥ ৩৭ ॥

চাণূরঃ মুষ্টিকঃ কূটঃ—চাণূর, মুষ্টিক এবং কূট মল্লগণ; **শলঃ তোশলঃ**—শল এবং তোশল; **এব চ**—ও; **তে**—তারা; **আসেদুঃ**—উপবেশন করল; **উপস্থানম্**—মল্লমঞ্চের মাদুরে; **বল্গু**—মনোরম; **বাদ্য**—বাদ্যে; **প্রহর্ষিতাঃ**—প্রহৃষ্ট।

অনুবাদ

মনোরম বাদ্যে প্রহৃষ্ট হয়ে চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল এবং তোশল মল্ল-মঞ্চের মাদুরে উপবেশন করল।

শ্লোক ৩৮

নন্দগোপাদয়ো গোপা ভোজরাজসমাহুতাঃ।
নিবেদিতোপায়নাস্তে একস্মিন্ মঞ্চ আবিশন্ ॥ ৩৮ ॥

নন্দ-গোপ-আদয়ঃ—নন্দগোপের নেতৃত্বে; **গোপাঃ**—গোপগণ; **ভোজরাজ**—ভোজের রাজা কংস কর্তৃক; **সমাহুতাঃ**—আমন্ত্রিত হয়ে; **নিবেদিত**—নিবেদনপূর্বক; **উপায়নাঃ**—তাঁদের উপহারাদি; **তে**—তাঁরা; **একস্মিন্**—একটি; **মঞ্চে**—দর্শক মঞ্চে; **আবিশন্**—উপবেশন করলেন।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ ও অন্যান্য গোপগণ ভোজরাজ দ্বারা আহূত হয়ে তাকে তাঁদের উপহারসমূহ নিবেদন করার পর, একটি মঞ্চে তাঁদের আসন গ্রহণ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, *সমাহুতাঃ* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, রাজা কংস ব্রজের নেতাকে এগিয়ে আসার জন্য সম্মানের সঙ্গে আহ্বান করেছিল যাতে তাঁরা তাঁদের অর্ঘ্যসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারকে নিবেদন করতে পারেন। আচার্য বর্ণনা করছেন যে, কংস নন্দ মহারাজকে এই বলে আশ্বস্ত করেছিল যে, "প্রিয় ব্রজরাজ, আমার গ্রামীণ শাসকদের মধ্যে তুমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গোপগ্রাম থেকে মথুরায় আগমনের পরও তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসনি। এর কারণ কি এই যে, তুমি ভীত হয়েছ? তোমার দুই পুত্র ধনুক ভঙ্গ করেছে বলে যে তারা খারাপ, তা মনে কর না। আমি এখানে তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি কারণ আমি শুনেছি যে, তারা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং তাদের শক্তি পরীক্ষা নেবার জন্য এই মল্ল-ক্রীড়ার আয়োজন করেছি। তাই দ্বিধা না করে এগিয়ে এস। ভয় পেয়ো না।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও উল্লেখ করছেন যে, নন্দ মহারাজ লক্ষ্য করেছিলেন যে, তাঁর দুই পুত্র সেখানে উপস্থিত ছিল না। স্পষ্টতই রাজা কংসের নির্দেশের প্রতি অবজ্ঞাবশত তাঁরা সকাল বেলায় অনুপস্থিত হয়ে অন্য কোথাও গমন করেছিলেন। তাই রাজা কংস তাঁদের মল্লস্থলে ফিরে এসে তাঁদের যথোপযুক্ত আচরণ করার উপদেশ দিয়ে কয়েকজন গোপকে দায়িত্ব প্রদান করেছিল তাঁদের অন্বেষণ করার জন্য। আচার্য এমনও উল্লেখ করছেন যে, নন্দ ও অন্যান্য গোপগণ একটি ভিন্ন মঞ্চে উপবেশন করেছিলেন, তার কারণ হল রাজমঞ্চে তাঁরা উপবেশন করার জায়গা পাননি।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'যজ্ঞস্থলে ধনুর্ভঙ্গ' নামক দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

কুবলয়াপীড় বধ

শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে রাজকীয় হস্তী কুবলয়াপীড়কে বধ করে বলরাম সহ মল্লক্রীড়া স্থলে প্রবেশ করলেন এবং মল্লযোদ্ধা চাণূরকে শ্রীকৃষ্ণ যা বললেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রভাতকালীন ধর্মীয় আচরণাদি সমাপনের পর কৃষ্ণ ও বলরাম মল্লক্রীড়া আরম্ভের দুন্দুভি নিনাদ শ্রবণ করে তাঁরা সেই উৎসব দর্শনে গমন করলেন। মল্লক্রীড়া স্থলের প্রবেশদ্বারে তাঁরা কুবলয়াপীড় নামক এক হস্তীর সম্মুখীন হলেন, যে তার মাহুতের প্ররোচনায় কৃষ্ণকে আক্রমণ করেছিল। শক্তিশালী সেই হাতীটি তার শুঁড় দিয়ে কৃষ্ণকে ধারণ করলে ভগবান তাকে প্রত্যাঘাত করে তার চারি পায়ের মধ্যে অন্তর্হিত হলেন। কৃষ্ণকে দেখতে না পেয়ে ক্রুদ্ধ কুবলয়াপীড় তার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুসন্ধান করে আবার তাঁকে ধরে ফেলল। কিন্তু কৃষ্ণ বলপূর্বক নির্গত হলেন। এইভাবে কুবলয়াপীড়কে ক্রমাগত লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত করে তার একটি দাঁত উপড়ে নিয়ে তাকে ও তার মাহুতকে কৃষ্ণ প্রহার করতে করতে সংহার করলেন।

গজ রক্তে সিক্ত এবং একটি গজদন্তকে অস্ত্রের মতো তাঁর স্কন্ধে বহনকারী শ্রীকৃষ্ণ যখন অপূর্ব শোভায় শোভিত হয়ে মল্লক্রীড়া স্থলে প্রবেশ করলেন, তখন বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষেরা কৃষ্ণের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ অনুযায়ী তাঁকে বিভিন্নভাবে দর্শন করল।

কৃষ্ণ ও বলরাম কিভাবে কুবলয়াপীড়কে হত্যা করেছে, সেই কথা শ্রবণ করে তাঁদের অপরাজেয় হৃদয়ঙ্গম করে রাজা কংস অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। অপরপক্ষে, দর্শকবৃন্দ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে পরস্পরকে ভগবানের অদ্ভুত লীলাদির কথা স্মরণ করাতে লাগল। জনসাধারণ বলতে লাগল যে, কৃষ্ণ ও বলরাম অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের দুই অংশপ্রকাশ, যাঁরা বসুদেবের গৃহে অবতরণ করেছেন।

চাণূর তখন এগিয়ে এসে কৃষ্ণ ও বলরামকে মল্লযুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে বলল যে, রাজা কংস এই রকম একটি ক্রীড়া দর্শন করতে ইচ্ছুক। কৃষ্ণ তার উত্তরে বললেন, "যদিও আমরা অরণ্যচারী মানুষ, তবুও আমরা রাজারই প্রজা। তাই মল্লযুদ্ধের প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাকে সন্তুষ্ট করতে আমরা দ্বিধা করব না।" এই কথা শোনামাত্রই চাণূর প্রস্তাব করল যে, কৃষ্ণ তার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে লড়াই করুক এবং বলরাম মল্লযুদ্ধে লড়ুক মুষ্টিকের সঙ্গে।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অথ কৃষ্ণশ্চ রামশ্চ কৃতশৌচৌ পরন্তপ ।
মল্লদুন্দুভিনির্ঘোষং শ্রুত্বা দ্রষ্টুমুপেয়তুঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—অতঃপর; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **চ**—এবং; **রামঃ**—বলরাম; **চ**—ও; **কৃত**—পালন করে; **শৌচৌ**—শৌচ; **পরম-তপ**—হে শত্রু বিনাশক; **মল্ল**—মল্লক্রীড়ার; **দুন্দুভি**—দুন্দুভির; **নির্ঘোষম্**—নিনাদ; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করার জন্য; **উপেয়তুঃ**—তাঁরা গমন করলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে পরন্তপ, কৃষ্ণ ও বলরাম সকল প্রয়োজনীয় শৌচ সম্পাদন করে, মল্লক্ষেত্রের দুন্দুভি নির্ঘোষ শ্রবণ করে, কী হচ্ছে তা দর্শন করার জন্য সেখানে গমন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী *কৃত-শৌচ* অর্থাৎ "সকল প্রয়োজনীয় শুদ্ধি-সম্পাদনপূর্বক" শব্দটি এইভাবে বিশ্লেষণ করছেন—"বীরোচিত কর্মজনিত তাঁদের অপরাধ থেকে মুক্ত হবার জন্য দু'দিন আগেই কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের শৌচকর্ম বা শুদ্ধিক্রিয়া সম্পাদন করেছেন। ভগবানদ্বয়ের যুক্তি ছিল, 'ধনুর্ভঙ্গ ও অন্যান্য বীরোচিত কর্ম সম্পাদন করার পরও আমাদের পিতামাতা এখনও মুক্তি লাভ করেননি। কংস পুনরায় তাঁদের হত্যা করার চেষ্টা করছে। সুতরাং যদিও সে আমাদের মামা, তবুও তাকে হত্যা করা আমাদের পক্ষে অন্যায় হবে না।' এই যুক্তি বিচার করে কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের অপরাধশূন্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত করছেন।"

শ্লোক ২

রঙ্গদ্বারং সমাসাদ্য তস্মিন্নাগমবস্থিতম্ ।
অপশ্যৎ কুবলয়াপীড়ং কৃষ্ণোঽম্বষ্ঠপ্রচোদিতম্ ॥ ২ ॥

রঙ্গ—মল্লভূমির; **দ্বারম্**—প্রবেশপথে; **সমাসাদ্য**—উপস্থিত হয়ে; **তস্মিন্**—সেই স্থানে; **নাগম্**—একটি হস্তী; **অবস্থিতম্**—দণ্ডায়মান; **অপশ্যৎ**—তিনি দেখলেন; **কুবলয়াপীড়ম্**—কুবলয়াপীড় নামক; **কৃষ্ণঃ**—ভগবান কৃষ্ণ; **অম্বষ্ঠ**—তার মাহুত দ্বারা; **প্রচোদিতম্**—প্ররোচিত।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ মল্লভূমির প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে, মাহুতের প্ররোচনায় কুবলয়াপীড় নামক হস্তী তাঁর পথ রুদ্ধ করছে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের মল্লক্ষেত্রে প্রবেশের পথ রুদ্ধ করার মাধ্যমে মাহুত তার বিদ্বেষপরায়ণ মনোভাব প্রকাশ করেছিল।

শ্লোক ৩

বদ্ধ্বা পরিকরং শৌরিঃ সমুহ্য কুটিলালকান্ ।
উবাচ হস্তিপং বাচা মেঘনাদগভীরয়া ॥ ৩ ॥

বদ্ধ্বা—বন্ধন করে; **পরিকরম্**—পরিধেয় বস্ত্র; **শৌরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **সমুহ্য**—একত্রে আবদ্ধ করে; **কুটিল**—কুঞ্চিত; **অলকান্**—কুন্তলরাশি; **উবাচ**—তিনি বললেন; **হস্তি-পম্**—হস্তি-পালক বা মাহুতকে; **বাচা**—বাক্যে; **মেঘ**—মেঘের; **নাদ**—শব্দের মতো; **গভীরয়া**—গম্ভীর।

অনুবাদ

তাঁর পরিধেয় বস্ত্রকে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করে এবং কুঞ্চিত অলকরাশিকে পশ্চাতে একত্রে আবদ্ধ করে শ্রীকৃষ্ণ মাহুতকে উদ্দেশ্য করে মেঘগম্ভীর বাক্যে বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টত লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের বর্ণনা অনুসারে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর উপরিভাগের পরিধেয় বস্ত্রটি খুলে রেখে, কোমর বন্ধনীকে দৃঢ় করে ও কেশরাশিকে পশ্চাতে আবদ্ধ করলেন।

শ্লোক ৪

অম্বষ্ঠাম্বষ্ঠ মার্গং নৌ দেহ্যপক্রম মা চিরম্ ।
নো চেৎ সকুঞ্জরং ত্বাদ্য নয়ামি যমসাদনম্ ॥ ৪ ॥

অম্বষ্ঠ অম্বষ্ঠ—হে মাহুত, মাহুত; **মার্গম্**—পথ; **নৌ**—আমাদের; **দেহি**—দাও; **অপক্রম**—সরে যাও; **মা চিরম্**—দেরি না করে; **ন উ চেৎ**—অন্যথা; **স-কুঞ্জরম্**—হস্তীর সঙ্গে একত্রে; **ত্বা**—তোমাকে; **অদ্য**—আজ; **নয়ামি**—আমি প্রেরণ করব; **যম-সাদনম্**—যমালয়ে।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] হে মাহুত, মাহুত, এখনই সরে যাও এবং আমাদের যেতে দাও! যদি তা না কর, আজই, আমি তোমাকে এবং তোমার হাতী, উভয়কেই যমালয়ে প্রেরণ করব।

শ্লোক ৫

এবং নির্ভৎসিতোঽম্বষ্ঠঃ কুপিতঃ কোপিতং গজম্ ।
চোদয়ামাস কৃষ্ণায় কালান্তকযমোপমম্ ॥ ৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **নির্ভৎসিতঃ**—তিরস্কৃত; **অম্বষ্ঠঃ**—মাহুত; **কুপিতঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **কোপিতম্**—ক্ষুব্ধ; **গজম্**—হাতী; **চোদয়াম্ আস**—সে পরিচালিত করল; **কৃষ্ণায়**—কৃষ্ণের দিকে; **কাল**—সময়; **অন্তক**—মৃত্যু; **যম**—এবং যমরাজ; **উপমম্**—তুল্য।

অনুবাদ

এইভাবে তিরস্কৃত হয়ে ক্রুদ্ধ মাহুত তার কালান্তক যমসদৃশ ক্ষুব্ধ হাতীকে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করার জন্য পরিচালিত করল।

শ্লোক ৬

করীন্দ্রস্তমভিদ্রুত্য করেণ তরসাগ্রহীৎ ।
করাদ্বিগলিতঃ সোঽমুং নিহত্যাঙ্ঘ্রীষ্বলীয়ত ॥ ৬ ॥

করীন্দ্রঃ—হস্তীরাজ; **তম্**—তাঁকে; **অভিদ্রুত্য**—সবেগে ধাবিত হয়ে; **করেণ**—তার শুঁড় দিয়ে; **তরসা**—ভয়ঙ্করভাবে; **অগ্রহীৎ**—ধারণ করল; **করাৎ**—শুঁড় হতে; **বিগলিতঃ**—স্খলিত; **সঃ**—তিনি, কৃষ্ণ; **অমুম্**—তাকে, কুবলয়াপীড়কে; **নিহত্য**—আঘাত করে; **অঙ্ঘ্রিষু**—তার চারি পায়ের মাঝে; **অলীয়ত**—অন্তর্হিত হলেন।

অনুবাদ

সেই হস্তীরাজ কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হয়ে ভয়ঙ্করভাবে তার শুঁড় দিয়ে তাঁকে ধারণ করল। কিন্তু কৃষ্ণ স্খলিত হয়ে তাকে আঘাত করে তার দৃষ্টির বাইরে তার পাগুলির মাঝে অন্তর্হিত হলেন।

তাৎপর্য

ভগবান কৃষ্ণ হাতীকে তাঁর মুষ্টি দ্বারা আঘাত করবার পর তার চারি পায়ের মাঝে অদৃশ্য হয়েছিলেন।

শ্লোক ৭

সংক্রুদ্ধস্তমচক্ষাণো ঘ্রাণদৃষ্টিঃ স কেশবম্ ।
পরামৃশৎ পুষ্করেণ স প্রসহ্য বিনির্গতঃ ॥ ৭ ॥

সংক্রুদ্ধঃ—ক্রুদ্ধ; **তম্**—তাঁকে; **অচক্ষাণঃ**—দেখতে না পেয়ে; **ঘ্রাণ**—তার ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা; **দৃষ্টিঃ**—দৃষ্টি; **সঃ**—সে, হস্তী; **কেশবম্**—ভগবান কেশব; **পরামৃশৎ**—ধারণ করল; **পুষ্করেণ**—তার শুঁড় দিয়ে; **সঃ**—তিনি, কৃষ্ণ; **প্রসহ্য**—বলপূর্বক; **বিনির্গতঃ**—নির্গত হলেন।

অনুবাদ

ভগবান কেশবকে দর্শনে অসমর্থ হয়ে ক্রুদ্ধ হাতীটি তার ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা তাঁকে অন্বেষণ করতে লাগল। কুবলয়াপীড় ভগবানকে পুনরায় তার শুঁড় দিয়ে ধারণ করলে ভগবান নিজেকে বলপূর্বক মুক্ত করলেন।

তাৎপর্য

পশুটি যাতে লড়াই করার উৎসাহ পায়, সেই জন্য ভগবান কৃষ্ণ হাতীটিকে তাঁকে ধারণ করার সুযোগ দিয়েছিলেন। কুবলয়াপীড় একবার এইভাবে গর্বিত হয়েছিল, কিন্তু কৃষ্ণ পুনরায় নিজ পরম শক্তি দ্বারা তাকে ব্যর্থ করলেন।

শ্লোক ৮

পুচ্ছে প্রগৃহ্যাতিবলং ধনুষঃ পঞ্চবিংশতিম্ ।
বিচকর্ষ যথা নাগং সুপর্ণ ইব লীলয়া ॥ ৮ ॥

পুচ্ছে—তার পুচ্ছ দ্বারা; **প্রগৃহ্য**—তাকে চেপে ধরে; **অতি-বলম্**—অত্যন্ত বলশালী (হাতীটিকে); **ধনুষঃ**—ধনুক-দৈর্ঘ্য পরিমাণ; **পঞ্চ-বিংশতিম্**—পঁচিশ; **বিচকর্ষ**—তিনি টেনে নিয়ে গেলেন; **যথা**—যেমন; **নাগম্**—সর্প; **সুপর্ণঃ**—গরুড়; **ইব**—মতো; **লীলয়া**—ক্রীড়াচ্ছলে।

অনুবাদ

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ গরুড় যেমন সর্পকে আকর্ষণ করে তেমনি শক্তিশালী কুবলয়াপীড়কে তার পুচ্ছ ধরে পঞ্চবিংশতি ধনুক-দৈর্ঘ্য পরিমাণ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেন।

শ্লোক ৯

স পর্যাবর্তমানেন সব্যদক্ষিণতোঽচ্যুতঃ ।
বভ্রাম ভ্রাম্যমাণেন গোবৎসেনেব বালকঃ ॥ ৯ ॥

সঃ—তিনি; **পর্যাবর্তমানেন**—দিক পরিবর্তনশীল তাকে (হাতীটিকে) নিয়ে; **সব্য-দক্ষিণতঃ**—বামে এবং পরে দক্ষিণে; **অচ্যুতঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **বভ্রাম**—ভ্রমণ করতে লাগলেন; **ভ্রাম্যমাণেন**—ভ্রাম্যমান; **গো-বৎসেন**—গোবৎস সঙ্গে; **ইব**—ঠিক যেমন; **বালকঃ**—বালক।

অনুবাদ

ভগবান অচ্যুত যখন হস্তীটির পুচ্ছ ধারণ করলেন, তখন পশুটি তাঁকে ধরবার জন্য ডানদিকে ফিরলে শ্রীকৃষ্ণ তাকে বাম দিকে ঘোরালেন এবং যখন সে বাম দিকে ফিরল, কৃষ্ণ তাকে ডান দিকে ঘোরালেন। ঠিক যেমন কোন বালক কোন গোবৎসের পুচ্ছ ধরে তাকে আকর্ষণ করে নানাদিকে ফেরায়।

শ্লোক ১০

ততোঽভিমুখমভ্যেত্য পাণিনাহত্য বারণম্ ।
প্রাদ্রবন্ পাতয়ামাস স্পৃশ্যমানঃ পদে পদে ॥ ১০ ॥

ততঃ—অতঃপর; **অভিমুখম্**—মুখোমুখি; **অভ্যেত্য**—আগমন করে; **পাণিনা**—তাঁর হাত দিয়ে; **আহত্য**—আঘাত করে; **বারণম্**—হস্তী; **প্রাদ্রবন্**—ধাবমান হলেন; **পাতয়াম্ আস**—তিনি তাকে ভূমিতে ফেলে দিলেন; **স্পৃশ্যমানঃ**—স্পর্শিত হয়ে; **পদে পদে**—প্রতিটি পদক্ষেপে।

অনুবাদ

কৃষ্ণ তখন হাতীটির মুখোমুখি হয়ে তাকে চাপড় মেরে ধাবিত হলেন। কুবলয়াপীড় ভগবানের পশ্চাতে ধাবিত হয়ে বার বার প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে স্পর্শ করছিল, কিন্তু কৃষ্ণ কৌশলে তাকে হোঁচট খাইয়ে ভূতলে নিপাতিত করলেন।

শ্লোক ১১

স ধাবন্ ক্রীড়য়া ভূমৌ পতিত্বা সহসোত্থিতঃ ।
তং মত্বা পতিতং ক্রুদ্ধো দন্তাভ্যাং সোঽহনৎ ক্ষিতিম্ ॥ ১১ ॥

সঃ—তিনি; **ধাবন্**—ধাবিত হয়ে; **ক্রীড়য়া**—ক্রীড়াচ্ছলে; **ভূমৌ**—ভূমিতে; **পতিত্বা**—পতিত হলেন; **সহসা**—সহসা; **উত্থিতঃ**—উত্থিত হলেন; **তম্**—তাঁকে; **মত্বা**—মনে করে; **পতিতম্**—পতিত; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ; **দণ্ডাভ্যাম্**—তার দাঁত দ্বারা; **সঃ**—সে, কুবলয়াপীড়; **অহনৎ**—আঘাত করল; **ক্ষিতিম্**—ভূমিকে।

অনুবাদ

কৃষ্ণও সরে গিয়ে ক্রীড়াচ্ছলে ভূমিতে পতিত হয়েই সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন। কিন্তু ক্রোধোন্মত্ত হস্তী কৃষ্ণকে পতিত মনে করে তার দাঁত দিয়ে তাঁকে বিদ্ধ করতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার পরিবর্তে সে ভূমিকে আঘাত করল।

শ্লোক ১২

স্ববিক্রমে প্রতিহতে কুঞ্জরেন্দ্রোঽত্যমর্ষিতঃ ।
চোদ্যমানো মহামাত্রৈঃ কৃষ্ণমভ্যদ্রবদ্ রুষা ॥ ১২ ॥

স্ব—তার; **বিক্রমে**—বিক্রম; **প্রতিহতে**—প্রতিহত হল; **কুঞ্জর-ইন্দ্রঃ**—হস্তীরাজ; **অতি**—অত্যন্ত; **অমর্ষিতঃ**—অসহিষ্ণু; **চোদ্যমানঃ**—পরিচালিত হয়ে; **মহামাত্রৈঃ**—মাহুত দ্বারা; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণের দিকে; **অভ্যদ্রবৎ**—ধাবিত হল; **রুষা**—ক্রোধে।

অনুবাদ

তার বিক্রম ব্যর্থ হওয়ায় সেই হস্তীরাজ কুবলয়াপীড় অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। মাহুত দ্বারা পরিচালিত হয়ে সে পুনরায় কৃষ্ণের দিকে ক্রুদ্ধভাবে ধাবিত হল।

শ্লোক ১৩

তমাপতন্তমাসাদ্য ভগবান্ মধুসূদনঃ ।
নিগৃহ্য পাণিনা হস্তং পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ১৩ ॥

তম্—তার; **আপতন্তম্**—আক্রমণের; **আসাদ্য**—সম্মুখীন হয়ে; **ভগবান্**—ভগবান; **মধুসূদনঃ**—যিনি মধু নামক দানবকে বধ করেছিলেন; **নিগৃহ্য**—দৃঢ়রূপে ধারণ করে; **পাণিনা**—তাঁর হাত দিয়ে; **হস্তম্**—তার শুঁড়; **পাতয়াম্ আস**—তিনি তাকে পতিত করলেন; **ভূতলে**—ভূমিতে।

অনুবাদ

ভগবান মধুসূদন আক্রমণোদ্যত হস্তীর সম্মুখীন হলেন। এক হাতে তার শুঁড় ধারণ করে কৃষ্ণ তাকে ভূপাতিত করলেন।

শ্লোক ১৪

পতিতস্য পদাক্রম্য মৃগেন্দ্র ইব লীলয়া ।
দন্তমুৎপাট্য তেনেভং হস্তিপাংশ্চাহনদ্ধরিঃ ॥ ১৪ ॥

পতিতস্য—পতিত (হাতীটিকে); **পদা**—তাঁর পদ দ্বারা; **আক্রম্য**—আক্রমণ করে; **মৃগেন্দ্রঃ**—সিংহের; **ইব**—মতো; **লীলয়া**—অনায়াসে; **দন্তম্**—তার একটি দাঁত;

উৎপাট্য—উৎপাটন করলেন; তেন—সেটির দ্বারাই; ইভম্—হস্তী; হস্তিপান্—মাহুতকে; চ—ও; অহনৎ—বধ করলেন; হরিঃ—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

অতঃপর ভগবান শ্রীহরি শক্তিশালী সিংহের মতো সেই হাতিটিকে আক্রমণ করে তার একটি দাঁত উৎপাটন করে সেটি দিয়েই সেই পশু ও তার পালককে বধ করলেন।

শ্লোক ১৫

মৃতকং দ্বিপমুৎসৃজ্য দন্তপাণিঃ সমাবিশৎ ।
অংসন্যস্তবিষাণোহসৃঙ্মদবিন্দুভিরঙ্কিতঃ ।
বিরূঢ়স্বেদকণিকাবদনাম্বুরুহো বভৌ ॥ ১৫ ॥

মৃতকম্—মৃত; দ্বিপম্—হস্তী; উৎসৃজ্য—পরিত্যাগ করে; দন্ত—তার দাঁতটি; পাণিঃ—তাঁর হাতে নিয়ে; সমাবিশৎ—তিনি প্রবেশ করলেন (মল্লস্থলে); অংস—তাঁর স্কন্ধে; ন্যস্ত—ন্যস্ত; বিষাণঃ—হাতীর দাঁত; অসৃক্—রক্ত; মদ—এবং হাতীর স্বেদ; বিন্দুভিঃ—বিন্দু বিন্দু; অঙ্কিতঃ—ছড়ানো; বিরূদ্ধ—উদ্‌গত; স্বেদ—(তাঁর নিজের); কণিকা—কণিকা; বদন—তাঁর মুখমণ্ডল; অম্বু-রুহঃ—পদ্মসদৃশ; বভৌ—শোভিত।

অনুবাদ

মৃত হাতীটিকে পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণ হাতীর দাঁতটি ধারণ করে মল্ল-স্থলে প্রবেশ করলেন। তাঁর স্কন্ধে হাতীর দাঁতটি স্থাপিত, হাতীর রক্ত ও স্বেদবিন্দু সমূহ তাঁর সমস্ত শরীরে ছড়ানো এবং তাঁর পদ্ম-সদৃশ মুখমণ্ডলে আপন উদ্‌গত স্বেদবিন্দু, এরূপ পরম সৌন্দর্যে ভগবান তখন শোভিত ছিলেন।

শ্লোক ১৬

বৃতৌ গোপৈঃ কতিপয়ৈর্বলদেবজনার্দনৌ ।
রঙ্গং বিবিশতু রাজন্ গজদন্তবরায়ুধৌ ॥ ১৬ ॥

বৃতৌ—পরিবৃত হয়ে; গোপৈঃ—গোপবালক; কতিপয়ৈঃ—কতিপয়; বলদেব-জনার্দনৌ—বলরাম ও কৃষ্ণ; রঙ্গম্—মল্লভূমি; বিবিশতুঃ—প্রবেশ করলেন; রাজন্—হে রাজা (পরীক্ষিৎ); গজ-দন্ত—হাতীর দাঁত; বর—রূপ; আয়ুধৌ—অস্ত্র।

অনুবাদ

হে রাজন, শ্রীবলদেব ও শ্রীজনার্দন প্রত্যেকেই একটি গজদন্ত রূপ অস্ত্র হাতে কতিপয় গোপবালক পরিবেষ্টিত হয়ে মল্লক্রীড়া স্থলে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ১৭

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥ ১৭ ॥

মল্লানাম্—মল্লদের জন্য; **অশনিঃ**—বজ্র; **নৃণাম্**—মানুষদের কাছে; **নর-বরঃ**—নরশ্রেষ্ঠ; **স্ত্রীণাম্**—নারীদের কাছে; **স্মরঃ**—কাম; **মূর্তিমান্**—মূর্তিমান; **গোপানাম্**—গোপগণের কাছে; **স্ব-জনঃ**—আপনজন; **অসতাম্**—অসৎ; **ক্ষিতি-ভুজাম্**—রাজাদের; **শাস্তা**—দণ্ডদাতা; **স্ব-পিত্রোঃ**—তাঁর পিতা-মাতার কাছে; **শিশুঃ**—শিশু; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **ভোজপতেঃ**—ভোজরাজ কংসের কাছে; **বিরাট**—বিরাট (জড় ব্রহ্মাণ্ডের সামগ্রিকতা); **অবিদুষাম্**—অজ্ঞানের কাছে; **তত্ত্বম্**—সত্য; **পরম্**—পরম; **যোগিনাম্**—যোগিগণের কাছে; **বৃষ্ণীণাম্**—বৃষ্ণি বংশধরগণের কাছে; **পর-দেবতা**—তাদের পরম পূজ্য দেবতা; **ইতি**—এইভাবে; **বিদিতঃ**—প্রতীত; **রঙ্গম্**—মল্লভূমিতে; **গতঃ**—প্রবেশ করলেন; **স**—সঙ্গে; **অগ্রজঃ**—তাঁর জেষ্ঠ ভ্রাতার।

অনুবাদ

মল্লক্রীড়া স্থানে শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর অগ্রজ সহ প্রবেশ করলেন, তখন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কাছে তিনি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হলেন। মল্লযোদ্ধাগণ তাঁকে বজ্রের মতো, মথুরার জনসাধারণ তাঁকে নরশ্রেষ্ঠ রূপে, রমণীগণ তাঁকে মূর্তিমান কামরূপে, গোপগণ তাঁকে স্বজন রূপে, অধার্মিক রাজারা তাঁকে দণ্ডদাতা রূপে, তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে তাঁদের সন্তান রূপে, ভোজরাজ কংসের কাছে মৃত্যু রূপে, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের কাছে ভগবানের বিরাট মূর্তি রূপে, যোগিগণের কাছে পরম ব্রহ্মরূপে এবং বৃষ্ণীগণ তাদের পরম পূজ্য বিগ্রহ রূপে তাঁকে দর্শন করল।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী নিম্নোক্ত শ্লোকটির উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন, যেখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দশটি ভাবের বর্ণনা করা হয়েছে—

রৌদ্রঽদ্ভুতশ্চ শৃঙ্গারো হাস্যং বীরোদয়া তথা ।
ভয়ানকশ্চ বীভৎসঃ শান্তঃ সপ্রেমভক্তিকঃ ॥

"[দশটি ভাব রয়েছে—] রৌদ্র [মল্লযোদ্ধাদের দ্বারা গৃহীত ভাব], অদ্ভুত [পুরবাসীগণের], মধুর [রমণীগণের], হাস্য [গোপগণের], বীর [রাজন্যবর্গের], দয়া

[তাঁর পিতা-মাতার], ভয়ানক [কংসের], বীভৎস [অজ্ঞ ব্যক্তিগণের], শান্ত [যোগিগণের] এবং প্রেম ভক্তি [বৃষ্ণিগণের]।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মনোযোগ আকর্ষণ করছেন যে, মল্লযোদ্ধা, কংস এবং অধার্মিক রাজারা কৃষ্ণকে ভয়ঙ্কর, ক্রুদ্ধ বা ভয়প্রদ রূপে গ্রহণ করেছিল কারণ তারা পরমেশ্বর ভগবানের প্রকৃত অবস্থান হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। ভগবান কৃষ্ণ সকলেরই বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু যেহেতু আমরা তাঁর বিরুদ্ধে বৈরী আচরণ করি, তাই তিনি আমাদের দণ্ডদান করেন আর তখন তাঁকে আমরা ভয়প্রদ বলে মনে করি। প্রকৃতপক্ষে, কৃষ্ণ বা ভগবান কৃপাময়, আর তিনি যখন আমাদের দণ্ড দান করেন, সেটিও তাঁর কৃপা।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই বেদ বাক্যটির উল্লেখ করছেন—*রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি*—"তিনি হচ্ছেন রস স্বয়ং, কোন নির্দিষ্ট সম্পর্কের স্বাদ বা গন্ধ স্বরূপ। আর নিশ্চিতভাবে কেউ যখন এই রস প্রাপ্ত হন, তখন তিনি *আনন্দী* হন, অর্থাৎ আনন্দে পূর্ণ হন।" (*তৈত্তিরীয় উপনিষদ* ২/৭/১)

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর রস শব্দটি ব্যাখ্যা করার জন্য আরও একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি প্রদান করছেন—

ব্যতীত্যভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে সরসো মতঃ ॥

"যা ভাবনার পথ অতিক্রম করে, যা চমৎকৃতভাবে গুরুভার মনে হয়, এবং যা শুদ্ধসত্ত্বভাবে উজ্জ্বল হয়ে হৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাকেই রস বলা হয়।"

শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে বিস্তৃত রূপে বিশ্লেষণ করেছেন যে, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই পাঁচটি মুখ্য রস এবং হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস এই সাতটি গৌণ রস। এইভাবে মোট বারোটি রস এবং এর সবগুলিরই মুখ্য বিষয় কৃষ্ণ স্বয়ং। পরোক্ষভাবে, আমাদের প্রেম ও প্রীতির মুখ্য বিষয় কৃষ্ণ। দুর্ভাগ্যক্রমে, অজ্ঞতাবশত আমরা কৃষ্ণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধহীন জাগতিক সম্পর্কগুলি থেকে মূর্খের মতো সুখশান্তি ও প্রেম ভালবাসা সব কিছু নিষ্কাশনের চেষ্টা করি আর এইভাবে জীবন ক্রমাগত হতাশাগ্রস্ত হয়ে ওঠে। এর সমাধানটি অত্যন্ত সরল—কৃষ্ণের শরণাগত হও, কৃষ্ণকে ভালবাসো, কৃষ্ণের ভক্তবৃন্দকে ভালবাসো আর চিরসুখী হও।

শ্লোক ১৮

হতং কুবলয়াপীড়ং দৃষ্ট্বা তাবপি দুর্জয়ৌ ।
কংসো মনস্যপি তদা ভৃশমুদ্বিবিজে নৃপ ॥ ১৮ ॥

হতম্—হত; **কুবলয়াপীড়ম্**—হস্তী কুবলয়াপীড়কে; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **তৌ**—তাঁদের দুজনকে, কৃষ্ণ ও বলরামকে; **অপি**—এবং; **দুর্জয়ৌ**—অপরাজেয়; **কংসঃ**—রাজা কংস; **মনসি**—তার অন্তরে; **অপি**—নিশ্চিতরূপে; **তদা**—তখন; **ভৃশম্**—অতিশয়; **উদ্বিবিজে**—উদ্বিগ্ন হল; **নৃপ**—হে রাজন, (পরীক্ষিৎ)।

অনুবাদ

হে রাজন, কুবলয়াপীড়কে মৃত এবং সেই দুইভাইকে অপরাজেয় দর্শন করে কংস অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছিল।

শ্লোক ১৯

তৌ রেজতু রঙ্গগতৌ মহাভুজৌ
বিচিত্রবেষাভরণস্রগম্বরৌ ।
যথা নটাবুত্তমবেষধারিণৌ
মনঃ ক্ষিপন্তৌ প্রভয়া নিরীক্ষতাম্ ॥ ১৯ ॥

তৌ—তাঁদের দু'জনের; **রেজতুঃ**—শোভা; **রঙ্গগতৌ**—মল্লস্থলে উপস্থিত; **মহা-ভুজৌ**—মহাবাহু বলরাম ও কৃষ্ণ; **বিচিত্র**—বিচিত্র; **বেষ**—বেশ; **আভরণ**—আভরণ; **স্রক্**—মালা; **অম্বরৌ**—বসন; **যথা**—মতো; **নটৌ**—দুই অভিনেতা; **উত্তম**—উত্তম; **বেশ**—বেশ; **ধারিণৌ**—ধারণকারী; **মনঃ**—চিত্ত; **ক্ষিপন্তৌ**—বিক্ষেপকারী; **প্রভয়া**—তাঁদের প্রভা; **নিরীক্ষতাম্**—দর্শক মাত্রেরই।

অনুবাদ

বিচিত্র আভরণ, মালা ও বসনে সজ্জিত হয়ে ঠিক যেন মনোহর বেশধারী অভিনেতার মতো মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম মল্লক্রীড়াস্থলে দীপ্তিমান রূপে শোভিত রইলেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁদের প্রভায় দর্শক মাত্রেরই চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

শ্লোক ২০

নিরীক্ষ্য তাবুত্তমপুরুষৌ জনা
মঞ্চস্থিতা নাগররাষ্ট্রকা নৃপ ।
প্রহর্ষবেগোৎকলিতেক্ষণাননাঃ
পপুর্ন তৃপ্তা নয়নৈস্তদাননম্ ॥ ২০ ॥

নিরীক্ষ্য—দর্শন করে; **তৌ**—তাঁদের দু'জনকে; **উত্তম-পুরুষৌ**—পরম পুরুষদ্বয়কে; **জনাঃ**—মানুষেরা; **মঞ্চ**—দর্শকমঞ্চে; **স্থিতাঃ**—আসীন; **নাগর**—নগরবাসীগণ;

রাষ্ট্রকাঃ—এবং জনপদবাসীগণ; **নৃপ**—হে রাজন; **প্রহর্ষ**—তাদের আনন্দের; **বেগ**—বেগে; **উৎকলিত**—উৎফুল্ল; **ঈক্ষণ**—তাদের নয়ন; **আননাঃ**—ও মুখমণ্ডল; **পপুঃ**—তারা পান করছিল; **ন**—না; **তৃপ্তাঃ**—সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট; **নয়নৈঃ**—তাদের নয়ন; **তৎ**—তাঁদের; **আননম্**—মুখমণ্ডল।

অনুবাদ

হে রাজন, নগরবাসী ও জনপদবাসীগণ দর্শক মঞ্চ হতে সেই দুই পরম-পুরুষদ্বয়কে অপলক নয়নে দর্শন করছিল। আনন্দোচ্ছ্বাসে বিস্ফারিত নয়নে ও উৎফুল্ল বদনে তারা তৃপ্তিহীন ভাবে ভগবানদ্বয়ের মুখসুধা পান করছিল।

শ্লোক ২১-২২

পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভ্যাং লিহন্ত ইব জিহ্বয়া ।
জিঘ্রন্ত ইব নাসাভ্যাং শ্লিষ্যন্ত ইব বাহুভিঃ ॥ ২১ ॥
ঊচুঃ পরস্পরং তে বৈ যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্ ।
তদ্রূপ গুণমাধুর্যপ্রাগল্‌ভ্যস্মারিতা ইব ॥ ২২ ॥

পিবন্তঃ—পান করছিল; **ইব**—যেন; **চক্ষুর্ভ্যাম্**—তাদের দুই নয়ন দিয়ে; **লিহন্তঃ**—লেহন করছিল; **ইব**—যেন; **জিহ্বয়া**—জিহ্বা দিয়ে; **জিঘ্রন্তঃ**—ঘ্রাণ গ্রহণ করছিল; **ইব**—যেন; **নাসাভ্যাম্**—নাসিকা দিয়ে; **শ্লিষ্যন্তঃ**—আলিঙ্গন করছিল; **ইব**—যেন; **বাহুভিঃ**—তাদের দুই বাহু দিয়ে; **ঊচুঃ**—তারা বর্ণনা করছিল; **পরস্পরম্**—একে অপরকে; **তে**—তারা; **বৈ**—বস্তুত; **যথা**—যা; **দৃষ্টম্**—দর্শন করেছিল; **যথা**—যেমন; **শ্রুতম্**—শ্রবণ করেছিল; **তৎ**—তাঁদের; **রূপ**—রূপ; **গুণ**—গুণসমূহ; **মাধুর্য**—মাধুর্য; **প্রাগল্‌ভ্য**—এবং বীরত্ব; **স্মারিতাঃ**—স্মরণ হচ্ছিল; **ইব**—যেমন।

অনুবাদ

জনসাধারণ তাদের নয়ন দিয়ে যেন কৃষ্ণ ও বলরামকে পান করছিল, তাদের জিহ্বা দিয়ে তাঁদের লেহন করছিল, নাসিকা দিয়ে তাঁদের ঘ্রাণ গ্রহণ করছিল এবং দুই বাহু দিয়ে তাঁদের আলিঙ্গন করছিল। ভগবানদ্বয়ের রূপ, গুণ, মাধুর্য ও বীরত্ব সমূহ স্মরণ করে, তারা যা দর্শন করেছিল এবং তারা যা শ্রবণ করেছিল, সেইসব একে অপরকে বর্ণনা করছিল।

তাৎপর্য

স্বাভাবিকভাবেই, মল্লক্রীড়া উৎসব উপলক্ষ্যে সমাগতজনেরা নগরীতে কৃষ্ণ ও বলরামের সর্বশেষ অভিযান সংক্রান্ত সংবাদ বিষয়ে অবহিত ছিল—কিভাবে ভগবানদ্বয় ধনুর্ভঙ্গ করলেন, রক্ষীদের পরাজিত করলেন এবং কুবলয়াপীড় হাতীকে

হত্যা করলেন। আর এখন সেই সব মানুষেরা কৃষ্ণ ও বলরামকে মল্লস্থলে প্রবেশ করতে দেখলে, তাদের পরম প্রত্যাশা যেন পূর্ণ হল। শ্রীকৃষ্ণ সকল সৌন্দর্য, যশ ও ঐশ্বর্যের মূর্ত বিগ্রহ স্বরূপ আর তাই মল্লস্থলে সমবেত সকলে তাঁরা যা শ্রবণ করেছিলেন এবং এখন তাঁরা যা দর্শন করলেন, তার মহিমা কীর্তন করার মাধ্যমে সম্পূর্ণ সন্তোষ অনুভব করছিলেন।

শ্লোক ২৩

এতৌ ভগবতঃ সাক্ষাদ্ধরের্নারায়ণস্য হি ।
অবতীর্ণাবিহাংশেন বসুদেবস্য বেশ্মনি ॥ ২৩ ॥

এতৌ—এই দু'জন; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **হরেঃ**—শ্রীহরির; **নারায়ণস্য**—নারায়ণ; **হি**—অবশ্যই; **অবতীর্ণৌ**—অবতীর্ণ হয়েছেন; **ইহ**—এই জগতে; **অংশেন**—প্রকাশ রূপে; **বসুদেবস্য**—বসুদেবের; **বেশ্মনি**—গৃহে।

অনুবাদ

[জনসাধারণ বলছিল—] এই দুই বালক নিশ্চয়ই ভগবান নারায়ণের অংশপ্রকাশ রূপে এই জগতে বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন।

শ্লোক ২৪

এষ বৈ কিল দেবক্যাং জাতো নীতশ্চ গোকুলম্ ।
কালমেতং বসন্ গূঢ়ো ববৃধে নন্দবেশ্মনি ॥ ২৪ ॥

এষঃ—এই (কৃষ্ণ); **বৈ**—নিশ্চিতরূপে; **কিল**—বস্তুত; **দেবক্যাম্**—দেবকীর গর্ভ হতে; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করেছেন; **নীতঃ**—আনয়ন করা হয়েছিল; **চ**—এবং; **গোকুলম্**—গোকুলে; **কালম্**—সময়; **এতম্**—এই পর্যন্ত; **বসন**—অবস্থান করছিলেন; **গূঢ়ঃ**—গুপ্তভাবে; **ববৃধে**—তিনি বর্ধিত হয়েছিলেন; **নন্দ-বেশ্মনি**—নন্দ মহারাজের গৃহে।

অনুবাদ

ইনি (কৃষ্ণ) মাতা দেবকীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁকে গোকুলে আনয়ন করা হয়, যেখানে এতাবৎকাল তিনি গুপ্তভাবে অবস্থান করে নন্দ-মহারাজের গৃহে বর্ধিত হচ্ছিলেন।

শ্লোক ২৫

পূতনানেন নীতান্তং চক্রবাতশ্চ দানবঃ ।
অর্জুনৌ গুহ্যকঃ কেশী ধেনুকোঽন্যে চ তদ্বিধাঃ ॥ ২৫ ॥

পূতনা—পূতনা রাক্ষসী; **অনেন**—তাঁর দ্বারা; **নীতা**—আনীত হয়েছিল; **অন্তম্**—অন্তিমে; **চক্রবাতঃ**—তৃণাবর্ত; **চ**—এবং; **দানবঃ**—দানব; **অর্জুনৌ**—যমজ অর্জুন বৃক্ষদ্বয়; **গুহ্যকঃ**—দানব শঙ্খচূড়; **কেশী**—অশ্বদানব, কেশী; **ধেনুকঃ**—ধেনুকাসুর; **অন্যে**—অন্যান্য; **চ**—এবং; **তৎ-বিধাঃ**—তাদের মতো।

অনুবাদ

তিনি পূতনা ও তৃণাবর্ত দানবকে সংহার করেছেন, যমলার্জুন বৃক্ষ দুটিকে ভূপাতিত করেছেন এবং শঙ্খচূড়, কেশী, ধেনুক ও অন্যান্য অসুরদের বধ করেছেন।

শ্লোক ২৬-২৭

গাবঃ সপালা এতেন দাবাগ্নেঃ পরিমোচিতাঃ ।
কালিয়ো দমিতঃ সর্প ইন্দ্রশ্চ বিমদঃ কৃতঃ ॥ ২৬ ॥
সপ্তাহমেকহস্তেন ধৃতোঽদ্রিপ্রবরোঽমুনা ।
বর্ষবাতাশনিভ্যশ্চ পরিত্রাতং চ গোকুলম্ ॥ ২৭ ॥

গাবঃ—গো; **স**—সহ; **পালাঃ**—তাদের পালকগণ; **এতেন**—তাঁর দ্বারা; **দাব-অগ্নেঃ**—দাবানল হতে; **পরিমোচিতাঃ**—রক্ষা করেন; **কালিয়ঃ**—কালিয়; **দমিতঃ**—দমন করেন; **সর্পঃ**—নাগ; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **চ**—এবং; **বিমদঃ**—অহঙ্কারশূন্য; **কৃতঃ**—করেন; **সপ্ত-অহম্**—সাতদিন ধরে; **এক-হস্তেন**—এক হাতে; **ধৃতঃ**—ধারণ করেন; **অদ্রি**—পর্বত; **প্রবরঃ**—প্রধান; **অমুনা**—তাঁর দ্বারা; **বর্ষা**—বর্ষা হতে; **বাত**—ঝঞ্ঝা; **অশনিভ্যঃ**—এবং বজ্রপাত; **চ**—ও; **পরিত্রাতম্**—উদ্ধার করেন; **চ**—এবং; **গোকুলম্**—গোকুলবাসীগণকে।

অনুবাদ

তিনি দাবানল হতে গো ও গোপগণকে রক্ষা করেছেন এবং কালিয় নাগকে দমন করেছেন। তিনি সপ্তাহকাল এক হাতে পর্বত-প্রধানকে ধারণ করে ঝঞ্ঝা, বর্ষণ ও বজ্রপাত হতে গোকুলের অধিবাসীগণকে রক্ষা করে ইন্দ্রের অহঙ্কার দূর করেছেন।

শ্লোক ২৮

গোপ্যোঽস্য নিত্যমুদিতহসিতপ্রেক্ষণং মুখম্ ।
পশ্যন্ত্যো বিবিধাংস্তাপাংস্তরন্তি স্মাশ্রমং মুদা ॥ ২৮ ॥

গোপ্যঃ—গোপীগণ; **অস্য**—তাঁর; **নিত্য**—চির; **মুদিত**—প্রফুল্ল; **হসিত**—হাস্য; **প্রেক্ষণম্**—কটাক্ষ; **মুখম্**—বদন; **পশ্যন্ত্যঃ**—অবলোকন করে; **বিবিধান্**—বিবিধ; **তাপান্**—সন্তাপ; **তরন্তি স্ম**—অতিক্রম করে; **অশ্রমম্**—অক্লেশে; **মুদা**—আনন্দে।

অনুবাদ

গোপীগণ তাঁর চিরপ্রফুল্ল হাস্য ও কটাক্ষযুক্ত মুখমণ্ডল অবলোকন করে অক্লেশে সকল সন্তাপ অতিক্রম করে পরমানন্দ প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ২৯

বদন্ত্যনেন বংশোঽয়ং যদোঃ সুবহুবিশ্রুতঃ ।
শ্রিয়ং যশো মহত্ত্বং চ লপ্স্যতে পরিরক্ষিতঃ ॥ ২৯ ॥

বদন্তি—বলা হয়; অনেন—তাঁর দ্বারা; **বংশঃ**—বংশ; অয়ম্—এই; যদোঃ—রাজা যদু হতে উদ্ভূত; **সু-বহু**—অত্যন্ত; **বিশ্রুতঃ**—বিখ্যাত; **শ্রিয়ম্**—শ্রী; **যশঃ**—যশ; **মহত্ত্বম্**—মহত্ত্ব; **চ**—এবং; **লপ্স্যতে**—লাভ করবে; **পরিরক্ষিতঃ**—সর্বদিকে সুরক্ষিত।

অনুবাদ

বলা হয় যে, তাঁর পূর্ণ সুরক্ষাধীনে যদুবংশ অতি বিখ্যাত হয়ে শ্রী, যশ ও মহত্ত্ব লাভ করবে।

শ্লোক ৩০

অয়ং চাস্যাগ্রজঃ শ্রীমান্ রামঃ কমললোচনঃ ।
প্রলম্বো নিহতো যেন বৎসকো যে বকাদয়ঃ ॥ ৩০ ॥

অয়ম্—এই; **চ**—এবং; **অস্য**—তাঁর; **অগ্রজঃ**—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; **শ্রীমান্**—সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **কমল-লোচনঃ**—কমলনয়ন; **প্রলম্বঃ**—প্রলম্বাসুর; **নিহতঃ**—বধ হয়েছে; **যেন**—যার দ্বারা; **বৎসকঃ**—বৎসাসুর; **যে**—যে; **বক**—বকাসুর; **আদয়ঃ**—প্রভৃতি।

অনুবাদ

তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই কমলনয়ন শ্রীবলরাম সকল অপ্রাকৃত ঐশ্বর্যের অধিকারী। তিনি প্রলম্ব, বৎস, বক প্রভৃতি অসুরকে বধ করেছেন।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে এখানে উল্লিখিত দুজন অসুর বলরামের দ্বারা নয়, কৃষ্ণের দ্বারা নিহত হয়েছিল। এই ভুলের কারণ হচ্ছে যে, কৃষ্ণের অপূর্ব বীরোচিত কর্ম সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে, কোনভাবে তথ্যগুলি বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছিল। আধুনিক সংবাদপত্রগুলির মধ্যেও এই ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

শ্লোক ৩১

জনেম্বেবং ব্রুবাণেষু তূর্যেষু নিনদৎসু চ ।
কৃষ্ণরামৌ সমাভাষ্য চাণূরো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩১ ॥

জনেষু—জনগণ যখন; **এবম্**—এইভাবে; **ব্রুবাণেষু**—কথা বলছিল; **তূর্যেষু**—বাদ্য-যন্ত্রাদি; **নিনদৎসু**—নিনাদিত হচ্ছিল; **চ**—এবং; **কৃষ্ণ-রামৌ**—কৃষ্ণ ও বলরাম; **সমাভাষ্য**—উদ্দেশ্য করে; **চাণূরঃ**—আসুরিক মল্লযোদ্ধা চাণূর; **বাক্যম্**—কথাগুলি; **অব্রবীৎ**—বলল।

অনুবাদ

জনসাধারণ যখন এইভাবে কথা বলছিল এবং বাদ্যযন্ত্রাদি বাজানো হচ্ছিল, তখন কৃষ্ণ ও বলরামকে উদ্দেশ্য করে মল্লযোদ্ধা চাণূর এই কথাগুলি বলতে লাগল।

তাৎপর্য

দর্শকবৃন্দ যে শ্রীকৃষ্ণের এত উচ্চ-প্রশংসা করছিল, চাণূর তা সহ্য করতে পারেনি। তাই সে দুই ভাইয়ের উদ্দেশ্যে কিছু বলছিল।

শ্লোক ৩২

হে নন্দসূনো হে রাম ভবন্তৌ বীরসম্মতৌ ।
নিযুদ্ধকুশলৌ শ্রুত্বা রাজ্ঞাহূতৌ দিদৃক্ষুণা ॥ ৩২ ॥

হে নন্দসূনো—হে নন্দপুত্র; **হে রাম**—হে রাম; **ভবন্তৌ**—তোমরা দু'জন; **বীর**—বীর দ্বারা; **সম্মতৌ**—স্বীকৃত; **নিযুদ্ধ**—মল্লযুদ্ধে; **কুশলৌ**—সুনিপুণ; **শ্রুত্বা**—তা শ্রবণ করে; **রাজ্ঞা**—রাজা; **আহূতৌ**—আহ্বান করছেন; **দিদৃক্ষুণা**—দর্শন অভিলাষী।

অনুবাদ

[চাণূর বলল—] হে নন্দপুত্র, হে রাম, তোমরা দুজনে বীরগণ দ্বারা মল্লযুদ্ধে সুনিপুণ বলে সম্মানিত। তোমাদের শক্তির কথা শ্রবণ করে রাজা স্বয়ং তা দর্শন করতে চেয়ে এখানে তোমাদের আহ্বান করেছেন।

শ্লোক ৩৩

প্রিয়ং রাজ্ঞঃ প্রকুর্বত্যঃ শ্রেয়ো বিন্দন্তি বৈ প্রজাঃ ।
মনসা কর্মণা বাচা বিপরীতমতোঽন্যথা ॥ ৩৩ ॥

প্রিয়ম্—আনন্দ; **রাজ্ঞঃ**—রাজার; **প্রকুর্বত্যঃ**—বিধান করা; **শ্রেয়ঃ**—মঙ্গল; **বিন্দন্তি**—অর্জন করে; **বৈ**—অবশ্যই; **প্রজাঃ**—প্রজা; **মনসা**—তাদের মন; **কর্মণা**—তাদের

কর্ম; **বাচা**—তাদের বাক্য দ্বারা; **বিপরীতম্**—বিপরীত; **অতঃ**—এর; **অন্যথা**—অন্যথা।

অনুবাদ

প্রজাগণ, যারা তাদের মনন, কর্ম ও বাক্যের দ্বারা রাজার আনন্দ বিধানের চেষ্টা করে, তারা নিশ্চিতরূপে মঙ্গল লাভ করে, কিন্তু যারা তা করতে ব্যর্থ, তারা বিপরীত ফল ভোগ করে।

শ্লোক ৩৪

নিত্যং প্রমুদিতা গোপা বৎসপালা যথাস্ফুটম্ ।
বনেষু মল্লযুদ্ধেন ক্রীড়ন্তশ্চারয়ন্তি গাঃ ॥ ৩৪ ॥

নিত্যম্—সর্বদা; **প্রমুদিতাঃ**—অত্যন্ত আনন্দিত; **গোপাঃ**—গোপগণ; **বৎস-পালাঃ**—গোবৎসপালক; **যথা-স্ফুটম্**—সুস্পষ্টত; **বনেষু**—বিভিন্ন বনে; **মল্লযুদ্ধেন**—মল্লযুদ্ধ; **ক্রীড়ন্তঃ**—ক্রীড়াচ্ছলে; **চারয়ন্তি**—চারণ করে; **গাঃ**—গাভীরা।

অনুবাদ

এটা সর্বজ্ঞাত যে, গোপবালকেরা সর্বদা আনন্দিত ভাবে তাদের গোবৎস পালন করে এবং বিভিন্ন বনে যখন তাদের পশুরা চারণ করে, তখন বালকেরা ক্রীড়াচ্ছলে একে অপরের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে।

তাৎপর্য

দুই ভ্রাতা কিভাবে মল্লযুদ্ধে সুনিপুণ হয়ে উঠেছেন, চাণূর এখানে তা বর্ণনা করছে।

শ্লোক ৩৫

তস্মাদ্ রাজ্ঞঃ প্রিয়ং যূয়ং বয়ং চ করবাম হে ।
ভূতানি নঃ প্রসীদন্তি সর্বভূতময়ো নৃপঃ ॥ ৩৫ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **রাজ্ঞঃ**—রাজার; **প্রিয়ম্**—প্রীতিজনক; **যূয়ম্**—তোমরা দু'জনে; **বয়ম্**—আমরা; **চ**—ও; **করবাম হে**—সম্পাদন করি; **ভূতানি**—সকল জীব; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **প্রসীদন্তি**—প্রসন্ন হবে; **সর্ব-ভূত**—সর্ব জীব; **ময়ঃ**—স্বরূপ; **নৃপঃ**—রাজা।

অনুবাদ

সুতরাং রাজা যা চাইছেন তা করা যাক। যেহেতু রাজাই সর্বভূত স্বরূপ, তাই প্রত্যেকেই আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে।

শ্লোক ৩৬

তন্নিশম্যাব্রবীৎ কৃষ্ণো দেশ কালোচিতং বচঃ ।
নিযুদ্ধমাত্মনোঽভীষ্টং মন্যমানোঽভিনন্দ্য চ ॥ ৩৬ ॥

তৎ—তা; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **অব্রবীৎ**—বললেন; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **দেশ**—স্থান; কাল—এবং সময়; **উচিতম্**—উপযুক্ত; **বচঃ**—বাক্য; **নিযুদ্ধম্**—মল্লযুদ্ধ; **আত্মনঃ**—নিজের; **অভীষ্টম্**—আকাঙ্ক্ষিত; **মন্যমানঃ**—বিবেচনা করে; **অভিনন্দ্য**—স্বাগত জানালেন; **চ**—এবং।

অনুবাদ

এই কথা শ্রবণ করে মল্লযুদ্ধে লড়তে ইচ্ছুক শ্রীকৃষ্ণ স্থান ও কালের উপযুক্ত বাক্যে উত্তর প্রদান করে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে স্বাগত জানালেন।

শ্লোক ৩৭

প্রজা ভোজপতেরস্য বয়ং চাপি বনেচরাঃ ।
করবাম প্রিয়ং নিত্যং তন্নঃ পরমনুগ্রহঃ ॥ ৩৭ ॥

প্রজাঃ—প্রজা; **ভোজ-পতেঃ**—ভোজ রাজার; **অস্য**—তার; **বয়ম্**—আমরা; **চ**—ও; **অপি**—যদিও; **বনে-চরাঃ**—বনে ভ্রমণ করি; **করবাম**—আমরা অবশ্যই সম্পাদন করব; **প্রিয়ম্**—তার আনন্দ, **নিত্যম্**—সর্বদা; **তৎ**—তা; **নঃ**—আমাদের জন্য; **পরম্**—পরম; **অনুগ্রহঃ**—অনুগ্রহ স্বরূপ।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] বনবাসী হলেও আমরা ভোজ রাজারই প্রজা। আমরা অবশ্যই তার আকাঙ্ক্ষা সন্তুষ্ট করব, কারণ তা আমাদের জন্য পরম অনুগ্রহ স্বরূপ।

শ্লোক ৩৮

বালা বয়ং তুল্যবলৈঃ ক্রীড়িষ্যামো যথোচিতম্ ।
ভবেন্নিযুদ্ধং মাঽধর্মঃ স্পৃশেন্মল্লসভাসদঃ ॥ ৩৮ ॥

বালাঃ—বালক; **বয়ম্**—আমরা; **তুল্য**—সমান; **বলৈঃ**—বলশালী; **ক্রীড়িষ্যামঃ**—ক্রীড়া করব, **যথা উচিতম্**—উপযুক্ত ভাবে; **ভবেৎ**—হওয়া উচিত; **নিযুদ্ধম্**—মল্ল যুদ্ধ; **মা**—না; **অধর্মঃ**—অধর্ম; **স্পৃশেৎ**—স্পর্শ করে; **মল্ল-সভা**—মল্ল সভার; **সদঃ**—সভ্যগণকে।

অনুবাদ

আমরা বালক মাত্র এবং সমশক্তি সম্পন্নদের সঙ্গেই ক্রীড়া করা উচিত। মল্লযুদ্ধের ক্রীড়া ন্যায়সঙ্গত হওয়া উচিত যাতে মাননীয় দর্শকবৃন্দের অধর্ম স্পর্শ না করে।

শ্লোক ৩৯

চাণূর উবাচ

ন বালো ন কিশোরস্ত্বং বলশ্চ বলিনাং বরঃ ।
লীলয়েভো হতো যেন সহস্রদ্বিপসত্ত্বভৃৎ ॥ ৩৯ ॥

চাণূরঃ উবাচ—চাণূর বলল; **ন**—না; **বালঃ**—বালক; **ন**—না; **কিশোরঃ**—কিশোর; **ত্বম্**—তুমি; **বলঃ**—বলরাম; **চ**—এবং; **বলিনাম্**—বলবান; **বরঃ**—শ্রেষ্ঠ; **লীলয়া**—ক্রীড়া রূপে; **ইভঃ**—হাতীকে; **হতঃ**—বধ; **যেন**—যার দ্বারা; **সহস্র**—সহস্র; **দ্বিপ**—হস্তীর; **সত্ত্ব**—শক্তি; **ভৃৎ**—বহনকারী।

অনুবাদ

চাণূর বলল—মহাবলশালী তুমি ও বলরাম শিশুও নও অথবা এমন কি কিশোরও নও। শেষ পর্যন্ত সহস্র হস্তীর বল সম এক হস্তীকে তুমি ক্রীড়াচ্ছলে বধ করেছ।

শ্লোক ৪০

তস্মাদ্ ভবদ্ভ্যাং বলিভির্যোদ্ধব্যং নানয়োঽত্র বৈ ।
ময়ি বিক্রম বার্ষ্ণেয় বলেন সহ মুষ্টিকঃ ॥ ৪০ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **ভবদ্ভ্যাম্**—তোমাদের দু'জনের; **বলিভিঃ**—বলশালীদের সঙ্গে; **যোদ্ধব্যম্**—যুদ্ধ করা উচিত; **ন**—হবে না; **অনয়ঃ**—অধর্ম; **অত্র**—এখানে; **বৈ**—নিশ্চিতরূপে; **ময়ি**—আমার প্রতি; **বিক্রম**—(প্রদর্শন কর) তোমার শক্তি; **বার্ষ্ণেয়**—হে বৃষ্ণি বংশজ; **বলেন সহ**—বলরামের সঙ্গে; **মুষ্টিকঃ**—মুষ্টিকের (যুদ্ধ হওয়া উচিত)।

অনুবাদ

অতএব তোমাদের দুজনেরই উচিত বলশালী যোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা। হে বৃষ্ণিবংশজ, যদি তুমি আমার বিরুদ্ধে তোমার শক্তির প্রদর্শন কর এবং বলরাম মুষ্টিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, সেখানে অবশ্যই কোন অধর্ম হবে না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'কুবলয়াপীড় বধ' নামক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

কংস বধ

কিভাবে কৃষ্ণ ও বলরাম মল্লযোদ্ধাদের নিহত করেছিলেন, কিভাবে কৃষ্ণ কংসকে বধ করে তার পত্নীগণকে সান্ত্বনা প্রদান করেছিলেন এবং কিভাবে ভগবানদ্বয় তাঁদের মাতা-পিতার সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

মল্লযুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণ চাণূরের বিরুদ্ধে এবং বলরাম মুষ্টিকের সঙ্গে লড়াই শুরু করলেন। বাহুতে বাহুতে, মস্তকে মস্তকে, জানুতে জানুতে এবং বক্ষে বক্ষে পরস্পর পরস্পরকে এত ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণ করতে লাগলেন যে, মনে হচ্ছিল তাঁরা তাঁদের নিজেদের দেহেরেই ক্ষতিসাধন করছেন। মল্লস্থলে উপস্থিত রমণীগণ রাজা ও সকল সভাসদগণকে দোষারোপ করে বলতে লাগলেন—"কোন দায়িত্বশীল দর্শকেরেই বজ্রসম কঠিন অঙ্গবিশিষ্ট বিশাল মল্লযোদ্ধাদের সঙ্গে এরূপ কিশোরবয়স্ক সুকোমল বালকগণের মল্লক্রীড়া অনুমোদন করবে না। কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এখানে অবিচার করা হচ্ছে দর্শন করলে কখনই সভায় প্রবেশ করবেন না।" যেহেতু কৃষ্ণ ও বলরামের শক্তি বিষয়ে বসুদেব ও দেবকী সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন না, তাই রমণীগণের এই সকল কথা শ্রবণ করে তাঁরা বিমর্ষ হয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অতঃপর চাণূরের দুইবাহু ধারণ করে চতুর্দিকে কয়েক পাক ঘোরাতে ঘোরাতে অবশেষে তাকে ভূতলে নিক্ষেপ করে নিহত করলেন। মুষ্টিকেরও তেমনই দুর্ভাগ্য হল—শ্রীবলদেবের প্রচণ্ড মুষ্টির প্রহারে সে রক্ত-বমন করতে শুরু করল এবং প্রাণশূন্য হয়ে ধরাশায়ী হল। অতঃপর কূট, শল এবং তোশল নামক মল্লযোদ্ধারা এগিয়ে এল, কিন্তু কৃষ্ণ ও বলরাম সহজেই তাঁদের মুষ্টি প্রহার ও পদাঘাত দ্বারা তাদের নিহত করলেন। অন্যান্য মল্লযোদ্ধারা প্রাণভয়ে পালিয়ে গেল।

একমাত্র কংস ব্যতীত, উপস্থিত সকলেই কৃষ্ণ ও বলরামের নামে হর্ষধ্বনি করছিল। ক্রোধমত্ত রাজা উৎসব বাদ্য থামাতে বলে বসুদেব নন্দ, উগ্রসেন এবং সকল গোপগণকে কঠিন দণ্ডদানের আর কৃষ্ণ ও বলরামকে সভা থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিলেন। এইভাবে কংসকে বলতে শুনে কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে রাজমঞ্চে উপস্থিত হলেন। তিনি কংসের চুল ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসে তাকে মল্লক্রীড়ার মঞ্চের মেঝেতে নিক্ষেপ করে স্বয়ং তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আর তার ফলেই কংসের মৃত্যু হল। যেহেতু ভয়বশত কংস সকল সময়েই কৃষ্ণের কথা চিন্তা করত, তাই মৃত্যুর পর সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই সারূপ্য মুক্তি লাভ করেছিল।

অতঃপর কংসের আটজন ভাই কৃষ্ণকে আক্রমণ করলে বলরাম অতি সহজেই, সিংহ যেভাবে প্রতিরোধহীন পশুদের হত্যা করে, সেইভাবে তাঁর গদা দিয়ে তাদের হত্যা করলেন। আকাশে দুন্দুভি বেজে উঠল এবং দেবতারা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের মহিমা কীর্তন করতে করতে পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলেন।

কংসপত্নীগণ তাঁদের স্বামীর শোকে এই বলে অনুতাপ করতে লাগলেন যে, অন্যান্য জীবের প্রতি হিংসা ও সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারী পরমাত্মা কৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞার ফলেই তার মৃত্যু হল। শ্রীকৃষ্ণ সেই বিধবাগণকে সান্ত্বনা প্রদান করে কংস ও তার ভাইদের পারলৌকিক কর্ম সম্পাদন করতে বললেন। অতঃপর তাঁর মাতা পিতার বন্ধন মোচন করে তাঁদের চরণে প্রণাম নিবেদন করলেন, কিন্তু এখন তাঁরা তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে হৃদয়ঙ্গম করতে পারায়, আলিঙ্গন করলেন না।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

এবং চর্চিতসঙ্কল্পো ভগবান্ মধুসূদনঃ ।
আসসাদাথ চাণূরং মুষ্টিকং রোহিণীসুতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; এবম্—এইভাবে; চর্চিত—স্থির করে; সঙ্কল্পঃ—তাঁর সঙ্কল্প; ভগবান্—ভগবান; মধুসূদনঃ—কৃষ্ণ; আসসাদ—সম্মুখীন হলেন; অথ—অতঃপর; চাণূরম্—চাণুর; মুষ্টিকম্—মুষ্টিক; রোহিণী-সুতঃ—রোহিণী নন্দন, শ্রীবলরাম।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে সম্বোধিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা গ্রহণ করার জন্য মন স্থির করলেন। তিনি চাণূরকে এবং শ্রীবলরাম মুষ্টিককে আহ্বান করলেন।

শ্লোক ২

হস্তাভ্যাং হস্তয়োর্বদ্ধা পদ্ভ্যামেব চ পাদয়োঃ ।
বিচকর্ষতুরন্যোন্যং প্রসহ্য বিজিগীষয়া ॥ ২ ॥

হস্তাভ্যাম্—তাদের হস্তের সঙ্গে; হস্তয়োঃ—হস্ত দ্বারা; বদ্ধা—ধারণ করে; পদ্ভ্যাম্—তাদের পদদ্বয়ের সঙ্গে; এব—ও; পাদয়োঃ—পদদ্বয় দ্বারা; বিচকর্ষতুঃ—তাঁরা (কৃষ্ণের প্রতিপক্ষ চাণূর এবং বলরামের বিরুদ্ধে মুষ্টিক) আকর্ষণ করলেন; অন্যোন্যম্—একে অপরকে; প্রসহ্য—সবলে; বিজিগীষয়া—বিজয়াভিলাষে।

অনুবাদ

পরস্পর পরস্পরের হস্ত ও পদদ্বয় দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করে বিজয়াভিলাষে সবলে একে অপরকে আকর্ষণ করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩

অরত্নী দ্বে অরত্নিভ্যাং জানুভ্যাং চৈব জানুনী ।
শিরঃ শীর্ষ্ণোরসোরস্তাবন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ ॥ ৩ ॥

অরত্নী—বিপক্ষের মুষ্টির বিরুদ্ধে; **দ্বে**—দুই; **অরত্নিভ্যাম্**—তাঁদের মুষ্টি; **জানুভ্যাম্**—তাদের জানু; **চ এব**—ও; **জানুনী**—বিপক্ষের জানুর বিরুদ্ধে; **শিরঃ**—মস্তকের; **শীর্ষ্ণাঃ**—সঙ্গে মস্তক; **উরসা**—বক্ষের সঙ্গে; **উরঃ**—বক্ষ; **তৌ**—তাঁরা; **অন্যোন্যম্**—পরস্পর; **অভিজঘ্নতুঃ**—আঘাত করছিলেন।

অনুবাদ

তাঁরা সকলেই নিজ মুষ্টি দ্বারা অপরের মুষ্টিকে, নিজ জানু দ্বারা প্রতিপক্ষের জানুকে, মস্তকের বিরুদ্ধে মস্তক এবং বক্ষস্থলের দ্বারা বক্ষস্থলকে আঘাত করছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে উল্লেখিত *অরত্নি* শব্দ দ্বারা মুষ্টির সঙ্গে কনুইকেও বোঝানো যেতে পারে। এইভাবে আঘাত বলতে হয়ত কনুইয়ের দ্বারাও আঘাত করা হয়েছিল, যা আজকালকার বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ-বিদ্যায় দেখা যায়।

শ্লোক ৪

পরিভ্রামণবিক্ষেপপরিরম্ভাবপাতনৈঃ ।
উৎসর্পণাপসর্পণৈশ্চান্যোন্যং প্রত্যরুন্ধতাম্ ॥ ৪ ॥

পরিভ্রামণ—অন্যকে ঘুরপাক খাওয়ানো; **বিক্ষেপ**—ঠেলা দেওয়া; **পরিরম্ভ**—বাহু দ্বারা নিষ্পীড়ন; **অবপাতনৈঃ**—অধঃক্ষেপ; **উৎসর্পণ**—পরিত্যাগ করে সম্মুখে গমন; **অপসর্পণৈঃ**—পশ্চাতে গমন; **চ**—এবং; **অন্যোন্যম্**—পরস্পর; **প্রত্যরুন্ধতাম্**—প্রতিরোধ করছিলেন।

অনুবাদ

প্রত্যেক যোদ্ধাই তাঁর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পরিভ্রামণ, বিক্ষেপ, পরিরম্ভণ, অধঃক্ষেপ, উৎসর্পণ ও অপসর্পণ ক্রিয়া দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, *পরিরম্ভ* শব্দটির মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে বাহু দ্বারা নিষ্পীড়ন বোঝানো হয়েছে।

শ্লোক ৫

উত্থাপনৈরুন্নয়নৈশ্চালনৈঃ স্থাপনৈরপি ।
পরস্পরং জিগীষন্তাবপচক্রতুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

উত্থাপনৈঃ—উত্থাপন; **উন্নয়নৈঃ**—উন্নয়ন; **চালনৈঃ**—চালন; **স্থাপনৈঃ**—স্থাপন; **অপি**—ও; **পরস্পরম্**—পরস্পর; **জিগীষন্তৌ**—বিজয় ইচ্ছায়; **অপচক্রতুঃ**—তাঁরা ক্ষতি করছিলেন; **আত্মনঃ**—(এমন কি) নিজেদের।

অনুবাদ

জয়ী হওয়ার অত্যন্ত আগ্রহে তাঁরা, যোদ্ধারা বলপূর্বক উত্থাপন, উন্নয়ন, চালন এবং স্থাপন দ্বারা তাঁদের নিজ নিজ দেহেরও ক্ষতি করছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী বর্ণনা করছেন যে, যদিও কৃষ্ণ ও বলরাম অবশ্যই নিজেদের ক্ষতি করেননি, তবে চাণূর ও মুষ্টিকের ক্ষেত্রে এবং যাদের জড় দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের এরকম মনে হয়েছিল। অন্যভাবে বলতে গেলে, ভগবানদ্বয় পূর্ণভাবে মল্লযুদ্ধের লীলায় মগ্ন ছিলেন।

শ্লোক ৬

তদ্ বলাবলবদ্‌যুদ্ধং সমেতাঃ সর্বযোষিতঃ ।
ঊচুঃ পরস্পরং রাজন্ সানুকম্পা বরূথশঃ ॥ ৬ ॥

তৎ—সেই; **বল-অবল**—সবল ও দুর্বলের; **বৎ**—নিযুক্ত; **যুদ্ধম্**—যুদ্ধ; **সমেতাঃ**—সমবেত; **সর্ব**—সকল; **যোষিতঃ**—রমণীগণ; **ঊচুঃ**—বললেন; **পরস্পরম্**—একে অপরকে; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **স-অনুকম্পাঃ**—অনুগ্রহ অনুভব করে; **বরূথশঃ**—দলে।

অনুবাদ

হে রাজন, উপস্থিত সকল রমণীগণ, ঐ মল্লযুদ্ধকে সবল ও দুর্বলের অনৈতিক যুদ্ধ বিবেচনা করে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন অনুভব করলেন। তাঁরা মল্লস্থলের চারদিকে দলবদ্ধভাবে সমবেত ছিলেন এবং একে অপরকে এইভাবে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ৭

মহানয়ং বতাধর্ম এষাং রাজসভাসদাম্ ।
যে বলাবলবদ্‌যুদ্ধং রাজ্ঞোঽন্বিচ্ছন্তি পশ্যতঃ ॥ ৭ ॥

মহান্—মহা; **অয়ম্**—এই; **বত**—আহা; **অধর্মঃ**—অধর্মের কর্ম; **এষাম্**—পক্ষে; **রাজ-সভা**—রাজার সভার; **সদাম্**—উপস্থিত ব্যক্তিরা; **যে**—যে; **বল-অবল-বৎ**—সবল ও দুর্বলের মধ্যে; **যুদ্ধম্**—যুদ্ধ; **রাজ্ঞঃ**—রাজা যখন; **অন্বিচ্ছন্তি**—তারাও আকাঙ্ক্ষা করছে; **পশ্যতঃ**—দর্শন করতে।

অনুবাদ

[রমণীগণ বললেন—] আহা! **কী মহা অধর্মের কর্ম এই রাজ সভাসদেরা করছে! যেহেতু রাজা এই দুর্বল ও সবলের মধ্যে লড়াই দর্শন করছে, তাই তারাও তা দেখতে চাইছে।**

তাৎপর্য

এখানে রমণীগণ যে ধারণা প্রকাশ করছেন তা হল রাজা যদিও কোনও ভাবে একটি অনৈতিক ক্রীড়া দর্শন করার আকাঙ্ক্ষা করে, মাননীয় সভাসদগণেরাও কেন তা দর্শন করতে চাইবে? এই ধরনের অনুভূতি স্বাভাবিক। আজও যদি কোন প্রকাশ্য স্থানে আমরা অত্যন্ত শক্তিশালী বৃহৎ ব্যক্তি এবং এক দুর্বল, ক্ষুদ্র ব্যক্তির মধ্যে ভয়ানক লড়াই হচ্ছে দেখতে পাই, তাতে আমরা ক্রোধে গর্জে উঠি। দয়ার্দ্র রমণীগণও এই ধরনের অনুচিৎ হিংসায় বিশেষভাবে ক্রুদ্ধ ও পীড়িত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

ক্ব বজ্রসারসর্বাঙ্গৌ মল্লৌ শৈলেন্দ্রসন্নিভৌ ।
ক্ব চাতিসুকুমারাঙ্গৌ কিশোরৌ নাপ্তযৌবনৌ ॥ ৮ ॥

ক্ব—কোথায় একদিকে; **বজ্র**—বজ্রের; **সার**—শক্তিযুক্ত; **সর্ব**—সকল; **অঙ্গৌ**—অঙ্গ; **মল্লৌ**—দুই মল্লযোদ্ধা; **শৈল**—পর্বত; **ইন্দ্র**—প্রধান সম; **সন্নিভৌ**—আকৃতি; **ক্ব**—কোথায়; **চ**—এবং আরেক দিকে; **অতি**—অত্যন্ত; **সুকুমার**—সুকোমল; **অঙ্গৌ**—অঙ্গ; **কিশোরৌ**—দুই কিশোর; **ন আপ্ত**—এখনও প্রাপ্ত হয়নি; **যৌবনৌ**—তাদের পরিণত অবস্থা।

অনুবাদ

দুই পেশাদার মল্লযোদ্ধা, যাদের বজ্রসম কঠিন অঙ্গ এবং প্রকাণ্ড পর্বততুল্য দেহ, তাদের সঙ্গে এই দুই অপরিণত অত্যন্ত সুকোমল অঙ্গের বালকের কি তুলনা করা যেতে পারে?

শ্লোক ৯

ধর্মব্যতিক্রমো হ্যস্য সমাজস্য ধ্রুবং ভবেৎ ।
যত্রাধর্মঃ সমুত্তিষ্ঠেন্ন স্থেয়ং তত্র কর্হিচিৎ ॥ ৯ ॥

ধর্ম—ধর্ম; **ব্যতিক্রমঃ**—ব্যতিক্রম; **হি**—বস্তুত; **অস্য**—এর দ্বারা; **সমাজস্য**—সমাবেশে; **ধ্রুবম্**—নিশ্চয়ই; **ভবেৎ**—হবে; **যত্র**—যেখানে; **অধর্ম**—অধর্ম; **সমুত্তিষ্ঠেৎ**—পূর্ণরূপে উদিত হয়েছে; **ন স্থেয়ম্**—থাকা উচিত নয়; **তত্র**—সেখানে; **কর্হিচিৎ**—এক মুহূর্তও।

অনুবাদ

এই সমাবেশে ধর্ম নীতি নিশ্চয়ই ভঙ্গ করা হয়েছে। যেখানে অধর্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে, তেমন স্থানে কারও এক মুহূর্তও থাকা উচিত নয়।

শ্লোক ১০

ন সভাং প্রবিশেৎ প্রাজ্ঞঃ সভ্যদোষাননুস্মরন্ ।
অব্রুবন্ বিব্রুবন্নজ্ঞো নরঃ কিল্বিষমশ্নুতে ॥ ১০ ॥

ন—না; **সভাম্**—সমাবেশে; **প্রবিশেৎ**—প্রবেশ করবে; **প্রাজ্ঞঃ**—বিজ্ঞ; **সভ্য**—সভ্য; **দোষান্**—দোষ; **অনুস্মরন্**—মনে রেখে; **অব্রুবন্**—বলেন না; **বিব্রুবন্**—ভুল বলেন; **অজ্ঞঃ**—অজ্ঞ (অথবা তেমন ভান করেন); **নরঃ**—মানুষ; **কিল্বিষম্**—পাপ; **অশ্নুতে**—ভাগী হন।

অনুবাদ

বিজ্ঞ ব্যক্তি যদি জানতে পারেন যে, সদস্যগণ সেখানে অনৈতিক কর্ম করছে, তবে তেমন সমাবেশে তিনি প্রবেশ করবেন না। আর যদি প্রবেশও করেন, যদি তিনি সত্য-ভাষণে ব্যর্থ হন, মিথ্যা কথা অথবা সেই সম্বন্ধে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তবে তিনি অবশ্যই পাপ-ভাগী হন।

শ্লোক ১১

বল্গতঃ শত্রুমভিতঃ কৃষ্ণস্য বদনাম্বুজম্ ।
বীক্ষ্যতাং শ্রমবার্যুপ্তং পদ্মকোশমিবাম্বুভিঃ ॥ ১১ ॥

বল্গতঃ—ধাবমান হওয়াতে; **শত্রুম্**—তাঁর শত্রুরা; **অভিতঃ**—চারদিকে; **কৃষ্ণস্য**—কৃষ্ণের; **বদন**—মুখ; **অম্বুজম্**—পদ্মসদৃশ; **বীক্ষ্যতাম্**—তুমি দেখ; **শ্রম**—ক্লান্তির, **বারি**—সলিল দ্বারা; **উপ্তম্**—পরিব্যাপ্ত হয়েছে; **পদ্ম**—পদ্মফুলের; **কোশম্**—কোষ; **ইব**—মতো; **অম্বুভিঃ**—জলবিন্দুর।

অনুবাদ

চারদিকে তাঁর শত্রুধাবিত কৃষ্ণের মুখপদ্মখানি দেখ! শ্রমসাধ্য যুদ্ধের দ্বারা সেই মুখমণ্ডল স্বেদ বিন্দুতে আচ্ছন্ন হয়েছে, যেন শিশিরে আচ্ছাদিত একটি পদ্ম।

শ্লোক ১২

কিং ন পশ্যত রামস্য মুখমাতাম্রলোচনম্ ।
মুষ্টিকং প্রতি সামর্ষং হাসসংরম্ভশোভিতম্ ॥ ১২ ॥

কিম্—কেন; **ন পশ্যত**—দর্শন করছ না; **রামস্য**—শ্রীবলরামের; **মুখম্**—মুখমণ্ডল; **আতাম্র**—তাম্রসদৃশ; **লোচনম্**—নয়নযুগল; **মুষ্টিকম্**—মুষ্টিক; **প্রতি**—প্রতি; **স-অমর্ষম্**—ক্রোধে; **হাস**—তাঁর হাস্য দ্বারা; **সংরম্ভ**—মগ্নতা; **শোভিতম্**—শোভিত।

অনুবাদ

তোমরা কি মুষ্টিকের প্রতি ক্রোধবশত তাম্রভাবাপন্ন নয়নযুগল সমন্বিত শোভাবর্ধনকারী বলরামের হাস্যময় মুখমণ্ডল ও তাঁর যুদ্ধমগ্নতা দর্শন করছ না?

শ্লোক ১৩

পুণ্যা বত ব্রজভুবো যদয়ং নৃলিঙ্গ-
গূঢ়ঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ ।
গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ ক্বণয়ংশ্চ বেণুং
বিক্রীড়য়াঞ্চতি গিরিত্ররমার্চিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥ ১৩ ॥

পুণ্যাঃ—পবিত্র; **বত**—বস্তুত; **ব্রজভুবঃ**—ব্রজভূমি; **যৎ**—যেখানে; **অয়ম্**—এই; **নৃ**—মনুষ্য; **লিঙ্গ**—বৈশিষ্ট্য; **গূঢ়ঃ**—ছদ্মবেশে; **পুরাণ-পুরুষঃ**—আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান; **বনচিত্রমাল্যঃ**—বিচিত্র বনফুল ও অন্যান্য বনজ বস্তুর মালায়; **গাঃ**—গাভী; **পালয়ন্**—পালন করেন; **সহ**—সহযোগে; **বলঃ**—শ্রীবলরাম; **ক্বণয়ন্**—বাদন করেন; **চ**—এবং; **বেণুম্**—তাঁর বাঁশী; **বিক্রীড়য়া**—বিভিন্ন লীলাবিলাস করে; **অঞ্চতি**—বিচরণ করেন; **গিরিত্র**—দেবাদিদেব শিব; **রমা**—এবং লক্ষ্মীদেবী দ্বারা; **অর্চিত**—পূজিত হয়; **অঙ্ঘ্রিঃ**—তাঁর পদদ্বয়।

অনুবাদ

ব্রজভূমি কত না ধন্য, কারণ সেখানে মানব দেহের ছদ্মবেশে আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান বিচরণ করেন, তাঁর বহু লীলাদির প্রকাশ করেন! সেখানে তিনি অপূর্ব বনমালায় শোভিত হন এবং তাঁর পদদ্বয় দেবাদিদেব শিব ও দেবী রমাদ্বারা পূজিত হয়। সেখানে তিনি বলরাম সহযোগে গো-চারণ করতে করতে তাঁর বেণু-বাদন করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে দর্শকাসনে উপবিষ্ট ভক্ত নারীগণ মথুরা ও বৃন্দাবনের পার্থক্য বর্ণনা করছেন। তাঁরা ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন যে, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ কেবলমাত্র তাঁর গোপবালক সহচরবৃন্দ ও গোপীগণের সঙ্গ উপভোগ করেন, কিন্তু এখানে মথুরাতে তাঁকে পেশাদার মল্লযোদ্ধাদের গর্বিত কৌশলের দ্বারা হয়রান হতে হচ্ছে। এইভাবে রমণীগণ, তাঁদের বিবেচনায় এক অনৈতিক মল্লযুদ্ধে কৃষ্ণকে দেখতে দেখতে বেদনাতুর হয়ে মথুরা নগরীর নিন্দা করছিলেন। অবশ্যই মথুরাও ভগবানের নিত্য ধামের মধ্যে একটি, কিন্তু এখানে সভামধ্যস্থ রমণীগণ সমালোচনার ভাবের মধ্য দিয়ে তাঁদের প্রেম প্রকাশ করছেন।

শ্লোক ১৪

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্ধ্বমনন্যসিদ্ধম্ ।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপম্
একান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥ ১৪ ॥

গোপ্যঃ—গোপীগণ; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **কিম্**—কি; **অচরণ্**—আচরণ করেছিলেন; **যৎ**—যার থেকে; **অমুষ্য**—এমন একজনের (শ্রীকৃষ্ণের); **রূপম্**—রূপ; **লাবণ্য-সারম্**—মাধুর্যের নির্যাস; **অসম-ঊর্ধ্বম্**—যাঁর সমান বা যার থেকে মহৎ আর কেউ নেই; **অনন্য-সিদ্ধম্**—যিনি অন্য অলংকারাদির দ্বারা সিদ্ধ নন (স্বতঃসিদ্ধ); **দৃগ্‌ভিঃ**—চক্ষুর দ্বারা; **পিবন্তি**—পান করেন; **অনুসব-অভিনবম্**—চির নবীন; **দুরাপম্**—দুর্লভ; **একান্ত ধাম**—একমাত্র ধাম; **যশসঃ**—যশের; **শ্রিয়ঃ**—সৌন্দর্যের; **ঐশ্বরস্য**—ঐশ্বর্যের।

অনুবাদ

(মথুরার পুরনারীরা বললেন) "আহা! ব্রজগোপিকারা কী তপস্যা করেছেন! শ্রী, ঐশ্বর্য ও যশসমূহের একান্ত আশ্রয়; দুর্লভ, স্বতঃসিদ্ধ, অসমোর্ধ্ব সমস্ত সৌন্দর্যের সারস্বরূপ, এই শ্রীকৃষ্ণের মুখকমলের অমৃত তাঁরা তাঁদের নয়ন দ্বারা নিরন্তর পান করেন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকের শব্দার্থ ও অনুবাদ অংশটি শ্রীল প্রভুপাদের *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* (আদিলীলা ৪/১৫৬) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৫

যা দোহনেঽবহননে মথনোপলেপ-
প্রেঙ্খেঙ্খনার্ভরুদিতোক্ষণমার্জনাদৌ ।
গায়ন্তি চৈনমনুরক্তধিয়োঽশ্রুকণ্ঠ্যো
ধন্যা ব্রজস্ত্রিয় উরুক্রমচিত্তযানাঃ ॥ ১৫ ॥

যাঃ—যে সকল (গোপীগণ); **দোহনে**—দুগ্ধ দোহন কালে; **অবহননে**—শস্য মাড়াইয়ের সময়ে; **মথন**—মন্থন; **উপলেপ**—উপলেপন; **প্রেঙ্খ-ইঙ্খন**—দোলনায় দোলা দেওয়ার সময়; **অর্ভ-রুদিত**—ক্রন্দনরত শিশুর (যত্ন গ্রহণ); **উক্ষণ**—জল সেচন; **মার্জন**—গৃহাদি পরিষ্কার; **আদৌ**—ইত্যাদি; **গায়ন্তি**—তাঁরা গান করেন; **চ**—এবং; **এনম্**—তাঁর সম্বন্ধে; **অনুরক্ত**—অত্যন্ত আসক্ত; **ধিয়ঃ**—যাঁদের মন; **অশ্রু**—অশ্রু; **কণ্ঠ্যঃ**—কণ্ঠ; **ধন্যাঃ**—ভাগ্যবতী; **ব্রজস্ত্রিয়ঃ**—ব্রজনারীগণ; **উরুক্রম**—শ্রীকৃষ্ণের; **চিত্ত**—মনোনিবেশ দ্বারা; **যানাঃ**—সকল কাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রাপ্তা।

অনুবাদ

নারীগণের মধ্যে ব্রজনারীগণ অত্যন্ত সৌভাগ্যসম্পন্না, কারণ তাঁরা সকল সময়েই কৃষ্ণানুরক্তচিত্তা রূপে দুগ্ধ-দোহন, শস্য মাড়াই, মাখন মন্থন, জ্বালানির জন্য গোবর সংগ্রহ, দোলান্দোলন, ক্রন্দনরত শিশুর যত্ন, মাঠে জলসেচন, গৃহমার্জন ইত্যাদি সর্বকর্মে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে অনবরত শ্রীকৃষ্ণের গান করে থাকেন। তাঁদের এই পরম কৃষ্ণভাবনা হেতু তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই সকল কাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

শ্লোক ১৬

প্রাতর্ব্রজাদ্ ব্রজত আবিশতশ্চ সায়ং
গোভিঃ সমং ক্বণয়তোঽস্য নিশম্য বেণুম্ ।
নির্গম্য তূর্ণমবলাঃ পথি ভূরিপুণ্যাঃ
পশ্যন্তি সস্মিতমুখং সদয়াবলোকম্ ॥ ১৬ ॥

প্রাতঃ—প্রভাতে; **ব্রজাৎ**—ব্রজ হতে; **ব্রজতঃ**—তাঁর নির্গমন; **আবিশতঃ**—প্রবেশ; **চ**—এবং; **সায়ম্**—সন্ধ্যায়; **গোভিঃ সমম্**—ধেনুগণের সঙ্গে একত্রে; **ক্বণয়তঃ**—বাদন করতে করতে; **অস্য**—তাঁর; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **বেণুম্**—বেণু; **নির্গম্য**—বের হয়ে আসেন; **তূর্ণম্**—সত্বর; **অবলাঃ**—নারীগণ; **পথি**—পথে; **ভূরি**—অত্যন্ত, **পুণ্যাঃ**—পুণ্যশীলা; **পশ্যন্তি**—তাঁরা দর্শন করেন; **স**—সহ; **স্মিত**—হাস্য; **মুখম্**—মুখ; **স-দয়**—কৃপাময়; **অবলোকম্**—দৃষ্টিপাত সহ।

অনুবাদ

প্রভাতে তাঁর গাভীসহ ব্রজ হতে নির্গমন কালে এবং সূর্যাস্তে ব্রজে প্রত্যাবর্তন সময়ে কৃষ্ণ যখন বেণুবাদন করেন, গোপীগণ তা শ্রবণ করে সত্বর তাঁকে দর্শন করার জন্য তাঁদের গৃহ হতে বের হয়ে আসেন। পথে বিচরণকালে তাঁদের প্রতি কৃষ্ণের সহাস্য কৃপাময় দৃষ্টিপাতযুক্ত মুখমণ্ডল দর্শন করতে সমর্থ এই গোপীগণ নিশ্চয়ই অনেক পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

এবং প্রভাষমাণাসু স্ত্রীষু যোগেশ্বরো হরিঃ ।
শত্রুং হন্তুং মনশ্চক্রে ভগবান্ ভরতর্ষভ ॥ ১৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **প্রভাষমাণাসু**—তাঁরা কথা বলতে থাকলে; **স্ত্রীষু**—রমণীগণ; **যোগ-ঈশ্বরঃ**—যোগেশ্বর; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **শত্রুম্**—তাঁর শত্রু; **হন্তুম্**—বধ করতে; **মনঃ চক্রে**—মন স্থির করলেন; **ভগবান্**—ভগবান; **ভরত-ঋষভ**—হে ভরত কুলোত্তম।

অনুবাদ

(শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—) হে ভরতকুলোত্তম, রমণীগণ এইভাবে বলতে থাকলে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শত্রুকে বধ করতে মনস্থির করলেন।

শ্লোক ১৮

সভয়াঃ স্ত্রীগিরঃ শ্রুত্বা পুত্রস্নেহশুচাতুরৌ ।
পিতরাবন্বতপ্যেতাং পুত্রয়োরবুধৌ বলম্ ॥ ১৮ ॥

সভয়াঃ—ভয়যুক্ত; **স্ত্রী**—রমণীগণের; **গিরঃ**—বাক্য; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **পুত্র**—পুত্র; **স্নেহ**—স্নেহে; **সূচ**—শোকে; **আতুরৌ**—অভিভূত হলেন; **পিতরৌ**—তাঁদের পিতা-মাতা (দেবকী ও বসুদেব); **অন্বতপ্যেতাম্**—অনুতাপ অনুভব করেছিলেন; **পুত্রয়োঃ**—তাঁদের পুত্রদ্বয়ের জন্য; **অবুধৌ**—অবহিত না হয়ে; **বলম্**—শক্তি।

অনুবাদ

তাঁদের পিতা-মাতা (দেবকী ও বসুদেব) রমণীগণের সভয় বাক্য শ্রবণ করে পুত্র স্নেহে শোকাতুর হয়ে উঠলেন। তাঁরা শোকার্ত হয়েছিলেন, কারণ তাঁদের পুত্রদ্বয়ের শক্তি সম্বন্ধে তাঁরা অবগত ছিলেন না।

তাৎপর্য

স্বাভাবিকভাবেই কৃষ্ণের পিতা-মাতা এই পরিস্থিতিতে এই ভেবে অনুশোচনা করেছিলেন, "আমরা কেন আমাদের পুত্রদ্বয়কে গৃহে রাখলাম না? কেন আমরা তাঁদের এই অনৈতিক প্রদর্শনীতে অংশ নিতে দিলাম?"

শ্লোক ১৯

তৈস্তৈর্নিযুদ্ধবিধিভির্বিবিধৈরচ্যুতেতরৌ ।
যুযুধাতে যথান্যোন্যং তথৈব বলমুষ্টিকৌ ॥ ১৯ ॥

তৈঃ তৈঃ—এই সমস্ত; **নিযুদ্ধ**—মল্লযুদ্ধের; **বিধিভিঃ**—কৌশলসমূহ; **বিবিধৈঃ**—বিভিন্ন; **অচ্যুত-ইতরৌ**—ভগবান অচ্যুত ও তাঁর প্রতিপক্ষ; **যুযুধাতে**—যুদ্ধ করেছিলেন; **যথা**—যেমন; **অন্যোন্যম্**—পরস্পর; **তথা এব**—তেমনি; **বল-মুষ্টিকৌ**—শ্রীবলরাম এবং মুষ্টিক।

অনুবাদ

শ্রীবলরাম ও মুষ্টিকও সুনিপুণভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর প্রতিপক্ষের মতোই একইভাবে অসংখ্য মল্লযুদ্ধের কৌশল প্রদর্শন করে পরস্পর যুদ্ধ করেছিলেন।

শ্লোক ২০

ভগবদ্‌গাত্রনিষ্পাতৈর্বজ্রনিষ্পেষনিষ্ঠুরৈঃ ।
চাণূরো ভজ্যমানাঙ্গো মুহুর্গ্লানিমবাপ হ ॥ ২০ ॥

ভগবৎ—ভগবানের; **গাত্র**—অঙ্গের; **নিষ্পাতৈঃ**—আঘাতবশত; **বজ্র**—বজ্রের; **নিষ্পেষ**—পতনের ন্যায় প্রহার; **নিষ্ঠুরৈঃ**—কঠোর; **চাণূরঃ**—চাণূর; **ভজ্যমান**—চূর্ণ হয়ে; **অঙ্গঃ**—তার সমগ্র দেহ; **মুহুঃ**—ক্রমশ অধিকতর; **গ্লানিম্**—যন্ত্রণা ও ক্লান্তি; **অবাপ হ**—অনুভব করল।

অনুবাদ

ভগবানের অঙ্গ দ্বারা বজ্রপাতের ন্যায় কঠোর প্রহারে চাণূরের শরীরের প্রতিটি অংশ যেন চূর্ণ হতে লাগল এবং ক্রমশ অধিকতর যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

তাৎপর্য

চাণূরের কনুই, বাহুদ্বয়, জানুদ্বয় এবং অন্যান্য সকল অঙ্গই দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

শ্লোক ২১

স শ্যেনবেগ উৎপত্য মুষ্টিকৃত্য করাবুভৌ ।
ভগবন্তং বাসুদেবং ক্রুদ্ধো বক্ষস্যবাধত ॥ ২১ ॥

সঃ—সে, চাণূর; **শ্যেন**—বাজপাখির; **বেগঃ**—গতিতে; **উৎপত্য**—তার উপর পতিত হল; **মুষ্টি**—মুষ্টিদ্বয়; **কৃত্য**—দ্বারা; **করৌ**—তার হস্তদ্বয়ের; **উভৌ**—উভয়;

ভগবন্তম্—ভগবান; **বাসুদেবম্**—কৃষ্ণ; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ; **বক্ষসি**—তাঁর বক্ষোপরে; **অবাধত**—আঘাত করল।

অনুবাদ

অতঃপর চাণূর ভগবান বাসুদেবকে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সবেগে আক্রমণ করে তার দুই মুষ্টি দিয়ে ভগবানের বক্ষঃস্থলে আঘাত করল।

তাৎপর্য

দেখা যাচ্ছে যে, চাণূর স্বয়ং পরাজিত হচ্ছে হৃদয়ঙ্গম করে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে, ভগবান কৃষ্ণকে পরাজিত করার সে একটা শেষ চেষ্টা করেছিল। দানবটি অবশ্যই একজন ভাল যোদ্ধা কিন্তু নিশ্চিতরূপে সে একজন ভুল ব্যক্তির কাছে, ভুল সময়ে ও ভুল স্থানে বিজয়ী হতে চেয়েছিল।

শ্লোক ২২-২৩

নাচলৎ তৎপ্রহারেণ মালাহত ইব দ্বিপঃ ।
বাহ্বোর্নিগৃহ্য চাণূরং বহুশো ভ্রাময়ন্ হরিঃ ॥ ২২ ॥
ভূপৃষ্ঠে প্রোথয়ামাস তরসা ক্ষীণজীবিতম্ ।
বিস্রস্তাকল্পকেশস্রগিন্দ্রধ্বজ ইবাপতৎ ॥ ২৩ ॥

ন অচলৎ—তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) অচল রইলেন; **তৎ-প্রহারেণ**—তার আঘাতে; **মালা**—মালা দ্বারা; **আহত**—আঘাত প্রাপ্তের; **ইব**—মতো; **দ্বিপঃ**—হস্তী; **বাহ্বোঃ**—বাহুদ্বয় দ্বারা; **নিগৃহ্য**—ধারণ করে; **চাণূরম্**—চাণূর; **বহুশঃ**—কয়েকবার; **ভ্রাময়ন্**—চতুর্দিকে ঘুরপাক দিয়ে; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ভূ**—ভু; **পৃষ্ঠে**—তলে; **পোথয়াম্ আস**—আছাড় দিলেন; **তরসা**—সবলে; **ক্ষীণ**—হারালেন; **জীবিতম্**—তার জীবন; **বিস্রস্ত**—স্খলিত; **আকল্প**—তার বমন; **কেশ**—কেশ; **স্রক্**—এবং ফুল মালা; **ইন্দ্র-ধ্বজঃ**—দীর্ঘ উৎসব স্তম্ভ; **ইব**—মতো; **অপতৎ**—সে পতিত হল।

অনুবাদ

দানবের শক্তিশালী আঘাতেও ভগবান মাল্য দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হস্তীর ন্যায় অবিচলিত ভাবে চাণূরের বাহুদ্বয় ধারণ করে বেশ কয়েকবার চতুর্দিকে ঘুরপাক খাইয়ে সবলে ভূতলে আছাড় দিয়ে ফেললেন। স্খলিত বস্ত্র, কেশ ও মাল্য সমন্বিত মল্লযোদ্ধা চাণূর ইন্দ্র-ধ্বজের ন্যায় ভূপতিত হয়ে প্রাণত্যাগ করল।

তাৎপর্য

ইন্দ্র-ধ্বজ শব্দটিকে শ্রীল শ্রীধর স্বামী এইভাবে ব্যাখ্যা করছেন—"বঙ্গদেশে কোন উৎসব উপলক্ষ্যে সাধারণ মানুষেরা কোন মানুষের মতো এক দীর্ঘ স্তম্ভ নির্মাণ

করে তা পতাকা, ইত্যাদি দিয়ে শোভিত করে। সে (চাণূর) তেমনই এক স্তম্ভের পতনের মতো পতিত হয়েছিল।"

শ্লোক ২৪-২৫

তথৈব মুষ্টিকঃ পূর্বং স্বমুষ্ট্যাভিহতেন বৈ ।
বলভদ্রেণ বলিনা তলেনাভিহতো ভৃশম্ ॥ ২৪ ॥
প্রবেপিতঃ স রুধিরমুদ্বমন্ মুখতোঽর্দিতঃ ।
ব্যসুঃ পপাতোর্ব্যুপস্থে বাতাহত ইবাঙ্ঘ্রিপঃ ॥ ২৫ ॥

তথা এব—তেমনই; **মুষ্টিকঃ**—মুষ্টিক; **পূর্বম্**—পূর্বে; **স্ব-মুষ্ট্যা**—তার মুষ্টি দ্বারা; **অভিহতেন**—আঘাত করলে; **বৈ**—বস্তুত, **বলভদ্রেণ**—শ্রীবলরাম দ্বারা; **বলিনা**—বলশালী; **তলেন**—তাঁর করতল দ্বারা; **অভিহতাঃ**—আঘাত প্রাপ্ত হয়ে; **ভৃশম্**—ভয়ঙ্কর ভাবে; **প্রবেপিতঃ**—কম্পিত হয়ে; **সঃ**—সে, মুষ্টিক; **রুধিরম্**—রক্ত; **উদ্বমন্**—বমন করতে করতে; **মুখতঃ**—তার মুখ হতে; **অর্দিতঃ**—পীড়িত; **ব্যসুঃ**—প্রাণহীন; **পপাত**—পতিত হল; **উর্বী**—পৃথিবীর; **উপস্থে**—কোলে; **বাত**—ঝঞ্ঝা দ্বারা; **আহতঃ**—আহত; **ইব**—মতো; **অঙ্ঘ্রিপঃ**—বৃক্ষের।

অনুবাদ

তেমনই মুষ্টিকও শ্রীবলভদ্রকে তার মুষ্টি দ্বারা আঘাত করার পর বধ হয়েছিল। শক্তিশালী ভগবানের করতল দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হয়ে সেই দানব সর্ব শরীরে যন্ত্রণায় কম্পিত হয়ে রক্ত বমন করতে করতে প্রাণহীন হয়ে ঝঞ্ঝাহত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হল।

শ্লোক ২৬

ততঃ কূটমনুপ্রাপ্তং রামঃ প্রহরতাং বরঃ ।
অবধীল্লীলয়া রাজন্ সাবজ্ঞং বামমুষ্টিনা ॥ ২৬ ॥

ততঃ—অতঃপর; **কূটম্**—মল্লযোদ্ধা দৈত্য কূট; **অনুপ্রাপ্তম্**—যুদ্ধে সমাগত; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **প্রহরতাম্**—যোদ্ধাগণের; **বরঃ**—শ্রেষ্ঠ; **অবধিত**—হত্যা করলেন; **লীলয়া**—অবলীলাক্রমে; **রাজন্**—হে রাজন, পরীক্ষিৎ; **স-অবজ্ঞম্**—অবজ্ঞার সঙ্গে; **বাম**—বাম হাতের; **মুষ্টিনা**—তাঁর মুষ্টি দ্বারা।

অনুবাদ

হে রাজন, এরপর যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ বলরাম যুদ্ধার্থে সমাগত কূট নামক মল্লযোদ্ধাকে অবলীলাক্রমে অবজ্ঞার সঙ্গে তাঁর বাম মুষ্টির দ্বারা বধ করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

তর্হ্যেব হি শলঃ কৃষ্ণপ্রপদাহতশীর্ষকঃ ।
দ্বিধা বিদীর্ণস্তোশলক উভাবপি নিপেততুঃ ॥ ২৭ ॥

তর্হি এব—এবং তারপর; **হি**—বস্তুত; **শলঃ**—মল্লযোদ্ধা শল; **কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণের; **প্রপদ**—পদাগ্র দ্বারা; **আহত**—আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে; **শীর্ষকঃ**—তার মস্তক; **দ্বিধা**—দুই খণ্ডে; **বিদীর্ণঃ**—বিদীর্ণ; **তোশলক**—তোশল; **উভৌ অপি**—তাদের উভয়েই; **নিপেততুঃ**—পতিত হয়েছিল।

অনুবাদ

অতঃপর কৃষ্ণ যোদ্ধা শলকে তার মস্তকে তাঁর পদাগ্রভাগ দ্বারা আঘাত করে দ্বিখণ্ডিত করলেন। ভগবান একইভাবে তোষলকেও আঘাত করলে উভয় মল্লযোদ্ধাই প্রাণহীন হয়ে পতিত হল।

শ্লোক ২৮

চাণূরে মুষ্টিকে কূটে শলে তোশলকে হতে ।
শেষাঃ প্রদুদ্রুবুর্মল্লাঃ সর্বে প্রাণপরীপ্সবঃ ॥ ২৮ ॥

চাণূরে মুষ্টিকে কূটে—চাণূর, মুষ্টিক, কূট; **শলে তোষলকে**—শল এবং তোশল; **হতে**—নিহত হলে; **শেষাঃ**—অবশিষ্টগণ; **প্রদুদ্রুবুঃ**—পলায়ন করল; **মল্লাঃ**—মল্লযোদ্ধাগণ; **সর্বে**—সকলে; **প্রাণ**—তাদের জীবন; **পরীপ্সবঃ**—রক্ষার আশায়।

অনুবাদ

চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল এবং তোশল নিহত হলে অবশিষ্ট মল্লযোদ্ধারা সকলেই তাদের জীবন রক্ষার্থে পলায়ন করল।

শ্লোক ২৯

গোপান্ বয়স্যানাকৃষ্য তৈঃ সংসৃজ্য বিজহ্রতুঃ ।
বাদ্যমানেষু তূর্যেষু বল্গন্তৌ রুতনূপুরৌ ॥ ২৯ ॥

গোপান্—গোপবালকগণ; **বয়স্যান্**—তাদের সমবয়সী বন্ধুরা; **আকৃষ্য**—আকর্ষণ করে; **তৈঃ**—তাঁদের সঙ্গে; **সংসৃজ্য**—মিলিত হয়ে; **বিজহ্রতুঃ**—তাঁরা ক্রীড়া করলেন; **বাদ্যমানেষু**—তাঁরা যখন ক্রীড়া করছিলেন; **তূর্যেষু**—বাদ্য যন্ত্রসমূহ; **বল্গন্তৌ**—তাঁরা দুজন নৃত্য করছিলেন; **রুত**—নিনাদিত; **নূপুরৌ**—তাঁদের নূপুর।

অনুবাদ

অতঃপর কৃষ্ণ ও বলরাম সমবয়স্ক গোপবালক সখাদের আহ্বান করে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নৃত্য ও ক্রীড়া করলেন, আর তখন তাঁদের নূপুর বাদিত বাদ্যযন্ত্রের মতো ধ্বনিত হচ্ছিল।

তাৎপর্য

আজকাল আমরা দেখতে পাই যে, কোন মুষ্টিযুদ্ধ খেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় যেই না কেউ বিজয়ী হল, অমনি সেই বিজয়ী মুষ্টিযোদ্ধার সকল বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনরা মুষ্টিযুদ্ধের মঞ্চে ছুটে এসে তাকে অভিনন্দিত করে এবং কখনও কখনও বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বী মহা-আনন্দে নৃত্যও করে। ঠিক সেইভাবেই তাঁদের বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে তাঁদের জয়ী হওয়াকে উদ্‌যাপিত করে কৃষ্ণ ও বলরাম নৃত্য করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

জনাঃ প্রজহৃষুঃ সর্বে কর্মণা রামকৃষ্ণয়োঃ ।
ঋতে কংসং বিপ্রমুখ্যাঃ সাধবঃ সাধু সাধ্বিতি ॥ ৩০ ॥

জনাঃ—মানুষেরা; **প্রজহৃষুঃ**—আনন্দিত হয়েছিল; **সর্বে**—সকল; **কর্মণা**—কর্মে; **রাম-কৃষ্ণয়োঃ**—বলরাম ও কৃষ্ণের; **ঋতে**—ব্যতীত; **কংসম্**—কংস; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণগণ; **মুখ্যাঃ**—প্রধান; **সাধবঃ**—সাধুগণ; **সাধু সাধু ইতি**—(চিৎকার করলেন) সাধু! সাধু! বলে।

অনুবাদ

কংস ব্যতীত আর সকলেই কৃষ্ণ ও বলরামের এই অপূর্ব কর্ম দর্শন করে আনন্দিত হয়েছিলেন। সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ ও সাধু মহাত্মাগণ 'সাধু! সাধু' বলে চিৎকার করেছিলেন।

তাৎপর্য

এটা বোঝা গেল যে, সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ ও সাধুবর্গ "সাধু! সাধু" বলে চিৎকার করেছিলেন। কিন্তু নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণগণ, যেমন কংসের পুরোহিতবর্গ গম্ভীরভাবে শোকার্ত ছিল।

শ্লোক ৩১

হতেষু মল্লবর্যেষু বিদ্রুতেষু চ ভোজরাট্ ।
ন্যবারয়ৎ স্বতূর্যাণি বাক্যং চেদমুবাচ হ ॥ ৩১ ॥

হতেষু—হত হয়েছে; **মল্লবর্যেষু**—শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধারা; **বিদ্রুতেষু**—পলায়ন করেছে; **চ**—এবং; **ভোজ-রাট্**—ভোজরাজ, কংস; **ন্যবারয়ৎ**—বন্ধ করে; **স্ব**—তার নিজ; **তূর্যাণি**—বাদ্যযন্ত্র; **বাক্যম্**—বাক্য; **চ**—এবং; **ইদম্**—এই সকল; **উবাচ হ**—বলল।

অনুবাদ

ভোজরাজ তার সকল শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধারা হত অথবা পলাতক হয়েছে দর্শন করে, তার আনন্দের জন্য বাদ্যরত সঙ্গিতাদি বন্ধ করার নির্দেশ প্রদান করে এই কথাগুলি বলতে লাগল।

শ্লোক ৩২

নিঃসারয়ত দুর্বৃত্তৌ বসুদেবাত্মজৌ পুরাৎ ।
ধনং হরত গোপানাং নন্দং বধ্নীত দুর্মতিম্ ॥ ৩২ ॥

নিঃসারয়ত—বহিষ্কার কর; **দুর্বৃত্তৌ**—দুর্বৃত্ত; **বসুদেব-আত্মজৌ**—বসুদেবের দুই পুত্রকে; **পুরাৎ**—নগরী থেকে; **ধনম্**—ধন; **হরত**—অপহরণ কর; **গোপানাম্**—গোপগণের; **নন্দম্**—নন্দ মহারাজকে; **বধ্নীত**—বন্ধন কর; **দুর্মতিম্**—দুর্মতি।

অনুবাদ

[কংস বলল—] বসুদেবের দুই দুর্বৃত্ত পুত্রকে নগরী থেকে বহিষ্কার কর। গোপগণের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কর এবং দুর্মতি নন্দকে গ্রেফতার কর।

শ্লোক ৩৩

বসুদেবস্তু দুর্মেধা হন্যতামাশ্বসত্তমঃ ।
উগ্রসেনঃ পিতা চাপি সানুগঃ পরপক্ষগঃ ॥ ৩৩ ॥

বসুদেবঃ—বসুদেব; **তু**—অধিকন্তু; **দুর্মেধা**—দুর্বুদ্ধি; **হন্যতাম্**—হত্যা কর; **আশু**—এখনই; **অসৎ-তমঃ**—দুর্জন প্রবর; **উগ্রসেনঃ**—উগ্রসেন; **পিতা**—আমার পিতা; **চ অপি**—ও; **স**—সহ; **অনুগঃ**—তার অনুগামী; **পর**—শত্রুর; **পক্ষগঃ**—পক্ষাবলম্বী।

অনুবাদ

ঐ দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন দুর্জন বসুদেবকে হত্যা কর। আর শত্রুর পক্ষাবলম্বী আমার পিতা উগ্রসেনকেও তার অনুগামীসহ হত্যা কর।

শ্লোক ৩৪

এবং বিকত্থমানে বৈ কংসে প্রকুপিতোঽব্যয়ঃ ।
লঘিম্নোৎপত্য তরসা মঞ্চম্ উত্তুঙ্গমারুহৎ ॥ ৩৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিকত্থমানে**—শ্লাঘা প্রকাশ করতে থাকলে; **বৈ**—বস্তুত; **কংসে**—কংস; **প্রকুপিতঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন; **অব্যয়**—ভগবান অচ্যুত; **লঘিম্না**—সহজেই; **উৎপত্য**—লাফ দিয়ে; **তরসা**—দ্রুত; **মঞ্চম্**—রাজযজ্ঞ; **উত্তুঙ্গম্**—উচ্চ; **আরুহৎ**—আরোহণ করলেন।

অনুবাদ

কংস এইভাবে শ্লাঘা প্রকাশ করতে থাকলে অচ্যুত ভগবান কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রুত এবং সহজেই উচ্চ রাজমঞ্চোপরে লাফ দিয়ে আরোহণ করলেন।

শ্লোক ৩৫

তমাবিশন্তমালোক্য মৃত্যুমাত্মন আসনাৎ ।
মনস্বী সহসোত্থায় জগৃহে সোঽসিচর্মণী ॥ ৩৫ ॥

তম্—তাঁকে, কৃষ্ণকে; **অবিশন্তম্**—প্রবেশ করতে (তার ব্যক্তিগত বসার জায়গায়); **আলোক্য**—দেখে; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **আত্মনঃ**—তার নিজ; **আসনাৎ**—তার আসন থেকে; **মনস্বী**—বুদ্ধিমান; **সহসা**—তৎক্ষণাৎ; **উত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **জগৃহে**—গ্রহণ করল; **সঃ**—সে; **অসি**—তার তরবারি; **চর্মণী**—এবং তার ঢাল।

অনুবাদ

মূর্তিমান মৃত্যুরূপে শ্রীকৃষ্ণকে আগমন করতে দেখে, বুদ্ধিমান কংস তার আসন থেকে উঠে তার তরবারি ও ঢাল গ্রহণ করল।

শ্লোক ৩৬

তং খড়্গপাণিং বিচরন্তমাশু
শ্যেনং যথা দক্ষিণসব্যমম্বরে ।
সমগ্রহীদ্ দুর্বিষহোগ্রতেজা
যথোরগং তার্ক্ষ্যসুতঃ প্রসহ্য ॥ ৩৬ ॥

তম্—কংস; **খড়্গ**—তরবারি; **পাণিম্**—হস্তে; **বিচরন্তম্**—ভ্রমণ করতে লাগলেন; **আশু**—দ্রুত; **শ্যেনম্**—শ্যেন পক্ষী; **যথা**—ন্যায়; **দক্ষিণ-সব্যম্**—ডানে ও বাম দিকে; **অম্বরে**—আকাশে; **সমগ্রহীৎ**—ধারণ করলেন; **দুর্বিষ**—দুঃসহ; **উগ্র**—এবং উগ্র; **তেজাঃ**—তেজঃশালী; **যথা**—যেমন; **উরগম্**—সর্প; **তার্ক্ষ্য-সুতঃ**—তার্ক্ষ্য-পুত্র, গরুড়; **প্রসহ্য**—বলপূর্বক।

অনুবাদ

তরবারি হাতে কংস আকাশে উড়ন্ত শ্যেন পক্ষীর ন্যায় দ্রুত একদিক থেকে অন্যদিকে ভ্রমণ করতে থাকলে দুঃসহ উগ্র তেজঃশালী ভগবান কৃষ্ণ তার্ক্ষ্যপুত্র (গরুড়) যেভাবে সর্পকে ধারণ করে সেইভাবে বলপূর্বক সেই অসুরকে ধারণ করলেন।

শ্লোক ৩৭

প্রগৃহ্য কেশেষু চলৎকিরীটং
নিপাত্য রঙ্গোপরি তুঙ্গমঞ্চাৎ ।
তস্যোপরিষ্টাৎ স্বয়মব্জনাভঃ
পপাত বিশ্বাশ্রয় আত্মতন্ত্রঃ ॥ ৩৭ ॥

প্রগৃহ্য—আকর্ষণ করে; **কেশেষু**—তার কেশ; **চলৎ**—স্খলিত; **কিরীটম্**—মুকুট; **নিপাত্য**—নিপাতিত করলেন; **রঙ্গ-উপরি**—মল্লক্রীড়ার মঞ্চের উপরে; **তুঙ্গ**—উচ্চ; **মঞ্চাৎ**—মঞ্চ হতে; **তস্য**—তার; **উপরিষ্টাৎ**—তার উপরে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **অব্জ-নাভঃ**—ভগবান পদ্মনাভ; **পপাত**—নিক্ষেপ করলেন; **বিশ্ব**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **আশ্রয়ঃ**—ধারক; **আত্ম-তন্ত্রঃ**—স্বতন্ত্র পুরুষ।

অনুবাদ

তার মুকুট ফেলে দিয়ে কেশ আকর্ষণ করে ভগবান পদ্মনাভ তাকে উচ্চ মঞ্চ থেকে মল্লক্রীড়া মঞ্চে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর স্বতন্ত্রপুরুষ, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ধারক স্বয়ং তার উপরে পতিত হলেন।

তাৎপর্য

লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ কংসের মৃত্যুকে এইভাবে বর্ণনা করছেন—"অচিরেই শ্রীকৃষ্ণ দুদিকে পা রেখে কংসের বুকের ওপর চেপে বসে তাকে বার বার ঘুসি মারতে লাগলেন। শুধু তাঁর কয়েকটি ঘুসিতেই কংস প্রাণ ত্যাগ করল।"

শ্লোক ৩৮

তং সম্পরেতং বিচকর্ষ ভূমৌ
হরির্যথেভং জগতো বিপশ্যতঃ ।
হা হেতিশব্দঃ সুমহাংস্তদাভূদ্
উদীরিতঃ সর্বজনৈর্নরেন্দ্র ॥ ৩৮ ॥

তম্—তাকে; **সম্পরেতম্**—মৃত; **বিচকর্ষ**—আকর্ষণ করলেন; **ভূমৌ**—ভূতলে; **হরিঃ**—সিংহ; **যথা**—যেমন; **ইভম্**—এক হস্তীকে; **জগতঃ**—সকল মানুষ; **বিপশ্যতঃ**—দর্শনকারী; **হা হা ইতি**—'হা, হা'; **শব্দঃ**—রব; **সু-মহান্**—উচ্চৈঃস্বরে; **তদা**—তখন; **অভূৎ**—উত্থিত হল; **উদীরিতঃ**—উচ্চারিত; **সর্ব-জনৈঃ**—সকল মানুষের দ্বারা; **নর-ইন্দ্র**—হে নরেন্দ্র (রাজা পরীক্ষিৎ)।

অনুবাদ

যেভাবে এক সিংহ মৃত-হস্তীকে আকর্ষণ করে, উপস্থিত প্রত্যেক দর্শকের সমক্ষে ভগবানও কংসের মৃতদেহকে সেইভাবে ভূতলে আকর্ষণ করলেন। হে রাজন, মল্লস্থলের সকল মানুষেরা তখন তুমুল উচ্চৈঃস্বরে হা হা রব করে উঠল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করছেন যে, দর্শকদের মধ্যে অনেক মানুষই মনে করেছিল—কংস কেবলমাত্র উচ্চ মঞ্চ হতে নিক্ষেপিত হয়ে অচেতন হয়ে পড়েছে! তাই ভগবান কৃষ্ণ তার মৃতদেহটিকে আকর্ষণ করলেন যাতে প্রত্যেকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, খল কংস প্রকৃতপক্ষে মৃত। হা হা চিৎকার এখানে তাই রাজার সহসা মৃত্যুর বিষয়ে জনসাধারণের বিস্ময় নির্দেশ করছে।

দর্শকদের বিস্ময় বোধটি *বিষ্ণু পুরাণেও* উল্লেখ করা হয়েছে—

ততো হাহাকৃতং সর্বমাসীত্তদ্রঙ্গমণ্ডলম্ ।
অবজ্ঞয়া হতং দৃষ্টা কৃষ্ণেন মথুরেশ্বরম্ ॥

"যখন লোকে দেখল যে, কৃষ্ণ দ্বারা মথুরার ঈশ্বর অবজ্ঞাভরে হত হয়েছে, তখন সমগ্র মল্লস্থল বিস্ময়ান্বিভূত চিৎকারে পূর্ণ হল।"

শ্লোক ৩৯

স নিত্যদোদ্বিগ্নধিয়া তমীশ্বরং
পিবন্নদন্ বা বিচরন্ স্বপন্ শ্বসন্ ।
দদর্শ চক্রায়ুধমগ্রতো যতস্
তদেব রূপং দুরবাপমাপ ॥ ৩৯ ॥

সঃ—সে, কংস; **নিত্যদা**—অবিরত; **উদ্বিগ্ন**—উদ্বিগ্ন; **ধিয়া**—চিত্তে; **তম্**—তাঁকে; **ঈশ্বরম্**—ভগবান; **পিবন্**—পান; **অদন্**—ভোজন, **বা**—বা; **বিচরন্**—ভ্রমণ; **স্বপন্**—স্বপ্ন; **শ্বসন্**—নিঃশ্বাস কালে; **দদর্শ**—দর্শন করতেন; **চক্র**—চক্র; **আয়ুধম্**—তাঁর হাতে; **অগ্রতঃ**—নিজ সম্মুখে; **যতঃ**—যেহেতু; **তৎ**—সেই; **এব**—একই; **রূপম্**—ব্যক্তিগত রূপ; **দুরবাপম্**—দুর্লভ; **আপ**—সে লাভ করল।

অনুবাদ

ভগবান তাকে বধ করবেন এই ভাবনায় কংস সর্বদা বিব্রত থাকত। তাই পান, ভোজন, ভ্রমণ, স্বপ্ন বা কেবলমাত্র শ্বাসগ্রহণ সময়েও রাজা নিয়ত চক্রধারী ভগবানকে তার সম্মুখে দর্শন করত। আর এইভাবে কংস ভগবানের রূপবৎ রূপ লাভের দুর্লভ আশীর্বাদ অর্জন করেছিল।

তাৎপর্য

যদিও ভয়বশত কংস অবিরত ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকত কিন্তু তা তার সকল অপরাধের মূলোৎপাটন করেছিল এবং তার ফলেই দানব ভগবানের হাতে মৃত্যুবরণ করে মুক্তি লাভ করেছিল।

শ্লোক ৪০

তস্যানুজা ভ্রাতরোঽষ্টৌ কঙ্কন্যগ্রোধকাদয়ঃ ।
অভ্যধাবন্নতিক্রুদ্ধা ভ্রাতুর্নির্বেশকারিণঃ ॥ ৪০ ॥

তস্য—তার, কংসের; **অনুজাঃ**—কনিষ্ঠ; **ভ্রাতরঃ**—ভ্রাতাগণ; **অষ্টৌ**—অষ্ট; **কঙ্ক-ন্যগ্রোধক-আদয়ঃ**—কঙ্ক, ন্যগ্রোধক প্রভৃতি; **অভ্যধাবন্**—আক্রমণ করার জন্য ধাবিত হল; **অতি-ক্রুদ্ধাঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **ভ্রাতুঃ**—তাদের ভ্রাতার; **নির্বেশ**—ঋণ পরিশোধ; **কারিণঃ**—করতে।

অনুবাদ

কঙ্ক ও ন্যগ্রোধকের নেতৃত্বে কংসের আট কনিষ্ঠ ভ্রাতা তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ভগবানদ্বয়কে আক্রমণ করল।

শ্লোক ৪১

তথাতিরভসাংস্তাংস্তু সংযত্তান্ রোহিণীসুতঃ ।
অহন্ পরিঘমুদ্যম্য পশূনিব মৃগাধিপঃ ॥ ৪১ ॥

তথা—এইভাবে; **অতি-রভসান্**—অতিবেগে; **তান্**—তারা; **তু**—এবং; **সংযত্তান্**—আঘাতোদ্যত; **রোহিণী-সুতঃ**—শ্রীবলরাম; **অহন্**—বধ করলেন; **পরিঘম্**—তাঁর গদা; **উদ্যম্য**—ব্যবহার দ্বারা; **পশূন্**—পশুরা; **ইব**—যেমন; **মৃগ-অধিপঃ**—পশুরাজ, সিংহ।

অনুবাদ

ভগবানদ্বয়ের প্রতি অতিবেগে সমাগত, আঘাতোদ্যত, তাদের, রোহিণীনন্দন তাঁর গদা দ্বারা, ঠিক যেমন কোন সিংহ সহজেই অন্যান্য প্রাণীকে হত্যা করে, সেইভাবে বধ করলেন।

শ্লোক ৪২

নেদুর্দুন্দুভয়ো ব্যোম্নি ব্রহ্মেশাদ্যা বিভূতয়ঃ ।
পুষ্পৈঃ কিরন্তস্তং প্রীতাঃ শশংসুর্ননৃতুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪২ ॥

নেদুঃ—ধ্বনিত হল; **দুন্দুভয়ঃ**—দুন্দুভি; **ব্যোম্নি**—আকাশে; **ব্রহ্ম-ঈশ-আদ্যাঃ**—ব্রহ্মা, শিব ও অন্যান্য দেবতারা; **বিভূতয়ঃ**—তাঁর অংশপ্রকাশ; **পুষ্পৈঃ**—পুষ্প; **কিরন্তঃ**—বর্ষণ করতে করতে; **তম্**—তাঁর উপরে; **প্রীতাঃ**—আনন্দে; **শশংসুঃ**—তারা তাঁর স্তুতি কীর্তন করছিলেন; **ননৃতুঃ**—নৃত্য করছিল; **স্ত্রিয়ঃ**—তাঁদের পত্নীগণ।

অনুবাদ

তখন আকাশে দুন্দুভি ধ্বনিত হল, ভগবানের অংশপ্রকাশ ব্রহ্মা, শিব ও অন্যান্য দেবতাগণ আনন্দে তাঁর উপর পুষ্প বর্ষণ করতে করতে তাঁর স্তুতি কীর্তন করছিলেন এবং তাঁদের পত্নীগণ নৃত্য করছিলেন।

শ্লোক ৪৩

তেষাং স্ত্রিয়ো মহারাজ সুহৃন্মরণদুঃখিতাঃ ।
তত্রাভীয়ুর্বিনিঘ্নন্ত্যঃ শীর্ষাণ্যশ্রুবিলোচনাঃ ॥ ৪৩ ॥

তেষাম্—তাদের (কংস ও তার ভ্রাতাদের); **স্ত্রীয়ঃ**—পত্নীগণ; **মহারাজ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **সুহৃৎ**—তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী (তাদের স্বামী); **মরণ**—মৃত্যুর জন্য; **দুঃখিতাঃ**—দুঃখিতা; **তত্র**—সেই স্থানে; **অভীয়ুঃ**—আগমন করল; **বিনিঘ্নন্ত্যঃ**—আঘাত করতে করতে; **শীর্ষাণি**—তাদের মস্তকে; **অশ্রু**—অশ্রুযুক্ত; **বিলোচনাঃ**—তাদের নয়নে।

অনুবাদ

হে রাজন, তখন কংস ও তার ভ্রাতৃবর্গের পত্নীগণ তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী স্বামীদের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাদের মস্তকে আঘাত করতে করতে সেখানে আগমন করল।

শ্লোক ৪৪

শয়ানান্ বীরশয়ায়াং পতীনালিঙ্গ্য শোচতীঃ ।
বিলেপুঃ সুস্বরং নার্যো বিসৃজন্ত্যো মুহুঃ শুচঃ ॥ ৪৪ ॥

শয়ানান্—শায়িত; **বীর**—বীরের; **শয্যায়াম্**—শয্যায় (ভূমিতে); **পতীন্**—তাদের পতিগণ; **আলিঙ্গ্য**—আলিঙ্গন করতে করতে; **শোচতীঃ**—দুঃখিত; **বিলেপুঃ**—বিলাপ

করতে লাগল; **সুস্বরম্**—উচ্চৈঃস্বরে; **নার্যো**—স্ত্রীগণ; **বিসৃজন্ত্যঃ**—বিসর্জন সহকারে; **মুহুঃ**—অনবরত; **শুচঃ**—অশ্রু।

অনুবাদ

বীরের অন্তিম শয্যায় শায়িত তাদের স্বামীদের আলিঙ্গন করে স্ত্রীগণ অনবরত অশ্রু বিসর্জন সহকারে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতে লাগল।

শ্লোক ৪৫

হা নাথ প্রিয় ধর্মজ্ঞ করুণানাথবৎসল ।
ত্বয়া হতেন নিহতা বয়ং তে সগৃহপ্রজাঃ ॥ ৪৫ ॥

হা—হায়; **নাথ**—নাথ; **প্রিয়**—প্রিয়; **ধর্মজ্ঞ**—ধর্মজ্ঞ; **করুণ**—হে দয়াময়; **অনাথ**—যার কোন রক্ষাকর্তা নেই; **বৎসল**—স্নেহশীল; **ত্বয়া**—তোমার; **হতেন**—বধ হওয়ায়; **নিহতাঃ**—বধ হলাম; **বয়ম্**—আমরা; **তে**—তোমার; **স**—সঙ্গে একত্রে; **গৃহ**—গৃহ; **প্রজাঃ**—সন্তান।

অনুবাদ

[স্ত্রীগণ ক্রন্দন করছিল—] হায়, হে প্রভু, হে প্রিয়, হে ধর্মজ্ঞ, হে করুণানাথ, তুমি নিহত হওয়ায়, আমরাও গৃহ ও সন্তানাদি সহ একত্রে নিহত হলাম।

শ্লোক ৪৬

ত্বয়া বিরহিতা পত্যা পুরীয়ং পুরুষর্ষভ ।
ন শোভতে বয়মিব নিবৃত্তোৎসবমঙ্গলা ॥ ৪৬ ॥

ত্বয়া—তোমার; **বিরহিতা**—বিরহে; **পত্যা**—পতি; **পুরী**—নগরী; **ইয়ম্**—এই; **পুরুষ**—পুরুষ; **ঋষভ**—হে পরম বীর; **ন শোভতে**—শোভা পাচ্ছে না; **বয়ম্**—আমাদের; **ইব**—মতো; **নিবৃত্তঃ**—রহিত; **উৎসব**—উৎসব; **মঙ্গলা**—এবং মঙ্গলাদি।

অনুবাদ

হে পুরুষপ্রবর, আমাদের মতো এই নগরীও তার পতির বিরহে উৎসব-মঙ্গল-শূন্যরূপে শোভাহীন হয়েছে।

শ্লোক ৪৭

অনাগসাং ত্বং ভূতানাং কৃতবান্ দ্রোহমুল্বণম্ ।
তেনেমাং ভো দশাংনীতো ভূতধ্রুক্ কো লভেত শম্ ॥ ৪৭ ॥

অনাগসাম্—নিরপরাধ; **ত্বম্**—তুমি; ভূতানাম্—প্রাণীদের উপর; **কৃতবান্**—করেছ; **দ্রোহম্**—অত্যাচার; **উল্বণম্**—ভয়ঙ্কর; **তেন**—তাই; **ইমম্**—এই; **ভো**—হে প্রিয়; **দশাম্**—দশা; **নীতঃ**—আনীত হয়েছে; **ভূত**—জীবের; **ধ্রুক্**—অনিষ্ট করে; **কঃ**—কে; **লভেত**—প্রাপ্ত হতে পারে; **শম্**—সুখ।

অনুবাদ

হে প্রিয়, তুমি নিরপরাধ প্রাণীদের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার করেছ বলেই আজ তোমার এই দশা হল। অপরের অনিষ্টকারীর কিভাবে সুখ লাভ হতে পারে?

তাৎপর্য

তাদের শোকার্ত আবেগ প্রকাশ করার পর নারীগণ এখন বাস্তব-জ্ঞান-সম্মত কথা বলছে। তারা প্রকৃত দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাসমূহ দর্শন করছিল, কারণ সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ ও কৃষ্ণ সঙ্গ প্রভাবে তাদের হৃদয় শুদ্ধ হয়েছিল।

শ্লোক ৪৮

সর্বেষামিহ ভূতানামেষ হি প্রভবাপ্যয়ঃ ।
গোপ্তা চ তদবধ্যায়ী ন ক্বচিৎ সুখমেধতে ॥ ৪৮ ॥

সর্বেষাম্—সকল; **ইহ**—এই জগতের; **ভূতানাম্**—জীবের; **এষঃ**—ইনিই (শ্রীকৃষ্ণ); **হি**—নিশ্চিতরূপে; **প্রভব**—উৎপত্তি; **অপ্যয়ঃ**—ও লয়; **গোপ্তা**—পালক; **চ**—এবং; **তৎ**—তাঁর; **অবধ্যায়ী**—অবজ্ঞাকারী; **ন ক্বচিৎ**—কখনও না; **সুখম্**—সুখে; **এধতে**—শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণই এই জগতের সকল জীবের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ এবং তিনিই সকলের পালক। যে তাঁকে অবজ্ঞা করে, সে কখনই মঙ্গল লাভ করতে পারে না।

শ্লোক ৪৯

শ্রীশুক উবাচ

রাজযোষিত আশ্বাস্য ভগবাল্ লোকভাবনঃ ।
যামাহুর্লৌকিকীং সংস্থাং হতানাং সমকারয়ৎ ॥ ৪৯ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **রাজ**—রাজার (এবং তার ভ্রাতাদের); **যোষিতঃ**—পত্নীদের; **আশ্বাস্য**—সান্ত্বনা প্রদান করে; **ভগবান্**—ভগবান; **লোক**—নিখিল জগতের; **ভাবনঃ**—পালক; **যাম্**—যাকে; **আহুঃ**—শাস্ত্রোক্ত; **লৌকিকীম্ সংস্থাম্**—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া; **হতানাম্**—মৃতব্যক্তিগণের; **সমকারয়ৎ**—তিনি সম্পাদনের আয়োজন করালেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—রাজপত্নীগণকে সান্ত্বনা প্রদান করে নিখিল লোকপালক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রোক্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের আয়োজন করালেন।

শ্লোক ৫০

মাতরং পিতরং চৈব মোচয়িত্বাথ বন্ধনাৎ ।
কৃষ্ণরামৌ ববন্দাতে শিরসা স্পৃশ্য পাদয়োঃ ॥ ৫০ ॥

মাতরম্—তাঁদের মাতা; **পিতরম্**—পিতা; **চ**—এবং; **এব**—ও; **মোচয়িত্বা**—মুক্ত করলেন; **অথ**—অতঃপর; **বন্ধনাৎ**—বন্ধন হতে; **কৃষ্ণ-রামৌ**—কৃষ্ণ ও বলরাম; **ববন্দাতে**—প্রণাম নিবেদন করলেন; **শিরসা**—তাঁদের মস্তক দ্বারা; **স্পৃশ্য**—স্পর্শ করে; **পদয়োঃ**—তাঁদের পাদদ্বয়।

অনুবাদ

অতঃপর কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের মাতা ও পিতাকে বন্ধনমুক্ত করে তাঁদের চরণে মস্তক স্পর্শ করে প্রণাম নিবেদন করলেন।

শ্লোক ৫১

দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ ।
কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ ॥ ৫১ ॥

দেবকী—দেবকী; **বসুদেবঃ**—বসুদেব; **চ**—এবং; **বিজ্ঞায়**—হৃদয়ঙ্গম করে; **জগদীশ্বরৌ**—জগতের দুই ঈশ্বর; **কৃতসংবন্দনৌ**—প্রণতি নিবেদনকারী; **পুত্রৌ**—দুই পুত্র কৃষ্ণ ও বলরামকে; **সস্বজাতে**—আলিঙ্গন; **ন**—না; **শঙ্কিতৌ**—শঙ্কিত হওয়ায়।

অনুবাদ

তাঁদের প্রণতি নিবেদনকারী দুই পুত্র কৃষ্ণ ও বলরামকে এখন জগদীশ্বর রূপে অবগত হয়ে দেবকী ও বসুদেব করজোড়ে দণ্ডায়মান রইলেন। শঙ্কিত হয়ে আলিঙ্গন করতে পারলেন না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'কংস বধ' নামক চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত

দশম স্কন্ধ

"আশ্রয়"

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল

অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

কর্তৃক

মূল সংস্কৃত শ্লোক, শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিশদ তাৎপর্য-সহ

ইংরেজি ŚRĪMAD BHĀGAVATAM গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

অনুবাদক ঃ শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, বোম্বাই, নিউ ইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, লন্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গুরুপুত্রকে উদ্ধার করলেন

ভগবান কৃষ্ণ কিভাবে দেবকী, বসুদেব ও নন্দ মহারাজকে সান্ত্বনা দান করলেন ও উগ্রসেনকে রাজা-রূপে অভিষিক্ত করলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে। কিভাবে কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের শিক্ষা সমাপ্ত করলেন ও তাঁদের গুরুপুত্রকে উদ্ধার করে গৃহে প্রত্যাগমন করলেন, এই অধ্যায়ে সেই কথাও বর্ণিত হয়েছে।

বসুদেব ও দেবকী ভগবানরূপে তাঁর প্রকৃত মর্যাদা হৃদয়ঙ্গম করেছেন লক্ষ্য করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যোগমায়াকে বিস্তার করলেন যাতে তাঁরা আবার তাঁদের প্রিয় সন্তানরূপে তাঁকে মনে করেন। তারপর বলরামকে নিয়ে কৃষ্ণ তাঁদের কাছে গিয়ে পিতা-মাতা ও সন্তানের একত্রে অবস্থানের পারস্পরিক সুখানুভূতি থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য তিনি যে কতখানি দুঃখিত ছিলেন, তা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, "যাঁদের কাছ হতে পুত্র তার দেহটি লাভ করে, শত বৎসরের জীবন ব্যাপী সেবার দ্বারাও কোন পুত্র পিতা-মাতার সেই ঋণ পরিশোধ করতে পারে না। যে সমর্থ পুত্র পিতা-মাতার জীবিকা প্রদান করতে ব্যর্থ হয়, সে পরলোকে স্ব-মাংস ভক্ষণ করে থাকে। বাস্তবিকই, কোনও ব্যক্তি তার রক্ষণাধীন বৃদ্ধ পিতা-মাতা, স্ত্রী, সন্তান, ব্রাহ্মণ, গুরুদেব প্রভৃতির ভরণ পোষণ না করলে সে জীবন্মৃত মাত্র। কংসের ভয়ে আমরা আপনাদের সেবা করতে পারিনি, দয়া করে আমাদের ক্ষমা করুন।" বসুদেব ও দেবকী শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করে মোহিত হলেন এবং তাঁদের দুই পুত্রকে আলিঙ্গন করে আনন্দাশ্রু মোচন করতে লাগলেন।

এইভাবে তাঁর মাতা-পিতাকে সন্তুষ্ট করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মাতামহ উগ্রসেনকে কংসের রাজত্ব প্রদান করলেন ও কংসের ভয়ে তাঁর পরিবারের যে সকল সদস্য পালিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের গৃহে ফিরিয়ে আনার আয়োজন করলেন। কৃষ্ণ ও বলরামের বাহুবলে সুরক্ষিত হয়ে যাদবেরা পরমানন্দে কাল যাপন করতে লাগলেন।

কৃষ্ণ ও বলরাম এরপর নন্দ মহারাজের কাছে গিয়ে তাঁরা অন্যের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও, তাঁদের অতি স্নেহভরে পালন করার জন্য তাঁর স্তুতি করলেন। কৃষ্ণ নন্দকে বললেন, "হে পিতা, কৃপা করে ব্রজে ফিরে যান। আমরা জানি আমাদের সাথে বিচ্ছেদে আপনারা এবং আমাদের অন্যান্য আত্মীয়স্বজনেরা কত কষ্ট পাচ্ছেন, তাই যত শীঘ্র সম্ভব মথুরায় আপনার আত্মীয়-বন্ধুদের সন্তুষ্ট করে আমি এবং বলরাম আপনাদের দর্শন করতে আসব।" তারপর বিভিন্ন উপহার নিবেদন করে কৃষ্ণ নন্দের বন্দনা করলেন এবং নন্দও তাঁর পুত্রদের প্রতি স্নেহে বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

অশ্রুপূর্ণ নয়নে কৃষ্ণ ও বলরামকে আলিঙ্গন করে তিনি গোপগণকে নিয়ে ব্রজের উদ্দেশে গমন করলেন।

এরপর বসুদেব পুরোহিতদের এনে তাঁর পুত্রদের উপনয়ন সংস্কার বা দ্বিজত্ব প্রদান করলেন। তারপর কৃষ্ণ ও বলরাম গর্গমুনির কাছে গিয়ে ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করলেন। অতঃপর, সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণ ও বলরাম গুরুকুলে বাস করবার ইচ্ছায় অবন্তীপুরে সান্দীপনি মুনির কাছে গমন করলেন।

গুরুদেবকে ভক্তি করার যথার্থ শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে, কৃষ্ণ ও বলরাম স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান হওয়া সত্ত্বেও, তাঁরা পরমভক্তির সঙ্গে তাঁদের গুরুদেবের সেবা করতেন। তাঁদের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে সান্দীপনি মুনি তাঁদের ষড়ঙ্গ ও উপনিষদসমূহ সহ সমগ্র বেদের বিস্তৃত জ্ঞান প্রদান করলেন। প্রতিটি বিষয়ের ব্যাখ্যা একবার মাত্র শ্রবণ করেই কৃষ্ণ ও বলরাম তা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতেন আর এইভাবে চৌষট্টি দিনে তাঁরা চৌষট্টি কলা-বিদ্যা শিক্ষা করলেন।

গুরুকুল ত্যাগ করার পূর্বে তাঁরা গুরুদেব সান্দীপনি মুনিকে তাঁর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী যে কোন কিছু দক্ষিণা প্রদানের ইচ্ছা নিবেদন করলেন। বিজ্ঞ সান্দীপনি মুনি তাঁদের অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শন করে প্রভাস মহাসমুদ্রে মৃত তাঁর পুত্রকে ফিরিয়ে আনার অনুরোধ জানালেন।

কৃষ্ণ ও বলরাম একটি রথে আরোহণ করে প্রভাসে গিয়ে সমুদ্র-তীরে তাঁরা সমুদ্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাকে অর্চনা করলেন। কৃষ্ণ তাঁর গুরু পুত্রকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সমুদ্রকে বললেন এবং সমুদ্রের অধিপতি জানালেন, সাগরে বাসকারী পাঞ্চজন্য নামে এক দানব সেই বালককে হরণ করে নিয়ে গেছে। সেই কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রে প্রবেশ করলেন ও সেই দানবকে হত্যা করে তার অঙ্গজাত শঙ্খ গ্রহণ করলেন। কিন্তু গুরুপুত্রকে তার উদরের মধ্যে না পেয়ে কৃষ্ণ মৃত্যুপুরী যমালয়ে গেলেন। যমরাজ কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি শুনতে পেয়ে এগিয়ে এসে শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করলেন। ভগবান কৃষ্ণ যমরাজকে সান্দীপনি মুনির পুত্রকে ফিরিয়ে দিতে আদেশ করলেন এবং যমরাজ তৎক্ষণাৎ ভগবানদ্বয়কে সেই পুত্র প্রত্যর্পণ করলেন।

কৃষ্ণ ও বলরাম তারপর তাঁদের গুরুদেবের কাছে ফিরে এসে তাঁর পুত্রকে প্রদান করলেন ও তাঁকে আরও একটি অভিলাষের আনুকূল্য জানাতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু সান্দীপনি মুনি উত্তর করলেন যে, তাঁদের মতো শিষ্য লাভ করে তাঁর সকল আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হয়েছে এবং তিনি তাঁদের স্ব-গৃহে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন।

কৃষ্ণ ও বলরাম রথে আরোহণ করে তাঁদের গৃহে গমন করলে, তাঁদের আগমনে সমস্ত নগরবাসী হারানো সম্পদ ফিরে পাওয়ার মতো তাঁদের দর্শন করে অসীম আনন্দে অভিভূত হলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

পিতরাবুপলব্ধার্থৌ বিদিত্বা পুরুষোত্তমঃ ।
মা ভূদিতি নিজাং মায়াং ততান জনমোহিনীম্ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **পিতরৌ**—তাঁর পিতা-মাতা; **উপলব্ধ**—হৃদয়ঙ্গম করে; **অর্থৌ**—অর্থ (তাঁর ভগবান রূপ ঐশ্বর্যময় মর্যাদা); **বিদিত্বা**—জ্ঞাত হয়ে; **পুরুষ-উত্তমঃ**—পরম পুরুষোত্তম ভগবান; **মা ভূৎ ইতি**—"এরূপ হওয়া উচিত নয়"; **নিজাম্**—তাঁর নিজের; **মায়াম্**—মায়া শক্তি; **ততান**—তিনি বিস্তার করলেন; **জন**—তাঁর ভক্তবৃন্দকে; **মোহিনীম্**—মোহিত করে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—তাঁর চিন্ময় ঐশ্বর্য সম্বন্ধে তাঁর পিতা-মাতা সচেতন হয়েছেন হৃদয়ঙ্গম করে পরম পুরুষোত্তম ভগবান ভাবলেন, এটি হতে দেওয়া উচিত নয়। তাই তাঁর ভক্তদের মোহিত করে তাঁর যে যোগমায়া তিনি তাঁরই বিস্তার করলেন।

তাৎপর্য

বসুদেব ও দেবকী যদি কৃষ্ণকে সর্বশক্তিমান ভগবানরূপে দর্শন করতেন, তবে পুত্ররূপে তাঁর প্রতি তাঁদের গভীর ভালবাসা নষ্ট হয়ে যেত। ভগবান কৃষ্ণ এটি চাননি। বরং ভগবান তাঁদের মধ্যে পিতা ও সন্তানদের মতোই বাৎসল্যরসের পরমানন্দময় প্রেম উপভোগ করতে চেয়েছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ যেমন প্রায়ই উল্লেখ করতেন যে, সাধারণত আমরা যদিও ভগবানকে পরম পিতা রূপে মনে করে থাকি, তবু কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনের মধ্যে আমরা তাঁর প্রতি আমাদের প্রেম প্রগাঢ় করে তুলে ভগবানের লীলায় প্রবেশ করতে এবং তাঁর পিতা-মাতার ভূমিকায় অংশগ্রহণ করতে পারি।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করছেন যে, *জন* শব্দটি এখানে "ভক্তবৃন্দ" রূপে অনূদিত হতে পারে, যেমন এই শ্লোকে—*দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনা* (*ভাগবত* ৩/২৯/১৩)। তিনি আরও বর্ণনা করছেন যে, *জন* শব্দটি

'পিতা-মাতা' রূপেও অনূদিত হতে পারে, কারণ *জন* শব্দটি জন্ ক্রিয়া উদ্ভূত, যার ব্যাকরণগত নিজন্ত (নিচ্-প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়াবাচক) রূপের (জনয়তে) অর্থ 'উৎপন্ন করা বা জন্ম দেওয়া'। শব্দটির এই ভাব থেকেই (যেমন, *জননী* বা *জনকৌ*) *জনমোহিনী* কথাটি নির্দেশ করছে যে, ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা মায়া শক্তিকে বিস্তার করছিলেন যাতে বসুদেব বা দেবকী পুনরায় তাঁদের প্রিয় সন্তানরূপে তাঁকে ভালবাসেন।

শ্লোক ২

উবাচ পিতরাবেত্য সাগ্রজঃ সাত্বতর্ষভঃ ।
প্রশ্রয়াবনতঃ প্রীণন্নম্ব তাতেতি সাদরম্ ॥ ২ ॥

উবাচ—তিনি বললেন; **পিতরৌ**—তাঁর পিতা-মাতাকে; **এত্য**—তাঁদের কাছে গিয়ে; **স-অগ্রজঃ**—তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলরামের সঙ্গে একত্রে; **সাত্বত**—সাত্বত বংশের; **ঋষভঃ**—পরম বীর; **প্রশ্রয়**—বিনীতভাবে; **অবনতঃ**—অবনত হয়ে; **প্রীণন্**—প্রীতি সম্ভাষণ করে; **অম্ব তাত ইতি**—"হে মাতঃ, হে পিতঃ"; **স-আদরম্**—শ্রদ্ধার সঙ্গে।

অনুবাদ

সাত্বতশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে একত্রে তাঁর পিতা-মাতার কাছে গেলেন। বিনম্রভাবে মাথা নিচু করে তাঁদের 'হে মাতা', হে পিতা' বলে সশ্রদ্ধ সম্ভাষণের মাধ্যমে কৃষ্ণ বলতে লাগলেন।

শ্লোক ৩

নাস্মত্তো যুবয়োস্তাত নিত্যোৎকণ্ঠিতয়োরপি ।
বাল্যপৌগণ্ডকৈশোরাঃ পুত্রাভ্যামভবন্ ক্বচিৎ ॥ ৩ ॥

ন—না; **অস্মত্তঃ**—আমাদের জন্য; **যুবয়োঃ**—আপনারা দুজনে; **তাত**—হে পিতঃ; **নিত্য**—সর্বদা; **উৎকণ্ঠিতয়োঃ**—উদ্বিগ্ন থাকতেন; **অপি**—বস্তুত; **বাল্য**—বাল্যকালের (আনন্দ); **পৌগণ্ড**—অপরিণত; **কৈশোরাঃ**—এবং কৈশোর; **পুত্রাভ্যাম্**—আপনাদের দুই পুত্রের; **অভবন্**—উপভোগ করতে পারেননি; **ক্বচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

[ভগবান কৃষ্ণ বললেন—] হে পিতা, আপনি ও মাতা দেবকী সকল সময়েই আপনাদের দুই পুত্র, আমাদের জন্য উদ্বিগ্ন থাকতেন আর তাই কখনও আমাদের বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর উপভোগ করতে পারেননি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকটি এইভাবে আলোচনা করছেন—"কেউ হয়ত এই বিষয়ে আপত্তি করতে পারে যে, ভগবান কৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে কৈশোর অবস্থা (দশ থেকে পনের বছর বয়স) অতিক্রম করেননি, কারণ মথুরার রমণীগণ বলছেন, *ন নু কচাতিসুকুমারাঙ্গৌ কিশোরৌ নাপ্তযৌবনৌ* অর্থাৎ, কৃষ্ণ ও বলরাম অতীব সুকুমার অঙ্গ সমন্বিত কিশোর, তখনও যৌবন লাভ হননি" (*ভাগবত* ১০/৪৪/৮)। দেহ বৃদ্ধিলাভের বিভিন্ন স্তরের সংজ্ঞা এইভাবে প্রদান করা হয়ে থাকে—

কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি ।
কৈশোরমাপঞ্চদশাৎ যৌবনন্তু ততঃ পরম্ ॥

"পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত *কৌমার* স্তর, দশ বছর বয়স পর্যন্ত *পৌগণ্ড* এবং *কৈশোর* থাকে পনের বছর বয়স পর্যন্ত। এরপর থেকে যৌবন শুরু হয়।" এই বর্ণনা অনুযায়ী কৈশোর কাল পনের বছর বয়সে শেষ হয়। উদ্ধবের কথা অনুসারে কৃষ্ণ যখন কংসকে বধ করেছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র এগার বছর। উদ্ধব বলছেন—*একাদশসমাস্তত্র গূঢ়ার্চিঃ সবলোঽবসৎ*, অর্থাৎ 'আচ্ছাদিত অগ্নির মতো তিনি বলরামের সঙ্গে এগার বছর সেখানে বাস করেছিলেন' (*ভাগবত* ৩/২/২৬)। আর যেহেতু কৃষ্ণ ও বলরাম ব্রজভূমিতে ব্রাহ্মণ দীক্ষা গ্রহণ করেননি, তাই সেই সময়ে (মথুরা গমনের সময়ে) তাঁদের কৈশোর স্তর শেষ না হয়ে শুরুই হয়েছিল।

"তাঁর পিতা-মাতা তাঁর কৈশোর স্তর উপভোগ করতে পারেননি। বর্তমান শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তির প্রতি যে আপত্তি, সেটি বয়সের সাধারণ পরিমাপের ভিত্তিতে করা হয়েছে। তবুও নিচের উক্তিটি আমাদের বিবেচনা করা উচিত (*ভাগবত* ১০/৮/২৬ থেকে)—

কালেনাল্পেন রাজর্ষে রামঃ কৃষ্ণশ্চ গোব্রজে ।
অঘৃষ্টজানুভিঃ পদ্ভির বিচক্রমতুরঞ্জসা ॥

'হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, অল্প সময়ের মধ্যেই রাম ও কৃষ্ণ তাঁদের আপন শক্তিতে জানুগতি ছাড়া হামাগুড়ি না দিয়েই তাঁদের চরণতলের দ্বারাই অনায়াসে গোকুলে বিচরণ করতে শুরু করেছিলেন। কখনও আমরা দেখি, কোনও রাজপুত্র তার জীবনের পৌগণ্ড স্তরেই ব্যতিক্রমী শরীরী বিকাশ লাভ করে কৈশোরোচিত কার্যকলাপ প্রকাশ করছে। তা হলে যাঁর ব্যতিক্রমী বিকাশ লাভের প্রসঙ্গ *বৈষ্ণব-তোষণী, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, আনন্দ-বৃন্দাবন-চম্পূ* এবং অন্যান্য গ্রন্থে প্রতিপন্ন হয়েছে, সেই ভগবান কৃষ্ণ সম্বন্ধে আর কি কিছু বলার আছে?

শ্রীকৃষ্ণ মহাবনে যে তিন বছর চার মাস ছিলেন, তা ছিল কোনও সাধারণ শিশুর পক্ষে পাঁচ বছরের সমান এবং এইভাবেই সেই সময়ে তাঁর কৌমার স্তর তিনি সম্পূর্ণ করেন। তখন থেকে ছ'বছর আট মাস বয়স পর্যন্ত বৃন্দাবনে বাস করার সময়ে তিনি পৌগণ্ড স্তর অতিক্রম করেন। আর ছ'বছর আটমাস বয়স থেকে তাঁর দশ বছর বয়স পর্যন্ত যখন তিনি নন্দীশ্বরে [নন্দগ্রাম] বাস করতেন, তখন তিনি কৈশোর স্তর অতিবাহিত করেন। অতঃপর দশ বছর সাত মাস বয়সে চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর দিনে তিনি মথুরায় যান এবং চতুর্দশীর দিনে তিনি কংস বধ করেন। এইভাবে তাঁর দশ বছর বয়সে তিনি কৈশোর কাল সম্পূর্ণ করেন এবং ঐ বয়সের পর্যায়টির মাঝেই তিনি নিত্য কালের মতো স্থিত হয়ে রইলেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, আমাদের বোঝা উচিত যে, এই সময় থেকেই ভগবান চির-কিশোর হয়েই থাকলেন।"

এইভাবে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের দুর্বোধ্যতা বিশ্লেষণ করেন।

শ্লোক ৪

ন লব্ধো দৈবহতয়োর্বাসো নৌ ভবদন্তিকে ।
যাং বালাঃ পিতৃগেহস্থা বিন্দন্তে লালিতা মুদম্ ॥ ৪ ॥

ন—হই নাই; **লব্ধঃ**—প্রাপ্ত; **দৈব**—ভাগ্যদ্বারা; **হতয়োঃ**—বঞ্চিত হয়ে; **বাসঃ**—বাস করা; **নৌ**—আমাদের দ্বারা; **ভবৎ-অন্তিকে**—আপনার নিকটে; **যাম্**—যা; **বালাঃ**—বালকগণ; **পিতৃ**—তাদের পিতা-মাতার; **গেহ**—গৃহে; **স্থাঃ**—অবস্থান করে; **বিন্দন্তে**—প্রাপ্ত হয়; **লালিতাঃ**—আদর; **মুদম্**—সুখ।

অনুবাদ

অধিকাংশ শিশু তাদের পিতা-মাতার গৃহে যা উপভোগ করে, দৈব বিড়ম্বনার ফলে আমরা আপনার সঙ্গে বাস করতে না পেরে সেই আদর ও সুখ উপভোগ করতে পারিনি।

তাৎপর্য

এখানে শ্রীকৃষ্ণ নির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করছেন যে, তাঁর এবং বলরামের বিরহে তাঁর পিতা-মাতাই যে কেবলমাত্র দুঃখ অনুভব করেছিলেন তা নয়, দুই-বালক কৃষ্ণ ও বলরামও তাঁদের পিতা-মাতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কষ্ট ভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ৫

সর্বার্থসম্ভবো দেহো জনিতঃ পোষিতো যতঃ ।
ন তয়োর্যাতি নির্বেশং পিত্রোর্মর্ত্যঃ শতায়ুষা ॥ ৫ ॥

সর্ব—সকল প্রকারের; **অর্থ**—জীবনের লক্ষ্য ধর্মাদি অর্থ; **সম্ভবঃ**—হওয়ার সম্ভাবনাময়; **দেহঃ**—দেহ; **জনিতঃ**—উৎপাদিত; **পোষিতঃ**—পালিত হয়; **যতঃ**—যাঁদের থেকে; **ন**—না; **তয়োঃ**—তাঁদের; **যাতি**—সমর্থ হয়; **নির্বেশম্**—ঋণ মোচনে; **পিত্রোঃ**—পিতা-মাতার; **মর্ত্যঃ**—মানুষ; **শত**—একশ বছর; **আয়ুষা**—আয়ু।

অনুবাদ

জীবনের সকল উদ্দেশ্য সাধক এই দেহটিকে পিতা-মাতাই জন্ম দেন ও লালন করেন। তাই, শত-বর্ষ পরমায়ু পর্যন্ত তাঁদের সেবা করলেও মানুষ তাঁদের ঋণ শোধ করতে পারে না।

তাৎপর্য

"আমাদের পিতা-মাতা ও আমরাও উভয়ের বিরহে কষ্ট লাভ করেছি", এই কথা বলার পর কৃষ্ণ এখন বলছেন যে, তাঁদের পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য তাঁর এবং বলরামের ধর্ম নষ্ট হয়েছে।

শ্লোক ৬

যস্তয়োরাত্মজঃ কল্প আত্মনা চ ধনেন চ ।
বৃত্তিং ন দদ্যাত্তং প্রেত্য স্বমাংসং খাদয়ন্তি হি ॥ ৬ ॥

যঃ—যে; **তয়োঃ**—তাদের মধ্যে; **আত্ম-জঃ**—পুত্র; **কল্পঃ**—সমর্থ; **আত্মনা**—দেহ দ্বারা; **চ**—এবং; **ধনেন**—তার ধন দ্বারা; **চ**—ও; **বৃত্তিম্**—জীবিকা; **ন দদ্যাৎ**—প্রদান করে না; **তম্**—তাকে; **প্রেত্য**—মৃত্যুর পর; **স্ব**—তার নিজ; **মাংসম্**—মাংস; **খাদয়ন্তি**—ভোজন করায়; **হি**—বস্তুত।

অনুবাদ

সমর্থ হয়েও যে পুত্র দেহ ও ধন দ্বারা তার পিতা-মাতার জীবিকা প্রদান করে না, তার মৃত্যুর পর পরলোকে যমদূতেরা তার নিজ মাংস ভক্ষণে বাধ্য করে।

শ্লোক ৭

মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্যাং সাধ্বীং সুতং শিশুম্ ।
গুরুং বিপ্রং প্রপন্নং চ কল্পোঽবিভ্রচ্ছ্বসন্মৃতঃ ॥ ৭ ॥

মাতরম্—মাতা; **পিতরম্**—পিতা; **বৃদ্ধম্**—বৃদ্ধ; **ভার্যাম্**—স্ত্রী; **সাধ্বীম্**—সাধ্বী; **সুতম্**—সন্তান; **শিশুম্**—শিশু; **গুরুম্**—গুরু; **বিপ্রম্**—ব্রাহ্মণ; **প্রপন্নম্**—আশ্রিতজনের; **চ**—ও; **কল্পঃ**—সমর্থ; **অবিভ্রৎ**—পালন করে না; **শ্বসন্**—জীবিত হয়েও; **মৃতঃ**—মৃত।

অনুবাদ

যে সমর্থ মানুষ তার বৃদ্ধ পিতা-মাতা, সাধ্বী স্ত্রী, শিশু সন্তান বা গুরুদেবকে পালন করে না, অথবা ব্রাহ্মণ ও আশ্রিতজনকে অবজ্ঞা করে, সে জীবিত হলেও মৃতবৎ বিবেচিত হয়।

শ্লোক ৮

তন্নাবকল্পয়োঃ কংসান্নিত্যমুদ্বিগ্নচেতসোঃ ।
মোঘমেতে ব্যতিক্রান্তা দিবসা বামনর্চতোঃ ॥ ৮ ॥

তৎ—অতএব; **নৌ**—আমরা দু'জনে; **অকল্পয়োঃ**—অসমর্থ ছিলাম; **কংসাৎ**—কংসের জন্য; **নিত্যম্**—সর্বদা; **উদ্বিগ্ন**—উদ্বিগ্ন থাকায়; **চেতসোঃ**—চিত্ত; **মোঘম্**—বৃথাভাবে; **এতে**—এই সমস্ত; **ব্যতিক্রান্তাঃ**—অতিবাহিত হয়েছে; **দিবসাঃ**—দিবস সমূহ; **বাম্**—আপনাদের; **অনর্চতোঃ**—অর্চনা না করাতে।

অনুবাদ

আমাদের মন কংসের ভয়ে সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকার জন্য আপনাদের যথাযোগ্যভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে আমরা অসমর্থ ছিলাম আর এইভাবে আমাদের ঐ সমস্ত দিনগুলি বৃথাই নষ্ট করেছি।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ ক্রমাগত তাঁর ও বলরামের প্রতি বসুদেব ও দেবকীর স্বাভাবিক বাৎসল্য অনুভূতি ফিরিয়ে আনছেন। কংসের মতো নিষ্ঠুর অত্যাচারী রাজাকে কোনও সাধারণ শিশু যেভাবে ভয় পেত, ভগবান কৃষ্ণ এখানে তেমনই এক শিশুর ভূমিকায় অভিনয় করে বসুদেব ও দেবকীর পিতৃ-মাতৃ সুলভ সহানুভূতি জাগিয়ে তুলছেন।

শ্লোক ৯

তৎ ক্ষন্তুমর্হথস্তাত মাতর্নৌ পরতন্ত্রয়োঃ ।
অকুর্বতোর্বাং শুশ্রূষাং ক্লিষ্টয়োর্দুর্হৃদা ভৃশম্ ॥ ৯ ॥

তৎ—তার জন্য; **ক্ষন্তুম্**—ক্ষমা করুন; **অর্হথঃ**—আপনারা দয়া করে; **তাত**—হে পিতঃ; **মাতঃ**—হে মাতঃ; **নৌ**—আমাদের; **পর-তন্ত্রয়োঃ**—পরাধীন; **অকুর্বতোঃ**—করতে পারিনি; **বাম্**—আপনাদের; **শুশ্রূষাম্**—শুশ্রূষা; **ক্লিষ্টয়োঃ**—উৎপীড়িত থাকায়; **দুর্হৃদা**—দুরাত্মা (কংস) দ্বারা; **ভৃশম্**—অতিশয়।

অনুবাদ

হে পিতা, হে মাতা, আপনাদের শুশ্রূষা করতে না পারার জন্য দয়া করে আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা পরাধীন হয়ে রয়েছি এবং দুরাত্মা কংসের দ্বারা অতিশয় উৎপীড়িত।

তাৎপর্য

সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে *পর-তন্ত্রয়োঃ* এবং *ক্লিষ্টয়োঃ* শব্দ দুটি বসুদেব ও দেবকীর উদ্দেশ্যেও প্রযুক্ত হতে পারে। বসুদেব ও দেবকী প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরেরই নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলেন এবং কংসের কার্যাবলীতে বিব্রত হয়ে ছিলেন, তবু শ্রীকৃষ্ণ সকল সময়েই পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ১০

শ্রীশুক উবাচ

ইতি মায়ামনুষ্যস্য হরের্বিশ্বাত্মনো গিরা ।
মোহিতাবঙ্কমারোপ্য পরিষ্বজ্যাপতুর্মুদম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **মায়া**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি দ্বারা; **মনুষ্যস্য**—মনুষ্যরূপধারী; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরি; **বিশ্ব**—জগতের; **আত্মনঃ**—আত্মা; **গিরা**—বাক্য দ্বারা; **মোহিতৌ**—মোহিত হয়ে; **অঙ্কম্**—ক্রোড়দেশে; **আরোপ্য**—গ্রহণ করলেন; **পরিষ্বজ্য**—আলিঙ্গন করলেন; **আপতুঃ**—তাঁরা উভয়েই লাভ করলেন; **মুদম্**—আনন্দ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে নিজ অন্তরঙ্গা শক্তি দ্বারা মানবরূপে আবির্ভূত, বিশ্ব-পরমাত্মা, ভগবান শ্রীহরির কথায় মোহিত তাঁর পিতা-মাতা আনন্দে তাঁকে ক্রোড়ে তুলে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ১১

সিঞ্চন্তাবশ্রুধারাভিঃ স্নেহপাশেন চাবৃতৌ ।
ন কিঞ্চিদূচতূ রাজন্ বাষ্পকণ্ঠৌ বিমোহিতৌ ॥ ১১ ॥

সিঞ্চন্তৌ—অভিষিক্ত করছিলেন; **অশ্রু**—অশ্রু; **ধারাভিঃ**—ধারায়; **স্নেহ**—স্নেহ; **পাশেন**—রজ্জু দ্বারা; **চ**—এবং; **আবৃতৌ**—আবদ্ধ হয়ে পড়লেন; **ন**—না; **কিঞ্চিৎ**—কিছুই; **উচতুঃ**—তাঁরা বলছিলেন; **রাজন্**—হে রাজা (পরীক্ষিৎ); **বাষ্প**—অশ্রু (পূর্ণ); **কণ্ঠৌ**—কণ্ঠে; **বিমোহিতৌ**—বিমোহিত হয়ে।

অনুবাদ

ভগবানের উপর অশ্রুধারা বর্ষণ করতে করতে স্নেহপাশে আবদ্ধ তাঁর পিতা-মাতা কথা বলতে পারলেন না। হে রাজন্, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁরা বিমোহিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১২

এবমাশ্বাস্য পিতরৌ ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।
মাতামহং তূগ্রসেনং যদূনামকরোন্নৃপম্ ॥ ১২ ॥

এবম্—এইভাবে; **আশ্বাস্য**—আশ্বস্ত করে; **পিতরৌ**—তাঁর পিতা-মাতাকে; **ভগবান্**—ভগবান; **দেবকী-সুতঃ**—দেবকীনন্দন; **মাতামহম্**—তাঁর মাতামহ; **তু**—এবং; **উগ্রসেনম্**—উগ্রসেনকে; **যদূনাম্**—যদুগণের; **অকরোৎ**—করলেন; **নৃপম্**—রাজা।

অনুবাদ

দেবকীনন্দন রূপে আবির্ভূত পরমেশ্বর ভগবান এইভাবে তাঁর পিতা-মাতাকে আশ্বস্ত করে তাঁর মাতামহ উগ্রসেনকে যদুগণের রাজা করলেন।

শ্লোক ১৩

আহ চাস্মান্মহারাজ প্রজাশ্চাজ্ঞপ্তুমর্হসি ।
যযাতিশাপাদ্‌যদুভির্নাসিতব্যং নৃপাসনে ॥ ১৩ ॥

আহ—তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) বললেন; **চ**—এবং; **অস্মান্**—আমাদের; **মহা-রাজ**—হে মহারাজ; **প্রজাঃ**—আপনার প্রজাদের; **চ**—ও; **আজ্ঞপ্তুম্ অর্হসি**—আদেশ করুন; **যযাতি**—রাজা যযাতির দ্বারা; **শাপাৎ**—অভিশাপ জন্য; **যদুভিঃ**—যদুগণের; **ন আসিতব্যম্**—উপবেশন করা উচিত নয়; **নৃপ**—রাজ; **আসনে**—সিংহাসনে।

অনুবাদ

ভগবান তাঁকে বললেন—হে মহারাজ, আমরা আপনার প্রজা, তাই আমাদের আদেশ করুন। প্রকৃতপক্ষে, যযাতির অভিশাপের ফলে কোন যদুই রাজ সিংহাসনে উপবেশন করতে পারেন না।

তাৎপর্য

উগ্রসেন ভগবানকে নিশ্চয়ই বলতেন, "হে ভগবান, প্রকৃতপক্ষে আপনারই এই সিংহাসনে বসা উচিত।" এই কথা অনুমান করে, শ্রীকৃষ্ণ উগ্রসেনকে বলছেন যে, পুরাকালে যযাতির অভিশাপ হেতু কার্যত যদু বংশের যুবরাজগণ রাজ সিংহাসনে বসতে পারেন না আর সেই জন্যই কৃষ্ণ ও বলরাম অনুপযুক্ত ছিলেন। অবশ্যই,

উগ্রসেনকেও যদুবংশের অংশরূপে বিবেচনা করা যেতে পারে, কিন্তু ভগবানের নির্দেশে, তিনি রাজ সিংহাসনে উপবেশন করতে পারেন। পরিশেষে বলা যায়, মনুষ্যরূপে ক্রীড়া করে এই সমস্ত লীলাসমূহ ভগবান উপভোগ করলেন।

শ্লোক ১৪

ময়ি ভৃত্য উপাসীনে ভবতো বিবুধাদয়ঃ ।
বলিং হরন্ত্যবনতাঃ কিমুতান্যে নরাধিপাঃ ॥ ১৪ ॥

ময়ি—আমি যখন; **ভৃত্যে**—ভৃত্যরূপে; **উপাসীনে**—সম্মুখে অবস্থান করলে; **ভবতঃ**—আপনার; **বিবুধ**—দেবতা; **আদয়ঃ**—আদি; **বলিম্**—উপহার; **হরন্তি**—আনয়ন করবে; **অবনতাঃ**—সবিনয়ে অবনত হয়ে; **কিম্ উত**—আর বলার কি আছে; **অন্যে**—অন্যান্য; **নর**—নর; **অধিপাঃ**—পতিগণের।

অনুবাদ

আপনার পার্ষদগণের মধ্যে আপনার ব্যক্তিগত সেবক রূপে আমি উপস্থিত থাকলে, সকল দেবতা ও অন্যান্য মহান ব্যক্তিরাও অবনত মস্তকে আগমন করে আপনাকে উপহার প্রদান করবে। নরপতিগণের কথা আর বলার কি আছে?

তাৎপর্য

ভগবান কৃষ্ণ পুনরায় উগ্রসেনকে আশ্বস্ত করছেন যে, নিশ্চিতরূপে তাঁর সিংহাসনে আরোহণ করা উচিত।

শ্লোক ১৫-১৬

সর্বান্ স্বান্ জ্ঞাতিসম্বন্ধান্ দিগ্‌ভ্যঃ কংসভয়াকুলান্ ।
যদুবৃষ্ণ্যন্ধকমধুদাশার্হকুকুরাদিকান্ ॥ ১৫ ॥
সভাজিতান্ সমাশ্বাস্য বিদেশাবাসকর্শিতান্ ।
ন্যবাসয়ৎ স্বগেহেষু বিত্তৈঃ সন্তর্প্য বিশ্বকৃৎ ॥ ১৬ ॥

সর্বান্—সকল; **স্বান্**—তাঁর; **জ্ঞাতি**—জ্ঞাতি; **সম্বন্ধান্**—ও অন্যান্য আত্মীয়গণকে; **দিগ্‌ভ্যঃ**—নানা দিক হতে; **কংস-ভয়**—কংসের ভয়ে; **আকুলান্**—পলায়নকারী; **যদু-বৃষ্ণি-অন্ধক-মধু-দাশার্হ-কুকুর-আদিকান্**—যদু, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, দাশার্হ, কুকুর প্রভৃতি; **সভাজিতান্**—সম্মান সহকারে; **সমাশ্বাস্য**—আনয়ন করে; **বিদেশ**—প্রবাসে; **আবাস**—বাসকারী; **কর্শিতান্**—পীড়িত; **ন্যবাসয়ৎ**—তিনি পুনর্বাসিত করালেন; **স্ব**—তাঁদের নিজ; **গেহেষু**—গৃহে; **বিত্তৈঃ**—মূল্যবান উপহার সহকারে; **সন্তর্প্য**—প্রীতি উৎপাদন সহকারে; **বিশ্ব**—জগতের; **কৃৎ**—কর্তা।

অনুবাদ

ভগবান অতঃপর কংসভয়ে পলায়নকারী তাঁর নিকট জ্ঞাতি ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গকে বিভিন্ন স্থান থেকে ফিরিয়ে আনলেন। প্রবাস পীড়িত যদু, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, দাশার্হ, কুকুর ও অন্যান্য বংশজগণকে সসম্মানে গ্রহণ করে আশ্বস্ত করলেন। মহামূল্যবান উপহার প্রদান করে তাঁদের প্রীতি উৎপাদন করে বিশ্বকর্তা ভগবান কৃষ্ণ তাঁদের নিজ নিজ গৃহে পুনর্বাসিত করলেন।

শ্লোক ১৭-১৮

কৃষ্ণসঙ্কর্ষণভুজৈর্গুপ্তা লব্ধমনোরথাঃ ।
গৃহেষু রেমিরে সিদ্ধাঃ কৃষ্ণরামগতজ্বরাঃ ॥ ১৭ ॥
বীক্ষন্তোঽহরহঃ প্রীতা মুকুন্দবদনাম্বুজম্ ।
নিত্যং প্রমুদিতং শ্রীমৎ সদয়স্মিতবীক্ষণম্ ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণ—কৃষ্ণ ও বলরামের; **ভুজৈঃ**—বাহু দ্বারা; **গুপ্তাঃ**—পরিরক্ষিত; **লব্ধা**—লাভ করে; **মনঃ-রথাঃ**—তাঁদের অভীষ্টসমূহ; **গৃহেষু**—তাঁদের গৃহে; **রেমিরে**—তাঁরা উপভোগ করলেন; **সিদ্ধাঃ**—সর্বার্থ পূর্ণ হয়ে; **কৃষ্ণ-রাম**—কৃষ্ণ ও বলরামের জন্য; **গত**—দূরীভূত হল; **জ্বরাঃ**—জ্বর (জাগতিক জীবনের); **বীক্ষন্তঃ**—দর্শন করে; **অহঃ অহঃ**—দিনের পর দিন; **প্রীতাঃ**—প্রেমময়; **মুকুন্দ**—শ্রীকৃষ্ণের; **বদন**—মুখমণ্ডল; **অম্বুজম্**—পদ্মের মতো; **নিত্যম্**—নিত্য; **প্রমুদিতম্**—আনন্দময়; **শ্রীমৎ**—সুন্দর; **স-দয়া**—দয়া সমন্বিত; **স্মিত**—ঈষৎ হাস্য; **বীক্ষণম্**—দৃষ্টিপাত।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীসংকর্ষণের বাহু দ্বারা পরিরক্ষিত এইসকল বংশের সদস্যেরা অনুভব করলেন যে, তাঁদের আকাঙ্ক্ষাগুলি পূর্ণ হয়েছে। এইভাবে তাঁদের পরিবার সহ গৃহে বাস করার সময়ে তাঁরা পূর্ণসুখ উপভোগ করলেন। কৃষ্ণ ও বলরামের উপস্থিতির ফলে তাঁরা কখনও জাগতিক সন্তাপ জ্বরে পীড়িত হননি। প্রতিদিনই এই সকল প্রেমময়ী ভক্তগণ মুকুন্দের সুন্দর কৃপাময় ঈষৎ হাস্য শোভিত চির আনন্দময় মুখপদ্ম দর্শন করতেন।

শ্লোক ১৯

তত্র প্রবয়সোঽপ্যাসন্ যুবানোঽতিবলৌজসঃ ।
পিবন্তোঽক্ষৈর্মুকুন্দস্য মুখাম্বুজসুধাং মুহুঃ ॥ ১৯ ॥

তত্র—সেখানে (মথুরায়); **প্রবয়সঃ**—বৃদ্ধ; **অপি**—এমন কি; **আসন্**—ছিলেন; **যুবানঃ**—তরুণভাব; **অতি**—অতিশয়; **বল**—বল; **ওজসঃ**—তেজসম্পন্ন; **পিবন্তঃ**—পান করতে করতে; **অক্ষৈঃ**—তাঁদের নয়ন দ্বারা; **মুকুন্দস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **মুখ-অম্বুজ**—মুখ-পদ্মের; **সুধাম্**—সুধা; **মুহুঃ**—বারম্বার।

অনুবাদ

নগরীর বৃদ্ধ অধিবাসীরাও তাঁদের দু'চোখ ভরে অবিরত ভগবান মুকুন্দের মুখপদ্ম সুধা পান করে বল ও ওজঃশালী তরুণভাব লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ২০

অথ নন্দং সমাসাদ্য ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।
সঙ্কর্ষণশ্চ রাজেন্দ্র পরিষ্বজ্যেদমূচতুঃ ॥ ২০ ॥

অথ—অতঃপর; **নন্দম্**—নন্দ মহারাজ; **সমাসাদ্য**—নিকটে গমন করে; **ভগবান্**—ভগবান; **দেবকী-সুতঃ**—দেবকীনন্দন, কৃষ্ণ; **সঙ্কর্ষণঃ**—শ্রীবলরাম; **চ**—এবং; **রাজ-ইন্দ্র**—হে মহারাজ (পরীক্ষিৎ); **পরিষ্বজ্য**—তাঁকে আলিঙ্গন করতে করতে; **ইদম্**—এই; **ঊচতুঃ**—তাঁরা বললেন।

অনুবাদ

এরপর, হে রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ, দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরামের সঙ্গে নন্দ মহারাজের কাছে গেলেন। ভগবানদ্বয় তাঁকে আলিঙ্গন করে, তাঁর উদ্দেশে বললেন।

শ্লোক ২১

পিতর্যুবাভ্যাং স্নিগ্ধাভ্যাং পোষিতৌ লালিতৌ ভৃশম্ ।
পিত্রোরভ্যধিকা প্রীতিরাত্মজেষ্বাত্মনোঽপি হি ॥ ২১ ॥

পিতঃ—হে পিতা; **যুবাভ্যাম্**—আপনাদের দুজনের দ্বারা; **স্নিগ্ধাভ্যাম্**—স্নেহে; **পোষিতৌ**—পালিত; **লালিতৌ**—লালিত; **ভৃশম্**—যথেষ্টভাবে; **পিত্রোঃ**—পিতা মাতা; **অভ্যধিকা**—অধিক; **প্রীতিঃ**—প্রীতি; **আত্মজেষু**—তাঁদের সন্তানের জন্য; **আত্মনঃ**—তাঁদের নিজেদের অপেক্ষা; **অপি**—এমন কি; **হি**—বস্তুত।

অনুবাদ

[কৃষ্ণ ও বলরাম বললেন—] হে পিতা, আপনি ও জননী যশোদা স্নেহ দিয়ে আমাদের অনেক যত্নে লালন পালন করেছেন। বাস্তবিকই মাতা-পিতা তাঁদের নিজ জীবনের চেয়েও তাঁদের সন্তানকে বেশি ভালবাসেন।

শ্লোক ২২

স পিতা সা চ জননী যৌ পুষ্ণীতাং স্বপুত্রবৎ ।
শিশূন্ বন্ধুভিরুৎসৃষ্টানকল্পৈঃ পোষরক্ষণে ॥ ২২ ॥

সঃ—তিনি; **পিতা**—পিতা; **সা**—তিনি; **চ**—এবং; **জননী**—মাতা; **যৌ**—যিনি; **পুষ্ণীতাম্**—প্রতিপালন করেন; **স্ব**—তাঁদের নিজ; **পুত্র**—পুত্র; **বৎ**—মতো; **শিশূন্**—শিশু; **বন্ধুভিঃ**—তাঁদের আত্মীয়দের দ্বারা; **উৎসৃষ্টান্**—পরিত্যক্ত হয়; **অকল্পৈঃ**—অসমর্থ; **পোষ**—ভরণ পোষণে; **রক্ষণে**—ও রক্ষায়।

অনুবাদ

ভরণ পোষণে অসমর্থ হয়ে আত্মীয়দের দ্বারা পরিত্যক্ত শিশুকে যাঁরা নিজের সন্তানের মতো প্রতিপালন করেন, তাঁরাই প্রকৃত পিতা-মাতা।

শ্লোক ২৩

যাত যূয়ং ব্রজং তাত বয়ং চ স্নেহদুঃখিতান্ ।
জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্ ॥ ২৩ ॥

যাত—গমন করুন; **যূয়ম্**—আপনারা সকলে (গোপগণ); **ব্রজম্**—ব্রজে; **তাত**—হে পিতঃ; **বয়ম্**—আমরা; **চ**—এবং; **স্নেহ**—স্নেহ; **দুঃখিতান্**—দুঃখিত; **জ্ঞাতীন্**—জ্ঞাতী; **বঃ**—আপনাকে; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করতে; **এষ্যামঃ**—আগমন করব; **বিধায়**—বিধান করার পর; **সুহৃদাম্**—আপনার সুহৃদ্‌গণের; **সুখম্**—সুখ।

অনুবাদ

হে পিতা, এখন আপনাদের সকলের ব্রজে ফিরে যাওয়া উচিত। আপনার সুহৃদবর্গের কিছু সুখ বিধান করার পর যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের বিচ্ছেদে উদ্বিগ্ন আমাদের আত্মীয়বর্গ, আপনাদের দর্শন করতে আমরা আসব।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে তাঁর মথুরার প্রিয় ভক্তবৃন্দ বসুদেব দেবকী ও যদু বংশের অন্যান্য সদস্যদের সন্তুষ্ট করার বাসনার কথা ইঙ্গিত করছেন—কারণ বৃন্দাবনে থাকার সময়ে দীর্ঘদিন তাঁর কাছ থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৪

এবং সান্ত্বয্য ভগবান্নন্দং সব্রজমচ্যুতঃ ।
বাসোঽলঙ্কারকুপ্যাদ্যৈরর্হয়ামাস সাদরম্ ॥ ২৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **সান্ত্বয়্য**—সান্ত্বনা প্রদান করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **নন্দম্**—নন্দ মহারাজ; **স-ব্রজম্**—ব্রজের অন্যান্য মানুষদের সঙ্গে একত্রে; **অচ্যুতঃ**—ভগবান অচ্যুত; **বাসঃ**—বস্ত্র সহ; **অলঙ্কার**—অলঙ্কার; **কুপ্য**—স্বর্ণ ও রৌপ্য ভিন্ন অন্যান্য ধাতু দ্বারা নির্মিত পাত্র; **আদ্যৈঃ**—ইত্যাদি; **অর্হয়াম্ আস**—তিনি তাঁদের সম্মানিত করলেন; **স-আদরম্**—সাদরে।

অনুবাদ

এইভাবে নন্দ মহারাজ ও ব্রজের অন্যান্য মানুষদের সান্ত্বনা প্রদান করে পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুত তাঁদের বস্ত্র, অলঙ্কার, গৃহস্থালী বাসনপত্রাদি উপহার প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করলেন।

শ্লোক ২৫

ইত্যুক্তস্তৌ পরিষ্বজ্য নন্দঃ প্রণয়বিহ্বলঃ ।
পূরয়ন্নশ্রুভির্নেত্রে সহ গোপৈর্ব্রজং যযৌ ॥ ২৫ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্তঃ**—কথিত; **তৌ**—তাঁদের দুজনকে; **পরিষ্বজ্য**—আলিঙ্গন করে; **নন্দঃ**—নন্দ মহারাজ; **প্রণয়**—স্নেহের দ্বারা; **বিহ্বলঃ**—অভিভূত হয়ে; **পূরয়ন্**—পূর্ণ করে; **অশ্রুভিঃ**—অশ্রু দ্বারা; **নেত্রে**—তাঁর দুনয়ন; **সহ**—সহ; **গোপৈঃ**—গোপগণ; **ব্রজম্**—ব্রজে; **যযৌ**—গমন করলেন।

অনুবাদ

কৃষ্ণের বাক্যসমূহ শ্রবণ করে নন্দ মহারাজ স্নেহে অভিভূত হয়ে উঠলেন আর ভগবানদ্বয়কে আলিঙ্গন করার সময় তাঁর নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। অতঃপর গোপগণ সহ তিনি ব্রজে প্রত্যাবর্তন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের লীলার এই অংশের বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রদান করে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের একটি বিস্তৃত তাৎপর্য রচনা করেছেন। মানুষ যেমন মূল্যবান সোনার বিশুদ্ধতা প্রকাশের জন্য, সেটি আগুনের মধ্যে রেখে দেয়, তেমনই ভগবান তাঁর পরম প্রিয় বৃন্দাবনবাসী ভক্তবৃন্দের পরম প্রেম প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তাঁর বিরহানলে তাঁদের স্থাপন করলেন। এই হল আচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের ভাষ্যের নির্যাস।

শ্লোক ২৬

অথ শূরসুতো রাজন্ পুত্রয়োঃ সমকারয়ৎ ।
পুরোধসা ব্রাহ্মণৈশ্চ যথাবদ্দ্বিজসংস্কৃতিম্ ॥ ২৬ ॥

অথ—এরপরে; **শূর-সুতঃ**—শূরসেনের পুত্র (বসুদেব); **রাজন্**—হে রাজা (পরীক্ষিৎ); **পুত্রয়োঃ**—তাঁর দুই পুত্রের; **সমকারয়ৎ**—সম্পাদন করলেন; **পুরোধসা**—একজন পুরোহিত দ্বারা; **ব্রাহ্মণৈঃ**—ব্রাহ্মণগণ দ্বারা; **চ**—এবং; **যথা-বৎ**—যথাযথভাবে; **দ্বিজ-সংস্কৃতিম্**—উপনয়ন সংস্কার।

অনুবাদ

হে রাজন্, তখন শূরসেনের পুত্র বসুদেব, একজন পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা তাঁর দুই পুত্রের উপনয়ন সংস্কার সম্পাদনের আয়োজন করলেন।

শ্লোক ২৭

তেভ্যোঽদাদ্দক্ষিণা গাবো রুক্মমালাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ।
স্বলঙ্কৃতেভ্যঃ সম্পূজ্য সবৎসাঃ ক্ষৌমমালিনীঃ ॥ ২৭ ॥

তেভ্যঃ—তাদের (ব্রাহ্মণদের); **অদাৎ**—তিনি প্রদান করলেন; **দক্ষিণাঃ**—দক্ষিণা; **গাবঃ**—গাভী; **রুক্ম**—সোনার; **মালাঃ**—মালা; **সু**—সুন্দর; **অলঙ্কৃতাঃ**—অলঙ্কার দ্বারা; **সু-অলঙ্কৃতেভ্যঃ**—সুন্দররূপে অলঙ্কৃত (ব্রাহ্মণদের); **সম্পূজ্য**—তাদের পূজা করলেন; **স**—থাকা; **বৎসাঃ**—বৎস; **ক্ষৌম**—রেশমী বস্ত্রের; **মালিনীঃ**—মালাধারী।

অনুবাদ

সেই সকল ব্রাহ্মণদের, সুন্দর অলঙ্কার এবং সুন্দর অলঙ্কারে বিভূষিত বৎসসহ গাভীদের প্রদান ও পূজা করার মাধ্যমে বসুদেব তাদের সম্মান প্রদর্শন করলেন। এই সমস্ত গাভীরা সোনার কণ্ঠহার এবং রেশমী বস্ত্র পরিধান করেছিল।

শ্লোক ২৮

যাঃ কৃষ্ণরামজন্মর্ক্ষে মনোদত্তা মহামতিঃ ।
তাশ্চাদদাদনুস্মৃত্য কংসেনাধর্মতো হৃতাঃ ॥ ২৮ ॥

যাঃ—যে সকল (ধেনু); **কৃষ্ণ-রাম**—কৃষ্ণ ও বলরামের; **জন্ম-ঋক্ষে**—জন্মের দিনটিতে; **মনঃ**—তার মনে মনে; **দত্তাঃ**—প্রদত্ত হয়েছিল; **মহা-মতিঃ**—মহামতি (বসুদেব); **তাঃ**—তাদের; **চ**—এবং; **আদদাৎ**—তিনি প্রদান করলেন; **অনুস্মৃত্য**—স্মরণ করে; **কংসেন**—কংসের দ্বারা; **অধর্মতঃ**—অন্যায়ভাবে; **হৃতাঃ**—অপহরণ করেছিল।

অনুবাদ

কৃষ্ণ ও বলরামের জন্ম উপলক্ষ্যে মহামতি বসুদেব মনে মনে যে গাভীদের প্রদান করেছিলেন, কংস সেই সমস্ত গাভী অন্যায়ভাবে হরণ করেছিল। সেই কথা স্মরণ করে বসুদেব এখন তাদের উদ্ধার করে দান করলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় বসুদেব কংসের কারারুদ্ধ ছিলেন, সেই কংস তাঁর সমস্ত গাভী অপহরণ করেছিল। তবুও ভগবানের জন্মের সময় বসুদেব এতই আনন্দিত ছিলেন যে, তিনি মনে মনে ব্রাহ্মণগণকে দশ সহস্র গাভী দান করেছিলেন।

এখন, কংসের মৃত্যু হলে, মৃত রাজার গোষ্ঠ হতে বসুদেব তাঁর সকল গাভীদের ফিরিয়ে আনলেন এবং তাদের মধ্য থেকে দশ সহস্রকে, ধর্মনীতি অনুসারে, যোগ্য ব্রাহ্মণদের দান করলেন।

শ্লোক ২৯

ততশ্চ লব্ধসংস্কারৌ দ্বিজত্বং প্রাপ্য সুব্রতৌ ।
গর্গাদ্‌যদুকুলাচার্যাদ্ গায়ত্রং ব্রতমাস্থিতৌ ॥ ২৯ ॥

ততঃ—তারপর; চ—এবং; **লব্ধ**—লাভ করে; **সংস্কারৌ**—সংস্কার (কৃষ্ণ ও বলরাম); **দ্বিজত্বম্**—দ্বিজত্ব; **প্রাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **সু-ব্রতৌ**—তাঁদের ব্রতে ঐকান্তিক; **গর্গাৎ**—গর্গ মুনির কাছ থেকে; **যদু-কুল**—যদু বংশের; **আচার্যাৎ**—আচার্য; **গায়ত্রম্**—ব্রহ্মচর্যের; **ব্রতম্**—ব্রত; **আস্থিতৌ**—ধারণ করলেন।

অনুবাদ

সংস্কারের মাধ্যমে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হবার পর, ঐকান্তিক ব্রতধারী ভগবানদ্বয়, যদুকুলাচার্য গর্গমুনির কাছ থেকে ব্রহ্মচর্যের ব্রত গ্রহণ করলেন।

তাৎপর্য

গায়ত্রং ব্রতম্ কথাটি শ্রীল শ্রীধর স্বামী ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উভয়েই ব্রহ্মচর্য ব্রত রূপে বর্ণনা করছেন। আত্মজ্ঞান লাভের পথে বিশুদ্ধ ছাত্রদ্বয়ের ভুমিকায় কৃষ্ণ ও বলরাম অভিনয় করছিলেন। অবশ্য এই আধুনিক অধঃপতিত যুগে ছাত্রজীবন অবৈধ যৌন সঙ্গম ও মাদক ব্যবহারে পূর্ণ হয়ে বন্য পশুদের মতো ব্যাপার হয়ে উঠেছে।

শ্লোক ৩০-৩১

প্রভবৌ সর্ববিদ্যানাং সর্বজ্ঞৌ জগদীশ্বরৌ ।
নান্যসিদ্ধামলং জ্ঞানং গূহমানৌ নরেহিতৈঃ ॥ ৩০ ॥
অথো গুরুকুলে বাসমিচ্ছন্তাবুপজগ্মতুঃ ।
কাশ্যং সান্দীপনিং নাম হ্যবন্তিপুরবাসিনম্ ॥ ৩১ ॥

প্রভবৌ—যাঁরা মূল; **সর্ব**—সকল প্রকারের; **বিদ্যানাম্**—জ্ঞানের; **সর্ব-জ্ঞৌ**—সকল বিষয়ে অবগত; **জগৎ-ঈশ্বরৌ**—জগদীশ্বর; **ন**—না; **অন্য**—অন্য কোন উৎস হতে; **সিদ্ধ**—প্রাপ্ত; **অমলম্**—অমল; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **গূহমানৌ**—গোপন করে; **নর**—মনুষ্যোচিত; **ঈহিতৈঃ**—তাঁদের আচরণের দ্বারা; **অথ উ**—এরপর; **গুরু**—গুরুর; **কুলে**—পাঠশালায়; **বাসম্**—বাস; **ইচ্ছন্তৌ**—ইচ্ছায়; **উপজগ্মতুঃ**—তাঁরা গমন করলেন; **কাশ্যম্**—কাশী (বেণারস) দেশজাত; **সান্দীপনিম্ নাম**—সান্দীপনি নামক; **হি**—বস্তুত; **অবন্তি-পুর**—অবন্তীনগরে (আধুনিক উজ্জয়িনী); **বাসিনম্**—বাসী।

অনুবাদ

সকল জ্ঞানের উৎস-স্বরূপ সেই সর্বজ্ঞ জগদীশ্বরদ্বয় মনুষ্যোচিত আচরণের দ্বারা তাঁদের সহজাত পূর্ণজ্ঞান গোপন করে এরপর গুরুকুলে বাসের আকাঙ্ক্ষা করে অবন্তীপুরবাসী, কাশীদেশজাত সান্দীপনি মুনির কাছে গমন করলেন।

শ্লোক ৩২

যথোপসাদ্য তৌ দান্তৌ গুরৌ বৃত্তিমনিন্দিতাম্ ।
গ্রাহয়ন্তাবুপেতৌ স্ম ভক্ত্যা দেবমিবাদৃতৌ ॥ ৩২ ॥

যথা—উপযুক্তভাবে; **উপসাদ্য**—লাভ করে; **তৌ**—তাঁদের; **দান্তৌ**—যাঁরা আত্ম সংযমী; **গুরৌ**—গুরুদেবের প্রতি; **বৃত্তিম্**—সেবায়; **অনিন্দিতাম্**—অনিন্দনীয়; **গ্রাহয়ন্তৌ**—অন্যকেও শিক্ষা দেবার জন্য; **উপেতৌ**—সেবা করতে লাগলেন; **স্ম**—বস্তুত; **ভক্ত্যা**—ভক্তিসহকারে; **দেবম্**—ভগবান; **ইব**—মতো; **আদৃতৌ**—সযত্নে (গুরু দ্বারা)।

অনুবাদ

অত্যন্ত আকস্মিকভাবে প্রাপ্ত এই দুই আত্ম-সংযমী শিষ্য সম্পর্কে সান্দীপনি মুনি অত্যন্ত উচ্চ-ভাব পোষণ করতেন। স্বয়ং ভগবানকে ভক্তিসহকারে সেবা করার মতো গুরুদেবের সেবা করে, গুরুদেবকে কিভাবে সেবা করতে হয়, এই বিষয়ে তাঁরা অন্যদের কাছে অনিন্দনীয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করলেন।

শ্লোক ৩৩

তয়োর্দ্বিজবরস্তুষ্টঃ শুদ্ধভাবানুবৃত্তিভিঃ ।
প্রোবাচ বেদানখিলান্ সঙ্গোপনিষদো গুরুঃ ॥ ৩৩ ॥

তয়োঃ—তাঁদের; **দ্বিজ-বরঃ**—ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ (সান্দীপনি); **তুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট; **শুদ্ধ**—শুদ্ধ; **ভাব**—ভাব; **অনুবৃত্তিভিঃ**—অনুগত আচরণ দ্বারা; **প্রোবাচ**—তিনি বললেন;

বেদান্—বেদসমূহ; **অখিলান্**—সকল; **স**—সহ একত্রে; **অঙ্গ**—বেদাঙ্গ; **উপনিষদঃ**—এবং উপনিষদ্; **গুরুঃ**—গুরুদেব।

অনুবাদ

সেই দ্বিজবর গুরু সান্দীপনি তাঁদের অনুগত আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের সমগ্র বেদ, বেদাঙ্গ ও উপনিষদ সমূহ উপদেশ প্রদান করলেন।

শ্লোক ৩৪

সরহস্যং ধনুর্বেদং ধর্মান্ ন্যায়পথাংস্তথা ।
তথা চান্বীক্ষিকীং বিদ্যাং রাজনীতিং চ ষড়্‌বিধাম্ ॥ ৩৪ ॥

স-রহস্যম্—তাঁদের গুপ্ত অংশ সহ; **ধনুঃ-বেদম্**—যুদ্ধাস্ত্র বিদ্যা; **ধর্মান্**—মানবীয় আইনের উপদেশাবলী; **ন্যায়**—মীমাংসা; **পথান্**—প্রণালী সমূহ; **তথা**—আরও; **তথা চ**—এবং তেমনই; **আন্বীক্ষিকীম্**—দর্শনগত তর্কের; **বিদ্যাম্**—বিদ্যা; **রাজ-নীতিম্**—রাজনৈতিক বিজ্ঞান; **চ**—এবং; **ষট্-বিধাম্**—ছয় প্রকার।

অনুবাদ

তিনি তাঁদের অত্যন্ত গূঢ় অংশ সহ ধনুর্বেদ, ধর্মশাস্ত্র, মীমাংসা প্রণালী, দর্শনগত তর্কবিদ্যা ও ছয় প্রকার রাজনীতিরও শিক্ষা প্রদান করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, ধনুর্বেদের গুপ্ত অংশটি যুদ্ধের অধি-দেবতা ও যথাযথ মন্ত্রজ্ঞান সহ সমর বিজ্ঞান। *ধর্মন্* বলতে *মনু-সংহিতা* ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রকে বোঝাচ্ছে। *ন্যায়-পথান্* বলতে কর্ম-মীমাংসা ও এরূপ অন্যান্য তত্ত্বের উপদেশকে বোঝাচ্ছে। *অন্বীক্ষিকীম্* হচ্ছে তর্কবিদ্যার কৌশলগত জ্ঞান। যথেষ্ট বাস্তবধর্মী ছয় প্রকার রাজনীতি বিজ্ঞান সমূহ হচ্ছে (১) সন্ধি, অর্থাৎ শান্তি স্থাপন, (২) বিগ্রহ, অর্থাৎ যুদ্ধ; (৩) যান, অর্থাৎ কুচকাওয়াজ সহ গমন; (৪) আসন, অর্থাৎ দৃঢ়রূপে আসন গ্রহণ করা; (৫) দ্বৈধ, অর্থাৎ কোন বাহিনীকে বিভক্ত করা; এবং (৬) সংশয়, অর্থাৎ আরও শক্তিমান শাসকের সুরক্ষা প্রার্থনা।

শ্লোক ৩৫-৩৬

সর্বং নরবরশ্রেষ্ঠৌ সর্ববিদ্যাপ্রবর্তকৌ ।
সকৃন্নিগদমাত্রেণ তৌ সঞ্জগৃহতুর্নৃপ ॥ ৩৫ ॥
অহোরাত্রৈশ্চতুঃষষ্ট্যা সংযত্তৌ তাবতীঃ কলাঃ ।
গুরুদক্ষিণয়াচার্যং ছন্দয়ামাসতুর্নৃপ ॥ ৩৬ ॥

সর্বম্—সকল; **নর-বর**—উত্তম মনুষ্যগণের মধ্যে; **শ্রেষ্ঠৌ**—শ্রেষ্ঠ; **সর্ব**—সমস্ত; **বিদ্যা**—জ্ঞানের শাখা সমূহ; **প্রবর্তকৌ**—প্রবর্তনকারী; **সকৃৎ**—একবার; **নিগদ**—সম্পর্কিত হয়ে; **মাত্রেণ**—কেবলমাত্র; **তৌ**—তাঁরা; **সঞ্জগৃহতুঃ**—সম্পূর্ণতঃ গ্রহণ করলেন; **নৃপ**—হে রাজন্ (পরীক্ষিৎ); **অহঃ**—দিনে; **রাত্রৈঃ**—এবং রাত্রে; **চতুঃ-ষষ্ট্যা**—চৌষট্টি; **সংযত্তৌ**—একাগ্রচিত্ত; **তাবতীঃ**—তাবৎ; **কলাঃ**—কলা; **গুরু-দক্ষিণয়া**—গুরু-দক্ষিণা; **আচার্যম্**—তাঁদের আচার্য; **ছন্দয়াম্ আসতুঃ**—তাঁরা সন্তুষ্ট করলেন; **নৃপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন, সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ও বলরাম, তাঁরা স্বয়ং সকল প্রকার জ্ঞানের আদি উদ্‌গাতা হওয়ায় প্রতিটি বিষয়ের ব্যাখ্যা একবার মাত্র শ্রবণ করেই তৎক্ষণাৎ সেই বিষয়সমূহ আয়ত্ত করছিলেন। এইভাবে চৌষট্টি অহোরাত্র তাঁরা একাগ্রচিত্তে চৌষট্টি প্রকার কলা-বিদ্যা শিক্ষা করলেন। এরপর হে রাজন, তাঁদের গুরুদেবকে গুরু-দক্ষিণা নিবেদনের দ্বারা তাঁরা সন্তুষ্ট করলেন।

তাৎপর্য

নিম্নোক্ত তালিকাটি কৃষ্ণ ও বলরামের শিক্ষাগ্রহণকৃত চৌষট্টি দিনে চৌষট্টিটি বিষয় সমূহে অন্তর্ভুক্ত। শ্রীল প্রভুপাদের "লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ" গ্রন্থে অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

ভগবানদ্বয় শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন (১) *গীতম্*, গান করা; (২) *বাদ্যম্*, বাদ্য-যন্ত্র বাজানো; (৩) *নৃত্যম্*, নৃত্য করা; (৪) *নাট্যম্*, নাটক করা; (৫) *আলেখ্যম্*, চিত্র কলা; (৬) *বিশেষক-চ্ছেদ্যম্*, দেহ ও মুখমণ্ডলকে রঙ্গীন অনুলেপন ও অঙ্গরাগ দ্বারা চিত্রিত করা; (৭) *তণ্ডুল-কুসুম-বলি-বিকারাঃ*, চাউল ও ফুল দিয়ে মেঝেতে পবিত্র আলপনা প্রস্তুত করা; (৮) *পুষ্পাস্তরণম্*, ফুল দিয়ে শয্যা রচনা করা; (৯) *দশন-বসনাঙ্গ-রাগাঃ*, দাঁত, বস্ত্র ও অঙ্গসমূহ রঙীন করা; (১০) *মণি-ভূমিকা-কর্ম*, রত্নসমূহ দ্বারা মেঝে রচনা করা; (১১) *শয্যা-রচনম্*, শয্যা প্রস্তুত করা; (১২) *উদক-বাদ্যম্*, জল তরঙ্গ বাজানো; (১৩) *উদক-ঘাট*, জল ছেটানো; (১৪) *চিত্র-যোগাঃ*, রঙ মিশ্রণ; (১৫) *মাল্য-গ্রহণ বিকল্পাঃ*, মালা প্রস্তুত করা; (১৬) *শেখরাপীড় যোজনাম্*, মস্তকে শিরোস্ত্রাণ স্থাপন; (১৭) *নেপথ্য-যোগাঃ*, সাজঘরে পোশাক রাখা; (১৮) *কর্ণ-পত্র-ভঙ্গাঃ*, কানের লতিকে শোভিত করা; (১৯) *সুগন্ধ-যুক্তিঃ*, সুগন্ধি প্রয়োগ করা; (২০) *ভূষণ-যোজনম্*, রত্ন দ্বারা ভূষিত করা; (২১) ঐন্দ্রজালম্, ভোজবাজি; (২২) *কৌচুমার-যোগাঃ*, ছদ্মবেশের কলা; (২৩) *হস্ত-লাঘবম্*, হাত সাফাই; (২৪) *চিত্র-শাকাপূপ-ভক্ষ্য-বিকার-ক্রিয়াঃ*, নানাধরনের স্যালাড,

রুটি, পিঠা ও অন্যান্য সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করা; (২৫) *পানক-রস-রাগাসব-যোজনম্*, সুস্বাদু পানীয় প্রস্তুত ও লাল রঙে রঞ্জিত করণের মাত্র; (২৬) *সূচী-বায়-কর্ম*, সেলাই করা ও বয়ন; (২৭) *সূত্র-ক্রীড়া*, সরু সূতোর নিপুণ পরিচালনা দ্বারা পুতুল নাচ; (২৮) *বীণা-ডমরুক-বাদ্যানি*, বীণা ও ডমরু বাজানো; (২৯) *প্রহেলিকা*, ধাঁধাঁ প্রস্তুত ও সমাধান করা; (২৯ক) *প্রতিমালা*, পালাক্রমে ছড়া-কাটা অথবা কবিতা আবৃত্তি করা, স্মৃতি বা দক্ষতার পরীক্ষা স্বরূপ কবিতার বদলে কবিতা বলা; (৩০) *দুর্বচক-যোগাঃ*, যে উত্তর অন্যের পক্ষে প্রদান করা কঠিন, তা বলা; (৩১) *পুস্তক-বাচনম্*, গ্রন্থ আবৃত্তি করা; এবং (৩২) *নাটিকাখ্যায়িকা-দর্শনম্*, একাঙ্ক নাটক অভিনয় করা এবং সত্যি কাহিনী রচনা।

কৃষ্ণ ও বলরাম আরও শিক্ষাগ্রহণ করলেন, (৩৩) *কাব্য-সমস্যা-পূরণ*, হেঁয়ালীপূর্ণ কাব্যের সমস্যার সমাধান করা; (৩৪) *পট্টিকা-বেত্র-বাণ-বিকল্পাঃ*, লম্বা বস্ত্র-খণ্ড ও বেত্র-দণ্ড দ্বারা ধনুক নির্মাণ করা; (৩৫) *তর্কু-কর্ম*, টেকো দ্বারা সুতা নির্মাণ করা; (৩৬) *তক্ষণম্*, সূত্রধর বা কাঠ মিস্ত্রীর কাজ; (৩৭) *বাস্তু-বিদ্যা*, স্থাপত্য-বিদ্যা; (৩৮) *রৌপ্য-রত্ন-পরীক্ষা*, রূপা ও রত্নসমূহ পরীক্ষা করা; (৩৯) *ধাতু-বাদঃ*, ধাতু-তত্ত্ব; (৪০) *মণি-রাগ-জ্ঞানম্*, রত্নসমূহকে রঙীন আভাযুক্ত করা; (৪১) *আকর-জ্ঞানম্*, খনিজবিদ্যা; (৪২) *বৃক্ষায়ুর্বেদযোগাঃ*, ভেষজ ওষুধ; (৪৩) *মেষ-কুক্কুট-লাবক-যুদ্ধ-বিধিঃ*, মেষ, মোরগ ও তিতির পক্ষীদের লড়াইয়ে যুক্ত করা এবং তাদের লড়াইয়ের প্রশিক্ষণের জ্ঞান; (৪৪) *শুক-শারিকা প্রলাপণম্*, কিভাবে স্ত্রী, পুরুষ শুক পাখিকে মানুষের সঙ্গে কথা বলার জন্য ও তাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, তার জ্ঞান; (৪৫) *উৎসাদনম্*, মলম দ্বারা কোন ব্যক্তির আরোগ্য করণ; (৪৬) *কেশ-মার্জন-কৌশলম্*, চুলের-বিন্যাসগত কৌশল; (৪৭) *অক্ষর-মুষ্টিকা-কথনম্*, গ্রন্থটি না দেখে তারমধ্যে কি লেখা আছে বলে দেওয়া এবং তার অপর মুষ্টিতে কি লুকানো আছে তা বলে দেওয়া; (৪৮) *ম্লেচ্ছিত-কুতর্ক বিকল্পাঃ*, অসভ্য ও বাজে কুতর্ক বানানো; (৪৯) *দেশ-ভাষা-জ্ঞানম্*, প্রাদেশিক ভাষায় জ্ঞান; (৫০) *পুষ্প-শকটিকা-নির্মিত্তি-জ্ঞানম্*, কিভাবে পুষ্প দ্বারা খেলনা রথ নির্মাণ করতে হয় তার জ্ঞান; (৫১) *যন্ত্র-মাতৃকা*, জাদু চতুর্ভুজ তৈয়ারি করা, যার প্রতিটি ঘরের সংখ্যাগুলি এমনভাবে সাজানো, যে কোন দিক থেকে যোগ করলে যোগফল একই হয়; (৫২) *ধারণ-মাতৃকা*, মন্ত্রপূত কবচের ব্যবহার; (৫৩) *সংবাচ্যম্*, কথোপকথন; (৫৪) *মানসি-কাব্য-ক্রিয়া*, মনে মনে কবিতা রচনা; (৫৫) *ক্রিয়া-বিকল্প*, একটি সাহিত্য কর্ম বা একটি চিকিৎসাগত আরোগ্যের পরিকল্পনা করা; (৫৬) *ছলিতক-যোগাঃ*, পবিত্র স্থান নির্মাণ; (৫৭) *অভিধান-কোষ-ছন্দো-জ্ঞানম্*, অভিধান

সংকলনের বিদ্যা এবং কাব্যিক ছন্দের জ্ঞান; (৫৮) *বস্ত্র-গোপনম্*, এক ধরনের বস্ত্রকে আরেক ধরনের বস্ত্রের মতো গোপন করা; (৫৯) *দ্যূত-বিশেষম্*, বিভিন্ন রূপের দ্যূতক্রীড়ার জ্ঞান; (৬০) *আকর্ষ-ক্রীড়া*, পাশা খেলা; (৬১) *বালক-ক্রীড়নকম্*, শিশুদের খেলনা দ্বারা খেলা করা; (৬২) *বৈনায়কী বিদ্যা*, অতীন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা শৃঙ্খলা বলবৎ করা; (৬৩) *বৈজয়িকী-বিদ্যা*, বিজয় লাভ করা, এবং (৬৪) *বৈতালিকী বিদ্যা*, ভোরবেলা সঙ্গীতের মাধ্যমে কারও দক্ষতাকে জাগরিত করা।

শ্লোক ৩৭

দ্বিজস্তয়োস্তং মহিমানমদ্ভুতং
সংলক্ষ্য রাজন্নতিমানুষীং মতিম্ ।
সম্মন্ত্র্য পত্ন্যা স মহার্ণবে মৃতং
বালং প্রভাসে বরয়াং বভূব হ ॥ ৩৭ ॥

দ্বিজঃ—পণ্ডিত ব্রাহ্মণ; **তয়োঃ**—তাঁদের দুজনের; **তম্**—সেই; **মহিমানম্**—মহিমা; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **সংলক্ষ্য**—ভালভাবে দর্শন করে; **রাজন্**—হে রাজন্; **অতি-মানুষীম্**—মানুষের ধারণ ক্ষমতার অতীত; **মতিম্**—বুদ্ধি; **সম্মন্ত্র্য**—পরামর্শ করে; **পত্ন্যা**—তাঁর পত্নীর সঙ্গে; **সঃ**—তিনি; **মহা-অর্ণবে**—মহাসমুদ্রে; **মৃতম্**—মৃত; **বালম্**—তাঁর পুত্র; **প্রভাসে**—পবিত্র প্রভাস ক্ষেত্রে; **বরয়াম্ বভূব হ**—তিনি মনস্থ করলেন।

অনুবাদ

হে রাজন, সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সান্দীপনি ভগবানদ্বয়ের মহিমা ও অদ্ভুত গুণাবলী এবং তাঁদের অতি-মানবীয় বুদ্ধি-মত্তা বিবেচনা করলেন। তারপর তাঁর পত্নীর সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর দক্ষিণা স্বরূপ প্রভাস সমুদ্রে মৃত তাঁর নিজ পুত্রকে ফিরে পেতে মনস্থ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে মহাশিব ক্ষেত্রে খেলা করার সময় শিশুটি শঙ্খাসুর দ্বারা অপহৃত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৮

তথেত্যথারুহ্য মহারথৌ রথং
প্রভাসমাসাদ্য দুরন্তবিক্রমৌ ।
বেলামুপব্রজ্য নিষীদতুঃ ক্ষণং
সিন্ধুর্বিদিত্বার্হণমাহরত্তয়োঃ ॥ ৩৮ ॥

তথা—তথাস্তু; **ইতি**—এই বলে; **অথ**—তারপর; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **মহা-রথৌ**—সেই দুই মহারথী; **রথম্**—একটি রথ; **প্রভাসম্**—প্রভাস-তীর্থ; **আসাদ্য**—উপনীত হয়ে; **দুরন্ত**—অসীম; **বিক্রমৌ**—পরাক্রমশালী; **বেলাম্**—তীরে; **উপব্রজ্য**—বিচরণ করতে করতে; **নিষীদতুঃ**—তাঁরা উপবেশন করলেন; **ক্ষণম্**—ক্ষণকাল; **সিন্ধুঃ**—মহাসমুদ্র (সমুদ্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা); **বিদিত্বা**—অবগত হয়ে; **অর্হণম্**—পূজা-উপহার; **আহরৎ**—আনলেন; **তয়োঃ**—তাঁদের জন্য।

অনুবাদ

সেই দুই অসীম পরাক্রমশালী মহারথী 'তথাস্তু' উত্তর প্রদান করে তৎক্ষণাৎ তাঁদের রথে আরোহণ করে প্রভাসের উদ্দেশে গমন করলেন। তাঁরা যখন সেই স্থানে উপস্থিত হলেন তখন তারা সমুদ্রতটে বিচরণ করে উপবেশন করলেন। সমুদ্র-বিগ্রহ তৎক্ষণাৎ তাঁদের পরমেশ্বর ভগবান বলে চিনতে পেরে শ্রদ্ধার্ঘাদি সঙ্গে নিয়ে তাঁদের কাছে এল।

তাৎপর্য

পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা কখনও মনে করে যে, প্রাচীন জ্ঞানের গ্রন্থাবলীতে সাগর-বিগ্রহ, সূর্য-বিগ্রহ প্রভৃতির উল্লেখ আদিম অলীকভাবাপন্ন ভাবনাকেই প্রকাশ করে। তারা কখনও কখনও বলে যে, আদিম মানুষেরা মনে করে সাগর এক দেবতা, অথবা চন্দ্র এবং সূর্যও দেবতা। প্রকৃতপক্ষে যেমন এই শ্লোকে উল্লিখিত 'সিন্ধু' শব্দটির 'মহাসাগর' অর্থ ভৌত প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী পুরুষকেই বোঝায়।

আমরা অনেক আধুনিক উদাহরণ দিতে পারি। "রাষ্ট্রসংঘে আমরা বলে থাকি যে, আমেরিকা 'হ্যাঁ' পক্ষে ভোট দিয়েছে, রাশিয়া 'না' পক্ষে ভোট দিয়েছে।" আমরা কখনই দেশগুলির আকার বা তাদের যত অট্টালিকা আছে, তারা ভোট দিয়েছে বলে অর্থ করি না। আমরা অর্থ করি যে, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বকারী কোনও ব্যক্তি ভোট দিয়েছে। যদিও সংবাদপত্রগুলি কেবল বলবে যে "আমেরিকা ভোট দিয়েছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, ইত্যাদি" কিন্তু প্রত্যেকেই আমরা জানি এর অর্থ কি।

তেমনই, ব্যবসাক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে "একটি বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠী একটি ছোট প্রতিষ্ঠানকে গ্রাস করেছে।" আমরা কখনই এর অর্থ করি না যে, অট্টালিকা ও কার্যালয়ের সরঞ্জামগুলি কর্মচারী ও কার্যালয়ের সরঞ্জামে পূর্ণ অন্য একটি অট্টালিকাকে সশরীরেই গ্রাস করেছে।

আমরা বুঝি যে, ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ তাদের নিজ নিজ বিধিবদ্ধ সংস্থার পক্ষে নির্দিষ্ট কর্মে নিযুক্ত রয়েছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে, আধুনিক পণ্ডিতেরা তাদের পছন্দমতো তত্ত্বকে তাদের বাক চাতুর্যময় মন্তব্য সহকারে উদাহরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করতে আগ্রহী যে, পুরাকালের পারমার্থিক জ্ঞান হচ্ছে আদিম, অবাস্তব এবং সেইসব চিন্তাকে স্থানচ্যুত করে আরও আধুনিক ভাবের চিন্তাধারা ক্রমশঃ সেই স্থান অধিকার করছে। যাই হোক, কৃষ্ণভাবনামৃতের আলোকে অবশ্যই অধিকাংশ আধুনিক পণ্ডিতগণের পুনরায় চিন্তা করা উচিত।

শ্লোক ৩৯

তমাহ ভগবানাশু গুরুপুত্রঃ প্রদীয়তাম্ ।
যোঽসাবিহ ত্বয়া গ্রস্তো বালকো মহতোর্মিণা ॥ ৩৯ ॥

তম্—সমুদ্রকে; **আহ**—বললেন; **ভগবান্**—ভগবান; **আশু**—সত্বর; **গুরু**—আমার গুরুদেবের; **পুত্রঃ**—পুত্র; **প্রদীয়তাম্**—প্রত্যর্পণ কর; **যঃ**—যে; **অসৌ**—সে; **ইহ**—এই স্থানে; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **গ্রস্তঃ**—অপহৃত হয়েছে; **বালকঃ**—একটি বালক; **মহতা**—মহা; **ঊর্মিণা**—তোমার তরঙ্গ দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রের অধিপতির উদ্দেশে বললেন—যাকে তুমি তোমার মহাতরঙ্গ দ্বারা অপহরণ করেছ, আমার গুরুর সেই পুত্রকে এখনি উপস্থাপিত কর।

শ্লোক ৪০

শ্রীসমুদ্র উবাচ

ন চাহার্ষমহং দেব দৈত্যঃ পঞ্চজনো মহান্ ।
অন্তর্জলচরঃ কৃষ্ণ শঙ্খরূপধরোঽসুরঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রী-সমুদ্রঃ উবাচ—মূর্তিমান সমুদ্র বলল; **ন**—না; **চ**—এবং; **অহার্ষম্**—অপহরণ (তাকে) করেছিলাম; **অহম্**—আমি; **দেব**—হে দেব; **দৈত্যঃ**—দিতির এক বংশধর; **পঞ্চজনঃ**—পঞ্চজন নামক; **মহান্**—শক্তিশালী; **অন্তঃ**—মধ্যে; **জল**—জল; **চরঃ**—চারী; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **শঙ্খ**—একটি শঙ্খের; **রূপ**—রূপ; **ধরঃ**—ধারণকারী; **অসুরঃ**—অসুর।

অনুবাদ

সমুদ্র উত্তর দিল—হে ভগবান কৃষ্ণ, আমি তাকে অপহরণ করিনি, একটি শঙ্খের রূপ ধারণকারী পঞ্চজন নামে দিতির বংশের এক জলচারী দৈত্য তাকে অপহরণ করেছে।

তাৎপর্য

স্পষ্টতই, দৈত্য পঞ্চজন সমুদ্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পক্ষে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল; তা না হলে সমুদ্র এমন একটি বিধিবহির্ভূত আচরণ প্রতিহত করত।

শ্লোক ৪১

আস্তে তেনাহৃতো নূনং তচ্ছ্রুত্বা সত্বরং প্রভুঃ ।
জলমাবিশ্য তং হত্বা নাপশ্যদুদরেঽর্ভকম্ ॥ ৪১ ॥

আস্তে—সে সেখানে আছে; **তেন**—তার, পঞ্চজন দ্বারা; **আহৃতঃ**—অপহৃত হয়েছে; **নূনম্**—নিশ্চয়ই; **তৎ**—সেই; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **সত্বরম্**—সত্বর; **প্রভুঃ**—ভগবান; **জলম্**—জলে; **আবিশ্য**—প্রবেশ করে; **তম্**—তাকে, দৈত্যকে; **হত্বা**—বধ করে; **ন অপশ্যৎ**—দেখতে পেলেন না; **উদরে**—তার উদর মধ্যে; **অর্ভকম্**—বালক।

অনুবাদ

"নিশ্চয়ই" সমুদ্র বলল, "সেই দৈত্য তাকে অপহরণ করেছে।" এই কথা শ্রবণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রে প্রবেশ করে পঞ্চজনকে পেয়ে তাকে বধ করলেন। কিন্তু দৈত্যের উদরের মধ্যে বালকটিকে ভগবান পেলেন না।

শ্লোক ৪২-৪৪

তদঙ্গপ্রভবং শঙ্খমাদায় রথমাগমৎ ।
ততঃ সংযমনীং নাম যমস্য দয়িতাং পুরীম্ ॥ ৪২ ॥
গত্বা জনার্দনঃ শঙ্খং প্রদধ্মৌ সহলায়ুধঃ ।
শঙ্খনির্হ্রাদমাকর্ণ্য প্রজাসংযমনো যমঃ ॥ ৪৩ ॥
তয়োঃ সপর্যাং মহতীং চক্রে ভক্ত্যুপবৃংহিতাম্ ।
উবাচাবনতঃ কৃষ্ণং সর্বভূতাশয়ালয়ম্ ।
লীলামনুষ্যয়োর্বিষ্ণো যুবয়োঃ করবাম কিম্ ॥ ৪৪ ॥

তৎ—তার (দৈত্যের); **অঙ্গ**—দেহ হতে; **প্রভবম্**—জাত; **শঙ্খম্**—শঙ্খ; **আদায়**—গ্রহণ করে; **রথম্**—রথে; **আগমৎ**—তিনি প্রত্যাগমন করলেন; **ততঃ**—তারপর; **সংযমনীম্ নাম**—সংযমনী নামক; **যমস্য**—যমরাজের; **দয়িতাম্**—প্রিয়; **পুরীম্**—নগরীতে; **গত্বা**—গমন করে; **জন-অর্দনঃ**—সকল ব্যক্তির ধাম স্বরূপ, ভগবান কৃষ্ণ; **শঙ্খম্**—শঙ্খ; **প্রদধ্মৌ**—জোরে ফুঁ দিলেন; **স**—সহযোগে; **হল-আয়ুধঃ**—শ্রীবলরাম, যাঁর অস্ত্র লাঙ্গল; **শঙ্খ**—শঙ্খের; **নির্হ্রাদম্**—ধ্বনি; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **প্রজা**—

যারা জন্মগ্রহণ করেছে; **সংযমনঃ**—শাসনকারী; **যমঃ**—যমরাজ; **তয়োঃ**—তাদের; **সপর্যাম্**—পূজা করলেন; **মহতীম্**—মহতি; **চক্রে**—অনুষ্ঠান করলেন; **ভক্তি**—ভক্তির সঙ্গে; **উপবৃংহিতাম্**—উচ্ছ্বসিত সুগম্ভীর; **উবাচ**—সে বলল; **অবনতঃ**—বিনীতভাবে অবনত হয়ে; **কৃষ্ণম্**—ভগবান কৃষ্ণের; **সর্ব**—সকলের; **ভূত**—জীব; **আশয়**—মন; **আলয়ম্**—যার আলয়; **লীলা**—লীলা; **মনুষ্যয়োঃ**—মনুষ্যরূপে আবির্ভূত; **বিষ্ণো**—হে ভগবান বিষ্ণু; **যুবয়োঃ**—আপনাদের দু'জনের জন্য; **করবাম**—আমার করা উচিত; **কিম্**—কি।

অনুবাদ

ভগবান জনার্দন দৈত্যের দেহ মধ্যে জাত শঙ্খ গ্রহণ করে রথে ফিরে এলেন। তারপর তিনি মৃত্যুদেব যমরাজের প্রিয় রাজধানী সংযমনীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন। শ্রীবলরাম সহ সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি তাঁর শঙ্খে জোরে ফুৎকার করলেন এবং যমরাজ, যিনি বদ্ধজীবকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন, তিনি সেই তরঙ্গায়িত ধ্বনি শ্রবণ করা মাত্রই আগমন করলেন। যমরাজ, বিস্তৃতভাবে অত্যন্ত ভক্তিসহকারে সেই দুই ভগবানকে পূজা করলেন এবং তারপর তিনি সর্বভূতের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান কৃষ্ণের উদ্দেশে বললেন,—"হে ভগবান বিষ্ণু, সাধারণ মনুষ্যরূপে ক্রীড়ারত আপনার ও শ্রীবলরামের জন্য আমি কি করতে পারি?"

তাৎপর্য

পঞ্চজনের কাছ থেকে ভগবান যে শঙ্খটি গ্রহণ করেছিলেন, সেই একই শঙ্খটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতার* প্রারম্ভে ধ্বনিত করেন। আচার্যগণের মতানুসারে দুই দৈত্য জয় ও বিজয়ের মতো একইভাবে পঞ্চজনও একটি অসুর হয়ে উঠেছিল। অন্যভাবে বলতে গেলে পঞ্চজন যদিও দৈত্য রূপে আবির্ভূত হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে সে ভগবানের ভক্ত ছিল। ভগবান কৃষ্ণ যখন তাঁর শঙ্খ ধ্বনিত করলেন, তখন যে অপূর্ব ঘটনা ঘটেছিল, *স্কন্দ পুরাণে, অবন্তি-খণ্ডে* তা বর্ণনা করা হয়েছে—

> *অসিপত্রবনং নাম শীর্ণপত্রমজায়ত ।*
> *রৌরবং নাম নরকমরৌরবমভূত্তদা ।*
> *অভৈরবং ভৈরবাখ্যং কুম্ভীপাকমপাচকম্ ॥*

"অসিপত্র-বন রূপে খ্যাত নরকের বৃক্ষ সমূহের তীক্ষ্ণ তরবারির মতো পাতাগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং রৌরব নামে নরকটি রুরু নামে পশু মুক্ত হয়েছিল। ভৈরব নরক ভয়াবহতা হারিয়েছিল, এবং কুম্ভীপাক নরকে সকল পাক-ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।"

স্কন্দ পুরাণে আরও বলা হয়েছে,

পাপক্ষয়াত্ততঃ সর্বে বিমুক্তা নারকা নরাঃ ।
পদমব্যয়মাসাদ্য ।

"তাদের পাপ-কর্মফল সমূলে উৎপাটিত হয়েছিল, নরকের সকল অধিবাসী মুক্তি লাভ করে চিন্ময় জগতে গমন করেছিল।"

শ্লোক ৪৫

শ্রীভগবানুবাচ

গুরুপুত্রমিহানীতং নিজকর্মনিবন্ধনম্ ।
আনয়স্ব মহারাজ মচ্ছাসনপুরস্কৃতঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **গুরু-পুত্রম্**—আমার গুরুদেবের পুত্র; **ইহ**—এখানে; **আনীতম্**—আনা হয়েছে; **নিজ**—নিজ; **কর্ম**—পূর্ব-কর্ম ফলের; **নিবন্ধনম্**—বন্ধন ভোগ; **আনয়স্ব**—আনয়ন করুন; **মহা-রাজ**—হে মহারাজ; **মৎ**—আমার; **শাসন**—আদেশের প্রতি; **পুরঃ-কৃতঃ**—অগ্রাধিকার প্রদান করে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—পূর্ব কর্মের দাসত্ব-বন্ধন ভোগ করার জন্য আমার গুরুদেবের পুত্রকে এখানে তোমার কাছে আনা হয়েছে। হে মহারাজ, আমার আদেশ পালন কর এবং অনতিবিলম্বে সেই বালককে আমার কাছে নিয়ে এস।

শ্লোক ৪৬

তথেতি তেনোপানীতং গুরুপুত্রং যদূত্তমৌ ।
দত্ত্বা স্বগুরবে ভূয়ো বৃণীষ্বেতি তমূচতুঃ ॥ ৪৬ ॥

তথা—তথাস্তু; **ইতি**—(যমরাজ) এইভাবে বলে; **তেন**—তার দ্বারা; **উপানীতম্**—আনয়ন করা; **গুরু-পুত্রম্**—গুরুদেবের পুত্র; **যদু-উত্তমৌ**—যদুশ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণ ও বলরাম; **দত্ত্বা**—প্রদান করে; **স্ব-গুরবে**—তাঁদের গুরুদেবের নিকট; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **বৃণীষ্ব**—দয়া করে পছন্দ করুন; **ইতি**—এইভাবে; **তম্**—তাকে; **ঊচতুঃ**—তাঁরা বললেন।

অনুবাদ

যমরাজ বললেন, "তথাস্তু", এবং গুরুর পুত্রকে নিয়ে এলেন। তখন সেই দুই পরম উন্নত যদু তাঁদের গুরুদেবের কাছে সেই বালককে উপস্থিত করলেন এবং তাঁকে বললেন, "দয়া করে অন্য আর একটি বর নির্বাচন করুন।"

শ্লোক ৪৭

শ্রীগুরুরুবাচ

সম্যক্ সম্পাদিতো বৎস ভবদ্ভ্যাং গুরুনিষ্ক্রয়ঃ ।
কো নু যুষ্মদ্বিধগুরোঃ কামানামবশিষ্যতে ॥ ৪৭ ॥

শ্রী-গুরুঃ উবাচ—তাঁদের গুরুদেব, সান্দীপনি মুনি বললেন; **সম্যক্**—সম্পূর্ণভাবে; **সম্পাদিতঃ**—পূর্ণ হয়েছে; **বৎস**—হে বৎস; **ভবদ্ভ্যাম্**—তোমাদের দু'জনের দ্বারা; **গুরু-নিষ্ক্রয়ঃ**—গুরু-দক্ষিণা; **কঃ**—কোন; **নু**—বস্তুত; **যুষ্মৎ-বিধ**—তোমাদের মতো ব্যক্তির; **গুরোঃ**—গুরুদেবের জন্য; **কামানাম্**—তার আকাঙ্ক্ষার; **অবশিষ্যতে**—অবশিষ্ট থাকে।

অনুবাদ

গুরুদেব বললেন—হে বৎস, তোমরা দুজনে গুরুদেবের প্রতি শিষ্যের কৃতজ্ঞতাজনিত দক্ষিণা প্রদান সম্পূর্ণ করেছ। বস্তুত তোমাদের মতো শিষ্য যার, সেই গুরুর আর কি আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে?

শ্লোক ৪৮

গচ্ছতং স্বগৃহং বীরৌ কীর্তির্বামস্তু পাবনী ।
ছন্দাংস্যযাতযামানি ভবন্ত্বিহ পরত্র চ ॥ ৪৮ ॥

গচ্ছতম্—গমন কর; **স্ব-গৃহম্**—তোমাদের গৃহে; **বীরৌ**—হে বীরদ্বয়; **কীর্তিঃ**—কীর্তি; **বাম্**—তোমাদের; **অস্তু**—হউক; **পাবনী**—পবিত্রকারী; **ছন্দাংসি**—বৈদিক মন্ত্র সকল; **অযাত-যামানি**—চির নতুন; **ভবন্তু**—থাকুক; **ইহ**—ইহ জীবনে; **পরত্র**—পরবর্তী জীবনে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

হে বীরদ্বয়, এখন গৃহে প্রত্যাবর্তন কর। তোমাদের কীর্তি পৃথিবীকে পবিত্র করুক এবং ইহ জন্মে ও পর জন্মে তোমাদের হৃদয়ে বৈদিক মন্ত্র সকল চির নতুন থাকুক।

শ্লোক ৪৯

গুরুণৈবমনুজ্ঞাতৌ রথেনানিলরংহসা ।
আয়াতৌ স্বপুরং তাত পর্জন্যনিনদেন বৈ ॥ ৪৯ ॥

গুরুণা—তাঁদের গুরুদেব দ্বারা; **এবম্**—এইভাবে; **অনুজ্ঞাতৌ**—প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে; **রথেন**—তাঁদের রথে; **অনিল**—বায়ু সদৃশ; **রংহসা**—বেগে; **আয়াতৌ**—আগমন করলেন; **স্ব**—তাঁদের নিজ; **পুরম্**—নগরী (মথুরা); **তাত**—হে প্রিয় (রাজা পরীক্ষিৎ); **পর্জন্য**—মেঘের মতো; **নিনদেন**—গম্ভীর ধ্বনি; **বৈ**—বস্তুত।

অনুবাদ

এইভাবে প্রত্যাবর্তনের জন্য গুরুর অনুমতি লাভ করে ভগবানদ্বয় তাঁদের মেঘগম্ভীর ধ্বনি সদৃশ ও বায়ুবেগ তুল্য রথে আরোহণ করে তাঁদের নগরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ৫০

সমনন্দন্ প্রজাঃ সর্বা দৃষ্ট্বা রামজনার্দনৌ ।
অপশ্যন্ত্যো বহ্বহানি নষ্টলব্ধধনা ইব ॥ ৫০ ॥

সমনন্দন্—আনন্দিত হল; **প্রজাঃ**—নাগরিকগণ; **সর্বাঃ**—সকল; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **রাম-জনার্দনৌ**—বলরাম এবং কৃষ্ণ; **অপশ্যন্ত্যঃ**—দর্শন না পেয়ে; **বহু**—অনেক; **অহানি**—দিন; **নষ্ট**—নষ্ট; **লব্ধ**—এবং পুনরায় প্রাপ্ত হয়ে; **ধনাঃ**—যারা তাদের সম্পদ; **ইব**—সেরূপ।

অনুবাদ

বহুদিন অদর্শনের পর কৃষ্ণ ও বলরামকে দর্শন করার ফলে সকল নাগরিক আনন্দিত হল। নষ্ট সম্পদ পুনরায় লাভ করার পর যেরকম অনুভব হয়, জনগণ ঠিক তেমনই অনুভব করেছিল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গুরুপুত্রকে উদ্ধার করলেন' নামক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

উদ্ধবের বৃন্দাবনে আগমন

কিভাবে নন্দ, যশোদা ও গোপীগণের শোক উপশমের জন্য শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে ব্রজে প্রেরণ করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

ভগবান কৃষ্ণ তাঁর পিতা-মাতা ও গোপীগণের সাথে তার বিরহজনিত শোক নিবারণ করার জন্য, তাঁর সংবাদ নিয়ে একদিন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু উদ্ধবকে ব্রজে গমন করতে বললেন। একটি রথে আরোহণ করে, উদ্ধব সূর্যাস্তের সময় ব্রজে উপনীত হলেন। তিনি দেখলেন, গাভীরা গোষ্ঠে ফিরে আসছে এবং গো-বৎসেরা এদিক-ওদিক লম্ফ প্রদান করছে এবং তাদের পেছনে তাদের স্তন ভারাক্রান্ত মায়েরা ধীরে ধীরে তাদের অনুসরণ করছে। গোপ এবং গোপীগণ কৃষ্ণ ও বলরামের মহিমা কীর্তন করছেন এবং সুগন্ধী ধূপ ও সারি সারি প্রদীপে গ্রামখানি চিত্তাকর্ষকভাবে সাজানো হয়েছে। এই সবই চিন্ময় সৌন্দর্যের চেতনা উপস্থাপন করছিল।

নন্দ মহারাজ উদ্ধবকে তাঁর গৃহে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। অভিন্ন ভগবান বাসুদেব-জ্ঞানে গোপরাজ তখন তাঁকে অর্চনা করে, তাঁকে সুন্দররূপে ভোজন করালেন, শয্যায় সুখাসীন করালেন এবং তারপর তাঁর কাছে বসুদেব ও তাঁর দুই পুত্র কৃষ্ণ ও বলরামের কুশল বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

নন্দ প্রশ্ন করলেন, "কৃষ্ণ কি এখনও তাঁর সখাদের, গোকুলের গ্রামগুলিকে এবং গিরি গোবর্ধনকে স্মরণ করেন? তিনি আমাদের দাবানল, ঝঞ্ঝা, বর্ষণ ও আরও অনেক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করেছেন। বারে বারে তাঁর লীলাগুলি স্মরণ করে আমরা সকল কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হই এবং যখন আমরা তাঁর চরণ চিহ্নিত স্থানগুলি দর্শন করি, তখন আমাদের মন পরিপূর্ণভাবে তাঁর ভাবনায় মগ্ন হয়ে ওঠে। গর্গমুনি আমাকে বলেছেন, কৃষ্ণ ও বলরাম দুজনেই সরাসরি চিন্ময় জগৎ থেকে অবতরণ করেছেন। আর দেখ, কত সহজেই তাঁরা কংসকে, মল্লযোদ্ধাদের, কুবলয়াপীড় হাতী ও অন্যান্য বহু অসুরদের বধ করেছিলেন!"

কৃষ্ণের লীলা স্মরণ করতে করতে নন্দের কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে উঠল এবং তিনি আর কথা বলতে পারলেন না। ইতিমধ্যে তাঁর স্বামীর কৃষ্ণকথা শ্রবণ করে গভীর পুত্র-স্নেহানুভূতি হেতু, মা যশোদার স্তনদ্বয় হতে দুগ্ধ ক্ষরিত হতে থাকল এবং দুই চোখ থেকে অশ্রু-ধারা বইতে লাগল।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নন্দ ও যশোদার পরমোৎকৃষ্ট অনুরাগ দর্শন করে উদ্ধব বললেন, "তোমরা দু'জনে নিঃসন্দেহে মহৎ। মানুষ আকৃতি নিয়ে পরমব্রহ্মের প্রতি যিনি শুদ্ধ প্রেম অর্জন করেছেন, তার আর কিছুই সম্পাদন করার থাকে না। কাঠের ভিতর যেমন আগুন সুপ্ত হয়ে থাকে তেমনই সকল জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণ ও বলরাম অবস্থান করেন। এই দুই ভগবান সকলকে সমভাবে দর্শন করেন, তাঁদের কোন নির্দিষ্ট বন্ধু বা শত্রু নেই। তাঁরা অহঙ্কার ও অধিকারবোধ মুক্ত। তাঁদের কোন পিতা, মাতা, স্ত্রী বা পুত্র নেই, তাঁদের জন্ম এবং জড় দেহ নেই। কেবলমাত্র চিন্ময় আনন্দ উপভোগের জন্য এবং তাঁদের সাধু ভক্তদের উদ্ধারের জন্য তাঁদের আপন মধুর ইচ্ছাক্রমে উচ্চ ও নীচ বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে তাঁরা আবির্ভূত হন।

"হে নন্দ ও যশোদা, ভগবান কৃষ্ণ কেবলমাত্র তোমাদেরই পুত্র নন, তিনি সর্বভূতের পুত্র, কিন্তু একই সঙ্গে তাঁদের পিতা-মাতা। প্রকৃতপক্ষে, তিনি দৃষ্ট, শ্রুত, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, স্থাবর, জঙ্গম সকলেরই পরম আত্মীয়, কেউ তাঁর থেকে স্বতন্ত্র নয়।"

এইভাবে কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কথা বলে নন্দ মহারাজ ও উদ্ধব রাত্রি অতিবাহিত করলেন। তখন গোপরমণীগণ তাঁদের সকালের পূজা সম্পাদন করে মাখন মন্থন শুরু করলেন, দ্রুতগতিতে মন্থনরজ্জু আকর্ষণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা গান করছিলেন। সেই গান ও মন্থনের শব্দ আকাশে ধ্বনিত হয়ে পৃথিবীর সকল অমঙ্গল মার্জন করছিল।

সূর্য উদয় হলে গোপীরা উদ্ধবের রথটি গোষ্ঠের প্রান্তে দর্শন করলেন এবং তাঁরা ভাবলেন যে, নিশ্চয়ই অক্রূর ফিরে এসেছেন। কিন্তু ঠিক তখনই স্বয়ং উদ্ধব তাঁর প্রভাতের কর্তব্যগুলি সমাপন করে তাঁদের সামনে উপস্থিত হলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

বৃষ্ণীনাং প্রবরো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা ।
শিষ্যো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **বৃষ্ণীনাম্**—বৃষ্ণি বংশীয়দের মধ্যে; **প্রবরঃ**—শ্রেষ্ঠ; **মন্ত্রী**—পরামর্শদাতা; **কৃষ্ণস্য**—কৃষ্ণের; **দয়িতঃ**—প্রিয়; **সখা**—সখা; **শিষ্যঃ**—শিষ্য; **বৃহস্পতেঃ**—দেবগুরু বৃহস্পতির; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **বুদ্ধি**—বুদ্ধিসম্পন্ন; **সৎ-তমঃ**—শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—পরম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন উদ্ধব ছিলেন বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা, ভগবান কৃষ্ণের প্রিয় সখা এবং বৃহস্পতির সাক্ষাৎ শিষ্য।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ কেন উদ্ধবকে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলেন, আচার্যগণ তার বিভিন্ন কারণ প্রদান করেছেন। ভগবান বৃন্দাবনবাসীদের কথা দিয়েছিলেন—*আয়াস্যে*, "আমি ফিরে আসব"। (*ভাগবত* ১০/৩৯/৩৫) পূর্ববর্তী অধ্যায়ের মধ্যেও ভগবান কৃষ্ণ নন্দ মহারাজকে কথা দিয়েছিলেন—*দ্রষ্টুম্ এষ্যামঃ*, "আমরা তোমাকে এবং মা যশোদাকে দর্শনের জন্য ফিরে আসব।" (*ভাগবত* ১০/৪৫/২৩) একই সময়ে, এত বৎসর শ্রীবসুদেব ও মা দেবকী দুঃখভোগ করার পর, তাঁদের সঙ্গে অবশেষে কিছু সময় অতিবাহিত করার তাঁর প্রতিজ্ঞাও ভগবান ভঙ্গ করতে পারেন না। সুতরাং, ভগবান তাঁর পরিবর্তে তাঁর অন্তরঙ্গ প্রতিনিধিকে বৃন্দাবনে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

প্রশ্ন হতে পারে যে, কৃষ্ণ কেন নন্দ ও যশোদাকে মথুরায় তাঁকে দর্শন করার জন্য আমন্ত্রণ করলেন না? শ্রীল জীব গোস্বামীর মত অনুযায়ী, যখন তিনি বসুদেব ও দেবকীর সঙ্গে স্নেহময় ভাব বিনিময় করছিলেন তখন একই সঙ্গে, সেই একই সময়ে এবং একই স্থানে নন্দ ও যশোদার সঙ্গে কৃষ্ণের স্নেহময় ভাব বিনিময় ভগবানের লীলায় হয়ত বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করত। তাই কৃষ্ণ নন্দ ও যশোদাকে তাঁর সঙ্গে মথুরায় অবস্থান করার জন্য আমন্ত্রণ করেননি। বৃন্দাবনবাসীগণের কৃষ্ণকে হৃদয়ঙ্গম করার একটি নিজস্ব ধারা ছিল এবং মথুরার রাজকীয় পরিবেশে তাঁদের সেই অনুভূতি যথাযথভাবে নিয়মিত প্রকাশিত হতে পারত না।

এই শ্লোকে উদ্ধবকে *বুদ্ধি-সত্তমঃ* অর্থাৎ "শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান" রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, আর তাই গভীরভাবে ভগবান কৃষ্ণের বিরহ অনুভবকারী বৃন্দাবনবাসীদের তিনি দক্ষতার সঙ্গে শান্ত করেছিলেন। তারপর মথুরায় ফিরে এসে বৃষ্ণিবংশের সকল সদস্যদের কাছে উদ্ধব তাঁর দেখা বৃন্দাবনের সেই অসাধারণ শুদ্ধ প্রেমের কথা বর্ণনা করেছিলেন। নিঃসন্দেহে, গোপ ও গোপীগণ কৃষ্ণের জন্য যে প্রেম অনুভব করতেন, ভগবানের অন্যান্য ভক্তবৃন্দের অনুভূত যে কোন কিছুর থেকে তা অত্যন্ত দুর্লভ এবং সেই প্রেম বিষয়ে শ্রবণের দ্বারা সকল ভগবদ্ভক্ত তাঁদের বিশ্বাস ও ভক্তি পরিবর্ধিত করতে পারেন।

তৃতীয় স্কন্ধে ভগবান স্বয়ং যেমন বলেছেন *নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যনঃ*, "উদ্ধবও আমার থেকে বিন্দুমাত্রও ভিন্ন নয়।" এতখানি কৃষ্ণসদৃশ হওয়ায় উদ্ধবই ছিলেন বৃন্দাবনে ভগবানের দৌত্য পালন করার যথার্থ ব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে, *শ্রীহরিবংশে*

উল্লেখ রয়েছে যে, উদ্ধব বসুদেবের ভ্রাতা দেবভাগার পুত্র, *উদ্ধবো দেবভাগস্য মহাভাগঃ সুতোঽভবৎ।* অন্যভাবে বলতে গেলে, তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের খুড়তুতো ভাই।

শ্লোক ২

তমাহ ভগবান্ প্রেষ্ঠং ভক্তমেকান্তিনং ক্বচিৎ ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রপন্নার্তিহরো হরিঃ ॥ ২ ॥

তম্—তাঁকে; **আহ**—বলেছিলেন; **ভগবান্**—ভগবান; **প্রেষ্ঠম্**—তাঁর অত্যন্ত প্রিয়; **ভক্তম্**—ভক্তকে; **একান্তিনম্**—স্বতন্ত্র; **ক্বচিৎ**—কোন এক উপলক্ষ্যে; **গৃহীত্বা**—গ্রহণ করে; **পাণিনা**—স্বহস্তে; **পাণিম্**—(উদ্ধবের) হাত; **প্রপন্ন**—শরণাগত জনের; **আর্তি**—দুঃখ; **হরঃ**—হরণকারী; **হরিঃ**—ভগবান হরি।

অনুবাদ

ভগবান হরি, যিনি তাঁর সকল শরণাগতজনের দুঃখ দূর করেন, তিনি একবার তাঁর পূর্ণভক্ত ও প্রিয়তম বন্ধু উদ্ধবের হাত ধারণ করে তাঁকে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ৩

গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য পিত্রোর্নৌ প্রীতিমাবহ ।
গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈর্বিমোচয় ॥ ৩ ॥

গচ্ছ—গমন কর; **উদ্ধব**—হে উদ্ধব; **ব্রজম্**—ব্রজে; **সৌম্য**—হে সৌম্য; **পিত্রোঃ**—পিতা-মাতাকে; **নৌ**—আমাদের; **প্রীতিম্**—প্রীতি; **আবহ**—বহন করে; **গোপীনাম্**—গোপীগণের; **মৎ**—আমার; **বিয়োগ**—বিরহজনিত; **আধিম্**—মনস্তাপের; **মৎ**—আমার থেকে নীত; **সন্দেশৈঃ**—বার্তা দ্বারা; **বিমোচয়**—নিরসন কর।

অনুবাদ

[ভগবান কৃষ্ণ বললেন—] হে সৌম্য উদ্ধব, ব্রজে গমন করে আমাদের পিতা-মাতাকে আনন্দ প্রদান কর, এবং আমার বিরহে কাতর গোপীগণকেও আমার বার্তা প্রদান করে তাদের মনস্তাপ নিরসন কর।

শ্লোক ৪

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ ।
মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ ।
যে ত্যক্তলোকধর্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্যহম্ ॥ ৪ ॥

তাঃ—তারা (গোপীগণ); **মৎ**—আমাতে **মগ্ন; মনস্কাঃ**—তাদের মন; **মৎ**—আমাতে স্থির; **প্রাণাঃ**—তাদের জীবন; **মৎ-অর্থে**—আমার জন্য; **ত্যক্ত**—পরিত্যাগ করেছে; **দৈহিকাঃ**—দেহগত স্তরের সমস্ত কিছুই; **মাম্**—আমাকে; **এব**—একমাত্র; **দয়িতম্**—তাদের প্রিয়; **প্রেষ্ঠম্**—প্রিয়তম; **আত্মানম্**—আত্মা; **মনসা গতাঃ**—মনের দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছে; **যে**—যে (গোপীগণ অথবা যে কেউই); **ত্যক্ত**—পরিত্যাগ করে; **লোক**—এই জগৎ; **ধর্মাঃ**—ধর্মভাব; **চ**—এবং; **মৎ-অর্থে**—আমার জন্য; **তান্**—তাদের; **বিভর্মি**—ভরণ পোষণ করি; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

এই সকল গোপীগণের মন সর্বদা আমাতে মগ্ন এবং তাদের জীবন আমাতে চির-উৎসর্গীকৃত। আমার জন্য তাদের এই জীবনে দৈহিক, ঐহিক সকল সুখই, এমনকি পরবর্তী জীবনে এরূপ সুখ লাভ করার জন্য প্রয়োজনীয় ধর্মীয় কর্তব্যও তারা পরিত্যাগ করেছে। আমিই একমাত্র তাদের প্রিয়তম প্রিয় এবং নিঃসন্দেহে তাদের প্রাণস্বরূপ। সুতরাং সকল অবস্থায় তাদের ভরণ পোষণের ভার আমিই গ্রহণ করি।

তাৎপর্য

কেন তিনি গোপীদের কাছে একটি বিশেষ বার্তা পাঠাতে চান, এখানে ভগবান তা বর্ণনা করছেন। বৈষ্ণব আচার্যগণের মতানুসারে *দৈহিকাঃ* শব্দটি, অর্থাৎ 'দেহ সম্বন্ধীয়', পতি, পুত্র, গৃহ ইত্যাদিকে উল্লেখ করছে। গোপীরা কৃষ্ণকে এত গভীরভাবে ভালবাসতেন যে, তাঁরা আর কিছু ভাবতেনই না। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ *সাধন*-ভক্তিতে নিযুক্ত সাধারণ ভক্তদের পালন করেন, তাই তিনি অবশ্যই তাঁর পরমোন্নত ভক্তবৃন্দ গোপীগণের পালন করবেন।

শ্লোক ৫

ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ ।
স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহৌৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ ॥ ৫ ॥

ময়ি—আমি; **তাঃ**—তাদের; **প্রেয়সাম্**—সকল প্রিয় বিষয়-সকলের মধ্যে; **প্রেষ্ঠে**—প্রিয়তম; **দূর-স্থে**—দূরে অবস্থান করায়; **গোকুল-স্ত্রিয়ঃ**—গোকুল রমণীগণ; **স্মরন্ত্যঃ**—স্মরণ করতে করতে; **অঙ্গ**—প্রিয় (উদ্ধব); **বিমুহ্যন্তি**—মূর্ছিত হয়ে; **বিরহ**—বিরহের; **ঔৎকণ্ঠ্য**—উৎকণ্ঠা দ্বারা; **বিহ্বলাঃ**—বিহ্বল হয়ে।

অনুবাদ

হে প্রিয় উদ্ধব গোকুলের এই রমণীগণের কাছে আমি পরম প্রেমাস্পদ। তাই তাঁরা যখন দূরে অবস্থিত আমাকে স্মরণ করে, তখন বিরহের উৎকণ্ঠায় তাঁরা বিহ্বল হয়ে ওঠে।

তাৎপর্য

যা কিছুই আমাদের প্রিয় তাই আমাদের অধিকারের উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত, আমাদের আত্মাই আমাদের পরম প্রিয় বিষয়। তাই আমাদের আত্মার সঙ্গে সম্পর্কযুক্তভাবে যা প্রিয় তা আমাদেরও প্রিয় হয়ে ওঠে এবং আমরা তাদের অধিকার করার চেষ্টা করি। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, এমন অসংখ্য কোটি কোটি প্রিয় বস্তুর মধ্যে সকলেরই পরম প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ, কারো নিজ প্রাণ হতেও যিনি প্রিয়। গোপীরা এই সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন, তাই ভগবানের প্রতি তাঁদের গভীর প্রেমবশত ভগবদ্বিরহে তাঁরা মূর্ছিত হয়েছিলেন। তাঁরা জীবন পরিত্যাগই করতেন, কিন্তু ভগবানের চিন্ময় শক্তিতে তাঁরা জীবিত ছিলেন।

শ্লোক ৬

ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন ।
প্রত্যাগমনসন্দেশৈর্বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ ॥ ৬ ॥

ধারয়ন্তি—তারা ধারণ করছে; **অতি-কৃচ্ছ্রেণ**—অতিকষ্টে; **প্রায়ঃ**—প্রায়; **প্রাণান্**—তাদের জীবন; **কথঞ্চন**—কোনরকমে; **প্রতি-আগমন**—প্রত্যাগমনের; **সন্দেশৈঃ**—প্রতিশ্রুতির দ্বারা; **বল্লব্যঃ**—গোপীগণ; **মে**—আমার; **মৎ-আত্মিকাঃ**—যারা আমার প্রতি পূর্ণরূপে উৎসর্গীকৃত।

অনুবাদ

কেবলমাত্র আমি তাদের কাছে প্রত্যাগমনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম বলেই, আমার প্রতি পূর্ণরূপে উৎসর্গীকৃত গোপীগণ কোনরকমে তাদের জীবন ধারণ করার জন্য সংগ্রাম করছে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, বৃন্দাবনের গোপীগণ দৃশ্যতঃ বিবাহিতা হয়ে থাকলেও তাঁদের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি পরম আকর্ষণীয় গুণাবলীর সঙ্গে তাঁদের পতিদের কোনরকম সংস্পর্শ ছিল না। বরং তাঁদের পতিরা কেবল মেনে নিয়েছিলেন যে, "এঁরা আমাদের স্ত্রী।" অন্যভাবে বলতে গেলে, ভগবান কৃষ্ণের চিন্ময় শক্তি দ্বারা গোপীরা সামগ্রিকভাবে তাঁর আনন্দের জন্যই

জীবন ধারণ করেছিলেন এবং কৃষ্ণও তাঁদের প্রণয়িনীর মতোই ভালবাসতেন। প্রকৃতপক্ষে, গোপীরা কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা প্রকৃতি, তাঁর হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ এবং চিন্ময় স্তরে তাঁদের শুদ্ধ প্রেম দ্বারা তাঁরা ভগবানকে আকর্ষণ করেন।

ভগবান কৃষ্ণের বৃন্দাবনের পিতা-মাতা নন্দ মহারাজ ও মা যশোদাও কৃষ্ণের জন্য পরমোন্নত স্তরের প্রেম অর্জন করেছিলেন এবং তাঁরাও তাঁর অনুপস্থিতিতে কোন রকমে জীবন যাপন করেছিলেন মাত্র। তাই উদ্ধব তাঁদের প্রতিও বিশেষ মনোযোগ প্রদান করবেন।

শ্লোক ৭

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্ত উদ্ধবো রাজন্ সন্দেশং ভর্তুরাদৃতঃ ।
আদায় রথমারুহ্য প্রযযৌ নন্দগোকুলম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উক্তঃ**—কথিত হয়ে; **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **সন্দেশম্**—বার্তা; **ভর্তুঃ**—তাঁর প্রভুর; **আদৃতঃ**—সাদরে; **আদায়**—গ্রহণ করে; **রথম্**—তাঁর রথে; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **প্রযযৌ**—গমন করলেন; **নন্দ-গোকুলম্**—নন্দ মহারাজের গোকুলে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, ভগবান এইভাবে বললে উদ্ধব সাদরে তাঁর প্রভুর বার্তা গ্রহণ করে তাঁর রথে আরোহণ করলেন এবং নন্দ মহারাজের গোকুলের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ৮

প্রাপ্তো নন্দব্রজং শ্রীমান্নিম্লোচতি বিভাবসৌ ।
ছন্নযানঃ প্রবিশতাং পশূনাং খুররেণুভিঃ ॥ ৮ ॥

প্রাপ্তঃ—পৌঁছে; **নন্দ-ব্রজম্**—নন্দ মহারাজের গোষ্ঠে; **শ্রীমান্**—ভাগ্যবান (উদ্ধব); **নিম্লোচতি**—যখন অস্তাচলগত; **বিভাবসৌ**—সূর্য; **ছন্ন**—অদৃশ্য; **যানঃ**—যাঁর গমন; **প্রবিশতাম্**—যে প্রবেশ করছিল; **পশূনাম্**—পশুদের; **খুর**—খুরের; **রেণুভিঃ**—ধূলির দ্বারা।

অনুবাদ

ঠিক যখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল, ভাগ্যবান উদ্ধব তখন নন্দ মহারাজের গোষ্ঠে পৌঁছলেন এবং গবাদি পশুদের প্রত্যাগমনে তাদের খুরের উত্থিত ধূলিতে, তাঁর রথ অলক্ষ্যে অতিক্রান্ত হয়েছিল।

শ্লোক ৯-১৩

বাসিতার্থেঽভিযুধ্যদ্ভির্নাদিতং শুশ্মিভির্বৃষৈঃ ।
ধাবন্তীভিশ্চ বাস্রাভিরুধোভারৈঃ স্ববৎসকান্ ॥ ৯ ॥
ইতস্ততো বিলঙ্ঘদ্ভির্গোবৎসৈর্মণ্ডিতং সিতৈঃ ।
গোদোহশব্দাভিরবং বেণূনাং নিঃস্বনেন চ ॥ ১০ ॥
গায়ন্তীভিশ্চ কর্মাণি শুভানি বলকৃষ্ণয়োঃ ।
স্বলঙ্কৃতাভির্গোপীভির্গোপৈশ্চ সুবিরাজিতম্ ॥ ১১ ॥
অগ্ন্যর্কাতিথিগোবিপ্রপিতৃদেবার্চনান্বিতৈঃ ।
ধূপদীপৈশ্চ মাল্যৈশ্চ গোপাবাসৈর্মনোরমম্ ॥ ১২ ॥
সর্বতঃ পুষ্পিতবনং দ্বিজালিকুলনাদিতম্ ।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণৈঃ পদ্মষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম্ ॥ ১৩ ॥

বাসিত—ঋতুমতী গাভীদের; **অর্থে**—জন্য; **অভিযুধ্যদ্ভিঃ**—পরস্পর যুদ্ধরত; **নাদিতম্**—শব্দপূর্ণ; **শুশ্মিভিঃ**—সম্ভোগের জন্য মত্ত; **বৃষৈঃ**—বৃষসমূহ; **ধাবন্তীভিঃ**—ধাবমান; **চ**—এবং; **বাস্রাভিঃ**—গাভীসমূহ; **উধঃ**—তাদের স্তনের; **ভারৈঃ**—ভারে; **স্ব**—তাদের নিজ; **বৎসকান্**—বৎসদের; **ইতঃ ততঃ**—এখানে সেখানে; **বিলঙ্ঘদ্ভিঃ**—লম্ফদান করতে করতে; **গো-বৎসৈঃ**—গো-বৎসদের দ্বারা; **মণ্ডিতম্**—মণ্ডিত; **সিতৈঃ**—শুভ্র; **গো-দোহ**—গো-দোহনের; **শব্দ**—শব্দের দ্বারা; **অভিরবম্**—প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল; **বেণূনাম্**—বাঁশীর; **নিঃস্বনেন**—সুউচ্চ ধ্বনি দ্বারা; **চ**—এবং; **গায়ন্তীভিঃ**—যাঁরা গান করছিলেন; **চ**—এবং; **কর্মাণি**—কীর্তি সম্বন্ধে; **শুভানি**—পবিত্র; **বাল-কৃষ্ণয়োঃ**—বলরাম ও কৃষ্ণের; **সু**—সুন্দররূপে; **অলঙ্কৃতাভিঃ**—অলঙ্কৃত; **গোপীভিঃ**—গোপীগণের সঙ্গে; **গোপৈঃ**—গোপগণ; **চ**—এবং **সু-বিরাজিতম্**—সুবিরাজিত; **অগ্নি**—অগ্নির; **অর্ক**—সূর্য; **অতিথি**—অতিথি; **গো**—গাভী; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণগণ; **পিতৃ**—পূর্বপুরুষগণ; **দেব**—দেবতাগণ; **অর্চন**—অর্চনায়; **অন্বিতৈঃ**—পূর্ণ; **ধূপ**—ধূপ; **দীপৈঃ**—দীপ; **চ**—এবং; **মাল্যৈঃ**—ফুল মালায়; **চ**—ও; **গোপ-আবাসৈঃ**—গোপগণের গৃহসমূহ; **মনঃ-রমম্**—অত্যন্ত আকর্ষণীয়; **সর্বতঃ**—সর্বতোভাবে; **পুষ্পিত**—পুষ্পিত; **বনম্**—বনের; **দ্বিজ**—পাখির; **অলি**—এবং ভ্রমরের; **কুল**—গুঞ্জনে; **নাদিতম্**—শব্দে পূর্ণ ছিল; **হংস**—হংস; **কারণ্ডব**—এক ধরনের প্রজাতির হাঁস (জলকাক); **আকীর্ণৈঃ**—সমাকীর্ণ; **পদ্ম-ষণ্ডৈঃ**—পদ্মসমূহে; **চ**—এবং; **মণ্ডিতম্**—সুশোভিত।

অনুবাদ

ঋতুমতী গাভীদের জন্য বৃষগুলির পারস্পরিক লড়াইয়ের শব্দে, নিজ নিজ বৎসদের পেছনে স্তনভারে ধাবমান গাভীদের হাম্বা রবে, শুভ্র বৎসদের ইতস্তত লম্ফপ্রদান ও গো-দোহনের শব্দে, তাদের অপূর্ব অলঙ্কৃত আভরণে গ্রামখানি যারা সুশোভিত করেছিল, সেই গোপ ও গোপীগণের কৃষ্ণ ও বলরামের পবিত্র কীর্তিগান সহ বেণুবাদনের উচ্চ নিনাদে, গোকুলের চতুর্দিক অনুরণিত হচ্ছিল। গোকুলে গোপগণের গৃহগুলি অগ্নি, সূর্য, অতিথি, গাভী, বিপ্র, পূর্বপুরুষ ও দেবতার পূজার উপচারের প্রাচুর্যে অত্যন্ত মনোরম ছিল। চতুর্দিকের পুষ্পিত বন পাখির দল ও ভ্রমরকুল দ্বারা নিনাদিত এবং হ্রদসমূহ হংস, কারণ্ডব হাঁস ও পদ্মে সুশোভিত ছিল।

তাৎপর্য

যদিও গোকুল কৃষ্ণবিরহে শোকাভিভূত ছিল, তা হলেও ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা ব্রজের সেই নির্দিষ্ট প্রকাশকে আচ্ছাদিত করেছিলেন এবং উদ্ধবকে ব্রজের সূর্যাস্তের স্বাভাবিক কোলাহল ও আনন্দ দর্শন করিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৪

তমাগতং সমাগম্য কৃষ্ণস্যানুচরং প্রিয়ম্ ।
নন্দঃ প্রীতঃ পরিষ্বজ্য বাসুদেবধিয়ার্চয়ৎ ॥ ১৪ ॥

তম্—তাঁর (উদ্ধবের) **আগতম্**—আগমন; **সমাগম্য**—সমীপবর্তী হয়ে; **কৃষ্ণস্য**—কৃষ্ণের; **অনুচরম্**—অনুচর; **প্রিয়ম্**—প্রিয়; **নন্দঃ**—নন্দ মহারাজ; **প্রীতঃ**—প্রীত; **পরিষ্বজ্য**—আলিঙ্গন করে; **বাসুদেব-ধিয়া**—ভগবান বাসুদেবজ্ঞানে; **আর্চয়ৎ**—অর্চনা করেছিলেন।

অনুবাদ

উদ্ধব নন্দ মহারাজের গৃহে পৌঁছানো মাত্র, নন্দ তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য অগ্রসর হলেন। গোপরাজ প্রীতিভরে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁকে অভিন্ন ভগবান বাসুদেব-জ্ঞানে অর্চনা করলেন।

তাৎপর্য

উদ্ধবকে দেখতে ঠিক নন্দপুত্র কৃষ্ণের মতো লাগছিল এবং তাঁকে দর্শন করে সকলেই আনন্দ লাভ করছিল। তাই কৃষ্ণ বিরহ ভাবনায় নন্দ মগ্ন থাকলেও তিনি যখন উদ্ধবকে তাঁর গৃহের দিকে আসতে দেখলেন, তখন বাহ্য লৌকিক আচরণে তিনি সচেতন হয়ে উঠলেন এবং সাগ্রহভরে তাঁর মহিমান্বিত অতিথিকে আলিঙ্গন করার জন্য অগ্রসর হলেন।

শ্লোক ১৫

ভোজিতং পরমান্নেন সংবিষ্টং কশিপৌ সুখম্ ।
গতশ্রমং পর্যপৃচ্ছৎ পাদসংবাহনাদিভিঃ ॥ ১৫ ॥

ভোজিতম্—ভোজন করালেন; **পরম-অন্নেন**—উৎকৃষ্ট অন্ন; **সংবিষ্টম্**—আসীন করালেন; **কশিপৌ**—সুন্দর শয্যায়; **সুখম্**—সুখে; **গত**—মোচন করে; **শ্রমম্**—শ্রম; **পর্যপৃচ্ছৎ**—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন; **পাদ**—তাঁর পদদ্বয়; **সংবাহন**—মর্দন দ্বারা; **আদিভিঃ**—ইত্যাদি।

অনুবাদ

উদ্ধবকে উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন করিয়ে শয্যায় সুখাসীন করে এবং পাদমর্দনাদি দ্বারা তাঁর শ্রম দূর করার পর নন্দ তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যে, উদ্ধব যেহেতু নন্দের ভাইপো, তাই নন্দের এক ভৃত্য উদ্ধবের পাদমর্দন করেছিল।

শ্লোক ১৬

কচ্চিদঙ্গ মহাভাগ সখা নঃ শূরনন্দনঃ ।
আস্তে কুশল্যপত্যাদ্যৈর্যুক্তো মুক্তঃ সুহৃদ্‌ব্রতঃ ॥ ১৬ ॥

কচ্চিৎ—কি; **অঙ্গ**—প্রিয়; **মহা-ভাগ**—হে মহাভাগ; **সখা**—সখা; **নঃ**—আমাদের; **শূর-নন্দনঃ**—রাজা শূরের পুত্র (বসুদেব); **আস্তে**—জীবন যাপন; **কুশলী**—ভালভাবে; **অপত্য-আদ্যৈঃ**—তাঁর সন্তানাদি; **যুক্তঃ**—সহ; **মুক্তঃ**—মুক্ত; **সুহৃৎ**—তাঁর সুহৃদগণ; **ব্রতঃ**—যে উৎসর্গীকৃত।

অনুবাদ

[নন্দ মহারাজ বললেন—] হে প্রিয় মহানুভব, এখন রাজা শূরের পুত্র বসুদেব বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর সন্তানাদি এবং স্বজনবর্গের সাথে পুনর্মিলিত হয়ে ভাল আছেন তো?

শ্লোক ১৭

দিষ্ট্যা কংসো হতঃ পাপঃ সানুগঃ স্বেন পাপ্মনা ।
সাধূনাং ধর্মশীলানাং যদূনাং দ্বেষ্টি যঃ সদা ॥ ১৭ ॥

দিষ্ট্যা—সৌভাগ্যক্রমে; কংসঃ—রাজা কংস; হতঃ—নিহত হয়েছে; পাপঃ—পাপপূর্ণ; স—সহ; অনুগঃ—তার অনুচর (ভ্রাতা); স্বেন—তার নিজের জন্য; পাপ্‌মনা—পাপময়তা; সাধূনাম্—সাধুগণের; ধর্ম-শীলানাম্—সর্বদা তাদের আচরণে ধর্মশীল; যদূনাম্—যদুগণ; দ্বেষ্টি—বিদ্বেষ পরায়ণ; যঃ—যে; সদা—সর্বদা।

অনুবাদ

সৌভাগ্যক্রমে তার স্বীয় পাপের জন্য, পাপাত্মা কংস, তার সকল ভ্রাতাসহ নিহত হয়েছে। সকল সময়েই সাধু ও ধর্মশীল যদুগণের প্রতি সে বিদ্বেষপরায়ণ ছিল।

শ্লোক ১৮

অপি স্মরতি নঃ কৃষ্ণো মাতরং সুহৃদঃ সখীন্ ।
গোপান্ ব্রজং চাত্মনাথং গাবো বৃন্দাবনং গিরিম্ ॥ ১৮ ॥

অপি—কি; স্মরতি—স্মরণ করে; নঃ—আমাদের; কৃষ্ণঃ—কৃষ্ণ; মাতরম্—তাঁর মাতা; সুহৃদঃ—তাঁর সুহৃদ; সখীন্—এবং প্রিয় সখাদের; গোপান্—গোপগণ; ব্রজম্—ব্রজমণ্ডল; চ—এবং; আত্ম—তিনি স্বয়ং; নাথম্—যার নাথ; গাবঃ—গোসকল; বৃন্দাবনম্—বৃন্দাবনের অরণ্য; গিরিম্—গিরি গোবর্ধন।

অনুবাদ

কৃষ্ণ কি আমাদের স্মরণ করেন? তিনি কি তাঁর মাতা, তাঁর সখা ও সুহৃদবৃন্দকে স্মরণ করেন? স্বয়ং তিনি যার নাথ সেই ব্রজমণ্ডল ও তার গোপগণকে তিনি কি স্মরণ করেন? তিনি কি গাভীদের, বৃন্দাবন অরণ্য এবং গিরি গোবর্ধনকে স্মরণ করেন?

শ্লোক ১৯

অপ্যায়াস্যতি গোবিন্দঃ স্বজনান্ সকৃদীক্ষিতুম্ ।
তর্হি দ্রক্ষ্যাম তদ্বক্ত্রং সুনসং সুস্মিতেক্ষণম্ ॥ ১৯ ॥

অপি—কি; আয়াস্যতি—ফিরে আসবেন; গোবিন্দঃ—কৃষ্ণ; স্বজনান্—তাঁর স্বজনগণকে; সকৃৎ—একবার; ঈক্ষিতুম্—দর্শন করতে; তর্হি—তখন; দ্রক্ষ্যাম—আমরা দেখতে পাব; তৎ—তাঁর; বক্ত্রম্—বদন; সু-নসম্—সুন্দর নাসিকা সমন্বিত; সু—সুন্দর; স্মিত—হাস্য; ঈক্ষণম্—এবং নয়ন যুগল।

অনুবাদ

তাঁর আত্মীয়স্বজনকে দর্শন করার জন্য গোবিন্দ কি একবারের জন্যও ফিরে আসবেন? যদি তিনি কখনও তা করেন, আমরা তখন তাঁর মনোরম নয়ন যুগল, নাসিকা ও হাস্য সমন্বিত সুন্দর মুখমণ্ডল দর্শন করতে পারব।

তাৎপর্য

এখন সেই কৃষ্ণ বৃহৎ নগরী মথুরার যুবরাজ হয়েছেন, তাই তিনি যে বৃন্দাবনের সামান্য গোপগ্রামে বাস করার জন্য ফিরে আসবেন, নন্দ তা আশা করেন না। তবুও তাঁর আশা, যে গ্রাম্য-গোষ্ঠী তাঁকে জন্ম থেকে বড় করেছে, অন্ততঃ একবারের জন্যও সেখানে কৃষ্ণ আসুন।

শ্লোক ২০

দাবাগ্নের্বাতবর্ষাচ্চ বৃষসর্পাচ্চ রক্ষিতাঃ ।
দুরত্যয়েভ্যো মৃত্যুভ্যঃ কৃষ্ণেন সুমহাত্মনা ॥ ২০ ॥

দাব-অগ্নেঃ—দাবানল থেকে; **বাত**—প্রবল বায়ু; **বর্ষাৎ**—এবং বর্ষণ; **চ**—ও; **বৃষ**—বৃষ হতে; **সর্পাৎ**—সর্প হতে; **চ**—এবং; **রক্ষিতাঃ**—রক্ষা করেছিলেন; **দুরত্যয়েভ্যঃ**—দুরতিক্রম; **মৃত্যুভ্যঃ**—মৃত্যুভয় থেকে; **কৃষ্ণেন**—কৃষ্ণের দ্বারা; **সু-মহা-আত্মনা**—সেই মহাত্মা।

অনুবাদ

আমরা দাবানল, প্রবল বায়ু ও বর্ষণ, বৃষ ও সর্প দানবসমূহ—এরকম সকল অনতিক্রম্য মৃত্যুভয় থেকে—সেই পরম মহাত্মা কৃষ্ণের দ্বারা সুরক্ষিত হয়েছিলাম।

শ্লোক ২১

স্মরতাং কৃষ্ণবীর্যাণি লীলাপাঙ্গনিরীক্ষিতম্ ।
হসিতং ভাষিতং চাঙ্গ সর্বা নঃ শিথিলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২১ ॥

স্মরতাম্—স্মরণ করতে করতে; **কৃষ্ণ-বীর্যাণি**—কৃষ্ণের শৌর্যশালী কর্ম; **লীলা**—লীলা; **অপাঙ্গ**—কটাক্ষময়; **নিরীক্ষিতম্**—তাঁর দৃষ্টিপাত; **হসিতম্**—হাস্য; **ভাষিতম্**—কথা বলা; **চ**—এবং; **অঙ্গ**—হে প্রিয় (উদ্ধব); **সর্বাঃ**—সকল; **নঃ**—আমাদের; **শিথিলাঃ**—শিথিল হয়; **ক্রিয়াঃ**—ক্রিয়া।

অনুবাদ

আমরা যখন কৃষ্ণের অপূর্ব কর্মকাণ্ড, তাঁর কটাক্ষপাত, তাঁর হাসি এবং তাঁর বাক্য স্মরণ করি, হে উদ্ধব, তখন আমাদের সকল জড় বন্ধন বিস্মৃত হই।

শ্লোক ২২

সরিচ্ছৈলবনোদ্দেশান্মুকুন্দপদভূষিতান্ ।
আক্রীড়ানীক্ষ্যমাণানাং মনো যাতি তদাত্মতাম্ ॥ ২২ ॥

সরিৎ—নদী; **শৈল**—পর্বত; **বন**—বনের; **উদ্দেশান্**—এবং বিভিন্ন অংশ; **মুকুন্দ**—কৃষ্ণের; **পদ**—পদদ্বয় দ্বারা; **ভূষিতান্**—অলঙ্কৃত; **আক্রীড়ান্**—তাঁর লীলাস্থলীসমূহ; **ঈক্ষ্যমাণানাম্**—দর্শন করি; **মনঃ**—মন; **যাতি**—প্রাপ্ত হয়; **তৎ-আত্মতাম্**—সম্পূর্ণভাবে তাঁরই চিন্তায় মগ্নতা।

অনুবাদ

যেখানে মুকুন্দ তাঁর ক্রীড়া-লীলা উপভোগ করেছিলেন, তাঁর পদচিহ্নশোভিত সেই নদী, পর্বত এবং অরণ্যানী আমরা যখন দর্শন করি, তখন আমাদের মন সম্পূর্ণরূপে তাঁর চিন্তায় মগ্ন হয়ে ওঠে।

শ্লোক ২৩

মন্যে কৃষ্ণং চ রামং চ প্রাপ্তাবিহ সুরোত্তমৌ ।
সুরাণাং মহদর্থায় গর্গস্য বচনং যথা ॥ ২৩ ॥

মন্যে—আমার মনে হয়; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ; **চ**—এবং; **রামম্**—বলরাম; **চ**—এবং; **প্রাপ্তৌ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **ইহ**—এই গ্রহে; **সুর**—দেবতাদের; **উত্তমৌ**—দুই পরম উন্নত; **সুরাণাম্**—দেবতার; **মহৎ**—মহৎ; **অর্থায়**—উদ্দেশে; **গর্গস্য**—গর্গ ঋষির; **বচনম্**—বচন; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

আমার মতে, কৃষ্ণ ও বলরাম নিশ্চয়ই দুই উন্নত দেবতা হবেন, যারা দেবতাদের কোন মহৎ ব্রত পূর্ণ করার জন্য এই গ্রহে এসেছেন। গর্গ ঋষির দ্বারাও এমনই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

শ্লোক ২৪

কংসং নাগাযুতপ্রাণং মল্লৌ গজপতিং যথা ।
অবধিষ্টাং লীলয়ৈব পশূনিব মৃগাধিপঃ ॥ ২৪ ॥

কংসম্—কংস; **নাগ**—হস্তীর; **অযুত**—দশ সহস্র; **প্রাণম্**—বলশালী; **মল্লৌ**—দুই মল্লযোদ্ধা (চাণূর ও মুষ্টিক); **গজ-পতিম্**—গজপতি (কুবলয়াপীড়); **যথা**—যেমন; **অবধিষ্টাম্**—তাঁরা দু'জনে হত্যা করেছিলেন; **লীলয়া**—অবলীলাক্রমে; **এব**—কেবল; **পশূন্**—প্রাণীদের; **ইব**—যেমন; **মৃগ-অধিপঃ**—সিংহ, পশুরাজ।

অনুবাদ

শেষ পর্যন্ত দশ সহস্র হস্তীর মতো বলশালী কংসকে, সেই মঞ্চে মল্লযোদ্ধা চাণূর ও মুষ্টিককে, এবং কুবলয়াপীড় হস্তীকে কৃষ্ণ ও বলরাম হত্যা করেছিলেন।

সিংহ যেমন সহজেই ক্ষুদ্র প্রাণীদের হত্যা করে, তাঁরাও তেমনি অবলীলাক্রমে তাদের হত্যা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে নন্দ বলতে চেয়েছেন, "কেবল গর্গমুনিই যে এই বালকদের দিব্য বলে ঘোষণা করেছিলেন তা নয়, তাঁরা কি করেছে তাও লক্ষ্য করুন। সকলেই সেই কথা বলছে।"

শ্লোক ২৫

তালত্রয়ং মহাসারং ধনুর্যষ্টিমিবেভরাট্ ।
বভঞ্জৈকেন হস্তেন সপ্তাহমদধাদ্ গিরিম্ ॥ ২৫ ॥

তাল-ত্রয়ম্—তিনটি তাল গাছের মতো দীর্ঘ; **মহা-সারম্**—অত্যন্ত দৃঢ়; **ধনুঃ**—ধনুক; **যষ্টিম্**—যষ্টি; **ইব**—মতো; **ইভ-রাট্**—গজরাজ; **বভঞ্জ**—ভঙ্গ করলেন; **একেন**—এক; **হস্তেন**—হস্তে; **সপ্ত-অহম্**—সাত দিন ধরে; **অদধাৎ**—ধারণ করলেন; **গিরিম্**—একটি পর্বত।

অনুবাদ

গজরাজ যেমন একটি যষ্টিকে সহজেই ভঙ্গ করে, কৃষ্ণও তিনটি তাল গাছের মতো দীর্ঘ বিশাল, সুদৃঢ় ধনুক ভঙ্গ করেছিলেন। তিনি কেবলমাত্র এক হাতে একটি পর্বত সাত দিন ধারণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

আচার্য বিশ্বনাথের মতানুসারে, একটি তাল গাছের পরিমাপ ষাট হাত বা নব্বই ফুট। তাই কৃষ্ণ যে বিশাল ধনুকটি ভঙ্গ করেছিলেন, সেটি ছিল দু'শ সত্তর ফুট দীর্ঘ।

শ্লোক ২৬

প্রলম্বো ধেনুকোঽরিষ্টস্তৃণাবর্তো বকাদয়ঃ ।
দৈত্যাঃ সুরাসুরজিতো হতা যেনেহ লীলয়া ॥ ২৬ ॥

প্রলম্বঃ ধেনুকঃ অরিষ্টঃ—প্রলম্ব, ধেনুক এবং অরিষ্ট; **তৃণাবর্তঃ**—তৃণাবর্ত; **বক-আদয়ঃ**—বক এবং অন্যান্য; **দৈত্যাঃ**—অসুর সকল; **সুর-অসুর**—দেবতা ও অসুর উভয়; **জিতঃ**—বিজয়ী; **হতাঃ**—বধ করেছিলেন; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **ইহ**—এখানে (বৃন্দাবনে); **লীলয়া**—অনায়াসে।

অনুবাদ

এখানে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ ও বলরাম অনায়াসেই প্রলম্ব, ধেনুক, অরিষ্ট, তৃণাবর্ত এবং বকের মতো সুরাসুর বিজয়ী অসুরদের সংহার করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

শ্রীশুক উবাচ

ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য নন্দঃ কৃষ্ণানুরক্তধীঃ ।
অত্যুৎকণ্ঠোঽভবত্তূষ্ণীং প্রেমপ্রসরবিহ্বলঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য**—গভীরভাবে ও বারেবারে স্মরণ করতে করতে; **নন্দঃ**—নন্দ মহারাজ; **কৃষ্ণ**—কৃষ্ণের প্রতি; **অনুরক্ত**—সম্পূর্ণরূপে অনুরাগযুক্ত; **ধীঃ**—যার মন; **অতি**—অত্যন্তরূপে; **উৎকণ্ঠঃ**—উৎকণ্ঠিত; **অভবৎ**—হওয়ায়; **তূষ্ণীম্**—মৌনভাবে; **প্রেম**—তাঁর শুদ্ধ প্রেমের; **প্রসর**—শক্তিদ্বারা; **বিহ্বলঃ**—জয় করলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে গভীরভাবে কৃষ্ণকে বারংবার স্মরণ করতে করতে তাঁর মন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের প্রতি অনুরক্ত হলে, নন্দ মহারাজ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত বোধ করায় মৌন হয়ে তাঁর প্রেমের শক্তি দ্বারা সেই উৎকণ্ঠা জয় করলেন।

শ্লোক ২৮

যশোদা বর্ণ্যমানানি পুত্রস্য চরিতানি চ ।
শৃণ্বন্ত্যশ্রূণ্যবাস্রাক্ষীৎ স্নেহস্নুতপয়োধরা ॥ ২৮ ॥

যশোদা—মা যশোদা; **বর্ণ্যমানানি**—বর্ণিত হওয়া; **পুত্রস্য**—তাঁর পুত্রের; **চরিতানি**—চরিত্রাবলী; **চ**—এবং; **শৃণ্বন্তী**—শ্রবণ মাত্র; **অশ্রূণি**—অশ্রু; **অবাস্রাক্ষীৎ**—বর্ষণ করলেন; **স্নেহ**—স্নেহবশতঃ; **স্নুত**—আর্দ্র হয়ে উঠেছিল; **পয়োধরা**—তাঁর স্তনদ্বয়।

অনুবাদ

তাঁর পুত্রের চরিত্রাবলীর বর্ণনা শ্রবণ করা মাত্র মা যশোদা অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন এবং স্নেহবশতঃ তাঁর স্তনদ্বয় হতে দুগ্ধ ক্ষরিত হতে থাকল।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ মথুরা গমন করার দিন থেকেই মা যশোদাকে যদিও সহস্র নারী-পুরুষ বারম্বার সান্ত্বনা প্রদান করেছিল, কিন্তু তিনি তাঁর পুত্রের মুখমণ্ডল ব্যতীত আর কিছুই দেখতে

পাচ্ছিলেন না। তিনি অন্য প্রত্যেকের প্রতি তাঁর দুই চোখ বন্ধ রেখেছিলেন এবং অনবরত ক্রন্দন করছিলেন। তাই তিনি উদ্ধবকে চিনতে পারেননি, তাঁর সঙ্গে পিতা-মাতাসুলভ স্নেহে ব্যবহার করতে পারেননি, তাঁকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেননি বা তাঁর পুত্রের জন্য কোনও বার্তা তাঁকে প্রদান করতে পারেননি। তিনি কেবলমাত্র কৃষ্ণের জন্য প্রেমে অভিভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৯

তয়োরিত্থং ভগবতি কৃষ্ণে নন্দযশোদয়োঃ ।
বীক্ষ্যানুরাগং পরমং নন্দমাহোদ্ধবো মুদা ॥ ২৯ ॥

তয়োঃ—তাঁদের দুজনের; **ইত্থম্**—এরূপ; **ভগবতি**—পরম পুরুষোত্তম ভগবানের জন্য; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণও; **নন্দ-যশোদয়োঃ**—নন্দ এবং যশোদার; **বীক্ষ্য**—পরিষ্কারভাবে দর্শন করে; **অনুরাগম্**—অনুরাগ; **পরমম্**—পরম; **নন্দম্**—নন্দকে; **আহ**—বললেন; **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **মুদা**—সানন্দে।

অনুবাদ

পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য অনুভূত নন্দ ও যশোদার পরম অনুরাগ সুস্পষ্টভাবে দর্শন করে উদ্ধব সানন্দে নন্দ মহারাজকে বললেন।

তাৎপর্য

উদ্ধব যদি দেখতেন যে, নন্দ ও যশোদা বাস্তবিকই কষ্ট ভোগ করছেন, তবে তিনি আনন্দ প্রকাশ করতেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় স্তরে সকল আবেগই অপ্রাকৃত আনন্দ। শুদ্ধ ভক্তের মানসিক বা শারীরিক যন্ত্রণা বলতে যা বোঝায়, তা হল প্রেমময়ী আনন্দেরই আরেকটি রূপ। এই সমস্ত কিছুই উদ্ধবের সামনে সুস্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হয়েছিল এবং তাই তিনি বলতে লাগলেন।

শ্লোক ৩০

শ্রীউদ্ধব উবাচ

যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ নূনং দেহিনামিহ মানদ ।
নারায়ণেঽখিলগুরৌ যৎ কৃতা মতিরীদৃশী ॥ ৩০ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **যুবাম্**—আপনারা দুজন; **শ্লাঘ্যতমৌ**—অত্যন্ত প্রশংসনীয়; **নূনম্**—নিশ্চিতভাবে; **দেহিনাম্**—দেহধারী জীবগণের মধ্যে; **ইহ**—এই জগতে; **মান-দ**—হে শ্রদ্ধেয়; **নারায়ণে**—ভগবান নারায়ণের জন্য; **অখিল-গুরৌ**—অখিলগুরু; **যৎ**—যেহেতু; **কৃতা**—করেছেন; **মতিঃ**—মনোভাব; **ঈদৃশী**—এরূপ।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে শ্রদ্ধেয় নন্দ, সমগ্র জগতের মধ্যে আপনি ও মা যশোদা নিশ্চিতভাবে পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, কারণ সকল জীবের গুরুদেব স্বরূপ ভগবান নারায়ণের প্রতি আপনারা এমন প্রেমময়ী মনোভাবের বিকাশ ঘটিয়েছেন।

তাৎপর্য

'*মন্যে কৃষ্ণঞ্চ রামঞ্চ প্রাপ্তাবিহ সুরোত্তমৌ*' (আমি মনে করি কৃষ্ণ ও বলরাম নিশ্চয়ই দু'জন উন্নত দেবতা হবেন) নন্দের এই কথার দ্বারা তাঁর ভাব হৃদয়ঙ্গম করে উদ্ধব এখানে কৃষ্ণকে ভগবান নারায়ণ বলে উল্লেখ করেছেন।

শ্লোক ৩১

এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী
রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্ ।
অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য
জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ ॥ ৩১ ॥

এতৌ—এই দু'জন; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **বিশ্বস্য**—বিশ্বের; **চ**—এবং; **বীজ**—বীজ; **যোনী**—এবং গর্ভ; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **মুকুন্দঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **পুরুষঃ**—স্রষ্টা ভগবান; **প্রধানম্**—তাঁর সৃষ্টির শক্তি; **অন্বীয়**—প্রবিষ্ট হয়ে; **ভূতেষু**—সকল জীবের মধ্যে; **বিলক্ষণস্য**—বিভ্রান্ত অথবা মনে মনে উপলব্ধি করা; **জ্ঞানস্য**—জ্ঞান; **চ**—এবং; **ঈশাতে**—নিয়ন্ত্রণ করে; **ইমৌ**—তাঁরা; **পুরাণৌ**—পুরাণ পুরুষ।

অনুবাদ

মুকুন্দ ও বলরাম, এই দুই ভগবান, প্রত্যেকেই বিশ্বের বীজ ও গর্ভ স্বরূপ, স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি-শক্তি। তাঁরা জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে তাদের বদ্ধ চেতনা নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁরা পরম পুরাণ-পুরুষ।

তাৎপর্য

বিলক্ষণ শব্দটির অর্থ—"পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা" অথবা "বিভ্রান্ত হওয়া", এটি নির্ভর করবে কিভাবে বিষয়বস্তুর মধ্যে ষষ্ঠ উপসর্গ 'বি' হৃদয়ঙ্গম করা হবে তার উপর। উন্নত আত্মার ক্ষেত্রে *বিলক্ষণ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে "দেহ ও আত্মার মধ্যে সঠিক পার্থক্য উপলব্ধি করা" এবং তাই ভগবান কৃষ্ণ, *ঈশাতে* শব্দের দ্বারা যেমন নির্দেশ করা হয়েছে, পারমার্থিকভাবে উন্নত আত্মাকে পরিচালনা করেন। *বিলক্ষণ* শব্দটির অন্য অর্থ—"পার্থক্য বুঝতে অক্ষম" বা "বিভ্রান্ত"—পরিষ্কারভাবে তাদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যায় যারা দেহ ও আত্মার মধ্যে পার্থক্য বা জীবাত্মা ও

পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে না। এই ধরনের বিভ্রান্ত জীবেরা তাদের আলয়, নিত্য চিন্ময় জগৎ ভগবদ্ধামে ফিরে যায় না, বরং প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে অনিত্য গতি লাভ করে।

সকল বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে এটি উপলব্ধি করা যায় যে, এখানে শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গদান রত শ্রীরাম, বলরাম, কৃষ্ণের অংশপ্রকাশ হওয়ায় তাঁর থেকে ভিন্ন নন। ভগবান এক, যদিও তিনি নানাভাবে নিজেকে বিস্তার করে থাকেন। তাই, শ্রীবলরাম কোনভাবেই একেশ্বরবাদের নীতির সাথে আপস করেননি।

শ্লোক ৩২-৩৩

যস্মিন্ জনঃ প্রাণবিয়োগকালে
ক্ষণং সমাবেশ্য মনোঽবিশুদ্ধম্ ।
নির্হৃত্য কর্মাশয়মাশু যাতি
পরাং গতিং ব্রহ্মময়োঽর্কবর্ণঃ ॥ ৩২ ॥
তস্মিন্ ভবন্তাবখিলাত্মহেতৌ
নারায়ণে কারণমর্ত্যমূর্তৌ ।
ভাবং বিধত্তাং নিতরাং মহাত্মন্
কিং বাবশিষ্টং যুবয়োঃ সুকৃত্যম্ ॥ ৩৩ ॥

যস্মিন্—যাঁকে; **জনঃ**—জীব; **প্রাণ**—প্রাণ; **বিয়োগ**—ত্যাগের; **কালে**—সময়ে; **ক্ষণম্**—মুহূর্তের জন্য; **সমাবেশ্য**—নিবিষ্ট করে; **মনঃ**—মন; **অবিশুদ্ধম্**—অবিশুদ্ধ; **নির্হৃত্য**—সমূলে উৎপাটন করে; **কর্ম**—জড় কর্মফলের; **আশয়ম্**—সকল চিহ্নসমূহ; **আশু**—তৎক্ষণাৎ; **যাতি**—প্রাপ্ত হন; **পরাম্**—পরম; **গতিম্**—গতি; **ব্রহ্ম-ময়ঃ**—শুদ্ধসত্ত্বমূর্তি; **অর্ক**—সূর্যের মতো; **বর্ণঃ**—যার বর্ণ; **তস্মিন্**—তাঁকে; **ভবন্তৌ**—স্বীয়; **অখিল**—অখিল; **আত্ম**—পরমাত্মা; **হেতৌ**—এবং বর্তমানের কারণস্বরূপ; **নারায়ণে**—ভগবান নারায়ণ; **কারণ**—সকল বস্তুর কারণ; **মর্ত্য**—মনুষ্য; **মূর্তৌ**—রূপী; **ভাবম্**—শুদ্ধ প্রেম; **বিধত্তাম্**—প্রদান করেছেন; **নিতরাম্**—নিরতিশয়; **মহা-আত্মন্**—পরিপূর্ণরূপে; **কিম্ বা**—আর কি; **অবশিষ্টম্**—অবশিষ্ট; **যুবয়োঃ**—আপনাদের জন্য; **সু-কৃত্যম্**—পুণ্য কর্ম প্রয়োজন।

অনুবাদ

অবিশুদ্ধ স্তরের কোনও ব্যক্তিও, যদি প্রয়াণকালে তার মনকে কেবল এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর প্রতি নিবিষ্ট করে, তবে সে তৎক্ষণাৎ সকল পাপ কর্মফলের সকল

চিহ্ন দগ্ধ করে সূর্যসম দ্যুতিময় শুদ্ধ চিন্ময় স্বরূপে পরম অপ্রাকৃত গতি লাভ করে। আপনারা দুজনে সকল স্থিতির কারণ, সকলের পরমাত্মাস্বরূপ সর্বকারণের মূল কারণ হওয়া সত্ত্বেও যাঁর মনুষ্য সদৃশ রূপ রয়েছে, সেই ভগবান নারায়ণের প্রতি নিরতিশয় অতুলনীয় প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করছেন। আর কোন্ পুণ্য কর্ম আপনাদের প্রয়োজন?

শ্লোক ৩৪

আগমিষ্যত্যদীর্ঘেণ কালেন ব্রজমচ্যুতঃ ।
প্রিয়ং বিধাস্যতে পিত্রোর্ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ ॥ ৩৪ ॥

আগমিষ্যতি—তিনি ফিরে আসবেন; **অদীর্ঘেণ**—স্বল্প; **কালেন**—সময়ের মধ্যে; **ব্রজম্**—ব্রজে; **অচ্যুতঃ**—কৃষ্ণ, অভ্রান্ত পুরুষ; **প্রিয়ম্**—প্রীতি; **বিধাস্যতে**—তিনি প্রদান করবেন; **পিত্রোঃ**—তাঁর পিতা-মাতাকে; **ভগবান্**—ভগবান; **সাত্বতাম্**—ভক্তবৃন্দের; **পতিঃ**—প্রভু এবং রক্ষক।

অনুবাদ

ভক্তবৃন্দের নাথ, অচ্যুত কৃষ্ণ, তাঁর পিতা-মাতার প্রীতি বিধান করার জন্য শীঘ্রই ব্রজে ফিরে আসবেন।

তাৎপর্য

এখানে উদ্ধব ভগবান কৃষ্ণের বার্তা প্রদান করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ৩৫

হত্বা কংসং রঙ্গমধ্যে প্রতীপং সর্বসাত্বতাম্ ।
যদাহ বঃ সমাগত্য কৃষ্ণঃ সত্যং করোতি তৎ ॥ ৩৫ ॥

হত্বা—হত্যা করে; **কংসম্**—কংস; **রঙ্গ**—রঙ্গস্থল; **মধ্যে**—মধ্যে; **প্রতীপম্**—শত্রু; **সর্ব-সাত্বতাম্**—সকল যদুগণের; **যৎ**—যা; **আহ**—তিনি বলেছিলেন; **বঃ**—আপনাদের; **সমাগত্য**—ফিরে এসে; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **সত্যম্**—সত্য; **করোতি**—করবেন; **তৎ**—তা।

অনুবাদ

সমস্ত যদুগণের শত্রু কংসকে মল্লভূমিতে হত্যা করার পর, ফিরে এসে আপনাদের প্রতি প্রতিজ্ঞা, কৃষ্ণ এখন নিশ্চয়ই পালন করবেন।

শ্লোক ৩৬

মা খিদ্যতং মহাভাগৌ দ্রক্ষ্যথঃ কৃষ্ণমন্তিকে ।
অন্তর্হৃদি স ভূতানামাস্তে জ্যোতিরিবৈধসি ॥ ৩৬ ॥

মা খিদ্যতম্—দয়া করে বিলাপ করবেন না; **মহা-ভাগৌ**—হে পরম ভাগ্যবান; **দ্রক্ষ্যথঃ**—আপনারা দর্শন করবেন; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ; **অন্তিকে**—নিকট ভবিষ্যতে; **অন্তঃ**—মধ্যে; **হৃদি**—অন্তর; **সঃ**—তিনি; **ভূতানাম্**—সকল জীবের; **আস্তে**—উপস্থিত; **জ্যোতিঃ**—অগ্নি; **ইব**—যেমন; **এধসি**—কাষ্ঠ মধ্যে।

অনুবাদ

হে মহাভাগে, বিলাপ করবেন না। খুব শীঘ্রই আবার আপনারা কৃষ্ণকে দর্শন করবেন। কাঠের মধ্যে যেমন অগ্নি সুপ্ত থাকে, সেইভাবে তিনিও সকল জীবের অন্তরে উপস্থিত রয়েছেন।

তাৎপর্য

উদ্ধব বুঝতে পেরেছিলেন যে, নন্দ ও যশোদা কৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য অত্যন্ত অধীর হয়ে উঠেছিলেন, আর তাই তিনি পুনরায় তাঁদের আশ্বাস প্রদান করলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই আসবেন।

শ্লোক ৩৭

ন হ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়ো বাস্ত্যমানিনঃ ।
নোত্তমো নাধমো বাপি সমানস্যাসমোঽপি বা ॥ ৩৭ ॥

ন—না; **হি**—বস্তুত; **অস্য**—তাঁর জন্য; **অস্তি**—রয়েছে; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **কশ্চিৎ**—কেউ; **ন**—নয়; **অপ্রিয়ঃ**—অপ্রিয়; **বা**—বা; **অস্তি**—রয়েছে; **অমানিনঃ**—যে সম্মানের আকাঙ্ক্ষা হতে মুক্ত; **ন**—না; **উত্তমঃ**—উত্তম; **ন**—না; **অধমঃ**—অধম; **বা**—বা; **অপি**—ও; **সমানস্য**—সকলের জন্য যাঁর সমান শ্রদ্ধা আছে, তাঁর জন্য; **আসমঃ**—সম্পূর্ণরূপে সাধারণ; **অপি**—ও; **বা**—বা।

অনুবাদ

তাঁর কাছে কেউই বিশেষ প্রিয় বা অপ্রিয় নয়, উত্তম বা অধম নয় এবং তিনি কারও প্রতি অসমদর্শীও নন। তিনি অমানী, কিন্তু অন্যান্য সকলকে মান দান করেন।

শ্লোক ৩৮

ন মাতা ন পিতা তস্য ন ভার্যা ন সুতাদয়ঃ ।
নাত্মীয়ো ন পরশ্চাপি ন দেহো জন্ম এব চ ॥ ৩৮ ॥

ন—নেই; **মাতা**—মাতা; **ন**—নেই; **পিতা**—পিতা; **তস্য**—তাঁর; **ন**—নেই; **ভার্যা**—পত্নী; **ন**—নেই; **সুত-আদয়ঃ**—পুত্র আদি; **ন**—কেউই; **আত্মীয়ঃ**—তাঁর আত্মীয়; **ন**—না; **পরঃ**—পর; **চ অপি**—ও; **ন**—নেই; **দেহঃ**—দেহ; **জন্ম**—জন্ম; **এব**—কিম্বা; **চ**—এবং।

অনুবাদ

তাঁর মাতা, পিতা, পত্নী, পুত্র বা অন্যান্য আত্মীয় নেই। কেউই তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এবং তবুও কেউই তাঁর কাছে অপরিচিত নয়। তাঁর কোন জড় দেহ নেই এবং জন্ম নেই।

শ্লোক ৩৯

ন চাস্য কর্ম বা লোকে সদসন্মিশ্রযোনিষু ।
ক্রীড়ার্থং সোঽপি সাধূনাং পরিত্রাণায় কল্পতে ॥ ৩৯ ॥

ন—নেই; **চ**—এবং; **অস্য**—তাঁর; **কর্ম**—কর্ম; **বা**—বা; **লোকে**—এই জগতে; **সৎ**—শুদ্ধ; **অসৎ**—অশুদ্ধ; **মিশ্র**—অথবা মিশ্রিত; **যোনিষু**—গর্ভে বা প্রজাতিতে; **ক্রীড়া**—ক্রীড়ার; **অর্থম্**—জন্য; **সঃ**—তিনি; **অপি**—ও; **সাধূনাম্**—তাঁর সাধুভক্তগণের; **পরিত্রাণায়**—পরিত্রাণের জন্য; **কল্পতে**—আবির্ভূত হন।

অনুবাদ

এই জগতে তাঁর এমন কোন কর্ম নেই যা তাঁকে শুদ্ধ, অশুদ্ধ বা মিশ্র প্রজাতির জীবনে জন্ম লাভ করতে বাধ্য করবে। তবু তাঁর লীলা উপভোগার্থে এবং তাঁর সাধু ভক্তগণের উদ্ধারের জন্য তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন।

শ্লোক ৪০

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ভজতে নির্গুণো গুণান্ ।
ক্রীড়ন্নতীতোঽপি গুণৈঃ সৃজত্যবতি হন্ত্যজঃ ॥ ৪০ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্ব; **রজঃ**—রজ; **তমঃ**—এবং তম; **ইতি**—এইভাবে পরিচিত; **ভজতে**—তিনি গ্রহণ করলেন; **নির্গুণঃ**—জড় গুণাবলীর অতীত; **গুণান্**—গুণসমূহ; **ক্রীড়ান্**—ক্রীড়া করতে করতে; **অতীতঃ**—চিন্ময়; **অপি**—যদিও; **গুণৈঃ**—গুণসমূহ ব্যবহার

করে; **সৃজতি**—তিনি সৃষ্টি করেন; **অবতি**—পালন করেন; **হন্তি**—এবং লয় করেন; **অজঃ**—জন্মরহিত ভগবান।

অনুবাদ

তিনি যদিও জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি গুণের অতীত, তবু চিন্ময় ভগবান তাঁর ক্রীড়ারূপে তাদের সঙ্গ গ্রহণ করেন। এইভাবে অজ ভগবান সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের জন্য জড়া প্রকৃতির গুণসমূহকে ব্যবহার করেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্ম-সূত্রে (২/১/৩৪) উল্লেখ করা হয়েছে যে *'লোকবৎ লীলা-কৈবল্যম্*—অর্থাৎ, 'ভগবান এমনভাবে তাঁর অপ্রাকৃত লীলাসমূহ সম্পাদন করেছেন যেন তিনি এই জগতেরই অধিবাসী ছিলেন।'

যদিও ভগবান কারো প্রতি পক্ষপাত বা বিশ্বাস ভঙ্গ করেন না, আমরা তবুও এই জগতে সুখ ও দুঃখকে নিরীক্ষণ করি। *গীতায়* (১৩/২২) উল্লেখ করা হয়েছে, *কারণং গুণ-সঙ্গোঽস্য*—অর্থাৎ আমরা জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণসমূহের সাথে সঙ্গ করার কামনা করে থাকি এবং তাই তার ফলাফলকেও আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাকে ব্যবহার করার জন্য ভগবান জড়া প্রকৃতির ক্ষেত্র প্রদান করেছেন। মূর্খ অভক্তরা তাঁর প্রকৃতিকে শোষণ করার চেষ্টার মাধ্যমে কেবলমাত্র ভগবানকে প্রবঞ্চনা করার চেষ্টাই করে না, ফলস্বরূপ তারা যখন যাতনা ভোগ করে, তখন তাদের নিজেদের ভুলের জন্য তারা ভগবানকেই দোষারোপ করে। ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণদের এমনই নির্লজ্জ অবস্থা।

শ্লোক ৪১

যথা ভ্রমরিকাদৃষ্ট্যা ভ্রাম্যতীব মহীয়তে।
চিত্তে কর্তরি তত্রাত্মা কর্তেবাহংধিয়া স্মৃতঃ ॥ ৪১ ॥

যথা—যেমন; **ভ্রমরিকা**—ঘূর্ণনের জন্য; **দৃষ্ট্যা**—কারো দৃষ্টিতে; **ভ্রাম্যতি**—ঘুরছে; **ইব**—যেন; **মহী**—ভূমিতল; **ঈয়তে**—মনে হয়; **চিত্তে**—মন; **কর্তরি**—কর্তা হলেও; **তত্র**—সেখানে; **আত্মা**—আত্মা; **কর্তা**—কর্তা; **ইব**—যেন; **অহম্-ধিয়া**—অহঙ্কার বশতঃ; **স্মৃতঃ**—মনে করা হয়।

অনুবাদ

ঠিক যেমন ঘূর্ণনরত কোন ব্যক্তি মনে করে যে ভূমিতলও ঘুরছে, তেমনই অহঙ্কার দ্বারা প্রভাবিত কেউও মনে করে যে, সে নিজেই কর্তা, যদিও প্রকৃতপক্ষে তার মনই কেবলমাত্র কার্য করছে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর একটি সমান্তরাল ধারণা প্রদান করেছেন—যদিও আমাদের সুখ ও দুঃখ জড় গুণাবলীর সঙ্গে আমাদের নিজেদের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল প্রসূত কিন্তু আমরা ভগবানকেই এইগুলির কারণরূপে মনে করি।

শ্লোক ৪২

যুবয়োরেব নৈবায়মাত্মজো ভগবান্ হরিঃ ।
সর্বেষামাত্মজো হ্যাত্মা পিতা মাতা স ঈশ্বরঃ ॥ ৪২ ॥

যুবয়োঃ—আপনাদের দুজনের; **এব**—কেবলমাত্র; **ন**—নয়; **এব**—বস্তুত; **অয়ম্**—তিনি; **আত্ম-জঃ**—পুত্র; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **সর্বেষাম্**—সকলের; **আত্ম-জঃ**—পুত্র; **হি**—বস্তুত; **আত্মা**—সেই আত্মা; **পিতা**—পিতা; **মাতা**—মাতা; **সঃ**—তিনি; **ঈশ্বরঃ**—ঈশ্বর।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান হরি একমাত্র আপনাদেরই পুত্র নন। পরন্তু, ঈশ্বর রূপে, তিনি সকলের পুত্র, আত্মা, পিতা এবং মাতা।

শ্লোক ৪৩

দৃষ্টং শ্রুতং ভূতভবদ্ভবিষ্যৎ
স্থাস্নুশ্চরিষ্ণুর্মহদল্পকং চ ।
বিনাচ্যুতাদ্বস্তু তরাং ন বাচ্যং
স এব সর্বং পরমাত্মভূতঃ ॥ ৪৩ ॥

দৃষ্টম্—দৃষ্ট; **শ্রুতম্**—শ্রুত; **ভূত**—অতীত; **ভবৎ**—বর্তমান; **ভবিষ্যৎ**—ভবিষ্যৎ; **স্থাস্নুঃ**—স্থিতিশীল; **চরিষ্ণুঃ**—গতিশীল; **মহৎ**—বৃহৎ; **অল্পকম্**—ক্ষুদ্র; **চ**—এবং; **বিনা**—ব্যতীত; **অচ্যুতাৎ**—অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ; **বস্তু**—বস্তু; **তরাম্**—মোটেও; **ন**—নন; **বাচ্যম্**—বাচ্য; **সঃ**—তিনি; **এব**—একমাত্র; **সর্বম্**—সমস্ত কিছুর; **পরম-আত্মা**—পরমাত্মারূপে; **ভূতঃ**—প্রকাশিত।

অনুবাদ

শ্রুত বা দৃষ্ট, অতীতে, বর্তমানে বা ভবিষ্যতে, স্থিতিশীল বা গতিশীল, বৃহৎ বা ক্ষুদ্র কোন কিছুই ভগবান অচ্যুত ব্যতীত স্বতন্ত্ররূপে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। যেহেতু তিনি পরম-আত্মা, তাই তিনিই সমস্ত কিছু।

তাৎপর্য

নন্দ ও যশোদাকে আরও দার্শনিক স্তরে উন্নীত করে শ্রীউদ্ধব তাঁদের শোক লাঘব করছেন। তিনি বর্ণনা করছেন যে, ভগবান কৃষ্ণ যেহেতু সমস্ত কিছু এবং তিনি সমস্ত কিছুর মধ্যে রয়েছেন, তাই তাঁর শুদ্ধ ভক্তবৃন্দ সকল সময়েই তাঁর সঙ্গে রয়েছেন।

শ্লোক ৪৪

এবং নিশা সা ব্রুবতোর্ব্যতীতা
নন্দস্য কৃষ্ণানুচরস্য রাজন্ ।
গোপ্যঃ সমুত্থায় নিরূপ্য দীপান্
বাস্তূন্ সমভ্যর্চ্য দধীন্যমন্থন্ ॥ ৪৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **নিশা**—রাত্রি; **সা**—সেই; **ব্রুবতোঃ**—তাঁদের উভয়ের কথোপকথনে; **ব্যতীতা**—শেষ হয়েছিল; **নন্দস্য**—নন্দ মহারাজ; **কৃষ্ণ-অনুচরস্য**—এবং কৃষ্ণের অনুচর (উদ্ধব); **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **সমুত্থায়**—নিদ্রা থেকে উত্থিত হয়ে; **নিরূপ্য**—প্রজ্বালিত করে; **দীপান্**—প্রদীপ; **বাস্তূন্**—বাস্তু বিগ্রহসমূহ; **সমভ্যর্চ্য**—অর্চনা করে; **দধীনি**—দধি; **অমন্থন্**—মন্থন করছিলেন।

অনুবাদ

হে রাজন, কৃষ্ণের দূত নন্দের সঙ্গে ক্রমাগত কথা বলতে বলতে, রাত্রি শেষ হয়ে এল। গোষ্ঠের রমণীগণ শয্যা হতে গাত্রোত্থান করলেন এবং প্রদীপ প্রজ্বলন করে তাঁদের বাস্তু বিগ্রহাদির অর্চনা করলেন। তারপর তাঁরা দধিকে মাখনে পরিণত করার জন্য তা মন্থন করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ৪৫

তা দীপদীপ্তৈর্মণিভির্বিরেজু
রজ্জুর্বিকর্ষদ্ভুজকঙ্কণস্রজঃ ।
চলন্নিতম্বস্তনহারকুণ্ডল-
ত্বিষৎ কপোলারুণকুঙ্কুমাননাঃ ॥ ৪৫ ॥

তাঃ—সেই সকল রমণীগণ; **দীপ**—প্রদীপ দ্বারা; **দীপ্তৈঃ**—উদ্দীপিত; **মণি-ভিঃ**—রত্নসমূহ দ্বারা; **বিরেজুঃ**—শোভিত; **রজ্জূঃ**—মন্থন রজ্জু; **বিকর্ষৎ**—আকর্ষণ করা;

ভুজ—তাঁদের বাহুদ্বয়ের; **কঙ্কণ**—কঙ্কণসমূহের; **ব্রজঃ**—শ্রেণী; **চলন্**—চালনা রত; **নিতম্ব**—তাঁদের নিতম্ব; **স্তন**—স্তন; **হার**—এবং কণ্ঠহার; **কুণ্ডল**—তাঁদের কর্ণকুণ্ডলের জন্য; **ত্বিষৎ**—প্রভায়; **কপোল**—তাঁদের গণ্ডদেশ; **অরুণ**—অরুণবর্ণের; **কুঙ্কুম**—কুঙ্কুম; **আননাঃ**—তাঁদের মুখমণ্ডল।

অনুবাদ

ব্রজরমণীরা তাঁদের কঙ্কণপূর্ণ দুই বাহু দিয়ে যখন মন্থনরজ্জু আকর্ষণ করছিলেন, তখন প্রদীপের আলোতে প্রতিফলিত তাঁদের রত্নরাজির উজ্জ্বলতায় তাঁরা শোভামণ্ডিত হয়েছিলেন। তাঁদের নিতম্ব, স্তন এবং কণ্ঠহারগুলি চঞ্চল হয়ে উঠেছিল এবং অরুণ বর্ণের কুঙ্কুমে রঞ্জিত তাঁদের মুখমণ্ডল কপোলদেশের কুণ্ডল প্রভায় উদ্ভাসিত হয়েছিল।

শ্লোক ৪৬

উদ্গায়তীনামরবিন্দলোচনং
ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশদ্ধ্বনিঃ ।
দধ্নশ্চ নির্মন্থনশব্দমিশ্রিতো
নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলম্ ॥ ৪৬ ॥

উদ্গায়তীনাম্—উচ্চৈঃস্বরে গান করছিলেন; **অরবিন্দ**—পদ্মসদৃশ; **লোচনম্**—(ভগবান সম্বন্ধে) যাঁর নয়নদ্বয়; **ব্রজ-অঙ্গনানাম্**—ব্রজের রমণীগণের; **দিবম্**—আকাশ; **অস্পৃশৎ**—স্পর্শ করছিল; **ধ্বনিঃ**—ধ্বনি; **দধ্নঃ**—দধি; **চ**—এবং; **নির্মন্থন**—মন্থনের; **শব্দ**—শব্দের দ্বারা; **মিশ্রিতঃ**—মিশ্রিত; **নিরস্যতে**—দূরীভূত হয়েছিল; **যেন**—যার দ্বারা; **দিশাম্**—সমস্ত দিকের; **অমঙ্গলম্**—অমঙ্গল।

অনুবাদ

ব্রজের রমণীগণ যখন উচ্চৈঃস্বরে কমল-নয়ন কৃষ্ণের মহিমা গান করছিলেন, তখন তাঁদের গান তাঁদের মন্থনের শব্দের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আকাশ স্পর্শ করেছিল এবং সমস্ত দিকের সর্ব-অমঙ্গল দূরীভূত করেছিল।

তাৎপর্য

গোপীগণ কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন ছিলেন এবং তাই তাঁর উপস্থিতি অনুভব করছিলেন। ফলতঃ তাঁরা আনন্দের সঙ্গে গান গাইতে পারছিলেন।

শ্লোক ৪৭

ভগবত্যুদিতে সূর্যে নন্দদ্বারি ব্রজৌকসঃ ।
দৃষ্ট্বা রথং শাতকৌম্ভং কস্যায়মিতি চাব্রুবন্ ॥ ৪৭ ॥

ভগবতি—ভগবান; **উদিতে**—যখন তিনি উদিত হলেন; **সূর্যে**—সূর্য; **নন্দ-দ্বারি**—নন্দ মহারাজের গৃহদ্বারে; **ব্রজ-ওকসঃ**—ব্রজবাসীগণ; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **রথম্**—রথ; **শাতকৌম্ভম্**—স্বর্ণ নির্মিত; **কস্য**—কার; **অয়ম্**—এই; **ইতি**—এইভাবে; **চ**—এবং; **অব্রুবন্**—তাঁরা বললেন।

অনুবাদ

যখন ভগবানতুল্য সূর্য উদিত হলেন, তখন ব্রজবাসীগণ নন্দ মহারাজের দ্বারের সম্মুখে স্বর্ণ রথটি লক্ষ্য করলেন। তাঁরা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, "এই রথটি কার?"

শ্লোক ৪৮

অক্রূর আগতঃ কিম্ বা যঃ কংসস্যার্থসাধকঃ ।
যেন নীতো মধুপুরীং কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ ॥ ৪৮ ॥

অক্রূরঃ—অক্রূর; **আগতঃ**—এসেছে; **কিং বা**—সম্ভবতঃ; **যঃ**—যে; **কংসস্য**—রাজা কংসের; **অর্থ**—উদ্দেশ্যের; **সাধকঃ**—পালনকারী; **যেন**—যার দ্বারা; **নীতঃ**—নিয়ে গিয়েছিল; **মধু-পুরীম্**—মথুরা নগরীতে; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **কমল**—পদ্মসদৃশ; **লোচন**—যাঁর নয়নদ্বয়।

অনুবাদ

কমলনয়ন কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে গিয়ে কংসের আকাঙ্ক্ষা যে পূর্ণ করেছিল—সেই অক্রূর সম্ভবত ফিরে এসেছেন।

তাৎপর্য

গোপীগণ ক্রুদ্ধ হয়ে এই কথা বলেছিলেন।

শ্লোক ৪৯

কিং সাধয়িষ্যত্যস্মাভির্ভর্তুঃ প্রীতস্য নিষ্কৃতিম্ ।
ততঃ স্ত্রীণাং বদন্তীনামুদ্ধবোঽগাৎ কৃতাহ্নিকঃ ॥ ৪৯ ॥

কিম্—কি; **সাধয়িষ্যতি**—সে সম্পাদন করবে; **অস্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা; **ভর্তুঃ**—তার প্রভুর; **প্রীতস্য**—তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল যে; **নিষ্কৃতিম্**—পারলৌকিক ক্রিয়া;

ততঃ—তখন; **স্ত্রীণাম্**—স্ত্রীগণ; **বদন্তীনাম্**—তারা যখন বলাবলি করছিল; **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **অগাৎ**—সেখানে উপস্থিত হলেন; **কৃত**—সমাপন করে; **অহ্নিকঃ**—তার প্রাতঃকালীন ধর্মীয় কর্তব্য।

অনুবাদ

"সে কি আমাদের মাংস দিয়ে তার সেবায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট তার প্রভুর পিণ্ডদান করবে?" স্ত্রীগণ যখন এইভাবে বলাবলি করছিলেন, উদ্ধব তাঁর প্রাতঃকালীন কর্তব্য সমাপন করে উপস্থিত হলেন।

তাৎপর্য

অক্রূর যখন কৃষ্ণকে নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন গোপীদের অনুভূত তিক্ত হতাশা এই শ্লোকে অভিব্যক্ত হয়েছে। যাই হোক, অপ্রত্যাশিত অতিথি উদ্ধবকে দর্শন করে তাঁরা সানন্দে বিস্মিতই হবেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'উদ্ধবের বৃন্দাবনে আগমন' নামক ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

ভ্রমর সঙ্গীত

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে উদ্ধব কিভাবে গোপীগণকে ভগবানের বার্তা প্রদান করে তাঁদের সান্ত্বনা প্রদানের পর মথুরায় প্রত্যাবর্তন করলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

আকর্ষণীয় কুণ্ডল ও পীতবসন পরিহিত কমলনয়ন উদ্ধবকে ব্রজগোপিকাগণ যখন দেখলেন, তখন কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর এতখানি সাদৃশ্য লক্ষ্য করে তাঁরা আশ্চর্য হয়েছিলেন। "কে এ?" তাঁরা এমন ভাবতে ভাবতে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে ঘিরে ধরলেন। যখন তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, নিশ্চয়ই কৃষ্ণ তাঁকে প্রেরণ করেছেন, তখন তাঁরা তাঁকে একটি নির্জন স্থানে নিয়ে এলেন, যেখানে তিনি তাঁদের সঙ্গে গোপনে কথা বলতে পারবেন।

গোপীগণ এরপর ইতিপূর্বে কৃষ্ণসঙ্গ উপভোগের লীলাগুলি স্মরণ করতে লাগলেন এবং সকল লোক-মর্যাদা ও লজ্জা সরিয়ে রেখে তাঁরা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করছিলেন। একজন গোপী যখন গভীরভাবে কৃষ্ণসঙ্গ ধ্যান করছিলেন, তখন তাঁর সামনে একটি ভ্রমরকে দেখতে পেলেন। ভ্রমরটিকে কৃষ্ণের দূত কল্পনা করে তিনি বললেন, "ভ্রমর যেমন বিভিন্ন ফুলে ভ্রমণ করে, শ্রীকৃষ্ণ তেমনি ব্রজ-যুবতীদের পরিত্যাগ করে অন্য রমণীদের অনুরাগ বর্ধন করছেন।" এইভাবে সেই গোপীটি নিজের দুর্ভাগ্য ও প্রতিদ্বন্দ্বী অনুরাগীদের সৌভাগ্যের বৈসাদৃশ্যের তুলনামূলক বর্ণনা করতে করতে একই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাসমূহের মহিমা কীর্তন করতে লাগলেন।

আবার কৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য উৎকণ্ঠিত ব্রজের যুবতীদের উদ্ধব সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন। উদ্ধব বর্ণনা করলেন, "সাধারণ মানুষদের যখন ভগবান কৃষ্ণের দাস হওয়ার যোগ্যতা লাভের জন্য অনেক পুণ্যকর্ম করতে হয়, সেক্ষেত্রে আপনারা সরল গোপীগণ অত্যন্ত ভাগ্যবান যে, ভগবান আপনাদের তাঁর সর্বোত্তম শুদ্ধ-ভক্তির স্তরে অনুগ্রহ করেছেন।" উদ্ধব এরপর তাঁদের কাছে ভগবানের বার্তা প্রদান করলেন।

শ্রীকৃষ্ণকে উদ্ধৃত করে উদ্ধব বললেন, " 'আমিই পরমাত্মা ও সকলের পরম আশ্রয়। আমার শক্তিসমূহ দ্বারা আমি মহাজগতের সৃষ্টি, পালন ও লয় করে থাকি। হে গোপীগণ, আমি নিশ্চয়ই তোমাদের অতি প্রিয়, কিন্তু আমার প্রতি তোমাদের আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি করার জন্য এবং তোমাদের আমার স্মরণ আরও তীব্র করার

জন্য, আমি তোমাদের ছেড়ে এসেছি। যখন কোন নারীর প্রিয়তম দূরদেশে অবস্থান করে, শেষ পর্যন্ত সে তার প্রতিই তার মনকে অনবরত নিবিষ্ট করে। অবিরাম আমাকে স্মরণ করার দ্বারা তোমরা অনতিবিলম্বে নিশ্চিতরূপে আবার আমার সঙ্গ লাভ করবে।" '

তখন গোপীরা উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সেই কংস এখন মৃত, কৃষ্ণ এখন তাঁর পরিবারের সদস্যদের এবং মথুরার রমণীদের সঙ্গ উপভোগ করতে পারছেন, তিনি এখন সুখী তো? তিনি কি এখনও আমাদের সঙ্গে তাঁর সকল-লীলার কথা স্মরণ করেন, যেমন রাস নৃত্যের কথা? গ্রীষ্ম-সন্তপ্ত বনকে ইন্দ্রের বারিবর্ষণ যেমন আবার প্রাণবন্ত করে, শ্রীকৃষ্ণও কি তেমনি আরেকবার আমাদের মাঝে আবির্ভূত হয়ে আমাদের আনন্দ দেবেন? যদিও আমরা জানি যে, বৈরাগ্য থেকেই সর্বোত্তম সুখ লাভ হয়, তবুও আমরা কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশা ত্যাগ করতে পারছি না, কারণ সমগ্র ব্রজভূমিজুড়ে তাঁর পদচিহ্নগুলি আজও রয়েছে, আর সেগুলি তাঁর কৃপাশীল গমনভঙ্গী, উদার হাস্য ও বিনম্র বচনের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সমস্ত কিছুর দ্বারাই আমাদের মন অপহৃত হয়ে রয়েছে।"

এই বলে গোপীরা উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত বিভিন্ন নাম উচ্চারণ করে কীর্তন করতে লাগলেন, "হে গোবিন্দ, দয়া করে এসে আমাদের সকল দুঃখের বিনাশ কর।" উদ্ধব তখন তাঁদের সন্তাপ হরণ করার মতো বাক্যে গোপীদের সান্ত্বনা প্রদান করলেন এবং গোপীগণও তাঁকে অভিন্ন কৃষ্ণ-জ্ঞানে পূজা করলেন।

ব্রজের অধিবাসীদের বিভিন্নভাবে কৃষ্ণের কথা স্মরণ করিয়ে আনন্দ প্রদানের জন্য উদ্ধব ব্রজমণ্ডলে কয়েক মাস অবস্থান করেছিলেন। ভগবানের জন্য গোপীগণের প্রেমের আকুলতা দর্শন করে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, "বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের পর্যায়ে উপনীত হয়ে এই সব গোপীরা তাঁদের জীবন সার্থক করেছেন। নিঃসন্দেহে ব্রহ্মাও তাঁদের থেকে নিকৃষ্ট। গোপীরা রাসলীলার সময়ে কৃষ্ণের বলশালী দুই বাহু দিয়ে তাঁদের কণ্ঠ আলিঙ্গনের মাধ্যমে যে-কৃপা লাভ করেছিলেন, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী, যিনি সর্বদা কৃষ্ণের বক্ষে বাস করেন, তিনিও গোপীদের মতো সেই কৃপা লাভ করেননি। তা হলে অন্যান্য রমণীদের কথা আর কি বলার আছে! নিঃসন্দেহে, গোপীদের পাদপদ্মের ধূলির স্পর্শে কোনও লতাগুল্ম হয়েও আমার জন্ম হলে আমি নিজেকে অতি ভাগ্যবান মনে করব।"

অবশেষে, উদ্ধব মথুরায় ফিরে যাওয়ার জন্য নন্দ মহারাজ ও অন্যান্য গোপগণের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। নন্দ মহারাজ তাঁকে নানা উপহারাদি প্রদান করে সর্বদা কৃষ্ণকে স্মরণ করার মতো সামর্থ্য উদ্ধবের কাছে প্রার্থনা করলেন।

মথুরায় ফিরে এসে উদ্ধব, বলরাম, কৃষ্ণ এবং উগ্রসেনকে নন্দ মহারাজ প্রেরিত উপহারসামগ্রী অর্পণ করলেন এবং তাঁদের কাছে তাঁর ব্রজের অভিজ্ঞতাগুলি বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ১-২

শ্রীশুক উবাচ

তং বীক্ষ্য কৃষ্ণানুচরং ব্রজস্ত্রিয়ঃ
প্রলম্ববাহুং নবকঞ্জলোচনম্ ।
পীতাম্বরং পুষ্করমালিনং লসন্-
মুখারবিন্দং পরিমৃষ্টকুণ্ডলম্ ॥ ১ ॥
সুবিস্মিতাঃ কোঽয়মপীব্যদর্শনঃ
কুতশ্চ কস্যাচ্যুতবেষভূষণঃ ।
ইতি স্ম সর্বাঃ পরিবব্রুরুৎসুকাস্
তমুত্তমঃশ্লোকপদাম্বুজাশ্রয়ম্ ॥ ২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তম্**—তাঁকে; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **কৃষ্ণ-অনুচরম্**—ভগবান কৃষ্ণের অনুচর (উদ্ধব); **ব্রজ-স্ত্রিয়ঃ**—ব্রজের রমণীগণ; **প্রলম্ব**—আজানুলম্বিত; **বাহুম্**—যাঁর বাহুদ্বয়; **নব**—নবীন; **কঞ্জ**—পদ্মের মতো; **লোচনম্**—যাঁর চক্ষুদ্বয়; **পীত**—হলুদ; **অম্বরম্**—বস্ত্র পরিধান করে; **পুষ্কর**—পদ্মসমূহের; **মালিনম্**—মাল্য পরিধান করে; **লসৎ**—দেদীপ্যমান; **মুখ**—মুখ; **অরবিন্দম্**—পদ্মসদৃশ; **পরিমৃষ্ট**—পরিমার্জিত; **কুণ্ডলম্**—কুণ্ডল; **সু-বিস্মিতাঃ**—অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন; **কঃ**—কে; **অয়ম্**—এই; **অপীব্য**—সুন্দর; **দর্শনঃ**—দর্শন; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **চ**—এবং; **কস্য**—কার; **অচ্যুত**—কৃষ্ণের; **বেষ**—পোশাক পরিধান করে; **ভূষণঃ**—এবং অলঙ্কারাদি; **ইতি**—এইভাবে বলে; **স্ম**—বস্তুত; **সর্বাঃ**—তাঁদের সকলে; **পরিবব্রুঃ**—পরিবেষ্টন করলেন; **উৎসুকাঃ**—আগ্রহে; **তম্**—তাঁকে; **উত্তমঃ-শ্লোক**—শ্রীকৃষ্ণের, যিনি শ্রেষ্ঠ কবিতা দ্বারা প্রশংসিত; **পদ-অম্বুজ**—পাদপদ্ম দ্বারা; **আশ্রয়ম্**—যে আশ্রিত।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ব্রজের যুবতীরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুচরকে দর্শন করে বিস্মিত হলেন, যাঁর দুটি বাহু দীর্ঘ, যাঁর নয়নদুটি প্রস্ফুটিত নবীন পদ্মের মতো, যিনি পীত বসন এবং একটি পদ্মফুলের মালা পরিধান করেছেন এবং যাঁর

পদ্মের মতো মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মার্জিত দুই কুণ্ডলের দ্বারা। "কে এই সুদর্শন পুরুষ?" গোপীরা প্রশ্ন করলেন। "সে কোথা থেকে এসেছে এবং সে কার সেবা করে? সে কৃষ্ণের বস্ত্র ও অলঙ্কারগুলি ধারণ করেছে!" এই কথা বলতে বলতে গোপীরা আগ্রহভরে ভগবান উত্তমশ্লোক, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম যাঁর আশ্রয়, সেই উদ্ধবের চতুর্দিকে ভিড় করলেন।

শ্লোক' ৩

তং প্রশ্রয়েণাবনতাঃ সুসৎকৃতং
সব্রীড়হাসেক্ষণসূনৃতাদিভিঃ ।
রহস্যপৃচ্ছন্নুপবিষ্টমাসনে
বিজ্ঞায় সন্দেশহরং রমাপতেঃ ॥ ৩ ॥

তম্—তাঁকে, উদ্ধবকে; **প্রশ্রয়েণ**—বিনয়ের সঙ্গে; **অবনতাঃ**—অবনত হয়ে (গোপীরা); **সু**—যথাযথভাবে; **সৎ-কৃতম্**—সম্মানিত করে; **স-ব্রীড়**—লজ্জার সঙ্গে; **হাস**—এবং হাস্য; **ঈক্ষণ**—তাঁদের দৃষ্টিপাত করে; **সুনৃত**—মধুর বচন; **আদিভিঃ**—এবং আরও; **রহসি**—একটি নির্জন স্থানে; **অপৃচ্ছন্**—তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন; **উপবিষ্টম্**—উপবিষ্ট; **আসনে**—আসনে; **বিজ্ঞায়**—তাঁকে জানতে পেরে; **সন্দেশ-হরম্**—বার্তাবহ; **রমা-পতেঃ**—লক্ষ্মীদেবীর পতির।

অনুবাদ

সবিনয়ে তাঁদের মস্তক অবনত করে, তাঁদের লজ্জা, সহাস্য দৃষ্টিপাত এবং মধুর বচনে গোপীরা উদ্ধবকে সম্মান জানালেন। তাঁকে লক্ষ্মীপতি কৃষ্ণের বার্তাবহরূপে চিনতে পেরে তাঁকে একটি নির্জন স্থানে তাঁরা নিয়ে গেলেন, তাঁকে সুখাসনে উপবেশন করালেন এবং জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণের কাছ থেকে বার্তাবহ এসেছে দেখে পবিত্র গোপীরা উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন। বৃন্দাবনে অবস্থানের সময়ে উদ্ধবের দৃষ্টিগোচর হবে—অতুলনীয় গোপীরা তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণকে ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারতেন না।

শ্লোক ৪

জানীমস্ত্বাং যদুপতেঃ পার্ষদং সমুপাগতম্ ।
ভর্ত্রেহ প্রেষিতঃ পিত্রোর্ভবান্ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ৪ ॥

জ্ঞানীমঃ—আমরা জানি; **ত্বাম্**—আপনি; **যদু-পতেঃ**—যদুপতির; **পার্ষদম্**—পার্ষদ; **সমুপাগতম্**—এখানে উপস্থিত হয়েছেন; **ভর্ত্রা**—আপনার প্রভুর দ্বারা; **ইহ**—এখানে; **প্রেষিতঃ**—প্রেরিত; **পিত্রোঃ**—তাঁর পিতা-মাতার; **ভবান্**—আপনাকে; **প্রিয়**—সন্তুষ্টি; **চিকীর্ষয়া**—প্রদানের জন্য।

অনুবাদ

[গোপীগণ বললেন—] আমরা জানি, আপনি যদুপতি কৃষ্ণের একান্ত সেবক এবং আপনার প্রভুর নির্দেশে আপনি এখানে এসেছেন, যিনি তাঁর পিতা-মাতাকে সন্তোষ প্রদান করতে ইচ্ছুক।

শ্লোক ৫

অন্যথা গোব্রজে তস্য স্মরণীয়ং ন চক্ষ্মহে ।
স্নেহানুবন্ধো বন্ধূনাং মুনেরপি সুদুস্ত্যজঃ ॥ ৫ ॥

অন্যথা—অন্যথা; **গো-ব্রজে**—গোচারণ ভূমিতে; **তস্য**—তাঁর জন্য; **স্মরণীয়ম্**—স্মরণীয়; **ন চক্ষ্মহে**—আমরা দর্শন করি না; **স্নেহ**—স্নেহের; **অনুবন্ধঃ**—আসক্তি; **বন্ধূনাম্**—স্বজনগণের; **মুনেঃ**—কোনও মুনির পক্ষে; **অপি**—ও; **সু-দুস্ত্যজঃ**—পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন।

অনুবাদ

এ ছাড়া ব্রজের এই সমস্ত গোচারণভূমির কোনকিছুই তিনি স্মরণযোগ্য বিবেচনা করেন বলে আমরা মনে করি না। বাস্তবিকই, কোনও মুনিঋষির পক্ষেও পরিবারের সদস্যদের স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করা খুবই কঠিন।

শ্লোক ৬

অন্যেষ্বর্থকৃতা মৈত্রী যাবদর্থবিড়ম্বনম্ ।
পুম্ভিঃ স্ত্রীষু কৃতা যদ্বৎ সুমনঃস্বিব ষট্‌পদৈঃ ॥ ৬ ॥

অন্যেষু—অন্যের প্রতি; **অর্থ**—কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য; **কৃতা**—করা; **মৈত্রী**—বন্ধুত্ব; **যাবৎ**—যতক্ষণের জন্য; **অর্থ**—(কেউ পূর্ণ করছে তার) স্বার্থ; **বিড়ম্বনম্**—ভান; **পুম্ভিঃ**—পুরুষ দ্বারা; **স্ত্রীষু**—নারীর জন্য; **কৃতা**—প্রদর্শিত; **যদ্বৎ**—যতটা; **সুমনঃসু**—ফুলের জন্য; **ইব**—যেমন; **ষট্-পদৈঃ**—ভ্রমরের দ্বারা।

অনুবাদ

পরিবার-পরিজন ছাড়া অন্যদের প্রতি বন্ধুত্ব প্রদর্শন ব্যক্তিগত স্বার্থে চালিত হয়, এবং স্বার্থ সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত তা স্থায়ী হয়। এ রকম বন্ধুত্ব নারীর প্রতি পুরুষের বা ফুলের প্রতি ভ্রমরের আসক্তির মতো।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এখানে বর্ণনা করছেন যে, আকর্ষণীয় নারী, ফুলের মতো, সৌন্দর্য, সৌরভ, নম্রতা ও মাধুর্য প্রভৃতির অধিকারী। আর ভ্রমর যেমন একবার একটি ফুলের মধু পান করে এবং তারপর অন্য আরেকটির জন্য সেটি ত্যাগ করে, অস্থির পুরুষেরা অন্যান্য সুখের অনুগমন করার জন্য সুন্দরী ও অনুরক্ত নারীদের পরিত্যাগ করে। এই প্রবণতাকে গোপীরা, যাঁরা কৃষ্ণকে সম্পূর্ণরূপে তাঁদের হৃদয় অর্পণ করেছেন, তাঁরা নিন্দা করছেন। গোপীরা কেবলমাত্র ভগবান কৃষ্ণের আনন্দের জন্য তাঁদের মাধুর্য প্রদর্শন করতে চান এবং বিরহের বেদনায় তাঁদের সঙ্গে কৃষ্ণের সখ্যতার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁরা প্রশ্ন করছেন।

এই সমস্ত কিছুই ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা। ভগবান কৃষ্ণ এবং গোপীরা উভয়েই অপ্রাকৃত প্রেমময়ী বিষয়ে নিয়োজিত সম্পূর্ণ মুক্ত আত্মা। পক্ষান্তরে, আমাদের জড়জাগতিক প্রেমের বিষয়গুলি, চিন্ময় জগতের শুদ্ধ প্রেমময়ী সম্পর্কের বিকৃত প্রতিফলনেরই মতো, সেগুলি কাম, লালসা, অহংকার প্রভৃতি দ্বারা কলুষিত। সকল মুক্ত আত্মার মতো গোপীগণ—এবং নিশ্চিতভাবে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং—এই সমস্ত নিম্ন গুণাবলী থেকে নিত্য মুক্ত এবং তাঁদের গভীর প্রেমময়ী বিষয় কেবলমাত্র অবিমিশ্র ভক্তির দ্বারা চালিত হয়ে থাকে।

শ্লোক ৭

নিঃস্বং ত্যজন্তি গণিকা অকল্পং নৃপতিং প্রজাঃ ।
অধীতবিদ্যা আচার্যমৃত্বিজো দত্তদক্ষিণম্ ॥ ৭ ॥

নিঃস্বম্—নিঃস্ব; **ত্যজন্তি**—পরিত্যাগ করে; **গণিকাঃ**—বেশ্যাগণ; **অকল্পম্**—অযোগ্য; **নৃ-পতিম্**—রাজা; **প্রজাঃ**—প্রজাগণ; **অধীত-বিদ্যাঃ**—যারা তাদের শিক্ষা সমাপ্ত করেছে; **আচার্যম্**—আচার্যকে; **ঋত্বিজঃ**—পুরোহিতগণ; **দত্ত**—(যজ্ঞকারী) যিনি প্রদান করছেন; **দক্ষিণম্**—তাঁদের দক্ষিণা।

অনুবাদ

নির্ধন মানুষকে গণিকারা পরিত্যাগ করে, অযোগ্য রাজাকে প্রজারা পরিত্যাগ করে, শিক্ষা সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষককে পরিত্যাগ করে এবং যজ্ঞের জন্য দক্ষিণা প্রদানকারীকে পুরোহিতেরা পরিত্যাগ করে থাকে।

শ্লোক ৮

খগা বীতফলং বৃক্ষং ভুক্ত্বা চাতিথয়ো গৃহম্ ।
দগ্ধং মৃগাস্তথারণ্যং জারা ভুক্ত্বা রতাং স্ত্রিয়ম্ ॥ ৮ ॥

খগাঃ—পাখিরা; **বীত**—শূন্য; **ফলম্**—ফল; **বৃক্ষম্**—বৃক্ষ; **ভুক্ত্বা**—ভোজন করে; **চ**—এবং; **অতিথয়ঃ**—অতিথিগণ; **গৃহম্**—গৃহ; **দগ্ধম্**—দগ্ধ; **মৃগাঃ**—প্রাণীরা; **তথা**—তেমনই; **অরণ্যম্**—অরণ্য; **জারাঃ**—উপপতিগণ; **ভুক্ত্বা**—ভোগ করে; **রতাম্**—আসক্ত; **স্ত্রিয়ম্**—রমণীকে।

অনুবাদ

একটি গাছের ফল শেষ হয়ে গেলে পাখিরা সেটি পরিত্যাগ করে, ভোজন করার পর অতিথিরা গৃহ পরিত্যাগ করে, দগ্ধ অরণ্যকে প্রাণীরা পরিত্যাগ করে এবং প্রেমিকের প্রতি আসক্ত থাকা সত্ত্বেও তার উপভোগ্যা রমণীকে প্রেমিক পরিত্যাগ করে।

শ্লোক ৯-১০

ইতি গোপ্যো হি গোবিন্দে গতবাক্কায়মানসাঃ ।
কৃষ্ণদূতে সমায়াতে উদ্ধবে ত্যক্তলৌকিকাঃ ॥ ৯ ॥
গায়ন্ত্যঃ প্রিয়কর্মাণি রুদন্ত্যশ্চ গতহ্রিয়ঃ ।
তস্য সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য যানি কৈশোরবাল্যয়োঃ ॥ ১০ ॥

ইতি—এইভাবে; **গোপ্যঃ**—গোপীরা; **হি**—বস্তুত; **গোবিন্দে**—গোবিন্দ বিষয়ে; **গত**—কেন্দ্র করে; **বাক্**—তাঁদের বাক্য; **কায়**—দেহসমূহ; **মানসাঃ**—এবং মন; **কৃষ্ণ-দূতে**—কৃষ্ণের দূত; **সমায়াতে**—সমাগত হয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগদান করলে; **উদ্ধবে**—উদ্ধব; **ত্যক্ত**—ত্যক্ত; **লৌকিকাঃ**—জাগতিক বিষয়সমূহ; **গায়ন্ত্যঃ**—গান করতে করতে; **প্রিয়**—তাঁদের প্রিয়তমের; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ সম্বন্ধে; **রুদন্ত্যঃ**—রোদন করতে করতে; **চ**—এবং; **গত-হ্রিয়ঃ**—সমস্ত লজ্জা ভুলে; **তস্য**—তাঁর; **সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য**—বারে বারে গভীরভাবে স্মরণ করতে করতে; **যানি**—যে; **কৈশোর**—কৈশোর; **বাল্যয়োঃ**—এবং শৈশবকালীন।

অনুবাদ

এইভাবে বলতে বলতে, ভগবান শ্রীগোবিন্দের প্রতি কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণ নিবেদিতপ্রাণা গোপীরা তাঁদের সমস্ত দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম সরিয়ে রাখলেন, যেহেতু এখন সেই কৃষ্ণেরই দূত শ্রীউদ্ধব তাঁদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণ তাঁর শৈশবে ও কৈশোরে যেসব ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করেছিলেন, সেইগুলি তাঁরা অনবরত স্মরণ করে লজ্জাশরম ছেড়ে তাই নিয়ে গান গেয়ে গেয়ে কাঁদতে থাকলেন।

তাৎপর্য

বাল্যয়োঃ শব্দটি এখানে বোঝাচ্ছে যে, গোপীরা তাঁদের শৈশব থেকেই সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণের প্রেমে মগ্ন ছিলেন। তাই সামাজিক প্রথা মতো তাঁদের প্রেম অন্যের কাছে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ থাকলেও, গোপীরা সকল বাহ্য বিবেচনা বিস্মৃত হয়ে কৃষ্ণের দূত উদ্ধবের সামনে প্রকাশ্যে কেঁদেছিলেন।

শ্লোক ১১

কাচিন্মধুকরং দৃষ্ট্বা ধ্যায়ন্তী কৃষ্ণসঙ্গমম্ ।
প্রিয়প্রস্থাপিতং দূতং কল্পয়িত্বেদমব্রবীৎ ॥ ১১ ॥

কাচিৎ—কোন একজন (গোপীগণের মধ্যে); **মধু-করম্**—একটি ভ্রমর; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **ধ্যায়ন্তী**—যখন ধ্যান করছিলেন; **কৃষ্ণ-সঙ্গমম্**—কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সঙ্গ বিষয়ে; **প্রিয়**—তাঁর প্রিয়তম দ্বারা; **প্রস্থাপিতম্**—প্রেরিত; **দূতম্**—দূত; **কল্পয়িত্বা**—কল্পনা করে তাকে; **ইদম্**—এইভাবে; **অব্রবীৎ**—বললেন।

অনুবাদ

গোপীদের মধ্যে একজন যখন কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর পূর্বে-কৃত সঙ্গ ধ্যান করছিলেন, তখন তাঁর সামনে একটি ভ্রমরকে দেখতে পেলেন এবং সেই ভ্রমরটিকে তাঁর প্রিয়তমের পাঠানো দূত বলে মনে করলেন। তাই তিনি তাকে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে শ্রীমতী রাধারাণীকে *কাচিৎ* অর্থাৎ 'কোন একজন গোপী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিশেষ গোপী যে প্রকৃতপক্ষে শ্রীমতী রাধারাণী, সেটি প্রতিপন্ন করার জন্য শ্রীল জীব গোস্বামী *অগ্নি পুরাণ* থেকে নিম্নের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করছেন—

গোপ্যঃ পপ্রচ্ছুর্ উষসি কৃষ্ণানুচরম্ উদ্ধবম্ ।
হরিলীলাবিহারাংস্ চ তত্রৈকাং রাধিকাং বিনা ॥
রাধা তদ্ভাবসংলীনা বাসনায়া বিরামিতা ।
সখীভিঃ সাভ্যধাৎ শুদ্ধবিজ্ঞানগুণজৃম্ভিতম্ ॥
ইজ্যান্তেবাসিনাং বেদচরমাংশবিভাবনৈঃ ।

"প্রভাতে গোপীরা কৃষ্ণের অনুচর উদ্ধবের কাছে ভগবানের লীলাসমূহ ও বিনোদন সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। কেবলমাত্র কৃষ্ণভাবনায় নিমজ্জিত শ্রীমতী রাধারাণী কোনও কথায় অংশ গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। তখন বৃন্দাবন গ্রামের

অধিবাসীদের দ্বারা পূজিত রাধা, তাঁর সখীবৃন্দের মাঝে কথা বললেন। তাঁর কথাগুলি ছিল শুদ্ধ-চিন্ময় জ্ঞানপূর্ণ এবং তা বেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করছিল।"

ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) ভগবান কৃষ্ণ বলছেন, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো*—"সকল বেদের দ্বারা আমিই জ্ঞাতব্য"। কৃষ্ণকে অবগত হওয়া মানে কৃষ্ণকে ভালবাসা এবং এইভাবে রাধারাণী তাঁর নিজের দৃষ্টান্ত ও বাক্য দ্বারা ভগবানের প্রতি তাঁর পরম প্রেম প্রকাশ করলেন।

অগ্নি পুরাণ থেকে উপরোক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করে শ্রীল জীব গোস্বামী *নৃসিংহ তাপনী উপনিষদ* (পূর্বখণ্ড ২/৪) থেকেও এই উদ্ধৃতিটি প্রদান করছেন—*যং সর্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ*—"সকল দেবতা এবং ব্রহ্ম-বাদীরা যাঁরা মুক্তি কামনা করেন, তাঁরা ভগবানের প্রতি প্রণত হন।" সেই অভীষ্ট লাভের পথ অনুসরণ করাই আমাদের উচিত।

শ্লোক ১২

গোপ্যুবাচ

মধুপ কিতববন্ধো মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ
কুচবিলুলিতমালাকুঙ্কুমশ্মশ্রুভির্নঃ ।
বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং
যদুসদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্ ॥ ১২ ॥

গোপী উবাচ—সেই গোপী বললেন; **মধুপ**—হে ভ্রমর; **কিতব**—ধূর্তের; **বন্ধো**—হে বন্ধু; **মা স্পৃশ**—স্পর্শ কর না; **অঙ্ঘ্রিম্**—পাদদ্বয়; **সপত্ন্যাঃ**—আমাদের প্রতিপক্ষ প্রেমিকার; **কুচ**—স্তন; **বিলুলিত**—পতিত; **মালা**—মালা হতে; **কুঙ্কুম**—কুঙ্কুম; **শ্মশ্রুভিঃ**—শ্মশ্রুতে; **নঃ**—আমাদের; **বহতু**—তাঁকে নিয়ে দাও; **মধু-পতিঃ**—মধু বংশের অধীশ্বর; **তৎ**—তাঁর; **মানিনীনাম্**—রমণীগণের প্রতি; **প্রসাদম্**—কৃপা বা অনুগ্রহ; **যদু-সদসি**—যদুগণের রাজসভায়; **বিড়ম্ব্যম্**—উপহাসের বিষয়; **যস্য**—যার; **দূতঃ**—বার্তাবহ; **ত্বম্**—তুমি; **ঈদৃক্**—এইরূপ।

অনুবাদ

সেই গোপী বললেন—হে ভ্রমর, হে ধূর্তোবন্ধু, তোমার সেই কুঙ্কুম বিলেপিত শ্মশ্রু দ্বারা আমার পাদদ্বয় স্পর্শ কোর না, যা এক বিপক্ষ প্রেমিকার কুচযুগল দ্বারা কৃষ্ণের মালায় ঘর্ষিত হয়েছিল। কৃষ্ণ মথুরার রমণীগণের সন্তোষ বিধান করুন। যিনি তোমার মতো এক দূতকে প্রেরণ করেন, তিনি নিশ্চয়ই যাদব সভায় উপহাসাস্পদ হবেন।

তাৎপর্য

শ্রীমতী রাধারাণী যাকে কৃষ্ণের দূত রূপে গ্রহণ করেছিলেন, সেই ভ্রমরকে ভর্ৎসনা করে তিনি পরোক্ষে কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করলেন। তিনি ভ্রমরকে *মধুপ* অর্থাৎ (ফুল থেকে) 'যে মধু পান করে' বলে সম্বোধন করেছিলেন এবং তিনি কৃষ্ণকে *মধু-পতি* রূপে সম্বোধন করেছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, এই শ্লোকটি এবং পরবর্তী নয়টি শ্লোক প্রেয়সী কথিত দশ ধরনের আবেগ-প্রবণ কথার উদাহরণ প্রদান করে। এই শ্লোকটি *প্রজল্পের* গুণাবলী বর্ণনা করছে, ঠিক যেভাবে তাঁর *উজ্জ্বল-নীলমণি* গ্রন্থের (১৪/১৮২) নিম্নোক্ত শ্লোকে শ্রীল রূপ গোস্বামী দ্বারা বর্ণিত হয়েছে—

অসূয়ের্ষ্যামদযুজা যোঽবধীরণমুদ্রয়া ।
প্রিয়স্যাকৌশলোদ্গারঃ প্রজল্পঃ স তু কীর্ত্যতে ॥

"*প্রজল্প* হচ্ছে অশ্রদ্ধার অভিব্যক্তি সহ কথা যা কারো প্রেমিকার অতিসরলতাকে কলঙ্কিত করে। অসূয়া, ঈর্ষা এবং অহংভাবে এমন কথা বলা হয়ে থাকে।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, *কিতব বন্ধো* শব্দটি অসূয়া প্রকাশ করছে; *সপত্ন্যাঃ* থেকে *নঃ* পর্যন্ত বাক্যাংশটি ঈর্ষা প্রকাশ করছে; *মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিম্* বাক্যাংশটি অহং প্রকাশ করছে; এবং *বহতু* থেকে *প্রসাদম্* বাক্যটি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করছে, যখন *যদু-সদসি* থেকে শ্লোক শেষ হওয়া পর্যন্ত বাক্যটি রাধারাণীর প্রতি কৃষ্ণের অতিসরল ব্যবহারের প্রতি দোষারোপ করছে।

শ্লোক ১৩

সকৃদধরসুধাং স্বাং মোহিনীং পায়য়িত্বা
সুমনস ইব সদ্যস্তত্যজেঽস্মান্ ভবাদৃক্ ।
পরিচরতি কথং তৎ-পাদপদ্মং নু পদ্মা
হ্যপি বত হৃতচেতা হ্যুত্তমঃশ্লোকজল্পৈঃ ॥ ১৩ ॥

সকৃৎ—একবার; **অধর**—অধরের; **সুধাম্**—সুধা; **স্বাম্**—তাঁর নিজের; **মোহিনীম্**—মোহিনী; **পায়য়িত্বা**—পান করিয়ে; **সুমনসঃ**—ফুলেদের; **ইব**—মতো; **সদ্যঃ**—সহসা; **তত্যজে**—তিনি পরিত্যাগ করেছেন; **অস্মান্**—আমাদের; **ভবাদৃক্**—তোমার মতো; **পরিচরতি**—সেবা করছে; **কথম্**—কেন; **তৎ**—তাঁর; **পাদ-পদ্মম্**—চরণ-কমল; **নু**—আমি বিস্মিত হচ্ছি; **পদ্মা**—লক্ষ্মী, ভাগ্যদেবী; **হি অপি**—বস্তুত কারণ; **বত**—অহো; **হৃত**—অপহৃত হয়েছে; **চেতাঃ**—তাঁর মন; **হি**—নিশ্চিতরূপে; **উত্তমঃ-শ্লোক**—কৃষ্ণের; **জল্পৈঃ**—মিথ্যা বচন দ্বারা।

অনুবাদ

একবার মাত্র তাঁর মোহিনী অধর সুধা আমাদের পান করাবার পর, কৃষ্ণ সহসা আমাদের পরিত্যাগ করেছেন, ঠিক যেমন তুমি কিছু ফুলেদের পরিত্যাগ কর। তা হলে, কিভাবে সেই দেবী পদ্মা স্বেচ্ছায় তাঁর পাদপদ্মের সেবা করছে? হায়! উত্তরটি নিশ্চয়ই এই হবে যে, তার মন তাঁর প্রবঞ্চনাপূর্ণ বচন দ্বারা অপহৃত হয়েছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে শ্রীমতী রাধারাণী ভ্রমরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের তুলনা অব্যাহত রেখেছেন এবং তাঁর দুঃখের মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, লক্ষ্মীদেবী যে অনবরত তাঁর পাদপদ্মে একান্তভাবে নিয়োজিত হয়ে রয়েছেন তার কারণ নিশ্চয়ই এই যে, তিনি কৃষ্ণের প্রতিশ্রুতি দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে শ্রীমতী রাধারাণীর এই কথা *শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি* (১৪/১৮৪) তে বর্ণিত *পরিজল্পকে* বর্ণনা করছে—

প্রভো নির্দয়তাশাঠ্যচাপল্যাদ্যুপপাদনাৎ ।
স্ব-বিচক্ষণতা-ব্যক্তির্ভঙ্গ্যা স্যাৎ পরিজল্পিতম্ ॥

'*পরিজল্প* হচ্ছে সেই কথা যা, বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে কারও ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতা, ছলনা, অনির্ভরযোগ্যতা প্রভৃতি প্রকাশের দ্বারা তার আপন চতুরতা প্রদর্শন করে।'

শ্লোক ১৪

কিমিহ বহু ষড়ঙ্ঘ্রে গায়সি ত্বং যদূনাম্
অধিপতিমগৃহাণামগ্রতো নঃ পুরাণম্ ।
বিজয়সখসখীনাং গীয়তাং তৎপ্রসঙ্গঃ
ক্ষপিতকুচরুজস্তে কল্পয়ন্তীষ্টমিষ্টাঃ ॥ ১৪ ॥

কিম্—কেন; **ইহ**—এখানে; **বহু**—বহু; **ষট্-অঙ্ঘ্রে**—হে ভ্রমর (ছয়টি পা বিশিষ্ট); **গায়সি**—গান করছ; **ত্বম্**—তুমি; **যদূনাম্**—যদুগণের; **অধিপতিম্**—প্রভুর বিষয়ে; **অগৃহাণাম্**—গৃহহীন; **অগ্রতঃ**—সম্মুখে; **নঃ**—আমাদের; **পুরাণম্**—পুরাতন; **বিজয়**—অর্জুনের; **সখ**—বন্ধুর; **সখীনাম্**—সখীগণের জন্য; **গীয়তাম্**—গান করা উচিত; **তৎ**—তাঁর; **প্রসঙ্গঃ**—প্রসঙ্গ; **ক্ষপিত**—উপশম হয়েছে; **কুচ**—যাঁর স্তনের; **রুজঃ**—পীড়া; **তে**—তাঁরা; **কল্পয়ন্তি**—প্রদান করবে; **ইষ্টম্**—তোমার অভীষ্ট; **ইষ্টাঃ**—তাঁর প্রিয়াগণ।

অনুবাদ

হে ভ্রমর, কেন তুমি এখানে গৃহহীন মানুষদের সামনে যদুপতি সম্বন্ধে এত গান করছ? এই সকল প্রসঙ্গ আমাদের কাছে পুরাতন সংবাদ। ভাল হয়, তুমি তাঁর নতুন সখীগণের সামনে সেই অর্জুন-বান্ধব বিষয়ে গান কর, যাদের স্তনদ্বয়ের উত্তপ্ত বাসনার এখন তিনি উপশম করছেন। সেই সমস্ত রমণীগণ নিশ্চয়ই তোমার অভীষ্ট তোমাকে প্রদান করবে।

তাৎপর্য

অগৃহাণামগ্রতো নঃ কথাটির দ্বারা রাধারাণী বিলাপ করছেন যে, তিনি এবং অন্যান্য গোপীরা দাম্পত্য সম্পর্কে কৃষ্ণকে ভালোবেসে তাঁদের গৃহ পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও ভগবান তাঁদের পরিত্যাগ করেছেন এবং যদুগণের মহা রাজকীয় নগরীর রাজা হয়েছেন। *বিজয়* শব্দটির 'অর্জুন' অর্থ ছাড়াও তা সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে নির্দেশ করে, যিনি তাঁর প্রচেষ্টায় সকল সময়েই বিজয়ী এবং *পুরাণম্* শব্দটির অর্থ 'পুরাতন (সংবাদ)' ছাড়াও তা নির্দেশ করছে যে, পৌরাণিক বৈদিক শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে ঐ নামেই বন্দনা করা হয়েছে।

এই শ্লোকে আমরা রাধারাণীর ভাবে সক্রোধ ঈর্ষার বীজ লক্ষ্য করি, যা কৃষ্ণের উদ্দেশে বক্র দৃষ্টিপাত সহ এক স্পষ্ট তাচ্ছিল্য থেকে উদ্ভূত। তাই এই শ্লোকটি *উজ্জ্বল-নীলমণির* (১৪/১৮৬) *বিজল্পের* নিম্নোক্ত বর্ণনার সঙ্গে উপযুক্ত।

ব্যক্তয়াসূয়য়া গূঢ়মানমুদ্রান্তরালয়া ।
অঘদ্বিষি কটাক্ষোক্তির্বিজল্পো বিদুষাং মতঃ ॥

"বিদ্বান তত্ত্ববিদ্‌গণের মতানুসারে *বিজল্প* হচ্ছে বক্র কথা যা অঘের হত্যাকারীর উদ্দেশে বলা হয়েছিল এবং যা একই সময়ে কারো ক্রুদ্ধ অহমিকার পরোক্ষ উল্লেখের ক্ষেত্রে স্পষ্টতই ঈর্ষা প্রকাশ করে"।

শ্লোক ১৫

দিবি ভুবি চ রসায়াং কাঃ স্ত্রিয়স্তদ্দুরাপাঃ
কপটরুচিরহাসভ্রূবিজৃম্ভস্য যাঃ স্যুঃ ।
চরণরজ উপাস্তে যস্য ভূতির্বয়ং কা
অপি চ কৃপণপক্ষে হ্যুত্তমঃশ্লোকশব্দঃ ॥ ১৫ ॥

দিবি—স্বর্গে; **ভুবি**—মর্ত্যে; **চ**—এবং; **রসায়াম্**—পাতালে; **কাঃ**—কি; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণী; **তৎ**—তাঁর দ্বারা; **দুরাপাঃ**—দুষ্প্রাপ্য; **কপট**—কপট; **রুচির**—মধুর; **হাস**—হাস্য সহ;

ভ্রূ—যার ভ্রূ; **বিজৃম্ভস্য**—বাঁকানো; **যাঃ**—যে; **স্যুঃ**—করে থাকেন; **চরণ**—পাদদ্বয়ের; রজঃ—ধূলি; **উপাস্তে**—উপাসনা করেন; **যস্য**—যাঁর; **ভূতিঃ**—লক্ষ্মীদেবী, ভগবান নারায়ণের পত্নী; **বয়ম্**—আমরা; **কা**—কে; **অপি চ**—তৎসত্ত্বেও; **কৃপণ-পক্ষে**—কৃপণগণই; হি—বস্তুত; **উত্তমঃ-শ্লোক**—পরমেশ্বর ভগবান, যিনি পরম বিনীত প্রার্থনা দ্বারা স্তুত হয়ে থাকেন; **শব্দঃ**—নাম।

অনুবাদ

স্বর্গ, মর্ত্য, কিম্বা পাতালের, কোন্ রমণী তাঁর কাছে দুষ্প্রাপ্য? তিনি কেবলমাত্র তাঁর ভ্রূ বাঁকান এবং কপট মধুরতায় হাস্য করেন, আর তারা সকলে তাঁর হয়ে যায়। পরমেশ্বরী স্বয়ং তাঁর চরণদ্বয়ের ধূলির উপাসনা করেন, সেই তুলনায় আমাদের স্থানটি কোথায়? কিন্তু যারা দীনজন, তারা অন্তত তাঁর উত্তমশ্লোক নাম কীর্তন করতে পারে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, রাধারাণীর বাক্য, হতাশ প্রিয়তমার সকল অনুভূতিই প্রকাশ করতে করতে, এমন কি লক্ষ্মীদেবীকেও অতিক্রম করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমের গভীরতা নির্দেশ করছিলেন। যখন সকল গোপীই শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য, ভাব ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, তাই শ্রীমতী রাধারাণী বিশেষভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ। তাঁর অবহেলিত অবস্থায় রাধারাণী কৃষ্ণকে উদ্দেশ করে বলছেন, 'আপনাকে সকলে উত্তমশ্লোক বলে, কারণ আপনি দীন ও পতিত জনের প্রতি কৃপাশীল, কিন্তু আপনি যদি আমার প্রতি কৃপাশীল হতেন, তা হলেই প্রকৃতপক্ষে আপনি এই উন্নত নামের যোগ্য হতেন'।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও উল্লেখ করছেন যে, এই শ্লোকে, শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর অসূয়াজাত অহংকার ব্যক্ত করেছেন, কৃষ্ণকে কপট বলে দায়ী করেছেন এবং তাঁর ব্যবহারের মধ্যে দোষ পেয়েছেন। *উজ্জ্বল-নীলমণির* (১৪/১৮৮) নিম্নোক্ত শ্লোকের বর্ণনা অনুযায়ী তাই এই শ্লোকের বিষয়গত বক্তব্য *উজ্জল্প* রূপে পরিচিত—

হরেঃ কুহকতাখ্যানং গর্বগর্ভিতযের্ষ্যয়া ।
সাসূয়শ্চ তদাক্ষেপো ধীরৈরুজ্জল্প ঈর্য্যতে ॥

"সরাসরি তাঁর বিরুদ্ধে অবমাননাকর ঈর্ষাগত বাক্যের সঙ্গে অসূয়াজাত অহংকারের ভাবে ভগবান হরির ছলনাজনক প্রকৃতি ঘোষণাকে জ্ঞানীগণ উজ্জল্প রূপে অভিহিত করেন"।

শ্লোক ১৬

বিসৃজ শিরসি পাদং বেদ্ম্যহং চাটুকারৈর্
অনুনয়বিদুষস্তেঽভ্যেত্য দৌত্যৈর্মুকুন্দাৎ ।
স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টাপত্যপত্যন্যলোকা
ব্যসৃজদকৃতচেতাঃ কিং নু সন্ধেয়মস্মিন্ ॥ ১৬ ॥

বিসৃজ—পরিত্যাগ কর; **শিরসি**—তোমার শিরে ধারণ করা; **পাদম্**—আমার চরণ; **বেদ্মি**—জানি; **অহম্**—আমি; **চাটু-কারৈঃ**—তোষামুদে বাক্য দ্বারা; **অনুনয়**—অনুনয় কলায়; **বিদুষঃ**—যে দক্ষ; **তে**—তোমার; **অভ্যেত্য**—শিক্ষা গ্রহণ করে; **দৌত্যৈঃ**—দূতের অভিনয় দ্বারা; **মুকুন্দাৎ**—কৃষ্ণের কাছ থেকে; **স্ব**—তাঁর নিজের; **কৃতে**—জন্য; **ইহ**—এই জীবনে; **বিসৃষ্ট**—যারা পরিত্যাগ করেছে; **অপত্য**—পুত্র; **পতি**—পতি; **অন্য-লোকাঃ**—এবং অন্যান্য সকলকে; **ব্যসৃজৎ**—তিনি ত্যাগ করেছেন; **অকৃত-চেতাঃ**—অকৃতজ্ঞ; **কিম্ নু**—কেন বস্তুত; **সন্ধেয়ম্**—আমি সন্ধি করব; **অস্মিন্**—তাঁর সঙ্গে।

অনুবাদ

আমার পাদদ্বয় থেকে তোমার মস্তক সরাও। আমি জানি তুমি কি করছ। তুমি দক্ষতার সঙ্গে মুকুন্দের কাছ থেকে কূটনীতি শিখেছ এবং এখন তুমি তোষামুদে বাক্যসহ তাঁর দূত রূপে এসেছ। কিন্তু তাঁর জন্য যারা তাদের পতি, পুত্র ও অন্যান্য সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করেছে, তিনি তাদের পরিত্যাগ করেছেন। তিনি একজন অকৃতজ্ঞ মাত্র। আমি কেন এখন তাঁর সঙ্গে সন্ধি করব?

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *উজ্জ্বল-নীলমণি* গ্রন্থের (১৪/১৯০) নিম্নোক্ত শ্লোকটির যেভাবে বর্ণনা করেছেন, সেই অনুযায়ী এই শ্লোকটি *সংজল্প* গুণাবলী প্রকাশ করছে—

সোল্লুণ্ঠয়া গহনয়া কয়াপ্যাক্ষেপমুদ্রয়া ।
তস্যাকৃতজ্ঞতাদ্যুক্তিঃ সংজল্প কথিতো বুধৈঃ ॥

"বিজ্ঞজনেরা সংজল্পকে সেই ধরনের বাক্যরূপে বর্ণনা করেন যা প্রিয়তমের অকৃতজ্ঞতা ইত্যাদিকে গভীর ব্যাজস্তুতি ও অবমাননাকর ইঙ্গিতের দ্বারা দোষারোপ করে।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে *আদি* অর্থাৎ 'আরও' শব্দটি কারো প্রিয়তমের কঠিন হৃদয়ের, প্রতিকূল মনোভাবের এবং সম্পূর্ণ প্রেমহীনতার ধারণা ব্যক্ত করে।

শ্লোক ১৭

মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্মা
স্ত্রিয়মকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কামযানাম্ ।
বলিমপি বলিমত্ত্বাবেষ্টয়দ্ধ্বাঙ্ক্ষবদ্যস্
তদলমসিতসখ্যৈর্দুস্ত্যজস্তৎকথার্থঃ ॥ ১৭ ॥

মৃগয়ুঃ—ব্যাধ; **ইব**—ন্যায়; **কপি**—বানরগণের; **ইন্দ্রম্**—রাজা; **বিব্যধে**—বধ করেছিলেন; **লুব্ধ-ধর্মা**—নিষ্ঠুর ব্যাধের মতো ব্যবহার করে; **স্ত্রিয়ম্**—স্ত্রীলোকের (প্রধানত, শূর্পণখা); **অকৃত**—করেছিলেন; **বিরূপাম্**—বিরূপ; **স্ত্রী**—একজন স্ত্রীর দ্বারা (সীতা-দেবী); **জিতঃ**—বিহিত হয়ে; **কাম-যানাম্**—যে কাম আকাঙ্ক্ষা দ্বারা চালিত হয়েছিল; **বলিম্**—রাজা বলি; **অপি**—ও; **বলিম্**—তাঁর নৈবেদ্য; **অত্ত্বা**—ভক্ষণ করে; **অবেষ্টয়ৎ**—বন্ধন করেছিলেন; **ধ্বাঙ্ক্ষ-বৎ**—একটি কাকের মতো; **যঃ**—যে; **তৎ**—সুতরাং; **অলম্**—যথেষ্ট; **অসিত**—কালো কৃষ্ণের সঙ্গে; **সখ্যৈঃ**—সমস্ত রকমের সখ্যতা; **দুস্ত্যজঃ**—পরিত্যাগ করা কঠিন; **তৎ**—তাঁর সম্বন্ধে; **কথা**—কথার; **অর্থঃ**—অর্থ।

অনুবাদ

একজন ব্যাধের মতো তিনি নিষ্ঠুরভাবে তীর দ্বারা কপিরাজকে হত্যা করেছিলেন। যেহেতু তিনি এক নারীর দ্বারা বিজিত ছিলেন, তিনি তাঁর কাছে কাম আকাঙ্ক্ষা করে আগত আরেকজন নারীকে বিরূপ করেছিলেন। আর বলি মহারাজের নৈবেদ্য ভক্ষণের পরেও তিনি তাঁকে একটি রজ্জু দ্বারা বন্ধন করেছিলেন, যেন তিনি একটি কাক। তাই এই কৃষ্ণ বর্ণের বালকের সঙ্গে আমাদের সকল সখ্যতাই পরিত্যজ্য হোক, যদিও তাঁর বিষয়ে কথা আমরা পরিত্যাগ করতে পারছি না।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকের অর্থ এইভাবে বর্ণনা করছেন—"[শ্রীমতী রাধারাণী ভ্রমরকে বললেন;] 'তুমি দীন বার্তাবহ, তুমি এক নির্বোধ ভৃত্য মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় কত কঠোর, সে কত অকৃতজ্ঞ, তার অনেক কথাই তুমি জান না। শুধু এই জীবনেই নয়, সে এইরকম ছিল পূর্ব জীবনেও। আমাদের পিতামহী পৌর্ণমাসীর কাছ থেকে আমরা এই সম্বন্ধে সব কথাই শুনেছি। তিনি আমাদের বলেছেন, পূর্ব জীবনে শ্রীকৃষ্ণ এক ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর নাম ছিল শ্রীরামচন্দ্র। সেই জন্মে তাঁর সখার শত্রু বালিকে তিনি ক্ষত্রিয়োচিতভাবে বধ করার পরিবর্তে তাকে তিনি শিকারীর মতো নিহত করেছিলেন।

শিকারী তার সুরক্ষিত গুপ্ত আশ্রয় থেকে পশুকে বধ করে, সামনে যায় না। তাই শ্রীরামচন্দ্রের মতো একজন ক্ষত্রিয়ের উচিত ছিল বালির সঙ্গে সম্মুখসমরে যুদ্ধ করা, কিন্তু তাঁর সখার প্ররোচনায় তিনি বালিকে এক গাছের আড়াল থেকে বাণ নিক্ষেপ করে বধ করেন। এইভাবে তিনি ক্ষত্রিয়-ধর্ম লঙ্ঘন করেছিলেন। এ ছাড়া সীতার রূপলাবণ্যে অত্যন্ত মোহিত হয়ে রাবণের ভগ্নী শূর্পণখার নাক ও কান কেটে তিনি তাকে কুৎসিত রমণীতে পরিণত করেছিলেন। শূর্পণখা তাঁর সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন; একজন ক্ষত্রিয় হওয়ায় তাঁর উচিত ছিল শূর্পণখাকে সন্তুষ্ট করা; কিন্তু তিনি এমন স্বার্থপর যে, সীতাদেবীকে তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেননি, তাই তিনি শূর্পণখাকে এক কুৎসিত রমণীতে পরিণত করেছিলেন। এই ক্ষত্রিয় জীবনের পূর্বে, তিনি বামনদেব নামে এক ব্রাহ্মণ বালকরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বলি মহারাজের কাছে ভিক্ষা চেয়েছিলেন। মহাবদান্য বলি মহারাজ তাঁর সর্বস্ব দান করলেও, বামনরূপী শ্রীকৃষ্ণ এক অকৃতজ্ঞ কাকের মতো তাঁকে বন্দী করে পাতাল-লোকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এমনই অকৃতজ্ঞ ছিলেন। আমরা তাঁর সব কথাই জানি। কিন্তু অসুবিধা এই যে, এত কঠিন হৃদয় ও নিষ্ঠুর হলেও, শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচনা থেকে বিরত হওয়া আমাদের পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, *উজ্জ্বল-নীলমণি* (১৪/১৯২) গ্রন্থে নিম্নোক্ত শ্লোকের রূপ গোস্বামীকৃত বর্ণনা অনুসারে রাধারাণীর এই বক্তব্যকে *অবজল্পঃ* বলা হয়—

হরৌ কাঠিন্যকামিত্ব ধৌর্ত্যাদাসক্ত্যযোগ্যতা ।
যত্র সের্ষ্যাভিয়েবোক্তা সোঽবজল্পঃ সতাং মতঃ ॥

'সাধুগণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, একজন প্রেমিকা যখন ঈর্ষা ও ভয় দ্বারা চালিত হয়ে ঘোষণা করে যে, ভগবান হরি তাঁর রূঢ়তা, কামুকতা এবং অসততার জন্য সেই প্রেমিকার আসক্তির পক্ষে অপ্রয়োজনীয়, সেই ধরনের বক্তব্যকে বলা হয় *অবজল্প*।

শ্লোক ১৮

যদনুচরিতলীলাকর্ণপীযূষবিপ্রুট্-
সকৃদদনবিধূতদ্বন্দ্বধর্মা বিনষ্টাঃ ।
সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা
বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্যাং চরন্তি ॥ ১৮ ॥

যৎ—যাঁর; **অনুচরিত**—ক্রমাগত সম্পাদিত কার্যাবলী; **লীলা**—এরূপ লীলার; **কর্ণ**—কর্ণদ্বয়ের জন্য; **পীযূষ**—অমৃতের; **বিপ্রুট্**—এক ফোঁটার; **সকৃৎ**—একবার মাত্র; **অদন**—আস্বাদগ্রহণের দ্বারা; **বিধূত**—সম্পূর্ণরূপে দূর হয়; **দ্বন্দ্ব**—দ্বন্দ্বের; **ধর্মাঃ**—তাদের প্রবণতাসমূহ; **বিনষ্টাঃ**—বিনষ্ট হয়েছে; **সপদি**—তৎক্ষণাৎ; **গৃহ**—তাদের গৃহাদি; **কুটুম্বম্**—এবং পরিবারসমূহ; **দীনম্**—দীন; **উৎসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **দীনাঃ**—নিজেদের দীন করে; **বহবঃ**—বহু ব্যক্তি; **ইহ**—এখানে (বৃন্দাবনে); **বিহঙ্গাঃ**—পাখিদের (মতো); **ভিক্ষু**—ভিক্ষার; **চর্যাম্**—জীবন নির্বাহ; **চরন্তি**—তাঁরা অবলম্বন করেন।

অনুবাদ

কৃষ্ণ নিয়মিত যে লীলা সম্পাদন করতেন, তা শ্রবণ করা কর্ণদ্বয়ের জন্য অমৃত-স্বরূপ। যে একবারের জন্যও সেই অমৃতের এক বিন্দু মাত্রও আস্বাদন করেছে, তার জাগতিক দ্বন্দ্বের প্রতি আসক্তি বিনষ্ট হয়। এরকম বহু ব্যক্তি সহসা তাদের দীন গৃহ ও পরিবার ত্যাগ করেছে এবং নিজেরা হীন হয়ে তাদের জীবন নির্বাহের জন্য ভিক্ষা করতে করতে এখানে বৃন্দাবনে পাখির মতো উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তাৎপর্য

জাগতিক দ্বন্দ্ব মিথ্যা ভাবনার উপর নির্ভরশীল। 'এটা আমার এবং ওটা তোমার' বা 'এটা আমাদের দেশ এবং ওটা তোমাদের' ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে পরম-ব্রহ্ম এক, যার মধ্যে আমরা সকলে বর্তমান এবং সবকিছুই তাঁর। তাঁর সৌন্দর্য এবং আনন্দও পরম ও অসীম এবং কেউ যদি বস্তুতঃ কৃষ্ণ নামক এই পরম ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রবণ করে, জাগতিক দ্বন্দ্বের মায়ার প্রতি তার ঐকান্তিকতা বিনষ্ট হয়।

আচার্যগণের মতানুসারে এবং নিশ্চিতভাবে সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে এই শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তির শেষ দুটি শব্দকে বিভক্ত করা যেতে পারে—*ধর্ম অবিনষ্টাঃ* তা হলে সমগ্র পংক্তিটি একটি একক যৌগের অংশ হয়ে ওঠে, যার অর্থ হয় যে, কৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রবণ কারো অধর্মগত দ্বন্দ্ব মার্জন করে এবং এইভাবে সে জাগতিক মায়া দ্বারা পরাভূত (*অবিনষ্ট*) হয় না। *দীন* শব্দটি তখন *ধীরাঃ* শব্দের বিকল্প পাঠ প্রদান করে, যার অর্থ মানুষ পারমার্থিকভাবে অচঞ্চল হয়ে উঠলে অস্থায়ী জড় সম্পর্কগুলি পরিত্যাগ করে। *বিহঙ্গ* অর্থাৎ পাখি শব্দটি এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পার্থক্য নির্ণয়ের প্রতীকরূপে হংসকে উল্লেখ করছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে রূপ গোস্বামীকে নিম্নোক্তভাবে উদ্ধৃত করেছেন—

ভঙ্গ্যা ত্যাগৌচিতী তস্য খগানামপি খেদনাৎ ।
যত্র সানুশয়ং প্রোক্তা তদ্ভবেদভিজল্পিতম্ ॥

"যখন কোন প্রেয়সী পরোক্ষভাবে বিষণ্ণতার সঙ্গে উল্লেখ করে যে, তার প্রিয়তম পরিত্যাগের যোগ্য, তখন ঐ ধরনের বক্তব্য একটি পাখির সবিলাপ ক্রন্দনের মতো উচ্চারিত হয়, তাকে বলা হয় *অভিজল্প* । (*উজ্জ্বল-নীলমণি* ১৪/১৯৪)

শ্লোক ১৯

বয়মৃতমিব জিহ্মব্যাহৃতং শ্রদ্দধানাঃ
কুলিকরুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণবধ্বো হরিণ্যঃ ।
দদৃশুরসকৃদেতত্তন্নখস্পর্শতীব্র-
স্মররুজ উপমন্ত্রিন্ ভণ্যতামন্যবার্তা ॥ ১৯ ॥

বয়ম্—আমরা; **ঋতম্**—সত্য; **ইব**—যেন; **জিহ্ম**—প্রতারণাপূর্ণ; **ব্যাহৃতম্**—তাঁর কথা; **শ্রদ্দধানাঃ**—বিশ্বাস করে; **কুলিক**—এক ব্যাধের; **রুতম্**—গান; **ইব**—তেমনই; **অজ্ঞাঃ**—মূর্খ; **কৃষ্ণ**—কৃষ্ণসার হরিণের; **বধ্বঃ**—পত্নীগণ; **হরিণ্যঃ**—হরিণী; **দদৃশুঃ**—প্রাপ্ত হয়; **অসকৃৎ**—বারম্বার; **এতৎ**—এই; **তৎ**—তাঁর; **নখ**—আঙুলের নখের; **স্পর্শ**—স্পর্শ দ্বারা; **তীব্র**—তীব্র; **স্মর**—কামনার; **রুজঃ**—পীড়া; **উপমন্ত্রিন্**—হে দূত; **ভণ্যতাম্**—কথা বল; **অন্য**—অন্য; **বার্তা**—বিষয়।

অনুবাদ

তাঁর প্রতারণাপূর্ণ কথাগুলি সত্য বলে বিশ্বাস করে আমরা ঠিক যেন মূর্খ কৃষ্ণসার হরিণের পত্নীদের মতো হয়ে গিয়েছিলাম, যারা নিষ্ঠুর ব্যাধের গান বিশ্বাস করে থাকে। এইভাবে আমরা বারম্বার তাঁর নখ-স্পর্শ জনিত তীব্র কামনার পীড়া অনুভব করতাম। হে দূত, দয়া করে কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কিছু বিষয়ে কথা বল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীমতী রাধারাণীর এই কথাকে শ্রীল রূপ গোস্বামী দ্বারা বর্ণিত *আজল্প* শ্রেণীভুক্ত করেছেন—

জৈহ্ম্যং তস্যার্তিদত্বঞ্চ নির্বেদাদযত্র কীর্তিতম্ ।
ভঙ্গ্যান্যসুখদত্বঞ্চ স আজল্প উদীরিতঃ ॥

"যে বক্তব্যে বিরক্তির সঙ্গে বর্ণনা করা হয় যে, কিভাবে পুরুষ-প্রেমিক প্রবঞ্চনাপূর্ণ এবং দুঃখ নিয়ে আসে, এবং এমন ইঙ্গিতও করা হয় যে, সে অন্যদের সুখ প্রদান করে, তা *আজল্প* রূপে পরিচিত।" (*উজ্জ্বল-নীলমণি,* ১৪/১৯৬)

শ্লোক ২০

প্রিয়সখ পুনরাগাঃ প্রেয়সা প্রেষিতঃ কিং
বরয় কিমনুরুন্ধে মাননীয়োঽসি মেঽঙ্গ ।
নয়সি কথমিহাস্মান্ দুস্ত্যজদ্বন্দ্বপার্শ্বং
সততমুরসি সৌম্য শ্রীর্বধূঃ সাকমাস্তে ॥ ২০ ॥

প্রিয়—আমার প্রিয়তমের; **সখা**—হে সখা; **পুনঃ**—পুনরায়; **আগাঃ**—তুমি আগমন করেছ; **প্রেয়সা**—আমার প্রিয়তম দ্বারা; **প্রেষিতঃ**—প্রেরিত হয়েছ; **কিম্**—কি; **বরয়**—দয়া করে পছন্দ কর; **কিম্**—কি; **অনুরুন্ধে**—তুমি অভিলাষ কর; **মাননীয়ঃ**—মাননীয়; **অসি**—তুমি হচ্ছ; **মে**—আমার; **অঙ্গ**—হে প্রিয়; **নয়সি**—তুমি আনছ; **কথম্**—কেন; **ইহ**—এখানে; **অস্মান্**—আমাদের; **দুস্ত্যজ**—পরিত্যাগ করা অসম্ভব; **দ্বন্দ্ব**—যার সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক; **পার্শ্বম্**—সমীপে; **সততম্**—সর্বদা; **উরসি**—বক্ষে; **সৌম্য**—হে সৌম্য; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **বধূঃ**—তাঁর বধূ; **সাকম্**—তাঁর সঙ্গে একত্রে; **আস্তে**—বর্তমান।

অনুবাদ

হে আমার প্রিয়তমের সখা, আমার প্রিয়তম কি তোমাকে আবার এখানে পাঠিয়েছেন। আমার তোমাকে সম্মান করা উচিত, সখা, দয়া করে, তুমি কি বর চাও তা তুমি পছন্দ কর। কিন্তু কেন তুমি তাঁর কাছে আমাদের নিয়ে যেতে ফিরে এসেছ, যাঁর দাম্পত্য প্রেম ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন? হে সৌম্য ভ্রমর, শেষ পর্যন্ত তাঁর বধূ হচ্ছেন লক্ষ্মীদেবী এবং তিনি সর্বদা তাঁর বক্ষোপরে বাস করেন।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকের বিষয়টি বর্ণনা করছেন—"কথাবার্তার সময় ইতস্তত উড়ন্ত ভ্রমরটি অকস্মাৎ রাধারাণীর দৃষ্টির আড়ালে অন্তর্হিত হয়ে চলে যায়। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল শ্রীমতী রাধারাণী ক্রন্দন করতে করতে ভ্রমরের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে দিব্যোন্মাদনা আস্বাদন করছিল। কিন্তু হঠাৎ ভ্রমরটি অন্তর্হিত হয়ে চলে গেলে সে প্রায় উন্মাদে পরিণত হল। সে ভাবতে লাগল, শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে গিয়ে ভ্রমর হয়ত শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগগুলি তাঁকে জানাবে। রাধারাণী ভাবল, অভিযোগগুলি শুনে 'শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই খুব দুঃখ পাবে।' এইভাবে রাধারাণী আর এক রকম দিব্য ভগবৎ-প্রেমে ব্যাকুল হয়ে পড়ল।

"ইতিমধ্যে ভ্রমর ইতস্তত উড়ে এসে আবার রাধারাণীর কাছে উপস্থিত হল। রাধারাণী মনে মনে ভাবল, 'দূত বিচ্ছেদের বার্তা নিয়ে এলেও আমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ এখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। আমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এমনই অনুরাগ যে, আমাকে নিয়ে যাবার জন্য তিনি ভ্রমরকে আবার ফিরে পাঠিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে কিছু না বলার ব্যাপারে এইবার শ্রীমতী রাধারাণী অত্যন্ত সতর্ক থাকলেন।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বিভিন্ন রূপ ধারণ করার ক্ষমতা রয়েছে। তাই কৃষ্ণ যখন অন্যান্য রমণীগণের সঙ্গ উপভোগ করেন, তখন তিনি তাঁর বক্ষে একটি স্বর্ণালী রেখা রূপে অবস্থান করেন। কৃষ্ণ যখন অন্যান্য রমণীগণের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বিলাস করেন না, লক্ষ্মীদেবী তখন তাঁর সেই রূপ সরিয়ে রেখে তাঁর স্বাভাবিক সুন্দরী যুবতীর স্বরূপে তাঁকে আনন্দ প্রদান করেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, শ্রীমতী রাধারাণীর এই বক্তব্য, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রদত্ত বর্ণনা অনুযায়ী *প্রতিজল্প* প্রকাশ করছে—

দুস্ত্যাজদ্বন্দ্বভাবেঽস্মিন্ প্রাপ্তির্নার্হেত্যনুদ্ধতম্ ।
দূতসম্মাননেনোক্তং যত্র স প্রতিজল্পকঃ ॥

"প্রিয়তমা যখন বিনীতভাবে বলে যে, সে তার প্রিয়তমকে লাভ করবার অযোগ্য হলেও তার সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্কের আশা সে ত্যাগ করতে পারছে না, তখন তার প্রিয়তমের বার্তার জন্য শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত এই ধরনের কথাকে *প্রতিজল্প* বলা হয়।

এখানে শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর রূঢ় অনুভূতিগুলি বর্জন করেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহানুভবতাকে স্বীকার করছেন।

শ্লোক ২১

অপি বত মধুপুর্যামার্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্ ।
ক্বচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু ॥ ২১ ॥

অপি—অবশ্যই; **বত**—অনুশোচনার বিষয়; **মধু-পুর্যাম্**—মথুরা নগরীতে; **আর্য-পুত্রঃ**—নন্দ মহারাজের পুত্র; **অধুনা**—এখন; **আস্তে**—বাস করছেন; **স্মরতি**—স্মরণ করেন; **সঃ**—তিনি; **পিতৃ-গেহান্**—পিতৃগৃহে; **সৌম্য**—হে মহাত্মা (উদ্ধব); **বন্ধূন্**—

তাঁর বন্ধুদের; **চ**—এবং; **গোপান্**—গোপবালকদের; **ক্বচিৎ**—কখনও; **অপি**—অথবা; **সঃ**—তিনি; **কথাঃ**—কথা; **নঃ**—আমাদের; **কিঙ্করীণাম্**—দাসীদের; **গৃণীতে**—বর্ণনা করে; **ভুজম্**—বাহু; **অগুরু-সু-গন্ধম্**—অগুরু সুগন্ধযুক্ত; **মূর্ধ্নি**—মস্তকে; **অধাস্যৎ**—রাখবেন; **কদা**—কখন; **নু**—হয়ত।

অনুবাদ

হে উদ্ধব! অত্যন্ত অনুশোচনার বিষয় যে, কৃষ্ণ এখন মথুরায় বাস করছেন। তিনি কি তাঁর পিতৃগৃহের কথা, তাঁর বন্ধুদের কথা, গোপবালকদের কথা স্মরণ করেন? হে মহাত্মন! তিনি কখনও আমাদের কথা, এই কিঙ্করীদের কথা বলেন? কবে তিনি অগুরু সুগন্ধযুক্ত তাঁর হস্ত আমাদের মস্তকে ধারণ করবেন?

তাৎপর্য

এই শ্লোকের অনুবাদ ও শব্দার্থ শ্রীল প্রভুপাদের *চৈতন্য-চরিতামৃত* (*আদি লীলা* ৬/৬৮) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশেষ কাব্যিকভাবে এবং গভীর পারমার্থিক অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে পূর্ববর্তী নয়টি শ্লোক সহ এই শ্লোকের প্রকাশিত আবেগগুলি সম্বন্ধে লিখেছেন। রাধারাণীর অনুভূতিকে তিনি এইভাবে বর্ণনা করছেন—

শ্রীমতী রাধারাণী ভাবলেন, "যেহেতু কৃষ্ণ একবার ব্রজে সন্তুষ্ট হয়েও মথুরা নগরীর জন্য যাত্রা করেছিলেন, তিনি কি সেই স্থানও ত্যাগ করে অন্যত্র গমন করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবেন না? মথুরা বৃন্দাবনের এত কাছে যে, সম্ভবত তিনি এখানেও ফিরে আসতে পারেন।

নন্দ মহারাজের মতো শ্রদ্ধেয় ভদ্রলোকের পুত্র কৃষ্ণ, তাই তাঁর পিতা যিনি তাঁর সেখানে যাওয়া অনুমোদন করেছেন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার অনুভূতি নিয়ে তিনি অবশ্যই মথুরায় বাস করবেন। পক্ষান্তরে, নন্দের সারা জীবন কেবলমাত্র কৃষ্ণের জন্য নিবেদিত বলেই তিনি এমনই সরলমনা যে, যদুবংশীয়েরা কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে এলে তিনি নিজেই সেই কৌশলে সম্মতি দিয়েছিলেন। কৃষ্ণ নিশ্চয়ই ভাবছেন, 'হায়, হায়! যেহেতু আমার পিতাও আমাকে ব্রজে ফিরিয়ে নিতে পারলেন না, আমি সেখানে ফিরে গিয়ে কি করব?' এইভাবে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই এখানে ফিরে আসার জন্য অধীর হয়ে উঠেছেন এবং তাই তোমাকে দূতরূপে পাঠিয়েছেন।

নন্দ এমন নিরীহ বলেই তাঁর পুত্রকে চলে যেতে দিয়েছিলেন। নন্দ যদি কৃষ্ণের মাতা, ব্রজরাণীকে এরকমই করতে দিতেন, তা হলে ব্রজরাণী অক্রূরের রথে উঠে পড়তেন এবং তাঁর পুত্রের গলা জড়িয়ে ধরে তাঁর সঙ্গে মথুরায় চলে যেতেন, সমস্ত গোপিকারা অনুগমন করত। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি।

কৃষ্ণ চলে যাওয়ার পর থেকেই নন্দ তাঁর বিরহে স্তম্ভিত হয়ে রয়েছেন এবং নন্দের কোষাগার, ভাণ্ডার, রন্ধনকক্ষ, শয়নকক্ষ, তোষাখানা এই সবই এখন শূন্য। গৃহমার্জন হয় না বলে অপরিচ্ছন্ন সেই ঘরগুলি এখন ঘাস, পাতা, ধুলো ও মাকড়সার জালে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। কৃষ্ণ কি কখনও তাঁর পিতার গৃহ-ভবনগুলি স্মরণ করেন? তিনি কি কখনও সুবল ও তাঁর অন্যান্য বন্ধুদের স্মরণ করেন; যারা এখন অন্যান্য অবহেলিত ঘরবাড়িগুলির মধ্যে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে রয়েছে?

মথুরার রমণীরা যারা এখন কৃষ্ণের সঙ্গ করছে, তারা জানে না কিভাবে তাঁর সেবা করলে তিনি অত্যন্ত প্রীত হবেন। তারা যখন দেখে, তিনি খুশি হননি, এবং জিজ্ঞাসা করে, কিভাবে তারা তাঁকে সুখী করতে পারে, তখন কি তিনি আমাদের, গোপীদের কথা তাদের বলেন?

কৃষ্ণ অবশ্যই তাদের বলেন, 'ব্রজের গোপীগণ আমাকে যতখানি তৃপ্তি দেয়, তোমরা পুর রমণীরা আমাকে ততখানি সন্তুষ্ট করতে পার না। ফুলের মালা গাঁথা, অনুলেপন দিয়ে তাদের শরীর সুবাসিত করা, বীণাযন্ত্রে নানা রাগ তাল প্রভৃতি বাজানো, *রাস* অনুষ্ঠানে নৃত্য ও গীত করা, তাদের সৌন্দর্য, মাধুর্য ও চাতুর্য প্রদর্শন করা, এবং দক্ষভাবে প্রশ্ন ও উত্তরের খেলায় তারা খুব পারদর্শী। তারা প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনে, ঈর্ষা এবং রোষ প্রদর্শনে, এবং শুদ্ধ স্নেহ ও প্রেমের অন্যান্য লক্ষণে বিশেষ দক্ষ।' কৃষ্ণ অবশ্যই তা জানেন। সুতরাং, সম্ভবত তিনি মথুরার রমণীদের বলবেন, 'আমার প্রিয় যদুবংশের রমণীগণ, তোমরা তোমাদের ঘর-সংসারে ফিরে যাও। আমি আর তোমাদের সঙ্গ আকাঙ্ক্ষা করি না। বাস্তবিকই, আমি আগামীকাল সকালে ব্রজে ফিরে যাচ্ছি'।

কৃষ্ণ কবে এভাবে কথা বলবেন এবং তাঁর অগুরু সুগন্ধিত হাত আমাদের মাথায় রাখার জন্য এখানে ফিরে আসবেন? তিনি তখন আমাদের এই বলে সান্ত্বনা দেবেন—"হে আমার প্রাণপ্রিয়াগণ, আমি তোমাদের কাছে শপথ করছি—আমি তোমাদের আর কখনও পরিত্যাগ করব না এবং অন্য কোথাও যাব না। বাস্তবিকই, তোমাদের মতো গুণবতী কাউকেই ত্রিভুবনের কোথাও খুঁজে পেতে আমি পারব না।"

এইভাবে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীমতী রাধারাণীর অনুভূতি ব্যক্ত করছেন। আচার্য আরও বর্ণনা করছেন যে, বর্তমান শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামী বর্ণিত *সুজল্প* নামে বাচনভঙ্গী পরিবেশন করছে—

যত্রার্জবাৎ সগাম্ভীর্যং সদৈন্যং সহচাপলম্ ।
সোৎকণ্ঠঞ্চ হরিঃ পৃষ্টঃ স সুজল্পো নিগদ্যতে ॥

যখন সৎ ঐকান্তিকতাবশতঃ কোনও প্রেমিকা, গাম্ভীর্য, দৈন্য, চপলতা ও উৎকণ্ঠা সহ শ্রীহরিকে প্রশ্ন করেন, সেরূপ কথা *সুজল্প* রূপে পরিচিত। (*উজ্জ্বল-নীলমণি* ১৪/২০০)

সাতচল্লিশতম অধ্যায়ের এই অংশটির পরিসমাপ্তি করে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে দিব্য উন্মাদনার দশটি ভাগ রয়েছে—যা *চিত্র-জল্প* বা চিত্রিত ভাষণের দশটি ভাগে প্রকাশিত। এই ধরনের দিব্য উন্মাদনা তাঁর বিশেষ মোহিত লীলায় দেখা গিয়েছে যা স্বয়ং শ্রীমতী রাধারাণীর *মহাভাবের* একটি অংশ। আচার্য, এই সমস্তভাব বর্ণনা করতে নিচের শ্লোকগুলি শ্রীল রূপ গোস্বামীর *উজ্জ্বল-নীলমণি* (১৪/১৭৪, ১৭৮-৮০) থেকে উদ্ধৃত করছেন—

প্রায়ো বৃন্দাবনেশ্বর্যাং মোহনোঽয়মুদঞ্চতি ।
এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ ॥
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্যতে ।
উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ ॥
প্রেষ্ঠস্য সুহৃদালোকে গূঢ়রোষাভিজৃম্ভিতঃ ।
ভূরিভাবময়ো জল্পো যস্তীব্রোৎকণ্ঠিতান্তিমঃ ॥
চিত্রজল্পো দশাঙ্গোঽয়ং প্রজল্পঃ পরিজল্পিতঃ ।
বিজল্পোজ্জল্পসংজল্পঃ অবজল্পোঽভিজল্পিতম্ ॥
আজল্পঃ প্রতিজল্পশ্চ সুজল্পশ্চেতি কীর্তিতঃ ॥

"কার্যত কেবল বৃন্দাবনেশ্বরীর (শ্রীমতী রাধারাণী) মধ্যেই এই মোহিতভাব উদিত হয়। তিনি এই মোহিতের বিশেষ স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন, এক অপূর্ব অবস্থা, যা ভ্রান্তি বলে বোধ হয়। *দিব্যোন্মাদ* রূপে পরিচিত এর বহু দিক রয়েছে, যা অস্থির রূপে যাওয়া আসা করে এবং এই সকল ভাব প্রকাশের একটি *চিত্রজল্প।* তাঁর প্রিয়তম সখাকে তাঁর দর্শনের ফলে প্ররোচিত এই কথা, প্রচ্ছন্ন ক্রোধে পূর্ণ হয় এবং নানা বিভিন্ন ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। তাঁর গভীর উদ্বেগাকুল আগ্রহের মাধ্যমে তা চরম সীমায় পর্যবসিত হয়।

"এই *চিত্রজল্পের* দশটি ভাগ আছে, যা *প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প* এবং *সুজল্প* নামে পরিচিত।"

অবশেষে, কোনও কোনও তত্ত্ববিদ্ বলেন যে, কৃষ্ণ স্বয়ং, তার প্রিয়তমার কথার মাধুর্য পানে আগ্রহান্বিত হয়ে, বার্তাবহ ভ্রমরের রূপ ধারণ করেছিলেন।

শ্লোক ২২

শ্রীশুক উবাচ

অথোদ্ধবো নিশম্যৈবং কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ।
সান্ত্বয়ন্ প্রিয়সন্দেশৈর্গোপীরিদমভাষত ॥ ২২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—তারপর; **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **এবম্**—এইভাবে; **কৃষ্ণ-দর্শন**—কৃষ্ণদর্শনের জন্য; **লালসাঃ**—যারা অভিলষিত; **সান্ত্বয়ন্**—সান্ত্বনা প্রদান করতে করতে; **প্রিয়**—তাদের প্রিয়তমের; **সন্দেশৈঃ**—বার্তা দ্বারা; **গোপীঃ**—গোপীগণকে; **ইদম্**—এই; **অভাষত**—তিনি বললেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এই সকল কথা শ্রবণ করে, উদ্ধব তখন, ভগবান কৃষ্ণকে দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র গোপীগণকে সান্ত্বনা প্রদানের চেষ্টা করলেন। এইভাবে তিনি তাদের প্রিয়তমের বার্তা বর্ণনা করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ২৩

শ্রীউদ্ধব উবাচ

অহো যূয়ং স্ম পূর্ণার্থা ভবত্যো লোকপূজিতাঃ ।
বাসুদেবে ভগবতি যাসামিত্যর্পিতং মনঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **অহো**—বস্তুত; **যূয়ম্**—আপনারা; **স্ম**—নিশ্চিতরূপে; **পূর্ণ**—পূর্ণ; **অর্থাঃ**—যাদের উদ্দেশ্যসমূহ; **ভবত্যঃ**—আপনারা; **লোক**—সকল লোকের দ্বারা; **পূজিতাঃ**—পূজিতা; **বাসুদেবে ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান, কৃষ্ণ, শ্রীবাসুদেবের প্রতি; **যাসাম্**—যাঁদের; **ইতি**—এইভাবে; **অর্পিতম্**—অর্পিত; **মনঃ**—মন।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—নিশ্চিতরূপে আপনারা গোপীগণ সর্বার্থসাধিকা এবং লোকপূজিতা, কারণ আপনারা এইভাবে আপনাদের মন পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের প্রতি সমর্পণ করেছেন।

তাৎপর্য

যদিও অন্যান্য ভক্তেরাও অবশ্যই তাঁদের মন ভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছেন, কিন্তু গোপীগণ তাঁদের প্রেমের গভীরতায় অনবদ্য।

শ্লোক ২৪

দানব্রততপোহোমজপস্বাধ্যায়সংযমৈঃ ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে ॥ ২৪ ॥

দান—দানের মাধ্যমে; **ব্রত**—ব্রত; **তপঃ**—তপস্যা; **হোম**—অগ্নি যজ্ঞ; **জপ**—জপ; **স্বাধ্যায়**—বেদ অধ্যয়ন; **সংযমৈঃ**—এবং বিধিবদ্ধ সংযমাদি; **শ্রেয়োভিঃ**—শুদ্ধসাত্ত্বিক সাধন অনুশীলনের মাধ্যমে; **বিবিধৈঃ**—বিভিন্ন; **চ**—ও; **অন্যৈঃ**—অন্যান্য; **কৃষ্ণে**—ভগবান কৃষ্ণের প্রতি; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **হি**—বস্তুত; **সাধ্যতে**—সাধিত হয়।

অনুবাদ

দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, বেদ অধ্যয়ন, সংযম পালন এবং অবশ্যই অন্যান্য অনেক শুদ্ধসাত্ত্বিক বিধিবদ্ধ সাধনার মাধ্যমে ভগবান কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি লাভ হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

এখানে বিবৃত পন্থাগুলিকে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এইভাবে বর্ণনা করছেন—*দান*—ভগবান বিষ্ণু এবং তাঁর ভক্তবৃন্দকে প্রদত্ত দান; *ব্রত*—ব্রত পালন করা, যেমন একাদশী; *তপঃ*—কৃষ্ণের জন্য ইন্দ্রিয় উপভোগ বর্জন; *হোম*—বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত অগ্নি যজ্ঞ; *জপ*—ব্যক্তিগতভাবে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন; *স্বাধ্যায়*—বৈদিক শ্লোকের আবৃত্তি এবং অধ্যয়ন, যেমন, *গোপাল-তাপনী উপনিষদ।*

শ্লোক ২৫

ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভবতীভিরনুত্তমা ।
ভক্তিঃ প্রবর্তিতা দিষ্ট্যা মুনীনামপি দুর্লভা ॥ ২৫ ॥

ভগবতি—পরমেশ্বর ভগবানের জন্য; **উত্তমঃশ্লোকে**—যিনি সুললিত কবিতায় বন্দিত হন; **ভবতীভিঃ**—আপনাদের দ্বারা; **অনুত্তমা**—অতি শ্রেষ্ঠা; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **প্রবর্তিতা**—প্রবর্তন করেছেন; **দিষ্ট্যা**—(আপনাদের অভিনন্দন) সৌভাগ্যের জন্য; **মুনীনাম্**—মুনিদের; **অপি**—ও; **দুর্লভা**—লাভ করা কঠিন।

অনুবাদ

আপনাদের মহাভাগ্যের দ্বারা আপনারা অতি শ্রেষ্ঠ মানের শুদ্ধভক্তি ভগবান উত্তমশ্লোকের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—মুনিগণের পক্ষেও যে মান অর্জন করা কঠিন।

তাৎপর্য

প্রবর্তিতা শব্দটি নির্দেশ করে যে, গোপীরা এই জগতে এমনই শুদ্ধ মানের ভগবৎ-প্রেম প্রবর্তন করেছেন, যা ইতিপূর্বে পৃথিবীতে অজ্ঞাত ছিল। তাই ধর্মচর্চার জীবনে তাঁদের অতুলনীয় অবদানের জন্য উদ্ধব তাঁদের অভিনন্দিত করলেন।

শ্লোক ২৬

দিষ্ট্যা পুত্রান্ পতীন্ দেহান্ স্বজনান্ ভবনানি চ ।
হিত্বাবৃণীত যূয়ং যৎ কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরম্ ॥ ২৬ ॥

দিষ্ট্যা—সৌভাগ্যক্রমে; **পুত্রান্**—পুত্রদের; **পতীন্**—পতিদের; **দেহান্**—দেহ সুখাদি; **স্ব-জনান্**—আত্মীয়স্বজন; **ভবনানি**—গৃহসংসার; **চ**—এবং; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **অবৃণীত**—পছন্দ করেছেন; **যূয়ম্**—আপনারা; **যৎ**—প্রকৃতপক্ষে; **কৃষ্ণ-আখ্যম্**—কৃষ্ণ নামক; **পুরুষম্**—পুরুষ; **পরম্**—পরম।

অনুবাদ

আপনারা মহাভাগ্যক্রমে আপনাদের পতি, পুত্র, দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য, আত্মীয়স্বজন ও গৃহ সংসার, সবই কৃষ্ণ নামক পরম পুরুষের জন্য ত্যাগ করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, গোপীরা এই সমস্ত কিছুতেই তাঁদের অধিকার বোধ ত্যাগ করেছিলেন। ইতিহাস দেখাচ্ছে যে, গোপীরা তাঁদের পরিবারের সঙ্গে তাঁদের গৃহে বসবাস করে বৃন্দাবনে অবস্থান করেছিলেন। তবুও, তাঁরা সাধারণ মানুষের মতো ছিলেন না, তাঁরা পতি, পুত্র, ইত্যাদির প্রতি অহংজাত অধিকারবোধ একেবারেই পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁরা কখনই তাঁদের উপভোগ করার চেষ্টা করেননি, বরং পৃথিবীর মহান ধর্ম-শাস্ত্রাদির অনুমোদন অনুযায়ী তাঁরা পরমেশ্বরের কাছে তাঁদের সমস্ত মন ও প্রাণ অর্পণ করেছিলেন। গোপীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, আমাদের সকল হৃদয়, প্রাণ ও শক্তি দিয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে ভালবাসা উচিত।

শ্লোক ২৭

সর্বাত্মভাবোঽধিকৃতো ভবতীনামধোক্ষজে ।
বিরহেণ মহাভাগা মহান্মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ ॥ ২৭ ॥

সর্ব-আত্ম—ঐকান্তিক; **ভাবঃ**—প্রেম; **অধিকৃতঃ**—অধিকার দ্বারা দাবী করা; **ভবতীনাম্**—আপনাদের দ্বারা; **অধোক্ষজে**—অতীন্দ্রিয় ভগবানের জন্য; **বিরহেণ**—

এই বিরহ ভাবের মাধ্যমে; **মহা-ভাগাঃ**—হে পরম মহিমান্বিত আপনারা; **মহান্**—মহান; **মে**—আমাকে; **অনুগ্রহঃ**—কৃপা; **কৃতঃ**—করুন।

অনুবাদ

হে পরম মহিমান্বিত গোপীবৃন্দ, আপনারা যথার্থই অধোক্ষজ ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক প্রেমের অধিকার দাবী করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণবিরহে, তাঁর প্রতি আপনাদের প্রেম উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে আপনারা আমাকে পরম কৃপা করলেন।

তাৎপর্য

গোপীরা শুধু উদ্ধবকেই নয়, সমগ্র জগতে ভগবৎ-প্রেমের আনন্দ উদ্‌ঘাটন করলেন এবং এইভাবে তাঁরা সকলকেই তাঁদের কৃপা বিতরণ করলেন। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে তাঁদের প্রেমময়ী ভক্তি যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়েছিল বলেই তাঁদের প্রেম ভগবানকে তাঁদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছিল। তবুও, তাঁদের প্রেমের গভীরতা প্রকাশের জন্যই বাহ্যতঃ তিনি তাঁদের পরিত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু এখন, তাঁদের তীব্র ভক্তির মাধ্যমে অপ্রাকৃতরূপে উপস্থিত হয়ে, তিনি আবার নিজেকে তাঁদের মধ্যে অভিব্যক্ত করলেন।

শ্লোক ২৮

শ্রূয়তাং প্রিয়সন্দেশো ভবতীনাং সুখাবহঃ ।
যমাদায়াগতো ভদ্রা অহং ভর্তু রহস্করঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রূয়তাম্—শ্রবণ করুন; **প্রিয়**—আপনাদের প্রিয়তমের; **সন্দেশঃ**—বার্তা; **ভবতীনাম্**—আপনাদের জন্য; **সুখ**—সুখ; **আবহঃ**—আনয়নকারী; **যম্**—যে; **আদায়**—বহন করে; **আগতঃ**—এসেছি; **ভদ্রাঃ**—ভদ্রাগণ; **অহম্**—আমি; **ভর্তুঃ**—আমার প্রভুর; **রহঃ**—গোপন কার্যসমূহের; **করঃ**—পালনকারী।

অনুবাদ

হে ভদ্রাগণ, এখন আপনাদের প্রিয়তমের বার্তা শ্রবণ করুন, যা আমি, আমার প্রভুর একান্ত সেবকরূপে, আপনাদের কাছে উপস্থিত করার জন্য এখানে এসেছি।

শ্লোক ২৯

শ্রীভগবানুবাচ

ভবতীনাং বিয়োগো মে ন হি সর্বাত্মনা ক্বচিৎ ।
যথা ভূতানি ভূতেষু খং বায়ুগ্নির্জলং মহী ।
তথাহং চ মনঃপ্রাণভূতেন্দ্রিয়গুণাশ্রয়ঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **ভবতীনাম্**—রমণীগণ, তোমাদের; **বিয়োগঃ**—বিচ্ছেদ; **মে**—আমার থেকে; **ন**—না; **হি**—বস্তুত; **সর্ব-আত্মনা**—সকল অস্তিত্বের আত্মা হতে; **ক্বচিৎ**—কদাচিৎ; **যথা**—যথা; **ভূতানি**—ভৌত উপাদানসমূহ; **ভূতেষু**—সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যে; **খম্**—আকাশ; **বায়ু-অগ্নিঃ**—বায়ু ও অগ্নি; **জলম্**—জল; **মহী**—ভূমি; **তথা**—তথা; **অহম্**—আমি; **চ**—এবং; **মনঃ**—মনের; **প্রাণ**—প্রাণ; **ভূত**—জড় পদার্থসমূহ; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **গুণ**—এবং প্রকৃতির প্রধান গুণসমূহের; **আশ্রয়ঃ**—তাদের আশ্রয়রূপে উপস্থিত।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—প্রকৃতপক্ষে তোমরা কখনই আমার থেকে বিচ্ছিন্ন নও, কারণ আমিই সকল সৃষ্টির আত্মা। ঠিক যেমন আকাশ, বায়ু, আগুন, জল ও মাটি—প্রকৃতির এই উপাদানগুলি সৃষ্টিজাত প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে বর্তমান, তেমনই আমি প্রত্যেকের মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে এবং ভৌত উপাদানগুলি ও জড়া প্রকৃতির গুণাবলীর মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছি।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, ভগবানের উক্তির আপাতগ্রাহ্য দার্শনিক ভাষা এক গভীরতর অর্থ গোপন করেছে। ভগবান গুহ্যভাবে গোপীদের বলছিলেন যে, তিনি কেবল সকল সৃষ্টির আত্মা রূপে নয়, গোপীদের বিশেষ প্রেমিক রূপেও, তাঁর প্রতি তাঁদের একান্ত প্রেমের আদান-প্রদানের মাধ্যমে, তাঁদের মাঝে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। এই অর্থে শ্লোকটির *গুণ* শব্দটি গোপীদের বিশেষ দিব্য গুণাবলীর উল্লেখ করে যা শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করত এবং *সর্বাত্মনা* শব্দটি, যা এখানে আমরা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গে অনুবাদ করেছি (যেটিও করণ কারকগত *মে* শব্দটির অনুরূপ), তা *সর্বথা* বা 'সম্পূর্ণরূপে অর্থে বুঝতে হবে। পরোক্ষভাবে, যদিও দেখতে গেলে শ্রীকৃষ্ণ অনুপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত হতে পারেননি, কারণ তাঁর চিন্ময়রূপে তিনি সকল সময়েই গোপীদের হৃদয় ও প্রাণে বিরাজমান রয়েছেন।

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থ এবং অন্যান্য গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ভগবান কৃষ্ণের নিজেকে গোপীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার কারণ হল, তাঁর প্রতি তাঁদের প্রেম আরও তীব্র করে তোলা এবং উদ্ধবের উল্লেখ অনুযায়ী গোপীদের প্রেমের তীব্রতা অন্যান্য ভক্তবৃন্দের কাছে প্রকাশ করে তাদের কৃপা প্রদান করা। প্রকৃতপক্ষে, যেহেতু গোপীরা ভগবানেরই নিজ পার্ষদ, তাই ভগবান তাঁদের সঙ্গে অপ্রাকৃতরূপে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন, স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা সিদ্ধান্ত করবে যে, শ্রীকৃষ্ণের দার্শনিক ভাষা ব্যবহারের অর্থ, কৃষ্ণভাবনামৃত দর্শনের মূল বিষয়টি ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে ভগবান গোপীদের মুক্তির ক্ষেত্রে নিয়ে আসতে চেষ্টা করছিলেন। প্রকৃত সত্য এই যে, গোপীরা পরম উন্নত মুক্ত আত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের লীলা অবশ্যই তত্ত্ববিদ আচার্যগণের সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। গোপীরা যখন *রাস* নৃত্যের জন্য এসেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ নীতিশাস্ত্র ও কর্তব্যপালনের উপর গুরুত্ব দিয়ে তাঁদের কাছে কর্ম-যোগ বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু গোপীরা সেইসবের উর্ধ্বে ছিলেন। তেমনই, শ্রীকৃষ্ণ এখন তাঁদের কাছে জ্ঞান-যোগ বা অধ্যাত্ম দর্শন উপস্থাপন করছেন, কিন্তু যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত অবিচল প্রেম অর্জন করেছেন, সেই গোপীদের পক্ষে সেটিও অপর্যাপ্ত।

শ্লোক ৩০

আত্মন্যেবাত্মনাত্মানং সৃজে হন্ম্যনুপালয়ে ।
আত্মমায়ানুভাবেন ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মনা ॥ ৩০ ॥

আত্মনি—নিজের মধ্যেই; **এব**—বস্তুত; **আত্মনা**—নিজের দ্বারা; **আত্মানম্**—নিজেই; **সৃজে**—আমি সৃষ্টি করি; **হন্মি**—আমি নাশ করি; **অনুপালয়ে**—আমি পালন করি; **আত্ম**—আমার নিজ; **মায়া**—মায়া শক্তির; **অনুভাবেন**—বল দ্বারা; **ভূত**—জড় উপাদান সমূহ; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **গুণ**—এবং প্রকৃতির গুণসমূহ; **আত্মনা**—অন্তর্ভুক্ত।

অনুবাদ

ভৌত উপাদান, ইন্দ্রিয়াদি ও প্রকৃতির গুণাদি যার অন্তর্ভুক্ত, আমার সেই আত্ম শক্তি-বলে নিজের দ্বারা, নিজের মধ্যেই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি, পালন করি এবং প্রত্যাহার করি।

তাৎপর্য

ভগবান যদিও পরম তত্ত্ব, তা হলেও তাঁর ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে চরমে কোন দ্বন্দ্ব নেই, কারণ সৃষ্টি তাঁর সত্তারই একটি বিস্তার। এই একত্ব এখানে ভগবানের দ্বারা সুদৃঢ়ভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

শ্লোক ৩১

আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধো ব্যতিরিক্তোঽগুণান্বয়ঃ ।
সুষুপ্তিস্বপ্নজাগ্রদ্ভির্মায়াবৃত্তিভিরীয়তে ॥ ৩১ ॥

আত্মা—আত্মা; **জ্ঞানময়ঃ**—চিন্ময়জ্ঞান বিশিষ্ট; **শুদ্ধঃ**—শুদ্ধ; **ব্যতিরিক্তঃ**—পৃথক; **অগুণ-অন্বয়ঃ**—জড় গুণসমূহের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত; **সুষুপ্তি**—গভীর নিদ্রা; **স্বপ্ন**—সাধারণ নিদ্রা; **জাগ্রদ্ভিঃ**—এবং জাগ্রত চেতনাময়; **মায়া**—জড়া শক্তির; **বৃত্তিভিঃ**—কার্য দ্বারা; **ঈয়তে**—উপলব্ধি হয়।

অনুবাদ

শুদ্ধ চেতনাময় তথা জ্ঞানময় হওয়ার ফলে, আত্মা জাগতিক সমস্ত কিছু থেকে পৃথক এবং প্রকৃতির গুণসমূহের বন্ধনে অসম্পৃক্ত। আমরা জাগ্রতভাব, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নামে জড়া প্রকৃতির ত্রিবিধ কার্যাবলীর মাধ্যমে আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারি।

তাৎপর্য

এখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শুদ্ধ জ্ঞান, শুদ্ধ চেতনায় *আত্মা* গঠিত হয়েছে আর তাই জড়া প্রকৃতি হতে তত্ত্বগতভাবে পৃথক। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, *আত্মা* শব্দটি "পরমাত্মা, শ্রীকৃষ্ণ"-কে বোঝাতেও গ্রহণ করা যেতে পারে। যেহেতু ভগবান পূর্ববর্তী শ্লোকে ব্যাখ্যা করেছেন যে, সকল জাগতিক বস্তুই তাঁর নিজের প্রকাশমাত্র, তাই *মায়াবৃত্তিভিরীয়তে* শব্দবন্ধটি বোঝায় যে, এই জগতকে গভীরভাবে অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারব। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও গোপীদের বিলাপ না করার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল।

শ্লোক ৩২

যেনেন্দ্রিয়ার্থান্ ধ্যায়েত মৃষা স্বপ্নবদুত্থিতঃ ।
তন্নিরুন্ধ্যাদিন্দ্রিয়াণি বিনিদ্রঃ প্রত্যপদ্যত ॥ ৩২ ॥

যেন—যার দ্বারা (মন); **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়ের; **অর্থান্**—বিষয়ের উপর; **ধ্যায়েত**—কেউ ধ্যান করে; **মৃষা**—মিথ্যা; **স্বপ্নবৎ**—একটি স্বপ্নের মতো; **উত্থিতঃ**—ঘুম থেকে জাগ্রত হয়; **তৎ**—সেই (মন); **নিরুন্ধ্যাৎ**—নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা উচিত; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়গুলি; **বিনিদ্রঃ**—নিদ্রাহীন (সজাগ); **প্রত্যপদ্যত**—তারা প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

ঘুম থেকে উঠে মানুষ যেমন অনবরত কোনও স্বপ্নের চিন্তা করতে থাকে, সেই স্বপ্ন মায়াময় হলেও পারে—ঠিক তেমনই মনের ক্রিয়াকলাপের ফলে মানুষ ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য বিষয়াদি নিয়েই ধ্যান করে, যাতে ইন্দ্রিয়গুলি তা ভোগ করতে পারে। তাই, এবিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ সজাগ থাকা এবং মনকে নিয়ন্ত্রণে আনা উচিত।

তাৎপর্য

প্রতিপদ ক্রিয়াপদটির অর্থ—'উপলব্ধি হওয়া কিংবা পুনরুদ্ধার করা'। আত্মা সর্বদাই বিনিদ্র, তাই জাগতিক চেতনার স্বপ্নবৎ অবস্থা থেকে আত্মা মুক্ত থাকে, ফলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবকরূপে তার চিরন্তন মর্যাদা পুনরুদ্ধার করে আত্মাকে প্রত্যক্ষভাবে শুদ্ধ চেতনার মাধ্যমে উপলব্ধি তথা পুনরুদ্ধার করা যায়।

শ্লোক ৩৩

এতদন্তঃ সমাম্নায়ো যোগঃ সাঙ্খ্যং মনীষিণাম্ ।
ত্যাগস্তপো দমঃ সত্যং সমুদ্রান্তা ইবাপগাঃ ॥ ৩৩ ॥

এতৎ—এই প্রাপ্ত হয়ে; **অন্তঃ**—এর সিদ্ধান্ত রূপে; **সমাম্নায়ঃ**—সমগ্র বৈদিক সাহিত্য; **যোগঃ**—যোগের যথাযথ পন্থা; **সাঙ্খ্যম্**—সাংখ্য ধ্যানের পন্থা, যার দ্বারা মানুষ জড়সত্তা এবং চিন্ময় সত্তার মধ্যে পার্থক্য বিচার করার শিক্ষা গ্রহণ করে; **মনীষিণাম্**—বুদ্ধিমানদের; **ত্যাগঃ**—ত্যাগ; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **দমঃ**—ইন্দ্রিয় সংযম; **সত্যম্**—এবং সততা; **সমুদ্র-অন্তাঃ**—সমুদ্রের অভিমুখী; **ইব**—ন্যায়; **আপ-গাঃ**—নদীগুলি।

অনুবাদ

সমস্ত নদীর পরম গন্তব্য যেমন সমুদ্র, তেমনই মনীষীদের মতে, সমস্ত বেদশাস্ত্রাদি এবং সর্বপ্রকার যোগাভ্যাস, সাংখ্য চর্চা, সন্ন্যাস জীবন, তপস্যা, ইন্দ্রিয় দমন ও সততা অনুশীলনের এটাই চরম নিষ্পত্তি।

তাৎপর্য

এখানে শ্রীভগবান বলছেন, শেষ পর্যন্ত মন এবং ইন্দ্রিয়াদি নিয়ন্ত্রণের পর্যায়ে আত্মাকে নিয়ে আসা এবং সেগুলিকে অপ্রাকৃত চিন্ময় আত্ম উপলব্ধির পর্যায়ে নিয়োজিত করাই সকল বৈদিক সাহিত্যের লক্ষ্য। অবাধে ইন্দ্রিয় উপভোগের মাঝে সম্পৃক্ত যোগাভ্যাস—অতীন্দ্রিয় চর্চা, অথবা ধর্মানুশীলন বলতে যা বোঝায়, তা বাস্তবিকই পারমার্থিক পন্থা নয়, বরং মূর্খ মানুষেরা যাতে পশুর মতো তাদের ঘৃণ্য আচরণের ন্যায্যতা প্রতিপাদনের সুযোগ পায়, তারই সহজ উপায় মাত্র।

ভগবান কৃষ্ণ এখানে গোপীদের আশ্বাস প্রদান করছেন যে, তাঁদের মন আত্ম উপলব্ধিতে স্থির করার মাধ্যমে তাঁরা ভগবানের সঙ্গে পারমার্থিক একাত্মতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। এইভাবে তাঁরা আর বিরহ-বেদনা ভোগ করবেন না।

শ্লোক ৩৪

যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্তে প্রিয়ো দৃশাম্ ।
মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া ॥ ৩৪ ॥

যৎ—সত্য এই যে; **তু**—যদিও; **অহম্**—আমি; **ভবতীনাম্**—তোমাদের থেকে; **বৈ**—বস্তুতঃ; **দূরে**—দূরে; **বর্তে**—রয়েছি; **প্রিয়ঃ**—যাদের আমি প্রিয়; **দৃশাম্**—চক্ষুদ্বয়ের; **মনসঃ**—মনের; **সন্নিকর্ষ**—আকর্ষণের; **অর্থম্**—জন্য; **মৎ**—আমার উপর; **অনুধ্যান**—আপনাদের ধ্যানের জন্য; **কাম্যয়া**—আমার আকাঙ্ক্ষা বশত।

অনুবাদ

কেন আমি তোমাদের দৃষ্টিপথের পরম প্রিয় বিষয় হয়ে তোমাদের কাছ থেকে বহু দূরে রয়েছি, তার প্রকৃত কারণ আমার প্রতি তোমাদের মনঃসংযোগ আরও তীব্র করতে চাই এবং এইভাবে তোমাদের মন আমার আরও কাছে আকর্ষণ করতে চাই।

তাৎপর্য

যা আমাদের চোখের কাছেই থাকে, তা কখনও-বা আমাদের প্রাণ-মন থেকে দূরেই থাকে, এবং অন্যভাবে, কোনও কিছুর অনুপস্থিতি তার প্রতি হৃদয়ের আকুলতা বৃদ্ধিই করে। আপাতদৃষ্টিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের কাছ থেকে দূরে চলে গেলেও তিনি চিন্ময় স্তরে তাঁদের আরও কাছেই নিয়ে এসেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবিশ্য বর্ততে ।
স্ত্রীণাং চ ন তথা চেতঃ সন্নিকৃষ্টেঽক্ষিগোচরে ॥ ৩৫ ॥

যথা—যেমন; **দূর-চরে**—বহু দূরে অবস্থিত হওয়ায়; **প্রেষ্ঠে**—প্রিয়তম; **মনঃ**—মন; **আবিশ্য**—আবিষ্ট হয়ে; **বর্ততে**—থাকে; **স্ত্রীণাম্**—স্ত্রীগণের; **চ**—এবং; **ন**—না; **তথা**—অতএব; **চেতঃ**—তাদের মন; **সন্নিকৃষ্টে**—যখন সে কাছে; **অক্ষি-গোচরে**—তাদের চোখের সামনে উপস্থিত।

অনুবাদ

যখন প্রিয়তম অনেক দূরে থাকে, তখন নারী তাকে সামনে উপস্থিত থাকার চেয়েও বেশি চিন্তা করে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, এই একই কথা পুরুষের ক্ষেত্রেও সত্য যে, প্রিয়তমা যখন পুরুষের চোখের সামনে থাকে, সেই সময়ের চেয়েও, যখন সে দূরে থাকে, তখনই তার চিন্তায় সে বেশি মগ্ন হয়।

শ্লোক ৩৬

**ময্যাবেশ্য মনঃ কৃৎস্নং বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ ।
অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ ॥ ৩৬ ॥**

ময়ি—আমাতে; **আবেশ্য**—মগ্ন করে; **মনঃ**—তোমাদের মন; **কৃৎস্নম্**—যাবতীয়; **বিমুক্ত**—পরিত্যাগ করে; **অশেষ**—সকল; **বৃত্তি**—তার (জাগতিক) কার্যাবলী; **যৎ**—কারণ; **অনুস্মরন্ত্যঃ**—স্মরণ করে; **মাম্**—আমাকে; **নিত্যম্**—নিরন্তর; **অচিরাৎ**—শীঘ্রই; **মাম্**—আমাকে; **উপৈষ্যথ**—তোমরা প্রাপ্ত হবে।

অনুবাদ

যেহেতু তোমাদের মন সম্পূর্ণরূপে আমাতে মগ্ন এবং অন্য সকল বিষয় হতে মুক্ত হয়ে তোমরা সর্বদা আমাকে স্মরণ করছ, তাই অতি শীঘ্রই তোমাদের মাঝে আবার আমাকে লাভ করবে।

শ্লোক ৩৭

**যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ ।
অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো মাপুর্মদ্বীর্যচিন্তয়া ॥ ৩৭ ॥**

যাঃ—যে নারীগণ; **ময়া**—আমার সঙ্গে; **ক্রীড়তা**—ক্রীড়ারত ছিল; **রাত্র্যাম্**—রাত্রে; **বনে**—বনের মধ্যে; **অস্মিন্**—এই; **ব্রজে**—ব্রজের গ্রামে; **আস্থিতাঃ**—থেকেও; **অলব্ধ**—প্রাপ্ত হয়নি; **রাসাঃ**—রাস নৃত্য; **কল্যাণ্যঃ**—ভাগ্যবতী; **মা**—আমাকে; **আপুঃ**—তারা প্রাপ্ত হয়েছে; **মৎ-বীর্য**—আমার শৌর্যশালী লীলাসমূহ; **চিন্তয়া**—চিন্তার দ্বারা।

অনুবাদ

যদিও কয়েকজন গোপীকে ব্রজে থাকতে হয়েছিল আর তাই রাত্রিতে অরণ্যে আমার সঙ্গে রাসনৃত্য ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তা সত্ত্বেও তারা ছিল ভাগ্যবতী। প্রকৃতপক্ষে, তারা আমার শৌর্যশালী লীলাগুলি স্মরণের মাধ্যমেই আমাকে লাভ করেছিল।

শ্লোক ৩৮

শ্রীশুক উবাচ

**এবং প্রিয়তমাদিষ্টমাকর্ণ্য ব্রজযোষিতঃ ।
তা ঊচুরুদ্ধবং প্রীতাস্তৎসন্দেশাগতস্মৃতীঃ ॥ ৩৮ ॥**

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এই প্রকার; **প্রিয়তম**—তাঁদের প্রিয়তমের (কৃষ্ণের) দেওয়া; **আদিষ্টম্**—আদেশ; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **ব্রজ-যোষিতঃ**—ব্রজের রমণীরা; **তাঃ**—তাঁরা; **ঊচুঃ**—বললেন; **উদ্ধবম্**—উদ্ধবের প্রতি; **প্রীতাঃ**—প্রীত হলেন; **তৎ**—সেই; **সন্দেশ**—বার্তা; **আগত**—ফিরে পেয়ে; **স্মৃতীঃ**—তাঁদের স্মৃতি।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ব্রজের রমণীরা তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণের কাছ থেকে এই বার্তা শ্রবণ করে প্রীত হলেন। তাঁর কথাগুলি তাঁদের স্মৃতি জাগরূক করলে, তাঁরা উদ্ধবকে উদ্দেশ করে বললেন।

শ্লোক ৩৯

গোপ্য ঊচুঃ

দিষ্ট্যাহিতো হতঃ কংসো যদূনাং সানুগোঽঘকৃৎ ।
দিষ্ট্যাপ্তৈর্লব্ধসর্বার্থৈঃ কুশল্যাস্তেঽচ্যুতোঽধুনা ॥ ৩৯ ॥

গোপ্যঃ ঊচুঃ—গোপীরা বললেন; **দিষ্ট্যা**—ভাগ্যক্রমে; **অহিতঃ**—শত্রু; **হতঃ**—নিহত হয়েছে; **কংসঃ**—রাজা কংস; **যদূনাম্**—যদুগণের জন্য; **স-অনুগঃ**—তাদের অনুগামীগণ সহ একত্রে; **অঘ**—পীড়ার; **কৃৎ**—কারণ; **দিষ্ট্যা**—ভাগ্যক্রমে; **আপ্তৈঃ**—তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীগণের সঙ্গে; **লব্ধ**—যারা লাভ করেছে; **সর্ব**—সর্ব; **অর্থৈঃ**—তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলি; **কুশলী**—কুশলে; **আস্তে**—বাস করছেন; **অচ্যুতঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **অধুনা**—বর্তমানে।

অনুবাদ

গোপীগণ বললেন—এটা অত্যন্ত শুভ যে, যদুগণের নির্যাতনকারী এবং শত্রু কংস, তার অনুগামী সহ এখন নিহত হয়েছে। আর এটিও অত্যন্ত শুভ যে, ভগবান অচ্যুত তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী আপ্তকাম বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কুশলে বাস করছেন।

শ্লোক ৪০

কচ্চিদ্ গদাগ্রজঃ সৌম্য করোতি পুরযোষিতাম্ ।
প্রীতিং ন স্নিগ্ধসব্রীড়হাসোদারেক্ষণার্চিতঃ ॥ ৪০ ॥

কচ্চিৎ—মনে হয়; **গদ-অগ্রজঃ**—কৃষ্ণ, গদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; **সৌম্য**—হে সৌম্য (উদ্ধব); **করোতি**—প্রদান করছেন; **পুর**—নগরীর; **যোষিতাম্**—রমণীগণের জন্য;

প্রীতিম্—প্রীতি; **নঃ**—যা আমাদের; **স্নিগ্ধ**—স্নিগ্ধ; **সব্রীড়**—এবং সলজ্জ; **হাস**—হাস্য সহ; **উদার**—উদার; **ঈক্ষণ**—তাঁদের দৃষ্টিপাত দ্বারা; **অর্চিতঃ**—অর্চিত।

অনুবাদ

হে সৌম্য উদ্ধব, গদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কি এখন পুর রমণীদের আনন্দ প্রদান করছেন, যে-আনন্দ প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই প্রাপ্য? আমাদের মনে হয় সেই রমণীরা তাঁদের উদার দৃষ্টি দিয়ে স্নিগ্ধ সলজ্জ হাস্যে তাঁকে অর্চনা করেন।

তাৎপর্য

গদাগ্রজ নামটি দেবরক্ষিতার প্রথম সন্তান গদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (অগ্রজ) কৃষ্ণকে নির্দেশ করছে। দেবরক্ষিতা ছিলেন দেবকীর এক ভগিনী, যাঁর সাথেও বসুদেবের বিবাহ হয়েছিল। এইভাবে কৃষ্ণকে সম্বোধনের দ্বারা গোপীরা ইঙ্গিত করছেন যে, কৃষ্ণ এখন নিজেকে কেবলমাত্র দেবকীর পুত্র বলেই ভাবছেন যার অর্থ এই যে, বৃন্দাবনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এখন শিথিল হয়েছে। গভীর প্রেমের ফলেই, গোপীরা এক মুহূর্তও কৃষ্ণের চিন্তা বন্ধ করতে পারতেন না।

শ্লোক ৪১

কথং রতিবিশেষজ্ঞঃ প্রিয়শ্চ পুরযোষিতাম্ ।
নানুবধ্যেত তদ্বাক্যৈর্বিভ্রমৈশ্চানুভাজিতঃ ॥ ৪১ ॥

কথম্—কিভাবে; **রতি**—দাম্পত্য বিষয়ের; **বিশেষ**—নির্দিষ্ট সকল দিকে; **জ্ঞঃ**—দক্ষ; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়তম; **চ**—এবং; **পুর-যোষিতাম্**—নগরীর রমণীগণের; **ন অনুবধ্যেত**—বাধ্য হবে না; **তৎ**—তাদের দ্বারা; **বাক্যৈঃ**—বাক্য; **বিভ্রমৈঃ**—মোহিত ইঙ্গিতে; **চ**—এবং; **অনুভাজিতঃ**—অবিরত পূজিত।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত প্রকার দাম্পত্য বিষয়ে দক্ষ এবং পুর রমণীদের প্রিয়তম। এখন যেহেতু তিনি তাঁদের মোহিত বাক্য ও ইঙ্গিতের দ্বারা অবিরত বন্দিত হচ্ছেন, তাই কিভাবে তিনি আবদ্ধ না হয়ে পারেন?

তাৎপর্য

শ্রীধর স্বামীর মতানুযায়ী, এই সমস্ত শ্লোকের প্রত্যেকটি এক-একজন বিভিন্ন গোপী বলেছেন।

শ্লোক ৪২

অপি স্মরতি নঃ সাধো গোবিন্দঃ প্রস্তুতে ক্বচিৎ ।
গোষ্ঠিমধ্যে পুরস্ত্রীণাং গ্রাম্যাঃ স্বৈরকথান্তরে ॥ ৪২ ॥

অপি—অধিকন্তু; স্মরতি—স্মরণ করেন; নঃ—আমাদের; সাধো—হে ধর্মপ্রাণ; গোবিন্দঃ—কৃষ্ণ; প্রস্তুতে—আলোচনায় নিয়ে আসেন; ক্বচিৎ—কখনও; গোষ্ঠি—সভা; মধ্যে—মধ্যে; পুর-স্ত্রীণাম্—নগরীর রমণীদের; গ্রাম্যাঃ—গ্রাম্য কন্যা; স্বৈর—স্বচ্ছন্দে; কথা—কথাবার্তা; অন্তরে—সময়।

অনুবাদ

হে ধর্মপ্রাণ, পুর রমণীদের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার সময় গোবিন্দ কখনও আমাদের স্মরণ করেন কি? তিনি যখন তাদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কথা বলেন, তিনি কখনও আমাদের, গ্রাম্য কন্যাদের উল্লেখ করেন কি?

তাৎপর্য

স্বার্থচিন্তাশূন্য গোপীরা কৃষ্ণের প্রেমে এমনই অন্তরঙ্গ ছিলেন যে, তাঁদের নিদারুণ হতাশার মাঝেও তাঁরা কখনও অন্যকে তাঁদের প্রেম প্রদানের কথা নিবেদন করেননি। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর গোপীদের অনুভূতি নিম্নরূপ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

গোপীরা বলতে পারেন, "নিশ্চয়ই আমরা পরিত্যাগের যোগ্য বলেই কৃষ্ণ আমাদের পরিত্যাগ করেছেন। বাস্তবিকই, আমরা জগতের অতীব নগণ্য নারী এবং তাই আনন্দ উপভোগের পর আমাদের বর্জন করা হয়েছে। তবুও, আমাদের কিছু সদ্‌গুণের জন্য অথবা আমাদের কোন ভুল করার জন্যও আমরা কি কখনও তাঁর স্মরণে আসতে পারি? কৃষ্ণ নিশ্চয়ই পুর রমণীদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কথা বলছেন। তিনি এবং তাঁরা নিশ্চয়ই গান, কৌতুক, ধাঁধা বানানো এবং কত কিছু সম্বন্ধে কথা বলছেন। কৃষ্ণ কি কখনও বলেন, 'আমার প্রিয় পুর রমণীরা, আমার গ্রামের বাড়ির গোপীদের কাছে তোমাদের এই কৃত্রিম গান ও বাক্য অজ্ঞাত। তারা এই সমস্ত জিনিস বুঝতে পারবে না।' তিনি কি কখনও এইভাবে আমাদের সম্বন্ধে কথা বলেন?"

শ্লোক ৪৩

তাঃ কিং নিশাঃ স্মরতি যাসু তদা প্রিয়াভির্
বৃন্দাবনে কুমুদকুন্দশশাঙ্করম্যে ।
রেমে ক্বণচ্চরণনূপুররাসগোষ্ঠ্যাম্
অস্মাভিরীড়িতমনোজ্ঞকথঃ কদাচিৎ ॥ ৪৩ ॥

তাঃ—সেইসব; কিম্—কি; নিশাঃ—রাত্রিসমূহ; স্মরতি—তিনি স্মরণ করেন; যাসু—যে সকল; তদা—তখন; প্রিয়াভিঃ—তাঁর প্রিয়তমা সখীদের সঙ্গে; বৃন্দাবনে—বৃন্দাবন অরণ্যে; কুমুদ—পদ্মফুলের জন্য; কুন্দ—এবং কুন্দ; শশাঙ্ক—এবং চন্দ্রের

জন্য; **রম্যে**—আকর্ষণীয়; **রেমে**—তিনি উপভোগ করলেন; **ক্বণৎ**—নিনাদিত; **চরণ-নূপুর**—(যেখানে) পায়ের নূপুর; **রাস-গোষ্ঠ্যাম্**—রাসনৃত্যের সভায়; **অস্মাভিঃ**—আমাদের সঙ্গে; **ঈড়িত**—স্তব করেছিলাম; **মনোজ্ঞ**—মধুর; **কথঃ**—যার বিষয় সম্বন্ধে; **কদাচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

কুমুদ, কুন্দ ও উজ্জ্বল চন্দ্রে শোভিত বৃন্দাবন অরণ্যের সেই রাত্রিগুলি তিনি মনে করেন কি? তাঁর প্রিয়তমা সখীগণ, আমরা যখন তাঁর মধুর মহিমা স্তব করেছিলাম, চরণের নূপুরের সঙ্গীতে নিনাদিত রাসনৃত্যের মণ্ডলীর মধ্যে তিনি আমাদের সঙ্গ উপভোগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোক বিষয়ে নিম্নোক্ত গভীর উপলব্ধি প্রদান করেছেন—"গোপীরা জানতেন যে, বৃন্দাবনের মতো এত সুন্দর স্থান আর হতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও বৃন্দাবন অরণ্যের মতো এমন একটি মধুর দৃশ্য কেউ খুঁজে পাবে না, যা শুদ্ধ ফুলের গন্ধে সুরভিত এবং পবিত্র যমুনা নদীর শান্ত তরঙ্গে প্রতিফলিত পূর্ণচন্দ্রের আলোয় আলোকিত। কেউই কৃষ্ণকে গোপীদের মতো ভালবাসে না, আর তাই কেউই তাঁকে তাঁদের মতো হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সেবা সম্পাদন করেন যা কেবল তাঁরাই শুদ্ধভাবে করতে পারেন। তাই, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন বিহীন ও তাঁদের সেবা বিহীন হয়ে আছেন, একথা ভাবতে গোপীরা উন্মাদপ্রায় হয়েছিলেন। সকল জড় কামনা থেকে মুক্ত তাঁরা হতাশায় অভিভূত হয়েছিলেন, কারণ তাঁদের প্রেমময়ী সেবা দ্বারা তাঁরা কৃষ্ণকে আনন্দ প্রদান করতে পারছিলেন না। তাঁরা ভাবতেই পারতেন না—কৃষ্ণ যেমন বৃন্দাবনে তাঁদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করতেন, তেমন আনন্দ অন্য কোথাও তিনি উপভোগ করতে পারছেন।

শ্লোক ৪৪

অপ্যেষ্যতীহ দাশার্হস্তপ্তাঃ স্বকৃতয়া শুচা ।
সঞ্জীবয়ন্ নু নো গাত্রৈর্যথেন্দ্রো বনমম্বুদৈঃ ॥ ৪৪ ॥

অপি—কি; **এষ্যতি**—তিনি আগমন করবেন; **ইহ**—এখানে; **দাশার্হঃ**—দশার্হের বংশধর কৃষ্ণ; **তপ্তাঃ**—যারা সন্তপ্ত; **স্ব-কৃতয়া**—তাঁর আপন কর্ম দ্বারা; **শুচা**—শোকের; **সঞ্জীবয়ন্**—সঞ্জীবিত করতে; **নু**—সম্ভবত; **নঃ**—আমাদের; **গাত্রৈঃ**—তাঁর অঙ্গের (স্পর্শের) দ্বারা; **যথা**—যেমন; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **বনম্**—বন; **অম্বুদৈঃ**—মেঘ দ্বারা।

অনুবাদ

তাঁরই জন্য যারা এখন সন্তপ্ত, তাঁরই অঙ্গের স্পর্শ দিয়ে তাদের সঞ্জীবিত করতে দশার্হ বংশের সেই পুরুষ এখানে ফিরে আসবেন কি? যেভাবে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর সজল মেঘরাশি দিয়ে অরণ্যকে সঞ্জীবিত করেন, তিনি কি আমাদের সেইভাবে রক্ষা করবেন?

শ্লোক ৪৫

কস্মাৎ কৃষ্ণ ইহায়াতি প্রাপ্তরাজ্যো হতাহিতঃ।
নরেন্দ্রকন্যা উদ্বাহ্য প্রীতঃ সর্বসুহৃদ্বৃতঃ ॥ ৪৫ ॥

কস্মাৎ—কেন; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **ইহ**—এখানে; **আয়াতি**—আসবেন; **প্রাপ্ত**—প্রাপ্ত হয়ে; **রাজ্যঃ**—রাজ্য; **হত**—নিহত হওয়ায়; **অহিতঃ**—তাঁর শত্রুসকল; **নর-ইন্দ্র**—রাজার; **কন্যাঃ**—কন্যা; **উদ্বাহ্য**—বিবাহ করার পর; **প্রীতঃ**—প্রীত; **সর্ব**—সকলের দ্বারা; **সুহৃৎ**—তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীগণ; **বৃতঃ**—বেষ্টিত।

অনুবাদ

কিন্তু তাঁর শত্রুদের নিহত করে রাজ্য জয় করার পর এবং রাজকন্যাদের বিবাহ করার পর কৃষ্ণ কেন এখানে আসবেন? তিনি সেখানে তাঁর সকল বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তুষ্ট রয়েছেন।

শ্লোক ৪৬

কিমস্মাভির্বনৌকোভিরন্যাভির্বা মহাত্মনঃ।
শ্রীপতেরাপ্তকামস্য ক্রিয়েতার্থঃ কৃতাত্মনঃ ॥ ৪৬ ॥

কিম্—কি; **অস্মাভিঃ**—আমাদের সঙ্গে; **বন**—বন; **ওকোভিঃ**—যাদের বাসভূমি; **অন্যাভিঃ**—অন্য রমণীদের দ্বারা; **বা**—বা; **মহা-আত্মনঃ**—পরমোন্নত ব্যক্তিত্ব (কৃষ্ণ); **শ্রী**—লক্ষ্মীদেবীর; **পতেঃ**—পতির জন্য; **আপ্ত-কামস্য**—যার আকাঙ্ক্ষা ইতিমধ্যে পূর্ণরূপে চরিতার্থ হয়েছে; **ক্রিয়েত**—সিদ্ধ হতে পারে; **অর্থঃ**—উদ্দেশ্য; **কৃত-আত্মনঃ**—যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ তাঁর জন্য।

অনুবাদ

মহাত্মা কৃষ্ণ লক্ষ্মীদেবীর অধীশ্বর এবং তিনি যা আকাঙ্ক্ষা করেন, আপনা থেকেই তা অর্জন করেন। তিনি যখন ইতিমধ্যেই স্বয়ংসম্পূর্ণ, তখন কিভাবে আমরা বনবাসীরা বা অন্য রমণীরা তাঁর উদ্দেশ্যগুলি পূর্ণ করতে পারি?

তাৎপর্য

কৃষ্ণ মথুরায় পুর রমণীগণের সঙ্গ করছিলেন বলে গোপীরা যদিও শোক করছিলেন, তবু এখন তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান রূপে, তাঁর কোন রমণীর প্রয়োজন নেই। তাঁর অহৈতুকী কৃপাবশতঃ তাঁর স্নেহের ভক্তবৃন্দকে তিনি তাঁর সঙ্গ প্রদান করেন।

শ্লোক ৪৭

পরং সৌখ্যং হি নৈরাশ্যং স্বৈরিণ্যপ্যাহ পিঙ্গলা ।
তজ্জানতীনাং নঃ কৃষ্ণে তথাপ্যাশা দুরত্যয়া ॥ ৪৭ ॥

পরম্—পরম; **সৌখ্যম্**—সুখ; **হি**—বস্তুত; **নৈরাশ্যম্**—নৈরাশ্য; **স্বৈরিণী**—স্বৈরিণী; **অপি**—যদিও; **আহ**—উল্লেখ করেছে; **পিঙ্গলা**—বারনারী পিঙ্গলা; **তৎ**—সেই সম্পর্কে; **জানতিনাম্**—যে সচেতন; **নঃ**—আমাদের জন্য; **কৃষ্ণে**—কৃষ্ণ কেন্দ্রিক; **তথা অপি**—তথাপি; **আশা**—আশা; **দুরত্যয়া**—দুস্ত্যজ্য।

অনুবাদ

বারনারী পিঙ্গলাও ঘোষণা করেছে যে, প্রকৃতপক্ষে সকল আশা ত্যাগ করাই পরম সুখের। আমরা তা জানা সত্ত্বেও, কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য আমাদের আশা ত্যাগ করতে পারছি না।

তাৎপর্য

পিঙ্গলার কাহিনী *শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধ, অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৪৮

ক উৎসহেত সন্ত্যক্তুমুত্তমঃশ্লোকসংবিদম্ ।
অনিচ্ছতোঽপি যস্য শ্রীরঙ্গান্ন চ্যবতে ক্বচিৎ ॥ ৪৮ ॥

কঃ—কে; **উৎসহেত**—সইতে পারে; **সন্ত্যক্তুম্**—পরিত্যাগ করা; **উত্তমঃ-শ্লোক**—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে; **সংবিদম্**—অন্তরঙ্গ বাক্যালাপ; **অনিচ্ছতঃ**—ইচ্ছা করে না; **অপি**—যদিও; **যস্য**—যাঁর; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **অঙ্গাৎ**—দেহ; **ন চ্যবতে**—বিচ্যুত হন না; **ক্বচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

ভগবান উত্তমশ্লোকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বাক্যালাপ পরিত্যাগ কে সইতে পারে? তিনি লক্ষ্মীদেবীর প্রতি কোন আগ্রহ প্রদর্শন না করলেও, লক্ষ্মীদেবী কখনও ভগবানের বক্ষের উপরে তাঁর স্থান থেকে বিচ্যুত হন না।

শ্লোক ৪৯

সরিচ্ছৈলবনোদ্দেশা গাবো বেণুরবা ইমে ।
সঙ্কর্ষণসহায়েন কৃষ্ণেনাচরিতাঃ প্রভো ॥ ৪৯ ॥

সরিৎ—নদী; **শৈল**—পর্বত; **বন-উদ্দেশাঃ**—এবং বন প্রদেশ; **গাবঃ**—গোসমূহ; **বেণু-রবাঃ**—বংশী রবে; **ইমে**—এই সকল; **সঙ্কর্ষণ**—শ্রীবলরাম; **সহায়েন**—যাঁর সঙ্গে; **কৃষ্ণেন**—কৃষ্ণ দ্বারা; **আচরিতাঃ**—ব্যবহৃত; **প্রভো**—হে প্রভু (উদ্ধব)।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, কৃষ্ণ যখন এখানে সঙ্কর্ষণের সাহচর্যে ছিলেন, তখন তিনি এই সমস্ত নদী, পর্বত, বন, গবাদি এবং বংশী ধ্বনি উপভোগ করতেন।

শ্লোক ৫০

পুনঃ পুনঃ স্মারয়ন্তি নন্দগোপসুতং বত ।
শ্রীনিকেতৈস্তৎপদকৈর্বিস্মর্তুং নৈব শক্নুমঃ ॥ ৫০ ॥

পুনঃ পুনঃ—বারে বারে; **স্মারয়ন্তি**—তারা মনে করিয়ে দিচ্ছে; **নন্দ-গোপ-সুতম্**—গোপরাজ নন্দের পুত্রের; **বত**—নিশ্চিতরূপে; **শ্রী**—দিব্য; **নিকেতৈঃ**—চিহ্নযুক্ত; **তৎ**—তাঁর; **পদকৈঃ**—পদচিহ্নের জন্য; **বিস্মর্তুম্**—বিস্মৃত হতে; **ন**—না; **এব**—বস্তুত; **শক্নুমঃ**—আমরা সমর্থ।

অনুবাদ

এই সমস্ত কিছুই নিরন্তর আমাদের নন্দের পুত্রের কথা মনে করায়। বাস্তবিকই, আমরা যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লক্ষণাদিসহ পদচিহ্ন দর্শন করি, তাই তাঁকে কখনও ভুলতে পারি না।

শ্লোক ৫১

গত্যা ললিতয়োদারহাসলীলাবলোকনৈঃ ।
মাধ্ব্যা গিরা হৃতধিয়ঃ কথং তং বিস্মরাম হে ॥ ৫১ ॥

গত্যা—তাঁর গমনভঙ্গি দ্বারা; **ললিতয়া**—মধুর; **উদার**—উদার; **হাস**—হাস্য; **লীলা**—লীলা; **অবলোকনৈঃ**—তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **মাধ্ব্যা**—মধুময়; **গিরা**—তাঁর বাক্যের দ্বারা; **হৃত**—অপহৃত হয়েছি; **ধিয়ঃ**—যার হৃদয়; **কথম্**—কিভাবে; **তম্**—তাঁর; **বিস্মরাম**—আমরা ভুলতে পারি; **হে**—হে (উদ্ধব)।

অনুবাদ

হে উদ্ধব, তাঁর মধুর গমনভঙ্গি, তাঁর উদার হাস্য ও লীলাময় দৃষ্টিপাত এবং তাঁর মধুময় বাক্যের দ্বারা যখন আমাদের হৃদয় অপহৃত হয়ে রয়েছে, তখন আমরা কিভাবে তাঁকে ভুলতে পারি?

শ্লোক ৫২

হে নাথ হে রমানাথ ব্রজনাথার্তিনাশন।
মগ্নমুদ্ধর গোবিন্দ গোকুলং বৃজিনার্ণবাৎ ॥ ৫২ ॥

হে নাথ—হে প্রভু; **হে রমানাথ**—হে লক্ষ্মীদেবীর প্রভু; **ব্রজনাথ**—হে ব্রজের প্রভু; **আর্তি**—দুঃখের; **নাশন**—হে বিনাশকারী, **মগ্নম্**—মগ্ন; **উদ্ধর**—উদ্ধার করুন; **গোবিন্দ**—হে গোবিন্দ; **গোকুলম্**—গোকুল; **বৃজিন**—দুঃখের; **অর্ণবাৎ**—সাগর হতে।

অনুবাদ

হে প্রভু, হে রমানাথ, হে ব্রজনাথ! হে সকল দুঃখ বিনাশন, গোবিন্দ, দয়া করে দুঃখের সাগরে নিমগ্ন আপনার গোকুলকে উদ্ধার করুন!

তাৎপর্য

এই দৃশ্যে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নোক্ত অন্তর্দৃষ্টির উপস্থাপন করছেন— কেউ হয়ত গোপীদের কাছে প্রস্তাব করেছিল, "কেন তোমরা অন্য কোথাও চলে যাচ্ছ না? বৃন্দাবন ত্যাগ কর, আর তা হলে তোমাদের এইসব নদী, পাহাড়, এবং বন দর্শন করতে হবে না। তোমাদের বস্ত্র দিয়ে তোমাদের দু'চোখ ঢেকে নাও, তোমাদের মন অন্য কোন ভাবনায় চালিত করতে তোমাদের বুদ্ধিকে ব্যবহার কর, এবং এইভাবে কৃষ্ণকে ভুলে যাও।" গোপীরা পূর্ববর্তী শ্লোকে এই প্রস্তাবের উত্তরে বলেছেন, "আমরা আর আমাদের বুদ্ধির অধিকারী নই, কারণ কৃষ্ণ তাঁর পরম সৌন্দর্য ও মাধুর্য দিয়ে তা হরণ করেছেন"।

এখন বর্তমান শ্লোকে গোপীদের অনুভূতিগুলি এমনই দৃঢ় হয়ে উঠেছে যে, তাঁরা উদ্ধবকে উপেক্ষা করে, মথুরার দিকে ঘুরে, বিনীতভাবে রোদন করতে করতে স্বয়ং কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কথা বললেন। তাঁরা কৃষ্ণকে ব্রজনাথরূপে সম্বোধন করলেন, কারণ অতীতে শিশু কৃষ্ণ তাঁর প্রিয় গ্রামবাসীদের রক্ষার জন্য অনেক অচিন্তনীয় লীলাসমূহ সম্পাদন করেছেন, যেমন গিরি গোবর্ধন উত্তোলন এবং বহু ভয়ঙ্কর অসুরের সংহার। এই হৃদয়বিদারক শ্লোকে গোপীরা, সেই অপূর্ব, মধুর সম্পর্ক যা তাঁরা একসময় নিরীহ গ্রামবাসীরূপে একত্রে উপভোগ করেছিলেন, সেইগুলি

কৃষ্ণকে মনে করানোর জন্য ক্রন্দন করছেন। বস্তুত শ্রীকৃষ্ণ স্নেহভরে তাঁর পিতার গাভীগুলির যত্ন নিতেন এবং তাঁকে সেইসব কর্তব্য স্মরণ করানোর জন্য এবং তিনি যাতে ফিরে এসে সেইসব আবার আরম্ভ করেন, গোপীরা সেজন্য তাঁর কাছে নিবেদন করছেন।

শ্লোক ৫৩

শ্রীশুক উবাচ

ততস্তাঃ কৃষ্ণসন্দেশৈর্ব্যপেতবিরহজ্বরাঃ ।
উদ্ধবং পূজয়াং চক্রুর্জ্ঞাত্বাত্মানমধোক্ষজম্ ॥ ৫৩ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ততঃ**—তখন; **তাঃ**—তাঁরা; **কৃষ্ণ-সন্দেশৈঃ**—কৃষ্ণের বার্তা দ্বারা; **ব্যপেত**—দূরীভূত করলেন; **বিরহ**—তাঁদের বিচ্ছেদের; **জ্বরাঃ**—জ্বর; **উদ্ধবম্**—উদ্ধব; **পূজয়াম্ চক্রুঃ**—পূজা করেছিলেন; **জ্ঞাত্বা**—তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করে; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **অধোক্ষজম্**—ভগবানরূপে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বলতে থাকলেন—শ্রীকৃষ্ণের বার্তা তাঁদের বিরহের জ্বর দূরীভূত করার পরে, গোপীরা অতঃপর উদ্ধবকে তাঁদের ভগবান, কৃষ্ণের থেকে অভিন্ন হৃদয়ঙ্গম করে, তাঁর পূজা করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করছেন যে, *জ্ঞাত্বাত্মানম্ অধোক্ষজম্* কথাটি নির্দেশ করে যে, গোপীরা ভগবান কৃষ্ণকে তাঁদের আত্মস্বরূপ মনে করার ফলে, অপ্রাকৃতভাবে তাঁদের সঙ্গে অভিন্ন হৃদয়ঙ্গম করলেন।

শ্লোক ৫৪

উবাস কতিচিন্মাসান্ গোপীনাং বিনুদন্ শুচঃ ।
কৃষ্ণলীলাকথাং গায়ন্ রময়ামাস গোকুলম্ ॥ ৫৪ ॥

উবাস—তিনি বাস করেছিলেন; **কতিচিৎ**—কয়েক; **মাসান্**—মাসের জন্য; **গোপীনাম্**—গোপীদের; **বিনুদন্**—দূর করার জন্য; **শুচঃ**—দুঃখ; **কৃষ্ণলীলা**—শ্রীকৃষ্ণের লীলার; **কথাম্**—বিষয়; **গায়ন্**—গান করে; **রময়াম্ আস**—তিনি আনন্দ প্রদান করেছিলেন; **গোকুলম্**—গোকুলে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক কীর্তন করার মাধ্যমে গোপীদের দুঃখ নিরসন করে উদ্ধব সেখানে কয়েকমাস থাকলেন। এইভাবে তিনি গোকুলের সমস্ত মানুষের মধ্যে আনন্দ বিধান করেছিলেন?

তাৎপর্য

মহান আচার্য জীব গোস্বামী এই বিষয়ে ভাষ্য প্রদান করছেন যে, উদ্ধব তাঁর বৃন্দাবনে অবস্থানের সময়ে কৃষ্ণের পালক পিতা-মাতা, নন্দ ও যশোদাকে উৎফুল্ল করতে অবশ্যই বিশেষ যত্ন নিয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৫

যাবন্ত্যহানি নন্দস্য ব্রজেঽবাৎসীৎ স উদ্ধবঃ ।
ব্রজৌকসাং ক্ষণপ্রায়াণ্যাসন্ কৃষ্ণস্য বার্তয়া ॥ ৫৫ ॥

যাবন্তি—যত; **অহানি**—দিন; **নন্দস্য**—রাজা নন্দের; **ব্রজে**—ব্রজে; **অবাৎসীৎ**—বাস করেছিলেন; **সঃ**—তিনি; **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **ব্রজ-ওকসাম্**—ব্রজবাসীদের জন্য; **ক্ষণ-প্রায়াণি**—ক্ষণকাল রূপে অতিবাহিত; **আসন্**—তাঁরা ছিলেন; **কৃষ্ণস্য**—কৃষ্ণ সম্বন্ধীয়; **বার্তয়া**—আলোচনার জন্য।

অনুবাদ

নন্দের ব্রজে উদ্ধব যতদিন বাস করেছিলেন, ব্রজবাসীগণের কাছে তা ক্ষণকাল বলে মনে হয়েছিল, কারণ উদ্ধব সকল সময়ে কৃষ্ণকে নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

শ্লোক ৫৬

সরিদ্বনগিরিদ্রোণীর্বীক্ষন্ কুসুমিতান্ দ্রুমান্ ।
কৃষ্ণং সংস্মারয়ন্ রেমে হরিদাসো ব্রজৌকসাম্ ॥ ৫৬ ॥

সরিৎ—নদী; **বন**—বন; **গিরি**—পর্বত; **দ্রোণীঃ**—এবং উপত্যকাগুলি; **বীক্ষন্**—দর্শন করে; **কুসুমিতান্**—পুষ্পশোভিত; **দ্রুমান্**—বৃক্ষসকল; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ সম্বন্ধে; **সংস্মারয়ন্**—স্মৃতি সঞ্চারিত করে; **রেমে**—তিনি আনন্দ গ্রহণ করেছিলেন; **হরি-দাসঃ**—ভগবান হরির দাস; **ব্রজ-ওকসাম্**—ব্রজবাসীদের।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীহরির সেই দাস ব্রজের নদী, বন, পর্বত, উপত্যকা এবং পুষ্পশোভিত বৃক্ষরাজি দর্শন করে, বৃন্দাবনবাসীদের শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করে আনন্দ লাভ করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করেছেন যে, উদ্ধব যখন বৃন্দাবনে ভ্রমণ করতেন, তখন তিনি ব্রজবাসীদের প্রতিটি স্থানে, প্রধানত নদী, বন, পর্বত এবং উপত্যকায় ভগবান সম্পাদিত লীলাগুলি সম্বন্ধে প্রশ্ন করার মাধ্যমে কৃষ্ণের ব্রজে অধিবাস স্মরণ করাতেন। এইভাবে উদ্ধব স্বয়ং তাঁদের সঙ্গে পরম চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ৫৭

দৃষ্ট্বৈবমাদি গোপীনাং কৃষ্ণাবেশাত্মবিক্লবম্ ।
উদ্ধবঃ পরমপ্রীতস্তা নমস্যন্নিদং জগৌ ॥ ৫৭ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **এবম্**—এরূপ; **আদি**—আরও; **গোপীনাম্**—গোপীদের; **কৃষ্ণ-আবেশ**—কৃষ্ণভাবনায় তাঁদের সামগ্রিক মগ্নতা; **আত্ম**—সঙ্গতিপূর্ণ; **বিক্লবম্**—মানসিক অস্থিরতা; **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **পরম**—পরম; **প্রীতঃ**—প্রীত; **তাঃ**—তাঁদের প্রতি; **নমস্যন্**—নমস্কার করে; **ইদম্**—এই; **জগৌ**—গান করেছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে গোপীদের সর্বক্ষণ কৃষ্ণ নিমগ্নতার ফলে অস্থিরতা দর্শন করে উদ্ধব বিশেষ প্রীত হলেন। তাঁদের প্রতি সকল শ্রদ্ধা নিবেদনের আকাঙ্ক্ষায় তিনি এইভাবে গান করলেন।

তাৎপর্য

বিক্লব, অর্থাৎ 'মানসিক অস্থিরতা' বলতে এখানে সাধারণ জাগতিক দুর্দশার সঙ্গে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। এখানে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উদ্ধব পরম প্রীত ছিলেন এবং তিনি এইভাবে অনুভব করেছিলেন, কারণ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, গোপীরা প্রেমময়ীভাবের উচ্চতম পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন! উদ্ধব দ্বারকার রাজসভার সম্মানিত সদস্য এবং বিশ্ব রাজনীতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ছিলেন। তবুও তিনি মহিমান্বিত গোপীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পারমার্থিক ব্যগ্রতা অনুভব করেছিলেন, তবে আপাতদৃষ্টিতে তাঁরা বৃন্দাবন নামে গ্রামের সামান্য গোপকন্যা মাত্র ছিলেন। তাই, তাঁর অনুভূতি বর্ণনা করার জন্য উদ্ধব পরবর্তী শ্লোকগুলি গেয়েছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যে, উদ্ধব যখন বৃন্দাবনে ছিলেন, তখন প্রতিদিনই তিনি এই শ্লোকগুলি গাইতেন।

শ্লোক ৫৮

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ং চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য ॥ ৫৮ ॥

এতাঃ—এই সকল রমণীরা; **পরম্**—একা; **তনু**—তাঁদের দেহগুলি; **ভৃতঃ**—সার্থকরূপে পালন করেছে; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **গোপ-বধ্বঃ**—গোপীরা; **গোবিন্দে**—শ্রীকৃষ্ণের জন্য; **এব**—কেবলমাত্র; **নিখিল**—নিখিল; **আত্মনি**—আত্মা; **রূঢ়**—পূর্ণতাপ্রাপ্ত; **ভাবাঃ**—প্রেমময়ী আকর্ষণে; **বাঞ্ছন্তি**—তাঁরা আকাঙ্ক্ষা করেন; **যৎ**—যে; **ভব**—জড় অস্তিত্ব; **ভিয়ঃ**—যারা ভীত; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **বয়ম্**—আমরা; **চ**—ও; **কিম্**—কি হবে; **ব্রহ্ম**—ব্রাহ্মণ অথবা ব্রহ্মা রূপে; **জন্মভিঃ**—জন্ম নিয়ে; **অনন্ত**—অনন্ত; **কথা**—কথায়; **রসস্য**—যাঁর অনুরাগ রয়েছে।

অনুবাদ

[উদ্ধব গাইলেন—] পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে এই গোপীরা বাস্তবিকই তাঁদের দেহরূপী জীবন সার্থক করেছেন, কারণ তাঁরা ভগবান গোবিন্দের জন্য অবিমিশ্র প্রেমের পূর্ণতা অর্জন করেছেন। যারা জড় অস্তিত্বে ভীত সন্ত্রস্ত, তারা ছাড়াও মহান মুনিগণ এবং সেই সঙ্গে আমাদেরও মধ্যে গোপীদের মতো শুদ্ধ প্রেম আকাঙ্ক্ষা করা হয়ে থাকে। যাঁরা অনন্ত সত্তাময় ভগবানের লীলাবর্ণনার স্বাদ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কাছে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণরূপে জন্ম কিংবা স্বয়ং ব্রহ্মারূপে জন্মেরই বা কি প্রয়োজন থাকে?

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে এখানে *ব্রহ্মজন্মভিঃ* অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণ জন্ম' বলতে ত্রিবিধ জন্মের কথা বলা হয়েছে, (১) শৌক্র (পিতার শৌক্রজাত জন্ম) (২) সাবিত্র (উপবীত ধারণের মাধ্যমে জন্ম) এবং (৩) যাজ্ঞিক (যজ্ঞের মাধ্যমে দীক্ষাগ্রহণ করে জন্ম)। শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃতের সঙ্গে এই সমস্ত জন্মের তুলনা হয় না। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীউদ্ধব, যিনি এই শ্লোক বলছেন, তিনি শুদ্ধ ব্রাহ্মণরূপেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু উন্নত ভাবসম্পন্ন সেই গোপীদের তুলনায় তিনি এই ব্রাহ্মণ অবস্থানের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

শ্লোক ৫৯

ক্বেমাঃ স্ত্রিয়ো বনচরীর্ব্যভিচারদুষ্টাঃ
কৃষ্ণে ক্ব চৈষ পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ ।
নন্বীশ্বরোঽনুভজতোঽবিদুষোঽপি সাক্ষাচ্
ছ্রেয়স্তনোত্যগদরাজ ইবোপযুক্তঃ ॥ ৫৯ ॥

ক্ব—তুলনামূলকভাবে কোথায়; **ইমাঃ**—এই সকল; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণীরা; **বন**—বনে; **চরীঃ**—যাঁরা বিচরণ করেন; **ব্যভিচার**—ব্যভিচার; **দুষ্টাঃ**—দোষগ্রস্তা; **কৃষ্ণে**—কৃষ্ণের জন্য; **ক্ব চ**—এবং কোথায়; **এষঃ**—এই; **পরম-আত্মনি**—পরমাত্মার জন্য; **রূঢ়-ভাবঃ**—শুদ্ধ প্রেমের স্তর (মহাভাব নামে পরিচিত); **ননু**—নিশ্চয়ই; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **অনুভজতঃ**—যিনি সর্বদা তাঁকে ভজন করেন; **অবিদুষঃ**—অজ্ঞ; **অপি**—যদিও; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **শ্রেয়ঃ**—পরম মঙ্গল; **তনোতি**—প্রদান করে; **অগদ**—ঔষধের; **রাজঃ**—রাজা (প্রধানত, দীর্ঘ জীবন লাভের জন্য দেবতারা যে অমৃত পান করেন); **ইব**—যেন; **উপযুক্তঃ**—সেবিত।

অনুবাদ

কতখানি বিস্ময়ের বিষয় যে, এই সমস্ত বনচারী, ব্যভিচার দোষে দুষ্ট মনে হওয়া, সাধারণ রমণীরা পরমাত্মা কৃষ্ণের জন্য অবিমিশ্র প্রেমের পূর্ণতা অর্জন করেছেন! তা হলেও, এ কথা সত্যি যে, ভগবান স্বয়ং তাঁর অজ্ঞ পূজারীকেও আশীর্বাদ করেন, যেমন উত্তম ঔষধের উপাদানগুলি সম্পর্কে অজ্ঞ মানুষ না জেনে গ্রহণ করলেও, তা ফলপ্রসূ হয়।

তাৎপর্য

প্রথম দুটি পংক্তিতে *ক্ব* শব্দটির ব্যবহার স্পষ্টতই বিসদৃশ দুটি বস্তুর মধ্যে তীব্র বৈপরীত্য বোঝায়। যেমন—এক্ষেত্রে প্রথম পংক্তিতে উল্লিখিত গোপীদের আপাত তাৎপর্যহীন, এমনকি অশুদ্ধ মর্যাদা, এবং দ্বিতীয় পংক্তিতে উল্লিখিত তাঁদের জীবনের পরম পূর্ণতা অর্জন। এই বিষয়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তিন ধরনের ব্যভিচারী রমণীর বর্ণনা করেছেন। প্রথম প্রকার রমণীরা তাঁদের পতি এবং প্রিয়তম কারোর প্রতি বিশ্বাসী না হয়ে, দুজনকেই উপভোগ করে। সাধারণ সমাজ এবং শাস্ত্র উভয়েই এই আচরণের নিন্দা করে। দ্বিতীয় প্রকারের ব্যভিচারী রমণী কেবলমাত্র তার প্রিয়তমকে উপভোগ করার জন্য তাঁর পতিকে পরিত্যাগ করে। সমাজ ও শাস্ত্র এই ধরনের আচরণেরও নিন্দা করে যদিও এই ধরনের পতিতা নারীর ক্ষেত্রে, বলা যেতে পারে অন্তত একজন পুরুষের কাছে নিজেকে উৎসর্গ

করার সদ্‌গুণ রয়েছে। শেষ প্রকারের ব্যভিচারী রমণী তার পতিকে পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের প্রিয়তমা হওয়ার মনোভাবই উপভোগ করে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন, যদিও মূর্খ সাধারণ মানুষেরা এই অবস্থাটির সমালোচনা করে, তবে পরমার্থ তত্ত্বের জ্ঞানীরা এই আচরণের প্রশংসা করেন। অতএব, সমাজের বিজ্ঞ সদস্যরা এবং দিব্য শাস্ত্রাদি ভগবানের প্রতি এই ধরনের অনন্যমনা ভক্তির প্রশংসা করেন। এমনই ছিল গোপীদের আচরণ। তাই *ব্যভিচার-দুষ্টাঃ* অর্থাৎ, 'ভ্রষ্টাচারে কলুষিত' শব্দটি গোপীদের আচরণ ও সাধারণ ব্যভিচারী রমণীর আচরণের মধ্যে আপাত সাদৃশ্যের ইঙ্গিত করে।

শ্লোক ৬০

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজবল্লভীনাম্ ॥ ৬০ ॥

ন—না; **অয়ম্**—এই; **শ্রিয়ঃ**—লক্ষ্মীদেবীর; **অঙ্গে**—বক্ষে; **উ**—হায়; **নিতান্ত-রতেঃ**—যিনি অত্যন্ত অন্তরঙ্গরূপে সম্পর্কিত; **প্রসাদঃ**—অনুগ্রহ; **স্বঃ**—স্বর্গের; **যোষিতাম্**—রমণীগণ; **নলিন**—পদ্মফুলের; **গন্ধ**—সৌরভ বিশিষ্ট; **রুচাম্**—এবং কান্তি; **কুতঃ**—অত্যন্ত কম; **অন্যাঃ**—অন্যেরা; **রাস-উৎসবে**—রাস নৃত্যের উৎসবে; **অস্য**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **ভুজ-দণ্ড**—দুই বাহু দিয়ে; **গৃহীত**—আলিঙ্গিতা হয়ে; **কণ্ঠ**—তাঁদের কণ্ঠ সকল; **লব্ধ-আশিষাম্**—যাঁরা এমন আশীর্বাদ লাভ করেছেন; **যঃ**—যা; **উদগাৎ**—প্রকাশিত হয়েছিলেন; **ব্রজ-বল্লভীনাম্**—বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত কন্যা, সুন্দরী গোপীদের।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসলীলায় গোপীদের সঙ্গে নৃত্য করছিলেন, তখন গোপীরা ভগবানের দুই বাহুতে আলিঙ্গিতা হয়েছিলেন। লক্ষ্মীদেবী বা চিন্ময় জগতের অন্যান্য স্ত্রীগণকেও এই অপ্রাকৃত অনুগ্রহ কখনও প্রদান করা হয়নি। এমনকি পদ্মসদৃশ দেহসৌরভ ও কান্তি বিশিষ্ট স্বর্গের অপ্সরাগণও এমন ঘটনা কখনও কল্পনাও করেন না। জড় জাগতিক বিচারে অতি সুন্দরী রমণীদের কথা আর কি বলার আছে?

তাৎপর্য

এই শ্লোকটির শব্দার্থ এবং অনুবাদ শ্রীল প্রভুপাদের ইংরেজি *চৈতন্য-চরিতামৃত* (*মধ্য* ৮/৮০) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এভাবে ভাষ্য প্রদান করেছেন—"সকল অবতারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধতা ও ন্যায়পরায়ণতার পরম স্তরে অধিষ্ঠিত এবং এইভাবেই তিনি সর্বদা সকলের কাছে প্রশংসাভাজন হয়ে থাকেন, এমন কি যখন তাঁর গো-চারণ; বন-ভ্রমণ, বানরদের সঙ্গে ভোজন, দধি চুরি, পরস্ত্রী হরণ ইত্যাদি লোকনিন্দিত কাজও করেন। তেমনই, গোপীরা, যাঁরা ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি স্বরূপ, তাঁরা লক্ষ্মীদেবীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ মানের শুদ্ধতা ও পূর্ণতা অর্জন করেছেন, তাই সাধারণ গোপরমণী হলেও তাঁরা বনের মধ্যে বাস করে এবং অশোভন আচরণের জন্য লোকনিন্দিত হলেও, পরম মহিমান্বিত নারীরূপে বিশ্ববন্দিত হয়ে রয়েছেন।

শ্লোক ৬১

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্ ।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথং চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥ ৬১ ॥

আসাম্—গোপিকাদের; **অহো**—আহা; **চরণ-রেণু**—পাদপদ্মের ধূলি; **জুষাম্**—সমর্পিত; **অহম্ স্যাম্**—আমি যেন হতে পারি; **বৃন্দাবনে**—বৃন্দাবনে; **কিম্ অপি**—যে সমস্ত; **গুল্ম-লতা-ওষধীনাম্**—গুল্ম, লতা ও ঔষধি বৃক্ষের মধ্যে; **যা**—যারা; **দুস্ত্যজম্**—পরিত্যাগ করা অতীব কষ্টকর; **স্ব-জনম্**—পরিজনবর্গ; **আর্য-পথম্**—চারিত্রিক পথ; **চ**—এবং; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **ভেজুঃ**—পূজিত; **মুকুন্দ-পদবীম্**—মুকুন্দ বা কৃষ্ণের পাদপদ্ম; **শ্রুতিভিঃ**—শ্রুতির দ্বারা; **বিমৃগ্যাম্**—অন্বেষণ করা হয়।

অনুবাদ

মুকুন্দ বা কৃষ্ণ যাঁকে বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা অন্বেষণ করা হয়, তাঁর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য, ব্রজের গোপিকারা তাঁদের পতি, পুত্র ও পরিবার পরিজনকে—যাঁদের ত্যাগ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, তাঁদের পরিত্যাগ করেছেন। এমনকি তাঁরা তাঁদের চারিত্রিক জীবনধারাও পরিত্যাগ করেছেন। আহা! কবে আমার সেই ভাগ্য হবে, যেদিন আমি বৃন্দাবনে গুল্ম, লতা ও ঔষধি বৃক্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ করব এবং গোপিকারা তাদের পদদলিত করে তাদের পদধূলির কৃপা লাভে ধন্য করবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের শব্দার্থ ও অনুবাদ শ্রীল প্রভুপাদের ইংরেজি *চৈতন্য-চরিতামৃত* (অন্ত্যলীলা ৭/৪৭) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্ধব এখানে নম্রতার সঠিক বৈষ্ণব মনোভাব প্রদর্শন করেছেন। তিনি গোপীদের সমান প্রেমের উন্নত স্তর লাভ করতে চাননি, বরং বৃন্দাবনে লতা বা গুল্ম রূপে জন্ম গ্রহণ করতে চেয়েছেন যাতে যখন তাঁরা তার উপর দিয়ে হেঁটে যাবেন, তিনি তখন তাঁদের পদধূলি লাভ করবেন এবং এইভাবে মহিমান্বিত হবেন। লজ্জাশীলা গোপীরা উদ্ধবের মতো মহান ব্যক্তিত্বকে কিছুতেই এমন (তাঁদের পদধূলি প্রদানের) আশীর্বাদ প্রদান করতে সম্মত হতেন না, তাই তিনি চাতুর্যের সঙ্গে বৃন্দাবনের লতা-গুল্ম রূপে জন্মলাভের দ্বারা সেই কৃপা লাভ করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৬২

যা বৈ শ্রিয়ার্চিতমজাদিভিরাপ্তকামৈর্
যোগেশ্বরৈরপি যদাত্মনি রাসগোষ্ঠ্যাম্ ।
কৃষ্ণস্য তদ্ ভগবতঃ চরণারবিন্দং
ন্যস্তং স্তনেষু বিজহুঃ পরিরভ্য তাপম্ ॥ ৬২ ॥

যাঃ—যে (গোপীগণ); **বৈ**—বস্তুত; **শ্রিয়া**—লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা; **অর্চিতম্**—পূজিত; **অজ**—জন্মরহিত ব্রহ্মা দ্বারা; **আদিভিঃ**—এবং অন্যান্য দেবতারা; **আপ্ত-কামৈঃ**—যিনি সকল কামনা বাসনার আস্বাদন করেছেন; **যোগেশ্বরৈঃ**—যোগেশ্বর; **অপি**—যদিও; **যৎ**—যে; **আত্মনি**—মনের; **রাস**—রাস নৃত্যের; **গোষ্ঠ্যাম্**—গোষ্ঠীতে; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **তৎ**—সেই; **ভগবতাঃ**—ভগবানের; **চরণ-অরবিন্দম্**—পাদপদ্ম; **ন্যস্তম্**—স্থাপন করেন; **স্তনেষু**—তাঁদের স্তনে; **বিজহুঃ**—তাঁরা পরিত্যাগ করেছিলেন; **পরিরভ্য**—আলিঙ্গনের দ্বারা; **তাপম্**—তাঁদের সন্তাপ।

অনুবাদ

ব্রহ্মা ও সকল যোগেশ্বর দেবতাগণসহ স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও তাঁর হৃদয়ে কেবল কৃষ্ণের পাদপদ্ম অর্চনা করতে পারেন। কিন্তু রাস নৃত্যের সময়ে ভগবান কৃষ্ণ এইসকল গোপীদের স্তনে তাঁর চরণ স্থাপন করেছিলেন এবং সেই পাদদ্বয় আলিঙ্গন করে গোপীরা সকল সন্তাপ পরিত্যাগ করেছিলেন।

শ্লোক ৬৩

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ ।
যাসাং হরিকথোদ্‌গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৬৩ ॥

বন্দে—আমি বন্দনা করি; **নন্দ-ব্রজ**—নন্দ মহারাজের ব্রজের; **স্ত্রীণাম্**—রমণীগণের; **পাদ**—পাদদ্বয়ের; **রেণুম্**—ধূলি; **অভীক্ষ্ণশঃ**—নিরন্তর; **যাসাম্**—যাঁর; **হরি**—ভগবান কৃষ্ণের; **কথা**—বিষয়ক; **উদ্‌গীতম্**—উচ্চৈস্বরে কীর্তন; **পুনাতি**—পবিত্র করে; **ভুবন-ত্রয়ম্**—ত্রিভুবন।

অনুবাদ

আমি নন্দ মহারাজের ব্রজের রমণীদের পদধূলির নিরন্তর বন্দনা করি। এই গোপীরা যখন উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করেন, তখন তার ধ্বনি ত্রিভুবনকে পবিত্র করে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে শ্রীউদ্ধব গোপীদের মহিমা প্রতিষ্ঠা করে এখন সরাসরি তাদের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রণতি নিবেদন করছেন। *শ্রীবৈষ্ণব-তোষণী* গ্রন্থের মতানুসারে, শ্রীউদ্ধব কখনও দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের রাণীদেরও এরকম প্রণতি নিবেদন করেননি।

শ্লোক ৬৪

শ্রীশুক উবাচ

অথ গোপীরনুজ্ঞাপ্য যশোদাং নন্দমেব চ ।
গোপানামন্ত্র্য দাশার্হো যাস্যন্নারুরুহে রথম্ ॥ ৬৪ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—অতঃপর; **গোপীঃ**—গোপীদের; **অনুজ্ঞাপ্য**—অনুমতি গ্রহণ করে; **যশোদাম্**—মা যশোদার; **নন্দম্**—রাজা নন্দ; **এব চ**—ও; **গোপান্**—গোপগণের; **আমন্ত্র্য**—বিদায় গ্রহণ করে; **দাশার্হঃ**—দশার্হের বংশধর, উদ্ধব; **যাস্যন্**—যাত্রার জন্য; **আরুরুহে**—আরোহণ করলেন; **রথম্**—তাঁর রথে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—দশার্হের বংশধর উদ্ধব তারপর নন্দ মহারাজ, মা যশোদা এবং গোপীদের কাছ থেকে বিদায়ের অনুমতি গ্রহণ করলেন। তিনি সকল গোপদের বিদায় জানালেন এবং যাত্রার জন্য তাঁর রথে আরোহণ করলেন।

শ্লোক ৬৫

তং নির্গতং সমাসাদ্য নানোপায়নপাণয়ঃ ।
নন্দাদয়োঽনুরাগেণ প্রাবোচন্নশ্রুলোচনাঃ ॥ ৬৫ ॥

তম্—তিনি (উদ্ধব); **নির্গতম্**—নির্গত হয়ে; **সমাসাদ্য**—অগ্রসর হলে; **নানা**—বিভিন্ন; **উপায়ন**—পূজা উপচার; **পাণয়ঃ**—তাদের হাতে নিয়ে; **নন্দ-আদয়ঃ**—নন্দ এবং অন্যান্যরা; **অনুরাগেণ**—অনুরাগের সঙ্গে; **প্রাবোচন্**—বললেন; **অশ্রু**—অশ্রুযুক্ত; **লোচনাঃ**—তাঁদের নয়নে।

অনুবাদ

উদ্ধব যখন যাত্রা উন্মুখ, তখন নন্দ এবং অন্যান্য সকলে বিভিন্ন পূজার সামগ্রী ধারণ করে তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁদের অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁকে উদ্দেশ করে তাঁরা বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যে, নন্দ এবং গোপগণ লৌকিকতার জন্য উদ্ধবের দিকে অগ্রসর হননি, বরং কৃষ্ণের প্রিয় বন্ধুর জন্য স্বতঃস্ফূর্ত প্রীতিবশে অগ্রসর হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬৬

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎ প্রহ্বণাদিষু ॥ ৬৬ ॥

মনসঃ—মনের; **বৃত্তয়ঃ**—কার্য; **নঃ**—আমাদের; **স্যুঃ**—হউক; **কৃষ্ণ**—কৃষ্ণের; **পাদ-অম্বুজ**—পাদপদ্মের; **আশ্রয়াঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করুক; **বাচঃ**—আমাদের বাক্য; **অভিধায়িনীঃ**—প্রকাশক; **নাম্নাম্**—তাঁর নামসকল; **কায়ঃ**—আমাদের দেহ; **তৎ**—তাঁকে; **প্রহ্বণ-আদিষু**—প্রণাম ইত্যাদিতে (যুক্ত হোক)।

অনুবাদ

[নন্দ ও অন্যান্য গোপগণ বললেন—] আমাদের সমস্ত মানসিক ক্রিয়াকলাপ যেন সর্বদা কৃষ্ণের পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, আমাদের বাক্য সর্বদা যেন তাঁর নাম কীর্তন করে এবং আমাদের দেহ যেন সর্বদা তাঁর প্রতি প্রণত থাকে এবং তাঁর সেবা করে।

তাৎপর্য

বৃন্দাবনবাসীরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ সঙ্গ না হলেও, তাঁরা কখনই তাঁর প্রতি অমনোযোগী হবেন না। তাঁরা ছিলেন ভগবানের সর্বোচ্চ শুদ্ধ ভক্ত।

শ্লোক ৬৭

কর্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া ।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥ ৬৭ ॥

কর্মভিঃ—আমাদের কর্মফল দ্বারা; **ভ্রাম্যমাণানাম্**—ভ্রমণশীল; **যত্র ক্ব অপি**—যেখানেই; **ঈশ্বর**—ভগবানের; **ইচ্ছয়া**—ইচ্ছায়; **মঙ্গল**—মঙ্গল; **আচরিতৈঃ**—কর্মের জন্য; **দানৈঃ**—দানের জন্য; **রতিঃ**—আসক্তি; **নঃ**—আমাদের; **কৃষ্ণে**—কৃষ্ণের জন্য; **ঈশ্বরে**—ভগবান।

অনুবাদ

আমাদের কর্মফল অনুযায়ী, ভগবানের ইচ্ছায় এই জগতের যেখানেই আমরা ভ্রমণ করি, আমাদের শুভ কর্ম ও দান যেন সর্বদা আমাদের কৃষ্ণের জন্য প্রেম প্রদান করে।

শ্লোক ৬৮

এবং সভাজিতো গোপৈঃ কৃষ্ণভক্ত্যা নরাধিপ ।
উদ্ধবঃ পুনরাগচ্ছন্মথুরাং কৃষ্ণপালিতাম্ ॥ ৬৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **সভাজিতঃ**—সম্মানিত; **গোপৈঃ**—গোপগণ দ্বারা; **কৃষ্ণ-ভক্ত্যা**—কৃষ্ণের জন্য ভক্তিযুক্ত; **নর-অধিপ**—হে নরাধিপ (পরীক্ষিৎ); **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **পুনঃ**—পুনরায়; **আগচ্ছৎ**—প্রত্যাবর্তন করলেন; **মথুরাম্**—মথুরায়; **কৃষ্ণ-পালিতাম্**—যা কৃষ্ণের দ্বারা রক্ষিত হচ্ছিল।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বললেন—] হে নরাধিপ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য ভক্তির প্রকাশ সহ গোপগণ দ্বারা এইভাবে সম্মানিত হয়ে উদ্ধব তখন কৃষ্ণের সুরক্ষাধীন মথুরা নগরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ-পালিতাম্ কথাটি নির্দেশ করছে যে, উদ্ধব বৃন্দাবনের ভূমির প্রতি যথেষ্ট আসক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি মথুরায় ফিরে গিয়েছিলেন, কারণ সেখানে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর চিন্ময় লীলাসমূহ প্রদর্শন করছিলেন।

শ্লোক ৬৯

কৃষ্ণায় প্রণিপত্যাহ ভক্ত্যুদ্রেকং ব্রজৌকসাম্ ।
বসুদেবায় রামায় রাজ্ঞে চোপায়নান্যদাৎ ॥ ৬৯ ॥

কৃষ্ণায়—শ্রীকৃষ্ণের কাছে; **প্রণিপত্য**—প্রণিপাত নিবেদনের পর; **আহ**—তিনি বললেন; **ভক্তি**—শুদ্ধ ভক্তির; **উদ্রেকম্**—প্রাচুর্য; **ব্রজ-ওকসাম্**—ব্রজবাসীদের; **বসুদেবায়**—বসুদেবকে; **রামায়**—শ্রীবলরামকে; **রাজ্ঞে**—রাজাকে (উগ্রসেন); **চ**—এবং; **উপায়নানি**—শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত দ্রব্যাদি; **অদাৎ**—তিনি প্রদান করলেন।

অনুবাদ

ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণতি নিবেদনের পর উদ্ধব ব্রজবাসীদের গভীর ভক্তির কথা শ্রীকৃষ্ণের কাছে বর্ণনা করলেন। উদ্ধব বসুদেব, শ্রীবলরাম এবং রাজা উগ্রসেনকেও তা বর্ণনা করলেন ও তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসা শ্রদ্ধার্ঘগুলি তাঁদের প্রদান করলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'ভ্রমর সঙ্গীত' নামক সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের তুষ্ট করেন

এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ত্রিবক্রার (কুব্জা নামে পরিচিতা) কাছে গমন করে তার সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করেন এবং তারপর তিনি অক্রুরের কাছে গমন করেন। পাণ্ডবদের সন্তুষ্ট করার জন্য অক্রূরকে ভগবান হস্তিনাপুরে প্রেরণ করেন।

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজের সংবাদসমূহ বর্ণনা করার পর ভগবান, ত্রিবক্রার কাম তৃপ্তির উপযোগী বিচিত্র সজ্জায় শোভিত গৃহে গমন করলেন। পরম সম্মানের সঙ্গে ত্রিবক্রা কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করে তাঁকে উচ্চ আসন প্রদান করে তাঁর সখীগণের সঙ্গে তাঁর পূজা করলেন। ত্রিবক্রা উদ্ধবকেও যথাযোগ্য আসন প্রদান করলেন, কিন্তু উদ্ধব তা স্পর্শমাত্র করে ভূমিতে উপবেশন করলেন।

অতঃপর দাসী ত্রিবক্রা নিজে অঙ্গ প্রক্ষালন ও সাজসজ্জা করে এলে, শ্রীকৃষ্ণ একটি বহুমূল্য পালঙ্কে হেলান দিয়ে বসলেন। তখন ত্রিবক্রা তাঁর দিকে আগমন করলে কৃষ্ণ তাঁকে বিছানায় আহ্বান করলেন এবং তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন রূপে আনন্দ উপভোগ করলেন। ভগবান কৃষ্ণকে আলিঙ্গনের দ্বারা ত্রিবক্রা নিজেকে কামপীড়া থেকে মুক্ত করলেন। ত্রিবক্রা কৃষ্ণকে আরো কিছু সময় থাকতে অনুরোধ করলে সুবিবেচক ভগবান তাঁর অনুরোধ যথাসময়ে পূর্ণ করার কথা দিলেন। এরপর কৃষ্ণ উদ্ধবকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। কৃষ্ণকে চন্দন অনুলেপন অর্পণ করা ব্যতীত ত্রিবক্রা অন্য কোন পুণ্যকর্মই সম্পাদন করেননি, তবুও কেবলমাত্র এই একমাত্র পুণ্যবলে তিনি কৃষ্ণের দুর্লভ ব্যক্তিগত সঙ্গ প্রাপ্ত হলেন।

শ্রীকৃষ্ণ এরপর শ্রীবলদেব ও উদ্ধবকে সঙ্গে নিয়ে অক্রূরের গৃহে গমন করলেন। অক্রূর তাঁদের তিনজনকেই প্রণত হয়ে সম্মান নিবেদন করে উপবেশনের জন্য যথোচিত আসন প্রদান করলেন।

ভগবান কৃষ্ণ অক্রূরের প্রার্থনাসমূহে প্রীত হলেন। তিনি তাঁকে বললেন যে, যেহেতু অক্রূর প্রকৃতপক্ষে তাঁদের পিতৃব্য, তাই কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁর সুরক্ষা ও অনুকম্পা গ্রহণের যোগ্য। শ্রীকৃষ্ণ এরপর অক্রূরকে সাধু ও পাপীগণের পরিশুদ্ধকারীরূপে প্রশংসা করলেন এবং তিনি তাঁকে পিতৃহীন পাণ্ডবগণ কি অবস্থায় রয়েছে, তা নির্ণয়ের জন্য হস্তিনাপুর গমন করতে বললেন। অবশেষে, বলরাম ও উদ্ধবকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে ভগবান গৃহে প্রত্যাগমন করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অথ বিজ্ঞায় ভগবান্ সর্বাত্মা সর্বদর্শনঃ ।
সৈরন্ধ্র্যাঃ কামতপ্তায়াঃ প্রিয়মিচ্ছন্ গৃহং যযৌ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—তারপর; **বিজ্ঞায়**—অবগত হয়ে; **ভগবান্**—ভগবান; **সর্ব**—সকলের; **আত্মা**—আত্মা; **সর্ব**—সমস্ত কিছুর; **দর্শনঃ**—দর্শনকারী; **সৈরন্ধ্র্যাঃ**—ত্রিবক্রা দাসীর; **কাম**—কাম দ্বারা; **তপ্তায়াঃ**—সন্তপ্ত; **প্রিয়ম্**—সন্তুষ্টি; **ইচ্ছন্**—ইচ্ছায়; **গৃহম্**—তার গৃহে; **যযৌ**—তিনি গমন করলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—তারপর, উদ্ধবের সংবাদ অবগত হওয়ার পর, পরমেশ্বর ভগবান, সর্বদর্শী সর্বাত্মা, কাম দ্বারা সন্তপ্ত ত্রিবক্রা দাসীকে সন্তুষ্ট করতে ইচ্ছা করলেন। তাই তিনি তাঁর গৃহে গমন করলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি ভগবানের লীলার একটি আকর্ষণীয় মর্ম উপলব্ধি প্রদান করছে। প্রথম পংক্তিতে বলা হয়েছে *অথ বিজ্ঞায় ভগবান্*—"এইভাবে ভগবান অবগত হয়ে (উদ্ধবের সংবাদ)...." দ্বিতীয় পংক্তিতে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত কিছুরই আত্মা (*সর্বাত্মা*) এবং সমস্ত কিছুরই দ্রষ্টা (*সর্বদর্শনঃ*) অন্যভাবে বলতে গেলে, যদিও তিনি বার্তাবহের কাছ থেকে কথিত সংবাদের উপর নির্ভর করেন না, তিনি মানুষের ভূমিকায় ক্রিয়া করেন এবং একজন বার্তাবহের কাছ থেকে সংবাদ শোনেন—আমরা যেভাবে করি; তেমন প্রয়োজনের জন্য নয়, বরং তাঁর আনন্দময় লীলায় তাঁর শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গে প্রেম বিনিময়ের জন্য। *সর্বদর্শনঃ* শব্দটিও নির্দেশ করছে যে, ভগবান সঠিকভাবেই ব্রজবাসীগণের অনুভূতি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এবং সঠিকভাবেই তাদের অন্তরে তাদের সঙ্গে ভাব বিনিময় করেছিলেন। এখন তাঁর বহিরঙ্গ লীলায়, তিনি শ্রীমতী ত্রিবক্রাকে অনুগ্রহ করার ইচ্ছা করলেন, যে জড় কামনার ব্যাধি থেকে প্রায় মুক্ত হয়েছিল।

শ্লোক ২

মহার্হোপস্করৈরাঢ্যং কামোপায়োপবৃংহিতম্ ।
মুক্তাদামপতাকাভির্বিতানশয়নাসনৈঃ ।
ধূপৈঃ সুরভিভির্দীপৈঃ স্রগ্গন্ধৈরপি মণ্ডিতম্ ॥ ২ ॥

মহা-অর্হ—মূল্যবান; **উপস্করৈঃ**—গৃহোপকরণে; **আঢ্যম্**—সমৃদ্ধ; **কাম**—কাম; **উপায়**—সজ্জায়; **উপবৃংহিতম্**—পরিপূর্ণ; **মুক্তা-দাম**—মুক্তা মালা; **পতাকাভিঃ**—এবং পতাকাসমূহ; **বিতান**—চন্দ্রাতপসহ; **শয়ন**—শয্যা; **আসনৈঃ**—এবং আসন; **ধূপৈঃ**—ধূপ; **সুরভিভিঃ**—সুগন্ধি; **দীপৈঃ**—দীপ; **স্রক্**—ফুলের মালা; **গন্ধৈঃ**—এবং সুগন্ধিচন্দন অনুলেপ; **অপি**—ও; **মণ্ডিতম্**—সুশোভিত। .

অনুবাদ

ত্রিবক্রার গৃহ বহুমূল্য গৃহোপকরণ এবং কাম বাসনা উদ্বুদ্ধ করার সজ্জায় পরিপূর্ণ ছিল। সেখানে ছিল পতাকা, সার সার মুক্তার মালা, চন্দ্রাতপ, সুন্দর শয্যা, উপবেশন স্থান এবং সেই সঙ্গে সুগন্ধি ধূপ, দীপ, ফুলের মালা ও সুগন্ধি চন্দন অনুলেপ।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, ত্রিবক্রার গৃহে ইন্দ্রিয় উদ্দীপক সজ্জার মধ্যে স্পষ্ট কামোদ্দীপক ছবিসমূহও ছিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর যোগ করেছেন যে, তার উপকরণাদির মধ্যে ভেষজ কামোদ্দীপক বস্তু ছিল। ত্রিবক্রার উদ্দেশ্যটি অনুমান করা কঠিন নয়, যদিও ভগবান কৃষ্ণ তাকে জড় অস্তিত্ব থেকে উদ্ধারের জন্য সেখানে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ৩

গৃহং তমায়ান্তমবেক্ষ্য সাসনাৎ
সদ্যঃ সমুত্থায় হি জাতসম্ভ্রমা ।
যথোপসঙ্গম্য সখীভিরচ্যুতং
সভাজয়ামাস সদাসনাদিভিঃ ॥ ৩ ॥

গৃহম্—তাঁর গৃহে; **তম্**—তাঁকে; **আয়ান্তম্**—সমাগত; **অবেক্ষ্য**—দর্শন করে; **সা**—সে; **আসনাৎ**—তাঁর আসন হতে; **সদ্যঃ**—সহসা; **সমুত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **হি**—বস্তুত; **জাত-সম্ভ্রমা**—সসম্ভ্রমে; **যথা**—যথোচিতভাবে; **উপসঙ্গম্য**—নিকটে আগমন করে; **সখীভিঃ**—তাঁর সখীগণের সঙ্গে; **অচ্যুতম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **সভাজয়াম্ আস**—শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা করলেন; **সৎ-আসন**—উত্তম আসন দ্বারা; **আদিভিঃ**—এবং আরও।

অনুবাদ

ত্রিবক্রা যখন তাঁকে তাঁর গৃহে সমাগত দর্শন করলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর আসন হতে সসম্ভ্রমে উঠে পড়লেন। তাঁর সখীদের নিয়ে অগ্রসর হয়ে তিনি ভগবান অচ্যুতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে একটি উত্তম আসন ও অন্যান্য পূজার সামগ্রী নিবেদন করে অর্চনা করলেন।

শ্লোক ৪

তথোদ্ধবঃ সাধুতয়াভিপূজিতো
ন্যষীদদুর্ব্যামভিমৃশ্য চাসনম্ ।
কৃষ্ণোঽপি তূর্ণং শয়নং মহাধনং
বিবেশ লোকাচরিতান্যনুব্রতঃ ॥ ৪ ॥

তথা—ও; **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **সাধুতয়া**—একজন সাধুরূপে; **অভিপূজিতঃ**—পূজিত হলেন; **ন্যষীদৎ**—বসলেন; **উর্ব্যাম্**—ভূমিতে; **অভিমৃশ্য**—স্পর্শ করে; **চ**—এবং; **আসনম্**—আসন; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **অপি**—এবং; **তূর্ণম্**—শীঘ্র; **শয়নম্**—একটি শয্যা; **মহা-ধনম্**—বহুমূল্য; **বিবেশ**—উপবিষ্ট হলেন; **লোক**—মানব সমাজের; **আচরিতানি**—আচরণসমূহ; **অনুব্রতঃ**—অনুকরণ করে।

অনুবাদ

উদ্ধবও একটি সম্মানের আসন পেয়েছিলেন, যেহেতু তিনি ছিলেন একজন সাধুপুরুষ তাই তিনি কেবলমাত্র তা স্পর্শ করে ভূমিতে আসন গ্রহণ করলেন। তখন ভগবান কৃষ্ণ, মানব সমাজের আচারসমূহ অনুকরণ করে, শীঘ্রই একটি বহুমূল্য শয্যায় নিজেকে সুখাসীন করলেন।

তাৎপর্য

আচার্যবর্গের মতানুসারে, উদ্ধব তাঁর প্রভুর জন্য শ্রদ্ধা অনুভব করেছিলেন আর তাই তাঁর উপস্থিতিতে একটি বহুমূল্য আসনে উপবেশন করতে অস্বীকার করেছিলেন। বরং তিনি তাঁর হাত দিয়ে আসনটি স্পর্শ করে ভূমিতেই উপবেশন করলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও বর্ণনা করছেন যে, ত্রিবক্রার গৃহের অন্দর মহলের একটি শয্যায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে সুখাসীন করেছিলেন।

শ্লোক ৫

সা মজ্জনালেপদুকূলভূষণ-
স্রগ্‌গন্ধতাম্বুলসুধাসবাদিভিঃ ।
প্রসাধিতাত্মোপসসার মাধবং
সব্রীড়লীলোৎস্মিতবিভ্রমেক্ষিতৈঃ ॥ ৫ ॥

সা—সে, ত্রিবক্রা; **মজ্জন**—স্নান দ্বারা; **আলেপ**—অনুলেপন; **দুকূল**—মনোহর বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে; **ভূষণ**—অলঙ্কার সহ; **স্রক্**—মালা; **গন্ধ**—গন্ধ; **তাম্বুল**—পান-সুপারি; **সুধা-আসব**—সুগন্ধি পানীয়; **আদিভিঃ**—এবং আরও; **প্রসাধিত**—প্রসাধন করে;

আত্মা—তাঁর দেহ; **উপসসার**—সমীপবর্তী হয়েছিলেন; **মাধবম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **সব্রীড়**—সলজ্জ; **লীলা**—লীলাজাত; **উৎস্মিত**—তাঁর হাস্যের; **বিভ্রম**—বিভ্রম প্রদর্শন করে; **ঈক্ষিতৈঃ**—কটাক্ষপাত করে।

অনুবাদ

ত্রিবক্রা স্নান করে, দেহে গন্ধ অনুলেপন ও সুন্দর বস্ত্র পরিধান করে, অলঙ্কার, মালা ও সুগন্ধি ধারণ করে, এবং তাম্বুল চর্বণ, সুগন্ধি পানীয় গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করলেন। তারপর তিনি ভগবান মাধবের দিকে সলজ্জ হাস্যবিলাস ও কটাক্ষ সমন্বিত ভাব সহকারে অগ্রসর হলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে এটা পরিষ্কার যে, কোনও নারী যেভাবে কাম-ইচ্ছা উপভোগের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে, হাজার বছরেও তা বদলায়নি।

শ্লোক ৬

আহূয় কান্তাং নবসঙ্গমহ্রিয়া
বিশঙ্কিতাং কঙ্কণভূষিতে করে ৷
প্রগৃহ্য শয্যামধিবেশ্য রাময়া
রেমেঽনুলেপার্পণপুণ্যলেশয়া ॥ ৬ ॥

আহূয়—আহ্বান করে; **কান্তাম্**—তাঁর প্রিয়তমাকে; **নব**—নব; **সঙ্গম**—সংস্পর্শের; **হ্রিয়া**—লজ্জাযুক্ত; **বিশঙ্কিতাম্**—শঙ্কিতা; **কঙ্কণ**—কঙ্কণ; **ভূষিতে**—অলঙ্কৃত; **করে**—তাঁর হাত দুটি; **প্রগৃহ্য**—ধারণ করে; **শয্যাম্**—শয্যায়; **অধিবেশ্য**—তাঁকে স্থাপন করে; **রাময়া**—সেই সুন্দরী কন্যার সঙ্গে; **রেমে**—তিনি আনন্দ উপভোগ করলেন; **অনুলেপ**—অনুলেপনের; **অর্পণ**—অর্পণ; **পুণ্য**—পুণ্যের; **লেশয়া**—লেশমাত্র।

অনুবাদ

এই নব সংস্পর্শের সম্ভাবনাজনিত লজ্জা ও শঙ্কাযুক্ত তাঁকে ভগবান তাঁর কঙ্কণশোভিত হাত দুটি ধরে শয্যায় আকর্ষণ করলেন। এইভাবে তিনি সেই সুন্দরী কন্যার সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করলেন—যে-কন্যা কেবলমাত্র ভগবানকে অনুলেপন অর্পণ করেই লেশমাত্র পুণ্য সঞ্চয় করেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন যে, *নব সঙ্গম-হ্রিয়া* শব্দটি থেকে বোঝা যায়, ত্রিবক্রা সেই সময় প্রকৃতপক্ষে কুমারী ছিলেন। তিনি একজন বিকৃত কুব্জা ছিলেন এবং সম্প্রতি ভগবান তাঁকে এক সুন্দরী কন্যায় রূপান্তরিত করেছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্পষ্টত কামভাবাপন্ন থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বভাবতই লজ্জিত ও শঙ্কিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৭

সানঙ্গতপ্তকুচয়োরুরসস্তথাক্ষ্ণোর্
জিঘ্রন্ত্যনন্তচরণেন রুজো মৃজন্তী ।
দোর্ভ্যাং স্তনান্তরগতং পরিরভ্য কান্তম্
আনন্দমূর্তিমজহাদতিদীর্ঘতাপম্ ॥ ৭ ॥

সা—সে; **অনঙ্গ**—কাম দ্বারা; **তপ্ত**—তপ্ত; **কুচয়োঃ**—তাঁর স্তনদ্বয়ের; **উরসঃ**—তাঁর বক্ষের; **তথা**—এবং; **অক্ষ্ণোঃ**—তাঁর নেত্র যুগলের; **জিঘ্রন্তী**—আঘ্রাণ করে; **অনন্ত**—অনন্ত ভগবান কৃষ্ণের; **চরণেন**—পদদ্বয় দ্বারা; **রুজঃ**—পীড়া; **মৃজন্তী**—দূরীভূত করল; **দোর্ভ্যাম্**—তাঁর দুই বাহু দ্বারা; **স্তন**—তাঁর স্তন; **অন্তরগতম্**—মধ্যেকার; **পরিরভ্য**—আলিঙ্গন করে; **কান্তম্**—তাঁর প্রিয়তম; **আনন্দ**—সকল আনন্দের; **মূর্তিম্**—মূর্তি স্বরূপ; **অজহাৎ**—তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন; **অতি**—অত্যন্ত; **দীর্ঘ**—দীর্ঘস্থায়ী; **তাপম্**—তাঁর সন্তাপ।

অনুবাদ

কেবলমাত্র কৃষ্ণের পাদপদ্মের ঘ্রাণ গ্রহণ করেই ত্রিবক্রা তাঁর স্তনদ্বয়, বক্ষ ও নয়নযুগলের উদ্যত কামপীড়া দূরীভূত করেছিল। তাঁর দুই বাহু দ্বারা তাঁর দুই স্তনের মধ্যে তাঁর প্রিয়তম, আনন্দমূর্তিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন এবং এইভাবে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী সন্তাপ তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন।

শ্লোক ৮

সৈবং কৈবল্যনাথং তং প্রাপ্য দুষ্প্রাপ্যমীশ্বরম্ ।
অঙ্গরাগার্পণেনাহো দুর্ভগেদমযাচত ॥ ৮ ॥

সা—তিনি; **এবম্**—এইভাবে; **কৈবল্য**—মুক্তির; **নাথম্**—নিয়ন্তা; **তম্**—তাঁকে; **প্রাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **দুষ্প্রাপ্যম্**—দুষ্প্রাপ্য; **ঈশ্বরম্**—ভগবান; **অঙ্গ-রাগ**—দেহ অনুলেপন; **অর্পণেন**—অর্পণের দ্বারা; **অহো**—হায়; **দুর্ভগা**—দুর্ভাগা; **ইদম্**—এই; **অযাচত**—তিনি প্রার্থনা করেছিলেন।

অনুবাদ

দুর্লভ ভগবানকে সামান্য অঙ্গরাগ অর্পণের মাধ্যমে লাভ করেও দুর্ভাগা ত্রিবক্রা সেই কৈবল্যনাথের কাছে নিম্নোক্ত প্রার্থনাই নিবেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, ভগবানের কাছে শ্রীমতী ত্রিবক্রা এই প্রার্থনা করেছিলেন, "দয়া করে কেবল আমার সঙ্গেই আনন্দ উপভোগ করুন এবং অন্য কোন রমণীর সঙ্গে নয়।" যেহেতু কৃষ্ণ এই ধরনের বর প্রদানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, ত্রিবক্রাকে এখানে তাই দুর্ভাগারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীধর স্বামী আরও বলছেন যে, যদিও সাধারণের চোখে তিনি জড়জাগতিক কাম উপভোগের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন বলে মনে করা হয়, প্রকৃতপক্ষে এই মুহূর্তটিতে তিনি ছিলেন একজন মুক্ত আত্মা।

শ্লোক ৯

সহোষ্যতামিহ প্রেষ্ঠ দিনানি কতিচিন্ময়া ।
রমস্ব নোৎসহে ত্যক্তুং সঙ্গং তেঽম্বুরুহেক্ষণ ॥ ৯ ॥

সহ—একত্রে; **উষ্যতাম্**—দয়া করে অবস্থান করুন; **ইহ**—এখানে; **প্রেষ্ঠ**—হে প্রিয়তম; **দিনানি**—দিবস; **কতিচিৎ**—কিছু; **ময়া**—আমার সঙ্গে; **রমস্ব**—আনন্দ গ্রহণ করুন; **ন উৎসহে**—আমি সহ্য করতে পারি না; **ত্যক্তুম্**—পরিত্যাগ করতে; **সঙ্গম্**—সঙ্গ; **তে**—আপনার; **অম্বুরুহ-ঈক্ষণ**—হে কমলনয়ন।

অনুবাদ

ত্রিবক্রা বললেন—হে প্রিয়তম, দয়া করে এখানে আমার সঙ্গে কিছুদিন অবস্থান করুন এবং আনন্দ উপভোগ করুন। হে কমলনয়ন, আমি আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করা সহ্য করতে পারব না।

তাৎপর্য

অম্বু শব্দটির অর্থ 'জল' এবং 'রুহ' অর্থ 'উত্থিত'। এইভাবে *অম্বুরুহ* কথাটির অর্থ 'পদ্মফুল', যা জল হতে উত্থিত হয়েছে। ভগবান কৃষ্ণকে *অম্বুরুহেক্ষণ*, 'কমল নয়ন' বলা হয়। তিনি সকল সৌন্দর্যের মূর্তিমান উৎস এবং স্বাভাবিকভাবেই ত্রিবক্রা তাঁর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছিল। যাই হোক, ভগবানের সৌন্দর্য চিন্ময় ও শুদ্ধ, এবং ত্রিবক্রার সঙ্গ উপভোগ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না বরং তাঁকে শুদ্ধ পারমার্থিক জীবনে, কৃষ্ণভাবনামৃতে আনয়ন করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

শ্লোক ১০

তস্যৈ কামবরং দত্ত্বা মানয়িত্বা চ মানদঃ ।
সহোদ্ধবেন সর্বেশঃ স্বধামাগমদৃদ্ধিমৎ ॥ ১০ ॥

তস্যৈ—তাঁকে; **কাম**—জাগতিক আকাঙ্ক্ষার; **বরম্**—বর; **দত্ত্বা**—অনুমোদন করে; **মানয়িত্বা**—তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করে; **চ**—এবং; **মানদঃ**—যিনি অন্যদের মান প্রদান করেন; **সহ-উদ্ধবেন**—উদ্ধব সহ; **সর্ব-ঈশঃ**—সমস্ত কিছুর ভগবান; **স্ব**—তাঁর আপন; **ধাম**—আলয়ে; **আগমৎ**—গমন করলেন; **ঋদ্ধিমৎ**—পরম ঐশ্বর্যমণ্ডিত।

অনুবাদ

তাঁকে এই কামনাময় আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতিশ্রুতি দান করে, সুবিবেচক সর্বেশ্বর কৃষ্ণ ত্রিবক্রাকে তাঁর সম্মান জ্ঞাপন করলেন এবং তারপর উদ্ধবসহ তাঁর পরম ঐশ্বর্যপূর্ণ আপন আলয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন।

তাৎপর্য

সকল আচার্যই সহমত পোষণ করেন যে, *কামবরং দত্ত্বা* শব্দটি থেকে বোঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণ ত্রিবক্রার কাম আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবেন, সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১১

দুরারাধ্যং সমারাধ্য বিষ্ণুং সর্বেশ্বরেশ্বরম্ ।
যো বৃণীতে মনোগ্রাহ্যমসত্ত্বাৎ কুমনীষ্যসৌ ॥ ১১ ॥

দুরারাধ্যম্—দুরারাধ্য; **সমারাধ্য**—পূর্ণরূপে পূজা করে; **বিষ্ণুম্**—শ্রীবিষ্ণু; **সর্ব**—সকলের; **ঈশ্বর**—নিয়ন্তা; **ঈশ্বরম্**—ঈশ্বর; **যঃ**—যে; **বৃণীতে**—আশীর্বাদরূপে পছন্দ করে; **মনঃ**—মন; **গ্রাহ্যম্**—ইন্দ্রিয় তুষ্টিকারক; **অসত্ত্বাৎ**—তার তুচ্ছতার জন্য; **কুমনীষী**—কুবুদ্ধিসম্পন্ন; **অসৌ**—সেই ব্যক্তি।

অনুবাদ

ঈশ্বরগণের পরম ঈশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সমীপবর্তী হওয়া সাধারণত কঠিন। যে তাঁকে যথাযথভাবে অর্চনা করে অবশেষে জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়ের তুষ্টির জন্য বর পছন্দ করে, সে অবশ্যই হীনবুদ্ধিসম্পন্ন, কারণ সে একটি তুচ্ছ ফল লাভেই সন্তুষ্ট থাকে।

তাৎপর্য

আচার্যগণের ভাষ্য থেকে এটা পরিষ্কার যে, ত্রিবক্রার কাহিনীটি দুটি স্তরে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। একদিকে, প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সঙ্গকারী ও তাঁর লীলায় অংশগ্রহণকারী মুক্ত আত্মা বলে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। অন্যদিকে তাঁর ব্যবহার, ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কি করা উচিত নয়, পরিষ্কারভাবে সেই শিক্ষার অর্থ প্রকাশ করে। কারণ ভগবানের সকল লীলা কেবলমাত্র পরম আনন্দময়ই নয়, তা শিক্ষামূলকও। যদিও ত্রিবক্রার শুদ্ধতা এবং তাঁর খারাপ দৃষ্টান্তটি দুটি পৃথক স্তরে

স্থান পেয়েছে, কিন্তু এই লীলায় প্রকৃত কোন বৈপরীত্য নেই। অর্জুনকেও শুদ্ধ ভক্তরূপে বিবেচনা করা হয়, যদিও প্রাথমিকভাবে যুদ্ধ করার কৃষ্ণোপদেশ অগ্রাহ্য করে তিনি কি করা উচিত নয়, তার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছিলেন। তা সত্ত্বেও, এই ধরনের 'খারাপ দৃষ্টান্তসমূহের' পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের আনন্দময় সঙ্গের সুখকর পরিসমাপ্তি রয়েছে।

শ্লোক ১২

অক্রূরভবনং কৃষ্ণঃ সহরামোদ্ধবঃ প্রভুঃ ।
কিঞ্চিচ্চিকীর্ষয়ন্ প্রাগাদক্রূরপ্রিয়কাম্যয়া ॥ ১২ ॥

অক্রূর-ভবনম্—অক্রূরের গৃহ; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **সহ**—সহ; **রাম-উদ্ধবঃ**—শ্রীরাম ও উদ্ধব; **প্রভুঃ**—ভগবান; **কিঞ্চিৎ**—কিছু; **চিকীর্ষয়ন্**—কার্য সম্পাদনের জন্য; **প্রাগাৎ**—গমন করলেন; **অক্রূর**—অক্রূরের; **প্রিয়**—সন্তুষ্টি; **কাম্যয়া**—আকাঙ্ক্ষা করে।

অনুবাদ

অতঃপর ভগবান কৃষ্ণ, কিছু কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বলরাম ও উদ্ধব সহ অক্রূরের গৃহে গমন করলেন। ভগবান, অক্রূরের প্রীতি সাধনের আকাঙ্ক্ষাও করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান কৃষ্ণের ত্রিবক্রার গৃহে ভ্রমণের পূর্ববর্তী ঘটনাটি এবং এখন তাঁর অক্রূরের গৃহে গমন, মথুরা নগরীতে শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিন কার্যাবলীর একটি মনোরম আভাস প্রদান করছে।

শ্লোক ১৩-১৪

স তান্নরবরশ্রেষ্ঠানারাদ্বীক্ষ্য স্ববান্ধবান্ ।
প্রত্যুত্থায় প্রমুদিতঃ পরিষ্বজ্যাভিনন্দ্য চ ॥ ১৩ ॥
ননাম কৃষ্ণং রামং চ স তৈরপ্যভিবাদিতঃ ।
পূজয়ামাস বিধিবৎ কৃতাসনপরিগ্রহান্ ॥ ১৪ ॥

সঃ—তিনি (অক্রূর); **তান্**—তাঁদেরকে (কৃষ্ণ, বলরাম ও উদ্ধব); **নরবর**—বর্ণময় ব্যক্তিত্বগণের; **শ্রেষ্ঠান্**—শ্রেষ্ঠ; **আরাৎ**—দূর থেকে; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **স্ব**—তাঁর (অক্রূরের); **বান্ধবান্**—বান্ধবগণকে; **প্রত্যুত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **প্রমুদিতঃ**—আনন্দে; **পরিষ্বজ্য**—আলিঙ্গন করে; **অভিনন্দ্য**—অভিনন্দন করে; **চ**—এবং; **ননাম**—প্রণতি

নিবেদন করলেন; **কৃষ্ণম্ রামম্ চ**—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে; **সঃ**—তিনি; **তৈঃ**—তাঁদের দ্বারা; **অপি**—এবং; **অভিবাদিতঃ**—অভিনন্দিত; **পূজয়াম্ আস**—তিনি পূজা করলেন; **বিধিবৎ**—শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে; **কৃত**—করলেন; **আসন**—আসনের; **পরিগ্রহান্**—পরিগ্রহ।

অনুবাদ

অক্রূর যখন তাঁদের, তাঁর আপন বান্ধব ও পরম উন্নত ব্যক্তিত্বদের দূর থেকে আসতে দেখলেন, তখন তিনি মহানন্দে উত্থিত হলেন। তাঁদের আলিঙ্গন ও অভিনন্দিত করে, অক্রূর কৃষ্ণ ও বলরামকে প্রণতি নিবেদন করলেন এবং প্রত্যুত্তরে তাঁদের দ্বারাও অভিনন্দিত হলেন। তারপর, তাঁর অতিথিগণ আসন গ্রহণ করলে, শাস্ত্র বিধি অনুসারে তিনি তাদের অর্চনা করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করছেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্যরা বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে অক্রূরের কাছে গিয়েছিলেন। প্রথমে অক্রূর সেই বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের আদান-প্রদান করেছিলেন এবং পরে, তাঁদের আতিথ্য প্রদর্শনের সময়, তিনি ভগবানের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক ভক্তির মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন এবং এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের প্রতি তাঁর প্রণাম নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ১৫-১৬

পাদাবনেজনীরাপো ধারয়ন্ শিরসা নৃপ ।
অর্হণেনাম্বরৈর্দিব্যৈর্গন্ধস্রগ্‌ভূষণোত্তমৈঃ ॥ ১৫ ॥
অর্চিত্বা শিরসানম্য পাদাবঙ্কগতৌ মৃজন্ ।
প্রশ্রয়াবনতোঽক্রূরঃ কৃষ্ণরামাবভাষত ॥ ১৬ ॥

পাদ—তাঁদের পাদদ্বয়; **অবনেজনীঃ**—প্রক্ষালনের জন্য ব্যবহৃত; **আ**—সর্বত্র; **আপঃ**—জল; **ধারয়ন্**—ধারণ করে; **শিরসা**—তাঁর মস্তকে; **নৃপ**—হে রাজন্ (পরীক্ষিৎ); **অর্হণেন**—উপহার দ্বারা; **অম্বরৈঃ**—বসন; **দিব্যৈঃ**—দিব্য; **গন্ধ**—সুগন্ধি চন্দন অবলেপন; **স্রক্**—পুষ্পমাল্য; **ভূষণ**—এবং অলঙ্কার; **উত্তমৈঃ**—উত্তম; **অর্চিত্বা**—অর্চনা করে; **শিরসা**—তাঁর মস্তক দ্বারা; **আনম্য**—প্রণাম করে; **পাদৌ**—(শ্রীকৃষ্ণের) পাদদ্বয়; **অঙ্ক**—তাঁর ক্রোড়ে; **গতৌ**—স্থাপন করে; **মৃজন্**—মর্দন করতে করতে; **প্রশ্রয়**—বিনয়ের সঙ্গে; **অবনতঃ**—তাঁর মস্তক নত করে; **অক্রূরঃ**—অক্রূর; **কৃষ্ণ-রামৌ**—কৃষ্ণ ও বলরামকে; **অভাষত**—বললেন।

অনুবাদ

হে রাজন, অক্রূর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের পাদ-প্রক্ষালন করলেন এবং তারপর সেই স্নাত জল তাঁর নিজ মস্তকে ঢাললেন। তিনি তাঁদের উত্তম বস্ত্র, সুগন্ধি চন্দন পিষ্টক, পুষ্পমাল্য এবং অপূর্ব অলঙ্কার যুক্ত উপহার প্রদান করলেন। এইভাবে সেই দুই ভগবানকে অর্চনা করার পর, তিনি ভূমিতে তাঁর মস্তক অবনত করলেন। এরপর তিনি তাঁর ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণের পাদদ্বয় স্থাপন করে মর্দন করতে লাগলেন এবং বিনয়ের সঙ্গে তাঁর মস্তক অবনত করে কৃষ্ণ ও বলরামের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ১৭

দিষ্ট্যা পাপো হতঃ কংসঃ সানুগো বামিদং কুলম্ ।
ভবদ্ভ্যামুদ্ধৃতং কৃচ্ছ্রাদ্দুরন্তাচ্চ সমেধিতম্ ॥ ১৭ ॥

দিষ্ট্যা—সৌভাগ্যের দ্বারা; **পাপঃ**—পাপী; **হতঃ**—নিহত; **কংসঃ**—কংস; **স-অনুগঃ**—তাঁর ভ্রাতা ও অন্যান্য অনুচরগণ সহ; **বাম্**—আপনাদের; **ইদম্**—এই; **কুলম্**—কুল; **ভবদ্ভ্যাম্**—আপনাদের দুজনের দ্বারা; **উদ্ধৃতম্**—উদ্ধার হয়েছে; **কৃচ্ছ্রাৎ**—কষ্ট হতে; **দুরন্তাৎ**—অন্তহীন; **চ**—এবং; **সমেধিতম্**—সমৃদ্ধ হয়েছে।

অনুবাদ

[অক্রূর বললেন—] এটি আমাদের সৌভাগ্য যে, আপনারা দুই ভগবান পাপী কংস ও তার অনুচরদের হত্যা করেছেন; এইভাবে আপনাদের কুলকে অন্তহীন কষ্ট থেকে উদ্ধার করেছেন এবং সমৃদ্ধ করেছেন।

শ্লোক ১৮

যুবাং প্রধানপুরুষৌ জগদ্ধেতূ জগন্ময়ৌ ।
ভবদ্ভ্যাং ন বিনা কিঞ্চিৎ পরমস্তি ন চাপরম্ ॥ ১৮ ॥

যুবাম্—আপনারা দু'জন; **প্রধান-পুরুষৌ**—আদি পুরুষ; **জগৎ**—জগতের; **হেতূ**—কারণ; **জগৎ-ময়ৌ**—জগৎ হতে অভিন্ন; **ভবদ্ভ্যাম্**—আপনার চেয়ে; **ন**—না; **বিনা**—ব্যতীত; **কিঞ্চিৎ**—কোন; **পরম্**—কারণ; **অস্তি**—বিদ্যমান; **ন চ**—কিম্বা; **অপরম্**—কার্য।

অনুবাদ

আপনারা উভয়েই পরম পুরুষোত্তম, জগৎ ও তার সৃষ্টিসমূহের কারণ। আপনাদের ছাড়া সামান্যতম কারণ বা সৃষ্টির প্রকাশিত পদার্থ অস্তিত্বহীন।

তাৎপর্য

তাঁদের বংশকে রক্ষা করার জন্য কৃষ্ণ ও বলরামের স্তুতি করার পর, অক্রুর এখন উল্লেখ করছেন যে, প্রকৃতপক্ষে ভগবানের জড় সম্পর্ক যুক্ত কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক ভিত্তি নেই। তিনিই আদি পুরুষোত্তম, সমগ্র জগতের মঙ্গলের জন্য তাঁর লীলা সম্পাদন করছেন।

শ্লোক ১৯

আত্মসৃষ্টমিদং বিশ্বমন্বাবিশ্য স্বশক্তিভিঃ ।
ঈয়তে বহুধা ব্রহ্মন্ শ্রুতপ্রত্যক্ষগোচরম্ ॥ ১৯ ॥

আত্ম-সৃষ্টম্—আপনার দ্বারা সৃষ্ট; **ইদম্**—এই; **বিশ্বম্**—বিশ্ব; **অন্বাবিশ্য**—অনুপ্রবেশ করে; **স্ব**—আপনার আপন; **শক্তিভিঃ**—শক্তিসমূহের সঙ্গে; **ঈয়তে**—প্রতীয়মান রয়েছেন; **বহুধা**—বহুবিধ; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রহ্মন; **শ্রুত**—শাস্ত্র হতে শ্রবণের দ্বারা; **প্রত্যক্ষ**—প্রত্যক্ষ; **গোচরম্**—জ্ঞাত।

অনুবাদ

হে পরম ব্রহ্মণ, আপনার আপন শক্তিসমূহ দ্বারা আপনি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন এবং তারপর সেখানে প্রবিষ্ট হন। এইভাবে শাস্ত্র হতে শ্রুত হয়ে বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা কেউ বহুবিধরূপে আপনাকে অনুধাবন করতে পারে।

তাৎপর্য

শ্রুত-প্রত্যক্ষ-গোচরম্ কথাটির ব্যাকরণগত তাৎপর্য, ক্লীব বাচক, *আত্মসৃষ্টমিদং বিশ্বম্* নির্দেশ করছে যে, ভগবান তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তাঁর শক্তিসমূহ নিয়ে প্রবেশের দ্বারা নিজেকে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অনুধাবনীয় করে তোলেন। সমগ্র ভাগবত জুড়ে এবং অন্যান্য স্বীকৃত বৈদিক সাহিত্য সমূহ থেকে অন্যান্য সকল বস্তুর উপর ভগবানের সমান্তরাল প্রভুত্ব এবং তাদের সঙ্গে তাঁর অভিন্নতার বর্ণনা আমরা প্রায়ই দেখে থাকি। বৈদিক সাহিত্য থেকে আমরা সঠিক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতাম না যদি না কেউ দৃঢ় রূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর *অচিন্ত্য ভেদাভেদ* তত্ত্ব প্রচার করতেন। তা হল, পরম ব্রহ্ম সমস্ত কিছুর থেকে স্বতন্ত্র এবং বৃহত্তর (কারণ তিনি সমস্ত কিছুর সর্বশক্তিমান স্রষ্টা ও নিয়ন্তা) এবং একই সাথে সমস্ত কিছুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে রয়েছেন (কারণ বিরাজমান সমস্ত কিছুই তাঁর আপন শক্তির প্রকাশ)।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই সকল অধ্যায়গুলিতে পরিব্যাপ্ত এই মহৎ বৈদিক সাহিত্য সৃষ্টির একটি চমৎকার, অসাধারণ বৈশিষ্ট্যও আমরা নিরীক্ষণ করি। গোপীদের কাছে কৃষ্ণ তাঁর বার্তা প্রদান করার ক্ষেত্রেই হোক, বা অক্রুরের প্রার্থনা গ্রহণ করার

প্রসঙ্গেই হোক, এই শাস্ত্রসম্ভারের মধ্যে নিরন্তর দার্শনিক আলোচনা রয়েছে। মনোরম লীলাসমূহের বর্ণনার সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপিত পারমার্থিক দর্শনের সুবদ্ধ সমন্বয় সমগ্র *ভাগবতের* অনন্য বৈশিষ্ট্য। ভগবান ও তাঁর জীবন্মুক্ত পার্যদবর্গের অপ্রাকৃত ভাব অভিব্যক্তি ক্ষণমাত্র দর্শনের, এমনকি তা আস্বাদনেরও সুযোগ আমরা পেয়েছি এবং তবুও অবিরত তাঁদের শুদ্ধ সত্তাগত মর্যাদা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে চটুল মানবিক ধারণার বশবর্তী আমরা না হতে পারি। তাই, এই শাস্ত্র রচনার গুণবৈশিষ্ট্যের সাথে যথার্থই সুসন্নিবিষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে, অক্রূর তাঁর পরমানন্দময় ভাবাবেশে শ্রীভগবানকে সুনির্দিষ্ট দার্শনিক ভাবব্যঞ্জনাময় প্রার্থনার মাধ্যমে মহিমান্বিত করেছেন।

শ্লোক ২০

যথা হি ভূতেষু চরাচরেষু
মহ্যাদয়ো যোনিষু ভান্তি নানা ।
এবং ভবান্ কেবল আত্মযোনিষ্
আত্মাত্মতন্ত্রো বহুধা বিভাতি ॥ ২০ ॥

যথা—যথা; **হি**—বস্তুত; **ভূতেষু**—প্রকাশিত বস্তুর মধ্যে; **চর**—জঙ্গম; **অচরেষু**—স্থাবর; **মহী-আদয়ঃ**—ভূমি প্রভৃতি (সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান); **যোনিষু**—জীবসমূহে; **ভান্তি**—প্রকাশিত হয়; **নানা**—নানা; **এবম্**—তেমনই; **ভবান্**—আপনি; **কেবলঃ**—একাকী; **আত্ম**—আপনি স্বয়ং; **যোনিষু**—সেই উৎস সমূহে; **আত্মা**—পরমাত্মা; **আত্ম-তন্ত্রঃ**—স্বতন্ত্র; **বহুধা**—নানারূপে; **বিভাতি**—প্রকাশিত হন।

অনুবাদ

ঠিক যেমন সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদানগুলি—ভূমি প্রভৃতি—স্থাবর, জঙ্গমরূপ জীবনের সকল জীবের মধ্যে প্রভূত বৈচিত্র্যে নিজেদের প্রকাশিত করে, তেমনই আপনি, স্বতন্ত্র পরমাত্মা, আপনার সৃষ্টির বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে নানারূপে প্রকাশিত হন।

শ্লোক ২১

সৃজস্যথো লুম্পসি পাসি বিশ্বং
রজস্তমঃসত্ত্বগুণৈঃ স্বশক্তিভিঃ ।
ন বধ্যসে তদ্‌গুণকর্মভির্বা
জ্ঞানাত্মনস্তে ক্ব চ বন্ধহেতুঃ ॥ ২১ ॥

সৃজসি—আপনি সৃষ্টি করেন; **অথ উ**—এবং তারপর; **লুম্পসি**—আপনি সংহার করেন; **পাসি**—আপনি পালন করেন; **বিশ্বম্**—বিশ্ব; **রজঃ**—রাজসিক রূপে পরিচিত; **তমঃ**—তামসিক; **সত্ত্ব**—এবং সাত্ত্বিক; **গুণৈঃ**—গুণসমূহ দ্বারা; **স্ব-শক্তিভিঃ**—আপনার নিজ শক্তিসমূহ; **ন বধ্যসে**—আপনি বদ্ধ নন; **তৎ**—এই জগতের; **গুণ**—গুণসমূহ দ্বারা; **কর্মভিঃ**—জড় কার্যাবলী দ্বারা; **বা**—বা; **জ্ঞান-আত্মনঃ**—যিনি জ্ঞানাত্মা স্বয়ং; **তে**—আপনার জন্য; **ক্ব চ**—কোথায়; **বন্ধ**—বন্ধনের; **হেতুঃ**—কারণ।

অনুবাদ

সত্ত্ব, রজ ও তমগুণ—আপনার স্বীয় শক্তিসমূহ দ্বারা আপনি এই জগতের সৃষ্টি, পালন ও বিনাশও করেন—তবুও আপনি সেই গুণসমূহ দ্বারা বা তাদের উৎপন্ন কার্যাবলীর দ্বারা কখনও আবদ্ধ হন না। যেহেতু আপনি সকল জ্ঞানের প্রকৃত উৎস, তাই কীসের কারণেই-বা আপনি মায়ার দ্বারা বদ্ধ হতে পারেন?

তাৎপর্য

জ্ঞানাত্মনস্ তে ক্ব চ বন্ধহেতুঃ, "যেহেতু আপনি জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাই কীসের কারণে আপনি মায়ার দ্বারা বদ্ধ হতে পারেন?", এই বাক্যটি সংশয়াতীতভাবে প্রতিপন্ন করছে যে, সর্বজ্ঞ ভগবান কখনও ভ্রান্তিবশত মায়াগ্রস্ত হন না। তাই, নির্বিশেষবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী আমরা যে সকলেই ভগবান কিন্তু তা ভুলে গেছি বলে এখন মায়াগ্রস্ত হয়েছি—এই ভাবধারা, এখানে *শ্রীমদ্ভাগবতমের* পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় খণ্ডন করা হয়েছে।

শ্লোক ২২

দেহাদ্যুপাধেরনিরূপিতত্বাদ্
ভবো ন সাক্ষান্ন ভিদাত্মনঃ স্যাৎ ।
অতো ন বন্ধস্তব নৈব মোক্ষঃ
স্যাতাং নিকামস্ত্বয়ি নোঽবিবেকঃ ॥ ২২ ॥

দেহ—দেহের; **আদি**—প্রভৃতি; **উপাধেঃ**—জড়জাগতিক নামে অভিহিত আচ্ছাদন; **অনিরূপিতত্বাৎ**—নিরূপিত না হওয়ার জন্য; **ভবঃ**—জন্ম; **ন**—না; **সাক্ষাৎ**—আক্ষরিক; **ন**—না; **ভিদা**—ভেদ; **আত্মনঃ**—পরমাত্মার; **স্যাৎ**—স্বরূপতঃ; **অতঃ**—সুতরাং; **ন**—না; **বন্ধঃ**—বন্ধন; **তব**—আপনার; **ন এব**—না, প্রকৃতপক্ষে; **মোক্ষঃ**—মুক্তি; **স্যাতাম্**—যদি তারা ঘটে; **নিকামঃ**—আপনার যদৃচ্ছা মতো; **ত্বয়ি**—আপনার সম্বন্ধে; **নঃ**—আমাদের; **অবিবেকঃ**—ভ্রমপূর্ণ বিচার।

অনুবাদ

যেহেতু কখনও যুক্তিসহকারে প্রমাণিত হয় নি যে, আপনি কোন জড়জাগতিক দেহরূপী নামে আচ্ছাদিত রয়েছেন, তাই অবশ্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে, আপনার ক্ষেত্রে আক্ষরিক অর্থে কোন জন্মও নেই, স্বরূপতঃ জন্মভেদও নেই। সুতরাং আপনি কখনই বন্ধন বা মুক্তির অধীনস্থ হন না এবং আপনি তেমনভাবে প্রতিভাত হলেও, সেটি একান্তই আপনার অভিলাষের ফলে, অথবা নিতান্তই আমাদের বিচার-বিবেচনার অভাবে, আমরা সেইভাবে আপনাকে দর্শন করে থাকি।

তাৎপর্য

কেন ভগবান জড় রূপ দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে আবির্ভূত হন বা মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন, অক্রূর এখানে তার দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, ভগবান কৃষ্ণ যখন তাঁর লীলা সম্পাদন করেন, তাঁর প্রেমময়ী ভক্তবৃন্দ তাঁকে তাদের প্রিয়তম পুত্র, বন্ধু, প্রিয়তম ইত্যাদি রূপে মনে করেন। এই প্রেমময়ীভাব আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে, তাঁরা কৃষ্ণকে ভগবান বলে মনে করেন না। উদাহরণস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসাধারণ প্রেম-ভালবাসার জন্য মা যশোদা দুঃশ্চিন্তা করতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বনে গিয়ে আঘাত পাবেন। তিনি যে সেইভাবে অনুভব করেন, সেটিই ভগবানের ইচ্ছা, যা *নিকামঃ* শব্দটির দ্বারা এখানে বোঝানো হয়েছে। ভগবান যে জড়জাগতিক রূপ নিয়ে আবির্ভূত হতে পারেন, তার দ্বিতীয় কারণটি এখানে *অবিবেকঃ* শব্দটির মাধ্যমে নির্দেশ করা হয়েছে—নিতান্তই অজ্ঞতার জন্য, বিচারবোধের অভাবে, পরমেশ্বর ভগবানের মর্যাদা মানুষ ভুল বুঝতে পারে। *ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধে, উদ্ধবের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আলোচনায়, ভগবান বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর চিন্ময় অবস্থান বন্ধন ও মুক্তির অতীত। বৈদিক সাহিত্যে বলা হয়েছে, *দেহ-দেহি-বিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ*, অর্থাৎ 'ভগবানের আত্মা ও দেহে কখনও পার্থক্য নেই'। পরোক্ষভাবে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ শাশ্বত নিত্য, চিন্ময়, সর্বজ্ঞ এবং তা সকল আনন্দের পরিপূর্ণ আধার।

শ্লোক ২৩

ত্বয়োদিতোঽয়ং জগতো হিতায়
যদা যদা বেদপথঃ পুরাণঃ ।
বাধ্যেত পাষণ্ডপথৈরসদ্ভিস্
তদা ভবান্ সত্ত্বগুণং বিভর্তি ॥ ২৩ ॥

ত্বয়া—আপনার দ্বারা; উদিতঃ—প্রকাশিত; অয়ম্—এই; জগতঃ—ব্রহ্মাণ্ডের; হিতায়—মঙ্গলের জন্য; যদা যদা—যে যে সময়ে; বেদ—বৈদিক শাস্ত্রের; পথঃ—ধর্মের পথ; পুরাণঃ—প্রাচীন; বাধ্যেত—ব্যাহত হয়; পাষণ্ড—পাষণ্ডের; পথৈঃ—পথ অনুসরণকারীদের দ্বারা; অসদ্ভিঃ—অসৎ ব্যক্তিরা; তদা—সেই সময়; ভবান্—আপনি; সত্ত্ব-গুণম্—শুদ্ধসত্ত্বে; বিভর্ষি—আবির্ভূত হন।

অনুবাদ

সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গলের জন্য বেদের সুপ্রাচীন ধর্মীয় পথ আপনিই প্রথমে উদ্ভাসিত করেছেন। যখনই সেই পথ নিরীশ্বরবাদের পথ অনুসরণকারী অসৎ ব্যক্তিদের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়, তখনই আপনি অপ্রাকৃত শুদ্ধসত্ত্বে আপনার কোনও এক অবতার রূপ ধারণ করেন।

শ্লোক ২৪

স ত্বং প্রভোঽদ্য বসুদেবগৃহেঽবতীর্ণঃ
স্বাংশেন ভারমপনেতুমিহাসি ভূমেঃ ।
অক্ষৌহিণীশতবধেন সুরেতরাংশ-
রাজ্ঞামমুষ্য চ কুলস্য যশো বিতন্বন্ ॥ ২৪ ॥

সঃ—তিনি; ত্বম্—আপনি; প্রভো—হে প্রভু; অদ্য—এখন; বসুদেবগৃহে—বসুদেবের গৃহে; অবতীর্ণঃ—অবতীর্ণ হয়েছেন; স্ব—আপনার নিজের; অংশেন—প্রত্যক্ষ অংশপ্রকাশ (শ্রীবলরাম); ভারম্—ভার; অপনেতুম্—দূর করার জন্য; ইহ—এখানে; অসি—আপনি; ভূমেঃ—ভূমির; অক্ষৌহিণী—সৈন্যদের; শত—শত শত; বধেন—হত্যার দ্বারা; সুর-ইতর—দেবতাদের বিরোধীদের; অংশ—অংশ; রাজ্ঞাম্—রাজাদের; অমুষ্য—এর; চ—এবং; কুলস্য—বংশ, (যদুর বংশধরগণের); যশঃ—যশ; বিতন্বন্—বিতরণ করছেন।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনিই সেই ভগবান, এখন বসুদেবের গৃহে আপনার অংশপ্রকাশসহ আবির্ভূত হয়েছেন। আপনি, দেবতাদের শত্রুদের স্বাংশপ্রকাশ রাজাদের নেতৃত্বাধীন শত শত সৈন্যদের হত্যা করে ভূ-ভার দূর করার জন্য এবং আমাদের বংশের যশ প্রচারের জন্যও, এখন অবতরণ করেছেন।

তাৎপর্য

সুরেতরাংশ-রাজ্ঞম্ কথাটি ইঙ্গিত করছে যে, কৃষ্ণ দ্বারা নিহত আসুরিক রাজারা ছিল প্রকৃতপক্ষে দেবতাদের শত্রুদের অবতার বা স্বাংশ প্রকাশ। *মহাভারতে* এই সত্যটি বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, যা আসুরিক রাজাদের যথাযথ পরিচয়সমূহ প্রকাশ করে।

শ্লোক ২৫

**অদ্যেশ নো বসতয়ঃ খলু ভূরিভাগা
যঃ সর্বদেবপিতৃভূতনৃদেবমূর্তিঃ ।
যৎপাদশৌচসলিলং ত্রিজগৎ পুনাতি
স ত্বং জগদ্গুরুরধোক্ষজ যাঃ প্রবিষ্টঃ ॥ ২৫ ॥**

অদ্য—আজ; **ঈশ**—হে ভগবান; **নঃ**—আমাদের; **বসতয়ঃ**—গৃহ; **খলু**—বস্তুত; **ভূরি**—অত্যন্ত; **ভাগাঃ**—সৌভাগ্য; **যঃ**—যিনি; **সর্ব-দেব**—ভগবান; **পিতৃ**—পিতৃপুরুষ; **ভূত**—সকল জীব; **নৃ**—মানুষ; **দেব**—এবং দেবতা; **মূর্তিঃ**—মূর্তি; **যৎ**—যাঁদের; **পাদ**—চরণদ্বয়; **শৌচ**—ধৌত; **সলিলম্**—জল (গঙ্গানদীর); **ত্রি-জগৎ**—ত্রি-ভুবন; **পুনাতি**—পবিত্র করে; **সঃ**—তিনি; **ত্বম্**—আপনি; **জগৎ**—ব্রহ্মাণ্ডের; **গুরুঃ**—গুরু; **অধোক্ষজ**—হে জড় ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির অতীত; **যাঃ**—যা; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে।

অনুবাদ

হে প্রভু, আজ আমার গৃহ অত্যন্ত ধন্য হয়েছে, কারণ আপনি এখানে প্রবেশ করেছেন। পরম সত্যরূপে, আপনি পিতৃপুরুষ, জীব, মনুষ্য ও দেবতা-মূর্তি, এবং আপনার পাদধৌত জল ত্রিভুবনকে পবিত্র করছে। প্রকৃতপক্ষে, হে অধোক্ষজ, আপনি জগদ্গুরু।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী অক্রূরের অনুভূতিগুলি সুন্দরভাবে অনুবাদ করেছেন, যেমন—অক্রূর বললেন, "হে প্রভু, যদিও আমি একজন গৃহী, আজ আমার গৃহ তপোবনের চেয়েও অধিক পবিত্র হয়েছে। কেন? কারণ, কেবলমাত্র আপনি আমার গৃহে প্রবেশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, আপনি গৃহে বাসকারী জীবসমূহের অবশ্যম্ভাবী অমঙ্গলের প্রতিকারের জন্য গৃহস্থের অবশ্য করণীয় দৈনন্দিন পঞ্চযজ্ঞের অধীশ্বরগণের বিগ্রহস্বরূপ। এই সকল সৃষ্টির পশ্চাতে আপনিই পারমার্থিক সত্য এবং এখন আপনি আমার গৃহে প্রবেশ করেছেন।"

গৃহস্থের জন্য নির্দেশিত পাঁচটি দৈনন্দিন যজ্ঞ হচ্ছে, (১) বেদ অধ্যয়ন দ্বারা ব্রহ্ম যজ্ঞ; (২) পিণ্ডদান দ্বারা পিতৃযজ্ঞ, (৩) আহারের একটি অংশ থালার একপাশে সরিয়ে রেখে সকল জীবের জন্য যজ্ঞ, (৪) আতিথ্য প্রদানের দ্বারা মনুষ্যের প্রতি যজ্ঞ এবং (৫) অগ্নি যজ্ঞ সম্পাদনের দ্বারা দেবতাদের প্রতি যজ্ঞ, প্রভৃতি।

শ্লোক ২৬

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্
ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামান্
আত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥ ২৬ ॥

কঃ—কোন; **পণ্ডিতঃ**—পণ্ডিত; **ত্বৎ**—আপনাকে ছাড়া; **অপরম্**—অন্যকে; **শরণম্**—আশ্রয়ের জন্য; **সমীয়াৎ**—গমন করবে; **ভক্ত**—আপনার ভক্তবৃন্দের প্রতি; **প্রিয়াৎ**—স্নেহপ্রবণ; **ঋত**—সর্বদা সত্য; **গিরঃ**—যার বাক্য; **সুহৃদঃ**—শুভানুধ্যায়ী; **কৃত-জ্ঞাৎ**—কৃতজ্ঞ; **সর্বান্**—সকল কিছু; **দদাতি**—আপনি প্রদান করেন; **সুহৃদঃ**—আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী ভক্তবৃন্দকে; **ভজতঃ**—আপনাকে ভজনরত; **অভিকামান্**—ইচ্ছা করে; **আত্মানম্**—নিজেকে; **অপি**—ও; **উপচয়**—বৃদ্ধি-বিকাশ; **অপচয়ৌ**—কিম্বা হ্রাস; **ন**—কখনও না; **যস্য**—যার।

অনুবাদ

আপনার ভক্তবৃন্দের প্রতি আপনি স্নেহপ্রবণ, কৃতজ্ঞ ও যথার্থ শুভানুধ্যায়ী, তাই, আপনাকে ছাড়া অন্য কার কাছে আশ্রয়ের জন্য কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি যাবে? যাঁরা ঐকান্তিক সখ্যতায় আপনার অর্চনা করেন, আপনি তাঁদের কাঙ্ক্ষিত সমস্ত কিছুই, এমন কি আপনার আপন সত্তাকেও প্রদান করেন, যদিও আপনি কখনই বৃদ্ধি পান না বা হ্রাসও পান না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি ভগবান ও তাঁর ভক্তবৃন্দ উভয়কেই *সুহৃদ*, 'শুভাকাঙ্ক্ষী' রূপে বর্ণনা করছে। ভগবান তাঁর ভক্তের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং ভক্তও অনুরাগবশত ভগবানের সকল সুখ আকাঙ্ক্ষা করে। এই জগতেও অত্যধিক প্রেম-ভালবাসা কখনও বা অনাবশ্যক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠারই সৃষ্টি করে। যেমন, আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করি যে, বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানের জন্য মায়ের স্নেহময় উৎকণ্ঠার যথার্থতা সব ক্ষেত্রে সন্তানের বাস্তবিক বিপদ-আপদের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা চলে না।

তেমনই, কোনও শুদ্ধ ভক্ত সকল সময়েই শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রেমময়ী চিন্তা অনুভব করেন, যেমন মা যশোদার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, যিনি কেবলমাত্র তাঁর সুন্দর পুত্ররূপেই কৃষ্ণকে মনে করতে পারতেন।

শ্রীকৃষ্ণও অক্রূরকে কথা দিয়েছিলেন যে, কংসকে হত্যার পর তিনি তাঁর গৃহে আগমন করবেন এবং এখন ভগবান তাঁর সেই কথা রাখলেন। অক্রূর তা হৃদয়ঙ্গম

করে ভগবানকে *ঋত-গিরঃ*, "যিনি তাঁর কথায় সত্যবদ্ধ", বলে বন্দনা করলেন। ভগবান কৃত-জ্ঞ, তাঁর ভক্ত যত সামান্য পূজাই করুন, তিনি তাঁর জন্য কৃতজ্ঞ, থাকেন এবং ভক্ত তা ভুলে গেলেও, ভগবান ভোলেন না।

শ্লোক ২৭

দিষ্ট্যা জনার্দন ভবানিহ নঃ প্রতীতো
যোগেশ্বরৈরপি দুরাপগতিঃ সুরেশৈঃ ।
ছিন্ধ্যাশু নঃ সুতকলত্রধনাপ্তগেহ-
দেহাদিমোহরশনাং ভবদীয়মায়াম্ ॥ ২৭ ॥

দিষ্ট্যা—সৌভাগ্য দ্বারা; **জনার্দন**—হে কৃষ্ণ; **ভবান্**—আপনি; **ইহ**—এখানে; **নঃ**—আমাদের দ্বারা; **প্রতীতঃ**—প্রতীয়মান; **যোগ-ঈশ্বরৈঃ**—যোগেশ্বর দ্বারা; **অপি**—এমন কি; **দুরাপ-গতিঃ**—দুর্জ্ঞেয়; **সুর-ঈশৈঃ**—এবং দেবেন্দ্রগণের দ্বারা; **ছিন্ধি**—ছেদন করুন; **আশু**—সত্বর; **নঃ**—আমাদের; **সুত**—পুত্রের জন্য; **কলত্র**—পত্নী; **ধন**—ধন; **আপ্ত**—সুযোগ্য বন্ধু; **গেহ**—গৃহ; **দেহ**—দেহ; **আদি**—প্রভৃতি; **মোহ**—মোহের; **রশনাম্**—রজ্জুসমূহ; **ভবদীয়**—আপনার আপন; **মায়াম্**—মায়া শক্তি।

অনুবাদ

হে জনার্দন, আমাদের মহা সৌভাগ্যের দ্বারা এখন আপনি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছেন, কারণ যোগেশ্বরগণ এবং দেবেন্দ্রগণও অতি কষ্টের দ্বারা কেবল এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন। হে প্রভু, কৃপা করে আমাদের স্ত্রী-পুত্র, ধন, স্বজন ও গৃহ-দেহাদির মোহবন্ধন সত্বর ছেদন করুন। এই সকল আসক্তি আপনারই মায়াশক্তি জাত।

শ্লোক ২৮

ইত্যর্চিতঃ সংস্তুতশ্চ ভক্তেন ভগবান্ হরিঃ ।
অক্রূরং সস্মিতং প্রাহ গীর্ভিঃ সম্মোহয়ন্নিব ॥ ২৮ ॥

ইতি—এইভাবে; **অর্চিতঃ**—অর্চিত; **সংস্তুতঃ**—উচ্ছ্বসিতরূপে স্তুত; **চ**—এবং; **ভক্তেন**—তাঁর ভক্ত দ্বারা; **ভগবান্**—ভগবান; **হরিঃ**—কৃষ্ণ; **অক্রূরম্**—অক্রূরকে; **স-স্মিতম্**—সহাস্যে; **প্রাহ**—তিনি বললেন; **গীর্ভিঃ**—তাঁর বাক্যের দ্বারা; **সম্মোহয়ন্**—সম্পূর্ণ মোহিত করে; **ইব**—প্রায়।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—] এইভাবে তাঁর ভক্ত দ্বারা অর্চিত এবং সম্যক্‌ভাবে বন্দিত হয়ে, ভগবান শ্রীহরি তাঁর বাক্য দ্বারা সম্পূর্ণ মোহিত করে অক্রূরকে সহাস্যে বললেন।

শ্লোক ২৯

শ্রীভগবানুবাচ

ত্বং নো গুরুঃ পিতৃব্যশ্চ শ্লাঘ্যো বন্ধুশ্চ নিত্যদা ।
বয়ং তু রক্ষ্যা পোষ্যাশ্চ অনুকম্প্যাঃ প্রজা হি বঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; ত্বম্—আপনি; নঃ—আমাদের; গুরুঃ—গুরু; পিতৃব্যঃ—পিতৃব্য; চ—এবং; শ্লাঘ্যঃ—শ্লাঘ্য; বন্ধুঃ—বন্ধু; চ—এবং; নিত্যদা—সর্বদা; বয়ম্—আমরা; তু—অপরপক্ষে; রক্ষ্যাঃ—রক্ষণীয়; পোষ্যাঃ—পালনীয়; চ—এবং; অনুকম্প্যাঃ—অনুকম্পা প্রদর্শনের; প্রজাঃ—নির্ভরশীল; হি—বস্তুত; বঃ—আপনার।

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—আপনি আমাদের গুরু, পিতৃব্য ও প্রশংসনীয় বন্ধু, এবং আপনার পুত্রের মতোই আমরা সর্বদা আপনার সুরক্ষা, পালন ও অনুকম্পার উপর নির্ভরশীল।

শ্লোক ৩০

ভবদ্বিধা মহাভাগা নিষেব্যা অর্হসত্তমাঃ ।
শ্রেয়স্কামৈর্নৃভির্নিত্যং দেবাঃ স্বার্থা ন সাধবঃ ॥ ৩০ ॥

ভবৎ-বিধাঃ—আপনার মতো; মহা-ভাগাঃ—সুমহান; নিষেব্যাঃ—সেব্যতম; অর্হ—পূজনীয়গণের; সৎ-তমাঃ—পরম সাধুসুলভ; শ্রেয়ঃ—মঙ্গল; কামৈঃ—যাঁরা আকাঙ্ক্ষা করেন; নৃভিঃ—মানুষের দ্বারা; নিত্যম্—সর্বদা; দেবাঃ—দেবতাগণ; স্ব-অর্থাঃ—তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থ-সচেতন; ন—তেমন নয়; সাধবঃ—সাধুসুলভ ভক্তগণ।

অনুবাদ

আপনার মতো সুমহান মানুষেরাই প্রকৃত সেব্য এবং জীবনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের পরম পূজনীয়। সাধারণ দেবতারা তাঁদের আপন স্বার্থ সচেতন, কিন্তু সাধুসুলভ ভক্তেরা কখনও তেমন নন।

তাৎপর্য

কার্যত দেবতারা জাগতিক মঙ্গল প্রদান করতে পারেন, অপরপক্ষে জীবনের প্রকৃত সার্থকতা তথা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রদানের শক্তি ভগবানের সাধু-ভক্তগণেরই রয়েছে। তাই, শ্রীকৃষ্ণ এখানে তাঁর পিতৃব্য অক্রূরের প্রতি যে শ্রদ্ধাভাব পোষণ করেন, তা সুদৃঢ় করছেন।

শ্লোক ৩১

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ৩১ ॥

ন—না; **হি**—বস্তুত; **অপ্-ময়ানি**—জলময়; **তীর্থানি**—তীর্থ স্থানসমূহ; **ন**—তেমন নয়; **দেবাঃ**—বিগ্রহসমূহ; **মৃৎ**—মৃত্তিকার; **শিলা**—এবং শিলা; **ময়াঃ**—নির্মিত; **তে**—তারা; **পুনন্তি**—পবিত্র করে; **উরু-কালেন**—দীর্ঘকাল পরে; **দর্শনাৎ**—দর্শনের দ্বারা; **এব**—কেবলমাত্র; **সাধবঃ**—সাধুগণ।

অনুবাদ

কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, পবিত্র নদ-নদী সমন্বিত তীর্থস্থানগুলি রয়েছে, অথবা মৃত্তিকা ও শিলা নির্মিত বিগ্রহরূপে দেবতারা আবির্ভূত হন। কিন্তু এই সমস্তকিছুই কেবলমাত্র দীর্ঘকাল পরে আত্মাকে পবিত্র করে, অথচ সাধু ব্যক্তিদের কেবল দর্শন ফলেই পবিত্র হওয়া যায়।

শ্লোক ৩২

স ভবান্ সুহৃদাং বৈ নঃ শ্রেয়ান্ শ্রেয়শ্চিকীর্ষয়া ।
জিজ্ঞাসার্থং পাণ্ডবানাং গচ্ছস্ব ত্বং গজাহ্বয়ম্ ॥ ৩২ ॥

সঃ—সেই ব্যক্তি; **ভবান্**—আপনি; **সুহৃদাম্**—সুহৃদগণের মধ্যে; **বৈ**—অবশ্যই; **নঃ**—আমাদের; **শ্রেয়ান্**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **শ্রেয়ঃ**—তাদের কল্যাণের জন্য; **চিকীর্ষয়া**—আয়োজন করার ইচ্ছায়; **জিজ্ঞাসা**—অনুসন্ধানের; **অর্থম্**—জন্য; **পাণ্ডবানাম্**—পাণ্ডুর পুত্রদের সম্বন্ধে; **গচ্ছস্ব**—গমন করুন; **ত্বম্**—আপনি; **গজ-আহ্বয়ম্**—গজাহ্বয়ের উদ্দেশে (হস্তিনাপুর, কুরু বংশের রাজধানী)।

অনুবাদ

আপনি অবশ্যই আমাদের সুহৃদগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই দয়া করে হস্তিনাপুর গমন করুন এবং পাণ্ডবগণের শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে, তাঁরা কেমন আছেন, অনুসন্ধান করুন।

তাৎপর্য

সংস্কৃতে অনুজ্ঞাসূচক 'তুমি যাও' হয়ত *গচ্ছস্ব* বা *গচ্ছ* দ্বারা সম্পাদিত হয়। এইগুলির দ্বিতীয়টিতে *গচ্ছ* শব্দটির অনুসারী, প্রধানত স্ব, যা সম্বোধনাত্মক অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে, ইঙ্গিত করছে যে, শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে 'আমাদের আপন' রূপে সম্বোধন করছেন। তাঁর পিতৃব্যর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বোঝাতেই তা উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৩

পিতর্যুপরতে বালাঃ সহ মাত্রা সুদুঃখিতাঃ ।
আনীতাঃ স্বপুরং রাজ্ঞা বসন্ত ইতি শুশ্রুম ॥ ৩৩ ॥

পিতরি—তাঁদের পিতা; **উপরতে**—যখন তিনি পরলোকে গেলেন; **বালাঃ**—বালকগণ; **সহ**—সহ; **মাত্রা**—তাঁদের মাতা; **সু**—অত্যন্ত; **দুঃখিতাঃ**—দুঃখিতা; **আনীতাঃ**—আনীত হয়েছিলেন; **স্ব**—তাঁর নিজ; **পুরম্**—রাজধানী নগরীতে; **রাজ্ঞা**—রাজা দ্বারা; **বসন্তে**—তাঁরা বাস করছেন; **ইতি**—এইভাবে; **শুশ্রুম**—আমরা শুনেছি।

অনুবাদ

আমরা শুনেছি যে, তাঁদের পিতা যখন পরলোক গমন করলেন, তখন বাল্য বয়সে পাণ্ডবদের তাঁদের শোকগ্রস্তা মায়ের সঙ্গে রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজধানী নগরীতে এনেছেন এবং তাঁরা এখন সেখানে বাস করছেন।

শ্লোক ৩৪

তেষু রাজাম্বিকাপুত্রো ভ্রাতৃপুত্রেষু দীনধীঃ ।
সমো ন বর্ততে নূনং দুষ্পুত্রবশগোঽন্ধদৃক্ ॥ ৩৪ ॥

তেষু—তাঁদের প্রতি; **রাজা**—রাজা (ধৃতরাষ্ট্র); **অম্বিকা**—অম্বিকার; **পুত্রঃ**—পুত্র; **ভ্রাতৃ**—তাঁর ভ্রাতার; **পুত্রেষু**—পুত্রদের প্রতি; **দীন-ধীঃ**—যার মন দুর্বল; **সমঃ**—সমান; **ন বর্ততে**—হয় না; **নূনম্**—নিশ্চয়ই; **দুঃ**—দুষ্ট; **পুত্র**—তাঁর পুত্রদের; **বশগঃ**—বশীভূত; **অন্ধ**—অন্ধ; **দৃক্**—যাঁর দৃষ্টি।

অনুবাদ

বাস্তবিকই, দুর্বল মনের অম্বিকাপুত্র ধৃতরাষ্ট্র তাঁর দুষ্ট পুত্রদের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়েছেন এবং তাই সেই অন্ধ রাজা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদের সঙ্গে ন্যায্য আচরণ করছেন না।

শ্লোক ৩৫

গচ্ছ জানীহি তদ্বৃত্তমধুনা সাধ্বসাধু বা ।
বিজ্ঞায় তদ্বিধাস্যামো যথা শং সুহৃদাং ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥

গচ্ছ—গমন করুন; **জানীহি**—অবগত হন; **তৎ**—তাঁর (ধৃতরাষ্ট্রের); **বৃত্তম্**—আচরণ; **অধুনা**—বর্তমানে; **সাধু**—সাধু; **অসাধু**—অসাধু; **বা**—বা; **বিজ্ঞায়**—অবগত হয়ে; **তৎ**—সেই; **বিধাস্যামঃ**—আমরা আয়োজন করব; **যথা**—যাতে; **শম্**—মঙ্গল; **সুহৃদাম্**—আমাদের সুহৃদগণের; **ভবেৎ**—হয়।

অনুবাদ

সেখানে গিয়ে দেখুন—ধৃতরাষ্ট্র যথাযথ আচরণ করছেন কি না। আমরা জানতে পারলে, আমাদের সুহৃদবর্গের সাহায্যের জন্য আমরা প্রয়োজনীয় আয়োজন করব।

শ্লোক ৩৬

ইত্যক্রূরং সমাদিশ্য ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।
সঙ্কর্ষণোদ্ধবাভ্যাং বৈ ততঃ স্বভবনং যযৌ ॥ ৩৬ ॥

ইতি—এই সমস্ত বাক্যের দ্বারা; **অক্রূরম্**—অক্রূর; **সমাদিশ্য**—সম্পূর্ণ নির্দেশ প্রদান করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **হরিঃ ঈশ্বরঃ**—শ্রীহরি; **সঙ্কর্ষণ**—শ্রীবলরাম সহ; **উদ্ধবাভ্যাম্**—এবং উদ্ধব; **বৈ**—বস্তুত; **ততঃ**—তখন; **স্ব**—তাঁর নিজ; **ভবনম্**—গৃহে; **যযৌ**—গমন করলেন।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—] এইভাবে অক্রূরকে সম্পূর্ণ নির্দেশ প্রদান করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি অতঃপর শ্রীসঙ্কর্ষণ ও উদ্ধবের সাথে তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের তুষ্ট করেন' নামক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশ অধ্যায়

অক্রূরের হস্তিনাপুর গমন

কিভাবে অক্রূর হস্তিনাপুর গমন করলেন, ধৃতরাষ্ট্রের ভ্রাতুষ্পুত্র, পাণ্ডবদের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের অনৈতিক ব্যবহার লক্ষ্য করলেন এবং পরে মথুরায় প্রত্যাবর্তন করলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে অক্রূর হস্তিনাপুর গমন করেন, যেখানে তিনি কৌরব ও পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হন এবং তারপর পাণ্ডবদের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র কিরকম আচরণ করছিলেন, তা অবগত হওয়ার জন্য উদ্যোগী হন। এই কাজে অক্রূরকে কয়েকমাস হস্তিনাপুরে থাকতে হয়েছিল।

কিভাবে পাণ্ডবদের সমুন্নত গুণাবলীর প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের ঈর্ষাপরায়ণ পুত্ররা বিভিন্ন অসৎ উপায়ে তাঁদের বিনাশ করার চেষ্টা করেছিল এবং আরও অত্যাচারের চিন্তা করছিল, বিদুর ও কুন্তীদেবী অক্রূরকে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছিলেন। অশ্রুপূর্ণ নয়নে, কুন্তীদেবী অক্রূরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমার পিতা-মাতা, কৃষ্ণ ও বলরাম ও অন্যান্য স্বজনবর্গ কখনও কি আমার ও আমার পুত্রদের কথা ভাবেন, এবং আমার দুঃখের সময় কৃষ্ণ কখনও আমাদের সান্ত্বনা দিতে আসবেন কি?" এরপর কুন্তীদেবী তাঁর সুরক্ষার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করতে লাগলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের কাছে শরণাগতি প্রার্থনা করে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন। কুন্তীদেবীকে আশ্বস্ত করে অক্রূর বললেন, "যেহেতু আপনার পুত্ররা ধর্ম ও বায়ুর মতো দেবতাদের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছে, তাই এমন আশা করার কোন কারণ নেই যে, কোন দুর্ভাগ্য তাদের উপর নেমে আসবে। বরং, আপনার দৃঢ়রূপে নিশ্চিত থাকা উচিত যে, অতি শীঘ্রই তারা যথাসম্ভব মহা সৌভাগ্য লাভ করবে।"

অক্রূর অতঃপর ধৃতরাষ্ট্রের কাছে কৃষ্ণ ও বলরামের বার্তা নিবেদন করলেন। অক্রূর রাজাকে বললেন, "পাণ্ডুর মৃত্যুর পর আপনি এই রাজসিংহাসন গ্রহণ করেছেন। সকলকে সমভাবে দর্শনের মাধ্যমে রাজার যা ধর্মসুলভ কর্তব্য, সেইভাবে আপনার প্রজাদের ও সকল আত্মীয়স্বজনকে রক্ষা করা উচিত। এমনই ন্যায্য আচরণের দ্বারা আপনি যশ ও সৌভাগ্য লাভ করবেন। কিন্তু আপনি যদি এই আচরণের অন্যথা করেন, তবে আপনি এই জীবনে কেবল অপযশই লাভ করবেন এবং পরবর্তী জীবনে দণ্ডস্বরূপ নরক প্রাপ্ত হবেন। জীব একাকীই জন্মগ্রহণ করে এবং একাকীই তার জীবন পরিত্যাগ করে। তার পুণ্য ও পাপের ফল সে একাকীই ভোগ করে। কেউ যদি তার নিজের প্রকৃত আত্মস্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ

হয়, এবং তার পরিবর্তে বংশধরদের অসৎ কর্মে প্রশ্রয় দানের মাধ্যমে তাদের পালন করে, তবে অবশ্যই সে নরকে যাবে। তাই ঘুমন্ত মানুষের স্বপ্ন, জাদুকরের ইন্দ্রজাল বা অস্থিরচিত্তের কল্পনার মতোই এই জড় জীবনের অস্থিরতাকে বোঝবার মতো শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং শান্ত ও সমদর্শী থাকার জন্য মনকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।"

এর উত্তরে, ধৃতরাষ্ট্র বললেন, "হে অক্রূর, মধুর অমৃতসম তোমার মঙ্গলপ্রদ বাক্যগুলি আমি আর শুনতে পারি না। কারণ, আমার পুত্রদের জন্য প্রীতি-ভালবাসার দৃঢ় বন্ধন আমাকে তাদের প্রতি স্নেহাসক্ত করেছে; তাই তোমার কথায় আমার মন স্থির হতে পারছে না। ভগবানের আয়োজন কেউই পরিবর্তন করতে পারে না; যদুবংশে তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্য অবশ্যই পূর্ণ হবে।"

এভাবে ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব অবগত হয়ে, অক্রূর তাঁর প্রিয় আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করে মথুরায় প্রত্যাবর্তন করলেন এবং সেখানে তিনি কৃষ্ণ ও বলরামের কাছে সমস্ত কিছু বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ১-২

শ্রীশুক উবাচ

স গত্বা হাস্তিনপুরং পৌরবেন্দ্রযশোঽঙ্কিতম্ ।
দদর্শ তত্রাম্বিকেয়ং সভীষ্মং বিদুরং পৃথাম্ ॥ ১ ॥
সহপুত্রং চ বাহ্লীকং ভারদ্বাজং সগৌতমম্ ।
কর্ণং সুযোধনং দ্রৌণিং পাণ্ডবান্ সুহৃদোঽপরান্ ॥ ২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **সঃ**—তিনি (অক্রূর); **গত্বা**—গমন করে; **হাস্তিন-পুরম্**—হস্তিনাপুরে; **পৌরব-ইন্দ্র**—পুরু বংশের রাজাগণের; **যশঃ**—কীর্তি দ্বারা; **অঙ্কিতম্**—শোভিত; **দদর্শ**—তিনি দর্শন করলেন; **তত্র**—সেখানে; **আম্বিকেয়ম্**—অম্বিকা-পুত্র (ধৃতরাষ্ট্র); **স**—সহ একত্রে; **ভীষ্মম্**—ভীষ্ম; **বিদুরম্**—বিদুর; **পৃথাম্**—পৃথা (কুন্তী, রাজা পাণ্ডুর বিধবা); **সহ-পুত্রম্**—তাঁর পুত্রসহ (সোমদত্ত); **চ**—এবং; **বাহ্লীকম্**—মহারাজ বাহ্লীক; **ভারদ্বাজম্**—দ্রোণ; **স**—এবং ; **গৌতমম্**—কৃপ; **কর্ণম্**—কর্ণ; **সুযোধনম্**—দুর্যোধন; **দ্রৌণিম্**—দ্রোণ পুত্র (অশ্বত্থামা); **পাণ্ডবান্**—পাণ্ডুর পুত্ররা; **সুহৃদঃ**—সুহৃদগণ; **অপরান্**—অন্যান্য।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—পৌরব রাজগণের কীর্তি দ্বারা প্রসিদ্ধ নগরী হস্তিনাপুরে অক্রূর গমন করলেন। সেখানে তিনি ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, বিদুর এবং বাহ্লীক ও তাঁর

পুত্র সোমদত্ত সহ কুন্তীকে দর্শন করলেন। তিনি দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, দুর্যোধন, অশ্বত্থামা, পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য ঘনিষ্ঠ সুহৃদগণকেও দর্শন করলেন।

শ্লোক ৩

যথাবদুপসঙ্গম্য বন্ধুভির্গান্দিনীসুতঃ ।
সম্পৃষ্টস্তৈঃ সুহৃদ্বার্তাং স্বয়ং চাপৃচ্ছদব্যয়ম্ ॥ ৩ ॥

যথা-বৎ—যথা নিয়মে; **উপসঙ্গম্য**—মিলিত হয়ে; **বন্ধুভিঃ**—তার আত্মীয় ও বন্ধুগণের সঙ্গে; **গান্দিনী-সুতঃ**—অক্রূর, গান্দিনী পুত্র; **সম্পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হলেন; **তৈঃ**—তাঁদের দ্বারা; **সুহৃৎ**—তাঁদের প্রিয়জনের; **বার্তাম্**—বার্তা; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **চ**—ও; **অপৃচ্ছৎ**—প্রশ্ন করলেন; **অব্যয়ম্**—তাঁদের কুশল সম্বন্ধে।

অনুবাদ

গান্দিনীনন্দন অক্রূর যথা নিয়মে তাঁর সকল আত্মীয় ও বন্ধুগণকে অভিনন্দিত করার পর, তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সংবাদ তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন এবং তিনিও তাঁদের কুশল বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্লোক ৪

উবাস কতিচিন্মাসান্ রাজ্ঞো বৃত্তবিবিৎসয়া ।
দুষ্প্রজস্যাল্পসারস্য খলচ্ছন্দানুবর্তিনঃ ॥ ৪ ॥

উবাস—বাস করেছিলেন; **কতিচিৎ**—কয়েক; **মাসান্**—মাস; **রাজ্ঞঃ**—রাজার (ধৃতরাষ্ট্র); **বৃত্ত**—ব্যবহার; **বিবিৎসয়া**—অবগত হওয়ার ইচ্ছায়; **দুষ্প্রজস্য**—যার পুত্ররা ছিল অসৎ; **অল্প**—দুর্বল; **সারস্য**—ধৃতি; **খল**—খল ব্যক্তির (যেমন কর্ণ); **ছন্দ**—ইচ্ছাসমূহ; **অনুবর্তিনঃ**—অনুসরণ করার প্রবণতা।

অনুবাদ

দুষ্টকর্মা পুত্রাদির পিতা এবং খলধর্মী মানুষদের ইচ্ছাধীন দুর্বলমতি রাজার আচার-আচরণ বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে তিনি হস্তিনাপুরে কয়েকমাস থাকলেন।

শ্লোক ৫-৬

তেজ ওজোবলং বীর্যং প্রশ্রয়াদীংশ্চ সদ্‌গুণান্ ।
প্রজানুরাগং পার্থেষু ন সহদ্ভিশ্চিকীর্ষিতম্ ॥ ৫ ॥
কৃতং চ ধার্তরাষ্ট্রৈর্যদ্ গরদানাদ্যপেশলম্ ।
আচখ্যৌ সর্বমেবাস্মৈ পৃথা বিদুর এব চ ॥ ৬ ॥

তেজঃ—প্রভাব; ওজঃ—দক্ষতা; বলম্—বল; বীর্যম্—সাহস; প্রশ্রয়—বিনয়; আদীন্—প্রভৃতি; চ—এবং; সৎ—চমৎকার; গুণান্—গুণাবলী; প্রজা—প্রজাদের; অনুরাগম্—পরম অনুরাগ; পার্থেষু—পৃথার পুত্রদের জন্য; ন সহদ্ভিঃ—সহ্য করতে না পেরে; চিকীর্ষিতম্—যে সকল ব্যবহার; কৃতম্—করেছিল; চ—ও; ধার্তরাষ্ট্রৈঃ—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা; যৎ—যেমন; গর—বিষ; দান—প্রদান; আদি—প্রভৃতি; অপেশলম্—অশোভন; আচখ্যৌ—বললেন; সর্বম্—সমস্ত কিছু; এব—বস্তুত; অস্মৈ—তাঁকে (অক্রূরকে); পৃথা—কুন্তী; বিদুরঃ—বিদুর; এব চ—উভয়ে।

অনুবাদ

কুন্তী ও বিদুর অক্রূরকে সবিস্তারে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের অসৎ উদ্দেশ্যগুলি বর্ণনা করলেন—যারা কুন্তীপুত্রদের মহৎ গুণসমূহ—যেমন, তাদের দৃঢ় প্রভাব, সামরিক দক্ষতা, শারীরিক বল, সাহস ও বিনয়—অথবা তাদের জন্য প্রজাদের গভীর অনুরাগ—সহ্য করতে পারত না। কিভাবে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা পাণ্ডবদের বিষ প্রদানের চেষ্টা করেছিল এবং ঐ ধরনের অন্যান্য ষড়যন্ত্র করেছিল, কুন্তী ও বিদুর অক্রূরকে তাও বলেছিলেন।

শ্লোক ৭

পৃথা তু ভ্রাতরং প্রাপ্তমক্রূরমুপসৃত্য তম্ ।
উবাচ জন্মনিলয়ং স্মরন্ত্যশ্রুকলেক্ষণা ॥ ৭ ॥

পৃথা—কুন্তী; তু—এবং; ভ্রাতরম্—তাঁর ভ্রাতা (আরও সঠিকভাবে বৃষ্ণির পৌত্র, তাঁর নিজের এবং বসুদেবের দশম-ক্রম পূর্বপুরুষ); প্রাপ্তম্—প্রাপ্ত; অক্রূরম্—অক্রূর; উপসৃত্য—সমীপে উপস্থিত হয়ে; তম্—তাঁর; উবাচ—তিনি বললেন; জন্ম—তাঁর জন্মের; নিলয়ম্—বাসভূমি (মথুরা); স্মরন্তি—স্মরণ করে; অশ্রু—অশ্রু যুক্ত; কলা—ঈষৎ; ঈক্ষণা—যাঁর দু'নয়ন।

অনুবাদ

কুন্তীদেবী তাঁর ভ্রাতার আগমনের সুযোগ গ্রহণ করে, সঙ্গোপনে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর জন্মস্থানকে স্মরণ করে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে তিনি বললেন।

শ্লোক ৮

অপি স্মরন্তি নঃ সৌম্য পিতরৌ ভ্রাতরশ্চ মে ।
ভগিন্যৌ ভ্রাতৃপুত্রাশ্চ জাময়ঃ সখ্য এব চ ॥ ৮ ॥

অপি—কি; **স্মরন্তি**—তাঁরা স্মরণ করেন; **নঃ**—আমাদের; **সৌম্য**—হে সৌম্য; **পিতরৌ**—পিতা-মাতা; **ভ্রাতরঃ**—ভ্রাতাগণ; **চ**—এবং; **মে**—আমার; **ভগিন্যৌ**—ভগিনীগণ; **ভ্রাতৃ-পুত্রাঃ**—ভ্রাতার পুত্ররা; **চ**—এবং; **জাময়ঃ**—কুলস্ত্রীগণ; **সখ্যঃ**—সখীগণ; **এব চ**—ও।

অনুবাদ

[রাণী কুন্তী বললেন—] হে সৌম্য, আমার পিতা-মাতা, ভ্রাতাগণ, ভগিনীগণ, ভ্রাতুষ্পুত্ররা, কুলস্ত্রীগণ ও সখীগণ আমাদের কি এখনও স্মরণ করেন?

শ্লোক ৯

ভ্রাত্রেয়ো ভগবান্ কৃষ্ণঃ শরণ্যো ভক্তবৎসলঃ ।
পৈতৃষ্বস্রেয়ান্ স্মরতি রামশ্চাম্বুরুহেক্ষণঃ ॥ ৯ ॥

ভ্রাত্রেয়ঃ—ভ্রাতার পুত্র; **ভগবান্**—ভগবান; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **শরণ্যঃ**—আশ্রয় প্রদাতা; **ভক্ত**—তাঁর ভক্তগণের; **বৎসলঃ**—অনুকম্পাপ্রবণ; **পৈতৃ-স্বস্রেয়ান্**—তাঁর পিসীর পুত্রদের; **স্মরতি**—স্মরণ করে; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **চ**—এবং; **অম্বুরুহ**—কমলদল সদৃশ; **ঈক্ষণঃ**—নয়ন যাঁর।

অনুবাদ

আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি তাঁর ভক্তগণের করুণাময় আশ্রয় স্বরূপ, তিনি এখনও তাঁর পিসীর পুত্রদের স্মরণ করেন কি? আর কমলনয়ন বলরামও কি তাদের স্মরণ করেন?

শ্লোক ১০

সপত্নমধ্যে শোচন্তীং বৃকানাং হরিণীমিব।
সান্ত্বয়িষ্যতি মাং বাক্যৈঃ পিতৃহীনাংশ্চ বালকান্ ॥ ১০ ॥

সপত্ন—শত্রুগণের; **মধ্যে**—মধ্যে; **শোচন্তীম্**—বিলাপকারী; **বৃকানাম্**—নেকড়েদের; **হরিণীম্**—এক হরিণী; **ইব**—সদৃশ; **সান্ত্বয়িষ্যতি**—তিনি সান্ত্বনা প্রদান করবেন; **মাম্**—আমাকে; **বাক্যৈঃ**—তাঁর বাক্য দ্বারা; **পিতৃ**—তাঁদের পিতার; **হীনান্**—বঞ্চিত; **চ**—এবং; **বালকান্**—বালকদের।

অনুবাদ

নেকড়েদের মাঝে এক হরিণীর মতো আমার শত্রুদের মধ্যে আমি যে যন্ত্রণা ভোগ করছি, এখন কৃষ্ণ আমাকে ও আমার পিতৃহীন পুত্রদের তাঁর বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা প্রদানের জন্য আসবেন কি?

শ্লোক ১১

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বভাবন ।
প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ শিশুভিশ্চাবসীদতীম্ ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ; **মহা-যোগিন্**—মহাযোগী; **বিশ্ব-আত্মন্**—হে জগতের পরমাত্মা; **বিশ্ব-ভাবন**—হে জগতের রক্ষক; **প্রপন্নাম্**—এই আশ্রিতাকে; **পাহি**—দয়া করে রক্ষা কর; **গোবিন্দ**—হে গোবিন্দ; **শিশুভিঃ**—আমার শিশুগণ সহ; **চ**—এবং; **অবসীদতীম্**—আমি ক্লেশে নিমগ্না হচ্ছি।

অনুবাদ

কৃষ্ণ, কৃষ্ণ! হে পরম যোগী! হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা ও রক্ষক! হে গোবিন্দ! দয়া করে আপনার শরণাগত আমাকে রক্ষা করুন। আমি এবং আমার পুত্ররা দুর্দশায় সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হচ্ছি।

তাৎপর্য

"যেহেতু ভগবান কৃষ্ণ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পালন করেন," কুন্তীদেবী ভাবলেন, "তাই অবশ্যই তিনি আমাদের পরিবারকে রক্ষা করতে পারবেন।" *অবসীদতীম্* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, কুন্তীদেবী দুঃখদুর্দশায় সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়েছিলেন; তাই সম্পূর্ণ পরিশ্রান্ত হয়ে তিনি অসহায়ভাবে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে তাঁর প্রার্থনায় কুন্তীদেবী স্বীকার করেছেন যে, এই সমস্ত দুর্দশাই প্রকৃতপক্ষে আশীর্বাদ, কারণ সেগুলি সর্বদাই তাঁকে গভীরভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হতে বাধ্য করেছে।

শ্লোক ১২

নান্যত্তব পদাম্ভোজাৎ পশ্যামি শরণং নৃণাম্ ।
বিভ্যতাং মৃত্যুসংসারাদীশ্বরস্যাপবর্গিকাৎ ॥ ১২ ॥

ন—না; **অন্যৎ**—অন্য; **তব**—আপনার; **পদ-অম্ভোজাৎ**—পাদপদ্ম ব্যতীত; **পশ্যামি**—আমি দর্শন করি; **শরণম্**—আশ্রয়; **নৃণাম্**—মানুষের জন্য; **বিভ্যতাম্**—ভীতিগ্রস্ত; **মৃত্যু**—মৃত্যুর; **সংসারাৎ**—এবং পুনর্জন্ম; **ঈশ্বরস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **আপবর্গিকাৎ**—মোক্ষপ্রদ।

অনুবাদ

পুনর্জন্ম ও মৃত্যুতে ভীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য, আপনার মোক্ষপ্রদ পাদপদ্ম ব্যতীত আমি আর কোনও আশ্রয় দেখি না, কারণ আপনিই পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ১৩

নমঃ কৃষ্ণায় শুদ্ধায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে ।
যোগেশ্বরায় যোগায় ত্বামহং শরণং গতা ॥ ১৩ ॥

নমঃ—প্রণাম নিবেদন করি; **কৃষ্ণায়**—কৃষ্ণকে; **শুদ্ধায়**—শুদ্ধ; **ব্রহ্মণে**—পরম ব্রহ্ম; **পরম-আত্মনে**—পরমাত্মা; **যোগ**—শুদ্ধ ভক্তির; **ঈশ্বরায়**—নিয়ন্তা; **যোগায়**—সকল জ্ঞানের উৎস; **ত্বাম্**—আপনি; **অহম্**—আমি; **শরণম্**—আশ্রয়ের জন্য; **গতা**—আগমন করেছি।

অনুবাদ

পরম শুদ্ধ, পরম ব্রহ্ম ও পরমাত্মা, যোগেশ্বর ও সকল জ্ঞানের উৎস স্বরূপ হে কৃষ্ণ, আমি আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। আপনার কাছে আশ্রয়ের জন্য আমি উপস্থিত হয়েছি।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী *যোগায়* শব্দটিকে "জ্ঞানের উৎস, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি" এইভাবে অনুবাদ করেছেন। *যোগ* শব্দটিতে সম্পর্ক বা যোগাযোগ বোঝায়, এবং কিছু অর্জন করাও বোঝায়। চেতন আত্মা রূপে ভক্তির মাধ্যমে পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে। সেই সম্পর্কের মাধ্যমে আমরা পরমাত্মার পূর্ণ জ্ঞান লাভ করি। যেহেতু পরমাত্মাই পরম ব্রহ্ম, তাই তাঁর সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞানের অর্থ সমস্ত কিছুরই শুদ্ধ জ্ঞান। যেমন *মুণ্ডক উপনিষদে* (১/৩) উল্লেখ করা হয়েছে—*কস্মিন্ ভগবোবিজ্ঞাতে সর্বম্ ইদং বিজ্ঞাতং ভবতি*—পরম তত্ত্বস্বরূপ ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা গেলে, সমস্ত কিছুকেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তাই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর অপ্রাকৃত শক্তির মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং সেই সম্পর্কই সকল চিন্ময় জ্ঞানের উৎস। এইভাবে আচার্য শ্রীধর, তাঁর সুচিন্তিত অনুবাদের মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনাময় দর্শনতত্ত্বের গভীরতর হৃদয়ঙ্গমে আমাদের উদ্দীপিত করেছেন।

শ্লোক ১৪

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যনুস্মৃত্য স্বজনং কৃষ্ণং চ জগদীশ্বরম্ ।
প্রারুদদ্দুঃখিতা রাজন্ ভবতাং প্রপিতামহী ॥ ১৪ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—যেভাবে এই সমস্ত বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত; **অনুস্মৃত্য**—স্মরণ করে; **স্ব-জনম্**—তাঁর স্বজনবর্গ; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ;

চ—এবং; **জগৎ**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের; **ঈশ্বরম্**—ভগবান; **প্রারুদৎ**—তিনি উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করলেন; **দুঃখিতা**—দুঃখিতা; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **ভবতাম্**—আপনার; **প্রপিতামহী**—প্রপিতামহী।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন, এইভাবে তাঁর পরিবারবর্গের ও জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্মরণে আপনার প্রপিতামহী কুন্তীদেবী শোকে কাঁদতে থাকলেন।

শ্লোক ১৫

সমদুঃখসুখোঽক্রূরো বিদুরশ্চ মহাযশাঃ ।
সান্ত্বয়ামাসতুঃ কুন্তীং তৎপুত্রোৎপত্তিহেতুভিঃ ॥ ১৫ ॥

সম—সমান (তাঁর সঙ্গে); **দুঃখ**—দুঃখ; **সুখঃ**—এবং সুখ; **অক্রূরঃ**—অক্রূর; **বিদুরঃ**—বিদুর; **চ**—এবং; **মহা-যশাঃ**—মহাযশস্বী; **সান্ত্বয়াম্ আসতুঃ**—তাঁরা দু'জনেই সান্ত্বনা দিলেন; **কুন্তীম্**—শ্রীমতী কুন্তীদেবীকে; **তৎ**—তাঁর; **পুত্র**—পুত্রদের; **উৎপত্তি**—জন্মের; **হেতুভিঃ**—কারণ বর্ণনা দ্বারা।

অনুবাদ

যে অসাধারণ উপায়ে রাণী কুন্তীর পুত্ররা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে, কুন্তীদেবীর সুখ ও দুঃখভাগী অক্রূর এবং মহাযশস্বী বিদুর দুজনেই, তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন।

তাৎপর্য

অক্রূর ও বিদুর রাণী কুন্তীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, স্বর্গের দেবতাদের থেকে তাঁর পুত্রদের জন্ম হয়েছিল আর তাই তাঁরা মরণশীল সাধারণ মানুষদের মতো পরাজিত হবেন না। প্রকৃতপক্ষে, বিশেষ পুণ্যবান এই পরিবারের অনুকূলে এক অসাধারণ জয় অপেক্ষা করেছিল।

শ্লোক ১৬

যাস্যন্ রাজানমভ্যেত্য বিষমং পুত্রলালসম্ ।
অবদৎ সুহৃদাং মধ্যে বন্ধুভিঃ সৌহৃদোদিতম্ ॥ ১৬ ॥

যাস্যন্—গমন কালে; **রাজানম্**—রাজা (ধৃতরাষ্ট্র); **অভ্যেত্য**—কাছে গিয়ে; **বিষমম্**—বিষমদর্শী; **পুত্র**—তাঁর পুত্রদের প্রতি; **লালসম্**—একান্ত স্নেহপ্রবণ; **অবদৎ**—তিনি বললেন; **সুহৃদাম্**—স্বজনবর্গ; **মধ্যে**—মধ্যে; **বন্ধুভিঃ**—শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়বর্গ দ্বারা (শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম); **সৌহৃদ**—সৌহার্দ্যবশতঃ; **উদিতম্**—যা বলেছিলেন।

অনুবাদ

রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রদের প্রতি একান্ত স্নেহ অনুভব করার ফলে পাণ্ডবদের প্রতি অন্যায় আচরণ করতেন। অক্রূর বিদায়ের ঠিক আগে, যখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর বন্ধুবর্গ এবং সমর্থকদের নিয়ে বসেছিলেন, তখন তাঁর কাছে গিয়ে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম তাঁর আত্মীয়স্বজনদের প্রতি সৌজন্যবশত যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, তা বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ১৭

অক্রূর উবাচ

ভো ভো বৈচিত্রবীর্য ত্বং কুরূণাং কীর্তিবর্ধন ।
ভ্রাতর্যুপরতে পাণ্ডাবধুনাসনমাস্থিতঃ ॥ ১৭ ॥

অক্রূরঃ উবাচ—অক্রূর বললেন; **ভোঃ ভোঃ**—হে আমার প্রিয়, আমার প্রিয়; **বৈচিত্রবীর্য**—বিচিত্রবীর্যের পুত্র; **ত্বম্**—আপনি; **কুরূণাম্**—কুরুগণের; **কীর্তি**—কীর্তি; **বর্ধন**—হে বর্ধনকারী; **ভ্রাতরি**—আপনার ভ্রাতা; **উপরতে**—পরলোক গমন করায়; **পাণ্ডৌ**—মহারাজ পাণ্ডু; **অধুনা**—এখন; **আসনম্**—সিংহাসন; **আস্থিতঃ**—আরোহণ করেছেন।

অনুবাদ

অক্রূর বললেন—হে আমার প্রিয় বিচিত্রবীর্যের পুত্র, হে কুরুগণের কীর্তি বর্ধনকারী, আপনার ভ্রাতা পাণ্ডু পরলোক গমন করলে, আপনি এখন রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেছেন।

তাৎপর্য

অক্রূর ব্যঙ্গাত্মকভাবে কথা বলছিলেন, কারণ পাণ্ডুর বালক পুত্রদেরই প্রকৃতপক্ষে সিংহাসন অধিকার করা উচিত ছিল। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর, তৎক্ষণাৎ শাসন করার জন্য তাঁরা নিতান্ত শিশু ছিলেন এবং তাই তা ধৃতরাষ্ট্রের প্রযত্নে রাখা ছিল, কিন্তু এখন যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয়েছে এবং তাঁদের সঙ্গত অধিকার হৃদয়ঙ্গম করা উচিত।

শ্লোক ১৮

ধর্মেণ পালয়ন্নুর্বীং প্রজাঃ শীলেন রঞ্জয়ন্ ।
বর্তমানঃ সমঃ স্বেষু শ্রেয়ঃ কীর্তিমবাপ্স্যসি ॥ ১৮ ॥

ধর্মেণ—ধর্মানুসারে; **পালয়ন্**—পালন; **উর্বীম্**—পৃথিবী; **প্রজাঃ**—প্রজা; **শীলেন**—সৎ-চরিত্র দ্বারা; **রঞ্জয়ন্**—আনন্দ বিধান করে; **বর্তমানঃ**—স্থিত হয়ে; **সমঃ**—সমভাবে বিন্যস্ত; **স্বেষু**—আপনার আত্মীয়গণের প্রতি; **শ্রেয়ঃ**—কল্যাণ; **কীর্তিম্**—কীর্তি; **অবাপ্স্যসি**—প্রাপ্ত হবেন।

অনুবাদ

ধর্মানুসারে পৃথিবীকে পালন, সৎ চরিত্র দ্বারা আপনার প্রজাগণের আনন্দ বিধান এবং সকল আত্মীয়বর্গের প্রতি সমভাবে আচরণ করার মাধ্যমে আপনি নিশ্চিতভাবে সাফল্য ও কীর্তি অর্জন করবেন।

তাৎপর্য

অক্রূর ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন যে, যদিও তিনি অন্যায়ভাবে সিংহাসন অধিকার করেছিলেন, তবু এখন যদি তিনি ধর্ম নীতি অনুসারে শাসন করেন এবং সঠিক আচরণ করেন, তবে তিনি সফল হতে পারবেন।

শ্লোক ১৯

অন্যথা ত্বাচরল্ঁ লোকে গর্হিতো যাস্যসে তমঃ ।
তস্মাৎ সমত্বে বর্তস্ব পাণ্ডবেষ্বাত্মজেষু চ ॥ ১৯ ॥

অন্যথা—অন্যথা; **তু**—অধিকন্তু; **আচরন্**—আচরণ; **লোকে**—এই জগতে; **গর্হিতঃ**—নিন্দিত; **যাস্যসে**—আপনি লাভ করবেন; **তমঃ**—অন্ধকার; **তস্মাৎ**—সুতরাং; **সমত্বে**—সমদর্শী; **বর্তস্ব**—হউন; **পাণ্ডবেষু**—পাণ্ডবদের প্রতি; **আত্ম-জেষু**—আপনার পুত্রদের প্রতি; **চ**—এবং।

অনুবাদ

আপনি যদি এর অন্যথা করেন, তাহলে অবশ্যই এই জগতের মানুষ আপনাকে নিন্দা করবে এবং পরবর্তী জীবনে আপনি নরকের অন্ধকারে প্রবেশ করবেন। সুতরাং আপনার নিজের এবং পাণ্ডুর পুত্রগণের প্রতি সমদর্শী হউন।

তাৎপর্য

ধৃতরাষ্ট্রের সামগ্রিক সমস্যাটি ছিল তাঁর অসৎ পুত্রদের প্রতি তাঁর অতিরিক্ত আসক্তি। সেটিই ছিল মারাত্মক ত্রুটি যা তাঁর পতনের কারণ হয়েছিল। চারদিক থেকে সৎ উপদেশের কোনও অভাব ছিল না এবং ধৃতরাষ্ট্রও স্বীকার করেছেন যে, উপদেশটি সঙ্গত ছিল, কিন্তু তিনি তা অনুসরণ করতে পারেননি। যখন মন ও প্রাণ শুদ্ধ হয়, তখনই মানুষ স্বচ্ছ, বাস্তব বুদ্ধি লাভ করতে পারে।

শ্লোক ২০

নেহ চাত্যন্তসংবাসঃ কস্যচিৎ কেনচিৎ সহ ।
রাজন্ স্বেনাপি দেহেন কিমু জায়াত্মজাদিভিঃ ॥ ২০ ॥

ন—না; **ইহ**—এই জগতে; **চ**—এবং; **অত্যন্ত**—চিরস্থায়ী; **সংবাসঃ**—সঙ্গ (একত্রে বাস করা); **কস্যচিৎ**—কারোর; **কেনচিৎ সহ**—কারও সঙ্গে; **রাজন্**—হে রাজন; **স্বেন**—কারও নিজের সঙ্গে; **অপি**—ও; **দেহেন**—দেহ নিয়ে; **কিম্ উ**—তা হলে আর কি বলার; **জায়া**—স্ত্রীর সঙ্গে; **আত্ম-জ**—পুত্র; **আদিভিঃ**—প্রভৃতি।

অনুবাদ

হে রাজন, এই জগতে কারও সঙ্গে কারও চিরস্থায়ী সম্পর্ক নেই। এমন কি আমাদের দেহটিকে নিয়েও আমরা চিরদিন থাকতে পারি না, আমাদের স্ত্রী, পুত্র ও অন্যান্যদের কথা আর বলার কী আছে!

শ্লোক ২১

একঃ প্রসূয়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে ।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতম্ ॥ ২১ ॥

একঃ—একাকী; **প্রসূয়তে**—জন্ম গ্রহণ করে; **জন্তুঃ**—জীব; **একঃ**—একাকী; **এব**—ও; **প্রলীয়তে**—মৃত্যু বরণ করে; **একঃ**—একাকী; **অনুভুঙ্‌ক্তে**—প্রাপ্য ভোগ করে; **সুকৃতম্**—তার সৎ কর্মফল; **একঃ**—একাকী; **এব চ**—এবং নিশ্চিতরূপে; **দুষ্কৃতম্**—অসৎ কর্মফল।

অনুবাদ

প্রতিটি জীবই একাকী জন্মগ্রহণ করে আর একাকীই মৃত্যু বরণ করে, এবং মানুষ নিজেই তার সকল সৎ ও অসৎ কর্মের ফলাফল ভোগ করে।

তাৎপর্য

এখানে *অনুভুঙ্‌ক্তে* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। *ভুঙ্‌ক্তে* অর্থ 'জীবের প্রাপ্য ভোগ করা' এবং *অনু* অর্থ 'পরবর্তী' বা 'পূর্বাপর ক্রম অনুসারে'। পরোক্ষভাবে, আমাদের সকল কাজেরই নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে আমরা সুখ আর দুঃখ ভোগ করে থাকি। আমরা যা করি, তার জন্য আমরাই দায়ী। ধৃতরাষ্ট্র তার হঠকারী আচরণের জন্য যে তাকে একাই দুর্দশা ভোগ করতে হবে, তা ভুলে গিয়ে ভ্রান্তিবশত মোহগ্রস্ত হয়ে তার দুর্বিনীত পুত্রদের প্রতি আসক্ত হয়েই থাকত।

শ্লোক ২২

অধর্মোপচিতং বিত্তং হরন্ত্যন্যেঽল্পমেধসঃ ।
সম্ভোজনীয়াপদেশৈর্জলানীব জলৌকসঃ ॥ ২২ ॥

অধর্ম—অধার্মিক উপায়ে; **উপচিতম্**—উপার্জিত; **বিত্তম্**—বিত্ত; **হরন্তি**—হরণ করে; **অন্যে**—অন্য ব্যক্তিগণ; **অল্প-মেধসঃ**—অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন কারও; **সম্ভোজনীয়**—সম্ভোগের প্রয়োজনে; **অপদেশৈঃ**—মিথ্যা পরিচয়ে; **জলানি**—জল দ্বারা; **ইব**—মতো; **জল-ওকসঃ**—জলে বাসকারীর।

অনুবাদ

যে-জল মাছকে বাঁচিয়ে রাখে, সেই জলই যেমন মাছের সন্তানেরা পান করে, তেমনই অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও অধর্মের পথে যা কিছু অর্জন করে, সেই সমস্ত সম্পদই প্রিয় পোষ্যগণের ছদ্মরূপে নবাগতেরাই হরণ করে নেয়।

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষ মনে করে, তাদের সম্পদ না থাকলে তারা বাঁচতে পারবে না, যদিও মানুষের সম্পদ-সম্পত্তির অধিকার নিতান্তই পরিবেশনির্ভর এবং অনিত্য। সম্পদ-সম্পত্তি যেমন সাধারণ মানুষকে সঞ্জীবিত করে, তেমনই জল মাছের প্রাণরক্ষা করে। মানুষেরও প্রিয় পোষ্যজনেরা তেমনই তার সমস্ত বিত্ত হরণ করে নেয়, যেমন মাছের সন্তানেরা বেঁচে থাকার তাগিদেই জলে বাস করেও সেই জলই খেয়ে নেয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথায় তাই এই জগৎ 'এক অদ্ভুত রহস্যময় বাসস্থান।'

শ্লোক ২৩

পুষ্ণাতি যানধর্মেণ স্ববুদ্ধ্যা তমপণ্ডিতম্ ।
তেঽকৃতার্থং প্রহিণ্বন্তি প্রাণা রায়ঃ সুতাদয়ঃ ॥ ২৩ ॥

পুষ্ণাতি—প্রতিপালন করে; **যান**—যে বস্তুর; **অধর্মেণ**—পাপ কর্মের দ্বারা; **স্ব-বুদ্ধ্যা**—তাদের নিজের মনে করে; **তম্**—তাকে; **অপণ্ডিতম্**—অশিক্ষিত; **তে**—তারা; **অকৃত-অর্থম্**—তার উদ্দেশ্যসমূহকে হতাশ করে; **প্রহিণ্বন্তি**—পরিত্যাগ করে; **প্রাণাঃ**—প্রাণবায়ু; **রায়ঃ**—সম্পদ; **সুত-আদয়ঃ**—পুত্র ও অন্যান্যদের।

অনুবাদ

মূর্খ মানুষ তার জীবন, সম্পদ, সন্তানাদি এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন পালন করার জন্য পাপের প্রশ্রয় দেয়, কারণ সে মনে করে, "এই সমস্ত কিছুই আমার।" পরিশেষে, অবশ্য, সেই সবই তাকে হতাশ করে চলে যায়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকগুলিতে অক্রূর বেশ স্পষ্টভাষায় ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ প্রদান করছেন। যাঁরা *মহাভারতের* কাহিনী জানেন, তাঁরা বুঝবেন—এই উপদেশগুলি কত সঙ্গত ও ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ এবং এই উপদেশ গ্রহণ না করার ফলে ধৃতরাষ্ট্রকে কতখানি কষ্টভোগ করতে হয়েছিল। যদিও মানুষ দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে তার সম্পদ সম্পত্তি আঁকড়ে থাকে, তবু পরিশেষে সব কিছুই তার হারিয়ে যায় এবং জন্ম ও মৃত্যুর চক্র এইভাবে ভ্রমাত্মক জীবকে দ্রুত গ্রাস করে।

শ্লোক ২৪

স্বয়ং কিল্বিষমাদায় তৈস্ত্যক্তো নার্থকোবিদঃ ।
অসিদ্ধার্থো বিশত্যন্ধং স্বধর্মবিমুখস্তমঃ ॥ ২৪ ॥

স্বয়ম্—স্বয়ং; **কিল্বিষম্**—পাপ কর্মফল; **আদায়**—গ্রহণের দ্বারা; **তৈঃ**—তারা; **ত্যক্তঃ**—পরিত্যক্ত; **ন**—না; **অর্থ**—তার জীবনের উদ্দেশ্য; **কোবিদঃ**—যথাযথরূপে জ্ঞাত হয়ে; **অসিদ্ধ**—অপূর্ণ; **অর্থঃ**—লক্ষ্যসমূহ; **বিশতি**—প্রবেশ করে; **অন্ধম্**—অন্ধ; **স্ব**—তার নিজের; **ধর্ম**—ধর্ম; **বিমুখঃ**—বিমুখ; **তমঃ**—অন্ধকার (নরকের)।

অনুবাদ

আপাতদৃষ্ট পোষ্যদের কাছে পরিত্যক্ত হয়ে, জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সম্পর্কে অজ্ঞ, যথার্থ কর্তব্যে বিমুখ, এবং উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ মূর্খ জীব তার পাপময় কর্মফলের বোঝা নিয়ে নরকের অন্ধকারে প্রবেশ করে।

তাৎপর্য

যে সব বস্তুবাদী মানুষ কঠিন অধ্যবসায় নিয়ে ভবিষ্যতের সংস্থান, নিরাপত্তাবিধান, সম্পদ-সম্পত্তি আর পরিবার-পরিজন গড়ে তোলার জন্য পরিশ্রম করছে, তারা অবশেষে তাদের পাপের কষ্টকর ফলভারে জর্জরিত হয়ে নরকের অন্ধকারেই প্রবেশ করে, সেটা এক নিদারুণ বিড়ম্বনামাত্র। অথচ, যাঁরা কৃষ্ণভাবনাময় পারমার্থিক জীবন চর্চা করেন, তাঁরা আপাতদৃষ্টিতে বিপুল সম্পত্তি, বিশাল পরিবার-পরিজন ইত্যাদি আয়ত্ত করা তুচ্ছজ্ঞান করেন, তাঁরাই বহু অপ্রাকৃত সম্পদে পরিপূর্ণ সুসমৃদ্ধ পরজন্মে নবজীবন লাভ করেন এবং তারফলে আত্মার পরমানন্দ উপভোগ করেন।

শ্লোক ২৫

তস্মাল্লোকমিমং রাজন্ স্বপ্নমায়ামনোরথম্ ।
বীক্ষ্যায়ম্যাত্মনাত্মানং সমঃ শান্তো ভব প্রভো ॥ ২৫ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **লোকম্**—জগৎ; **ইমম্**—এই; **রাজন্**—হে রাজন; **স্বপ্ন**—স্বপ্নরূপে; **মায়া**—ইন্দ্রজাল; **মনঃ-রথম্**—মনের কল্পনা; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **আয়ম্য**—নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে এসে; **আত্মনা**—বুদ্ধির দ্বারা; **আত্মানম্**—মন; **সমঃ**—সম; **শান্তঃ**—শান্ত; **ভব**—হউন; **প্রভো**—আমার প্রিয় প্রভু।

অনুবাদ

সুতরাং, হে রাজন, এই জগতকে স্বপ্ন, মায়া বা অস্থির হৃদয়ের কল্পনা জ্ঞান করে বুদ্ধির দ্বারা আপনার মনকে নিয়ন্ত্রণ করুন এবং হে প্রভু, শান্ত ও সমদর্শী হউন।

শ্লোক ২৬

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

যথা বদতি কল্যাণীং বাচং দানপতে ভবান্ ।
তথানয়া ন তৃপ্যামি মর্ত্যঃ প্রাপ্য যথামৃতম্ ॥ ২৬ ॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ উবাচ—ধৃতরাষ্ট্র বললেন; **যথা**—যথা; **বদতি**—বলেছেন; **কল্যাণীম্**—মঙ্গলময়; **বাচম্**—বাক্য; **দান**—দানের; **পতে**—হে প্রভু; **ভবান্**—আপনি; **তথা**—তেমন; **অনয়া**—এর দ্বারা; **ন তৃপ্যামি**—আমি তৃপ্ত নই; **মর্ত্যঃ**—একজন মানুষ; **প্রাপ্য**—প্রাপ্ত হয়; **যথা**—যেরূপ; **অমৃতম্**—অমৃত।

অনুবাদ

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—হে অক্রূর, আপনি যেভাবে মঙ্গলময় কথা বলছেন, মানুষ অমৃত লাভে যেমন কখনই তৃপ্তির সীমা অতিক্রম করতে পারে না, তেমনই আমিও আপনার কথায় সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করতে পারছি না।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, ধৃতরাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে অহংকারী ছিলেন এবং মনে করতেন যে, অক্রূর যা কিছু বলেছিলেন তার সমস্ত কিছুই তিনি ইতিমধ্যে জানতেন, কিন্তু কূটনীতিক গাম্ভীর্য বজায় রাখার জন্য তিনি সাধুসুলভ ভদ্রলোকের মতো কথা বলেছিলেন।

শ্লোক ২৭

তথাপি সূনৃতা সৌম্য হৃদি ন স্থীয়তে চলে ।
পুত্রানুরাগবিষমে বিদ্যুৎ সৌদামনী যথা ॥ ২৭ ॥

তথা অপি—তবুও; **সূনৃতা**—সুমধুর বাক্য; **সৌম্য**—হে সৌম্য; **হৃদি**—আমার হৃদয়ে; **ন স্থীয়তে**—স্থির থাকছে না; **চলে**—অস্থির; **পুত্র**—আমার পুত্রদের জন্য; **অনুরাগ**—অনুরাগ দ্বারা; **বিষমে**—বিষম; **বিদ্যুৎ**—বিদ্যুৎ; **সৌদামনী**—মেঘের মধ্যে; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

হে সৌম্য অক্রূর, আপনার এই সমস্ত সুমধুর বাক্য খুবই কল্যাণকর হলেও, মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ যেমন স্থির থাকতে পারে না, তেমনই পুত্রস্নেহবশত বিষমভাবাপন্ন আমার চঞ্চল হৃদয়ে এই সব উপদেশ স্থির হয়ে থাকতে পারে না।

শ্লোক ২৮

ঈশ্বরস্য বিধিং কো নু বিধুনোত্যন্যথা পুমান্ ।
ভূমের্ভারাবতারায় যোঽবতীর্ণো যদোঃ কুলে ॥ ২৮ ॥

ঈশ্বরস্য—ভগবানের; **বিধিম্**—বিধান; **কঃ**—কে; **নু**—মোটেই; **বিধুনোতি**—লঙ্ঘন করতে পারে; **অন্যথা**—অন্যথা; **পুমান্**—পুরুষ; **ভূমেঃ**—পৃথিবীর; **ভার**—ভার; **অবতারায়**—হ্রাস করার জন্য; **যঃ**—যিনি; **অবতীর্ণঃ**—অবতীর্ণ হয়েছেন; **যদোঃ**—যদুর; **কুলে**—পরিবারে।

অনুবাদ

যিনি ভূভার হরণের জন্য এখন যদুকুলে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানের বিধান কে লঙ্ঘন করতে পারে?

তাৎপর্য

স্বাভাবিকভাবেই আমরা ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, "আপনি যদি এই সমস্ত কিছু জানেন, তা হলে কেন যথাযথ আচরণ করছেন না?" অবশ্য, ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তাধারা ছিল ঠিক এইরকম—তিনি বুঝেছেন যে, সব কিছু ঘটতে শুরু হয়ে গেছে, তাই তা পরিবর্তন করতে তিনি অপারগ। প্রকৃতপক্ষে তার আসক্তি ও পাপাচারী মনোভাবের ফলেই ঘটনাস্রোত ঐভাবে বইতে শুরু হয়েছে এবং তাই, তার নিজের আচরণের দায়িত্ব স্বীকার করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণ পরিষ্কারভাবে *ভগবদ্গীতায়* (৫/১৫) উল্লেখ করেছেন—*নাদত্তে কস্যচিৎ পাপম্*—"পরমেশ্বর ভগবান কারো পাপ কর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করেন না।" আমাদের 'অদৃষ্ট' বা 'ভাগ্যে'র জন্যই আমরা যথাযথ আচরণ করছি না, এই ধরনের দাবী করার পন্থাটি বিপজ্জনক। আমাদের ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করা উচিত এবং আমাদের ও আমাদের সঙ্গীদের জন্য মঙ্গলময় ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করা উচিত।

অবশেষে, মানুষ তর্ক করতে পারে যে, যতই হোক, ধৃতরাষ্ট্র ভগবানের লীলায় যুক্ত এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিত্য পার্ষদ। এর উত্তরে আমরা বলতে পারি যে, ভগবানের লীলাসমূহ কেবল মনোরঞ্জক তা নয়, বরং শিক্ষাপ্রদত্ত এবং এখানে যে শিক্ষাটি পাচ্ছি তা হল, ধৃতরাষ্ট্রের যথাযথ আচরণ করা উচিত ছিল। এই বিষয়টিই ভগবান শিক্ষা দান করতে চেয়েছেন। ধৃতরাষ্ট্র দাবী করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে ভূভার হরণ করতে এসেছিলেন, কিন্তু স্পষ্টভাবে পৃথিবীর অধিবাসীদের অন্যায় আচরণই পৃথিবীর ভার। তাই, ভগবান এখানে আমাদের মঙ্গলের জন্য যে শিক্ষা ও নির্দেশ প্রদান করতে চেয়েছেন, আমরা যেন তা গ্রহণ করি।

শ্লোক ২৯

যো দুর্বিমর্শপথয়া নিজমায়য়েদং
সৃষ্ট্বা গুণান্ বিভজতে তদনুপ্রবিষ্টঃ ।
তস্মৈ নমো দুরববোধবিহারতন্ত্র-
সংসারচক্রগতয়ে পরমেশ্বরায় ॥ ২৯ ॥

যঃ—যিনি; **দুর্বিমর্শ**—অচিন্তনীয়; **পথয়া**—মার্গ; **নিজ**—তাঁর আপন; **মায়য়া**—মায়াশক্তির দ্বারা; **ইদম্**—এই ব্রহ্মাণ্ড; **সৃষ্ট্বা**—সৃষ্টি করছেন; **গুণান্**—তার গুণসমূহ; **বিভজতে**—তিনি বিতরণ করেন; **তৎ**—তার মধ্যে; **অনুপ্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করেন; **তস্মৈ**—তাঁকে; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি; **দুরববোধ**—দুর্জ্ঞেয়; **বিহার**—যাঁর লীলাসমূহের; **তন্ত্র**—তাৎপর্য; **সংসার**—জন্ম ও মৃত্যুর; **চক্র**—চক্র; **গতয়ে**—এবং মোক্ষ (যাঁর কাছ থেকে লাভ হয়); **পরম-ঈশ্বরায়**—পরম নিয়ন্তাকে।

অনুবাদ

যিনি তাঁর অচিন্তনীয় মায়া শক্তির ক্রিয়ার মাধ্যমে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করছেন এবং পরে সেই সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করে প্রকৃতির বিভিন্ন গুণাবলী বিতরণ করেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমার প্রণাম নিবেদন করি। যাঁর লীলার অর্থ দুর্জ্ঞেয়, তাঁর কাছ থেকেই, জন্ম ও মৃত্যু চক্রের বন্ধন ও তা থেকে মুক্তির পন্থা, উভয়ই আমাদের লাভ হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

সকলেই বলে থাকেন যে, ধৃতরাষ্ট্র একজন সাধারণ ব্যক্তি নন, তিনি পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণের একজন পার্ষদ। অবশ্যই কোনও সাধারণ মানুষ ভগবানের উদ্দেশ্যে এমন একটি জ্ঞানগর্ভ স্তব নিবেদন করতে পারতেন না।

শ্লোক ৩০

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যভিপ্রেত্য নৃপতেরভিপ্রায়ং স যাদবঃ ।
সুহৃদ্ভিঃ সমনুজ্ঞাতঃ পুনর্যদুপুরীমগাৎ ॥ ৩০ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **অভিপ্রেত্য**—নিশ্চিত হয়ে; **নৃপতেঃ**—রাজার; **অভিপ্রায়ম্**—মানসিকতা; **সঃ**—তিনি; **যাদবঃ**—রাজা যদুর বংশধর অক্রূর; **সুহৃদ্ভিঃ**—তাঁর শুভানুধ্যায়ীদের দ্বারা; **সমনুজ্ঞাতঃ**—বিদায়ের অনুমতি প্রদান; **পুনঃ**—পুনরায়; **যদুপুরীম্**—যদুবংশের নগরীতে; **অগাৎ**—গমন করলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে তিনি নিজে রাজার মনোভাব সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে যাদব অক্রূর, তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় ও স্বজনবর্গের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করে যাদবগণের রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ৩১

শশংস রাম-কৃষ্ণাভ্যাং ধৃতরাষ্ট্রবিচেষ্টিতম্ ।
পাণ্ডবান্ প্রতি কৌরব্য যদর্থং প্রেষিতঃ স্বয়ম্ ॥ ৩১ ॥

শশংস—তিনি বর্ণনা করলেন; **রাম-কৃষ্ণাভ্যাম্**—শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের কাছে; **ধৃতরাষ্ট্র-বিচেষ্টিতম্**—রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আচরণ; **পাণ্ডবান্ প্রতি**—পাণ্ডুর পুত্রদের প্রতি; **কৌরব্য**—হে কুরু বংশধর (পরীক্ষিৎ); **যৎ**—যাঁর; **অর্থম্**—উদ্দেশ্যে; **প্রেষিতঃ**—প্রেরিত হয়েছিলেন; **স্বয়ম্**—স্বয়ং।

অনুবাদ

পাণ্ডবদের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র কিরকম আচরণ করছিলেন শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের নিকট অক্রূর তা বর্ণনা করলেন। হে কুরুবংশজ, যে উদ্দেশ্যে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল এইভাবে তিনি সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'অক্রূরের হস্তিনাপুর গমন' নামক একোনপঞ্চাশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

পঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরী প্রতিষ্ঠা করলেন

কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে যুদ্ধে সতেরবার পরাজিত করেছিলেন এবং তারপর দ্বারকা নগরী নির্মাণ করলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

কংস নিহত হবার পর, তার দুই রাণী, অস্তি ও প্রাপ্তি, তাদের পিতা জরাসন্ধের গৃহে গমন করল এবং কিভাবে কৃষ্ণ তাদের বিধবায় পরিণত করেছিলেন, শোকার্তভাবে তাকে তা বর্ণনা করল। এই বর্ণনা শুনে, রাজা জরাসন্ধ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। সে পৃথিবীকে সকল যাদবশূন্য করার প্রতিজ্ঞা করল এবং মথুরা অবরোধ করার জন্য অসংখ্য সৈন্য সমবেত করল। শ্রীকৃষ্ণ যখন জরাসন্ধের এই আক্রমণ লক্ষ্য করলেন, তখন ভগবান এই পৃথিবীতে তাঁর অবতরণের কথা বিবেচনা করলেন এবং তখন জরাসন্ধের সৈন্য বাহিনী যা ছিল ভূ-ভার স্বরূপ, তা বিনাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

সহসা দুটি দীপ্তিমান রথ ভগবানের নিজস্ব সমস্ত অস্ত্রসম্ভার সহ, সারথি ও উপকরণাদি সজ্জিত হয়ে উপস্থিত হল। তা লক্ষ্য করে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "প্রিয় ভ্রাতা, জরাসন্ধ এখন মথুরাপুরী আক্রমণ করছে, তাই তোমার রথে আরোহণ কর এবং চল, আমরা শত্রু সৈন্যদের বিনাশ করতে যাই।" দুই ভগবান তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাঁদের রথে আরোহণ করলেন এবং নগর হতে নির্গত হলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন বিপক্ষ সৈন্যদলের সম্মুখীন হলেন, তখন তাঁর শত্রুদের মনে ভয়ের উদ্রেক করে, তিনি তাঁর শঙ্খ নিনাদিত করলেন। রাজা জরাসন্ধ তার সৈন্যদল ও রথ প্রভৃতি নিয়ে কৃষ্ণ ও বলরামকে ঘিরে ফেলেছিল, ফলে যে সমস্ত পুর রমণীরা বিভিন্ন প্রাসাদের ছাদগুলিতে আরোহণ করেছিলেন, তাঁরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন, কারণ তাঁরা ভগবান দুজনকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। অতঃপর কৃষ্ণ তাঁর ধনুকে টঙ্কার দিয়ে শত্রুসৈন্যদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে তীর বর্ষণ করতে লাগলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই জরাসন্ধের অগাধ সৈন্যরাশি ধ্বংস হল।

তখন শ্রীবলদেব জরাসন্ধকে বন্দী করে তাকে রজ্জুবদ্ধ করতে উদ্যত হলে শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে নিরস্ত করে রাজাকে মুক্ত করে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বোঝালেন যে, জরাসন্ধ আরেকটি সৈন্যবাহিনীর সমাবেশ করে আবার যুদ্ধ করতে ফিরে আসবে; তাতে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ভূ-ভার হরণ করার লক্ষ্য সহজ হবে। মুক্ত হয়ে জরাসন্ধ মগধে প্রত্যাবর্তন করে তার পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে

তপশ্চর্যা করার সঙ্কল্প করল। অন্যান্য রাজারা তাকে উপদেশ দিল যে, এই পরাজয় নিতান্তই তার কর্মফল মাত্র। এইকথা শুনে রাজা জরাসন্ধ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে এসেছিল।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরাবাসীদের সঙ্গে আবার মিলিত হলে তাঁরা সকলে বিজয় সঙ্গীত গান করে ও বিজয় উৎসবের আয়োজন করে আনন্দ করতে লাগলেন। ভগবান, যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত যোদ্ধাদের পরিত্যক্ত রত্নাদি এবং অলঙ্কারগুলি নিয়ে মহারাজ উগ্রসেনকে উপহার প্রদান করলেন।

জরাসন্ধ মথুরায় যাদবদের সতেরবার আক্রমণ করেছিল এবং প্রত্যেকবারেই তার সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়েছিল। অতঃপর জরাসন্ধ যখন আঠারোবারের জন্য আক্রমণ করতে প্রস্তুত হল, তখন কালযবন নামে এক যোদ্ধা, যে একজন যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর অনুসন্ধান করছিল, তাকে নারদমুনি পাঠালেন যাদবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। তিন কোটি সৈন্য নিয়ে কালযবন যাদবদের রাজধানী অবরোধ করল। শ্রীকৃষ্ণ এই আক্রমণ লক্ষ্য করে বিশেষভাবেই প্রমাদ গণলেন, কারণ তিনি জানতেন, জরাসন্ধের আগমনের সম্ভাবনাও প্রত্যাশিত হয়েছে এবং একই সঙ্গে এই দুই শত্রুর আক্রমণের ফলে যাদবেরা অবশ্যই বিপন্ন বোধ করতে পারে। ভগবান তাই সমুদ্রের মাঝে যাদবদের নিরাপদ আশ্রয়স্বরূপ অপূর্ব এক নগরী পত্তন করলেন; তারপর তাঁর যোগমায়া বলে তাদের সকলকেই সেখানে নিয়ে এলেন। সমাজের চারি বর্ণের সকল মানুষ নিয়েই সেই নগরী পরিপূর্ণ হল এবং তার মাঝে কেউই ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট বোধ করত না। ইন্দ্রের নেতৃত্বে সকল দেবতা তাঁদের মানমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য মূলতঃ ভগবানের কাছ থেকেই প্রাপ্ত তাঁদের সকল বিভূতিসমূহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধার্ঘস্বরূপ নিবেদন করলেন।

তাঁর প্রজারা এইভাবে সুরক্ষিত হয়েছে দেখে, শ্রীবলদেবের অনুমতি নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ নিরস্ত্রভাবে মথুরা থেকে বাইরে এলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অস্তিঃ প্রাপ্তিশ্চ কংসস্য মহিষ্যৌ ভরতর্ষভ ।
মৃতে ভর্তরি দুঃখার্তে ঈয়তুঃ স্ম পিতুর্গৃহান্ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **অস্তিঃ প্রাপ্তিঃ চ**—অস্তি এবং প্রাপ্তি নামক; **কংসস্য**—কংসের; **মহিষ্যৌ**—দুই রাণী; **ভরত-ঋষভ**—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, (পরীক্ষিৎ); **মৃতে**—মৃত্যু হলে; **ভর্তরি**—তাদের স্বামীর; **দুঃখ**—দুঃখের সঙ্গে;

আর্তে—আর্ত হয়ে; ঈয়তুঃ স্ম—তারা গমন করল; পিতুঃ—তাদের পিতার; গৃহান্—গৃহে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, কংস যখন নিহত হল, তার দুই রাণী অস্তি ও প্রাপ্তি শোকার্ত হয়ে তাদের পিতৃগৃহে গমন করেছিল।

শ্লোক ২

পিত্রে মগধরাজায় জরাসন্ধায় দুঃখিতে ।
বেদয়াং চক্রতুঃ সর্বমাত্মবৈধব্যকারণম্ ॥ ২ ॥

পিত্রে—তাদের পিতার কাছে; মগধ-রাজায়—মগধের রাজা; জরাসন্ধায়—জরাসন্ধ নামক; দুঃখিতে—দুঃখিত; বেদয়াম্ চক্রতুঃ—তারা বর্ণনা করেছিল; সর্বম্—সব কিছু; আত্ম—তাদের নিজ; বৈধব্য—বৈধব্য দশার; কারণম্—কারণ।

অনুবাদ

শোকগ্রস্তা দুই রাণী তাদের পিতা মগধরাজ জরাসন্ধের কাছে গিয়ে তারা কিভাবে বিধবা হয়ে গেল, সেই সম্বন্ধে সমস্তই বর্ণনা করল।

শ্লোক ৩

স তদপ্রিয়মাকর্ণ্য শোকামর্ষযুতো নৃপ ।
অযাদবীং মহীং কর্তুং চক্রে পরমমুদ্যমম্ ॥ ৩ ॥

সঃ—সে, জরাসন্ধ; তৎ—সেই; অপ্রিয়ম্—অপ্রিয় সংবাদ; আকর্ণ্য—শ্রবণ করে; শোক—শোক; অমর্ষ—এবং অসহ্য ক্রোধ; যুতঃ—প্রাপ্ত হয়ে; নৃপ—হে রাজন; অযাদবীম্—যাদবশূন্য; মহীম্—পৃথিবী; কর্তুম্—করার; চক্রে—সে করল; পরমম্—অতিশয়; উদ্যমম্—উদ্যম।

অনুবাদ

হে রাজন, সেই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করে, জরাসন্ধ শোক ও ক্রোধে পূর্ণ পৃথিবীকে যাদব শূন্য করার সব রকম সম্ভাব্য চূড়ান্ত উদ্যোগ শুরু করল।

শ্লোক ৪

অক্ষৌহিণীভির্বিংশত্যা তিসৃভিশ্চাপি সংবৃতঃ ।
যদুরাজধানীং মথুরাং ন্যরুধৎ সর্বতো দিশম্ ॥ ৪ ॥

অক্ষৌহিণীভিঃ—অক্ষৌহিণী বাহিনীর দ্বারা (প্রতিটি অক্ষৌহিণী দলে থাকে ২১, ৮৭০ জন হস্তী আরোহণকারী সৈন্য, ২১, ৮৭০ জন রথারোহী, ৬৫, ৬১০ জন অশ্বারোহী সৈন্য এবং ১,০৯,৩৫০ জন পদাতিক সৈন্য); **বিংশত্যা**—কুড়ি; **তিসৃভিঃ চ অপি**—আরো তিন; **সংবৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **যদু**—যদু বংশের; **রাজধানীম্**—রাজধানী; **মথুরাম্**—মথুরা; **ন্যরুধৎ**—সে অবরোধ করল; **সর্বতঃ দিশম্**—চারদিকে।

অনুবাদ

ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী বাহিনী নিয়ে সে চতুর্দিক থেকে যদু-রাজধানী মথুরা অবরোধ করল।

তাৎপর্য

অক্ষৌহিণী বাহিনীতে কত সংখ্যক সৈন্য যুক্ত থাকে, তা শব্দার্থে দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন কালে এক অক্ষৌহিণী সেনা বলতে যুদ্ধের জন্য আদর্শ শক্তির পরিমাপ বোঝানো হত।

শ্লোক ৫-৬

নিরীক্ষ্য তদ্বলং কৃষ্ণ উদ্বেলমিব সাগরম্ ।
স্বপুরং তেন সংরুদ্ধং স্বজনং চ ভয়াকুলম্ ॥ ৫ ॥
চিন্তয়ামাস ভগবান্ হরিঃ কারণমানুষঃ ।
তদ্দেশকালানুগুণং স্বাবতারপ্রয়োজনম্ ॥ ৬ ॥

নিরীক্ষ্য—নিরীক্ষণ করে; **তৎ**—তার (জরাসন্ধের); **বলম্**—সেনা শক্তি; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **উদ্বেলম্**—সীমানা অতিক্রম করা; **ইব**—মতো; **সাগরম্**—এক সাগর; **স্ব**—তাঁর নিজ; **পুরম্**—নগরী, মথুরা; **তেন**—তা দ্বারা; **সংরুদ্ধম্**—অবরুদ্ধ; **স্ব-জনম্**—তাঁর প্রজাবর্গ; **চ**—এবং; **ভয়**—ভয় দ্বারা; **আকুলম্**—আকুল; **চিন্তয়াম্ আস**—তিনি চিন্তা করলেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **হরিঃ**—শ্রীহরি; **কারণ**—সমস্ত কিছুর কারণ; **মানুষঃ**—মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ; **তৎ**—সেই জন্য; **দেশ**—স্থান; **কাল**—ও সময়; **অনুগুণম্**—যোগ্য; **স্ব-অবতার**—এই জগতে স্বীয় অবতরণের; **প্রয়োজনম্**—উদ্দেশ্য।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ, পরমেশ্বর ভগবান, এই জগতের আদি কারণ হলেও তিনি যখন এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন মানুষের ভূমিকায় লীলা করেন। তাই যখন তিনি জরাসন্ধকে তাঁর নগরীর চারদিকে যেন এক উচ্ছ্বসিত মহাসমুদ্রের মতোই সৈন্য সমাবেশ করতে দেখলেন এবং দেখলেন কিভাবে এই সৈন্য বাহনী তাঁর

প্রজাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করছে, তখন স্থান, কাল ও তাঁর বর্তমান অবতারত্বের যথার্থ উদ্দেশ্য অনুসারে তিনি তাঁর উপযুক্ত কর্তব্য নির্ধারণ করলেন।

তাৎপর্য

আচার্যবর্গ উল্লেখ করেছেন যে, জরাসন্ধ ও তার সৈন্যদের মারাত্মক আক্রমণের জন্য পরমেশ্বর ভগবান চিন্তিত হননি। কিন্তু এখানে যেভাবে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ মানুষের ভূমিকায় লীলা করছিলেন (*কারণ-মানুষঃ*), এবং তিনি সেই ভূমিকায় যথার্থ আচরণ করেছেন। এই আচরণকে বলা হয় *লীলা*, তাঁর ভক্তদের আনন্দ বিধানের জন্য ভগবানের এই দিব্য লীলার অভিনয়। যদিও সাধারণ মানুষ ভগবানের লীলায় হতবাক হয়ে যেতে পারে, কিন্তু ভক্তগণ তাঁর আচরণের অনুকরণীয় শৈলীর মাধ্যমে প্রবল আনন্দ আস্বাদন করেন। তাই শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে ভাবছিলেন—"জরাসন্ধকে আমার কিভাবে পরাজিত করা উচিত? আমি কি জরাসন্ধকে বাদ দিয়ে সৈন্যদের হত্যা করব, অথবা জরাসন্ধকে বধ করে সৈন্যদের আমার দলে নিয়ে নেব? কিম্বা, তাদের সকলকেই আমার হত্যা করা উচিত।"

পরবর্তী শ্লোকগুলিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সিদ্ধান্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৭-৮

হনিষ্যামি বলং হ্যেতদ্ ভুবি ভারং সমাহিতম্ ।
মাগধেন সমানীতং বশ্যানাং সর্বভূভুজাম্ ॥ ৭ ॥
অক্ষৌহিণীভিঃ সংখ্যাতং ভটাশ্বরথকুঞ্জরৈঃ ।
মাগধস্তু ন হন্তব্যো ভূয়ঃ কর্তা বলোদ্যমম্ ॥ ৮ ॥

হনিষ্যামি—আমি হত্যা করব; **বলম্**—সৈন্যদের; **হি**—অবশ্যই; **এতৎ**—এই; **ভুবি**—পৃথিবীর; **ভারম্**—ভার; **সমাহিতম্**—সংস্থাপিত; **মাগধেন**—মগধরাজ জরাসন্ধ দ্বারা; **সমানীতম্**—একত্রে আনীত; **বশ্যানাম্**—বশীভূত; **সর্ব**—সকল; **ভূ-ভুজাম্**—রাজাদের; **অক্ষৌহিণীভিঃ**—অক্ষৌহিণী মধ্যে; **সংখ্যাতম্**—সংখ্যাত; **ভট**—(সমন্বিত) পদাতিক সৈন্যদের; **অশ্ব**—অশ্ব; **রথ**—রথ; **কুঞ্জরৈঃ**—এবং হস্তী; **মাগধঃ**—জরাসন্ধ; **তু**—তৎসত্ত্বেও; **ন হন্তব্যঃ**—হত্যা করব না; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **কর্তা**—সে প্রস্তুত করবে; **বল**—সৈন্য (সমাবেশের জন্য); **উদ্যমম্**—উদ্যম্।

অনুবাদ

[পরমেশ্বর ভগবান ভাবলেন—] যেহেতু জরাসন্ধের পদাতিক সৈন্য, অশ্ব, রথ, ও হস্তীদল সমন্বিত অক্ষৌহিণী সমূহের সৈন্যবাহিনী হয়ে উঠেছে পৃথিবীর

ভারস্বরূপ, যা মগধরাজ সমস্ত অনুগত রাজাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে এখানে সমবেত করেছে, তা আমি বিনষ্টই করব। কিন্তু একমাত্র জরাসন্ধকেই হত্যা করা উচিত হবে না, কারণ ভবিষ্যতে সে নিশ্চয়ই আরও এক সৈন্য সমাবেশ ঘটাবে।

তাৎপর্য

যথাযথ বিবেচনার পরে, শ্রীকৃষ্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, যেহেতু তিনি পৃথিবীতে অসুরদের বিনাশ করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন এবং যেহেতু জরাসন্ধ সকল অসুরকে ভগবানের সম্মুখে নিয়ে আসার জন্য অত আগ্রহী, তাই জরাসন্ধকে জীবিত ও কর্মব্যস্ত করে রাখাটাই অধিকতর ফলপ্রসূ হবে।

শ্লোক ৯

এতদর্থোঽবতারোঽয়ং ভূভারহরণায় মে ।
সংরক্ষণায় সাধূনাং কৃতোঽন্যেষাং বধায় চ ॥ ৯ ॥

এতৎ—এই জন্য; **অর্থঃ**—উদ্দেশ্য; **অবতারঃ**—অবতরণ; **অয়ম্**—এই; **ভূ**—পৃথিবীর; **ভার**—ভার; **হরণায়**—দূর করার জন্য; **মে**—আমার দ্বারা; **সংরক্ষণায়**—পূর্ণ সংরক্ষণের জন্য; **সাধূনাম্**—সাধুগণের; **কৃতঃ**—করেছি; **অন্যেষাম্**—অন্যান্যদের (অসাধু); **বধায়**—বধের জন্য; **চ**—এবং।

অনুবাদ

ভূ-ভার হরণ, সাধুগণের সংরক্ষণ এবং অসাধুগণের বিনাশ—এই আমার বর্তমান অবতারের উদ্দেশ্য।

শ্লোক ১০

অন্যোঽপি ধর্মরক্ষায়ৈ দেহঃ সংভ্রিয়তে ময়া ।
বিরামায়াপ্যধর্মস্য কালে প্রভবতঃ ক্বচিৎ ॥ ১০ ॥

অন্যঃ—অন্য; **অপি**—ও; **ধর্ম**—ধর্মের; **রক্ষায়ৈ**—রক্ষার জন্য; **দেহঃ**—দেহ; **সংভ্রিয়তে**—ধারণ করা হয়; **ময়া**—আমার দ্বারা; **বিরামায়**—নিবৃত্ত করার জন্য; **অপি**—ও; **অধর্মস্য**—অধর্মের; **কালে**—কোন সময়ে; **প্রভবতঃ**—প্রকট হয়ে ওঠে; **ক্বচিৎ**—তখন।

অনুবাদ

যখন কোনও সময়ে অধর্ম বিস্তার লাভ করে, তা নিবারণের জন্য এবং ধর্মের রক্ষার জন্য আমি অন্যান্য শরীরও ধারণ করি।

শ্লোক ১১

এবং ধ্যায়তি গোবিন্দ আকাশাৎ সূর্যবর্চসৌ ।
রথাবুপস্থিতৌ সদ্যঃ সসূতৌ সপরিচ্ছদৌ ॥ ১১ ॥

এবম্—এইভাবে; **ধ্যায়তি**—যখন তিনি ধ্যানরত ছিলেন; **গোবিন্দে**—শ্রীকৃষ্ণ; **আকাশাৎ**—আকাশ হতে; **সূর্য**—সূর্যসম; **বর্চসৌ**—দীপ্তি সম্পন্ন; **রথৌ**—দুটি রথ; **উপস্থিতৌ**—উপস্থিত হল; **সদ্যঃ**—সহসা; **স**—সহ; **সূতৌ**—সারথি; **স**—সহ; **পরিচ্ছদৌ**—উপকরণ।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—] এইভাবে যখন ভগবান গোবিন্দ চিন্তা করছিলেন, তখন সূর্যের মতো দীপ্তিসম্পন্ন দুটি রথ সহসা আকাশ থেকে নেমে এল। সেগুলি সারথি ও উপকরণে পরিপূর্ণ ছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই বিষয়ে একমত যে, রথ দুটি ভগবানের আপন আলয়, বৈকুণ্ঠলোক, ভগবদ্ধাম থেকে নেমে এসেছিল। ভগবানের অতুলনীয় প্রযুক্তি কৌশল নিরীক্ষণ করে ভগবানের ঐকান্তিক ভক্তগণ পরম আনন্দ লাভ করেন।

শ্লোক ১২

আয়ুধানি চ দিব্যানি পুরাণানি যদৃচ্ছয়া ।
দৃষ্ট্বা তানি হৃষীকেশঃ সঙ্কর্ষণমথাব্রবীৎ ॥ ১২ ॥

আয়ুধানি—অস্ত্রসমূহ; **চ**—এবং; **দিব্যানি**—দিব্য; **পুরাণানি**—প্রাচীন; **যদৃচ্ছয়া**—আপনা থেকে; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **তানি**—তাদের; **হৃষীকেশঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **সঙ্কর্ষণম্**—শ্রীবলরামকে; **অথ**—তখন; **অব্রবীৎ**—তিনি বললেন।

অনুবাদ

ভগবানের নিত্য দিব্য অস্ত্রশস্ত্রাদিও আপনা থেকে তাঁর সামনে আবির্ভূত হল। সেইসব লক্ষ্য করে, ইন্দ্রিয়াদির অধীশ্বর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীসঙ্কর্ষণকে বললেন।

শ্লোক ১৩-১৪

পশ্যার্য ব্যসনং প্রাপ্তং যদূনাং ত্বাবতাং প্রভো ।
এষ তে রথ আয়াতো দয়িতান্যায়ুধানি চ ॥ ১৩ ॥

এতদর্থং হি নৌ জন্ম সাধূনামীশ শর্মকৃৎ ।
ত্রয়োবিংশত্যনীকাখ্যং ভূমের্ভারমপাকুরু ॥ ১৪ ॥

পশ্য—দর্শন করুন; **আর্য**—হে শ্রদ্ধেয়; **ব্যসনম্**—বিপদ; **প্রাপ্তম্**—এখন উপস্থিত; **যদূনাম্**—যদুগণের; **ত্বা**—আপনার দ্বারা; **অবতাম্**—রক্ষিত; **প্রভো**—হে প্রভু; **এষঃ**—এই; **তে**—আপনার; **রথঃ**—রথ; **আয়াতঃ**—আগমন করেছে; **দয়িতানি**—প্রিয়; **আয়ুধানি**—অস্ত্রশস্ত্রাদি; **চ**—এবং; **এতৎ-অর্থম্**—এই উদ্দেশ্যের জন্য; **হি**—বস্তুত; **নৌ**—আমাদের; **জন্ম**—জন্ম; **সাধূনাম্**—সাধুভক্তগণের; **ঈশ**—হে ঈশ্বর; **শর্ম**—মঙ্গল; **কৃত**—করা; **ত্রয়ঃ-বিংশতি**—ত্রয়োবিংশতি; **অনীক**—সৈন্য; **আখ্যম্**—রূপ; **ভূমেঃ**—পৃথিবীর; **ভারম্**—ভার; **অপাকুরু**—দূর করুন।

অনুবাদ

[ভগবান বললেন—] আমার শ্রদ্ধেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আপনার মুখাপেক্ষী যদুগণকে অবরুদ্ধ করেছে যে বিপদ, তা লক্ষ্য করুন। হে প্রভু, আপনার নিজস্ব রথ ও প্রিয় অস্ত্রশস্ত্র আপনার সামনে উপস্থিত হয়েছে। আমাদের ভক্তবৃন্দের কল্যাণ সুনিশ্চিত করার জন্যই আমরা জন্মগ্রহণ করেছি। কৃপা করে এখন এই ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণীর ভার পৃথিবী থেকে দূর করুন।

শ্লোক ১৫

এবং সম্মন্ত্র্য দাশার্হৌ দংশিতৌ রথিনৌ পুরাৎ ।
নির্জগ্মতুঃ স্বায়ুধাঢ্যৌ বলেনাল্পীয়সা বৃতৌ ॥ ১৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **সম্মন্ত্র্য**—তাঁকে আমন্ত্রণ করে; **দাশার্হৌ**—দশার্হ বংশের দুই সন্তান (কৃষ্ণ ও বলরাম); **দংশিতৌ**—বর্ম ধারণ করে; **রথিনৌ**—তাঁদের রথে আরোহণ করে; **পুরাৎ**—নগরী হতে; **নির্জগ্মতুঃ**—নির্গত হলেন; **স্ব**—তাঁদের নিজ; **আয়ুধ**—অস্ত্র দ্বারা; **আঢ্যৌ**—শোভিত হয়ে; **বলেন**—সৈন্য দ্বারা; **অল্পীয়সা**—অত্যন্ত অল্প; **বৃতৌ**—পরিবৃত হয়ে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভ্রাতাকে এইভাবে আমন্ত্রণ করার পর, সেই দুই দাশার্হ, কৃষ্ণ ও বলরাম, বর্ম পরিধান করে এবং তাঁদের সুশোভিত অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শন করতে করতে তাঁদের রথ চালনা করে নগরী হতে নির্গত হলেন। অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য তাঁদের সঙ্গে ছিল।

শ্লোক ১৬

শঙ্খং দধ্মৌ বিনির্গত্য হরির্দারুকসারথিঃ ।
ততোঽভূৎ পরসৈন্যানাং হৃদি বিত্রাসবেপথুঃ ॥ ১৬ ॥

শঙ্খম্—তাঁর শঙ্খ; **দধ্মৌ**—নিনাদিত করলেন; **বিনির্গত্য**—নির্গত হয়ে; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **দারুক-সারথিঃ**—যাঁর রথের সারথি ছিলেন দারুক; **ততঃ**—ফলে; **অভূৎ**—উদ্রেক হল; **পর**—শত্রুর; **সৈন্যানাম্**—সৈন্যগণের মধ্যে; **হৃদি**—তাদের হৃদয়ে; **বিত্রাস**—ভয়ের; **বেপথুঃ**—কম্পমান।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রথের সারথি দারুকের সঙ্গে নগরী থেকে নির্গত হয়ে শঙ্খধ্বনি করলেন এবং শত্রু সৈন্যগণের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হতে লাগল।

শ্লোক ১৭

তাবাহ মাগধো বীক্ষ্য হে কৃষ্ণ পুরুষাধম ।
ন ত্বয়া যোদ্ধুমিচ্ছামি বালেনৈকেন লজ্জয়া ।
গুপ্তেন হি ত্বয়া মন্দ ন যোৎস্যে যাহি বন্ধুহন্ ॥ ১৭ ॥

তৌ—তাঁদের দুজনকে; **আহ**—বললেন; **মাগধঃ**—জরাসন্ধ; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **হে কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **পুরুষ-অধম**—নরাধম; **ন**—না; **ত্বয়া**—তোমাদের সঙ্গে; **যোদ্ধুম্**—যুদ্ধ করতে; **ইচ্ছামি**—আমি ইচ্ছুক; **বালেন**—একজন বালকের; **একেন**—একা; **লজ্জয়া**—লজ্জায়; **গুপ্তেন**—গুপ্ত; **হি**—বস্তুত; **ত্বয়া**—তোমার সঙ্গে; **মন্দ**—হে মূর্খ; **ন যোৎস্যে**—আমি যুদ্ধ করব না; **যাহি**—চলে যাও; **বন্ধু**—স্বজনদের; **হন্**—হে হত্যাকারী।

অনুবাদ

জরাসন্ধ তাঁদের দুজনকে দেখে বলল—হে কৃষ্ণ, নরাধম! একজন বালকের সঙ্গে যুদ্ধ করা যেহেতু লজ্জাজনক, আমি তাই এইভাবে একাকী তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করি না। তুমি মূর্খ, তাই লুকিয়ে থাকো—ওহে স্বজন হত্যাকারী, চলে যাও! আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব না।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী জরাসন্ধের কথাগুলিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। *পুরুষাধম্* কথাটিকে এইভাবে বোঝা যেতে পারে, *পুরুষা অধমা যস্মাৎ*, অর্থাৎ "কৃষ্ণ, যার কাছে সকল মানুষই নিকৃষ্ট।" অন্যভাবে, এখানে শ্রীকৃষ্ণকে "হে পুরুষোত্তম, শ্রেষ্ঠ

জীব” রূপে সম্বোধন করা হয়েছে। তেমনই, *গুপ্তেন*, ‘লুকানো’ শব্দটি নির্দেশ করছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সত্তা সকলেরই হৃদয়ে স্থিত এবং জড় দৃষ্টিতে তা দেখা যায় না। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে *ত্বয়া মন্দ* বাক্যাংশটিকে *ত্বয়া অমন্দ* রূপেও সন্ধি বিচ্ছেদ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে জরাসন্ধ ইঙ্গিত করছে যে, কৃষ্ণ মূর্খ তো নন, বরং অত্যন্ত সতর্ক। *বন্ধু* শব্দটি জরাসন্ধ ‘স্বজন’ জ্ঞানে প্রয়োগ করেছিল, কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মামা কংসকে বধ করেছিলেন। যাই হোক, *বন্ধ* ‘বন্ধন করা’ ক্রিয়া থেকে বন্ধু শব্দটি এসেছে এবং তাই *বন্ধু হন্* কথাটিকে ‘যিনি অজ্ঞতার বন্ধন বিনাশ করেন’ এই অর্থেও বোঝা যেতে পারে। তেমনই, *যাহি* ‘চলে যাও’ শব্দটি বোঝাচ্ছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকল জীবকে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ওঠার জন্য আশীর্বাদ করুন।

শ্লোক ১৮

তব রাম যদি শ্রদ্ধা যুধ্যস্ব ধৈর্যমুদ্বহ ।
হিত্বা বা মচ্ছরৈশ্ছিন্নং দেহং স্বর্যাহি মাং জহি ॥ ১৮ ॥

তব—তোমার; **রাম**—হে বলরাম; **যদি**—যদি; **শ্রদ্ধা**—দৃঢ় বিশ্বাস; **যুধ্যস্ব**—যুদ্ধ কর; **ধৈর্যম্**—ধৈর্য; **উদ্বহ**—অবলম্বন কর; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **বা**—বা; **মৎ**—আমার; **শরৈঃ**—বান দ্বারা; **ছিন্নম্**—বিচ্ছিন্ন; **দেহম্**—তোমার দেহ; **স্বঃ**—স্বর্গে; **যাহি**—যাও; **মাম্**—আমাকে (অথবা অন্য কোনভাবে); **জহি**—বধ কর।

অনুবাদ

তুমি, বলরাম, যদি মনে কর যে, তুমি লড়তে পারবে, তা হলে সাহস এবং ধৈর্য ধারণ কর এবং আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। আমার বাণ দ্বারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন তোমার দেহ ত্যাগ করে তুমি স্বর্গে যেতে পার, নতুবা আমাকে বধ কর।

তাৎপর্য

আচার্য শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, জরাসন্ধ সন্দেহ করেছিল যে, শ্রীবলরামের দেহ অবিনাশী আর তাই অধিকতর বাস্তব বিকল্পটি সে নিবেদন করেছিল যে, বলরামই জরাসন্ধকে বধ করুন।

শ্লোক ১৯

শ্রীভগবানুবাচ

ন বৈ শূরা বিকত্থন্তে দর্শয়ন্ত্যেব পৌরুষম্ ।
ন গৃহ্ণীমো বচো রাজন্নাতুরস্য মুমূর্ষতঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **ন**—কোর না; **বৈ**—বস্তুত; **শূরাঃ**—বীরগণ; **বিকত্থন্তে**—অসার দম্ভ প্রকাশ; **দর্শয়ন্তি**—তারা প্রদর্শন করে; **এব**—কেবলমাত্র; **পৌরুষম্**—তাদের বিক্রম; **ন গৃহ্নীমঃ**—আমরা গ্রহণ করি না; **বচঃ**—বাক্যসম্ভার; **রাজন্**—হে রাজন্; **আতুরস্য**—মানসিকভাবে অস্থির; **মুমূর্ষতঃ**—মরণোন্মুখ।

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—প্রকৃত বীরগণ কেবলমাত্র দম্ভ প্রকাশ করে না, বরং কার্যক্ষেত্রে তাদের বিক্রম প্রদর্শন করে। আমরা কোনও আতঙ্কগ্রস্ত মুমূর্ষজনের কথা গুরুত্ব দিয়ে মেনে নিতে পারি না।

শ্লোক ২০

শ্রীশুক উবাচ

জরাসুতস্তাবভিসৃত্য মাধবৌ
মহাবলৌঘেন বলীয়সাবৃণোৎ ।
সসৈন্যযানধ্বজবাজিসারথী
সূর্যানলৌ বায়ুরিবাভ্ররেণুভিঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **জরা-সুতঃ**—জরাপুত্র; **তৌ**—তাঁদের দুজনকে; **অভিসৃত্য**—কাছে গিয়ে; **মাধবৌ**—মধু বংশের দুজনকে; **মহা**—মহা; **বল**—সৈন্যবলের; **ওঘেন**—প্লাবন দ্বারা; **বলীয়সা**—বলশালী; **আবৃণোৎ**—আবৃত করেছিল; **স**—সহ; **সৈন্য**—সৈন্য; **যান**—রথ; **ধ্বজ**—ধ্বজা; **বাজি**—অশ্ব; **সারথী**—রথের সারথিরা; **সূর্য**—সূর্য; **অনলৌ**—এবং অগ্নি; **বায়ুঃ**—বায়ু; **ইব**—যেমন; **অভ্র**—মেঘ দ্বারা; **রেণুভিঃ**—ধূলিকণা দ্বারা।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—বায়ু যেমন মেঘরাশি দ্বারা সূর্যকে অথবা ধূলিকণা দ্বারা অগ্নিকে আবৃত করে, জরাপুত্রও সেই মধুবংশজ দুজনের দিকে অগ্রসর হল এবং তার বিশাল সৈন্যরাশি দিয়ে তাঁদের সৈন্য, রথ, ধ্বজ, অশ্ব ও সারথিদের সকলকেই বেষ্টন করেছিল।

তাৎপর্য

আচার্য শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করছেন যে, এটা কেবল মনে হয় যেন মেঘরাশি সূর্যকে আবৃত করেছে—কিন্তু বিশাল আকাশে সূর্য সমুজ্জ্বল রয়ে যায়। ধূলিকণার হাল্কা আবরণও অগ্নির শক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে না। তেমনই, জরাসন্ধের সেনা শক্তির 'আবরণ'ও ছিল নিতান্তই বাহ্যিক।

শ্লোক ২১

সুপর্ণতালধ্বজচিহ্নিতৌ রথাব্
অলক্ষয়ন্ত্যো হরিরাময়োর্মৃধে ।
স্ত্রিয়ঃ পুরাট্টালকহর্ম্যগোপুরং
সমাশ্রিতাঃ সম্মুমুহুঃ শুচার্দিতাঃ ॥ ২১ ॥

সুপর্ণ—গরুড় (বিষ্ণুকে বহনকারী পক্ষীর প্রতীক) সমন্বিত; **তাল**—এবং তালগাছ; **ধ্বজ**—ধ্বজ দ্বারা; **চিহ্নিতৌ**—চিহ্নিত; **রথৌ**—দুটি রথ; **অলক্ষয়ন্ত্যঃ**—চিনতে না পেরে; **হরি-রাময়োঃ**—কৃষ্ণ ও বলরামের; **মৃধে**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণীগণ; **পুর**—নগরীর; **অট্টালক**—উচ্চ গৃহে; **হর্ম্য**—প্রাসাদসমূহ; **গোপুরম্**—এবং পুরদ্বারে; **সমাশ্রিতাঃ**—অবস্থিত হয়ে; **সম্মুমুহুঃ**—মূর্চ্ছিতা হয়েছিলেন; **শুচা**—শোক দ্বারা; **অর্দিতাঃ**—পীড়িত হয়ে।

অনুবাদ

রমণীগণ সুউচ্চ গৃহ, প্রাসাদ ও নগরীর সিংহদ্বারগুলিতে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা যখন গরুড় ও তাল বৃক্ষের প্রতীক সমন্বিত ধ্বজা দ্বারা চিহ্নিত কৃষ্ণ ও বলরামের রথ দুটি আর দেখতে পেলেন না, তখন তাঁরা শোকাহত হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের প্রতি রমণীগণের অনন্যসাধারণ আসক্তির জন্যই তাঁরা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছেন।

শ্লোক ২২

হরিঃ পরানীকপয়োমুচাং মুহুঃ
শিলীমুখাত্যুল্বণবর্ষপীড়িতম্ ।
স্বসৈন্যমালোক্য সুরাসুরার্চিতং
ব্যস্ফূর্জয়চ্ছার্ঙ্গশরাসনোত্তমম্ ॥ ২২ ॥

হরিঃ—শ্রীকৃষ্ণ; **পর**—শত্রুর; **অনীক**—সৈন্যদের; **পয়ঃ-মুচাম্**—মেঘ (সদৃশ); **মুহুঃ**—পুনঃ পুনঃ; **শিলীমুখ**—তাদের বাণের; **অতি**—অতি; **উল্বণ**—ভয়ঙ্কর; **বর্ষ**—বর্ষণের দ্বারা; **পীড়িতম্**—পীড়িত; **স্ব**—তাঁর নিজ; **সৈন্যম্**—সৈন্য; **আলোক্য**—দর্শন করে; **সুর**—দেবতা দ্বারা; **অসুর**—এবং অসুর; **অর্চিতম্**—পূজিত; **ব্যস্ফূর্জয়ৎ**—তিনি টংকার করেছিলেন; **শার্ঙ্গ**—শার্ঙ্গ নামে পরিচিত; **শর-অসন**—তাঁর ধনুক; **উত্তমম্**—সর্বোত্তম।

অনুবাদ

তাঁকে ঘিরে সমবেত মেঘসদৃশ বিপুল শত্রু সৈন্যের দ্বারা অবিশ্রান্ত ও ভয়ঙ্কর বাণ বর্ষণে তাঁর সৈন্যদের পীড়িত হতে দর্শন করে, শ্রীহরি তাঁর শার্ঙ্গ নামক সর্বোত্তম ধনুকে টংকার ধ্বনি করলেন, যে-ধনুকটিকে দেবতা ও অসুরেরা উভয়েই পূজা করে থাকে।

শ্লোক ২৩

গৃহ্ণন্নিশঙ্গাদথ সন্দধচ্ছরান্
বিকৃষ্য মুঞ্চন্ শিতবাণপূগান্ ।
নিঘ্নন্ রথান্ কুঞ্জরবাজিপত্তীন্
নিরন্তরং যদ্বদলাতচক্রম্ ॥ ২৩ ॥

গৃহ্ণন্—গ্রহণ করে; **নিশঙ্গাৎ**—তাঁর তূণ থেকে; **অথ**—তখন; **সন্দধৎ**—সংযোজিত করে; **শরান্**—তীরসমূহ; **বিকৃষ্য**—গুণাকর্ষণ করে; **মুঞ্চন্**—মোচন করতে করতে; **শিত**—শাণিত; **বাণ**—তীরের; **পূগান্**—বন্যা; **নিঘ্নন্**—আঘাত করে; **রথান্**—রথসমূহ; **কুঞ্জর**—হস্তী; **বাজি**—অশ্ব; **পত্তীন্**—এবং পদাতিক সৈন্যদের; **নিরন্তরম্**—অবিশ্রান্তভাবে; **যদ্বৎ**—ঠিক যেন; **অলাত-চক্রম্**—অগ্নিব্যূহ রচনার জন্য চতুর্দিক ভ্রমণকারী জ্বলন্ত মশাল।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর তূণ থেকে তীরগুলি গ্রহণ করলেন, সেগুলি ধনুর্গুণে সংযোজিত করলেন, আকর্ষণ করলেন এবং অগণিত শাণিত বাণরাশি নিক্ষেপ করলেন, যা শত্রুর রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্যদের আঘাত করল। ভগবান তাঁর বাণরাশিকে জ্বলন্ত অগ্নিবলয়ের মতো নিক্ষেপ করছিলেন।

শ্লোক ২৪

নির্ভিন্নকুম্ভাঃ করিণো নিপেতুর্
অনেকশোঽশ্বাঃ শরবৃক্ণকন্ধরাঃ ।
রথা হতাশ্বধ্বজসূতনায়কাঃ
পদায়তশ্ছিন্নভুজোরুকন্ধরাঃ ॥ ২৪ ॥

নির্ভিন্ন—দ্বিখণ্ডিত; **কুম্ভাঃ**—তাদের স্ফীতকায় কপাল; **করিণঃ**—হস্তীসমূহ; **নিপেতুঃ**—পতিত হল; **অনেকশঃ**—একসঙ্গে অনেকগুলি; **অশ্বাঃ**—অশ্ব; **শর**—বাণগুলির

দ্বারা; **বৃক্‌ণ**—ছিন্ন; **কন্ধরাঃ**—যার গ্রীবা; **রথাঃ**—রথ; **হত**—হত; **অশ্ব**—যার অশ্বগুলি; **ধ্বজ**—পতাকা; **সূত**—সারথিরা; **নায়কাঃ**—এবং রথীগণ; **পদায়তঃ**—পদাতিক সৈন্যরা; **ছিন্ন**—ছিন্ন; **ভুজ**—যার দুই বাহু; **ঊরু**—ঊরুদেশ; **কন্ধরাঃ**—এবং স্কন্ধ।

অনুবাদ

হাতিগুলির কপাল দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভূমিতে পতিত হল, সৈন্যবাহিনীর অশ্বগুলি ছিন্ন গ্রীবা হয়ে পতিত হল, রথগুলির অশ্ব, ধ্বজা, সারথি ও রথীগণ সহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পতিত হল এবং পদাতিক সৈন্যদের বাহু, ঊরু ও স্কন্ধ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে বিধ্বস্ত হল।

শ্লোক ২৫-২৮

সঞ্ছিদ্যমানদ্বিপদেভবাজিনাম্
অঙ্গপ্রসূতাঃ শতশোঽসৃগাপগাঃ ।
ভুজাহয়ঃ পূরুষশীর্ষকচ্ছপা
হতদ্বিপদ্বীপহয়গ্রহাকুলাঃ ॥ ২৫ ॥
করোরুমীনা নরকেশশৈবলা
ধনুস্তরঙ্গায়ুধগুল্মসঙ্কুলাঃ ।
অচ্ছূরিকাবর্তভয়ানকা মহা-
মণিপ্রবেকাভরণাশ্মশর্করাঃ ॥ ২৬ ॥
প্রবর্তিতা ভীরুভয়াবহা মৃধে
মনস্বিনাং হর্ষকরীঃ পরস্পরম্ ।
বিনিঘ্নতারীন্মুষলেন দুর্মদান্
সঙ্কর্ষণেনাপরিমেয়তেজসা ॥ ২৭ ॥
বলং তদঙ্গার্ণবদুর্গভৈরবং
দুরন্তপারং মগধেন্দ্রপালিতম্ ।
ক্ষয়ং প্রণীতং বসুদেবপুত্রয়োর্
বিক্রীড়িতং তজ্জগদীশয়োঃ পরম্ ॥ ২৮ ॥

সঞ্ছিদ্যমান—খণ্ড খণ্ড হওয়ায়; **দ্বি-পদ**—দ্বি-পদের (মনুষ্য); **ইভ**—হস্তী; **বাজিনাম্**—এবং অশ্ব; **অঙ্গ**—অঙ্গ হতে; **প্রসূতাঃ**—প্রবাহিত হচ্ছিল; **শতশঃ**—শত শত; **অসৃক্**—রক্তের; **আপ-গাঃ**—নদী; **ভুজ**—বাহু; **অহয়ঃ**—সর্পের ন্যায়; **পূরুষ**—

মানুষের; **শীর্ষ**—মস্তকগুলি; **কচ্ছপাঃ**—কচ্ছপের মতো; **হত**—মৃত; **দ্বিপ**—হাতিগুলি; **দ্বীপ**—দ্বীপের মতো; **হয়**—এবং অশ্বগুলি; **গ্রহ**—কুমীরের মতো; **আকুলাঃ**—পূর্ণ; **কর**—হস্ত; **উরু**—এবং উরু; **মীনাঃ**—মাছের মতো; **নর**—মানুষ; **কেশ**—কেশ; **শৈবলাঃ**—শৈবালের মতো; **ধনুঃ**—ধনুকগুলি; **তরঙ্গ**—তরঙ্গের মতো; **আয়ুধ**—এবং অস্ত্রগুলি; **গুল্ম**—গুল্ম; **সঙ্কুলাঃ**—পরিপূর্ণ; **অচ্ছুরিকা**—রথের চাকা; **আবর্ত**—ঘূর্ণাবর্তের মতো; **ভয়ানকাঃ**—ভয়ানক; **মহা-মণি**—মূল্যবাণ রত্নরাজি; **প্রবেক**—চমৎকার; **আভরণ**—এবং অলঙ্কারাদি; **অশ্ম**—প্রস্তরের মতো; **শর্করাঃ**—এবং কাঁকড়; **প্রবর্তিতাঃ**—প্রবর্তিত হয়েছিল; **ভীরু**—ভীরু; **ভয়-আবহাঃ**—ভয়াবহ; **মৃধে**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **মনস্বিনাম্**—মনস্বীদের জন্য; **হর্ষকারীঃ**—হর্ষোৎফুল্ল; **পরস্পরম্**—পরস্পর; **বিনিঘ্নতা**—যিনি বিনাশ করছিলেন; **অরীন্**—তাঁর শত্রুদের; **মুষলেন**—তাঁর মুষল-অস্ত্র দিয়ে; **দুর্মদান্**—দুর্মদ; **সঙ্কর্ষণেন**—শ্রীবলরাম দ্বারা; **অপরিমেয়**—অপরিমেয়; **তেজসা**—যাঁর তেজ; **বলম্**—সৈন্যবল; **তৎ**—সেই; **অঙ্গ**—হে প্রিয় (রাজা পরীক্ষিৎ); **অর্ণব**—সমুদ্রের মতো; **দুর্গ**—অগাধ; **ভৈরবম্**—এবং ভয়ঙ্কর; **দুরন্ত**—পার হওয়া অসম্ভব; **পারম্**—যার সীমা; **মগধ-ইন্দ্র**—মগধরাজ জরাসন্ধ দ্বারা; **পালিতম্**—পরিরক্ষিত; **ক্ষয়ম্**—বিনাশ করার জন্য; **প্রণীতম্**—নেতৃত্ব করা; **বসুদেব-পুত্রয়োঃ**—বসুদেবের পুত্রদের জন্য; **বিক্রীড়িতম্**—খেলা; **তৎ**—সেই; **জগৎ**—জগতের; **ঈশয়োঃ**—ঈশ্বরের জন্য; **পরম্**—কেবল।

অনুবাদ

যুদ্ধক্ষেত্রে মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বের অঙ্গসমূহ, যা খণ্ড খণ্ড হয়েছিল, তা থেকে রক্তের শত শত নদী প্রবাহিত হয়েছিল। এই সমস্ত নদীগুলিতে হাতগুলি সাপের মতো, মানুষের মাথাগুলি কচ্ছপের মতো; মৃত হাতিগুলিকে দ্বীপের মতো এবং মৃত অশ্বগুলিকে কুমীরের মতো মনে হচ্ছিল। হাত এবং উরুগুলি মাছের মতো, মানুষের চুলের রাশিকে শৈবালের মতো, ধনুকগুলিকে ঢেউয়ের মতো এবং বিভিন্ন অস্ত্রগুলিকে গুল্মের মতো মনে হচ্ছিল। রক্তের নদীগুলি এই সমস্ত কিছুতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

রথের চাকাকে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণির মতো দেখাচ্ছিল এবং মূল্যবান রত্ন ও অলঙ্কারগুলিকে তীব্র বেগে প্রবাহিত রক্তের নদীতে পাথর ও কাঁকরের মতো মনে হচ্ছিল যা ভীরুদের মনে ভয় আর মনস্বিদের আনন্দ উদ্রেক করেছিল। অপরিমেয় শক্তিধর শ্রীবলরাম তাঁর মুষল অস্ত্রের আঘাতের দ্বারা মগধেন্দ্রর সৈন্য বাহিনীকে বিনাশ করেছিলেন এবং যদিও এই বাহিনী ছিল অগাধ ও দুষ্পার সমুদ্রের মতো ভয়ঙ্কর, কিন্তু জগতের ঈশ্বরদ্বয়, বসুদেবের দুই পুত্রের কাছে এই যুদ্ধ ছিল কেবল খেলা মাত্র।

শ্লোক ২৯

স্থিত্যুদ্ভবান্তং ভুবনত্রয়স্য যঃ
সমীহিতেঽনন্তগুণঃ স্বলীলয়া ।
ন তস্য চিত্রং পরপক্ষনিগ্রহস্
তথাপি মর্ত্যানুবিধস্য বর্ণ্যতে ॥ ২৯ ॥

স্থিতি—পালন; **উদ্ভব**—সৃষ্টি; **অন্তম্**—এবং প্রলয়; **ভুবন-ত্রয়স্য**—ত্রিভুবনের; **যঃ**—যিনি; **সমীহিতে**—করেন; **অনন্ত**—অসীম; **গুণঃ**—যাঁর চিন্ময় গুণাবলী; **স্বলীলয়া**—তাঁর নিজ লীলারূপে; **ন**—না; **তস্য**—তাঁর জন্য; **চিত্রম্**—অপূর্ব; **পর**—বিরোধকারী; **পক্ষ**—দলের; **নিগ্রহঃ**—বিনাশ সাধন; **তথা অপি**—তথাপি; **মর্ত্য**—মনুষ্য; **অনুবিধস্য**—অনুকরণকারী; **বর্ণ্যতে**—তা বর্ণনা করা হয়েছে।

অনুবাদ

যিনি ত্রিভুবনের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় রচনা করেন এবং যিনি অনন্ত চিন্ময় গুণাবলীসম্পন্ন, তাঁর কাছে মোটেই আশ্চর্যজনক নয় যে, তিনি একটি বিপক্ষ দলকে বিনাশ করছেন। তবুও, ভগবান যখন মনুষ্যের আচরণ অনুকরণ করে সেটি করেন, তখন ঋষিগণ তাঁর সেই আচরণের বন্দনা করেন।

তাৎপর্য

একবার দার্শনিক অ্যারিস্টট্‌ল যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন যে, ভগবান মনুষ্যেতর কার্যকলাপে কদাচিৎ অংশগ্রহণ করেন, কারণ সেই সকল সাধারণ কার্যকলাপই এমন এক দিব্য ব্যক্তিত্বের কাছে মূল্যহীন। একইভাবে, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর, যিনি প্রায় নিশ্চিতরূপে কখনই অ্যারিস্টট্‌লের রচনা পড়েননি, তিনিও তেমনই একটি যুক্তি উত্থাপন করেছেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র জগতের সৃষ্টি , পালন ও সংহার সাধন করেন, তাই তিনি যখন জরাসন্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন, সেটা কি নিতান্তই এক তুচ্ছ বৈসাদৃশ্য মনে হচ্ছে না?

উত্তরটি এইরকম—শ্রীভগবান মানুষের ভূমিকায় লীলাভিনয় করেন এবং তাঁর আনন্দময় শক্তি বিস্তার করে গতিষ্ণু কার্যকলাপ ও রহস্যময় রোমাঞ্চকর অপ্রাকৃত লীলাসমূহ সৃষ্টি করেন। ভগবানের যোগমায়া শক্তির দ্বারা, তিনি ঠিক মানুষের মতো অবতরণ করেন, আর এইভাবে আমরা জাগতিক মঞ্চে পরম পুরুষের লীলাভিনয় দর্শনের আনন্দ উপভোগ করতে পারি। নিঃসন্দেহে, অতিনিষ্ঠ অজ্ঞাবাদীরা তর্ক করবে যে, কৃষ্ণ যেহেতু ভগবান, তাই এর মাঝে কোন প্রকৃত রহস্যই নেই। এই ধরনের নাস্তিকেরা শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণীয় শক্তিকে বুঝতে পারে

না। এমন কি জাগতিক মঞ্চেও, সৌন্দর্য ও নাট্যরূপ নিজস্ব চমৎকার যুক্তিগুলি মেনে চলে এবং তেমনই আমরা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর নিজস্বতার জন্যই ভালবাসি, আমরা তাঁর সৌন্দর্যের প্রশংসা করি তাঁরই জন্য এবং আমরা শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহ উপভোগ করি কারণ তা প্রকৃতপক্ষে সর্বতোভাবেই চমৎকার। বস্তুত, শ্রীকৃষ্ণ জড়বাদী আত্মাভিমান চরিতার্থের উদ্দেশ্যে তাঁর লীলা সম্পাদন করেন না, বরং আমাদের আনন্দবিধানের জন্যই তিনি তা করেন। এইভাবে অপ্রাকৃত লীলা বিলাসাদি উপস্থাপনের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মানব প্রেমের আচরণ করে থাকেন, যা ভগবানের প্রতি জাগতিক অভিমানের ঊর্ধ্বে অবস্থিত শুদ্ধ-চিত্তের জীবগণের পরম চিন্ময় আনন্দের জন্য ভগবানই সম্পাদন করেন।

এই বিষয়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *গোপাল তাপনী উপনিষদ* থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন—*নরাকৃতি পরব্রহ্ম কারণ মানুষঃ* অর্থাৎ, "পরমব্রহ্ম তাঁর আপন উদ্দেশ্যের জন্য মানুষের মতো রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হন, যদিও তিনি সমস্ত কিছুর উৎস।" একইভাবে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/৩২) আমরা পাই *যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্* অর্থাৎ "চিন্ময় আনন্দের উৎস, সনাতন পরম ব্রহ্ম, তাদের মিত্র রয়েছেন।"

শ্লোক ৩০

জগ্রাহ বিরথং রামো জরাসন্ধং মহাবলম্ ।
হতানীকাবশিষ্টাসুং সিংহঃ সিংহমিবৌজসা ॥ ৩০ ॥

জগ্রাহ—তিনি বন্দী করলেন; **বিরথম্**—রথহীন; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **জরাসন্ধম্**—জরাসন্ধ; **মহা**—মহা; **বলম্**—বল; **হত**—নিহত; **অনীক**—যার সৈন্য; **অবশিষ্ট**—অবশিষ্ট; **অসুম্**—যার শ্বাস; **সিংহঃ**—একটি সিংহ; **সিংহম্**—আরেকটি সিংহ; **ইব**—যেমন; **ওজসা**—বলপূর্বক।

অনুবাদ

রথহীন ও হতসৈন্য জরাসন্ধের কেবলমাত্র নিঃশ্বাসটুকু অবশিষ্ট ছিল। সেই সময়ে শ্রীবলরাম বলপূর্বক সেই শক্তিশালী যোদ্ধাকে বন্দী করলেন, ঠিক যেমন কোনও সিংহ আরেকটি সিংহকে বলপূর্বক ধরাশায়ী করে।

শ্লোক ৩১

বধ্যমানং হতারাতিং পাশৈর্বারুণমানুষৈঃ ।
বারয়ামাস গোবিন্দস্তেন কার্যচিকীর্ষয়া ॥ ৩১ ॥

বধ্যমানম্—আবদ্ধ করতে আরম্ভ করলে; **হত**—যে বধ করেছিল; **অরাতিম্**—তার শত্রুদের; **পাশৈঃ**—পাশবন্ধন দ্বারা; **বারুণ**—বরুণ দেবতার; **মানুষৈঃ**—এবং সাধারণ মানুষের; **বারযাম্ আস**—তাঁকে সংযত করলেন; **গোবিন্দঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **তেন**—তার (জরাসন্ধ) দ্বারা; **কার্য**—কিছু প্রয়োজন; **চিকীর্ষয়া**—পূর্ণ করার মানসে।

অনুবাদ

বরুণের দিব্য পাশবন্ধন ও অন্যান্য জাগতিক রজ্জু দ্বারা, বলরাম সেই বহু শত্রু হন্তা জরাসন্ধকে বন্ধন করতে শুরু করলেন। কিন্তু ভগবান গোবিন্দের তখনও জরাসন্ধের মাধ্যমে একটি উদ্দেশ্য পূর্ণ করা বাকি ছিল এবং তাই তিনি বলরামকে থামতে বললেন।

তাৎপর্য

হতারাতিম্ শব্দটির অর্থ "যে তার শত্রুদের হত্যা করেছে" বা "যার মাধ্যমে তার শত্রুরা নিহত হবে"। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই সুচিন্তিত মন্তব্য প্রদান করেছেন।

শ্লোক ৩২-৩৩

স মুক্তো লোকনাথাভ্যাং ব্রীড়িতো বীরসম্মতঃ ।
তপসে কৃতসঙ্কল্পো বারিতঃ পথি রাজভিঃ ॥ ৩২ ॥
বাক্যৈঃ পবিত্রার্থপদৈর্নয়নৈঃ প্রাকৃতৈরপি ।
স্বকর্মবন্ধপ্রাপ্তোঽয়ং যদুভিস্তে পরাভবঃ ॥ ৩৩ ॥

সঃ—সে, জরাসন্ধ; **মুক্তঃ**—মুক্ত; **লোক-নাথাভ্যাম্**—দুই জগদীশ্বরের দ্বারা; **ব্রীড়িতঃ**—লজ্জিত; **বীর**—বীরগণ দ্বারা; **সম্মতঃ**—সম্মানিত; **তপসে**—তপশ্চর্যা সম্পাদনের জন্য; **কৃত-সঙ্কল্পঃ**—তাঁর মন স্থির করলেন; **বারিতঃ**—নিবারিত হয়েছিলেন; **পথি**—পথে; **রাজভিঃ**—রাজাদের দ্বারা; **বাক্যৈঃ**—বাক্য দ্বারা; **পবিত্র**—পবিত্র; **অর্থ**—অর্থবহ; **পদৈঃ**—শব্দাবলীর দ্বারা; **নয়নৈঃ**—যুক্তি সহকারে; **প্রাকৃতৈঃ**—লৌকিক; **অপি**—ও; **স্ব**—নিজ; **কর্ম-বন্ধ**—অতীত কর্মের অনিবার্য ফল হেতু; **প্রাপ্তঃ**—প্রাপ্ত; **অয়ম্**—এই; **যদুভিঃ**—যদুদের দ্বারা; **তে**—আপনার; **পরাভবঃ**—পরাজয়।

অনুবাদ

যোদ্ধাদের কাছে উচ্চসম্মানিত জরাসন্ধ দুই জগদীশ্বরের কাছ থেকে মুক্তি লাভ করে লজ্জা পেয়েছিল এবং তাই সে তপশ্চর্যার জন্য সঙ্কল্প করল। পথে, বিভিন্ন রাজারা তাকে নানাভাবে পারমার্থিক জ্ঞান ও লৌকিক যুক্তিদ্বারা বুঝিয়েছিল যে, তার পক্ষে আত্মনিগ্রহের ধারণা ত্যাগ করা উচিত। তারা তাকে বলেছিল, "তোমার অতীত কর্মের অনিবার্য ফলস্বরূপ যদুদের কাছে তোমার পরাজয় হয়েছে মাত্র।"

শ্লোক ৩৪

হতেষু সর্বানীকেষু নৃপো বার্হদ্রথস্তদা ।
উপেক্ষিতো ভগবতা মগধান্ দুর্মনা যযৌ ॥ ৩৪ ॥

হতেষু—নিহত হলে; **সর্ব**—সকল; **অনীকেষু**—তার সৈন্যবাহিনীর সেনারা; **নৃপঃ**—রাজা; **বার্হদ্রথঃ**—বৃহদ্রথের পুত্র জরাসন্ধ; **তদা**—তখন; **উপেক্ষিতঃ**—উপেক্ষিত হয়ে; **ভগবতা**—ভগবান কর্তৃক; **মগধান্**—মগধ রাজ্যে; **দুর্মনাঃ**—দুঃখিত চিত্তে; **যযৌ**—গমন করল।

অনুবাদ

তার সকল সৈন্য নিহত হলে এবং নিজেও পরমেশ্বর ভগবানের কাছে উপেক্ষিত হয়ে, বৃহদ্রথপুত্র রাজা জরাসন্ধ তখন মনের দুঃখে মগধ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করল।

শ্লোক ৩৫-৩৬

মুকুন্দোঽপ্যক্ষতবলো নিস্তীর্ণারিবলার্ণবঃ ।
বিকীর্যমাণঃ কুসুমৈস্ত্রিদশৈরনুমোদিতঃ ॥ ৩৫ ॥
মাথুরৈরুপসঙ্গম্য বিজ্বরৈর্মুদিতাত্মভিঃ ।
উপগীয়মানবিজয়ঃ সূতমাগধবন্দিভিঃ ॥ ৩৬ ॥

মুকুন্দঃ—শ্রীকৃষ্ণ; **অপি**—এবং; **অক্ষত**—অক্ষত; **বলঃ**—তাঁর সৈন্যবাহিনী; **নিস্তীর্ণ**—উত্তীর্ণ হলে; **অরি**—তাঁর শত্রুর; **বল**—সৈন্যদের; **অর্ণবঃ**—সমুদ্র; **বিকীর্যমাণঃ**—তাঁর উপরে বর্ষণ করলেন; **কুসুমৈঃ**—পুষ্পরাশি; **ত্রিদশৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **অনুমোদিতঃ**—অভিনন্দিত; **মাথুরৈঃ**—মথুরার জনসাধারণ দ্বারা; **উপসঙ্গম্য**—মিলিত হয়ে; **বিজ্বরৈঃ**—যারা তাদের জ্বর হতে মুক্ত হয়েছিল; **মুদিত-আত্মভিঃ**—মহা আনন্দ অনুভূত; **উপগীয়মান**—গান করে; **বিজয়ঃ**—তাঁর বিজয়; **সূত**—পৌরাণিক চারণকবি দ্বারা; **মাগধ**—প্রশংসাকারী; **বন্দিভিঃ**—এবং ঘোষক।

অনুবাদ

ভগবান মুকুন্দ তাঁর নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে সম্পূর্ণ অক্ষতভাবে তাঁর শত্রুর সৈন্যের সমুদ্র উত্তীর্ণ হলেন। তিনি স্বর্গের অধিবাসীদের অভিনন্দন গ্রহণ করলেন এবং তাঁর ওপরে তাঁরা পুষ্পবর্ষণ করলেন। মথুরাবাসী তাদের প্রচণ্ড আশঙ্কার উত্তাপ থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দে পরিপূর্ণ হলেন, আর চারণকবি, ঘোষক এবং স্তাবকেরা তাঁর বিজয়ের স্তুতি গান করে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য বেরিয়ে এলেন।

শ্লোক ৩৭-৩৮

শঙ্খদুন্দুভয়ো নেদুর্ভেরীতূর্যাণ্যনেকশঃ ।
বীণাবেণুমৃদঙ্গানি পুরং প্রবিশতি প্রভৌ ॥ ৩৭ ॥
সিক্তমার্গাং হৃষ্টজনাং পতাকাভিরভ্যলঙ্কৃতাম্ ।
নির্ঘুষ্টাং ব্রহ্মঘোষেণ কৌতুকাবদ্ধতোরণাম্ ॥ ৩৮ ॥

শঙ্খ—শঙ্খ; **দুন্দুভয়ঃ**—এবং দুন্দুভি; **নেদুঃ**—ধ্বনিত হয়েছিল; **ভেরী**—ভেরী; **তূর্যাণি**—এবং শিঙা; **অনেকশঃ**—এক সঙ্গে অনেক বাদ্য; **বীণা**—বীণা; **বেণু**—বেণু; **মৃদঙ্গানি**—এবং মৃদঙ্গ; **পুরম্**—নগরী (মথুরা); **প্রবিশতি**—তিনি প্রবেশ করলে; **প্রভৌ**—ভগবান; **সিক্ত**—জল দ্বারা অভিষিক্ত; **মার্গাম্**—রাজপথ; **হৃষ্ট**—আনন্দিত; **জনাম্**—এর নাগরিকগণ; **পতাকাভিঃ**—পতাকায়; **অভ্যলঙ্কৃতাম্**—যথেষ্টরূপে অলঙ্কৃত; **নির্ঘুষ্টাম্**—নিনাদিত; **ব্রহ্ম**—বেদের; **ঘোষেণ**—কীর্তন দ্বারা; **কৌতুক**—উৎসব; **আবদ্ধ**—অলঙ্কারাদি; **তোরণাম্**—এর তোরণসমূহে।

অনুবাদ

ভগবান তাঁর নগরীতে প্রবেশ করলে, শঙ্খ ও দুন্দুভি ধ্বনিত হল এবং অনেক ঢোল, শিঙা, বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গের ঐকতান বেজে উঠল। রাজপথগুলি জলে সিক্ত করা হয়েছিল, সর্বত্র পতাকা উড়ছিল এবং তোরণগুলি উৎসবের জন্য অলঙ্কৃত করা হয়েছিল। নগরবাসীরা উল্লসিত হয়ে উঠেছিল এবং বৈদিক মন্ত্রের কীর্তনে নগরী নিনাদিত হচ্ছিল।

শ্লোক ৩৯

নিচীয়মানো নারীভির্মাল্যদধ্যক্ষতাঙ্কুরৈঃ ।
নিরীক্ষ্যমাণঃ সস্নেহং প্রীত্যুৎকলিতলোচনৈঃ ॥ ৩৯ ॥

নিচীয়মানঃ—তাঁর উপরে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন; **নারীভিঃ**—নারীগণ; **মাল্য**—পুষ্পমাল্য; **দধি**—দধি; **অক্ষত**—ঈষৎ ভাজা চাল; **অঙ্কুরৈঃ**—এবং অঙ্কুর; **নিরীক্ষ্যমাণঃ**—নিরীক্ষণ করছিলেন; **সস্নেহম্**—সস্নেহে; **প্রীতি**—প্রীতিবশতঃ; **উৎকলিত**—ব্যাকুলিত; **লোচনৈঃ**—নয়নে।

অনুবাদ

পুর রমণীরা যখন সস্নেহে ভগবানকে দর্শন করছিলেন তখন প্রীতিবশতঃ তাঁদের নয়ন ব্যাকুলিত হয়েছিল এবং তাঁরা তাঁর উপর পুষ্প মাল্য, দধি, অক্ষত তণ্ডুল ও অঙ্কুর ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন।

তাৎপর্য

এই সমস্ত কিছু ঘটেছিল যখন ভগবান কৃষ্ণ মথুরা নগরীতে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ৪০

আয়োধনগতং বিত্তমনন্তং বীরভূষণম্ ।
যদুরাজায় তৎ সর্বমাহৃতং প্রাদিশৎ প্রভুঃ ॥ ৪০ ॥

আয়োধন-গতম্—যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত; **বিত্তম্**—সম্পদসমূহ; **অনন্তম্**—অসংখ্য; **বীর**—বীরগণের; **ভূষণম্**—ভূষণ; **যদু-রাজায়**—যদুগণের রাজা, উগ্রসেনকে; **তৎ**—সেই; **সর্বম্**—সকল; **আহৃতম্**—সংগৃহীত; **প্রাদিশৎ**—উপহার প্রদান করলেন; **প্রভুঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত সকল সম্পদ—প্রধানত, মৃত যোদ্ধাদের অসংখ্য ভূষণসমূহ, যদুরাজকে উপহার প্রদান করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর যোগ করেছেন যে, রত্ন অলঙ্কারসমূহ ঘোড়া ও অন্যান্য জন্তুদের থেকেও সংগৃহীত হয়েছিল। যারা নীতিবাগীশ, তাদের উদ্দেশ্যে এখানে সংযোজন করা যেতে পারে যে, কৃষ্ণ ও বলরামসহ মথুরা নগরীর শেষ মানুষটিকে পর্যন্ত হত্যা করার উদ্দেশ্য নিয়েই জরাসন্ধ মথুরায় এসেছিল। ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় বদ্ধজীব তার নিজের সৃষ্ট প্রতিবিধানের ফলাফল নিজেই উপলব্ধি করার সুযোগ পায় এবং এইভাবেই প্রকৃতির বিধান ও ভগবানের মর্যাদা সম্পর্কে তাদের আরও সচেতন হতে সাহায্য করেন। অবশেষে, জরাসন্ধ এবং অন্যান্যদের, যুদ্ধক্ষেত্রে বধ করে শ্রীকৃষ্ণ তাদের অপ্রাকৃত মুক্তির পুরস্কার প্রদান করেছিলেন। ভগবান কঠোর, কিন্তু তিনি বিদ্বেষপরায়ণ নন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি কৃপার সমুদ্র।

শ্লোক ৪১

এবং সপ্তদশকৃত্বস্তাবত্যক্ষৌহিণীবলঃ ।
যুযুধে মাগধো রাজা যদুভিঃ কৃষ্ণপালিতৈঃ ॥ ৪১ ॥

এবম্—এইভাবে; **সপ্ত-দশ**—সতের; **কৃত্বঃ**—বার; **তাবতি**—এমনকি এইভাবে (পরাজিত হয়েও); **অক্ষৌহিণী**—সমগ্র সৈন্যসমাবেশের; **বলঃ**—তাঁর সামরিক শক্তি; **যুযুধে**—যুদ্ধ করেছিল; **মাগধঃ রাজা**—মগধের রাজা; **যদুভিঃ**—যদুদের সঙ্গে; **কৃষ্ণ-পালিতৈঃ**—কৃষ্ণের দ্বারা সুরক্ষিত।

অনুবাদ

এই একইভাবে সতেরবার মগধরাজকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। কিন্তু তবুও এতবার পরাজয় সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সুরক্ষিত, যদুরাজের বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁর অক্ষৌহিণী বাহিনী নিয়ে সে যুদ্ধ করেছিল।

শ্লোক ৪২

অক্ষিণ্বংস্তদ্বলং সর্বং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণতেজসা ।
হতেষু স্বেষ্বনীকেষু ত্যক্তোঽগাদরিভির্নৃপঃ ॥ ৪২ ॥

অক্ষিণ্বন্—তাঁরা ধ্বংস করেছিলেন; **তৎ**—সেই; **বলম্**—বল; **সর্বম্**—সামগ্রিক; **বৃষ্ণয়ঃ**—বৃষ্ণিগণ; **কৃষ্ণ-তেজসা**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তি দ্বারা; **হতেষু**—হত হলে; **স্বেষু**—তার; **অনীকেষু**—সৈন্যরা; **ত্যক্তঃ**—পরিত্যক্ত; **অগাৎ**—গমন করলেন; **অরিভিঃ**—তার শত্রুর দ্বারা; **নৃপঃ**—রাজা, জরাসন্ধ।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তি দ্বারা, বৃষ্ণিগণ নিশ্চিতরূপে জরাসন্ধের সকল বাহিনীকে ধ্বংস করেছিলেন এবং যখন তার সকল সৈন্য নিহত হল, তখন রাজা তার শত্রুর দ্বারা মুক্ত হয়ে আবার ফিরে গিয়েছিল।

শ্লোক ৪৩

অষ্টাদশমসংগ্রাম আগামিনি তদন্তরা ।
নারদপ্রেষিতো বীরো যবনঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ৪৩ ॥

অষ্টা-দশম—আঠারোবারের; **সংগ্রামে**—যুদ্ধে; **আগামিনি**—সম্ভাবনার; **তৎ-অন্তরা**—সময়ে; **নারদ**—নারদমুনি দ্বারা; **প্রেষিতঃ**—প্রেরিত; **বীরঃ**—এক যোদ্ধা; **যবনঃ**—এক বর্বর (কালযবন নামক); **প্রত্যদৃশ্যত**—উপস্থিত হল।

অনুবাদ

ঠিক যখন অষ্টাদশবারের যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছিল, তখন নারদ মুনির প্রেরিত কালযবন নামে এক বর্বর যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হল।

শ্লোক ৪৪

রুরোধ মথুরামেত্য তিসৃভির্ম্লেচ্ছকোটিভিঃ ।
নৃলোকে চাপ্রতিদ্বন্দ্বো বৃষ্ণীন্ শ্রুত্বাত্মসম্মিতান্ ॥ ৪৪ ॥

রুরোধ—সে অবরোধ করল; **মুথরাম্**—মথুরা; **এত্য**—সেখানে পৌঁছিয়ে; **তিসৃভিঃ**—তিনগুণ; **ম্লেচ্ছ**—ম্লেচ্ছ বর্বর; **কোটিভিঃ**—এক কোটি; **নৃ-লোকে**—মানবজাতির মধ্যে; **চ**—এবং; **অপ্রতিদ্বন্দ্বঃ**—কোন উপযুক্ত প্রতিপক্ষ না পেয়ে; **বৃষ্ণীন্**—বৃষ্ণিগণকে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **আত্ম**—আত্ম; **সম্মিতান্**—তুল্য।

অনুবাদ

মথুরায় এসে এই যবন তিন কোটি বর্বর সৈন্য দিয়ে নগরী অবরোধ করেছিল। সে কখনই যুদ্ধ করার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষ খুঁজে পায়নি, কিন্তু সে শুনেছিল যে, বৃষ্ণিরা ছিল তার সমকক্ষ।

তাৎপর্য

কালযবনের ইতিহাস সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *বিষ্ণুপুরাণ* থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন, "একবার গর্গমুনিকে তাঁর ভগ্নীপতি নপুংসক বলে উপহাস করেছিল, এবং যাদবরা যখন তা শুনল, তখন তারা প্রাণ খুলে হেসে উঠেছিল। তাদের হাসিতে ক্রুদ্ধ হয়ে গর্গমুনি দক্ষিণপথে যাত্রা করে ভাবলেন, 'যাদবদের ত্রাস সঞ্চারকারী আমার একটি পুত্র যেন হয়।' লৌহচূর্ণ ভক্ষণ করে তিনি দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করলেন এবং বারো বৎসর পর তাঁর আকাঙ্ক্ষিত বর লাভ করলেন। উল্লসিত হয়ে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

"পরে, নিঃসন্তান যবনরাজ যখন তাঁর কাছে সন্তান প্রার্থনা করলেন, তখন গর্গমুনি যবনের পত্নীর গর্ভে একটি পুত্র কালযবনের জন্ম দান করলেন। কালযবন ভগবান শিবের মহাকালরূপ প্রচণ্ড রোষ ধারণ করেছিল। একবার কালযবন নারদমুনিকে জিজ্ঞাসা করল, 'পৃথিবীতে এখন সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা কারা?' নারদ উত্তর দেন যে, যদুগণই শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী। এইভাবে নারদের প্রেরিত, কালযবন মথুরায় উপস্থিত হয়েছিল।"

শ্লোক ৪৫

তং দৃষ্ট্বাচিন্তয়ৎ কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণসহায়বান্ ।
অহো যদূনাং বৃজিনং প্রাপ্তং হ্যুভয়তো মহৎ ॥ ৪৫ ॥

তম্—তাকে; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **অচিন্তয়ৎ**—ভাবলেন; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **সঙ্কর্ষণ**—শ্রীবলরাম দ্বারা; **সহায়বান্**—সহযোগী; **অহো**—আহা; **যদূনাম্**—যদুদের জন্য; **বৃজিনম্**—একটি সমস্যা; **প্রাপ্তম্**—উপস্থিত হয়েছে; **হি**—নিঃসন্দেহে; **উভয়তঃ**—উভয় দিক হতে (কালযবনের দিক থেকে এবং জরাসন্ধের দিক থেকেও); **মহৎ**—মহা।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীসঙ্কর্ষণ যখন কালযবনকে দেখলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ পরিস্থিতি সম্বন্ধে ভাবলেন এবং বললেন, "আহা, দুদিক থেকেই মহাবিপদ এখন যদুদের ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছে।

তাৎপর্য

আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পারি যে, ভীষণ অসমতার বিপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে সতেরবার পরাজিত করা সত্ত্বেও, তিনি তৎক্ষণাৎ কালযবনের সৈন্যদের ধ্বংস করেননি, এবং এইভাবে, পূর্ববর্তী তাৎপর্যে বর্ণিত দেবাদিদেব শিব দ্বারা গর্গমুনিকে প্রদত্ত বর তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

শ্লোক ৪৬

যবনোঽয়ং নিরুন্ধেঽস্মানদ্য তাবন্মহাবলঃ ।
মাগধোঽপ্যদ্য বা শ্বো বা পরশ্বো বাগমিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥

যবনঃ—বিদেশী বর্বর; **অয়ম্**—এই; **নিরুন্ধে**—অবরুদ্ধ করেছে; **অস্মান্**—আমাদের; **অদ্য**—আজ; **তাবৎ**—তাবৎ; **মহাবলঃ**—মহাবলশালী; **মাগধঃ**—জরাসন্ধ; **অপি**—ও; **অদ্য**—আজ; **বা**—বা; **শ্বঃ**—কাল; **বা**—বা; **পরশ্বঃ**—পরশু; **বা**—বা; **আগমিষ্যতি**—আসবে।

অনুবাদ

"এই যবন ইতিমধ্যে আমাদের অবরুদ্ধ করেছে, এবং মগধের পরাক্রমী রাজাও শীঘ্রই এখানে আজ না হলেও কাল অথবা পরশু এসে উপস্থিত হবে।

শ্লোক ৪৭

আবয়োঃ যুধ্যতোরস্য যদ্যাগন্তা জরাসুতঃ ।
বন্ধূন্ হনিষ্যত্যথ বা নেষ্যতে স্বপুরং বলী ॥ ৪৭ ॥

আবয়োঃ—আমরা দুজনে; **যুধ্যতোঃ**—যখন যুদ্ধ করব; **অস্য**—তার সঙ্গে (কালযবন); **যদি**—যদি; **আগন্তা**—আগমন করে; **জরা-সুতঃ**—জরার পুত্র; **বন্ধূন্**—আমাদের আত্মীয়স্বজন; **হনিষ্যতি**—সে হত্যা করবে; **অথ বা**—অথবা; **নেষ্যতে**—সে নিয়ে যাবে; **স্ব**—তার নিজের; **পুরম্**—নগর; **বলী**—বলরাম।

অনুবাদ

"আমরা যখন কালযবনের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকব, তখন যদি বলবান জরাসন্ধ আসে, তা হলে জরাসন্ধ আমাদের আত্মীয়স্বজনদের হত্যা করতে পারে অথবা তার রাজধানীতে তাদের নিয়ে চলে যেতে পারে।

শ্লোক ৪৮

তস্মাদদ্য বিধাস্যামো দুর্গং দ্বিপদদুর্গমম্ ।
তত্র জ্ঞাতীন্ সমাধায় যবনং ঘাতয়ামহে ॥ ৪৮ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **অদ্য**—আজকে; **বিধাস্যামঃ**—আমরা নির্মাণ করব; **দুর্গম্**—একটি দুর্গ; **দ্বিপদ**—মানুষের; **দুর্গমম্**—দুর্গম; **তত্র**—সেখানে; **জ্ঞাতীন্**—আমাদের পরিবারের সদস্যরা; **সমাধায়**—রেখে; **যবনম্**—যবনকে; **ঘাতয়ামহে**—আমরা হত্যা করব।

অনুবাদ

"সুতরাং আমরা এখনই এমন একটি দুর্গ নির্মাণ করব, যাতে কোন মানবশক্তিই বলপ্রয়োগ করে প্রবেশ করতে পারবে না। আমরা আমাদের পরিবারের সকলকে সেখানে রেখে আসি এবং তারপর সেই বর্বর রাজাকে বধ করি।"

শ্লোক ৪৯

ইতি সম্মন্ত্র্য ভগবান্ দুর্গং দ্বাদশযোজনম্ ।
অন্তঃসমুদ্রে নগরং কৃৎস্নাদ্ভুতমচীকরৎ ॥ ৪৯ ॥

ইতি—এইভাবে; **সম্মন্ত্র্য**—আলোচনা করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **দুর্গম্**—একটি দুর্গ; **দ্বাদশ-যোজনম্**—দ্বাদশযোজন (প্রায় ১০০ মাইল); **অন্তঃ**—মধ্যে; **সমুদ্রে**—সমুদ্রে; **নগরম্**—একটি নগর; **কৃৎস্ন**—সমস্ত কিছু সহ; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **অচীকরৎ**—তিনি নির্মাণ করলেন।

অনুবাদ

এইভাবে বলরামের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনার পর পরমেশ্বর ভগবান সমুদ্রের মধ্যে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত একটি দুর্গ প্রস্তুত করলেন। সেই দুর্গের ভিতরে সকল রকম অদ্ভুত বস্তু সমন্বিত একটি নগর নির্মাণ করলেন।

শ্লোক ৫০-৫৩

দৃশ্যতে যত্র হি ত্বাষ্ট্রং বিজ্ঞানং শিল্পনৈপুণম্ ।
রথ্যাচত্বরবীথীভির্যথাবাস্তু বিনির্মিতম্ ॥ ৫০ ॥
সুরদ্রুমলতোদ্যানবিচিত্রোপবনান্বিতম্ ।
হেমশৃঙ্গৈর্দিবিস্পৃগ্‌ভিঃ স্ফটিকাট্টালগোপুরৈঃ ॥ ৫১ ॥

রাজতারকুটৈঃ কোষ্ঠৈর্হেমকুম্ভৈরলঙ্কৃতৈঃ ।
রত্নকূটৈর্গৃহৈর্হৈমৈর্মহামারকতস্থলৈঃ ॥ ৫২ ॥
বাস্তোষ্পতীনাং চ গৃহৈর্বল্লভীভিশ্চ নির্মিতম্ ।
চাতুর্বর্ণ্যজনাকীর্ণং যদুদেবগৃহোল্লসৎ ॥ ৫৩ ॥

দৃশ্যতে—দেখা গেল; **যত্র**—যেখানে; **হি**—বস্তুত; **ত্বাষ্ট্রম্**—ত্বষ্টার (বিশ্বকর্মার), দেবতাদের স্থপতি; **বিজ্ঞানম্**—বৈজ্ঞানিক জ্ঞান; **শিল্প**—স্থাপত্যকলায়; **নৈপুণম্**—দক্ষতা; **রথ্যা**—রাজপথ; **চত্বর**—উঠোন; **বীথীভিঃ**—এবং বাণিজ্যিকসরণী; **যথা-বাস্তু**—প্রশস্ত ভূখণ্ডের উপর; **বিনির্মিতম্**—নির্মিত হল; **সুর**—দেবতাদের; **দ্রুম**—তরু; **লতা**—এবং লতাসমূহ; **উদ্যান**—বাগানসমূহ; **বিচিত্র**—বিচিত্র; **উপবন**—এবং বাগান; **অন্বিতম্**—সমন্বিত; **হেম**—স্বর্ণ; **শৃঙ্গৈঃ**—শৃঙ্গ সমন্বিত; **দিবি**—আকাশ; **স্পৃগ্‌ভিঃ**—স্পর্শিত; **স্ফটিকা**—স্ফটিকের; **অট্টাল**—শিখর সমন্বিত; **গোপুরৈঃ**—তোরণযুক্ত; **রাজত**—রূপার; **আরকুটৈঃ**—এবং পিতল; **কোষ্ঠৈঃ**—কোষাগার, গুদাম, ও অশ্বশালা; **হেম**—স্বর্ণ; **কুম্ভৈঃ**—কলস দ্বারা; **অলঙ্কৃতৈঃ**—শোভিত; **রত্ন**—রত্ন; **কূটৈঃ**—শিখর সমন্বিত; **গৃহৈঃ**—গৃহ যুক্ত; **হৈমৈঃ**—সোনার; **মহা-মারকত**—মূল্যবান পান্নার; **স্থলৈঃ**—ভূমিতল সমন্বিত; **বাস্তোঃ**—পরিবারের; **পতীনাম্**—অধিষ্ঠিত বিগ্রহের; **চ**—এবং; **গৃহৈঃ**—মন্দির যুক্ত; **বল্লভীভিঃ**—অট্টালিকার শীর্ষকক্ষ সমন্বিত; **চ**—এবং; **নির্মিতম্**—নির্মিত; **চাতুঃ-বর্ণ্য**—চারি বর্ণবিভাগের; **জন**—জনগণ; **আকীর্ণম্**—পরিপূর্ণ ছিল; **যদু-দেব**—যদুগণের দেব, শ্রীকৃষ্ণ; **গৃহ**—গৃহ দ্বারা; **উল্লসৎ**—শোভিত ছিল।

অনুবাদ

সেই নগর নির্মাণে বিশ্বকর্মার বিজ্ঞানসম্মত পূর্ণ জ্ঞান ও স্থাপত্য দক্ষতা পরিলক্ষিত হত। সেখানে বিস্তীর্ণ বীথি পথ, বাণিজ্য পথ ও প্রশস্ত ভূখণ্ডের উপরে নির্মিত চত্বর থাকত আর ছিল বিচিত্র উপবন এবং স্বর্গীয় তরুলতা দিয়ে সাজানো বাগান। সুউচ্চ তোরণদ্বারগুলিতে থাকত স্বর্ণশৃঙ্গ এবং সেগুলির উপরিভাগে স্ফটিক দিয়ে সুসজ্জিত হত। সুবর্ণমণ্ডিত বাড়িগুলির সামনে সোনার কলস এবং শিখরে রত্নখচিত ছাদ থাকত এবং সেগুলির মেঝেতে মূল্যবান মরকতমণি গাঁথা থাকত। বাড়িগুলি ছাড়াও কোষাগার, গুদাম ও সুন্দর অশ্বদের জন্য অশ্বশালা সমস্ত কিছুই রূপা ও পিতলে নির্মিত হয়েছিল। প্রত্যেক আবাসনেই একটি শীর্ষকক্ষ থাকত এবং সেখানকার গৃহদেবতার জন্য একটি মন্দিরও থাকত। সমাজের সকল প্রকার চারি বর্ণের মানুষে পরিপূর্ণ সেই নগরী যদুগণের নাথ শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদটিকে নিয়ে বিশেষভাবে শোভা পেত।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বিশ্লেষণ করেছেন যে, রাজ্যের রাজপথগুলি (*রথ্যাঃ*) সামনে থাকত এবং আনুষঙ্গিক রাস্তাগুলি তার পেছনে ছিল, আর এই দুই রাস্তার মাঝখানে ছিল প্রশস্ত চত্বর (*চত্বরাণি*)। এই চত্বরগুলির মধ্যে প্রাচীরের বেষ্টনী ছিল এবং এই প্রাচীরের অভ্যন্তরে থাকত স্বর্ণনির্মিত আবাসন যার শিখরে থাকত স্বর্ণকুম্ভ চূড়া সমন্বিত স্ফটিকের শীর্ষকক্ষ। এইভাবে অট্টালিকাগুলি হত বহুতলবিশিষ্ট। *বাস্তু* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, ঘরবাড়ি এবং অট্টালিকাগুলি বৃক্ষলতাদির জন্য প্রচুর জায়গা নিয়ে প্রশস্ত ভূখণ্ডের উপর নির্মিত হত।

শ্লোক ৫৪

সুধর্মাং পারিজাতং চ মহেন্দ্রঃ প্রাহিণোদ্ধরেঃ ।
যত্র চাবস্থিতো মর্ত্যো মর্ত্যধর্মৈর্ন যুজ্যতে ॥ ৫৪ ॥

সুধর্মাম্—সুধর্মা নামে সভাগৃহ; **পারিজাতম্**—পারিজাত বৃক্ষ; **চ**—এবং; **মহা-ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **প্রাহিণোৎ**—পাঠিয়েছিলেন; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **যত্র**—যেখানে (সুধর্মা); **চ**—এবং; **অবস্থিতঃ**—অবস্থিত; **মর্ত্যঃ**—মানুষেরা; **মর্ত্য-ধর্মৈঃ**—মর্ত্যের বিধান দ্বারা; **ন যুজ্যতে**—প্রভাবিত হয়নি।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের জন্য সুধর্মা সভাগৃহ নিয়ে এসেছিলেন—যার ভেতরে দাঁড়ালে মানুষ মর্ত্যলোকের কোনও বিধানের অধীন থাকত না। ইন্দ্র পারিজাত বৃক্ষও এনে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৫

শ্যামৈকবর্ণান্ বরুণো হয়ান্ শুক্লান্মনোজবান্ ।
অষ্টৌ নিধিপতিঃ কোশান্ লোকপালো নিজোদয়ান্ ॥ ৫৫ ॥

শ্যাম—ঘন নীল; **এক**—একমাত্র; **বর্ণান্**—বর্ণ; **বরুণঃ**—সাগররাজ বরুণ; **হয়ান্**—অশ্বগুলি; **শুক্লান্**—শ্বেতবর্ণ; **মনঃ**—মন যেমন; **জবান্**—গতিময়; **অষ্টৌ**—আটটি; **নিধি-পতিঃ**—দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ কুবের; **কোশান্**—সম্পদ; **লোক-পালঃ**—বিভিন্ন গ্রহের অধিপতিরা; **নিজ**—তাদের নিজ; **উদয়ান্**—ঐশ্বর্যগুলি।

অনুবাদ

বরুণদেব মনের গতিসম্পন্ন অশ্বগুলি অর্পণ করেছিলেন, সেই অশ্বগুলির কয়েকটি ছিল শুদ্ধ শ্যাম বর্ণের, অন্যগুলি শ্বেতশুভ্র। দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ কুবের তাঁর

আটটি গূঢ় সম্পদ প্রদান করেছিলেন এবং বিভিন্ন গ্রহের অধিপতিরা প্রত্যেকে তাঁদের আপন ঐশ্বর্যগুলি অর্পণ করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের নিম্নোক্ত ভাষ্য প্রদান করেছেন—"ধন-সম্পদের অধিপতি কুবের এবং আটটি সম্পদ তাঁর নিধিস্বরূপ। এগুলি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—

পদ্মশ্চৈব মহাপদ্মো মৎস্যকূর্মৌ তথৌদকঃ।
নীলো মুকুন্দঃ শঙ্খশ্চ নিধয়োঽষ্টৌ প্রকীর্তিতাঃ ॥

"আটটি গূঢ় সম্পদকে বলা হয়, পদ্ম, মহাপদ্ম, মৎস্য, কূর্ম, ঔদক, নীল, মুকুন্দ ও শঙ্খ।"

শ্লোক ৫৬

যদ্‌যদ্ ভগবতা দত্তমাধিপত্যং স্বসিদ্ধয়ে ।
সর্বং প্রত্যর্পয়ামাসুর্হরৌ ভূমিগতে নৃপ ॥ ৫৬ ॥

যৎ যৎ—যে যে; **ভগবতা**—ভগবানের দ্বারা; **দত্তম্**—প্রদত্ত হয়েছিল; **আধিপত্যম্**—আধিপত্য; **স্ব**—তাদের নিজ; **সিদ্ধয়ে**—অধিকারকে প্রয়োগ করার জন্য; **সর্বম্**—সকল; **প্রত্যর্পয়াম্ আসুঃ**—তাঁরা প্রত্যর্পণ করলেন; **হরৌ**—কৃষ্ণকে; **ভূমি**—পৃথিবীতে; **গতে**—অবতীর্ণ; **নৃপ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ)।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলে, হে রাজন, ইতিপূর্বে দেবতাদের নির্দিষ্ট কর্তৃত্ব প্রয়োগের জন্য তিনি যে সকল আধিপত্য তাঁদের প্রদান করেছিলেন, এখন তাঁরা সবই তাঁকে প্রত্যর্পণ করলেন।

শ্লোক ৫৭

তত্র যোগপ্রভাবেন নীত্বা সর্বজনং হরিঃ ।
প্রজাপালেন রামেণ কৃষ্ণঃ সমনুমন্ত্রিতঃ ।
নির্জগাম পুরদ্বারাৎ পদ্মমালী নিরায়ুধঃ ॥ ৫৭ ॥

তত্র—সেখানে; **যোগ**—তাঁর যোগশক্তির; **প্রভাবেন**—প্রভাবে; **নীত্বা**—আনীত; **সর্ব**—সকল; **জনম্**—তাঁর আত্মীয়গণকে; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **প্রজা**—প্রজার; **পালেন**—পালক; **রামেণ**—শ্রীবলরাম; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **সমনুমন্ত্রিতঃ**—উপদেশ প্রদান করে;

নির্জগাম—বহির্গত হলেন; **পুর**—নগরীর; **দ্বারাৎ**—দ্বার দিয়ে; **পদ্ম**—পদ্মফুলের; **মালী**—মালা পরিধান করে; **নিরায়ুধঃ**—নিরস্ত্র।

অনুবাদ

তাঁর যোগমায়াবলে তাঁর সকল আত্মীয়দের নতুন নগরীতে স্থানান্তরিত করে, মথুরাকে রক্ষা করার জন্য সেখানে অবস্থানরত শ্রীবলরামের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ পরামর্শ করলেন। তারপর একটি পদ্মমাল্য ধারণ করে, কোন অস্ত্র না নিয়ে, মথুরার প্রধান তোরণ দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরা থেকে বেরুলেন।

তাৎপর্য

কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুরবাসীদের মথুরা থেকে দ্বারকায় স্থানান্তরিত করেছিলেন তা বর্ণনা করার জন্য *পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড* থেকে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করেছেন—

সুযুপ্তান্মথুরায়াস্তু পৌরাংস্তত্র জনার্দনঃ ।
উদ্ধৃত্য সহসা রাত্রৌ দ্বারকায়াং ন্যবেশয়ৎ ॥
প্রবুদ্ধাস্তে জনাঃ সর্বে পুত্রদারসমন্বিতাঃ ।
হৈমহর্ম্যতলে বিষ্টা বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥

"মধ্যরাত্রিতে মথুরার অধিবাসীরা যখন ঘুমিয়েছিল, ভগবান জনার্দন সহসা তাদের সেই নগরী থেকে সরিয়ে নিলেন এবং তাদের দ্বারকায় স্থাপন করলেন। সব মানুষ যখন জেগে উঠল, তখন তারা সকলে নিজেদের, তাদের সন্তানাদি এবং পত্নীদের স্বর্ণনির্মিত প্রাসাদের মধ্যে বসে থাকতে দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরী প্রতিষ্ঠা করলেন' নামক পঞ্চাশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

একপঞ্চাশ অধ্যায়

মুচুকুন্দের উদ্ধার

কিভাবে মুচুকুন্দের প্রখর দৃষ্টি দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কালযবনকে বধ করলেন, এই অধ্যায়ে তার বর্ণনা রয়েছে এবং মুচুকুন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কথোপকথনও এই অধ্যায়ে আছে।

সুরক্ষিতভাবে তাঁর পরিবারের সদস্যদের দ্বারকা-দুর্গের মধ্যে রাখবার পর, শ্রীকৃষ্ণ মথুরা থেকে বহির্গত হলেন। তাঁকে উদীয়মান চন্দ্রের মতো দেখাচ্ছিল। কালযবন দেখল যে, শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল দ্যুতিময় দেহের সঙ্গে নারদের বর্ণিত ভগবানের রূপ মিলে যাচ্ছে এবং এইভাবে যবন জানতে পারল যে, তিনিই পরমেশ্বর ভগবান। ভগবানকে নিরস্ত্র লক্ষ্য করে, কালযবন তার নিজের অস্ত্রগুলিও সরিয়ে রাখল এবং তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করার মানসে তাঁর পিছনে ছুটল। প্রতি পদক্ষেপে আর একটু হলেই কৃষ্ণকে ধরে ফেলবে, কালযবনের কাছ থেকে এইরকম ব্যবধানে শ্রীকৃষ্ণ দৌড়তে লাগলেন, এবং শেষ পর্যন্ত তাকে বহু দূরবর্তী এক পর্বত গুহার দিকে নিয়ে গেলেন। যেহেতু তার অশুভ কর্মের ফল তখনও ক্ষয় হয়নি, তাই কালযবন দৌড়তে দৌড়তে ভগবানকে ভর্ৎসনা করতে লাগল, কিন্তু তাঁকে ধরে ফেলতে পারল না। শ্রীকৃষ্ণ গুহাটিতে প্রবেশ করলেন, যারফলে কালযবনও তাঁকে অনুসরণ করল এবং দেখল যে, একজন মানুষ ভূমিতে শয়ন করে আছে। তাকেই শ্রীকৃষ্ণ মনে করে, কালযবন তাকে পদাঘাত করল। সেই লোকটি দীর্ঘদিন ধরে সেখানে ঘুমোচ্ছিল এবং এখন তাকে অমন ভয়ঙ্করভাবে জাগানোর ফলে, সে চারিদিকে ক্রুদ্ধভাবে দেখতে লাগল এবং কালযবনকে দেখতে পেল। লোকটি প্রখরভাবে তার দিকে দৃষ্টিপাত করতেই কালযবনের শরীরে আগুন জ্বলে উঠল এবং ক্ষণিকের মধ্যেই সেই আগুন তাকে ভস্মীভূত করল।

এই অসাধারণ পুরুষটি ছিলেন মান্ধাতার এক পুত্র মুচুকুন্দ। তিনি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি নিষ্ঠাবান এবং সর্বদা সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। অতীতে, অসুরদের কবল থেকে দেবতাদের রক্ষার জন্য সাহায্যের উদ্দেশ্যে তিনি বছরের পর বছর অতিবাহিত করেছিলেন। ঘটনাক্রমে দেবতারা যখন কার্তিকেয়কে তাঁদের রক্ষকরূপে লাভ করেন, তখন তাঁরা মুচুকুন্দকে অবসর গ্রহণের সুযোগ দিয়েছিলেন এবং তখন বিষ্ণু প্রদান করতে পারেন এমন মুক্তি ব্যতীত অন্য যে কোনও বর প্রার্থনা করতে বললে, মুচুকুন্দ নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকার বর দেবতাদের কাছ থেকে প্রার্থনা করেছিলেন এবং সেই থেকে এইভাবে তিনি গুহার অভ্যন্তরে নিদ্রিত হয়েই ছিলেন।

কালযবন দগ্ধ হয়ে গেলে, শ্রীকৃষ্ণ মুচুকুন্দের সামনে নিজেকে আবির্ভূত করলেন এবং তখন শ্রীকৃষ্ণের অতুলনীয় সৌন্দর্য লক্ষ্য করে মুচুকুন্দ বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। মুচুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন এবং ভগবানকেও তাঁর নিজের পরিচয় বর্ণনা করলেন। মুচুকুন্দ বললেন, "বহুদিন জাগরণজনিত ক্লান্তির পর, আমি যখন এখানে এই গুহায় আমার নিদ্রা উপভোগ করছিলাম, তখন কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি আমার নিদ্রাভঙ্গ করে এবং তার পাপের ফল ভোগ করে ভস্মীভূত হয়েছিল। হে ভগবান, হে সকল শত্রুবিনাশন, এটি আমার মহাসৌভাগ্য যে, এখন আমি আপনার মনোরম রূপের দর্শন লাভ করলাম।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অতঃপর মুচুকুন্দকে তাঁর পরিচয় দিলেন এবং তাঁকে একটি বর প্রার্থনা করতে বললেন। জড় জীবনের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করে বিজ্ঞ মুচুকুন্দ যাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণের অধিকারী হন তিনি কেবলমাত্র সেই প্রার্থনা করলেন।

তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে, ভগবান তখন মুচুকুন্দকে বললেন, "আমার ভক্তগণ কখনই তাদের জন্য দেওয়া জড়জাগতিক আশীর্বাদে প্রলুব্ধ হয় না; কেবলমাত্র অভক্তরা, প্রধানত যোগী ও মনোধর্ম তথা কল্পনাপ্রসূত দার্শনিকেরা, তাদের হৃদয়ে জড়জাগতিক কামনা থাকার ফলে, পার্থিব আশীর্বাদে আগ্রহী হয়। হে প্রিয় মুচুকুন্দ, আমার প্রতি তোমার নিত্যভক্তি লাভ হবে। এখন, সর্বদা আমার প্রতি শরণাগত থেকে, তোমার যোদ্ধাজনোচিত হত্যাকাণ্ডের পাপের ফল বিনাশের জন্য তপস্যা করতে যাও। তোমার পরবর্তী জীবনে তুমি একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হবে এবং আমাকে লাভ করবে।" এইভাবে মুচুকুন্দকে ভগবান তাঁর আশিস প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ১-৬

শ্রীশুক উবাচ

তং বিলোক্য বিনিষ্ক্রান্তমুজ্জিহানমিবোড়ুপম্ ।
দর্শনীয়তমং শ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্ ॥ ১ ॥
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভামুক্তকন্ধরম্ ।
পৃথুদীর্ঘচতুর্বাহুং নবকঞ্জারুণেক্ষণম্ ॥ ২ ॥
নিত্যপ্রমুদিতং শ্রীমৎসুকপোলং শুচিস্মিতম্ ।
মুখারবিন্দং বিভ্রাণং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥ ৩ ॥

বাসুদেবো হ্যয়মিতি পুমান্ শ্রীবৎসলাঞ্ছনঃ ।
চতুর্ভুজোঽরবিন্দাক্ষো বনমাল্যতিসুন্দরঃ ॥ ৪ ॥
লক্ষণৈর্নারদপ্রোক্তৈর্নান্যো ভবিতুমর্হতি ।
নিরায়ুধশ্চলন্ পদ্ভ্যাং যোৎস্যেঽনেন নিরায়ুধঃ ॥ ৫ ॥
ইতি নিশ্চিত্য যবনঃ প্রাদ্রবদ্ তং পরাঙ্মুখম্ ।
অন্বধাবজ্জিঘৃক্ষুস্তং দুরাপমপি যোগিনাম্ ॥ ৬ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **তম্**—তাঁকে; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **বিনিষ্ক্রান্তম্**—নির্গত হলেন; **উজ্জিহানম্**—উদীয়মান; **ইব**—যেন; **উড়ুপম্**—চন্দ্র; **দর্শনীয়-তমম্**—অত্যন্ত সুন্দর দেখতে; **শ্যামম্**—ঘন নীল; **পীত**—হলুদ; **কৌশেয়**—রেশম; **বাসসম্**—বস্ত্র; **শ্রীবৎস**—চুলের এক বিশেষ ঘূর্ণি সমন্বিত লক্ষ্মীদেবীর চিহ্ন এবং যা একমাত্র ভগবানেরই থাকে; **বক্ষসম্**—যাঁর বক্ষোপরে; **ভ্রাজৎ**—উজ্জ্বল; **কৌস্তুভ**—কৌস্তুভ মণি দ্বারা; **আমুক্ত**—শোভিত; **কন্ধরম্**—যাঁর কাঁধ; **পৃথু**—চওড়া; **দীর্ঘ**—এবং দীর্ঘ; **চতুঃ**—চারটি; **বাহুম্**—ভুজ সমন্বিত; **নব**—নবীন; **কঞ্জ**—পদ্মফুলের মতো; **অরুণ**—অরুণ বর্ণের; **ঈক্ষণম্**—যাঁর দুই নয়ন; **নিত্য**—সর্বদা; **প্রমুদিতম্**—আনন্দময়; **শ্রীমৎ**—দ্যুতিময়; **সু**—সুন্দর; **কপোলম্**—কপোলবিশিষ্ট; **শুচি**—শুদ্ধ; **স্মিতম্**—হাস্যময়; **মুখ**—তাঁর মুখ; **অরবিন্দম্**—পদ্মসদৃশ; **বিভ্রাণম্**—প্রদর্শন করছিল; **স্ফুরন্**—দীপ্তিমান; **মকর**—মকর; **কুণ্ডলম্**—কুণ্ডল; **বাসুদেবঃ**—বাসুদেব; **হি**—বস্তুত; **অয়ম্**—এই; **ইতি**—এইভাবে ভাবছিলেন; **পুমান্**—পুরুষ; **শ্রীবৎস-লাঞ্ছনঃ**—শ্রীবৎস চিহ্নিত; **চতুঃ-ভুজঃ**—চতুর্ভুজ; **অরবিন্দ-অক্ষঃ**—পদ্মনেত্র; **বন**—বনফুলের; **মালী**—মালা পরিহিত; **অতি**—অত্যন্ত; **সুন্দরঃ**—সুন্দর; **লক্ষণৈঃ**—লক্ষণ দ্বারা; **নারদ-প্রোক্তৈঃ**—নারদ মুনি দ্বারা কথিত; **ন**—না; **অন্যঃ**—অপর; **ভবিতুম্ অর্হতি**—তিনি হতে পারেন; **নিরায়ুধঃ**—নিরস্ত্র; **চলন্**—গমন করে; **পদ্ভ্যাম্**—পদব্রজে; **যোৎস্যে**—আমি যুদ্ধ করব; **অনেন**—তার সাথে; **নিরায়ুধঃ**—নিরস্ত্র হয়ে; **ইতি**—এইভাবে; **নিশ্চিত্য**—নির্ধারণ করে; **যবনঃ**—বর্বর কালযবন; **প্রাদ্রবন্তম্**—ধাবমান; **পরাক্**—পশ্চাতে; **মুখম্**—যার মুখ; **অন্বধাবৎ**—সে অনুসরণ করল; **জিঘৃক্ষুঃ**—ধরবার জন্য; **তম্**—তাঁকে; **দুরাপম্**—দুর্লভ; **অপি**—এমন কি; **যোগিনাম্**—যোগিগণের দ্বারা।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—কালযবন দেখল, ভগবান মথুরা থেকে উদীয়মান চন্দ্রের মতো নির্গত হলেন। শ্রীভগবানের ঘনশ্যামবর্ণ ও পীত রেশমবস্ত্র দ্বারা

তাঁকে অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল। তাঁর বক্ষোপরে তিনি শ্রীবৎস চিহ্ন ধারণ করেছেন এবং তাঁর কণ্ঠে কৌস্তুভমণি শোভা পাচ্ছিল। তাঁর চারিবাহু ছিল বলিষ্ঠ ও দীর্ঘ। তিনি, পদ্মসম অরুণবর্ণের দুইনেত্র, মনোরম দ্যুতিময় গণ্ডদেশ, শুদ্ধহাস্য ও উজ্জ্বল মকরাকৃতি কুণ্ডলদ্বয় সমন্বিত তাঁর চির আনন্দময় কমলসদৃশ মুখমণ্ডল প্রদর্শন করছিলেন। সেই যবন ভাবল, "এই পুরুষ অবশ্যই বাসুদেব হবেন, কারণ তিনি নারদ উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলি ধারণ করছেন—তিনি শ্রীবৎস চিহ্নিত, তাঁর চারটি বাহু, তাঁর কমলসদৃশ নয়ন, তিনি একটি বনমালা পরিধান করেছেন, এবং তিনি অত্যন্ত সুন্দর। তিনি অন্য কেউ হতেই পারেন না। যেহেতু তিনি পদব্রজে গমন করছেন এবং নিরস্ত্র, আমি তাঁর সঙ্গে বিনা অস্ত্রেই যুদ্ধ করব।" এইভাবে সংকল্প গ্রহণ করে পিছন ফিরে পলায়মান শ্রীভগবানের দিকে সে ধাবিত হল। কালযবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ধরবার আশা করেছিল, যদিও মহাযোগিরাও তাঁকে ধরতে পারে না।

তাৎপর্য

যদিও কালযবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিজের চোখেই দর্শন করেছিল, তবুও সে যথাযথভাবে এই সুন্দর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। তাই, শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করার পরিবর্তে সে তাঁকে আক্রমণ করেছিল। তেমনই, দর্শনতত্ত্ব, "আইন শৃঙ্খলা" এবং এমনকি ধর্মের নামেও আধুনিক মানুষরা যে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করে থাকে তা অস্বাভাবিক নয়।

শ্লোক ৭

হস্তপ্রাপ্তমিবাত্মানং হরিণা স পদে পদে ।
নীতো দর্শয়তা দূরং যবনেশোঽদ্রিকন্দরম্ ॥ ৭ ॥

হস্ত—তার হাতে; **প্রাপ্তম্**—প্রাপ্ত হওয়ার; **ইব**—যেন; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **হরিণা**—শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা; **সঃ**—সে; **পদে পদে**—প্রতি পদক্ষেপে; **নীতঃ**—আনীত হল; **দর্শয়তা**—প্রদর্শন করতে করতে তাঁর দ্বারা; **দূরম্**—দূরে; **যবন-ঈশঃ**—যবনদের রাজাকে; **অদ্রি**—একটি পাহাড়ের; **কন্দরম্**—এক গুহায়।

অনুবাদ

যেন যে কোন মুহূর্তে কালযবনের হাতে ধরা পড়তে পারেন, এইভাবে ক্রমশ, শ্রীহরি পথ দেখাতে দেখাতে যবনরাজকে বহু দূরে একটি পর্বত গুহায় নিয়ে গেলেন।

শ্লোক ৮

পলায়নং যদুকুলে জাতস্য তব নোচিতম্ ।
ইতি ক্ষিপন্ননুগতো নৈনং প্রাপাহতাশুভঃ ॥ ৮ ॥

পলায়নম্—পলায়ন করা; **যদু-কুলে**—যদু বংশে; **জাতস্য**—যে জন্ম গ্রহণ করেছে; **তব**—তোমার জন্য; **ন**—নয়; **উচিতম্**—উচিত; **ইতি**—এইসকল বাক্য; **ক্ষিপন্**—অপমান করতে করতে; **অনুগতঃ**—অনুসরণ; **ন**—না; **এনম্**—তাঁকে; **প্রাপ**—প্রাপ্ত হল; **অহত**—পরিষ্কৃত বা দূরীভূত নয়; **অশুভঃ**—যার পাপময় কর্মফলগুলি।

অনুবাদ

যখন ভগবানের পশ্চাৎ ধাবন করছিল, তখন যবন এই বলে তাঁকে অপমান করতে লাগল, "আপনি যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। আপনার পলায়ন করা ঠিক নয়।" কিন্তু তবুও কালযবন শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌঁছতে পারল না, কারণ তার পাপকর্মের ফল পরিশুদ্ধ হয়নি।

শ্লোক ৯

এবং ক্ষিপ্তোঽপি ভগবান্ প্রাবিশদ্ গিরিকন্দরম্ ।
সোঽপি প্রবিষ্টস্তত্রান্যং শয়ানং দদৃশে নরম্ ॥ ৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **ক্ষিপ্তঃ**—অপমানিত; **অপি**—হয়েও; **ভগবান্**—ভগবান; **প্রাবিশৎ**—প্রবেশ করলেন; **গিরি-কন্দরম্**—পর্বতের গুহায়; **সঃ**—সে, কালযবন; **অপি**—ও; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **তত্র**—সেখানে; **অন্যম্**—অন্য একজন; **শয়ানম্**—শয়ান; **দদৃশে**—দর্শন করল; **নরম্**—মানুষ।

অনুবাদ

এইভাবে অপমানিত হলেও, শ্রীভগবান পর্বত গুহায় প্রবেশ করলেন। কালযবনও প্রবেশ করল এবং সেখানে সে অন্য একজন মানুষকে নিদ্রায় শুয়ে থাকতে দেখল।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে তাঁর বৈরাগ্যের ঐশ্বর্য প্রদর্শন করেছেন। তাঁর পরিকল্পনা রূপায়ণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং মুচুকুন্দকে তাঁর আশিস প্রদানের জন্য, শ্রীভগবান সেই কালযবনের অপমান উপেক্ষা করে শান্তভাবে তাঁর পরিকল্পনা মতোই অগ্রসর হলেন।

শ্লোক ১০

নন্বসৌ দূরমানীয় শেতে মামিহ সাধুবৎ ।
ইতি মত্বাচ্যুতং মূঢ়স্তং পদা সমতাড়য়ৎ ॥ ১০ ॥

ননু—নিশ্চয়ই; **অসৌ**—তিনি; **দূরম্**—এক দীর্ঘ দূরত্বে; **আনীয়**—আনয়ন করে; **শেতে**—শয়ন করেছেন; **মাম্**—আমাকে; **ইহ**—এখানে; **সাধু-বৎ**—সাধুর মতো; **ইতি**—এইভাবে; **মত্বা**—মনে করে (তাঁকে); **অচ্যুতম্**—শ্রীকৃষ্ণ (হবেন); **মূঢ়ঃ**—মূর্খ; **তম্**—তাঁকে; **পদা**—তাঁর পা দিয়ে; **সমতাড়য়ৎ**—সবেগে আঘাত করল।

অনুবাদ

"তা হলে, আমাকে এত দীর্ঘ দূরত্বে নিয়ে এসে এখন সে এখানে এক সাধুর মতো শুয়ে আছে।" এইভাবে ঘুমন্ত মানুষটিকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করে, সেই মূর্খ তার সর্বশক্তি দিয়ে তাকে পদাঘাত করল।

শ্লোক ১১

স উত্থায় চিরং সুপ্তঃ শনৈরুন্মীল্য লোচনে ।
দিশো বিলোকয়ন্ পার্শ্বে তমদ্রাক্ষীদবস্থিতম্ ॥ ১১ ॥

সঃ—তিনি; **উত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **চিরম্**—দীর্ঘ সময়ের জন্য; **সুপ্তঃ**—নিদ্রিত; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **উন্মীল্য**—খুললেন; **লোচনে**—তাঁর নেত্রদ্বয়; **দিশঃ**—সকল দিকে; **বিলোকয়ন্**—অবলোকন করতে করতে; **পার্শ্বে**—তাঁর পাশে; **তম্**—তাকে, কালযবনকে; **অদ্রাক্ষীৎ**—তিনি দর্শন করলেন; **অবস্থিতম্**—দণ্ডায়মান।

অনুবাদ

এক দীর্ঘ নিদ্রার পর সেই মানুষটি উঠলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁর দুই চোখ উন্মীলিত করলেন। চতুর্দিকে অবলোকন করতে করতে, তিনি কালযবনকে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন।

শ্লোক ১২

স তাবত্তস্য রুষ্টস্য দৃষ্টিপাতেন ভারত ।
দেহজেনাগ্নিনা দগ্ধো ভস্মসাদভবৎ ক্ষণাৎ ॥ ১২ ॥

সঃ—সে, কালযবন; **তাবৎ**—তাবৎ; **তস্য**—তাঁর, উত্থিত মানুষের; **রুষ্টস্য**—যে ক্রুদ্ধ ছিল; **দৃষ্টি**—দৃষ্টির; **পাতেন**—নিক্ষেপ দ্বারা; **ভারত**—হে ভরতের বংশধর (পরীক্ষিৎ মহারাজ); **দেহ-জেন**—তাঁর দেহ জাত; **অগ্নিনা**—অগ্নি দ্বারা; **দগ্ধঃ**—দগ্ধ হয়ে; **ভস্মসাৎ**—ভস্মে; **অভবৎ**—পরিণত হল; **ক্ষণাৎ**—ক্ষণকাল মধ্যে।

অনুবাদ

নিদ্রা থেকে উত্থিত মানুষটি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল এবং কালযবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তার দেহে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হল। ক্ষণকালের মধ্যে, হে রাজা পরীক্ষিৎ, কালযবন ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল।

তাৎপর্য

যে মানুষটি তাঁর দৃষ্টি দ্বারা কালযবনকে ভস্মীভূত করেছিলেন, তাঁর নাম ছিল মুচুকুন্দ। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে যেভাবে বর্ণনা করবেন তা হল, তিনি দীর্ঘকাল দেবতাদের হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর নির্বিঘ্ন নিদ্রার অধিকারের বর গ্রহণ করেছিলেন। *হরি-বংশে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেউ তাঁর নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটালে তাকে বিনাশ করারও বর তিনি অর্জন করেছিলেন। আচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *শ্রীহরি-বংশ* থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন—

প্রসুপ্তং বোধয়েদ্‌যো মাং তং দহেয়মহং সুরাঃ ।
চক্ষুষা ক্রোধদীপ্তেন এবমাহ পুনঃ পুনঃ ॥

"পুনঃ পুনঃ মুচুকুন্দ বললেন, 'হে দেবতাগণ, ক্রোধে আমার দু'চোখ জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন আমাকে ঘুম থেকে যে জাগাবে, তাকে ভস্ম করতে পারি।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন যে, মুচুকুন্দ এই প্রায় ভয়ানক অনুরোধ করেছিলেন দেবরাজ ইন্দ্রকে ভয় দেখানোর জন্য, কারণ মুচুকুন্দ ভেবেছিলেন, কোন না কোন ভাবে ইন্দ্র তাঁর মহাজাগতিক শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অনুরোধ করে বারবার তাঁকে জাগ্রত করবেন। তাই মুচুকুন্দের অনুরোধে ইন্দ্রের মতদান *শ্রীবিষ্ণু পুরাণে* নিম্নোক্তরূপে বর্ণনা করা হয়েছে—

প্রোক্তশ্চ দেবৈঃ সংসুপ্তং যস্ত্বামুত্থাপয়িষ্যতি ।
দেহজেনাগ্নিনা সদ্যঃ স তু ভস্মীভবিষ্যতীতি ॥

"দেবতারা ঘোষণা করলেন, 'যেই আপনাকে নিদ্রা হতে উত্থিত করুক, তার নিজ দেহ হতে উৎপন্ন অগ্নি দ্বারা সহসা সে ভস্মীভূত হবে।"

শ্লোক ১৩

শ্রীরাজোবাচ

কো নাম স পুমান্ ব্রহ্মন্ কস্য কিংবীর্য এব চ ।
কস্মাদ্ গুহাং গতঃ শিষ্যে কিংতেজো যবনার্দনঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা (পরীক্ষিৎ) বললেন; **কঃ**—কে; **নাম**—নির্দিষ্ট; **সঃ**—সেই; **পুমান্**—পুরুষ; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ (শুকদেব); **কস্য**—কোন্ (পরিবার); **কিম্**—কিসের; **বীর্যঃ**—শক্তি; **এব চ**—এবং; **কস্মাৎ**—কেন; **গুহাম্**—গুহায়; **গতঃ**—গিয়েছিলেন; **শিষ্যে**—নিদ্রার জন্য শয়ন করতে; **কিম্**—কার; **তেজঃ**—তেজ (পুত্র); **যবন**—যবনের; **অর্দনঃ**—বিনাশকারী।

অনুবাদ

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—হে ব্রাহ্মণ, পুরুষটি কে ছিলেন? তিনি কোন্ পরিবারের এবং কি শক্তি তাঁর ছিল? কেন সেই যবন নিধনকারী মানুষটি নিদ্রার জন্য গুহার মধ্যে শয়ন করেছিলেন, এবং তিনি কার পুত্র?

শ্লোক ১৪

শ্রীশুক উবাচ

স ইক্ষ্বাকুকুলে জাতো মান্ধাতৃতনয়ো মহান্ ।
মুচুকুন্দ ইতি খ্যাতো ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসঙ্গরঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **সঃ**—তিনি; **ইক্ষ্বাকু-কুলে**—ইক্ষ্বাকুর বংশে (সূর্য দেবতা, বিবস্বানের পৌত্র); **জাতঃ**—জাত; **মান্ধাতৃ-তনয়ঃ**—রাজা মান্ধাতার পুত্র; **মহান্**—মহান; **মুচুকুন্দঃ ইতি খ্যাতঃ**—মুচুকুন্দ নামে পরিচিত; **ব্রহ্মণ্যঃ**—ব্রাহ্মণদের প্রতি ভক্ত; **সত্য**—তাঁর ব্রতে সত্যপরায়ণ; **সঙ্গরঃ**—যুদ্ধে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এই মহান ব্যক্তিদের নাম ছিল মুচুকুন্দ, যিনি ইক্ষ্বাকু বংশে মান্ধাতার পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং যুদ্ধে তাঁর ব্রতসাধনে সর্বদা সত্যপরায়ণ থাকতেন।

শ্লোক ১৫

স যাচিতঃ সুরগণৈরিন্দ্রাদ্যৈরাত্মরক্ষণে ।
অসুরেভ্যঃ পরিত্রস্তৈস্তদ্রক্ষাং সোঽকরোচ্চিরম্ ॥ ১৫ ॥

সঃ—তিনি; **যাচিতঃ**—অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন; **সুর-গণৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **ইন্দ্র-আদ্যৈঃ**—দেবরাজ ইন্দ্রের নেতৃত্বে; **আত্ম**—তাদের আপন; **রক্ষণে**—সুরক্ষার জন্য; **অসুরেভ্যঃ**—অসুরদের; **পরিত্রস্তৈঃ**—ভয়গ্রস্ত; **তৎ**—তাদের; **রক্ষাম্**—রক্ষা; **সঃ**—তিনি; **অকরোৎ**—করেছিলেন; **চিরম্**—দীর্ঘকালের জন্য।

অনুবাদ

তাঁরা যখন অসুরদের ভয়ে ভীত হয়েছিলেন, তখন তাঁদের রক্ষায় সাহায্যের জন্য ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাদের অনুরোধে মুচুকুন্দ দীর্ঘ কাল যাবৎ তাঁদের রক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

লব্ধ্বা গুহং তে স্বঃপালং মুচুকুন্দমথাব্রুবন্ ।
রাজন্ বিরমতাং কৃচ্ছ্রাদ্ ভবান্নঃ পরিপালনাৎ ॥ ১৬ ॥

লব্ধ্বা—প্রাপ্ত হওয়ার পর; **গুহম্**—কার্তিকেয়; **তে**—তাঁরা; **স্বঃ**—স্বর্গের; **পালম্**—রক্ষক রূপে; **মুচুকুন্দম্**—মুচুকুন্দকে; **অথ**—তখন; **অব্রুবন্**—বললেন; **রাজন্**—হে রাজা; **বিরমতাম্**—দয়া করে বিরত হন; **কৃচ্ছ্রাৎ**—ক্লেশ; **ভবান্**—আপনি; **নঃ**—আমাদের; **পরিপালনাৎ**—প্রতিরক্ষা হতে।

অনুবাদ

দেবতারা যখন তাঁদের সেনাপতিরূপে কার্তিকেয়কে পেলেন, তখন, তাঁরা মুচুকুন্দকে বললেন, "হে রাজন, আপনি এখন আমাদের প্রতিরক্ষার ক্লেশকর কর্তব্য পরিত্যাগ করতে পারেন।

শ্লোক ১৭

নরলোকং পরিত্যজ্য রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ।
অস্মান্ পালয়তো বীর কামাস্তে সর্ব উজ্ঝিতাঃ ॥ ১৭ ॥

নর-লোকম্—মানুষের জগতে; **পরিত্যজ্য**—পরিত্যজ্য; **রাজ্যম্**—একটি রাজ্য; **নিহত**—দুরীভূত; **কণ্টকম্**—কণ্টক; **অস্মান্**—আমাদের; **পালয়তঃ**—যে রক্ষা করেছিল; **বীর**—হে বীরবর; **কামাঃ**—আকাঙ্ক্ষা; **তে**—আপনার; **সর্বে**—সকল; **উজ্ঝিতাঃ**—পরিত্যাগ করেছেন।

অনুবাদ

"মনুষ্যলোকে কোনও প্রতিপক্ষহীন এক রাজত্ব পরিত্যাগ করে হে বীরবর, আমাদের রক্ষায় নিয়োজিত থাকার সময় আপনার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা সবই আপনি উপেক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

সুতা মহিষ্যো ভবতো জ্ঞাতয়োঽমাত্যমন্ত্রিণঃ ।
প্রজাশ্চ তুল্যকালীনা নাধুনা সন্তি কালিতাঃ ॥ ১৮ ॥

সুতাঃ—সন্তানাদি; **মহিষ্যঃ**—রাণীগণ; **ভবতঃ**—আপনার; **জ্ঞাতয়ঃ**—অন্যান্য আত্মীয়বর্গ; **অমাত্য**—মন্ত্রীগণ; **মন্ত্রিণঃ**—এবং উপদেষ্টাগণ; **প্রজাঃ**—প্রজারা; **চ**—এবং; **তুল্য-কালীনাঃ**—সমকালীন; **ন**—নয়; **অধুনা**—এখন; **সন্তি**—জীবিত; **কালিতাঃ**—কালের প্রভাবে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে।

অনুবাদ

"সন্তানাদি, রাণীরা, আত্মীয়বর্গ, মন্ত্রীপারিষদ, উপদেষ্টামণ্ডলী এবং প্রজারা, যাঁরা আপনার সমকালীন ছিলেন, তাঁরা আর জীবিত নেই। কালের প্রভাবে তাঁরা সকলেই বিলীন হয়েছেন।

শ্লোক ১৯

কালো বলীয়ান্ বলিনাং ভগবানীশ্বরোঽব্যয়ঃ ।
প্রজাঃ কালয়তে ক্রীড়ন্ পশুপালো যথা পশূন্ ॥ ১৯ ॥

কালঃ—সময়; **বলীয়ান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **বলিনাম্**—চেয়েও শক্তিশালী; **ভগবান্ ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **অব্যয়ঃ**—অক্ষয়; **প্রজাঃ**—নশ্বর জীবকুল; **কালয়তে**—চালনার কারণ; **ক্রীড়ন্**—ক্রীড়া; **পশু-পালঃ**—পশুপালক; **যথা**—যেমন; **পশূন্**—গৃহপালিত পশুদের।

অনুবাদ

"পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং অক্ষয় মহাকালস্বরূপ, এবং শক্তিমানের থেকেও তিনি শক্তিমান। পশুপালক তার পশুদের যেমন চালনা করে, তিনিও নশ্বর জীবদের তাঁর লীলাস্বরূপ চালনা করেন।

তাৎপর্য

জড়া-প্রকৃতিকে ভোগের প্রচেষ্টায় কলুষিত জীবকুলকে ক্রমশ পরিশুদ্ধির উদ্দেশ্যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। বদ্ধজীবের কর্মফল অনুসারে, পারমার্থিক পরিশুদ্ধির বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে ভগবান তাদের পরিচালিত করেন। এইভাবে ভগবান যেন পশুপালকের মতোই (*পশুপাল* শব্দটির আক্ষরিক অর্থ 'পশুদের রক্ষক'), যেন তাঁর সুরক্ষাধীনে জীবদের বিভিন্ন পশুচারণক্ষেত্রে তথা হলক্ষেত্রে তাদের রক্ষার জন্য ও তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য পরিচালনা করে থাকেন। আরও একটি উপমা এই যে, যে কোনও চিকিৎসক তাঁর অধীনস্থ রোগীকে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যান। তেমনই, ভগবান জড় অস্তিত্বের কার্যধারার বিভিন্ন পরিমার্জন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যান যাতে আমরা তাঁর তত্ত্বজ্ঞানসমৃদ্ধ পার্ষদরূপে আমাদের নিত্য সচ্চিদানন্দময়

জীবন উপভোগ করতে পারি। এইভাবে মুচুকুন্দের সকল আত্মীয়, বন্ধু ও সহকর্মীরা অনেক আগেই মহাকালের শক্তিবলে দুরীভূত হয়েছিল আর অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেই মহাকাল।

শ্লোক ২০

বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমদ্য নঃ ।
এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥ ২০ ॥

বরম্—একটি বর; **বৃণীষ্ব**—পছন্দ করুন; **ভদ্রম্**—মঙ্গল হোক; **তে**—আপনার; **ঋতে**—ব্যতীত; **কৈবল্যম্**—মুক্তি; **অদ্য**—আজ; **নঃ**—আমাদের থেকে; **একঃ**—একটি; **এব**—মাত্র; **ঈশ্বরঃ**—সমর্থ; **তস্য**—তার; **ভগবান্**—ভগবান; **বিষ্ণুঃ**—শ্রীবিষ্ণু; **অব্যয়ঃ**—অক্ষয়।

অনুবাদ

"আপনার সর্বমঙ্গল হোক! এখন আমাদের কাছে দয়া করে একটি বর পছন্দ করুন—মুক্তি ব্যতীত যে কোনও কিছু, কারণ অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবান, বিষ্ণু, কেবলমাত্র তা প্রদান করতে পারেন।"

শ্লোক ২১

এবমুক্তঃ স বৈ দেবানভিবন্দ্য মহাযশাঃ ।
অশয়িষ্ট গুহাবিষ্টো নিদ্রয়া দেবদত্তয়া ॥ ২১ ॥

এবম্—এইভাবে; **উক্তঃ**—উক্ত হয়ে; **সঃ**—তিনি; **বৈ**—বস্তুত; **দেবান্**—দেবতাদের; **অভিবন্দ্য**—বন্দনা করে; **মহা**—মহা; **যশাঃ**—যার যশ; **অশয়িষ্ট**—তিনি শয়ন করলেন; **গুহা-বিষ্টঃ**—একটি গুহায় প্রবেশ করে; **নিদ্রয়া**—নিদ্রায়; **দেব**—দেবতাদের দ্বারা; **দত্তয়া**—প্রদত্ত।

অনুবাদ

এইভাবে বলা হলে, রাজা মুচুকুন্দ দেবতাদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা সহকারে বিদায় গ্রহণ করলেন এবং একটি গুহার মধ্যে গিয়ে দেবতাদের অনুমোদিত নিদ্রা উপভোগের জন্য শয়ন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই অধ্যায়ের একটি বিকল্প পাঠ থেকে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলি উপস্থাপন করেছেন। এই শ্লোকের দুটি পংক্তির মাঝখানে এই পংক্তিগুলি সংযোজিত হবে—

নিদ্রামেব ততো বব্রে স রাজা শ্রমকর্ষিতঃ।
যঃ কশ্চিন্মম নিদ্রায়া ভঙ্গং কুর্যাৎ সুরোত্তমাঃ।
স হি ভস্মীভবেদাশু তথোক্তশ্চ সুরৈস্তদা।
স্বাপং যাতং য মধ্যেত্তু বোধয়েৎ ত্বামচেতনঃ।
স ত্বয়া দৃষ্টমাত্রস্তু ভস্মীভবতু তৎক্ষণাৎ॥

"রাজা তাঁর পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হয়ে, তখন তাঁর বর অনুযায়ী নিদ্রা পছন্দ করেছিলেন। তিনি আরও বললেন, 'হে দেবোত্তম, যে আমার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাবে, সে যেন তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়।' দেবতারা উত্তর প্রদান করলেন, 'তথাস্তু', এবং তাঁকে বললেন, 'যে অবিবেচক ব্যক্তি আপনার নিদ্রার মাঝে আপনাকে জাগাবে, সে, কেবলমাত্র আপনার দৃষ্টিপাতে তৎক্ষণাৎ ভস্ম হয়ে যাবে।"

শ্লোক ২২

যবনে ভস্মসান্নীতে ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ।
আত্মানং দর্শয়ামাস মুচুকুন্দায় ধীমতে॥ ২২॥

যবনে—যবন; **ভস্মসাৎ**—ভস্মীভূত; **নীতে**—হয়ে গেলে; **ভগবান্**—ভগবান; **সাত্বত**—সাত্বত বংশের; **ঋষভঃ**—মহান বীর; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **দর্শয়াম্ আস**—প্রকাশিত হলেন; **মুচুকুন্দায়**—মুচুকুন্দের কাছে; **ধী-মতে**—বুদ্ধিমান।

অনুবাদ

যবন ভস্মীভূত হয়ে গেলে, জ্ঞানবান পুরুষ মুচুকুন্দের সামনে, সাত্বতপ্রধান শ্রীভগবান আত্মপ্রকাশ করলেন।

শ্লোক ২৩-২৬

তমালোক্য ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভেন বিরাজিতম্॥ ২৩॥
চতুর্ভুজং রোচমানং বৈজয়ন্ত্যা চ মালয়া।
চারুপ্রসন্নবদনং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্॥ ২৪॥
প্রেক্ষণীয়ং নৃলোকস্য সানুরাগস্মিতেক্ষণম্।
অপীব্যবয়সং মত্তমৃগেন্দ্রোদারবিক্রমম্॥ ২৫॥
পর্যপৃচ্ছন্মহাবুদ্ধিস্তেজসা তস্য ধর্ষিতঃ।
শঙ্কিতঃ শনকৈ রাজা দুর্ধর্ষমিব তেজসা॥ ২৬॥

তম্—তাঁকে; **আলোক্য**—দর্শন করে; **ঘন**—মেঘের মতো; **শ্যামম্**—ঘন নীল; **পীত**—হলুদ; **কৌশেয়**—রেশম; **বাসসম্**—যাঁর বস্ত্র; **শ্রীবৎস**—শ্রীবৎস চিহ্নিত; **বক্ষসম্**—যাঁর বক্ষোপরে; **ভ্রাজৎ**—উজ্জ্বল; **কৌস্তুভেন**—কৌস্তুভ মণি দ্বারা; **বিরাজিতম্**—বিরাজিত; **চতুঃ-ভুজম্**—চতুর্ভুজ; **রোচমানম্**—শোভিত; **বৈজয়ন্ত্যা**—বৈজয়ন্তী নামক; **চ**—এবং; **মালয়া**—পুষ্পমাল্য দ্বারা; **চারু**—আকর্ষণীয়; **প্রসন্ন**—এবং প্রসন্ন; **বদনম্**—যাঁর মুখ; **স্ফুরৎ**—দেদীপ্যমান; **মকর**—মকরাকৃতি তুল্য; **কুণ্ডলম্**—যাঁর কুণ্ডল দুটি; **প্রেক্ষণীয়ম্**—দর্শনীয়; **নৃ-লোকস্য**—মানুষের জন্য; **স**—সহ; **অনুরাগ**—অনুরাগ; **স্মিত**—হাস্য; **ঈক্ষণম্**—যাঁর নেত্রদ্বয় বা দৃষ্টি; **অপীব্য**—সুন্দর; **বয়সম্**—যাঁর যৌবন; **মত্ত**—মত্ত; **মৃগ-ইন্দ্র**—সিংহ-তুল্য; **উদার**—মহৎ; **বিক্রমম্**—যাঁর বিচরণ; **পর্য-পৃচ্ছৎ**—তিনি প্রশ্ন করলেন; **মহা-বুদ্ধিঃ**—মহামতি; **তেজসা**—তেজ দ্বারা; **তস্য**—তাঁর; **ধর্ষিতঃ**—অভিভূত; **শঙ্কিতঃ**—সন্দিহান হয়ে; **শনকৈঃ**—ধীরে ধীরে; **রাজা**—রাজা; **দুর্ধর্ষম্**—অনাক্রম্য; **ইব**—বস্তুত; **তেজসা**—তাঁর তেজ দ্বারা।

অনুবাদ

তিনি যখন ভগবানের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, রাজা মুচুকুন্দ দেখলেন যে, তিনি মেঘের মতো শ্যামল, চতুর্ভুজরূপে, পীত রেশম বস্ত্র পরিধান করেছেন। তাঁর বক্ষোপরে তিনি শ্রীবৎস চিহ্ন ধারণ করেছেন এবং তাঁর কণ্ঠে উজ্জ্বল কৌস্তুভ মণি বিরাজিত। বৈজয়ন্তী মালায় শোভিত হয়ে ভগবান তাঁর সুন্দর, সৌম্য মুখমণ্ডল প্রদর্শন করছিলেন, যা মকরাকৃতি দুই কুণ্ডলে ও প্রীতিময় হাস্যের দৃষ্টিপাত সমন্বিত হয়ে সকল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর যৌবনরূপ সৌন্দর্য ছিল অতুলনীয় এবং তিনি এক মত্ত সিংহের শ্রেষ্ঠত্ব সমন্বিত হয়ে পদচারণা করতেন। ভগবানের যে তেজ তাঁকে অপরাজেয় রূপে প্রদর্শন করছিল, তা দেখে সেই মহাবুদ্ধিমান রাজা অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁর সন্দিগ্ধতা প্রকাশ করে, মুচুকুন্দ দ্বিধাগ্রস্তভাবে ভগবান কৃষ্ণকে এইভাবে প্রশ্ন করলেন।

তাৎপর্য

তাৎপর্যপূর্ণ এই যে, ২৪তম শ্লোকে বলা হয়েছে, *চতুর্ভুজং রোচমানম্* "ভগবানকে তাঁর চতুর্ভুজরূপে সুন্দর দেখাচ্ছিল।" এই মহান গ্রন্থ ব্যাপী আমরা ভগবান কৃষ্ণকে তাঁর বিভিন্ন চিন্ময় রূপ প্রকাশের মাধ্যমে লক্ষ্য করে থাকি, অত্যন্ত স্পষ্টরূপে দেখি শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজরূপ এবং বিষ্ণু বা নারায়ণের চতুর্ভুজরূপ। অতএব কোনই সন্দেহ নেই যে, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবিষ্ণু অভিন্ন, বা এই শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের মূল রূপ। এই ব্যাপারটি কখনও কখনও ভুল বোঝা হয়, কিন্তু মহান আচার্যবর্গ, চিন্ময় বিজ্ঞানে

দক্ষ পুরুষেরা আমাদের জন্য বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মূল স্বরূপে ভগবান কেবলমাত্র স্রষ্টা, পালক এবং বিনাশক নন, অথবা বদ্ধজীবের শাস্তিদাতা নন, বরং পরম সুন্দর ভগবান, তাঁর আপন ধামে, তাঁর আপন অধিকারসমূহ উপভোগ করেন। এটাই কৃষ্ণের রূপ, সেই একই কৃষ্ণ, যিনি আমাদের এই বিভ্রান্তিকর পৃথিবীকে পালনের জন্য বিষ্ণুরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যে, *শঙ্কিতঃ* অর্থাৎ 'সন্দিগ্ধ' শব্দটি নির্দেশ করে যে, মুচুকুন্দ ভাবছিলেন, "প্রকৃতপক্ষে ইনিই কি ভগবান?" তিনি নিজেকে স্পষ্টভাবে নিম্নোক্ত শ্লোকগুলির মাঝে প্রকাশ করেছেন।

শ্লোক ২৭

শ্রীমুচুকুন্দ উবাচ

কো ভবানিহ সম্প্রাপ্তো বিপিনে গিরিগহ্বরে ।
পদ্ভ্যাং পদ্মপলাশাভ্যাং বিচরস্যুরুকণ্টকে ॥ ২৭ ॥

শ্রীমুচুকুন্দঃ উবাচ—শ্রীমুচুকুন্দ বললেন; **কঃ**—কে; **ভবান্**—আপনি; **ইহ**—এখানে; **সম্প্রাপ্তঃ**—একযোগে উপস্থিত হয়েছেন (আমার সঙ্গে); **বিপিনে**—অরণ্যে; **গিরি-গহ্বরে**—পর্বতগুহায়; **পদ্ভ্যাম্**—আপনার চরণদ্বয় দ্বারা; **পদ্ম**—একটি পদ্মের; **পলাশাভ্যাম্**—পাপড়ির মতো; **বিচরসি**—আপনি বিচরণ করছেন; **উরু-কণ্টকে**—যা কণ্টকাকীর্ণ।

অনুবাদ

শ্রীমুচুকুন্দ বললেন—কে আপনি পদ্ম পাপড়ির মতো কোমল পায়ে কণ্টকময় ভূমিতে বিচরণ করে, অরণ্যের মধ্যে এই পর্বতগুহায় উপস্থিত হয়েছেন?

শ্লোক ২৮

কিং স্বিত্তেজস্বিনাং তেজো ভগবান্ বা বিভাবসুঃ ।
সূর্যঃ সোমো মহেন্দ্রো বা লোকপালোঽপরোঽপি বা ॥ ২৮ ॥

কিম্ স্বিৎ—সম্ভবত; **তেজস্বিনাম্**—সকল তেজস্বিগণের; **তেজঃ**—মূলরূপ; **ভগবান্**—শক্তিশালী ভগবান; **বা**—বা; **বিভাবসুঃ**—অগ্নিদেব; **সূর্যঃ**—সূর্যদেব; **সোমঃ**—চন্দ্রদেব; **মহা-ইন্দ্রঃ**—স্বর্গের রাজা; **বা**—বা; **লোক**—কোন জগতের; **পালঃ**—পালক; **অপরঃ**—অন্য; **অপি বা**—কোন।

অনুবাদ

সম্ভবত আপনি সকল তেজস্বীগণের তেজ স্বরূপ। অথবা আপনি শক্তিশালী অগ্নিদেব, কিম্বা সূর্যদেব, চন্দ্রদেব, স্বর্গের রাজা অথবা অন্য কোন জগতের পালক দেবতা।

শ্লোক ২৯

মন্যে ত্বাং দেবদেবানাং ত্রয়াণাং পুরুষর্ষভম্ ।
যদ্বাধসে গুহাধ্বান্তং প্রদীপঃ প্রভয়া যথা ॥ ২৯ ॥

মন্যে—আমি মনে করি; **ত্বাম্**—আপনি; **দেব-দেবানাম্**—দেবতাদের প্রধান; **ত্রয়াণাম্**—তিনজন (ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব); **পুরুষ**—পুরুষের; **ঋষভম্**—সর্বোত্তম; **যৎ**—যেহেতু; **বাধসে**—আপনি দূরীভূত করেন; **গুহা**—গুহার; **ধ্বান্তম্**—অন্ধকার; **প্রদীপঃ**—প্রদীপ; **প্রভয়া**—তার আলো দ্বারা; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

আমি মনে করি, আপনি তিন প্রধান দেবতার মধ্যে পরমেশ্বর, কারণ প্রদীপ যেরূপ তার আলো দ্বারা অন্ধকার দূর করে, সেইভাবে আপনি এই গুহার অন্ধকার দূর করছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর প্রভা দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র গুহার অন্ধকার দূর করেননি—বরং মুচুকুন্দের হৃদয়ের অন্ধকারও দূর করেছিলেন। সংস্কৃতে হৃদয়কে কখনও কখনও রূপকভাবে 'গুহা' অর্থাৎ একটি গভীর ও গুপ্ত স্থান রূপে উল্লেখ করা হয়।

শ্লোক ৩০

শুশ্রূষতামব্যলীকমস্মাকং নরপুঙ্গব ।
স্বজন্ম কর্ম গোত্রং বা কথ্যতাং যদি রোচতে ॥ ৩০ ॥

শুশ্রূষতাম্—যে শ্রবণে উৎসুক; **অব্যলীকম্**—নিষ্কপটরূপে; **অস্মাকম্**—আমাদের নিকট; **নর**—মানুষের মধ্যে; **পুঙ্গব**—হে পরম শ্রেষ্ঠ; **স্ব**—আপনার; **জন্ম**—জন্ম; **কর্ম**—কর্ম; **গোত্রম্**—গোত্র; **বা**—এবং; **কথ্যতাম্**—বর্ণনা করুন; **যদি**—যদি; **রোচতে**—ইচ্ছা হয়।

অনুবাদ

হে পুরুষপ্রবর, যদি আপনি ইচ্ছা করেন তা হলে সত্যরূপে আপনার জন্ম, কর্ম ও গোত্র, শ্রবণেচ্ছু আমাদের কাছে বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

ভগবান যখন পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন অবশ্যই তিনি *নর-পুঙ্গব* অর্থাৎ মানব সমাজের পরম বিশিষ্ট সদস্য হয়ে ওঠেন। নিশ্চিতরূপেই, ভগবান প্রকৃতপক্ষে মানুষ নন এবং মুচুকুন্দের প্রশ্নগুলি এই ব্যাপারে বিশদ ব্যাখ্যার দিকে নিয়ে যায়। এইভাবে *শুশ্রূষতাম্* শব্দটি অর্থাৎ 'আমাদের কাছে, যারা ঐকান্তিকভাবে শ্রবণে ইচ্ছুক' নির্দেশ করছে যে, মুচুকুন্দ তাঁর নিজের ও অন্যান্যদের মঙ্গলের মহৎ উদ্দেশ্যেই প্রশ্ন করছিলেন।

শ্লোক ৩১

বয়ং তু পুরুষব্যাঘ্র ঐক্ষ্বাকাঃ ক্ষত্রবন্ধবঃ ।
মুচুকুন্দ ইতি প্রোক্তো যৌবনাশ্বাত্মজঃ প্রভো ॥ ৩১ ॥

বয়ম্—আমরা; **তু**—অপরপক্ষে; **পুরুষ**—মানুষের মধ্যে; **ব্যাঘ্র**—হে ব্যাঘ্র; **ঐক্ষ্বাকাঃ**—ঐক্ষ্বাকু বংশজাত; **ক্ষত্র**—ক্ষত্রিয়ের; **বন্ধবঃ**—পরিবারের সদস্য; **মুচুকুন্দঃ**—মুচুকুন্দ; **ইতি**—এইভাবে; **প্রোক্তঃ**—নামক; **যৌবনাশ্ব**—যৌবনাশ্বের (যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা); **আত্ম-জঃ**—পুত্র; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

হে পুরুষব্যাঘ্র, আমরা নীচ ক্ষত্রিয় পরিবারভুক্ত রাজা ইক্ষ্বাকুর বংশধর। আমার নাম মুচুকুন্দ, হে প্রভো, আমি যুবনাশ্বের পৌত্র এবং মান্ধাতার পুত্র।

তাৎপর্য

বৈদিক সংস্কৃতির প্রচলিত ধারা এই যে, কোনও ক্ষত্রিয় বিনয় সহকারে নিজেকে *ক্ষত্র-বন্ধু* অর্থাৎ, ক্ষত্রিয় পরিবারের নিতান্ত একজন আত্মীয়রূপে অথবা পরোক্ষভাবে, একজন নীচ ক্ষত্রিয়রূপে পরিচয় দিয়ে থাকে। পৌরাণিক বৈদিক সংস্কৃতিতে কারও পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট মর্যাদা দাবী করা নিজেরই নিম্ন মর্যাদার নির্দেশক। মেধা অনুসারে, নিজ কর্ম ও চরিত্রের গুণাবলীর দ্বারা *ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের* মর্যাদা প্রদান করা উচিত। যখন ভারতের জাতি প্রথার অবক্ষয় হল, তখন থেকে সাধারণ মানুষ গর্বভরে ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণদের আত্মীয়রূপে দাবী করতে থাকে, যদিও অতীতে বাস্তব গুণাবলী বর্জিত এই ধরনের কোনও দাবী, অধঃপতিত মর্যাদার পরিচয় বোঝাত।

শ্লোক ৩২

চিরপ্রজাগরশ্রান্তো নিদ্রয়াপহতেন্দ্রিয়ঃ ।
শয়েঽস্মিন্ বিজনে কামং কেনাপ্যুত্থাপিতোঽধুনা ॥ ৩২ ॥

চির—দীর্ঘকাল; **প্রজাগর**—জাগরণের ফলে; **শ্রান্তঃ**—ক্লান্ত; **নিদ্রয়া**—নিদ্রার দ্বারা; **অপহত**—আচ্ছন্ন থাকায়; **ইন্দ্রিয়ঃ**—আমার ইন্দ্রিয়গুলি; **শয়ে**—আমি শয়ন করেছিলাম; **অস্মিন্**—এই; **বিজনে**—নির্জন স্থানে; **কামম্**—আমার ইচ্ছানুরূপ; **কেন অপি**—কারও দ্বারা; **উত্থাপিতঃ**—জাগরিত হয়েছি; **অধুনা**—এখন।

অনুবাদ

দীর্ঘকাল জাগরণের ফলে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং আমার সকল ইন্দ্রিয় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। তাই এখন আমাকে কেউ না জাগানো অবধি, এই নির্জন স্থানে আমি সুখে ঘুমিয়ে ছিলাম।

শ্লোক ৩৩

সোঽপি ভস্মীকৃতো নূনমাত্মীয়েনৈব পাপ্মনা ।
অনন্তরং ভবান্ শ্রীমাল্ঁ লক্ষিতোঽমিত্রশাসনঃ ॥ ৩৩ ॥

সঃ অপি—সেই ব্যক্তিটি; **ভস্মীকৃতঃ**—ভস্মীভূত হয়েছে; **নূনম্**—প্রকৃতপক্ষে; **আত্মীয়েন**—তার নিজের; **এব**—কেবলমাত্র; **পাপ্মনা**—পাপ কর্ম; **অনন্তরম্**—অতঃপর; **ভবান্**—আপনি; **শ্রীমান্**—মহিমাময়; **লক্ষিতঃ**—দর্শন করলাম; **অমিত্র**—শত্রুগণের; **শাসনঃ**—শাসনকারী।

অনুবাদ

যে মানুষটি আমাকে জাগিয়েছিল, তার পাপের কর্মফল দ্বারা সে ভস্মীভূত হল। ঠিক তখনই আপনার শত্রুদের শাসনের শক্তি সমন্বিত মহিমাময়রূপে আপনাকে আমি দর্শন করলাম।

তাৎপর্য

কালযবন নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ ও যদু বংশের শত্রুরূপে ঘোষণা করেছিল। মুচুকুন্দের মাধ্যমে, শ্রীকৃষ্ণ সেই মূর্খ যবনের বিরোধিতা বিনাশ করলেন।

শ্লোক ৩৪

তেজসা তেঽবিষহ্যেণ ভূরি দ্রষ্টুং ন শক্নুমঃ ।
হতৌজসা মহাভাগ মাননীয়োঽসি দেহিনাম্ ॥ ৩৪ ॥

তেজসা—দ্যুতির জন্য; **তে**—আপনার; **অবিষহ্যেণ**—অসহনীয়; **ভূরি**—বেশি; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করতে; **ন শক্নুমঃ**—আমরা সমর্থ নই; **হৃত**—ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছে; **ওজসা**—আমাদের প্রভাব; **মহা-ভাগ**—হে পরম ঐশ্বর্যবান; **মাননীয়ঃ**—মাননীয়; **অসি**—আপনি; **দেহিনাম্**—প্রাণীদের দ্বারা।

অনুবাদ

আপনার অসহনীয় উজ্জ্বল দ্যুতি আমাদের শক্তিকে আচ্ছন্ন করেছে এবং তাই আমরা আপনার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারছি না। হে মহাভাগ, আপনি সকল জীবকুলের কাছে মাননীয়।

শ্লোক ৩৫

এবং সম্ভাষিতো রাজ্ঞা ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।
প্রত্যাহ প্রহসন্ বাণ্যা মেঘনাদগভীরয়া ॥ ৩৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **সম্ভাষিতঃ**—কথিত হয়ে; **রাজ্ঞা**—রাজার দ্বারা; **ভগবান্**—ভগবান; **ভূত**—সকল সৃষ্টির; **ভাবনঃ**—মূল; **প্রত্যাহ**—তিনি উত্তর করলেন; **প্রহসন্**—উদার হাস্যে; **বাণ্যা**—কথা দ্বারা; **মেঘ**—মেঘের; **নাদ**—ধ্বনির মতো; **গভীরয়া**—গভীর।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—] এইভাবে রাজার সম্ভাষণ শুনে, সকল সৃষ্টির মূল পরমেশ্বর ভগবান হাসলেন এবং তারপর তাঁকে মেঘগম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন।

শ্লোক ৩৬

শ্রীভগবানুবাচ

জন্মকর্মাভিধানানি সন্তি মেঽঙ্গ সহস্রশঃ ।
ন শক্যন্তেঽনুসংখ্যাতুমনন্তত্বান্ময়াপি হি ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **জন্ম**—জন্ম; **কর্ম**—কর্ম; **অভিধানানি**—এবং নামসমূহ; **সন্তি**—বর্তমান রয়েছে; **মে**—আমার; **অঙ্গ**—হে প্রিয়; **সহস্রশঃ**—সহস্র সহস্র; **ন শক্যন্তে**—তারা পারে না; **অনুসংখ্যাতুম্**—গণনা করতে; **অনন্তত্বাৎ**—অসীম হওয়ার জন্য; **ময়া**—আমার দ্বারা; **অপি হি**—এমন কি।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে প্রিয় বন্ধু, আমি সহস্র সহস্র জন্ম গ্রহণ করেছি, সহস্র সহস্র জীবনে কর্মতৎপর হয়ে এবং সহস্র সহস্র নাম গ্রহণ করেছি।

প্রকৃতপক্ষে, আমার জন্ম, কর্ম ও নামসমূহ অসীম অনন্ত এবং তাই আমিও তাদের গণনা করতে পারি না।

শ্লোক ৩৭

ক্বচিদ্ রজাংসি বিমমে পার্থিবান্যুরুজন্মভিঃ ।
গুণকর্মাভিধানানি ন মে জন্মানি কর্হিচিৎ ॥ ৩৭ ॥

ক্বচিৎ—কদাচিৎ; **রজাংসি**—ধূলিকণা; **বিমমে**—কেউ গণনা করে; **পার্থিবানি**—পৃথিবীতে; **উরু-জন্মভিঃ**—বহু জন্মে; **গুণ**—গুণাবলী; **কর্ম**—কর্ম; **অভিধানানি**—এবং নামসমূহ; **ন**—না; **মে**—আমার; **জন্মানি**—জন্মসমূহ; **কর্হিচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

বহু জন্ম ধরে কেউ হয়ত পৃথিবীর ধূলিকণা গণনা করতে পারে, কিন্তু কেউই আমার গুণাবলী, কর্ম, নাম ও জন্ম গণনা করে কখনও শেষ করতে পারে না।

শ্লোক ৩৮

কালত্রয়োপপন্নানি জন্মকর্মাণি মে নৃপ ।
অনুক্রমন্তো নৈবান্তং গচ্ছন্তি পরমর্ষয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

কাল—সময়ের; **ত্রয়**—তিনটি স্তরে (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ); **উপপন্নানি**—ঘটে চলেছে; **জন্ম**—জন্ম; **কর্মাণি**—এবং কর্ম; **মে**—আমার; **নৃপ**—হে রাজন্ (মুচুকুন্দ); **অনুক্রমন্তঃ**—গণনা করতে করতে; **ন**—না; **এব**—মোটেই; **অন্তম্**—শেষে; **গচ্ছন্তি**—পৌঁছন; **পরম**—শ্রেষ্ঠ; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ।

অনুবাদ

হে রাজন, শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ সময়ের তিনটি পর্যায়ক্রমে ঘটমান আমার জন্ম ও কর্মসমূহ গণনা করেন, কিন্তু তাঁরা কখনই সেই গণনার শেষ অবধি পৌঁছতে পারেন না।

শ্লোক ৩৯-৪০

তথাপ্যদ্যতনান্যঙ্গ শৃণুষ্ব গদতো মম ।
বিজ্ঞাপিতো বিরিঞ্চেন পুরাহং ধর্মগুপ্তয়ে ।
ভূমের্ভারায়মাণানামসুরাণাং ক্ষয়ায় চ ॥ ৩৯ ॥
অবতীর্ণো যদুকুলে গৃহ আনকদুন্দুভেঃ ।
বদন্তি বাসুদেবেতি বসুদেবসুতং হি মাম্ ॥ ৪০ ॥

তথা অপি—তথাপি; **অদ্যতনানি**—এই সময়ের; **অঙ্গ**—হে সখা; **শৃণুষ্ব**—শ্রবণ কর; **গদতঃ**—আমি কে বলছি; **মম**—আমার থেকে; **বিজ্ঞাপিতঃ**—ঐকান্তিকভাবে অনুরুদ্ধ; **বিরিঞ্চেন**—ব্রহ্মা দ্বারা; **পুরা**—অতীতে; **অহম্**—আমি; **ধর্ম**—ধর্ম; **গুপ্তয়ে**—রক্ষার জন্য; **ভূমেঃ**—পৃথিবীর জন্য; **ভারায়মাণানাম্**—যারা ভারস্বরূপ; **অসুরাণাম্**—অসুরদের; **ক্ষয়ায়**—বিনাশের জন্য; **চ**—এবং; **অবতীর্ণঃ**—অবতীর্ণ হয়েছি; **যদু**—যদুর; **কুলে**—বংশে; **গৃহে**—গৃহে; **আনকদুন্দুভেঃ**—বসুদেবের; **বদন্তি**—লোকে বলে; **বাসুদেবঃ ইতি**—বাসুদেব নামে; **বসুদেব-সুতম্**—বসুদেবের পুত্র; **হি**—বস্তুত; **মাম্**—আমাকে।

অনুবাদ

তথাপি, হে সখা, আমার বর্তমান জন্ম, নাম ও কর্ম সম্বন্ধে আমি তোমাকে বলব। দয়া করে শ্রবণ কর। কিছু কাল আগে, ব্রহ্মা আমাকে ধর্ম রক্ষার জন্য এবং ভূভার রূপ অসুরদের বিনাশের জন্য অনুরোধ করে। তাই আমি যদু বংশে, আনকদুন্দুভির গৃহে অবতীর্ণ হয়েছি। প্রকৃতপক্ষে, যেহেতু আমি বসুদেবের পুত্র, তাই লোকে আমাকে বাসুদেব বলে।

শ্লোক ৪১

কালনেমির্হতঃ কংসঃ প্রলম্বাদ্যাশ্চ সদ্দ্বিষঃ ।
অয়ং চ যবনো দগ্ধো রাজংস্তে তিগ্মচক্ষুষা ॥ ৪১ ॥

কালনেমিঃ—অসুর কালনেমি; **হতঃ**—বধ করেছি; **কংসঃ**—কংস; **প্রলম্ব**—প্রলম্ব; **আদ্যাঃ**—এবং অন্যান্য; **চ**—ও; **সৎ**—যারা পুণ্যবান তাদের; **দ্বিষঃ**—বিদ্বেষী; **অয়ম্**—এই; **চ**—এবং; **যবনঃ**—যবন; **দগ্ধঃ**—দগ্ধ হল; **রাজন্**—হে রাজন; **তে**—তোমার; **তিগ্ম**—তীক্ষ্ণ; **চক্ষুষা**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা।

অনুবাদ

কংস রূপে পুনরায় জন্ম নিলে, কালনেমিকে, সেই সঙ্গে প্রলম্বকে এবং পুণ্যবানদের অন্যান্য শত্রুদের আমি বধ করেছি। আর এখন, হে রাজন, এই যবন তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতের দ্বারা ভস্মীভূত হল।

শ্লোক ৪২

সোঽহং তবানুগ্রহার্থং গুহামেতামুপাগতঃ ।
প্রার্থিতঃ প্রচুরং পূর্বং ত্বয়াহং ভক্তবৎসলঃ ॥ ৪২ ॥

সঃ—সেই একই পুরুষ; **অহম্**—আমি; **তব**—তোমার; **অনুগ্রহ**—অনুগ্রহ; **অর্থম্**—জন্য; **গুহাম্**—গুহা; **এতাম্**—এই; **উপাগতঃ**—উপস্থিত হয়েছি; **প্রার্থিতঃ**—প্রার্থিত হয়েছিল; **প্রচুরম্**—প্রচুর; **পূর্বম্**—পূর্বে; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **অহম্**—আমি; **ভক্ত**—আমার ভক্তগণের প্রতি; **বৎসলঃ**—স্নেহপরায়ণ।

অনুবাদ

যেহেতু অতীতে তুমি বার বার আমার কাছে প্রার্থনা করেছিলে, তাই তোমাকে কৃপা প্রদর্শনের জন্য আমি স্বয়ং এই গুহায় উপস্থিত হয়েছি, কারণ আমার ভক্তগণের প্রতি আমি স্নেহপরায়ণ হয়েই থাকি।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মুচুকুন্দ ভগবানের ভক্ত ছিলেন। তিনি ভগবানের সঙ্গ প্রার্থনা করেছিলেন, আর এখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ঐকান্তিক প্রার্থনা মঞ্জুর করছেন।

শ্লোক ৪৩

বরান্ বৃণীষ্ব রাজর্ষে সর্বান্ কামান্ দদামি তে ।
মাং প্রসন্নো জনঃ কশ্চিন্ন ভূয়োঽর্হতি শোচিতুম্ ॥ ৪৩ ॥

বরান্—বরসমূহ; **বৃণীষ্ব**—প্রার্থনা কর; **রাজ-ঋষে**—হে রাজর্ষি; **সর্বান্**—সকল; **কামান্**—আকাঙ্ক্ষিত বিষয়াদি; **দদামি**—আমি প্রদান করব; **তে**—তোমাকে; **মাম্**—আমাকে; **প্রসন্নঃ**—সন্তুষ্ট করে; **জনঃ**—ব্যক্তি; **কশ্চিৎ**—কোন; **ন ভূয়ঃ**—কখনও পুনরায়; **অর্হতি**—প্রয়োজন; **শোচিতুম্**—শোক করার।

অনুবাদ

হে রাজর্ষি, এখন আমার কাছ থেকে তোমার যা কিছু বর প্রার্থনা কর। আমি তোমার সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করব। যে আমাকে সন্তুষ্ট করেছে, আর কখনও তার শোক করার প্রয়োজন হয় না।

তাৎপর্য

আচার্যগণ বর্ণনা করেছেন, আমরা যখন অসম্পূর্ণতাবোধ করি, আমরা যখন কোনকিছু হারিয়ে ফেলি অথবা আমরা যখন আকাঙ্ক্ষিত কোনকিছু অর্জন করতে ব্যর্থ হই, তখন আমরা শোক প্রকাশ করি। যিনি শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করেছেন, এবং তার ফলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করেছেন, তিনি কখনও এই সমস্ত উপায়ে ক্লেশ ভোগ করেন না। শ্রীকৃষ্ণ সকল আনন্দের আধার, এবং তিনি সকল জীবের সঙ্গে তাঁর চিন্ময় আনন্দ ভাগ করে উপভোগ করেন। আমাদের কেবলমাত্র ভগবানের সঙ্গে সহযোগিতা করা প্রয়োজন।

শ্লোক ৪৪

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তস্তং প্রণম্যাহ মুচুকুন্দো মুদান্বিতঃ ।
জ্ঞাত্বা নারায়ণং দেবং গর্গবাক্যমনুস্মরন্ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উক্তঃ**—উক্ত; **তম্**—তাঁকে; **প্রণম্য**—প্রণাম নিবেদন করে; **আহ**—বললেন; **মুচুকুন্দঃ**—মুচুকুন্দ; **মুদা**—আনন্দে; **অন্বিতঃ**—পূর্ণ হয়ে; **জ্ঞাত্বা**—অবগত হয়ে (তাঁকে); **নারায়ণম্ দেবম্**—ভগবান নারায়ণ; **গর্গ-বাক্যম্**—গর্গমুনির বাক্যসমূহ; **অনুস্মরন্**—স্মরণ করে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এই কথা শুনে মুচুকুন্দ শ্রীভগবানকে প্রণাম নিবেদন করলেন। গর্গমুনির কথাগুলি মনে রেখে তিনি আনন্দে পূর্ণ হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে, পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণরূপে চিনতে পারলেন। রাজা তখন তাঁকে এইভাবে সম্বোধন করলেন।

তাৎপর্য

যদিও ভগবান এখানে চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে আবির্ভূত হয়েছেন তা হলেও আমরা বলতে পারি যে, মুচুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করছিলেন। এই সমস্ত কিছুই কৃষ্ণলীলার বিষয়ের মধ্যে সংঘটিত হচ্ছিল। বৈষ্ণবদের কাছে এটা সুপরিচিত যে, বিষ্ণু বা নারায়ণের চতুর্ভুজ রূপ শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ। তাই শ্রীকৃষ্ণের লীলার মধ্যে বিষ্ণুলীলাও আবির্ভূত হতে পারে। পরমেশ্বর ভগবানের এমনই গুণ ও কর্ম কাণ্ড। আমাদের জন্য যে সব কাজকর্ম অসাধারণ এবং এমন কি অসম্ভব হয়ে ওঠে, তা ভগবানের কাছে সাধারণ এবং অনায়াস লীলা মাত্র।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী আমাদের অবগত করেছেন যে, গর্গমুনির পৌরাণিক ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে মুচুকুন্দ অবহিত ছিলেন যে, অষ্ট-বিংশতিতম যুগে ভগবান আবির্ভূত হবেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, গর্গমনি মুচুকুন্দকে আরও জানিয়েছিলেন যে, তিনি স্বয়ং শ্রীভগবানকে দর্শন করবেন। এখন সেই সকলই ঘটছিল।

শ্লোক ৪৫

শ্রীমুচুকুন্দ উবাচ

বিমোহিতোঽয়ং জন ঈশ মায়য়া
ত্বদীয়য়া ত্বাং ন ভজত্যনর্থদৃক্ ।

সুখায় দুঃখপ্রভবেষু সজ্জতে
গৃহেষু যোষিৎ পুরুষশ্চ বঞ্চিতঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীমুচুকুন্দঃ উবাচ—শ্রীমুচুকুন্দ বললেন; **বিমোহিতঃ**—বিমোহিত; **অয়ম্**—এই; **জনঃ**—ব্যক্তি; **ঈশ**—হে ভগবান; **মায়য়া**—মায়া শক্তি দ্বারা; **ত্বদীয়য়া**—আপনার নিজ; **ত্বাম্**—আপনাকে; **ন ভজতি**—ভজনা করে না; **অনর্থ-দৃক্**—নিজ প্রকৃত মঙ্গল দর্শন করে না; **সুখায়**—সুখের জন্য; **দুঃখ**—দুঃখ; **প্রভবেষু**—উৎপত্তির বস্তুতে; **সজ্জতে**—আসক্ত হয়ে ওঠে; **গৃহেষু**—পারিবারিক জীবনের বিষয়ে; **যোষিৎ**—স্ত্রী; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **চ**—এবং; **বঞ্চিতঃ**—বঞ্চিত।

অনুবাদ

শ্রীমুচুকুন্দ বললেন—হে ভগবান, এই জগতের মানুষ, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই, আপনার মায়া শক্তির দ্বারা বিমোহিত। নিজেদের প্রকৃত মঙ্গল সম্বন্ধে অনবহিত হয়ে তারা আপনার ভজনা করে না, কিন্তু তার পরিবর্তে নিজেদের পারিবারিক বিষয়ে আবদ্ধ করার মাধ্যমে সুখ আকাঙ্ক্ষা করে, যা প্রকৃতপক্ষে দুঃখেরই উৎস।

তাৎপর্য

মুচুকুন্দ তৎক্ষণাৎ পরিস্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি ভগবানের কাছে জাগতিক আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন না। যারা বিভিন্ন রকম জাগতিক মঙ্গলের জন্য ধর্মকে ব্যবহার করার চেষ্টা করে, তাদের থেকে তিনি অনেক তফাতে, পারমার্থিকভাবে উন্নত। *অর্থ* মানে "মূল্য" এবং এই শব্দের নঞর্থক ক্রিয়া *অনর্থ*—যার অর্থ "যা মূল্যহীন বা অপ্রয়োজনীয়"। এইভাবে *অনর্থ-দৃক্* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, যাদের দৃষ্টি মূল্যহীন বস্তুর উপর কেন্দ্রীভূত, তারা হৃদয়ঙ্গম করেনি প্রকৃত *অর্থ* বা 'মূল্য' কি। চকচক করলেই সোনা হয় না এবং মুচুকুন্দ এখানে দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করছেন যে, দেহগত সম্পর্কের মধ্যে স্বর্ণসুখ লাভের ইচ্ছায় মূর্খের মতো আমাদের আবদ্ধ করে রেখে, পারমার্থিক সুযোগগুলি বিনষ্ট করা উচিত নয়। ভগবানকে ভালবাসাই আমাদের উদ্দেশ্য।

শ্লোক ৪৬

লব্ধ্বা জনো দুর্লভমত্র মানুষং
কথঞ্চিদব্যঙ্গমযত্নতোঽনঘ ।
পাদারবিন্দং ন ভজত্যসন্মতির্
গৃহান্ধকূপে পতিতো যথা পশুঃ ॥ ৪৬ ॥

লব্ধ্বা—প্রাপ্ত হয়ে; **জনঃ**—মানুষ; **দুর্লভম্**—দুর্লভ; **অত্র**—এই জগতে; **মানুষম্**—মনুষ্যদেহ; **কথঞ্চিৎ**—যেভাবেই হোক; **অব্যঙ্গম্**—অবিকলাঙ্গ (বিভিন্ন পশুরূপের মতো নয়); **অযত্নতঃ**—যত্ন ব্যতিরেকে; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ; **পাদ**—আপনার চরণ; **অরবিন্দম্**—কমলসদৃশ; **ন ভজতি**—সে পূজা করে না; **অসৎ**—অপবিত্র; **মতিঃ**—তার মানসিকতা; **গৃহ**—গৃহের; **অন্ধ**—অন্ধ; **কূপে**—কূপের মধ্যে; **পতিতঃ**—পতিত হয়; **যথা**—মতো; **পশুঃ**—পশু।

অনুবাদ

কোনভাবে বা আপনা থেকেই দুর্লভ জীবনের উচ্চতর প্রকাশ এই মনুষ্যদেহ লাভ করলেও, যে মানুষের মন অপবিত্র, সে আপনার চরণ কমলের পূজা করে না। অন্ধকূপে পতিত পশুর মতো সেই মানুষ জাগতিক গৃহসংসারের অন্ধকারে পতিত হয়েছে।

তাৎপর্য

আমাদের প্রকৃত গৃহ শ্রীভগবানের রাজ্য। আমাদের জাগতিক গৃহে থাকবার জন্য আমাদের অটল প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও, মৃত্যু আমাদের নিষ্ঠুরভাবে জাগতিক বিষয়ের রঙ্গমঞ্চ থেকে নিক্ষেপ করবে। গৃহে অবস্থান করা খারাপ নয়, তেমনি আমাদের প্রিয়জনের প্রতি আমাদের নিজেদের নিযুক্ত করাও খারাপ নয়। কিন্তু আমাদের অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে, নিত্য চিন্ময়ধামই আমাদের প্রকৃত আলয়।

অযত্নতঃ শব্দটি নির্দেশ করছে যে, মনুষ্য জীবন আপনা থেকেই আমাদের প্রদান করা হয়েছে। আমরা এই মনুষ্য দেহটি নির্মাণ করিনি এবং তাই মূর্খের মতো আমাদের দাবী করা উচিত নয়, "এই দেহটি আমার"। মনুষ্যরূপটি ভগবানের উপহার এবং শুদ্ধ ভগবৎ-চেতনা প্রাপ্ত হবার জন্য তা ব্যবহৃত হওয়া উচিত। যে এই সমস্ত কিছু হৃদয়ঙ্গম করে না, সে *অসন-মতি* অর্থাৎ স্থূলবুদ্ধি, জড় বোধসম্পন্ন।

শ্লোক ৪৭

মমৈষ কালোঽজিত নিষ্ফলো গতো
রাজ্যশ্রিয়োন্নদ্ধমদস্য ভূপতেঃ ।
মর্ত্যাত্মবুদ্ধেঃ সুতদারকোশভূম্বা্‌
আসজ্জমানস্য দুরন্তচিন্তয়া ॥ ৪৭ ॥

মম—আমার; **এষঃ**—এই; **কালঃ**—সময়; **অজিত**—হে অজিত; **নিষ্ফলঃ**—নিষ্ফলভাবে; **গতঃ**—অতিবাহিত; **রাজ্য**—রাজ্য দ্বারা; **শ্রিয়া**—এবং ঐশ্বর্য; **উন্নদ্ধ**—

নির্মিত হয়ে; **মদস্য**—মত্ত হয়ে; **ভূপতেঃ**—পৃথিবীর এক রাজা; **মর্ত্য**—নশ্বর দেহ; **আত্ম**—আত্ম; **বুদ্ধেঃ**—যার মানসিকতা; **সুত**—পুত্রদের প্রতি; **দার**—পত্নী; **কোশ**—ধনাগার; **ভূষু**—এবং ভূমি; **আসজ্জমানস্য**—আসক্ত হয়ে; **দুর্-অন্ত**—অন্তহীন; **চিন্তয়া**—উৎকণ্ঠা দ্বারা।

অনুবাদ

হে অজিত, পৃথিবীর এক রাজার মতো আমার রাজ্য ও ঐশ্বর্য দ্বারা মত্ত হয়ে আমি এই সকল সময় নষ্ট করেছি। ভ্রান্তভাবে নশ্বর দেহটিকে আত্মজ্ঞান করে পুত্র, পত্নী, সম্পদ ও ভূমির প্রতি আসক্ত হয়ে আমি অন্তহীন উদ্বেগ ভোগ করছি।

তাৎপর্য

জীবনের মূল্যবান মনুষ্যদেহকে জড় উদ্দেশ্যে যারা অপব্যবহার করছে, পূর্ববর্তী শ্লোকে তাদের নিন্দা করার পর মুচুকুন্দ এখন স্বীকার করছেন যে, তিনি নিজেও এই শ্রেণীভুক্ত। তিনি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ভগবানের সঙ্গ লাভের সুযোগ গ্রহণ করে চিরকালের জন্য শুদ্ধ ভক্ত হতে চেয়েছেন।

শ্লোক ৪৮

কলেবরেঽস্মিন্ ঘটকুড্যসন্নিভে
নিরূঢ়মানো নরদেব ইত্যহম্ ।
বৃতো রথেভাশ্বপদাত্যনীকপৈর্
গাং পর্যটংস্ত্বাগণয়ন্ সুদুর্মদঃ ॥ ৪৮ ॥

কলেবরে—দেহ মধ্যে; **অস্মিন্**—এই; **ঘট**—ঘট; **কুড্য**—অথবা একটি দেওয়াল; **সন্নিভে**—মতো; **নিরূঢ়**—আবদ্ধ; **মানঃ**—অভিমান; **নর-দেবঃ**—মনুষ্য (রাজা) মধ্যে একজন ভগবান; **ইতি**—এইভাবে (নিজেকে মনে করে); **অহম্**—আমি; **বৃতঃ**—বেষ্টিত; **রথ**—রথ দ্বারা; **ইভ**—হস্তী; **অশ্ব**—অশ্ব; **পদাতি**—পদাতিক বাহিনী; **অনীকপৈঃ**—এবং সেনাপতিগণ; **গাম্**—পৃথিবী; **পর্যটন্**—ভ্রমণ করে; **ত্বা**—আপনাকে; **অগণয়ন্**—গণনা না করে; **সু-দুর্মদঃ**—অহংকার দ্বারা অত্যন্ত ভ্রান্তপথে চালিত হয়েছি।

অনুবাদ

গভীর ঔদ্ধত্যের সঙ্গে একটি ঘট অথবা একটি দেওয়ালের মতো জড় বস্তুরূপ দেহরূপে আমি নিজেকে মনে করেছিলাম। নিজেকে সমস্ত মানুষের মধ্যে ঈশ্বর

মনে করে রথ, হাতী, অশ্বারোহী, পদাতিক সৈন্য ও সেনাপতি দ্বারা বেষ্টিত হয়ে, আমার বিপথে চালিত অহংকার নিয়ে আপনাকে অশ্রদ্ধা করে, আমি পৃথিবী পর্যটন করেছিলাম।

শ্লোক ৪৯

প্রমত্তমুচ্চৈরিতিকৃত্যচিন্তয়া
প্রবৃদ্ধলোভং বিষয়েষু লালসম্ ।
ত্বমপ্রমত্তঃ সহসাভিপদ্যসে
ক্ষুল্লেলিহানোঽহিরিবাখুমন্তকঃ ॥ ৪৯ ॥

প্রমত্তম্—প্রমত্ত; **উচ্চৈঃ**—অত্যধিক; **ইতি-কৃত্য**—কি কি করতে হবে; **চিন্তয়া**—ভাবনার সঙ্গে; **প্রবৃদ্ধ**—পূর্ণরূপে বর্ধিত; **লোভম্**—লোভ; **বিষয়েষু**—বিষয় সমূহের জন্য; **লালসম্**—লালসা; **ত্বম্**—আপনার; **অপ্রমত্তঃ**—অপ্রমত্ত; **সহসা**—সহসা; **অভিপদ্যসে**—আক্রমণ করেন; **ক্ষুৎ**—তৃষ্ণাবশত; **লেলিহানঃ**—বিষদাঁত লেহন করতে করতে; **অহিঃ**—সর্প; **ইব**—যেন; **আখুম্**—একটি ইঁদুর; **অন্তকঃ**—মৃত্যু।

অনুবাদ

ইতিকর্তব্য চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে গভীরভাবে লোভী এবং ইন্দ্রিয় উপভোগে আনন্দিত কোনও মানুষ সহসা নিত্য প্রবুদ্ধ আপনার সম্মুখীন হয়। ক্ষুধার্ত সাপ যেমন ইঁদুরের সামনে তার বিষদাঁত লেহন করে, তেমনই আপনি মানুষের সামনে মৃত্যু রূপে আবির্ভূত হন।

তাৎপর্য

আমরা এখানে *প্রমত্তম্* এবং *অপ্রমত্তঃ* শব্দ দুটির মধ্যে বৈপরীত্য লক্ষ্য করতে পারি। যারা নিজ স্বার্থে জড় জগৎ ব্যবহার করার চেষ্টা করছে, তারা *প্রমত্তঃ* "ভ্রান্ত পথে চালিত, বিমোহিত, আকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত"। কিন্তু শ্রীভগবান *অপ্রমত্তঃ* "সতর্ক, সংযত ও অবিমোহিত"। আমাদের উন্মত্ততাবশত আমরা হয়ত ভগবানকে অস্বীকার করতে পারি, কিন্তু ভগবান সংযত এবং আমাদের কর্মের গুণ অনুসারে আমাদের পুরস্কৃত করতে বা শাস্তি দিতে বিচ্যুত হন না।

শ্লোক ৫০

পুরা রথৈর্হেমপরিষ্কৃতৈশ্চরন্
মতঙ্গজৈর্বা নরদেবসংজ্ঞিতঃ ।

স এব কালেন দুরত্যয়েন তে
কলেবরো বিট্‌কৃমিভস্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৫০ ॥

পুরা—পূর্বে; **রথৈঃ**—রথে; **হেম**—স্বর্ণ দ্বারা; **পরিস্কৃতৈঃ**—মণ্ডিত; **চরন্**—আরোহণ করে; **মতম্**—প্রচণ্ড; **গজৈঃ**—হস্তীতে; **বা**—বা; **নর-দেব**—রাজা; **সংজ্ঞিতঃ**—নামক; **সঃ**—সেই; **এব**—একই; **কালেন**—কাল দ্বারা; **দুরত্যয়েন**—দুরতিক্রমনীয়; **তে**—আপনার; **কলেবরঃ**—দেহ; **বিট্**—বিষ্ঠারূপে; **কৃমি**—কৃমি; **ভস্ম**—ভস্ম; **সংজ্ঞিতঃ**—নামক।

অনুবাদ

যে দেহ প্রথমে বিশাল হস্তীতে অথবা সুবর্ণমণ্ডিত রথে আরোহণ করে 'রাজা' নাম দ্বারা পরিচিত হয়, পরে আপনার দুরতিক্রমণীয় কাল শক্তি দ্বারা তা 'বিষ্ঠা', 'কৃমি' বা 'ভস্ম' নামে অভিহিত হয়।

তাৎপর্য

আমেরিকায় এবং অন্যান্য জাগতিকরূপে উন্নত দেশগুলিতে মৃতদেহগুলি সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খল উৎসবের পন্থায় সৎকার করা হয়, কিন্তু পৃথিবীর বহু অংশে, বৃদ্ধ, রুগ্ন এবং আহত ব্যক্তিরা নির্জনে বা উপেক্ষিত স্থানে মারা যায়, যেখানে শৃগাল ও কুকুরেরা তাদের দেহগুলি ভোগ করার পর তাদের বিষ্ঠায় পরিণত করে। আর যদি কেউ শবাধারের মধ্যে সমাধিস্থ হওয়ার জন্য সৌভাগ্য লাভ করে তবে তার দেহও কৃমি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জীবের বেশ ভোগ্য হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে অনেক মৃতদেহ দাহ করাও হয় এবং এইভাবে তা ভস্মে পরিণত হয়। যে কোন ভাবেই, মৃত্যু সুনিশ্চিত এবং দেহের চূড়ান্ত পরিণতি কখনই সুখের নয়। এখানে মুচুকুন্দের বক্তব্যের সেটিই প্রকৃত তাৎপর্য—দেহটিকে এখন যদিও "রাজা", "যুবরাজ", "সৌন্দর্যের রাণী" "উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণী" ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হচ্ছে, তবু পরিণামে "বিষ্ঠা" "কৃমি" এবং "ভস্ম" রূপেই তা পর্যবসিত হবে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী নিচের বৈদিক উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন—

যোনেঃ সহস্রাণি বহুনি গত্বা
দুঃখেন লব্ধাপি চ মানুষত্বম্ ।
সুখাবহং যে ন ভজন্তি বিষ্ণুং
তে বৈ মনুষ্যাত্মনি শত্রু-ভূতাঃ ॥

"বহু সহস্র যোনির মাধ্যমে জীবন অতিক্রান্ত হলে মহা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বদ্ধজীব শেষ পর্যন্ত মনুষ্যরূপ লাভ করে। তাদের প্রকৃত সুখ এনে দিতে পারে শ্রীবিষ্ণুর

আরাধনা। যে সব মানুষ তা করছে না, তারা অবশ্যই তাদের নিজেদের এবং মানবতার উভয়েরই শত্রু হয়ে ওঠে।"

শ্লোক ৫১

নির্জিত্য দিক্‌চক্রমভূতবিগ্রহো
বরাসনস্থঃ সমরাজবন্দিতঃ ।
গৃহেষু মৈথুন্যসুখেষু যোষিতাং
ক্রীড়ামৃগঃ পুরুষ ঈশ নীয়তে ॥ ৫১ ॥

নির্জিত্য—বিজয় করে; **দিক্**—দিকসমূহের; **চক্রম্**—মণ্ডল; **অভূত**—অবিদ্যমান; **বিগ্রহঃ**—সংগ্রাম; **বরাসন**—উত্তম সিংহাসনে; **স্থঃ**—আসীন হয়ে; **সম**—সম; **রাজ**—রাজাদের দ্বারা; **বন্দিতঃ**—স্তুত; **গৃহেষু**—গৃহে; **মৈথুন্য**—মৈথুন; **সুখেষু**—সুখ; **যোষিতাম্**—স্ত্রীগণের; **ক্রীড়া-মৃগঃ**—গৃহপালিত পশু; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **ঈশ**—হে ভগবান; **নীয়তে**—পরিচালিত হন।

অনুবাদ

সমগ্র দিঙ্মণ্ডল বিহিত করে এবং এইভাবে সংগ্রামশূন্য হয়ে, একদা তার সমশক্তিসম্পন্ন ছিল এমন রাজন্যবর্গের স্তুতি লাভ করে, মানুষ বরণীয় সিংহাসনে উপবেশন করে। কিন্তু যখন সে মৈথুনসুখ লভ্য স্ত্রীলোকদের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে, হে ভগবান, তখন সে গৃহপালিত পশুর মতোই পরিচালিত হতে থাকে।

শ্লোক ৫২

করোতি কর্মাণি তপঃসুনিষ্ঠিতো
নিবৃত্তভোগস্তদপেক্ষয়াদদৎ ।
পুনশ্চ ভূয়াসমহং স্বরাড়িতি
প্রবৃদ্ধতর্ষো ন সুখায় কল্পতে ॥ ৫২ ॥

করোতি—সম্পাদন করেন; **কর্মাণি**—কর্তব্যসমূহ; **তপঃ**—তপশ্চর্যার অভ্যাসে; **সু-নিষ্ঠিতঃ**—একনিষ্ঠ; **নিবৃত্ত**—পরিহার করে; **ভোগঃ**—ইন্দ্রিয় উপভোগ; **তৎ**—সেই সঙ্গে (যে পদ মর্যাদা তার রয়েছে); **অপেক্ষয়া**—তুলনায়; **আদদৎ**—আকাঙ্ক্ষা করেন; **পুনঃ**—আরও; **চ**—এবং; **ভূয়াসম্**—অধিকতর; **অহম্**—আমি; **স্ব-রাট্**—স্বাধীন শাসক; **ইতি**—এইভাবে মনে করে; **প্রবৃদ্ধ**—প্রসারণশীল; **তর্ষঃ**—লালসা; **ন**—না; **সুখায়**—সুখ; **কল্পতে**—অর্জন করতে পারেন।

অনুবাদ

ইতিমধ্যেই শক্তিমান কোনও রাজা যদি অধিকতর শক্তি অর্জন করতে আকাঙ্ক্ষা করেন, তা হলে তিনি সযত্নে তপশ্চর্যা পালন করেন এবং ইন্দ্রিয় উপভোগ পরিহারের মাধ্যমে নিষ্ঠাভরে তাঁর কর্তব্য সাধন করে থাকেন। কিন্তু আমি 'স্বাধীন এবং সর্বময় কর্তা' এমন চিন্তা করে যাঁর লালসা অতীব উন্মত্ত হয়ে ওঠে, তিনি সুখলাভ করতে পারেন না।

শ্লোক ৫৩

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্‌গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ॥ ৫৩ ॥

ভব—সংসার চক্রের; **অপবর্গঃ**—নিবৃত্তি; **ভ্রমতঃ**—ভ্রমণশীল; **যদা**—যখন; **ভবেৎ**—ঘটে; **জনস্য**—কোনও ব্যক্তির জন্য; **তর্হি**—সেই সময়ে; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত; **সৎ**—সাধু ভক্তগণের; **সমাগমঃ**—সঙ্গ; **সৎ-সঙ্গমঃ**—সাধু সঙ্গ; **যর্হি**—যখন; **তদা**—তখন; **এব**—কেবল; **সৎ**—সাধুজনের; **গতৌ**—গতিস্বরূপ; **পর**—উৎকৃষ্টা (জগৎ সৃষ্টির কারণ); **অবর**—এবং নিকৃষ্টা (তাদের উৎপন্ন); **ঈশে**—ভগবানের জন্য; **ত্বয়ি**—আপনাতে; **জায়তে**—জন্মে; **মতিঃ**—ভক্তি।

অনুবাদ

যখন পরিভ্রমণশীল আত্মার সংসার জীবন সমাপ্ত হয়, হে অচ্যুত, তখন সে আপনার ভক্তগণের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। যখন সে তাঁদের সঙ্গ লাভ করে, তখন ভক্তগণের লক্ষ্যস্বরূপ এবং সকল কার্যকারণের মূলস্বরূপ, হে ঈশ্বর, আপনার প্রতি তার ভক্তি জাগ্রত হয়।

তাৎপর্য

আচার্য শ্রীজীব গোস্বামী এবং শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নোক্ত বিষয়টিতে একমত হয়েছেন—যদিও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংসার জীবন সমাপ্ত হলে, ভক্তসঙ্গ লাভ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ভগবানের ভক্তগণের সঙ্গই মানুষের সংসার-জীবনের রূপান্তর ঘটাতে পারে। শ্রীল জীব গোস্বামী *কাব্য-প্রকাশ* (১০/১৫৩) থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতির দ্বারা কারণ পরম্পরতার এই আপাত বৈপরীত্যের ব্যাখ্যা করেছেন—*কার্য-কারণয়োশ্চ পৌরবাপর্যবিপর্যয়ো বিজ্ঞেয়াতিশয়োক্তিঃ স্যাৎ সা* অর্থাৎ, "যে বক্তব্যে কার্যকারণের যুক্তিসম্মত পরম্পরা বিপরীতার্থক হয়ে যায়, তাকে

অতিশয়োক্তি বলে বুঝতে হবে।" এই বক্তব্য সম্পর্কে শ্রীল জীব গোস্বামী নিম্নোক্ত ভাষ্য উপস্থাপন করেছেন—*কারণস্য শীঘ্রকরিতাং বক্তুং কার্যস্য পূর্বম্ উক্তৌ।* "একটি কারণের দ্রুত ক্রিয়া ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে সেই কারণের পূর্বেই তার ফল ব্যক্ত করা যেতে পারে।"

এই বিষয়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, ভগবদ্ভক্তের কৃপাময় সঙ্গ আমাদের কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ওঠার দৃঢ় সঙ্কল্প সার্থক করে তোলে। আর শ্রীল জীব গোস্বামীর সঙ্গে এই আচার্য একমত হয়েছেন যে, এই শ্লোকটি অতিশয়োক্তির একটি দৃষ্টান্ত।

শ্লোক ৫৪

মন্যে মমানুগ্রহ ঈশ তে কৃতো
রাজ্যানুবন্ধাপগমো যদৃচ্ছয়া ।
যঃ প্রার্থ্যতে সাধুভিরেকচর্যয়া
বনং বিবিক্ষদ্ভিরখণ্ডভূমিপৈঃ ॥ ৫৪ ॥

মন্যে—আমি মনে করি; **মম**—আমাকে; **অনুগ্রহঃ**—অনুগ্রহ; **ঈশ**—হে ভগবান; **তে**—আপনার দ্বারা; **কৃতঃ**—কৃত; **রাজ্য**—রাজ্যের প্রতি; **অনুবন্ধ**—আসক্তির; **অপগমঃ**—বিচ্ছিন্ন হয়েছে; **যদৃচ্ছয়া**—স্বতঃস্ফূর্তভাবে; **যঃ**—যা; **প্রার্থ্যতে**—প্রার্থনা করেন; **সাধুভিঃ**—সাধুগণ; **এক-চর্যয়া**—নির্জনে; **বনম্**—বন; **বিবিক্ষদ্ভিঃ**—প্রবেশ করতে ইচ্ছা করেন; **অখণ্ড**—অখণ্ড; **ভূমি**—ভূমির; **পৈঃ**—শাসক দ্বারা।

অনুবাদ

হে ভগবান, আমি মনে করি আপনি আমাকে কৃপা প্রদর্শন করেছেন, কারণ নিজ রাজ্যের প্রতি আমার আসক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিবৃত্ত হয়েছে। বিশাল সাম্রাজ্যের সাধু মনোভাবাপন্ন শাসকগণ নির্জনে জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে বনে গমনাভিলাষী হয়ে এই ধরনের স্বাধীনতা প্রার্থনা করেন।

শ্লোক ৫৫

ন কাময়েঽন্যং তব পাদসেবনাদ্
অকিঞ্চনপ্রার্থ্যতমাদ্বরং বিভো ।
আরাধ্য কস্ত্বাং হ্যপবর্গদং হরে
বৃণীত আর্যো বরমাত্মবন্ধনম্ ॥ ৫৫ ॥

ন কাময়ে—আমি আকাঙ্ক্ষা করি না; **অন্যম্**—অন্য; **তব**—আপনার; **পাদ**—পাদদ্বয়; **সেবনাৎ**—সেবা ব্যতীত; **অকিঞ্চন**—যাঁরা জাগতিক কিছুই চান না, তাঁদের দ্বারা; **প্রার্থ্য-তমাৎ**—প্রার্থনাকারীর যা প্রিয় বিষয়; **বরম্**—বর; **বিভো**—হে সর্বশক্তিমান; **আরাধ্য**—আরাধ্য; **কঃ**—কি; **ত্বাম্**—আপনাকে; **হি**—বস্তুত; **অপবর্গ**—মুক্তির; **দম্**—প্রদাতা; **হরে**—হে ভগবান হরি; **বৃণীত**—প্রার্থনা করে; **আর্যঃ**—পারমার্থিকভাবে উন্নত পুরুষ; **বরম্**—বর; **আত্ম**—তার নিজ; **বন্ধনম্**—বন্ধনের (কারণ)।

অনুবাদ

হে বিভো, অকিঞ্চনগণ যে বর অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে প্রার্থনা করে থাকেন, আপনার সেই পাদদ্বয়ের সেবা ব্যতীত অন্য কোনও, বর আমি প্রার্থনা করি না। হে হরি, যে উন্নত পুরুষ মুক্তি প্রদাতা আপনার আরাধনা করেন, তিনি কি তাঁর আপন বন্ধনের কারণ স্বরূপ অন্য কোনও বর প্রার্থনা করবেন?

তাৎপর্য

ভগবান মুচুকুন্দকে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত যে কোনও বিষয় প্রার্থনা করতে বলেছিলেন, কিন্তু মুচুকুন্দ কেবলমাত্র ভগবানকে আকাঙ্ক্ষা করলেন। এটাই শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃত।

শ্লোক ৫৬

তস্মাদ্বিসৃজ্যাশিষ ঈশ সর্বতো
রজস্তমঃসত্ত্বগুণানুবন্ধনাঃ ।
নিরঞ্জনং নির্গুণমদ্বয়ং পরং
ত্বাং জ্ঞাপ্তিমাত্রং পুরুষং ব্রজাম্যহম্ ॥ ৫৬ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **আশিষঃ**—আকাঙ্ক্ষিত বিষয়াদি; **ঈশ**—হে প্রভো; **সর্বতঃ**—সামগ্রিকভাবে; **রজঃ**—রজ; **তমঃ**—তম; **সত্ত্ব**—এবং সত্ত্ব; **গুণ**—জাগতিক গুণসমূহ; **অনুবন্ধনাঃ**—বন্ধনযুক্ত; **নিরঞ্জনম্**—জড় উপাধি যুক্ত; **নির্গুণম্**—নির্গুণ; **অদ্বয়ম্**—অদ্বয়; **পরম্**—পরম; **ত্বাম্**—আপনার; **জ্ঞাপ্তি-মাত্রম্**—বিশুদ্ধজ্ঞান; **পুরুষম্**—আদি পুরুষ; **ব্রজামি**—শরণাগত হচ্ছি; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

সুতরাং, হে প্রভো, রজ, তম ও সত্ত্বগুণাবলীর সঙ্গে বন্ধনযুক্ত জড় বাসনার সমগ্র বিষয় পরিত্যাগ করে, আশ্রয়ের জন্য, হে পরমেশ্বর ভগবান, আমি আপনার শরণাগত হচ্ছি। আপনি জড় উপাধিসমূহ দ্বারা আচ্ছন্ন নন, আপনি পরম ব্রহ্ম, পূর্ণজ্ঞানময় ও নির্গুণ।

তাৎপর্য

এখানে *নির্গুণ* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, ভগবানের অস্তিত্ব জড়া প্রকৃতির গুণসমূহের অতীত। কেউ হয়ত তর্ক করতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ জড়া প্রকৃতির দ্বারা নির্মিত, কিন্তু এখানে *অদ্বয়ম্* শব্দটি সেই যুক্তি খণ্ডন করছে। শ্রীভগবানের অস্তিত্বে কোন দ্বৈত সত্তা নেই। তাঁর নিত্য, চিন্ময় দেহই শ্রীকৃষ্ণ, এবং শ্রীকৃষ্ণই ভগবান।

শ্লোক ৫৭

চিরমিহ বৃজিনার্তস্তপ্যমানোঽনুতাপৈর্
অবিতৃষষড়মিত্রোঽলব্ধশান্তিঃ কথঞ্চিৎ ।
শরণদ সমুপেতস্ত্বৎপদাব্জং পরাত্মন্
অভয়মৃতমশোকং পাহি মাপন্নমীশ ॥ ৫৭ ॥

চিরম্—দীর্ঘ সময়ের জন্য; **ইহ**—এই জগতে; **বৃজিন**—দুঃখ দ্বারা; **আর্তঃ**—পীড়িত; **তপ্যমানঃ**—সন্তাপিত; **অনুতাপৈঃ**—অনুতাপ দ্বারা; **অবিতৃষ**—অতৃপ্ত; **ষট্**—ষড়; **অমিত্রঃ**—যার শত্রুসমূহ (পাঁচটি ইন্দ্রিয় ও মন); **অলব্ধ**—অলব্ধ; **শান্তিঃ**—শান্তি; **কথঞ্চিৎ**—কোনও রূপে; **শরণ**—আশ্রয় জন্য; **দ**—প্রদানকারী; **সমুপেতঃ**—যে আগমন করেছে; **ত্বৎ**—আপনার; **পদ-অব্জম্**—চরণকমলে; **পর-আত্মন্**—হে পরমাত্মা; **অভয়ম্**—অভয়; **ঋতম্**—সত্য; **অশোকম্**—দুঃখ মুক্ত; **পাহি**—দয়া করে রক্ষা কর; **মা**—আমাকে; **আপন্নম্**—বিপদগ্রস্ত; **ঈশ**—হে ভগবান।

অনুবাদ

দীর্ঘকাল যাবৎ এই জগতে আমি দুঃখ পীড়িত এবং অনুতাপে দগ্ধ হয়ে আছি। আমার ছয়টি শত্রু কখনই তৃপ্ত হয় না এবং তাই, আমি কোনও শান্তি পাচ্ছি না। সুতরাং, হে আশ্রয় প্রদাতা, হে পরমাত্মা, কৃপা করে আমাকে রক্ষা করুন। হে ভগবান, বিপদগ্রস্ত আমি, সৌভাগ্য বলে আপনার চরণকমলের শরণাগত হয়েছি, যা সত্য এবং যা অন্যকে নির্ভয় ও শোকমুক্ত করে।

শ্লোক ৫৮

শ্রীভগবানুবাচ
সার্বভৌম মহারাজ মতিস্তে বিমলোর্জিতা ।
বরৈঃ প্রলোভিতস্যাপি ন কামৈর্বিহতা যতঃ ॥ ৫৮ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **সার্বভৌম**—হে সম্রাট; **মহা-রাজ**—মহারাজ; **মতিঃ**—মন; **তে**—আপনার; **বিমল**—বিমল; **ঊর্জিতা**—বলবতী; **বরৈঃ**—বর দ্বারা;

প্রলোভিতস্য—প্রলোভিত (তুমি); **অপি**—এমনকি; **ন**—না; **কামৈঃ**—জড়জাগতিক বাসনা দ্বারা; **বিহতা**—বিনষ্ট; **যতঃ**—যেমন।

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—হে সার্বভৌম, মহারাজ, তোমার চিত্ত নির্মল ও বলবতী। যদিও আমি বর দ্বারা তোমাকে প্রলোভিত করেছি, কিন্তু তোমার মন জড় বাসনাসমূহ দ্বারা আচ্ছন্ন হয় নি।

শ্লোক ৫৯

প্রলোভিতো বরৈর্যত্ত্বমপ্রমাদায় বিদ্ধি তৎ ।
ন ধীরেকান্তভক্তানামাশীর্ভির্ভিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৫৯ ॥

প্রলোভিতঃ—প্রলোভিত; **বরৈঃ**—বর দ্বারা; **যৎ**—তাতে; **ত্বম্**—তোমার; **অপ্রমাদায়**—বিমোহিত হতে যুক্তির (প্রদর্শনের জন্য); **বিদ্ধি**—জানবে; **তৎ**—যে; **ন**—না; **ধীঃ**—বুদ্ধি; **একান্ত**—একমাত্র; **ভক্তানাম্**—ভক্তগণের; **আশীর্ভিঃ**—আশীর্বাদ দ্বারা; **ভিদ্যতে**—বিচলিত হয়; **ক্বচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

তুমি বরলাভে বিমোহিত নও, তা প্রমাণিত করবার জন্যই, আমি বর প্রদানের মাধ্যমে তোমাকে প্রলুব্ধ করেছি। আমার ঐকান্তিক ভক্তগণের বুদ্ধি কখনই জড় আশীর্বাদ দ্বারা বিচলিত হয় না।

শ্লোক ৬০

যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্ ॥ ৬০ ॥

যুঞ্জানানাম্—যারা নিজেদের নিযুক্ত করে; **অভক্তানাম্**—অভক্তগণের; **প্রাণায়াম**—প্রাণায়াম দ্বারা (যোগিদের শ্বাস নিয়ন্ত্রণ); **আদিভিঃ**—ও অন্যান্য অভ্যাস; **মনঃ**—মন; **অক্ষীণ**—দূরীভূত হয় না; **বাসনম্**—জড় আকাঙ্ক্ষার বিন্দুমাত্র; **রাজন্**—হে রাজন (মুচুকুন্দ); **দৃশ্যতে**—দেখা যায়; **পুনঃ**—পুনরায়; **উত্থিতম্**—উত্থিত (ইন্দ্রিয় তৃপ্তির ভাবনায়)।

অনুবাদ

প্রাণায়ামের মতো অভ্যাসাদিতে যুক্ত অভক্তগণের মন সম্পূর্ণভাবে জড় বাসনা মার্জিত হয় না। তাই, হে রাজন, তাদের মনে জড় বাসনাগুলি আবার জেগে ওঠে, দেখা গেছে।

শ্লোক ৬১

বিচরস্ব মহীং কামং ময্যাবেশিতমানসঃ ।
অস্ত্বেবং নিত্যদা তুভ্যং ভক্তির্ময্যনপায়িনী ॥ ৬১ ॥

বিচরস্ব—ভ্রমণ কর; **মহীম্**—এই পৃথিবীতে; **কামম্**—ইচ্ছানুযায়ী; **ময়ি**—আমাতে; **আবেশিত**—স্থির; **মানসঃ**—তোমার মন; **অস্তু**—থাকুক; **এবম্**—এইভাবে; **নিত্যদা**—সর্বদা; **তুভ্যম্**—তোমার জন্য; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **ময়ি**—আমার প্রতি; **অনপায়িনী**—অক্ষয়।

অনুবাদ

আমাতে তোমার মন স্থির করে ইচ্ছামতো এই পৃথিবী ভ্রমণ কর। আমার প্রতি তোমার এরূপ অক্ষয় ভক্তি সর্বদা বিরাজ করুক।

শ্লোক ৬২

ক্ষাত্রধর্মস্থিতো জন্তূন্ন্যবধীর্মৃগয়াদিভিঃ ।
সমাহিতস্তত্তপসা জহ্যঘং মদুপাশ্রিতঃ ॥ ৬২ ॥

ক্ষাত্র—ক্ষত্রিয়ের; **ধর্ম**—ধর্মে; **স্থিতঃ**—অবস্থান করে; **জন্তূন্**—প্রাণী; **ন্যবধীঃ**—তুমি হত্যা করেছ; **মৃগয়া**—মৃগয়ার সময়; **আদিভিঃ**—এবং অন্যান্য কার্যকলাপ; **সমাহিতঃ**—নিবিষ্টভাবে; **তৎ**—সেই; **তপসা**—তপস্যা দ্বারা; **জহি**—তোমার ক্ষয় করা উচিত; **অঘম্**—পাপ কর্মফল; **মৎ**—আমাতে; **উপাশ্রিতঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করে।

অনুবাদ

যেহেতু তুমি ক্ষত্রিয়ের নীতি অনুসরণ করেছিলে, তাই মৃগয়া ও অন্যান্য কর্তব্য সম্পাদনের সময় তুমি প্রাণী হত্যা করেছ। এইভাবে আমাতে শরণাগত হয়ে থেকে যত্ন সহকারে তপস্যা পালনের দ্বারা সঞ্চিত পাপরাশি পরাভূত করা উচিত।

শ্লোক ৬৩

জন্মন্যনন্তরে রাজন্ সর্বভূতসুহৃত্তমঃ ।
ভূত্বা দ্বিজবরস্ত্বং বৈ মামুপৈষ্যসি কেবলম্ ॥ ৬৩ ॥

জন্মনি—জন্মে; **অনন্তরে**—আগামী; **রাজন্**—হে রাজন; **সর্ব**—সকলের; **ভূত**—জীব; **সুহৃৎ-তমঃ**—এক পরম শুভাকাঙ্ক্ষী; **ভূত্বা**—হয়ে; **দ্বিজ-বরঃ**—একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ; **ত্বম্**—তুমি; **বৈ**—বস্তুত; **মাম্**—আমার কাছে; **উপৈষ্যসি**—আগমন করবে; **কেবলম্**—কেবল।

অনুবাদ

হে রাজন, তোমার পরবর্তী জীবনেই তুমি সকল জীবের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী স্বরূপ একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হবে এবং নিশ্চিতভাবে একমাত্র আমার কাছে আগমন করবে।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (৫/২৯) শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *সুহৃদং সর্বভূতানাম্ জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি* অর্থাৎ, "আমাকে সকল জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ রূপে হৃদয়ঙ্গম করে মানুষ শান্তি লাভ করে।" মায়ার সমুদ্রে অধঃপতিত জীবকে উদ্ধার করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর শুদ্ধভক্তগণ একযোগে কাজ করেন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের এটিই প্রকৃত তাৎপর্য।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'মুচুকুন্দের উদ্ধার' নামক একপঞ্চাশতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশতম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রুক্মিণীর বার্তা

কিভাবে শ্রীল বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ যেন ভয়ে ধাবিত হয়ে দ্বারকা গমন করছেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ এক ব্রাহ্মণের মুখ থেকে রুক্মিণীর বার্তা শ্রবণ করলেন এবং তাকে তাঁর পত্নীরূপে মনোনীত করলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা কৃপা প্রদর্শিত হবার পর রাজা মুচুকুন্দ তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন ও প্রদক্ষিণ করলেন। রাজা এরপর গুহা ত্যাগ করে দেখলেন যে, তিনি যখন নিদ্রিত হয়েছিলেন, সেই সময়ের চেয়ে মানুষ, পশু ও বৃক্ষলতা সকলই ক্ষুদ্রকায় হয়েছে। তাই তিনি বুঝতে পারলেন যে, কলি যুগ সমাগত। এর ফলে, সকলপ্রকার জড়জাগতিক সঙ্গসান্নিধ্য থেকে নিরাসক্ত হওয়ার মনোভাবে, রাজা তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির আরাধনা শুরু করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় প্রত্যাবর্তন করলেন, যা তখনও যবন সৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ হয়েই ছিল। তিনি এই সৈন্য সমাবেশ ধ্বংস করে দিয়ে সেনাদল যে সমস্ত ধন সম্পদ বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল, তা সবই সংগ্রহ করে দ্বারকার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। ঠিক তখনই জরাসন্ধ তেইশটি অক্ষৌহিণী বাহিনী নিয়ে সেইখানে এসে উপস্থিত হল। শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ যেন ভয়ার্ত হয়ে পড়লেন, এমন অভিনয় করে তাঁদের ধন সম্পত্তি ফেলে রেখে অনেক দূরে পালাতে লাগলেন। যেহেতু জরাসন্ধ তাঁদের যথার্থ শক্তিমত্তা সম্পর্কে কোনও ধারণাই করতে পারেনি, তাই সে তাঁদের পিছনে ছুটল। দীর্ঘ পথ ছোটবার পরে, বলরাম ও কৃষ্ণ 'প্রবর্ষণ' নামে এক পর্বতে এসে তাতে আরোহণ করতে লাগলেন। সেখানে তাঁরা কোনও একটি গুহার মধ্যে লুকিয়ে পড়েছেন, এই ভেবে জরাসন্ধ তাঁদের সর্বত্র খুঁজতে থাকল। তাঁদের না পেয়ে, সেই পাহাড়টির চতুর্দিকে সে তখন আগুন জ্বালিয়ে দিল। পাহাড়ের গায়ে সমস্ত গাছপালায় আগুন লেগে গিয়েছিল বলে, কৃষ্ণ ও বলরাম সেই পর্বত শিখর থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। জরাসন্ধ ও তার অনুচরদের অলক্ষ্যে ভূতলে পৌঁছে তাঁরা সমুদ্রমধ্যে ভাসমান দ্বারকা-দুর্গে ফিরে গিয়েছিলেন। বলরাম ও কৃষ্ণ অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে মারা গেছে এই সিদ্ধান্ত করে জরাসন্ধ তার সৈন্য বাহিনীকে তার রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

অতঃপর মহারাজ পরীক্ষিৎ একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন এবং শ্রীশুকদেব গোস্বামী তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর বিবাহের ইতিহাস বর্ণনা করা শুরু করার মাধ্যমে তার উত্তর দিয়েছিলেন। বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কনিষ্ঠা কন্যা রুক্মিণী

শ্রীকৃষ্ণের রূপ, শক্তিমত্তা এবং অন্যান্য সুন্দর গুণাবলীর কথা শুনেছিলেন এবং তাই তিনি মনে মনে স্থির করেন যে, কৃষ্ণই হবেন তাঁর যথার্থ পতি। শ্রীকৃষ্ণও তাঁকে বিবাহ করতে চাইলেন। কিন্তু রুক্মিণীর অন্যান্য আত্মীয়রা কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বিবাহ অনুমোদন করলেও, তাঁর ভ্রাতা রুক্মী ভগবানের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিল আর তাই কৃষ্ণকে বিবাহ করতে তাঁকে নিষেধ করে। তার পরিবর্তে শিশুপালের সঙ্গে রুক্মী তাঁর বিবাহ দিতে চেয়েছিল। রুক্মিণী মনের দুঃখ নিয়ে বিবাহের জন্য তার প্রস্তুতির কর্তব্যাদি গ্রহণ করলেন, কিন্তু একটি পত্র সমেত এক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকেও কৃষ্ণের কাছে তিনি পাঠালেন।

সেই ব্রাহ্মণ দ্বারকায় উপস্থিত হলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে প্রথামতো পাদ্যার্ঘ নিবেদন এবং অন্যান্য শ্রদ্ধানুষ্ঠান সহ যথাযথভাবে সম্মানিত করলেন। তারপর ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ব্রাহ্মণ রুক্মিণীর চিঠিটি খুলে তা শ্রীকৃষ্ণকে দেখালেন এবং দূতরূপে তাঁকে তা পাঠ করে শোনালেন। রুক্মিণীদেবী লিখেছিলেন, "যখন থেকে আমি আপনার কথা শুনেছি, হে প্রভু, তখন থেকেই আমি সম্পূর্ণরূপে আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। শিশুপালের সঙ্গে আমার বিবাহের পূর্বে অবশ্যই কৃপা করে আপনি চলে আসুন এবং আমাকে নিয়ে যান। পারিবারিক প্রথা অনুসারে বিবাহের আগের দিন আমি অম্বিকাদেবীর মন্দির দর্শন করতে যাব। সেটিই হবে আপনার উপস্থিত হওয়ার এবং আমাকে অপহরণ করার আপনার পক্ষে শ্রেষ্ঠ সুযোগ। আপনি যদি আমাকে এই অনুগ্রহ প্রদর্শন না করেন, তা হলে আমি উপবাস ও কঠিন ব্রতাদি পালন করে প্রাণ ত্যাগ করব। তা হলে হয়ত আমার পরজন্মে আমি আপনাকে লাভ করতে পারব।"

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রুক্মিণীর চিঠিটি পাঠ করার পর ব্রাহ্মণ বিদায় গ্রহণ করলেন যাতে তিনি তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক ধর্মাচরণাদি পালন করতে পারেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ইত্থং সোঽনুগৃহীতোঽঙ্গ কৃষ্ণেনেক্ষ্বাকুনন্দনঃ ।
তং পরিক্রম্য সন্নম্য নিশ্চক্রাম গুহামুখাৎ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইত্থম্**—এইভাবে; **সঃ**—তিনি; **অনুগ্রহীতঃ**—কৃপা প্রদর্শিত হয়ে; **অঙ্গ**—হে প্রিয় (পরীক্ষিৎ মহারাজ); **কৃষ্ণেন**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **ইক্ষ্বাকু-নন্দনঃ**—ইক্ষ্বাকুর স্নেহের বংশধর মুচুকুন্দ; **তম্**—তাঁকে; **পরিক্রম্য**—প্রদক্ষিণ করে; **সন্নম্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **নিশ্চক্রাম**—তিনি নির্গত হলেন; **গুহা**—গুহার; **মুখাৎ**—মুখ থেকে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন, এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ লাভ করে মুচুকুন্দ তাঁকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম নিবেদন করলেন। অতঃপর, ইক্ষ্বাকুর স্নেহের বংশধর মুচুকুন্দ গুহামুখ থেকে নির্গত হলেন।

শ্লোক ২

সংবীক্ষ্য ক্ষুল্লকান্মর্ত্যান্ পশূন্ বীরুদ্বনস্পতীন্ ।
মত্বা কলিযুগং প্রাপ্তং জগাম দিশমুত্তরাম্ ॥ ২ ॥

সংবীক্ষ্য—লক্ষ্য করে; **ক্ষুল্লকান্**—ক্ষুদ্র; **মর্ত্যান্**—মানুষ; **পশূন্**—পশু; **বীরুৎ**—লতা; **বনস্পতীন্**—এবং বৃক্ষগুলি; **মত্বা**—বিবেচনা করে; **কলি-যুগম্**—কলিযুগ; **প্রাপ্তম্**—উপস্থিত হয়েছে; **জগাম**—তিনি গমন করলেন; **দিশম্**—দিকে; **উত্তরাম্**—উত্তর।

অনুবাদ

সকল মানুষ, পশুপাখি, বৃক্ষলতাদির আকার দারুণভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে লক্ষ্য করে, মুচুকুন্দ কলিযুগ সমাগত হয়েছে হৃদয়ঙ্গম করে উত্তর দিকে যাত্রা করলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ রয়েছে। একটি উত্তম সংস্কৃত অভিধানে *ক্ষুল্লকান্* শব্দটির নিম্নোক্ত অর্থগুলি দেওয়া হয়েছে—"ক্ষুদ্র, কৃশকায়, অনুন্নত, নীচ, দরিদ্র, অভাবী, দুর্নীতিপরায়ণ, বিদ্বেষপরায়ণ, অসচ্চরিত্র, দুঃসহ, যন্ত্রণাপূর্ণ, পীড়িত"। এইগুলি কলিযুগের লক্ষণ এবং এই সমস্ত গুণাবলী এই যুগের মানুষ, পশুপাখি, লতা ও গাছপালার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে এখানে বলা হয়েছে। আমাদের নিজেদের প্রতি এবং আমাদের পরিবেশের প্রতি আমরা যারা প্রেমমুগ্ধ, তারা পূর্ববর্তী যুগের পরম সৌন্দর্য এবং মানুষের জীবন যাপনের পরিবেশ হয়ত কল্পনা করতে পারি।

এই শ্লোকের শেষ পংক্তিটির *জগাম দিশম্ উত্তরাম্*—"তিনি উত্তরদিকে গমন করলেন"—কথাগুলি নিম্নোক্ত ভাবধারায় বুঝতে হবে। ভারতের উত্তরদিকে ভ্রমণের ফলে, পৃথিবীর উচ্চতম হিমালয় পর্বতমালার কাছে আসা যায়। এখনও সেখানে অনেক সুন্দর শিখর ও উপত্যকা দেখা যায়, যেখানে ধ্যানের উপযুক্ত প্রশান্ত আশ্রমাদি রয়েছে। তাই বৈদিক সংস্কৃতিতে 'উত্তরে গমন' বলতে বোঝায় যে, সাধারণ সমাজের বিলাস ভোগ পরিত্যাগ করে পারমার্থিক উন্নতির জন্য ঐকান্তিক তপশ্চর্যা অভ্যাসার্থে হিমালয় পর্বতে গমন করা।

শ্লোক ৩

তপঃশ্রদ্ধাযুতো ধীরো নিঃসঙ্গো মুক্তসংশয়ঃ ।
সমাধায় মনঃ কৃষ্ণে প্রাবিশদ্ গন্ধমাদনম্ ॥ ৩ ॥

তপঃ—তপশ্চর্যায়; **শ্রদ্ধা**—বিশ্বাস; **যুতঃ**—যুক্ত হয়ে; **ধীরঃ**—ঐকান্তিক; **নিঃসঙ্গঃ**—জাগতিক সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন; **মুক্ত**—মুক্ত; **সংশয়ঃ**—সন্দেহের; **সমাধায়**—ভাবে স্থির করে; **মনঃ**—তার মন; **কৃষ্ণে**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; **প্রাবিশৎ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **গন্ধমাদনম্**—গন্ধমাদন নামক পর্বতে।

অনুবাদ

জাগতিক সঙ্গের অতীত ও মুক্ত-সংশয় সেই ধীরস্থির রাজা তপশ্চর্যার মূল্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ছিলেন। তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণে মগ্ন করে, তিনি গন্ধমাদন পর্বতে আগমন করলেন।

তাৎপর্য

গন্ধমাদন নামটি আনন্দময় সুগন্ধের একটি স্থানকে বোঝাচ্ছে। অবশ্যই, বন্য পুষ্প ও বনের মধু ইত্যাদির সৌরভে এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সুগন্ধে গন্ধমাদন পরিপূর্ণ হয়েছিল।

শ্লোক ৪

বদর্যাশ্রমমাসাদ্য নরনারায়ণালয়ম্ ।
সর্বদ্বন্দ্বসহঃ শান্তস্তপসারাধয়দ্ধরিম্ ॥ ৪ ॥

বদরী-আশ্রমম্—বদরিকাশ্রম; **আসাদ্য**—পৌঁছে; **নর-নারায়ণ**—নর ও নারায়ণ রূপে ভগবানের দ্বৈত অবতার; **আলয়ম্**—নিবাস ভূমি; **সর্ব**—সকল; **দ্বন্দ্ব**—দ্বন্দ্ব; **সহঃ**—সহ্য করে; **শান্তঃ**—শান্ত; **তপসা**—কঠোর তপস্যা দ্বারা; **আরাধয়ৎ**—তিনি আরাধনা করলেন; **হরিম্**—শ্রীকৃষ্ণও।

অনুবাদ

তিনি ভগবান নর নারায়ণের নিবাসভূমি বদরিকাশ্রমে পৌঁছিয়ে সেখানে সকল দ্বিধাদ্বন্দ্বের প্রতি সহনশীল হয়ে থেকে কঠোর তপশ্চর্যা সম্পাদনের মাধ্যমে তিনি শান্তভাবে ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করেছিলেন।

শ্লোক ৫

ভগবান্ পুনরাব্রজ্য পুরীং যবনবেষ্টিতাম্ ।
হত্বা ম্লেচ্ছবলং নিন্যে তদীয়ং দ্বারকাং ধনম্ ॥ ৫ ॥

ভগবান্—ভগবান; **পুনঃ**—পুনরায়; **আব্রজ্য**—প্রত্যাবর্তন করে; **পুরীম্**—তাঁর নগরীতে; **যবন**—যবন দ্বারা; **বেষ্টিতাম্**—বেষ্টিত; **হত্বা**—হত্যা করে; **ম্লেচ্ছ**—ম্লেচ্ছদের; **বলম্**—সৈন্য; **নিন্যে**—তিনি নিয়ে এলেন; **তদীয়ম্**—তাদের; **দ্বারকাম্**—দ্বারকায়; **ধনম্**—ধন।

অনুবাদ

শ্রীভগবান মথুরায় প্রত্যাবর্তন করলেন, যা তখনও যবন সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েই ছিল। তখন তিনি ম্লেচ্ছ সৈন্যদের বিনাশ করলেন এবং তাদের ধনসম্পদগুলি দ্বারকায় নিয়ে যেতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, কালযবন একাকী পর্বতগুহায় শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করেছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন অবরুদ্ধ নগরী মথুরায় প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তিনি সেই বিশাল যবন সৈন্যদের বিনাশ করলেন।

শ্লোক ৬

নীয়মানে ধনে গোভির্নৃভিশ্চাচ্যুতচোদিতৈঃ ।
আজগাম জরাসন্ধস্ত্রয়োবিংশত্যনীকপঃ ॥ ৬ ॥

নীয়মানে—যখন তা আনা হচ্ছিল; **ধনে**—ধন; **গোভিঃ**—বলদ দ্বারা; **নৃভিঃ**—জনমানুষ দ্বারা; **চ**—এবং; **অচ্যুত**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **চোদিতৈঃ**—নিযুক্ত; **আজগাম**—উপস্থিত হল; **জরাসন্ধঃ**—জরাসন্ধ; **ত্রয়ঃ**—তিন; **বিংশতি**—কুড়ি; **অনীক**—সৈন্যবাহিনীর; **পঃ**—নেতা।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশাধীনে জনমানুষ ও বলদ দ্বারা সেই ধনসম্পদ যখন বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন ত্রয়োবিংশতি সৈন্যবাহিনীর নেতা হয়ে জরাসন্ধ উপস্থিত হল।

শ্লোক ৭

বিলোক্য বেগরভসং রিপুসৈন্যস্য মাধবৌ ।
মনুষ্যচেষ্টামাপন্নৌ রাজন্ দুদ্রুবতুর্দ্রুতম্ ॥ ৭ ॥

বিলোক্য—দর্শন করে; **বেগ**—বেগ; **রভসম্**—ভয়ঙ্কর; **রিপু**—শত্রু; **সৈন্যস্য**—সৈন্যদের; **মাধবৌ**—দুই মাধব (কৃষ্ণ ও বলরাম); **মনুষ্য**—মানুষের মতো; **চেষ্টাম্**—আচরণ; **আপন্নৌ**—ধারণ করে; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **দুদ্রুবতুঃ**—ধাবিত হলেন; **দ্রুতম্**—দ্রুত।

অনুবাদ

হে রাজন, শত্রুসৈন্যের ভয়ঙ্কর বেগ দর্শন করে, দুই মাধব, মানুষের মতোই আচরণ অনুকরণ করে, দ্রুত ধাবমান হলেন।

শ্লোক ৮

বিহায় বিত্তং প্রচুরমভীতৌ ভীরুভীতবৎ ।
পদ্ভ্যাং পদ্মপলাশাভ্যাং চেলতুর্বহুযোজনম্ ॥ ৮ ॥

বিহায়—পরিত্যাগ করে; **বিত্তম্**—ধনসম্পদগুলি; **প্রচুরম্**—প্রচুর; **অভীতৌ**—প্রকৃতপক্ষে ভয়শূন্য; **ভীরু**—ভীরুর মতো; **ভীতবৎ**—যেন ভীত হয়েছেন; **পদ্ভ্যাম্**—তাঁদের দুই পা দিয়ে; **পদ্ম**—পদ্মের; **পলাশাভ্যাম্**—পাপড়ির মতো; **চেলতুঃ**—তাঁরা গমন করলেন; **বহু-যোজনম্**—বহু-যোজন (এক যোজন আট মাইলের একটু বেশি)।

অনুবাদ

প্রচুর ধনসম্পদ পরিত্যাগ করে, ভয়শূন্য কিন্তু ভয়ের ভান করে, তাঁদের পদ্মসদৃশ পদব্রজে তাঁরা বহু যোজন দূরে গমন করলেন।

শ্লোক ৯

পলায়মানৌ তৌ দৃষ্ট্বা মাগধঃ প্রহসন্ বলী ।
অন্বধাবদ্ রথানীকৈরীশয়োরপ্রমাণবিৎ ॥ ৯ ॥

পলায়মানৌ—পলায়নরত; **তৌ**—তাঁদের দুজনকে; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **মাগধঃ**—জরাসন্ধ; **প্রহসন্**—উচ্চৈস্বরে হাসতে হাসতে; **বলী**—বলীয়ান; **অন্বধাবৎ**—সে পশ্চাদ্‌ধাবন করল; **রথ**—রথ সহ; **অনীকৈঃ**—এবং সৈন্যগণ; **ঈশয়োঃ**—দুই ভগবানের; **অপ্রমাণ-বিৎ**—প্রভাব সম্বন্ধে অনবহিত হয়ে।

অনুবাদ

যখন বলীয়ান জরাসন্ধ তাঁদের পলায়ন করতে দেখল, তখন সে উচ্চৈস্বরে হাসল এবং তারপর রথ ও পদাতিক সৈন্যদের নিয়ে তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করল। সে দুই ভগবানের পরমোন্নত মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেনি।

শ্লোক ১০

প্রদ্রুত্য দূরং সংশ্রান্তৌ তুঙ্গমারুহতাং গিরিম্ ।
প্রবর্ষণাখ্যং ভগবান্ নিত্যদা যত্র বর্ষতি ॥ ১০ ॥

প্রদ্রুত্য—পূর্ণবেগে দৌড়াতে দৌড়াতে; দূরম্—দীর্ঘ দূরত্ব; সংশ্রান্তৌ—শান্ত হয়ে; তুঙ্গম্—অতি উচ্চ; আরুহতাম্—তারা আরোহণ করলেন; গিরিম্—পর্বত; প্রবর্ষণ-আখ্যম্—প্রবর্ষণ নামে পরিচিত; ভগবান্—ইন্দ্রদেব; নিত্যদা—সর্বদা; যত্র—যেখানে; বর্ষতি—তিনি বর্ষণ করেন।

অনুবাদ

দীর্ঘ দূরত্ব ধাবিত হওয়ার পর যেন পরিশ্রান্ত হয়ে দুই ভগবান প্রবর্ষণ নামে এক সুউচ্চ পর্বতে আরোহণ করলেন, যার উপরে ইন্দ্রদেব অবিরাম বর্ষণ করে থাকেন।

শ্লোক ১১

গিরৌ নিলীনাবাজ্ঞায় নাধিগম্য পদং নৃপ ।
দদাহ গিরিমেধোভিঃ সমন্তাদগ্নিমুৎসৃজন্ ॥ ১১ ॥

গিরৌ—পর্বতে; নিলীনৌ—লুকাতে; আজ্ঞায়—অবহিত হয়ে; ন অধিগম্য—প্রাপ্ত না হয়ে; পদম্—তাঁদের অবস্থান; নৃপ—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); দদাহ—সে প্রজ্বলিত করল; গিরিম্—পর্বত; এধোভিঃ—কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা; সমন্তাৎ—চতুর্দিকে; অগ্নিম্—অগ্নি; উৎসৃজন্—উৎপন্ন করে।

অনুবাদ

যদিও জরাসন্ধ জানত যে, তাঁরা পর্বতে লুকিয়ে আছেন, কিন্তু তাদের কোন সন্ধান সে পেল না। সুতরাং, হে রাজন, সে চতুর্দিকে কাষ্ঠখণ্ড রেখে পর্বতে আগুন ধরিয়ে দিল।

তাৎপর্য

আমরা স্পষ্টতই এক পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় লীলা দর্শন করছি। যদিও *ভাগবতে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম 'পরিশ্রান্ত' হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের তথাকথিত পরিশ্রান্তি সত্ত্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁরা সুউচ্চ পর্বতে দ্রুত আরোহণ করতে সমর্থ হন এবং তার একটুপরেই সেখান থেকে ভূমিতে ঝাঁপ দিতে পেরেছিলেন। ঋষিগণ এখানে আমাদের যে সামগ্রিক চিত্র প্রদান করেছেন, তাকে অবজ্ঞা করা অযৌক্তিক ও মূর্খতা হবে এবং ভিন্ন ভিন্ন ঘটনাবলীকে পৃথক করে গ্রহণ করার চেষ্টা করা দরকার। স্পষ্টত তাঁর চিন্ময় লীলার মধ্যবর্তী সময়ে আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করছি, আমরা কোনও সাধারণ মানুষকে দর্শন করছি না। এই লীলা যখন সংঘটিত হয়েছিল, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম তখনও বেশ তরুণ ছিলেন এবং এই সমস্ত বর্ণনায় সহজেই লক্ষ্য করতে পারা যায় যে, কিছুটা উপহাসস্পদ রাজা জরাসন্ধের কাছ থেকে বিপুল

আগ্রহে পলায়ন করে পর্বতে আরোহণ করবার পরে, সেখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে, এবং যে-অসুরটি অনবরত পরাজিত হতে থাকলেও কখনও আত্মবিশ্বাস হারায়নি, তাকে সম্পূর্ণ উন্মত্ত করে দিয়ে, তাঁরা নিশ্চয়ই নিজেদের মধ্যে বেশ পুলক উপভোগ করছিলেন। কোনও প্রকার ঈর্ষা‌দ্বন্দ্বের মনোভাব বর্জিত শ্রীভগবানের লীলাসমূহ বাস্তবিকই গভীর উপভোগ্য।

শ্লোক ১২

তত উৎপত্য তরসা দহ্যমানতটাদুভৌ ।
দশৈকযোজনাত্তুঙ্গান্নিপেততুরধো ভুবি ॥ ১২ ॥

ততঃ—সেই পর্বতটি থেকে; **উৎপত্য**—ঝাঁপ দিয়ে; **তরসা**—সবেগে; **দহ্যমান**—প্রজ্বলিত; **তটাৎ**—দিকসমূহ; **উভৌ**—তাঁরা উভয়ে; **দশ-এক**—একাদশ; **যোজনাৎ**—যোজন; **তুঙ্গাৎ**—উচ্চ; **নিপেততুঃ**—তাঁরা পতিত হলেন; **অধঃ**—নীচে; **ভুবি**—ভূমিতে।

অনুবাদ

তাঁরা উভয়ে তখন সহসা প্রজ্বলিত একাদশ যোজন উচ্চ পর্বত থেকে ঝাঁপ দিলেন, এবং ভূমিতে এসে পড়লেন।

তাৎপর্য

একাদশ যোজন বলতে প্রায় নব্বই মাইল বোঝায়।

শ্লোক ১৩

অলক্ষ্যমাণৌ রিপুণা সানুগেন যদূত্তমৌ ।
স্বপুরং পুনরায়াতৌ সমুদ্রপরিখাং নৃপ ॥ ১৩ ॥

অলক্ষ্যমাণৌ—অলক্ষিতে; **রিপুণা**—তাঁদের শত্রুদের দ্বারা; **স**—একত্রে; **অনুগেন**—তাঁদের অনুচর সমন্বিত; **যদু**—যদুগণ; **উত্তমৌ**—দুই পরম শ্রেষ্ঠ; **স্ব-পুরম্**—তাঁদের আপন নগরীতে (দ্বারকা); **পুনঃ**—পুনরায়; **আয়াতৌ**—তাঁরা গমন করলেন; **সমুদ্র**—সমুদ্র; **পরিখাম্**—সুরক্ষিত পরিখা পরিবেষ্টিত; **নৃপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

তাঁদের প্রতিপক্ষ অথবা তার অনুচরদের অলক্ষিতে, হে রাজন, সেই দুই পরম উন্নত যদু, সুরক্ষিত পরিখার মতো সমুদ্র পরিবেষ্টিত তাঁদের দ্বারকার পুরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ১৪

সোঽপি দগ্ধাবিতি মৃষা মন্বানো বলকেশবৌ ।
বলমাকৃষ্য সুমহন্মগধান্মাগধো যযৌ ॥ ১৪ ॥

সঃ—সে; **অপি**—আরও; **দগ্ধৌ**—উভয়ে অগ্নিতে দগ্ধ হয়েছেন; **ইতি**—এইভাবে; **মৃষা**—মিথ্যাভাবে; **মন্বানঃ**—মনে করে; **বল-কেশবৌ**—বলরাম এবং কৃষ্ণ; **বলম্**—তার সৈন্যবাহিনী; **আকৃষ্য**—প্রত্যাহার করে; **সুমহৎ**—বিশাল; **মগধান্**—মগধ রাজ্যে; **মাগধঃ**—মগধের রাজা; **যযৌ**—গমন করল।

অনুবাদ

জরাসন্ধও ভুল মনে করল যে, অগ্নিদগ্ধ হয়ে বলরাম ও কেশবের মৃত্যু হয়েছে। তাই তার বিশাল সৈন্যবাহিনী সে প্রত্যাহার করে নিল এবং মগধ রাজ্যে ফিরে গেল।

শ্লোক ১৫

আনর্তাধিপতিঃ শ্রীমান্ রৈবতো রৈবতীং সুতাম্ ।
ব্রহ্মণা চোদিতঃ প্রাদাদ্ বলায়েতি পুরোদিতম্ ॥ ১৫ ॥

আনর্ত—আনর্ত প্রদেশের; **অধিপতিঃ**—অধিপতি; **শ্রীমান্**—ঐশ্বর্যশালী; **রৈবতঃ**—রৈবত; **রৈবতীম্**—রৈবতী নামক; **সুতাম্**—তাঁর কন্যা; **ব্রহ্মণা**—শ্রীব্রহ্মার দ্বারা; **চোদিতঃ**—নির্দেশিত হয়ে; **প্রাদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **বলায়**—বলরামকে; **ইতি**—এইভাবে; **পুরা**—পূর্বে; **উদিতম্**—উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মার আদেশে, আনর্তের ঐশ্বর্যশালী শাসক, রৈবত, শ্রীবলরামের সঙ্গে তাঁর কন্যা রৈবতীর বিবাহ দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যেই এই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

তাৎপর্য

রুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ বিষয়টি এখন আলোচিত হবে। সূচনা স্বরূপ, তাঁর ভ্রাতা বলদেবের বিবাহ বিষয়টি সংক্ষেপে উল্লেখিত হয়েছে। *ভাগবতের* নবম স্কন্ধ, তৃতীয় অধ্যায়, শ্লোক ৩৩-৩৬ এ এই বিবাহ পরোক্ষভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

শ্লোক ১৬-১৭

ভগবানপি গোবিন্দ উপযেমে কুরূদ্বহ ।
বৈদর্ভীং ভীষ্মকসুতাং শ্রিয়ো মাত্রাং স্বয়ম্বরে ॥ ১৬ ॥

**প্রমথ্য তরসা রাজ্ঞঃ শাল্বাদীংশ্চৈদ্যপক্ষগান্ ।
পশ্যতাং সর্বলোকানাং তার্ক্ষ্যপুত্রঃ সুধামিব ॥ ১৭ ॥**

ভগবান্—ভগবান; **অপি**—বস্তুত; **গোবিন্দঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **উপযেমে**—বিবাহ করেছিলেন; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ (পরীক্ষিৎ); **বৈদর্ভীম্**—রুক্মিণী; **ভীষ্মক-সুতাম্**—রাজা ভীষ্মকের কন্যা; **শ্রিয়ঃ**—লক্ষ্মীদেবীর; **মাত্রাম্**—অংশপ্রকাশ; **স্বয়ম্বরে**—তাঁর আপন পছন্দ দ্বারা; **প্রমথ্য**—পরাজিত করে; **তরসা**—বলপূর্বক; **রাজ্ঞঃ**—রাজাদের; **শাল্ব-আদীন্**—শাল্ব ও অন্যান্য; **চৈদ্য**—শিশুপালের; **পক্ষগান্**—পক্ষগণের; **পশ্যতাম্**—সমক্ষে; **সর্ব**—সকল; **লোকানাম্**—লোকের; **তার্ক্ষ্য-পুত্রঃ**—তার্ক্ষ্যের পুত্র (গরুড়); **সুধাম্**—স্বর্গের অমৃত; **ইব**—মতো।

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, ভগবান গোবিন্দ স্বয়ং, ভীষ্মকের কন্যা, লক্ষ্মীদেবীর প্রত্যক্ষ অংশ প্রকাশ বৈদর্ভীকে বিবাহ করেছিলেন। রুক্মিণীর ইচ্ছানুসারেই ভগবান তা করেছিলেন এবং তা করতে গিয়ে তিনি শিশুপালের পক্ষ অবলম্বনকারী শাল্ব ও অন্যান্য রাজাদের পরাজিত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, গরুড় যেভাবে স্বর্গ থেকে দৃঢ়তার সঙ্গে অমৃত হরণ করেছিলেন, ঠিক সেভাবেই, সর্বসমক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে গ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক দুটির উপরে শ্রীল জীব গোস্বামী এইভাবে ভাষ্য প্রদান করেছেন—*শ্রিয়ো মাত্রাম্* শব্দ দুটি নির্দেশ করছে যে, সুন্দরী রুক্মিণী লক্ষ্মীদেবীর প্রত্যক্ষ অংশ-প্রকাশ ছিলেন। সুতরাং তিনি পরমেশ্বর ভগবানের বিবাহের পাত্রী হওয়ার যোগ্যা। *ব্রহ্ম-সংহিতায়* (৫/৬৭) যেমন বলা হয়েছে, *শ্রিয়ঃ কান্তঃ পরম-পুরুষঃ*, "চিন্ময় জগতে সকল প্রেমিকাই লক্ষ্মীদেবী এবং প্রেমিক পরমেশ্বর ভগবান"। এইভাবে, শ্রীল জীব গোস্বামী বর্ণনা করছেন যে, শ্রীমতী রুক্মিণী দেবী শ্রীমতী রাধারাণীর অংশ প্রকাশ। *পদ্মপুরাণে* '*কার্তিক মাহাত্ম্য*' বিভাগে উল্লেখ করা হয়েছে, *কৈশোরে গোপ-কন্যাস্তা যৌবনে রাজ-কন্যকাঃ*, "কৈশোরে শ্রীকৃষ্ণ গোপ-কন্যাদের সঙ্গ উপভোগ করেন এবং তাঁর যৌবনে তিনি রাজ-কন্যাদের সঙ্গ উপভোগ করেন।" তেমনই, *স্কন্দ পুরাণে* আমরা এই বর্ণনা দেখতে পাই—*রুক্মিণী দ্বারবত্যাং তু রাধা বৃন্দাবনে বনে*। "রুক্মিণী দ্বারকায় যা, রাধা তা বৃন্দাবনের বনে।"

এখানে *স্বয়ং-বরে* কথাটির অর্থ "কারো আপন পছন্দের দ্বারা।" যদিও কথাটি সাধারণত কোনও সম্ভ্রান্ত কন্যার তার নিজ পতি নির্বাচনের বিধিসম্মত বৈদিক

অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে উল্লেখিত হয়, তবে এখানে তা কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর বিবাহ প্রসঙ্গে বস্তুত নজির বিহীন ও বিধিবহির্ভূত ঘটনাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রুক্মিণী তাঁদের নিত্য, অপ্রাকৃত প্রেমহেতু পরস্পরকে পছন্দ করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

শ্রীরাজোবাচ

ভগবান্ ভীষ্মকসুতাং রুক্মিণীং রুচিরাননাম্ ।
রাক্ষসেন বিধানেন উপযেমে ইতি শ্রুতম্ ॥ ১৮ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা (পরীক্ষিৎ মহারাজ) বললেন; **ভগবান্**—ভগবান; **ভীষ্মক-সুতাম্**—ভীষ্মকের কন্যা; **রুক্মিণীম্**—শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী; **রুচির**—মধুর; **আননাম্**—যাঁর মুখমণ্ডল; **রাক্ষসেন**—রাক্ষস নামক; **বিধানেন**—বিধি (প্রধানত, অপহরণ করে) দ্বারা; **উপযেমে**—তিনি বিবাহ করলেন; **ইতি**—এইভাবে; **শ্রুতম্**—শ্রুত।

অনুবাদ

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—ভীষ্মকের সুমুখশ্রী সমন্বিত কন্যা রুক্মিণীকে শ্রীভগবান রাক্ষস পন্থায় বিবাহ করলেন, অন্তত সেই রকমই আমি শুনেছি।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী *স্মৃতি* থেকে নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন—*রাক্ষসো যুদ্ধ-হরণাৎ*, "যখন প্রতিপক্ষ পাণিপ্রার্থীর কাছ থেকে বলপূর্বক নববধূকে হরণ করা হয়, তখন রাক্ষস বিবাহ ঘটে।" তেমনই, শুকদেব গোস্বামীও ইতিপূর্বে বলেছেন, *রাজ্ঞঃ প্রমথ্য*, শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপক্ষের রাজাদের দমন করে রুক্মিণীকে গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ ।
যথা মাগধশাল্বাদীন্ জিত্বা কন্যামুপাহরৎ ॥ ১৯ ॥

ভগবন্—হে প্রভু (শুকদেব গোস্বামী); **শ্রোতুম্**—শ্রবণ করতে; **ইচ্ছামি**—আমি ইচ্ছা করি; **কৃষ্ণস্য**—কৃষ্ণ সম্বন্ধে; **অমিত**—অপরিমেয়; **তেজসঃ**—যাঁর শক্তি; **যথা**—কিভাবে; **মাগধ-শাল্ব-আদীন্**—জরাসন্ধ ও শাল্বের মতো রাজাদের; **জিত্বা**—পরাজিত করে; **কন্যাম্**—কন্যা; **উপাহরৎ**—তিনি অপহরণ করেছিলেন।

অনুবাদ

হে প্রভু, কিভাবে অমিততেজা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, মাগধ ও শাল্বের মতো রাজাদের পরাজিত করে তাঁর বধূকে হরণ করেছিলেন, আমি তা শুনতে ইচ্ছা করি।

তাৎপর্য

আমাদের মনে করা উচিত নয় যে, শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে জরাসন্ধের ভয়ে ভীত হয়েছিলেন। পরবর্তী অধ্যায়েই আমরা লক্ষ্য করব যে, শ্রীকৃষ্ণ সহজেই জরাসন্ধ ও তার সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের পরম শক্তিমত্তা সম্বন্ধে আমাদের কখনও সন্দেহ করা উচিত নয়।

শ্লোক ২০

ব্রহ্মন্ কৃষ্ণকথাঃ পুণ্যা মাধ্বীর্লোকমলাপহাঃ ।
কো নু তৃপ্যেত শৃণ্বানঃ শ্রুতজ্ঞো নিত্যনূতনাঃ ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ; **কৃষ্ণ-কথাঃ**—শ্রীকৃষ্ণের বিষয়; **পুণ্যাঃ**—পুণ্য; **মাধ্বীঃ**—মধুর; **লোক**—জগতের; **মল**—কলুষতা; **অপহাঃ**—দূর করে; **কঃ**—কে; **নু**—মোটেই; **তৃপ্যেত**—তৃপ্ত হবে; **শৃণ্বানঃ**—শ্রবণ করে; **শ্রুত**—যা শ্রবণ করা হয়েছে; **জ্ঞঃ**—যে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে; **নিত্য**—সর্বদা; **নূতনাঃ**—নতুন।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, জগতের কলুষ হরণকারী শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যময়, মধুর ও নিত্যনতুন বিষয়াদি শ্রবণ করে অভিজ্ঞশ্রোতা কি কখনও তৃপ্ত হতে পারে?

শ্লোক ২১

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

রাজাসীদ্ ভীষ্মকো নাম বিদর্ভাধিপতির্মহান্ ।
তস্য পঞ্চাভবন্ পুত্রাঃ কন্যৈকা চ বরাননা ॥ ২১ ॥

শ্রী-বাদরায়ণিঃ—শ্রীবাদরায়ণি (বাদরায়ণ বেদব্যাসের পুত্র শুকদেব); **উবাচ**—বললেন; **রাজা**—রাজা; **আসীৎ**—ছিলেন; **ভীষ্মকঃ নাম**—ভীষ্মক নামে; **বিদর্ভ-অধিপতিঃ**—বিদর্ভ রাজ্যের শাসক; **মহান্**—মহান; **তস্য**—তাঁর; **পঞ্চ**—পাঁচ; **অভবন্**—ছিল; **পুত্রাঃ**—পুত্র; **কন্যা**—কন্যা; **একা**—এক; **চ**—এবং; **বর**—অত্যন্ত সুন্দর; **আননা**—মুখমণ্ডল।

অনুবাদ

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—বিদর্ভের শক্তিশালী শাসক, ভীষ্মক নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর পাঁচ পুত্র এবং সুমুখশ্রী এক কন্যা ছিল।

শ্লোক ২২

রুক্ম্যগ্রজো রুক্মরথো রুক্মবাহুরনন্তরঃ ।
রুক্মকেশো রুক্মমালী রুক্মিণ্যেষা স্বসা সতী ॥ ২২ ॥

রুক্মী—রুক্মী; **অগ্রজঃ**—প্রথম জাত; **রুক্মরথঃ রুক্মবাহুঃ**—রুক্মরথ এবং রুক্মবাহু; **অনন্তরঃ**—তার পরবর্তীক্রমে; **রুক্মকেশঃ রুক্মমালী**—রুক্মকেশ ও রুক্মমালী; **রুক্মিণী**—রুক্মিণী; **এষা**—সে; **স্বসা**—ভগ্নী; **সতী**—সাধ্বী চরিত্রের।

অনুবাদ

রুক্মী ছিলেন প্রথম পুত্র, তারপর ক্রমশ রুক্মরথ, রুক্মবাহু, রুক্মকেশ এবং রুক্মমালী। মহিমান্বিত রুক্মিণী ছিলেন তাঁদের ভগ্নী।

শ্লোক ২৩

সোপশ্রুত্য মুকুন্দস্য রূপবীর্যগুণশ্রিয়ঃ ।
গৃহাগতৈর্গীয়মানাস্তং মেনে সদৃশং পতিম্ ॥ ২৩ ॥

সা—তিনি; **উপশ্রুত্য**—শ্রবণ করে; **মুকুন্দস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **রূপ**—রূপ সম্বন্ধে; **বীর্য**—শক্তি; **গুণ**—চরিত্র; **শ্রিয়ঃ**—এবং ঐশ্বর্যসমূহ; **গৃহ**—গৃহে তাঁর পরিবারে; **আগতৈঃ**—অভ্যাগতদের দ্বারা; **গীয়মানাঃ**—গীত; **তম্**—তাঁকে; **মেনে**—তিনি ভাবলেন; **সদৃশম্**—উপযুক্ত; **পতিম্**—স্বামী।

অনুবাদ

প্রাসাদে অভ্যাগত মুকুন্দের প্রশংসা গীতকারী অতিথিদের কাছ থেকে তাঁর রূপ, শক্তি, চিন্ময় বৈশিষ্ট্য ও ঐশ্বর্য বিষয়ে শ্রবণ করে রুক্মিণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, তিনিই তাঁর উপযুক্ত পতি হবেন।

তাৎপর্য

সদৃশম্ শব্দটি নির্দেশ করছে যে, রুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণের একই ধরনের গুণাবলী ছিল আর তাই তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। রাজা ভীষ্মক ছিলেন পুণ্যবান মানুষ, এবং তাই পারমার্থিকভাবে উন্নত অনেক ব্যক্তি নিশ্চয়ই তাঁর প্রাসাদে অতিথি হতেন। নিঃসন্দেহে এই সকল সাধু ব্যক্তিরা মুক্তকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচার করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

তাং বুদ্ধিলক্ষণৌদার্যরূপশীলগুণাশ্রয়াম্ ।
কৃষ্ণশ্চ সদৃশীং ভার্যাং সমুদ্বোঢুং মনো দধে ॥ ২৪ ॥

তাম্—তার; **বুদ্ধি**—বুদ্ধির; **লক্ষণ**—পবিত্র দৈহিক চিহ্নসমূহ; **ঔদার্য**—ঔদার্য; **রূপ**—রূপ; **শীল**—যথাযথ আচরণ; **গুণ**—এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত গুণাবলী; **আশ্রয়াম্**—আধার; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **চ**—এবং; **সদৃশীম্**—উপযুক্ত; **ভার্যাম্**—পত্নী; **সমুদ্বোঢ়ুম্**—বিবাহ করার জন্য; **মনঃ**—তাঁর মন; **দধে**—প্রস্তুত করলেন।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ জানতেন যে, রুক্মিণী বুদ্ধিমতী, সুলক্ষণা, সুরূপা, সুশীলা এবং অন্যান্য সকল শুভগুণসম্পন্না নারী। রুক্মিণী তাঁর আদর্শ পত্নী হবেন, এই সিদ্ধান্ত করে তিনি তাঁকে বিবাহ করার জন্য মন স্থির করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণকে যেমন *সদৃশং পতিম্*, ঠিক রুক্মিণীর মতো হওয়ার জন্য তাঁর আদর্শ পতিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের মতো হওয়ার জন্য রুক্মিণীকে *সদৃশীং ভার্যাম্*, তাঁর আদর্শ পত্নীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সেটিই স্বাভাবিক, কারণ শ্রীমতী রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি।

শ্লোক ২৫

বন্ধূনামিচ্ছতাং দাতুং কৃষ্ণায় ভগিনীং নৃপ ।
ততো নিবার্য কৃষ্ণদ্বিড় রুক্মী চৈদ্যমমন্যত ॥ ২৫ ॥

বন্ধূনাম্—তাঁর পরিবারের সদস্যগণ; **ইচ্ছতাম্**—তাঁরা অভিলাষী হলেও; **দাতুম্**—প্রদান করতে; **কৃষ্ণায়**—কৃষ্ণকে; **ভগিণীম্**—তাঁদের ভগ্নী; **নৃপ**—হে রাজন; **ততঃ**—তা থেকে; **নিবার্য**—তাঁদের নিবৃত্ত করে; **কৃষ্ণ-দ্বিট্**—কৃষ্ণ বিদ্বেষী; **রুক্মী**—রুক্মী; **চৈদ্যম্**—চৈদ্য (শিশুপাল); **অমন্যত**—বিবেচনা করেছিল।

অনুবাদ

রুক্মী যেহেতু ভগবানের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিল, হে রাজন, তাই তার পরিবারের সদস্যরা অভিলাষী হলেও, শ্রীকৃষ্ণের কাছে তার ভগ্নীকে প্রদান করতে সে তাদের নিরস্ত করল। তার পরিবর্তে রুক্মী রুক্মিণীকে শিশুপালের কাছে প্রদানের সিদ্ধান্ত নিল।

তাৎপর্য

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে রুক্মী তার মর্যাদার অপব্যবহার করেছিল এবং অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আচরণ করেছিল। তার সিদ্ধান্তের ফলে তাকে কেবলই শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল।

শ্লোক ২৬

তদবেত্যাসিতাপাঙ্গী বৈদর্ভী দুর্মনা ভৃশম্ ।
বিচিন্ত্যাপ্তং দ্বিজং কঞ্চিৎ কৃষ্ণায় প্রাহিণোদ্দ্রুতম্ ॥ ২৬ ॥

তৎ—সেই; **অবেত্য**—জ্ঞাত হয়ে; **অসিত**—সুনীল; **অপাঙ্গী**—কটাক্ষ শালিনী; **বৈদর্ভী**—বিদর্ভের রাজকন্যা; **দুর্মনা**—দুঃখিত; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **বিচিন্ত্য**—চিন্তা করে; **আপ্তম্**—বিশ্বস্ত; **দ্বিজম্**—ব্রাহ্মণ; **কঞ্চিৎ**—কোন এক; **কৃষ্ণায়**—কৃষ্ণের কাছে; **প্রাহিণোৎ**—প্রেরণ করলেন; **দ্রুতম্**—সত্বর।

অনুবাদ

সুনীল কটাক্ষশালিনী বৈদর্ভী এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং তাঁকে তা গভীরভাবে দুঃখ দিয়েছিল। অবস্থা বিশ্লেষণ করে, তিনি সত্বর একজন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে পাঠালেন।

শ্লোক ২৭

দ্বারকাং স সমভ্যেত্য প্রতীহারৈঃ প্রবেশিতঃ ।
অপশ্যদাদ্যং পুরুষমাসীনং কাঞ্চনাসনে ॥ ২৭ ॥

দ্বারকাম্—দ্বারকায়; **সঃ**—সে (ব্রাহ্মণ); **সমভ্যেত্য**—উপস্থিত হয়ে; **প্রতীহারৈঃ**—দ্বাররক্ষী দ্বারা; **প্রবেশিতঃ**—ভেতরে আনীত হলে; **অপশ্যৎ**—তিনি দেখলেন; **আদ্যম্**—আদি; **পুরুষম্**—পুরুষ; **আসীনম্**—উপবিষ্ট; **কাঞ্চন**—স্বর্ণ; **আসনে**—সিংহাসনে।

অনুবাদ

দ্বারকায় পৌঁছে, দ্বাররক্ষীরা ব্রাহ্মণকে ভিতরে নিয়ে গেলে, তিনি আদি পুরুষ ভগবানকে স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখলেন।

শ্লোক ২৮

দৃষ্টা ব্রহ্মণ্যদেবস্তমবরুহ্য নিজাসনাৎ ।
উপবেশ্যার্হয়াং চক্রে যথাত্মানং দিবৌকসঃ ॥ ২৮ ॥

দৃষ্টা—দর্শন করে; **ব্রহ্মণ্য**—ব্রাহ্মণদের কাছে বিবেচিত; **দেবঃ**—ভগবান; **তম্**—তাঁকে; **অবরুহ্য**—অবতরণ করে; **নিজ**—তাঁর নিজ; **আসনাৎ**—সিংহাসন হতে; **উপবেশ্য**—উপবেশন করালেন; **অর্হয়াম্ চক্রে**—তিনি অর্চনা করলেন; **যথা**—যেমন; **আত্মানম্**—স্বয়ং তাঁকে; **দিব-ওকসঃ**—স্বর্গের অধিবাসীরা।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণকে দর্শন করে, ব্রাহ্মণগণের অধিপতি, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সিংহাসন থেকে অবতরণ করলেন এবং তাঁকে উপবেশন করালেন। অতঃপর দেবতাগণ ঠিক যেভাবে স্বয়ং তাঁকে পূজা করে থাকেন, ঠিক সেইভাবে ভগবান তাঁর অর্চনা করলেন।

শ্লোক ২৯

তং ভুক্তবন্তং বিশ্রান্তমুপগম্য সতাং গতিঃ ।
পাণিনাভিমৃশন্ পাদাবব্যগ্রস্তমপৃচ্ছত ॥ ২৯ ॥

তম্—তাঁকে; **ভুক্তবন্তম্**—ভোজন করে; **বিশ্রান্তম্**—বিশ্রাম গ্রহণ করলেন; **উপগম্য**—কাছে এসে; **সতাম্**—সাধু-ভক্তগণের; **গতিঃ**—গতি; **পাণিনা**—তাঁর হাত দিয়ে; **অভিমৃশন্**—মর্দন করে; **পাদৌ**—তাঁর দুই পা; **অব্যগ্রঃ**—শান্তভাবে; **তম্**—তাঁকে; **অপৃচ্ছত**—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ আহার ও বিশ্রাম করার পরে, সাধু ভক্তগণের পরম গতি শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কাছে এলেন এবং তাঁর নিজ হাতে ব্রাহ্মণের দুই পা মর্দন করতে করতে, তিনি ধৈর্য সহকারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্লোক ৩০

কচ্চিদ্দ্বিজবরশ্রেষ্ঠ ধর্মস্তে বৃদ্ধসম্মতঃ ।
বর্ততে নাতিকৃচ্ছ্রেণ সন্তুষ্টমনসঃ সদা ॥ ৩০ ॥

কচ্চিৎ—কি; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণগণের; **বর**—প্রথম-শ্রেণী; **শ্রেষ্ঠ**—হে শ্রেষ্ঠ; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **তে**—আপনার; **বৃদ্ধ**—জ্যেষ্ঠ তত্ত্ব-বিদ্‌গণের দ্বারা; **সম্মতঃ**—অনুমোদিত; **বর্ততে**—হচ্ছে; **ন**—না; **অতি**—অতি; **কৃচ্ছ্রেণ**—কষ্টের দ্বারা; **সন্তুষ্ট**—পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট; **মনসঃ**—যাঁর মন; **সদা**—সর্বদা।

অনুবাদ

[শ্রীভগবান বললেন—] হে দ্বিজবরোত্তম, মহাজনবর্গের অনুমোদিত ধর্মাচরণগুলি সহজভাবে আপনার সম্পন্ন হচ্ছে তো? আপনার মন সর্বদা সন্তুষ্ট আছে তো?

তাৎপর্য

এখানে *ধর্ম* শব্দটিকে আমরা 'ধর্মাচরণ' রূপে অনুবাদ করেছি, যদিও তা শব্দটির সংস্কৃত ভাষাবোধ সম্পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত করে না। শ্রীকৃষ্ণ ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্মীয় শাসনমুক্ত সমাজে আবির্ভূত হননি। ভগবানের বিধান মান্য করার প্রয়োজনীয়তা

হৃদয়ঙ্গম করে না এমন একটি সমাজ বৈদিক যুগের মানুষেরা চিন্তাও করতে পারত না। তাই তাদের কাছে *ধর্ম* শব্দটি, সাধারণ কর্তব্যকর্ম উন্নত নিয়মনীতি, নিত্যনৈমিত্তিক আচার-আচরণ ইত্যাদি বোঝায়। স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারা যায় যে, এই ধরনের কর্তব্যকর্মগুলি ধর্মাচরণেরই অন্তর্গত। কিন্তু তখনকার দিনে ধর্ম অন্য কোনও পৃথক বিষয় বা জীবনচর্যার পৃথক অঙ্গ ছিল না, বরং তা ছিল সকল কাজকর্মের পথে আলোকবর্তিকার মতো। ধর্মবিবর্জিত জীবনধারাকে আসুরিক ব্যবস্থা বলে বিবেচিত হত এবং সমস্ত কিছুতেই শ্রীভগবানের প্রভাব লক্ষ্য করা হত।

শ্লোক ৩১

সন্তুষ্টো যর্হি বর্তেত ব্রাহ্মণো যেন কেনচিৎ ।
অহীয়মানঃ স্বাদ্ধর্মাৎ স হ্যস্যাখিলকামধুক্ ॥ ৩১ ॥

সন্তুষ্টঃ—সন্তুষ্ট; **যর্হি**—যখন; **বর্তেত**—চালনা করেন; **ব্রাহ্মণঃ**—কোনও ব্রাহ্মণ; **যেন কেনচিৎ**—যৎকিঞ্চিৎ; **অহীয়মানঃ**—বিচলিত না হয়ে; **স্বাৎ**—তাঁর নিজের; **ধর্মাৎ**—ধর্মাচরণে; **সঃ**—সেই সকল ধর্মীয় নীতিগুলি; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **অস্য**—তাঁর জন্য; **অখিল**—সমস্ত কিছুর; **কাম-ধুক্**—কামধেনু, যে কোনও কামনা পূরণের জন্য যে গাভী দুগ্ধ দান করে।

অনুবাদ

কোনও ব্রাহ্মণ যা পান তাতেই যখন সন্তুষ্ট থাকেন এবং তাঁর ধর্মাচরণ থেকে বিচ্যুত হন না, তখন সেই সকল ধর্মাচরণগুলিই তাঁর সর্বকামনা পূরণকারী কামধেনু হয়ে ওঠে।

শ্লোক ৩২

অসন্তুষ্টোঽসকৃল্লোকানাপ্নোত্যপি সুরেশ্বরঃ ।
অকিঞ্চনোঽপি সন্তুষ্টঃ শেতে সর্বাঙ্গবিজ্বরঃ ॥ ৩২ ॥

অসন্তুষ্টঃ—অতৃপ্ত; **অসকৃৎ**—নিরন্তর; **লোকান্**—বিভিন্ন গ্রহ; **আপ্নোতি**—তিনি লাভ করেন; **অপি**—তবুও; **সুর**—দেবতাদের; **ঈশ্বরঃ**—ঈশ্বর; **অকিঞ্চনঃ**—অকিঞ্চন; **অপি**—হয়েও; **সন্তুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট; **শেতে**—তিনি বিরাজ করেন; **সর্ব**—সকল; **অঙ্গ**—তাঁর অঙ্গ; **বিজ্বরঃ**—সন্তাপ শূন্য।

অনুবাদ

কোনও অতৃপ্ত ব্রাহ্মণ স্বর্গের রাজা হলেও, গ্রহ-গ্রহান্তরে অস্থিরভাবে বিচরণ করে থাকেন। কিন্তু কোনও পরম তৃপ্ত ব্রাহ্মণ, নির্ধন হলেও, তাঁর সকল অঙ্গে সন্তাপ মুক্ত হয়ে শান্তিতে বিরাজ করেন।

তাৎপর্য

যারা অতৃপ্ত, তারা বহু রোগব্যাধির অধীন হয়ে সর্বাঙ্গে সন্তাপ অনুভব করে। অথচ, কোনও আত্মতৃপ্ত ব্রাহ্মণ, নিঃস্ব হলেও সে সুখী ও শান্ত হয়ে থাকে এবং তার দেহ মনে কোনও সন্তাপ থাকে না।

শ্লোক ৩৩

বিপ্রান্ স্বলাভসন্তুষ্টান্ সাধূন্ ভূতসুহৃত্তমান্ ।
নিরহঙ্কারিণঃ শান্তান্নমস্যে শিরসাসকৃৎ ॥ ৩৩ ॥

বিপ্রান্—বিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের; **স্ব**—তাঁদের আপন; **লাভ**—লাভ দ্বারা; **সন্তুষ্টান্**—সন্তুষ্ট; **সাধূন্**—সাধুভাবাপন্ন; **ভূত**—সকল জীবের; **সুহৃৎ-তমান্**—শ্রেষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু; **নিরহঙ্কারিণঃ**—অহঙ্কারশূন্য; **শান্তান্**—শান্ত; **নমস্যে**—আমি প্রণাম নিবেদন করি; **শিরসা**—আমার মাথা নত করে; **অসকৃৎ**—বারম্বার।

অনুবাদ

সেই সকল ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধায় বারম্বার আমার মাথা নত হয়ে আসে কারণ তাঁরা নিজ প্রাপ্তিযোগেই সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। সৎভাবাপন্ন, নিরহঙ্কারী এবং প্রশান্ত হয়ে তাঁরা সকল জীবের শ্রেষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী হন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, *স্ব-লাভ* বলতে 'নিজেকে চিনতে পারা', বা পরোক্ষভাবে আত্মোপলব্ধিও বোঝায়। তাই কোনও উন্নত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কখনও জাগতিক রীতিনীতি বা সুযোগ সুবিধার উপর নির্ভর না করে সর্বদা তাঁর পারমার্থিক উপলব্ধি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন।

শ্লোক ৩৪

কচ্চিদ্বঃ কুশলং ব্রহ্মন্ রাজতো যস্য হি প্রজাঃ ।
সুখং বসন্তি বিষয়ে পাল্যমানাঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

কচ্চিৎ—কি; **বঃ**—আপনার; **কুশলম্**—কুশল; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **রাজতঃ**—রাজা হতে; **যস্য**—যার; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **প্রজাঃ**—প্রজা; **সুখম্**—সুখে; **বসন্তি**—বসবাস করে; **বিষয়ে**—দেশে; **পাল্যমানাঃ**—রক্ষিত হয়ে; **সঃ**—সে; **মে**—আমার; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, আপনাদের রাজা কি আপনাদের কল্যাণে মনোযোগী? প্রকৃতপক্ষে, যে রাজার দেশের মানুষ সুখী ও সুরক্ষিত, সে আমার অত্যন্ত প্রিয়জন।

শ্লোক ৩৫

যতস্ত্বমাগতো দুর্গং নিস্তীর্যেহ যদিচ্ছয়া ।
সর্বং নো ব্রূহ্যগুহ্যং চেৎ কিং কার্যং করবাম তে ॥ ৩৫ ॥

যতঃ—যে স্থান থেকে; **ত্বম্**—আপনি; **আগতঃ**—আগমন করেছেন; **দুর্গম্**—দুর্গম সমুদ্র; **নিস্তীর্য**—পার হয়ে; **ইহ**—এখানে; **যৎ**—যে; **ইচ্ছয়া**—আকাঙ্ক্ষা; **সর্বম্**—সব কিছু; **নঃ**—আমাদের; **ব্রূহি**—বর্ণনা করুন; **অগুহ্যম্**—গোপনীয় না হয়; **চেৎ**—যদি; **কিম্**—কি; **কার্যম্**—কার্য; **করবাম**—আমরা করতে পারি; **তে**—আপনার জন্য।

অনুবাদ

দুর্গম সমুদ্র অতিক্রম করে কোথা থেকে এবং কি উদ্দেশ্যে আপনি আগমন করেছেন? যদি তা গোপনীয় না হয় তা হলে আমাদের এই সমস্ত কিছু বর্ণনা করুন এবং আমাদের বলুন আমরা আপনাদের জন্য কি করতে পারি।

শ্লোক ৩৬

এবং সম্পৃষ্টসম্প্রশ্নো ব্রাহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনা ।
লীলাগৃহীতদেহেন তস্মৈ সর্বমবর্ণয়ৎ ॥ ৩৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **সম্পৃষ্ট**—জিজ্ঞাসিত; **সম্প্রশ্নঃ**—প্রশ্ন; **ব্রাহ্মণঃ**—ব্রাহ্মণ; **পরমেষ্ঠিনা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **লীলা**—তাঁর লীলারূপে; **গৃহীত**—গৃহীত; **দেহেন**—তাঁর দেহ; **তস্মৈ**—তাঁকে; **সর্বম্**—সব কিছু; **অবর্ণয়ৎ**—তিনি বর্ণনা করলেন।

অনুবাদ

এইভাবে, তাঁর লীলা সম্পাদনের জন্য অবতীর্ণ পরমেশ্বর ভগবানের প্রশ্নের উত্তরে ব্রাহ্মণ তাঁকে সব কিছু বর্ণনা করলেন।

তাৎপর্য

গৃহীত শব্দটির অনুবাদ 'গ্রহণ করা' হতে পারে, এবং 'ধারণা করা বা হৃদয়ঙ্গম করা' বোঝাতেও পারে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় দেহ ধারণা করা হয়েছিল, হৃদয়ঙ্গম বা উপলব্ধি করা হয়েছিল অথবা পরোক্ষভাবে, যখন ভগবান তাঁর অপ্রাকৃত লীলা প্রদর্শন করতে আবির্ভূত হন, তখন তিনি ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে পরমাগ্রহে স্বীকৃত হয়ে থাকেন। এই সমস্ত লীলাসত্তার অবশ্যই খেয়ালখুশি মতো বর্ণনা করা হয় না, বরং সেগুলি স্বয়ং শ্রীভগবানেরই পরিকল্পিত দুর্জ্ঞেয় ক্রিয়াকর্মের অঙ্গরূপে তিনিই সম্পাদন করে থাকেন, যাতে বদ্ধ জীবকুলের স্বাভাবিক ভগবৎ প্রেম ও ভক্তি জাগরিত করার এবং তাদের ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের অনুকূলে উদ্বুদ্ধ করা যায়।

শ্লোক ৩৭

শ্রীরুক্মিণ্যুবাচ

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্ ।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে ॥ ৩৭ ॥

শ্রীরুক্মিণী উবাচ—শ্রীরুক্মিণী বললেন; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **গুণান্**—গুণাবলী; **ভুবন**—সকল জগতের; **সুন্দর**—হে সুন্দর; **শৃণ্বতাম্**—শ্রোতৃজনের; **তে**—আপনার; **নির্বিশ্য**—প্রবেশ করে; **কর্ণ**—কর্ণের; **বিবরৈঃ**—রন্ধ্র পথে; **হরতঃ**—দূরীভূত করে; **অঙ্গ**—তাদের দেহের; **তাপম্**—তাপ; **রূপম্**—রূপ; **দৃশাম্**—চক্ষুরিন্দ্রিয়ের; **দৃশি-মতাম্**—যারা চক্ষুষ্মান; **অখিল**—সমগ্র; **অর্থ**—আকাঙ্ক্ষা পূরণের; **লাভম্**—প্রাপ্ত হয়ে; **ত্বয়ি**—আপনাতে; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত কৃষ্ণ; **আবিশতি**—প্রবেশ করছে; **চিত্তম্**—মন; **অপত্রপম্**—নির্লজ্জ; **মে**—আমার।

অনুবাদ

শ্রীরুক্মিণী বললেন (ব্রাহ্মণ দ্বারা পঠিত, তাঁর চিঠিতে)—হে ভুবনসুন্দর, আপনার যে সব গুণাবলীর কথা শ্রোতার শ্রুতিগোচর হয় এবং তাদের দেহ ক্লেশ দূর করে, তা শ্রবণ করে এবং আপনার যে রূপটি দর্শনকারীর সকল দর্শন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে, তার কথাও শ্রবণ করে, হে কৃষ্ণ, আমার নির্লজ্জ মন আমি আপনাতেই নিবদ্ধ করেছি।

তাৎপর্য

রুক্মিণী ছিলেন রাজকন্যা, দৃঢ় ও সাহসী, এবং অধিকন্তু, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে হারানোর চেয়ে মৃত্যু বরণে প্রস্তুত ছিলেন। এই সমস্ত বিবেচনা করে তিনি তাঁকে অপহরণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রার্থনা করে সুস্পষ্টভাষায় বর্ণিত একটি মনখোলা পত্র লেখেন।

শ্লোক ৩৮

কা ত্বা মুকুন্দ মহতী কুলশীলরূপ-
বিদ্যাবয়োদ্রবিণধামভিরাত্মতুল্যম্ ।
ধীরা পতিং কুলবতী ন বৃণীত কন্যা
কালে নৃসিংহ নরলোকমনোঽভিরামম্ ॥ ৩৮ ॥

কা—কে; ত্বা—আপনি; মুকুন্দ—হে কৃষ্ণ; মহতী—সম্ভ্রান্ত; কুল—বংশ; শীল—চরিত্র; রূপ—রূপ; বিদ্যা—জ্ঞান; বয়ঃ—বয়স; দ্রবিণ—সম্পদ; ধামভিঃ—এবং প্রভাব; আত্ম—কেবলমাত্র আপনাকে; তুল্যম্—তুল্য; ধীরা—ধৈর্যসম্পন্না; পতিম্—তাঁর পতিরূপে; কুল-বতী—সৎ পরিবারের; ন বৃণীত—পছন্দ করবে না; কন্যা—বিবাহযোগ্যা যুবতী; কালে—কালে; নৃ—মানুষের মধ্যে; সিংহ—হে সিংহ; নরলোক—মনুষ্য সমাজের; মনঃ—মনকে; অভিরামম্—আনন্দদানকারী।

অনুবাদ

হে মুকুন্দ, বংশ, চরিত্র, রূপ, বিদ্যা, বয়স ধন ও প্রভাবে আপনি কেবল আপনারই তুলনীয়। হে নরসিংহ, আপনি সকল মানবের মনোভিরাম। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হলে কোন্ সম্ভ্রান্তবংশীয়া, ধীরমনোভাবাপন্ন এবং সৎ পরিবারের বিবাহযোগ্যা কন্যা আপনাকে স্বামীরূপে পছন্দ করবে না?

শ্লোক ৩৯

তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়াম্
আত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো বিধেহি ।
মা বীরভাগমভিমর্শতু চৈদ্য আরাদ্
গোমায়ুবন্মৃগপতের্বলিমম্বুজাক্ষ ॥ ৩৯ ॥

তৎ—সুতরাং; মে—আমার দ্বারা; ভবান্—আপনি; খলু—বস্তুত; বৃতঃ—পছন্দ করেছি; পতিঃ—পতিরূপে; অঙ্গ—প্রিয় প্রভু; জায়াম্—পত্নীরূপে; আত্মা—আমি স্বয়ং; অর্পিতঃ—সমর্পিত; চ—এবং; ভবতঃ—আপনার প্রতি; অত্র—এখানে; বিভো—হে সর্বশক্তিমান; বিধেহি—দয়া করে গ্রহণ করুন; মা—কখনও না; বীর—বীরের; ভাগম্—অংশ; অভিমর্শতু—স্পর্শ করা উচিত; চৈদ্যঃ—শিশুপাল, চেদির রাজার পুত্র; আরাৎ—সত্বর; গোমায়ু-বৎ—শৃগালের মতো; মৃগ-পতেঃ—পশুরাজ সিংহের সম্পদ; বলিম্—শ্রদ্ধার্ঘ; অম্বুজ-অক্ষ—হে কমললোচন।

অনুবাদ

সুতরাং, হে প্রিয় প্রভু, আপনাকে আমার স্বামীরূপে আমি পছন্দ করেছি এবং আপনার কাছে নিজেকে সমর্পণ করছি। দয়া করে সত্বর আগমন করুন এবং আমাকে আপনার পত্নীরূপে গ্রহণ করুন। হে কমললোচন ভগবান, সিংহের সম্পদ হরণে শৃগালের চৌর্যের মতো শিশুপাল এসে যেন বীরের অংশ কখনও না স্পর্শ করে।

শ্লোক ৪০

পূর্তেষ্টদত্তনিয়মব্রতদেববিপ্র-
গুর্বর্চনাদিভিরলং ভগবান্ পরেশঃ ।
আরাধিতো যদি গদাগ্রজ এত্য পাণিং
গৃহ্নাতু মে ন দমঘোষসুতাদয়োঽন্যে ॥ ৪০ ॥

পূর্ত—পুণ্যকর্ম দ্বারা (যেমন ব্রাহ্মণদের ভোজন করানো, কূপখনন ইত্যাদি); **ইষ্ট**—যজ্ঞ সম্পাদন; **দত্ত**—দান; **নিয়ম**—আচার অনুষ্ঠান পালন (যেমন, তীর্থস্থান দর্শন); **ব্রত**—ব্রত; **দেব**—দেবতাদের; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণগণ; **গুরু**—এবং গুরুদেব; **অর্চন**—আরাধনা দ্বারা; **আদিভিঃ**—এবং অন্যান্য কার্যকলাপ দ্বারা; **অলম্**—যথেষ্টভাবে; **ভগবান্**—ভগবান; **পর**—পরম; **ঈশঃ**—ঈশ্বর; **আরাধিতঃ**—পূজিত; **যদি**—যদি; **গদ-অগ্রজঃ**—গদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণ; **এত্য**—এখানে উপস্থিত হয়ে; **পাণিম্**—হস্ত; **গৃহ্নাতু**—যেন দয়া করে গ্রহণ করেন; **মে**—আমাকে; **ন**—না; **দমঘোষ-সুত**—দমঘোষের পুত্র শিশুপাল; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **অন্যে**—অন্য কেউ।

অনুবাদ

আমি যদি পুণ্য কর্ম, যজ্ঞ, দান, আচার অনুষ্ঠান ও ব্রত দ্বারা এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুদেবের অর্চনা দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের যথেষ্ট আরাধনা করে থাকি, তা হলে দমঘোষের পুত্র বা অন্য কেউ নয়, যেন গদাগ্রজ এসেই আমার পাণিগ্রহণ করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি সম্পর্কে আচার্যবর্গ এইভাবে ভাষ্য প্রদান করেছেন—"রুক্মিণী অনুভব করেছিলেন যে, এক জীবনের চেষ্টায় কেউ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করতে পারে না। সুতরাং তিনি সাগ্রহে শ্রীকৃষ্ণের আগমন নিশ্চিত করার আশায়, সেই জীবনে এবং পূর্বজীবনে সম্পাদিত পুণ্যকর্মের কথা উল্লেখ করেছেন।"

শ্লোক ৪১

শ্বো ভাবিনি ত্বমজিতোদ্বহনে বিদর্ভান্
গুপ্তঃ সমেত্য পৃতনাপতিভিঃ পরীতঃ ।
নির্মথ্য চৈদ্যমগধেন্দ্রবলং প্রসহ্য
মাং রাক্ষসেন বিধিনোদ্বহ বীর্যশুল্কাম্ ॥ ৪১ ॥

শ্বঃ ভাবিনি—আগামীকাল; **ত্বম্**—আপনি; **অজিত**—হে অজিত; **উদ্বহনে**—বিবাহ অনুষ্ঠানের সময়; **বিদর্ভান**—বিদর্ভে; **গুপ্তঃ**—গোপনে; **সমেত্য**—আগমন করুন; **পৃতনা**—আপনার সৈন্যের; **পতিভিঃ**—অধিনায়কদের দ্বারা; **পরীতঃ**—পরিবৃত হয়ে; **নির্মথ্য**—পরাজিত করে; **চৈদ্য**—শিশুপাল, চৈদ্যের; **মগধ-ইন্দ্র**—এবং মগধের রাজা, জরাসন্ধ; **বলম্**—সৈন্য শক্তি; **প্রসহ্য**—বলপূর্বক; **মাম্**—আমাকে; **রাক্ষসেন বিধিনা**—রাক্ষস পন্থায়; **উদ্বহ**—বিবাহ করুন; **বীর্য**—আপনার শৌর্য; **শুল্কাম্**—যার জন্য মূল্যদান করে।

অনুবাদ

হে অজিত, আগামীকাল যখন আমার বিবাহ অনুষ্ঠান শুরু হতে যাবে, আপনি গোপনে আপনার সেনা অধিনায়কদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বিদর্ভে আগমন করুন। অতঃপর চৈদ্য ও মগধেন্দ্রের বাহিনীকে পরাজিত করে, আপনার শৌর্য দ্বারা আমাকে জয় লাভ করে রাক্ষস বিধান মতে আমাকে বিবাহ করুন।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করছেন যে, রাজকীয় বংশজাত রুক্মিণীর নিশ্চিতরূপে রাজনৈতিক বিষয়ে অত্যুৎকৃষ্ট ধারণা ছিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে একাকী ও অলক্ষিতে নগরীতে প্রবেশ করতে এবং তারপর তাঁর সেনাপতিদের দ্বারা পরিবৃত থাকতে উপদেশ দিয়েছিলেন, যাতে যা কিছু প্রয়োজন তা তিনি করতে পারেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর লক্ষ্মীদেবীকে নিষ্কর্ষণের জন্য ভগবানের সমুদ্র মন্থনের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধকে তুলনা করেছেন। আসন্ন আলোড়নে অপরূপা রুক্মিণীরূপ লক্ষ্মীদেবী লাভ করে।

শ্লোক ৪২

অন্তঃপুরান্তরচরীমনিহত্য বন্ধূন্
ত্বামুদ্বহে কথমিতি প্রবদাম্যুপায়ম্ ।
পূর্বেদ্যুরস্তি মহতী কুলদেবযাত্রা
যস্যাং বহির্নববধূর্গিরিজামুপেয়াৎ ॥ ৪২ ॥

অন্তঃপুর—প্রাসাদের মহিলা আবাস কক্ষ; **অন্তর**—মধ্যে; **চরীম্**—চারণাকারী; **অনিহত্য**—হত্যা ব্যতীত; **বন্ধূন্**—তোমার আত্মীয়গণকে; **ত্বাম্**—তোমাকে; **উদ্বহে**—আমি গ্রহণ করব; **কথম্**—কিভাবে; **ইতি**—এরূপ কথা বললে; **প্রবদামি**—আমি বর্ণনা করছি; **উপায়ম্**—উপায়; **পূর্বে-দ্যুঃ**—পূর্বদিন; **অস্তি**—সেখানে; **মহতী**—মহা; **কুল**—রাজ পরিবারের; **দেব**—অধীশ্বর বিগ্রহের জন্য; **যাত্রা**—একটি শোভাযাত্রা;

যস্যাম্—যেখানে; **বহিঃ**—বাহিরে; **নব**—নব; **বধূঃ**—বধূ; **গিরিজাম্**—দেবী গিরিজা (অম্বিকা); **উপেয়াৎ**—গমন করে।

অনুবাদ

যেহেতু আমি প্রাসাদের অন্তঃপুরে বাস করব, তাই, আপনি বিস্মিত হতে পারেন, "আমি কিভাবে তোমার আত্মীয়গণকে হত্যা ব্যতীত তোমাকে সঙ্গে নিয়ে চলে যেতে পারব?" কিন্তু আমি আপনাকে একটি উপায় বলব—বিবাহের পূর্বদিন রাজ পরিবারের বিগ্রহের সম্মানে এক মহা শোভাযাত্রা হবে এবং দেবী গিরিজাকে দর্শন করার জন্য সেই শোভাযাত্রায় নববধূ নগরীর বাহিরে গমন করে থাকে।

তাৎপর্য

চতুর রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের তরফ থেকে সম্ভাব্য আপত্তি অনুমান করেছিলেন। তিনি অবশ্যই শিশুপাল ও জরাসন্ধের মতো মূর্খদের দমন করতে আপত্তি করবেন না কিন্তু তিনি অবশ্যই রুক্মিণীর আত্মীয়বর্গকে আহত বা নিহত করতে অসম্মত হবেন, বিশেষত নারীদের সুরক্ষিত স্থান, প্রাসাদের অন্দর মহলে যাওয়ার পথে যাদের কেউ হয়ত তাঁর পথ রোধ করবে। গিরিজা (দুর্গা) মন্দিরে যাওয়া এবং আসার শোভাযাত্রাটি রুক্মিণীর আত্মীয়বর্গের কোনও ক্ষতি না করেই তাঁকে হরণ করার পূর্ণ সুযোগ শ্রীকৃষ্ণকে এনে দেবে।

শ্লোক ৪৩

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো
বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্মতমোঽপহত্যৈ ।
যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং
জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যাৎ ॥ ৪৩ ॥

যস্য—যাঁর; **অঙ্ঘ্রি**—পাদদ্বয়ের; **পঙ্কজ**—পদ্ম; **রজঃ**—রেণু দ্বারা; **স্নপনম্**—স্নান; **মহান্তঃ**—মহাত্মাগণ; **বাঞ্ছন্তি**—বাঞ্ছা করেন; **উমা-পতিঃ**—দেবী উমার স্বামী, ভগবান শিব; **ইব**—যেমন; **আত্ম**—তাদের নিজ; **তমঃ**—তমোগুণের; **অপহত্যৈ**—বিনাশ করতে; **যর্হি**—যখন; **অম্বুজ-অক্ষ**—হে পদ্মনেত্র; **ন লভেয়**—আমি প্রাপ্ত হতে পারি না; **ভবৎ**—আপনার; **প্রসাদম্**—কৃপা; **জহ্যাম্**—আমি পরিত্যাগ করব; **অসূন্**—আমার প্রাণবায়ু; **ব্রত**—কঠোর ব্রতের দ্বারা; **কৃশান্**—ক্ষীণ; **শত**—শত; **জন্মভিঃ**—জন্মের পরে; **স্যাৎ**—হয়ত তা লাভ হবে।

অনুবাদ

হে পদ্মনেত্র, ভগবান শিবের মতো মহাত্মাগণও আপনার পাদপদ্মের রেণুতে স্নানের বাঞ্ছা করেন এবং এইভাবে তাদের তমোগুণ বিনাশ করেন। আমি যদি আপনার

অনুগ্রহ লাভ না করি, তবে আমি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত পালনে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আমার প্রাণ ত্যাগ করব মাত্র। তা হলে, শত জীবনের প্রচেষ্টার পর, আমি হয়ত আপনার অনুগ্রহ লাভ করব।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দিব্যভাবময়ী রুক্মিণীর অসাধারণ ঐকান্তিকতা কেবলমাত্র অপ্রাকৃত স্তরেই সম্ভব হয়, কোনও জড় আসক্তির নশ্বর জগতে তা হয় না।

শ্লোক ৪৪

ব্রাহ্মণ উবাচ

ইত্যেতে গুহ্যসন্দেশা যদুদেব ময়াহৃতাঃ ।
বিমৃশ্য কর্তুং যচ্চাত্র ক্রিয়তাং তদনন্তরম্ ॥ ৪৪ ॥

ব্রাহ্মণঃ উবাচ—ব্রাহ্মণ বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **এতে**—এই সকল; **গুহ্য**—গোপন; **সন্দেশাঃ**—বার্তাসমূহ; **যদুদেব**—হে যদুদেব; **ময়া**—আমার দ্বারা; **আহৃতাঃ**—আনীত; **বিমৃশ্য**—বিবেচনা করে; **কর্তুম্**—কর্তব্য; **যৎ**—যা; **চ**—এবং; **অত্র**—এই বিষয়ে; **ক্রিয়তাম্**—দয়া করে করুন; **তৎ**—তা; **অনন্তরম্**—অনন্তর।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ বললেন—হে যদুদেব, আমি এই গোপন বার্তা আমার সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এমন অবস্থায় দয়া করে যথা কর্তব্য বিবেচনা করুন এবং এখনই তা সমাধা করুন।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ যখন উপস্থিত হলেন, তখন তিনি কেবলমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে রুক্মিণীর ঘরে বসে একান্তে লেখা, গোপন চিঠিটির সীলমোহর ভেঙেছিলেন। স্বয়ং রুক্মিণী নির্বাচিত বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণটি এখানে *গুহ্য-সন্দেশাঃ* পদটি ব্যবহারের দ্বারা দৃঢ়তার সঙ্গে বলছেন যে, তিনি এই বার্তার গোপনীয়তা লঙ্ঘন করেননি। কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণই তা শ্রবণ করেছেন। যেহেতু রুক্মিণীর বিবাহ দ্রুত এগিয়ে আসছিল, তাই শ্রীকৃষ্ণের সত্বর কার্যসমাধা করতে হবে। *যদুদেব* কথাটি স্পষ্টই বোঝাচ্ছে যে, শক্তিশালী যুদবংশের প্রভুরূপে শ্রীকৃষ্ণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত এবং তারপর যদি প্রয়োজন হয় তাঁর অনুগামীদের পরিচালনা করবেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রুক্মিণীর বার্তা' নামক দ্বিপঞ্চাশতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করলেন

কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভের রাজধানী কুণ্ডিনে আগমন করেন এবং শক্তিশালী শত্রুদের সামনেই রুক্মিণীকে অপহরণ করেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্রাহ্মণ বার্তাবহের কাছ থেকে রুক্মিণীর পত্র পাঠ শোনবার পরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে বললেন, "আমি অবশ্যই রুক্মিণীর প্রতি আকৃষ্ট এবং তাকে আমার বিবাহ করার বিষয়ে তার ভ্রাতা রুক্মীর বিরোধিতার কথা আমি জানি। তাই ঠিক যেমন মানুষ ঘর্ষণের মাধ্যমে কাঠ থেকে আগুন সৃষ্টি করে, তেমনই সমস্ত অধম রাজাদের চূর্ণবিচূর্ণ করার পর আমি অবশ্যই তাকে অপহরণ করব।" যেহেতু রুক্মিণীর সঙ্গে শিশুপালের বিবাহের অনুষ্ঠান হতে আর মাত্র তিন দিন বাকী ছিল, তাই শ্রীকৃষ্ণ দারুক যাতে তৎক্ষণাৎ তাঁর রথ প্রস্তুত রাখে, তার ব্যবস্থা করলেন। অতঃপর অবিলম্বে বিদর্ভের উদ্দেশে যাত্রা করে একরাত্রি ব্যাপী পথ অতিক্রম করার পর তিনি সেখানে পৌঁছেছিলেন।

রাজা ভীষ্মক, তাঁর পুত্র রুক্মীর প্রতি স্নেহবন্ধনের ফলে, শিশুপালকে তাঁর কন্যা সম্প্রদান করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। ভীষ্মক সকল প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিলেন; তিনি নগরীকে বিভিন্নরূপে সুসজ্জিত করেছিলেন এবং প্রধান পথ ও চৌমাথাগুলি ভাল ভাবে পরিমার্জন করেছিলেন। চেদিরাজ দমঘোষও বিদর্ভে উপস্থিত হয়ে তাঁর পুত্রের বিবাহের প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু করেছিলেন। রাজা ভীষ্মক তাঁকে যথাযথরূপে অভিনন্দিত করে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা করেছিলেন। আরও অনেক রাজারা, যেমন জরাসন্ধ, শাল্ব ও দন্তবক্রও অনুষ্ঠান দেখতে এসেছিল। শ্রীকৃষ্ণের এই সকল শত্রুরা ষড়যন্ত্র করেছিল যে, কৃষ্ণ এসে যদি কন্যা অপহরণ করে, তবে তারা সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করবে এবং এইভাবে শিশুপালকে তার বধূ লাভ সম্পর্কে আশ্বস্ত করেছিল। এই সমস্ত পরিকল্পনা শ্রবণ করে শ্রীবলদেব তাঁর সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে একত্রিত করে সত্বর কুণ্ডিনপুরে চলে গেলেন।

বিবাহের আগের দিন রাত্রেও হতাশাচ্ছন্ন রুক্মিণী ব্রাহ্মণ অথবা কৃষ্ণ কাউকেই উপস্থিত হতে দেখলেন না। উদ্বেগে, তিনি তাঁর মন্দভাগ্যকে অভিসম্পাত করছিলেন। কিন্তু ঠিক তখনই তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁর বামদিক কাঁপছে, যা একটি শুভ লক্ষণ। প্রকৃতপক্ষে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্রাহ্মণ উপস্থিত হয়ে তাঁকে অপহরণ করার ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহ, শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছিলেন, রুক্মিণীকে তা বর্ণনা করলেন।

যখন রাজা ভীষ্মক শুনলেন যে, কৃষ্ণ ও বলরাম এসে গিয়েছেন, তখন মহানন্দে বাদ্য সহকারে তাঁদের অভিবাদন জানাবার জন্য এগিয়ে গেলেন। তিনি বিভিন্ন উপহার দিয়ে দুই ভগবানের অর্চনা করলেন এবং তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় থাকবার আয়োজন করলেন। এইভাবে রাজা অন্যান্য অসংখ্য রাজকীয় অতিথিদের যেভাবে সম্মানিত করেছিলেন, সেভাবে দুই ভগবানকেও যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন।

বিদর্ভের জনগণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র রুক্মিণীর উপযুক্ত পতি হোক্। তারা প্রার্থনা করল যে, তাদের যেটুকু সঞ্চিত পুণ্য রয়েছে তার শক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ যেন রুক্মিণীর পাণি লাভ করেন।

শ্রীমতী রুক্মিণীদেবীর যখন শ্রীঅম্বিকা মন্দির দর্শন করার সময় হল, তখন তিনি বহু রক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে অগ্রসর হলেন। বিগ্রহে প্রণাম নিবেদন করে রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে পতি রূপে লাভের অনুমোদনের জন্য প্রার্থনা করলেন। অতঃপর তিনি এক সখীর হাত ধরে অম্বিকা মন্দির ত্যাগ করলেন। তাঁর অবর্ণনীয় সৌন্দর্য দর্শন করে উপস্থিত মহাবীরগণ তাদের অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করল এবং অভিভূত হয়ে ভূমিতে পতিত হল। রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য না করা পর্যন্ত ধীরস্থির পদক্ষেপে হাঁটছিলেন। তখন, সকলের সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে তাঁর রথে তুলে নিলেন। কোনও সিংহ যেভাবে একদল নেকড়ের মধ্যে তার প্রাপ্য ভাগ কেড়ে নিয়ে থাকে, তেমনিভাবে তিনি সকল বিরোধী রাজাদের বিতাড়িত করে তাঁর অনুগামী পার্ষদগণের সঙ্গে ধীরে ধীরে প্রস্থান করলেন। জরাসন্ধ এবং অন্যান্য রাজারা তাদের পরাজয় ও অসম্মান সহ্য করতে না পেরে, এই পরাজয় যে একটি ক্ষুদ্র প্রাণীর দ্বারা সিংহের ন্যায্য অধিকার হরণের মতোই ব্যর্থ প্রচেষ্টা, সে কথা বলতে বলতে উচ্চৈস্বরে নিজেদের ধিক্কার দিতে থাকল।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

বৈদর্ভ্যাঃ স তু সন্দেশং নিশম্য যদুনন্দনঃ ।
প্রগৃহ্য পাণিনা পাণিং প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **বৈদর্ভ্যাঃ**—বিদর্ভের রাজকন্যার; **সঃ**—তিনি; **তু**—এবং; **সন্দেশম্**—গোপন বার্তা; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **যদুনন্দনঃ**—যদু বংশধর শ্রীকৃষ্ণ; **প্রগৃহ্য**—ধারণ করে; **পাণিনা**—তাঁর হস্ত দ্বারা; **পাণিম্**—হস্ত (ব্রাহ্মণ বার্তাবহের); **প্রহসন্**—সহাস্যে; **ইদম্**—এই; **অব্রবীৎ**—বললেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে বৈদর্ভী রাজকন্যার গোপন বার্তা শ্রবণ করে ভগবান যদুনন্দন ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণ করলেন এবং সহাস্যে তাকে এরূপ বললেন।

শ্লোক ২

শ্রীভগবানুবাচ

তথাহমপি তচ্চিত্তো নিদ্রাং চ ন লভে নিশি ।
বেদাহং রুক্মিণা দ্বেষান্মমোদ্বাহো নিবারিতঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **তথা**—একইভাবে; **অহম্**—আমি; **অপি**—ও; **তৎ**—তার প্রতি স্থির; **চিত্তঃ**—আমার মন; **নিদ্রাম্**—নিদ্রা; **চ**—এবং; **ন লভে**—আমি পাই না; **নিশি**—রাত্রিতে; **বেদ**—জানি; **অহম্**—আমি; **রুক্মিণা**—রুক্মী দ্বারা; **দ্বেষাৎ**—বিদ্বেষবশতঃ; **মম**—আমার; **উদ্বাহঃ**—বিবাহ; **নিবারিতঃ**—নিষেধ করছে।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—ঠিক যেমন রুক্মিণীর মন আমাতে স্থির হয়ে আছে, আমার মনও তার প্রতি স্থির। এমনকি আমি রাত্রে ঘুমোতে পর্যন্ত পারি না। আমি জানি বিদ্বেষবশতঃ রুক্মী আমাদের বিবাহে নিষেধ করছে।

শ্লোক ৩

তামানয়িষ্য উন্মথ্য রাজন্যাপসদান্মৃধে ।
মৎপরামনবদ্যাঙ্গীমেধসোঽগ্নিশিখামিব ॥ ৩ ॥

তাম্—তাকে; **আনয়িষ্যে**—আমি এখানে আনব; **উন্মথ্য**—মন্থন করে; **রাজন্য**—রাজন্যদের; **অপসদান্**—অনুপযুক্ত সদস্য; **মৃধে**—যুদ্ধে; **মৎ**—আমার প্রতি; **পরাম্**—যে সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত; **অনবদ্য**—প্রশংসাতীত; **অঙ্গীম্**—সুন্দরী; **এধসঃ**—প্রজ্বলিত কাষ্ঠ হতে; **অগ্নি**—অগ্নির; **শিখাম্**—শিখাসমূহ; **ইব**—যেমন।

অনুবাদ

সে নিজেকে সর্বতোভাবে আমার প্রতি সমর্পণ করেছে এবং তার সৌন্দর্য নিষ্কলঙ্ক। যে ভাবে জ্বলন্ত কাঠ থেকে মানুষ অগ্নি শিখা নিয়ে আসে, সেইভাবে যুদ্ধে অকর্মণ্য সকল রাজাদের চূর্ণ করার পর আমি তাকে এখানে নিয়ে আসব।

তাৎপর্য

যখন কাঠের সুপ্ত আগুন জাগ্রত হয় তখন আগুন প্রকাশিত হওয়ার নিয়মে কাঠকে ভস্মীভূত করে আগুন জ্বলে ওঠে। তেমনই, শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়ভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, রুক্মিণী তাঁর হস্ত ধারণ করার জন্য প্রকাশিত হবেন এবং ফলে অসাধু রাজন্যবর্গ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞার আগুনে ভস্মীভূত হবে।

শ্লোক ৪

শ্রীশুক উবাচ

উদ্বাহর্ক্ষং চ বিজ্ঞায় রুক্মিণ্যা মধুসূদনঃ ।
রথঃ সংযুজ্যতামাশু দারুকেত্যাহ সারথিম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **উদ্বাহ**—বিবাহের; **ঋক্ষম্**—নক্ষত্র (সঠিক পুণ্যক্ষণ ধার্য করার পরিমাপ); **চ**—এবং; **বিজ্ঞায়**—জানতে পেরে; **রুক্মিণ্যাঃ**—রুক্মিণীর; **মধুসূদনঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **রথ**—রথ; **সংযুজ্যতাম্**—প্রস্তুত কর; **আশু**—সত্বর; **দারুক**—হে দারুক; **ইতি**—এইভাবে; **আহ**—তিনি বললেন; **সারথিম্**—তাঁর সারথিকে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ভগবান মধুসূদনও রুক্মিণীর বিবাহের সঠিক চান্দ্র মুহূর্ত উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর সারথিকে বললেন, "দারুক, সত্বর আমার রথ প্রস্তুত কর।"

শ্লোক ৫

স চাশ্বৈঃ শৈব্যসুগ্রীবমেঘপুষ্পবলাহকৈঃ ।
যুক্তং রথমুপানীয় তস্থৌ প্রাঞ্জলিরগ্রতঃ ॥ ৫ ॥

সঃ—সে, দারুক; **চ**—এবং; **অশ্বৈঃ**—অশ্বসহ; **শৈব্য-সুগ্রীব-মেঘপুষ্প-বলাহকৈঃ**—শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক; **যুক্তম্**—যুক্ত; **রথম্**—রথ; **উপানীয়**—নিয়ে এসে; **তস্থৌ**—দণ্ডায়মান হল; **প্রাঞ্জলিঃ**—কৃতাঞ্জলি সহকারে; **অগ্রতঃ**—সামনে।

অনুবাদ

শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামে অশ্বগুলিকে যুক্ত করে শ্রীভগবানের রথ দারুক নিয়ে এল। সে তখন কৃতাঞ্জলি সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সামনে এসে দাঁড়াল।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রথের অশ্বগুলির বর্ণনাময় এই শ্লোকটি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *পদ্মপুরাণ* থেকে উদ্ধৃত করেছেন—

শৈব্যস্তু শুকপত্রাভঃ সুগ্রীবো হেমপিঙ্গলঃ ।
মেঘপুষ্পস্তু মেঘাভঃ পাণ্ডুরোহি বলাহকঃ ॥

"শৈব্য ছিল শুক পাখির ডানার মতো সবুজ, সুগ্রীব স্বর্ণাভ হলুদ, মেঘপুষ্পের বর্ণ ছিল মেঘের মতো এবং বলাহক ছিল শ্বেত বর্ণের।"

শ্লোক ৬

আরুহ্য স্যন্দনং শৌরির্দ্বিজমারোপ্য তূর্ণগৈঃ ।
আনর্তাদেকরাত্রেণ বিদর্ভানগমদ্ধয়ৈঃ ॥ ৬ ॥

আরুহ্য—আরোহণ করে; **স্যন্দনম্**—তাঁর রথ; **শৌরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **দ্বিজম্**—ব্রাহ্মণ; **আরোপ্য**—স্থাপন করে (রথে); **তূর্ণ-গৈঃ**—দ্রুতগামী; **আনর্তাৎ**—আনর্ত নামে অঞ্চল থেকে; **এক**—এক; **রাত্রেণ**—রাত্রে; **বিদর্ভান্**—বিদর্ভরাজ্যে; **অগমৎ**—গমন করলেন; **হয়ৈঃ**—তাঁর অশ্বগণের দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবান শৌরি রথে আরোহণ করলেন এবং ব্রাহ্মণকেও রথে আরোহণ করালেন। অতঃপর ভগবানের দ্রুতগামী অশ্বগুলি এক রাত্রের মধ্যে তাঁদের আনর্ত অঞ্চল থেকে বিদর্ভে নিয়ে গেল।

শ্লোক ৭

রাজা স কুণ্ডিনপতিঃ পুত্রস্নেহবশানুগঃ ।
শিশুপালায় স্বাং কন্যাং দাস্যন্ কর্মাণ্যকারয়ৎ ॥ ৭ ॥

রাজা—রাজা; **সঃ**—তিনি, ভীষ্মক; **কুণ্ডিন-পতিঃ**—কুণ্ডিনের প্রভু; **পুত্র**—তাঁর পুত্রের; **স্নেহ**—স্নেহের; **বশ**—বশে; **অনুগঃ**—মেনে নিয়ে; **শিশুপালায়**—শিশুপালকে; **স্বাম্**—তাঁর; **কন্যাম্**—কন্যা; **দাস্যন্**—সম্প্রদান করা; **কর্মাণি**—প্রয়োজনীয় কর্তব্যসমূহ; **অকারয়ৎ**—তিনি সম্পাদন করলেন।

অনুবাদ

কুণ্ডিনপতি রাজা ভীষ্মক, তাঁর পুত্রের জন্য স্নেহবশত শিশুপালকে তাঁর কন্যা সম্প্রদানে সম্মত হলেন এবং সকল প্রয়োজনীয় আয়োজন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই বিষয়ে উল্লেখ করছেন যে, শিশুপালকে রাজা ভীষ্মকের তেমন পছন্দ ছিল না, কিন্তু তাঁর পুত্রের প্রতি আসক্তির জন্য তিনি এইভাবে আচরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৮-৯

পুরং সম্মৃষ্টসংসিক্তমার্গরথ্যাচতুষ্পথম্ ।
চিত্রধ্বজপতাকাভিস্তোরণৈঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥ ৮ ॥
স্রগ্‌গন্ধমাল্যাভরণৈর্বিরজোঽম্বরভূষিতৈঃ ।
জুষ্টং স্ত্রীপুরুষৈঃ শ্রীমদ্‌গৃহৈরগুরুধূপিতৈঃ ॥ ৯ ॥

পুরম্—নগরী; **সম্মৃষ্ট**—ভালভাবে মার্জিত হয়েছিল; **সংসিক্ত**—এবং জল দিয়ে ধোওয়া হয়েছিল; **মার্গ**—প্রধান রাজপথগুলি; **রথ্যা**—বড় রাস্তা; **চতুঃ-পথম্**—এবং চৌমাথাগুলি; **চিত্র**—বিচিত্র; **ধ্বজ**—ধ্বজদণ্ডে; **পতাকাভিঃ**—পতাকা দ্বারা; **তোরণৈঃ**—এবং তোরণ; **সমলঙ্কৃতম্**—সুশোভিত; **স্রক্**—রত্নখচিত কণ্ঠহার দিয়ে; **গন্ধ**—চন্দনপিষ্টকের মতো সুগন্ধি বস্তু; **মাল্য**—ফুলের মালা; **আভরণৈঃ**—এবং অন্যান্য অলঙ্কার; **বিরজঃ**—নির্মল; **অম্বর**—বসনে; **ভূষিতৈঃ**—সুসজ্জিত; **জুষ্টম্**—যুক্ত; **স্ত্রী**—স্ত্রী; **পুরুষৈঃ**—এবং পুরুষ; **শ্রীমৎ**—ঐশ্বর্যময়; **গৃহৈঃ**—গৃহগুলি; **অগুরু-ধূপিতৈঃ**—অগুরু-ধূপ দ্বারা সুবাসিত।

অনুবাদ

রাজা, প্রধান সড়ক, বাণিজ্য পথ ও রাস্তার চৌমাথাগুলি ভালভাবে মার্জন করালেন ও তারপর জল দিয়ে ধোওয়ালেন এবং বিজয়তোরণ ও ধ্বজ দণ্ডগুলিতে বিভিন্ন রঙের পতাকা লাগিয়ে নগরী সাজিয়েছিলেন। নগরীর স্ত্রী ও পুরুষেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বসনে সজ্জিত হয়ে সুগন্ধি চন্দন পিষ্টক অনুলেপন করে মূল্যবান কণ্ঠহার, ফুলমালা ও রত্নখচিত অলঙ্কারাদি পরিধান করেছিল এবং তাদের ঐশ্বর্যময় গৃহগুলি অগুরুর সুগন্ধে ভরে উঠেছিল।

তাৎপর্য

যখন মাটির রাস্তাগুলি জলে ধোওয়া হয়, তখন ধুলো বসে গিয়ে রাস্তাটি মসৃণ ও দৃঢ় হয়। সুন্দরী রুক্মিণী দেবীকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সফল অপহরণের জন্য দৃশ্য সাজিয়ে রাজা ভীষ্মক ভালভাবে মহা-বিবাহের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১০

পিতৄন্ দেবান্ সমভ্যর্চ্য বিপ্রাংশ্চ বিধিবন্নৃপ ।
ভোজয়িত্বা যথান্যায়ং বাচয়ামাস মঙ্গলম্ ॥ ১০ ॥

পিতৄন্—পূর্বপুরুষগণ; **দেবান্**—দেবতাগণ; **সমভ্যর্চ্য**—সম্যকরূপে পূজা করে; **বিপ্রান্**—ব্রাহ্মণগণ; **চ**—এবং; **বিধিবৎ**—নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে; **নৃপ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **ভোজয়িৎ-বা**—তাঁদের ভোজন করিয়ে; **যথা**—যেমন; **ন্যায়ম্**—ন্যায়; **বাচয়াম্ আস**—তিনি কীর্তন করেছিলেন; **মঙ্গলম্**—পবিত্র মন্ত্রাবলী।

অনুবাদ

হে রাজন, মহারাজ ভীষ্মক পূর্বপুরুষ, দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে সম্যকভাবে ভোজন করিয়ে বিধিবৎ তাদের পূজা করলেন। অতঃপর তিনি বধূর কল্যাণের জন্য পরম্পরাগত মন্ত্রাবলী কীর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ১১

সুস্নাতাং সুদতীং কন্যাং কৃতকৌতুকমঙ্গলাম্ ।
আহতাংশুকযুগ্মেন ভূষিতাং ভূষণোত্তমৈঃ ॥ ১১ ॥

সুস্নাতাম্—যথাযথভাবে স্নান করে; **সুদতীম্**—দাঁত পরিষ্কার করে; **কন্যাম্**—কন্যা; **কৃত**—কর্তব্যাদি সম্পাদন করে; **কৌতুক-মঙ্গলাম্**—মঙ্গলসূত্র বন্ধনের অনুষ্ঠান; **আহত**—অব্যবহৃত; **অংশুক**—বস্ত্রে; **যুগ্মেন**—এক জোড়া; **ভূষিতাম্**—বিভূষিত হয়ে; **ভূষণ**—অলঙ্কার দ্বারা; **উত্তমৈঃ**—উত্তম।

অনুবাদ

বধূ তাঁর দন্ত মার্জন করলেন এবং স্নান করলেন, এরপর তিনি মঙ্গলসূত্র পরিধান করলেন। অতঃপর তিনি নববস্ত্র পরিধান করে অতি উত্তম অলঙ্কারে বিভূষিতা হলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুযায়ী, কেবলমাত্র তাঁতে বোনা নির্মল বস্ত্র মঙ্গল অনুষ্ঠানের সময় পরিধান করা উচিত।

শ্লোক ১২

চক্রুঃ সামর্গ্যযজুর্মন্ত্রৈর্বধ্বা রক্ষাং দ্বিজোত্তমাঃ ।
পুরোহিতোঽথর্ববিদ্বৈ জুহাব গ্রহশান্তয়ে ॥ ১২ ॥

চক্রুঃ—সম্পাদন করলেন; **সাম-ঋগ্‌-যজুঃ**—সাম, ঋক্‌ এবং যজুঃ বেদের; **মন্ত্রৈঃ**—মন্ত্র পাঠ দ্বারা; **বধ্বাঃ**—বধূর; **রক্ষাম্‌**—রক্ষার জন্য; **দ্বিজ-উত্তমাঃ**—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ; **পুরোহিতঃ**—পুরোহিত; **অথর্ববিৎ**—অথর্ববেদের মন্ত্রে দক্ষ; **বৈ**—বস্তুত; **জুহাব**—হোম করলেন; **গ্রহ**—নিয়ন্ত্রণকারী গ্রহগুলির; **শান্তয়ে**—শান্ত করার জন্য।

অনুবাদ

শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ বধূর সুরক্ষার জন্য ঋক্‌, সাম ও যজুঃ বেদ থেকে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন এবং অথর্ববেদজ্ঞ পুরোহিত গ্রহশান্তির জন্য হোম করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, *অথর্ব বেদ* কখনও কখনও কুপিত গ্রহকে শান্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

শ্লোক ১৩

হিরণ্যরূপ্যবাসাংসি তিলাংশ্চ গুড়মিশ্রিতান্‌ ।
প্রাদাদ্ধেনূশ্চ বিপ্রেভ্যো রাজা বিধিবিদাং বরঃ ॥ ১৩ ॥

হিরণ্য—স্বর্ণ; **রূপ্য**—রৌপ্য; **বাসাংসি**—এবং বসন; **তিলান্‌**—তিল; **চ**—এবং; **গুড়**—গুড় দ্বারা; **মিশ্রিতান্‌**—মিশ্রিত; **প্রাদাৎ**—দান করেছিলেন; **ধেনূঃ**—গাভীসমূহ; **চ**—ও; **বিপ্রেভ্যঃ**—ব্রাহ্মণগণকে; **রাজা**—রাজা ভীষ্মক; **বিধি**—বিধি; **বিদাম্‌**—জ্ঞাত; **বরঃ**—শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

শ্রেষ্ঠ বিধিজ্ঞ রাজা ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, গুড়মিশ্রিত তিলরাশি এবং গাভীসমূহ দান করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

এবং চেদিপতী রাজা দমঘোষঃ সুতায় বৈ ।
কারয়ামাস মন্ত্রজ্ঞৈঃ সর্বমভ্যুদয়োচিতম্‌ ॥ ১৪ ॥

এবম্‌—সেই একইভাবে; **চেদি-পতিঃ**—চেদিরাজ; **রাজা দমঘোষঃ**—রাজা দমঘোষ; **সুতায়**—তাঁর পুত্রের (শিশুপাল) জন্য; **বৈ**—বস্তুত; **কারয়াম্‌ আস**—করেছিলেন; **মন্ত্রজ্ঞৈঃ**—মন্ত্রজ্ঞ দ্বারা; **সর্বম্‌**—সকল; **অভ্যুদয়**—তাঁর সমৃদ্ধির জন্য; **উচিতম্‌**—উচিত।

অনুবাদ

চেদিরাজ রাজা দমঘোষও তাঁর পুত্রের নিশ্চিত সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সকল আচার সম্পাদন করার জন্য মন্ত্র উচ্চারণে দক্ষ ব্রাহ্মণদের নিয়োজিত করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

মদচ্যুদ্ভির্গজানীকৈঃ স্যন্দনৈর্হেমমালিভিঃ ।
পত্ত্যশ্বসঙ্কুলৈঃ সৈন্যৈঃ পরীতঃ কুণ্ডিনং যযৌ ॥ ১৫ ॥

মদ—কপাল হতে ক্ষরিত তরল; **চ্যুদ্ভিঃ**—স্রাবিত; **গজ**—হস্তীর; **অনীকৈঃ**—দল যুক্ত; **স্যন্দনৈঃ**—রথ দ্বারা; **হেম**—স্বর্ণ; **মালিভিঃ**—মাল্য দ্বারা সুশোভিত; **পত্তি**—পদাতিক বাহিনী দ্বারা; **অশ্ব**—এবং অশ্বসমূহ; **সঙ্কুলৈঃ**—সঙ্কুল; **সৈন্যৈঃ**—সৈন্যবাহিনী দ্বারা; **পরীতঃ**—পরিবৃত; **কুণ্ডিনম্**—ভীষ্মকের রাজধানী কুণ্ডিনে; **যযৌ**—তিনি গমন করলেন।

অনুবাদ

রাজা দমঘোষ মদস্রাবিত হস্তীবাহিনী, সুবর্ণমাল্যভূষিত রথসমূহ এবং অসংখ্য অশ্বারোহী সেনা ও পদাতিক সৈন্য সমন্বিত হয়ে কুণ্ডিনের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ১৬

তং বৈ বিদর্ভাধিপতিঃ সমভ্যেত্যাভিপূজ্য চ ।
নিবেশয়ামাস মুদা কল্পিতান্যনিবেশনে ॥ ১৬ ॥

তম্—তাঁকে, রাজা দমঘোষকে; **বৈ**—বস্তুত; **বিদর্ভ-অধিপতিঃ**—বিদর্ভের অধিপতি, ভীষ্মক; **সমভ্যেত্য**—মিলিত হবার জন্য অগ্রসর হয়ে; **অভিপূজ্য**—সম্মানিত করে; **চ**—এবং; **নিবেশয়াম্ আস**—তাঁকে প্রবেশ করালেন; **মুদা**—আনন্দের সঙ্গে; **কল্পিত**—নির্মিত; **অন্য**—বিশেষ; **নিবেশনে**—বাসস্থানে।

অনুবাদ

বিদর্ভরাজ ভীষ্মক নগর হতে নির্গত হয়ে রাজা দমঘোষকে শ্রদ্ধার নানা প্রতীক নিবেদন করে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। ভীষ্মক তখন এই অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত একটি বাসগৃহে দমঘোষকে থাকতে দিলেন।

শ্লোক ১৭

তত্র শাল্বো জরাসন্ধো দন্তবক্রো বিদূরথঃ ।
আজগ্মুশ্চৈদ্যপক্ষীয়াঃ পৌণ্ড্রকাদ্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ১৭ ॥

তত্র—সেখানে; **শাল্বঃ জরাসন্ধঃ দন্তবক্রঃ বিদূরথঃ**—শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্র ও বিদূরথ; **আজগ্মুঃ**—এসেছিলেন; **চৈদ্য**—শিশুপালের; **পক্ষীয়াঃ**—পক্ষ গ্রহণ করে; **পৌণ্ড্রক**—পৌণ্ড্রক; **আদ্যাঃ**—ও অন্যান্যরা; **সহস্রশঃ**—সহস্র সহস্র।

অনুবাদ

সেখানে শিশুপালের পক্ষভুক্ত শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্র, বিদূরথ ও পৌণ্ড্রক সহ অন্যান্য সহস্র রাজারা সকলেই এসেছিলেন।

তাৎপর্য

যাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা অবিলম্বে এই শ্লোকে প্রদত্ত নামগুলি চিনতে পারবেন। এখানে উল্লেখিত রাজারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর শত্রুতা পোষণ করতেন এবং কোন না কোনভাবে তাঁর বিরোধিতা করতেন। কিন্তু শিশুপালের আসন্ন বিবাহ অনুষ্ঠানে তাদের সকলকেই পরাজিত ও বিধ্বস্ত হতে হবে।

শ্লোক ১৮-১৯

কৃষ্ণরামদ্বিষো যত্তাঃ কন্যাং চৈদ্যায় সাধিতুম্ ।
যদ্যাগত্য হরেৎ কৃষ্ণো রামাদ্যৈর্যদুভির্বৃতঃ ॥ ১৮ ॥
যোৎস্যামঃ সংহতাস্তেন ইতি নিশ্চিতমানসাঃ ।
আজগ্মুর্ভূভুজঃ সর্বে সমগ্রবলবাহনাঃ ॥ ১৯ ॥

কৃষ্ণ-রাম-দ্বিষঃ—যারা কৃষ্ণ ও বলরামের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ; **যত্তাঃ**—প্রস্তুত; **কন্যাম্**—কন্যা; **চৈদ্যায়**—শিশুপালের জন্য; **সাধিতুম্**—রক্ষা করার জন্য; **যদি**—যদি; **আগত্য**—আগমন করে; **হরেৎ**—হরণ করে; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **রাম**—বলরাম দ্বারা; **আদ্যৈঃ**—এবং অন্যান্য; **যদুভিঃ**—যদুগণ; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত হয়ে; **যোৎস্যামঃ**—আমরা যুদ্ধ করব; **সংহতাঃ**—সকলে সম্মিলিত হয়ে; **তেন**—তাঁর সঙ্গে; **ইতি**—এইভাবে; **নিশ্চিত-মানসাঃ**—সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে; **আজগ্মুঃ**—এসেছিল; **ভূ-ভুজঃ**—রাজাগণ; **সর্বে**—সকলে; **সমগ্র**—সম্পূর্ণ; **বল**—সৈন্যবল দ্বারা; **বাহনাঃ**—এবং বাহনগুলি।

অনুবাদ

শিশুপালের জন্য বধূকে নিশ্চিত করতে কৃষ্ণ ও বলরামের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ রাজারা নিজেদের মধ্যে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, "যদি কৃষ্ণ বলরাম ও অন্যান্য যদুগণের সঙ্গে বধূকে হরণ করতে আসে, তবে আমরা সকলে সম্মিলিতভাবে তার সঙ্গে যুদ্ধ করব।" এইভাবে সেই সমস্ত বিদ্বেষপরায়ণ রাজারা তাদের সমগ্র সৈন্যবাহিনী ও সমরসজ্জা নিয়ে বিবাহ স্থলে গেলেন।

তাৎপর্য

সংহতাঃ শব্দটি যা সাধারণত 'একত্রে দৃঢ়রূপে বন্ধন' বোঝায় 'সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত' বা 'নিহত' বোঝাতেও পারে। তাই যদিও শ্রীকৃষ্ণের শত্রুরা ভেবেছিল যে, তারা দৃঢ় একতাবদ্ধ—পূর্বোক্ত *সংহতাঃ* অর্থানুযায়ী—তারা কখনই সফলভাবে পরমেশ্বর ভগবানের বিরোধিতা করতে পারেনি এবং ঘটনাচক্রে *সংহতাঃ* শব্দটির অন্য অর্থে তারা আহত এবং নিহত হয়েছিল।

শ্লোক ২০-২১

শ্রুত্বৈতদ্ ভগবান্ রামো বিপক্ষীয়নৃপোদ্যমম্ ।
কৃষ্ণং চৈকং গতং হর্তুং কন্যাং কলহশঙ্কিতঃ ॥ ২০ ॥
বলেন মহতা সার্ধং ভ্রাতৃস্নেহপরিপ্লুতঃ ।
ত্বরিতঃ কুণ্ডিনং প্রাগাদ্ গজাশ্বরথপত্তিভিঃ ॥ ২১ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; **এতৎ**—এই; **ভগবান্ রামঃ**—শ্রীবলরাম; **বিপক্ষীয়**—শত্রুভাবাপন্ন; **নৃপ**—রাজাদের; **উদ্যমম্**—প্রস্তুতি; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **চ**—এবং; **একম্**—একা; **গতম্**—গত; **হর্তুম্**—হরণ করতে; **কন্যাম্**—কন্যা; **কলহ**—যুদ্ধ; **শঙ্কিতঃ**—ভয়ে; **বলেন**—বাহিনী; **মহতা**—বলশালী; **সার্ধম্**—সহকারে; **ভ্রাতৃ**—তাঁর ভ্রাতার জন্য; **স্নেহ**—স্নেহে; **পরিপ্লুতঃ**—আপ্লুত; **ত্বরিতঃ**—দ্রুত; **কুণ্ডিনম্**—কুণ্ডিনে; **প্রাগাৎ**—গমন করলেন; **গজ**—হাতীগুলি নিয়ে; **অশ্ব**—অশ্বগুলি; **রথ**—রথগুলি; **পত্তিভিঃ**—এবং পদাতিক বাহিনী।

অনুবাদ

যখন শ্রীবলরাম শত্রুভাবাপন্ন রাজাদের এই সকল প্রস্তুতি ও শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে একা বধূকে হরণ করার জন্য যাত্রা করেছেন, তা শ্রবণ করলেন, তখন তিনি নিশ্চিত একটি যুদ্ধের কথা ভেবে শঙ্কিত হলেন। তাঁর ভ্রাতার জন্য স্নেহে আপ্লুত তিনি সত্বর গজারোহী, অশ্বারোহী, রথারোহী ও পদাতিক বাহিনী সমন্বিত এক বলশালী সৈন্যবাহিনী সহ কুণ্ডিনে গমন করলেন।

শ্লোক ২২

ভীষ্মকন্যা বরারোহা কাঙ্ক্ষন্ত্যাগমনং হরেঃ ।
প্রত্যাপত্তিমপশ্যন্তী দ্বিজস্যাচিন্তয়ত্তদা ॥ ২২ ॥

ভীষ্ম-কন্যা—ভীষ্মকের কন্যা; **বর-আরোহা**—সুন্দর নিতম্বিনী; **কাঙ্ক্ষন্তী**—অপেক্ষা করছিলেন; **আগমনম্**—আগমন; **হরেঃ**—কৃষ্ণের; **প্রত্যাপত্তিম্**—প্রত্যাবর্তন; **অপশ্যন্তী**—দর্শন না করে; **দ্বিজস্য**—ব্রাহ্মণের; **অচিন্তয়ৎ**—ভাবলেন; **তদা**—তখন।

অনুবাদ

ভীষ্মকের সুন্দরী কন্যা উদ্বিগ্নভাবে শ্রীকৃষ্ণের আগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন, কিন্তু যখন তিনি ব্রাহ্মণকে ফিরে আসতে দেখলেন না, তখন তিনি এইভাবে ভাবলেন।

শ্লোক ২৩

অহো ত্রিযামান্তরিত উদ্বাহো মেঽল্পরাধসঃ ।
নাগচ্ছত্যরবিন্দাক্ষো নাহং বেদ্ম্যত্র কারণম্ ।
সোঽপি নাবর্ততেঽদ্যাপি মৎসন্দেশহরো দ্বিজঃ ॥ ২৩ ॥

অহো—হায়; **ত্রি-যাম**—তিন যাম (নয় ঘণ্টা) অর্থাৎ রাত্রি; **অন্তরিতঃ**—শেষ হলে; **উদ্বাহঃ**—বিবাহ; **মে**—আমার; **অল্প**—অল্প; **রাধসঃ**—যার সৌভাগ্য; **ন আগচ্ছতি**—আগমন করলেন না; **অরবিন্দ-অক্ষঃ**—কমলনয়ন কৃষ্ণ; **ন**—না; **অহম্**—আমি; **বেদ্মি**—জানি; **অত্র**—এই জন্য; **কারণম্**—কারণ; **সঃ**—তিনি; **অপি**—ও; **ন আবর্ততে**—প্রত্যাবর্তন করলেন না; **অদ্য অপি**—এখনও পর্যন্ত; **মৎ**—আমার; **সন্দেশ**—বার্তার; **হরঃ**—বহনকারী; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ।

অনুবাদ

[রাজকুমারী রুক্মিণী ভাবলেন—] হায়, রাত্রি শেষ হলে আমার বিবাহ হবে! আমি কত ভাগ্যহীন! কমলনয়ন কৃষ্ণ আগমন করলেন না। আমি জানি না, কেন। এমনকি ব্রাহ্মণ বার্তাবহও এখনও ফিরে এলেন না।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী দ্বারা প্রতিপন্নিত এবং এই শ্লোক হতে এটি স্পষ্ট যে বর্তমান দৃশ্যটি সূর্যোদয়ের পূর্বে ঘটেছিল।

শ্লোক ২৪

অপি ময্যনবদ্যাত্মা দৃষ্ট্বা কিঞ্চিজ্জুগুপ্সিতম্ ।
মৎপাণিগ্রহণে নূনং নায়াতি হি কৃতোদ্যমঃ ॥ ২৪ ॥

অপি—সম্ভবত; **ময়ি**—আমাকে; **অনবদ্য**—দোষহীন; **আত্মা**—যাঁর দেহ ও মন; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **কিঞ্চিৎ**—অল্পকিছু; **জুগুপ্সিতম্**—ধৃষ্টতা; **মৎ**—আমার; **পাণি**—হস্ত; **গ্রহণে**—ধারণ করার জন্য; **নূনম্**—বস্তুত; **ন আয়াতি**—আসছেন না; **হি**—নিশ্চয়ই; **কৃত-উদ্যমঃ**—উদ্যোগ করেও।

অনুবাদ

সম্ভবত অনিন্দ্য ভগবান, এখানে আগমনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেও আমার মধ্যে কোন ধৃষ্টতা দর্শন করেছেন আর তাই আমার পাণি গ্রহণ করতে আসছেন না।

তাৎপর্য

রাজকন্যা রুক্মিণী তাঁকে অপহরণ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে সাহসিকতার সঙ্গে আহ্বান করেছিলেন। রুক্মিণী যখন তাঁকে আসতে দেখলেন না, তখন স্বভাবতই তিনি আশঙ্কিত হলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সম্ভবত তাঁর মধ্যে, গ্রহণযোগ্য নয় এমন কোনও লক্ষণ দেখে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। এখানে যেমন ব্যক্ত হয়েছে যে, ভগবান *অনবদ্য*, দোষহীন এবং যদি তিনি রুক্মিণীর মধ্যে কোন দোষ দেখে থাকেন, তবে রুক্মিণী তাঁর পক্ষে বিবাহের অনুপযুক্ত কন্যাই হবেন। কোনও যুবতী রাজকন্যার এই ধরনের উদ্বেগাকুল ভাবনা স্বাভাবিক। তা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিকই যদি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, তা হলে সেই সংবাদ এনে দিলে স্বভাবত রুক্মিণীর মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে ব্রাহ্মণের পক্ষে দুশ্চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ফিরে না আসার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২৫

দুর্ভগায়া ন মে ধাতা নানুকূলো মহেশ্বরঃ ।
দেবী বা বিমুখী গৌরী রুদ্রাণী গিরিজা সতী ॥ ২৫ ॥

দুর্ভগায়াঃ—যে দুর্ভাগিনী; **ন**—না; **মে**—আমার প্রতি; **ধাতা**—স্রষ্টা (ব্রহ্মা); **ন**—না; **অনুকূলঃ**—অনুকূল; **মহা-ঈশ্বরঃ**—দেবাদিদেব শিব; **দেবী**—দেবী (তাঁর পত্নী); **বা**—বা; **বিমুখী**—বিমুখ হয়েছেন; **গৌরী**—গৌরী; **রুদ্রাণী**—রুদ্রের স্ত্রী; **গিরিজা**—হিমালয়ের পালিতা কন্যা; **সতী**—সতী, যিনি তাঁর পূর্বজীবনে দক্ষের কন্যারূপে তাঁর দেহ ত্যাগ করেছিলেন।

অনুবাদ

আমি অত্যন্ত দুর্ভাগিনী, কারণ স্রষ্টা ব্রহ্মা কিম্বা দেবাদিদেব শিব আমার প্রতি অনুকূল নন। অথবা সম্ভবত শিবের পত্নী দেবী, যিনি গৌরী, রুদ্রাণী, গিরিজা এবং সতী নামেও পরিচিতা, তিনি আমার প্রতি বিমুখ হয়েছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, রুক্মিণী হয়ত ভেবেছিলেন, "যদিও বা কৃষ্ণ আসতে চেয়েছিলেন, আমার প্রতি অসন্তুষ্ট স্রষ্টা ব্রহ্মা দ্বারা তিনি হয়ত পথিমধ্যে নিবৃত্ত হয়েছেন। কিন্তু কেন ব্রহ্মা আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন? সম্ভবত

ইনি মহেশ্বর, শিব হবেন, যাঁকে আমি কোন অনুষ্ঠানে যথাযথরূপে পূজা করিনি, তাই তিনি আমার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু তিনি তো মহেশ্বর, পরম নিয়ন্ত্রক, তা হলে তিনি কেন আমার মতো এক তুচ্ছ ও বুদ্ধিহীন বালিকার উপর রাগ করবেন?

"সম্ভবত ইনি শিবের পত্নী গৌরীদেবী হবেন, যিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, যদিও আমি তাঁকে প্রতিদিন অর্চনা করি। হায়, হায়, আমি কিভাবে তাঁর প্রতি অপরাধ করলাম যে, তিনি আমার প্রতি বিমুখ হলেন? কিন্তু শেষ পর্যন্ত, তিনি রুদ্রাণী, রুদ্রের পত্নী এবং তাঁর এই নামটির অর্থ 'যিনি সকলকে কাঁদান'। তাই সম্ভবত তিনি ও শিব আমাকে কাঁদাতে চান। কিন্তু আমার জীবন পরিত্যাগ করার মতো আমাকে দুঃখী হতে দেখেও, তাঁরা কেন তাঁদের মনোভাব এতটুকু নম্র করছেন না? এর কারণ নিশ্চয়ই সেই দেবী গিরিজা, যিনি পালিতা কন্যা, তাই তাঁর কেন কোমল হৃদয় হবে? তাঁর সতীরূপ আবির্ভাবে তিনি তাঁর দেহ পরিত্যাগ করেছিলেন, তাই সম্ভবত তিনি এখন চান যে, আমিও আমার দেহ পরিত্যাগ করি।"

এইভাবে কাব্যিক সংবেদন অনুভবের দ্বারা আচার্য এই শ্লোকে ব্যবহৃত বিভিন্ন নামগুলির ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্লোক ২৬

এবং চিন্তয়তী বালা গোবিন্দহৃতমানসা ।
ন্যমীলয়ত কালজ্ঞা নেত্রে চাশ্রুকলাকুলে ॥ ২৬ ॥

এবম্—এই রকম; **চিন্তয়তী**—চিন্তা করে; **বালা**—বালিকা; **গোবিন্দ**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **হৃত**—অপহৃত; **মানসা**—যাঁর মন; **ন্যমীলয়ত**—তিনি বন্ধ করলেন; **কাল**—সময়; **জ্ঞা**—জ্ঞান করে; **নেত্রে**—তাঁর দু'চোখ; **চ**—এবং; **অশ্রুকলা**—অশ্রু দ্বারা; **আকুলে**—আকুল।

অনুবাদ

এইভাবে ভাবতে ভাবতে কৃষ্ণের দ্বারা হৃতচিত্তা সেই বালিকা, 'এখনও সময় রয়েছে' মনে করে, তাঁর অশ্রুপূর্ণ নয়ন দুখানি মুদিত করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী *কাল-জ্ঞা* শব্দটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করছেন—"[রুক্মিণী ভাবলেন], 'এখনও গোবিন্দের আগমনের উপযুক্ত সময় হয়নি', এবং এইভাবে তিনি কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করলেন।"

শ্লোক ২৭

এবং বধ্বাঃ প্রতীক্ষন্ত্যা গোবিন্দাগমনং নৃপ ।
বাম উরুর্ভুজো নেত্রমস্ফুরন্ প্রিয়ভাষিণঃ ॥ ২৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **বধ্বাঃ**—বধূ; **প্রতীক্ষন্ত্যাঃ**—প্রতীক্ষা করলে; **গোবিন্দ-আগমনম্**—শ্রীকৃষ্ণের আগমনের; **নৃপ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **বামঃ**—বাম দিকের; **উরুঃ**—তাঁর উরু; **ভুজঃ**—বাহু; **নেত্রম্**—এবং চক্ষু; **অস্ফুরন্**—স্পন্দিত হল; **প্রিয়**—আকাঙ্ক্ষিত কিছু; **ভাষিণঃ**—পূর্বাভাস দিতে লাগল।

অনুবাদ

হে রাজন, বধূ এইভাবে গোবিন্দের আগমনের প্রতীক্ষা করলে, তিনি তাঁর বাম উরু, বাহু ও নেত্রে স্পন্দন অনুভব করলেন। আকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটবার এটি ছিল একটি লক্ষণ।

শ্লোক ২৮

অথ কৃষ্ণবিনির্দিষ্টঃ স এব দ্বিজসত্তমঃ ।
অন্তঃপুরচরীং দেবীং রাজপুত্রীং দদর্শ হ ॥ ২৮ ॥

অথ—অতঃপর; **কৃষ্ণ-বিনির্দিষ্টঃ**—শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা আদিষ্ট হয়ে; **সঃ**—সেই; **এব**—নির্দিষ্ট; **দ্বিজ**—জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণের; **সৎ-তমঃ**—অত্যন্ত শুদ্ধ; **অন্তঃ-পুর**—অন্তপুর মধ্যে; **চরীম্**—অবস্থানকারী; **দেবীম্**—দেবী, রুক্মিণী; **রাজ**—রাজার; **পুত্রীম্**—কন্যা; **দদর্শ হ**—দর্শন করলেন।

অনুবাদ

ঠিক তখন বিশুদ্ধ জ্ঞানময় সেই ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ মতো, প্রাসাদের অন্তঃপুরের মধ্যে দিব্য রাজকন্যা রুক্মিণীকে দর্শন করার জন্য এলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুযায়ী, শ্রীকৃষ্ণ নগরীর বাইরের একটি উদ্যানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং রুক্মিণীর জন্য ভাবনাবশত তিনি তাঁর আগমনের কথা তাঁকে বলতে, ব্রাহ্মণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৯

সা তং প্রহৃষ্টবদনমব্যগ্রাত্মগতিং সতী ।
আলক্ষ্য লক্ষণাভিজ্ঞা সমপৃচ্ছচ্ছুচিস্মিতা ॥ ২৯ ॥

সা—তিনি; **তম্**—তাঁকে; **প্রহৃষ্ট**—আনন্দে পূর্ণ; **বদনম্**—যাঁর মুখ; **অব্যগ্র**—অচঞ্চল; **আত্ম**—যাঁর দেহের; **গতিম্**—গতি; **সতী**—সতী; **আলক্ষ্য**—লক্ষ্য করে; **লক্ষণ**—লক্ষণসমূহ; **অভিজ্ঞা**—অভিজ্ঞা; **সমপৃচ্ছৎ**—জিজ্ঞাসা করলেন; **শুচি**—শুদ্ধ; **স্মিতা**—হাস্য সহকারে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণের প্রফুল্ল মুখ ও শান্ত গতি লক্ষ্য করে এরকম লক্ষণসমূহের অভিজ্ঞ বর্ণনাকারী সতী রুক্মিণী শুদ্ধ হাস্য সহকারে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্লোক ৩০

তস্যা আবেদয়ৎ প্রাপ্তং শশংস যদুনন্দনম্ ।
উক্তং চ সত্যবচনমাত্মোপনয়নং প্রতি ॥ ৩০ ॥

তস্যাঃ—তাঁর নিকট; **আবেদয়ৎ**—তিনি নিবেদন করলেন; **প্রাপ্তম্**—উপস্থিত হয়েছেন; **শশংস**—তিনি বর্ণনা করলেন; **যদু-নন্দনম্**—যদুগণের পুত্র কৃষ্ণ; **উক্তম্**—তিনি যা বলেছেন; **চ**—এবং; **সত্য**—প্রতিশ্রুতির; **বচনম্**—কথাবার্তা; **আত্ম**—তাঁর সঙ্গে; **উপনয়নম্**—তাঁর বিবাহ; **প্রতি**—বিষয়ে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে ভগবান যদুনন্দনের আগমনের কথা ঘোষণা করলেন এবং তাঁকে বিবাহ করার জন্য ভগবানের প্রতিশ্রুতি বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ৩১

তমাগতং সমাজ্ঞায় বৈদর্ভী হৃষ্টমানসা ।
ন পশ্যন্তী ব্রাহ্মণায় প্রিয়মন্যন্ননাম সা ॥ ৩১ ॥

তম্—তাঁর, কৃষ্ণের; **আগতম্**—আগমনে; **সমাজ্ঞায়**—সম্যক্‌রূপে অবগত হয়ে; **বৈদর্ভী**—রুক্মিণী; **হৃষ্ট**—প্রফুল্ল; **মানসা**—তাঁর হৃদয়; **ন পশ্যন্তী**—দর্শন না করে; **ব্রাহ্মণায়**—ব্রাহ্মণকে; **প্রিয়ম্**—প্রিয়; **অন্যৎ**—আর কোনকিছু; **ননাম**—প্রণাম নিবেদন করলেন; **সা**—তিনি।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের আগমন বার্তা অবগত হয়ে রাজকন্যা বৈদর্ভী অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। হাতের কাছে ব্রাহ্মণকে নিবেদন করার মতো উপযুক্ত কিছু না পেয়ে, তিনি কেবলমাত্র তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন।

শ্লোক ৩২

প্রাপ্তৌ শ্রুত্বা স্বদুহিতুরুদ্বাহপ্রেক্ষণোৎসুকৌ ।
অভ্যয়াত্তূর্যঘোষেণ রামকৃষ্ণৌ সমর্হণৈঃ ॥ ৩২ ॥

প্রাপ্তৌ—আগমন করেছেন; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **স্ব**—তাঁর; **দুহিতুঃ**—কন্যার; **উদ্বাহ**—বিবাহ; **প্রেক্ষণ**—প্রত্যক্ষ করার জন্য; **উৎসুকৌ**—আগ্রহী; **অভ্যয়াৎ**—তিনি অভ্যর্থনার জন্য গমন করলেন; **তূর্য**—বাদ্যযন্ত্রের; **ঘোষেণ**—নিনাদ দ্বারা; **রাম-কৃষ্ণৌ**—বলরাম ও কৃষ্ণকে; **সমর্হণৈঃ**—প্রচুর অর্ঘ্য দ্বারা।

অনুবাদ

কৃষ্ণ ও বলরাম আগমন করেছেন এবং তাঁর কন্যার বিবাহ প্রত্যক্ষ করতে উৎসুক হয়েছেন, তা শ্রবণ করে রাজা প্রচুর অর্ঘ ও নিনাদিত বাদ্য দ্বারা তাঁদের অভ্যর্থনা করার জন্য গমন করলেন।

শ্লোক ৩৩

মধুপর্কমুপানীয় বাসাংসি বিরজাংসি সঃ ।
উপায়নান্যভীষ্টানি বিধিবৎ সমপূজয়ৎ ॥ ৩৩ ॥

মধু-পর্কম্—দুধ ও মধুর ঐতিহ্যগত মিশ্রণ; **উপানীয়**—বহন করে; **বাসাংসি**—বস্ত্রসম্ভার; **বিরজাংসি**—অমলিন; **সঃ**—তিনি; **উপায়নানি**—উপহার সামগ্রী; **অভীষ্টানি**—আকাঙ্ক্ষিত; **বিধি-বৎ**—শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে; **সমপূজয়ৎ**—অর্চনা সম্পাদন করলেন।

অনুবাদ

তাঁদের মধুপর্ক, নববস্ত্র ও অন্যান্য অভীষ্ট উপহার সামগ্রী নিবেদন করে যথাযোগ্য বিধি অনুসারে তিনি তাঁদের অর্চনা করলেন।

শ্লোক ৩৪

তয়োর্নিবেশনং শ্রীমদুপাকল্প্য মহামতিঃ ।
সসৈন্যয়োঃ সানুগয়োরাতিথ্যং বিদধে যথা ॥ ৩৪ ॥

তয়োঃ—তাঁদের জন্য; **নিবেশনম্**—বাসস্থান; **শ্রীমৎ**—ঐশ্বর্য; **উপাকল্প্য**—ব্যবস্থা করে; **মহা-মতিঃ**—মহামতি; **স**—সঙ্গে; **সৈন্যয়োঃ**—তাঁদের সৈন্যগণ; **স**—সহ; **অনুগয়োঃ**—তাঁদের নিজ পার্ষদগণ; **আতিথ্যম্**—আতিথ্য; **বিদধে**—তিনি প্রদান করলেন; **যথা**—যথাযথভাবে।

অনুবাদ

মহামতি রাজা ভীষ্মক দুই ভগবানের জন্য এবং তাঁদের সৈন্যবাহিনী ও পার্ষদগণের জন্য ঐশ্বর্যময় বাসস্থানের ব্যবস্থা করলেন। এইভাবে তিনি তাঁদের যথাযথ আতিথ্য প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

এবং রাজ্ঞাং সমেতানাং যথাবীর্যং যথাবয়ঃ ।
যথাবলং যথাবিত্তং সর্বৈঃ কামৈঃ সমর্হয়ৎ ॥ ৩৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **রাজ্ঞাম্**—রাজাদের; **সমেতানাম্**—সমবেত; **যথা**—অনুসারে; **বীর্যম্**—তাঁদের প্রভাব; **যথা**—অনুসারে; **বয়ঃ**—তাঁদের বয়স; **যথা**—অনুসারে; **বলম্**—তাঁদের বল; **যথা**—অনুসারে; **বিত্তম্**—তাঁদের বিত্ত; **সর্বৈঃ**—সকল দ্বারা; **কামৈঃ**—কাম্য বস্তু; **সমর্হয়ৎ**—তিনি তাঁদের সম্মানিত করলেন।

অনুবাদ

এইভাবে রাজা ভীষ্মক সেই অনুষ্ঠানে সমবেত রাজাদের সকল প্রকার কাম্য বস্তু প্রদান করে তাঁদের রাজনৈতিক প্রভাব, বয়স, দৈহিক বল ও বিত্ত অনুসারে সম্মানিত করলেন।

শ্লোক ৩৬

কৃষ্ণমাগতমাকর্ণ্য বিদর্ভপুরবাসিনঃ ।
আগত্য নেত্রাঞ্জলিভিঃ পপুস্তন্মুখপঙ্কজম্ ॥ ৩৬ ॥

কৃষ্ণম্—শ্রীকৃষ্ণ; **আগতম্**—আগমন করেছেন; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **বিদর্ভপুর**—বিদর্ভের রাজধানী নগরীর; **বাসিনঃ**—বাসিন্দাগণ; **আগত্য**—আগমন করে; **নেত্র**—তাঁদের দু'চোখের; **অঞ্জলিভিঃ**—অঞ্জলি দ্বারা; **পপুঃ**—তাঁরা পান করেছিল; **তৎ**—তাঁর; **মুখ**—মুখ; **পঙ্কজম্**—পদ্ম।

অনুবাদ

যখন বিদর্ভপুরের বাসিন্দাগণ শুনলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ আগমন করেছেন, তাঁরা তখন সকলে তাঁকে দর্শনের জন্য গমন করলেন। তাঁদের নেত্রাঞ্জলি দ্বারা তাঁরা তাঁর মুখপদ্মের মধু পান করেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

অস্যৈব ভার্যা ভবিতুং রুক্মিণ্যর্হতি নাপরা ।
অসাবপ্যনবদ্যাত্মা ভৈষ্ম্যাঃ সমুচিতঃ পতিঃ ॥ ৩৭ ॥

অস্য—তাঁর জন্য; **এব**—একমাত্র; **ভার্যা**—পত্নী; **ভবিতুম্**—হবে; **রুক্মিণী**—রুক্মিণী; **অর্হতি**—যোগ্য; **ন অপরা**—অন্য কেউ নয়; **অসৌ**—তিনি; **অপি**—ও; **অনবদ্য**—নির্মল; **আত্মা**—যাঁর দৈহিক রূপ; **ভৈষ্ম্যাঃ**—ভীষ্মকের কন্যার জন্য; **সমুচিতঃ**—পরম উপযুক্ত; **পতিঃ**—পতি।

অনুবাদ

[নগরবাসীরা বললেন—] রুক্মিণী ছাড়া অন্য কেউই তাঁর পত্নী হওয়ার যোগ্য নয় এবং এরূপ নির্মল সৌন্দর্যের অধিকারী তিনিও রাজকন্যা ভৈষ্মীর জন্য একমাত্র উপযুক্ত পতি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, এই শ্লোকটি বিভিন্ন নাগরিকের বক্তব্যের সংমিশ্রণ। কেউ উল্লেখ করেছিলেন যে, রুক্মিণী ছিলেন কৃষ্ণের উপযুক্ত পত্নী, অন্যেরা বললেন যে, অন্য আর কেউ উপযুক্ত ছিলেন না। তেমনই, কেউ উল্লেখ করেছিলেন যে, কৃষ্ণ ছিলেন রুক্মিণীর জন্য পরম উপযুক্ত এবং অন্যেরা বলেছিলেন যে, অন্য আর কেউ তাঁর উপযুক্ত পতি হতে পারে না।

শ্লোক ৩৮

কিঞ্চিৎ সুচরিতং যন্নস্তেন তুষ্টস্ত্রিলোককৃৎ ।
অনুগৃহ্ণাতু গৃহ্ণাতু বৈদর্ভ্যাঃ পাণিমচ্যুতঃ ॥ ৩৮ ॥

কিঞ্চিৎ—সামান্য; **সুচরিতম্**—পুণ্য কর্ম; **যৎ**—যা কিছু; **নঃ**—আমাদের; **তেন**—তা দ্বারা; **তুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট; **ত্রিলোক**—ত্রি-জগতের; **কৃৎ**—স্রষ্টা; **অনুগৃহ্ণাতু**—অনুগ্রহ করে; **গৃহ্ণাতু**—যেন গ্রহণ করেন; **বৈদর্ভ্যাঃ**—রুক্মিণীর; **পাণিম্**—হস্ত; **অচ্যুতঃ**—কৃষ্ণ।

অনুবাদ

[আমরা যা পুণ্য কর্ম করেছি ত্রিজগতের স্রষ্টা অচ্যুত যেন তার দ্বারা সন্তুষ্ট হন এবং বৈদর্ভীর পাণিগ্রহণ করে তাঁর প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন।

তাৎপর্য

বিদর্ভের ভক্ত নাগরিকগণ তাঁদের সামগ্রিক পুণ্যসঞ্চয় প্রীতিভরে রাজকন্যা রুক্মিণীর প্রতি নিবেদন করলেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দর্শন করতে অত্যন্ত উৎসাহী হলেন।

শ্লোক ৩৯

এবং প্রেমকলাবদ্ধা বদন্তি স্ম পুরৌকসঃ ।
কন্যা চান্তঃপুরাৎ প্রাগাদ্ ভটৈর্গুপ্তাম্বিকালয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **প্রেম**—শুদ্ধ প্রেমের; **কলা**—বৃদ্ধি দ্বারা; **বদ্ধাঃ**—আবদ্ধ; **বদন্তি স্ম**—তাঁরা বললেন; **পুর-ওকসঃ**—নগরীর অধিবাসীগণ; **কন্যা**—বধূ; **চ**—এবং; **অন্তঃ-পুরাৎ**—অন্তঃপুর হতে; **প্রাগাৎ**—গমন করলেন; **ভটৈঃ**—রক্ষীগণ দ্বারা; **গুপ্তা**—সুরক্ষিত; **অম্বিকা-আলয়ম্**—অম্বিকা দেবীর মন্দিরে।

অনুবাদ

তাঁদের ক্রমবর্ধমান প্রেমাভাবে আবদ্ধ হয়ে নগরবাসীগণ এইভাবে বলতে লাগলেন। রক্ষী দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে অম্বিকার মন্দির দর্শনের জন্য তখন বধূ অন্তঃপুর ত্যাগ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *কলা* শব্দটির *মেদিনী* অভিধানের এই সংজ্ঞা সমূহ উদ্ধৃত করেছেন—

কলামূলে প্রবৃদ্ধৌ স্যাচ্ছিল্পাদাবংশমাত্রকে।" *কলা* শব্দটি বলতে বোঝায় 'একটি মূল', 'বৃদ্ধিশীল', 'একটি পাথর' অথবা 'একটি অংশ মাত্র'।"

শ্লোক ৪০-৪১

পদ্ভ্যাং বিনির্যযৌ দ্রষ্টুং ভবান্যাঃ পাদপল্লবম্ ।
সা চানুধ্যায়তী সম্যঙ্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্ ॥ ৪০ ॥
যতবাঙ্ মাতৃভিঃ সার্ধং সখীভিঃ পরিবারিতা ।
গুপ্তা রাজভটৈঃ শূরৈঃ সন্নদ্ধৈরুদ্যতায়ুধৈঃ ।
মৃদঙ্গশঙ্খপণবাস্তূর্যভের্যশ্চ জঘ্নিরে ॥ ৪১ ॥

পদ্ভ্যাম্—পদব্রজে; **বিনির্যযৌ**—গমন করেন; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করবার জন্য; **ভবান্যাঃ**—মা ভবানীর; **পাদ-পল্লবম্**—পদ-পল্লবদ্বয়; **সা**—তিনি; **চ**—এবং; **অনুধ্যায়তী**—চিন্তা করতে করতে; **সম্যক্**—সম্পূর্ণরূপে; **মুকুন্দ**—কৃষ্ণের; **চরণ-অম্বুজম্**—পাদপদ্ম; **যত-বাক্**—মৌনভাবে; **মাতৃভিঃ**—তাঁর মাতাগণের দ্বারা; **সার্ধম্**—সঙ্গে; **সখীভিঃ**—তাঁর সখীগণ দ্বারা; **পরিবারিতা**—পরিবেষ্টিত হয়ে; **গুপ্তা**—রক্ষিত; **রাজ**—রাজার; **ভটৈঃ**—সৈন্যদের দ্বারা; **শূরৈঃ**—সাহসী; **সন্নদ্ধৈঃ**—সশস্ত্র ও প্রস্তুত; **উদ্যত**—উদ্যত; **আয়ুধৈঃ**—অস্ত্র দ্বারা; **মৃদঙ্গ-শঙ্খ-পণবাঃ**—মৃদঙ্গ, শঙ্খ ও পণব; **তূর্য**—তূর্য; **ভের্যঃ**—ভেরী; **চ**—এবং; **জঘ্নিরে**—নিনাদিত।

অনুবাদ

রুক্মিণী মৌনভাবে পদব্রজে ভবানী বিগ্রহের দুই চরণকমল দর্শনের জন্য গমন করলেন। তাঁর মাতৃস্থানীয়া ও সখীগণের দ্বারা পরিবৃত হয়ে এবং উদ্যত অস্ত্রধারী

সদাসতর্ক, সাহসী সৈন্যগণ পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি কেবলমাত্র তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে মগ্ন রাখলেন এবং তখন মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পণব, ভেরী ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ধ্বনিত হতে লাগল।

শ্লোক ৪২-৪৩

নানোপহারবলিভির্বারমুখ্যাঃ সহস্রশঃ ।
স্রগ্‌গন্ধবস্ত্রাভরণৈর্দ্বিজপত্ন্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥ ৪২ ॥
গায়ন্ত্যশ্চ স্তুবন্তশ্চ গায়কা বাদ্যবাদকাঃ ।
পরিবার্য বধূং জগ্মুঃ সূতমাগধবন্দিনঃ ॥ ৪৩ ॥

নানা—বিভিন্ন; **উপহার**—পূজার দ্রব্যাদি দ্বারা; **বলিভিঃ**—এবং অর্ঘ্যসমূহ; **বার-মুখ্যাঃ**—প্রধান বারাঙ্গণা; **সহস্রশঃ**—সহস্র; **স্রক্**—পুষ্প-মাল্য দ্বারা; **গন্ধ**—গন্ধ; **বস্ত্র**—বস্ত্র; **আভরণৈঃ**—এবং অলঙ্কার; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণগণের; **পত্ন্যঃ**—পত্নীগণ; **স্ব-অলঙ্কৃতাঃ**—অলঙ্কারে বিভূষিতা; **গায়ন্ত্যঃ**—গান করতে করতে; **চ**—এবং; **স্তুবন্তঃ**—স্তুতি করতে করতে; **চ**—এবং; **গায়কাঃ**—গায়কগণ; **বাদ্য-বাদকাঃ**—বাদ্যকারগণ; **পরিবার্য**—সহকারে; **বধূম্**—বধূ; **জগ্মুঃ**—গমন করল; **সূত**—চারণগণ; **মাগধ**—ধারাভাষ্যকারগণ; **বন্দিনঃ**—এবং ঘোষকগণ।

অনুবাদ

সহস্র প্রধান বারাঙ্গনা বিভিন্ন অর্ঘ্য ও উপহার বহন করে অলঙ্কারে বিভূষিতা ব্রাহ্মণপত্নীদের সঙ্গে গান করতে করতে, স্তুতি করতে করতে এবং পুষ্পমাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কার উপহার সামগ্রী বহন করে বধূর পশ্চাতে অনুগমন করেছিলেন। সেখানে পেশাদার গায়ক, সঙ্গীতজ্ঞ, চারণ, ধারাভাষ্যকারগণ ও ঘোষকরাও ছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, তাঁর নিজ আবাস থেকে ভবানীর মন্দির পর্যন্ত রুক্মিণী পালকিতে গমন করেছিলেন এবং তাই সহজেই সুরক্ষিত ছিলেন। কেবল শেষ বারো থেকে পনের ফুট, প্রাসাদ থেকে মন্দির চত্বরে তিনি পদব্রজে গমন করেছিলেন, তখন মন্দিরের বাইরে চতুর্দিকে রাজার দেহরক্ষীরা অবস্থান করছিল।

শ্লোক ৪৪

আসাদ্য দেবীসদনং ধৌতপাদকরাম্বুজা ।
উপস্পৃশ্য শুচিঃ শান্তা প্রবিবেশাম্বিকান্তিকম্ ॥ ৪৪ ॥

আসাদ্য—পৌঁছে; **দেবী**—দেবীর; **সদনম্**—আলয়ে; **ধৌত**—ধৌত করলেন; **পাদ**—তাঁর দুই পা; **কর**—এবং দুই হাত; **অম্বুজা**—পদ্মসদৃশ; **উপস্পৃশ্য**—আচমন করে নিয়ে; **শুচিঃ**—শুদ্ধ; **শান্তা**—শান্ত; **প্রবিবেশ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **অম্বিকা-অন্তিকম্**—অম্বিকার কাছে।

অনুবাদ

দেবী মন্দিরে পৌঁছে, রুক্মিণী প্রথমে তাঁর হাত ও পা ধৌত করলেন এবং পরে আচমন করলেন। এইভাবে শুদ্ধ ও শান্ত হয়ে তিনি মাতা অম্বিকার কাছে গমন করলেন।

শ্লোক ৪৫

তাং বৈ প্রবয়সো বালাং বিধিজ্ঞা বিপ্রযোষিতঃ ।
ভবানীং বন্দয়াং চক্রুর্ভবপত্নীং ভবান্বিতাম্ ॥ ৪৫ ॥

তাম্—তাঁকে; **বৈ**—বস্তুত; **প্রবয়সঃ**—বয়স্কা; **বালাম্**—বালিকা; **বিধি**—আচার বিধির; **জ্ঞাঃ**—দক্ষ জ্ঞাতা; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণগণের; **যোষিতঃ**—পত্নীগণ; **ভবানীম্**—দেবী ভবানীর; **বন্দয়াম্ চক্রুঃ**—বন্দনা করালেন; **ভব-পত্নীম্**—ভব দেবের (শিব) পত্নী; **ভব-অন্বিতাম্**—মহাদেব ভবসহ।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণগণের আচার-জ্ঞান-নিপুণ বয়স্ক পত্নীরা বালিকা রুক্মিণীকে পতি ভবদেব সহ আবির্ভূতা দেবী ভবানীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করালেন।

তাৎপর্য

আচার্যগণের মতানুসারে, *ভবান্বিতাম্* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, রুক্মিণী দ্বারা পরিদর্শিত অম্বিকা মন্দিরে মূল অধীশ্বর বিগ্রহ ছিলেন দেবী, যাঁর পতি একজন সঙ্গীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এইভাবে রমণীরা যথাযথভাবে ধর্মীয় আচার পালন করেছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ভাষ্যপ্রদান করেছেন যে, *বিধিজ্ঞাঃ* শব্দটি এই অর্থে বুঝতে হবে যে, অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পত্নীরা যেহেতু রুক্মিণীর শ্রীকৃষ্ণকে বিবাহের অভিলাষটি জানতেন, তাই *বন্দয়াং চক্রুঃ* ক্রিয়াটি এইভাবে ইঙ্গিত করছে যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে যা অভিলাষ করেন তা প্রার্থনা করার জন্য তাঁরা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। যাতে দেবী ভবানীর মতো, রুক্মিণীও তাঁর নিত্য সঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হতে পারেন।

শ্লোক ৪৬

নমস্যে ত্বাম্বিকেঽভীক্ষ্ণং স্বসন্তানযুতাং শিবাম্ ।
ভূয়াৎপতির্মে ভগবান্ কৃষ্ণস্তদনুমোদতাম্ ॥ ৪৬ ॥

নমস্যে—আমার প্রণতি নিবেদন করি; **ত্বা**—আপনাকে; **অম্বিকে**—হে অম্বিকা; **অভীক্ষ্ণম্**—নিরন্তর; **স্ব**—আপনার, **সন্তান**—সন্তান; **যুতাম্**—সঙ্গে; **শিবাম্**—শিবের পত্নী; **ভূয়াৎ**—তিনি হউন; **পতিঃ**—পতি; **মে**—আমার; **ভগবান্**—ভগবান; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **তৎ**—তা; **অনুমোদতাম্**—দয়া করে অনুমোদন করুন।

অনুবাদ

[রাজকন্যা রুক্মিণী প্রার্থনা করলেন—] হে দেবাদিদেব শিবের পত্নী মাতা অম্বিকা, আমি নিরন্তর আপনার সন্তানসহ আপনার প্রতি আমার প্রণাম নিবেদন করছি। ভগবান কৃষ্ণ যেন আমার পতি হন। দয়া করে তা অনুমোদন করুন।

শ্লোক ৪৭-৪৮

অদ্ভির্গন্ধাক্ষতৈর্ধূপৈর্বাসঃস্রঙ্‌মাল্যভূষণৈঃ ।
নানোপহারবলিভিঃ প্রদীপাবলিভিঃ পৃথক্ ॥ ৪৭ ॥
বিপ্রস্ত্রিয়ঃ পতিমতীস্তথা তৈঃ সমপূজয়ৎ ।
লবণাপূপতাম্বূলকণ্ঠসূত্রফলেক্ষুভিঃ ॥ ৪৮ ॥

অদ্ভিঃ—জল দ্বারা; **গন্ধ**—সুগন্ধি দ্রব্য; **অক্ষতৈঃ**—তণ্ডুল; **ধূপৈঃ**—ধূপ দ্বারা; **বাসঃ**—বস্ত্র দ্বারা; **স্রক্**—পুষ্পমাল্য; **মাল্য**—রত্নমালা; **ভূষণৈঃ**—এবং অলঙ্কারসমূহ; **নানা**—বিবিধ; **উপহার**—অর্ঘ্য রাজি; **বলিভিঃ**—এবং উপহারসামগ্রী; **প্রদীপ**—প্রদীপের; **আবলিভিঃ**—সারিবদ্ধ; **পৃথক্**—আলাদাভাবে; **বিপ্র-স্ত্রিয়ঃ**—ব্রাহ্মণ রমণীগণ; **পতি**—পতি; **মতীঃ**—রয়েছে; **তথা**—ও; **তৈঃ**—এই সকল দ্রব্য দ্বারা; **সমপূজয়ৎ**—পূজা সম্পাদন করেছিলেন; **লবণ**—লবণ; **আপূপ**—যবপিষ্টক; **তাম্বূল**—তাম্বূল; **কণ্ঠ-সূত্র**—যজ্ঞসূত্র; **ফল**—ফল; **ইক্ষুভিঃ**—এবং ইক্ষু।

অনুবাদ

এরপর রুক্মিণী, দেবী অম্বিকাকে জল, গন্ধ, তণ্ডুল, ধূপ, বস্ত্র, পুষ্পমাল্য, রত্নমাল্য, অলঙ্কার ও অন্যান্য বিধিবৎ অর্ঘ্য ও উপহারসামগ্রী এবং সারিবদ্ধ প্রদীপ দ্বারা পূজা করলেন। বিবাহিত ব্রাহ্মণ রমণীগণও প্রত্যেকে যুগপৎ একই দ্রব্য দ্বারা লবণ, যবপিষ্টক, তাম্বূল, যজ্ঞসূত্র, ফল ও ইক্ষুরস অর্ঘ্য দান করে দেবীর পূজা করেছিলেন।

শ্লোক ৪৯

তস্যৈ স্ত্রিয়স্তাঃ প্রদদুঃ শেষাং যুযুজুরাশিষঃ ।
তাভ্যো দেব্যৈ নমশ্চক্রে শেষাং চ জগৃহে বধূঃ ॥ ৪৯ ॥

তস্যৈ—তাঁকে, রুক্মিণীকে; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণীগণ; **তাঃ**—তাঁরা; **প্রদদুঃ**—দান করলেন; **শেষাম্**—নির্মাল্য; **যুযুজুঃ**—তাঁরা প্রদান করলেন; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **তাভ্যঃ**—তাঁদের; **দেব্যৈ**—এবং বিগ্রহকে; **নমঃ চক্রে**—প্রণাম নিবেদন করলেন; **শেষাম্**—নির্মাল্য; **চ**—এবং; **জগৃহে**—গ্রহণ করলেন; **বধূঃ**—বধূ।

অনুবাদ

রমণীগণ বধূকে নির্মাল্য প্রদান করলেন এবং অতঃপর তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। তিনিও তাঁদের ও বিগ্রহকে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং প্রসাদরূপে নির্মাল্য গ্রহণ করলেন।

শ্লোক ৫০

মুনিব্রতমথ ত্যক্ত্বা নিশ্চক্রামাম্বিকাগৃহাৎ ।
প্রগৃহ্য পাণিনা ভৃত্যাং রত্নমুদ্রোপশোভিনা ॥ ৫০ ॥

মুনি—মৌনতার; **ব্রতম্**—তাঁর ব্রত; **অথ**—অতঃপর; **ত্যক্ত্বা**—পরিত্যাগ করে; **নিশ্চক্রাম**—তিনি নির্গত হলেন; **অম্বিকা-গৃহাৎ**—অম্বিকার মন্দির হতে; **প্রগৃহ্য**—ধারণ করে; **পাণিনা**—তাঁর হাত দিয়ে; **ভৃত্যাম্**—এক দাসীকে; **রত্ন**—রত্নখচিত; **মুদ্রা**—অঙ্গুরীয় দ্বারা; **উপশোভিনা**—বিভূষিত।

অনুবাদ

রাজকন্যা অতঃপর তাঁর মৌনব্রত পরিত্যাগ করে তাঁর রত্নখচিত অঙ্গুরীয় শোভিত হাত দিয়ে এক দাসীকে ধারণ করে অম্বিকা মন্দির ত্যাগ করলেন।

শ্লোক ৫১-৫৫

তাং দেবমায়ামিব ধীরমোহিনীং
সুমধ্যমাং কুণ্ডলমণ্ডিতাননাম্ ।
শ্যামাং নিতম্বার্পিতরত্নমেখলাং
ব্যঞ্জৎস্তনীং কুন্তলশঙ্কিতেক্ষণাম্ ॥ ৫১ ॥
শুচিস্মিতাং বিম্বফলাধরদ্যুতি-
শোণায়মানদ্বিজকুন্দকুড্মলাম্ ।

পদা চলন্তীং কলহংসগামিনীং
সিঞ্জৎকলানূপুরধামশোভিনা ॥ ৫২ ॥
বিলোক্য বীরা মুমুহুঃ সমাগতা
যশস্বিনস্তৎকৃতহৃচ্ছয়ার্দিতাঃ ।
যাং বীক্ষ্য তে নৃপতয়স্তদুদারহাস-
ব্রীড়াবলোকহৃতচেতস উজ্ঝিতাস্ত্রাঃ ॥ ৫৩ ॥
পেতুঃ ক্ষিতৌ গজরথাশ্বগতা বিমূঢ়া
যাত্রাচ্ছলেন হরয়েঽর্পয়তীং স্বশোভাম্ ।
সৈবং শনৈশ্চলয়তী চলপদ্মকোশৌ
প্রাপ্তিং তদা ভগবতঃ প্রসমীক্ষমাণা ॥ ৫৪ ॥
উৎসার্য বামকরজৈরলকানপাঙ্গৈঃ
প্রাপ্তান্ হ্রিয়ৈক্ষত নৃপান্ দদৃশেঽচ্যুতং চ ।
তাং রাজকন্যাং রথমারুরুক্ষতীং
জহার কৃষ্ণো দ্বিষতাং সমীক্ষতাম্ ॥ ৫৫ ॥

তাম্—তাঁর; **দেব**—ভগবানের; **মায়াম্**—মায়া শক্তি; **ইব**—যেন; **ধীর**—ধীর ব্যক্তিগণও; **মোহিনীম্**—মোহিত; **সু-মধ্যমাম্**—যাঁর কটিদেশ সুগঠিত; **কুণ্ডল**—কুণ্ডল দ্বারা; **মণ্ডিত**—শোভিত; **আননাম্**—যাঁর মুখ; **শ্যামাম্**—নিষ্কলুষ সৌন্দর্য; **নিতম্ব**—যাঁর নিতম্বে; **অর্পিত**—স্থাপিত; **রত্ন**—রত্নখচিত; **মেখলাম্**—মেখলা; **ব্যঞ্জৎ**—প্রকাশিত; **স্তনীম্**—যাঁর স্তনদ্বয়; **কুন্তল**—তাঁর কেশরাশির; **শঙ্কিত**—শঙ্কিত; **ঈক্ষণাম্**—যাঁর নেত্রদ্বয়; **শুচি**—শুদ্ধ; **স্মিতাম্**—হাস্যযুক্ত; **বিম্ব-ফল**—বিম্ব-ফলের মতো; **অধর**—যার ওষ্ঠের; **দ্যুতি**—দীপ্তি দ্বারা; **শোণায়মান**—রক্তিম হয়ে ওঠা; **দ্বিজ**—যাঁর দাঁতগুলি; **কুন্দ**—কুন্দ; **কুড্মলাম্**—কোরক সদৃশ; **পদা**—তাঁর দুই পা দিয়ে; **চলন্তীম্**—গমনশীল; **কল-হংস**—রাজহংসীর মতো; **গামিনীম্**—যাঁর গমনভঙ্গী; **সিঞ্জৎ**—শব্দায়মান; **কলা**—নিপুণভাবে সজ্জিত; **নূপুর**—যাঁর নূপুরের; **ধাম**—দীপ্তি দ্বারা; **শোভিনা**—শোভিত; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **বীরাঃ**—বীরগণ; **মুমুহুঃ**—মোহিত হয়েছিল; **সমাগতাঃ**—সমবেত; **যশস্বিনঃ**—মাননীয়; **তৎ**—এর দ্বারা; **কৃত**—উৎপন্ন; **হৃৎ-শয়**—কামনা দ্বারা; **অর্দিতাঃ**—পীড়িত; **যাম্**—যাঁকে; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **তে**—এই সকল; **নৃ-পতয়ঃ**—রাজাগণ; **তৎ**—তাঁর; **উদার**—উদার; **হাস**—হাস্য দ্বারা; **ব্রীড়া**—সলজ্জ; **অবলোক**—এবং নিরীক্ষণ; **হৃত**—অপহৃত;

চেতসঃ—যাঁর হৃদয়; **উজ্ঝিত**—পরিত্যাগ করে; **অস্ত্রাঃ**—তাদের অস্ত্রশস্ত্র; **পেতুঃ**—তারা পতিত হল; **ক্ষিতৌ**—ভূমিতে; **গজ**—হস্তী; **রথ**—রথ; **অশ্ব**—এবং অশ্ব; **গতাঃ**—স্থিত; **বিমূঢ়াঃ**—বিমূঢ়; **যাত্রা**—শোভাযাত্রার; **ছলেন**—ছলে; **হরয়ে**—ভগবান হরি, কৃষ্ণের প্রতি; **অর্পয়তীম্**—যিনি নিবেদন করছিলেন; **স্ব**—তাঁর নিজের; **শোভাম্**—সৌন্দর্য; **সা**—তিনি; **এবম্**—এইভাবে; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **চলয়তী**—পদচারণা করতে করতে; **চল**—গমন করছিলেন; **পদ্ম**—পদ্ম ফুলের; **কোশৌ**—দুটি কোশ (অর্থাৎ তাঁর দুই পা); **প্রাপ্তিম্**—আগমন; **তদা**—তখন; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **প্রসমীক্ষমাণা**—আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষারত; **উৎসার্য**—অপসারণ করে; **বাম**—বাম; **কর-জৈঃ**—তাঁর হাতের নখ দিয়ে; **অলকান্**—তাঁর চুল; **অপাঙ্গৈঃ**—কটাক্ষ দ্বারা; **প্রাপ্তান্**—যাঁরা উপস্থিত; **হ্রিয়া**—সলজ্জভাবে; **ঐক্ষত**—তিনি নিরীক্ষণ করলেন; **নৃপান্**—রাজাগণের প্রতি; **দদৃশে**—তিনি দর্শন করলেন; **অচ্যুতম্**—কৃষ্ণ; **চ**—এবং; **তাম্**—তাঁর; **রাজকন্যাম্**—রাজকন্যা; **রথম্**—তাঁর রথ; **আরুরুক্ষতীম্**—যিনি আরোহণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন; **জহার**—হরণ করলেন; **কৃষ্ণঃ**—ভগবান কৃষ্ণ; **দ্বিষতাম্**—তাঁর শত্রুরা; **সমীক্ষতাম্**—সমক্ষে।

অনুবাদ

ভগবানের মায়াশক্তির ন্যায় মোহিনীরূপে রুক্মিণী উপস্থিত হয়েছিলেন, যিনি বীর ও শান্ত মানুষদেরও মোহিত করেছিলেন। রাজারা এইভাবে তাঁর কুমারী-সৌন্দর্য, তাঁর সুগঠিত কোমর ও তাঁর কুণ্ডল শোভিত মনোরম মুখমণ্ডল অবলোকন করলেন। তাঁর নিতম্ব ছিল রত্নখচিত মেখলায় শোভিত, তাঁর স্তনদ্বয় ছিল সদ্য মুকুলিত, এবং তাঁর দুই চোখ যেন ছিল তাঁর কেশরাশিতে শঙ্কিত। তিনি মধুরভাবে হাসছিলেন, তাঁর কুন্দ-কোরকের মতো দন্তরাজি তাঁর বিম্বরক্তিম অধরের দীপ্তিকে প্রতিফলিত করছিল। তিনি যখন রাজহংসীর মতো গতিতে পাদচারণা করছিলেন তখন তাঁর শব্দায়মান নূপুরের প্রভা তাঁর পদযুগল শোভিত করছিল। তাঁকে দর্শন করে সমবেত বীরগণ সম্পূর্ণ মোহিত হয়েছিলেন। তাঁদের হৃদয় কামনায় বিদীর্ণ হচ্ছিল। প্রকৃতপক্ষে, রাজারা যখন তাঁর উদার হাস্য ও সলজ্জ দৃষ্টিপাত লক্ষ্য করলেন, তখনই তারা হতবুদ্ধি হয়েছিলেন, তাঁদের অস্ত্র পরিত্যাগ করে, তাঁদের হস্তী, রথ ও অশ্ব থেকে সংজ্ঞাহীনরূপে তাঁরা ভূমিতে পতিত হয়েছিলেন। শোভাযাত্রার ছলে রুক্মিণী কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্যই তাঁর সৌন্দর্য প্রদর্শন করছিলেন। ভগবানের আগমন প্রতীক্ষায়, ধীরে ধীরে তিনি তাঁর পদ্ম-কোরক সদৃশ দুই পা পরিচালনা করছিলেন। তাঁর বাম হাতের আঙ্গুলের নখ দ্বারা তিনি তাঁর মুখমণ্ডল থেকে কেশরাশি অপসারিত করলেন এবং সলজ্জভাবে

কটাক্ষপাত করে তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান রাজাদের অবলোকন করলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি কৃষ্ণকে দর্শন করলেন। তখন, তাঁর শত্রুগণের সমক্ষে, তাঁর রথারোহণে আগ্রহী রাজকন্যাকে ভগবান হরণ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, রুক্মিণী উদ্বিগ্ন ছিলেন যে তাঁর কেশরাশি হয়ত তার দৃষ্টির প্রতিবন্ধক হবে, কারণ তিনি তাঁর প্রিয়তম কৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। অভক্ত ও অসুরেরা ভগবানের ঐশ্বর্যসমূহ দর্শন করে মোহিত হয় এবং মনে করে যে, তাঁর শক্তি তাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা হ্লাদিনী শক্তির এক প্রকাশ যে রুক্মিণী, তিনি কেবলমাত্র ভগবানের জন্যই সুনির্দিষ্ট ছিলেন।

শ্যামা রূপে পরিচিত রমণীর ধরন বর্ণনা করার জন্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নোক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন—

শীতকালে ভবেদুষ্ণা উষ্ণকালে তু শীতলা ।
স্তনৌ সুকঠিনৌ যস্যাঃ সা শ্যামা পরিকীর্তিতা ॥

"যে রমণীর স্তন অত্যন্ত দৃঢ় এবং যখন তাঁর উপস্থিতিতে কেউ শীতকালে উষ্ণতা ও গ্রীষ্মকালে শীতলতা অনুভব করে, তখন সেই রমণীকে *শ্যামা* বলা হয়।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও উল্লেখ করছেন যে, যেহেতু রুক্মিণীর সুন্দর রূপ ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির একটি প্রকাশ, অভক্তরা তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তাই রুক্মিণীর একটি প্রকাশ, ভগবানের মায়া শক্তিকে দর্শন করে বিদর্ভে সমবেত বীর রাজারা কামনা দ্বারা ক্ষোভিত হয়েছিলেন। অন্যভাবে বলতে গেলে কেউই ভগবানের নিত্য সঙ্গিনীর প্রতি কামভাব পোষণ করতে পারে না, কারণ যখনই কারও মন কাম দ্বারা কলুষিত হয়, তখনই মায়ার আচ্ছাদন তাকে চিন্ময় জগতের দিব্য সৌন্দর্য ও তার অধিবাসীদের থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে।

শেষ পর্যন্ত, শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী অপাঙ্গ নয়নে অন্যান্য রাজাদের দিকে অবলোকন করার জন্য লজ্জা অনুভব করেছিলেন, কারণ তিনি ঐসব নিকৃষ্ট মানুষের দৃষ্টিপাতের সঙ্গে মিলিত হতে চাননি।

শ্লোক ৫৬

রথং সমারোপ্য সুপর্ণলক্ষণং
রাজন্যচক্রং পরিভূয় মাধবঃ ।

ততো যযৌ রামপুরোগমঃ শনৈঃ
শৃগালমধ্যাদিব ভাগহৃদ্ধরিঃ ॥ ৫৬ ॥

রথম্—তাঁর রথে; **সমারোপ্য**—তাকে উত্তোলন করে; **সুপর্ণ**—গরুড়; **লক্ষণম্**—চিহ্নিত; **রাজন্য**—রাজাদের; **চক্রম্**—চক্র; **পরিভূয়**—পরাজিত করে; **মাধবঃ**—কৃষ্ণ; **ততঃ**—সেখান থেকে; **যযৌ**—গমন করলেন; **রাম**—রাম দ্বারা; **পুরঃ-গমঃ**—পুরোভাগে; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **শৃগাল**—শৃগালের; **মধ্যাৎ**—মধ্য হতে; **ইব**—ন্যায়; **ভাগ**—তার অংশ; **হৃৎ**—নিয়ে চলে যাওয়া; **হরিঃ**—একটি সিংহ।

অনুবাদ

গরুড় চিহ্নিত ধ্বজাবাহী তাঁর রথে রাজকন্যাকে উত্তোলন করে, ভগবান মাধব রাজাদের চক্রকে পরাজিত করলেন। যেভাবে কোনও সিংহ শৃগালদের মধ্য থেকে তার শিকার নিয়ে চলে যায়, সেইভাবে বলরামের নেতৃত্বে তিনি ধীরে ধীরে প্রস্থান করলেন।

শ্লোক ৫৭

তং মানিনঃ স্বাভিভবং যশঃক্ষয়ং
পরে জরাসন্ধমুখা ন সেহিরে ।
অহো ধিগস্মান্ যশ আত্তধন্বনাং
গোপৈর্হৃতং কেশরিণাং মৃগৈরিব ॥ ৫৭ ॥

তম্—সেই; **মানিনঃ**—আত্মাভিমানী; **স্ব**—তাদের; **অভিভবম্**—পরাজয়; **যশঃ**—তাদের সম্মান; **ক্ষয়ম্**—ক্ষয়; **পরে**—শত্রুগণ; **জরাসন্ধ-মুখাঃ**—জরাসন্ধপ্রমুখ; **ন সেহিরে**—সহ্য করতে না পেরে; **অহো**—আহ্; **ধিক্**—নিন্দা; **অস্মান্**—আমাদের উপর; **যশঃ**—যশ; **আত্ত-ধন্বনাম্**—ধনুর্ধারীর; **গোপৈঃ**—গোপগণ দ্বারা; **হৃতম্**—অপহৃত; **কেশরিণাম্**—সিংহের; **মৃগৈঃ**—ক্ষুদ্র প্রাণীদের দ্বারা; **ইব**—যেন।

অনুবাদ

জরাসন্ধ প্রমুখ ভগবানের প্রতি শত্রু-ভাবাপন্ন রাজারা এই অবমাননাকর পরাজয় সহ্য করতে পারেননি। তাঁরা বিস্মিত হয়ে বললেন, "ওহ্, আমাদের ধিক! যদিও আমরা বলশালী ধনুর্ধারী, তবুও ঠিক যেন ক্ষুদ্র প্রাণীর দ্বারা সিংহের সম্মান অপহরণ করার মতো, সামান্য গোপগণ আমাদের সম্মান অপহরণ করল!"

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের শেষ দুটি শ্লোক থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, অসুরদের বিকৃতবুদ্ধি বাস্তবের ঠিক বিপরীতভাবে বিষয়টি তাদের হৃদয়ঙ্গম করায়। স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শৃগালদের মধ্য থেকে একটি সিংহের শিকার গ্রহণ করার মতো কৃষ্ণ রুক্মিণীকে অপহরণ করেছিলেন। অসুরেরা তবুও নিজেদের সিংহ রূপে এবং শ্রীকৃষ্ণকে একটি নিকৃষ্ট জীব রূপে দর্শন করেছিল। কৃষ্ণভাবনা ব্যতীত এইভাবে জীবন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করলেন' নামক ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর বিবাহ

কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে অপহরণ করার পর বিপক্ষের রাজাদের পরাজিত করেছিলেন, রুক্মিণীর ভ্রাতা রুক্মীর দেহ বিকৃত করেছিলেন, রুক্মিণীকে তাঁর রাজধানীতে নিয়ে এসেছিলেন ও বিবাহ করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন রাজকন্যা রুক্মিণীকে নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, তখন বৈরী রাজারা তাদের সৈন্যদের সমবেত করে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করল। শ্রীবলরাম ও যাদব সেনাপতিরা এই সমস্ত বিপক্ষের সম্মুখীন হয়ে তাদের অগ্রগতি রোধ করলেন। তখন শত্রু সৈন্যরা শ্রীকৃষ্ণের সৈন্যদের উপর অবিশ্রান্তভাবে বাণ বর্ষণ করতে শুরু করল। তাঁর ভাবী স্বামীর সৈন্যদের এমন ভয়ঙ্কর আক্রমণের সম্মুখীন হতে দেখে, শ্রীমতী রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভয়ার্তভাবে তাকালেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র হাসলেন এবং তাঁকে বললেন যে, ভয়ের কিছু নেই, কারণ তাঁর সৈন্যবাহিনী শীঘ্রই নিশ্চিতরূপে শত্রুর বিনাশ করবে। জরাসন্ধ শিশুপালকে সান্ত্বনা দিল, "সুখ ও দুঃখ কখনই স্থির থাকে না এবং তা ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। সতের বার কৃষ্ণ আমাকে পরাজিত করেছিলেন, কিন্তু অবশেষে আমি তাঁর বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিলাম। এইভাবে জয় ও পরাজয়কে অদৃষ্ট ও সময়ের নিয়ন্ত্রণাধীন হতে দেখে আমি শোক কিম্বা আনন্দ না পাওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করেছি। সময় এখন যাদবদের অনুকূল, তাই তারা কেবলমাত্র অল্প সৈন্যবাহিনী দিয়েই তোমাকে পরাজিত করেছে, কিন্তু ভবিষ্যতে যখন সময় তোমার অনুকূল হবে, তখন নিশ্চিতরূপে তুমি তাদের জয় করবে।" এইভাবে সান্ত্বনা লাভ করে তার অনুগামীদের নিয়ে শিশুপাল তার রাজ্যে ফিরে গেল।

রুক্মিণীর ভাই রুক্মী, যে ছিল কৃষ্ণবিদ্বেষী, সে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা তার বোনের অপহরণে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। তাই উপস্থিত সকল রাজার সামনে, যতক্ষণ না শ্রীকৃষ্ণের বিনাশ ও তার বোনের উদ্ধার হচ্ছে, ততক্ষণ সে কুণ্ডিনে প্রত্যাবর্তন না করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভগবানকে আক্রমণ করার জন্য যাত্রা করল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমারাজি সম্বন্ধে অজ্ঞ, রুক্মী একাকী একটি মাত্র রথে আরোহণ করে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করার জন্য সদর্পে এগিয়ে গেল। সে ভগবানের সামনে উপস্থিত হয়ে, তাঁকে বাণ দ্বারা আঘাত করল এবং তিনি যাতে রুক্মিণীকে মুক্ত করে দেন, সেই দাবী জানাল। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মীর অস্ত্রশস্ত্র

সমস্ত প্রতিহত করে, সেগুলিকে খণ্ড খণ্ড করে দিলেন। এরপর তিনি তাঁর তরবারি ওঠালেন এবং রুক্মীকে প্রায় হত্যা করার সময় রুক্মিণী মধ্যস্থতা করলেন ও ঐকান্তিকভাবে তাঁর ভাইয়ের জীবন রক্ষার জন্য অনুরোধ জানালেন। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মীকে হত্যা করলেন না, কিন্তু তাঁর তরবারি দিয়ে ইতস্তত কিছু স্থান বাদ দিয়ে তার চুল ছেঁটে দিয়ে তাকে বিকৃত করলেন। ঠিক তখনই যাদব সৈন্যদের নিয়ে শ্রীবলরাম সেখানে উপস্থিত হলেন। রুক্মীকে বিকৃতরূপে দেখতে পেয়ে তিনি বিনীতভাবে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—"পরিবারের এক ঘনিষ্ঠ সদস্যকে এইভাবে বিকৃত করে দেওয়া তাকে হত্যা করারই সমান; সুতরাং তাকে হত্যা না করে বরং মুক্ত করে দেওয়াই ভাল।"

শ্রীবলরাম এরপর রুক্মিণীকে বললেন যে, তাঁর ভাইয়ের দুঃখজনক অবস্থা তার অতীত কর্মের ফল ছিল মাত্র, কারণ প্রত্যেকেই তার আপন সুখ ও দুঃখ ভোগের জন্য দায়ী। জীবাত্মার চিন্ময় অবস্থান এবং সুখ ও দুঃখের মোহ কিভাবে অজ্ঞতার ফল মাত্র, এই বিষয়ে তিনি তাঁকে আরও উপদেশ প্রদান করলেন। শ্রীবলরামের উপদেশাবলী গ্রহণ করে রুক্মিণী তাঁর শোক পরিত্যাগ করলেন।

ইতিমধ্যে রুক্মী তার যুদ্ধ করার সকল শক্তি ও ইচ্ছায় বঞ্চিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে হতাশ বোধ করল। যেহেতু সে শ্রীকৃষ্ণকে জয় না করে গৃহে প্রত্যাবর্তন না করার সংকল্প করেছিল, তাই সেই স্থানেই একটি নগরী নির্মাণ করে অদম্য ক্রোধ নিয়ে বসবাস করতে থাকল।

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে তাঁর রাজধানী দ্বারকায় নিয়ে গেলেন এবং তাঁকে বিবাহ করলেন। কিভাবে শ্রীভগবান রুক্মিণীকে হরণ করেছিলেন সকল নগরবাসী সেই বৃত্তান্ত নগর জুড়ে প্রচার করে মহোৎসব করল। রুক্মিণীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিলন দর্শন করে দ্বারকার প্রত্যেকেই আনন্দ লাভ করল।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ইতি সর্বে সুসংরব্ধা বাহানারুহ্য দংশিতাঃ ।
স্বৈঃ স্বৈর্বলৈঃ পরিক্রান্তা অন্বীয়ুর্ধৃতকার্মুকাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে (বলে); **সর্বে**—তাদের সকলে; **সু-সংরব্ধাঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ; **বাহান্**—তাদের যানে; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **দংশিতাঃ**—বর্ম পরিধান করে; **স্বৈঃ স্বৈঃ**—তাদের নিজ নিজ; **বলৈঃ**—সৈন্য বাহিনী; **পরিক্রান্তাঃ**—পরিবেষ্টিত হয়ে; **অন্বীয়ুঃ**—তারা অনুসরণ করল; **ধৃত**—ধারণ করে; **কার্মুকাঃ**—তাদের ধনুক।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে কথা বলে, সেই সমস্ত ক্রুদ্ধ রাজারা তাদের বর্ম পরিধান করল এবং তাদের নিজ নিজ যানে আরোহণ করল। ধনুর্ধারী প্রত্যেক রাজা নিজ সৈন্যবাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাদ্ধাবন করল।

শ্লোক ২

তানাপতত আলোক্য যাদবানীকযূথপাঃ ।
তস্থুস্তৎসম্মুখা রাজন্ বিস্ফূর্জ্য স্বধনূংষি তে ॥ ২ ॥

তান্—তাদের; আপততঃ—আগত; আলোক্য—দর্শন করে; যাদব-অনীক—যাদব সৈন্যগণের; যূথ-পাঃ—সেনাপতি; তস্থুঃ—দণ্ডায়মান হল; তৎ—তাদের; সম্মুখাঃ—সম্মুখে; রাজন্—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); বিস্ফূর্জ্য—টংকার ধ্বনি করে; স্ব—তাদের; ধনূংষি—ধনুকসমূহে; তে—তারা।

অনুবাদ

হে রাজন্, যাদব সৈন্যদের সেনাপতিরা যখন দেখল শত্রুসৈন্যেরা আক্রমণ করতে ছুটে আসছে, তখন তারা ধনুকে টংকার দিয়ে তাদের দিকে ফিরে দাঁড়াল।

শ্লোক ৩

অশ্বপৃষ্ঠে গজস্কন্ধে রথোপস্থেঽস্ত্রকোবিদাঃ ।
মুমুচুঃ শরবর্ষাণি মেঘা অদ্রিষ্বপো যথা ॥ ৩ ॥

অশ্বপৃষ্ঠে—ঘোড়ার পিঠে; গজ—হাতীর; স্কন্ধে—কাঁধে; রথ—রথের; উপস্থে—আসনে; অস্ত্র—অস্ত্রের; কোবিদাঃ—কুশলীরা; মুমুচুঃ—মুক্ত করল; শর—তীরের; বর্ষাণি—বর্ষণ; মেঘাঃ—মেঘ; অদ্রিষু—পর্বতের উপর; অপঃ—জল; যথা—যথা।

অনুবাদ

ঘোড়ার পিঠে, হাতীর কাঁধে ও রথের আসনে আরোহণ করে অস্ত্রকুশলী শত্রুরাজারা পর্বতের উপরে মেঘের বর্ষণের মতো যদুগণের উপর তীর বর্ষণ করতে লাগল।

শ্লোক ৪

পত্যুর্বলং শরাসারৈশ্ছন্নং বীক্ষ্য সুমধ্যমা ।
সব্রীড়মৈক্ষৎ তদ্বক্ত্রং ভয়বিহ্বললোচনা ॥ ৪ ॥

পত্যুঃ—তাঁর পতির; **বলম্**—সৈন্যগণ; **শর**—তীরের; **আসারৈঃ**—প্রবল বর্ষণ দ্বারা; **ছন্নম্**—আচ্ছাদিত; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **সুমধ্যমা**—ক্ষীণকটি (রুক্মিণী); **সব্রীড়ম্**—সলজ্জভাবে; **ঐক্ষৎ**—তাকালেন; **তৎ**—তাঁর; **বক্ত্রম্**—মুখের দিকে; **ভয়**—ভয়ের সঙ্গে; **বিহ্বল**—বিহ্বল; **লোচনা**—যাঁর দুই চোখ।

অনুবাদ

ক্ষীণকটি রুক্মিণী, তাঁর পতির সৈন্যবাহিনীকে প্রবল ধারায় বর্ষিত তীরের দ্বারা আচ্ছাদিত হতে দেখে ভয়বিহ্বল নয়নে সলজ্জভাবে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

শ্লোক ৫

প্রহস্য ভগবানাহ মা স্ম ভৈর্বামলোচনে ।
বিনঙ্ক্ষ্যত্যধুনৈবৈতৎ তাবকৈঃ শাত্রবং বলম্ ॥ ৫ ॥

প্রহস্য—হাসতে হাসতে; **ভগবান্**—ভগবান; **আহ**—বললেন; **মা স্ম ভৈঃ**—ভীত হয়ো না; **বাম-লোচনে**—হে সুন্দরনয়না; **বিনঙ্ক্ষ্যতি**—বিনাশ হবে; **অধুনা এব**—এখনই; **এতৎ**—এই; **তাবকৈঃ**—তোমার (সৈন্য) দ্বারা; **শাত্রবম্**—শত্রুদের; **বলম্**—সৈন্যবাহিনী।

অনুবাদ

উত্তরে ভগবান হাসলেন এবং তাঁকে আশ্বস্ত করলেন, "ভয় পেয়ো না, হে সুন্দরনয়না। তোমার সৈন্যদের কাছে এই শত্রু সৈন্যবাহিনী এখনই বিনষ্ট হবে।"

তাৎপর্য

রুক্মিণীর প্রতি তাঁর পরম অনুরাগ প্রকাশ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ধীরোচিতভাবে তাঁর নিজ যাদবসৈন্যদের 'তোমার লোকেরা' বলে উল্লেখ করেছেন, যাতে বোঝায় যে, শ্রীভগবানের সমগ্র সাম্রাজ্য এখন তাঁর প্রিয়তমা মহিষীর সম্পত্তি। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আনন্দঘন ঐশ্বর্য সকল জীবের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন আর তাই তিনি তাদের ভগবদ্ধামে নিজ গৃহে ফিরে আসার জন্য ঐকান্তিকভাবে আমন্ত্রণ জানান। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা সারা পৃথিবীতে পরিচিত হয়েছিল তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের নির্দেশে, যিনি স্বয়ং তাঁর পরমোন্নত পিতা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দেশে সারা ভারতে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময় বার্তা প্রচার করেছিলেন—তাঁকে স্মরণ কর, তাঁর সেবা কর, তাঁর কাছে ফিরে যাও এবং ভগবানের সাম্রাজ্যের পরম ঐশ্বর্যে অংশগ্রহণ কর।

শ্লোক ৬

তেষাং তদ্বিক্রমং বীরা গদসঙ্কর্ষণাদয়ঃ ।
অমৃষ্যমাণা নারাচৈর্জঘ্নুর্হয়গজান্ রথান্ ॥ ৬ ॥

তেষাম্—তাদের (বিপক্ষের রাজাদের) দ্বারা; **তৎ**—সেই; **বিক্রমম্**—বিক্রম; **বীরাঃ**—বীরগণ; **গদ**—গদ, শ্রীকৃষ্ণের ছোট ভাই; **সঙ্কর্ষণ**—শ্রীবলরাম; **আদয়ঃ**—এবং অন্যান্যরা; **অমৃষ্যমানাঃ**—অসহিষ্ণু হয়ে; **নারাচৈঃ**—লোহার তীর দ্বারা; **জঘ্নুঃ**—তাঁরা আঘাত করলেন; **হয়**—অশ্ব; **গজান্**—হস্তী; **রথান্**—এবং রথগুলি।

অনুবাদ

গদ ও সঙ্কর্ষণের নেতৃত্বে ভগবানের সৈন্যবাহিনীর বীরগণ বিপক্ষের রাজাদের আক্রমণ সহ্য করতে পারলেন না। তাই লৌহ শর দ্বারা তাঁরা শত্রুর অশ্ব, হস্তী ও রথসমূহ ধ্বংস করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ৭

পেতুঃ শিরাংসি রথিনামশ্বিনাং গজিনাং ভুবি ।
সকুণ্ডলকিরীটানি সোষ্ণীষানি চ কোটিশঃ ॥ ৭ ॥

পেতুঃ—পতিত হয়েছিল; **শিরাংসি**—মস্তক; **রথিনাম্**—রথারূঢ়গণের; **অশ্বিনাম্**—অশ্বারোহীগণের; **গজিনাম্**—গজারোহীগণের; **ভুবি**—ভূমিতে; **স**—সহ; **কুণ্ডল**—কুণ্ডল; **কিরীটানি**—এবং শিরোস্ত্রাণ; **স**—সহ; **উষ্ণীষাণি**—উষ্ণীষ; **চ**—এবং; **কোটিশঃ**—কোটি কোটি।

অনুবাদ

যুদ্ধরত অশ্ব, গজ ও রথারোহী কোটি কোটি সৈন্যদের মুণ্ড ভূমিতে পতিত হল; কোন কোন মুণ্ডে কুণ্ডল ও শিরস্ত্রাণ, কোনওটিতে পাগড়ি পরা ছিল।

শ্লোক ৮

হস্তাঃ সাসিগদেষ্বাসাঃ করভা উরবোঽঙ্ঘ্রয়ঃ ।
অশ্বাশ্বতরনাগোষ্ট্রখরমর্ত্যশিরাংসি চ ॥ ৮ ॥

হস্তাঃ—হাতগুলি; **স**—সহ; **অসি**—তরবারি; **গদা**—গদা; **ইষু-আসাঃ**—ধনুক; **করভাঃ**—আঙুলহীন হাত; **উরবঃ**—উরু; **অঙ্ঘ্রয়ঃ**—পদ; **অশ্ব**—ঘোড়ার; **অশ্বতর**—গর্দভ; **নাগ**—হাতী; **উষ্ট্র**—উট; **খর**—বন্য গাধা; **মর্ত্য**—এবং মনুষ্য; **শিরাংসি**—মস্তকগুলি; **চ**—ও।

অনুবাদ

চতুর্দিকে তরবারি, গদা ও ধনুক ধরা হাতের সঙ্গে উরু, পা ও আঙুলহীন হাত এবং ঘোড়া, গাধা, হাতী, উট, খর ও মানুষের মুণ্ডও পড়েছিল।

তাৎপর্য

করভাঃ বলতে কব্জি থেকে আঙুলের মূল পর্যন্ত হাতের অংশকে বোঝায়। একই শব্দ দ্বারা হাতীর শুঁড়ও বোঝাতে পারে এবং এইভাবে এই শ্লোকের অর্থে প্রকাশিত হয় যে, যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকা উরুগুলি হাতীর শুঁড়ের মতো দেখাচ্ছিল।

শ্লোক ৯

হন্যমানবলানীকা বৃষ্ণিভির্জয়াকাঙ্ক্ষিভিঃ ।
রাজানো বিমুখা জগ্মুর্জরাসন্ধপুরঃসরাঃ ॥ ৯ ॥

হন্যমান—হত হওয়ায়; **বল-অনীকাঃ**—যাদের সৈন্যবাহিনী; **বৃষ্ণিভিঃ**—বৃষ্ণিদের দ্বারা; **জয়**—জয়ের জন্য; **কাঙ্ক্ষিভিঃ**—যারা আগ্রহী ছিল; **রাজানঃ**—রাজারা; **বিমুখাঃ**—নিরুৎসাহিত; **জগ্মুঃ**—প্রত্যাবর্তন করলেন; **জরাসন্ধপুরঃ-সরাঃ**—জরাসন্ধের নেতৃত্বে।

অনুবাদ

জরাসন্ধের নেতৃত্বাধীন রাজারা তাদের সৈন্যবাহিনীগুলিকে জয়োন্মুখী বৃষ্ণিদের দ্বারা বিনষ্ট হতে দেখে নিরুৎসাহিত হল এবং তারা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করল।

তাৎপর্য

যদিও শিশুপাল রুক্মিণীকে বিবাহ করেনি, তবু সে আবেগবশে তাঁকেই তার সম্পদ বলে মনে করেছিল এবং তাই যেন প্রিয়তমা স্ত্রী-হারা মানুষের মতোই সে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

শ্লোক ১০

শিশুপালং সমভ্যেত্য হৃতদারমিবাতুরম্ ।
নষ্টত্বিষং গতোৎসাহং শুষ্যদ্বদনমব্রুবন্ ॥ ১০ ॥

শিশুপালম্—শিশুপাল; **সমভ্যেত্য**—উপস্থিত হয়ে; **হৃত**—অপহৃত; **দারম্**—যার পত্নী; **ইব**—যেন; **আতুরম্**—আতুর; **নষ্ট**—নষ্ট; **ত্বিষম্**—বর্ণ; **গত**—গত; **উৎসাহম্**—উৎসাহ; **শুষ্যৎ**—শুষ্ক; **বদনম্**—বদন; **অব্রুবন্**—তারা বলতে লাগল।

অনুবাদ

পত্নীহারা মানুষের মতো আতুর শিশুপালের কাছে সেই রাজারা উপস্থিত হল। তার বর্ণ নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল, তার উৎসাহ চলে গিয়েছিল এবং তার মুখ শুষ্ক দেখাচ্ছিল। রাজারা তখন তাকে এইভাবে বলল।

শ্লোক ১১

ভো ভোঃ পুরুষশার্দূল দৌর্মনস্যমিদং ত্যজ ।
ন প্রিয়াপ্রিয়য়ো রাজন্ নিষ্ঠা দেহিষু দৃশ্যতে ॥ ১১ ॥

ভোঃ ভোঃ—হে মহাশয়; **পুরুষ**—পুরুষের মধ্যে; **শার্দূল**—হে ব্যাঘ্র; **দৌর্মনস্যম্**—মনের বিষণ্ণ অবস্থা; **ইদম্**—এই; **ত্যজ**—ত্যাগ কর; **ন**—না; **প্রিয়**—আকাঙ্ক্ষার; **অপ্রিয়য়োঃ**—অথবা অনাকাঙ্ক্ষার; **রাজন্**—হে রাজন; **নিষ্ঠা**—স্থিরতা; **দেহিষু**—দেহীগণের মধ্যে; **দৃশ্যতে**—দেখা যায়।

অনুবাদ

[জরাসন্ধ বলল—] হে নরশার্দূল, শিশুপাল, শোন, তোমার বিমর্ষতা ত্যাগ কর। হে রাজন, প্রকৃতপক্ষে দেহীগণের সুখ ও দুঃখ কখনই স্থিরভাবে থাকতে দেখা যায় না।

শ্লোক ১২

যথা দারুময়ী যোষিৎ নৃত্যতে কুহকেচ্ছয়া ।
এবমীশ্বরতন্ত্রোঽয়মীহতে সুখদুঃখয়োঃ ॥ ১২ ॥

যথা—যেমন; **দারুময়ী**—কাষ্ঠ নির্মিত; **যোষিৎ**—কোনও নারী; **নৃত্যতে**—নৃত্য করে; **কুহক**—জাদুকরের; **ইচ্ছয়া**—ইচ্ছার দ্বারা; **এবম্**—সেইভাবে; **ঈশ্বর**—ভগবানের; **তন্ত্রঃ**—নিয়ন্ত্রণাধীন; **অয়ম্**—এই জগৎ; **ঈহতে**—প্রবৃত্ত হয়; **সুখ**—সুখে; **দুঃখয়োঃ**—এবং দুঃখে।

অনুবাদ

কোনও নারী সাজের কাঠের পুতুল যেমন পুতুল-নাচিয়ের ইচ্ছায় নৃত্য করে, তেমনি ভগবানের নিয়ন্ত্রিত এই জগৎ সুখ ও দুঃখ উভয়ের মাঝেই সংগ্রাম করছে।

তাৎপর্য

ভগবানের ইচ্ছাতেই, জীব নিজ ক্রিয়াকর্মের যথাযথ ফল পায়। যিনি পরমেশ্বর ভগবান পরম ব্রহ্মকে হৃদয়ঙ্গম করে তাঁর শরণাগত হন, তাঁকে কখনই জড় জাগতিক অস্তিত্বের মাঝে যুক্ত বলে বিবেচনা করা হয় না। যেহেতু এই জড় জাগতিক

ব্যবস্থা অর্থাৎ জগতের মাঝে নানা উদ্যোগ নিয়ে যারা কাজ করে চলেছে, তারা আসলে ভগবানের সৃষ্টিকে শোষণ করতেই চাইছে। তাই তাদের এমন সব কর্মফল ভোগ করতেই হবে, যেগুলিকে কর্মবদ্ধ জীবমাত্রেই দুঃখজনক কিংবা সুখময় বলে মনে করে থাকে। বাস্তবিকই চিন্ময় পরমানন্দের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অনুধাবন করলে দেখা যায়, জীবনের এই সমস্ত জড়জাগতিক পন্থাই চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

শ্লোক ১৩

শৌরেঃ সপ্তদশাহং বৈ সংযুগানি পরাজিতঃ ।
ত্রয়োবিংশতিভিঃ সৈন্যৈর্জিগ্য একমহং পরম্ ॥ ১৩ ॥

শৌরেঃ—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে; **সপ্তদশ**—সতের; **অহম্**—আমি; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **সংযুগানি**—যুদ্ধে; **পরাজিতঃ**—পরাজিত হয়েছিলাম; **ত্রয়ঃবিংশতিভিঃ**—তেইশ; **সৈন্যৈঃ**—সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে; **জিগ্যে**—বিজয়ী হয়েছিলাম; **একম্**—একবার; **অহম্**—আমি; **পরম্**—মাত্র।

অনুবাদ

যুদ্ধে কৃষ্ণের সঙ্গে আমাকে এবং আমার তেইশটি সৈন্যবাহিনীকে সতেরবার পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল, কেবলমাত্র একবার আমি তাঁকে পরাজিত করেছিলাম।

তাৎপর্য

জরাসন্ধ তার নিজের জীবনকে এই জড় জগতের অবশ্যম্ভাবী সুখ ও দুঃখেরই দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপন করেছে।

শ্লোক ১৪

তথাপ্যহং ন শোচামি ন প্রহৃষ্যামি কর্হিচিৎ ।
কালেন দৈবযুক্তেন জানন্ বিদ্রাবিতং জগৎ ॥ ১৪ ॥

তথা অপি—তথাপি; **অহম্**—আমি; **ন শোচামি**—শোক করি না; **ন প্রহৃষ্যামি**—আনন্দিত হই না; **কর্হিচিৎ**—কখনও; **কালেন**—কাল দ্বারা; **দৈব**—দৈব; **যুক্তেন**—যুক্ত; **জানন্**—অবগত হয়ে; **বিদ্রাবিতম্**—চালিত হয়; **জগৎ**—এই জগৎ।

অনুবাদ

কিন্তু তবুও আমি কখনও শোক বা আনন্দ করিনি, কারণ, আমি জানি এই জগৎ কালচক্রে এবং অদৃষ্টের প্রভাবে চালিত হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

ভগবান এই জগৎ নিয়ন্ত্রণ করেন, এই কথা উল্লেখ করার পর, জরাসন্ধ নিয়ন্ত্রণের নির্দিষ্ট পন্থাটি বর্ণনা করে। মনে রাখা উচিত যে, বেদের পরিপ্রেক্ষিতে কাল বা সময় কেবলমাত্র দিন, সপ্তাহ, মাস ও বৎসররূপ গ্রহের গতি পরিমাপের পন্থারূপে উল্লেখিত হয় না, বরং যেভাবে সব কিছু ঘটে চলেছে, সেকথাও বোঝায়। সমস্ত কিছুই নিয়তি অনুযায়ী চলছে এবং এই নিয়তিকে 'কাল' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ কালের গতি অনুসারেই প্রত্যেকের নিয়তি প্রকটিত ও আরোপিত হয়।

শ্লোক ১৫

অধুনাপি বয়ং সর্বে বীরযূথপযূথপাঃ ।
পরাজিতাঃ ফল্গুতন্ত্রৈর্যদুভিঃ কৃষ্ণপালিতৈঃ ॥ ১৫ ॥

অধুনা—এখন; **অপি**—ও; **বয়ম্**—আমরা; **সর্বে**—সকল; **বীর**—বীরগণের; **যূথপ**—অধিপতির; **যূথপাঃ**—অধিপতি; **পরাজিতাঃ**—পরাজিত হয়েছি; **ফল্গু**—স্বল্পসংখ্যক; **তন্ত্রৈঃ**—যার অনুগামী; **যদুভিঃ**—যদুগণের দ্বারা; **কৃষ্ণ-পালিতৈঃ**—কৃষ্ণ দ্বারা সুরক্ষিত।

অনুবাদ

আর এখন আমরা সকলে, সেনাপতিদের মহাধ্যক্ষেরা, কৃষ্ণের দ্বারা সুরক্ষিত যদুবাহিনী ও তাদের সামান্য ক'জন অনুগামীদের কাছে পরাজিত হয়েছি।

শ্লোক ১৬

রিপবো জিগ্যুরধুনা কাল আত্মানুসারিণি ।
তদা বয়ং বিজেষ্যামো যদা কালঃ প্রদক্ষিণঃ ॥ ১৬ ॥

রিপবঃ—আমাদের শত্রুরা; **জিগ্যুঃ**—জয়ী হয়েছে; **অধুনা**—এখন; **কালে**—সময়; **আত্ম**—তাদের; **অনুসারিণি**—অনুকূল; **তদা**—তখন; **বয়ম্**—আমরা; **বিজেষ্যামঃ**—জয়ী হব; **যদা**—যখন; **কালঃ**—সময়; **প্রদক্ষিণঃ**—আমাদের দিকে ঘুরবে।

অনুবাদ

আমাদের শত্রুরা জয়ী হয়েছে কারণ কাল এখন তাদের অনুকূলে রয়েছে, কিন্তু ভবিষ্যতে যখন কাল আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে, তখন আমরাই বিজয়ী হব।

শ্লোক ১৭

শ্রীশুক উবাচ

এবং প্রবোধিতা মিত্রৈশ্চৈদ্যোঽগাৎ সানুগঃ পুরম্ ।
হতশেষাঃ পুনস্তেঽপি যযুঃ স্বং স্বং পুরং নৃপাঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **প্রবোধিতঃ**—সিদ্ধান্ত নিয়ে; **মিত্রৈঃ**—তার মিত্রদের দ্বারা; **চৈদ্যঃ**—শিশুপাল; **অগাৎ**—গমন করল; **স অনুগঃ**—তার অনুগামীদের সঙ্গে; **পুরম্**—তার নগরীতে; **হত**—নিহত হতে; **শেষাঃ**—অবশিষ্ট; **পুনঃ**—পুনরায়; **তে**—তারা; **অপি**—ও; **যযুঃ**—গমন করল; **স্বম্ স্বম্**—তাদের নিজ নিজ; **পুরম্**—নগরীতে; **নৃপাঃ**—রাজারা।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে তার মিত্রদের পরামর্শ মেনে, শিশুপাল তার অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে গেল। অবশিষ্ট যোদ্ধারাও তাদের নিজ নিজ নগরীতে প্রত্যাবর্তন করল।

শ্লোক ১৮

রুক্মী তু রাক্ষসোদ্বাহং কৃষ্ণদ্বিড়সহন্ স্বসুঃ ।
পৃষ্ঠতোঽন্বগমৎ কৃষ্ণমক্ষৌহিণ্যা বৃতো বলী ॥ ১৮ ॥

রুক্মী—রুক্মী; **তু**—অধিকন্তু; **রাক্ষস**—রাক্ষস পন্থায়; **উদ্বাহম্**—বিবাহ; **কৃষ্ণ-দ্বিট্**—কৃষ্ণদ্বেষী; **অসহন্**—সহ্য করতে না পেরে; **স্বসুঃ**—তার ভগিনীর; **পৃষ্ঠতঃ**—পেছন হতে; **অন্বগমৎ**—সে অনুসরণ করল; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **অক্ষৌহিণ্যা**—এক সমগ্র অক্ষৌহিণী বাহিনী দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **বলী**—শক্তিশালী।

অনুবাদ

অধিকন্তু, বলবান রুক্মী কৃষ্ণের প্রতি বিশেষভাবে বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। তাই কৃষ্ণ রাক্ষস মতে বিবাহ করার জন্য তার ভগিনীকে নিয়ে চলে যাচ্ছে, এই ঘটনা সে সহ্য করতে পারেনি। তাই সমগ্র সৈন্যবাহিনী নিয়ে সে ভগবানের পশ্চাদ্ধাবন করল।

শ্লোক ১৯-২০

রুক্ম্যমর্ষী সুসংরব্ধঃ শৃণ্বতাং সর্বভূভুজাম্ ।
প্রতিজজ্ঞে মহাবাহুর্দংশিতঃ সশরাসনঃ ॥ ১৯ ॥

অহত্বা সমরে কৃষ্ণমপ্রত্যূহ্য চ রুক্মিণীম্ ।
কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি বঃ ॥ ২০ ॥

রুক্মী—রুক্মী; **অমর্ষী**—অসহিষ্ণু; **সু-সংরব্ধ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ; **শৃণ্বতাম্**—যখন তারা শ্রবণ করল; **সর্ব**—সমস্ত; **ভূ-ভুজাম্**—রাজারা; **প্রতিজজ্ঞে**—সে প্রতিজ্ঞা করেছিল; **মহা-বাহুঃ**—মহাবাহু; **দংশিতঃ**—তার বর্ম পরিধান করে; **স-শরাসনঃ**—তার ধনুক সহ; **অহত্বা**—বধ না করে; **সমরে**—যুদ্ধে; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ; **অপ্রত্যূহ্য**—ফিরিয়ে না এনে; **চ**—এবং; **রুক্মিণীম্**—রুক্মিণী; **কুণ্ডিনম্**—কুণ্ডিন নগরীর; **ন প্রবেক্ষ্যামি**—আমি প্রবেশ করব না; **সত্যম্**—সত্য; **এতৎ**—এই; **ব্রবীমি**—আমি বলি; **বঃ**—তোমাদের সকলকে।

অনুবাদ

হতাশ ও ক্রুদ্ধ, মহাবাহু রুক্মী, বর্মে সজ্জিত ও তার ধনুক নিয়ন্ত্রণ করতে করতে সকল রাজাদের সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, "আমি যুদ্ধে কৃষ্ণকে হত্যা না করে এবং রুক্মিণীকে আমার সঙ্গে ফিরিয়ে না এনে কুণ্ডিনে প্রবেশ করব না। আমি তোমাদের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করলাম।"

তাৎপর্য

রুক্মী এইভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে কথা বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাদ্ধাবন করতে শুরু করল, যার বর্ণনা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে করা হয়েছে।

শ্লোক ২১

ইত্যুক্ত্বা রথমারুহ্য সারথিং প্রাহ সত্বরঃ ।
চোদয়াশ্বান্ যতঃ কৃষ্ণস্তস্য মে সংযুগং ভবেৎ ॥ ২১ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্ত্বা**—কথা বলে; **রথম্**—তার রথে; **আরুহ্য**—আরোহণ করতে করতে; **সারথিম্**—তার চালককে; **প্রাহ**—বলল; **সত্বরঃ**—সত্বর; **চোদয়**—চালাও; **অশ্বান্**—ঘোড়াগুলি; **যতঃ**—যেখানে; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **তস্য**—তাঁর; **মে**—আমার সঙ্গে; **সংযুগম্**—যুদ্ধ; **ভবেৎ**—অবশ্যই হবে।

অনুবাদ

এই কথা বলে সে তার রথে আরোহণ করল এবং তার সারথিকে বলল, "যেদিকে কৃষ্ণ রয়েছে সেদিকে সত্বর অশ্বদের চালনা কর। অবশ্যই তাঁর ও আমার যুদ্ধ হবে।

শ্লোক ২২

অদ্যাহং নিশিতৈর্বাণৈর্গোপালস্য সুদুর্মতেঃ ।
নেষ্যে বীর্যমদং যেন স্বসা মে প্রসভং হৃতা ॥ ২২ ॥

অদ্য—আজকে; **অহম্**—আমি; **নিশিতৈঃ**—তীক্ষ্ণ; **বাণৈঃ**—আমার তীর দ্বারা; **গোপালস্য**—গোপ বালকের; **সুদুর্মতেঃ**—যার মানসিকতা অত্যন্ত দুর্মদ; **নেষ্যে**—আমি দূর করব; **বীর্য**—তার ক্ষমতায়; **মদম্**—দর্প; **যেন**—যার দ্বারা; **স্বসা**—ভগিনী; **মে**—আমার; **প্রসভম্**—বলপূর্বক; **হৃতা**—অপহরণ করেছে।

অনুবাদ

"এই দুষ্ট মনোভাবাপন্ন গোপবালক তাঁর শৌর্য দ্বারা মোহগ্রস্ত হয়ে বলপূর্বক আমার ভগিনীকে অপহরণ করেছে। কিন্তু আজ আমি আমার তীক্ষ্ণ তীর দ্বারা তাঁর অহংকার দূর করব।"

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, *গোপালস্য*'র প্রকৃত অর্থ "বেদের রক্ষাকর্তা", আর *দুর্মতেঃ* অর্থ, "যাঁর সুন্দর মন, বিদ্বেষীদের প্রতিও করুণাময়"। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও বলছেন, রুক্মী যা বলেছিল তার যথার্থ অর্থ এই যে, আজ কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে, এক মহাবীর হওয়ার দুরহঙ্কার থেকে রুক্মী নিজেকে মুক্ত করবে।

শ্লোক ২৩

বিকত্থমানঃ কুমতিরীশ্বরস্যাপ্রমাণবিৎ ।
রথেনৈকেন গোবিন্দং তিষ্ঠ তিষ্ঠেত্যথাহ্বয়ৎ ॥ ২৩ ॥

বিকত্থমানঃ—সদম্ভে বলতে বলতে; **কুমতিঃ**—দুর্বুদ্ধি; **ঈশ্বরস্য**—ভগবানের; **অপ্রমাণ-বিৎ**—পরিমাপ অনভিজ্ঞ; **রথেন একেন**—একটিমাত্র রথের সঙ্গে; **গোবিন্দম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **তিষ্ঠ তিষ্ঠ**—দাঁড়াও এবং যুদ্ধ কর; **ইতি**—এই বলতে বলতে; **অথ**—তখন; **আহ্বয়ৎ**—সে আহ্বান করল।

অনুবাদ

এইভাবে সদম্ভে বলতে বলতে, ভগবানের প্রকৃত ক্ষমতা বিষয়ে অজ্ঞ মূর্খ রুক্মী, তার একমাত্র রথে শ্রীগোবিন্দের সমীপবর্তী হল এবং "দাঁড়াও এবং যুদ্ধ কর" বলে তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করল।

তাৎপর্য

এই সমস্ত শ্লোক থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, রুক্মী সমগ্র সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাত্রা করলেও, সে নিজেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তার দিকে ধাবিত হয়েছিল।

শ্লোক ২৪

ধনুর্বিকৃষ্য সুদৃঢ়ং জঘ্নে কৃষ্ণং ত্রিভিঃ শরৈঃ ।
আহ চাত্র ক্ষণং তিষ্ঠ যদূনাং কুলপাংসন ॥ ২৪ ॥

ধনুঃ—তার ধনুক; **বিকৃষ্য**—আকর্ষণ করে; **সু**—অত্যন্ত; **দৃঢ়ম্**—দৃঢ়ভাবে; **জঘ্নে**—সে আঘাত করল; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **ত্রিভিঃ**—তিনটি; **শরৈঃ**—তীর দ্বারা; **আহ**—সে বলল; **চ**—এবং; **অত্র**—এখানে; **ক্ষণম্**—ক্ষণকাল; **তিষ্ঠ**—দাঁড়াও; **যদূনাম্**—যদুগণের; **কুল**—বংশের; **পাংসন**—হে দূষণ।

অনুবাদ

রুক্মী অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তার ধনুক আকর্ষণ করে শ্রীকৃষ্ণকে তিনবার আঘাত করল। তারপর সে বলল, "ওহে যদুকুলদূষণ, ক্ষণকাল এখানে দাঁড়াও!"

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করছেন যে, *কুল-পাংসন* শব্দটিকে *কুল-প* অর্থাৎ, "হে যদুবংশের অধিপতি," এবং *অংশন* অর্থাৎ, "হে দক্ষ শত্রুবধকারী" শব্দ দুটির সমন্বয়ে হৃদয়ঙ্গম করা যেতে পারে। বিশদ ব্যাকরণ দিয়ে আচার্যদেব এই ভাষ্যটিকে বোধগম্য করে তুলেছেন।

শ্লোক ২৫

যত্র যাসি স্বসারং মে মুষিত্বা ধ্বাঙ্ক্ষবদ্ধবিঃ ।
হরিষ্যেঽদ্য মদং মন্দ মায়িনঃ কূটযোধিনঃ ॥ ২৫ ॥

যত্র—যেখানে; **যাসি**—তুমি যাও; **স্বসারম্**—ভগিনী; **মে**—আমার; **মুষিত্বা**—হরণ করে; **ধ্বাঙ্ক্ষবৎ**—কাজের মতো; **হবিঃ**—হবি; **হরিষ্যে**—আমি দূর করব; **অদ্য**—আজ; **মদম্**—তোমার অহংকার; **মন্দ**—মন্দ; **মায়িনঃ**—প্রবঞ্চকের; **কূট**—কপট; **যোধিনঃ**—যোদ্ধার।

অনুবাদ

"যজ্ঞের হবি চুরি করে পালানো কাকের মতো তুমি আমার ভগিনীকে অপহরণ করে যেখানেই নিয়ে যাও, আমি পিছনে যাব। আজই আমি তোমার অহংকার দূর করব, তুমি নির্বোধ, তুমি প্রতারক, তুমি যুদ্ধকপট!

তাৎপর্য

রুক্মী তার কাণ্ডজ্ঞানশূন্য আক্রমণের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে আরোপিত গুণাবলীর বর্ণনাই করছে। প্রতিটি জীবই ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ভগবানের

সম্পত্তি। সুতরাং ভগবানের আনন্দের জন্য নিবেদিত হবি চুরি করার জন্য রুক্মী একটি কাকের মতোই অপচেষ্টা করেছিল।

শ্লোক ২৬

যাবন্ন মে হতো বাণৈঃ শয়ীথা মুঞ্চ দারিকাম্ ।
স্ময়ন্ কৃষ্ণো ধনুশ্ছিত্ত্বা ষড়্‌ভির্বিব্যাধ রুক্মিণম্ ॥ ২৬ ॥

যাবৎ—যতক্ষণ; **ন**—না; **মে**—আমার; **হতঃ**—নিহত; **বাণৈঃ**—তীর দ্বারা; **শয়ীথাঃ**—তুমি শায়িত; **মুঞ্চ**—মুক্ত কর; **দারিকাম্**—কন্যা; **স্ময়ন্**—সহাস্যে; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ধনুঃ**—তার ধনুক; **ছিত্ত্বা**—ছেদন করে; **ষড়্‌ভিঃ**—ছয়টি (তীর) দ্বারা; **বিব্যাধ**—বিদ্ধ করলেন; **রুক্মিণম্**—রুক্মীকে।

অনুবাদ

"আমার তীরগুলির আঘাতে নিহত হয়ে শুয়ে পড়বার আগেই কন্যাটিকে মুক্ত করে দাও।" এর উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ হাসলেন এবং ছ'টি তীর নিক্ষেপের দ্বারা তিনি রুক্মীকে আঘাত করলেন এবং তার ধনুকটি ভেঙে দিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, প্রকৃতপক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে রুক্মিণীর সঙ্গে একত্রে একটি সুন্দর ফুলের শয্যায় শয়ন করার জন্য বলা হয়েছিল, কিন্তু লজ্জাবশত রুক্মী প্রত্যক্ষভাবে এই বিষয়টির উল্লেখ করেননি।

শ্লোক ২৭

অষ্টভিশ্চতুরো বাহান্ দ্বাভ্যাং সূতং ধ্বজং ত্রিভিঃ ।
স চান্যদ্ধনুরাদায় কৃষ্ণং বিব্যাধ পঞ্চভিঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টভিঃ—আটটি (তীর) দ্বারা; **চতুরঃ**—চারটি; **বাহান্**—অশ্ব; **দ্বাভ্যাম্**—দুটি দ্বারা; **সূতম্**—সারথি; **ধ্বজম্**—ধ্বজ; **ত্রিভিঃ**—তিনটি দ্বারা; **সঃ**—সে, রুক্মী; **চ**—এবং; **অন্যৎ**—অন্য; **ধনুঃ**—ধনুক; **আদায়**—গ্রহণ করে; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ; **বিব্যাধ**—বিদ্ধ করল; **পঞ্চভিঃ**—পাঁচটি বাণে।

অনুবাদ

রুক্মীর চারটি অশ্বকে আটটি তীর দ্বারা এবং তাঁর সারথিকে দুটি দ্বারা এবং রথের ধ্বজাকে তিনটি তীর দ্বারা ভগবান বিদ্ধ করলেন। রুক্মী অন্য ধনুকটি গ্রহণ করে পাঁচটি তীর দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করল।

শ্লোক ২৮

তৈস্তাড়িতঃ শরৌঘৈস্তু চিচ্ছেদ ধনুরচ্যুতঃ ।
পুনরন্যদুপাদত্ত তদপ্যচ্ছিনদব্যয়ঃ ॥ ২৮ ॥

তৈঃ—সেই সকল দ্বারা; **তাড়িতঃ**—বিদ্ধ হয়ে; **শর**—তীরের; **ওঘৈঃ**—বন্যা; **তু**—যদিও; **চিচ্ছেদ**—ভঙ্গ করলেন; **ধনুঃ**—(রুক্মীর) ধনু; **অচ্যুতঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **পুনঃ**—পুনরায়; **অন্যৎ**—অন্য; **উপাদত্ত**—সে (রুক্মী) তুলে নিল; **তৎ**—সেটি; **অপি**—ও; **অচ্ছিনৎ**—ভঙ্গ করলেন; **অব্যয়ঃ**—অচ্যুত ভগবান।

অনুবাদ

এই সমস্ত অনেক তীরের আঘাত পেলেও, ভগবান অচ্যুত আবার রুক্মীর ধনুক ভেঙে দিলেন। রুক্মী তবু অন্য ধনুক গ্রহণ করল, কিন্তু অচ্যুত ভগবান সেটিকেও খণ্ড খণ্ড করে ভঙ্গ করলেন।

শ্লোক ২৯

পরিঘং পট্টিশং শূলং চর্মাসী শক্তিতোমরৌ ।
যদ্‌যদায়ুধমাদত্ত তৎ সর্বং সোঽচ্ছিনদ্ধরিঃ ॥ ২৯ ॥

পরিঘম্—পরিঘ; **পট্টিশম্**—পট্টিশ; **শূলম্**—শূল; **চর্ম-অসী**—চর্ম এবং তরবারি; **শক্তি**—শক্তি; **তোমরৌ**—তোমর বা শাবলের মতো অস্ত্র; **যৎ যৎ**—যা যা; **আয়ুধম্**—অস্ত্র; **আদত্ত**—সে গ্রহণ করল; **তৎ-সর্বম্**—সেগুলির সকলই; **সঃ**—তিনি; **অচ্ছিনৎ**—ভঙ্গ করলেন; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

পরিঘ, পট্টিশ, তরবারি ও চর্ম, শূল, তোমর—যে যে অস্ত্র রুক্মী ধারণ করেছিল, সমস্তই শ্রীহরি আঘাতের দ্বারা চূর্ণ করলেন।

শ্লোক ৩০

ততো রথাদবপ্লুত্য খড়্গপাণির্জিঘাংসয়া ।
কৃষ্ণমভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধঃ পতঙ্গ ইব পাবকম্ ॥ ৩০ ॥

ততঃ—তারপর; **রথাৎ**—তার রথ হতে; **অবপ্লুত্য**—লাফ দিয়ে নেমে; **খড়্গ**—একটি খড়্গ; **পাণিঃ**—হাতে; **জিঘাংসয়া**—হত্যার আকাঙ্ক্ষায়; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **অভ্যদ্রবৎ**—সে ধাবিত হল; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ; **পতঙ্গঃ**—পক্ষী; **ইব**—যেমন; **পাবকম্**—বায়ু।

অনুবাদ

তারপর রুক্মী তার রথ থেকে লাফ দিয়ে নামল এবং ক্রুদ্ধ হয়ে খড়্গ হাতে, কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য পাখি যেমন উড়ে যায়, তেমনভাবে তাঁর দিকে ধাবিত হল।

শ্লোক ৩১

তস্য চাপততঃ খড়্গং তিলশশ্চর্ম চেষুভিঃ ।
ছিত্ত্বাসিমাদদে তিগ্মং রুক্মিণং হন্তুমুদ্যতঃ ॥ ৩১ ॥

তস্য—তার; **চ**—এবং; **আপততঃ**—আক্রমণ উদ্যত; **খড়্গম্**—খড়্গ; **তিলশঃ**—তিল তিল খণ্ডে; **চর্ম**—ঢাল; **চ**—এবং; **ইষুভিঃ**—তাঁর তীর দ্বারা; **ছিত্ত্বা**—ছেদন করে; **অসিম্**—তাঁর তরবারি; **আদদে**—তিনি গ্রহণ করলেন; **তিগ্মম্**—তীক্ষ্ণ; **রুক্মিণম্**—রুক্মীকে; **হন্তুম্**—হত্যার জন্য; **উদ্যতঃ**—উদ্যত।

অনুবাদ

রুক্মী তাঁকে আক্রমণ করলে, শ্রীভগবান তীর নিক্ষেপ করলেন যা রুক্মীর তরবারি ও ঢাল তিল তিল খণ্ডে ছেদন করেছিল। শ্রীকৃষ্ণ অতঃপর তাঁর নিজ তীক্ষ্ণ তরবারি গ্রহণ করলেন এবং রুক্মীকে হত্যার জন্য প্রস্তুত হলেন।

শ্লোক ৩২

দৃষ্ট্বা ভ্রাতৃবধোদ্‌যোগং রুক্মিণী ভয়বিহ্বলা ।
পতিত্বা পাদয়োর্ভর্তুরুবাচ করুণং সতী ॥ ৩২ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **ভ্রাতৃ**—তাঁর ভ্রাতাকে; **বধ**—বধ করতে; **উদ্‌যোগম্**—উদ্যোগ; **রুক্মিণী**—শ্রীমতী রুক্মিণী; **ভয়**—ভয়ে; **বিহ্বলা**—বিহ্বল হয়ে; **পতিত্বা**—পতিত হয়ে; **পাদয়োঃ**—চরণদ্বয়ে; **ভর্তুঃ**—তাঁর পতির; **উবাচ**—বললেন; **করুণম্**—কাতরভাবে; **সতী**—সতী।

অনুবাদ

সতী রুক্মিণী তাঁর ভ্রাতাকে বধ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে উদ্যত হতে দেখে বিহ্বল হলেন। তাঁর পতির চরণে পতিত হয়ে কাতরভাবে তিনি বলতে লাগলেন।

শ্লোক ৩৩

শ্রীরুক্মিণ্যুবাচ

যোগেশ্বরাপ্রমেয়াত্মন্ দেবদেব জগৎপতে ।
হন্তুং নার্হসি কল্যাণ ভ্রাতরং মে মহাভুজ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীরুক্মিণী উবাচ—শ্রীরুক্মিণী বললেন; **যোগ-ঈশ্বর**—হে সকল যোগ শক্তির নিয়ন্তা; **অপ্রমেয়-আত্মন্**—হে অপরিমেয়; **দেব-দেব**—হে ঈশ্বরেরও ঈশ্বর; **জগৎ-পতে**—হে জগতের পতি; **হন্তুম্ ন অর্হসি**—দয়া করে বধ করবেন না; **কল্যাণ**—হে মঙ্গলময়; **ভ্রাতরম্**—ভ্রাতা; **মে**—আমার; **মহা-ভুজ**—হে মহাভুজ।

অনুবাদ

শ্রীরুক্মিণী বললেন—হে যোগেশ্বর, হে অপরিমেয়, হে দেবদেব, হে জগন্নাথ! হে সর্ব-মঙ্গলময় ও মহাভুজ, কৃপা করে আমার ভ্রাতাকে হত্যা করবেন না!

শ্লোক ৩৪

শ্রীশুক উবাচ

তয়া পরিত্রাসবিকম্পিতাঙ্গয়া
শুচাবশুষ্যন্মুখরুদ্ধকণ্ঠয়া ।
কাতর্যবিস্রংসিতহেমমালয়া
গৃহীতপাদঃ করুণো ন্যবর্তত ॥ ৩৪ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **তয়া**—তাঁর দ্বারা; **পরিত্রাস**—সামগ্রিক ভয়ে; **বিকম্পিত**—কম্পিত; **অঙ্গয়া**—যাঁর অঙ্গসমূহ; **শুচা**—শোকে; **অবশুষ্যৎ**—শুষ্ক; **মুখ**—যাঁর মুখ; **রুদ্ধ**—এবং অবরুদ্ধ; **কণ্ঠয়া**—যার কণ্ঠ; **কাতর্য**—তাঁর কাতরতায়; **বিস্রংসিত**—স্খলিত; **হেম**—স্বর্ণ; **মালয়া**—যাঁর কণ্ঠহার; **গৃহীত**—ধারণ করলে; **পাদঃ**—তাঁর চরণযুগল; **করুণঃ**—করুণাময়; **ন্যবর্তত**—তিনি নিবৃত্ত হলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—চরম ভয়ে রুক্মিণীর সকল অঙ্গ যখন কাঁপতে থাকল এবং তাঁর মুখ শুষ্ক হল, মহাশোকে তখন তাঁর কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে গেল। তাঁর কাতরতায় তাঁর সুবর্ণ কণ্ঠহার স্খলিত হয়েছিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণের দুই চরণ ধারণ করলে ভগবান করুণা অনুভব করে, নিবৃত্ত হলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর 'লোক ধর্ম' উদ্ধৃত করে বলছেন যে, কারও ভগিনী মাত্রেই মূর্তিমতী করুণা স্বরূপা হন—*দয়ায়া ভগিনী মূর্তিঃ*। রুক্মী যদিও বিদ্বেষ পরায়ণ ছিল এবং তার ভগিনীর পরম স্বার্থেরও বিরোধী হয়েছিল, তবু রুক্মিণী তার প্রতি করুণার্দ্র হয়েই ছিলেন, এবং তাঁরই করুণায় ভগবান সহযোগ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

চৈলেন বদ্ধ্বা তমসাধুকারিণং
সশ্মশ্রুকেশং প্রবপন্ ব্যরূপয়ৎ ।
তাবন্মমর্দুঃ পরসৈন্যমদ্ভুতং
যদুপ্রবীরা নলিনীং যথা গজাঃ ॥ ৩৫ ॥

চৈলেন—বস্ত্রখণ্ড; **বদ্ধ্বা**—বন্ধন করে; **তম্**—তাকে; **অসাধুকারিণম্**—অন্যায়কারী; **সশ্মশ্রুকেশম্**—তার কিছু শ্মশ্রু ও কেশ অবশিষ্ট রেখে; **প্রবপন্**—তাকে মুণ্ডন করে; **ব্যরূপয়ৎ**—তাকে বিকৃত করলেন; **তাবৎ**—তখন থেকে; **মমর্দুঃ**—তারা চূর্ণ করেছিল; **পর**—বিপক্ষের; **সৈন্যম্**—সৈন্য; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **যদুপ্রবীরাঃ**—যদু বংশের বীরগণ; **নলিনীম্**—একটি পদ্ম ফুল; **যথা**—যেমন; **গজাঃ**—হাতীরা।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ সেই দুষ্কৃতীকে একটি বস্ত্রখণ্ড দিয়ে বেঁধেছিলেন। তারপর স্থানে স্থানে তার গোঁফ ও চুল অংশত অবশিষ্ট রেখে মুণ্ডন করে তিনি রুক্মীকে বিকৃতরূপ করতে লাগলেন। সেই সময় হাতী যেমন পদ্ম বিদলিত করে, যদুবীরগণ তেমনিভাবে তাদের বিপক্ষের অসামান্য সৈন্যবল দমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ বিদ্বেষপরায়ণ রুক্মীকে উদ্ভট চুলের ছাঁট দেওয়ার জন্য তাঁর সেই একই তীক্ষ্ণ তরবারিটি ব্যবহার করেছিলেন।

শ্লোক ৩৬

কৃষ্ণান্তিকমুপব্রজ্য দদৃশুস্তত্র রুক্মিণম্ ।
তথাভূতং হতপ্রায়ং দৃষ্ট্বা সঙ্কর্ষণো বিভুঃ ।
বিমুচ্য বদ্ধং করুণো ভগবান্ কৃষ্ণমব্রবীৎ ॥ ৩৬ ॥

কৃষ্ণ—কৃষ্ণের; **অন্তিকম্**—নিকটে; **উপব্রজ্য**—উপস্থিত হয়ে; **দদৃশুঃ**—তারা (যাদব সৈন্যরা) দেখলেন; **তত্র**—সেখানে; **রুক্মিণম্**—রুক্মী; **তথাভূতম্**—এরূপ এক অবস্থায়; **হত**—মৃত; **প্রায়ম্**—প্রায়; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **সঙ্কর্ষণ**—বলরাম; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান; **বিমুচ্য**—মুক্ত করলেন; **বদ্ধম্**—বন্ধন (রুক্মীর); **করুণঃ**—করুণাময়; **ভগবান্**—ভগবান; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **অব্রবীৎ**—বললেন।

অনুবাদ

যখন যদুগণ শ্রীকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হল, তখন তারা রুক্মীকে এমন কাতর অবস্থায় লজ্জায় মৃতপ্রায় দেখতে পেল। সর্বশক্তিমান বলরাম এইভাবে রুক্মীকে দেখে তিনি করুণাবশে তাকে মুক্ত করে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে এইভাবে বললেন।

শ্লোক ৩৭

অসাধ্বিদং ত্বয়া কৃষ্ণ কৃতমস্মজ্জুগুপ্সিতম্ ।
বপনং শ্মশ্রুকেশানাং বৈরূপ্যং সুহৃদো বধঃ ॥ ৩৭ ॥

অসাধু—অযথা; **ইদম্**—এই; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **কৃতম্**—কৃত; **অস্মৎ**—আমাদের পক্ষে; **জুগুপ্সিতম্**—নিন্দিত; **বপনম্**—মুণ্ডন; **শ্মশ্রু-কেশানাম্**—তার শ্মশ্রু ও কেশের; **বৈরূপ্যম্**—বিরূপকরণ; **সুহৃদঃ**—পরিবারের কোনও সদস্যের; **বধঃ**—বধ।

অনুবাদ

[শ্রীবলরাম বললেন—] প্রিয় কৃষ্ণ, তুমি অযথা আচরণ করেছ! এমন কাজ আমাদের পক্ষে লজ্জাজনক, কারণ কোনও নিকট-আত্মীয়ের শ্মশ্রু ও কেশ মুণ্ডন করে দিয়ে বিকৃতরূপ করা তাকে হত্যা করারই সমান।

তাৎপর্য

সর্বশক্তিমান বলরাম জানতেন যে, রুক্মী অপরাধী পক্ষ, তবুও শোকার্তা রুক্মিণীকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তিনি শান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করার মনস্থ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৮

মৈবাস্মান্ সাধ্ব্যসূয়েথা ভ্রাতুর্বৈরূপ্যচিন্তয়া ।
সুখদুঃখদো ন চান্যোঽস্তি যতঃ স্বকৃতভুক্ পুমান্ ॥ ৩৮ ॥

মা—করো না; **এব**—বস্তুত; **অস্মান্**—আমাদের প্রতি; **সাধ্বি**—হে সাধ্বী; **অসূয়েথাঃ**—বিরোধীভাব; **ভ্রাতুঃ**—তোমার ভ্রাতার; **বৈরূপ্য**—বিকৃতরূপ দেওয়ার; **চিন্তয়া**—চিন্তাবশত; **সুখ**—সুখের; **দুঃখ**—এবং দুঃখ; **দঃ**—প্রদাতা; **ন**—না; **চ**—এবং; **অন্যঃ**—অন্য কেউ; **অস্তি**—সেখানে; **যতঃ**—যেহেতু; **স্ব**—তার নিজের; **কৃত**—কর্ম; **ভুক্**—ফলভোগকারী; **পুমান্**—কোনও মানুষ।

অনুবাদ

সাধ্বী, তোমার ভ্রাতার বিকৃতরূপ হওয়ার ফলে উদ্বিগ্ন হয়ে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ো না। নিজের সুখ ও দুঃখের জন্য অন্য কেউই দায়ী হয় না, কারণ মানুষ তার আপন কর্মফলই ভোগ করে।

শ্লোক ৩৯

বন্ধুর্বধার্হদোষোঽপি ন বন্ধোর্বধমর্হতি ।
ত্যাজ্যঃ স্বেনৈবদোষেণ হতঃ কিং হন্যতে পুনঃ ॥ ৩৯ ॥

বন্ধুঃ—কোনও আত্মীয় বন্ধু; **বধ**—বধ হওয়ার; **অর্হ**—যোগ্য; **দোষঃ**—দোষী; **অপি**—হলেও; **ন**—না; **বন্ধোঃ**—কোনও আত্মীয়বন্ধুর থেকে; **বধম্**—বধ হওয়ার; **অর্হতি**—যোগ্য; **ত্যজ্যঃ**—ত্যজ্য; **স্বেন এব**—তার নিজের দ্বারা; **দোষেণ**—দোষ; **হতঃ**—হত; **কিম্**—কেন; **হন্যতে**—বধ হবে; **পুনঃ**—পুনরায়।

অনুবাদ

[পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বলরাম বললেন—] কোনও আত্মীয়বন্ধুর নিজের দোষে তার মৃত্যু দণ্ড প্রাপ্য হলে তাকে হত্যা করা উচিত নয়। বরং পরিবার থেকে তাকে ত্যাগ করা উচিত। কারণ ইতিমধ্যেই তার পাপের ফলে সে নিহত হয়েছে, কেন তাকে আবার হত্যা করবে?

তাৎপর্য

শ্রীরুক্মিণীকে আরও সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য, বলরাম আবার দৃঢ়ভাবে বললেন যে, রুক্মীকে অপদস্থ করা কৃষ্ণের উচিত নয়।

শ্লোক ৪০

ক্ষত্রিয়াণাময়ং ধর্মঃ প্রজাপতিবিনির্মিতঃ ।
ভ্রাতাপি ভ্রাতরং হন্যাদ্যেন ঘোরতমস্ততঃ ॥ ৪০ ॥

ক্ষত্রিয়াণাম্—ক্ষত্রিয়ের; **অয়ম্**—এই; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **প্রজাপতি**—প্রজাপতি, শ্রীব্রহ্মা; **বিনির্মিতঃ**—প্রতিষ্ঠিত; **ভ্রাতা**—কোনও ভ্রাতা; **অপি**—ও; **ভ্রাতরম্**—তার ভ্রাতাকে; **হন্যাৎ**—হত্যা করবে; **যেন**—যার দ্বারা (ধর্ম); **ঘোরতমঃ**—অত্যন্ত নিদারুণ; **ততঃ**—সুতরাং।

অনুবাদ

[রুক্মিণীর দিকে ফিরে, বলরাম বলতে লাগলেন—] ব্রহ্মা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নির্দেশ করছে যে, কোনও মানুষ তার নিজের ভ্রাতাকেও হত্যা করতে পারে। সেটি বাস্তবিকই অত্যন্ত নিদারুণ বিধি।

তাৎপর্য

সততার স্বার্থে, শ্রীবলরাম, পরিস্থিতির সবিশেষ বিশ্লেষণ করেছেন। যদিও কোনও আত্মীয়কে হত্যা করা উচিত নয়, তবু সেনাবাহিনীর বিধি অনুসারে অপরাধের গুরুত্ব

লাঘবের ব্যবস্থাও রয়েছে। ১৮৬০ সালের আমেরিকার গৃহ যুদ্ধের সময় অনেক পরিবার উত্তর ও দক্ষিণ সেনাবাহিনীর মধ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং দুর্ভাগ্যক্রমে ভ্রাতৃহত্যা সাধারণ ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। এই ধরনের হত্যা অবশ্যই ছিল *ঘোরতম*, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। তবুও জড় জগতের এমনই প্রকৃতি, যেখানে কর্তব্য, সম্মান এবং ন্যায়বিচার বলতে যা বোঝায়, তাই নিয়ে মাঝে মাঝে দ্বিধা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়ে থাকে। কেবলমাত্র চিন্ময় স্তরে, শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃতে আমরা জড়জাগতিক অস্তিত্বের যে বেদনা গ্রহণযোগ্য নয়, তা অতিক্রম করতে পারি। রুক্মী ঈর্ষা ও অহংকারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল এবং তাই কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণভাবনামৃত সম্বন্ধে কোনকিছু হৃদয়ঙ্গম করতে সে পারেনি।

শ্লোক ৪১

রাজ্যস্য ভূমের্বিত্তস্য স্ত্রিয়ো মানস্য তেজসঃ ।
মানিনোঽন্যস্য বা হেতোঃ শ্রীমদান্ধাঃ ক্ষিপন্তি হি ॥ ৪১ ॥

রাজস্য—রাজ্যের; **ভূমেঃ**—ভূমির; **বিত্তস্য**—বিত্তের; **স্ত্রিয়ঃ**—কোনও স্ত্রীর; **মানস্য**—মানের; **তেজসঃ**—শক্তির; **মানিনঃ**—অহংকারী; **অন্যস্য**—অন্য কিছুর; **বা**—বা; **হেতোঃ**—কারণের জন্য; **শ্রী**—তাদের ঐশ্বর্যে; **মদ**—উন্মত্ততা দ্বারা; **অন্ধাঃ**—অন্ধ; **ক্ষিপন্তি**—তারা অপমান করে; **হি**—বস্তুত।

অনুবাদ

[পুনরায় বলরাম শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বললেন—] আপন ঐশ্বর্যের গর্বে অন্ধ হয়ে অহংকারী মানুষ রাজ্যপাট, ভূমি, সম্পদ, নারী, মানমর্যাদা শক্তি সামর্থ্যের মতো অনেক কিছুরই জন্য অন্য সকলকে ব্যথিত করে থাকে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণেরই মূলত রুক্মিণীকে বিবাহ করার কথা ছিল। এই বিষয়ে সকলের কাছে এটিই ছিল সব চেয়ে ভাল ব্যবস্থা, কিন্তু তবু প্রথম থেকেই রুক্মী এই সুন্দর ব্যবস্থার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে বিরোধিতা করছিল। যখন তার ভগিনীর ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত সফল হল এবং তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সে ভয়ঙ্করভাবে প্রাণঘাতী অস্ত্র ও ইতর অপমান সহকারে তাঁকে আক্রমণ করল। প্রতিফলস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণ তাকে আবদ্ধ করলেন এবং আংশিকভাবে তার চুল ও গোঁফ কেটে দিলেন। যদিও রুক্মীর মতো এক গর্বোদ্ধত রাজপুত্রের ক্ষেত্রে সেটাই ছিল নিশ্চিতরূপে অপমানকর, তবু তার কৃতকর্মের বিচারে, তার শাস্তিটি ছিল নেহাতই তার হাতে একটি চাপড় মারার মতোই সামান্য মাত্র।

শ্লোক ৪২

তবেয়ং বিষমা বুদ্ধিঃ সর্বভূতেষু দুর্হৃদাম্ ।
যন্মন্যসে সদাভদ্রং সুহৃদাং ভদ্রমজ্ঞবৎ ॥ ৪২ ॥

তব—তোমার; **ইয়ম্**—এই; **বিষমা**—পক্ষপাতমূলক; **বুদ্ধিঃ**—মনোভাব; **সর্বভূতেষু**—সকল জীবের প্রতি; **দুহৃদাম্**—অহিতপরায়ণ; **যৎ**—সেই; **মন্যসে**—তুমি ইচ্ছা কর; **সদা**—সর্বদা; **অভদ্রম্**—অভদ্র; **সুহৃদাম্**—তোমার শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি; **ভদ্রম্**—ভাল; **অজ্ঞবৎ**—কোনও অজ্ঞব্যক্তির মতো।

অনুবাদ

[রুক্মিণীকে বলরাম বললেন—] তোমার মনোভাব যথার্থ নয়, কারণ তোমার প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি যারা অনিষ্টকারী এবং সকল জীবের প্রতি যারা বৈরীভাবাপন্ন, তুমি অজ্ঞ মানুষের মতোই তাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করো।

শ্লোক ৪৩

আত্মমোহো নৃণামেব কল্প্যতে দেবমায়য়া ।
সুহৃদ্দুর্হৃদুদাসীন ইতি দেহাত্মমানিনাম্ ॥ ৪৩ ॥

আত্ম—আত্মা সম্বন্ধে; **মোহঃ**—বিভ্রান্ত; **নৃণাম্**—মানুষেরা; **এব**—মাত্র; **কল্পতে**—কার্যকরী হয়; **দেব**—ভগবানের; **মায়য়া**—মায়া শক্তির দ্বারা; **সুহৃৎ**—বন্ধু; **দুর্হৃৎ**—শত্রু; **উদাসীনঃ**—উদাসীন; **ইতি**—এইভাবে চিন্তা করে; **দেহ**—দেহ; **আত্ম**—আত্মরূপে; **মানিনাম্**—যারা বিবেচনা করে।

অনুবাদ

ভগবানের মায়া মানুষকে তার প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়ে রাখে এবং তাই দেহকে আত্মরূপে গ্রহণ করে তারা অন্যান্যদের বন্ধু, শত্রু, বা নিরপেক্ষ মনে করে থাকে।

শ্লোক ৪৪

এক এব পরো হ্যাত্মা সর্বেষামপি দেহিনাম্ ।
নানেব গৃহ্যতে মূঢ়ৈর্যথা জ্যোতির্যথা নভঃ ॥ ৪৪ ॥

একঃ—এক; **এব**—মাত্র; **পরঃ**—পরম; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **আত্মা**—আত্মা; **সর্বেষাম্**—সকলের মধ্যে; **অপি**—এবং; **দেহিনাম্**—দেহিগণ; **নানা**—নানা; **ইব**—যেন; **গৃহ্যতে**—গ্রহণ করে; **মূঢ়ৈঃ**—মোহগ্রস্তদের দ্বারা; **যথা**—যথা; **জ্যোতিঃ**—দিব্য দেহ; **যথা**—যথা; **নভঃ**—আকাশ।

অনুবাদ

মানুষ যেমন আকাশের জ্যোতি, কিংবা শুধুমাত্র আকাশকেই দুটি ভিন্ন সত্তা বলে মনে করে, তেমনই যারা মোহগ্রস্ত, তারাও সমস্ত দেহধারী সত্তার মধ্যে অধিষ্ঠিত একই পরমাত্মাবাদ নানা রূপে অনুধাবন করে থাকে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের শেষ পংক্তিটি, *যথা জ্যোতির্যথা নভঃ*। দুটি সাদৃশ্যের সঙ্গে পরিচয় করায়, যেখানে এক বস্তুকে বহুরূপে আমরা অনুধাবন করি। 'জ্যোতি' শব্দটি আকাশের গ্রহনক্ষত্রের আলো বোঝায়, যেমন সূর্য বা চন্দ্র। যদিও চন্দ্র মাত্র একটিই আছে, তা হলেও আমরা ডোবা, নদী, হ্রদ এবং বালতির জলে চন্দ্রের প্রতিফলন দেখতেই পারি। তখন মনে হয় যেন বহু চন্দ্র রয়েছে, যদিও কেবল একটিই চন্দ্র রয়েছে। তেমনই, আমরা প্রত্যেক জীবের মধ্যে একই দিব্য অধিষ্ঠান অনুধাবন করি, কারণ ভগবান এক হলেও তিনি সর্বত্র বিরাজমান। এখানে দ্বিতীয় সাদৃশ্যটি দেওয়া হয়েছে *যথা নভঃ*, সেই আকাশের মতো। একটি ঘরে যদি মুখ বন্ধ করা সারিবদ্ধ মাটির পাত্র থাকে, তা হলে আকাশ অথবা বায়ু প্রতিটি পাত্রেই রয়েছে, যদিও আকাশটি শুধুই একটি মাত্র সত্তা।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/৩২) কাঠ ও আগুন বিষয়ে অনুরূপ উপমা দেওয়া হয়েছে—

যথা হ্যবহিতো বহ্নির্দারুষ্বেকঃ স্বযোনিষু ।
নানেব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্ ॥

"আগুন যেমন কাঠের মধ্যে নিহিত থাকে, তেমনই ভগবান, পরমাত্মারূপে, সকল বস্তুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত রয়েছেন, এবং তাই তিনি অদ্বিতীয় পরম পুরুষ হয়েও নানারূপে আবির্ভূত হন।"

শ্লোক ৪৫

দেহ আদ্যন্তবানেষ দ্রব্যপ্রাণগুণাত্মকঃ ।
আত্মন্যবিদ্যয়া ক্লৃপ্তঃ সংসারয়তি দেহিনম্ ॥ ৪৫ ॥

দেহঃ—জড় দেহ; **আদি**—শুরু; **অন্ত**—এবং শেষ; **বান্**—রয়েছে; **এষঃ**—এই; **দ্রব্য**—প্রাকৃতিক উপাদানের; **প্রাণ**—ইন্দ্রিয়; **গুণ**—এবং জড়া প্রকৃতির প্রাথমিক গুণাবলী (সত্ত্ব, রজ ও তম); **আত্মকঃ**—একত্রে গঠিত; **আত্মনি**—জীব; **অবিদ্যয়া**—অবিদ্যা দ্বারা; **ক্লৃপ্ত**—আরোপিত; **সংসারয়তি**—জন্ম-মৃত্যু চক্র প্রাপ্ত হওয়ার কারণ হয়; **দেহিনম্**—কোনও জীব।

অনুবাদ

এই জড় দেহ, যেটির সৃষ্টি এবং বিনাশ হয়ে থাকে, সেটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান, ইন্দ্রিয়াদি এবং প্রকৃতির গুণাবলী দ্বারা গঠিত হয়েছে। জড় জাগতিক অবিদ্যার ফলেই আরোপিত এই দেহটি জীবের জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হওয়ার অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে থাকে।

তাৎপর্য

বিভিন্ন জড় গুণাবলী বিভিন্ন উপাদান এবং আরও অনেক কিছু দিয়ে গঠিত এই জড় দেহটি বদ্ধ জীবকে আকর্ষণ করে এবং বিকর্ষণ করে আর এইভাবেই তাকে সংসারে আবদ্ধ করে। আমাদের নিজ দেহ ও অন্য দেহগুলির প্রতি আমাদের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের জন্য নিজেদের বৃহৎ প্রচেষ্টা ও ত্যাগে উৎসর্গ করা, কল্পিত ধর্ম উদ্ভাবন করা এবং উদার বক্তৃতা প্রদান করার মাধ্যমে আমরা এক অনিত্য সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা করি এবং ব্যাপকভাবে জাগতিক মায়ায় আমাদের নিয়োজিত করি। শেকস্‌পীয়র তাই বলেছেন, "সমগ্র জগৎ একটি রঙ্গমঞ্চ।" সংসারের কিছুটা দুর্বোধ্য নাটকের ঊর্ধ্বে রয়েছে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রকৃত ও অর্থপূর্ণ জগৎ, যেখানে, শুদ্ধভক্তের মুক্ত জীবন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিবেদিত হয়ে থাকে।

শ্লোক ৪৬

নাত্মনোঽন্যেন সংযোগো বিয়োগশ্চাসতঃ সতি ।
তদ্ধেতুত্বাৎ তৎপ্রসিদ্ধের্দৃগ্ রূপাভ্যাং যথা রবেঃ ॥ ৪৬ ॥

ন—না; **আত্মনঃ**—আত্মার; **অন্যেন**—অন্য কিছুর সঙ্গে; **সংযোগঃ**—সংযোগ; **বিয়োগঃ**—বিচ্ছেদ; **চ**—এবং; **অসতঃ**—যা অসার তার সঙ্গে; **সতি**—হে সতি; **তৎ**—তার থেকে (জীব); **হেতুত্বাৎ**—হেতুর জন্য; **তৎ**—তার দ্বারা (জীব); **প্রসিদ্ধেঃ**—প্রকাশিত হওয়ার জন্য; **দৃক্**—দর্শনেন্দ্রিয়ের সঙ্গে; **রূপাভ্যাম্**—এবং দর্শনীয়; **যথা**—যথা; **রবেঃ**—সূর্যের জন্য।

অনুবাদ

হে সতি, অসার জড় জাগতিক বস্তুর সঙ্গে আত্মার কখনও সংযোগ কিম্বা বিচ্ছেদ হয় না, কারণ আত্মা সেই সব কিছুরই মূল বস্তু ও প্রকাশক। আত্মা তাই সূর্যেরই মতো বিরাজমান এবং তার সঙ্গে দর্শনেন্দ্রিয়ের বাস্তবিকই সংযোগ কিম্বা বিচ্ছেদ ঘটে না।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বদ্ধ জীব অজ্ঞতাবশে নিজেকে জড় দেহ বলে মনে করে এবং তাই জন্ম-মৃত্যু-চক্রে আবর্তিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, বস্তু ও

আত্মাকে সমস্ত কিছুর আদি উৎস পরমব্রহ্ম সেই পরমেশ্বর ভগবানের দুটি সমান শক্তি বলে মানতে হয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই *ভগবদ্গীতায়* (৭/৫) বর্ণনা করেছেন, *জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ*। জড়জগতকে জীবের ভোগ করার বাসনাই এই জগতকে ধারণ করে আছে। জড় জগৎ একটি কারাগারের মতো। অপরাধীরা অপরাধ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আর তাই সরকার একটি কারাগার প্রথা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। তেমনই, ভগবান জড় জগতকে পালন করছেন যেহেতু বদ্ধ জীবেরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে দৃঢ়সংকল্প এবং তাঁর প্রেমময়ী সহযোগিতা ছাড়াই তারা সব আনন্দ উপভোগের চেষ্টা করে। তাই এখানে *তদ্ধেতুত্বাৎ* বাক্যাংশটি আত্মার বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ এই যে, জড় দেহের মধ্যে সমাবিষ্ট সকল বস্তুরই মূল হেতু বা ভিত্তি আত্মা। *তৎ-প্রসিদ্ধেঃ* শব্দটি বোঝাচ্ছে যে, দেহকে অনুধাবন করার ভিত্তিও সেই আত্মা এবং একই শব্দ একথাও বোঝাচ্ছে যে, এই সত্যটি জ্ঞানালোক প্রাপ্ত সিদ্ধ পুরুষদের কাছেই উদ্ভাসিত হয়।

এই যে শব্দার্থ প্রদান করা হয়েছে, তা ছাড়াও, *আত্মনঃ* শব্দটি এই শ্লোকে পরমাত্মাকে নির্দেশ করতে পারে, যেখানে *তদ্ধেতুত্বাৎ* শব্দটি বোঝাচ্ছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজ শক্তিকে বিস্তার করেন এবং এইভাবে জড় জগতকে প্রকাশিত করেন। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেহেতু ভগবান তাঁর শুদ্ধ, চিন্ময় দেহে নিত্যকাল বিরাজ করে থাকেন, তাই তিনি কখনই জড় সত্তা হতে পারেন না।

শ্লোক ৪৭

জন্মাদয়স্তু দেহস্য বিক্রিয়া নাত্মনঃ ক্বচিৎ।
কলানামিব নৈবেন্দোর্মৃতির্হ্যস্য কুহূরিব ॥ ৪৭ ॥

জন্ম-আদয়ঃ—জন্ম ইত্যাদি; **তু**—কিন্তু; **দেহস্য**—দেহের; **বিক্রিয়াঃ**—রূপান্তর; **ন**—না; **আত্মনঃ**—আত্মার; **ক্বচিৎ**—কখনও; **কলানাম্**—কলার; **ইব**—যেমন; **ন**—না; **এব**—বস্তুত; **ইন্দোঃ**—চন্দ্রের; **মৃতিঃ**—মৃত্যু; **হি**—বস্তুত; **অস্য**—এর; **কুহূঃ**—অমাবস্যা; **ইব**—যেমন।

অনুবাদ

জন্ম ও অন্যান্য রূপান্তর দেহেরই হয়, কিন্তু আত্মার কখনও তা হয় না, ঠিক যেমন চন্দ্রকলার পরিবর্তন হয়, কিন্তু কখনই চন্দ্রের পরিবর্তন হয় না, যদিও অমাবস্যার দিনটিকে চন্দ্রের 'মৃত্যু' বলা হতে পারে।

তাৎপর্য

শ্রীবলরাম এখানে বর্ণনা করছেন যে, কিভাবে বদ্ধজীবেরা দেহকে আত্মজ্ঞান করে থাকে এবং কিভাবে এই দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করা উচিত। প্রতিটি সাধারণ মানুষই অবশ্যই নিজেকে তরুণ বা তরুণী, প্রবীণ বা প্রবীণা, বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা, স্বাস্থ্যবান বা অসুস্থ বলে মনে করে থাকে। কিন্তু এই ধরনের দেহাত্মবুদ্ধি কেবলই মায়া, ঠিক যেমন চন্দ্রের হ্রাস ও বৃদ্ধিও একটি মায়া। আমরা যখন নিজেদের জড় দেহের সঙ্গে আত্মজ্ঞান বোধ করি, আমরা তখন আত্মাকে উপলব্ধি করার শক্তি হারিয়ে ফেলি।

শ্লোক ৪৮

যথা শয়ান আত্মানং বিষয়ান্ ফলমেব চ ।
অনুভুঙ্‌ক্তেঽপ্যসত্যর্থে তথাপ্নোত্যবুধো ভবম্ ॥ ৪৮ ॥

যথা—যেমন; **শয়ানঃ**—কোনও ঘুমন্ত মানুষ; **আত্মানম্**—নিজে; **বিষয়ান্**—ভোগ্য বিষয়ে; **ফলম্**—ফল; **এব**—বস্তুত; **চ**—ও; **অনুভুঙ্‌ক্তে**—অনুভূতি লাভ করে; **অপি**—এমনকি; **অসতি অর্থে**—অসত্যভাবে; **তথা**—তেমনি; **আপ্নোতি**—প্রাপ্ত হয়; **অবুধঃ**—মূঢ় ব্যক্তি; **ভবম্**—সংসার।

অনুবাদ

কোনও ঘুমন্ত মানুষ যেমন ইন্দ্রিয় উপভোগের বিষয়াদি ও তার কর্মের ফল স্বপ্নের মায়ার মধ্যে স্বয়ং উপলব্ধি করে, তেমনিভাবে কোনও মূঢ় ব্যক্তিও সংসার দশা ভোগ করতে থাকে।

তাৎপর্য

শ্রুতিতে উল্লেখ করা হয়েছে—"জড় জগতের সঙ্গে জীবের কোন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক নেই।" এই বিষয়টি বর্তমান শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একই রকমের কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২২/৫৬) পাওয়া যায়—

অর্থেঽহ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ততে ।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥

"যদিও বাস্তব অস্তিত্বহীন, তবু জাগতিক জীবনধারা এবং ইন্দ্রিয় উপভোগে মগ্ন মানুষেরা তা থেকে অব্যাহতি পায় না, ঠিক যেমন স্বপ্নের মাঝে অপ্রিয় অভিজ্ঞতা-অনুভূতিগুলি থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না।

শ্লোক ৪৯

তস্মাদজ্ঞানজং শোকমাত্মশোষবিমোহনম্ ।
তত্ত্বজ্ঞানেন নির্হৃত্য স্বস্থা ভব শুচিস্মিতে ॥ ৪৯ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **অজ্ঞান**—অজ্ঞতাবশত; **জম্**—জাত; **শোকম্**—শোক; **আত্ম**—তোমার নিজের; **শোষ**—শোষণ; **বিমোহনম্**—এবং মোহজনক; **তত্ত্ব**—সত্যের; **জ্ঞানেন**—জ্ঞান দ্বারা; **নির্হৃত্য**—দূরীভূত করে; **স্ব-স্থা**—তোমার স্বাভাবিকভাবে স্থিত; **ভব**—হও; **শুচিস্মিতে**—হে শুচিস্মিতে।

অনুবাদ

সুতরাং তোমার মনকে যে সব শোক দুঃখ দুর্বল ও বিভ্রান্ত করছে, তুমি সেগুলি অপ্রাকৃত দিব্য জ্ঞানের সাহায্যে দূরীভূত কর। হে শুচিস্মিতে, তোমার স্বাভাবিক মানসিকতা আবার ফিরে পাও।

তাৎপর্য

শ্রীবলরাম শ্রীমতী রুক্মিণীকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি লক্ষ্মীদেবী, এই জগতে ভগবানের সঙ্গে লীলা সম্পাদন করছেন এবং তাই শোক দুঃখ বলতে যা বোঝায়, সেগুলি তাঁর পরিত্যাগ করা উচিত।

শ্লোক ৫০

শ্রীশুক উবাচ

এবং ভগবতা তন্বী রামেণ প্রতিবোধিতা ।
বৈমনস্যং পরিত্যজ্য মনো বুদ্ধ্যা সমাদধে ॥ ৫০ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **ভগবতা**—ভগবানের দ্বারা; **তন্বী**—ক্ষীণকটি রুক্মিণী; **রামেণ**—বলরাম দ্বারা; **পতিবোধিতা**—জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে; **বৈমনস্যম্**—তাঁর বিষণ্ণতা; **পরিত্যজ্য**—পরিত্যাগ করে; **মনঃ**—তাঁর মন; **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধির দ্বারা; **সমাদধে**—স্থির করলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে শ্রীবলরামের কাছ থেকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়ে, তন্বী রুক্মিণী তাঁর বিষণ্ণতা বিস্মৃত হলেন এবং দিব্য অপ্রাকৃত বুদ্ধি সহকারে তাঁর মন স্থির করলেন।

শ্লোক ৫১

প্রাণাবশেষ উৎসৃষ্টো দ্বিড়্ভির্হতবলপ্রভঃ ।
স্মরন্ বিরূপকরণং বিতথাত্মমনোরথঃ ।
চক্রে ভোজকটং নাম নিবাসায় মহৎপুরম্ ॥ ৫১ ॥

প্রাণ—তার প্রাণের; **অবশেষঃ**—অবশিষ্ট মাত্র; **উৎসৃষ্টঃ**—পরিত্যক্ত; **দ্বিড়্ভিঃ**—তার শত্রুদের দ্বারা; **হত**—বিনষ্ট; **বল**—তার শক্তি; **প্রভঃ**—এবং অঙ্গ জ্যোতি; **স্মরন্**—স্মরণ করে; **বিরূপ-করণম্**—তার বিরূপকরণ; **বিতথ**—হতাশ হয়ে; **আত্ম**—তার নিজ; **মনঃ-রথঃ**—আকাঙ্ক্ষাসমূহ; **চক্রে**—সে নির্মাণ করল; **ভোজকটম্ নাম**—ভোজকট নামে; **নিবাসায়**—তার বাসের জন্য; **মহৎ**—বৃহৎ; **পুরম্**—একটি নগর।

অনুবাদ

রুক্মী তার শত্রুদের কাছে বিজিত হয়ে কেবলমাত্র তার প্রাণটুকু নিয়ে বেঁচে থাকলেও এবং তার শক্তি ও দেহপ্রভা বিনষ্ট হলেও, কিভাবে তাকে বিকৃতরূপ দেওয়া হয়েছিল, তা সে ভুলতে পারল না। হতাশায়, তার বসবাসের জন্য ভোজকট নাম দিয়ে একটি বৃহৎ নগরী সে নির্মাণ করেছিল।

শ্লোক ৫২

অহত্বা দুর্মতিং কৃষ্ণমপ্রত্যূহ্য যবীয়সীম্ ।
কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামীত্যুক্ত্বা তত্রাবসদ্ রুষা ॥ ৫২ ॥

অহত্বা—বধ না করে; **দুর্মতিম্**—দুর্মতি; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ; **অপ্রত্যূহ্য**—ফিরিয়ে না এনে; **যবীয়সীম্**—আমার কনিষ্ঠা ভগিনী; **কুণ্ডিনম্**—কুণ্ডিন; **ন প্রবেক্ষ্যামি**—আমি প্রবেশ করব না; **ইতি**—এরূপ; **উক্ত্বা**—বলে; **তত্র**—সেখানে (সেই একই জায়গায়, যেখানে তাকে বিকৃতরূপ করা হয়েছিল); **অবসৎ**—সে বাস করতে থাকল; **রুষা**—ক্রোধে।

অনুবাদ

যেহেতু সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, "যতক্ষণ না আমি দুর্মতি কৃষ্ণকে হত্যা করছি এবং আমার কনিষ্ঠা ভগিনীকে ফিরিয়ে আনছি, ততদিন আমি কুণ্ডিনে পুনরায় প্রবেশ করব না," ক্রুদ্ধ হতাশায় রুক্মী সেই স্থানেই বাস করতে থাকল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, *ভোজ* শব্দের অর্থ 'প্রাপ্ত হওয়া' এবং *নানার্থবর্গ* অভিধান অনুসারে সেই *কটঃ* অর্থ, 'ব্রত'। তাই ভোজকট হচ্ছে সেই স্থান, যেখানে রুক্মী তার ব্রতের ফলস্বরূপ দুর্দশা ভোগ করেছিল।

শ্লোক ৫৩

ভগবান্ ভীষ্মকসুতামেবং নির্জিত্য ভূমিপান্ ।
পুরমানীয় বিধিবদুপযেমে কুরূদ্বহ ॥ ৫৩ ॥

ভগবান্—ভগবান; **ভীষ্মকসুতাম্**—ভীষ্মকের কন্যা; **এবম্**—এইভাবে; **নির্জিত্য**—পরাজিত করে; **ভূমিপান্**—রাজাদের; **পুরম্**—তাঁর রাজধানীতে; **আনীয়**—আনয়ন করে; **বিধিবৎ**—বেদের নির্দেশ অনুসারে; **উপযেমে**—বিবাহ করলেন; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরুবংশরক্ষক।

অনুবাদ

হে কুরুবংশরক্ষক, এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান বিপক্ষের সকল রাজাদের পরাজিত করে ভীষ্মক কন্যাকে তাঁর রাজধানীতে নিয়ে এলেন এবং বৈদিক বিধি অনুসারে তাকে বিবাহ করলেন।

শ্লোক ৫৪

তদা মহোৎসবো নৃণাং যদুপুর্যাং গৃহে গৃহে ।
অভূদনন্যভাবানাং কৃষ্ণে যদুপতৌ নৃপ ॥ ৫৪ ॥

তদা—তখন; **মহা-উৎসবঃ**—মহোৎসব; **নৃণাম্**—জনগণ দ্বারা; **যদু-পুর্যাম্**—যদুগণের রাজধানী দ্বারকায়; **গৃহে গৃহে**—প্রতিটি গৃহে; **অভূৎ**—উত্থিত; **অনন্য-ভাবানাম্**—যাদের অনন্য প্রেম ছিল; **কৃষ্ণে**—কৃষ্ণের জন্য; **যদুপতৌ**—যদুগণের প্রধান; **নৃপ**—হে রাজন্ (পরীক্ষিৎ)।

অনুবাদ

সেই সময়, হে রাজন, যদুপুরীর নাগরিকগণ কেবলমাত্র যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকেই ভালবাসত, তাই সেখানকার সকল গৃহে মহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছিল।

শ্লোক ৫৫

নরা নার্যশ্চ মুদিতাঃ প্রমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ ।
পারিবর্হমুপাজহ্রুর্বরয়োশ্চিত্রবাসসোঃ ॥ ৫৫ ॥

নরাঃ—পুরুষেরা; **নার্যঃ**—রমণীরা; **চ**—এবং; **মুদিতাঃ**—মহানন্দে; **প্রমৃষ্ট**—মার্জিত; **মণি**—তাদের মণি রত্নাদি; **কুণ্ডলাঃ**—এবং কুণ্ডল; **পরিবর্হম্**—বিবাহের উপহার; **উপাজহ্রুঃ**—তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রদান করেছিল; **বরয়োঃ**—বর-বধূকে; **চিত্র**—বিচিত্র; **বাসসোঃ**—তাদের বসনভূষণাদি।

অনুবাদ

সমস্ত নারী-পুরুষ মহানন্দে উজ্জ্বল মণিরত্নাদি ও কুণ্ডলে বিভূষিত হয়ে বিবাহের উপহার সামগ্রী নিয়ে এসেছিল এবং সেইগুলি তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচিত্র বসনে ভূষিত বর ও বধূকে নিবেদন করেছিল।

শ্লোক ৫৬

সা বৃষ্ণিপুর্যুত্তম্ভিতেন্দ্রকেতুভির্
বিচিত্র মাল্যাম্বররত্নতোরণৈঃ ।
বভৌ প্রতিদ্বার্যুপক্লৃপ্তমঙ্গলৈর
আপূর্ণকুম্ভাগুরুধূপদীপকৈঃ ॥ ৫৬ ॥

সা—সেই; **বৃষ্ণিপুরী**—বৃষ্ণিদের নগরী; **উত্তম্ভিত**—উত্তোলিত; **ইন্দ্রকেতুভিঃ**—উৎসবস্তম্ভ দ্বারা; **বিচিত্র**—বিচিত্র; **মাল্য**—ফুলমালা সমন্বিত; **অম্বর**—কাপড়ের পতাকা; **রত্ন**—রত্ন; **তোরণৈঃ**—তোরণ দ্বারা; **বভৌ**—শোভাবর্ধন করছিল; **প্রতি**—প্রতিটি; **দ্বারি**—দ্বারে; **উপক্লৃপ্ত**—সাজানো হয়েছিল; **মঙ্গলৈঃ**—মাঙ্গলিক সামগ্রী দিয়ে; **আপূর্ণ**—পূর্ণ; **কুম্ভ**—কুম্ভ; **অগুরু**—সুগন্ধি অগুরু; **ধূপ**—ধূপ; **দীপকৈঃ**—এবং দীপ।

অনুবাদ

বৃষ্ণিদের নগরী অতি সুন্দর হয়ে উঠেছিল—সুউচ্চ উৎসব স্তম্ভ এবং ফুলমালা, কাপড়ের পতাকা ও মূল্যবান রত্ন দিয়ে সুসজ্জিত তোরণ গড়া হয়েছিল। মাঙ্গলিক জলপূর্ণ কুম্ভ, সুগন্ধি অগুরু, ধূপ ও দীপের আয়োজনে প্রতিটি গৃহদ্বার সুশোভিত হয়ে উঠেছিল।

শ্লোক ৫৭

সিক্তমার্গা মদচ্যুদ্ভিরাহূতপ্রেষ্ঠভূভুজাম্ ।
গজৈর্দ্বাঃসু পরামৃষ্টরম্ভাপূগোপশোভিতা ॥ ৫৭ ॥

সিক্ত—সিক্ত; **মার্গা**—নগরীর পথগুলি; **মদ**—উত্তেজিত হস্তীর কপাল হতে ক্ষরিত রসধারা; **চ্যুদ্ভিঃ**—ক্ষরিত; **আহূত**—নিমন্ত্রিত; **প্রেষ্ঠ**—প্রিয়; **ভূ-ভুজাম্**—রাজাদের; **গজৈঃ**—হাতীদের দ্বারা; **দ্বাঃসু**—দ্বারগুলিতে; **পরামৃষ্ট**—পরিচালিত; **রম্ভা**—কলাগাছ দ্বারা; **পূগ**—এবং গুবাক বৃক্ষ; **উপশোভিতা**—শোভিত।

অনুবাদ

বিবাহে আমন্ত্রিত অতিথিস্বরূপ প্রিয়জন রাজাদের প্রমত্ত হাতীগুলি নগরীর পথগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রেখেছিল, এবং এই হাতীগুলি দ্বারে দ্বারে কদলী ও গুবাক বৃক্ষ স্থাপন করে নগরীর সৌন্দর্য আরো বর্ধিত করেছিল।

শ্লোক ৫৮

কুরুসৃঞ্জয়কৈকেয়বিদর্ভযদুকুন্তয়ঃ ।
মিথো মুমুদিরে তস্মিন্ সম্ভ্রমাৎ পরিধাবতাম্ ॥ ৫৮ ॥

কুরু-সৃঞ্জয়-কৈকেয়-বিদর্ভ-যদু-কুন্তয়ঃ—কুরু, সৃঞ্জয়, কৈকেয়, বিদর্ভ, যদু ও কুন্তি বংশের সদস্যদের; **মিথঃ**—একে অপরের সঙ্গে; **মুমুদিরে**—তাঁরা আনন্দ লাভ করেছিলেন; **তস্মিন্**—সেই (উৎসবে); **সম্ভ্রমাৎ**—উত্তেজনাবশত; **পরিধাবতাম্**—যারা ছোটাছুটি করছিল, তাদের মধ্যে।

অনুবাদ

যারা কুরু, সৃঞ্জয়, কৈকেয়, বিদর্ভ, যদু ও কুন্তি বংশীয় রাজ পরিবারগুলি থেকে এসেছিলেন, তাঁরা মহানন্দে ইতস্তত ধাবমান মানুষের ভীড়ের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে আনন্দে মিলিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৯

রুক্মিণ্যা হরণং শ্রুত্বা গীয়মানং ততস্ততঃ ।
রাজানো রাজকন্যাশ্চ বভূবুর্ভৃশবিস্মিতাঃ ॥ ৫৯ ॥

রুক্মিণ্যাঃ—রুক্মিণীর; **হরণম্**—হরণ সম্বন্ধে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **গীয়মানম্**—যা গীত হয়েছিল; **ততঃ ততঃ**—সর্বত্র; **রাজানঃ**—রাজাগণ; **রাজ-কন্যাঃ**—রাজকন্যা; **চ**—এবং; **বভূবুঃ**—হয়েছিল; **ভৃশ**—অত্যন্ত; **বিস্মিতাঃ**—বিস্মিত।

অনুবাদ

সর্বত্র মহিমা কীর্তিত রুক্মিণী হরণের কথা শ্রবণ করে রাজা ও তাঁদের রাজকন্যাগণ সম্পূর্ণরূপে বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬০

দ্বারকায়ামভূদ্ রাজন্ মহামোদঃ পুরৌকসাম্ ।
রুক্মিণ্যা রময়োপেতং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং শ্রিয়ঃ পতিম্ ॥ ৬০ ॥

দ্বারকায়াম্—দ্বারকায়; **অভূৎ**—সেখানে; **রাজন্**—হে রাজন; **মহামোদঃ**—মহা আনন্দ; **পুর-ওকসাম্**—পুরবাসীদের জন্য; **রুক্মিণ্যা**—রুক্মিণীর সঙ্গে; **রময়া**—লক্ষ্মীদেবী; **উপেতম্**—মিলিত; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণও; **শ্রিয়ঃ**—সকল ঐশ্বর্যের; **পতিম্**—পতি।

অনুবাদ

সকল ঐশ্বর্যাধিপতি শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্মীদেবী শ্রীমতী রুক্মিণীর সঙ্গে মিলিতভাবে দর্শন করে দ্বারকার নগরবাসীরা মহা-আনন্দিত হয়েছিল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর বিবাহ' নামক চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়

প্রদ্যুম্নের ইতিকথা

শ্রীকৃষ্ণের পুত্ররূপে প্রদ্যুম্ন জন্ম গ্রহণের পরে অসুর শম্বর দ্বারা কিভাবে অপহৃত হয়েছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আরও বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে প্রদ্যুম্ন শম্বরকে বধ করে এক পত্নীসহ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

ভগবান বাসুদেবের অংশপ্রকাশ কামদেব শিবের ক্রোধানলে ভস্মীভূত হয়েছিলেন এবং পুনরায় রুক্মিণীর গর্ভ হতে প্রদ্যুম্নের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শম্বর নামে এক অসুর প্রদ্যুম্নকে তার শত্রু মনে করে, তাঁর দশ দিন বয়সের আগেই, সূতিকাগার থেকে তাঁকে অপহরণ করে। শম্বর প্রদ্যুম্নকে সমুদ্রে ফেলে দেয় এবং তার রাজ্যে ফিরে যায়। তখন এক বিশাল মাছ প্রদ্যুম্নকে গিলে ফেলে এবং ধীবরদের জালে সেটি ধরা পড়ে। ধীবরেরা সেই বিশাল মাছটি শম্বরকে উপহার দিল এবং যখন তার পাচকেরা মাছটি কাটে, তখন তার পেটের মধ্যে তারা একটি শিশুকে পেল। পাচকেরা সেই শিশুটিকে পরিচারিকা মায়াবতীকে দিল, সে শিশুটিকে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হল। সেই সময়ে নারদমুনি সেখানে আবির্ভূত হলেন এবং সেই শিশুটির পরিচয় তাকে বললেন। প্রকৃতপক্ষে, মায়াবতী ছিলেন কামদেবের পত্নী, রতিদেবী। তিনি শম্বরের গৃহে পাচিকারূপে নিযুক্তা হয়ে তাঁর পতির এক নতুন দেহে পুনর্জন্মের প্রতীক্ষা করছিলেন। এখন তিনি সেই শিশুটির পরিচয় জানতে পেরে, তাঁর প্রতি গভীর স্নেহ অনুভব করতে শুরু করলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর সৌন্দর্যে সকল নারীদের বিমোহিত করে প্রদ্যুম্ন পরিণত যুবকে পরিণত হলেন।

একবার, রতিদেবী প্রদ্যুম্নের কাছে গিয়ে ক্রীড়াচ্ছলে দাম্পত্যভাবে তাঁর ভ্রূভঙ্গি করলেন। তাঁকে মাতৃরূপে সম্বোধন করে, প্রদ্যুম্ন মন্তব্য করলেন যে, তিনি তাঁর যথার্থ মাতৃভাব ত্যাগ করে আবেগপ্রবণ সখীর মতো আচরণ করছেন। রতি তখন প্রদ্যুম্নকে ব্যক্ত করলেন তাঁরা উভয়ে কে ছিলেন। তিনি শম্বরকে হত্যা করার জন্য তাঁকে পরামর্শ দিলেন এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য তিনি তাঁকে মহামায়া নামে এক গুপ্ত মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন। প্রদ্যুম্ন শম্বরের কাছে গেলেন এবং নানাভাবে অসম্মানে তাকে ক্রুদ্ধ করার পর তাকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন, শম্বর ক্রুদ্ধভাবে তার গদা গ্রহণ করে বেরিয়ে এল। সেই অসুর, প্রদ্যুম্নের বিরুদ্ধে নানাবিধ ইন্দ্রজাল প্রয়োগের চেষ্টা করল, কিন্তু প্রদ্যুম্ন মহামায়া মন্ত্র দ্বারা তা সবই প্রতিহত করলেন এবং তারপর তাঁর অসি দ্বারা শম্বরের শিরচ্ছেদ করলেন। সেই সময় রতিদেবী আকাশে আবির্ভূত হলেন এবং প্রদ্যুম্নকে দ্বারকায় নিয়ে গেলেন।

প্রদ্যুম্ন যখন তাঁর পত্নীকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদের অন্দর মহলে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর অবয়ব এবং বেশভূষা ভগবানের সঙ্গে এতটাই সাদৃশ্যমণ্ডিত ছিল যে, সেখানে বহু সুন্দরী রমণীরা ভেবেছিল যে, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। লজ্জাবশত নিজেদের লুকোবার জন্য রমণীরা এদিকে সেদিকে ছুটে পালাল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তারা যখন প্রদ্যুম্ন ও শ্রীকৃষ্ণের শরীরের মধ্যে সামান্য কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করল এবং একবার যখন তারা বুঝতে পারল যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ নন, তখন তারা তাঁকে ঘিরে ধরল।

রুক্মিণীদেবী যখন প্রদ্যুম্নকে দেখলেন, তিনি মাতৃস্নেহের অনুভবে অভিভূত হয়ে পড়লেন এবং তাঁর দুই স্তন থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দুগ্ধ ক্ষরণ হতে থাকল। প্রদ্যুম্নকে দেখতে ঠিক কৃষ্ণের মতো লক্ষ্য করে, তিনি জানতে আগ্রহী হলেন যে, সে কে। কিভাবে তাঁর এক পুত্র সুতিকাগার থেকে অপহৃত হয়েছিল, তিনি তা স্মরণ করলেন। "যদি সে বেঁচে থাকত", তিনি ভাবলেন, "তা হলে আমার সামনে আজ এই প্রদ্যুম্নের মতোই সমবয়স্ক হত সে।" রুক্মিণী যখন এইভাবে ভাবছিলেন, তখন দেবকী ও বসুদেবের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হলেন। ভগবান যদিও পরিস্থিতিটি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, কিন্তু তিনি নীরব থাকলেন। তখন নারদমুনি আগমন করলেন এবং সবকিছু ব্যাখ্যা করলেন। সকলেই সেই বৃত্তান্ত শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন এবং পরম আনন্দে প্রদ্যুম্নকে আলিঙ্গন করলেন।

যেহেতু প্রদ্যুম্নের সৌন্দর্য এত ঘনিষ্ঠভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত ছিল, তাই প্রদ্যুম্নের সঙ্গে মাতৃ সম্পর্কযুক্ত রমণীরাও তাঁকে তাঁদের প্রণয়ী ছাড়া অন্য কেউ বলে ভাবতেই পারেননি। তা হলেও তিনি ছিলেন অবিকল শ্রীকৃষ্ণের প্রতিবিম্ব এবং তাই তাঁদের পক্ষে তাঁকে এইভাবে দর্শন করা খুবই স্বাভাবিক ছিল।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

কামস্তু বাসুদেবাংশো দগ্ধঃ প্রাগ্ রুদ্রমন্যুনা ।
দেহোপপত্তয়ে ভূয়স্তমেব প্রত্যপদ্যত ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **কামঃ**—কামদেব; **তু**—এবং; **বাসুদেব**—ভগবান বাসুদেবের; **অংশঃ**—অংশ প্রকাশ; **দগ্ধঃ**—দগ্ধ হয়েছিলেন; **প্রাক্**—পুরাকালে; **রুদ্র**—শিবের; **মন্যুনা**—ক্রোধ দ্বারা; **দেহ**—দেহ; **উপপত্তয়ে**—লাভ করার জন্য; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **তম্**—তাঁর, শ্রীবাসুদেবের কাছে; **এব**—বস্তুত; **প্রত্যপদ্যত**—ফিরে এসেছিলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—বাসুদেবের এক অংশপ্রকাশ কামদেব পুরাকালে রুদ্রের ক্রোধে ভস্মীভূত হয়েছিলেন। এখন, একটি নতুন দেহ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য, তিনি পুনরায় ভগবান বাসুদেবের দেহের অংশরূপে ফিরে এলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর পুত্র প্রদ্যুম্নই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য চতুর্ব্যূহ অংশপ্রকাশের একজন, সেই একই প্রদ্যুম্ন, তা প্রমাণ করার জন্য শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *কৃষ্ণ-সন্দর্ভ* গ্রন্থে (অনুচ্ছেদ ৮৭) *গোপাল-তাপনি উপনিষদ* (২/৪০) থেকে নিম্নোক্ত শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন—

যত্রাসৌ সংস্থিতঃ কৃষ্ণস্ত্রিভিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ ।
রামানিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নৈ রুক্মিণ্যা সহিতো বিভুঃ ॥

"সেখানে (দ্বারকায়) সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর পূর্ণ শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে তাঁর তিন অংশপ্রকাশ—বলরাম, অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্নের সঙ্গে বাস করছেন"। *কৃষ্ণ সন্দর্ভে শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্তমান শ্লোকটির উল্লেখ করে বর্ণনা করা হয়েছে যে, "কামদেব, যাকে রুদ্র তাঁর ক্রোধ দ্বারা ভস্মীভূত করেছিলেন, তিনি ইন্দ্রের অধীনস্থ এক দেবতা। এই দেবতা কামদেবই বাসুদেবের স্বাংশপ্রকাশ কামদেবের আদিরূপ, প্রদ্যুম্নের অংশপ্রকাশ। দেবতা কামদেব, নিজে থেকে একটি নতুন দেহ লাভে অসমর্থ হয়ে প্রদ্যুম্নের দেহ মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। অন্যথায়, কামদেবকে রুদ্রের ক্রোধে ভস্ম হওয়ার ফলে নিত্য অশরীরী অবস্থায় অবস্থান করতে হত।"

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, তাঁর *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১/১৪/৩০ তাৎপর্য) অনুবাদে শ্রীকৃষ্ণের প্রথম সন্তান প্রদ্যুম্নের পরমেশ্বরত্বের মর্যাদা প্রতিপন্ন করেছেন—"প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধও পরমেশ্বর ভগবানের অংশপ্রকাশ এবং তাই তাঁরাও বিষ্ণুতত্ত্ব। দ্বারকায় ভগবান শ্রীবাসুদেব তাঁর অংশপ্রকাশ সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধসহ তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাস করেন, এবং তাই তাঁদের প্রত্যেককেই পরমেশ্বর ভগবান বলে সম্বোধন করা যায়...।"

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববতীকে বিবাহ করার পূর্বে এবং ভগবানের অন্যান্য বিবাহ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই প্রদ্যুম্ন রুক্মিণীর গর্ভ হতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে, প্রদ্যুম্ন শম্বরের প্রাসাদ থেকে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য পত্নীগণের সঙ্গে তাঁর লীলাসমূহ বর্ণনা করার আগেই শুকদেব গোস্বামী প্রদ্যুম্নের সমগ্র কাহিনী, ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে বর্ণনা করছেন।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী আরও লক্ষ্য করেছেন যে, প্রদ্যুম্নের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে কামদেব এখন বাসুদেবের একটি অংশ, কারণ তিনি অপরিহার্য অংশ *চিত্ত*, চেতনা হতে উদ্ভূত হয়েছেন, যার অধীশ্বর বাসুদেব এবং আরও যেহেতু কামদেব জাগতিক প্রজন্ম সৃষ্টির কারণস্বরূপ। *ভগবদ্গীতায়* (১০/২৮) যেমন শ্রীভগবান উল্লেখ করছেন, *প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ*—"প্রজননকারীদের মধ্যে আমি কন্দর্প (কাম)।"

শ্লোক ২

স এব জাতো বৈদর্ভ্যাং কৃষ্ণবীর্যসমুদ্ভবঃ ।
প্রদ্যুম্ন ইতি বিখ্যাতঃ সর্বতোঽনবমঃ পিতুঃ ॥ ২ ॥

সঃ—তিনি; **এব**—বস্তুত; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করে; **বৈদর্ভ্যাম্**—বিদর্ভ রাজার কন্যার; **কৃষ্ণ-বীর্যে**—শ্রীকৃষ্ণের বীর্য হতে; **সমুদ্ভবঃ**—উৎপন্ন হয়েছেন; **প্রদ্যুম্নঃ**—প্রদ্যুম্ন; **ইতি**—তাই; **বিখ্যাতঃ**—পরিচিত; **সর্বতঃ**—সকল বিষয়ে; **অনবমঃ**—অন্যূন; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার থেকে।

অনুবাদ

তিনি শ্রীকৃষ্ণের বীর্য হতে বৈদর্ভীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রদ্যুম্ন নাম লাভ করেন। কোন বিষয়েই তিনি তাঁর পিতার তুলনায় ন্যূন ছিলেন না।

শ্লোক ৩

তং শম্বরঃ কামরূপী হৃত্বা তোকমনির্দশম্ ।
স বিদিত্বাত্মনঃ শত্রুং প্রাস্যোদন্বত্যগাদ্ গৃহম্ ॥ ৩ ॥

তম্—তাঁকে; **শম্বরঃ**—অসুর শম্বর; **কাম**—তার ইচ্ছানুযায়ী; **রূপী**—রূপ ধারণকারী; **হৃত্বা**—হরণ করে; **তোকম্**—শিশু; **অনিঃ-দশম্**—এখনও দশ দিন বয়স হয়নি; **সঃ**—সে (শম্বর); **বিদিত্বা**—জানতে পেরে; **আত্মনঃ**—তার নিজের; **শত্রুম্**—শত্রু; **প্রাস্য**—নিক্ষেপ করল; **উদন্বতি**—সমুদ্রে; **অগাৎ**—গমন করল; **গৃহম্**—তার গৃহে।

অনুবাদ

অসুর শম্বর, যে নিজের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন রূপ ধারণ করতে পারত, শিশুটিকে তার দশ দিন বয়স হওয়ার আগেই অপহরণ করেছিল। প্রদ্যুম্নকে তার শত্রুরূপে বিবেচনা করে, শম্বর তাঁকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করল এবং তারপর গৃহে প্রত্যাবর্তন করল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, *বিষ্ণুপুরাণ* অনুযায়ী প্রদ্যুম্ন, তার জন্মের ষষ্ঠ দিনে অপহৃত হয়েছিল।

শ্লোক ৪

তং নির্জগার বলবান্মীনঃ সোঽপ্যপরৈঃ সহ ।
বৃতো জালেন মহতা গৃহীতো মৎস্যজীবিভিঃ ॥ ৪ ॥

তম্—তাঁকে; **নির্জগার**—গলাধঃকরণ করল; **বলবান্**—বলশালী; **মীনঃ**—একটি মৎস্য; **সঃ**—সে (মৎস্য); **অপি**—এবং; **অপরৈঃ**—অন্যান্যদের; **সহ**—সঙ্গে; **বৃতঃ**—আবৃত হয়ে; **জালেন**—জাল দ্বারা; **মহতা**—বিশাল; **গৃহীতঃ**—ধৃত হল; **মৎস্য-জীবিভিঃ**—ধীবরদের দ্বারা (যারা মৎস্য হতে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে)।

অনুবাদ

এক বলশালী মৎস্য প্রদ্যুম্নকে গলাধঃকরণ করল এবং মৎস্যটি অন্যান্য মৎস্যের সঙ্গে এক বিশাল জালে ধীবরদের দ্বারা আবদ্ধ হল।

শ্লোক ৫

তং শম্বরায় কৈবর্তা উপাজহ্রুরুপায়নম্ ।
সূদা মহানসং নীত্বাবদ্যন্ সুধিতিনাদ্ভুতম্ ॥ ৫ ॥

তম্—তাকে (মাছটিকে); **শম্বরায়**—শম্বরকে; **কৈবর্তাঃ**—মৎস্যজীবীরা; **উপাজহ্রুঃ**—প্রদান করলে; **উপায়নম্**—উপহার; **সূদাঃ**—পাচকগণ; **মহানসম্**—রান্নাঘরে; **নীত্বা**—আনয়ন করে; **অবদ্যন্**—ছেদন করল; **সুধিতিনা**—কসাইয়ের ছুরি দিয়ে; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত।

অনুবাদ

তারপর ধীবরগণ শম্বরকে ঐ মৎস্য উপহার প্রদান করলে তার পাচকগণ ঐ অদ্ভুত মৎস্যকে পাকগৃহে আনয়ন করে অস্ত্রদ্বারা ছেদন করেছিল।

শ্লোক ৬

দৃষ্ট্বা তদুদরে বালং মায়াবত্যৈ ন্যবেদয়ন্ ।
নারদোঽকথয়ৎ সর্বং তস্যাঃ শঙ্কিতচেতসঃ ।
বালস্য তত্ত্বমুৎপত্তিং মৎস্যোদরনিবেশনম্ ॥ ৬ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **তৎ**—তার মধ্যে; **উদরে**—পেটের; **বালম্**—একটি শিশু; **মায়াবত্যৈ**—মায়াবতীকে; **ন্যবেদয়ন্**—তারা প্রদান করল; **নারদঃ**—নারদমুনি; **অকথয়ৎ**—বর্ণনা করলেন; **সর্বম্**—সবকিছু; **তস্যাঃ**—তাকে; **শঙ্কিত**—শঙ্কিত; **চেতসঃ**—চিত্তা; **বালস্য**—শিশুর; **তত্ত্বম্**—বৃত্তান্ত; **উৎপত্তিম্**—জন্ম; **মৎস্য**—মাছের; **উদর**—উদরে; **নিবেশনম্**—প্রবেশ।

অনুবাদ

একটি শিশুপুত্রকে মাছের উদরের মধ্যে দেখে, পাচকেরা শিশুটিকে বিস্মিতা মায়াবতীকে প্রদান করেছিল। তখন নারদ মুনি সেখানে আবির্ভূত হলেন এবং তার কাছে শিশুটির জন্ম ও মাছের উদরে তাঁর প্রবেশ সম্বন্ধে সমস্ত কিছু বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ৭-৮

সা চ কামস্য বৈ পত্নী রতির্নাম যশস্বিনী ।
পত্যুর্নির্দগ্ধদেহস্য দেহোৎপত্তিং প্রতীক্ষতী ॥ ৭ ॥
নিরূপিতা শম্বরেণ সা সূদৌদনসাধনে ।
কামদেবং শিশুং বুদ্ধা চক্রে স্নেহং তদার্ভকে ॥ ৮ ॥

সা—সে; **চ**—এবং; **কামস্য**—কামদেবের; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **পত্নী**—পত্নী; **রতিঃ নাম**—রতি নামক; **যশস্বিনী**—বিখ্যাত; **পত্যুঃ**—তার পতির; **নির্দগ্ধ**—ভস্মীভূত; **দেহস্য**—যার দেহ; **দেহ**—একটি দেহের; **উৎপত্তিম্**—উৎপত্তি; **প্রতীক্ষতী**—প্রতীক্ষা করছিলেন; **নিরূপিতা**—নিযুক্তা হয়েছিলেন; **শম্বরেণ**—শম্বর দ্বারা; **সা**—সে; **সূদ-ওদন**—অন্নব্যঞ্জন; **সাধনে**—প্রস্তুত করার জন্য; **কামদেবম্**—কামদেবরূপে; **শিশুম্**—শিশুকে; **বুদ্ধা**—বুঝতে পেরে; **চক্রে**—তিনি প্রকাশ করলেন; **স্নেহম্**—স্নেহ; **তদা**—তখন; **অর্ভকে**—শিশুর জন্য।

অনুবাদ

প্রকৃতপক্ষে মায়াবতী ছিলেন কামদেবের বিখ্যাত স্ত্রী, রতি। তাঁর স্বামীর পূর্বদেহ ভস্মীভূত হলে—তিনি যখন তাঁর নতুন দেহ লাভের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন—তিনি শম্বর কর্তৃক অন্ন ও ব্যঞ্জন প্রস্তুতের জন্য নিযুক্তা হলেন। মায়াবতী বুঝতে পারলেন যে, এই শিশুটি প্রকৃতপক্ষে কামদেব ছিলেন এবং তাই তাঁর প্রতি তিনি স্নেহ মমতা অনুভব করতে শুরু করলেন।

তাৎপর্য

এই কাহিনীটি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এইভাবে বর্ণনা করছেন—কামদেবের দেহ যখন ভস্মীভূত হয়েছিল, কামদেবের জন্য আরেকটি দেহ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য রতি শিবের আরাধনা করেছিলেন। শম্বরও একটি বর লাভ করার জন্য শিবের কাছে আগমন করলে, শ্রীভগবান প্রথমে তা বুঝতে পেরে তাঁকে বললেন, "তুমি এখন তোমার বর প্রার্থনা করতে পার।" শম্বর রতিকে দর্শন করে কাম দ্বারা বিদ্ধ হয়ে উত্তর প্রদান করল যে, তার বর রূপে সে রতিকে চায়, এবং শিব তার ইচ্ছাপূরণে সম্মত হলেন। ভগবান শিব তখন কান্নায় কণ্ঠরোধ হওয়া রতিকে এই

বলে সান্ত্বনা প্রদান করলেন, "তার সঙ্গে যাও এবং তার গৃহেই তুমি যা আকাঙ্ক্ষা করছ তা লাভ করবে।" তখন রতি তাঁর বিমোহন শক্তি দ্বারা শম্বরকে বিভ্রান্ত করলেন এবং মায়াবতী নাম গ্রহণ করে তাঁর গৃহে অস্পৃষ্টভাবে অবস্থান করলেন।

শ্লোক ৯

নাতিদীর্ঘেণ কালেন স কার্ষ্ণি রূঢ়যৌবনঃ ।
জনয়ামাস নারীণাং বীক্ষন্তীনাং চ বিভ্রমম্ ॥ ৯ ॥

ন—না; **অতি-দীর্ঘেণ**—অতি দীর্ঘ; **কালেন**—সময় পরে; **সঃ**—তিনি; **কার্ষ্ণিঃ**—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র; **রূঢ়**—প্রাপ্ত হলেন; **যৌবনঃ**—যৌবন; **জনয়াম্ আস**—উৎপন্ন করলেন; **নারীণাম্**—নারীগণের; **বীক্ষণতীনাম্**—তাঁকে অবলোকনকারী; **চ**—এবং; **বিভ্রমম্**—বিভ্রম।

অনুবাদ

স্বল্পকাল পরে, শ্রীকৃষ্ণের এই পুত্র—প্রদ্যুম্ন—তাঁর যৌবন প্রাপ্ত হলেন। তাঁকে লক্ষ্য করেছিল যে সকল রমণী, তাদের তিনি মোহিত করলেন।

শ্লোক ১০

সা তং পতিং পদ্মদলায়তেক্ষণং
প্রলম্ববাহুং নরলোকসুন্দরম্ ।
সব্রীড়হাসোত্তভিতভ্রুবেক্ষতী
প্রীত্যোপতস্থে রতিরঙ্গ সৌরতৈঃ ॥ ১০ ॥

সা—তিনি; **তম্**—তাঁকে; **পতিম্**—তাঁর পতি; **পদ্ম**—একটি পদ্মফুলের; **দল-আয়ত**—পাপড়ির মতো আয়ত; **ঈক্ষণম্**—যাঁর চোখ; **প্রলম্ব**—বর্ধিত; **বাহুম্**—যাঁর বাহু দুটি; **নরলোক**—মানব সমাজের; **সুন্দরম্**—পরম সৌন্দর্যের বিষয়; **স-ব্রীড়**—সলজ্জ; **হাস**—হাস্য সহকারে; **উত্তভিত**—উৎক্ষিপ্ত; **ভ্রুবা**—এবং ভ্রূ'র সঙ্গে; **ঈক্ষতী**—দৃষ্টিপাত করে; **প্রীত্যা**—প্রীতিভাবে; **উপতস্থে**—কাছে এলেন; **রতিঃ**—রতি; **অঙ্গ**—প্রিয় (রাজা পরীক্ষিৎ); **সৌরতৈঃ**—দাম্পত্য আকর্ষণের ইঙ্গিত সহকারে।

অনুবাদ

হে প্রিয় রাজন, সলজ্জ হাস্য ও উৎক্ষিপ্ত ভ্রূ সহযোগে মায়াবতী দাম্পত্য আকর্ষণের বিভিন্ন ইশারা করলেন যেন তিনি প্রীতিপূর্ণভাবে তাঁর পতির সমীপবর্তী হয়েছেন, যাঁর নয়ন দুটি পদ্মফুলের পাপড়ির মতো আয়ত, যাঁর বাহুদুখানি আজানুলম্বিত এবং পুরুষদের মধ্যে যিনি পরম সুন্দর।

তাৎপর্য

তাঁদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই মায়াবতী প্রদ্যুম্নের জন্য তাঁর দাম্পত্য আকর্ষণ প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ১১

তামাহ ভগবান্ কার্ষ্ণির্মাতস্তে মতিরন্যথা ।
মাতৃভাবমতিক্রম্য বর্তসে কামিনী যথা ॥ ১১ ॥

তাম্—তাঁকে; **আহ**—বললেন; **ভগবান্**—ভগবান; **কার্ষ্ণিঃ**—প্রদ্যুম্ন; **মাতঃ**—হে মাতা; **তে**—আপনার; **মতিঃ**—মনোভাব; **অন্যথা**—অন্যপ্রকার; **মাতৃ-ভাবম্**—ভাব বা একজন মায়ের স্নেহ; **অতিক্রম্য**—উলঙ্ঘন করে; **বর্তসে**—আপনি আচরণ করছেন; **কামিনী**—একজন সখী; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

ভগবান প্রদ্যুম্ন তাঁকে বললেন "হে মাতা, আপনার মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছে। আপনি একজন মায়ের যথার্থ অনুভূতিগুলি উলঙ্ঘন করছেন এবং একজন প্রেমিকার মতো আচরণ করছেন।"

শ্লোক ১২

রতিরুবাচ

ভবান্ নারায়ণসুতঃ শম্বরেণ হৃতো গৃহাৎ ।
অহং তেঽধিকৃতা পত্নী রতিঃ কামো ভবান্ প্রভো ॥ ১২ ॥

রতিঃ উবাচ—রতি বললেন; **ভবান্**—আপনি; **নারায়ণসুতঃ**—ভগবান নারায়ণের পুত্র; **শম্বরেণ**—শম্বর দ্বারা; **হৃতঃ**—অপহৃত; **গৃহাৎ**—আপনার গৃহ হতে; **অহম্**—আমি; **তে**—আপনার; **অধিকৃতা**—বৈধ; **পত্নী**—পত্নী; **রতিঃ**—রতি; **কামঃ**—কামদেব; **ভবান্**—আপনি; **প্রভো**—হে স্বামী।

অনুবাদ

রতি বললেন—আপনি ভগবান নারায়ণের পুত্র এবং আপনার পিতৃগৃহ হতে শম্বর দ্বারা অপহৃত হয়েছিলেন। আমি, রতি, আপনার বৈধ পত্নী, হে স্বামী, কারণ আপনি কামদেব।

শ্লোক ১৩

এষ ত্বানির্দশং সিন্ধাবক্ষিপচ্ছম্বরোঽসুরঃ ।
মৎস্যোঽগ্রসীৎ তদুদরাদিতঃ প্রাপ্তো ভবান্ প্রভো ॥ ১৩ ॥

এষঃ—সে; **ত্বা**—আপনাকে; **অনিঃ-দশম্**—দশ দিন বয়স না হতেই; **সিন্ধৌ**—সাগরে; **অক্ষিপৎ**—নিক্ষেপ করেছিল; **শম্বরঃ**—শম্বর; **অসুরঃ**—অসুর; **মৎস্যঃ**—একটি মৎস্য; **অগ্রসীৎ**—গ্রাস করলে; **তৎ**—তার; **উদরাৎ**—উদর থেকে; **ইতঃ**—এখানে; **প্রাপ্তঃ**—প্রাপ্ত হয়েছি; **ভবান্**—আপনাকে; **প্রভো**—হে স্বামী।

অনুবাদ

সেই অসুর, শম্বর, আপনার দশদিন বয়স না হতেই আপনাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছিল এবং একটি মৎস্য আপনাকে গলাধঃকরণ করেছিল। তারপর হে স্বামী, এই স্থানে আমরা মৎস্যের উদর থেকে আপনাকে পুনরায় পেয়েছি।

শ্লোক ১৪

তমিমং জহি দুর্ধর্ষং দুর্জয়ং শত্রুমাত্মনঃ ।
মায়াশতবিদং ত্বং চ মায়াভির্মোহনাদিভিঃ ॥ ১৪ ॥

তম্ ইমম্—তাকে; **জহি**—বধ করুন; **দুর্ধর্ষম্**—দুর্ধর্ষ; **দুর্জয়ম্**—দুর্জয়; **শত্রুম্**—শত্রু; **আত্মনঃ**—আপনার নিজের; **মায়া**—মায়া; **শত**—শত শত; **বিদম্**—জ্ঞাত; **তম্**—তাকে; **চ**—এবং; **মায়াভিঃ**—মায়া দ্বারা; **মোহন-আদিভিঃ**—মোহন ইত্যাদির।

অনুবাদ

আপনার শত্রু এই ভয়ঙ্কর শম্বরকে এখন হত্যা করুন। যদিও সে শত শত মায়া চাতুরী জানে, তবুও মোহন মায়া ও অন্যান্য কৌশল দ্বারা আপনি তাকে পরাজিত করতে পারবেন।

শ্লোক ১৫

পরিশোচতি তে মাতা কুররীব গতপ্রজা ।
পুত্রস্নেহাকুলা দীনা বিবৎসা গৌরিবাতুরা ॥ ১৫ ॥

পরিশোচতি—রোদন করছেন; **তে**—আপনার; **মাতা**—মাতা (রুক্মিণী); **কুররী ইব**—কুররী পাখির মতো; **গত**—গত; **প্রজা**—যার সন্তান; **পুত্র**—পুত্রের জন্য; **স্নেহ**—স্নেহ দ্বারা; **আকুলা**—আকুলা; **দীনা**—দীনা; **বিবৎসা**—বৎসহীনা; **গৌ**—গাভী; **ইব**—ন্যায়; **আতুরা**—আতুরা।

অনুবাদ

আপনার দীন মাতা, তাঁর পুত্রকে হারিয়ে, আপনার জন্য কুররী পাখির মতো রোদন করছেন। ঠিক যেন বৎসহীনা গাভীর মতো তিনি তাঁর সন্তান স্নেহে আকুলা।

শ্লোক ১৬

প্রভাষ্যৈবং দদৌ বিদ্যাং প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে ।
মায়াবতী মহামায়াং সর্বমায়াবিনাশিনীম্ ॥ ১৬ ॥

প্রভাষ্য—বলে; **এবম্**—এইভাবে; **দদৌ**—প্রদান করলেন; **বিদ্যাম্**—বিদ্যা; **প্রদ্যুম্নায়**—প্রদ্যুম্নকে; **মহা-আত্মনে**—মহাত্মা; **মায়াবতী**—মায়াবতী; **মহামায়াম্**—মহামায়া নামক; **সর্ব**—সকল; **মায়া**—মায়া; **বিনাশিনীম্**—বিনাশকারী।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—] এইভাবে বলে, মায়াবতী মহাত্মা প্রদ্যুম্নকে মহামায়া নামক যৌগিক বিদ্যা প্রদান করলেন, যা অন্য সকল বিমোহনকে বিনাশ করে।

শ্লোক ১৭

স চ শম্বরমভ্যেত্য সংযুগায় সমাহ্বয়ৎ ।
অবিষহ্যৈস্তমাক্ষেপৈঃ ক্ষিপন্ সঞ্জনয়ন্ কলিম্ ॥ ১৭ ॥

সঃ—তিনি; **চ**—এবং; **শম্বরম্**—শম্বর; **অভ্যেত্য**—সমীপবর্তী হয়ে; **সংযুগায়**—যুদ্ধে; **সমাহ্বয়ৎ**—তাকে আহ্বান করলেন; **অবিষহ্যৈঃ**—অসহ্য; **তম্**—তাকে; **আক্ষেপৈঃ**—অপমান দ্বারা; **ক্ষিপন্**—ভর্ৎসনা করে; **সঞ্জনয়ন্**—উত্তেজিত করে; **কলিম্**—দ্বন্দ্ব।

অনুবাদ

প্রদ্যুম্ন শম্বরের সমীপবর্তী হলেন এবং দ্বন্দ্বে প্ররোচিত করার জন্য তার প্রতি অসহ্য ভর্ৎসনা নিক্ষেপ করে তাকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন।

শ্লোক ১৮

সোঽধিক্ষিপ্তো দুর্বাচোভিঃ পদাহত ইবোরগঃ ।
নিশ্চক্রাম গদাপাণিরমর্ষাৎ তাম্রলোচনঃ ॥ ১৮ ॥

সঃ—সে, শম্বর; **অধিক্ষিপ্তঃ**—অপমানিত; **দুর্বাচোভিঃ**—কটু বাক্যের দ্বারা; **পদা**—পায়ের দ্বারা; **আহতঃ**—আহত; **ইব**—মতো; **উরগঃ**—একটি সর্প; **নিশ্চক্রাম**—নির্গত হল; **গদা**—গদা; **পাণিঃ**—হাতে; **অমর্ষাৎ**—অসহ্য ক্রোধ নিয়ে; **তাম্র**—তামার মতো লাল; **লোচনঃ**—যার দুই চক্ষু।

অনুবাদ

এই সমস্ত কটু বাক্যে বিরক্ত হয়ে, শম্বর পদাহত সাপের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে বেরিয়ে এল, হাতে গদা, ক্রোধে তার দু'চোখ লাল।

শ্লোক ১৯

গদামাবিধ্য তরসা প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে ।
প্রক্ষিপ্য ব্যনদন্নাদং বজ্রনিষ্পেষনিষ্ঠুরম্ ॥ ১৯ ॥

গদাম্—তার গদা; **আবিধ্য**—ঘোরাতে ঘোরাতে; **তরসা**—বেগে; **প্রদ্যুম্নায়**—প্রদ্যুম্নের দিকে; **মহা-আত্মনে**—মহাত্মা; **প্রক্ষিপ্য**—নিক্ষেপ করল; **ব্যনদন্-নাদম্**—এক নিনাদ সৃষ্টি করে; **বজ্র**—বজ্রের; **নিষ্পেষ**—আঘাত করার; **নিষ্ঠুরম্**—মতো তীব্র।

অনুবাদ

শম্বর সবেগে তার গদা ঘোরাতে লাগল এবং তারপর বজ্র পতনের মতো তীব্র শব্দ উৎপাদন করে মহাত্মা প্রদ্যুম্নের দিকে তা সজোরে নিক্ষেপ করল।

শ্লোক ২০

তামাপতন্তীং ভগবান্ প্রদ্যুম্নো গদয়া গদাম্ ।
অপাস্য শত্রবে ক্রুদ্ধঃ প্রাহিণোৎ স্বগদাং নৃপ ॥ ২০ ॥

তাম্—সেই; **আপতন্তীম্**—তাঁর দিকে উড়ে আসা; **ভগবান্**—ভগবান; **প্রদ্যুম্নঃ**—প্রদ্যুম্ন; **গদয়া**—তাঁর গদা দ্বারা; **গদাম্**—গদা; **অপাস্য**—দূর করে; **শত্রবে**—তাঁর শত্রুর দিকে; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **প্রাহিণোৎ**—তিনি নিক্ষেপ করলেন; **স্ব-গদাম্**—তাঁর নিজ গদা; **নৃপ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ)।

অনুবাদ

শম্বরের গদা যখন তাঁর দিকে উড়ে আসছিল, তখন ভগবান প্রদ্যুম্ন তাঁর নিজ গদা দিয়ে আঘাত করে সেটি সরিয়ে দিলেন। অতঃপর, হে রাজন, প্রদ্যুম্ন ক্রুদ্ধভাবে শত্রুর দিকে তাঁর গদা নিক্ষেপ করলেন।

শ্লোক ২১

স চ মায়াং সমাশ্রিত্য দৈতেয়ীং ময়দর্শিতম্ ।
মুমুচেঽস্ত্রময়ং বর্ষং কার্ষ্ণৌ বৈহায়সোঽসুরঃ ॥ ২১ ॥

সঃ—সে, শম্বর; **চ**—এবং; **মায়াম্**—মায়া; **সমাশ্রিত্য**—অবলম্বন করে; **ময়**—ময় দানব দ্বারা; **দর্শিতম্**—প্রদর্শিত; **মুমুচে**—সে মুক্ত করল; **অস্ত্র-ময়ম্**—অস্ত্রের; **বর্ষম্**—বর্ষা; **কার্ষ্ণৌ**—শ্রীকৃষ্ণের পুত্রের উপর; **বৈহায়সঃ**—আকাশে দাঁড়িয়ে; **অসুরঃ**—অসুর।

অনুবাদ

ময়দানব দ্বারা তাকে প্রদর্শিত দৈত্যদের মায়া অবলম্বন করে শম্বর সহসা আকাশে আবির্ভূত হল এবং শ্রীকৃষ্ণের পুত্রের উপরে অস্ত্রের বর্ষণ করতে থাকল।

শ্লোক ২২

বাধ্যমানোঽস্ত্রবর্ষেণ রৌক্মিণেয়ো মহারথঃ ।
সত্ত্বাত্মিকাং মহাবিদ্যাং সর্বমায়োপমর্দিনীম্ ॥ ২২ ॥

বাধ্যমানঃ—পীড়িত হয়ে; **অস্ত্র**—অস্ত্রের; **বর্ষেণ**—বর্ষার দ্বারা; **রৌক্মিণেয়ঃ**—রুক্মিণীর পুত্র, প্রদ্যুম্ন; **মহারথঃ**—বলশালী যোদ্ধা; **সত্ত্ব-আত্মিকাম্**—সত্ত্বগুণ উৎপন্ন; **মহা-বিদ্যাম্**—মহামায়া নামক যোগ-বিদ্যা (তিনি প্রয়োগ করলেন); **সর্ব**—সকল; **মায়া**—মায়া; **উপমর্দিনীম্**—বিনাশকারী।

অনুবাদ

এই অস্ত্র বর্ষণ দ্বারা পীড়িত মহাবলশালী যোদ্ধা ভগবান রৌক্মিণেয়, সত্ত্বগুণ হতে সৃষ্ট এবং সকল মায়া বিনাশকারী মহামায়া নামক বিদ্যার প্রয়োগ করলেন।

শ্লোক ২৩

ততো গৌহ্যকগান্ধর্বপৈশাচোরগরাক্ষসীঃ ।
প্রাযুঙ্ক্ত শতশো দৈত্যঃ কার্ষ্ণির্ব্যধময়ৎ স তাঃ ॥ ২৩ ॥

ততঃ—তখন; **গৌহ্যক-গান্ধর্ব-পৈশাচ-উরগ-রাক্ষসী**—(অস্ত্রসমূহ) গুহ্যক, গন্ধর্ব, পৈশাচ, উরগ এবং রাক্ষস (নর-খাদক); **প্রাযুঙ্ক্ত**—ব্যবহার করল; **শতশঃ**—শত শত; **দৈত্যঃ**—দানব; **কার্ষ্ণিঃ**—ভগবান প্রদ্যুম্ন; **ব্যধময়ৎ**—দূরীভূত করলেন; **সঃ**—তিনি; **তাঃ**—এই সমস্ত।

অনুবাদ

অসুর তখন গুহ্যক, গন্ধর্ব, পিশাচ, উরগ এবং রাক্ষসদের শত শত গুপ্ত অস্ত্র প্রয়োগ করতে লাগল, কিন্তু ভগবান কার্ষ্ণি, প্রদ্যুম্ন, তাদের সকলই বিনষ্ট করলেন।

শ্লোক ২৪

নিশাতমসিমুদ্যম্য সকিরীটং সকুণ্ডলম্ ।
শম্বরস্য শিরঃ কায়াৎ তাম্রশ্মশ্রুবোজসাহরৎ ॥ ২৪ ॥

নিশাতম্—শাণিত; **অসিম্**—তরবারি; **উদ্যম্য**—উদ্যত করে; **স**—সহ; **কিরীটম্**—শিরস্ত্রাণ; **স**—সহ; **কুণ্ডলম্**—কুণ্ডল; **শম্বরস্য**—শম্বরের; **শিরঃ**—মস্তক; **কায়াৎ**—তার দেহ থেকে; **তাম্র**—তামার রঙের; **শ্মশ্রু**—শ্মশ্রু; **ওজসা**—সবলে; **অহরাৎ**—তিনি স্থানচ্যুত করলেন।

অনুবাদ

প্রদ্যুম্ন সবলে তাঁর শাণিত তরবারি আকর্ষণ করে লাল শ্মশ্রু বিশিষ্ট, কিরীট, কুণ্ডলযুক্ত, শম্বরের মস্তক ছেদন করলেন।

শ্লোক ২৫

আকীর্যমাণো দিবিজৈঃ স্তুবদ্ভিঃ কুসুমোৎকরৈঃ ।
ভার্যয়াম্বরচারিণ্যা পুরং নীতো বিহায়সা ॥ ২৫ ॥

আকীর্যমাণঃ—বর্ষিত হয়ে; **দিবিজৈঃ**—স্বর্গবাসীদের দ্বারা; **স্তুবদ্ভিঃ**—স্তুতি সহকারে; **কুসুম**—পুষ্প; **উৎকরৈঃ**—ব্যাপ্ত হয়ে; **ভার্যয়া**—তাঁর পত্নী দ্বারা; **অম্বর**—আকাশে; **চারিণ্যা**—চারিণী; **পুরম্**—নগরীতে (দ্বারকায়); **নীতঃ**—তিনি আনীত হলেন; **বিহায়সা**—আকাশপথে।

অনুবাদ

স্বর্গের বাসিন্দাগণ প্রদ্যুম্নের উপর পুষ্পবর্ষণ ও তাঁর স্তুতি নিবেদন করলে, তাঁর পত্নী আকাশে আবির্ভূত হলেন এবং স্বর্গের মধ্য দিয়ে দ্বারকা নগরীতে তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন।

শ্লোক ২৬

অন্তঃপুরবরং রাজন্ ললনাশতসংকুলম্ ।
বিবেশ পত্ন্যা গগনাদ্বিদ্যুতেব বলাহকঃ ॥ ২৬ ॥

অন্তঃপুর—অন্দর মহল; **বরম্**—পরম শ্রেষ্ঠ; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **ললনা**—সুন্দরী রমণী; **শত**—শত শত; **সঙ্কুলম্**—পরিবৃত; **বিবেশ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **পত্ন্যা**—তাঁর পত্নী সহ; **গগণাৎ**—আকাশ হতে; **বিদ্যুতা**—বিদ্যুতের সঙ্গে; **ইব**—মতো; **বালাহকঃ**—মেঘ।

অনুবাদ

হে রাজন, ভগবান প্রদ্যুম্ন তাঁর পত্নীকে নিয়ে যখন শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ প্রাসাদের মধ্যে ললনা পরিবৃত অন্দর মহলে অবতীর্ণ হচ্ছিলেন, তখন তাঁদের যেন মেঘের সাথে বিদ্যুতের মিলন বলেই মনে হচ্ছিল।

শ্লোক ২৭-২৮

তং দৃষ্ট্বা জলদশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্ ।
প্রলম্ববাহুং তাম্রাক্ষং সুস্মিতং রুচিরাননম্ ॥ ২৭ ॥
স্বলঙ্কৃতমুখাম্ভোজং নীলবক্রালকালিভিঃ ।
কৃষ্ণং মত্বা স্ত্রিয়ো হ্রীতা নিলিল্যুস্তত্র তত্র হ ॥ ২৮ ॥

তম—তাঁকে; দৃষ্টা—দর্শন করে; জলদ—মেঘের মতো; শ্যামম্—শ্যামবর্ণের; পীত—পীত; কৌশেয়—রেশম; বাসসম্—বসন; প্রলম্ব—দীর্ঘ; বাহুম্—যাঁর বাহু দুটি; তাম্র—লালবর্ণের; অক্ষম্—যাঁর চক্ষুদ্বয়; সুস্মিতম্—শোভন হাস্যযুক্ত; রুচির—মনোরম; আননম্—বদন; সু-অলঙ্কৃত—সুন্দররূপে অলঙ্কৃত; মুখ—মুখমণ্ডল; অম্ভোজম্—পদ্মসদৃশ; নীল—নীল; বক্র—বক্র; আলক-আলিভিঃ—অলকগুচ্ছ সহ; কৃষ্ণম্—কৃষ্ণ; মত্বা—তাঁকে মনে করে; স্ত্রিয়ঃ—রমণীগণ; হ্রীতা—লজ্জায়; নিলিল্যুঃ—নিজেদের লুকোলেন; তত্র তত্র—এখানে সেখানে; হ—বস্তুত।

অনুবাদ

প্রাসাদের রমণীরা যখন তাঁর ঘনশ্যামবর্ণ, তাঁর পীত কৌশেয় বসন, তাঁর আজানুলম্বিত বাহু এবং অরুণবর্ণের নয়নদু'টি, তাঁর মধুর হাস্যভূষিত মনোরম মুখমণ্ডল, তাঁর সুন্দর অলঙ্কাররাজি এবং তাঁর সুনীল কুটিল অলক দর্শন করলেন, তখন তাঁরা তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করলেন। তাই রমণীরা সলজ্জ হয়ে এখানে সেখানে লুকিয়ে পড়ছিলেন।

শ্লোক ২৯

অবধার্য শনৈরীষদ্বৈলক্ষণ্যেন যোষিতঃ ।
উপজগ্মুঃ প্রমুদিতাঃ সস্ত্রীরত্নং সুবিস্মিতাঃ ॥ ২৯ ॥

অবধার্য—বুঝতে পেরে; শনৈঃ—ধীরে ধীরে; ঈষৎ—ঈষৎ; বৈলক্ষণ্যেন—চেহারার পার্থক্য দ্বারা; যোষিতঃ—রমণীরা; উপজগ্মুঃ—তাঁরা কাছে এলেন; প্রমুদিতাঃ—আনন্দিত; স—একই সঙ্গে; স্ত্রী—নারীগণের; রত্নম্—রত্ন; সু-বিস্মিতাঃ—অত্যন্ত বিস্মিতা।

অনুবাদ

ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর চেহারার সামান্য পার্থক্য হতে রমণীরা বুঝতে পারলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ নন। আনন্দিত ও বিস্মিত হয়ে তাঁরা প্রদ্যুম্ন ও তাঁর স্ত্রীরত্নের কাছে এসেছিলেন।

শ্লোক ৩০

অথ তত্রাসিতাপাঙ্গী বৈদর্ভী বল্গুভাষিণী ।
অস্মরৎ স্বসুতং নষ্টং স্নেহস্নুতপয়োধরা ॥ ৩০ ॥

অথ—তখন; **তত্র**—সেখানে; **অসিত**—অসিত; **অপাঙ্গী**—যাঁর নেত্রযুগলের কোণ দুটি; **বৈদর্ভী**—রাণী রুক্মিণী; **বল্গু**—মধুর; **ভাষিণী**—ভাষিণী; **অস্মরৎ**—স্মরণ করলেন; **স্ব-সুতম্**—তাঁর পুত্র; **নষ্টম্**—হারানো; **স্নেহ**—স্নেহবশত; **স্নুত**—ক্ষরিত হয়েছিল; **পয়ঃধরা**—যার স্তনদুটি।

অনুবাদ

প্রদ্যুম্নকে দর্শন করে মধুর-কণ্ঠী, কৃষ্ণাক্ষী রুক্মিণী তাঁর হারানো সন্তানকে স্মরণ করলেন এবং স্নেহবশত তাঁর স্তনদুটি ক্ষরিত হতে থাকল।

শ্লোক ৩১

কো ন্বয়ং নরবৈদূর্যঃ কস্য বা কমলেক্ষণঃ ।
ধৃতঃ কয়া বা জঠরে কেয়ং লব্ধা ত্বনেন বা ॥ ৩১ ॥

কঃ—কে; **নু**—বস্তুত; **অয়ম্**—এই; **নর-বৈদূর্যঃ**—মনুষ্য-রত্ন; **কস্য**—কার (সন্তান); **বা**—এবং; **কমল-ঈক্ষণঃ**—কমলনয়ন; **ধৃতঃ**—ধারণ করেছিল; **কয়া**—কোন্ নারী দ্বারা; **বা**—এবং; **জঠরে**—জঠরে; **কা**—কে; **ইয়ম্**—এই নারী; **লব্ধা**—প্রাপ্ত হয়েছে; **তু**—অধিকন্তু; **অনেন**—তাঁর দ্বারা; **বা**—এবং।

অনুবাদ

[শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী বললেন—] এই কমলনয়ন মনুষ্যরত্নটি কে? ইনি কার পুত্র এবং কোন্ নারী তাঁকে জঠরে ধারণ করেছিলেন? এবং ইনি যাঁকে তাঁর পত্নীরূপে গ্রহণ করেছেন, সেই নারীই বা কে?

শ্লোক ৩২

মম চাপ্যাত্মজো নষ্টো নীতো যঃ সূতিকাগৃহাৎ ।
এতত্তুল্যবয়োরূপো যদি জীবতি কুত্রচিৎ ॥ ৩২ ॥

মম—আমার; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **আত্মজঃ**—পুত্র; **নষ্টঃ**—হারানো; **নীতঃ**—অপহৃত হয়েছিল; **যঃ**—যে; **সূতিকা-গৃহাৎ**—সূতিকাগৃহ থেকে; **এতৎ**—তাঁর; **তুল্য**—তুল্য; **বয়ঃ**—বয়সে; **রূপঃ**—এবং রূপে; **যদি**—যদি; **জীবতি**—সে জীবিত থাকে; **কুত্রচিৎ**—কোথাও।

অনুবাদ

যদি আমার সেই হারানো পুত্রটি, যে সূতিকাগৃহ হতে অপহৃত হয়েছিল, এখনও কোথাও জীবিত থাকে, তা হলে সে এই যুবকেরই বয়স ও রূপের তুল্য হত।

শ্লোক ৩৩

কথং ত্বনেন সম্প্রাপ্তং সারূপ্যং শার্ঙ্গধন্বনঃ ।
আকৃত্যাবয়বৈর্গত্যা স্বরহাসাবলোকনৈঃ ॥ ৩৩ ॥

কথম্—কিভাবে; **তু**—কিন্তু; **অনেন**—তাঁর দ্বারা; **সম্প্রাপ্তম্**—প্রাপ্ত হল; **সারূপ্যম্**—একই রূপ; **শার্ঙ্গ-ধন্বনঃ**—শার্ঙ্গ ধনুক ব্যবহারকারী শ্রীকৃষ্ণের মতো; **আকৃত্যা**—আকৃতিতে; **অবয়বৈঃ**—অঙ্গপ্রত্যঙ্গে; **গত্যা**—গতি; **স্বর**—স্বর; **হাস**—হাস্য; **অবলোকনৈঃ**—এবং দৃষ্টিপাত।

অনুবাদ

কিন্তু কিভাবে এই যুবক, আমার নিজ প্রভু, শার্ঙ্গ-ধন্বন কৃষ্ণের, তাঁর আকৃতি ও তাঁর অবয়বে, তাঁর গতি ও তাঁর স্বর এবং তাঁর হাস্যযুক্ত দৃষ্টিপাতে এতখানি সাদৃশ্যযুক্ত হল?

শ্লোক ৩৪

স এব বা ভবেন্নূনং যো মে গর্ভে ধৃতোঽর্ভকঃ ।
অমুষ্মিন্ প্রীতিরধিকা বামঃ স্ফুরতি মে ভুজঃ ॥ ৩৪ ॥

সঃ—সে; **এব**—বস্তুত; **বা**—বা; **ভবেৎ**—হবে; **নূনম্**—নিশ্চয়ই; **যঃ**—যে; **মে**—আমার; **গর্ভে**—গর্ভে; **ধৃতঃ**—ধারণ করেছিল; **অর্ভকঃ**—পুত্র; **অমুষ্মিন্**—তাঁর জন্য; **প্রীতিঃ**—স্নেহ; **অধিকা**—বিশেষ; **বামঃ**—বাম; **স্ফুরতি**—কম্পিত হচ্ছে; **মে**—আমার; **ভুজঃ**—বাহু।

অনুবাদ

হ্যাঁ, সে নিশ্চয়ই সেই একই পুত্র হবে যাকে আমার গর্ভে আমি ধারণ করেছিলাম, কারণ আমি তাঁর জন্য বিশেষ স্নেহ অনুভব করছি এবং আমার বাম বাহু কম্পিত হচ্ছে।

শ্লোক ৩৫

এবং মীমাংসমানায়াং বৈদর্ভ্যাং দেবকীসুতঃ ।
দেবক্যানকদুন্দুভ্যামুত্তমঃশ্লোক আগমৎ ॥ ৩৫ ॥

এবম্—এইভাবে; মীমাংসমানায়াম্—যখন তিনি চিন্তাভাবনা করছিলেন; বৈদর্ভ্যাম্—রাণী রুক্মিণী; **দেবকীসুতঃ**—দেবকীর পুত্র; **দেবকী-আনকদুন্দুভ্যাম্**—দেবকী ও বসুদেবের সঙ্গে একত্রে; **উত্তমশ্লোকঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **আগমৎ**—সেখানে আগমন করলেন।

অনুবাদ

এইভাবে রাণী রুক্মিণী যখন চিন্তাভাবনা করছিলেন, তখন দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ, বসুদেব ও দেবকীসহ সেইখানে উপস্থিত হলেন।

শ্লোক ৩৬

বিজ্ঞাতার্থোঽপি ভগবাংস্তূষ্ণীমাস জনার্দনঃ ।
নারদোঽকথয়ৎ সর্বং শম্বরাহরণাদিকম্ ॥ ৩৬ ॥

বিজ্ঞাত—সম্পূর্ণ অবগত হয়ে; **অর্থঃ**—বিষয়টি; **অপি**—এমনকি তবুও; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **তূষ্ণীম্**—নীরব; **আস**—থাকলেন; **জনার্দনঃ**—কৃষ্ণ; **নারদঃ**—নারদমুনি; **অকথয়ৎ**—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করলেন; **সর্বম্**—সমস্ত কিছু; **শম্বর**—শম্বর দ্বারা; **আহরণ**—অপহরণ করা; **আদিকম্**—শুরু থেকে।

অনুবাদ

যদিও কি ঘটেছিল ভগবান জনার্দন তা ভালভাবেই জানতেন, কিন্তু তিনি নীরব রইলেন। যাই হোক, নারদমুনি, শম্বরের দ্বারা শিশুপুত্রের অপহরণ করা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ৩৭

তচ্ছ্রুত্বা মহদাশ্চর্যং কৃষ্ণান্তঃপুরযোষিতঃ ।
অভ্যনন্দন্ বহূনব্দান্ নষ্টং মৃতমিবাগতম্ ॥ ৩৭ ॥

তৎ—তা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **মহৎ**—পরম; **আশ্চর্যম্**—আশ্চর্য; **কৃষ্ণ-অন্তঃপুর**—শ্রীকৃষ্ণের অন্তপুরবাসী; **যোষিতঃ**—নারীরা; **অভ্যনন্দন**—তাঁরা অভিনন্দিত করলেন; **বহূন্**—বহু বহু; **অব্দান্**—বৎসর; **নষ্টম্**—নষ্ট; **মৃতম্**—মৃত; **ইব**—যেন; **আগতম্**—পুনরাগত।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদের নারীরা যখন এই পরম বিস্ময়কর বৃত্তান্ত শুনলেন, তখন, তাঁরা বহু বৎসর যাবৎ হারিয়ে গিয়ে এখন যেন মৃত্যু থেকে পুনরাগমন করেছেন যে-প্রদ্যুম্ন, তাঁকে বিপুল আনন্দে অভিনন্দিত করলেন।

শ্লোক ৩৮

দেবকী বসুদেবশ্চ কৃষ্ণরামৌ তথা স্ত্রিয়ঃ ।
দম্পতী তৌ পরিষ্বজ্য রুক্মিণী চ যযুর্মুদম্ ॥ ৩৮ ॥

দেবকী—দেবকী; **বসুদেবঃ**—বসুদেব; **চ**—এবং; **কৃষ্ণ-রামৌ**—কৃষ্ণ ও বলরাম; **তথা**—তথা; **স্ত্রীয়ঃ**—নারীগণ; **দম্পতী**—স্বামী ও স্ত্রী; **তৌ**—উভয়কে; **পরিষ্বজ্য**—আলিঙ্গন করে; **রুক্মিণী**—রুক্মিণী; **চ**—এবং; **যযুঃ মুদম্**—তাঁরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

অনুবাদ

দেবকী, বসুদেব, কৃষ্ণ, বলরাম এবং প্রাসাদের সকল রমণীরা, বিশেষত রাণী রুক্মিণী, নবীন দম্পতিকে আলিঙ্গন করলেন এবং আনন্দ প্রকাশ করলেন।

শ্লোক ৩৯

নষ্টং প্রদ্যুম্নমায়াতমাকর্ণ্য দ্বারকৌকসঃ ।
অহো মৃত ইবায়াতো বালো দিষ্ট্যেতি হাব্রুবন্ ॥ ৩৯ ॥

নষ্টম্—হারানো; **প্রদ্যুম্ন**—প্রদ্যুম্ন; **আয়াতম্**—পুনরাগমন করেছেন; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **দ্বারকা-ওকসঃ**—দ্বারকাবাসীরা; **অহো**—আহা; **মৃতঃ**—মৃত; **ইব**—যেন; **আয়াতঃ**—প্রত্যাবর্তন করেছে; **বালঃ**—পুত্র; **দিষ্ট্যা**—ভাগ্যবলে; **ইতি**—এইভাবে; **হ**—বস্তুত; **অব্রুবন্**—তারা বলতে থাকল।

অনুবাদ

হারানো প্রদ্যুম্ন গৃহে আগমন করেছে শ্রবণ করে, দ্বারকার অধিবাসীরা বলল, "আহা, ভাগ্য যেন এই পুত্রকে মৃত্যু হতে ফিরিয়ে দিয়েছে।"

শ্লোক ৪০

যং বৈ মুহুঃ পিতৃসরূপনিজেশভাবাস্
তন্মাতরো যদভজন্ রহরূঢ়ভাবাঃ ।
চিত্রং ন তৎ খলু রমাস্পদবিম্ববিম্বে
কামে স্মরেঽক্ষবিষয়ে কিমুতান্যনার্যঃ ॥ ৪০ ॥

যম্—যাকে; **বৈ**—বস্তুত; **মুহুঃ**—বারম্বার; **পিতৃ**—তাঁর পিতা; **স-রূপ**—যিনি যথাযথভাবে সাদৃশ্যযুক্ত; **নিজ**—তাদের আপন; **ঈশ**—প্রভু; **ভাবাঃ**—যারা তাঁকে মনে করত; **তৎ**—তাঁর; **মাতরঃ**—মাতাগণ; **যৎ**—এই বিবেচনা করে; **অভজন্**—

তারা অর্চনা করত; **রহ**—একান্তে; **রূঢ়**—রূঢ়; **ভাবাঃ**—যাদের ভাবাকুল আকর্ষণ; **চিত্রম্**—বিস্ময়ের; **ন**—না; **তৎ**—সেই; **খলু**—প্রকৃতপক্ষে; **রমা**—লক্ষ্মীদেবীর; **আস্পদ**—আশ্রয় (শ্রীকৃষ্ণও); **বিম্ব**—রূপের; **বিম্বে**—যিনি ছিলেন প্রতিমূর্তি; **কামে**—মূর্তিমান কাম; **স্মরে**—স্মরণ মাত্র; **অক্ষ-বিষয়ে**—যখন তিনি তাদের চোখের সামনে ছিলেন; **কিম্ উত**—তা হলে আর কি বলার আছে; **অন্য**—অন্যান্য; **নার্যঃ**—রমণীরা।

অনুবাদ

কিছুই বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, প্রদ্যুম্নের প্রতি প্রাসাদের যে সকল রমণীর মাতৃভাব অনুভব করা উচিত ছিল, তাঁরা একান্তে তাঁর জন্য ভাবাকুল আকর্ষণ অনুভব করতেন, যেন তিনি তাঁদের আপন প্রভু। যাই হোক, পুত্র ছিল অবিকল পিতারই মতো। প্রকৃতপক্ষে প্রদ্যুম্ন ছিলেন লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্যের অবিকল প্রতিমূর্তি এবং তাঁদের সামনে স্বয়ং কামদেবরূপে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। যখন তাঁর মাতৃস্থানীয়া রমণীরাও তাঁর প্রতি দাম্পত্য প্রেম অনুভব করেছিলেন, তখন প্রদ্যুম্নকে দেখার পরে অন্য রমণীদের কেমন অনুভূতি হয়েছিল, তা নিয়ে আর কী বলা যায়?

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের বর্ণনা অনুযায়ী, যখনই প্রাসাদের রমণীরা শ্রী প্রদ্যুম্নকে দেখতেন, তখন তাঁরা তৎক্ষণাৎ তাঁদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতেন। *লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই বিষয়ে ভাষ্যদান করেছেন—"শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছেন যে, রাজপ্রাসাদবাসীদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন প্রদ্যুম্নের মাতা ও সৎ মাতা, তাঁরা সকলেই প্রথমে ভুল করে তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করে, দাম্পত্য প্রেমে আবিষ্ট হয়ে লজ্জা অনুভব করেছিলেন। এর তাৎপর্য এই যে, প্রদ্যুম্নকে ব্যক্তিরূপে দেখতে ছিল অবিকল শ্রীকৃষ্ণেরই মতো এবং তিনি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন কামদেব স্বয়ং। তাই প্রদ্যুম্নের মাতৃকুল এবং অন্যান্য মহিলারা সেই ভুল করেছিলেন তাতে আশ্চর্যের কোন কারণই ছিল না। এই বর্ণনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, প্রদ্যুম্নের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এতই সাদৃশ্য ছিল যে, তাঁর জননী পর্যন্ত তাঁকে ভুল করে শ্রীকৃষ্ণ মনে করেছিলেন।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'প্রদ্যুম্নের ইতিকথা' নামক পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়

স্যমন্তক মণি

কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য স্যমন্তক মণি উদ্ধার করেছিলেন এবং জাম্ববান ও সত্রাজিতের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে। স্যমন্তক মণি সম্পর্কিত চিত্তাকর্ষক লীলার দ্বারা ভগবান জাগতিক সম্পদের অসারতা প্রতিপন্ন করেন।

শুকদেব গোস্বামী যখন উল্লেখ করলেন যে, রাজা সত্রাজিৎ স্যমন্তক মণির ঘটনায় শ্রীকৃষ্ণকে অসন্তুষ্ট করেছিলেন, তখন রাজা পরীক্ষিৎ এই ঘটনার বিশদ বিবরণ শ্রবণ করার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠলেন। তাই শুকদেব গোস্বামী কাহিনীটি বর্ণনা করেন।

রাজা সত্রাজিৎ তাঁর শ্রেষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী সূর্যদেবের কৃপায় স্যমন্তক মণি লাভ করেন। একটি কণ্ঠহারে মণিটি দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন করার পর সেটি তাঁর কণ্ঠে ধারণ করে সত্রাজিৎ দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা করেন। দ্বারকার অধিবাসীরা তাঁকে স্বয়ং সূর্যদেব মনে করে শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে বলেন যে, সূর্যদেব তাঁর দর্শন লাভের জন্য এসেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দেন যে, ঐ লোকটি সূর্যদেব নন, তিনি রাজা সত্রাজিৎ। তিনি দেখতে অত্যন্ত জ্যোতির্ময়, তার কারণ তিনি স্যমন্তক মণি ধারণ করে আছেন।

সত্রাজিৎ দ্বারকায় তাঁর গৃহে মূল্যবান মণিটিকে বিশেষ একটি পূজার বেদির উপর স্থাপন করেন। প্রতিদিন মণিটি বিপুল স্বর্ণ সৃষ্টি করত এবং তা ছাড়া মণিটির আরও একটি ক্ষমতা ছিল যে, কোনখানেই এটির যথাযথভাবে পূজা অর্চনা হলে, সেখানে কোনও দুর্যোগ ঘটত না।

এক সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মণিটি যদুরাজ উগ্রসেনকে প্রদান করার জন্য সত্রাজিৎকে অনুরোধ করেন। কিন্তু যেহেতু সত্রাজিৎ লোভাতুর ছিলেন, তাই তিনি সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। কিছুকাল পরে সত্রাজিতের ভাই প্রসেন তার কণ্ঠে স্যমন্তক মণি ধারণ করে শিকারের জন্য অশ্বারোহণে নগর ছেড়ে বের হল। পথে এক সিংহ প্রসেনকে বধ করে মণিটি একটি পর্বত গুহায় নিয়ে গেল, সেখানে এক ভল্লুকরাজ জাম্ববান বাস করত। জাম্ববান সিংহটিকে হত্যা করল এবং তার পুত্রকে সেই রত্নটি খেলবার জন্য দিয়ে দিল।

রাজা সত্রাজিতের ভাই যখন আর ফিরে এল না, তখন রাজা ধারণা করলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তক মণির জন্য তাকে হত্যা করেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে

প্রচারিত এই গুজবের কথা শ্রীকৃষ্ণ শুনলেন এবং তিনি তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কয়েকজন নাগরিককে সঙ্গে নিয়ে প্রসেনকে খুঁজতে বের হলেন। প্রসেনের পথ অনুসরণ করে ঘটনাক্রমে তাঁরা পথে তার ঘোড়াটির সঙ্গে শায়িত প্রসেনের দেহটি দেখতে পেলেন। আরো কিছু দূর গিয়ে তাঁরা জাম্ববানের হাতে নিহত সিংহের দেহটিও দেখতে পেলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নগরবাসীদের গুহার বাইরে অপেক্ষা করতে বলে খোঁজ নেওয়ার জন্য গুহায় প্রবেশ করলেন।

জাম্ববানের গুহায় প্রবেশ করে শ্রীভগবান দেখলেন যে, স্যমন্তক মণিটি একটি শিশুর পাশে পড়ে আছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন মণিটি নেওয়ার চেষ্টা করলেন, তখন শিশুটির ধাত্রী বিপদের আশঙ্কায় কেঁদে উঠে জাম্ববানকে তখনই সেখানে ডেকে নিয়ে এল। জাম্ববান শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ মনে করে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে শুরু করল। আঠাশ দিন ধরে, যতক্ষণ না শ্রীভগবানের আঘাতে জাম্ববান দুর্বল হয়ে পড়ল, ততক্ষণ দুজনে যুদ্ধ করেছিলেন। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে বুঝতে পেরে, জাম্ববান তাঁর স্তুতি শুরু করে। ভগবান তাঁর পদ্মহস্তে জাম্ববানকে স্পর্শ করে তার ভয় দূর করলেন এবং তারপর মণি সম্বন্ধে সমস্ত কিছু তাকে বর্ণনা করলেন। পরম ভক্তির সঙ্গে জাম্ববান তার অবিবাহিত কন্যা জাম্ববতীর সঙ্গে সেই স্যমন্তক মণিটি ভগবানকে উপহার দিল।

ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গীরা বারো দিন যাবৎ গুহা থেকে তাঁর বেরিয়ে আসার জন্য অপেক্ষা করার পর হতাশ হয়ে দ্বারকায় ফিরে যায়। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত সুহৃদ ও আত্মীয়স্বজন অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে ওঠেন এবং শ্রীভগবানের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য নিয়মিতভাবে দুর্গাদেবীর আরাধনা করতে শুরু করেন। এইভাবে তারা যখন পূজা অর্চনার অনুষ্ঠানাদি করছিল, তখনই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নব বিবাহিতা পত্নীর সঙ্গে নগরীতে প্রবেশ করলেন। তিনি সত্রাজিতকে রাজসভায় ডেকে পাঠিয়ে তাঁকে স্যমন্তক মণি উদ্ধারের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করার পর মণিটি তাঁকে প্রত্যর্পণ করেন। অত্যন্ত লজ্জা ও অনুতাপের সঙ্গে সত্রাজিৎ মণিটি গ্রহণ করেন। তিনি গৃহে ফিরে গিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, শ্রীভগবানের পাদপদ্মে তিনি যে অপরাধ করেছেন, তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, কেবল মণিটিই নয়, নিজের কন্যাকেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অর্পণ করবেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন সকল দিব্যগুণে বিভূষিতা সেই কন্যা সত্যভামার পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু মণিটি শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাখ্যান করে সেটি রাজা সত্রাজিৎকেই ফিরিয়ে দেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

সত্রাজিতঃ স্বতনয়াং কৃষ্ণায় কৃতকিল্বিষঃ ।
স্যমন্তকেন মণিনা স্বয়মুদ্যম্য দত্তবান্ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **সত্রাজিতঃ**—রাজা সত্রাজিৎ; **স্ব**—তাঁর নিজ; **তনয়াম্**—কন্যা; **কৃষ্ণায়**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **কৃত**—অপরাধ করার জন্য; **কিল্বিষঃ**—অপরাধ; **স্যমন্তকেন**—স্যমন্তক রূপে পরিচিত; **মণিনা**—মণির সঙ্গে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **উদ্যম্য**—উদ্যম সহকারে; **দত্তবান্**—তিনি প্রদান করলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অসন্তুষ্ট করার পর তাঁকে সত্রাজিৎ তাঁর কন্যাসহ স্যমন্তক মণি অর্পণের দ্বারা তাঁর সাধ্য মতো প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করলেন।

শ্লোক ২

শ্রীরাজোবাচ

সত্রাজিতঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ কৃষ্ণস্য কিল্বিষঃ ।
স্যমন্তকঃ কুতস্তস্য কস্মাদ্দত্তা সুতা হরেঃ ॥ ২ ॥

শ্রীরাজা—রাজা (পরীক্ষিৎ মহারাজ); **উবাচ**—বললেন; **সত্রাজিতঃ**—সত্রাজিৎ; **কিম্**—কি; **অকরোদ্**—করেছিল; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে; **কিল্বিষম্**—অপরাধ; **স্যমন্তকঃ**—স্যমন্তক মণি; **কুতঃ**—কোথা হতে; **তস্য**—তার; **কস্মাৎ**—কেন; **দত্তা**—দেওয়া হয়েছিল; **সুতা**—তাঁর কন্যা; **হরেঃ**—শ্রীহরিকে।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—হে ব্রাহ্মণ, রাজা সত্রাজিৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে কি অপরাধ করেছিলেন? তিনি স্যমন্তক মণি কোথা থেকে পান এবং কেনই বা তাঁর কন্যাকে তিনি শ্রীভগবানের কাছে প্রদান করেছিলেন?

শ্লোক ৩

শ্রীশুক উবাচ

আসীৎ সত্রাজিতঃ সূর্যো ভক্তস্য পরমঃ সখা ।
প্রীতস্তস্মৈ মণিং প্রাদাৎ স চ তুষ্টঃ স্যমন্তকম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **আসীৎ**—ছিলেন; **সত্রাজিতঃ**—সত্রাজিতের; **সূর্যঃ**—সূর্যদেব; **ভক্তস্য**—তাঁর ভক্ত; **পরমঃ**—শ্রেষ্ঠ; **সখা**—শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ; **প্রীতঃ**—প্রীত; **তস্মৈঃ**—তাঁকে; **মণিম্**—মণিটি; **প্রাদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **সঃ**—তিনি; **চ**—এবং; **তুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট; **স্যমন্তকম্**—স্যমন্তক নামক।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—সূর্যদেব তাঁর ভক্ত সত্রাজিতের জন্য পরম প্রীতি অনুভব করেছিলেন। তাঁর পরম সুহৃদরূপে, তাঁর সন্তুষ্টির চিহ্নস্বরূপ, সূর্যদেব তাঁকে স্যমন্তক নামে মণিটি প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ৪

স তং বিভ্রন্মণিং কণ্ঠে ভ্রাজমানো যথা রবিঃ ।
প্রবিষ্টো দ্বারকাং রাজন্ তেজসা নোপলক্ষিতঃ ॥ ৪ ॥

সঃ—তিনি, রাজা সত্রাজিৎ; **তম্**—সেই; **বিভ্রৎ**—ধারণ করে; **মণিম্**—মণি; **কণ্ঠে**—তাঁর কণ্ঠে; **ভ্রাজমানঃ**—উজ্জ্বলরূপে আলো বিকিরণ করে; **যথা**—মতো; **রবিঃ**—সূর্য; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করলে; **দ্বারকাম্**—দ্বারকা নগরী; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **তেজসা**—জ্যোতির জন্য; **ন**—না; **উপলক্ষিতঃ**—চেনা।

অনুবাদ

সত্রাজিৎ তাঁর কণ্ঠে মণিটি ধারণ করে দ্বারকায় প্রবেশ করলেন। হে রাজন, তিনি স্বয়ং সূর্যের মতোই উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করছিলেন আর তাই মণিটির জ্যোতির ফলে তাঁকে কেউ চিনতে পারেনি।

শ্লোক ৫

তং বিলোক্য জনা দূরাৎ তেজসা মুষ্টদৃষ্টয়ঃ ।
দীব্যতেঽক্ষৈর্ভগবতে শশংসুঃ সূর্যশঙ্কিতাঃ ॥ ৫ ॥

তম্—তাঁকে; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **জনাঃ**—সাধারণ মানুষেরা; **দূরাৎ**—কিছু দূর থেকে; **তেজসা**—তাঁর জ্যোতি দ্বারা; **মুষ্ট**—অপহৃত; **দৃষ্টয়ঃ**—তাদের দৃষ্টি ক্ষমতা; **দীব্যতে**—যারা খেলছিল; **অক্ষৈঃ**—অক্ষক্রীড়া; **ভগবতে**—ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের কাছে; **শশংসুঃ**—তারা বলল; **সূর্য**—সূর্যদেব; **শঙ্কিতাঃ**—তাঁকে মনে করে।

অনুবাদ

সাধারণ মানুষেরা যখন কিছু দূর থেকে সত্রাজিৎ-কে দেখে, তখন, তাঁর উজ্জ্বলতা তাদের চোখ যেন অন্ধ করে দিয়েছিল। তাই তারা মনে করল যে, তিনি বুঝি

সূর্যদেব এবং সেই সময়ে অক্ষক্রীড়ারত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে তা জানাবার জন্য গিয়েছিল।

শ্লোক ৬

নারায়ণ নমস্তেঽস্তু শঙ্খচক্রগদাধর ।
দামোদরারবিন্দাক্ষ গোবিন্দ যদুনন্দন ॥ ৬ ॥

নারায়ণঃ—হে ভগবান নারায়ণ; **নমঃ**—প্রণাম; **তে**—আপনাকে; **অস্তু**—নিবেদন করি; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **চক্র**—চক্র; **গদা**—এবং গদা; **ধর**—হে ধারণকারী; **দামোদর**—হে ভগবান দামোদর; **অরবিন্দ-অক্ষ**—হে পদ্মনেত্র; **গোবিন্দ**—হে ভগবান গোবিন্দ; **যদু-নন্দন**—হে যদুগণের প্রিয় পুত্র।

অনুবাদ

[দ্বারকার অধিবাসীগণ বলল—] হে নারায়ণ, হে শঙ্খ-চক্র-গদাধারী, হে পদ্মনেত্র দামোদর, হে গোবিন্দ, হে যদুনন্দন, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি।

শ্লোক ৭

এষ আয়াতি সবিতা ত্বাং দিদৃক্ষুর্জগৎপতে ।
মুষ্ণন্ গভস্তিচক্রেণ নৃণাং চক্ষূংষি তিগ্মগুঃ ॥ ৭ ॥

এষঃ—এই; **আয়াতি**—আগমন করেছে; **সবিতা**—সূর্যদেব; **ত্বাম্**—আপনাকে; **দিদৃক্ষুঃ**—দর্শন করার ইচ্ছায়; **জগৎপতে**—হে জগন্নাথ; **মুষ্ণন্**—অপহরণ করে; **গভস্তি**—তাঁর কিরণের; **চক্রেণ**—বৃত্ত দ্বারা; **নৃণাম্**—মানুষের; **চক্ষূংষি**—চক্ষুসমূহ; **তিগ্ম**—তীব্র; **গুঃ**—যাঁর রশ্মি।

অনুবাদ

হে জগন্নাথ, ভগবান সবিতা আপনাকে দর্শন করতে আগমন করেছেন। তাঁর জ্যোতির তীক্ষ্ণ রশ্মি দ্বারা তিনি সকলের দৃষ্টি অন্ধ করছেন।

শ্লোক ৮

নন্বন্বিচ্ছন্তি তে মার্গং ত্রিলোক্যাং বিবুধর্ষভাঃ ।
জ্ঞাত্বাদ্য গূঢ়ং যদুষু দ্রষ্টুং ত্বাং যাত্যজঃ প্রভো ॥ ৮ ॥

ননু—নিশ্চয়ই; **অন্বিচ্ছন্তি**—তাঁরা অনুসন্ধান করেন; **তে**—আপনার; **মার্গম্**—পথ; **ত্রিলোক্যাম্**—ত্রিলোকের সর্বত্র; **বিবুধ**—জ্ঞানী দেবতাগণের; **ঋষভাঃ**—শ্রেষ্ঠ;

জ্ঞাত্বা—অবগত হয়ে; **অদ্য**—এখন; **গূঢ়ম্**—গূঢ়ভাবে; **যদুষু**—যদুগণের মধ্যে; **দ্রষ্টুম্**—দর্শনের জন্য; **ত্বাম্**—আপনাকে; **যাতিঃ**—আগমন করেছেন; **অজঃ**—জন্ম রহিত (সূর্যদেব); **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

হে প্রভু, ত্রিলোকের পরম শ্রেষ্ঠ দেবতারা নিশ্চয়ই আপনাকে অন্বেষণের জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছেন, কারণ এখন আপনি নিজেকে যদু বংশের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন। তাই জন্মরহিত সূর্যদেব এখানে আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন।

শ্লোক ৯

শ্রীশুক উবাচ

নিশম্য বালবচনং প্রহস্যাম্বুজলোচনঃ ।
প্রাহ নাসৌ রবির্দেবঃ সত্রাজিন্মণিনা জ্বলন্ ॥ ৯ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **বাল**—বালকসুলভ; **বচনম্**—এই সমস্ত বাক্য; **প্রহস্য**—হাস্য সহকারে; **অম্বুজ**—পদ্মসদৃশ; **লোচনঃ**—যাঁর দুই নয়ন; **প্রাহ**—বললেন; **ন**—না; **অসৌ**—এই ব্যক্তি; **রবিঃ দেবঃ**—সূর্যদেব; **সত্রাজিৎ**—রাজা সত্রাজিৎ; **মণিনা**—তাঁর মণির জন্য; **জ্বলন্**—প্রখর দীপ্তিপূর্ণ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—তাদের এই সমস্ত বালসুলভ বাক্য শুনে পদ্মনেত্র শ্রীভগবান সহাস্যে বললেন, "এ সূর্যদেব নয়, বরং সত্রাজিৎ, তার মণির জন্য সে প্রখর দীপ্তিমান হয়েছে।"

শ্লোক ১০

সত্রাজিৎ স্বগৃহং শ্রীমৎ কৃতকৌতুকমঙ্গলম্ ।
প্রবিশ্য দেবসদনে মণিং বিপ্রৈর্ন্যবেশয়ৎ ॥ ১০ ॥

সত্রাজিৎ—সত্রাজিৎ; **স্ব**—তাঁর; **গৃহম্**—গৃহ; **শ্রীমৎ**—সুরম্য; **কৃত**—পালন করেছিলেন; **কৌতুক**—উৎসব সহ; **মঙ্গলম্**—মঙ্গলময় আচার; **প্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **দেব-সদনে**—দেবালয়ে; **মণিম্**—মণি; **বিপ্রৈঃ**—পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের দিয়ে; **ন্যবেশয়ৎ**—তিনি সংস্থাপন করালেন।

অনুবাদ

রাজা সত্রাজিৎ উৎসব সহকারে মঙ্গলময় আচার পালন করে তাঁর সুরম্য গৃহে প্রবেশ করলেন। তাঁর পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা গৃহের মন্দিরে স্যমন্তক মণিটিকে সংস্থাপিত করলেন।

শ্লোক ১১

দিনে দিনে স্বর্ণভারানষ্টৌ স স্যজতি প্রভো ।
দুর্ভিক্ষমার্যরিষ্টানি সর্পাধিব্যাধয়োঽশুভাঃ ।
ন সন্তি মায়িনস্তত্র যত্রাস্তেঽভ্যর্চিতো মণিঃ ॥ ১১ ॥

দিনে দিনে—দিনের পর দিন; **স্বর্ণ**—স্বর্ণের; **ভারান্**—ভার পরিমাণ; **অষ্টৌ**—আট; **সঃ**—তা; **সৃজতি**—উৎপন্ন করত; **প্রভো**—হে প্রভু (পরীক্ষিৎ মহারাজ); **দুর্ভিক্ষ**—দুর্ভিক্ষ; **মারি**—অকালমৃত্যু; **অরিষ্টানি**—উপদ্রব; **সর্প**—সর্প (দংশন); **আধি**—মানসিক রোগ; **ব্যাধয়ঃ**—ব্যাধি; **অশুভাঃ**—অমঙ্গল; **ন সন্তি**—থাকে না; **মায়িনঃ**—প্রবঞ্চক; **তত্র**—যেখানে; **যত্র**—যেখানে; **অস্তে**—অবস্থান করে; **অভ্যর্চিতঃ**—যথাযথরূপে অর্চিত হয়ে; **মণিঃ**—মণিটি।

অনুবাদ

হে প্রভু, প্রতিদিন মণিটি আট ভার স্বর্ণ উৎপাদন করত আর যে স্থানে এটি স্থাপন করা হয় এবং যথাযথভাবে পূজা-অর্চনা করা হয়, সেই স্থানটি দুর্ভিক্ষ বা অকালমৃত্যুর মতো দুর্যোগ এবং সর্পদংশন, মানসিক ও শারীরিক ব্যাধি আর প্রবঞ্চক ব্যক্তির প্রাদুর্ভাবের মতো অমঙ্গল থেকে মুক্ত হয়।

তাৎপর্য

ভার বিষয়ে শ্রীল শ্রীধর স্বামী নিম্নোক্ত শাস্ত্রীয় উল্লেখ প্রদান করছেন—

চতুর্ভির্ব্রীহিভির্গুঞ্জাং গুঞ্জাঃ পঞ্চপণং পণান্ ।
অষ্টৌ ধরণমষ্টৌ চ কর্ষং তাংশ্চতুরঃ পলম্ ।
তুলাং পলশতং প্রাহুর্ভারঃ স্যাদ্‌বিংশতিস্তুলাঃ ॥

বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে, "চারটি ধানকে বলা হয় এক গুঞ্জা, পাঁচ গুঞ্জায় একপণ, আট পণে এক ধারণ, আট ধারণে এক কর্ষ, চার কর্ষে এক পল, শত পলে এক তুলা এবং কুড়িটি তুলায় এক ভার হয়।" যেহেতু এক ছটাক ওজনে প্রায় ৭,৪০০টি ধান হয়, সেই হিসাবে স্যমন্তক মণিটি প্রতিদিন প্রায় ২মণেরও বেশি স্বর্ণ সৃষ্টি করত।

শ্লোক ১২

স যাচিতো মণিং ক্বাপি যদুরাজায় শৌরিণা ।
নৈবার্থকামুকঃ প্রাদাদ্‌যাচ্ঞাভঙ্গমতর্কয়ন্ ॥ ১২ ॥

সঃ—তিনি, সত্রাজিৎ; **যাচিতঃ**—প্রার্থিত হয়েছিলেন; **মণিম্**—মণিটি; **ক্ব অপি**—কোন এক সময়ে; **যদু-রাজায়**—যদুগণের রাজা উগ্রসেনের জন্য; **শৌরিণা**—শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা; **ন**—না; **এব**—বস্তু; **অর্থ**—সম্পদের জন্য; **কামুকঃ**—লোভী; **প্রাদাৎ**—প্রদান করলেন; **যাচ্ঞা**—প্রার্থনার; **ভঙ্গম্**—ভঙ্গ; **অতর্কয়ন্**—বিবেচনা না করে।

অনুবাদ

কোন এক সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মণিটি যদুরাজ, উগ্রসেনকে প্রদান করার জন্য সত্রাজিৎকে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু সত্রাজিৎ এত লোভী ছিলেন যে, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। শ্রীভগবানের অনুরোধ প্রত্যাখ্যানের ফলে অপরাধের গুরুত্বের প্রতি তিনি ভেবে দেখেননি।

শ্লোক ১৩

তমেকদা মণিং কণ্ঠে প্রতিমুচ্য মহাপ্রভম্ ।
প্রসেনো হয়মারুহ্য মৃগয়াং ব্যচরদ্বনে ॥ ১৩ ॥

তম্—সেই; **একদা**—একদিন; **মণিম্**—মণিটি; **কণ্ঠে**—তাঁর কণ্ঠে; **প্রতিমুচ্য**—ধারণ করে; **মহা**—অত্যন্ত; **প্রভম্**—দ্যুতিময়; **প্রসেনঃ**—প্রসেন (সত্রাজিতের ভাই); **হয়ম্**—একটি অশ্বে; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **মৃগায়াম্**—শিকারের জন্য; **ব্যচরৎ**—গমন করলেন; **বনে**—বনে।

অনুবাদ

একদিন সত্রাজিতের ভাই, প্রসেন, তাঁর কণ্ঠে উজ্জ্বল মণিটি ঝুলিয়ে, অশ্বারোহণ করলেন এবং শিকার করার জন্য বনে গমন করলেন।

তাৎপর্য

সত্রাজিতের, শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার অশুভ ফল প্রকাশ হতে চলেছে।

শ্লোক ১৪

প্রসেনং সহয়ং হত্বা মণিমাচ্ছিদ্য কেশরী ।
গিরিং বিশন্ জাম্ববতা নিহতো মণিমিচ্ছতা ॥ ১৪ ॥

প্রসেনম্—প্রসেন; **স**—সহ একত্রে; **হয়ম্**—তার অশ্ব; **হত্বা**—হত্যা করে; **মণিম্**—মণিটি; **আচ্ছিদ্য**—গ্রহণ করে; **কেশরী**—একটি সিংহ; **গিরিম্**—পর্বতে (একটি

গুহায়); বিশন্—প্রবেশ করে; জাম্ববতা—ভল্লুকদের রাজা, জাম্ববান দ্বারা; নিহতঃ—নিহত; মণিম্—মণি; ইচ্ছতা—গ্রহণ অভিলাষে।

অনুবাদ

একটি সিংহ প্রসেন ও তার অশ্বকে হত্যা করল এবং মণিটি গ্রহণ করল। কিন্তু সিংহটি যখন একটি পর্বত গুহায় প্রবেশ করল, তখন মণি-অভিলাষী জাম্ববানের হাতে সে নিহত হল।

শ্লোক ১৫

সোঽপি চক্রে কুমারস্য মণিং ক্রীড়নকং বিলে ।
অপশ্যন্ ভ্রাতরং ভ্রাতা সত্রাজিৎ পর্যতপ্যত ॥ ১৫ ॥

সঃ—সে, জাম্ববান; অপি—ও; চক্রে—করেছিল; কুমারস্য—তার পুত্রের জন্য; মণিম্—মণিটি; ক্রীড়নকম্—একটি খেলনা; বিলে—গুহা মধ্যে; অপশ্যন্—দেখতে না পেয়ে; ভ্রাতরম্—তার ভাইকে; ভ্রাতা—ভাই; সত্রাজিৎ—সত্রাজিৎ; পর্যতপ্যত—গভীরভাবে অনুতপ্ত হলেন।

অনুবাদ

গুহামধ্যে জাম্ববান তার বালক পুত্রের জন্য স্যমন্তক মণিটি খেলনা রূপে ক্রীড়া করতে দিল। ইতিমধ্যে, সত্রাজিৎ তাঁর ভাইকে ফিরতে না দেখে, গভীরভাবে অনুতপ্ত হলেন।

শ্লোক ১৬

প্রায়ঃ কৃষ্ণেন নিহতো মণিগ্রীবো বনং গতঃ ।
ভ্রাতা মমেতি তচ্ছ্রুত্বা কর্ণে কর্ণেঽজপন্ জনাঃ ॥ ১৬ ॥

প্রায়ঃ—সম্ভবত; কৃষ্ণেন—কৃষ্ণের দ্বারা; নিহতঃ—নিহত; মণি—মণি; গ্রীবঃ—তার কণ্ঠে ধারণ করে; বনম্—বনে; গতঃ—গমন করেছিল; ভ্রাতা—ভাই; মম—আমার; ইতি—এইভাবে বলে; তৎ—সেই; শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; কর্ণে কর্ণে—একে অপরের কানে; অজপন্—গোপনে বলতে লাগল; জনাঃ—লোক।

অনুবাদ

তিনি বললেন, "আমার ভাই কণ্ঠে মণি ধারণ করে বনে গিয়েছিল, তাই কৃষ্ণ সম্ভবত তাকে হত্যা করেছে।" সাধারণ মানুষ এই অভিযোগ শুনে গোপনে কানাকানি করতে শুরু করল।

শ্লোক ১৭

ভগবাংস্তদুপশ্রুত্য দুর্যশো লিপ্তমাত্মনি ।
মাষ্টুং প্রসেনপদবীমন্বপদ্যত নাগরৈঃ ॥ ১৭ ॥

ভগবান্—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **তৎ**—তা; **উপশ্রুত্য**—শ্রবণ করে; **দুর্যশঃ**—কলঙ্ক; **লিপ্তম্**—লিপ্ত; **আত্মনি**—নিজেতে; **মাষ্টুম্**—মার্জন করার জন্য; **প্রসেন-পদবীম্**—প্রসেনের গৃহীত পথ; **অন্বপদ্যত**—তিনি অনুসরণ করলেন; **নাগরৈঃ**—নগরীর মানুষদের সঙ্গে একত্রে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এই গুজব শুনলেন, তখন তিনি তাঁর যশে লিপ্ত কালিমা মোচন করতে চাইলেন। তাই তিনি দ্বারকার কিছু নাগরিকদের সঙ্গে নিয়ে প্রসেনের পথ অনুসরণ করে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ১৮

হতং প্রসেনং অশ্বং চ বীক্ষ্য কেশরিণা বনে ।
তং চাদ্রিপৃষ্ঠে নিহতমৃক্ষেণ দদৃশুর্জনাঃ ॥ ১৮ ॥

হতম্—হত; **প্রসেনম্**—প্রসেন; **অশ্বম্**—তার অশ্ব; **চ**—এবং; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **কেশরিণা**—এক সিংহ দ্বারা; **বনে**—বনে; **তম্**—সেই (সিংহ); **চ**—ও; **অদ্রি**—এক পর্বতের; **পৃষ্ঠে**—পৃষ্ঠে; **নিহতম্**—নিহত; **ঋক্ষেণ**—ঋক্ষ দ্বারা (জাম্ববান); **দদৃশুঃ**—তাঁরা দেখলেন; **জনাঃ**—মানুষেরা।

অনুবাদ

বনমধ্যে তাঁরা প্রসেন ও তার অশ্ব, উভয়কেই সিংহ দ্বারা নিহত দেখলেন। পর্বতপৃষ্ঠে তাঁরা সিংহটিকেও ঋক্ষ (জাম্ববান) দ্বারা হত দেখতে পেলেন।

শ্লোক ১৯

ঋক্ষরাজবিলং ভীমমন্ধেন তমসাবৃতম্ ।
একো বিবেশ ভগবানবস্থাপ্য বহিঃ প্রজাঃ ॥ ১৯ ॥

ঋক্ষ-রাজ—ভল্লুকদের রাজার; **বিলম্**—গুহা; **ভীমম্**—ভয়ঙ্কর; **অন্ধেন তমসা**—নিবিড় অন্ধকার দ্বারা; **আবৃতম্**—আচ্ছন্ন; **একঃ**—একাকী; **বিবেশ**—প্রবেশ করলেন; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **অবস্থাপ্য**—স্থাপন করে; **বহিঃ**—বাইরে; **প্রজাঃ**—নগরবাসীদের।

অনুবাদ

শ্রীভগবান তাঁর প্রজাদের ভল্লুক রাজের ভয়ঙ্কর নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহার বাইরে রেখে তারপর তিনি একাকী প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ২০

তত্র দৃষ্ট্বা মণিপ্রেষ্ঠং বালক্রীড়নকং কৃতম্ ।
হর্তুং কৃতমতিস্তস্মিন্নবতস্থেঽর্ভকান্তিকে ॥ ২০ ॥

তত্র—সেখানে; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **মণি-প্রেষ্ঠম্**—অত্যন্ত মূল্যবান মণিটি; **বাল**—একটি শিশুর; **ক্রীড়নকম্**—ক্রীড়াবস্তু; **কৃতম্**—কৃত; **হর্তুম্**—সেটি হরণ করার জন্য; **কৃত-মতিঃ**—সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে; **তস্মিন্**—সেখানে; **অবতস্থে**—তিনি গেলেন; **অর্ভক-অন্তিকে**—শিশুটির কাছে।

অনুবাদ

সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই মহামূল্যবান মণিটি একটি শিশুর খেলনা করা হয়েছে দেখতে পেলেন। সেটি তুলে নিয়ে আসার সঙ্কল্প করে, তিনি শিশুটির কাছে গেলেন।

শ্লোক ২১

তমপূর্বং নরং দৃষ্ট্বা ধাত্রী চুক্রোশ ভীতবৎ ।
তচ্ছ্রুত্বাভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধো জাম্ববান্ বলিনাং বরঃ ॥ ২১ ॥

তম্—সেই; **অপূর্বম্**—পূর্বে কখনও দর্শিত হয়নি; **নরম্**—মানুষ; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **ধাত্রী**—ধাত্রী; **চুক্রোশ**—চেঁচিয়ে উঠল; **ভীত-বৎ**—ভীত হয়ে; **তৎ**—তা; **শ্রুত্বা**—শুনতে পেয়ে; **অভ্যদ্রবৎ**—ছুটে এল; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ; **জাম্ববান**—জাম্ববান; **বলীনাম্**—বলশালী; **বরঃ**—শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

সেই অসাধারণ পুরুষকে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শিশুটির ধাত্রী ভয়ে চিৎকার করে উঠল। অমিত বলশালী জাম্ববান তার কান্না শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীভগবানের দিকে ছুটে এল।

শ্লোক ২২

স বৈ ভগবতা তেন যুযুধে স্বামিনাত্মনঃ ।
পুরুষং প্রাকৃতং মত্বা কুপিতো নানুভাববিৎ ॥ ২২ ॥

সঃ—সে; **বৈ**—বস্তুত; **ভগবতা**—শ্রীভগবানের সঙ্গে; **তেন**—তাঁর সঙ্গে; **যুযুধে**—যুদ্ধ করেছিল; **স্বামিনা**—প্রভু; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজ; **পুরুষম্**—পুরুষ; **প্রাকৃতম্**—প্রাকৃত; **মত্বা**—তাঁকে মনে করে; **কুপিতঃ**—ক্রুদ্ধ; **ন**—না; **অনুভাব**—তাঁর মর্যাদা; **বিৎ**—সচেতন।

অনুবাদ

তাঁর প্রকৃত মর্যাদা সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়ে এবং তাঁকে জড়জাগতিক একজন সাধারণ মানুষ মনে করে, জাম্ববান ক্রুদ্ধ হয়ে তার প্রভু পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করল।

তাৎপর্য

পুরুষং প্রাকৃতং মত্বা, "তাঁকে একজন জড় জাগতিক মানুষ মনে করে" কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অধিকাংশ পাশ্চাত্যবাসীরা এবং বৈদিক পণ্ডিত নামে অভিহিত মানুষেরা *পুরুষম্* কথাটিকে, যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও উল্লেখ করে, তখনও 'মানুষ' রূপে অনুবাদ করে উপভোগ করে এবং তাই তাদের বৈদিক সাহিত্যের অননুমোদিত অনুবাদগুলি শ্রীভগবানের প্রতি তাদের জড় জাগতিক ধারণাগুলির দ্বারা কলঙ্কিত হয়ে যায়। যাইহোক, এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাম্ববান যেহেতু শ্রীভগবানের মর্যাদা ভুলে গিয়েছিল, তাই সে তাঁকে *প্রাকৃত পুরুষ* "জড় জাগতিক" রূপে বিবেচনা করেছিল। অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবান *পুরুষোত্তম,* তিনি "পরম চিন্ময় পুরুষ"।

শ্লোক ২৩

দ্বন্দ্বযুদ্ধং সুতুমুলমুভয়োর্বিজিগীষতোঃ ।
আয়ুধাশ্মদ্রুমৈর্দোর্ভিঃ ক্রব্যার্থে শ্যেনয়োরিব ॥ ২৩ ॥

দ্বন্দ্ব—সমানে সমানে; **যুদ্ধম্**—যুদ্ধ; **সু-তুমুলম্**—অত্যন্ত ক্রোধোন্মত্ত; **উভয়োঃ**—তাদের দুজনের মধ্যে; **বিজিগীষতোঃ**—বিজয়েচ্ছু; **আয়ুধ**—অস্ত্র দ্বারা; **অশ্ম**—প্রস্তর; **দ্রুমৈঃ**—এবং বৃক্ষ; **দোর্ভিঃ**—তাদের বাহু দ্বারা; **ক্রব্য**—বাজে মাংস; **অর্থে**—জন্য; **শ্যেনয়োঃ**—দুটি বাজপাখির মধ্যে; **ইব**—যেন।

অনুবাদ

বিজয়েচ্ছু দুজনেই ভয়ঙ্করভাবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করেছিল। পরস্পরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অস্ত্র দিয়ে লড়াই হচ্ছিল এবং তারপর পাথর, গাছের গুঁড়ি ও শেষ পর্যন্ত হাত দিয়ে, এক টুকরো মাংসের জন্য যুদ্ধরত দুই বাজপাখির মতো তারা যুদ্ধ করেছিল।

শ্লোক ২৪

আসীৎ তদষ্টাবিংশাহমিতরেতরমুষ্টিভিঃ ।
বজ্রনিষ্পেষপরুষৈরবিশ্রমমহর্নিশম্ ॥ ২৪ ॥

আসীৎ—ছিল; **তৎ**—তা; **অষ্টাবিংশ**—আঠাশ; **অহম্**—দিন; **ইতর-ইতর**—পরস্পরের সঙ্গে; **মুষ্টিভিঃ**—মুষ্টি; **বজ্র**—বজ্রের; **নিষ্পেষ**—আঘাতের মতো; **পরুষৈঃ**—কঠোর; **অবিশ্রমম্**—অবিশ্রান্ত; **অহঃ-নিশম্**—দিবারাত্রি।

অনুবাদ

দিবা রাত্রি অবিশ্রান্তভাবে আঠাশদিন এই যুদ্ধ চলেছিল এবং দুই প্রতিপক্ষ পরস্পরকে তাদের মুষ্টি দিয়ে বজ্রের মতো আঘাত করছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, যুদ্ধটি দিনে এবং রাত্রে বিরামবিহীনভাবে চলেছিল।

শ্লোক ২৫

কৃষ্ণমুষ্টিবিনিষ্পাতনিষ্পিষ্টাঙ্গোরুবন্ধনঃ ।
ক্ষীণসত্ত্বঃ স্বিন্নগাত্রস্তমাহাতীব বিস্মিতঃ ॥ ২৫ ॥

কৃষ্ণ-মুষ্টি—শ্রীকৃষ্ণের মুষ্টির; **বিনিস্পাত**—আঘাতে; **নিষ্পিষ্ট**—শিথিল হয়েছিল; **অঙ্গ**—যার দেহের; **উরু**—স্ফীতকায়; **বন্ধনঃ**—পেশীগুলি; **ক্ষীণ**—হ্রাসমান; **সত্ত্বঃ**—যার শক্তি; **স্বিন্ন**—ঘর্মাক্ত; **গাত্রঃ**—যার অঙ্গসমূহ; **তম্**—তাঁকে; **আহ**—সে বলল; **অতীব**—অতিশয়; **বিস্মিতঃ**—বিস্মিত।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুষ্টির আঘাতে তার স্ফীতকায় পেশীগুলি শিথিল হয়ে গিয়েছিল, তার শক্তি কমে আসছিল, এবং তার ঘর্মাক্ত অঙ্গ নিয়ে জাম্ববান অতিশয় বিস্মিত হয়ে অবশেষে শ্রীভগবানকে বলেছিল।

শ্লোক ২৬

জানে ত্বাং সর্বভূতানাং প্রাণ ওজঃ সহো বলম্ ।
বিষ্ণুং পুরাণপুরুষং প্রভবিষ্ণুমধীশ্বরম্ ॥ ২৬ ॥

জানে—আমি জানি; **ত্বাম্**—আপনি (হবেন); **সর্ব**—সকল; **ভূতানাম্**—জীবের; **প্রাণঃ**—প্রাণ; **ওজঃ**—ইন্দ্রিয়ের বল; **সহঃ**—মানসিক শক্তি; **বলম্**—দৈহিকশক্তি;

বিষ্ণুম্—শ্রীবিষ্ণু; **পুরাণ**—আদি; **পুরুষম্**—পরম পুরুষ; **প্রভবিষ্ণুম্**—সর্বশক্তিমান; **অধীশ্বরম্**—পরম নিয়ন্তা।

অনুবাদ

[জাম্ববান বললেন—] এখন আমি অবগত হলাম যে, আপনি সকল জীবের প্রাণস্বরূপ এবং ইন্দ্রিয়, মন ও দেহগত বল। সকল জীবের আপনি আদিপুরুষ, সর্বশক্তিমান পরম নিয়ন্তা শ্রীবিষ্ণু।

শ্লোক ২৭

ত্বং হি বিশ্বসৃজাং স্রষ্টা সৃষ্টানামপি যচ্চ সৎ ।
কালঃ কলয়তামীশঃ পর আত্মা তথাত্মনাম্ ॥ ২৭ ॥

ত্বম্—আপনি; **হি**—বস্তুত; **বিশ্ব**—জগতের; **সৃজাম্**—স্রষ্টার; **স্রষ্টা**—স্রষ্টা; **সৃষ্টানাম্**—সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে; **অপি**—ও; **যৎ**—যা; **চ**—এবং; **সৎ**—নিহিত সার; **কালঃ**—সংহারকর্তা; **কলয়তাম্**—সংহারকর্তার; **ঈশঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরঃ আত্মা**—পরমাত্মা; **তথা**—ও; **আত্মনাম্**—সকল আত্মার।

অনুবাদ

আপনি সকল জগৎ স্রষ্টাগণের পরম স্রষ্টা এবং আপনার যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর আপনিই নিহিত সারতত্ত্ব। আপনি সকল সংহারকর্তারও সংহারকর্তা পরমেশ্বর ভগবান ও সকল আত্মার পরমাত্মা।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২৫/৪২) কপিলদেব যেমন উল্লেখ করছেন—*মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ* অর্থাৎ "স্বয়ং মৃত্যু আমার ভয়ে বিচরণ করে"।

শ্লোক ২৮

যস্যেষদুৎ কলিতরোষকটাক্ষমোক্ষৈর্
বর্ত্মাদিশৎ ক্ষুভিতনক্রতিমিঙ্গলোঽব্ধিঃ ।
সেতুঃ কৃতঃ স্বযশ উজ্জ্বলিতা চ লঙ্কা
রক্ষঃশিরাংসি ভুবি পেতুরিষুক্ষতানি ॥ ২৮ ॥

যস্য—যাঁর; **ঈষৎ**—ঈষৎ; **উৎকলিত**—প্রকাশিত; **রোষ**—ক্রোধ হতে; **কটা-অক্ষ**—দৃষ্টিপাতে; **মোক্ষৈঃ**—মুক্তির জন্য; **বর্ত্ম**—পথ; **আদিশৎ**—প্রদর্শন করেছিল; **ক্ষুভিত**—বিক্ষুব্ধ; **নক্র**—(যেখানে) কুমীর; **তিমিঙ্গলঃ**—এবং বিশাল তিমিঙ্গিল মৎস্য; **অব্ধিঃ**—সমুদ্র; **সেতু**—সেতু; **কৃতঃ**—প্রস্তুত; **স্ব**—তাঁর নিজ; **যশঃ**—যশ;

উজ্জ্বলিতা—দগ্ধ হল; চ—এবং; লঙ্কা—লঙ্কানগরী; রক্ষঃ—রাক্ষসের (রাবণ); শিরংসি—মস্তকগুলি; ভুবি—ভূতলে; পেতুঃ—পতিত হয়েছিল; ইষু—যাঁর বাণে; ক্ষতাণি—বিচ্ছিন্ন হয়ে।

অনুবাদ

আপনিই তিনি, যিনি সমুদ্রকে পথ প্রদানের জন্য চালিত করেছিলেন, যাঁর কটাক্ষপাতে, যাঁর ঈষৎ ক্রোধ প্রকাশে জলের গভীরতার মধ্যে কুমীর ও তিমিঙ্গিল মৎস্য ক্ষোভিত হয়ে উঠেছিল। আপনিই তিনি, যিনি তাঁর কীর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এক বিশাল সেতু নির্মাণ করেছিলেন, যিনি লঙ্কাপুরী দহন করেছিলেন এবং যাঁর বাণে রাবণের মস্তকগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে ভূতলে পতিত হয়েছিল।

শ্লোক ২৯-৩০

ইতি বিজ্ঞাতবিজ্ঞানমৃক্ষরাজানমচ্যুতঃ ।
ব্যাজহার মহারাজ ভগবান্ দেবকীসুতঃ ॥ ২৯ ॥
অভিমৃশ্যারবিন্দাক্ষঃ পাণিনা শঙ্করেণ তম্ ।
কৃপয়া পরয়া ভক্তং মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ৩০ ॥

ইতি—এইভাবে; বিজ্ঞাত-বিজ্ঞানম্—সত্যকে হৃদয়ঙ্গমকারী; ঋক্ষ—ভল্লুকের; রাজানম্—রাজাকে; অচ্যুতঃ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; ব্যাজহার—বলেছিলেন; মহারাজ—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); ভগবান্—শ্রীভগবান; দেবকী-সুতঃ—দেবকীর পুত্র; অভিমৃশ্য—স্পর্শ করে; অরবিন্দ-অক্ষ—পদ্মনেত্র; পাণিনা—তাঁর হাত দিয়ে; শম্—মঙ্গলময়; করেন—যা প্রদান করে; তম্—তাঁকে; কৃপয়া—কৃপা সহকারে; পরয়া—পরম; ভক্তম্—তাঁর ভক্তকে; মেঘ—মেঘের মতো; গম্ভীরয়া—গভীর; গিরা—কণ্ঠে।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী আরও বলেন—] হে রাজন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন সত্য হৃদয়ঙ্গমকারী ঋক্ষরাজকে সম্বোধন করলেন। পদ্মনেত্র দেবকীসুত শ্রীভগবান তাঁর আশীর্বাদ প্রদায়ী হস্ত দ্বারা জাম্ববানকে স্পর্শ করে মহিমাময় কৃপা সহকারে মেঘগম্ভীর স্বরে তাঁর ভক্তকে বলেছিলেন।

শ্লোক ৩১

মণিহেতোরিহ প্রাপ্তা বয়মৃক্ষপতে বিলম্ ।
মিথ্যাভিশাপং প্রমৃজন্নাত্মনো মণিনামুনা ॥ ৩১ ॥

মণি—মণি; **হেতোঃ**—হেতু; **ইহ**—এখানে; **প্রাপ্তাঃ**—আগমন করেছি; **বয়ম্**—আমরা; **ঋক্ষ-পতে**—হে ঋক্ষরাজ; **বিলম্**—গুহায়; **মিথ্যা**—মিথ্যা; **অভিশাপম্**—অভিযোগ; **প্রমৃজন্**—দূরীভূত করতে; **আত্মনঃ**—আমার বিরুদ্ধে; **মণিনা**—মণি দ্বারা; **অমুনা**—এই।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] হে ঋক্ষাধিপতি, এই মণির জন্য আমরা তোমার গুহায় এসেছি। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য আমি এই মণিটি ব্যবহার করার মনস্থ করেছি।

শ্লোক ৩২

ইত্যুক্তঃ স্বাং দুহিতরং কন্যাং জাম্ববতীং মুদা ।
অর্হনার্থং স মণিনা কৃষ্ণায়োপজহার হ ॥ ৩২ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্তঃ**—সম্বোধিত হয়ে; **স্বাম্**—সে; **দুহিতরম্**—দুহিতা; **কন্যাম্**—কুমারী; **জাম্ববতীম্**—জাম্ববতী; **মুদা**—সুখে; **অর্হণ-অর্থম্**—শ্রদ্ধার্ঘ রূপে; **সঃ**—সে; **মণিনা**—মণিটি সহ; **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণকে; **উপজহার হ**—উপহার প্রদান করল।

অনুবাদ

এইভাবে সম্বোধিত হয়ে, জাম্ববান সানন্দে মণিটির সঙ্গে একত্রে তার দুহিতা কুমারী জাম্ববতীকে, শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে, তাঁকে সম্মান জ্ঞাপন করল।

শ্লোক ৩৩

অদৃষ্ট্বা নির্গমং শৌরেঃ প্রবিষ্টস্য বিলং জনাঃ ।
প্রতীক্ষ্য দ্বাদশাহানি দুঃখিতাঃ স্বপুরং যযুঃ ॥ ৩৩ ॥

অদৃষ্ট্বা—দেখতে না পেয়ে; **নির্গমম্**—বহির্গমন; **শৌরেঃ**—শ্রীকৃষ্ণের; **প্রবিষ্টস্য**—অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট; **বিলম্**—গুহা; **জনাঃ**—জনসাধারণ; **প্রতীক্ষ্য**—প্রতীক্ষা করার পর; **দ্বাদশ**—বারো; **অহানি**—দিন; **দুঃখিতাঃ**—দুঃখিত; **স্ব**—তাদের; **পুরম্**—নগরে; **যযুঃ**—গমন করল।

অনুবাদ

ভগবান শৌরি গুহায় প্রবেশ করার পর, দ্বারকার জনগণ, যারা তাঁর সঙ্গী ছিলেন, তারা তাঁকে বেরিয়ে আসতে না দেখে বারো দিন অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত তারা স্থান ত্যাগ করে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে তাদের নগরীতে ফিরে যায়।

শ্লোক ৩৪

নিশম্য দেবকী দেবী রুক্মিণ্যানকদুন্দুভিঃ ।
সুহৃদো জ্ঞাতয়োঽশোচন্ বিলাৎ কৃষ্ণমনির্গতম্ ॥ ৩৪ ॥

নিশম্য—শ্রবণ করে; **দেবকী**—দেবকী; **দেবী রুক্মিণী**—দেবী রুক্মিণী; **আনকদুন্দুভিঃ**—বসুদেব; **সুহৃদঃ**—সুহৃদগণ; **জ্ঞাতয়ঃ**—আত্মীয়বর্গ; **অশোচন্**—তারা শোক করতে লাগল; **বিলাৎ**—গুহা হতে; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ; **অনির্গতম্**—অনির্গমন।

অনুবাদ

যখন দেবকী, রুক্মিণীদেবী, বসুদেব এবং শ্রীভগবানের অন্যান্য আত্মীয় ও বন্ধুরা শুনলেন যে, তিনি গুহা থেকে বার হননি, তখন তাঁরা সকলে শোক করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩৫

সত্রাজিতং শপন্তস্তে দুঃখিতা দ্বারকৌকসঃ ।
উপতস্থুশ্চন্দ্রভাগাং দুর্গাং কৃষ্ণোপলব্ধয়ে ॥ ৩৫ ॥

সত্রাজিতম্—সত্রাজিৎ; **শপন্তঃ**—অভিশাপ দিতে দিতে; **তে**—তারা; **দুঃখিতাঃ**—দুঃখিত হয়ে; **দ্বারকা-ওকসঃ**—দ্বারকাবাসীগণ; **উপতস্থুঃ**—পূজা করল; **চন্দ্রভাগাম্**—চন্দ্রভাগা; **দুর্গাম্**—দুর্গা; **কৃষ্ণ-উপলব্ধয়ে**—শ্রীকৃষ্ণকে লাভের জন্য।

অনুবাদ

সত্রাজিৎকে অভিশাপ দিতে দিতে দ্বারকার অধিবাসীরা চন্দ্রভাগা নামে দুর্গা বিগ্রহের কাছে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রার্থনা জানাল।

শ্লোক ৩৬

তেষাং তু দেব্যুপস্থানাৎ প্রত্যাদিষ্টাশিষা স চ ।
প্রাদুর্বভূব সিদ্ধার্থঃ সদারো হর্ষয়ন্ হরিঃ ॥ ৩৬ ॥

তেষাম্—তাদের কাছে; **তু**—কিন্তু; **দেবী**—দেবীর; **উপস্থানাৎ**—পূজার পর; **প্রত্যাদিষ্ট**—উত্তরে অনুমোদন করলেন; **আশিষাঃ**—আশীর্বাদ; **সঃ**—তিনি; **চ**—এবং; **প্রাদুর্বভূব**—আবির্ভূত হলেন; **সিদ্ধ**—প্রাপ্ত হয়ে; **অর্থঃ**—তার উদ্দেশ্য; **স-দারঃ**—তাঁর পত্নীর সঙ্গে একত্রে; **হর্ষয়ণ**—আনন্দ সৃষ্টি করে; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

যখন নগরবাসীরা দেবী-পূজা শেষ করল, তখন তাদের প্রার্থনা পূরণে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেবী তাদের উত্তরে আশীর্বাদ প্রদান করলেন। ঠিক তখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ,

তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করে, তাদের সকলকে আনন্দে পূর্ণ করে, তাঁর নব-পত্নীসহ, তাদের সামনে আবির্ভূত হলেন।

শ্লোক ৩৭

উপলভ্য হৃষীকেশং মৃতং পুনরিবাগতম্ ।
সহ পত্ন্যা মণিগ্রীবং সর্বে জাতমহোৎসবাঃ ॥ ৩৭ ॥

উপলভ্য—প্রাপ্ত হয়ে; **হৃষীকেশম্**—ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর; **মৃতম্**—মৃত; **পুনঃ**—পুনরায়; **ইব**—যেন; **আগতম্**—আগমন করেছেন; **সহ**—সহ; **পত্ন্যা**—পত্নী; **মণি**—মণি; **গ্রীবম্**—তাঁর কণ্ঠে; **সর্বে**—তাদের সকলে; **জাত**—জাগ্রত হয়েছিলেন; **মহা**—মহা; **উৎসবাঃ**—আনন্দোৎসবে।

অনুবাদ

সঙ্গে তাঁর নতুন পত্নী ও কণ্ঠে স্যমন্তক মণি ধারণ করে ভগবান হৃষীকেশকে যেন মৃত্যু হতে ফিরে আসতে দেখে সমস্ত জনসাধারণ আনন্দোৎসবে মেতে উঠল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, জাম্ববান তার কন্যাকে বিবাহে সম্প্রদান করার সময় মণিটি ভগবানের কণ্ঠে স্থাপন করে।

শ্লোক ৩৮

সত্রাজিতং সমাহূয় সভায়াং রাজসন্নিধৌ ।
প্রাপ্তিং চাখ্যায় ভগবান্ মণিং তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ ॥ ৩৮ ॥

সত্রাজিতম্—সত্রাজিৎ; **সমাহূয়**—আহ্বান করে; **সভায়াম্**—রাজসভায়; **রাজ**—রাজার (উগ্রসেন); **সন্নিধৌ**—উপস্থিতিতে; **প্রাপ্তিম্**—পুনরুদ্ধার; **চ**—এবং; **আখ্যায়**—ঘোষণা করে; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **মণিম্**—মণিটি; **তস্মৈ**—তাকে; **ন্যবেদয়ৎ**—প্রদান করলেন।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিৎকে রাজসভায় আহ্বান করলেন। সেখানে, রাজা উগ্রসেনের উপস্থিতিতে, মণিটি পুনরুদ্ধারের কথা ঘোষণা করলেন এবং তারপর আনুষ্ঠানিকভাবে তা সত্রাজিৎকে প্রদান করলেন।

শ্লোক ৩৯

স চাতিব্রীড়িতো রত্নং গৃহীত্বাবাঙ্মুখস্ততঃ ।
অনুতপ্যমানো ভবনমগমৎ স্বেন পাপ্মনা ॥ ৩৯ ॥

সঃ—তিনি, সত্রাজিৎ; **চ**—এবং; **অতি**—অতিশয়; **ব্রীড়িতঃ**—লজ্জিত হলেন; **রত্নম্**—মণিটি; **গৃহীত্বা**—গ্রহণ করে; **অবাক্**—অবনত; **মুখঃ**—তার মুখ; **ততঃ**—সেখান থেকে; **অনুতপ্যমানঃ**—অনুতাপ অনুভব করে; **ভবনম্**—তার গৃহে; **অগমৎ**—গমন করলেন; **স্বেন**—তাঁর নিজের দ্বারা; **পাপ্মনা**—পাপাচরণ।

অনুবাদ

অত্যন্ত লজ্জায় তার মস্তক অবনত করে, সত্রাজিৎ মণিটি গ্রহণ করলেন এবং সর্বক্ষণ তার পাপপূর্ণ আচরণের জন্য অনুতাপ অনুভব করতে করতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ৪০-৪২

সোঽনুধ্যায়ংস্তদেবাঘং বলবদ্বিগ্রহাকুলঃ ।
কথং মৃজাম্যাত্মরজঃ প্রসীদেদ্বাচ্যুতঃ কথম্ ॥ ৪০ ॥
কিং কৃত্বা সাধু মহ্যং স্যান্ন শপেদ্বা জনো যথা ।
অদীর্ঘদর্শনং ক্ষুদ্রং মূঢ়ং দ্রবিণলোলুপম্ ॥ ৪১ ॥
দাস্যে দুহিতরং তস্মৈ স্ত্রীরত্নং রত্নমেব চ ।
উপায়োঽয়ং সমীচীনস্তস্য শান্তির্ন চান্যথা ॥ ৪২ ॥

সঃ—তিনি; **অনুধ্যায়ন্**—চিন্তা করতে করতে; **তৎ**—সেই; **এব**—বস্তুত; **অঘম্**—অপরাধ; **বল-বৎ**—বলশালীগণের সঙ্গে; **বিগ্রহ**—বিরোধ সম্বন্ধে; **আকুলঃ**—আকুল হয়েছিলেন; **কথম্**—কিভাবে; **মৃজামি**—আমি মার্জন করব; **আত্ম**—নিজের; **রজঃ**—কলুষ; **প্রসীদেৎ**—প্রসন্ন হবেন; **বা**—বা; **অচ্যুতঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **কথম্**—কিভাবে; **কিম্**—কি; **কৃত্বা**—করলে; **সাধু**—ভাল; **মহ্যম্**—আমার জন্য; **স্যাৎ**—হতে পারে; **ন শপেৎ**—শাপ দেবে না; **বা**—বা; **জনঃ**—লোক; **যথা**—যেমন; **অদীর্ঘ**—অদূর; **দর্শনম্**—দর্শী; **ক্ষুদ্রম্**—ক্ষুদ্র; **মূঢ়ম্**—মূঢ়; **দ্রবিণ**—ধন; **লোলুপম্**—লোভী; **দাস্যে**—আমি প্রদান করব; **দুহিতরম্**—আমার কন্যা; **তস্মৈ**—তাঁকে; **স্ত্রী**—নারীগণের; **রত্নম্**—রত্ন; **রত্নম্**—মণিটি; **এব চ**—এবং; **উপায়ঃ**—উপায়; **অয়ম্**—এই; **সমীচীনঃ**—সমীচীন; **তস্য**—তাঁর; **শান্তিঃ**—শান্তি; **ন**—না; **চ**—এবং; **অন্যথা**—অন্যথা।

অনুবাদ

এই শোচনীয় অপরাধ চিন্তা করতে করতে এবং শ্রীভগবানের বলশালী ভক্তগণের সঙ্গে বিরোধের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আকুল হয়ে রাজা সত্রাজিৎ ভাবলেন। "কিভাবে স্বয়ং আমি আমার কলুষতা মার্জন করতে পারব এবং কিভাবে ভগবান অচ্যুত আমার উপর সন্তুষ্ট হবেন? আমার সৌভাগ্য আবার ফিরে পাওয়ার জন্য এবং এমন অদূরদর্শী, কৃপণ, মূঢ় ও লোভী হওয়ার জন্য মানুষের অভিশাপ থেকে পরিত্রাণের জন্য আমি কি করতে পারি? আমি শ্রীভগবানকে স্যমন্তক মণির সঙ্গে, সকল নারীর রত্নস্বরূপা আমার কন্যাকে প্রদান করব। প্রকৃতপক্ষে, সেটিই তাঁকে শান্ত করার একমাত্র সঠিক উপায়।"

শ্লোক ৪৩

এবং ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা সত্রাজিৎ স্বসুতাং শুভাম্ ।
মণিং চ স্বয়মুদ্যম্য কৃষ্ণায়োপজহার হ ॥ ৪৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **ব্যবসিতঃ**—তাঁর সঙ্কল্প স্থির করে; **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধির ব্যবহার দ্বারা; **সত্রাজিৎ**—রাজা সত্রাজিৎ; **স্ব**—তাঁর নিজ; **সুতাম্**—কন্যা; **শুভাম্**—শুভলক্ষণা; **মণিম্**—মণিটি; **চ**—এবং; **বয়ম্**—স্বয়ং; **উদ্যম্য**—উদ্যোগী হয়ে; **কৃষ্ণায়**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **উপজহার হ**—উপহার প্রদান করলেন।

অনুবাদ

এইভাবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তাঁর মন স্থির করে, রাজা সত্রাজিৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর শুভলক্ষণা কন্যা এবং স্যমন্তক মণিটি উপহার প্রদান করার জন্য স্বয়ং আয়োজন করলেন।

শ্লোক ৪৪

তাং সত্যভামাং ভগবানুপয়েমে যথাবিধি ।
বহুভির্যাচিতাং শীলরূপৌদার্যগুণান্বিতাম্ ॥ ৪৪ ॥

তাম্—সে; **সত্যভামাম্**—সত্যভামা; **ভগবান্**—ভগবান; **উপয়েমে**—বিবাহ করলেন; **যথাবিধি**—যথাযথ আচার দ্বারা; **বহুভিঃ**—বহুজনের দ্বারা; **যাচিতাম্**—প্রার্থিত; **শীল**—সুন্দর স্বভাবের; **রূপ**—সৌন্দর্য; **ঔদার্য**—এবং ঔদার্য; **গুণ**—গুণাবলীতে; **অন্বিতাম্**—সমৃদ্ধ।

অনুবাদ

যথাযথ ধর্মীয় আচারে শ্রীভগবান সত্যভামাকে বিবাহ করলেন। সৌন্দর্যের সঙ্গে চমৎকার স্বভাব, ঔদার্য এবং অন্য সকল শুভ গুণাবলীর অধিকারী তিনি বহু পুরুষ দ্বারা প্রার্থিত হয়ে ছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, কৃতবর্মার মতো পুরুষেরাও সত্যভামার পাণি প্রার্থী ছিলেন।

শ্লোক ৪৫

ভগবানাহ ন মণিং প্রতীচ্ছামো বয়ং নৃপ ।
তবাস্তাং দেবভক্তস্য বয়ং চ ফলভাগিনঃ ॥ ৪৫ ॥

ভগবান্—শ্রীভগবান; **আহ**—বললেন; **ন**—না; **মণিম্**—মণি; **প্রতীচ্ছামঃ**—ফিরে পেতে আকাঙ্ক্ষা করি; **বয়ম্**—আমরা; **নৃপ**—হে রাজন; **তব**—আপনার; **আস্তাম্**—এটি থাকুক; **দেব**—দেবতার (সূর্যদেব); **ভক্তস্য**—ভক্তের; **বয়ম্**—আমরা; **চ**—ও; **ফল**—এর ফলের; **ভাগিনঃ**—উপভোগী।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সত্রাজিৎকে বললেন—হে রাজন, আমরা এই মণিটি ফিরে পেতে ইচ্ছা করি না। আপনি সূর্যদেবের ভক্ত, তাই এটি আপনার অধিকারেই থাকুক। এইভাবে, আমরাও এর ফল উপভোগ করব।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করা সত্রাজিতের উচিত ছিল। "আপনিই সূর্যদেবের ভক্ত,"—শ্রীকৃষ্ণের এই কথা বলার মধ্যে অবশ্যই তির্যক বক্রোক্তির স্পর্শ ছিল। অধিকন্তু, শ্রীকৃষ্ণ ইতিমধ্যেই সত্রাজিতের পরম সম্পদ, শুদ্ধ ও সুন্দরী সত্যভামাকে লাভ করে ছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'স্যমন্তক মণি' নামক ষট্পঞ্চাশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়

সত্রাজিৎ হত্যা, মণি প্রত্যর্পণ

কিভাবে সত্রাজিৎ নিহত হবার পরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শতধন্বাকে বধ করলেন এবং অক্রূর স্যমন্তক মণিটি দ্বারকায় ফিরিয়ে নিয়ে এলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন শুনলেন যে, পাণ্ডবেরা সম্ভবত লাক্ষা প্রাসাদে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছেন, তখন তিনি সর্বজ্ঞ হয়েও সংবাদটি মিথ্যা জানা সত্ত্বেও জাগতিক লোকাচার বজায় রাখার জন্য বলদেবকে নিয়ে হস্তিনাপুরে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা ত্যাগ করার পরে অক্রূর ও কৃতবর্মা, সত্রাজিতের কাছ থেকে স্যমন্তক মণিটি অপহরণ করার জন্য শতধন্বাকে প্ররোচিত করলেন। তাদের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে পাপবুদ্ধি শতধন্বা রাজা সত্রাজিৎকে তাঁর ঘুমের মধ্যে হত্যা করে মণিটি চুরি করল। রাণী সত্যভামা তাঁর পিতার মৃত্যুতে শোকার্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে এই শোক সংবাদটি জানানোর জন্য হস্তিনাপুরে ছুটে গেলেন। বলদেবকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তখন শতধন্বাকে হত্যার জন্য দ্বারকায় ফিরে এলেন।

অক্রূর ও কৃতবর্মার কাছে গিয়ে শতধন্বা সাহায্য প্রার্থনা করল, কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করলে, সে মণিটি অক্রূরের কাছে রেখে প্রাণভয়ে পালিয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তার পেছনে ধাবিত হলেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শাণিত চক্রের দ্বারা শতধন্বার শিরচ্ছেদ করলেন। শতধন্বার কাছে শ্রীভগবান স্যমন্তক মণিটি যখন পেলেন না, বলদেব তখন তাঁকে বললেন, শতধন্বা নিশ্চয়ই সেটি অন্য কারও কাছে রেখে গেছে। বলদেব আরও মতলব দিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ মণিটি খুঁজে বার করবার জন্য দ্বারকায় ফিরে যান আর তিনি, বলদেব, এই সুযোগে বিদেহরাজের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। তাই শ্রীবলরাম মিথিলায় গেলে এবং কয়েক বছর সেখানে অবস্থান কালে তিনি রাজা দুর্যোধনকে গদা-যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে আসেন এবং সত্রাজিতের পারলৌকিক কৃত্য সম্পাদন করেন। যখন অক্রূর ও কৃতবর্মা শুনলেন কিভাবে শতধন্বার মৃত্যু হয়েছিল, তখন তাঁরা দ্বারকা থেকে পালিয়ে গেলেন। শীঘ্রই মানসিক, দৈহিক ইত্যাদি নানাবিধ উপদ্রব দ্বারকার মানুষের জীবন বিপর্যস্ত করতে শুরু করল এবং নগরবাসীরা ধারণা করলেন যে, অক্রূরের দেশত্যাগের ফলেই এই সমস্ত উপদ্রব ঘটছে। প্রধান নাগরিকেরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, "একবার বারাণসীতে খরা হয়েছিল, তখন সেখানকার রাজা সেই সময়ে বারাণসী দর্শনরত অক্রূরের পিতার সঙ্গে তাঁর

বিবাহ দিয়েছিলেন। সেই দানের ফল স্বরূপ খরার অবসান হয়েছিল।" তাঁর পিতার মতো অক্রূরেরও একই ক্ষমতা রয়েছে মনে করে প্রবীণ ব্যক্তিরা বিধান দিলেন যে, অক্রূরকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জানতেন যে, অক্রূরের নির্বাসন উপদ্রবের প্রধান কারণ নয়। তবুও, তিনি অক্রূরকে দ্বারকায় ফিরিয়ে এনেছিলেন এবং তাঁকে যথাযথ সম্মানের সঙ্গে অর্চনাদি করে মধুর বচনে অভিনন্দিত করার পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, "আমি জানি শতধন্বা মণিটি তোমার কাছে রেখে গেছে। যেহেতু সত্রাজিতের কোনও পুত্র ছিল না, তাই তাঁর কন্যার সন্তানেরাই তাঁর রেখে যাওয়া সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র দাবীদার। তবুও, এই অভিশপ্ত রত্নটি তোমার কাছে রেখে দিলেই তোমার কল্যাণ হবে। কেবলমাত্র একবার সেটি আমার আত্মীয়স্বজনকে দেখাবার জন্য দাও"। অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে সূর্যের মতো উদ্ভাসিত সেই মণিটি দিলেন এবং শ্রীভগবান তাঁর পরিবারবর্গের সকলকে সেটি দেখানোর পরে তিনি সেটি আবার অক্রূরকে ফিরিয়ে দেন।

শ্লোক ১

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

বিজ্ঞাতার্থোঽপি গোবিন্দো দগ্ধানাকর্ণ্য পাণ্ডবান্ ।
কুন্তীং চ কুল্যকরণে সহরামো যযৌ কুরূন্ ॥ ১ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—বাদরায়ণের পুত্র, শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **বিজ্ঞাতা**—সচেতন; **অর্থঃ**—প্রকৃত ঘটনার; **অপি**—যদিও; **গোবিন্দঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **দগ্ধান্**—দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **পাণ্ডবান্**—পাণ্ডুর পুত্রেরা; **কুন্তীম্**—তাদের মাতা, কুন্তী; **চ**—এবং; **কুল্য**—কৌলিক প্রথা; **করণে**—পালনের জন্য; **সহ-রামঃ**—শ্রীবলরামের সঙ্গে একত্রে; **যযৌ**—গমন করলেন; **কুরূন্**—কুরু রাজ্যে।

অনুবাদ

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—যদিও ভগবান শ্রীগোবিন্দ প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, তবু যখন তিনি সংবাদ শুনলেন যে পাণ্ডবেরা এবং রাণী কুন্তী দগ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন, তখন তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশিত কুলাচারসম্মত প্রথা মান্য করার জন্য শ্রীবলরামকে নিয়ে তিনি কুরুদের রাজ্যে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

পাণ্ডবেরা এবং তাঁদের মাতার অগ্নিতে প্রাণ হারানোর মিথ্যা সংবাদটি বিশ্ববাসী যদিও শ্রবণ করেছিল, তবু শ্রীভগবান ভালভাবেই জানতেন যে, পাণ্ডবেরা দুর্যোধনের গুপ্তহত্যার চক্রান্ত থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২

ভীষ্মং কৃপং সবিদুরং গান্ধারীং দ্রোণমেব চ ।
তুল্যদুঃখৌ চ সঙ্গম্য হা কষ্টমিতি হোচতুঃ ॥ ২ ॥

ভীষ্মম্—ভীষ্ম; **কৃপম্**—কৃপাচার্য; **স-বিদুরম্**—এবং বিদুরও; **গান্ধারীম্**—ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারী; **দ্রোণম্**—আচার্য দ্রোণ; **এব চ**—এবং; **তুল্য**—সমানভাবে; **দুঃখৌ**—দুঃখপূর্ণ; **চ**—এবং; **সঙ্গম্য**—মিলিত হয়ে; **হা**—হায়; **কষ্টম্**—কী কষ্ট; **ইতি**—এইভাবে; **হ উচতুঃ**—তাঁরা বলেছিলেন।

অনুবাদ

দুই ভগবান তখন ভীষ্ম, কৃপ, বিদুর, গান্ধারী ও দ্রোণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের মতোই সমানভাবে দুঃখ প্রকাশ করে তাঁরা বলে উঠেছিলেন, "হায়, এ যে, কী বেদনাদায়ক!"

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করছেন যে, যারা গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টায় জড়িত ছিলেন, তাঁরা কেউই অবশ্য পাণ্ডবদের মৃত্যুর সংবাদ শুনে মোটেই দুঃখিত হননি। এখানে বিশেষভাবে যে সব লোকের উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন—ভীষ্ম, কৃপ, বিদুর, গান্ধারী ও দ্রোণ—তাঁরা কল্পিত দুঃখজনক ঘটনাটি শুনে বাস্তবিকই দুঃখ পেয়েছিলেন।

শ্লোক ৩

লব্ধ্বৈতদন্তরং রাজন্ শতধন্বানমূচতুঃ ।
অক্রূরকৃতবর্মাণৌ মণিঃ কস্মান্ন গৃহ্যতে ॥ ৩ ॥

লব্ধ্বা—লাভ করে; **এতৎ**—এই; **অন্তরম্**—সুযোগ; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **শতধন্বাম্**—শতধন্বাকে; **উচতুঃ**—বললেন; **অক্রূর-কৃতবর্মাণৌ**—অক্রূর ও কৃতবর্মা; **মণিঃ**—মণি; **কস্মাৎ**—কেন; **ন গৃহ্যতে**—গ্রহণ করা উচিত নয়।

অনুবাদ

এই সুযোগের সুবিধা নিয়ে, হে রাজন, অক্রূর ও কৃতবর্মা, শতধন্বার কাছে গিয়ে বললেন, "স্যমন্তক মণিটি কেন গ্রহণ করছ না?

তাৎপর্য

অক্রূর ও কৃতবর্মা যুক্তি দেখালেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যেহেতু দ্বারকায় অনুপস্থিত, তাই সত্রাজিৎকে হত্যা করে মণিটি অপহরণ করা যেতে পারে। শ্রীধর

স্বামী উল্লেখ করছেন যে, এই দুজন নিশ্চয়ই শতধন্বাকে অযথা প্রশংসা করে খুশি করার চেষ্টা করে বলেছিলেন, "তুমি আমাদের চেয়েও সাহসী; তাই তুমি তাকে বধ কর।"

শ্লোক ৪

যোঽস্মভ্যং সম্প্রতিশ্রুত্য কন্যারত্নং বিগর্হ্য নঃ ।
কৃষ্ণায়াদান্ন সত্রাজিৎ কস্মাদ্ ভ্রাতরমন্বিয়াৎ ॥ ৪ ॥

যঃ—যে; **অস্মভ্যম্**—আমাদের কাছে; **সম্প্রতিশ্রুত্য**—প্রতিশ্রুতি দিয়ে; **কন্যা**—তাঁর কন্যাকে; **রত্নম্**—রত্নসদৃশ; **বিগর্হ্য**—অবজ্ঞাপূর্ণ অবহেলা করে; **নঃ**—আমাদের; **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণকে; **অদাৎ**—প্রদান করলেন; **ন**—না; **সত্রাজিৎ**—সত্রাজিৎ; **কস্মাৎ**—কেন; **ভ্রাতরম্**—তাঁর ভ্রাতা; **অন্বিয়াৎ**—অনুসরণ করবে (মৃত্যুতে)।

অনুবাদ

"সত্রাজিৎ তাঁর রত্নসদৃশা কন্যা আমাদের প্রদানের জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিল, কিন্তু তারপর আমাদের অবজ্ঞাপূর্ণভাবে অবহেলা করে তার পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাকে প্রদান করেছে। তাই কেন সত্রাজিৎ তার ভ্রাতার পথ অনুসরণ করবে না?"

তাৎপর্য

যেহেতু সত্রাজিতের ভ্রাতা, প্রসেন, হিংস্রভাবে নিহত হয়েছিলেন, তাই, "তাঁর ভ্রাতার পথ অনুসরণ করবে" কথাটির নিহিতার্থটি বোধগম্য। এখানে আমরা যা পাচ্ছি, তা হল একটি গুপ্তহত্যার চক্রান্ত।

এটা সুপরিচিত যে অক্রূর ও কৃতবর্মা উভয়েই ছিলেন পরমোন্নত, ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তাই তাদের এই অযথা আচরণ সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আচার্যগণ তা এইভাবে বর্ণনা করছেন—শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করছেন যে, অক্রূর যদিও শ্রীভগবানের প্রথম শ্রেণীর শুদ্ধ ভক্ত, কিন্তু তিনি তার বিরুদ্ধে পরিচালিত গোকুলের অধিবাসীদের ক্রোধের কারণ হয়েছিলেন, কারণ তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন থেকে নিয়ে এসেছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী আরও উল্লেখ করেছেন যে, কৃতবর্মা কংসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন—তাঁরা উভয়েই ভোজ বংশের সদস্য হওয়ার ফলে, এবং এই অনাকাঙ্ক্ষিত সঙ্গের জন্য কৃতবর্মা এইভাবে এখন দুঃখ ভোগ করছেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর একটি বিকল্প বিশ্লেষণ নিবেদন করেছেন—সত্রাজিৎ যেহেতু শ্রীকৃষ্ণকে অপমান করেছিলেন এবং দ্বারকায় তাঁর সম্বন্ধে মিথ্যা গুজব রটিয়েছিলেন, তাই অক্রূর ও কৃতবর্মা উভয়েই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অক্রূর ও কৃতবর্মা অত্যন্ত আনন্দিত হতেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুন্দরী

সত্যভামাকে বিবাহ করেছেন। শুদ্ধ ভক্ত হওয়ায় এই মিলনে প্রকৃতপক্ষে তাঁরা অসুখী হতে পারতেন না, অথবা তাঁরা শ্রীভগবানের ঈর্ষাপ্রবণ প্রতিদ্বন্দ্বীও হতেন না। সুতরাং তাঁর প্রতিপক্ষরূপে আচরণের পেছনে আপাতদৃষ্টির অন্তরালে তাদের অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল।

শ্লোক ৫

এবং ভিন্নমতিস্তাভ্যাং সত্রাজিতমসত্তমঃ ।
শয়ানমবধীল্লোভাৎ স পাপঃ ক্ষীণজীবিতঃ ॥ ৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **ভিন্ন**—প্রভাবিত; **মতিঃ**—যার মন; **তাভ্যাম্**—তাদের দু'জনের দ্বারা; **সত্রাজিতম্**—সত্রাজিৎ; **অসৎ-তমঃ**—অত্যন্ত অসৎ; **শয়নম্**—নিদ্রিত; **অবধীৎ**—হত্যা করল; **লোভাৎ**—লোভবশত; **সঃ**—সে; **পাপঃ**—পাপী; **ক্ষীণ**—ক্ষীণ; **জীবিতঃ**—আয়ু।

অনুবাদ

শতধন্বার মন তাদের উপদেশে এইভাবে প্রভাবিত হওয়ায়, সে নিতান্ত লোভের বশে সত্রাজিতকে তাঁর ঘুমের মাঝে হত্যা করেছিল। পাপী শতধন্বা এইভাবে তার নিজেরই আয়ু হ্রাস করেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে *অসত্তমঃ* শব্দটি বোঝায় যে, শতধন্বা মূলত ছিল অসৎ-প্রকৃতির মানুষ এবং সত্রাজিতের নিশ্চিত শত্রু।

শ্লোক ৬

স্ত্রীণাং বিক্রোশমানানাং ক্রন্দন্তীনামনাথবৎ ।
হত্বা পশূন্ সৌনিকবন্মণিমাদায় জগ্মিবান্ ॥ ৬ ॥

স্ত্রীণাম্—স্ত্রীগণ; **বিক্রোশমানানাম্**—বিলাপ করতে লাগলেন; **ক্রন্দন্তীনাম্**—এবং ক্রন্দন করতে লাগলেন; **অনাথ**—অনাথ; **বৎ**—ন্যায়; **হত্বা**—নিহত; **পশূন্**—পশু; **সৌনিক**—কসাই; **বৎ**—মতো; **মণিম্**—মণিটি; **আদায়**—গ্রহণ করে; **জগ্মিবান**—সে চলে গেল।

অনুবাদ

সত্রাজিতের প্রাসাদের মহিলারা যখন অসহায়ভাবে বিলাপ ও ক্রন্দন করছিলেন, তখন শতধন্বা মণিটি নিয়ে ঠিক যেভাবে পশুহত্যা করে কোনও কসাই চলে যায়, সেইভাবেই নির্বিবাদে চলে গেল।

শ্লোক ৭

সত্যভামা চ পিতরং হতং বীক্ষ্য শুচার্পিতা ।
ব্যলপৎ তাত তাতেতি হা হতাস্মীতি মুহ্যতী ॥ ৭ ॥

সত্যভামা—রাণী সত্যভামা; **চ**—এবং; **পিতরম্**—তাঁর পিতা; **হতম্**—নিহত; **বীক্ষ্য**—লক্ষ্য করে; **শুচা-অর্পিতা**—শোকে আকুল হয়ে; **ব্যলপৎ**—বিলাপ করতে লাগলেন; **তাত তাত**—হে পিতা, হে পিতা; **ইতি**—এইভাবে; **হা**—হায়; **হতা**—হত; **অস্মি**—আমি; **ইতি**—এইভাবে; **মুহ্যতি**—মুহ্যমান হয়ে।

অনুবাদ

সত্যভামা যখন তাঁর মৃত পিতাকে দেখতে পেলেন, তখন তিনি শোকে অভিভূত হলেন। "পিতা, পিতা! হায়, আমি মারা পড়লাম!" বলে বিলাপ করতে করতে তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, শতধন্বার বিরুদ্ধে শ্রীভগবানের প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার প্রস্তুতির জন্যই সত্যভামার নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার অনুভূতি এবং তাঁর পিতার মৃত্যুতে তাঁর কথাগুলি শ্রীকৃষ্ণেরই লীলা শক্তি দ্বারা প্রণোদিত হয়েছিল।

শ্লোক ৮

তৈলদ্রোণ্যাং মৃতং প্রাস্য জগাম গজসাহ্বয়ম্ ।
কৃষ্ণায় বিদিতার্থায় তপ্তাচখ্যৌ পিতুর্বধম্ ॥ ৮ ॥

তৈল—তেলের; **দ্রোণ্যাম্**—বিশাল ভাণ্ডে; **মৃতম্**—মৃতদেহ; **প্রাস্য**—রেখে; **জগাম্**—তিনি চলে গেলেন; **গজ-সাহ্বয়ম্**—কুরু রাজধানী, হস্তিনাপুরে; **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণের কাছে; **বিদিত-অর্থায়**—যিনি ইতিমধ্যেই পরিস্থিতিটি জানতেন; **তপ্তা**—দুঃখিত হয়ে; **আচখ্যৌ**—তিনি বর্ণনা করলেন; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার; **বধম্**—হত্যা।

অনুবাদ

রাণী সত্যভামা তাঁর পিতার মৃতদেহটি একটি বিশাল তেলের পাত্রে রাখলেন এবং হস্তিনাপুরে চলে গিয়ে, ইতিমধ্যেই ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত শ্রীকৃষ্ণকে দুঃখের সঙ্গে তাঁর পিতার হত্যার ব্যাপার বললেন।

শ্লোক ৯

তদাকর্ণ্যেশ্বরৌ রাজন্ননুসৃত্য নৃলোকতাম্ ।
অহো নঃ পরমং কষ্টমিত্যস্রাক্ষৌ বিলেপতুঃ ॥ ৯ ॥

তৎ—তা; আকর্ণ্য—শুনে; ঈশ্বরৌ—দুই ভগবান; রাজন্—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); অনুসৃত্য—অনুকরণ করে; নৃ-লোকতাম্—মনুষ্য সমাজের মতো; অহো—হায়; নঃ—আমাদের জন্য; পরমম্—চরম; কষ্টম্—কষ্ট; ইতি—এইভাবে; অস্র—অশ্রুপূর্ণ; অক্ষৌ—যাঁর দুই চোখ; বিলেপতুঃ—তাঁরা দুজনেই বিলাপ করলেন।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলরাম যখন এই সংবাদ শুনলেন, হে রাজন, তাঁরা তখন চিৎকার করে বলে উঠলেন, "হায়! আমাদের চরম বিপর্যয় ঘটল!" এইভাবে মানব সমাজের মতো অনুকরণ করে তাঁরা বিলাপ করতে লাগলেন, তাঁদের দু'চোখ জলে ভরে উঠল।

শ্লোক ১০

আগত্য ভগবাংস্তস্মাৎ সভার্যঃ সাগ্রজঃ পুরম্ ।
শতধন্বানমারেভে হন্তুং হর্তুং মণিং ততঃ ॥ ১০ ॥

আগত্য—ফিরে এসে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; তস্মাৎ—সেই স্থান থেকে; স-ভার্যঃ—তাঁর পত্নীসহ; স-অগ্রজঃ—এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; পুরম্—তাঁর রাজধানীতে; শতধন্বানম্—শতধন্বা; আরেভে—তিনি প্রস্তুত হলেন; হন্তুম্—হত্যা করতে; হর্তুম্—গ্রহণ করতে; মণিম্—মণিটি; ততঃ—তার কাছ থেকে।

অনুবাদ

শ্রীভগবান তাঁর পত্নী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নিয়ে তাঁর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। দ্বারকায় আসার পরে তিনি শতধন্বাকে হত্যা করে তার কাছ থেকে মণিটি পুনরুদ্ধারের জন্য প্রস্তুত হলেন।

শ্লোক ১১

সোঽপি কৃতোদ্যমং জ্ঞাত্বা ভীতঃ প্রাণপরীপ্সয়া ।
সাহায্যে কৃতবর্মাণমযাচত স চাব্রবীৎ ॥ ১১ ॥

সঃ—সে (শতধন্বা); অপি—ও; কৃত-উদ্যমম্—নিজেকে প্রস্তুত করছেন; জ্ঞাত্বা—জ্ঞাত হয়ে; ভীতঃ—ভীত; প্রাণ—তার প্রাণ; পরীপ্সয়া—রক্ষার ইচ্ছায়; সাহায্যে—সাহায্যের জন্য; কৃতবর্মাণম্—কৃতবর্মা; অযাচত—সে প্রার্থনা করল; সঃ—সে; চ—এবং; অব্রবীৎ—বলল।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ তাকে হত্যার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন তা জানতে পেরে, শতধন্বা সন্ত্রস্ত হল। তার প্রাণ রক্ষার জন্য সে কৃতবর্মার কাছে উপস্থিত হল এবং তার সাহায্য প্রার্থনা করল, কিন্তু কৃতবর্মা এইভাবে উত্তর দিয়েছিল।

শ্লোক ১২-১৩

নাহমীশ্বরয়োঃ কুর্যাং হেলনং রামকৃষ্ণয়োঃ ।
কো নু ক্ষেমায় কল্পেত তয়োর্বৃজিনমাচরন্ ॥ ১২ ॥
কংসঃ সহানুগোঽপীতো যদ্দ্বেষাত্ত্যাজিতঃ শ্রিয়া ।
জরাসন্ধঃ সপ্তদশসংযুগাদ্ বিরথো গতঃ ॥ ১৩ ॥

ন—না; **অহম্**—আমি; **ঈশ্বরয়োঃ**—দুই ভগবানের প্রতি; **কুর্যাম্**—করতে পারব; **হেলনম্**—অপরাধ; **রাম-কৃষ্ণয়োঃ**—শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; **কঃ**—কে; **নু**—প্রকৃতপক্ষে; **ক্ষেমায়**—সৌভাগ্য; **কল্পেত**—অর্জন করতে পারে; **তয়োঃ**—তাঁদের প্রতি; **বৃজিনম্**—অপরাধ; **আচরন্**—উৎপন্ন করে; **কংসঃ**—রাজা কংস; **সহ**—সহ; **অনুগঃ**—তার অনুগামীরা; **অপীতঃ**—মৃত্যু; **যৎ**—যার বিরুদ্ধে; **দ্বেষাৎ**—তার দ্বেষের জন্য; **ত্যাজিতঃ**—পরিত্যক্ত; **শ্রিয়া**—তার ঐশ্বর্য দ্বারা; **জরাসন্ধঃ**—জরাসন্ধ; **সপ্তদশ**—সতের; **সংযুগাৎ**—যুদ্ধের ফলে; **বিরথঃ**—তার রথহীন; **গতঃ**—হয়েছিল।

অনুবাদ

[কৃতবর্মা বলল—] আমি কৃষ্ণ ও বলরাম, দুই ভগবানকে অসন্তুষ্ট করতে সাহস করি না। প্রকৃতপক্ষে, তাঁদের বিরক্ত করলে কেউ কি কোনও সৌভাগ্য প্রত্যাশা করতে পারে? কংস এবং তাদের সকল অনুগামী তাঁদের প্রতি শত্রুতার জন্য তাদের ধন ও প্রাণ সবই হারিয়েছিল এবং সতেরবার তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জরাসন্ধ একটি মাত্র রথ নিয়েও ফিরতে পারেনি।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, *হেলনম্* শব্দটি শ্রীভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবহেলার আচরণ বোঝাচ্ছে এবং *বৃজিনম্* শব্দটি শ্রীভগবানের বিরুদ্ধে অপরাধ করা বোঝাচ্ছে।

শ্লোক ১৪

প্রত্যাখ্যাতঃ স চাক্রূরং পার্ষ্ণিগ্রাহমযাচত ।
সোঽপ্যাহ কো বিরুধ্যেত বিদ্যানীশ্বরয়োর্বলম্ ॥ ১৪ ॥

প্রত্যাখ্যাতঃ—প্রত্যাখ্যাত; **সঃ**—সে, শতধন্বা; **চ**—এবং; **অক্রূরম্**—অক্রূর, **পার্ষ্ণি-গ্রাহম্**—সাহায্যের জন্য; **অযাচত**—প্রার্থনা করল; **সঃ**—সে, অক্রূর; **অপি**—ও; **আহ**—বললেন; **কঃ**—কে; **বিরুধ্যেত**—বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে; **বিদ্বান্**—অবগত হয়ে; **ঈশ্বরোঃ**—পরমেশ্বর দুই ভগবানের; **বলম্**—শক্তি।

অনুবাদ

শতধন্বার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে সে অক্রূরের কাছে গিয়েছিল এবং তার সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করল। কিন্তু অক্রূর একইভাবে তাকে উত্তর দিলেন, "তাঁদের শক্তির কথা যে জানে, সে পরমেশ্বর দুই ভগবানের বিরোধিতা কেন করবে?"

শ্লোক ১৫

য ইদং লীলয়া বিশ্বং সৃজত্যবতি হন্তি চ।
চেষ্টাং বিশ্বসৃজো যস্য ন বিদুর্মোহিতাজয়া ॥ ১৫ ॥

যঃ—যিনি; **ইদম্**—এই; **লীলয়া**—ক্রীড়া রূপে; **বিশ্বম্**—বিশ্ব; **সৃজতি**—সৃষ্টি করেন; **অবতি**—পালন করেন; **হন্তি**—বিনাশ করেন; **চ**—এবং; **চেষ্টাম্**—উদ্দেশ্য; **বিশ্ব-সৃজঃ**—জগতের স্রষ্টাগণ (ব্রহ্মার দ্বারা পরিচালিত); **যস্য**—যাঁর; **ন বিদুঃ**—জানে না; **মোহিতাঃ**—মোহিত হয়ে; **অজয়া**—তাঁর নিত্য মায়াশক্তি দ্বারা।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানই কেবল তাঁর লীলা রূপে এই জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং বিনাশ করেন। তাঁর মায়ায় বিভ্রান্ত হয়ে, ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টারাও তাঁর উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না।

তাৎপর্য

একবচন শব্দ *যঃ* 'যিনি'র ব্যবহার ইঙ্গিত করছে যে, 'দুই ভগবান, কৃষ্ণ ও রাম'-এর বারংবার উল্লেখ *শ্রীমদ্ভাগবতে* একেশ্বরবাদ প্রকাশের দৃঢ় নীতির কোনও বিরোধিতা করে না। এইভাবেই অনেক বৈদিক সাহিত্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক পরমেশ্বর ভগবান নিজেকে অসংখ্যরূপে বিস্তার করেন, যদিও তিনি এক এবং সর্বশক্তিমান ভগবানই থেকে যান। উদাহরণস্বরূপ, *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৩) আমরা পাই যে, *অদ্বৈতম্ অচ্যুতম্ অনাদিম্ অনন্তরূপম্* "এক পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুত, অনাদি এবং তিনি নিজেকে অসংখ্যরূপে প্রকাশ করেন।" শ্রীভগবানের লীলার ভাবের প্রতি শ্রদ্ধাবশত, যেখানে তিনি নিজেকে বিস্তার করেন এবং তাঁর নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবলরামরূপে আবির্ভূত হন, *ভাগবত* এখানে 'দুই ভগবান' বলে উল্লেখ করছেন। কিন্তু শেষ কথা হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবান, পরম ব্রহ্ম একজনই রয়েছেন, যিনি তাঁর আদি রূপ শ্রীকৃষ্ণ রূপে আবির্ভূত হন।

শ্লোক ১৬

যঃ সপ্তহায়ণঃ শৈলমুৎপাট্যৈকেন পাণিনা ।
দধার লীলয়া বাল উচ্ছিলীন্ধ্রমিবার্ভকঃ ॥ ১৬ ॥

যঃ—যিনি; **সপ্ত**—সাত; **হায়ণঃ**—বৎসরের বয়সে; **শৈলম্**—একটি পর্বত; **উৎপাট্য**—উৎপাটন করে; **একেন**—এক; **পাণিনা**—হাতে; **দধার**—ধারণ করেন; **লীলয়া**—ক্রীড়ারূপে; **বালঃ**—সামান্য শিশু; **উচ্ছিলীন্ধ্রম্**—ছত্রাক; **ইব**—মতো; **অর্ভকাঃ**—বালক।

অনুবাদ

"সাত বছরের এক শিশুরূপে শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ একটি পর্বতকে উৎপাটন করেছিলেন এবং নিতান্ত বালকের মতো সহজেই ছত্রাক তুলে ধরার লীলায় সেটি উঁচুতে ধারণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াদ্ভুতকর্মণে ।
অনন্তায়াদিভূতায় কূটস্থায়াত্মনে নমঃ ॥ ১৭ ॥

নমঃ—প্রণাম নিবেদন করি; **তস্মৈ**—তাঁকে; **ভগবতে**—ভগবান; **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণও; **অদ্ভুত**—অদ্ভুত; **কর্মণে**—যাঁর কর্ম; **অনন্তায়**—অনন্ত; **আদি-ভূতায়**—সকল অস্তিত্বের উৎপত্তি স্বরূপ; **কূটস্থায়**—নির্বিকার; **আত্মনে**—পরমাত্মা; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি।

অনুবাদ

আমি সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদন করি, যাঁর প্রতিটি কর্মই বিস্ময়কর। তিনি সকল অস্তিত্বের অনন্ত উৎস এবং অবিসম্বাদিত কেন্দ্র।"

শ্লোক ১৮

প্রত্যাখ্যাতঃ স তেনাপি শতধন্বা মহামণিম্ ।
তস্মিন্ ন্যস্যাশ্বমারুহ্য শতযোজনগং যযৌ ॥ ১৮ ॥

প্রত্যাখ্যাতঃ—প্রত্যাখ্যাত; **সঃ**—সে; **তেন**—তার দ্বারা, অক্রূর; **অপি**—ও; **শতধন্বা**—শতধন্বা; **মহা-মণিম্**—মূল্যবান মণিটি; **তস্মিন্**—তার কাছে; **ন্যস্য**—ন্যস্ত রেখে; **অশ্বম্**—অশ্ব; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **শত**—এক শত; **যোজন**—যোজন (এক যোজনের পরিমাপ প্রায় আট মাইল); **গম্**—গামী; **যযৌ**—সে প্রস্থান করল।

অনুবাদ

এইভাবে তার প্রার্থনা অক্রূরও প্রত্যাখ্যান করলে, শতধন্বা মূল্যবান মণিটি অক্রূরের কাছে ন্যস্ত রেখে শত যোজন (আটশত মাইল) ছুটে যেতে পারে, এমন একটি অশ্বে আরোহণ করে পালিয়ে গেল।

তাৎপর্য

ন্যাস অর্থাৎ "ন্যস্ত রেখে" শব্দটি বোঝায় যে, শতধন্বা এখন বিশ্বাস করছে যে, মণিটি তারই ছিল; তাই সেটি এক বন্ধুর কাছে সে রেখেছিল। মোট কথা, এটি চোরের মানসিকতা।

শ্লোক ১৯

গরুড়ধ্বজমারুহ্য রথং রামজনার্দনৌ ।
অন্বয়াতাং মহাবেগৈরশ্বৈ রাজন্ গুরুদ্রুহম্ ॥ ১৯ ॥

গরুড়-ধ্বজম্—পতাকায় গরুড়ের প্রতীক চিহ্ন বিশিষ্ট; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **রথম্**—রথ; **রাম**—বলরাম; **জনার্দনৌ**—এবং কৃষ্ণ; **অন্বয়াতাম্**—অনুসরণ করলেন; **মহা-বেগৈঃ**—অত্যন্ত দ্রুত; **অশ্বৈঃ**—অশ্বগুলি নিয়ে; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **গুরু**—তাঁদের গুরুজনের প্রতি (সত্রাজিৎ, তাঁদের শ্বশুর); **দ্রুহম্**—হিংস্রভাবাপন্ন।

অনুবাদ

হে রাজন, অত্যন্ত দ্রুতগামী অশ্বগুলিকে সংযোজিত করে এবং উড্ডীয়মান গরুড়ধ্বজা সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের রথে আরোহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম তাঁদের গুরুজনের হত্যাকারীর পশ্চাদ্ধাবন করলেন।

শ্লোক ২০

মিথিলায়ামুপবনে বিসৃজ্য পতিতম্ হয়ম্ ।
পদ্ভ্যামধাবৎ সন্ত্রস্তঃ কৃষ্ণোঽপ্যন্বদ্রবদ্ রুষা ॥ ২০ ॥

মিথিলায়াম্—মিথিলায়; **উপবনে**—এক উপবনে; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **পতিতম্**—পতিত; **হয়ম্**—তার অশ্ব; **পদভ্যাম্**—পদব্রজে; **অধাবৎ**—সে ধাবিত হল; **সন্ত্রস্তঃ**—ভীত; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **অপি**—ও; **অন্বদ্রবৎ**—পশ্চাদ্ধাবন করলেন; **রুষা**—ক্রোধে।

অনুবাদ

শতধন্বা যে অশ্বে আরোহণ করে যাচ্ছিল, সেটি ক্লান্ত হয়ে মিথিলার উপকণ্ঠে এক উপবনে, পড়ে গিয়ে মারা গেল। তখন সন্ত্রস্ত হয়ে সেই অশ্বটি পরিত্যাগ করে সে পদব্রজে পালাতে শুরু করলে, সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণও ক্রুদ্ধভাবে পশ্চাদ্ধাবন করলেন।

শ্লোক ২১

পদাতের্ভগবাংস্তস্য পদাতিস্তিগ্মনেমিনা ।
চক্রেণ শির উৎকৃত্য বাসসোর্ব্যচিনোন্মণিম্ ॥ ২১ ॥

পদাতেঃ—পদগামী; **ভগবান্**—ভগবান; **তস্য**—তার; **পদাতিঃ**—স্বয়ং পদব্রজে; **তিগ্ম**—তীক্ষ্ণ; **নেমিনা**—ধার; **চক্রেণ**—তাঁর চক্র দ্বারা; **শিরঃ**—মস্তক; **উৎকৃত্য**—ছেদন করে; **বাসসোঃ**—শতধন্বার বস্ত্র (ঊর্ধ্ব ও নিম্ন) মধ্যে; **বাচিনোৎ**—তিনি অন্বেষণ করেছিলেন; **মণিম্**—মণিটি।

অনুবাদ

যখন শতধন্বা পদব্রজে পলায়ন করছিল, তখন শ্রীভগবানও পদব্রজে গমন করে তাঁর তীক্ষ্ণধার চক্র দিয়ে তার মস্তক ছেদন করলেন। তারপর শ্রীভগবান স্যমন্তক মণির জন্য শতধন্বার ঊর্ধ্ব ও নিম্ন বস্ত্রাদির মধ্যে অন্বেষণ করলেন।

শ্লোক ২২

অলব্ধমণিরাগত্য কৃষ্ণ আহাগ্রজান্তিকম্ ।
বৃথা হতঃ শতধনুর্মণিস্তত্র ন বিদ্যতে ॥ ২২ ॥

অলব্ধ—না পেয়ে; **মণিঃ**—মণিটি; **আগত্য**—গিয়ে; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **আহ**—বললেন; **অগ্র-জ**—তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার; **অন্তিকম্**—কাছে; **বৃথা**—অনর্থক; **হতঃ**—বধ; **শতধনুঃ**—শতধন্বা; **মণিঃ**—মণিটি; **তত্র**—তার কাছে; **ন বিদ্যতে**—নেই।

অনুবাদ

মণিটি না পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে গিয়ে বললেন, "আমরা শতধন্বাকে অনর্থক বধ করেছি। মণিটি তার কাছে নেই।"

শ্লোক ২৩

তত আহ বলো নূনং স মণিঃ শতধন্বনা ।
কস্মিংশ্চিৎ পুরুষে ন্যস্তস্তমন্বেষ পুরং ব্রজ ॥ ২৩ ॥

ততঃ—তখন; **আহ**—বললেন; **বলঃ**—শ্রীবলরাম; **নূনম্**—নিশ্চয়ই; **সঃ**—সেই; **মণিঃ**—মণিটি; **শতধন্বনা**—শতধন্বার দ্বারা; **কস্মিংশ্চিৎ**—কোনও; **পুরুষে**—ব্যক্তি; **ন্যস্তঃ**—রেখে গেছে; **তম্**—তাকে; **অন্বেষ**—খুঁজে বের কর; **পুরম্**—নগরীতে; **ব্রজ**—যাও।

অনুবাদ

তখন শ্রীবলরাম উত্তর দিলেন, "তা হলে, শতধন্বা নিশ্চয়ই, কারও কাছে মণিটি গচ্ছিত রেখেছে। তুমি, আমাদের নগরীতে ফিরে যাও এবং সেই লোকটিকে খুঁজে বার কর।

শ্লোক ২৪

অহং বৈদেহমিচ্ছামি দ্রষ্টুং প্রিয়তমং মম ।
ইত্যুক্ত্বা মিথিলাং রাজন্ বিবেশ যদুনন্দনঃ ॥ ২৪ ॥

অহম্—আমি; **বৈদেহম্**—বিদেহ দেশের রাজা; **ইচ্ছামি**—ইচ্ছা করি; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করতে; **প্রিয়-তমম্**—যিনি অতি প্রিয়; **মম**—আমার; **ইতি**—এইভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **মিথিলাম্**—মিথিলা (বিদেহ রাজ্যের রাজধানী); **রাজন্**—হে রাজা (পরীক্ষিৎ); **বিবেশ**—প্রবেশ করলেন; **যদু-নন্দনঃ**—শ্রীবলরাম, যদুর বংশধর।

অনুবাদ

"আমার অত্যন্ত প্রিয় বিদেহরাজের সঙ্গে আমি দেখা করতে ইচ্ছা করি।" হে রাজন, এই কথা বলে, যদুর প্রিয় বংশধর শ্রীবলরাম, মিথিলা নগরীতে প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ ও বলরাম শেষ পর্যন্ত মিথিলা নগরীর উপকণ্ঠে শতধন্বাকে ধরে ফেললেন। যেহেতু এই নগরীর রাজা ছিলেন শ্রীবলরামের প্রিয় সুহৃদ, শ্রীভগবান তাই নগরীতে প্রবেশ করে সেখানে কিছুকাল থাকবার সিদ্ধান্ত করলেন।

শ্লোক ২৫

তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় মৈথিলঃ প্রীতমানসঃ ।
অর্হয়ামাস বিধিবদর্হণীয়ং সমর্হণৈঃ ॥ ২৫ ॥

তম্—তাঁকে, শ্রীবলরামকে; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **সহসা**—তৎক্ষণাৎ; **উত্থায়**—উঠে; **মৈথিলঃ**—মিথিলার রাজা; **প্রীত-মানসঃ**—প্রীতিভরে; **অর্হয়াম্ আস**—তিনি তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন; **বিধিবৎ**—শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে; **অর্হণীয়ম্**—পূজনীয়; **সমর্হণৈঃ**—অর্চনার বিবিধ উপচারে।

অনুবাদ

মিথিলার রাজা যখন শ্রীবলরামকে আসতে দেখলেন, তখন তাঁর আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। পরম প্রীতি সহকারে তাঁকে শাস্ত্রীয় বিধিমতো যথাবিহিত অর্চনাদি নিবেদন করে পরম পূজনীয় শ্রীভগবানকে রাজা শ্রদ্ধা জানালেন।

শ্লোক ২৬

উবাস তস্যাং কতিচিন্মিথিলায়াং সমা বিভুঃ ।
মানিতঃ প্রীতিযুক্তেন জনকেন মহাত্মনা ।
ততোঽশিক্ষদ্ গদাং কালে ধার্তরাষ্ট্রঃ সুযোধনঃ ॥ ২৬ ॥

উবাস—তিনি বাস করলেন; **তস্যাম্**—সেখানে; **কতিচিৎ**—কয়েক; **মিথিলায়াম্**—মিথিলায়; **সমাঃ**—বৎসর; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান ভগবান, শ্রীবলরাম; **মানিতঃ**—সম্মানিত হয়ে; **প্রীতি-যুক্তেন**—প্রিয়; **জনকেন**—জনক রাজার (বিদেহ) দ্বারা; **মহা-আত্মনা**—মহাত্মা; **ততঃ**—তখন; **অশিক্ষৎ**—শিক্ষা করলেন; **গদাম্**—গদা; **কালে**—সময়ে; **ধার্তরাষ্ট্রঃ**—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র; **সুযোধনঃ**—দুর্যোধন।

অনুবাদ

সর্বশক্তিমান শ্রীবলরাম মিথিলায় তাঁর প্রিয় ভক্ত জনক মহারাজের কাছে সম্মানিত অথিতি হয়ে কয়েক বৎসর থাকলেন। সেই সময় ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন শ্রীবলরামের কাছ থেকে গদা দিয়ে যুদ্ধ করার কৌশল শিখে ছিলেন।

শ্লোক ২৭

কেশবো দ্বারকামেত্য নিধনং শতধন্বনঃ ।
অপ্রাপ্তিং চ মণেঃ প্রাহ প্রিয়ায়াঃ প্রিয়কৃদ্বিভুঃ ॥ ২৭ ॥

কেশবঃ—শ্রীকৃষ্ণ; **দ্বারকাম্**—দ্বারকায়; **এত্য**—আগমন করে; **নিধনম্**—মৃত্যু; **শতধন্বনঃ**—শতধন্বার; **অপ্রাপ্তিম্**—না পেয়ে; **চ**—এবং; **মণেঃ**—মণি; **প্রাহ**—তিনি বললেন; **প্রিয়ায়াঃ**—তাঁর প্রিয়ার (রাণী সত্যভামা); **প্রিয়**—সন্তোষ; **কৃতঃ**—কারী; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান ভগবান।

অনুবাদ

ভগবান কেশব দ্বারকায় এসে শতধন্বার মৃত্যু এবং স্যমন্তক মণি লাভে তাঁর নিজের ব্যর্থতার কথা বর্ণনা করলেন। তিনি এমনভাবে কথা বললেন যা তাঁর প্রিয়তমা সত্যভামাকে সন্তুষ্ট করে।

তাৎপর্য

স্বভাবতই তাঁর পিতার হত্যাকারীর বিচার হয়েছে তা শুনে, রাণী সত্যভামা সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পিতার স্যমন্তক মণি এখনও পুনরুদ্ধার করা বাকী আছে এবং শ্রীকৃষ্ণ সেটি পুনরুদ্ধার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তা শুনে তিনি সন্তুষ্ট হলেন।

শ্লোক ২৮

ততঃ স কারয়ামাস ক্রিয়া বন্ধোর্হতস্য বৈ ।
সাকং সুহৃদ্ভির্ভগবান্ যা যাঃ স্যুঃ সাম্পরায়িকীঃ ॥ ২৮ ॥

ততঃ—তখন; **সঃ**—তিনি, শ্রীকৃষ্ণ; **কারয়াম আস**—করলেন; **ক্রিয়া**—শাস্ত্রীয় ক্রিয়া; **বন্ধোঃ**—তাঁর আত্মীয়ের (সত্রাজিতের) জন্য; **হতস্য**—নিহত; **বৈ**—বস্তুতঃ; **সাকম্**—একসঙ্গে; **সুহৃদভিঃ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **যাঃ যাঃ**—যা যা; **স্যুঃ**—সেখানে; **সাম্পরায়িকীঃ**—পারলৌকিক।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর মৃত আত্মীয়, সত্রাজিতের উদ্দেশ্যে বিবিধ পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করলেন। শ্রীভগবান তাঁর পরিবারের শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিয়ে সেই পারলৌকিক ক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্লোক ২৯

অক্রূরঃ কৃতবর্মা চ শ্রুত্বা শতধনোর্বধম্ ।
ব্যূষতুর্ভয়বিত্রস্তৌ দ্বারকায়াঃ প্রযোজকৌ ॥ ২৯ ॥

অক্রূরঃ কৃতবর্মা চ—অক্রূর এবং কৃতবর্মা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **শতধন্বোঃ**—শতধন্বার; **বধম্**—বধ; **ব্যূষতুঃ**—তাঁরা নির্বাসনে গমন করলেন; **ভয়-বিত্রস্তৌ**—ভয় বিহ্বল হয়ে; **দ্বারকায়াঃ**—দ্বারকা থেকে; **প্রযোজকৌ**—নিযুক্ত করেছিলেন।

অনুবাদ

যখন অক্রূর ও কৃতবর্মা, যাঁরা মূলত শতধন্বাকে অপরাধ করার জন্য প্ররোচিত করেছিলেন, তাঁরা শুনলেন যে শতধন্বা নিহত হয়েছে, তাঁরা তখন ভয়ে দ্বারকা থেকে পলায়ন করলেন এবং অন্য কোথাও বাস করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩০

অক্রূরে প্রোষিতেঽরিষ্টান্যাসন্ বৈ দ্বারকৌকসাম্ ।
শারীরা মানসাস্তাপা মুহুর্দৈবিকভৌতিকাঃ ॥ ৩০ ॥

অক্রূরে—অক্রূর; **প্রোষিতে**—নির্বাসিত হওয়ায়; **অরিষ্টানি**—অশুভ লক্ষণাদি; **আসন্**—দেখা গেল; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **দ্বারকা-ওকসাম্**—দ্বারকার অধিবাসীরা; **শারীরাঃ**—দৈহিক; **মানসাঃ**—এবং মানসিক; **তাপাঃ**—দুর্দশা; **মুহুঃ**—বারম্বার; **দৈবিকা**—আধিদৈবিক; **ভৌতিকাঃ**—আধিভৌতিক।

অনুবাদ

অক্রূরের অনুপস্থিতিতে দ্বারকায় অশুভ লক্ষণাদি দেখা গেল এবং নগরবাসীরা ক্রমাগত দৈহিক ও মানসিক ক্লেশ এবং আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক উপদ্রব ভোগ করতে শুরু করল।

তাৎপর্য

দৈবিক শব্দটি এখানে দৈব দ্বারা উৎপন্ন উপদ্রবকে উল্লেখ করছে। এই সকল উপদ্রব কখনও কখনও প্রাকৃতিক দুর্যোগরূপে প্রকাশিত হয়—যেমন ভূমিকম্প, সামুদ্রিক ঝড় বা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। আজকাল বস্তুবাদী মানুষেরা এই সমস্ত উপদ্রবকে পরমেশ্বরের হাতে তারা শাস্তিগ্রহণ করছে তা বুঝতে না পেরে, জাগতিক কার্যকারণের ফল মনে করে। *ভৌতিকাঃ* শব্দটির দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন জীব যেমন—মানুষ, পশুপাখি ও কীট পতঙ্গাদির দ্বারা সৃষ্ট উপদ্রবগুলিকে বোঝানো হয়েছে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, অক্রূর স্যমন্তক মণিটি নিয়ে বারাণসী নগরীতে বাস করার জন্য চলে গিয়েছিলেন, যেখানে তিনি এক মহাদানপতি রূপে সুবিদিত হয়ে ওঠেন। সেখানে তিনি যোগ্য পুরোহিতগণের মহা সমাবেশে স্বর্ণবেদীতে অগ্নিযজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন।

দ্বারকার কিছু অধিবাসী অনুভব করেছিলেন যে, অস্বাভাবিক দুর্যোগাদি সব ঘটছিল অক্রূরের অনুপস্থিতির জন্যই এবং তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে, (যেমন পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে) দ্বারকায় স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতির ফলে এই সমস্ত সম্ভাবনাই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কারণ শ্রীভগবান যখন পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তাঁর লীলাসম্ভার সবই মানুষের মতো মনে হয় বলেই 'অতি ঘনিষ্ঠতা থেকে অশ্রদ্ধা বা বিরাগ জন্মায়' এই তত্ত্বটি তখন বদ্ধমূল হতে শুরু করে। দেখা গেছে যে, অনেক মহাত্মা ব্যক্তি এবং শ্রীভগবানের অবতারের জীবিত কালে সকল সময় এক শ্রেণীর মানুষ থাকেন, যাঁরা তাঁদের সকলের মাঝে এক মহাত্মার অবস্থান উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন অথবা কেবলমাত্র সাময়িকভাবে উপলব্ধি করেন। তবে, ভাগ্যবান এবং উন্নত জীব যাঁরা শ্রীভগবানের এবং তাঁর পার্ষদবর্গের মর্যাদা হৃদয়ঙ্গম করেন, তাঁরা পরম ধন্য হন।

শ্লোক ৩১

ইত্যঙ্গোপদিশন্ত্যেকে বিস্মৃত্য প্রাগুদাহৃতম্ ।
মুনিবাসনিবাসে কিং ঘটেতারিষ্টদর্শনম্ ॥ ৩১ ॥

ইতি—এইভাবে; **অঙ্গ**—প্রিয় (রাজা পরীক্ষিৎ); **উপদিশন্তি**—প্রস্তাব করেছিলেন; **একে**—কেউ; **বিস্মৃত্য**—বিস্মৃত হয়ে; **প্রাক্**—ইতিপূর্বে; **উদাহৃতম্**—বর্ণিত; **মুনি**—মুনিগণের; **বাস**—আবাস; **নিবাসে**—যখন তিনি বাস করছিলেন; **কিম্**—কিভাবে; **ঘটেত**—উদিত হতে পারে; **অরিষ্ট**—দুর্যোগের; **দর্শনম্**—দর্শন।

অনুবাদ

যে সব মানুষ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন [যে, উপদ্রবগুলি সবই অক্রূরের অনুপস্থিতির জন্যই ঘটছে], তাঁরা কিন্তু নিজেরাই মাঝে মাঝে বলতেন যে, তাঁরা শ্রীভগবানের মহিমা বিস্মৃত হয়েছিলেন। বাস্তবিকই, সমস্ত মুনি-ঋষিদের নিবাস স্বরূপ যে স্থানে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং বাস করেন, সেখানে কিভাবে দুর্যোগ ঘটতে পারে?

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের নিম্নরূপ মর্ম প্রদান করেছেন—বারাণসীতে সোনার বেদীতে যজ্ঞ সম্পাদন করে ব্রাহ্মণদের প্রচুর দানধ্যানের ফলে অক্রূর বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। যখন দ্বারকার অধিবাসীরা সেই কথা শুনল, তখন তাদের কয়েকজন রটনা করেছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে শত্রু-বিবেচনা করে তাঁকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সুনামের এই নবতম অবিশ্বাস্য কলঙ্ক দূর করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় বিভিন্ন দুর্যোগের সৃষ্টি করলেন এবং এইভাবে অক্রূরের প্রত্যাবর্তনের জন্য আহ্বান জানাতে নগরবাসীদের প্ররোচিত করার পরে, শ্রীভগবান অক্রূরের ফিরে আসবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩২

দেবেঽবর্ষতি কাশীশঃ শ্বফল্কায়াগতায় বৈ ।
স্বসুতাং গান্দিনীং প্রাদাত্ততোঽবর্ষৎ স্ম কাশিষু ॥ ৩২ ॥

দেবে—যখন দেবতা, ইন্দ্র; **অবর্ষতি**—বর্ষণ প্রদান করছিলেন না; **কাশী-ঈশঃ**—কাশীর রাজা; **শ্বফল্কায়**—শ্বফল্ককে (অক্রূরের পিতা); **আগতায়**—যিনি আগমন করেছিলেন; **বৈ**—নিশ্চিতরূপে; **স্ব**—তাঁর নিজ; **সুতাম্**—কন্যা; **গান্দিনীম্**—গান্দিনী; **প্রাদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **ততঃ**—তখন; **অবর্ষৎ**—বৃষ্টি হয়েছিল; **স্ম**—প্রকৃতপক্ষে; **কাশিষু**—কাশী রাজ্যে।

অনুবাদ

[প্রবীণেরা বললেন—] অতীতে, যখন ইন্দ্রদেব কাশীতে (বারাণসীতে) বর্ষণ প্রদান করতে চান নি, তখন সেই নগরীর রাজা সেখানে আগত শ্বফল্ককে তাঁর কন্যা গান্দিনীকে সমর্পণ করেছিলেন। তখন অচিরেই কাশীরাজ্যে বর্ষণ হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্বফল্ক ছিলেন অক্রূরের পিতা এবং নগরবাসীরা মনে করেছিলেন যে, পিতার মতো পুত্রেরও নিশ্চয়ই একই ক্ষমতা রয়েছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, কাশীরাজ যেহেতু সম্পর্কে ছিলেন অক্রূরের মাতামহ, তাই এক দুঃসময়ে অক্রূর সেই নগরীতে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৩

তৎসুতস্তৎপ্রভাবোঽসাবক্রূরো যত্র তত্র হ ।
দেবোঽভিবর্ষতে তত্র নোপতাপা ন মারিকাঃ ॥ ৩৩ ॥

তৎ—তাঁর (শ্বফল্কের); **সুতঃ**—পুত্র; **তৎ-প্রভাবঃ**—তাঁর ক্ষমতার জন্য; **অসৌ**—তিনি; **অক্রূরঃ**—অক্রূর; **যত্র যত্র**—যেখানে যেখানে; **হ**—বস্তুত; **দেবঃ**—ইন্দ্রদেব; **অভিবর্ষতে**—বর্ষণ প্রদান করবেন; **তত্র**—সেখানে; **ন**—না; **উপতাপাঃ**—কষ্টকর উপদ্রব; **ন**—না; **মারিকাঃ**—অকালমৃত্যু।

অনুবাদ

তাঁর সমান ক্ষমতাসম্পন্ন পুত্র অক্রূর যেখানেই অবস্থান করেন, সেখানেই ইন্দ্রদেব যথেষ্ট বর্ষণ প্রদান করেন। বাস্তবিকই, তার ফলে সেই স্থানটি দুর্দশা ও অকালমৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত থাকে।

শ্লোক ৩৪

ইতি বৃদ্ধবচঃ শ্রুত্বা নৈতাবদিহ কারণম্ ।
ইতি মত্বা সমানায্য প্রাহাক্রূরং জনার্দনঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি—এইভাবে; **বৃদ্ধ**—প্রবীণ; **বচঃ**—কথা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **ন**—না; **এতাবৎ**—কেবলমাত্র এই; **ইহ**—এই ব্যাপারের; **কারণম্**—কারণ; **ইতি**—এইভাবে; **মত্বা**—মনে করে; **সমানায্য**—তাকে ফিরিয়ে এনে; **প্রাহ**—বললেন; **অক্রূরম্**—অক্রূরকে; **জনার্দনঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

প্রবীণদের কাছ থেকে এই সমস্ত কথা শুনে, ভগবান জনার্দন, যদিও অবহিত ছিলেন যে, অক্রূরের অনুপস্থিতি অশুভ লক্ষণের একমাত্র কারণ ছিল না, তবু তাঁকে দ্বারকায় ফিরিয়ে আনলেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বললেন।

তাৎপর্য

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পরম নিয়ন্তা, তাই স্পষ্টভাবে তাঁর ইচ্ছার দ্বারাই দ্বারকা নগরীতে ঐ সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে, এই সমস্ত অমঙ্গল হয়ত অক্রূরের অনুপস্থিতির ফলে উৎপন্ন এবং পবিত্র স্যমন্তক মণি হারিয়ে যাওয়ার ফলেও ঘটেছিল, কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, দ্বারকা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য ধাম, সেটি দিব্য আশীর্বাদের নগরী, কারণ সেখানে শ্রীভগবান স্বয়ং বাস করেন। তবুও এই জগতের একজন যুবরাজরূপে তাঁর লীলা সম্পাদনের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যা প্রয়োজন, তা করেছিলেন এবং অক্রূরকে ডেকে এনেছিলেন।

শ্লোক ৩৫-৩৬

পূজয়িত্বাভিভাষ্যৈনং কথয়িত্বা প্রিয়াঃ কথাঃ ।
বিজ্ঞাতাখিলচিত্তজ্ঞঃ স্ময়মান উবাচ হ ॥ ৩৫ ॥
ননু দানপতে ন্যস্তস্ত্বয্যাস্তে শতধন্বনা ।
স্যমন্তকো মণিঃ শ্রীমান্ বিদিতঃ পূর্বমেব নঃ ॥ ৩৬ ॥

পূজয়িত্বা—সম্মান জানিয়ে; **অভিভাষ্য**—সম্ভাষণ করে; **এনম্**—তাঁকে (অক্রূর); **কথয়িত্বা**—আলোচনা করে; **প্রিয়াঃ**—প্রিয়; **কথাঃ**—বিষয়; **বিজ্ঞাত**—সম্পূর্ণ অবহিত; **অখিল**—সমস্ত কিছুর; **চিত্ত**—(অক্রূরের) হৃদয়; **জ্ঞঃ**—অবগত; **স্ময়মানঃ**—হাসতে হাসতে; **উবাচ হ**—তিনি বললেন; **ননু**—নিশ্চিতরূপে; **দান**—দানের; **পতে**—হে পতি; **ন্যস্তঃ**—রক্ষিত; **ত্বয়ি**—তোমার কাছে; **আস্তে**—আছে; **শতধন্বনা**—শতধন্বা দ্বারা; **স্যমন্তকঃ মণিঃ**—স্যমন্তক মণি; **শ্রীমান্**—ঐশ্বর্য; **বিদিতঃ**—জানি; **পূর্বম্**—পূর্বেই; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **নঃ**—আমাদের দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে একান্তভাবে সম্ভাষণ করে তাঁকে সম্মানিত করলেন এবং তাঁর সঙ্গে মধুর বাক্যে কথা বললেন। তিনি সর্বজ্ঞ হওয়ার ফলে অক্রূরের মনের কথা সম্পূর্ণ জেনেও ভগবান তখন হাসলেন এবং তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন—"হে দানপতে, শতধন্বা তোমার কাছে নিশ্চয়ই স্যমন্তক মণি ঐশ্বর্যটি গচ্ছিত রেখেছে এবং সেটি এখনও তোমার কাছে আছে। প্রকৃতপক্ষে, এই সমস্ত কিছুই আমরা বরাবরই জানি।

তাৎপর্য

এখানে অক্রূরের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আচরণ নিশ্চিত করছে যে, তিনি বাস্তবিকই শ্রীভগবানের পরম ভক্ত।

শ্লোক ৩৭

সত্রাজিতোঽনপত্যত্বাদ্ গৃহ্ণীয়ুর্দুহিতুঃ সুতাঃ ।
দায়ং নিনীয়াপঃ পিণ্ডান্ বিমুচ্যর্ণং চ শেষিতম্ ॥ ৩৭ ॥

সত্রাজিতঃ—সত্রাজিতের; **অনপত্যত্বাৎ**—অপুত্রক হওয়ার জন্য; **গৃহ্ণীয়ুঃ**—তাদের গ্রহণ করা উচিত; **দুহিতুঃ**—তাঁর কন্যার; **সুতাঃ**—পুত্র; **দায়ম্**—উত্তরাধিকার; **নিনীয়**—প্রদান করার পর; **আপঃ**—জল; **পিণ্ডান্**—পিণ্ড; **বিমুচ্য**—মোচন করার পর; **ঋণম্**—ঋণ; **চ**—এবং; **শেষিতম্**—অবশিষ্ট।

অনুবাদ

যেহেতু সত্রাজিতের কোনও পুত্র ছিল না, তাই তার কন্যার পুত্রগণের তার উত্তরাধিকার গ্রহণ করা উচিত। তাদের জল ও পিণ্ড প্রদান ও মাতামহের ঋণ মোচন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য অবশিষ্ট যা কিছু, তা নিজেদের জন্য গ্রহণ করা উচিত।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী উত্তরাধিকার বিষয়ে *স্মৃতির* নিম্নোক্ত বিধান উদ্ধৃত করেছেন—*পত্নী দুহিতরশ্চৈব পিতরৌ ভ্রাতরস্তথা। তৎ-সুতা গোত্রজা বন্ধুঃ শিষ্যাঃ সব্রহ্মচারিণঃ* অর্থাৎ "উত্তরাধিকার প্রথমত পত্নীর উপর বর্তায়, তারপর (যদি পত্নীর মৃত্যু হয়) তা কন্যার, তারপর পিতামাতার, তারপর ভাইদের, তারপর ভাইয়ের পুত্রদের, তারপর মৃতের একই গোত্র সম্পন্ন পরিবারে সদস্যদের এবং তারপর ব্রহ্মচারীসহ তার শিষ্যদের প্রাপ্য হয়।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর যোগ করছেন যে, সত্রাজিতের যেহেতু কোনও পুত্রসন্তান ছিল না, যেহেতু তাঁর পত্নী একত্রে তাঁর সঙ্গে নিহত হয়েছিলেন এবং যেহেতু তাঁর কন্যা সত্যভামা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য স্যমন্তক মণিটির জন্য আগ্রহী ছিলেন না, তাই যথার্থই সেটি ছিল তার পুত্রদেরই সম্পত্তি।

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ বর্ণনা করছেন, 'এই কথার মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইঙ্গিত করলেন যে, সত্যভামা ইতিমধ্যেই সন্তানসম্ভবা এবং তাঁর পুত্রই মণিটির যথার্থ দাবিদার হবে আর অক্রূর যদি সেটি লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে, তা হলে সেই সন্তানই তাঁর কাছ থেকে অবশ্যই মণিটি অধিকার করবে।'

শ্লোক ৩৮-৩৯

তথাপি দুর্ধরস্ত্বন্যৈস্ত্বয্যাস্তাং সুব্রতে মণিঃ ।
কিন্তু মামগ্রজঃ সম্যঙ্ ন প্রত্যেতি মণিং প্রতি ॥ ৩৮ ॥

দর্শয়স্ব মহাভাগ বন্ধূনাং শান্তিমাবহ ।
অব্যুচ্ছিন্না মখাস্তেঽদ্য বর্তন্তে রুক্মবেদয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

তথা অপি—তা হলেও; **দুর্ধরঃ**—ধারণ করা অসম্ভব; **তু**—কিন্তু; **অন্যৈঃ**—অন্যদের দ্বারা; **ত্বয়ি**—তোমার সঙ্গে; **আস্তাম্**—থাকুক; **সুব্রতে**—হে সুব্রত; **মণিঃ**—মণি; **কিন্তু**—কেবলমাত্র; **মাম্**—আমাকে; **অগ্র-জঃ**—আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; **সম্যক্**—সম্পূর্ণরূপে; **ন প্রত্যেতি**—বিশ্বাস করছে না; **মণিম্ প্রতি**—মণির বিষয়ে; **দর্শয়স্ব**—দর্শন করাও; **মহা-ভাগ**—হে পরম সৌভাগ্যবান; **বন্ধূনাম্**—আমার আত্মীয়দের; **শান্তিম্**—শান্তি; **আবহ**—আনয়ন কর; **অব্যুচ্ছিন্নাঃ**—অনবরত; **মখাঃ**—যজ্ঞ; **তে**—তোমার; **অদ্য**—এখন; **বর্তন্তেঃ**—হচ্ছে; **রুক্ম**—সোনার; **বেদয়ঃ**—বেদীতে।

অনুবাদ

"তা হলেও, হে সুব্রতধারী অক্রূর, মণিটি তোমার কাছেই থাকুক। কারণ অন্য কেউই এটিকে নিরাপদে রাখার যোগ্য নয়। কিন্তু তুমি একবার মণিটিকে দেখাও, কারণ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এই বিষয়ে যা বলেছি, তা সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করছে না। হে পরম সৌভাগ্যবান, এইভাবে তুমি আমার আত্মীয়দের শান্ত কর। [প্রত্যেকেই জানে, তোমার কাছে মণিটি রয়েছে, যার জন্য] তুমি এখন অনবরত স্বর্ণ বেদীতে যজ্ঞ সম্পাদন করছ।"

তাৎপর্য

যদিও কার্যত সত্যভামার পুত্রদের মণিটির উপর অধিকার ছিল, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মণিটির মাধ্যমে স্বর্ণ সম্পদ নিয়ে অনবরত ধর্মীয় যজ্ঞ সম্পাদনকারী অক্রূরের কাছেই মণিটি রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, স্বর্ণ বেদীতে এই ধরনের ধর্মীয় আচার সম্পাদনের সামর্থ্য থেকেই মণিটির শক্তির পরিচয় বোঝা যায়।

শ্লোক ৪০

এবং সামভিরালব্ধঃ শ্বফল্কতনয়ো মণিম্ ।
আদায় বাসসাচ্ছন্নঃ দদৌ সূর্যসমপ্রভম্ ॥ ৪০ ॥

এবম্—এইভাবে; **সামভিঃ**—সৌহার্দ্যমূলক বাক্যে; **আলব্ধঃ**—ভর্ৎসনা করলেন; **শ্বফল্ক-তনয়ঃ**—শ্বফল্কের পুত্র; **মণিম্**—স্যমন্তক মণিটি; **আদায়**—গ্রহণ করে; **বাসসা**—তাঁর বস্ত্রে; **আচ্ছন্নঃ**—লুকানো; **দদৌ**—তিনি প্রদান করলেন; **সূর্য**—সূর্যের; **সম**—সমান; **প্রভম্**—প্রভায়।

অনুবাদ

এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সৌহার্দ্যমূলক বাক্যে লজ্জিত হয়ে শ্বফল্কপুত্র তাঁর বস্ত্রে লুকানো মণিটি নিয়ে এসে তা শ্রীভগবানকে প্রদান করলেন। উজ্জ্বল মণিটি সূর্যের মতো প্রভা বিকিরণ করছিল।

তাৎপর্য

আমরা এই অধ্যায়ে দেখতে পাই যে, একটি মূল্যবান মণি কিভাবে এত গুপ্ত চক্রান্ত, হিংসা ও দুর্ভোগের কারণ হয়ে উঠেছিল। যারা নির্বিঘ্নে পারমার্থিক জীবন যাপন করতে আকাঙ্ক্ষা করে, তাদের কাছে অবশ্যই এটি উপযুক্ত শিক্ষণীয় বিষয়।

শ্লোক ৪১

স্যমন্তকং দর্শয়িত্বা জ্ঞাতিভ্যো রজ আত্মনঃ ।
বিমৃজ্য মণিনা ভূয়স্তস্মৈ প্রত্যর্পয়ৎ প্রভুঃ ॥ ৪১ ॥

স্যমন্তকম্—স্যমন্তক মণি; **দর্শয়িত্বা**—প্রদর্শনের পর; **জ্ঞাতিভ্যঃ**—তাঁর আত্মীয়গণের কাছে; **রজঃ**—কলুষ; **আত্মনঃ**—(মিথ্যাভাবে আরোপিত) স্বয়ং; **বিমৃজ্য**—দূরীভূত করে; **মণিনা**—মণিটি; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **তস্মৈ**—তাঁকে, অক্রূরকে; **প্রত্যর্পয়ৎ**—সেটি প্রত্যর্পণ করেছিলেন; **প্রভুঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

সর্বশক্তিমান ভগবান স্যমন্তক মণিটি তাঁর আত্মীয়গণকে দেখানোর পরে, তাঁর প্রতি আরোপিত মিথ্যা অভিযোগকে এইভাবে নস্যাৎ করে, তিনি মণিটি অক্রূরকে ফিরিয়ে দিলেন।

তাৎপর্য

এইভাবে দ্বিতীয়বারের মতো, স্যমন্তক মণিটি নিয়ে শ্রীভগবানের সুনামের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টির ব্যাপারটি সেই মণিটি দিয়েই দূরীভূত হল। প্রকৃতপক্ষে, দ্বিতীয়বারের জন্য, দ্বারকায় তাঁর ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীভগবান মণিটি সেখানে নিয়ে এসেছিলেন। এই বিস্ময়কর ঘটনা পরম্পরা অভিব্যক্ত করে যে, স্বয়ং ভগবানও যখন এই জগতে অবতীর্ণ হন, তখনও তাঁর সমালোচনা করার দিকে তাঁর 'পার্ষদ'-বর্গের একটি ঝোঁক থাকে। সমগ্র জড় জগৎ ত্রুটি অন্বেষণের প্রবণতায় দূষিত এবং এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান এই অনাকাঙ্ক্ষিত গুণের প্রকৃতি অভিব্যক্ত করেছেন।

শ্লোক ৪২

যস্ত্বেতদ্ ভগবত ঈশ্বরস্য বিষ্ণোর্
বীর্যাঢ্যং বৃজিনহরং সুমঙ্গলং চ ।

আখ্যানং পঠতি শৃনোত্যনুস্মরেদ্বা
দুষ্কীর্তিং দুরিতমপোহ্য যাতি শান্তিম্ ॥ ৪২ ॥

যঃ—যিনি; **তু**—বস্তুত; **এতৎ**—এই; **ভগবতঃ**—শ্রীভগবানের; **ঈশ্বরস্য**—পরমেশ্বর; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণু; **বীর্য**—শৌর্য; **আঢ্যম্**—পূর্ণ; **বৃজিন্**—পাপ কর্মফল; **হরম্**—হরণকারী; **সু-মঙ্গলম্**—অত্যন্ত মঙ্গলময়; **চ**—এবং; **আখ্যানম্**—বৃত্তান্ত; **পঠতি**—পাঠ করেন; **শৃণোতি**—শ্রবণ করেন; **অনুস্মরেৎ**—স্মরণ করেন; **বা**—বা; **দুষ্কীর্তিম্**—অপযশ; **দুরিতম্**—এবং পাপ; **অপোহ্য**—বিমুক্ত হয়ে; **যাতি**—প্রাপ্ত হন; **শান্তিম্**—শান্তি।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শৌর্যের বর্ণনাময় এই আখ্যান সকল পাপ কর্মফল দূর করে এবং সর্বপ্রকার মঙ্গল বিধান করে। যিনি তা পাঠ করেন, শ্রবণ করেন অথবা স্মরণ করেন, তাঁর আপন অপযশ ও পাপ দূরীভূত হয় এবং তিনি শান্তি লাভ করেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'সত্রাজিৎ হত্যা, মণি প্রত্যর্পণ' নামক সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ পাঁচ রাজকন্যাকে বিবাহ করলেন

কিভাবে কালিন্দী থেকে শুরু করে পাঁচ রাজকন্যাকে শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করেছিলেন এবং পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়েছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

পাণ্ডবেরা তাঁদের অজ্ঞাতবাস সম্পূর্ণ করার পর তাঁদের সঙ্গে দেখা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি ও অন্যান্য যদুদের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে যান। পাণ্ডবেরা শ্রীভগবানকে অভিবাদন জানালেন এবং পরম আনন্দে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। তাঁদের নববধূ দ্রৌপদী, সলজ্জভাবে শ্রীকৃষ্ণের কাছে এলেন এবং তাঁকে প্রণাম করলেন। তারপর, পাণ্ডবেরা সাত্যকি এবং শ্রীভগবানের অন্যান্য সঙ্গীদের আসনে বসিয়ে যথাযথভাবে অর্চনা করলেন এবং স্বাগত জানালেন।

শ্রীকৃষ্ণ রাণী কুন্তীর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁরা পরস্পরের পরিবারের সকলের খোঁজ খবর নিলেন। কুন্তীদেবী যখন তাঁর ও তাঁর পুত্রদের ওপরে দুর্যোধনের বিভিন্ন অত্যাচারের কথা স্মরণ করছিলেন, তখন তিনি মন্তব্য করলেন যে, শ্রীকৃষ্ণই তাঁদের একমাত্র রক্ষাকর্তা ছিলেন। "তুমি সমগ্র জগতের সুহৃদ," তিনি বললেন, "যদিও 'আমার' ও 'অন্যের' পরিচয় স্বরূপ সকল মোহ থেকে তুমি মুক্ত, তা হলেও তোমাকে অনবরত যে ধ্যান করে, তুমি তার হৃদয়ে বাস কর এবং তাদের হৃদয়ের সকল দুঃখ-দুর্দশা বিনাশ কর।" তারপর যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, "কেবলমাত্র অনেক পুণ্য কর্ম করার ফলেই আমরা আপনার পাদপদ্ম দর্শন করতে সমর্থ হয়েছি, যে-পাদপদ্ম যোগিগণের কাছেও দুর্লভ।" যুধিষ্ঠিরের কাছে সম্মানিত হয়ে অতিথি রূপে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে কয়েকমাস আনন্দে অবস্থান করলেন।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন বনে মৃগয়ায় গেলেন। যমুনায় স্নান করার সময় তাঁরা এক মনোরমা কন্যাকে দেখতে পেলেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে অর্জুন সেই কন্যার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তিনি কে। সেই সুন্দরী কন্যা উত্তর দিলেন, "আমি কালিন্দী, সূর্যদেবের কন্যা। শ্রীবিষ্ণুকে পতি রূপে লাভের আশায়, আমি কঠিন তপস্যা করছি। আমার পতি রূপে আমি আর কাউকেই গ্রহণ করব না এবং যতদিন না তিনি আমায় বিবাহ করছেন, ততদিন এখানে আমার জন্য আমার পিতার তৈরী গৃহে বাস করে আমি এই যমুনাতেই অবস্থান করব।" অর্জুন এই সমস্ত কিছু শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিবেদন করলে সর্বজ্ঞ ভগবান কালিন্দীকে তাঁর রথে গ্রহণ করলেন এবং তাঁরা তিনজনে যুধিষ্ঠিরের বাসভবনে প্রত্যাবর্তন করলেন।

পরে পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের জন্য একটি নগরী নির্মাণ করার অনুরোধ করলেন এবং দেবতাদের স্থপতি বিশ্বকর্মাকে দিয়ে তিনি একটি নগরী নির্মাণ করলেন, যেটি হয়ে উঠল পরম আকর্ষণীয়। শ্রীভগবান কিছুদিনের জন্য সেখানে তাঁদের সঙ্গে কাটিয়ে তাঁর প্রিয় ভক্তদের সন্তুষ্ট করলেন। তারপর অগ্নিকে সন্তুষ্ট করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে খাণ্ডববন নিবেদন করার ব্যবস্থা করলেন। শ্রীভগবান তখন অর্জুনকে বনটি দগ্ধ করতে বললেন এবং তাঁর রথের সারথি হয়ে তাঁর সঙ্গী হলেন। এই নিবেদনে অগ্নিদেব এতই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি অর্জুনকে গাণ্ডীব ধনুক, একদল অশ্ব, একটি রথ, দুটি অক্ষয় তূণীর এবং বর্ম উপহার দিয়েছিলেন। যখন খাণ্ডববন দগ্ধ হচ্ছিল, তখন ময় নামে এক দানবকে অগ্নিদগ্ধ হওয়া থেকে অর্জুন রক্ষা করেন। তার বিনিময়ে সেই ময় দানব অর্জুনকে এক চমৎকার প্রাসাদ নির্মাণ করে দেয়। এই প্রাসাদেই পরে একটি সরোবরের জলপৃষ্ঠকে কঠিন ভূপৃষ্ঠ মনে করে দুর্যোধন সেই জলের মধ্যে পড়ে গিয়ে বেশ হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন।

এরপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও তাঁর অন্যান্য আত্মীয়দের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করে তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে দ্বারকায় ফিরে যান। সেখানে তিনি কালিন্দীকে বিবাহ করলেন। কিছুকাল পর তিনি অবন্তীনগরে গেলেন, সেখানে বহু রাজার সমক্ষেই তিনি তাঁর প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্তা, অবন্তীরাজার ভগিনী মিত্রবিন্দাকে অপহরণ করলেন।

অযোধ্যা রাজ্যে নগ্নজিৎ নামে এক ধর্মপ্রাণ রাজা বাস করতেন। সত্যা বা নাগ্নজিতী নামে তাঁর এক অসাধারণ সুন্দরী বিবাহযোগ্যা কন্যা ছিল। সেই কন্যার আত্মীয়-স্বজন শর্ত আরোপ করলেন যে, সাতটি ভয়ঙ্কর ষণ্ডের একটি দলকে যে দমন করতে পারবে, সে সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করবে। যখন শ্রীকৃষ্ণ এই কন্যার বিষয়ে শুনলেন এবং তিনি এক বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে অযোধ্যায় গেলেন। রাজা নগ্নজিৎ তাঁকে আতিথ্য সহকারে অভিনন্দিত করলেন এবং আনন্দে বিবিধ নৈবেদ্য দ্বারা তাঁর অর্চনা করলেন। যখন সত্যা শ্রীকৃষ্ণকে দেখলেন, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পতিরূপে কামনা করলেন এবং রাজা নগ্নজিৎ তাঁর কন্যার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর আপন অভিলাষ ব্যক্ত করলেন যে, শ্রীভগবান ও তাঁর কন্যার বিবাহ হোক। রাজা প্রীতিভরে শ্রীভগবানকে বললেন, "আপনিই একমাত্র আমার কন্যার উপযুক্ত পতি হতে পারেন এবং আপনি যদি সপ্ত ষণ্ডকে দমন করতে পারেন, তা হলে আপনি অবশ্যই তাকে বিবাহ করতে পারবেন।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন নিজেকে সাতটি ভিন্ন রূপে প্রকাশ করলেন এবং সাতটি ষণ্ডকে দমন করলেন। রাজা নগ্নজিৎ প্রচুর উপহারের উপঢৌকন সহ শ্রীভগবানকে তাঁর কন্যা সম্প্রদান করলেন এবং শ্রীভগবান দ্বারকায় প্রত্যাগমনের জন্য সত্যাকে তাঁর রথে গ্রহণ করলেন। ঠিক তখন যে সমস্ত বিপক্ষ রাজারা ষণ্ডের কাছে পরাজিত হয়েছিল, তারা শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করল। কিন্তু অর্জুন সহজেই তাদের প্রহার করে ফিরিয়ে দিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ নাগ্নজিতীকে নিয়ে দ্বারকার দিকে অগ্রসর হলেন।

পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণ ভদ্রাকে তাঁর স্বয়ম্বর সভা থেকে অপহরণ করে বিবাহ করেছিলেন এবং তিনি রাজা মদ্রের রাজকন্যা লক্ষ্মণাকেও বিবাহ করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

একদা পাণ্ডবান্ দ্রষ্টুং প্রতীতান্ পুরুষোত্তমঃ ।
ইন্দ্রপ্রস্থং গতঃ শ্রীমান্ যুযুধানাদিভির্বৃতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **একদা**—এক সময়; **পাণ্ডবান্**—পাণ্ডুর পুত্রগণ; **দ্রষ্টুম্**—দর্শনের জন্য; **প্রতীতান্**—দৃশ্যমান; **পুরুষ-উত্তমঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **ইন্দ্রপ্রস্থম্**—পাণ্ডবদের রাজধানী, ইন্দ্রপ্রস্থে; **গতঃ**—গিয়েছিলেন; **শ্রীমান্**—সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী; **যুযুধান-আদিভিঃ**—যুযুধান (সাত্যকি) এবং অন্যান্যদের দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবৃত হয়ে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—একদা পরম ঐশ্বর্যময় শ্রীভগবান আবার জনসমক্ষে উপস্থিত পাণ্ডবদের দেখার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করলেন। যুযুধান এবং অন্যান্য পার্ষদগণ শ্রীভগবানের সঙ্গী হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলরাম ছাড়া প্রায় প্রত্যেকেই ভেবেছিলেন যে, লাক্ষার গৃহে দুর্যোধনের দ্বারা অগ্নিসংযোগের ফলে পাণ্ডবেরা প্রাণ হারিয়েছেন। এখন পাণ্ডবেরা আবার জনসমক্ষে আবির্ভূত হলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের দর্শন দান করছিলেন।

শ্লোক ২

দৃষ্ট্বা তমাগতং পার্থা মুকুন্দমখিলেশ্বরম্ ।
উত্তস্থুর্যুগপদ্বীরাঃ প্রাণা মুখ্যমিবাগতম্ ॥ ২ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **তম্**—তাঁকে; **আগতম্**—সমাগত; **পার্থাঃ**—পৃথার (কুন্তী) পুত্রগণ; **মুকুন্দম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **অখিল**—সমস্ত কিছুর; **ঈশ্বরম্**—ঈশ্বর; **উত্তস্থুঃ**—তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন; **যুগপৎ**—সকলে এক সঙ্গে; **বীরাঃ**—বীর; **প্রাণাঃ**—ইন্দ্রিয়াদি; **মুখ্যম্**—তাদের প্রধান প্রাণবায়ু; **ইব**—মতো; **আগতম্**—আগমনে।

অনুবাদ

যখন পাণ্ডবেরা দেখলেন যে, ভগবান শ্রীমুকুন্দ উপস্থিত হয়েছেন, তখন পৃথার বীর পুত্রগণ তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন যেন প্রাণবায়ু ফিরে আসার ফলে তাঁদের ইন্দ্রিয়াদি আবার সক্রিয় হয়ে উঠল।

তাৎপর্য

এখানে যে রূপকটি প্রয়োগ করা হয়েছে, তা বিশেষ কাব্যময়। যখন কোনও মানুষ অচেতন হয়ে থাকে, তার ইন্দ্রিয়গুলি তখন কাজ করে না। কিন্তু যখন দেহে চেতনা ফিরে আসে, তখন তার সকল ইন্দ্রিয়াদি তৎক্ষণাৎ প্রাণ ফিরে পেয়ে ক্রিয়া শুরু করে। তেমনই, পাণ্ডবেরা তাঁদের প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে ফিরে আসতে দেখে উৎফুল্ল হয়ে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, যেন তাঁদের ইন্দ্রিয়াদি প্রাণবায়ু ফিরে পেল।

শ্লোক ৩

পরিষ্বজ্যাচ্যুতং বীরা অঙ্গসঙ্গহতৈনসঃ ।
সানুরাগস্মিতং বক্তুং বীক্ষ্য তস্য মুদং যযুঃ ॥ ৩ ॥

পরিষ্বজ্য—আলিঙ্গন করলেন; **অচ্যুতম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **বীরাঃ**—বীরগণ; **অঙ্গ**—তাঁর অঙ্গ; **সঙ্গ**—স্পর্শ দ্বারা; **হত**—বিনষ্ট করলেন; **এনসঃ**—তাঁদের সকল পাপ কর্মফল; **স-অনুরাগ**—অনুরাগ সহকারে; **স্মিতম্**—সহাস্যে; **বক্তুম্**—মুখ; **বীক্ষ্য**—লক্ষ্য করে; **তস্য**—তাঁর; **মুদম্**—আনন্দ; **যযুঃ**—তাঁরা লাভ করলেন।

অনুবাদ

বীরগণ এসে ভগবান অচ্যুতকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁর দেহের স্পর্শে তাঁদের পাপ থেকে মুক্ত হলেন। তাঁর অনুরাগপূর্ণ সহাস্য মুখমণ্ডল দর্শন করে, তাঁরা আনন্দে অভিভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, পাণ্ডবগণ যেহেতু কখনই পাপাসক্ত হননি, তাই *এনসঃ* শব্দটি এখানে শ্রীকৃষ্ণ সান্নিধ্য হতে বিচ্ছিন্নতার ফলে উৎপন্ন দুঃখ-কষ্টই বোঝায়। শ্রীভগবানের প্রত্যাবর্তনে সেই দুঃখ এখন অন্তর্হিত হল।

শ্লোক ৪

যুধিষ্ঠিরস্য ভীমস্য কৃত্বা পাদাভিবন্দনম্ ।
ফাল্গুনং পরিরভ্যাথ যমাভ্যাং চাভিবন্দিতঃ ॥ ৪ ॥

যুধিষ্ঠিরস্য ভীমস্য—যুধিষ্ঠির ও ভীমকে; **কৃত্বা**—নিবেদনের পর; **পাদ**—তাঁদের চরণে; **অভিবন্দনম্**—প্রণাম; **ফাল্গুনম্**—অর্জুন; **পরিরভ্য**—দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলেন; **অথ**—তখন; **যমাভ্যাম্**—যমজ ভাই, নকুল ও সহদেব দ্বারা; **চ**—এবং; **অভিবন্দিতঃ**—শ্রদ্ধাসহকারে বন্দনা করলেন।

অনুবাদ

যুধিষ্ঠির ও ভীমের চরণে শ্রীভগবান প্রণাম নিবেদন করে অর্জুনকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলেন এবং তিনি যমজ ভাই, নকুল ও সহদেবের প্রণাম গ্রহণ করলেন।

তাৎপর্য

আপাতদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন পাণ্ডবগণের জ্ঞাতি এবং তাঁদের সম্পর্কটি ছিল জ্ঞাতি ভাইয়ের সম্পর্কের মতো। যেহেতু যুধিষ্ঠির ও ভীম আপাত ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ছিলেন, তাই শ্রীভগবান তাঁদের চরণে প্রণাম নিবেদন করেছিলেন, অথচ তাঁর সঙ্গী অর্জুনকে তিনি আলিঙ্গন করেছিলেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা নকুল ও সহদেবের কাছ থেকে প্রণাম গ্রহণ করেছিলেন। কখনও কখনও অনভিজ্ঞ ভক্তরা মনে করে যে, কৃষ্ণভাবনাময় আচার-ব্যবহার অনুসারে কোনও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রণাম নিবেদন করা বা সম্মান জ্ঞাপন করা পাপ। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, কৃষ্ণভাবনাময় জীবনচর্যায় কোনও অগ্রজকে সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করা পাপ নয়।

শ্লোক ৫

পরমাসন আসীনং কৃষ্ণা কৃষ্ণমনিন্দিতা ।
নবোঢ়া ব্রীড়িতা কিঞ্চিচ্ছনৈরেত্যাভ্যবন্দত ॥ ৫ ॥

পরম—উত্তম; **আসনে**—আসনে; **আসীনম্**—উপবেশন করে; **কৃষ্ণা**—দ্রৌপদী; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **অনিন্দিতা**—অনিন্দ্য সুন্দরী; **নব**—নতুন; **ঊঢ়া**—বিবাহিতা; **ব্রীড়িতা**—লজ্জিতা; **কিঞ্চিৎ**—ঈষৎ; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **এত্য**—আগমন করে; **অভ্যবন্দত**—তাঁর প্রণাম নিবেদন করলেন।

অনুবাদ

পাণ্ডবদের নব-বিবাহিতা পত্নী অনিন্দ্য সুন্দরী দ্রৌপদী ধীরে এবং ঈষৎ ভীরুভাবে উত্তম আসনে উপবিষ্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে এগিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমতী দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এমনই ভক্তিপরায়ণা ছিলেন যে, তাঁকে স্বয়ং 'কৃষ্ণা' বলা হত, যা কৃষ্ণ নামটির স্ত্রীবাচক রূপ এবং অর্জুনকেও শ্রীভগবানের প্রতি তাঁর ভক্তির জন্য কৃষ্ণ বলা হত। তেমনই, আধুনিক কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ভক্তবৃন্দকেও অনেক সময়ে 'কৃষ্ণভক্ত' বলা হয়ে থাকে। তাই মনে হয় যে, শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণকে তাঁর নামের দ্বারা সম্বোধনের প্রথাটির দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।

শ্লোক ৬

তথৈব সাত্যকিঃ পার্থৈঃ পূজিতশ্চাভিবন্দিতঃ ।
নিষসাদাসনেঽন্যে চ পূজিতাঃ পর্যুপাসত ॥ ৬ ॥

তথা এব—তেমনই; **সাত্যকিঃ**—সাত্যকি; **পার্থৈঃ**—পৃথার পুত্রদের দ্বারা; **পূজিতঃ**—পূজিত হয়েছিলেন; **চ**—এবং; **অভিবন্দিতঃ**—সমাদৃত; **নিষসাদ**—উপবেশন করলেন; **আসনে**—একটি আসনে; **অন্যে**—অন্যান্যরা; **চ**—ও; **পূজিতাঃ**—পূজিত হয়ে; **পর্যুপাসত**—চতুর্দিকে উপবিষ্ট হলেন।

অনুবাদ

পাণ্ডবদের কাছে স্বাগত সম্মান এবং অর্চনা গ্রহণ করার পরে, সাত্যকিও একটি মর্যাদার আসন গ্রহণ করলেন এবং শ্রীভগবানের অন্যান্য সঙ্গীরাও অভিনন্দিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে উপবিষ্ট হলেন।

শ্লোক ৭

পৃথাং সমাগত্য কৃতাভিবাদনস্
তয়াতিহার্দার্দ্রদৃশাভিরম্ভিতঃ ।
আপৃষ্টবাংস্তাং কুশলং সহস্নুষাং
পিতৃষ্বসারং পরিপৃষ্টবান্ধবঃ ॥ ৭ ॥

পৃথাম্—রাণী কুন্তীর কাছে; **সমাগত্য**—গমন করে; **কৃত**—নিবেদন করে; **অভিবাদনঃ**—তাঁর প্রণাম; **তয়া**—তার দ্বারা; **অতি**—অতিশয়; **হার্দ**—স্নেহ দ্বারা; **আর্দ্র**—সিক্ত;

দৃশা—যার দুই নয়ন; **অভিরম্ভিতঃ**—আলিঙ্গন করলেন; **আপৃষ্টবান্**—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন; **তাম্**—তাঁর কাছ থেকে; **কুশলম্**—তাঁর মঙ্গল বিষয়ে; **সহ**—একত্রে; **স্নুষাম্**—তাঁর পুত্রবধূ, দ্রৌপদীর সঙ্গে; **পিতৃ**—তাঁর পিতা বসুদেবের; **স্বসারম্**—ভগিনী; **পরিপৃষ্ট**—বিশদ প্রশ্ন করলেন; **বান্ধবঃ**—দ্বারকার বাসিন্দা তাঁদের আত্মীয়দের সম্বন্ধে।

অনুবাদ

শ্রীভগবান অতঃপর তাঁর পিসি, রাণী কুন্তীকে দর্শনের জন্য গেলেন। তিনি তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং গভীর স্নেহভরে কুন্তীদেবী তাঁকে অশ্রুসিক্ত নয়নে আলিঙ্গন করলেন। তাঁর ও তাঁর পুত্রবধূ, দ্রৌপদীর কাছে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের কুশল প্রশ্নাদি করলেন এবং তাঁরাও দ্বারকায় তাঁর আত্মীয়স্বজন সম্বন্ধে তাঁকে বিশদ প্রশ্ন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর দৃশ্যটির বর্ণনা করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর আসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, তাঁর পিসি কুন্তী গভীর আগ্রহের সঙ্গে তাঁকে দর্শনের জন্য এগিয়ে আসছেন। তিনি তখন তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে সত্বর তাঁর কাছে গেলেন এবং তাঁকে প্রণাম করলেন। কুন্তীদেবীর দু'চোখ পরম প্রেমে সিক্ত হয়ে উঠেছিল, তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করে তাঁর মস্তকের ঘ্রাণ নিলেন।

শ্লোক ৮

তমাহ প্রেমবৈক্লব্যরুদ্ধকণ্ঠাশ্রুলোচনা ।
স্মরন্তী তান্ বহূন্ ক্লেশান্ ক্লেশাপায়াত্মদর্শনম্ ॥ ৮ ॥

তম্—তাঁকে; **আহ**—তিনি বললেন; **প্রেম**—প্রেমের; **বৈক্লব্য**—বিহ্বলতায়; **রুদ্ধ**—অবরুদ্ধ; **কণ্ঠা**—যাঁর কণ্ঠ; **অশ্রু**—অশ্রু দ্বারা; **লোচনা**—যাঁর দুই চোখ; **স্মরন্তি**—স্মরণ করছিল; **তান্**—সেই সকল; **বহূন্**—বহু; **ক্লেশান্**—ক্লেশ; **ক্লেশ**—ক্লেশের; **অপায়**—দূর করার জন্য; **আত্ম**—স্বয়ং; **দর্শনম্**—যিনি দর্শন দান করেন।

অনুবাদ

রাণী কুন্তী এমনই প্রেমবিহ্বল হয়ে ছিলেন যে, তিনি অবরুদ্ধ কণ্ঠে ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্মরণ করছিলেন যে, তিনি এবং তাঁর পুত্রেরা কিভাবে বহু ক্লেশ অটলভাবে সহ্য করেছেন। এইভাবে, ভক্তগণের সকল ক্লেশ দূরীভূত করার জন্য যিনি তাঁদের সামনে আবির্ভূত হন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে তিনি বললেন।

শ্লোক ৯

তদৈব কুশলং নোঽভূৎ সনাথাস্তে কৃতা বয়ম্ ।
জ্ঞাতীন্ নঃ স্মরতা কৃষ্ণ ভ্রাতা মে প্রেষিতস্ত্বয়া ॥ ৯ ॥

তদা—সেই সময়ে; **এব**—কেবলমাত্র; **কুশলম্**—কুশল; **নঃ**—আমাদের; **অভূৎ**—জাগরিত হয়; **স**—দ্বারা; **নাথাঃ**—রক্ষাকর্তা; **তে**—তোমার দ্বারা; **কৃতাঃ**—করেছ; **বয়ম্**—আমরা; **জ্ঞাতীন্**—তোমার আত্মীয়স্বজন; **নঃ**—আমাদের; **স্মরতা**—স্মরণ করেছ; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **ভ্রাতা**—ভ্রাতা (অক্রূর); **মে**—আমার; **প্রেষিতঃ**—প্রেরিত; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা।

অনুবাদ

[রাণী কুন্তী বললেন—] প্রিয় কৃষ্ণ, যখন তুমি তোমার আত্মীয় স্বজন বলে আমাদের স্মরণ কর এবং আমাদের দেখবার জন্য আমার ভ্রাতাকে পাঠিয়ে তোমার সুরক্ষা প্রদান কর, তখনই আমাদের কুশল সুনিশ্চিত হয়।

শ্লোক ১০

ন তেঽস্তি স্বপরভ্রান্তির্বিশ্বস্য সুহৃদাত্মনঃ ।
তথাপি স্মরতাং শশ্বৎ ক্লেশান্ হংসি হৃদি স্থিতঃ ॥ ১০ ॥

ন—না; **তে**—তোমার; **অস্তি**—রয়েছে; **স্ব**—নিজের; **পর**—এবং পরের; **ভ্রান্তিঃ**—মোহ; **বিশ্বস্য**—জগতের; **সুহৃৎ**—শুভাকাঙ্ক্ষীর জন্য; **আত্মনঃ**—এবং আত্মা; **তথা অপি**—তা হলেও; **স্মরতাম্**—যে স্মরণ করে; **শশ্বৎ**—অবিরত; **ক্লেশান্**—ক্লেশ; **হংসি**—তুমি বিনাশ কর; **হৃদি**—অন্তরে; **স্থিতঃ**—অবস্থিত।

অনুবাদ

তুমি জগতের সুহৃদ ও পরমাত্মা, তোমার কোনও 'আপন' এবং 'পর' মোহ নেই। তবুও, তুমি সকলের অন্তরে বাস করে, তোমাকে নিয়ত স্মরণকারীর ক্লেশ সমূলে বিনাশ কর।

তাৎপর্য

বুদ্ধিমতী রাণী কুন্তী এখানে উল্লেখ করছেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদিও আত্মীয়রূপে তাঁর সঙ্গে প্রীতিপূর্ণভাবে ব্যবহার করছেন, কিন্তু জগতের সুহৃদ-আত্মারূপে তাঁর মর্যাদার সঙ্গে তিনি আপোস করেন না। পরোক্ষভাবে, শ্রীভগবান কোনও পক্ষপাত করেন না। যেমন *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৯) তিনি বলছেন *সমোঽহং সর্বভূতেষু* অর্থাৎ "আমি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন।" তাই যখন ভগবান সকল জীবের সঙ্গে ভাব

বিনিময় করেন, তখন এটাই স্বাভাবিক যে, তাঁকে গভীরভাবে যাঁরা ভালবাসেন, তাঁরা ভগবানের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেন, কারণ তাঁরা তাঁকে ছাড়া আর অন্য কিছুই চান না।

শ্লোক ১১

যুধিষ্ঠির উবাচ

কিং ন আচরিতং শ্রেয়ো ন বেদাহমধীশ্বর ।
যোগেশ্বরাণাং দুর্দর্শো যন্নো দৃষ্টঃ কুমেধসাম্ ॥ ১১ ॥

যুধিষ্ঠিরঃ উবাচ—যুধিষ্ঠির বললেন; **কিম্**—কি; **নঃ**—আমাদের দ্বারা; **আচরিতম্**—সম্পাদিত হয়েছে; **শ্রেয়ঃ**—পুণ্য কর্ম; **ন বেদ**—জানি না; **অহম্**—আমি; **অধীশ্বর**—হে অধীশ্বর; **যোগ**—যোগিগণের; **ঈশ্বরম্**—ঈশ্বর দ্বারা; **দুর্দশঃ**—দুর্লভ দর্শন; **যৎ**—যা; **নঃ**—আমাদের দ্বারা; **দৃষ্টঃ**—দর্শিত; **কু-মেধসাম্**—যারা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন।

অনুবাদ

রাজা যুধিষ্ঠির বললেন—হে অধীশ্বর, আমি জানি না, আমরা মূর্খেরা কোন্ পুণ্যকর্ম করেছি যার ফলে যোগেশ্বরগণেরও দুর্লভদর্শন আপনাকে আমরা দর্শন করতে পারছি।

শ্লোক ১২

ইতি বৈ বার্ষিকান্ মাসান্ রাজ্ঞা সোঽভ্যর্থিতঃ সুখম্ ।
জনয়ন্ নয়নানন্দমিন্দ্রপ্রস্থৌকসাং বিভুঃ ॥ ১২ ॥

ইতি—এইভাবে; **বৈ**—বস্তুতঃ; **বার্ষিকান্**—বর্ষা ঋতুর; **মাসান্**—মাসসমূহ; **রাজ্ঞা**—রাজা দ্বারা; **সঃ**—তিনি; **অভ্যর্থিতঃ**—সমাদৃত; **সুখম্**—সুখে; **জনয়ন্**—উৎপাদন করে; **নয়ন**—নয়নের জন্য; **আনন্দম্**—আনন্দ; **ইন্দ্রপ্রস্থ-ওকসাম্**—ইন্দ্রপ্রস্থের বাসিন্দাদের; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান ভগবান।

অনুবাদ

রাজার অনুরোধে তাঁদের সঙ্গে কিছুকাল থাকার প্রার্থনায় সর্বশক্তিমান ভগবান নগরবাসীদের নয়নে আনন্দ প্রদান করে বর্ষার কয়েক মাস ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে অবস্থান করলেন।

তাৎপর্য

সম্ভব হলে, অনবদ্য কাব্যময় এই সংস্কৃত শ্লোকগুলি *ভাগবতের* পাঠকগণের শুদ্ধভাবে কীর্তন করার চেষ্টা করা উচিত।

শ্লোক ১৩-১৪

একদা রথমারুহ্য বিজয়ো বানরধ্বজম্ ।
গাণ্ডীবং ধনুরাদায় তূণৌ চাক্ষয়সায়কৌ ॥ ১৩ ॥
সাকং কৃষ্ণেন সন্নদ্ধো বিহর্তুং বিপিনং মহৎ ।
বহুব্যালমৃগাকীর্ণং প্রাবিশৎ পরবীরহা ॥ ১৪ ॥

একদা—একদিন; **রথম্**—তাঁর রথ; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **বিজয়ঃ**—অর্জুন; **বানর**—বানর (হনুমান); **ধ্বজম্**—যাঁর পতাকায়; **গাণ্ডীবম্**—গাণ্ডীব নামক; **ধনুঃ**—তাঁর ধনুক; **আদায়**—গ্রহণ করে; **তূণৌ**—তাঁর দুটি তূণ; **চ**—এবং; **অক্ষয়**—অনিঃশেষ; **সায়কৌ**—যাঁর তীরগুলি; **সাকম্**—একত্রে; **কৃষ্ণেন**—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে; **সন্নদ্ধঃ**—বর্ম পরিধান করে; **বিহর্তুম্**—বিহার করার জন্য; **বিপিনম্**—এক বন; **মহৎ**—বিশাল; **বহু**—বহু; **ব্যাল-মৃগ**—হিংস্র প্রাণী; **আকীর্ণম্**—পূর্ণ; **প্রবিশৎ**—প্রবেশ করলেন; **পর**—শত্রু; **বীর**—বীরগণের; **হা**—বিনাশন।

অনুবাদ

একদিন মহাবল শত্রু বিনাশন অর্জুন, তাঁর বর্ম পরিধান করে, হনুমানের পতাকা বাহী তাঁর রথে আরোহণ করে, তাঁর ধনুক ও তাঁর অনিঃশেষ দুটি তূণ গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিহারের জন্য হিংস্র প্রাণীসঙ্কুল এক বিশাল বনে গমন করলেন।

তাৎপর্য

এই ঘটনাটি অবশ্যই খাণ্ডববন দগ্ধ হবার পর ঘটেছিল, কারণ অর্জুন সেই সময়ে অর্জিত গাণ্ডীব ধনুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র এখন ব্যবহার করছেন।

শ্লোক ১৫

তত্রাবিধ্যচ্ছরৈর্ব্যাঘ্রান্ শূকরান্ মহিষান্ রুরূন্ ।
শরভান্ গবয়ান্ খড়্গান্ হরিণান্ শশশল্লকান্ ॥ ১৫ ॥

তত্র—সেখানে; **অবিধ্যৎ**—তিনি বিদ্ধ করেছিলেন; **ব্যাঘ্রান্**—বাঘ; **শূকরান্**—শূকর; **মহিষান্**—বন মহিষ; **রুরূন্**—এক ধরনের পিপীলিকা ভুক্ জীব; **শরভান্**—এক প্রজাতির হরিণ; **গবয়ান্**—ষণ্ড সদৃশ স্তন্যপায়ী বন্য জন্তু; **খড়্গান্**—গণ্ডার; **হরিণান্**—কৃষ্ণহরিণ; **শশ**—খরগোশ; **শল্লকান্**—এবং শজারু।

অনুবাদ

অর্জুন তাঁর বাণ দিয়ে সেই বনে খরগোশ, শরভ, গবয়, গণ্ডার, কালো হরিণ, রুরু এবং শজারু সহ ব্যাঘ্র, শূকর এবং বন মহিষাদি বিদ্ধ করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

তান্ নিন্যুঃ কিঙ্করা রাজ্ঞে মেধ্যান্ পর্বণ্যুপাগতে ।
তৃট্‌পরীতঃ পরিশ্রান্তো বিভৎসুর্যমুনামগাৎ ॥ ১৬ ॥

তান্—তাদের; **নিন্যুঃ**—বহন করে; **কিঙ্করাঃ**—ভৃত্যগণ; **রাজ্ঞে**—রাজার; **মেধ্যান্**—যজ্ঞে নিবেদনের যোগ্য; **পর্বণি**—এক বিশেষ উৎসব; **উপাগতে**—সমাগত হলে; **তৃট্**—তৃষ্ণা দ্বারা; **পরীতঃ**—আর্ত; **পরিশ্রান্তঃ**—পরিশ্রান্ত; **বিভৎসুঃ**—অর্জুন; **যমুনাম্**—যমুনা নদীতে; **অগাৎ**—গমন করলেন।

অনুবাদ

যজ্ঞে নিবেদনের উপযোগী নিহত পশুগুলি রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে এক দল ভৃত্য বহন করে নিয়ে গেল। এরপর, তৃষ্ণার্ত ও পরিশ্রান্ত বোধ করে অর্জুন যমুনার তীরে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ প্রায়ই বর্ণনা করতেন, *ক্ষত্রিয়* বা যোদ্ধারা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বনে শিকার করত—তাদের যুদ্ধ কৌশল বা দক্ষতা অভ্যাস করার জন্য মানুষের কাছে ভীতিপ্রদ হিংস্র জন্তুদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে, এবং বৈদিক যজ্ঞের জন্য প্রাণী সরবরাহ করার জন্য। যজ্ঞের শক্তির মাধ্যমে, নিহত প্রাণীদের নতুন দেহ প্রদান করা হত। যেহেতু পুরোহিতদের এখন আর সেই ক্ষমতা নেই, তাই যজ্ঞগুলি এখন নিছক পশু হত্যায় পর্যবসিত হওয়ায় তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে আমরা দেখতে পাই যে, মহামুনি নারদ রাজা প্রাচীনবর্হিষৎকে শিকারের স্বীকৃত নীতি লঙ্ঘনের জন্য বিষম ভর্ৎসনা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, রাজা ছিলেন আধুনিক ক্রীড়াবিদদের মতো যারা তাদের শখ বলতে যা বোঝায় তার চরিতার্থতার জন্যই নিষ্ঠুরভাবে পশু হত্যা করে থাকে।

শ্লোক ১৭

তত্রোপস্পৃশ্য বিশদং পীত্বা বারি মহারথৌ ।
কৃষ্ণৌ দদৃশতুঃ কন্যাং চরন্তীং চারুদর্শনাম্ ॥ ১৭ ॥

তত্র—সেখানে; **উপস্পৃশ্য**—স্নান করে; **বিশদম্**—নির্মল; **পীত্বা**—পান করে; **বারি**—জল; **মহা-রথৌ**—মহান রথ যোদ্ধা; **কৃষ্ণৌ**—দুই কৃষ্ণ; **দদৃশতুঃ**—দর্শন করলেন; **কন্যাম্**—এক কন্যা; **চরন্তীম্**—বিচরণশীল; **চারু-দর্শনাম্**—মনোরমা।

অনুবাদ

দুই কৃষ্ণ সেখানে স্নান করার পর, তাঁরা নদীর নির্মল জল পান করলেন। মহান দুই যোদ্ধা তখন এক মনোরমা কন্যাকে কাছেই বিচরণ করতে দেখলেন।

শ্লোক ১৮

তামাসাদ্য বরারোহাং সুদ্বিজাং রুচিরাননাম্ ।
পপ্রচ্ছ প্রেষিতঃ সখ্যা ফাল্গুনঃ প্রমদোত্তমাম্ ॥ ১৮ ॥

তাম্—তার; **আসাদ্য**—কাছে গিয়ে; **বরা**—সুন্দর; **আরোহাম্**—নিতম্ব; **সু**—সুন্দর; **দ্বিজাম্**—দন্তরাজি; **রুচির**—আকর্ষণীয়; **আননাম্**—মুখমণ্ডল; **পপ্রচ্ছ**—জিজ্ঞাসা করলেন; **প্রেষিতঃ**—প্রেরিত; **সখ্যা**—তাঁর সখা শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা; **ফাল্গুনঃ**—অর্জুন; **প্রমদা**—রমণী; **উত্তমাম্**—অসাধারণ।

অনুবাদ

তাঁর সখার কথায় অর্জুন সেই সু-নিতম্বা, সু-দন্তযুক্তা এবং সুরম্য বদনা অনন্যা যুবতী রমণীর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ সেই কন্যার গভীর ভক্তি অর্জুনকে দেখাতে চেয়েছিলেন এবং তাই তাঁকে প্রাথমিক খোঁজখবর নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

কা ত্বং কস্যাসি সুশ্রোণি কুতো বা কিং চিকীর্ষসি ।
মন্যে ত্বাং পতিমিচ্ছন্তীং সর্বং কথয় শোভনে ॥ ১৯ ॥

কা—কে; **ত্বম্**—তুমি; **কস্য**—কার; **অসি**—হও; **সু-শ্রোণি**—হে সুশ্রোণি; **কুতঃ**—কোথা হতে; **বা**—বা; **কিম্**—কি; **চিকীর্ষসি**—আকাঙ্ক্ষা কর; **মন্যে**—আমার মনে হয়; **ত্বাম্**—তুমি; **পতিম্**—পতি; **ইচ্ছন্তীম্**—কামনা করছ; **সর্বম্**—সমস্ত কিছু; **কথয়**—দয়াকরে বল; **শোভনে**—হে সুন্দরী।

অনুবাদ

[অর্জুন বললেন—] কে তুমি, হে সুশ্রোণি রমণী? তুমি কার কন্যা এবং তুমি কোথা হতে এসেছ? তুমি এখানে কি করছ? আমার মনে হয় তুমি নিশ্চয়ই একজন পতি অন্বেষণ করছ? হে সুন্দরী, দয়াকরে সমস্ত কিছু বর্ণনা কর।

শ্লোক ২০

শ্রীকালিন্দ্যুবাচ

অহং দেবস্য সবিতুর্দুহিতা পতিমিচ্ছতী ।
বিষ্ণুং বরেণ্যং বরদং তপঃ পরমমাস্থিতঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীকালিন্দী উবাচ—শ্রীকালিন্দী বললেন; **অহম্**—আমি; **দেবস্য**—দেবতার; **সবিতুঃ**—সবিতা (সূর্যদেব); **দুহিতা**—কন্যা; **পতিম্**—আমার পতিরূপে; **ইচ্ছতি**—ইচ্ছা করি; **বিষ্ণুম্**—শ্রীবিষ্ণু; **বরেণ্যম্**—পরম বরণীয়; **বর-দম্**—বর প্রদ; **তপঃ**—তপস্যায়; **পরমম্**—পরম; **আস্থিতঃ**—যুক্ত।

অনুবাদ

শ্রীকালিন্দী বললেন—আমি সূর্যদেবের কন্যা। আমি পরম সুন্দর ও মহাদানশীল শ্রীবিষ্ণুকে আমার পতিরূপে লাভের আকাঙ্ক্ষা করি এবং সেইজন্য আমি কঠিন তপস্যা করছি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন, শ্রীমতী কালিন্দী যথার্থই শ্রীবিষ্ণুকে সকল আশীর্বাদের মূল স্বরূপ পরম পতিরূপে এবং তাই তাঁর পত্নীর সকল বাসনা পূরণকারী স্বামীরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।

শ্লোক ২১

নান্যং পতিং বৃণে বীর তমৃতে শ্রীনিকেতনম্ ।
তুষ্যতাং মে স ভগবান্ মুকুন্দোঽনাথসংশ্রয়ঃ ॥ ২১ ॥

ন—না; **অন্যম্**—অন্য; **পতিম্**—পতি; **বৃণে**—আমি বরণ করব; **বীর**—হে বীর; **তম্**—তাঁকে; **ঋতে**—ব্যতীত; **শ্রী**—লক্ষ্মীদেবীর; **নিকেতনম্**—আলয়; **তুষ্যতাম্**—সন্তুষ্ট হউন; **মে**—আমার প্রতি; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—ভগবান; **মুকুন্দঃ**—কৃষ্ণ; **অনাথ**—অনাথ; **সংশ্রয়ঃ**—আশ্রয়।

অনুবাদ

লক্ষ্মীপতি ব্যতীত আমি অন্য কোনও পতি গ্রহণ করব না। সেই ভগবান শ্রীমুকুন্দ, যিনি অনাথের আশ্রয়, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

তাৎপর্য

সুন্দরী কালিন্দী এখানে তাঁর কিছু আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বলছেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোনও পতি তিনি গ্রহণ করবেন না এবং তিনি

উল্লেখ করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অনাথের আশ্রয়। যেহেতু তিনি আর কোনও আশ্রয় গ্রহণ করবেন না, তাই শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই তাঁকে আশ্রয় দান করবেন। তিনি আরও বললেন, *তুষ্যতাং মে স ভগবান্*, "সেই পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।" এটাই তাঁর প্রার্থনা।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন, যদিও কালিন্দী অল্পবয়স্কা অসহায় রমণী নির্জন স্থানে বাস করছিলেন, তবুও তিনি ভয়ভীতা নন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অচলা ভক্তি এবং এই প্রকার একনিষ্ঠ বিশ্বাসই আদর্শ কৃষ্ণভাবনাময় জীবনদর্শন এবং তাই শ্রীমতী কালিন্দীর আকাঙ্ক্ষা শীঘ্রই পূর্ণ হবে।

শ্লোক ২২

কালিন্দীতি সমাখ্যাতা বসামি যমুনাজলে ।
নির্মিতে ভবনে পিত্রা যাবদচ্যুতদর্শনম্ ॥ ২২ ॥

কালিন্দী—কালিন্দী; **ইতি**—এইভাবে; **সমাখ্যাতা**—পরিচিতা; **বসামি**—আমি বাস করছি; **যমুনা-জলে**—যমুনার জলে; **নির্মিতে**—নির্মিত; **ভবনে**—এক বৃহৎ ভবনে; **পিত্রা**—আমার পিতার দ্বারা; **যাবৎ**—যতক্ষণ না; **অচ্যুত**—শ্রীকৃষ্ণের; **দর্শনম্**—দর্শন।

অনুবাদ

আমি কালিন্দী নামে পরিচিতা এবং যমুনার জলমধ্যে আমার জন্য আমার পিতার দ্বারা নির্মিত এক বৃহৎ ভবনে আমি বাস করি। ভগবান অচ্যুতের সঙ্গে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত আমি সেখানেই থাকব।

তাৎপর্য

যেহেতু কালিন্দী ছিলেন স্বয়ং সূর্যদেবের প্রিয় সন্তান, তাই কে তাঁকে বিরক্ত করার সাহস করবে? এই ঘটনা থেকে অতীত যুগে মহাত্মা ব্যক্তিদের দ্বারা কার্যকর সুন্দর পারমার্থিক পন্থাকে আমরা অনুধাবন করতে পারি। জড় জাগতিক 'প্রেম কাহিনী'-র মতো ভালবাসা বলতে যা বোঝায়, এটি তেমন নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য সুন্দরী কালিন্দীর প্রেম ছিল বিশুদ্ধ ও পূর্ণ। এমন কি কালিন্দী সুকোমল অল্প-বয়স্কা কন্যা হলেও, শ্রীকৃষ্ণকে বিবাহ করার জন্য তাঁর সঙ্কল্প এতই দৃঢ় ছিল যে, তাঁর পিতাকে দিয়ে যমুনায় তাঁর জন্য একটি ভবন নির্মাণের ব্যবস্থাও করেছিলেন, যেখানে তাঁর প্রিয়তম না আসা পর্যন্ত তিনি কঠিন তপশ্চর্যা পালন করতে পারবেন।

শ্লোক ২৩

তথাবদদ্ গুড়াকেশো বাসুদেবায় সোঽপি তাম্ ।
রথমারোপ্য তদ্বিদ্বান্ ধর্মরাজমুপাগমৎ ॥ ২৩ ॥

তথা—এইভাবে; **অবদৎ**—বললেন; **গুড়াকেশঃ**—অর্জুন; **বাসুদেবায়**—শ্রীকৃষ্ণকে; **সঃ**—তিনি; **অপি**—এবং; **তাম্**—তাঁকে; **রথম্**—তাঁর রথে; **আরোপ্য**—গ্রহণ করে; **তৎ**—এই সকলের; **বিদ্বান্**—ইতিমধ্যে অবহিত; **ধর্ম-রাজম্**—রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে; **উপাগমৎ**—গমন করলেন।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—] অর্জুন, ভগবান বাসুদেবের কাছে এই সমস্তই আবার বর্ণনা করলেন, যদিও ইতিমধ্যেই তিনি সবই জানতেন। শ্রীভগবান তখন কালিন্দীকে তাঁর রথে গ্রহণ করে রাজা যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করার জন্য প্রত্যাগমন করলেন।

শ্লোক ২৪

যদৈব কৃষ্ণঃ সন্দিষ্টঃ পার্থানাং পরমাদ্ভুতম্ ।
কারয়ামাস নগরং বিচিত্রং বিশ্বকর্মণা ॥ ২৪ ॥

যদা এব—যখন; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **সন্দিষ্টঃ**—অনুরুদ্ধ হলেন; **পার্থানাম্**—পৃথার পুত্রদের জন্য; **পরম**—পরম; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **কারয়াম্ আস**—তিনি নির্মাণ করালেন; **নগরম্**—নগর; **বিচিত্রম্**—বৈচিত্র্যপূর্ণ; **বিশ্বকর্মণা**—দেবতাদের স্থপতি বিশ্বকর্মার দ্বারা।

অনুবাদ

[পূর্ববর্তী একটি ঘটনা বর্ণনা করে, শুকদেব গোস্বামী বললেন—] পাণ্ডবদের অনুরোধে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বকর্মাকে দিয়ে এক পরম বিচিত্র এবং অদ্ভুত নগরী তাঁদের জন্য নির্মাণ করিয়ে দিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, এই নগরী খাণ্ডব বন দহনের আগেই তৈরি হয়েছিল এবং তাই শ্রীভগবান তাঁর বধূ কালিন্দীকে পাওয়ার আগেই এই নগরী তৈরি হয়েছিল।

শ্লোক ২৫

ভগবাংস্তত্র নিবসন্ স্বানাং প্রিয়চিকীর্ষয়া ।
অগ্নয়ে খাণ্ডবং দাতুমর্জুনস্যাস সারথিঃ ॥ ২৫ ॥

ভগবান্—ভগবান; **তত্র**—সেখানে; **নিবসন্**—বাস করলেন; **স্বানাম্**—তাঁর নিজের (ভক্তগণের); **প্রিয়**—আনন্দ; **চিকীর্ষয়া**—প্রদানের ইচ্ছায়; **অগ্নে**—অগ্নিদেবকে; **খাণ্ডবম্**—খাণ্ডব বন; **দাতুম্**—দান করার জন্য; **অর্জুনস্য**—অর্জুনের; **আস**—তিনি হলেন; **সারথিঃ**—রথ চালক।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ভক্তবৃন্দকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিছুকাল সেই নগরীতে অবস্থান করলেন। কোনও এক সময়ে, শ্রীকৃষ্ণ অগ্নিকে উপহার স্বরূপ খাণ্ডব বন প্রদান করতে চাইলেন এবং শ্রীভগবান তাই অর্জুনের সারথি হলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী, পাণ্ডবগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থানের সময়ে সংঘটিত ঘটনাবলীর কাল বর্ণনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, প্রথমে খাণ্ডব বন দগ্ধ হয়েছিল, তারপর কালিন্দী প্রাপ্তি হয়, তারপর নগরী নির্মাণ এবং তারপর সভাগৃহটি পাণ্ডবদের উপহার দেওয়া হয়েছিল।

শ্লোক ২৬

সোঽগ্নিস্তুষ্টো ধনুরদাদ্ধয়ান্ শ্বেতান্ রথং নৃপ ।
অর্জুনায়াক্ষয়ৌ তূণৌ বর্ম চাভেদ্যমস্ত্রিভিঃ ॥ ২৬ ॥

সঃ—তিনি; **অগ্নিঃ**—অগ্নিদেব; **তুষ্টঃ**—তুষ্ট হয়ে; **ধনুঃ**—একটি ধনুক; **অদাৎ**—প্রদান করলেন; **হয়ান্**—অশ্বসমূহ; **শ্বেতান্**—শ্বেত; **রথম্**—রথ; **নৃপ**—হে রাজন্ (পরীক্ষিৎ); **অর্জুনায়**—অর্জুনকে; **অক্ষয়ৌ**—অনিঃশেষ; **তূণৌ**—দুটি তূণ; **বর্ম**—বর্ম; **চ**—এবং; **অভেদ্যম্**—অভেদ্য; **অস্ত্রি-ভিঃ**—অস্ত্রের পরিচালনা দ্বারা।

অনুবাদ

হে রাজন, অগ্নিদেব সন্তুষ্ট হয়ে অর্জুনকে একটি ধনুক, এক দল শ্বেত অশ্ব, একটি রথ, এক জোড়া অনিঃশেষ তূণ এবং কোনও যোদ্ধা অস্ত্র দ্বারা ভেদ করতে পারবে না এমন বর্ম উপহার প্রদান করলেন।

শ্লোক ২৭

ময়শ্চ মোচিতো বহ্নেঃ সভাং সখ্য উপাহরৎ ।
যস্মিন্ দুর্যোধনস্যাসীজ্জলস্থলদৃশিভ্রমঃ ॥ ২৭ ॥

ময়ঃ—ময় নামক দানব; **চ**—এবং; **মোচিতঃ**—উদ্ধার করেন; **বহ্নেঃ**—আগুন থেকে; **সভাম্**—একটি সভাগৃহ; **সখ্যে**—তাঁর বন্ধু অর্জুনকে; **উপাহরৎ**—উপহার প্রদান করল; **যস্মিন্**—যেখানে; **দুর্যোধনস্য**—দুর্যোধনের; **আসীৎ**—হয়েছিল; **জল**—জলের; **স্থল**—এবং শুষ্ক ভূমি; **দৃশি**—দর্শন করে; **ভ্রমঃ**—ভ্রম।

অনুবাদ

যখন ময় দানব তার সখা অর্জুনের সাহায্যে আগুন থেকে রক্ষা পেয়েছিল, তখন সে তাঁকে এক সভাগৃহ উপহার দিয়েছিল, যেখানে পরে দুর্যোধন জলকে স্থল বলে বিভ্রান্ত হয়েছিল।

শ্লোক ২৮

স তেন সমনুজ্ঞাতঃ সুহৃদ্ভিশ্চানুমোদিতঃ ।
আযযৌ দ্বারকাং ভূয়ঃ সাত্যকিপ্রমুখৈর্বৃতঃ ॥ ২৮ ॥

সঃ—তিনি, শ্রীকৃষ্ণ; **তেন**—তাঁর (অর্জুনের) কাছে; **সমনুজ্ঞাতঃ**—সম্মতি গ্রহণ করে; **সু-হৃদভিঃ**—তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী; **চ**—এবং; **অনুমোদিতঃ**—অনুমোদিত; **আযযৌ**—তিনি গমন করলেন; **দ্বারকাম্**—দ্বারকায়; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **সাত্যকি-প্রমুখৈঃ**—সাত্যকি প্রমুখের সঙ্গে; **বৃতঃ**—পরিবৃত হয়ে।

অনুবাদ

অতঃপর অর্জুন এবং অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়-স্বজন ও সুহৃদবর্গের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সাত্যকী ও তাঁর অবশিষ্ট অনুগামীদের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ২৯

অথোপযেমে কালিন্দীং সুপুণ্যর্ত্ত্বৃক্ষ উর্জিতে ।
বিতন্বন্ পরমানন্দং স্বানাং পরমমঙ্গলঃ ॥ ২৯ ॥

অথ—অতঃপর; **উপযেমে**—তিনি বিবাহ করলেন; **কালিন্দীম্**—কালিন্দী; **সু**—অত্যন্ত; **পুণ্য**—পবিত্র; **ঋতু**—ঋতু; **ঋক্ষে**—নক্ষত্রে; **উর্জিতে**—(একদিন) যখন রবিশুদ্ধি ও অন্যান্য শুভ সম্পদ যুক্ত; **বিতন্বন্**—বিস্তার করে; **পরম**—পরম; **আনন্দম্**—আনন্দ; **স্বানাম্**—তাঁর ভক্তবৃন্দের জন্য; **পরম**—পরম; **মঙ্গলঃ**—মঙ্গল।

অনুবাদ

একদিন যখন ঋতু, চান্দ্র নক্ষত্র এবং রবিশুদ্ধি ও শুভ সম্পদসমূহ সকলই অনুকূল হল, তখন পরম মঙ্গলময় ভগবান কালিন্দীকে বিবাহ করলেন। এইভাবে তিনি তাঁর ভক্তগণের মধ্যে পরমানন্দ সঞ্চার করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ দুর্যোধনবশানুগৌ ।
স্বয়ংবরে স্বভগিনীং কৃষ্ণে সক্তাং ন্যষেধতাম্ ॥ ৩০ ॥

বিন্দ্য-অনুবিন্দৌ—বিন্দ্য ও অনুবিন্দ্য; **আবন্ত্যৌ**—অবন্তীর যুগ্ম রাজারা; **দুর্যোধন-বশ-অনুগৌ**—দুর্যোধনের বশবর্তী; **স্বয়ম্বরে**—তাঁর আপন পতিকে পছন্দ করার অনুষ্ঠানে; **স্ব**—তাঁদের; **ভগিনীম্**—ভগিনী; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; **সক্তাম্**—যিনি আসক্তা ছিলেন; **ন্যষেধতাম্**—তারা নিষেধ করেছিলেন।

অনুবাদ

বিন্দ্য ও অনুবিন্দ্য, যারা অবন্তীর সিংহাসন ভাগ করে নিয়েছিল, তারা ছিল দুর্যোধনের অনুগামী। যখন স্বয়ংবর অনুষ্ঠানে তাদের ভগিনীর (মিত্রবিন্দা) পতি নির্বাচনের সময় এল, তখন সে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তা হয়ে থাকলেও শ্রীকৃষ্ণকে পছন্দ করতে তারা তাকে নিষেধ করল।

তাৎপর্য

কুরু ও পাণ্ডবদের মধ্যে শত্রুতা ভাব এতটাই প্রবল ছিল যে, দুর্যোধনের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকার ফলে, মিত্রবিন্দা'র ভাইয়েরা শ্রীকৃষ্ণকে পতি রূপে গ্রহণ করতে সেই যুবতী কন্যাকে নিষেধ করেছিল।

শ্লোক ৩১

রাজাধিদেব্যাস্তনয়াং মিত্রবিন্দাং পিতৃষ্বসুঃ ।
প্রসহ্য হৃতবান্ কৃষ্ণো রাজন্ রাজ্ঞাং প্রপশ্যতাম্ ॥ ৩১ ॥

রাজাধিদেব্যাঃ—রাণী রাজাধিদেবীর; **তনয়াম্**—কন্যা; **মিত্রবিন্দাম্**—মিত্রবিন্দা; **পিতৃ**—তাঁর পিতার; **স্বসুঃ**—ভগিনীর; **প্রসহ্য**—বলপ্রয়োগ করে; **হৃতবান্**—হরণ করেছিলেন; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **রাজ্ঞাম্**—রাজাদের; **প্রপশ্যতাম্**—সমক্ষে।

অনুবাদ

হে রাজন, বিপক্ষের সকল রাজাদের চোখের সামনে, তাঁর পিসী রাজাধিদেবীর তনয়া রাজকন্যা মিত্রবিন্দাকে শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্বক অপহরণ করলেন।

শ্লোক ৩২

নগ্নজিন্নাম কৌশল্য আসীদ্ রাজাতিধার্মিকঃ ।
তস্য সত্যাভবৎ কন্যা দেবী নাগ্নজিতী নৃপ ॥ ৩২ ॥

নগ্নজিৎ—নগ্নজিৎ; **নাম**—নামে; **কৌশল্যঃ**—কৌশল্যের (অযোধ্যা) শাসক; **আসীৎ**—ছিলেন; **রাজা**—এক রাজা; **অতি**—অত্যন্ত; **ধার্মিকঃ**—ধার্মিক; **তস্য**—তাঁর; **সত্যা**—সত্যা; **অভবৎ**—ছিল; **কন্যা**—এক কন্যা; **দেবী**—সুন্দরী; **নাগ্নজিতী**—নাগ্নজিতীও বলা হত; **নৃপ**—হে রাজন।

অনুবাদ

হে রাজন, কৌশল্যের অত্যন্ত ধার্মিক রাজা নগ্নজিতের সত্যা বা নাগ্নজিতী নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল।

শ্লোক ৩৩

ন তাং শেকুর্নৃপা বোঢুমজিত্বা সপ্তগোবৃষান্ ।
তীক্ষ্ণশৃঙ্গান্ সুদুর্ধর্ষান্ বীর্যগন্ধাসহান্ খলান্ ॥ ৩৩ ॥

ন—না; **তাম্**—তাঁর; **শেকুঃ**—সমর্থ ছিল; **নৃপাঃ**—রাজাগণ; **বোঢুম্**—বিবাহ করতে; **অজিত্বা**—জয় না করে; **সপ্ত**—সাতটি; **গো-বৃষান্**—বৃষ; **তীক্ষ্ণ**—তীক্ষ্ণ; **শৃঙ্গান্**—শৃঙ্গ; **সু**—অত্যন্ত; **দুর্ধর্ষান্**—দুর্ধর্ষ; **বীর্য**—যোদ্ধার; **গন্ধ**—গন্ধ; **অসহান্**—সহ্য করতে পারে না; **খলান্**—খল।

অনুবাদ

সাতটি তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষকে দমন করতে না পারলে, কোনও প্রাণিপ্রার্থী রাজা তাকে বিবাহ করবার অনুমোদনযোগ্য ছিল না। এই বৃষগুলি ছিল অত্যন্ত দুরন্ত এবং দুর্ধর্ষ, আর তারা যোদ্ধাদের গন্ধটুকুও সহ্য করতে পারত না।

শ্লোক ৩৪

তাং শ্রুত্বা বৃষজিল্লভ্যাং ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ ।
জগাম কৌশল্যপুরং সৈন্যেন মহতা বৃতঃ ॥ ৩৪ ॥

তাম্—তাঁর; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **বৃষ**—বৃষ; **জিৎ**—বিজয়ীর দ্বারা; **লভ্যাম্**—প্রাপ্তব্য; **ভগবান্**—ভগবান; **সাত্বতাম্**—বৈষ্ণবদের; **পতিঃ**—পতি; **জগাম**—গমন করলেন; **কৌশল্য-পুরম্**—কৌশল্য রাজ্যের রাজধানীতে; **সৈন্যেন**—এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা; **মহতা**—বিশাল; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত।

অনুবাদ

যখন বৈষ্ণবপতি পরমেশ্বর ভগবান বৃষ বিজয়ের মাধ্যমে রাজকন্যাকে লাভ করতে হবে, শুনলেন—তখন, তিনি এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে কৌশল্যার রাজধানীতে গেলেন।

শ্লোক ৩৫

স কোশলপতিঃ প্রীতঃ প্রত্যুত্থানাসনাদিভিঃ ।
অর্হণেনাপি গুরুণা পূজয়ন্ প্রতিনন্দিতঃ ॥ ৩৫ ॥

সঃ—তিনি; **কোশল-পতিঃ**—কোশলের অধিপতি; **প্রীতঃ**—সন্তুষ্ট; **প্রত্যুত্থান**—উত্থিত হয়ে; **আসন**—একটি আসন নিবেদন করে; **আদিভিঃ**—এবং ইত্যাদি; **অর্হণেন**—এবং অর্ঘ্যসমূহ দ্বারা; **অপি**—ও; **গুরুণা**—মহার্ঘ; **পূজয়ন্**—পূজা করেছিলেন; **প্রতিনন্দিতঃ**—প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছিলেন।

অনুবাদ

কোশলরাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে প্রীত হয়ে তাঁর সিংহাসন থেকে উঠে এসে তাঁর অর্চনা করলেন এবং তাঁকে মহার্ঘ উপহার সামগ্রী ও মর্যাদার আসন নিবেদন করলেন। শ্রীকৃষ্ণও রাজাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিনন্দিত করলেন।

শ্লোক ৩৬

বরং বিলোক্যাভিমতং সমাগতং
নরেন্দ্রকন্যা চকমে রমাপতিম্ ।
ভূয়াদয়ং মে পতিরাশিষোঽনলঃ
করোতু সত্যা যদি মে ধৃতো ব্রতঃ ॥ ৩৬ ॥

বরম্—বর; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **অভিমতম্**—অভীষ্ট; **সমাগতম্**—সমাগত; **নরেন্দ্র**—রাজার; **কন্যা**—কন্যা; **চকমে**—আকাঙ্ক্ষা করলেন; **রমা**—লক্ষ্মীদেবীর; **পতিম্**—পতি; **ভূয়াৎ**—হউন; **অয়ম্**—তিনি; **মে**—আমার; **পতিঃ**—পতি; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **অনলঃ**—অগ্নি; **করোতু**—করুন; **সত্যাঃ**—সত্য; **যদি**—যদি; **মে**—আমার দ্বারা; **ধৃতঃ**—ধারণ করে থাকি; **ব্রতঃ**—আমার ব্রত।

অনুবাদ

রাজকন্যা যখন দেখলেন যে, পরম অভীষ্ট বর সমাগত হয়েছেন, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ রমাপতিকে লাভের বাসনা করলেন। তিনি প্রার্থনা করলেন, "তিনি আমার পতি হউন। যদি আমি আমার ব্রত পালন করে থাকি, পবিত্র অগ্নি তা হলে আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন।"

শ্লোক ৩৭

যৎপাদপঙ্কজরজঃ শিরসা বিভর্তি
শ্রীরব্জজঃ সগিরিশঃ সহ লোকপালৈঃ ।
লীলাতনুঃ স্বকৃতসেতুপরীপ্সয়া যঃ
কালেঽদধৎ স ভগবান্ মম কেন তুষ্যেৎ ॥ ৩৭ ॥

যৎ—যাঁর; **পাদ**—পদদ্বয়ের; **পঙ্কজ**—পদ্মসদৃশ; **রজঃ**—ধূলি; **শিরসা**—তাঁর মস্তকে; **বিভর্তি**—ধারণ করেন; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **অব্জজঃ**—ব্রহ্মা, যিনি একটি পদ্মফুল হতে জন্মেছিলেন; **স**—সহ একত্রে; **গিরি-শঃ**—কৈলাস পর্বতের অধিপতি, শ্রীশিব; **সহ**—সহ; **লোক**—গ্রহসমূহের; **পালৈঃ**—বিভিন্ন শাসকগণ; **লীলা**—তাঁর লীলারূপে; **তনুঃ**—একটি দেহ; **স্ব**—স্বয়ং তাঁর দ্বারা; **কৃত**—সৃষ্ট; **সেতু**—ধর্মসূত্র; **পরীপ্সয়া**—রক্ষা করার আকাঙ্ক্ষায়; **যঃ**—যিনি; **কালে**—সময়ে; **অদধৎ**—ধারণ করেন; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **মাম্**—আমার দ্বারা; **কেন**—কিভাবে; **তুষ্যেৎ**—সন্তুষ্ট হবেন।

অনুবাদ

"লক্ষ্মীদেবী, ব্রহ্মা, শিব এবং অন্যান্য গ্রহের শাসকেরা তাঁর পাদপদ্মের ধূলি তাদের মস্তকে স্থাপন করেন এবং তাঁর দ্বারা সৃষ্ট ধর্মসূত্র রক্ষা করার জন্য তিনি বিভিন্ন সময়ে লীলাবিগ্রহ সমূহ ধারণ করেন। কিভাবে সেই পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন?"

শ্লোক ৩৮

অর্চিতং পুনরিত্যাহ নারায়ণ জগৎপতে ।
আত্মানন্দেন পূর্ণস্য করবাণি কিমল্পকঃ ॥ ৩৮ ॥

অর্চিতম্—তাঁকে, যিনি অর্চিত হয়েছেন; **পুনঃ**—পুনরায়; **ইতি**—এইভাবে; **আহ**—তিনি (রাজা নগ্নজিৎ) বললেন; **নারায়ণ**—হে নারায়ণ; **জগৎ**—জগতের; **পতে**—হে অধীশ্বর; **আত্ম**—আত্ম; **আনন্দেন**—আনন্দে; **পূর্ণস্য**—পরিপূর্ণ; **করবাণি**—আমি করতে পারি; **কিম্**—কি; **অল্পকঃ**—নগণ্য।

অনুবাদ

রাজা নগ্নজিৎ প্রথমে যথাযথরূপে শ্রীভগবানের আরাধনা করলেন এবং তাঁকে সম্বোধন করে বললেন—"হে নারায়ণ, হে জগদীশ্বর, আপনার নিজ চিন্ময় আনন্দে আপনি পরিপূর্ণ। সুতরাং এই নগণ্য ব্যক্তি আপনার জন্য কি করতে পারে?"

শ্লোক ৩৯

শ্রীশুক উবাচ

তমাহ ভগবান্ হৃষ্টঃ কৃতাসনপরিগ্রহঃ ।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা সস্মিতং কুরুনন্দন ॥ ৩৯ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **তম্**—তাঁকে; **আহ**—বললেন; **ভগবান্**—ভগবান; **হৃষ্টঃ**—সন্তুষ্ট; **কৃত**—করে; **আসন**—আসন; **পরিগ্রহঃ**—গ্রহণ; **মেঘ**—মেঘের মতো; **গম্ভীরয়া**—গম্ভীর; **বাচা**—কণ্ঠে; **স**—সহ; **স্মিতম্**—হাস্য; **কুরু**—কুরুর; **নন্দন**—হে প্রিয় বংশধর।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে প্রিয় কুরুনন্দন, পরমেশ্বর ভগবান সন্তুষ্ট হলেন এবং একটি সুখাসন গ্রহণ করার পর তিনি স্মিত হাসলেন ও মেঘগম্ভীর স্বরে রাজার উদ্দেশ্যে বললেন।

শ্লোক ৪০

শ্রীভগবানুবাচ

নরেন্দ্র যাজ্ঞা কবিভির্বিগর্হিতা
রাজন্যবন্ধোর্নিজধর্মবর্তিনঃ ।
তথাপি যাচে তব সৌহৃদেচ্ছয়া
কন্যাং ত্বদীয়াং নহি শুল্কদা বয়ম্ ॥ ৪০ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **নরেন্দ্র**—হে মনুষ্যগণের শাসক; **যাজ্ঞা**—প্রার্থনা করা; **কবিভিঃ**—তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ দ্বারা; **বিগর্হিতা**—নিন্দিত; **রাজন্য**—রাজকীয় পরম্পরার; **বন্ধোঃ**—এক সদস্যের পক্ষে; **নিজ**—নিজ; **ধর্ম**—ধর্ম; **বর্তিনঃ**—স্থিত; **তথা অপি**—তথাপি; **যাচে**—আমি প্রার্থনা করছি; **তব**—তোমার; **সৌহৃদ**—সৌহার্দের জন্য; **ইচ্ছয়া**—আকাঙ্ক্ষার ফলে; **কন্যাম্**—কন্যা; **ত্বদীয়াম্**—তোমার; **ন**—না; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **শুল্ক-দাঃ**—মূল্য প্রদায়ী; **বয়ম্**—আমরা।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে নরেন্দ্র, স্বধর্ম পালনকারী কোনও রাজন্য ব্যক্তির অন্যের কাছে প্রার্থনা তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা নিন্দা করে থাকেন। তবুও তোমার সৌহার্দ কামনা করে, আমি তোমার কন্যাকে যাজ্ঞা করছি, যদিও বিনিময়ে আমরা কোনও উপহার প্রদান করি না।

শ্লোক ৪১

শ্রীরাজোবাচ

কোঽন্যস্তেঽভ্যধিকো নাথ কন্যাবর ইহেপ্সিতঃ ।
গুণৈকধাম্নো যস্যাঙ্গে শ্রীর্বসত্যনপায়িনী ॥ ৪১ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা নগ্নজিৎ বললেন; **কঃ**—কে; **অন্যঃ**—অন্য; **তে**—তোমার হতে; **অভ্যধিকঃ**—অধিক; **নাথ**—হে নাথ; **কন্যা**—আমার কন্যার জন্য; **বরঃ**—বর; **ইহ**—এই জগতে; **ঈপ্সিতঃ**—আকাঙ্ক্ষিত; **গুণ**—চিন্ময় গুণাবলীর; **এক**—একমাত্র; **ধাম্নঃ**—যিনি ধাম; **যস্য**—যাঁর; **অঙ্গে**—অঙ্গে; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **বসতি**—বাস করেন; **অনপায়িনী**—নিরন্তর।

অনুবাদ

রাজা বললেন—হে নাথ, সকল চিন্ময় গুণাবলীর একমাত্র আলয় আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বর আমার কন্যার জন্য আর কে হতে পারেন? আপনার দেহে লক্ষ্মীদেবী বাস করেন, কখনও কোন কারণেই আপনাকে তিনি ত্যাগ করেন না।

শ্লোক ৪২

কিন্ত্বস্মাভিঃ কৃতঃ পূর্বং সময়ঃ সাত্বতর্ষভ ।
পুংসাং বীর্যপরীক্ষার্থং কন্যাবরপরীপ্সয়া ॥ ৪২ ॥

কিন্তু—কিন্তু; **অস্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা (কন্যার পরিবার); **কৃত**—করা হয়েছে; **পূর্বম্**—পূর্বে; **সময়ঃ**—নিয়ম; **সাত্বত-ঋষভ**—হে সাত্বতশ্রেষ্ঠ; **পুংসাম্**—পুরুষের (প্রার্থীরূপে আগত); **বীর্য**—শক্তি; **পরীক্ষা**—পরীক্ষার; **অর্থম্**—জন্য; **কন্যা**—আমার কন্যার জন্য; **বর**—বর; **পরীপ্সয়া**—প্রাপ্ত হওয়ার কামনায়।

অনুবাদ

কিন্তু আমার কন্যার জন্য যোগ্য বর নিশ্চিত করতে, হে সাত্বতশ্রেষ্ঠ, তার পাণিপ্রার্থীদের শক্তি পরীক্ষার জন্য আমরা পূর্বে একটি শর্ত স্থাপন করেছি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, রাজার পরীক্ষার ব্যবস্থা করার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর জামাতা রূপে লাভ করা, কারণ কেবলমাত্র তিনিই বৃষগুলিকে দমন করতে পারেন। এই ধরনের পরীক্ষা ব্যতিরেকে নগ্নজিতের পক্ষে তাঁর কন্যার পাণিপ্রার্থীরূপে আগত বহু আপাত যোগ্য রাজকুমার ও রাজাদের প্রত্যাখ্যান করা কঠিন হত।

শ্লোক ৪৩

সপ্তৈতে গোবৃষা বীর দুর্দান্তা দুরবগ্রহাঃ ।
এতৈর্ভগ্নাঃ সুবহবো ভিন্নগাত্রা নৃপাত্মজাঃ ॥ ৪৩ ॥

সপ্ত—সাত; **এতে**—এই সকল; **গো-বৃষাঃ**—বৃষসমূহ; **বীর**—হে বীর; **দুর্দান্তাঃ**—বন্য; **দুরবগ্রহাঃ**—দুরায়াত্ত; **এতৈঃ**—তাদের দ্বারা; **ভগ্নাঃ**—পরাজিত; **সু-বহবঃ**—বহু; **ভিন্ন**—ভগ্ন; **গাত্রাঃ**—তাদের গাত্র; **নৃপ**—রাজার; **আত্ম-জাঃ**—পুত্রগণ।

অনুবাদ

হে বীর, এই সাতটি বন্য বৃষকে দমন করা অসম্ভব। তারা বহু রাজপুত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিধ্বস্ত করে তাদের পরাজিত করেছে।

শ্লোক ৪৪

যদিমে নিগৃহীতাঃ স্যুস্ত্বয়ৈব যদুনন্দন ।
বরো ভবানভিমতো দুহিতুর্মে শ্রিয়ঃপতে ॥ ৪৪ ॥

যৎ—যদি; **ইমে**—তারা; **নিগৃহীতাঃ**—দমিত; **স্যুঃ**—হয়; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **এব**—অবশ্যই; **যদু-নন্দন**—হে যদুবংশজ; **বরঃ**—বর; **ভবান্**—আপনি; **অভিমতঃ**—অনুমোদিত; **দুহিতুঃ**—কন্যার জন্য; **মে**—আমার; **শ্রিয়ঃ**—লক্ষ্মীদেবীর; **পতে**—হে পতি।

অনুবাদ

হে যদুনন্দন, হে শ্রীপতি, আপনি যদি তাদের দমন করতে পারেন, তবে আপনি অবশ্যই আমার কন্যার উপযুক্ত পতি হবেন।

শ্লোক ৪৫

এবং সময়মাকর্ণ্য বদ্ধা পরিকরং প্রভুঃ ।
আত্মানং সপ্তধা কৃত্বা ন্যগৃহ্ণাল্লীলয়ৈব তান্ ॥ ৪৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **সময়ম্**—নিয়ম; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **বদ্ধা**—দৃঢ় করে; **পরিকরম্**—তাঁর বস্ত্র; **প্রভুঃ**—প্রভু; **আত্মানম্**—নিজেকে; **সপ্তধা**—সাতটি রূপে; **কৃত্বা**—করে; **ন্যগৃহ্ণাৎ**—তিনি দমন করলেন; **লীলয়া**—ক্রীড়াবৎ; **এব**—কেবলমাত্র; **তান্**—তাদের।

অনুবাদ

এই সমস্ত শর্ত শ্রবণ করে, শ্রীভগবান তাঁর বস্ত্র পরিধান দৃঢ়বদ্ধ করলেন, নিজেকে সাতটি রূপে বিস্তার করলেন এবং সহজেই বৃষগুলিকে দমন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, কেবলমাত্র ক্রীড়াচ্ছলে সাতটি বৃষকে পরাজিত করার জন্য শ্রীভগবান নিজেকে সাতটি রূপে বিস্তার করেননি, বরং রাজকন্যা সত্যাকে প্রদর্শন করার জন্যও যে, তাকে তাঁর অন্যান্য রাণীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে না। কারণ তিনি একই সাথে তাদের সকলের সঙ্গ উপভোগ করতে পারেন।

শ্লোক ৪৬

বদ্ধ্বা তান্ দামভিঃ শৌরির্ভগ্নদর্পান্ হতৌজসঃ ।
ব্যকর্ষল্লীলয়া বদ্ধান্ বালো দারুময়ান্ যথা ॥ ৪৬ ॥

বদ্ধ্বা—বন্ধন করে; **তান্**—তাদের; **দামভিঃ**—রজ্জু দ্বারা; **শৌরিঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **ভগ্ন**—ভগ্ন করলেন; **দর্পান্**—তাদের দর্প; **হত**—হত; **ওজসঃ**—তাদের তেজ; **ব্যকর্ষৎ**—তিনি আকর্ষণ করলেন; **লীলয়া**—ক্রীড়াচ্ছলে; **বদ্ধান্**—বদ্ধ; **বালঃ**—একটি বালক; **দারু**—কাঠের; **ময়ান্**—প্রস্তুত; **যথা**—যথা।

অনুবাদ

ভগবান শৌরি বৃষগুলিকে বেঁধে ফেললেন, কারণ তাদের দর্প ও শক্তি এখন চূর্ণ হয়েছে এবং রজ্জু দিয়ে তাদের টেনে আনলেন, ঠিক যেভাবে কোনও শিশু ক্রীড়াচ্ছলে কাঠের খেলনার বৃষদের আকর্ষণ করে থাকে।

শ্লোক ৪৭

ততঃ প্রীতঃ সুতাং রাজা দদৌ কৃষ্ণায় বিস্মিতঃ ।
তাং প্রত্যগৃহ্ণাদ্ ভগবান্ বিধিবৎ সদৃশীং প্রভুঃ ॥ ৪৭ ॥

ততঃ—তখন; **প্রীতঃ**—সন্তুষ্ট; **সুতাম্**—তাঁর কন্যা; **রাজা**—রাজা; **দদৌ**—প্রদান করলেন; **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণকে; **বিস্মিতঃ**—বিস্মিত; **তাম্**—সে; **প্রত্যগৃহ্ণাৎ**—গ্রহণ করলেন; **ভগবান্**—পরম পুরুষ; **বিধি-বৎ**—বৈদিক বিধি ব্যবস্থা অনুসারে; **সদৃশীম্**—সদৃশী; **প্রভুঃ**—শ্রীভগবান।

অনুবাদ

সন্তুষ্ট ও বিস্মিত হয়ে রাজা নগ্নজিৎ তখন তাঁর কন্যাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করলেন। যথাযথ বৈদিক প্রথায় পরমেশ্বর ভগবান এই সুযোগ্যা বধূকে গ্রহণ করলেন।

তাৎপর্য

সদৃশীম্ শব্দটি নির্দেশ করছে যে, সুন্দরী রাজকন্যা শ্রীভগবানের বধূ হওয়ার উপযুক্ত ছিলেন। কারণ তাঁর অপূর্ব দিব্য গুণাবলী শ্রীভগবানেরই পরিপূরক ছিল। যেমন শ্রীজীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন, *বিস্মিতঃ* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, রাজা নগ্নজিৎ সহসা তাঁর জীবনে বহু অসাধারণ ঘটনা ঘটতে দেখে নিশ্চিতরূপে বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৮

রাজপত্ন্যশ্চ দুহিতুঃ কৃষ্ণং লব্ধা প্রিয়ং পতিম্ ।
লেভিরে পরমানন্দং জাতশ্চ পরমোৎসবঃ ॥ ৪৮ ॥

রাজা—রাজার; **পত্ন্যঃ**—পত্নীগণ; **চ**—এবং; **দুহিতুঃ**—তাঁর কন্যার; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **লব্ধা**—লাভে; **প্রিয়ম্**—প্রিয়; **পতিম্**—পতি; **লেভিরে**—তারা প্রাপ্ত হলেন; **পরম**—পরম; **আনন্দম্**—আনন্দ; **জাতঃ**—সেখানে জাগ্রত হল; **চ**—এবং; **পরম**—পরম; **উৎসবঃ**—উৎসব।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে রাজকন্যার প্রিয় পতি রূপে লাভ করে রাজার পত্নীগণ পরম আনন্দ অনুভব করলেন এবং এক পরম মহোৎসবের ভাব জাগ্রত হল।

শ্লোক ৪৯

শঙ্খভের্যানকা নেদুর্গীতবাদ্যদ্বিজাশিষঃ ।
নরা নার্যঃ প্রমুদিতাঃ সুবাসঃস্রগলঙ্কৃতাঃ ॥ ৪৯ ॥

শঙ্খ—শঙ্খ; **ভেরী**—শৃঙ্গ; **আনকাঃ**—ঢোল; **নেদুঃ**—ধ্বনিত; **গীত**—সঙ্গীত; **বাদ্য**—যন্ত্রসঙ্গীত; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণগণের; **আশিসঃ**—এবং আশীর্বাদ; **নরাঃ**—নর; **নার্যঃ**—নারীগণ; **প্রমুদিতাঃ**—আনন্দিত; **সু-বাসঃ**—সুন্দর বস্ত্রের দ্বারা; **স্রক্**—এবং মালা; **অলঙ্কৃতাঃ**—সুসজ্জিত।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ প্রার্থনার ধ্বনি এবং কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে শঙ্খ, ভেরী ও ঢোল নিনাদিত হয়েছিল। উৎফুল্ল নরনারীগণ সুন্দর বস্ত্র ও মাল্যে শোভিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫০-৫১

দশধেনুসহস্রাণি পারিবর্হমদাদ্ বিভুঃ ।
যুবতীনাং ত্রিসাহস্রং নিষ্কগ্রীবসুবাসসম্ ॥ ৫০ ॥
নবনাগসহস্রাণি নাগাচ্ছতগুণান্ রথান্ ।
রথাচ্ছতগুণানশ্বানশ্বাচ্ছতগুণান্ নরান্ ॥ ৫১ ॥

দশ—দশ; **ধেনু**—গাভীর; **সহস্রাণি**—সহস্র; **পারিবর্হম্**—বিবাহের উপহার; **অদাৎ**—প্রদান করলেন; **বিভুঃ**—শক্তিশালী (রাজা নগ্নজিৎ); **যুবতীনাম্**—যুবতী; **ত্রি-সাহস্রম্**—তিন সহস্র; **নিষ্ক**—স্বর্ণালঙ্কার; **গ্রীব**—যাদের কণ্ঠে; **সু**—সুন্দর; **বাসসম্**—যাদের বস্ত্র; **নব**—নয়; **নাগ**—হস্তীর; **সহস্রাণি**—সহস্র; **নাগাৎ**—হস্তীর চেয়েও; **শত-গুণান্**—শতগুণ বেশি (নয় লক্ষ); **রথান্**—রথ; **রথাৎ**—রথের চেয়ে; **শত-গুণান্**—শত গুণ বেশি (নয় কোটি); **অশ্বান্**—অশ্ব; **অশ্বাৎ**—অশ্বের চেয়ে; **শত-গুণান্**—একশত গুণ বেশি (নয় শতকোটি); **নরান্**—মানুষ।

অনুবাদ

মহা প্রতাপশালী রাজা নগ্নজিৎ দশ সহস্র গাভী, সুন্দর বস্ত্রে শোভিত ও কণ্ঠে স্বর্ণ অলঙ্কার পরিহিত তিন সহস্র যুবতী দাসী, নয় সহস্র হাতী, হাতীর চেয়েও শতগুণে অধিক রথ, রথের চেয়েও শতগুণে অধিক অশ্ব এবং অশ্বের চেয়েও শতগুণে অধিক দাস যৌতুক রূপে প্রদান করলেন।

শ্লোক ৫২

দম্পতী রথমারোপ্য মহত্যা সেনয়া বৃতৌ ।
স্নেহপ্রক্লিন্নহৃদয়ো যাপয়ামাস কোশলঃ ॥ ৫২ ॥

দম্-পতি—বর-কন্যা; **রথম্**—তাঁদের রথে; **আরোপ্য**—তাঁরা আরোহণ করলে; **মহত্যা**—এক বিশাল; **সেনয়া**—সৈন্যবাহিনী দ্বারা; **বৃতৌ**—পরিবৃত; **স্নেহ**—স্নেহ; **প্রক্লিন্ন**—আর্দ্র; **হৃদয়ঃ**—তাঁর হৃদয়ে; **যাপয়াম্ আস**—তাদের যাত্রা করালেন; **কোশলঃ**—কোশল রাজ।

অনুবাদ

বর ও কন্যা তাঁদের রথে আসন গ্রহণ করলে, কোশলরাজ স্নেহার্দ্র চিত্তে, তাঁদের এক বিশাল সৈন্যবাহিনী পরিবৃত করে তাঁদের পথে যাত্রা করিয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৩

শ্রুত্বৈতদ্ রুরুধুর্ভূপা নয়ন্তং পথি কন্যকাম্ ।
ভগ্নবীর্যাঃ সুদুর্মর্ষা যদুভির্গোবৃষৈঃ পুরা ॥ ৫৩ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; **এতৎ**—এই; **রুরুধুঃ**—তারা অবরোধ করল; **ভূ-পাঃ**—রাজারা; **নয়ন্তম্**—যিনি গ্রহণ করেছিলেন; **পথি**—পথে; **কন্যকাম্**—তাঁর বধূ; **ভগ্ন**—ভগ্ন; **বীর্যাঃ**—যার শক্তি; **সু**—অত্যন্ত; **দুর্মর্ষাঃ**—অসহিষ্ণু; **যদুভিঃ**—যদুগণ দ্বারা; **গো-বৃষৈঃ**—বৃষ দ্বারা; **পুরা**—পূর্বে।

অনুবাদ

যখন বিপক্ষীয় অসহিষ্ণু পাণিপ্রার্থী রাজারা যা ঘটেছিল তা শ্রবণ করল, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বধূকে গৃহে নিয়ে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে তাঁকে তারা থামানোর চেষ্টা করল। কিন্তু বৃষগুলি যেমন পূর্বে রাজাদের শক্তি ভগ্ন করেছিল, সেভাবেই যদু-যোদ্ধারা এখন তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিলেন।

শ্লোক ৫৪

তানস্যতঃ শরব্রাতান্ বন্ধুপ্রিয়কৃদর্জুনঃ ।
গাণ্ডীবী কালয়ামাস সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগানিব ॥ ৫৪ ॥

তান্—তাদের; **অস্যতঃ**—নিক্ষিপ্ত; **শর**—তীরগুলি; **ব্রাতান্**—বহুমুখী; **বন্ধু**—তাঁর বন্ধু (শ্রীকৃষ্ণ); **প্রিয়**—সন্তুষ্ট করতে; **কৃত**—কৃত; **অর্জুনঃ**—অর্জুন; **গাণ্ডীবী**—গাণ্ডীব ধনুকের অধিকারী; **কালয়াম্-আস**—তাদের বিতাড়িত করলেন; **সিংহঃ**—একটি সিংহ; **ক্ষুদ্র**—ক্ষুদ্র; **মৃগান্**—প্রাণীদের; **ইব**—যেমন।

অনুবাদ

গাণ্ডীব ধনুকের অধিকারী অর্জুন সকল সময়েই তাঁর বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করতে আগ্রহী ছিলেন এবং তাই তিনি শ্রীভগবানের প্রতি তীরের বর্ষণ নিক্ষেপকারী সেইসব বিপক্ষের রাজাদের বিতাড়িত করলেন। ঠিক যেমন সিংহ ক্ষুদ্র প্রাণীদের বিতাড়িত করে, তিনি সেভাবে তা করেছিলেন।

শ্লোক ৫৫

পারিবর্হমুপাগৃহ্য দ্বারকামেত্য সত্যয়া ।
রেমে যদূনামৃষভো ভগবান্ দেবকীসুতঃ ॥ ৫৫ ॥

পারিবর্হম্—যৌতুক; **উপাগৃহ্য**—গ্রহণ করে; **দ্বারকাম্**—দ্বারকায়; **এত্য**—উপস্থিত হয়ে; **সত্যয়া**—সত্যা সহ; **রেমে**—উপভোগ করলেন; **যদূনাম্**—যদুগণের; **ঋষভঃ**—প্রধান; **ভগবান্**—ভগবান; **দেবকী সুতঃ**—দেবকীর নন্দন।

অনুবাদ

যদুগণের প্রধান ভগবান দেবকীসুত তখন তাঁর যৌতুক ও সত্যাকে দ্বারকায় নিয়ে গেলেন এবং সেখানে সুখে বাস করতে লাগলেন।

শ্লোক ৫৬

শ্রুতকীর্তেঃ সুতাং ভদ্রাং উপযেমে পিতৃষ্বসুঃ ।
কৈকেয়ীং ভ্রাতৃভির্দত্তাং কৃষ্ণঃ সন্তর্দনাদিভিঃ ॥ ৫৬ ॥

শ্রুতকীর্তেঃ—শ্রুতকীর্তির; **সুতাম্**—কন্যা; **ভদ্রাম্**—ভদ্রা নামক; **উপযেমে**—বিবাহ করেছিলেন; **পিতৃ-স্বসুঃ**—তাঁর পিতার ভগিনীর; **কৈকেয়ীম্**—কৈকেয়ের রাজকন্যা; **ভ্রাতৃভিঃ**—তাঁর ভ্রাতাদের দ্বারা; **দত্তাম্**—প্রদত্ত; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **সন্তর্দন-আদিভিঃ**—সন্তর্দন প্রমুখ দ্বারা।

অনুবাদ

ভদ্রা ছিলেন কৈকেয় রাজ্যের রাজকন্যা এবং শ্রীকৃষ্ণের পিসী শ্রুতকীর্তির কন্যা। সন্তর্দন প্রমুখ তাঁর ভ্রাতাগণ যখন তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে অর্পণ করলেন, ভগবান তখন তাঁকে বিবাহ করেছিলেন।

শ্লোক ৫৭

সুতাং চ মদ্রাধিপতের্লক্ষ্মণাং লক্ষণৈর্যুতাম্ ।
স্বয়ংবরে জহারৈকঃ স সুপর্ণঃ সুধামিব ॥ ৫৭ ॥

সুতাম্—কন্যা; **চ**—এবং; **মদ্র-অধিপতেঃ**—মদ্রের রাজার; **লক্ষ্মণাম্**—লক্ষ্মণা; **লক্ষণৈঃ**—সকল সুগুণাবলী; **যুতাম্**—যুক্তা; **স্বয়ম্-বরে**—তাঁর পতিকে পছন্দ করার অনুষ্ঠানের সময়; **জহার**—হরণ করলেন; **একঃ**—একাকী; **সঃ**—তিনি, শ্রীকৃষ্ণ; **সুপর্ণঃ**—গরুড়; **সুধাম্**—অমৃত; **ইব**—মতো।

অনুবাদ

অতঃপর শ্রীভগবান, মদ্ররাজার কন্যা লক্ষ্মণাকে বিবাহ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ একাকী তাঁর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন এবং গরুড় যেভাবে দেবতাদের অমৃত হরণ করেন, সেইভাবে তাঁকে হরণ করলেন।

শ্লোক ৫৮

অন্যাশ্চৈবংবিধা ভার্যাঃ কৃষ্ণস্যাসন্ সহস্রশঃ ।
ভৌমং হত্বা তন্নিরোধাদাহৃতাশ্চারুদর্শনাঃ ॥ ৫৮ ॥

অন্যাঃ—অন্য; **চ**—এবং; **এবম্-বিধাঃ**—এই রকম; **ভার্যাঃ**—পত্নী; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **আসন্**—হয়েছিল; **সহস্রশঃ**—সহস্র; **ভৌমম্**—(দানব) ভৌম; **হত্বা**—হত্যার পর; **তৎ**—তার (ভৌম) দ্বারা; **নিরোধাৎ**—তাদের বন্দীত্ব হতে; **আহৃতাঃ**—গ্রহণ করেন; **চারু**—সুন্দর; **দর্শনাঃ**—যাদের চেহারা।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন ভৌমাসুরকে হত্যা করলেন এবং তার বন্দীদশা থেকে চারুদর্শনা রমণীদের মুক্ত করলেন। তখন এইরকম অন্য সহস্র পত্নী আহরণ করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীকৃষ্ণ পাঁচ রাজকন্যাকে বিবাহ করলেন' নামক অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়

নরকাসুর বধ

এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে, কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভূমিদেবীর পুত্র নরকাসুরকে বধ করেছিলেন এবং সেই অসুরের কবলে অপহৃতা সহস্র রমণীকে বিবাহ করেছিলেন। কিভাবে শ্রীভগবান স্বর্গ থেকে পারিজাত বৃক্ষ হরণ করেছিলেন এবং কিভাবে তার প্রতিটি প্রাসাদে তিনি সাধারণ গৃহস্থের মতো আচরণ করতেন, সেই বিষয়েও এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

বরুণদেবের ছত্র, মাতা অদিতির কুণ্ডল এবং মণি পর্বত নামক দেবতাগণের ক্রীড়াক্ষেত্র নরকাসুর অপহরণ করবার পরে, ইন্দ্র দ্বারকায় গেলেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে অসুরের অত্যাচারের কথা বর্ণনা করলেন। রাণী সত্যভামার সঙ্গে একত্রে শ্রীভগবান তাঁর বাহন গরুড়ে আরোহণ করলেন এবং নরকাসুরের রাজ্যে উপস্থিত হলেন। নগরীর বাইরে একটি মাঠে তিনি তাঁর চক্র দ্বারা দানব মুরের শিরচ্ছেদ করলেন। তারপর তিনি মুরের সাত পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন এবং তাদের যমালয়ে পাঠালেন। এরপর নরকাসুর নিজে হাতির পিঠে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করে। তখন নরকাসুর শ্রীকৃষ্ণের দিকে তার শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করল কিন্তু অস্ত্রটি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল এবং অসুরের সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে শ্রীভগবান ছিন্ন ভিন্ন করলেন। অবশেষে, তাঁর তীক্ষ্ণধার চক্রে শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরের মস্তক ছেদন করলেন।

তখন ভূমিদেবী, পৃথিবী, শ্রীকৃষ্ণের কাছে এলেন এবং তাঁকে নরকাসুরের দ্বারা অপহৃত বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী প্রদান করলেন। তিনি শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে স্তুতি নিবেদন করলেন এবং ভয়ভীত নরকের পুত্রকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অর্পণ করলেন। অসুরের পুত্রকে অভয় দান করার পরে শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরের প্রাসাদে প্রবেশ করলেন যেখানে তিনি ষোল হাজার একশত যুবতী রমণীকে দেখতে পেলেন। শ্রীভগবানকে দর্শন করা মাত্র তাঁরা সকলে তাঁকে পতিরূপে বরণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ সমেত শ্রীভগবান তাঁদের দ্বারকায় পাঠিয়ে দিলেন এবং তারপর রাণী সত্যভামাকে নিয়ে তিনি ইন্দ্রালয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি অদিতির কুণ্ডলটি প্রত্যর্পণ করেন এবং ইন্দ্র ও তাঁর পত্নী শচীদেবী তাঁর অর্চনা করলেন। সত্যভামার অনুরোধে, শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গের পারিজাত বৃক্ষ উৎপাটন করলেন এবং তা গরুড়ের পিঠে তুলে নিলেন। বৃক্ষটি গ্রহণে বিরোধিতা করেছিলেন যে-ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাগণ, তাঁদের পরাস্ত করার পর রাণী

সত্যভামাকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে এলেন, সেখানে সত্যভামার প্রাসাদের কাছেই এক উদ্যানে তিনি বৃক্ষটি রোপণ করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে, ইন্দ্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদনের জন্য এবং নরকাসুরকে বধ করার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন, কিন্তু পরে যখন তাঁর কার্যসিদ্ধি হয়েছিল, তখন তিনি শ্রীভগবানের সঙ্গে কলহ করলেন। দেবতারা ক্রোধ প্রবণ হয়ে থাকেন, কারণ তাঁদের ঐশ্বর্যের দম্ভে তাঁরা মত্ত হয়ে ওঠেন।

ভগবান অচ্যুত নিজেকে ষোল হাজার একশত ভিন্ন রূপে প্রকাশিত করলেন এবং ষোল হাজার একশত বধূর প্রত্যেককেই ভিন্ন-ভিন্ন মন্দিরে বিবাহ করলেন। তাঁর বহু পত্নীর প্রত্যেকের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণ করে সাধারণ মানুষের মতোই তিনি গৃহস্থ জীবনের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করতে থাকলেন।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

যথা হতো ভগবতা ভৌমো যেন চ তাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
নিরুদ্ধা এতদাচক্ষ্ব বিক্রমং শার্ঙ্গধন্বনঃ ॥ ১ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা (পরীক্ষিৎ) বললেন; **যথা**—যেভাবে; **হতঃ**—হত হয়েছিল; **ভগবতা**—ভগবানের দ্বারা; **ভৌমঃ**—পৃথিবীর দেবী, ভূমির পুত্র, নরকাসুর; **যেন**—যার দ্বারা; **চ**—এবং; **তাঃ**—সেই সকল; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণী; **নিরুদ্ধাঃ**—বন্দী; **এতৎ**—এই; **আচক্ষ**—বর্ণনা করুন; **বিক্রমম্**—বিক্রম; **শার্ঙ্গ-ধন্বনঃ**—শার্ঙ্গ ধনুকের অধিকারী, শ্রীকৃষ্ণের।

অনুবাদ

(রাজা পরিক্ষীৎ বললেন—) অসংখ্য রমণীকে অপহরণকারী ভৌমাসুর কিভাবে শ্রীভগবানের হাতে নিহত হয়েছিল? দয়া করে ভগবান শার্ঙ্গধন্বার এই বিক্রম বর্ণনা করুন।

শ্লোক ২-৩

শ্রীশুক উবাচ

ইন্দ্রেণ হৃতছত্রেণ হৃতকুণ্ডলবন্ধুনা ।
হৃতামরাদ্রিস্থানেন জ্ঞাপিতো ভৌমচেষ্টিতম্ ।
সভার্যো গরুড়ারূঢ়ঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরং যযৌ ॥ ২ ॥

গিরিদুর্গৈঃ শস্ত্রদুর্গৈর্জলাগ্ন্যনিলদুর্গমম্ ।
মুরপাশাযুতৈর্ঘোরৈর্দৃঢ়ৈঃ সর্বত আবৃতম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইন্দ্রেণ**—ইন্দ্রের দ্বারা; **হৃত-ছত্রেণ**—যাঁর কাছ থেকে (বরুণের) ছত্র অপহৃত হয়েছিল; **হৃত-কুণ্ডল**—কুণ্ডলের অপহরণ; **বন্ধুনা**—তাঁর আত্মীয়ের (তাঁর মা অদিতির); **হৃত**—এবং অপহৃত; **অমর-অদ্রি**—দেবতাদের পর্বতে (মন্দর); **স্থানেন**—বিশেষ স্থানের (এর চূড়ার আমোদ প্রমোদের স্থান, মণি-পর্বত নামে পরিচিত); **জ্ঞাপিতঃ**—জ্ঞাপন করার জন্য; **ভৌম-চেষ্টিতম্**—ভৌমের আচরণের; **স**—সহ; **ভার্যঃ**—তাঁর পত্নী (সত্যভামা); **গরুড়-আরূঢ়ঃ**—বৃহৎ পক্ষী গরুড়ে আরোহণ করে; **প্রাগ-জ্যোতিষ-পুরম্**—ভৌমের রাজধানী প্রাগজ্যোতিষপুর নগরীতে (আসামে তেজপুর রূপে এখনও বর্তমান); **যযৌ**—তিনি গমন করলেন; **গিরি**—পর্বত সমন্বিত; **শস্ত্র**—অস্ত্রশস্ত্রাদি সহ; **দুর্গৈঃ**—দুর্গ দ্বারা; **জল**—জলের; **অগ্নি**—অগ্নি; **অনিল**—এবং বায়ু; **দুর্গমম্**—দুর্গম; **মুর-পাশ**—মুর-পাশ দ্বারা; **অযুতৈঃ**—অযুত; **ঘোরৈঃ**—ভয়ঙ্কর; **দৃঢ়ৈঃ**—এবং দৃঢ়; **সর্বতঃ**—চতুর্দিকে; **আবৃতম্**—পরিবেষ্টিত।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—বরুণের ছত্র ও মন্দর পর্বতের চূড়ায় দেবতাদের ক্রীড়াভূমি সহ ইন্দ্রের মাতার কুণ্ডল ভৌম অপহরণ করার পর, ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের কাছে গমন করে, এই সকল দুর্ব্যবহার তাঁকে অবহিত করলেন। শ্রীভগবান, তাঁর পত্নী সত্যভামাকে নিয়ে গরুড়ে আরোহণ করে চতুর্দিকে গিরিপর্বতাদি, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্রাদি, জলস্রোত, অগ্নিবলয় ও ক্ষুরধার বায়ুবেগ এবং মুরপাশ নামক জালের আবরণে সুরক্ষিত প্রাগজ্যোতিষপুরে গমন করলেন।

তাৎপর্য

বিভিন্ন সম্ভাব্য উপায়ে আচার্যবর্গ বর্ণনা করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পত্নী সত্যভামাকে কেন তাঁর সঙ্গে নিয়েছিলেন। শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই বলে শুরু করেছেন যে, শ্রীভগবান তাঁর দুঃসাহসিক পত্নীকে অভিনব অভিজ্ঞতা প্রদান করতে চেয়েছিলেন আর তাই তিনি তাঁকে এই অসাধারণ যুদ্ধের দৃশ্যে গ্রহণ করেছিলেন। উপরন্তু, শ্রীকৃষ্ণ একবার ধরিত্রীদেবী ভূমিকে এই আশীর্বাদ অনুমোদন করেছিলেন যে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত তিনি তাঁর আসুরিক সন্তানকে হত্যা করবেন না। যেহেতু সত্যভামার অংশপ্রকাশ ভূমি, তাই সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে অস্বাভাবিকভাবে কদর্য ভৌমাসুরের প্রতি যা করার প্রয়োজন তা করবার জন্য অনুমোদন করতে পারতেন।

অবশেষে নারদ মুনি যখন স্বর্গের একটি পারিজাত ফুল রাণী রুক্মিণীর জন্য নিয়ে আসেন, তখন সত্যভামা বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। সত্যভামাকে শান্ত করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, "আমি তোমাকে এই সমস্ত ফুলের সম্পূর্ণ একটি গাছ এনে দেব" এবং তাই ভগবান তাঁর ভ্রমণপথের মধ্যে স্বর্গের গাছটি সংগ্রহ করার পরিকল্পনা করেছিলেন।

এমনকি এখনও ঐকান্তিক স্বামীরা তাঁদের পত্নীদের নিয়ে দোকানে যান এবং সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণও সত্যভামাকে স্বর্গে নিয়ে গিয়েছিলেন স্বর্গের একটি গাছ নিয়ে আসার জন্য আর সেইসঙ্গে ভৌমাসুরের অপহৃত দ্রব্য পুনরুদ্ধার করে সেগুলি প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেবার জন্য।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, যুদ্ধের চরম মুহূর্তে রাণী সত্যভামা স্বাভাবিকভাবেই শ্রীকৃষ্ণের নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন এবং যুদ্ধ শেষ হবার জন্য প্রার্থনা করছিলেন। তাই তিনি সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর অংশপ্রকাশ, ভূমির পুত্রকে হত্যা করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৪

গদয়া নির্বিভেদাদ্রীন্ শস্ত্রদুর্গাণি সায়কৈঃ ।
চক্রেণাগ্নিং জলং বায়ুং মুরপাশাংস্তথাসিনা ॥ ৪ ॥

গদয়া—তাঁর গদা দ্বারা; **নির্বিভেদ**—তিনি ভঙ্গ করেছিলেন; **অদ্রীন্**—গিরি; **শস্ত্র-দুর্গাণি**—অস্ত্রের প্রতিরোধ; **সায়কৈঃ**—তাঁর তীর দ্বারা; **চক্রেণ**—তাঁর চক্র দ্বারা; **অগ্নিম্**—অগ্নি; **জলম্**—জল; **বায়ুম্**—এবং বায়ু; **মুর-পাশান্**—মুর পাশ; **তথা**—তেমনই; **অসিনা**—তাঁর অসি দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রীভগবান তাঁর গদা দ্বারা গিরি দুর্গ ভঙ্গ করলেন; তাঁর তীর দ্বারা অস্ত্র দুর্গ; তাঁর চক্র দ্বারা অগ্নি, জল এবং বায়ু দুর্গ; এবং তাঁর অসি দ্বারা মুর-পাশ ছিন্ন করলেন।

শ্লোক ৫

শঙ্খনাদেন যন্ত্রাণি হৃদয়ানি মনস্বিনাম্ ।
প্রাকারং গদয়া গুর্ব্যা নির্বিভেদ গদাধরঃ ॥ ৫ ॥

শঙ্খ—তাঁর শঙ্খের; **নাদেন**—ধ্বনিতে; **যন্ত্রাণি**—অলৌকিক শক্তি; **হৃদয়ানি**—হৃদয়; **মনস্বিনাম্**—সাহসী যোদ্ধাদের; **প্রাকারম্**—প্রাকার; **গদয়া**—তাঁর গদা দ্বারা; **গুর্ব্যা**—প্রচণ্ড; **নির্বিভেদ**—তিনি ভঙ্গ করলেন; **গদাধরঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

ভগবান গদাধর তখন তাঁর শঙ্খধ্বনির দ্বারা দুর্গের অলৌকিক আবদ্ধতা ও তাঁর প্রতিরোধকারী বীরদের হৃদয় চূর্ণ করলেন এবং পরিবেষ্টিত প্রাকারগুলি তাঁর প্রচণ্ড গদা দ্বারা তিনি ধ্বংস করলেন।

শ্লোক ৬

পাঞ্চজন্যধ্বনিং শ্রুত্বা যুগান্তাশনিভীষণম্ ।
মুরঃ শয়ান উত্তস্থৌ দৈত্যঃ পঞ্চশিরা জলাৎ ॥ ৬ ॥

পাঞ্চজন্য—শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ পাঞ্চজন্যের; **ধ্বনিম্**—ধ্বনি; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **যুগ**—যুগের; **অন্ত**—অন্তে; **অশনি**—বজ্রের (ধ্বনির মতো); **ভীষণম্**—ভীষণ; **মুরঃ**—মুর; **শয়ানঃ**—নিদ্রিত; **উত্তস্থৌ**—উত্থিত হয়েছিল; **দৈত্যঃ**—দানব; **পঞ্চ-শিরাঃ**—পাঁচটি মস্তক বিশিষ্ট; **জলাৎ**—(দুর্গকে পরিবৃত পরিখার) জল থেকে।

অনুবাদ

যুগাবসানের সময়ে বজ্রের ভয়ঙ্কর শব্দের মতো শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি যখন নগরীর পরিখার গভীরে নিদ্রিত পঞ্চশির বিশিষ্ট মুর দানব শ্রবণ করল, তখন সে জেগে উঠল।

শ্লোক ৭

ত্রিশূলমুদ্যম্য সুদুর্নিরীক্ষণো
যুগান্তসূর্যানলরোচিরুল্বণঃ ।
গ্রসংস্ত্রিলোকীমিব পঞ্চভির্মুখৈর্
অভ্যদ্রবৎ তার্ক্ষ্যসুতং যথোরগঃ ॥ ৭ ॥

ত্রিশূলম্—তার ত্রিশূল; **উদ্যম্য**—উদ্যত; **সু**—অত্যন্ত; **দুর্নিরীক্ষণঃ**—অবলোকন করা দুঃসাধ্য; **যুগ-অন্ত**—একটি যুগের সমাপ্তিতে; **সূর্য**—সূর্যের; **অনল**—অগ্নি (মতো); **রোচিঃ**—যার জ্যোতি; **উল্বণঃ**—ভীষণ; **গ্রসন্**—গ্রাস করতে করতে; **ত্রি-লোকীম্**—ত্রিভুবন; **ইব**—যেন; **পঞ্চভিঃ**—তার পাঁচটি; **মুখৈঃ**—মুখ; **অভ্যদ্রবৎ**—সে আক্রমণ করল; **তার্ক্ষ্য-সুতম্**—তার্ক্ষ্যের পুত্র গরুড়কে; **যথা**—যেমন; **উরগঃ**—সর্প।

অনুবাদ

যুগের সমাপ্তিকালে সূর্যের আগুনের মতো চোখ আঁধার-করা ভয়ঙ্কর জ্যোতিতে দীপ্তিমান মুর যেন তার পঞ্চমুখে ত্রিভুবনকে গ্রাস করছিল। আগ্রাসী এক সর্পের মতো ত্রিশূল উদ্যত করে তার্ক্ষ্য পুত্র গরুড়কে সে আক্রমণ করল।

শ্লোক ৮

আবিধ্য শূলং তরসা গরুত্মতে
নিরস্য বক্ত্রৈর্ব্যনদৎ স পঞ্চভিঃ ।
স রোদসী সর্বদিশোঽম্বরং মহান্
আপূরয়ন্নণ্ডকটাহমাবৃণোৎ ॥ ৮ ॥

আবিধ্য—উত্তোলন করে; **শূলম্**—তার ত্রিশূল; **তরসা**—সবেগে; **গরুত্মতে**—গরুড়ের দিকে; **নিরস্য**—তা নিক্ষেপ করে; **বক্ত্রৈঃ**—তার মুখ দিয়ে; **ব্যনদৎ**—শব্দ করে উঠল; **সঃ**—সে; **পঞ্চভিঃ**—পঞ্চ; **স**—সেই; **রোদসী**—মর্ত্য ও আকাশ; **সর্ব**—সকল; **দিশঃ**—দিক; **অম্বরম্**—মহাশূন্য; **মহান্**—প্রবল (গর্জন); **আপূরয়ন্**—পূর্ণ করে; **অণ্ড**—ব্রহ্মাণ্ডের চারিদিকে অণ্ডের মতো আচ্ছাদন; **কটাহম্**—কটাহ; **আবৃণোৎ**—আবৃত।

অনুবাদ

মুর তার ত্রিশূলটি ঘোরাতে লাগল এবং তারপর তার পঞ্চমুখে গর্জন করে ভয়ঙ্করভাবে তা গরুড়ের দিকে নিক্ষেপ করল। সেই শব্দ মর্ত্য এবং আকাশের সর্বদিকে পূর্ণ হয়ে মহাকাশের সীমায় ব্রহ্মকটাহে প্রতিধ্বনিত হল।

শ্লোক ৯

তদাপতদ্বৈ ত্রিশিখং গরুত্মতে
হরিঃ শরাভ্যামভিনৎ ত্রিধৌজসা ।
মুখেষু তং চাপি শরৈরতাড়য়ৎ
তস্মৈ গদাং সোঽপি রুষা ব্যমুঞ্চত ॥ ৯ ॥

তদা—তখন; **আপতৎ**—উড়ন্ত; **বৈ**—বস্তুতঃ; **ত্রি-শিখম্**—ত্রিশূল; **গরুত্মতে**—গরুড়ের প্রতি; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **শরাভ্যাম্**—দুটি তীর দ্বারা; **অভিনৎ**—ভঙ্গ করলেন; **ত্রিধা**—তিনটি খণ্ডে; **ওজসা**—বলপূর্বক; **মুখেষু**—তার মুখে; **তম্**—তাকে, মুরকে; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **শরৈঃ**—তীর দ্বারা; **অতাড়য়ৎ**—তিনি আঘাত করলেন; **তস্মৈ**—তাঁকে, শ্রীকৃষ্ণকে; **গদাম্**—তার গদা; **সঃ**—সে, মুর; **অপি**—এবং; **রুষা**—ক্রোধে; **ব্যমুঞ্চত**—মুক্ত করল।

অনুবাদ

গরুড়ের দিকে ধাবিত ত্রিশূলটিকে তখন দুটি তীর দিয়ে আঘাত করে ভগবান শ্রীহরি তিনটি খণ্ডে ভঙ্গ করলেন। অতঃপর শ্রীভগবান কয়েকটি তীর দিয়ে

মুরের মুখে আঘাত করলেন এবং দানবটিও ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীভগবানের দিকে গদা নিক্ষেপ করল।

শ্লোক ১০

তামাপতন্তীং গদয়া গদাং মৃধে
গদাগ্রজো নির্বিভিদে সহস্রধা ।
উদ্যম্য বাহূনভিধাবতোঽজিতঃ
শিরাংসি চক্রেণ জহার লীলয়া ॥ ১০ ॥

তাম্—সেই; **আপতন্তীম্**—ধাবিত; **গদয়া**—তাঁর গদা দিয়ে; **গদাম্**—গদা; **মৃধে**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **গদ-অগ্রজঃ**—গদ'র জ্যেষ্ঠভ্রাতা, শ্রীকৃষ্ণ; **নির্বিভিদে**—ভঙ্গ করলেন; **সহস্রধা**—সহস্র খণ্ডে; **উদ্যম্য**—উদ্যত করে; **বাহূন্**—তার বাহুগুলি; **অভিধাবতঃ**—তাঁর অভিমুখে ধাবিত হলে; **অজিতঃ**—অজিত শ্রীকৃষ্ণ; **শিরাংসি**—মস্তক; **চক্রেণ**—তাঁর চক্র দিয়ে; **জহার**—ছেদন করলেন; **লীলয়া**—সহজেই।

অনুবাদ

যুদ্ধক্ষেত্রে মুরের গদা শ্রীভগবানের দিকে ধাবিত হলে, ভগবান শ্রীগদাগ্রজ তাঁর নিজ গদা দিয়ে তার গদাকে আঘাত করে সহস্র খণ্ডে ভঙ্গ করলেন। মুর তখন তার বাহুগুলি উপরে তুলে অজিত শ্রীভগবানের দিকে ধাবিত হলে তিনি সহজেই তাঁর চক্র দিয়ে তার মাথাগুলি ছিন্ন করলেন।

শ্লোক ১১

ব্যসুঃ পপাতাম্ভসি কৃত্তশীর্ষো
নিকৃত্তশৃঙ্গোঽদ্রিরিবেন্দ্রতেজসা ।
তস্যাত্মজাঃ সপ্ত পিতুর্বধাতুরাঃ
প্রতিক্রিয়ামর্ষজুষঃ সমুদ্যতাঃ ॥ ১১ ॥

ব্যসুঃ—প্রাণহীন; **পপাত**—সে পতিত হল; **অম্ভসি**—জলের মধ্যে; **কৃত্ত**—বিচ্ছিন্ন; **শীর্ষঃ**—তার মাথাগুলি; **নিকৃত্ত**—বিচ্ছিন্ন; **শৃঙ্গঃ**—যার চূড়া; **অদ্রিঃ**—পর্বত; **ইব**—যেন; **ইন্দ্র**—ইন্দ্রদেবের; **তেজসা**—শক্তি দ্বারা (অর্থাৎ তার বজ্র দিয়ে); **তস্য**—তার, মুরের; **আত্ম-জাঃ**—পুত্রেরা; **সপ্ত**—সাতজন; **পিতুঃ**—তাদের পিতার; **বধ**—বধ দ্বারা; **আতুরাঃ**—অত্যন্ত শোকার্ত; **প্রতিক্রিয়া**—প্রতিশোধের জন্য; **অমর্ষ**—ক্রোধ; **জুষঃ**—অনুভব করে; **সমুদ্যতাঃ**—উদ্যত হল।

অনুবাদ

ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে বিচ্ছিন্ন পর্বতশৃঙ্গেরই মতো প্রাণহীন মুরের ছিন্নমস্তক দেহটি জলের মধ্যে পড়ে গেল। অসুরের সাত পুত্র তাদের পিতার মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত হল।

শ্লোক ১২

তাম্রোঽন্তরিক্ষঃ শ্রবণো বিভাবসুর্
বসুর্নভস্বানরুণশ্চ সপ্তমঃ ।
পীঠং পুরস্কৃত্য চমূপতিং মৃধে
ভৌমপ্রযুক্তা নিরগন্ ধৃতায়ুধাঃ ॥ ১২ ॥

তাম্রঃ অন্তরিক্ষঃ শ্রবণঃ বিভাবসুঃ—তাম্র, অন্তরিক্ষ, শ্রবণ ও বিভাবসু; **বসুঃ নভস্বান্**—বসু ও নভস্বান; **অরুণঃ**—অরুণ; **চ**—এবং; **সপ্তমঃ**—সপ্তম; **পীঠম্**—পীঠ; **পুরঃ-কৃত্য**—অগ্রবর্তী করে; **চমূ-পতিম্**—তাদের সেনাপতি; **মৃধে**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **ভৌম**—ভৌমাসুর দ্বারা; **প্রযুক্তাঃ**—নিয়োজিত; **নিরগন্**—তারা দুর্গ থেকে নির্গত হল; **ধৃত**—ধারণ করে; **আয়ুধাঃ**—অস্ত্রশস্ত্র।

অনুবাদ

ভৌমাসুরের নির্দেশে মুরের সাত পুত্র—তাম্র, অন্তরিক্ষ, শ্রবণ, বিভাবসু, বসু, নভস্বান এবং অরুণ—তাদের সেনাপতি পীঠকে অনুসরণ করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হল।

শ্লোক ১৩

প্রাযুঞ্জতাসাদ্য শরানসীন্ গদাঃ
শক্ত্যৃষ্টিশূলান্যজিতে রুষোল্বণাঃ ।
তচ্ছস্ত্রকূটং ভগবান্ স্বমার্গণৈর্
অমোঘবীর্যস্তিলশশ্চকর্ত হ ॥ ১৩ ॥

প্রাযুঞ্জত—তারা ব্যবহার করল; **আসাদ্য**—আক্রমণ করে; **শরান্**—তীর; **অসীন্**—তরবারি; **গদা**—গদা; **শক্তি**—বর্শা; **ঋষ্টি**—ঋষ্টি নামে তরবারি; **শূলানি**—এবং ত্রিশূল; **অজিতে**—অপরাজেয় শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে; **রুষা**—ক্রুদ্ধভাবে; **উল্বণাঃ**—হিংস্র; **তৎ**—তাদের; **শস্ত্র**—অস্ত্রের; **কূটম্**—পর্বত; **ভগবান্**—ভগবান; **স্ব**—তাঁর নিজ; **মার্গণৈঃ**—তীরগুলি; **অমোঘ**—কখনও বিফল হয় না; **বীর্যঃ**—যার বিক্রম; **তিলশঃ**—তিল তিল খণ্ডে; **চকর্ত হ**—তিনি ছেদন করলেন।

অনুবাদ

সেই সমস্ত হিংস্র যোদ্ধারা ক্রুদ্ধভাবে অপরাজেয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তীর, তরবারি, গদা, বর্শা, ভল্ল ও ত্রিশূল নিয়ে আক্রমণ করল, কিন্তু অমোঘবীর্য ভগবান এই সকল অস্ত্রের পর্বতরাশিকে তাঁর বান দিয়ে তিল তিল খণ্ডে ছেদন করলেন।

শ্লোক ১৪

তান্ পীঠমুখ্যাননয়দ্যমক্ষয়ং
　　নিকৃত্তশীর্ষোরুভুজাঙ্ঘ্রিবর্মণঃ ।
স্বানীকপানচ্যুতচক্রসায়কৈস্
　　তথা নিরস্তান্ নরকো ধরাসুতঃ ।
নিরীক্ষ্য দুর্মর্ষণ আস্রবন্মদৈর্
　　গজৈঃ পয়োধিপ্রভবৈর্নিরাক্রমাৎ ॥ ১৪ ॥

তান্—তাদের; পীঠ-মুখ্যান্—পীঠ দ্বারা পরিচালিত; অনয়ৎ—তিনি প্রেরণ করলেন; যম—মৃত্যুর অধিপতি, যমরাজের; ক্ষয়ম্—আলয়ে; নিকৃত্ত—ছেদন করলেন; শীর্ষ—তাদের মস্তক; উরু—উরু; ভুজ—বাহু; অঙ্ঘ্রি—পদ; বর্মণঃ—এবং বর্ম; স্ব—তার; অনীক—সৈন্যদের; পান্—নেতা; অচ্যুত—শ্রীকৃষ্ণের; চক্র—চক্র দ্বারা; সায়কৈঃ—এবং তীর; তথা—এইভাবে; নিরস্তান্—নিরস্ত; নরকঃ—ভৌম; ধরা—ধরিত্রী দেবীর; সুতঃ—পুত্র; নিরীক্ষ্য—দর্শন করে; দুর্মর্ষণঃ—সহ্য করতে না পেরে; আস্রবৎ—স্রাবী; মদৈঃ—উন্মত্ত হাতীর কপাল থেকে নির্গত ঘন রস ক্ষরণ বিশেষ; গজৈঃ—হস্তী দ্বারা; পয়ঃধি—দুগ্ধ সমুদ্র হতে; প্রভবৈঃ—জাত; নিরাক্রমাৎ—সে নির্গত হল।

অনুবাদ

পীঠ দ্বারা পরিচালিত এই সকল বিপক্ষদের শ্রীভগবান মস্তক, উরু, বাহু, পদ, ও বর্ম ছেদন করলেন এবং তাদের সকলকে যমালয়ে প্রেরণ করলেন। ভূমির পুত্র, নরকাসুর, যখন তার সেনাপতির দুর্গতি লক্ষ্য করল, তখন সে আর ক্রোধ সহ্য করতে পারল না। তাই সে দুগ্ধ সমুদ্রে জাত মদস্রাবী হস্তীতে আরোহণ করে দুর্গ হতে নির্গত হল।

শ্লোক ১৫

দৃষ্ট্বা সভার্যং গরুড়োপরি স্থিতং
　　সূর্যোপরিষ্টাৎ সতড়িদ্ ঘনং যথা ।

কৃষ্ণং স তস্মৈ ব্যসৃজচ্ছতঘ্নীং
যোধাশ্চ সর্বে যুগপৎ চ বিব্যধুঃ ॥ ১৫ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; স-ভার্যম্—তাঁর পত্নীর সঙ্গে; গরুড়-উপরি—গরুড়ের উপরে; স্থিতম্—স্থিত; সূর্য—সূর্য; উপরিষ্টাৎ—অপেক্ষাকৃত উচ্চ; স-তড়িৎ—বিদ্যুৎযুক্ত; ঘনম্—একটি মেঘ; যথা—সদৃশ; কৃষ্ণম্—শ্রীকৃষ্ণ; সঃ—সে, ভৌম; তস্মৈ—তাঁর প্রতি; ব্যসৃজৎ—নিক্ষেপ করল; শতঘ্নীম্—শতঘ্নী (তার শক্তি ভল্লের নাম); যোধাঃ—তার সৈন্যগণ; চ—এবং; সর্বে—সকল; যুগপৎ—একই সাথে; চ—এবং; বিব্যধুঃ—আক্রমণ করল।

অনুবাদ

গরুড়ে আরোহণকারী শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পত্নীকে সূর্যের উপরে আসীন বিদ্যুত যুক্ত মেঘের মতো দেখাচ্ছিল। ভগবানকে দর্শন করে তাঁর প্রতি ভৌম তার শতঘ্নী অস্ত্র প্রয়োগ করল এবং একই সাথে ভৌমের সকল সৈন্য তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করল।

শ্লোক ১৬

তদ্ ভৌমসৈন্যং ভগবান্ গদাগ্রজো
বিচিত্রবাজৈর্নিশিতৈঃ শিলীমুখৈঃ ।
নিকৃত্তবাহূরুশিরোধ্রবিগ্রহং
চকার তর্হ্যেব হতাশ্বকুঞ্জরম্ ॥ ১৬ ॥

তৎ—সেই; ভৌম-সৈন্যম্—ভৌমাসুরের সৈন্যবাহিনী; ভগবান্—ভগবান; গদাগ্রজঃ—শ্রীকৃষ্ণ; বিচিত্র—বিচিত্র; বাজৈঃ—পালকগুলি; নিশিতৈঃ—তীক্ষ্ণ; শিলীমুখৈঃ—তীর দ্বারা; নিকৃত্ত—ছেদন করলেন; বাহু—বাহু; উরু—উরু; শিরঃ-ধ্র—এবং স্কন্ধ; বিগ্রহম্—যাদের দেহগুলি; চকার—করল; তর্হি এব—সেই মুহূর্তে; হত—হত; অশ্ব—অশ্ব; কুঞ্জরম্—এবং হস্তী।

অনুবাদ

সেই মুহূর্তে ভগবান গদাগ্রজ তাঁর তীক্ষ্ণ বাণগুলি ভৌমের সৈন্যবাহিনীর উপর নিক্ষেপ করলেন। রঙিন পালক লাগানো এই বানগুলি শীঘ্রই সেই সৈন্যবাহিনীকে বাহু, উরু ও স্কন্ধ বিচ্ছিন্ন দেহের স্তূপে পরিণত করল। শ্রীভগবান একইভাবে বিপক্ষের অশ্ব ও হাতিগুলিকেও নিহত করেছিলেন।

শ্লোক ১৭-১৯

যানি যোধৈঃ প্রযুক্তানি শস্ত্রাস্ত্রাণি কুরূদ্বহ ।
হরিস্তান্যচ্ছিনৎ তীক্ষ্ণৈঃ শরৈরেকৈকশস্ত্রিভিঃ ॥ ১৭ ॥
উহ্যমানঃ সুপর্ণেন পক্ষাভ্যাং নিঘ্নতা গজান্ ।
গরুত্মতা হন্যমানাস্তুণ্ডপক্ষনখৈর্গজাঃ ॥ ১৮ ॥
পুরমেবাবিশন্নার্তা নরকো যুধ্যযুধ্যত ।
দৃষ্ট্বা বিদ্রাবিতং সৈন্যং গরুড়েনার্দিতং স্বকম্ ॥ ১৯ ॥

যানি—যে সকল; **যোধৈঃ**—যোদ্ধাদের দ্বারা; **প্রযুক্তানি**—ব্যবহৃত; **শস্ত্র**—ছেদনকারী অস্ত্র; **অস্ত্রাণি**—এবং নিক্ষিপ্ত অস্ত্র; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরু শ্রেষ্ঠ (রাজা পরীক্ষিৎ); **হরিঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **তানি**—তাদের; **অচ্ছিনৎ**—খণ্ড খণ্ড করলেন; **তীক্ষ্ণৈঃ**—তীক্ষ্ণ; **শরৈঃ**—তীর দ্বারা; **এক-একশঃ**—প্রত্যেককে; **ত্রিভিঃ**—তিনটি; **উহ্যমানঃ**—বাহিত হয়ে; **সু-পর্ণেন**—গরুড়ের বিশাল পক্ষ দ্বারা; **পক্ষাভ্যাম্**—তার উভয় পক্ষ দ্বারা; **নিঘ্নতা**—আঘাত করছিল; **গজান্**—হাতিগুলি; **গরুৎ-মতা**—গরুড়ের দ্বারা; **হন্যমানাঃ**—প্রহৃত হয়ে; **তুণ্ড**—তার চঞ্চু দিয়ে; **পক্ষ**—ডানা; **নখৈঃ**—এবং নখ; **গজাঃ**—হাতিগুলি; **পুরম্**—নগরে; **এব**—বস্তুতঃ; **আবিশন্ন**—ভিতরে প্রত্যাবর্তন করা; **আর্তাঃ**—পীড়িত; **নরকঃ**—নরক (ভৌম); **যুধি**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **অযুধ্যত**—যুদ্ধ করতে লাগল; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **বিদ্রাবিতম্**—বিতাড়িত; **সৈন্যম্**—সৈন্য বাহিনী; **গরুড়েন**—গরুড়ের কাছে; **অর্দিতম্**—বিধ্বস্ত; **স্বকম্**—তার।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীহরির দিকে যত অস্ত্রশস্ত্র শত্রুসৈন্যরা নিক্ষেপ করেছিল, হে কুরুশ্রেষ্ঠ, তার প্রতিটিকে তিনটি মাত্র তীক্ষ্ণ বান দিয়ে তিনি বিনষ্ট করেছিলেন। ইতিমধ্যে গরুড় যখন শ্রীভগবানকে বহন করছিলেন, তখন তাঁর পাখা দ্বারা শত্রুর হাতিদের তিনি আঘাত করছিলেন। গরুড়ের পাখা, চঞ্চু ও নখের দ্বারা প্রহৃত হয়ে আহত হাতিগুলি, যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের বিরোধিতা করার জন্য নরকাসুরকে একাকী ফেলে রেখে নগরীতে পালিয়ে গিয়েছিল।

শ্লোক ২০

তং ভৌমঃ প্রাহরচ্ছক্ত্যা বজ্রঃ প্রতিহতো যতঃ ।
নাকম্পত তয়া বিদ্ধো মালাহত ইব দ্বিপঃ ॥ ২০ ॥

তম্—তাঁকে, গরুড়কে; ভৌমঃ—ভৌমাসুর; প্রাহরৎ—আঘাত করল; শক্ত্যা—তার ভল্ল দিয়ে; বজ্রঃ—বজ্র (ইন্দ্রের); প্রতিহতঃ—প্রতিহত; যতঃ—যার দ্বারা; ন অকম্পত—তিনি (গরুড়) কম্পিত হলেন না; তয়া—তাতে; বিদ্ধঃ—আহত; মালা—পুষ্পমাল্য দিয়ে; আহতঃ—আহত; ইব—মতো; দ্বিপঃ—হাতি।

অনুবাদ

ভৌম তার সৈন্যবাহিনীকে পিছু হটতে এবং গরুড়ের কাছে বিধ্বস্ত হতে দেখে একদা ইন্দ্রের বজ্রকে পরাজিত করেছিল যে-ভল্ল, তাই দিয়ে তাকে আক্রমণ করল। কিন্তু সেই মহা অস্ত্রের আঘাতেও গরুড় কিছুমাত্র কম্পিত হলেন না। বস্তুত, ফুলের মালার আঘাতে অবিচল এক হাতীর মতো তিনি অবিচল রইলেন।

শ্লোক ২১

শূলং ভৌমোঽচ্যুতং হন্তুমাদদে বিতথোদ্যমঃ ।
তদ্বিসর্গাৎ পূর্বমেব নরকস্য শিরো হরিঃ ।
অপাহরদ্ গজস্থস্য চক্রেণ ক্ষুরনেমিনা ॥ ২১ ॥

শূলম্—তার ত্রিশূল; ভৌমঃ—ভৌম; অচ্যুতম্—শ্রীকৃষ্ণ; হন্তুম্—হত্যার জন্য; আদদে—গ্রহণ করল; বিতথ—হতাশ; উদ্যমঃ—উদ্যম; তৎ—তা; বিসর্গাৎ—নিক্ষেপ করা; পূর্বম্—পূর্বে; এব—এমনকি; নরকস্য—ভৌমের; শিরঃ—মস্তক; হরিঃ—শ্রীকৃষ্ণ; অপাহরৎ—ছেদন করলেন; গজ—তার হাতির উপরে; স্থস্য—আসীন; চক্রেণ—তাঁর চক্র দিয়ে; ক্ষুর—শাণিত; নেমিনা—ধার।

অনুবাদ

তার সকল প্রচেষ্টায় হতাশ হয়ে ভৌম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হত্যার জন্য তার ত্রিশূল গ্রহণ করল। কিন্তু সেটি সে নিক্ষেপ করার আগেই হাতির উপরে উপবিষ্ট দানবটির মাথা শ্রীভগবান তাঁর ক্ষুরধার চক্র দিয়ে ছেদন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, ভৌম যখন তার অদৃশ্য ত্রিশূলটি তুলে ধরেছিল, তখন শ্রীভগবানের সঙ্গে গরুড় পৃষ্ঠে আসীন সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, "ওকে এক্ষুণি হত্যা কর" এবং শ্রীকৃষ্ণ ঠিক তাই করলেন।

শ্লোক ২২

সকুণ্ডলং চারুকিরীটভূষণং
বভৌ পৃথিব্যাং পতিতং সমুজ্জ্বলম্ ।

হা হেতি সাধ্বিত্যৃষয়ঃ সুরেশ্বরা
মাল্যৈর্মুকুন্দং বিকিরন্ত ঈড়িরে ॥ ২২ ॥

স—সহ; **কুণ্ডলম্**—কুণ্ডল; চারু—আকর্ষণীয়; **কিরীট**—শিরস্ত্রাণ সহ; ভূষণম্—বিভূষিত; **বভৌ**—শোভা পেতে লাগল; **পৃথিব্যাম্**—ভূমিতে; পতিতম্—পতিত; **সমুজ্জ্বলম্**—সমুজ্জ্বল; **হা হা ইতি**—'হায়, হায়!'; **সাধু ইতি**—'সাধু'; **ঋষয়ঃ**—মুনিগণ; **সুর-ঈশ্বরাঃ**—এবং প্রধান দেবতাগণ; **মাল্যৈঃ**—পুষ্প মালা নিয়ে; **মুকুন্দম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **বিকিরন্তঃ**—বর্ষণ করে; **ঈড়িরে**—তাঁরা পূজা করেছিলেন।

অনুবাদ

কুণ্ডল ও মনোরম শিরস্ত্রাণে বিভূষিত ভৌমাসুরের মাথাটি পৃথিবীর মাটিতে পড়ে উজ্জ্বল শোভা বিস্তার করছিল। তখন 'হায়, হায়!' এবং 'সাধু সাধু' রব জেগে উঠলে মুনি-ঋষিরা এবং প্রধান দেবতারা ভগবান মুকুন্দকে পুষ্পমাল্য বর্ষণ করে তাঁর পূজা করলেন।

শ্লোক ২৩

ততশ্চ ভূঃ কৃষ্ণমুপেত্য কুণ্ডলে
প্রতপ্তজাম্বুনদরত্নভাস্বরে ।
সবৈজয়ন্ত্যা বনমালয়ার্পয়ৎ
প্রাচেতসং ছত্রমথো মহামণিম্ ॥ ২৩ ॥

ততঃ—তখন; চ—এবং; ভূঃ—ভূমিদেবী; **কৃষ্ণম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **উপেত্য**—সমীপে উপস্থিত হয়ে; **কুণ্ডলে**—কুণ্ডল দুটি (অদিতির); **প্রতপ্ত**—উজ্জ্বল; **জাম্বুনদ্**—স্বর্ণ; **রত্ন**—রত্নসমূহে; **ভাস্বরে**—শোভিত; স—সহ; **বৈজয়ন্ত্যা**—বৈজয়ন্তী নামে; **বন-মালয়া**—এবং একটি পুষ্পমাল্য; **অর্পয়ৎ**—অর্পণ করলেন; **প্রাচেতসম্**—বরুণের; **ছত্রম্**—ছত্র; **অথ উ**—অতঃপর; **মহা-মণিম্**—মন্দর পর্বতের চূড়া, মণি-পর্বত।

অনুবাদ

ভূমিদেবী তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে এলেন এবং তাঁকে উজ্জ্বল রত্নে সমন্বিত দীপ্তিমান স্বর্ণে নির্মিত অদিতির কুণ্ডল দুটি অর্পণ করলেন। তিনি তাঁকে একটি বৈজয়ন্তী পুষ্পের মালা, বরুণের ছত্র এবং মন্দার পর্বতের চূড়াও প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

অস্তৌষীদথ বিশ্বেশং দেবী দেববরার্চিতম্ ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতা রাজন্ ভক্তিপ্রবণয়া ধিয়া ॥ ২৪ ॥

অস্তৌষীৎ—স্তব করলেন; **অথ**—তারপর; **বিশ্ব**—জগতের; **ঈশম্**—ঈশ্বর; **দেবী**—দেবী; **দেব**—দেবতাদের; **বর**—শ্রেষ্ঠগণ দ্বারা; **অর্চিতম্**—পূজিত; **প্রাঞ্জলিঃ**—কৃতাঞ্জলি হয়ে; **প্রণতা**—প্রণাম নিবেদন করে; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **ভক্তি**—ভক্তি; **প্রবণয়া**—প্রবণ; **ধিয়া**—মানসিকতায়।

অনুবাদ

হে রাজন, অতঃপর দেবী দেবশ্রেষ্ঠগণ দ্বারা অর্চিত জগদীশ্বরকে প্রণাম নিবেদন করে করজোড়ে ভক্তিপূর্ণচিত্তে দণ্ডায়মান হয়ে তাঁর স্তব করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ২৫

ভূমিরুবাচ

নমস্তে দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর ।
ভক্তেচ্ছোপাত্তরূপায় পরমাত্মন্ নমোঽস্তু তে ॥ ২৫ ॥

ভূমিঃ উবাচ—ভূমিদেবী বললেন; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে; **দেব-দেব**—দেবতাদের অধিপতির; **ঈশ**—হে ঈশ্বর; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **চক্র**—চক্র; **গদা**—এবং গদা; **ধর**—হে ধারণকারী; **ভক্ত**—আপনার ভক্তের; **ইচ্ছা**—ইচ্ছা দ্বারা; **উপাত্ত**—যিনি ধারণ করেছেন; **রূপায়**—স্বীয় রূপ; **পরম-আত্মন্**—হে পরমাত্মন; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন; **অস্তু**—করি; **তে**—আপনাকে।

অনুবাদ

ভূমিদেবী বললেন—হে দেবদেবেশ, হে শঙ্খ-চক্র-গদাধারী, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। হে পরমাত্মনে, আপনার ভক্তদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আপনি আপনার বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন। আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি।

শ্লোক ২৬

নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে ।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে ॥ ২৬ ॥

নমঃ—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **পঙ্কজ-নাভায়**—যাঁর উদরের কেন্দ্রে পদ্মসদৃশ বিশেষ আবর্তনবিশিষ্ট নাভি আছে, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **পঙ্কজ-**

মালিনে—যাঁর গলদেশে সর্বদা পদ্মফুলের মালা শোভিত; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **পঙ্কজ-নেত্রায়**—যাঁর দৃষ্টিপাত পদ্মফুলের মতো স্নিগ্ধ; **নমস্তে**—আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **পঙ্কজ-অঙ্ঘ্রয়ে**—যাঁর পদতল পদ্ম চিহ্নাঙ্কিত (এবং তার ফলে তাঁকে বলা হয় চরণপদ্মধারী)।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর, আপনার উদর-কেন্দ্রের নাভিদেশ পদ্মসদৃশ আবর্তে চিহ্নিত, গলদেশে পদ্মের মালা নিয়ত শোভিত, আপনার দৃষ্টিপাত পদ্মের মতো স্নিগ্ধ এবং পাদদ্বয় পদ্ম চিহ্নাঙ্কিত, আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

রাণী কুন্তীও এই একই প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন, যা *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে শ্লোক ২২-এ পাওয়া যায়। এখানে প্রদত্ত শব্দার্থ ও অনুবাদ ঐ শ্লোকে শ্রীল প্রভুপাদের প্রদত্ত শব্দার্থ ও অনুবাদ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, *ভাগবতের* প্রথম ভাগে যদিও কুন্তীদেবীর প্রার্থনার উল্লেখ আছে, কিন্তু এখানে বর্ণিত ঘটনার বহু বৎসর পরে তিনি সেই প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় বিষ্ণবে।
পুরুষায়াদিবীজায় পূর্ণবোধায় তে নমঃ ॥ ২৭ ॥

নমঃ—প্রণাম নিবেদন করি; **ভগবতে**—ভগবান; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **বাসুদেবায়**—ভগবান বাসুদেব, সকল সৃষ্ট জীবের আশ্রয়; **বিষ্ণবে**—সর্বত্র পরিব্যাপ্ত শ্রীবিষ্ণু; **পুরুষায়**—আদিপুরুষ; **আদি**—মূল; **বীজায়**—বীজ; **পূর্ণ**—পূর্ণ; **বোধায়**—জ্ঞান; **তে**—আপনাকে; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি।

অনুবাদ

হে ভগবান বাসুদেব, বিষ্ণু, আদিপুরুষ, আদি বীজ, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। হে সর্বজ্ঞ, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি।

শ্লোক ২৮

অজায় জনয়িত্রেঽস্য ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
পরাবরাত্মন্ ভূতাত্মন্ পরমাত্মন্ নমোঽস্তু তে ॥ ২৮ ॥

অজায়—জন্মরহিত; **জনয়িত্রে**—জনক; **অস্য**—এই জগতের; **ব্রহ্মণে**—ব্রহ্ম; **অনন্ত**—অনন্ত; **শক্তয়ে**—শক্তি; **পর**—উৎকৃষ্টা; **অবর**—এবং নিকৃষ্টা; **আত্মন্**—হে আত্মা; **ভূত**—জীবের; **আত্মন্**—হে আত্মা; **পরম-আত্মন্**—হে সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা; **নমঃ**—প্রণাম; **অস্তু**—নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে।

অনুবাদ

আপনি অনন্তশক্তি, এই জগতের জন্মরহিত জনক, পরম ব্রহ্ম, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। হে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট জীবগণের আত্মা, হে সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি।

শ্লোক ২৯

ত্বং বৈ সিসৃক্ষুরজ উৎকটং প্রভো
তমো নিরোধায় বিভর্ষ্যসংবৃত।
স্থানায় সত্ত্বং জগতো জগৎপতে
কালঃ প্রধানং পুরুষো ভবান্ পরঃ ॥ ২৯ ॥

ত্বম্—আপনি; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **সিসৃক্ষুঃ**—সৃষ্টি করার ইচ্ছায়; **অজঃ**—জন্মরহিত; **উৎকটম্**—উৎকট; **প্রভো**—হে প্রভু; **তমঃ**—তমোগুণ; **নিরোধায়**—বিনাশের জন্য; **বিভর্ষি**—আপনি ধারণ করেন; **অসংবৃতঃ**—অনাবৃত; **স্থানায়**—পালনের জন্য; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **জগতঃ**—জগতের; **জগৎ-পতে**—হে জগদীশ্বর; **কালঃ**—কাল; **প্রধানম্**—জড়া প্রকৃতি (তার প্রকৃত, অভিন্ন অবস্থায়); **পুরুষঃ**—স্রষ্টা (যিনি জড়া প্রকৃতির সঙ্গে ক্রিয়া করেন); **ভবান্**—আপনি; **পরঃ**—স্বতন্ত্র।

অনুবাদ

হে অজ প্রভু, সৃষ্টির ইচ্ছায় আপনি রজোগুণের বিস্তার ও ধারণ করেন। তেমনি যখন আপনি জগতের বিনাশ ইচ্ছা করেন, তখন আপনি তমোগুণ ধারণ করেন এবং পালন করার ইচ্ছায় সত্ত্বগুণ ধারণ করেন। তথাপি আপনি এই সকল গুণ দ্বারা প্রভাবিত হন না। আপনি কাল, প্রকৃতি ও পুরুষ, হে জগদীশ্বর, তবুও আপনি ভিন্ন ও স্বতন্ত্র।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে *জগতঃ* শব্দটি বোঝায় যে, ব্রহ্মাণ্ডের নিরিখে সৃষ্টি, পালন ও বিনাশের ক্রিয়া এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

উৎকটম্ শব্দটি বোঝাচ্ছে যে, কোনও বিশেষ ক্রিয়া যখনই অনুষ্ঠিত হয়, সেটি জগৎ সৃষ্টি, পালন, কিংবা বিনাশ—যাই হোক, সেটির উপরে তখন বিশেষ জড়জাগতিক গুণাবলী প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

শ্লোক ৩০

অহং পয়ো জ্যোতিরথানিলো নভো
মাত্রাণি দেবা মন ইন্দ্রিয়াণি ।
কর্তা মহানিত্যখিলং চরাচরং
ত্বয্যদ্বিতীয়ে ভগবন্নয়ং ভ্রমঃ ॥ ৩০ ॥

অহম্—আমি স্বয়ং (পৃথিবী); **পয়ঃ**—জল; **জ্যোতিঃ**—অগ্নি; **অথ**—এবং; **অনিলঃ**—বায়ু; **নভঃ**—আকাশ; **মাত্রাণি**—বিবিধ ইন্দ্রিয়ের বিষয়াদি (পঞ্চ তন্মাত্রের প্রতিটি সম্বন্ধীয়); **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **মনঃ**—মন; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়াদি; **কর্তা**—অহঙ্কার; **মহান্**—সমগ্র জড় শক্তি (মহত্তত্ত্ব); **ইতি**—এইভাবে; **অখিলম্**—সমস্ত কিছু; **চর**—সচল; **অচরম্**—এবং অচল; **ত্বয়ি**—আপনার মধ্যে; **অদ্বিতীয়ে**—যাঁর কোন দ্বিতীয় নেই; **ভগবান্**—হে ভগবান; **অয়ম্**—এই; **ভ্রমঃ**—মায়া।

অনুবাদ

ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, ইন্দ্রিয়ের বিষয়াদি, দেবতা, মন, ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার এবং মহত্তত্ত্ব আপনার থেকে স্বতন্ত্র—তা ভ্রম মাত্র। হে প্রভু, প্রকৃতপক্ষে সেই সবই অদ্বিতীয় আপনাতে স্থিত।

তাৎপর্য

যদিও ভগবান অদ্বিতীয় এবং তাঁর সৃষ্টি হতে তিনি স্বতন্ত্র, কিন্তু তাঁর সৃষ্টির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই এবং সর্বদা সেই সৃষ্টি তাঁরই মধ্যে বিরাজমান, এই কথা ব্যাখ্যা করে ভূমিদেবী তাঁর স্তুতিতে প্রত্যক্ষভাবে চিন্ময় দর্শনের সূক্ষ্মতা প্রতিপন্ন করেছেন। এইভাবে ভগবান ও তাঁর সৃষ্টি যুগপৎ একই সত্ত্বা অথচ তা ভিন্ন, পাঁচশত বৎসর আগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই ব্যাখ্যা করেছেন।

কোন স্বাতন্ত্র্য ব্যতীত, সব কিছুই ভগবান, এই কথা বলা অর্থহীন, কারণ কোন কিছুই ভগবানের মতো কাজ করতে পারে না। কুকুর, জুতো অথবা মানুষ, কেউই সর্বশক্তিমান বা সর্বজ্ঞ নয়, সেগুলি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিও করে না। অপরপক্ষে, যেহেতু সব কিছুই এক পরম ব্রহ্মেরই অংশ, তাই সব কিছুই এক, এই কথা বলার মধ্যে যথার্থ যুক্তি রয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সূর্য ও সূর্যকিরণের মধ্যে অত্যন্ত উপযোগী উপমাটি দিয়েছেন। সূর্য এবং তার কিরণ একই বস্তু, কারণ সূর্য এক দিব্যদেহ যা কিরণ প্রদান করে। অপরপক্ষে, কেউ নিশ্চিতভাবে সূর্য গ্রহ ও সূর্য কিরণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। তাই ভগবানের সৃষ্টির সঙ্গে একই সাথে তাঁর অভিন্নতা এবং ভিন্নতা, প্রকৃত সত্যেরই চূড়ান্ত ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা। যা কিছু

বর্তমান, তা সকলই ভগবানের শক্তি এবং তবুও তিনি তাঁর উৎকৃষ্টাশক্তিস্বরূপ জীবকুলকে স্বাধীন ইচ্ছা প্রদান করেন, যাতে তাদের নৈতিক ও পারমার্থিক সিদ্ধান্ত ও আচরণের জন্য তারা দায়ী হতে পারে।

এই সামগ্রিক পারমার্থিক বিজ্ঞান সুস্পষ্টভাবেই যুক্তি সহকারে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩১

তস্যাত্মজোঽয়ং তব পাদপঙ্কজং
ভীতঃ প্রপন্নার্তিহরোপসাদিতঃ ।
তৎ পালয়ৈনং কুরু হস্তপঙ্কজং
শিরস্যমুষ্যাখিলকল্মষাপহম্ ॥ ৩১ ॥

তস্য—তার (ভৌমাসুরের); **আত্ম-জঃ**—পুত্র; **অয়ম্**—এই; **তব**—আপনার; **পাদ**—চরণদ্বয়; **পঙ্কজম্**—পদ্মসদৃশ; **ভীতঃ**—ভীত; **প্রপন্ন**—শরণাগত; **আর্তি**—আর্তি; **হর**—হে হরণকারী; **উপসাদিতঃ**—উপস্থিত করেছি; **তৎ**—তাই; **পালয়**—দয়া করে রক্ষা করুন; **এনম্**—তাকে; **কুরু**—স্থাপন করুন; **হস্ত-পঙ্কজম্**—আপনার করকমল; **শিরসি**—মস্তকে; **অমুষ্য**—তার; **অখিল**—সকল; **কল্মষ**—পাপরাশি; **অপহম্**—বিনাশকারী।

অনুবাদ

এই হচ্ছে ভৌমাসুরের পুত্র। ভয়ভীত হয়ে সে আপনার পাদপদ্মে উপস্থিত হয়েছে, কারণ আপনার শরণাগতের সকল ক্লেশ আপনি দূরীভূত করেন। কৃপা করে তাকে আপনি রক্ষা করুন। সকল পাপনাশকারী আপনার করকমল তার মস্তকে স্থাপন করুন।

তাৎপর্য

সাম্প্রতিক সকল ভয়ঙ্কর ঘটনায় ভীত তার পৌত্রের জন্য ভূমিদেবী এখানে সুরক্ষা প্রার্থনা করছে।

শ্লোক ৩২

শ্রীশুক উবাচ

ইতি ভূম্যার্থিতো বাগ্‌ভির্ভগবান্ ভক্তিনম্রয়া ।
দত্ত্বাভয়ং ভৌমগৃহং প্রাবিশৎ সকলর্দ্ধিমৎ ॥ ৩২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **ভূমি**—ভূমিদেবী দ্বারা; **অর্থিতঃ**—প্রার্থিত; **বাগ্‌ভিঃ**—এই সকল কথায়; **ভগবান্**—ভগবান; **ভক্তি**—ভক্তিযুক্তা; **নম্রয়া**—নম্র; **দত্তা**—প্রদান করে; **অভয়ম্**—সাহস; **ভৌম-গৃহম্**—ভৌমাসুরের গৃহে; **প্রাবিশৎ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **সকল**—সকল; **ঋদ্ধি**—ঐশ্বর্য সমন্বিত; **মৎ**—সমৃদ্ধি।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে ভক্তিবিনম্র বচনে ভূমিদেবীর প্রার্থনায় তার পৌত্রকে শ্রীভগবান অভয় দিলেন এবং তারপর ভৌমাসুরের সকল প্রকার ঐশ্বর্যে পূর্ণ প্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ৩৩

তত্র রাজন্যকন্যানাং ষট্‌সহস্রাধিকাযুতম্ ।
ভৌমাহৃতানাং বিক্রম্য রাজভ্যো দদৃশে হরিঃ ॥ ৩৩ ॥

তত্র—সেখানে; **রাজন্য**—রাজার; **কন্যানাম্**—কন্যাদের; **ষট্-সহস্র**—ছয় হাজার; **অধিক**—অধিক; **অযুতম্**—দশ হাজার; **ভৌম**—ভৌম দ্বারা; **আহৃতানাম্**—আহৃত; **বিক্রম্য**—বলপূর্বক; **রাজভ্যঃ**—রাজাদের থেকে; **দদৃশে**—দর্শন করলেন; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

সেখানে বিভিন্ন রাজাদের কাছ থেকে ভৌম বলপূর্বক যে ষোল হাজার রাজকন্যাদের ধরে নিয়ে এসেছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাদের দেখতে পেলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী *বিষ্ণুপুরাণে* (৫/২৯/৩১) ঋষি পরাশরের উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণ দিয়েছেন যে, প্রকৃতপক্ষে ভৌমের কারাগারে ১৬,১০০ রাজকন্যা বন্দী ছিল—

কন্যাপুরে স কন্যানাং ষোড়শাতুল্য বিক্রমঃ ।
শতাধিকানি দদৃশে সহস্রাণি মহামতে ॥

"হে মহামতী, কন্যা-আবাসে ভগবান অনন্তবিক্রম ষোলহাজার একশত রাজকন্যা দেখতে পেয়েছিলেন।"

বিষ্ণুপুরাণের (৫/২৯/৯) আরেকটি প্রাসঙ্গিক শ্লোক এই রকম—

দেবসিদ্ধাসুরাদীনাং নৃপানাং চ জনার্দন ।
হৃত্বা হি সোঽসুরঃ কন্যা রুরোধ নিজমন্দিরে ॥

"হে জনার্দন, রাজা, অসুর, সিদ্ধ, দেবতাদের অবিবাহিতা কন্যাদের দানব (ভৌমাসুর) অপহরণ করেছিল এবং তার প্রাসাদে তাদের বন্দী করেছিল।"

শ্লোক ৩৪

তং প্রবিষ্টং স্ত্রিয়ো বীক্ষ্য নরবর্যং বিমোহিতাঃ ।
মনসা বব্রিরেঽভীষ্টং পতিং দৈবোপসাদিতম্ ॥ ৩৪ ॥

তম্—তাঁকে; **প্রবিষ্টম্**—প্রবিষ্ট; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণীগণ; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **নর**—মনুষ্য; **বর্যম্**—পরমশ্রেষ্ঠ; **বিমোহিতাঃ**—বিমোহিতা; **মনসা**—তাঁদের মনে; **বব্রিরে**—বরণ করলেন; **অভীষ্টম্**—অভীষ্ট; **পতিম্**—তাঁদের পতিরূপে; **দৈব**—ভাগ্য দ্বারা; **উপসাদিতম্**—আনীত।

অনুবাদ

পরম নরশ্রেষ্ঠকে প্রবেশ করতে দেখে রমণীগণ বিমোহিতা হয়েছিলেন। দৈব ক্রমে উপনীত তাঁদের পতিরূপে মনে মনে তাঁরা প্রত্যেকে তাঁকে বরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

ভূয়াৎ পতিরয়ং মহ্যং ধাতা তদনুমোদতাম্ ।
ইতি সর্বাঃ পৃথক্ কৃষ্ণে ভাবেন হৃদয়ং দধুঃ ॥ ৩৫ ॥

ভূয়াৎ—হউন; **পতিঃ**—পতি; **অয়ম্**—তিনি; **মহ্যম্**—আমার; **ধাতা**—বিধাতা; **তৎ**—তা; **অনুমোদতাম্**—অনুমোদন করুন; **ইতি**—এইভাবে; **সর্বাঃ**—তাঁদের সকলে; **পৃথক্**—পৃথকভাবে; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; **ভাবেন**—ভেবে; **হৃদয়ম্**—তাঁদের হৃদয়; **দধুঃ**—সমর্পণ করেছিলেন।

অনুবাদ

"এই পুরুষকে দৈব যেন আমার পতিরূপে অনুমোদন করেন" এই ভাবনায় প্রত্যেক রাজকন্যা শ্রীকৃষ্ণের গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন।

শ্লোক ৩৬

তাঃ প্রাহিণোৎ দ্বারবতীং সুমৃষ্টবিরজোঽম্বরাঃ ।
নরযানৈর্মহাকোশান্ রথাশ্বান্ দ্রবিণং মহৎ ॥ ৩৬ ॥

তাঃ—তাদের; **প্রাহিণোৎ**—তিনি প্রেরণ করলেন; **দ্বারবতীম্**—দ্বারকায়; **সুমৃষ্ট**—সুপরিচ্ছন্ন; **বিরজঃ**—নির্মল; **অম্বরাঃ**—বসনযুক্তা; **নর-যানৈঃ**—মনুষ্যবাহিত যান দ্বারা

(পালকি); মহা—মহা; কোশান্—কোষ; রথ—রথ; অশ্বান্—এবং অশ্বসমূহ; দ্রবিণম্—সম্পদ; মহৎ—অপ্রতুল।

অনুবাদ

সুপরিচ্ছন্ন নির্মল বসন পরিহিতা রাজকন্যাদের শ্রীভগবান গ্রহণ করলেন এবং তাঁদের মহাকোষ রথ, অশ্ব ও অন্যান্য সম্পদ সহ শিবিকাযোগে দ্বারকায় প্রেরণ করলেন।

শ্লোক ৩৭

ঐরাবতকুলেভাংশ্চ চতুর্দন্তাংস্তরস্বিনঃ ।
পাণ্ডুরাংশ্চ চতুঃষষ্টিং প্রেরয়ামাস কেশবঃ ॥ ৩৭ ॥

ঐরাবত—ইন্দ্রদেবের বাহন ঐরাবত; কুল—বংশজ; ইভান্—হস্তী; চ—ও; চতুঃ—চারটি; দন্তান্—দন্ত বিশিষ্ট; তরস্বিনঃ—বেগবান; পাণ্ডুরান্—শ্বেত; চ—এবং; চতুঃ-ষষ্টিম্—চৌষট্টিটি; প্রেরয়াম্ আস—প্রেরণ করলেন; কেশবঃ—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

চারটি দাঁত বিশিষ্ট ঐরাবত বংশজ চৌষট্টিটি বেগবান শ্বেত হস্তীও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রেরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৮-৩৯

গত্বা সুরেন্দ্রভবনং দত্ত্বাদিত্যৈ চ কুণ্ডলে ।
পূজিতস্ত্রিদশেন্দ্রেণ মহেন্দ্রাণ্যা চ সপ্রিয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
চোদিতো ভার্যয়োৎপাট্য পারিজাতং গরুত্মতি ।
আরোপ্য সেন্দ্রান্ বিবুধান্ নির্জিত্যোপানয়ৎপুরম্ ॥ ৩৯ ॥

গত্বা—গমন করে; সুর—দেবতাদের; ইন্দ্র—রাজার; ভবনম্—আলয়ে; দত্ত্বা—প্রদান করলেন; আদিত্যৈ—ইন্দ্রের মাতা অদিতিকে; চ—এবং; কুণ্ডলে—তাঁর কুণ্ডলদ্বয়; পূজিতঃ—পূজিত হলেন; ত্রিদশ—ত্রিশ জনের (প্রধান দেবতা); ইন্দ্রেণ—প্রধান দ্বারা; মহা-ইন্দ্রাণ্যা—ইন্দ্রের পত্নীর দ্বারা; চ—এবং; সহ—সহ; প্রিয়ঃ—তাঁর প্রিয়তমা (রাণী সত্যভামা); চোদিতঃ—অনুরোধে; ভার্যয়া—তাঁর পত্নী দ্বারা; উৎপাট্য—উৎপাটন করে; পারিজাতম্—পারিজাত বৃক্ষ; গরুত্মতি—গরুড়ের উপরে; আরোপ্য—স্থাপন করে; স-ইন্দ্রান্—ইন্দ্র সহ; বিবুধান্—দেবতাগণ; নির্জিত্য—পরাজিত করে; উপানয়ৎ—তিনি নিয়ে এলেন; পুরম্—তাঁর নগরীতে।

অনুবাদ

এরপর শ্রীভগবান দেবরাজ ইন্দ্রের আলয়ে গেলেন এবং মাতা অদিতিকে তাঁর কুণ্ডল দুটি প্রদান করলেন, সেখানে ইন্দ্র ও তাঁর পত্নী, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর প্রিয়তমা ভার্যা সত্যভামাকে অর্চনা করলেন। অতঃপর সত্যভামার অনুরোধে শ্রীভগবান স্বর্গের পারিজাত বৃক্ষ উৎপাটন করে তা গরুড়ের পৃষ্ঠে রাখলেন। ইন্দ্র ও অন্যান্য সকল দেবতাদের পরাজিত করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নগরীতে পারিজাত নিয়ে এসেছিলেন।

শ্লোক ৪০

স্থাপিতঃ সত্যভামায়া গৃহোদ্যানোপশোভনঃ ।
অন্বগুর্ভ্রমরাঃ স্বর্গাৎ তদ্‌গন্ধাসবলম্পটাঃ ॥ ৪০ ॥

স্থাপিতঃ—স্থাপন করলেন; **সত্যভামায়াঃ**—সত্যভামার; **গৃহ**—গৃহের; **উদ্যান**—বাগান; **উপশোভনঃ**—শোভার জন্য; **অন্বগুঃ**—অনুগমন করেছিল; **ভ্রমরাঃ**—ভ্রমর; **স্বর্গাৎ**—স্বর্গ হতে; **তৎ**—তার; **গন্ধ**—গন্ধ; **আসব**—এবং মধু; **লম্পটাঃ**—লোভী।

অনুবাদ

রোপিত হওয়ামাত্রই পারিজাত বৃক্ষটি রাণী সত্যভামার প্রাসাদের বাগান শোভিত করেছিল। তার গন্ধ ও মধু আস্বাদনের লোভে স্বর্গের সকল দিক হতে ভ্রমরেরা বৃক্ষটির দিকে ছুটে ছিল।

শ্লোক ৪১

যযাচ আনম্য কিরীটকোটিভিঃ
পাদৌ স্পৃশন্নচ্যুতমর্থসাধনম্ ।
সিদ্ধার্থঃ এতেন বিগৃহ্যতে মহান্
অহো সুরাণাং চ তমো ধিগাঢ্যতাম্ ॥ ৪১ ॥

যযাচ—তিনি (ইন্দ্র) প্রার্থনা করেছিলেন; **আনম্য**—প্রণত হয়ে; **কিরীট**—তাঁর মুকুটের; **কোটিভিঃ**—শীর্ষভাগ দ্বারা; **পাদৌ**—তাঁর পাদদ্বয়; **স্পৃশন্**—স্পর্শ করে; **অচ্যুতম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **অর্থ**—তাঁর (ইন্দ্রের) উদ্দেশ্য; **সাধনম্**—যিনি পূর্ণ করেছিলেন; **সিদ্ধ**—পূর্ণ; **অর্থঃ**—যাঁর উদ্দেশ্য; **এতেন**—তাঁর সঙ্গে; **বিগৃহ্যতে**—তিনি যুদ্ধ করলেন; **মহান্**—মহাত্মা; **অহো**—বস্তুতঃ; **সুরাণাম্**—দেবতাদের; **চ**—এবং; **তমঃ**—অজ্ঞতা; **ধিক্**—নিন্দনীয়; **আঢ্যতাম্**—তাদের সম্পদের জন্য।

অনুবাদ

ইন্দ্র তাঁর মুকুটের শীর্ষভাগ দ্বারা ভগবান অচ্যুতের পাদস্পর্শ করে তাঁর প্রণাম নিবেদন করলেও এবং শ্রীভগবানের কাছে তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য প্রার্থনা জানালেও, সেই দেবশ্রেষ্ঠ তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার পর শ্রীভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করাই মনস্থ করেছিলেন। দেবতাদের মধ্যে এ কী অজ্ঞতা! তাঁদের ঐশ্বর্যকে ধিক!

তাৎপর্য

সকলেই জানে, জাগতিক সম্পদ ও ক্ষমতার মধ্যে ঔদ্ধত্য সৃষ্টির প্রবণতা থাকে এবং তাই কোনও ঐশ্বর্যময় জীবন কখনও নরকে যাবার প্রশস্ত পথ হয়ে উঠতেও পারে।

শ্লোক ৪২

অথো মুহূর্ত একস্মিন্ নানাগারেষু তাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
যথোপযেমে ভগবান্ তাবদ্রূপধরোঽব্যয়ঃ ॥ ৪২ ॥

অথ উ—এবং অতঃপর; **মুহূর্তে**—পবিত্র সময়ে; **একস্মিন্**—একই; **নানা**—বিভিন্ন; **আগারেষু**—বাসগৃহে; **তাঃ**—সেই সকল; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণীগণ; **যথা**—যথাযথভাবে; **উপযেমে**—বিবাহ করলেন; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **তাবৎ**—সেই বহু; **রূপ**—রূপ; **ধরঃ**—ধারণ করে; **অব্যয়ঃ**—অবিনাশী।

অনুবাদ

অতঃপর অব্যয় পরমেশ্বর শ্রীভগবান, প্রতিটি বধূর কাছে ভিন্ন ভিন্ন নিজ রূপ প্রকাশ করে, একই সময়ে সকল রাজকন্যাকে, প্রত্যেকের নিজ নিজ প্রাসাদে, যথাবিহিত বিবাহ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর বর্ণনা অনুযায়ী, এখানে *যথা* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, প্রতিটি বিবাহই যথাবিহিত সম্পন্ন হয়েছিল। এর অর্থ এই যে, শ্রীভগবানের মা দেবকীসহ সকল আত্মীয় স্বজনই প্রতিটি প্রাসাদে এবং প্রতিটি বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। যেহেতু এই সমস্ত বিবাহ যুগপৎ একই সময়ে ঘটেছিল, তাই এই ঘটনার মাধ্যমে নিশ্চিতরূপে শ্রীভগবানের অচিন্তনীয় শক্তির প্রকাশ হয়েছিল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন কোনও কাজ করেন, তখন তিনি সেগুলি সুসম্পন্ন করেন। তাই মোটেই বিস্ময়কর নয় যে, শ্রীভগবান যুগপৎ একই সঙ্গে ১৬,১০০ রাজপ্রাসাদে অনুষ্ঠিত ১৬,১০০ বিবাহ অনুষ্ঠানে, প্রতিটি প্রাসাদে তাঁর সকল আত্মীয়স্বজন নিয়েই

উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, এইভাবেই পরমেশ্বর ভগবানের সব কাজ হয়ে থাকে, এটাই মানুষ প্রত্যাশা করে থাকে। যাই হোক, তিনি তো একজন সাধারণ মানুষ নন।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী আরও বর্ণনা করছেন যে, এই বিশেষ অনুষ্ঠানে শ্রীভগবান তাঁর প্রতিটি প্রাসাদে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন। পরোক্ষভাবে, বিবাহ ব্রতে অংশগ্রহণের জন্য তাঁর সকল প্রাসাদে তিনি অভিন্ন রূপ প্রকাশ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৩

গৃহেষু তাসামনপায্যতর্ককৃৎ
নিরস্তসাম্যাতিশয়েষ্বস্থিতঃ ।
রেমে রমাভির্নিজকামসংপ্লুতো
যথেতরো গার্হকমেধিকাংশ্চরন্ ॥ ৪৩ ॥

গৃহেষু—গৃহে; **তাসাম্**—তাদের; **অনপায়ী**—কখনও ত্যাগ না করে; **অতর্ক**—অচিন্তনীয়; **কৃৎ**—ক্রিয়া সম্পাদন করলেন; **নিরস্ত**—যা খণ্ডন করে; **সাম্য**—সমতা; **অতিশয়েষু**—এবং অতিশয়তা; **অবস্থিতঃ**—অবস্থিত হয়ে; **রেমে**—তিনি উপভোগ করলেন; **রমাভিঃ**—সেই মনোরম রমণীগণের সঙ্গে; **নিজ**—তাঁর আপন; **কাম**—আনন্দে; **সম্প্লুতঃ**—মগ্ন; **যথা**—যেমন; **ইতরঃ**—যে কোন মানুষ; **গার্হক-মেধিকান্**—গৃহস্থ জীবনের কর্তব্যসমূহ; **চরন্**—আচরণ করলেন।

অনুবাদ

অচিন্ত্যচরিত শ্রীভগবান তাঁর মহিষীদের প্রাসাদগুলির প্রত্যেকটিতেই নিয়ত বিরাজ করেছিলেন, আর সেই প্রাসাদগুলি ছিল অন্য যে কোনও বাসভবনের চেয়ে অতুলনীয় এবং অতি শ্রেষ্ঠ। আপন সত্তায় সদাসর্বদা পূর্ণতৃপ্ত হলেও, তিনি সেখানে তাঁর রমণীয়া পত্নীদের সাথে যথাযথভাবেই তৃপ্তি উপভোগ করেছিলেন, এবং একজন সাধারণ স্বামীর মতোই তিনি তাঁর গার্হস্থ্য কর্তব্যকর্ম পালন করেছিলেন।

তাৎপর্য

অতর্ককৃৎ শব্দটি এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। তর্ক 'যুক্তিবিদ্যা' এবং অতর্ক 'যা যুক্তিবিদ্যার অতীত'। যা জড় যুক্তিবিদ্যার অতীত, শ্রীভগবান তা সম্পাদন (কৃৎ) করতে পারেন এবং তাই তিনি অচিন্তনীয়। তবুও, যারা তাঁর শরণাগত, তাদের পক্ষে শ্রীভগবানের কার্যকলাপ যথেষ্ট পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করা বা অবগত হওয়া সম্ভব হতেও পারে। শ্রীভগবানের প্রতি প্রেমময়ী পরম বিশ্বস্ত সেবারূপ ভক্তির এই হল গূঢ় তত্ত্ব।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলছেন যে, শ্রীভগবান সাধারণ গৃহস্থালী কর্তব্য করার জন্য বাইরে যাওয়া ব্যতীত সর্বদা গৃহেই ছিলেন। আর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন, যে, বৈকুণ্ঠ ধামে শ্রীভগবান নারায়ণ যেহেতু কেবলমাত্র লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গ উপভোগ করেন এবং দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ সহস্র রাণীর সঙ্গ উপভোগ করেন, তাই দ্বারকা অবশ্যই বৈকুণ্ঠের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়া উচিত। এই বিষয়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *স্কন্দ পুরাণ* থেকে নিম্নোক্ত স্তবকটিও উদ্ধৃত করেছেন—

"ষোড়শৈব সহস্রাণি গোপ্যস্তত্র সমাগতাঃ ।
হংস এবমতঃ কৃষ্ণঃ পরমাত্মা জনার্দনঃ ॥
তস্যৈতাঃ শক্তয়ো দেবি ষোড়শৈব প্রকীর্তিতাঃ ।
চন্দ্ররূপী মতঃ কৃষ্ণঃ কলারূপাস্তু তাঃ স্মৃতাঃ ॥
সম্পূর্ণমণ্ডলা তাসাং মালিনী ষোড়শী কলা ।
ষোড়শৈব কলা যাস্তু গোপীরূপা বরাঙ্গনে ॥
একৈকশস্তাঃ সংভিন্নাঃ সহস্রেণ পৃথক্ পৃথক্ ।

"সেই স্থানে ষোড়শ সহস্র গোপী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সমবেত হয়েছিলেন, যাঁকে পরম, পরমাত্মা, সকল জীবের আশ্রয় বিবেচনা করা হয়। হে দেবী, এই সকল গোপীগণ তাঁর ষোড়শ শক্তি রূপে খ্যাত। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের মতো, গোপীগণ তাঁর ষোল কলা রূপেরই মতো এবং গোপীরা মিলিতভাবে পূর্ণচন্দ্রের ষোল কলার মতো। ষোলটি দলের গোপীগণের প্রত্যেকটি এক সহস্র অংশে বিভাজিত।"

পদ্ম পুরাণের কার্তিক মাহাত্ম্য অংশ থেকে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও উদ্ধৃতি দিয়েছেন—*কৈশোরে গোপকন্যাস্তা যৌবনে রাজকন্যকাঃ।* "তাঁদের প্রথম যৌবনে যাঁরা গোপ-কন্যা ছিলেন, পরিণত বয়সে তাঁরাই রাজকন্যা হয়েছিলেন।" আচার্য আরও বলেছেন, "তাই, ঠিক যেমন দ্বারকাধীশ পরম পূর্ণ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরের অংশপ্রকাশ, তেমনি তাঁর প্রধানা রাণীগণও তাঁর পরমপূর্ণ হ্লাদিনী শক্তি, গোপীগণের পূর্ণ প্রকাশ।"

শ্লোক ৪৪

ইত্থং রমাপতিমবাপ্য পতিং স্ত্রিয়স্তা
ব্রহ্মাদয়োঽপি ন বিদুঃ পদবীং যদীয়াম্ ।
ভেজুর্মুদাবিরতমেধিতয়ানুরাগ-
হাসাবলোকনবসঙ্গমজল্পলজ্জাঃ ॥ ৪৪ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **রমা-পতিম্**—লক্ষ্মীদেবীর পতি; **অবাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **পতিম্**—তাদের নিজেদের পতিরূপে; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণীগণ; **তাঃ**—তাদের; **ব্রহ্মা-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতাগণ; **অপি**—এমন কি; **ন বিদুঃ**—অবগত নন; **পদবীম্**—প্রাপ্ত হওয়ার উপায়; **যদীয়াম্**—যাঁকে; **ভেজুঃ**—অংশগ্রহণ করেছিলেন; **মুদা**—আনন্দের সঙ্গে; **অবিরতম্**—অবিরত; **এধিতয়া**—বর্ধিত; **অনুরাগ**—প্রেমময়ী আকর্ষণ; **হাস**—হাস্য; **অবলোক**—অবলোকন; **নব**—নব; **সঙ্গম**—সঙ্গম; **জল্প**—নাটকীয় কথোপকথন; **লজ্জাঃ**—এবং লজ্জা।

অনুবাদ

যদিও ব্রহ্মার মতো মহান দেবতারাও কিভাবে লক্ষ্মীপতির কাছে যাবেন, তা জানেন না, তবু সেই রমণীগণ লক্ষ্মীপতিকে তাঁদের পতিরূপে এইভাবেই পেয়েছিলেন। ক্রমবর্ধমান আনন্দের সঙ্গে তাঁরা তাঁর প্রতি অনুরাগ, তাঁর সঙ্গে সহাস্য দৃষ্টি বিনিময়, এবং তাঁর সঙ্গে পারস্পরিক সান্নিধ্য-সঙ্গম, হাস্য-পরিহাস ও রমণীসুলভ লাজলজ্জা উপভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৫

প্রত্যুদ্গমাসনবরার্হণপাদশৌচ-
তাম্বুলবিশ্রমণবীজনগন্ধমাল্যৈঃ ।
কেশপ্রসারশয়নস্নপনোপহার্যৈঃ
দাসীশতা অপি বিভোর্বিদধুঃ স্ম দাস্যম্ ॥ ৪৫ ॥

প্রত্যুদ্গম—কাছে এসে; **আসন**—আসন প্রদান করে; **বর**—প্রথম শ্রেণী; **অর্হণ**—পূজা করা; **পদ**—তাঁর পাদদ্বয়; **শৌচ**—ধৌত করা; **তাম্বুল**—সুপারি প্রদান করা; **বিশ্রমণ**—তাঁকে বিশ্রাম করতে সাহায্য করা (তাঁর পাদমর্দন করে); **বীজন**—বাতাস করা; **গন্ধ**—সুগন্ধ দ্রব্য প্রদান করে; **মাল্যৈঃ**—এবং ফুলের মালা; **কেশ**—তাঁর চুল; **প্রসার**—প্রসাধন করা; **শয়ন**—বিছানায় শায়িত করানো; **স্নপন**—স্নান করানো; **উপহার্যৈঃ**—এবং উপহার প্রদানের দ্বারা; **দাসী**—দাসীরা; **শতাঃ**—শত শত রয়েছে; **অপি**—তবুও; **বিভোঃ**—সর্বশক্তিমান শ্রীভগবানের জন্য; **বিদধুঃ স্ম**—তাঁরা সম্পাদন করেছিলেন; **দাস্যম্**—সেবা।

অনুবাদ

যদিও শ্রীভগবানের রাণীদের প্রত্যেকেরই শত শত দাসী রয়েছে, তবু তাঁরা বিনীতভাবে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে আসন প্রদান করে, উত্তম উপচার সামগ্রী

দিয়ে তাঁর পূজা করে, তাঁর পাদপ্রক্ষালন ও পাদসম্বাহন করে, তাঁকে পান চর্বণ করতে দিয়ে, তাঁকে বাতাস করে, তাঁকে সুগন্ধি চন্দন লেপন করে, ফুল মালায় তাঁকে বিভূষিত করে, তাঁর কেশপ্রসাধন করে দিয়ে, তাঁর শয্যা রচনা করে, তাঁকে স্নান করিয়ে এবং তাঁকে নানাবিধ উপহার প্রদান করে, নিজ হাতে শ্রীভগবানের সেবা করতে পছন্দ করতেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'নরকাসুর বধ' নামক একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ষষ্টিতম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাণী রুক্মিণীকে উত্ত্যক্ত করলেন

কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস বাক্যে রাণী রুক্মিণীর ক্রোধ প্ররোচিত করেন এবং পরে তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করে প্রেমিক-প্রেমিকার কলহের মাধুর্য প্রদর্শন করেছিলেন, তা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ রাণী রুক্মিণীর শয়নকক্ষে যখন স্বচ্ছন্দে উপবেশন করেছিলেন, তখন রুক্মিণীদেবী এবং তাঁর দাসীবৃন্দ নানাভাবে তাঁর সেবা করছিলেন। রুক্মিণীদেবী সর্বদা যেভাবেই হোক শ্রীকৃষ্ণের মনোভাব মানিয়ে চলতেন। এই দিনটিতে রুক্মিণীদেবীর নিষ্কলুষ সৌন্দর্য লক্ষ্য করে শ্রীভগবান তাঁকে উত্ত্যক্ত করে বলতে শুরু করলেন—"ইতিপূর্বে অনেক সম্পদশালী রাজা রূপে-গুণে যারা তোমার যোগ্য, তোমাকে বিবাহ করতে চেয়েছিল। বাস্তবিকই, তোমার পিতা ও ভ্রাতা তোমাকে শিশুপালের সঙ্গে বিবাহ দিতেই ইচ্ছুক ছিলেন। তা হলে তুমি কেন আমার মতো একজন অযোগ্য স্বামী গ্রহণ করলে, যে একবার তার রাজ্য ত্যাগ করে জরাসন্ধের ভয়ে সমুদ্রে পালিয়ে গিয়েছিল? তা ছাড়া আমি জাগতিক নীতি লঙ্ঘন করে থাকি এবং যেহেতু আমি নিষ্কিঞ্চন, তাই অন্যান্য নিঃস্ব মানুষদের কাছেই আমি প্রিয়। অবশ্যই স্বচ্ছল লোকেরা আমার মতো কাউকে খাতির করবে না।

"যখন কোনও পুরুষ ও নারীর দুজনেরই সমান সামাজিক মর্যাদা, প্রভাব, দেহ সৌন্দর্য ইত্যাদি থাকে, তখন তাদের মধ্যে বিবাহ বা বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু অদূরদর্শিতার ফলে তুমি এমন একজন স্বামী গ্রহণ করেছ, যার কোনও গুণ নেই আর যাকে ভিখারীরাই ভালবাসে। এরচেয়ে তুমি যদি একজন বিশিষ্ট যোদ্ধাকে বিবাহ করতে, তাহলে এই জন্মে এবং পর জন্মেও তুমি সুখী হতে পারতে। তোমার ভাই এবং শিশুপালের মতো রাজারা সকলেই আমাকে ঘৃণা করে এবং কেবলমাত্র তাদের অহংকার চূর্ণ করার জন্যই আমি তোমাকে অপহরণ করেছিলাম। কিন্তু আমি আত্মসন্তুষ্ট এবং সমস্ত জড়জাগতিক বিষয়ের ঊর্ধ্বে পরম পুরুষোত্তম ভগবান বলেই দেহ, গৃহ, পত্নী ও পুত্রদের মতো ব্যাপারে আমি উদাসীন।"

তিনি যে তাঁর পতির প্রিয়তমা, রুক্মিণীদেবীর এই নিশ্চিত ধারণার বিনাশ করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কথা থামালেন। রুক্মিণীদেবী কাঁদতে শুরু করলেন এবং শীঘ্রই

অতিশয় ভয়, দুঃখ ও শোকে বিহ্বল হয়ে মুর্ছিতা হলেন। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে, রুক্মিণীদেবী তাঁর পরিহাসকে ভুল বুঝেছেন আর তাই তিনি তাঁর প্রতি অনুকম্পা অনুভব করলেন। তিনি তাঁকে ভূমি থেকে তুললেন এবং তাঁর মুখমণ্ডলে স্নেহভরে হাত বুলিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন—"আমি জানি তুমি আমার প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনুরক্তা। কেবলমাত্র তোমার সুন্দর ভ্রুকুটি শোভিত মুখপদ্ম দর্শন করার জন্য আমি তোমাকে উত্ত্যক্ত করছিলাম। প্রিয়তমার সঙ্গে পরিহাস করাই তো গৃহস্থের সর্বোচ্চ আনন্দ।"

এই সকল কথা রুক্মিণীর প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ভয় দুর করেছিল। শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছিলেন তা পরিহাসমাত্র তা লক্ষ্য করে, তিনি বললেন, 'আমাদের দুজনের পারস্পরিক অযোগ্যতার বিষয়ে আপনি যা বলেছেন, তা সত্যি। কেননা কেউই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই প্রধান বিগ্রহের সর্বশক্তিমান অধীশ্বর আপনার সমান নয়।" শ্রীকৃষ্ণ নিজের মর্যাদার হানিকর যা কিছু বলেছিলেন, তা প্রকৃতপক্ষে কিভাবে তাঁর মহিমারই বর্ণনা ছিল, রুক্মিণী তা বোঝাতে থাকলেন।

অতঃপর গভীর প্রীতি সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে বললেন, "আমি আমার পরিহাস বাক্যের দ্বারা তোমার মন ক্ষোভিত করতে চাইনি; বরং তোমার পবিত্রতার শক্তি আমি দেখাতে চেয়েছিলাম। যারা আমার কাছে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ও সংসার জীবনের সুখের জন্য প্রার্থনা করে, তারা আমার মায়াশক্তি দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে মাত্র। এই ধরনের মানুষ নীচকুলে জন্ম গ্রহণ করবে। দুষ্ট আকাঙ্ক্ষা যুক্ত সাধারণ নারী কখনও তোমার মতো বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমার পূজা করতে পারে না। তোমার বিবাহের সময় তুমি কোনও রাজকীয় পাত্রের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করনি, বরং তুমি আমার জন্য এক ব্রাহ্মণ বার্তাবহকে প্রেরণ করেছিলে। তাই তুমি আমার সকল পত্নীগণের মধ্যে নিশ্চিতভাবেই পরম প্রিয়।"

এইভাবে জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীরূপী লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে পরিহাস করে আনন্দ লাভ করেছিলেন এবং একইভাবে তাঁর অন্যান্য রাণীদের প্রতিটি প্রাসাদে তিনি একজন গৃহস্থের সকল কর্তব্য সমাধা করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

কর্হিচিৎ সুখমাসীনং স্বতল্পস্থং জগদ্গুরুম্ ।
পতিং পর্যচরদ্ ভৈষ্মী ব্যজনেন সখীজনৈঃ ॥ ১ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ—শুকদেব গোস্বামী, বাদরায়ণ বেদব্যাসের পুত্র; **উবাচ**—বললেন; **কর্হিচিৎ**—কোন এক সময়; **সুখম্**—সুখে; **আসীনম্**—উপবেশন করে; **স্ব**—তাঁর; **তল্প**—শয্যা; **স্থম্**—অবস্থিত; **জগৎ**—জগতের; **গুরুম্**—গুরুদেব; **পতিম্**—তাঁর পতি; **পর্যচরৎ**—পরিচর্যা করলেন; **ভৈষ্মী**—রুক্মিণী; **ব্যজনেন**—বাতাস করার দ্বারা; **সখী-জনৈঃ**—তাঁর সখীগণ সহ, একত্রে।

অনুবাদ

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—কোন এক সময়ে রাণী রুক্মিণীর পতি, জগদ্‌গুরু, যখন তাঁর শয্যায় বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন, তখন তাঁর দাসীগণের সঙ্গে রাণী রুক্মিণীও নিজে তাঁকে বাতাস করে তাঁর সেবা করছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কাব্যিকভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এই অধ্যায়ে রুক্মিণীদেবী সুগন্ধি কর্পূরের মতো শ্রীকৃষ্ণের কথার পেষ্টনীতে পিষ্ট হয়েছিলেন। পরোক্ষভাবে বলা যায়, কর্পূরের দানা পিষ্ট হবার সময়ে তার সুগন্ধ যেমন ছড়িয়ে পড়ে, তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আপাত সহানুভূতিশূন্য কথায় পীড়িত হয়ে রুক্মিণীর পবিত্র চারিত্রিক গুণাবলী পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। আচার্য আরও উল্লেখ করেছেন যে, রুক্মিণী স্বয়ং শ্রীভগবানকে সেবা করেছিলেন, কারণ তিনি *জগৎ-গুরুম্* 'জগতের গুরুদেব' এবং *পতিম্* 'তাঁর স্বামী'।

শ্লোক ২

যস্ত্বেতল্লীলয়া বিশ্বং সৃজত্যত্ত্যবতীশ্বরঃ ।
স হি জাতঃ স্বসেতূনাং গোপীথায় যদুষ্বজঃ ॥ ২ ॥

যঃ—যে; **তু**—এবং; **এতৎ**—এই; **লীলয়া**—তাঁর ক্রীড়া রূপে; **বিশ্বম্**—জগৎ; **সৃজতি**—সৃষ্টি করেন; **অত্তি**—সংহার করেন; **অবতি**—পালন করেন; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **সঃ**—তিনি; **হি**—বস্তুত; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করেন; **স্ব**—তাঁর আপন; **সেতূনাম্**—বিধির; **গোপীথায়**—সুরক্ষার জন্য; **যদুষু**—যদুগণের মধ্যে; **অজঃ**—জন্মরহিত ভগবান।

অনুবাদ

জন্মরহিত শ্রীভগবান, পরম নিয়ন্তা, যিনি তাঁর সামান্য ক্রীড়ারূপে এই জগৎ সৃষ্টি, পালন এবং অতঃপর সংহার করেন, তাঁর বিধানগুলি সংরক্ষণের জন্যই যদুগণের মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে (৬/৩/১৯) যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, *ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবৎ প্রণীতম্*, "ধর্ম শ্রীভগবানের প্রণীত আইনবিধি।" *সেতুর* অর্থ, যেমন পরিখার ক্ষেত্রে 'চৌহদ্দি' বা 'সীমা'। নদী ও খালের উভয় পাড়ে ভূমি উঁচু করে দেওয়া হয় যাতে জল তার ঠিক পথ থেকে বিচ্যুত না হয়। তেমনই, শ্রীভগবান আইন সংস্থাপন করেন যাতে সেই আইন অনুসরণকারীরা ভগবদ্ধামে, তাদের গৃহে ফিরে যাওয়ার সমস্ত পথে শান্তিপূর্ণভাবে অগ্রসর হতে পারে। মানুষের আচরণকে পরিচালনা করার জন্য এই আইনগুলিকে তাই *সেতু* বলা হয়।

সেতু শব্দটি সম্বন্ধে আরও মন্তব্য—কৃষি জমিকে ভিন্ন করার জন্য অথবা বাধ বা সাঁকো তৈরীর জন্য যে ভূমি উঁচু করা হয়, তাকেও সেতু বলা হয়। এইভাবে *শ্রীমদ্ভাগবতের* নবম স্কন্ধে *সেতু* বলতে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত নির্মিত ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সেতুকে নির্দেশ করা হয়েছে। যেহেতু জড় জীবন থেকে মুক্ত, পারমার্থিক জীবনে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য শ্রীভগবানের আইন একটি সেতুর মতো সাহায্য করে, তাই *সেতু* শব্দটির এই বিশেষ তাৎপর্য নিশ্চিতরূপে এখানে সেটির প্রয়োগ সার্থক করেছে।

শ্লোক ৩-৬

তস্মিন্নন্তর্গৃহে ভ্রাজন্মুক্তাদামবিলম্বিনা ।
বিরাজিতে বিতানেন দীপৈর্মণিময়ৈরপি ॥ ৩ ॥
মল্লিকাদামভিঃ পুষ্পৈর্দ্বিরেফকুলনাদিতে ।
জালরন্ধ্রপ্রবিষ্টৈশ্চ গোভিশ্চন্দ্রমসোঽমলৈঃ ॥ ৪ ॥
পারিজাতবনামোদবায়ুনোদ্যানশালিনা ।
ধূপৈরগুরুজৈ রাজন্ জালরন্ধ্রবিনির্গতৈঃ ॥ ৫ ॥
পয়ঃফেননিভে শুভ্রে পর্যঙ্কে কশিপূত্তমে ।
উপতস্থে সুখাসীনং জগতামীশ্বরং পতিম্ ॥ ৬ ॥

তস্মিন্—সেই; **অন্ত-গৃহে**—প্রাসাদের অন্তঃপুরে; **ভ্রাজৎ**—উজ্জ্বল; **মুক্তা**—মুক্তার; **দাম**—মালা যুক্ত; **বিলম্বিনা**—ঝুলানো; **বিরাজিতে**—বিরাজিত; **বিতানেন**—একটি চন্দ্রাতপ; **দীপৈঃ**—দীপ; **মণি**—রত্নের; **ময়ৈঃ**—নির্মিত; **অপি**—ও; **মল্লিকা**—মল্লিকার; **দামভিঃ**—মাল্যযুক্ত; **পুষ্পৈঃ**—পুষ্প; **দ্বিরেফ**—ভ্রমরের; **কুল**—ঝাঁকের; **নাদিতে**—নিনাদিত; **জাল**—গবাক্ষ; **রন্ধ্র**—ছোট গর্ত দ্বারা; **প্রবিষ্টৈঃ**—যা প্রবেশ

করছে; চ—এবং; গোভিঃ—কিরণ দ্বারা; চন্দ্রমসঃ—চন্দ্রের; অমলৈঃ—নির্মল; পারিজাত—পারিজাত বৃক্ষের; বন—বন; আমোদ—(বাহিত) সুবাস; বায়ুনা—বায়ু দ্বারা; উদ্যান—বাগানের; শালিনা—বয়ে নিয়ে আসে; ধূপৈঃ—ধূপের; অগুরু—অগুরু সুগন্ধি হতে; জৈঃ—উৎপন্ন; রাজন্—হে রাজা (পরীক্ষিৎ); জাল-রন্ধ্র—গবাক্ষের ছিদ্রের মাধ্যমে; বিনির্গতৈঃ—নির্গত; পয়ঃ—দুগ্ধের; ফেন—ফেনা; নিভে—তুল্য; শুভ্রে—শুভ; পর্যঙ্কে—শয্যায়; কশিপু—বালিশে; উত্তমে—উত্তম; উপতস্থে—তিনি সেবা করছেন; সুখ—সুখে; আসীনম্—আসীন্; জগতাম্—জগতের; ঈশ্বরম্—পরম নিয়ন্তা; পতিম্—তাঁর স্বামী।

অনুবাদ

উজ্জ্বল মুক্তামালা যুক্ত ঝোলানো চন্দ্রাতপ এবং দেদীপ্যমান মণিময় দীপমালা শোভিত রাণী রুক্মিণীর মহলগুলি ছিল অত্যন্ত সুন্দর। গুঞ্জনরত ভ্রমরদের আকর্ষণকারী মল্লিকা ও অন্যান্য ফুলের মালাগুলি এখানে ওখানে ঝোলানো থাকত এবং গবাক্ষের রন্ধ্রপথে নির্মল চন্দ্রকিরণ বিকীরণ করত। অগুরু ধূপের সুবাস যেমন গবাক্ষের রন্ধ্রপথে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনই হে রাজন, পারিজাত ফুলের সুগন্ধি বাতাস ঘরের মধ্যে যেন একটি উদ্যানের পরিবেশ বয়ে নিয়ে আসত। সেখানে দুগ্ধফেননিভ শুভ্রবর্ণের শয্যায় ঐশ্বর্যময় বালিশে দেহভার ন্যস্ত করে বিশ্রামরত তাঁর পতি জগদীশ্বরকে রাণী সেবা করছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, রুক্মিণীর প্রাসাদ এখনকার মতো তখনও যথেষ্ট বিখ্যাত ছিল এবং এই সকল বর্ণনা প্রাসাদটির ঐশ্বর্যের আভাস প্রদান করছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর যোগ করেছেন যে, এই শ্লোকের *অমলৈঃ* শব্দটিকে *অরুণৈঃ* রূপেও পাঠ করা যেতে পারে, যা থেকে বোঝা যায় যে, এই লীলা যখন সংঘটিত হয়েছিল তখন সুন্দর আরক্তিম জ্যোৎস্নায় সমগ্র প্রাসাদটিকে স্নাত করে চন্দ্র সবেমাত্র উদিত হয়েছিল।

শ্লোক ৭

বালব্যজনমাদায় রত্নদণ্ডং সখীকরাৎ ।
তেন বীজয়তী দেবী উপাসাং চক্র ঈশ্বরম্ ॥ ৭ ॥

বাল—লোমের (চমরী বলদের); ব্যজনম্—চামর; আদায়—গ্রহণ করে; রত্ন—রত্ন; দণ্ডম্—দণ্ড; সখী—তাঁর দাসীর; করাৎ—হাত হতে; তেন—তার দ্বারা; বীজয়তী—বাতাস করতে করতে; দেবী—দেবী; উপাসাম্ চক্রে—তিনি পূজা করলেন; ঈশ্বরম্—তাঁর পতি।

অনুবাদ

তাঁর দাসীর হাত থেকে দেবী রুক্মিণী রত্নদণ্ড যুক্ত একটি চামর গ্রহণ করলেন এবং তারপর তিনি তাঁর পতিকে বাতাস করতে করতে পূজা করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ৮

সোপাচ্যুতং ক্কণয়তী মণিনূপুরাভ্যাং
রেজেঽঙ্গুলীয়বলয়ব্যজনাগ্রহস্তা ।
বস্ত্রান্তগূঢ়কুচকুঙ্কুমশোণহার-
ভাসা নিতম্বধৃতয়া চ পরার্ধ্যকাঞ্চ্যা ॥ ৮ ॥

সা—তিনি; **উপ**—কাছে; **অচ্যুতম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **ক্কণয়তী**—শব্দায়মান; **মণি**—মণি রত্ন; **নূপুরাভ্যাম্**—তাঁর নুপুর হতে; **রেজে**—শোভান্বিতা হয়েছিলেন; **অঙ্গুলীয়**—অঙ্গুরীয়ক; **বলয়**—বালা; **ব্যজন**—এবং পাখা; **অগ্র-হস্তা**—তাঁর হাতে; **বস্ত্র**—তাঁর বসনের; **অন্ত**—প্রান্তভাগ দ্বারা; **গূঢ়**—গুপ্ত; **কুচ**—তাঁর দুই স্তন থেকে; **কুঙ্কুম**—কুঙ্কুম দিয়ে; **শোণ**—রঞ্জিত; **হার**—তাঁর কণ্ঠহারের; **ভাসা**—প্রভায়; **নিতম্ব**—নিতম্ব; **ধৃতয়া**—ধারণ করা; **চ**—এবং; **পরার্ধ্য**—বহুমূল্যবান; **কাঞ্চ্যা**—কাঞ্চী, কোমরবেষ্টনী।

অনুবাদ

হাতে অঙ্গুরীয়ক, বলয় ও চামর পাখায় সুশোভিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সামনে দণ্ডায়মান রাণী রুক্মিণীকে অতি উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। তাঁর রত্নযুক্ত নূপুর ধ্বনিত হচ্ছিল এবং তাঁর শাড়ীর আঁচলে আচ্ছাদিত স্তনের কুঙ্কুম দ্বারা রঞ্জিত তাঁর কণ্ঠহার ঝকমক করছিল। তাঁর নিতম্বে তিনি একটি মূল্যবান কাঞ্চী পরিধান করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, রাণী রুক্মিণী যখন জোরে জোরে তাঁর পতিকে বাতাস করছিলেন, তখন তাঁর সুন্দর অঙ্গের চালনার সঙ্গে রত্ন ও স্বর্ণালঙ্কার ধ্বনিত হচ্ছিল।

শ্লোক ৯

তাং রূপিনীং শ্রিয়মনন্যগতিং নিরীক্ষ্য
যা লীলয়া ধৃততনোরনুরূপরূপা ।
প্রীতঃ স্ময়ন্নলককুণ্ডলনিষ্ককণ্ঠ-
বক্ত্রোল্লসৎস্মিতসুধাং হরিরাবভাষে ॥ ৯ ॥

তাম্—তাঁর; **রূপিনীম্**—মূর্তিমতী; **শ্রিয়ম্**—লক্ষ্মীদেবী; **অনন্য**—অনন্য; **গতিম্**—গতি; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **যা**—যিনি; **লীলয়া**—তাঁর লীলারূপে; **ধৃত**—ধারণ করেছেন, তাঁর; **তনোঃ**—দেহ; **অনুরূপা**—সাদৃশ্যযুক্তা; **রূপা**—যাঁর রূপসমূহ; **প্রীতঃ**—সন্তুষ্ট; **স্ময়ন্**—হাসতে হাসতে; **অলক**—অলক; **কুণ্ডল**—কুণ্ডল দুটি; **নিষ্ক**—গলার অলঙ্কার; **কণ্ঠ**—তাঁর কণ্ঠে; **বক্ত্র**—মুখমণ্ডল; **উল্লসৎ**—উজ্জ্বল ও সুখী; **স্মিত**—হাস্য; **সুধাম্**—অমৃত; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **আবভাষে**—বললেন।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন, স্বয়ং মূর্তিমতী লক্ষ্মীদেবী কেবলমাত্র তাঁকেই আকাঙ্ক্ষা করে রয়েছেন, তখন তিনি হাসলেন। শ্রীভগবান তাঁর লীলাসমূহ প্রকট করতে বিভিন্নরূপ ধারণ করেন এবং তাতে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন কারণ লক্ষ্মীদেবী যে রূপ ধারণ করেছিলেন, সেটি তাঁর পত্নীভাবে সেবা করার জন্য ছিল যথার্থ রূপ। তাঁর মধুর মুখমণ্ডল অলক, কুণ্ডল, নিষ্ক ও তাঁর উজ্জ্বল সদানন্দময় হাস্য সুধায় সুশোভিত ছিল। শ্রীভগবান অতঃপর তাঁকে এইভাবে বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী *বিষ্ণু পুরাণে* শ্রীপরাশর কথিত একটি আকর্ষণীয় শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন—

দেবত্বে দেবরূপা সা মনুষ্যত্বে চ মানুষী ।
বিষ্ণোর্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্ ॥

"শ্রীভগবান যখন দেবতা রূপে আবির্ভূত হন, তখন তিনি (লক্ষ্মীদেবী) এক দেবীর রূপ ধারণ করেন এবং শ্রীভগবান যখন একজন মানুষ রূপে আবির্ভূত হন, লক্ষ্মীদেবীও তখন মানুষের রূপ গ্রহণ করেন। তাই, তিনি যে দেহ ধারণ করেন, তা শ্রীবিষ্ণুর গৃহীত দেহের সঙ্গে উপযুক্ত।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যেমন বৈকুণ্ঠাধিপতির চেয়েও অধিক সুন্দর, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের পত্নী রুক্মিণীদেবীও বৈকুণ্ঠ জগতের লক্ষ্মীদেবীর চেয়েও অধিক আকর্ষণীয়া।

শ্লোক ১০

শ্রীভগবানুবাচ

রাজপুত্রীপ্সিতা ভূপৈর্লোকপালবিভূতিভিঃ ।
মহানুভাবৈঃ শ্রীমন্তী রূপৌদার্যবলোর্জিতৈঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **রাজ-পুত্রী**—হে রাজনন্দিনী; **ঈপ্সিতা**—(তুমি ছিলে) আকাঙ্ক্ষিত; **ভূপৈঃ**—রাজাদের দ্বারা; **লোক**—জগতের; **পাল**—শাসক সদৃশ; **বিভূতিভিঃ**—যার ক্ষমতা; **মহা**—মহা; **অনুভাবৈঃ**—যার প্রভাব; **শ্রীমদ্ভিঃ**—ঐশ্বর্য; **রূপ**—রূপ; **ঔদার্য**—উদারতা; **বল**—এবং শারীরিক বল; **উর্জিতৈঃ**—ধনাঢ্য।

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—হে রাজনন্দিনী, লোকপালসদৃশ ক্ষমতাশালী বহু রাজাদের দ্বারা তুমি আকাঙ্ক্ষিত ছিলে। তারা সকলেই ছিল রাজনৈতিক প্রভাবসহ ধনাঢ্য, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, ঔদার্য ও শারীরিক শক্তি সম্পন্ন।

শ্লোক ১১

তান্ প্রাপ্তানর্থিনো হিত্বা চৈদ্যাদীন্ স্মরদুর্মদান্ ।
দত্তা ভ্রাত্রা স্বপিত্রা চ কস্মান্নো ববৃষেঽসমান্ ॥ ১১ ॥

তান্—তাদের; **প্রাপ্তান্**—হাতে; **অর্থিনঃ**—বর; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **চৈদ্য**—শিশুপাল; **আদীন্**—এবং অন্যান্যরা; **স্মর**—কাম দ্বারা; **দুর্মদান্**—উন্মত্ত; **দত্তা**—প্রদান; **ভ্রাতা**—তোমার ভ্রাতার দ্বারা; **স্ব**—তোমার; **পিত্রা**—পিতা; **চ**—এবং; **কস্মাৎ**—কেন; **নঃ**—আমাদের; **ববৃষে**—তুমি বরণ করলে; **অসমান্**—অসমান।

অনুবাদ

যেহেতু তোমার ভ্রাতা ও পিতা তাদের কাছে তোমাকে নিবেদন করেছিল, কেন তুমি কাম দ্বারা উন্মত্ত হয়ে তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান চেদিরাজ ও অন্যান্য সকল পাণিপ্রার্থীদের প্রত্যাখ্যান করেছিলে? কেন তাদের পরিবর্তে তুমি আমাকে বরণ করলে, যে মোটেই তোমার সমকক্ষ নয়?

শ্লোক ১২

রাজভ্যো বিভ্যতঃ সুভ্রু সমুদ্রং শরণং গতান্ ।
বলবদ্ভিঃ কৃতদ্বেষান্ প্রায়স্ত্যক্তনৃপাসনান্ ॥ ১২ ॥

রাজভ্যঃ—রাজাদের; **বিভ্যতঃ**—ভয়ে; **সু-ভ্রু**—হে সুভ্রু; **সমুদ্রম্**—সমুদ্রে; **শরণম্**—আশ্রয়ের জন্য; **গতান্**—গত; **বল-বদ্ভিঃ**—বলশালীগণের প্রতি; **কৃত-দ্বেষান্**—বিদ্বেষ প্রদর্শন করে; **প্রায়ঃ**—অধিকাংশ সময়ের জন্য; **ত্যক্ত**—ত্যাগ করেছি; **নৃপ**—রাজার; **আসনান্**—আসন।

অনুবাদ

সেই সকল রাজাদের ভয়ে ভীত হয়ে, হে সুভ্রু, আমরা সমুদ্রে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম। আমরা শক্তিশালী মানুষদের শত্রু হয়েছি এবং প্রকৃতপক্ষে আমাদের রাজসিংহাসন আমরা ত্যাগ করেছি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের এই রকম ভাষ্য প্রদান করেছেন— "শ্রীভগবানের মানসিকতাকে এইখানে এইভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে—'আমি যখন রুক্মিণীকে স্বর্গের পারিজাত বৃক্ষ থেকে একটি ফুল এনে দিয়েছিলাম, তখন সত্যভামা এমন ক্রোধ বর্ষণ শুরু করেছিল যে, আমি তার দুই পায়ে প্রণতি নিবেদন করেও তাকে শান্ত করতে পারিনি। কেবলমাত্র আমি যখন তাকে একটি সম্পূর্ণ পারিজাত বৃক্ষ এনে দিলাম, তখনই সে শান্ত হল। কিন্তু সত্যভামাকে আমার সমগ্র পারিজাত বৃক্ষটি দিতে দেখেও রুক্মিণী কোন রকম ক্রোধ প্রকাশ করেনি। তাই, যে কখনও ঈর্ষা বোধ করে না, যে পরম সংযত, এবং যে সর্বদা মধুরভাবে কথা বলে, এরকম পত্নীর কাছ থেকে আমি কিভাবে ক্রুদ্ধ কথামৃত উপভোগ করব?' এইভাবে বিবেচনা করে শ্রীভগবান স্থির করলেন, 'আমি যদি তার সঙ্গে এইভাবে কথা বলি, তা হলে আমি তার ক্রোধ প্ররোচিত করতে পারব।' কোন কোন তাত্ত্বিক এইভাবেই রুক্মিণীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য বর্ষণের ব্যাখ্যা করেন।"

আচার্যের মতানুসারে, *বলবদ্ভিঃ কৃতদ্বেষান্ প্রায়ঃ* কথাটি এখানে বোঝাচ্ছে যে, তাঁর অবতরণের সময় শ্রীকৃষ্ণ সমকালীন প্রায় সকল রাজাদেরই বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, কেবলমাত্র অল্প কয়েকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলেন, যেমন পাণ্ডবগণ এবং তাঁর বংশের রাজন্যগণ। অবশ্যই, দশম স্কন্ধের শুরুতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, পৃথিবী অসংখ্য মূর্খ রাজাদের দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়েছিল আর শ্রীকৃষ্ণ এই ভার দূরীভূত করতে চেয়েছিলেন বলেই বিশেষভাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

অবশেষে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, *ত্যক্তনৃপাসনান্* "রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করে" কথাটি ইঙ্গিত করছে যে, শ্রীকৃষ্ণ কংসকে হত্যা করার পর বিনীতভাবে রাজসিংহাসনটি তাঁর পিতামহ উগ্রসেনকে প্রদান করেছিলেন, যদিও শ্রীভগবান স্বয়ং তার যোগ্য ছিলেন।

শ্লোক ১৩

অস্পষ্টবর্ত্মনাং পুংসামলোকপথমীয়ুষাম্ ।
আস্থিতাঃ পদবীং সুভ্রু প্রায়ঃ সীদন্তি যোষিতঃ ॥ ১৩ ॥

অস্পষ্ট—অনিশ্চিত; **বর্ত্মনাম্**—যার ব্যবহার; **পুংসাম্**—পুরুষের; **অলোক**—সাধারণ সমাজে যা গ্রহণযোগ নয়; **পথম্**—পথ; **ঈয়ুষাম্**—যারা গ্রহণ করে; **আস্থিতাঃ**—অনুসরণের জন্য; **পদবীম্**—পথ; **সু-ভ্রু**—হে সুভ্রু, মনোরম ভ্রু-সমন্বিতা; **প্রায়ঃ**—সাধারণত; **সীদন্তি**—দুঃখ ভোগ করে; **যোষিতঃ**—নারীগণ।

অনুবাদ

হে মনোরম ভ্রুসমন্বিতা, নারীরা যখন সমাজের অননুমোদিত পথের অনুসারী অনিশ্চিত আচারণকারী পুরুষের সঙ্গে থাকে তখন সাধারণত তাদের ভাগ্যে দুঃখ ভোগই হয়।

শ্লোক ১৪

নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ ।
তস্মাৎ প্রায়েণ ন হ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে ॥ ১৪ ॥

নিষ্কিঞ্চনাঃ—নিঃস্ব; **বয়ম্**—আমরা; **শশ্বৎ**—সর্বদা; **নিষ্কিঞ্চন-জন**—নিঃস্বগণের; **প্রিয়াঃ**—প্রিয়; **তস্মাৎ**—সুতরাং; **প্রায়েণ**—সাধারণত; **ন**—না; **হি**—বস্তুত; **আঢ্যাঃ**—ধনীগণ; **মাম্**—আমাকে; **ভজন্তি**—ভজনা করে; **সু-মধ্যমে**—হে ক্ষীণকটি নারী।

অনুবাদ

আমরা অকিঞ্চন এবং তাই নিঃস্ব মানুষদের কাছে আমরা প্রিয়। তাই, হে ক্ষীণকটি নারী, ধনবানেরা ক্বচিৎ কখনও আমার পূজা করে থাকে।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃতের পরমানন্দে জাগরিত হয়ে শ্রীভগবানের মতো, তাঁর ভক্তবৃন্দও জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির ব্যাপারে উদাসীন থাকে। যারা জাগতিক সম্পদের দ্বারা প্রমত্ত, তারা ভগবদ্ধামের পরম সম্পদের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

শ্লোক ১৫

যয়োরাত্মসমং বিত্তং জন্মৈশ্বর্যাকৃতির্ভবঃ ।
তয়োর্বিবাহো মৈত্রী চ নোত্তমাধমযোঃ ক্বচিৎ ॥ ১৫ ॥

যয়োঃ—যাদের পরস্পরের; **আত্ম-সমম্**—সমান হয়; **বিত্তম্**—সম্পদ; **জন্ম**—জন্ম; **ঐশ্বর্য**—প্রভাব; **আকৃতি**—এবং শারীরিক চেহারা; **ভবঃ**—বংশ; **তয়োঃ**—তাদের; **বিবাহঃ**—বিবাহ; **মৈত্রী**—মৈত্রী; **চ**—এবং; **ন**—না; **উত্তম**—একজন উত্তমের; **অধময়োঃ**—এবং একজন অধমের; **ক্বচিৎ**—কদাচিৎ।

অনুবাদ

যারা তাদের সম্পদে, জন্মে, প্রভাবে, চেহারায় এবং বংশ মর্যাদায় সমান, তাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ ও মৈত্রী যথাযথ হয়, কিন্তু কোনও উত্তম এবং কোনও অধমের মধ্যে কখনই তা হয় না।

তাৎপর্য

উত্তম ও অধম গুণাবলীর মানুষেরা পরস্পর প্রভু ও ভৃত্য কিম্বা শিক্ষক ও ছাত্র সম্পর্কে একসঙ্গে বাস করতে পারে, কিন্তু বিবাহ ও বন্ধুত্ব কেবলমাত্র সমান মর্যাদা-সম্পন্নগণের মধ্যেই যথাযথ হয়। বিবাহের পরিপ্রেক্ষিতে *ভাব* শব্দটি বোঝায় যে, সুসন্তান উৎপাদনের জন্য দম্পতির একইরকম যোগ্যতা সামর্থ্য থাকা উচিত।

শ্রীকৃষ্ণ এখানে নিজেকে জাগতিকভাবে অযোগ্য বলে উপস্থাপন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীভগবানের কোনও জাগতিক গুণই নেই—তিনি শুদ্ধ চিন্ময় অস্তিত্বে বিরাজ করেন। তাই শ্রীভগবানের সকল ঐশ্বর্যই নিত্য এবং তা তুচ্ছ জাগতিক কোনও বৈশিষ্ট্যের মতো নয়।

শ্লোক ১৬

বৈদর্ভ্যেতদবিজ্ঞায় ত্বয়াদীর্ঘসমীক্ষয়া ।
বৃতা বয়ং গুণৈর্হীনা ভিক্ষুভিঃ শ্লাঘিতা মুধা ॥ ১৬ ॥

বৈদর্ভি—হে বিদর্ভের রাজকন্যা; **এতৎ**—এই; **অবিজ্ঞায়**—অবগত না হয়ে; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **অদীর্ঘ-সমীক্ষয়া**—অদুরদর্শিতা; **বৃতাঃ**—বরণ করেছ; **বয়ম্**—আমরা; **গুণৈঃ**—ভাল গুণাবলীর; **হীনাঃ**—শূন্য; **ভিক্ষুভিঃ**—ভিক্ষুকদের দ্বারা; **শ্লাঘিতাঃ**—প্রশংসিত; **মুধা**—তাদের বিভ্রান্তিবশত।

অনুবাদ

কোনও ভাল গুণাবলী না থাকলেও এবং কেবলমাত্র বিভ্রান্ত ভিক্ষুকদের কাছে প্রশংসিত হলেও, হে বৈদর্ভী, দূরদর্শী না হওয়ার জন্য তুমি তা বুঝতে পারোনি বলে আমাকে তোমার পতিরূপে বরণ করেছ।

শ্লোক ১৭

অথাত্মনোঽনুরূপং বৈ ভজস্ব ক্ষত্রিয়র্ষভম্ ।
যেন ত্বমাশিষঃ সত্যা ইহামুত্র চ লপ্স্যসে ॥ ১৭ ॥

অথ—এখন; **আত্মনঃ**—তোমার জন্য; **অনুরূপম্**—উপযুক্ত; **বৈ**—বস্তুত; **ভজস্ব**—গ্রহণ কর; **ক্ষত্রিয়-ঋষভম্**—শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় পুরুষকে; **যেন**—যার দ্বারা; **ত্বম্**—তুমি;

আশিষ—আকাঙ্ক্ষাগুলি; সত্যাঃ—পূর্ণ হয়ে ওঠে; ইহ—এই জীবনে; অমুত্র—পরবর্তী জীবনে; চ—ও; লপ্স্যসে—প্রাপ্ত হবে।

অনুবাদ

এখন নিশ্চিতরূপে একজন অধিক যোগ্য পতি গ্রহণ করা তোমার উচিত, একজন শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়, যিনি ইহ ও পরবর্তী উভয় জীবনেই তুমি যা চাও তা লাভ করতে তোমাকে সাহায্য করতে পারবেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ ক্রমাগত তাঁর সুন্দরী পত্নীকে উত্ত্যক্ত করে তাঁর প্রেমময়ী ক্রোধ প্ররোচিত করার চেষ্টা করছিলেন।

শ্লোক ১৮

চৈদ্যশাল্বজরাসন্ধদন্তবক্রাদয়ো নৃপাঃ ।
মম দ্বিষন্তি বামোরু রুক্মী চাপি তবাগ্রজঃ ॥ ১৮ ॥

চৈদ্য-শাল্ব-জরাসন্ধ-দন্তবক্র-আদয়ঃ—চৈদ্য (শিশুপাল), শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্র এবং অন্যান্য; **নৃপাঃ**—রাজাগণ; **মম**—আমাকে; **দ্বিষন্তি**—ঘৃণা; **বাম-ঊরু**—হে উরুশ্রেষ্ঠা রমণী; **রুক্মী**—রুক্মী; **চ অপি**—এবং; **তব**—তোমার; **অগ্রজঃ**—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

অনুবাদ

হে উরুশ্রেষ্ঠা রমণী, শিশুপাল, শাল্ব, জরাসন্ধ এবং দন্তবক্রের মতো রাজারা সকলে আমাকে ঘৃণা করে, এবং তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুক্মীও তাই করে।

শ্লোক ১৯

তেষাং বীর্যমদান্ধানাং দৃপ্তানাং স্ময়নুত্তয়ে ।
আনিতাসি ময়া ভদ্রে তেজোপহরতাসতাম্ ॥ ১৯ ॥

তেষাম্—তাদের; **বীর্য**—তাদের শক্তিযুক্ত; **মদ**—প্রমত্ততা দ্বারা; **অন্ধম্**—অন্ধ; **দৃপ্তানাম্**—গর্ব; **স্ময়**—ঔদ্ধত্য; **নুত্তয়ে**—দূরীভূত করার জন্য; **আনিতা অসি**—তুমি বিবাহে আনীত হয়েছিলে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **ভদ্রে**—কল্যাণীয়া; **তেজঃ**—তেজ; **উপহরতা**—হরণকারী; **অসতাম্**—দুর্জনের।

অনুবাদ

হে ভদ্রে, এই সকল রাজাদের ঔদ্ধত্য দূর করার জন্যই কেবল আমি তোমাকে হরণ করেছিলাম, কারণ তারা শক্তিমদান্ধ হয়ে উঠেছিল। আমার উদ্দেশ্য ছিল অসাধুদের শক্তিকে দমন করা।

শ্লোক ২০

উদাসীনা বয়ং নূনং ন স্ত্র্যপত্যার্থকামুকাঃ ।
আত্মলব্ধ্যাস্মহে পূর্ণা গেহয়োর্জ্যোতিরক্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

উদাসীনাঃ—উদাসীন; **বয়ম্**—আমরা; **নূনম্**—বস্তুত; **ন**—না; **স্ত্রী**—পত্নীদের জন্য; **অপত্য**—পুত্র; **অর্থ**—এবং সম্পদ; **কামুকাঃ**—কামনা; **আত্ম-লব্ধ্যা**—আত্ম সন্তুষ্ট হওয়ার দ্বারা; **আস্মহে**—আমরা অবস্থান করি; **পূর্ণাঃ**—পূর্ণ; **গেহয়োঃ**—দেহ এবং গৃহের প্রতি; **জ্যোতিঃ**—অগ্নির মতো; **অক্রিয়াঃ**—নিষ্ক্রিয়।

অনুবাদ

আমরা পত্নী, পুত্র ও সম্পদের প্রতি উদাসীন। সর্বদা আত্মসন্তুষ্ট, আমরা দেহ ও গৃহের জন্য কার্য করি না কিন্তু আলোকের ন্যায় আমরা কেবল সাক্ষী থাকি মাত্র।

শ্লোক ২১

শ্রীশুক উবাচ
এতাবদুক্ত্বা ভগবানাত্মানং বল্লভামিব ।
মন্যমানামবিশ্লেষাৎ তদ্দর্পঘ্ন উপারমৎ ॥ ২১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এতাবৎ**—এই পর্যন্ত; **উক্ত্বা**—বলে; **ভগবান্**—ভগবান; **আত্মানম্**—নিজে; **বল্লভাম্**—তাঁর প্রিয়তমা; **ইব**—রূপে; **মন্যমানাম্**—চিন্তা করে; **অবিশ্লেষাৎ**—নিরন্তর পতিসঙ্গলাভ হেতু; **তৎ**—সেই; **দর্প**—দর্পের; **ঘ্নঃ**—বিনাশক; **উপারমৎ**—বিরত হলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—যেহেতু শ্রীভগবান কখনও রুক্মিণীর সঙ্গ ত্যাগ করেননি, রুক্মিণী তাই নিজেকে শ্রীভগবানের বিশেষ প্রিয়তমা বলে মনে করতেন। তাঁকে এই সকল কথা বলার মাধ্যমে শ্রীভগবান তাঁর দর্প চূর্ণ করলেন ও তারপর তিনি থামলেন।

শ্লোক ২২

ইতি ত্রিলোকেশপতেস্তদাত্মনঃ
প্রিয়স্য দেব্যশ্রুতপূর্বমপ্রিয়ম্ ।
আশ্রুত্য ভীতা হৃদি জাতবেপথুশ্
চিন্তাং দুরন্তাং রুদতী জগাম হ ॥ ২২ ॥

ইতি—এইভাবে; **ত্রি-লোক**—তিন ভুবনের; **ঈশ**—ঈশ্বরের; **পতেঃ**—অধিপতির; **তদা**—তখন; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **প্রিয়স্য**—প্রিয়তম; **দেবী**—দেবী রুক্মিণী; **অশ্রুত**—যা কখনও শ্রবণ করেননি; **পূর্বম্**—পূর্বে; **অপ্রিয়ম্**—অপ্রিয়; **আশ্রুত্য**—শ্রবণ করে; **ভীতা**—ভীতা; **হৃদি**—তাঁর অন্তরে; **জাত**—জাত; **বেপথুঃ**—কম্পিত; **চিন্তাম্**—আশঙ্কা; **দুরন্তাম্**—দুরন্ত; **রুদতী**—রোদন করতে করতে; **জগাম হ**—প্রাপ্ত হলেন।

অনুবাদ

রুক্মিণীদেবী পূর্বে কখনও জগতের শাসকগণেরও অধীশ্বর, তাঁর প্রিয়তমের কাছ থেকে এই ধরনের অপ্রিয় কথা শ্রবণ করেননি এবং তাই তিনি ভীতা হয়েছিলেন। তাঁর হৃদয় কম্পিত হতে লাগল এবং দুরন্ত উদ্বেগে তিনি রোদন করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ২৩

পদা সুজাতেন নখারুণশ্রিয়া
ভুবং লিখন্ত্যশ্রুভিরঞ্জনাসিতৈঃ ।
আসিঞ্চতী কুঙ্কুমরুষিতৌ স্তনৌ
তস্থাবধোমুখ্যতিদুঃখরুদ্ধবাক্ ॥ ২৩ ॥

পদা—তাঁর পদ দ্বারা; **সু-জাতেন**—অত্যন্ত কোমল; **নখ**—তাঁর নখের; **অরুণ**—অরুণবর্ণের; **শ্রিয়া**—শ্রীবিশিষ্ট; **ভুবম্**—ভূমি; **লিখন্তি**—খুঁটতে খুঁটতে; **অশ্রুভিঃ**—অশ্রু দ্বারা; **অঞ্জন**—কাজলের জন্য; **অসিতৈঃ**—যা ছিল কৃষ্ণবর্ণ; **আসিঞ্চতী**—সিক্ত করে; **কুঙ্কুম**—কুঙ্কুম দ্বারা; **রুষিতৌ**—লাল; **স্তনৌ**—স্তনদ্বয়; **তস্থৌ**—তিনি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রইলেন; **অধঃ**—অবনত; **মুখী**—তাঁর মুখ; **অতি**—অত্যন্ত; **দুঃখ**—দুঃখে; **রুদ্ধ**—রুদ্ধ; **বাক্**—তাঁর বাক্য।

অনুবাদ

তাঁর কোমল পদ দ্বারা, অরুণ বর্ণের প্রভাবিশিষ্ট নখ দ্বারা তিনি ভূমিতে আঁচড় কাটতে লাগলেন এবং তাঁর কৃষ্ণবর্ণ অঞ্জনযুক্ত অশ্রুদ্বারা তাঁর কুঙ্কুম রঞ্জিত স্তন সিক্ত হয়ে উঠল। সেখানে তিনি অধোমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন, অত্যন্ত দুঃখে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

শ্লোক ২৪

তস্যাঃ সুদুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধের্
হস্তাৎ শ্লথদ্বলয়তো ব্যজনং পপাত ।

দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্
রম্ভেব বায়ুবিহতো প্রবিকীর্য কেশান্ ॥ ২৪ ॥

তস্যাঃ—তাঁর; **সু-দুঃখ**—অত্যন্ত দুঃখ দ্বারা; **ভয়**—ভয়; **শোক**—এবং শোক; **বিনষ্ট**—বিনষ্ট; **বুদ্ধেঃ**—যার বুদ্ধি; **হস্তাৎ**—হাত থেকে; **শ্লথৎ**—খসে পড়ল; **বলয়তঃ**—যাঁর বালাগুলি; **ব্যজনম্**—পাখা; **পপাৎ**—পতিত হল; **দেহঃ**—তাঁর দেহ; **চ**—ও; **বিক্লব**—বিধ্বস্ত; **ধিয়ঃ**—যাঁর মন; **সহসা এব**—সহসা; **মুহ্যন্**—মূর্ছিত হল; **রম্ভা**—কদলী বৃক্ষ; **ইব**—মতো; **বায়ু**—বায়ু দ্বারা; **বিহতঃ**—আহত; **প্রবিকীর্য**—আলুলায়িত; **কেশান্**—তাঁর কেশরাশি।

অনুবাদ

রুক্মিণীর মন দুঃখ, ভয় ও শোকে বিহ্বল হয়েছিল। তাঁর হাত থেকে বলয় খসে পড়ল এবং তাঁর পাখাটি ভূতলে পতিত হল। তাঁর মোহগ্রস্ততায় তিনি সহসা মূর্ছিত হলেন, আলুলায়িত কেশে বায়ুবিধ্বস্ত কদলী বৃক্ষের মতো তিনি ভূতলে পতিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের দ্বারা আহত রুক্মিণী হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি যে, শ্রীভগবান তাঁকে কেবল উত্ত্যক্ত করছিলেন মাত্র এবং তাই তিনি 'অভিভূত হওয়া' থেকে শুরু করে 'পতিত হওয়া' শোকের এই সমস্ত ভাবাবিষ্ট লক্ষণগুলি অভিব্যক্ত করেছিলেন, যা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *সাত্ত্বিক* ভাবাবিষ্টতা রূপে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ২৫

তদ্ দৃষ্ট্বা ভগবান্ কৃষ্ণঃ প্রিয়ায়াঃ প্রেমবন্ধনম্ ।
হাস্যপ্রৌঢ়িমজানন্ত্যাঃ করুণঃ সোঽন্বকম্পত ॥ ২৫ ॥

তৎ—এই; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **ভগবান্**—ভগবান; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **প্রিয়ায়াঃ**—তাঁর প্রিয়তমার; **প্রেম**—শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম দ্বারা; **বন্ধনম্**—বন্ধন; **হাস্য**—তাঁর পরিহাসের; **প্রৌঢ়িম্**—গাম্ভীর্য; **অজানন্ত্যাঃ**—অনভিজ্ঞ; **করুণঃ**—কৃপাময়; **সঃ**—তিনি; **অন্বকম্পত**—অনুকম্পা অনুভব করেছিলেন।

অনুবাদ

তাঁর প্রিয়তমা তাঁর প্রতি এমনই প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ যে, সে তাঁর উত্ত্যক্ততার সম্যক ভাব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি, তা লক্ষ্য করে কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি অনুকম্পা অনুভব করলেন।

শ্লোক ২৬

পর্যঙ্কাদবরুহ্যাশু তামুত্থাপ্য চতুর্ভুজঃ ।
কেশান্ সমুহ্য তদ্বক্ত্রং প্রামৃজৎ পদ্মপাণিনা ॥ ২৬ ॥

পর্যঙ্কাৎ—শয্যা হতে; **অবরুহ্য**—নেমে এসে; **আশু**—সত্বর; **তাম্**—তাঁকে; **উত্থাপ্য**—উত্তোলন করলেন; **চতুর্ভুজঃ**—চতুর্ভুজ প্রদর্শন করে; **কেশান্**—তাঁর কেশ; **সমুহ্য**—বন্ধন করে; **তৎ**—তাঁর; **বক্ত্রম্**—মুখমণ্ডল; **প্রামৃজৎ**—তিনি মার্জন করলেন; **পদ্ম-পাণিনা**—তাঁর পদ্ম হস্ত দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রীভগবান সত্বর তাঁর শয্যা হতে নেমে এলেন। চতুর্ভুজ প্রকাশ করে, তিনি তাঁকে উত্তোলন করলেন, তাঁর কেশ বন্ধন করলেন এবং তাঁর পদ্ম হস্ত দ্বারা তাঁর মুখমণ্ডলে হাত বোলালেন।

তাৎপর্য

শ্রীভগবান তাঁর চারটি বাহু প্রকাশ করেছিলেন যাতে তিনি যুগপৎ একই সঙ্গে এই সমস্ত কিছু করতে পারেন।

শ্লোক ২৭-২৮

প্রমৃজ্যাশ্রুকলে নেত্রে স্তনৌ চোপহতৌ শুচা ।
আশ্লিষ্য বাহুনা রাজননন্যবিষয়াং সতীম্ ॥ ২৭ ॥
সান্ত্বয়ামাস সান্ত্বজ্ঞঃ কৃপয়া কৃপণাং প্রভুঃ ।
হাস্যপ্রৌঢ়িভ্রমচ্চিত্তামতদর্হাং সতাং গতিঃ ॥ ২৮ ॥

প্রমৃজ্য—মার্জন করে; **অশ্রু-কলে**—অশ্রু দ্বারা পূর্ণ; **নেত্রে**—তাঁর নয়নদুটি; **স্তনৌ**—তাঁর স্তনদ্বয়; **চ**—এবং; **উপহতৌ**—সিক্ত; **শুচা**—তাঁর শোকাশ্রু দ্বারা; **আশ্লিষ্য**—তাঁকে আলিঙ্গন করে; **বাহুনা**—তাঁর বাহু দ্বারা; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **অনন্য**—অন্য কোন; **বিষয়াম্**—যাঁর আকাঙ্ক্ষার বিষয়; **সতীম্**—পবিত্র; **সান্ত্বয়াম্ আস**—তিনি সান্ত্বনা প্রদান করলেন; **সান্ত্ব**—সান্ত্বনা প্রদান করার উপায়ের; **জ্ঞঃ**—অভিজ্ঞ; **কৃপণাম্**—দীন; **প্রভুঃ**—শ্রীভগবান; **হাস্য**—তাঁর পরিহাসের; **প্রৌঢ়ি**—চাতুর্যের দ্বারা; **ভ্রমৎ**—বিভ্রান্ত হয়ে; **চিত্তাম্**—যাঁর মন; **অতৎ-অর্হাম্**—তাঁর অযোগ্য; **সতাম্**—শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের; **গতিঃ**—গতি।

অনুবাদ

হে রাজন, ভক্তগণের গতি শ্রীভগবান তাঁর পত্নীর অশ্রুপূর্ণ দুটি নয়ন এবং শোকাশ্রুতে সিক্ত স্তনদ্বয় মার্জন করে, তাঁর যে নিষ্কলঙ্ক পত্নী, তাঁকে ছাড়া আর

কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। সান্ত্বনা প্রদানে নিপুণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরিহাস চাতুর্যে বিভ্রান্ত এবং অনুরূপ বিপর্যয়ের অযোগ্যা দীনা রুক্মিণীকে সান্ত্বনা প্রদান করলেন।

শ্লোক ২৯

শ্রীভগবানুবাচ

মা মা বৈদর্ভ্যসূয়েথা জানে ত্বাং মৎপরায়ণাম্ ।
তদ্বচঃ শ্রোতুকামেন ক্ষ্বেল্যাচরিতমঙ্গনে ॥ ২৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **মা**—হয়ো না; **মা**—আমার প্রতি; **বৈদর্ভি**—হে বৈদর্ভি; **অসূয়েথাঃ**—অসন্তুষ্ট; **জানে**—আমি জানি; **ত্বাম্**—তুমি; **মৎ**—আমার প্রতি; **পরায়ণাম্**—সম্পূর্ণরূপে অনুরক্তা; **ত্বৎ**—তোমার; **বচঃ**—কথা; **শ্রোতু**—শ্রবণ করার; **কামেন**—আকাঙ্ক্ষায়; **ক্ষ্বেল্যা**—পরিহাস করার জন্য; **আচরিতম্**—আচরণ করেছি; **অঙ্গনে**—হে সুন্দরী।

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—হে বৈদর্ভি, আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ো না। আমি জানি, তুমি আমার প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনুরক্তা। হে সুন্দরী, আমি কেবলমাত্র পরিহাস ছলে কথা বলছিলাম, কারণ তুমি কি বলবে, আমি তা শুনতে চেয়েছিলাম।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকটি বলেছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, আবার তাঁকে বিব্রত করার জন্য তিনি আরও কিছু বলতে পারেন মনে করে সুন্দরী রুক্মিণী শঙ্কিত হয়েছিলেন, অথবা শ্রীকৃষ্ণ যা করেছেন, তার জন্য রুক্মিণী নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

শ্লোক ৩০

মুখ্যং চ প্রেমসংরম্ভ স্ফুরিতাধরমীক্ষিতুম্ ।
কটাক্ষেপারুণাপাঙ্গং সুন্দরভ্রুকুটীতটম্ ॥ ৩০ ॥

মুখম্—মুখ; **চ**—ও; **প্রেম**—প্রেমের; **সংরম্ভ**—কোপ দ্বারা; **স্ফুরিত**—কম্পিতা; **অধরম্**—অধর যুক্ত; **ঈক্ষিতুম্**—দর্শন করার জন্য; **কটা**—তির্যক দৃষ্টিপাতের; **ক্ষেপ**—নিক্ষেপ দ্বারা; **অরুণ**—অরুণ বর্ণ; **অপাঙ্গম্**—নেত্রপ্রান্তি; **সুন্দর**—সুন্দর; **ভ্রূ**—ভ্রূ; **কুটী**—কুটী; **তটম্**—তট।

অনুবাদ

আমি তোমার সুন্দর ভ্রূকুটিরেখা ও কটাক্ষবিক্ষেপ সমেত অরুণবর্ণের নেত্রপ্রান্ত সহ প্রণয়কোপে কম্পিত অধর এবং মুখমণ্ডলও দেখতে চেয়েছিলাম।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এখানে বিশ্লেষণ করছেন যে, সাধারণত শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত ইচ্ছার দ্বারা তাঁর শুদ্ধ ভক্তবৃন্দ তাঁর সঙ্গে এমন আচরণ করেন যে, তাঁরা তাঁর অপ্রাকৃত আকাঙ্ক্ষাগুলি তৃপ্ত করেন। কিন্তু রুক্মিণীর প্রেম এমনই দৃঢ়বদ্ধ ছিল যে, তাঁর অনবদ্য ভাব এই পরিস্থিতিতে প্রাধান্য লাভ করেছিল এবং তাই ক্রুদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে তিনি মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে পতিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে অসন্তুষ্ট করা দূরে থাক্, অধিকন্তু, তাঁর প্রতি নিজের সর্ব-পরিব্যাপ্ত প্রেম প্রদর্শনের মাধ্যমে রুক্মিণী তাঁর অপ্রাকৃত ভাব বিকশিত করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

অয়ং হি পরমো লাভো গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ ।
যন্নর্মৈরীয়তে যামঃ প্রিয়য়া ভীরু ভামিনি ॥ ৩১ ॥

অয়ম্—এই; **হি**—বস্তুত; **পরমঃ**—পরম; **লাভঃ**—লাভ; **গৃহেষু**—গৃহস্থ জীবনে; **গৃহমেধিনাম্**—গৃহমেধিগণের জন্য; **যৎ**—যা; **নর্মৈঃ**—পরিহাস বাক্য দ্বারা; **ঈয়তে**—অতিবাহিত হয়; **যামঃ**—সময়; **প্রিয়য়া**—প্রিয়তমার সঙ্গে; **ভীরু**—ভীরু; **ভামিনি**—ভাবসম্পন্না।

অনুবাদ

হে ভীরু ও ভামিনি, গৃহমেধিরা গৃহে তাদের প্রিয়তমা পত্নীদের সঙ্গে পরিহাস করে সময় অতিবাহিত করে পরম আনন্দ উপভোগ করতে পারে।

তাৎপর্য

ভামিনি শব্দটি ক্রোধসম্পন্না আবেগতাড়িতা ভাবপ্রবণা নারীকে বোঝায়। যেহেতু সকল প্ররোচনা সত্ত্বেও সুন্দরী রুক্মিণী ক্রুদ্ধ হননি, শ্রীভগবান তাই তখনও পরিহাস ছলে কথা বলছিলেন।

শ্লোক ৩২

শ্রীশুক উবাচ

সৈবং ভগবতা রাজন্ বৈদর্ভী পরিসান্ত্বিতা ।
জ্ঞাত্বা তৎপরিহাসোক্তিং প্রিয়ত্যাগভয়ং জহৌ ॥ ৩২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **সা**—তিনি; **এবম্**—এইভাবে; **ভগবতা**—শ্রীভগবানের দ্বারা; **রাজন্**—হে রাজন্; **বৈদর্ভী**—রাণী রুক্মিণী; **পরিসান্ত্বিতা**—সম্পূর্ণরূপে সান্ত্বনা লাভ করে; **জ্ঞাতা**—অবগত হয়ে; **তৎ**—তাঁর; **পরিহাস**—পরিহাস ছলে বলা; **উক্তিম্**—বাক্যগুলি; **প্রিয়**—তাঁর প্রিয়তম দ্বারা; **ত্যাগ**—পরিত্যাগের; **ভয়ম্**—তাঁর ভয়; **জহৌ**—ত্যাগ করলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন, রাণী বৈদর্ভী শ্রীভগবানের কাছে সম্পূর্ণরূপে সান্ত্বনা লাভ করলেন এবং জানতে পারলেন যে, তাঁর কথাগুলি পরিহাস ছলেই বলা হয়েছিল। তাঁর প্রিয়তম তাঁকে পরিত্যাগ করবেন, এই ভয় তিনি এইভাবে পরিত্যাগ করলেন।

শ্লোক ৩৩

বভাষ ঋষভং পুংসাং বীক্ষন্তী ভগবন্মুখম্ ।
সব্রীড়হাসরুচিরস্নিগ্ধাপাঙ্গেন ভারত ॥ ৩৩ ॥

বভাষ—তিনি বললেন; **ঋষভম্**—পরম শ্রেষ্ঠ; **পুংসাম্**—পুরুষের; **বীক্ষন্তী**—নিরীক্ষণ করে; **ভগবৎ**—শ্রীভগবানের; **মুখম্**—মুখ; **স-ব্রীড়**—সলজ্জ; **হাস**—হাসযুক্ত; **রুচির**—মনোহর; **স্নিগ্ধ**—স্নিগ্ধ; **অপাঙ্গেন**—এবং দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **ভারত**—হে ভরতের বংশধর।

অনুবাদ

হে ভরতকুলনন্দন, রুক্মিণী সলজ্জ হাসিতে পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানের মুখমণ্ডলে মনোরম, স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করে এইভাবে বললেন।

শ্লোক ৩৪

শ্রীরুক্মিণ্যুবাচ

নন্বেবমেতদরবিন্দবিলোচনাহ
যদ্বৈ ভবান্ ভগবতোঽসদৃশী বিভূম্নঃ ।
ক্ব স্বে মহিম্ন্যভিরতো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ
ক্বাহং গুণপ্রকৃতিরজ্ঞগৃহীতপাদা ॥ ৩৪ ॥

শ্রীরুক্মিণী উবাচ—শ্রীরুক্মিণী বললেন; **ননু**—ভাল; **এবম্**—তাই হোক; **এতৎ**—এই; **অরবিন্দ-বিলোচন**—হে পদ্মলোচন; **আহ**—বললেন; **যৎ**—যে; **বৈ**—বস্তুত;

ভবান্—আপনি; **ভগবতঃ**—ভগবান; **অসদৃশী**—অসমান; **বিভূম্নঃ**—সর্বশক্তিমান; **ক্ব**—তুলনায় কোথায়; **স্বে**—তাঁর নিজের; **মহিম্নি**—মহিমা; **অভিরতঃ**—প্রতিষ্ঠিত; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **ত্রি**—তিনজনের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব মুখ্য বিগ্রহাদি); **অধীশঃ**—নিয়ন্তা; **ক্ব**—এবং কোথায়; **অহম্**—আমি; **গুণ**—জাগতিক গুণাবলীর; **প্রকৃতিঃ**—যার স্বভাব; **অজ্ঞ**—মূঢ়জন দ্বারা; **গৃহীতা**—বন্দিত; **পাদা**—যাঁর পদদ্বয়।

অনুবাদ

শ্রীরুক্মিণী বললেন—হে কমলনয়ন, প্রকৃতপক্ষে আপনি যা বলেছেন, তা সত্যি। আমি অবশ্যই সর্বশক্তিমান শ্রীভগবানের জন্য অযোগ্য। যিনি তিন প্রধান বিগ্রহের অধীশ্বর, যিনি আপন মহিমায় আনন্দিত সেই ভগবানের সঙ্গে আমার মতো জড়গুণাবলী সম্পন্ন কোনও নারী যাকে কেবল মূর্খেরাই পাদবন্দনা করে থাকে, তার কী তুলনা চলে?

তাৎপর্য

নিজেকে রুক্মিণীর স্বামী হবার অযোগ্য বলে সিদ্ধান্ত করে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যে দোষগুলি বর্ণনা করেছিলেন, শ্রীল শ্রীধর স্বামী তার একটি তালিকা দিয়েছেন। এইগুলি হল, অসমত্ব, ভয়, সমুদ্রাশ্রয়, অবিজ্ঞত্ব, অরাজত্ব, অবসন্নতা, নিষ্কিঞ্চনত্ব, নির্গুণত্ব, ভিক্ষুকদের কাছে শ্লাঘা, ঔদাসীন্য এবং অকামত্ব। শ্রীভগবান দাবী করেছেন যে, তাঁর মধ্যে এইসব অসদ্‌গুণাবলী হৃদয়ঙ্গম করতে রুক্মিণী ব্যর্থ হয়েছিলেন। এখন রুক্মিণী দেবী শ্রীভগবানের সকল কথার উত্তর প্রদান করতে শুরু করলেন।

প্রথমে তিনি এই অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণের উক্তির উত্তর প্রদান করছেন—*কস্মান্নো ববৃষেঽসমান্*—"কেন তুমি আমাদের বরণ করেছিলে, যারা তোমার সমান নয়?" এখানে শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী বলছেন যে, তিনি এবং শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই সমান নন, কারণ কেউই শ্রীভগবানের সমান হতে পারে না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর পরম বিনম্রতায় রুক্মিণীদেবী নিজেকে শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিরূপে পরিচয় প্রদান করেছেন, কিন্তু রুক্মিণী, লক্ষ্মীদেবী হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর অংশপ্রকাশ।

শ্লোক ৩৫

সত্যং ভয়াদিব গুণেভ্য উরুক্রমান্তঃ
শেতে সমুদ্র উপলম্ভনমাত্র আত্মা।
নিত্যং কদিন্দ্রিয়গণৈঃ কৃতবিগ্রহস্ত্বং
ত্বৎ সেবকৈর্নৃপপদং বিধুতং তমোঽন্ধম্ ॥ ৩৫ ॥

সত্যম্—সত্য; **ভয়াৎ**—ভয়বশতঃ; **ইব**—যেন; **গুণেভ্যঃ**—জাগতিক গুণাবলীর; **উরুক্রম**—হে উরুক্রম; **অন্তঃ**—মধ্যে; **শেতে**—আপনি শয়ন করেছেন; **সমুদ্রে**—সমুদ্রে; **উপলম্ভণ-মাত্র**—শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ; **আত্মা**—পরমাত্মা; **নিত্যম্**—সর্বদা; **কৎ**—অসৎ; **ইন্দ্রিয়গণৈঃ**—সকল জড় ইন্দ্রিয়াদির বিরুদ্ধে; **কৃত বিগ্রহঃ**—যুদ্ধ করছেন; **ত্বম্**—আপনি; **ত্বৎ**—আপনার; **সেবকৈঃ**—সেবকগণ দ্বারা; **নৃপ**—রাজার; **পদম্**—পদ; **বিধুতম্**—পরিত্যাগ করেছেন; **তমঃ**—অন্ধকার; **অন্ধম্**—অন্ধ।

অনুবাদ

হে উরুক্রম, হ্যাঁ, যেন জাগতিক গুণাবলীর ভয়ে ভীত হয়ে আপনি সমুদ্রমধ্যে শয়ন করে থাকেন এবং এইভাবে শুদ্ধ চেতনায় আপনি হৃদয় মধ্যে পরমাত্মারূপে আবির্ভূত হন। আপনি সর্বদা মূঢ় জাগতিক ইন্দ্রিয়াদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন এবং প্রকৃতপক্ষে আপনার সেবকেরাও অজ্ঞানতার অন্ধকারের দিকে আকর্ষণকারী সমস্ত রাজকীয় আধিপত্যের অধিকার পরিত্যাগ করেন।

তাৎপর্য

দ্বাদশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, *রাজভ্যো বিভ্যতঃ সুভ্রু সমুদ্রং শরণং গতান্* "রাজার ভয়বশত, আমরা সমুদ্রে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম।" এখানে শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী উল্লেখ করছেন যে, গুণ অর্থাৎ জড়া-প্রকৃতির গুণাবলীই এই জগতের প্রকৃত শাসক যা প্রতিটি জীবকে কাজকর্মে নিযুক্ত থাকতে বাধ্য করে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু ভয় পান যে, তাঁর ভক্ত জড়া প্রকৃতির গুণাবলীর প্রভাবাধীন হয়ে এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে আবদ্ধ হয়ে পড়বে, তাই তিনি তাদের হৃদয়-সমুদ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সর্বজ্ঞ পরমাত্মারূপে সেখানে অবস্থান করেন *(উপলম্ভনমাত্র আত্মা)।* এইভাবে তিনি তাঁর ভক্তদের রক্ষা করেন। এছাড়া *উপলম্ভন মাত্রঃ* শব্দটি আরও নির্দেশ করে যে, শ্রীভগবান তাঁর ভক্তবৃন্দের কাছে ধ্যানের বিষয়বস্তু হয়ে বিরাজ করেন।

শ্লোক ১২-তে শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেছেন, *বলবদ্ভিঃ কৃতদ্বেষান্*—"আমরা শক্তিশালী সকলের সঙ্গে শত্রুতা সৃষ্টি করেছি।" এখানে শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী উল্লেখ করছেন যে, প্রকৃতপক্ষে এই জগতে জড় ইন্দ্রিয়গুলিই শক্তিশালী। শ্রীভগবান তাঁর ভক্তবৃন্দের পক্ষে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন আর এইভাবে তাদের অপ্রাকৃত শুদ্ধতার জন্য সংগ্রামে তিনি তাদের অবিরাম সাহায্য করার চেষ্টা করছেন। ভক্তবৃন্দ যখন অপ্রয়োজনীয় জাগতিক আচরণ অভ্যাসগুলি থেকে মুক্ত হন, তখন শ্রীভগবান নিজেকে তাদের কাছে প্রকাশ করেন এবং তারপর শ্রীভগবানের সঙ্গে তাঁর ভক্তগণের নিত্য প্রেমময়ী সম্পর্কটি এক অবিসম্বাদিত পরম সত্য হয়ে ওঠে।

ঐ একই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন, *ত্যক্ত-নৃপাসনান্*—"আমরা রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করেছি।" কিন্তু এখানে শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী উল্লেখ করেছেন যে, এই জগতে রাজনৈতিক আধিপত্য লাভের মর্যাদা সাধারণত তথাকথিত শক্তিমান নেতাদের অন্ধকার ও অন্ধতায় বিজড়িত করে। যেমন বলা হয়, "ক্ষমতা থেকে দুরাচার জন্মে।" তাই শ্রীভগবানের প্রেমময়ী সেবকদেরও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এবং ক্ষমতার কূটনীতি থেকে দূরে থাকার প্রবণতা থাকে। শ্রীভগবান স্বয়ং, তাঁর আপন চিন্ময় আনন্দে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হওয়ায় কখনও জড় রাজনৈতিক পদের জন্য আগ্রহী হন না। এইভাবে শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী সঠিকভাবেই, শ্রীভগবানের পরম চিন্ময় স্বভাবের প্রমাণরূপে তাঁর আচরণগুলি বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৩৬

ত্বৎপাদপদ্মমকরন্দজুষাং মুনীনাং
বর্ত্মাস্ফুটং নৃপশুভির্ননু দুর্বিভাব্যম্ ।
যস্মাদলৌকিকমিবেহিতমীশ্বরস্য
ভূমংস্তবেহিতমথো অনু যে ভবন্তম্ ॥ ৩৬ ॥

ত্বৎ—আপনার; **পাদ**—পাদদ্বয়ের; **পদ্ম**—পদ্মসদৃশ; **মকরন্দ**—মধু; **জুষাম্**—আস্বাদনকারী; **মুনীনাম্**—ঋষিগণের জন্য; **বর্ত্ম**—(আপনার) পথ; **অস্ফুটম্**—স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান নয়; **নৃ**—মনুষ্যরূপে; **পশুভিঃ**—পশুদের দ্বারা; **ননু**—নিশ্চিতরূপে, তখন; **দুর্বিভাব্যম্**—দুর্বোধ্য; **যস্মাৎ**—যেহেতু; **অলৌকিকম্**—অলৌকিক; **ইব**—যেন; **ঈহিতম্**—কার্যাবলী; **ঈশ্বরস্য**—ভগবানের; **ভূমন্**—হে সর্বশক্তিমান; **তব**—আপনার; **ঈহিতম্**—কার্যাবলী; **অথ-উ**—সুতরাং; **অনু**—অনুবর্তন করেন; **যে**—যিনি; **ভবন্তম্**—আপনাকে।

অনুবাদ

আপনার পাদপদ্মের মধু আস্বাদনকারী ঋষিগণের কাছেও দুর্জ্ঞেয়, আপনার গতিবিধি পশুর মতো আচরণকারী মানুষের কাছে তো দুর্বোধ্য হবেই। আর যেহেতু আপনার কার্যাবলী চিন্ময়, তাই হে ভূমন্, আপনার অনুবর্তনকারীগণের কার্যাবলীও তেমন হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

এখানে রাণী রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের নিম্নোক্ত শ্লোক ১৩ উক্তির উত্তর প্রদান করছেন—

অস্পষ্ট বর্ত্মনাং পুংসামলোকপথমীয়ুষাম্ ।
আস্থিতাঃ পদবীং সুভ্রু প্রায়ঃ সীদন্তি যোষিতঃ ॥

"হে সুভ্রু (সুন্দর ভ্রুবিশিষ্টা রমণী), নারীরা যখন সমাজের অননুমোদিত পথের অনুসারী, এবং অনিশ্চিত আচরণকারী পুরুষের সঙ্গে থাকে, তখন তাদের জন্য দুঃখ ভোগই নির্ধারিত হয়।"

এই শ্লোকে রুক্মিণী *আলোক পথম্* শব্দটি গ্রহণ করছেন 'অপার্থিব পথ' কথাটি বোঝাতে। যারা পার্থিব আচরণাদির মধ্যে আবদ্ধ, তারা এই জগতকে অল্পবিস্তর পশুর মতোই ভোগ করার চেষ্টা করে। এমন কি এই ধরনের মানুষেরা যদি 'সংস্কৃতিসম্পন্ন' হয়, তবুও তাদের নিতান্তই পরিমার্জিত রুচির পশু রূপেই বিবেচনা করা উচিত। শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী উল্লেখ করেছেন যে, শ্রীভগবানের কার্যকলাপ যেহেতু সর্বদাই চিন্ময়, তাই তা সাধারণ মানুষের কাছে *অস্পষ্ট* বা 'অস্বচ্ছ' থাকে এবং শ্রীভগবানকে জানার চেষ্টায় নিয়োজিত মুনি-ঋষিরাও এই সকল কার্যাবলী সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না।

শ্লোক ৩৭

নিষ্কিঞ্চনো ননু ভবান্ ন যতোঽস্তি কিঞ্চিদ্
যস্মৈ বলিং বলিভুজোঽপি হরন্ত্যজাদ্যাঃ।
ন ত্বাং বিদন্ত্যসুতৃপোঽন্তকমাঢ্যতান্ধাঃ
প্রেষ্ঠো ভবান্ বলিভুজামপি তেঽপি তুভ্যম্ ॥ ৩৭ ॥

নিষ্কিঞ্চনঃ—নিঃস্ব; **ননু**—বস্তুত; **ভবান্**—আপনি; **ন**—না; **যতঃ**—যার অতীত; **অস্তি**—বিদ্যমান; **কিঞ্চিৎ**—কোন কিছু; **যস্মৈ**—যার; **বলিম্**—পূজা; **বলি**—পূজার; **ভুজঃ**—ভোক্তা; **অপি**—এমন কি; **হরন্তি**—প্রদান করেন; **অজ-আদ্যাঃ**—ব্রহ্মার দ্বারা; **ন**—না; **ত্বা**—আপনি; **বিদন্তি**—জ্ঞাত হওয়া; **অসু-তৃপঃ**—দেহগতভাবে সন্তুষ্ট ব্যক্তিগণ; **অন্তকম্**—মৃত্যুরূপে; **আঢ্যতা**—তাদের সম্পদের মান দ্বারা; **অন্ধাঃ**—অন্ধ; **প্রেষ্ঠঃ**—অত্যন্ত প্রিয়; **ভবান্**—আপনি; **বলি-ভুজাম্**—পূজার পরম ভোক্তাদের জন্য; **অপি**—ও; **তে**—তারা; **অপি**—ও; **তুভ্যম্**—(প্রিয়) আপনার।

অনুবাদ

আপনি নিষ্কিঞ্চন, কারণ আপনার অতীত আর কিছুই নেই। ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতাগণ যাঁরা পূজা অর্চনাদির মহৎ ভোক্তা, আপনাকে পূজা নিবেদন করে থাকেন। যারা তাদের সম্পদ বৈভবে অন্ধ এবং তাদের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি করতেই মগ্ন থাকে, তারা মৃত্যুরূপী আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করে না। কিন্তু পূজার ভোক্তা দেবতাদের কাছে, আপনি যেমন প্রিয়, তেমনই তারাও আপনার কাছে প্রিয়।

তাৎপর্য

এখানে শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী শ্লোক ১৪-তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তির উত্তর প্রদান করছেন—

নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ ।
তস্মাৎ প্রায়েণ ন হ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে ॥

"আমরা অকিঞ্চন এবং তাই নিঃস্ব মানুষদের কাছে আমরা প্রিয়। সুতরাং, হে ক্ষীণকটি নারী, ধনবানেরা কচিৎ কখনও আমার পূজা করে থাকে।"

রাণী রুক্মিণী *নিষ্কিঞ্চনো ননু*, 'আপনি অবশ্যই নিষ্কিঞ্চন' বলার মাধ্যমে তাঁর কথা শুরু করছেন। *কিঞ্চন* শব্দটির মানে 'অল্প কিছু' এবং প্রারম্ভে *নির*—অথবা, এখানে তা যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে, *নিষ*—নঞর্থক ইঙ্গিত করছে। তাই সাধারণভাবে *নিষ্কিঞ্চন* অর্থ, 'যার অল্প কিছুও নেই', অথবা অন্যভাবে 'যার কিছুই নেই।'

কিন্তু বর্তমান শ্লোকটিতে রাণী রুক্মিণী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 'নিষ্কিঞ্চন' বলছেন, তার কারণ এই নয় যে, শ্রীকৃষ্ণ কপর্দকশূন্য ব্যক্তি, বরং তা এইজন্য যে, তিনি স্বয়ং সমস্তকিছু। অন্যভাবে বলতে গেলে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পরম ব্রহ্ম, তাই যা কিছু বিদ্যমান, তার সমস্তকিছুই তাঁর মধ্যে রয়েছে। শ্রীভগবানের অস্তিত্বের বাইরে দ্বিতীয় কোনও বস্তু নেই যে শ্রীভগবানকে যার মালিক বা অধিকারী হতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, কোনও মানুষ একটি গৃহ বা একটি বাড়ি বা একটি সন্তান বা অর্থের অধিকারী হতে পারে, কিন্তু এই সমস্ত বস্তু কখনও সেই মানুষটি হয়ে যেতে পারে না—তারা মানুষটির বাইরেই বিদ্যমান থাকে। কেবলমাত্র তাদের উপরে মানুষের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, এই অর্থে আমরা বলি যে, সে তার অধিকারী। কিন্তু শ্রীভগবান তাঁর সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, শুধু তাই নয়, প্রকৃতপক্ষে তাঁর সমগ্র সৃষ্টি তাঁরই মধ্যে বিরাজ করে আছে। এইভাবে কোন কিছুই তাঁর বাইরে নয় যে, তিনি তার অধিকারী হতে পারেন, ঠিক যেভাবে আমরা বাহ্যিক বস্তুর অধিকারী হই বলে দাবি করে থাকি।

আচার্যগণ *নিষ্কিঞ্চন* শব্দটি এইভাবে ব্যাখ্যা করছেন—কোনও মানুষ কোনও কিছুর অধিকারী বলতে এই অর্থ বোঝায় যে, সে সমস্ত কিছুর অধিকারী নয়। কিংবা অন্যভাবে বলতে গেলে, আমরা যদি বলি যে, কোনও মানুষ কোনও সম্পত্তির মালিক, তা হলে আমরা পরোক্ষভাবে ব্যক্ত করি যে, সমস্ত সম্পত্তির মালিক সে নয়, বরং কিছু নির্দিষ্ট সম্পত্তিরই মালিক। সাধারণ উৎকর্ষের অভিধানে 'কিছু' শব্দটি ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে যে, কোনও অনির্দিষ্ট বা আলাদাভাবে

অনুল্লেখিত সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি যা অবশিষ্ট হতে পৃথক'। সংস্কৃত শব্দ *কিঞ্চন* মোট পরিমাণের একটি অংশের এই ভাবকে প্রকাশ করছে। তাই, শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র কিছু পরিমাণ মাধুর্য, যশ, সম্পদ, জ্ঞান ও অন্যান্য ঐশ্বর্যসমূহের অধিকারী, এই ধারণা খণ্ডন করার জন্য তাঁকে *নিষ্কিঞ্চন* বলা হয়েছে। বরং, তিনি অনন্ত মাধুর্য, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত সম্পদ ইত্যাদির অধিকারী। তিনি বাস্তবিকই এমনই, কারণ তিনি যে পরম ব্রহ্ম!

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধের প্রথম খণ্ডে তাঁর ভূমিকাটি নিম্নোক্ত বক্তব্যের দ্বারা শুরু করেছেন, যা আমাদের বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক—"ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান সমপর্যায়ভুক্ত নয়। *শ্রীমদ্ভাগবত* ব্রহ্মজ্ঞানের চরম লক্ষ্য ভেদ করেছে। ভগবান বলতে বোঝায় পরম ঈশ্বর, কিন্তু ব্রহ্ম সমস্ত শক্তির পরম উৎস।" এখানে শ্রীল প্রভুপাদ একটি মৌলিক দার্শনিক বিষয়কে স্পর্শ করেছেন। ভগবানকে সাধারণত 'পরম তত্ত্ব' রূপে ব্যাখ্যা করা হয় এবং 'পরম' শব্দটিকে অভিধান এইভাবে ব্যাখ্যা করছে—(১) মর্যাদা, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ইত্যাদিতে সর্বোচ্চ, (২) গুণ, কীর্তি, সম্পাদন ইত্যাদিতে সর্বোচ্চ; (৩) পদে সর্বোচ্চ; এবং (৪) সর্বশেষ; চরম। এই সকল সংজ্ঞার কোনটিই যথেষ্টরূপে পরম অস্তিত্বকে ইঙ্গিত করতে পারে না।

উদাহরণ স্বরূপ, কোন বিশেষ আমেরিকাবাসীকে আমরা পরম ধনী বলতে পারি এই ভাব নিয়ে যে, সে অন্য কোন আমেরিকাবাসীদের চেয়ে ধনী, অথবা দেশের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টকে আমরা সর্বোচ্চ বিচারালয় বলতে পারি, যদিও নিশ্চিতরূপে সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে এর পরম কর্তৃত্ব নেই, কারণ এই সমস্ত ক্ষেত্রে সেটি রাষ্ট্রপতি ও আইনসভার সঙ্গে কর্তৃত্ব ভাগ করে নেয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, 'পরম' শব্দটি শাসকবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠকে বোঝায় এবং তাই পরম পুরুষকে কেবল অন্যান্য সকল জীবের মূল রূপে নয়, অবশ্যই বিদ্যমান সমস্ত কিছুর বা সকল জীবের মহত্তম বা শ্রেষ্ঠ রূপে শুধুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করা যেতে পারে। এইভাবে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ধারণা কোনও পরম পুরুষের ধারণা থেকেও উচ্চ পর্যায়ে অবস্থিত এবং বৈষ্ণব দর্শন সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে এই বিষয়টি অনুধাবন করা প্রয়োজন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র পরম পুরুষই নন—তিনি পরম ব্রহ্ম, এবং ঠিক সেই বিষয়টি তাঁর পত্নী এখানে উল্লেখ করছেন। তাই *নিষ্কিঞ্চন* শব্দটি, শ্রীকৃষ্ণ কোন ঐশ্বর্য ধারণ করেন না একথা নির্দেশ করে না, বরং সকল ঐশ্বর্যই তিনি

ধারণ করেন, একথাই বোঝায়। সেই অর্থেই, নিজেকে *নিষ্কিঞ্চন* রূপে শ্রীকৃষ্ণের সংজ্ঞা, রুক্মিণীদেবী গ্রহণ করেছেন।

শ্লোক ১৪-তে শ্রীকৃষ্ণ আরও উল্লেখ করেছেন *নিষ্কিঞ্চন-জন-প্রিয়ঃ* 'আমি নিঃস্বগণের প্রিয়।" কিন্তু, এখানে, রাণী রুক্মিণী উল্লেখ করেছেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের সম্পদশালী পুণ্যাত্মাগণ, দেবতারাও নিয়মিত শ্রীভগবানের পূজা করেন। আমরা ধরে নিতে পারি যে, দেবতারা শ্রীভগবানের নিয়োজিত প্রতিভূ হওয়ার ফলে তাঁরা জানেন যে, সমস্ত কিছুই শ্রীভগবানের, এই অর্থে যে, সমস্ত কিছুই তাঁর অংশ, যেমন উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং *নিষ্কিঞ্চন-জন-প্রিয়াঃ* কথাটি এই অর্থে যথার্থ যে, কোন কিছুই যেহেতু ভগবান ও তাঁর শক্তিসমূহ ব্যতীত বিদ্যমান নয়, তাই ভগবানের পূজারীগণ কতখানি ধনীরূপে প্রকাশিত, সেটা বিচার্য নয়, কারণ প্রকৃতপক্ষে প্রেমময়ী আচরণ রূপে শ্রীভগবানের আপন শক্তি ব্যতীত তাঁকে কিছুই নিবেদন করার নেই। এই একই ধারণা উদাহরণরূপে প্রযোজ্য হয়, যখন কেউ গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা করে অথবা কোন সন্তান যখন তার পিতার জন্মদিনে তার পিতার কাছ থেকে অর্থ নিয়ে পিতাকেই উপহার প্রদান করে। পিতা তার নিজের উপহারের জন্য অর্থ দিচ্ছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর সন্তানের ভালবাসার জন্য আগ্রহী। তেমনই শ্রীভগবান ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, আর তখন বদ্ধ জীব শ্রীভগবানের সৃষ্টির বিভিন্ন দ্রব্য সংগ্রহ করে। পুণ্যাত্মাগণ তাঁদের সংগ্রহ থেকে শ্রেষ্ঠ দ্রব্যগুলি যজ্ঞরূপে শ্রীভগবানকে প্রত্যর্পণ করেন এবং এইভাবে নিজেদের শুদ্ধ করেন। যেহেতু সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এবং এর সমস্ত কিছুই শ্রীভগবানের শক্তি, তাই আমরা বলতে পারি যে, ভগবানের পূজা যাঁরা করেন, তাঁদের কিছুই নেই।

আরো চলিত কথায় বলা যায় যে, যে সকল মানুষ তাদের মহাসম্পদে গর্বিত, তারা শ্রীভগবানের প্রতি প্রণতি নিবেদন করে না। রাণী রুক্মিণী এই সমস্ত মূর্খদের উল্লেখ করেছেন। তাদের অনিত্য দেহে সন্তুষ্ট হয়ে, তাদের অলক্ষ্যে থাকা মৃত্যুর দিব্য শক্তি তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। কিন্তু দেবতাগণ, যাঁরা যতদূর সম্ভব ধনশালী জীব, তাঁরা নিয়মিতভাবে শ্রীভগবানের প্রতি যজ্ঞ নিবেদন করেন এবং এইভাবে এখানে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, ভগবান তাঁদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে থাকেন।

শ্লোক ৩৮

ত্বং বৈ সমস্তপুরুষার্থময়ঃ ফলাত্মা
যদ্বাঞ্ছয়া সুমতয়ো বিসৃজন্তি কৃৎস্নম্ ।

তেষাং বিভো সমুচিতো ভবতঃ সমাজঃ
পুংসঃ স্ত্রিয়াশ্চ রতয়োঃ সুখদুঃখিনোর্ন ॥ ৩৮ ॥

ত্বম্—আপনি; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **সমস্ত**—সমস্ত; **পুরুষ**—মনুষ্য জীবনের; **অর্থ**—লক্ষ্যের; **ময়ঃ**—অন্তর্ভুক্ত; **ফল**—চরম লক্ষ্যের; **আত্মা**—আত্মা; **যৎ**—যার জন্য; **বাঞ্ছয়া**—আকাঙ্ক্ষাবশত; **সু-মতয়ঃ**—বুদ্ধিমান মানুষেরা; **বিসৃজন্তি**—উপেক্ষা করেন; **কৃৎস্নম্**—সমস্ত কিছু; **তেষাম্**—তাদের জন্য; **বিভো**—হে সর্বশক্তিমান; **সমুচিতঃ**—সমুচিত; **ভবতঃ**—আপনার; **সমাজঃ**—সঙ্গ; **পুংসঃ**—মানুষের; **স্ত্রিয়াঃ**—এবং নারীর; **চ**—এবং; **রতয়োঃ**—পরস্পর আসক্ত; **সুখ-দুঃখিনোঃ**—সুখ-দুঃখভাগী; **ন**—না।

অনুবাদ

আপনি সকল পুরুষার্থময় এবং আপনিই জীবনের চরম লক্ষ্য। আপনাকে লাভ করবার আকাঙ্ক্ষায়, হে সর্বশক্তিমান ভগবান, বুদ্ধিমান মানুষেরা সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে। তারাই আপনার সঙ্গ লাভের যোগ্য হয়—পারস্পরিক কামনা থেকে উৎপন্ন শোক ও আনন্দে মগ্ন নারী ও পুরুষেরা তাঁর যোগ্য হয় না।

তাৎপর্য

এখানে রাণী রুক্মিণী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্লোক ১৫-এর বক্তব্য খণ্ডন করেছেন—

যয়োরাত্মসমং বিত্তং জন্মৈশ্বর্যাকৃতির্ভবঃ ।
তয়োর্বিবাহো মৈত্রী চ নোত্তমাধময়োঃ ক্বচিৎ ॥

"যারা তাদের সম্পদে, জন্মে, প্রভাবে, চেহারায় এবং বংশ মর্যাদায় সমান তাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ ও মৈত্রী যথাযথ হয়, কিন্তু কোনও উত্তম এবং কোনও অধমের মধ্যে কখনই তা হয় না।" বাস্তবিকই, যারা এই ধরনের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জড় ধারণাগুলি পরিত্যাগ করেছেন এবং ঐকান্তিকভাবে শ্রীভগবানের প্রেমময়ী সেবা অনুশীলন গ্রহণ করেছেন, তাঁরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, তাঁদের প্রকৃত বন্ধু ও সঙ্গী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং।

শ্লোক ৩৯

ত্বং ন্যস্তদণ্ডমুনিভির্গদিতানুভাব
আত্মাত্মদশ্চ জগতামিতি মে বৃতোঽসি ।
হিত্বা ভবদ্ভ্রুব উদীরিতকালবেগ-
ধ্বস্তাশিষোঽব্জভবনাকপতীন্ কুতোঽন্যে ॥ ৩৯ ॥

ত্বম্—আপনি; **ন্যস্ত**—ত্যক্ত; **দণ্ড**—সন্ন্যাসীর দণ্ড; **মুনিভিঃ**—মুনিগণ দ্বারা; **গদিত**—কথিত হয়েছে; **অনুভাবঃ**—যাঁর পরাক্রম; **আত্মা**—পরমাত্মা; **আত্ম**—স্বয়ং আপনাকে; **দঃ**—যিনি প্রদান করেন; **চ**—ও; **জগতাম্**—সমগ্র জগতের; **ইতি**—এইভাবে; **মে**—আমার দ্বারা; **বৃতঃ**—বরণীয় হয়েছেন; **অসি**—আপনি; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **ভবৎ**—আপনার; **ভ্রুবঃ**—ভ্রু হতে; **উদীরিত**—উৎপন্ন; **কাল**—কালের; **বেগ**—বেগ দ্বারা; **ধ্বস্ত**—বিনষ্ট; **আশিষঃ**—যাদের আশা; **অব্জ**—পদ্মজাত (শ্রীব্রহ্মা); **ভব**—শিব; **নাক**—স্বর্গের; **পতিন্**—পতি; **কুতঃ**—আর কি কথা; **অন্যে**—অন্যদের।

অনুবাদ

আপনার মহিমা ঘোষণার জন্য মহান মুনিগণ সন্ন্যাসীর দণ্ড পরিত্যাগ করেছেন, আপনি সমগ্র জগতের পরমাত্মা এবং আপনি এতই কৃপাময় যে, আপনি নিজেকে পর্যন্ত দান করেন, তা অবগত হয়ে আপনার ভ্রু-জাত কালবেগ দ্বারা বিনষ্ট আশিস ব্রহ্মা, শিব ও স্বর্গের শাসকবর্গকে পরিত্যাগ করে আমার পতিরূপে আমি আপনাকে বরণ করেছি। অন্য কোনও বরে আমার আর কি আগ্রহ থাকতে পারে?

তাৎপর্য

শ্লোক ১৬-তে শ্রীকৃষ্ণের যে উক্তি, তা রাণী রুক্মিণী এইভাবে খণ্ডন করেছেন। সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—*ভিক্ষুভিঃ শ্লাঘিতা মুধা* "আমি বিভ্রান্ত ভিক্ষুকদের কাছে বন্দিত হই।" কিন্তু রাণী রুক্মিণী উল্লেখ করেছেন যে, সেই সমস্ত ভিক্ষুক বলতে যাঁদের বোঝানো হয়, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে জীবনের পরমহংস স্তরের ঋষিবর্গ—যে মুনি-ঋষি এবং সন্ন্যাসীরা পারমার্থিক উন্নতির পরমস্তর লাভ করে সন্ন্যাসীর দণ্ডও পরিত্যাগ করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পত্নীর বিরুদ্ধে শ্লোক ১৬-তে দুটো নির্দিষ্ট অনুযোগ করেছেন। তিনি বলেছেন *বৈদর্ভ্যেতদবিজ্ঞায়*—"হে বৈদর্ভি, তুমি পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন ছিলে না"—এবং *ত্বয়াদীর্ঘ-সমীক্ষয়া*—"কারণ তুমি অদূরদর্শী।' বর্তমান শ্লোকে রুক্মিণীর বক্তব্য *ইতি মে বৃতোঽসি* অভিব্যক্ত করেছে যে, 'আমার পতিরূপে আমি আপনাকে বরণ করেছিলাম, কারণ আপনি উল্লিখিত গুণাবলীর অধিকারী। এটি মোটেই অন্ধ বিচার হয়নি।" রুক্মিণী আরও উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ব্রহ্মা, শিব ও স্বর্গের শাসকবর্গের মতো কম ব্যক্তিত্বসম্পন্নদেরকে উপেক্ষা করেছিলেন কারণ তিনি দেখেছিলেন যে, জাগতিকভাবে তাঁরা মহৎ ব্যক্তিত্ব হলেও, শ্রীকৃষ্ণের ভ্রু হতে উৎপন্ন শক্তিশালী কাল-বেগের কাছে তাঁরা পরাভূত। সুতরাং অদূরদর্শিতা পরিহার করে রুক্মিণী সামগ্রিক মহাজাগতিক পরিস্থিতির পূর্ণ গুণ বিচার করার পরেই শ্রীকৃষ্ণকে মনোনয়ন

করেছিলেন। এইভাবে তিনি এখানে প্রেমভরে তাঁর পতিকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর রুক্মিণীর মনোভাব এইভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, "হে পতিদেব আমার অদূরদর্শিতা সম্বন্ধে আপনার অভিযোগ থেকে বোঝা যায় যে, পরিস্থিতির সম্পর্কে আমার গভীর অনুধাবন সম্পর্কে আপনি অবগত ছিলেন। বাস্তবিকই, আপনার প্রকৃত মহিমা জানতাম বলেই আমি আপনাকে বরণ করেছিলাম।"

শ্লোক ৪০

জাড্যং বচস্তব গদাগ্রজ যস্তু ভূপান্
বিদ্রাব্য শার্ঙ্গনিনদেন জহর্থ মাং ত্বম্ ।
সিংহো যথা স্ববলিমীশ পশূন্ স্বভাগং
তেভ্যো ভয়াদ্ যদুদধিং শরণং প্রপন্নঃ ॥ ৪০ ॥

জাড্যম্—অসঙ্গত; **বচঃ**—বাক্য; **তব**—আপনার; **গদাগ্রজ**—হে গদাগ্রজ; **যঃ**—যিনি; **তু**—ও; **ভূ-পান্**—রাজাদের; **বিদ্রাব্য**—দূরীভূত করে; **শার্ঙ্গ**—আপনার ধনুক শার্ঙ্গের; **নিনাদেন**—নিনাদ দ্বারা; **জহর্থ**—অপহরণ করেছিলেন; **মাম্**—আমাকে; **ত্বম্**—আপনি; **সিংহঃ**—সিংহ; **যথা**—যেমন; **স্ব**—আপন; **বলিম্**—পূজা; **ঈশ**—হে ঈশ; **পশূন্**—পশু; **স্ব-ভাগম্**—তার নিজ ভাগ; **তেভ্যঃ**—তাদের; **ভয়াৎ**—ভয়বশত; **যৎ**—সেই; **উদধীম্**—সমুদ্রের; **শরণম্ প্রপন্নঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

হে ঈশ, সিংহ যেমন ইতর প্রাণীদের দূর করে দিয়ে তার যথার্থ ভোজ্য গ্রহণ করে, তেমনই আপনার শার্ঙ্গ ধনুর জ্যা নিনাদিত করে সমবেত রাজাদের আপনি দূর করে দিয়েছিলেন এবং তারপর আপনার যথার্থ অংশ, আমাকে দাবী করেছিলেন। হে গদাগ্রজ, তাই আপনার পক্ষে বলা নিতান্তই অসঙ্গত যে, আপনি সেইসব রাজাদের ভয়ে সমুদ্রে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের শ্লোক ১২-তে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, *রাজভ্যো বিভ্যতঃ সুভ্রু সমুদ্রং শরণং গতান্*—'সমস্ত রাজাদের ভয়ে ভীত হয়ে আমরা আশ্রয়ের জন্য সমুদ্রে চলে গিয়েছিলাম।" আচার্যবর্গের মতানুসারে, শ্রীকৃষ্ণ অবশেষে রুক্মিণীর পতি হতে পারতেন এমন অন্যান্য মানুষদের মহিমা কীর্তন করে তাঁর ক্রোধ প্ররোচিত করেছিলেন এবং তাই ক্ষুব্ধভাবে রুক্মিণী এখানে শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন যে, তিনি অজ্ঞ নন বরং শ্রীকৃষ্ণই অসঙ্গতভাবে কথা বলছেন। রুক্মিণী বলছেন, "সেই সকল

রাজাদের সামনে আপনি আমাকে অপহরণ করেছিলেন এবং আপনার শার্ঙ্গ ধনুকের সাহায্যে তাদের দূর করেছিলেন তাই ঐ রাজাদেরই ভয়ে আপনি সমুদ্রে চলে গিয়েছিলেন, একথা নিতান্তই বোকামি।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, রাণী রুক্মিণী যখন এই সমস্ত কথা বলছিলেন, তখন তিনি শ্রীভগবানের দিকে ভ্রুকুঞ্চিত করে ও ক্রুদ্ধ তির্যক দৃষ্টিপাত করেছিলেন।

শ্লোক ৪১

যদ্বাঞ্ছয়া নৃপশিখামণয়োঽঙ্গবৈণ্য-
জায়ন্তনাহুষগয়াদয় ঐক্যপত্যম্ ।
রাজ্যং বিসৃজ্য বিবিশুর্বনমম্বুজাক্ষ
সীদন্তি তেঽনুপদবীং ত ইহাস্থিতাঃ কিম্ ॥ ৪১ ॥

যৎ—যাঁর; **বাঞ্ছয়া**—কামনা বশত; **নৃপ**—রাজাদের; **শিখা-মণয়ঃ**—শিখা রত্নাবলী; **অঙ্গ-বৈণ্য-জায়ন্ত-নাহুষ-গয়-আদয়ঃ**—অঙ্গ (বেনের পিতা), বৈণ্য (পৃথু, বেনের পুত্র), জায়ন্ত (ভরত), নাহুষ (যযাতি), গয় এবং অন্যান্যরা; **ঐক্য**—একচ্ছত্র; **পত্যম্**—আধিপত্য; **রাজ্যম্**—তাদের রাজ্য; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **বিবিশুঃ**—প্রবেশ করে; **বনম্**—বন; **অম্বুজ-অক্ষ**—হে কমলনয়ন; **সীদন্তি**—অবসাদগ্রস্ত হয়েছিলেন; **তে**—আপনার; **অনুপদবীম্**—পথে; **তে**—তারা; **ইহ**—এই জগতে; **আস্থিতাঃ**—আশ্রিত; **কিম্**—কি।

অনুবাদ

আপনার সঙ্গ কামনা করে, অঙ্গ, বৈণ্য, জায়ন্ত, নাহুষ, গয় এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ রাজারা—তাঁদের একচ্ছত্র রাজ্য পরিত্যাগ করেন ও আপনাকে অন্বেষণের জন্য বনে প্রবেশ করেন। হে কমলনয়ন, কিভাবে সেই রাজারা এই জগতে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারলেন?

তাৎপর্য

এখানে রাণী কুন্তী শ্লোক ১৩-তে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থাপিত ধারণা খণ্ডন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণেরই কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করেছেন। শ্রীভগবান বলেছিলেন, *আস্থিতাঃ পদবীং সুভ্রূ প্রায়ঃ সীদন্তি যোষিতঃ*—"যে সকল নারী আমার পথ অনুসরণ করে; তারা সাধারণত দুঃখ ভোগ করে।" এখানে রুক্মিণীদেবী বলেছেন, *সীদন্তি তেঽনুপদবীং ত ইহাস্থিতাঃ কিম্*,—"যারা আপনার পথেই দৃঢ়চিত্ত হয়ে রয়েছে, তারা কেন এই জগতে দুঃখ ভোগ করবে?" তিনি অনেক মহান

রাজার উদাহরণ দিয়েছেন যাঁরা ঐকান্তিকভাবে তাঁর দিব্য সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা করে তপশ্চর্যা সম্পাদন ও ভগবানের আরাধনা করার জন্য তাঁদের প্রতিপত্তিশালী রাজ্য-পাট পরিত্যাগ করে বনে চলে গিয়েছিলেন। তাই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী এখানে শ্রীকৃষ্ণকে বলতে চেয়েছিলেন, "আপনি বলেছেন যে আমি, একজন রাজকন্যা, বুদ্ধিহীনা এবং হতাশাচ্ছন্ন, কারণ, আমি আপনাকে বিবাহ করেছি। কিন্তু কিভাবে আপনি এই সমস্ত মহান উন্নত রাজাদের বুদ্ধিহীন বলে অভিযুক্ত করবেন? তাঁরা ছিলেন মানুষের মধ্যে যথেষ্ট জ্ঞানী, যদিও তাঁরা আপনাকে অনুসরণ করার জন্য সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করেছিলেন কিন্তু পরিণামে তাঁরা নিশ্চয়ই হতাশাচ্ছন্ন হননি। প্রকৃতপক্ষে, তাঁরা আপনার দিব্য সঙ্গের শুদ্ধতা অর্জন করেছিলেন।"

শ্লোক ৪২

কান্যং শ্রয়েত তব পাদসরোজগন্ধম্
আঘ্রায় সন্মুখরিতং জনতাপবর্গম্ ।
লক্ষ্ম্যালয়ং ত্ববিগণয্য গুণালয়স্য
মর্ত্যা সদোরুভয়মর্থবিবিক্তদৃষ্টিঃ ॥ ৪২ ॥

কা—কোন রমণী; **অন্যম্**—অন্য মানুষের; **শ্রয়েত**—আশ্রয় গ্রহণ করবে; **তব**—আপনার; **পাদ**—পাদদ্বয়ের; **সরোজ**—পদ্মের; **গন্ধম্**—গন্ধ; **আঘ্রায়**—ঘ্রাণ যুক্ত; **সৎ**—মহান সাধুগণ দ্বারা; **মুখরিতম্**—মুখরিত; **জনতা**—সকল মানুষের জন্য; **অপবর্গম্**—মুক্তি প্রদান করে; **লক্ষ্মী**—লক্ষ্মীদেবীর; **আলয়ম্**—আলয়; **তু**—কিন্তু; **অবিগণয্য**—ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ না করে; **গুণ**—সকল চিন্ময় গুণাবলীর; **আলয়স্য**—আলয়ের; **মর্ত্যা**—মরণশীল; **সদা**—সর্বদা; **উরু**—মহা; **ভয়ম্**—ভয়; **অর্থ**—তার পরম আগ্রহ; **বিবিক্ত**—নির্ণয় করে; **দৃষ্টিঃ**—যার অন্তঃদৃষ্টি।

অনুবাদ

মহান ঋষিগণের বন্দিত, জনগণের মোক্ষপ্রদায়ী আপনার পাদপদ্মের সৌরভ লক্ষ্মীদেবীর আলয় স্বরূপ। সেই সৌরভের ঘ্রাণ গ্রহণের পরে কোন্ নারী অন্য কোনও মানুষের আশ্রয় গ্রহণ করবে? যেহেতু আপনি অপ্রাকৃত গুণাবলীর আলয়, তাই কোন্ পার্থিব নারী নিজের যথার্থ কল্যাণ নির্ধারণের অন্তদৃষ্টি নিয়ে সেই সৌরভের অনাদর করে তার পরিবর্তে সর্বদা ভয়ঙ্কর ভয়ে ভীত হয়ে আছে এমন কারও ওপরে নির্ভর করবে?

তাৎপর্য

শ্লোক ১৬-তে শ্রীকৃষ্ণ দাবী করেছেন যে, তিনি *গুণৈর্হীনাঃ*, "সকল সদ্‌গুণ বর্জিত।" সেই দাবী খণ্ডন করার জন্য ঐকান্তিকভাবে রুক্মিণী এখানে উল্লেখ করছেন যে, শ্রীভগবান *গুণালয়*, "সকল সদ্‌গুণাবলীর আলয়।" এই জগতের শক্তিশালী মানুষ বলতে যাদের বোঝায়, মুহূর্তের মধ্যেই তাঁরা অসহায় ও বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। বাস্তবিকই, সকল পৌরুষময় সত্তারই অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্য হল বিনাশ। কিন্তু শ্রীভগবানের রয়েছে নিত্য, দিব্য দেহ, যা সর্বশক্তিমান ও পরম সুন্দর, আর তাই রাণী রুক্মিণী এখানে যুক্তি সহকারে প্রশ্ন তুলেছেন, কিভাবে কোনও সুবিবেচক এবং জ্ঞানসম্পন্না নারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কারও আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে?

শ্লোক ৪৩

তং ত্বানুরূপমভজং জগতামধীশম্
আত্মানমত্র চ পরত্র চ কামপূরম্ ।
স্যান্মে তবাঙ্ঘ্রিররণং সৃতিভির্ভ্রমন্ত্যা
যো বৈ ভজন্তমুপযাত্যনৃতাপবর্গঃ ॥ ৪৩ ॥

তম্—তাঁকে; **ত্বা**—আপনি; **অনুরূপম্**—অনুকূল; **অভজম্**—আমি বরণ করেছি; **জগতাম্**—সমস্ত জগতের; **অধীশম্**—অধীশ্বর; **আত্মানম্**—ভগবান; **অত্র**—এই জীবনে; **চ**—এবং; **পরত্র**—পরবর্তী জীবনে; **চ**—ও; **কাম**—কামনার; **পূরম্**—পূরণ; **স্যাৎ**—তারা হতে পারে; **মে**—আমার জন্য; **তব**—আপনার; **অঙ্ঘ্রিঃ**—পাদদ্বয়; **অরণম্**—আশ্রয়; **সৃতিভিঃ**—বিভিন্ন গতি দ্বারা (এক জীবন থেকে অন্য জীবনে); **ভ্রমন্ত্যাঃ**—ভ্রমণশীল; **যঃ**—যে (পাদদ্বয়); **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **ভজন্তম্**—তাদের আরাধনাকারীকে; **উপযাতি**—সান্নিধ্য; **অনৃত**—অসত্য হতে; **অপবর্গঃ**—স্বাধীন।

অনুবাদ

যেহেতু আপনি আমার উপযুক্ত, যিনি ইহজীবনে এবং পরবর্তী জীবনে আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন, সকল জগতের পরমাত্মা ও প্রভু, সেই আপনাকে আমি বরণ করেছি। আপনার যে চরণপদ্মের অর্চনাকারীরা মায়ামুক্ত হন, সেই চরণাশ্রয় প্রদান করে বিভিন্ন জড়জাগতিক পরিস্থিতির মাঝে পরিভ্রমণক্লান্ত আমাকে কৃপা করুন।

তাৎপর্য

স্মৃতিভিঃ শব্দটির একটি বিকল্প পাঠ হয় *শ্রুতিভিঃ*, যার অর্থে রুক্মিণীর চিন্তাধারা এইভাবে অভিব্যক্ত হয়—'অসংখ্য আচার-অনুষ্ঠান ও তার ফলাফলের প্রতিশ্রুতির কথা বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র থেকে শ্রবণ করে আমি বিভ্রান্ত হয়েছি।" শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, যেক্ষেত্রে শ্রীল জীব গোস্বামী ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এছাড়াও অভিব্যক্ত করেছেন যে, রুক্মিণী *শ্রুতিভিঃ* শব্দের দ্বারা সম্ভবত এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে—"হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনার বিভিন্ন অবতারত্বের কথা শ্রবণ করে আমি বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। আমি শুনেছিলাম যে, আপনি যখন শ্রীরাম রূপে অবতরণ করেছিলেন, তখন আপনি আপনার পত্নী সীতাকে পরিত্যাগ করেছিলেন এবং এই জীবনে আপনি গোপীগণকে পরিত্যাগ করেছেন। তাই আমি বিভ্রান্ত হয়েছিলাম।"

শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের নিত্যমুক্ত পত্নী তা সুবিদিত, কিন্তু এই সমস্ত শ্লোকে তিনি শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণকারী মর্ত্যবাসী এক নারীর ভূমিকায় বিনম্র লীলা প্রদর্শন করেছেন।

শ্লোক ৪৪

তস্যাঃ স্যুরচ্যুত নৃপা ভবতোপদিষ্টাঃ
স্ত্রীণাং গৃহেষু খরগোশ্ববিড়ালভৃত্যাঃ ।
যৎকর্ণমূলমরিকর্ষণ নোপযায়াদ্
যুষ্মৎকথা মৃড়বিরিঞ্চিসভাসু গীতা ॥ ৪৪ ॥

তস্যাঃ—তাঁর; **স্যুঃ**—তাঁরা হউন (পতি); **অচ্যুত**—হে অচ্যুত; **নৃপাঃ**—রাজাগণ; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **উপদিষ্টাঃ**—কথিত; **স্ত্রীণাম্**—স্ত্রীগণের; **গৃহেষু**—গৃহে; **খর**—গর্দভ রূপে; **গো**—গো; **শ্ব**—কুকুর; **বিড়াল**—বিড়াল; **ভৃত্যাঃ**—এবং ভৃত্যসমূহ; **যৎ**—যার; **কর্ণ**—কানের; **মূলম্**—মূলে; **অরি**—আপনার শত্রুগণ; **কর্ষণ**—হে বিনাশন; **ন**—কখনও না; **উপযায়াৎ**—উপস্থিত হয়নি; **যুষ্মৎ**—আপনার বিষয়; **কথা**—কথা; **মৃড়**—শিবের; **বিরিঞ্চ**—এবং ব্রহ্মা; **সভাসু**—বিদ্বৎ-সভায়; **গীতা**—কীর্তিত।

অনুবাদ

হে অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ, শিব ও ব্রহ্মার সভায় কীর্তিত আপনার মহিমা যে সকল নারীর কানে কখনও প্রবেশ করেনি, আপনি যে সমস্ত রাজাদের নাম উল্লেখ করলেন,

তারা প্রত্যেকে তাদের পতি হোক। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, এই ধরনের নারীদের গৃহেই এইসব রাজারা গাধা, গরু, কুকুর, বিড়াল এবং ক্রীতদাসের মতোই বাস করে থাকে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, রাণী রুক্মিণীর এই সকল অগ্নিময় বাক্য বিস্তার এই অধ্যায়ের ১০ সংখ্যক শ্লোকে অভিব্যক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রারম্ভিক বচনের উত্তর। শ্রীভগবান বলেছিলেন, 'হে রাজনন্দিনী, লোকপালসদৃশ ক্ষমতাশালী বহু রাজাদের কাছে তুমি আকাঙ্ক্ষিতা হয়েছিলে। তারা সকলেই ছিল রাজনৈতিক প্রভাবশালী ধনাঢ্য, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, ঔদার্য ও শারীরিক শক্তিসম্পন্ন। শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, রাণী রুক্মিণী এখানে ক্রুদ্ধভাবে শ্রীভগবানের দিকে তাঁর তর্জনী নির্দেশ করে কথা বলেছিলেন। তিনি তথাকথিত বীর রাজপুত্রদের গাধার সঙ্গে তুলনা করেছেন, কারণ তারা বহু জাগতিক বোঝা বহন করে, বলদের সঙ্গে তুলনা করেছেন কারণ নির্ধারিত কর্তব্যকর্ম নির্বাহ করবার সময় তারা সর্বদা নিপীড়িত হয়ে থাকে, কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন কারণ কুকুরীরা তাদের অগ্রাহ্য করে, বিড়ালের সঙ্গে তুলনা করেছেন কারণ তারা স্বার্থপর ও নির্দয় এবং ক্রীতদাসের সঙ্গে তুলনা করেছেন কারণ পারিবারিক বিষয়ে তারা আজ্ঞাবহ হয়েই থাকে। শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শোনেনি কিংবা বোঝেনি যেসব রাজারা, তারাই এরকম মূর্খ নারীর কাম্য হতে পারে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও ব্যক্ত করেছেন যে, এই ধরনের রাজারা গর্দভের মতো কারণ তাদের গর্দভীরা কখনও তাদের লাথি মারে, কুকুরের মতো কারণ তাদের গৃহ রক্ষা করার জন্য আগন্তুকদের সঙ্গে তারা শত্রুর মতো আচরণ করে এবং বিড়ালের মতো কারণ তারা বিড়ালীদের পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট আহার করে থাকে।

শ্লোক ৪৫

ত্বক্‌শ্মশ্রুরোমনখকেশপিনদ্ধমন্তর্
মাংসাস্থিরক্তকৃমিবিট্‌কফপিত্তবাতম্ ।
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতির্বিমূঢ়া
যা তে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী ॥ ৪৫ ॥

ত্বক্—ত্বক দ্বারা; **শ্মশ্রু**—শ্মশ্রু; **রোম**—রোম; **নখ**—নখ; **কেশ**—এবং মাথার চুল; **পিনদ্ধম্**—আবৃত; **অন্তঃ**—অভ্যন্তরে; **মাংস**—মাংস; **অস্থি**—অস্থি; **রক্ত**—রক্ত;

কৃমি—কৃমি; **বিট**—মল; **কফ**—কফ; **পিত্ত**—পিত্ত; **বাতম্**—এবং বায়ু; **জীবৎ**—জীবিত; **শবম্**—শবদেহ; **ভজতি**—আরাধনা করে; **কান্ত**—পতি অথবা প্রেমিক রূপে; **মতিঃ**—যার ধারণা; **বিমূঢ়া**—সম্পূর্ণভাবে বিভ্রান্ত; **যা**—যে; **তে**—আপনার; **পদ-অব্জ**—পাদপদ্মের; **মকরন্দম্**—মধু; **অজিঘ্রতী**—ঘ্রাণ গ্রহণ করে না; **স্ত্রী**—নারী।

অনুবাদ

যে নারী আপনার পাদপদ্মমধু আঘ্রাণ করতে ব্যর্থ, সে নিতান্তই বিমূঢ়া এবং তাই তার পতি বা প্রেমিক রূপে সে ত্বক, শ্মশ্রু, রোম, নখ, কেশ দ্বারা আবৃত এবং মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, মল, কফ, পিত্ত ও বায়ু দ্বারা পরিপূর্ণ একটি জীবিত শবকেই গ্রহণ করে।

তাৎপর্য

এখানে শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যবতী পত্নী জড়জাগতিক প্রাকৃত দেহকে ভিত্তি করে জড় ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধন বিষয়ে যথেষ্ট দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এইভাবে এই শ্লোকের ভাষ্য প্রদান করছেন—*স বৈ পতিঃ স্যাদ্ অকুতোভয়ঃ স্বয়ম্*—"যিনি সকল ভয় দূর করতে পারেন, তিনি অবশ্যই কারও পতি হবেন।"—বক্তব্যটি প্রতিপন্ন করে যে, শ্রীকৃষ্ণই সর্বকালের সকল নারীর প্রকৃত পতি। তাই যে নারী তার পতি রূপে অন্য কোনও পুরুষের আরাধনা করে, সে নিতান্তই একটি মৃত দেহেরই আরাধনা করে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও বলেছেন—রুক্মিণী তাই বিবেচনা করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের মাধুর্য সুবিদিত হলেও এবং তিনি এক সচ্চিদানন্দময় দেহের অধিকারী হলেও মূর্খ নারীরা তাঁকে পরিহার করে থাকে। কোনও সাধারণ পতির দেহ বাহ্যত ত্বক ও কেশে আবৃত থাকে; অথবা, রক্ত, মল, মাংস, পিত্ত ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ থাকে বলে তার দুর্গন্ধ ও অন্যান্য বিরূপ আকর্ষণে মাছি এবং অন্য জঘন্য প্রাণীতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণভাবনামৃতের সৌন্দর্য ও শুদ্ধতার কোনও বাস্তব অভিজ্ঞতা যাদের নেই, তারা জড় দেহ পরিতৃপ্তির এই ধরনের অনমনীয় প্রত্যাখ্যানে বিভ্রান্ত হতেই পারে। কিন্তু যারা কৃষ্ণভাবনামৃতে আস্বাদনের মাধ্যমে উন্নত, তাঁরা এমন পরম সত্যনিষ্ঠ বক্তব্যে উদ্দীপ্ত ও উৎসাহিতই হবেন।

শ্লোক ৪৬

অস্ত্বম্বুজাক্ষ মম তে চরণানুরাগ
আত্মন্ রতস্য ময়ি চানতিরিক্তদৃষ্টেঃ।

যর্হ্যস্য বৃদ্ধয় উপাত্তরজোঽতিমাত্রো
মামীক্ষসে তদু হ নঃ পরমানুকম্পা ॥ ৪৬ ॥

অস্তু—হউক; **অম্বুজ-অক্ষ**—হে কমলনয়ন; **মম**—আমার; **তে**—আপনার; **চরণ**—চরণযুগলের জন্য; **অনুরাগঃ**—দৃঢ় অনুরাগ; **আত্মন্**—আপনাতে; **রতস্য**—যে আপনার আনন্দ গ্রহণ করে; **ময়ি**—আমার প্রতি; **চ**—এবং; **অনতিরিক্ত**—অতিরিক্ত নয়; **দৃষ্টেঃ**—যার দৃষ্টিপাত; **যর্হি**—যখন; **অস্য**—এই ব্রহ্মাণ্ডের; **বৃদ্ধয়ে**—বৃদ্ধির জন্য; **উপাত্ত**—ধারণকারী; **রজঃ**—রজ গুণের; **অতি-মাত্রাঃ**—প্রচুর পরিমাণ; **মাম্**—আমার দিকে; **ঈক্ষসে**—আপনি অবলোকন করেন; **তৎ**—সেই; **উ হ**—অবশ্যই; **নঃ**—আমাদের জন্য; **পরম**—পরম; **অনুকম্পা**—কৃপার প্রদর্শন।

অনুবাদ

হে কমলনয়ন, যদিও আপনি আত্মতৃপ্ত এবং তাই কদাচিৎ আমার প্রতি আপনার মনোযোগ প্রদান করেন, তবু কৃপা করে আপনার পাদপদ্মের অচল প্রেম দিয়ে আমাকে আশীর্বাদ করুন। যখন এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার জন্য আপনি রজোগুণের প্রাধান্য নিয়ে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখনই প্রকৃতপক্ষে আপনার পরম অনুকম্পা আমার প্রতি প্রদর্শিত হয়।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের ২০ সংখ্যক শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, "আমরা সর্বদা আত্মতৃপ্ত থাকি। আমরা পত্নী, পুত্র ও সম্পদের প্রতি উদাসীন।" এখানে রুক্মিণীদেবী বিনম্রভাবে উত্তর প্রদান করছেন, "হ্যাঁ, আপনি আত্মানন্দী আর তাই কদাচিৎ আমাকে লক্ষ্য করেন।"

এই বিষয়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ইতিমধ্যেই রুক্মিণীর প্রতি তাঁর ভালবাসার কথা ঘোষণা করেছেন (*ভাগবত* ১০/৫৩/২) *তথাহমপি তচ্চিত্তো নিদ্রাঞ্চ ন লভে নিশি।* "আমিও তার কথা ভাবছি—এতটাই, যে আমি রাত্রে ঘুমাতে পারি না।" শ্রীকৃষ্ণ আত্মানন্দী, এবং আমরা যদি স্মরণ করি যে, শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি, তা হলে আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারব যে, শ্রীমতী রুক্মিণীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম শ্রীকৃষ্ণেরই শুদ্ধ চিন্ময় আনন্দের প্রকাশ।

কিন্তু এখানে রাণী রুক্মিণী নিজেকে শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিরূপে বিনম্রভাবে পরিচয় দিয়েছেন, যা তাঁর অংশ প্রকাশ। তাই তিনি বলছেন, "যদিও কখনও আপনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, কিন্তু যখন জড় বিশ্ব প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হন এবং সেই জন্য রজোগুণের মাধ্যমে কাজ শুরু করেন, যা আপনারই শক্তি,

তখন আপনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। এইভাবে আপনি আমাকে আপনার পরম অনুকম্পা প্রদর্শন করেন।" তাই আচার্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, রুক্মিণীদেবীর বক্তব্যকে দু'ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যেতে পারে। আর, বৈষ্ণব মণ্ডলী অবশ্যই কেবলমাত্র সর্বজন স্বীকৃত আচার্য মণ্ডলীর কাছ থেকেই শ্রীকৃষ্ণের দর্শনতত্ত্ব বিশদভাবে উপলব্ধি করার পরে শ্রীভগবান ও তাঁর উন্নত ভক্ত সমাজের মধ্যে এই সমস্ত প্রেমময়ী বিষয়াদির আস্বাদন গ্রহণ করবেন।

শ্লোক ৪৭

নৈবালীকমহং মন্যে বচস্তে মধুসূদন ।
অম্বায়া এব হি প্রায়ঃ কন্যায়াঃ স্যাদ্ রতিঃ ক্বচিৎ ॥ ৪৭ ॥

ন—না; **এব**—বস্তুত; **অলীকম্**—মিথ্যা; **অহম্**—আমি; **মন্যে**—মনে করি; **বচঃ**—বাক্যসমূহ; **তে**—আপনার; **মধু-সূদন**—হে মধু দানবের বধকারী; **অম্বায়াঃ**—অম্বার; **এব হি**—অবশ্যই; **প্রায়ঃ**—প্রায়; **কন্যায়াঃ**—কন্যা; **স্যাৎ**—জাগ্রত হয়; **রতিঃ**—আসক্তি (শাল্বের প্রতি); **ক্বচিৎ**—কদাচিৎ।

অনুবাদ

হে মধুসূদন, প্রকৃতপক্ষে আপনার কথা আমি মিথ্যা মনে করি না। কখনও অবিবাহিত কন্যাও কোনও পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়, যেমন অম্বার ক্ষেত্রে হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত কথা খণ্ডন করে শ্রীমতী রুক্মিণী উদার মনে এখন শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্যের সত্যনিষ্ঠার প্রশংসা করলেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, সাধারণ নারীর মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যে একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রয়োগ করেছেন, রুক্মিণী তা স্বীকার করলেন। কাশী রাজার তিন কন্যা ছিল—অম্বা, অম্বালিকা এবং অম্বিকা—এবং অম্বা শাল্বের প্রতি অনুরক্তা ছিলেন। এই কাহিনী *মহাভারতে* বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৪৮

ব্যূঢ়ায়াশ্চাপি পুংশ্চল্যা মনোঽভ্যেতি নবং নবম্ ।
বুধোঽসতীং ন বিভৃয়াৎ তাং বিভ্রদুভয়চ্যুতঃ ॥ ৪৮ ॥

ব্যূঢ়ায়াঃ—বিবাহিত নারীর; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **পুংশ্চল্যাঃ**—দুশ্চারিণী; **মনঃ**—মন; **অভ্যেতি**—আসক্ত হয়; **নবম্ নবম্**—নতুন নতুন (প্রেমিকের) প্রতি; **বুধঃ**—

বুদ্ধিমান; **অসতীম্**—অসতী নারী; **ন বিভৃয়াৎ**—পোষণ করা উচিৎ নয়; **তাম্**—তাকে; **বিভ্রৎ**—পোষণ করে; **উভয়**—উভয় হতে (ইহলোকে এবং পরলোকে সৌভাগ্য); **চ্যুতঃ**—পতিত।

অনুবাদ

দুশ্চারিণী নারী বিবাহিতা হলেও তার মন নিত্য নতুন প্রেমিকের জন্য লালায়িত হয়। বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে এমন অসতী পত্নীকে পোষণ করা উচিত নয়, কারণ তা হলে ইহজীবনে ও পরজীবনে উভয়ক্ষেত্রেই সে সৌভাগ্য চ্যুত হবে।

শ্লোক ৪৯

শ্রীভগবানুবাচ

সাধ্ব্যেতচ্ছ্রোতুকামৈস্ত্বং রাজপুত্রি প্রলম্ভিতা ।
ময়োদিতং যদন্বাত্থ সর্বং তৎ সত্যমেব হি ॥ ৪৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **সাধ্বি**—হে সাধ্বি; **এতৎ**—এই; **শ্রোতু**—শ্রবণ কর; **কামৈঃ**—(আমাদের দ্বারা) অভিলাষে; **ত্বম্**—তোমাকে; **রাজপুত্রি**—হে রাজকন্যা; **প্রলম্ভিতা**—উপহাসিত হয়েছিলে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **উদিতম্**—কথিত; **যৎ**—যা; **অন্বাত্থ**—তুমি উত্তর দিয়েছিলে; **সর্বম্**—সকলই; **তৎ**—তা; **সত্যম্**—সত্য; **এব হি**—প্রকৃতপক্ষে।

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—হে সাধ্বি, হে রাজকন্যা, আমরা তোমার এই ধরনের কথা শুনতে চেয়েছিলাম বলেই তোমাকে প্রবঞ্চনা করেছিলাম মাত্র। বাস্তবিকই, আমার কথার উত্তরে তুমি যা কিছু বলেছ, তা অতি অবশ্যই সত্য।

শ্লোক ৫০

যান্ যান্ কাময়সে কামান্ ময্যকামায় ভামিনি ।
সন্তি হ্যেকান্তভক্তায়াস্তব কল্যাণি নিত্যদা ॥ ৫০ ॥

যান্ যান্—যা যা; **কাময়সে**—তুমি কামনা কর; **কামান্**—আশীর্বাদ; **ময়ি**—আমার কাছে; **অকামায়**—কামনা হতে মুক্ত হবার জন্য; **ভামিনি**—হে সুন্দরী; **সন্তি**—তারা; **হি**—বস্তুত; **একান্ত**—ঐকান্তিক; **ভক্তায়াঃ**—ভক্ত; **তব**—তোমার জন্য; **কল্যাণি**—হে কল্যাণি; **নিত্যদা**—সর্বদা।

অনুবাদ

হে সুন্দরী ও কল্যাণী, যেহেতু তুমি আমার ঐকান্তিক ভক্ত, তাই জাগতিক কামনা হতে মুক্ত হওয়ার জন্য যা কিছু আশীর্বাদ তুমি আশা কর, তা সব নিত্যই তোমার লাভ হয়েছে।

শ্লোক ৫১

উপলব্ধং পতিপ্রেম পাতিব্রত্যং চ তেঽনঘে।
যদ্বাক্যৈশ্চাল্যমানায়া ন ধীর্মষ্যপকর্ষিতা ॥ ৫১ ॥

উপলব্ধম্—উপলব্ধ; **পতি**—পতির জন্য; **প্রেম**—শুদ্ধ প্রেম; **পাতি**—পতির প্রতি; **ব্রত্যম্**—সতীত্বের ব্রতে আনুগত্য; **চ**—এবং; **তে**—তোমার; **অনঘে**—হে শুদ্ধশীলে; **যৎ**—যতখানি; **বাক্যৈঃ**—বাক্যসমূহ দ্বারা; **চাল্যমানায়াঃ**—বিচলিত করতে; **ন**—না; **ধীঃ**—তোমার মন; **ময়ি**—আমার প্রতি আসক্ত; **অপকর্ষিতা**—বিচ্যুত।

অনুবাদ

হে শুদ্ধশীলে, আমি এখন তোমার পতিপ্রেম ও পাতিব্রত্য ধর্ম প্রত্যক্ষ করেছি। আমার কথায় বিচলিত হলেও আমার কাছ থেকে তোমার মন বিচ্যুত করা যায়নি।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর মধ্যে শুদ্ধ প্রেমের বর্ণনা প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত শ্লোকটি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উদ্ধৃত করেছেন—

সর্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

"যখন কোনও যুবক ও যুবতীর মধ্যে প্রেমবন্ধন নষ্ট হওয়ার বিভিন্ন কারণ থাকা সত্ত্বেও তাদের মাঝে প্রীতির সম্পর্ক নষ্ট হয় না, তখন তাদের মধ্যে অনুরাগটিকে বলা যায় শুদ্ধ প্রেম।" শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর শুদ্ধ দাম্পত্য সঙ্গীর মধ্যে নিত্য প্রেমময়ী সম্পর্কের প্রকৃতরূপ এমনই হয়ে থাকে।

শ্লোক ৫২

যে মাং ভজন্তি দাম্পত্যে তপসা ব্রতচর্যয়া।
কামাত্মানোঽপবর্গেশং মোহিতা মম মায়য়া ॥ ৫২ ॥

যে—যারা; **মাম্**—আমাকে; **ভজন্তি**—ভজনা করে; **দাম্পত্যে**—গৃহস্থ জীবনের মর্যাদার জন্য; **তপসা**—তপশ্চর্যা দ্বারা; **ব্রত**—ব্রতের; **চর্যয়া**—এবং সম্পাদন দ্বারা;

কাম-আত্মানঃ—স্বভাবে কামুক; **অপবর্গ**—মুক্তির; **ঈশম্**—নিয়ন্তা; **মোহিতাঃ**—মোহিত; **মম**—আমার; **মায়য়া**—মায়াময় জাগতিক শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

পারমার্থিক মুক্তি প্রদানের ক্ষমতা আমার থাকলেও, কামাসক্ত এবং বিভ্রান্ত মানুষেরা তাদের জড় জাগতিক গার্হস্থ্য জীবনের জন্যই আমার আশীর্বাদ পাওয়ার আশায়, ব্রত ও তপশ্চর্যার মাধ্যমে আমার ভজনা করে থাকে। এই ধরনের মানুষেরা আমার মায়া-শক্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

দাম্পত্যে শব্দটি পতি ও পত্নীর মধ্যে সম্পর্ক বোঝায়। কামাসক্ত এবং বিভ্রান্ত মানুষ এই ধরনের সম্পর্ক উন্নত করার জন্য শ্রীভগবানের ভজনা করে, যদিও তারা জানে যে, অনিত্য বস্তুর প্রতি তাদের অনাবশ্যক আসক্তি থেকে তিনি তাদের মুক্ত করতে পারেন।

শ্লোক ৫৩

মাং প্রাপ্য মানিন্যপবর্গসম্পদং
বাঞ্ছন্তি যে সম্পদ এব তৎপতিম্ ।
তে মন্দভাগ্যা নিরয়েঽপি যে নৃণাং
মাত্রাত্মকত্বাৎ নিরয়ঃ সুসঙ্গমঃ ॥ ৫৩ ॥

মাম্—আমাকে; **প্রাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **মানিনি**—হে প্রেমের আধার; **অপবর্গ**—মুক্তির; **সম্পদম্**—সম্পদ; **বাঞ্ছন্তি**—তারা কামনা করে; **যে**—যে; **সম্পদঃ**—(জাগতিক) সম্পদসমূহ; **এব**—কেবল; **তৎ**—তাদৃশ; **পতিম্**—পতি; **তে**—তারা; **মন্দ-ভাগাঃ**—মন্দভাগ্য; **নিরয়ে**—নরকে; **অপি**—ও; **যে**—যে; **নৃণাম্**—পুরুষের জন্য; **মাত্রা-আত্মকত্বাৎ**—যেহেতু তারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনে মগ্ন; **নিরয়ঃ**—নরক; **সু-সঙ্গমঃ**—যথাযথ।

অনুবাদ

হে প্রেমের আধার, মুক্তি ও জাগতিক সম্পদ উভয়েরই ঈশ্বর আমাকে লাভ করেও যারা কেবল জাগতিক সম্পদের জন্য লালায়িত হয়, তারা মন্দভাগ্য। ঐ সমস্ত জড় জাগতিক লাভ তো নরকেও পাওয়া যেতে পারে। যেহেতু এই ধরনের পুরুষেরা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনে আবিষ্ট হয়ে থাকে, তাই নরকই তাদের উপযুক্ত স্থান হয়।

তাৎপর্য

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ সকল আনন্দ ও সকল ঐশ্বর্যের উৎস, তাই তিনিই স্বয়ং পরম আনন্দ এবং পরম ঐশ্বর্য, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত। তাই নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়াই আমাদের প্রকৃত স্বার্থ। যেমন প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন (*ভাগবত* ৭/৫/৩১) *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিম্ হি বিষ্ণুম্*—"অজ্ঞ লোকেরা জানে না যে, ভগবান বিষ্ণুকে (কৃষ্ণ) লাভ করার মধ্যেই তাদের যথার্থ স্বার্থ নিহিত রয়েছে।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, নরকেও সহজেই নারী-সঙ্গ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় সুখ পাওয়া যেতে পারে। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেছি, শূকর, কুকুর ও পায়রাদের মতো জীবেরাও যৌনতা উপভোগ করার যথেষ্ট সুযোগ পেয়ে থাকে। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আধুনিক মানুষদের জীবনে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ওঠার সুবর্ণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, তারা কুকুর ও বিড়ালের মতো জীবনটা উপভোগ করাই অধিক পছন্দ করছে। আর এসবই চলছে জড় জাগতিক প্রগতির নামে।

শ্লোক ৫৪

দিষ্ট্যা গৃহেশ্বর্যসকৃন্ময়ি ত্বয়া
কৃতানুবৃত্তির্ভবমোচনী খলৈঃ ।
সুদুষ্করাসৌ সুতরাং দুরাশিষো
হ্যসুম্ভরায়া নিকৃতিং জুষঃ স্ত্রিয়াঃ ॥ ৫৪ ॥

দিষ্ট্যা—ভাগ্যক্রমে; **গৃহ**—গৃহের; **ঈশ্বরি**—হে কর্ত্রী; **অসকৃৎ**—অবিরত; **ময়ি**—আমার প্রতি; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **কৃতা**—কৃত; **অনুবৃত্তিঃ**—বিশ্বস্ত সেবা; **ভব**—সংসার হতে; **মোচনী**—যা মুক্তি প্রদান করে; **খলৈঃ**—যারা ঈর্ষাপরায়ণ তাদের জন্য; **সুদুষ্করা**—সুদুষ্কর; **অসৌ**—তা; **সুতরাম্**—বিশেষত; **দুরাশিষঃ**—যাদের উদ্দেশ্য অসৎ; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **অসুম্**—তার প্রাণবায়ু; **ভরায়াঃ**—যে (কেবল) পোষণ করে; **নিকৃতিম্**—বঞ্চনা; **জুষঃ**—যে প্রশ্রয় দেয়; **স্ত্রিয়াঃ**—নারীর জন্য।

অনুবাদ

সৌভাগ্যক্রমে, হে গৃহেশ্বরি, তুমি সকল সময় আমার প্রতি বিশ্বস্ত, ভক্তিপূর্ণ সেবা নিবেদন করেছ। ঈর্ষাপরায়ণদের পক্ষে, বিশেষত যে নারীর উদ্দেশ্য অসৎ, যে কেবলমাত্র তার শারীরিক আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য জীবন ধারণ করে এবং যে ছলনার প্রশ্রয় দেয়, এই ধরনের সেবা নিবেদন করা তাদের পক্ষে দুষ্কর।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী নিম্নলিখিত প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন—যেহেতু ভক্তিপূর্ণ সেবা অনায়াসে মানুষকে মুক্তি প্রদান করে, তাহলে প্রত্যেকেই মুক্ত হয়ে গেলে জগতের আর অস্তিত্ব থাকবে না, সেটা কি সম্ভব নয়? মহান আচার্য তার উত্তর দিয়েছেন যে, সেরকম কোন ভয় নেই, কারণ ঈর্ষাপরায়ণ, প্রবঞ্চনাকারী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ মানুষদের পক্ষে বিশ্বস্তভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা অত্যন্ত কঠিন এবং এই জগতে সেই ধরনের মানুষের সংখ্যা কম নয়।

শ্লোক ৫৫

ন ত্বাদৃশীং প্রণয়িনীং গৃহিণীং গৃহেষু
পশ্যামি মানিনি যয়া স্ববিবাহকালে ।
প্রাপ্তান্ নৃপান্ ন বিগণয্য রহোহরো মে
প্রস্থাপিতো দ্বিজ উপশ্রুতসৎকথস্য ॥ ৫৫ ॥

ন—না; **ত্বাদৃশীম্**—তোমার মতো; **প্রণয়িনীম্**—প্রণয়িনী; **গৃহিণীম্**—গৃহিণী; **গৃহেষু**—আমার গৃহগুলিতে; **পশ্যামি**—আমি দেখি; **মানিনি**—মাননীয়া; **যয়া**—যার দ্বারা; **স্ব**—তার নিজের; **বিবাহ**—বিবাহ; **কালে**—সময়ে; **প্রাপ্তান্**—উপস্থিত; **নৃপান্**—রাজাদের; **ন বিগণয্য**—অশ্রদ্ধা করে; **রহঃ**—গোপন বার্তার; **হরঃ**—বাহক; **মে**—আমার কাছে; **প্রস্থাপিতঃ**—প্রেরণ করেছিলে; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **উপশ্রুত**—শ্রবণ করেছিল; **সৎ**—সত্য; **কথস্য**—যার সম্বন্ধে কথা।

অনুবাদ

হে মানিনি, আমার সকল প্রাসাদে অন্য কোন পত্নীকে আমি তোমার মতো এমন প্রেমময়ী দেখি না। তোমার বিবাহের সময়ে তোমার পাণিপ্রার্থী উপস্থিত সকল রাজাদের তুমি উপেক্ষা করেছিলে এবং যেহেতু কেবলমাত্র আমার সম্বন্ধে যথার্থ বৃত্তান্ত তুমি শুনেছিলে, তাই তোমার গোপন বার্তা দিয়ে এক ব্রাহ্মণকে তুমি পাঠিয়েছিলে।

শ্লোক ৫৬

ভ্রাতুর্বিরূপকরণং যুধি নির্জিতস্য
প্রোদ্বাহপর্বণি চ তদ্বধমক্ষগোষ্ঠ্যাম্ ।
দুঃখং সমুত্থমসহোঽস্মদযোগভীত্যা
নৈবাব্রবীঃ কিমপি তেন বয়ং জিতাস্তে ॥ ৫৬ ॥

ভ্রাতুঃ—তোমার ভ্রাতার; **বিরূপ-করণম্**—বিকৃতি ঘটানোর; **যুধি**—যুদ্ধে; **নির্জিতস্য**—যে পরাজিত; **প্রোদ্বাহ**—বিবাহ অনুষ্ঠানের (রুক্মিণীর পৌত্র, অনিরুদ্ধের); **পর্বনি**—নির্দিষ্ট দিনে; **চ**—এবং; **তৎ**—তার; **বধম্**—বধ; **অক্ষ-গোষ্ঠ্যাম্**—দ্যূতক্রীড়ার সময়; **দুঃখম্**—দুঃখ; **সমুত্থম্**—পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয়ে; **অসহঃ**—অসহ্য; **অস্মৎ**—আমাদের থেকে; **অযোগ**—বিচ্ছেদের; **ভীত্যা**—ভয়ে ভয়ে; **ন**—না; **এব**—বস্তুত; **অব্রবীঃ**—তুমি বলোনি; **কিম্ অপি**—কোনওকিছু; **তেন**—তার দ্বারা; **বয়ম্**—আমরা; **জিতাঃ**—বিজিত হয়েছি; **তে**—তোমার দ্বারা।

অনুবাদ

যুদ্ধে পরাজিত তোমার ভ্রাতাকে যখন বিকৃতরূপ করা হয়েছিল এবং পরে অনিরুদ্ধের বিবাহের দিন দ্যূতক্রীড়ার সময়ে তাকে হত্যা করা হয়েছিল, তখন তুমি অসহনীয় শোক অনুভব করেছিলে, তবুও আমাকে হারানোর আশঙ্কায় তুমি একটি কথাও বলোনি। এই নীরবতার মাধ্যমেই তুমি আমাকে জয় করেছ।

তাৎপর্য

এখানে শ্রীকৃষ্ণ একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যা পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে। অতএব, রুক্মিণীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যালাপ অবশ্যই অনিরুদ্ধের বিবাহের পরে ঘটেছিল।

শ্লোক ৫৭

দূতস্ত্বয়াত্মলভনে সুবিবিক্তমন্ত্রঃ
প্রস্থাপিতো ময়ি চিরায়তি শূন্যমেতৎ ।
মত্বা জিহাস ইদমঙ্গমনন্যযোগ্যং
তিষ্ঠেত তৎ ত্বয়ি বয়ং প্রতিনন্দয়ামঃ ॥ ৫৭ ॥

দূতঃ—বার্তাবহ; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **আত্ম**—আমাকে; **লভনে**—লাভ করবার জন্য; **সুবিবিক্ত**—অত্যন্ত গোপনীয়; **মন্ত্রঃ**—যার পরামর্শ; **প্রস্থাপিতঃ**—প্রেরিত; **ময়ি**—যখন আমি; **চিরায়তি**—বিলম্ব করেছিলাম; **শূন্যম্**—শূন্য; **এতৎ**—এই (জগৎ); **মত্বা**—মনে করে; **জিহাসে**—তুমি পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলে; **ইদম্**—এই; **অঙ্গম্**—দেহ; **অনন্য**—অন্য কারো জন্য নয়; **যোগ্যম্**—যোগ্য; **তিষ্ঠেত**—স্থিত হোক; **তৎ**—সেই; **ত্বয়ি**—তোমাতেই; **বয়ম্**—আমরা; **প্রতিনন্দয়ামঃ**—আনন্দ প্রকাশের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছি।

অনুবাদ

তোমার অত্যন্ত গোপনীয় পরিকল্পনা জানিয়ে আমার কাছে দূত পাঠানো সত্ত্বেও আমি যখন তোমার কাছে যেতে বিলম্ব করছিলাম, তখন তুমি সমগ্র জগতকে শূন্য মনে করতে শুরু করেছিলে এবং তোমার যে দেহ আমাকে ছাড়া কখনও অন্য কারও সেবায় দেওয়া হত না, তাও তুমি ত্যাগ করতে চেয়েছিলে। তোমার এই মহত্ত্ব চিরকাল তোমারই থাকুক; তোমার ভক্তির জন্য তোমাকে মহানন্দে অভিনন্দন জানানো ছাড়া এর প্রতিদানের আমি অন্য কিছুই করতে পারি না।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোনও পতি গ্রহণে শ্রীমতী রুক্মিণীদেবীর কোনও অভিপ্রায় ছিল না, যা তিনি শ্রীভগবানের প্রতি তাঁর বার্তায় উল্লেখ করেছিলেন (*ভাগবত* ১০/৫২/৪৩)—*যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভগবৎ-প্রসাদং। জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যাৎ ॥* "আমি যদি আপনার অনুগ্রহ লাভ না করি, তা হলে আমি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত পালনে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আমার প্রাণই ত্যাগ করব। তা হলে, শত শত জীবনের প্রচেষ্টার পরে, আমি হয়ত আপনার অনুগ্রহ লাভ করব।" রাণী রুক্মিণীর অনবদ্য মহিমা *শ্রীমদ্ভাগবতে* এইভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শ্লোক ৫৮

শ্রীশুক উবাচ

এবং সৌরতসংলাপৈর্ভগবান্ জগদীশ্বরঃ ।
স্বরতো রময়া রেমে নরলোকং বিড়ম্বয়ন্ ॥ ৫৮ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **সৌরত**—দাম্পত্য; **সংলাপৈঃ**—কথোপকথনে; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **জগৎ**—জগতের; **ঈশ্বরঃ**—ঈশ্বর; **স্ব**—স্বয়ং; **রত**—আনন্দ গ্রহণ করে; **রময়া**—ভাগ্য দেবী, শ্রীরমার সাথে (অর্থাৎ রাণী রুক্মিণীর সাথে); **রেমে**—তিনি আনন্দ উপভোগ করেছিলেন; **নর-লোকম্**—মানবজগৎ; **বিড়ম্বয়ন্**—অনুকরণ করে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—আত্মানন্দী জগদীশ্বর এইভাবেই লক্ষ্মীদেবীকে প্রেমিক-প্রেমিকার বাক্যালাপে নিয়োজিত করে মানব সমাজের জীবনচর্যা অনুকরণ করে তাঁর সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বিড়ম্বয়ন্ শব্দটির অর্থ 'অনুকরণ করা' এবং তা ছাড়া 'উপহাস করা'। শ্রীভগবানের লীলা সম্পদ চিন্ময় ভাবাপন্ন এবং তাই দৈহিক ইন্দ্রিয়াদি সন্তুষ্টির লক্ষ্যে জড় জাগতিক কার্যাবলীর বিকৃত প্রকৃতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে তিনি এই জগতেরই কোনও পতির মতো আচরণ বিলাস করেছিলেন।

শ্লোক ৫৯

তথান্যাসামপি বির্ভুগৃহেষু গৃহবানিব ।
আস্থিতো গৃহমেধীয়ান্ ধর্মান্ লোকগুরুর্হরিঃ ॥ ৫৯ ॥

তথা—তেমনই; **অন্যাসাম্**—অন্যান্যদের (রাণী); **অপি**—ও; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান ভগবান; **গৃহেষু**—গৃহসমূহে; **গৃহবান্**—গৃহস্থ; **ইব**—মতো; **আস্থিতঃ**—আচরণ করেছিলেন; **গৃহমেধীয়ান্**—ধার্মিক গৃহীর; **ধর্মান্**—ধর্মীয় কর্তব্যকর্ম; **লোক**—সমস্ত বিশ্ব জগতের; **গুরুঃ**—গুরুদেব; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

সর্বশক্তিমান হরি, সমস্ত জগতের পরম গুরু, তাঁর অন্যান্য রাণীর প্রাসাদগুলিতে চিরাচরিত গৃহস্থের মতোই একইভাবে গৃহীর ধর্ম পালন করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাণী রুক্মিণীকে উত্ত্যক্ত করলেন' নামক ষষ্টিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

একষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীবলরাম রুক্মীকে বধ করলেন

এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুত্র, পৌত্র ও অন্যান্য সন্ততিগণের তালিকা দেওয়া হয়েছে। কিভাবে শ্রীবলরাম অনিরুদ্ধের বিবাহ অনুষ্ঠানে রুক্মীকে বধ করেছিলেন এবং কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পুত্র ও কন্যাদের বিবাহের আয়োজন করেছিলেন, এই অধ্যায়ে সেই বিষয়েও বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পূর্ণ তত্ত্ব না বুঝে তাঁর পত্নীরা প্রত্যেকেই মনে করতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু সর্বক্ষণ তাঁর প্রাসাদে রয়েছেন, তাই তিনিই বুঝি তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী। তাঁরা সকলেই শ্রীভগবানের সৌন্দর্য ও তাঁদের সঙ্গে তাঁর প্রেমালাপে মুগ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের মনোহর ভ্রূভঙ্গী দিয়ে বা অন্য কোনও উপায়েই তাঁর মন আলোড়িত করতে তাঁরা পারেননি। ব্রহ্মার মতো দেবতাদেরও দুর্জ্ঞেয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করে শ্রীভগবানের রাণীরা সর্বদা তাঁর সঙ্গলাভে উৎসুক হতেন। তাই, যদিও তাঁদের প্রত্যেকেরই লক্ষ লক্ষ দাসী ছিল, তবু তাঁরা নিজেরাই তাঁর সেবা করতেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পত্নীদের প্রত্যেকের দশটি করে সন্তান ছিল, যাদের প্রত্যেকের ঔরসেও বহু পুত্র ও পৌত্র হয়েছিল। রুক্মীর কন্যা রুক্মবতীর গর্ভে প্রদ্যুম্নের ঔরসে অনিরুদ্ধের জন্ম হয়। যদিও শ্রীকৃষ্ণ রুক্মীকে অপদস্থ করেছিলেন, তবু রুক্মী তার ভগ্নীকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে প্রদ্যুম্নের সঙ্গে বিবাহের জন্য তার কন্যাকে, এবং অনিরুদ্ধের সঙ্গে বিবাহের জন্য তার পৌত্রীকে অর্পণ করেছিল। কৃতবর্মার পুত্র বলী রুক্মিণীর কন্যা চারুমতীকে বিবাহ করেছিলেন।

অনিরুদ্ধের বিবাহে শ্রীবলরাম, শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য যাদবগণ ভোজকট নগরে রুক্মীর প্রাসাদে গিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের পরে, রুক্মী শ্রীবলদেবকে পাশা খেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে। প্রথম দ্বন্দ্বে রুক্মী বলদেবকে পরাস্ত করলে শ্রীভগবানের দিকে তাকিয়ে কলিঙ্গরাজ তার সবকটি দাঁত বার করে হেসে উঠেছিল। পরের দ্বন্দ্বে ভগবান শ্রীবলদেব জিতলেন, কিন্তু রুক্মী পরাজয় স্বীকার করতে প্রত্যাখ্যান করল। তখন আকাশ হতে একটি কণ্ঠস্বর ঘোষণা করে বলেছিল যে, প্রকৃতপক্ষে বলদেবই জয়লাভ করেছিলেন।

কিন্তু রুক্মী অসৎ রাজাদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে বলদেবকে এই বলে মুখের উপর অপমান করল যে, তিনি গাভী চরাতে অবশ্যই অভিজ্ঞ, কিন্তু পাশা খেলার কিছুই জানেন না। এইভাবে অপমানিত হয়ে, শ্রীবলদেব ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর গদা

দিয়ে প্রহার করে রুক্মীকে নিহত করলেন। তখন কলিঙ্গরাজ পালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু শ্রীবলদেব তাকে ধরে এনে তার সমস্ত দাঁত উৎপাটিত করলেন। তারপর অন্যান্য অসৎ রাজারা, বলদেবের আঘাতে আহত উরু, বাহু ও মস্তকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে হতে চতুর্দিকে পলায়ন করল। তাঁর শ্যালকের মৃত্যুতে, রুক্মিণী অথবা বলদেবের প্রেম বন্ধন ভঙ্গ হবার ভয়ে, শ্রীকৃষ্ণ অনুমোদন অথবা অননুমোদন কোন ভাবই প্রকাশ করলেন না।

শ্রীবলদেব ও অন্যান্য যাদবগণ তখন অনিরুদ্ধ ও তার বধূকে একটি সুন্দর রথে উপবেশন করালেন এবং তাঁরা সকলে দ্বারকার দিকে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

একৈকশস্তাঃ কৃষ্ণস্য পুত্রান্ দশদশাবলাঃ।
অজীজনন্ননবমান্ পিতুঃ সর্বাত্মসম্পদা ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এক-একশঃ**—তাদের প্রত্যেকে; **তাঃ**—তারা; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **পুত্রান্**—পুত্রের; **দশ-দশ**—প্রত্যেকে দশটি; **অবলাঃ**—পত্নীগণ; **অজীজনন্**—জন্ম দান করেছিলেন; **অনবমান্**—নিকৃষ্ট নয়; **পিতুঃ**—তাদের পিতার থেকে; **সর্ব**—সকল; **আত্ম**—তাঁর নিজ; **সম্পদা**—ঐশ্বর্যসমূহ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণের প্রত্যেকে দশ জন পুত্রের জন্ম দান করেছিলেন, যাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের পিতার সকল নিজস্ব ঐশ্বর্য সমন্বিত হওয়ায়, তাঁদের পিতার থেকে তাঁরা কেউ হীনগুণ হয়নি।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের ১৬,১০৮জন পত্নী ছিলেন, আর তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, শ্রীভগবান ১৬১,০৮০ জন পুত্র উৎপন্ন করেছিলেন।

শ্লোক ২

গৃহাদনপগং বীক্ষ্য রাজপুত্র্যোঽচ্যুতং স্থিতম্।
প্রেষ্ঠং ন্যমংসত স্বং স্বং ন তত্ত্ববিদঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২ ॥

গৃহাৎ—তাঁদের প্রাসাদ হতে; **অনপগম্**—কখনও নির্গত হননি; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **রাজ-পুত্র্যাঃ**—রাজকন্যাগণ; **অচ্যুতম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **স্থিতম্**—স্থিত; **প্রেষ্ঠম্**—অত্যন্ত প্রিয়;

ন্যমংসত—তাঁরা মনে করেছিলেন; **স্বম্ স্বম্**—প্রত্যেকে নিজেকে; **ন**—না; **তৎ**—তাঁর সম্বন্ধে; **তত্ত্ব**—সত্য; **বিদঃ**—অবগত হয়ে; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীগণ।

অনুবাদ

যেহেতু এই সমস্ত রাজকন্যারা প্রত্যেকেই ভগবান অচ্যুতকে কখনই তাঁর প্রাসাদ থেকে বেরুতে দেখতেন না, তাই তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেকে শ্রীভগবানের প্রিয়তমা বলে ভাবতেন। এই রমণীরা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পূর্ণ সত্য বুঝতেই পারেননি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র তাঁর পত্নীদের অনুমতি নিয়েই প্রাসাদ ছেড়ে বেরুতেন এবং তাই প্রত্যেকেই নিজেকে তাঁর প্রিয়তমা বলেই মনে করতেন।

শ্লোক ৩

চার্বব্জকোশবদনায়তবাহুনেত্র-
সপ্রেমহাসরসবীক্ষিতবল্গুজল্পৈঃ ।
সম্মোহিতা ভগবতো ন মনো বিজেতুং
স্বৈর্বিভ্রমৈঃ সমশকন্ বনিতা বিভূম্নঃ ॥ ৩ ॥

চারু—মনোরম; **অব্জ**—পদ্মের; **কোশ**—কোষ (তুল্য); **বদন**—তাঁর মুখমণ্ডল দ্বারা; **আয়ত**—সুবিস্তৃত; **বাহু**—তাঁর দুই বাহু দিয়ে; **নেত্র**—এবং দুই চোখ; **সপ্রেম**—প্রেমময়ী; **হাস**—হাস্যের; **রস**—সরস; **বীক্ষিত**—তাঁর দৃষ্টিপাত দ্বারা; **বল্গু**—আকর্ষণীয়; **জল্পৈঃ**—এবং তাঁর বাক্য দ্বারা; **সম্মোহিতাঃ**—সম্পূর্ণরূপে মোহিত; **ভগবতঃ**—শ্রীভগবানের; **ন**—না; **মনঃ**—মন; **বিজেতুম্**—জয় করার জন্য; **স্বৈঃ**—তাঁদের নিজেদের; **বিভ্রমৈঃ**—বিভ্রম; **সমশকন্**—সমর্থ ছিলেন; **বনিতাঃ**—রমণীরা; **বিভূম্নঃ**—পরিপূর্ণস্বরূপ।

অনুবাদ

শ্রীভগবানের পত্নীরা তাঁর মনোহর পদ্মসদৃশ মুখমণ্ডল, তাঁর সুবিস্তৃত দুই বাহু ও নয়ন, তাঁর হাস্যময় প্রেমময়ী দৃষ্টি এবং তাঁদের সঙ্গে তাঁর মনোরম বাক্যালাপে সম্পূর্ণরূপে মোহিত হয়েই ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সকল বিমুগ্ধতা সত্ত্বেও এই সকল রমণীরা সর্বশক্তিমান ভগবানের মন জয় করতে পারেননি।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের রাণীরা ভগবানের যথার্থ তত্ত্ব বুঝতেই পারেননি। এই তত্ত্ব বর্তমান শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীভগবান সর্বশক্তিমান, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অনন্ত ঐশ্বর্যসম্পন্ন।

শ্লোক ৪

স্মায়াবলোককলবদর্শিতভাবহারি-
ভ্রূমণ্ডলপ্রহিতসৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ ।
পত্ন্যস্তু যোড়শসহস্রমনঙ্গবাণৈর্
যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং করণৈর্ন শেকুঃ ॥ ৪ ॥

স্মায়—গূঢ় হাস্যময়; **অবলোক**—দৃষ্টিপাতের; **লব**—লক্ষণ দ্বারা; **দর্শিত**—দর্শিত; **ভাব**—অভিপ্রায় দ্বারা; **হারি**—মুগ্ধকর; **ভ্রু**—ভ্রু'র; **মণ্ডল**—ভঙ্গী দ্বারা; **প্রহিত**—প্রস্থাপিত; **সৌরত**—সুরত; **মন্ত্র**—বার্তার; **শৌণ্ডৈঃ**—প্রগল্‌ভ; **পত্ন্যঃ**—পত্নীরা; **তু**—কিন্তু; **যোড়শ**—ষোল; **সহস্রম্**—সহস্র; **অনঙ্গ**—কামদেবের; **বাণৈঃ**—বাণ দ্বারা; **যস্য**—যাঁর; **ইন্দ্রিয়ম্**—ইন্দ্রিয়াদি; **বিমথিতুম্**—বিক্ষোভিত করতে; **করণৈঃ**—এবং অন্যান্য উপায় দ্বারা; **ন শেকুঃ**—অসমর্থ ছিলেন।

অনুবাদ

এই সকল ষোড়শ সহস্র রাণীর ভ্রূমণ্ডল লাজুক হাস্যযুক্ত কটাক্ষপাতের সাহায্যে তাঁদের গোপন অভিপ্রায়গুলি মনোমুগ্ধকরভাবে ব্যক্ত করত। এইভাবে তাঁদের ভ্রূ সঞ্চালন সুস্পষ্টভাবেই দাম্পত্য বার্তা অভিব্যক্ত করত, তবুও কামদেবের এই ধরনের বাণে এবং সেইসঙ্গে অন্যান্য উপায়েও তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়াদিকে ক্ষোভিত করতে পারতেন না।

শ্লোক ৫

ইত্থং রমাপতিমবাপ্য পতিং স্ত্রিয়স্তা
ব্রহ্মাদয়োঽপি ন বিদুঃ পদবীং যদীয়াম্ ।
ভেজুর্মুদাবিরতমেধিতয়ানুরাগ-
হাসাবলোকনবসঙ্গমলালসাদ্যম্ ॥ ৫ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **রমা-পতিম্**—লক্ষ্মীদেবীর পতি; **অবাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **পতিম্**—তাঁদের পতিরূপে; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণীরা; **তাঃ**—তাঁরা; **ব্রহ্ম-আদয়ঃ**—শ্রীব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতাগণ; **অপি**—এমন কি; **ন বিদুঃ**—অবগত নন; **পদবীম্**—প্রাপ্ত হওয়ার উপায়; **যদীয়াম্**—যাঁকে; **ভেজুঃ**—অংশী হন; **মুদা**—আনন্দের সঙ্গে; **অবিরতম্**—অবিরত; **এধিতয়া**—বৃদ্ধিশীল; **অনুরাগ**—অনুরাগ; **হাস**—মৃদু হাস্য; **অবলোক**—দৃষ্টিপাত; **নব**—নব; **সঙ্গম**—অন্তরঙ্গ সঙ্গের জন্য; **লালসা**—আগ্রহ; **আদ্যম্**—প্রভৃতি।

অনুবাদ

যদিও ব্রহ্মার মতো মহান দেবতারাও কিভাবে তাঁর কাছে যেতে হয়, তা জানেন না, তবুও সেই সকল রমণীরা লক্ষ্মীপতিকে তাঁদের পতিরূপে পেয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে হাস্যযুক্ত দৃষ্টি বিনিময় করে, তাঁর সঙ্গে নব-সঙ্গম বিষয়ে ঔৎসুক্য ও নানাভাবে আনন্দ উপভোগ করে নিত্য বিকশিত আনন্দের সঙ্গে তাঁর প্রতি তাঁরা অনুরাগ অনুভব করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের জন্য রাণীরা যে গভীর দাম্পত্য অনুরাগ অনুভব করতেন, এই শ্লোকে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৬

প্রত্যুদ্‌গমাসনবরার্হণপাদশৌচ-
তাম্বুলবিশ্রমণবীজনগন্ধমাল্যৈঃ ।
কেশপ্রসারশয়নস্নপনোপহার্যৈঃ
দাসীশতা অপি বিভোর্বিদধুঃ স্ম দাস্যম্ ॥ ৬ ॥

প্রত্যুদ্‌গম—অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা করা; **আসন**—আসন নিবেদন; **বর**—উত্তম; **অর্হণ**—অর্চনা; **পাদ**—তাঁর দুই চরণ; **শৌচ**—ধৌত করা; **তাম্বুল**—পান সুপারি প্রদান; **বিশ্রমণ**—বিশ্রামের জন্য তাঁকে সাহায্য করা (তাঁর পাদমর্দন করে); **বীজন**—বাতাস করা; **গন্ধ**—সুগন্ধি দ্রব্য প্রদান; **মাল্যৈঃ**—এবং ফুলের মালা; **কেশ**—তাঁর কেশ; **প্রসার**—প্রসাধন দ্বারা; **শয়ন**—তাঁর শয্যা প্রস্তুত করা; **স্নপন**—তাঁকে স্নান করানো; **উপহার্যৈঃ**—এবং উপহার প্রদান দ্বারা; **দাসী**—দাসী; **শতাঃ**—শত শত রয়েছে; **অপি**—তবুও; **বিভোঃ**—সর্বশক্তিমান ভগবানের জন্য; **বিদধুঃ স্ম**—তাঁরা পালন করেছিলেন; **দাস্যম্**—দাস্য।

অনুবাদ

যদিও শ্রীভগবানের রাণীদের প্রত্যেকের শত শত দাসী ছিল, তবুও তাঁরা নিজেরা, তাঁকে বিনম্রভাবে অভ্যর্থনা করে, তাঁকে আসন প্রদান করে, শ্রেষ্ঠ সামগ্রী দিয়ে তাঁর অর্চনা করে, তাঁর পাদপ্রক্ষালন ও মর্দন করে, চিবানোর জন্য তাঁকে পান সুপারি দিয়ে, তাঁকে বাতাস করে, তাঁকে সুগন্ধ বাটা-চন্দন অনুলেপন করে, তাঁকে ফুলমালায় শোভিত করে, তাঁর কেশ প্রসাধন করে, তাঁর শয্যা প্রস্তুত করে, তাঁকে স্নান করিয়ে এবং তাঁকে বিভিন্ন উপহার প্রদান করে, স্বয়ং শ্রীভগবানের সেবা করতে পছন্দ করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, শ্রীভগবানের রাণীদের সঙ্গে শ্রীভগবানের এইসকল মহিমাময় লীলাসম্ভার বর্ণনা করার জন্য শুকদেব গোস্বামী এমনই আগ্রহী যে, তিনি এই সকল শ্লোকের পুনরাবৃত্তি করেছেন। যেমন, এই অধ্যায়ের শ্লোক ৫-এর সঙ্গে এই স্কন্ধের ঊনষাট অধ্যায়ের শ্লোক ৪৪-এর প্রায় একই রকমের মিল রয়েছে এবং শ্লোক ৬-এর সঙ্গে ঐ অধ্যায়ের শ্লোক ৪৫-এর মিল রয়েছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করছেন যে, *বরার্হণ* (উত্তম অর্ঘ) কথাটি বোঝায় যে, রাণীরা শ্রীভগবানকে পুষ্পাঞ্জলি এবং রত্নাঞ্জলি প্রদান করতেন।

শ্লোক ৭

তাসাং যা দশপুত্রাণাং কৃষ্ণস্ত্রীণাং পুরোদিতাঃ ।
অষ্টৌ মহিষ্যস্তৎপুত্রান্ প্রদ্যুম্নাদীন্ গৃণামি তে ॥ ৭ ॥

তাসাম্—তাঁদের মধ্যে; **যাঃ**—যে; **দশ**—দশ; **পুত্রাণাম্**—পুত্র; **কৃষ্ণ-স্ত্রীণাম্**—শ্রীকৃষ্ণের পত্নীরা; **পুরা**—ইতিপূর্বে; **উদিতাঃ**—উল্লেখিত হয়েছেন; **অষ্টৌ**—আট; **মহিষ্যঃ**—প্রধানা রাণীরা; **তৎ**—তাঁদের; **পুত্রান্**—পুত্রেরা; **প্রদ্যুম্ন-আদিন্**—প্রদ্যুম্ন প্রমুখ; **গৃণামি**—আমি বলব; **তে**—আপনার জন্য।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের রাণীদের মধ্যে ইতিপূর্বে আমি আটজন প্রধান মহিষীর উল্লেখ করেছি যাঁদের প্রত্যেকের দশজন করে পুত্র ছিল। আমি এখন আপনাকে ঐ আট মহিষীর প্রদ্যুম্ন প্রমুখ পুত্রদের নাম বলব।

শ্লোক ৮-৯

চারুদেষ্ণঃ সুদেষ্ণশ্চ চারুদেহশ্চ বীর্যবান্ ।
সুচারুশ্চারুগুপ্তশ্চ ভদ্রচারুস্তথাপরঃ ॥ ৮ ॥
চারুচন্দ্রো বিচারুশ্চ চারুশ্চ দশমো হরেঃ ।
প্রদ্যুম্নপ্রমুখা জাতা রুক্মিণ্যাং নাবমাঃ পিতুঃ ॥ ৯ ॥

চারুদেষ্ণঃ সুদেষ্ণঃ চ—চারুদেষ্ণ ও সুদেষ্ণ; **চারুদেহঃ**—চারুদেহ; **চ**—এবং; **বীর্যবান্**—বলশালী; **সুচারুঃ চারুগুপ্তঃ চ**—সুচারু ও চারুগুপ্ত; **ভদ্রচারুঃ**—ভদ্রচারু; **তথা**—তথা; **অপরঃ**—অন্য; **চারুচন্দ্রঃ বিচারুঃ চ**—চারুচন্দ্র ও বিচারু; **চারুঃ**—চারু; **চ**—ও; **দশমঃ**—দশম; **হরেঃ**—শ্রীহরি দ্বারা; **প্রদ্যুম্ন-প্রমুখাঃ**—প্রদ্যুম্ন প্রমুখ; **জাতাঃ**—উৎপন্ন করেছিলেন; **রুক্মিণ্যাম্**—রুক্মিণীর গর্ভে; **ন**—না; **অবমাঃ**—নিকৃষ্ট; **পিতুঃ**—তাঁদের পিতার তুলনায়।

অনুবাদ

রাণী রুক্মিণীর প্রথম পুত্র ছিলেন প্রদ্যুম্ন, এছাড়াও চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ এবং সুচারু সহ বলশালী চারুদেহ, চারুগুপ্ত, ভদ্রচারু, চারুচন্দ্র, বিচারু এবং দশম পুত্র চারু তাঁর গর্ভে জাত হয়েছিলেন। শ্রীহরির এই সকল পুত্রের কেউই তাঁর পিতার তুলনায় হীন ছিলেন না।

শ্লোক ১০-১২

ভানুঃ সুভানুঃ স্বর্ভানুঃ প্রভানুর্ভানুমাংস্তথা ।
চন্দ্রভানুর্বৃহদ্ভানুরতিভানুস্তথাষ্টমঃ ॥ ১০ ॥
শ্রীভানুঃ প্রতিভানুশ্চ সত্যভামাত্মজা দশ ।
শাম্বঃ সুমিত্রঃ পুরুজিচ্ছতজিচ্চ সহস্রজিৎ ॥ ১১ ॥
বিজয়শ্চিত্রকেতুশ্চ বসুমান্ দ্রবিড়ঃ ক্রতুঃ ।
জাম্ববত্যাঃ সুতা হ্যেতে সাম্বাদ্যাঃ পিতৃসম্মতাঃ ॥ ১২ ॥

ভানুঃ সুভানুঃ স্বর্ভানুঃ—ভানু, সুভানু এবং স্বর্ভানু; **প্রভানুঃ ভানুমান্**—প্রভানু ও ভানুমান; **তথা**—তথা; **চন্দ্রভানুঃ বৃহৎভানু**—চন্দ্রভানু ও বৃহৎভানু; **অতিভানুঃ**—অতিভানু; **তথা**—তথা; **অষ্টমঃ**—অষ্টম; **শ্রীভানুঃ**—শ্রীভানু; **প্রতিভানুঃ**—প্রতিভানু; **চ**—এবং; **সত্যভামা**—সত্যভামার; **আত্মজাঃ**—পুত্রগণ; **দশ**—দশ; **শাম্বঃ সুমিত্রঃ পুরুজিৎ শতজিৎ চ সহস্রজিৎ**—শাম্ব, সুমিত্র, পুরুজিৎ, শতজিৎ এবং সহস্রজিৎ; **বিজয়ঃ চিত্রকেতু চ**—বিজয় ও চিত্রকেতু; **বসুমান্ দ্রবিড়ঃ ক্রতুঃ**—বসুমান, দ্রবিড় এবং ক্রতু; **জাম্ববত্যাঃ**—জাম্ববতীর; **সুতাঃ**—পুত্রগণ; **হি**—বস্তুত; **এতে**—এইসকল; **শাম্ব-আদ্যাঃ**—শাম্ব প্রমুখ; **পিতৃ**—তাঁদের পিতার দ্বারা; **সম্মতাঃ**—অনুগৃহীত।

অনুবাদ

সত্যভামার দশ পুত্র হলেন ভানু, সুভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু, ভানুমান, চন্দ্রভানু, বৃহৎভানু, অতিভানু (অষ্টম), শ্রীভানু এবং প্রতিভানু। শাম্ব, সুমিত্র, পুরজিৎ, শতজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, বসুমান, দ্রবিড় ও ক্রতু ছিলেন জাম্ববতীর পুত্র। শাম্ব প্রমুখ এই দশজন ছিলেন তাঁদের পিতার অতি প্রিয়জন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের শেষে *পিতৃসম্মতাঃ* যুগ্ম শব্দটিকে শ্রীল জীব গোস্বামী অনুবাদ করে 'তাঁদের পিতার অতি প্রিয়জন' লিখেছেন। শব্দটি আরও বোঝাচ্ছে যে, এই সব পুত্রেরা, পূর্বে উল্লিখিত অন্যান্য পুত্রদের মতোই, যথার্থই তাঁদের মহিমান্বিত পিতা শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ মর্যাদাতেই সর্বজন স্বীকৃত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩

বীরশ্চন্দ্রোঽশ্বসেনশ্চ চিত্রগুর্বেগবান্ বৃষঃ ।
আমঃ শঙ্কুর্বসুঃ শ্রীমান্ কুন্তির্নাগ্নজিতেঃ সুতাঃ ॥ ১৩ ॥

বীরঃ চন্দ্রঃ অশ্বসেনঃ চ—বীর, চন্দ্র এবং অশ্বসেন; **চিত্রগুঃ বেগবান্ বৃষঃ**—চিত্রগু, বেগবান এবং বৃষ; **আমঃ শঙ্কুঃ বসুঃ**—আম, শঙ্কু, এবং বসু; **শ্রীমান্**—শ্রীসম্পন্ন; **কুন্তিঃ**—কুন্তি; **নাগ্নজিতেঃ**—নাগ্নজিতীর; **সুতাঃ**—পুত্রগণ।

অনুবাদ

নাগ্নজিতীর পুত্রেরা ছিলেন বীর, চন্দ্র, অশ্বসেন, চিত্রগু, বেগবান, বৃষ, আম, শঙ্কু, বসু এবং শ্রীসম্পন্ন কুন্তি।

শ্লোক ১৪

শ্রুতঃ কবির্বৃষো বীরঃ সুবাহুর্ভদ্র একলঃ ।
শান্তির্দর্শঃ পূর্ণমাসঃ কালিন্দ্যাঃ সোমকোঽবরঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রুতঃ কবিঃ বৃষঃ বীরঃ—শ্রুত, কবি, বৃষ ও বীর; **সুবাহুঃ**—সুবাহু; **ভদ্রঃ**—ভদ্র; **একলঃ**—তাঁদের একজন; **শান্তিঃ দর্শঃ পূর্ণমাসঃ**—শান্তি, দর্শ, এবং পূর্ণমাস; **কালিন্দ্যা**—কালিন্দীর; **সোমকঃ**—সোমক; **অবরঃ**—কনিষ্ঠ।

অনুবাদ

শ্রুত, কবি, বৃষ, বীর, সুবাহু, ভদ্র, শান্তি, দর্শ এবং পূর্ণমাস এরা ছিলেন কালিন্দীর পুত্র। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন সোমক।

শ্লোক ১৫

প্রঘোষো গাত্রবান্ সিংহো বলঃ প্রবলঃ উর্ধগঃ ।
মাদ্র্যাঃ পুত্রা মহাশক্তিঃ সহ ওজোঽপরাজিতঃ ॥ ১৫ ॥

প্রঘোষঃ গাত্রবান্ সিংহঃ—প্রঘোষ, গাত্রবান এবং সিংহ; **বলঃ প্রবলঃ উর্ধগঃ**—বল, প্রবল ও উর্ধগ; **মাদ্র্যাঃ**—মাদ্রার; **পুত্রাঃ**—পুত্রগণ; **মহাশক্তিঃ সহঃ ওজঃ অপরাজিতঃ**—মহাশক্তি, সহ, ওজ এবং অপরাজিত।

অনুবাদ

মাদ্রার পুত্রগণ ছিলেন প্রঘোষ, গাত্রবান, সিংহ, বল, প্রবল, উর্ধগ, মহাশক্তি, সহ, ওজ এবং অপরাজিত।

তাৎপর্য

মাদ্রা লক্ষ্মণা নামেও পরিচিতা।

শ্লোক ১৬

বৃকো হর্ষোঽনিলো গৃধ্রো বর্ধনোন্নাদ এব চ ।
মহাংসঃ পাবনো বহ্নির্মিত্রবিন্দাত্মজাঃ ক্ষুধিঃ ॥ ১৬ ॥

বৃকঃ হর্ষঃ অনিলঃ গৃধ্রঃ—বৃক, হর্ষ, অনিল এবং গৃধ্র; **বর্ধন-উন্নাদঃ**—বর্ধন এবং উন্নাদ; **এব চ**—ও; **মহাংসঃ পাবনঃ বহ্নিঃ**—মহাংস, পাবন এবং বহ্নি; **মিত্রবিন্দা**—মিত্রবিন্দার; **আত্মজাঃ**—পুত্রগণ; **ক্ষুধিঃ**—ক্ষুধি।

অনুবাদ

মিত্রবিন্দার পুত্রগণ ছিলেন বৃক, হর্ষ, অনিল, গৃধ্র, বর্ধন, উন্নাদ, মহাংস, পাবন, বহ্নি এবং ক্ষুধি।

শ্লোক ১৭

সংগ্রামজিদ্ বৃহৎসেনঃ শূরঃ প্রহরণোঽরিজিৎ ।
জয়ঃ সুভদ্রো ভদ্রায়া বাম আয়ুশ্চ সত্যকঃ ॥ ১৭ ॥

সংগ্রামজিৎ বৃহৎসেনঃ—সংগ্রামজিৎ এবং বৃহৎসেন; **শূরঃ প্রহরণঃ অরিজিৎ**—শূর, প্রহরণ এবং অরিজিৎ; **জয়ঃ সুভদ্রঃ**—জয় এবং সুভদ্র; **ভদ্রায়াঃ**—ভদ্রার (শৈব্যা); **বামঃ আয়ুঃ চ সত্যকঃ**—বাম, আয়ু এবং সত্যক।

অনুবাদ

বাম, আয়ু এবং সত্যকের সঙ্গে একত্রে সংগ্রামজিৎ, বৃহৎসেন, শূর, প্রহরণ, অরিজিৎ, জয় এবং সুভদ্র ছিলেন ভদ্রার পুত্র।

শ্লোক ১৮

দীপ্তিমাংস্তাম্রতপ্তাদ্যা রোহিণ্যাস্তনয়া হরেঃ ।
প্রদ্যুম্নাচ্চানিরুদ্ধোঽভূদ্ রুক্মবত্যাং মহাবলঃ ।
পুত্র্যাং তু রুক্মিনো রাজন্ নাম্না ভোজকটে পুরে ॥ ১৮ ॥

দীপ্তিমান্ তাম্রতপ্ত-আদ্যাঃ—দীপ্তিমান, তাম্রতপ্ত এবং অন্যান্যরা; **রোহিণ্যাঃ**—রোহিণীর (অবশিষ্ট ১৬,১০০ রাণীর প্রধানা); **তনয়াঃ**—পুত্রগণ; **হরেঃ**—শ্রীকৃষ্ণের; **প্রদ্যুম্নাৎ**—প্রদ্যুম্ন হতে; **চ**—এবং; **অনিরুদ্ধঃ**—অনিরুদ্ধ; **অভূৎ**—জন্ম হয়েছিল;

রুক্মবত্যাম্—রুক্মবতীর গর্ভে; **মহা-বলঃ**—মহাবলশালী; **পুত্র্যাম্**—কন্যার; **তু**—বস্তুত; **রুক্মিণঃ**—রুক্মীর; **রাজন্**—হে রাজন্ (পরীক্ষিৎ); **নাম্না**—নামক; **ভোজকটে পুরে**—রুক্মীর রাজ্য ভোজকোট নগরে।

অনুবাদ

দীপ্তিমান, তাম্রতপ্ত এবং অন্যান্যরা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ও রোহিণীর পুত্র। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের ঔরসে, রুক্মীর কন্যার রুক্মবতীর গর্ভে মহাবলশালী অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হে রাজন, যখন তাঁরা ভোজকোট নগরীতে বাস করছিলেন, তখনই এই সমস্ত ঘটেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের আটজন প্রধান রাণী হলেন রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, নাগ্নজিতী, কালিন্দী, লক্ষ্মণা, মিত্রবিন্দা এবং ভদ্রা। তাঁদের সকলের পুত্রদের কথা উল্লেখ করে শুকদেব গোস্বামী অবশিষ্ট রাণীদের প্রধানা রাণী রোহিণীর দুই প্রধান পুত্রের উল্লেখের মাধ্যমে এখন অন্যান্য ১৬,১০০ রাণীর পুত্রদের উল্লেখ করছেন।

শ্লোক ১৯

এতেষাং পুত্রপৌত্রাশ্চ বভূবুঃ কোটিশো নৃপ ।
মাতরঃ কৃষ্ণজাতীনাং সহস্রাণি চ ষোড়শ ॥ ১৯ ॥

এতেষাম্—এই সকলের; **পুত্র**—পুত্র; **পৌত্রাঃ**—এবং পৌত্রেরা; **চ**—এবং; **বভূবুঃ**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **কোটিশঃ**—সহস্র কোটি; **নৃপ**—হে রাজন; **মাতরঃ**—জননী; **কৃষ্ণ-জাতীনাম্**—শ্রীকৃষ্ণের বংশধরগণের; **সহস্রাণি**—সহস্র; **চ**—এবং; **ষোড়শ**—ষোড়শ।

অনুবাদ

হে রাজন, শ্রীকৃষ্ণের পুত্রদের সহস্রকোটি পুত্র ও পৌত্র ছিল। ষোড়শ সহস্র জননী এই বংশের সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ২০

শ্রীরাজোবাচ

কথং রুক্ম্যরিপুত্রায় প্রাদাদ্দুহিতরং যুধি ।
কৃষ্ণেন পরিভূতস্তং হন্তুং রন্ধ্রং প্রতীক্ষতে ।
এতদাখ্যাহি মে বিদ্বন্ দ্বিষোর্বৈবাহিকং মিথঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা বললেন; **কথম্**—কিভাবে; **রুক্মী**—রুক্মী; **অরি**—তাঁর শত্রুর; **পুত্রায়**—পুত্রের সঙ্গে; **প্রাদাৎ**—প্রদান করলেন; **দুহিতরম্**—তাঁর কন্যা; **যুধি**—যুদ্ধে; **কৃষ্ণেন্**—কৃষ্ণের দ্বারা; **পরিভূতঃ**—পরাজিত; **তম্**—তাঁকে (শ্রীকৃষ্ণ); **হন্তুম্**—হত্যার জন্য; **রন্ধ্রম্**—সুযোগ; **প্রতীক্ষতে**—সে প্রতীক্ষা করছিল; **এতৎ**—এই; **আখ্যাহি**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **মে**—আমাকে; **বিদ্বন্**—হে বিদ্বান; **দ্বিষোঃ**—দুই শত্রুর; **বৈবাহিকম্**—বৈবাহিক সম্বন্ধ; **মিথঃ**—তাদের মধ্যে।

অনুবাদ

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—কিভাবে রুক্মী তাঁর শত্রুর পুত্রকে তাঁর কন্যা সম্প্রদান করতে পারলেন? শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা রুক্মী পরাজিত হয়েছিল এবং শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করতে সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছিল। হে সর্বজ্ঞ—কিভাবে এই দুই বৈরী দল বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল, দয়া করে তা আমাকে বুঝিয়ে দিন।

শ্লোক ২১

অনাগতমতীতং চ বর্তমানমতীন্দ্রিয়ম্ ।
বিপ্রকৃষ্টং ব্যবহিতং সম্যক্ পশ্যন্তি যোগিনঃ ॥ ২১ ॥

অনাগতম্—অনাগত; **অতীতম্**—অতীত; **চ**—ও; **বর্তমানম্**—বর্তমান; **অতীন্দ্রিয়ম্**—অতীন্দ্রিয়; **বিপ্রকৃষ্টম্**—দূরস্থিত; **ব্যবহিতম্**—ব্যবধান বিশিষ্ট; **সম্যক্**—সম্পূর্ণরূপে; **পশ্যন্তি**—দর্শন করে; **যোগিনঃ**—যোগীরা।

অনুবাদ

যা এখনও ঘটেনি, এবং অতীতের কিংবা বর্তমানের যা কিছু ব্যাপার, তা ইন্দ্রিয়াতীত, বহুদূরবর্তী, কিংবা প্রাকৃতিক বাধাবিপত্তির মধ্যে হলেও, যোগীরা সবই যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নকে কেন রুক্মী তাঁর কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন তা ব্যাখ্যা করার জন্য এখানে রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে উদ্বুদ্ধ করছেন। রাজা গুরুত্ব সহকারে বলছেন, যেহেতু শুকদেব গোস্বামীর মতো মহান যোগীরা সমস্তকিছু জানেন, তাই মুনিবর অবশ্যই তা অবগত আছেন এবং উদ্বিগ্ন রাজাকে তাঁর সবই বর্ণনা করা উচিত।

শ্লোক ২২

শ্রীশুক উবাচ

বৃতঃ স্বয়ংবরে সাক্ষাদনঙ্গোঽঙ্গযুতস্তয়া ।
রাজ্ঞঃ সমেতান্ নির্জিত্য জহারৈকরথো যুধি ॥ ২২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **বৃতঃ**—বরণ করেছিলেন; **স্বয়ংবরে**—তাঁর স্বয়ম্বর সভায়; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং; **অনঙ্গঃ**—কামদেব; **অঙ্গ-যুতঃ**—দেহধারী; **তয়া**—তাঁর দ্বারা; **রাজ্ঞঃ**—রাজারা; **সমেতান্**—সমবেত; **নির্জিত্য**—পরাজিত করে; **জহার**—তিনি তাঁকে হরণ করেছিলেন; **এক-রথঃ**—একটিমাত্র রথে; **যুধি**—যুদ্ধে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—রুক্মবতী তাঁর স্বয়ম্বর সভায় কামদেবের মূর্তপ্রকাশ প্রদ্যুম্নকে স্বয়ং বরণ করেছিলেন। অতঃপর, প্রদ্যুম্ন একটিমাত্র রথে একাকী যুদ্ধ করেও সমবেত সমস্ত রাজাদের পরাস্ত করে রুক্মবতীকে নিয়ে চলে যান।

শ্লোক ২৩

যদ্যপ্যনুস্মরন্ বৈরং রুক্মী কৃষ্ণাবমানিতঃ ।
ব্যতরদ্ ভাগিনেয়ায় সুতাং কুর্বন্ স্বসুঃ প্রিয়ম্ ॥ ২৩ ॥

যদি অপি—যদিও; **অনুস্মরন্**—সর্বদা স্মরণ করে; **বৈরম্**—তাঁর বৈরীভাব; **রুক্মী**—রুক্মী; **কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা; **অবমানিতঃ**—অপমানিত; **ব্যতরৎ**—অনুমোদন করলেন; **ভাগিনেয়ায়**—ভাগিনেয়; **সুতাম্**—তাঁর কন্যা; **কুর্বন্**—আচরণ করে; **স্বসুঃ**—তাঁর ভগিনীর; **প্রিয়ম্**—প্রীতির জন্য।

অনুবাদ

যদিও রুক্মী তাঁর অপমানকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর বৈরীভাব সর্বদা স্মরণ করতেন, কিন্তু তাঁর ভগিনীকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি তাঁর ভাগিনেয়র সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ অনুমোদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত, তাঁর ভগিনী রুক্মিণীকে সন্তুষ্ট করার জন্যই প্রদ্যুম্নের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ রুক্মী অনুমোদন করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

**রুক্মিণ্যাস্তনয়াং রাজন্ কৃতবর্মসুতো বলী ।
উপযেমে বিশালাক্ষীং কন্যাং চারুমতীং কিল ॥ ২৪ ॥**

রুক্মিণ্যাঃ—রুক্মিণীর; **তনয়াম্**—কন্যা; **রাজন্**—হে রাজন; **কৃতবর্ম-সুতঃ**—কৃতবর্মার পুত্র; **বলী**—বলী নামে; **উপযেমে**—বিবাহ করলেন; **বিশাল**—বিস্তৃত; **অক্ষীম্**—যাঁর দুই নয়ন; **কন্যাম্**—কনিষ্ঠা, নিরীহ কন্যা; **চারুমতীম্**—চারুমতী নামে; **কিল**—বস্তুত।

অনুবাদ

হে রাজন, কৃতবর্মার পুত্র বলী, রুক্মিণীর কনিষ্ঠা কন্যা, বিস্তৃত নয়না চারুমতীকে বিবাহ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, শ্রীভগবানের প্রত্যেক রাণীর একটি করে কন্যা ছিল এবং তাই চারুমতীর এই বিবাহের উল্লেখ করে অন্য সকল রাজকন্যাদের বিবাহের প্রসঙ্গ অবতারণা করা হল।

শ্লোক ২৫

**দৌহিত্রায়ানিরুদ্ধায় পৌত্রীং রুক্ম্যাদদাদ্ধরেঃ ।
রোচনাং বদ্ধবৈরোঽপি স্বসুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ।
জানন্নধর্মং তদ্‌যৌনং স্নেহপাশানুবন্ধনঃ ॥ ২৫ ॥**

দৌহিত্রায়—তাঁর কন্যার পুত্রকে; **অনিরুদ্ধায়**—অনিরুদ্ধ; **পৌত্রীম্**—তাঁর পৌত্রী; **রুক্মী**—রুক্মী; **আদদাৎ**—সম্প্রদান করলেন; **হরেঃ**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; **রোচনাম্**—রোচনা নামক; **বদ্ধ**—বন্ধন; **বৈরঃ**—শত্রুতা; **অপি**—যদিও; **স্বসুঃ**—তাঁর ভগিনী; **প্রিয়-চিকীর্ষয়া**—সন্তুষ্ট করতে চেয়ে; **জানন্**—অবগত হয়ে; **অধর্মম্**—ধর্মবিরুদ্ধ; **তৎ**—সেই; **যৌনম্**—বিবাহ; **স্নেহ**—স্নেহের; **পাশ**—রজ্জু দ্বারা **অনু-বন্ধনঃ**—যার বন্ধন।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীহরির সঙ্গে রুক্মীর অবিরাম শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও রুক্মী তাঁর পৌত্রী রোচনাকে তাঁর দৌহিত্র অনিরুদ্ধের কাছে সম্প্রদান করেছিলেন। যদিও, রুক্মী এই বিবাহকে ধর্ম-বিরুদ্ধ বিবেচনা করেছিলেন, কিন্তু তিনি স্নেহপাশে আবদ্ধ হয়ে তাঁর ভগিনীকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বিশ্লেষণ করছেন যে, জাগতিক আচার অনুসারে কারও তিক্ত শত্রুর দৌহিত্রের সঙ্গে কারও স্নেহের পৌত্রীর বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। তাই আমরা বিধিনিষেধ পেয়ে থাকি—*দ্বিষদন্নং ন ভোক্তব্যং দ্বিষন্তং নৈব ভোজয়েৎ* "শত্রুর খাদ্য খাওয়া অথবা শত্রুকে খাদ্য দেওয়া উচিত নয়।" এই বিষয়ে আরও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে—*অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্মমপ্যাচরেন্নতু* অর্থাৎ "কোনও ধর্মীয় বিধি কারও স্বর্গ যাত্রার পথে প্রতিবন্ধকতা হলে অথবা তা মানব সমাজের পক্ষে বিরক্তিকর হলে, তা পালন করা অনুচিত।"

এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ কারও শত্রু নন। *ভগবদ্‌গীতায়* (৫/২৯) শ্রীভগবান যেমন বলছেন—*সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি*—"আমি সকল জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, একথা হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে জীব শান্তি লাভ করে।" যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের বন্ধু, কিন্তু রুক্মী এই সত্য স্বীকার করতে পারেনি এবং শ্রীকৃষ্ণকে তার শত্রু রূপে বিবেচনা করেছিল। তবুও তার ভগিনীর জন্য স্নেহবশতঃ অনিরুদ্ধকে তার পৌত্রী সম্প্রদান করেছিল।

অবশেষে উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত যে, সাধারণ মানুষের কাছে পারমার্থিক জীবনের মূল নীতিগুলি যেহেতু মনোমত হয় না, তাই কেবল সেই কারণেই কেউ যেন এই ধরনের নীতি বর্জন না করে। যেমন, শ্রীকৃষ্ণ *গীতায়* (১৮/৬৬) বলছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।* পারমার্থিক সমস্ত কর্তব্যের শেষ লক্ষ্য শ্রীভগবানের শরণাগত হওয়া এবং এই কর্তব্যটি সকল গৌণ বিধিসমূহের ঊর্ধ্বেই স্থান পায়। অধিকন্তু, এই যুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃপা করে একটি মনোরম পন্থা উপস্থাপন করেছেন যা সকল ঐকান্তিক মানুষকে শ্রীভগবানের শরণাগত হওয়ার জন্য আকর্ষণ করবে। যে কেউই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পন্থায় কীর্তন, নৃত্য, প্রসাদ সেবন ও পারমার্থিক দর্শন তত্ত্ব আলোচনা করার আনন্দময় পন্থা অনুসরণ করে সহজেই তাঁর আলয় ভগবদ্ধামে, নিত্য আনন্দ ও জ্ঞানময় জীবনে ফিরে যেতে পারবে।

তবুও মানুষ বলতে পারে যে, পাশ্চাত্য দেশের সাধারণ মানুষকে বিরক্ত করতে পারে, এমন অনুষ্ঠান বা আচরণ অনুশীলন করা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যদের উচিত নয়। এর উত্তরে আমরা বলি, পাশ্চাত্যের দেশগুলিতেও মানুষ যখন যথাযথভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের কার্যাবলী অবগত হয় তখন তারা সাধারণ এই মহান্ পারমার্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা করে থাকে। যারা বিশেষভাবে শ্রীভগবানের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ, তারা কোনও ধরনের ধর্মীয় আন্দোলনেরই প্রশংসা

করে না এবং যেহেতু এই ধরনের মানুষ পশুর চেয়ে সামান্য উন্নত, তাই তারা এই মহান কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে ব্যাহত করতে পারে না, ঠিক যেমন বিদ্বেষপরয়াণ রুক্মী শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ লীলার অনুষ্ঠানকে ব্যাহত করতে পারেনি।

শ্লোক ২৬

তস্মিন্নভ্যুদয়ে রাজন্ রুক্মিণী রামকেশবৌ ।
পুরং ভোজকটং জগ্মুঃ সাম্বপ্রদ্যুম্নকাদয়ঃ ॥ ২৬ ॥

তস্মিন্—সেই উপলক্ষ্যে; **অভ্যুদয়ে**—আনন্দময় ঘটনা; **রাজন্**—হে রাজন; **রুক্মিণী**—রুক্মিণী; **রাম-কেশবৌ**—বলরাম ও কৃষ্ণ; **পুরম্**—নগরীতে; **ভোজকটম্**—ভোজকট; **জগ্মু**—গমন করলেন; **সাম্ব-প্রদ্যুম্নক-আদয়ঃ**—সাম্ব, প্রদ্যুম্ন ও অন্যান্য সকলে।

অনুবাদ

হে রাজন, সেই বিবাহের আনন্দময় উৎসবে রাণী রুক্মিণী, শ্রীবলরাম, শ্রীকৃষ্ণ এবং সাম্ব ও প্রদ্যুম্ন প্রমুখ শ্রীভগবানের বিভিন্ন পুত্রগণ ভোজকট নগরে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৭-২৮

তস্মিন্ নিবৃত্ত উদ্বাহে কালিঙ্গপ্রমুখা নৃপাঃ ।
দৃপ্তাস্তে রুক্মিণং প্রোচুর্বলমক্ষৈর্বিনির্জয় ॥ ২৭ ॥
অনক্ষজ্ঞো হ্যয়ং রাজন্নপি তদ্ব্যসনং মহৎ ।
ইত্যুক্তো বলমাহূয় তেনাক্ষৈরুক্ম্যদীব্যত ॥ ২৮ ॥

তস্মিন্—যখন সেই; **নিবৃত্তে**—সমাপ্ত হয়েছিল; **উদ্বাহে**—বিবাহ উৎসব; **কালিঙ্গ-প্রমুখাঃ**—কলিঙ্গরাজ প্রমুখ; **নৃপাঃ**—রাজরা; **দৃপ্তাঃ**—উদ্ধত; **তে**—তারা; **রুক্মিণম্**—রুক্মীকে; **প্রোচুঃ**—বলল; **বলম্**—বলরাম; **অক্ষৈঃ**—অক্ষক্রীড়ায়; **বিনির্জয়**—তোমার পরাস্ত করা উচিত; **অনক্ষ-জ্ঞঃ**—অক্ষ দ্বারা দ্যূতক্রীড়ায় অভিজ্ঞ নয়; **হি**—বস্তুত; **অয়ম্**—তিনি; **রাজন্**—হে রাজন; **অপি**—যদিও; **তৎ**—তার প্রতি; **ব্যসনম্**—তাঁর আসক্তি রয়েছে; **মহৎ**—অতিশয়; **ইতি**—এইভাবে; **উক্তঃ**—কথিত হলে; **বলম্**—শ্রীবলরাম; **আহূয়**—আহ্বান করে; **তেন**—তাঁর সঙ্গে; **অক্ষৈঃ**—অক্ষ; **রুক্মী**—রুক্মী; **অদীব্যত**—খেললেন।

অনুবাদ

বিবাহের পর কলিঙ্গরাজ প্রমুখ একদল উদ্ধত রাজা রুক্মীকে বলল, "তোমার বলরামকে অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত করা উচিত। হে রাজন, তিনি অক্ষক্রীড়ায় অভিজ্ঞ নন, কিন্তু তবুও তিনি এর প্রতি যথেষ্ট আসক্ত।" এইভাবে পরামর্শ পেয়ে রুক্মী বলরামকে আহ্বান করে তাঁর সঙ্গে দ্যূতক্রীড়া শুরু করল।

শ্লোক ২৯

শতং সহস্রমযুতং রামস্তত্রাদদে পণম্ ।
তং তু রুক্ম্যজয়ৎ তত্র কালিঙ্গঃ প্রাহসদ্ বলম্ ।
দন্তান্ সন্দর্শয়ন্নুচ্চৈর্নামৃষ্যৎ তদ্ধলায়ুধঃ ॥ ২৯ ॥

শতম্—একশত; **সহস্রম্**—এক হাজার; **অযুতম্**—দশ হাজার; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **তত্র**—সেই ক্রীড়ায়; **আদদে**—স্বীকার করলেন; **পণম্**—পণ; **তম্**—সেই; **তু**—কিন্তু; **রুক্মী**—রুক্মী; **অজয়ৎ**—বিজয়ী হল; **তত্র**—তখন; **কালিঙ্গঃ**—কলিঙ্গরাজ; **প্রাহসৎ**—উচ্চঃস্বরে হাসলেন; **বলম্**—শ্রীবলরামের দিকে; **দন্তান্**—তার দাঁত; **সন্দর্শয়ন্**—প্রদর্শন করে; **উচ্চৈঃ**—সকলের সামনে; **ন অমৃতস্যাৎ**—ক্ষমা করলেন না; **তৎ**—সেই; **হলায়ুধঃ**—হল অস্ত্র বহনকারী, বলরাম।

অনুবাদ

সেই ক্রীড়ায় শ্রীবলরাম প্রথমে একশত, তারপর এক সহস্র, তারপর দশ সহস্র মুদ্রা পণ স্বীকার করলেন। প্রথম পর্যায়ে রুক্মী জয়লাভ করলে কলিঙ্গের রাজা বলরামের দিকে তার সমস্ত দন্ত প্রদর্শন করে উচ্চস্বরে হেসে উঠল। শ্রীবলরাম তা সহ্য করতে পারলেন না।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, পণ দেওয়া হয়েছিল স্বর্ণমুদ্রায়। যখন তিনি কলিঙ্গরাজের সামগ্রিক অপরাধ দর্শন করলেন, তখন শ্রীবলরাম অন্তরে যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন।

শ্লোক ৩০

ততো লক্ষং রুক্ম্যগৃহ্ণাদ্ গ্লহং তত্রাজয়দ্ বলঃ ।
জিতবানহমিত্যাহ রুক্মী কৈতবমাশ্রিতঃ ॥ ৩০ ॥

ততঃ—অতঃপর; **লক্ষম্**—এক লক্ষ; **রুক্মী**—রুক্মী; **অগৃহ্ণাৎ**—স্বীকার করল; **গ্লহম্**—বাজি; **তত্র**—সেই; **অজয়ৎ**—বিজয়ী হলেন; **বলঃ**—শ্রীবলরাম; **জিতবান্**—

জিতেছি; **অহম্**—আমি; **ইতি**—এইভাবে; **আহ**—বলল; **রুক্মী**—রুক্মী; **কৈতবম্**—কপটতা; **আশ্রিতঃ**—আশ্রয় নিয়ে।

অনুবাদ

অতঃপর রুক্মী এক লক্ষ মুদ্রার বাজি স্বীকার করল যা শ্রীবলরাম জিতলেন। কিন্তু রুক্মী "আমিই বিজয়ী!" ঘোষণা করে কপটতা করার চেষ্টা করল।

শ্লোক ৩১

মন্যুনা ক্ষুভিতঃ শ্রীমান্ সমুদ্র ইব পর্বণি ।
জাত্যারুণাক্ষোঽতিরুষা ন্যর্বুদং গ্লহমাদদে ॥ ৩১ ॥

মন্যুনা—ক্রোধ দ্বারা; **ক্ষুভিতঃ**—ক্ষোভিত হয়ে; **শ্রীমান্**—সৌন্দর্যের অথবা সুন্দরী লক্ষ্মীদেবীর ধারক; **সমুদ্রঃ**—সমুদ্র; **ইব**—তুল্য; **পর্বণি**—পূর্ণিমার দিন; **জাত্যা**—স্বাভাবিক; **অরুণ**—রক্তাভ; **অক্ষঃ**—নেত্রদ্বয়; **অতি**—অত্যন্ত; **রুষা**—ক্রোধের সঙ্গে; **ন্যর্বুদম্**—দশ কোটি; **গ্লহম্**—পণ; **আদদে**—স্বীকার করলেন।

অনুবাদ

পূর্ণিমার দিনের সমুদ্রের মতো ক্রোধে ক্ষোভিত হয়ে সুদর্শন শ্রীবলরাম, তাঁর স্বাভাবিক অরুণবর্ণের দুই নেত্র ক্রোধে আরও রক্তবর্ণ করে দশ কোটি স্বর্ণ মুদ্রা পণ স্বীকার করলেন।

শ্লোক ৩২

তং চাপি জিতবান্ রামো ধর্মেণ ছলমাশ্রিতঃ ।
রুক্মী জিতং ময়াত্রেমে বদন্তু প্রাশ্নিকা ইতি ॥ ৩২ ॥

তম্—সেটি; **চ অপি**—ও; **জিতবান্**—জয়ী হলেন; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **ধর্মেণ**—ধর্মতঃ; **ছলম্**—ছল; **আশ্রিতঃ**—আশ্রয় করে; **রুক্মী**—রুক্মী; **জিতম্**—জয় হয়েছে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **অত্র**—এই বিষয়ে; **ইমে**—এই সকল; **বদন্তু**—বলুন; **প্রাশ্নিকা**—প্রত্যক্ষদর্শীরা; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

শ্রীবলরাম যথার্থই এই পণটিও জিতলেন, কিন্তু রুক্মী পুনরায় ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করে ঘোষণা করল, "আমি জিতেছি! প্রত্যক্ষদর্শীরা এখানে বলুন তাঁরা কি দেখেছিলেন।"

তাৎপর্য

যখন রুক্মী প্রত্যক্ষদর্শীদের বলার জন্য আহ্বান করল, তখন তার মনে নিঃসন্দেহে তার বন্ধুরাই ছিল। কিন্তু যখন তার প্রত্যক্ষদর্শীরাও তাদের কপট বন্ধুকে সাহায্য

করার জন্য প্রস্তুত হল, তখনই একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটল, যা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৩

তদাব্রবীন্নভোবাণী বলেনৈব জিতো গ্লহঃ ।
ধর্মতো বচনেনৈব রুক্মী বদতি বৈ মৃষা ॥ ৩৩ ॥

তদা—তখন; **অব্রবীৎ**—বলেছিল; **নভঃ**—আকাশে; **বাণী**—এক কণ্ঠস্বর; **বলেন**—শ্রীবলরাম; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **জিতঃ**—জয়লাভ করেছেন; **গ্লহঃ**—পণ; **ধর্মতঃ**—ধর্মতঃ; **বচনেন**—কথা; **এব**—নিশ্চিতরূপে; **রুক্মী**—রুক্মী; **বদতি**—বলছে; **বৈ**—বস্তুত; **মৃষা**—মিথ্যা।

অনুবাদ

ঠিক তখনই আকাশ হতে এক কণ্ঠস্বর ঘোষণা করল, "ধর্মতঃ বলরাম এই পণ জিতেছেন। রুক্মী নিশ্চিতরূপে মিথ্যা কথা বলছেন।"

শ্লোক ৩৪

তামনাদৃত্য বৈদর্ভো দুষ্টরাজন্যচোদিতঃ ।
সঙ্কর্ষণং পরিহসন্ বভাষে কালচোদিতঃ ॥ ৩৪ ॥

তাম্—সেই কণ্ঠস্বর; **অনাদৃত্য**—অবজ্ঞা করে; **বৈদর্ভঃ**—বিদর্ভের যুবরাজ রুক্মী; **দুষ্ট**—অসৎ; **রাজন্য**—রাজাদের দ্বারা; **চোদিতঃ**—উৎসাহিত; **সঙ্কর্ষণম্**—শ্রীবলরামকে; **পরিহসন্**—পরিহাস করে; **বভাষে**—সে বলল; **কাল**—কালের বেগ দ্বারা; **চোদিতঃ**—সক্রিয়।

অনুবাদ

অসৎ রাজাদের প্ররোচনায় রুক্মী দৈববাণী অবজ্ঞা করল। প্রকৃতপক্ষে, অদৃষ্ট স্বয়ং রুক্মীকে প্ররোচিত করছিল এবং তাই সে শ্রীবলরামকে এইভাবে উপহাস করতে থাকল।

শ্লোক ৩৫

নৈবাক্ষকোবিদা যূয়ং গোপালা বনগোচরাঃ ।
অক্ষৈর্দীব্যন্তি রাজানো বাণৈশ্চ ন ভবাদৃশাঃ ॥ ৩৫ ॥

ন—না; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **অক্ষ**—অক্ষক্রীড়ায়; **কোবিদাঃ**—অভিজ্ঞ; **যূয়ম্**—তোমরা; **গোপালাঃ**—গোপগণ; **বন**—বনে; **গোচরাঃ**—গোচারণে; **অক্ষৈঃ**—অক্ষ

দ্বারা; **দিব্যন্তি**—ক্রীড়া; **রাজনঃ**—রাজারা; **বাণৈঃ**—বাণ দ্বারা; **চ**—এবং; **ন**—না; **ভবাদৃশাঃ**—তোমার মতো।

অনুবাদ

[রুক্মী বলল—] তোমরা গোপালকরা বনে বনে বিচরণ কর, অক্ষক্রীড়া সম্বন্ধে কিছুই জানো না। অক্ষক্রীড়া এবং বাণ দ্বারা ক্রীড়া করা কেবলমাত্র রাজাদের জন্য, তোমাদের মতো মানুষদের জন্য নয়।

শ্লোক ৩৬

রুক্মিণৈবমধিক্ষিপ্তো রাজভিশ্চোপহাসিতঃ ।
ক্রুদ্ধঃ পরিঘমুদ্যম্য জঘ্নে তং নৃম্ণসংসদি ॥ ৩৬ ॥

রুক্মিণা—রুক্মী দ্বারা; **এবম্**—এইভাবে; **অধিক্ষিপ্তঃ**—অপমানিত; **রাজাভিঃ**—রাজাদের দ্বারা; **চ**—এবং; **উপহাসিতঃ**—উপহসিত; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ; **পরিঘম্**—তাঁর গদা; **উদ্যম্য**—উদ্যত করে; **জঘ্নে**—তিনি আঘাতে বধ করলেন; **তম্**—তাকে; **নৃম্ণ-সংসদি**—মঙ্গল সভায়।

অনুবাদ

এইভাবে রুক্মীর কাছে অপমানিত হয়ে এবং রাজাদের দ্বারা উপহসিত হয়ে শ্রীবলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। সেই পবিত্র বিবাহ সভার মধ্যে তিনি তাঁর গদা উদ্যত করে রুক্মীকে আঘাত করে বধ করলেন।

শ্লোক ৩৭

কলিঙ্গরাজং তরসা গৃহীত্বা দশমে পদে ।
দন্তানপাতয়ৎ ক্রুদ্ধো যোঽহসদ্বিবৃতৈর্দ্বিজৈঃ ॥ ৩৭ ॥

কলিঙ্গ-রাজম্—কলিঙ্গের রাজা; **তরসা**—দ্রুত; **গৃহীত্বা**—ধারণ করে; **দশমে**—তাঁর দশম; **পদে**—পদক্ষেপে যেহেতু সে পলায়ন করছিল; **দন্তান্**—তার দাঁত; **অপাতয়ৎ**—তিনি উৎপাটিত করলেন; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ; **যঃ**—যে; **অহসৎ**—হেসেছিল; **বিবৃতৈ**—বিকশিত করে; **দ্বিজৈঃ**—দন্ত।

অনুবাদ

শ্রীবলরামের দিকে তাকিয়ে তার দন্ত প্রদর্শন করে যে কলিঙ্গের রাজা উপহাস করেছিল, সে এবার পালাতে চেষ্টা করল, কিন্তু ক্রুদ্ধ ভগবান শীঘ্রই তাঁর দশম পদক্ষেপে তাকে ধরে ফেললেন এবং তার সবকটি দাঁত উৎপাটন করলেন।

শ্লোক ৩৮

অন্যে নির্ভিন্নবাহূরুশিরসো রুধিরোক্ষিতাঃ ।
রাজানো দুদ্রুবুর্ভীতা বলেন পরিঘার্দিতাঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্যে—অন্যান্যরা; **নির্ভিন্ন**—ভঙ্গ; **বাহু**—তাদের বাহু; **উরু**—উরু; **শিরসঃ**—এবং মস্তক; **রুধির**—রক্ত দ্বারা; **উক্ষিতাঃ**—সিক্ত; **রাজানঃ**—রাজারা; **দুদ্রুবুঃ**—পলায়ন করল; **ভীতাঃ**—ভীত হয়ে; **বলেন**—শ্রীবলরাম দ্বারা; **পরিঘ**—তাঁর গদার; **অর্দিতাঃ**—পীড়িত হয়ে।

অনুবাদ

শ্রীবলরামের গদায় বিপর্যস্ত হয়ে অন্যান্য রাজারা ভয়ে পলায়ন করল, তাদের বাহু, উরু ও মস্তক বিদীর্ণ হয়েছিল এবং তাদের দেহ রক্তে ভিজে উঠেছিল।

শ্লোক ৩৯

নিহতে রুক্মিণি শ্যালে নাব্রবীৎ সাধ্বসাধু বা ।
রুক্মিণীবলয়ো রাজন্ স্নেহভঙ্গভয়াদ্ধরিঃ ॥ ৩৯ ॥

নিহতে—নিহত হওয়ায়; **রুক্মীণি**—রুক্মী; **শ্যালে**—তার শ্যালক; **ন অব্রবীৎ**—বললেন না; **সাধু**—ভাল; **অসাধু**—মন্দ; **বা**—বা; **রুক্মিণী-বলয়োঃ**—রুক্মিণী এবং বলরামের; **রাজন্**—হে রাজন; **স্নেহ**—স্নেহ; **ভঙ্গ**—ভঙ্গের; **ভয়াৎ**—ভয়বশতঃ; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

হে রাজন, যখন শ্রীকৃষ্ণের শ্যালক রুক্মী নিহত হয়েছিল, তখন তিনি তা সমর্থনও করলেন না কিম্বা বিরোধিতাও করলেন না, কারণ তিনি রুক্মিণী অথবা বলরাম উভয়ের সাথে স্নেহবন্ধন ভঙ্গ হওয়ার ভয়ে ভীত ছিলেন।

শ্লোক ৪০

ততোঽনিরুদ্ধং সহ সূর্যয়া বরং
রথং সমারোপ্য যযুঃ কুশস্থলীম্ ।
রামাদয়ো ভোজকটাদ্দশার্হাঃ
সিদ্ধাখিলার্থা মধুসূদনাশ্রয়াঃ ॥ ৪০ ॥

তত—অতঃপর; **অনিরুদ্ধম্**—অনিরুদ্ধ; **সহ**—সহ একত্রে; **সূর্যয়া**—তার বধূ; **বরম্**—বর; **রথম্**—তাঁর রথে; **সমারোপ্য**—আরোহণ করিয়ে; **যযুঃ**—তারা গমন

করলেন; **কুশস্থলীম্**—কুশস্থলীতে (দ্বারকায়); **রাম-আদয়ঃ**—শ্রীবলরাম প্রমুখ; **ভোজকটাৎ**—ভোজকট থেকে; **দশার্হাঃ**—দশার্হর বংশধরগণ; **সিদ্ধ**—পূর্ণ করে; **অখিল**—সকল; **অর্থাঃ**—উদ্দেশ্যগুলি; **মধুসূদন**—শ্রীকৃষ্ণের; **আশ্রয়াঃ**—আশ্রিত।

অনুবাদ

অতঃপর শ্রীবলরাম প্রমুখ দশার্হ বংশধরগণ অনিরুদ্ধ ও তাঁর বধূকে একটি সুন্দর রথে উপবেশন করিয়ে ভোজকট থেকে দ্বারকায় যাত্রা করলেন। শ্রীমধুসূদনের আশ্রয় গ্রহণ করে তারা তাদের সকল উদ্দেশ্য সাধন করেছিল।

তাৎপর্য

যদিও রুক্মিণী ছিলেন সকল দাশার্হগণের অত্যন্ত প্রিয়, তাঁর ভ্রাতা রুক্মী সেই রুক্মিণীর বিবাহের সময় থেকেই অনবরত শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণ করছিল ও তাঁকে অপমান করছিল। তাই, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, রুক্মীর সহসা মৃত্যুতে শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদগণ তেমন শোক করেননি।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীবলরাম রুক্মীকে বধ করলেন' নামক একষষ্টিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

ঊষা এবং অনিরুদ্ধের মিলন

এই অধ্যায়টিতে অনিরুদ্ধ এবং ঊষার মিলন ও বাণাসুরের সঙ্গে অনিরুদ্ধের যুদ্ধের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

রাজা বলির শতপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিল বাণাসুর। সে ছিল পরম শিব ভক্ত এবং শিব বাণাসুরকে এতটাই অনুগ্রহ প্রদান করেছিলেন যে, ইন্দ্রের মতো দেবতারাও বাণাসুরের সেবা করত। শিব যখন তাঁর তাণ্ডব নৃত্য করেছিলেন, বাণাসুর তখন তার সহস্র হস্তে বাদ্য যন্ত্র বাজিয়ে শিবকে সন্তুষ্ট করেছিল। প্রতিদানে শিব তাকে তার ইচ্ছে মতো বর প্রার্থনা করতে বললেন এবং বাণ তখন তাঁর নগরে শিবকে নগর পালক হওয়ার প্রার্থনা জানিয়েছিল।

একদিন বাণ যখন যুদ্ধ করার প্রবণতা বোধ করছিল, তখন সে শিবকে বলে, "আপনি ছাড়া সমস্ত জগতে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো যথেষ্ট বলশালী কোন যোদ্ধা নেই। সুতরাং আপনার প্রদত্ত এই সমস্ত সহস্র বাহু এক প্রচণ্ড বোঝা মাত্র"। এই কথায় দেবাদিদেব শিব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে বললেন, "যুদ্ধে তুমি যখন আমার সমকক্ষের সঙ্গে মিলিত হবে, তখন তোমার অহংকার চূর্ণ হবে। তোমার রথের ধ্বজাই ভগ্ন হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়বে।"

বাণাসুরের কন্যা ঊষা একবার তার ঘুমের মধ্যে এক প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। পর পর কয়েকটি রাত্রে এই ঘটনা ঘটেছিল, কিন্তু একদিন রাত্রে সে তাঁকে তার স্বপ্নে দেখতে না পেয়ে সহসা জেগে উঠে, ক্ষুব্ধ অবস্থায় তাঁর সঙ্গে জোরে জোরে কথা বলতে থাকে, কিন্তু যখন সে লক্ষ্য করল যে, তার দাসীরা তার চতুর্দিকে রয়েছে, তখন সে লজ্জা পায়। ঊষার সখী চিত্রলেখা তাকে জিজ্ঞাসা করে—সে কার সঙ্গে কথা বলছিল, তখন ঊষা তাকে সমস্ত কিছু বলেছিল। ঊষার স্বপ্নের প্রেমিকের কথা শুনে গন্ধর্ব, অন্যান্য দেবতা এবং বৃষ্ণি বংশের বিভিন্ন পুরুষের ছবি অঙ্কন করে দেখিয়ে চিত্রলেখা তার সখীর দুঃখ উপশমের চেষ্টা করল। চিত্রলেখা ঊষাকে তার স্বপ্নে-দেখা পুরুষটিকে চিনে নিতে বললে, ঊষা অনিরুদ্ধের ছবিটিকেই বেছে নিয়েছিল। যোগশক্তিসম্পন্না চিত্রলেখা তৎক্ষণাৎ জানতে পারল যে, ছবিতে যাকে তার সখী দেখাচ্ছে, সেই যুবা পুরুষটি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ। অতঃপর, তার যোগ শক্তি ব্যবহার করে চিত্রলেখা আকাশের মধ্য দিয়ে দ্বারকায় উড়ে গিয়ে অনিরুদ্ধকে খুঁজে নিয়ে তাঁকে তার সঙ্গে বাণাসুরের রাজধানী শোণিতপুরে নিয়ে আসে। সেখানে সে তাঁকে ঊষার কাছে উপস্থিত করল।

তার স্বপ্নে-দেখা আকাঙ্ক্ষিত পুরুষকে কাছে পেয়ে ঊষা তার অন্তঃপুর পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ হলেও তার মধ্যেই প্রীতিসহকারে তাঁর সেবা করতে শুরু করল। কিছু কাল পরে অন্তপুরের স্ত্রী-রক্ষীরা ঊষার দেহে নানা রতি লক্ষণ লক্ষ্য করে তারা বাণাসুরের কাছে গিয়ে তাকে তা জানাল। অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে, বাণাসুর অবিলম্বে অনেক সশস্ত্র রক্ষীর সঙ্গে তার কন্যার প্রাসাদে এসে দারুণ বিস্মিত হয়ে সেখানে অনিরুদ্ধকে দেখতে পেল। তখন রক্ষীরা অনিরুদ্ধকে আক্রমণ করলে, তিনি তাঁর গদা গ্রহণ করলেন এবং শক্তিশালী বাণ ঊষাকে শোকাতুরা করে তার যোগ শক্তি দ্বারা অনিরুদ্ধকে নাগ-পাশে আবদ্ধ করার আগেই তিনি বাণের রক্ষীকে বধ করতে সমর্থ হন।

শ্লোক ১

রাজোবাচ ঃ

বাণস্য তনয়ামূষামুপযেমে যদূত্তমঃ।
তত্র যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং হরিশঙ্করয়োর্মহৎ।
এতৎ সর্বং মহাযোগিন্ সমাখ্যাতুং ত্বমর্হসি ॥ ১ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা (পরীক্ষিৎ মহারাজ) বললেন; **বাণস্য**—বাণাসুরের; **তনয়াম্**—কন্যা; **ঊষাম্**—ঊষা নামক; **উপযেমে**—বিবাহ করেছিলেন; **যদু-উত্তমঃ**—যদুশ্রেষ্ঠ (অনিরুদ্ধ); **তত্র**—ঐ ব্যাপারে; **যুদ্ধম্**—একটি যুদ্ধ; **অভূৎ**—সংঘটিত হয়েছিল; **ঘোরম্**—প্রচণ্ড; **হরি-শঙ্করয়োঃ**—ভগবান শ্রীহরি (শ্রীকৃষ্ণ) এবং দেবাদিদেব শঙ্করের (শিব) মধ্যে; **মহৎ**—মহা; **এতৎ**—এই; **সর্বম্**—সকল; **মহা-যোগিন্**—হে মহাযোগী; **সমাখ্যাতুম্**—বর্ণনা করার; **ত্বম্**—আপনি; **অর্হসি**—যোগ্য।

অনুবাদ

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—বাণাসুরের কন্যা ঊষাকে যদুশ্রেষ্ঠ অনিরুদ্ধ বিবাহ করেছিলেন এবং তার ফলে ভগবান শ্রীহরি ও দেবাদিদেব শঙ্করের মধ্যে প্রচণ্ড মহাযুদ্ধ হয়েছিল। হে মহাযোগী, এই ঘটনা সম্বন্ধে সমস্ত কিছু কৃপা করে বর্ণনা করুন।

শ্লোক ২

শ্রীশুক উবাচ

বাণঃ পুত্রশতজ্যেষ্ঠো বলেরাসীন্মহাত্মনঃ।
যেন বামনরূপায় হরয়েঽদায়ি মেদিনী ॥

তস্যৌরস সুতো বাণঃ শিবভক্তিরতঃ সদা ।
মান্যো বদান্যো ধীমাংশ্চ সত্যসন্ধো দৃঢ়ব্রতঃ
শোণিতাখ্যে পুরে রম্যে স রাজ্যমকরোৎ পুরা ॥
তস্য শম্ভোঃ প্রসাদেন কিঙ্করা এব তেঽমরাঃ ।
সহস্রবাহুর্বাদ্যেন তাণ্ডবেঽতোষয়ন্মৃড়ম্ ॥ ২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **বাণঃ**—বাণ; **পুত্র**—পুত্রদের; **শত**—একশত; **জ্যেষ্ঠঃ**—জ্যেষ্ঠ; **বলেঃ**—মহারাজা বলির; **আসীৎ**—ছিল; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মার; **যেন**—যাঁর (বলির) দ্বারা; **বামন-রূপায়**—বামনরূপী, বামনদেব; **হরয়ে**—ভগবান শ্রীহরিকে; **অদায়ি**—দান করেছিলেন; **মেদিনী**—পৃথিবী; **তস্য**—তাঁর; **ঔরসঃ**—ঔরস হতে; **সুতঃ**—পুত্র; **বাণঃ**—বাণ; **শিব-ভক্তি**—দেবাদিদেব শিবের ভক্তিতে; **রতঃ**—স্থিত; **সদা**—সর্বদা; **মান্যঃ**—माননীয়; **বদান্যঃ**—মহানুভব; **ধীমান্**—বুদ্ধিমান; **চ**—এবং; **সত্য-সন্ধঃ**—সত্যনিষ্ঠ; **দৃঢ়-ব্রতঃ**—দৃঢ়ব্রত; **শোণিত-আখ্যে**—শোণিত নামক; **পুরে**—নগরীতে; **রম্যে**—মনোরম; **সঃ**—সে; **রাজ্যম্ করোৎ**—তারা রাজ্য নির্মাণ করেছিল; **পুরা**—অতীতে; **তস্য**—তার; **শম্ভোঃ**—দেবাদিদেব শম্ভুর (শিব); **প্রসাদেন**—অনুগ্রহে; **কিংকরাঃ**—ভৃত্য; **ইব**—ন্যায়; **তে**—তারা; **অমরাঃ**—দেবতারা; **সহস্র**—এক হাজার; **বাহুঃ**—বাহু যুক্ত ছিল; **বাদ্যেন**—বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে; **তাণ্ডবে**—যখন তিনি (দেবাদিদেব শিব) তাণ্ডব নৃত্য করেছিলেন; **অতোষয়ৎ**—সে সন্তুষ্ট করেছিল; **মৃড়ম্**—দেবাদিদেব শিব।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—বামনদেবরূপে আবির্ভূত ভগবান শ্রীহরিকে যিনি সমগ্র পৃথিবী দান করেছিলেন, সেই মহাত্মা বলি মহারাজের শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিল বাণ। বলির ঔরসজাত বাণাসুর, দেবাদিদেব শিবের পরম ভক্ত হয়ে উঠেছিল। তার ছিল সর্বদা মান্য আচরণ, এবং সে ছিল মহানুভব, বুদ্ধিমান, সত্যনিষ্ঠ এবং দৃঢ়ব্রত। মনোরম শোণিতপুর নগরী ছিল তার রাজ্যের অধীন। যেহেতু দেবাদিদেব শিব তাকে অনুগ্রহ করেছিলেন। তাই দেবতারাও ভৃত্যের মতো বাণাসুরের কাছে আজ্ঞাবহ হয়ে থাকত। একবার, শিব যখন তার তাণ্ডব-নৃত্য করছিলেন, তখন বাণ তার এক সহস্র হাত দিয়ে বাদ্য যন্ত্র সঙ্গীতের মাধ্যমে শিবকে বিশেষভাবে সন্তুষ্ট করেছিল।

শ্লোক ৩

ভগবান্ সর্বভূতেশঃ শরণ্যো ভক্তবৎসলঃ ।
বরেণ ছন্দয়ামাস স তং বব্রে পুরাধিপম্ ॥ ৩ ॥

ভগবান্—মহাদেব; **সর্ব**—সকল; **ভূত**—সৃষ্টজীবের; **ঈশঃ**—ঈশ্বর; **শরণ্যঃ**—আশ্রয় প্রদাতা; **ভক্ত**—তার ভক্তদের প্রতি; **বৎসলঃ**—কৃপাময়; **বরেণ**—বর প্রার্থনার জন্য; **ছন্দয়াম্ আস**—তাঁকে সন্তুষ্ট করে; **সঃ**—সে, বাণ; **তম্**—তাঁকে, দেবাদিদেব শিবকে; **বব্রে**—প্রার্থনা করল; **পুর**—তাঁর নগরীর; **অধিপম্**—পালক রূপে।

অনুবাদ

সর্বভূতেশ্বর, শরণ্য ভক্ত বৎসল মহাদেব বাণাসুরকে তার পছন্দমতো বর প্রার্থনা করতে বলে সন্তুষ্ট করেন। বাণ মহাদেবকে তার রাজ্যের নগরপালক হওয়ার প্রার্থনা জানায়।

শ্লোক ৪

স একদাহ গিরিশং পার্শ্বস্থং বীর্যদুর্মদঃ ।
কিরীটেনার্কবর্ণেন সংস্পৃশংস্তৎপদাম্বুজম্ ॥ ৪ ॥

সঃ—সে, বাণাসুর; **একদা**—একবার; **আহ**—বলল; **গিরিশম্**—দেবাদিদেব শিবকে; **পার্শ্ব**—তাঁর পাশে; **স্থম্**—উপস্থিত; **বীর্য**—তার শক্তি দ্বারা; **দুর্মদঃ**—উন্মত্ত; **কিরীটেন**—তার মুকুট দ্বারা; **অর্ক**—সূর্যসম; **বর্ণেন**—যার বর্ণ; **সংস্পৃশন্**—স্পর্শ করে; **তৎ**—তাঁর, দেবাদিদেব শিবের; **পদ-অম্বুজম্**—পাদপদ্ম।

অনুবাদ

বাণাসুর তার শক্তিতে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। একদিন দেবাদিদেব শিব যখন তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন বাণাসুর তার সূর্যসম উজ্জ্বল মুকুটখানি দেবাদিদেব শিবের পাদপদ্ম স্পর্শ করে তাঁকে বলতে লাগল।

শ্লোক ৫

নমস্যে ত্বাং মহাদেব লোকানাং গুরুমীশ্বরম্ ।
পুংসামপূর্ণকামানাং কামপূরামরাঙ্ঘ্রিপম্ ॥ ৫ ॥

নমস্যে—আমি প্রণাম নিবেদন করি; **ত্বাম্**—আপনাকে; **মহাদেব**—হে মহাদেব; **লোকানাম্**—জগতের; **গুরুম্**—গুরুদেবকে; **ঈশ্বরম্**—ঈশ্বরকে; **পুংসাম্**—পুরুষদের; **অপূর্ণ**—অপূর্ণ; **কামানাম্**—আকাঙ্ক্ষাগুলি; **কামপূরা**—কামনা পূরণকারী; **অমর-অঙ্ঘ্রিপম্**—কল্পতরুসম।

অনুবাদ

[বাণাসুর বলেছিল—] হে দেবাদিদেব মহাদেব, জগতের নিয়ন্তা ও গুরুদেব, আপনাকে আমি প্রণাম নিবেদন করি। যারা অপূর্ণকাম, তাদের কামনা পূরণকারী আপনি কল্পতরুর মতো।

শ্লোক ৬

দোঃসহস্রং ত্বয়া দত্তং পরং ভারায় মেঽভবৎ ।
ত্রিলোক্যাং প্রতিযোদ্ধারং ন লভে ত্বদৃতে সমম্ ॥ ৬ ॥

দোঃ—বাহুগুলি; **সহস্রম্**—এক হাজার; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **দত্তম্**—প্রদত্ত; **পরম্**—মাত্র; **ভারায়**—একটি বোঝা; **মে**—আমার জন্য; **অভবৎ**—হয়েছে; **ত্রিলোক্যাম্**—ত্রিভুবনে; **প্রতিযোদ্ধারম্**—প্রতিযোদ্ধা; **ন লভে**—আমি পেলাম না; **ত্বৎ**—আপনি; **ঋতে**—বিনা; **সমম্**—সমান।

অনুবাদ

আমাকে আপনার দেওয়া এই এক সহস্র বাহু একটি অত্যন্ত বোঝা হয়ে উঠেছে মাত্র। আপনি ছাড়া ত্রিভুবনে যুদ্ধ করার যোগ্য আর কাউকে আমি পেলাম না।

তাৎপর্য

আচার্যগণের মতানুসারে, বাণাসুরের সূক্ষ্ম নিহিতার্থটি এখানে এই ছিল—"আর তাই আমি যখন আপনাকে পরাজিত করব, হে শিব, তখনই আমার বিশ্ব জয় সম্পূর্ণ হবে এবং যুদ্ধের জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হবে।"

শ্লোক ৭

কণ্ডূত্যা নিভৃতৈর্দোর্ভির্যুযুৎসুর্দিগ্‌গজানহম্ ।
আদ্যায়াং চূর্ণয়ন্নদ্রীন্ ভীতাস্তেঽপি প্রদুদ্রুবুঃ ॥ ৭ ॥

কণ্ডূত্যা—কণ্ডূয়নের দ্বারা; **নিভৃতৈঃ**—পূর্ণ; **দোর্ভিঃ**—আমার বাহুগুলির দ্বারা; **যুযুৎসুঃ**—যুদ্ধ করতে উৎসুক; **দিগ্**—দিগ্‌গুলির; **গজান্**—হস্তী; **অহম্**—আমি; **আদ্য**—হে আদিদেব; **অয়াম্**—গমন করে; **চূর্ণয়ন্**—চূর্ণ করলে; **অদ্রীন্**—পর্বতগুলি; **ভীতাঃ**—ভীত হয়ে; **তে**—তারা; **অপি**—ও; **প্রদুদ্রুবুঃ**—পলায়ন করে।

অনুবাদ

হে আদিদেব, আমার রণ কণ্ডূয়ন চঞ্চল যুক্ত বাহু দিয়ে পর্বতগুলি চূর্ণ করে দিগ্-গজগণের সঙ্গে যুদ্ধে আগ্রহী হয়ে আমি এগিয়ে গেলে সেই সমস্ত বৃহৎ মণ্ডলীও ভয়ে পলায়ন করেছিল।

শ্লোক ৮

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ ক্রুদ্ধঃ কেতুস্তে ভজ্যতে যদা ।
ত্বদ্দর্পঘ্নং ভবেন্মূঢ় সংযুগং মৎসমেন তে ॥ ৮ ॥

তৎ—তা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ; **কেতুঃ**—পতাকা; **তে**—তোমার; **ভজ্যতে**—ভগ্ন; **যদা**—যখন; **ত্বৎ**—তোমার; **দর্প**—অহংকার; **ঘ্নম্**—বিনাশ; **ভবেৎ**—হবে; **মূঢ়**—হে মূর্খ; **সংযুগম্**—যুদ্ধ; **মৎ**—আমাকে; **সমেন**—তাঁর সঙ্গে, যে সমান; **তে**—তোমার।

অনুবাদ

দেবাদিদেব শিব তা শ্রবণ করে ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, "ওহে মূর্খ, যখন তুমি আমার সমকক্ষ কারও সঙ্গে যুদ্ধ করবে, তখন তোমার রথের ধ্বজাই ভগ্ন হবে। সেই যুদ্ধ তোমার দর্প বিনষ্ট করবে।"

তাৎপর্য

দেবাদিদেব শিব তৎক্ষণাৎ বাণাসুরকে ভর্ৎসনা করতে পারতেন এবং স্বয়ং তার অহংকার বিনষ্ট করতে পারতেন, কিন্তু যেহেতু বাণাসুর ছিল তাঁর বিশ্বস্ত সেবক, তাই তিনি তা করেননি।

শ্লোক ৯

ইত্যুক্তঃ কুমতির্হৃষ্টঃ স্বগৃহং প্রাবিশন্নৃপ ।
প্রতীক্ষন্ গিরিশাদেশং স্ববীর্যনশনং কুধীঃ ॥ ৯ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্তঃ**—কথা শুনে; **কুমতিঃ**—কুমতি সম্পন্ন, নির্বোধ; **হৃষ্টঃ**—সন্তুষ্ট; **স্ব**—তার নিজ; **গৃহম্**—গৃহে; **প্রাবিশৎ**—প্রবেশ করল; **নৃপ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **প্রতিক্ষন্**—প্রতীক্ষা করতে; **গিরিশ**—দেবাদিদেব শিবের; **আদেশম্**—ভবিষ্যদ্বাণী; **স্ব-বীর্য**—তাঁর শক্তির; **নশনম্**—বিনাশ; **কুধীঃ**—অসৎ বুদ্ধিসম্পন্ন।

অনুবাদ

এইভাবে উপদেশ লাভ করে, নির্বোধ বাণাসুর খুশি হয়েছিল। হে রাজন্ তখন দেবাদিদেব গিরিশ সেই মূর্খের শক্তি বিনাশের যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তার প্রতীক্ষা করার জন্য গৃহে গমন করল।

তাৎপর্য

এখানে বাণাসুরকে কু-ধী (অসৎ বুদ্ধি সম্পন্ন) এবং কুমতি (বিচার বুদ্ধিহীন) রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ সে প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছিল। এই অসুর

এতটাই উদ্ধত হয়ে উঠেছিল যে, সে বিশ্বাস করত যেন কেউই তাকে পরাস্ত করতে পারবে না। একথা শুনে সে খুশি হয়েছিল যে, দেবাদিদেব শিবের মতোই শক্তিশালী কেউ তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসবেন এবং তার যুদ্ধের প্রবল আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবে। এমনকি শিব যদিও বলেছিলেন যে, এই ব্যক্তি বাণের পতাকা ভগ্ন করবে এবং তার শক্তি বিনষ্ট করবে, কিন্তু সেই অসুর এমনই মূর্খ ছিল যে, সেই কথা ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করে সাগ্রহে যুদ্ধের জন্য প্রতীক্ষা করছিল।

এই মুহূর্তে জড়বাদী মানুষেরা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য বহু অভূতপূর্ব সুযোগ সুবিধা নিয়ে উৎফুল্ল হয়ে রয়েছে। যদিও স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এই সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয় ক্ষেত্রেই নানাভাবে মৃত্যু দ্রুত তাদের দিকে এগিয়ে আসছে, তবু আধুনিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অভিমুখী সকলেই তাদের অবশ্যম্ভাবী বিনাশের সম্ভাবনা ভুলে রয়েছে। *ভাগবতে* (২/১/৪) তাই বলা হয়েছে *পশ্যন্নপি ন পশ্যতি*—তাদের আসন্ন বিনাশ স্পষ্ট, কিন্তু যৌন উপভোগ ও পারিবারিক আসক্তির মাঝে উন্মত্ত হয়ে থাকার ফলে তারা অন্ধের মতো তা দেখতে বা বুঝতে পারে না। তেমনই, বাণাসুর তার জড় জাগতিক শক্তিমত্তায় উন্মত্ত হয়ে থাকার ফলে বিশ্বাস করতে পারত না যে, তার অন্তিম লগ্ন ঘনিয়ে আসছিল।

শ্লোক ১০

তস্যোষা নাম দুহিতা স্বপ্নে প্রাদ্যুম্নিনা রতিম্ ।
কন্যালভত কান্তেন প্রাগদৃষ্টশ্রুতেন সা ॥ ১০ ॥

তস্য—তার; **উষা নাম**—উষা নামে; **দুহিতা**—কন্যা; **স্বপ্নে**—স্বপ্নে; **প্রাদ্যুম্নিনা**—প্রদ্যুম্নের পুত্রের (অনিরুদ্ধ) সঙ্গে; **রতিম্**—প্রণয়োদ্দীপক সাক্ষাৎ; **কন্যা**—কন্যা; **অলভত**—লাভ করেছিল; **কান্তেন**—তার প্রেমিকের সঙ্গে; **প্রাক্**—ইতিপূর্বে; **অদৃষ্ট**—কখনও সাক্ষাৎ হয়নি; **শ্রুতেন**—অথবা শ্রবণ; **সা**—সে।

অনুবাদ

একটি স্বপ্নের মধ্যে বাণের কন্যা উষার সঙ্গে প্রদ্যুম্নের পুত্রের এক প্রণয়োদ্দীপক সাক্ষাৎ হয়েছিল, যদিও উষা তার প্রেমিককে ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি বা তাঁর কথা শোনেনি।

তাৎপর্য

এখানকার বর্ণিত ঘটনাবলী দেবাদিদেব শিবের ভবিষ্যদ্বাণীর মতো যুদ্ধের দিকেই এগিয়ে যাবে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *বিষ্ণুপুরাণ* থেকে নিম্নোক্ত শ্লোকগুলির উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যেগুলি উষার স্বপ্ন ব্যাখ্যা করছে—

ঊষা বাণসুতা বিপ্র পার্বতীং শম্ভুনা সহ ।
ক্রীড়ন্তীম্ উপলক্ষ্যোচ্চৈঃ স্পৃহাং চক্রে তদাশ্রয়াম্ ॥

"হে ব্রাহ্মণ, বাণকন্যা ঊষা যখন পার্বতীকে তাঁর পতি দেবাদিদেব শম্ভুর সঙ্গে ক্রীড়ারত দর্শন করলেন, তখন ঊষা গভীরভাবে সেই একই অনুভূতি লাভের কামনা করলেন।"

ততঃ সকলচিত্তজ্ঞা গৌরী তাম্ আহ ভাবিনীম্ ।
অলম্ অত্যর্থতাপেন ভর্ত্রা ত্বম্ অপি রংস্যসে ॥

"সেই সময়ে গৌরীদেবী (পার্বতী), যিনি সকলের হৃদয়ের কথা জানেন, তিনি অনুভূতিকাতর তরুণী কন্যাটিকে বলেছিলেন, 'বিচলিত হয়ো না! তোমার আপন পতির সঙ্গ উপভোগের সুযোগ তুমি পাবে'।"

ইত্যুক্তা সা তদা চক্রে কদেতি মতিম্ আত্মনঃ ।
কো বা ভর্তা মমেত্যেনাং পুনরাপ্যাহ পার্বতী ॥

"এই কথা শুনে, ঊষা মনে মনে ভাবলেন, 'কিন্তু কখন? আর, কে আমার পতি হবেন?' উত্তরে, পার্বতী আরও একবার তাকে বলেছিলেন।"

বৈশাখ-শুক্লদ্বাদশ্যাং স্বপ্নেযোঽভিভবং তব ।
করিষ্যতি স তে ভর্তা রাজপুত্রী ভবিষ্যতি ॥

"বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে স্বপ্নে যে পুরুষ তোমার কাছে আসবে, সেই হবে তোমার পতি, হে রাজকন্যে।"

শ্লোক ১১

সা তত্র তমপশ্যন্তী ক্কাসি কান্তেতি বাদিনী ।
সখীনাং মধ্য উত্তস্থৌ বিহ্বলা ব্রীড়িতা ভৃশম্ ॥ ১১ ॥

সা—সে; **তত্র**—সেখানে (তার স্বপ্নে); **তম্**—তাঁকে; **অপশ্যন্তি**—দর্শন না করে; **ক্ক**—কোথায়; **অসি**—আপনি; **কান্ত**—আমার প্রেমিক; **ইতি**—এইভাবে; **বাদিনী**—বললেন; **সখীনাম্**—তাঁর সখীদের; **মধ্যে**—মধ্যে; **উত্তস্থৌ**—জাগ্রত হয়ে; **বিহ্বলা**—বিহ্বল; **ব্রীড়িতা**—লজ্জিত হলেন; **ভৃশম্**—ভীষণ।

অনুবাদ

ঊষা তাঁর স্বপ্নের মাঝে তাঁর কান্ত পুরুষের দর্শন থেকে বঞ্চিত হয়ে সহসা তাঁর সখীদের মাঝখানে জেগে উঠে "হে কান্ত, আপনি কোথায়?" বলে ক্রন্দন করে অত্যন্ত বিহ্বলা ও লজ্জিতা হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

সচেতন হলে, উষা তাঁর সখীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন, তা স্মরণ করে স্বভাবতই এইভাবে ক্রন্দন করার জন্য অত্যন্ত লজ্জিতা হয়েছিলেন। একই সঙ্গে স্বপ্নে আবির্ভূত তাঁর প্রেমিকের প্রতি আসক্তির ফলে তিনি বিহ্বলা হন।

শ্লোক ১২

বাণস্য মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডশ্চিত্রলেখা চ তৎসুতা।
সখ্যপৃচ্ছৎ সখীমূষাং কৌতূহলসমন্বিতা ॥ ১২ ॥

বাণস্য—বাণের; **মন্ত্রী**—মন্ত্রী; **কুম্ভাণ্ড**—কুম্ভাণ্ড; **চিত্রলেখা**—চিত্রলেখা; **চ**—এবং; **তৎ**—তার; **সুতা**—কন্যা; **সখী**—সখী; **অপৃচ্ছৎ**—সে জিজ্ঞাসা করল; **সখীম্**—তার সখী; **উষাম্**—উষা; **কৌতূহল**—কৌতূহলের সঙ্গে; **সমন্বিতা**—পূর্ণ।

অনুবাদ

কুম্ভাণ্ড নামে বাণাসুরের এক মন্ত্রী ছিল, যার কন্যা চিত্রলেখা ছিল উষার সখী। সে গভীর কৌতূহলের সঙ্গে তার সখীকে জিজ্ঞাসা করল।

শ্লোক ১৩

কং ত্বং মৃগয়সে সুভ্রু কীদৃশস্তে মনোরথঃ।
হস্তগ্রাহং ন তেঽদ্যাপি রাজপুত্র্যুপলক্ষয়ে ॥ ১৩ ॥

কম্—কাকে; **ত্বম্**—তুমি; **মৃগয়সে**—অন্বেষণ করছ; **সুভ্রু**—হে সুভ্রূ; **কীদৃশঃ**—কি ধরনের; **তে**—তোমার; **মনঃ-রথঃ**—মনোবাঞ্ছা; **হস্ত**—হাতের; **গ্রাহম্**—গ্রহণকারী; **ন**—না; **তে**—তোমার; **অদ্য অপি**—এখনও; **রাজপুত্রি**—হে রাজকন্যা; **উপলক্ষয়ে**—আমি দেখছি।

অনুবাদ

[চিত্রলেখা বলল—] হে মনোরম ভ্রূসম্পন্না সুন্দরী, তুমি কাকে অন্বেষণ করছ? তুমি কোন্ কামনা অনুভব করছ? এখনও পর্যন্ত, হে রাজকন্যা, কোনও পুরুষকে তোমার পাণিগ্রহণ করতে তো দেখিনি।

শ্লোক ১৪

উষোবাচ

দৃষ্টঃ কশ্চিন্নরঃ স্বপ্নে শ্যামঃ কমললোচনঃ।
পীতবাসা বৃহদ্বাহুর্যোষিতাং হৃদয়ঙ্গমঃ ॥ ১৪ ॥

দৃষ্টাঃ—দর্শন করেছি; **কশ্চিৎ**—কোন এক; **নরঃ**—পুরুষকে; **স্বপ্নে**—স্বপ্নে; **শ্যামঃ**—শ্যামবর্ণ; **কমল**—পদ্মসদৃশ; **লোচনঃ**—যার নয়ন দুটি; **পীত**—পীত; **বাসাঃ**—বসন; **বৃহৎ**—বলশালী; **বাহুঃ**—বাহু দুখানি; **যোষিতাম্**—নারীদের; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **গমঃ**—স্পর্শকারী।

অনুবাদ

[ঊষা বললেন—] স্বপ্নে আমি একজন শ্যামবর্ণ, কমলনয়ন, পীত বসন পরিহিত ও বলশালী বাহু সমন্বিত পুরুষকে দর্শন করেছিলাম। তিনি যেন ঠিক রমণী-হৃদয় স্পর্শ করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

তমহং মৃগয়ে কান্তং পায়য়িত্বাধরং মধু ।
ক্বাপি যাতঃ স্পৃহয়তীং ক্ষিপ্ত্বা মাং বৃজিনার্ণবে ॥ ১৫ ॥

তম্—তাঁকে; **অহম্**—আমি; **মৃগয়ে**—অন্বেষণ করছিলাম; **কান্তম্**—প্রেমিক; **পায়য়িত্বা**—পান করিয়ে; **আধরম্**—তাঁর অধরের; **মধু**—মধু; **ক্ব অপি**—কোথাও; **যাতঃ**—চলে গেছে; **স্পৃহয়তীম্**—তাঁর জন্য লালায়িত; **ক্ষিপ্ত্বা**—নিক্ষেপ করে; **মাম্**—আমাকে; **বৃজিন**—দুঃখের; **অর্ণবে**—সাগরে।

অনুবাদ

আমি সেই প্রেমিককে অন্বেষণ করছি। আমাকে তাঁর অধরের মধু পান করিয়ে, সে কোথাও চলে গেছে এবং এইভাবে সে তাঁর জন্য প্রচণ্ড লালায়িত করে দিয়ে আমাকে দুঃখের সাগরে নিক্ষেপ করে গেছে।

শ্লোক ১৬

চিত্রলেখোবাচ

ব্যসনং তেঽপকর্ষামি ত্রিলোক্যাং যদি ভাব্যতে ।
তমানেষ্যে বরং যস্তে মনোহর্তা তমাদিশ ॥ ১৬ ॥

চিত্রলেখা উবাচ—চিত্রলেখা বলল; **ব্যসনম্**—দুঃখ; **তে**—তোমার; **অপকর্ষামি**—আমি দূর করব; **ত্রিলোক্যাম্**—ত্রিভুবনের মধ্যে; **যদি**—যদি; **ভাব্যতে**—তাকে পাওয়া যায়; **তম্**—তাঁকে; **আনেষ্যে**—আমি আনব; **বরম্**—ভাবী বর; **যঃ**—যিনি; **তে**—তোমার; **মনঃ**—হৃদয়; **হর্তা**—হরণকারী; **তম্**—তাঁকে; **আদিশ**—দেখিয়ে দাও।

অনুবাদ

চিত্রলেখা বলল—আমি তোমার দুঃখ দূর করব। যদি ত্রিভুবনে তাঁকে কোথাও পাওয়া যায়, তবে তোমার হৃদয় হরণকারী সেই ভাবী স্বামীকে আমি এনে দেব। আমাকে দেখিয়ে দাও সে কে।

তাৎপর্য

চিত্তাকর্ষক বিষয় এই যে, *চিত্রলেখা* নামটি বোঝায়—ছবি আঁকা বা চিত্র শৈলীতে যে দক্ষ। *চিত্র* অর্থে 'চমৎকার' বা 'বৈচিত্র্যপূর্ণ' এবং *লেখা* অর্থে 'ছবি আঁকা ও রঙ করার শৈলীতে দক্ষ'। নিচের শ্লোকের বর্ণনা অনুযায়ী চিত্রলেখা এখন তার নিজের নামের মাধ্যমে ব্যক্ত প্রতিভা কাজে লাগাবে।

শ্লোক ১৭

ইত্যুক্ত্বা দেবগন্ধর্বসিদ্ধচারণপন্নগান্ ।
দৈত্যবিদ্যাধরান্ যক্ষান্ মনুজাংশ্চ যথালিখৎ ॥ ১৭ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **দেব-গন্ধর্ব**—দেবতা ও গন্ধর্ব; **সিদ্ধ-চারণ-পন্নগান্**—সিদ্ধ, চারণ ও পন্নগদের; **দৈত্য-বিদ্যাধরান্**—অসুর ও বিদ্যাধরদের; **যক্ষান্** —যক্ষদের; **মনুজান্**—মানুষদের; **চ**—ও; **যথা**—যথাযথভাবে; **অলিখৎ**—সে অঙ্কন করল।

অনুবাদ

এই কথা বলে, চিত্রলেখা দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ, পন্নগ, দৈত্য, বিদ্যাধর, যক্ষ ও নানা মানুষের ছবি যথাযথভাবে আঁকতে শুরু করল।

শ্লোক ১৮-১৯

মনুজেষু চ সা বৃষ্ণীন্ শূরমানকদুন্দুভিম্ ।
ব্যলিখদ্ রামকৃষ্ণৌ চ প্রদ্যুম্নং বীক্ষ্য লজ্জিতা ॥ ১৮ ॥
অনিরুদ্ধং বিলিখিতং বীক্ষ্যোষাবাঙ্মুখী হ্রিয়া ।
সোঽসাবসাবিতি প্রাহ স্ময়মানা মহীপতে ॥ ১৯ ॥

মনুজেষু—মানুষদের মধ্যে; **চ**—এবং; **সা**—সে (চিত্রলেখা); **বৃষ্ণীন্**—বৃষ্ণিগণ; **শূরম্**—শূরসেন; **আনকদুন্দুভিম্**—বসুদেব; **ব্যলিখৎ**—অঙ্কন করল; **রাম-কৃষ্ণৌ**—বলরাম এবং কৃষ্ণ; **চ**—এবং; **প্রদ্যুম্নম্**—প্রদ্যুম্ন; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **লজ্জিতা**—লজ্জিতা হয়ে; **অনিরুদ্ধম্**—অনিরুদ্ধ; **বিলিখিতম্**—অঙ্কিত; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে;

ঊষা—ঊষা; **অবাক্**—অবনত হয়ে; **মুখী**—তার মস্তক; **হ্রিয়া**—লজ্জাবশত; **সঃ অসৌ অসৌ ইতি**—"এই হচ্ছে সেই! এই হচ্ছে সেই!"; **প্রাহ**—সে বলল; **স্ময়মানা**—হাস্য সহকারে; **মহীপতে**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন, মানুষদের মধ্যে থেকে শূরসেন, আনকদুন্দুভি, বলরাম ও কৃষ্ণ সহ বৃষ্ণিদের ছবি চিত্রলেখা অঙ্কন করেছিল। ঊষা যখন প্রদ্যুম্নের ছবি দেখল, তখন সে লজ্জিতা হয়ে উঠল এবং যখন সে অনিরুদ্ধের ছবি দেখল তখন সে লজ্জায় তার মস্তক অবনত করল। হাসতে হাসতে সে বলে উঠল, "ইনিই সেই! ইনিই তিনি।"

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই বিষয়ে আরও অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেছেন—ঊষা যখন প্রদ্যুম্নের ছবিটি দেখল, তখন সে লজ্জিতা হয়ে উঠেছিল, কারণ সে ভেবেছিল, 'ইনি আমার শ্বশুর।" এরপর সে তার প্রেমিক অনিরুদ্ধের ছবি দেখল এবং আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

শ্লোক ২০

চিত্রলেখা তমাজ্ঞায় পৌত্রং কৃষ্ণস্য যোগিনী ।
যযৌ বিহায়সা রাজন্ দ্বারকাং কৃষ্ণপালিতাম্ ॥ ২০ ॥

চিত্রলেখা—চিত্রলেখা; **তম্**—তাঁকে; **আজ্ঞায়**—চিনতে পেরে; **পৌত্রম্**—পৌত্র রূপে; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **যোগিনী**—নারী যোগী; **যযৌ**—সে গমন করল; **বিহায়সা**—অতীন্দ্রিয় আকাশ পথে; **রাজন্**—হে রাজন; **দ্বারকাম্**—দ্বারকায়; **কৃষ্ণ-পালিতাম্**—কৃষ্ণ দ্বারা সুরক্ষিত।

অনুবাদ

যৌগিক শক্তি সমন্বিতা চিত্রলেখা তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র (অনিরুদ্ধ) রূপে চিনতে পারল। হে রাজন, সে তখন যৌগিক আকাশপথ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সুরক্ষাধীন দ্বারকায় চলে গেল।

শ্লোক ২১

তত্র সুপ্তং সুপর্যঙ্কে প্রাদ্যুম্নিং যোগমাস্থিতা ।
গৃহীত্বা শোণিতপুরং সখ্যৈ প্রিয়মদর্শয়ৎ ॥ ২১ ॥

তত্র—সেখানে; **সুপ্তম্**—ঘুমন্ত; **সু**—চমৎকার; **পর্যঙ্কে**—শয্যায়; **প্রাদ্যুম্নিম্**—প্রদ্যুম্নের পুত্র; **যোগম্**—যোগ শক্তি; **আস্থিতা**—ব্যবহার করে; **গৃহিত্বা**—তাঁকে গ্রহণ করে; **শোণিত-পুরম্**—বাণাসুরের রাজধানী শোণিতপুরে; **সখ্যৈ**—তার সখী উষার কাছে; **প্রিয়ম্**—তার প্রিয়তমকে; **অদর্শয়ৎ**—সে প্রদর্শন করল।

অনুবাদ

সেখানে সে প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধকে একটি সুন্দর শয্যায় নিদ্রিত দেখতে পেল। তার যৌগিক ক্ষমতার সাহায্যে সে তাঁকে তুলে নিয়ে শোণিতপুরে চলে গেল, যেখানে সে তার সখী উষার কাছে তার প্রিয়তমকে উপস্থিত করল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের ভাষ্য এইভাবে প্রদান করেছেন—"এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চিত্রলেখা যোগ-শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন *(যোগম্ আস্থিতা)*। *হরিবংশ* এবং অন্যান্য শাস্ত্রাদিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সে তার শক্তি প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিল, কারণ যখন সে দ্বারকায় উপস্থিত হল, তখন সে দেখল যে, শ্রীকৃষ্ণের নগরীতে প্রবেশ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সেই সময়ে শ্রীনারদ মুনি তাকে সেখানে প্রবেশ করার যৌগিক কৌশল সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করলেন। কোনও কোনও তত্ত্ববেত্তা বলেন যে, চিত্রলেখা স্বয়ং যোগমায়ার এক প্রকাশ।"

শ্লোক ২২

সা চ তং সুন্দরবরং বিলোক্য মুদিতাননা ।
দুষ্প্রেক্ষ্যে স্বগৃহে পুম্ভী রেমে প্রাদ্যুম্নিনা সমম্ ॥ ২২ ॥

সা—সে; **চ**—এবং; **তম্**—তাঁকে; **সুন্দর-বরম্**—পরম সুন্দর পুরুষ; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **মুদিত**—আনন্দিত; **আননা**—তার মুখমণ্ডল; **দুষ্প্রেক্ষ্যে**—দুর্লক্ষ্য; **স্ব**—নিজ; **গৃহে**—গৃহে; **পুম্ভীঃ**—পুরুষের দ্বারা; **রেমে**—সে উপভোগ করল; **প্রদ্যুম্নিনা সমম্**—প্রদ্যুম্নের পুত্রের সঙ্গে।

অনুবাদ

উষা যখন মানুষের মধ্যে পরম সুন্দর তাঁকে দর্শন করল, তার মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পুরুষের পক্ষে দুর্লক্ষ্য অন্তঃপুরে সে প্রদ্যুম্ন-পুত্রকে নিয়ে গেল এবং সেখানে তাঁর সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করল।

শ্লোক ২৩-২৪

পরার্ধ্যবাসঃস্রগ্‌গন্ধধূপদীপাসনাদিভিঃ ।
পানভোজনভক্ষ্যৈশ্চ বাক্যৈঃ শুশ্রূষণার্চিতঃ ॥ ২৩ ॥
গূঢ়ঃ কন্যাপুরে শশ্বৎ প্রবৃদ্ধস্নেহয়া তয়া ।
নাহর্গণান্ স বুবুধে ঊষয়াপহৃতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৪ ॥

পরার্ধ্য—অমূল্য; **বাসঃ**—বসন যুক্ত; **শ্রক্**—মালা; **গন্ধ**—সুগন্ধ; **ধূপ**—ধূপ; **দীপ**—দীপ; **আসন**—আসন; **আদিভিঃ**—এবং আরও অনেক কিছু; **পান**—পানীয়; **ভোজন**—চর্ব্যনীয় খাদ্য সামগ্রী; **ভক্ষৈঃ**—ভক্ষণীয় খাদ্যসামগ্রী (চর্ব্যনীয় নয়); **চ**—ও; **বাক্যৈঃ**—বাক্যালাপের দ্বারা; **শুশ্রূষণ্**—বিশ্বস্ত সেবার মাধ্যমে; **অর্চিতঃ**—পূজিত; **গূঢ়ঃ**—গুপ্ত রেখে; **কন্যা-পুরে**—কুমারী কন্যাদের আবাসে; **শশ্বৎ**—নিরন্তর; **প্রবৃদ্ধ**—অত্যন্ত বৃদ্ধিশীল; **স্নেহয়া**—যার স্নেহ; **তয়া**—তার দ্বারা; **ন**—না; **অহঃ-গণান্**—দিনগুলি; **সঃ**—তিনি; **বুবুধে**—লক্ষ্য করলেন; **ঊষয়া**—ঊষা দ্বারা; **অপহৃত**—অপহৃত; **ইন্দ্রিয়ঃ**—তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি।

অনুবাদ

ঊষা অনিরুদ্ধকে মাল্য, গন্ধ, ধূপ, দীপ, আসন ইত্যাদির সঙ্গে অমূল্য বসন নিবেদন করে বিশ্বস্ত সেবার সঙ্গে তাঁর পূজা করেছিলেন। তিনি তাঁকে বিবিধ পানীয়, সকল ধরনের খাদ্য ও সুমিষ্ট বাক্যও নিবেদন করলেন। এইভাবে তিনি যখন কুমারীদের আবাসে গূঢ়ভাবে অবস্থান করছিলেন তখন অনিরুদ্ধ দিনের পর দিন অতিবাহিত হওয়া লক্ষ্যই করেন নি, কারণ তাঁর জন্য নিরন্তর বিকশিত ঊষার অনুরাগে তাঁর ইন্দ্রিয়াদি আবিষ্ট হয়েছিল।

শ্লোক ২৫-২৬

তাং তথা যদুবীরেণ ভুজ্যমানাং হতব্রতাম্ ।
হেতুভির্লক্ষয়াং চক্রুরাপ্রীতাং দুরবচ্ছদৈঃ ॥ ২৫ ॥
ভটা আবেদয়াং চক্রু রাজংস্তে দুহিতুর্বয়ম্ ।
বিচেষ্টিতং লক্ষয়াম্ কন্যায়াঃ কুলদূষণম্ ॥ ২৬ ॥

তাম্—তার; **তথা**—এইভাবে; **যদু-বীরেণ**—যদুবীরের কাছে; **ভুজ্যমানাম্**—ভোগতৃপ্তা হয়ে; **হত**—হত; **ব্রতাম্**—কুমারী কন্যার ব্রত; **হেতুভিঃ**—লক্ষণ সমূহের দ্বারা; **লক্ষয়াম্ চক্রুঃ**—তারা নির্ণয় করল; **আপ্রীতাম্**—অতি সন্তুষ্ট; **দুরবচ্ছদৈঃ**—গোপন করতে অসমর্থ; **ভটাঃ**—স্ত্রী রক্ষীরা; **আবেদয়াম্ চক্রুঃ**—নিবেদন করল; **রাজন্**—

হে রাজন; **তে**—আপনার; **দুহিতুঃ**—কন্যার; **বয়ম্**—আমরা; **বিচেষ্টিতম্**—অভব্য আচরণ; **লক্ষয়ামঃ**—লক্ষ্য করেছি; **কন্যায়াঃ**—এক কুমারী কন্যার; **কুল**—পরিবার; **দূষণম্**—দূষণের মতো।

অনুবাদ

স্ত্রী-রক্ষীরা ঘটনাচক্রে সন্দেহাতীতভাবে প্রণয়সম্বন্ধ লাভের লক্ষণাদি উষার মধ্যে দেখেছিল, তিনি তাঁর কুমারীব্রত লঙ্ঘন করে যদু বীরের কাছে উপভুক্তা হয়ে দাম্পত্য সুখের সকল চিহ্ন বহন করছিলেন। রক্ষীরা বাণাসুরের কাছে গিয়ে তাকে বলেছিল, "হে রাজা, আমরা আপনার কন্যার মধ্যে কুলদোষযুক্ত, অনুপযুক্ত আচরণগুলি লক্ষ্য করেছি।"

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *ভটাঃ* শব্দটিকে 'স্ত্রীরক্ষী' রূপে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু জীব গোস্বামী এই শব্দটিকে 'নপুংসক এবং ঐরূপ অন্যান্য মানুষ' রূপে বর্ণনা করেছেন। ব্যাকরণগতভাবে শব্দটি উভয়ভাবেই প্রযোজ্য।

রক্ষীরা ভয় পেয়েছিল যে, বাণাসুর যদি অন্য কোন উৎস থেকে উষার আচরণ জানতে পারে, তা হলে সে তাদের কঠোর শাস্তি দেবে এবং তাই তারা নিজেরাই তাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে, তার কনিষ্ঠা কন্যা আর নির্দোষ নেই।

শ্লোক ২৭

অনপায়িভিরস্মাভির্গুপ্তায়াশ্চ গৃহে প্রভো ।
কন্যায়া দূষণং পুম্ভির্দুষ্প্রেক্ষ্যায়া ন বিদ্মহে ॥ ২৭ ॥

অনপায়িভিঃ—কোথাও না গিয়ে; **অস্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা; **গুপ্তায়াঃ**—যথাযথভাবে প্রহরারত তার; **চ**—এবং; **গৃহে**—প্রাসাদের মধ্যে; **প্রভো**—হে প্রভু; **কন্যায়াঃ**—কন্যার; **দূষণম্**—দূষিত হল; **পুম্ভিঃ**—পুরুষের দ্বারা; **দুষ্প্রেক্ষ্যায়াঃ**—দর্শন করা অসম্ভব; **ন বিদ্মহে**—আমরা বুঝতে পারছি না।

অনুবাদ

"কখনও আমাদের স্থান ত্যাগ না করে আমরা যত্ন সহকারে তার উপর লক্ষ্য রাখছিলাম, হে প্রভু, তাই আমরা বুঝতে পারছি না, কিভাবে সেই কন্যা, যাকে কোন পুরুষ দর্শন করতে সমর্থ নয়, সে প্রাসাদের মধ্যেই দূষিতা হলেন।"

তাৎপর্য

আচার্যবর্গ ব্যাখ্যা করছেন যে, *অনপায়িভিঃ* কথাটির অর্থ কখনও চলে না যাওয়া বা 'কখনও প্রবঞ্চিত না করা'। এছাড়া, আমরা যদি *দুষ্প্রেক্ষ্যায়াঃ* শব্দটির পরিবর্তে

বিকল্প পাঠ *দুষ্প্রেষ্যায়াঃ* শব্দটি বিচার করি, তা হলে রক্ষীরা ঊষাকে এইভাবে উল্লেখ করছে যেন "তার কোনও অসৎ সখীকে দুষ্কর্ম সাধনের জন্য পাঠানো হয়েছে।"

শ্লোক ২৮

ততঃ প্রব্যথিতো বাণো দুহিতুঃ শ্রুতদূষণঃ ।
ত্বরিতঃ কন্যকাগারং প্রাপ্তোঽদ্রাক্ষীদ্‌যদূদ্বহম্‌ ॥ ২৮ ॥

ততঃ—তখন; **প্রব্যথিতঃ**—অত্যন্ত উত্তেজিত; **বাণঃ**—বাণাসুর; **দুহিতুঃ**—তার কন্যার; **শ্রুত**—শুনে; **দূষণঃ**—কলুষতা; **ত্বরিতঃ**—দ্রুত; **কন্যাকা**—কন্যার; **আগারম্‌**—আবাসে; **প্রাপ্তঃ**—পৌঁছে; **অদ্রাক্ষীৎ**—সে দেখল; **যদু-উদ্বহম্‌**—যদুশ্রেষ্ঠকে।

অনুবাদ

তার কন্যার কলুষতা সম্পর্কে শ্রবণ করে অত্যন্ত উত্তেজিত, বাণাসুর সত্বর কন্যার আবাসে পৌঁছল। সেখানে যে যদুশ্রেষ্ঠ অনিরুদ্ধকে দেখতে পেল।

শ্লোক ২৯-৩০

কামাত্মজং তং ভুবনৈকসুন্দরং
শ্যামং পিশঙ্গাম্বরমম্বুজেক্ষণম্‌ ।
বৃহদ্ভুজং কুণ্ডলকুন্তলত্বিষা
স্মিতাবলোকেন চ মণ্ডিতাননম্‌ ॥ ২৯ ॥
দীব্যন্তমক্ষৈঃ প্রিয়য়াভিনৃম্‌ণয়া
তদঙ্গসঙ্গস্তনকুঙ্কুমস্রজম্‌ ।
বাহ্বোর্দধানং মধুমল্লিকাশ্রিতাং
তস্যাগ্র আসীনমবেক্ষ্য বিস্মিতঃ ॥ ৩০ ॥

কাম—কামদেবের (প্রদ্যুম্ন); **আত্মজম্‌**—পুত্র; **তম্‌**—তাঁকে; **ভুবন**—সকল জগতের; **এক**—একমাত্র; **সুন্দরম্‌**—সুন্দর; **শ্যামম্‌**—ঘনশ্যাম বর্ণের; **পিশঙ্গ**—পীত; **অম্বরম্‌**—বস্ত্র; **অম্বুজ**—পদ্মসদৃশ; **ঈক্ষণম্‌**—যাঁর নয়ন যুগল; **বৃহৎ**—বলশালী; **ভুজম্‌**—যাঁর বাহু দুখানি; **কুণ্ডল**—তাঁর কুণ্ডলের; **কুন্তল**—তাঁর কুঞ্চিত কেশরাশি; **ত্বিষা**—দীপ্তিসহ; **স্মিত**—হাস্য; **অবলোকেন**—দৃষ্টিপাত সমন্বিত; **চ**—ও; **মণ্ডিত**—বিভূষিত; **আননম্‌**—যাঁর মুখমণ্ডল; **দীব্যন্তম্‌**—ক্রীড়া করছিলেন; **অক্ষৈঃ**—অক্ষ দ্বারা; **প্রিয়য়া**—তাঁর প্রিয়তমার সঙ্গে; **অভিনৃমণয়া**—সর্বমঙ্গলময়; **তৎ**—তার সঙ্গে; **অঙ্গ**—দৈহিক; **সঙ্গ**—সংস্পর্শ হেতু; **স্তন**—তার স্তন হতে; **কুঙ্কুম্‌**—কুঙ্কুম; **স্রজম্‌**—ফুলের

মালা; **বাহ্বোঃ**—তাঁর বাহু দুটির মধ্যে; **দধানম্**—ধারণ করে; **মধু**—বসন্তকালীন; **মল্লিকা**—মল্লিকার; **আশ্রিতাম্**—প্রস্তুত; **তস্যাঃ**—তার; **অগ্রে**—সম্মুখে; **আসীনম্**—উপবিষ্ট; **অবেক্ষ্য**—দর্শন করে; **বিস্মিতঃ**—বিস্মিত হল।

অনুবাদ

বাণাসুর তার সামনে ঘনশ্যাম বর্ণ, পীতবসনধারী, কমলনয়ন ও বলশালী বাহুসমন্বিত কামদেবের পুত্রকে দেখতে পেল। তাঁর মুখমণ্ডল ছিল দীপ্তিমান কুণ্ডল ও কেশরাশি এবং ঈষৎ হাস্য যুক্ত দৃষ্টিপাতে বিভূষিত। তিনি যখন তাঁর পরম মঙ্গলময় প্রিয়ার সম্মুখে উপবেশন করে অক্ষক্রীড়া করছিলেন, তখন তাঁর দুই বাহুর মধ্যে ঝুলছিল বসন্তকালীন মল্লিকাফুলের মালা যা তিনি যখন তাকে আলিঙ্গন করেছিলেন তখন তার স্তনের কুঙ্কুমে অনুলিপ্ত হয়েছিল। বাণাসুর এই সব লক্ষ্য করে বিস্মিত হল।

তাৎপর্য

বাণাসুর অনিরুদ্ধের সাহস দেখে বিস্মিত হয়েছিল—রাজকুমার শান্তভাবে যুবতী কন্যার আবাসে উপবেশন করে বাণের অবিবাহিত কন্যার সঙ্গে ক্রীড়া করছিলেন। কঠোর বৈদিক সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যেন অবিশ্বাস্য ঘটনা বলেই মনে হয়েছিল।

শ্লোক ৩১

স তং প্রবিষ্টং বৃতমাততায়িভির্
ভটৈরনীকৈরবলোক্য মাধবঃ ।
উদ্যম্য মৌর্বং পরিঘং ব্যবস্থিতো
যথান্তকো দণ্ডধরো জিঘাংসয়া ॥ ৩১ ॥

সঃ—তিনি, অনিরুদ্ধ; **তম্**—তাকে, বাণাসুরকে; **প্রবিষ্টম্**—প্রবেশ করতে; **বৃতম্**—পরিবেষ্টিত হয়ে; **আততায়িভিঃ**—অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে; **ভটৈঃ**—প্রহরী দ্বারা; **অনীকৈঃ**—অসংখ্য; **অবলোক্য**—দর্শন করে; **মাধবঃ**—অনিরুদ্ধ; **উদ্যম্য**—উদ্যত করে; **মৌর্বম্**—মুরু লোহায় নির্মিত; **পরিঘম্**—তাঁর গদা; **ব্যবস্থিতঃ**—দৃঢ়ভাবে উঠে দাঁড়ালেন; **যথা**—মতো; **অন্তকঃ**—যম; **দণ্ড**—শাস্তির দণ্ড; **ধরঃ**—ধারণকারী; **জিঘাংসয়া**—আঘাত করতে প্রস্তুত হয়ে।

অনুবাদ

বাণাসুরকে বহু সশস্ত্র প্রহরী নিয়ে প্রবেশ করতে দেখে, অনিরুদ্ধ তাঁর লৌহ গদা উত্তোলন করলেন এবং যে তাঁকে আক্রমণ করবে তাকে আঘাত করার জন্য

প্রস্তুত হয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁকে দণ্ডধারী স্বয়ং যমের মতো মনে হচ্ছিল।

তাৎপর্য

গদাটি সাধারণ লোহায় নয়—সেটি বিশেষ ধরনের মুরু নামক লোহায় প্রস্তুত ছিল।

শ্লোক ৩২

জিঘৃক্ষয়া তান্ পরিতঃ প্রসর্পতঃ
শুনো যথা শূকরযূথপোঽহনৎ ।
তে হন্যমানা ভবনাদ্বিনির্গতা
নির্ভিন্নমূর্ধোরুভুজাঃ প্রদুদ্রুবুঃ ॥ ৩২ ॥

জিঘৃক্ষয়া—তাঁকে ধরবার ইচ্ছায়; **তান্**—তাদের; **পরিতঃ**—চতুর্দিকে; **প্রসর্পতঃ**—অগ্রসর হলে; **শুনঃ**—কুকুরগুলি; **যথা**—যেমন; **শূকর**—শূকরের; **যূথ**—দলের; **পঃ**—অধিপতি; **অহনৎ**—তিনি আঘাত করলেন; **তে**—তারা; **হন্যমানাঃ**—আঘাত পেয়ে; **ভবনাৎ**—প্রাসাদ থেকে; **বিনির্গতাঃ**—বেরিয়ে পড়ল; **নির্ভিন্ন**—ভগ্ন; **মূর্ধ**—তাদের মাথা; **ঊরু**—ঊরু; **ভুজাঃ**—এবং হাতগুলি; **প্রদুদ্রুবুঃ**—তারা পলায়ন করল।

অনুবাদ

চতুর্দিক থেকে প্রহরীরা যখন তাঁকে ধরবার চেষ্টায় অগ্রসর হল, তখন কোনও শূকর দলের নেতা যেমন কুকুরদের তাড়িয়ে নিয়ে যায়, ঠিক তেমনভাবে অনিরুদ্ধ তাদের আক্রমণ করলেন। তাঁর আঘাতে প্রহরীরা তাদের ভাঙা মাথা আর হাত-পা নিয়ে তাদের প্রাণ ভয়ে দৌড়তে থাকল এবং প্রাসাদ থেকে পালিয়ে গেল।

শ্লোক ৩৩

তং নাগপাশৈর্বলিনন্দনো বলী
ঘ্নন্তং স্বসৈন্যং কুপিতো ববন্ধ হ ।
ঊষা ভৃশং শোকবিষাদবিহ্বলা
বদ্ধং নিশম্যাশ্রুকলাক্ষ্যরৌৎসীৎ ॥ ৩৩ ॥

তম্—তাঁকে; **নাগ-পাশৈঃ**—যৌগিক নাগপাশের ফাঁসে; **বলি-নন্দনঃ**—বলির পুত্র (বাণাসুর); **বলী**—বলশালী; **ঘ্নন্তম্**—তাঁর আঘাতে; **স্ব**—তার নিজ; **সৈন্যম্**—সৈন্যদল; **কুপিতঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **ববন্ধ হ**—সে আবদ্ধ করল; **ঊষা**—ঊষা; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **শোক**—শোকে; **বিষাদ**—এবং বিষাদে; **বিহ্বলা**—বিহ্বলা; **বদ্ধম্**—আবদ্ধ

হয়ে; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **অশ্রু-কলা**—অশ্রুবিন্দুতে; **অক্ষী**—তার নয়নে; **অরৌৎসীৎ**—ক্রন্দন করলেন।

অনুবাদ

কিন্তু অনিরুদ্ধ বাণের সৈন্যবাহিনীকে আঘাতে বিনষ্ট করা সত্ত্বেও বলীর সেই বলশালী পুত্র ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে তার যৌগিক নাগপাশে আবদ্ধ করল। উষা যখন অনিরুদ্ধের বন্দী হওয়ার কথা শুনলেন, তখন তিনি শোকে ও বিষাদে বিহ্বলা হলেন; তাঁর দু'চোখ অশ্রুপূর্ণ হল এবং তিনি কাঁদছিলেন।

তাৎপর্য

আচার্যবর্গ ব্যাখ্যা করেছেন যে, বাণাসুর শ্রীকৃষ্ণের বলশালী পৌত্রকে বাস্তবিকই বন্দী করতে পারেনি। অধিকন্তু শ্রীভগবানের লীলা-শক্তির ফলেই এই ঘটনা ঘটতে পেরেছিল যাতে পরবর্তী অধ্যায়ের ঘটনাগুলি সম্ভব হয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'উষা এবং অনিরুদ্ধের মিলন' নামক দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ বাণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন

শ্রীকৃষ্ণ ও শিবের মধ্যে যুদ্ধের কাহিনী এবং বাণাসুরের বাহুগুলি ভগবান ছেদন করার পরে শিবের কৃষ্ণ মহিমা কীর্তন এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

অনিরুদ্ধ যখন শোণিতপুর থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন না, সেই সময়ে তাঁর পরিবারবর্গ এবং সুহৃদগণ বর্ষা ঋতুর চার মাস অত্যন্ত দুঃখে অতিবাহিত করলেন। অবশেষে কিভাবে অনিরুদ্ধ বন্দী হয়েছিল তা যখন নারদ মুনির কাছ থেকে তাঁরা শুনলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের সুরক্ষাধীন শ্রেষ্ঠ যাদব যোদ্ধাদের এক বিশাল সৈন্যবাহিনী বাণাসুরের রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করল এবং তা অবরোধ করল। বাণাসুরও সম শক্তিসম্পন্ন নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের প্রচণ্ডভাবে বাধা দিল। বাণাসুরকে সাহায্য করার জন্য কার্তিকেয় ও অনুচর যোগিগণের সঙ্গে নিয়ে দেবাদিদেব শিবও তখন বলরাম ও কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করেন। বাণ সাত্যকির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করল এবং বাণের পুত্র সাম্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করার জন্য দেবতারা সকলেই আকাশে সমবেত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাণ দ্বারা শিবের অনুচরদের বিপর্যস্ত করলেন এবং শিবকে এক প্রকার বিপর্যস্ত অবস্থায় ফেলে তিনি বাণাসুরের সৈন্যবাহিনীকে বিনষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিলেন। প্রদ্যুম্নের কাছে এমন নিদারুণভাবে কার্তিকেয় প্রহৃত হলেন যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করলেন, অন্যদিকে, বাণাসুরের অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনী বলরামের গদার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে চারিদিকে পালিয়ে বাঁচল।

তার সৈন্যবাহিনীর বিপর্যয় লক্ষ্য করে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বাণাসুর শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করার জন্য তাঁর দিকে ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু শ্রীভগবান তৎক্ষণাৎ বাণের সারথিকে বধ করেন এবং তার রথ ও ধনুক ভেঙে দিয়ে তিনি তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়ে দিলেন। পরে বাণাসুরের মাতা, তার পুত্রকে রক্ষা করার চেষ্টায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সামনে নগ্ন অবস্থায় উপস্থিত হলে, শ্রীকৃষ্ণ তাকে দেখতে না চেয়ে তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সেই অবকাশে বাণ তার নগরীতে পালিয়ে গিয়েছিল।

শিবের অধীনে যুদ্ধরত ভূত-প্রেতদের শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করলে মূর্তিমান জ্বরের মতো ত্রিমুণ্ড ও ত্রিপদবিশিষ্ট শিব-জ্বর যুদ্ধ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হল। শিব-জ্বর লক্ষ্য করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিষ্ণু-জ্বর অস্ত্র ছেড়ে দিলেন।

বিষ্ণু-জ্বর অস্ত্রে শিব-জ্বর আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল; সেটি কোনও জায়গায় আশ্রয় খুঁজে না পেয়ে, শিব-জ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে তাঁর স্তুতি নিবেদন করে কৃপা প্রার্থনা করতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণ শিব-জ্বরের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন এবং তাকে অভয় প্রদান করার পরে শিব-জ্বর তাঁকে প্রণাম নিবেদন করে চলে গিয়েছিল।

এরপর বাণাসুর তার সহস্র হাতে সর্বপ্রকার অস্ত্র চালনা করতে করতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আবার আক্রমণ করতে এল। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে সেই অসুরের সমস্ত হাতগুলি কেটে ফেলতে শুরু করলেন। বাণাসুরের প্রাণভিক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণের কাছে শিব এসেছিলেন এবং যখন শ্রীভগবান তাকে ছেড়ে দিতে রাজী হলেন, তখন তিনি শিবকে এইভাবে বললেন, "যেহেতু বাণ প্রহ্লাদ মহারাজের বংশে জন্মেছে, তাই সে নিহত হতে তো পারে না। আমি তার চারটি হাত ছাড়া অন্য সমস্ত হাতগুলি কেটে দিয়েছি কেবলমাত্র তার দর্প চূর্ণ করবার জন্যই এবং আমি তার সৈন্যবাহিনী ধ্বংস করেছি কারণ তারা ছিল ভূ-ভার স্বরূপ। এখন থেকে সে জরামরণ মুক্ত হবে এবং সর্ব অবস্থায় নির্ভয়ে থেকে সে তোমার একজন প্রধান পার্ষদ হবে।"

সমস্ত কিছু থেকে অভয় লাভ করে, বাণাসুর তখন শ্রীকৃষ্ণকে তার প্রণাম নিবেদন করল এবং ঊষা ও অনিরুদ্ধকে তাদের বিবাহের রথে উপবেশন করিয়ে শ্রীভগবানের সামনে নিয়ে এসেছিল। শ্রীকৃষ্ণ তখন শোভাযাত্রা সহকারে অনিরুদ্ধ ও তাঁর বধূকে নিয়ে দ্বারকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। নব দম্পতি যখন শ্রীভগবানের রাজধানীতে পৌঁছালেন, তখন নগরবাসীরা, শ্রীভগবানের আত্মীয় স্বজন আর ব্রাহ্মণেরা তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অপশ্যতাং চানিরুদ্ধং তদ্বন্ধূনাং চ ভারত ।
চত্বারো বার্ষিকা মাসা ব্যতীয়ুরনুশোচতাম্ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অপশ্যতাম্**—দর্শন না করে; **চ**—এবং; **অনিরুদ্ধম্**—অনিরুদ্ধ; **তৎ**—তাঁর; **বন্ধূনাম্**—আত্মীয়-স্বজনের জন্য; **চ**—এবং; **ভারত**—হে ভরতের বংশধর (পরীক্ষিৎ মহারাজ); **চত্বারঃ**—চার; **বার্ষিকাঃ**—বর্ষার ঋতু; **মাসাঃ**—কয়েক মাস; **ব্যতীয়ুঃ**—অতিবাহিত; **অনুশোচতাম্**—শোক করছিলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে ভরতের বংশধর, অনিরুদ্ধের আত্মীয়-স্বজন তাকে ফিরতে না দেখে বর্ষার চার মাস শোকে-দুঃখে অতিবাহিত করলেন।

শ্লোক ২

নারদাৎ তদুপাকর্ণ্য বার্তাং বদ্ধস্য কর্ম চ ।
প্রযযুঃ শোণিতপুরং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণদৈবতাঃ ॥ ২ ॥

নারদাৎ—নারদের কাছ থেকে; **তৎ**—তা; **উপাকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **বার্তাম্**—সংবাদ; **বদ্ধস্য**—তাঁর বন্দী হওয়ার; **কর্ম**—আচরণ; **চ**—এবং; **প্রযযুঃ**—তাঁরা গেলেন; **শোণিত-পুরম্**—শোণিতপুরে; **বৃষ্ণয়ঃ**—বৃষ্ণিরা; **কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণ; **দৈবতাঃ**—তাঁদের পূজনীয় বিগ্রহ স্বরূপ।

অনুবাদ

নারদের কাছ থেকে অনিরুদ্ধের আচরণ ও তাঁর বন্দী হওয়ার বার্তা শোনার পরে, শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের নিজ অধীশ্বর বিগ্রহ রূপে অর্চনাকারী, বৃষ্ণিগণ শোণিতপুরে গেলেন।

শ্লোক ৩-৪

প্রদ্যুম্নো যুযুধানশ্চ গদঃ সাম্বোঽথ সারণঃ ।
নন্দোপনন্দভদ্রাদ্যা রামকৃষ্ণানুবর্তিনঃ ॥ ৩ ॥
অক্ষৌহিণীভির্দ্বাদশভিঃ সমেতাঃ সর্বতো দিশম্ ।
রুরুধুর্বাণনগরং সমন্তাৎ সাত্বতর্ষভাঃ ॥ ৪ ॥

প্রদ্যুম্নঃ যুযুধানঃ চ—প্রদ্যুম্ন ও যুযুধান (সাত্যকি); **গদঃ সাম্বঃ অথ সারণঃ**—গদ, সাম্ব ও সারণ; **নন্দ-উপনন্দ-ভদ্র**—নন্দ, উপনন্দ ও ভদ্র; **আদ্যাঃ**—এবং অন্যান্যরা; **রাম-কৃষ্ণ-অনুবর্তিনঃ**—বলরাম ও কৃষ্ণের অনুগত; **অক্ষৌহিণীভিঃ**—সৈন্যবাহিনী নিয়ে; **দ্বাদশভিঃ**—দ্বাদশ; **সমেতাঃ**—সমবেত; **সর্বতঃ দিশম্**—চতুর্দিকে; **রুরুধুঃ**—তাঁরা অবরোধ করলেন; **বাণ-নগরম্**—বাণাসুরের নগর; **সমন্তাৎ**—সম্পূর্ণভাবে; **সাত্বতঃ-ঋষভাঃ**—সাত্বতদের প্রধানেরা।

অনুবাদ

শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের নেতৃত্বে, প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি, গদ, সাম্ব, সারণ, নন্দ, উপনন্দ, ভদ্র এবং সাত্বত বংশের অন্যান্য প্রধানগণ দ্বাদশ সেনাবাহিনী নিয়ে চতুর্দিক হতে বাণাসুরের রাজধানী সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করে তা অবরোধ করলেন।

শ্লোক ৫

ভজ্যমানপুরোদ্যানপ্রাকারাট্টালগোপুরম্ ।
প্রেক্ষমাণো রুষাবিষ্টস্তুল্যসৈন্যোঽভিনির্যযৌ ॥ ৫ ॥

ভজ্যমান—ভগ্ন; **পুর**—নগরীর; **উদ্যান**—উদ্যান; **প্রাকার**—প্রাচীর; **অট্টাল**—প্রাকারের উপরে রণকক্ষ; **গোপুরম্**—এবং প্রবেশ তোরণ; **প্রেক্ষমাণঃ**—দর্শন করে; **রুষা**—ক্রোধে; **আবিষ্টঃ**—পূর্ণ হয়ে; **তুল্য**—তুল্য; **সৈন্যঃ**—সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে; **অভিনির্যযৌ**—তাদের দিকে গমন করল।

অনুবাদ

বাণাসুর তার নগরীর উদ্যান, প্রাচীর, রণকক্ষ ও প্রবেশ তোরণগুলি ধ্বংস হতে দেখে ক্রোধে পূর্ণ হয়ে সম সংখ্যক সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য বার হল।

শ্লোক ৬

বাণার্থে ভগবান্ রুদ্রঃ সসুতঃ প্রমথৈর্বৃতঃ ।
আরুহ্য নন্দিবৃষভং যুযুধে রামকৃষ্ণয়োঃ ॥ ৬ ॥

বাণ-অর্থে—বাণের পক্ষে; **ভগবান্ রুদ্রঃ**—দেবাদিদেব শিব; **স-সুতঃ**—তাঁর পুত্র (কার্তিকেয়, দেব সেনাপতি) সহ একত্রে; **প্রমথৈঃ**—প্রমথগণের দ্বারা (যোগিগণ, যারা বহু বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়ে সর্বদা দেবাদিদেব শিবের সঙ্গে থাকে); **বৃতঃ**—পরিবৃত হয়ে; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **নন্দি**—নন্দির উপরে; **বৃষভম্**—তাঁর বৃষের; **যুযুধে**—যুদ্ধ করল; **রাম-কৃষ্ণয়োঃ**—বলরাম ও কৃষ্ণের সঙ্গে।

অনুবাদ

দেবাদিদেব শিব, তাঁর বৃষ-বাহন নন্দির উপরে আরোহণ করে প্রমথগণ ও তাঁর পুত্র কার্তিকেয় সহ বলরাম ও কৃষ্ণের বিরুদ্ধে বাণের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য এলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করছেন যে, *ভগবান্,* শব্দটি শ্লোকে ব্যবহৃত হয়েছে এই নির্দেশ করার জন্য যে, শিব স্বভাবতই সর্বজ্ঞ এবং তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহত্ত্ব ভালভাবে জ্ঞাত। শিব যদিও জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে পরাস্ত করবেন, তবুও পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা প্রদর্শনের জন্যই তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, দেবাদিদেব শিব দুটি কারণে যুদ্ধে এসেছিলেন—প্রথমত, শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ ও উদ্যম বৃদ্ধির জন্য; এবং দ্বিতীয়ত, যদিও কৃষ্ণ অবতারে ভগবান মনুষ্যরূপে লীলাবিলাস করছেন, কিন্তু তা শ্রীরামচন্দ্র প্রমুখ অন্যান্য অবতারগণের চেয়ে সর্বোৎকর্ষক। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও উল্লেখ করছেন যে, এখানে সেই যোগমায়া, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি, শিবকে বিমোহিত করেছিলেন—যেমন তিনি ঠিক ব্রহ্মাকে বিমোহিত করেছিলেন। আচার্য তার বক্তব্যের সমর্থনে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থ থেকে *ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-মোহনম্* পংক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন। অবশ্যই যোগমায়ার কাজই শ্রীভগবানের লীলার সুষ্ঠু আয়োজন করা আর তাই শিব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আগ্রহী হয়েছিলেন।

শ্লোক ৭

আসীৎ সুতুমুলং যুদ্ধমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ।
কৃষ্ণশঙ্করয়ো রাজন্ প্রদ্যুম্নগুহয়োরপি ॥ ৭ ॥

আসীৎ—ঘটেছিল; **সু-তুমুলম্**—প্রবল আলোড়নপূর্ণ; **যুদ্ধম্**—যুদ্ধ; **অদ্ভুতম্**—আশ্চার্যজনক; **রোম-হর্ষণম্**—রোমহর্ষকর; **কৃষ্ণ-শঙ্করয়ঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও দেবাদিদেব শিবের মধ্যে; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **প্রদ্যুম্ন-গুহয়োঃ**—প্রদ্যুম্ন ও কার্তিকেয়র মধ্যে; **অপি**—ও।

অনুবাদ

তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও দেবাদিদেব শঙ্করের মধ্যে এবং প্রদ্যুম্ন ও কার্তিকেয়র মধ্যে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক, তুমুল আলোড়নপূর্ণ ও রোমহর্ষক যুদ্ধ শুরু হয়েছিল।

শ্লোক ৮

কুম্ভাণ্ডকূপকর্ণাভ্যাং বলেন সহ সংযুগঃ ।
সাম্বস্য বাণপুত্রেণ বাণেন সহ সাত্যকেঃ ॥ ৮ ॥

কুম্ভাণ্ড-কূপকর্ণাভ্যাম্—কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণ দ্বারা; **বলেন সহ**—বলদেবের সঙ্গে; **সংযুগঃ**—যুদ্ধ; **সাম্বস্য**—সাম্বের; **বাণ-পুত্রেণ**—বাণের পুত্রের সঙ্গে; **বাণেন সহ**—বাণ সহ; **সাত্যকেঃ**—সাত্যকির।

অনুবাদ

শ্রীবলরাম কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণের সঙ্গে, সাম্ব বাণ-পুত্রের সঙ্গে এবং সাত্যকি বাণের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন।

শ্লোক ৯

ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাধীশা মুনয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ ।
গন্ধর্বাপ্সরসো যক্ষা বিমানৈর্দ্রষ্টুমাগমন্ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্ম-আদয়ঃ—ব্রহ্মা প্রমুখ; **সুর**—দেবতাদের; **অধীশাঃ**—শাসকগণ; **মুনয়ঃ**—মহান মুনিগণ; **সিদ্ধ-চারণাঃ**—সিদ্ধ ও চারণ দেবতাগণ; **গন্ধর্ব-অপ্সরসঃ**—গন্ধর্ব এবং অপ্সরাগণ; **যক্ষাঃ**—যক্ষগণ; **বিমানৈঃ**—বিমানে; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করার জন্য; **আগমন্**—আগমন করলেন।

অনুবাদ

সিদ্ধ, চারণ ও মহান মুনিগণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা ও যক্ষগণ সহ ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবেন্দ্রগণ সকলে তা দর্শন করার জন্য তাঁদের দিব্য বিমান যোগে আগমন করলেন।

শ্লোক ১০-১১

শঙ্করানুচরান্ শৌরির্ভূতপ্রমথগুহ্যকান্ ।
ডাকিনীর্যাতুধানাংশ্চ বেতালান্ সবিনায়কান্ ॥ ১০ ॥
প্রেতমাতৃপিশাচাংশ্চ কুষ্মাণ্ডান্ ব্রহ্মরাক্ষসান্ ।
দ্রাবয়ামাস তীক্ষ্ণাগ্রৈঃ শরৈঃ শার্ঙ্গধনুশ্চ্যুতৈঃ ॥ ১১ ॥

শঙ্কর—দেবাদিদেব শিবের; **অনুচরান্**—অনুচর; **শৌরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ভূত-প্রমথ**—ভূত ও প্রমথ; **গুহ্যকান্**—গুহ্যক (কুবেরের ভৃত্যেরা, যারা স্বর্গের কোষাগার প্রহরায় তাকে সাহায্য করে); **ডাকিনীঃ**—নারী দানব, যারা দেবী কালীর সঙ্গে থাকে; **যাতুধানান্**—রাক্ষস নামে পরিচিত নরখাদক দানব; **চ**—এবং; **বেতালান্**—বেতাল; **স-বিনায়কান্**—বিনায়কগণের সঙ্গে একত্রে; **প্রেত**—প্রেত; **মাতৃ**—মাতৃ; **পিশাচান্**—মহাশূন্যের মধ্যবর্তী স্থানের বাসিন্দা মাংসাশী দানব; **চ**—ও; **কুষ্মাণ্ডান্**—যোগীদের ধ্যান ভঙ্গকারী শিবের অনুগামীরা; **ব্রহ্ম-রাক্ষসান্**—পাপকর্মে মৃত ব্রাহ্মণদের আসুরিক আত্মা; **দ্রাবয়াম্ আস**—তিনি বিতাড়িত করলেন; **তীক্ষ্ণ-অগ্রৈঃ**—তীক্ষ্ণাগ্র; **শরৈঃ**—তাঁর বাণ দ্বারা; **শার্ঙ্গ-ধনুঃ**—তাঁর শার্ঙ্গ নামক ধনুক থেকে; **চ্যুতৈঃ**—নিক্ষিপ্ত।

অনুবাদ

তাঁর শার্ঙ্গ নামে ধনুক থেকে তীক্ষ্ণাগ্র শর নিক্ষেপ করে শ্রীকৃষ্ণ শিবের বিভিন্ন অনুচর ভূত, প্রমথ, গুহ্যক, ডাকিনী, যতুধান, বেতাল, বিনায়ক, প্রেত, মাতা, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড এবং ব্রহ্ম-রাক্ষসদের সকলকে বিতাড়িত করলেন।

শ্লোক ১২

পৃথগ্‌বিধানি প্রাযুঙ্‌ক্ত পিণাক্যস্ত্রাণি শার্ঙ্গিণে ।
প্রত্যস্ত্রৈঃ শময়ামাস শার্ঙ্গপাণিরবিস্মিতঃ ॥ ১২ ॥

পৃথক্‌-বিধানি—বিভিন্ন ধরনের; **প্রাযুঙ্‌ক্ত**—প্রয়োগ করলেন; **পিণাকী**—ত্রিশূলধারী; শিব; **অস্ত্রাণি**—অস্ত্র শস্ত্র; **শার্ঙ্গিণে**—শার্ঙ্গধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে; **প্রতি-অস্ত্রৈঃ**—প্রত্যস্ত্র দ্বারা; **শময়াম্ আস**—তাদের নিষ্ক্রিয় করলেন; **শার্ঙ্গ-পাণিঃ**—শার্ঙ্গধনুর বাহক; **অবিস্মিতঃ**—বিস্মিত না হওয়া।

অনুবাদ

ত্রিশূলধারী দেবাদিদেব শিব শার্ঙ্গধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না—তিনি যথার্থ প্রতি অস্ত্র দ্বারা সেই সকল অস্ত্র নিষ্ক্রিয় করলেন।

শ্লোক ১৩

ব্রহ্মাস্ত্রস্য চ ব্রহ্মাস্ত্রং বায়ব্যস্য চ পার্বতম্ ।
আগ্নেয়স্য চ পার্জন্যং নৈজং পাশুপতস্য চ ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্ম-অস্ত্রস্য—ব্রহ্মাস্ত্রের; **চ**—এবং; **ব্রহ্ম-অস্ত্রম্**—এক ব্রহ্মাস্ত্র; **বায়ব্যস্য**—বায়ু অস্ত্রের; **চ**—এবং; **পার্বতম্**—এক পর্বত অস্ত্র; **আগ্নেয়স্য**—আগ্নেয় অস্ত্রের; **চ**—এবং; **পার্জন্যম্**—বারুণাস্ত্র; **নৈজম্**—তাঁর আপন অস্ত্র (নারায়ণাস্ত্র); **পাশুপতস্য**—দেবাদিদেব শিবের নিজ পাশুপতাস্ত্রের; **চ**—এবং।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক একটি ব্রহ্মাস্ত্রকে অন্য আর একটি ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে একটি বায়ব্যাস্ত্রকে পর্বতাস্ত্র দিয়ে, আগ্নেয়াস্ত্রকে বারুণাস্ত্র দিয়ে এবং দেবাদিদেব শিবের পাশুপতাস্ত্রকে তাঁর নিজস্ব নারায়ণাস্ত্র দিয়ে প্রতিরোধ করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

মোহয়িত্বা তু গিরিশং জৃম্ভণাস্ত্রেণ জৃম্ভিতম্ ।
বাণস্য পৃতনাং শৌরির্জঘানাসিগদেষুভিঃ ॥ ১৪ ॥

মোহয়িত্বা—মোহিত করে; **তু**—অতঃপর; **গিরিশম্**—দেবাদিদেব শিবকে; **জৃম্ভণ-অস্ত্রেণ**—হাই তোলার অস্ত্র; **জৃম্ভিতম্**—হাই তুলতে ব্যস্ত; **বাণস্য**—বাণের; **পৃতনাম্**—সৈন্যবাহিনী; **শৌরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **জঘান**—আঘাত করেন; **অসি**—তাঁর তরবারি দিয়ে; **গদা**—গদা; **ইষুভিঃ**—এবং বাণ।

অনুবাদ

জৃম্ভণাস্ত্র দিয়ে শিবকে মোহিত করে তাঁকে হাই তুলতে বাধ্য করার পরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অসি, গদা ও বাণ দিয়ে বাণাসুরের সৈন্যবাহিনীকে আঘাত করতে অগ্রসর হলেন।

শ্লোক ১৫

স্কন্দঃ প্রদ্যুম্নবাণৌঘৈরর্দ্যমানঃ সমন্ততঃ ।
অসৃগ্ বিমুঞ্চন্ গাত্রেভ্যঃ শিখিনাপাক্রমদ্ রণাৎ ॥ ১৫ ॥

স্কন্দঃ—কার্তিকেয়; **প্রদ্যুম্ন-বাণ**—প্রদ্যুম্নের তীরের; **ওঘৈঃ**—প্রবল বর্ষণ দ্বারা; **অর্দ্যমানঃ**—পীড়িত; **সমন্ততঃ**—চতুর্দিক হতে; **অসৃক্**—রক্ত; **বিমুঞ্চন্**—বিমোচন করতে করতে; **গাত্রেভ্যঃ**—তাঁর অঙ্গ হতে; **শিখিনা**—তাঁর ময়ূর বাহনে করে; **অপাক্রমৎ**—গমন করলেন; **রণাৎ**—রণ থেকে।

অনুবাদ

চতুর্দিক হতে অবিরাম বর্ষিত প্রদ্যুম্নের তীরের আঘাতে কার্তিকেয় বিপর্যস্ত হয়েছিলেন আর তই তাঁর অঙ্গ হতে রক্ত ঝরতে ঝরতে তাঁর বাহন ময়ূর পৃষ্ঠে উঠে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

কুম্ভাণ্ডকূপকর্ণশ্চ পেততুর্মুষলার্দিতৌ ।
দুদ্রুবুস্তদনীকানি হতনাথানি সর্বতঃ ॥ ১৬ ॥

কুম্ভাণ্ড-কূপকর্ণঃ চ—কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণ; **পেততুঃ**—পতিত হল; **মুষল**—গদার দ্বারা (শ্রীবলরামের); **অর্দিতৌ**—পীড়িত হয়ে; **দুদ্রুবুঃ**—পলায়ন করল; **তৎ**—তাদের; **অনীকানি**—সৈন্যদল; **হত**—হত; **নাথানি**—যাদের নেতা; **সর্বতঃ**—চতুর্দিকে।

অনুবাদ

কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণ শ্রীবলরামের গদার পীড়নে নিপতিত হল। যখন এই দুই অসুরের সৈন্যবাহিনী দেখল যে, তাদের নেতারা নিহত হয়েছে, তখন তারা চতুর্দিকে পলায়ন করল।

শ্লোক ১৭

বিশীর্যমাণং স্ববলং দৃষ্ট্বা বাণোঽত্যমর্ষিতঃ ।
কৃষ্ণমভ্যদ্রবৎসংখ্যে রথী হিত্বৈব সাত্যকিম্ ॥ ১৭ ॥

বিশীর্যমাণম্—ছিন্নভিন্ন হওয়া; স্ব—তার; বলম্—সৈন্যবাহিনীর; দৃষ্ট্বা—লক্ষ্য করে; বাণঃ—বাণাসুর; অতি—অত্যন্ত; অমর্ষিতঃ—ক্রুদ্ধ হয়ে; কৃষ্ণম্—শ্রীকৃষ্ণও; অভ্যদ্রবৎ—সে আক্রমণ করল; সংখ্যে—যুদ্ধক্ষেত্রে; রথী—তার রথে আরোহণ করে; হিত্বা—ত্যাগ করে; এব—বস্তুত; সাত্যকিম্—সাত্যকি।

অনুবাদ

বাণাসুর তার সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে ছিন্নভিন্ন হতে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধ ত্যাগ করে তার রথারোহণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে সে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করার জন্য ধাবিত হল।

শ্লোক ১৮

ধনূংষ্যাকৃষ্য যুগপদ্ বাণঃ পঞ্চশতানি বৈ।
একৈকস্মিন্ শরৌ দ্বৌ দ্বৌ সন্দধে রণদুর্মদঃ ॥ ১৮ ॥

ধনূংষি—ধনুক; আকৃষ্য—আকর্ষণ করে; যুগপৎ—সমান্তরালভাবে; বাণঃ—বাণ; পঞ্চ-শতানি—পঞ্চশত; বৈ—বস্তুত; এক-একস্মিন্—একটির উপরে একটি; শরৌ—তীর; দ্বৌ দ্বৌ—দুটি করে একেকটিতে; সন্দধে—তিনি যোজনা করলেন; রণ—যুদ্ধের জন্য; দুর্মদঃ—দম্ভে উন্মত্ত হয়ে।

অনুবাদ

যুদ্ধের জন্য দর্পোন্মত্ত বাণ একই সঙ্গে তার পাঁচশত ধনুকের সমস্ত জ্যা আকর্ষণ করল এবং প্রত্যেক জ্যাতে দুটি করে তীর যোজনা করল।

শ্লোক ১৯

তানি চিচ্ছেদ ভগবান্ ধনূংষি যুগপদ্ধরিঃ।
সারথিং রথমশ্বাংশ্চ হত্বা শঙ্খমপূরয়ৎ ॥ ১৯ ॥

তানি—সেই সমস্ত; চিচ্ছেদ—ছেদন করলেন; ভগবান্—শ্রীভগবান; ধনূংষি—ধনুকসমূহ; যুগপৎ—তৎক্ষণাৎ; হরিঃ—শ্রীকৃষ্ণ; সারথিম্—রথের সারথি; রথম্—রথ; অশ্বান্—অশ্বগুলি; চ—এবং; হত্বা—বিনষ্ট করার পর; শঙ্খম্—তাঁর শঙ্খ; অপূরয়ৎ—তিনি পূর্ণ করলেন।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীহরি বাণাসুরের প্রতিটি ধনুক একসঙ্গে ছেদন করলেন এবং তার রথ, রথের সারথি ও অশ্বগুলিকেও সব বিনাশ করলেন। শ্রীভগবান অতঃপর তাঁর শঙ্খধ্বনি করলেন।

শ্লোক ২০

তন্মাতা কোটরা নাম নগ্না মুক্তশিরোরুহা ।
পুরোঽবতস্থে কৃষ্ণস্য পুত্রপ্রাণরিরক্ষয়া ॥ ২০ ॥

তৎ—তার (বাণাসুরের); **মাতা**—মাতা; **কোটরা নাম**—কোটরা নামক; **নগ্না**—নগ্না; **মুক্ত**—মুক্ত করে; **শিরঃ-রুহা**—তার কেশ; **পুরঃ**—সামনে; **অবতস্থে**—দাঁড়াল; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **পুত্র**—তার পুত্রের; **প্রাণ**—প্রাণ; **রিরক্ষয়া**—রক্ষার আশায়।

অনুবাদ

ঠিক তখনই বাণাসুরের মাতা, কোটরা, তার পুত্রের প্রাণ রক্ষার বাসনায় আলুলায়িত কেশে নগ্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সামনে উপস্থিত হল।

শ্লোক ২১

ততস্তির্যঙ্মুখো নগ্নামনিরীক্ষন্ গদাগ্রজঃ ।
বাণশ্চ তাবদ্বিরথশ্ছিন্নধন্বাবিশৎ পুরম্ ॥ ২১ ॥

ততঃ—তখন; **তির্যক্**—ফেরালেন; **মুখঃ**—তাঁর মুখ; **নগ্নাম্**—নগ্ন নারী; **অনিরীক্ষন্**—নিরীক্ষণ না করে; **গদাগ্রজঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **বাণঃ**—বাণ; **চ**—এবং; **তাবৎ**—সেই সুযোগে; **বিরথঃ**—রথহীন হয়ে; **ছিন্ন**—ছিন্ন; **ধন্বা**—তার ধনুক; **আবিশৎ**—প্রবেশ করল; **পুরম্**—নগরীতে।

অনুবাদ

ভগবান গদাগ্রজ নগ্ন নারী দর্শন পরিহার করার জন্য তাঁর মুখ ফেরালেন এবং তখনই বাণাসুর রথহীন হয়ে ছিন্ন ধনু নিয়ে তার নগরীতে পলায়ণের জন্য সুযোগ গ্রহণ করল।

শ্লোক ২২

বিদ্রাবিতে ভূতগণে জ্বরস্তু ত্রিশিরাস্ত্রিপাৎ ।
অভ্যধাবত দাশার্হং দহন্নিব দিশো দশ ॥ ২২ ॥

বিদ্রাবিতে—বিতাড়িত হলে; **ভূত-গণে**—শিবের সকল অনুচরগণ; **জ্বরঃ**—দেবাদিদেব শিবের সেবক মূর্তিমান জ্বর; **তু**—কিন্তু; **ত্রি**—তিনটি; **শিরাঃ**—মস্তক বিশিষ্ট; **ত্রি**—তিনটি; **পাৎ**—পদ বিশিষ্ট; **অভ্যধাবত**—ধাবিত হল; **দাশার্হম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **দহন্**—দগ্ধ করতে করতে; **ইব**—যেন; **দিশঃ**—দিক সমূহ; **দশ**—দশ।

অনুবাদ

শিবের অনুচরেরা বিতাড়িত হওয়ার পর, শিব-জ্বর, যার ছিল তিনটি মাথা এবং তিনটি পা, সে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করার জন্য ধাবিত হল। শিব-জ্বর অগ্রসর হলে মনে হয়েছিল যে, সে যেন দশ দিকের সমস্ত কিছু দগ্ধ করবে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শিব-জ্বরের নিম্নোক্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন—

জরস্ত্রিপদস্ত্রিশিরাঃ ষড়্ভুজো নবলোচনঃ ।
ভস্মপ্রহরণো রৌদ্রঃ কালান্তকযমোপমঃ ॥

"ভয়ঙ্কর শিব-জ্বরের তিনটি পা, তিনটি মাথা, ছয়টি হাত এবং নয়টি চোখ ছিল। ভস্ম বর্ষণকারী তাকে যেন বিশ্ব প্রলয়কালীন যমরাজের মতোই মনে হচ্ছিল।"

শ্লোক ২৩

অথ নারায়ণঃ দেবঃ তং দৃষ্ট্বা ব্যসৃজজ্জ্বরম্ ।
মাহেশ্বরো বৈষ্ণবশ্চ যুযুধাতে জ্বরাবুভৌ ॥ ২৩ ॥

অথ—অনন্তর; **নারায়ণঃ দেবঃ**—ভগবান নারায়ণ (কৃষ্ণ); **তম্**—তাকে (শিব-জ্বর); **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **ব্যসৃজৎ**—মুক্ত করলেন; **জ্বরম্**—তাঁর মূর্তিমান জ্বর (প্রচণ্ড শীতের, শিব-জ্বরের প্রচণ্ড তাপের বিপরীত); **মাহেশ্বরঃ**—মহেশ্বরের; **বৈষ্ণবঃ**—ভগবান বিষ্ণুর; **চ**—এবং; **যুযুধাতে**—যুদ্ধ করল; **জ্বরৌ**—দুই জ্বর; **উভৌ**—পরস্পরের বিরুদ্ধে।

অনুবাদ

সেই মূর্তিমান অস্ত্রকে অগ্রসর হতে লক্ষ্য করে, ভগবান নারায়ণ তখন তাঁর আপন মূর্তিমান জ্বর-অস্ত্র, বিষ্ণু-জ্বরকে মুক্ত করলেন। এইভাবে শিব-জ্বর ও বিষ্ণু-জ্বর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।

শ্লোক ২৪

মাহেশ্বরঃ সমাক্রন্দন্ বৈষ্ণবেন বলার্দিতঃ ।
অলব্ধ্বাভয়মন্যত্র ভীতো মাহেশ্বরো জ্বরঃ ।
শরণার্থী হৃষীকেশং তুষ্টাব প্রযতাঞ্জলিঃ ॥ ২৪ ॥

মাহেশ্বরঃ—(জ্বর-অস্ত্র) দেবাদিদেব শিবের; **সমাক্রন্দন্**—অত্যুচ্চ রব করে; **বৈষ্ণবেন**—বৈষ্ণব-জ্বরের; **বল**—বল দ্বারা; **অর্দিতঃ**—পীড়িত; **অলব্ধ্বা**—প্রাপ্ত না

হয়ে; **অভয়ম্**—অভয়; **অন্যত্র**—অন্যত্র; **ভীতঃ**—ভীত; **মাহেশ্বরঃ জ্বরঃ**—মাহেশ্বর জ্বর; **শরণ**—আশ্রয়ের জন্য; **অর্থী**—লালায়িত; **হৃষীকেশম্**—প্রত্যেকের ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ; **তুষ্টাব**—সে স্তুতি করল; **প্রযত-অঞ্জলিঃ**—কৃতাঞ্জলি সহকারে।

অনুবাদ

বিষ্ণু জ্বরের বলে অভিভূত হয়ে যন্ত্রণায় শিব-জ্বর ক্রন্দন করে উঠল। কিন্তু কোনও আশ্রয় না পেয়ে, ভয়ভীত শিব-জ্বর তখন হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাঁর আশ্রয় লাভের আশায় প্রার্থনা করল। তাই কৃতাঞ্জলিপুটে সে শ্রীভগবানের স্তুতি করতে শুরু করল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর যেমন উল্লেখ করেছেন সেই অনুসারে বিষয়টির তাৎপর্য এই যে, শিব-জ্বরকে তাঁর প্রভু শিবের পক্ষ ত্যাগ করতে হয়েছিল এবং সরাসরি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল।

শ্লোক ২৫

জ্বর উবাচ

নমামি ত্বানন্তশক্তিং পরেশং
সর্বাত্মানং কেবলং জ্ঞপ্তিমাত্রম্ ।
বিশ্বোৎপত্তিস্থানসংরোধহেতুং
যত্তদ্ ব্রহ্ম ব্রহ্মলিঙ্গং প্রশান্তম্ ॥ ২৫ ॥

জ্বরঃ উবাচ—জ্বর-অস্ত্র (শিবের) বলেছিল; **নমামি**—আমি প্রণাম নিবেদন করি; **ত্বা**—আপনাকে; **অনন্ত**—অনন্ত; **শক্তিম্**—যাঁর শক্তিরাজি; **পর**—পরম; **ঈশম্**—ভগবান; **সর্ব**—সকলের; **আত্মানম্**—আত্মা; **কেবলম্**—শুদ্ধ; **জ্ঞপ্তি**—জ্ঞানের; **মাত্রম্**—সামগ্রিকতা; **বিশ্ব**—বিশ্বের; **উৎপত্তি**—সৃষ্টির; **স্থান**—পালন; **সংরোধ**—এবং সংহার; **হেতুম্**—কারণ; **যৎ**—যা; **তৎ**—সেই; **ব্রহ্ম**—পরম ব্রহ্ম; **ব্রহ্ম**—বেদ দ্বারা; **লিঙ্গম্**—প্রতিপাদ্য; **প্রশন্তিম্**—প্রশান্ত।

অনুবাদ

শিব-জ্বর বলেছিল—সকল জীবের পরমাত্মা, ভগবান, অনন্তশক্তি-সম্পন্ন আপনাকে আমি প্রণাম নিবেদন করি। আপনি শুদ্ধ এবং পূর্ণ জ্ঞানের ধারক এবং ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। আপনিই বেদ-প্রতিপাদ্য পরম ব্রহ্ম, পূর্ণরূপে প্রশান্ত।

তাৎপর্য

পূর্বে শিব-জ্বর নিজেকে অসীম ক্ষমতাশীল মনে করত এবং তাই শ্রীকৃষ্ণকে দগ্ধ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এখন সে নিজেই দগ্ধ হয়েছে এবং হৃদয়ঙ্গম করেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, তাই সে বিনম্রভাবে প্রণাম নিবেদনের জন্য অগ্রসর হয়েছিল এবং পরম ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে স্তুতি নিবেদন করেছিল।

আচার্যবর্গের মতানুসারে, *সর্বাত্মানম্* শব্দটি বোঝায় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা, সকল জীবের চেতনার প্রদাতা। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৫/১৫) শ্রীকৃষ্ণ তা প্রতিপন্ন করেছেন—*মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—"আমার থেকেই সমস্ত জীবের স্মৃতি উৎপন্ন ও বিলোপ হয়।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর ভাষ্যে দৃঢ় প্রতিপন্ন করেছেন যে, শিব-জ্বর নানাভাবে তার নিজ প্রভু শিবের চেয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করেছিল। শিব-জ্বর তাই শ্রীকৃষ্ণকে *অনন্ত-শক্তি* 'অনন্ত শক্তির ধারক' রূপে; *পরেশ,* 'পরম নিয়ন্তা' রূপে এবং *সর্বাত্মা,* 'সকল জীবের পরমাত্মা' রূপে—(এমন কি দেবাদিদেব শিবেরও নিয়ন্তারূপে) সম্বোধন করেছেন।

কেবলং জ্ঞপ্তি মাত্রম্ কথাটি বোঝায় যে, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ সর্বজ্ঞতা ধারণ করেন। আমাদের সীমিত বোধ শক্তি নিয়ে আমরা এই জগতে চলি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অনন্ত উপলব্ধি নিয়ে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের সীমাহীন কর্ম সম্পাদন করেন। শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন, এমন কি বায়ুর মতো স্থূল উপাদানগুলির ক্রিয়াকর্মও তাঁর উপরে নির্ভরশীল। *তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২/৮/১)* প্রতিপন্ন করছে যে, *ভীষাস্মাদ বাতঃ পবতে,* 'তাঁরই ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়।' তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সকল জীবের আরাধনার পরম বিষয়।

শ্লোক ২৬

কালো দৈবং কর্ম জীবঃ স্বভাবো
দ্রব্যং ক্ষেত্রং প্রাণ আত্মা বিকারঃ ।
তৎসঙ্ঘাতো বীজরোহপ্রবাহস্
ত্বন্মায়ৈষা তন্নিষেধং প্রপদ্যে ॥ ২৬ ॥

কালঃ—কাল; **দৈবম্**—দৈব; **কর্ম**—কর্মফল; **জীবঃ**—জীব; **স্বভাবঃ**—তার স্বভাব; **দ্রব্যম্**—বস্তুর সূক্ষ্ম রূপ; **ক্ষেত্রম্**—দেহ; **প্রাণঃ**—প্রাণবায়ু; **আত্মা**—অহঙ্কার; **বিকারঃ**—বিকার (একাদশ ইন্দ্রিয়াদির); **তৎ**—এই সকলের; **সঙ্ঘাতঃ**—সূক্ষ্মদেহ রূপ; **বীজ**—বীজের; **রোহ**—এবং অঙ্কুর; **প্রবাহঃ**—প্রবাহ; **ত্বৎ**—আপনার; **মায়া**—

জাগতিক মায়া শক্তি; **এষা**—এই; **তৎ**—তার; **নিষেধম্**—নিষেধ (আপনি); **প্রপদ্যে**—আমি শরণ গ্রহণ করছি।

অনুবাদ

কাল, দৈব, কর্ম, জীব ও তার স্বভাব, সূক্ষ্ম উপাদান, দেহ, প্রাণবায়ু, অহঙ্কার, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াদি এবং এই সবকিছু সামগ্রিকভাবে যা জীবদেহে প্রতিফলিত হয়, এই সমস্ত কিছুই আপনার মায়া, বীজ ও অঙ্কুরের মতো এক নিরন্তর প্রবাহ। আমি মায়া নিবারণকারী আপনার এই সত্তার শরণ গ্রহণ করি।

তাৎপর্য

বীজরোহপ্রবাহ কথাটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—বদ্ধ জীবাত্মা জড় দেহ ধারণ করে, তার মাধ্যমে এই জড় জগৎ উপভোগ করার চেষ্টা করে। দেহটি ভবিষ্যতের জড় জাগতিক অস্তিত্বের বীজ স্বরূপ। কারণ যখন কেউ সেই দেহের সাহায্যে কাজকর্ম করে, সে তখন আরও কর্মফলের সৃষ্টি করে, যা থেকে আরেকটি জড় দেহ গ্রহণ করতে বাধ্য হওয়ার মতো কারণ বৃদ্ধি (*রোহ*) পায়। অন্যভাবে বলতে গেলে, জড় জাগতিক জীবন ধারা কেবলই কর্ম এবং কর্মফলের প্রবাহ। একমাত্র শ্রীভগবানের কাছে শরণাগত হওয়ার সিদ্ধান্তই বদ্ধ জীবকে এই অনাবশ্যক জড় জাগতিক বৃদ্ধিবিকাশ ও তার কর্মফলের পুনরাবৃত্তি থেকে মুক্তি দেয়।

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, *তন্নিষেধং প্রপদ্যে* কথাটি ইঙ্গিত করছে যে, পরমেশ্বর ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ *নিষেধাবধিভূতম্* 'নিষেধের সীমা'। অন্যভাবে বলতে গেলে, শেষ পর্যন্ত মায়া নস্যাৎ হয়ে যায়, পরম-ব্রহ্মই বিরাজ করেন।

জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে অজ্ঞতা দূর করার পন্থা রূপেই শিক্ষার প্রক্রিয়াটিকে স্বল্পকথায় সংক্ষেপে বোঝানো যেতে পারে। কারণ-অনুমানের আরোহী পদ্ধতি, কার্য-অনুমানের অবরোহী পদ্ধতি, এবং স্বজ্ঞা মাধ্যমে লব্ধ পদ্ধতির সাহায্যে আমরা সব কিছু আপাতসুন্দর, মায়াময় এবং অপরিপূর্ণ বিষয়াদি বর্জন করতে চাই, এবং পূর্ণ জ্ঞানের স্তরেই নিজেদের উন্নীত করতে চাই। শেষ পর্যন্ত যখন সকল মায়া কেটে যায়, তখন যেটি দৃঢ়তা অর্জন করে, তাই হল পরম তত্ত্ব, পরমেশ্বর ভগবান।

পূর্ববর্তী শ্লোকে শিব-জ্বর শ্রীভগবানকে *সর্বাত্মানং কেবলম্ জ্ঞপ্তিমাত্রম্*—"শুদ্ধ, চিদ্ঘন জ্ঞান" রূপে বর্ণনা করেছে। এখন এই শ্লোকে শ্রীভগবানের দার্শনিক বর্ণনা সে এই বলে শেষ করছে যে, জড় অস্তিত্বের বিভিন্ন বস্তুও শ্রীভগবানেরই শক্তি।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, শ্রীভগবানের আপন দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহ যা *তন্নিষেধং* শব্দটির মাধ্যমে এখানে বোঝানো হয়েছে, তা শ্রীভগবানের শুদ্ধ চিন্ময় অস্তিত্ব হতে অভিন্ন। শ্রীভগবানের দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদি

তাঁর থেকে ভিন্ন নয়, কিম্বা সেগুলি তাঁকে আচ্ছন্নও করে না, বরং শ্রীভগবান তাঁর চিন্ময় রূপ ও ইন্দ্রিয় সমূহের সঙ্গে অভিন্ন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ পরমব্রহ্ম, মনোমুগ্ধকর বৈচিত্র্যে অসীম।

শ্লোক ২৭

নানাভাবৈর্লীলয়ৈবোপপন্নৈর্
দেবান্ সাধূন্ লোকসেতূন্ বিভর্ষি ।
হংস্যুন্মার্গান্ হিংসয়া বর্তমানান্
জন্মৈতৎ তে ভারহারায় ভূমেঃ ॥ ২৭ ॥

নানা—বিভিন্ন; **ভাবৈঃ**—ভাবে; **লীলয়া**—লীলা; **এব**—বস্তুত; **উপপন্নৈঃ**—ধারণ করেন; **দেবান্**—দেবতাগণ; **সাধূন্**—সাধুগণ; **লোক**—জগতের; **সেতূন্**—ধর্মসূত্রসমূহ; **বিভর্ষি**—আপনি পালন করেন; **হংসি**—আপনি বধ করেন; **উৎ-মার্গান্**—উন্মার্গগামী; **হিংসয়া**—হিংসাপরায়ণ; **বর্তমানান্**—বর্তমান; **জন্ম**—জন্ম; **এতৎ**—এই; **তে**—আপনার; **ভার**—ভার; **হরায়**—হরণ করার জন্য; **ভূমেঃ**—পৃথিবীর।

অনুবাদ

দেবগণ, সাধুগণ এবং এই জগতের ধর্মসূত্রগুলি পালন পোষণের উদ্দেশ্যে আপনি বিভিন্নভাবে আপনার লীলা সম্পাদন করেন। এই সমস্ত লীলার মাধ্যমে আপনি উন্মার্গগামী হিংসাপরায়ণ সকলকে বধ করেন। প্রকৃতপক্ষে, আপনার বর্তমান অবতরণের উদ্দেশ্যই ভূভার হরণ।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যেমন *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৯) বলছেন—

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥

"আমি কাউকে ঘৃণা করি না কিম্বা কারো প্রতি পক্ষপাতীও নই। আমি সকলের প্রতি সমান। কিন্তু ভক্তি ভরে যে আমার সেবা করে, সে আমার সখা—সে আমাতে অবস্থান করে—এবং আমিও তার সুহৃৎ।"

দেবতারা এবং সাধুরা (*দেবান্ সাধূন্*) শ্রীভগবানের ইচ্ছা সম্পাদনের জন্য উৎসর্গীকৃত। দেবতারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রশাসক রূপে কাজ করেন এবং সাধুরা তাঁদের শিক্ষা ও সদাচরণের মাধ্যমে পবিত্রতা ও আত্মোপলব্ধির পথ আলোকিত করেন।

কিন্তু যারা শ্রীভগবানের বিধান, প্রকৃতির আইন লঙ্ঘন করে এবং অন্যদের বিরুদ্ধে হিংস্রতা অবলম্বনের মাধ্যমে জীবন ধারণ করে, তারা শ্রীভগবানের বিভিন্ন লীলা অবতারের সময়ে তাঁর কাছে পরাভূত হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১১) ভগবান তাই বলছেন, *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।* তিনি নিরপেক্ষ, কিন্তু জীবের আচরণের প্রতি তিনি যথাযথ প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করে থাকেন।

শ্লোক ২৮

তপ্তোঽহং তে তেজসা দুঃসহেন
শান্তোগ্রেণাত্যুল্বণেন জ্বরেণ ।
তাবত্তাপো দেহিনাং তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
নো সেবেরন্ যাবদাশানুবদ্ধাঃ ॥ ২৮ ॥

তপ্তঃ—সন্তপ্ত; **অহম্**—আমি; **তে**—আপনার; **তেজসা**—তেজ দ্বারা; **দুঃসহেন**—দুঃসহ; **শান্ত**—শীতল; **উগ্রেণ**—তবু দগ্ধকর; **অতি**—অত্যন্ত; **উল্বণেন**—ভয়ঙ্কর; **জ্বরেণ**—জ্বর; **তাবৎ**—তাবৎ; **তাপঃ**—সন্তাপ; **দেহিনাম্**—প্রাণিগণের; **তে**—আপনার; **অঙ্ঘ্রি**—পাদ; **মূলম্**—মূলের; **ন**—করে না; **উ**—বস্তুত; **সেবেরন্**—সেবা করে; **যাবৎ**—যে পর্যন্ত; **আশা**—জাগতিক আকাঙ্ক্ষায়; **অনুবদ্ধাঃ**—অবিরত বদ্ধ।

অনুবাদ

আপনার ভয়ঙ্কর জ্বর-অস্ত্রের প্রচণ্ড শক্তি দ্বারা আমি পীড়িত হয়েছি, যে-অস্ত্র শীতল অথচ দগ্ধকর। যতক্ষণ পর্যন্ত সকল প্রাণী জাগতিক আকাঙ্ক্ষায় বদ্ধ হয়ে থাকে এবং এইভাবে আপনার চরণ সেবায় বিমুখ হয়ে থাকে, ততক্ষণ তারা অবশ্যই দুঃখ ভোগ করে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে শিব-জ্বর উল্লেখ করেছিল যে, হিংস্রতার মাধ্যমে যারা জীবন ধারণ করে, তারা শ্রীভগবানের হাতে একই রকম হিংস্রতা ভোগ করবে। কিন্তু এখানে সে আরও উল্লেখ করছে যে, যারা ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করে না, তারা বিশেষভাবে শাস্তির যোগ্য। যদিও এতক্ষণ পর্যন্ত শিব-জ্বর নিজেই হিংস্র আচরণ করছিল, কিন্তু যেহেতু সে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং নিজেকে সংশোধন করেছে, তাই সে ভগবানের কৃপা লাভের আশা করছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, সে এখন ভগবানের ভক্ত হয়েছে।

শ্লোক ২৯

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিশিরস্তে প্রসন্নোঽস্মি ব্যেতু তে মজ্জ্বরাদ্ ভয়ম্ ।
যো নৌ স্মরতি সংবাদং তস্য ত্বন্ন ভবেদ্ ভয়ম্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **ত্রি-শিরঃ**—হে ত্রিশির; **তে**—তোমার প্রতি; **প্রসন্নঃ**—সন্তুষ্ট হয়েছি; **অস্মি**—আমি; **ব্যেতু**—দূর হউক; **তে**—তোমার; **মৎ**—আমার; **জ্বরাৎ**—জ্বর অস্ত্রের; **ভয়ম্**—ভয়; **যঃ**—যে; **নৌ**—আমাদের; **স্মরতি**—স্মরণ করবে; **সংবাদম্**—কথোপকথন; **তস্য**—তার জন্য; **ত্বৎ**—তোমার; **ন ভবেৎ**—হবে না; **ভয়ম্**—ভয়।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে ত্রিশির, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি। আমার জ্বর-অস্ত্র থেকে তোমার ভয় দূর হোক। যে আমাদের এই কথোপকথন স্মরণ করবে, তারও তোমাকে কোনও ভয়ের কারণ থাকবে না।

তাৎপর্য

এখানে শ্রীভগবান শিব-জ্বরকে তাঁর ভক্তরূপে গ্রহণ করলেন এবং তাকে তার প্রথম নির্দেশ প্রদান করলেন যে—বিশ্বস্তভাবে যে ভগবানের লীলা শ্রবণ করবে, তার কখনও উষ্ণ জ্বর দ্বারা ভয় থাকবে না।

শ্লোক ৩০

ইত্যুক্তোঽচ্যুতমানম্য গতো মাহেশ্বরো জ্বরঃ ।
বাণস্তু রথমারূঢ়ঃ প্রাগাদ্ যোৎস্যন্ জনার্দনম্ ॥ ৩০ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্তঃ**—উক্ত; **অচ্যুতম্**—ভগবান অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণকে; **আনম্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **গতঃ**—প্রস্থান করল; **মাহেশ্বরঃ**—দেবাদিদেব শিবের; **জ্বরঃ**—জ্বর-অস্ত্র; **বাণঃ**—বাণাসুর; **তু**—কিন্তু; **রথম্**—তার রথ; **আরূঢ়ঃ**—আরোহণ করে; **প্রাগাৎ**—অগ্রসর হল; **যোৎস্যন্**—যুদ্ধের উদ্দেশ্যে; **জনার্দনম্**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

এইসব কথা শুনে, মাহেশ্বর জ্বর অচ্যুত ভগবানকে প্রণাম নিবেদন করে প্রস্থান করল। কিন্তু তখন বাণাসুর তার রথে আরোহণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য হাজির হল।

শ্লোক ৩১

ততো বাহুসহস্রেণ নানায়ুধধরোঽসুরঃ ।
মুমোচ পরমক্রুদ্ধো বাণাংশ্চক্রায়ুধে নৃপ ॥ ৩১ ॥

ততঃ—অতঃপর; **বাহু**—তার বাহুগুলির সাহায্যে; **সহস্রেণ**—এক হাজার; **নানা**—নানা; **আয়ুধ**—অস্ত্র-শস্ত্র; **ধরঃ**—ধারণ করে; **অসুরঃ**—অসুর; **মুমোচ**—মুক্ত করল; **পরম**—পরম; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ; **বাণান্**—তীরগুলি; **চক্র-আয়ুধে**—তাঁকে, যাঁর অস্ত্র চক্র; **নৃপ**—হে রাজন্ (পরীক্ষিৎ)।

অনুবাদ

তার সহস্র হাতে নানা অস্ত্র ধারণ করে, হে রাজন, সেই ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ অসুর চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের দিকে অজস্র বাণ নিক্ষেপ করল।

শ্লোক ৩২

তস্যাস্যতোঽস্ত্রাণ্যসকৃচ্চক্রেণ ক্ষুরনেমিনা ।
চিচ্ছেদ ভগবান্ বাহূন্ শাখা ইব বনস্পতেঃ ॥ ৩২ ॥

তস্য—তার; **অস্যতঃ**—যে নিক্ষেপ করছিল; **অস্ত্রাণি**—অস্ত্র; **অসকৃৎ**—নিরন্তর; **চক্রেণ**—তাঁর চক্র দ্বারা; **ক্ষুর**—ক্ষুর-ধার; **নেমিনা**—যার বৃত্তাকার পরিধি; **চিচ্ছেদ**—খণ্ডিত করলেন; **ভগবান্**—ভগবান; **বাহূন্**—বাহুগুলি; **শাখাঃ**—শাখা; **ইব**—যেন; **বনস্পতেঃ**—বৃক্ষের।

অনুবাদ

বাণ ক্রমাগত তাঁর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করতে থাকলে শ্রীভগবান তাঁর ক্ষুরধার চক্র ব্যবহার করে বাণাসুরের বাহুগুলি যেন বৃক্ষ শাখার মতো ছেদন করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩৩

বাহুষু ছিদ্যমানেষু বাণস্য ভগবান্ ভবঃ ।
ভক্তানুকম্প্যুপব্রজ্য চক্রায়ুধমভাষত ॥ ৩৩ ॥

বাহুষু—বাহুগুলি; **ছিদ্যমানেষু**—ছিন্ন হতে থাকলে; **বাণস্য**—বাণাসুরের; **ভগবান্ ভবঃ**—দেবাদিদেব শিব; **ভক্ত**—তাঁর ভক্তের প্রতি; **অনুকম্পী**—অনুকম্পাবশত; **উপব্রজ্য**—কাছে উপস্থিত হয়ে; **চক্র-আয়ুধম্**—চক্র-অস্ত্রের পরিচালক, শ্রীকৃষ্ণকে; **অভাষত**—তিনি বললেন।

অনুবাদ

দেবাদিদেব শিবের ভক্ত বাণাসুরের হাতগুলি কেটে পড়ে যাচ্ছে দেখে শিব তার প্রতি অনুকম্পা অনুভব করে ভগবান চক্রায়ুধের (শ্রীকৃষ্ণ) কাছে উপস্থিত হয়ে এইভাবে বললেন।

শ্লোক ৩৪

শ্রীরুদ্র উবাচ

ত্বং হি ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্গূঢ়ং ব্রহ্মাণি বাঙ্ময়ে।
যং পশ্যন্ত্যমলাত্মান আকাশমিব কেবলম্ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীরুদ্রঃ উবাচ—দেবাদিদেব শিব বললেন; **ত্বম্**—আপনি; **হি**—একমাত্র; **ব্রহ্ম**—পরম ব্রহ্ম; **পরম**—পরম; **জ্যোতিঃ**—জ্যোতি; **গূঢ়ম্**—গূঢ়; **ব্রহ্মাণি**—পরমে; **বাক্-ময়ে**—ভাষারূপে (বেদসমূহ); **যম্**—যাকে; **পশ্যন্তি**—তারা দর্শন করে; **অমল**—নির্মল; **আত্মানঃ**—যার হৃদয়; **আকাশম্**—আকাশ; **ইব**—তুল্য; **কেবলম্**—শুদ্ধ।

অনুবাদ

শ্রীরুদ্র বললেন—আপনিই একমাত্র পরম ব্রহ্ম, পরম জ্যোতিস্বরূপ, শব্দব্রহ্মে গূঢ়ভাবে অবস্থিত পরম তত্ত্ব। যাদের হৃদয় নির্মল, তারাই আকাশের মতো শুদ্ধ স্বরূপ আপনাকে দর্শন করতে পারে।

তাৎপর্য

পরম ব্রহ্ম সকল আলোকের উৎস এবং তাই তা পরমজ্যোতি স্বতঃই উজ্জ্বল। *বেদে* এই পরম ব্রহ্মকে গূঢ়তত্ত্ব রূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাই তা সাধারণ পাঠকের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। কিভাবে বৈদিক ধ্বনি কদাচিৎ পরম-তত্ত্ব প্রকাশ করে থাকে, তা শ্রীল জীব গোস্বামী *গোপালতাপনী উপনিষদ* থেকে নিম্নোক্ত বিবরণটি উদ্ধৃত করে ব্যক্ত করেছেন—*তে হোচুরুপাসনম্ এতস্য পরাত্মনো গোবিন্দস্যাখিলাদ্ধারিণো ব্রূহি (পূর্ব-খণ্ড ১৭)*—তাঁরা (চতুঃস্বন কুমারগণ) বললেন (ব্রহ্মাকে), 'কৃপা করে বলুন কিভাবে সকল স্থিতির ভিত্তিস্বরূপ পরমাত্মা গোবিন্দের পূজা করতে হয়।" *চেতনশ্চেতনানাম্ (পূর্বখণ্ড ২১)*—"তিনি সকল জীবের প্রধান।" এবং তং হ *দেবম্ আত্মবৃত্তি প্রকাশম্ (পূর্বখণ্ড ২৩)*—"প্রথমে নিজ আত্মাকে উপলব্ধি করার মাধ্যমে মানুষ পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।"

যেহেতু ভগবান পরম শুদ্ধ, তবুও কেন কিছু মানুষ শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও কার্যাবলী অশুদ্ধ বলে মনে করে? আচার্য জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, যাদের নিজের হৃদয় অশুদ্ধ, তারা শুদ্ধ ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। শ্রীল বিশ্বনাথ

চক্রবর্তী ঠাকুর *শ্রীহরিবংশে* অর্জুনের প্রতি ভগবানের নির্দেশ উদ্ধৃত করছেন—

তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্বং বিভজতে জগৎ ।
মমৈব তদ্ ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত ॥

"পরম ব্রহ্ম এই সামগ্রিক জড়া-প্রকৃতির থেকেও পরমতর, যার থেকে এই সমগ্র সৃষ্টি প্রকাশিত হয়েছে। হে ভরত বংশজ, তোমার জানা উচিত যে, সেই পরম ব্রহ্ম আমার চিদঘন জ্যোতি দ্বারা গঠিত।"

এইভাবে, তাঁর ভক্তকে রক্ষা করার জন্য শিব এখন তাঁর নিত্য আরাধ্য প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করছেন। শ্রীভগবানের বিমোহিনী শক্তি শিবকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করেছিল, কিন্তু এখন যুদ্ধ শেষ এবং তাঁর ভক্তকে রক্ষা করার জন্য শিব এই সকল সুন্দর স্তব নিবেদন করছেন।

শ্লোক ৩৫-৩৬

নাভির্নভোঽগ্নির্মুখমম্বু রেতো
দ্যৌঃ শীর্ষমাশাঃ শ্রুতিরঙ্ঘ্রিরুর্বী ।
চন্দ্রো মনো যস্য দৃগর্ক আত্মা
অহং সমুদ্রো জঠরং ভুজেন্দ্রঃ ॥ ৩৫ ॥
রোমাণি যস্যৌষধয়োঽম্বুবাহাঃ
কেশা বিরিঞ্চো ধিষণা বিসর্গঃ ।
প্রজাপতির্হৃদয়ং যস্য ধর্মঃ
স বৈ ভবান্ পুরুষো লোককল্পঃ ॥ ৩৬ ॥

নাভিঃ—নাভি; **নভঃ**—আকাশ; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **মুখম্**—মুখ; **অম্বু**—জল; **রেতঃ**—বীর্য; **দ্যৌঃ**—স্বর্গ; **শীর্ষম্**—মস্তক; **আশাঃ**—দিক সকল; **শ্রুতিঃ**—শ্রবণেন্দ্রিয়; **অঙ্ঘ্রিঃ**—পাদ; **উর্বী**—পৃথিবী; **চন্দ্রঃ**—চন্দ্র; **মনঃ**—মন; **যস্য**—যার; **দৃক্**—দৃষ্টি; **অর্কঃ**—সূর্য; **আত্মা**—আত্মচেতনা; **অহম্**—আমি (শিব); **সমুদ্রঃ**—সমুদ্র; **জঠরম্**—উদর; **ভুজ**—বাহু; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **রোমাণি**—দেহের রোমসমূহ; **যস্য**—যার; **ঔষধয়ঃ**—ভেষজ তরুলতা; **অম্বু-বাহাঃ**—জলদ্ মেঘ রাশি; **কেশাঃ**—মস্তকের কেশরাশি; **বিরিঞ্চঃ**—শ্রীব্রহ্মা; **ধীষণা**—বুদ্ধি; **বিসর্গঃ**—জননেন্দ্রিয়; **প্রজা-পতিঃ**—প্রজাপতি; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **যস্য**—যার; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **সঃ**—তিনি; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **ভবান্**—আপনি; **পুরুষঃ**—আদি স্রষ্টা; **লোক**—জগৎ; **কল্পঃ**—যাঁর থেকে উৎপন্ন।

অনুবাদ

আকাশ আপনার নাভি, অগ্নি আপনার মুখ, জল আপনার বীর্য, এবং স্বর্গ আপনার মস্তক। দিকসমূহ আপনার শ্রবণেন্দ্রিয়, ভেষজ তরুলতা আপনার দেহের রোমরাজি, এবং জলদ মেঘ আপনার মস্তকের কেশ। পৃথিবী আপনার পদ, চন্দ্র আপনার মন, এবং সূর্য আপনার দৃষ্টি এবং আমি আপনার অহঙ্কার। সমুদ্র আপনার উদর, ইন্দ্র আপনার বাহু, ব্রহ্মা আপনার বুদ্ধি, প্রজাপতি আপনার বুদ্ধি স্বরূপ মানব সৃষ্টির জননেন্দ্রিয়ের মতো এবং ধর্ম আপনার হৃদয়। প্রকৃতপক্ষে আপনি আদি পুরুষ, জগতের স্রষ্টা।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করছেন যে, ক্ষুদ্র কীট যেমন ফলের ভিতরে বাস করেও ফলটিকে উপলব্ধি করতে পারে না, তেমনি আমরা ক্ষুদ্র জীবেরা, যে পরম ব্রহ্মের মধ্যে অবস্থান করে আছি, তাঁকেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না। শ্রীভগবানের ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকেই উপলব্ধি করা কঠিন, তাই শ্রীকৃষ্ণ রূপে তাঁর চিন্ময় রূপের কথা আর কি বলার আছে। সুতরাং আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃতের মাঝে আত্মসমর্পণ করা উচিত এবং ভগবান স্বয়ং আমাদের তখন তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করবেন।

শ্লোক ৩৭

তবাবতারোঽয়মকুণ্ঠধামন্
ধর্মস্য গুপ্ত্যৈ জগতো হিতায় ।
বয়ং চ সর্বে ভবতানুভাবিতা
বিভাবয়ামো ভুবনানি সপ্ত ॥ ৩৭ ॥

তব—আপনার; **অবতারঃ**—অবতরণ; **অয়ম্**—এই; **অকুণ্ঠ**—অবারিত; **ধামন্**—হে শক্তিসম্পন্ন; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **গুপ্ত্যৈ**—রক্ষার জন্য; **জগতঃ**—জগতের; **হিতায়**—মঙ্গলের জন্য; **বয়ম্**—আমরা; **চ**—ও; **সর্বে**—সকল; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **অনুভাবিতাঃ**—উদ্দীপ্ত ও স্বীকৃত; **বিভাবয়ামঃ**—আমরা প্রকাশ ও পালন করছি; **ভুবনানি**—জগৎ সৃষ্টি; **সপ্ত**—সপ্ত।

অনুবাদ

হে অকুণ্ঠ শক্তিমান, জড় জগতে ধর্ম রক্ষা ও সমগ্র জগতের মঙ্গলের জন্য আপনার এই অবতরণ। আমরা দেবতাগণ প্রত্যেকে আপনার কৃপা ও কর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল হয়ে সপ্ত ভুবনকে পালন করছি।

তাৎপর্য

সন্দেহ জাগতে পারে যে, শিব যখন শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন মানব দেহ নিয়ে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বরূপে শিবের সামনে স্পষ্টই উপস্থিত ছিলেন। যাই হোক, শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপা যে, আমাদের জড় দৃষ্টির সামনে তিনি আমাদের কাছ আবির্ভূত হয়েছেন। আমরা যদি পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ঙ্গম করতে চাই, তা হলে অবশ্যই কৃষ্ণভাবনামৃতের স্বীকৃত তত্ত্ববেত্তার কাছ থেকে আমাদের অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে, যেমন রয়েছেন *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অথবা সর্বজনবিদিত বৈষ্ণব তত্ত্ববেত্তা দেবাদিদেব শিব, যিনি এখানে পরমেশ্বর ভগবানের বন্দনা করেছেন।

শ্লোক ৩৮

ত্বমেক আদ্যঃ পুরুষোঽদ্বিতীয়স্
তুর্যঃ স্বদৃগ্ হেতুরহেতুরীশঃ ।
প্রতীয়সেঽথাপি যথাবিকারং
স্বমায়য়া সর্বগুণপ্রসিদ্ধ্যৈ ॥ ৩৮ ॥

ত্বম্—আপনি; **একঃ**—এক; **আদ্যঃ**—আদি; **পুরুষঃ**—পরম পুরুষ; **অদ্বিতীয়ঃ**—অদ্বিতীয়; **তুর্যঃ**—তুরীয়; **স্ব-দৃক্**—স্বপ্রকাশ; **হেতুঃ**—কারণ; **অহেতুঃ**—কারণরহিত; **ঈশঃ**—ঈশ্বর; **প্রতীয়সে**—আপনি প্রতীত হন; **অথ অপি**—তথাপি; **যথা**—অনুসারে; **বিকারম্**—বিকার; **স্ব**—আপনার নিজ দ্বারা; **মায়য়া**—মায়া শক্তি; **সর্ব**—সকলের; **গুণ**—জড় গুণাবলী; **প্রসিদ্ধ্যৈ**—পূর্ণ প্রকাশের জন্য।

অনুবাদ

আপনি আদি পুরুষ, অদ্বিতীয়, তুরীয়, ও স্ব-প্রকাশ। কারণ রহিত আপনি সর্ব কারণের কারণ এবং আপনি পরম নিয়ন্তা। তথাপি আপনার মায়াশক্তি দ্বারা প্রভাবিত বস্তুর বিকার সমূহে আপনি প্রতীয়মান হন—আপনি বিকারে অনুমোদন করেন যাতে বিভিন্ন জড়গুণ সমূহ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হতে পারে।

তাৎপর্য

আচার্যগণ এই শ্লোকের এইভাবে ভাষ্য প্রদান করেছেন—শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, *আদ্য পুরুষঃ*, "আদি পুরুষ" শব্দটি বোঝায় যে, শ্রীকৃষ্ণ মহাবিশ্ব প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণকারী তিন পুরুষের প্রথম জন, মহাবিষ্ণু রূপে নিজেকে বিস্তার করেন। ভগবান *এক অদ্বিতীয়ঃ*, "যাঁর কোন দ্বিতীয় নেই।" কারণ কেউই ভগবানের সমান অথবা তার থেকে ভিন্ন নয়। কেউই সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর

ভগবানের সমান নয় এবং সকল জীব ভগবানের শক্তির প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও কেউই তাঁর থেকে গুণগতভাবে ভিন্ন নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই অচিন্তনীয় অবস্থাকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন যে, পরমব্রহ্ম ও জীব গুণগতভাবে এক কিন্তু পরিমাণগতভাবে ভিন্ন। পরম-তত্ত্ব অনন্ত চিন্ময় চেতনার অধিকারী, কিন্তু জীব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুচেতনার অধিকারী যা মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন।

শ্রীল জীব গোস্বামী *আদ্যঃ পুরুষং* শব্দটির ভাষ্য প্রদান করতে গিয়ে *সাত্বত-তন্ত্র* থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—*বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি* "বিষ্ণুর তিনটি রূপ রয়েছে [মহাবিশ্ব প্রকাশের জন্য, ইত্যাদি]।" শ্রীল জীব গোস্বামী শ্রুতি থেকে ভগবানের একটি উক্তিরও উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন *পূর্বম্ এবাহম্ ইহাসম্।* "শুরুতে এই জগতে আমি একাকী অবস্থান করি।" এই উক্তিটি বোঝায় যে, ভগবানের যে রূপকে পুরুষ-অবতার বলা হচ্ছে, সেই তিনি মহাবিশ্ব প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই বিরাজমান রয়েছেন। শ্রীল জীব গোস্বামী এই শ্রুতি মন্ত্রটিও উল্লেখ করছেন *তৎ-পুরুষস্য পুরুষত্বম্,* যার অর্থ, "এটাই ভগবানের পুরুষ রূপের মর্যাদা।" প্রকৃতপক্ষে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ অবতারের সত্তা, কারণ তিনি তুরীয়, যা এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীল জীব গোস্বামী তুরীয় শব্দটিকে (আক্ষরিকভাবে যা 'চতুর্থ তত্ত্ব') *ভাগবতের* শ্লোকের (১১/১৫/১৬) শ্রীধর স্বামীর ভাষ্য উদ্ধৃত করার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন—

বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণঞ্চেত্যুপাধয়ঃ ।
ঈশস্য যৎ ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎ বিদুর্বুধাঃ ॥

"শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ, তাঁর হিরণ্যগর্ভ রূপ এবং জড়া-প্রকৃতির আকস্মিক আদি প্রকাশ সবকিছু আপেক্ষিক ধারণা, কিন্তু যেহেতু ভগবান স্বয়ং এই তিনটি বিষয়ের দ্বারা আচ্ছন্ন নন, তাই বুদ্ধিমান তত্ত্ববেত্তাগণ তাঁকে 'চতুর্থ তত্ত্ব' বলেন।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে *তুরীয়* শব্দটি বোঝায় যে, ভগবান তাঁর চতুর্ব্যূহ প্রকাশের চতুর্থ জন। অন্যভাবে বলতে গেলে, শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *স্ব-দৃক্*—অর্থাৎ, তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে পারেন—কারণ তিনি অসীম চিন্ময় সত্তা, অক্ষয় শুদ্ধতা। তিনিই *হেতু,* সমস্ত কিছুর কারণ এবং তৎসত্ত্বেও তিনি *অহেতু,* কারণহীন। তাই তিনি *ঈশ,* পরম নিয়ন্তা।

এই শ্লোকের শেষ দুটি পংক্তি বিশেষ দার্শনিক তাৎপর্যসম্পন্ন। যদিও শ্রীভগবান এক, তবু তিনি কেন বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্নভাবে অভিব্যক্ত হন? তার আংশিক ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া হয়েছে। শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি, মায়ার শক্তি দ্বারা জড়া প্রকৃতি এক নিরন্তর বিকারের অবস্থায় রয়েছে। এক অর্থে, তখন, জড়া প্রকৃতি

'মিথ্যা', অসৎ। কিন্তু যেহেতু শ্রীভগবান পরম বাস্তব এবং যেহেতু তিনি সকল বস্তুতেই বিরাজমান, এবং সকল বস্তুই তাঁর শক্তি, তাই জড় বিষয় ও শক্তিগুলিও বাস্তবতার কিছু অধিকারী। সুতরাং কিছু মানুষ যখন জড়া শক্তির একাংশ প্রত্যক্ষ করে এবং মনে করে 'এটিই বাস্তবতা', তখন অন্য মানুষেরা জড়াশক্তির ভিন্ন বিষয় দর্শন করে এবং মনে করে 'না, এটিই বাস্তবতা'।

বদ্ধ আত্মা হওয়ার ফলে আমরা জড়া-প্রকৃতির বিভিন্ন বাহ্যিক গঠন বা আপেক্ষিক মর্যাদায় আচ্ছন্ন থাকি এবং এইভাবে পরম সত্য তথা ভগবানকে আমাদের কলুষিত দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতেই বর্ণনা করি।

তবুও জড়া-প্রকৃতির আচ্ছন্ন গুণাবলী সত্ত্বেও, যেমন আমাদের বদ্ধ বুদ্ধি, মন এবং ইন্দ্রিয়াদি (ভগবানেরই শক্তি হওয়ার ফলে), সবই সত্য এবং তাই সমস্ত বস্তুর মাধ্যমে, অল্পবিস্তর আত্মিকভাবে, আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারি।

এইজন্যই বর্তমান শ্লোকটিতে উল্লেখ করা হয়েছে *প্রতীয়সে*—'আপনি প্রতীয়মান হন"। অধিকন্তু, জড়া-প্রকৃতির আচ্ছন্ন গুণাবলীর প্রকাশ না হলে সৃষ্টিও তার উদ্দেশ্য সাধন করতে পারত না—যেমন, ভগবদ্‌বিহীন ভাবধারার মাঝে জীবনকে উপভোগ করার জন্য বদ্ধ আত্মাদের সব রকম প্রচেষ্টা অনুমোদন না করলে, শেষ পর্যন্ত তারা এই ধরনের মায়াময় আসক্তির অসারতা হৃদয়ঙ্গম করতেই পারত না।

শ্লোক ৩৯

যথৈব সূর্যঃ পিহিতশ্ছায়য়া স্বয়া
ছায়াং চ রূপাণি চ সঞ্চকাস্তি ।
এবং গুণেনাপিহিতো গুণাংস্ত্বম্
আত্মপ্রদীপো গুণিনশ্চ ভূমন্ ॥ ৩৯ ॥

যথা এব—ঠিক যেমন; **সূর্যঃ**—সূর্য; **পিহিতঃ**—আচ্ছাদিত; **ছায়য়া**—ছায়া দ্বারা; **স্বয়া**—তার আপন; **ছায়াম্**—ছায়া; **চ**—এবং; **রূপাণি**—দর্শনীয় রূপগুলি; **চ**—ও; **সঞ্চকাস্তি**—আলোকিত করে; **এবম্**—তেমনই; **গুণেন**—(অহংকারের) জড় গুণ দ্বারা; **অপিহিতঃ**—আচ্ছাদিত; **গুণান্**—বস্তুর গুণাবলী; **ত্বম্**—আপনি; **আত্ম-প্রদীপঃ**—আত্ম-দীপ্তিমান; **গুণিনঃ**—এই সকল গুণাবলীর অধিকারী (জীব); **চ**—এবং; **ভূমন্**—হে সর্বশক্তিমান।

অনুবাদ

হে ভূমন, সূর্য যেমন, মেঘের মাঝে গুপ্ত থেকেও, মেঘ ও অন্যান্য সকল দর্শনীয় রূপকেও আলোকিত করে, তেমনি আপনি জড় গুণাবলীতে গুপ্ত হলেও আত্ম-দীপ্তিমান রূপে অবস্থান করেন এবং এইভাবে সেই সকল গুণাবলীর অধিকারী জীবদের সঙ্গে সেইগুলি প্রকাশ করেন।

তাৎপর্য

এখানে দেবাদিদেব শিব পূর্ববর্তী শ্লোকের প্রথম দুই পংক্তিতে উপস্থাপিত ধারণাকে আরও পরিষ্কার করেছেন। মেঘ ও সূর্যের সাদৃশ্যটি যথাযথ। তার শক্তি দ্বারা সূর্য মেঘ সৃষ্টি করে যা আমাদের সূর্য দর্শনের দৃষ্টিকে আচ্ছাদিত করে। তবু সেই সূর্যই মেঘ এবং অন্যান্য বস্তু দর্শন করতে দেয়। তেমনই, ভগবান তাঁর মায়া শক্তির বিস্তার করেন এবং এইভাবে সরাসরি তাঁকে দর্শন করতে আমাদের বাধা দেন। তবু একমাত্র ভগবানই আমাদের কাছে তাঁর আচ্ছাদিত শক্তিকে—প্রধানত, জড় জগৎ প্রকাশ করেন, এবং তাই ভগবান *আত্ম-প্রদীপ*, 'স্বয়ং দীপ্তিমান'। তাঁর অস্তিত্বের বাস্তবতাই সকল বস্তুকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে।

শ্লোক ৪০

যন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।
উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি প্রসক্তা বৃজিনার্ণবে ॥ ৪০ ॥

যৎ—যাঁর; **মায়া**—মায়া শক্তি দ্বারা; **মোহিত**—মোহিত হয়ে; **ধীয়ঃ**—তাদের বুদ্ধি; **পুত্র**—পুত্র বিষয়ে; **দার**—পত্নী; **গৃহ**—গৃহ; **আদিষু**—প্রভৃতি; **উন্মজ্জন্তি**—তারা উত্থিত হয়; **নিমজ্জন্তি**—তারা নিমজ্জিত হয়; **প্রসক্তাঃ**—পূর্ণরূপে আসক্ত হয়ে; **বৃজিন**—দুঃখের; **অর্ণবে**—সমুদ্রে।

অনুবাদ

আপনার মায়ায় বুদ্ধি বিভ্রান্ত হলে, পুত্র, পত্নী, গৃহ সংসারে পূর্ণরূপে আসক্ত হওয়ার ফলে, মানুষ জড় দুঃখের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে কখনও ভেসে ওঠে এবং কখনও ডুবে যায়।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করছেন যে, "দুঃখের সমুদ্রে ভেসে ওঠা" উচ্চ প্রজাতিতে উন্নীত হওয়া ইঙ্গিত করছে, যেমন দেবতা এবং "নিমজ্জিত হওয়া" নিম্ন প্রজাতির জীবকুলে, এমনকি স্থাবর রূপের জীবন, যথা—বৃক্ষলতারূপে পতিত হওয়াও বোঝাচ্ছে। *বায়ু পুরাণে* যেমন উল্লেখ করা হয়েছে *বিপর্যশ্চ ভবতি*

ব্রহ্মত্বস্থাবরত্বয়োঃ—"ব্রহ্মার পদ মর্যাদা সম্বন্ধে এবং স্থাবর প্রাণীর পরিবেশের মধ্যে জীবসত্তা আবর্তিত হয়।"

শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করছেন যে, ভগবানের স্তুতি নিবেদন করে শিব এখন বাণাসুরের জন্য শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করার জন্য তাঁর মূল উদ্দেশ্যে উপনীত হতে চেষ্টা করলেন। তাই এই শ্লোকে এবং পরবর্তী চারটি শ্লোকে শিব ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত তাঁর প্রকৃত মর্যাদা সম্বন্ধে বাণকে নির্দেশ দিচ্ছেন। বাণের প্রতি ভগবানের অনুকম্পার জন্য শিবের প্রার্থনা শ্লোক ৪৫-এ অভিব্যক্ত হয়েছে।

শ্লোক ৪১

দেবদত্তমিমং লব্ধ্বা নৃলোকমজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
যো নাদ্রিয়েত ত্বৎপাদৌ স শোচ্যো হ্যাত্মবঞ্চকঃ ॥ ৪১ ॥

দেব—ভগবানের দ্বারা; **দত্তম্**—প্রদত্ত; **ইমম্**—এই; **লব্ধ্বা**—প্রাপ্ত হয়ে; **নৃ**—মানুষের; **লোকম্**—জগৎ; **অজিত**—অনিয়ন্ত্রিত; **ইন্দ্রিয়ঃ**—তার ইন্দ্রিয়াদি; **যঃ**—যে; **ন আদ্রিয়েত**—সম্মান করবে না; **ত্বৎ**—আপনার; **পাদৌ**—পাদদ্বয়; **সঃ**—সে; **শোচ্যঃ**—অনুশোচনার পাত্র; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **আত্ম**—নিজের; **বঞ্চকঃ**—প্রবঞ্চনাকারী।

অনুবাদ

যে ভগবানের কাছ থেকে এই মানব জীবন উপহার স্বরূপ অর্জন করেও তার ইন্দ্রিয়াদি নিয়ন্ত্রণে এবং আপনার শ্রীচরণে সম্মান জানাতে ব্যর্থ হয়, সে নিশ্চিতরূপে অনুশোচনার যোগ্য, কারণ সে কেবল নিজেকেই প্রবঞ্চনা করছে।

তাৎপর্য

যারা ভগবানে ভক্তিপূর্ণ সেবায় যুক্ত হতে প্রত্যাখ্যান করে, এখানে দেবাদিদেব শিব তাদের নিন্দা করছেন।

শ্লোক ৪২

যস্ত্বাং বিসৃজতে মর্ত্য আত্মানং প্রিয়মীশ্বরম্ ।
বিপর্যয়েন্দ্রিয়ার্থার্থং বিষমত্ত্যমৃতং ত্যজন্ ॥ ৪২ ॥

যঃ—যে; **ত্বাম্**—আপনাকে; **বিসৃজতে**—পরিত্যাগ করে; **মর্ত্যঃ**—নশ্বর মানুষ; **আত্মানম্**—তার প্রকৃত আত্মা; **প্রিয়ম্**—প্রিয়; **ঈশ্বরম্**—ঈশ্বর; **বিপর্যয়**—যা ঠিক বিপরীত; **ইন্দ্রিয়-অর্থ**—ইন্দ্রিয় বিষয়ের; **অর্থম্**—জন্য; **বিষম্**—বিষ; **অত্তি**—সে ভক্ষণ করে; **অমৃতম্**—অমৃত; **ত্যজন্**—ত্যাগ করে।

অনুবাদ

যে মানুষ নিতান্তই বিপরীত স্বভাবের ইন্দ্রিয়-বিষয়ের জন্য তার যথার্থ আত্মা, প্রিয়তম সুহৃদ এবং ঈশ্বর হলেও আপনাকে পরিত্যাগ করে, সে অমৃত প্রত্যাখ্যান করে তার পরিবর্তে বিষ ভক্ষণ করে।

তাৎপর্য

উপরে বর্ণিত মানুষ অনুশোচনার যোগ্য, কারণ সে যাঁকে পরিত্যাগ করে তিনিই তো প্রকৃতপক্ষে প্রিয় ভগবান এবং যা সে গ্রহণ করে, তা প্রিয় নয় ও ভগবৎহীন—অনিত্য ইন্দ্রিয় সন্তুষ্টি, যা দুঃখ ও বিভ্রান্তির দিকে তাকে নিয়ে যায়।

শ্লোক ৪৩

অহং ব্রহ্মাথ বিবুধা মুনয়শ্চামলাশয়াঃ ।
সর্বাত্মনা প্রপন্নাস্ত্বামাত্মানং প্রেষ্ঠমীশ্বরম্ ॥ ৪৩ ॥

অহম্—আমি; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা; **অথ**—এবং; **বিবুধাঃ**—দেবতাগণও; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **চ**—এবং; **অমল**—শুদ্ধ; **আশয়াঃ**—যার চেতনা; **সর্ব-আত্মনা**—সর্বতোভাবে; **প্রপন্নাঃ**—শরণাগত; **ত্বাম্**—আপনার কাছে; **আত্মনম্**—আত্মা; **প্রেষ্ঠম্**—প্রিয়তম; **ঈশ্বরম্**—ঈশ্বর।

অনুবাদ

আমি, ব্রহ্মা, অন্যান্য দেবতাগণ এবং শুদ্ধচিত্ত মুনিগণ সকলে সর্বতোভাবে আমাদের প্রিয়তম পরমাত্মা এবং ভগবান আপনার কাছে শরণাগত হয়েছি।

শ্লোক ৪৪

তং ত্বা জগৎ স্থিত্যুদয়ান্তহেতুং
সমং প্রশান্তং সুহৃদাত্মদৈবম্ ।
অনন্যমেকং জগদাত্মকেতং
ভবাপবর্গায় ভজাম দেবম্ ॥ ৪৪ ॥

তম্—তাঁকে; **ত্বা**—আপনি; **জগৎ**—ব্রহ্মাণ্ডের; **স্থিতি**—পালনের; **উদয়**—উদয়; **অন্ত**—অন্ত; **হেতুম্**—কারণ; **সমম্**—সম; **প্রশান্তম্**—প্রশান্ত; **সুহৃদ্**—সুহৃৎ; **আত্ম**—আত্মা; **দৈবম্**—এবং পূজনীয় ভগবান; **অনন্যম্**—অদ্বিতীয়; **একম্**—অনুপম; **জগৎ**—সকল জগতের; **আত্ম**—এবং সকল আত্মার; **কেতম্**—আশ্রয়; **ভব**—জড় জীবনের; **অপবর্গায়**—সমপর্ণের জন্য; **ভজাম্**—ভজনা করি; **দেবম্**—ভগবান।

অনুবাদ

সংসার মুক্তির নিমিত্ত, হে ভগবান, আমরা আপনাকে ভজনা করি। আপনি ব্রহ্মাণ্ডের পালক এবং সৃষ্টি ও বিনাশের কারণ। সমভাবাপন্ন এবং প্রশান্তচিত্ত আপনি প্রকৃত সুহৃদ, পরমাত্মা এবং পূজনীয় ভগবান। আপনি অদ্বিতীয়, সকল জগতের ও সকল আত্মার আশ্রয়।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করছেন যে, ভগবানই প্রকৃত বন্ধু কারণ, কেউ ভগবান ও আত্মা সম্বন্ধে অবগত হতে ইচ্ছে করলে তিনি তাকে যথার্থ বুদ্ধি প্রয়োগের সুযোগ করে দেন। শ্রীল জীব গোস্বামী এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উভয়েই দৃঢ়ভাবে অভিব্যক্ত করেছেন যে, *ভবাপবর্গায়* শব্দটির দ্বারা ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তির মাধ্যমে লব্ধ সর্বোচ্চ মুক্তি ভগবৎ-প্রেমকে বোঝান হয়েছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে পরমেশ্বর ভগবান অবশ্যই *সমম্*—'যথার্থ' বাস্তব এবং সমতাপূর্ণ, অথচ অন্যান্য জীবের মধ্যে বাস্তবতার অসম্পূর্ণ উপলব্ধি থাকায় পূর্ণরূপে বাস্তব হতে পারে না। যারা ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তারাও তাঁর পরম চেতনার আশ্রয় গ্রহণ করার মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে বাস্তব সম্মত হয়ে ওঠে।

শ্লোক ৪৫

অয়ং মমেষ্টো দয়িতোঽনুবর্তী
ময়াভয়ং দত্তমমুষ্য দেব।
সম্পাদ্যতাং তদ্ ভবতঃ প্রসাদো
যথা হি তে দৈত্যপতৌ প্রসাদঃ ॥ ৪৫ ॥

অয়ম্—এই; **মম**—আমার; **ইষ্টঃ**—অনুগৃহীত; **দয়িতঃ**—বিশেষ প্রিয়; **অনুবর্তী**—অনুগামী; **ময়া**—আমার দ্বারা; **অভয়ম্**—অভয়; **দত্তম্**—প্রদত্ত; **অমুষ্য**—তার; **দেব**—হে দেব; **সম্পাদ্যতাম্**—অনুমোদন করুন; **তৎ**—সুতরাং; **ভবতঃ**—আপনার; **প্রসাদঃ**—কৃপা; **যথা**—যেমন; **হি**—বস্তুত; **তে**—আপনার; **দৈত্য**—দৈত্যদের; **পতৌ**—প্রধানের (প্রহ্লাদ) জন্য; **প্রসাদঃ**—কৃপা।

অনুবাদ

এই বাণাসুর আমার প্রিয় ও বিশ্বস্ত অনুগামী এবং আমি তাকে ভয়মুক্ত করেছি। সুতরাং হে ভগবান, অনুগ্রহ করে তাকে কৃপা করুন, যেমন আপনি অসুরাধীশ প্রহ্লাদকে কৃপা করেছিলেন।

তাৎপর্য

দেবাদিদেব শিব বাণাসুরকে সাহায্য করার প্রবণতা অনুভব করেছিলেন। কারণ শিবের তাণ্ডব নৃত্যের সময়ে সে বাদ্য সঙ্গত করে শিবের প্রতি পরম ভক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। বাণ শিবের প্রিয় পাত্র হবার আরেকটি কারণ ছিল যে, সে দুই মহান ভক্ত প্রহ্লাদ ও বলির বংশধর।

শ্লোক ৪৬

শ্রীভগবানুবাচ

যদাত্থ ভগবংস্ত্বং নঃ করবাম প্রিয়ং তব ।
ভবতো যদ্‌ব্যবসিতং তন্মে সাধ্বনুমোদিতম্ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **যৎ**—যা; **আত্থ**—বললে; **ভগবন্**—হে ভগবান; **ত্বম্**—তুমি; **নঃ**—আমাদের; **করবাম**—আমরা সম্পাদন করব; **প্রিয়ম্**—সন্তুষ্টির জন্য; **তব**—তোমার; **ভবতঃ**—তোমার দ্বারা; **যৎ**—যা; **ব্যবসিতম্**—নিশ্চিতরূপে; **তৎ**—তা; **মে**—আমার দ্বারা; **সাধু**—সাধু; **অনুমোদিতম্**—অনুমোদন করছি।

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—হে ভগবন্, তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমরা অবশ্যই, তুমি আমাদের কাছে যা প্রার্থনা করেছ, তা করব। আমি তোমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

তাৎপর্য

আমাদের আশ্চর্য হওয়া উচিত নয় যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে শিবকে *ভগবান* রূপে সম্বোধন করছেন। সকল জীবই ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, গুণগতভাবে তাঁর সঙ্গে এক এবং দেবাদিদেব শিব বিশেষভাবে শক্তিশালী, শুদ্ধ সত্ত্ব, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের বহু গুণাবলীর অধিকারী। পিতা যেমন তাঁর স্নেহের পুত্রের সঙ্গে তাঁর সম্পদের অংশ ভাগ করে দিয়ে সুখী হন, তেমনি শ্রীভগবানও শুদ্ধ জীবগণের মধ্যে তাঁর কিছু শক্তি এবং ঐশ্বর্য আনন্দের সঙ্গে প্রদান করেন। আর পিতা যেমন তাঁর পুত্রের সদ্‌গুণাবলী গর্বভরে সানন্দে লক্ষ্য করেন, তেমনি শ্রীভগবানও কৃষ্ণভাবনামৃত শক্তিশালী শুদ্ধ জীবগণের মহিমা কীর্তন করে অতীব সুখী হন। তাই পরমেশ্বর ভগবান শিবকে ভগবান রূপে সম্বোধনের মাধ্যমে শিবের মহিমা কীর্তন করে সন্তোষ লাভ করছেন।

শ্লোক ৪৭

অবধ্যোঽয়ং মমাপ্যেষ বৈরোচনিসুতোঽসুরঃ ।
প্রহ্লাদায় বরো দত্তো ন বধ্যো মে তবান্বয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অবধ্যঃ—অবধ্য; **অয়ম্**—সে; **মম**—আমার দ্বারা; **অপি**—বস্তুত; **এষঃ**—এই; **বৈরোচনি-সুতঃ**—বৈরোচনির (বলি) পুত্র; **অসুরঃ**—অসুর; **প্রহ্লাদায়**—প্রহ্লাদকে; **বরঃ**—বর; **দত্তঃ**—প্রদত্ত; **ন বধ্যঃ**—নিহত হবে না; **মে**—আমার দ্বারা; **তব**—তোমার; **অন্বয়ঃ**—বংশধরগণ।

অনুবাদ

আমি বৈরোচনির এই অসুরপুত্রকে হত্যা করব না, কারণ আমি প্রহ্লাদ মহারাজকে বর প্রদান করেছিলাম যে, আমি তাঁর কোন বংশধরকে হত্যা করব না।

শ্লোক ৪৮

দর্পোপশমনায়াস্য প্রবৃক্ণা বাহবো ময়া ।
সূদিতং চ বলং ভূরি যচ্চ ভারায়িতং ভুবঃ ॥ ৪৮ ॥

দর্প—অহংকার; **উপশমনায়**—দমন করার জন্য; **অস্য**—তার; **প্রবৃক্ণাঃ**—ছেদিত হয়েছে; **বাহবঃ**—বাহুগুলি; **ময়া**—আমার দ্বারা; **সূদিতম্**—ছিন্ন হয়েছে; **চ**—এবং; **বলম্**—সৈন্যবাহিনী; **ভূরি**—বিশাল; **যৎ**—যা; **চ**—এবং; **ভারায়িতম্**—ভার হয়ে ওঠায়; **ভুবঃ**—পৃথিবীর পক্ষে।

অনুবাদ

আমি বাণাসুরের বাহুগুলি ছেদন করেছিলাম তার অহঙ্কার দমন করার জন্য। আর আমি তার শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী নিধন করেছিলাম কারণ তা পৃথিবীর ভার হয়ে উঠেছিল।

শ্লোক ৪৯

চত্বারোঽস্য ভুজাঃ শিষ্টা ভবিষ্যত্যজরামরঃ ।
পার্ষদমুখ্যো ভবতো ন কুতশ্চিদ্ভয়োঽসুরঃ ॥ ৪৯ ॥

চত্বারঃ—চারটি; **অস্য**—তার; **ভুজাঃ**—বাহু; **শিষ্টাঃ**—অবশিষ্ট; **ভবিষ্যতি**—থাকবে; **অজর**—জরাহীন; **অমরঃ**—এবং অমর; **পার্ষদ**—একজন পার্ষদ; **মুখ্যঃ**—প্রধান; **ভবতঃ**—তোমার; **ন কুতশ্চিদ্-ভয়ঃ**—যে কোন বিষয়ে নির্ভয় হয়ে; **অসুরঃ**—অসুর।

অনুবাদ

এই অসুর, যার এখনও চারটি বাহু রয়েছে, সে জরা ও মরণ রহিত হবে এবং সে তোমার প্রধান পার্ষদগণের একজন হয়ে সেবা করবে। এইভাবে তার আর কোনও বিষয়ে কোনও ভয় থাকবে না।

শ্লোক ৫০

ইতি লব্ধাভয়ং কৃষ্ণং প্রণম্য শিরসাসুরঃ ।
প্রাদ্যুম্নিং রথমারোপ্য সবধ্বো সমুপানয়ৎ ॥ ৫০ ॥

ইতি—এইভাবে; **লব্ধা**—প্রাপ্ত হয়ে; **অভয়ম্**—ভয় হতে মুক্তি; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **প্রণম্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **শিরসা**—তার মস্তক দ্বারা; **অসুরঃ**—অসুর; **প্রাদ্যুম্নিম্**—প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ; **রথম্**—তাঁর রথে; **আরোপ্য**—স্থাপন করে; **স-বধ্বঃ**—তাঁর পত্নী সহ; **সমুপানয়ৎ**—সে তাদের সামনে নিয়ে এল।

অনুবাদ

এইভাবে অভয় লাভ করে বাণাসুর ভূমিতে তার মাথা স্পর্শ করে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদন করল। অতঃপর অনিরুদ্ধ ও তাঁর বধূকে তাঁদের রথে উপবেশন করিয়ে বাণ তাঁদের ভগবানের সামনে নিয়ে এসেছিল।

শ্লোক ৫১

অক্ষৌহিণ্যা পরিবৃতং সুবাসঃসমলঙ্কৃতম্ ।
সপত্নীকং পুরস্কৃত্য যযৌ রুদ্রানুমোদিতঃ ॥ ৫১ ॥

অক্ষৌহিণ্যা—পূর্ণ সৈন্যবাহিনী দ্বারা; **পরিবৃতম্**—পরিবেষ্টিত; **সু**—সুন্দর; **বাসঃ**—বসন; **সমলঙ্কৃতম্**—এবং অলঙ্কারে শোভিত; **স-পত্নীকম্**—অনিরুদ্ধ তাঁর পত্নীর সঙ্গে; **পুরঃ-কৃত্য**—অগ্রবর্তী করে; **যযৌ**—তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) গমন করলেন; **রুদ্র**—দেবাদিদেব শিব দ্বারা; **অনুমোদিতঃ**—বিদায় প্রদান করে।

অনুবাদ

সুন্দর বস্ত্র ও অলঙ্কারে সুশোভিত অনিরুদ্ধ ও তাঁর বধূ উভয়কে শ্রীকৃষ্ণ সমবেত সকলের সামনে রেখে এক অক্ষৌহিণী সেনা দ্বারা পরিবৃত করলেন। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবাদিদেব শিবের কাছে বিদায় নিয়ে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ৫২

স্বরাজধানীং সমলঙ্কৃতাং ধ্বজৈঃ
সতোরণৈরুক্ষিতমার্গচত্বরাম্ ।

বিবেশ শঙ্খানকদুন্দুভিস্বনৈর্
অভ্যুদ্যতঃ পৌরসুহৃদ্দ্বিজাতিভিঃ ॥ ৫২ ॥

স্ব—তাঁর নিজ; **রাজধানীম্**—রাজধানী; **সমলঙ্কৃতাম্**—সম্পূর্ণরূপে শোভিত; **ধ্বজৈঃ**—পতাকা দ্বারা; **স**—এবং সঙ্গে; **তোরণৈঃ**—বিজয় তোরণ; **উক্ষিত**—জল দ্বারা সিঞ্চিত; **মার্গ**—রাজপথগুলি; **চত্বরাম্**—এবং চত্বরগুলি; **বিবেশ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **শঙ্খ**—শঙ্খের; **আনক**—আনক; **দুন্দুভি**—দুন্দুভি; **স্বনৈঃ**—ধ্বনিত হয়ে; **অভ্যুদ্যতঃ**—শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিনন্দিত হলেন; **পৌর**—নগরবাসীদের দ্বারা; **সুহৃৎ**—তাঁর আত্মীয়-স্বজনের দ্বারা; **দ্বিজাতিভিঃ**—এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রীভগবান অতঃপর তাঁর রাজধানীতে প্রবেশ করলেন। প্রচুর পরিমাণে পতাকা ও বিজয় তোরণ দিয়ে নগরীকে সাজানো হয়েছিল এবং রাজপথ ও চত্বরগুলি জল সিঞ্চিত করা হয়েছিল। শঙ্খ, আনক ও দুন্দুভি ধ্বনিত হলে শ্রীভগবানের আত্মীয়-স্বজন, ব্রাহ্মণগণ এবং জনসাধারণ সকলে এগিয়ে এসে তাঁকে শ্রদ্ধা সহকারে অভিনন্দিত করেছিল।

শ্লোক ৫৩

য এবং কৃষ্ণবিজয়ং শঙ্করেণ চ সংযুগম্ ।
সংস্মরেৎ প্রাতরুত্থায় ন তস্য স্যাৎ পরাজয়ঃ ॥ ৫৩ ॥

যঃ—যে; **এবম্**—এইভাবে; **কৃষ্ণ-বিজয়ম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিজয়; **শঙ্করেণ**—দেবাদিদেব শঙ্করের সঙ্গে; **চ**—এবং; **সংযুগম্**—যুদ্ধ; **সংস্মরেৎ**—স্মরণ করে; **প্রাতঃ**—প্রাতঃকালে; **উত্থায়**—ঘুম থেকে উঠে; **ন**—না; **তস্য**—তার; **স্যাৎ**—হবে না; **পরাজয়ঃ**—পরাজয়।

অনুবাদ

প্রাতঃকালে উঠে দেবাদিদেব শিবের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ বিজয় কাহিনী যে স্মরণ করে, তার কখনও পরাজয় হবে না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীকৃষ্ণ বাণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন' নামক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

চতুষষ্টিতম অধ্যায়

রাজা নৃগ উদ্ধার

কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ রাজা নৃগকে অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণের সম্পত্তি গ্রাস করার মহা বিপদ সম্বন্ধে রাজাদের উপদেশ দিয়েছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

একদিন সাম্ব ও যাদব বংশের অন্য সব ছেলেরা বনে খেলা করতে গিয়েছিল এবং অনেক্ষণ খেলা করার পরে তারা খুব তৃষ্ণার্ত হয়ে জলের খোঁজ করতে শুরু করে। একটি শুকনো কুয়োর ভিতরে তারা এক অদ্ভুত জীব দেখতে পায় পাহাড়ের ঢিবির মতো এক বিশাল গিরগিটি। ছেলেগুলি তার কষ্ট দেখে তাকে বার করে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু চামড়ার দড়াদড়ি দিয়ে কয়েকবার চেষ্টা করে তারা দেখে যে, তারা জীবটিকে উদ্ধার করতে পারবে না এবং তাই তারা শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে কি হয়েছে সব বলেছিল। শ্রীভগবান তাদের সঙ্গে কুয়োটির কাছে আসেন এবং তাঁর বাম হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে অনায়াসেই গিরগিটিটাকে তুলে বার করে আনেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাতের স্পর্শে সেই গিরগিটি তৎক্ষণাৎ এক দেবতার রূপ নিল। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, "কে তুমি এবং কিভাবে এমন একটি জঘন্য রূপ পেলে?"

সেই দিব্য পুরুষটি উত্তর দিলেন, "আমার নাম ছিল নৃগ রাজ, ইক্ষ্বাকুর পুত্র এবং দান ধ্যানের জন্য আমার সুখ্যাতি ছিল। বাস্তবিকই, আমি বহু ব্রাহ্মণকে অসংখ্য গাভী দান করেছিলাম। কিন্তু একবার এক উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের একটি গাভী আমার গোষ্ঠের মধ্যে বিচরণ করছিল। সেটি না বুঝে, আমি সেই গাভীটিকে অন্য এক ব্রাহ্মণকে দান করেছিলাম। যখন গাভীটির আগের মালিক দেখে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ সেই গাভীটিকে নিয়ে যাচ্ছে তখন প্রথম ব্রাহ্মণ গাভীটিকে নিজের বলে দাবী করে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক শুরু করে। কিছুক্ষণ ঝগড়া বিবাদ করার পরে তারা আমার কাছে আসে এবং আমি তাদের প্রত্যেককে সেই গাভীটির বিনিময়ে একলক্ষ গাভী গ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাই এবং অজানিতভাবে আমি যে অপরাধ করে ফেলেছি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। কিন্তু কোনও ব্রাহ্মণই আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেনি এবং ব্যাপারটি অমীমাংসিত থেকে যায়।

"এরপর অল্পকালের মধ্যে আমার মৃত্যু হয় এবং যমদূতেরা আমাকে যমরাজের দরবারে নিয়ে যায়। যম আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমি প্রথমে কি করতে

চাই—আমার পাপ কর্মফলের জন্য দুঃখ ভোগ কিংবা পুণ্য কর্মফলের জন্য আনন্দ উপভোগ। আমি প্রথমে আমার পাপ কর্মফল ভোগ করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং তাই আমি একটি গিরগিটির দেহ ধারণ করেছিলাম।"

নৃগরাজ তাঁর কাহিনী বর্ণনা করার পরে, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে স্তব নিবেদন করে একটি দিব্য বিমানে আরোহণ করলে সেটি তাঁকে স্বর্গে নিয়ে চলে যায়।

অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদবর্গ এবং জনসাধারণকে ব্রাহ্মণের সম্পদ অপহরণের বিপদ সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করলেন। অবশেষে, শ্রীভগবান তাঁর প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

একদোপবনং রাজন্ জগ্মুর্যদুকুমারকাঃ ।
বিহর্তুং সাম্বপ্রদ্যুম্নচারুভানুগদাদয়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ—বদরায়ণ পুত্র (শুকদেব গোস্বামী); **উবাচ**—বলেন; **একদা**—একদিন; **উপবনম্**—উপবনে; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **জগ্মুঃ**—গমন করলেন; **যদু-কুমারকাঃ**—যদু বংশের বালকেরা; **বিহর্তুম্**—খেলা করার জন্য; **সাম্ব-প্রদ্যুম্ন-চারু-ভানু-গদ-আদয়ঃ**—সাম্ব, প্রদ্যুম্ন, চারু, ভানু, গদ ও অন্যান্যরা।

অনুবাদ

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—হে রাজন, একদিন সাম্ব, প্রদ্যুম্ন, চারু, ভানু, গদ এবং যদু বংশের অন্যান্য বালকেরা খেলা করার জন্য একটি উপবনে গিয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করছেন যে, নৃগরাজের কাহিনীটি গর্বোদ্ধত সকল রাজাদের সংযম শিক্ষা প্রদানের জন্য এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ঘটনাটির মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজ পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও যারা তাদের ধনৈশ্বর্যে গর্বিত হয়ে উঠেছে, তাদেরও সমুচিত শিক্ষা দিয়েছেন।

শ্লোক ২

ক্রীড়িত্বা সুচিরং তত্র বিচিন্বন্তঃ পিপাসিতাঃ ।
জলং নিরুদকে কূপে দদৃশুঃ সত্ত্বমদ্ভুতম্ ॥ ২ ॥

ক্রীড়িত্বা—খেলবার পর; **সুচিরম্**—অনেকক্ষণ; **তত্র**—সেখানে; **বিচিন্বন্তঃ**—খোঁজ করছিল; **পিপাসিতাঃ**—তৃষ্ণার্ত; **জলম্**—জল; **নিরুদকে**—জলহীন; **কূপে**—একটি কুয়োর মধ্যে; **দদৃশুঃ**—তারা দেখতে পেল; **সত্ত্বম্**—একটি প্রাণী; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত।

অনুবাদ

অনেকক্ষণ খেলা করে, তারা তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছিল। তারা যখন জলের খোঁজ করছিল। তখন একটি শুকনো কুয়োর ভিতরে তাকিয়ে একটি অদ্ভুত প্রাণী দেখতে পেল।

শ্লোক ৩

কৃকলাসং গিরিনিভং বীক্ষ্য বিস্মিতমানসাঃ ।
তস্য চোদ্ধরণে যত্নং চক্রুস্তে কৃপয়ান্বিতাঃ ॥ ৩ ॥

কৃকলাসম্—গিরগিটি; **গিরি**—পাহাড়; **নিভম্**—সদৃশ; **বীক্ষ্য**—দেখে; **বিস্মিত**—অবাক; **মানসাঃ**—মনে; **তস্য**—তার; **চ**—এবং **উদ্ধরণে**—উদ্ধার করতে; **যত্নম্**—চেষ্টা; **চক্রুঃ**—করেছিল; **তে**—তারা; **কৃপয়া অন্বিতাঃ**—অনুকম্পা বোধ করার ফলে।

অনুবাদ

পাহাড়ের মতো এই গিরগিটিটাকে দেখে ছেলেরা অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার জন্য তাদের দুঃখ হল এবং তাকে কুয়ো থেকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করল।

শ্লোক ৪

চর্মজৈস্তান্তবৈঃ পাশৈর্বদ্ধা পতিতমর্ভকাঃ ।
নাশক্নুবন্ সমুদ্ধর্তুং কৃষ্ণায়াচখ্যুরুৎসুকাঃ ॥ ৪ ॥

চর্ম-জৈঃ—চামড়ার তৈরি; **তান্তবৈঃ**—এবং তন্তু জাত; **পাশৈঃ**—দড়ি দিয়ে; **বদ্ধা**—বেঁধে; **পতিতম্**—পড়ে থাকা প্রাণীটিকে; **অর্ভকাঃ**—ছেলেরা; **ন অশক্নুবন্**—তাঁরা পারল না; **সমুদ্ধর্তুম্**—তুলে আনতে; **কৃষ্ণায়**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে; **আচখ্যুঃ**—তারা সব কথা জানাল; **উৎসুকাঃ**—উৎসুক হয়ে।

অনুবাদ

তারা চামড়ার ফিতা ও তারপর পাকানো দড়াদড়ি দিয়ে আটকে পড়া গিরগিটিটাকে বাঁধল, কিন্তু তবুও তাকে তুলতে পারল না। তাই শ্রীকৃষ্ণের কাছে তারা গেল এবং উত্তেজিত হয়ে প্রাণীটি সম্বন্ধে তাঁকে সব কথা বলল।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী বর্ণনা করছেন যে, এই অধ্যায়ে যদু বালকেরা এমন কি শ্রীপ্রদ্যুম্নও যেহেতু অনেক ছোট ছেলে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এটি অবশ্যই প্রারম্ভিক লীলাকাহিনী।

শ্লোক ৫

তত্রাগত্যারবিন্দাক্ষো ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ ।
বীক্ষ্যোজ্জহার বামেন তং করেণ স লীলয়া ॥ ৫ ॥

তত্র—সেখানে; **আগত্যা**—গিয়ে; **অরবিন্দ-অক্ষঃ**—কমলনয়ন; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **বিশ্ব**—জগতের; **ভাবনঃ**—পালক; **বীক্ষ্য**—লক্ষ্য করে; **উজ্জহার**—তুলে আনলেন; **বামেন**—বাম; **তম্**—তাকে; **করেণ**—তাঁর হাত দিয়ে; **সঃ**—তিনি; **লীলয়া**—অবলীলাক্রমে।

অনুবাদ

জগতের পালক কমলনয়ন শ্রীভগবান কুয়োটির কাছে গেলেন এবং গিরগিটিটাকে দেখলেন। তারপর তাঁর বাম হাত দিয়ে অতি সহজেই তিনি সেটিকে তুলে আনলেন।

শ্লোক ৬

স উত্তমঃশ্লোককরাভিমৃষ্টো
বিহায় সদ্যঃ কৃকলাসরূপম্ ।
সন্তপ্তচামীকরচারুবর্ণঃ
স্বর্গ্যদ্ভুতালঙ্করণাম্বরস্রক্ ॥ ৬ ॥

সঃ—সে; **উত্তমঃ-শ্লোক**—মহিমাময় শ্রীভগবানের; **কর**—হাত দিয়ে; **অভিমৃষ্টঃ**—স্পর্শলাভে; **বিহায়**—পরিত্যাগ করে; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **কৃকলাস**—গিরগিটির; **রূপম্**—আকৃতি; **সন্তপ্ত**—উত্তপ্ত; **চামীকর**—স্বর্ণের; **চারু**—সুন্দর; **বর্ণঃ**—বর্ণ; **স্বর্গী**—স্বর্গের এক বাসিন্দা; **অদ্ভুত**—অদ্ভুত; **অলঙ্করণ**—যার অলঙ্কারগুলি; **অম্বর**—বস্ত্র; **স্রক্**—এবং মাল্য।

অনুবাদ

মহিমান্বিত শ্রীভগবানের হাতের স্পর্শলাভে সেই প্রাণীটি তৎক্ষণাৎ তার গিরগিটি রূপ ত্যাগ করে এক স্বর্গবাসীর রূপ ধারণ করল। তার দেহ বর্ণ তপ্ত সুবর্ণের মতো এবং বিচিত্র অলঙ্কারাদি, বসন ভূষণ এবং পুষ্পমাল্যে সে শোভিত ছিল।

শ্লোক ৭

পপ্রচ্ছ বিদ্বানপি তন্নিদানং
জনেষু বিখ্যাপয়িতুং মুকুন্দঃ ।
কস্ত্বং মহাভাগ বরেণ্যরূপো
দেবোত্তমং ত্বাং গণয়ামি নূনম্ ॥ ৭ ॥

পপ্রচ্ছ—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন; **বিদ্বান্**—সু-অবগত; **অপি**—যদিও; **তৎ**—এর; **নিদানম্**—কারণ; **জনেষু**—সাধারণ মানুষের মধ্যে; **বিখ্যাপয়িতুম্**—তা অবগত করানোর জন্য; **মুকুন্দঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **কঃ**—কে; **ত্বম্**—আপনি; **মহা-ভাগ**—হে ভাগ্যবান; **বরেণ্য**—শ্রেষ্ঠ; **রূপঃ**—যার রূপ; **দেব-উত্তমম্**—উত্তম দেবতা; **ত্বাম্**—আপনি; **গণয়ামি**—আমি মনে করি; **নূনম্**—নিশ্চয়ই।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরিস্থিতি সবই জানতেন, তবু জনসাধারণকে তা জানানোর জন্যই তিনি এইভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে মহাভাগ্যবান, আপনি কে? আপনার মনোহর রূপ দর্শন করে আমি মনে করি যে, আপনি অবশ্যই কোন মহান্ দেবতা হবেন।

শ্লোক ৮

দশামিমাং বা কতমেন কর্মণা
সম্প্রাপিতোঽস্যতদর্হঃ সুভদ্র ।
আত্মানমাখ্যাহি বিবিৎসতাং নো
যন্মন্যসে নঃ ক্ষমমত্র বক্তুম্ ॥ ৮ ॥

দশাম্—দশা; **ইমাম্**—এমন; **বা**—এবং; **কতমেন**—কোন্; **কর্মণা**—কর্ম দ্বারা; **সম্প্রাপিতঃ**—প্রাপ্ত হয়েছেন; **অসি**—আপনি; **অতৎ-অর্হঃ**—এর অযোগ্য; **সুভদ্র**—হে সুভদ্র; **আত্মানম্**—আপনি; **আখ্যাহি**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **বিবিৎসতাম্**—জানতে আগ্রহী; **নঃ**—আমাদের; **যৎ**—যদি; **মন্যসে**—আপনি মনে করেন; **নঃ**—আমাদের; **ক্ষমম্**—যথার্থ; **অত্র**—এখানে; **বক্তুম্**—বলা।

অনুবাদ

"কোন্ অতীত কর্মের মাধ্যমে আপনি এই অবস্থায় উপনীত হয়েছেন? হে সুভদ্র, মনে হয় আপনি এমন দুর্ভাগ্যের যোগ্য নন। আমরা আপনার বিষয়ে জানতে আগ্রহী,—যদি, তা আমাদের বলার মতো স্থান-কাল আপনি উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তা হলে দয়া করে আপনার সম্বন্ধে আমাদের অবগত করুন।"

শ্লোক ৯

শ্রীশুক উবাচ

ইতি স্ম রাজা সম্পৃষ্টঃ কৃষ্ণেনানন্তমূর্তিনা ।
মাধবং প্রণিপত্যাহ কিরীটেনার্কবর্চসা ॥ ৯ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **স্ম**—বস্তুত; **রাজা**—রাজা; **সম্পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **কৃষ্ণেন**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **অনন্ত**—অনন্ত; **মূর্তিনা**—মূর্তি; **মাধবম্**—তাঁকে, শ্রীমাধব; **প্রণিপত্য**—প্রণাম নিবেদন করে; **আহ**—তিনি বললেন; **কিরীটেন**—তাঁর কিরীট দ্বারা; **অর্ক**—সূর্যের মতো; **বর্চসা**—যাঁর জ্যোতি।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে অনন্তমূর্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নে সূর্যের মতো দীপ্তিমান কিরীটধারী রাজা ভগবান মাধবকে প্রণাম নিবেদন করে এইভাবে উত্তর প্রদান করলেন।

শ্লোক ১০

নৃগ উবাচ

নৃগো নাম নরেন্দ্রোঽহমিক্ষ্বাকুতনয়ঃ প্রভো ।
দানিষ্বাখ্যায়মানেষু যদি তে কর্ণমস্পৃশম্ ॥ ১০ ॥

নৃগঃ উবাচ—নৃগ রাজ বললেন; **নৃগঃ নাম**—নৃগ নামক; **নর-ইন্দ্রঃ**—নরপতি; **অহম্**—আমি; **ইক্ষ্বাকু-তনয়ঃ**—ইক্ষ্বাকুর পুত্র; **প্রভো**—হে প্রভু; **দানিষু**—দানশীল মানুষদের মধ্যে; **আখ্যায়মানেষু**—যখন বিবেচনা করা হয়; **যদি**—সম্ভবত; **তে**—আপনার; **কর্ণম্**—কর্ণ; **অস্পৃশম্**—আমি স্পর্শ করেছি।

অনুবাদ

নৃগ রাজ বললেন—ইক্ষ্বাকুর পুত্র আমি নৃগ নামে পরিচিত এক রাজা। হে প্রভু, দানশীল মানুষদের তালিকা ঘোষণার সময়ে সম্ভবত আপনি আমার কথা শুনেছিলেন।

তাৎপর্য

আচার্যবর্গ এখানে উল্লেখ করছেন যে, "সম্ভবত আপনি আমার সম্বন্ধে শুনেছেন"—এই দ্বিধাগ্রস্ত ভাব অভিব্যক্ত হলেও—ইঙ্গিতটি এই যে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোক ১১

কিং নু তেঽবিদিতং নাথ সর্বভূতাত্মসাক্ষিণঃ ।
কালেনাব্যাহতদৃশো বক্ষ্যেঽথাপি তবাজ্ঞয়া ॥ ১১ ॥

কিম্—কি; **নু**—বস্তুত; **তে**—আপনার কাছে; **অবিদিতম্**—অজ্ঞাত; **নাথ**—হে নাথ; **সর্ব**—সকলের; **ভূত**—জীব; **আত্ম**—বুদ্ধির; **সাক্ষিণঃ**—সাক্ষীস্বরূপ; **কালেন**—কাল দ্বারা; **অব্যাহত**—অব্যাহত; **দৃশঃ**—যাঁর দৃষ্টি; **বক্ষ্যে**—আমি বলব; **অথ অপি**—তথাপি; **তব**—আপনার; **আজ্ঞয়া**—আজ্ঞাক্রমে।

অনুবাদ

হে নাথ, আপনার কাছে কিছু অজানা থাকতে পারে কি? কালের প্রভাব সত্ত্বেও আপনার অব্যাহত দৃষ্টির মাধ্যমে আপনি সকল জীবের হৃদয়ের সাক্ষী হয়ে আছেন। তথাপি আপনার আজ্ঞাক্রমে আমি সবই বলব।

তাৎপর্য

যেহেতু ভগবান সমস্ত কিছুই অবগত, তাই তাঁকে কোন কিছুর সম্বন্ধে জানাবার প্রয়োজনই নেই। তবুও, ভগবানের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই নৃগ রাজ বলবেন।

শ্লোক ১২

যাবত্যঃ সিকতা ভূমের্যাবত্যো দিবি তারকাঃ ।
যাবত্যো বর্ষধারাশ্চ তাবতীরদদং স্ম গাঃ ॥ ১২ ॥

যাবত্যঃ—যতখানি; **সিকতাঃ**—বালুকণা; **ভূমেঃ**—পৃথিবীর; **যাবত্যঃ**—যতখানি; **দিবি**—আকাশে; **তারকাঃ**—নক্ষত্ররাজি; **যাবত্যঃ**—যতখানি; **বর্ষ**—বর্ষার; **ধারাঃ**—ধারা; **চ**—এবং; **তাবতীঃ**—তত সংখ্যক; **অদদম্**—আমি দান করেছি; **স্ম**—প্রকৃতপক্ষে; **গাঃ**—গাভী।

অনুবাদ

পৃথিবীতে যত বালুকণা আছে, আকাশে যত নক্ষত্র আছে, অথবা বর্ষণ ধারায় যত জলবিন্দু থাকে, আমি ততগুলি গাভী দান করেছি।

তাৎপর্য

এখানে ভাবটি এই যে, রাজা অসংখ্য গাভী দান করেছেন।

শ্লোক ১৩

পয়স্বিনীস্তরুণীঃ শীলরূপ-
গুণোপপন্নাঃ কপিলা হেমশৃঙ্গীঃ ।

ন্যায়ার্জিতা রূপ্যখুরাঃ সবৎসা
দুকূলমালাভরণা দদাবহম্ ॥ ১৩ ॥

পয়ঃ-বিনীঃ—দুগ্ধবতী; **তরুণীঃ**—তরুণী; **শীল**—সু-স্বভাবী; **রূপ**—রূপ; **গুণ**—এবং অন্যান্য গুণাবলী; **উপপন্নাঃ**—যুক্তা; **কপিলাঃ**—বাদামী; **হেম**—স্বর্ণ; **শৃঙ্গীঃ**—শৃঙ্গ বিশিষ্টা; **ন্যায়**—সদ্‌ভাবে; **অর্জিতাঃ**—উপার্জিতা; **রৌপ্য**—রৌপ্য; **খুরাঃ**—খুর বিশিষ্ট; **স-বৎসাঃ**—তাদের বৎসাদি সহ একত্রে; **দুকূল**—সুন্দর বস্ত্র; **মালা**—মাল্য সহ; **আভরণাঃ**—শোভিতা; **দদৌ**—দান করেছি; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

তরুণী, কপিলা, দুগ্ধবতী গাভী, যারা সৎ-স্বভাব, সুরূপা ও সদ্‌গুণাবলী যুক্তা, যারা সদ্‌ভাবে উপার্জিতা, এবং যারা স্বর্ণবদ্ধ শৃঙ্গবিশিষ্টা, রৌপ্যবদ্ধ খুর এবং সুন্দর অলঙ্কৃত বস্ত্র ও মাল্যে শোভিতা এই ধরনের সবৎসা গাভীগুলি আমি দান করেছিলাম।

শ্লোক ১৪-১৫

স্বলঙ্কৃতেভ্যো গুণশীলবদ্ভ্যঃ
সীদৎকুটুম্বেভ্য ঋতব্রতেভ্যঃ ।
তপঃশ্রুতব্রহ্মবদান্যসদ্ভ্যঃ
প্রাদাং যুবভ্যো দ্বিজপুঙ্গবেভ্যঃ ॥ ১৪ ॥
গোভূহিরণ্যায়তনাশ্বহস্তিনঃ
কন্যাঃ সদাসীস্তিলরূপ্যশয্যাঃ ।
বাসাংসি রত্নানি পরিচ্ছদান্ রথান্
ইষ্টং চ যজ্ঞৈশ্চরিতং চ পূর্তম্ ॥ ১৫ ॥

সু—সু; **অলঙ্কৃতেভ্যঃ**—অলঙ্কৃত; **গুণ**—সদ্‌গুণাবলী; **শীল**—এবং স্বভাব; **বদ্ভ্যঃ**—যে অধিকারী; **সীদৎ**—পীড়িত; **কুটুম্বেভ্যঃ**—যার পরিবারবর্গ; **ঋত**—সত্যের প্রতি; **ব্রতেভ্যঃ**—উৎসর্গীকৃত; **তপঃ**—তপশ্চর্যার জন্য; **শ্রুত**—সুপরিচিত; **ব্রহ্ম**—বেদসমূহে; **বদান্য**—সুপণ্ডিত; **সদ্ভ্যঃ**—সাধুভাবাপন্ন; **প্রাদাম্**—আমি প্রদান করেছি; **যুবভ্যঃ**—তরুণ; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণদের; **পুঙ্গবেভ্যঃ**—বিশেষভাবে ব্যতিক্রমী; **গো**—গাভীগুলি; **ভূ**—ভূমি; **হিরণ্য**—স্বর্ণ; **আয়তন**—গৃহ; **অশ্ব**—অশ্ব; **হস্তিনঃ**—এবং হস্তীগুলি; **কন্যাঃ**—কন্যাদের; **স**—সহ; **দাসীঃ**—দাসী; **তিল**—তিল; **রূপ্য**—রৌপ্য; **শয্যাঃ**—এবং শয্যা; **বাসাংসি**—বসন; **রত্নানি**—রত্নরাজি; **পরিচ্ছদান্**—আসবাব পত্র;

রথান্—রথগুলি; ইষ্টম্—অনুষ্ঠিত পূজা; চ—এবং; যজ্ঞৈঃ—বৈদিক অগ্নি যজ্ঞাদি; চরিতম্—কৃত; চ—এবং; পূর্তম্—পুণ্যকর্ম।

অনুবাদ

আমি প্রথমে আমার দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণদের সুন্দর অলঙ্কারে বিভূষিত করার মাধ্যমে সম্মানিত করতাম। সেইসব অত্যন্ত উত্তম ব্রাহ্মণগণ ছিলেন তরুণ, সচ্চরিত্র ও বিবিধ গুণাবলীর অধিকারী এবং তাঁদের পরিবারবর্গ ছিল অভাবী। তাঁরা ছিলেন সত্যের প্রতি উৎসর্গীকৃত, তাঁদের তপশ্চর্যার জন্য সুপরিচিত, বৈদিক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং তাঁদের আচরণে সাধুভাবাপন্ন। আমি তাঁদের গাভী, ভূমি, স্বর্ণ এবং বাসগৃহের সঙ্গে অশ্ব, হস্তী, ও দাসীসহ বিবাহযোগ্যা কন্যা এবং তিল, রৌপ্য, সুন্দর শয্যা, বসন ভূষণ, রত্ন সামগ্রী, আসবাব পত্র এবং অনেক রথও দান করতাম। অধিকন্তু, আমি বৈদিক যজ্ঞাদি সম্পাদন করেছি এবং বিবিধ প্রকার ধর্মীয় কল্যাণকর কাজকর্মও করেছি।

শ্লোক ১৬

কস্যচিদ্দ্বিজমুখ্যস্য ভ্রষ্টা গৌর্মম গোধনে।
সম্পৃক্তাবিদুষা সা চ ময়া দত্তা দ্বিজাতয়ে ॥ ১৬ ॥

কস্যচিৎ—কোনও এক; দ্বিজ—ব্রাহ্মণ; মুখ্যস্য—উচ্চ শ্রেণী; ভ্রষ্টা—হারানো; গৌঃ—একটি গাভী; মম—আমার; গো-ধনে—গোষ্ঠে; সম্পৃক্তা—মিশ্রিত হয়ে; অবিদুষা—অজানিতভাবে; সা—সে (গাভী); চ—এবং; ময়া—আমার দ্বারা; দত্তা—প্রদত্ত; দ্বি-জাতয়ে—(অন্য এক) ব্রাহ্মণকে।

অনুবাদ

একবার কোনও এক উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের একটি গাভী পথ ভুলে আমার গোষ্ঠে প্রবেশ করে। অজানিতভাবে আমি অন্য এক ব্রাহ্মণকে সেই গাভীটি দান করেছিলাম।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, এখানে *দ্বিজ-মুখ্য* 'উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ' কথাটি বোঝাচ্ছে—যিনি দান গ্রহণে বিরত হয়েছেন এবং তাই সেই গাভীটির বিনিময়ে অযথা এক লক্ষ গাভী গ্রহণ করতেও চাননি।

শ্লোক ১৭

তাং নীয়মানাং তৎস্বামী দৃষ্ট্বোবাচ মমেতি তম্।
মমেতি প্রতিগ্রাহ্যাহ নৃগো মে দত্তবানিতি ॥ ১৭ ॥

তাম্—সেই গাভীটি; নীয়মানাম্—নিয়ে যেতে; তৎ—তার; স্বামী—মালিক; দৃষ্ট্বা—দেখে; উবাচ—বলেন; মম—আমার; ইতি—এইভাবে; তম্—তাকে; মম—আমার; ইতি—এইভাবে; পরিগ্রাহী—যে উপহার গ্রহণ করেছিল; আহ—বললেন; নৃগঃ—নৃগরাজ; মে—আমাকে; দত্তবান্—দান করেছেন; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

যখন গাভীটির প্রথম মালিক তাকে নিয়ে যেতে দেখলেন, তখন তিনি বললেন, "এটি আমার?" দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ যিনি উপহার স্বরূপ গাভীটিকে গ্রহণ করেছিলেন, তিনি উত্তর দিলেন, "না, এ আমার! নৃগ তাকে আমায় দান করেছেন।"

শ্লোক ১৮

বিপ্রৌ বিবদমানৌ মামূচতুঃ স্বার্থসাধকৌ ।
ভবান্ দাতাপহর্তেতি তচ্ছ্রুত্বা মেঽভবদ্ ভ্রমঃ ॥ ১৮ ॥

বিপ্রৌ—দুই ব্রাহ্মণ; বিবদমানৌ—বিবাদ মান; মাম্—আমাকে; উচতুঃ—বললেন; স্ব—তাঁদের নিজ; অর্থ—আগ্রহ; সাধকৌ—সাধনের জন্য; ভবান্—আপনি, মহাশয়; দাতা—দাতা; অপহর্তা—অপহরণকারী; ইতি—এইভাবে; তৎ—তা; শ্রুত্বা—শুনে; মে—আমার; অভবৎ—জেগেছিল; ভ্রমঃ—আতঙ্ক।

অনুবাদ

দুই ব্রাহ্মণ যখন তর্ক করছিলেন, তখন তাঁদের নিজ উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টায় আমার কাছে এলেন। তাঁদের একজন বললেন, "আপনি আমাকে এই গাভী দান করেছিলেন", এবং অন্যজন বললেন, "কিন্তু আপনি তাকে আমার কাছ থেকে অপহরণ করেছেন।" এই শুনে আমি বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম।

শ্লোক ১৯-২০

অনুনীতাবুভৌ বিপ্রৌ ধর্মকৃচ্ছ্রগতেন বৈ ।
গবাং লক্ষং প্রকৃষ্টানাং দাস্যাম্যেষা প্রদীয়তাম্ ॥ ১৯ ॥
ভবন্তাবনুগৃহ্ণীতাং কিঙ্করস্যাবিজানতঃ ।
সমুদ্ধরতং মাং কৃচ্ছ্রাৎ পতন্তং নিরয়েঽশুচৌ ॥ ২০ ॥

অনুনীতৌ—অনুনয় করলাম; উভৌ—উভয়; বিপ্রৌ—দুই ব্রাহ্মণ; ধর্ম—ধর্মরক্ষার কর্তব্যে; কৃচ্ছ্র—সঙ্কট; গতেন—আমার কাছে উপস্থিত হলে; বৈ—প্রকৃতপক্ষে; গবাম্—গাভীদের; লক্ষম্—এক লক্ষ; প্রকৃষ্টানাম্—শ্রেষ্ঠ মানের; দাস্যামি—আমি প্রদান করব; এষা—এই; প্রদীয়তাম্—দয়া করে দিন; ভবন্তৌ—আপনারা দুজনে;

অনুগৃহ্ণীতাম্—দয়া করে কৃপা প্রদর্শন করুন; **কিঙ্করস্য**—আপনাদের সেবককে; **অবিজানতঃ**—অজানিত; **সমুদ্ধরতম্**—দয়া করে রক্ষা করুন; **মাম্**—আমাকে; **কৃচ্ছ্রাৎ**—ভয় হতে; **পতন্তম্**—পতিত হওয়ার; **নিরয়ে**—নরকে; **অশুচৌ**—অশুচি।

অনুবাদ

এই অবস্থায় আমার কর্তব্য বিষয়ে এক ভয়ানক সঙ্কটে পড়েছি বুঝতে পেরে, আমি সবিনয়ে দুই ব্রাহ্মণের কাছে অনুনয় করলাম, "আমি এই গাভীটির পরিবর্তে আপনাদের এক লক্ষ শ্রেষ্ঠ গাভী দান করব। দয়া করে তাকে আমায় ফিরিয়ে দিন। আপনাদের সেবকরূপে আমাকে আপনারা কৃপা করুন। আমি কি করেছি, তা বুঝতে পারিনি। এই কঠিন অবস্থা থেকে দয়া করে আমাকে রক্ষা করুন, নতুবা আমি নিশ্চিতরূপে অশুচি নরকে অধঃপতিত হব।

শ্লোক ২১

নাহং প্রতীচ্ছে বৈ রাজন্নিত্যুক্ত্বা স্বাম্যপাক্রমৎ ।
নান্যদ্ গবামপ্যযুতমিচ্ছামীত্যপরো যযৌ ॥ ২১ ॥

ন—না; **অহম্**—আমি; **প্রতীচ্ছে**—চাই; **বৈ**—বস্তুত; **রাজন্**—হে রাজন; **ইতি**—এইভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **স্বামী**—মালিক; **অপাক্রম্য**—চলে গেলেন; **ন**—না; **অন্যৎ**—অতিরিক্ত; **গবাম্**—গাভীদের; **অপি**—এমন কি; **অযুতম্**—দশ সহস্র; **ইচ্ছামি**—আমি চাই; **ইতি**—এইভাবে বলে; **অপরঃ**—অন্য (ব্রাহ্মণ); **যযৌ**—চলে গেলেন।

অনুবাদ

গাভীটির এখন যিনি মালিক, তিনি বললেন, "হে রাজন, এই গাভীর বিনিময়ে আমি অন্য কোন কিছু চাই না", এবং চলে গেলেন। অন্য ব্রাহ্মণও বলে দিলেন, "আপনি যা দিয়েছেন, তার চেয়ে আরও দশ হাজার বেশি গাভীও আমি চাই না, বলে তিনিও চলে গেলেন।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ভাষ্য প্রদান করছেন, "রাজার প্রস্তাবে অসম্মত হয়ে দুই ব্রাহ্মণই তাঁদের বিধিসঙ্গত মর্যাদার অবমাননা করা হয়েছে ভেবে, তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে যান।"

শ্লোক ২২

এতস্মিন্নন্তরে যামৈর্দূতৈর্নীতো যমক্ষয়ম্ ।
যমেন পৃষ্টস্তত্রাহং দেবদেব জগৎপতে ॥ ২২ ॥

এতস্মিন্—এর ফলে; **অন্তরে**—সুযোগে; **যমৈঃ**—যমরাজের; **দূতৈঃ**—দূতেরা; **নীতঃ**—নিয়ে গেল; **যম-ক্ষয়ম্**—যমরাজের আলয়ে; **যমেন**—যমরাজ দ্বারা; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত; **তত্র**—সেখানে; **অহম্**—আমি; **দেব-দেব**—হে দেবেশ্বর; **জগৎ**—জগতের; **পতে**—হে নাথ।

অনুবাদ

হে দেবেশ্বর, হে জগন্নাথ, এইভাবে সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার অবকাশে যম দূতেরা আমাকে যমালয়ে নিয়ে গেল। সেখানে যমরাজ স্বয়ং আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

তাৎপর্য

আচার্যবর্গের মতানুসারে, এযাবৎ রাজার ফলাশ্রিত যাবতীয় কাজকর্মে কোনও ত্রুটি হত না। কিন্তু এখন এক অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি সৃষ্টি হয়েছে এবং তাই রাজার মৃত্যু হলে, যমদূতেরা তাঁকে যমরাজের সংযমনী ভবনে নিয়ে গেল।

শ্লোক ২৩

পূর্বং ত্বমশুভং ভুঙ্ক্ষ উতাহো নৃপতে শুভম্ ।
নান্তং দানস্য ধর্মস্য পশ্যে লোকস্য ভাস্বতঃ ॥ ২৩ ॥

পূর্বম্—প্রথমে; **ত্বম্**—তুমি; **অশুভম্**—অশুভ কর্মফল; **ভুঙ্ক্ষে**—ভোগ করতে চাও; **উত আহ উ**—অথবা; **নৃপতে**—হে রাজন; **শুভম্**—পুণ্য কর্মফল; **ন**—না; **অন্তম্**—শেষ; **দানস্য**—দানের; **ধর্মস্য**—ধর্ম; **পশ্যে**—আমি দেখি; **লোকস্য**—জগতের; **ভাস্বতঃ**—উজ্জ্বল।

অনুবাদ

[যমরাজ বললেন—] হে রাজন, তুমি কি প্রথমে তোমার পাপের ফল ভোগ করতে চাও, কিংবা তোমার সমস্ত ধর্মকর্মের ফল ভোগ করবে? বাস্তবিকই, তোমার কর্তব্যনিষ্ঠ দানের তথা ফলস্বরূপ আনন্দোজ্জ্বল স্বর্গসুখ ভোগের কোনই অন্ত দেখছি না।

শ্লোক ২৪

পূর্বং দেবাশুভং ভুঞ্জ ইতি প্রাহ পতেতি সঃ ।
তাবদদ্রাক্ষমাত্মানং কৃকলাসং পতন্ প্রভো ॥ ২৪ ॥

পূর্বম্—প্রথমে; **দেব**—হে ভগবান; **অশুভম্**—পাপ কর্মফলের; **ভুঞ্জে**—আমি ভোগ করব; **ইতি**—এইভাবে বলে; **প্রাহ**—বললেন; **পত**—পতিত হও; **ইতি**—এইভাবে; **সঃ**—তিনি; **তাবৎ**—তৎক্ষণাৎ; **অদ্রাক্ষম্**—আমি দেখলাম; **আত্মানম্**—নিজেকে; **কৃকলাসম্**—গিরগিটি; **পতন্**—পতন কালে; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

আমি উত্তর দিলাম, "প্রথমে, হে প্রভু, আমাকে পাপ কর্মফল ভোগ করতে দিন, এবং যমরাজ বললেন, "তা হলে পতন হোক।" তৎক্ষণাৎ আমার পতন হল, এবং হে প্রভু, পতন কালে আমি নিজেকে একটি গিরগিটি হয়ে যেতে দেখলাম।

শ্লোক ২৫

ব্রহ্মণ্যস্য বদান্যস্য তব দাসস্য কেশব ।
স্মৃতির্নাদ্যাপি বিধ্বস্তা ভবৎসন্দর্শনার্থিনঃ ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মণ্যস্য—ব্রাহ্মণদের প্রতি ভক্তিপরায়ণ; **বদান্যস্য**—বদান্য; **তব**—আপনার; **দাসস্য**—দাসের; **কেশব**—হে কৃষ্ণ; **স্মৃতিঃ**—স্মৃতি; **ন**—না; **অদ্য**—আজকে; **অপি**—এমন কি; **বিধ্বস্তা**—নষ্ট; **ভবৎ**—আপনার; **সন্দর্শন**—দর্শনার্থী; **অর্থিনঃ**—যে লালায়িত।

অনুবাদ

হে কেশব, আপনার দাস রূপে আমি ব্রাহ্মণদের প্রতি ভক্তিপরায়ণ এবং তাঁদের অকাতরে দান করতাম এবং আমি নিয়ত আপনার দর্শনলাভের উৎসুক হয়ে থাকতাম। তাই, এখনও আমার অতীত জীবন আমি বিস্মৃত হইনি।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী এই শ্লোকের ভাষ্য এইভাবে প্রদান করেছেন "যেহেতু নৃগরাজ অকুণ্ঠভাবে ব্যক্ত করেছিলেন যে, তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল—প্রধানত, ব্রাহ্মণদের প্রতি ভক্তি, এবং দানশীলতা—স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনি নিতান্তই এই সকল গুণাবলীর আংশিক অধিকারী ছিলেন, কারণ যিনি বাস্তবিকই শুদ্ধচিত্ত, তিনি কখনই তা সদম্ভে বলেন না। এটাও সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, নৃগরাজ অন্য কোনও লক্ষ্যের স্বার্থেই সেই দানশীলতাকে বিবেচনা করতেন। তাই তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কখনই শুদ্ধ-ভক্তি যথার্থভাবে উপলব্ধি করেননি। বিধিবদ্ধ জীবনচর্যার স্তরেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে অম্বরীষ মহারাজের কাছে শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে থাকতেন, নৃগরাজের জীবনে শ্রীকৃষ্ণ তেমন একাগ্র লক্ষ্য ছিলেন না। দুর্বাসা মুনি যখন অম্বরীষ মহারাজের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তখন অম্বরীষ মহারাজ যেভাবে বিষম বিপত্তি অতিক্রম করেছিলেন, নৃগরাজকে তেমনভাবে সঙ্কটমুক্ত হতেও তো আমরা দেখি না। তবুও, আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, নৃগরাজ যেহেতু যেভাবেই হোক, শ্রীভগবানকে দর্শন করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তাই নিশ্চয়ই ঐকান্তিকভাবে শ্রীভগবানের সঙ্গ লাভের আকাঙ্ক্ষা করার মতো সদ্‌গুণ তাঁর ছিল।"

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ উপরোক্ত বিশ্লেষণটি দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করেছেন—"মোটের উপর, নৃগরাজের মনে কৃষ্ণভাবনার বিকাশ ঘটেনি। কৃষ্ণভাবনাময় মানুষের মধ্যে ভগবৎপ্রেম তথা কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়—পুণ্য কর্ম বা পাপ কর্মে সে অনুরাগী হয় না। এই জন্যই কৃষ্ণভাবনাময় মানুষ তার ঐসব কর্মফলের অধীন হয় না। *ব্রহ্মসংহিতায়* তাই প্রতিপন্ন হয়েছে যে, শ্রীভগবানের অনুকম্পায় ভগবদ্ভক্ত তার প্রারব্ধ কর্মফলের অধীন হয় না।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই ভাষ্য নিবেদন করেছেন—"যখন নৃগ 'যে আপনার দর্শনের জন্য লালায়িত' কথাটি উল্লেখ করলেন, তখন নৃগরাজ কোনও এক মহান ভক্তের সঙ্গে তাঁর একবার সাক্ষাৎ হওয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন। সেই ভক্তটি ভগবানের এক পরম সুন্দর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি মন্দির গঠনে অত্যন্ত আগ্রহী হয়েছিলেন এবং তিনি *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবতের* মতো শাস্ত্র গ্রন্থের প্রতিলিপিও চেয়েছিলেন। অত্যন্ত উদার ভাবে নৃগ এইসমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করেছিলেন এবং ভক্ত এত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি রাজাকে আশীর্বাদ করলেন—'হে রাজন, আপনি যেন শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করেন।' সেই সময় থেকে, নৃগ শ্রীভগবানের দর্শনের জন্য লালায়িত হয়েছিলেন।"

শ্লোক ২৬

স ত্বং কথং মম বিভোঽক্ষিপথঃ পরাত্মা
যোগেশ্বরৈঃ শ্রুতিদৃশামলহৃদ্বিভাব্যঃ ।
সাক্ষাদধোক্ষজ উরুব্যসনান্ধবুদ্ধেঃ
স্যান্মেঽনুদৃশ্য ইহ যস্য ভবাপবর্গঃ ॥ ২৬ ॥

সঃ—তিনি; **ত্বম্**—আপনি; **কথম্**—কিভাবে; **মম**—আমাকে; **বিভো**—হে সর্বশক্তিমান; **অক্ষি-পথঃ**—দৃষ্টিগোচর; **পর-আত্মা**—পরমাত্মা; **যোগ**—যোগের; **ঈশ্বরৈঃ**—ঈশ্বর দ্বারা; **শ্রুতি**—শাস্ত্রের; **দৃশা**—চক্ষু দ্বারা; **অমল**—নির্মল; **হৃৎ**—তাদের হৃদয় মধ্যে; **বিভাব্যঃ**—ধ্যানস্থ হয়ে; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষরূপে দৃষ্টিগোচর; **অধোক্ষজ**—হে চিন্ময় ভগবান, যাকে জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শন করা যায় না; **উরু**—দুঃসহ; **ব্যসন**—দুঃখ দ্বারা; **অন্ধ**—অন্ধ; **বুদ্ধেঃ**—যার বুদ্ধি; **স্যাৎ**—তা হতে পারে; **মে**—আমার জন্য; **অনুদৃশ্যঃ**—প্রত্যক্ষীভূত; **ইহ**—এই জগতে; **যস্য**—যার; **ভব**—জাগতিক জীবনের; **অপবর্গঃ**—নাশ হয়।

অনুবাদ

হে সর্বশক্তিমান, এখানে আমার সামনে আমার দু'নয়ন আপনাকে দর্শন করছে, এটা কিভাবে সম্ভব হল? আপনি পরমাত্মা, যাকে মহা-যোগেশ্বরগণ তাঁদের শুদ্ধ-অন্তরে কেবলমাত্র চিন্ময় বেদনয়নের মাধ্যমেই ধ্যান করেন। তা হলে, হে অধোক্ষজ, জাগতিক জীবনের দুঃসহ দুর্বিপাকে আমার বুদ্ধি অক্ষম হয়ে পড়লেও কিভাবে আপনি প্রত্যক্ষরূপে আমার দৃষ্টি গোচর হলেন? যিনি এই পৃথিবীতে তাঁর জড় জাগতিক বন্ধন ছিন্ন করেছেন, কেবলমাত্র তিনিই তো আপনাকে দর্শনে সমর্থ হন।

তাৎপর্য

গিরগিটির শরীরের মধ্যে থেকে নৃগরাজ তাঁর পূর্ব জীবন স্মরণ করতে পারছিলেন। আর এখন, শ্রীভগবানকে দর্শন করার সুযোগ পেয়ে, তিনি বুঝতে পারলেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে তিনি বিশেষ কৃপা লাভ করেছেন।

শ্লোক ২৭-২৮

দেবদেব জগন্নাথ গোবিন্দ পুরুষোত্তম ।
নারায়ণ হৃষীকেশ পুণ্যশ্লোকাচ্যুতাব্যয় ॥ ২৭ ॥
অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ যান্তং দেবগতিং প্রভো ।
যত্র ক্কাপি যতশ্চেতো ভূয়ান্মে ত্বৎপদাস্পদম্ ॥ ২৮ ॥

দেব-দেব—হে দেবদেব; **জগৎ**—জগতের; **নাথ**—হে নাথ; **গোবিন্দ**—হে গোবিন্দ; **পুরুষ-উত্তম**—হে পুরুষোত্তম; **নারায়ণ**—হে সর্বজীবের মূল; **হৃষীকেশ**—হে ইন্দ্রিয় সমূহের অধীশ্বর; **পুণ্য-শ্লোক**—যিনি অপ্রাকৃত কাব্যে বন্দিত হয়েছেন; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত; **অব্যয়**—হে অক্ষয়; **অনুজানীহি**—দয়া করে আমাকে অনুমতি করুন; **মাম্**—আমাকে; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **যান্তম্**—গমন করছি; **দেব-গতিম্**—দেবতাদের জগতে; **প্রভো**—হে প্রভু; **যত্র ক্ক অপি**—যেখানেই; **সতঃ**—বাস করি; **চেতঃ**—চিত্ত; **ভূয়াৎ**—হউক; **মে**—আমার; **ত্বৎ**—আপনার; **পদ**—পাদদ্বয়ের; **আস্পদম্**—যাঁর আশ্রয়।

অনুবাদ

হে দেবদেব, জগন্নাথ, গোবিন্দ, পুরুষোত্তম, নারায়ণ, হৃষীকেশ, পুণ্যশ্লোক, অচ্যুত, অব্যয়! হে কৃষ্ণ, দয়া করে আমায় দেবলোকে গমনের অনুমতি প্রদান করুন। আমি যেখানেই বাস করি, হে প্রভু, আমার মন যেন সর্বদা আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের ভাষ্য প্রদান করেছেন—শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করে নৃগরাজের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছিল, তাই দাস্যের মর্যাদা লাভ করে তিনি যথাযথভাবে ভগবানের নাম কীর্তন করার মাধ্যমে তাঁর বন্দনা করেছিলেন এবং প্রস্থানের জন্য ভগবানের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁর প্রার্থনার মূল ভাব ছিল এরকম—'আপনি দেবদেব, দেবতাদেরও ঈশ্বর, এবং জগন্নাথ, জগতের নাথ, তাই কৃপা করে আমারও প্রভু হোন। হে গোবিন্দ, যে কৃপাদৃষ্টি আপনি গাভীদের মোহিত করার জন্য প্রয়োগ করেন, সেই একই কৃপাপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে আমাকে আপনার নিজ সম্পদ করে নিন। আপনি তা করতে পারেন কারণ আপনি পুরুষোত্তম, ভগবানের পরম রূপ। হে নারায়ণ, যেহেতু আপনি জীবের মূল স্বরূপ, তাই আমি অসৎ জীব হলেও কৃপা করে আমার সহায় হোন। হে হৃষীকেশ, কৃপা করে আমার ইন্দ্রিয়গুলি আপনারই নিজের সম্পদ করে নিন। হে পুণ্যশ্লোক, এখন আপনি নৃগ উদ্ধারকরূপে খ্যাত হয়েছেন। হে অচ্যুত, কৃপা করে আমার মন থেকে কখনও হারিয়ে যাবেন না। হে অব্যয়, আপনি কখনই আমার মনে ক্ষীণ হবেন না।" এইভাবে মহান ভাগবত ভাষ্যকার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকগুলির তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ২৯

নমস্তে সর্বভাবায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে ।
কৃষ্ণায় বাসুদেবায় যোগানাং পতয়ে নমঃ ॥ ২৯ ॥

নমঃ—প্রণাম নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে; **সর্ব-ভাবায়**—সকল জীবের উৎস; **ব্রহ্মণে**—পরম ব্রহ্ম; **অনন্ত**—অনন্ত; **শক্তয়ে**—শক্তিসমূহের অধিকারী; **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণকে; **বাসুদেবায়**—বসুদেবের পুত্র; **যোগানাম্**—যোগের সকল পন্থার; **পতয়ে**—শ্রীভগবানকে; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি।

অনুবাদ

বসুদেব পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, আপনাকে আমি বারম্বার আমার প্রণতি নিবেদন করি। আপনি সকল জীবের উৎস, পরম ব্রহ্ম, অনন্ত শক্তিরাশির অধিকারী, যোগের সকল পন্থার অধীশ্বর।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী মন্তব্য করেছেন যে, ব্রহ্মান্—অর্থাৎ পরম সত্য—যিনি সমস্ত কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করা সত্ত্বেও তাঁর অনন্ত শক্তির কোনও হ্রাসবৃদ্ধি বা পরিবর্তন

হয় না। নৃগরাজ এখানে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করছেন। সেই অতীত কাল হতে ভগবান কিভাবে সকল সৃষ্টিকার্য সাধন করা সত্ত্বেও অপরিবর্তনীয় রূপে নিয়ে বিরাজ করতে পারেন, সেই প্রশ্নে পাশ্চাত্যের দার্শনিকেরা বিহ্বল হয়েছেন। শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করছেন যে, এখানে *অনন্ত-শক্তয়ে* শব্দটির মাধ্যমে এই সন্দেহের উত্তর প্রদান করা হয়েছে, যা শ্রীভগবানকে 'অনন্ত শক্তির অধিকারী' রূপে বর্ণনা করছে। এইভাবে শ্রীভগবান তাঁর অনন্ত শক্তিরাশির মাধ্যমে, তাঁর মূল প্রকৃতির পরিবর্তন না করে, অসংখ্য ক্রিয়াকর্ম সাধন করতে পারেন।

জীবনের পরম লক্ষ্য এবং নিত্য আনন্দময় রূপের অধিকারী শ্রীকৃষ্ণকে নৃগরাজ আবার তাঁর প্রণাম নিবেদন করেছেন। *মহাভারতের* (উদ্যোগ পর্ব ৭১/৪) একটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নামের বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর *চৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থের (মধ্য ৯/৩০) তাৎপর্যে উদ্ধৃত করেছেন—

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো নশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ ।
তয়োর ঐক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্য অভিধীয়তে ॥

"*কৃষ্* শব্দটি শ্রীভগবানের অস্তিত্বের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যমূলক এবং *ণ* অর্থ 'চিন্ময় আনন্দ"। যখন *কৃষ্* ক্রিয়াটি *ণ*-এর সঙ্গে যুক্ত হয়, তা হয় *কৃষ্ণ*, যা পরম ব্রহ্ম বোঝায়।"

নৃগরাজ শ্রীভগবানের একান্ত সঙ্গ থেকে বিদায় গ্রহণ করার পূর্ব মুহূর্তে উল্লিখিত প্রার্থনাটি নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

ইত্যুক্ত্বা তং পরিক্রম্য পাদৌ স্পৃষ্ট্বা স্বমৌলিনা ।
অনুজ্ঞাতো বিমানাগ্র্যমারুহৎ পশ্যতাং নৃণাম্ ॥ ৩০ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্ত্বা**—বলা হলে; **তম্**—তাঁকে; **পরিক্রম্য**—পরিক্রমা করে; **পাদৌ**—তাঁর শ্রীচরণ; **স্পৃষ্ট্বা**—স্পর্শ করে; **স্ব**—তাঁর; **মৌলিনা**—মুকুট দ্বারা; **অনুজ্ঞাতঃ**—অনুজ্ঞা ক্রমে; **বিমান**—দিব্য বিমান; **অগ্র্যম্**—উত্তম; **আরুহৎ**—আরোহণ করলেন; **পশ্যতাম্**—তাঁদের সমক্ষে; **নৃণাম্**—মনুষ্য।

অনুবাদ

এই বলে, নৃগরাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং শ্রীভগবানের শ্রীচরণে তাঁর মুকুট স্পর্শ করালেন। বিদায় গ্রহণের অনুমতি লাভ করে নৃগরাজ অতঃপর সমবেত সকলের সামনে একটি অপূর্ব দিব্য বিমানে আরোহণ করলেন।

শ্লোক ৩১

কৃষ্ণঃ পরিজনং প্রাহ ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।
ব্রহ্মণ্যদেবো ধর্মাত্মা রাজন্যাননুশিক্ষয়ন্ ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণঃ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **পরিজনম্**—তাঁর নিজ পার্ষদবর্গ; **প্রাহ**—বললেন; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **দেবকী-সুতঃ**—দেবকীর পুত্র; **ব্রহ্মণ্য**—ব্রাহ্মণদের ভক্ত; **দেবঃ**—ভগবান; **ধর্ম**—ধর্মের; **আত্মা**—আত্মা; **রাজন্যান্**—রাজন্যগণ; **অনুশিক্ষয়ন্**—শিক্ষা প্রদানের জন্য।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান—শ্রীকৃষ্ণ, দেবকীনন্দন—যিনি বিশেষভাবে ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুরক্ত এবং যিনি ধর্মাত্মা, তিনি তখন তাঁর পরিজনদের বললেন এবং এইভাবে সাধারণভাবে রাজন্যবর্গকে উপদেশ প্রদান করলেন।

শ্লোক ৩২

দুর্জরং বত ব্রহ্মস্বং ভুক্তমগ্নের্মনাগপি ।
তেজীয়সোঽপি কিমুত রাজ্ঞাং ঈশ্বরমানিনাম্ ॥ ৩২ ॥

দুর্জরম্—আত্মসাৎ করতে পারে না; **বত**—বস্তুত; **ব্রহ্ম**—কোনও ব্রাহ্মণের; **স্বম্**—সম্পত্তি; **ভুক্তম্**—ভোগ করে; **অগ্নেঃ**—অগ্নির চেয়ে; **মনাক্**—অল্প; **অপি**—ও; **তেজীয়সঃ**—তেজস্বী; **অপি**—এমন কি; **কিম্ উত**—আর কি বলা চলে; **রাজ্ঞাম্**—রাজাদের; **ঈশ্বর**—নিয়ন্তাগণ; **মানিনাম্**—যারা নিজেদের মনে করে।

অনুবাদ

[ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] অগ্নির চেয়েও তেজস্বী কোনও মানুষ যদি ব্রাহ্মণের সম্পদ ভোগ করে, তবে তা সামান্য পরিমাণে হলেও, আত্মসাৎ করা কত দুঃসাধ্য হয়! তা হলে যে সব রাজারা নিজেদের সর্বময় প্রভু বলে মনে করে, তারা এই সব ব্রাহ্মণের ধন ভোগ করার চেষ্টা করলে কি হতে পারে, তা নিয়ে আর বলার কী আছে!

তাৎপর্য

এমনকি যারা তপশ্চর্যা যোগাভ্যাস এবং অন্যকিছুর সাহায্যে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, তারাও কোনও ব্রাহ্মণের কাছ থেকে অপহৃত সম্পদ ভোগ করতে পারে না, এবং তা হলে অন্যদের কথা আর কী বলার আছে!

শ্লোক ৩৩

নাহং হালাহলং মন্যে বিষং যস্য প্রতিক্রিয়া ।
ব্রহ্মস্বং হি বিষং প্রোক্তং নাস্য প্রতিবিধির্ভুবি ॥ ৩৩ ॥

ন—না; **অহম্**—আমি; **হালাহলম্**—হালাহল নামে বিষ, যা পান করেও প্রমত্ত হয়ে ওঠেননি বলে শিব বিখ্যাত হয়েছেন; **মন্যে**—আমি বিবেচনা করি; **বিষম্**—বিষ; **যস্য**—যার; **প্রতিক্রিয়া**—প্রতিক্রিয়া; **ব্রহ্ম-স্বম্**—ব্রাহ্মণের সম্পদ; **হি**—বস্তুত; **বিষম্**—বিষ; **প্রোক্তম্**—কথিত; **ন**—না; **অস্য**—এর জন্য; **প্রতিবিধিঃ**—প্রতিবিধান; **ভুবি**—জগতে।

অনুবাদ

হালাহলকে আমি প্রকৃত বিষ বলে মনে করি না, কারণ এর প্রতিবিধান রয়েছে। কিন্তু কোনও ব্রাহ্মণের সম্পদ অপহৃত হলে, তাকে বাস্তবিকই বিষ বলা যেতে পারে, কারণ জগতে এর কোন প্রতিবিধান নাই।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণের সম্পদ-সম্পত্তি উপভোগ করবে মনে করে, যে তা আত্মসাৎ করে, প্রকৃতপক্ষে সে অত্যন্ত মারাত্মক বিষ গ্রহণ করে।

শ্লোক ৩৪

হিনস্তি বিষমত্তারং বহ্নিরদ্ভিঃ প্রশাম্যতি ।
কুলং সমূলং দহতি ব্রহ্মস্বারণিপাবকঃ ॥ ৩৪ ॥

হিনস্তি—বিনষ্ট করে; **বিষম্**—বিষ; **অত্তারম্**—যে ভক্ষণ করে; **বহ্নিঃ**—অগ্নি; **অদ্ভিঃ**—জল দ্বারা; **প্রশাম্যতি**—নির্বাপিত হয়; **কুলম্**—কারও পরিবার; **স-মূলম্**—সমূলে; **দহতি**—দগ্ধ করে; **ব্রহ্ম-স্ব**—ব্রাহ্মণের সম্পদ সম্পত্তি; **অরণি**—জ্বালানী কাঠ; **পাবকঃ**—অগ্নি।

অনুবাদ

বিষ যে ভক্ষণ করে, কেবল তাকেই নাশ করে, এবং সাধারণ আগুন জল দিয়েই নেভানো যেতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মণের সম্পদ-সম্পত্তি অপহৃত হলে তা জ্বালানী কাঠ থেকে উৎপন্ন অগ্নির মতো অপহরণকারীর সমগ্র পরিবারকে সমূলে দগ্ধ করে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্রাহ্মণের সম্পদ-সম্পত্তি অপহরণের ফলে প্রজ্বলিত অগ্নিকে প্রাচীন বৃক্ষকোটরের মধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নির সঙ্গে তুলনা করছেন। এই

ধরনের আগুন প্রচুর বৃষ্টিপাতের জলেও নেভানো যেতে পারে না। বরং তা ভিতর থেকে সর্বত্র, এমন কি মাটির নিচে শিকড়ের শেষ পর্যন্ত সমগ্র গাছটিকেই দগ্ধ করে। তেমনই, ব্রাহ্মণের সম্পদ-সম্পত্তি অপহরণের ফলে প্রজ্বলিত অগ্নি অত্যন্ত মারাত্মক এবং তা সর্বপ্রকারেই পরিহার করা উচিত।

শ্লোক ৩৫

ব্রহ্মস্বং দুরনুজ্ঞাতং ভুক্তং হন্তি ত্রিপূরুষম্ ।
প্রসহ্য তু বলাদ্ ভুক্তং দশ পূর্বান্ দশাপরান্ ॥ ৩৫ ॥

ব্রহ্ম-স্বম্—ব্রাহ্মণের সম্পত্তি; **দুরনুজ্ঞাতম্**—যথাযথ অনুমোদিত নয়; **ভুক্তম্**—ভোক্তার; **হন্তি**—বিনাশ করে; **ত্রি**—তিন; **পূরুষম্**—পুরুষাদি; **প্রসহ্য**—বলপূর্বক; **তু**—কিন্তু; **বলাৎ**—বহির্শক্তি আশ্রিত (শাসক সরকারের, ইত্যাদি); **ভুক্তম্**—ভোক্তার; **দশ**—দশ; **পূর্বান্**—পূর্ববর্তী; **দশ**—দশ; **অপরান্**—পরবর্তী।

অনুবাদ

যথাযথ অনুমতি গ্রহণ না করে যদি কেউ ব্রাহ্মণের সম্পত্তি ভোগ করে, তবে সেই সম্পত্তি তার পরিবারের তিন পুরুষ বংশ বিনষ্ট করে। কিন্তু যদি সে তা বলপূর্বক গ্রহণ করে অথবা সরকার বা অন্য বহিরাগতের সাহায্যে তাকে অপহরণ করে, তা হলে তার দশ পূর্বপুরুষ ও দশ উত্তর পুরুষ সকলেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, *ত্রি-পুরুষ* বলতে নিজেকে, নিজ পুত্রকে এবং নিজ পৌত্রকে বোঝায়।

শ্লোক ৩৬

রাজানো রাজলক্ষ্ম্যান্ধা নাত্মপাতং বিচক্ষতে ।
নিরয়ং যেঽভিমন্যন্তে ব্রহ্মস্বং সাধু বালিশাঃ ॥ ৩৬ ॥

রাজানঃ—রাজকীয় শ্রেণীর সদস্যরা; **রাজ**—রাজ; **লক্ষ্ম্যা**—ঐশ্বর্য দ্বারা; **অন্ধাঃ**—অন্ধ হয়ে; **ন**—করে না; **আত্ম**—তাদের নিজ; **পাতম্**—পতন; **বিচক্ষতে**—পূর্ব হতে বিচার করে; **নিরয়ম্**—নরক; **যে**—যে; **অভিমন্যন্তে**—লালায়িত; **ব্রহ্ম-স্বম্**—ব্রাহ্মণের সম্পত্তির; **সাধু**—সম্যক্; **বালিশাঃ**—মূর্খের মতো।

অনুবাদ

রাজন্যবর্গ তাদের রাজকীয় ঐশ্বর্যে অন্ধ হয়ে নিজেদের অধঃপতন আগে থেকে বুঝতে পারে না। মূর্খের মতো ব্রাহ্মণের ধন-সম্পত্তি উপভোগের জন্য লালায়িত হয়ে, তারা প্রকৃতপক্ষে নরক গমনেরই অভিলাষ করে।

শ্লোক ৩৭-৩৮

গৃহ্নন্তি যাবতঃ পাংশূন্ ক্রন্দতামশ্রুবিন্দবঃ ।
বিপ্রাণাং হৃতবৃত্তীনাং বদান্যানাং কুটুম্বিনাম্ ॥ ৩৭ ॥
রাজানো রাজকুল্যাশ্চ তাবতোঽব্দানিরঙ্কুশাঃ ।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যন্তে ব্রহ্মদায়াপহারিণঃ ॥ ৩৮ ॥

গৃহ্নন্তি—স্পর্শ করে; **যাবতঃ**—যত সংখ্যক; **পাংশূন্**—ধূলিকণা; **ক্রন্দতাম্**—ক্রন্দনরত; **অশ্রু-বিন্দবঃ**—অশ্রুবিন্দু; **বিপ্রাণাম্**—ব্রাহ্মণদের; **হৃত**—অপহৃত; **বৃত্তীনাম্**—বৃত্তি; **বদান্যানাম্**—উদার; **কুটুম্বিনাম্**—পরিবার বিশিষ্ট; **রাজানঃ**—রাজারা; **রাজ-কুল্যাঃ**—রাজপরিবারের অন্যান্য সদস্যেরা; **চ**—ও; **তাবতঃ**—তত; **অব্দান্**—বৎসর; **নিরঙ্কুশাঃ**—অনিয়ন্ত্রিত; **কুম্ভী-পাকেষু**—কুম্ভীপাক নামে পরিচিত নরকে; **পচ্যন্তে**—তারা পাক হয়; **ব্রহ্মদায়**—ব্রাহ্মণগণের অংশের; **অপহারিণঃ**—অপহরণকারীরা।

অনুবাদ

যাদের সম্পত্তি অপহৃত হয়েছে এবং যারা পরিবারভারগ্রস্ত, যেই সকল উদার ব্রাহ্মণগণের অশ্রুর স্পর্শলাভ করে যত ধূলিকণা, তত বছরের জন্য ব্রাহ্মণের সম্পত্তি অপহরণকারী, অসংযত রাজারা তাদের রাজপরিবার সহ কুম্ভীপাক নামে নরকে পাক হবে।

শ্লোক ৩৯

স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্মবৃত্তিং হরেচ্চ যঃ ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥ ৩৯ ॥

স্ব—নিজ দ্বারা; **দত্তাম্**—প্রদত্ত; **পর**—অন্যের দ্বারা; **দত্তাম্**—প্রদত্ত; **বা**—বা; **ব্রহ্ম-বৃত্তিম্**—এক ব্রাহ্মণের সম্পত্তি; **হরেৎ**—হরণ করে; **চ**—এবং; **যঃ**—যে; **ষষ্টি**—ষাট; **বর্ষ**—বর্ষের; **সহস্রাণি**—সহস্র; **বিষ্ঠায়াম্**—বিষ্ঠা মধ্যে; **জায়তে**—জন্ম গ্রহণ করে; **কৃমিঃ**—কৃমি রূপে।

অনুবাদ

নিজের উপহারই হোক অথবা অন্য কারও উপহারই হোক, যে ব্যক্তি কোনও ব্রাহ্মণের ধন-সম্পত্তি অপহরণ করে, সে বিষ্ঠার মধ্যে কৃমি রূপে ষাট হাজার বছর জন্ম নিয়ে থাকে।

শ্লোক ৪০

ন মে ব্রহ্মধনং ভূয়াদ্যদ্ গৃধ্বাল্পায়ুষো নরাঃ ।
পরাজিতাশ্চ্যুতা রাজ্যাদ্ ভবন্ত্যুদ্বেজিনোঽহয়ঃ ॥ ৪০ ॥

ন—না; **মে**—আমাকে; **ব্রহ্ম**—ব্রাহ্মণের; **ধনম্**—ধন; **ভূয়াৎ**—যেন আসে; **যৎ**—যা; **গৃধ্বা**—আকাঙ্ক্ষা করে; **অল্প-আয়ুষঃ**—স্বল্পায়ু; **নরাঃ**—মানুষেরা; **পরাজিতাঃ**—পরাজিত; **চ্যুতাঃ**—চ্যুত হয়; **রাজ্যাৎ**—রাজ্য; **ভবন্তি**—পরিণত হয়; **উদ্বেজিনঃ**—উদ্বেগজনক; **অহয়ঃ**—সর্প।

অনুবাদ

আমি ব্রাহ্মণের ধন কামনা করি না। যারা তা কামনা করে, তারা স্বল্পায়ু এবং পরাভূত হয়। তারা তাদের রাজ্য হারায় এবং অন্যের কাছে উদ্বেগ সৃষ্টিকারী সর্পে পরিণত হয়।

শ্লোক ৪১

বিপ্রং কৃতাগসমপি নৈব দ্রুহ্যত মামকাঃ ।
ঘ্নন্তং বহু শপন্তং বা নমস্কুরুত নিত্যশঃ ॥ ৪১ ॥

বিপ্রম্—জ্ঞানী ব্রাহ্মণ; **কৃত**—করলেও; **আগসম্**—পাপ; **অপি**—এমন কি; **ন**—না; **এব**—বস্তুত; **দ্রুহ্যত**—শত্রুর মতো আচরণ কর না; **মামকাঃ**—হে আমার অনুগামীগণ; **ঘ্নন্তম্**—শারীরিকভাবে আঘাত করে; **বহু**—বারম্বার; **শপন্তম্**—অভিশাপ দেয়; **বা**—বা; **নমঃ-কুরুত**—তোমরা প্রণাম নিবেদন করবে; **নিত্যশঃ**—সর্বদা।

অনুবাদ

আমার অনুগামীগণ, কোনও অপরাধ করলেও জ্ঞানী ব্রাহ্মণের সঙ্গে কঠোর আচরণ করবে না। এমন কি তিনি যদি তোমাকে শারীরিক ভাবে আক্রমণও করেন অথবা বারম্বার তোমাকে অভিশাপ প্রদান করেন, তবুও সর্বদা তাঁকে প্রণাম নিবেদন করবে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র তাঁর নিজ পরিজনগণকে এই শিক্ষা প্রদান করছেন না, বরং যারা নিজেদের পরমেশ্বর ভগবানের অনুগামীরূপে মনে করে তাদের সকলকেই তিনি তা প্রদান করছেন।

শ্লোক ৪২

যথাহং প্রণমে বিপ্রাননুকালং সমাহিতঃ ।
তথা নমত যূয়ং চ যোঽন্যথা মে স দণ্ডভাক্ ॥ ৪২ ॥

যথা—যেমন; **অহম্**—আমি; **প্রণমে**—প্রণাম নিবেদন করি; **বিপ্রান্**—ব্রাহ্মণদের; **অনু-কালম্**—সকল সময়; **সমাহিতঃ**—যত্ন সহকারে; **তথা**—তেমনি; **নমত**—প্রণাম নিবেদন করবে; **যূয়ম্**—তোমরা সকলে; **চ**—ও; **যঃ**—যে; **অন্যথা**—অন্যথা করবে; **মে**—আমার দ্বারা; **সঃ**—সে; **দণ্ড**—দণ্ডের; **ভাক্**—ভাগী হবে।

অনুবাদ

আমি যেমন সযত্নে ব্রাহ্মণদের প্রণাম নিবেদন করি, তেমনি তোমরাও তাঁদের প্রণাম নিবেদন করবে। যে তার অন্যথা করবে, আমি তাদের দণ্ডদান করব।

শ্লোক ৪৩

ব্রাহ্মণার্থো হ্যপহৃতো হর্তারং পাতয়ত্যধঃ ।
অজানন্তমপি হ্যেনং নৃগং ব্রাহ্মণগৌরিব ॥ ৪৩ ॥

ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণের; **অর্থঃ**—সম্পত্তি; **হি**—বস্তুত; **অপহৃতঃ**—অপহৃত; **হর্তারম্**—অপহর্তাকে; **পাতয়তি**—পতিত হয়; **অধঃ**—অধ; **অজান্তম্**—অজ্ঞাত; **অপি**—ও; **হি**—বস্তুতঃ; **এনম্**—এই ব্যক্তি; **নৃগম্**—রাজা নৃগ; **ব্রাহ্মণ**—ব্রাহ্মণের; **গৌঃ**—গাভী; **ইব**—যেমন।

অনুবাদ

কোনও ব্রাহ্মণের সম্পত্তি অজানিতভাবে অপহৃত হলে, তা অপহর্তার পতনের নিশ্চিত কারণ হয়, ঠিক যেমন, ব্রাহ্মণের গাভী অপহরণ করে নৃগের পরিণতি হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে প্রদর্শন করছেন যে, তাঁর নির্দেশগুলি নিতান্ত তত্ত্ব কথা নয়, কিন্তু প্রমাণিত সত্যও বটে—যেমন নৃগ মহারাজের ক্ষেত্রে বাস্তবিকই তা দেখা গেছে।

শ্লোক ৪৪

এবং বিশ্রাব্য ভগবান্ মুকুন্দো দ্বারকৌকসঃ ।
পাবনঃ সর্বলোকানাং বিবেশ নিজমন্দিরম্ ॥ ৪৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিশ্রাব্য**—শুনিয়ে; **ভগবান্**—ভগবান; **মুকুন্দঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **দ্বারকা-ওকসঃ**—দ্বারকার অধিবাসী; **পাবনঃ**—পবিত্রকারী; **সর্ব**—সকল; **লোকানাম্**—জগতের; **বিবেশ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **নিজ**—নিজ; **মন্দিরম্**—প্রাসাদে।

অনুবাদ

এইভাবে দ্বারকার অধিবাসীদের নির্দেশ প্রদান করে, সকল জগতের পবিত্রকারী ভগবান মুকুন্দ তাঁর প্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'নৃগরাজ উদ্ধার' নামক চতুষষ্টিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীবলরামের বৃন্দাবন পরিদর্শন

শ্রীবলরাম কিভাবে গোকুলে গিয়ে গোপীদের সঙ্গ উপভোগ করলেন এবং যমুনা নদীকে আকর্ষণ করে আনলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

একদিন শ্রীবলরাম তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং সুহৃদবর্গের সাথে সাক্ষাতের জন্য গোকুলে গিয়েছিলেন। তিনি যখন সেখানে উপস্থিত হলেন, তখন যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, সেই জ্যেষ্ঠা গোপীগণ ও শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা, নন্দ ও যশোদা, তাঁকে আলিঙ্গন করলেন ও আশীর্বাদ জানালেন। শ্রীবলরাম তাঁর শ্রদ্ধেয় প্রত্যেক জ্যেষ্ঠজনকে তাঁদের বয়স, সখ্যতা ও পারিবারিক সম্পর্ক অনুসারে যথাযথ শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন। গোকুলের অধিবাসীরা এবং শ্রীবলরাম পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসার পর, শ্রীভগবান তাঁর যাত্রায় বিরাম দিলেন।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই যুবতী গোপীরা শ্রীবলরামের কাছে এলেন এবং তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে কুশল প্রশ্নাদি করলেন। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, "কৃষ্ণ কি এখনও তাঁর পিতা-মাতা ও সখাদের স্মরণ করেন এবং তিনি কি তাঁদের দর্শন করার জন্য গোকুলে আসবেন? কৃষ্ণের জন্য আমরা সমস্ত কিছু ত্যাগ করেছিলাম—এমন কি আমাদের পিতা, মাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকেও—কিন্তু এখন তিনি আমাদের পরিত্যাগ করেছেন। তাঁর মধুর হাস্যময় মুখপদ্ম দর্শন করে এবং এইভাবে মদনদেবের তাড়নায় অভিভূত হয়ে, আমরা কিভাবে আর কৃষ্ণের কথায় বিশ্বাস রাখতে পারি? তবুও কৃষ্ণ যদি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর দিন অতিবাহিত করতে পারেন, তা হলে আমরাও বা কেন তাঁর বিরহ সহ্য করতে পারব না? তাই তাঁকে নিয়ে আর কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই।" এইভাবে, গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বাক্য, সুরম্য দৃষ্টিপাত, গমনভঙ্গি ও প্রেমালিঙ্গন স্মরণ করলেন এবং তার ফলে তাঁরা ক্রন্দন করতে শুরু করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের উদ্দেশ্যে যে চিত্তাকর্ষক বার্তা প্রদান করেছেন, এই কথা জানিয়ে শ্রীবলরাম তাঁদের আশ্বস্ত করলেন।

যমুনা তীরের কুঞ্জ বনগুলিতে গোপীদের সঙ্গে ক্রীড়া করে শ্রীবলরাম দু'মাস গোকুলে অতিবাহিত করেছিলেন। দেবতারা এই সকল লীলা প্রত্যক্ষ করে স্বর্গ থেকে দুন্দুভি ধ্বনি ও পুষ্পবর্ষণ করলেন এবং স্বর্গের ঋষিরা শ্রীবলরামের মহিমা কীর্তন করলেন।

একদিন বলরাম কিছু পরিমাণ *বারুণী* পানীয় পান করে মত্ত হয়ে উঠলেন এবং গোপীদের সঙ্গে বনে বিহার করতে লাগলেন। তিনি যমুনাকে আহ্বান করলেন, "কাছে এসো যাতে আমি এবং গোপীরা তোমার জলে ক্রীড়া করে আনন্দ উপভোগ করতে পারি।" কিন্তু যমুনা তাঁর নির্দেশ অগ্রাহ্য করলেন। শ্রীবলরাম তখন তাঁর লাঙলের অগ্রভাগ দিয়ে যমুনাকে শতধা বিভক্ত করে আকর্ষণ করতে শুরু করলেন। ভয়ে কম্পিত হয়ে দেবী যমুনা আবির্ভূত হয়ে ভগবান বলরামের চরণে পতিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। শ্রীভগবান তাঁকে মুক্তি দান করলেন এবং তার পরে তাঁর সখীদের নিয়ে কিছুক্ষণ ক্রীড়া করার জন্য যমুনার জলে নামলেন। তাঁরা যখন জল থেকে উঠলেন, তখন কান্তিদেবী ভগবান বলরামকে সুন্দর অলঙ্কার, বসন ও মাল্য উপহার নিবেদন করলেন। ভগবান শ্রীবলরামের লাঙ্গলের দ্বারা বহু ধারায় বিচ্ছিন্ন এবং অবদমিত হওয়ার চিহ্ন স্বরূপ আজও যমুনা নদী বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছেন।

শ্রীবলরাম যখন ক্রীড়া করছিলেন, তখন তাঁর মন গোপীদের লীলায় বিমুগ্ধ হয়েছিল। এইভাবে বহু রাত্রি তিনি তাঁদের সঙ্গে যাপন করলেও তাঁর কাছে তা একটি মাত্র রাত্রির মতো মনে হয়েছিল।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

বলভদ্রঃ কুরুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ রথমাস্থিতঃ ।
সুহৃদ্দিদৃক্ষুরুৎকণ্ঠঃ প্রযযৌ নন্দগোকুলম্ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **বলভদ্রঃ**—শ্রীবলরাম; **কুরু-শ্রেষ্ঠ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ (রাজা পরীক্ষিৎ); **ভগবান্**—ভগবান; **রথম্**—তাঁর রথে; **আস্থিতঃ**—আরোহণ করে; **সুহৃৎ**—তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবর্গ; **দিদৃক্ষুঃ**—দর্শন করার ইচ্ছায়; **উৎকণ্ঠঃ**—আগ্রহী হয়ে; **প্রযযৌ**—গমন করলেন; **নন্দ-গোকুলম্**—নন্দ মহারাজের গোপ গ্রামে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ, একবার শ্রীবলরাম তাঁর সুহৃদবর্গের সঙ্গে সাক্ষাতে আগ্রহী হয়ে, তাঁর রথে আরোহণ করে নন্দ গোকুলে গমন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী বর্ণনা করছেন যে, ভগবান শ্রীবলরামের শ্রীবৃন্দাবন যাত্রাও *হরি-বংশে* (*বিষ্ণু পর্ব* ৪৬/১০) বর্ণনা করা হয়েছে—

কশ্যচিদ্ অথ কালস্য স্মৃত্বা গোপেষু সৌহৃদম্ ।
জগামৈকো ব্রজং রামঃ কৃষ্ণস্যানুমতে স্থিতঃ ॥

"গোপগণের সঙ্গে একদা তিনি যে গভীর সখ্যতা উপভোগ করেছেন, তা স্মরণ করে, শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন গ্রহণ করে, শ্রীবলরাম একাকী ব্রজে গমন করলেন।" শ্রীকৃষ্ণ অন্যত্র বসবাসের জন্য চলে যাওয়ার ফলে বৃন্দাবনের সরল প্রাণ অধিবাসীরা মর্মাহিত হয়েই ছিলেন, তাই শ্রীবলরাম তাঁদের সান্ত্বনা প্রদানের জন্য সেখানে গিয়েছিলেন।

শুদ্ধপ্রেম-মহাসাগর শ্রীকৃষ্ণও কেন ব্রজে গমন করেননি, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করছেন। আচার্যদেব তাঁর ব্যাখ্যায় নিম্নোক্ত দুটি শ্লোকের উল্লেখ করছেন—

প্রেয়সীঃ প্রেমবিখ্যাতাঃ পিতরাবতিবৎসলৌ ।
প্রেমবশ্যশ্চকৃষ্ণস্তাংস্ত্যক্ত্বা নঃ কথমেষ্যতি ॥
ইতি মত্বৈব যদবঃ প্রত্যবধ্নন্ হরের্গতৌ ।
ব্রজপ্রেমপ্রবর্ধিস্বলীলাধীনত্বমীয়ুষঃ ॥

"যদুরা মনে করেছিলেন, "শ্রীভগবানের প্রীতিভাজন সখীরা তাঁদের শুদ্ধ, উন্নত প্রেমের জন্য প্রসিদ্ধ এবং তাঁর পিতা-মাতা তাঁর প্রতি অতীব স্নেহপরায়ণ। শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ প্রেমের অধীন হন, তাই তিনি যদি তাঁদের দর্শনে যান, তা হলে কিভাবে তিনি তাঁদের ত্যাগ করে আবার আমাদের কাছে ফিরে আসতে পারবেন?' এই চিন্তা মনে রেখে, যদুবর্গ শ্রীহরিকে যেতে বাধা দিলেন, কারণ তাঁরা জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ লীলার অধীন হয়ে থাকেন, তাই তার মধ্যেই তিনি ব্রজবাসীদের সঙ্গে নিত্য বিকশিতমান প্রেমের লীলায় অংশগ্রহণ করে থাকেন।

শ্লোক ২

পরিষ্বক্তশ্চিরোৎকণ্ঠৈর্গোপৈর্গোপীভিরেব চ ।
রামোঽভিবাদ্য পিতরাবাশীর্ভিরভিনন্দিতঃ ॥ ২ ॥

পরিষ্বক্তঃ—আলিঙ্গন করলেন; **চির**—দীর্ঘ সময়ের জন্য; **উৎকণ্ঠৈঃ**—উদ্বিগ্ন; **গোপৈঃ**—গোপগণের দ্বারা; **গোপীভিঃ**—গোপীগণের দ্বারা; **এব**—বস্তুত; **চ**—ও; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **অভিবাদ্য**—শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন; **পিতরৌ**—তাঁর পিতা-মাতাকে (নন্দ ও যশোদা); **আশীর্ভিঃ**—আশীর্বচন দ্বারা; **অভিনন্দিতঃ**—আনন্দের সঙ্গে অভিনন্দিত করলেন।

অনুবাদ

দীর্ঘ বিচ্ছেদের উদ্বিগ্নতার পরে গোপগণ এবং তাঁদের পত্নীরা শ্রীবলরামকে আলিঙ্গন করলেন। অতঃপর শ্রীভগবান তাঁর পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন এবং তাঁরা আনন্দিত হয়ে আশীর্বচন দ্বারা অভিনন্দিত করলেন।

তাৎপর্য

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নোক্ত শ্লোকটি উপস্থাপন করছেন—

নিত্যানন্দস্বরূপোঽপি প্রেমতপ্তো ব্রজৌকসাম্ ।
যযৌ কৃষ্ণমপিত্যক্ত্বা যস্তং রামং মুহুস্তুমঃ ॥

"আমরা বারম্বার শ্রীবলরামের বন্দনা করি। যদিও তিনি নিত্যানন্দ, নিত্য আনন্দের আদি পুরুষ, তবু তিনি ব্রজবাসীদের জন্য তাঁর প্রেমের মাধ্যমে ব্যথা অনুভব করেন এবং তাই তিনি, শ্রীকৃষ্ণকে ছেড়ে যাওয়ার ব্যথা নিয়েই ব্রজবাসীদের দর্শন করার জন্য চলে গেলেন।

শ্লোক ৩

চিরং নঃ পাহি দাশার্হ সানুজো জগদীশ্বরঃ ।
ইত্যারোপ্যাঙ্কমালিঙ্গ্য নেত্রৈঃ সিষিচতুর্জলৈঃ ॥ ৩ ॥

চিরম্—দীর্ঘ সময়ের জন্য; **নঃ**—আমরা; **পাহি**—দয়া করে রক্ষা কর; **দাশার্হ**—হে দশার্হ বংশজ; **স**—একত্রে; **অনুজঃ**—আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা; **জগৎ**—জগতের; **ঈশ্বরঃ**—ঈশ্বর; **ইতি**—এইভাবে বলে; **আরোপ্য**—তুলে নিয়ে; **অঙ্কম্**—তাঁদের কোলে; **আলিঙ্গ্য**—আলিঙ্গন করে; **নেত্রৈঃ**—তাঁদের নেত্র হতে; **সিষিচতুঃ**—তাঁরা অভিষিক্ত করলেন; **জলৈঃ**—জল দ্বারা।

অনুবাদ

[নন্দ ও যশোদা প্রার্থনা করলেন,] "হে দশার্হ বংশজ, হে জগদীশ্বর, তুমি এবং তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণ যেন চিরকাল আমাদের রক্ষা করো।" এই বলে, তাঁরা শ্রীবলরামকে তাঁদের কোলে তুলে নিলেন, তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁদের চোখের জলে তাঁকে অভিষিক্ত করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী এই শ্লোকের নিম্নোক্ত ভাষ্য প্রদান করেছেন,—"নন্দ এবং যশোদা শ্রীবলরামের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, 'তুমি, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে

একত্রে আমাদের রক্ষা করো'। তিনি যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সেই সত্যের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা এইভাবে তাঁরা প্রকাশ করলেন এবং তাঁদের আপন পুত্র রূপে তাঁকে তাঁরা কতখানি মনোযোগের সঙ্গে চিন্তা করেন, তাও তাঁরা প্রদর্শন করলেন।"

শ্লোক ৪-৬

গোপবৃদ্ধাংশ্চ বিধিবদ্যবিষ্ঠৈরভিবন্দিতঃ ।
যথাবয়ো যথাসখ্যং যথাসম্বন্ধমাত্মনঃ ॥ ৪ ॥
সমুপেত্যাথ গোপালান্ হাস্যহস্তগ্রহাদিভিঃ ।
বিশ্রান্তং সুখমাসীনং পপ্রচ্ছুঃ পর্যুপাগতাঃ ॥ ৫ ॥
পৃষ্টাশ্চানাময়ং স্বেষু প্রেমগদ্গদয়া গিরা ।
কৃষ্ণে কমলপত্রাক্ষে সংন্যস্তাখিলরাধসঃ ॥ ৬ ॥

গোপ—গোপগণের; **বৃদ্ধান্**—বৃদ্ধ; **চ**—এবং; **বিধি-বৎ**—বৈদিক বিধি অনুসারে; **যবিষ্ঠৈঃ**—কনিষ্ঠদের দ্বারা; **অভিবন্দিতঃ**—শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিনন্দিত; **যথা-বয়ঃ**—বয়স অনুসারে; **যথা-সখ্যম্**—সখ্যতা অনুসারে; **যথা-সম্বন্ধম্**—পারিবারিক সম্পর্ক অনুসারে; **আত্মনঃ**—নিজে; **সমুপেত্য**—মিলিত হয়ে; **অথ**—অতঃপর; **গোপালান্**—গোপগণ; **হাস্য**—হাস্যের সঙ্গে; **হস্ত-গ্রহ**—তাঁদের হাত ধরে; **আদিভিঃ**—ইত্যাদি; **বিশ্রান্তম্**—বিশ্রাম গ্রহণ করলেন; **সুখম্**—সুখে; **আসীনম্**—উপবেশন করে; **পপ্রচ্ছুঃ**—তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন; **পর্যুপাগতাঃ**—সকল দিকে সমবেত হয়ে; **পৃষ্টাঃ**—প্রশ্ন করলেন; **চ**—এবং; **অনাময়ম্**—স্বাস্থ্য বিষয়ে; **স্বেষু**—তাঁদের প্রিয় সখার বিষয়ে; **প্রেম**—প্রেমবশতঃ; **গদ্গদয়া**—কম্পমান; **গিরা**—কণ্ঠে; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণের জন্য; **কমল**—পদ্মের; **পত্র**—পাপড়ির মতো; **অক্ষে**—যাঁর দুই চোখ; **সংন্যস্ত**—অর্পিত; **অখিল**—সকল; **রাধসঃ**—জাগতিক অধিকার।

অনুবাদ

শ্রীবলরাম অতঃপর বৃদ্ধ গোপগণকে যথাযথ শ্রদ্ধা জানালেন এবং সকল কনিষ্ঠজনেরা তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিনন্দিত করল। তিনি তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে বয়স, সখ্যতার স্তর ও পারিবারিক সম্পর্ক অনুসারে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করে স্মিত হাস্য, করমর্দন ইত্যাদির দ্বারা তাঁদের সকলের সঙ্গে মিলিত হলেন। তারপর, বিশ্রাম গ্রহণের পর, শ্রীভগবান একটি আরামদায়ক আসন গ্রহণ করলেন এবং তাঁরা সকলে তাঁর চতুর্দিকে সমবেত হলেন। তাঁর জন্য প্রেমাপ্লুত কম্পিত কণ্ঠে, সেই সকল গোপগণ, যাঁরা তাঁদের সর্বস্ব কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ

করেছেন, তাঁরা [দ্বারকায়] তাঁদের প্রিয়জনের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন এবং তার পরিবর্তে শ্রীবলরামও গোপবৃন্দের সঙ্গে কুশল বিনিময় করলেন।

শ্লোক ৭

কচ্চিন্নো বান্ধবা রাম সর্বে কুশলমাসতে ।
কচ্চিৎ স্মরথ নো রাম যূয়ং দারসুতান্বিতাঃ ॥ ৭ ॥

কচ্চিৎ—কি; **নঃ**—আমাদের; **বান্ধবাঃ**—আত্মীয়-স্বজন; **রাম**—হে বলরাম; **সর্বে**—সকলে; **কুশলম্**—কুশল; **অসতে**—আছেন; **কচ্চিৎ**—কি; **স্মরথ**—স্মরণ করেন; **নঃ**—আমাদের; **রাম**—হে রাম; **যূয়ম্**—তোমরা সকলে; **দার**—পত্নী সহ; **সুত**—এবং পুত্র; **অন্বিতাঃ**—একত্রে।

অনুবাদ

[গোপগণ বললেন—] হে রাম, আমাদের সকল আত্মীয়-স্বজন কুশলে আছেন তো? এবং রাম, তোমরা সকলে তোমাদের স্ত্রী ও পুত্রসহ এখনও কি আমাদের স্মরণ কর?

শ্লোক ৮

দিষ্ট্যা কংসো হতঃ পাপো দিষ্ট্যা মুক্তাঃ সুহৃজ্জনাঃ ।
নিহত্য নির্জিত্য রিপূন্ দিষ্ট্যা দুর্গং সমাশ্রিতাঃ ॥ ৮ ॥

দিষ্ট্যা—সৌভাগ্যক্রমে; **কংসঃ**—কংস; **হত**—হত হয়েছে; **পাপঃ**—পাপ; **দিষ্ট্যা**—সৌভাগ্যক্রমে; **মুক্তঃ**—মুক্ত; **সুহৃৎ-জনাঃ**—প্রিয় আত্মীয়-স্বজন; **নিহত্য**—নিহত করে; **নির্জিত্য**—জয় করে; **রিপূন্**—শত্রুদের; **দিষ্ট্যা**—সৌভাগ্যক্রমে; **দুর্গম্**—দুর্গ; **সমাশ্রিতাঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করেছ।

অনুবাদ

এটি আমাদের মহাসৌভাগ্য যে পাপী কংস নিহত হয়েছে এবং আমাদের প্রিয় আত্মীয়-স্বজন মুক্ত হয়েছে। এবং আমাদের আরও সৌভাগ্য যে, আমাদের আত্মীয়-স্বজন তাঁদের শত্রুদের নিহত ও পরাজিত করেছেন এবং এক মহা দুর্গে সম্পূর্ণ সুরক্ষা লাভ করেছেন।

শ্লোক ৯

গোপ্যো হসন্তঃ পপ্রচ্ছু রামসন্দর্শনাদৃতাঃ ।
কচ্চিদাস্তে সুখং কৃষ্ণঃ পুরস্ত্রীজনবল্লভঃ ॥ ৯ ॥

গোপ্যঃ—গোপীগণ; **হসন্ত্যঃ**—হাস্য সহকারে; **পপ্রচ্ছুঃ**—জিজ্ঞাসা করলেন; **রাম**—শ্রীবলরামের; **সন্দর্শন**—নিজ দর্শন দ্বারা; **আদৃতাঃ**—সম্মানিতা; **কচ্চিৎ**—কি;

আস্তে—বাস করছেন; **সুখম্**—সুখে; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **পুর**—নগরীর; **স্ত্রী-জন**—স্ত্রীগণের; **বল্লভঃ**—প্রিয়তম।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—] শ্রীবলরামের সাক্ষাৎ দর্শনে সম্মানিতা বোধ করে গোপীরা হাসলেন এবং তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "পুর-স্ত্রীজনের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ সুখে আছেন তো?

তাৎপর্য

আচার্যবর্গের মতানুসারে, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা সখীগণ দিব্য উন্মাদনায় হাসছিলেন, কারণ তাঁদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বিরহে তাঁরা অত্যন্ত অসুখী বোধ করছিলেন। শ্রীরাম তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাঁদের পরম প্রেমকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন এবং তাই *রামসন্দর্শনাদৃতাঃ* শব্দটি এই অর্থ বহন করছে যে, বলরাম গোপীদের সমাদর করেছিলেন এবং একই সঙ্গে বোঝাচ্ছে যে, তাঁরাও তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছিলেন।

শ্লোল ১০

কচ্চিৎ স্মরতি বা বন্ধূন্ পিতরং মাতরং চ সঃ ।
অপ্যসৌ মাতরং দ্রষ্টুং সকৃদপ্যাগমিষ্যতি ।
অপি বা স্মরতেঽস্মাকমনুসেবাং মহাভুজঃ ॥ ১০ ॥

কচ্চিৎ—কি; **স্মরতি**—স্মরণ করেন; **বা**—বা; **বন্ধূন্**—তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গ; **পিতরম্**—তাঁর পিতা; **মাতরম্**—তাঁর মাতা; **চ**—এবং; **সঃ**—তিনি; **অপি**—ও; **অসৌ**—তার নিজের; **মাতরম্**—তার মাতা; **দ্রষ্টুম্**—দেখতে; **সকৃৎ**—একবার; **অপি**—এমন কি; **আগমিষ্যতি**—আগমন করবেন; **অপি**—বস্তুত; **বা**—বা; **স্মরতে**—তিনি স্মরণ করেন; **অস্মাকম্**—আমাদের; **অনুসেবাম্**—নিরন্তর সেবা; **মহা**—মহা; **ভুজঃ**—যাঁর দুই বাহু।

অনুবাদ

"তিনি কি তাঁর পরিবারের সদস্যদের স্মরণ করেন, বিশেষত তাঁর পিতা ও মাতাকে? আপনি কি মনে করেন যে, তিনি কখনও তাঁর মাতাকে একবারের জন্যও দর্শন করতে আসবেন? এবং মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ কি তাঁর জন্য আমাদের নিরন্তর সেবার কথা স্মরণ করেন?

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করছেন যে, ফুলের মালা গেঁথে, নিপুণতার সঙ্গে সুগন্ধি ব্যবহার করে, এবং ফুলের পাপড়ি দিয়ে চন্দ্রাতপ, শয্যা ও পাখা

প্রস্তুত করে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতেন। প্রেমের এই সকল সরল আচরণ দ্বারা, গোপীরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি সর্বোত্তম সেবা নিবেদন করতেন।

শ্লোক ১১-১২

**মাতরং পিতরং ভ্রাতৄন্ পতীন্ পুত্রান্ স্বসৄনপি ।
যদর্থে জহিম দাশার্হ দুস্ত্যজান্ স্বজনান্ প্রভো ॥ ১১ ॥
তা নঃ সদ্যঃ পরিত্যজ্য গতঃ সঞ্ছিন্নসৌহৃদঃ ।
কথং নু তাদৃশঃ স্ত্রীভির্ন শ্রদ্ধীয়েত ভাষিতম্ ॥ ১২ ॥**

মাতরম্—মাতা; **পিতরম্**—পিতা; **ভ্রাতৄন্**—ভ্রাতা; **পতীন্**—পতি; **পুত্রান্**—পুত্র; **স্বসৄন্**—ভগিনী; **অপি**—ও; **যৎ**—যার; **অর্থে**—জন্য; **জহিম্**—আমরা ত্যাগ করেছি; **দাশার্হ**—হে দাশার্হ বংশজ; **দুস্ত্যজান্**—দুস্ত্যজ; **স্ব-জনান্**—আপনজনকে; **প্রভো**—হে প্রভু; **তাঃ**—এই নারীরা; **নঃ**—আমাদের; **সদ্যঃ**—সহসা; **পরিত্যজ্য**—পরিত্যাগ করে; **গতঃ**—গেলেন; **সঞ্ছিন্ন**—ছিন্ন করে; **সৌহৃদঃ**—সখ্যতা; **কথম্**—কিভাবে; **নু**—বস্তুত; **তাদৃশম্**—তাদৃশ; **স্ত্রীভিঃ**—স্ত্রীদের দ্বারা; **ন শ্রদ্ধীয়েত**—বিশ্বাস করবে না; **ভাষিতম্**—কথিত বাক্যে।

অনুবাদ

"শ্রীকৃষ্ণের জন্য, হে দাশার্হ বংশজ, আমরা আমাদের মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পতি, পুত্র এবং ভগিনীদের পরিত্যাগ করেছি, যদিও এই সকল পারিবারিক সম্পর্ক ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু এখন, হে প্রভু, সেই কৃষ্ণ সহসা আমাদের ত্যাগ করে, আমাদের সঙ্গে সকল প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করে চলে গেছেন। তবুও কোনও নারী কেমন করে তাঁর প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করতে না পারে?

শ্লোক ১৩

**কথং নু গৃহ্ণন্ত্যনবস্থিতাত্মনো
বচঃ কৃতঘ্নস্য বুধাঃ পুরস্ত্রিয়ঃ ।
গৃহ্ণন্তি বৈ চিত্রকথস্য সুন্দর-
স্মিতাবলোকোচ্ছ্বসিতস্মরাতুরাঃ ॥ ১৩ ॥**

কথম্—কিভাবে; **নু**—বস্তুত; **গৃহ্ণন্তি**—তারা গ্রহণ করবে; **অনবস্থিত**—অস্থির; **আত্মনঃ**—চিত্ত; **বচঃ**—বাক্যগুলি; **কৃতঘ্নস্য**—অকৃতজ্ঞ; **বুধাঃ**—বুদ্ধিমান; **পুর**—নগরীর; **স্ত্রিয়ঃ**—নারীরা; **গৃহ্ণন্তি**—তারা গ্রহণ করে; **বৈ**—বস্তুত; **চিত্র**—বিচিত্র;

কথস্য—কথায়; **সুন্দর**—সুন্দর; **স্মিত**—হাস্য; **অবলোক**—দৃষ্টিপাত দ্বারা; **উচ্ছ্বসিত**—উচ্ছ্বসিত; **স্মর**—কামনা দ্বারা; **আতুরাঃ**—ক্ষোভিত।

অনুবাদ

"কিভাবে বুদ্ধিমান পুর-রমণীরা একজন অস্থিরচিত্ত ও অকৃতজ্ঞের কথায় বিশ্বাস করতে পারে? তারা অবশ্যই তাঁকে বিশ্বাস করবে, কারণ তিনি এত বিচিত্রভাবে কথা বলেন এবং তাঁর সুন্দর সহাস্য দৃষ্টিপাতে তাঁদের কামনা জাগরিত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, কয়েকজন গোপী এই শ্লোকের প্রথম দুই পংক্তি বলেছেন এবং অন্যেরা পরের দুই পংক্তিতে উত্তর প্রদান করেছেন।

শ্লোক ১৪

কিং নস্তৎকথয়া গোপ্যঃ কথাঃ কথয়তাপরাঃ ।
যাত্যস্মাভির্বিনা কালো যদি তস্য তথৈব নঃ ॥ ১৪ ॥

কিম্—কি (কাজ); **নঃ**—আমাদের জন্য; **তৎ**—তাঁর সম্বন্ধে; **কথয়া**—আলোচনায়; **গোপ্যঃ**—হে গোপীগণ; **কথাঃ**—বিষয়; **কথয়ত**—বর্ণনা কর; **অপরাঃ**—অন্য; **যাতি**—অতিবাহিত হয়; **অস্মাভিঃ**—আমাদেরও; **বিনা**—ব্যতীত; **কালঃ**—সময়; **যদি**—যদি; **তস্য**—তাঁর; **তথা এব**—সেইভাবে; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

"হে গোপীগণ, কেন তাঁর সম্বন্ধে কথা বলে বিরক্ত করছ? দয়া করে অন্য কোন কথা বল। তিনি যদি আমাদের ছাড়াই তাঁর সময় কাটাতে চান, তা হলে আমরাও একইভাবে [তাঁকে ছাড়াই] আমাদের দিন কাটাতে পারব।"

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করছেন যে, গোপীরা এখানে সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের ছাড়া সুখে তাঁর সময় অতিবাহিত করছেন, অথচ তাঁরা তাঁদের ঈশ্বরকে ছাড়া অত্যন্ত দুঃখী। এই হচ্ছে তাঁর ও তাঁদের মধ্যে পার্থক্য। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নোক্ত ভাষ্য যোগ করছেন—

"নিজেদের অন্য নারীদের চেয়ে ভিন্ন মনে করে, গোপীরা এইভাবে ভাবলেন—'যদি অন্য রমণীরা তাদের প্রেমিকের সঙ্গে একত্রে থাকে, তারা জীবন ধারণ করে, এবং যদি তারা বিচ্ছিন্ন হয়, তাদের মৃত্যু হয়। কিন্তু আমরা মরিও নি, বাঁচিও নি। এই হচ্ছে ভাগ্য, যা অদৃষ্ট আমাদের কপালে লিখেছেন। কোন প্রতিকার আমরা পেতে পারি?'"

শ্লোক ১৫

ইতি প্রহসিতং শৌরের্জল্পিতং চারুবীক্ষিতম্ ।
গতিং প্রেমপরিষ্বঙ্গং স্মরন্ত্যো রুরুদুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি—এইভাবে বলে; **প্রহসিতম্**—হাস্য; **শৌরেঃ**—শ্রীকৃষ্ণের; **জল্পিতম্**—মনোহর কথোপকথন; **চারু**—আকর্ষণীয়; **বীক্ষিতম্**—দৃষ্টিপাত করে; **গতিম্**—পদচারণা; **প্রেম**—প্রেম; **পরিষ্বঙ্গম্**—আলিঙ্গন; **স্মরণত্যঃ**—স্মরণ করে; **রুরুদুঃ**—ক্রন্দন করলেন; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণীরা।

অনুবাদ

এই সকল কথা বলতে বলতে গোপীরা ভগবান শৌরির হাস্য, তাঁদের সঙ্গে তাঁর মধুর কথোপকথন, তাঁর আকর্ষণীয় দৃষ্টিপাত, তাঁর বিচরণভঙ্গী এবং তাঁর প্রেমালিঙ্গন স্মরণ করছিলেন। এইভাবে তাঁরা রোদন করতে শুরু করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এইভাবে ভাষ্য প্রদান করছেন—"গোপীরা ভেবেছিলেন 'কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর অমৃতময় হাস্যের তীক্ষ্ণতা দিয়ে আমাদের হৃদয় বিদ্ধ করার পর, চলে গেলেন। তা হলে তিনি যখন পুর-রমণীদের সঙ্গে সেই একই আচরণ করবেন, তখন কেন তাদের মৃত্যু হবে না?" এই ধরনের চিন্তা ভাবনায় বিহ্বল গোপীরা শ্রীবলদেবের উপস্থিতিতেই রোদন করতে শুরু করলেন।"

শ্লোক ১৬

সঙ্কর্ষণস্তাঃ কৃষ্ণস্য সন্দেশৈর্হৃদয়ঙ্গমৈঃ ।
সান্ত্বয়ানামাস ভগবান্ নানানুনয়কোবিদঃ ॥ ১৬ ॥

সঙ্কর্ষণঃ—শ্রীবলরাম, পরম আকর্ষক; **তাঃ**—তাঁদের; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **সন্দেশৈঃ**—গোপন বার্তার দ্বারা; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **গমৈঃ**—স্পর্শকারী; **সান্ত্বয়াম্ আস**—সান্ত্বনা প্রদান করলেন; **ভগবান্**—ভগবান; **নানা**—বিভিন্ন ধরনের; **অনুনয়**—অনুনয়ে; **কোবিদঃ**—দক্ষ।

অনুবাদ

বিভিন্ন ধরনের অনুনয়ে দক্ষ, সকল জীবের আকর্ষক ভগবান শ্রীবলরাম, তাঁর সঙ্গে পাঠানো শ্রীকৃষ্ণের গোপন বার্তা গোপীদের কাছে বর্ণনা করে তাঁদের সান্ত্বনা দিলেন। এই সমস্ত বার্তা গভীরভাবে গোপীদের হৃদয় স্পর্শ করল।

তাৎপর্য

শ্রীবিষ্ণু পুরাণ (৫/২৪/২০) থেকে শ্রীল জীব গোস্বামী নিম্নোক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন, যা শ্রীবলরাম দ্বারা গোপীদের জন্য নিয়ে আসা শ্রীকৃষ্ণের গোপন বার্তাটি বর্ণনা করছে—

সন্দেশৈঃ সাম-মধুরৈঃ প্রেম-গর্ভৈরগর্বিতৈঃ ।
রামেণাশ্বাসিতা গোপ্যঃ কৃষ্ণস্যাতি-মনোহরৈঃ ॥

"শ্রীকৃষ্ণের পরম মধুর বার্তাগুলি গোপীদের দিয়ে শ্রীবলরাম তাঁদের সান্ত্বনা প্রদান করেছিলেন, যা ছিল মধুর শুভেচ্ছার প্রকাশ, যা ছিল গোপীদের জন্য শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ প্রেমে উদ্বুদ্ধ এবং বিন্দুমাত্র দর্পহীন।" শ্রীল জীব গোস্বামী আরও বলছেন যে, সঙ্কর্ষণ নামটির ব্যবহার এখানে ইঙ্গিত করছে যে, বলরাম তাঁর মনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে আবির্ভূত হওয়ার জন্য আকর্ষণ করেছিলেন এবং এইভাবে তিনি গোপীদের শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করালেন। তাই বলরাম শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা সখীদের সান্ত্বনা প্রদান করেছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ বার্তা প্রেরণ করেছিলেন। কিছু বার্তায় গোপীদের চিন্ময় জ্ঞান নির্দেশ করেছিলেন, অন্যান্য বার্তা ছিল তাদের মন পাওয়ার জন্য এবং তবুও অবশিষ্ট বার্তা শ্রীভগবানের শক্তিকে প্রকাশিত করেছিলেন। এর প্রদত্ত অর্থ ছাড়াও, *হৃদয়ং গমৈঃ* শব্দটি আরও বোঝায় যে, এইসমস্ত বার্তা ছিল গোপনীয়।

শ্লোক ১৭

দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীন্মধুং মাধবমেব চ ।
রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্ ॥ ১৭ ॥

দ্বৌ—দুই; **মাসৌ**—মাস; **তত্র**—সেখানে (গোকুলে); **চ**—এবং; **অবাৎসীৎ**—বাস করলেন; **মধুম্**—মধু (বসন্ত সমাগমের সময়, বৈদিক পঞ্জিকার প্রথম মাস); **মাধবম্**—মাধব (দ্বিতীয় মাস); **এব**—বস্তুত; **চ**—ও; **রামঃ**—বলরাম; **ক্ষপাসু**—রাত্রিকালে; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **গোপীনাম্**—গোপীদের সঙ্গে; **রতিম্**—দাম্পত্য সুখ; **আবহন্**—আনয়ন করে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবলরাম সেখানে মধু ও মাধব এই দুই মাস বিশ্রাম গ্রহণ করলেন এবং রাত্রিকালে তিনি তাঁর গোপসখীগণকে প্রণয় সুখ প্রদান করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করছেন যে, গোপীগণ, যাঁরা শ্রীবলরামের গোকুল দর্শনের সময় তাঁর সঙ্গে প্রণয় বিষয় উপভোগ করেছিলেন, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের রাস নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেননি, কারণ তাঁরা তখন খুব ছোট ছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী *ভাগবত* (১০/১৫/৮) থেকে একটি বাক্যের উদ্ধৃতি প্রদান করে এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করেছেন,—*গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োঃ*—এই কথাটি বোঝাচ্ছে যে, সেখানে নির্দিষ্ট কিছু গোপী ছিলেন যারা শ্রীবলরামের সখী রূপে আচরণ করতেন। অধিকন্তু, জীব গোস্বামী উল্লেখ করছেন যে, শঙ্খচূড়কে হত্যার সময় যখন হোলি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছিল, তখন বলরাম যে সকল গোপীদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন, তারা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ যাঁদের সঙ্গ উপভোগ করেছিলেন তাঁদের থেকে ভিন্ন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই ব্যাখ্যার সঙ্গে সহমত পোষণ করেন।

শ্লোক ১৮

পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে কৌমুদীগন্ধবায়ুনা ।
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ ॥ ১৮ ॥

পূর্ণ—পূর্ণ; **চন্দ্র**—চন্দ্রের; **কলা**—কিরণ দ্বারা; **মৃষ্টে**—স্নাত; **কৌমুদী**—জ্যোৎস্নায় প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের মতো; **গন্ধ**—গন্ধ (বহনকারী); **বায়ুনা**—বায়ু দ্বারা; **যমুনা**—যমুনা নদীর; **উপবনে**—একটি উদ্যানে; **রেমে**—তিনি উপভোগ করলেন; **সেবিতে**—সেবিত; **স্ত্রী**—স্ত্রীগণ; **গণৈঃ**—বহু দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবৃত হয়ে।

অনুবাদ

বহু রমণীর সঙ্গে যমুনা নদীর তীরে একটি উদ্যানে শ্রীবলরাম আনন্দ উপভোগ করলেন। সেই উদ্যান পূর্ণ চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় স্নাত ছিল ও বায়ুবাহিত রাত্রে প্রস্ফুটিত পদ্মের সৌরভের সোহাগ স্পর্শিত ছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, শ্রীরামঘাট নামে পরিচিত এক স্থানে, যমুনার তীরবর্তী এক উপবনে শ্রীবলরামের প্রণয় লীলা সংঘটিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৯

বরুণপ্রেষিতা দেবী বারুণী বৃক্ষকোটরাৎ ।
পতন্তী তদ্বনং সর্বং স্বগন্ধেনাধ্যবাসয়ৎ ॥ ১৯ ॥

বরুণ—সাগরের দেবতা, বরুণ দ্বারা; **প্রেষিতা**—প্রেরিত; **দেবী**—দিব্য; **বারুণী**—বারুণী পানীয়; **বৃক্ষ**—একটি বৃক্ষের; **কোটরাৎ**—কোটর হতে; **পতন্তি**—প্রবাহিত; **তৎ**—সেই; **বনম্**—বন; **সর্বম্**—সমগ্র; **স্ব**—তার নিজ; **গন্ধেন**—গন্ধে; **অধ্যবাসয়ৎ**—আরও সুবাসিত করে তুললো।

অনুবাদ

বরুণদেবের পাঠানো, দিব্য বারুণী পানীয় একটি বৃক্ষ কোটর হতে প্রবাহিত হয়ে তার মধুর গন্ধে সমগ্র বন আরও সুবাসিত করেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, বারুণী পানীয়টি মধু থেকে শোধন করা। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর যোগ করছেন যে, বরুণের ভগিনী, বারুণী দেবী সেই বিশেষ দিব্য পানীয়টির অধিশ্বরী বিগ্রহ। *হরি-বংশ* থেকে আচার্য এই উক্তিটিও উদ্ধৃত করেছেন—*সমীপং প্রেষিতা পিত্রা বরুণেন তবানঘ*—"আমার পিতা, বরুণ, আমাকে আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন, হে নিষ্পাপ।"

শ্লোক ২০

তং গন্ধং মধুধারায়া বায়ুনোপহৃতং বলঃ ।
আঘ্রায়োপগতস্তত্র ললনাভিঃ সমং পপৌ ॥ ২০ ॥

তম্—সেই; **গন্ধম্**—সৌরভ; **মধু**—মধুর; **ধারায়াঃ**—ধারা; **বায়ুনা**—বায়ু দ্বারা; **উপহৃতম্**—কাছে আনীত; **বলঃ**—শ্রীবলরাম; **আঘ্রায়**—ঘ্রাণ গ্রহণ করে; **উপগতঃ**—উপস্থিত হয়ে; **তত্র**—যেখানে; **ললনাভিঃ**—যুবতীদের সঙ্গে; **সমম্**—একত্রে; **পপৌ**—পান করলেন।

অনুবাদ

বায়ু সেই মিষ্ট পানীয় ধারার সৌরভ বলরামের কাছে বয়ে আনল এবং তিনি তার ঘ্রাণ গ্রহণ করে সেই বৃক্ষের কাছে গেলেন। সেখানে তিনি ও তাঁর স্ত্রী সঙ্গীগণ তা পান করলেন।

শ্লোক ২১

উপগীয়মানো গন্ধর্বৈর্বনিতাশোভিমণ্ডলে ।
রেমে করেণুযূথেশো মাহেন্দ্র ইব বারণঃ ॥ ২১ ॥

উপগীয়মানঃ—গানে স্তুত হয়ে; **গন্ধর্বৈঃ**—গন্ধর্বগণ দ্বারা; **বনিতা**—যুবতীগণ দ্বারা; **শোভি**—শোভিত; **মণ্ডলে**—মণ্ডলে; **রেমে**—তিনি উপভোগ করলেন; **করেণু**—

হস্তিনীর; **যূথ**—যূথের; **ঈশ্বঃ**—অধিপতি; **মহা-ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্রের; **ইব**—মতো; **বারণঃ**—হস্তী (ঐরাবত নামক)।

অনুবাদ

গন্ধর্বরা যখন শ্রীবলরামের মহিমা গান করছিলেন, তখন তিনি যুবতী রমণীদের উজ্জ্বল পরিমণ্ডলের মধ্যে আনন্দ উপভোগ করছিলেন। তাঁকে হস্তিনী সঙ্গ মধ্যে উপভোগরত ইন্দ্রের হস্তী, রাজকীয় ঐরাবতের মতো মনে হচ্ছিল।

শ্লোক ২২

নেদুর্দুন্দুভয়ো ব্যোম্নি ববৃষুঃ কুসুমৈর্মুদা ।
গন্ধর্বা মুনয়ো রামং তদ্বীর্যৈরীড়িরে তদা ॥ ২২ ॥

নেদুঃ—ধ্বনিত হল; **দুন্দুভয়ঃ**—দুন্দুভি; **ব্যোম্নি**—আকাশে; **ববৃষুঃ**—বর্ষিত হল; **কুসুমৈঃ**—পুষ্পসহ; **মুদা**—আনন্দে; **গন্ধর্বাঃ**—গন্ধর্বগণ; **মুনয়ঃ**—মহা ঋষিগণ; **রামম্**—শ্রীবলরাম; **তৎ-বীর্যৈঃ**—তাঁর বীরত্বপূর্ণ কর্মসমূহ; **ঈড়িরে**—স্তুতি করলেন; **তদা**—তখন।

অনুবাদ

সেই সময় আকাশে দুন্দুভি ধ্বনিত হচ্ছিল, গন্ধর্বগণ আনন্দে পুষ্পবর্ষণ করছিলেন এবং মহান ঋষিগণ শ্রীবলরামের বীরত্বসূচক কর্মের স্তুতি করছিলেন।

শ্লোক ২৩

উপগীয়মানচরিতো বনিতাভির্হলায়ুধঃ ।
বনেষু ব্যচরৎ ক্ষীবো মদবিহ্বললোচনঃ ॥ ২৩ ॥

উপগীয়মান—গীত হয়ে; **চরিতঃ**—তাঁর লীলাসমূহ; **বনিতাভিঃ**—রমণীরা; **হলায়ুধঃ**—শ্রীবলরাম; **বনেষু**—বনের মধ্যে; **ব্যচরৎ**—বিচরণ করলেন; **ক্ষীবো**—মত্ত হয়ে; **মদ**—মদ দ্বারা; **বিহ্বল**—বিহ্বল; **লোচনঃ**—তাঁর দুই নয়নে।

অনুবাদ

তাঁর আচরণ যখন গীত হচ্ছিল, তখন শ্রীহলায়ুধ তাঁর সখীদের সঙ্গে বিভিন্ন বনের মধ্যে মত্ত হয়ে বিচরণ করছিলেন। পানীয়ের প্রভাবে তাঁর দু'চোখ বিঘূর্ণিত হচ্ছিল।

শ্লোক ২৪-২৫

স্রগ্ব্যেককুণ্ডলো মত্তো বৈজয়ন্ত্যা চ মালয়া ।
বিভ্রৎ স্মিতমুখাম্ভোজং স্বেদপ্রালেয়ভূষিতম্ ॥ ২৪ ॥

স আজুহাব যমুনাং জলক্রীড়ার্থমীশ্বরঃ ।
নিজবাক্যমনাদৃত্য মত্ত ইত্যাপগাং বলঃ ।
অনাগতাং হলাগ্রেণ কুপিতো বিচকর্ষ হ ॥ ২৫ ॥

স্রক্-বী—মালায়; **এক**—একটি; **কুণ্ডলঃ**—কুণ্ডল; **মত্তঃ**—আনন্দে মত্ত হয়ে; **বৈজয়ন্ত্যা**—বৈজয়ন্তী নামক; **চ**—এবং; **মালয়া**—মাল্য দ্বারা; **বিভ্রৎ**—ধারণ করে; **স্মিত**—হাস্য; **মুখ**—তাঁর মুখ; **অম্বোজম্**—পদ্মসদৃশ; **স্বেদ**—স্বেদবিন্দুর; **প্রালেয়**—হিমকণা দ্বারা; **ভূষিতম্**—বিভূষিত হয়ে; **সঃ**—তিনি; **আজুহাব**—আহ্বান করলেন; **যমুনাম্**—যমুনা নদীকে; **জল**—জলে; **ক্রীড়া**—ক্রীড়া করার; **অর্থম্**—জন্য; **ঈশ্বরঃ**—ভগবান; **নিজম্**—তাঁর; **বাক্যম্**—বাক্য; **অনাদৃত্য**—অনাদর করে; **মত্তঃ**—মত্ত; **ইতি**—এইভাবে (মনে করে); **আপ-গাম্**—নদী; **বলঃ**—শ্রীবলরাম; **অনাগতাম্**—উপস্থিত না হওয়ায়; **হল**—তাঁর হল অস্ত্রের; **অগ্রেণ**—অগ্রভাগ দ্বারা; **কুপিতঃ**—ক্রুদ্ধ; **বিচকর্ষ হ**—তিনি আকর্ষণ করলেন।

অনুবাদ

আনন্দে প্রমত্ত হয়ে, শ্রীবলরাম বিখ্যাত বৈজয়ন্তী সহ ফুলের মালা নিয়ে খেলা করলেন। তিনি একটি মাত্র কুণ্ডল পরিধান করেছিলেন এবং স্বেদবিন্দু তাঁর পদ্ম-সদৃশ হাস্যময় মুখে হিমকণার ন্যায় শোভিত করেছিল। শ্রীভগবান এখন যমুনাকে আহ্বান করলেন যাতে তিনি তার জলে খেলা করতে পারেন, তাঁকে মত্ত মনে করে, যমুনা তাঁর আদেশ অগ্রাহ্য করলেন। তা বলরামকে ক্রুদ্ধ করে তুলল এবং তিনি তাঁর লাঙলের ফলা দিয়ে নদীকে আকর্ষণ করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ২৬

পাপে ত্বং মামবজ্ঞায় যন্নায়াসি ময়াহুতা ।
নেষ্যে ত্বাং লাঙ্গলাগ্রেণ শতধা কামচারিণীম্ ॥ ২৬ ॥

পাপে—হে পাপী; **ত্বম্**—তুমি; **মাম্**—আমাকে; **অবজ্ঞায়**—অবজ্ঞা করেছ; **যৎ**—যেহেতু; **ন আয়াসি**—তুমি আগমন করনি; **ময়া**—আমার দ্বারা; **আহুতা**—আহুত হয়ে; **নেষ্যে**—আমি আনব; **ত্বাম্**—তোমাকে; **লাঙ্গল**—আমার লাঙ্গলের; **অগ্রেণ**—ফলা দ্বারা; **শতধা**—শত ভাগে; **কাম্**—স্বেচ্ছা দ্বারা; **চারিণীম্**—চালিত।

অনুবাদ

[শ্রীবলরাম বললেন—] হে পাপী, আমাকে অবজ্ঞাকারী, আমি যখন তোমাকে আহ্বান করেছিলাম, তুমি আগমন করনি বরং তোমার নিজ ইচ্ছায় তুমি চলেছ। তাই আমার লাঙলের ফলা দ্বারা তোমাকে শতধা বিভক্ত করে এখানে নিয়ে আসব।

শ্লোক ২৭

এবং নির্ভর্ৎসিতা ভীতা যমুনা যদুনন্দনম্ ।
উবাচ চকিতা বাচং পতিতা পাদয়োর্নৃপ ॥ ২৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **নির্ভর্ৎসিতা**—ভর্ৎসিতা; **ভীতা**—ভীতা; **যমুনা**—যমুনা নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী; **যদু-নন্দনম্**—যদুর প্রিয়তম বংশধর, শ্রীবলরাম; **উবাচ**—বললেন; **চকিতা**—কম্পিত; **বাচম্**—বাক্যে; **পতিতা**—পতিত; **পাদয়োঃ**—তাঁর চরণে; **নৃপ**—হে রাজন্ (পরীক্ষিৎ)।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—] হে রাজন, এইভাবে শ্রীভগবানের কাছে ভর্ৎসিত হয়ে ভীত নদী-দেবী যমুনা এসেছিলেন এবং যদু-নন্দন শ্রীবলরামের চরণে প্রণত হলেন। কম্পিতভাবে তিনি তাঁকে এই কথাগুলি বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মত অনুসারে, দেবী, যিনি শ্রীবলরামের কাছে আবির্ভূতা হয়েছিলেন, তিনি দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের রাণীদের অন্যতমা শ্রীমতী কালিন্দীর অংশ-প্রকাশ। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁকে কালিন্দীর একটি 'ছায়া'-রূপে অভিহিত করেছেন এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর প্রতিপন্ন করেছেন যে, তিনি কালিন্দীর অংশ-প্রকাশ, স্বয়ং কালিন্দী নন। শ্রীল জীব গোস্বামীও *শ্রীহরি-বংশের*—বক্তব্য *প্রত্যুবাচার্ণব-বধূম্*-থেকে প্রমাণ [illegible] করেছেন যে, দেবী যমুনা সাগরের পত্নী। সুতরাং *হরি-বংশেও* তাঁকে *সাগরাঙ্গনা* রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ২৮

রাম রাম মহাবাহো ন জানে তব বিক্রমম্ ।
যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতে ॥ ২৮ ॥

রাম রাম—হে রাম, রাম; **মহা-বাহো**—হে মহাভুজ; **ন জানে**—আমি অবগত নই; **তব**—আপনার; **বিক্রমম্**—প্রভাব; **যস্য**—যাঁর; **এক**—এক; **অংশেন**—অংশের দ্বারা; **বিধৃতা**—ধাবিত হয়েছে; **জগতী**—পৃথিবী; **জগতঃ**—জগতের; **পতে**—হে পতি।

অনুবাদ

[দেবী যমুনা বললেন—] হে মহাভুজ রাম, রাম! আমি আপনার প্রভাবের কিছুই অবগত নই। আপনার এক অংশের দ্বারা, হে জগন্নাথ, আপনি পৃথিবীকে ধারণ করেন।

তাৎপর্য

একাংশেন (এক অংশ দ্বারা) কথাটি 'শেষ' রূপে শ্রীভগবানের অংশ প্রকাশকে উল্লেখ করছেন। আচার্যবর্গ তা প্রতিপন্ন করেছেন।

শ্লোক ২৯

পরং ভাবং ভগবতো ভগবন্ মামজানতীম্ ।
মোক্তুমর্হসি বিশ্বাত্মন্ প্রপন্নাং ভক্তবৎসল ॥ ২৯ ॥

পরম্—পরম; **ভাবম্**—ভাব; **ভগবতঃ**—শ্রীভগবানের; **ভগবন্**—হে ভগবান; **মাম্**—আমাকে; **অজানতীম্**—অবগত না হয়ে; **মোক্তম্ অর্হসি**—দয়া করে মুক্ত করুন; **বিশ্ব**—বিশ্বের; **আত্মন্**—হে আত্মা; **প্রপন্নাম্**—শরণাগত; **ভক্ত**—আপনার ভক্তবৃন্দের প্রতি; **বৎসল**—হে করুণাপ্রবণ।

অনুবাদ

হে প্রভু, দয়া করে আমায় মুক্ত করুন। হে বিশ্বাত্মা, ভগবান রূপে আপনার অবস্থান আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন আমি আপনার কাছে শরণাগত হয়েছি এবং আপনি সর্বদা আপনার ভক্তবৃন্দদের প্রতি দয়ালু।

শ্লোক ৩০

ততো ব্যমুঞ্চদ্‌যমুনাং যাচিতো ভগবান্ বলঃ ।
বিজগাহ জলং স্ত্রীভিঃ করেণুভিরিবেভরাট্ ॥ ৩০ ॥

ততঃ—তখন; **ব্যমুঞ্চৎ**—মুক্ত করলেন; **যমুনাম্**—যমুনা; **যাচিতঃ**—প্রার্থিত; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **বলঃ**—বলরাম; **বিজগাহ**—তিনি স্বয়ং অবগাহন করলেন; **জলম্**—জলে; **স্ত্রীভিঃ**—রমণীদের নিয়ে; **করেণুভিঃ**—তাঁর হস্তিনীদের সঙ্গে; **ইব**—মতো; **ইভ**—হস্তীর; **রাট্**—রাজা।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—] অতঃপর শ্রীবলরাম যমুনাকে মুক্ত করলেন এবং হস্তিনীদের সঙ্গে হস্তীরাজের মতো তাঁর সখীদের নিয়ে তিনি নদীর জলে নামলেন।

শ্লোক ৩১

কামং বিহৃত্য সলিলাদুত্তীর্ণায়াসিতাম্বরে ।
ভূষণানি মহার্হাণি দদৌ কান্তিঃ শুভাং স্রজম্ ॥ ৩১ ॥

কামম্—তাঁর অভিলাষ মতো; **বিহৃত্য**—ক্রীড়া করে; **সলিলাৎ**—জল হতে; **উত্তীর্ণা**—উত্থিত তাঁকে; **অসিত**—নীল; **অম্বরে**—এক জোড়া বস্ত্র (উচ্চ ও নিম্ন); **ভূষণানি**—ভূষণরাশি; **মহা**—মহা; **অর্হাণি**—মূল্যবান; **দদৌ**—প্রদান করলেন; **কান্তিঃ**—কান্তি দেবী; **শুভাম্**—মনোরম; **স্রজম্**—কণ্ঠহার।

অনুবাদ

শ্রীভগবান তাঁর পূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে জলে ক্রীড়া করলেন এবং যখন তিনি উঠে এলেন, তখন দেবী কান্তি তাঁকে নীলবস্ত্র, মূল্যবান অলঙ্কার ও একটি উজ্জ্বল কণ্ঠহার উপহার প্রদান করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী *বিষ্ণু পুরাণ* থেকে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, এখানে উল্লেখিত কান্তি দেবী প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্মীদেবী—

বরুণ-প্রহিতা চাস্মৈ মালাম্ অম্লান-পঙ্কজাম্ ।
সমুদ্রাভে তথা বস্ত্রে নীলে লক্ষ্মীরযচ্ছত ॥

"বরুণের প্রেরিত লক্ষ্মীদেবী তখন অমলীন পদ্মের একটি মাল্য ও সাগরের মতো নীল একজোড়া বস্ত্র তাঁকে নিবেদন করলেন।"

মহান *ভাগবত* ভাষ্যকার শ্রীল শ্রীধর স্বামীও *হরি-বংশ* থেকে; শ্রীবলরামের প্রতি লক্ষ্মীদেবী কথিত এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন—

জাতরূপময়ং চৈকং কুণ্ডলং বজ্র-ভূষণম্ ।
আদি-পদ্মং চ পদ্মাখ্যং দিব্যং শ্রবণভূষণম্ ।
দেবেমাং প্রতিগৃহ্ণীষ্ব পৌরাণীং ভূষণ-ক্রিয়াম্ ॥

"হে ভগবান, আপনার কর্ণের দিব্য ভূষণরূপে এই একটি হীরক খচিত কুণ্ডল এবং এই 'পদ্ম' নামক আদি পদ্ম ফুলটি গ্রহণ করুন। দয়া করে এগুলি গ্রহণ করুন কারণ এইভাবে বিভূষিত হওয়া প্রথাসম্মত।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও উল্লেখ করেছেন যে, লক্ষ্মীদেবী শ্রীভগবানের অংশপ্রকাশ সঙ্কর্ষণের সঙ্গী যিনি দ্বিতীয় ব্যূহ।

শ্লোক ৩২

বসিত্বা বাসসী নীলে মালামামুচ্য কাঞ্চনীম্ ।
রেজে স্বলঙ্কৃতো লিপ্তো মাহেন্দ্র ইব বারণঃ ॥ ৩২ ॥

বসিত্বা—স্বয়ং পরিধান করে; **বাসসী**—সেই দুটি বস্ত্র; **নীলে**—নীল; **মালাম্**—কণ্ঠহার; **আমুচ্য**—ধারণ করে; **কাঞ্চনীম্**—স্বর্ণ; **রেজে**—তিনি উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হলেন; **সু**—সুন্দর; **অলঙ্কৃতঃ**—অলঙ্কৃত; **লিপ্তঃ**—লিপ্ত হয়ে; **মাহা-ইন্দ্রঃ**—স্বর্গের রাজা মহেন্দ্রর মতো; **ইব**—মতো; **বারণঃ**—হস্তী।

অনুবাদ

শ্রীবলরাম স্বয়ং নীল বস্ত্র পরিধান করলেন এবং সোনার কণ্ঠহার ধারণ করলেন। সুগন্ধিলিপ্ত হয়ে সুন্দরভাবে শোভিত তিনি ইন্দ্রের রাজকীয় হস্তীর মতো উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত হলেন।

তাৎপর্য

চন্দন লেপন এবং অন্যান্য শুদ্ধ, সুগন্ধি দ্রব্যে লিপ্ত শ্রীবলরামকে ইন্দ্রের মহা হস্তী ঐরাবতের মতো মনে হচ্ছিল।

শ্লোক ৩৩

অদ্যাপি দৃশ্যতে রাজন্ যমুনাকৃষ্টবর্ত্মনা ।
বলস্যানন্তবীর্যস্য বীর্যং সূচয়তীব হি ॥ ৩৩ ॥

অদ্য—আজ; **অপি**—ও; **দৃশ্যতে**—দর্শিত হয়; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **যমুনা**—যমুনা নদী; **আকৃষ্ট**—আকৃষ্ট হয়ে; **বর্ত্মনা**—প্রবাহিতা; **বলস্য**—শ্রীবলরামের; **অনন্ত**—অনন্ত; **বীর্যস্য**—শক্তি; **বীর্যম্**—পরাক্রম; **সূচয়তী**—নির্দেশ করছে; **ইব**—যেন; **হি**—বস্তুত।

অনুবাদ

আজও, হে রাজন, কেউ লক্ষ্য করতে পারেন কিভাবে শ্রীভগবানের অনন্ত শক্তির দ্বারা আকর্ষিত হয়ে সৃষ্ট যমুনা নদী বহু শাখার মাধ্যমে প্রবাহিতা হচ্ছেন।

শ্লোক ৩৪

এবং সর্বা নিশা যাতা একেব রমতো ব্রজে ।
রামস্যাক্ষিপ্তচিত্তস্য মাধুর্যৈর্ব্রজযোষিতাম্ ॥ ৩৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **সর্বাঃ**—সকল; **নিশাঃ**—রাত্রি; **যাতাঃ**—অতিবাহিত; **একা**—এক; **ইব**—যেন; **রমতঃ**—উপভোগরত; **ব্রজে**—ব্রজে; **রামস্য**—শ্রীবলরামের; **আক্ষিপ্ত**—মুগ্ধ; **চিত্তস্য**—চিত্ত; **মাধুর্যৈঃ**—মাধুর্যের দ্বারা; **ব্রজ-যোষিতাম্**—ব্রজের রমণীদের।

অনুবাদ

এইভাবে ব্রজের যুবতী রমণীদের মাধুর্যে মুগ্ধচিত্ত শ্রীবলরাম যখন ব্রজে আনন্দ উপভোগ করছিলেন তখন সমস্ত রাত্রিগুলি যেন একটি রাত্রির মতো অতিবাহিত হয়ে গেল।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবলরাম ব্রজের সুন্দরী যুবতীদের সঙ্গে মধুর লীলায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাই, প্রতিটি রাত্রিই ছিল সম্পূর্ণরূপে এক নতুন অভিজ্ঞতা এবং সমস্ত রাত্রিগুলি যেন একটি রাত্রির মতো অতিবাহিত হয়েছিল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীবলরামের বৃন্দাবন পরিদর্শন' নামক পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ষটষষ্টিতম অধ্যায়

নকল বাসুদেবরূপী পৌণ্ড্রক

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ কাশী (আজকের বারাণসী) গিয়ে পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজকে বধ করেন এবং কিভাবে শ্রীভগবানের সুদর্শন চক্র এক অসুরকে পরাজিত করেন, কাশী নগরীকে ভস্মীভূত ও সুদক্ষিণকে বধ করেন।

শ্রীবলরাম যখন ব্রজ পরিদর্শন করছিলেন, তখন করূষের রাজা পৌণ্ড্রক মূর্খদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে ঘোষণা করল যে, সে-ই প্রকৃত বাসুদেব। তাই সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এই বলে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করল, "যেহেতু আমিই একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান, তাই এই মর্যাদার প্রতি তোমার মিথ্যা দাবী এবং সেইসঙ্গে দিব্য লক্ষণগুলি তুমি ত্যাগ কর এবং আমার আশ্রয় গ্রহণ কর। যদি তুমি তা না কর, তা হলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।"

যখন উগ্রসেন ও তাঁর রাজসভার সভাসদেরা পৌণ্ড্রকের নির্বোধ দম্ভ বাক্য শুনলেন, তখন তাঁরা সকলে প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন পৌণ্ড্রকের দূতকে তার প্রভুকে একটি বার্তা পৌঁছে দিতে বললেন—"ওহে মূর্খ, ঐ যাকে তুমি সুদর্শন চক্র বলছ এবং আমার অন্যান্য যেসব চিহ্নগুলি তুমি ধারণ করার স্পর্ধা দেখিয়েছ, সেগুলি ত্যাগ করার জন্য আমি তোমাকে বাধ্য করব। আর তুমি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে ধরাশায়ী হবে, তখন তোমাকে শেয়াল-কুকুরে খাবে।"

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ কাশী গেলেন। পৌণ্ড্রক শ্রীভগবানকে যুদ্ধে প্রস্তুত হতে দেখে সত্বর তাঁর বিরোধিতা করার জন্য তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে নগরী থেকে বেরিয়ে পড়ল। তার মিত্র কাশীরাজ পশ্চাৎ বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে তাকে অনুসরণ করল। ঠিক যেমন প্রলয়কালীন অগ্নি চতুর্দিকের সমস্ত জীবকে বিনষ্ট করে, তেমনই শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজের সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করলেন। অতঃপর পৌণ্ড্রককে ভর্ৎসনা করার পর শ্রীভগবান তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে তার ও কাশীরাজ উভয়েরই শিরশ্ছেদ করে দ্বারকায় ফিরে গেলেন। যেহেতু পৌণ্ড্রক নিরন্তর শ্রীভগবানকে চিন্তা করত, এমনকি তাঁর মতো বেশ ধারণ করত, তাই সে মুক্তি লাভ করেছিল।

শ্রীকৃষ্ণ যখন কাশীরাজের শিরশ্ছেদ করলেন, রাজার মাথাটি তার নগরীতে উড়ে চলে গেল এবং তার রাণীরা, পুত্ররা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন যখন তা লক্ষ্য করল, তখন তারা সকলে বিলাপ করতে শুরু করল। সেই সময় কাশীরাজের সুদক্ষিণ নামক এক পুত্র তার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায় তার পিতার হত্যাকারীকে বিনাশের উদ্দেশ্যে দেবাদিদেব শিবের আরাধনা শুরু করল। সুদক্ষিণের

আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবাদিদেব শিব তাকে তার পছন্দমতো বর প্রার্থনা করতে বললেন এবং সুদক্ষিণ তার পিতার হত্যাকারীকে বধের উপায় জিজ্ঞাসা করল। শিব তাকে তন্ত্র আচার অনুসারে দক্ষিণাগ্নির পূজা করতে উপদেশ দিলেন। সুদক্ষিণ তা করবার পরে তার ফলস্বরূপ যজ্ঞস্থল থেকে অগ্নিময় দেহ নিয়ে এক ভয়ঙ্কর দানব উদ্ভূত হল। দানবটি একটি জ্বলন্ত ত্রিশূল হাতে নিয়ে উঠে এল এবং তৎক্ষণাৎ দ্বারকার উদ্দেশে যাত্রা করল।

দানবটি আসছে দেখে শ্রীকৃষ্ণের রাজধানীর অধিবাসীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সুরক্ষার আশ্বাস দিয়ে শিবের জাদু সৃষ্টিকে প্রতিরোধ করার জন্য তাঁর সুদর্শন চক্রটিকে ছেড়ে দিলেন। সুদর্শন সেই দানবকে আচ্ছন্ন করে দিলে, সে তখন বারাণসীতে ফিরে গিয়ে তার পুরোহিতদের নিয়ে সুদক্ষিণকে ভস্মীভূত করল। সুদর্শন চক্র, দানবকে অনুসরণ করে বারাণসীতে প্রবেশ করলেন এবং সমগ্র নগরীকে দগ্ধ করে মাটিতে মিশিয়ে দিলেন। অতঃপর শ্রীভগবানের চক্র দ্বারকায় তাঁর কাছে ফিরে গিয়েছিল।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

নন্দব্রজং গতে রামে করূষাধিপতির্নৃপ ।
বাসুদেবোঽহমিত্যজ্ঞো দূতং কৃষ্ণায় প্রাহিণোৎ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **নন্দ**—নন্দ মহারাজের; **ব্রজম্**—গোপ গ্রামে; **গতে**—গেলে; **রামে**—শ্রীবলরাম; **করূষ-অধিপতিঃ**—করূষের শাসক (পৌণ্ড্রক); **নৃপ**—হে রাজন্ (পরীক্ষিৎ); **বাসুদেবঃ**—ভগবান, শ্রীবাসুদেব; **অহম্**—আমি; **ইতি**—এইভাবে মনে করে; **অজ্ঞঃ**—মূর্খ; **দূতম্**—দূত; **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণের কাছে; **প্রাহিণোৎ**—পাঠাল।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন, শ্রীবলরাম যখন ব্রজে নন্দের গ্রামে দেখা-সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। তখন করূষের শাসক নিজেকে মূর্খের মতো, "আমিই ভগবান বাসুদেব" মনে করে শ্রীকৃষ্ণের কাছে দূত পাঠিয়েছিল।

তাৎপর্য

যেহেতু শ্রীবলরাম নন্দ-ব্রজে গিয়েছিলেন, তাই পৌণ্ড্রক মূর্খের মতো ভেবেছিল শ্রীকৃষ্ণ এখন একাকী থাকবেন এবং তাই তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করা সহজ হবে। এইভাবে সে শ্রীভগবানকে তার উদ্ভট মতলবের বার্তাটি পাঠাতে সাহস করেছিল।

শ্লোক ২

ত্বং বাসুদেবো ভগবানবতীর্ণো জগৎপতিঃ ।
ইতি প্রস্তোভিতো বালৈর্মেন আত্মানমচ্যুতম্ ॥ ২ ॥

ত্বম্—তুমি; **বাসুদেবঃ**—বাসুদেব; **ভগবান্**—ভগবান; **অবতীর্ণঃ**—অবতীর্ণ; **জগৎ**—জগতের; **পতিঃ**—পতি; **ইতি**—এইভাবে; **প্রস্তোভিতঃ**—স্তাবকতায় উৎসাহিত হয়ে; **বালৈঃ**—চপল মানুষদের দ্বারা; **মেনে**—সে কল্পনা করল; **আত্মানম্**—নিজেকে; **অচ্যুতম্**—ভগবান অচ্যুত।

অনুবাদ

পৌণ্ড্রক চপল মানুষদের স্তাবকতায় উৎসাহিত হয়েছিল, যারা তাকে বলেছিল, "তুমিই ভগবান বাসুদেব এবং জগতের ঈশ্বর, এখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছ।" এইভাবে সে পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুত রূপে নিজেকে কল্পনা করেছিল।

তাৎপর্য

পৌণ্ড্রক মূর্খের মতো অজ্ঞ ব্যক্তিদের স্তাবকতা মেনে নিয়েছিল।

শ্লোক ৩

দূতং চ প্রাহিণোন্মন্দঃ কৃষ্ণায়াব্যক্তবর্ত্মনে ।
দ্বারকায়াং যথা বালো নৃপো বালকৃতোঽবুধঃ ॥ ৩ ॥

দূতম্—দূত; **চ**—এবং; **প্রাহিণোৎ**—সে পাঠাল; **মন্দঃ**—অধম; **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণের কাছে; **অব্যক্ত**—যা ব্যক্ত করা যায় না; **বর্ত্মনে**—যার পথ; **দ্বারকায়াম্**—দ্বারকায়; **যথা**—মতো; **বালঃ**—একটি বালক; **নৃপঃ**—রাজা; **বাল**—শিশুদের দ্বারা; **কৃতঃ**—প্রস্তুত; **অবুধঃ**—নির্বোধ।

অনুবাদ

এইভাবে অধম রাজা পৌণ্ড্রক দ্বারকায় অব্যক্ত শ্রীকৃষ্ণের কাছে একজন দূত পাঠিয়েছিল। কোনও নির্বোধ শিশুকে যেমন অন্যান্য শিশুরা রাজা বলে মেনে নেয়, তেমনই নির্বোধের মতো পৌণ্ড্রক আচরণ করছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, শুকদেব গোস্বামী যে এখানে শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌণ্ড্রকের দূত প্রেরণের কথা দ্বিতীয়বারের জন্য উল্লেখ করেছেন, তার কারণ হল পৌণ্ড্রকের পরম মূর্খতায় মহান ঋষি বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪

দূতস্তু দ্বারকামেত্য সভায়ামাস্থিতং প্রভুম্ ।
কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং রাজসন্দেশমব্রবীৎ ॥ ৪ ॥

দূতঃ—দূত; **তু**—তখন; **দ্বারকাম্**—দ্বারকায়; **এত্য**—উপস্থিত হয়ে; **সভায়াম্**—রাজসভায়; **আস্থিতম্**—উপস্থিত; **প্রভুম্**—সর্বশক্তিমান ভগবানকে; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ; **কমল**—পদ্মের; **পত্র**—পাপড়ির (মতো); **অক্ষম্**—যার দুই নয়ন; **রাজ**—তার রাজার; **সন্দেশম্**—বার্তা; **অব্রবীৎ**—বলেছিল।

অনুবাদ

দূত দ্বারকায় উপস্থিত হয়ে কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর রাজসভায় দেখতে পেল এবং সেই সর্বশক্তিমানের কাছে রাজার বার্তা পৌঁছে দিল।

শ্লোক ৫

বাসুদেবোঽবতীর্ণোঽহমেক এব ন চাপরঃ ।
ভূতানামনুকম্পার্থং ত্বং তু মিথ্যাভিধাং ত্যজ ॥ ৫ ॥

বাসুদেবঃ—শ্রীবাসুদেব; **অবতীর্ণঃ**—এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছি; **অহম্**—আমি; **একঃ এব**—একমাত্র; **ন**—না; **চ**—এবং; **অপরঃ**—অন্য কেউ; **ভূতানাম্**—জীবের প্রতি; **অনুকম্পা**—কৃপা প্রদর্শনের; **অর্থম্**—উদ্দেশ্যের জন্য; **ত্বম্**—তুমি; **তু**—অতএব; **মিথ্যা**—মিথ্যা; **অভিধাম্**—উপাধি; **ত্যজ**—ত্যাগ কর।

অনুবাদ

[পৌণ্ড্রকের পক্ষে দূত বলেছিল—] অন্য কেউ নয়, আমিই একমাত্র ভগবান বাসুদেব। আমিই জীবের প্রতি কৃপা প্রদর্শনের জন্য এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছি। অতএব তোমার মিথ্যা উপাধি ত্যাগ কর।

তাৎপর্য

দেবী সরস্বতীর অনুপ্রেরণায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই দুটি শ্লোকের প্রকৃত অর্থ প্রদান করেছেন—"আমি অবতার বাসুদেব নই, এমনকি অন্য কেউ নয়। আপনিই হচ্ছেন একমাত্র বাসুদেব। কারণ আপনি জীবকে কৃপা প্রদর্শন করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন, দয়া করে আমাকে আমার মিথ্যা উপাধি ত্যাগ করান, যা শুক্তিকে মুক্তো বলে দাবী করার মতো।" ভগবান অবশ্যই এই অনুরোধ মেনে নেবেন।

শ্লোক ৬

যানি ত্বমস্মচ্চিহ্নানি মৌঢ্যাদ্ বিভর্ষি সাত্বত ।
ত্যক্ত্বৈহি মাং ত্বং শরণং নো চেদ্দেহি মমাহবম্ ॥ ৬ ॥

যানি—যে সকল; **ত্বম্**—তুমি; **অস্মাৎ**—আমাদের; **চিহ্নানি**—লক্ষণাদি; **মৌঢ্যাৎ**—মূঢ়তাবশত; **বিভর্ষি**—বহন করছ; **সাত্বত**—হে সাত্বতগণের প্রধান; **ত্যক্ত্বা**—পরিত্যাগ করে; **এহি**—আগমন কর; **মাম্**—আমার কাছে; **ত্বম্**—তুমি; **শরণম্**—আশ্রয়ের জন্য; **ন**—না; **উ**—অন্যথা; **চেৎ**—যদি; **দেহি**—প্রদান কর; **মম**—আমাকে; **আহবম্**—যুদ্ধ।

অনুবাদ

হে সাত্বত, আমার ব্যক্তিগত লক্ষণগুলি, যা তুমি এখন মূঢ়তাবশতঃ ধারণ করেছ, সেগুলি ত্যাগ কর এবং আশ্রয়ের জন্য আমার কাছে এস। যদি তুমি তা না কর, তা হলে তুমি অবশ্যই আমাকে যুদ্ধই করাবে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর পুনরায় বিদ্যার দেবী সরস্বতীর অনুপ্রেরণায় পৌণ্ড্রকের কথাগুলি বর্ণনা করেছেন। এইভাবে সেগুলির অর্থ উপলব্ধি করা যেতে পারে, 'মূঢ়তাবশতঃ আমি কৃত্রিম শঙ্খ, চক্র, পদ্ম ও গদা ধারণ করেছি এবং আমাকে সেগুলি ব্যবহারের অনুমোদন দিয়ে আপনি এই সমস্ত কিছু পালন করছেন। আপনি এখনও আমাকে দমন করে এই সমস্ত কৃত্রিম লক্ষণাদি থেকে আমাকে মুক্ত করেননি। অতএব, কৃপা করে আসুন এবং আমাকে এই সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে বাধ্য করে আমাকে মুক্ত করুন। আমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করুন এবং আমাকে বধ করে আমাকে মুক্তি প্রদান করুন।"

শ্লোক ৭

শ্রীশুক উবাচ
কত্থনং তদুপাকর্ণ্য পৌণ্ড্রকস্যাল্পমেধসঃ ।
উগ্রসেনাদয়ঃ সভ্যা উচ্চকৈর্জহসুস্তদা ॥ ৭ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **কত্থনম্**—দম্ভোক্তি; **তৎ**—সেই; **উপাকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **পৌণ্ড্রকস্য**—পৌণ্ড্রকের; **অল্প**—অল্প; **মেধসঃ**—যার বুদ্ধি; **উগ্রসেনাদয়ঃ**—রাজা উগ্রসেন প্রমুখ; **সভ্যাঃ**—সভাসদগণ; **উচ্চকৈঃ**—উচ্চস্বরে; **জহসুঃ**—হাসলেন; **তদা**—তখন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন পৌণ্ড্রকের এই অসার দম্ভোক্তি শুনে রাজা উগ্রসেন এবং অন্যান্য সভাসদগণ উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন।

শ্লোক ৮

উবাচ দূতং ভগবান্ পরিহাসকথামনু ।
উৎস্রক্ষ্যে মূঢ় চিহ্নানি যৈস্ত্বমেবং বিকত্থসে ॥ ৮ ॥

উবাচ—বললেন; **দূতম্**—দূতকে; **ভগবান্**—ভগবান; **পরিহাস**—পরিহাস করে; **কথাম্**—কথা; **অনু**—পরে; **উৎস্রক্ষ্যে**—আমি নিক্ষেপ করব; **মূঢ়**—হে মূর্খ; **চিহ্নানি**—চিহ্নসমূহ; **যৈঃ**—যে বিষয়ে; **ত্বম্**—তুমি; **এবম্**—এইভাবে; **বিকত্থসে**—দম্ভোক্তি করছ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান, সভার পরিহাস সমূহ উপভোগ করার পরে দূতকে বললেন [তার প্রভুকে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য] "তুমি মূর্খ, যে অস্ত্রগুলি নিয়ে তুমি এত দম্ভ করছ, অবশ্যই আমি সেগুলি ছুঁড়ে দেব।"

তাৎপর্য

সংস্কৃতে *উৎস্রক্ষ্যে* কথাটির অর্থ হচ্ছে "আমি সজোরে আঘাত করব, নিক্ষেপ করব, মুক্ত করব, পরিত্যাগ করব, ইত্যাদি"। মূর্খ পৌণ্ড্রক দাবী করেছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শক্তিশালী অস্ত্রগুলি ত্যাগ করুন, যেমন চক্র আর গদা, এবং এখানে শ্রীভগবান উত্তর দিয়েছেন—*উৎস্রক্ষ্যে মূঢ় চিহ্নানি*—"হ্যাঁ, মুর্খ, আমি অবশ্যই এই অস্ত্রগুলি ছেড়ে দেব যখন আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে মিলিত হব।"

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থটিতে শ্রীল প্রভুপাদ সুন্দরভাবে এই দৃশ্যের বর্ণনা এইভাবে করেছেন, 'পৌণ্ড্রকের পাঠানো বার্তা শুনে রাজা উগ্রসেন এবং রাজসভার সকলেই বেশ কিছুক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে হাসলেন। সভাসদ্‌দের উচ্চ-হাসি উপভোগ করে শ্রীকৃষ্ণ দূতকে উত্তরে বললেন—'হে পৌণ্ড্রক দূত! তোমার প্রভুর কাছে আমার এই বার্তা নিয়ে যাও। সে একটি নির্বোধ ও মুর্খ আমি তাকে একেবারে মুর্খই বলব এবং আমি তার উপদেশ পালনকে অস্বীকার করছি। আমি বাসুদেবের লক্ষণগুলি কখনও ত্যাগ করব না, বিশেষভাবে আমার সুদর্শন চক্রটি। শুধু পৌণ্ড্রকরাজকেই নয়, সঙ্গে সঙ্গে তার সকল অনুগামীদেরও আমি এই চক্র দিয়ে বধ করব। প্রবঞ্চক ও প্রবঞ্চিতের সমাজ—এই পৌণ্ড্রক ও তার মুর্খ পার্ষদদের আমি ধ্বংস করব।'

শ্লোক ৯

মুখং তদপিধায়াজ্ঞ কঙ্কগৃধ্রবটৈর্বৃতঃ ।
শয়িষ্যসে হতস্তত্র ভবিতা শরণং শুনাম্ ॥ ৯ ॥

মুখম্—মুখ; **তৎ**—সেই; **অপিধায়**—আচ্ছাদিত হয়ে; **অজ্ঞ**—হে অজ্ঞ; **কঙ্ক**—কঙ্ক দ্বারা; **গৃধ্র**—শকুন; **বটৈঃ**—এবং ঈগল পাখি; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **শয়িষ্যসে**—তুমি শুয়ে পড়বে; **হতঃ**—হত; **তত্র**—তখন; **ভবিতা**—তুমি হবে; **শরণম্**—আশ্রয়; **শুনাম্**—কুকুরদের।

অনুবাদ

"হে মূর্খ, যখন তুমি মৃত্যু বরণ করে শয়ন করবে, তখন তোমার মুখ শকুন, কঙ্ক ও বট পাখিতে ঢাকা পড়ে যাবে, তোমাকে শেয়াল-কুকুরে খাবে।"

তাৎপর্য

পৌণ্ড্রক মূর্খের মতো শ্রীভগবানকে তার কাছে আশ্রয়ের জন্য আসতে বলেছিল, কিন্তু এখানে শ্রীকৃষ্ণ তাকে বললেন, "তুমি আমার আশ্রয় দাতা নও, অধিকন্তু কুকুরেরা যখন তোমার মৃত দেহে সুখে ভোজ করবে, তোমাকে তারাই আশ্রয় করে থাকবে।"

শ্রীল প্রভুপাদ দৃশ্যটি সুস্পষ্টরূপে এইভাবে বর্ণনা করছেন "[শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রককে বললেন, 'আমি যখন তোমাকে বিনাশ করব,] হে মূর্খ রাজা, তখন লজ্জায় তোমার মুখ লুকাতে হবে; এবং আমার সুদর্শন চক্র দিয়ে তোমার শিরশ্ছেদ করা হলে, তখন তোমাকে শকুন, চিল, আর বাজ পাখিদের মতো মাংসাশী পাখিরা ঘিরে থাকবে। তখন তোমার দম্ভমতো তুমি আমার একান্ত আশ্রয় হওয়ার পরিবর্তে, তুমিই এইসব ইতর, নিম্নশ্রেণীর পাখিদেরই কৃপার পাত্র হবে। সেই সময় কুকুরদের মহাভোজের জন্যই তোমার দেহটি ফেলে দেওয়া হবে।"

শ্লোক ১০

ইতি দূতস্তমাক্ষেপং স্বামিনে সর্বমাহরৎ ।
কৃষ্ণোঽপি রথমাস্থায় কাশীমুপজগাম হ ॥ ১০ ॥

ইতি—এইভাবে সম্বোধিত; **দূতঃ**—দূত; **তম্**—সেই সকল; **আক্ষেপম্**—অপমান; **স্বামিনে**—তার প্রভুকে; **সর্বম্**—সমস্ত কিছু; **আহরৎ**—নিবেদন করল; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **অপি**—ও; **রথম্**—তাঁর রথ; **আস্থায়**—আরোহণ করে; **কাশীম্**—বারাণসীর দিকে; **উপজগাম্ হ**—নিকটে গমন করলেন।

অনুবাদ

এইভাবে শ্রীভগবান যা বলেছিলেন, দূত তাঁর অপমানকর উত্তর তার প্রভুকে সব কিছু জানিয়ে দিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রথে আরোহণ করলেন এবং কাশীর দিকে চলে গেলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ ঘটনাটি এইভাবে বর্ণনা করছেন—"দূত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী তার প্রভু পৌণ্ড্রকের কাছে নিয়ে গেলে, সে ধৈর্য সহকারে এইসব অপমানকর কথা শুনল। কাল বিলম্ব না করেই মূর্খ পৌণ্ড্রককে দণ্ড দানের উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহণ করে যাত্রা শুরু করলেন। যেহেতু সেই সময়ে করূষের রাজা (পৌণ্ড্রক) তার বন্ধু কাশীরাজের সঙ্গে বাস করছিল, তাই সমগ্র কাশী নগরী তিনি পরিবেষ্টন করলেন।"

শ্লোক ১১

পৌণ্ড্রকোঽপি তদুদ্যোগমুপলভ্য মহারথঃ ।
অক্ষৌহিণীভ্যাং সংযুক্তো নিশ্চক্রাম পুরাদ্দ্রুতম্ ॥ ১১ ॥

পৌণ্ড্রকঃ—পৌণ্ড্রক; **অপি**—এবং; **তৎ**—তাঁর; **উদ্যোগম্**—প্রস্তুতি; **উপলভ্য**—লক্ষ্য করে; **মহা-রথঃ**—বলশালী যোদ্ধা; **অক্ষৌহিণীভ্যাম্**—দুটি পূর্ণ সেনাবাহিনী দ্বারা; **সংযুক্তঃ**—যুক্ত; **নিশ্চক্রাম**—নির্গত হলেন; **পুরাৎ**—নগরী থেকে; **দ্রুতম্**—দ্রুত।

অনুবাদ

যুদ্ধের জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তুতি লক্ষ্য করে, বলশালী যোদ্ধা পৌণ্ড্রক সত্বর দুটি পূর্ণ সেনাবাহিনী নিয়ে নগরীর বাইরে বেরিয়ে এল।

শ্লোক ১২-১৪

তস্য কাশীপতির্মিত্রং পার্ষ্ণিগ্রাহোঽন্বয়ান্নৃপ ।
অক্ষৌহিণীভিস্তিসৃভিরপশ্যৎ পৌণ্ড্রকং হরিঃ ॥ ১২ ॥
শঙ্খার্যসিগদাশার্ঙ্গশ্রীবৎসাদ্যুপলক্ষিতম্ ।
বিভ্রাণং কৌস্তুভমণিং বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ১৩ ॥
কৌশেয়বাসসী পীতে বসানং গরুড়ধ্বজম্ ।
অমূল্যমৌল্যাভরণং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥ ১৪ ॥

তস্য—তার (পৌণ্ড্রকের); **কাশী-পতিঃ**—কাশীর অধিপতি; **মিত্রম্**—মিত্র; **পার্ষ্ণি-গ্রাহঃ**—পশ্চাৎ বাহিনী রূপে; **অন্বয়াৎ**—অনুসরণ করল; **নৃপ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **অক্ষৌহিণীভিঃ**—সৈন্যবাহিনী নিয়ে; **তিসৃভিঃ**—তিনটি; **অপশ্যৎ**—দেখলেন; **পৌণ্ড্রকম্**—পৌণ্ড্রক; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **শঙ্খ**—শঙ্খসহ; **অরি**—চক্র; **অসি**—তরবারি; **গদা**—গদা; **শার্ঙ্গ**—শার্ঙ্গ ধনু; **শ্রীবৎস**—তাঁর বুকের রোমের শ্রীবৎস চিহ্ন যুক্ত; **আদি**—এবং অন্যান্য প্রতীক সমূহ; **উপলক্ষিতম্**—চিহ্নিত; **বিভ্রাণম্**—ধারণকারী; **কৌস্তুভ-মণিম্**—কৌস্তুভ মণি; **বন-মালা**—বনমালা; **বিভূষিতম্**—বিভূষিত; **কৌশেয়**—সুন্দর রেশমের; **বাসসী**—এক জোড়া বস্ত্র; **পীতে**—পীত বর্ণ; **বসানম্**—পরিহিত; **গরুড়-ধ্বজম্**—গরুড়ের প্রতীকযুক্ত তার পতাকা; **অমূল্য**—অমূল্য; **মৌলি**—একটি মুকুট; **আভরণম্**—যার অলঙ্কারগুলি; **স্ফুরৎ**—প্রস্ফুরিত; **মকর**—মকরাকৃতি; **কুণ্ডলম্**—কুণ্ডল দুটি।

অনুবাদ

হে রাজন্, পৌণ্ড্রকের সুহৃদ, কাশীরাজ তিন অক্ষৌহিণী সেনাবাহিনী নিয়ে পশ্চাৎ বাহিনীকে পরিচালনা করে পেছনে অনুসরণ করল। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে, পৌণ্ড্রক ভগবানের নিজস্ব প্রতীকগুলি ধারণ করেছে, যেমন শঙ্খ, চক্র, অসি, গদা এবং এমনকি একটি নকল শার্ঙ্গ ধনু ও শ্রীবৎস চিহ্নও। সে বনমালায় শোভিত হয়ে একটি কৃত্রিম কৌস্তুভ মণি ধারণ করেছিল এবং সুন্দর পীত কৌশেয় বেশে সজ্জিত হয়েছিল। তার পতাকা গরুড়ের প্রতীক বহন করছিল এবং সে একটি মূল্যবান মুকুট ও প্রস্ফুরিত মকরাকৃতি কুণ্ডল ধারণ করেছিল।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন—"উভয় রাজা শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিরোধ করতে তাঁর সম্মুখীন হলে, এই প্রথম শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রককে মুখোমুখি দেখলেন।"

শ্লোক ১৫

দৃষ্ট্বা তমাত্মনস্তুল্যং বেশং কৃত্রিমমাস্থিতম্ ।
যথা নটং রঙ্গগতং বিজহাস ভৃশং হরিঃ ॥ ১৫ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **তম্**—তাকে; **আত্মনঃ**—তার নিজের; **তুল্যম্**—সমান; **বেশম্**—বেশে; **কৃত্রিমম্**—কৃত্রিম; **আস্থিতম্**—সজ্জিত; **যথা**—যেমন; **নটম্**—অভিনেতা; **রঙ্গ**—মঞ্চ; **গতম্**—উপস্থিত; **বিজহাস**—হাসলেন; **ভৃশম্**—ভীষণ; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীহরি যখন দেখলেন রাজা কিভাবে, মঞ্চে অভিনেতার মতোই তাঁর আপন রূপের অনুরূপ বেশ ধারণ করেছে, তখন তিনি প্রাণ ভরে হাসলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ দৃশ্যটিকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন—"সবদিক দিয়েই পৌণ্ড্রকের বেশ ভূষা স্পষ্টতই ছিল কৃত্রিম। যে কোন মানুষই বুঝতে পারত যে, সে কৃত্রিম পোশাকে বাসুদেবের ভূমিকায় মঞ্চে অভিনয়কারী কোনও মানুষ। পৌণ্ড্রককে তাঁর পোশাক ও ভাবভঙ্গি অনুকরণ করতে দেখে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর হাসি সংবরণ করতে পারলেন না এবং তাই তিনি গভীর তৃপ্তির সঙ্গে হাসলেন।"

শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করছেন যে, *শ্রীপদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ড* হতে সংগৃহীত একটি তথ্য হল—শিবের কাছ থেকে একটি বর লাভ করেই পৌণ্ড্রক শ্রীভগবানের বেশ ভূষা এইভাবে অনুকরণ করতে পেরেছিল।

শ্লোক ১৬

শূলৈর্গদাভিঃ পরিঘৈঃ শক্ত্যৃষ্টিপ্রাসতোমরৈঃ।
অসিভিঃ পট্টিশৈর্বাণৈঃ প্রাহরন্নরয়ো হরিম্ ॥ ১৬ ॥

শূলৈঃ—ত্রিশূল দিয়ে; **গদাভিঃ**—গদা; **পরিঘৈঃ**—পরিঘ; **শক্তি**—বল্লম; **ঋষ্টি**—এক ধরনের তরবারি; **প্রাস**—দীর্ঘ, কাঁটাযুক্ত ভল্ল, **তোমরৈঃ**—বর্শা; **অসিভিঃ**—তরবারিও; **পট্টিশৈঃ**—কুঠার; **বাণৈঃ**—এবং তীর নিয়ে; **প্রাহরম্**—আক্রমণ করল; **অরয়ঃ**—শত্রুরা; **হরিম্**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

শ্রীহরির শত্রুরা তাঁকে ত্রিশূল, গদা, পরিঘ, বল্লম, ঋষ্টি, প্রাস, তোমর, অসি, কুঠার এবং তীর নিয়ে আক্রমণ করল।

শ্লোক ১৭

কৃষ্ণস্তু তৎপৌণ্ড্রককাশিরাজয়োর্
বলং গজস্যন্দনবাজিপত্তিমৎ।
গদাসিচক্রেষুভিরার্দয়দ্ ভৃশং
যথা যুগান্তে হুতভুক্ পৃথক্ প্রজাঃ ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; **তু**—অধিকন্তু; **তৎ**—সেই; **পৌণ্ড্রক-কাশীরাজয়োঃ**—পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজের; **বলম্**—সৈন্যবাহিনী দ্বারা; **গজ**—হস্তী; **স্যন্দন**—রথসমূহ; **বাজি**—অশ্বসমূহ; **পত্তি**—পদাতিক সৈন্য; **মৎ**—সমন্বিত; **গদা**—তাঁর গদা দ্বারা; **অসি**—তরবারি; **চক্র**—চক্র; **ইষুভিঃ**—এবং তীরসমূহ; **আর্দয়াৎ**—পীড়িত; **ভৃশম্**—ভয়ঙ্করভাবে; **যথা**—যথা; **যুগ**—যুগের; **অন্তে**—শেষে; **হুত-ভুক্**—অগ্নি (বিশ্ব ধ্বংসের); **পৃথক্**—পৃথক; **প্রজাঃ**—জীব।

অনুবাদ

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজের হস্তী, রথ, অশ্ব ও পদাতিক বাহিনী সমন্বিত সেনাবাহিনীকে ভয়ঙ্করভাবে প্রত্যাঘাত করলেন। শ্রীভগবান তাঁর গদা, অসি, সুদর্শন চক্র এবং তীরগুলি দ্বারা যেভাবে মহাজাগতিক যুগের অন্তিমে বিধ্বংসী অগ্নি বিভিন্ন ধরনের জীবকে পীড়িত করে, সেভাবে তাঁর শত্রুদের পীড়ন করেছিলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এইভাবে ভাষ্য প্রদান করেছেন—"পৌণ্ড্রক পক্ষের সেনানীরা শ্রীকৃষ্ণের উপর নানা অস্ত্র বর্ষণ করতে লাগল; ত্রিশূল, গদা, পরিঘ, বল্লম, তরবারি, অসি ও বাণ আদি বিভিন্ন অস্ত্র শস্ত্র স্রোতের মতো শ্রীকৃষ্ণের উপর প্রবলভাবে বর্ষিত হয়েছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ তাদের সকল আক্রমণই ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। প্রলয়ের সময় বিধ্বংসী আগুন যেমন সবকিছু ভস্মীভূত করে, ঠিক তেমন করেই কেবলমাত্র অস্ত্র শস্ত্রই নয়, শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রকের সহকারী ও সেনানীদেরও সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রে বিপক্ষের হস্তী, রথ, অশ্ব ও পদাতিক সেনারা সব ছত্রাকার হয়ে পড়েছিল।"

শ্লোক ১৮

আয়োধনং তদ্ রথবাজিকুঞ্জর-
দ্বিপৎখরোষ্ট্রৈররিণাবখণ্ডিতৈঃ ।
বভৌ চিতং মোদবহং মনস্বিনাম্
আক্রীড়নং ভূতপতেরিবোল্বণম্ ॥ ১৮ ॥

আয়োধনম্—যুদ্ধক্ষেত্র; **তৎ**—সেই; **রথ**—রথ দ্বারা; **বাজি**—অশ্ব; **কুঞ্জর**—হস্তী; **দ্বিপৎ**—দ্বি-পদ (মানুষ); **খর**—গর্দভ; **উষ্ট্রৈঃ**—এবং উট; **অরিণা**—তাঁর চক্র দ্বারা; **অবখণ্ডিতৈঃ**—খণ্ড খণ্ড হয়ে; **বভৌ**—প্রকাশিত হয়েছিল; **চিতম্**—পরিব্যাপ্ত হয়ে; **মোদ**—আনন্দ; **বহম্**—বহনকারী; **মনস্বিনাম্**—জ্ঞানীগণের; **আক্রীড়নম্**—ক্রীড়াক্ষেত্র; **ভূত-পতেঃ**—ভূতগণের অধীশ্বর, শিবের; **ইব**—মতো; **উল্বণম্**—ভয়ঙ্কর।

অনুবাদ

শ্রীভগবানের চক্র দ্বারা খণ্ডবিখণ্ডিত রথ, অশ্ব, হস্তী, মনুষ্য, গর্দভ ও উটের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পরিব্যাপ্ত সেই যুদ্ধক্ষেত্র ভগবান ভূতপতির ভয়ঙ্কর ক্রীড়াক্ষেত্রের মতো জ্ঞানবান মানুষদের মনে আনন্দ জাগিয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ দৃশ্যটিকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন—"যদিও রণাঙ্গনটি শিবের প্রলয় নৃত্যের স্থান বলে মনে হচ্ছিল, তবুও এই দৃশ্য লক্ষ্য করে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষের সেনানীরা অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়ে প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করেছিল।"

শ্লোক ১৯

অথাহ পৌণ্ড্রকং শৌরির্ভো ভো পৌণ্ড্রকং যদ্ ভবান্ ।
দূতবাক্যেন মামাহ তান্যস্ত্রাণ্যুৎসৃজামি তে ॥ ১৯ ॥

অথ—অতঃপর; **আহ**—বললেন; **পৌণ্ড্রকম্**—পৌণ্ড্রককে; **শৌরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ভোঃ ভোঃ পৌণ্ড্রক**—হে প্রিয় পৌণ্ড্রক; **যৎ**—যে সকল; **ভবান্**—তুমি; **দূত**—দূতের; **বাক্যেন**—বাক্যের মাধ্যমে; **মাম্**—আমাকে; **আহ**—যা বলেছিলে; **তানি**—সেই সকল; **অস্ত্রাণি**—অস্ত্র শস্ত্র; **উৎসৃজামি**—আমি উৎক্ষেপ করছি; **তে**—তোমার দিকে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ তখন পৌণ্ড্রকের উদ্দেশ্যে বললেন—প্রিয় পৌণ্ড্রক, তোমার দূতের মাধ্যমে তুমি যে সমস্ত অস্ত্রের কথা বলে পাঠিয়েছিলে, আমি এখন সেগুলিই তোমার দিকে উৎক্ষেপ করছি।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এভাবে লিখেছেন—"এই সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রককে বললেন, 'পৌণ্ড্রক, তুমি আমাকে বিষ্ণুর লক্ষণগুলি, বিশেষত আমার চক্রটিকে ত্যাগ করতে বলেছিলে। এখন আমি এটি তোমার উদ্দেশ্যে উৎক্ষেপ করব। সাবধান হও! আমার অনুকরণ করে তুমি নিজেকে বাসুদেব বলে বৃথাই ঘোষণা করেছিলে। তাই তোমার চেয়ে বড় মূর্খ আর কেউ নেই।' শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি থেকে স্পষ্ট হয় যে, যে নির্বোধ নিজেকে ভগবান বলে জাহির করে, সে মানব সমাজের মধ্যে এক মহামূর্খ।"

শ্লোক ২০

ত্যাজয়িষ্যেঽভিধানং মে যৎ ত্বয়াজ্ঞ মৃষা ধৃতম্ ।
ব্রজামি শরণং তেঽদ্য যদি নেচ্ছামি সংযুগম্ ॥ ২০ ॥

ত্যাজয়িষ্যে—আমি (তোমাকে) ত্যাগ করাব; অভিধানম্—উপাধি; মে—আমার; যৎ—যা; ত্বয়া—তোমার দ্বারা; অজ্ঞ—হে মূর্খ; মৃষা—মিথ্যাভাবে; ধৃতম্—ধারণ করা হয়েছে; ব্রজামি—আমি যাব; শরণম্—আশ্রয়ে; তে—তোমার; অদ্য—আজকে; যদি—যদি; ন ইচ্ছামি—আমি ইচ্ছা করি না; সংযুগম্—যুদ্ধ।

অনুবাদ

হে মূর্খ, তুমি যে আমার নাম বৃথাই ধারণ করেছ, আমি সেটিও তোমাকে ত্যাগ করতে বাধ্য করব। আর আমি যদি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা না করি তা হলে আমি অবশ্যই তোমার আশ্রয় গ্রহণ করব।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ এইভাবে লিখেছেন—"এখন, পৌণ্ড্রক, এই মিথ্যা পরিচয় পরিত্যাগ করতে আমি তোমাকে বাধ্য করব। আমাকে তোমার শরণাগত করতে চেয়েছিলে। এখন তোমার সেই সুযোগ উপস্থিত। আমরা এখন যুদ্ধ করব এবং যদি আমি পরাজিত হই আর তুমি বিজয়ী হও, তা হলে নিশ্চয়ই আমি তোমার শরণাগত হব।"

শ্লোক ২১

ইতি ক্ষিপ্ত্বা শিতৈর্বাণৈর্বিরথীকৃত্য পৌণ্ড্রকম্ ।
শিরোঽবৃশ্চদ্ রথাঙ্গেন বজ্রেণেন্দ্রো যথা গিরেঃ ॥ ২১ ॥

ইতি—এই সকল বাক্যের দ্বারা; ক্ষিপ্ত্বা—উপহাস করে; শিতৈঃ—তীক্ষ্ণ; বাণৈঃ—তাঁর বাণ দ্বারা; বিরথী—রথহীন; কৃত্য—করলেন; পৌণ্ড্রকম্—পৌণ্ড্রক; শিরঃ—তার মস্তক; অবৃশ্চৎ—তিনি ছেদন করলেন; রথ-অঙ্গেন—তাঁর সুদর্শন চক্র দ্বারা; বজ্রেণ—তাঁর বজ্র অস্ত্র দ্বারা; ইন্দ্রঃ—ইন্দ্র; যথা—যেমন; গিরেঃ—পর্বতের।

অনুবাদ

এইভাবে পৌণ্ড্রককে উপহাস করে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা তাঁর রথটিকে ধ্বংস করলেন। অতঃপর যেমন ইন্দ্র তাঁর বজ্রাস্ত্র দিয়ে পর্বত চূড়া ছেদন করেন, সেইভাবে সুদর্শন চক্র দিয়ে শ্রীভগবান তার মস্তক ছেদন করলেন।

শ্লোক ২২

তথা কাশিপতেঃ কায়াচ্ছির উৎকৃত্য পত্রিভিঃ ।
ন্যপাতয়ৎ কাশিপুর্যাং পদ্মকোশমিবানিলঃ ॥ ২২ ॥

তথা—তেমনিভাবে; কাশি-পতেঃ—কাশীরাজের; কায়াৎ—তার দেহ থেকে; শিরঃ—মস্তক; উৎকৃত্য—ছেদন করলেন; পত্রিভিঃ—তাঁর বাণ দ্বারা; ন্যপাতয়ৎ—

উড়ন্তভাবে তাকে তিনি প্রেরণ করেলন; **কাশি-পুর্যাম্**—কাশী নগরীতে; **পদ্ম**—পদ্মের; **কোশম্**—কোষকে; **ইব**—মতো; **অনিঃ**—বায়ু।

অনুবাদ

তেমনিভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাণ দ্বারা কাশীরাজের মস্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি পদ্ম ফুল যেমন বায়ুতে নিক্ষিপ্ত হয়, সেইভাবে তা উড়িয়ে কাশী নগরে প্রেরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ কেন কাশীরাজের মাথাটি নগরীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তা বর্ণনা করেছেন—"যুদ্ধে যাওয়ার সময়ে কাশীরাজ নগরবাসীদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল—'হে কাশীবাসীগণ, আজ আমি শত্রুর মস্তক নগরীর মাঝখানে নিয়ে আসব। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।' রাজার পাপিষ্ঠা রাণীরাও তাদের অপেক্ষমান দাসীদের কাছে দম্ভ করেছিল—'আজ আমাদের প্রভু অবশ্যই দ্বারকাধীশের মাথাটি নিয়ে আসবেন।' তাই, নগরবাসীদের বিস্মিত করার জন্য শ্রীভগবান সেই রাজার মাথাটি নগরীর মধ্যে নিক্ষেপ করেন।"

শ্লোক ২৩

এবং মৎসরিণং হত্বা পৌণ্ড্রকং সসখং হরিঃ ।
দ্বারকামাবিশৎ সিদ্ধৈর্গীয়মানকথামৃতঃ ॥ ২৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **মৎসরিণম্**—বিদ্বেষী; **হত্বা**—বধ করে; **পৌণ্ড্রকম্**—পৌণ্ড্রক; **স**—সহ একত্রে; **সখম্**—তার সখা; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **দ্বারকাম্**—দ্বারকা; **আবিশৎ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **সিদ্ধৈঃ**—স্বর্গের যোগিগণ দ্বারা; **গীয়মান**—গীত; **কথা**—তাঁর বিষয়ে বর্ণনা; **অমৃতঃ**—অমৃততুল্য।

অনুবাদ

এইভাবে বিদ্বেষপরায়ণ পৌণ্ড্রক ও তার সঙ্গীকে বধ করে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি যখন নগরীতে প্রবেশ করছিলেন, স্বর্গের সিদ্ধগণ তাঁর অবিনশ্বর, অমৃতসমান মহিমাবলী কীর্তন করছিলেন।

শ্লোক ২৪

স নিত্যং ভগবদ্ধ্যানপ্রধ্বস্তাখিলবন্ধনঃ ।
বিভ্রাণশ্চ হরে রাজন্ স্বরূপং তন্ময়োঽভবৎ ॥ ২৪ ॥

সঃ—সে (পৌণ্ড্রক); **নিত্যম্**—নিরন্তর; **ভগবৎ**—ভগবানের বিষয়ে; **ধ্যান**—তার ধ্যান দ্বারা; **প্রধ্বস্ত**—সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট; **অখিল**—সকল; **বন্ধনঃ**—বন্ধন; **বিভ্রাণঃ**—ধারণ করে; **চ**—এবং; **হরেঃ**—শ্রীকৃষ্ণের; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **স্বরূপম্**—ব্যক্তিগত রূপ; **তৎ-ময়ঃ**—তাঁর ভাবনায় মগ্ন; **অভবৎ**—সে হল।

অনুবাদ

নিরন্তর শ্রীভগবানের ধ্যানের মাধ্যমে পৌণ্ড্রক তার সকল জড় বন্ধন বিনষ্ট করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীকৃষ্ণের রূপ অনুকরণের মাধ্যমেই শেষ পর্যন্ত সে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে উঠেছিল।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ এভাবে লিখেছেন—"স্বয়ং বাসুদেবের বেশভূষায় কৃত্রিমভাবে সজ্জিত হয়ে যে কোন ভাবেই হোক ভগবান বাসুদেবের চিন্তায় সর্বদা নিমগ্ন থাকায় পৌণ্ড্রক পাঁচটি মুক্তির একটি, *সারূপ্য* মুক্তি লাভ করেছিল এবং এইভাবে বৈকুণ্ঠলোক লাভ হয়েছিল যেখানে ভক্তরা সকলেই ভগবান বিষ্ণুর মতো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ। বস্তুত বিষ্ণু রূপের ধ্যানে নিবিষ্ট হলেও, যেহেতু সে নিজেকে ভগবান বিষ্ণু রূপে মনে করেছিল, তাই সে ছিল অপরাধী। যাই হোক, শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত হওয়ার পর সেই অপরাধও মোচন হয়েছিল। এইভাবে তাকে *সারূপ্য* মুক্তি দেওয়া হয়েছিল এবং সে ভগবানের মতো একই রূপ লাভ করেছিল।"

শ্লোক ২৫

শিরঃ পতিতমালোক্য রাজদ্বারে সকুণ্ডলম্ ।
কিমিদং কস্য বা বক্ত্রমিতি সংশিশিরে জনাঃ ॥ ২৫ ॥

শিরঃ—মস্তক; **পতিতম্**—নিপতিত; **আলোক্য**—দর্শন করে; **রাজ-দ্বারে**—রাজদ্বারে; **সকুণ্ডলম্**—কুণ্ডলযুক্ত; **কিম্**—কি; **ইদম্**—এটা; **কস্য**—কার; **বা**—বা; **বক্ত্রম্**—মস্তক; **ইতি**—এইভাবে; **সংশিশিরে**—সন্দেহ প্রকাশ করল; **জনাঃ**—জনসাধারণ।

অনুবাদ

কুণ্ডল শোভিত একটি মাথা রাজদ্বারে এসে পড়তে দেখে উপস্থিত জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয়ে গেল। তাদের কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করল, "এটা কি?" এবং অন্যেরা বলল, "এটা একটা মাথা, কিন্তু কার?"

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ এইভাবে লিখছেন—"যখন নগরীর তোরণের মধ্য দিয়ে কাশীরাজের ছিন্ন শিরটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, তখন সমবেত পুরবাসী সেই অদ্ভুত জিনিসটি দেখে

বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। যখন তারা সেটিতে কুণ্ডল দুটি দেখতে পেল, তখন তারা বুঝতে পারল যে, সেটি কারও মাথা। কার শির হতে পারে, তা তারা অনুমান করতে লাগল। কেউ ভাবল, সেটি ছিল শ্রীকৃষ্ণের মস্তক, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ছিল কাশীরাজের শত্রু এবং তারা মনে করল যে, কাশীরাজ হয়ত শ্রীকৃষ্ণের মাথাটি নগরীতে নিক্ষেপ করেছে যাতে জনগণ শত্রুর নিহত হওয়ার আনন্দ অবশ্যই গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, মাথাটি শ্রীকৃষ্ণের ছিল না, বরং সেটি ছিল স্বয়ং কাশীরাজের"।

শ্লোক ২৬

রাজ্ঞঃ কাশীপতের্জ্ঞাত্বা মহিষ্যঃ পুত্রবান্ধবাঃ ।
পৌরাশ্চ হা হতা রাজন্নাথ নাথেতি প্রারুদন্ ॥ ২৬ ॥

রাজ্ঞঃ—রাজার; **কাশী-পতেঃ**—কাশীশ্বর; **জ্ঞাত্বা**—চিনতে পেরে; **মহিষ্য**—তার রাণীরা; **পুত্র**—তার পুত্র; **বান্ধবাঃ**—এবং অন্যান্য আত্মীয়বর্গ; **পৌরাঃ**—নগরীর অধিবাসীরা; **চ**—এবং; **হা**—হায়; **হতাঃ**—(আমরা) হত হলাম; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **নাথ নাথ**—হে নাথ, নাথ; **ইতি**—এইভাবে; **প্রারুদন্**—তারা উচ্চস্বরে রোদন করল।

অনুবাদ

হে রাজন, যখন তারা এটিকে তাদের রাজার মাথা বলে চিনতে পেরেছিল—তখন কাশীর অধিপতির রাণী, পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ, নগরীর সকল অধিবাসীর সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে শুরু করল—"হায়, আমরা মারা পড়লাম—আমার নাথ, আমার নাথ! "

শ্লোক ২৭-২৮

সুদক্ষিণস্তস্য সুতঃ কৃত্বা সংস্থাবিধিং পতেঃ ।
নিহত্য পিতৃহন্তারং যাস্যাম্যপচিতিং পিতুঃ ॥ ২৭ ॥
ইত্যাত্মনাভিসন্ধায় সোপাধ্যায়ো মহেশ্বরম্ ।
সুদক্ষিণোঽর্চয়ামাস পরমেণ সমাধিনা ॥ ২৮ ॥

সুদক্ষিণঃ—সুদক্ষিণ নামক; **তস্য**—তার (কাশীরাজের); **সুতঃ**—পুত্র; **কৃত্বা**—সম্পাদন করে; **সংস্থা-বিধিম্**—পারলৌকিক ক্রিয়া; **পতেঃ**—তার পিতার; **নিহত্য**—হত্যা করার দ্বারা; **পিতৃ**—আমার পিতার; **হন্তারম্**—হত্যাকারীকে; **যাস্যামি**—আমি অর্জন কর্‌ব; **অপচিতিম্**—প্রতিহিংসা; **পিতুঃ**—আমার পিতার জন্য; **ইতি**—এইভাবে;

আত্মনা—তার বুদ্ধি দ্বারা; **অভিসন্ধায়**—সঙ্কল্প করে; **স**—সহ; **উপাধ্যায়**—পুরোহিত; **মহা-ঈশ্বরম্**—মহেশ্বর; **সু-দক্ষিণঃ**—অত্যন্ত দানশীল হওয়ায়; **অর্চয়াম্ আস**—সে অর্চনা করেছিল; **পরমেণ**—পরম; **সমাধিনা**—সমাধি দ্বারা।

অনুবাদ

তার পিতার আবশ্যিক পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করার পর রাজার পুত্র সুদক্ষিণ মনে মনে সংকল্প গ্রহণ করল—'একমাত্র আমার পিতার হত্যাকারীকে হত্যা করে আমি তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পারি।" তাই দানশীল সুদক্ষিণ তার পুরোহিতের সঙ্গে একত্রে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ভগবান মহেশ্বরের আরাধনা শুরু করল।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "বিশ্বনাথ (দেবাদিদেব শিব) কাশী রাজ্যের অধিষ্ঠাতৃ। বিশ্বনাথের মন্দির বারাণসীতে আজও রয়েছে এবং প্রতিদিন হাজার হাজার তীর্থযাত্রী আজও সেই মন্দিরে সমবেত হন।"

শ্লোক ২৯

প্রীতোঽবিমুক্তে ভগবাংস্তস্মৈ বরমদাদ্বিভুঃ ।
পিতৃহন্তৃবধোপায়ং স বব্রে বরমীপ্সিতম্ ॥ ২৯ ॥

প্রীতঃ—সন্তুষ্ট; **অবিমুক্তে**—কাশী জেলার মধ্যে বিশেষ পবিত্র স্থান অবিমুক্ত; **ভগবান্**—দেবাদিদেব শিব; **তস্মৈ**—তাকে; **বরম্**—একটি পছন্দের বর; **অদাৎ**—প্রদান করলেন; **বিভুঃ**—শক্তিমান দেবাদিদেব শিব; **পিতৃ**—তার পিতার; **হন্তৃ**—হত্যাকারী; **বধ**—বধ করার জন্য; **উপায়ম্**—উপায়; **সঃ**—সে; **বব্রে**—প্রার্থনা করল; **বরম্**—তার বর রূপে; **ঈপ্সিতম্**—আকাঙ্ক্ষিত।

অনুবাদ

তার আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে শক্তিমান দেবাদিদেব শিব অবিমুক্তের যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হলেন এবং সুদক্ষিণকে তার পছন্দ মতো বর প্রার্থনা করতে বললেন। রাজপুত্র বর স্বরূপ তার পিতার হত্যাকারীকে হত্যার একটি উপায় প্রার্থনা করল।

শ্লোক ৩০-৩১

দক্ষিণাগ্নিং পরিচর ব্রাহ্মণৈঃ সমমৃত্বিজম্ ।
অভিচারবিধানেন স চাগ্নিঃ প্রমথৈর্বৃতঃ ॥ ৩০ ॥
সাধয়িষ্যতি সঙ্কল্পমব্রহ্মণ্যে প্রযোজিতঃ ।
ইত্যাদিষ্টস্তথা চক্রে কৃষ্ণায়াভিচরন্ ব্রতী ॥ ৩১ ॥

দক্ষিণ-অগ্নিম্—দক্ষিণ অগ্নিকে; **পরিচর**—পরিচর্যা কর; **ব্রাহ্মণৈঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **সমম্**—সঙ্গে একত্রে; **ঋত্বিজম্**—মূল পুরোহিত; **অভিচার-বিধানেন**—অভিচার রূপে পরিচিত আচারের সঙ্গে (শত্রুকে হত্যা বা অন্যভাবে ক্ষতিসাধন করার উদ্দেশ্যে); **সঃ**—সেই; **চ**—এবং; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **প্রমথৈঃ**—প্রমথগণ (শিবের ক্ষমতাশালী যোগি অনুচর যারা নানাবিধ রূপ ধারণ করতে পারে) দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **সাধয়িষ্যতি**—তা পূর্ণ করবে; **সঙ্কল্পম্**—তোমার উদ্দেশ্য; **অব্রহ্মণ্যে**—ব্রাহ্মণগণের প্রতি শত্রুভাবাপন্নের বিরুদ্ধে; **প্রয়োজিতঃ**—প্রযুক্ত হলে; **ইতি**—এরূপ; **আদিষ্টঃ**—নির্দেশিত; **তথা**—সেইভাবে; **চক্রে**—সে করল; **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে; **অভিচরন্**—অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে; **ব্রতী**—প্রয়োজনীয় ব্রতসমূহ পালন করতে লাগল।

অনুবাদ

দেবাদিদেব শিব তাকে বললেন, "তুমি ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে একত্রে অভিচার আচারের বিধিসমূহ অনুসরণ করে—মূল পুরোহিত—দক্ষিণাগ্নির পরিচর্যা কর। তখন দক্ষিণাগ্নি, বহু প্রমথগণের সঙ্গে একত্রে তোমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে, যদি তুমি ব্রাহ্মণদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন কারুর বিরুদ্ধে তা পরিচালিত কর।" এইভাবে নির্দেশিত হয়ে সুদক্ষিণ কঠোরভাবে আচারগত ব্রতসমূহ পালন করল এবং শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিচার আহ্বান করল।

তাৎপর্য

এখানে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শক্তিশালী দক্ষিণাগ্নিকে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির বিরোধী কারও বিরুদ্ধে পরিচালিত করা যেতে পারে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন ব্রাহ্মণগণের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির পালক। তাই দেবাদিদেব শিব জানতেন যে, সুদক্ষিণ যদি তার ব্রতের শক্তিকে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে পরিচালিত করার চেষ্টা করে, তবে সুদক্ষিণ স্বয়ং ধ্বংস হয়ে যাবে।

শ্লোক ৩২-৩৩

ততোঽগ্নিরুত্থিতঃ কুণ্ডান্মূর্তিমানতিভীষণঃ ।
তপ্ততাম্রশিখাশ্মশ্রুরঙ্গারোদ্গারিলোচনঃ ॥ ৩২ ॥
দংষ্ট্রোগ্রভ্রুকুটীদণ্ডকঠোরাস্যঃ স্বজিহ্বয়া ।
আলিহন্ সৃক্বণী নগ্নো বিধুন্বংস্ত্রিশিখং জ্বলৎ ॥ ৩৩ ॥

ততঃ—তখন; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **উত্থিতঃ**—উত্থিত হল; **কুণ্ডাৎ**—যজ্ঞ কুণ্ড হতে; **মূর্তিমান্**—ব্যক্তি রূপ ধারী; **অতি**—অত্যন্ত; **ভীষণঃ**—ভয়ঙ্কর; **তপ্ত**—তপ্ত; **তাম্র**—তামার মতো; **শিখা**—মস্তকে একগুচ্ছ চুল; **শ্মশ্রুঃ**—এবং শ্মশ্রু; **অঙ্গার**—অঙ্গার; **উদ্‌গারি**—নির্গতকারী; **লোচনঃ**—যার চক্ষু দুটি; **দংষ্ট্র**—তার দাঁত দিয়ে; **উগ্র**—ভয়ানক; **ভ্রূ**—ভ্রূ'র; **কুটী**—কুঞ্চন; **দণ্ড**—এবং দণ্ড; **কঠোর**—কঠোর; **আস্যঃ**—যার মুখ; **স্ব**—তার; **জিহ্বয়া**—জিহ্বা দ্বারা; **আলিহন্**—লেহন করতে করতে; **সৃক্কণী**—তার মুখের উভয় প্রান্ত; **নগ্ন**—নগ্ন; **বিধুন্বন্**—কম্পিত করে; **ত্রিশিখম্**—তার ত্রিশূল; **জ্বলৎ**—জ্বলন্ত।

অনুবাদ

তখন সেই যজ্ঞস্থল থেকে অতীব ভয়ঙ্কর নগ্ন ব্যক্তির রূপ ধারণ করে অগ্নি উত্থিত হল। সেই অগ্নিময় জীবের শ্মশ্রু ও শিখা ছিল তপ্ত তাম্রের মতো, এবং তার চক্ষু জ্বলন্ত অঙ্গার উদ্‌গীরণ করছিল। তার দন্ত ও উগ্র ভ্রূকুটি দণ্ড দ্বারা তার মুখ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। জিহ্বা দ্বারা তার মুখের দুই প্রান্ত লেহন করতে করতে দানবটি তার জ্বলন্ত ত্রিশূলকে কম্পিত করছিল।

শ্লোক ৩৪

পদ্ভ্যাং তালপ্রমাণাভ্যাং কম্পয়ন্নবনীতলম্ ।
সোঽভ্যধাবদ্‌বৃতো ভূতৈর্দ্বারকাং প্রবহন্ দিশঃ ॥ ৩৪ ॥

পদ্ভ্যাম্—তার দুই চরণ দ্বারা; **তাল**—তাল বৃক্ষের; **প্রমাণাভ্যাম্**—যার পরিমাপ; **কম্পয়ন্**—কম্পিত করে; **অবনী**—পৃথিবীর; **তলম্**—তল; **সঃ**—সে; **অভ্যধাবৎ**—ধাবিত হয়েছিল; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **ভূতৈঃ**—ভূত দ্বারা; **দ্বারকাম্**—দ্বারকার দিকে; **প্রদহন্**—দগ্ধ করতে করতে; **দিশাঃ**—সকল দিক।

অনুবাদ

তাল গাছের মতো দীর্ঘ দুটি পায়ে ভূমি কাঁপিয়ে এবং জগতের সকল দিক দগ্ধ করতে করতে সেই অতিকায় দানব ভূতগণের সঙ্গে দ্বারকা অভিমুখে ধাবিত হল।

শ্লোক ৩৫

তমাভিচারদহনমায়ান্তম্ দ্বারকৌকসঃ ।
বিলোক্য তত্রসুঃ সর্বে বনদাহে মৃগা যথা ॥ ৩৫ ॥

তম্—তাকে; **আভিচার**—অভিচার আচার দ্বারা সৃষ্ট; **দহনম্**—অগ্নি; **আয়ান্তম্**—সমাগত; **দ্বারাক-ওকসঃ**—দ্বারকার অধিবাসীরা; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **তত্রসুঃ**—ভীত হয়ে উঠলেন; **সর্বে**—সকল; **বনদাহে**—দাবানলে; **মৃগাঃ**—প্রাণীগণ; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

অভিচার আচার দ্বারা সৃষ্ট অগ্নিময় দানবের আগমন লক্ষ্য করে, দ্বারকার অধিবাসীরা সকলে দাবানলে ভীত প্রাণীদের মতো ভয়ার্ত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৬

অক্ষৈঃ সভায়াং ক্রীড়ন্তং ভগবন্তং ভয়াতুরাঃ ।
ত্রাহি ত্রাহি ত্রিলোকেশ বহ্নেঃ প্রদহতঃ পুরম্ ॥ ৩৬ ॥

অক্ষৈঃ—অক্ষ দ্বারা; **সভায়াম্**—রাজসভায়; **ক্রীড়ন্তম্**—ক্রীড়ারত; **ভগবন্তম্**—ভগবানের কাছে; **ভয়**—ভয়ে; **আতুরাঃ**—আতুর; **ত্রাহি ত্রাহি**—(তারা বললো) "আমাদের রক্ষা কর! আমাদের রক্ষা কর!"; **ত্রি**—তিন; **লোক**—জগতের; **ঈশ**—হে ঈশ্বর; **বহ্নেঃ**—অগ্নি হতে; **প্রদহতঃ**—যা দহন করে; **পুরম্**—নগরী।

অনুবাদ

ভয়ে উন্মত্ত হয়ে মানুষেরা রাজসভায় অক্ষক্রীড়ারত পরমেশ্বর ভগবানের কাছে ক্রন্দন করতে লাগল, "হে ত্রিভুবনেশ্বর, এই নগর দগ্ধকারী অগ্নি হতে আমাদের রক্ষা করুন! আমাদের রক্ষা করুন! ।"

শ্লোক ৩৭

শ্রুত্বা তজ্জনবৈক্লব্যং দৃষ্ট্বা স্বানাং চ সাধ্বসম্ ।
শরণ্যঃ সম্প্রহস্যাহ মা ভৈষ্টেত্যবিতাস্ম্যহম্ ॥ ৩৭ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; **তৎ**—এই; **জন**—জনগণের; **বৈক্লব্যম্**—বিক্ষোভ; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **স্বানাম্**—তাঁর আপন মানুষদের; **চ**—এবং; **সাধ্বসম্**—শঙ্কা; **শরণ্যঃ**—সর্বোত্তম আশ্রয়; **সম্প্রহস্য**—উচ্চস্বরে হাস্য করে; **আহ**—বললেন; **মা ভৈষ্ট**—ভয় কর না; **ইতি**—এইভাবে; **অবিতা অস্মি**—সুরক্ষা প্রদান করব; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ যখন জনসাধারণের উত্তেজনা শ্রবণ করলেন এবং তাঁর আপন মানুষদেরও শঙ্কিত হতে দেখলেন, পরম শ্রেষ্ঠ আশ্রয় প্রদাতা কেবলমাত্র হাসলেন এবং তাদের বললেন "ভয় কোর না, আমি তোমাদের রক্ষা করব।"

শ্লোক ৩৮

সর্বস্যান্তর্বহিঃসাক্ষী কৃত্যাং মাহেশ্বরীং বিভুঃ ।
বিজ্ঞায় তদ্বিঘাতার্থং পার্শ্বস্থং চক্রমাদিশৎ ॥ ৩৮ ॥

সর্বস্য—প্রত্যেকের; **অন্তঃ**—অন্তরের; **বহিঃ**—এবং বাহিরের; **সাক্ষী**—সাক্ষী; **কৃত্যাম্**—সৃষ্ট জীব; **মাহা-ঈশ্বরীম্**—দেবাদিদেব শিবের; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান ভগবানের; **বিজ্ঞায়**—সম্পূর্ণ অবগত হয়ে; **তৎ**—তাকে; **বিঘাত**—পরাজিত করার; **অর্থম্**—উদ্দেশ্যে; **পার্শ্ব**—তাঁর পাশে; **স্থম্**—দণ্ডায়মান; **চক্রম্**—তাঁর চক্র; **আদিশৎ**—তিনি নির্দেশ দিলেন।

অনুবাদ

সর্বশক্তিমান ভগবান, সকলের অন্তরের ও বাহিরের সাক্ষী, হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, দানবটি শিবের দ্বারা যজ্ঞাগ্নি হতে সৃষ্ট হয়েছিল। দানবকে পরাজিত করার জন্য, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পাশে অপেক্ষারত তাঁর চক্রকে প্রেরণ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ভাষ্য প্রদান করেছেন যে, একজন রাজারূপে শ্রীকৃষ্ণ দ্যূতক্রীড়ায় মগ্ন ছিলেন বলে অগ্নিময় দানবের আক্রমণের মতো একটি তুচ্ছ ব্যাপারে বিব্রত হতে চাননি। তাই তিনি কেবলমাত্র তাঁর চক্রকে প্রেরণ করলেন এবং তাকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিলেন।

শ্লোক ৩৯

তৎ সূর্যকোটিপ্রতিমং সুদর্শনং
জাজ্বল্যমানং প্রলয়ানলপ্রভম্ ।
স্বতেজসা খং ককুভোঽথ রোদসী
চক্রং মুকুন্দাস্ত্রমথাগ্নিমার্দয়ৎ ॥ ৩৯ ॥

তৎ—সেই; **সূর্য**—সূর্যের; **কোটি**—কোটি; **প্রতিমম্**—মতো; **সুদর্শনম্**—সুদর্শন; **জাজ্বল্যমানম্**—জাজ্বল্যমান; **প্রলয়**—প্রলয়ের; **অনল**—অগ্নি (তুল্য); **প্রভম্**—যার প্রভা; **স্ব**—তার নিজ; **তেজসা**—তাপ দ্বারা; **খম্**—আকাশ; **ককুভঃ**—দিকসমূহ; **অথ**—এবং; **রোদসী**—স্বর্গ ও মর্ত্য; **চক্রম্**—চক্র; **মুকুন্দ**—শ্রীকৃষ্ণের; **অস্ত্রম্**—অস্ত্র; **অথ**—ও; **অগ্নিম্**—অগ্নি (সুদক্ষিণ দ্বারা সৃষ্ট); **আর্দয়ৎ**—পীড়িত।

অনুবাদ

সেই সুদর্শন, ভগবান মুকুন্দের চক্র, কোটি সূর্যের মতো প্রজ্বলিত হল। তাঁর প্রভা প্রলয়কালীন অগ্নির মতো প্রজ্বলিত হল এবং তার তাপ দ্বারা সে আকাশ, সকল দিকসমূহ, স্বর্গ ও মর্ত্য এবং অগ্নিময় দানবকেও পীড়িত করল।

শ্লোক ৪০

কৃত্যানলঃ প্রতিহতঃ স রথাঙ্গপাণের্
অস্ত্রৌজসা স নৃপ ভগ্নমুখো নিবৃত্তঃ ।
বারাণসীং পরিসমেত্য সুদক্ষিণং তং
সর্ত্বিগ্‌জনং সমদহৎ স্বকৃতোঽভিচারঃ ॥ ৪০ ॥

কৃত্যা—যোগ শক্তি দ্বারা উৎপন্ন; **অনলঃ**—অগ্নি; **প্রতিহতঃ**—প্রতিহত; **সঃ**—সে; **রথ-অঙ্গ-পাণেঃ**—যিনি তাঁর হাতে সুদর্শনকে ধারণ করেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের; **অস্ত্র**—অস্ত্রের; **ওজসা**—তেজ দ্বারা; **সঃ**—সে; **নৃপ**—হে রাজন; **ভগ্ন-মুখঃ**—পরাঙ্মুখ হয়ে; **নিবৃত্তঃ**—নিবৃত্ত হয়ে; **বারাণসীম্**—বারাণসী নগরে; **পরিসমেত্য**—সকল দিকে আগমন করে; **সুদক্ষিণম্**—সুদক্ষিণ; **তম্**—তাকে; **স**—সহ, একত্রে; **ঋত্বিক্-জনম্**—তার পুরোহিতেরা; **সমদহৎ**—দগ্ধ করেছিল; **স্ব**—(সুদক্ষিণ) নিজের দ্বারা; **কৃতঃ**—সৃষ্ট; **অভিচারঃ**—হিংস্রতার উদ্দেশ্যে।

অনুবাদ

হে রাজন, শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রের ক্ষমতা দ্বারা প্রতিহত হয়ে অভিচার দ্বারা উৎপন্ন অগ্নিময় জীব পরাঙ্মুখ হয়ে পশ্চাদপসরণ করল। হিংস্রতার জন্য সৃষ্ট দানবটি তখন বারাণসীতে প্রত্যাবর্তন করে, সুদক্ষিণ তার স্রষ্টা হওয়া সত্ত্বেও, নগরীকে পরিবেষ্টন করে সুদক্ষিণ ও তার পুরোহিতদের সে দগ্ধ করল।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ এইভাবে ভাষ্য প্রদান করেছেন, "দ্বারকাকে প্রজ্বলিত করতে ব্যর্থ হয়ে, (অগ্নিময় দানব) কাশীরাজের রাজ্য বারাণসীতে প্রত্যাবর্তন করল। তার প্রত্যাবর্তনের ফলস্বরূপ, সকল পুরোহিতগণ, যারা গুপ্ত বিদ্যার মন্ত্রের নির্দেশে সাহায্য করেছিল, তাদের নিযুক্তক, সুদক্ষিণ সহ অগ্নিময় দানবের প্রজ্বলিত প্রভা দ্বারা ভস্মীভূত হয়েছিল। তন্ত্রে নির্দেশিত গুপ্ত-বিদ্যার মন্ত্রসমূহের রীতি অনুসারে, মন্ত্র যদি শত্রুকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়, তখন, যেহেতু তা অবশ্যই কাউকে না কাউকে হত্যা করবে, তা মূল স্রষ্টাকে হত্যা করে। সুদক্ষিণ ছিল স্রষ্টা এবং পুরোহিতেরা

তার সহযোগী। তাই তারা সকলেই ভস্মীভূত হয়েছিল। এই হচ্ছে দানবদের পন্থা—দানবেরা ভগবানকে হত্যা করার জন্য কিছু একটা সৃষ্টি করে, কিন্তু সেই একই অস্ত্র দ্বারা দানবেরা নিজেরা নিহত হয়।"

শ্লোক ৪১

চক্রং চ বিষ্ণোস্তদনুপ্রবিষ্টং
বারাণসীং সাট্টসভালয়াপণাম্ ।
সগোপুরাট্টালককোষ্ঠসঙ্কুলাং
সকোশহস্ত্যশ্বরথান্নশালিনীম্ ॥ ৪১ ॥

চক্রম্—চক্র; **চ**—এবং; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণুর; **তৎ**—তার (অগ্নি দানব); **অনুপ্রবিষ্টম্**—পেছন পেছন প্রবেশ করে; **বারাণসীম্**—বারাণসী; **স**—সহ; **অট্ট**—অট্টালিকা; **সভা**—সভাগৃহ; **আলয়**—বাসগৃহ; **আপণাম্**—পণ্যশালা; **স**—সহ; **গোপুর**—পুরদ্বার; **অট্টালক**—অট্টালক; **কোষ্ঠ**—এবং গুদাম; **সঙ্কুলাম্**—সঙ্কুল; **স**—সহ; **কোষ**—কোষাগার; **হস্তি**—হস্তীদের জন্য; **অশ্ব**—অশ্বসমূহ; **রথ**—রথসমূহ; **অন্ন**—এবং অন্ন; **শালিনীম্**—অট্টালিকাসমূহ সহ।

অনুবাদ

অগ্নিময় দানবের পেছনে পেছনে শ্রীবিষ্ণুর চক্রও বারাণসীতে প্রবেশ করল এবং সকল সভাগৃহ, উত্তোলিত বারান্দাসহ আবাসিক প্রাসাদসমূহ, অসংখ্য পণ্যশালা, পুরদ্বার, অট্টালক, গুদাম ও কোষাগার এবং হস্তীশালা, অশ্বশালা, রথশালা ও অন্নশালা সকল সহ নগরীকে দগ্ধ করতে শুরু করল।

শ্লোক ৪২

দগ্ধ্বা বারাণসীং সর্বাং বিষ্ণোশ্চক্রং সুদর্শনম্ ।
ভূয়ঃ পার্শ্বমুপাতিষ্ঠৎ কৃষ্ণস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ ॥ ৪২ ॥

দগ্ধ্বা—দগ্ধ করে; **বারাণসীম্**—বারাণসী; **সর্বম্**—সকল; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণুর; **চক্রম্**—চক্র; **সুদর্শনম্**—সুদর্শন; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **পার্শ্বম্**—পাশে; **উপাতিষ্ঠৎ**—কাছে গমন করল; **কৃষ্ণস্য**—কৃষ্ণের; **অক্লিষ্ট**—অক্লান্ত; **কর্মণঃ**—যার কর্মসমূহ।

অনুবাদ

সমগ্র বারাণসী নগরীকে দগ্ধ করার পর ভগবান বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র অক্লান্তকর্মা শ্রীকৃষ্ণের পাশে প্রত্যাবর্তন করল।

শ্লোক ৪৩

য এনং শ্রাবয়েন্মর্ত্য উত্তমঃশ্লোকবিক্রমম্ ।
সমাহিতো বা শৃণুয়াৎ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৩ ॥

যঃ—যে; **এনম্**—এই; **শ্রাবয়েৎ**—অন্যের শ্রবণের কারণ হয়; **মর্ত্যঃ**—একজন নশ্বর মানুষ; **উত্তমঃশ্লোক**—শ্রেষ্ঠ চিন্ময় শ্লোকাবলীতে বন্দিত শ্রীকৃষ্ণের; **বিক্রমম্**—বীরত্ব পূর্ণ লীলা; **সমাহিতঃ**—মনোযোগের সঙ্গে; **বা**—বা; **শৃণুয়াৎ**—শ্রবণ করে; **সর্ব**—সকল হতে; **পাপৈঃ**—পাপ; **প্রমুচ্যতে**—মুক্ত হয়।

অনুবাদ

যে মানব ভগবান উত্তমশ্লোকের এই বীরত্বপূর্ণ লীলা স্মরণ করেন অথবা যে মনোযোগের সঙ্গে কেবল তা শ্রবণ করে, সে সকল পাপ হতে মুক্ত হয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'নকল বাসুদেবরূপী পৌণ্ড্রক' নামক ষটষষ্টিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীবলরাম দ্বিবিদ মহাবানরকে বধ করলেন

কিভাবে শ্রীবলরাম রৈবতক পর্বতে ব্রজের যুবতীদের সঙ্গ উপভোগ করলেন এবং সেখানে দ্বিবিদ বানরকে বধ করলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ যে নরকাসুরকে নিধন করেছিলেন, দ্বিবিদ নামক তার এক মহা বানর বন্ধু ছিল। দ্বিবিদ, তার বন্ধুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল, তাই সে গোপদের গৃহে আগুন লাগিয়েছিল, শ্রীকৃষ্ণের আনর্ত প্রদেশটি বিধ্বস্ত করেছিল এবং তার বলশালী দুই বাহু দিয়ে সমুদ্রের জল মন্থন করে উপকূলভূমি প্লাবিত করেছিল। মূর্খটি এরপর মহান ঋষিবর্গের আশ্রমের গাছপালা ভেঙ্গে দেয় এবং তাদের যজ্ঞের অগ্নিতেও মল মূত্র ত্যাগ করে। সে মেয়ে পুরুষদের অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে তাদের পর্বত গুহায় বন্দী করে রেখে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড দিয়ে বন্ধ করে দিত। এইভাবে সমগ্র দেশকে বিপর্যস্ত করে এবং বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবতীকে কলুষিত করার পর দ্বিবিদ রৈবতক পর্বতে এসে, সেখানে সে শ্রীবলরামকে একদল সুন্দরী রমণীর সঙ্গ উপভোগরত দেখতে পায়। বারুণী পানীয় পান করে বাহ্যত প্রমত্ত শ্রীবলরামকে অবজ্ঞা করে, দ্বিবিদ শ্রীভগবানের সামনেই তার মলদ্বার খুলে রমণীদের দেখিয়েছিল এবং ভ্রূভঙ্গী করে কুৎসিত ইঙ্গিত করে ও মল মূত্র ত্যাগ করে তাদের আরও নানাভাবে অপমান করতে থাকে।

দ্বিবিদের অসভ্য ব্যবহার শ্রীবলরামকে ক্রুদ্ধ করে তোলে এবং তিনি মহাবানরটির দিকে একটি পাথর ছুঁড়ে মারলেন। কিন্তু দ্বিবিদ তা এড়িয়ে যেতে পেরেছিল। সে তখন শ্রীবলরামকে উপহাস করতে লাগল এবং মহিলাদের পোশাক ধরে টানাটানি করতে থাকে। এই ঔদ্ধত্য লক্ষ্য করে শ্রীবলদেব দ্বিবিদকে বধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাই তিনি তাঁর গদা ও তাঁর লাঙ্গল অস্ত্র গ্রহণ করলেন। শক্তিশালী দ্বিবিদ তখন ভূমি হতে একটি শাল বৃক্ষ উপ্‌ড়ে নিয়ে অস্ত্রের মতো তা ধারণ করল এবং সেই গাছটি দিয়ে শ্রীভগবানের মাথায় সে আঘাত করল। কিন্তু ভগবান শ্রীবলদেব অটল রইলেন এবং সেই গাছের গুঁড়িটিকে চূর্ণ করে খণ্ড খণ্ড করে দিলেন। দ্বিবিদ আরেকটি বৃক্ষ উৎপাটন করল এবং এইভাবে একের পর এক গাছ উৎপাটন করতে লাগল, যতক্ষণ না বন নিঃশেষিত হয়। কিন্তু যদিও সে একের পর এক গাছ দিয়ে বলদেবের মাথায় আঘাত করেছিল, শ্রীভগবান কিন্তু সমস্ত গাছই খণ্ড খণ্ড করে ছেদন করেছিলেন। তখন সেই মূর্খ মহাবানর একের পর এক পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল। ভগবান শ্রীবলদেব সেই সমস্ত পাথরকে

চূর্ণ করার পরে দ্বিবিদ শ্রীভগবানকে আক্রমণ করে মুষ্টি দ্বারা তাঁর বুকে আঘাত করে, তাঁকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। তাঁর গদা ও লাঙ্গল অস্ত্র সরিয়ে রেখে, শ্রীবলরাম তখন দ্বিবিদের কণ্ঠ ও বাহুতে আঘাত করলে বানরটি রক্ত বমন করতে করতে মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

দ্বিবিদকে বধ করে শ্রীবলদেব দ্বারকার উদ্দেশে যাত্রা করলে আকাশ হতে দেবতা ও ঋষিগণ পুষ্প বর্ষণ করলেন এবং তাঁর উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনি, বন্দনা ও প্রণাম নিবেদন করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

ভূয়োঽহং শ্রোতুমিচ্ছামি রামস্যাদ্ভুতকর্মণঃ।
অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য যদন্যৎ কৃতবান্ প্রভুঃ ॥ ১ ॥

শ্রীরাজা—মহিমান্বিত রাজা (পরিক্ষিৎ); **উবাচ**—বললেন; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **অহম্**—আমি; **শ্রোতুম্**—শ্রবণ করতে; **ইচ্ছামি**—ইচ্ছা করি; **রামস্য**—শ্রীবলরামের; **অদ্ভুত**—বিস্ময়কর; **কর্মণঃ**—কাজকর্ম; **অনন্তস্য**—অসীম; **অপ্রমেয়স্য**—অপরিমেয়; **যৎ**—কি; **অন্যৎ**—অন্য; **কৃতবান্**—করেছিল; **প্রভুঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

মহিমান্বিত রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—আমি অনন্ত ও অপরিমেয় ভগবান শ্রীবলরামের বিস্ময়কর কাজকর্মের কথা আরও শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি। তিনি আর কি করেছিলেন?

শ্লোক ২

শ্রীশুক উবাচ

নরকস্য সখা কশ্চিদ্ দ্বিবিদো নাম বানরঃ।
সুগ্রীবসচিবঃ সোঽথ ভ্রাতা মৈন্দস্য বীর্যবান্ ॥ ২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **নরকস্য**—নরকাসুরের; **সখা**—বন্ধু; **কশ্চিৎ**—কোন এক; **দ্বিবিদঃ**—দ্বিবিদ; **নাম**—নামক; **বানরঃ**—বানর; **সুগ্রীব**—রাজা সুগ্রীব; **সচিবঃ**—যার উপদেষ্টা; **সঃ**—সে; **অথ**—ও; **ভ্রাতা**—ভ্রাতা; **মৈন্দস্য**—মৈন্দের; **বীর্যবান্**—বলশালী।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—দ্বিবিদ নামে এক মহাবানর নরকাসুরের বন্ধু ছিল। মৈন্দের ভ্রাতা, এই বলশালী দ্বিবিদ রাজা সুগ্রীবের মন্ত্রণা লাভ করেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী দ্বিবিদ মহাবানর সম্বন্ধে কিছু চিত্তাকর্ষক তথ্য উল্লেখ করেছেন। যদিও দ্বিবিদ ছিল ভগবান রামচন্দ্রের একজন পার্ষদ, কিন্তু সে পরে নরকাসুরের অসৎ সঙ্গের দ্বারা কলুষিত হয়ে পড়ে। যেমন এখানে উল্লেখ করা হয়েছে *নরকস্য সখা*। তার শক্তিতে গর্বিত হয়ে যখন দ্বিবিদ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও অন্যান্যদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিল, তখন তার সেই অপরাধের ফলেই দ্বিবিদের এই অসৎ সঙ্গ দোষ হয়েছিল। যারা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অর্চনা করেন, তাঁরা কখনও শ্রীভগবানের সেবক বিগ্রহ স্বরূপ দ্বিবিদ ও মৈন্দের উদ্দেশে প্রার্থনা কীর্তন করেন। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, এই শ্লোকে উল্লেখিত মৈন্দ ও দ্বিবিদ হচ্ছেন এইসকল বিগ্রহের অধিকারী প্রকাশ, যাঁরা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বৈকুণ্ঠলোকের অধিবাসী।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীল জীব গোস্বামীর মতাদর্শের সঙ্গে একমত যে, দ্বিবিদ তার অসৎ সঙ্গের ফলে বিনষ্ট হয়েছিলেন, যা ছিল তার শ্রীমান লক্ষ্মণকে অশ্রদ্ধা করার শাস্তি। কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলছেন যে, এখানে উল্লেখিত মৈন্দ ও দ্বিবিদ প্রকৃতপক্ষে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আরাধনার সময়ে সেবক বিগ্রহ রূপে সম্বোধিত নিত্য মুক্ত ভক্ত। তিনি বলেন, মহাত্মাগণের প্রতি অপরাধের ফলস্বরূপ অসৎ সঙ্গের শুভ পরিণাম প্রদর্শনের জন্য শ্রীভগবান তাদের অধঃপতনের আয়োজন করেছিলেন। তাই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর দ্বিবিদ ও মৈন্দের পতনকে জয় ও বিজয়ের পতনের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

শ্লোক ৩

সখ্যুঃ সোঽপচিতিং কুর্বন্ বানরো রাষ্ট্রবিপ্লবম্ ।
পুরগ্রামাকরান্ ঘোষানদহদ্বহ্নিমুৎসৃজন্ ॥ ৩ ॥

সখ্যুঃ—তার সখার (নরক, যাকে শ্রীকৃষ্ণ বধ করেছিলেন); **সঃ**—সে; **অপচিতিম্**—ঋণ পরিশোধের জন্য; **কুর্বন্**—করে; **বানরঃ**—বানর; **রাষ্ট্র**—রাষ্ট্রের; **বিপ্লবম্**—প্রবল উৎপাত সৃষ্টি করে; **পুর**—নগরী; **গ্রাম**—গ্রাম; **আকরান্**—এবং খনিগুলি; **ঘোষান্**—গোপ সম্প্রদায়; **অদহৎ**—সে দগ্ধ করেছিল; **বহ্নিম্**—অগ্নি; **উৎসৃজন্**—জ্বালিয়ে দিয়ে।

অনুবাদ

তার বন্ধু নরকের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য, বানর দ্বিবিদ নগরী, গ্রাম, খনি ও গোপদের ঘরবাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে দেশটি বিধ্বস্ত করল।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ দ্বিবিদের বন্ধু নরককে বধ করেছিলেন এবং তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বানরটি শ্রীকৃষ্ণের সমৃদ্ধ রাজ্যপাঠ ধ্বংস করতে মনস্থ করল। *কৃষ্ণ গ্রন্থে* শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "তার প্রথম কাজ ছিল গ্রাম, শহর, শিল্প ও খনিজ অঞ্চল এবং কৃষি ও গোরক্ষায় নিয়োজিত বণিকদের আবাসস্থলে আগুন লাগানো।"

শ্লোক ৪

ক্বচিৎ স শৈলানুৎপাট্য তৈর্দেশান্ সমচূর্ণয়ৎ ।
আনর্তান্ সুতরামেব যত্রাস্তে মিত্রহা হরিঃ ॥ ৪ ॥

ক্বচিৎ—একদিন; **সঃ**—সে, দ্বিবিদ; **শৈলান্**—পর্বত; **উৎপাট্য**—উৎপাটিত করে; **তৈঃ**—তাদের সঙ্গে; **দেশান্**—সকল রাজ্যপাট; **সমচূর্ণয়ৎ**—সে চূর্ণ করেছিল; **আনর্তান্**—আনর্ত প্রদেশের মানুষদের (যেখানে দ্বারকা অবস্থিত); **সুতরাম্ এব**—বিশেষত; **যত্র**—যেখানে; **আস্তে**—বর্তমান; **মিত্র**—তার বন্ধুর; **হা**—হত্যাকারী; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

একদিন দ্বিবিদ একাধিক পর্বত উৎপাটন করল এবং নিকটবর্তী সমস্ত রাজ্যগুলি বিশেষত আনর্ত প্রদেশ, যেখানে তার বন্ধুর হত্যাকারী, ভগবান শ্রীহরি বাস করতেন, সেগুলি ধ্বংস করার জন্য সেগুলি কাজে লাগায়।

শ্লোক ৫

ক্বচিৎ সমুদ্রমধ্যস্থো দোর্ভ্যামুৎক্ষিপ্য তজ্জলম্ ।
দেশান্ নাগাযুতপ্রাণো বেলাকূলে ন্যমজ্জয়ৎ ॥ ৫ ॥

ক্বচিৎ—একদিন; **সমুদ্র**—সমুদ্রের; **মধ্য**—মধ্যে; **স্থঃ**—দাঁড়িয়ে; **দোর্ভ্যাম্**—তার দু'হাত দিয়ে; **উৎক্ষিপ্য**—মন্থন করে; **তৎ**—তার; **জলম্**—জল; **দেশান্**—রাজ্যপাট; **নাগ**—হাতি; **অযুত**—দশ হাজারের মতো; **প্রাণঃ**—প্রাণ; **বেলা**—সমুদ্র উপকূলের; **কূলে**—সন্নিহিত; **ন্যমজ্জয়ৎ**—নিমজ্জিত করেছিল।

অনুবাদ

আরেকবার, সে সমুদ্রে নেমে দশ হাজার হাতির শক্তি দিয়ে তার দু'হাতে জল মন্থন করতে থাকে এবং এইভাবে উপকূলবর্তী সমস্ত প্রদেশ নিমজ্জিত করে।

শ্লোক ৬

আশ্রমানৃষিমুখ্যানাং কৃত্বা ভগ্নবনস্পতীন্ ।
অদূষয়চ্ছকৃন্মূত্রৈরগ্নীন্ বৈতানিকান্ খলঃ ॥ ৬ ॥

আশ্রমান্—আশ্রমাদি; **ঋষি**—ঋষিদের; **মুখ্যানাং**—উন্নত; **কৃত্বা**—করছিল; **ভগ্ন**—ভগ্ন; **বনস্পতীন্**—গাছপালা; **অদূষয়ৎ**—দূষিত করল; **শকৃৎ**—মল দ্বারা; **মূত্রৈঃ**—এবং মূত্র; **অগ্নীন্**—আগুন দিয়ে; **বৈতানিকান্**—যজ্ঞীয়; **খলঃ**—অসৎ।

অনুবাদ

দুষ্ট বানরটি মহর্ষিদের আশ্রমের গাছপালা উৎপাটন করে দেয় এবং তাঁদের যজ্ঞের আগুনে তার মল ও মূত্র দ্বারা সব কলুষিত করল।

শ্লোক ৭

পুরুষান্ যোষিতো দৃপ্তঃ ক্ষ্মাভৃদ্‌দ্রোণীগুহাসু সঃ ।
নিক্ষিপ্য চাপ্যধাচ্ছৈলৈঃ পেশস্কারীব কীটকম্ ॥ ৭ ॥

পুরুষান্—নর; **যোষিতঃ**—এবং নারীদের; **দৃপ্তঃ**—স্পর্ধিত; **ক্ষ্মা-ভৃৎ**—পর্বতের; **দ্রোণী**—উপত্যকার মধ্যে; **গুহাসু**—গুহা অভ্যন্তরে; **সঃ**—সে; **নিক্ষিপ্য**—নিক্ষেপ করে; **চ**—এবং; **অপ্যধাৎ**—বন্ধ করত; **শৈলৈঃ**—বৃহৎ শিলাখণ্ড দ্বারা; **পেশস্কারী**—একটি বোলতা; **ইব**—যেমন; **কীটকম্**—একটি ক্ষুদ্র কীট।

অনুবাদ

ঠিক যেমন বোলতা ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গদের বন্দী করে রাখে, তেমনিভাবে উদ্ধত হয়ে সে মেয়ে-পুরুষ সকলকে পর্বত উপত্যকার গুহামধ্যে নিক্ষেপ করত এবং শিলাখণ্ড দিয়ে গুহাটি বন্ধ করে দিত।

শ্লোক ৮

এবং দেশান্ বিপ্রকুর্বন্ দূষয়ংশ্চ কুলস্ত্রিয়ঃ ।
শ্রুত্বা সুললিতং গীতং গিরিং রৈবতকং যযৌ ॥ ৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **দেশান্**—বিভিন্ন দেশ; **বিপ্রকুর্বন্**—বিধ্বস্ত করে; **দূষয়ন্**—দূষিত করে; **চ**—এবং; **কুল**—সম্ভ্রান্ত পরিবারের; **স্ত্রিয়ঃ**—নারীদের; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে;

সুললিতম্—সুমধুর; **গীতম্**—গীত; **গিরিম্**—পর্বতে; **রৈবতকম্**—রৈবতক নামক; **যযৌ**—সে গিয়েছিল।

অনুবাদ

একবার দ্বিবিদ যখন এইভাবে প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে উৎপীড়ন ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের রমণীদের কলুষিত করছিল, সেই সময়ে সে রৈবতক পর্বত থেকে অতি সুমধুর গান শুনতে পায়। তাই সে সেখানে গিয়েছিল।

শ্লোক ৯-১০

তত্রাপশ্যদ্‌যদুপতিং রামং পুষ্করমালিনম্ ।
সুদর্শনীয়সর্বাঙ্গং ললনাযূথমধ্যগম্ ॥ ৯ ॥
গায়ন্তং বারুণীং পীত্বা মদবিহ্বললোচনম্ ।
বিভ্রাজমানং বপুষা প্রভিন্নমিব বারণম্ ॥ ১০ ॥

তত্র—সেখানে; **অপশ্যৎ**—সে দেখল; **যদু-পতিম্**—যদুপতি; **রামম্**—বলরাম; **পুষ্কর**—পদ্মফুলের; **মালীনম্**—মালা পরিহিত; **সুদর্শনীয়**—অত্যন্ত আকর্ষণীয়; **সর্ব**—সকল; **অঙ্গম্**—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ; **ললনা**—নারীদের; **যূথ**—দলের; **মধ্যগম্**—মধ্যে; **গায়ন্তম্**—গান করতে; **বারুণীম্**—বারুণী পানীয়; **পীত্বা**—পান করতে করতে; **মদ**—মত্ততা দ্বারা; **বিহ্বল**—বিহ্বল; **লোচনম্**—যার দু'চোখ; **বিভ্রাজমানম্**—জ্যোতিতে বিভূষিত; **বপুষা**—তাঁর শরীর; **প্রভিন্নম্**—মত্ত; **ইব**—মতো; **বারণম্**—হাতি।

অনুবাদ

সেখানে সে পদ্মফুলের মালায় শোভিত ও প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অতীব মনোহর রূপ ধারণ করে প্রকাশিত যদুপতি শ্রীবলরামকে দেখতে পায়। তিনি একদল যুবতী নারীর মাঝে গান করছিলেন এবং যেহেতু তিনি বারুণী রস পান করেছিলেন, তাই যেন তিনি মত্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং তাই তাঁর চোখ দুটি ঘূর্ণিত হচ্ছিল। তিনি যখন মত্ত হাতির মতো আচরণ করছিলেন, তখন তাঁর দেহ উজ্জ্বল দীপ্তিমান হয়ে উঠেছিল।

শ্লোক ১১

দুষ্টঃ শাখামৃগঃ শাখামারূঢ়ঃ কম্পয়ন্ দ্রুমান্ ।
চক্রে কিলকিলাশব্দমাত্মানং সম্প্রদর্শয়ন্ ॥ ১১ ॥

দুষ্টঃ—দুষ্ট; **শাখা-মৃগঃ**—বানর (যে প্রাণী বৃক্ষ শাখায় বাস করে); **শাখাম্**—একটি শাখা; **আরূঢ়ঃ**—আরোহণ করে; **কম্পয়ন্**—কম্পিত করে; **দ্রুমান্**—গাছপালা; **চক্রে**—সে করল; **কিলকিলা-শব্দম্**—কিলকিলা শব্দ; **আত্মানম্**—নিজেকে; **সম্প্রদর্শয়ন্**—প্রদর্শন করে।

অনুবাদ

দুষ্ট বানরটি একটি গাছের ডালে উঠে বসল এবং তারপর গাছগুলি নাড়াতে নাড়াতে কিলকিলা ধ্বনি করে তার অস্তিত্ব জানিয়ে দিল।

তাৎপর্য

শাখামৃগ শব্দটি বোঝায় যে, সাধারণ বানরের মতো বানর দ্বিবিদেরও গাছে উঠার প্রবণতা ছিল। শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "দ্বিবিদ নামে এই বানরটি গাছে গাছে আরোহণ করতে পারত এবং এক শাখা থেকে আরেক শাখায় লাফ দিতে পারত। কখনও-বা সে একটি বিশেষ ধরনের 'কিলকিলা' শব্দ সৃষ্টি করে শাখাগুলিকে ঝাঁকাতো, যাতে শ্রীবলরাম সুমধুর পরিবেশ থেকে ভীষণভাবে বিক্ষিপ্ত হন।"

শ্লোক ১২

তস্য ধার্ষ্ট্যং কপের্বীক্ষ্য তরুণ্যো জাতিচাপলাঃ।
হাস্যপ্রিয়া বিজহসুর্বলদেবপরিগ্রহাঃ ॥ ১২ ॥

তস্য—তার; **ধার্ষ্ট্যম্**—ধৃষ্টতা; **কপেঃ**—বানরের; **বীক্ষ্য**—লক্ষ্য করে; **তরুণ্যঃ**—যুবতীরা; **জাতি**—স্বভাবত; **চাপলাঃ**—চপলা; **হাস্য-প্রিয়াঃ**—হাস্যপ্রিয়া; **বিজহসুঃ**—উচ্চস্বরে হাসতে লাগল; **বলদেব-পরিগ্রহাঃ**—শ্রীবলদেবের সখিরা।

অনুবাদ

শ্রীবলদেবের সখিবৃন্দ যখন বানরটির ধৃষ্টতা লক্ষ্য করলেন, তখন তাঁরা হাসতে শুরু করলেন। যাই হোক, তাঁরা তো ছিলেন পরিহাসপ্রিয়া ও চপলতাপ্রবণ তরুণী।

শ্লোক ১৩

তা হেলয়ামাস কপির্ভ্রূক্ষেপৈর্সম্মুখাদিভিঃ।
দর্শয়ন্ স্বগুদং তাসাং রামস্য চ নিরীক্ষিতঃ ॥ ১৩ ॥

তাঃ—তাদের (তরুণীদের); **হেলয়াম্ আস**—উপহাসকারী; **কপিঃ**—বানর; **ভ্রূ**—তার ভ্রূ'র; **ক্ষেপৈঃ**—কুৎসিত ভঙ্গির দ্বারা; **সম্মুখ**—তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে; **আদিভিঃ**—ইত্যাদি; **দর্শয়ন্**—দেখাতে; **স্ব**—তার; **গুদম্**—মলদ্বার; **তাসাম্**—তাদের; **রামস্য**—যেন শ্রীবলরাম; **চ**—এবং; **নিরীক্ষিতঃ**—নিরীক্ষণ করছিলেন।

অনুবাদ

এমনকি শ্রীবলরাম লক্ষ্য করা সত্ত্বেও, দ্বিবিদ তার ভ্রু নাচিয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত করে, তাদের সামনে এসে তার মলদ্বার প্রদর্শন করে তরুণীদের অপমান করেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "বানরটি এতই দুর্বিনীত ও অসভ্য ছিল যে, শ্রীবলরামের সামনেই সে তার নিম্নাঙ্গ খুলে রমণীদের দেখাতে শুরু করল এবং মাঝে মাঝে তার ভ্রু-কুঞ্চিত করে তার দাঁত দেখানোর জন্য এগিয়ে আসত।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলছেন যে, রমণীদের কাছেই দ্বিবিদ চলে আসত এবং ঘুরত ফিরত, মূত্র ত্যাগ ইত্যাদি করত।

শ্লোক ১৪-১৫

তং গ্রাব্ণা প্রাহরৎ ক্রুদ্ধো বলঃ প্রহরতাং বরঃ ।
স বঞ্চয়িত্বা গ্রাবাণং মদিরাকলসং কপিঃ ॥ ১৪ ॥
গৃহীত্বা হেলয়ামাস ধূর্তস্তং কোপয়ন্ হসন্ ।
নির্ভিদ্য কলশং দুষ্টো বাসাংসাস্ফালয়দ্ বলম্ ।
কদর্থীকৃত্য বলবান্ বিপ্রচক্রে মদোদ্ধতঃ ॥ ১৫ ॥

তম্—তাকে, দ্বিবিদকে; **গ্রাব্ণা**—একটি প্রস্তর; **প্রাহরৎ**—নিক্ষেপ করলেন; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ; **বলঃ**—শ্রীবলরাম; **প্রহরতাম্**—অস্ত্র নিক্ষেপকারীদের মধ্যে; **বরঃ**—শ্রেষ্ঠ; **সঃ**—সে, দ্বিবিদ; **বঞ্চয়িত্বা**—পরিহার করে; **গ্রাবাণম্**—প্রস্তরটি; **মদিরা**—পানীয়ের; **কলসম্**—কলস; **কপিঃ**—বানর; **গৃহীত্বা**—হরণ করে; **হেলয়াম্ আস**—পরিহাস করতে লাগল; **ধূর্তঃ**—মূর্খ; **তম্**—তাঁকে, শ্রীবলরামকে; **কোপয়ন্**—কুপিত করে; **হসন্**—হাসতে হাসতে; **নির্ভিদ্য**—ভগ্ন করল; **কলসম্**—কলস; **দুষ্টঃ**—দুষ্ট; **বাসাংসি**—বস্ত্রগুলি (তরুণীদের); **আস্ফালয়ৎ**—সে আকর্ষণ করল; **বলম্**—শ্রীবলরাম; **কদর্থী-কৃত্য**—অবজ্ঞা করে; **বল-বান্**—বলবান; **বিপ্রচক্রে**—সে অপমান করল; **মদ**—মিথ্যা অহংকার দ্বারা; **উদ্ধতঃ**—উদ্ধত।

অনুবাদ

যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ক্রুদ্ধ, শ্রীবলরাম তাকে একটি পাথর ছুঁড়ে মারলেন, কিন্তু চতুর বানর পাথরটিকে এড়িয়ে গেল এবং শ্রীভগবানের পানীয় রসের পাত্রটি দখল করল। শ্রীবলরামকে পরিহাস করে হাসতে হাসতে সে আরও ক্রুদ্ধ করে তুলে দুষ্ট দ্বিবিদ তখন পাত্রটি ভেঙে ফেলে এবং তরুণীদেরও বস্ত্র আকর্ষণ করে

শ্রীভগবানকে আরও উত্ত্যক্ত করল। এইভাবে সেই বলশালী বানরটি মিথ্যা অহংকার দেখিয়ে উদ্ধত হয়ে শ্রীবলরামকে ক্রমাগত অপমান করতে থাকে।

শ্লোক ১৬

তং তস্যাবিনয়ং দৃষ্ট্বা দেশাংশ্চ তদুপদ্রুতান্ ।
ক্রুদ্ধো মুষলমাদত্ত হলং চারিজিঘাংসয়া ॥ ১৬ ॥

তম্—সেই; **তস্য**—তার; **অবিনয়ম্**—অভব্যতা; **দৃষ্ট্বা**—লক্ষ্য করে; **দেশান্**—সারা দেশে; **চ**—এবং; **তৎ**—তার দ্বারা; **উপদ্রুতান্**—উপদ্রুত; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ; **মুষলম্**—তাঁর গদা; **আদত্ত**—গ্রহণ করলেন; **হলম্**—তাঁর লাঙ্গল; চ—এবং; **অরি**—শত্রু; **জিঘাংসয়া**—হত্যা করার উদ্দেশ্যে।

অনুবাদ

শ্রীবলরাম বানরের অভব্য আচরণ এবং চতুর্দিকের সারা দেশে তার উপদ্রব সৃষ্টি করার কথা চিন্তা করলেন। এইভাবে শ্রীভগবান তাঁর শত্রুকে বধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ক্রুদ্ধভাবে তাঁর গদা ও লাঙ্গল অস্ত্র গ্রহণ করলেন।

তাৎপর্য

অবিনয়ম্ কথাটির অর্থ 'শিষ্টাচারবিহীন'। দ্বিবিদ সম্পূর্ণভাবে শিষ্টাচার এবং নম্রতা বর্জন করে, নির্লজ্জভাবে অতি অসভ্য দুর্বিনীত আচরণ করছিল। স্বয়ং শ্রীভগবানের সামনেই বানরটি অভদ্র আচরণ করা ছাড়াও, সাধারণ মানুষকেও দ্বিবিদের অত্যন্ত বিব্রত করার কথা শ্রীভগবান জানতেন। এই দুষ্ট বানরটিকে এবার মরতে হবে।

শ্লোক ১৭

দ্বিবিদোঽপি মহাবীর্যঃ শালমুদ্যম্য পাণিনা ।
অভ্যেত্য তরসা তেন বলং মূর্ধন্যতাড়য়ৎ ॥ ১৭ ॥

দ্বিবিদঃ—দ্বিবিদ; **অপি**—ও; **মহা**—মহা; **বীর্যঃ**—যার শক্তি; **শালম্**—শাল বৃক্ষ; **উদ্যম্য**—উত্তোলন করল; **পাণিনা**—তার হাত দিয়ে; **অভ্যেত্য**—উপস্থিত হয়ে; **তরসা**—বেগে; **তেন**—তা দ্বারা; **বলম্**—শ্রীবলরাম; **মূর্ধণি**—মাথায়; **অতাড়য়ৎ**—সে আঘাত করল।

অনুবাদ

শক্তিশালী দ্বিবিদও যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে এল। একহাতে একটি শাল গাছ উৎপাটন করে নিয়ে সে শ্রীবলরামের দিকে ধাবিত হল এবং গাছের গুঁড়িটি দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করল।

শ্লোক ১৮

তং তু সংকর্ষণো মূর্ধ্নি পতন্তমচলো যথা ।
প্রতিজগ্রাহ বলবান্ সুনন্দেনাহনচ্চ তম্ ॥ ১৮ ॥

তম্—সেই (গাছের গুঁড়ি); **তু**—কিন্তু; **সঙ্কর্ষণঃ**—শ্রীবলরাম; **মূর্ধ্নি**—তাঁর মাথায়; **পতন্তম্**—পতিত; **অচলঃ**—একটি অবিচল পর্বত; **যথা**—মতো; **প্রতিজগ্রাহ**—ধারণ করলেন; **বল-বান্**—বলবান; **সুনন্দেন**—তাঁর গদা, সুনন্দ দ্বারা; **অহনৎ**—তিনি আঘাত করলেন; **চ**—এবং; **তম্**—তাকে, দ্বিবিদকে।

অনুবাদ

কিন্তু ভগবান সঙ্কর্ষণ পাহাড়ের মতো অবিচলিত থাকলেন এবং তাঁর মাথার উপরে পতনোন্মুখ গাছের গুঁড়িটিকে ধারণ করলেন মাত্র। অতঃপর তিনি সুনন্দ নামে তাঁর গদা দিয়ে দ্বিবিদকে আঘাত করলেন।

শ্লোক ১৯-২১

মুষলাহতমস্তিষ্কো বিরেজে রক্তধারয়া ।
গিরির্যথা গৈরিকয়া প্রহারং নানুচিন্তয়ন্ ॥ ১৯ ॥
পুনরন্যং সমুৎক্ষিপ্য কৃত্বা নিষ্পত্রমোজসা ।
তেনাহনৎ সুসংক্রুদ্ধস্তং বলঃ শতধাচ্ছিনৎ ॥ ২০ ॥
ততোঽন্যেন রুষা জঘ্নে তং চাপি শতধাচ্ছিনৎ ॥ ২১ ॥

মুষল—গদা দ্বারা; **আহত**—আহত; **মস্তিষ্কঃ**—তার খুলি; **বিরেজে**—সে রক্তিম হয়ে উঠল; **রক্ত**—রক্তের; **ধারয়া**—ধারায়; **গিরিঃ**—পর্বত; **যথা**—যেমন; **গৈরিকয়া**—গৈরিক রঞ্জিত; **প্রহারম্**—আঘাত; **ন**—না; **অনুচিন্তয়ন্**—ভ্রূক্ষেপ করে; **পুনঃ**—পুনরায়; **অন্যম্**—আরেকটি (বৃক্ষ); **সমুৎক্ষিপ্য**—উৎপাটন করে; **কৃত্বা**—করে; **নিষ্পত্রম্**—পত্রশূন্য; **ওজসা**—বলপূর্বক; **তেন**—তা দ্বারা; **অহনৎ**—সে আঘাত করল; **সু-সংক্রুদ্ধঃ**—সম্পূর্ণরূপে ক্রুদ্ধ হয়ে; **তম্**—তা; **বলঃ**—শ্রীবলরাম; **শতধা**—শত শত খণ্ডে; **অচ্ছিনৎ**—ছেদন করলেন; **ততঃ**—তখন; **অন্যেন**—আরেকটি দ্বারা; **রুষা**—ক্রুদ্ধভাবে; **জঘ্নে**—চূর্ণবিচূর্ণ করলেন; **তম্**—সেটি; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **শতধা**—শত শত খণ্ডে; **অচ্ছিনৎ**—তিনি ভগ্ন করলেন।

অনুবাদ

শ্রীভগবানের গদা দিয়ে মাথায় আঘাত পেয়ে রক্তধারায় দ্বিবিদ রক্তিম হয়ে উঠল— যেন গৈরিক রঞ্জিত এক পর্বত। আঘাত উপেক্ষা করে, দ্বিবিদ আরেকটি

গাছ উৎপাটন করে পাশবিক শক্তি দ্বারা সেটি পত্রশূন্য করল এবং শ্রীভগবানকে আবার আঘাত করল। এখন ক্রুদ্ধ শ্রীবলরাম গাছটিকে শত শত খণ্ডে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করলে পর দ্বিবিদ আরও একটি গাছ তুলে নিয়ে ক্রোধোমত্ত হয়ে শ্রীভগবানকে আবার আঘাত করল। এই গাছটিকেও শ্রীভগবান শত শত খণ্ডে চূর্ণ করলেন।

শ্লোক ২২

এবং যুধ্যন্ ভগবতা ভগ্নে ভগ্নে পুনঃ পুনঃ ।
আকৃষ্য সর্বতো বৃক্ষান্নির্বৃক্ষমকরোদ্বনম্ ॥ ২২ ॥

এবম্—এইভাবে; **যুধ্যন্**—যুদ্ধরত (দ্বিবিদ); **ভগবতা**—ভগবানের দ্বারা; **ভগ্নে ভগ্নে**—বারম্বার ভগ্ন হওয়ায়; **পুনঃ পুনঃ**—পুনঃ পুনঃ; **আকৃষ্য**—উৎপাটন করে; **সর্বতঃ**—সবখান থেকে; **বৃক্ষান্**—গাছগুলি; **নির্বৃক্ষম্**—বৃক্ষশূন্য; **অকরোৎ**—করেছিল; **বনম্**—বন।

অনুবাদ

এইভাবে আক্রান্ত হয়ে যিনি বারে বারে গাছগুলিকে চূর্ণ করছিলেন, ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধরত দ্বিবিদ সেই বনটি বৃক্ষশূন্য না হওয়া পর্যন্ত চতুর্দিক থেকে বৃক্ষ উৎপাটন করছিল।

শ্লোক ২৩

ততোঽমুঞ্চচ্ছিলাবর্ষং বলস্যোপর্যমর্ষিতঃ ।
তৎ সর্বং চূর্ণয়ামাস লীলয়া মুষলায়ুধঃ ॥ ২৩ ॥

ততঃ—তখন; **অমুঞ্চৎ**—সে মুক্ত করল; **শিলা**—শিলার; **বর্ষম্**—বর্ষণ; **বলস্য উপরি**—শ্রীবলরামের উপরে; **অমর্ষিতঃ**—হতাশ হয়ে; **তৎ**—সেই; **সর্বম্**—সকল; **চূর্ণয়াম্ আস**—চূর্ণ করলেন; **লীলয়া**—সহজেই; **মুষল-আয়ুধঃ**—গদার পরিচালক।

অনুবাদ

ক্রুদ্ধ বানর তখন শ্রীবলরামের উপর শিলা বর্ষণ করতে থাকল, কিন্তু মুষলায়ুধধারী সহজেই সেই সমস্তই চূর্ণ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "যখন আর কোনও গাছ পাওয়া গেল না, তখন দ্বিবিদ পাহাড় থেকে বড় বড় পাথর নিয়ে বর্ষার মতো সেগুলি বলরামের দেহের উপর নিক্ষেপ করতে লাগল। শ্রীবলরাম, খেলাচ্ছলে সেইসকল বড় বড় প্রস্তর খণ্ড চূর্ণ করে নুড়িতে পরিণত করতে শুরু করলেন।" এখনও এরকম অনেক খেলা রয়েছে

যেখানে লোকে একটি বল বা তেমন কোন বস্তুকে একটি ব্যাট বা লাঠি দ্বারা আঘাত করে মজা পায়। এই ক্রীড়ার প্রবণতা মূলত পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে রয়েছে, যিনি লীলাক্রমে, শক্তিশালী দ্বিবিদ দ্বারা তাঁর দিকে নিক্ষিপ্ত ভয়ঙ্কর প্রস্তরখণ্ডগুলি চূর্ণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

স বাহূ তালসঙ্কাশৌ মুষ্টীকৃত্য কপীশ্বরঃ ।
আসাদ্য রোহিণীপুত্রং তাভ্যাং বক্ষস্যরূরুজৎ ॥ ২৪ ॥

সঃ—সে; **বাহূ**—তার দুই হাত; **তাল**—তাল গাছ; **সঙ্কাশৌ**—বৃহৎ; **মুষ্টী**—মুষ্টিবদ্ধ; **কৃত্য**—করে; **কপি**—বানরদের; **ঈশ্বরঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **আসাদ্য**—সম্মুখীন হয়ে; **রোহিণী-পুত্রম্**—রোহিণী পুত্র বলরাম; **তাভ্যাম্**—তাই দিয়ে; **বক্ষসি**—তাঁর বুকে; **আরূরুজৎ**—সে আঘাত করল।

অনুবাদ

অত্যন্ত শক্তিশালী বানর দ্বিবিদ এখন তার তালগাছের মতো বাহুর মুষ্টিকে বদ্ধ করে শ্রীবলরামের সামনে এল এবং তার মুষ্টি দিয়ে শ্রীভগবানের দেহে আঘাত করল।

শ্লোক ২৫

যাদবেন্দ্রোঽপি তং দোর্ভ্যাং ত্যক্ত্বা মুষললাঙ্গলে ।
জত্রাবভ্যর্দয়ৎ ক্রুদ্ধঃ সোঽপতদ্ রুধিরং বমন্ ॥ ২৫ ॥

যাদব-ইন্দ্রঃ—যাদবগণের অধিপতি, বলরাম; **অপি**—এবং; **তম্**—তাকে; **দোর্ভ্যাম্**—তাঁর দু'হাত দিয়ে; **ত্যক্ত্বা**—নিক্ষেপ করে; **মুষল-লাঙ্গলে**—তাঁর গদা ও লাঙ্গল; **জত্রৌ**—কাঁধে; **অভ্যর্দয়ৎ**—আঘাত করলেন; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ; **সঃ**—সে, দ্বিবিদ; **অপতৎ**—পতিত হল; **রুধিরম্**—রক্ত; **বমন**—বমি করতে করতে।

অনুবাদ

ক্রুদ্ধ যাদবাধিপতি তখন তাঁর গদা ও লাঙ্গল নিক্ষেপ করে তাঁর খালি হাত দুটি দিয়ে দ্বিবিদের কাঁধে আঘাত করলেন। বানরটি রক্তবমন করতে করতে পড়ে গেল।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ গ্রন্থে, শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "এই সময় বলরাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। যেহেতু বানরটি তাঁকে তার হাত দিয়ে আঘাত করেছিল, তাই তিনি তাকে তাঁর

নিজ অস্ত্রশস্ত্র, গদা অথবা লাঙ্গল দিয়ে প্রত্যাঘাত করেননি—কেবলমাত্র তাঁর মুষ্টি দিয়ে তিনি বানরটির কাঁধে আঘাত করতে লাগলেন। এই আঘাতই দ্বিবিদের কাছে প্রাণান্তকর হয়ে উঠেছিল।"

শ্লোক ২৬

চকম্পে তেন পততা সটঙ্কঃ সবনস্পতিঃ ।
পর্বতঃ কুরুশার্দূল বায়ুনা নৌরিবাম্ভসি ॥ ২৬ ॥

চকম্পে—কম্পিত হয়; **তেন**—তার জন্য; **পততা**—তার পতনে; **স**—সহ একত্রে; **টঙ্ক**—জলযুক্ত বিবর; স—সহ একত্রে; **বনস্পতিঃ**—এর গাছপালা; **পর্বতঃ**—পর্বত; **কুরু-শার্দূল**—হে কুরুগণের মধ্যে ব্যাঘ্রতুল্য (পরীক্ষিৎ মহারাজ); **বায়ুনা**—বায়ু দ্বারা; **নৌঃ**—নৌকা; **ইব**—যেমন; **অম্ভসি**—জলে।

অনুবাদ

যখন সে ভূপতিত হল, হে কুরুশার্দূল, তখন রৈবতক পর্বত তার জলযুক্ত বিবর ও বনস্পতি নিয়ে, যেন সমুদ্রে বায়ু তাড়িত নৌকার মতো কেঁপে উঠেছিল।

তাৎপর্য

টঙ্ক শব্দটি এখানে কেবলমাত্র পাহাড়ে জলপূর্ণ খাঁজ বা গহ্বরকে ইঙ্গিত করছে না—তা ফাটল ও অন্যান্য জলপূর্ণ গর্তকেও বোঝাচ্ছে। দ্বিবিদ যখন ভূপতিত হয়েছিল, তখন এই সমস্ত পার্বত্য অঞ্চল কেঁপে উঠেছিল।

শ্লোক ২৭

জয়শব্দো নমঃশব্দঃ সাধু সাধ্বিতি চাম্বরে ।
সুরসিদ্ধমুনীন্দ্রাণামাসীৎ কুসুমবর্ষিণাম্ ॥ ২৭ ॥

জয়-শব্দঃ—জয়ধ্বনি; **নমঃ-শব্দঃ**—নমঃ (প্রণামের) শব্দ; **সাধু সাধু ইতি**—"দারুণ! বেশ করেছেন!" প্রশংসাসূচক ধ্বনি; **চ**—এবং; **অম্বরে**—আকাশে; **সুর**—দেবতাগণের; **সিদ্ধ**—সিদ্ধ; **মুনি-ইন্দ্রাণাম্**—এবং মহান ঋষিগণ; **আসীৎ**—সেখানে ছিলেন; **কুসুম**—পুষ্প; **বর্ষিণাম্**—যারা বর্ষণ করছিলেন।

অনুবাদ

স্বর্গের দেবতা, সিদ্ধ ও মহান ঋষিগণ উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, "আপনার জয় হোক! আপনাকে নমস্কার! দারুণ! বেশ করেছেন!" এবং শ্রীভগবানের উপরে, তাঁরা পুষ্প বর্ষণ করলেন।

শ্লোক ২৮

এবং নিহত্য দ্বিবিদং জগদ্‌ব্যতিকরাবহম্ ।
সংস্তূয়মানো ভগবান্ জনৈঃ স্বপুরমাবিশৎ ॥ ২৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **নিহত্য**—বধ করে; **দ্বিবিদম্**—দ্বিবিদ; **জগৎ**—জগতে; **ব্যতিকর**—উপদ্রব; **আবহম্**—আনয়নকারী; **সংস্তূয়মানঃ**—স্তুতি কীর্তন দ্বারা বন্দিত হয়ে; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **জনৈঃ**—জনগণের দ্বারা; **স্ব**—তাঁর; **পুরম্**—নগরী (দ্বারকা); **আবিশৎ**—তিনি প্রবেশ করলেন।

অনুবাদ

এইভাবে সমগ্র জগতে উপদ্রবকারী দ্বিবিদকে বধ করে, জনগণের দ্বারা সমগ্র পথে তাঁর মহিমা-কীর্তিত হয়ে, শ্রীভগবান তাঁর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীবলরাম দ্বিবিদ মহাবানরকে বধ করলেন' নামক সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়

সাম্বের বিবাহ

কিভাবে কৌরবগণ সাম্বকে বন্দী করেছিলেন এবং কিভাবে তার মুক্তি সুনিশ্চিত করার জন্য শ্রীবলদেব হস্তিনাপুর নগরীকে আকর্ষণ করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

জাম্ববতীর প্রিয় পুত্র, সাম্ব, দুর্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে তার স্বয়ম্বর সভা থেকে অপহরণ করেছিলেন। প্রত্যুত্তরে তাকে বন্দী করার জন্য কৌরবগণ তাদের সর্বশক্তি একত্রিত করলেন। সাম্ব একা হাতে কিছু সময়ের জন্য তাদের প্রতিরোধ করবার পরে, কৌরব পক্ষের ছয়জন যোদ্ধা তাকে তার রথ থেকে নামিয়ে, তার ধনুক খণ্ডবিখণ্ড করে দিয়ে, তাকে বন্দী করে বন্ধন করলেন এবং তাকে ও লক্ষ্মণা, উভয়কেই হস্তিনাপুরে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

যখন রাজা উগ্রসেন সাম্বের বন্দী হওয়ার কথা শুনলেন, তখন তিনি যাদবদের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালেন। ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন, কিন্তু কুরু ও যদু বংশের মধ্যে কলহ পরিহারের আশায় শ্রীবলরাম তাদের শান্ত করলেন। কয়েকজন জ্যেষ্ঠ যাদব ও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে ভগবান শ্রীবলদেব হস্তিনাপুরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

যাদবদের দলটি নগরীর বাইরে একটি উদ্যানে শিবির স্থাপন করল এবং শ্রীবলরাম উদ্ধবকে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মানসিক অবস্থা নির্ণয় করার জন্য পাঠালেন। উদ্ধব যখন কৌরব সভায় উপস্থিত হয়ে শ্রীবলরামের আগমন ঘোষণা করলেন, তখন কৌরবেরা উদ্ধবের অর্চনা করলেন, শ্রীবলরামকে নিবেদনের জন্য মাঙ্গলিক দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে তাঁকে দর্শনের জন্য এগিয়ে গেলেন। কৌরবেরা বিবিধ শ্রদ্ধার্ঘ্য সামগ্রী ও শাস্ত্রীয় আচরণে বলরামকে সম্মানিত করলেন, কিন্তু যখনই তাঁরা সাম্বকে মুক্তি দান করার জন্য উগ্রসেনের দাবী জ্ঞাপন করলেন, তখনই তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। "ভারি আশ্চর্য!" তারা বলল, "যাদবেরা কৌরবদের আদেশ দিতে চেষ্টা করছে। এটা যেন মাথার ওপরে জুতো উঠে বসার ইচ্ছা করছে মনে হয়। আমাদের জন্যই যাদবেরা তাদের রাজসিংহাসন পেয়েছে এবং তা সত্ত্বেও এখন তারা আমাদের সমান বলে নিজেদের মনে করছে। আর আমাদের কোনও রাজ অধিকার তাদের দেওয়া উচিত নয়।"

এই বলে, কৌরব রাজন্যবর্গ তাঁদের নগরীর অভ্যন্তরে চলে গেলেন এবং ভগবান শ্রীবলরাম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, যারা তাদের মিথ্যা সম্মানবোধে উন্মত্ত,

কেবল কঠোর শাস্তিদানের মাধ্যমেই তাদের সঙ্গে আচরণের একমাত্র উপায়। তাই, পৃথিবীকে সকল কৌরবের ভারশূন্য করার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর লাঙ্গল অস্ত্র গ্রহণ করলেন এবং হস্তিনাপুরকে গঙ্গার দিকে আকর্ষণ করতে লাগলেন। নদীতে তাদের নগরী পতিত হওয়ার আসন্ন বিপদ লক্ষ্য করে, ভীত কৌরবগণ সত্বর সাম্ব ও লক্ষ্মণাকে ভগ বান শ্রীবলরামের সামনে নিয়ে এলেন এবং তাঁর স্তুতি করতে শুরু করলেন। তখন তাঁরা প্রার্থনা করলেন, "হে ভগবান, দয়া করে আপনার প্রকৃত পরিচয় বিষয়ে অতি অজ্ঞ আমাদের মার্জনা করুন।"

তিনি তাঁদের ক্ষতি করবেন না বলে বলদেব কৌরবদের আশ্বস্ত করলেন এবং দুর্যোধন তার কন্যা ও নব জামাতাকে বিবাহের বিভিন্ন উপহার প্রদান করলেন। অতঃপর দুর্যোধন যাদবগণকে তার অভিনন্দন জ্ঞাপন করে শ্রীবলদেবকে সাম্ব ও লক্ষ্মণা সহ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করতে অনুরোধ করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

দুর্যোধনসুতাং রাজন্ লক্ষ্মণাং সমিতিঞ্জয়ঃ ।
স্বয়ম্বরস্থামহরৎ সাম্বো জাম্ববতীসুতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **দুর্যোধন-সুতাম্**—দুর্যোধনের কন্যা; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **লক্ষ্মণাম্**—লক্ষ্মণা নামক; **সমিতিঞ্জয়ঃ**—সংগ্রামজিৎ; **স্বয়ম্-বর**—তাঁর স্বয়ম্বর অনুষ্ঠানে; **স্থাম্**—স্থিত; **অহরৎ**—হরণ করেছিলেন; **সাম্বঃ**—সাম্ব; **জাম্ববতী-সুতঃ**—জাম্ববতীর পুত্র।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন, যুদ্ধে চির বিজয়ী, জাম্ববতীর পুত্র সাম্ব, দুর্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে তার স্বয়ম্বর-অনুষ্ঠান হতে অপহরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ গ্রন্থে এই ঘটনাকে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এইভাবে বর্ণনা করছেন—"ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্যোধনের লক্ষ্মণা নামে এক বিবাহযোগ্যা কন্যা ছিল। সে ছিল কুরুবংশের এক অতীব গুণসম্পন্না কন্যা এবং বহু রাজপুত্র তাকে বিবাহ করতে চেয়েছিল। এই অবস্থায় স্বয়ম্বর অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, যাতে কন্যা তার নিজ পছন্দ অনুসারে তার পতি নির্বাচন করতে পারে। লক্ষ্মণার স্বয়ম্বর সভায়, যখন কন্যা তার পতি নির্বাচন করছিলেন, তখন সাম্ব উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর এক প্রধানা মহিষী জাম্ববতীর পুত্র। এই পুত্র সাম্বের এরূপ

নামকরণ হয়েছিল, কারণ অত্যন্ত মন্দ পুত্র হওয়ায়, তিনি সর্বদা তার মায়ের সঙ্গে থাকতেন। সাম্ব নামটি ইঙ্গিত করছে যে, এই পুত্র তার মায়ের অত্যন্ত আদরের ছিল। *অম্বা* অর্থ 'মা' এবং *স* অর্থ হচ্ছে 'সঙ্গে'। তাই এই বিশেষ নামটি তাঁকে প্রদান করা হয়েছিল, কারণ তিনি সকল সময় তাঁর মায়ের সঙ্গে থাকতেন। একই কারণে, তিনি জাম্ববতীসুত নামেও পরিচিত। ইতিপূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের সকল পুত্রগণ তাঁদের মহান পিতা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতোই গুণসম্পন্ন ছিলেন। সাম্ব দুর্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে চেয়েছিলেন, যদিও লক্ষ্মণার তাকে পাওয়ার প্রতি আগ্রহ ছিল না, তাই, সাম্ব স্বয়ম্বর অনুষ্ঠান থেকে বলপূর্বক লক্ষ্মণাকে অপহরণ করেছিলেন।"

শ্লোক ২

কৌরবাঃ কুপিতা ঊচুর্দুর্বিনীতোঽয়মর্ভকঃ ।
কদর্থীকৃত্য নঃ কন্যামকামামহরদ্ বলাৎ ॥ ২ ॥

কৌরবাঃ—কৌরবগণ; **কুপিতাঃ**—ক্রুদ্ধ; **ঊচুঃ**—বললেন; **দুর্বিনীতঃ**—দুর্বিনীত; **অয়ম্**—এই; **অর্ভকঃ**—বালক; **কদর্থী-কৃত্য**—অপমান করে; **নঃ**—আমাদের; **কন্যাম্**—কন্যা; **অকামাম্**—অনিচ্ছুক; **অহরৎ**—গ্রহণ করেছে; **বলাৎ**—বলপূর্বক।

অনুবাদ

ক্রুদ্ধ কুরুগণ বললেন—এই দুর্বিনীত বালক আমাদের অবিবাহিত কন্যাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক অপহরণ করে আমাদের অপমান করেছে।

শ্লোক ৩

বধ্নীতেমং দুর্বিনীতং কিং করিষ্যন্তি বৃষ্ণয়ঃ ।
যেঽস্মৎপ্রসাদোপচিতাং দত্তাং নো ভুঞ্জতে মহীম্ ॥ ৩ ॥

বধ্নীত—বন্দী কর; **ইমম্**—তাকে; **দুর্বিনীতম্**—দুর্বিনীত; **কিম্**—কি; **করিষ্যন্তি**—তারা করবে; **বৃষ্ণয়ঃ**—বৃষ্ণিগণ; **যে**—যারা; **অস্মাৎ**—আমাদের; **প্রসাদ**—অনুগ্রহ দ্বারা; **উপচিতাম্**—অর্জন করে; **দত্তাম্**—প্রদত্ত; **নঃ**—আমাদের; **ভুঞ্জতে**—ভোগ করছে; **মহিম্**—রাজ্য।

অনুবাদ

এই দুর্বিনীত সাম্বকে বন্দী কর! বৃষ্ণিরা কি করবে? আমাদের অনুগ্রহে আমাদের অনুমোদিত রাজ্য তারা শাসন করছে।

শ্লোক ৪

নিগৃহীতং সুতং শ্রুত্বা যদ্যেষ্যন্তীহ বৃষ্ণয়ঃ ।
ভগ্নদর্পাঃ শমং যান্তি প্রাণা ইব সুসংযতাঃ ॥ ৪ ॥

নিগৃহীতম্—বন্দী; **সুতম্**—তাদের পুত্র; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **যদি**—যদি; **এষ্যন্তি**—তারা আগমন করে; **ইহ**—এখানে; **বৃষ্ণয়ঃ**—বৃষ্ণিগণ; **ভগ্ন**—ভগ্ন; **দর্পাঃ**—যার দর্প; **শমম্**—শান্তভাব; **যান্তি**—তারা পাবে; **প্রাণাঃ**—ইন্দ্রিয়াদি; **ইব**—মতো; **সু**—যথাযথভাবে; **সংযতাঃ**—নিয়ন্ত্রণে আনীত।

অনুবাদ

তাদের পুত্র বন্দী হয়েছে শুনে যদি বৃষ্ণিরা এখানে আসে, তা হলে আমরা তাদের দর্প চূর্ণ করব। এইভাবে শরীরের ইন্দ্রিয়াদি কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখার মতোই, তারা অবদমিত হয়ে থাকবে।

শ্লোক ৫

ইতি কর্ণঃ শলো ভূরির্যজ্ঞকেতুঃ সুযোধনঃ ।
সাম্বমারেভিরে যোদ্ধুং কুরুবৃদ্ধানুমোদিতাঃ ॥ ৫ ॥

ইতি—এই বলে; **কর্ণঃ শলঃ ভূরিঃ**—কর্ণ, শল ও ভূরি (সৌমদত্তি); **যজ্ঞকেতুঃ সুযোধনঃ**—যজ্ঞকেতু (ভূরিশ্রবা) ও দুর্যোধন; **সাম্বম্**—সাম্বের বিরুদ্ধে; **আরেভিরে**—তাঁরা যাত্রা করলেন; **যোদ্ধুম্**—বন্ধন করতে; **কুরু-বৃদ্ধ**—কুরুগণের জ্যেষ্ঠ (ভীষ্ম) দ্বারা; **অনুমোদিতাঃ**—অনুমোদিত হয়ে।

অনুবাদ

এই কথা বলার পর এবং কুরুবংশের বরিষ্ঠ সদস্যগণ তাঁদের পরিকল্পনা অনুমোদন করলে, কর্ণ, শল, ভূরি, যজ্ঞকেতু ও সুযোধন সাম্বকে আক্রমণ করার জন্য যাত্রা করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, এখানে ভীষ্মকে কুরুগণের বরিষ্ঠজন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি কনিষ্ঠজনদের এইভাবে অনুমোদন প্রদান করেছেন—"যেহেতু এই কন্যা এখন সাম্বের স্পর্শ লাভ করেছে, তাই এখন সে অন্য কোনও পতি গ্রহণ করতে পারে না। সাম্ব অবশ্যই তার পতি হবে। তা সত্ত্বেও, তোমরা তাকে বন্দী করবে এবং তার অন্যায় কাজ এবং আমাদের শৌর্য প্রকাশ করার জন্য তাকে বন্ধন করবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাকে হত্যা করবে

না।" আচার্য আরও যোগ করেছেন যে, এই শ্লোকে উল্লেখিত পাঁচ যোদ্ধার সঙ্গে ভীষ্মও সঙ্গদান করেছিলেন।

শ্লোক ৬

দৃষ্টানুধাবতঃ সাম্বো ধার্তরাষ্টান্ মহারথঃ ।
প্রগৃহ্য রুচিরং চাপং তস্থৌ সিংহ ইবৈকলঃ ॥ ৬ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **অনুধাবতঃ**—তার দিকে ধাবিত; **সাম্বঃ**—সাম্ব; **ধার্তরাষ্ট্রান্**—ধৃতরাষ্ট্রের অনুগামীরা; **মহা-রথঃ**—মহা রথযোদ্ধা; **প্রগৃহ্য**—ধারণ করে; **রুচিরম্**—সুরম্য; **চাপম্**—তাঁর ধনুক; **তস্থৌ**—তিনি দাঁড়ালেন; **সিংহ**—সিংহ; **ইব**—মতো; **একলঃ**—একাকী।

অনুবাদ

দুর্যোধন ও তার সঙ্গীদের তাঁর দিকে ধাবিত হতে দেখে, মহারথ সাম্ব তাঁর সুরম্য ধনুক গ্রহণ করলেন এবং সিংহের মতো একাকী দাঁড়িয়ে রইলেন।

শ্লোক ৭

তং তে জিঘৃক্ষবঃ ক্রুদ্ধাস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষিণঃ ।
আসাদ্য ধন্বিনো বাণৈঃ কর্ণাগ্রণ্যঃ সমাকিরন্ ॥ ৭ ॥

তম্—তাঁকে; **তে**—তারা; **জিঘৃক্ষবঃ**—বন্দী করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে; **ক্রুদ্ধাঃ**—ক্রুদ্ধ; **তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইতি**—"দাঁড়াও! দাঁড়াও"; **ভাষিণঃ**—বলে; **আসাদ্য**—সম্মুখীন হয়ে; **ধন্বিনঃ**—ধনুর্ধারিগণ; **বাণৈঃ**—তাঁদের তীর দ্বারা; **কর্ণ-অগ্রেণঃ**—কর্ণ প্রমুখ; **সমাকিরণ**—তাঁর প্রতি বর্ষণ করলেন।

অনুবাদ

তাকে বন্দী করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্ণ প্রমুখ ক্রুদ্ধ ধনুর্ধারিগণ চিৎকার করে সাম্বকে বললেন, "দাঁড়াও, যুদ্ধ কর! দাঁড়াও, যুদ্ধ কর!" তাঁরা তাঁর সামনে এগিয়ে এসে তাঁর প্রতি তীর বর্ষণ করতে লাগলেন।

শ্লোক ৮

সোঽপবিদ্ধঃ কুরুশ্রেষ্ঠ কুরুভির্যদুনন্দনঃ ।
নামৃষ্যৎ তদচিন্ত্যার্ভঃ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগৈরিব ॥ ৮ ॥

সঃ—তিনি; **অপবিদ্ধঃ**—অন্যায়ভাবে আক্রান্ত; **কুরুশ্রেষ্ঠ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ (পরীক্ষিৎ মহারাজ); **কুরুভিঃ**—কুরুগণের দ্বারা; **যদুনন্দনঃ**—যদুবংশের প্রিয় পুত্র; **ন অমৃষ্যৎ**—

সহ্য করতে পারলেন না; **তৎ**—তা; **অচিন্ত্য**—অচিন্ত্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **অর্ভঃ**—পুত্র; **সিংহঃ**—সিংহ; **ক্ষুদ্র**—ক্ষুদ্র; **মৃগৈঃ**—প্রাণীদের দ্বারা; **ইব**—যেমন।

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র সাম্ব কুরুগণের দ্বারা অন্যায়ভাবে বিব্রত হয়ে, সিংহ যেমন ক্ষুদ্র প্রাণীদের আক্রমণও সহ্য করতে পারে না, তেমনি সেই যদুনন্দনও তাঁদের আক্রমণ সহ্য করতে পারলেন না।

তাৎপর্য

অচিন্ত্যার্ভ শব্দটির ভাষ্য প্রদান করে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ *কৃষ্ণ* গ্রন্থে লিখেছেন, "যদুবংশের মহিমান্বিত পুত্র সাম্ব শ্রীকৃষ্ণের পুত্ররূপে অচিন্তনীয় শক্তিরাজিতে সমৃদ্ধ ছিলেন।"

শ্লোক ৯-১০

বিস্ফূর্জ্য রুচিরং চাপং সর্বান্ বিব্যাধ সায়কৈঃ।
কর্ণাদীন্ ষড় রথান্ বীরস্তাবদ্ভির্যুগপৎ পৃথক্ ॥ ৯ ॥
চতুর্ভিশ্চতুরো বাহানেকৈকেন চ সারথীন্।
রথিনশ্চ মহেষ্বাসাংস্তস্য তৎ তেঽভ্যপূজয়ন্ ॥ ১০ ॥

বিস্ফূর্জ্য—টঙ্কার করে; **রুচিরম্**—সুরম্য; **চাপম্**—তাঁর ধনুক; **সর্বান্**—তাদের সকলকে; **বিব্যাধ**—তিনি বিদ্ধ করলেন; **সায়কৈঃ**—তাঁর তীরগুলি দিয়ে; **কর্ণ-আদীন্**—কর্ণ এবং অন্যান্যদের; **ষট্**—ছয়টি; **রথান্**—রথগুলি; **বীরঃ**—বীর সাম্ব; **তাবদ্ভিঃ**—সেইগুলি দিয়ে; **যুগপৎ**—একই সাথে; **পৃথক্**—প্রত্যেককে পৃথকভাবে; **চতুর্ভিঃ**—চারটি (তীর) দ্বারা; **চতুরঃ**—চারটি; **বাহান্**—প্রত্যেক রথের অশ্ব; **এক-একেন**—একে একে; **চ**—এবং; **সারথীন্**—সারথিদের; **রথিনঃ**—রথগুলির অধিনায়ক যোদ্ধাদের; **চ**—এবং; **মহা-ইষু-আসান্**—শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধরগণ; **তস্য**—তাঁর; **তৎ**—সেই; **তে**—তারা; **অভ্যপূজয়ন্**—অভিনন্দিত করলেন।

অনুবাদ

বীর সাম্ব তাঁর সুরম্য ধনুকে টঙ্কার করে কর্ণ প্রমুখ ছয়জন যোদ্ধাকে তীর দ্বারা বিদ্ধ করলেন। তিনি ছয়টি রথকে ছয়টি তীর দ্বারা, প্রতি দলের চারটি অশ্বকে চারটি তীর দ্বারা এবং প্রত্যেক সারথিকে একটি তীর দ্বারা বিদ্ধ করলেন আর তেমনিভাবে রথগুলির অধিনায়ক শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধরগণকেও আহত করলেন। শত্রু যোদ্ধাগণ সাম্বের এই শৌর্য প্রদর্শনের জন্য তাঁকে অভিনন্দিত করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ মন্তব্য করছেন, "সাম্ব যখন এইভাবে প্রবল বিক্রমে ছয়জন প্রখ্যাত বীরের সঙ্গে সংগ্রাম করছিলেন, তাঁরা তখন সকলেই সেই বালকের অচিন্ত্য শক্তিরাজির প্রশংসা করছিলেন। যুদ্ধের মধ্যেও তাঁরা অকপটে স্বীকার করলেন যে, বিস্ময়কর এই বালক সাম্ব।"

শ্লোক ১১

তং তু তে বিরথং চক্রুশ্চত্বারশ্চতুরো হয়ান্ ।
একস্তু সারথিং জঘ্নে চিচ্ছেদান্যঃ শরাসনম্ ॥ ১১ ॥

তম্—তাঁকে; **তু**—কিন্তু; **তে**—তারা; **বিরথম্**—তাঁর রথ হতে বিচ্যুত; **চক্রুঃ**—করল; **চত্বারঃ**—চার; **চতুরঃ**—তাদের চারজন; **হয়ান্**—অশ্বগুলি; **একঃ**—এক; **তু**—এবং; **সারথিম্**—রথ চালক; **জঘ্নে**—আঘাত করলেন; **চিচ্ছেদ**—ছেদন করলেন; **অন্যঃ**—আরেকজন; **শর-অসনম্**—তাঁর ধনুক।

অনুবাদ

কিন্তু তাঁরা তাঁকে রথচ্যুত হতে বাধ্য করার পরে তাঁদের চারজন তাঁর চারটি অশ্বকে আঘাত করলেন, তাঁদের একজন তাঁর সারথিকে নিহত করলেন এবং অন্যজন তাঁর ধনুকটি ভেঙে দিলেন।

শ্লোক ১২

তং বদ্ধা বিরথীকৃত্য কৃচ্ছ্রেণ কুরবো যুধি ।
কুমারং স্বস্য কন্যাং চ স্বপুরং জয়িনোঽবিশন্ ॥ ১২ ॥

তম্—তাঁকে; **বদ্ধা**—বন্ধন করে; **বিরথী-কৃত্য**—তাঁকে তাঁর রথ থেকে নামিয়ে; **কৃচ্ছ্রেণ**—অতিকষ্টে; **কৌরবম্**—কুরুগণ; **যুধি**—যুদ্ধে; **কুমারম্**—বালককে; **স্বস্য**—তাদের নিজ; **কন্যাম্**—কন্যা; **চ**—এবং; **স্ব-পুরম্**—তাদের নগর; **জয়িনঃ**—বিজয়ী; **অবিশন্**—প্রবেশ করলেন।

অনুবাদ

যুদ্ধে সাম্বকে তাঁর রথ থেকে নামিয়ে কুরু যোদ্ধাগণ অতিকষ্টে তাঁকে বন্ধন করলেন এবং তারপর সেই বালক ও তাদের রাজকন্যাকে নিয়ে বিজয়ী হয়ে তাদের নগরে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ১৩

তচ্ছ্রুত্বা নারদোক্তেন রাজন্ সঞ্জাতমন্যবঃ ।
কুরূন্ প্রত্যুদ্যমং চক্রুরুগ্রসেনপ্রচোদিতাঃ ॥ ১৩ ॥

তৎ—এই; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **নারদ**—নারদ মুনির; **উক্তেন**—উক্তির দ্বারা; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **সঞ্জাত**—জাগরিত; **মন্যবঃ**—যাঁদের ক্রোধ; **কুরূন্**—কুরুগণের; **প্রতি**—বিরুদ্ধে; **উদ্যমম্**—যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি; **চক্রুঃ**—তাঁরা করলেন; **উগ্রসেন**—রাজা উগ্রসেন দ্বারা; **প্রোচোদিতাঃ**—প্ররোচিত হয়ে।

অনুবাদ

হে রাজন, যখন শ্রীনারদের কাছ থেকে যাদবগণ এই সংবাদ শুনলেন তখন, তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। রাজা উগ্রসেনের প্ররোচনায় তাঁরা কুরুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ লিখেছেন, "মহর্ষি নারদ অবিলম্বে যাদবগণকে সাম্বের বন্দীদশার সংবাদটি পৌঁছে দিলেন এবং সমগ্র কাহিনী তাঁদের বর্ণনা করলেন। ছয় জন যোদ্ধার দ্বারা অন্যায়ভাবে সাম্বের বন্দী হওয়ার ব্যাপারে যদুবংশের সকলেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। এখন যদুবংশের প্রধান, রাজা উগ্রসেনের অনুমোদনক্রমে তাঁরা কুরুবংশের রাজধানী-নগরী আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হলেন।"

শ্লোক ১৪-১৫

সান্ত্বয়িত্বা তু তান্ রামঃ সন্নদ্ধান্ বৃষ্ণিপুঙ্গবান্ ।
নৈচ্ছৎ কুরূণাং বৃষ্ণীনাং কলিং কলিমলাপহঃ ॥ ১৪ ॥
জগাম হাস্তিনপুরং রথেনাদিত্যবর্চসা ।
ব্রাহ্মণৈঃ কুলবৃদ্ধৈশ্চ বৃতশ্চন্দ্র ইব গ্রহৈঃ ॥ ১৫ ॥

সান্ত্বয়িত্বা—শান্ত করে; **তু**—কিন্তু; **তান্**—তাঁদের; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **সন্নদ্ধান্**—যুদ্ধ সাজে সজ্জিত; **বৃষ্ণি-পুঙ্গবান্**—বৃষ্ণি বংশের বীরগণকে; **ন ঐচ্ছৎ**—তিনি চাইলেন না; **কুরূণাম্ বৃষ্ণীনাম্**—কুরু ও বৃষ্ণীগণের মধ্যে; **কলিম্**—কলহ; **কলি**—কলহের যুগের; **মল**—কলুষ; **অপহঃ**—দূরকারী; **জগাম**—তিনি গেলেন; **হাস্তিন-পুরম্**—হস্তিনাপুরে; **রথেন**—তাঁর রথে; **আদিত্য**—সূর্যের মতো; **বর্চসা**—যাঁর জ্যোতি; **ব্রাহ্মণৈঃ**—ব্রাহ্মণগণ দ্বারা; **কুল**—পরিবারের; **বৃদ্ধৈঃ**—বরিষ্ঠজনের দ্বারা; **চ**—এবং; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **চন্দ্রঃ**—চন্দ্র; **ইব**—মতো; **গ্রহৈঃ**—সাতটি গ্রহ দ্বারা।

অনুবাদ

ইতিমধ্যেই বর্মপরিহিত বৃষ্ণী বীরদের শ্রীবলরাম তবুও শান্ত করলেন। তিনি, কলিযুগ শুদ্ধকারী কুরু ও বৃষ্ণীগণের মধ্যে কলহ চাননি। তাই ব্রাহ্মণগণ ও পরিবারের বরিষ্ঠদের সঙ্গে নিয়ে সূর্যের মতো দীপ্তিমান তাঁর রথে তিনি হস্তিনাপুরে গেলেন। তিনি যখন যাচ্ছিলেন, তখন তাঁকে যেন প্রধান গ্রহমণ্ডলী পরিবৃত চন্দ্রের মতো মনে হচ্ছিল।

শ্লোক ১৬

গত্বা গজাহ্বয়ং রামো বাহ্যোপবনমাস্থিতঃ ।
উদ্ধবং প্রেষয়ামাস ধৃতরাষ্ট্রং বুভুৎসয়া ॥ ১৬ ॥

গত্বা—গমন করে; **গজাহ্বয়ম্**—হস্তিনাপুরে; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **বাহ্য**—বাহিরে; **উপবনম্**—একটি উদ্যানের মধ্যে; **আস্থিতঃ**—অবস্থান করলেন; **উদ্ধবম্**—উদ্ধব; **প্রেষয়াম্ আস**—তিনি প্রেরণ করলেন; **ধৃতরাষ্ট্রম্**—ধৃতরাষ্ট্র সম্বন্ধে; **বভুৎসয়া**—জানবার আকাঙ্ক্ষায়।

অনুবাদ

হস্তিনাপুরে উপস্থিত হয়ে, শ্রীবলরাম নগরীর বাইরে একটি উদ্যানে অবস্থান করলেন এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় অনুসন্ধান করবার জন্য উদ্ধবকে আগে প্রেরণ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ লিখছেন, "শ্রীবলরাম যখন হস্তিনাপুর নগরীর উপকণ্ঠে পৌঁছলেন, তখন তিনি নগরীতে প্রবেশ না করে নগরীর বাইরে একটি ছোট উদ্যানবাটীতে শিবির স্থাপন করে স্বয়ং অবস্থান করলেন। অতঃপর তিনি উদ্ধবকে আগে পাঠালেন কুরুবংশের নেতৃবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের কাছ থেকে অনুসন্ধান করতে বললেন যে, তাঁরা কি যদুবংশীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান, নাকি কোনও মীমাংসা করতে চান।"

শ্লোক ১৭

সৌঽভিবন্দ্যাম্বিকাপুত্রং ভীষ্মং দ্রোণং চ বাহ্লিকম্ ।
দুর্যোধনং চ বিধিবদ্ রামমাগতমব্রবীৎ ॥ ১৭ ॥

সঃ—তিনি, উদ্ধব; **অভিবন্দ্য**—শ্রদ্ধা নিবেদন করে; **অম্বিকা-পুত্রম্**—অম্বিকার পুত্র, ধৃতরাষ্ট্রকে; **ভীষ্মম্ দ্রোণম্ চ**—ভীষ্ম ও দ্রোণকে; **বাহ্লিকম্ দুর্যোধনম্ চ**—এবং

বাহ্লীক ও দুর্যোধনকে; **বিধি-বৎ**—শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে; **রামম্**—শ্রীবলরাম; **আগতম্**—আগমন করেছেন; **অব্রবীৎ**—তিনি বললেন।

অনুবাদ

অম্বিকার পুত্রকে (ধৃতরাষ্ট্র) এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, বাহ্লিক ও দুর্যোধনকে যথাযথ শ্রদ্ধা নিবেদন করার পর উদ্ধব তাঁদের জানালেন যে, শ্রীবলরাম উপস্থিত হয়েছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন যে, এখানে যুধিষ্ঠির ও তাঁর পার্ষদগণের প্রতি উদ্ধবের শ্রদ্ধা নিবেদনের কোন উল্লেখ নেই, যেহেতু সেই সময়ে পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান করছিলেন।

শ্লোক ১৮

তেঽতিপ্রীতাস্তমাকর্ণ্য প্রাপ্তং রামং সুহৃত্তমম্ ।
তমর্চয়িত্বাভিযযুঃ সর্বে মঙ্গলপাণয়ঃ ॥ ১৮ ॥

তে—তাঁরা; **অতি**—অত্যন্ত; **প্রীতাঃ**—সন্তুষ্ট হয়ে; **তম্**—তাঁকে; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **প্রাপ্তম্**—উপস্থিত হয়েছেন; **রামম্**—বলরাম; **সুহৃৎ-তমম্**—তাঁদের প্রিয়তম বন্ধু; **তম্**—তাঁকে, উদ্ধবকে; **অর্চয়িত্বা**—অর্চনা করার পর; **অভিযযুঃ**—গমন করলেন; **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **মঙ্গল**—মঙ্গল-অর্ঘ্য; **পাণয়ঃ**—তাঁদের হাতে।

অনুবাদ

তাঁদের প্রিয়তম সখা বলরাম আগমন করেছেন শ্রবণ করে আনন্দে, তাঁরা প্রথমে উদ্ধবকে সম্মানিত করলেন এবং তারপর তাঁদের হাতে মাঙ্গলিক অর্ঘ্য বহন করে শ্রীভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য গমন করলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ লিখেছেন, "কুরুবংশের নেতাগণ, বিশেষত ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধন অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, কারণ তাঁরা ভালভাবে জানতেন যে, শ্রীবলরাম তাঁদের পরিবারের এক পরম শুভাকাঙ্ক্ষী। এই সংবাদ শ্রবণ করা মাত্র তাঁদের আনন্দের কোনও সীমা ছিল না এবং তাই তৎক্ষণাৎ তাঁরা উদ্ধবকে স্বাগত জানালেন। ভগবান শ্রীবলরামকে যথাযথভাবে আপ্যায়ন করার জন্য, তাঁরা সকলে তাঁদের হাতে তাঁর অভ্যর্থনার জন্য মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁকে দর্শন করার জন্য পুরদ্বারের বাইরে গমন করলেন।"

শ্লোক ১৯

তং সঙ্গম্য যথান্যায়ং গামর্ঘ্যং চ ন্যবেদয়ন্ ।
তেষাং যে তৎপ্রভাবজ্ঞাঃ প্রণেমুঃ শিরসা বলম্ ॥ ১৯ ॥

তম্—তাঁকে; **সঙ্গম্য**—মিলিত হয়ে; **যথা**—রূপে; **ন্যায়ম্**—যথাযথ; **গাম্**—গাভী; **অর্ঘ্যম্**—অর্ঘ্য বারি; **চ**—এবং; **ন্যবেদয়ন্**—তাঁরা নিবেদন করলেন; **তেষাম্**—তাঁদের মধ্যে; **যে**—যারা; **তৎ**—তাঁর; **প্রভাব**—প্রভাব; **জ্ঞাঃ**—জানতেন; **প্রণেমু**—তাঁরা প্রণাম নিবেদন করলেন; **শিরসা**—তাঁদের মস্তক দ্বারা; **বলম্**—শ্রীবলরামকে।

অনুবাদ

তাঁরা শ্রীবলরামের সমীপবর্তী হয়ে অর্ঘ্য ও গাভীসমূহ উপহার দ্বারা যথাযোগ্য রূপে তাঁর অর্চনা করলেন। কুরুগণের মধ্যে যাঁরা তাঁর প্রকৃত প্রভাব অবগত ছিলেন, তাঁরা ভূমিতে তাঁদের মস্তক স্পর্শ করার মাধ্যমে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন।

তাৎপর্য

আচার্যগণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, ভীষ্মদেবের মতো জ্যেষ্ঠগণও ভগবান শ্রীবলদেবকে প্রণাম নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ২০

বন্ধূন্ কুশলিনঃ শ্রুত্বা পৃষ্ট্বা শিবমনাময়ম্ ।
পরস্পরমথো রামো বভাষেঽবিক্লবং বচঃ ॥ ২০ ॥

বন্ধূন্—তাঁদের আত্মীয়স্বজন; **কুশলিনঃ**—কুশলে আছে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **পৃষ্ট্বা**—জিজ্ঞাসা করে; **শিবম্**—তাঁদের কল্যাণ সম্বন্ধে; **অনাময়ম্**—এবং স্বাস্থ্য; **পরস্পরম্**—পরস্পর; **অথ উ**—অবশেষে; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **বভাষে**—বললেন; **অবিক্লবম্**—স্পষ্টভাবে; **বচঃ**—কথাবার্তা।

অনুবাদ

উভয় পক্ষই তাঁদের আত্মীয়বর্গ কুশলে রয়েছেন শ্রবণ করার পর এবং উভয়ে পরস্পরের কল্যাণ ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করার পরে, শ্রীবলরাম স্পষ্টভাবে কুরুগণকে এইভাবে বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "তাঁরা সকলে একে অপরের কুশল জিজ্ঞাসার মাধ্যমে স্বাগত বাক্যালাপ বিনিময় করলেন। যখন এই ধরনের লৌকিকতা শেষ হল, তখন

শ্রীবলরাম গম্ভীর স্বরে এবং অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে তাঁদের সম্মুখে নিম্নোক্ত কথাগুলি তাঁদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করলেন।

শ্লোক ২১

উগ্রসেনঃ ক্ষিতেশেশো যদ্ব আজ্ঞাপয়ৎ প্রভুঃ।
তদব্যগ্রধিয়ঃ শ্রুত্বা কুরুধ্বমবিলম্বিতম্ ॥ ২১ ॥

উগ্রসেনঃ—রাজা উগ্রসেন; **ক্ষিত**—পৃথিবীর; **ঈশ**—শাসকগণের; **ঈশঃ**—শাসক; **যৎ**—যা; **বঃ**—আপনাদের; **আজ্ঞাপয়ৎ**—আজ্ঞা করেছেন; **প্রভুঃ**—আমাদের প্রভু; **তৎ**—তা; **অব্যগ্র-ধিয়ঃ**—স্থির মনোযোগের সঙ্গে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **কুরুধ্বম্**—আপনাদের করা উচিত; **অবিলম্বিতম্**—অবিলম্বে।

অনুবাদ

[শ্রীবলরাম বললেন—] রাজা উগ্রসেন আমাদের প্রভু এবং রাজন্যবর্গের শাসক। আপনাদের যা করার জন্য তিনি নির্দেশ প্রদান করেছেন, স্থির মনোযোগের সঙ্গে আপনাদের তা শ্রবণ করা উচিত এবং তারপর তৎক্ষণাৎ আপনাদের তা পালন করা উচিত।

শ্লোক ২২

যদ্‌যূয়ং বহবস্ত্বেকং জিত্বাধর্মেণ ধার্মিকম্।
অবধ্নীতাথ তন্মৃষ্যে বন্ধূনামৈক্যকাম্যয়া ॥ ২২ ॥

যৎ—সেই; **যূয়ম্**—আপনারা সকলে; **বহবঃ**—বহু হয়ে; **তু**—কিন্তু; **একম্**—এক ব্যক্তি; **জিত্বা**—পরাজিত করে; **অধর্মেণ**—ধর্মীয় রীতিনীতির বিরুদ্ধে; **ধার্মিকম্**—ধর্মীয় নীতি যিনি অনুসরণ করেন; **অবধ্নীত**—আপনারা বন্ধন করেছেন; **অথ**—তবুও; **তৎ**—তা; **মৃষ্যে**—আমি সহ্য করছি; **বন্ধূনাম্**—আত্মীয়স্বজনের মধ্যে; **ঐক্য**—ঐক্যের জন্য; **কাম্যয়া**—আকাঙ্ক্ষায়।

অনুবাদ

[রাজা উগ্রসেন বলছেন—] যদিও অধার্মিক উপায়ে আপনারা কয়েকজন এক ধর্মপ্রাণ বিপক্ষকে পরাজিত করেছেন, তবুও পরিবারের সদস্যবর্গের মধ্যে ঐক্যের স্বার্থে আমি তা সহ্য করছি।

তাৎপর্য

এখানে উগ্রসেন ইঙ্গিত করছেন যে, অবিলম্বে সাম্বকে শ্রীবলরামের কাছে নিয়ে আসা কুরুবর্গের উচিত।

শ্লোক ২৩

বীর্যশৌর্যবলোন্নদ্ধমাত্মশক্তিসমং বচঃ ।
কুরবো বলদেবস্য নিশম্যোচুঃ প্রকোপিতাঃ ॥ ২৩ ॥

বীর্য—শক্তি দ্বারা; **শৌর্য**—সাহস; **বল**—এবং বল; **উন্নদ্-ধর্ম্**—পূর্ণ; **আত্ম**—তাঁর নিজের; **শক্তি**—শক্তি; **সমম্**—যথার্থ; **বচঃ**—কথাবার্তা; **কুরবঃ**—কৌরবগণ; **বলদেবস্য**—শ্রীবলদেবের; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **উচুঃ**—তাঁরা বললেন; **প্রকোপিতাঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে।

অনুবাদ

শ্রীবলদেবের চিন্ময় শক্তির উপযোগী এই সকল শৌর্য, বীর্য ও তেজস্বী কথা শ্রবণ করে কৌরবগণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং এইভাবে বললেন।

শ্লোক ২৪

অহো মহচ্চিত্রমিদং কালগত্যা দুরত্যয়া ।
আরুরুক্ষত্যুপানদ্বৈ শিরো মুকুটসেবিতম্ ॥ ২৪ ॥

অহো—ওঃ; **মহৎ**—মহা; **চিত্রম্**—বিচিত্র; **ইদম্**—এই; **কাল**—সময়ের; **গত্যা**—গতি দ্বারা; **দুরত্যয়া**—দুর্লঙ্ঘ্য; **আরুরুক্ষতি**—চূড়ায় আরোহণ করতে চায়; **উপানৎ**—পাদুকা; **বৈ**—বস্তুত; **শিরঃ**—মস্তকে; **মুকুট**—মুকুট দ্বারা; **সেবিতম্**—শোভিত।

অনুবাদ

[কৌরব রাজন্যবর্গ বললেন—] আহা, কী আশ্চর্য ব্যাপার! কালের গতি বাস্তবিকই অলঙ্ঘনীয়—নিম্নশ্রেণীর পাদুকা এখন রাজমুকুটধারী মস্তকে আরোহণ করতে চায়।

তাৎপর্য

কাল-গত্যা দুরত্যয়া, "কালের দুর্লঙ্ঘনীয় গতি" শব্দগুলির মাধ্যমে অসহিষ্ণু কুরুবর্গ, আসন্ন অধঃপতিত কলিযুগের কথা পরোক্ষে উল্লেখ করেছেন। এখানে কুরুবর্গ ইঙ্গিত করছেন যে, কলির অধঃপাতের সময় নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল, কারণ তাঁরা বলতে চাইছেন যে, এখন "রাজমুকুটধারী মস্তকেও পাদুকা আরোহণ করতে চাইছে।" অন্যভাবে বলতে গেলে, তাঁরা ভেবেছিলেন যে, নিম্নশ্রেণীর যদুবর্গ এখন রাজবংশীয় কুরুবর্গেরও উপরে উঠতে চাইছে।

শ্লোক ২৫

এতে যৌনেন সম্বদ্ধাঃ সহশয্যাসনাশনাঃ ।
বৃষ্ণয়স্তুল্যতাং নীতা অস্মদ্দত্তনৃপাসনাঃ ॥ ২৫ ॥

এতে—এই সকল; **যৌনেন**—বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারা; **সম্বদ্ধাঃ**—আত্মীয় সম্বন্ধ যুক্ত; **সহ**—অংশগ্রহণ করে; **শয্যা**—শয্যায়; **আসন**—আসনে; **আশনাঃ**—এবং ভোজনে; **বৃষ্ণয়ঃ**—বৃষ্ণিগণ; **তুল্যতাম্**—সমান মর্যাদায়; **নীতাঃ**—আনীত; **অস্মৎ**—আমাদের দ্বারা; **দত্ত**—প্রদত্ত; **নৃপ-আসনাঃ**—যার রাজসিংহাসন।

অনুবাদ

যেহেতু এইসকল বৃষ্ণিগণ আমাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, তাই আমাদের শয্যায়, আসনে ও ভোজনে অংশগ্রহণের অনুমতি দান করে, আমরা তাদের সমমর্যাদা প্রদান করেছি। প্রকৃতপক্ষে, আমরাই তাদের রাজ সিংহাসন প্রদান করেছি।

শ্লোক ২৬

চামরব্যজনে শঙ্খমাতপত্রং চ পাণ্ডুরম্ ।
কিরীটমাসনং শয্যাং ভুঞ্জন্তেঽস্মদুপেক্ষয়া ॥ ২৬ ॥

চামর—চামরের; **ব্যজনে**—জোড়া পাখা; **শঙ্খম্**—শঙ্খ; **আতপত্রম্**—ছাতা; **চ**—এবং; **পাণ্ডুরম্**—শ্বেত; **কিরীটম্**—মুকুট; **আসনম্**—সিংহাসন; **শয্যাম্**—রাজকীয় বিছানা; **ভুঞ্জন্তে**—তারা ভোগ করছে; **অস্মৎ**—আমাদের দ্বারা; **উপেক্ষয়া**—উপেক্ষিত হয়ে।

অনুবাদ

আমরা গ্রাহ্য না করার ফলেই তারা চামর ব্যজন এবং শঙ্খ, শ্বেত, ছত্র, সিংহাসন ও রাজশয্যা উপভোগ করতে পারছে।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন যে, কুরুগণ ভাবছিলেন, "আমাদের সামনে তাদের (যদুগণের) এই ধরনের রাজকীয় উপকরণাদি ব্যবহার করা উচিত নয়, কিন্তু আমাদের পারিবারিক সম্পর্কের জন্যই আমরা তাদের বাধা দিই নি।" *অস্মদ্-উপেক্ষয়া* কথাটি দ্বারা কুরুগণ বলতে চেয়েছেন যে, "তাঁরা এই সমস্ত রাজকীয় পদমর্যাদার লক্ষণাদি ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছেন, যেহেতু আমরা বিষয়টিতে গুরুত্ব আরোপ করিনি।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী

কুরুগণ বলতে চেয়েছিলেন, "তাদের এই সব জিনিসগুলি ব্যবহার করার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদর্শন করা হলে তা মান-সম্ভ্রমের লক্ষণ হয়ে উঠত, কিন্তু বাস্তবিকই তাদের প্রতি আমাদের তেমন কোনই শ্রদ্ধা সম্ভ্রম নেই.....যেহেতু তারা নিকৃষ্ট পরিবারভুক্ত, তাই শ্রদ্ধা জানানোর দরকার নেই এবং তাই আমরা তাদের কোন ভাবেই সমীহ করি না।"

শ্লোক ২৭

অলং যদূনাং নরদেবলাঞ্ছনৈর্
দাতুঃ প্রতীপৈঃ ফণিনামিবামৃতম্ ।
যেঽস্মৎপ্রসাদোপচিতা হি যাদবা
আজ্ঞাপয়ন্ত্যদ্য গতত্রপা বত ॥ ২৭ ॥

অলম্—যথেষ্ট; **যদূনাম্**—যদুগণের জন্য; **নরদেব**—রাজার; **লাঞ্ছনৈঃ**—চিহ্নাদি; **দাতুঃ**—দাতার জন্য; **প্রতীপৈঃ**—প্রতিকূল; **ফণিনাম্**—সাপেদের; **ইব**—ঠিক যেমন; **অমৃতম্**—অমৃত; **যে**—যে; **অস্মৎ**—আমাদের; **প্রসাদ**—কৃপায়; **উপচিতাঃ**—শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে; **হি**—বস্তুত; **যাদবাঃ**—যদুগণ; **আজ্ঞাপয়ন্তি**—নির্দেশ প্রদান করছে; **অদ্য**—এখন; **গত-ত্রপাঃ**—নির্লজ্জের মতো; **বত**—বস্তুত।

অনুবাদ

বিষধর সাপকে দুধ খাওয়ালে যেমন উৎপাতের কারণ হয়ে ওঠে, তেমনই এখন হয়ে উঠেছে বলে, যদুগণকে আর রাজকীয় লক্ষণাদি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। আমাদের অনুগ্রহে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে এই সমস্ত যাদবগণ এখন নির্লজ্জভাবে আমাদেরই নির্দেশ প্রদানের ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে!

শ্লোক ২৮

কথমিন্দ্রোঽপি কুরুভির্ভীষ্মদ্রোণার্জুনাদিভিঃ ।
অদত্তমবরুন্ধীত সিংহগ্রস্তমিবোরণঃ ॥ ২৮ ॥

কথম্—কিভাবে; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **অপি**—এমনকি; **কুরুভিঃ**—কুরুগণ দ্বারা; **ভীষ্ম-দ্রোণ-অর্জুন-আদিভিঃ**—ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জুন ও অন্যান্য দ্বারা; **অদত্তম্**—প্রদত্ত না হলে; **অবরুন্ধীত**—গ্রহণ করবে; **সিংহ**—সিংহ দ্বারা; **গ্রস্তম্**—যা অপহৃত হয়েছে; **ইব**—মতো; **উরণঃ**—মেষ।

অনুবাদ

ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জুন অথবা অন্যান্য কুরুগণ কোন কিছু প্রদান না করলে ইন্দ্রও তা অধিকার করার সাহস কিভাবে করবে? তা যেন সিংহের শিকারে একটা মেষশাবকের ভাগ বসানোরই মতো।

শ্লোক ২৯

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

জন্মবন্ধুশ্রিয়োন্নদ্ধমদাস্তে ভরতর্ষভ ।
আশ্রাব্য রামং দুর্বাচ্যমসভ্যাঃ পুরমাবিশন্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **জন্ম**—জন্মের; **বন্ধু**—এবং সম্পর্ক; **শ্রিয়া**—ঐশ্বর্য দ্বারা; **উন্নদ্ধ**—উৎকর্ষবশত; **মদাঃ**—মত্ত; **তে**—তারা; **ভরত-ঋষভ**—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ; **আশ্রাব্য**—শ্রবণ করিয়ে; **রামম্**—শ্রীবলরাম; **দুর্বাচ্যম্**—তাদের কর্কশ বাক্য; **অসভ্যাঃ**—অসভ্য; **পুরম্**—নগরী; **আবিশন্**—প্রবেশ করলেন।

অনুবাদ

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, তাদের উচ্চ জন্ম ও সম্পর্কের ঐশ্বর্য দ্বারা সম্পূর্ণরূপে গর্বোদ্ধত হয়ে কুরুবর্গ শ্রীবলরামকে এই সকল কর্কশ কথা বলে, তাঁদের নগরীতে প্রত্যাগমন করলেন।

শ্লোক ৩০

দৃষ্ট্বা কুরূণাং দৌঃশীল্যং শ্রুত্বাবাচ্যানি চাচ্যুতঃ ।
অবোচৎ কোপসংরব্ধো দুষ্প্রেক্ষ্যঃ প্রহসন্ মুহুঃ ॥ ৩০ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **কুরূণাম্**—কুরুগণের; **দৌঃশীল্যম্**—খারাপ চরিত্র; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **অবাচ্যানি**—দুর্বাক্য; **চ**—এবং; **অচ্যুতঃ**—অচ্যুত ভগবান বলরাম; **অবোচৎ**—তিনি বললেন; **কোপ**—ক্রোধের সঙ্গে; **সংরব্ধঃ**—প্রচণ্ড; **দুষ্প্রেক্ষ্য**—দুষ্প্রেক্ষণীয়; **প্রহসন্**—হাসতে হাসতে; **মুহুঃ**—বারম্বার।

অনুবাদ

কুরুগণের খারাপ স্বভাব ও তাদের নোংরা কথা শুনে অচ্যুত শ্রীবলরাম ক্রোধে পূর্ণ হলেন। তাঁর দুষ্প্রেক্ষণীয় মুখভাবে তিনি হাসতে হাসতে এইভাবে বললেন।

শ্লোক ৩১

নূনং নানামদোন্নদ্ধাঃ শান্তিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ ।
তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা ॥ ৩১ ॥

নূনম্—নিশ্চিতরূপে; **নানা**—বিভিন্ন দ্বারা; **মদ**—আসক্তি দ্বারা; **উন্নদ্ধাঃ**—গর্বিত হয়ে; **শান্তিম্**—শান্তি; **ন ইচ্ছন্তি**—তারা আকাঙ্ক্ষা করে না; **অসাধবঃ**—অসাধুগণ; **তেষাম্**—তাদের; **হি**—বস্তুত; **প্রশমঃ**—শান্তিসংস্থাপন; **দণ্ডঃ**—দৈহিক শাস্তি; **পশূনাম্**—প্রাণীদের জন্য; **লগুড়ঃ**—একটি লাঠি; **যথা**—মতো।

অনুবাদ

[শ্রীবলরাম বললেন—] স্পষ্টত এইসকল অসাধুগণের বহু আসক্তি, তাদের এত গর্বিত করেছে যে, তারা শান্তি চায় না। অতএব, পশুদের যেমন লাঠির দ্বারা শান্ত করতে হয়, তেমনই দৈহিক দণ্ডের দ্বারা এদের শান্ত করা যাক।

শ্লোক ৩২-৩৩

অহো যদূন্ সুসংরব্ধান্ কৃষ্ণং চ কুপিতং শনৈঃ।
সান্ত্বয়িত্বাহমেতেষাং শমমিচ্ছন্নিহাগতঃ ॥ ৩২ ॥
ত ইমে মন্দমতয়ঃ কলহাভিরতাঃ খলাঃ।
তং মামবজ্ঞায় মুহুর্দুর্ভাষান্ মানিনোঽব্রুবন্ ॥ ৩৩ ॥

অহঃ—আহ্; **যদূন্**—যদুগণ; **সু-সংরব্ধান্**—ক্রোধে অগ্নিশর্মা; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ; **চ**—ও; **কুপিতম্**—ক্রুদ্ধ; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **সান্ত্ব-য়িত্বা**—শান্ত করে; **অহম্**—আমি; **এতেষাম্**—এদের জন্য (কৌরবগণের); **শমম্**—শান্তি; **ইচ্ছন্**—আকাঙ্ক্ষা করে; **ইহ**—এখানে; **আগতঃ**—এসেছি; **তে ইমে**—সেই তারা (কুরুগণ); **মন্দ-মতয়ঃ**—মন্দ-বুদ্ধি; **কলহ**—কলহতে; **অভিরতাঃ**—আসক্ত; **খলাঃ**—অসৎ; **তম্**—তাঁকে; **মাম্**—স্বয়ং আমি; **অবজ্ঞায়**—অবজ্ঞা করে; **মুহুঃ**—বারম্বার; **দুর্ভাষান্**—নানা দুর্বাক্য; **মানিনঃ**—দাম্ভিক হয়ে; **অব্রুবন্**—তারা বলছে।

অনুবাদ

"আহ্, আমি ক্রোধান্বিত যদুবর্গ ও ক্রুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণকে ধীরে ধীরে শান্ত করতে সমর্থ হয়েছিলাম। এই কৌরবদের জন্য শান্তি কামনা করে আমি এখানে এসেছিলাম। কিন্তু তারা এতই মন্দবুদ্ধি, কলহপ্রিয় ও স্বভাবত দুষ্ট যে, তারা বারম্বার আমাকে অবজ্ঞা করছে। দম্ভবশত তারা আমাকে দুর্বাক্য বলতেও সাহস পাচ্ছে!"

শ্লোক ৩৪

নোগ্রসেনঃ কিল বিভুর্ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকেশ্বরঃ।
শক্রাদয়ো লোকপালা যস্যাদেশানুবর্তিনঃ ॥ ৩৪ ॥

ন—না; **উগ্রসেনঃ**—রাজা উগ্রসেন; **কিল**—বস্তুতঃ; **বিভুঃ**—নির্দেশের উপযুক্ত; **ভোজ-বৃষ্ণি-অন্ধক**—ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের; **ঈশ্বরঃ**—ঈশ্বর; **শক্র-আদয়ঃ**—ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাগণ; **লোক**—গ্রহসমূহের; **পালাঃ**—পালকগণ; **যস্য**—যার; **আদেশ**—আদেশসমূহ; **অনুবর্তিনঃ**—অনুগমন করেন।

অনুবাদ

"ইন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহের পালকগণ যাঁর নির্দেশ মান্য করেন, সেই ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের অধীশ্বর রাজা উগ্রসেন কি আদেশ করার উপযুক্ত নন?

শ্লোক ৩৫

সুধর্মাক্রম্যতে যেন পারিজাতোঽমরাঙ্ঘ্রিপঃ ।
আনীয় ভুজ্যতে সোঽসৌ ন কিলাধ্যাসনার্হণঃ ॥ ৩৫ ॥

সুধর্মা—সুধর্মা, স্বর্গের রাজসভা; **আক্রম্যতে**—অধিকার করেন; **যেন**—যাঁর (শ্রীকৃষ্ণ) দ্বারা; **পারিজাতঃ**—পারিজাত নামে পরিচিত; **অমর**—অমর দেবগণের; **অঙ্ঘ্রিপঃ**—বৃক্ষ; **আনীয়**—আনয়ন করে; **ভুজ্যতে**—উপভোগ করেন; **সঃ অসৌ**—সেই একই ব্যক্তি; **ন**—না; **কিল**—বস্তুত; **অধ্যাসন**—উন্নত আসন; **অর্হণঃ**—যোগ্য।

অনুবাদ

"সেই একই কৃষ্ণ যিনি সুধর্মা সভাগৃহ অধিকার করেন এবং তাঁর উপভোগের জন্য অমর দেবতাগণের থেকে পারিজাত বৃক্ষ নিয়ে আসেন—সেই কৃষ্ণ কি বাস্তবিকই রাজসিংহাসনে উপবেশন করার উপযুক্ত নন?

তাৎপর্য

এখানে শ্রীবলরাম ক্রুদ্ধভাবে বলছেন, "যদুগণ তো দূরের কথা—এইসকল মূর্খ কৌরবেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও অপমান করার সাহস করে!"

শ্লোক ৩৬

যস্য পাদযুগং সাক্ষাচ্ছ্রীরুপাস্তেঽখিলেশ্বরী ।
স নার্হতি কিল শ্রীশো নরদেবপরিচ্ছদান্ ॥ ৩৬ ॥

যস্য—যাঁর; **পাদ-যুগম্**—চরণযুগল; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং; **শ্রী**—লক্ষ্মীদেবী; **উপাস্তে**—আরাধনা করেন; **অখিল**—সমগ্র জগতের; **ঈশ্বরী**—অধিষ্ঠাত্রী; **সঃ**—তিনি; **ন-অর্হতি**—যোগ্য নন; **কিল**—বস্তুত; **শ্রী-ঈশঃ**—লক্ষ্মীপতি; **নর-দেব**—মানবীয় রাজার; **পরিচ্ছদান্**—পরিচ্ছদ।

অনুবাদ

"সমগ্র জগতের পালক লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং তাঁর চরণদ্বয়ের আরাধনা করেন, এবং সেই লক্ষ্মীপতি কি কোনও জাগতিক রাজার লক্ষণাদি ধারণের যোগ্য নন?

শ্লোক ৩৭

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈর্
মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থম্ ।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ব ॥ ৩৭ ॥

যস্য—যার; **অঙ্ঘ্রিঃ**—চরণদ্বয়ের; **পঙ্কজ**—পদ্মসদৃশ; **রজঃ**—ধুলি; **অখিল**—সকল; **লোক**—জগত; **পালৈঃ**—পালকগণ দ্বারা; **মৌলি**—তাদের শিরস্ত্রাণে; **উত্তমৈঃ**—উত্তম; **ধৃতম্**—ধারণ করে; **উপাসিত**—অর্চনীয়; **তীর্থ**—পবিত্র স্থান সমূহের; **তীর্থম্**—পবিত্রতার উৎস; **ব্রহ্মা**—শ্রীব্রহ্মা; **ভবঃ**—শিব; **অহম্**—আমি; **অপি**—ও; **যস্য**—যার; **কলাঃ**—অংশ; **কলায়াঃ**—এক অংশের; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **চ**—ও; **উদ্বহেম্**—সযত্নে বহন করি; **চিরম্**—নিরন্তর; **অস্য**—তার; **নৃপ-আসনম্**—রাজ-সিংহাসন; **ক্ব**—কোথায়।

অনুবাদ

"সকল তীর্থস্থানের পবিত্রতার উৎস শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের ধূলি, সকল মহান দেবতা দ্বারা পূজিত হন। সকল গ্রহের প্রধান বিগ্রহগণ তাঁর সেবায় যুক্ত রয়েছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের ধূলি তাঁদের মুকুটে গ্রহণ করার জন্য তাঁরা নিজেদের পরম ভাগ্যবান মনে করেন। ব্রহ্মা ও শিবের মতো মহান দেবতাগণ এবং এমনকি লক্ষ্মীদেবী এবং আমিও তাঁর চিন্ময় অভিন্নতার অংশ মাত্র, আর আমরাও আমাদের মাথায় সযত্নে সেই ধূলি বহন করি। তবুও কি শ্রীকৃষ্ণ রাজকীয় লক্ষণগুলি ব্যবহারের কিম্বা রাজ-সিংহাসনে বসার উপযুক্ত নন?

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদের *লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থের ভিত্তিতে উপরোক্ত অনুবাদটি প্রদান করা হয়েছে। শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, তীর্থস্থান বলতে এখানে প্রধানত গঙ্গা নদীকে উল্লেখ করা হয়েছে। গঙ্গার জল সমগ্র জগৎ প্লাবিত করছে এবং যেহেতু তা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম থেকে উৎসারিত হয়েছে, তাই এর তীরগুলি মহান তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে।

শ্লোক ৩৮

ভুঞ্জতে কুরুভির্দত্তং ভূখণ্ডং বৃষ্ণয়ঃ কিল ।
উপানহঃ কিল বয়ং স্বয়ং তু কুরবঃ শিরঃ ॥ ৩৮ ॥

ভুঞ্জতে—তারা ভোগ করছে; **কুরুভিঃ**—কুরুগণের দ্বারা; **দত্তম্**—প্রদত্ত; **ভূ**—ভূমির; **খণ্ডম্**—নির্দিষ্ট অংশ; **বৃষ্ণয়ঃ**—বৃষ্ণিগণ; **কিল**—বস্তুত; **উপানহঃ**—পাদুকা; **কিল**—বস্তুত; **বয়ম্**—আমরা; **স্বয়ম্**—নিজেরা; **তু**—কিন্তু; **কুরবঃ**—কুরুগণ; **শিরঃ**—মস্তক।

অনুবাদ

"আমরা বৃষ্ণিগণ, কেবলমাত্র যেটুকু স্বল্প খণ্ডের ভূমি কুরুগণ আমাদের প্রদান করেছেন, তাই ভোগ করছি? এবং আমরা হলাম পাদুকা আর কুরুগণ মস্তক?

শ্লোক ৩৯

অহো ঐশ্বর্যমত্তানাং মত্তানামিব মানিনাম্ ।
অসম্বদ্ধা গিরো রুক্ষাঃ কঃ সহেতানুশাসিতা ॥ ৩৯ ॥

অহো—আহ; **ঐশ্বর্য**—তাদের শাসন ক্ষমতা দ্বারা; **মত্তানাম্**—যারা উন্মত্ত; **মত্তানাম্**—যারা দেহগতভাবে মত্ত; **ইব**—যেন; **মানিনাম্**—যারা গর্বিত; **অসম্বদ্ধাঃ**—অসংলগ্ন ও অসংগত; **গিরঃ**—বাক্যসমূহ; **রুক্ষাঃ**—রুক্ষ; **কঃ**—কে; **সহেত**—সহ্য করতে পারে; **অনু-শাসিতা**—দণ্ড-কর্তা।

অনুবাদ

"দেখ, সাধারণ মদমত্ত ব্যক্তিদের মতো এইসকল দাম্ভিক কুরুগণ তাদের তথাকথিত ক্ষমতা নিয়ে কিভাবে মত্ত রয়েছেন! শাসন ক্ষমতার অধিকারী কোন্ যথার্থ শাসক তাদের এই মূর্খবৎ কদর্য কথাবার্তা সহ্য করবে?

শ্লোক ৪০

অদ্য নিষ্কৌরবং পৃথ্বীং করিষ্যামীত্যমর্ষিতঃ ।
গৃহীত্বা হলমুত্তস্থৌ দহন্নিব জগত্রয়ম্ ॥ ৪০ ॥

অদ্য—আজকে; **নিষ্কৌরবম্**—কৌরবশূন্য; **পৃথ্বীম্**—পৃথিবী; **করিষ্যামি**—আমি করব; **ইতি**—এইভাবে বলে; **অমর্ষিতঃ**—ক্রুদ্ধ; **গৃহীত্বা**—গ্রহণ করে; **হলম্**—তার লাঙ্গল; **উত্তস্থৌ**—তিনি উঠে দাঁড়ালেন; **দহন্**—দগ্ধ করার; **ইব**—মতো; **জগৎ**—ভুবনাদি; **ত্রয়ম্**—তিন।

অনুবাদ

"আজ আমি পৃথিবী কৌরবশূন্য করব!" ক্রুদ্ধ বলরাম ঘোষণা করলেন। এই বলে তিনি তাঁর লাঙ্গল অস্ত্র গ্রহণ করলেন এবং ত্রিভুবন দগ্ধ করার জন্য বুঝি উঠে দাঁড়ালেন।

শ্লোক ৪১

লাঙ্গলাগ্রেণ নগরমুদ্বিদার্য গজাহ্বয়ম্ ।
বিচকর্ষ স গঙ্গায়াং প্রহরিষ্যন্নমর্ষিতঃ ॥ ৪১ ॥

লাঙ্গল—তাঁর লাঙ্গলের; **অগ্রেণ**—অগ্রভাগ দ্বারা; **নগরম্**—নগর; **উদ্বিদার্য**—বিদারিত করে; **গজাহ্বয়ম্**—হস্তিনাপুর; **বিচকর্ষ**—আকর্ষণ করলেন; **সঃ**—তিনি; **গঙ্গায়াম্**—গঙ্গায়; **প্রহরিষ্যন্**—তা নিক্ষেপ করার জন্য; **অমর্ষিতঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে।

অনুবাদ

শ্রীভগবান ক্রুদ্ধভাবে তাঁর লাঙ্গলের অগ্রভাগ দিয়ে হস্তিনাপুরকে খনন করলেন এবং সমগ্র নগরকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে তাকে আকর্ষণ করতে শুরু করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ এইভাবে লিখছেন—"শ্রীবলরাম এমনই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি সমগ্র মহাজাগতিক সৃষ্টি ভস্মীভূত করবেন। তিনি দৃঢ়ভাবে দাঁড়ালেন এবং তাঁর লাঙ্গলটি হাতে নিয়ে তাই দিয়ে পৃথিবীকে আঘাত করতে শুরু করলেন। এইভাবে সমগ্র হস্তিনাপুর নগরী পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। শ্রীবলরাম এরপর গঙ্গা নদীর প্রবাহিত জলের দিকে নগরীকে আকর্ষণ করতে শুরু করলেন। এর ফলে, হস্তিনাপুর জুড়ে ভয়ানক কম্পন শুরু হল, যেন এক ভূমিকম্প হচ্ছিল এবং মনে হচ্ছিল যে, সম্পূর্ণ নগরীটি ধ্বংস হয়ে যাবে।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলছেন যে, শ্রীভগবানের ইচ্ছাক্রমে তাঁর লাঙ্গলটি আয়তনে বিশাল হয়ে উঠেছিল এবং বলরাম যখন হস্তিনাপুরকে জলের দিকে আকর্ষণ করতে শুরু করলেন, তখন তিনি গঙ্গাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'সাম্ব ব্যতীত, নগরীর প্রত্যেককে তুমি তোমার জল ধারায় আক্রমণ কর ও হত্যা কর।" এইভাবে, সাম্বের অশুভ কিছু না ঘটা নিশ্চিত করে তিনি পৃথিবীকে কৌরবশূন্য করার উদ্দেশ্যে তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৪২-৪৩

জলযানমিবাঘূর্ণং গঙ্গায়াং নগরং পতৎ ।
আকৃষ্যমাণমালোক্য কৌরবাঃ জাতসম্ভ্রমাঃ ॥ ৪২ ॥
তমেব শরণং জগ্মুঃ সকুটুম্বা জিজীবিষবঃ ।
সলক্ষ্মণং পুরস্কৃত্য সাম্বং প্রাঞ্জলয়ঃ প্রভুম্ ॥ ৪৩ ॥

জল-যানম্—ভেলা; **ইব**—যেন; **আঘূর্ণম্**—আন্দোলিত; **গঙ্গায়াম্**—গঙ্গায়; **নগরম্**—নগর; **পতৎ**—পতনোন্মুখ; **আকৃষ্য-মাণম্**—আকর্ষিত হতে; **আলোক্য**—দর্শন করে; **কৌরবাঃ**—কৌরবগণ; **জাত**—হয়ে উঠলেন; **সম্ভ্রমাঃ**—উত্তেজিত ও বিভ্রান্ত; **তম্**—তাঁকে, শ্রীবলরামকে; **এব**—বস্তুত; **শরণম্**—আশ্রয়ের জন্য; **জগ্মুঃ**—তাঁরা গেলেন; **স**—সহ; **কুটুম্বাঃ**—তাঁদের পরিবার পরিজন; **জিজীবিষবঃ**—বেঁচে থাকতে চেয়ে; **স**—সহ; **লক্ষণম্**—লক্ষণা; **পুরঃ-কৃত্য**—সামনে রেখে; **সাম্বম্**—সাম্ব; **প্রাঞ্জলয়ঃ**—কৃতাঞ্জলি পুটে; **প্রভুম্**—শ্রীভগবানের কাছে।

অনুবাদ

তাঁদের নগর যখন আকর্ষিত হচ্ছিল, তাকে সমুদ্রের একটি ভেলার মতো আন্দোলিত ও গঙ্গায় পতনোন্মুখ হতে লক্ষ্য করে কৌরবগণ ভয়ার্ত হয়ে উঠলেন। তাঁদের জীবন রক্ষার জন্য তাঁদের সঙ্গে তাঁদের পরিবারবর্গকে নিয়ে আশ্রয়ের জন্য শ্রীভগবানের কাছে এলেন। সাম্ব ও লক্ষ্মণাকে সামনে রেখে তাঁরা কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হলেন।

তাৎপর্য

দুর্যোগপূর্ণ সাগরে একটি ভেলার মতো হস্তিনাপুর নগরী ঘূর্ণিত হতে লাগল। ভীত সন্ত্রস্ত কৌরবগণ সত্বর ভগবানকে শান্ত করার জন্য তৎক্ষণাৎ সাম্ব ও লক্ষ্মণাকে নিয়ে এলেন এবং তাঁদের সামনে উপস্থিত করলেন।

শ্লোক ৪৪

রাম রামাখিলাধার প্রভাবং ন বিদাম তে ।
মূঢ়ানাং নঃ কুবুদ্ধীনাং ক্ষন্তুমর্হস্যতিক্রমম্ ॥ ৪৪ ॥

রাম রাম—হে রাম, রাম; **অখিল**—সমস্তকিছুর; **আধার**—হে আধার; **প্রভাবম্**—প্রভাব; **ন বিদাম্**—আমরা জানি না; **তে**—আপনার; **মূঢ়ানাম্**—মূঢ় ব্যক্তিগণের; **নঃ**—আমাদের; **কু**—মন্দ; **বুদ্ধিনাম্**—যার বুদ্ধি; **ক্ষন্তুম্ অর্হসি**—আপনি দয়া করে ক্ষমা করুন; **অতিক্রমম্**—অপরাধ।

অনুবাদ

[কৌরবগণ বললেন—] হে রাম, রাম, অখিলাধার! আমরা আপনার প্রভাবের কিছুই জানি না। যেহেতু আমরা অজ্ঞ ও বিপথে চালিত, দয়া করে আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন।

শ্লোক ৪৫

স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ানাং ত্বমেকো হেতুর্নিরাশ্রয়ঃ ।
লোকান্ ক্রীড়নকানীশ ক্রীড়তস্তে বদন্তি হি ॥ ৪৫ ॥

স্থিতি—পালকের; **উৎপত্তি**—সৃষ্টি; **অপ্যয়ানাম্**—ও বিনাশ; **ত্বম্**—আপনার; **একঃ**—একমাত্র; **হেতুঃ**—কারণ; **নিরাশ্রয়ঃ**—অন্য কোন আধার ব্যতীত; **লোকান্**—জগৎ; **ক্রীড়নকান্**—ক্রীড়াবস্তু; **ঈশ**—হে ঈশ্বর; **ক্রীড়তঃ**—ক্রীড়ারত; **তে**—আপনার; **বদন্তি**—তাঁরা বলে; **হি**—বস্তুত।

অনুবাদ

আপনিই একমাত্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ এবং সেখানে আপনার কোন পূর্ব কারণ নেই। প্রকৃতপক্ষে, হে ঈশ্বর, তত্ত্ববিদগণ বলেন যে, আপনি যখন আপনার লীলা সম্পাদন করেন তখন জগৎ ব্রহ্মাণ্ড আপনার ক্রীড়াবস্তু মাত্র।

শ্লোক ৪৬

ত্বমেব মূর্ধ্নীদমনন্ত লীলয়া
ভূমণ্ডলং বিভর্ষি সহস্রমূর্ধন্ ।
অন্তে চ যঃ স্বাত্মনিরুদ্ধবিশ্বঃ
শেষেঽদ্বিতীয়ঃ পরিশিষ্যমাণঃ ॥ ৪৬ ॥

ত্বম্—আপনি; **এব**—একমাত্র; **মূর্ধ্নি**—আপনার মস্তকে; **ইদম্**—এই; **অনন্ত**—হে অনন্ত; **লীলয়া**—লীলা রূপে, সহজেই; **ভূ**—ভূমির; **মণ্ডলম্**—মণ্ডল; **বিভর্ষি**—(আপনি) বহন করেন; **সহস্র-মূর্ধন**—হে সহস্র-শির ভগবান; **অন্তে**—অন্তকালে; **চ**—এবং; **যঃ**—যিনি; **স্ব**—আপনার নিজ; **আত্মা**—দেহে; **নিরুদ্ধ**—প্রত্যাহার করে; **বিশ্বঃ**—ব্রহ্মাণ্ড; **শেষে**—আপনি শায়িত হন; **অদ্বিতীয়ঃ**—অদ্বিতীয়; **পরিশিষ্যমানঃ**—অবস্থান করে।

অনুবাদ

হে সহস্রমস্তক অনন্ত, আপনার লীলারূপে এই ভূমণ্ডলকে আপনার মস্তকগুলির একটিতে আপনি বহন করেন। প্রলয়কালে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আপনি আপনার নিজ দেহে প্রত্যাহার করেন এবং অদ্বিতীয় রূপে শেষ শয্যায় শয়ন করে অবস্থান করেন।

শ্লোক ৪৭

কোপস্তেঽখিলশিক্ষার্থং ন দ্বেষান্ন চ মৎসরাৎ ।
বিভ্রতো ভগবন্ সত্ত্বং স্থিতিপালনতৎপরঃ ॥ ৪৭ ॥

কোপঃ—ক্রোধ; তে—আপনার; **অখিল**—প্রত্যেকের; **শিক্ষা**—শিক্ষার জন্য; **অর্থম্**—উদ্দেশে; **ন**—না; **দ্বেষাৎ**—দ্বেষবশত; **ন চ**—কিম্বা; **মৎসরাৎ**—মাৎসর্যবশত; **বিভ্রতঃ**—আপনি ধারণ করেন; **ভগবন্**—হে ভগবান; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **স্থিতি**—স্থিতি; **পালন**—এবং পালন; **তৎ-পরঃ**—তৎপর।

অনবাদ

আপনার ক্রোধ সকলকে শিক্ষা প্রদানের জন্য, এটি মাৎসর্য বা দ্বেষের প্রকাশ নয়। হে ভগবান, আপনি শুদ্ধ-সত্ত্বগুণের ধারক এবং জগতের স্থিতি ও পালনের জন্যই কেবল আপনি ক্রুদ্ধ হন।

তাৎপর্য

কুরুগণ স্বীকার করছেন যে, শ্রীবলরামের ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে যথার্থ ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে তা ছিল তাদের মঙ্গলের জন্য। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর যেমন বলছেন, কুরুগণ বলতে চেয়েছিলেন, "যেহেতু আপনি এই ক্রোধ প্রদর্শন করেছিলেন, তাই আমরা এখন সভ্য হয়ে উঠেছি, অথচ ইতিপূর্বে আমরা অসৎ ছিলাম এবং দম্ভ দ্বারা অন্ধ থাকায় আপনাকে দর্শন করতে পারিনি।"

শ্লোক ৪৮

নমস্তে সর্বভূতাত্মন্ সর্বশক্তিধরাব্যয় ।
বিশ্বকর্মন্ নমস্তেঽস্তু ত্বাং বয়ং শরণং গতাঃ ॥ ৪৮ ॥

নমঃ—প্রণাম নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে; **সর্ব**—সকল; **ভূত**—জীবের; **আত্মন্**—হে আত্মা; **সর্ব**—সকলের; **শক্তি**—শক্তি; **ধর**—হে ধারক; **অব্যয়**—হে অক্ষয় পুরুষ; **বিশ্ব**—জগতের; **কর্মন্**—হে স্রষ্টা; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে; **অস্তু**—হউন; **ত্বাম্**—আপনার; **বয়ম্**—আমরা; **শরণম্**—আশ্রয়ের জন্য; **গতাঃ**—আগমন করেছি।

অনুবাদ

হে সর্বজীবাত্মা, হে সকল শক্তিসমূহের নিয়ন্ত্রক, হে জগতের অক্লান্ত স্রষ্টা, আমরা আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি! আপনাকে প্রণাম নিবেদন করে আমরা আপনার আশ্রয় গ্রহণ করলাম।

তাৎপর্য

কৌরবগণ স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, তাঁদের জীবন ও অদৃষ্টসমূহ শ্রীভগবানেরই হাতে।

শ্লোক ৪৯

শ্রীশুক উবাচ

এবং প্রপন্নৈঃ সংবিগ্নৈর্বেপমানায়নৈর্বলঃ ।
প্রসাদিতঃ সুপ্রসন্নো মা ভৈষ্টেত্যভয়ং দদৌ ॥ ৪৯ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **প্রপন্নৈঃ**—শরণাগতজন দ্বারা; **সংবিগ্নৈঃ**—অত্যন্ত পীড়িত; **বেপমান**—কম্পিত; **অয়নৈঃ**—যাদের বাসস্থান; **বলঃ**—শ্রীবলরাম; **প্রসাদিতঃ**—অনুগ্রহ প্রার্থিত; **সু**—অত্যন্ত; **প্রসন্ন**—শান্ত ও ক্ষমাশীল; **মা ভৈষ্ট**—ভীত হয়ো না; **ইতি**—এইভাবে বলে; **অভয়ম্**—ভয় হতে নিস্তার; **দদৌ**—প্রদান করলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—যাদের নগরী কম্পমান এবং যারা অত্যন্ত পীড়িত হয়ে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, এইভাবে সেই কুরুগণের দ্বারা অনুগ্রহ প্রার্থিত হয়ে ভগবান শ্রীবলরাম অত্যন্ত শান্ত ও ক্ষমাশীল রূপে তাদের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, 'ভীত হয়ো না," এবং তাদের ভয় অপহরণ করলেন।

শ্লোক ৫০-৫১

দুর্যোধনঃ পারিবর্হং কুঞ্জরান্ ষষ্টিহায়নান্ ।
দদৌ চ দ্বাদশশতান্যযুতানি তুরঙ্গমান্ ॥ ৫০ ॥
রথানাং ষট্সহস্রাণি রৌক্মাণাং সূর্যবর্চসাম্ ।
দাসীনাং নিষ্ককণ্ঠীনাং সহস্রং দুহিতৃবৎসলঃ ॥ ৫১ ॥

দুর্যোধনঃ—দুর্যোধন; **পারিবর্হম্**—যৌতুক রূপে; **কুঞ্জরান্**—হস্তীসমূহ; **ষষ্টি**—ছয়; **হায়নান্**—বৎসর বয়স্ক; **দদৌ**—প্রদান করলেন; **চ**—এবং; **দ্বাদশ**—দ্বাদশ; **শতানি**—শত; **অযুতানি**—দশ সহস্র; **তুরঙ্গমান্**—অশ্বসমূহ; **রথানাম্**—রথসমূহের; **ষট্-সহস্রাণি**—ছয় সহস্র; **রৌক্মাণাম্**—সুবর্ণ; **সূর্য**—সূর্য (তুল্য); **বর্চসাম্**—যার জ্যোতি; **দাসীনাম্**—দাসীসমূহের; **নিষ্ক**—রত্নখচিত পদক; **কণ্ঠীনাম্**—যার কণ্ঠদেশে; **সহস্রম্**—এক সহস্র; **দুহিতৃ**—তাঁর কন্যার জন্য; **বৎসলঃ**—পিতৃ স্নেহবশত।

অনুবাদ

দুর্যোধন তাঁর কন্যার প্রতি অত্যন্ত স্নেহবশত যৌতুকস্বরূপ ছয় বৎসর বয়স্ক ১,২০০ হস্তী, ১০,০০০ অশ্ব, ৬,০০০ সূর্যের মতো দীপ্তিমান সুবর্ণ রথ এবং তাদের কণ্ঠে রত্নখচিত পদক বিশিষ্ট ১,০০০ দাসী প্রদান করলেন।

শ্লোক ৫২

প্রতিগৃহ্য তু তৎ সর্বং ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ ।
সসুতঃ সস্নুষঃ প্রায়াৎ সুহৃদ্ভিরভিনন্দিতঃ ॥ ৫২ ॥

প্রতিগৃহ্য—গ্রহণ করে; **তু**—এবং; **তৎ**—সেই; **সর্বম্**—সকল; **ভগবান্**—ভগবান; **সাত্বত**—যাদবগণের; **ঋষভঃ**—প্রধান; **স**—সহ; **সুতঃ**—তাঁর পুত্র; **স**—এবং সহ; **স্নুষঃ**—তাঁর পুত্রবধূ; **প্রায়াৎ**—তিনি প্রস্থান করলেন; **সু-হৃদভিঃ**—তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীগণের (কুরুগণ) দ্বারা; **অভিনন্দিতঃ**—বিদায় অভিনন্দন।

অনুবাদ

যাদবগণের প্রধান, শ্রীভগবান, এই সকল উপহার সামগ্রী গ্রহণ করলেন এবং তারপর তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীগণ তাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানালে, তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূসহ প্রস্থান করলেন।

শ্লোক ৫৩

ততঃ প্রবিষ্টঃ স্বপুরং হলায়ুধঃ
সমেত্য বন্ধূননুরক্তচেতসঃ ।
শশংস সর্বং যদুপুঙ্গবানাং
মধ্যে সভায়াং কুরুষু স্বচেষ্টিতম্ ॥ ৫৩ ॥

ততঃ—অতঃপর; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **স্ব**—নিজ; **পুরম্**—নগরী; **হল-আয়ুধঃ**—শ্রীবলরাম, যার লাঙ্গল অস্ত্র রয়েছে; **সমেত্য**—মিলিত হয়ে; **বন্ধূন্**—তাঁর আত্মীয়বর্গ; **অনুরক্ত**—তাঁর প্রতি আসক্ত; **চেতসঃ**—যাদের হৃদয়; **শশংস**—তিনি বর্ণনা করলেন; **সর্বম্**—সমস্ত কিছু; **যদু-পুঙ্গবানাম্**—যদুগণের নেতাদের; **মধ্যে**—মধ্যে; **সভায়াম্**—সভার; **কুরুষু**—কুরুগণের মধ্যে; **স্ব**—তাঁর আপন; **চেষ্টিতম্**—আচরণ।

অনুবাদ

অতঃপর ভগবান শ্রীহলায়ুধ তাঁর নগরীতে (দ্বারকা) প্রবেশ করলেন এবং তাঁর আত্মীয়বর্গ, যাদের হৃদয় তাঁর প্রতি প্রেমাসক্তিতে সর্বতোভাবে আবদ্ধ ছিল, তাদের

সঙ্গে মিলিত হলেন। রাজসভায় যদু নেতৃবর্গদের কুরুগণের সঙ্গে তাঁর আচরণ বিষয়ে সমস্ত কিছু তিনি জ্ঞাপন করলেন।

শ্লোক ৫৪

অদ্যাপি চ পুরং হ্যেতৎ সূচয়দ্ রামবিক্রমম্ ।
সমুন্নতং দক্ষিণতো গঙ্গায়ামনুদৃশ্যতে ॥ ৫৪ ॥

অদ্য—আজ; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **পুরম্**—নগরী; **হি**—বস্তুত; **এতৎ**—এই; **সূচয়ৎ**—চিহ্নাদি প্রদর্শন করে; **রাম**—শ্রীবলরামের; **বিক্রমম্**—বিক্রম; **সমুন্নতম্**—স্পষ্টরূপে উন্নত; **দক্ষিণতঃ**—দক্ষিণ দিকে; **গঙ্গায়াম্**—গঙ্গা দ্বারা; **অনুদৃশ্যতে**—দর্শিত হয়।

অনুবাদ

এমনকি আজও ভগবান বলরামের বিক্রমের চিহ্নাদি প্রদর্শন করে হস্তিনাপুর নগরী গঙ্গা বরাবর এর দক্ষিণ দিকে উন্নত দেখা যায়।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ এইভাবে লিখছেন—"বিবাহের পূর্বে বর ও কন্যা পক্ষের মধ্যে কোন ধরনের যুদ্ধের সূচনা করা অধিকাংশ ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্যে প্রচলিত। যখন সাম্ব বলপূর্বক লক্ষ্মণাকে হরণ করেছিলেন, কুরুবংশের জ্যেষ্ঠ সদস্যগণ তা দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি ছিলেন যথার্থই লক্ষ্মণার জন্য উপযুক্ত পাত্র। তবুও, তাঁর নিজস্ব শক্তি লক্ষ্য করার জন্য তাঁরা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং যুদ্ধের নিয়মবিধির প্রতি কোনও শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করেই, তাঁরা সকলে মিলে তাঁকে বন্দী করেছিলেন। যখন যদুবংশীয়েরা কুরুদের থেকে বন্দী সাম্বকে মুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, ভগবান শ্রীবলরাম তখন নিজেই ব্যাপারটির মীমাংসা করার জন্য আগমন করলেন এবং বলশালী ক্ষত্রিয়রূপে অবিলম্বে সাম্বকে মুক্ত করার জন্য তাদের আদেশ করলেন। কৌরবগণ এই নির্দেশের দ্বারা আপাতদৃষ্টিতে অপমানিত বোধ করলেন, তাই তাঁরা শ্রীবলরামের শক্তিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করলেন। তাঁরা কেবলমাত্র তাঁর অচিন্ত্য শক্তি প্রদর্শন দর্শন করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে পরম আনন্দে তাঁরা তাঁদের কন্যাকে সাম্বের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন এবং সমস্ত বিষয়টির মীমাংসা হয়েছিল। দুর্যোধন তাঁর কন্যা লক্ষ্মণার প্রতি স্নেহবশত পরম সমারোহ সহকারে সাম্বের সঙ্গে তার বিবাহ দিলেন। কুরুদের পক্ষ থেকে তাঁর মহাআপ্যায়নের পর বলরাম বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং নব বিবাহিত দম্পতিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তাঁর রাজধানী দ্বারকা নগরীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

"জয়োল্লাসের সঙ্গে শ্রীবলরাম দ্বারকায় উপস্থিত হলেন এবং সেখানে তিনি বহু নগরবাসীর সঙ্গে মিলিত হলেন, যাঁরা সকলেই ছিলেন তাঁর ভক্ত ও সুহৃদ। যখন তাঁরা সকলে সমবেত হলেন, তখন শ্রীবলরাম বিবাহের সমগ্র কাহিনী বর্ণনা করলেন এবং কিভাবে বলরাম হস্তিনাপুর নগরীকে কম্পমান করে তুলেছিলেন, তা শুনে তাঁরা আশ্চর্য হলেন।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'সাম্বের বিবাহ' নামক অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়

নারদ মুনি দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদগুলি দেখলেন

কিভাবে নারদমুনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গার্হস্থ্য লীলা দর্শন করে বিস্মিত হয়েছিলেন এবং কিভাবে তিনি শ্রীভগবানের প্রতি প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

নরকাসুরকে হত্যা করার পর শ্রীকৃষ্ণ একই সঙ্গে ষোল হাজার তরুণীকে বিবাহ করেছিলেন এবং মহর্ষি নারদ এই অনবদ্য পারিবারিক মর্যাদায় শ্রীভগবানের বিভিন্ন আচরণ দর্শন করতে অভিলাষ করলেন। তাই তিনি দ্বারকায় গিয়েছিলেন। নারদ ষোল হাজার প্রাসাদের একটিতে প্রবেশ করলেন এবং দেখলেন যে, রুক্মিণীদেবীর সহস্র দাসী থাকা সত্ত্বেও, তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দাসীসুলভ সেবা নিবেদন করছিলেন। নারদকে লক্ষ্য করা মাত্র শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শয্যা থেকে উঠে এলেন, ঋষিকে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং তাঁর নিজের আসনে তাঁকে উপবেশন করালেন। এরপর শ্রীভগবান নারদের পাদপ্রক্ষালন করলেন এবং তাঁর নিজের মাথায় সেই জল সিঞ্চিত করলেন। এমনই ছিল শ্রীভগবানের অনুকরণীয় শিষ্টাচার।

কিছুক্ষণ শ্রীভগবানের সঙ্গে কথা বলার পর নারদ তাঁর প্রাসাদগুলির অন্য আরেকটিতে গেলেন, সেখানে মুনিবর দেখলেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রাণী এবং উদ্ধবের সঙ্গে অক্ষক্রীড়ারত রয়েছেন। সেখান থেকে আরেকটি প্রাসাদে গিয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর শিশুপুত্রকে আদর করতে দেখলেন। অন্য একটি প্রাসাদে তিনি তাঁকে স্নানের জন্য প্রস্তুত হতে দেখলেন; আরেকটিতে অগ্নি যজ্ঞ সম্পাদন করছিলেন; অন্য একটিতে ব্রাহ্মণদের ভোজন করাচ্ছিলেন; এবং অন্য একটিতে ব্রাহ্মণদের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করছিলেন। একটি প্রাসাদে শ্রীভগবান মধ্যাহ্নকালীন আচার ধর্ম সম্পাদন করছিলেন; অন্য আরেকটিতে শান্তভাবে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করছিলেন; আরেকটিতে তাঁর শয্যায় নিদ্রা যাচ্ছিলেন; অন্য আরেকটিতে তাঁর মন্ত্রীবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন; এবং অন্য একটিতে তাঁর সহচরীদের সঙ্গে জলে ক্রীড়া করছিলেন। কোথাও শ্রীভগবান ব্রাহ্মণদের দান করছিলেন, অন্য স্থানে তিনি তাঁর পত্নীর সঙ্গে হাস্য পরিহাস করছিলেন, কোন স্থানে তিনি পরমাত্মার ধ্যান করছিলেন, কোথাও তিনি তাঁর গুরুদেবের সেবা করছিলেন, অন্য কোন স্থানে তিনি তাঁর পুত্র ও কন্যাদের বিবাহের আয়োজন করছিলেন, কোথাও বা তিনি মৃগয়ার

জন্য নির্গত হচ্ছিলেন এবং অন্য কোথাও নগরবাসীরা কি ভাবছেন তা জানার জন্য ছদ্মবেশে তিনি পরিভ্রমণ করছিলেন।

এই সমস্ত দর্শন করে নারদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—"যেহেতু কেবলমাত্র আমি আপনার পাদপদ্মের সেবা করেছি, তাই আমি আপনার যোগমায়া শক্তির বৈচিত্র হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, যা মায়ার দ্বারা বিভ্রান্ত সাধারণ জীবেরা উপলব্ধি করা শুরু করতেই পারে না। তাই আমি মহা ভাগ্যবান, এবং সমস্ত জগৎ পবিত্রকারী আপনার লীলার মহিমা সম্ভার কীর্তন করে আমি সমগ্র ত্রিভুবনব্যাপী ভ্রমণ করার আকাঙ্ক্ষা করি মাত্র।"

শ্রীভগবানের চিন্ময় ঐশ্বর্য দর্শন করে নারদকে হতবুদ্ধি হতে শ্রীকৃষ্ণ নিষেধ করলেন এবং তিনি তাঁকে এই জগতে তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যগুলি বর্ণনা করলেন। অতঃপর তিনি মুনিকে ধর্মবিধি অনুসারে যথাযথভাবে সম্মানিত করলেন এবং নিরন্তর পরমেশ্বর শ্রীভগবানের ধ্যান করতে করতে নারদ প্রস্থান করলেন।

শ্লোক ১-৬

শ্রীশুক উবাচ

নরকং নিহতং শ্রুত্বা তথোদ্বাহং চ যোষিতাম্ ।
কৃষ্ণেনৈকেন বহ্বীনাং তদ্দিদৃক্ষুঃ স্ম নারদঃ ॥ ১ ॥
চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্ ।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥ ২ ॥
ইত্যুৎসুকো দ্বারবতীং দেবর্ষির্দ্রষ্টুমাগমৎ ।
পুষ্পিতোপবনারামদ্বিজালিকুলনাদিতাম্ ॥ ৩ ॥
উৎফুল্লেন্দীবরাম্ভোজকহ্লারকুমুদোৎপলৈঃ ।
ছুরিতেষু সরঃসূচ্চৈঃ কূজিতাং হংসসারসৈঃ ॥ ৪ ॥
প্রাসাদলক্ষৈর্নবভির্জুষ্টাং স্ফাটিকরাজতৈঃ ।
মহামরকতপ্রখ্যৈঃ স্বর্ণরত্নপরিচ্ছদৈঃ ॥ ৫ ॥
বিভক্তরথ্যাপথচত্বরাপণৈঃ
শালাসভাভী রুচিরাং সুরালয়ৈঃ ।
সংসিক্তমার্গাঙ্গনবীথিদেহলীং
পতৎ পতাকধ্বজবারিতাতপাম্ ॥ ৬ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **নরকম্**—নরকাসুর; **নিহতম্**—নিহত; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **তথা**—ও; **উদ্বাহম্**—বিবাহ; **চ**—এবং; **যোষিতাম্**—রমণীদের সঙ্গে; **কৃষ্ণেন**—শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা; **একেন**—এক; **বহ্বীনাম্**—বহুর সঙ্গে; **তৎ**—তা; **দিদৃক্ষুঃ**—দর্শন করার অভিলাষে; **স্ম**—বস্তুত; **নারদঃ**—নারদ; **চিত্রম্**—বিচিত্র; **বত**—অহ্; **এতৎ**—এই; **একেন**—একজনের সঙ্গে; **বপুষা**—দেহ; **যুগপৎ**—যুগপৎ; **পৃথক্**—পৃথক; **গৃহেষু**—গৃহে; **দ্বি**—দু'গুণ; **অষ্ট**—অষ্ট; **সাহস্রম্**—সহস্র; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণীগণ; **একঃ**—একমাত্র; **উদাবহৎ**—তিনি বিবাহ করলেন; **ইতি**—এইভাবে; **উৎসুকঃ**—উৎসুক; **দ্বারবতীম্**—দ্বারকায়; **দেব**—দেবতাদের; **ঋষিঃ**—ঋষি, নারদ; **দ্রষ্টুম্**—দর্শনের জন্য; **আগমৎ**—আগমন করলেন; **পুষ্পিত**—পুষ্পময়; **উপবন**—উদ্যানে; **আরাম**—এবং সুখকর উদ্যানগুলি; **দ্বিজ**—পাখির; **অলি**—এবং ভ্রমর; **কুল**—ঝাঁক ও দল দ্বারা; **নাদিতাম্**—ধ্বনিত; **উৎফুল্ল**—প্রস্ফুটিত; **ইন্দীবর**—নীল পদ্মসমূহ যুক্ত; **অম্ভোজ**—দিনে প্রস্ফুটিত পদ্মসমূহ; **কহ্লার**—শ্বেতপদ্ম; **কুমুদ**—জোৎস্নায় প্রস্ফুটিত পদ্ম; **উৎপলৈঃ**—এবং উৎপল; **ছুরিতেষু**—পূর্ণ; **সরঃসু**—সরোবর মধ্যে; **উচ্চৈঃ**—উচ্চস্বরে; **কূজিতাম্**—কূজনে পূর্ণ; **হংস**—হংস দ্বারা; **সারসৈঃ**—এবং সারস; **প্রাসাদ**—প্রাসাদসমূহ; **লক্ষৈঃ**—লক্ষ; **নবভিঃ**—নয়; **জুষ্টাম্**—শোভিত; **স্ফাটিক**—স্ফটিকের তৈরী; **রাজতৈঃ**—এবং রৌপ্য; **মহা-মরকত**—মহামরকতমণি; **প্রখ্যৈঃ**—সমুজ্জ্বল; **স্বর্ণ**—সোনার; **রত্ন**—এবং রত্নরাজি; **পরিচ্ছদৈঃ**—যার আসবাব পত্র; **বিভক্ত**—সুশৃঙ্খলভাবে বিভক্ত; **রথ্যা**—প্রধান প্রশস্ত রাজপথ দ্বারা; **পথ**—পথ; **চত্বর**—চত্বর; **আপণৈঃ**—এবং পণ্যশালা; **শালা-সভাভিঃ**—সভাগৃহ সহ; **রুচিরম্**—মনোহর; **সুর**—দেবতাদের; **আলয়ৈঃ**—মন্দিরগুলি দ্বারা; **সংসিক্ত**—জল দ্বারা সিক্ত; **মার্গ**—যার পথগুলি; **অঙ্গন**—অঙ্গন; **বীথি**—বাণিজ্যিক পথগুলি; **দেহলীম্**—এবং গৃহদ্বারের সম্মুখভাগ; **পতৎ**—উড়ন্ত; **পতাক**—পতাকা দ্বারা; **ধ্বজ**—ধ্বজসমূহ দ্বারা; **বারিত**—নিবারণ করছিল; **আতপাম্**—সূর্যের তাপ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করেছেন এবং অসংখ্য বধূকে একা বিবাহ করেছেন শ্রবণ করে নারদমুনি এই অবস্থায় শ্রীভগবানকে দর্শনের অভিলাষ করলেন। তিনি ভাবলেন, 'এতো যথেষ্ট বিস্ময়ের ব্যাপার যে, একক দেহে শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ ষোল সহস্র রমণীকে, প্রত্যেককে এক-একটি পৃথক প্রাসাদে, বিবাহ করলেন।" তাই দেবর্ষি আগ্রহভরে দ্বারকায় গমন করলেন।

নগরীটি পাখির কূজনে পূর্ণ ছিল এবং উপবন ও সুখকর উদ্যানগুলিতে ভ্রমরকুল উড়ছিল, আর তখন হংস ও সারসের ডাকে নিনাদিত সরোবরগুলি প্রস্ফুটিত *ইন্দীবর, অম্ভোজ, কহ্লার, কুমুদ* ও *উৎপল* পদ্ম যা আকীর্ণ ছিল। দ্বারকায় মহামরকত দ্বারা সমুজ্জ্বলরূপে শোভিত এবং স্ফটিক ও রৌপ্যদ্বারা নির্মিত নয় লক্ষ রাজপ্রাসাদ ছিল। এইসকল রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরভাগের পরিচ্ছদগুলি রত্ন ও স্বর্ণমণ্ডিত ছিল। সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত পন্থার রাজপথ, পথ, চত্বর, ও বাজারের মধ্যে পরিবহন চলাচল করছিল এবং বহু সভাগৃহ ও দেবালয় মনোরম নগরীটির শোভা বৃদ্ধি করছিল। পথঘাট, অঙ্গন চত্বর, রাজপথ ও গৃহদ্বারের সামনে জল দিয়ে ধোওয়া ছিল এবং ধ্বজদণ্ড হতে উড়ন্ত পতাকা দ্বারা সূর্যতাপ নিবারিত হচ্ছিল।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ সুন্দরভাবে দ্বারকা নগরীর বর্ণনা করেছেন এইভাবে— "কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর এত পত্নীর সঙ্গে তাঁর গৃহকর্ম পরিচালনা করছেন, সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হয়ে, নারদ এই সমস্ত লীলা দর্শনের অভিলাষ করলেন এবং তাই শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন গৃহ পরিদর্শন করার জন্য যাত্রা করলেন। নারদমুনি দ্বারকায় পৌঁছে দেখলেন যে, উপবন ও উদ্যানগুলি বহু বিচিত্র ও রঙিন ফুল-ফলের ভারে পরিপূর্ণ। সেই স্থান বিবিধ সুন্দর পাখির কুজন ও ময়ূরের আনন্দপূর্ণ কেকারবে নিনাদিত। সেখানে নীল ও লাল পদ্মফুলে পূর্ণ হ্রদ ও জলাশয় রয়েছে এবং তাদের কিছু কিছু অঞ্চল বিভিন্ন ধরনের পদ্মফুলে পূর্ণ। সরোবরগুলি সুন্দর হংস ও সারসে পূর্ণ ছিল এবং তাদের কণ্ঠস্বর সর্বত্র নিনাদিত হচ্ছিল। নগরীতে রজত-তোরণ, দ্বার ও সর্বোত্তম স্ফটিকে নির্মিত কমপক্ষে ৯,০০,০০০ বিশাল প্রাসাদ ছিল। প্রাসাদ ও গৃহের স্তম্ভগুলি কষ্টিপাথর, নীলকান্ত মণি ও পান্নাদি রত্নের দ্বারা পরিশোভিত ছিল এবং মেঝেগুলি থেকে সুন্দর উজ্জ্বল আভা দেখা যাচ্ছিল। রাজপথ, জনপথ, গলি, পথের চৌরাস্তা, এবং পণ্যশালাগুলি সুন্দরভাবে সাজানো ছিল। সমগ্র নগরীটি স্থাপত্য শিল্পের সৌষ্ঠবে পূর্ণ নানা আবাসগৃহ, সভাগৃহ ও দেবালয়ে সুশোভিত ছিল। এই সমস্ত কিছুই দ্বারকাকে দীপ্তিমান নগরীতে পরিণত করেছিল। প্রশস্ত রাজপথ, পথের সংযোগস্থল, গলি ও জনপথগুলি এবং আবাসগৃহের প্রবেশপথগুলি ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। প্রত্যেক পথের উভয়পার্শ্বে লতাগুল্ম ছিল এবং প্রতি নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর বড় বড় গাছগুলি রাস্তায় ছায়া দিত যাতে সূর্যালোক পথিককে বিব্রত না করে।"

শ্লোক ৭-৮

তস্যামন্তঃপুরং শ্রীমদর্চিতং সর্বধিষ্ণ্যপৈঃ ।
হরেঃ স্বকৌশলং যত্র ত্বষ্ট্রা কার্ৎস্ন্যেন দর্শিতম্ ॥ ৭ ॥
তত্র ষোড়শভিঃ সদ্মসহস্রৈঃ সমলঙ্কৃতম্ ।
বিবেশৈকতমং শৌরেঃ পত্নীনাং ভবনং মহৎ ॥ ৮ ॥

তস্যাম্—সেখানে (দ্বারকায়); **অন্তঃ-পুরম্**—অন্তপুর; **শ্রীমৎ**—ঐশ্বর্য; **অর্চিতম্**—অর্চিত; **সর্ব**—সকল; **ধিষ্ণ্য**—বিভিন্ন গ্রহের; **পৈঃ**—পালকগণ দ্বারা; **হরেঃ**—শ্রীহরির; **স্ব**—তার নিজ; **কৌশলম্**—দক্ষতা; **যত্র**—যেখানে; **ত্বষ্ট্রা**—ত্বষ্টা (স্বর্গের স্থপতি, বিশ্বকর্মা) দ্বারা; **কার্ৎস্ন্যেন**—সম্পূর্ণরূপে; **দর্শিতম্**—দর্শিত; **তত্র**—সেখানে; **ষোড়শভিঃ**—ষোড়শ; **সদ্ম**—আবাসের; **সহস্রৈঃ**—সহস্র; **সমলঙ্কৃতম্**—বিভূষিত ছিল; **বিবেশ**—প্রবেশ করলেন (নারদ); **একতমম্**—সেগুলির একটিতে; **শৌরেঃ**—শ্রীকৃষ্ণের; **পত্নীনাম্**—পত্নীগণের; **ভবনম্**—প্রাসাদ; **মহৎ**—বিশাল।

অনুবাদ

দ্বারকাপুরীতে সকল লোকপালকগণ দ্বারা পূজিত একটি সুন্দর অন্তঃপুর ছিল। এই ক্ষেত্রটি, যেখানে বিশ্বকর্মা তাঁর সকল দিব্য দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন, তা শ্রীহরির আবাসস্থল ছিল এবং তাই শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র রাণীগণের প্রাসাদদ্বারা প্রোজ্জ্বলরূপে বিভূষিত ছিল। নারদমুনি এইসকল বিশাল প্রাসাদের একটিতে প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করছেন যে ত্বষ্টা, বিশ্বকর্মা, শ্রীভগবানের দক্ষতাকে প্রকাশ করেছিলেন আর এইভাবে তিনি এরূপ অনবদ্য প্রাসাদ নির্মাণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "বিশ্বের মহান রাজা ও রাজপুত্রগণ (শ্রীকৃষ্ণকে) অর্চনা করার জন্যই কেবল এই সমস্ত প্রাসাদ পরিদর্শন করতেন। স্বর্গের স্থপতি স্বয়ং বিশ্বকর্মার দ্বারা স্থাপত্য পরিকল্পনাসমূহ প্রস্তুত হয়েছিল এবং প্রাসাদগুলি নির্মাণে তিনি তার সকল নৈপুণ্য ও প্রতিভা প্রদর্শন করেছিলেন।"

শ্লোক ৯-১২

বিষ্টব্ধং বিদ্রুমস্তম্ভৈর্বৈদূর্য্যফলকোত্তমৈঃ ।
ইন্দ্রনীলময়ৈঃ কুড্যৈর্জগত্যা চাহতত্বিষা ॥ ৯ ॥
বিতানৈর্নির্মিতৈস্ত্বষ্ট্রা মুক্তাদামবিলম্বিভিঃ ।
দান্তৈরাসনপর্যঙ্কৈর্মণ্যুত্তমপরিষ্কৃতৈঃ ॥ ১০ ॥

দাসীভির্নিষ্ককণ্ঠীভিঃ সুবাসোভিরলঙ্কৃতম্ ।
পুম্ভিঃ সকঞ্চুকোষ্ণীষসুবস্ত্রমণিকুণ্ডলৈঃ ॥ ১১ ॥
রত্নপ্রদীপনিকরদ্যুতিভির্নিরস্ত-
ধ্বান্তং বিচিত্রবলভীষু শিখণ্ডিনোঽঙ্গ ।
নৃত্যন্তি যত্র বিহিতাগুরুধূপমক্ষৈর্
নির্যান্তমীক্ষ্য ঘনবুদ্ধয় উন্নদন্তঃ ॥ ১২ ॥

বিষ্টব্ধম্—ভারবাহী; **বিদ্রুম**—প্রবালের; **স্তম্ভৈঃ**—স্তম্ভ দ্বারা; **বৈদুর্য**—বৈদুর্য মণির; **ফলক**—ফলক দ্বারা; **উত্তমৈঃ**—শ্রেষ্ঠ; **ইন্দ্রনীল-ময়ৈঃ**—ইন্দ্রনীল মণি দ্বারা সজ্জিত; **কুড্যৈঃ**—দেওয়াল দ্বারা; **জগত্যা**—একটি মেঝে যুক্ত; **চ**—এবং; **অহত**—নিরন্তর; **ত্বিষা**—যার দীপ্তি; **বিতানৈঃ**—চন্দ্রাতপ দ্বারা; **নির্মিতৈঃ**—নির্মিত; **ত্বষ্ট্রা**—বিশ্বকর্মা দ্বারা; **মুক্তা-দাম**—মুক্তার মালার; **বিলম্বিভিঃ**—শ্রেণিসমন্বিত; **দান্তৈঃ**—হাতীর দাঁতের; **আসন**—আসন যুক্ত; **পর্যঙ্কৈঃ**—এবং শয্যাসমূহ; **মণি**—রত্নরাজি দ্বারা; **উত্তম**—উৎকৃষ্ট; **পরিষ্কৃতৈঃ**—শোভিত; **দাসীভিঃ**—দাসী দ্বারা; **নিষ্ক**—পদক; **কণ্ঠীভিঃ**—যাদের কণ্ঠে; **সু-বাসোভিঃ**—সুরম্য বসন; **অলঙ্কৃতম্**—শোভিত; **পুম্ভিঃ**—পুরুষগণ; **স-কঞ্চুক**—বর্ম পরিহিত; **উষ্ণীষ**—উষ্ণীষ; **সু-বস্ত্র**—সুবসন; **মণি**—রত্ন; **কুণ্ডলৈঃ**—এবং কুণ্ডল; **রত্ন**—রত্ন-শোভিত; **প্রদীপ**—প্রদীপের; **নিকর**—বহু; **দ্যুতিভিঃ**—প্রভা দ্বারা; **নিরস্ত**—দূরীভূত হতো; **ধ্বান্তম্**—অন্ধকার; **বিচিত্র**—বিচিত্র; **বলভীষু**—ছাদের ঢালু অংশে; **শিখণ্ডিনঃ**—ময়ূরগুলি; **অঙ্গ**—হে প্রিয় (রাজা পরীক্ষিৎ); **নৃত্যন্তি**—নৃত্য; **যত্র**—যেখানে; **বিহিত**—উপবিষ্ট; **অগুরু**—অগুরুর; **ধূপম্**—ধূপ; **অক্ষৈঃ**—গবাক্ষপথে; **নির্যান্তম্**—নির্গত; **ঈক্ষ**—দর্শন করে; **ঘন**—মেঘ; **বুদ্ধয়ঃ**—মনে করে; **উন্নদন্তঃ**—উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করে।

অনুবাদ

প্রাসাদের ভিত্তি ছিল বৈদুর্যমণি খচিত সুশোভিত প্রবাল স্তম্ভ। দেওয়াল ইন্দ্রনীলমণিময় এবং মেঝে ছিল নিরন্তর প্রভায় দীপ্তিমান। সেই প্রাসাদে বিশ্বকর্মা মুক্তা-মালা শ্রেণিসমন্বিত চন্দ্রাতপের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেখানে হাতীর দাঁত ও বহুমূল্য রত্নে সজ্জিত আসন ও শয্যাসমূহও ছিল। সুরম্য বসন পরিহিত, কণ্ঠে পদক ধারিত বহু দাসী ছিল এবং উষ্ণীষ যুক্ত বর্ম, সুবসন ও রত্নখচিত কুণ্ডল যুক্ত রক্ষীগণও ছিল। অসংখ্য রত্নখচিত প্রদীপের দীপ্তি প্রাসাদের সকল অন্ধকার দূর করত। হে রাজন, ছাদের ঢালে উচ্চৈঃস্বরে নিনাদরত ময়ূরেরা নৃত্য করত, যারা গবাক্ষ পথে নির্গত সুগন্ধী অগুরু ধূপকে দেখে মেঘ বলে ভুল করত।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "সেখানে এত সুগন্ধী ও ধূপ পুড়ত যে, সুগন্ধিত ধোঁয়া জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসত। ময়ূরেরা ধোঁয়া দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে তাদের মেঘ বলে ভুল করত এবং আনন্দে নৃত্য করতে শুরু করত। সেখানে বহু দাসী ছিল, তারা সকলে সোনার কণ্ঠহার, বলয় ও সুন্দর শাড়িতে সুসজ্জিত থাকত। সেখানে বহু পুরুষ ভৃত্যও ছিল, যারা বর্ম ও উষ্ণীষ এবং রত্ন কুণ্ডলে সুন্দররূপে বিভূষিত ছিল। এই সকল সুন্দর দাস-দাসীরা সকল সময়ে বিভিন্ন গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকত।"

শ্লোক ১৩

তস্মিন্ সমানগুণরূপবয়ঃসুবেষ-
দাসীসহস্রযুতয়ানুসবং গৃহিণ্যা ।
বিপ্রো দদর্শ চমরব্যজনেন রুক্ম-
দণ্ডেন সাত্বতপতিং পরিবীজয়ন্ত্যা ॥ ১৩ ॥

তস্মিন্—সেখানে; **সমান**—সমান; **গুণ**—গুণ; **রূপ**—রূপ; **বয়ঃ**—যৌবন; **সু-বেষ**—এবং সুন্দর বসন; **দাসী**—দাসী দ্বারা; **সহস্র**—এক হাজার; **যুতয়া**—যুক্ত; **অনুসবম্**—প্রতি মুহূর্তে; **গৃহিণ্যা**—তাঁর পত্নীর সঙ্গে একত্রে; **বিপ্রঃ**—তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ (নারদ); **দদর্শ**—দর্শন করলেন; **চমর**—চামর; **ব্যজনেন**—একটি পাখাসহ; **রুক্ম**—স্বর্ণ; **দণ্ডেন**—যার দণ্ড; **সাত্বত-পতিম্**—সাত্বতগণের অধীশ্বর, শ্রীকৃষ্ণও; **পরিবীজয়ন্ত্যা**—বাতাস করছিলেন।

অনুবাদ

সেই প্রাসাদে তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ সাত্বত পতি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পত্নীর সঙ্গে, যিনি স্বর্ণ-দণ্ড-যুক্ত চামর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ব্যজন করছিলেন, তাঁকে একত্রে দর্শন করলেন। যদিও তাঁর পত্নীর সমান স্বভাব, রূপ, যৌবন ও সুবসন বিশিষ্ট সহস্র দাসী অনবরত তাঁর পত্নীর সেবায় নিয়োজিত রয়েছে, তবুও তিনি (পত্নী) এইভাবে নিজেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

তং সন্নিরীক্ষ্য ভগবান্ সহসোত্থিতশ্রী-
পর্যঙ্কতঃ সকলধর্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ ।
আনম্য পাদযুগলং শিরসা কিরীট-
জুষ্টেন সাঞ্জলিরবীবিশদাসনে স্বে ॥ ১৪ ॥

তম্—তাঁকে (নারদ); **সন্নিরীক্ষ্য**—লক্ষ্য করে; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **সহসা**—অবিলম্বে; **উত্থিত**—উত্থিত হয়ে; **শ্রী**—লক্ষ্মীদেবীর, রাণী রুক্মিণী; **পর্যঙ্কতঃ**—শয্যা হতে; **সকল**—সকল; **ধর্ম**—ধর্মের; **ভৃতাম্**—ধারকগণের; **বরিষ্ঠঃ**—শ্রেষ্ঠ; **আনম্য**—অবনত হয়ে প্রণাম নিবেদন করলেন; **পাদ-যুগলম্**—তাঁর দুটি চরণে; **শিরসা**—তাঁর মস্তক দ্বারা; **কিরীট**—মুকুট; **জুষ্টেন**—যুক্ত; **স-অঞ্জলিঃ**—কৃতাঞ্জলি সহকারে; **অবীবিশৎ**—উপবেশন করালেন; **আসনে**—আসনে; **স্বে**—তাঁর নিজের।

অনুবাদ

ভগবান ধর্মীয় নীতিসমূহের পরম ধারক। তাই তিনি যখন নারদকে লক্ষ্য করলেন, তিনি তখন তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মীদেবীর শয্যা থেকে উঠে তাঁর মুকুটযুক্ত মস্তক নারদের দুই চরণে অবনত করে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং কৃতাঞ্জলি যুক্ত হয়ে তাঁর নিজ আসনে মুনিকে উপবেশন করালেন।

শ্লোক ১৫

তস্যাবনিজ্য চরণৌ তদপঃ স্বমূর্ধ্না
বিভ্রজ্জগদ্গুরুতমোঽপি সতাং পতির্হি ।
ব্রহ্মণ্যদেব ইতি যদ্গুণনাম যুক্তং
তস্যৈব যচ্চরণশৌচমশেষতীর্থম্ ॥ ১৫ ॥

তস্য—তার; **অবনিজ্য**—প্রক্ষালন করে; **চরণৌ**—দুই চরণ; **তৎ**—সেই; **অপঃ**—জল; **স্ব**—তার নিজ; **মূর্ধ্না**—মস্তকে; **বিভ্রৎ**—বহন করে; **জগৎ**—সমগ্র জগতের; **গুরু-তমঃ**—পরম গুরুদেব; **অপি**—এমনকি যদিও; **সতাম্**—সাধু-ভক্তবৃন্দের; **পতিঃ**—পতি; **হি**—বস্তুত; **ব্রহ্মণ্য**—যিনি ব্রাহ্মণদের অনুগ্রহ করেন; **দেবঃ**—ভগবান; **ইতি**—এইভাবে পরিচিত; **যৎ**—যেহেতু; **গুণ**—তাঁর গুণ ভিত্তিক; **নাম**—নাম; **যুক্তম্**—যুক্ত; **তস্য**—তাঁর; **এব**—বস্তুত; **যৎ**—যাঁর; **চরণ**—দুই চরণে; **শৌচম্**—ধৌত; **অশেষ**—সম্পূর্ণ; **তীর্থম্**—পবিত্র তীর্থ।

অনুবাদ

শ্রীভগবান নারদের দুই চরণ প্রক্ষালন করলেন এবং তারপর সেই জল তাঁর মস্তকে ধারণ করলেন। যদিও শ্রীকৃষ্ণ পরম জগদ্গুরু এবং তাঁর ভক্তবৃন্দের পতি, তবু এইভাবে তাঁর আচরণ যথাযথ ছিল কারণ তাঁর নাম ব্রহ্মণ্যদেব "শ্রীভগবান, যিনি ব্রাহ্মণগণকে অনুগ্রহ করেন।" এমনকি শ্রীভগবানের নিজ চরণধৌত জলও পরম তীর্থস্থান গঙ্গা হয়ে ওঠে, তবু এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ নারদ মুনিকে তাঁর দুই চরণ ধৌত করার মাধ্যমে সম্মানিত করলেন।

তাৎপর্য

যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আপন দুই পাদপদ্ম পরম পবিত্র গঙ্গার উৎস, তাই নারদ মুনির পাদপ্রক্ষালনের দ্বারা শ্রীভগবানের নিজেকে শুদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল না। বরং শ্রীল প্রভুপাদ যেমন বর্ণনা করেছেন, "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় এক পূর্ণ নরলীলা বিলাস করেছিলেন। এই জন্য দেবর্ষি নারদের শ্রীচরণ ধুয়ে শ্রীকৃষ্ণ সেই জল তাঁর মস্তকে সিঞ্চন করলে, নারদ মুনি শ্রীকৃষ্ণের এই কাজে বাধা দেননি, কারণ নারদ মুনি ভালই জানতেন যে, সাধু ব্যক্তিকে সম্মান করার পদ্ধতি সকলকে শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান তা করেছিলেন।"

শ্লোক ১৬

সম্পূজ্য দেবঋষিবর্যমৃষিঃ পুরাণো
নারায়ণো নরসখো বিধিনোদিতেন ।
বাণ্যাভিভাষ্য মিতয়ামৃতমিষ্টয়া তং
প্রাহ প্রভো ভগবতে করবাম হে কিম্ ॥ ১৬ ॥

সম্পূজ্য—সম্পূর্ণরূপে পূজা করে; **দেব**—দেবতাদের; **ঋষি**—ঋষি; **বর্যম্**—পরম; **ঋষিঃ**—ঋষি; **পুরাণঃ**—আদি; **নারায়ণঃ**—ভগবান নারায়ণ; **নর-সখাঃ**—নরের সখা; **বিধিনা**—শাস্ত্রবিধান মতো; **উদিতেন**—নির্দেশ; **বাণ্যা**—উক্তি দ্বারা; **অভিভাষ্য**—সম্ভাষণ করে; **মিতয়া**—পরিমিত; **অমৃত**—অমৃতময়; **মিষ্টয়া**—মধুর; **তম্**—তাঁকে, নারদ; **প্রাহ**—তিনি বললেন; **প্রভো**—হে প্রভু; **ভগবতে**—ভগবতে; **করবাম**—আমরা করতে পারি; **হে**—হে; **কিম্**—কি।

অনুবাদ

বৈদিক বিধি অনুসারে পূর্ণরূপে দেবর্ষির অর্চনা করে, শ্রীকৃষ্ণ, যিনি স্বয়ং আদি ঋষি—নারায়ণ, নরের সখা—নারদের সঙ্গে কথা বললেন এবং শ্রীভগবানের পরিমিত উক্তি ছিল অমৃতের মতো মধুর। অবশেষে শ্রীভগবান নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাদের ঈশ্বর ও প্রভু, আমরা আপনার জন্য কি করতে পারি?"

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *নারায়ণো নর-সখাঃ* কথাটি নির্দেশ করছে যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, নারায়ণ, যিনি ঋষি নরের সখা রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। অন্য ভাবে বলতে গেলে, শ্রীকৃষ্ণ *ঋষি পুরাণঃ* আদি ও পরম গুরুদেব। তা সত্ত্বেও, একজন *ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণের* পূজা করবে এই বৈদিক বিধি *(বিধিনোদিতেন)* অনুসরণ করে শ্রীকৃষ্ণ সুখের সঙ্গে তাঁর শুদ্ধ ভক্ত নারদ মুনির অর্চনা করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

শ্রীনারদ উবাচ

নৈবাদ্ভুতং ত্বয়ি বিভোঽখিললোকনাথে
মৈত্রী জনেষু সকলেষু দমঃ খলানাম্ ।
নিঃশ্রেয়সায় হি জগৎস্থিতিরক্ষণাভ্যাং
স্বৈরাবতার উরুগায় বিদাম সুষ্ঠু ॥ ১৭ ॥

শ্রীনারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ বললেন; **ন**—না; **এব**—মোটেই; **অদ্ভুতম্**—বিস্ময়কর; **ত্বয়ি**—আপনার জন্য; **বিভো**—হে সর্বশক্তিমান; **অখিল**—সকলের; **লোক**—সমস্ত জগৎ; **নাথে**—শাসকের জন্য; **মৈত্রী**—সখ্যতা; **জনেষু**—জনসাধারণের দিকে; **সকলেষু**—সকল; **দমঃ**—দমন করা; **খলানাম্**—খলগণের; **নিঃশ্রেয়সায়**—পরম মঙ্গলের জন্য; **হি**—বস্তুত; **জগৎ**—জগতের; **স্থিতি**—স্থিতি দ্বারা; **রক্ষণাভ্যাম্**—এবং রক্ষা; **স্বৈর**—স্বেচ্ছাক্রমে; **অবতারঃ**—অবতরণ; **উরু-গায়**—হে বিশ্ববন্দিত; **বিদাম**—আমরা জানি; **সুষ্ঠু**—ভাল।

অনুবাদ

শ্রীনারদ বললেন—হে সর্বশক্তিমান ভগবান, আপনি যে সকল জগতের শাসক, সকল জনের প্রতি মিত্রতা প্রদর্শন করেন এবং দুষ্টজনকেও দমন করেন, তা বিস্ময়ের নয়। আমরা ভালভাবে জানি, আপনার মধুর ইচ্ছাক্রমে এই জগতের স্থিতি, পালন ও পরম মঙ্গল সাধনের জন্য আপনি অবতরণ করেন। এইভাবে আপনার মহিমারাশি সর্বত্র গীত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন যে, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জীবই শ্রীভগবানের দাস। বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য আচার্য *পদ্ম-পুরাণ* থেকে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন—

অকারেণোচ্যতে বিষ্ণুঃ শ্রীরুকারেণ কথ্যতে ।
মকারস্তু তয়োর্দাসঃ পঞ্চবিংশঃ প্রকীর্তিতঃ ॥

"(ওম্ মন্ত্রটির মধ্যে) *অ* অক্ষরটি শ্রীবিষ্ণুকে নির্দেশ করছে, উ অক্ষরটি নির্দেশ করছে লক্ষ্মীদেবীকে এবং *ম* অক্ষরটি তাদের ভৃত্যকে উল্লেখ করছে, যা পঞ্চবিংশতি উপাদান।" জীব পঞ্চবিংশতি উপাদান। প্রত্যেক জীব শ্রীভগবানের দাস এবং শ্রীভগবান প্রত্যেক জীবের প্রকৃত সুহৃদ। এইভাবে যখন জরাসন্ধের মতো

বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিদের শ্রীভগবান ভর্ৎসনা করেন, সেই শাস্তিও প্রকৃত বন্ধুত্বে পর্যবসিত হয়, কারণ শ্রীভগবানের ভর্ৎসনা ও তাঁর আশীর্বাদ উভয়ই জীবের মঙ্গলের জন্য।

শ্লোক ১৮

দৃষ্টং তবাঙ্ঘ্রিযুগলং জনতাপবর্গং
ব্রহ্মাদিভির্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
ধ্যায়ংশ্চরাম্যনুগৃহাণ যথা স্মৃতিঃ স্যাৎ ॥ ১৮ ॥

দৃষ্টম্—দর্শন করলাম; **তব**—আপনার; **অঙ্ঘ্রি**—চরণ; **যুগলম্**—যুগল; **জনতা**—আপনার ভক্তবৃন্দের জন্য; **অপবর্গম্**—মুক্তির কারণ; **ব্রহ্ম-আদিভিঃ**—ব্রহ্মার মতো ব্যক্তিত্বগণ দ্বারা; **হৃদি**—হৃদয় মধ্যে; **বিচিন্ত্যম্**—চিন্তা করেন; **অগাধ**—গভীর; **বোধৈঃ**—যার বুদ্ধি; **সংসার**—জাগতিক জীবনের; **কূপ**—কূপে; **পতিত**—পতিত; **উত্তরণ**—উদ্ধারের জন্য; **অবলম্বন**—আশ্রয়; **ধ্যায়ন্**—অবিরত চিন্তা করে; **চরামি**—আমি যেন ভ্রমণ করি; **অনুগ্রহাণ**—আমাকে আশীর্বাদ করুন; **যথা**—যাতে; **স্মৃতিঃ**—স্মরণ; **স্যাৎ**—হয়।

অনুবাদ

এখন আমি আপনার শ্রীচরণ দর্শন করেছি, যা আপনার ভক্তবৃন্দকে মুক্তি প্রদান করে, এমনকি ব্রহ্মা ও অন্যান্য গভীর বুদ্ধিসম্পন্ন মহৎ ব্যক্তিগণও তাঁদের হৃদয় মধ্যে কেবলমাত্র তাঁর চিন্তা করেন এবং যিনি সংসারের কূপ মধ্যে পতিত জনের উদ্ধারের অবলম্বন স্বরূপ। কৃপা করে আমায় অনুগ্রহ করুন যাতে আমি অবিরত আপনার চিন্তা করে ভ্রমণ করতে পারি। অনুগ্রহ করে আপনার স্মরণের শক্তি আমাকে প্রদান করুন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নারদ মুনিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনার জন্য আমরা কি করতে পারি?" এবং এখানে নারদ উত্তর প্রদান করছেন। নারদ মুনি শ্রীভগবানের এক শুদ্ধ ভক্ত এবং তাই তাঁর প্রার্থনাটি বিনীত।

শ্লোক ১৯

ততোঽন্যদাবিশদ্ গেহং কৃষ্ণপত্ন্যাঃ স নারদঃ ।
যোগেশ্বরেশ্বরস্যাঙ্গ যোগমায়াবিবিৎসয়া ॥ ১৯ ॥

ততঃ—অতঃপর; **অন্যৎ**—অন্য একটি; **আবিশৎ**—প্রবেশ করলেন; **গেহম্**—গৃহে; **কৃষ্ণ-পত্ন্যাঃ**—শ্রীকৃষ্ণের একজন পত্নীর; **সঃ**—তিনি; **নারদঃ**—নারদমুনি; **যোগ-ঈশ্বর**—যোগেশ্বরের; **ঈশ্বরস্য**—পরম ঈশ্বরের; **অঙ্গ**—হে রাজন; **যোগ-মায়া**—বিভ্রান্তির অপ্রাকৃত শক্তি; **বিবিৎসয়া**—অবগত হওয়ার বাসনা দ্বারা।

অনুবাদ

হে রাজন, অতঃপর নারদ যোগেশ্বরগণেরও অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত শক্তি প্রত্যক্ষ করার জন্য আগ্রহী হয়ে তাঁর অন্য এক পত্নীর প্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ২০-২২

দীব্যন্তমক্ষৈস্তত্রাপি প্রিয়য়া চোদ্ধবেন চ ।
পূজিতঃ পরয়া ভক্ত্যা প্রত্যুত্থানাসনাদিভিঃ ॥ ২০ ॥
পৃষ্টশ্চাবিদুষেবাসৌ কদায়াতো ভবানিতি ।
ক্রিয়তে কিং নু পূর্ণানামপূর্ণৈরস্মদাদিভিঃ ॥ ২১ ॥
অথাপি ব্রূহি নো ব্রহ্মন্ জন্মৈতচ্ছোভনং কুরু ।
স তু বিস্মিত উত্থায় তূষ্ণীমন্যদগাদ্ গৃহম্ ॥ ২২ ॥

দীব্যন্তম্—ক্রীড়া করছিলেন; **অক্ষৈঃ**—অক্ষ নিয়ে; **তত্র**—সেখানে; **অপি**—বস্তুতঃ; **প্রিয়য়া**—তাঁর প্রিয়তমের সঙ্গে; **চ**—এবং; **উদ্ধবেন**—উদ্ধবের সঙ্গে; **চ**—ও; **পূজিতঃ**—তিনি পূজিত হয়েছিলেন; **পরয়া**—অপ্রাকৃত; **ভক্ত্যা**—ভক্তি; **প্রত্যুত্থান**—তাঁর উপবেশনের স্থান হতে দাঁড়িয়ে উঠে; **আসন**—তাঁকে একটি আসন নিবেদনের দ্বারা; **আদিভিঃ**—এবং ইত্যাদি; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসা করলেন; **চ**—এবং; **অবিদুষা**—অজ্ঞ জনের দ্বারা; **ইব**—যেন; **অসৌ**—তিনি, নারদ; **কদা**—কখন; **আয়াতঃ**—আগমন করেছেন; **ভবান্**—আপনি; **ইতি**—এইভাবে; **ক্রিয়তে**—করতে অভিলাষী; **কিম্**—কি; **নু**—বস্তুত; **পূর্ণানাম্**—যিনি পূর্ণ তাঁর দ্বারা; **অপূর্ণৈঃ**—যারা পূর্ণ নয়, তাদের সঙ্গে; **অস্মাৎ-আদিভিঃ**—যেমন, আমরা; **অথ অপি**—তৎ সত্ত্বেও; **ব্রূহি**—দয়া করে বলুন; **নঃ**—আমাদের; **ব্রহ্মণ্**—হে ব্রাহ্মণ; **জন্ম**—আমাদের জন্ম; **এতৎ**—এই; **শোভনম্**—সার্থক; **কুরু**—দয়া করে করুন; **সঃ**—তিনি, নারদ; **তু**—কিন্তু; **বিস্মিতঃ**—বিস্মিত; **উত্থায়**—গাত্রোত্থান করে; **তূষ্ণীম্**—মৌনভাবে; **অন্যৎ**—অন্য একটিতে; **অগাৎ**—গমন করলেন; **গৃহম্**—প্রাসাদ।

অনুবাদ

সেখানে তিনি শ্রীভগবানকে তাঁর প্রিয়তমা পত্নী ও তাঁর সখা উদ্ধবের সঙ্গে অক্ষক্রীড়ারত দর্শন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান হয়ে নারদকে আসন প্রভৃতি প্রদান করে তাঁর পূজা করলেন এবং তারপর যেন তিনি জানতেন না এইভাবে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কখন এসেছেন? আমাদের মতো অপূর্ণকামগণ, যাঁরা পূর্ণকাম, তাঁদের জন্য কি করতে পারে? তথাপি, হে প্রিয় ব্রাহ্মণ, দয়া করে আমার জীবনকে সার্থক করুন।" এইভাবে সম্বোধিত হয়ে নারদ বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি কেবল নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রইলেন এবং অন্য প্রাসাদে গমন করলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ গ্রন্থে, শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করছেন যে, নারদ যখন দ্বিতীয় প্রাসাদে আগমন করলেন, "শ্রীকৃষ্ণ এমনভাবে আচরণ করলেন যেন রুক্মিণীর প্রাসাদে কি ঘটেছিল তিনি তা জানতেন না।" নারদ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ উভয় প্রাসাদেই ভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য উপস্থিত ছিলেন, তাই "তিনি শ্রীভগবানের কার্যক্রমে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে কেবলমাত্র নীরবে প্রাসাদ ত্যাগ করলেন।"

শ্লোক ২৩

তত্রাপ্যচষ্ট গোবিন্দং লালয়ন্তং সুতান্ শিশূন্ ।
ততোঽন্যস্মিন্ গৃহেঽপশ্যন্মজ্জনায় কৃতোদ্যমম্ ॥ ২৩ ॥

তত্র—সেখানে; **অপি**—এবং; **অচষ্ট**—তিনি দর্শন করলেন; **গোবিন্দম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **লালয়ন্তম্**—লালন করছেন; **সুতান্**—তাঁর সন্তানাদি; **শিশূন্**—শিশুরা; **ততঃ**—তারপর; **অন্যস্মিন্**—অন্য; **গৃহে**—প্রাসাদ; **অপশ্যৎ**—তিনি (তাঁকে) দেখলেন; **মজ্জনায়**—স্নানের জন্য; **কৃত-উদ্যমম্**—প্রস্তুত হচ্ছেন।

অনুবাদ

এইবার শ্রীনারদ দর্শন করলেন যে, স্নেহময় পিতার মতো শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শিশুপুত্রকে লালনে যুক্ত রয়েছেন। সেখান থেকে তিনি অন্য একটি প্রাসাদে প্রবেশ করে দেখলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্নানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

তাৎপর্য

এই অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের *লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করছেন যে, কার্যত নারদের পরিদর্শন করা সকল প্রাসাদেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে অর্চনা ও সম্মানিত করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

জুহ্বন্তং চ বিতানাগ্নীন্ যজন্তং পঞ্চভির্মখৈঃ ।
ভোজয়ন্তং দ্বিজান্ ক্বাপি ভুঞ্জানমবশেষিতম্ ॥ ২৪ ॥

জুহ্বন্তম্—আহুতি নিবেদন করছেন; **চ**—এবং; **বিতান্ অগ্নীন্**—যজ্ঞাগ্নিতে; **যজন্তম্**—যজন করছেন; **পঞ্চভিঃ**—পঞ্চ; **মখৈঃ**—মহাযজ্ঞ দ্বারা; **ভোজয়ন্তম্**—ভোজন করাচ্ছেন; **দ্বিজান্**—ব্রাহ্মণগণকে; **ক্ব-অপি**—কোথাও বা; **ভুঞ্জানম্**—ভোজন করছেন; **অবশেষিতম্**—উচ্ছিষ্টাংশ।

অনুবাদ

একটি প্রাসাদে শ্রীভগবান যজ্ঞে আহুতি নিবেদন করছিলেন; আরেকটিতে পঞ্চ মহাযজ্ঞ দ্বারা আরাধনা করছিলেন; অন্য আরেকটিতে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাচ্ছিলেন এবং অন্য কোন একটিতে ব্রাহ্মণগণের উচ্ছিষ্টাংশ ভোজন করছিলেন।

তাৎপর্য

পঞ্চ মহাযজ্ঞ-কে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—*পাঠো হোমশ্চাতিথীনাং সপর্যা তর্পণং বলিঃ*—"বেদপাঠ, যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি নিবেদন, অতিথির জন্য প্রতীক্ষা, পূর্বপুরুষের জন্য তর্পণ এবং সাধারণভাবে জীবকে আহার প্রদান করা।"

এই সকল যজ্ঞ সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ এইভাবে ভাষ্য প্রদান করেছেন, "অন্য একটি প্রাসাদে নারদ মুনি গৃহস্থদের অবশ্যকৃত পঞ্চযজ্ঞ অনুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রতী দেখলেন। এই যজ্ঞ *পঞ্চশূনা* রূপেও পরিচিত। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, প্রত্যেকে, বিশেষত গৃহস্থরা পাঁচ রকমের পাপ কর্ম করছে। আমরা যখন একটি জলের কলসি থেকে জল গ্রহণ করি, আমরা কলসের বহু জীবাণুকে হত্যা করি। তেমনিভাবে, আমরা যখন একটি পেষাই যন্ত্র ব্যবহার করি অথবা খাদ্য গ্রহণ করি, তখন আমরা বহু জীবাণুকে হত্যা করি। যখন মেঝে ঝাঁট দেই বা অগ্নি প্রজ্বলিত করি, তখন আমরা বহু জীবাণু হত্যা করি। আমরা যখন রাস্তায় হাঁটি, তখন বহু পিপীলিকা ও অন্যান্য কীট-কীটানুকে হত্যা করি। জ্ঞাতসারে কিম্বা অজ্ঞাতসারে, আমাদের সকল ভিন্ন ভিন্ন কর্মে আমরা হত্যা করছি। সুতরাং এই ধরনের পাপ কর্মের ফল থেকে নিজেদের মুক্তির উদ্দেশ্যে প্রত্যেক গৃহস্থেরই *পঞ্চশূনা* যজ্ঞ সম্পাদন করা কর্তব্য।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর এই শ্লোকের ভাষ্যে পুনরায় উল্লেখ করছেন যে, দিনের বিভিন্ন সময়গুলি একই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদগুলিতে সংঘটিত হচ্ছিল।

তাই নারদ একটি অগ্নিযজ্ঞ—একটি প্রভাতকালীন আচার দর্শন করলেন—এবং প্রায় একই সময়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাতে এবং তাদের ভুক্তাবশিষ্ট গ্রহণ করতে দেখলেন, যা মধ্যাহ্নকালীন আচরণ।

শ্লোক ২৫

ক্বাপি সন্ধ্যামুপাসীনং জপন্তং ব্রহ্ম বাগ্‌যতম্ ।
একত্র চাসিচর্মাভ্যাং চরন্তমসিবর্ত্মসু ॥ ২৫ ॥

ক্ব অপি—কোথাও বা; **সন্ধ্যাম্**—সূর্যাস্তের আচার বিধি; **উপাসীনম্**—উপাসনা; **জপন্তম্**—শান্তভাবে জপ করছেন; **ব্রহ্ম**—বৈদিক মন্ত্র (গায়ত্রী); **বাক্-যতম্**—মৌন হয়ে; **একত্র**—একস্থানে; **চ**—এবং; **অসি**—তরবারি দ্বারা; **চর্মাভ্যাম্**—এবং চর্ম; **চরন্তম্**—পরিভ্রমণ করছেন; **অসি-বর্ত্মসু**—অসিচালন-বিদ্যা অভ্যাসের প্রাঙ্গণে।

অনুবাদ

কোথাও বা শ্রীকৃষ্ণ মৌনভাবে সূর্যাস্তের উপাসনার আচার বিধি পালন করছিলেন এবং শান্তভাবে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করছিলেন আর অন্য কোথাও বা তরবারি ও ঢাল নিয়ে অসিচালন বিদ্যার আখড়ায় ঘুরছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে *সন্ধ্যাম্ উপাসীনম্* কথাটি সূর্যাস্তকালীন আচার বিধি বোঝাচ্ছে, অন্যদিকে *অসি-চর্মভ্যাম্ চরন্তম্* কথাটি প্রভাতকালীন তলোয়ার চালনা অভ্যাসকে উল্লেখ করছে।

শ্লোক ২৬

অশ্বৈর্গজৈ রথৈঃ ক্বাপি বিচরন্তং গদাগ্রজম্ ।
ক্বচিচ্ছয়ানং পর্যঙ্কে স্তূয়মানং চ বন্দিভিঃ ॥ ২৬ ॥

অশ্বৈঃ—অশ্বে; **গজৈঃ**—গজে; **রথৈঃ**—রথে; **ক্ব অপি**—কোনখানে; **বিচরন্তম্**—আরোহণ করছেন; **গদ-অগ্রজম্**—গদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ; **ক্বচিৎ**—কোনখানে; **শয়ানম্**—শয়ন করছেন; **পর্যঙ্কে**—তাঁর শয্যায়; **স্তূয়মানম্**—স্তুত হয়ে; **চ**—এবং; **বন্দিভিঃ**—চারণগণ দ্বারা।

অনুবাদ

একস্থানে শ্রীভগবান গদাগ্রজ অশ্ব, গজ ও রথে আরোহণ করছিলেন এবং অন্য একটি স্থানে তিনি যখন তাঁর শয্যায় বিশ্রাম করছিলেন, তখন চারণগণ তাঁর মহিমা কীর্তন করছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন যে, অশ্ব ও গজে আরোহণ করা মধ্যাহ্নকালীন কার্যাবলী, কিন্তু শয়ন করা হয় রাত্রির শেষাংশে।

শ্লোক ২৭

মন্ত্রয়ন্তং চ কস্মিংশ্চিৎ মন্ত্রিভিশ্চোদ্ধবাদিভিঃ ।
জলক্রীড়ারতং ক্বাপি বারমুখ্যাবলাবৃতম্ ॥ ২৭ ॥

মন্ত্রয়ন্তম্—মন্ত্রণা করছেন; **চ**—এবং; **কস্মিংশ্চিৎ**—কোথাও বা; **মন্ত্রিভিঃ**—মন্ত্রীদের সঙ্গে; **চ**—এবং; **উদ্ধব-আদিভিঃ**—উদ্ধব এবং অন্যান্য; **জল**—জল; **ক্রীড়া**—ক্রীড়ায়; **রতম্**—যুক্ত; **ক্ব অপি**—কোথাও; **বার-মুখ্যা**—রাজনর্তকী দ্বারা; **অবলা**—ও অন্যান্য রমণীগণ; **বৃতম্**—সঙ্গে নিয়ে।

অনুবাদ

কোথাও বা উদ্ধবের মতো রাজমন্ত্রীদের সঙ্গে তিনি মন্ত্রণা করছিলেন এবং অন্য কোথাও বহু বারাঙ্গনা এবং অন্যান্য যুবতী পরিবৃত হয়ে জলের মধ্যে আনন্দ উপভোগ করছিলেন।

তাৎপর্য

এই অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের *কৃষ্ণ* গ্রন্থের ভিত্তিতে রচিত।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গে গোধূলি লগ্নে মিলিত হয়েছিলেন এবং জলক্রীড়া উপভোগ করেছিলেন বিকালে।

শ্লোক ২৮

কুত্রচিদ্দ্বিজমুখ্যেভ্যো দদতং গাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ।
ইতিহাসপুরাণানি শৃণ্বন্তং মঙ্গলানি চ ॥ ২৮ ॥

কুত্রচিৎ—কোথাও; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণদের; **মুখ্যেভ্যঃ**—উত্তম; **দদতম্**—প্রদান করছেন; **গাঃ**—গাভী; **সু**—সুন্দর; **অলঙ্কৃতাঃ**—অলঙ্কৃতা; **ইতিহাস**—মহাকাব্যিক ইতিহাস; **পুরাণানি**—এবং পুরাণাদি; **শৃণ্বতম্**—শ্রবণ করছেন; **মঙ্গলানি**—মঙ্গলজনক; **চ**—এবং।

অনুবাদ

কোথাও তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের সুন্দরভাবে বিভূষিতা গাভী প্রদান করছিলেন এবং কোথাও বা তিনি মহাকাব্যিক ইতিহাস ও পুরাণাদির মঙ্গলজনক বর্ণনা শ্রবণ করছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আমাদের জ্ঞাপন করছেন যে, গাভী দান সকালে হয়ে থাকে এবং ইতিহাস শ্রবণ বিকেলে হয়।

শ্লোক ২৯

হসন্তং হাস্যকথয়া কদাচিৎ প্রিয়য়া গৃহে ।
ক্বাপি ধর্মং সেবমানমর্থকামৌ চ কুত্রচিৎ ॥ ২৯ ॥

হসন্তম্—হাস্য করছেন; **হাস-কথয়া**—রসিকতাপূর্ণ কথোপকথন দ্বারা; **কদাচিৎ**—কখনও; **প্রিয়য়া**—তাঁর প্রিয়তমার সঙ্গে; **গৃহে**—প্রাসাদে; **ক্ব অপি**—কোথাও; **ধর্মম্**—ধর্মীয়; **সেবমানম্**—অনুশীলন করছেন; **অর্থ**—অর্থনৈতিক উন্নতি; **কামৌ**—ইন্দ্রিয় সন্তুষ্টি; **চ**—এবং; **কুত্রচিৎ**—কোথাও বা।

অনুবাদ

কোথাও কোনও একজন পত্নীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে রসিকতাপূর্ণ বাক্য বিনিময়ের মাধ্যমে উপভোগ করতে দেখা গেল। কোথাও বা তিনি তাঁর পত্নীর সঙ্গে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে রত দেখতে পেলেন। কোথাও শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া গেল অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে নিয়োজিত এবং কোথাও বা শাস্ত্রীয় বিধিনিয়ম অনুসারে তাঁকে পারিবারিক জীবন উপভোগ করতে দেখা গেল।

তাৎপর্য

এই অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের *কৃষ্ণ* গ্রন্থের ভিত্তিতে করা হয়েছে।

রসিকতাপূর্ণ কথোপকথন রাত্রিকালে অনুষ্ঠিত হত এবং ধর্মীয় আচার আচরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পারিবারিক উপভোগ দিন ও রাত্রি উভয় সময়েই আচরিত হত।

শ্লোক ৩০

ধ্যায়ন্তমেকমাসীনং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্ ।
শুশ্রূষন্তং গুরূন্ ক্বাপি কামৈর্ভোগৈঃ সপর্যয়া ॥ ৩০ ॥

ধ্যায়ন্তম্—ধ্যান করছেন; **একম্**—একা; **আসীনম্**—উপবেশন করে; **পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবানের; **প্রকৃতেঃ**—জড়া-প্রকৃতিকে; **পরম্**—অতিক্রমকারী; **শুশ্রূষন্তম্**—শুশ্রূষা করছেন; **গুরূন্**—তাঁর জ্যেষ্ঠগণকে; **ক্ব অপি**—কোথাও; **কামৈঃ**—কাম্য; **ভোগৈঃ**—ভোগ্য বস্তু দ্বারা; **সপর্যয়া**—এবং পূজা দ্বারা।

অনুবাদ

কোথাও তিনি একাকী উপবেশন করে জড়া-প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করছিলেন এবং কোথাও বা তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠগণকে কাম্য বস্তু নিবেদন ও সশ্রদ্ধ পূজা দ্বারা শুশ্রূষা করছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ ভাষ্য প্রদান করছেন, "স্বীকৃত শাস্ত্রাদির অনুমোদন অনুযায়ী কারো মনকে পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর প্রতি নিবিষ্ট করার উদ্দেশ্যই ধ্যান। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মূল বিষ্ণু, কিন্তু যেহেতু তিনি মানুষের ভূমিকায় লীলা করছেন, তাই ধ্যান কাকে বলে সেই বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত আচরণের মাধ্যমে নির্দিষ্টভাবে আমাদের শিক্ষা প্রদান করলেন।"

এই ধ্যানের আচরণ সূর্যোদয়ের পূর্বের প্রভাতকালীন সময় *ব্রাহ্ম-মুহূর্ত*-কে নির্দেশ করছে।

শ্লোক ৩১

কুর্বন্তং বিগ্রহং কৈশ্চিৎ সন্ধিং চান্যত্র কেশবম্ ।
কুত্রাপি সহ রামেণ চিন্তয়ন্তং সতাং শিবম্ ॥ ৩১ ॥

কুর্বন্তম্—করছেন; **বিগ্রহম্**—যুদ্ধ; **কৈশ্চিৎ**—কোন ব্যক্তির সঙ্গে; **সন্ধিম্**—সন্ধি; **চ**—এবং; **অন্যত্র**—অন্যত্র; **কেশবম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **কুত্র অপি**—কোথাও; **সহ**—একত্রে; **রামেণ**—শ্রীবলরামের সঙ্গে; **চিন্তয়ন্তম্**—চিন্তা করছেন; **সতাম্**—সাধুগণের; **শিবম্**—কল্যাণ।

অনুবাদ

একস্থানে তাঁর কয়েকজন উপদেষ্টার সঙ্গে পরামর্শক্রমে তিনি যুদ্ধের পরিকল্পনা করছিলেন এবং অন্যত্র তিনি শান্তি স্থাপন করছিলেন। কোথাও বা শ্রীকেশব ও শ্রীবলরাম একত্রে সাধুবর্গের কল্যাণ চিন্তা করছিলেন।

শ্লোক ৩২

পুত্রাণাং দুহিতৃণাং চ কালে বিধ্যুপযাপনম্ ।
দারৈর্বরৈস্তৎসদৃশৈঃ কল্পয়ন্তং বিভূতিভিঃ ॥ ৩২ ॥

পুত্রাণাম্—পুত্রদের; **দুহিতৃণাম্**—কন্যাদের; **চ**—এবং; **কালে**—উপযুক্ত সময়ে; **বিধি**—ধর্মীয় বিধি অনুযায়ী; **উপযাপনম্**—তাদের বিবাহ প্রদান করছিলেন; **দারৈঃ**—পত্নীদের সঙ্গে; **বরৈঃ**—এবং পতিদের সঙ্গে; **তৎ**—তাদের জন্য; **সদৃশৈঃ**—

পাশাপাশি মানানসই; **কল্পয়ন্তম্**—এইভাবে আয়োজন করছিলেন; **বিভূতিভিঃ**—ঐশ্বর্য অনুসারে।

অনুবাদ

নারদ শ্রীকৃষ্ণকে উপযুক্ত বধূ ও বরের সঙ্গে যথার্থ সময়ে তাঁর পুত্র ও কন্যাদের বিবাহ প্রদানে নিয়োজিত দেখতে পেলেন এবং সেই বিবাহ অনুষ্ঠানগুলি বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদের *কৃষ্ণ* গ্রন্থের ভিত্তিতে এই অনুবাদটি রচিত।

কালে শব্দটি এখানে বোঝাচ্ছে যে, তাঁর পুত্র ও কন্যারা বিবাহযোগ্য হলে, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাদের বিবাহের আয়োজন করলেন।

শ্লোক ৩৩

প্রস্থাপনোপনয়নৈরপত্যানাং মহোৎসবান্ ।
বীক্ষ্য যোগেশ্বরেশস্য যেষাং লোকা বিসিস্মিরে ॥ ৩৩ ॥

প্রস্থাপন—প্রেরণ করে; **উপনয়নৈঃ**—এবং গৃহে নিয়ে এসে; **অপত্যানাম্**—সন্তানদের; **মহা**—মহা; **উৎসবান্**—উৎসব অনুষ্ঠানে; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **যোগ-ঈশ্বর**—যোগের ঈশ্বরের; **ঈশস্য**—পরম ঈশ্বরের; **যেষাম্**—যার; **লোকাঃ**—জনসাধারণ; **বিসিস্মিরে**—বিস্মিত হয়েছিল।

অনুবাদ

নারদ লক্ষ্য করলেন কিভাবে সকল যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কন্যা ও জামাতাদের পাঠানো এবং মহামহোৎসবের সময়ে আবার তাদের গৃহে আপ্যায়ন জানানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। এইসকল উৎসবাদি দেখে পুরবাসীরা বিস্মিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৪

যজন্তং সকলান্ দেবান্ ক্বাপি ক্রতুভিরূর্জিতৈঃ ।
পূর্তয়ন্তং ক্বচিদ্ধর্মং কূর্পারামমঠাদিভিঃ ॥ ৩৪ ॥

যজন্তম্—পূজা করছেন; **সকলান্**—সকল; **দেবান্**—দেবতাগণ; **ক্ব অপি**—কোথাও; **ক্রতুভিঃ**—যজ্ঞাদির মাধ্যমে; **ঊর্জিতৈঃ**—পূর্ণ প্রজ্বলিত; **পূর্তয়ন্তম্**—পূর্তকার্য দ্বারা পূর্ণ করা; **ক্বচিৎ**—কোথাও; **ধর্মম্**—ধর্মীয় কর্তব্য; **কূর্পাঃ**—কূপ দ্বারা; **আরাম্**—জন উদ্যান; **মঠ**—মঠ; **আদিভিঃ**—এবং ইত্যাদি।

অনুবাদ

কোথাও তিনি বিশদভাবে যজ্ঞাদির মাধ্যমে দেবতাদের পূজা করছিলেন এবং অন্যত্র তিনি কূপ, জন উদ্যান, ও মঠাদি নির্মাণ করে জনকল্যাণমূলক কাজে তাঁর ধর্মীয় কর্তব্য পূর্ণ করছিলেন।

শ্লোক ৩৫

চরন্তং মৃগয়াং ক্বাপি হয়মারুহ্য সৈন্ধবম্ ।
ঘ্নন্তং তত্র পশূন্ মেধ্যান্ পরীতং যদুপুঙ্গবৈঃ ॥ ৩৫ ॥

চরন্তম্—বিচরণ করে; **মৃগয়াম্**—মৃগয়ায়; **ক্ব অপি**—কোথাও; **হয়ম্**—তাঁর অশ্ব; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **সৈন্ধবম্**—সিন্ধুদেশের; **ঘ্নন্তম্**—হত্যা করে; **তত্র**—সেখানে; **পশূন্**—প্রাণীগণ; **মেধ্যান্**—যজ্ঞে নিবেদনের যোগ্য; **পরীতম্**—পরিবেষ্টিত; **যদু-পুঙ্গবৈঃ**—অধিকাংশ যদুবীরগণের দ্বারা।

অনুবাদ

অন্য একটি স্থানে তিনি মৃগয়ারত ছিলেন। তাঁর সিন্ধী অশ্বে আরোহণ করে এবং শ্রেষ্ঠ যদু বীরবর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি যজ্ঞে নিবেদনের উদ্দেশ্যে পশুবধ করছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, "বৈদিক বিধি অনুযায়ী, বিশেষ উপলক্ষ্যে বনে শান্তি রক্ষার জন্য অথবা যজ্ঞাগ্নিতে প্রাণীদের নিবেদন করার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট পশুবধের অনুমোদন ক্ষত্রিয়েরা লাভ করতেন। ক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রে এইভাবে পশুবধের কৌশলাদি অনুশীলন করতে অনুমোদন করা হয়, যেহেতু সমাজে শান্তি রক্ষা করার জন্য নির্মম হয়ে তাদের শত্রুদের বধ করতেই হয়।"

শ্লোক ৩৬

অব্যক্তলিঙ্গং প্রকৃতিষ্বন্তঃপুরগৃহাদিষু ।
ক্বচিচ্চরন্তং যোগেশং তত্তদ্ভাববুভুৎসয়া ॥ ৩৬ ॥

অব্যক্ত—গোপন; **লিঙ্গম্**—যাঁর পরিচিতি; **প্রকৃতিষু**—তাঁর মন্ত্রীবর্গের মধ্যে; **অন্তঃপুর**—রাজ অন্তঃপুরের; **গৃহ-আদিষু**—বাসভবনাদির মধ্যে; **ক্বচিৎ**—কোথাও; **চরন্তম্**—বিচরণ করছিলেন; **যোগ-ঈশম্**—যোগ শক্তির ঈশ্বর; **তৎ-তৎ**—তাদের প্রত্যেকের; **ভাব**—মানসিকতা; **বুভুৎসয়া**—জানার ইচ্ছায়।

অনুবাদ

কোথাও যোগেশ শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রীবর্গ ও পুরবাসীরা কি ভাবছেন, তা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য তাদের বাড়িতে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করছিলেন।

তাৎপর্য

যদিও শ্রীকৃষ্ণ সর্বজ্ঞ, কিন্তু আদর্শ রাজারূপে তাঁর লীলা সম্পাদন করার সময়ে তিনি কখনও কখনও তাঁর রাজ্য সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য ছদ্মবেশে ভ্রমণ করতেন।

শ্লোক ৩৭

অথোবাচ হৃষীকেশং নারদঃ প্রহসন্নিব ।
যোগমায়োদয়ং বীক্ষ্য মানুষীমীয়ুষো গতিম্ ॥ ৩৭ ॥

অথ—অতঃপর; **উবাচ**—বললেন; **হৃষীকেশম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **নারদঃ**—নারদ; **প্রহসন্**—হাসতে হাসতে; **ইব**—মৃদুভাবে; **যোগ-মায়া**—তাঁর চিন্ময়ী মোহিনী শক্তিরাজি; **উদয়ম্**—প্রকাশিত; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **মানুষীম্**—মনুষ্য; **ঈয়ুষঃ**—যিনি ধারণ করছিলেন; **গতিম্**—গতি।

অনুবাদ

এইভাবে শ্রীভগবানের এই যোগমায়ার অভিব্যক্তি দর্শন করে নারদ মৃদু হাসলেন এবং তারপর মানুষী আচরণে লীলারত ভগবান শ্রীহৃষীকেশকে বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, নারদ শ্রীভগবানের সর্বজ্ঞতা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, তাই যখন তিনি দেখলেন শ্রীভগবান ছদ্মবেশে পরিভ্রমণ করে তাঁর মন্ত্রীবর্গের মনোভাব জানার চেষ্টা করছেন, তখন নারদ আর হাসি সম্বরণ করতে পারলেন না। কিন্তু শ্রীভগবানের পরম মর্যাদা স্মরণ করে, তিনি কোনভাবে তাঁর হাসি সংযত করলেন।

শ্লোক ৩৮

বিদাম যোগমায়াস্তে দুর্দর্শা অপি মায়িনাম্ ।
যোগেশ্বরাত্মন্ নির্ভাতা ভবৎপাদনিষেবয়া ॥ ৩৮ ॥

বিদাম—আমরা জানি; **যোগ-মায়াঃ**—যোগমায়া; **তে**—আপনার; **দুর্দর্শাঃ**—যা দর্শন করা অসম্ভব; **অপি**—এমনকি; **মায়িনাম্**—যোগীগণের; **যোগ-ঈশ্বর**—হে যোগেশ্বর; **আত্মন্**—হে পরমাত্মন; **নির্ভাতাঃ**—প্রতীত; **ভবৎ**—আপনার; **পাদ**—পাদদ্বয়ের; **নিষেবয়া**—সেবা দ্বারা।

অনুবাদ

(নারদ বললেন—) হে পরমাত্মনে, হে যোগেশ্বর, এখন আমরা মহাযোগীদেরও দুর্জ্ঞেয় আপনার মায়াশক্তিকে হৃদয়ঙ্গম করছি। কেবলমাত্র আপনার শ্রীচরণযুগলের সেবার দ্বারা আমি আপনার শক্তিরাজি উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছি।

তাৎপর্য

আচার্যবর্গের মতানুসারে এই শ্লোকটি বোঝাচ্ছে যে, ব্রহ্মা ও শিবের মতো মহাযোগিরাও শ্রীভগবানের মায়া শক্তি সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না।

শ্লোক ৩৯

অনুজানীহি মাং দেব লোকাংস্তে যশসাপ্লুতান্ ।
পর্যটামি তবোদ্গায়ন্ লীলা ভুবনপাবনীঃ ॥ ৩৯ ॥

অনুজানীহি—অনুমতি প্রদান করুন; **মাম্**—আমাকে; **দেব**—হে দেব; **লোকান্**—বিশ্বজগৎ; **তে**—আপনার; **যশসা**—যশ দ্বারা; **আপ্লুতান্**—আপ্লুত করে; **পর্যটামি**—আমি ভ্রমণ করব; **তব**—আপনার; **উদ্গায়ন্**—উচ্চৈঃস্বরে গান করে; **লীলাঃ**—লীলাসমূহ; **ভুবন**—সকল জগৎ; **পাবনীঃ**—যা পবিত্র করে।

অনুবাদ

হে দেব, আমাকে প্রস্থানের অনুমতি প্রদান করুন। জগৎ পবিত্রকারী আপনার লীলাসমূহ উচ্চৈঃস্বরে গান করতে করতে আমি আপনার যশে আপ্লুত ভুবনমণ্ডল পরিভ্রমণ করব।

তাৎপর্য

এমনকি নারদ মুনিও মনুষ্যরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিস্ময়কর লীলাসমূহ দর্শন করে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। তাই, *অনুজানীহি মাং দেব* কথাটি দ্বারা, তিনি তাঁর ভগবৎ-কথা প্রচার ও পরিভ্রমণের স্বাভাবিক সেবায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করছেন। তিনি যা দর্শন করেছেন তার দ্বারা উৎসাহিত হয়ে তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমাবলী বিস্তৃতরূপে প্রচার করতে চান।

শ্লোক ৪০

শ্রীভগবানুবাচ

ব্রহ্মন্ ধর্মস্য বক্তাহং কর্তা তদনুমোদিতা ।
তচ্ছিক্ষয়ন্ লোকমিমমাস্থিতঃ পুত্র মা খিদঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **বক্তা**—বক্তা; **অহম্**—আমি; **কর্তা**—কর্তা; **তৎ**—তার; **অনুমোদিতা**—অনুমোদনকারী; **তৎ**—তা; **শিক্ষয়ন্**—শিক্ষা দান করা; **লোকম্**—জগতকে; **ইমম্**—এই; **আস্থিতঃ**—অবস্থান করছি; **পুত্র**—হে পুত্র; **মা খিদঃ**—বিভ্রান্ত হয়ো না।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে ব্রাহ্মণ, আমিই ধর্মের বক্তা, কর্তা ও অনুমোদনকারী। জগতে ধর্ম-নীতি শিক্ষা প্রদানের জন্য আমি তা আচরণ করি, হে পুত্র, তাই বিভ্রান্ত হয়ো না।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী বর্ণনা করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে দেবতাদের পূজা করতে দেখে, নারদ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পূজিত হওয়াতে নারদ মুনি যে মর্মপীড়া অনুভব করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তা দূর করতে চেয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুভূতিকে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এইভাবে বর্ণনা করছেন, "আমি যেমন *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করেছি যে, *যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ* (কোনও মহৎ ব্যক্তি যা করেন, সাধারণ মানুষও তা অনুসরণ করে) সেইভাবে ধর্মের নীতিগুলি প্রচার করার সাহায্যের জন্য আজ আমি তোমার পাদ প্রক্ষালন করেছিলাম। অতীতে প্রত্যক্ষভাবে ধর্মনীতি শিক্ষাদান করার লীলা শুরু করার আগে, তুমি এসেছিলে এবং আমি কেশি দানবকে বধ করার পরে তুমি আমার প্রতি স্তুতি নিবেদন করেছিলে কিন্তু তখন আমি কেবলমাত্র তোমার বিশদ প্রার্থনা ও মহিমা কীর্তন শুনেছিলাম এবং তোমাকে সম্বর্ধনার জন্য কিছুই করিনি। সেকথা মনে রেখে বিবেচনা করবে।

"মনে করো না যে, আজ তুমি আমাকে তোমার পাদপ্রক্ষালন করতে দিয়ে এবং পবিত্র অবশিষ্টাংশ রূপে সেই জল গ্রহণ করতে দিয়ে কোনও অপরাধ করেছ। ঠিক যেমন পুত্র তার পিতার কোলে বসে থাকার সময়ে তার পিতাকে তার পা দিয়ে স্পর্শ করলেও কোন অপরাধ হয় না, ঠিক সেভাবেই তোমাকে ভাবতে হবে, হে পুত্র, তুমি আমার প্রতি কোন অপরাধ করনি।"

শ্লোক ৪১

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাচরন্তং সদ্ধর্মান্ পাবনান্ গৃহমেধিনাম্ ।
তমেব সর্বগেহেষু সন্তমেকং দদর্শ হ ॥ ৪১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **আচরন্তম্**—আচরণ করে; **সৎ**—পারমার্থিক; **ধর্মান্**—ধর্মের নিয়মনীতি; **পাবনান্**—পবিত্রকারী; **গৃহ-মেধিনাম্**—গৃহস্থদের; **তম্**—তাঁর; **এব**—বস্তুত; **সর্ব**—সকল; **গেহেষু**—প্রাসাদগুলি; **সন্তম্**—উপস্থিত; **একম্**—একই ভাবে; **দদর্শ হ**—তিনি দর্শন করলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে প্রতিটি প্রাসাদে নারদ শ্রীভগবানকে তাঁর একই স্বরূপে গৃহস্থদের পবিত্রকারী ধর্মীয় পারমার্থিক আচরণবিধি পালন করতে লক্ষ্য করেন।

তাৎপর্য

শ্রীভগবান স্বয়ং যা বর্ণনা করেছেন, এই শ্লোকে শুকদেব গোস্বামী তার পুনরাবৃত্তি করছেন। *কৃষ্ণ* গ্রন্থে যেমন শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "সংসারে আসক্ত হলেও গৃহস্থ জীবনকে পবিত্র করবার উপায় জনগণকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পরমেশ্বর ভগবান গৃহস্থ লীলায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। গৃহস্থ জীবন উপভোগের জন্য জীব বস্তুত সংসারচক্রে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। কিন্তু গৃহস্থদের প্রতি অশেষ করুণাবশত শ্রীভগবান সাধারণ গৃহস্থ জীবন পবিত্র করে তোলার উপায় প্রদর্শন করলেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ সকল কর্মের কেন্দ্রবিন্দু, তাই শ্রীকৃষ্ণভাবনাময় গৃহস্থ জীবন সকল বৈদিক অনুশাসনের উর্ধ্বে এবং স্বভাবতই শুদ্ধ ও পবিত্র।"

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকটিতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, বহু প্রাসাদে শ্রীভগবানের সকল কার্যাবলী তাঁর চিন্ময় রূপের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছিল, যা একই সঙ্গে বহু প্রাসাদে প্রকাশিত হত। নারদের এই দৃশ্য দেখবার বাসনার জন্য এবং তাঁকে এই দৃশ্য প্রদর্শনে শ্রীভগবানের অভিলাষের জন্য, এই দৃশ্য নারদের কাছে প্রকটিত হয়েছিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন যে, দ্বারকার অনান্য অধিবাসীরা শ্রীকৃষ্ণকে কেবলমাত্র তাদের নিজেদের বসবাসের জায়গাটিতেই দেখতে পেত এবং অন্য কোথাও দেখতে পেত না, এমনকি তারা যদি কোন কাজে অন্য এলাকায় যেত, তবুও সেখানে দেখতে পেত না। এইভাবে শ্রীভগবান তাঁর প্রিয় ভক্ত নারদ মুনিকে তাঁর লীলাসমূহের এক বিশেষ দর্শন প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ৪২

কৃষ্ণস্যানন্তবীর্যস্য যোগমায়ামহোদয়ম্ ।
মুহুর্দৃষ্ট্বা ঋষিরভূদ্বিস্মিতো জাতকৌতুকঃ ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণস্য—শ্রীকৃষ্ণের; **অনন্ত**—অনন্ত; **বীর্যস্য**—বিক্রম; **যোগ-মায়া**—যোগমায়ার; **মহা**—বিস্তৃত; **উদয়ম্**—প্রকাশ; **মুহুঃ**—বারম্বার; **দৃষ্টা**—দর্শন করে; **ঋষিঃ**—নারদ মুনি; **অভূৎ**—হলেন; **বিস্মিতঃ**—বিস্মিত; **জাত-কৌতুকঃ**—কৌতূহলী হলেন।

অনুবাদ

অনন্তশক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহা-যোগমায়ার প্রকাশ বারম্বার দর্শন করে মুনি বিস্মিত ও কৌতূহলী হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৩

ইত্যর্থকামধর্মেষু কৃষ্ণেন শ্রদ্ধিতাত্মনা ।
সম্যক্ সভাজিতঃ প্রীতস্তমেবানুস্মরন্ যযৌ ॥ ৪৩ ॥

ইতি—এইভাবে; **অর্থ**—অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপযোগী বস্তু দ্বারা; **কাম**—ইন্দ্রিয় সন্তুষ্টির; **ধর্মেষু**—এবং ধর্মের; **কৃষ্ণেন**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **শ্রদ্ধিত**—বিশ্বস্ত; **আত্মনা**—যার হৃদয়; **সম্যক্**—যথাযথভাবে; **সভাজিতঃ**—সম্মানিত; **প্রীতঃ**—সন্তুষ্ট; **তম্**—তাঁকে; **এব**—বস্তুত; **অনুস্মরন্**—সর্বদা স্মরণ করতে করতে; **যযৌ**—তিনি প্রস্থান করলেন।

অনুবাদ

ধর্ম, অর্থ, কাম সম্পর্কিত উপহার সামগ্রী আন্তরিকভাবে নারদকে প্রদান করে শ্রীকৃষ্ণ সম্যকরূপেই তাঁকে সম্মানিত করলেন। এইভাবে পরিতৃপ্ত হয়ে মুনিবর শ্রীভগবানকে নিরন্তর স্মরণ করতে করতে প্রস্থান করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ *কৃষ্ণ* গ্রন্থে উল্লেখ করছেন *অর্থ-কাম-ধর্মেষু* পদটি নির্দেশ করছে যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্থনৈতিক উন্নতি, ইন্দ্রিয় সন্তুষ্টি ও ধর্মীয় কর্তব্যকর্মে গভীরভাবে নিয়োজিত সাধারণ গৃহস্থের মতোই আচরণ করছিলেন। শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যটি নারদ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ আচরণের জন্য বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃতে উজ্জীবিত হয়ে, তিনি প্রস্থান করলেন।

শ্লোক ৪৪

এবং মনুষ্যপদবীমনুবর্তমানো
নারায়ণোঽখিলভবায় গৃহীতশক্তিঃ ।
রেমেঽঙ্গ ষোড়শসহস্রবরাঙ্গনানাং
সব্রীড়সৌহৃদনিরীক্ষণহাসজুষ্টঃ ॥ ৪৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **মনুষ্য**—মানুষের; **পদবীম্**—পথ; **অনুবর্তমানঃ**—অনুসরণ করে; **নারায়ণঃ**—ভগবান নারায়ণ; **অখিল**—সকলের; **ভবায়**—কল্যাণের জন্য; **গৃহীত**—প্রকাশ করে; **শক্তিঃ**—তাঁর শক্তিরাজি; **রেমে**—তিনি উপভোগ করেছিলেন; **অঙ্গ**—হে প্রিয় (রাজা পরীক্ষিৎ); **ষোড়শ**—ষোড়শ; **সহস্র**—সহস্র; **বর**—শ্রেষ্ঠ; **অঙ্গনানাম্**—রমণীগণের; **সব্রীড়**—সলজ্জ; **সৌহৃদ**—এবং সৌহার্দযুক্ত; **নিরীক্ষণ**—দৃষ্টিপাত দ্বারা; **হাস**—এবং হাস্য; **জুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট।

অনুবাদ

এইভাবে ভগবান নারায়ণ সাধারণ মানুষের পথ অনুকরণ করে সকল জীবের কল্যাণের জন্য তাঁর দিব্য শক্তি প্রকাশ করেছিলেন। হে রাজন, এইভাবে যারা তাদের সলজ্জতা, সৌহার্দময় দৃষ্টিপাত ও হাস্য দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা করেছিলেন, তাঁর সেই ষোড়শ সহস্র শ্রেষ্ঠ পত্নীর সঙ্গে, তিনি আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৫

যানীহ বিশ্ববিলয়োদ্ভববৃত্তিহেতুঃ
কর্মাণ্যনন্যবিষয়াণি হরিশ্চকার ।
যস্ত্বঙ্গ গায়তি শৃণোত্যনুমোদতে বা
ভক্তির্ভবেদ্ ভগবতি হ্যপবর্গমার্গে ॥ ৪৫ ॥

যানি—যে; **ইহ**—এই জগতে; **বিশ্ব**—বিশ্বের; **বিলয়**—বিনাশের; **উদ্ভব**—সৃষ্টি; **বৃত্তি**—এবং স্থিতি; **হেতুঃ**—যিনি কারণ; **কর্মাণি**—আচরণসমূহ; **অনন্য**—অনন্য; **বিষয়াণি**—বিষয়সমূহ; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **চকার**—সম্পাদন করেছেন; **যঃ**—যে; **তু**—বস্তুত; **অঙ্গ**—প্রিয় রাজন; **গায়তি**—কীর্তন করেন; **শৃণোতি**—শ্রবণ করেন; **অনুমোদতে**—অনুমোদন করেন; **বা**—বা; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **ভবেৎ**—উদিত হয়; **ভগবতি**—ভগবানের জন্য; **হি**—বস্তুত; **অপবর্গ**—মোক্ষ; **মার্গে**—পথে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীহরি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের পরম কারণ। হে রাজন, যিনি তাঁর সম্পাদিত অনুকরণীয় অনন্য আচরণ কীর্তন করেন, শ্রবণ করেন বা কেবলমাত্র অনুমোদন করেন, তিনি নিশ্চিতরূপে মোক্ষপ্রদায়ক ভগবানের জন্য ভক্তি লাভ করেন।

তাৎপর্য

অনন্য-বিষয়াণি কথাটির শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিভিন্ন অর্থ প্রদান করেছেন। কথাটি, এই বোঝায় যে শ্রীভগবান তাঁর অংশপ্রকাশগণের পক্ষেও অস্বাভাবিক কার্যাবলী দ্বারকায় সম্পন্ন করেছিলেন। অথবা পদটি এইরকম নির্দেশ করছে বলে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে, শ্রীভগবান তাঁর শুদ্ধ, ঐকান্তিক ভক্তগণের জন্য এই সকল আচরণ সম্পাদন করেছিলেন। সে যাই হোক, যিনি এই সকল লীলাসমূহের ঘটনাবলী শ্রবণ করেন বা তা পাঠ করেন, তিনি অবশ্যই কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে নিয়োজিত হবেন, শ্রীল প্রভুপাদ যেমন লিখছেন, "তিনি অতি সহজেই সংসার মুক্তির পথ অতিক্রম করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলসুধা আস্বাদন করবেন।" শ্রীল প্রভুপাদ আরও উল্লেখ করছেন যে, *অনুমোদতে* শব্দটি এখানে বোঝাচ্ছে— "যিনি কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারককে সমর্থন করবেন" তিনিও এখানে বর্ণিত মঙ্গলাদি লাভ করবেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'নারদমুনি দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদগুলি দেখলেন' নামক একোনসপ্ততিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত

দশম স্কন্ধ

"আশ্রয়"

(চতুর্থ ভাগ—অধ্যায় ৭০-৯০)

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য-এর

শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক

মূল সংস্কৃত শ্লোক, শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিশদ তাৎপর্য সহ
ইংরেজী SRIMAD BHAGAVATAM গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, মুম্বাই, নিউইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, লন্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

সপ্ততিতম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিন কার্যকলাপ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিন কার্যাবলী এবং তাঁর কাছে নিবেদিত দুটি প্রস্তাব, একটি দ্বারকা হতে আগত দূত নিবেদিত ও অন্যটি নারদ মুনি নিবেদিত, এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণ শয্যা ত্যাগ করতেন এবং নির্মল জলে স্নান করতেন। প্রভাতী আচারসমূহ ও অন্যান্য ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদন করার পর তিনি পবিত্র অগ্নিতে আহুতি প্রদান করতেন, গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতেন, দেব, ঋষি ও পূর্বপুরুষগণের অর্চনা করে তর্পণ নিবেদন করতেন এবং পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। এরপর তিনি পবিত্র দ্রব্যাদি স্পর্শ করতেন, নিজেকে দিব্য অলংকারে ভূষিত করতেন এবং প্রজাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রদান করার মাধ্যমে তাদের সন্তুষ্ট করতেন।

শ্রীভগবানের রথের সারথি দারুক তাঁর রথ নিয়ে আসত এবং শ্রীভগবান তাতে আরোহণ করে রাজসভাগৃহের দিকে যাত্রা করতেন। তিনি যখন যাদবগণ পরিবেষ্টিত হয়ে সভায় তাঁর আসন গ্রহণ করতেন, তখন তাঁকে নক্ষত্রমণ্ডলী পরিবেষ্টিত চন্দ্রের মতো মনে হত।

কোন এক সময় দ্বারপালেরা এক দূতকে সভাগৃহে নিয়ে আসে। শ্রীভগবানকে সেই দূত দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করার পরে, কৃতাঞ্জলিপুটে, দাঁড়িয়ে তাঁকে নিবেদন করেন—"হে ভগবান, জরাসন্ধ কুড়ি হাজার রাজাকে পরাজিত করেছে এবং তাদের বন্দী করে রেখেছে। কৃপা করে আপনি কিছু করুন, কারণ এই রাজারা সকলেই আপনার শরণাগত ভক্ত।"

ঠিক সেই মুহূর্তে নারদ মুনি আবির্ভূত হলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং সভার সকল সদস্য দাঁড়িয়ে উঠে তাদের মস্তক নত করে নারদ মুনিকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন। মুনি আসন গ্রহণ করলেন এবং তারপর শ্রীকৃষ্ণ শান্তভাবে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "যেহেতু আপনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করেন, তাই দয়া করে আমাদের জানান, পাণ্ডব ভ্রাতারা কি করার পরিকল্পনা করছে।" নারদ তখন শ্রীভগবানের বন্দনা করে উত্তর প্রদান করলেন, "রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের আকাঙ্ক্ষা করছেন। এই জন্য তিনি আপনার অনুমোদন ও উপস্থিতি প্রার্থনা করছেন। বহু দেবতা ও মহান রাজারা কেবলমাত্র আপনাকে দর্শন করার জন্য আগমন করবেন।

যাদবগণ চাইছেন যে, তিনি জরাসন্ধকে পরাজিত করুন, এই কথা হৃদয়ঙ্গম করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর হাতে থাকা দুটি বিষয়, জরাসন্ধের পরাজয় অথবা রাজসূয় যজ্ঞ, এই দুটির মধ্যে কোনটির প্রতি প্রথমে মনোযোগী হওয়া উচিত, সেই বিষয়ে তাঁর বিজ্ঞ মন্ত্রী উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অথোষস্যুপবৃত্তায়াং কুক্কুটান্ কূজতোঽশপন্ ।
গৃহীতকণ্ঠ্যঃ পতিভির্মাধব্যো বিরহাতুরাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—তারপর; **উষসি**—ঊষাকাল; **উপবৃত্তায়ম্**—নিকটে উপস্থিত হলে; **কক্কুটান্**—মোরগগুলি; **কূজতঃ**—যারা কর্কশভাবে ডাকছিল; **অশপন্**—অভিশাপ দিতে লাগলেন; **গৃহীত**—ধৃত; **কণ্ঠ্যঃ**—যাদের কণ্ঠদেশ; **পতিভিঃ**—তাদের পতিগণ দ্বারা (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বহুসংখ্যক প্রকাশে); **মাধব্যঃ**—শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ; **বিরহ**—বিরহে; **আতুরাঃ**—আকুল।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন, ঊষাকাল নিকটে উপস্থিত হলে শ্রীমাধবের মহিষীগণ প্রত্যেকে তাঁদের পতির কণ্ঠলগ্ন হয়ে কলরবরত মোরগদের অভিশাপ দিতে লাগলেন। রমণীগণ যে এখন পতিবিরহ ভোগ করবেন, তা ভেবে তাঁরা কাতর হলেন।

তাৎপর্য

মোরগের ডাকের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিন কার্যকলাপের এই বর্ণনা শুরু হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ জানতেন যে, ভগবান কর্তব্যনিষ্ঠভাবে শয্যা ত্যাগ করে উঠতেন এবং তাঁর নির্দিষ্ট প্রাতঃকালীন আচারসমূহ সম্পাদন করতেন, আর তাই তাঁর কাছ থেকে তাঁদের আসন্ন বিরহের কথা ভেবে তাঁরা বিচলিত হয়েছিলেন ও মোরগদের অভিশাপ দিচ্ছিলেন।

শ্লোক ২

বয়াংস্যরোরুবন্ কৃষ্ণং বোধয়ন্তীব বন্দিনঃ ।
গায়ৎস্বলিষ্বনিদ্রাণি মন্দারবনবায়ুভিঃ ॥ ২ ॥

বয়াংসি—পাখিরা; **অরোরুবন্**—উচ্চৈঃস্বরে কূজন করে; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **বোধয়ন্তি**—জাগরণ; **ইব**—যেন; **বন্দিনঃ**—মহিমা বন্দনা; **গায়ৎসু**—যেন তারা গান

করছিল; **অলিষু**—ভ্রমরেরা; **অনিদ্রাণি**—নিদ্রা থেকে উঠে; **মন্দার**—পারিজাত বৃক্ষসমূহের; **বন**—উপবন হতে; **বায়ুভিঃ**—সমীরণ দ্বারা।

অনুবাদ

পারিজাত উদ্যান থেকে আগত সুবাসের প্রভাবে ভ্রমরের গুঞ্জনে পাখিরা নিদ্রা থেকে জেগে উঠেছিল এবং তারা যখন সভা কবিদের দ্বারা ভগবানের মহিমা কীর্তনের মতো উচ্চৈঃস্বরে গান করতে শুরু করল, তখনই তারা শ্রীকৃষ্ণকে জাগিয়ে দিল।

শ্লোক ৩

মুহূর্তং তং তু বৈদর্ভী নামৃষ্যদতিশোভনম্ ।
পরিরম্ভণবিশ্লেষাৎ প্রিয়বাহ্বন্তরং গতা ॥ ৩ ॥

মুহূর্তম্—মুহূর্ত; **তম্**—সেই; **তু**—কিন্তু; **বৈদর্ভী**—রাণী রুক্মিণী; **ন অমৃষ্যৎ**—পছন্দ করলেন না; **অতি**—অত্যন্ত; **শোভনম্**—পবিত্র; **পরিরম্ভণ**—তাঁর আলিঙ্গনের; **বিশ্লেষাৎ**—বিচ্ছেদ হেতু; **প্রিয়**—তাঁর প্রিয়তমের; **বাহু**—দুই বাহু; **অন্তরম্**—মধ্যে; **গতা**—অবস্থিত।

অনুবাদ

যেহেতু এখন তিনি তাঁর আলিঙ্গন থেকে বঞ্চিত হবেন, তাই তাঁর প্রিয়তমের দুই বাহুর মধ্যে শায়িত রাণী বৈদর্ভী এই পরম পবিত্র সময়টিকে পছন্দ করছিলেন না।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, রাণী বৈদর্ভী অর্থাৎ রুক্মিণীদেবীর প্রতিক্রিয়া সকল রাণীদেরই মনোভাব ব্যক্ত করছে।

শ্লোক ৪-৫

ব্রাহ্মে মুহূর্তে উত্থায় বার্যুপস্পৃশ্য মাধবঃ ।
দধ্যৌ প্রসন্নকরণ আত্মানং তমসঃ পরম্ ॥ ৪ ॥
একং স্বয়ং জ্যোতিরনন্যমব্যয়ং
স্বসংস্থয়া নিত্যনিরস্তকল্মষম্ ।
ব্রহ্মাখ্যমস্যোদ্ভবনাশহেতুভিঃ
স্বশক্তিভির্লক্ষিতভাবনির্বৃতিম্ ॥ ৫ ॥

ব্রাহ্মে মুহূর্তে—সূর্যোদয়ের পূর্বে, পারমার্থিক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনের জন্য দিনের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়; **উত্থায়**—উত্থিত হওয়া; **বারি**—জল; **উপস্পৃশ্য**—স্পর্শ করা; **মাধবঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **দধৌ**—ধ্যানমগ্ন হওয়া; **প্রসন্ন**—বিমল; **করণঃ**—তাঁর মন; **আত্মানম্**—নিজ স্বরূপভূত; **তমসঃ**—অবিদ্যা; **পরম্**—অতীত; **একম্**—একমাত্র; **স্বয়ম্-জ্যোতিঃ**—স্বপ্রকাশ; **অনন্যম্**—অনন্য; **অব্যয়ম্**—অব্যয়; **স্ব-সংস্থয়া**—তাঁর আপন স্বরূপ দ্বারা; **নিত্য**—নিত্য; **নিরস্ত**—দূরীভূতকারী; **কল্মষম্**—কলুষ; **ব্রহ্ম-আখ্যম্**—ব্রহ্মরূপে পরিচিত; **অস্য**—এই ব্রহ্মাণ্ডের; **উদ্ভব**—সৃষ্টির; **নাশ**—এবং বিনাশ; **হেতুভিঃ**—কারণ; **স্ব**—তাঁর নিজ; **শক্তিভিঃ**—শক্তিরাজি; **লক্ষিত**—প্রকাশিত; **ভাব**—অস্তিত্ব; **নির্বৃতিম্**—আনন্দ।

অনুবাদ

শ্রীমাধব ব্রাহ্ম-মুহূর্তে গাত্রোত্থান করে জল স্পর্শ করতেন। অতঃপর তিনি, যাঁর আপন প্রকৃতি দ্বারা সকল কলুষ চির-দূরীভূত হয় এবং যিনি তাঁর এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও বিনাশের কারণস্বরূপ নিজ শক্তিরাজির দ্বারা তাঁর আপন সচ্চিদানন্দরূপ প্রকাশ করেন, সেই অনন্য, অব্যয়, অখণ্ড স্বপ্রকাশ নিজ স্বরূপে বিমল চিত্তে ধ্যানমগ্ন হতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন যে, *ভাব* শব্দটি এই শ্লোকে সৃষ্ট বস্তুকে নির্দেশ করছে। তাই *লক্ষিত-ভাব-নির্বৃতিম্* যৌগিক শব্দটি এই অর্থ নির্দেশ করছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট বস্তুকে আনন্দ প্রদান করেন। অবশ্যই, আত্মা কখনও সৃষ্ট হয় না, কিন্তু আমাদের জাগতিক, বদ্ধ অস্তিত্ব শ্রীভগবানের শক্তিরাজির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই সৃষ্ট হয়।

শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা অনুগৃহীতজন পরম ব্রহ্মের স্বভাব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, এই হৃদয়ঙ্গম করাই কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করছেন যে, তাঁর শক্তিরাশি নিকৃষ্টা ও উৎকৃষ্টা বা জাগতিক ও চিন্ময় শক্তিরাশি,—এই দুই ভাগে বিভক্ত। *ব্রহ্মসংহিতায়* আরও বর্ণনা করা হয়েছে যে, পারমার্থিক বাস্তবতা অর্থাৎ যা শ্রীভগবান স্বয়ং এবং তাঁর চিন্ময় শক্তির গতিবিধিকে অনুসরণ করে জাগতিক শক্তি ছায়ার মতো আচরণ করে। যখন কেউ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করেন, তখন তিনি নিজেকে শরণাগত আত্মারূপে প্রকাশ করেন এবং এইভাবে সেই একই সৃষ্টি যা পূর্বে আত্মাকে আচ্ছন্ন করেছিল, তা পারমার্থিক আলোক প্রাপ্তির জন্য এক শক্তিতে পরিণত হয়।

শ্লোক ৬

অথাপ্লুতোঽম্ভস্যমলে যথাবিধি
ক্রিয়াকলাপং পরিধায় বাসসী ।
চকার সন্ধ্যোপগমাদি সত্তমো
হুতানলো ব্রহ্ম জজাপ বাগ্‌যতঃ ॥ ৬ ॥

অথ—অতঃপর; **আপ্লুতঃ**—স্নান করে; **অম্ভসি**—জলে; **অমলে**—শুদ্ধ; **যথা-বিধি**—বৈদিক বিধি অনুসারে; **ক্রিয়া**—ধর্মীয় আচারসমূহের; **কলাপম্**—সামগ্রিক পর্যায়; **পরিধায়**—পরিধান করার পর; **বাসসী**—দু'খণ্ড বস্ত্র; **চকার**—তিনি সম্পাদন করলেন; **সন্ধ্যা-উপগম**—প্রাতঃকালীন পূজা; **আদি**—ইত্যাদি; **সৎ-তমঃ**—সাধুজন শিরোমণি; **হুত**—আহুতি প্রদান করে; **অনলঃ**—পবিত্র অগ্নিতে; **ব্রহ্ম**—বেদের মন্ত্র (প্রধানত গায়ত্রী); **জজাপ**—তিনি শান্তভাবে জপ করলেন; **বাক্**—বাক; **যতঃ**—সংযম সহকারে।

অনুবাদ

সেই সাধুজন শিরোমণি অতঃপর শুদ্ধ জলে স্নান করলেন। স্বয়ং ঊর্ধ্ব ও নিম্ন বস্ত্র দু'খণ্ড পরিধান করলেন এবং প্রাতঃকালীন পূজা থেকে শুরু করে সামগ্রিক পর্যায়ক্রমে শাস্ত্র-নির্দিষ্ট ধর্মীয় আচারসমূহ সম্পাদন করলেন। পবিত্র অগ্নিতে আহুতি প্রদান করার পর শ্রীকৃষ্ণ মৌনভাবে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করছেন—যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কণ্ব মুনির শিষ্য পরম্পরাগত ছিলেন, তাই তিনি সূর্যোদয়ের পূর্বে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেছিলেন। তারপর তিনি গায়ত্রী মন্ত্র জপ করলেন।

শ্লোক ৭-৯

উপস্থায়ার্কমুদ্যন্তং তর্পয়িত্বাত্মনঃ কলাঃ ।
দেবানৃষীন্ পিতৄন্ বৃদ্ধান্ বিপ্রানভ্যর্চ্য চাত্মবান্ ॥ ৭ ॥
ধেনূনাং রুক্মশৃঙ্গীনাং সাধ্বীনাং মৌক্তিকস্রজাম্ ।
পয়স্বিনীনাং গৃষ্টীনাং সবৎসানাং সুবাসসাম্ ॥ ৮ ॥
দদৌ রূপ্যখুরাগ্রাণাং ক্ষৌমাজিনতিলৈঃ সহ ।
অলঙ্কৃতেভ্যো বিপ্রেভ্যো বদ্বং বদ্বং দিনে দিনে ॥ ৯ ॥

উপস্থায়—পূজা সম্পন্ন করে; **অর্কম্**—সূর্য; **উদ্যন্তম্**—উদিত; **তর্পয়িত্বা**—তর্পণ করে; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজ; **কলাঃ**—অংশভূত; **দেবান্**—দেবতাগণ; **ঋষীন্**—ঋষিগণ; **পিতৃন্**—এবং পূর্বপুরুষগণ; **বৃদ্ধান্**—তাঁর জ্যেষ্ঠগণ; **বিপ্রান্**—এবং ব্রাহ্মণগণ; **অভ্যর্চ্য**—পূজা করে; **চ**—এবং; **আত্মবান্**—বিবেকী; **ধেনূনাম্**—গাভীগণের; **রুক্ম**—স্বর্ণ আচ্ছাদিত; **শৃঙ্গীণাম্**—যাদের শৃঙ্গগুলি; **সাধ্বীনাম্**—সৎস্বভাবযুক্তা; **মৌক্তিক**—মুক্তার; **স্রজাম্**—কণ্ঠহারযুক্ত; **পয়স্বিনীনাম্**—দুগ্ধ প্রদায়ী; **গৃষ্টীনাম্**—প্রথম প্রসূতা; **স-বৎসানাম্**—সবৎসা; **সু-বাসসাম্**—সুন্দরভাবে বস্ত্র পরিহিতা; **দদৌ**—তিনি প্রদান করতেন; **রূপ্য**—রূপা দ্বারা আচ্ছাদিত; **খুর**—তাদের খুরের; **অগ্রাণাম্**—অগ্রভাগ; **ক্ষৌম**—ক্ষৌম বস্ত্র; **অজিন**—মৃগচর্ম; **তিলৈঃ**—এবং তিল; **সহ**—সহ; **অলঙ্কৃতেভ্যঃ**—যাদের অলঙ্কার প্রদান করা হয়েছিল; **বিপ্রেভ্যঃ**—পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে; **বদ্বম্ বদ্বম্**—এক-একটি দলে একশত সাতটি গাভী বিশিষ্ট তের সহস্র চুরাশীটি দল (এইভাবে মোট চৌদ্দ লক্ষ গাভী); **দিনে দিনে**—প্রতিদিন।

অনুবাদ

প্রতিদিন শ্রীভগবান উদিত সূর্যের পূজা করতেন এবং তাঁর অংশভূত দেবতা, ঋষি ও পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করতেন। বিবেকী শ্রীভগবান তারপর যত্নসহকারে তাঁর জ্যেষ্ঠ বর্গের ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করতেন। সুবস্ত্রে বিভূষিত ব্রাহ্মণগণকে তিনি স্বর্ণবদ্ধ-শৃঙ্গ ও মুক্তা-কণ্ঠহার যুক্ত একদল শান্ত ও গৃহপালিত গাভী প্রদান করতেন। এই সমস্ত গাভীরাও সুবস্ত্রে সজ্জিত থাকত এবং তাদের খুরের অগ্রভাগ রৌপ্য দ্বারা আবদ্ধ থাকত। প্রচুর দুগ্ধ প্রদায়ী তারা ছিল প্রথম প্রসূতা এবং সবৎসা। শ্রীভগবান প্রতিদিন ১৩,০৮৪টি গাভীর বহু দলকে ক্ষৌম-বস্ত্র, মৃগ-চর্ম ও তিল সহ পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করতেন।

তাৎপর্য

এখানে বৈদিক ধর্মীয় আচার অনুসারে একটি *বদ্ব* বলতে যে ১৩,০৮৪টি গাভীর কথা বলা হয়েছে। শ্রীল শ্রীধর স্বামী তা প্রদর্শন করার জন্য বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। *বদ্বং বদ্বং দিনে দিনে* কথাটি নির্দেশ করছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের দৈনন্দিন গাভীদের এরকম বহু দলকে প্রদান করতেন। শ্রীল শ্রীধর স্বামী আরও প্রমাণ প্রদান করেছেন যে, পূর্ববর্তী যুগে মহান সাধু মনোভাবাপন্ন রাজাদের রীতিই ছিল এই ধরনের ১০৭টি *বদ্ব* বা ১৩,০৮৪টি গাভীর দল দান করা। এইভাবে *মগ্ধার* নামক এই যজ্ঞে প্রদত্ত গাভীর মোট সংখ্যা ছিল ১৪ লক্ষ বা ১৪,০০,০০০।

অলঙ্কৃতেভ্যো বিপ্রেভ্যঃ কথাটি ইঙ্গিত করছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাজ্যে ব্রাহ্মণগণকে সুন্দর বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রদান করা হত আর তাই তাঁরা সু-বসনে ভূষিত হয়ে থাকতেন। *লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে ও গভীর অন্তঃদৃষ্টি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের এই সকল লীলা বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে বর্ণিত লীলা সমূহের অমূল্য তথ্য ও ভাষ্য সমৃদ্ধ এই গ্রন্থটি পাঠ করার জন্য পাঠক দৃঢ়ভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এখানে আমাদের এই সবিনয় প্রচেষ্টাটি কখনই আমাদের মহান আচার্যের দক্ষতা ও পূর্ণ শুদ্ধতার সমকক্ষ হতে পারে না। তবুও, তাঁর পাদপদ্মে নিবেদিত সেবা রূপে, আমরা কেবলমাত্র দশম স্কন্দের মূল সংস্কৃত শ্লোক ও শব্দার্থ, একটি স্বচ্ছ অনুবাদ ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের পরম্পরার মহান আচার্যবৃন্দের বক্তব্য নির্ভর, প্রয়োজনীয় ভাষ্য উপস্থাপন করছি।

শ্লোক ১০

গোবিপ্রদেবতাবৃদ্ধগুরূন্ ভূতানি সর্বশঃ ।
নমস্কৃত্যাত্মসম্ভূতীর্মঙ্গলানি সমস্পৃশৎ ॥ ১০ ॥

গো—গাভীদের প্রতি; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণ; **দেবতা**—দেবতা; **বৃদ্ধ**—বৃদ্ধ; **গুরূন্**—এবং গুরুদের; **ভূতানি**—জীবের প্রতি; **সর্বশঃ**—সকল; **নমস্কৃত্য**—নমস্কার নিবেদন করে; **আত্ম**—তাঁর নিজের; **সম্ভূতীঃ**—অংশ প্রকাশ; **মঙ্গলানি**—মাঙ্গলিক দ্রব্য (যেমন বাদামী রঙের গাভী) **সমস্পৃশৎ**—তিনি স্পর্শ করলেন।

অনুবাদ

গাভী, ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের প্রতি, জেষ্ঠ্যবর্গ ও গুরুগণের প্রতি এবং যাঁরা পরমেশ্বরত্বের অংশপ্রকাশ—সেই সকল জীবগণকে শ্রীকৃষ্ণ নমস্কার নিবেদন করতেন। তারপর তিনি মাঙ্গলিক দ্রব্য স্পর্শ করতেন।

শ্লোক ১১

আত্মানং ভূষয়ামাস নরলোকবিভূষণম্ ।
বাসোভির্ভূষণৈঃ স্বীয়ৈর্দিব্যস্রগনুলেপনৈঃ ॥ ১১ ॥

আত্মানম্—স্বয়ং নিজেকে; **ভূষয়াম্ আস**—তিনি বিভূষিত করলেন; **নর-লোক**—মনুষ্য সমাজের; **বিভূষণম্**—বিভূষণ স্বরূপ; **বাসোভিঃ**—বসন দ্বারা; **ভূষণৈঃ**—এবং অলঙ্কার; **স্বীয়ৈঃ**—তাঁর নিজের; **দিব্য**—দিব্য; **স্রক্**—পুষ্পমালা; **অনুলেপনৈঃ**—এবং অনুলেপন।

অনুবাদ

মনুষ্য সমাজের বিভূষণস্বরূপ, তাঁর নিজস্ব বিশেষ বসন, অলঙ্কার, দিব্য পুষ্পমাল্য ও অনুলেপন দ্বারা তিনি তাঁর দেহটি শোভিত করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করছেন যে, শ্রীভগবানের 'নিজ বস্ত্র ও অলঙ্কার' বলতে তাঁর সুপরিচিত পীত বস্ত্র, কৌস্তুভ মণি ইত্যাদি বোঝায়।

শ্লোক ১২

অবেক্ষ্যাজ্যং তথাদর্শং গোবৃষদ্বিজদেবতাঃ ।
কামাংশ্চ সর্ববর্ণানাং পৌরান্তঃপুরচারিণাম্ ।
প্রদাপ্য প্রকৃতীঃ কামৈঃ প্রতোষ্য প্রত্যনন্দত ॥ ১২ ॥

অবেক্ষ্য—দর্শন করে; **আজ্যম্**—ঘৃতের প্রতি; **তথা**—তথা; **আদর্শম্**—দর্পণের প্রতি; **গো**—গাভী; **বৃষ**—বৃষ; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণ; **দেবতাঃ**—এবং দেবতা; **কামান্**—আকাঙ্ক্ষিত বস্তু; **চ**—এবং; **সর্ব**—সকল; **বর্ণানাম্**—সমাজের শ্রেণীসমূহের সদস্যগণকে; **পৌর**—নগরীতে; **অন্তঃপুর**—এবং প্রাসাদে; **চারিণাম্**—বাসকারী; **প্রদাপ্য**—প্রদানের ব্যবস্থা করে; **প্রকৃতীঃ**—তাঁর মন্ত্রীগণ; **কামৈঃ**—তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের দ্বারা; **প্রতোষ্য**—পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করে; **প্রত্যনন্দত**—তিনি তাদের অভিনন্দিত করলেন।

অনুবাদ

তারপর তিনি ঘি, আয়না, গাভী, বৃষ, ব্রাহ্মণ ও দেবতা দর্শন করতেন এবং প্রাসাদে ও সারা নগরে বাসকারী সমাজের সকল শ্রেণীর সদস্যগণ যাতে উপহার দ্বারা সন্তুষ্ট হয়, তার প্রতি নজর রাখতেন। অবশেষে; সকলের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য তিনি তাঁর মন্ত্রীদের অভিনন্দিত করতেন।

শ্লোক ১৩

সংবিভজ্যাগ্রতো বিপ্রান্ স্রক্তাম্বূলানুলেপনৈঃ ।
সুহৃদঃ প্রকৃতীর্দারানুপাযুঙ্ক্ত ততঃ স্বয়ম্ ॥ ১৩ ॥

সংবিভজ্য—বিতরণ করে; **অগ্রতঃ**—প্রথমে; **বিপ্রান্**—ব্রাহ্মণগণকে, **স্রক্**—পুষ্পমাল্য; **তাম্বূল**—পানসুপারি; **অনুলেপনৈঃ**—এবং চন্দন; **সুহৃদঃ**—তাঁর বান্ধবদের; **প্রকৃতীঃ**—তাঁর মন্ত্রীদের; **দারান্**—তাঁর পত্নীদের; **উপাযুঙ্ক্ত**—তিনি গ্রহণ করলেন; **ততঃ**—তখন; **স্বয়ম্**—স্বয়ং।

অনুবাদ

প্রথমে ব্রাহ্মণদের পুষ্পমালা, পান ও চন্দন বিতরণ করার পর তিনি এই সকল উপহার তাঁর বান্ধব, মন্ত্রী ও পত্নীদেরও প্রদান করতেন এবং অবশেষে তিনি স্বয়ং এই সমস্ত কিছু গ্রহণ করতেন।

শ্লোক ১৪

তাবৎ সূত উপানীয় স্যন্দনং পরমাদ্ভুতম্ ।
সুগ্রীবাদ্যৈর্হয়ৈর্যুক্তং প্রণম্যাবস্থিতোঽগ্রতঃ ॥ ১৪ ॥

তাবৎ—তখন; **সূতঃ**—তাঁর সারথি; **উপানীয়**—আনয়ন করলেন; **স্যন্দনম্**—তাঁর রথ; **পরম**—পরম; **অদ্ভুতম্**—বিচিত্র; **সুগ্রীব-আদ্যৈঃ**—সুগ্রীব নামক ইত্যাদি; **হয়ৈঃ**—তাঁর অশ্বগুলির দ্বারা; **যুক্তম্**—যুক্ত; **প্রণম্য**—প্রণাম করে; **অবস্থিতঃ**—দণ্ডায়মান হল; **অগ্রতঃ**—তাঁর সামনে।

অনুবাদ

সেই সময় সুগ্রীব সহ, তাঁর অন্যান্য অশ্ব যুক্ত শ্রীভগবানের পরম বিচিত্র রথটি তাঁর সারথি নিয়ে আসত। তাঁর সারথি তাঁকে প্রণাম নিবেদন করে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকত।

শ্লোক ১৫

গৃহীত্বা পাণিনা পাণী সারথেস্তমথারুহৎ ।
সাত্যক্যুদ্ধবসংযুক্তঃ পূর্বাদ্রিমিব ভাস্করঃ ॥ ১৫ ॥

গৃহীত্বা—ধারণ করে; **পাণিনা**—তাঁর হাত দিয়ে; **পাণী**—হস্ত; **সারথেঃ**—তাঁর সারথির; **তম্**—তা; **অথ**—তখন; **আরুহৎ**—তিনি আরোহণ করলেন; **সাত্যকি-উদ্ধব**—সাত্যকি ও উদ্ধব; **সংযুক্তঃ**—সহযোগে; **পূর্ব**—পূর্বের; **অদ্রিম্**—পর্বত; **ইব**—যেন; **ভাস্করঃ**—সূর্য।

অনুবাদ

ঠিক যেমন পূর্বের পর্বতে সূর্য উদিত হয়, তেমনিভাবে তাঁর সারথির হস্ত ধারণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি ও উদ্ধবের সঙ্গে রথে আরোহণ করতেন।

তাৎপর্য

আচার্যবর্গ উল্লেখ করছেন যে, শ্রীভগবানের রথের সারথি কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং শ্রীভগবান তাঁর ডান হাত দিয়ে তাঁর যুক্ত কর ধারণ করে রথে আরোহণ করতেন।

শ্লোক ১৬

ঈক্ষিতোঽন্তঃপুরস্ত্রীণাং সব্রীড়প্রেমবীক্ষিতৈঃ ।
কৃচ্ছ্রাদ্বিসৃষ্টো নিরগাজ্জাতহাসো হরন্ মনঃ ॥ ১৬ ॥

ঈক্ষিতঃ—নিরীক্ষণ করে; **অন্তঃপুর**—প্রাসাদের; **স্ত্রীণাম্**—স্ত্রীদের; **সব্রীড়**—সলজ্জ; **প্রেম**—এবং প্রেমময়ী; **বীক্ষিতৈঃ**—দৃষ্টিপাত দ্বারা; **কৃচ্ছ্রাৎ**—অতি কষ্টে; **বিসৃষ্টঃ**—মুক্ত হয়ে; **নিরগাৎ**—তিনি গমন করতেন; **জাত**—সঞ্জাত; **হাসঃ**—হাস্যে; **হরন্**—হরণ করে; **মনঃ**—তাদের চিত্ত।

অনুবাদ

প্রাসাদের রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সলজ্জ প্রেমময়ী দৃষ্টিপাতের দ্বারা নিরীক্ষণ করতেন আর তাই তিনি তাদের কাছ থেকে অতি কষ্টে মুক্ত হতেন। অতঃপর তিনি তাঁর হাস্যময় মুখমণ্ডল দ্বারা তাদের মনকে মুগ্ধ করে চলে যেতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই দৃশ্যটিকে এইভাবে বর্ণনা করছেন, "প্রাসাদের রমণীদের প্রেমময়ী সলজ্জ দৃষ্টিপাত পরোক্ষে তাদের ক্ষোভকে ইঙ্গিত করে এই অর্থ প্রকাশ করত যে, 'আমরা তোমার এই বিরহ যন্ত্রণা কিভাবে সহ্য করব?' এখানে ধারণাটি এই যে, যেহেতু শ্রীভগবান তাদের স্নেহ দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন, তাই তিনি এই ইঙ্গিত করে হাসতেন যে, 'হে আমার অস্থির রমণীগণ, তোমরা এই ক্ষণিকের বিরহ দ্বারা এতখানি আচ্ছন্ন হয়েছ। তোমাদের সঙ্গ উপভোগ করার জন্য আমি আজ পরে ফিরে আসছি।' আর তখন কেবলমাত্র তাঁর হাসির দ্বারা তাদের মনকে জয় করে নিয়ে, অতিকষ্টে তিনি তাদের প্রেমময়ী দৃষ্টিপাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নির্গত হতেন।"

শ্লোক ১৭

সুধর্মাখ্যাং সভাং সর্বৈর্বৃষ্ণিভিঃ পরিবারিতঃ ।
প্রাবিশদ্যন্নিবিষ্টানাং ন সন্ত্যঙ্গ ষড়ূর্ময়ঃ ॥ ১৭ ॥

সুধর্মা-আখ্যাম্—সুধর্মা নামক; **সভাম্**—রাজসভাগৃহ; **সর্বৈঃ**—সকলের দ্বারা; **বৃষ্ণিভিঃ**—বৃষ্ণিগণ; **পরিবারিতঃ**—পরিবৃত হয়ে; **প্রাবিশৎ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **যৎ**—যেখানে; **নিবিষ্টানাম্**—প্রবিষ্টগণের; **ন সন্তি**—ঘটে না; **অঙ্গ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **ষট্**—ছয়টি; **ঊর্ময়ঃ**—তরঙ্গসমূহ।

অনুবাদ

হে রাজন, শ্রীভগবান সকল বৃষ্ণিগণ পরিবৃত হয়ে সুধর্মা নামে যে সভাগৃহে প্রবেশ করতেন, সেখানে প্রবেশকারী সকলেই জড় জীবনের ছয়টি তরঙ্গ থেকে রক্ষা পেত।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "স্মরণ করা যেতে পারে যে, সুধর্মা সভাগৃহটি স্বর্গলোক থেকে নিয়ে এসে দ্বারকা পুরীতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। সভাগৃহটির সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, কেউই এর ভেতরে প্রবেশ করলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু—এই ছয় ধরনের জাগতিক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে যেত। এগুলি ভব সংসারের কশাঘাত এবং যতক্ষণ কেউ সুধর্মা সভাগৃহে অবস্থান করত, ততক্ষণ সে এই ছয়টি ভব কশাঘাতে প্রভাবিত হত না।"

এই বিষয়ে শ্রীল শ্রীধর স্বামী ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করছেন যে, যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিভিন্ন প্রাসাদের প্রতিটি থেকে পৃথকভাবে নির্গত হতেন, তখন তাঁর প্রতিটি নিজস্ব রূপকে কেবলমাত্র ঐ নির্দিষ্ট প্রাসাদের ভূমিতে উপস্থিত ব্যক্তি ও ঐ প্রাসাদের প্রতিবেশীগণ দেখতে পেত, কিন্তু অন্যেরা তা দর্শন করতে পারত না। এরপর, সুধর্মা সভাগৃহের প্রবেশপথে শ্রীভগবানের সমস্ত রূপ একটি অখণ্ড রূপে মিশে যেত এবং সেইভাবে তিনি সভাগৃহে প্রবেশ করতেন।

শ্লোক ১৮

তত্রোপবিষ্টঃ পরমাসনে বিভুর্
বভৌ স্বভাসা ককুভোঽবভাসয়ন্ ।
বৃতো নৃসিংহৈর্যদুভির্যদূত্তমো
যথোডুরাজো দিবি তারকাগণৈঃ ॥ ১৮ ॥

তত্র—সেখানে; **উপবিষ্টঃ**—উপবেশন করে; **পরম-আসনে**—তাঁর উত্তম সিংহাসনে; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান ভগবান; **বভৌ**—আলো বিকীর্ণ করছিলেন; **স্ব**—তাঁর আপন; **ভাসা**—দীপ্তিতে; **ককুভঃ**—দিঙ্‌মণ্ডল; **অবভাসয়ন্**—উদ্ভাসিত করে; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **নৃ**—নরসমাজের মধ্যে; **সিংহৈঃ**—সিংহের দ্বারা; **যদুভিঃ**—যদুগণ দ্বারা; **যদু-উত্তমঃ**—যদুশ্রেষ্ঠ; **যথা**—যথা; **উরু-রাজঃ**—চন্দ্র; **দিবি**—আকাশে; **তারকাগণৈঃ**—নক্ষত্রসমূহ দ্বারা (পরিবেষ্টিত)।

অনুবাদ

সেখানে সেই সভাগৃহে সর্বশক্তিমান শ্রীভগবান তাঁর শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে উপবেশন করলে, তিনি তাঁর অনবদ্য দীপ্তিতে দিঙ্মণ্ডলে আলো বিকীর্ণ করে দীপ্যমান হয়ে বিরাজ করছিলেন। মানুষের মধ্যে সিংহের মতো যদুগণ পরিবৃত হয়ে সেই যদুশ্রেষ্ঠ অসংখ্য নক্ষত্র মধ্যে চন্দ্রের মতো উদ্ভাসিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯

তত্রোপমন্ত্রিণো রাজন্ নানাহাস্যরসৈর্বিভুম্ ।
উপতস্থুর্নটাচার্যা নর্তক্যস্তাণ্ডবৈঃ পৃথক্ ॥ ১৯ ॥

তত্র—সেখানে; **উপমন্ত্রিণঃ**—বিদূষকেরা; **রাজন্**—হে রাজন; **নানা**—নানা; **হাস্য**—পরিহাসকর; **রসৈঃ**—ভাব; **বিভুম্**—ভগবান; **উপতস্থুঃ**—তাঁরা সেবা করলেন; **নট-আচার্যাঃ**—দক্ষ চিত্তবিনোদক; **নর্তক্যঃ**—নর্তকী; **তাণ্ডবৈঃ**—উদ্দাম নৃত্য দ্বারা; **পৃথক্**—আলাদাভাবে।

অনুবাদ

আর সেখানে, হে রাজন, বিদূষকেরা নানা পরিহাসকর ভাব প্রদর্শন করে শ্রীভগবানের মনোরঞ্জন করতেন, দক্ষ চিত্তবিনোদনকারীরা তাঁর জন্য অনুষ্ঠান করতেন এবং নর্তকীরা উৎসাহের সঙ্গে নৃত্য করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, *নটাচার্যাঃ* শব্দটি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, দক্ষ জাদুকরকে বোঝাচ্ছে। এই সমস্ত বিভিন্ন বিনোদনকারীরা একের পর এক, মহান রাজার সভায় শ্রীভগবানের জন্য অনুষ্ঠান করতেন।

শ্লোক ২০

মৃদঙ্গবীণামুরজবেণুতালদরস্বনৈঃ ।
ননৃতুর্জগুস্তুষ্টুবুশ্চ সূতমাগধবন্দিনঃ ॥ ২০ ॥

মৃদঙ্গ—মৃদঙ্গের; **বীণা**—বীণা; **মুরজ**—এবং আরেক ধরনের ঢোলক মুরজের; **বেণু**—বেণুর; **তাল**—করতাল; **দার**—এবং শঙ্খ; **স্বনৈঃ**—ধ্বনিসহ; **ননৃতুঃ**—তারা নৃত্য করত; **জগুঃ**—গান করত; **তুষ্টুবুঃ**—স্তব নিবেদন করত; **চ**—এবং; **সূত**—চারণগণ; **মাগধ**—ইতিহাস কথকগণ; **বন্দিনঃ**—এবং স্তুতি পাঠকবর্গ।

অনুবাদ

এই সকল শিল্পীগণ মৃদঙ্গ, বীণা, মুরজ, বেণু, করতাল ও শঙ্খধ্বনির সঙ্গে নৃত্য-গীত করতেন এবং পেশাদার কবি, ইতিহাস কথক ও স্তুতি-পাঠকগণ শ্রীভগবানের মহিমা কীর্তন করতেন।

শ্লোক ২১

তত্রাহুর্ব্রাহ্মণাঃ কেচিদাসীনা ব্রহ্মবাদিনঃ ।
পূর্বেষাং পুণ্যযশসাং রাজ্ঞাং চাকথয়ন্ কথাঃ ॥ ২১ ॥

তত্র—সেখানে; **আহুঃ**—বলতেন; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রাহ্মণ; **কেচিৎ**—কোন কোন; **আসীনাঃ**—উপবিষ্ট; **ব্রহ্ম**—বেদের; **বাদিনঃ**—বচন; **পূর্বেষাম্**—অতীতের; **পুণ্য**—পুণ্য; **যশসাম্**—যশা; **রাজ্ঞাম্**—রাজাদের; **চ**—এবং; **আকথয়ন্**—তাঁর সবিশেষ বর্ণনা করতেন; **কথাঃ**—কথা।

অনুবাদ

কোন কোন ব্রাহ্মণ সেই সভাগৃহে উপস্থিত হয়ে অনর্গলভাবে বৈদিক মন্ত্রাবলী উচ্চারণ করতেন এবং অন্যান্যরা অতীতের পুণ্যবান রাজাদের কথা সবিশেষ বর্ণনা করতেন।

শ্লোক ২২

তত্রৈকঃ পুরুষো রাজন্নাগতোঽপূর্বদর্শনঃ ।
বিজ্ঞাপিতো ভগবতে প্রতীহারৈঃ প্রবেশিতঃ ॥ ২২ ॥

তত্র—সেখানে; **একঃ**—এক; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **আগতঃ**—আগমন করেছিল; **অপূর্ব**—অপূর্ব; **দর্শনঃ**—দর্শন; **বিজ্ঞাপিতঃ**—আজ্ঞাক্রমে; **ভগবতে**—ভগবানের; **প্রতিহারৈঃ**—দ্বার রক্ষক দ্বারা; **প্রবেশিতঃ**—প্রবেশিত।

অনুবাদ

হে রাজন, একবার কোন এক অপূর্বদর্শন পুরুষ সভায় উপস্থিত হয়েছিল। দ্বার রক্ষক তার কথা শ্রীভগবানকে জ্ঞাপন করার পর তাকে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছিল।

শ্লোক ২৩

স নমস্কৃত্য কৃষ্ণায় পরেশায় কৃতাঞ্জলিঃ ।
রাজ্ঞামাবেদয়দ্দুঃখং জরাসন্ধনিরোধজম্ ॥ ২৩ ॥

সঃ—সে; **নমস্কৃত্য**—নমস্কার করার পর; **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণকে; **পর-ঈশায়**—পরমেশ্বর ভগবান; **কৃত-অঞ্জলিঃ**—কর জোড়ে; **রাজ্ঞাম্**—রাজাদের; **অবেদয়াৎ**—সে নিবেদন করল; **দুঃখম্**—দুঃখ; **জরাসন্ধ**—জরাসন্ধ দ্বারা; **নিরোধ-জম্**—বন্দীত্ব হেতু।

অনুবাদ

সেই পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণকে নমস্কার করল এবং কিভাবে অসংখ্য রাজাদের জরাসন্ধ বন্দী করে রাখায় তাঁরা কষ্ট ভোগ করছিলেন, কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীভগবানকে তা বর্ণনা করল।

শ্লোক ২৪

যে চ দিগ্বিজয়ে তস্য সন্নতিং ন যযুর্নৃপাঃ ।
প্রসহ্য রুদ্ধাস্তেনাসন্নযুতে দ্বে গিরিব্রজে ॥ ২৪ ॥

যে—যারা; **চ**—এবং; **দিক্-বিজয়ে**—সমস্ত দিকবিজয়ের সময়; **তস্য**—তার দ্বারা (জরাসন্ধ); **সন্নতিম্**—পূর্ণ বশ্যতা; **ন যযুঃ**—স্বীকার করেনি; **নৃপাঃ**—রাজাগণ **প্রসহ্য**—বলপূর্বক; **রুদ্ধাঃ**—আবদ্ধ করেছিল; **তেন**—তার দ্বারা; **আসন্**—তারা ছিল; **অযুতে**—দশ সহস্র; **দ্বে**—দুই; **গিরি-ব্রজে**—গিরিব্রজ নামক দুর্গে।

অনুবাদ

কুড়ি সহস্র রাজা যারা জরাসন্ধের বিশ্ব বিজয়ের সময় তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করতে প্রত্যাখান করেছিল, তারা গিরিব্রজ নামক দুর্গে জরাসন্ধ দ্বারা বলপূর্বক বন্দী হয়ে আছে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, এই সকল রাজারা জরাসন্ধের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও অন্যান্য রূপে বশ্যতা স্বীকার করতে প্রত্যাখ্যান করেছিল। *মহাভারত* ও অন্যান্য সাহিত্যেও সুবিদিত একটি ঘটনা রয়েছে যে, জরাসন্ধ এক লক্ষ রাজার জীবন বলি দিয়ে মহা-ভৈরবকে পূজা করতে চেয়েছিল।

শ্লোক ২৫

রাজান ঊচুঃ

কৃষ্ণ কৃষ্ণাপ্রমেয়াত্মন্ প্রপন্নভয়ভঞ্জন ।
বয়ং ত্বাং শরণং যামো ভবভীতাঃ পৃথগ্‌ধিয়ঃ ॥ ২৫ ॥

রাজানঃ—রাজারা; **উচুঃ**—বলেছিলেন; **কৃষ্ণ কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ; **অপ্রমেয়-আত্মন্**—হে অপ্রমেয় আত্মা; **প্রপন্ন**—শরণাগতের; **ভয়**—ভয়; **ভঞ্জন**—বিনাশক; **বয়ম্**—আমরা; **ত্বাম্**—আপনার কাছে; **শরণম্**—আশ্রয়ের জন্য; **যামঃ**—আগমন করেছি; **ভব**—সংসারের; **ভীতাঃ**—ভয়ে ভীত; **পৃথক্**—ভিন্ন; **ধীয়ঃ**—যাদের মানসিকতা।

অনুবাদ

রাজারা বললেন [তাঁদের দূতের মাধ্যমে যেমন বর্ণিত হয়েছিল]—হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হে অপ্রমেয়-আত্মা, হে শরণাগতজনের ভয় বিনাশক! আমাদের ভিন্ন মনোভাব সত্ত্বেও আমরা সংসারের ভয়বশত আপনার শরণাগত হয়েছি।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করছেন যে, এই শ্লোকে এবং পরবর্তী পাঁচটি শ্লোকে তাঁদের অনুনয় উপস্থাপন করেছেন। এই শ্লোকে তাঁরা শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, পরবর্তী তিনটি শ্লোকে তাঁরা তাঁদের ভয়কে বর্ণনা করেছেন এবং শেষ দুটি শ্লোকে তাঁরা তাঁদের প্রার্থনাপূর্ণ অনুরোধ ব্যক্ত করেছেন।

শ্লোক ২৬

লোকো বিকর্মনিরতঃ কুশলে প্রমত্তঃ
কর্মণ্যয়ং ত্বদুদিতে ভবদর্চনে স্বে।
যস্তাবদস্য বলবানিহ জীবিতাশাং
সদ্যশ্ছিনত্ত্যনিমিষায় নমোঽস্তু তস্মৈ ॥ ২৬ ॥

লোকঃ—সমগ্র জগৎ; **বিকর্ম**—পাপ কর্মে; **নিরতঃ**—সর্বদা আসক্ত; **কুশলে**—যা তাদের মঙ্গলের জন্য; **প্রমত্তঃ**—বিভ্রান্ত; **কর্মণি**—কর্তব্য সম্বন্ধে; **অয়ম্**—এই (জগতে); **ত্বৎ**—আপনার দ্বারা; **উদিতে**—কথিত; **ভবৎ**—আপনার; **অর্চনে**—পূজা; **স্বে**—তাদের নিজ (মঙ্গলজনক); **যঃ**—যে; **তাবৎ**—যেহেতু; **অস্য**—এই জগতের; **বল-বান্**—বলশালী; **ইহ**—এই জীবনে; **জীবিত**—দীর্ঘ জীবনের জন্য; **আশাম্**—আশা; **সদ্যঃ**—সহসা; **ছিনত্তি**—ছেদন করলেন; **অনিমিষায়**—'অপলক' সময়কে; **নমঃ**—নমস্কার; **অস্তু**—করি; **তস্মৈ**—তাঁকে।

অনুবাদ

এই জগতের মানুষেরা সর্বদা পাপকর্মে রত এবং এইভাবে তারা আপনার নির্দেশ অনুসারে আপনার অর্চনা করার তাদের প্রকৃত কর্তব্য সম্বন্ধে বিভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে, এই আচরণের মাধ্যমেই তাদের সৌভাগ্য লাভ হবে। আমরা সেই সর্বশক্তিমান

ভগবানকে আমাদের প্রণাম নিবেদন করি যিনি কালরূপে আবির্ভূত হন এবং এই জগতে কারও দীর্ঘ জীবনের জন্য দুর্দান্ত আশাকে সহসা ছেদন করেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৭) বলছেন—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

"তুমি যা কর, তুমি যা খাও, তুমি যা অর্পণ বা দান কর এবং তুমি যে তপশ্চর্যা সম্পাদন কর, হে কৌন্তেয়, তা আমার প্রতি নিবেদন কর।"

এই হচ্ছে শ্রীভগবানের আদেশ, কিন্তু সাধারণ মানুষেরা বিভ্রান্ত হয়ে এই পবিত্র কর্মকে উপেক্ষা করে, পরিবর্তে তাদের ভয়ঙ্কর দুর্ভোগের দিকে পরিচালিতকারী পাপপূর্ণ কর্ম সম্পাদন করতে পছন্দ করে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শ্রীভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আচরণ সম্বন্ধে জগতকে শিক্ষা প্রদানের জন্য কাজ করে চলেছে।

শ্লোক ২৭

লোকে ভবান্ জগদিনঃ কলয়াবতীর্ণঃ
সদ্রক্ষণায় খলনিগ্রহণায় চান্যঃ ।
কশ্চিত্ত্বদীয়মতিযাতি নিদেশমীশ
কিং বা জনঃ স্বকৃতমৃচ্ছতি তন্ন বিদ্মঃ ॥ ২৭ ॥

লোকে—এই জগতে; **ভবান্**—আপনি; **জগৎ**—জগতের; **ইনঃ**—অধীশ্বর; **কলয়া**—আপনার অংশ বলদেব সহ বা আপনার কাল-শক্তি সহ; **অবতীর্ণঃ**—অবতীর্ণ হয়েছেন; **সৎ**—সাধু; **রক্ষণায়**—রক্ষার জন্য; **খল**—দুষ্ট; **নিগ্রহণায়**—দমন করার জন্য; **চ**—এবং; **অন্যঃ**—অন্য; **কশ্চিৎ**—কেউ; **তদীয়ম্**—আপনার; **অতিযাতি**—অতিক্রম করতে পারে; **নিদেশম্**—বিধান; **ঈশ**—হে ভগবান; **কিম্ বা**—অথবা অন্য কোন; **জনঃ**—এক পুরুষ; **স্ব**—স্বয়ং; **কৃতম্**—সৃষ্ট; **ঋচ্ছতি**—প্রাপ্ত হয়; **তৎ**—তা; **ন বিদ্মঃ**—আমরা বুঝতে পারছি না।

অনুবাদ

আপনি জগতের অধীশ্বর এবং সাধুগণকে রক্ষা ও দুর্জনদের দমন করার জন্য আপনার নিজস্ব শক্তিসহ আপনি এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। হে ভগবান, আমরা বুঝতে পারছি না কিভাবে অন্য কেউ আপনার বিধান লঙ্ঘন করেও অবিরত তার কর্মফলের আনন্দ ভোগ করতে পারে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, রাজারা তাদের দুঃখভোগের ফলে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। তারা এখানে বলছে যে, শ্রীভগবান যেহেতু সাধুদের রক্ষা ও দুষ্টদের দণ্ডদানের জন্য এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাহলে কিভাবে সেই জরাসন্ধ উদ্ধতভাবে শ্রীভগবানের নির্দেশ লঙ্ঘন করা সত্ত্বেও ক্রমাগত তার খল আচরণ করে যাচ্ছে, অথচ রাজারা দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে রয়েছে? শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও একইভাবে বলছেন যে, রাজারা বুঝতে পারছিল না কিভাবে জরাসন্ধ সাধুসজ্জনদের বার বার আক্রমণ করা সত্ত্বেও এবং বিদ্বেষপরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও, সে ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধি লাভ করছিল এবং রাজারা খল জরাসন্ধের কাছে নিপীড়িত হচ্ছিল। তেমনই শ্রীল প্রভুপাদ *লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থে এইভাবে রাজাদের মনোভাব উদ্ধৃত করেছেন, "হে ভগবান, আপনি সমস্ত জগতের অধীশ্বর, এবং আপনি আপনার অংশপ্রকাশ শ্রীবলরাম সহ স্বয়ং অবতরণ করেছেন। বলা হয় যে, আপনার এই অবতার রূপ আবির্ভাবের উদ্দেশ্য বিশ্ববাসীদের রক্ষা করা এবং দুষ্কৃতীদের বিনাশ করা। এই রকম পরিস্থিতিতে, আপনার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সক্রিয় জরাসন্ধের মতো দুষ্কৃতিপরায়ণ মানুষের তৈরি জীবনের এমন দুর্বিষহ অবস্থায় আমাদের থাকা সম্ভব? এই পরিস্থিতিতে আমরা হতবুদ্ধি হয়েছি এবং বুঝতে পারছি না কিভাবে তা সম্ভব? এমন হতে পারে যে, আমাদের অতীতের দুষ্কর্মের জন্য জরাসন্ধ আমাদের এভাবে নিপীড়ন করার জন্য নিয়োজিত হয়েছে, কিন্তু শাস্ত্র থেকে আমরা জেনেছি যে, যিনি আপনার পাদপদ্মে শরণাগত হন, তিনি তৎক্ষণাৎ পাপময় জীবনের কর্মফল থেকে মুক্ত হন। আমরা তাই সর্বান্তকরণে আপনার আশ্রয়ে নিজেদের নিবেদন করলাম, এবং আমরা আশা করি হে ভগবান, এখন আপনি আমাদের পূর্ণ সুরক্ষা প্রদান করবেন।"

শ্লোক ২৮

স্বপ্নায়িতং নৃপসুখং পরতন্ত্রমীশ
শশ্বদ্ভয়েন মৃতকেন ধুরং বহামঃ ।
হিত্বা তদাত্মনি সুখং ত্বদনীহলভ্যং
ক্লিশ্যামহেঽতিকৃপণাস্তব মায়য়েহ ॥ ২৮ ॥

স্বপ্নায়িতম্—স্বপ্নের মতো; **নৃপ**— রাজাদের; **সুখম্**—সুখ; **পর-তন্ত্রম্**—বিষয় সাধ্য; **ঈশ**—হে ভগবান; **শশ্বৎ**—নিরন্তর; **ভয়েন**—ভীতিপূর্ণ; **মৃতকেন**—এই মৃততুল্য শরীর যুক্ত; **ধুরম্**—বোঝা; **বহামঃ**—আমরা বহন করছি; **হিত্বা**— পরিত্যাগ করে;

তৎ—সেই; **আত্মনি**—আত্মমধ্যগত; **সুখম্**—সুখ; **ত্বৎ**—আপনার জন্য কৃত; **অনীহ**—নিষ্কাম কর্ম দ্বারা; **লভ্যম্**—লভ্য; **ক্লিশ্যামহে**—আমরা ক্লেশ ভোগ করছি; **অতি**—অতি; **কৃপণাঃ**—দীন; **তব**—আপনার; **মায়য়া**—মায়া শক্তি দ্বারা; **ইহ**—এই জগতে।

অনুবাদ

হে ভগবান, সর্বদা ভয়ে পূর্ণ, মৃতবৎ এই দেহ নিয়ে আমরা স্বপ্নবৎ, বিষয়সাধ্য রাজসুখের বোঝা বহন করি। এইভাবে আমরা আত্মার প্রকৃত সুখ পরিত্যাগ করেছি, যা আপনার প্রতি নিষ্কাম সেবার দ্বারা লাভ করা যায়। অত্যন্ত দীনহীন হওয়ার ফলে, আমরা এই জীবনে আপনার মায়া শক্তির অধীনে কেবলই ক্লেশ ভোগ করছি।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে রাজারা তাদের সন্দেহ প্রকাশ করার পর এখানে স্বীকার করছেন যে, প্রকৃতপক্ষে তথাকথিত রাজপদের অনিত্য সুখের বিনিময়ে আত্মার নিত্যসুখ পরিত্যাগ করার মতো মূর্খতার জন্যই তাঁরা দুর্দশা ভোগ করছেন। তাঁদের আপন আত্মার বিনিময়ে সম্পদ, ক্ষমতা, সম্মান, সম্ভ্রান্ত পরিবার ইত্যাদি কামনা করে অধিকাংশ মানুষই একই রকম ভুল করে। রাজারা স্বীকার করছেন যে, তাঁরা শ্রীভগবানের মায়া শক্তির অধীনে পতিত হয়েছেন এবং সুখের জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভয়ঙ্কর উদ্বিগ্নতা গ্রহণ করে ভুল করেছেন।

শ্লোক ২৯

তন্নো ভবান্ প্রণতশোকহরাঙ্ঘ্রিযুগ্মো
বদ্ধান্ বিযুঙ্ক্ষ্ব মগধাহ্বয়কর্মপাশাৎ ।
যো ভূভুজোঽযুতমতঙ্গজবীর্যমেকো
বিভ্রদ্ রুরোধ ভবনে মৃগরাড়িবাবীঃ ॥ ২৯ ॥

তৎ—সুতরাং; **নঃ**—আমাদের; **ভবান্**—আপনি; **প্রণত**—শরণাগতের; **শোক**—শোক; **হর**—হরণকারী; **অঙ্ঘ্রি**—পদ; **যুগ্মঃ**—যুগল; **বদ্ধান্**—বন্ধন; **বিযুঙ্ক্ষ্ব**—মুক্ত করুন; **মগধ-আহ্বয়**—মগধ নামে পরিচিত (জরাসন্ধ); **কর্ম**—কর্মের; **পাশাৎ**—বন্ধন হতে; **যঃ**—যে; **ভূ-ভুজঃ**—রাজারা; **অযুত**—দশ সহস্র; **মতম্**—মত্ত; **গজ**—হস্তীর; **বীর্যম্**—বিক্রম; **একঃ**—একা; **বিভ্রদ্**—ধারণ করে; **রুরোধ**—বন্দী; **ভবনে**—তার বাসস্থানে; **মৃগ-রাট্**—পশুরাজ, সিংহ; **ইব**—যেমন; **অবীঃ**—মেষ।

অনুবাদ

সুতরাং যেহেতু আপনার পদযুগল শরণাগতের শোক দূর করে, তাই মগধ রাজ-রূপ কর্মের শৃঙ্খলের বন্দীত্ব হতে আমাদের মুক্ত করুন। দশ সহস্র মত্ত হস্তীর বিক্রম একাকী ধারণ করে, ঠিক যেভাবে কোনও সিংহ মেষদের আবদ্ধ করে, সেভাবে সে আমাদের তার গৃহে বন্দী করে রেখেছে।

তাৎপর্য

রাজারা এখানে শ্রীভগবানের মায়া শক্তি দ্বারা সৃষ্ট কর্মের বন্ধন হতে তাঁদের মুক্ত করার জন্য শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন। রাজারা পরিষ্কারভাবে বলছেন যে, জরাসন্ধ এতই শক্তিশালী বলে তাঁদের নিজেদের শক্তিতে পলায়ন করার কোন আশাই তাঁদের নেই।

শ্লোক ৩০

যো বৈ ত্বয়া দ্বিনবকৃত্ব উদাত্তচক্র
ভগ্নো মৃধে খলু ভবন্তমনন্তবীর্যম্ ।
জিত্বা নৃলোকনিরতং সকৃদূঢ়দর্পো
যুষ্মৎপ্রজা রুজতি নোঽজিত তদ্বিধেহি ॥ ৩০ ॥

যঃ—যে; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **দ্বি**—দুই; **নব**—নয়; **কৃত্বঃ**—বার; **উদাত্ত**—উদ্যত; **চক্র**—হে চক্রধারী; **ভগ্নঃ**—পরাজিত; **মৃধে**—যুদ্ধে; **খলু**—নিশ্চিতরূপে; **ভবন্তম্**—আপনাকে; **অনন্ত**—অসীম; **বীর্যম্**—যার শক্তি; **জিত্বা**—পরাজিত করে; **নৃ-লোক**—মনুষ্যজনোচিত কার্যে; **নিরতম্**—সম্পূর্ণরূপে অভিনিবিষ্ট হয়ে; **সকৃৎ**—একবার মাত্র; **ঊঢ়**—স্ফীত; **দর্পঃ**—যার অহঙ্কার; **যুষ্মৎ**—আপনার; **প্রজাঃ**—প্রজা; **রুজতি**—উৎপীড়ন করছে; **নঃ**—আমাদের; **অজিত**—হে অজেয়; **তৎ**—তা; **বিধেহি**—দয়া করে প্রতিকার করুন।

অনুবাদ

হে চক্রধারী! আপনার শক্তি অসীম, আর তাই সপ্তদশবার আপনি যুদ্ধে জরাসন্ধকে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু তখন, মনুষ্যজনোচিত কার্যে সম্পূর্ণরূপে অভিনিবিষ্ট হয়ে আপনি তাকে একবার আপনাকে পরাজিত করতে সুযোগ প্রদান করেছিলেন। এখন তাই সে এতটাই অহঙ্কারে পূর্ণ যে, আপনার প্রজারূপে সে আমাদের উৎপীড়ন করার সাহস করছে। হে অজিত, কৃপা করে এই অবস্থার প্রতিকার করুন।

তাৎপর্য

নৃ-লোক-নিরতম্ শব্দটি নির্দেশ করছে যে, শ্রীভগবান মনুষ্য জগতের লীলায় মগ্ন ছিলেন। এইভাবে, যখন তিনি কোনও মনুষ্য-রাজার মতো লীলা করছিলেন, তখন জরাসন্ধকে শ্রীভগবান সতেরবার পরাজিত করার পর একটি যুদ্ধে তাকে বিজয়ী হতে সুযোগ দিয়েছিলেন। রাজারা এখানে ইঙ্গিত করছেন যে, জরাসন্ধ বিশেষভাবে তাঁদের উৎপীড়ন করছিল কারণ তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সমর্পিত আত্মা। সুতরাং তাঁরা শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন, "হে উদ্যত-চক্রধারী, কৃপা করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

শ্রীল প্রভুপাদ রাজাদের মনোভাব এইভাবে প্রকাশ করছেন—"হে ভগবান, আপনি ইতিমধ্যেই পর পর আঠারবার জরাসন্ধের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন, তার অসাধারণ বলবীর্যকে অতিক্রম করে, তার মধ্যে সতেরবার আপনি তাকে পরাজিত করেছেন। কিন্তু অষ্টাদশতম যুদ্ধে আপনি মানুষের মতো আচরণ করায় আপাতদৃষ্টিতে আপনি একবার পরাভূত হয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয়। হে ভগবান, আপনার বল, বীর্য, সম্পদ ও কর্তৃত্ব সকলই অসীম, তাই আমরা ভালভাবে জানি জরাসন্ধ আপনাকে পরাভূত করতে পারে না। কেউই আপনার সমকক্ষ নয় বা আপনার চেয়ে শ্রেয় নয়। অষ্টাদশতম যুদ্ধে জরাসন্ধের কাছে আপনার আপাত প্রতীয়মান পরাজয়, নরলীলা প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। দুর্ভাগ্যবশত মূঢ় জরাসন্ধ আপনার চতুরতা বুঝতে পারেনি এবং তারপর থেকেই সে তার জড়জাগতিক সম্মান ও ক্ষমতায় গর্বিত হয়ে ওঠে। বিশেষত, ভক্তরূপে আমরা আপনার শাসনাধীন জানা সত্ত্বেও, সে আমাদের বন্দী করে কারারুদ্ধ করে।"

শ্লোক ৩১

দূত উবাচ

ইতি মাগধসংরুদ্ধা ভবদ্দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ।
প্রপন্নাঃ পাদমূলং তে দীনানাং শং বিধীয়তাম্ ॥ ৩১ ॥

দূতঃ উবাচ—দূত বলল; **ইতি**—এইভাবে; **মাগধ**—জরাসন্ধ দ্বারা; **সংরুদ্ধাঃ**—বন্দী; **ভবৎ**—আপনার; **দর্শন**—দর্শনের জন্য; **কাঙ্ক্ষিণঃ**—উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষারত; **প্রপন্নাঃ**—শরণাগত; **পাদ**—চরণযুগলের; **মূলম্**—মূলে; **তে**—আপনার; **দীনানাম্**—দীনজনকে; **শম্**—মঙ্গল; **বিধীয়তাম্**—প্রদান করুন।

অনুবাদ

দূত আরও বলল—এই সকল জরাসন্ধের কাছে বন্দী রাজাদের এই হল বার্তা; তাঁরা আপনার চরণযুগলের শরণাগত হয়ে, সকলেই আপনার দর্শনাভিলাষী। এই সকল দীনজনকে কৃপা করে সৌভাগ্য প্রদান করুন।

শ্লোক ৩২

শ্রীশুক উবাচ

রাজদূতে ব্রুবত্যেবং দেবর্ষিঃ পরমদ্যুতিঃ ।
বিভ্রৎ পিঙ্গজটাভারং প্রাদুরাসীদ্‌যথা রবিঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **রাজ**—রাজাদের; **দূতে**—দূত; **ব্রুবতি**—বলছিল; **এবম্**—এইভাবে; **দেব**—দেবতাদের; **ঋষিঃ**—ঋষি (নারদ মুনি); **পরম**—পরম; **দ্যুতিঃ**—যার দ্যুতি; **বিভ্রৎ**—ধারণ করে; **পিঙ্গ**—পিঙ্গল বর্ণের; **জটা**—জটা; **ভারম্**—ভার; **প্রাদুরাসীৎ**—আবির্ভূত হলেন; **যথা**—মতো; **রবিঃ**—সূর্য।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—রাজাদের দূত যখন এইভাবে বলছিল, তখন দেবতাদের ঋষিবর শ্রীনারদ সহসা আবির্ভূত হলেন। মাথায় পিঙ্গল জটাজুটধারী পরম জ্যোতির্ময় সেই ঋষি উজ্জ্বল সূর্যের মতো প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ৩৩

তং দৃষ্ট্বা ভগবান্ কৃষ্ণঃ সর্বলোকেশ্বরেশ্বরঃ ।
ববন্দ উত্থিতঃ শীর্ষ্ণা সসভ্যঃ সানুগো মুদা ॥ ৩৩ ॥

তম্—তাঁকে; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **ভগবান্**—ভগবান; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **সর্ব**—সকল; **লোক**—জগতের; **ঈশ্বর**—নিয়ন্তাদের; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **ববন্দ**—তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন; **উত্থিতঃ**—দণ্ডায়মান হয়ে; **শীর্ষ্ণা**—তাঁর শির দ্বারা; **স**—সহ; **সভ্যঃ**—সভার সদস্যগণ; **স**—সহ; **অনুগঃ**—তাঁর অনুগামী; **মুদা**—আনন্দিত হয়ে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা ও শিবের মতো জগৎ পালকদেরও কাছে অর্চনীয় ঈশ্বর, তবুও নারদ মুনিকে উপস্থিত হতে লক্ষ্য করা মাত্র তিনি তাঁর মন্ত্রী ও সচিবদের নিয়ে মহান ঋষিকে অভ্যর্থনার জন্য আনন্দিত হয়ে দণ্ডায়মান হলেন এবং তাঁর মস্তক অবনত করে তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।

তাৎপর্য

এই অংশটি শ্রীল প্রভুপাদের *লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থের ভিত্তিতে অনূদিত। *মুদা* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, শ্রীকৃষ্ণ নারদের উপস্থিতি দর্শন করে আনন্দিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৪

সভাজয়িত্বা বিধিবৎ কৃতাসনপরিগ্রহম্ ।
বভাষে সুনৃতৈর্বাক্যৈঃ শ্রদ্ধয়া তর্পয়ন্ মুনিম্ ॥ ৩৪ ॥

সভাজয়িত্বা—অর্চনা করে; **বিধি-বৎ**—শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে; **কৃত**—তাঁকে (নারদ), যিনি করেছিলেন; **আসন**—একটি আসন; **পরিগ্রহম্**—গ্রহণ; **বভাষে**—তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) বললেন; **সু-নৃতৈঃ**—সত্য-নিষ্ঠ ও মধুর; **বাক্যৈঃ**—বাক্য দ্বারা; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহ; **তর্পয়ন্**—সন্তুষ্ট করে; **মুনিম্**—মুনি।

অনুবাদ

নারদ মুনি তাঁকে নিবেদিত আসন গ্রহণ করার পর শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে মুনিকে সম্মানিত করলেন এবং শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে সন্তুষ্ট করে সত্যনিষ্ঠ ও মধুর বাক্য বললেন।

শ্লোক ৩৫

অপি স্বিদদ্য লোকানাং ত্রয়াণামকুতোভয়ম্ ।
ননু ভূয়ান্ ভগবতো লোকান্ পর্যটতো গুণঃ ॥ ৩৫ ॥

অপি স্বিৎ—নিশ্চিত রূপে; **অদ্য**—আজ; **লোকানাম্**—জগতের; **ত্রয়াণাম্**—তিন; **অকুতঃ-ভয়ম্**—সম্পূর্ণরূপে ভয় মুক্ত; **ননু**—বস্তুত; **ভূয়ান্**—মহান; **ভগবতঃ**—শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের; **লোকান্**—সমস্ত জগৎ জুড়ে; **পর্যটতঃ**—যিনি ভ্রমণ করেন; **গুণঃ**—গুণ।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] স্বেচ্ছায় জগৎপরিভ্রমণকারী আপনার মতো এরূপ মহান ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ত্রিভুবন আজ অবশ্যই সকল ভয় হতে মুক্ত হল।

শ্লোক ৩৬

ন হি তেঽবিদিতং কিঞ্চিল্লোকেষ্বীশ্বরকর্তৃষু ।
অথ পৃচ্ছামহে যুষ্মান্ পাণ্ডবানাং চিকীর্ষিতম্ ॥ ৩৬ ॥

ন—না; হি—বস্তুত; তে—আপনাকে; অবিদিতম্—অজানা; কিঞ্চিৎ—কোনকিছু; লোকেষু—জগৎ-মধ্যে; ঈশ্বর—ঈশ্বর; কর্তৃষু—সৃষ্ট; অথ—এইভাবে; পৃচ্ছামহে—আমরা জিজ্ঞাসা করছি; যুষ্মান্—আপনার কাছ থেকে; পাণ্ডবানাম্—পাণ্ডুর পুত্রদের; চিকীর্ষিতম্—উদ্দেশ্য সম্বন্ধে।

অনুবাদ

শ্রীভগবানের সৃষ্টি বিষয়ে কিছুই আপনার কাছে অজানা নয়। সুতরাং আমাদের কৃপা করে বলুন—পাণ্ডবেরা কি করতে চায়।

শ্লোক ৩৭

শ্রীনারদ উবাচ

দৃষ্টা ময়া তে বহুশো দুরত্যয়া
মায়া বিভো বিশ্বসৃজশ্চ মায়িনঃ ।
ভূতেষু ভূমংশ্চরতঃ স্বশক্তিভির্
বহ্নেরিব চ্ছন্নরুচো ন মেঽদ্ভুতম্ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীনারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; দৃষ্টা—দেখা; ময়া—আমার দ্বারা; তে—আপনার; বহুশঃ—বহু বার; দুরত্যয়া—দুর্লঙ্ঘ্য; মায়া—মায়ার শক্তি; বিভো—হে সর্বশক্তিমান; বিশ্ব—জগতের; সৃজঃ—স্রষ্টার (ব্রহ্মার); চ—এবং; মায়িনঃ—মায়াবী; ভূতেষু—সৃষ্ট জীবের মধ্যে; ভূমন্—হে সর্বব্যাপক; চরতঃ—(আপনার) যিনি বিচরণশীল; স্ব—আপনার নিজ; শক্তিভিঃ—শক্তিরাশির দ্বারা; বহ্নেঃ—অগ্নির; ইব—মতো; ছন্ন—আচ্ছন্ন; রুচঃ—যার আলো; ন—না; মে—আমার জন্য; অদ্ভুতম্—অদ্ভুত।

অনুবাদ

শ্রীনারদ বললেন—আমি বহুবার আপনার মায়ার দুর্লঙ্ঘ্য শক্তি লক্ষ্য করেছি, হে সর্বশক্তিমান, যার দ্বারা আপনি বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাকেও মোহিত করেন। হে সর্বব্যাপক ভগবান, তাই আমার কাছে আশ্চর্য নয় যে, ধূম দ্বারা অগ্নি যেমন নিজের আলো আচ্ছন্ন রাখে, তেমনি সর্বভূতে বিচরণশীল আপনিও আপনার নিজ শক্তিরাশি দিয়ে নিজেকে গোপন করে রাখেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন নারদ মুনিকে পাণ্ডবগণের অভিপ্রায় সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন, তখন নারদ মুনি উত্তর দিলেন যে, শ্রীভগবান স্বয়ং সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ, এমনকি তিনি বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাকেও মোহিত করতে পারেন। নারদ বুঝেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ

জরাসন্ধকে বধ করার আকাঙ্ক্ষা করছেন এবং তাই নারদের কাছ থেকে পাণ্ডবদের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে এই লীলার আয়োজন শুরু করছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন বিনীতভাবে তাঁর কাছ থেকে তথ্য জানতে চাইলেন, নারদ তখন শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যটি বুঝতে পেরে আশ্চর্য হননি।

শ্লোক ৩৮

তবেহিতং কোঽর্হতি সাধু বেদিতুং
স্বমায়য়েদং সৃজতো নিযচ্ছতঃ ।
যদ্বিদ্যমানাত্মতয়াবভাসতে
তস্মৈ নমস্তে স্ববিলক্ষণাত্মনে ॥ ৩৮ ॥

তব—আপনার; **ঈহিতম্**—উদ্দেশ্য; **কঃ**—কে; **অর্হতি**—সমর্থ হয়; **সাধু**—যথাযথভাবে; **বেদিতুম্**—হৃদয়ঙ্গম করতে; **স্ব**—আপনার নিজ; **মায়য়া**—জড়া শক্তি; **ইদম্**—এই (ব্রহ্মাণ্ড); **সৃজতঃ**—যিনি সৃষ্টি করেন; **নিযচ্ছতঃ**—এবং প্রত্যাহার করেন; **যৎ**—যা; **বিদ্যমান**—বিদ্যমান থাকার জন্য; **আত্মতয়া**—পরমাত্মা স্বরূপ, আপনার প্রতি সম্পর্কের দ্বারা; **অবভাসতে**—প্রকাশিত; **তস্মৈ**—তাঁকে; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে; **স্ব**—আপনার আপন প্রকৃতি দ্বারা; **বিলক্ষণ-আত্মনে**—অচিন্তনীয়।

অনুবাদ

আপনার উদ্দেশ্য কে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে? আপনার জড়া শক্তি দ্বারা আপনি এই সৃষ্টিকে বিস্তার করেন এবং প্রত্যাহারও করেন, যা এইভাবে প্রকৃত বিদ্যমান হয়ে থাকে। যার চিন্ময় অবস্থান অচিন্তনীয়, সেই আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি।

তাৎপর্য

নারদ মুনির উপলব্ধিকে শ্রীল প্রভুপাদ এইভাবে বর্ণনা করছেন "হে প্রভু, আপনার অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা আপনি এই বিশ্ব সৃষ্টি, পালন ও লয় ঘটান। আপনার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে বৈকুণ্ঠের ছায়া-প্রকাশ এই জড় জগতকে নিত্য বলে মনে হয়। আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সকলের নিকট দুরধিগম্য। আপনি অধোক্ষজ ও নির্গুণ তত্ত্ব, তাই সকলের কাছে অচিন্তনীয়। যতদূর সম্ভব আমি অবগত হয়েছি, তাতে আমি কেবলমাত্র বার বার আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করতে পারি।

স্ব-বিলক্ষণ-আত্মনে শব্দটিও নির্দেশ করছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আপন অনবদ্য বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব রয়েছে। কেউই শ্রীভগবানের সমান অথবা শ্রীভগবানের থেকে বৃহৎ নন।

শ্লোক ৩৯

জীবস্য যঃ সংসরতো বিমোক্ষণং
ন জানতোঽনর্থবহাচ্ছরীরতঃ ।
লীলাবতারৈঃ স্বযশঃ প্রদীপকং
প্রাজ্বালয়ৎ ত্বা তমহং প্রপদ্যে ॥ ৩৯ ॥

জীবস্য—বদ্ধ জীবের জন্য; **যঃ**—যিনি (ভগবান); **সংসরতঃ**—(বদ্ধ জীব) জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে ধৃত; **বিমোক্ষণম্**—মুক্তি; **ন জানতঃ**—না জেনে; **অনর্থ**—অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তু; **বহাৎ**—যা আনয়ন করে; **শরীরতঃ**—জড় শরীর হতে; **লীলা**—লীলার জন্য; **অবতারৈঃ**—এই জগতে তাঁর আবির্ভাবের দ্বারা; **স্ব**—তাঁর নিজ; **যশঃ**—যশ; **প্রদীপকম্**—প্রদীপ; **প্রাজ্বালয়ৎ**—প্রজ্বলিত করেন; **ত্বা**—আপনি; **তম্**—সেই ভগবান; **অহম্**—আমি; **প্রপদ্যে**—শরণাগত হলাম।

অনুবাদ

জন্ম-মৃত্যু চক্রে ধৃত জীব জানে না কিভাবে সে অত্যন্ত ক্লেশদায়ক এই জড় দেহ থেকে উদ্ধার পেতে পারে। কিন্তু আপনি শ্রীভগবান, আপনার বিভিন্ন নিজস্ব রূপে এই জগতে অবতরণ করে আপনার লীলা সম্পাদন করার মাধ্যমে আপনার যশোরূপ প্রজ্বলিত প্রদীপ দিয়ে আত্মার পথ আলোকিত করেন। তাই, আমি আপনার শরণাগত হলাম।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "[নারদ মুনি বললেন,] দেহাত্মবুদ্ধিতে সকলে জড় কামনা বাসনার দ্বারা তাড়িত হয়, আর তাই জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে বার বার দেহান্তরিত হয়ে চলছে। এইভাবে আবিষ্ট ব্যক্তি এই জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে পায় না। হে প্রভু, আপনার অহৈতুকী কৃপাবশত আপনি অবতরণ করেন ও আপনার মহিমাময় ও আলোকিত বিভিন্ন দিব্য লীলাসত্তার প্রদর্শন করেন। তাই, আপনাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন ভিন্ন আমার কাছে কোন বিকল্প পথ নেই। হে প্রভু, আপনি পরম, পরব্রহ্ম এবং সাধারণ মানুষ রূপে আপনার লীলাসত্তার আরেকটি কৌশলগত উপায় যা ঠিক মঞ্চে অভিনীত নাটকের মতো, যেখানে অভিনেতা তার আপন সত্তা হতে ভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন।"

শ্লোক ৪০

অথাপ্যাশ্রাবয়ে ব্রহ্ম নরলোকবিড়ম্বনম্ ।
রাজ্ঞঃ পৈতৃষ্বস্রেয়স্য ভক্তস্য চ চিকীর্ষিতম্ ॥ ৪০ ॥

অথ অপি—তথাপি; **আশ্রাবয়ে**—আমি বলব; **ব্রহ্ম**—হে পরম ব্রহ্ম; **নর-লোক**—মানব সমাজের; **বিড়ম্বনম্**—(আপনাকে) যিনি অনুকরণ করেন; **রাজ্ঞঃ**—রাজার (যুধিষ্ঠির); **পৈতৃ**—আপনার পিতার; **স্বস্রেয়স্য**—ভগিনীর পুত্র; **ভক্তস্য**—আপনার ভক্ত; **চ**—এবং; **চিকীর্ষিতম্**—অভিপ্রায়সমূহ।

অনুবাদ

তথাপি, হে পরম ব্রহ্ম, আপনার পিসিমার পুত্র, আপনার ভক্ত যুধিষ্ঠির মহারাজ মানবরূপে লীলারত আপনাকে কি করতে চান, আমি আপনাকে তা বলব।

শ্লোক ৪১

যক্ষ্যতি ত্বাং মখেন্দ্রেণ রাজসূয়েন পাণ্ডবঃ।
পারমেষ্ঠ্যকামো নৃপতিস্তদ্ ভবাননুমোদতাম্ ॥ ৪১ ॥

যক্ষ্যতি—তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবেন; **ত্বাম্**—আপনার প্রতি; **মখ**—অগ্নি যজ্ঞাদির; **ইন্দ্রেণ**—শ্রেষ্ঠ; **রাজসূয়েন**—রাজসূয় নামক; **পাণ্ডবঃ**—পাণ্ডুর পুত্র; **পারমেষ্ঠ্য**—একচ্ছত্র সাম্রাজ্য; **কামঃ**—অভিলাষী; **নৃ-পতিঃ**—রাজা; **তৎ**—তা; **ভবান্**—আপনি; **অনুমোদতাম্**—অনুমোদন করুন।

অনুবাদ

একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের অভিলাষী রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় মহাযজ্ঞ দ্বারা আপনার পূজা করতে চান। দয়া করে তাঁর উদ্যমকে আশীর্বাদ করুন।

তাৎপর্য

রাজা যুধিষ্ঠিরকে এখানে *পারমেষ্ঠ্য কাম* বা "পারমেষ্ঠ্য কামনাকারী" রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। *পারমেষ্ঠ্য* শব্দটির অর্থ "একচ্ছত্র আধিপাত্য" এবং আরও বোঝায় যে, "পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সকল অস্তিত্বের শিখরে বিরাজ করেন"। তাই নারদের বার্তাকে শ্রীল প্রভুপাদ এইভাবে অনুবাদ করছেন, "আপনি আপনার আত্মীয় পাণ্ডবগণের শুভাকাঙ্ক্ষী রূপে তাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছেন আর আমি আপনাকে তাদের অভিপ্রায় সম্বন্ধে জানাব। এখন দয়া করে আমার কথা শ্রবণ করুন। প্রথমতঃ আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে, রাজা যুধিষ্ঠিরের সমস্ত জাগতিক ঐশ্বর্যই রয়েছে যা কেবলমাত্র সর্বোচ্চ ব্রহ্মলোকে অর্জন করা সম্ভব। আকাঙ্ক্ষা করার মতো কোনও জড় ঐশ্বর্যই তাঁর নেই, তবুও কেবলমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্য এবং আপনার সান্নিধ্য লাভ করার জন্য তিনি রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করতে চান। আপনার অহৈতুকি কৃপা লাভ করার জন্য তিনি আপনার অর্চনা করতে চান এবং তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি।"

যেহেতু *পারমেষ্ঠ্য* শব্দটি ব্রহ্মার পদকেও বোঝাতে পারে, তাই *পারমেষ্ঠ্য-কাম* পদটি এখানে কেবলমাত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের শ্রীকৃষ্ণ সান্নিধ্য ও কৃপা কামনার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য গ্রহণ করা হয় নি, বরং শ্রীল প্রভুপাদ এমনও প্রকাশ করছেন যে, রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং *পারমেষ্ঠ্য* অর্থাৎ ব্রহ্মার সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী।

শ্লোক ৪২

তস্মিন্ দেব ক্রতুবরে ভবন্তং বৈ সুরাদয়ঃ ।
দিদৃক্ষবঃ সমেষ্যন্তি রাজানশ্চ যশস্বিনঃ ॥ ৪২ ॥

তস্মিন্—সেই; **দেব**—হে ভগবান; **ক্রতু**—যজ্ঞের; **বরে**—শ্রেষ্ঠ; **ভবন্তম্**—আপনি; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **সুর**—দেবতারা; **আদয়ঃ**—এবং অন্যান্য উত্তম ব্যক্তিগণ; **দিদৃক্ষবঃ**—দর্শনের জন্য আগ্রহী; **সমেষ্যন্তি**—সকলে আগমন করবেন; **রাজানঃ**—রাজারা; **চ**—ও; **যশস্বিনঃ**—যশস্বী।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনাকে দর্শনের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী সকল শ্রেষ্ঠ দেবতা ও যশস্বী রাজারা সেই মহাযজ্ঞে আগমন করবেন।

তাৎপর্য

আচার্যবর্গ ব্যাখ্যা করছেন যে, নারদ এখানে বলতে চেয়েছেন, যেহেতু সকল মহান ব্যক্তিরা বিশেষত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনের জন্য আসবেন, তাই তাঁরও সেই যজ্ঞে আসা উচিত।

শ্লোক ৪৩

শ্রবণাৎ কীর্তনাদ্ধ্যানাৎ পূয়ন্তেঽন্তেবসায়িনঃ ।
তব ব্রহ্মময়স্যেশ কিমুতেক্ষাভিমর্শিনঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রবণাৎ—শ্রবণ হতে; **কীর্তনাৎ**—কীর্তন; **ধ্যানাৎ**—এবং ধ্যান; **পূয়ন্তে**—পবিত্র হন; **অন্তে-বাসায়িনঃ**—অন্ত্যজ জাতিরাও; **তব**—আপনার সম্বন্ধে; **ব্রহ্ম-ময়স্য**—পরম ব্রহ্মের পূর্ণ প্রকাশ; **ঈশ**—হে ভগবান; **কিম্ উত**—আর কি বলবার আছে; **ঈক্ষা**—যারা দর্শন করে; **অভিমর্শিনঃ**—এবং স্পর্শ করে।

অনুবাদ

হে ভগবান, পরম ব্রহ্ম স্বরূপ আপনার ধ্যান এবং আপনার মহিমারাজি কীর্তন ও শ্রবণের মাধ্যমে অন্ত্যজ জাতিরাও পবিত্র হয়। তাহলে যারা আপনাকে দর্শন করে ও স্পর্শ করে, তাদের কথা আর কি বলার আছে!

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী *ব্রহ্মময়স্য* শব্দটিকে *ব্রহ্ম-ঘন মূর্তে* অর্থাৎ 'ব্রহ্ম-ঘন-মূর্তি' অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্লোক ৪৪

যস্যামলং দিবি যশঃ প্রথিতং রসায়াং
ভূমৌ চ তে ভুবনমঙ্গল দিগ্বিতানম্ ।
মন্দাকিনীতি দিবি ভোগবতীতি চাধো
গঙ্গেতি চেহ চরণাম্বু পুনাতি বিশ্বম্ ॥ ৪৪ ॥

যস্য—যার; **অমলম্**—অমল; **দিবি**—স্বর্গে; **যশঃ**—যশ; **প্রথিতম্**—বিস্তৃত; **রসায়াম্**—পাতালে; **ভূমৌ**—মর্ত্যে; **চ**—এবং; **তে**—আপনার; **ভুবন**—সকল জগতের জন্য; **মঙ্গল**—হে সৌভাগ্যের স্রষ্টা; **দিক্**—জগতের দিকসমূহের; **বিতানম্**—বিস্তার বা সুসজ্জিত চন্দ্রাতপ; **মন্দাকিনী ইতি**—মন্দাকিনী নামে; **দিবি**—স্বর্গে; **ভোগবতী ইতি**—ভোগবতী নামে; **চ**—এবং; **অধঃ**—নিম্নে; **গঙ্গা ইতি**—গঙ্গা নামে; **চ**—এবং; **ইহ**—এখানে, মর্ত্যে; **চরণ**—আপনার দুই চরণ থেকে; **অম্বু**—জল; **পুনাতি**—পবিত্র করে; **বিশ্বম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি সকল সৌভাগ্যের প্রতীক। আপনার দিব্য নাম ও যশ, স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতালসহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের উপর একটি চন্দ্রাতপের মতো বিস্তৃত রয়েছে। অপ্রাকৃত যে জল আপনার চরণ-যুগল ধৌত করে, তা স্বর্গে মন্দাকিনী নদী, পাতালে ভোগবতী এবং এই মর্ত্যে গঙ্গা নামে পরিচিত। এই পবিত্র দিব্য জল সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী প্রবাহিত হয়ে সেই সমস্ত স্থানকে পবিত্র করছে।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদের *কৃষ্ণ* গ্রন্থটির ভিত্তিতে এই অনুবাদটি করা হয়েছে। শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করছেন যে, *দিগ্বিতানম্* শব্দটি শ্রীকৃষ্ণের দিব্য মহিমারাজি দিগ্‌মণ্ডলের উপর জগৎ-জুড়ে শীতল চন্দ্রাতপের মতো বিস্তৃত, সেই ভাবই ব্যক্ত করছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, শ্রীভগবানের পাদপদ্মের শীতল ছায়ার নীচে সমগ্র জগৎ আশ্রয় পেতে পারে। এইভাবে শ্রীভগবান *ভুবন-মঙ্গল,* এই জগতের জন্য সমস্ত পবিত্রতার প্রতীক।

শ্লোক ৪৫
শ্রীশুক উবাচ

তত্র তেষ্বাত্মপক্ষেষ্বগৃণৎসু বিজিগীষয়া ।
বাচঃ পেশৈঃ স্ময়ন্ ভৃত্যমুদ্ধবং প্রাহ কেশবঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তত্র**—সেখানে; **তেষু**—তাঁরা (যাদবেরা); **আত্ম**—তাঁর নিজ; **পক্ষেষু**—সমর্থকেরা; **অগৃণৎসু**—সহমত না হয়ে; **বিজিগীষয়া**—তাঁদের (জরাসন্ধকে) জয় করার কামনার জন্য; **বাচঃ**—বাক্যের; **পেশৈঃ**—মনোরম ব্যবহার দ্বারা; **স্ময়ন্**—সহাস্যে; **ভৃত্যম্**—তাঁর ভৃত্য; **উদ্ধবম্**—শ্রীউদ্ধবকে; **প্রাহ**—বললেন; **কেশব**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—যখন ভগবান শ্রীকেশবের সমর্থক যাদবেরা জরাসন্ধকে পরাজিত করার আগ্রহবশত এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন, তখন তিনি তাঁর অনুগত উদ্ধবের দিকে তাকালেন এবং সহাস্যে সুমধুর বচনে তাঁকে বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করছেন, "দ্বারকায় সুধর্মা সভাগৃহে নারদ মুনির উপস্থিতির ঠিক পূর্বে সচিব, মন্ত্রী সহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের রাজ্য আক্রমণের উপায় বিবেচনা করছিলেন। যেহেতু তাঁরা গভীরভাবে এই বিষয়টি নিয়ে বিবেচনা করছিলেন, তাই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণের গমনের বিষয়ে নারদ মুনির প্রস্তাবটি তাঁদের কাছে তেমন আকর্ষণীয় মনে হল না। শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু ব্রহ্মারও অধিকর্তা, তাই তিনি তাঁর পার্ষদগণের অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন। অতএব, তাঁদের শান্ত করার জন্য তিনি সহাস্যে উদ্ধবের সঙ্গে কথা বললেন।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন যে, শ্রীভগবান হেসেছিলেন তার কারণ হল, কঠিন পরিস্থিতিতে উদ্ধবের পরামর্শ দানের বুদ্ধিদীপ্ত সামর্থ্য তিনি এখন প্রদর্শন করবেন।

শ্লোক ৪৬
শ্রীভগবানুবাচ

ত্বং হি নঃ পরমং চক্ষুঃ সুহৃন্মন্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ।
অথাত্র ব্রূহ্যনুষ্ঠেয়ং শ্রদ্দধ্মঃ করবাম তৎ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ত্বম্**—তুমি; **হি**—বস্তুত; **নঃ**—আমাদের; **পরমম্**—পরম; **চক্ষুঃ**—চক্ষুস্বরূপ; **সুহৃৎ**—শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু; **মন্ত্র**—পরামর্শের; **অর্থ**—মূল্য; **তত্ত্ব-বিৎ**—যে যথাযথরূপে জ্ঞাত; **অথ**—এইভাবে; **অত্র**—এই বিষয়ে; **ব্রূহি**—বল; **অনুষ্ঠেয়ম্**—কি করা উচিত; **শ্রদ্দধ্মঃ**—আমাদের শ্রদ্ধা রয়েছে; **করবাম্**—আমরা পালন করব; **তৎ**—তা।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—যেহেতু তুমি বিভিন্ন ধরনের পরামর্শের আপেক্ষিক মূল্য যথার্থরূপে জ্ঞাত, তাই প্রকৃতপক্ষে তুমি আমাদের শ্রেষ্ঠ চক্ষু স্বরূপ ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাই অনুগ্রহ করে আমাদের বল—এই অবস্থায় আমাদের কি করা উচিত। আমরা তোমার বিচারকে শ্রদ্ধা করি এবং তুমি যা বলবে, তাই আমরা করব।

শ্লোক ৪৭

ইত্যুপামন্ত্রিতো ভর্ত্রা সর্বজ্ঞেনাপি মুগ্ধবৎ ।
নির্দেশং শিরসাধায় উদ্ধবঃ প্রত্যভাষত ॥ ৪৭ ॥

ইতি—এইভাবে; **উপামন্ত্রিতঃ**—অনুরুদ্ধ হয়ে; **ভর্ত্রা**—তাঁর প্রভুর দ্বারা; **সর্ব-জ্ঞেন**—সর্ব জ্ঞাত; **অপি**—যদিও; **মুগ্ধ**—মুগ্ধ; **বৎ**—যেন; **নির্দেশম্**—নির্দেশ; **শিরসা**—তাঁর মাথায়; **আধায়**—গ্রহণ করে; **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **প্রত্যভাষত**—প্রত্যুত্তরস্বরূপ বলতে লাগলেন।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—] সর্বজ্ঞ হয়েও, যেন মুগ্ধ এমন ভাব অবলম্বন করে তাঁর প্রভুর দ্বারা এইভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে উদ্ধব এই নির্দেশ তাঁর শিরোধার্য করে উত্তর প্রদান করলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিন কার্যকলাপ' নামক সপ্ততিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

একোসপ্ততিতম অধ্যায়

শ্রীভগবানের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন

কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের উপদেশ অনুসারে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করেছিলেন, যেখানে মহোৎসবের সঙ্গে পাণ্ডবগণ তাঁর আগমন উদ্‌যাপন করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তরের অভিলাষ সম্পর্কে অবহিত মহামতি উদ্ধব শ্রীভগবানকে এইভাবে পরামর্শ দিয়েছিলেন—"নিখিল দিক্মণ্ডল জয় করার পরে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে জরাসন্ধকে পরাজিত করা, আপনার শরণাগতজনের সুরক্ষা এবং রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন—রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর সকল উদ্দেশ্যই পূর্ণ করবেন। এইভাবে যাদবদের শক্তিশালী শত্রু বিনাশ হবে, বন্দী রাজারা মুক্ত হবেন এবং উভয় কর্মের ফলে আপনার মহিমা কীর্তিত হবে।

"রাজা জরাসন্ধ কেবলমাত্র ভীমের কাছেই নিহত হতে পারেন এবং যেহেতু জরাসন্ধ ব্রাহ্মণদের একান্ত ভক্ত, ভীম স্বয়ং ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করে জরাসন্ধের কাছে গিয়ে তার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে চাইবেন। অতঃপর আপনার উপস্থিতিতে ভীমসেন দানবকে পরাজিত করবে।"

নারদ মুনি, বয়োজ্যেষ্ঠ যাদবগণ এবং শ্রীকৃষ্ণ, সকলেই উদ্ধবের পরিকল্পনার প্রশংসা করলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থের উদ্দেশে তাঁর রথে আরোহণ করার জন্য অগ্রসর হলেন। তাঁর পতিপরায়ণা রাণীরাও তাঁর অনুগমন করলেন। শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণ নগরীতে উপস্থিত হলেন। শ্রীভগবানের আগমন বার্তা পেয়ে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁকে অভিনন্দন জানানোর জন্য তৎক্ষণাৎ নগরী থেকে নির্গত হলেন। যুধিষ্ঠির তাঁর ভাবোচ্ছ্বাসে বাহ্য জ্ঞান হারিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বারম্বার আলিঙ্গন করতে লাগলেন। অতঃপর ভীমসেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব ও অন্যান্যরা যথোচিতভাবে তাঁকে আলিঙ্গন অথবা প্রণাম নিবেদন করলেন।

প্রত্যেকে যথাযথভাবে শ্রীকৃষ্ণকে অভিনন্দন জানানোর পর যখন তিনি নগরীতে প্রবেশ করলেন, তখন অসংখ্য বাদ্যযন্ত্রের ভেরী বেজে উঠল ও ভক্তিপূর্ণ স্তব উচ্চারিত হল। শ্রীভগবানের পত্নীগণের পরম সৌভাগ্যের কথা বলতে বলতে পুররমণীগণ ছাদ থেকে ফুল ছড়ালেন।

শ্রীকৃষ্ণ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে রাণী কুন্তীদেবীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবার পরে তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে আলিঙ্গন করলেন এবং দ্রৌপদী ও সুভদ্রা শ্রীভগবানকে প্রণাম নিবেদন করলেন। এরপর শ্রীকৃষ্ণের পত্নীদের অর্চনা করার জন্য কুন্তীদেবী দ্রৌপদীকে বললেন।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে কয়েকমাস অবস্থান করে রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রীতি বর্ধন করেছিলেন। এই অবস্থানের সময়ে তিনি ধীরে সুস্থে এখানে সেখানে ভ্রমণ করেছিলেন। বহু যোদ্ধা ও সৈন্যের অনুগমন সহ অর্জুনকে নিয়ে তিনি রথ চালনা করতেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য দেবর্ষেরুদ্ধবোঽব্রবীৎ ।
সভ্যানাং মতমাজ্ঞায় কৃষ্ণস্য চ মহামতিঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উদীরিতম্**—পূর্বোক্ত বাক্য; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **দেব-ঋষেঃ**—দেবর্ষি নারদ দ্বারা; **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **অব্রবীৎ**—বললেন; **সভ্যানাম্**—রাজ সভার সদস্যগণের; **মতম্**—মহামত; **আজ্ঞায়**—হৃদয়ঙ্গম করে; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **চ**—এবং; **মহা-মতিঃ**—মহান হৃদয়।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে দেবর্ষি নারদের বক্তব্য শ্রবণ করে এবং সভা ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের মতামত হৃদয়ঙ্গম করে মহামতি উদ্ধব বললেন।

শ্লোক ২

শ্রীউদ্ধব উবাচ

যদুক্তমৃষিণা দেব সাচিব্যং যক্ষ্যতস্ত্বয়া ।
কার্যং পৈতৃষ্বস্রেয়স্য রক্ষা চ শরণৈষিণাম্ ॥ ২ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **যৎ**—যা; **উক্তম্**—বলেছেন; **ঋষিণা**—নারদ মুনি দ্বারা; **দেব**—হে ভগবান; **সাচিব্যম্**—সাহায্য; **যক্ষ্যতঃ**—যজ্ঞ সম্পাদনে অভিলাষী তাঁকে (যুধিষ্ঠিরকে); **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **কার্যম্**—করা উচিত; **পৈতৃষ্বস্রেয়স্য**—আপনার পিসির পুত্র; **রক্ষা**—রক্ষা; **চ**—ও; **শরণ**—আশ্রয়; **এষিণাম্**—যারা কামনা করে।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে প্রভু, মুনিবর যেমন উপদেশ প্রদান করেছেন, সেইমতো আপনার আত্মীয়কে তার রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের পরিকল্পনা পুরণের জন্য আপনার সাহায্য করা উচিত এবং যে সব রাজারা আপনার আশ্রয় প্রার্থী আপনার তাঁদেরও রক্ষা করা উচিত।

তাৎপর্য

দেবর্ষি নারদ চেয়েছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে তাঁর আত্মীয় যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনে সাহায্য করুন। একই সঙ্গে রাজসভার সদস্য দৃঢ়ভাবে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন যে, তিনি জরাসন্ধকে পরাজিত করে জরাসন্ধের বন্দী রাজাদের উদ্ধার করুন। মহামতি উদ্ধব হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই দুটিই করতে ইচ্ছুক এবং তাই তিনি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে উপদেশ প্রদান করলেন, কিভাবে এই উভয় উদ্দেশ্য দুটি একইসঙ্গে সুসম্পন্ন হতে পারে।

শ্লোক ৩

যষ্টব্যং রাজসূয়েন দিক্‌চক্রজয়িনা বিভো ।
অতো জরাসুতজয় উভয়ার্থো মতো মম ॥ ৩ ॥

যষ্টব্যম্—যজ্ঞ সম্পাদন হওয়া উচিত; **রাজসূয়েন**—রাজসূয় আচার দ্বারা; **দিক্**—দিকসমূহের; **চক্র**—মণ্ডল; **জয়িনা**—যিনি জয় করেছেন তাঁর দ্বারা; **বিভো**—হে সর্বশক্তিমান; **অতঃ**—অতএব; **জরা-সুত**—জরার পুত্রের; **জয়ঃ**—বিজয়; **উভয়**—উভয়; **অর্থঃ**—উদ্দেশ্যগুলি; **মতঃ**—মত; **মম**—আমার।

অনুবাদ

হে সর্বশক্তিমান, তিনিই কেবলমাত্র রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করতে পারেন যিনি দিগ্বলয়ের সকল বিপক্ষকে জয় করেছেন। এইভাবে জরাসন্ধকে জয় করলে, আমার মতে, উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হবে।

তাৎপর্য

উদ্ধব এখানে ব্যাখ্যা করছেন যে, কেবলমাত্র যিনি সমস্ত দিক জয় করেছেন, তিনিই রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করার যোগ্য। অতএব শ্রীকৃষ্ণের এখনই রাজসূয় যজ্ঞে অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ গ্রহণ করা উচিত, তা হলে জরাসন্ধকে বধ করার জন্য যথা সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তার গ্রহণ করা যাবে। এইভাবে আপনা হতেই রাজাদের সুরক্ষার প্রার্থনাও পূর্ণ হবে। শ্রীভগবান যদি এইভাবে একটি একক নীতিতে—প্রধানত, রাজসূয় যজ্ঞ যথাযথভাবে সম্পাদন হচ্ছে কি না তা লক্ষ্য করার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হয়ে থাকেন, তাহলে সকল উদ্দেশ্যই পূর্ণ হবে।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামীর মতানুসারে শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলীর একটি গুণ হল *চতুর,* যার অর্থ—একই সময়ে তিনি বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারেন। তাই, কিভাবে একই সাথে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং বন্দী রাজাদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা যায়, এই উভয় সঙ্কটময় পরিস্থিতি শ্রীভগবান অবশ্যই সমাধান করতে পারবেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ

তাঁর প্রিয় ভক্ত উদ্ধবকে এই সমাধানের কৃতিত্ব প্রদান করতে চেয়েছিলেন আর তাই তিনি হতবুদ্ধি হওয়ার ভান করেছিলেন।

শ্লোক ৪

অস্মাকং চ মহানর্থো হ্যেতেনৈব ভবিষ্যতি ।
যশশ্চ তব গোবিন্দ রাজ্ঞো বদ্ধান্ বিমুঞ্চতঃ ॥ ৪ ॥

অস্মাকম্—আমাদের জন্য; **চ**—এবং; **মহান্**—মহান; **অর্থঃ**—একটি লাভ; **হি**—বস্তুত; **এতেন**—এর দ্বারা; **এব**—এমন কি; **ভবিষ্যতি**—হবে; **যশঃ**—মহিমা; **চ**—এবং; **তব**—আপনার জন্য; **গোবিন্দ**—হে গোবিন্দ; **রাজ্ঞঃ**—রাজারা; **বদ্ধান্**—বন্দীত্ব; **বিমুঞ্চতঃ**—মুক্ত হবে।

অনুবাদ

এই সিদ্ধান্তের ফলে আমাদের মহা লাভ হবে এবং আপনি রাজাদের রক্ষা করবেন। এইভাবে, হে গোবিন্দ, আপনার মহিমা কীর্তিত হবে।

শ্লোক ৫

স বৈ দুর্বিষহো রাজা নাগায়ুতসমো বলে ।
বলিনামপি চান্যেষাং ভীমং সমবলং বিনা ॥ ৫ ॥

সঃ—সে, জরাসন্ধ; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **দুর্বিষহঃ**—অপরাজেয়; **রাজা**—রাজা; **নাগ**—হস্তীগুলি; **অযুত**—দশ সহস্র; **সমঃ**—সমান; **বলে**—শক্তিতে; **বলিনাম্**—শক্তিশালী মানুষদের মধ্যে; **অপি**—বস্তুত; **চ**—এবং; **অন্যেষাম্**—অন্যান্য; **ভীমম্**—ভীম; **সমবলম্**—শক্তিতে সমান; **বিনা**—ব্যতীত।

অনুবাদ

অপরাজেয় রাজা জরাসন্ধ দশ হাজার হাতির সমান শক্তিশালী। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য শক্তিশালী যোদ্ধারা তাকে পরাজিত করতে পারে না। কেবলমাত্র ভীম তার শক্তির সমান।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, যাদবেরা জরাসন্ধকে হত্যা করার জন্য বিশেষ আগ্রহী হয়েছিলেন আর তাই তাদের সাবধান করার জন্য শ্রীউদ্ধব এই শ্লোক বলছেন। জরাসন্ধের মৃত্যু একমাত্র ভীমের হাতেই হতে পারে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও বলেছেন যে, উদ্ধব ইতিপুর্বে *জ্যোতি-রাগ* ও অন্যান্য জ্যোতিষ শাস্ত্র হতে এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন, যা তিনি তাঁর শিক্ষক বৃহস্পতির কাছ হতে শিক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ৬

দ্বৈরথে স তু জেতব্যো মা শতাক্ষৌহিণীযুতঃ ।
ব্রাহ্মণ্যোঽভ্যর্থিতো বিপ্রৈর্ন প্রত্যাখ্যাতি কর্হিচিৎ ॥ ৬ ॥

দ্বৈ-রথে—কেবল দুটি রথের মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ; **সঃ**—সে; **তু**—কিন্তু; **জেতব্যঃ**—পরাজিত করতে হবে; **মা**—না; **শত**—এক শত; **অক্ষৌহিণী**—সেনা বাহিনী; **যুতঃ**—যুক্ত; **ব্রাহ্মণ্যঃ**—ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত; **অভ্যর্থিতঃ**—প্রার্থিত; **বিপ্রৈঃ**—ব্রাহ্মণগণ দ্বারা; **ন প্রত্যাখ্যাতি**—প্রত্যাখ্যান করবে না; **কর্হিচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

যখন সে তার অক্ষৌহিণী সেনার সঙ্গে থাকবে, তখন তাকে পরাজিত করা যাবে না, সে একক রথের ক্রীড়ায় পরাজিত হবে। এখন, জরাসন্ধ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি এতটাই অনুরক্ত যে, সে কখনও ব্রাহ্মণদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করবে না।

তাৎপর্য

এটা যুক্তিযুক্ত মনে হতে পারে যে, ব্যক্তিগত শক্তিতে যেহেতু ভীমই কেবলমাত্র জরাসন্ধের সমান, তাই জরাসন্ধ তার বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তাই, উদ্ধব এখানে একক যুদ্ধের পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু কিভাবে জরাসন্ধকে তার শক্তিশালী সৈন্যের সহযোগ পরিত্যাগ করতে প্ররোচিত করা যাবে? এখানে উদ্ধব একটি সূত্র প্রদান করছেন—জরাসন্ধ কখনই কোন ব্রাহ্মণের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করবে না, কারণ সে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত।

শ্লোক ৭

ব্রহ্মবেষধরো গত্বা তং ভিক্ষেত বৃকোদরঃ ।
হনিষ্যতি ন সন্দেহো দ্বৈরথে তব সন্নিধৌ ॥ ৭ ॥

ব্রহ্ম—এক ব্রাহ্মণের; **বেশ**—বেশ; **ধরঃ**—ধারণ করে; **গত্বা**—গিয়ে; **তম্**—তার, জরাসন্ধের কাছে; **ভিক্ষেত**—প্রার্থনা করবেন; **বৃক-উদরঃ**—ভীম; **হনিষ্যতি**—তিনি তাকে হত্যা করবেন; **ন**—না; **সন্দেহঃ**—সন্দেহ; **দ্বৈ-রথে**—একে অপরের রথ যুদ্ধে; **তব**—আপনার; **সন্নিধৌ**—উপস্থিতিতে।

অনুবাদ

এক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ভীম তার কাছে যাবেন এবং ভিক্ষা প্রার্থনা করবেন। এইভাবে তিনি জরাসন্ধের সঙ্গে একক যুদ্ধের সুযোগ পাবেন এবং আপনার উপস্থিতিতে ভীম নিঃসন্দেহে তাকে বধ করবেন।

তাৎপর্য

পরিকল্পনাটি ছিল যে, ভীম ভিক্ষা রূপে জরাসন্ধের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রার্থনা করবেন।

শ্লোক ৮

নিমিত্তং পরমীশস্য বিশ্বসর্গনিরোধয়োঃ ।
হিরণ্যগর্ভঃ শর্বশ্চ কালস্যারূপিণস্তব ॥ ৮ ॥

নিমিত্তম্—নিমিত্ত; **পরম**—মাত্র; **ঈশস্য**—শ্রীভগবানের; **বিশ্ব**—জগতের; **সর্গ**—সৃষ্টিতে; **নিরোধয়োঃ**—এবং সংহারে; **হিরণ্যগর্ভঃ**—ব্রহ্মা; **সর্বঃ**—শিব; **চ**—এবং; **কালস্য**—কালের; **অরূপিনঃ**—অরূপ; **তব**—আপনার।

অনুবাদ

ব্রহ্মা এবং শিবও জগৎ সৃষ্টি ও সংহারে আপনার যন্ত্র রূপে কাজ করেন মাত্র; হে ভগবান, শেষপর্যন্ত তা আপনার কালরূপ অরূপতা দ্বারা সাধিত হয়।

তাৎপর্য

উদ্ধব এখানে ব্যাখ্যা করছেন যে, প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং জরাসন্ধের মৃত্যুর কারণ হবেন এবং ভীম হবেন উপলক্ষ্য মাত্র। শ্রীভগবান তাঁর কাল-রূপ অদৃশ্য শক্তির মাধ্যমে ব্রহ্মাণ্ডের সামগ্রিক অবস্থার সৃষ্টি ও বিনাশ করেন, সেখানে ব্রহ্মা ও শিবের মতো মহান দেবতারাও শ্রীভগবানের ইচ্ছার ক্রীড়নক মাত্র। তাই শক্তিশালী জরাসন্ধকে হত্যা করার জন্য শ্রীভগবানের ক্রীড়নকরূপে ভীমের কোনই সমস্যা হবে না। এইভাবে, শ্রীভগবানের ব্যবস্থাপনায় তাঁর ভক্ত ভীম মহিমান্বিত হবেন।

শ্লোক ৯

গায়ন্তি তে বিশদকর্ম গৃহেষু দেব্যো
রাজ্ঞাং স্বশত্রুবধমাত্মবিমোক্ষণং চ ।
গোপ্যশ্চ কুঞ্জরপতের্জনকাত্মজায়াঃ
পিত্রোশ্চ লব্ধশরণা মুনয়ো বয়ং চ ॥ ৯ ॥

গায়ন্তি—তারা গান করছে; **তে**—আপনার; **বিশদ**—নির্মল; **কর্ম**—কর্তব্য কর্ম; **গৃহেষু**—তাদের গৃহে গৃহে; **দেব্যঃ**—দেবীর মতো পত্নীরা; **রাজ্ঞাম্**—রাজাদের; **স্ব**—তাদের; **শত্রু**—শত্রু; **বধম্**—বধ; **আত্ম**—নিজ নিজ; **বিমোক্ষণম্**—পরিত্রাণ; **চ**—এবং; **গোপ্যঃ**—ব্রজের গোপীরা; **চ**—এবং; **কুঞ্জর**—হাতিদের; **পতেঃ**—শ্রীভগবানের; **জনক**—রাজা জনকের; **আত্মজায়াঃ**—কন্যার (ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মহিষী সীতাদেবী); **পিত্রোঃ**—আপনার পিতা-মাতার; **চ**—এবং; **লব্ধ**—লব্ধ; **শরণাঃ**—আশ্রয়; **মুনয়ঃ**—ঋষিরা; **বয়ম্**—আমরা; **চ**—ও।

অনুবাদ

কিভাবে আপনি বন্দী রাজাদের দেবী সুলভ পত্নীদের সমস্ত পতিদের শত্রুকে বধ করে তাদের উদ্ধার করবেন, আপনার সেই মহৎ কর্ম বিষয়ে তাদের ঘরে ঘরে গান করবে। গোপীরাও আপনার মহিমা কীর্তন করবে—কিভাবে আপনি গজেন্দ্রর শত্রুকে, জনক কন্যা সীতার শত্রুকে, এবং আপনার নিজ মাতা-পিতার শত্রুকেও নিধন করেছিলেন। তেমনিভাবে আপনার আশ্রয়লব্ধ ঋষিরাও আপনার মহিমা কীর্তন করবে, যেমন আমরা করছি।

তাৎপর্য

মহান ঋষি ও ভক্তগণ বন্দী রাজাদের শোকার্ত পত্নীদের জানিয়েছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে নিধনের ব্যবস্থা করে তাদের সংকট থেকে রক্ষা করবেন। এই সকল দেবী সদৃশা রমণীরা তাই গৃহে শ্রীভগবানের মহিমারাজি কীর্তন করতেন এবং তাঁদের সন্তানেরা যখন তাদের পিতার জন্য ক্রন্দন করত, তখন তাদের মায়েরা তাদের বলত, "বাছারা, কেঁদো না। শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের পিতাকে রক্ষা করবেন।" প্রকৃতপক্ষে, ইতিপূর্বে শ্রীভগবান বহু ভক্তকে এখানকার বর্ণনার মতোই রক্ষা করেছেন।

শ্লোক ১০

জরাসন্ধবধঃ কৃষ্ণ ভূর্যর্থায়োপকল্পতে ।
প্রায়ঃ পাকবিপাকেন তব চাভিমতঃ ক্রতুঃ ॥ ১০ ॥

জরাসন্ধ-বধঃ—জরাসন্ধের বধ; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **ভূরি**—গভীর; **অর্থায়**—মূল্য; **উপকল্পতে**—উৎপাদন করবে; **প্রায়ঃ**—নিশ্চিতরূপে; **পাক**—কৃত কর্মের; **বিপাকেন্**—প্রতিক্রিয়া স্বরূপ; **তব**—আপনার দ্বারা; **চ**—এবং; **অভিমতঃ**—অভিপ্রেত; **ক্রতুঃ**—যজ্ঞ।

অনুবাদ

হে কৃষ্ণ, জরাসন্ধের নিধন, যা নিশ্চিতভাবে তার অতীত পাপকর্মের ফল, তা গভীর মঙ্গল সাধন করবে। প্রকৃতপক্ষে, আপনার ইচ্ছা, এই যজ্ঞানুষ্ঠানকে সম্ভব করে তুলবে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করছেন যে, *ভূর্য-অর্থ* অর্থাৎ "প্রভূত মঙ্গল" কথাটি বোঝায় যে, জরাসন্ধের মৃত্যুর সঙ্গে দানব শিশুপালকে বধ করা এবং অন্যান্য বিষয়াদির সমাধান সহজ হয়ে যাবে। মহান ভাষ্যকার শ্রীল শ্রীধর স্বামী আরও ব্যাখ্যা করছেন যে, *পাক* শব্দটি বোঝায়—রাজাদের পুণ্যের ফলে তাঁরা রক্ষা পাবেন

এবং *বিপাকেন* শব্দটি বোঝাচ্ছে যে, তার খল কর্মের ফল স্বরূপ জরাসন্ধের মৃত্যু হবে। উভয়ক্ষেত্রেই উদ্ধবের প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি মহা রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য বিশেষ অনুকূল, যা শ্রীভগবান এবং তাঁর শুদ্ধভক্ত, রাজা যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডবগণ, উভয়ের দ্বারাই আকাঙ্ক্ষিত।

শ্লোক ১১

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুদ্ধববচো রাজন্ সর্বতোভদ্রমচ্যুতম্ ।
দেবর্ষির্যদুবৃদ্ধাশ্চ কৃষ্ণশ্চ প্রত্যপূজয়ন্ ॥ ১১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে উল্লেখিত; **উদ্ধব-বচঃ**—উদ্ধবের কথাগুলি; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **সর্বতঃ**—সর্বতোভাবে; **ভদ্রম্**—মঙ্গলজনক; **অচ্যুতম্**—যুক্তিযুক্ত; **দেব-ঋষিঃ**—দেবতাদের ঋষি নারদ; **যদু-বৃদ্ধাঃ**—বৃদ্ধ যাদবেরা; **চ**—এবং; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **চ**—এবং আরও; **প্রত্যপূজয়ন্**—সমাদর করলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন, দেবর্ষি নারদ, বৃদ্ধ যাদবগণ এবং শ্রীকৃষ্ণ সকলেই উদ্ধবের সামগ্রিকভাবে মঙ্গলজনক ও যুক্তিযুক্ত প্রস্তাবটিকে স্বাগত জানালেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করছেন যে, *অচ্যুতম্* পদটি থেকে বোঝা যায়—উদ্ধবের প্রস্তাবটি ছিল যুক্তিযুক্ত। অধিকন্তু, শ্রীশুকদেব গোস্বামী *যদু-বৃদ্ধাঃ* কথাটি দ্বারা বিশেষভাবে বুঝিয়েছেন যে, প্রস্তাবটিকে যাঁরা স্বাগত জানিয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন জ্যেষ্ঠ বা বরিষ্ঠ সদস্য, কনিষ্ঠ কেউ নন। অনিরুদ্ধের মতো যুবরাজগণ উদ্ধবের প্রস্তাবটি পছন্দ করেননি, কারণ তাঁরা যথাশীঘ্র জরাসন্ধের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে উৎসুক হয়েছিলেন।

শ্লোক ১২

অথাদিশৎ প্রয়াণায় ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।
ভৃত্যান্ দারুকজৈত্রাদীননুজ্ঞাপ্য গুরূন্ বিভুঃ ॥ ১২ ॥

অথ—অতঃপর; **আদিশ্য**—আদেশ দিলেন; **প্রয়াণায়**—যাত্রার প্রস্তুতির জন্য; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **দেবকী-সুতঃ**—দেবকীনন্দন; **ভৃৎ-যান্**—তাঁর ভৃত্যেরা; **দারুক-**

জৈত্র-আদিন্—দারুক ও জৈত্র প্রমুখ; **অনুজ্ঞাপ্য**—অনুমতি গ্রহণ করে; **গুরূন্**—তাঁর গুরুজনদের কাছ থেকে; **বিভু**—সর্বশক্তিমান।

অনুবাদ

সর্বশক্তিমান ভগবান দেবকী-নন্দন যাত্রার জন্য তাঁর গুরুজনদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তারপর তিনি দারুক ও জৈত্র প্রমুখ তাঁর ভৃত্যদের প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন।

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখিত গুরুজনগণ বলতে শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের বোঝানো হয়েছে।

শ্লোক ১৩

নির্গময্যাবরোধান্ স্বান্ সসুতান্ সপরিচ্ছদান্ ।
সঙ্কর্ষণমনুজ্ঞাপ্যঃ যদুরাজং চ শত্রুহন্ ।
সূতোপনীতং স্বরথমারুহদ্ গরুড়ধ্বজম্ ॥ ১৩ ॥

নির্গময্য—গমনের জন্য; **অবরোধান্**—পত্নীরা; **স্বান্**—তাঁর; **স**—সঙ্গে; **সুতান্**—তাদের পুত্রগণ; **স**—সহ; **পরিচ্ছদান্**—তাদের পরিচ্ছদ; **সঙ্কর্ষণম্**—শ্রীবলরাম; **অনুজ্ঞাপ্য**—বিদায় গ্রহণ করে; **যদু-রাজম্**—যাদবদের রাজা (উগ্রসেন); **চ**—এবং; **শত্রু-হন্**—হে শত্রু নিধনকারী (পরীক্ষিৎ); **সূত**—তার সারথি দ্বারা; **উপনীতম্**—আনীত; **স্ব**—তাঁর; **রথম্**—রথ; **আরুহৎ**—তিনি আরোহণ করলেন; **গরুড়**—গরুড়ের; **ধ্বজম্**—যাঁর পতাকা।

অনুবাদ

হে শত্রু বিনাশন, শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাঁর স্ত্রী-পুত্রদের এবং পোশাক পরিচ্ছদের যাত্রার আয়োজন করে এবং সঙ্কর্ষণ ও রাজা উগ্রসেনের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে, তাঁর সারথির নিয়ে আসা রথে আরোহণ করলেন। সেখানে গরুড়ের প্রতীক চিহ্নিত পতাকা উড়ছিল।

তাৎপর্য

উদ্ধবের প্রস্তাব গ্রহণ করার পর শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাঁর মহিষীগণ, পরিবারবর্গ ও পার্ষদ সহ পাণ্ডবদের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের রাজকীয় নগরীর দিকে রওনা হলেন। এই অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশে শ্রীকৃষ্ণের সেই নগরীতে যাত্রা এবং তাঁর প্রেমময় ভক্তরা তাকে সেখানে কিভাবে অভ্যর্থনা করেছিলেন তা বর্ণনা করা হয়েছে। ইন্দ্রপ্রস্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে জরাসন্ধকে বধ করা ও তারপর রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার

জন্য তাঁর পরিকল্পনাটি পাণ্ডবদের কাছে ব্যাখ্যা করলেন এবং তাদের পূর্ণ সহমতে তিনি ভীমসেনকে সঙ্গে নিয়ে খল রাজার সঙ্গে হিসেব বোঝা পড়ার জন্য অগ্রসর হলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের মহিষীরাও রাজসূয় যজ্ঞের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং তাঁরা যাওয়ার জন্য অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন। পরবর্তী শ্লোক থেকে বর্ণময় রাজকীয় শোভাযাত্রার বর্ণনা শুরু হচ্ছে।

শ্লোক ১৪

ততো রথদ্বিপভটসাদিনায়কৈঃ
করালয়া পরিবৃত আত্মসেনয়া ।
মৃদঙ্গভের্যানকশঙ্খগোমুখৈঃ
প্রঘোষঘোষিত ককুভো নিরক্রমৎ ॥ ১৪ ॥

ততঃ—অতঃপর; **রথ**—তাঁর রথের; **দ্বিপ**—হস্তী; **ভট**—পদাতিক বাহিনী; **সাদি**—এবং অশ্বারোহী সৈন্য; **নায়কৈঃ**—নেতাদের নিয়ে; **করালয়া**—ভয়ঙ্কর; **পরিবৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **আত্ম**—নিজ; **সেনয়া**—তাঁর সৈন্যবাহিনী দ্বারা; **মৃদঙ্গ**—মৃদঙ্গ দ্বারা; **ভেরী**—ভেরী; **আনক**—দুন্দুভি; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **গো-মুখৈঃ**—এবং গোমুখ নামক শিঙ্গা; **প্রঘোষ**—প্রতিধ্বনি দ্বারা; **ঘোষিত**—স্পন্দন দ্বারা পূর্ণ; **ককুভঃ**—সকল দিক; **নিরক্রমৎ**—তিনি নির্গত হলেন।

অনুবাদ

আকাশের সমস্ত দিক মৃদঙ্গ, ভেরী, দুন্দুভি, শঙ্খ ও গোমুখের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যাত্রায় নির্গত হলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনীর রথ, হস্তী, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদের তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন এবং তাঁর দুর্ধর্ষ রক্ষী দ্বারা চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

নৃবাজিকাঞ্চনশিবিকাভিরচ্যুতং
সহাত্মজাঃ পতিমনু সুব্রতা যযুঃ ।
বরাম্বরাভরণবিলেপনস্রজঃ
সুসংবৃতা নৃভিরসিচর্মপাণিভিঃ ॥ ১৫ ॥

নৃ—মানুষ; **বাজি**—শক্তিমান বাহক সহ; **কাঞ্চন**—স্বর্ণ; **শিবিকাভিঃ**—পালকি দ্বারা; **অচ্যুতম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **সহ-আত্মজাঃ**—তাদের সন্ততি সহ; **পতিম্**—তাদের পতি; **অনু**—

অনুগমন করে; **সু-ব্রতাঃ**—তাঁর বিশ্বস্ত পত্নীরা; **যযুঃ**—গমন করলেন; **বর**—শ্রেষ্ঠ; **অম্বর**—যাদের বস্ত্র সম্ভার; **আভরণ**—অলঙ্কারগুলি; **বিলেপন**—সুগন্ধী তেল ও প্রলেপ; **স্রজঃ**—এবং মালা; **সু**—উত্তম; **সংবৃতাঃ**—পরিবৃত; **নৃভিঃ**—সৈন্যগণ দ্বারা; **অসি**—তরবারি; **চর্ম**—এবং ঢাল; **পাণিভিঃ**—যাদের হাতে।

অনুবাদ

ভগবান অচ্যুতের বিশ্বস্ত মহিষীরা তাঁদের সন্তানদের নিয়ে শক্তিমান বাহক বাহিত স্বর্ণ শিবিকায় শ্রীভগবানের অনুগমন করলেন। রাণীরা সুন্দর বস্ত্রাদি, অলঙ্কার, সুগন্ধী তেল ও ফুলের মালায় সুসজ্জিতা হয়েছিলেন এবং ঢাল-তরোয়ালধারী সৈন্যগণ তাঁদের পরিবেষ্টন করেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, *বাজি* শব্দটি বোঝায় যে, শ্রীভগবানের কয়েকজন রাণী ঘোড়ায় টানা গাড়ীতে করে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৬

নরোষ্ট্রগোমহিষখরাশ্বতর্যনঃ-
করেণুভিঃ পরিজনবারযোষিতঃ ।
স্বলঙ্কৃতাঃ কটকুটিকম্বলাম্বরা-
দ্যুপস্করা যযুরধিযুজ্য সর্বতঃ ॥ ১৬ ॥

নর—নরযান দ্বারা; **উষ্ট্র**—উষ্ট্র; **গো**—গো; **মহিষ**—মহিষ; **খর**—গর্দভ; **অশ্বতরী**—গাধাঘোড়া; **অনঃ**—শকট; **করেণুভি**—এবং হস্তিনী; **পরিজন**—গৃহস্থালীর; **বার**—এবং পরিচ্ছদাদি; **যোষিতঃ**—রমণীরা; **সু-অলঙ্কৃতাঃ**—সুসজ্জিতা; **কট**—তৃণনির্মিত; **কুটি**—কুটির; **কম্বল**—কম্বল; **অম্বর**—বস্ত্র; **আদি**—ইত্যাদি; **উপস্করাঃ**—উপকরণাদি; **যযুঃ**—তাঁরা গিয়েছিলেন; **অধিযুজ্য**—বোঝাই করে; **সর্বতঃ**—সকল দিকে।

অনুবাদ

সকল বিষয়ে সুন্দরভাবে সজ্জিতা রমণীরা—রাজকীয় গৃহস্থালীর পরিচারিকা এবং বারবনিতারাও সঙ্গে যাচ্ছিল। তারা পালকি, উট, গো, মহিষ, গর্দভ, গাধাঘোড়া, শকট ও হাতিতে আরোহণ করেছিলেন। তাঁদের যানগুলি সম্পূর্ণরূপে তাঁবু, কম্বল, বস্ত্র ও যাত্রার জন্য অন্যান্য সরঞ্জামে বোঝাই ছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, এখানে উল্লিখিত গৃহস্থালীর পরিচারিকা বলতে ধোপানী ও অন্যান্য সাহায্যকারীকে বোঝান হয়েছে।

শ্লোক ১৭

বলং বৃহদ্ধ্বজপটছত্রচামরৈর্
বরায়ুধাভরণকিরীটবর্মভিঃ ।
দিবাংশুভিস্তুমুলরবং বভৌ রবের্
যথার্ণবঃ ক্ষুভিততিমিঙ্গিলোর্মিভিঃ ॥ ১৭ ॥

বলম্—সৈন্যবাহিনী; **বৃহৎ**—বিশাল; **ধ্বজ**—পতাকার দণ্ড দ্বারা; **পট**—পতাকা; **ছত্র**—ছত্র; **চামরৈঃ**—এবং চামর; **বর**—শ্রেষ্ঠ; **আয়ুধ**—অস্ত্র দ্বারা; **আভরণ**—অলঙ্কার; **কিরীট**—শিরস্ত্রাণ; **বর্মভিঃ**—এবং বর্ম; **দিবা**—দিবসে; **অংশুভিঃ**—কিরণ দ্বারা; **তুমুল**—তুমুল; **রবম্**—রব; **বভৌ**—উজ্জ্বলরূপে শোভিত; **রবেঃ**—সূর্যের; **যথা**—যথা; **অর্ণবঃ**—এক সমুদ্র; **ক্ষুভিত**—ক্ষোভিত; **তিমিঙ্গিল**—তিমিঙ্গিল মাছ; **ঊর্মিভিঃ**—এবং তরঙ্গসমূহ।

অনুবাদ

শ্রীভগবানের সৈন্যবাহিনী রাজ-ছত্র, চামর ও প্রচুর উড্ডীয়মান পতাকাসহ পতাকা দণ্ডে সজ্জিত হল। সৈন্যদের ক্ষুরধায় অস্ত্র শস্ত্র, অলঙ্কার, শিরস্ত্রাণ ও বর্মে উজ্জ্বলরূপে সূর্য কিরণ প্রতিফলিত হচ্ছিল। এইভাবে তুমুল কোলাহলের মাঝে শ্রীকৃষ্ণের সৈন্যবাহিনীকে ক্ষুব্ধ তরঙ্গ ও তিমিঙ্গিল মৎস্যময় এক সমুদ্রের মতো মনে হচ্ছিল।

শ্লোক ১৮

অথো মুনির্যদুপতিনা সভাজিতঃ
প্রণম্য তং হৃদি বিদধদ্বিহায়সা ।
নিশম্য তদ্ব্যবসিতমাহৃতার্হণো
মুকুন্দসন্দর্শননির্বৃতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৮ ॥

অথ উ—এবং তখন; **মুনিঃ**—মুনি (নারদ); **যদু-পতিনা**—যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **সভাজিতঃ**—সম্মানিত; **প্রণম্য**—প্রণাম করে; **তম্**—তাঁকে; **হৃদি**—তাঁর হৃদয়ে; **বিদধৎ**—তাঁকে স্থাপন করে; **বিহায়সা**—আকাশের মধ্য দিয়ে; **নিশম্য**—শ্রবণ করার পর; **তৎ**—তাঁর; **ব্যবসিতম্**—দৃঢ় অভিপ্রায়; **আহৃত**—স্বীকার করে; **অর্হণঃ**—পূজা; **মুকুন্দ**—শ্রীকৃষ্ণের; **সন্দর্শন**—সন্দর্শনে; **নির্বৃত**—শান্ত; **ইন্দ্রিয়ঃ**—যার ইন্দ্রিয়াদি।

অনুবাদ

যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা সম্মানিত নারদ মুনি শ্রীভগবানকে প্রণাম নিবেদন করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শনে নারদের সকল ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়েছিল। এইভাবে,

শ্রীভগবানের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করে এবং তাঁর দ্বারা পূজিত হয়ে নারদ দৃঢ়ভাবে তাঁকে হৃদয়ে স্থাপন করে আকাশ মার্গে প্রস্থান করলেন।

শ্লোক ১৯

রাজদূতমুবাচেদং ভগবান্ প্রীণয়ন্ গিরা ।
মা ভৈষ্ট দূত ভদ্রং বো ঘাতয়িষ্যামি মাগধম্ ॥ ১৯ ॥

রাজ—রাজাদের; **দূতম্**—দূতকে; **উবাচ**—তিনি বললেন; **ইদম্**—এই; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **প্রীণয়ন্**—তাকে সন্তুষ্ট করে; **গিরা**—তাঁর বাক্য দ্বারা; **মা ভৈষ্ট**—ভয় কর না; **দূত**—হে দূত; **ভদ্রম্**—মঙ্গল হউক; **বঃ**—তোমাদের জন্য; **ঘাতয়িষ্যামি**—আমি নিধনের আয়োজন করব; **মাগধম্**—মগধের রাজার (জরাসন্ধ)।

অনুবাদ

রাজাদের পাঠানো দূতকে মধুর বচনে সম্বোধন করে শ্রীভগবান বললেন—"হে দূত, তোমার মঙ্গল হউক। আমি মগধরাজকে নিধনের আয়োজন করব। ভয় করো না।"

তাৎপর্য

মা ভৈষ্ট "ভয় করো না" উক্তিটি দূত এবং রাজন্যবর্গ উভয়ের উদ্দেশ্যেই বহু বচনে করা হয়েছে। তেমনই *ভদ্রম বঃ* "তোমাদের প্রতি আশীর্বাদ" কথাটির ভাবেও বহুবচনে একই উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

শ্লোক ২০

ইত্যুক্তঃ প্রস্থিতো দূতো যথাবদবদন্নৃপান্ ।
তেঽপি সন্দর্শনং শৌরেঃ প্রত্যৈক্ষন্ যন্মুমুক্ষবঃ ॥ ২০ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্তঃ**—সম্বোধিত হয়ে; **প্রস্থিতঃ**—প্রস্থান করল; **দূতঃ**—দূত; **যথা-বৎ**—যথাযথভাবে; **অবদৎ**—সে বলল; **নৃপান্**—রাজাদের; **তে**—তারা; **অপি**—এবং; **সন্দর্শনম্**—সন্দর্শন; **শৌরেঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **প্রত্যৈক্ষন্**—প্রতীক্ষা করতে লাগল; **যৎ**—কারণ; **মুমুক্ষবঃ**—মুক্তির জন্য আগ্রহী হয়ে।

অনুবাদ

এইভাবে সম্বোধিত হয়ে দূত প্রস্থান করল এবং শ্রীভগবানের বার্তা যথাযথভাবে রাজাদের কাছে বর্ণনা করল। মুক্তির জন্য আগ্রহী হয়ে তারা তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের সন্দর্শনের আশায় প্রতীক্ষা করতে থাকল।

তাৎপর্য

মহান বৈষ্ণব পণ্ডিত শ্রীল জীব গোস্বামী এখানে বলছেন যে, পরিস্থিতির চাপে রাজারা তাদের মনোযোগ কেবলমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর কেন্দ্রীভূত করতে শুরু করল।

শ্লোক ২১

আনর্তসৌবীরমরূংস্তীর্ত্বা বিনশনং হরিঃ ।
গিরীন্ নদীরতীয়ায় পুরগ্রামব্রজাকরান্ ॥ ২১ ॥

আনর্ত-সৌবীর-মরূন্—আনর্ত (দ্বারকা রাজ্য), সৌবীর (পূর্ব গুজরাট), এবং মরু অঞ্চল (রাজস্থানের); **তীর্ত্বা**—পার হয়ে; **বিনশনম্**—বিনশন, কুরুক্ষেত্রের জেলা; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **গিরীন্**—পর্বত; **নদীঃ**—নদী; **অতীয়ায়**—পার হয়ে; **পুর**—নগরী; **গ্রাম্**—গ্রাম; **ব্রজ**—ব্রজ; **আকরান্**—এবং খনিসমূহ।

অনুবাদ

আনর্ত, সৌবীর, মরুদেশ ও বিনশন রাজ্যের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করতে করতে ভগবান শ্রীহরি নদী, পর্বত, নগর, গ্রাম, ব্রজ ও খনিগুলি পেরিয়ে গেলেন।

শ্লোক ২২

ততো দৃষদ্বতীং তীর্ত্বা মুকুন্দোঽথ সরস্বতীম্ ।
পঞ্চালানথ মৎস্যাংশ্চ শক্রপ্রস্থমথাগমৎ ॥ ২২ ॥

ততঃ—অতঃপর; **দৃষদ্বতীম্**—দৃষদ্বতী নদী; **তীর্ত্বা**—পার হয়ে; **মুকুন্দঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **অথ**—তখন; **সরস্বতীম্**—সরস্বতী নদী; **পঞ্চালান্**—পঞ্চাল রাজ্য; **অথ**—তখন; **মৎস্যান্**—মৎস্য রাজ্য; **চ**—ও; **শক্র-প্রস্থম্**—ইন্দ্রপ্রস্থে; **অথ**—এবং; **আগমৎ**—তিনি আগমন করলেন।

অনুবাদ

দৃষদ্বতী ও সরস্বতী নদী দুটি পার হওয়ার পর, তিনি পঞ্চাল ও মৎস্যদেশ অতিক্রম করে অবশেষে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করলেন।

শ্লোক ২৩

তমুপাগতমাকর্ণ্য প্রীতো দুর্দর্শনং নৃণাম্ ।
অজাতশত্রুর্নিরগাৎ সোপধ্যায়ঃ সুহৃদ্বৃতঃ ॥ ২৩ ॥

তম্—তাঁর; **উপাগতম্**—উপস্থিতি; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **প্রীতঃ**—সন্তুষ্ট; **দূরদর্শনম্**—দুর্লভ দর্শন; **নৃণাম্**—মানুষের; **অজাত-শত্রুঃ**—রাজা যুধিষ্ঠির, যার শত্রু কখনও জন্ম গ্রহণ করেনি; **নিরগাৎ**—নির্গত হলেন; **স**—সহ; **উপধ্যায়ঃ**—তাঁর পুরোহিতেরা; **সুহৃদ্**—আত্মীয় স্বজন দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত।

অনুবাদ

মনুষ্য সমাজের দুর্লভ-দর্শন শ্রীভগবান এখন উপস্থিত হয়েছেন শুনে রাজা যুধিষ্ঠির আনন্দিত হলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য তাঁর পুরোহিত ও প্রিয় পার্ষদবর্গ নিয়ে রাজা নির্গত হলেন।

শ্লোক ২৪

গীতবাদিত্রঘোষেণ ব্রহ্মঘোষেণ ভূয়সা ।
অভ্যয়াৎ স হৃষীকেশং প্রাণাঃ প্রাণমিবাদৃতঃ ॥ ২৪ ॥

গীত—গীত; **বাদিত্র**—এবং বাদ্য সঙ্গীত; **ঘোষেণ**—ধ্বনি দ্বারা; **ব্রহ্ম**—বেদের; **ঘোষেণ**—ধ্বনি দ্বারা; **ভূয়সা**—প্রভূত; **অভ্যয়াৎ**—গমন করেছিলেন; **সঃ**—তিনি; **হৃষীকেশম্**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; **প্রাণাঃ**—ইন্দ্রিয়গুলি; **প্রাণম্**—চেতনা বা প্রাণবায়ু; **ইব**—মতো; **আদৃতঃ**—সশ্রদ্ধ।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয়গুলি যেমন প্রাণের সঙ্গে মিলনের জন্য আকুল হয়, তেমনই উচ্চৈঃস্বরে বৈদিক মন্ত্রধ্বনির সঙ্গে গীত ও বাদ্যসমূহ সহকারে অত্যন্ত ভক্তিযুক্ত চিত্তে ভগবান হৃষীকেশের সঙ্গে রাজা মিলিত হবার জন্য গমন করলেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এখানে হৃষীকেশ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির অধীশ্বর রূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং ভগবানের প্রতি রাজা যুধিষ্ঠিরের ধাবিত হওয়াকে প্রাণের সঙ্গে মিলিত হতে আগ্রহী ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। প্রাণ বিনা ইন্দ্রিয়সমূহ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে; প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়সমূহ চেতনার মাধ্যমে কার্য করে। তেমনি, যখন কোন জীব কৃষ্ণভাবনাময় চেতনাহীন বা ভগবৎ-প্রেম হীন হয়, তখন সে সংসার নামক এক অপ্রয়োজনীয় মায়াবী সংগ্রামে প্রবেশ করে। রাজা যুধিষ্ঠিরের মতো শুদ্ধ ভক্তগণ কখনই ভগবৎ-সঙ্গ বঞ্চিত হন না, কারণ তাঁরা সর্বদা তাঁদের হৃদয়ে তাঁকে লালন করেন, কিন্তু তবুও যখন দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদের পর তাঁরা শ্রীভগবানকে দর্শন করেন, তখন তারা বিশেষ আনন্দ অনুভব করেন, যেমন এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২৫

দৃষ্ট্বা বিক্লিন্নহৃদয়ঃ কৃষ্ণং স্নেহেন পাণ্ডবঃ ।
চিরাদ্দৃষ্টং প্রিয়তমং সস্বজেঽথ পুনঃ পুনঃ ॥ ২৫ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **বিক্লিন্ন**—বিগলিত হল; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **স্নেহেন**—স্নেহ দ্বারা; **পাণ্ডবঃ**—পাণ্ডু পুত্র; **চিরাৎ**—দীর্ঘ সময় পর; **দৃষ্টম্**—দর্শিত; **প্রিয়তমম্**—তাঁর অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু; **সস্বজে**—তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করলেন; **অথ**—ফলে; **পুনঃ পুনঃ**—বার বার।

অনুবাদ

যখন তিনি তার প্রিয়তম বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর দর্শন করলেন, তখন রাজা যুধিষ্ঠিরের হৃদয় স্নেহে বিগলিত হয়েছিল এবং তিনি শ্রীভগবানকে বারে বারে আলিঙ্গন করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৬

দোর্ভ্যাং পরিষ্বজ্য রমামলালয়ং
মুকুন্দগাত্রং নৃপতির্হতাশুভঃ ।
লেভে পরাং নির্বৃতিমশ্রুলোচনো
হৃষ্যত্তনুর্বিস্মৃতলোকবিভ্রমঃ ॥ ২৬ ॥

দোর্ভ্যাম্—তাঁর দুই বাহু দিয়ে; **পরিষ্বজ্য**—আলিঙ্গন করে; **রমা**—লক্ষ্মীদেবীর; **অমল**—অমল; **আলয়ম্**—আলয়; **মুকুন্দ**—শ্রীকৃষ্ণের; **গাত্রম্**—শরীর; **নৃপতিঃ**—রাজা; **হত**—বিনষ্ট করলেন; **অশুভঃ**—দুর্দৈব সকল; **লেভে**—লব্ধ; **পরাম্**—পরম; **নির্বৃতিম্**—আনন্দ; **অশ্রু**—অশ্রু; **লোচনঃ**—যাঁর দুচোখে; **হৃষ্যত**—পুলকিত; **তনুঃ**—যাঁর দেহ; **বিস্মৃত**—বিস্মৃত; **লোক**—লৌকিক; **বিভ্রমঃ**—ব্যবহার।

অনুবাদ

শ্রীভগবানের নিত্য রূপ লক্ষ্মীদেবীর নিত্য আলয়। যে মুহূর্তে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁকে আলিঙ্গন করলেন, তখনই তিনি সংসারের সকল কলুষ থেকে মুক্ত হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ চিন্ময় আনন্দ অনুভব করে সুখ সাগরে নিমজ্জিত হলেন। বিহ্বলতায় অশ্রুপুর্ণ নয়নে তাঁর দেহ কম্পিত হচ্ছিল। তিনি যে এই জড় জগতে বাস করছিলেন, তা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদের কৃষ্ণ গ্রন্থ থেকে উপরোক্ত অনুবাদটি গৃহীত হয়েছে।

শ্লোক ২৭

তং মাতুলেয়ং পরিরভ্য নির্বৃতো
ভীমঃ স্ময়ন্ প্রেমজলাকুলেন্দ্রিয়ঃ ।
যমৌ কিরীটী চ সুহৃত্তমং মুদা
প্রবৃদ্ধবাষ্পাঃ পরিরেভিরেঽচ্যুতম্ ॥ ২৭ ॥

তম্—তাঁকে; **মাতুলেয়ম্**—তাঁর মামার পুত্র; **পরিরভ্য**—আলিঙ্গন করে; **নির্বৃতঃ**—আনন্দে পূর্ণ হলেন; **ভীমঃ**—ভীমসেন; **স্ময়ন্**—হাসতে হাসতে; **প্রেম**—প্রেমভরে; **জল**—অশ্রু-জলে; **আকুল**—পূর্ণ; **ইন্দ্রিয়ঃ**—যার দুচোখ; **যমৌ**—যমজ (নকুল ও সহদেব); **কিরীটী**—অর্জুন; **চ**—এবং; **সুহৃৎ-তমম্**—তাদের প্রিয়তম বন্ধু; **মুদা**—আনন্দের সঙ্গে; **প্রবৃদ্ধ**—প্রভূত; **বাষ্পাঃ**—অশ্রু; **পরিরেভিরে**—তাঁরা আলিঙ্গন করলেন; **অচ্যুতম্**—ভগবান অচ্যুতকে।

অনুবাদ

অতঃপর অশ্রুপূর্ণ লোচনে আনন্দে হাসতে হাসতে ভীম তাঁর মামাতো ভাই শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন। অর্জুন এবং যমজ—নকুল ও সহদেবও প্রভূত ক্রন্দন করে আনন্দের সঙ্গে তাঁদের প্রিয়তম সখাকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

অর্জুনেন পরিষ্বক্তো যমাভ্যামভিবাদিতঃ ।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য বৃদ্ধেভ্যশ্চ যথার্হতঃ ।
মানিনো মানয়ামাস কুরুসৃঞ্জয়কৈকয়ান্ ॥ ২৮ ॥

অর্জুনেন—অর্জুনের দ্বারা; **পরিষ্বক্ত**—আলিঙ্গিত; **যমাভ্যাম্**—যমজগণ দ্বারা; **অভিবাদিতঃ**—প্রণাম নিবেদিত; **ব্রাহ্মণেভ্যঃ**—ব্রাহ্মণদের প্রতি; **নমস্কৃত্য**—নমস্কৃত; **বৃদ্ধেভ্যঃ**—বৃদ্ধদের প্রতি; **চ**—এবং; **যথা-অর্হতঃ**—শিষ্টাচার অনুযায়ী; **মানিনঃ**—সম্মানীয়গণকে; **মানয়াম্**—তিনি সম্মান প্রদান করলেন; **কুরু-সৃঞ্জয়-কৈকয়ান্**—কুরু, সৃঞ্জয় ও কেকয়গণকে।

অনুবাদ

অর্জুন তাঁকে আরও একবার আলিঙ্গন করবার পরে নকুল ও সহদেব তাঁকে তাদের প্রণাম নিবেদন করলেন, শ্রীকৃষ্ণও উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও বয়ঃজ্যেষ্ঠদের প্রণাম নিবেদন করে মাননীয় কুরু, সৃঞ্জয় ও কৈকয়বংশী সকলকে যথাযথ সম্মান নিবেদন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করছেন—যেহেতু সামাজিকভাবে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের সমান বিবেচনা কর হয়, তাই অর্জুন যখন তাঁকে প্রণাম করার জন্য অবনত হয়েছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দুহাত ধরে অর্জুনকে এমনভাবে বাধা দিয়েছিলেন যাতে তিনি কেবলমাত্র তাঁকে আলিঙ্গন করতে পারেন। কিন্তু যমজগণ তাঁর কনিষ্ঠ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণকে দুই পা জড়িয়ে ধরে প্রণাম নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

সূতমাগধগন্ধর্বা বন্দিনশ্চোপমন্ত্রিণঃ ।
মৃদঙ্গশঙ্খপটহবীণাপণবগোমুখৈঃ ।
ব্রাহ্মণাশ্চারবিন্দাক্ষং তুষ্টুবুর্ননৃতুর্জগুঃ ॥ ২৯ ॥

সূত—চারণগণ; **মাগধ**—ঘটনাপঞ্জীর বর্ণনাকারী; **গন্ধর্বাঃ**—তাঁদের গানের জন্য বিখ্যাত দেবতারা; **বন্দিনঃ**—স্তুতিকার; **চ**—এবং; **উপমন্ত্রিণঃ**—বিদূষক; **মৃদঙ্গ**—মৃদঙ্গ; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **পটহ**—দুন্দুভি; **বীণা**—বীণা; **পণব**—ছোট ঢোল বিশেষ; **গোমুখৈঃ**—এবং গোমুখ শিঙ্গা; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রাহ্মণেরা; **চ**—এবং; **অরবিন্দ-অক্ষম্**—কমলনয়ন শ্রীভগবান; **তুষ্টুবুঃ**—স্তুতিপাঠ; **ননৃতুঃ**—নৃত্য; **জগুঃ**—গান করেছিল।

অনুবাদ

সূত, মাগধ, গন্ধর্ব, বন্দি, বিদূষক ও ব্রাহ্মণগণ সকলে কমলনয়ন শ্রীভগবানের মহিমা কীর্তন করলেন—মৃদঙ্গ, শঙ্খ, দুন্দুভি, বীণা, পণব ও গোমুখ প্রতিধ্বনিত হল—কেউ প্রার্থনা আবৃত্তি করেছিলেন, কেউ নৃত্য ও গীত করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

এবং সুহৃদ্ভিঃ পর্যস্তঃ পুণ্যশ্লোকশিখামণিঃ ।
সংস্তূয়মানো ভগবান্ বিবেশালঙ্কৃতং পুরম্ ॥ ৩০ ॥

এবম্—এইভাবে; **সু-হৃদ্ভিঃ**—তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়বর্গ দ্বারা; **পর্যস্তঃ**—পরিবেষ্টিত; **পুণ্য-শ্লোক**—পুণ্য-শ্লোকগণের; **শিখা-মণিঃ**—শিরোমণি; **সংস্তূয়মানঃ**—মহিমা বন্দিত হয়ে; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **বিবেশ**—প্রবেশ করলেন; **অলঙ্কৃতম্**—সুশোভিত; **পুরম্**—নগরী।

অনুবাদ

এইভাবে তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়বর্গে পরিবেষ্টিত হয়ে এবং সর্বদিক হতে স্তুত হয়ে পুণ্যশ্লোক শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুশোভিত নগরীতে প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন নগরীতে প্রবেশ করছিলেন, তখন সমস্ত জনগণ তাদের নিজেদের মধ্যে তাঁর দিব্য নাম, গুণ, রূপ ইত্যাদির স্তুতি করে শ্রীভগবানের মহিমা সম্বন্ধে বর্ণনা করছিলেন।

শ্লোক ৩১-৩২

সংসিক্তবর্ত্ম করিণাং মদগন্ধতোয়ৈশ্
চিত্রধ্বজৈঃ কনকতোরণপূর্ণকুম্ভৈঃ ।
মৃষ্টাত্মভির্নবদুকূলবিভূষণস্রগ্-
গন্ধৈর্নৃভির্যুবতিভিশ্চ বিরাজমানম্ ॥ ৩১ ॥
উদ্দীপ্তদীপবলিভিঃ প্রতিসদ্ম জাল-
নির্যাতধূপরুচিরং বিলসৎপতাকম্ ।
মূর্ধন্যহেমকলশৈ রজতোরুশৃঙ্গৈর্
জুষ্টং দদর্শ ভবনৈঃ কুরুরাজধাম ॥ ৩২ ॥

সংসক্তি—জল দ্বারা সিক্ত; **বর্ত্ম**—রাস্তাগুলি; **করিণাম্**—হাতিদের; মদ—তাদের কপাল হতে নিঃসৃত তরলের; **গন্ধ**—গন্ধ; **তোয়ৈঃ**—জল দ্বারা; **চিত্র**—বর্ণময়; **ধ্বজৈঃ**—পতাকা দ্বারা; **কনক**—সুবর্ণ; **তোরণ**—তোরণ দ্বারা; **পূর্ণ-কুম্ভৈঃ**—এবং জলপূর্ণ কলস; **মৃষ্ট**—শোভিত; **আত্মভিঃ**—যাদের দেহগুলি; **নব**—নবীন; **দুকূল**—সুন্দর বস্ত্র দ্বারা; **বিভূষণ**—অলঙ্কার; **স্রগ্**—পুষ্পমাল্য; **গন্ধৈঃ**—এবং সুগন্ধি চন্দন; **নৃভিঃ**—মনুষ্য দ্বারা; **যুবতিভিঃ**—যুবতী দ্বারা; **চ**—ও; **বিরাজমানম্**—বিরাজমান; **উদ্দীপ্ত**—প্রজ্বলিত; **দীপ**—প্রদীপ দ্বারা; **বলিভিঃ**—এবং পূজার উপকরণ; **প্রতি**—প্রতিটি; **সদ্ম**—গৃহ; **জাল**—গবাক্ষের ছিদ্র দ্বারা; **নির্যাত**—নির্গত; **ধূপ**—ধূপের; **রুচিরম্**—আকর্ষণীয়; **বিলশৎ**—ইতস্ততঃ; **পতাকম্**—পতাকা দ্বারা; **মূর্ধন্য**—ছাদে; **হেম**—স্বর্ণ; **কলশৈঃ**—কুম্ভ দ্বারা; **রজত**—রূপার; **উরু**—বৃহৎ; **শৃঙ্গৈঃ**—স্থান যুক্ত; **জুষ্টম্**—শোভিত; **দদর্শ**—তিনি দর্শন করলেন; **ভবনৈঃ**—গৃহসমূহ যুক্ত; **কুরু-রাজ**—কুরু-রাজার; **ধাম**—রাজ্য।

অনুবাদ

ইন্দ্রপ্রস্থের পথগুলি হাতিদের সুগন্ধি মদজল-বর্ষণে সিক্ত হয়েছিল এবং রঙীন পতাকা, সুবর্ণ তোরণ ও জলপূর্ণ কলসগুলি দিয়ে নগরীর শোভা বৃদ্ধি হয়েছিল। পুরুষ ও যুবতী রমণীরা উত্তম নবীন বস্ত্রে, পুষ্প মাল্যে ও অলঙ্কারে বিভূষিত

হয়ে ও সুগন্ধি চন্দন দ্বারা অনুলেপিত হয়ে সুন্দরভাবে সজ্জিত হয়েছিল। প্রতিটি গৃহ প্রজ্বলিত দীপ ও পূজার উপকরণাদি প্রদর্শন করছিল এবং গবাক্ষ পথ দিয়ে ধূপের গন্ধ নির্গত হয়ে নগরীকে আরও মনোরম করে তুলেছিল। ছাদগুলি ইতস্তত পতাকা ও বৃহৎ রৌপ্য পরিসরের মধ্যে স্বর্ণকুম্ভ দ্বারা সাজানো হয়েছিল। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ কুরু রাজার রাজকীয় নগরী দর্শন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল প্রভুপাদ সংযোগ করেছেন যে,—"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে পাণ্ডবগণের নগরীতে প্রবেশ করলেন, মনোরম পরিবেশ উপভোগ করে তিনি ধীর গতিতে সামনে অগ্রসর হলেন।"

শ্লোক ৩৩

প্রাপ্তং নিশম্য নরলোচনপানপাত্রম্
উৎসুক্যবিশ্লথিতকেশদুকূলবন্ধাঃ ।
সদ্যো বিসৃজ্য গৃহকর্ম পতীংশ্চ তল্পে
দ্রষ্টুং যযুর্যুবতয়ঃ স্ম নরেন্দ্রমার্গে ॥ ৩৩ ॥

প্রাপ্তম্—উপস্থিত হয়েছেন; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **নর**—মানুষের; **লোচন**—নেত্রের; **পান**—পানের; **পাত্রম্**—বিষয় বা আধার; **ঔৎসুক্য**—তাদের আগ্রহবশত; **বিশ্লথিত**—স্খলিত; **কেশ**—তাদের কেশ; **দুকূল**—তাদের বসনের; **বন্ধাঃ**—এবং বন্ধনসমূহ; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **গৃহ**—গৃহের; **কর্ম**—তাদের কার্য; **পতিন্**—তাঁদের পতিদের; **চ**—এবং; **তল্পে**—শয্যায়; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করার জন্য; **যযুঃ**—গমন করলেন; **যুবতয়ঃ**—যুবতীগণ; **স্ম**—প্রকৃতপক্ষে; **নর-ইন্দ্র**—রাজার; **মার্গে**—পথে।

অনুবাদ

যখন নগরীর যুবতী রমণীরা শুনলেন যে, মানব নয়নের সুখের আধার স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন। তখন তাঁরা সত্বর তাঁকে দর্শনের জন্য রাজপথে গেলেন। তারা তাদের গৃহস্থালী সকল কর্তব্য এবং শয্যায় তাদের পতিদেরও ছেড়ে চলে এসেছিল এবং তাদের আগ্রহবশে তাদের চুল ও বস্ত্রের বাঁধন শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

শ্লোক ৩৪

তস্মিন্ সুসঙ্কুল ইভাশ্বরথদ্বিপত্তিঃ
কৃষ্ণং সভার্যমুপলভ্য গৃহাধিরূঢ়াঃ ।

নার্যো বিকীর্য কুসুমৈর্মনসোপগুহ্য
সুস্বাগতং বিদধুরুৎস্ময়বীক্ষিতেন ॥ ৩৪ ॥

তস্মিন্—সেই (পথ); **সু**—অত্যন্ত; **সঙ্কুলে**—ভীড়ে পূর্ণ; **ইভ**—হাতির দ্বারা; **অশ্ব**—অশ্ব; **রথ**—রথ; **দ্বি-পদ্ভিঃ**—এবং পদাতিক সৈন্য; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **স-ভার্যম্**—তাঁর পত্নীদের নিয়ে; **উপলভ্য**—দর্শন করে; **গৃহ**—গৃহের; **অধিরূঢ়াঃ**—ছাদে আরোহণ করে; **নার্যঃ**—রমণীরা; **বিকীর্য**—ছড়িয়ে; **কুসুমৈঃ**—ফুল; **মনসা**—তাদের মনে; **উপগুহ্য**—তাঁকে আলিঙ্গন করে; **সু-স্বাগতম্**—আন্তরিক স্বাগত; **বিদধুঃ**—তারা তাকে প্রদান করেছিল; **উৎস্ময়**—উদার হাসিতে; **বীক্ষিতেন**—তাদের দৃষ্টিপাতে।

অনুবাদ

হাতি, ঘোড়া, রথ ও পদাতিক সৈন্যে রাজপথে খুব ভিড় হয়েছিল, মহিলারা তাদের বাড়ির ছাদে উঠেছিলেন এবং সেখান থেকে তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পত্নীদের দেখছিলেন। পুর-রমণীরা শ্রীভগবানের উপর ফুল ছড়িয়ে মনে মনে তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন ও উদার হাস্যযুক্ত নয়নে তাদের আন্তরিক স্বাগত সম্ভাষণ প্রকাশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলছেন যে, রমণীরা তাঁদের প্রীতিপূর্ণ নয়নের মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, শ্রীভগবানের যাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদির প্রতি তাঁদের বিশেষ আগ্রহ ভরে নানা প্রশ্ন করছিলেন। অন্য ভাবে বলতে গেলে, তাঁদের ভাবাবেগে তাঁরা শ্রীভগবানের সেবার জন্য গভীরভাবে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

উচুঃ স্ত্রিয়ঃ পথি নিরীক্ষ্য মুকুন্দপত্নীস্
তারা যথোড়ুপসহাঃ কিমকার্যমূভিঃ ।
যচ্চক্ষুষাং পুরুষমৌলিরুদারহাস-
লীলাবলোককলয়োৎসবমাতনোতি ॥ ৩৫ ॥

উচুঃ—বললেন; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণীরা; **পথি**—পথে; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **মুকুন্দ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **পত্নীঃ**—পত্নীগণ; **তারাঃ**—তারকাগণ; **যথা**—তুল্য; **উড়ুপ**—চন্দ্র; **সহাঃ**—সহচরী; **কিম্**—কি; **অকারি**—করেছিলেন; **অমূভিঃ**—তাদের দ্বারা; **যৎ**—যেহেতু; **চক্ষুষাম্**—তাদের নয়নের; **পুরুষ**—পুরুষ; **মৌলিঃ**—শিরোমণি; **উদার**—বিস্তৃত; **হাস**—হাস্যযুক্ত; **লীলা**—লীলাময়; **অবলোক**—তার দৃষ্টিপাতের; **কালয়া**—লেশমাত্র; **উৎসবম্**—উৎসব; **আতনোতি**—তিনি প্রদান করেন।

অনুবাদ

ভগবান মুকুন্দের সাথে ঠিক চন্দ্রের সহচরী তারকাদের মতো তাঁর পত্নীদের গমন পথিমধ্যে দর্শন করে রমণীরা বিস্মিতভাবে বললেন, "এই নারীদের কোন্ কর্মের ফলে এই পুরুষশ্রেষ্ঠ তাঁর লীলাময় কটাক্ষ দৃষ্টিপাত ও উদার হাস্যের আনন্দ তাঁদের নয়নে প্রদান করছেন?"

শ্লোক ৩৬

তত্র তত্রোপসঙ্গম্য পৌরা মঙ্গলপাণয়ঃ ।
চক্রুঃ সপর্যাং কৃষ্ণায় শ্রেণীমুখ্যা হতৈনসঃ ॥ ৩৬ ॥

তত্র তত্র—সেই সেই স্থানে; **উপসঙ্গম্য**—নিকটে গিয়ে; **পৌরাঃ**—নগরীর অধিবাসীরা; **মঙ্গল**—মঙ্গল অর্ঘ; **পাণয়ঃ**—তাদের হাতে; **চক্রুঃ**—সম্পাদন করেছিল; **সপর্যাম্**—পূজা; **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণের জন্য; **শ্রেণী**—শিল্পী সম্প্রদায়ের; **মুখ্যাঃ**—প্রধানগণ; **হত**—বিনষ্ট; **এনসঃ**—যার পাপ।

অনুবাদ

বিভিন্ন স্থানে নগরবাসীরা মাঙ্গলিক অর্ঘ্য ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণের কাছে এগিয়ে এসেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে নিষ্পাপ শিল্পী সম্প্রদায়ের প্রধানগণ শ্রীভগবানের পূজা নিবেদনে এগিয়ে এসেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "এইভাবে রাজপথ দিয়ে যাওয়ার সময় নিষ্পাপ, সম্মানীয়, ধনাঢ্য পুরবাসীরা কেউ কেউ নগরীতে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার উদ্দেশ্যে মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি উপহার নিবেদন করে দীনভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা ও পূজা করেছিলেন।"

শ্লোক ৩৭

অন্তঃপুরজনৈঃ প্রীত্যা মুকুন্দঃ ফুল্ললোচনৈঃ ।
সসম্ভ্রমৈরভ্যুপেতঃ প্রাবিশদ্ রাজমন্দিরম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্তঃপুর—অন্দর মহলের; **জনৈঃ**—মানুষজনের সঙ্গে; **প্রীত্যা**—প্রীতিপূর্ণভাবে; **মুকুন্দঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ফুল্ল**—প্রফুল্ল; **লোচনৈঃ**—নয়ন; **স-সম্ভ্রমৈঃ**—সসম্ভ্রমে; **অভ্যুপেতঃ**—মিলিত হয়ে; **প্রবিশৎ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **রাজ**—রাজকীয়; **মন্দিরম্**—প্রাসাদ।

অনুবাদ

বিস্ফারিত নেত্রে রাজ অন্তঃপুরের সদস্যগণ ভগবান মুকুন্দকে প্রীতিপূর্ণভাবে অভিনন্দিত করার জন্য সসম্ভ্রমে এগিয়ে এলেন আর এইভাবে ভগবান রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ৩৮

পৃথা বিলোক্য ভ্রাত্রেয়ং কৃষ্ণং ত্রিভুবনেশ্বরম্ ।
প্রীতাত্মোত্থায় পর্যঙ্কাৎ সস্নুষা পরিষস্বজে ॥ ৩৮ ॥

পৃথা—রাণী কুন্তী; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **ভ্রাত্রেয়ম্**—তাঁর ভ্রাতার পুত্রকে; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **ত্রি-ভুবন**—তিন ভুবনের; **ঈশ্বরম্**—ঈশ্বর; **প্রীত**—প্রেমে পূর্ণ; **আত্মা**—যাঁর হৃদয়; **উত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **পর্যঙ্কাৎ**—তাঁর পর্যঙ্ক হতে; **স-স্নুষা**—তাঁর পুত্রবধূর (দ্রৌপদী) সঙ্গে একত্রে; **পরিষস্বজে**—আলিঙ্গন করলেন।

অনুবাদ

রাণী পৃথা যখন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, ত্রিভুবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করলেন, তখন তাঁর হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হয়ে উঠল। তাঁর পালঙ্ক থেকে উত্থিত হয়ে তাঁর পুত্রবধূর সঙ্গে একত্রে, তিনি শ্রীভগবানকে আলিঙ্গন করলেন।

তাৎপর্য

বিখ্যাত দ্রৌপদী হচ্ছেন রাণী কুন্তীর পুত্রবধূ।

শ্লোক ৩৯

গোবিন্দং গৃহমানীয় দেবদেবেশমাদৃতঃ ।
পূজায়াং নাবিদৎ কৃত্যং প্রমোদোপহতো নৃপঃ ॥ ৩৯ ॥

গোবিন্দম্—শ্রীকৃষ্ণ; **গৃহম্**—তাঁর নিবাসে; **আনীয়**—নিয়ে এসে; **দেব**—সমস্ত ভগবানের; **দেব-ঈশম্**—পরমেশ্বর ভগবান এবং নিয়ন্তা; **আদৃতঃ**—ভক্তিপূর্ণভাবে; **পূজায়াম্**—পূজার; **ন অবিদৎ**—জানতেন না; **কৃত্যম্**—করণীয়; **প্রমোদ**—তাঁর পরম আনন্দ দ্বারা; **উপহতঃ**—অভিভূত; **নৃপঃ**—রাজা।

অনুবাদ

রাজা যুধিষ্ঠির শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দকে তাঁর নিজ আবাসে নিয়ে এসেছিলেন। রাজা আনন্দে এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে, তিনি পূজার সকল আচার মনে করতে পারছিলেন না।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "শ্রীকৃষ্ণকে রাজপ্রাসাদে এনে মহারাজ যুধিষ্ঠির আনন্দের আতিশয্যে এতই হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন যে, সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অভ্যর্থনা ও তাঁর যথাযথ পূজার জন্য যা কিছু করা কর্তব্য, তিনি তা ভুলে গিয়েছিলেন।"

শ্লোক ৪০

পিতৃষ্বসুর্গুরুস্ত্রীণাং কৃষ্ণশ্চক্রেঽভিবাদনম্ ।
স্বয়ং চ কৃষ্ণয়া রাজন্ ভগিন্যা চাভিবন্দিতঃ ॥ ৪০ ॥

পিতৃ—তাঁর পিতার; **স্বসুঃ**—ভগিনীর (কুন্তী); **গুরু**—তাঁর গুরুজনগণের; **স্ত্রীণাম্**—এবং পত্নীগণের; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **চক্রে**—করলেন; **অভিবাদনম্**—প্রণাম নিবেদন; **স্বয়ম্**—নিজে; **চ**—এবং; **কৃষ্ণয়া**—কৃষ্ণা (দ্রৌপদী) দ্বারা; **রাজন্**—হে রাজা (পরীক্ষিৎ); **ভগিন্যা**—তাঁর ভগিনী (সুভদ্রা) দ্বারা; **চ**—ও; **অভিবন্দিতঃ**—প্রণাম করলেন।

অনুবাদ

হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিসি ও তাঁর জ্যেষ্ঠগণের পত্নীদের প্রণাম নিবেদন করলেন এবং তারপর দ্রৌপদী ও শ্রীভগবানের ভগ্নী তাঁকে প্রণাম করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "শ্রীকৃষ্ণ সানন্দে কুন্তীদেবী ও প্রাসাদের অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালেন। শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠা ভগিনী সুভদ্রাও দ্রৌপদীর সঙ্গে সেখানে এসে দাঁড়ালেন; তাঁরা দুজনেই শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করলেন।"

শ্লোক ৪১-৪২

শ্বশ্র্বা সঞ্চোদিতা কৃষ্ণা কৃষ্ণপত্নীশ্চ সর্বশঃ ।
আনর্চ রুক্মিণীং সত্যাং ভদ্রাং জাম্ববতীং তথা ॥ ৪১ ॥
কালিন্দীং মিত্রবিন্দাং চ শৈব্যাং নাগ্নজিতীং সতীম্ ।
অন্যাশ্চাভ্যাগতা যাস্তু বাসঃস্রঙ্মণ্ডনাদিভিঃ ॥ ৪২ ॥

শ্বশ্র্বা—তাঁর শাশুড়ী (কুন্তী); **সঞ্চোদিতা**—প্ররোচিত করলেন; **কৃষ্ণা**—দ্রৌপদী; **কৃষ্ণ-পত্নীঃ**—শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণ; **চ**—এবং; **সর্বশঃ**—তাঁদের সকলকে; **আনর্চ**—তিনি অর্চনা করলেন; **রুক্মিণীম্**—রুক্মিণী; **সত্যাম্**—সত্যভামা; **ভদ্রাম্ জাম্ববতীম্**—ভদ্রা ও জাম্ববতী; **তথা**—তথা; **কালিন্দীম্ মিত্রবিন্দাম্ চ**—কালিন্দী ও মিত্রবিন্দা;

শৈব্যাম্—রাজা শিবির বংশধর; **নাগ্নজিতীম্**—নাগ্নজিতী; **সতীম্**—সতী; **অন্যাঃ**—অন্যান্য; **চ**—এবং; **অভ্যাগতাঃ**—যাঁরা সেখানে এসেছিলেন; **যাঃ**—যে; **তু**—এবং; **বাসঃ**—বস্ত্র দিয়ে; **স্রক্**—পুষ্প মাল্য; **মণ্ডন**—রত্নালঙ্কার; **আদিভিঃ**—প্রভৃতি।

অনুবাদ

দ্রৌপদী তাঁর শাশুড়ী কুন্তীদেবীর পরামর্শে রুক্মিণী, সত্যভামা, ভদ্রা, জাম্ববতী, কালিন্দী, শিবির বংশধর মিত্রবিন্দা, সতী নাগ্নজিতী সহ উপস্থিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সকল পত্নীদের অর্চনা করলেন। তিনি তাঁদের সকলকে বস্ত্র, পুষ্পমাল্য ও রত্নালঙ্কার উপহার প্রদান করলেন।

শ্লোক ৪৩

সুখং নিবাসয়ামাস ধর্মরাজো জনার্দনম্ ।
সসৈন্যং সানুগামত্যং সভার্যং চ নবং নবম্ ॥ ৪৩ ॥

সুখম্—সুখে; **নিবাসয়াম্ আস**—বাস করিয়েছিলেন; **ধর্ম-রাজঃ**—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির; **জনার্দনম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **স-সৈন্যম্**—তাঁর সৈন্যগণ সহ; **স-অনুগ**—তাঁর সেবকগণ সহ; **অমত্যম্**—এবং মন্ত্রীগণ; **স-ভার্যম্**—তাঁর মহিষীগণ সহ; **চ**—এবং; **নবম্ নবম্**—নব নব।

অনুবাদ

রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রামের আয়োজন করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে যাঁরা এসেছেন প্রধানত তাঁর রাণীরা, সৈন্যরা, মন্ত্রীবর্গ ও সচিববর্গ যাতে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করেন, তার তত্ত্বাবধান করছিলেন। পাণ্ডবদের অতিথিরূপে বাস করার সময়ে তাঁরা যাতে প্রতিদিন অভ্যর্থনার নব নব বৈশিষ্ট্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি তার আয়োজন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের *কৃষ্ণ* গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৪৪-৪৫

তর্পয়িত্বা খাণ্ডবেন বহ্নিং ফাল্গুনসংযুতঃ ।
মোচয়িত্বা ময়ং যেন রাজ্ঞে দিব্যা সভা কৃতা ॥ ৪৪ ॥
উবাস কতিচিন্মাসান্ রাজ্ঞঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ।
বিহরন্ রথমারুহ্য ফাল্গুনেন ভটৈর্বৃতঃ ॥ ৪৫ ॥

তর্পয়িত্বা—সন্তোষ উৎপাদন করে; **খাণ্ডবেন**—খাণ্ডববন দ্বারা; **বহ্নিম্**—অগ্নি দেবতা; **ফাল্গুন**—অর্জুনের দ্বারা; **সংযুতঃ**—যুক্ত হয়ে; **মোচয়িত্বা**—রক্ষা করে; **ময়ম্**—ময় দানব; **যেন**—যার দ্বারা; **রাজ্ঞে**—রাজার (যুধিষ্ঠির) জন্য; **দিব্যা**—দিব্য; **সভা**—সভাগৃহ; **কৃতা**—প্রস্তুত করেছিলেন; **উবাস**—তিনি বাস করেছিলেন; **কতিচিৎ**—কয়েক; **মাসান্**—মাস; **রাজ্ঞঃ**—রাজার; **প্রিয়**—আনন্দ; **চিকীর্ষয়া**—প্রদানের আকাঙ্ক্ষা সহ; **বিহরন্**—বিহার করে; **রথম্**—তাঁর রথ; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **ফাল্গুনেন**—অর্জুন সহ; **ভটৈঃ**—রক্ষী দ্বারা; **বৃত**—পরিবেষ্টিত।

অনুবাদ

রাজা যুধিষ্ঠিরকে সন্তুষ্ট করার ইচ্ছায় ভগবান ইন্দ্রপ্রস্থে কয়েকমাস বাস করলেন। সেখানে অবস্থান কালে তিনি অর্জুনের সাহায্যে খাণ্ডব বন নিবেদনের মাধ্যমে অগ্নিদেবকে সন্তুষ্ট করলেন এবং ময়দানবকে রক্ষা করলেন, যে অতঃপর রাজা যুধিষ্ঠিরকে এক দিব্য সভাগৃহ প্রস্তুত করে দিয়েছিল। এই সুযোগে অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান তাঁর রথে আরোহণ করে, এক দল সেনা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর *কৃষ্ণ* গ্রন্থে লিখেছেন, "এই সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সহায়তায় অগ্নিদেবকে পরিতৃপ্ত করবার উদ্দেশ্যে অগ্নিকে খাণ্ডব বন গ্রাসের অনুমোদন দিলেন। দাবানলের সময়, অরণ্যে লুকিয়ে থাকা ময়দানবকে শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করেছিলেন। জীবন রক্ষা পাওয়ায়, ময়দানব পাণ্ডবগণ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করলেন এবং হস্তিনাপুর নগরীর মধ্যে এক অপূর্ব সভাগৃহ তিনি নির্মাণ করে দিলেন। এইভাবে, শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে সন্তুষ্ট করার জন্য হস্তিনাপুর নগরীতে কয়েকমাস অবস্থান করেছিলেন। তাঁর অবস্থানের সময়ে এখানে সেখানে ভ্রমণ করে তিনি আনন্দ উপভোগ করতেন। তিনি অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে রথ চালনা করতেন এবং অসংখ্য যোদ্ধা ও সৈনিকরাও তাঁদের অনুসরণ করত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীভগবানের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন' নামক একসপ্ততিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

জরাসন্ধ বধ

কিভাবে রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনা শুনে শ্রীকৃষ্ণ ভীমসেনকে দিয়ে জরাসন্ধের পরাজয়ের আয়োজন করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

একদিন রাজসভায় শ্রীকৃষ্ণ উপবেশন করে থাকায় সময়ে তাঁর উদ্দেশ্যে রাজা যুধিষ্ঠির বললেন, "হে প্রভু, আমি রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করতে চাই। এই যজ্ঞের মাধ্যমে আপনার প্রতি ভক্তিপূর্ণ সেবায় অনাগ্রহী মানুষ প্রত্যক্ষভাবে আপনার ভক্তবৃন্দের শ্রেষ্ঠতা ও অভক্তদের নিকৃষ্টতা লক্ষ্য করতে পারবে। তারা আপনার চরণকমলেরও দর্শন লাভ করতে পারবে।"

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাবের প্রশংসা করে বললেন—"আপনার পরিকল্পনা এতই উত্তম যে, তা সমগ্র জগৎ জুড়ে আপনার যশ বিস্তার করবে। প্রকৃতপক্ষে, সকল জীবেরই এই যজ্ঞ সম্পাদন হওয়ার কামনা করা উচিত। যাই হোক, এই যজ্ঞকে সম্ভব করে তোলার জন্য প্রথমেই আপনাকে পৃথিবীর সকল রাজাকে পরাজিত করে সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ সামগ্রী সংগ্রহ করতে হবে।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথায় সন্তুষ্ট হয়ে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের দিগ্বিজয়ের জন্য বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করলেন। তাঁদের নিজ নিজ দিকে সকল রাজাদের প্রভুভক্তি জয় করার পর তাঁরা যুধিষ্ঠিরের কাছে সংগৃহীত প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে এলেন। কিন্তু, তাঁরা জানালেন, জরাসন্ধকে পরাজিত করা যায়নি। রাজা যুধিষ্ঠির যখন চিন্তা করছিলেন কিভাবে তিনি জরাসন্ধকে দমন করবেন, সেই সময়ে উদ্ধবের পূর্ববর্তী উপদেশ অনুসরণ করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কাছে জরাসন্ধের পরাজয়ের উপায় ব্যক্ত করলেন।

অতঃপর ভীম, অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ নিজেরা ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করে, ব্রাহ্মণ শ্রেণীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত জরাসন্ধের প্রাসাদে গেলেন। রাজা জরাসন্ধের কাছে তাঁরা নিজেদের ব্রাহ্মণরূপে পরিচয় প্রদান করলেন এবং তার আতিথেয়তার খ্যাতির প্রশংসার দ্বারা তোষামোদ করে তাঁদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রার্থনা করলেন। তাঁদের অঙ্গে জ্যা চিহ্ন দর্শন করে জরাসন্ধ সিদ্ধান্তে এল যে, তাঁরা ব্রাহ্মণ নয়—ক্ষত্রিয়, তবুও ভীত হয়ে সে তাঁদের যে কোন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার সংকল্প করেছিল। সেই মুহূর্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ছদ্মবেশ খুলে ফেলে জরাসন্ধকে তাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালেন। কিন্তু যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ একবার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছিলেন, তাই তাঁকে কাপুরুষ বিবেচনা করে জরাসন্ধ তাঁকে

প্রত্যাখ্যান করল। জরাসন্ধ অর্জুনের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে অস্বীকার করল এই বিবেচনায় যে, তিনি বয়স ও উচ্চতায় হীন ছিলেন। কিন্তু ভীমকে সে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচনা করল। তাই জরাসন্ধ ভীমকে একটি গদা প্রদান করে আরেকটি নিজের জন্য গ্রহণ করল এবং তাঁরা সকলে যুদ্ধ শুরু করার জন্য নগরীর বাইরে গেলেন।

কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর সুস্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, উভয় প্রতিপক্ষই বিজয় লাভের জন্য পরস্পরের সমকক্ষ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন একটি ছোট গাছের শাখা অর্ধেক করে চিরে জরাসন্ধকে বধ করার উপায় ভীমকে ইঙ্গিত করলেন। ভীম জরাসন্ধকে ভূপাতিত করে তার একটি পাকে পা দিয়ে চেপে অন্য পাটিকে দুই হাত দিয়ে ধরে তার জননেন্দ্রিয়ের স্থান থেকে শুরু করে মাথা পর্যন্ত তাকে চিরতে শুরু করলেন।

এইভাবে জরাসন্ধকে মৃত হতে দেখে তার আত্মীয় স্বজন ও প্রজারা শোকার্ত হয়ে ক্রন্দন করতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণ তখন জরাসন্ধের পুত্রকে মগধের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে জরাসন্ধ কর্তৃক বন্দী রাজাদের মুক্ত করে দিলেন।

শ্লোক ১-২

শ্রীশুক উবাচ

একদা তু সভামধ্য আস্থিতো মুনিভির্বৃতঃ ।
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈর্ভ্রাতৃভিশ্চ যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১ ॥
আচার্যৈঃ কুলবৃদ্ধৈশ্চ জ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ ।
শৃন্বতামেব চৈতেষামাভাষ্যেদমুবাচ হ ॥ ২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **একদা**—একবার; **তু**—এবং; **সভা**—রাজসভার; **মধ্যে**—মধ্যে; **আস্থিতঃ**—উপবিষ্ট; **মুনিভিঃ**—ঋষিগণ দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **ব্রাহ্মণৈ ক্ষত্রিয়ৈঃ বৈশ্যৈঃ**—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ দ্বারা; **ভ্রাতৃভিঃ**—তাঁর ভ্রাতাদের দ্বারা; **চ**—এবং; **যুধিষ্ঠিরঃ**—রাজা যুধিষ্ঠির; **আচার্যৈঃ**—তাঁর গুরুদেব দ্বারা; **কুল**—পরিবারের; **বৃদ্ধৈঃ**—বয়স্কগণ দ্বারা; **চ**—ও; **জ্ঞাতি**—রক্তের সম্পর্কে আত্মীয়স্বজন দ্বারা; **সম্বন্ধি**—কুটুম্ব; **বান্ধবৈঃ**—এবং বন্ধুগণ; **শৃন্বতাম্**—তাঁরা যেমন শ্রবণ করলেন; **এব**—বস্তুত; **চ**—এবং; **এতেষাম্**—তাঁদের সকলে; **আভাষ্য**—সম্বোধন করে (শ্রীকৃষ্ণ); **ইদম্**—এই; **উবাচ হ**—তিনি বললেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—একদিন রাজা যুধিষ্ঠির যখন বিশিষ্ট ঋষিবর্গ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ দ্বারা এবং তাঁর ভ্রাতৃবর্গ, গুরুদেব, পরিবারের বয়স্কগণ, জ্ঞাতি, কুটুম্ব ও বন্ধু বান্ধবে পরিবেষ্টিত হয়ে রাজসভায় উপবিষ্ট ছিলেন, তখন প্রত্যেকে শ্রবণ করেছিলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বললেন।

শ্লোক ৩

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ

ক্রতুরাজেন গোবিন্দ রাজসূয়েন পাবনীঃ ।
যক্ষ্যে বিভূতীর্ভবতস্তৎ সম্পাদয় নঃ প্রভো ॥ ৩ ॥

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ—শ্রীযুধিষ্ঠির বললেন; **ক্রতু**—প্রধান যজ্ঞের; **রাজেন**—রাজা দ্বারা; **গোবিন্দ**—হে কৃষ্ণ; **রাজসূয়েন**—রাজসূয় নামক; **পাবনীঃ**—পবিত্রকারী; **যক্ষে**—আমি অর্চনা করতে চাই; **বিভূতীঃ**—ঐশ্বর্য প্রকাশ; **ভবতঃ**—আপনার; **তৎ**—সেই; **সম্পাদয়**—সম্পন্ন করতে অনুমতি প্রদান করুন; **নঃ**—আমাদের; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

শ্রীযুধিষ্ঠির বললেন—হে গোবিন্দ, আমি বৈদিক অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞ দ্বারা আপনার মঙ্গলময় ঐশ্বর্য প্রকাশসমূহের আরাধনা করতে আকাঙ্ক্ষা করি। হে প্রভু, দয়া করে আমাদের উদ্যম সফল করুন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলছেন যে, *বিভূতিঃ* শব্দটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ প্রকাশকে উল্লেখ করছে এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও ব্যাখ্যা করছেন যে, এখানে *বিভূতিঃ* শব্দটি এই জগতের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য প্রকাশসমূহকে উল্লেখ করছে, যেমন দেবতা ও ক্ষমতা প্রদত্ত অন্যান্য জীবগণ। *লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকটিকে এইভাবে বর্ণনা করছেন, "হে ভগবান, হে কৃষ্ণ, সকল যজ্ঞের রাজা রূপে বিবেচিত রাজসূয় নামে পরিচিত যজ্ঞটি সম্রাট দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে। আমি এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই জড় জগতে আপনার দ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত আপনার প্রতিনিধিস্বরূপ সকল দেবকুলকে সন্তুষ্ট করতে আকাঙ্ক্ষা করি এবং এই মহৎ অনুষ্ঠান যাতে সাফল্যমণ্ডিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাই আপনি আমাদের এই বিরাট দুঃসাহসিক প্রয়াসে সহায়তা করুন, এই আমার একান্ত কামনা। আমাদের পাণ্ডবগণের দেবতাদের কাছ থেকে কিছুই প্রার্থনা করার নেই।

আপনার ভক্তরূপেই আমরা নিজেরা সন্তুষ্ট। আপনি যেমন *ভগবদ্গীতায়* শিক্ষা প্রদান করেছেন—'জড় কামনা বাসনা দ্বারা বিভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তিরাই দেবতার উপাসনা করে', কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন। আমি রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করে দেবতাদের আমন্ত্রণ করে দেখাতে চাই যে, আপনাকে বাদ দিয়ে তাদের কোন স্বতন্ত্র শক্তি নেই। তারা সকলেই আপনার ভৃত্য এবং আপনি পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মূঢ় ব্যক্তিরা স্বয়ং ভগবান আপনাকে, একজন সাধারণ মানুষ বলে বিবেচনা করে। তাই আমি রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে চাই। লোকপতি ব্রহ্মা, দেবাদিদেব শিব থেকে শুরু করে সকল দেবতা এবং স্বর্গলোকের অন্যান্য প্রধানদের আমি নিমন্ত্রণ করতে চাই এবং ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থান থেকে আগত দেবতাদের সেই মহা সমাবেশে আমি প্রমাণ করতে চাই আপনিই পরমেশ্বর ভগবান এবং আর সকলেই আপনার ভৃত্য।"

শ্লোক ৪

ত্বৎপাদুকে অবিরতং পরি যে চরন্তি
ধ্যায়ন্ত্যভদ্রনশনে শুচয়ো গৃণন্তি ।
বিন্দন্তি তে কমলনাভ ভবাপবর্গম্
আশাসতে যদি ত আশিষ দেশ নান্যে ॥ ৪ ॥

ত্বৎ—আপনার; **পাদুকে**—পাদুকাদ্বয়; **অবিরতম্**—অবিরত; **পরি**—সম্পূর্ণভাবে; **যে**—যে; **চরন্তি**—সেবা করে; **ধ্যায়ন্তি**—ধ্যান করে; **অভদ্র**—অশুভের; **নশনে**—যা বিনাশের কারণ; **শুচয়ঃ**—বিশুদ্ধ; **গৃণন্তি**—এবং তাদের বাক্য দ্বারা বর্ণনা করে; **বিন্দন্তি**—প্রাপ্ত হয়; **তে**—তারা; **কমল**—একটি পদ্মের মতো; **নাভ**—যার নাভি; **ভব**—জাগতিক জীবনের; **অপবর্গম্**—নিবৃত্তি; **আশাসতে**—অভিলাষ করে; **যদি**—যদি; **তে**—তারা; **আশিষঃ**—কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হয়; **ঈশ**—হে ভগবান; **ন**—না; **অন্যে**—অন্যান্য ব্যক্তিগণ।

অনুবাদ

হে পদ্মনাভ বিশুদ্ধ পুরুষ, যারা নিরন্তর সকল অমঙ্গল বিনাশী আপনার পাদুকা যুগলের সেবা করেন, ধ্যান করেন ও মহিমা কীর্তন করেন, তাঁরা নিশ্চিতরূপে সংসার থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হন। হে ভগবান, যদি তাঁরা এই জগতের কিছু অভিলাষ করেন, তাঁরা তা লাভ করেন। যেখানে অন্যান্যরা—যারা আপনার আশ্রয় গ্রহণ করে না—তারা কখনই সন্তুষ্ট হয় না।

তাৎপর্য

এই বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন যে, মুক্ত, কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তিগণ "এমনকি এই সংসার মুক্তি বা জড় জাগতিক ঐশ্বর্য ভোগ যদিও তারা কামনা না করে তবু কৃষ্ণভাবনাময় সেবার দ্বারা তাদের সকল ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। আমরা (রাজা যুধিষ্ঠির) সম্পূর্ণরূপে আপনার চরণ কমলের শরণাগত। আর আপনার কৃপাতেই স্বয়ং আপনার দর্শন লাভের পরম সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই জড় ঐশ্বর্যের প্রতি আমাদের কোন কামনা বাসনা নেই। বৈদিক জ্ঞানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, আপনিই পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। আমি এই সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চাই এবং আপনাকে একজন সাধারণ ক্ষমতাশালী ঐতিহাসিক ব্যক্তি রূপে স্বীকার করা এবং আপনাকে পরমেশ্বর ভগবান রূপে স্বীকার করার মধ্যে যে কি পার্থক্য রয়েছে, আমি জগতকে তাও প্রদর্শন করতে চাই। আমি জগতকে দেখাতে চাই যে, কেবলমাত্র আপনার চরণকমলের আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে মানুষ তার জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করতে পারে, ঠিক যেভাবে কেউ কেবলমাত্র বৃক্ষমূলে জল দিয়ে শাখা, পল্লব, পত্র ও পুষ্পের একটি সম্পূর্ণ বৃক্ষকে তৃপ্ত করতে পারে। এইভাবে, যদি কেউ কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করেন, তবে তাঁর জীবন জাগতিক ও চিন্ময় উভয়ভাবেই পূর্ণ হয়ে ওঠে।"

একইভাবে রাজা যুধিষ্ঠিরের বক্তব্যকে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন, "রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য আমরা বিরাট জরুরী কিছু বোধ করছি না এবং আমাদের কিছু ব্যক্তিগত স্বার্থও নেই। কারণ আপনার সীমাহীন কৃপায় আমরা আপনার সাক্ষাৎ সঙ্গ লাভ করেছি এবং ইতিমধ্যে আমরা আপনার চরণকমল দর্শন করেছি। কিন্তু এই জগতে অনেকে আছে যাদের হৃদয় কলুষিত এবং তাই তারা মনে করে আপনি পরমেশ্বর ভগবান নন, একজন সাধারণ মানুষ মাত্র। অথবা তারা আপনার দোষ খুঁজে পায় এবং আপনার সমালোচনাও করে। এটি আমাদের হৃদয় বিদ্ধকারী একটি বাণ।

তাই আমাদের হৃদয় থেকে এই বাণটিকে উৎপাটন করার জন্য রাজসূয় যজ্ঞের সূত্রে ব্রহ্মা, রুদ্র অন্যান্য জ্ঞানী ব্রহ্মচারী ও দেবতাগণ যাঁরা এক-একজন চতুর্দশ ভুবনে বাস করেন, তাঁদের এই স্থানে অবশ্যই আহ্বান জানাতে হবে। যখন এরকম এক উন্নত সভায় সবাই সমবেত হবেন তখন তাদের দিয়ে প্রথমে বাধ্যতামূলকভাবে 'অগ্র পূজার' আয়োজন করতে হবে অর্থাৎ উপস্থিত পরম যোগ্য পুরুষকে প্রথমে পূজা করতে হবে। আর, যখন তারা স্পষ্টভাবে অভিপ্রকাশ করবে যে, শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং, আমাদের হৃদয়ের বিদ্ধ বাণটি তখন দূরীভূত হবে।"

শ্লোক ৫

তদ্দেবদেব ভবতশ্চরণারবিন্দ-
সেবানুভাবমিহ পশ্যতু লোক এষঃ ।
যে ত্বাং ভজন্তি ন ভজন্ত্যুত বোভয়েষাং
নিষ্ঠাং প্রদর্শয় বিভো কুরুসৃঞ্জয়ানাম্ ॥ ৫ ॥

তৎ—সুতরাং; **দেব-দেব**—হে দেবদেব; **ভবতঃ**—আপনার; **চরণ-অরবিন্দ**—চরণ কমলের; **সেবা**—সেবার; **অনুভাবম্**—শক্তি; **ইহ**—এই জগতে; **পশ্যতু**—তাঁরা দর্শন করুন; **লোকঃ**—জনগণ; **এষঃ**—এই; **যে**—যে; **ত্বাম্**—আপনার; **ভজন্তি**—ভজনা করে; **ন ভজন্তি**—ভজনা করে না; **উত বা**—অথবা; **উভয়েষাম্**—উভয়ের; **নিষ্ঠাম্**—স্থিতি; **প্রদর্শয়**—প্রদর্শন করুন; **বিভো**—হে সর্বশক্তিমান; **কুরু-সৃঞ্জয়ানাম্**—কুরু ও সৃঞ্জয়গণের।

অনুবাদ

সুতরাং, হে দেবদেব, আপনার চরণকমলে নিবেদিত ভক্তিপূর্ণ সেবার শক্তি এই জগতের জনগণ দর্শন করুন। হে সর্বশক্তিমান, দয়া করে কুরু ও সৃঞ্জয়গণের যারা আপনাকে ভজনা করে, তাদের অবস্থান এবং যারা আপনাকে ভজনা করে না তাদের অবস্থান, কুরু ও সৃঞ্জয়গণকে প্রদর্শন করুন।

তাৎপর্য

এখানে আমরা একজন প্রচারকের হৃদয়কে স্পষ্টভাবে দর্শন করছি। মহান ভক্ত যুধিষ্ঠির মহারাজ ভগবান কৃষ্ণকে তাঁর ভজনা করার ফল এবং ভজনা না করার ফল সরলভাবে প্রদর্শন করতে অনুনয় করছেন। জগতের জনগণ যদি তা অবগত হতে পারেন, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ যে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং এবং তাঁর প্রতি শরণাগত হওয়ার মধ্যে চূড়ান্তভাবে প্রত্যেকেরই যে স্বার্থ নিহিত রয়েছে তারা তা হৃদয়ঙ্গম করতে শুরু করতে পারেন। মহান তত্ত্ববেত্তাগণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে যে, যুধিষ্ঠির মহারাজ ছিলেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত আর তাই রাজার কর্তব্যরূপে তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল পরমেশ্বর ভগবান রূপে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা প্রতিষ্ঠা করা। পাণ্ডবগণের কার্যকলাপের এটিই ছিল প্রকৃত তাৎপর্য যা *শ্রীমদ্ভাগবত* ও *মহাভারত* উভয় গ্রন্থেই বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৬

ন ব্রহ্মণঃ স্বপরভেদমতিস্তব স্যাৎ
সর্বাত্মনঃ সমদৃশঃ স্বসুখানুভূতেঃ ।

সংসেবতাং সুরতরোরিব তে প্রসাদঃ
সেবানুরূপমুদয়ো ন বিপর্যয়োঽত্র ॥ ৬ ॥

ন—না; **ব্রহ্মণঃ**—পরম ব্রহ্মের; **স্ব**—আপন; **পর**—এবং অন্যের; **ভেদ**—ভিন্নতা; **মতিঃ**—বুদ্ধি; **তব**—আপনার; **স্যাৎ**—হতে পারে; **সর্ব**—সকল জীবের; **আত্মনঃ**—আত্মার; **সম**—সমান; **দৃশঃ**—যার দৃষ্টি; **স্ব**—স্বকীয়; **সুখ**—সুখের; **অনুভূতেঃ**—অনুভবে পরিতৃপ্ত; **সংসেবতাম্**—যিনি যথাযথরূপে পূজা করেন তার জন্য; **সুর-তরোঃ**—কল্পবৃক্ষের; **ইব**—মতো; **তে**—আপনার; **প্রসাদঃ**—অনুগ্রহ; **সেবা**—সেবা; **অনুরূপম্**—অনুযায়ী; **উদয়ঃ**—আকাঙ্ক্ষিত ফল; **ন**—না; **বিপর্যয়ঃ**—বিপর্যয়; **অত্র**—এ বিষয়ে।

অনুবাদ

আপনার মনের মধ্যে 'এটা আমার, এটা অন্যের' এমন কোন ভেদ নেই। কারণ আপনি পরম ব্রহ্ম, সকল জীবের আত্মা, সর্বদা সাম্যাবস্থায় বিরাজমান ও আত্মানন্দী। ঠিক কল্পতরুর মতো, আপনাকে যারা যথাযথভাবে অর্চনা করে, আপনার প্রতি তাদের সেবার অনুপাত অনুসারে আপনি তাদের আকাঙ্ক্ষিত ফল অনুমোদন করে আশীর্বাদ প্রদান করেন। এই বিষয়ে কোনও ভুল হয় না।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, একটি কল্পবৃক্ষের কোন জাগতিক আসক্তি বা পক্ষপাতিত্ব নেই, যে তার ফল লাভ করবার যোগ্য তাকেই কেবলমাত্র তার ফল প্রদত্ত হয়, এছাড়া অন্য কাউকে নয়। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ সংযোজন করছেন যে, একটি কল্পবৃক্ষ ভাবেন না যে, 'এই ব্যক্তিটি আমাকে পূজা করার যোগ্য, কিন্তু ঐ অন্য ব্যক্তিটি নয়।' বরং তাকে যারা যথাযথরূপে সেবা করে তাদের সকলের প্রতি একটি কল্পবৃক্ষ সন্তুষ্ট থাকেন। এখানে রাজা যুধিষ্ঠিরের বর্ণনা অনুযায়ী ভগবান এরকমভাবেই আচরণ করেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সংযোজন করছেন যে ভগবান কৃষ্ণকে কারও প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ও কারও প্রতি পক্ষপাত-প্রদর্শনকারী, এভাবে অভিযুক্ত করা কারও উচিত নয়। কারণ ভগবান *স্ব-সুখানুভূতি* স্বকীয় সুখানুভবে পরিতৃপ্ত এবং বদ্ধজীবগত বিষয়ে তাঁর কোন কিছু লাভ করা বা হারাবার নেই। বরং কিভাবে তারা তাঁর প্রতি অগ্রসর হয়, সেই অনুসারে তিনি ক্রিয়া করেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের বক্তব্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ খুব সুন্দরভাবে এই বিষয়টির পর্যালোচনা করেছেন 'যদি কেউ কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করে তার জাগতিক ও পারমার্থিক উভয়

জীবনই পূর্ণতা লাভ করে। এর অর্থ এই নয় যে আপনি কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তির প্রতি পক্ষপাত করেন এবং কৃষ্ণভাবনাহীন ব্যক্তির জন্য মনোযোগহীন। আপনি সকলের প্রতিই সমান; সেটি আপনার ঘোষণা। আপনি কখনও একজনের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ এবং আরেকজনের প্রতি উদাসীন হতে পারেন না, কারণ পরমাত্মারূপে আপনি প্রত্যেকের হৃদয়ে আসীন এবং প্রত্যেককে আপনি তার নির্দিষ্ট কর্মফল প্রদান করছেন। আপনি প্রতিটি জীবকে তার ইচ্ছানুযায়ী এই জড় জগত ভোগ করার সুযোগ প্রদান করেন। পরমাত্মারূপে জীবাত্মার সঙ্গে তার দেহে অবস্থান করে তার আপন কর্মের ফল তাকে দান করে সেই সঙ্গে কৃষ্ণভাবনা বিকাশের দ্বারা তাকে ভগবৎসেবোম্মুখ হওয়ারও সুযোগ আপনি দান করেন। আপনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন সকল ধর্ম ত্যাগ করে আপনার শরণাপন্ন হলে তাকে সকল পাপ হতে মুক্ত করে আপনি তার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। আপনি স্বর্গের কল্পবৃক্ষের মতো, যা কারও আকাঙ্ক্ষা অনুসারে আশীর্বাদ প্রদান করে। প্রত্যেকেই পরম পূর্ণতা অর্জনের জন্য স্বাধীন, কিন্তু কেউ যদি তা আকাঙ্ক্ষা না করে, তাহলে তার কম আশীর্বাদ প্রাপ্তির কারণ আপনার পক্ষপাতিত্ব নয়।'

শ্লোক ৭

শ্রীভগবানুবাচ

সম্যগ্ ব্যবসিতং রাজন্ ভবতা শত্রুকর্শন ।
কল্যাণী যেন তে কীর্তির্লোকাননুভবিষ্যতি ॥ ৭ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **সম্যক্**—যথার্থ; **ব্যবসিতম্**—সিদ্ধান্ত; **রাজন্**—হে রাজন; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **শত্রু**—শত্রুগণের; **কর্শন**—হে বিনাশন; **কল্যাণী**—শুভ; **যেন**—যার দ্বারা; **তে**—আপনার; **কীর্তিঃ**—যশ; **লোকান্**—সমগ্র জগত; **অনুভবিষ্যতি**—দর্শন করবে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে রাজন, আপনার সিদ্ধান্ত যথার্থ এবং হে শত্রুবিনাশন, এইভাবে আপনার মহৎ কীর্তি সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হবে।

তাৎপর্য

ভগবান কৃষ্ণ এখানে রাজা যুধিষ্ঠিরের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হলেন যে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদিত হওয়া উচিত। ভগবান আরও একটি ব্যাপারে একমত হলেন যে, যারা তাঁকে অর্চনা করে, তারা একরকম ফল প্রাপ্ত হয় এবং যারা অর্চনা করে না, তারা অন্য রকম ফল প্রাপ্ত হয়—এই সত্যে অন্যায়ের কিছু নেই। মহান ভাগবত ভাষ্যকার রাজা যুধিষ্ঠিরকে *শত্রুকর্শন* "শত্রু বিনাশন" রূপে সম্বোধনের দ্বারা উল্লেখ

করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সকল শত্রু রাজাদের জয় করার শক্তি প্রদান করছেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যে, রাজা যুধিষ্ঠিরের মহৎ কীর্তি সারা জগতে পরিব্যাপ্ত হবে এবং প্রকৃতপক্ষে তাই হয়েছে।

শ্লোক ৮

ঋষীণাং পিতৃদেবানাং সুহৃদামপি নঃ প্রভো ।
সর্বেষামপি ভূতানামীপ্সিতঃ ক্রতুরাড়য়ম্ ॥ ৮ ॥

ঋষীনাম্—ঋষিগণের জন্য; **পিতৃ**—পরলোকগত পিতৃপুরুষগণ; **দেবানাম্**—এবং দেবতাগণ; **সুহৃদাম্**—সুহৃদগণের জন্য; **অপি**—ও; **নঃ**—আমাদের; **প্রভো**—হে প্রভু; **সর্বেষাম্**—সকলের জন্য; **অপি**—এবং; **ভূতানাম্**—জীব; **ঈপ্সিতঃ**—কাঙ্ক্ষিত; **ক্রতু**—প্রধান বৈদিক যজ্ঞসমূহের; **রাট**—রাজা; **অয়ম্**—এই।

অনুবাদ

হে প্রভু, প্রকৃতপক্ষে মহান ঋষিগণ, পিতৃপুরুষ, দেবতাগণ ও আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদগণের জন্য এবং নিঃসন্দেহে সকল জীবের জন্য, বৈদিক যজ্ঞসমূহের রাজা, এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান বাঞ্ছনীয়।

শ্লোক ৯

বিজিত্য নৃপতীন্ সর্বান্ কৃত্বা চ জগতীং বশে ।
সম্ভৃত্য সর্বসম্ভারানাহরস্ব মহাক্রতুম্ ॥ ৯ ॥

বিজিত্য—জয় করে; **নৃ-পতীন্**—রাজাগণ; **সর্বান্**—সকল; **কৃত্বা**—করে; **চ**—এবং; **জগতীম্**—পৃথিবীর; **বশে**—আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন; **সম্ভৃত্য**—সংগ্রহ করে; **সর্ব**—সকল; **সম্ভারান্**—উপকরণ; **আহরস্ব**—সম্পাদন করুন; **মহা**—মহা; **ক্রতুম্**—যজ্ঞ।

অনুবাদ

প্রথমে সমস্ত রাজাদের জয় করুন, পৃথিবীকে আপনার নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করুন এবং সকল প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করুন; অতঃপর এই মহাযজ্ঞ সম্পাদন করুন।

শ্লোক ১০

এতে তে ভ্রাতরো রাজন্ লোকপালাংশসম্ভবাঃ ।
জিতোঽস্ম্যাত্মবতা তেঽহং দুর্জয়ো যোঽকৃতাত্মভিঃ ॥ ১০ ॥

এতে—এই সকল; **তে**—আপনার; **ভ্রাতরঃ**—ভ্রাতাগণ; **রাজন্**—হে রাজন; **লোক**—গ্রহ সমূহের; **পাল**—শাসক দেবতাগণের; **অংশ**—অংশ প্রকাশ; **সম্ভবাঃ**—জাত; **জিতঃ**—বিজিত; **অস্মি**—আমি; **আত্ম-বতা**—আত্ম-নিয়ন্ত্রিত; **তে**—আপনার দ্বারা; **অহম্**—আমি; **দুর্জয়ঃ**—অপরাজেয়; **যঃ**—যে; **অকৃত-আত্মভিঃ**—যারা তাদের ইন্দ্রিয়কে জয় করেনি তাদের দ্বারা।

অনুবাদ

হে রাজন, আপনার এই ভ্রাতাগণ লোকপাল দেবতাগণের অংশ-প্রকাশরূপে জন্মগ্রহণ করেছে এবং আপনি এতটাই আত্মসংযমী যে, অজিতেন্দ্রিয়গণের অপরাজেয় আমাকেও জয় করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ *কৃষ্ণ* গ্রন্থে লিখছেন, "বলা হয় যে, ভীম বায়ু দেবতার দ্বারা জাত এবং অর্জুন ইন্দ্রের দ্বারা জাত, আর রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং যমরাজ দ্বারা জাত।" শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলছেন, "ভগবান কৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন যে, কেবলমাত্র জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির প্রীতি দ্বারা তিনি বিজিত হন। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কখনও পরমেশ্বর ভগবানকে জয় করতে সমর্থ হয় না। এইটি ভক্তির গূঢ় বিষয়। ইন্দ্রিয় জয় করার অর্থ ইন্দ্রিয়গুলিকে নিরন্তর ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করা। পাণ্ডব ভ্রাতাদের বিশেষ গুণটি এই যে, তাঁরা সর্বদাই তাঁদের ইন্দ্রিয়সমূহকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করেছিলেন। এইভাবে যিনি তার ইন্দ্রিয়সমূহকে নিযুক্ত করেন তিনি বিশুদ্ধ হয়ে ওঠেন, এবং বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা কেউ ভগবানের প্রতি প্রকৃতভাবে সেবা প্রদান করতে পারেন। এইভাবে প্রীতিপূর্ণ দিব্য সেবার মাধ্যমে ভক্ত ভগবানকে জয় করেন।"

শ্লোক ১১

ন কশ্চিন্মৎপরং লোকে তেজসা যশসা শ্রিয়া ।
বিভূতিভির্বাভিভবেদ্দেবোঽপি কিমু পার্থিবঃ ॥ ১১ ॥

ন—না; **কশ্চিৎ**—কোন ব্যক্তি; **মৎ**—আমার প্রতি; **পরম্**—উৎসর্গিত; **লোকে**—এই জগতে; **তেজসা**—তার শক্তি দ্বারা; **যশসা**—যশ; **শ্রিয়া**—সৌন্দর্য; **বিভূতিভিঃ**—ঐশ্বর্যসমূহ; **বা**—বা; **অভিভবেৎ**—অতিক্রম করতে পারে; **দেবঃ**—দেবতা; **অপি**—ও; **কিম্ উ**—আর কি বলার আছে; **পার্থিবঃ**—পৃথিবীর একজন শাসক।

অনুবাদ

এই জগতের কেউই, একজন দেবতাও—আমার ভক্তকে তার শক্তি, সৌন্দর্য, যশ বা সম্পদ দ্বারা পরাজিত করতে পারে না—পৃথিবীর কোনও রাজার কথা আর কী বলার আছে!

তাৎপর্য

এখানে শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে আশ্বস্ত করছেন যে, রাজা যেহেতু শুদ্ধ ভক্ত এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের দেবতারাও কখনও জয় করতে পারে না, তা হলে পৃথিবীর রাজাদের কথা আর বলে কি হবে, তাই পৃথিবীর রাজাদের জয় করতে তার কোন সমস্যা হবে না। যদিও জড়বাদীরা তাদের শক্তি, যশ, সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের জন্য গর্বিত, কিন্তু এইসকল একটি শ্রেণীতেও তারা কখনও ভগবানের শুদ্ধ ভক্তগণকে অতিক্রম করতে পারে না।

শ্লোক ১২

শ্রীশুক উবাচ

নিশম্য ভগবদ্‌গীতং প্রীতঃ ফুল্লমুখাম্বুজঃ ।
ভ্রাতৄন্ দিগ্বিজয়েঽযুঙ্‌ক্ত বিষ্ণুতেজোপবৃংহিতান্ ॥ ১২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **ভগবৎ**—ভগবানের; **গীতম্**—গান; **প্রীতঃ**—সন্তুষ্ট; **ফুল্ল**—প্রস্ফুটিত; **মুখ**—তার মুখমণ্ডল; **অম্বুজঃ**—পদ্মসদৃশ; **ভ্রাতৄন্**—তার ভ্রাতাগণ; **দিক্**—সকল দিকসমূহের; **বিজয়ে**—বিজয়ে; **অযুঙ্‌ক্ত**—যুক্ত; **বিষ্ণু**—ভগবান বিষ্ণুর; **তেজঃ**—শক্তি দ্বারা; **উপবৃংহিতান্**—শক্তিশালী করা।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—ভগবান দ্বারা গীত এই সকল কথা শ্রবণ করে রাজা যুধিষ্ঠির আনন্দিত হয়ে উঠলে তাঁর মুখমণ্ডল পদ্মের মতো প্রস্ফুটিত হল। অতঃপর তিনি ভগবান বিষ্ণুর দ্বারা শক্তি প্রদত্ত তাঁর ভ্রাতাগণকে দিগ্বিজয়ে প্রেরণ করলেন।

শ্লোক ১৩

সহদেবং দক্ষিণস্যামাদিশৎ সহ সৃঞ্জয়ৈঃ ।
দিশি প্রতীচ্যাং নকুলমুদীচ্যাং সব্যসাচিনম্ ।
প্রাচ্যাং বৃকোদরং মৎস্যৈঃ কেকয়ৈঃ সহ মদ্রকৈঃ ॥ ১৩ ॥

সহদেবম্—সহদেব; **দক্ষিণস্যাম্**—দক্ষিণ দিকে; **আদিশৎ**—তিনি আদেশ করলেন; **সহ**—সহ; **সৃঞ্জয়ৈঃ**—সৃঞ্জয় বংশের যোদ্ধাগণ; **দিশি**—দিকে; **প্রতীচ্যাম্**—পশ্চিম; **নকুলম্**—নকুল; **উদীচ্যাম্**—উত্তর দিকে; **সব্যসাচিনম্**—অর্জুন; **প্রাচ্যাম্**—পূর্বদিকে; **বৃকোদরম্**—ভীম; **মৎস্যৈঃ**—মৎস্যগণ; **কেকয়ৈঃ**—কেকয়গণ; **সহ**—সহ; **মদ্রকৈঃ**—এবং মদ্রকগণ।

অনুবাদ

তিনি সৃঞ্জয়গণ সহ সহদেবকে দক্ষিণ দিকে, মৎস্যগণ সহ নকুলকে পশ্চিম দিকে, কেকয়গণ সহ অর্জুনকে উত্তর দিকে এবং মদ্রকগণ সহ ভীমকে পূর্ব দিকে প্রেরণ করলেন।

শ্লোক ১৪

তে বিজিত্য নৃপান্ বীরা আজহ্রুর্দিগ্‌ভ্য ওজসা ।
অজাতশত্রবে ভূরি দ্রবিণং নৃপ যক্ষ্যতে ॥ ১৪ ॥

তে—তাঁরা; **বিজিত্য**—পরাজিত করে; **নৃপান্**—রাজাগণ; **বীরাঃ**—বীরগণ; **আজহ্রুঃ**—আনয়ন করলেন; **দিগভ্যঃ**—বিভিন্ন দিক হতে; **ওজসা**—তাঁদের নিজ নিজ শক্তি দ্বারা; **অজাত-শত্রবে**—যাঁর শত্রু কখনও জন্মগ্রহণ করে না, সেই যুধিষ্ঠির মহারাজের কাছে; **ভূরি**—প্রচুর; **দ্রবিণম্**—সম্পদ; **নৃপ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **যক্ষ্যতে**—যজ্ঞাভিলাষী।

অনুবাদ

হে রাজন, তাঁদের শক্তি দ্বারা বহু রাজাকে পরাজিত করার পর এই বীর ভ্রাতাগণ প্রচুর সম্পদ আনয়ন করে যজ্ঞাভিলাষী যুধিষ্ঠির মহারাজের কাছে তা প্রদান করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "এখানে লক্ষণীয় এই যে, অনুজদের দিগ্বিজয় করতে পাঠিয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির কিন্তু বস্তুত চান নি যে, তারা বিভিন্ন রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করুক। বস্তুত মহারাজ যুধিষ্ঠির যে রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ইচ্ছা করেছেন, তা বিভিন্ন রাজাদের জানাবার উদ্দেশ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ বিভিন্ন দিকে যাত্রা করেছিলেন। এভাবেই ঐ রাজাগণ সংবাদ পেলেন যে, ঐ যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে তাঁদের কর প্রদান করতে হবে। সম্রাট যুধিষ্ঠিরকে এই কর প্রদানের অর্থ এই যে, রাজা তাঁর কাছে আনুগত্য স্বীকার করছে। যদি কোন রাজা এইভাবে আচরণ করতে প্রত্যাখ্যান করে, তবে যুদ্ধ নিশ্চিত। এইভাবে তাদের

প্রভাব ও শক্তিমত্তা দ্বারা ভ্রাতাগণ বিভিন্ন দিকের সকল রাজাদের জয় করেছিলেন এবং তাঁরা যথেষ্ট কর ও উপহার সামগ্রী নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই সমস্ত কিছু তাঁর ভ্রাতাগণ দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে আনীত হয়েছিল।"

শ্লোক ১৫

শ্রুত্বাজিতং জরাসন্ধং নৃপতের্ধ্যায়তো হরিঃ ।
আহোপায়ং তমেবাদ্য উদ্ধবো যমুবাচ হ ॥ ১৫ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; **অজিতম্**—অপরাজিত; **জরাসন্ধম্**—জরাসন্ধ; **নৃপতেঃ**—রাজা; **ধ্যায়তঃ**—চিন্তামগ্ন হলে; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **আহ**—বললেন; **উপায়ম্**—উপায়; **তম্**—তাকে; **এব**—বস্তুত; **আদ্যঃ**—আদি পুরুষ; **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **যম্**—যা; **উবাচ হ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

রাজা যুধিষ্ঠির যখন শুনলেন যে জরাসন্ধ অপরাজিত রয়ে গেছে, তিনি চিন্তামগ্ন হলে আদিপুরুষ ভগবান হরি জরাসন্ধের পরাজয়ের জন্য উদ্ধব যে উপায় বর্ণনা করেছিলেন তা তাঁকে বললেন।

শ্লোক ১৬

ভীমসেনোঽর্জুনঃ কৃষ্ণো ব্রহ্মলিঙ্গধরাস্ত্রয়ঃ ।
জগ্মুর্গিরিব্রজং তাত বৃহদ্রথসুতো যতঃ ॥ ১৬ ॥

ভীমসেনঃ অর্জুনঃ কৃষ্ণঃ—ভীমসেন, অর্জুন আর কৃষ্ণ; **ব্রহ্ম**—ব্রাহ্মণগণের; **লিঙ্গ**—ছদ্মবেশ; **ধরাঃ**—ধারণ করে; **ত্রয়ঃ**—তিনজন; **জগ্মুঃ**—গমন করলেন; **গিরিব্রজম্**—দুর্গ নগরী গিরিব্রজে; **তাত**—হে তাত (পরীক্ষিৎ); **বৃহদ্রথ-সুতঃ**—বৃহদ্রথের পুত্র (জরাসন্ধ); **যতঃ**—যেখানে।

অনুবাদ

হে রাজন, এইভাবে ভীমসেন, অর্জুন ও কৃষ্ণ, নিজেরা ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করে যেখানে বৃহদ্রথের পুত্রকে পাওয়া যাবে, সেই গিরিব্রজে গমন করলেন।

শ্লোক ১৭

তে গত্বাতিথ্যবেলায়াং গৃহেষু গৃহমেধিনম্ ।
ব্রহ্মণ্যং সমযাচেরন্ রাজন্যা ব্রহ্মলিঙ্গিনঃ ॥ ১৭ ॥

তে—তাঁরা; **গত্বা**—গমন করে; **আতিথ্য**—অনিমন্ত্রিত অতিথিকে অভ্যর্থনার জন্য; **বেলায়াম্**—নির্দিষ্ট সময়ে; **গৃহেষু**—তাঁর বাসভবনে; **গৃহ-মেধিনম্**—ধার্মিক গৃহস্থ হতে; **ব্রহ্মণ্যম্**—ব্রাহ্মণগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল; **সমযাচেরন্**—প্রার্থনা করলেন; **রাজন্যাঃ**—রাজাগণ; **ব্রহ্ম-লিঙ্গিনঃ**—ব্রাহ্মণগণের বেশে উপস্থিত হয়ে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণগণের ছদ্মবেশে রাজকীয় ক্ষত্রিয়গণ আতিথ্য বেলায় জরাসন্ধের গৃহে আগমন করলেন। যে বিশেষত ব্রাহ্মণ শ্রেণীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সেই কর্তব্যপরায়ণ গৃহমেধীর কাছে তাঁরা তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "রাজা জরাসন্ধ ছিল অত্যন্ত কর্তব্য পরায়ণ গৃহস্থ এবং ব্রাহ্মণগণের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। সে ছিল বড় যোদ্ধা, ক্ষত্রিয় রাজা, কিন্তু সে কখনও বৈদিক বিধিসমূহের প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ ছিল না। বৈদিক বিধি অনুসারে অন্য সকল জাতির পারমার্থিক গুরু রূপে ব্রাহ্মণগণকে বিবেচনা করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও ভীমসেন প্রকৃতপক্ষে ছিলেন ক্ষত্রিয়, কিন্তু তাঁরা নিজেরা ব্রাহ্মণের মতো বেশ ধারণ করেছিলেন এবং জরাসন্ধ যে সময়ে ব্রাহ্মণগণকে দান প্রদান করে থাকে এবং তাদেরকে অতিথিরূপে গ্রহণ করে থাকে সেই সময়ে তাঁরা তার কাছে গমন করলেন।"

শ্লোক ১৮

রাজন্ বিদ্ধ্যতিথীন্ প্রাপ্তানর্থিনো দূরমাগতান্ ।
তন্নঃ প্রযচ্ছ ভদ্রং তে যদ্বয়ং কাময়ামহে ॥ ১৮ ॥

রাজন্—হে রাজন; **বিদ্ধি**—দয়া করে অবগত হোন; **অতিথীন্**—অতিথিগণ; **প্রাপ্তান্**—উপস্থিত হয়েছি; **অর্থিনঃ**—লাভের আকাঙ্ক্ষায়; **দূরম্**—বহু দূর থেকে; **আগতান্**—আগমন করেছি; **তৎ**—সেই; **নঃ**—আমাদের; **প্রযচ্ছ**—দয়া করে অনুমোদন করুন; **ভদ্রম্**—সকল কল্যাণ; **তে**—আপনার; **যৎ**—যাই; **বয়ম্**—আমরা; **কাময়ামহে**—আকাঙ্ক্ষা করছি।

অনুবাদ

[কৃষ্ণ, অর্জুন ও ভীম বললেন—] হে রাজন, বহুদূর থেকে আগত আমাদের আপনার দরিদ্র অতিথি বলে জানুন। আমরা আপনার সকল মঙ্গল কামনা করি। দয়া করে আমাদের যা আকাঙ্ক্ষা তা অনুমোদন করুন।

শ্লোক ১৯

কিং দুর্মর্ষং তিতিক্ষূণাং কিমকার্যমসাধুভিঃ ।
কিং ন দেয়ং বদান্যানাং কঃ পরঃ সমদর্শিনাম্ ॥ ১৯ ॥

কিম্—কি; **দুর্মর্ষম্**—দুঃসহ; **তিতিক্ষূণাম্**—সহিষ্ণুর জন্য; **কিম্**—কি; **অকার্যম্**—করা অসম্ভব; **অসাধুভিঃ**—অসাধুদের জন্য; **কিম্**—কি; **ন দেয়ম্**—প্রদানে অসম্ভব; **বদান্যানাম্**—উদারগণের জন্য; **কঃ**—কে; **পরঃ**—অনাত্মীয়; **সম**—সমান; **দর্শিনাম্**—দর্শনকারীর জন্য।

অনুবাদ

সহিষ্ণু কি না সহ্য করতে পারেন? খল কি না করতে পারে? দানশীল কি না দান করতে পারেন? সমদর্শী কখনও কাউকে অনাত্মীয় বলে দর্শন করেন কি?

তাৎপর্য

পূর্বোক্ত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডব ভ্রাতাদ্বয় ভীম ও অর্জুন জরাসন্ধের কাছে অনুরোধ করছেন যে, তার কাছে তাঁরা যা-ই প্রার্থনা করুন না কেন, তা যেন অনুমোদন করা হয়।

আচার্যগণ এই শ্লোকের বিষয়ে এইভাবে ভাষ্য প্রদান করছেন—জরাসন্ধ নিশ্চয়ই ভাবতে পারে, "হে বৎস, যদি তোমরা এমন প্রার্থনা কর যে যার বিরহ অসহ্য হয়ে উঠবে, তখন?"

এই সম্ভাব্য প্রতিবাদের উত্তরে কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ উত্তর প্রদান করেছিলেন, "সহিষ্ণু ব্যক্তির নিকট অসহ্য কিছুই নেই।"

তেমনি, জরাসন্ধ প্রতিবাদ করতে পারে, "তোমরা আমাকে কি প্রদান করতে বল, আমার দেহ বা আমার মুল্যবান রত্নরাজি ও অন্যান্য অলঙ্কাররাশি, যা কেবল আমার পুত্রদের প্রদানের জন্য, সাধারণ ভিক্ষুকদের প্রদানের জন্য নয়?"

এর উত্তরে তাঁরা বললেন, "দানশীলগণ, পরহিতার্থে কি না দান করেন?" অন্যভাবে বলতে গেলে, সমস্তকিছুই দান করা যেতে পারে।

জরাসন্ধ তবুও হয়ত প্রতিবাদ করেছিল যে, সে তার শত্রুদের হিতার্থে কিভাবে দান করতে পারে? এর উত্তরে তার অতিথিগণ *কঃ পরঃ সমদর্শিনাম্* বক্তব্যের দ্বারা প্রত্যুত্তর করেছিলেন, অর্থাৎ, "যিনি সমদর্শী, তার কাছে অনাত্মীয় কে?"

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ কোনরকম আলোচনা ব্যতীত কেবলমাত্র তাঁদের প্রার্থনা পূরণের জন্য জরাসন্ধকে প্ররোচিত করেছিলেন।

শ্লোক ২০

যোঽনিত্যেন শরীরেণ সতাং গেয়ং যশো ধ্রুবম্ ।
নাচিনোতি স্বয়ং কল্পঃ স বাচ্যঃ শোচ্য এব সঃ ॥ ২০ ॥

যঃ—যে; **অনিত্যেন**—অনিত্য; **শরীরেণ**—জড় দেহ দ্বারা; **সতাম্**—সাধুগণ দ্বারা; **গেয়ম্**—মহিমা কীর্তনীয়; **যশঃ**—যশ; **ধ্রুবম্**—নিত্য; **ন আচিনোতি**—অর্জন করে না; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **কল্পঃ**—সমর্থ; **সঃ**—সে; **বাচ্যঃ**—ঘৃণ্য; **শোচ্যঃ**—শোচনীয়; **এব**—বস্তুত; **সঃ**—সে।

অনুবাদ

যে সমর্থ হয়েও তার অনিত্য দেহ দ্বারা মহান সাধুগণের কীর্তনীয় যশ অর্জন করতে ব্যর্থ হয় সে নিন্দা ও অনুশোচনার যোগ্য।

শ্লোক ২১

হরিশ্চন্দ্রো রন্তিদেব উঞ্ছবৃত্তিঃ শিবির্বলিঃ ।
ব্যাধঃ কপোতো বহবো হ্যধ্রুবেণ ধ্রুবং গতাঃ ॥ ২১ ॥

হরিশ্চন্দ্রঃ রন্তিদেবঃ—হরিশ্চন্দ্র এবং রন্তিদেব; **উঞ্ছ-বৃত্তিঃ**—মুদগল, শস্য সংগ্রহ করার পর মাঠে পরে থাকা শস্য সংগ্রহ করে যিনি জীবন ধারণ করতেন; **শিবিঃ বলিঃ**—শিবি ও বলি; **ব্যাধঃ**—ব্যাধ; **কপোতঃ**—কপোত; **বহবঃ**—বহু; **হি**—বস্তুত; **অধ্রুবেণ**—অনিত্য দ্বারা; **ধ্রুবম্**—নিত্যতায়; **গতাঃ**—গমন করেছেন।

অনুবাদ

হরিশ্চন্দ্র, রন্তিদেব, উঞ্ছবৃত্তি মুদগল, শিবি, বলি, পুরাণের ব্যাধ ও কপোত এবং আরও অনেকে অনিত্য দেহ দ্বারা নিত্যতা প্রাপ্ত হয়েছেন।

তাৎপর্য

এখানে ভগবান কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদ্বয় জরাসন্ধের কাছে উল্লেখ করছেন যে, কেউ তার অনিত্য জড় দেহকে ব্যবহার করে জীবনে এক নিত্য অবস্থান অর্জন করতে পারেন। যেহেতু জরাসন্ধ ছিল জড়বাদী, তাই তাঁরা তার স্বাভাবিক আগ্রহকে স্বর্গের প্রতি আকর্ষিত করেছিলেন, যেখানে জীবন এত দীর্ঘ যে, পৃথিবীর জনগণের আয়ুর তুলনায় তা নিত্য বলে মনে হয়।

এই শ্লোকে উল্লেখিত ব্যক্তিত্বদের ইতিহাস শ্রীল শ্রীধর স্বামী সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন—"বিশ্বামিত্রের ঋণ শোধ করার জন্য হরিশ্চন্দ্র তাঁর স্ত্রী ও পুত্রসহ যা কিছু তাঁর ছিল, সবই বিক্রি করেছিলেন। এমন কি তারপর চণ্ডালের দশা লাভ

হলেও, তিনি দুঃখিত হননি। ফলে সকল অযোধ্যাবাসীসহ তিনি স্বর্গে গমন করেছিলেন। রন্তিদেব আটচল্লিশ দিন পর্যন্ত কোন জল পান না করার পরেও যখন কোনভাবে সামান্য খাদ্য ও জল গ্রহণ করবেন, তখন কয়েকজন ভিক্ষুক ভিক্ষা নিতে এলে তিনি সেই জল ও খাদ্যের সবটাই তাদের প্রদান করলেন। এইভাবে তিনি ব্রহ্মালোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মুদগল উঞ্ছবৃত্তি অনুসরণ করছিলেন। তৎসত্ত্বেও, এমনকি তার পরিবার ছয় মাস দারিদ্র্য ভোগ করার পরেও তিনি সমাগত অতিথিদের প্রতি আতিথ্য পরায়ণ ছিলেন। এইভাবে তিনিও ব্রহ্মালোক গমন করেছিলেন।

তাঁর কাছে আশ্রয় প্রাপ্ত এক কপোতকে রক্ষা করার জন্য রাজা শিবি এক বাজপাখিকে তাঁর নিজ মাংস প্রদান করে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভগবান স্বয়ং যখন এক বামন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন (বামনদেব), বলি মহারাজ তার সকল সম্পত্তি ভগবান হরিকে প্রদান করেছিলেন, আর তাই বলি ভগবানের নিজ পার্ষদত্ব লাভ করেন। কপোত ও তার সঙ্গী তাদের নিজ মাংস এক ব্যাধকে প্রদান করে আতিথ্য প্রদর্শন করেছিলেন এবং তাই এক দিব্য বিমানে করে তাদের স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যখন ব্যাধ সত্ত্বগুণ প্রভাবে তাদের অবস্থান হৃদয়ঙ্গম করলেন, তিনিও বৈরাগ্য অবলম্বন করলেন এবং এইভাবে তিনি শিকার ত্যাগ করে কঠোর তপশ্চর্যার জন্য গমন করলেন। যেহেতু তিনি সকল পাপ মুক্ত হয়েছিলেন, দাবানলে তার দেহ ভস্মীভূত হলে তিনি স্বর্গে উন্নীত হয়েছিলেন। এইভাবে বহু ব্যক্তি এই অনিত্য জড় দেহ দ্বারা উচ্চতর গ্রহ লোকের নিত্য জীবন লাভ করেছেন।"

শ্লোক ২২

শ্রীশুক উবাচ

স্বরৈরাকৃতিভিস্তাংস্তু প্রকোষ্ঠৈর্জ্যাহতৈরপি ।
রাজন্যবন্ধূন্ বিজ্ঞায় দৃষ্টপূর্বানচিন্তয়ৎ ॥ ২২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **স্বরৈঃ**—তাদের কণ্ঠস্বর দ্বারা; **আকৃতিভিঃ**—তাদের দেহগত গঠন; **তান্**—তাদের; **তু**—অধিকন্তু; **প্রকোষ্ঠৈঃ**—তাদের হাতের কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত অংশ দর্শন করে; **জ্যা**—ধনুকের ছিলা দ্বারা; **হতৈঃ**—চিহ্নিত; **অপি**—ও; **রাজন্য**—রাজার; **বন্ধূন্**—পরিবারের সদস্য রূপে; **বিজ্ঞায়**—জ্ঞাত হয়ে; **দৃষ্টা**—দর্শিত; **পূর্বান্**—ইতিপূর্বে; **অচিন্তয়ৎ**—সে চিন্তা করতে লাগল।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—তাঁদের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, তাঁদের দৈহিক গঠন এবং তাঁদের হস্তভাগে ধনুর্জ্যার চিহ্ন হতে জরাসন্ধ বুঝতে পারল যে, তার অতিথিরা ছিলেন ক্ষত্রিয়। সে চিন্তা করতে লাগল, ইতিপূর্বে সে তাদের কোথাও যেন দেখেছিল।

তাৎপর্য

আচার্যগণ উল্লেখ করছেন যে, জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণ, ভীমসেন ও অর্জুনকে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় দেখেছিল। যেহেতু তাঁরা ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ভিক্ষা করতে এসেছিলেন, তাই *রাজন্য-বন্ধূন্* শব্দটি এখানে নির্দেশ করছে যে, জরাসন্ধ ভেবেছিল—তারা নিশ্চয়ই নিম্ন শ্রেণীর ক্ষত্রিয় হবেন।

শ্লোক ২৩

রাজন্যবন্ধবো হ্যেতে ব্রহ্মলিঙ্গানি বিভ্রতি ।
দদানি ভিক্ষিতং তেভ্য আত্মানমপি দুস্ত্যজম্ ॥ ২৩ ॥

রাজন্য-বান্ধবঃ—ক্ষত্রিয়গণের আত্মীয়; **হি**—বস্তুত; **এতে**—এইসকল; **ব্রহ্ম**—ব্রাহ্মণগণের; **লিঙ্গানি**—চিহ্ন সমুদয়; **বিভ্রতি**—তারা ধারণ করছে; **দদানি**—আমি প্রদান করব; **ভিক্ষিতম্**—যা প্রার্থিত; **তেভ্যঃ**—তাদের; **আত্মানম্**—আমার নিজ দেহ; **অপি**—ও; **দুস্ত্যাজন্**—পরিত্যাগ করা অসম্ভব।

অনুবাদ

[জরাসন্ধ ভাবল—] এরা নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণের বেশধারী ক্ষত্রিয়, কিন্তু তবুও আমি পরহিতার্থে তাদের প্রার্থনা পূরণ করব, যদি তারা আমার নিজ দেহও ভিক্ষা করে, তবুও।

তাৎপর্য

এখানে জরাসন্ধ দানের প্রতি তার দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করছে, বিশেষত যখন তা ব্রাহ্মণগণের দ্বারা প্রার্থিত।

শ্লোক ২৪-২৫

বলের্নু শ্রূয়তে কীর্তির্বিততা দিক্ষ্বকল্মষা ।
ঐশ্বর্যাদ্ ভ্রংশিতস্যাপি বিপ্রব্যাজেন বিষ্ণুনা ॥ ২৪ ॥
শ্রিয়ং জিহীর্ষতেন্দ্রস্য বিষ্ণবে দ্বিজরূপিণে ।
জানন্নপি মহীং প্রাদাদ্বার্যমাণোঽপি দৈত্যরাট্ ॥ ২৫ ॥

বলেঃ—বলির; **নু**—এমন নয়; **শ্রূয়তে**—শ্রুত হয়; **কীর্তিঃ**—মহিমাসমূহ; **বিততা**—বিস্তৃত; **দিক্ষু**—দিগ্বগুল; **অকল্মষা**—নির্মল; **ঐশ্বর্যাৎ**—তার ক্ষমতাপূর্ণ পদ হতে; **ভ্রংশিতস্য**—চ্যুত করলে; **অপি**—তবুও; **বিপ্র**—এক ব্রাহ্মণের; **ব্যাজেন**—ছদ্মবেশে; **বিষ্ণুনা**—ভগবান বিষ্ণু দ্বারা; **শ্রিয়ম্**—ঐশ্বর্য; **জিহীর্ষতা**—যিনি অপহরণ করতে চেয়েছিলেন; **ইন্দ্রস্য**—ইন্দ্রের; **বিষ্ণবে**—বিষ্ণুকে; **দ্বিজ-রূপিণে**—এক ব্রাহ্মণ রূপে আবির্ভূত; **জানন্**—অবগত হয়ে; **অপি**—তবুও; **মহীম্**—সমগ্র পৃথিবী; **প্রাদাৎ**—তিনি প্রদান করলেন; **বার্যমাণঃ**—নিষেধপ্রাপ্ত হয়ে; **অপি**—ও; **দৈত্য**—দানবদের; **রাট্**—রাজা।

অনুবাদ

বস্তুত বলি মহারাজের নির্মল মহিমারাশি সমগ্র জগৎ জুড়ে শোনা যায়। ভগবান বিষ্ণু ইন্দ্রের ঐশ্বর্যরাশি বলির কাছ থেকে উদ্ধারের ইচ্ছায় এক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাকে তার ক্ষমতাশালী পদ থেকে চ্যুত করেছিলেন। যদিও ছলনা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং তার গুরুদেবের নিষেধ আজ্ঞা পেয়েছিলেন, দৈত্যরাজ বলি তবুও বিষ্ণুকে সমগ্র পৃথিবী দান করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

জীবতা ব্রাহ্মণার্থায় কো ন্বর্থঃ ক্ষত্রবন্ধুনা ।
দেহেন পতমানেন নেহতা বিপুলং যশঃ ॥ ২৬ ॥

জীবতা—জীবিত; **ব্রাহ্মণ-অর্থায়**—ব্রাহ্মণের মঙ্গলের জন্য; **কঃ**—কি; **নু**—বিন্দুমাত্র; **অর্থঃ**—ব্যবহার; **ক্ষত্র-বন্ধুনা**—এক পতিত ক্ষত্রিয়; **দেহেন**—তার দেহ দ্বারা; **পতমানেন**—পতন প্রায়; **ন ঈহতা**—যে চেষ্টা করে না; **বিপুলম্**—বিপুল; **যশঃ**—যশ।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণগণের মঙ্গলের জন্য তার পতনশীল দেহ দ্বারা কার্য করে যদি বিপুল যশ প্রাপ্ত না হয় তবে সেই জীবিত এক অযোগ্য ক্ষত্রিয়ের কি প্রয়োজন?

শ্লোক ২৭

ইত্যুদারমতিঃ প্রাহ কৃষ্ণার্জুনবৃকোদরান্ ।
হে বিপ্রা ব্রিয়তাং কামো দদাম্যাত্মশিরোঽপি বঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি—এইভাবে; **উদার**—উদার; **মতিঃ**—যার মানসিকতা; **প্রাহ**—বলল; **কৃষ্ণ-অর্জুন-বৃকোদরান্**—কৃষ্ণ, অর্জুন ও ভীমকে; **হে বিপ্রাঃ**—হে জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ; **ব্রিয়তাম্**—

পছন্দ করুন; **কামঃ**—যা আপনারা আকাঙ্ক্ষা করেন; **দদামি**—আমি প্রদান করব; **আত্ম**—আমার নিজের; **শিরঃ**—মস্তক; **অপি**—ও; **বঃ**—আপনাদের।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—] এইভাবে তার মনকে প্রস্তুত করে উদার জরাসন্ধ কৃষ্ণ, অর্জুন ও ভীমকে সম্বোধন করে বলল—"হে জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করুন। যদি সেটি আমার মস্তকও হয়, আমি তা আপনাদের প্রদান করব।"

শ্লোক ২৮

শ্রীভগবানুবাচ

যুদ্ধং নো দেহি রাজেন্দ্র দ্বন্দ্বশো যদি মন্যসে ।
যুদ্ধার্থিনো বয়ং প্রাপ্তা রাজন্যা নান্যকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান (কৃষ্ণ) বললেন; **যুদ্ধম্**—যুদ্ধ; **নঃ**—আমাদেরকে; **দেহি**—দয়া করে প্রদান কর; **রাজ-ইন্দ্র**—হে রাজেন্দ্র; **দ্বন্দ্বশঃ**—দ্বন্দ্ব; **যদি**—যদি; **মন্যসে**—তা যথাযথ মনে কর; **যুদ্ধ**—একটি যুদ্ধের জন্য; **অর্থিনঃ**—আকাঙ্ক্ষায়; **বয়ম্**—আমরা; **প্রাপ্তাঃ**—এখানে আগমন করেছি; **রাজন্যাঃ**—ক্ষত্রিয়; **ন**—না; **অন্য**—অন্য কিছু; **কাঙ্ক্ষিণঃ**—আকাঙ্ক্ষা করি না।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে রাজেন্দ্র, আমরা ক্ষত্রিয় এবং যুদ্ধ প্রার্থনা করতে এসেছি। তাছাড়া তোমার কাছে আমাদের আর অন্য কোন প্রার্থনা নেই। যদি তুমি তা যথাযথ মনে কর তাহলে আমাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রদান কর।

শ্লোক ২৯

অসৌ বৃকোদরঃ পার্থস্তস্য ভ্রাতার্জুনো হ্যয়ম্ ।
অনয়োর্মাতুলেয়ং মাং কৃষ্ণং জানীহি তে রিপুম্ ॥ ২৯ ॥

অসৌ—ইনি; **বৃকোদরঃ**—ভীম; **পার্থঃ**—পৃথার পুত্র; **তস্য**—তার; **ভ্রাতা**—ভ্রাতা; **অর্জুনঃ**—অর্জুন; **হি**—বস্তুত; **অয়ম্**—এই আরেকজন; **অনয়োঃ**—উভয়ের; **মাতুলেয়ম্**—মামাতো ভাই; **মাম্**—আমাকে; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ; **জানীহি**—জানবে; **তে**—তোমার; **রিপুম্**—শত্রু।

অনুবাদ

এখানে ইনি হচ্ছেন পৃথা পুত্র ভীম, এবং এইজন তার ভ্রাতা অর্জুন। আমাকে তাদের মামাতো ভাই, তোমার শত্রু কৃষ্ণ বলে জানবে।

শ্লোক ৩০

এবমাবেদিতো রাজা জহাসোচ্চৈঃ স্ম মাগধঃ ।
আহ চামর্ষিতো মন্দা যুদ্ধং তর্হি দদামি বঃ ॥ ৩০ ॥

এবম্—এইভাবে; **আবেদিতঃ**—আমন্ত্রিত; **রাজা**—রাজা; **জহাস**—হাসল; **উচ্চৈঃ**—উচ্চৈঃস্বরে; **স্ম**—বস্তুত; **মাগধঃ**—জরাসন্ধ; **আহ**—সে বলল; **চ**—এবং; **অমর্ষিতঃ**—অসহিষ্ণু; **মন্দাঃ**—হে মূঢ়গণ; **যুদ্ধম্**—যুদ্ধ; **তর্হি**—তখন; **দদামি**—আমি প্রদান করব; **বঃ**—তোমাদের।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—] এইভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমন্ত্রিত হয়ে মগধরাজ উচ্চৈঃস্বরে হাসল এবং অবজ্ঞাভরে বলল, "ওহে মূঢ়গণ, ঠিক আছে, আমি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব!

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলছেন যে, জরাসন্ধ মনে মনে সন্তোষ অনুভব করেছিল কারণ সে ভেবেছিল যে, ব্রাহ্মণের মতো বেশ ধারণ করে তার কাছে আগমন করার মাধ্যমে তার শত্রুরা অপদস্ত হয়েছিল। তাই জরাসন্ধের মনকে আচার্য এইভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন—"হে দুর্বলগণ, যুদ্ধের বিরক্তি ভুলে যাও। কেন কেবল আমার মস্তক গ্রহণ করছ না? দান ভিক্ষা করতে ব্রাহ্মণদের মতো নিজেদের সজ্জিত করে তোমাদের বীরত্বকে তোমরা সূর্যাস্তের মতো পরিণত করেছ, কিন্তু যদি কোনভাবে তোমরা তোমাদের সাহস না হারিয়ে থাক, আমি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব।"

আচার্য চূড়ান্তভাবে উল্লেখ করছেন যে, বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী চান যে *অমর্ষিতো মন্দাঃ* পদটি *অমর্ষিতোঽমন্দাঃ* রূপে পড়া হোক। অন্যভাবে বলতে গেলে শ্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডবগণ হচ্ছেন *অমন্দা* "কখনও মূঢ় নন"। আর সেই জন্যই নিষ্ঠুর জরাসন্ধকে একবারই এবং চিরদিনের মতো, বিনাশ করার জন্য সর্বোত্তম কৌশলটি তারা গ্রহণ করেছিল।

শ্লোক ৩১

ন ত্বয়া ভীরুণা যোৎস্যে যুধি বিক্লবতেজসা ।
মথুরাং স্বপুরীং ত্যক্ত্বা সমুদ্রং শরণং গতঃ ॥ ৩১ ॥

ন—না; **ত্বয়া**—তোমার সঙ্গে; **ভীরুণা**—ভীরু; **যোৎস্যে**—আমি যুদ্ধ করব; **যুধি**—যুদ্ধে; **বিক্লব**—দুর্বল হয়েছিল; **তেজসা**—যার শক্তি; **মথুরাম্**—মথুরা; **স্ব**—তোমার নিজ; **পুরীম্**—নগরী; **ত্যক্ত্বা**—ত্যাগ করে; **সমুদ্রম্**—সমুদ্রে; **শরণম্**—আশ্রয়ের জন্য; **গতঃ**—গমন করেছ।

অনুবাদ

"কিন্তু কৃষ্ণ আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব না, কারণ তুমি একজন ভীরু। যুদ্ধের মাঝে তোমার শক্তি তোমাকে পরিত্যাগ করেছিল এবং সমুদ্রে আশ্রয় গ্রহণের জন্য তোমার নিজ মথুরাপুরী থেকে তুমি পলায়ন করেছিলে।

শ্লোক ৩২

অয়ং তু বয়সাতুল্যো নাতিসত্ত্বো ন মে সমঃ ।
অর্জুনো ন ভবেদ্‌যোদ্ধা ভীমস্তুল্যবলো মম ॥ ৩২ ॥

অয়ম্—এই; **তু**—অন্যদিকে; **বয়সা**—বয়সে; **অতুল্যঃ**—তুল্য নয়; **ন**—না; **অতি**—অতি; **সত্ত্বঃ**—শক্তিতে; **ন**—না; **মে**—আমার প্রতি; **সমঃ**—বেমানান; **অর্জুনঃ**—অর্জুন; **ন ভবেৎ**—উচিৎ হবে না; **যোদ্ধা**—প্রতিদ্বন্দ্বী; **ভীমঃ**—ভীম; **তুল্য**—তুল্য; **বলঃ**—শক্তিতে; **মম**—আমার সঙ্গে।

অনুবাদ

"আর এই অর্জুন, সে বয়সে আমার সমান নয় এবং সে খুব শক্তিশালীও নয়। যেহেতু সে আমার সমতুল্য নয়, সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। কিন্তু, ভীম শক্তিতে আমারই মতো।

শ্লোক ৩৩

ইত্যুক্ত্বা ভীমসেনায় প্রাদায় মহতীং গদাম্ ।
দ্বিতীয়াং স্বয়মাদায় নির্জগাম পুরাদ্ বহিঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **ভীমসেনায়**—ভীমসেনকে; **প্রাদায়**—প্রদান করে; **মহতীম্**—একটি বৃহৎ; **গদাম্**—গদা; **দ্বিতীয়াম্**—অন্য আরেকটি; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **আদায়**—গ্রহণ করে; **নির্জগাম্**—সে নির্গত হল; **পুরাৎ**—নগরী থেকে; **বহিঃ**—বাইরে।

অনুবাদ

এই কথা বলে, জরাসন্ধ ভীমসেনকে একটি বিশাল গদা অর্পণ করল, আর একটি নিজে গ্রহণ করল এবং নগরীর বাইরে গমন করল।

শ্লোক ৩৪

ততঃ সমেখলে বীরৌ সংযুক্তাবিতরেতরম্ ।
জঘ্নতুর্বজ্রকল্পাভ্যাং গদাভ্যাং রণদুর্মদৌ ॥ ৩৪ ॥

ততঃ—তখন; **সমেখলে**—যুদ্ধাঙ্গনে; **বীরৌ**—বীরদ্বয়; **সংযুক্তৌ**—সম্মিলিত হয়ে; **ইতর-ইতরম্**—পরস্পর পরস্পরকে; **জঘ্নতুঃ**—প্রহার করতে লাগল; **বজ্র-কল্পাভ্যাম্**—বজ্র সদৃশ; **গদাভ্যাম্**—তাদের গদা দ্বারা; **রণ**—যুদ্ধ দ্বারা; **দুর্মদৌ**—প্রচণ্ড উন্মত্ততায় চালিত হয়ে।

অনুবাদ

এইভাবে নগরীর বাইরে যুদ্ধাঙ্গনে বীরদ্বয় পরস্পর যুদ্ধ করতে শুরু করল। দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড উন্মত্ততায় তারা একে অপরকে তাদের বজ্রতুল্য গদা দ্বারা প্রহার করতে লাগল।

শ্লোক ৩৫

মণ্ডলানি বিচিত্রাণি সব্যং দক্ষিণমেব চ ।
চরতোঃ শুশুভে যুদ্ধং নটয়োরিব রঙ্গিণোঃ ॥ ৩৫ ॥

মণ্ডলানি—মণ্ডলাকারে; **বিচিত্রানি**—দক্ষতাপূর্ণ; **সব্যম্**—বামে; **দক্ষিণম্**—দক্ষিণে; **এব চ**—ও; **চরতঃ**—ভ্রমণরত তাদের; **শুশুভে**—দীপ্তিমান মনে হচ্ছিল; **যুদ্ধম্**—যুদ্ধ; **নটয়োঃ**—অভিনেতার; **ইব**—মতো; **রঙ্গিণোঃ**—রঙ্গমঞ্চে।

অনুবাদ

মঞ্চের অভিনেতার নৃত্যের মতো তারা যখন দক্ষতার সঙ্গে বামে ও ডানে মণ্ডল রচনা করেছিল তখন যুদ্ধ এক চমৎকার প্রদর্শন উপস্থাপন করেছিল।

তাৎপর্য

জরাসন্ধ ও ভীম এখানে তাদের গদা ব্যবহারের দক্ষতা প্রদর্শন করছিল। তাই হৃদয়ঙ্গম করা যেতে পারে যে, উভয় যোদ্ধাই ছিল নির্ভয় এবং যুদ্ধের প্রচণ্ডতার মধ্যেও দৃঢ়।

শ্লোক ৩৬

ততশ্চটচটাশব্দো বজ্রনিষ্পেষসন্নিভঃ ।
গদয়োঃ ক্ষিপ্তয়ো রাজন্ দন্তয়োরিব দন্তিনোঃ ॥ ৩৬ ॥

ততঃ—তখন; **চট-চটা-শব্দঃ**—চট চটা ধ্বনি; **বজ্র**—বজ্রের; **নিষ্পেষ**—সংঘাত; **সন্নিভঃ**—সদৃশ; **গদয়োঃ**—তাদের গদার; **ক্ষিপ্তয়োঃ**—ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠা; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **দন্তয়োঃ**—দাঁতের; **ইব**—মতো; **দন্তিনোঃ**—হাতীর।

অনুবাদ

যখন জরাসন্ধ ও ভীমসেনের গদার উচ্চনাদে সংঘর্ষ হচ্ছিল, হে রাজন, সেই শব্দ যুদ্ধরত দুটি হাতীর বড় দাঁতের সংঘাতের মতো অথবা ঝড়ো-বিদ্যুতালোকে বজ্রনাদের মতো শোনাচ্ছিল।

তাৎপর্য

এই অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের *কৃষ্ণ* গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে রচিত।

শ্লোক ৩৭

তে বৈ গদে ভুজজবেন নিপাত্যমানে
অন্যোন্যতোঽংসকটিপাদকরোরুজত্রুম্ ।
চূর্ণীবভূবতুরুপেত্য যথার্কশাখে
সংযুধ্যতোর্দ্বিরদয়োরিব দীপ্তমন্ব্যোঃ ॥ ৩৭ ॥

তে—তারা; **বৈ**—বস্তুত; **গদে**—দুটি গদা; **ভুজ**—তাদের বাহুদ্বয়ের; **জবেন**—ক্ষিপ্র বেগ দ্বারা; **নিপাত্যমানে**—নিক্ষিপ্ত; **অন্যোন্যতঃ**—পরস্পরের প্রতি; **অংশ**—তাদের বাহুমূল; **কটি**—কটি; **পাদ**—পাদ; **কর**—হস্ত; **উরু**—উরু; **জত্রুম্**—এবং কাঁধের হাড়; **চূর্ণী**—চূর্ণ; **বভূবতুঃ**—হয়েছিল; **উপেত্য**—সংলগ্ন হয়ে; **যথা**—যথা; **অর্ক-শাখে**—অর্ক বৃক্ষের দুটি শাখা; **সংযুধ্যতোঃ**—প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধরত; **দ্বিরদয়োঃ**—হস্তীদ্বয়ের; **ইব**—মতো; **দীপ্ত**—প্রজ্বলিত; **মন্ব্যোঃ**—যার ক্রোধ।

অনুবাদ

এমন ক্ষিপ্রতা ও বেগে তারা তাদের গদাকে পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করছিল যে গদা তাদের স্কন্ধ, কটি, পাদ, হস্ত, উরু ও জত্রুদেশে আঘাত করে চূর্ণ হচ্ছিল এবং অর্ক বৃক্ষের শাখার মতো ভগ্ন হচ্ছিল, যার দ্বারা ক্রুদ্ধ হস্তীদ্বয় একে অপরকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে।

শ্লোক ৩৮

ইত্থং তয়োঃ প্রহতয়োর্গদয়োর্নৃবীরৌ
ক্রুদ্ধৌ স্বমুষ্টিভিরয়ঃস্পরশৈরপিষ্টাম্ ।
শব্দস্তয়োঃ প্রহরতোরিভয়োরিবাসীন্
নির্ঘাতবজ্রপরুষস্তলতাড়নোত্থঃ ॥ ৩৮ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **তয়োঃ**—তাদের; **প্রহতয়োঃ**—বিনষ্ট হলে; **গদয়োঃ**—গদাদ্বয়; **নৃ**—মনুষ্যগণের মধ্যে; **বীরৌ**—বীরদ্বয়; **ক্রুদ্ধৌ**—ক্রুদ্ধ; **স্ব**—তাদের নিজ; **মুষ্টিভিঃ**—মুষ্টি দ্বারা; **অয়ঃ**—লৌহতুল্য; **স্পরশৈঃ**—যার স্পর্শ; **অপিষ্টাম্**—তারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করতে লাগল; **শব্দঃ**—শব্দ; **তয়োঃ**—তাদের; **প্রহরতোঃ**—প্রহারশীল; **ইভয়োঃ**—দুই হস্তীর; **ইব**—ন্যায়; **আসীৎ**—হয়েছিল; **নির্ঘাত**—চূর্ণকারী; **বজ্র**—বজ্রের মতো; **পরুষঃ**—কর্কশ; **তল**—তাদের করতলের; **তাড়ন**—আঘাত দ্বারা; **উত্থঃ**—উত্থিত।

অনুবাদ

এইভাবে তাদের গদা দুটি বিনষ্ট হলে মনুষ্যগণ মধ্যে সেই মহাবীরদ্বয় ক্রুদ্ধভাবে তাদের লৌহকঠিন মুষ্টি দ্বারা একে অপরকে ঘুষি মারতে লাগল। তারা পরস্পরকে করতল দ্বারা আঘাত করলে দুটি হাতীর সংঘর্ষ জনিত শব্দের মতো বা বজ্রপাত তুল্য কর্কশ শব্দ হচ্ছিল।

শ্লোক ৩৯

তয়োরেবং প্রহরতোঃ সমশিক্ষাবলৌজসোঃ ।
নির্বিশেষমভূদ্‌যুদ্ধমক্ষীণজবয়োর্নৃপ ॥ ৩৯ ॥

তয়োঃ—দুইজনের; **এবম্**—এইভাবে; **প্রহরতোঃ**—প্রহারশীল; **সম**—সমান; **শিক্ষা**—যার শিক্ষা; **বল**—বল; **ঔজসোঃ**—এবং অক্লান্ত শক্তি; **নির্বিশেষম্**—অনিশ্চিত; **অভূৎ**—হয়েছিল; **যুদ্ধম্**—যুদ্ধ; **অক্ষীণ**—অক্ষীণ; **জবয়োঃ**—যার প্রয়াস; **নৃপ**—হে রাজন।

অনুবাদ

এইভাবে তারা যখন যুদ্ধ করছিল। দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সম শিক্ষা, শক্তি ও ক্ষমতার ফলে তারা কোন জয় পরাজয়ের সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছিল না। আর তাই, হে রাজন, ক্লান্তিহীনভাবে তারা যুদ্ধ করে যাচ্ছিল।

তাৎপর্য

কোন কোন আচার্যগণ নিম্নোক্ত দুটি শ্লোককে এই অধ্যায়ের শ্লোকের সঙ্গে যুক্ত করেছেন এবং শ্রীল প্রভুপাদও তার *কৃষ্ণ* গ্রন্থে অনুবাদ করেছেন।

এবং তয়োর্মহারাজ যুধ্যতোঃ সপ্তবিংশতিঃ ।
দিনানি নিরগংস্তত্র সুহৃদ্বন নিশি তিষ্ঠতোঃ ॥
একদা মাতুলেয়ং বৈ প্রাহ রাজন্ বৃকোদরঃ ।
ন শক্তোঽহং জরাসন্ধং নির্জেতুং যুধি মাধব ॥

"এইভাবে, হে রাজন, তারা সাতাশদিন ধরে ক্রমাগত যুদ্ধ করল। প্রতিদিন যুদ্ধের শেষে উভয়ে একই সঙ্গে জরাসন্ধের প্রাসাদে রাত্রিবাস করত। অতঃপর অষ্টবিংশতি দিনে, হে রাজন, বৃকোদর (ভীম) তার মামাতো ভাইকে বললেন, "মাধব, আমি জরাসন্ধকে যুদ্ধে হারাতে পারব না।"

শ্লোক ৪০

শত্রোর্জন্মমৃতী বিদ্বান্ জীবিতং চ জরাকৃতম্ ।
পার্থমাপ্যায়য়ন্ স্বেন তেজসাচিন্তয়দ্ধরিঃ ॥ ৪০ ॥

শত্রোঃ—শত্রুর; **জন্ম**—জন্ম; **মৃতী**—এবং মৃত্যু; **বিদ্বান্**—অবগত; **জীবিতম্**—জীবিত করে তোলা; **চ**—এবং; **জরা**—জরা রাক্ষসী দ্বারা; **কৃতম্**—কৃত; **পার্থম্**—ভীম, পৃথা পুত্র; **আপ্যায়য়ন্**—শক্তি প্রদান করে; **স্বেন**—তাঁর নিজের; **তেজসা**—শক্তি; **অচিন্তয়ৎ**—চিন্তা করতে লাগলেন; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

তাঁর শত্রু জরাসন্ধের জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য এবং তাকে জরা রাক্ষসী জীবন দান করেছিল, শ্রীকৃষ্ণ তা জানতেন। এই সমস্ত কিছু বিবেচনা করে শ্রীকৃষ্ণ ভীমের মধ্যে তাঁর বিশেষ শক্তি সঞ্চারিত করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ "জরাসন্ধের জন্ম রহস্য জানতেন। জরাসন্ধ দুইজন ভিন্ন মায়ের কাছ থেকে দুটি ভিন্ন অংশে জন্মগ্রহণ করেছিল। শিশুটির কোন কার্যকারিতা নেই দেখে তার পিতা ভূমিষ্ঠ অংশ দুটি জঙ্গলে নিক্ষেপ করেছিল, সেখানে জরা নামে কালো কুৎসিত এক ডাইনী পরে এই অংশগুলি দেখতে পেয়েছিল। তখন ডাইনী শিশুর দুটি অংশ কোন প্রকারে আগাগোড়া জোড়া লাগাতে সক্ষম হল। এইসব তথ্য জানার ফলে শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ বধের উপায়ও জানতেন।"

শ্লোক ৪১

সঞ্চিন্ত্যারিবধোপায়ং ভীমস্যামোঘদর্শনঃ ।
দর্শয়ামাস বিটপং পাটয়ন্নিব সংজ্ঞয়া ॥ ৪১ ॥

সঞ্চিন্ত্য—চিন্তা করে; **অরি**—তাদের শত্রু; **বধ**—বধের; **উপায়ম্**—উপায়; **ভীমস্য**—ভীমকে; **অমোঘ-দর্শনঃ**—অমোঘ দৃষ্টি সম্পন্ন ভগবান; **দর্শয়াম্ আস**—প্রদর্শন করলেন; **বিটপম্**—একটি বৃক্ষ শাখা; **পাটয়ন্**—চিরে; **ইব**—যেন; **সংজ্ঞয়া**—একটি সংকেত রূপে।

অনুবাদ

কিভাবে শত্রুকে বধ করতে হবে সেই বিষয়ে স্থির করে অমোঘ-দর্শন ভগবান একটি বৃক্ষের ছোট শাখাকে মাঝখান দিয়ে চিরে ভীমকে সংকেত দিলেন।

শ্লোক ৪২

তদ্বিজ্ঞায় মহাসত্ত্বো ভীমঃ প্রহরতাং বরঃ ।
গৃহীত্বা পাদয়োঃ শত্রুং পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৪২ ॥

তৎ—তা; **বিজ্ঞায়**—হৃদয়ঙ্গম করে; **মহা**—মহা; **সত্ত্বঃ**—বলবান; **ভীমঃ**—ভীম; **প্রহরতাম্**—যোদ্ধাগণের; **বরঃ**—শ্রেষ্ঠ; **গৃহীতা**—ধারণ করে; **পাদয়োঃ**—পদ দ্বারা; **শত্রুম্**—তার শত্রু; **পাতয়াম্ আস্**—তিনি তাকে পতিত করলেন; **ভূ-তলে**—ভূতলে।

অনুবাদ

সেই সংকেত হৃদয়ঙ্গম করে যোদ্ধা শ্রেষ্ঠ বলবান ভীম তার প্রতিপক্ষের পদদ্বয় ধারণ করে তাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করলেন।

শ্লোক ৪৩

একং পাদং পদাক্রম্য দোর্ভ্যামন্যং প্রগৃহ্য সঃ ।
গুদতঃ পাটয়ামাস শাখামিব মহাগজঃ ॥ ৪৩ ॥

একম্—এক; **পাদম্**—পা; **পদা**—তার পদ দ্বারা; **আক্রম্য**—চেপে ধরে; **দোর্ভ্যাম্**—তার দুই হাত দ্বারা; **অন্যম্**—অন্যটি; **প্রগৃহ্য**—ধারণ করে; **সঃ**—তিনি; **গুদতঃ**—পায়ু থেকে শুরু করে; **পাটয়াম্ আস**—তাকে টুকরো করে চিরলেন; **শাখাম্**—এক বৃক্ষ শাখা; **ইব**—মতো; **মহা**—মহা; **গজঃ**—এক হস্তী।

অনুবাদ

জরাসন্ধের একটি পাকে ভীম তাঁর পা দিয়ে চেপে ধরে আর একটি পা তাঁর হাত দিয়ে আকর্ষণ করে একটি বৃহৎ হস্তী যেভাবে একটি বৃক্ষের শাখাকে ভগ্ন করে সেভাবে ভীম জরাসন্ধকে পায়ু থেকে শুরু করে উর্ধ্বমুখে ছিন্ন করলেন।

শ্লোক ৪৪

একপাদোরুবৃষণকটিপৃষ্ঠস্তনাংসকে ।
একবাহ্বক্ষিভ্রূকর্ণে শকলে দদৃশুঃ প্রজাঃ ॥ ৪৪ ॥

এক—একটি; **পাদ**—পা; **উরু**—উরু; **বৃষণ**—অণ্ডকোষ; **কটি**—কটি; **পৃষ্ঠ**—পৃষ্ঠ; **স্তন**—বক্ষদেশ; **অংসকে**—এবং স্কন্ধ; **এক**—একটি; **বাহু**—বাহু; **অক্ষি**—চোখ; **ভ্রূ**—ভ্রূ; **কর্ণে**—এবং কর্ণ; **শকলে**—খণ্ডদ্বয়; **দদৃশুঃ**—দর্শন করল; **প্রজাঃ**—প্রজাগণ।

অনুবাদ

তখন রাজার প্রজাগণ তার একটি পা, উরু, অণ্ডকোষ, কটি, স্কন্ধ, বাহু, নেত্র, ভ্রূ, কর্ণ, পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষদেশ বিশিষ্ট দুটি ভিন্ন খণ্ডে তাকে শায়িত দর্শন করল।

শ্লোক ৪৫

হাহাকারো মহানাসীন্নিহতে মগধেশ্বরে ।
পূজয়ামাসতুর্ভীমং পরিরভ্য জয়াচ্যুতৌ ॥ ৪৫ ॥

হাহাকারঃ—শোকার্ত ক্রন্দন; **মহান্**—মহা; **আসীৎ**—উত্থিত হল; **নিহতে**—নিহত হওয়ায়; **মগধ-ঈশ্বরে**—মগধ রাজ্যের অধীশ্বরের; **পূজয়াম্ আসতুঃ**—তাদের দুইজন পূজা করলেন; **ভীমম্**—ভীম; **পরিরভ্য**—আলিঙ্গন করে; **জয়**—অর্জুন; **অচ্যুতৌ**—এবং কৃষ্ণ।

অনুবাদ

মগধের অধীশ্বরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে, এক মহা শোকার্ত ক্রন্দন উত্থিত হল, তখন অর্জুন ও কৃষ্ণ ভীমকে আলিঙ্গনের দ্বারা অভিনন্দিত করলেন।

শ্লোক ৪৬

সহদেবং তত্তনয়ং ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।
অভ্যষিঞ্চদমেয়াত্মা মগধানাং পতিং প্রভুঃ ।
মোচয়ামাস রাজন্যান্ সংরুদ্ধা মাগধেন যে ॥ ৪৬ ॥

সহদেবম্—সহদেব নামক; **তৎ**—তার (জরাসন্ধের); **তনয়াম্**—পুত্র; **ভগবান্**—ভগবান; **ভূত**—সকল জীবের; **ভাবনঃ**—পালক; **অভ্যষিঞ্চৎ**—অভিষিক্ত করলেন; **অমেয়-আত্মা**—অমেয় আত্মা; **মগধানাম্**—মগধবাসীদের; **পতিম্**—প্রভু রূপে; **প্রভুঃ**—প্রভু; **মোচয়াম আস**—তিনি মুক্ত করলেন; **রাজন্যান্**—রাজাদের; **সংরুদ্ধাঃ**—বন্দী; **মাগধেন**—জরাসন্ধের দ্বারা; **যে**—যারা।

অনুবাদ

সকল জীবের পালক ও শুভাকাঙ্ক্ষী অপ্রমেয় পরমেশ্বর ভগবান জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে মগধের নতুন শাসকরূপে অভিষিক্ত করলেন। ভগবান অতঃপর জরাসন্ধ কর্তৃক বন্দী সকল রাজাদের মুক্ত করে দিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "যদিও জরাসন্ধ নিহত হয়েছিল, কৃষ্ণ বা দুই পাণ্ডব ভ্রাতা কেউই জরাসন্ধের সিংহাসন দাবী করেন নি। তাদের জরাসন্ধকে বধ করার উদ্দেশ্য ছিল জগতে শান্তি স্থাপনে বিঘ্ন সৃষ্টির প্রয়াস থেকে জরাসন্ধকে বিরত করা। অসুর সর্বদাই উৎপাত সৃষ্টি করে, কিন্তু দেবতা সর্বদা পৃথিবীর শান্তি রক্ষার চেষ্টা করে। শান্তি স্থাপনে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অসুরদের বিনাশ করা ও ধর্মাত্মাদের সুরক্ষা প্রদান করা শ্রীকৃষ্ণের ব্রত। এই জন্য তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণ সহদেব নামক জরাসন্ধের পুত্রকে আহ্বান করে বৈদিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে পৈতৃক রাজসিংহাসন অধিকার ও শান্তিপূর্ণভাবে রাজ্য শাসন করতে নির্দেশ দিলেন। ভগবান কৃষ্ণ হচ্ছেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু এবং তিনি চান যে সকলেই শান্তিপূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময় জীবন যাপন করুক। সহদেবকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার পর, বিনা কারণে জরাসন্ধ দ্বারা বন্দী সকল রাজা ও রাজপুত্রদের তিনি মুক্ত করে দিলেন।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'জরাসন্ধ বধ' নামক দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

মুক্ত রাজাগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের কাছে বন্দী রাজাদের মুক্ত করার পর কৃপাপূর্বক তাদের দর্শন দান করলেন এবং তাদের রাজকীয় উপহার সামগ্রী প্রদান করলেন।

ভগবান কৃষ্ণ যখন জরাসন্ধের বন্দী ২০, ৮০০ রাজাদের মুক্ত করলেন, তারা তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত হয়ে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করেছিল। অতঃপর তারা দণ্ডায়মান হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করল। তাদের বন্দীত্বকে তাদের অহংকার চূর্ণ করার জন্য ভগবানের অনুগ্রহ রূপে বিবেচনা করে রাজারা তাঁর পাদপদ্মের নিত্য স্মরণকে যা সহজতর করে, কেবল তারই অনুমোদন প্রার্থনা করলেন।

ভগবান রাজাদের আশ্বস্ত করলেন যে, তাদের প্রার্থনা পূর্ণ হবে। তিনি তাদের নির্দেশ প্রদান করলেন, "বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদনের মাধ্যমে আমার পূজা করবে এবং ধর্মের নীতিসমূহ অনুসারে তোমাদের প্রজাগণকে রক্ষা করবে। আমাতে তোমাদের মনকে নিবদ্ধ করে সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করবে এবং সর্বদা সুখে-দুঃখে সমবুদ্ধি অবলম্বন করে অবস্থান করবে। এইভাবে তোমাদের জীবনের শেষে নিশ্চিতরূপে তোমরা আমাকে প্রাপ্ত হবে।"

শ্রীকৃষ্ণ অতঃপর রাজাদের যথাযথভাবে স্নান ও বস্ত্র পরিধান করতে বলে সহদেবকে দিয়ে তাদের ফুলমালা, চন্দন, সুন্দর বস্ত্র ও রাজাদের যোগ্য অন্যান্য সামগ্রী নিবেদন করালেন। তাদের রত্ন ও স্বর্ণ অলঙ্কারে বিভূষিত করার পর, তিনি তাদের রথে আরোহণ করিয়ে প্রত্যেকের নিজ নিজ রাজ্যে প্রেরণ করলেন। তাদের প্রতি ভগবানের নির্দেশ অনুসারে পুনরায় তারা তাদের বিভিন্ন কর্তব্যসমূহ পালন করতে শুরু করল।

এরপর শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করে সেখানে রাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং সমস্ত ঘটনা তাঁকে বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ১-৬

শ্রীশুক উবাচ

অযুতে দ্বে শতান্যষ্টৌ নিরুদ্ধা যুধি নির্জিতাঃ।
তে নির্গতা গিরিদ্রোণ্যাং মলিনা মলবাসসঃ ॥ ১ ॥

ক্ষুৎক্ষামাঃ শুষ্কবদনাঃ সংরোধপরিকর্শিতাঃ ।
দদৃশুস্তে ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্ ॥ ২ ॥
শ্রীবৎসাঙ্কং চতুর্বাহুং পদ্মগর্ভারুণেক্ষণম্ ।
চারুপ্রসন্নবদনং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥ ৩ ॥
পদ্মহস্তং গদাশঙ্খরথাঙ্গৈরুপলক্ষিতম্ ।
কিরীটহারকটককটিসূত্রাঙ্গদাঞ্চিতম্ ॥ ৪ ॥
ভ্রাজদ্বরমণিগ্রীবং নিবীতং বনমালয়া ।
পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভ্যাং লিহন্ত ইব জিহ্বয়া ॥ ৫ ॥
জিঘ্রন্ত ইব নাসাভ্যাং রম্ভন্ত ইব বাহুভিঃ ।
প্রণেমুর্হতপাপ্মানো মূর্ধভিঃ পাদয়োর্হরেঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **অযুতে**—দশ সহস্র; **দ্বে**—দুই; **শতানি**—শত; **অষ্টৌ**—আট; **নিরুদ্ধাঃ**—বন্দী; **যুধি**—যুদ্ধে; **নির্জিতাঃ**—পরাজিত; **তে**—তারা; **নির্গতাঃ**—বেরিয়ে এলেন; **গিরিদ্রোণ্যাম্**—জরাসন্ধের রাজধানী, গিরিদ্রোণীর দুর্গে; **মলিনাঃ**—মলিন; **মল**—মলিন; **বাসসঃ**—বস্ত্রে; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধায়; **ক্ষামাঃ**—কৃশকায়; **শুষ্ক**—শুষ্ক; **বদনাঃ**—মুখমণ্ডল; **সংরোধ**—তাদের বন্দীত্ব দ্বারা; **পরিকর্শিতাঃ**—অত্যন্ত দুর্বল; **দদৃশুঃ**—দর্শন করল; **তে**—তারা; **ঘন**—মেঘের মতো; **শ্যামম্**—শ্যাম বর্ণ; **পীত**—পীত; **কৌশেয়**—রেশমের; **বাসসম্**—বসন; **শ্রীবৎস**—শ্রীবৎস; **অঙ্কম্**—চিহ্নিত; **চতুঃ**—চার; **বাহুম্**—বাহু সমন্বিত; **পদ্ম**—একটি পদ্মের; **গর্ভ**—কোশের মতো; **অরুণ**—অরুণ বর্ণের; **ঈক্ষণম্**—নেত্রদ্বয়; **চারু**—মনোহর; **প্রসন্ন**—এবং প্রসন্ন; **বদনম্**—বদন; **স্ফুরত**—দীপ্যমান; **মকর**—মকরাকৃতি; **কুণ্ডলম্**—কুণ্ডলদ্বয়; **পদ্ম**—একটি পদ্ম; **হস্তম্**—তাঁর হাতে; **গদা**—তাঁর গদা দ্বারা; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **রথ-অঙ্গৈঃ**—চক্র; **উপলক্ষিতম্**—চিহ্নিত; **কিরীট**—মুকুট; **হার**—রত্নহার; **কটক**—স্বর্ণ বলয়; **কটি-সূত্র**—কোমর বন্ধনী; **অঙ্গদ**—এবং অঙ্গদ; **অঞ্চিতম্**—বিভূষিত; **ভ্রাজৎ**—উজ্জ্বল; **বর**—শ্রেষ্ঠ; **মণি**—একটি মণি (কৌস্তুভ); **গ্রীবম্**—তাঁর গলায়; **নিবীতম্**—ঝুলন্ত (তাঁর গলা থেকে); **বন**—বন ফুলের; **মালয়া**—মাল্য দ্বারা; **পিবন্তঃ**—পান করছিল; **ইব**—যেন; **চক্ষুর্ভ্যাম্**—তাদের নেত্রদ্বয় দ্বারা; **লিহন্তঃ**—লেহন করছিল; **ইব**—যেন; **জিহ্বয়া**—তাদের জিহ্বা দ্বারা; **জিঘ্রন্তঃ**—ঘ্রাণ গ্রহণ করছিল; **ইব**—যেন; **নাসাভ্যাম্**—তাদের নাসিকা দ্বারা; **রম্ভন্তঃ**—আলিঙ্গন করছিল; **ইব**—যেন; **বাহুভিঃ**—তাদের বাহুদ্বয় দ্বারা; **প্রণেমুঃ**—তারা প্রণাম নিবেদন করল; **হত**—নষ্ট; **পাপ্মাঃ**—যাদের পাপসমূহ; **মূর্ধভিঃ**—তাদের মস্তক দ্বারা; **পাদয়ো**—পাদদ্বয়ে; **হরেঃ**—শ্রীকৃষ্ণের।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—জরাসন্ধ ২০, ৮০০ রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল। এই সকল রাজারা যখন গিরিদ্রোণী দুর্গ থেকে বেরিয়ে এল, তারা মলিন ও জীর্ণ পোশাকে উপস্থিত হল। তারা ক্ষুধায় কৃশ হয়ে গিয়েছিল, তাদের মুখমণ্ডল শুষ্ক হয়েছিল, এবং তাদের দীর্ঘ বন্দীদশার জন্য তারা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল।

রাজারা অতঃপর তাদের সম্মুখে ভগবানকে দর্শন করল। তাঁর বর্ণ ছিল ঘনশ্যাম এবং তিনি একটি পীত রেশমী বস্ত্র পরিধান করেছিলেন। তাঁর বক্ষের শ্রীবৎস চিহ্ন দ্বারা তাঁর পার্থক্য নিরূপিত হচ্ছিল, তিনি চতুর্ভুজ, তাঁর নয়নদ্বয় অরুণবর্ণের, যা পদ্মকোষ সদৃশ, তাঁর মনোরম, প্রসন্ন বদন, তাঁর ছিল উজ্জ্বল মকরাকৃতি কুণ্ডল এবং তাঁর হাতসমূহে তিনি পদ্ম, গদা, শঙ্খ ও চক্র ধারণ করেছিলেন। একটি মুকুট, একটি রত্নহার, একটি সোনার কোমর বন্ধনী, স্বর্ণ বলয় ও অঙ্গদ তাঁর রূপকে বিভূষিত করেছিল এবং তাঁর গলায় তিনি বহুমূল্যবান উজ্জ্বল কৌস্তুভ মণি ও বনমালা উভয়ই ধারণ করেছিলেন। রাজাগণ যেন তাদের চক্ষু দিয়ে তাঁর সৌন্দর্য পান করছিল, তাদের জিহ্বা দ্বারা তাঁকে লেহন করছিল, তাদের নাসিকা দ্বারা তাঁর ঘ্রাণ আস্বাদন করছিল, এবং তাদের বাহু দ্বারা তাঁকে আলিঙ্গন করছিল। তাদের অতীতের পাপ এখন বিনষ্ট হয়েছে, সকল রাজাগণ তাদের মস্তক তাঁর পাদদ্বয়ে স্থাপন করে ভগবান হরিকে প্রণাম নিবেদন করল।

শ্লোক ৭

কৃষ্ণসন্দর্শনাহ্লাদধ্বস্তসংরোধনক্লমাঃ ।
প্রশশংসুর্হৃষীকেশং গীর্ভিঃ প্রাঞ্জলয়ো নৃপাঃ ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণ-সন্দর্শন—ভগবান কৃষ্ণের দর্শনের; **আহ্লাদ**—আহ্লাদ দ্বারা; **ধ্বস্ত**—বিনষ্ট হল; **সংরোধন**—বন্দীত্বের; **ক্লমাঃ**—ক্লান্তি; **প্রশশংসুঃ**—তারা বন্দনা করল; **হৃষীকেশম্**—ইন্দ্রিয়সমূহের পরম অধীশ্বর; **গীর্ভিঃ**—তাদের বাক্য দ্বারা; **প্রাঞ্জলয়ঃ**—কৃতাঞ্জলি সহকারে; **নৃপাঃ**—রাজাগণ।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনের আনন্দ তাদের বন্দীত্বের ক্লান্তিকে দূরীভূত করলে, রাজাগণ কৃতাঞ্জলি সহকারে দণ্ডায়মান হলেন এবং হৃষীকেশকে স্তুতি বাক্য নিবেদন করলেন।

শ্লোক ৮
রাজান ঊচুঃ

নমস্তে দেবদেবেশ প্রপন্নার্তিহরাব্যয় ।
প্রপন্নান্ পাহি নঃ কৃষ্ণ নির্বিণ্ণান্ ঘোরসংসৃতে ॥ ৮ ॥

রাজানঃ ঊচুঃ—রাজাগণ বললেন; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে; **দেব**—দেবতাদের; **দেব**—ঈশ্বরগণের; **ঈশ**—হে পরম অধীশ্বর; **প্রপন্ন**—শরণাগতজনের; **আর্তি**—দুঃখের; **হর**—হে হরণকারী; **অব্যয়**—হে অক্ষয়; **প্রপন্নান্**—শরণাগত হয়েছি; **পাহি**—দয়া করে রক্ষা কর; **নঃ**—আমাদের; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **নির্বিণ্ণান্**—বিষণ্ণ; **ঘোর**—ভয়ঙ্কর; **সংসৃতেঃ**—সংসার হতে।

অনুবাদ

রাজাগণ বললেন—হে দেবদেবেশ, হে আপনার শরণাগত ভক্তের দুঃখবিনাশকারী, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। যেহেতু আমরা আপনার শরণাগত হয়েছি, হে অব্যয় স্বরূপ কৃষ্ণ, দয়া করে এই ভয়ঙ্কর সংসার জীবন থেকে, যা আমাদের এত বিষণ্ণ করছে, রক্ষা করুন।

শ্লোক ৯

নৈনং নাথানুসূয়ামো মাগধং মধুসূদন ।
অনুগ্রহো যদ্ ভবতো রাজ্ঞাং রাজ্যচ্যুতির্বিভো ॥ ৯ ॥

ন—না; **এনম্**—এর দ্বারা; **নাথ**—হে প্রভু; **অনুসূয়ামঃ**—দোষ প্রাপ্ত হই না; **মাগধম্**—মগধের রাজা; **মধুসূদন**—হে কৃষ্ণ; **অনুগ্রহঃ**—অনুগ্রহ; **যৎ**—যেহেতু; **ভবতঃ**—আপনার; **রাজ্ঞাম্**—রাজাদের; **রাজ্য**—তাদের রাজ্য হতে; **চ্যুতিঃ**—চ্যুতি; **বিভো**—হে সর্বশক্তিমান।

অনুবাদ

হে প্রভু, মধুসূদন, আমরা এই মগধের রাজাকে দোষারোপ করি না, যেহেতু, হে সর্বশক্তিমান, প্রকৃতপক্ষে আপনার অনুগ্রহ দ্বারাই রাজারা তাদের রাজপদ থেকে পতিত হয়েছে।

তাৎপর্য

এটি তাৎপর্যপূর্ণ যে, শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার পর এবং এইভাবে তাদের পাপের শুদ্ধি হওয়ায়, রাজারা, তাদের যে বন্দী করেছিল, সেই জরাসন্ধের প্রতি কোন জড় ঘৃণা বা তিক্ততা অনুভব করলেন না। কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনের দ্বারা রাজারা কৃষ্ণভাবনার স্তরে এসেছিলেন এবং গভীর পারমার্থিক জ্ঞান প্রদর্শনকারী এই সমস্ত শ্লোক বলেছিলেন।

শ্লোক ১০

রাজ্যৈশ্বর্যমদোন্নদ্ধো ন শ্রেয়ো বিন্দতে নৃপঃ ।
ত্বন্মায়ামোহিতোঽনিত্যা মন্যতে সম্পদোঽচলাঃ ॥ ১০ ॥

রাজ্য—রাজ্যের; **ঐশ্বর্য**—এবং ঐশ্বর্য; **মদ**—নেশা দ্বারা; **উন্নদ্ধঃ**—অসংযত হয়ে; **ন**—না; **শ্রেয়ঃ**—প্রকৃত মঙ্গল; **বিন্দতে**—প্রাপ্ত হয়; **নৃপঃ**—একজন রাজা; **ত্বৎ**—আপনার; **মায়া**—মায়ার শক্তি দ্বারা; **মোহিতঃ**—মোহিত; **অনিত্যাঃ**—অনিত্য; **মন্যতে**—সে মনে করে; **সম্পদঃ**—সম্পদসমূহ; **অচলাঃ**—নিত্য।

অনুবাদ

তার ঐশ্বর্য ও শাসন ক্ষমতায় মোহিত হয়ে একজন রাজা তার সকল আত্মসংযম হারিয়ে ফেলে এবং তার প্রকৃত কল্যাণ প্রাপ্ত হতে পারে না। তাই আপনার মায়া শক্তি দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে সে তার অনিত্য সম্পদকে নিত্য বলে মনে করে।

তাৎপর্য

উন্নদ্ধ শব্দটি নির্দেশ করছে যে অহংকার দ্বারা মত্ত সে তার যথাযথ ব্যবহারের সীমা ছাড়িয়ে যায়। মনুষ্য জীবন ধর্মের দ্বারা শাসিত হওয়ার জন্য, পারমার্থিক নীতিসমূহ ধীরে ধীরে কৃষ্ণভাবনার পূর্ণতায় উন্নতি লাভের জন্য। সম্পদ ও শক্তি দ্বারা অন্ধ হয়ে মূর্খ ব্যক্তি প্রকৃতি ও ভগবানের বিধানের বিরুদ্ধে তার খেয়াল খুশি মতো আচরণ করতে দ্বিধা করে না। দুর্ভাগ্যবশত ঐশ্বর্যশালী পশ্চিমী দেশগুলির অবস্থা এখন একরম।

শ্লোক ১১

মৃগতৃষ্ণাং যথা বালা মন্যন্ত উদকাশয়ম্ ।
এবং বৈকারিকীং মায়ামযুক্তা বস্তু চক্ষতে ॥ ১১ ॥

মৃগ-তৃষ্ণাম্—একটি মরীচিকা; **যথা**—যেমন; **বালাঃ**—শিশুসুলভ বুদ্ধিমত্তার মানুষেরা; **মন্যন্তে**—বিবেচনা করে; **উদক**—জলের; **আশয়ম্**—একটি আধার; **এবম্**—একই ভাবে; **বৈকারিকীম্**—বিকারের বিষয়; **মায়াম্**—মায়া; **অযুক্তাঃ**—অবিবেকীগণ; **বস্তু**—বস্তু; **চক্ষতে**—দর্শন করে।

অনুবাদ

শিশুসুলভ বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন মানুষেরা যেমন মরুভূমিতে একটি মরীচিকাকে এক জলাশয় রূপে বিবেচনা করে, তেমনি অবিবেকীগণ মায়ার বিকারকে প্রকৃত বস্তু রূপে দর্শন করে।

শ্লোক ১২-১৩

বয়ং পুরা শ্রীমদনষ্টদৃষ্টয়ো
জিগীষয়াস্যা ইতরেতরস্পৃধঃ ।
ঘ্নন্ত প্রজাঃ স্বা অতিনির্ঘৃণাঃ প্রভো
মৃত্যুং পুরস্ত্বাবিগণয্য দুর্মদাঃ ॥ ১২ ॥
ত এব কৃষ্ণাদ্য গভীররংহসা
দুরন্তবীর্যেণ বিচালিতাঃ শ্রিয়ঃ ।
কালেন তন্বা ভবতোহনুকম্পয়া
বিনষ্টদর্পাশ্চরণৌ স্মরাম তে ॥ ১৩ ॥

বয়ম্—আমরা; **পুরা**—অতীতে; **শ্রী**—ঐশ্বর্যের; **মদ**—প্রমত্ততার দ্বারা; **নষ্ট**—নষ্ট; **দৃষ্টয়ঃ**—দর্শন; **জিগীষয়া**—বিজয়ের ইচ্ছা দ্বারা; **অস্যাঃ**—এই (পৃথিবী); **ইতর-ইতর**—পরস্পর; **স্পৃধঃ**—কলহপূর্বক; **ঘ্নন্তঃ**—আক্রমণ পূর্বক; **প্রজাঃ**—প্রজাদের; **স্বাঃ**—আমাদের নিজেদের; **অতি**—অতি; **নির্ঘৃণাঃ**—নির্দয়; **প্রভো**—হে প্রভু; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **পুরঃ**—সম্মুখে; **ত্বা**—আপনাকে; **অবিগণয্য**—অশ্রদ্ধা পূর্বক; **দুর্মদাঃ**—উদ্ধত; **তে**—আমাদের; **এব**—বস্তুত; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **অদ্য**—এখন; **গভীর**—রহস্যময়; **রংহসা**—যার গতি; **দুরন্ত**—অপ্রতিরোধ্য; **বীর্যেণ**—যার শক্তি; **বিচালিতাঃ**—ভ্রষ্ট হয়ে; **শ্রিয়ঃ**—আমাদের ঐশ্বর্য হতে; **কালেন**—কাল দ্বারা; **তন্বা**—আপনার স্বরূপ; **ভবতঃ**—আপনার; **অনুকম্পয়া**—কৃপা দ্বারা; **বিনষ্ট**—বিনষ্ট; **দর্পাঃ**—যাদের দর্প; **চরণৌ**—চরণদ্বয়; **স্মরাম**—আমরা স্মরণ করছি; **তে**—আপনার।

অনুবাদ

অতীতে সম্পদের নেশায় অন্ধ হয়ে আমরা এই পৃথিবীকে জয় করতে চেয়েছিলাম এবং এইভাবে বিজয় অর্জনের জন্য আমরা আপন প্রজাদের নির্দয়ভাবে পীড়িত করে একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। মৃত্যুরূপে সম্মুখে দণ্ডায়মান আপনাকে, হে ভগবান, আমরা উদ্ধতভাবে উপেক্ষা করেছি। কিন্তু এখন, হে কৃষ্ণ, দুর্দম ও কৌশলী, এই কাল নামক আপনার শক্তিশালী রূপ দ্বারা আমরা আমাদের ঐশ্বর্যসমূহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। এখন কৃপা করে আপনি আমাদের অহংকারকে বিনষ্ট করেছেন, আমরা কেবল আপনার পাদপদ্মের স্মরণ প্রার্থনা করছি।

শ্লোক ১৪

অথো ন রাজ্যং মৃগতৃষ্ণিরূপিতং
দেহেন শশ্বৎ পততা রুজাং ভুবা ।

উপাসিতব্যাং স্পৃহয়ামহে বিভো
ক্রিয়াফলং প্রেত্য চ কর্ণরোচনম্ ॥ ১৪ ॥

অথ উ—এখন থেকে; **ন**—না; **রাজ্যম্**—রাজ্য; **মৃগ-তৃষ্ণি**—মরীচিকার মতো; **রূপিতম্**—যা প্রকাশিত; **দেহেন**—জড় দেহ দ্বারা; **শশ্বৎ**—নিরন্তর; **পততা**—মরণশীল; **রুজাম্**—ব্যাধির; **ভুবা**—আকর স্বরূপ; **উপাসিতব্যম্**—সেবা করতে; **স্পৃহয়ামহে**—আমরা ইচ্ছা করি; **বিভো**—হে সর্বশক্তিমান ভগবান; **ক্রিয়া**—পুণ্য কর্মের; **ফলম্**—ফল; **প্রেত্য**—পরবর্তী জীবনে প্রেরিত হলে; **চ**—এবং; **কর্ণ**—কর্ণদ্বয়ের জন্য; **রোচনম্**—রুচিজনক।

অনুবাদ

আমরা আর কখনও মরীচিকারূপ রাজ্যের জন্য লালায়িত হব না—যে রাজ্যকে এই মরণশীল, ব্যাধির আকর-স্বরূপ এবং প্রতিক্ষণে ক্ষয়িত ও পীড়িত দেহ দ্বারা ক্রীতদাস সুলভভাবে সেবা করতে হয়। হে সর্বশক্তিমান ভগবান, আমরা পরবর্তী জীবনে পুণ্য কর্মের ফল স্বরূপ স্বর্গ ভোগ করার আকাঙ্ক্ষাও করব না, কারণ এরূপ পুরস্কারের সংকল্প কর্ণদ্বয়ের জন্য ফাঁকা প্রলোভন মাত্র।

তাৎপর্য

রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব অথবা রাজ্য পালন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। আর তৎসত্ত্বেও এই দেহটি, যা রাজনৈতিক শক্তিকে পালন করার জন্য অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রম করে, তা স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হয়। প্রতিটি মুহূর্তে এই নশ্বর দেহ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে এবং এই এগিয়ে যাওয়ার পথে এই দেহটি বহু যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধির বিষয় হয়ে ওঠে। যিনি তার সুপ্ত কৃষ্ণভাবনামৃত জাগরিত করতে চান, সেই শুদ্ধাত্মার কাছে জড় ক্ষমতার সমগ্র বিষয়টি তাই সময় নষ্ট মাত্র।

বৈদিক শাস্ত্র এবং অন্যান্য ধর্মীয় শাস্ত্রে, যারা এই জীবনে পুণ্য কর্ম করছে তাদের জন্য পরবর্তী জীবনে বহু সমৃদ্ধি ও স্বর্গ সুখের সংকল্প রয়েছে। এই ধরনের সংকল্পগুলি কর্ণ-সুখকর ছাড়া আর বেশী কিছু নয়। জাগতিক সুখ, তা সে স্বর্গেই হোক আর নরকেই হোক, শুদ্ধ আত্মার কাছে তা এক ধরনের মায়া। শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিগত সঙ্গ প্রভাবে সৌভাগ্যবান রাজারা এই জাগতিক সৃষ্টির মোহাবিষ্টতার অতীত উচ্চতর পারমার্থিক বাস্তবতাকে এখন হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন।

শ্লোক ১৫

তং নঃ সমাদিশোপায়ং যেন তে চরণাব্জয়োঃ ।
স্মৃতির্যথা ন বিরমেদপি সংসরতামিহ ॥ ১৫ ॥

তম্—সেই; **নঃ**—আমাদেরকে; **সমাদিশ**—দয়া করে নির্দেশ দান করুন; **উপায়ম্**—উপায়; **যেন**—যার দ্বারা; **তে**—আপনার; **চরণ**—পদদ্বয়ের; **অজ্জয়োঃ**—পদ্মসদৃশ; **স্মৃতিঃ**—স্মৃতি; **যথা**—যেন; **ন বিরমেৎ**—প্রত্যাহৃত না হয়; **অপি**—এমন কি; **সংসরতাম্**—জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত জনের; **ইহ**—এই জগতে।

অনুবাদ

এই জগতে আমরা জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়েও কিভাবে নিরন্তর আপনার পাদপদ্মের স্মরণ করতে পারি, দয়া করে তা বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

একমাত্র তাঁর কৃপার দ্বারাই কেউ নিরন্তর ভগবানকে স্মরণ করতে পারে। *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৪) বর্ণনা করা হয়েছে যে এই ধরনের স্মরণ হচ্ছে পরম মোক্ষ প্রাপ্তির সহজ উপায়—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥

"যিনি একাগ্রচিত্তে নিরন্তর আমাকে স্মরণ করেন, হে পার্থ, আমি তার নিরন্তর ভক্তি-যুক্ততার জন্য তার কাছে সুলভ হই।" *অপি সংসরতামিহ* কথাটি নির্দেশ করছে যে রাজারা যে কেবলমাত্র মুক্তির জন্যই কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন তাই নয়, অধিকন্তু, তাঁর পাদপদ্মের নিরন্তর স্মরণের সমর্থতার বর প্রাপ্ত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। এই ধরনের নিরন্তর স্মরণ হচ্ছে প্রেমের লক্ষণ এবং ভগবৎ প্রেম হচ্ছে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

শ্লোক ১৬

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে ।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণায়—কৃষ্ণকে; **বাসুদেবায়**—বসুদেবের পুত্র; **হরয়ে**—ভগবান, হরি; **পরম-আত্মনে**—পরমাত্মা; **প্রণত**—শরণাগতজনের; **ক্লেশ**—ক্লেশের; **নাশায়**—বিনাশকারী; **গোবিন্দায়**—গোবিন্দকে; **নমঃ নমঃ**—বারম্বার প্রণাম নিবেদন করি।

অনুবাদ

আমরা বসুদেব পুত্র, হরি, শ্রীকৃষ্ণকে বারম্বার আমাদের প্রণাম নিবেদন করি। পরমাত্মা, গোবিন্দ, তাঁর শরণাগতজনের সকল ক্লেশকে বিনাশ করেন।

শ্লোক ১৭

শ্রীশুক উবাচ

সংস্তূয়মানো ভগবান্ রাজভির্মুক্তবন্ধনৈঃ ।
তানাহ করুণস্তাত শরণ্যঃ শ্লক্ষয়া গিরা ॥ ১৭ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **সংস্তূয়মানঃ**—সুন্দররূপে স্তুত হয়ে; **ভগবান্**—ভগবান; **রাজভিঃ**—রাজাদের দ্বারা; **মুক্ত**—মুক্ত; **বন্ধনৈঃ**—তাদের বন্ধন থেকে; **তান্**—তাদেরকে; **আহ**—তিনি বললেন; **করুণঃ**—কৃপাময়; **তাত**—হে প্রিয় (রাজা পরীক্ষিৎ); **শরণ্যঃ**—শরণাগত বৎসল; **শ্লক্ষয়া**—মধুর; **গিরা**—বাক্যসমূহ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে এখন বন্ধন থেকে মুক্ত রাজাগণ ভগবানের স্তুতি করেছিলেন। অতঃপর, হে প্রিয় পরীক্ষিৎ, কৃপাময় শরণাগত-বৎসল মধুর বচনে তাদের বললেন।

শ্লোক ১৮

শ্রীভগবানুবাচ

অদ্য প্রভৃতি বো ভূপা ময্যাত্মন্যখিলেশ্বরে ।
সুদৃঢ়া জায়তে ভক্তির্বাঢ়মাশংসিতং তথা ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **অদ্য প্রভৃতি**—এখন থেকে; **বঃ**—তোমাদের; **ভূ-পাঃ**—হে রাজাগণ; **ময়ি**—আমার জন্য; **আত্মনি**—অন্তর্যামি স্বরূপ; **অখিল**—সকলের; **ঈশ্বর**—নিয়ন্তা; **সু**—অত্যন্ত; **দৃঢ়া**—দৃঢ়; **জায়তে**—উত্থিত হবে; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **বাঢ়ম্**—নিশ্চিতরূপে; **আশংসিতম্**—যা প্রার্থনা করছ; **তথা**—তেমন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—এখন থেকে, হে প্রিয় রাজাগণ, সকলের ঈশ্বর ও পরমাত্মা স্বরূপ আমার প্রতি তোমাদের অচলা ভক্তি হবে। আমি তোমাদের নিশ্চিত করলাম, তোমরা যেরকম ইচ্ছা করেছ সেরকমই ঘটবে।

শ্লোক ১৯

দিষ্ট্যা ব্যবসিতং ভূপা ভবন্ত ঋতভাষিণঃ ।
শ্রীয়ৈশ্বর্যমদোন্নাহং পশ্য উন্মাদকং নৃণাম্ ॥ ১৯ ॥

দিষ্ট্যা—সৌভাগ্যজনক; **ব্যবসিতম্**—তোমাদের সংকল্প; **ভূপাঃ**—হে রাজাগণ; **ভবন্তঃ**—আপনারা; **ঋত**—বিশ্বস্তভাবে; **ভাষিণঃ**—বলছেন; **শ্রী**—ঐশ্বর্যের; **ঐশ্বর্য**—এবং শক্তি; **মদ**—উন্মত্ততার জন্য; **উন্নাহম্**—সংযমের অভাব হেতু; **পশ্যে**—আমি দর্শন করি; **উন্মাদকম্**—উন্মত্ততার; **নৃণাম্**—মনুষ্যগণের।

অনুবাদ

হে রাজাগণ, সৌভাগ্যক্রমে আপনারা সঠিক সিদ্ধান্তে এসেছেন এবং আপনারা যা বলেছেন তা সত্য। আমি দেখতে পারছি যে ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের প্রতি মানুষের মাদকতা হতে উত্থিত তাদের আত্মসংযমের অভাবের জন্যই তারা উন্মত্ত হয়ে ওঠে।

শ্লোক ২০

হৈহয়ো নহুষো বেণো রাবণো নরকোঽপরে ।
শ্রীমদাদ্ ভ্রংশিতাঃ স্থানাদ্দেবদৈত্যনরেশ্বরাঃ ॥ ২০ ॥

হৈহয়ঃ নহুষঃ বেণঃ—হৈহেয় (কার্তবীর্য), নহুষ এবং বেণ; **রাবণঃ নরকঃ**—রাবণ ও নরক; **অপরে**—অন্যান্যরাও; **শ্রী**—ঐশ্বর্যের জন্য; **মদাৎ**—তাদের মাদকতার জন্য; **ভ্রংশিতাঃ**—পতিত হয়েছিল; **স্থানাৎ**—তাদের পদ হতে; **দেব**—দেবতাদের; **দৈত্য**—দৈত্যগণ; **নর**—এবং মানুষ; **ঈশ্বরাঃ**—শাসকগণ।

অনুবাদ

হৈহয়, নহুষ, বেণ, রাবণ, নরক ও দেবতা, দৈত্য ও দানবদের বহু শাসকও জড় ঐশ্বর্যের প্রতি তাদের আসক্তির জন্য তাদের উন্নত অবস্থান থেকে পতিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর বর্ণনা অনুযায়ী, যেহেতু হৈহয়, ভগবান পরশুরামের বাবা জমদগ্নির কামধেনু চুরি করেছিল তাই পরশুরাম তাকে ও তার উদ্ধত পুত্রকে হত্যা করেছিলেন। নহুষ যখন সাময়িকভাবে ইন্দ্রের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন সে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে উঠেছিল। যখন অহংকারবশতঃ নহুষ দেবরাজ ইন্দ্রের পবিত্র পত্নী শচীর সঙ্গে অবৈধ মিলনে গমনের জন্য কয়েকজন ব্রাহ্মণকে তার পালকি বহন করতে নির্দেশ দিল, ব্রাহ্মণগণ তার ইন্দ্রত্ব থেকে তাকে পতিত করে একজন বৃদ্ধ মানুষে পরিণত করলেন। তেমনিভাবে রাজা বেণও যখন উন্মত্ত হয়েছিল এবং যখন সে ব্রাহ্মণদের অপমানিত করল, তারা উচ্চৈঃস্বরে উগ্র মন্ত্রোচ্চারণ করে তাকে হত্যা করেছিলেন। রাবণ রাক্ষসগণের একজন বিখ্যাত শাসক ছিলেন, কিন্তু লালসা বশতঃ সে সীতা মাতাকে হরণ করেছিল আর তাই তাঁর স্বামী শ্রীরামচন্দ্র,

তাকে হত্যা করেছিলেন। নরক ছিল দৈত্যকুলের শাসক যে মাতা অদিতির কুণ্ডলদ্বয় চুরি করতে সাহস করেছিল এবং তার অপরাধের জন্য নিহত হয়েছিল। এইভাবে ইতিহাস জুড়ে শক্তিশালী নেতাগণ তাদের তথাকথিত ঐশ্বর্য দ্বারা মত্ত হয়ে ওঠার জন্য তাদের পদসমূহ হতে পতিত হয়েছিল।

শ্লোক ২১

ভবন্ত এতদ্বিজ্ঞায় দেহাদ্যুৎপাদ্যমন্তবৎ ।
মাং যজন্তোঽধ্বরৈর্যুক্তাঃ প্রজা ধর্মেণ রক্ষ্যথ ॥ ২১ ॥

ভবন্তঃ—তোমরা; **এতৎ**—এই; **বিজ্ঞায়**—হৃদয়ঙ্গম করে; **দেহ-আদি**—জড় দেহ ইত্যাদি; **উৎপাদ্যম্**—উৎপত্তিশীল; **অন্ত-বৎ**—বিনাশশীল; **মাম্**—আমাকে; **যজন্তঃ**—পূজা পূর্বক; **অধ্বরৈঃ**—বৈদিক যজ্ঞসমূহ দ্বারা; **যুক্তাঃ**—স্বচ্ছ বুদ্ধিমত্তা সহকারে; **প্রজাঃ**—তোমাদের প্রজাদের; **ধর্মেণ**—ধর্মীয় সূত্র অনুসারে; **রক্ষ্যথ**—তোমাদের রক্ষা করা উচিত।

অনুবাদ

এই জড় দেহের এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্তকিছুর শুরু ও শেষ আছে হৃদয়ঙ্গম করে বৈদিক যজ্ঞের দ্বারা আমাকে পূজা কর এবং স্বচ্ছ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ধর্মনীতি অনুসারে তোমার প্রজাদের রক্ষা কর।

শ্লোক ২২

সন্তন্বন্তঃ প্রজাতন্তূন্ সুখং দুঃখং ভবাভবৌ ।
প্রাপ্তং প্রাপ্তং চ সেবন্তো মচ্চিত্তা বিচরিষ্যথ ॥ ২২ ॥

সন্তন্বন্তঃ—উৎপাদন পূর্বক; **প্রজা**—প্রজার; **তন্তূন্**—পর্যায়ক্রমে; **সুখম্**—সুখ; **দুঃখম্**—দুঃখ; **ভব**—জন্ম; **অভবৌ**—এবং মৃত্যু; **প্রাপ্তম্ প্রাপ্তম্**—তারা যেভাবে আসবে; **চ**—এবং; **সেবন্তঃ**—গ্রহণ করে; **মৎ-চিত্তাঃ**—আমাতে মন স্থির করে; **বিচরিষ্যথ**—জীবন যাপন করবে।

অনুবাদ

সন্তান উৎপাদন পূর্বক এবং সুখ, দুঃখ, জন্ম ও মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে সর্বদা আমাতে তোমাদের মন স্থির রাখবে।

শ্লোক ২৩

উদাসীনাশ্চ দেহাদাবাত্মারামা ধৃতব্রতাঃ ।
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যঙ্মামন্তে ব্রহ্ম যাস্যথ ॥ ২৩ ॥

উদাসীনাঃ—উদাসীন; **চ**—এবং; **দেহ-আদৌ**—দেহ ইত্যাদির প্রতি; **আত্ম-আরামাঃ**—আত্মসন্তুষ্ট; **ধৃত**—দৃঢ় রূপে ধারণ করে; **ব্রতাঃ**—তোমাদের ব্রতে; **ময়ী**—আমাকে; **আবেশ্য**—পূর্ণ মনোযোগ প্রদান করে; **মনঃ**—মনকে; **সম্যক**—সম্পূর্ণ রূপে; **মাম্**—আমাকে; **অন্তে**—অন্তকালে; **ব্রহ্ম**—পরম ব্রহ্মে; **যস্যথ**—তোমরা গমন করবে।

অনুবাদ

দেহ ও তৎ-সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় থেকে নিবৃত্ত হও, আত্ম-সন্তুষ্ট হয়ে, আমাতে তোমাদের মনকে নিবদ্ধ করে, দৃঢ়ভাবে তোমাদের ব্রত সম্পাদন কর। এইভাবে অবশেষে তোমরা পরম ব্রহ্ম স্বরূপ আমাকে লাভ করবে।

শ্লোক ২৪

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাদিশ্য নৃপান্ কৃষ্ণো ভগবান্ ভুবনেশ্বরঃ ।
তেষাং ন্যযুক্ত পুরুষান্ স্ত্রিয়ো মজ্জনকর্মণি ॥ ২৪ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **আদিশ্য**—নির্দেশ প্রদান পূর্বক; **নৃপান্**—রাজাগণ; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **ভগবান্**—ভগবান; **ভুবন**—সকল জগতের; **ঈশ্বরঃ**—ঈশ্বর; **তেষাম্**—তাদের; **ন্যযুক্ত**—যুক্ত করলেন; **পুরুষান্**—পুরুষভৃত্য; **স্ত্রিয়ঃ**—এবং স্ত্রী ভৃত্য; **মজ্জন**—মার্জন করার; **কর্মণি**—কর্মে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে রাজাদের নির্দেশ প্রদান করে, জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, পুরুষ ও স্ত্রী ভৃত্যদেরকে তাদের স্নান ও পরিচর্যার জন্য নিযুক্ত করলেন।

শ্লোক ২৫

সপর্যাং কারয়ামাস সহদেবেন ভারত ।
নরদেবোচিতৈর্বস্ত্রৈর্ভূষণৈঃ স্রগ্বিলেপনৈঃ ॥ ২৫ ॥

সপর্যাম্—সেবা; **কারয়াম্ আস**—তিনি করেছিলেন; **সহদেবেন**—জরাসন্ধের পুত্র, সহদেব দ্বারা; **ভারত**—হে ভরতকুলনন্দন; **নর দেব**—রাজাগণ; **উচিতৈঃ**—যথোচিত; **বস্ত্রৈঃ**—বস্ত্র দ্বারা; **ভূষণৈঃ**—অলঙ্কার; **স্রক্**—পুষ্পমাল্য; **বিলেপনৈঃ**—এবং চন্দন পিষ্টক।

অনুবাদ

হে ভরতকুলনন্দন, ভগবান তখন রাজা সহদেবকে দিয়ে রাজার পক্ষে উপযুক্ত সকল বস্ত্র, অলঙ্কার, পুষ্পমাল্য ও চন্দন পিষ্টক অর্পণ দ্বারা তাদের সম্মানীত করলেন।

শ্লোক ২৬

ভোজয়িত্বা বরান্নেন সুস্নাতান্ সমলঙ্কৃতান্ ।
ভোগৈশ্চ বিবিধৈর্যুক্তাংস্তাম্বুলাদ্যৈর্নৃপোচিতৈঃ ॥ ২৬ ॥

ভোজয়িত্বা—ভোজন করিয়ে; **বর**—শ্রেষ্ঠ; **অন্নেন**—খাদ্য দ্বারা; **সু**—যথাযথভাবে; **স্নাতান্**—স্নাত; **সমলঙ্কৃতান্**—সুশোভিত; **ভোগৈঃ**—ভোগের বস্তু দ্বারা; **চ**—এবং; **বিবিধৈঃ**—বিভিন্ন; **যুক্তান্**—প্রদান করে; **তাম্বুল**—তাম্বুল; **আদ্যৈঃ**—এবং প্রভৃতি; **নৃপ**—রাজাগণ; **উচিতৈঃ**—উচিত।

অনুবাদ

তারা যথাযথভাবে স্নাত ও শোভিত হওয়ার পর, তারা যাতে উত্তম ভোজ্য সহকারে ভোজন করে শ্রীকৃষ্ণ তা দর্শন করলেন। তিনি রাজাদের সুখোপযোগী বিভিন্ন দ্রব্যও, যেমন তাম্বুল ইত্যাদি প্রদান করলেন।

শ্লোক ২৭

তে পূজিতা মুকুন্দেন রাজানো মৃষ্টকুণ্ডলাঃ ।
বিরেজুর্মোচিতাঃ ক্লেশাৎ প্রাবৃড়ন্তে যথা গ্রহাঃ ॥ ২৭ ॥

তে—তারা; **পূজিতাঃ**—সম্মানীত হলেন; **মুকুন্দেন**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **রাজানঃ**—রাজাগণ; **মৃষ্টা**—উজ্জ্বল; **কুণ্ডলাঃ**—যাদের কুণ্ডল; **বিরেজুঃ**—দীপ্তিমান রূপে প্রকাশিত; **মোচিতাঃ**—মুক্ত; **ক্লেশাৎ**—তাদের ক্লেশ হতে; **প্রাবৃট**—বর্ষার; **অন্তে**—শেষে; **যথা**—যেমন; **গ্রহাঃ**—গ্রহ সকল (যেমন চন্দ্র)।

অনুবাদ

ভগবান মুকুন্দ দ্বারা সম্মানীত এবং কঠোর দুর্দশা হতে মুক্ত রাজাগণ দীপ্তিমান রূপে শোভা পাচ্ছিল, তাদের কুণ্ডলসমূহ চকচক করছিল, ঠিক যেমন চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহসমূহ বর্ষা ঋতুর শেষে আকাশে দীপ্তিমান রূপে শোভিত হয়।

শ্লোক ২৮

রথান্ সদশ্বানারোপ্য মণিকাঞ্চনভূষিতান্ ।
প্রীণয্য সুনৃতৈর্বাক্যৈঃ স্বদেশান্ প্রত্যযাপয়ৎ ॥ ২৮ ॥

রথান্—রথসমূহ; **সৎ**—উত্তম; **অশ্বান্**—অশ্বসমূহ দ্বারা; **আরোপ্য**—তাদের আরোহণ করিয়ে; **মণি**—রত্ন দ্বারা; **কাঞ্চন**—এবং স্বর্ণ; **ভূষিতান্**—বিভূষিত; **প্রীণয্য**—সন্তুষ্ট করে; **সুনৃতৈঃ**—মধুর; **বাক্যৈঃ**—বচনে; **স্ব**—তাদের নিজ; **দেশান্**—রাজ্যে; **প্রত্যযাপয়ৎ**—তিনি প্রেরণ করলেন।

অনুবাদ

অতঃপর ভগবান রাজাদের উত্তম অশ্ব দ্বারা আকর্ষিত এবং রত্ন ও স্বর্ণে বিভূষিত রথে উপবেশনের আয়োজন করে, তিনি তাদের যার যার নিজ রাজ্যে প্রেরণ করলেন।

শ্লোক ২৯

ত এবং মোচিতাঃ কৃচ্ছ্রাৎ কৃষ্ণেন সুমহাত্মনা ।
যযুস্তমেব ধ্যায়ন্তঃ কৃতানি চ জগৎপতেঃ ॥ ২৯ ॥

তে—তারা; **এবম্**—এইভাবে; **মোচিতাঃ**—মুক্ত; **কৃচ্ছ্রাৎ**—কষ্ট হতে; **কৃষ্ণেন**—কৃষ্ণের দ্বারা; **সু-মহা-আত্মনা**—পরম মহাত্মাগণ; **যযুঃ**—তারা গমন করলেন; **তম্**—তাঁকে; **এব**—একমাত্র; **ধ্যায়ন্তঃ**—ধ্যান পূর্বক; **কৃতানি**—আচরণসমূহে; **চ**—এবং; **জগৎ-পতেঃ**—জগদীশ্বরের।

অনুবাদ

এইভাবে কৃষ্ণ দ্বারা সকল কষ্ট থেকে মুক্ত পরম মহাত্মা রাজাগণ গমন করলে, তাদের যাত্রাপথে তারা কেবল জগদীশ্বর ও তাঁর আচরণসমূহের ভাবনায় নিমগ্ন ছিলেন।

শ্লোক ৩০

জগদুঃ প্রকৃতিভ্যস্তে মহাপুরুষচেষ্টিতম্ ।
যথান্বশাসদ্ ভগবাংস্তথা চক্রুরতন্দ্রিতাঃ ॥ ৩০ ॥

জগদুঃ—বললেন; **প্রকৃতিভ্যঃ**—তাদের অমাত্য ও অন্যান্য পার্ষদদের; **তে**—তারা (রাজাগণ); **মহা-পুরুষ**—পরম পুরুষ; **চেষ্টিতম্**—আচরণসমূহ; **যথা**—যেমন; **অন্বশাসৎ**—তিনি নির্দেশ প্রদান করেছিলেন; **ভগবান্**—ভগবান; **তথা**—সেইভাবে; **চক্রুঃ**—তারা পালন করলেন; **অতন্দ্রিতাঃ**—শিথিলতা বিনা।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান যা করেছিলেন রাজাগণ তাদের মন্ত্রী ও অন্যান্য পার্ষদদের তা বর্ণনা করলেন এবং তিনি তাদের যা নির্দেশ প্রদান করেছিলেন তারা তা অধ্যবসায়ের সঙ্গে তা পালন করেছিল।

শ্লোক ৩১

জরাসন্ধং ঘাতয়িত্বা ভীমসেনেন কেশবঃ ।
পার্থাভ্যাং সংযুতঃ প্রায়াৎ সহদেবেন পূজিতঃ ॥ ৩১ ॥

জরাসন্ধম্—জরাসন্ধ; **ঘাতয়িত্বা**—নিহত হওয়ার পর; **ভীমসেনেন**—ভীমসেন দ্বারা; **কেশবঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **পার্থাভ্যাম্**—পৃথার দুই পুত্র (ভীম ও অর্জুন) দ্বারা; **সংযুতঃ**—সঙ্গে; **প্রায়াৎ**—তিনি বিদায় গ্রহণ করলেন; **সহদেবেন**—সহদেব দ্বারা; **পূজিতঃ**—পূজিত হয়ে।

অনুবাদ

ভীমসেন দ্বারা জরাসন্ধকে নিহত করার আয়োজনের পর, ভগবান কেশব রাজা সহদেবের কাছ থেকে পূজা গ্রহণ করে পৃথার দুই পুত্র সহ প্রস্থান করলেন।

শ্লোক ৩২

গত্বা তে খাণ্ডবপ্রস্থং শঙ্খান্ দধ্মুর্জিতারয়ঃ ।
হর্ষয়ন্তঃ স্বসুহৃদো দুর্হৃদাং চাসুখাবহাঃ ॥ ৩২ ॥

গত্বা—পৌছে; **তে**—তারা; **খাণ্ডব-প্রস্থম্**—ইন্দ্রপ্রস্থে; **শঙ্খান্**—তাদের শঙ্খ; **দধ্মুঃ**—ধ্বনিত করলেন; **জিত্বা**—পরাজিত করে; **অর্জঃ**—তাদের শত্রুদের; **হর্ষয়ন্তঃ**—আনন্দ দানকারী; **স্ব**—তাদের; **সুহৃদঃ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **দুর্হৃদাম্**—তাদের শত্রুদের; **চ**—এবং; **অসুখ**—শোক; **আবহাঃ**—আনয়নকারী।

অনুবাদ

বিজয়ী বীরগণ ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করে, তাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের আনন্দ ও তাদের শত্রুদের দুঃখ আনয়নকারী শঙ্খধ্বনি করলেন।

শ্লোক ৩৩

তচ্ছুত্বা প্রীতমনস ইন্দ্রপ্রস্থনিবাসিনঃ ।
মেনিরে মাগধং শান্তং রাজা চাপ্তমনোরথঃ ॥ ৩৩ ॥

তৎ—তা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **প্রীত**—সন্তুষ্ট; **মনসঃ**—তাদের হৃদয়ে; **ইন্দ্রপ্রস্থ-নিবাসিনঃ**—ইন্দ্রপ্রস্থের অধিবাসীগণ; **মেনিরে**—হৃদয়ঙ্গম করলেন; **মাগধম্**—জরাসন্ধ; **শান্তম্**—নিহত হয়েছে; **রাজা**—রাজা (যুধিষ্ঠির); **চ**—এবং; **আপ্ত**—অর্জন করেছেন; **মনঃ-রথঃ**—ইচ্ছাসমূহ।

অনুবাদ

সেই ধ্বনি শ্রবণ করে ইন্দ্রপ্রস্থের অধিবাসীগণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন কারণ তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে এখন মগধের রাজা নিহত হয়েছে। রাজা যুধিষ্ঠির অনুভব করেছিলেন যে তার আকাঙ্ক্ষা এখন পূর্ণ হল।

শ্লোক ৩৪

অভিবন্দ্যাথ রাজানং ভীমার্জুনজনার্দনাঃ ।
সর্বমাশ্রাবয়াং চক্রুরাত্মনা যদনুষ্ঠিতম্ ॥ ৩৪ ॥

অভিবন্দ্য—তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন পূর্বক; **অথ**—অতঃপর; **রাজানম্**—রাজা; **ভীম-অর্জুন-জনার্দনাঃ**—ভীম, অর্জুন ও কৃষ্ণ; **সর্বম্**—সমস্ত কিছু; **অশ্রাবয়াম চক্রুঃ**—তাঁরা বর্ণনা করলেন; **আত্মনা**—তাঁদের নিজেদের দ্বারা; **যৎ**—যা; **অনুষ্ঠিতম্**—অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

অনুবাদ

ভীম, অর্জুন ও জনার্দন, রাজাকে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন পূর্বক তাঁরা যা করেছিলেন তার বৃত্তান্ত সম্পূর্ণভাবে তাঁকে বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ৩৫

নিশম্য ধর্মরাজস্তৎ কেশবেনানুকম্পিতম্ ।
আনন্দাশ্রুকলাং মুঞ্চন্ প্রেম্ণা নোবাচ কিঞ্চন ॥ ৩৫ ॥

নিশম্য—শ্রবণ করে; **ধর্ম-রাজঃ**—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির; **তৎ**—তা; **কেশবেন**—ভগবান কৃষ্ণ দ্বারা; **অনুকম্পিতম্**—অনুকম্পিত; **আনন্দ**—আনন্দের; **অশ্রু-কলাম্**—অশ্রু; **মুঞ্চন্**—মোচন করলেন; **প্রেম্ণা**—প্রেমবশত; **ন উবাচ**—তিনি বললেন না; **কিঞ্চন**—কিছু।

অনুবাদ

তাঁকে কৃপাপূর্বক প্রদর্শিত ভগবান কেশবের মহানুকম্পিত তাদের বর্ণনা শ্রবণ করে ধর্মরাজ আনন্দাশ্রু মোচন করলেন। তিনি এমনই প্রেম অনুভব করলেন যে তিনি কোন কথা বলতে পারলেন না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'মুক্ত রাজাগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা' নামক ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়

রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপাল উদ্ধার

কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ রাজসূয় যজ্ঞে অগ্রপূজার সম্মান গ্রহণ করেছিলেন এবং কিভাবে তিনি শিশুপালকে বধ করেছিলেন এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করার পর, রাজা যুধিষ্ঠির, ভরদ্বাজ, গৌতম ও বশিষ্ঠের মতো উপযুক্ত গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে রাজসূয় যজ্ঞের পুরোহিত রূপে নির্বাচিত করলেন। অতঃপর চতুঃবর্ণের সকল শ্রেষ্ঠ অতিথিগণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দর্শন করার জন্য আগমন করলেন।

যজ্ঞ শুরু হলে "অগ্রপূজার" আচার সম্পাদনের জন্য, কে এই সম্মান গ্রহণ করবেন সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সমবেত সদস্যদের আহ্বান জানান হল। সহদেব বললেন, "পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, কারণ তিনি স্বয়ং বৈদিক যজ্ঞে পূজিত সকল বিগ্রহের মুল স্বরূপ। হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে তাঁর ভূমিকায় তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সকলের জন্য নির্দিষ্ট ধরনের কর্মে যুক্ত হওয়ার আয়োজন করেন এবং তাঁর কৃপা দ্বারা কেবলমাত্র মনুষ্যগণই বিভিন্ন ধরনের পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান করে তার কল্যাণকর ফল গ্রহণে সমর্থ হতে পারে। যে তাঁকে পূজা করে সে সকল জীবেরই পূজা করে। তাই নিশ্চিতরূপে ভগবান কৃষ্ণেরই অগ্র পূজা হওয়া উচিত।"

সভার প্রায় সকলেই সহদেবের প্রস্তাবে সম্মত হলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে তাকে অভিনন্দিত করলেন। তাই রাজা যুধিষ্ঠির আনন্দের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করলেন। তাঁর পাদদ্বয় ধৌত করার পর, রাজা সেই জল গ্রহণ করলেন এবং তার নিজের মাথায় ছিটিয়ে দিলেন এবং তার পত্নীগণ, কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ, ও আত্মীয়বর্গও তাদের মাথায় জল সিঞ্চন করলেন। তখন প্রত্যেকে "জয় হোক", "জয় হোক" ধ্বনি দিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদন করার পরে আকাশ থেকে পুষ্পবর্ষণ হতে লাগল।

কিন্তু, শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের এই পূজা ও মহিমা কীর্তন সহ্য করতে পারল না। সে তার আসন থেকে উঠে শ্রীকৃষ্ণকে অগ্র-পূজা করার জন্য বয়স্ক জ্ঞানীগণকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করল। সে বলল "এই কৃষ্ণ বৈদিক সামাজিক ও পারমার্থিক পরম্পরার পন্থা ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সমাজের বহির্ভূত। সে ধর্মের কোন নীতি অনুসরণ করে না এবং তার কোন ভাল গুণ নেই।"

শিশুপাল এইভাবে তাঁকে ক্রমাগত নিন্দা করতে থাকলেও শ্রীকৃষ্ণ মৌন রইলেন। কিন্তু সভার অনেক সদস্যই তাদের কর্ণকে আচ্ছাদিত করলেন এবং দ্রুত সভা ত্যাগ করলেন, আর তখন পাণ্ডব ভ্রাতাগণ তাদের অস্ত্র উদ্যত করে শিশুপালকে হত্যার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাদের নিবারিত করলেন কিন্তু পরিবর্তে অপরাধীর শিরচ্ছেদ করার জন্য তাঁর সুদর্শন চক্রকে ব্যবহার করলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে এক আলোকরশ্মি শিশুপালের মৃতদেহ থেকে বেরিয়ে শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় দেহে প্রবেশ করল। তিন জন্ম ভগবানের শত্রুরূপে জীবন যাপন করার পর শিশুপাল এখন নিরন্তর তাঁর চিন্তা করার জন্য, তাঁর মধ্যে মিশে গিয়ে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করল।

রাজা যুধিষ্ঠির তখন সভার মাননীয় অতিথি এবং পুরোহিতদের প্রচুর উপহার প্রদান করলেন এবং অবশেষে তিনি প্রায়শ্চিত্ত হোম নামক শুদ্ধি আহুতি সম্পাদন করলেন যা যজ্ঞকালীন ভ্রান্তিসমূহকে খণ্ডন করে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সম্পূর্ণ হলে ভগবান কৃষ্ণ রাজার কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে তাঁর পত্নী ও মন্ত্রীগণসহ দ্বারকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

রাজা যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্যের সমৃদ্ধি প্রকাশ দর্শন করে, এছাড়াও প্রত্যেকেই আনন্দের সঙ্গে রাজসূয় যজ্ঞের ও যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মহিমার প্রশংসা করায়, দুর্যোধন তা সহ্য করতে পারল না।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

এবং যুধিষ্ঠিরো রাজা জরাসন্ধবধং বিভোঃ ।
কৃষ্ণস্য চানুভাবং তং শ্রুত্বা প্রীতস্তমব্রবীৎ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **যুধিষ্ঠিরঃ**—যুধিষ্ঠির; **রাজা**—রাজা; **জরাসন্ধ-বধম্**—জরাসন্ধ বধ; **বিভোঃ**—সর্বশক্তিমানের; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণ; **চ**—এবং; **অনুভাবম্**—প্রভাব দর্শন; **তম**—তা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **প্রীতঃ**—সন্তুষ্ট; **তম্**—তাঁকে; **অব্রবীৎ**—তিনি বললেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে জরাসন্ধ বধ ও সর্বশক্তিমান কৃষ্ণের অপূর্ব প্রভাব শ্রবণ করে, রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ভগবানকে এইভাবে বললেন।

শ্লোক ২

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ

যে স্যুস্ত্রৈলোক্যগুরবঃ সর্বে লোকাঃ মহেশ্বরাঃ ।
বহন্তি দুর্লভং লব্ধা শিরসৈবানুশাসনম্ ॥ ২ ॥

শ্রীযুধিষ্ঠিরঃ উবাচ—শ্রীযুধিষ্ঠির বললেন; **যে**—যে; **স্যুঃ**—সেখানে; **ত্রৈ-লোক্য**—ত্রিভুবনের; **গুরবঃ**—পারমার্থিক গুরুগণ; **সর্বে**—সকল; **লোকাঃ**—গ্রহের অধিবাসীগণ; **মহা-ঈশ্বরাঃ**—এবং মহানিয়ন্ত্রক দেবতাগণ; **বহন্তি**—তারা বহন করেন; **দুর্লভম্**—দুর্লভ; **লব্ধা**—প্রাপ্ত; **শিরসা**—তাদের মস্তকে; **এব**—বস্তুত; **অনুশাসনম্**—(আপনার) আদেশ।

অনুবাদ

শ্রীযুধিষ্ঠির বললেন—ত্রিলোকের সকল শ্রেষ্ঠ পারমার্থিক গুরুগণসহ বিভিন্ন গ্রহের অধিবাসীগণ ও লোকপালগণ দুর্লভ লব্ধা আপনার নির্দেশ তাদের মস্তকে বহন করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বক্তব্যকে এইভাবে বর্ণনা করছেন, "হে সচ্চিদানন্দঘন কৃষ্ণ, লোকপতি ব্রহ্মা, দেবাদিদেব শিব, দেবরাজ ইন্দ্রসহ এই ত্রিজগতের লোকপালরা আপনার আদেশ গ্রহণ করে তা পালনের জন্য সর্বদাই আগ্রহী এবং যখনই আপনার আদেশ লাভের সৌভাগ্য হয়, তারা তৎক্ষণাৎ ঐ আদেশ শিরোধার্য করে মনে প্রাণে তা গ্রহণ করে।"

শ্লোক ৩

স ভবানরবিন্দাক্ষো দীনানামীশমানিনাম্ ।
ধত্তেঽনুশাসনং ভূমংস্তদত্যন্তবিড়ম্বনম্ ॥ ৩ ॥

সঃ—তিনি; **ভবান্**—আপনি; **অরবিন্দ-অক্ষঃ**—কমল নয়ন ভগবান; **দীনানাম্**—দীনগণের; **ঈশ**—শাসক; **মানিনাম্**—যিনি তাদের মেনে নিয়ে; **ধত্তে**—নিজের উপর গ্রহণ করেন; **অনুশাসনম্**—আদেশ; **ভূমন্**—হে ভূমন; **তৎ**—সেই; **অত্যন্ত**—অত্যন্ত; **বিড়ম্বনম্**—ছল।

অনুবাদ

হে ভূমন, সেই আপনি, কমললোচন ভগবান, যারা নিজেদের শাসকরূপে মনে করে সেই দীন, মূর্খগণের আদেশ স্বীকার করেন যা আপনার পক্ষে এক পরম ছল মাত্র।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "(যুধিষ্ঠির বললেন) হে কৃষ্ণ, আপনি অসীম, এবং যদিও আমরা কখনও কখনও নিজেদের বিশ্বের শাসক ও নৃপতি মনে করি এবং আমাদের তুচ্ছ রাজপদের জন্য গর্ব অনুভব করি, তবুও হৃদয়ে আমরা অত্যন্ত দীন। প্রকৃতপক্ষে, আমরা আপনার দ্বারা শাস্তি লাভের যোগ্য কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে আমাদের দণ্ডদানের পরিবর্তে আপনি কৃপা করে আমাদের নির্দেশ গ্রহণ করে, তা যথাযথভাবে পালন করেন। হে ভগবান, অন্যান্যরা বিস্মিত হয় যে আপনি একজন সাধারণ মানুষের মতো ক্রীড়া করছেন, কিন্তু আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি যে ঠিক একজন নটের মতো আপনি এই সমস্ত কার্যাবলীর অভিনয় করছেন।"

শ্লোক ৪

ন হ্যেকস্যাদ্বিতীয়স্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ।
কর্মভির্বর্ধতে তেজো হ্রসতে চ যথা রবেঃ ॥ ৪ ॥

ন—না; **হি**—বস্তুত; **একস্য**—এক; **অদ্বিতীয়স্য**—দ্বিতীয় ব্যতীত; **ব্রহ্মণঃ**—পরম ব্রহ্ম; **পরম-আত্মনঃ**—পরমাত্মা; **কর্মভিঃ**—আচরণ দ্বারা; **বর্ধতে**—বর্ধিত; **তেজঃ**—শক্তি; **হ্রসতে**—হ্রাস প্রাপ্ত হয়; **চ**—এবং; **যথা**—যেমন; **রবেঃ**—সূর্যের।

অনুবাদ

কিন্তু অবশ্যই অদ্বিতীয় পরমাত্মা, পরম ব্রহ্মের শক্তির, তার কার্যের দ্বারা কোন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, ঠিক যেমন সূর্যের গতিবেগ দ্বারা তার শক্তির কোন তারতম্য হয় না।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "(রাজা যুধিষ্ঠির বললেন,) যেমন উদয় ও অস্ত উভয় সময়ই সূর্যের উত্তাপ সমান, তেমনি সূর্যের মতই স্বরূপতঃ আপনি সর্বদাই মহান। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মধ্যবর্তীকালীন আমরা বিভিন্ন তাপমাত্রা অনুভব করি, কিন্তু স্বয়ং সূর্যের তাপমাত্রার কখনও পরিবর্তন হয় না। আপনি গুণাতীত ও স্থিতধী, তাই কোন জড় জাগতিক অবস্থায় আপনি তুষ্ট নন, আবার আপনি অসন্তুষ্টও নন। আপনি পরম ব্রহ্ম, আপনি পরমেশ্বর ভগবান, আপনি সকল দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে—অদ্বয় তত্ত্ব।"

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বৈদিক মন্ত্র থেকে একটি একই ধরনের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন—*ন কর্মণা বর্ধতে নো কণীয়ান্ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪/৭/২/২৮, তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণ ৩/১২/৯/৭ এবং বৃহদ-আরণ্যক উপনিষদ ৪/৪/২৩)* "তিনি তাঁর

কার্যকলাপ দ্বারা বর্ধিত হন না, তিনি হ্রাসপ্রাপ্তও হন না।" এখানে যেমন রাজা যুধিষ্ঠির বর্ণনা করেছেন, ভগবান হচ্ছেন অদ্বিতীয়। অন্য কোন জীবই তাঁর এই পরম অবস্থার অন্তর্ভুক্ত নন এবং এটি কেবলমাত্র তাঁর অহৈতুকী কৃপা যে তিনি যুধিষ্ঠির মহারাজের মতো তাঁর একজন শুদ্ধ-ভক্তের নির্দেশ পালন করতে সম্মত হয়েছেন। এতে নিশ্চিতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের মর্যাদার কোন হানি হয় না যখন তিনি এইভাবে তাঁর শরণাগত ভক্তবৃন্দকে তাঁর অহৈতুকী কৃপা প্রদান করেন।

শ্লোক ৫

ন বৈ তেঽজিত ভক্তানাং মমাহমিতি মাধব ।
ত্বং তবেতি চ নানাধীঃ পশূনামিব বৈকৃতী ॥ ৫ ॥

ন—না; **বৈ**—বস্তুত; **তে**—আপনার; **অজিত**—হে অজিত; **ভক্তানাম্**—ভক্তবৃন্দের; **মম অহম্ ইতি**—"আমি" এবং "আমার"; **মাধব**—হে কৃষ্ণ; **ত্বম তব ইতি**—"আপনি" এবং "আপনার"; **চ**—এবং; **নানা**—বিবিধ; **ধীঃ**—মানসিকতা; **পশূনাম্**—পশুগণের; **ইব**—যেন; **বৈকৃতী**—বিকৃত।

অনুবাদ

হে অজিত, হে মাধব, আপনার ভক্তবৃন্দও "আমি" ও "আমার", "আপনি" ও "আপনার" এই ধরনের ভেদ করেন না, কারণ এটি পশুদের বিকৃত মানসিকতা।

তাৎপর্য

একজন সাধারণ মানুষ ভাবে, "আমি কত আকর্ষণীয়, বুদ্ধিমান ও সম্পদশালী যে জনগণ আমি যা চাই তাই করে এবং কেবল আমার সেবা করে। আমি কেন অন্য কাউকে মান্য করব?" এই গর্বিত ভেদবুদ্ধি পশুদের মধ্যেও পাওয়া যায়, যারা শ্রেষ্ঠতার জন্য একে অপরের সঙ্গে লড়াই করে। এই ধরনের মানসিকতা উন্নত ভক্তবৃন্দের মনে দৃষ্টি আকর্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত এবং এটি নিশ্চিতরূপে বিনয়ী, সর্বজ্ঞ হৃদয়ের পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যেও অনুপস্থিত।

শ্লোক ৬

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্ত্বা যজ্ঞিয়ে কালে বব্রে যুক্তান্ স ঋত্বিজঃ ।
কৃষ্ণানুমোদিতঃ পার্থো ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **যজ্ঞিয়ে**—যজ্ঞের জন্য যথার্থ; **কালে**—সময়ে; **বব্রে**—মনোনিত করলেন; **যুক্তান্**—উপযুক্ত; **সঃ**—তিনি; **ঋত্বিজঃ**—যাজ্ঞিক পুরোহিত; **কৃষ্ণ**—ভগবান কৃষ্ণের দ্বারা; **অনুমোদিতঃ**—অনুমোদিত; **পার্থঃ**—পৃথার পুত্র (যুধিষ্ঠির); **ব্রাহ্মণান্**—ব্রাহ্মণগণ; **ব্রহ্ম**—বেদের; **বাদিনঃ**—দক্ষ তত্ত্ববেত্তা।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে বলে রাজা যুধিষ্ঠির যজ্ঞের জন্য হাতে থাকা যথার্থ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। অতঃপর ভগবান কৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য দক্ষ বেদ-তত্ত্ববিদ্ সকলকে তিনি যোগ্য পুরোহিতরূপে নির্বাচিত করলেন।

তাৎপর্য

মহান ভাগবত ভাষ্যকার শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে যজ্ঞের জন্য যথার্থ সময় এখানে বসন্ত কাল ছিল।

শ্লোক ৭-৯

দ্বৈপায়নো ভরদ্বাজঃ সুমন্তুর্গৌতমোঽসিতঃ।
বৈসিষ্ঠশ্চ্যবনঃ কণ্বো মৈত্রেয়ঃ কবষস্ত্রিতঃ ॥ ৭ ॥
বিশ্বামিত্রো বামদেবঃ সুমতির্জৈমিনিঃ ক্রতুঃ।
পৈলঃ পরাশরো গর্গো বৈশম্পায়ন এব চ ॥ ৮ ॥
অথর্বা কশ্যপো ধৌম্যো রামো ভার্গব আসুরিঃ।
বীতিহোত্রো মধুচ্ছন্দা বীরসেনোঽকৃতব্রণঃ ॥ ৯ ॥

দ্বৈপায়নঃ ভরদ্বাজঃ—দ্বৈপায়ন (বেদব্যাস) এবং ভরদ্বাজ; **সুমন্তুঃ গোতমঃ অসিতঃ**—সুমন্তু, গৌতম এবং অসিত; **বসিষ্ঠঃ চ্যবনঃ কণ্বঃ**—বশিষ্ঠ, চ্যবন ও কণ্ব; **মৈত্রেয়ঃ কবষঃ ত্রিতঃ**—মৈত্রেয়, কবষ এবং ত্রিত; **বিশ্বামিত্রঃ বামদেবঃ**—বিশ্বামিত্র ও বামদেব; **সুমতিঃ জৈমিনিঃ ক্রতুঃ**—সুমতি, জৈমিনি এবং ক্রতু; **পৈলঃ পরাশরঃ গর্গঃ**—পৈল, পরাশর এবং গর্গ; **বৈশম্পায়নঃ**—বৈশম্পায়ন; **এব চ**—ও; **অথর্বা কশ্যপঃ ধৌম্যঃ**—অথর্বা, কাশ্যপ এবং ধৌম্য; **রামঃ ভার্গবঃ**—পরশুরাম, ভৃগুর বংশধর; **আসুরিঃ**—আসুরি; **বীতিহোত্রঃ মধুচ্ছন্দাঃ**—বীতিহোত্র ও মধুচ্ছন্দা; **বীরসেনঃ অকৃতব্রণঃ**—বীরসেন ও অকৃতব্রণ।

অনুবাদ

তিনি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন, ভরদ্বাজ, সুমন্তু, গৌতম, অসিত সহ বশিষ্ঠ, চ্যবন, কণ্ব, মৈত্রেয়, কবষ, ত্রিতকে মনোনীত করলেন। তিনি বিশ্বামিত্র, বামদেব, সুমতি, জৈমিনি, ক্রতু, পৈল ও পরাশর, সেই সঙ্গে গর্গ, বৈশম্পায়ন, অথর্ব, কশ্যপ, ধৌম্য, ভার্গবগণের রাম, আসুরি; বীতিহোত্র, মধুচ্ছন্দা, বীরসেন এবং অকৃতব্রণদেরও মনোনীত করলেন।

তাৎপর্য

রাজা যুধিষ্ঠির এইসমস্ত সকল উন্নত ব্রাহ্মণগণকে বিভিন্ন সমর্থতায় কার্য করার জন্য পুরোহিত, উপদেষ্টা প্রভৃতি রূপে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

শ্লোক ১০-১১

উপহূতাস্তথা চান্যে দ্রোণভীষ্মকৃপাদয়ঃ ।
ধৃতরাষ্ট্রঃ সহসুতো বিদুরশ্চ মহামতিঃ ॥ ১০ ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা যজ্ঞদিদৃক্ষবঃ ।
তত্রেয়ুঃ সর্বরাজানো রাজ্ঞাং প্রকৃতয়ো নৃপ ॥ ১১ ॥

উপহূতাঃ—আমন্ত্রিত; **তথা**—ও; **চ**—এবং; **অন্যে**—অন্যান্যরা; **দ্রোণ-ভীষ্ম-কৃপ-আদয়ঃ**—দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ প্রমুখ; **ধৃতরাষ্ট্রঃ**—ধৃতরাষ্ট্র; **সহ-সুতঃ**—তার পুত্রগণ সহ; **বিদুরঃ**—বিদুর; **চ**—এবং; **মহা-মতিঃ**—পরম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন; **ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াঃ বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ**—ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয়গণ, বৈশ্যগণ এবং শূদ্রগণ; **যজ্ঞ**—যজ্ঞ; **দিদৃক্ষবঃ**—দর্শনে আগ্রহী; **তত্র**—সেখানে; **ঈয়ুঃ**—আগমন করলেন; **সর্ব**—সকল; **রাজানঃ**—রাজাগণ; **রাজ্ঞাম্**—রাজাগণের; **প্রকৃতয়ঃ**—অনুগামীগণ; **নৃপ**—হে রাজন।

অনুবাদ

হে রাজন, অন্যান্য যারা নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন তারা হলেন দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ, তার পুত্রগণসহ ধৃতরাষ্ট্র, জ্ঞানী বিদুর এবং অন্যান্য বহু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণ, যারা সকলেই যজ্ঞ প্রত্যক্ষ করার জন্য আগ্রহী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, সকল রাজারা তাদের অনুগামীগণ সহ এসেছিলেন।

শ্লোক ১২

ততস্তে দেবযজনং ব্রাহ্মণাঃ স্বর্ণলাঙ্গলৈঃ ।
কৃষ্ট্বা তত্র যথাম্নায়ং দীক্ষয়াং চক্রিরে নৃপম্ ॥ ১২ ॥

ততঃ—অতঃপর; **তে**—তারা; **দেব-যজনম্**—দেবতাদের পূজার স্থল; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **স্বর্ণ**—স্বর্ণ; **লাঙ্গলৈঃ**—লাঙ্গল দ্বারা; **কৃষ্ট্বা**—কর্ষণ পূর্বক; **তত্র**—সেখানে; **যথা-আম্নায়ম্**—যথাবিধি; **দীক্ষয়াম্ চক্রিরে**—তারা দীক্ষিত করলেন; **নৃপম্**—রাজা।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ অতঃপর স্বর্ণ লাঙ্গল দ্বারা যজ্ঞস্থলকে কর্ষণ করে যজ্ঞের বিধি অনুসারে রাজা যুধিষ্ঠিরকে দীক্ষিত করলেন।

শ্লোক ১৩-১৫

হৈমাঃ কিলোপকরণা বরুণস্য যথা পুরা ।
ইন্দ্রাদয়ো লোকপালা বিরিঞ্চভবসংযুতাঃ ॥ ১৩ ॥
সগণাঃ সিদ্ধগন্ধর্বা বিদ্যাধরমহোরগাঃ ।
মুনয়ো যক্ষরক্ষাংসি খগকিন্নরচারণাঃ ॥ ১৪ ॥
রাজানশ্চ সমাহূতা রাজপত্ন্যশ্চ সর্বশঃ ।
রাজসূয়ং সমীয়ুঃ স্ম রাজ্ঞঃ পাণ্ডুসুতস্য বৈ ।
মেনিরে কৃষ্ণভক্তস্য সূপপন্নমবিস্মিতাঃ ॥ ১৫ ॥

হৈমাঃ—স্বর্ণ নির্মিত; **কিল**—বস্তুত; **উপকরণাঃ**—উপকরণসমূহ; **বরুণস্য**—বরুণের; **যথা**—যেমন; **পুরা**—পুরাকালে; **ইন্দ্র-আদয়ঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র প্রমুখ দ্বারা; **লোক-পালাঃ**—গ্রহের শাসকগণ; **বিরিঞ্চি-ভব-সংযুতাঃ**—ব্রহ্মা ও শিব সহ; **স-গণাঃ**—তাদের নিজজন সহ; **সিদ্ধ-গন্ধর্বাঃ**—সিদ্ধ ও গন্ধর্বগণ; **বিদ্যাধর**—বিদ্যাধরগণ; **মহা-উরগাঃ**—এবং মহানাগগণ; **মুনয়ঃ**—মুণিগণ; **যক্ষ-রক্ষাংসি**—যক্ষ ও রাক্ষসেরা; **খগ-কিন্নর-চারণাঃ**—দিব্য পক্ষী, কিন্নরগণ এবং চারণগণ; **রাজানঃ**—রাজাগণ; **চ**—এবং; **সমাহূতাঃ**—আমন্ত্রিত; **রাজ**—রাজাদের; **পত্ন্যঃ**—পত্নীগণ; **চ**—ও; **সর্বশঃ**—সমস্ত দিক হতে; **রাজসূয়ম্**—রাজসূয় যজ্ঞে; **সমীয়ুঃ স্ম**—তারা আগমন করেছিলেন; **রাজ্ঞঃ**—রাজাদের; **পাণ্ডু-সুতস্য**—পাণ্ডুপুত্রের; **বৈঃ**—বস্তুত; **মেনিরে**—তারা বিবেচনা করলেন; **কৃষ্ণ-ভক্তস্য**—শ্রীকৃষ্ণের ভক্তের জন্য; **সু-উপপন্নম্**—সু-উপযুক্ত; **অবিস্মিতাঃ**—বিস্মিত না হয়ে।

অনুবাদ

পুরাকালে বরুণের রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের মতোই যজ্ঞের ব্যবহৃত উপকরণসমূহ স্বর্ণ নির্মিত ছিল। ইন্দ্র, ব্রহ্মা, শিব এবং অন্য অনেক লোকপালগণ; তাদের স্বজনগণ সহ সিদ্ধ ও গন্ধর্বগণ; বিদ্যাধরগণ; মহানাগগণ; মুণিগণ; যক্ষগণ; রাক্ষস;

দিব্য পক্ষীসমূহ; কিন্নরগণ; চারণগণ; এবং মর্ত্যের রাজারা—সকলেই আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং বস্তুত তারা সকল দিক থেকে পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে আগমন করেছিলেন। তারা যজ্ঞের ঐশ্বর্য দর্শন করে এতটুকু বিস্মিত হননি, কারণ শ্রীকৃষ্ণের একজন ভক্তের জন্য তা সু-উপযুক্ত ছিল।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের এক মহাভক্ত রূপে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের খ্যাতি ছিল সর্বজনীন এবং তাই তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব ছিল না।

শ্লোক ১৬

অযাজয়ন্ মহারাজং যাজকা দেববর্চসঃ ।
রাজসূয়েন বিধিবৎ প্রচেতসমিবামরাঃ ॥ ১৬ ॥

অযাজয়ন্—তারা যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন; **মহা-রাজম্**—মহারাজের জন্য; **যাজকাঃ**—যাজ্ঞিক পুরোহিত; **দেব**—দেবতাগণের; **বর্চসঃ**—প্রভাবযুক্ত; **রাজসূয়েন**—রাজসূয়; **বিধি-বৎ**—বেদের বিধি অনুসারে; **প্রচেতসম্**—বরুণ; **ইব**—যেমন; **অমরাঃ**—দেবতাগণ।

অনুবাদ

দেবতুল্য শক্তিশালী পুরোহিতগণ বৈদিক বিধি অনুসারে রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্য রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করলেন, ঠিক যেমন অতীতে দেবতাগণ বরুণের জন্য তা সম্পাদন করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

সূত্যেঽহন্যবনীপালো যাজকান্ সদসস্পতীন্ ।
অপূজয়ন্ মহাভাগান্ যথাবৎ সুসমাহিতঃ ॥ ১৭ ॥

সূত্যে—সোম রস নির্গতের; **অহনি**—দিন; **অবনী-পালঃ**—রাজা; **যাজকান্**—যজ্ঞকারীগণ; **সদসঃ**—সভার; **পতীন্**—নেতৃগণ; **অপূজয়ৎ**—পূজা করলেন; **মহা-ভাগান্**—পরম শ্রেষ্ঠ; **যথা-বৎ**—যথাবিধি; **সু-সমাহিতঃ**—সযত্ন মনোযোগ সহকারে।

অনুবাদ

সোমরস নির্গত করার দিন, রাজা যুধিষ্ঠির যথাযথভাবে এবং অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে, পুরোহিত ও সভার পরমোন্নত ব্যক্তিগণকে পূজা করলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "বৈদিক পন্থা অনুযায়ী, যজ্ঞানুষ্ঠান হলে যজ্ঞে অংশগ্রহণকারীদের সোমরস প্রদান করা হয়। সোমবৃক্ষের রস একরকম সঞ্জীবনী

সুধা। সোমরস আহরণের দিন যজ্ঞক্রিয়া বিধির নির্ভুলতা নির্ণয়ে শ্রেষ্ঠ পুরোহিতদের রাজা যুধিষ্ঠির সসম্মানে অভ্যর্থনা করলেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, বৈদিক মন্ত্র শাস্ত্রবিধি সম্মত নির্ভুলভাবে উচ্চারণ করা চাই। এই কাজে নিযুক্ত পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণে ভুল করলে পরীক্ষক বা বিচারক পুরোহিত তৎক্ষণাৎ উচ্চারণ বিধি সংশোধন করে দেন আর এইভাবে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না হলে যজ্ঞের ঈপ্সিত ফল প্রাপ্তি হয় না। এই কলিযুগে সেই ধরনের শিক্ষিত ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত দেখা যায় না, সেইজন্য ঐ সকল যজ্ঞানুষ্ঠান নিষিদ্ধ। শাস্ত্রে একমাত্র যে যজ্ঞ অনুমোদিত হয়েছে সেটি হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন।"

শ্লোক ১৮

সদস্যাগ্র্যয়র্হণার্হং বৈ বিমৃশন্তঃ সভাসদঃ।
নাধ্যগচ্ছন্ননৈকান্ত্যাৎ সহদেবস্তদাব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥

সদস্য—সভার সদস্যদের; **অগ্র**—প্রথম; **অর্হণ**—পূজা; **অর্হম্**—যে যোগ্য; **বৈ**—বস্তুত; **বিমৃশন্তঃ**—বিবেচনা করতে লাগলেন; **সভা**—সভার; **সদঃ**—যারা আসীন; **ন অধ্যগচ্ছন্**—তারা কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারল না; **অনৈক-অন্ত্যাৎ**—বিরাট সংখ্যক (যোগ্য প্রার্থীর) জন্য; **সহদেবঃ**—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সহদেব; **তদা**—তখন; **অব্রবীৎ**—বললেন।

অনুবাদ

তাদের মধ্যে কে অগ্রপূজার যোগ্য তখন সভার সদস্যগণ তা বিচার করতে লাগলেন, কিন্তু যেহেতু সেখানে এই সম্মানের যোগ্যতাসম্পন্ন অনেক ব্যক্তি ছিলেন, তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত সহদেব বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হচ্ছে এই রকম যজ্ঞ অনুষ্ঠানে সবচেয়ে মহিমাময় ব্যক্তিকে আগে পূজা করা হয়। এই অনুষ্ঠানকে *অগ্রপূজা* নামে অভিহিত করা হয়। 'অগ্র' শব্দে প্রথম আর 'পূজা' শব্দে অর্চনা বোঝানো হয়। এই *অগ্রপূজা* অনেকটা দেশের রাষ্ট্রপতি বা কোন সভার সভাপতি নির্বাচনের মতো। সেই সমাবেশে সকল সদস্যই ছিলেন অতীব মহামান্য। কেউ কেউ এক ব্যক্তিকে অগ্রপূজার উপযুক্ত বলে প্রস্তাব করলেন, আবার অন্যেরা অপর একজনকে যোগ্য বলে প্রস্তাব করলেন।"

মহান আচার্য জীব গোস্বামী উল্লেখ করছেন যে এই অধ্যায়ের শ্লোক ১৫ তে বলা হয়েছে যে সভার সদস্যগণ যজ্ঞের ঐশ্বর্য দর্শন করে মোটেও আশ্চর্য হননি কারণ তারা জানতেন যে রাজা যুধিষ্ঠির ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের একজন ভক্ত। তবুও শ্লোক ১৮ তে এখন বলা হচ্ছে যে অগ্রপূজার জন্য পরম যোগ্য ব্যক্তিকে সভা নির্বাচন করতে পারেনি। এটি ইঙ্গিত করছে যে উপস্থিত অনেক ব্রাহ্মণই সম্পূর্ণত উপলব্ধ অতীন্দ্রিয়বাদী নন বরং তারা বৈদিক জ্ঞানের পরম সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অনিশ্চিত প্রথাগত ব্রাহ্মণ।

তেমনই, আচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলছেন যে সিদ্ধান্তহীন সভাসদরা ছিলেন অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন এবং ব্রহ্মা, শিব ও দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের মতো ততটা উন্নত ব্যক্তিত্ব নন, যারা ভেবেছিলেন 'যেহেতু কেউই আজকে আমাদের মতামত প্রার্থনা করেনি, আমরা কেন কিছু বলব? অধিকন্তু এখানে সহদেব রয়েছে যে সকল ধরনের অবস্থার বিশ্লেষণে দক্ষ। অগ্রপূজার জন্য ব্যক্তি মনোনয়নে সে সাহায্য করতে পারে। কেবলমাত্র যদি কোনভাবে সে কথা বলতে ব্যর্থ হয় অথবা পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে না পারে আমাদের কেউ কিছু জিজ্ঞাসা না করা সত্ত্বেও আমরা কথা বলব।" এইভাবে তাদের মনকে প্রস্তুত করে সেই মহান ব্যক্তিত্বগণ মৌন রইলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আমাদেরকে এইভাবে সেই সভার ঘটনাবলী হৃদয়ঙ্গম করতে উপদেশ প্রদান করেছেন।

শ্লোক ১৯

অর্হতি হ্যচ্যুতঃ শ্রৈষ্ঠ্যং ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ ।
এষ বৈ দেবতাঃ সর্বা দেশকালধনাদয়ঃ ॥ ১৯ ॥

অর্হতি—যোগ্য; **হি**—নিঃসন্দেহে; **অচ্যুতঃ**—অচ্যুত কৃষ্ণ; **শ্রৈষ্ঠ্যম্**—পরম পদ; **ভগবান্**—ভগবান; **সাত্বতাম্**—যাদবগণের; **পতিঃ**—প্রধান; **এষঃ**—তিনি; **বৈ**—নিশ্চিতরূপে; **দেবতাঃ**—দেবতা; **সর্বাঃ**—সকল; **দেশ**—স্থান (যজ্ঞের জন্য); **কাল**—সময়; **ধন**—জাগতিক দ্রব্যাদি; **আদয়ঃ**—প্রভৃতি।

অনুবাদ

(সহদেব বললেন—) নিশ্চিতরূপে যাদব প্রধান পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুত এই সর্বোচ্চ পদের যোগ্য। প্রকৃতপক্ষে, তিনি স্বয়ং দেশ কাল ও দ্রব্যাদি স্বরূপ যজ্ঞে পূজিত সকল দেবতার মূল।

শ্লোক ২০-২১

যদাত্মকমিদং বিশ্বং ক্রতবশ্চ যদাত্মকাঃ ।
অগ্নিরাহুতয়ো মন্ত্রাঃ সাঙ্খ্যং যোগশ্চ যৎপরঃ ॥ ২০ ॥
এক এবাদ্বিতীয়োঽসাবৈতদাত্ম্যমিদং জগৎ ।
আত্মনাত্মাশ্রয়ঃ সভ্যাঃ সৃজত্যবতি হন্ত্যজঃ ॥ ২১ ॥

যৎ-আত্মকম্—যার উপরে অধিষ্ঠিত; **ইদম্**—এই; **বিশ্বম্**—বিশ্ব; **ক্রতবঃ**—মহা যজ্ঞ অনুষ্ঠান; **চ**—এবং; **যৎ-আত্মকাঃ**—যার উপর প্রতিষ্ঠিত; **অগ্নিঃ**—পবিত্র অগ্নি; **আহুতয়ঃ**—আহুতি; **মন্ত্রাঃ**—মন্ত্র; **সাঙ্খ্যম্**—সাংখ্য; **যোগঃ**—যোগ; **চ**—এবং; **যৎ**—যাকে; **পরঃ**—লক্ষ; **একঃ**—এক; **এব**—একমাত্র; **অদ্বিতীয়ঃ**—দ্বিতীয় ব্যতীত; **অসৌ**—তিনি; **ঐতৎ-আত্ম্যম্**—তাঁর উপরে প্রতিষ্ঠিত; **ইদম্**—এই; **জগৎ**—বিশ্ব; **আত্মনা**—স্বয়ং তাঁর মাধ্যমে (অর্থাৎ তাঁর শক্তিসমূহ); **আত্ম**—স্বয়ং একাকী; **আশ্রয়ঃ**—তাঁর আশ্রয় রূপে; **সভ্যাঃ**—হে সভাসদগণ; **সৃজতি**—তিনি সৃষ্টি করেন; **অবতি**—পালন করেন; **হন্তি**—এবং বিনাশ করেন; **অজঃ**—জন্মরহিত।

অনুবাদ

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডও তাঁর উপর প্রতিষ্ঠিত, যেমন এই মহা যজ্ঞ অনুষ্ঠান, তাদের পবিত্র অগ্নি, আহুতি ও মন্ত্র দ্বারা তাঁর উপর অধিষ্ঠিত। সাংখ্য ও যোগ উভয়েরই লক্ষ অদ্বিতীয় তিনি। হে সভাসদগণ, সেই অজ, স্বপ্রতিষ্ঠ ভগবান তাঁর নিজ শক্তিসমূহ দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং বিনাশ করেন আর এইভাবে একমাত্র তাঁর উপরেই এই ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব নির্ভর করছে।

শ্লোক ২২

বিবিধানীহ কর্মাণি জনয়ন্ যদবেক্ষয়া ।
ঈহতে যদয়ং সর্বঃ শ্রেয়ো ধর্মাদিলক্ষণম্ ॥ ২২ ॥

বিবিধানি—বিভিন্ন; **ইহ**—এই জগতে; **কর্মাণি**—জাগতিক কার্যকলাপ; **জনয়ন্**—উৎপন্নকারী; **যৎ**—যার দ্বারা; **অবেক্ষয়া**—অনুগ্রহ; **ইহতে**—উদ্যোগ; **যৎ**—যেহেতু; **অয়ম্**—এই পৃথিবী; **সর্বঃ**—সমগ্র; **শ্রেয়ঃ**—শুভফল; **ধর্ম-আদি**—ধার্মিকতা; **লক্ষণম্**—লক্ষণ।

অনুবাদ

তিনি এই জগতের বহু কার্যাবলী সৃষ্টি করেন এবং এইভাবে তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা সমগ্র জগৎ ধর্মের শুভফল, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ও মুক্তির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে।

শ্লোক ২৩

তস্মাৎ কৃষ্ণায় মহতে দীয়তাং পরমার্হণম্ ।
এবং চেৎ সর্বভূতানামাত্মনশ্চার্হণং ভবেৎ ॥ ২৩ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **কৃষ্ণায়**—ভগবান কৃষ্ণকে; **মহতে**—মহান; **দীয়তাম্**—প্রদান করা উচিত; **পরম**—পরম; **অর্হণম্**—সম্মান; **এবম্**—এইভাবে; **চেৎ**—যদি; **সর্ব**—সকলের; **ভূতানাম্**—জীব; **অত্মানঃ**—আত্মার; **চ**—এবং; **অর্হণম্**—সম্মান করা; **ভবেৎ**—হবে।

অনুবাদ

সুতরাং আমাদের ভগবান কৃষ্ণকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করা উচিত। আমরা যদি তা করি, তাহলে আমরা সমস্ত জীবকে এবং আমাদের নিজেদেরও সম্মান প্রদর্শন করব।

শ্লোক ২৪

সর্বভূতাত্মভূতায় কৃষ্ণায়ানন্যদর্শিনে ।
দেয়ং শান্তায় পূর্ণায় দত্তস্যানন্ত্যমিচ্ছতা ॥ ২৪ ॥

সর্ব—সকল; **ভূত**—জীবের; **আত্ম**—আত্মা; **ভূতায়**—যিনি ধারণ করছেন; **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণকে; **অনন্য**—কখনও ভিন্নভাবে নয়; **দর্শিনে**—যিনি দর্শন করেন; **দেয়ম্**—(সম্মান) প্রদর্শন করা উচিত; **শান্তায়**—শান্ত; **পূর্ণায়**—যথার্থরূপে পূর্ণ; **দত্তস্য**—প্রদত্তের; **আনন্ত্যম্**—অনন্ত বর্ধিত; **ইচ্ছতা**—যে আকাঙ্ক্ষা করে তার দ্বারা।

অনুবাদ

যে কেউই, যিনি কামনা করেন যে তার প্রদত্ত সম্মান অক্ষয় হবে, তার উচিত পূর্ণরূপে শান্ত, সকল জীবের পরম আত্মা এবং অনন্যদর্শি ভগবান কৃষ্ণকে সম্মান জ্ঞাপন করা।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ এইভাবে লিখছেন,—"[সহদেব বললেন—] ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, কৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন, কারণ আপনারা সকল মহান ব্যক্তিই পরমব্রহ্ম কৃষ্ণকে জানেন—যাঁর কাছে দেহ ও আত্মা, শক্তি ও শক্তিমান, দেহের একাঙ্গ ও অন্য অঙ্গে কোন ভেদ নেই। যেহেতু সকলেই কৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ, কৃষ্ণ ও নিখিল জীবকুলের মধ্যে গুণগত কোন পার্থক্য নেই। জড় ও চিন্ময় প্রত্যেক শক্তিরই উৎস কৃষ্ণ। কৃষ্ণের শক্তিসমূহ আলোকের তাপ ও আগুনের সঙ্গে তুলনীয়। তাপ, আলোক ও আগুণে গুণগত পার্থক্য নেই। তাই

এই মহান রাজসূয় যজ্ঞে কৃষ্ণকে অগ্রপূজা নিবেদন করা উচিত এবং এ বিষয়ে কারও দ্বিমত হওয়া উচিত নয়। পরমাত্মারূপে কৃষ্ণ সকল জীবের মধ্যেই বিরাজমান, এবং আমরা যদি তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারি তাহলে আপনা থেকেই প্রতিটি জীব সন্তুষ্ট হবে।

শ্লোক ২৫

ইত্যুক্ত্বা সহদেবোঽভূৎ তূষ্ণীং কৃষ্ণানুভাববিৎ ।
তচ্ছ্রুত্বা তুষ্টুবুঃ সর্বে সাধু সাধ্বিতি সত্তমাঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **সহদেবঃ**—সহদেব; **অভূৎ**—হলেন; **তূষ্ণীম্**—নীরব; **কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণের; **অনুভাব**—প্রভাব; **বিৎ**—যিনি ভালভাবে জ্ঞাত; **তৎ**—তা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **তুষ্টুবুঃ**—প্রশংসা করলেন; **সর্বে**—সকলে; **সাধু সাধু ইতি**—"সাধু, সাধু"; **সৎ**—সজ্জনগণের মধ্যে; **তমাঃ**—শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—] এই বলে, শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব হৃদয়ঙ্গমকারী সহদেব শান্ত হলেন। এবং তার কথা শ্রবণ করার পর উপস্থিত সকল সজ্জন ব্যক্তিগণ "সাধু! সাধু!" ধ্বনিতে তাকে অভিনন্দন প্রদান করলেন।

শ্লোক ২৬

শ্রুত্বা দ্বিজেরিতং রাজা জ্ঞাত্বা হার্দং সভাসদাম্ ।
সমর্হয়দ্ধৃষীকেশং প্রীতঃ প্রণয়বিহ্বলঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণগণ দ্বারা; **ঈরিতম্**—যা উচ্চারিত হয়েছিল; **রাজা**—রাজা, যুধিষ্ঠির; **জ্ঞাত্বা**—হৃদয়ঙ্গম করে; **হার্দম্**—অভিপ্রায়; **সভা-সদাম্**—সভার সদস্যদের; **সমর্হয়ৎ**—সর্বতোভাবে পূজা করলেন; **হৃষীকেশম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **প্রীতঃ**—সন্তুষ্ট; **প্রণয়**—প্রেম দ্বারা; **বিহ্বলঃ**—অভিভূত।

অনুবাদ

রাজা ব্রাহ্মণদের এই ঘোষণা শ্রবণ করে আনন্দিত হলেন, যার থেকে তিনি সমগ্র সভার ভাব হৃদয়ঙ্গম করলেন। প্রেমে অভিভূত হয়ে তিনি সর্বতোভাবে হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেন।

শ্লোক ২৭-২৮

তৎপাদাববনিজ্যাপঃ শিরসা লোকপাবনীঃ ।
সভার্যঃ সানুজামাত্যঃ সকুটুম্বো বহন্ মুদা ॥ ২৭ ॥

বাসোভিঃ পীতকৌষেয়ৈর্ভূষণৈশ্চ মহাধনৈঃ ।
অর্হয়িত্বাশ্রুপূর্ণাক্ষো নাশকৎ সমবেক্ষিতুম্ ॥ ২৮ ॥

তৎ—তাঁর; **পাদৌ**—পাদদ্বয়; **অবনিজ্য**—ধৌত; **আপঃ**—জল; **শিরসা**—তার মস্তকে; **লোক**—জগৎ; **পাবনীঃ**—পবিত্রকারী; **স**—সহ; **ভার্যঃ**—তার পত্নী; **স**—সহ; **অনুজ**—তার ভ্রাতাগণ; **অমাত্যঃ**—এবং তার মন্ত্রীগণ; **স**—সহ; **কুটুম্বঃ**—তার পরিবার; **বহন্**—বহনপূর্বক; **মুদা**—আনন্দের ব্যাপার; **বাসোভিঃ**—বসন দ্বারা; **পীত**—হলুদ; **কৌষেয়ৈঃ**—রেশম; **ভূষণৈঃ**—রত্নালঙ্কার দ্বারা; **চ**—এবং; **মহা-ধনৈঃ**—মূল্যবান; **অর্হয়িত্বা**—সম্মান প্রদান করে; **অশ্রু**—অশ্রু দ্বারা; **পূর্ণ**—পূর্ণ; **অক্ষঃ**—যার নেত্রদ্বয়; **ন অশকৎ**—তিনি অসমর্থ ছিলেন; **সমবেক্ষিতুম্**—তাঁকে সরাসরি দর্শন করতে।

অনুবাদ

ভগবান কৃষ্ণের পাদপদ্ম প্রক্ষালন করার পর মহারাজ যুধিষ্ঠির আনন্দিতভাবে তার মস্তকে সেই জল ছিটালেন এবং অতঃপর তার পত্নী, ভ্রাতাগণ ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও মন্ত্রীগণের মস্তকে তা ছিটিয়ে দিলেন। সেই জল সমগ্র জগৎ পবিত্রকারী। যখন তিনি ভগবানকে পীত রেশমী বস্ত্র ও মহামূল্যবান রত্নালঙ্কার দ্বারা সম্মানিত করছিলেন, তার নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠে তাকে সরাসরি ভগবানকে দর্শন করার থেকে বাধা দিচ্ছিল।

শ্লোক ২৯

ইত্থং সভাজিতং বীক্ষ্য সর্বে প্রাঞ্জলয়ো জনাঃ ।
নমো জয়েতি নেমুস্তং নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ॥ ২৯ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **সভাজিতম্**—সম্মানিত হওয়া; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **সর্বে**—সকল; **প্রাঞ্জলয়ঃ**—শ্রদ্ধায় কৃতাঞ্জলিপুটে; **জনাঃ**—জনসাধারণ; **নমঃ**—"আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি"; **জয়**—আপনার জয় হোক; **ইতি**—এইরূপ বলে; **নেমুঃ**—তারা প্রণাম নিবেদন করল; **তম্**—তাঁকে; **নিপেতুঃ**—পতিত হল; **পুষ্প**—পুষ্পের; **বৃষ্টয়ঃ**—বৃষ্টি।

অনুবাদ

তারা যখন এইভাবে ভগবান কৃষ্ণকে সম্মানিত হতে দর্শন করলেন, উপস্থিত প্রায় সকলেই তাদের কৃতাঞ্জলিপুটে "আপনাকে নমস্কার করি! আপনার জয় হোক!" ধ্বনি দিলেন এবং অতঃপর তাকে প্রণাম নিবেদন করলেন। স্বর্গ হতে পুষ্প বর্ষণ হল।

শ্লোক ৩০

ইত্থং নিশম্য দমঘোষসুতঃ স্বপীঠাৎ
উত্থায় কৃষ্ণগুণবর্ণনজাতমন্যুঃ ।
উৎক্ষিপ্য বাহুমিদমাহ সদস্যমর্ষী
সংশ্রাবয়ন্ ভগবতে পরুষাণ্যভীতঃ ॥ ৩০ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **দমঘোষ-সুতঃ**—দমঘোষের পুত্র (শিশুপাল); **স্ব**—তার; **পীঠাৎ**—আসন থেকে; **উত্থায়**—উঠে; **কৃষ্ণ-গুণ**—শ্রীকৃষ্ণের পরম গুণাবলীর; **বর্ণন**—বর্ণনা দ্বারা; **জাত**—উৎপন্ন; **মন্যুঃ**—যার ক্রোধ; **উৎক্ষিপ্য**—উত্তোলিত করে; **বাহুম্**—তার বাহুদ্বয়; **ইদম্**—এই; **আহ**—সে বলল; **সদসি**—সভা মধ্যে; **অমর্ষী**—অসহিষ্ণু; **সংশ্রাবয়ন্**—উদ্দেশ করে; **ভগবতে**—ভগবানের প্রতি; **পরুষাণি**—কর্কশ কথাসমূহ; **অভীতঃ**—নির্ভয়ে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় গুণাবলীর মহিমা কীর্তন শ্রবণ করে দমঘোষের অসহিষ্ণু পুত্র ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। সে তার আসন থেকে উঠে ক্রুদ্ধভাবে তার বাহুদ্বয় উত্তোলিত করে নির্ভয়ে সভামধ্যে ভগবানের বিরুদ্ধে এইসব কর্কশ কথা বলতে লাগল।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "এই সভায় নৃপতি শিশুপালও উপস্থিত ছিল। নানা কারণে বিশেষতঃ রুক্মিণীকে বিবাহোৎসব থেকে হরণ করবার ফলে কৃষ্ণ ছিল তার প্রকাশ্যে ঘোষিত শত্রু। এইজন্য কৃষ্ণের গুণকীর্তন ও কৃষ্ণকে সম্মান প্রদর্শন করাকে সে সহ্য করতে পারেনি। কৃষ্ণমহিমা ও কৃষ্ণকীর্তন শুনে আনন্দিত হওয়ার পরিবর্তে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে সহদেব যখন অগ্রপূজার জন্য কৃষ্ণকে প্রস্তাব করল শিশুপাল তখন প্রতিবাদ করেনি তার কারণ শিশুপাল রাজা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ পণ্ড করতে চেয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রপূজা গ্রহণের বিরুদ্ধে শিশুপাল যদি পূর্বেই তর্ক করত তাহলে আরেকজন ব্যক্তি মনোনীত হত আর যজ্ঞও তখন স্বাভাবিকভাবে চলত। তাই শিশুপাল কৃষ্ণকে নির্বাচিত হতে অনুমোদন করেছিল, যতক্ষণ না পূজা শেষ হয়, ততক্ষণ অপেক্ষা করেছিল এবং তারপর বলতে শুরু করল এই আশায় যে, এইভাবে সে দেখাবে যে, যজ্ঞ এখন পণ্ড হয়েছে। এইভাবে সে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উদ্যোগকে বিনষ্ট করবে। এই বিষয়ে

আচার্য নিম্নোক্ত স্মৃতির উল্লেখ উদ্ধৃত করেছেন—*অপূজ্যা যত্র পূজ্যন্তে পূজ্যানাং চ ব্যতিক্রমঃ* অর্থাৎ 'যে স্থানে যে পূজিত হওয়ার যোগ্য নয়, সে পূজিত হচ্ছে, ফলে যারা প্রকৃতপক্ষে পূজার যোগ্য তাদের প্রতি অপরাধ করা হচ্ছে।' নিম্নোক্ত এই বক্তব্যটিও রয়েছে *প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যাপূজ্যব্যতিক্রমঃ* অর্থাৎ কাকে পূজা করতে হবে আর কাকে পূজা করতে হবে না তার অযথার্থ হৃদয়ঙ্গমতা কারো জীবনের অগ্রগতিকে ব্যাহত করবে।"

শ্লোক ৩১

ঈশো দুরত্যয়ঃ কাল ইতি সত্যবতী শ্রুতিঃ ।
বৃদ্ধানামপি যদ্ বুদ্ধির্বালবাক্যৈর্বিভিদ্যতে ॥ ৩১ ॥

ঈশঃ—পরম নিয়ন্তা; **দুরত্যয়ঃ**—দুর্লঙ্ঘ্য; **কালঃ**—সময়; **ইতি**—এইভাবে; **সত্যবতী**—বিশ্বস্ত; **শ্রুতিঃ**—বেদের প্রকাশিত বক্তব্য; **বৃদ্ধানাম্**—বয়স্ক তত্ত্ববেত্তাগণের; **অপি**—ও; **যৎ**—যেহেতু; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **বাল**—একটি বালকের; **বাক্যৈঃ**—বাক্য দ্বারা; **বিভিদ্যতে**—বিচলিত।

অনুবাদ

[শিশুপাল বলল—] সময় হচ্ছে সকলের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ন্তা, বেদের এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে সত্য প্রমাণিত হল, কারণ জ্ঞানী বৃদ্ধদের বুদ্ধি এখন বালক মাত্রের বাক্য দ্বারা বিচলিত হয়ে উঠল।

শ্লোক ৩২

যূয়ং পাত্রবিদাং শ্রেষ্ঠা মা মন্ধ্বং বালভাষিতম্ ।
সদসস্পতয়ঃ সর্বে কৃষ্ণো যৎ সম্মতোঽর্হণে ॥ ৩২ ॥

যূয়ম্—আপনারা সকলে; **পাত্র**—যোগ্য পাত্রের; **বিদাম্**—জ্ঞাতজনের; **শ্রেষ্ঠাঃ**—শ্রেষ্ঠ; **মা মন্ধ্বম্**—দয়া করে কর্ণপাত করবেন না; **বাল**—এক বালকের; **ভাষিতম্**—বক্তব্যে; **সদসঃ পতয়**—হে সভাপতিগণ; **সর্বে**—সকল; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **যৎ**—যে; **সম্মতঃ**—মনোনীত করা হয়েছে; **অর্হণে**—সম্মানীত হওয়ার জন্য।

অনুবাদ

হে সভাপতিগণ, আপনারা শ্রেষ্ঠতঃ অবগত যে কে সম্মানীত হওয়ার জন্য যোগ্য প্রার্থী। সুতরাং একটি শিশু যখন দাবী করছে যে কৃষ্ণ পূজিত হওয়ার যোগ্য, তার কথা আপনাদের কর্ণপাত করা উচিত নয়।

শ্লোক ৩৩-৩৪

তপোবিদ্যাব্রতধরান্ জ্ঞানবিধ্বস্তকল্মষান্ ।
পরমর্ষীন্ ব্রহ্মনিষ্ঠান্ লোকপালৈশ্চ পূজিতান্ ॥ ৩৩ ॥
সদস্পতীনতিক্রম্য গোপালঃ কুলপাংসনঃ ।
যথা কাকঃ পুরোডাশং সপর্যাং কথমর্হতি ॥ ৩৪ ॥

তপঃ—তপশ্চর্যা; **বিদ্যা**—বৈদিক জ্ঞান; **ব্রত**—কঠিন ব্রত; **ধরান্**—যে পালন করে; **জ্ঞান**—পারমার্থিক বোধগম্যতা দ্বারা; **বিধ্বস্ত**—ধ্বংসপ্রাপ্ত; **কল্মষান্**—যাদের কলুষতা; **পরম**—পরম; **ঋষীন্**—ঋষি; **ব্রহ্ম**—পরম ব্রহ্মকে; **নিষ্ঠান্**—উৎসর্গীকৃত; **লোক-পালৈঃ**—গ্রহদের শাসকগণ দ্বারা; **চ**—এবং; **পূজিতান্**—পূজিত; **সদঃ-পতীন্**—সভাপতিগণ; **অতিক্রম্য**—অতিক্রম করে; **গোপালঃ**—এক গোপ; **কুল**—তাঁর পরিবারের; **পাংসনঃ**—দূষণকারী; **যথা**—যেমন; **কাকঃ**—একটি কাক; **পুরোডাশম্**—পবিত্র যজ্ঞভাগ (দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত); **সপর্যাম্**—পূজা; **কথম্**—কিভাবে; **অর্হতি**—যোগ্য।

অনুবাদ

এই সভার পরমোন্নত সদস্য তপশ্চর্যার ক্ষমতা সম্পন্ন, দিব্য দৃষ্টি ও ব্রতনিষ্ঠ, জ্ঞান দ্বারা নষ্টপাপ, লোকপালগণ দ্বারাও পূজিত পরমব্রহ্মে উৎসর্গীকৃত পরম ঋষিগণকে আপনি কিভাবে অতিক্রম করতে পারেন? কিভাবে এই কুলদূষণ গোপবালক একটি কাকের পবিত্র পুরোডাশ খাওয়ার যোগ্যতার মতো আপনাদের পূজা পাওয়ার যোগ্য?

তাৎপর্য

মহান ভাষ্যকার শ্রীধর স্বামী শিশুপালের কথাকে এইভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। *গোপাল* শব্দটির অর্থ কেবলমাত্র "রাখাল" নয় 'বেদ ও পৃথিবীর রক্ষক'ও। তেমনিভাবে *কুল-পাংসন* কথাটিরও দুটি অর্থ আছে। শিশুপাল "তার পরিবারের জন্য মর্যাদাহানিকর" বোঝাতে চেয়েছিল। কিন্তু কথাটিকে *কু-লপাম্ অংশন* রূপে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে যা সম্পূর্ণ এক অন্য অর্থ প্রদান করে। *কুলপাম্* শব্দটি নির্দেশ করে যে যারা *বেদ* বিরোধী বাঁকা কথা দ্বারা অনর্থক অত্যধিক কথা বলে এবং *অংশন* কথাটি *অংশয়তি* ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হওয়ায় তার অর্থ হচ্ছে "বিনাশক"। অন্যভাবে বলতে গেলে সে শ্রীকৃষ্ণকে 'সত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে অসার অনুমান ও সকল বিভ্রান্তির যিনি বিনাশ করেন, রূপে স্তুতি করছিল। তেমনই যদিও শিশুপাল *যথা কাক্* শব্দটি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে একটি কাকের সঙ্গে

তুলনা করতে চেয়েছিল, এই শব্দসমষ্টিকেও *যথা অ-কাক* রূপে বিভক্ত করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতে *কাক* শব্দটি *ক* ও *অক* শব্দের সমষ্টি যা জাগতিক সুখ ও দুঃখের অর্থ নির্দেশ করে। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন *অকাক* এই অর্থে যে, তিনি শুদ্ধ ও চিন্ময় স্তরের হওয়ায় সকল জাগতিক দুঃখ ও সুখের অতীত। শেষ পর্যন্ত শিশুপাল ঠিকই বলেছিল যে স্বর্গীয় পানীয় *সোম*-এর পরিবর্তে সীমিত শক্তিসম্পন্ন দেবতাদের যা অর্পণ করা হয়েছিল সেই *পুরোডাশ* গ্রহণের যোগ্য শ্রীকৃষ্ণ নন। প্রকৃতপক্ষে আমরা যা কিছুর অধিকারী শ্রীকৃষ্ণ তার সবকিছু গ্রহণের যোগ্য, যেহেতু চরমে তিনি আমাদের নিজেদের সহ সবকিছুর মালিক। তাই শ্রীকৃষ্ণকে কেবলমাত্র আচারগত পুরোডাশ নিবেদন নয় আমাদের জীবন-প্রাণ সবই প্রদান করা উচিত।

শ্লোক ৩৫

বর্ণাশ্রমকুলাপেতঃ সর্বধর্মবহিষ্কৃতঃ ।
স্বৈরবর্তী গুণৈর্হীনঃ সপর্যাং কথমর্হতি ॥ ৩৫ ॥

বর্ণ—বর্ণের; **আশ্রম**—আশ্রমের; **কুল**—কুল; **অপেতঃ**—হীন; **সর্ব**—সকল; **ধর্ম**—ধর্মীয় কর্তব্যের সূত্র; **বহিঃকৃতঃ**—বিবর্জিত; **স্বৈর**—স্বেচ্ছাচারী; **বর্তী**—ব্যবহারকারী; **গুণৈ**—গুণসমূহ; **হীনঃ**—হীন; **সপর্যাম্**—পূজা; **কথম্**—কিভাবে; **অর্হতি**—যোগ্য।

অনুবাদ

কিভাবে একজন, যে সমাজ ও পারমার্থিক আশ্রমের অথবা পারিবারিক নৈতিকতার কোন সূত্রই অনুসরণ করে না, যে সকল ধর্মীয় কর্তব্য বিবর্জিত, যে তার ইচ্ছামত আচরণ করে এবং যার কোন ভাল গুণ নেই—সে পূজার যোগ্য হবে?

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, "প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণের কোন জাত নেই, কুল নেই, বা তাঁর কোন বর্ণাশ্রমগত ধর্মও নেই। *বেদে* উল্লেখ করা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবানের শাস্ত্রসম্মত কোন ধর্ম, কর্তব্য কর্ম বা বৃত্তি বলে কিছু নেই। যা কিছু তাঁর করণীয় তা তাঁর বিভিন্ন শক্তি দ্বারাই সম্পাদিত হয়। কৃষ্ণ সকল শাস্ত্রীয় অনুশাসন বহির্ভূত বলে শিশুপাল পরোক্ষভাবে কৃষ্ণের প্রশংসাই করেছিল। এই কথা সত্যি, কেননা কৃষ্ণ হচ্ছেন লীলা পুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং। তাই তার কোন গুণ নেই কথাটির অর্থ হচ্ছে তিনি জড় গুণরহিত এবং যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান তাই তিনি সাধারণ প্রথা, ধর্মীয় ও সামাজিক নীতি অস্বীকার করে স্বাধীনভাবে কার্য করেন।"

শ্লোক ৩৬

যযাতিনৈষাং হি কুলং শপ্তং সদ্ভির্বহিষ্কৃতম্ ।
বৃথাপানরতং শশ্বৎ সপর্যাং কথমর্হতি ॥ ৩৬ ॥

যযাতিনা—যযাতি দ্বারা; **এষাম্**—তাদের; **হি**—বস্তুত; **কুলম্**—বংশ; **শপ্তম্**—অভিশপ্ত ছিল; **সদ্ভিঃ**—সু-ব্যবহার সম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা; **বহিঃকৃতম্**—সমাজ পরিত্যক্ত; **বৃথা**—বৃথা; **পান**—পান করতে; **রতম্**—আসক্ত; **শশ্বৎ**—সর্বদা; **সপর্যাম্**—পূজা; **কথম্**—কিভাবে; **অর্হতি**—তিনি যোগ্য হন।

অনুবাদ

এই সকল যাদবগণের বংশকে যযাতি অভিশাপ দিয়েছিল এবং সেই থেকে তারা সজ্জনগণ দ্বারা সমাজ পরিত্যক্ত এবং পানাসক্ত। তাহলে, কিভাবে এই কৃষ্ণ পূজার যোগ্য হতে পারে?

তাৎপর্য

শিশুপাল কিভাবে উদ্দেশ্যহীনভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর যদুবংশের মহিমাকীর্তন করছিল তা প্রদর্শন করার জন্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শিশুপালের কথার অন্তর্নিহিত অর্থ প্রদান করছেন—"যদিও যাদবগণ যযাতি দ্বারা অভিশপ্ত কিন্তু তারা মহান সাধুগণ দ্বারা এই অভিশাপ থেকে মুক্ত (*বহিঃকৃতম্*) হয়েছিলেন এবং ফলস্বরূপ তারা কার্তবীর্যের মতো ব্যক্তির দ্বারা রাজকীয় সার্বভৌম অবস্থায় উন্নত হয়েছিলেন। এইভাবে তারা পৃথিবীকে রক্ষা করে পান-মগ্ন হয়েছিলেন। এই সকল বিবেচনা করে কিভাবে যাদব প্রধান কৃষ্ণ অপ্রয়োজনীয় (*বৃথা*) পূজার যোগ্য হতে পারে? বরং তিনি ঐশ্বর্যময় পূজার যোগ্য।"

শ্লোক ৩৭

ব্রহ্মর্ষিসেবিতান্ দেশান্ হিত্বৈতেঽব্রহ্মবর্চসম্ ।
সমুদ্রং দুর্গমাশ্রিত্য বাধন্তে দস্যবঃ প্রজাঃ ॥ ৩৭ ॥

ব্রহ্ম-ঋষি—মহান ব্রাহ্মণ ঋষিগণ দ্বারা; **সেবিতান্**—কৃপাপ্রাপ্ত; **দেশান্**—দেশসমূহ (মথুরার মতো); **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **এতে**—এইসকল (যাদবগণ); **অব্রহ্ম-বার্চসম্**—যেখানে ব্রাহ্মণের নীতিসমূহ পালিত হয় না; **সমুদ্রম্**—সমুদ্র; **দুর্গম্**—দুর্গ; **আশ্রিত্য**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **বাধন্তে**—তারা পীড়নের কারণ হয়েছিল; **দস্যবঃ**—দস্যুগণ; **প্রজাঃ**—তাদের প্রজাগণের।

অনুবাদ

এই সকল যাদবগণ সাধু ঋষিগণের পবিত্র অধিবাসস্থল পরিত্যাগ করেছিল এবং পরিবর্তে সমুদ্রের মধ্যে একটি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, যে স্থানে কোন ব্রাহ্মণোচিত নীতিসমূহ পালিত হয় না। সেখানে ঠিক দস্যুর মতো তারা তাদের প্রজাদের পীড়ন করেছিল।

তাৎপর্য

ব্রহ্মর্ষিসেবিতান্ দেশান্ ("সাধু ঋষিগণ দ্বারা অধিবাসি পবিত্র ভূমি") কথাটি মথুরা জেলাকে ইঙ্গিত করছে। শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "এই সভায় অগ্রপূজা লাভে কৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষরূপে নির্বাচিত হওয়ায়, শিশুপাল উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল এবং সে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো কথা বলছিল যে মনে হচ্ছিল সে তার সমস্ত সৌভাগ্যকে হারিয়ে ফেলেছে।

শ্লোক ৩৮

এবমাদীন্য ভদ্রাণি বভাষে নষ্টমঙ্গলঃ ।
নোবাচ কিঞ্চিদ্ভগবান্ যথা সিংহঃ শিবারুতম্ ॥ ৩৮ ॥

এবম্—এরূপ; **আদীনি**—এবং আরও; **অভদ্রাণি**—কর্কশ কথাসমূহ; **বভাষে**—সে বলেছিল; **নষ্ট**—নষ্ট হয়েছিল; **মঙ্গলঃ**—যার সৌভাগ্য; **ন উবাচ**—তিনি বললেন না; **কিঞ্চিৎ**—কিছু; **ভগবান্**—ভগবান; **যথা**—যেমন; **সিংহঃ**—একটি সিংহ; **শিবা**—শৃগালের; **রুতম্**—ক্রন্দন।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—] **সকল সৌভাগ্য বঞ্চিত শিশুপাল এই সমস্ত এবং আরও অপমানজনক কথা বলেছিল। কিন্তু ঠিক যেমন একটি সিংহ একটি শৃগালের ক্রন্দনকে উপেক্ষা করে সেইভাবে ভগবান কিছু বললেন না।**

শ্লোক ৩৯

ভগবন্নিন্দনং শ্রুত্বা দুঃসহং তৎ সভাসদঃ ।
কর্ণৌপিধায় নির্জগ্মুঃ শপন্তশ্চেদিপং রুষা ॥ ৩৯ ॥

ভগবৎ—ভগবানের; **নিন্দনম্**—নিন্দা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **দুঃসহম্**—অসহ্য; **তৎ**—সেই; **সভা-সদঃ**—সভার সদস্যগণ; **কর্ণৌ**—তাদের কর্ণ; **পিধায়**—আচ্ছাদন পূর্বক; **নির্জগ্মু**—গমন করলেন; **শপন্তঃ**—অভিশাপ দিতে দিতে; **চেদি-পম্**—চেদিরাজ (শিশুপাল); **রুষা**—ক্রুদ্ধভাবে।

অনুবাদ

এরূপ অসহ্য ভগবৎ-নিন্দা শ্রবণ করে সভার কিছু সংখ্যক সদস্য তাদের কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করে ক্রুদ্ধভাবে চেদি-রাজকে অভিশাপ দিতে দিতে বেরিয়ে এলেন।

শ্লোক ৪০

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা ।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ ॥ ৪০ ॥

নিন্দাম্—নিন্দা; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **শৃণ্বন্**—শ্রবণ করে; **তৎ**—তার প্রতি; **পরস্য**—যে উৎসর্গীত; **জনস্য**—এক ব্যক্তির; **বা**—বা; **ততঃ**—সেই স্থান হতে; **ন অপৈতি**—গমন করে না; **যঃ**—যে; **সঃ**—সে; **অপি**—নিঃসন্দেহে; **যাতি**—যায়; **অধঃ**—নিম্নে; **সু-কৃতাৎ**—তার পুণ্য কর্মের সুফল হতে; **চ্যুতঃ**—চ্যুত।

অনুবাদ

যে কেউই অথবা তাঁর বিশ্বস্ত ভক্ত, যে ভগবৎ নিন্দা শ্রবণ করেও তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করতে ব্যর্থ হয়, অবশ্যই তার পুণ্য ফল থাকা সত্ত্বেও সে পতিত হবে।

শ্লোক ৪১

ততঃ পাণ্ডুসুতাঃ ক্রুদ্ধা মৎস্যকৈকয়সৃঞ্জয়াঃ ।
উদায়ুধাঃ সমুত্তস্থুঃ শিশুপালজিঘাংসবঃ ॥ ৪১ ॥

ততঃ—অতঃপর; **পাণ্ডু-সুতাঃ**—পাণ্ডুর পুত্রগণ; **ক্রুদ্ধাঃ**—ক্রুদ্ধ; **মৎস্য-কৈকয়-সৃঞ্জয়াঃ**—মৎস্য, কৈকয় ও সৃঞ্জয়গণ; **উৎ-আয়ুধাঃ**—তাদের অস্ত্রসমূহ ধারণ করে; **সমুত্তস্থুঃ**—দণ্ডায়মান হলেন; **জিঘাংসবঃ**—শিশুপালকে হত্যার আকাঙ্ক্ষায়।

অনুবাদ

তখন পাণ্ডুর পুত্রগণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং মৎস্য, কৈকয় এবং সৃঞ্জয় বংশজগণের যোদ্ধাদের সঙ্গে উন্মুক্ত অস্ত্র নিয়ে তাদের আসন থেকে উত্থিত হয়ে শিশুপালকে হত্যার জন্য প্রস্তুত হলেন।

শ্লোক ৪২

ততশ্চৈদ্যস্ত্বসম্ভ্রান্তো জগৃহে খড়্গচর্মণী ।
ভৎর্সয়ন্ কৃষ্ণপক্ষীয়ান্ রাজ্ঞঃ সদসি ভারত ॥ ৪২ ॥

ততঃ—তখন; চৈদ্যঃ—শিশুপাল; তু—কিন্তু; অসম্ভ্রান্তঃ—অবিচলিত; জগৃহে—ধারণ করল; খড্গ—তার তরবারি; চর্মণী—এবং বর্ম; ভৎর্সয়ন্—অপমান করতে করতে; কৃষ্ণ—কৃষ্ণের; পক্ষীয়ান্—পক্ষীয়; রাজ্ঞঃ—রাজাগণ; সদসি—সভায়; ভারত—হে ভরত-বংশজ।

অনুবাদ

হে ভারত, অবিচলিত, শিশুপাল তখন সমবেত সকল রাজার মধ্যে তার তরবারি ও বর্ম গ্রহণ করল এবং কৃষ্ণপক্ষীয়গণকে অপমান করতে লাগল।

শ্লোক ৪৩

তাবদুত্থায় ভগবান্ স্বান্নিবার্য স্বয়ং রুষা ।
শিরঃ ক্ষুরান্তচক্রেণ জহার পততো রিপোঃ ॥ ৪৩ ॥

তাবৎ—সেই সময়; উত্থায়—উঠে; ভগবান্—ভগবান; স্বান্—তাঁর নিজ ভক্তগণকে; নিবার্য—নিবৃত্ত করে; স্বয়ম্—নিজে; রুষা—ক্রুদ্ধভাবে; শিরঃ—মস্তক; ক্ষুর—ধারালো; অন্ত—যার প্রান্তদেশ; চক্রেণ—তাঁর চক্র দ্বারা; জহার—ছেদন করলেন; পততঃ—আক্রমণ করে; রিপোঃ—তার শত্রুর।

অনুবাদ

সেই সময় ভগবান উঠে তাঁর ভক্তবৃন্দকে নিবৃত্ত করলেন। তিনি তখন তাঁর তীক্ষ্ণধার সম্পন্ন চক্রকে ক্রুদ্ধভাবে প্রেরণ করলেন এবং তাঁর আক্রমনোদ্যত শত্রুর মস্তক ছেদন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ভগবানের আচরণকে এইভাবে বর্ণনা করছেন—ভগবান কৃষ্ণ যদি কিছুই না করতেন তাহলে হয়ত সেই যজ্ঞস্থলে একটি নিষ্ঠুর যুদ্ধ ঘটত এবং এইভাবে সমগ্র অনুষ্ঠানটির পবিত্র পরিবেশ নষ্ট হয়ে তা রক্তে সিক্ত হয়ে উঠত। তাই, কৃষ্ণের স্নেহের ভক্ত যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকে রক্ষা করবার জন্য ভগবান তৎক্ষণাৎ তাঁর তীক্ষ্ণধার সম্পন্ন চক্র দিয়ে এমনভাবে শিশুপালের মস্তক ছেদন করলেন যাতে যজ্ঞস্থলে এক ফোটাও রক্ত না পড়ে।

শ্লোক ৪৪

শব্দঃ কোলাহলোঽথাসীচ্ছিশুপালে হতে মহান্ ।
তস্যানুযায়িনো ভূপা দুদ্রুবুর্জীবিতৈষিণঃ ॥ ৪৪ ॥

শব্দঃ—শব্দ; **কোলাহলঃ**—কোলাহল; **অথ**—তখন; **আসীৎ**—উঠেছিল; **শিশুপালে**—শিশুপাল; **হতে**—হত হওয়ায়; **মহান্**—বিশাল; **তস্য**—তার; **অনুযায়িনঃ**—অনুগামী; **ভূপাঃ**—রাজারা; **দুদ্রুবুঃ**—পলায়ন করল; **জীবিত**—তাদের জীবন; **এষিণঃ**—রক্ষার আশায়।

অনুবাদ

এইভাবে শিশুপাল যখন নিহত হল, ভীড়ের মধ্য থেকে এক মহা কোলাহল উঠল। সেই শোরগোলের সুযোগ গ্রহণ করে শিশুপালের সমর্থক কতিপয় রাজা সত্বর তাদের জীবনের ভয়ে সভা ত্যাগ করল।

তাৎপর্য

উপরোক্ত অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের *লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থ হতে গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৪৫

চৈদ্যদেহোত্থিতং জ্যোতির্বাসুদেবমুপাবিশৎ ।
পশ্যতাং সর্বভূতানামুল্কেব ভুবি খাচ্চ্যুতা ॥ ৪৫ ॥

চৈদ্য—শিশুপালের; **দেহ**—দেহ থেকে; **উত্থিতম্**—উঠে; **জ্যোতিঃ**—একটি জ্যোতি; **বাসুদেবম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **উপাবিশৎ**—প্রবেশ করল; **পশ্যতাম্**—তারা দর্শন করেছিল; **সর্ব**—সকল; **ভূতানাম্**—জীব; **উল্কা**—একটি উল্কা; **ইব**—মতো; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **খাৎ**—আকাশ থেকে; **চ্যুতা**—পতিত।

অনুবাদ

এক জ্যোতির্ময় আলো শিশুপালের দেহ থেকে উত্থিত হল এবং সর্বসমক্ষে তা আকাশ থেকে পৃথিবীতে একটি উল্কার পতিত হওয়ার মতো শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে প্রবেশ করল।

তাৎপর্য

এই বিষয় সম্পর্কে আচার্য আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে প্রকৃতপক্ষে শিশুপাল ছিলেন ভগবানের একজন নিত্য পার্ষদ যিনি ভয়ঙ্কর অসুরের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন। তাই অধিকাংশ নিরীক্ষণকারীর নিকট প্রতিভাত হল যে শিশুপাল ভগবান কৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতিতে লীন হয়ে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, তার জড় দেহগত কাঠামো থেকে মুক্ত হওয়ার পর শিশুপাল চিন্ময় জগতে ভগবানের কাছে প্রত্যাবর্তন করেছিল। পরবর্তী শ্লোকে বিশদভাবে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৪৬

জন্মত্রয়ানুগুণিতবৈরসংরব্ধয়া ধিয়া ।
ধ্যায়ংস্তন্ময়তাং যাতো ভাবো হি ভবকারণম্ ॥ ৪৬ ॥

জন্ম—জন্ম; **ত্রয়**—তিন; **অনুগুণিত**—যাবৎ; **বৈর**—শত্রুতা দ্বারা; **সংরব্ধয়া**—আবিষ্ট; **ধীয়া**—মানসিকতা যুক্ত; **ধ্যায়ন্**—অনুক্ষণ চিন্তা পূর্বক; **তৎ-ময়তাম্**—তাঁর সঙ্গে একত্ব; **যাতঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিল; **ভাব**—মনোভাব; **হি**—বস্তুত; **ভব**—পুনর্জন্মের; **কারণম্**—কারণ।

অনুবাদ

তিন জন্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে শিশুপাল ভগবানের চিন্ময় ভাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে চেতনা দ্বারাই জীবের ভবিষ্যৎ জীবন নির্ধারিত হয়।

তাৎপর্য

শিশুপাল এবং তার বন্ধু দন্তবক্র, যে কৃষ্ণের দ্বারা অষ্ট-সপ্ততিতম অধ্যায়ে নিহত হবে, পূর্বে জয় বিজয় নামক বৈকুণ্ঠের দুই দ্বাররক্ষক ছিল। একটি অপরাধের জন্য চতুঃসন কুমারগণ তাদের তিন জন্ম জড় জগতে দানব রূপে জন্মগ্রহণের অভিশাপ দিয়েছিলেন। প্রথম জন্মটি ছিল হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু রূপে, দ্বিতীয়টি জন্মটি ছিল রাবণ ও কুম্ভকর্ণ রূপে এবং তৃতীয় জন্ম ছিল শিশুপাল ও দন্তবক্র রূপে। প্রতিটি জন্মেই তারা সম্পূর্ণ রূপে ভগবানের বিরুদ্ধে শত্রুতায় মগ্ন ছিল এবং তাঁর দ্বারা নিহত হয়েছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শিশুপালের অবস্থানকে এইভাবে বর্ণনা করছেন—"কৃষ্ণের শত্রুর ভূমিকায় কাজ করলেও শিশুপাল এক মুহূর্তের জন্যও কৃষ্ণভাবনাশূন্য ছিল না। সর্বদাই সে কৃষ্ণ চিন্তায় নিমগ্ন ছিল; এইভাবে প্রথমে ব্রহ্ম সত্তায় লীন হয়ে সে ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি লাভ করল এবং অবশেষে শিশুপাল তার পূর্বের সেবায় অধিষ্ঠিত হল। *ভগবদ্গীতার* শিক্ষা অনুযায়ী মৃত্যুর সময়ে পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় কেউ নিমগ্ন হলে, জড় দেহ ত্যাগ করা মাত্র সে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করে।

ভগবানের পার্ষদদের অভিশপ্ত হয়ে তার শত্রুরূপে এই জড় জগতে আগমনের বিশদ বর্ণনা *শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় ও সপ্তম স্কন্ধে রয়েছে। এ সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকটি (ভাগবত ৭/১/৪৭) উদ্ধৃত করেছেন—

বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাম্ ।
নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্ষদৌ ॥

ভগবান বিষ্ণুর এই দুই পার্ষদ অতি দীর্ঘ কালের জন্য বিদ্বেষপূর্ণ মানসিকতাকে পালন করেছেন। এইভাবে সর্বদা কৃষ্ণকে ভাববার জন্য তারা পুনরায় ভগবানের আশ্রয় লাভ করে ভগবদ্ধামে, তাদের আলয়ে ফিরে এসেছিলেন।"

শ্লোক ৪৭

ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ সসদস্যেভ্যো দক্ষিণাং বিপুলামদাৎ।
সর্বান্ সম্পূজ্য বিধিবচ্চক্রেঽবভৃথমেকরাট্ ॥ ৪৭ ॥

ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ—পুরোহিতদের; **স-সদস্যেভ্যঃ**—সভাসদগণ সহ; **দক্ষিণাম্**—শ্রদ্ধার উপহার; **বিপুলাম্**—প্রচুর; **অদাৎ**—তিনি প্রদান করলেন; **সর্বান্**—তাদের সকলকে; **সম্পূজ্য**—যথাযথরূপে পূজা করে; **বিধি-বৎ**—শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে; **চক্রে**—সম্পাদিত; **অব-ভৃথম্**—যজ্ঞকারীর শুদ্ধি স্নান এবং যজ্ঞের দ্রব্যাদির ধৌতকরণ যা এক মহাযজ্ঞের সমাপ্তি চিহ্নিত করে; **এক-রাট্**—সম্রাট, যুধিষ্ঠির।

অনুবাদ

সম্রাট যুধিষ্ঠির যজ্ঞের পুরোহিত ও সভাসদদের বেদ নির্দিষ্টভাবে সম্মান জ্ঞাপন করে উদারভাবে উপহার প্রদান করলেন। অতঃপর তিনি অবভৃথ স্নান করলেন।

শ্লোক ৪৮

সাধয়িত্বা ক্রতুং রাজ্ঞঃ কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
উবাস কতিচিন্মাসান্ সুহৃদ্ভিরভিযাচিতঃ ॥ ৪৮ ॥

সাধয়িত্বা—সম্পাদনপূর্বক; **ক্রতুং**—সোম যজ্ঞ; **রাজ্ঞঃ**—রাজার; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **যোগ-ঈশ্বর**—যোগ শক্তির ঈশ্বরের; **ঈশ্বরঃ**—পরম ঈশ্বর; **উবাস**—বাস করলেন; **কতিচিৎ**—কয়েক; **মাসান্**—মাস; **সুহৃদ্ভিঃ**—তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের দ্বারা; **অভিযাচিতঃ**—প্রার্থনা করলেন।

অনুবাদ

এইভাবে যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরের হয়ে এই মহাযজ্ঞের সফল সম্পাদন করিয়েছিলেন। অতঃপর তাদের বিনীত প্রার্থনায় ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদগণের সঙ্গে সেখানে কয়েকমাস অবস্থান করলেন।

তাৎপর্য

যদিও শ্রীকৃষ্ণ ভগবান শিবের মতো যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর, তবু তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরের শুদ্ধ প্রেম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেন। তাই ভগবান ব্যক্তিগতভাবে রাজার যজ্ঞ অনুষ্ঠান যাতে সফলভাবে সমাপ্ত হয় তার দেখভাল করেছিলেন। অতঃপর

তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে কয়েকমাসের জন্য তাঁর প্রিয় সুহৃদগণের সঙ্গে অবস্থান করতে সম্মত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৯

ততোঽনুজ্ঞাপ্য রাজানমনিচ্ছন্তমপীশ্বরঃ ।
যযৌ সভার্যঃ সামাত্যঃ স্বপুরং দেবকীসুতঃ ॥ ৪৯ ॥

ততঃ—অতঃপর; **অনুজ্ঞাপ্য**—বিদায়ের প্রার্থনা পূর্বক; **রাজানম্**—রাজার; **অনিচ্ছন্তম্**—অনিচ্ছুক; **অপি**—যদিও; **ঈশ্বরঃ**—ভগবান; **যযৌ**—গমন করলেন; **সভার্যঃ**—তাঁর পত্নীগণসহ; **স-অমাত্যঃ**—এবং তাঁর মন্ত্রীগণসহ; **স্ব**—তাঁর নিজের; **পুরম্**—নগরীতে; **দেবকী-সুতঃ**—দেবকীর পুত্র।

অনুবাদ

অতঃপর ভগবান দেবকী-পুত্র, রাজার অনিচ্ছাগত অনুমোদন গ্রহণ করে তাঁর মহিষী ও মন্ত্রীগণসহ তাঁর নগরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ৫০

বর্ণিতং তদুপাখ্যানং ময়া তে বহুবিস্তরম্ ।
বৈকুণ্ঠবাসিনোর্জন্ম বিপ্রশাপাৎ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫০ ॥

বর্ণিতম্—বর্ণিত হয়েছে; **তৎ**—সেই; **উপাখ্যানম্**—উপাখ্যান; **ময়া**—আমার দ্বারা; **তে**—আপনার কাছে; **বহু**—বহু; **বিস্তরম্**—বিস্তৃতভাবে; **বৈকুণ্ঠ-বাসিনোঃ**—নিত্য ভগবদ্ধামের দুই অধিবাসীর (প্রধানত, দ্বাররক্ষক জয় ও বিজয়); **জন্ম**—জাগতিক জন্ম; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণগণের (চতুঃসন কুমার); **শাপাৎ**—অভিশাপের জন্য; **পুনঃ পুনঃ**—বারম্বার।

অনুবাদ

আমি ইতিমধ্যে আপনাকে বিস্তারিতভাবে বৈকুণ্ঠের দুই অধিবাসীর ব্রাহ্মণগণ দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে জড় জগতে বারবার জন্মগ্রহণ করার ইতিহাস বর্ণনা করেছি।

শ্লোক ৫১

রাজসূয়াবভৃথ্যেন স্নাতো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ।
ব্রহ্মক্ষত্রসভামধ্যে শুশুভে সুররাড়িব ॥ ৫১ ॥

রাজসূয়—রাজসূয় যজ্ঞের; **অবভৃথ্যেন**—চূড়ান্ত অবভৃথ্য অনুষ্ঠান দ্বারা; **স্নাতঃ**—স্নাত; **রাজা যুধিষ্ঠিরঃ**—রাজা যুধিষ্ঠির; **ব্রহ্ম-ক্ষত্র**—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের; **সভা**—

সভার; **মধ্যে**—মধ্যে; **শুশুভে**—তিনি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হলেন; **সুর**—দেবতাদের; **রাট্**—রাজা (ইন্দ্র); **ইব**—মতো।

অনুবাদ

সফলতার সঙ্গে রাজসূয় যজ্ঞের সমাপ্ত হওয়া যা চিহ্নিত করে সেই চূড়ান্ত অবভৃথ্য অনুষ্ঠানে শুদ্ধ হয়ে রাজা যুধিষ্ঠির সভায় সমবেত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে স্বয়ং দেবরাজের মতো শোভা পাচ্ছিলেন।

শ্লোক ৫২

রাজ্ঞা সভাজিতাঃ সর্বে সুরমানবখেচরাঃ ।
কৃষ্ণং ক্রতুং চ শংসন্তঃ স্বধামানি যযুর্মুদাঃ ॥ ৫২ ॥

রাজ্ঞা—রাজা দ্বারা; **সভাজিতাঃ**—সম্মানিত; **সর্বে**—সকল; **সুর**—দেবতা; **মানব**—মানুষ; **খেচরাঃ**—আকাশে ভ্রমণকারীরা; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **ক্রতুম্**—যজ্ঞ; **চ**—এবং; **শংসন্তঃ**—স্তুতি পূর্বক; **স্ব**—তাদের নিজেদের; **ধামানি**—রাজ্য; **যযুঃ**—গমন করলেন; **মুদা**—সুখে।

অনুবাদ

দেবতা, মানুষ এবং খেচরগণ সকলে রাজা দ্বারা যথাযথভাবে সম্মানিত হয়ে মহা যজ্ঞ ও শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি গান গাইতে গাইতে তাদের নিজ নিজ রাজ্যে সুখে গমন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে *খেচরাঃ* শব্দটি এখানে শিবের অনুচর প্রমথগণ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে।

শ্লোক ৫৩

দুর্যোধনমৃতে পাপং কলিং কুরুকুলাময়ম্ ।
যো ন সেহে শ্রিয়ং স্ফীতাং দৃষ্ট্বা পাণ্ডুসুতস্য তাম্ ॥ ৫৩ ॥

দুর্যোধনম্—দুর্যোধন; **ঋতে**—ব্যতীত; **পাপম্**—পাপিষ্ঠ; **কলিম্**—কলিযুগের অংশসম্ভূত; **কুরু-কুল**—কুরুবংশের; **আময়ম্**—ব্যাধি; **যঃ**—যে; **ন সেহে**—সহ্য করতে পারল না; **শ্রিয়ম্**—ঐশ্বর্যসমূহ; **স্ফীতাম্**—সমৃদ্ধি; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **পাণ্ডু-সুতস্য**—পাণ্ডু পুত্রের; **তাম্**—সেই।

অনুবাদ

কলির অংশসম্ভূত ও কুরুবংশের ব্যাধি স্বরূপ পাপিষ্ঠ দুর্যোধন ব্যতীত সকলেই সন্তুষ্ট ছিল। সে পাণ্ডুপুত্রের ঐশ্বর্যের সমৃদ্ধি দর্শন করে সহ্য করতে পারল না।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন "দুর্যোধন তার পাপময় জীবনের জন্য স্বভাবে ছিল অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ এবং সমগ্র পরিবারকে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে মূর্তিমান দুরারোগ্য ব্যাধিরূপে সে কুরুবংশে আবির্ভূত হয়েছিল।" শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করছেন দুর্যোধন বিশুদ্ধ ধর্মীয় নীতিসমূহকে ঘৃণা করত।

শ্লোক ৫৪

য ইদং কীর্তয়েদ্বিষ্ণোঃ কর্ম চৈদ্যবধাদিকম্ ।
রাজমোক্ষং বিতানং চ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৫৪ ॥

যঃ—যিনি; **ইদম্**—এই সকল; **কীর্তয়েৎ**—কীর্তন করেন; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণুর; **কর্ম**—কার্যসমূহ; **চৈদ্য-বধ**—শিশুপালের নিধন; **আদিকম্**—এবং প্রভৃতি; **রাজ**—রাজাদের (জরাসন্ধ কর্তৃক যারা বন্দী ছিল); **মোক্ষম্**—মোক্ষ; **বিতানম্**—যজ্ঞ; **চ**—এবং; **সর্ব**—সকল; **পাপৈঃ**—পাপের ফল; **প্রমুচ্যতে**—তিনি মুক্ত হন।

অনুবাদ

যিনি শিশুপাল বধ, রাজাদের উদ্ধার এবং রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান সহ ভগবান বিষ্ণুর এই সমস্ত কার্যাবলী কীর্তন করেন তিনি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপাল উদ্ধার' নামক চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়

দুর্যোধন অপমানিত বোধ করলেন

রাজসূয় যজ্ঞের মহিমাময় সমাপ্তি ও কিভাবে দুর্যোধন রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রাসাদে অপমানিত হয়েছিলেন এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় তাঁর বহু আত্মীয় স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীগণ প্রয়োজনীয় সেবার মাধ্যমে তাঁকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে রাজা পুরোহিতবৃন্দ, শ্রেষ্ঠ সভাসদগণ ও তাঁর আপন আত্মীয়বর্গকে সুগন্ধী চন্দন, পুষ্পমাল্য ও সুন্দর বস্ত্র দ্বারা শোভিত করলেন। অতঃপর তাঁরা সকলে যজ্ঞের দীক্ষান্ত স্নান সম্পাদনের জন্য গঙ্গার তীরে গমন করলেন। চূড়ান্ত স্নানের পূর্বে, পুরুষ ও স্ত্রী অংশগ্রহণকারীরা নদীতে বেশ খানিকক্ষণ ক্রীড়া করলেন। সুগন্ধী জল ও অন্যান্য তরলে সিক্ত হয়ে দ্রৌপদী ও অন্যান্য রমণীগণ অত্যন্ত সুন্দররূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন। তাদের মুখমণ্ডল সলজ্জ হাস্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

পুরোহিতগণ শেষ আচারসমূহ সম্পাদন করার পর রাজা ও তাঁর রাণী, দ্রৌপদী গঙ্গায় স্নান করলেন। অতঃপর উপস্থিত বর্ণাশ্রমীরা স্নান করলেন। যুধিষ্ঠির নব-বস্ত্র পরিধান করে পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে, তার পরিবার, বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রত্যেককে যথাযথভাবে অর্চনা করলেন এবং তাদের সকলকে বিভিন্ন উপহার প্রদান করলেন। অতিথিরা অতঃপর তাদের গৃহে প্রস্থান করলেন। কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর প্রিয়জনবর্গের আসন্ন বিরহে এতটাই কাতর ছিলেন যে ভগবান কৃষ্ণসহ তার আরও কয়েকজন আত্মীয়কে তিনি আরও কিছুদিন ইন্দ্রপ্রস্থে থাকতে বাধ্য করলেন।

বহু বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও ঐশ্বর্যের সঙ্গে ময়দানব দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। এই সমস্ত ঐশ্বর্য দর্শন করে রাজা দুর্যোধন ঈর্ষায় জ্বলতে লাগল। একদিন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাজা যুধিষ্ঠির তার রাজসভায় বসেছিলেন। তার অধস্তনবর্গ ও পরিবারের সদস্যগণের উপস্থিতিতে তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের সমান চমৎকারিত্ব প্রকাশ করছিলেন। সেই সময় দুর্যোধন এক অস্থির মনোভাবের সঙ্গে সভায় প্রবেশ করল। ময়দানবের মায়িক শিল্পকৌশল দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে দুর্যোধন মেঝের অংশকে জল বলে ভুল করে তার বস্ত্র উত্তোলিত করল এবং একস্থানে জলকে মেঝে মনে করায় সে জলের মধ্যে পতিত হল। যখন ভীমসেন, সভার রমণীরা এবং রাজন্যবর্গ তা দর্শন করলেন, তাঁরা হাসতে শুরু করলেন। যদিও মহারাজ যুধিষ্ঠির তাদের থামাতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাদের হাসতে উৎসাহিত করলেন।

সম্পূর্ণরূপে বিব্রত দুর্যোধন ক্রোধভরে সেই সভা ত্যাগ করল এবং তৎক্ষণাৎ হস্তিনাপুরের উদ্দেশে প্রস্থান করল।

শ্লোক ১-২

শ্রীরাজোবাচ

অজাতশত্রোস্তং দৃষ্ট্বা রাজসূয়মহোদয়ম্ ।
সর্বে মুমুদিরে ব্রহ্মণ্ নৃদেবা যে সমাগতাঃ ॥ ১ ॥
দুর্যোধনং বর্জয়িত্বা রাজানঃ সর্ষয়ঃ সুরাঃ ।
ইতি শ্রুতং নো ভগবংস্তত্র কারণমুচ্যতাম্ ॥ ২ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা (পরীক্ষিৎ) বললেন; **অজাত-শত্রোঃ**—যুধিষ্ঠিরের, যার শত্রু কখনও জন্মায়নি; **তম্**—সেই; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **রাজসূয়**—রাজসূয় যজ্ঞের; **মহা**—মহা; **উদয়ম্**—উৎসবময়তা; **সর্বে**—সকলে; **মুমুদিরে**—আনন্দিত হয়েছিল; **ব্রহ্মণ**—হে ব্রাহ্মণ (শুকদেব); **নৃ-দেবাঃ**—রাজারা; **যে**—যে; **সমাগতাঃ**—সমাগত; **দুর্যোধনম্**—দুর্যোধন; **বর্জয়িত্বা**—ব্যতীত; **রাজানঃ**—রাজারা; **স**—সহ একত্রে; **ঋষয়ঃ**—ঋষিরা; **সুরাঃ**—এবং দেবতারা; **ইতি**—এইভাবে; **শ্রুতম্**—শ্রবণ করেছি; **নঃ**—আমাদের দ্বারা; **ভগবন্**—হে প্রভু; **তত্র**—তার; **কারণম্**—কারণ; **উচ্যতাম্**—দয়া করে বলুন।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে ব্রাহ্মণ, আমি আপনার কাছ থেকে যা শ্রবণ করেছি সেই অনুসারে একমাত্র দুর্যোধন ব্যতীত সমবেত সকল রাজা, ঋষি ও দেবতারা অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের অপূর্ব উৎসবময়তা দর্শন করে আনন্দিত হয়েছিলেন। হে প্রভু, দয়া করে আমাকে বলুন, কেন এমন হয়েছিল।

শ্লোক ৩

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

পিতামহস্য তে যজ্ঞে রাজসূয়ে মহাত্মনঃ ।
বান্ধবাঃ পরিচর্যায়াং তস্যাসন্ প্রেমবন্ধনাঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীবাদরায়ণি (শুকদেব গোস্বামী) বললেন; **পিতামহস্য**—পিতামহের; **তে**—আপনার; **যজ্ঞে**—যজ্ঞে; **রাজসূয়ে**—রাজসূয়; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মার; **বান্ধবাঃ**—পরিবারের সদস্যবৃন্দ; **পরিচর্যায়াম্**—পরিচর্যায়; **তস্য**—তাঁর; **আসন্**—ছিলেন; **প্রেম**—প্রেম দ্বারা; **বন্ধনাঃ**—যিনি বন্ধনে আবদ্ধ।

অনুবাদ

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—আপনার মহাত্মা পিতামহের রাজসূয় যজ্ঞে তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁর প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজেদেরকে তাঁর বিনীত সেবায় নিযুক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর আত্মীয়বর্গকে যজ্ঞে বিভিন্ন কর্তব্য গ্রহণের জন্য জোর করেননি। বরং তার জন্য তাদের প্রেমবশত তারা স্বেচ্ছায় এই ধরনের কর্তব্যসমূহ পালন করেছিলেন।

শ্লোক ৪-৭

ভীমো মহানসাধ্যক্ষো ধনাধ্যক্ষঃ সুযোধনঃ ।
সহদেবস্তু পূজায়াং নকুলো দ্রব্যসাধনে ॥ ৪ ॥
গুরুশুশ্রূষণে জিষ্ণুঃ কৃষ্ণঃ পাদাবনেজনে ।
পরিবেষণে দ্রুপদজা কর্ণো দানে মহামনাঃ ॥ ৫ ॥
যুযুধানো বিকর্ণশ্চ হার্দিক্যো বিদুরামদয়ঃ ।
বাহ্লীকপুত্রা ভূর্যাদ্যা যে চ সন্তর্দনাদয়ঃ ॥ ৬ ॥
নিরূপিতা মহাযজ্ঞে নানাকর্মসু তে তদা ।
প্রবর্তন্তে স্ম রাজেন্দ্র রাজ্ঞঃ প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ৭ ॥

ভীমঃ—ভীম; **মহানস**—রান্নাঘরের; **অধ্যক্ষঃ**—অধ্যক্ষ; **ধন**—কোষাগারের; **অধ্যক্ষঃ**—অধ্যক্ষ; **সুযোধনঃ**—সুযোধন (দুর্যোধন); **সহদেবঃ**—সহদেব; **তু**—এবং; **পূজায়াম্**—পূজায় (সমাগত অতিথিদের); **নকুলঃ**—নকুল; **দ্রব্য**—প্রয়োজনীয় বস্তু; **সাধনে**—সংগ্রহে; **গুরু**—শ্রদ্ধেয় জ্যেষ্ঠদের; **শুশ্রূষণে**—সেবায়; **জিষ্ণুঃ**—অর্জুন; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **পাদ**—পদদ্বয়; **অবনেজনে**—ধৌত করণে; **পরিবেষণে**—(খাদ্য) পরিবেশনে; **দ্রুপদ-জা**—দ্রুপদের কন্যা (দ্রৌপদী); **কর্ণঃ**—কর্ণ; **দানে**—দান কার্যে; **মহা-মনাঃ**—মহামতী; **যুযুধানঃ বিকর্ণঃ চ**—যুযুধান এবং বিকর্ণ; **হার্দিক্যঃ বিদুর-আদয়ঃ**—হার্দিক্য (কৃতবর্মা), বিদুর ও অন্যান্যরা; **বাহ্লীক-পুত্রাঃ**—বাহ্লীক রাজের পুত্ররা; **ভূরি-আদ্যাঃ**—ভূরিশ্রবা প্রমুখ; **যে**—যে; **চ**—এবং; **সন্তর্দন-আদয়ঃ**—সন্তর্দন প্রভৃতি; **নিরূপিতাঃ**—নিযুক্ত; **মহা**—বিশাল; **যজ্ঞে**—যজ্ঞে; **নানা**—বিভিন্ন; **কর্মসু**—কর্তব্যসমূহে; **তে**—তারা; **তদা**—সেই সময়ে; **প্রবর্তন্তে স্ম**—প্রবৃত্ত হলেন; **রাজ-ইন্দ্র**—হে রাজেন্দ্র (পরীক্ষিৎ); **রাজ্ঞঃ**—রাজার (যুধিষ্ঠির); **প্রিয়**—সন্তুষ্টি; **চিকীর্ষবঃ**—করবার ইচ্ছায়।

অনুবাদ

ভীম রান্নাঘরের অধ্যক্ষতা করতেন, দুর্যোধন কোষাগার দেখাশোনা করতেন এবং সহদেব শ্রদ্ধার সঙ্গে সমাগত অতিথিগণকে অভ্যর্থনা করতেন। নকুল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতেন। অর্জুন শ্রদ্ধেয় জ্যেষ্ঠদের যত্ন গ্রহণ করতেন এবং কৃষ্ণ প্রত্যেকের পাদদ্বয় প্রক্ষালন করতেন আর দ্রৌপদী খাদ্য পরিবেশন করতেন ও দাতা কর্ণ উপহার প্রদান করতেন। আরও অনেকে যেমন যুযুধান, বিকর্ণ, হার্দিক্য, বিদুর, ভূরিশ্রবা ও বাহ্লীকের অন্যান্য পুত্ররা এবং সন্তর্দন একইভাবে মহাযজ্ঞের সময় স্বেচ্ছায় বিভিন্ন কর্তব্য করেছিলেন। হে রাজেন্দ্র, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সন্তুষ্ট করার আগ্রহের জন্যই তারা তা করেছিলেন।

শ্লোক ৮

ঋত্বিক্‌সদস্যবহুবিৎসু সুহৃত্তমেষু
স্বিষ্টেষু সুনৃতসমর্হণদক্ষিণাভিঃ ।
চৈদ্যে চ সাত্বতপতেশ্চরণং প্রবিষ্টে
চক্রুস্ততস্ত্ববভৃথস্নপনং দ্যুনদ্যাম্ ॥ ৮ ॥

ঋত্বিক্—পুরোহিতরা; **সদস্য**—সভার বিশিষ্ট সদস্যরা যারা যজ্ঞ সম্পাদনে সাহায্য করেছিলেন; **বহু-বিৎসু**—যারা বহু শাস্ত্রজ্ঞ; **সুহৃত্ত-তমেষু**—এবং শ্রেষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষীরা; **সু**—সু; **ইষ্টেষু**—সম্মানিত হয়ে; **সুনৃত**—মধুর বচন দ্বারা; **সমর্হণ**—পবিত্র নিবেদনসমূহ; **দক্ষিণাভিঃ**—এবং শ্রদ্ধা প্রকাশকারী উপহারসমূহ; **চৈদ্যে**—চেদির রাজা (শিশুপাল); **চ**—এবং; **সাত্বতপতেঃ**—সাত্বতদের প্রভুর (কৃষ্ণ); **চরণম্**—পাদদ্বয়; **প্রবিষ্টে**—প্রবেশ করলে; **চক্রুঃ**—তারা সম্পাদন করলেন; **ততঃ**—তখন; **তু**—এবং; **অবভৃথ-স্নপনম্**—অবভৃথ স্নান, যা যজ্ঞকে সম্পূর্ণ করে; **দ্যু**—স্বর্গের; **নদ্যাম্**—(যমুনা) নদীতে।

অনুবাদ

পুরোহিতরা, বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা, শাস্ত্রজ্ঞ সাধুরা এবং রাজার পরম অন্তরঙ্গ শুভাকাঙ্ক্ষীরা সকলে মধুর বচন, পবিত্র নৈবেদ্য ও পারিশ্রমিকরূপে বিভিন্ন উপহারাদি দ্বারা যথাযথরূপে সম্মানিত হলে এবং সাত্বতদের প্রভুর পাদপদ্মে চেদিরাজ প্রবেশ করলে পরে দিব্য নদী যমুনায় অবভৃথ স্নান অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

বিশিষ্ট অতিথিদের যে উপহার প্রদান করা হয়েছিল তাতে মূল্যবান রত্নালঙ্কারও ছিল।

শ্লোক ৯

মৃদঙ্গশঙ্খপণবধুন্ধুর্যানকগোমুখাঃ ।
বাদিত্রাণি বিচিত্রাণি নেদুরাবভৃথোৎসবে ॥ ৯ ॥

মৃদঙ্গ—মৃদঙ্গ; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **পণব**—ছোট ঢোল; **ধুন্ধুরি**—সৈন্যবাহিনীর এক ধরনের বৃহৎ ঢোল; **আনক**—দুন্দুভি; **গো-মুখাঃ**—একটি বায়ু যন্ত্র; **বাদিত্রাণি**—সঙ্গীত; **বিচিত্রাণি**—বিচিত্র; **নেদুঃ**—ধ্বনিত হচ্ছিল; **আবভৃথ**—অবভৃথ স্নানের; **উৎসবে**—উৎসবের সময়।

অনুবাদ

অবভৃথ উৎসবের সময় মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পণব, ধুন্ধুরী, আনক ও গোমুখ শিঙা সহ নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গীত ধ্বনিত হয়েছিল।

শ্লোক ১০

নার্তক্যো ননৃতুর্হৃষ্টা গায়কা যূথশো জগুঃ ।
বীণাবেণুতলোন্নাদস্তেষাং স দিবমস্পৃশৎ ॥ ১০ ॥

নার্তক্য—নর্তকীরা; **ননৃতুঃ**—নৃত্য করছিল; **হৃষ্টাঃ**—আনন্দে; **গায়কাঃ**—গায়কেরা; **যূথশঃ**—দলবদ্ধভাবে; **জগুঃ**—গান করছিল; **বীণা**—বীণার; **বেণু**—বেণু; **তল**—এবং করতাল; **উন্নাদঃ**—উচ্চ ধ্বনি; **তেষাম্**—তাদের; **সঃ**—তা; **দিবম্**—স্বর্গ; **অস্পৃশৎ**—স্পর্শ করেছিল।

অনুবাদ

নর্তকীরা আনন্দে নৃত্য করছিল এবং গায়কেরা দলবদ্ধভাবে গান করছিল আর বীণা, বেণু ও করতালের উচ্চ ধ্বনি স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে গিয়েছিল।

শ্লোক ১১

চিত্রধ্বজপতাকাগ্রৈরিভেন্দ্রস্যন্দনার্বভিঃ ।
স্বলঙ্কৃতৈর্ভটৈর্ভূপা নির্যযু রুক্মমালিনঃ ॥ ১১ ॥

চিত্র—বিভিন্ন রঙের; **ধ্বজ**—পতাকা দ্বারা; **পতাক**—এবং দুই প্রান্তে দণ্ডযুক্ত শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত পতাকা; **অগ্রৈঃ**—উত্তম; **ইভ**—হস্তী দ্বারা; **ইন্দ্র**—রাজকীয়ভাবে; **স্যন্দন**—রথ; **অর্বভিঃ**—এবং অশ্বসমূহ; **সু-অলঙ্কৃতৈঃ**—সুসজ্জিত; **ভটৈঃ**—পদাতিক সেনা দ্বারা; **ভূ-পাঃ**—রাজাগণ; **নির্যযুঃ**—গমন করলেন; **রুক্ম**—স্বর্ণ; **মালিনঃ**—কণ্ঠহার পরিধান করে।

অনুবাদ

সকল রাজারা স্বর্ণ কণ্ঠহার পরিধান করে অতঃপর যমুনার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তাদের সঙ্গে ছিল বিভিন্ন রঙের এক দণ্ড ও দুই দণ্ডের পতাকা এবং তারা সুসজ্জিত রাজকীয় হস্তী, রথ ও অশ্বারোহী সৈন্য আর পদাতিক বাহিনী সমন্বিত ছিলেন।

শ্লোক ১২

যদুসৃঞ্জয়কাম্বোজকুরুকেকয়কোশলাঃ ।
কম্পয়ন্তো ভুবং সৈন্যৈর্যজমানপুরঃসরাঃ ॥ ১২ ॥

যদু-সৃঞ্জয়-কাম্বোজ—যদু, সৃঞ্জয় ও কাম্বোজরা; **কুরু-কেকয়-কোশলাঃ**—কুরু, কেকয় ও কোশলরা; **কম্পয়ন্তঃ**—কম্পিত করে; **ভুবম**—পৃথিবী; **সৈন্যৈঃ**—তাদের সৈন্যরা সহ; **যজমান**—যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী (মহারাজ যুধিষ্ঠির); **পুরঃ-সরাঃ**—তাদের অগ্রে স্থাপন পূর্বক।

অনুবাদ

যদু, সৃঞ্জয়, কাম্বোজ, কুরু, কেকয় ও কোশলদের সৈন্যরা পৃথিবী কম্পিত করে শোভাযাত্রায় যজ্ঞানুষ্ঠানকারী যুধিষ্ঠির মহারাজের অনুগমন করলেন।

শ্লোক ১৩

সদস্যর্ত্বিগ্‌দ্বিজশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মঘোষেণ ভূয়সা ।
দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্বাস্তুষ্টুবুঃ পুষ্পবর্ষিণঃ ॥ ১৩ ॥

সদস্য—অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষকারীরা; **ঋত্বিক্**—পুরোহিতরা; **দ্বিজ**—এবং ব্রাহ্মণেরা; **শ্রেষ্ঠাঃ**—শ্রেষ্ঠ; **ব্রহ্ম**—বেদের; **ঘোষেণ**—ধ্বনির সঙ্গে; **ভূয়সা**—সমৃদ্ধ; **দেব**—দেবতারা; **ঋষি**—দিব্য ঋষিরা; **পিতৃ**—পিতৃপুরুষেরা; **গন্ধর্বাঃ**—এবং স্বর্গের গায়কেরা; **তুষ্টুবুঃ**—স্তুতি করেছিলেন; **পুষ্প**—পুষ্প; **বর্ষিণঃ**—বর্ষণ করেছিলেন।

অনুবাদ

সভার পারিষদ, পুরোহিত ও অন্যান্য উত্তম ব্রাহ্মণেরা পুনঃ পুনঃ বৈদিক মন্ত্রসমূহ ধ্বনিত করছিলেন এবং দেবতা, দিব্য ঋষি, পিতৃপুরুষ ও গন্ধর্বরা স্তুতি গান করছিলেন ও পুষ্প বর্ষণ করছিলেন।

শ্লোক ১৪

স্বলঙ্কৃতা নরা নার্যো গন্ধস্রগ্‌ভূষণাম্বরৈঃ ।
বিলিম্পন্ত্যোঽভিষিঞ্চন্ত্যো বিজহ্রুর্বিবিধৈ রসৈঃ ॥ ১৪ ॥

সু-অলঙ্কৃতাঃ—উত্তমরূপে সজ্জিতা; **নরাঃ**—নর; **নার্যঃ**—এবং নারীরা; **গন্ধ**—চন্দন দ্বারা; **স্রক্**—ফুলমালা; **ভূষণ**—রত্নালঙ্কার; **অম্বরৈঃ**—এবং বস্ত্র; **বিলিম্পন্ত্যঃ**—অনুলিপ্ত করে; **অভিষিঞ্চন্ত্যঃ**—এবং অভিষিক্ত করে; **বিজহ্রুঃ**—তারা ক্রীড়া করলেন; **বিবিধৈঃ**—বিভিন্ন; **রসৈঃ**—রস দ্বারা।

অনুবাদ

চন্দন, পুষ্প মাল্য, রত্নালঙ্কার ও সুন্দর বসনে সুশোভিত সকল নর-নারীরা পরস্পর পরস্পরকে বিভিন্ন রসে অভিষিক্ত ও অনুলিপ্ত করে ক্রীড়া করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

তৈলগোরসগন্ধোদহরিদ্রাসান্দ্রকুঙ্কুমৈঃ ।
পুম্ভির্লিপ্তাঃ প্রলিম্পন্ত্যো বিজহ্রুর্বারযোষিতঃ ॥ ১৫ ॥

তৈল—তেল; **গো-রস**—দধি; **গন্ধ-উদ**—সুগন্ধিজল; **হরিদ্রা**—হলুদ; **সান্দ্রা**—ঘন; **কুঙ্কুমৈঃ**—এবং কুঙ্কুম দ্বারা; **পুম্ভিঃ**—পুরুষদের দ্বারা; **লিপ্তাঃ**—লিপ্ত হয়ে; **প্রলিম্পন্ত্যঃ**—পরিবর্তে তাদের লিপ্ত করে; **বিজহ্রুঃ**—ক্রীড়া করেছিল; **বার-যোষিতঃ**—বারাঙ্গনারা।

অনুবাদ

পুরুষেরা বারাঙ্গনাদের যথেষ্ট তেল, দধি, সুগন্ধী জল, হলুদ ও গুঁড়ো কুঙ্কুম লেপন করে দিলেন এবং বারাঙ্গনারাও ক্রীড়াচ্ছলে সেই একই বস্তুসমূহ পুরুষদের লেপন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ এই দৃশ্যটিকে এইভাবে বর্ণনা করছেন—"ইন্দ্রপ্রস্থ ও হস্তিনাপুরের নর-নারী সকলে নানা সুগন্ধি পুষ্পমাল্য, রত্নালঙ্কার ও রঙীন বেশভূষায় সজ্জিত হলেন। দুধ, ননী, দই, জল ও কুমকুম আদি তরল পদার্থ একে অপরের দেহে নিক্ষেপ করে, কেউ কেউ এমনকি অন্যের শরীরে লেপন করে ঐ মহোৎসবে আনন্দ উপভোগ করলেন। বারবনিতারাও আনন্দে এই উৎসবে পুরুষদের দেহে ঐ তরল পদার্থ লিপ্ত করল আর পুরুষরাও তাদের প্রতি একইভাবে আচরণ করল। হলুদ ও কুমকুম মিশ্রিত ঐ পদার্থে তাঁদের দেহ উজ্জ্বল হলুদ বর্ণে রঞ্জিত হয়ে উঠল।"

শ্লোক ১৬

গুপ্তা নৃভির্নিরগমন্নুপলব্ধুমেতদ্-
দেব্যো যথা দিবি বিমানবরৈর্নৃদেব্যো ।

তা মাতুলেয়সখিভিঃ পরিষিচ্যমানাঃ
সব্রীড়হাসবিকসদ্বদনা বিরেজুঃ ॥ ১৬ ॥

গুপ্তাঃ—প্রহরারত হয়ে; **নৃভিঃ**—সৈন্যদের দ্বারা; **নির্গমন্**—তারা নির্গত হয়েছিলেন; **উপলব্ধুম্**—দর্শন করার জন্য; **এতৎ**—এই; **দেব্যঃ**—দেবপত্নীরা; **যথা**—যেমন; **দিবি**—আকাশে; **বিমান**—তাদের আকাশযানে; **বরৈঃ**—উত্তম; **নৃ-দেব্যঃ**—রাণীরা (রাজা যুধিষ্ঠিরের); **তাঃ**—তারা; **মাতুলেয়**—তাদের মাতুল পুত্রদের দ্বারা (শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভ্রাতারা, যেমন গদ ও সারণ); **সখিভিঃ**—এবং তাদের বন্ধু দ্বারা (যেমন ভীম ও অর্জুন); **পরিষিচ্যমানাঃ**—অভিষিক্ত হয়ে; **সব্রীড়**—লজ্জা; **হাস**—হাস্য সহ; **বিকসৎ**—প্রফুল্ল; **বদনাঃ**—যাঁদের মুখমণ্ডল; **বিরেজুঃ**—তাঁরা শোভা পাচ্ছিলেন।

অনুবাদ

প্রহরী পরিবৃত হয়ে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাণীরা উৎসব দর্শন করার জন্য তাদের রথে আরোহণ করে নির্গত হলেন, ঠিক যেভাবে দেবতাদের পত্নীরা দিব্য আকাশযানে আকাশে উপস্থিত হন। মাতুল পুত্র ও অন্তরঙ্গ সখারা রাণীদের রসে অভিষিক্ত করলে পর সলজ্জ হাস্যযুক্ত প্রফুল্ল বদন, রাণীদের দীপ্তিমান সৌন্দর্যকে বর্ধিত করছিল।

তাৎপর্য

মাতুল পুত্র বলতে এখানে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভ্রাতা গদ ও সারণকে বোঝানো হয়েছে এবং বন্ধু বলতে ভীম ও অর্জুনকে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৭

তা দেবরানুত সখীন্ সিষিচুর্দৃতীভিঃ
ক্লিন্নাম্বরা বিবৃতগাত্রকুচোরুমধ্যাঃ ।
ঔৎসুক্যমুক্তকবরাচ্চ্যবমানমাল্যাঃ
ক্ষোভং দধুর্মলধিয়াং রুচিরৈর্বিহারৈঃ ॥ ১৭ ॥

তাঃ—তারা, রাণীরা; **দেবরান্**—তাদের দেবর; **উত**—এবং আরও; **সখীন্**—তাদের বন্ধুদের; **সিষিচুঃ**—তারা সেচন করলেন; **দৃতীভিঃ**—পিচকারী দ্বারা; **ক্লিন্ন**—সিক্ত; **অম্বরাঃ**—যাদের পরিধেয়; **বিবৃত**—দৃশ্যমান; **গাত্র**—যাদের বাহুদ্বয়; **কুচ**—স্তনদ্বয়; **উরু**—উরু; **মধ্যাঃ**—এবং কোমর; **ঔৎসুক্য**—তাদের উত্তেজনাবশত; **মুক্ত**—মুক্ত; **কবরাৎ**—তাদের চুলের খোঁপা থেকে; **চ্যবমান**—স্খলিত; **মাল্যাঃ**—ছোট ফুলমালা; **ক্ষোভম্**—ক্ষোভ; **দধুঃ**—তারা সৃষ্টি করলেন; **মল**—কলুষ; **ধীয়াম্**—তাদের জন্য, যাদের চেতনা; **রুচিরৈঃ**—মধুর; **বিহারৈঃ**—তাদের ক্রীড়া দ্বারা।

অনুবাদ

রাণীরা পিচকারী দ্বারা তাদের দেবর ও অন্যান্য পুরুষ সঙ্গীদেরকে অভিষিক্ত করলে তাদের নিজ বসন তাদের বাহুদ্বয়, স্তনদ্বয়, উরু ও কোমরকে প্রকাশিত করে সিক্ত হয়ে উঠল। উত্তেজনাবশত তাদের স্খলিত খোঁপা থেকে ফুল পতিত হল। এই সকল মধুর ক্রীড়া দ্বারা তারা কলুষ চেতনা সম্পন্নদের ক্ষোভিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "শুদ্ধচিত্ত নর-নারীদের নিকট এই আচরণ উপভোগ্য আর কলুষিত-চিত্ত ব্যক্তিরা এই অবস্থায় কামলালসা দ্বারা প্রভাবিত হয়।"

শ্লোক ১৮

স সম্রাড্ রথমারূঢ়ঃ সদশ্বং রুক্মমালিনম্ ।
ব্যরোচত স্বপত্নীভিঃ ক্রিয়াভিঃ ক্রতুরাড়িব ॥ ১৮ ॥

সঃ—তিনি; **সম্রাট্**—সম্রাট, যুধিষ্ঠির; **রথম্**—তার রথ; **আরূঢ়ঃ**—আরোহণ করে; **সৎ**—শ্রেষ্ঠ; **অশ্বম্**—যার অশ্বসমূহ; **রুক্ম**—স্বর্ণ; **মালিনম্**—মাল্য; **ব্যরোচত**—তিনি শোভা ধারণ করেছিলেন; **স্ব-পত্নীভিঃ**—তার পত্নীগণ সহ; **ক্রিয়াভিঃ**—তার ক্রিয়া দ্বারা; **ক্রতু**—যজ্ঞের; **রাট্**—রাজা (রাজসূয়); **ইব**—যেন।

অনুবাদ

সম্রাট তার সুবর্ণ গলবন্ধনী পরিহিত শ্রেষ্ঠ অশ্বসমূহ দ্বারা আকর্ষিত রথে আরোহণ পূর্বক স্বীয় মহিষীদের সঙ্গে, ঠিক যেন বিভিন্ন ক্রিয়া দ্বারা পরিবৃত উজ্জ্বল রাজসূয় যজ্ঞের ন্যায় দীপ্তিমান রূপে শোভিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর রাণীদের সঙ্গে যেন তার সুন্দর ক্রিয়া দ্বারা পরিবৃত মূর্তিমান রাজসূয় যজ্ঞরূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯

পত্নীসংযাজাবভৃথ্যৈশ্চরিত্বা তে তমৃত্বিজঃ ।
আচান্তং স্নাপয়াং চক্রুর্গঙ্গায়াং সহ কৃষ্ণয়া ॥ ১৯ ॥

পত্নী-সংযাজ—যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ও তার পত্নীর দ্বারা সম্পাদিত ক্রিয়া যেখানে কোন কোন দেবতাদের পত্নী, সোম, ত্বষ্টা ও অগ্নির উদ্দেশে আহুতি নিবেদন করা হয়; **অবভৃথ্যৈঃ**—যে ক্রিয়া যজ্ঞের সমাপ্তি ঘোষণা করে; **চরিত্বা**—সম্পাদন করার

পর; **তে**—তারা; **তম্**—তাকে; **ঋত্বিজঃ**—পুরোহিতগণ; **আচান্তম্**—শুদ্ধির জন্য আচমন করে; **স্নাপয়াম্ চক্রুঃ**—তারা তাকে স্নান করালেন; **গঙ্গায়াম্**—গঙ্গায়; **সহ**—সহ; **কৃষ্ণয়া**—দ্রৌপদী।

অনুবাদ

পুরোহিতেরা পত্নী সংযাজ ও অবভৃথ্য নামক শেষ ক্রিয়া সম্পাদনের মাধ্যমে রাজাকে অতঃপর রাণী দ্রৌপদী সহ আচমন ক্রিয়া ও গঙ্গায় স্নান করালেন।

শ্লোক ২০

দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্নরদুন্দুভিভিঃ সমম্ ।
মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ ॥ ২০ ॥

দেব—দেবতাদের; **দুন্দুভয়ঃ**—দুন্দুভি; **নেদুঃ**—ধ্বনিত হল; **নর**—মানুষের; **দুন্দুভিভিঃ**—দুন্দুভি; **সমম্**—একত্রে; **মুমুচুঃ**—মুক্ত করেছিলেন; **পুষ্প**—ফুলের; **বর্ষাণি**—বর্ষণ; **দেব**—দেবতারা; **ঋষি**—ঋষিরা; **পিতৃ**—পূর্বপুরুষেরা, **মানবাঃ**—এবং মানুষেরা।

অনুবাদ

মানুষের দুন্দুভির সঙ্গে দেবতাদের দুন্দুভিও ধ্বনিত হল। দেবতা, ঋষি, পূর্বপুরুষ ও মানুষেরা সকলে পুষ্প বৃষ্টি করলেন।

শ্লোক ২১

সস্নুস্তত্র ততঃ সর্বে বর্ণাশ্রমযুতা নরাঃ ।
মহাপাতক্যপি যতঃ সদ্যো মুচ্যেত কিল্বিষাৎ ॥ ২১ ॥

সস্নুঃ—স্নান করেছিলেন; **তত্র**—সেখানে; **ততঃ**—তারপর; **সর্বে**—সকলে; **বর্ণাশ্রম**—পবিত্র পেশা ও পারমার্থিক পর্যায়ের সামাজিক পন্থা; **যুতাঃ**—যুক্ত; **নরাঃ**—মানুষেরা; **মহা**—মহা; **পাতকী**—পাপী; **অপি**—এমন কি; **যতঃ**—যার দ্বারা; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **মুচ্যেত**—মুক্ত হতে পারে; **কিল্বিষাৎ**—কলুষ হতে।

অনুবাদ

বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত সকল পুরবাসীরা তারপর সেই স্থানে স্নান করলেন যেখানে স্নান করে চরম পাপীও তৎক্ষণাৎ সকল পাপকর্মফল থেকে মুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ২২

অথ রাজাহতে ক্ষৌমে পরিধায় স্বলঙ্কৃতঃ ।
ঋত্বিক্সদস্যবিপ্রাদীনানর্চাভরণাম্বরৈঃ ॥ ২২ ॥

অথ—অতঃপর; **রাজা**—রাজা; **অহতে**—নূতন; **ক্ষৌমে**—এক জোড়া রেশমী বস্ত্র; **পরিধায়**—পরিধান করে; **সু-অলঙ্কৃতঃ**—সুন্দর অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হয়ে; **ঋত্বিক**—পুরোহিতগণ; **সদস্য**—সভাসদ; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণগণ; **আদীন্**—এবং অন্যান্যদের; **আনর্চ**—তিনি অর্চনা করেছিলেন; **আভরণ**—অলঙ্কার দ্বারা; **অম্বরৈঃ**—এবং বস্ত্র।

অনুবাদ

অতঃপর রাজা নূতন রেশমী বস্ত্র পরিধান করলেন এবং নিজেকে সুন্দর রত্নালঙ্কারে বিভূষিত করলেন। তারপর তিনি পুরোহিত, সভাসদ, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দকে অলঙ্কার ও বস্ত্র প্রদান করে সম্মানিত করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "রাজা কেবলমাত্র নিজেই বস্ত্র পরিধান ও অলঙ্কারে বিভূষিত হলেন না, তিনি সকল পুরোহিতগণকে যজ্ঞে অংশগ্রহণকারী অন্যান্যদেরও বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রদান করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাদের সকলের অর্চনা করেছিলেন।"

শ্লোক ২৩

বন্ধূন্ জ্ঞাতীন্ নৃপান্ মিত্রসুহৃদোঽন্যাংশ্চ সর্বশঃ ।
অভীক্ষ্নং পূজয়ামাস নারায়ণপরো নৃপঃ ॥ ২৩ ॥

বন্ধূন্—বন্ধু; **জ্ঞাতীন্**—জ্ঞাতি; **নৃপান্**—রাজাগণ; **মিত্র**—মিত্র; **সুহৃদঃ**—এবং শুভাকাঙ্ক্ষী; **অন্যান্**—অন্যান্য; **চ**—ও; **সর্বশঃ**—সর্বতোভাবে; **অভীক্ষ্ণম্**—নিরন্তর; **পূজয়াম্ আস**—পূজা করেছিলেন; **নারায়ণ-পরঃ**—ভগবান নারায়ণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ; **নৃপঃ**—রাজা।

অনুবাদ

যিনি সর্বতোভাবে তার জীবন ভগবান নারায়ণকে উৎসর্গ করেছেন, সেই রাজা যুধিষ্ঠির বিভিন্নভাবে অবিরত তার আত্মীয়, জ্ঞাতি, অন্যান্য রাজা, তার মিত্র ও সুহৃদ এবং উপস্থিত অন্যান্য সকলকে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

সর্বে জনাঃ সুররুচো মণিকুণ্ডলস্রগ্-
উষ্ণীষকঞ্চুকদুকূলমহার্ঘ্যহারাঃ ।
নার্যশ্চ কুণ্ডলযুগালকবৃন্দজুষ্ট-
বক্ত্রশ্রিয়ঃ কনকমেখলয়া বিরেজুঃ ॥ ২৪ ॥

সর্বে—সকল; **জনাঃ**—পুরুষদের; **সুর**—দেবতাদের মতো; **রুচঃ**—দিব্যকান্তি; **মণি**—মণিময়; **কুণ্ডল**—কুণ্ডল দ্বারা; **স্রক্**—পুষ্পমাল্য; **উষ্ণীষ**—উষ্ণীষ; **কঞ্চুক**—কঞ্চুক; **দুকূল**—রেশমী বস্ত্র; **মহা-অর্ঘ্য**—অত্যন্ত মূল্যবান; **হারাঃ**—এবং মুক্তার কণ্ঠহার; **নার্যঃ**—নারীরা; **চ**—এবং; **কুণ্ডল**—কুণ্ডলের; **যুগ**—জোড়া দ্বারা; **অলক-বৃন্দ**—এবং অলকরাজি; **জুষ্ট**—শোভিত হয়েছিলেন; **বক্ত্র**—যার মুখমণ্ডলের; **শ্রিয়ঃ**—সৌন্দর্য; **কনক**—স্বর্ণ; **মেখলয়া**—কোমর বন্ধনী দ্বারা; **বিরেজুঃ**—উজ্জ্বলরূপে বিরাজ করছিলেন।

অনুবাদ

সেখানকার সকল পুরুষদের দেবতার মতো দেখাচ্ছিল। তারা মণিময় কুণ্ডল, পুষ্পমাল্য, উষ্ণীষ, কঞ্চুক, রেশমী ধুতি ও মূল্যবান মুক্তার কণ্ঠহারে শোভিত ছিলেন। নারীরা নানানসই কুণ্ডল ও অলক দ্বারা তাদের সুন্দর মুখমণ্ডলকে আরও সুন্দর করে তুলেছিলেন এবং তারা সকলেই স্বর্ণ-মেখলা পরিধান করেছিলেন।

শ্লোক ২৫-২৬

অথর্ত্বিজো মহাশীলাঃ সদস্যা ব্রহ্মবাদিনঃ ।
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা রাজানো যে সমাগতাঃ ॥ ২৫ ॥
দেবর্ষিপিতৃভূতানি লোকপালাঃ সহানুগাঃ ।
পূজিতাস্তমনুজ্ঞাপ্য স্বধামানি যযুর্নৃপ ॥ ২৬ ॥

অথ—অতঃপর; **ঋত্বিজঃ**—পুরোহিতরা; **মহা-শীলাঃ**—উন্নত চরিত্রের; **সদস্যাঃ**—সদস্যেরা; **ব্রহ্ম**—বেদের; **বাদিনঃ**—দক্ষ তত্ত্ববিদেরা; **ব্রহ্ম**—ব্রাহ্মণেরা; **ক্ষত্রিয়**—ক্ষত্রিয়রা; **বিট্**—বৈশ্যেরা; **শূদ্রাঃ**—এবং শূদ্রেরা; **আজানঃ**—রাজারা; **যে**—যে; **সমাগতাঃ**—আগমন করেছিলেন; **দেব**—দেবতারা; **ঋষি**—ঋষিরা; **পিতৃ**—পূর্বপুরুষরা; **ভূতানি**—এবং ভূতেরা; **লোক**—গ্রহসমূহের; **পালাঃ**—শাসকগণ; **সহ**—সহ; **অনুগাঃ**—তাদের অনুচরেরা; **পূজিতাঃ**—পূজিত হয়ে; **তম্**—তার কাছ থেকে; **অনুজ্ঞাপ্য**—অনুমতি গ্রহণ করে; **স্ব**—তাদের আপন; **ধামানি**—ধামের দিকে; **যযুঃ**—তারা গমন করলেন; **নৃপ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ)।

অনুবাদ

হে রাজন, তখন উচ্চ-কৃষ্টিসম্পন্ন পুরোহিতরা, মহান বৈদিক তত্ত্ববিদেরা যারা যজ্ঞের সাক্ষীরূপে সেবা করছিলেন, বিশেষভাবে আমন্ত্রিত রাজারা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

বৈশ্য, দেবতা, ঋষি, পূর্বপুরুষ ও ভূতেরা এবং গ্রহসমূহের প্রধান শাসকগণ ও তাদের অনুচরেরা—রাজা যুধিষ্ঠির দ্বারা পূজিত সকলেই তার অনুমতি গ্রহণ পূর্বক তাদের নিজ নিজ আলয়ে প্রস্থান করলেন।

শ্লোক ২৭

হরিদাসস্য রাজর্ষে রাজসূয়মহোদয়ম্ ।
নৈবাতৃপ্যন্ প্রশংসন্তঃ পিবন্মর্ত্যোঽমৃতং যথা ॥ ২৭ ॥

হরি—শ্রীকৃষ্ণের; **দাসস্য**—দাসের; **রাজ-ঋষেঃ**—সাধুমনোভাবাপন্ন রাজার; **রাজসূয়**—রাজসূয় যজ্ঞের; **মহা-উদয়ম্**—মহোৎসব; **ন**—না; **এব**—বস্তুত; **অতৃপ্যন্**—তারা তৃপ্ত হলেন; **প্রশংসন্তঃ**—মহিমা কীর্তন পূর্বক; **পিবন্**—পান করে; **মর্ত্যঃ**—এক নশ্বর মানুষ; **অমৃতম্**—অমৃত; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

ভগবান হরির সেবক ও পরম মহাত্মন রাজা দ্বারা সম্পাদিত অপূর্ব রাজসূয় যজ্ঞের মহিমা কীর্তন করেও তাদের তৃপ্তি হচ্ছিল না, ঠিক যেমন একজন সাধারণ মানুষ অমৃত পান করে কখনও তৃপ্ত হন না।

শ্লোক ২৮

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা সুহৃৎসম্বন্ধিবান্ধবান্ ।
প্রেম্ণা নিবারয়ামাস কৃষ্ণং চ ত্যাগকাতরঃ ॥ ২৮ ॥

ততঃ—তখন; **যুধিষ্ঠিরঃ রাজা**—রাজা যুধিষ্ঠির; **সুহৃৎ**—তার বন্ধুগণ; **সম্বন্ধি**—পরিবারের সদস্যবর্গ; **বান্ধবান**—এবং আত্মীয়দের; **প্রেম্ণা**—প্রেমবশত; **নিবারয়াম্ আস**—তাদের নিবৃত্ত করলেন; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **চ**—এবং; **ত্যাগ**—বিচ্ছেদ দ্বারা; **কাতরঃ**—কাতর।

অনুবাদ

সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান কৃষ্ণসহ তার কিছু সংখ্যক সুহৃৎ, জ্ঞাতি ও অন্যান্য আত্মীয়দেরকে প্রস্থান থেকে বিরত করলেন। প্রেমবশত যুধিষ্ঠির তাদের যেতে দিতে পারছিলেন না কারণ তিনি আসন্ন বিরহ বেদনা অনুভব করছিলেন।

শ্লোক ২৯

ভগবানপি তত্রাঙ্গ ন্যাবাৎসীৎ তৎপ্রিয়ঙ্করঃ ।
প্রস্থাপ্য যদুবীরাংশ্চ সাম্বাদীংশ্চ কুশস্থলীম্ ॥ ২৯ ॥

ভগবান্—ভগবান; **অপি**—এবং; **তত্র**—সেখানে; **অঙ্গ**—হে বৎস (রাজা পরীক্ষিৎ); **ন্যাবাৎসীৎ**—অবস্থান করলেন; **তৎ**—তার জন্য (যুধিষ্ঠিরের); **প্রিয়ম্**—সন্তুষ্ট; **করঃ**—করার জন্য; **প্রস্থাপ্য**—প্রেরণ করে; **যদু-বীরান্**—যদুবংশের বীরগণ; **চ**—এবং; **সাম্ব-আদীন্**—সাম্ব প্রমুখ দ্বারা; **চ**—এবং; **কুশস্থলীম্**—দ্বারকার উদ্দেশে।

অনুবাদ

বৎস পরীক্ষিৎ, প্রথমে সাম্ব ও অন্যান্য যদুবীরদের দ্বারকায় প্রেরণ করার পর রাজাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভগবান সেখানে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করলেন।

শ্লোক ৩০

ইত্থং রাজা ধর্মসুতো মনোরথমহার্ণবম্ ।
সুদুস্তরং সমুত্তীর্য কৃষ্ণেনাসীদ্ গতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **রাজা**—রাজা; **ধর্ম**—ধর্মরাজ (যমরাজ); **সুতঃ**—পুত্র; **মনঃ-রথ**—তার বাসনার; **মহা**—মহা; **অর্ণবম্**—সমুদ্র; **সু**—অত্যন্ত; **দুস্তরম্**—দুর্লঙ্ঘ; **সমুত্তীর্য**—সফলতার সঙ্গে পার হয়ে; **কৃষ্ণেন**—শ্রীকৃষ্ণের কৃপার মাধ্যমে; **আসীৎ**—তিনি হলেন; **গত-জ্বরঃ**—তার জ্বর অবস্থা থেকে মুক্ত।

অনুবাদ

এইভাবে ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তার বিশাল ও ভয়ঙ্কর কামনার সমুদ্র সফলতার সঙ্গে পার হয়ে তার জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করছেন যে রাজা যুধিষ্ঠির পরমেশ্বর ভগবানের শ্রেষ্ঠতা ও তাঁর শরণাগতজনের কৃপা লাভ জগতকে প্রদর্শন করার জন্য গভীরভাবে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। সেটি করার জন্য রাজা যুধিষ্ঠির একটি অত্যন্ত কঠিন কর্তব্য, রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন।

এই বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন—"এই জড় জগতে প্রত্যেকেরই এক বিশেষ ধরনের মনস্কামনা রয়েছে, কিন্তু কেউই পূর্ণ মাত্রায় তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারে না। অথচ কৃষ্ণের প্রতি অনন্য ভক্তিপরায়ণ হওয়ায় মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, তার সকল ইচ্ছাই পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞের বর্ণনা থেকে মনে হয় যে এই মহান অনুষ্ঠান হচ্ছে অসীম মনোরথের মহার্ণব। একজন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে এই মহার্ণব দুরতিক্রম্য হলেও, ভগবান কৃষ্ণের কৃপায় মহারাজ যুধিষ্ঠির অনায়াসেই তা অতিক্রম করলেন এবং সকল দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত হলেন।"

শ্লোক ৩১

একদান্তঃপুরে তস্য বীক্ষ্য দুর্যোধনঃ শ্রিয়ম্ ।
অতপ্যৎ রাজসূয়স্য মহিত্বং চাচ্যুতাত্মনঃ ॥ ৩১ ॥

একদা—একদিন; **অন্তঃপুরে**—প্রাসাদ অভ্যন্তরে; **তস্য**—তার (মহারাজ যুধিষ্ঠিরের); **বীক্ষ্য**—নিরীক্ষণ করে; **দুর্যোধনঃ**—দুর্যোধন; **শ্রিয়ম্**—ঐশ্বর্য; **অতপ্যৎ**—তিনি সন্তপ্ত হয়েছিলেন; **রাজসূয়স্য**—রাজসূয় যজ্ঞের; **মহিত্বম্**—মহিমা; **চ**—এবং; **অচ্যুত-আত্মনঃ**—তার (রাজা যুধিষ্ঠির), যার আত্মা ছিলেন ভগবান অচ্যুত।

অনুবাদ

একদিন দুর্যোধন রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রাসাদের ঐশ্বর্যসমূহ নিরীক্ষণ করতে করতে রাজসূয় যজ্ঞ ও তার অনুষ্ঠানকারী অচ্যুত-আত্মন রাজা, উভয়েরই মহিমা দ্বারা অত্যন্ত সন্তাপ অনুভব করেছিলেন।

শ্লোক ৩২

যস্মিন্নরেন্দ্রদিতিজেন্দ্র সুরেন্দ্রলক্ষ্মীর্
নানা বিভান্তি কিল বিশ্বসৃজোপক্লৃপ্তাঃ ।
তাভিঃ পতীন্ দ্রুপদরাজসুতোপতস্থে
যস্যাং বিষক্তহৃদয়ঃ কুরুরাড়তপ্যৎ ॥ ৩২ ॥

যস্মিন্—যেখানে (প্রাসাদ); **নর-ইন্দ্র**—মনুষ্যগণের রাজাদের; **দিতিজ-ইন্দ্র**—দানবগণের রাজাদের; **সুর-ইন্দ্র**—এবং দেবতাগণের রাজাদের; **লক্ষ্মীঃ**—ঐশ্বর্যসমূহ; **নানা**—বিবিধ; **বিভান্তি**—প্রকাশিত হয়েছিল; **কিল**—বস্তুত; **বিশ্ব-সৃজা**—বিশ্বস্রষ্টা (ময়দানব); **উপকল্‌প্তাঃ**—বিরচিত; **তাভিঃ**—তাদের সঙ্গে; **পতীন্**—তার পতিগণ, পাণ্ডববৃন্দ; **দ্রুপদ-রাজ**—দ্রুপদ রাজার; **সুতা**—কন্যা, দ্রৌপদী; **উপতস্থে**—সেবা করতেন; **যস্যাম্**—যার প্রতি; **বিষক্ত**—আসক্ত; **হৃদয়ঃ**—যার হৃদয়; **কুরু-রাট্**—কুরু-রাজ, দুর্যোধন; **অতপ্যৎ**—সন্তাপগ্রস্ত হলেন।

অনুবাদ

সেই প্রাসাদে বিশ্বস্রষ্টা ময়দানব দ্বারা আনীত মানব, দানব ও দেবতাদের রাজাদের সকল সংগৃহীত ঐশ্বর্যসমূহ উজ্জ্বলভাবে বিরাজ করছিল। সেই সকল ঐশ্বর্যের মধ্যে দ্রৌপদী তার পতিদের সেবা করছিলেন এবং যেহেতু কুরুরাজ দুর্যোধন তার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, তিনি সন্তাপগ্রস্ত হলেন।

শ্লোক ৩৩

যস্মিন্ তদা মধুপতের্মহিষীসহস্রং
শ্রোণীভরেণ শনকৈঃ ক্বণদঙ্ঘ্রিশোভম্ ।
মধ্যে সুচারুকুচকুঙ্কুমশোণহারং
শ্রীমন্মুখং প্রচলকুণ্ডলকুন্তলাঢ্যম্ ॥ ৩৩ ॥

যস্মিন্—যেখানে; **তদা**—সেই সময়; **মধু**—মথুরার; **পতেঃ**—অধিপতির; **মহিষী**—রাণীগণ; **সহস্রম্**—সহস্র; **শ্রোণী**—তাদের নিতম্বের; **ভারেন**—ভারে; **শনকৈঃ**—ধীরে ধীরে; **ক্বণৎ**—নূপুরধ্বনি পূর্বক; **অঙ্ঘ্রি**—যাদের পাদদ্বয়ের; **শোভম্**—শোভা; **মধ্যে**—মধ্যে (কোমর); **সু-চারু**—অত্যন্ত আকর্ষণীয়; **কুচ**—তাদের স্তন হতে; **কুঙ্কুম**—গুড়ো কুঙ্কুম দ্বারা; **শোণ**—অরুণবর্ণের; **হারম্**—যাদের মুক্তার কণ্ঠহার; **শ্রীমৎ**—সুন্দর; **মুখম্**—যাদের মুখমণ্ডল; **প্রচল**—চঞ্চল; **কুণ্ডল**—কুণ্ডল দ্বারা; **কুন্তল**—এবং অলকরাশি; **আঢ্যম্**—সম্পন্ন।

অনুবাদ

ভগবান মধুপতির সহস্র রাণীরাও সেই প্রাসাদে অবস্থান করছিলেন। তাদের নিতম্বভারে তাদের চরণদ্বয় ধীরে সঞ্চালিত হচ্ছিল আর মধুরভাবে চরণের নূপুর ধ্বনিত হচ্ছিল। তাদের মধ্যভাগ ছিল সুরম্য, তাদের স্তনের কুঙ্কুম থেকে তাদের মুক্তার কণ্ঠহার রঞ্জিত হয়েছিল এবং তাদের দোদ্যুলমান কুণ্ডল ও উড়ন্ত অলকরাশি তাদের মুখমণ্ডলের অসাধারণ সৌন্দর্যকে বর্ধিত করছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "যুধিষ্ঠিরের রাজপ্রাসাদে এইসব অনিন্দ্য সুন্দর রমণীকুলকে দেখে দুর্যোধন খুব ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠলেন। বিশেষভাবে দ্রৌপদীর রূপলাবণ্য দর্শন করে সে অতীব ঈর্ষান্বিত ও কামলোলুপ হয়ে উঠল, কেননা পাণ্ডবদের সঙ্গে বিবাহের সূচনা থেকেই সে দ্রৌপদীকে বিশেষভাবে কামনা করেছিল। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় দুর্যোধনও উপস্থিত ছিল এবং অন্যান্য রাজন্যবর্গের সঙ্গে সেও দ্রৌপদীর সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তাকে লাভ করতে সমর্থ হয়নি।"

শ্লোক ৩৪-৩৫

সভায়াং ময়ক্লৃপ্তায়াং ক্বাপি ধর্মসুতোঽধিরাট্ ।
বৃতোঽনুগৈর্বন্ধুভিশ্চ কৃষ্ণেনাপি স্বচক্ষুষা ॥ ৩৪ ॥

আসীনঃ কাঞ্চনে সাক্ষাদাসনে মঘবানিব ।
পারমেষ্ঠ্যশ্রিয়া জুষ্টঃ স্তূয়মানশ্চ বন্দিভিঃ ॥ ৩৫ ॥

সভায়াম্—সভাগৃহ মধ্যে; **ময়**—ময়দানব দ্বারা; **ক্লৃপ্তায়াম্**—নির্মিত; **ক অপি**—কোন এক সময়ে; **ধর্ম-সুতঃ**—যমরাজের পুত্র (যুধিষ্ঠির); **অধিরাট্**—সম্রাট; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত হয়ে; **অনুগৈঃ**—তাঁর অনুচরদের দ্বারা; **বন্ধুভিঃ**—তার পরিবারের সদস্যদের দ্বারা; **চ**—এবং; **কৃষ্ণেন**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **অপি**—ও; **স্ব**—তার নিজ; **চক্ষুষা**—চক্ষু; **আসীনঃ**—উপবিষ্ট ছিলেন; **কাঞ্চনে**—স্বর্ণ নির্মিত; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং; **আসনে**—একটি সিংহাসনে; **মঘবান্**—দেবরাজ ইন্দ্র; **ইব**—যেন; **পারমেষ্ঠ্য**—ব্রহ্মার অথবা পরম শাসকের; **শ্রিয়া**—ঐশ্বর্যসমূহ দ্বারা; **জুষ্টঃ**—সমন্বিত; **স্তূয়মানঃ**—স্তুত হয়ে; **চ**—এবং; **বন্দিভিঃ**—সভা কবিদের দ্বারা।

অনুবাদ

একদিন এমন ঘটল যে ধর্মপুত্র সম্রাট যুধিষ্ঠির ময়দানব নির্মিত সভাগৃহে ঠিক ইন্দ্রের মতো স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তার সঙ্গে তার অনুচরেরা, তার পরিবারের সদস্যেরা এবং তার বিশেষ চক্ষু স্বরূপ ভগবান কৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন। স্বয়ং ব্রহ্মার ঐশ্বর্য প্রকাশ করে রাজা যুধিষ্ঠির সভা কবিদের দ্বারা স্তুত হচ্ছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে এখানে যুধিষ্ঠিরের বিশেষ চক্ষুরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ কোনটি মঙ্গলজনক আর কোনটি মঙ্গলজনক নয় সেই সম্বন্ধে তিনি তাকে উপদেশ প্রদান করতেন।

শ্লোক ৩৬

তত্র দুর্যোধনো মানী পরীতো ভ্রাতৃভির্নৃপ ।
কিরীটমালী ন্যবিশদসিহস্তঃ ক্ষিপন্ রুষা ॥ ৩৬ ॥

তত্র—সেখানে; **দুর্যোধনঃ**—দুর্যোধন; **মানী**—অহংকারী; **পারীতঃ**—পরিবেষ্টিত; **ভ্রাতৃভিঃ**—তার ভ্রাতাগণ দ্বারা; **নৃপ**—হে রাজন; **কিরীট**—একটি মুকুট পরিহিত; **মালী**—এবং একটি কণ্ঠহার; **ন্যবিশৎ**—প্রবেশ করলেন; **অসি**—একটি তরবারি; **হস্তঃ**—তার হাতে; **ক্ষিপন্**—অপমান করতে করতে (দ্বার-রক্ষীদের); **রুষা**—ক্রুদ্ধভাবে।

অনুবাদ

হে রাজন, অহংকারী দুর্যোধন তার হাতে একটি তরবারি ধারণ করে এবং একটি মুকুট ও কণ্ঠহার পরিধান করে তার ভ্রাতাদের সঙ্গে ক্রুদ্ধভাবে দ্বার-রক্ষীদের অপমান করতে করতে প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন যে দুর্যোধন "সর্বদা ঈর্ষাপরায়ণ ও অভিমানী হওয়ায় সামান্য প্ররোচনায় ক্রুদ্ধ হয়ে সে দ্বাররক্ষীদের তীব্র ভর্ৎসনা করল।"

শ্লোক ৩৭

স্থলেঽভ্যগৃহ্লাদ্বস্ত্রান্তং জলং মত্বা স্থলেঽপতৎ ।
জলে চ স্থলবদ্ ভ্রান্ত্যা ময়মায়াবিমোহিতঃ ॥ ৩৭ ॥

স্থলে—স্থলভাগে; **অভ্যগৃহ্লাৎ**—তিনি উত্তোলন করলেন; **বস্ত্র**—তার বস্ত্রের; **অন্তম্**—প্রান্তভাগ; **জলম্**—জল; **মত্বা**—মনে করে; **স্থলে**—এবং অন্য আরেকটি স্থানে; **অপতৎ**—তিনি পতিত হলেন; **জলে**—জলে; **চ**—এবং; **স্থল**—স্থল; **বৎ**—যেন; **ভ্রান্ত্যা**—ভ্রম দ্বারা; **ময়**—ময়দানবের; **মায়া**—মায়া দ্বারা; **বিমোহিতঃ**—বিমোহিত।

অনুবাদ

ময়দানবের জাদুর মাধ্যমে সৃষ্ট মায়া দ্বারা বিমোহিত দুর্যোধন শক্ত মেঝেকে জল বলে ভ্রম করেছিলেন এবং তার বস্ত্রের প্রান্তভাগ উত্তোলন করেছিলেন এবং অন্য এক স্থানে তিনি জলকে শক্ত মেঝে মনে করে ভুল করে জলের মধ্যে পতিত হলেন।

শ্লোক ৩৮

জহাস ভীমস্তং দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ো নৃপতয়োঽপরে ।
নিবার্যমাণা অপ্যঙ্গ রাজ্ঞা কৃষ্ণানুমোদিতাঃ ॥ ৩৮ ॥

জহাস—হেসে উঠেছিলেন; **ভীমঃ**—ভীম; **তম্**—তাকে; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণীগণ; **নৃ-পতয়ঃ**—রাজারা; **অপরে**—এবং অন্যান্যরা; **নিবার্যমাণাঃ**—নিবারিত হয়েও; **অপি**—এমনকি; **অঙ্গ**—হে বৎস (পরীক্ষিৎ); **রাজ্ঞা**—রাজা (যুধিষ্ঠির) দ্বারা; **কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা; **অনুমোদিতাঃ**—অনুমোদিত হয়ে।

অনুবাদ

বৎস পরীক্ষিৎ, তা দেখে ভীম হেসে উঠেছিলেন এবং রমণীরা, রাজারা ও অন্যান্যরাও হেসে উঠেছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অনুমোদন প্রদর্শন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে ভীম ও রমণীগণের দিকে দৃষ্টিপাতের দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠির তাদের হাসিকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণ তার ভ্রূ'র ইশারায় অনুমোদন প্রদান করলেন। ভগবান পৃথিবীতে আগমন করেছেন মন্দ রাজাগণের ভার দূরীভূত করার জন্য আর এই ঘটনাটি ভগবানের উদ্দেশ্য থেকে সম্পর্কহীন ছিল না।

শ্লোক ৩৯

স ব্রীড়িতোঽবাগ্‌বদনো রুষা জ্বলন্
নিষ্ক্রম্য তূষ্ণীং প্রযযৌ গজাহ্বয়ম্ ।
হাহেতি শব্দঃ সুমহানভূৎসতাম্
অজাতশত্রুর্বিমনা ইবাভবৎ ।
বভূব তূষ্ণীং ভগবান্ ভুবো ভরং
সমুজ্জিহীর্ষুর্ভ্রমতি স্ম যদ্দৃশা ॥ ৩৯ ॥

সঃ—তিনি, দুর্যোধন; **ব্রীড়িতঃ**—লজ্জিত হয়ে; **অবাক্**—অবনত করে; **বদনঃ**—মুখ; **রুষা**—ক্রোধে; **জ্বলন্**—জ্বলতে জ্বলতে; **নিষ্ক্রম্য**—নির্গত হয়ে; **তূষ্ণীম্**—নীরবে; **প্রযযৌ**—তিনি গমন করলেন; **গজ-আহ্বয়ম্**—হস্তিনাপুরে; **হা হা ইতি**—'হায় হায়'; **শব্দঃ**—শব্দ; **সু-মহান্**—অত্যন্ত উচ্চ; **অভূৎ**—উত্থিত হল; **সতাম্**—সাধুগণের থেকে; **অজাত-শত্রুঃ**—রাজা যুধিষ্ঠির; **বিমনাঃ**—দুঃখিত; **ইব**—যেন; **অভবৎ**—হলেন; **বভূব**—ছিলেন; **তূষ্ণীম্**—নীরব; **ভগবান্**—ভগবান; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **ভরম্**—ভার; **সমুজ্জিহীর্ষুঃ**—হরণেচ্ছু; **ভ্রমতি স্ম**—(দুর্যোধন) বিভ্রান্ত হয়েছিলেন; **যৎ**—যাঁর; **দৃশা**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা।

অনুবাদ

অপমানিত হয়ে ক্রোধে জ্বলতে জ্বলতে দুর্যোধন তার মুখ নীচু করে, কোন শব্দ উচ্চারণ না করে নির্গত হলেন এবং হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন। উপস্থিত সাধু ব্যক্তিগণ উচ্চৈঃস্বরে "হায়! হায়!" করে উঠলেন এবং রাজা যুধিষ্ঠিরও যেন বিমর্ষ হলেন। কিন্তু ভগবান, যাঁর দৃষ্টিপাত দুর্যোধনকে বিভ্রান্ত করেছিল মাত্র, তাঁর ভূ-ভার হরণের উদ্দেশের জন্য নিশ্চুপ রইলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন, "দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে সভা ত্যাগ করে চলে গেলে, সকলেই এই ঘটনার জন্য অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরও দুঃখ প্রকাশ করলেন। এই রকম ঘটনার পরও কৃষ্ণ কিন্তু চুপ করেই ছিলেন। ঘটনার প্রতিকূল বা অনুকূলে তিনি কিছুই বলেননি। ভগবান কৃষ্ণের অন্তিম ইচ্ছার ফলেই দুর্যোধন

এই রকমভাবে মোহাচ্ছন্ন ও বিভ্রান্ত হয়েছিল বলে মনে হয়। এখান থেকেই কৌরবদের দুই সরিকের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছিল। ভূ-ভার লাঘবের উদ্দেশ্যে এটি কৃষ্ণেরই পরিকল্পনার একটি অংশ ছিল বলে মনে হয়।"

শ্লোক ৪০

এতৎ তেঽভিহিতং রাজন্ যৎপৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া ।
সুযোধনস্য দৌরাত্ম্যং রাজসূয়ে মহাক্রতৌ ॥ ৪০ ॥

এতৎ—এই; **তে**—তোমার কাছে; **অভিহিতম্**—বলেছি; **রাজন্**—হে রাজন; **যৎ**—যা; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়েছিলাম; **অহম্**—আমি; **ইহ**—এই বিষয়ে; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **সুযোধনস্য**—সুযোধনের (দুর্যোধন); **দৌরাত্ম্যাম্**—অসন্তুষ্টি; **রাজসূয়ে**—রাজসূয়র সময়; **মহা-ক্রতৌ**—মহা যজ্ঞ।

অনুবাদ

হে রাজন, কেন দুর্যোধন মহান রাজার যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অসন্তুষ্ট ছিলেন সেই বিষয়ে তুমি যা জিজ্ঞাসা করেছিলে, আমি তার উত্তর প্রদান করলাম।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'দুর্যোধন অপমানিত বোধ করলেন' নামক পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়

শাল্ব ও বৃষ্ণিগণের মধ্যে যুদ্ধ

এই অধ্যায়ে বর্ণনা রয়েছে, কিভাবে অসুর শাল্ব একটি বিশাল ও ভয়ঙ্কর বিমান দখল করেছিল, কিভাবে সেটি সে দ্বারকার বৃষ্ণিদের আক্রমণের জন্য ব্যবহার করেছিল এবং কিভাবে ভগবান প্রদ্যুম্নকে সেই ঘটমান যুদ্ধের সময়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

শাল্ব ছিল সেইসব রাজাদের মধ্যে একজন, যারা রুক্মিণীদেবীর বিবাহের সময় পরাজিত হয়েছিল। তখনই পৃথিবী যাদবশূন্য করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে সে প্রতিদিন একবার মাত্র একমুষ্টি ধূলি ভক্ষণ করে দেবাদিদেব শিবের পূজা করতে শুরু করল। এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর শাল্বের সম্মুখে শিব আবির্ভূত হলেন এবং তাকে একটি বর প্রার্থনা করতে বললেন। শাল্ব দেব, দানব ও মনুষ্যগণের হৃদয়ে ভয় জাগানো এমন এক উড়ন্ত যান প্রার্থনা করল যা যেকোন স্থানে যেতে পারে। দেবাদিদেব শিব তার প্রার্থনা অনুমোদন করলেন এবং ময়দানবকে দিয়ে শাল্বের জন্য 'সৌভ' নামক একটি উড়ন্ত লৌহ নগরী নির্মাণ করালেন। শাল্ব এই যানটি দ্বারকায় নিয়ে গিয়ে সে ও তার অসংখ্য সৈন্যরা নগরী অবরোধ করল। তার আকাশযান থেকে শাল্ব দ্বারকায় গাছের গুঁড়ি, বড় বড় প্রস্তরখণ্ড ও অন্যান্য ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণ করতে লাগল এবং সে এক দারুণ ঘূর্ণি ঝড় সৃষ্টি করল যা সমস্ত কিছু ধুলায় আচ্ছন্ন করে দিল।

যখন প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি এবং অন্যান্য যদুবীরগণ দ্বারকার ও তার অধিবাসীদের দুর্দশা দেখলেন, তখন তাঁরা শাল্বের বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য বের হলেন। যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্ন তাঁর দিব্য অস্ত্র দ্বারা শাল্বের সকল মায়াময় ইন্দ্রজাল বিনষ্ট করলেন এবং তিনিও শাল্বকে স্বয়ং বিমোহিত করলেন। ফলে শাল্বের আকাশযান উদ্দেশ্যহীনভাবে পৃথিবী, আকাশ ও পর্বতচূড়ায় ভ্রমণ করতে লাগল। কিন্তু তখন শাল্বের দ্যুমন নামে এক অনুচর প্রদ্যুম্নের বুকে তার গদা দ্বারা আঘাত করলে প্রদ্যুম্নের সারথি তার প্রভুকে গুরুতররূপে আহত মনে করে তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু প্রদ্যুম্ন অচিরেই সংজ্ঞা ফিরে পেলেন এবং তাঁর সারথিকে এই কার্যের জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অথান্যদপি কৃষ্ণস্য শৃণু কর্মাদ্ভুতং নৃপ ।
ক্রীড়ানরশরীরস্য যথা সৌভপতির্হতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—এখন; **অন্যৎ**—আরেকটি; **অপি**—তবু; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **শৃণু**—শ্রবণ কর; **কর্ম**—কর্ম; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **নৃপ**—হে রাজন; **ক্রীড়া**—লীলার্থ; **নর**—মনুষ্যতুল্য; **শরীরস্য**—যার দেহ; **যথা**—যেভাবে; **সৌভ-পতিঃ**—সৌভের প্রভু (শাল্ব); **হতঃ**—নিহত করেছিলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন, চিন্ময় লীলা উপভোগের জন্য যিনি তাঁর মনুষ্যতুল্য দেহে আবির্ভূত হয়েছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সম্পাদিত অন্য একটি অদ্ভুত কর্মের কথা এখন শ্রবণ কর। শোন, কিভাবে তিনি সৌভপতিকে নিহত করেছিলেন।

শ্লোক ২

শিশুপালসখঃ শাল্বো রুক্মিণ্যুদ্বাহ আগতঃ ।
যদুভির্নির্জিতঃ সংখ্যে জরাসন্ধাদয়স্তথা ॥ ২ ॥

শিশুপাল-সখঃ—শিশুপালের বন্ধু; **শাল্বঃ**—শাল্ব নামক; **রুক্মিণী-উদ্বাহে**—রুক্মিণীর বিবাহে; **আগতঃ**—সমাগত; **যদুভিঃ**—যদুগণ দ্বারা; **নির্জিতঃ**—পরাজিত; **সংখ্যে**—যুদ্ধে; **জরাসন্ধ-আদয়ঃ**—জরাসন্ধ ও অন্যান্যরা; **তথা**—তথা।

অনুবাদ

শাল্ব ছিল শিশুপালের বন্ধু। সে যখন রুক্মিণীর বিবাহে উপস্থিত হয়েছিল তখন জরাসন্ধ ও অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে তাকেও যদু যোদ্ধারা পরাজিত করেছিলেন।

শ্লোক ৩

শাল্বঃ প্রতিজ্ঞামকরোৎ শৃণ্বতাং সর্বভূভুজাম্ ।
অযাদবাং ক্ষ্মাং করিষ্যে পৌরুষং মম পশ্যত ॥ ৩ ॥

শাল্বঃ—শাল্ব; **প্রতিজ্ঞাম্**—একটি প্রতিজ্ঞা; **অকরোৎ**—করেছিল; **শৃণ্বতাম্**—তারা যেমন শ্রবণ করেছিল; **সর্ব**—সকল; **ভূ-ভুজাম্**—রাজাগণ; **অযাদবাম্**—যাদবশূন্য; **ক্ষ্মাম্**—পৃথিবী; **করিষ্যে**—আমি করব; **পৌরুষম্**—পৌরুষ; **মম**—আমার; **পশ্যত**—দর্শন করুন।

অনুবাদ

শাল্ব সকল রাজাদের উপস্থিতিতে প্রতিজ্ঞা করেছিল—"আমি পৃথিবীকে যাদবশূন্য করব। আপনারা কেবল আমার পৌরুষ প্রত্যক্ষ করুন।"

শ্লোক ৪

ইতি মূঢ়ঃ প্রতিজ্ঞায় দেবং পশুপতিং প্রভুম্ ।
আরাধয়ামাস নৃপ পাংশুমুষ্টিং সকৃদ্ গ্রসন্ ॥ ৪ ॥

ইতি—এইসকল কথার সঙ্গে; **মূঢ়ঃ**—মূর্খ; **প্রতিজ্ঞায়**—প্রতিজ্ঞা করে; **দেবম্**—ভগবান; **পশু-পতিম্**—পশুপতি শিব; **প্রভুম্**—তার প্রভু; **আরাধয়াম্ আস**—আরাধনা করল; **নৃপঃ**—রাজা; **পাংশু**—ধূলির; **মুষ্টিম্**—মুষ্টি; **সকৃদ্**—একবার (প্রতিদিন); **গ্রসন্**—ভক্ষণ করে।

অনুবাদ

এইভাবে তার প্রতিজ্ঞা করে সেই মূর্খ রাজা প্রতিদিন একমুষ্টি ধূলি ছাড়া অন্য কিছু না ভক্ষণ করে দেবাদিদেব পশুপতিকে (শিব) তার ঈশ্বররূপে পূজা করতে শুরু করল।

শ্লোক ৫

সংবৎসরান্তে ভগবানাশুতোষ উমাপতিঃ ।
বরেণ চ্ছন্দয়ামাস শাল্বং শরণমাগতম্ ॥ ৫ ॥

সংবৎসর—এক বছরের; **অন্তে**—শেষে; **ভগবান্**—ভগবান; **আশুতোষঃ**—তিনি, যিনি সত্বর সন্তুষ্ট হন; **উমা-পতিঃ**—উমার পতি; **বরেণ**—একটি বর; **চ্ছন্দয়াম্ আস**—তাকে প্রার্থনা করালেন; **শাল্বম্**—শাল্ব; **শরণম্**—আশ্রয়ের জন্য; **আগতম্**—আগত।

অনুবাদ

মহাদেব উমাপতি 'আশুতোষ' রূপে পরিচিত, তবুও এক বৎসরের শেষে তাঁর শরণাগত শাল্বকে একটি বর প্রার্থনা করতে বলে তিনি তাকে সন্তুষ্ট করেছিলেন।

তাৎপর্য

শাল্ব দেবাদিদেব শিবের আরাধনা করেছিলেন, যিনি আশুতোষ অর্থাৎ 'যিনি শীঘ্র সন্তুষ্ট হন' রূপে খ্যাত। কিন্তু তবুও সম্পূর্ণ একটি বৎসর দেবাদিদেব শিব শাল্বের কাছে আসেননি, কারণ এক মহান সর্বজ্ঞ ব্যক্তিত্ব বা মহাদেব হওয়ায় তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শত্রুকে প্রদত্ত যে কোন বরই নিষ্ফল হবে।

তবুও *শরণম্ আগতম্* কথাটির দ্বারা যেমন বলা হয়েছে যে, শাল্ব দেবাদিদেব শিবের আশ্রয়ের জন্য এসেছিল আর তাই একজন অর্চনাকারী বর লাভ করবে এই সাধারণ নীতি পালনের জন্য, দেবাদিদেব শিব শাল্বকে একটি বর প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ৬

দেবাসুরমনুষ্যাণাং গন্ধর্বোরগরক্ষসাম্ ।
অভেদ্যং কামগং বব্রে স যানং বৃষ্ণিভীষণম্ ॥ ৬ ॥

দেব—দেবতাদের দ্বারা; **অসুর**—দানবেরা; **মনুষ্যাণাম্**—এবং মানুষেরা; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্ব দ্বারা; **উরগ**—দিব্যনাগ; **রক্ষসাম্**—এবং রাক্ষস; **অভেদ্যম্**—অবিনাশী; **কাম**—স্বেচ্ছায়; **গম্**—ভ্রমণশীল; **বব্রে**—প্রার্থনা করল; **সঃ**—সে; **যানম্**—যান; **বৃষ্ণি**—বৃষ্ণিদের জন্য; **ভীষণম্**—ভয়ঙ্কর।

অনুবাদ

শাল্ব একটি যান প্রার্থনা করল যা দেবতা, দানব, মানব, গন্ধর্ব, নাগ ও রাক্ষসদের দ্বারাও অবিনাশী, সে যেখানে যেতে ইচ্ছা করবে সেখানেই তা ভ্রমণ করতে পারবে এবং যা বৃষ্ণিদের আতঙ্কিত করবে।

শ্লোক ৭

তথেতি গিরিশাদিষ্টো ময়ঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ।
পুরং নির্মায় শাল্বায় প্রাদাৎ সৌভময়স্ময়ম্ ॥ ৭ ॥

তথা—তাই হোক; **ইতি**—এইভাবে বলে; **গিরিশ**—দেবাদিদেব শিব দ্বারা; **আদিষ্টঃ**—আদেশ প্রাপ্ত; **ময়ঃ**—ময়দানব; **পর**—শত্রুর; **পুরম্**—নগরীসমূহ; **জয়ঃ**—জয়কারী; **পুরম্**—এক নগরী; **নির্মায়**—নির্মাণ করে; **শাল্বায়**—শাল্বকে; **প্রাদাৎ**—তিনি প্রদান করলেন; **সৌভম্**—সৌভ নামক; **অয়ঃ**—লৌহের; **ময়ম্**—নির্মিত।

অনুবাদ

দেবাদিদেব শিব বললেন, "তাই হোক।" তাঁর নির্দেশে ময়দানব, যিনি তাঁর শত্রুর নগরীগুলি জয় করেছেন, সৌভ নামক একটি উড়ন্ত লৌহনগরী নির্মাণ করলেন এবং তা শাল্বকে প্রদান করলেন।

শ্লোক ৮

স লব্ধ্বা কামগং যানং তমোধাম দুরাসদম্ ।
যযৌ দ্বারবতীং শাল্বো বৈরং বৃষ্ণিকৃতং স্মরন্ ॥ ৮ ॥

সঃ—সে; **লব্ধা**—প্রাপ্ত হয়ে; **কাম-গম্**—স্বেচ্ছাগামী; **যানম্**—যান; **তমঃ**—অন্ধকারের; **ধাম্**—আলয়; **দুরাসদম্**—দুর্ধর্ষ; **যযৌ**—গমন করল; **দ্বারবতীম্**—দ্বারকার দিকে; **শাল্ব**—শাল্ব; **বৈরম্**—শত্রুতা; **বৃষ্ণি-কৃতম্**—বৃষ্ণিগণ দ্বারা প্রদর্শিত; **স্মরণ**—স্মরণ করতে করতে।

অনুবাদ

এই দুর্ধর্ষ যানটি অন্ধকারে পূর্ণ ছিল এবং যেকোন স্থানে যেতে পারত। সেটি পেয়ে তার প্রতি বৃষ্ণিদের শত্রুতা স্মরণ করতে করতে শাল্ব দ্বারকায় গিয়েছিল।

শ্লোক ৯-১১

নিরুধ্য সেনয়া শাল্বো মহত্যা ভরতর্ষভ ।
পুরীং বভঞ্জোপবানুদ্যানানি চ সর্বশঃ ॥ ৯ ॥
সগোপুরাণি দ্বারাণি প্রাসাদাট্টালতোলিকাঃ ।
বিহারান্ স বিমানাগ্র্যান্নিপেতুঃ শস্ত্রবৃষ্টয়ঃ ॥ ১০ ॥
শিলাদ্রুমাশ্চাশনয়ঃ সর্পা আসারশর্করাঃ ।
প্রচণ্ডশ্চক্রবাতোঽভূদ্ রজসাচ্ছাদিতা দিশঃ ॥ ১১ ॥

নিরুধ্য—অবরোধ করে; **সেনয়া**—এক সেনাবাহিনী দ্বারা; **শাল্বঃ**—শাল্ব; **মহত্যা**—বিশাল; **ভরত-ঋষভ**—হে ভরতশ্রেষ্ঠ; **পুরীম্**—নগরী; **বভঞ্জ**—সে ভঙ্গ করল; **উপবান্**—উপবন; **উদ্যানানি**—উদ্যান; **চ**—এবং; **সর্বশঃ**—চতুর্দিকে; **স-গোপুরাণি**—অট্টালিকা সহ; **দ্বারাণি**—এবং দ্বারগুলি; **প্রাসাদ**—প্রাসাদ; **অট্টাল**—নিরীক্ষণ কেন্দ্র; **তোলিকাঃ**—এবং পরিবেষ্টিত প্রাচীর; **বিহারান্**—ক্রীড়াস্থানগুলি; **সঃ**—সে, শাল্ব; **বিমান**—আকাশযানের; **অগ্র্যাৎ**—অগ্রদেশ হতে; **নিপেতুঃ**—সেখানে ফেলেছিল; **শস্ত্র**—অস্ত্রশস্ত্র; **বৃষ্টয়ঃ**—বর্ষণ; **শিলা**—প্রস্তর; **দ্রুমাঃ**—এবং বৃক্ষ; **চ**—ও; **অশনয়ঃ**—বজ্র; **সর্পাঃ**—সর্প; **আসার-শর্করাঃ**—এবং শিলাবৃষ্টি; **প্রচণ্ডঃ**—প্রচণ্ড; **চক্রবাতঃ**—একটি ঘূর্ণি; **অভূৎ**—উত্থিত হয়েছিল; **রজসা**—ধূলি দ্বারা; **আচ্ছাদিতাঃ**—আচ্ছাদিত হয়েছিল; **দিশাঃ**—সমস্ত দিক।

অনুবাদ

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, প্রান্তিক উপবন ও উদ্যান, নিরীক্ষণ কেন্দ্রসহ প্রাসাদ, অট্টালিকা, পুরদ্বার এবং চতুর্দিকের প্রাচীর ও জনগণের ক্রীড়াক্ষেত্রও বিনষ্ট করে শাল্ব এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে নগরী অবরোধ করেছিল। তার অনবদ্য আকাশযান থেকে সে নীচে প্রস্তর, বৃক্ষগুঁড়ি, বজ্র, সর্প ও শিলাবৃষ্টি সহ অস্ত্রের বর্ষণ করেছিল। একটি প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা উঠে সমস্ত দিক ধূলিতে আচ্ছন্ন করেছিল।

শ্লোক ১২

ইত্যর্দ্যমানা সৌভেন কৃষ্ণস্য নগরী ভৃশম্ ।
নাভ্যপদ্যত শং রাজংস্ত্রিপুরেণ যথা মহী ॥ ১২ ॥

ইতি—এইভাবে; **অর্দ্যমানা**—পীড়িত; **সৌভেন**—সৌভ বিমান দ্বারা; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **নগরী**—নগরী; **ভৃশম্**—ভয়ঙ্করভাবে; **ন অভ্যপদ্যত**—লাভ করতে পারল না; **শম্**—শান্তি; **রাজন্**—হে রাজন; **ত্রি-পুরেণ**—ত্রিপুরাসুর দ্বারা; **যথা**—মতো; **মহী**—পৃথিবী।

অনুবাদ

এইভাবে সৌভ বিমান দ্বারা ভয়ঙ্কররূপে বিপর্যস্ত হওয়ার ফলে হে রাজন, ঠিক যেমন পৃথিবী যখন ত্রিপুরাসুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণের নগরীতে কোন শান্তি থাকল না।

শ্লোক ১৩

প্রদ্যুম্নো ভগবান্ বীক্ষ্য বাধ্যমানা নিজাঃ প্রজাঃ ।
মা ভৈষ্টেত্যভ্যধাদ্বীরো রথারূঢ়ো মহাযশাঃ ॥ ১৩ ॥

প্রদ্যুম্নঃ—প্রদ্যুম্ন; **ভগবান্**—ভগবান; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **বাধ্যমানাঃ**—উৎপীড়িত; **নিজাঃ**—তাঁর নিজ; **প্রজাঃ**—প্রজাদের; **মা ভৈষ্ট**—ভয় কর না; **ইতি**—এইভাবে; **অভ্যধাৎ**—বলে; **বীরঃ**—বীর; **রথ**—তাঁর রথে; **আরূঢ়ঃ**—আরোহণ করলেন; **মহা**—মহা; **যশাঃ**—যাঁর যশ।

অনুবাদ

প্রজাদের অত্যন্ত উৎপীড়িত হতে দেখে মহিমান্বিত বীর ভগবান প্রদ্যুম্ন তাদের বললেন, "ভয় পেয়ো না" এবং তাঁর রথে তিনি আরোহণ করলেন।

শ্লোক ১৪-১৫

সাত্যকিশ্চারুদেষ্ণশ্চ সাম্বোঽক্রূরঃ সহানুজঃ ।
হার্দিক্যো ভানুবিন্দশ্চ গদশ্চ শুকসারণৌ ॥ ১৪ ॥
অপরে চ মহেষ্বাসা রথযূথপযূথপাঃ ।
নির্যযুর্দংশিতা গুপ্তা রথেভাশ্বপদাতিভিঃ ॥ ১৫ ॥

সাত্যকিঃ চারুদেষ্ণঃ চ—সাত্যকি এবং চারুদেষ্ণ; **সাম্বঃ**—সাম্ব; **অক্রূরঃ**—এবং অক্রূর; **সহ**—সহ; **অনুজঃ**—কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ; **হার্দিক্যঃ**—হার্দিক্য; **ভানুবিন্দঃ**—ভানুবিন্দ; **চ**—এবং; **গদঃ**—গদ; **চ**—এবং; **শুক-সারণৌ**—শুক এবং সারণ;

অপরে—অন্যান্যরা; চ—ও; মহা—মহা; ইষ্ব্-আসাঃ—ধনুর্ধারী; রথ—রথের; যূথ-প—নেতাদের; যূথ-পাঃ—নেতাগণ; নির্যযুঃ—তাঁরা বেরুলেন; দংশিতাঃ—বর্ম পরিধান করে; গুপ্তাঃ—সুরক্ষিত; রথ—রথ; ইভ—হস্তী; অশ্ব—অশ্ব; পদাতিভিঃ—এবং পদাতিক সৈন্য দ্বারা।

অনুবাদ

সাত্যকি, চারুদেষ্ণ, সাম্ব, অক্রূর ও তার কনিষ্ঠভ্রাতাগণ হার্দিক্য, ভানুবিন্দ, গদ, শুক ও সারণ সহ রথযোদ্ধার প্রধান নির্দেশকগণ, অন্যান্য অসংখ্য ধনুর্ধারী সহ, বর্ম ও রথারূঢ় সৈন্যমণ্ডলী, গজ, অশ্ব ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে নগরী থেকে বের হলেন।

শ্লোক ১৬

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং শাল্বানাং যদুভিঃ সহ ।
যথাসুরাণাং বিবুধৈস্তুমুলং লোমহর্ষণম্ ॥ ১৬ ॥

ততঃ—তখন; প্রববৃতে—শুরু হল; যুদ্ধম্—একটি যুদ্ধ; শাল্বানাম্—শাল্বের অনুচরগণের; যদুভিঃ সহ—সঙ্গে যদুগণের; যথা—ঠিক যেমন; অসুরাণাম্—দানবগণের; বিবুধৈঃ—সঙ্গে দেবতাগণের; তুমুলম্—তুমুল; লোম-হর্ষণম্—রোমহর্ষক।

অনুবাদ

তখন শাল্বর বাহিনী ও যদুগণের মধ্যে এক তুমুল রোমহর্ষক যুদ্ধ শুরু হল। সেটি ছিল দানব ও দেবতাদের মধ্যে মহাযুদ্ধের সমান।

শ্লোক ১৭

তাশ্চ সৌভপতের্মায়া দিব্যাস্ত্রৈ রুক্মিণীসুতঃ ।
ক্ষণেন নাশয়ামাস নৈশং তম ইবোষ্ণগুঃ ॥ ১৭ ॥

তাঃ—সেই সকল; চ—এবং; সৌভপতেঃ—সৌভের প্রভুর; মায়া—মায়াজাল; দিব্য—দিব্য; অস্ত্রৈঃ—অস্ত্র দ্বারা; রুক্মিণী-সুতঃ—রুক্মিণীর পুত্র (প্রদ্যুম্ন); ক্ষণেন—ক্ষণকাল মধ্যে; নাশয়াম্ আস—বিনষ্ট করলেন; নৈশম্—রাত্রির; তমঃ—অন্ধকার; ইব—মতো; উষ্ণ—উষ্ণ; গুঃ—কিরণরাশি (সূর্য)।

অনুবাদ

সূর্যের উষ্ণ কিরণরাশি যেমন রাত্রির অন্ধকার দূর করে, ঠিক সেইভাবে তাঁর দিব্য অস্ত্র দ্বারা প্রদ্যুম্ন তৎক্ষণাৎ শাল্বের সকল মায়াজাল বিনষ্ট করলেন।

শ্লোক ১৮-১৯

বিব্যাধ পঞ্চবিংশত্যা স্বর্ণপুঙ্খৈরয়োমুখৈঃ ।
শাল্বস্য ধ্বজিনীপালং শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ১৮ ॥
শতেনাতাড়য়চ্ছাল্বমেকৈকেনাস্য সৈনিকান্ ।
দশভির্দশভির্নেতৃন্ বাহনানি ত্রিভিস্ত্রিভিঃ ॥ ১৯ ॥

বিব্যাধ—তিনি আঘাত করলেন; **পঞ্চবিংশত্যা**—পঁচিশটি; **স্বর্ণ**—স্বর্ণ; **পুঙ্খৈঃ**—বাণ; **অয়ঃ**—লৌহ; **মুখৈঃ**—মস্তক; **শাল্বস্য**—শাল্বের; **ধ্বজিনী-পালম্**—প্রধান সেনাধ্যক্ষ; **শরৈঃ**—তীর দ্বারা; **সন্নত**—মসৃণ; **পর্বভিঃ**—গ্রন্থি; **শতেন**—একশত; **অতাড়য়ৎ**—তিনি আঘাত করলেন; **শাল্বম্**—শাল্ব; **এক-একেন**—এক এক দ্বারা; **অস্য**—তার; **সৈনিকান্**—সৈনিকদের; **দশভিঃ দশভিঃ**—দশ দশ দ্বারা; **নেতৃন্**—সারথিদের; **বাহনানি**—বাহনদের; **ত্রিভিঃ ত্রিভিঃ**—তিন তিনটি দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবান প্রদ্যুম্নের তীরগুলি সকলই ছিল স্বর্ণদণ্ড, লৌহ মস্তক এবং মসৃণ গ্রন্থি বিশিষ্ট। সেইগুলির পঁচিশটি দিয়ে তিনি শাল্বের প্রধান সেনাপতি দ্যুমনকে এবং একশত বাণ দিয়ে তিনি স্বয়ং শাল্বকে বিদ্ধ করলেন। অতঃপর তিনি এক-একটি তীর দিয়ে শাল্বের সৈন্যদের, দশ দশটি তীর দিয়ে তার সারথিদের এবং তিন তিনটি তীর দিয়ে তার অশ্ব ও অন্যান্য বাহনদের বিদ্ধ করলেন।

শ্লোক ২০

তদদ্ভুতং মহৎ কর্ম প্রদ্যুম্নস্য মহাত্মনঃ ।
দৃষ্ট্বা তং পূজয়ামাসুঃ সর্বে স্বপরসৈনিকাঃ ॥ ২০ ॥

তৎ—সেই; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **মহৎ**—শক্তিশালী; **কর্ম**—বীরত্ব; **প্রদ্যুম্নস্য**—প্রদ্যুম্নের; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মা; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **তম্**—তাঁকে; **পূজায়াম্ আসুঃ**—পূজা করেছিলেন; **সর্বে**—সকলে; **স্ব**—তাঁর নিজ পক্ষের; **পর**—এবং শত্রুপক্ষের; **সৈনিকাঃ**—সৈন্যগণ।

অনুবাদ

উভয় পক্ষের সমস্ত সৈন্যরা যখন মহিমাময় প্রদ্যুম্নের সেই অদ্ভুত ও বলশালী বীরত্ব লক্ষ্য করল, তারা তখন তার প্রশংসা করেছিল।

শ্লোক ২১

বহুরূপৈকরূপং তদ্দৃশ্যতে ন চ দৃশ্যতে ।
মায়াময়ং ময়কৃতং দুর্বিভাব্যং পরৈরভূৎ ॥ ২১ ॥

বহু—বহু; **রূপ**—রূপ; **এক**—এক; **রূপম্**—রূপ; **তৎ**—সেই (সৌভ আকাশযান); **দৃশ্যতে**—দৃশ্য; **ন**—না; **চ**—এবং; **দৃশ্যতে**—দৃশ্য; **মায়া-ময়ম্**—মায়াজাল; **ময়**—ময়দানব দ্বারা; **কৃতম্**—কৃত; **দুর্বিভাব্যম্**—দুর্লক্ষ্য; **পরৈঃ**—শত্রু (যাদবগণ) দ্বারা; **অভূৎ**—হয়েছিল।

অনুবাদ

মুহূর্তের মধ্যে ময়দানবের তৈরি সেই জাদুবিমান বহুরূপে প্রকাশিত হচ্ছিল এবং পর মুহূর্তে তা পুনরায় একরূপে মাত্র প্রকাশিত হল। কখনও কখনও তা দৃশ্যমান ছিল এবং কখনও কখনও তা ছিল অদৃশ্য। এইভাবে শাল্বের প্রতিপক্ষরা কখনও নিশ্চিত হতে পারেনি যে, সেটি ঠিক কোথায় ছিল।

শ্লোক ২২

ক্বচিদ্ ভূমৌ ক্বচিদ্ব্যোম্নি গিরিমূর্ধ্নি জলে ক্বচিৎ ।
অলাতচক্রবদ্ভ্রাম্যৎ সৌভং তদ্দুরবস্থিতম্ ॥ ২২ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; **ভূমৌ**—ভূমিতে; **ক্বচিৎ**—কখনও; **ব্যোম্নি**—আকাশে; **গিরি**—পর্বতের; **মূর্ধ্নি**—চূড়ায়; **জলে**—জলে; **ক্বচিৎ**—কখনও; **অলাত-চক্র**—ঘূর্ণায়মান অগ্নিগোলক; **বৎ**—মতো; **ভ্রাম্যৎ**—ভ্রমণ করতে লাগল; **সৌভম্**—সৌভ; **তৎ**—সেই; **দুরবস্থিতম্**—কোথাও স্থিরভাবে অবস্থান করছিল না।

অনুবাদ

মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে সৌভ বিমানটি ভূমি, আকাশ, পর্বতচূড়া বা জলে প্রকাশিত হচ্ছিল। আলাতচক্রের ন্যায় তা কখনও স্থিরভাবে এক জায়গায় অবস্থান করছিল না।

শ্লোক ২৩

যত্র যত্রোপলক্ষ্যেত সসৌভঃ সহসৈনিকঃ ।
শাল্বস্ততস্ততোঽমুঞ্চন্ শরান্ সাত্বতযূথপাঃ ॥ ২৩ ॥

যত্র যত্র—যেখানে যেখানে; **উপলক্ষ্যেত**—প্রকাশিত হোত; **স-সৌভঃ**—সৌভের সঙ্গে; **সহ-সৈনিকঃ**—তার সৈন্যগণ সহ; **শাল্বঃ**—শাল্ব; **ততঃ ততঃ**—সেখানে

সেখানে; **অমুঞ্চন্**—তারা নিক্ষেপ করেছিল; **শরান্**—তাদের তীরগুলি; **সাত্বত**—যদুগণের; **যূথ-পাঃ**—সেনাপতিরা।

অনুবাদ

যেখানে যেখানে শাল্ব তার সৈন্যদল ও সৌভযান নিয়ে উপস্থিত হচ্ছিল, যদুসেনাপতিরা সেখানেই তাদের তীর নিক্ষেপ করছিলেন।

শ্লোক ২৪

শরৈরগ্ন্যর্কসংস্পর্শৈরাশীবিষদুরাসদৈঃ ।
পীড্যমানপুরানীকঃ শাল্বোঽমুহ্যৎ পরেরিতৈঃ ॥ ২৪ ॥

শরৈঃ—তীর দ্বারা; **অগ্নি**—অগ্নির মতো; **অর্ক**—এবং সূর্যের মতো; **সংস্পর্শৈঃ**—সংস্পর্শযুক্ত; **আশী**—সর্পের; **বিষ**—বিষতুল্য; **দুরাসদৈঃ**—দুঃসহ; **পীড্যমান**—পীড়িত; **পুর**—আকাশ নগরী; **অনীকঃ**—এবং যার সৈন্যবাহিনী; **শাল্বঃ**—শাল্ব; **অমুহ্যৎ**—বিমোহিত হয়েছিল; **পর**—শত্রু দ্বারা; **ঈরিতৈঃ**—বিদ্ধ।

অনুবাদ

তার সৈন্যবাহিনী ও আকাশ নগরীকে এইভাবে শত্রুর অগ্নি ও সূর্যতুল্য এবং সর্পবিষের ন্যায় দুঃসহ তীর দ্বারা পীড়িত হতে দেখে শাল্ব বিভ্রান্ত হয়ে গেল।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, যদু সেনাপতিদের তীরগুলি ছিল অগ্নির মতো জ্বলন্ত যা যুগপৎ সমস্ত দিক হতে সূর্য কিরণের মতো বিদ্ধ করত এবং সর্পবিষের মতো স্পর্শমাত্র প্রাণনাশক ছিল।

শ্লোক ২৫

শাল্বানীকপশস্ত্রৌঘৈর্বৃষ্ণিবীরা ভৃশার্দিতাঃ ।
ন তত্যজু রণং স্বং স্বং লোকদ্বয়জিগীষবঃ ॥ ২৫ ॥

শাল্ব—শাল্বের; **অনীক-প**—সেনাপতিদের; **শস্ত্র**—অস্ত্রের; **ওঘৈঃ**—বন্যা দ্বারা; **বৃষ্ণি-বীরাঃ**—বৃষ্ণিবংশের বীররা; **ভৃশ**—অতিশয়; **আর্দিতাঃ**—পীড়িত; **ন তত্যজু**—তাঁরা পরিত্যাগ করেনি; **রণম্**—যুদ্ধক্ষেত্র; **স্বম্ স্বম্**—প্রত্যেকে তাদের নিজ; **লোক**—জগৎ; **দ্বয়**—দুই; **জিগীষবঃ**—বিজয় অভিলাষী।

অনুবাদ

যেহেতু বৃষ্ণিবংশের বীররা ঐহিক ও পারত্রিক জগৎ বিজয়ের জন্য আগ্রহী ছিলেন, তাই শাল্বের সেনাপতিদের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র বর্ষণ তাঁদের বিপর্যস্ত করা সত্ত্বেও তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁদের নির্দিষ্ট বিজয় অভিলাষ পরিত্যাগ করেননি।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "যদুবংশের বীররা যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় লাভ করতে নতুবা মৃত্যু বরণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁরা এই সত্যে নিশ্চিত ছিলেন যে, যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করলে তাঁরা স্বর্গলোক লাভ করবেন, আর বিজয়ী হলে তাঁরা এই জগৎ উপভোগ করবেন।"

শ্লোক ২৬

শাল্বামাত্যো দ্যুমান্নাম প্রদ্যুম্নং প্রাক্ প্রপীড়িতঃ ।
আসাদ্য গদয়া মৌর্ব্যা ব্যাহত্য ব্যনদদ্বলী ॥ ২৬ ॥

শাল্ব-অমাত্যঃ—শাল্বর মন্ত্রী; **দ্যুমান্ নাম**—দ্যুমান নামক; **প্রদ্যুম্নম্**—প্রদ্যুম্ন; **প্রাক্**—ইতিপূর্বে; **প্রপীড়িতঃ**—আঘাত প্রাপ্ত; **আসাদ্য**—সম্মুখীন হয়ে; **গদয়া**—তার গদা দ্বারা; **মৌর্ব্যা**—কৃষ্ণলৌহ দ্বারা নির্মিত; **ব্যাহত্য**—আঘাত করে; **ব্যনদৎ**—গর্জন করেছিল; **বলী**—বলশালী।

অনুবাদ

ইতিপূর্বে শ্রীপ্রদ্যুম্ন দ্বারা আহত হয়ে শাল্বর মন্ত্রী দ্যুমান এখন তাঁর দিকে উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করতে করতে ধেয়ে এসে তাঁকে তার কৃষ্ণলৌহের গদা দ্বারা আঘাত করল।

শ্লোক ২৭

প্রদ্যুম্নং গদয়া শীর্ণবক্ষঃস্থলমরিন্দমম্ ।
অপোবাহ রণাৎ সূতো ধর্মবিদ্দারুকাত্মজঃ ॥ ২৭ ॥

প্রদ্যুম্নম্—প্রদ্যুম্ন; **গদয়া**—গদা দ্বারা; **শীর্ণ**—শীর্ণ; **বক্ষ-স্থলম্**—বক্ষস্থল; **অরিম্**—শত্রুর; **দমম্**—দমনকারী; **অপোবাহ**—সরিয়ে নিলেন; **রণাৎ**—যুদ্ধক্ষেত্র থেকে; **সূতঃ**—তাঁর সারথি; **ধর্ম**—তার ধর্মীয় কর্তব্যের; **বিৎ**—দক্ষজ্ঞাতা; **দারুক-আত্মজঃ**—দারুকের (শ্রীকৃষ্ণের সারথি) পুত্র।

অনুবাদ

দারুকের পুত্র প্রদ্যুম্নের সারথি ভেবেছিলেন যে, তার সাহসী প্রভুর বক্ষ গদার দ্বারা বিদীর্ণ হয়েছিল। তাঁর ধর্মীয় কর্তব্য বিষয়ে ভালভাবে অবগত ছিলেন বলে তিনি তাই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রদ্যুম্নকে সরিয়ে নিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন যে প্রকৃতপক্ষে শ্রীপ্রদ্যুম্নের *সচ্চিদানন্দ* দেহ ছিল, এক নিত্য, চিন্ময় রূপ যা জড় জাগতিক অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা কখনই আহত হতে পারে না। কিন্তু দারুকের পুত্র ছিলেন এক মহান ভগবদ্ভক্ত এবং গভীর প্রেমবশত তার প্রভুর সুরক্ষার জন্য তিনি ভীত ছিলেন এবং তাই তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে যান।

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "শাল্বের প্রধান সেনাপতির নাম ছিল দ্যুমান। সে ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং যদিও প্রদ্যুম্ন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত পঁচিশটি বাণের আঘাতে সে আহত হয়েছিল, কিন্তু অকস্মাৎ তার গদা দিয়ে প্রদ্যুম্নকে সে এমন ভীষণভাবে আঘাত করল যে, প্রদ্যুম্ন অচেতন হয়ে পড়ল। তৎক্ষণাৎ একটি কোলাহল উঠল যে 'এখন তিনি মৃত! এখন তিনি মৃত!' প্রদ্যুম্নের বুকের উপর গদার বেগটি ছিল অত্যন্ত তীব্র, যা কোনও সাধারণ মানুষের বুক বিদীর্ণ করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।"

শ্লোক ২৮

লব্ধসংজ্ঞো মুহূর্তেন কার্ষ্ণিঃ সারথিমব্রবীৎ ।
অহো অসাধ্বিদং সূত যদ্ রণান্মেঽপসর্পণম্ ॥ ২৮ ॥

লব্ধ—লাভ করে; **সংজ্ঞঃ**—চেতনা; **মুহূর্তেন**—মুহূর্তের মধ্যে; **কার্ষ্ণিঃ**—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র; **সারথিম্**—তাঁর সারথিকে; **অব্রবীৎ**—বললেন; **অহো**—অহো; **অসাধু**—অযথার্থ; **ইদম্**—এই; **সূত**—হে সারথি; **যৎ**—যে; **রণাৎ**—যুদ্ধক্ষেত্র হতে; **মে**—আমার; **অপসর্পণম্**—অপসারিত হওয়া।

অনুবাদ

শীঘ্র সংজ্ঞা লাভ করে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন তাঁর সারথিকে বললেন, "হে সারথি, আমাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে আনা জঘন্য কাজ হয়েছে।"

শ্লোক ২৯

ন যদূনাং কুলে জাতঃ শ্রূয়তে রণবিচ্যুতঃ ।
বিনা মৎ ক্লীবচিত্তেন সূতেন প্রাপ্তকিল্বিষাৎ ॥ ২৯ ॥

ন—না; **যদূনাম্**—যদুগণের; **কুলে**—পরিবার মধ্যে; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **শ্রূয়তে**—শোনা যায়; **রণ**—যুদ্ধক্ষেত্র; **বিচ্যুতঃ**—যে পরিত্যাগ করেছে; **বিনা**—ব্যতীত; **মৎ**—আমাকে; **ক্লীব**—ক্লীবের মতো; **চিত্তেন**—যার চিত্ত; **সূতেন**—সারথির জন্য; **প্রাপ্ত**—প্রাপ্ত হয়েছে; **কিল্বিষাৎ**—কলঙ্ক।

অনুবাদ

যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেছে এমন কেউ যদুবংশে আমি ছাড়া জন্মগ্রহণ করেছে বলে কখনও জানা যায়নি। একজন সারথির ক্লীবের মতো চিন্তার ফলে এখন আমার যশ কলঙ্কিত হয়েছে।

শ্লোক ৩০

কিং নু বক্ষ্যেঽভিসঙ্গম্য পিতরৌ রামকেশবৌ ।
যুদ্ধাৎ সম্যগপক্রান্তঃ পৃষ্টস্তত্রাত্মনঃ ক্ষমম্ ॥ ৩০ ॥

কিম্—কি; **নু**—তখন; **বক্ষ্যে**—আমি বলব; **অভিসঙ্গম্য**—সাক্ষাৎ করে; **পিতরৌ**—আমার পিতার সঙ্গে; **রাম-কেশবৌ**—বলরাম এবং কৃষ্ণ; **যুদ্ধাৎ**—যুদ্ধক্ষেত্র হতে; **সম্যক্**—সর্বতোভাবে; **অপক্রান্তঃ**—পলায়িত; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত; **তত্র**—সেক্ষেত্রে; **আত্মনঃ**—আমার নিজের জন্য; **ক্ষমম্**—উপযুক্ত।

অনুবাদ

"যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কেবলমাত্র পলায়ন করে যখন আমি তাঁদের কাছে ফিরে যাব তখন আমার পিতা, রাম ও কৃষ্ণের কাছে আমি কি বলব? আমার মর্যাদার উপযোগী কোন্ কথা তাঁদের আমি আর বলতে পারি?"

তাৎপর্য

শ্রীপ্রদ্যুম্ন এখানে লঘুভাবে *পিতরৌ* অর্থাৎ 'পিতাদের' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। শ্রীবলরাম অবশ্যই তাঁর জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন।

শ্লোক ৩১

ব্যক্তং মে কথয়িষ্যন্তি হসন্ত্যো ভ্রাতৃজাময়ঃ ।
ক্লৈব্যং কথং কথং বীর তবান্যৈঃ কথ্যতাং মৃধে ॥ ৩১ ॥

ব্যক্তম্—অবশ্যই; **মে**—আমার; **কথয়িষ্যন্তি**—বলবে; **হসন্ত্যঃ**—হাসতে হাসতে; **ভ্রাতৃ-জাময়ঃ**—আমার ভ্রাতাদের পত্নীরা; **ক্লৈব্যম্**—পৌরুষহীনতা; **কথম্**—কিভাবে; **কথম্**—কিভাবে; **বীর**—হে বীর; **তব**—তোমার; **অন্যৈঃ**—তোমার শত্রুগণ দ্বারা; **কথ্যতাম্**—আমাদের বল; **মৃধে**—যুদ্ধক্ষেত্রে।

অনুবাদ

"অবশ্যই আমার ভ্রাতৃবধূরা আমার দিকে চেয়ে হাসবে আর বলবে, 'হে বীর, জগতে কিভাবে তোমার শত্রুরা যুদ্ধে তোমাকে এমন এক কাপুরুষে পরিণত করল আমাদের তা বল।' "

শ্লোক ৩২

সারথিরুবাচ

ধর্মং বিজানতায়ুষ্মন্ কৃতমেতন্ময়া বিভো ।
সূতং কৃচ্ছ্রগতং রক্ষেদ্ রথিনং সারথিং রথী ॥ ৩২ ॥

সারথিঃ উবাচ—সারথি বলল; **ধর্মম্**—নির্দিষ্ট কর্তব্য; **বিজানতা**—যে যথাযথরূপে অবগত তার দ্বারা; **আয়ুষ্মন্**—হে চিরজীবী; **কৃতম্**—করেছি; **এতৎ**—এই; **ময়া**—আমার দ্বারা; **বিভো**—হে প্রভু; **সূতম্**—সারথি; **কৃচ্ছ্র**—বিপদের মধ্যে; **গতম্**—গত; **রক্ষেৎ**—রক্ষা করবে; **রথিনম্**—রথের প্রভুকে; **সারথিম্**—তাঁর সারথি; **রথি**—রথের মালিক।

অনুবাদ

সারথি উত্তর করল—হে চিরজীবিন্, আমার নির্দিষ্ট কর্তব্য ভালভাবে অবগত হয়ে আমি তা করেছি। হে প্রভু, সারথি অবশ্যই বিপদগ্রস্ত রথের রথীকে রক্ষা করবে এবং রথীও অবশ্যই তার সারথিকে রক্ষা করবে।

শ্লোক ৩৩

এতদ্বিদিত্বা তু ভবান্ময়াপোবাহিতো রণাৎ ।
উপসৃষ্টঃ পরেণেতি মূর্চ্ছিতো গদয়া হতঃ ॥ ৩৩ ॥

এতৎ—এই; **বিদিত্বা**—অবগত হয়ে; **তু**—বস্তুত; **ভবান্**—আপনি; **ময়া**—আমার দ্বারা; **আপোবাহিতঃ**—অপসারিত; **রণাৎ**—যুদ্ধক্ষেত্র থেকে; **উপসৃষ্টঃ**—আহত; **পরেণ**—শত্রুর দ্বারা; **ইতি**—এইভাবে চিন্তা করে; **মূর্চ্ছিতঃ**—অচেতন; **গদয়া**—তার গদা দ্বারা; **হতঃ**—আঘাত।

অনুবাদ

এই বিধি মনে রেখে, যেহেতু আপনি আপনার শত্রুর গদার আঘাতে অচেতন হয়েছিলেন, তাই আপনি গুরুতর আহত হয়েছেন মনে করে আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আপনাকে সরিয়ে নিয়েছিলাম।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শাল্ব ও বৃষ্ণিগণের মধ্যে যুদ্ধ' নামক ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দানব শাল্বকে বধ করলেন

কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রবঞ্চক চূড়ামণি শাল্বের বিনাশ ও তার সৌভ বিমানটি ধ্বংস করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অপসারিত হওয়ায় প্রদ্যুম্ন অত্যন্ত লজ্জিত ছিলেন এবং তিনি তাঁর সারথিকে পুনরায় দ্যুমানের কাছে তাঁর রথ নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। প্রদ্যুম্ন দ্যুমানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকলে গদ, সাত্যকি ও সাম্বের মতো অন্যান্য যদুবীরগণ শাল্বের সৈন্যদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করতে লাগলেন। এইভাবে সাতাশ দিন ও রাত্রি ধরে যুদ্ধ চলেছিল।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে এসে দেখলেন যে, দ্বারকা অবরুদ্ধ হয়ে আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য দারুককে নির্দেশ দিলেন। সহসা শাল্ব শ্রীভগবানকে লক্ষ্য করল এবং শ্রীকৃষ্ণের সারথির দিকে তার ভল্ল নিক্ষেপ করল, কিন্তু শ্রীভগবান সেই অস্ত্রটিকে শত খণ্ডে চূর্ণবিচূর্ণ করলেন এবং শাল্ব ও তার সৌভ যানকে অসংখ্য বাণ দিয়ে বিদ্ধ করলেন। শাল্বও একটি তীর নিক্ষেপ করে প্রত্যুত্তর দিয়েছিল যা শ্রীকৃষ্ণের বাম বাহুতে আঘাত করল। বিস্ময়করভাবে শ্রীভগবান তাঁর বাম হাতে ধরে থাকা শার্ঙ্গ ধনুকটি ফেলে দিলেন। ধনুকটির পতন লক্ষ্য করে যুদ্ধ প্রত্যক্ষকারী দেবতারা হাহাকার করে উঠলেন আর তখন শাল্ব শ্রীকৃষ্ণকে অপমান করার সুযোগ গ্রহণ করল।

শ্রীকৃষ্ণ তখন শাল্বকে তাঁর গদা দিয়ে আঘাত করলেন, কিন্তু দানব রক্ত বমন করতে করতে অদৃশ্য হল। এক মুহূর্ত পরে একটি লোক শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করার পর নিজেকে মাতা দেবকীর দূত রূপে পরিচয় দিল। লোকটি শ্রীভগবানকে জানাল যে, তাঁর পিতা, বসুদেব, শাল্ব দ্বারা অপহৃত হয়েছেন। একথা শ্রবণ করে শ্রীকৃষ্ণ এক সাধারণ ব্যক্তির মতো যেন শোক করতে লাগলেন। শাল্ব তখন ঠিক বসুদেবের মতো দেখতে একজনকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিয়ে এসে তার শিরশ্ছেদ করল এবং মুণ্ডটি তার সঙ্গে নিয়ে তার সৌভ বিমানে প্রবেশ করল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ শাল্বের মায়াময় কৌশল বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বাণ বর্ষণ করে শাল্বকে বিদ্ধ করলেন এবং তাঁর গদা দিয়ে সৌভ যানটিকে আঘাত করে সেটি ধ্বংস করলেন। শাল্ব তার বিমান থেকে অবতরণ করে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করার জন্য তাঁর দিকে ধেয়ে এল, কিন্তু শ্রীভগবান তাঁর সুদর্শন চক্র ধারণ করে শাল্বের মাথাটি তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন।

শাল্বের নিধন হওয়ার পর, দেবতারা আনন্দে আকাশে দুন্দুভি বাজালেন। দানব দন্তবক্র তখন তার বন্ধু শাল্বের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প গ্রহণ করল।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

স উপস্পৃশ্য সলিলং দংশিতো ধৃতকার্মুকঃ।
নয় মাং দ্যুমতঃ পার্শ্বং বীরস্যেত্যাহ সারথিম্ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **সঃ**—তিনি (প্রদ্যুম্ন); **উপস্পৃশ্য**—স্পর্শ করে; **সলিলম্**—জল; **দংশিতঃ**—তাঁর বর্ম পরিধান করে; **ধৃত**—ধারণ করে; **কার্মুকঃ**—তাঁর ধনুক; **নয়**—নিয়ে চল; **মাম্**—আমাকে; **দ্যুমতঃ**—দ্যুমানের; **পার্শ্বম্**—কাছে; **বীরস্য**—বীরের; **ইতি**—এইভাবে; **আহ**—তিনি বললেন; **সারথিম্**—তাঁর সারথিকে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—স্নান করার পর তাঁর বর্ম পরিধান করে এবং তাঁর ধনুক গ্রহণ করে শ্রীপ্রদ্যুম্ন তাঁর সারথিকে বললেন, "যেখানে বীর দ্যুমান দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমাকে সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে চল।"

তাৎপর্য

তাঁর সারথি তাঁকে অচেতনরূপে সরিয়ে আনার পর প্রদ্যুম্ন তাঁর যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগের ভুল সংশোধনের জন্য আগ্রহী ছিলেন।

শ্লোক ২

বিধমন্তং স্বসৈন্যানি দ্যুমন্তং রুক্মিণীসুতঃ।
প্রতিহত্য প্রত্যবিধ্যান্নারাচৈরষ্টভিঃ স্ময়ন্ ॥ ২ ॥

বিধমন্তম্—ধ্বংস করছিল; **স্ব**—তাঁর; **সৈন্যানি**—সৈন্যদের; **দ্যুমন্তম্**—দ্যুমান; **রুক্মিণী-সুতঃ**—রুক্মিণীর পুত্র (প্রদ্যুম্ন); **প্রতিহত্য**—প্রতি আক্রমণ করে; **প্রত্যবিধ্যাৎ**—তিনি প্রত্যাঘাত করলেন; **নারাচৈঃ**—লৌহ নির্মিত বিশেষ বাণ দিয়ে; **অষ্টভিঃ**—আটটি; **স্ময়ন্**—সহাস্যে।

অনুবাদ

প্রদ্যুম্নের অনুপস্থিতিতে দ্যুমান তাঁর সৈন্যদের ধ্বংস করছিল, কিন্তু এখন প্রদ্যুম্ন দ্যুমানকে প্রতি আক্রমণ করে হাসতে হাসতে তাকে আটটি নারাচ বাণ দিয়ে বিদ্ধ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ভাষ্য প্রদান করেছেন যে, প্রদ্যুম্ন দ্যুমানকে এই বলে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছিলেন—"এখন দেখি, তুমি আমাকে কিভাবে আঘাত করতে পার!" এই বলে এবং দ্যুমানকে তার অস্ত্র নিক্ষেপ করতে অনুমোদন করে প্রদ্যুম্ন তাঁর নিজের ভয়ানক তীরগুলি মুক্ত করলেন।

শ্লোক ৩

চতুর্ভিশ্চতুরো বাহান্ সূতমেকেন চাহনৎ।
দ্বাভ্যাং ধনুশ্চ কেতুং চ শরেণান্যেন বৈ শিরঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্ভিঃ—চারটি (তীর) দ্বারা; **চতুরঃ**—চারটি; **বাহান্**—বাহন; **সূতম্**—সারথি; **একেন**—একটি দ্বারা; **চ**—এবং; **অহনৎ**—তিনি আঘাত করলেন; **দ্বাভ্যাম্**—দুটি দ্বারা; **ধনুঃ**—ধনুক; **চ**—এবং; **কেতুম্**—পতাকা; **চ**—এবং; **শরেণ**—একটি বাণ দিয়ে; **অন্যেন**—অন্য একটি; **বৈ**—বস্তুত; **শিরঃ**—মস্তক।

অনুবাদ

এই সকল তীরের চারটি দ্বারা তিনি দ্যুমানের চারটি অশ্বকে, একটি তীর দ্বারা তার সারথিকে আরও দুটি তীর দিয়ে তার ধনুক ও রথের ধ্বজাকে এবং শেষ তীরটি দিয়ে তিনি দ্যুমানের মস্তকে আঘাত করলেন।

শ্লোক ৪

গদসাত্যকিসাম্বাদ্যা জঘ্নুঃ সৌভপতের্বলম্।
পেতুঃ সমুদ্রে সৌভেয়াঃ সর্বে সঞ্ছিন্নকন্ধরাঃ ॥ ৪ ॥

গদ-সাত্যকি-সাম্ব-আদ্যাঃ—গদ, সাত্যকি, সাম্ব ও অন্যান্যরা; **জঘ্নুঃ**—তারা হত্যা করল; **সৌভ-পতেঃ**—সৌভপতির (শাল্ব); **বলম্**—সৈন্যদের; **পেতুঃ**—তারা পতিত হল; **সমুদ্রে**—সমুদ্রে; **সৌভেয়াঃ**—যারা সৌভের মধ্যে দণ্ডায়মান ছিল; **সর্বে**—সকলে; **সঞ্ছিন্ন**—ছিন্ন; **কন্ধরাঃ**—স্কন্ধ।

অনুবাদ

গদ, সাত্যকি, সাম্ব ও অন্যান্যরা শাল্বর সৈন্যদের হত্যা করতে শুরু করল এবং এইভাবে বিমানের ভিতরের সকল সৈন্যেরা তাদের স্কন্ধ ছিন্ন হয়ে সমুদ্রে পতিত হতে লাগল।

শ্লোক ৫

এবং যদূনাং শাল্বানাং নিঘ্নতামিতরেতরম্ ।
যুদ্ধং ত্রিনবরাত্রং তদভূৎ তুমুলমুল্বণম্ ॥ ৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **যদূনাম্**—যদুদের; **শাল্বানাম্**—এবং শাল্বের অনুগামীদের; **নিঘ্নতাম্**—আঘাত পূর্বক; **ইতর-ইতরম্**—পরস্পর; **যুদ্ধম্**—যুদ্ধ; **ত্রি**—তিনগুণ; **নব**—নয়; **রাত্রম্**—রাত্রি ধরে; **তৎ**—সেই; **অভূৎ**—হয়েছিল; **তুমুলম্**—তুমুল; **উল্বণম্**—ভয়ঙ্কর।

অনুবাদ

এইভাবে যাদব এবং শাল্বের অনুগামীদের মধ্যে একে অপরকে আক্রমণ করে তুমুল, ভয়ঙ্কর যুদ্ধটি সাতাশ দিন ও রাত্রি ধরে চলেছিল।

শ্লোক ৬-৭

ইন্দ্রপ্রস্থং গতঃ কৃষ্ণ আহূতো ধর্মসূনুনা ।
রাজসূয়েঽথ নিবৃত্তে শিশুপালে চ সংস্থিতে ॥ ৬ ॥
কুরুবৃদ্ধাননুজ্ঞাপ্য মুনীংশ্চ সসুতাং পৃথাম্ ।
নিমিত্তান্যতিঘোরাণি পশ্যন্ দ্বারবতীং যযৌ ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রপ্রস্থম্—পাণ্ডবগণের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে; **গতঃ**—গত; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **আহূতঃ**—আহ্বানে; **ধর্ম-সূনুনা**—যমরাজের পুত্র, মূর্তিমান ধর্ম (রাজা যুধিষ্ঠির) দ্বারা; **রাজসূয়ে**—রাজসূয় যজ্ঞ; **অথ**—তখন; **নিবৃত্তে**—যখন তা সম্পূর্ণ হল; **শিশুপালে**—শিশুপাল; **চ**—এবং; **সংস্থিতে**—যখন সে হত হয়েছিল; **কুরু-বৃদ্ধান্**—কুরুবংশের জ্যেষ্ঠগণের; **অনুজ্ঞাপ্য**—অনুজ্ঞা গ্রহণ করে; **মুনীন্**—মুনিগণের; **চ**—এবং; **স**—সহ; **সুতাম্**—তার পুত্রগণ (পাণ্ডবগণ); **পৃথাম্**—রাণী কুন্তীর; **নিমিত্তানি**—অশুভ লক্ষণগুলি; **অতি**—অত্যন্ত; **ঘোরাণি**—ভয়ঙ্কর; **পশ্যন্**—দর্শন করে; **দ্বারবতীম্**— দ্বারকায়; **যযৌ**—তিনি গেলেন।

অনুবাদ

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের আমন্ত্রণে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়েছিলেন। এখন সেই রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হয়েছে এবং শিশুপাল হত হয়েছে, শ্রীভগবান অশুভ লক্ষণাদি লক্ষ্য করতে লাগলেন, তাই তিনি কুরুবৃদ্ধগণ, মহামুনিবর্গ ও পৃথা এবং তাঁর পুত্রগণের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ৮

আহ চাহমিহায়াত আর্যমিশ্রাভিসঙ্গতঃ ।
রাজন্যাশ্চৈদ্যপক্ষীয়া নূনং হন্যুঃ পুরীং মম ॥ ৮ ॥

আহ—তিনি বললেন; **চ**—এবং; **অহম্**—আমি; **ইহ**—এই স্থানে (ইন্দ্রপ্রস্থ); **আয়াতঃ**—আগমন করায়; **আর্য**—আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার (বলরাম); **মিশ্র**—বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব; **অভিসঙ্গত**—সঙ্গে; **রাজন্যাঃ**—রাজাগণ; **চৈদ্য-পক্ষীয়াঃ**—চৈদ্য (শিশুপাল) পক্ষের; **নূনম্**—নিশ্চয়ই; **হন্যুঃ**—আক্রমণ করে থাকবে; **পুরীম্**—নগরী; **মম**—আমার।

অনুবাদ

শ্রীভগবান স্বয়ং বললেন—যেহেতু আমার শ্রদ্ধেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে আমি এখানে এসেছি, তাই শিশুপালের পক্ষের রাজারা হয়ত আমার রাজধানী আক্রমণ করে থাকবে।

শ্লোক ৯

বীক্ষ্য তৎ কদনং স্বানাং নিরূপ্য পুররক্ষণম্ ।
সৌভং চ শাল্বরাজং চ দারুকং প্রাহ কেশবঃ ॥ ৯ ॥

বীক্ষ্য—দর্শন করে; **তৎ**—সেই; **কদনম্**—ধ্বংস; **স্বানাম্**—তাঁর নিজ জনের; **নিরূপ্য**—ব্যবস্থা গ্রহণ করে; **পুর**—নগরীর; **রক্ষণম্**—সুরক্ষার জন্য; **সৌভম্**—সৌভ যান; **চ**—এবং; **শাল্ব-রাজম্**—শাল্ব রাজ্যের রাজা; **চ**—এবং; **দারুকম্**—তাঁর সারথি দারুককে; **প্রাহ**—বললেন; **কেশবঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—] দ্বারকায় উপস্থিত হওয়ার পর তিনি লক্ষ্য করলেন যে, কিভাবে ধ্বংস দেখে তাঁর জনগণ ভয়ার্ত হয়েছিল এবং শাল্ব ও তার সৌভ বিমানকেও লক্ষ্য করলেন। নগরীর সুরক্ষার আয়োজন করার পর শ্রীকৃষ্ণ দারুককে এইভাবে বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ নগরীর সুরক্ষার জন্য শ্রীবলরামকে এক কৌশলগত অবস্থানে নিযুক্ত করেছিলেন এবং শ্রীরুক্মিণী ও প্রাসাদ অভ্যন্তরের অন্যান্য রাণীদের জন্যও তিনি বিশেষ প্রহরী নিযুক্ত করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, একটি গোপন পথের মাধ্যমে দ্বারকার আভ্যন্তরীণ সুরক্ষার জন্য বিশেষ সৈন্যগণ রাণীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।

শ্লোক ১০

রথং প্রাপয় মে সূত শাল্বস্যান্তিকমাশু বৈ ।
সম্ভ্রমস্তে ন কর্তব্যো মায়াবী সৌভরাড়য়ম্ ॥ ১০ ॥

রথম্—রথ; **প্রাপয়**—নিয়ে এসে; **মে**—আমাকে; **সূত**—হে সারথি; **শাল্বস্য**—শাল্বের; **অন্তিকম্**—নিকটে; **আশু**—সত্বর; **বৈঃ**—বস্তুত; **সম্ভ্রমঃ**—বিমোহিত; **তে**—তোমার; **ন কর্তব্যঃ**—হওয়া উচিত নয়; **মায়াবী**—এক মহা জাদুকর; **সৌভরাট্**—সৌভপতি; **অয়ম্**—এই।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] হে সারথি, সত্বর আমার রথকে শাল্বের নিকটে নিয়ে চল। এই সৌভপতি এক শক্তিশালী জাদুকর; তাকে তোমাকে বিমোহিত করতে দিও না।

শ্লোক ১১

ইত্যুক্তশ্চোদয়ামাস রথমাস্থায় দারুকঃ ।
বিশন্তং দদৃশুঃ সর্বে স্বে পরে চারুণানুজম্ ॥ ১১ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্তঃ**—উক্ত হয়ে; **চোদয়াম্ আস**—সে চালিত করলেন; **রথম্**—রথ; **আস্থায়**—তার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে; **দারুকঃ**—দারুক; **বিশন্তম্**—প্রবেশ করতে; **দদৃশুঃ**—দেখল; **সর্বে**—সকলে; **স্বে**—তাঁর নিজ জন; **পরে**—প্রতিপক্ষ; **চ**—ও; **অরুণ-অনুজম্**—অরুণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (গরুড়, শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজায়)।

অনুবাদ

এইভাবে আদিষ্ট হয়ে দারুক শ্রীভগবানের রথে উঠে তা চালনা করলেন। রথটি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করছিল তখন সেখানে উপস্থিত প্রত্যেকে, বন্ধু ও শত্রু উভয়েই গরুড়ের প্রতীক চিহ্নটি দেখতে পেয়েছিল।

শ্লোক ১২

শাল্বশ্চ কৃষ্ণমালোক্য হতপ্রায়বলেশ্বরঃ ।
প্রাহরৎ কৃষ্ণসূতায় শক্তিং ভীমরবাং মৃধে ॥ ১২ ॥

শাল্বঃ—শাল্ব; **চ**—এবং; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **আলোক্য**—দর্শন করে; **হত**—নিহত; **প্রায়**—প্রায়; **বল**—সৈন্যবাহিনীর; **ঈশ্বরঃ**—অধীশ্বর; **প্রাহরৎ**—সে নিক্ষেপ করল; **কৃষ্ণ-সূতায়**—শ্রীকৃষ্ণের সারথির উদ্দেশ্যে; **শক্তিম্**—তার ভল্ল; **ভীম**—ভয়ানক; **রবাম্**—যার গর্জন ধ্বনি; **মৃধে**—যুদ্ধক্ষেত্রে।

অনুবাদ

হতপ্রায় সৈন্যদের অধীশ্বর শাল্ব যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রবেশ করতে দেখল, তখন সে তার ভল্লটি শ্রীভগবানের সারথির দিকে নিক্ষেপ করল। যুদ্ধক্ষেত্রের উপর দিয়ে উড়ে আসতে আসতে ভল্লটি ভয়ানকভাবে গর্জন করছিল।

শ্লোক ১৩

তামাপতন্তীং নভসি মহোল্কামিব রংহসা ।
ভাসয়ন্তীং দিশঃ শৌরিঃ সায়কৈঃ শতধাচ্ছিনৎ ॥ ১৩ ॥

তাম্—তাকে; **আপতন্তীম্**—উড়ে আসতে দেখে; **নভসি**—আকাশে; **মহা**—মহা; **উল্কাম্**—উল্কা; **ইব**—ন্যায়; **রংহসা**—দ্রুত; **ভাসয়ন্তীম্**—আলোকিত; **দিশঃ**—দিকগুলি; **শৌরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **সায়কৈঃ**—তাঁর বাণ দ্বারা; **শতধা**—শত শত খণ্ডে; **অচ্ছিনৎ**—ছিন্ন করলেন।

অনুবাদ

শাল্বর নিক্ষিপ্ত ভল্ল সমগ্র আকাশকে এক শক্তিশালী উল্কার মতো আলোকিত করল, কিন্তু শ্রীভগবান শৌরি সেই মহা অস্ত্রকে তাঁর বাণ দ্বারা শত শত খণ্ডে ছিন্ন করলেন।

শ্লোক ১৪

তং চ ষোড়শভির্বিদ্ধ্বা বাণৈঃ সৌভং চ খে ভ্রমৎ ।
অবিধ্যচ্ছরসন্দোহৈঃ খং সূর্য ইব রশ্মিভিঃ ॥ ১৪ ॥

তম্—তাকে শাল্ব; **চ**—এবং; **ষোড়শভিঃ**—ষোলটি; **বিদ্ধ্বা**—বিদ্ধ করে; **বাণৈঃ**—বাণ দ্বারা; **সৌভম্**—সৌভ; **চ**—ও; **খে**—আকাশে; **ভ্রমৎ**—বিচরণশীল; **অবিধ্যৎ**—তিনি বিদ্ধ করলেন; **শর**—তীরের; **সন্দোহৈঃ**—স্রোত দ্বারা; **খম্**—আকাশ; **সূর্যঃ**—সূর্য; **ইব**—যেমন; **রশ্মিভিঃ**—তার রশ্মি দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ তখন শাল্বকে ষোলটি তীর দ্বারা বিদ্ধ করলেন এবং আকাশে বিচরণশীল সৌভ বিমানকে অজস্র তীরের প্লাবনে বিদ্ধ করলেন। তীর নিক্ষেপরত শ্রীভগবান যেন তার কিরণ দিয়ে আকাশ প্লাবিতকারী সূর্যের মতো প্রকাশিত হলেন।

শ্লোক ১৫

শাল্বঃ শৌরেস্তু দোঃ সব্যং সশার্ঙ্গং শার্ঙ্গধন্বনঃ ।
বিভেদ ন্যপতদ্ধস্তাচ্ছার্ঙ্গমাসীৎ তদদ্ভুতম্ ॥ ১৫ ॥

শাল্বঃ—শাল্ব; **শৌরেঃ**—শ্রীকৃষ্ণের; **তু**—কিন্তু; **দোঃ**—বাহু; **সব্যম্**—বাম; **স**—সহ; **শার্ঙ্গম্**—শার্ঙ্গ নামক শ্রীভগবানের ধনুক; **শার্ঙ্গ-ধন্বনঃ**—যাঁকে শার্ঙ্গ ধন্বা বলা হয়, তাঁর; **বিভেদ**—বিদ্ধ করল; **ন্যপতৎ**—পতিত হল; **হস্তাৎ**—তাঁর হস্ত হতে; **শার্ঙ্গম্**—শার্ঙ্গ ধনুক; **আসীৎ**—হয়েছিল; **তৎ**—এই; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত।

অনুবাদ

শাল্ব তখন শ্রীকৃষ্ণের শার্ঙ্গ ধনুক ধারণকারী বাম বাহুকে বিদ্ধ করতে সক্ষম হল এবং অদ্ভুতভাবে তাঁর হাত থেকে শার্ঙ্গ পতিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৬

হাহাকারো মহানাসীদ্ ভূতানাং তত্র পশ্যতাম্ ।
নিনদ্য সৌভরাড়ুচ্চৈরিদমাহ জনার্দনম্ ॥ ১৬ ॥

হাহাকারঃ—হাহাকার; **মহান্**—মহা; **আসীৎ**—উত্থিত হলে; **ভূতানাম্**—জীবগণের মধ্যে; **তত্র**—সেখানে; **পশ্যতাম্**—যারা প্রত্যক্ষ করছিল; **নিনদ্যঃ**—নিনাদ করে; **সৌভ-রাট্**—সৌভপতি; **উচ্চৈঃ**—উচ্চৈঃস্বরে; **ইদম্**—এই; **আহ**—বলল; **জনার্দনম্**—শ্রীকৃষ্ণকে।

অনুবাদ

প্রত্যক্ষদর্শীরা সকলে হাহাকার করে উঠলেন। তখন সৌভপতি উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করে ভগবান জনার্দনকে বলেছিল।

শ্লোক ১৭-১৮

যৎ ত্বয়া মূঢ় নঃ সখ্যুর্ভ্রাতুর্ভার্যা হৃতেক্ষতাম্ ।
প্রমত্তঃ স সভামধ্যে ত্বয়া ব্যাপাদিতঃ সখা ॥ ১৭ ॥
তং ত্বাদ্য নিশিতৈর্বাণৈরপরাজিতমানিনম্ ।
নয়াম্যপুনরাবৃত্তিং যদি তিষ্ঠের্মমাগ্রতঃ ॥ ১৮ ॥

যৎ—যেহেতু; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **মূঢ়**—হে মূর্খ; **নঃ**—আমাদের; **সখ্যুঃ**—বন্ধুর (শিশুপাল); **ভ্রাতুঃ**—(তোমার) ভ্রাতার; **ভার্যা**—বধূ; **হৃতা**—অপহরণ করেছ; **ঈক্ষতাম্**—আমাদের সমক্ষে; **প্রমত্তঃ**—অমনোযোগী; **সঃ**—সে শিশুপাল; **সভা**—সভার (রাজসূয় যজ্ঞের); **মধ্যে**—মধ্যে; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **ব্যাপাদিতঃ**—নিহত হয়েছে; **সখা**—আমার বন্ধু; **তম্ ত্বা**—তুমি নিজে; **অদ্য**—আজ; **নিশিতৈঃ**—তীক্ষ্ণ; **বাণৈঃ**—বাণ দ্বারা; **অপরাজিত**—অপরাজিত; **মানিনম্**—যে তোমাকে মনে করে; **নয়ামি**—আমি প্রেরণ করব; **অপুনঃ-আবৃত্তিম্**—যমালয়ে; **যদি**—যদি; **তিষ্ঠেঃ**—তুমি অবস্থান কর; **মম**—আমার; **অগ্রতঃ**—সম্মুখে।

অনুবাদ

[শাল্ব বলল—] তুমি মূর্খ—কারণ আমাদের সামনে তুমি আমাদের বন্ধু, তোমার নিজ ভ্রাতা, শিশুপালের বধূকে অপহরণ করেছিলে এবং যেহেতু তুমি পরে তার অপ্রস্তুত অবস্থায় তাকে পবিত্র সভার মধ্যে হত্যা করেছ, আজকে আমার তীক্ষ্ণ বাণ দিয়ে আমি তোমাকে যমালয়ে পাঠাব। যদিও তুমি নিজেকে অপরাজেয় বলে মনে কর, কিন্তু তুমি যদি আমার সামনে এখন দাঁড়াবার সাহস কর, তা হলে আমি তোমাকে হত্যা করবই।

শ্লোক ১৯

শ্রীভগবানুবাচ

বৃথা ত্বং কথসে মন্দ ন পশ্যস্যন্তিকেঽন্তকম্ ।
পৌরুষং দর্শয়ন্তি স্ম শূরা ন বহুভাষিণঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **বৃথা**—বৃথা; **ত্বম্**—তুমি; **কথসে**—দম্ভ করছ; **মন্দ**—রে মূঢ়; **ন পশ্যসি**—তুমি দর্শন করছ না; **অন্তিকে**—নিকটে; **অন্তকম্**—মৃত্যু; **পৌরুষম্**—তাদের পৌরুষ; **দর্শয়ন্তি**—প্রদর্শন করে; **স্ম**—প্রকৃতপক্ষে; **শূরাঃ**—বীরগণ; **ন**—না; **বহু**—অনেক; **ভাষিণঃ**—কথা বলে।

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—রে মূঢ়, তুমি বৃথা দম্ভ করছ, কারণ তোমার কাছে দাঁড়ানো মৃত্যুকে তুমি দেখতে পাচ্ছ না। যথার্থ বীরেরা বেশি কথা বলে না, বরং তাদের কাজের মধ্যেই পৌরুষ প্রদর্শন করে।

শ্লোক ২০

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ শাল্বং গদয়া ভীমবেগয়া ।
ততাড় জত্রৌ সংরব্ধঃ স চকম্পে বমন্নসৃক্ ॥ ২০ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **শাল্বম্**—শাল্ব; **গদয়া**—তাঁর গদা দ্বারা; **ভীম**—ভয়ানক; **বেগয়া**—বেগে; **ততাড়**—আঘাত করলেন; **জত্রৌ**—কণ্ঠ ও বাহুসন্ধির অস্থি স্থানে; **সংরব্ধঃ**—ক্রুদ্ধভাবে; **সঃ**—সে; **চকম্পে**—কম্পিত হল; **বমন**—বমি করতে করতে; **অসৃক্**—রক্ত।

অনুবাদ

এই কথা বলে ক্রুদ্ধ শ্রীভগবান তাঁর গদাটি ভয়ঙ্কর শক্তি ও বেগে সঞ্চালিত করে শাল্বের জত্রদেশে আঘাত করলেন যার ফলে শাল্বের রক্ত বমন হয়ে সর্বশরীর প্রকম্পিত করেছিল।

শ্লোক ২১

গদায়াং সন্নিবৃত্তায়াং শাল্বস্ত্বন্তরধীয়ত ।
ততো মুহূর্ত আগত্য পুরুষঃ শিরসাচ্যুতম্ ।
দেবক্যা প্রহিতোঽস্মীতি নত্বা প্রাহ বচো রুদন্ ॥ ২১ ॥

গদায়াম্—গদা; **সন্নিবৃত্তায়াম্**—প্রত্যাহৃত হলে; **শাল্বঃ**—শাল্ব; **তু**—কিন্তু; **অন্তরধীয়ত**—অন্তর্হিত হল; **ততঃ**—তখন; **মুহূর্তে**—এক মুহূর্ত পরে; **আগত্য**—আগমন করে; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **শিরসা**—তার মস্তক দ্বারা; **অচ্যুতম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **দেবক্যা**—মাতা দেবকী দ্বারা; **প্রহিতঃ**—প্রেরিত; **অস্মি**—আমি; **ইতি**—এই বলে; **নত্বা**—নত হয়ে; **প্রাহ**—সে বলল; **বচঃ**—এই সকল কথা; **রুদন্**—রোদন করতে করতে।

অনুবাদ

কিন্তু ভগবান অচ্যুত তাঁর গদা প্রত্যাহার করার সঙ্গে সঙ্গে শাল্ব অন্তর্হিত হল এবং এক মুহূর্ত পরে একটি লোক শ্রীভগবানের কাছে এল। তার মাথা নত করে তাকে প্রণতি নিবেদন করে সে ঘোষণা করল, "দেবকী আমাকে পাঠিয়েছেন" এবং রোদন করতে করতে পরবর্তী কথাগুলি সে বলতে লাগল।

শ্লোক ২২

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো পিতা তে পিতৃবৎসল ।
বদ্ধাপনীতঃ শাল্বেন সৌনিকেন যথা পশুঃ ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ; **মহা-বাহো**—হে মহাবাহো; **পিতা**—পিতা; **তে**—আপনার; **পিতৃ**—আপনার পিতা-মাতার; **বৎসল**—স্নেহানুগত; **বদ্ধা**—বন্ধন করে; **অপনীতঃ**—নিয়ে যায়; **শাল্বেন**—শাল্ব দ্বারা; **সৌনিকেন**—এক কষাই দ্বারা; **যথা**—যেমন; **পশুঃ**—গৃহপালিত পশু।

অনুবাদ

[লোকটি বলল—] হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হে মহাবাহো, হে পিতৃ-মাতৃবৎসল! কষাই যেমন পশুকে হত্যা করার জন্য নিয়ে যায়, সেভাবে শাল্ব আপনার পিতাকে বন্দী করে নিয়ে গেছে।

শ্লোক ২৩

নিশম্য বিপ্রিয়ং কৃষ্ণো মানুষীং প্রকৃতিং গতঃ ।
বিমনস্কো ঘৃণী স্নেহাদ্ বভাষে প্রাকৃতো যথা ॥ ২৩ ॥

নিশম্য—শ্রবণ করে; **বিপ্রিয়ম্**—অপ্রিয় কথা; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **মানুষীম্**—মনুষ্য তুল্য; **প্রকৃতিম্**—স্বভাব; **গতঃ**—ধারণকারী; **বিমনস্কঃ**—দুঃখিত; **ঘৃণী**—দয়ালু; **স্নেহাৎ**—স্নেহবশত; **বভাষে**—তিনি বললেন; **প্রাকৃতঃ**—এক সাধারণ ব্যক্তি; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

যখন তিনি এই অপ্রিয় সংবাদ শুনলেন, তখন নশ্বর মানুষের ভূমিকায় লীলা অভিনয়কারী শ্রীকৃষ্ণ দুঃখ ও দয়া প্রদর্শন করলেন এবং তাঁর পিতামাতার জন্য প্রেমবশত সাধারণ বদ্ধ জীবাত্মার মতো তিনি পরবর্তী কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ২৪

কথং রামমসম্ভ্রান্তং জিত্বাজেয়ং সুরাসুরৈঃ ।
শাল্বেনাল্পীয়সা নীতঃ পিতা মে বলবান্ বিধিঃ ॥ ২৪ ॥

কথম্—কিভাবে; **রামম্**—শ্রীবলরাম; **অসম্ভ্রান্তম্**—অপ্রমত্ত; **জিত্বা**—পরাজিত করে; **অজেয়ম্**—অজেয়; **সুর**—দেবতাদের দ্বারা; **অসুরৈঃ**—এবং দানব; **শাল্বেন**—শাল্ব দ্বারা; **অল্পীয়সা**—অত্যন্ত অল্প; **নীতঃ**—হরণ করল; **পিতা**—পিতা; **মে**—আমার; **বলবান্**—শক্তিশালী; **বিধিঃ**—ভাগ্য।

অনুবাদ

[ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] বলরাম চিরসতর্ক এবং কোন দেবতা বা দানবই তাঁকে পরাজিত করতে পারে না। তা হলে কিভাবে এই তুচ্ছ শাল্ব তাঁকে পরাজিত করে আমার পিতাকে অপহরণ করল? নিঃসন্দেহে, ভাগ্যই সর্বশক্তিমান।

শ্লোক ২৫

ইতি ব্রুবাণে গোবিন্দে সৌভরাট্ প্রত্যুপস্থিতঃ ।
বসুদেবমিবানীয় কৃষ্ণং চেদমুবাচ সঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি—এইভাবে; **ব্রুবাণে**—বলে; **গোবিন্দে**—শ্রীকৃষ্ণ; **সৌভরাট্**—সৌভপতি (শাল্ব); **প্রত্যুপস্থিতঃ**—উপস্থিত হয়ে; **বসুদেবম্**—শ্রীকৃষ্ণের পিতা, বসুদেব; **ইব**—ন্যায়; **আনীয়**—আনয়ন করে; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **চ**—এবং; **ইদম্**—এই; **উবাচ**—বলল; **সঃ**—সে।

অনুবাদ

গোবিন্দ এই সকল কথা বলার পর, দৃশ্যত বসুদেবকে শ্রীভগবানের সামনে অগ্রসর করে, সৌভপতি আবার আবির্ভূত হল। শাল্ব তখন এইভাবে বলতে লাগল।

শ্লোক ২৬

এষ তে জনিতা তাতো যদর্থমিহ জীবসি ।
বধিষ্যে বীক্ষতস্তেঽমুমীশশ্চেৎ পাহি বালিশ ॥ ২৬ ॥

এষঃ—এই; **তে**—তোমার; **জনিতা**—পিতা, যে তোমাকে জন্ম দান করেছে; **তাতঃ**—প্রিয়; **যদ্-অর্থম্**—যার জন্য; **ইহ**—এই জগতে; **জীবসি**—তুমি জীবন ধারণ করছ; **বধিষ্যে**—আমি বধ করব; **বীক্ষতঃ তে**—তোমার সামনে; **অমুম্**—তাকে; **ঈশঃ**—সমর্থ হও; **চেৎ**—যদি; **পাহি**—তাকে রক্ষা কর; **বালিশ**—ওহে শিশু।

অনুবাদ

[শাল্ব বলল—] এই হচ্ছে তোমার প্রিয় পিতা, যে তোমাকে জন্ম দিয়েছে এবং যার জন্য তুমি এই জগতে জীবন ধারণ করছ। তোমার চোখের সামনে আমি এখন তাকে হত্যা করব। ওহে দুর্বল, যদি পার তাকে রক্ষা কর।

শ্লোক ২৭

এবং নির্ভৎর্স্য মায়াবী খড়্গেনানকদুন্দুভেঃ ।
উৎকৃত্য শির আদায় খস্থং সৌভং সমাবিশৎ ॥ ২৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **নির্ভৎর্স্য**—ভর্ৎসনা করে; **মায়াবী**—জাদুকর; **খড়্গেন**—তার তরবারি দ্বারা; **আনকদুন্দুভেঃ**—শ্রীবসুদেবের; **উৎকৃত্য**—ছিন্ন করে; **শিরঃ**—মস্তক; **আদায়**—তা গ্রহণ করে; **খ**—আকাশে; **স্থম্**—অবস্থিত; **সৌভম্**—সৌভ; **সমাবিশৎ**—সে প্রবেশ করল।

অনুবাদ

শ্রীভগবানকে এইভাবে ভর্ৎসনা করার পর, জাদুকর শাল্ব যেন তার তরবারি দ্বারা বসুদেবের মস্তক ছিন্ন করল। মস্তকটি তার সঙ্গে গ্রহণ করে আকাশে পরিভ্রমণরত সৌভযানে সে প্রবেশ করল।

শ্লোক ২৮

ততো মুহূর্তং প্রকৃতাবুপপ্লুতঃ
স্ববোধ আস্তে স্বজনানুষঙ্গতঃ ।
মহানুভাবস্তদবুধ্যদাসুরীং
মায়াং স শাল্বপ্রসৃতাং ময়োদিতাম্ ॥ ২৮ ॥

ততঃ—অতঃপর; **মুহূর্তম্**—এক মুহূর্তের জন্য; **প্রকৃতৌ**—সাধারণ (মনুষ্য) স্বভাবে; **উপপ্লুতঃ**—নিমগ্ন; **স্ব-বোধঃ**—(যদিও) স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানযুক্ত; **আস্তে**—তিনি অবস্থান করলেন; **স্ব-জন**—তাঁর প্রিয়জনের জন্য; **অনুসঙ্গতঃ**—তাঁর স্নেহবশত; **মহা-অনুভাবঃ**—মহানুভব; **তৎ**—সেই; **অনুধ্যৎ**—হৃদয়ঙ্গম করলেন; **আসুরীম্**—আসুরিক; **মায়াম্**—মায়া; **সঃ**—তিনি; **শাল্ব**—শাল্ব দ্বারা; **প্রসৃতাম্**—বিস্তারিত; **ময়**—ময়দানব দ্বারা; **উদিতাম্**—নির্মিত।

অনুবাদ

প্রকৃতিগতভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবান এবং মহানুভব। তবুও এক মুহূর্তের জন্য, তাঁর প্রিয়জনের প্রতি পরম স্নেহবশত, তিনি এক সাধারণ মানুষের ভাবে নিমগ্ন হয়ে অবস্থান করেছিলেন। শীঘ্রই তিনি স্মরণ করলেন যে, এই সমস্ত কিছুই ময়দানব দ্বারা নির্মিত ও শাল্ব দ্বারা প্রয়োগিত এক আসুরিক মায়া।

শ্লোক ২৯

ন তত্র দূতং ন পিতুঃ কলেবরং
প্রবুদ্ধ আজৌ সমপশ্যদচ্যুতঃ ।
স্বাপ্নং যথা চাম্বরচারিণং রিপুং
সৌভস্থমালোক্য নিহন্তুমুদ্যতঃ ॥ ২৯ ॥

ন—না; **তত্র**—সেখানে; **দূতম্**—দূত; **ন**—না; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার; **কলেবরম্**—দেহ; **প্রবুদ্ধঃ**—সচেতন; **আজৌ**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **সমপশ্যাৎ**—দর্শন করলেন; **অচ্যুতঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **স্বাপ্নম্**—স্বপ্নে; **যথা**—যেমন; **চ**—এবং; **অম্বর**—আকাশে; **চারিণম্**—বিচরণরত; **রিপুম্**—তাঁর শত্রু (শাল্ব); **সৌভস্থম্**—সৌভবিমানে উপবিষ্ট; **আলোক্য**—দর্শন করে; **নিহন্তুম্**—তাকে হত্যা করতে; **উদ্যত**—তিনি উদ্যত হলেন।

অনুবাদ

এখন প্রকৃত অবস্থান সম্বন্ধে সচেতন ভগবান অচ্যুত যুদ্ধক্ষেত্রে তার সামনে না দূত, না তার পিতার শরীর কিছুই লক্ষ্য করলেন না। এটি যেন ছিল তাঁর ঘুম থেকে জেগে ওঠারই মতো। উর্ধ্বে তাঁর শত্রুকে সৌভবিমানে উড্ডীয়মান লক্ষ্য করে, শ্রীভগবান তখন তাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হলেন।

শ্লোক ৩০

এবং বদন্তি রাজর্ষে ঋষয়ঃ কে চ নান্বিতাঃ ।
যৎ স্ববাচো বিরুধ্যেত নূনং তে ন স্মরন্ত্যুত ॥ ৩০ ॥

এবম্—তাই; **বদন্তি**—বলে; **রাজ-ঋষে**—হে রাজর্ষে (পরীক্ষিৎ); **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **কে চ**—কতিপয়; **ন**—না; **অন্বিতাঃ**—ঠিকভাবে যুক্তিসম্মত; **যৎ**—যেহেতু; **স্ব**—তাদের নিজ; **বাচঃ**—কথাগুলি; **বিরুধ্যেত**—পরস্পর বিরোধী; **নূনম্**—নিশ্চিতরূপে; **তে**—তারা; **ন স্মরন্তি**—স্মরণ করেন না; **উত**—বস্তুত।

অনুবাদ

হে রাজর্ষি, কতিপয় ঋষি এমনই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যাঁরা নিজেরা এমন অযৌক্তিকভাবে পরস্পরবিরোধী কথা বলেন, তাঁরা তাঁদের নিজেদের পূর্বের বক্তব্য বিস্মৃত হয়েই থাকেন।

তাৎপর্য

যদি কেউ মনে করেন যে শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে শাল্বের মায়া দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন এবং শ্রীভগবান সাধারণ জড় শোক করার বিষয়, এই ধরনের মত অযৌক্তিক ও পরস্পর বিরোধী। কারণ সকলে জানে যে, শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান, চিন্ময় ও অদ্বয় তত্ত্ব। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে একথা আরও বর্ণনা করা হবে।

শ্লোক ৩১

ক্ব শোকমোহৌ স্নেহো বা ভয়ং বা যেঽজ্ঞসম্ভবাঃ।
ক্ব চাখণ্ডিতবিজ্ঞান জ্ঞানৈশ্বর্যস্ত্বখণ্ডিতঃ ॥ ৩১ ॥

ক্ব—কোথায়; **শোক**—শোক; **মোহৌ**—এবং মোহ; **স্নেহঃ**—জাগতিক স্নেহ; **বা**—বা; **ভয়ম্**—ভয়; **বা**—বা; **যে**—যে; **অজ্ঞ**—অজ্ঞতাবশত; **সম্ভবাঃ**—জন্মে; **ক্ব চ**—এবং কোথায়, অপরপক্ষে; **অখণ্ডিত**—অখণ্ড; **বিজ্ঞান**—বিজ্ঞান; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **ঐশ্বর্যঃ**—এবং শক্তি; **তু**—কিন্তু; **অখণ্ডিতঃ**—অখণ্ড ভগবান।

অনুবাদ

অখণ্ড জ্ঞান বিজ্ঞান-ঐশ্বর্যশালী পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবানের উপর কিভাবে অজ্ঞতাবশত জাত সকল শোক, মোহ, স্নেহ বা ভয় আরোপিত হতে পারে?

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "বিলাপ, শোক ও বিভ্রান্তি সবই বদ্ধ জীবাত্মার বৈশিষ্ট্য, কিন্তু কিভাবে এই সকল বস্তু পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণবীর্য ও সকল ঐশ্বর্যের আকর পরমেশ্বর ভগবানকে প্রভাবিত করতে পারে? প্রকৃতপক্ষে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শাল্বের মায়াজালে আদৌ বিভ্রান্ত হওয়া সম্ভব নয়। তিনি শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের ভূমিকায় লীলাভিনয় করছিলেন।"

ভাগবতের সকল মহান ভাষ্যকারগণ সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন যে, আত্মার অজ্ঞানতা থেকে উদ্ভূত শোক, মোহ, আসক্তি ও ভয় কখনও শ্রীভগবানের অভিনীত চিন্ময় লীলাসমূহে উপস্থিত থাকতে পারে না। এই বিষয়টি বর্ণনা করতে শ্রীল জীব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহ থেকে বহু দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন। যেমন গোপবালকগণ যখন অঘাসুরের মুখে প্রবেশ করেছিলেন, তখনও শ্রীকৃষ্ণ দৃশ্যতঃ বিস্মিত হয়েছিলেন। তেমনই, ব্রহ্মা যখন শ্রীকৃষ্ণের গোপবালক সখা ও গোবৎসদের অপহরণ করেছিলেন, শ্রীভগবান তখন প্রথমে তাদের খুঁজতে আরম্ভ করলেন যেন তিনি জানতেন না তারা কোথায় ছিল। এইভাবে শ্রীভগবান একজন সাধারণ মানুষের ভূমিকায় লীলা অভিনয় করেছিলেন যাতে তাঁর ভক্তবৃন্দের সঙ্গে চিন্ময় লীলা উপভোগ করতে পারেন। শুকদেব গোস্বামী এই শ্লোক ও পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করছেন যে, কারো কখনও মনে করা উচিত নয় যে, পরমেশ্বর ভগবান একজন সাধারণ ব্যক্তি।

শ্লোক ৩২

যৎপাদসেবোর্জিতয়াত্মবিদ্যয়া
হিন্বন্ত্যনাদ্যাত্মবিপর্যয়গ্রহম্ ।
লভন্ত আত্মীয়মনন্তমৈশ্বরং
কুতো নু মোহঃ পরমস্য সদ্গতেঃ ॥ ৩২ ॥

যৎ—যাঁর; **পাদ**—পদদ্বয়ের; **সেবা**—সেবা দ্বারা; **ঊর্জিতয়া**—দৃঢ় করেন; **আত্ম-বিদ্যয়া**—আত্মোপলব্ধির দ্বারা; **হিন্বন্তি**—তাঁরা দূরীভূত করেন; **অনাদি**—সনাতন; **আত্ম**—আত্মার; **বিপর্যয়-গ্রহম্**—অবিদ্যা; **লভন্তে**—তাঁরা প্রাপ্ত হন; **আত্মীয়ম্**—তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কে; **অনন্তম্**—নিত্য; **ঐশ্বরম্**—মহিমা; **কুতঃ**—কিভাবে; **নু**—বস্তুত; **মোহঃ**—বিভ্রান্তি; **পরমস্য**—পরমেশ্বরের; **সৎ**—সাধু ভক্তগণের; **গতেঃ**—গতি।

অনুবাদ

তাঁর পাদদ্বয়ের সেবা প্রদানের দ্বারা উৎকর্ষিত আত্মোপলব্ধির শক্তি দ্বারা, শ্রীভগবানের ভক্তগণ অনাদিকাল হতে আত্মাকে বিভ্রান্তকারী জীবনের দেহগত ভাবনাগুলি দূরীভূত করেন। এইভাবে তাঁরা তাঁর ব্যক্তিগত সঙ্গের মহিমা অর্জন করেন। তা হলে, কিভাবে, সকল প্রকৃত সাধুগণের গতি সেই পরম ব্রহ্ম, মায়ার বিষয় হতে পারেন?

তাৎপর্য

উপবাসের ফলে দেহ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তখন কেউ মনে করে, "আমি কৃশ হচ্ছি!" তেমনই কখনও কখনও বদ্ধ আত্মা মনে করে, "আমি সুখী" অথবা "আমি অসুখী"—ভাবনাটি জীবনের দেহগত ধারণার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু, কেবলমাত্র, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম দুখানির সেবার মাধ্যমে ভক্তরা জীবনের এই দেহগত ধারণা থেকে মুক্ত হন। তা হলে কিভাবে এই মায়া পরমেশ্বর ভগবানকে যে কোন সময় প্রভাবিত করতে পারে?

শ্লোক ৩৩

তং শস্ত্রপূগৈঃ প্রহরন্তমোজসা
শাল্বং শরৈঃ শৌরিরমোঘবিক্রমঃ ।
বিদ্ধাচ্ছিনদ্বর্ম ধনুঃ শিরোমণিং
সৌভং চ শত্রোর্গদয়া রুরোজ হ ॥ ৩৩ ॥

তম্—তাঁকে; **শস্ত্র**—অস্ত্রের; **পূগৈঃ**—স্রোত দ্বারা; **প্রহরন্তম্**—আক্রমণপূর্বক; **ওজসা**—বিশালবাহিনী দ্বারা; **শাল্বম্**—শাল্ব; **শরৈঃ**—তাঁর বাণগুলি দিয়ে; **শৌরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **অমোঘ**—অব্যর্থ; **বিক্রমঃ**—যার বিক্রম; **বিদ্ধা**—বিদ্ধ করে; **অচ্ছিনৎ**—তিনি ভগ্ন করলেন; **বর্ম**—বর্ম; **ধনুঃ**—ধনুক; **শিরঃ**—মস্তকের উপরে; **মণিম্**—মণি; **সৌভম্**—সৌভযান; **চ**—এবং; **শত্রোঃ**—তাঁর শত্রুর; **গদয়া**—তাঁর গদা দিয়ে; **রুরোজ**—তিনি ভগ্ন করলেন; **হ**—বস্তুত।

অনুবাদ

শাল্ব যখন ক্রমাগত তাঁর প্রতি বিশাল বাহিনী দ্বারা স্রোতের মতো অস্ত্র নিক্ষেপ করছিল, তখন অমোঘবিক্রম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শাল্বের প্রতি তাঁর তীরসমূহ নিক্ষেপ করে তাকে আহত করে, তার বর্ম, ধনুক ও শিরোপরি মণি চূর্ণ করলেন। অতঃপর শ্রীভগবান তাঁর গদা দিয়ে তাঁর শত্রুর সৌভবিমানটি ধ্বংস করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "শাল্ব যখন ভাবল যে, শ্রীকৃষ্ণ তার মায়াজালে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, সে তখন আরো অনুপ্রাণিত হয়ে প্রবলভাবে বাণ বর্ষণ করে প্রচণ্ড শক্তি ও বিপুল উৎসাহে শ্রীভগবানকে আক্রমণ করল। কিন্তু শাল্বের এই উৎসাহ, এই উদ্যম, অগ্নিতে দ্রুতবেগে ধাবমান পতঙ্গের সঙ্গে তুলনীয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অসীম শক্তির সঙ্গে তাঁর তীরগুলি নিক্ষেপ করে শাল্বকে আহত করলেন আর

তার বর্ম, ধনুক ও রত্নখচিত শিরোস্ত্রাণ খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। শ্রীকৃষ্ণের গদার এক বিধ্বংসী আঘাতে শাল্বের অদ্ভুত বিমানটি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে সমুদ্রে পড়ে গেল।"

প্রকৃতপক্ষে, শাল্বের তুচ্ছ মায়াশক্তি যে শ্রীকৃষ্ণকে বিমোহিত করতে পারেনি, এখানে তা সুদৃঢ়ভাবেই প্রদর্শিত হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

তৎ কৃষ্ণহস্তেরিতয়া বিচূর্ণিতং
পপাত তোয়ে গদয়া সহস্রধা ।
বিসৃজ্য তদ্ভূতলমাস্থিতো গদাম্
উদ্যম্য শাল্বোঽচ্যুতমভ্যগাদ্‌দ্রুতম্ ॥ ৩৪ ॥

তৎ—সেই (সৌভ); **কৃষ্ণ-হস্ত**—শ্রীকৃষ্ণের হস্ত দ্বারা; **ঈরিতয়া**—নিক্ষিপ্ত; **বিচূর্ণিতম্**—চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে; **পপাত**—তা পতিত হল; **তোয়ে**—জলে; **গদয়া**—গদা দিয়ে; **সহস্রধা**—সহস্র খণ্ডে; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **তৎ**—তা; **ভূ-তলম্**—ভূমিতে; **আস্থিতঃ**—দাঁড়িয়ে; **গদাম্**—তাঁর গদা; **উদ্যম্য**—গ্রহণ করে; **শাল্ব**—শাল্ব; **অচ্যুতম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **অভ্যগাৎ**—আক্রমণ করল; **দ্রুতম্**—দ্রুত।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের গদার আঘাতে সহস্র খণ্ডে বিচূর্ণ হয়ে সৌভ বিমানটি জলের মধ্যে পড়ে গেল। শাল্ব সেটি ছেড়ে স্বয়ং ভূমিতে নেমে তার গদা গ্রহণ করল এবং ভগবান অচ্যুতের দিকে ধেয়ে এল।

শ্লোক ৩৫

আধাবতঃ সগদং তস্য বাহুং
ভল্লেন ছিত্ত্বাথ রথাঙ্গমদ্ভুতম্ ।
বধায় শাল্বস্য লয়ার্কসন্নিভং
বিভ্রদ বভৌ সার্ক ইবোদয়াচলঃ ॥ ৩৫ ॥

আধাবতঃ—তাঁর দিকে ধাবিত; **স-গদম্**—তার গদা বহন করে; **তস্য**—তার; **বাহুম্**—বাহু; **ভল্লেন**—বিশেষ ধরনের তীর দ্বারা; **ছিত্ত্বা**—ছেদন করে; **অথ**—অতঃপর; **রথ-অঙ্গম্**—তাঁর চক্র অস্ত্র; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **বধায়**—হত্যার জন্য; **শাল্বস্য**—শাল্বের; **লয়**—প্রলয়কালীন; **অর্ক**—সূর্য; **সন্নিভম্**—সদৃশ; **বিভ্রদ**—ধারণ করে; **বভৌ**—তিনি শোভা পাচ্ছিলেন; **স-অর্কঃ**—সূর্যযুক্ত; **ইব**—যেন; **উদয়**—সূর্যোদয়ের; **অচলঃ**—পর্বত।

অনুবাদ

শাল্ব যখন তাঁর দিকে ধাবিত হল তখন শ্রীভগবান একটি ভল্ল নিক্ষেপ করে যে হাতে গদা ধারণ করেছিল সেটি ছেদন করলেন। অবশেষে শাল্বকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণ প্রলয়কালীন সূর্যের মতো তাঁর সুদর্শন চক্র ধারণ করলেন। উজ্জ্বলরূপে শোভিত শ্রীভগবান উদয়াচলের মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৬

জহার তেনৈব শিরঃ সকুণ্ডলং
কিরীটযুক্তং পুরুমায়িনো হরিঃ ।
বজ্রেণ বৃত্রস্য যথা পুরন্দরো
বভূব হাহেতি বচস্তদা নৃণাম্ ॥ ৩৬ ॥

জহার—তিনি ছেদন করলেন; **তেন**—তা দ্বারা; **এব**—বস্তুত; **শিরঃ**—মস্তক; **স**—সহ; **কুণ্ডলম্**—কুণ্ডলদুটি; **কিরীট**—মুকুট; **যুক্তম্**—পরিহিত; **পুরু**—বিশাল; **মায়িনঃ**—মায়াশক্তির অধিকারী; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **বজ্রেণ**—তাঁর বজ্র অস্ত্র দ্বারা; **বৃত্রস্য**—বৃত্রাসুরের; **যথা**—যেমন; **পুরন্দরঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **বভূব**—সেখানে উত্থিত হোল; **হা হা ইতি**—"হায়, হায়"; **বচঃ**—ধ্বনি; **তদা**—তখন; **নৃণাম্**—মানুষদের (শাল্বের)।

অনুবাদ

ঠিক যেমন বৃত্রাসুরের মস্তক ছেদনের জন্য পুরন্দর তার বজ্রকে ব্যবহার করেছিল, তেমনি তাঁর চক্রকে নিযুক্ত করে শ্রীহরি কুণ্ডল ও মুকুটসহ সেই মহা-মায়াবীর মস্তক ছেদন করলেন। তা দেখে শাল্বের সকল অনুগামী "হায়, হায়!" করে কেঁদে উঠল।

শ্লোক ৩৭

তস্মিন্ নিপতিতে পাপে সৌভে চ গদয়া হতে ।
নেদুর্দুন্দুভয়ো রাজন্ দিবি দেবগণেরিতাঃ ।
সখীনামপচিতিং কুর্বন্ দন্তবক্রো রুষাভ্যগাৎ ॥ ৩৭ ॥

তস্মিন্—সে; **নিপতিতে**—পতিত হলে; **পাপে**—পাপিষ্ঠ; **সৌভে**—সৌভ যান; **চ**—এবং; **গদয়া**—গদা দ্বারা; **হতে**—বিনষ্ট হলে; **নেদুঃ**—সেখানে নিনাদিত হল; **দুন্দুভয়ঃ**—দুন্দুভি; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **দিবি**—আকাশে; **দেব-গণ**—

দেবতাগণের দ্বারা; **ঈরিতাঃ**—বাদিত; **সখীনাম্**—তার বন্ধুদের জন্য; **অপচিতিম্**—প্রতিশোধ; **কুর্বন**—গ্রহণের উদ্দেশ্যে; **দন্তবক্রঃ**—দন্তবক্র; **রুষা**—ক্রোধে; **অভ্যগাৎ**—ধাবিত হল।

অনুবাদ

পাপিষ্ঠ শাল্ব এখন মৃত, এবং তার সৌভবিমান ধ্বংস হয়েছে, দেবতারা স্বর্গে দুন্দুভি নিনাদিত করলেন। তখন দন্তবক্র, তার বন্ধুর মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ক্রুদ্ধভাবে শ্রীভগবানকে আক্রমণ করল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'ভগবান কৃষ্ণ দানব শাল্বকে বধ করলেন' নামক সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

দন্তবক্র, বিদূরথ ও রোমহর্ষণ বধ

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ দন্তবক্র ও বিদূরথকে বধ করলেন, বৃন্দাবনে গমন করলেন এবং তারপর দ্বারকায় ফিরে এলেন। কিভাবে শ্রীবলরাম অপমানজনক রোমহর্ষণ সূতকে বধ করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তাও বর্ণনা করা হয়েছে।

তার বন্ধু শাল্বের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে দন্তবক্র গদা হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজ গদা ধারণ করে তার সামনে এলেন। দন্তবক্র তখন কটু বাক্য দ্বারা শ্রীভগবানকে অপমান করল এবং তাঁর মস্তকে এক প্রচণ্ড আঘাত করল। কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে শ্রীকৃষ্ণ দন্তবক্রের বক্ষে গদাঘাত করে তার বক্ষ চূর্ণ করলেন। বিদূরথ নামে দন্তবক্রের এক ভাই দন্তবক্রের মৃত্যুতে শোকে উন্মত্তপ্রায় হয়ে উঠল। তার তরবারি গ্রহণ করে বিদূরথ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখীন হলে শ্রীভগবান তাঁর সুদর্শন চক্র দ্বারা বিদূরথের মস্তক ছেদন করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এরপর দু'মাসের জন্য বৃন্দাবন পরিদর্শনে গিয়ে অবশেষে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

যখন ভগবান বলদেব শুনলেন যে, পাণ্ডব ও কৌরবেরা যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে তখন এই ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকার জন্য তীর্থযাত্রার অছিলায় তিনি দ্বারকা ত্যাগ করলেন। শ্রীভগবান প্রভাস, ত্রিটকূপ ও বিশাল রূপ পবিত্র স্থানগুলিতে স্নান করলেন এবং ঘটনাক্রমে পবিত্র নৈমিষারণ্যে গেলেন যেখানে মহান ঋষিগণ এক বিস্তৃত যজ্ঞ সম্পাদন করছিলেন। সমবেত ঋষিগণ দ্বারা পূজিত ও সম্মানের আসন নিবেদিত হয়ে শ্রীভগবান লক্ষ্য করলেন যে, রোমহর্ষণ সূত তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় দণ্ডায়মান না হয়ে বক্তার আসনে উপবিষ্ট থাকল। তার এই অপরাধের জন্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কুশাগ্র স্পর্শের দ্বারা শ্রীবলরাম রোমহর্ষণকে হত্যা করলেন।

ভগবান বলদেব যা করেছিলেন তার জন্য সমবেত ঋষিগণ দুঃখিত হয়ে তাঁকে বললেন—"আপনি না জেনে এক ব্রাহ্মণকে হত্যা করেছেন, তাই যদিও আপনি বৈদিক বিধির ঊর্ধ্বে, তবু আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি যে, লোক শিক্ষার জন্য এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন।" তখন শ্রীবলদেব 'আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে' এই বৈদিক বিধি অনুযায়ী রোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবাকে *পুরাণ* বক্তার পদ অনুমোদন করে এবং ঋষিগণের ইচ্ছানুসারে তিনি উগ্রশ্রবার দীর্ঘজীবন সহ সার্থক ইন্দ্রিয় পটুতা প্রদান করলেন।

ঋষিগণের জন্য আরও কিছু করতে চেয়ে শ্রীবলদেব সেই যজ্ঞক্ষেত্রকে অপবিত্রকারী বল্বল নামক এক দানবকে হত্যার সংকল্প করলেন। অবশেষে, ঋষিগণের পরামর্শে তিনি বৎসর ব্যাপী ভারতের পবিত্র তীর্থ স্থানগুলি পরিভ্রমণে সম্মত হলেন।

শ্লোক ১-২

শ্রীশুক উবাচ

শিশুপালস্য শাল্বস্য পৌণ্ড্রকস্যাপি দুর্মতিঃ ।
পরলোকগতানাং চ কুর্বন্ পারোক্ষ্যসৌহৃদম্ ॥ ১ ॥
একঃ পদাতিঃ সংক্রুদ্ধো গদাপাণিঃ প্রকম্পয়ন্ ।
পদ্ভ্যামিমাং মহারাজ মহাসত্ত্বো ব্যদৃশ্যত ॥ ২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **শিশুপালস্য**—শিশুপালের জন্য; **শাল্বস্য**—শাল্ব; **পৌণ্ড্রকস্য**—পৌণ্ড্রক; **অপি**—ও; **দুর্মতিঃ**—দুর্মতি (দন্তবক্র); **পরলোক**—পরলোকে; **গতানাম্**—গমন করলে; **চ**—এবং; **কুর্বন্**—করে; **পরোক্ষ্য**—যারা গত হয়েছে তাদের জন্য; **সৌহৃদম্**—বান্ধবোচিত কর্ম; **একঃ**—একা; **পদাতিঃ**—পদব্রজে; **সংক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **গদা**—একটি গদা; **পাণিঃ**—তার হাতে; **প্রকম্পয়ন্**—কম্পিত করে; **পদ্ভ্যাম্**—তার পাদদ্বয় দ্বারা; **ইমাম্**—এই (পৃথিবী); **মহারাজ**—হে মহারাজ (পরীক্ষিৎ); **মহা**—মহা; **সত্ত্বঃ**—যার দৈহিক ক্ষমতা; **ব্যদৃশ্যত**—দৃষ্ট হয়েছিল।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন, পরলোকগত শিশুপাল, শাল্ব ও পৌণ্ড্রকের জন্য বান্ধবোচিত আচরণ পূর্বক দুর্মতি দন্তবক্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হল। সম্পূর্ণরূপে একা, পদব্রজে এবং তার হাতে একটি গদা ধারণ করে সেই বলশালী যোদ্ধা তার পদক্ষেপ দ্বারা পৃথিবীকে কম্পিত করেছিল।

শ্লোক ৩

তং তথায়ান্তমালোক্য গদামাদায় সত্বরঃ ।
অবপ্লুত্য রথাৎ কৃষ্ণঃ সিন্ধুং বেলেব প্রত্যধাৎ ॥ ৩ ॥

তম্—তাকে; **তথা**—এইভাবে; **আয়ান্তম্**—অগ্রসরমান; **আলোক্য**—দর্শন করে; **গদাম্**—তাঁর গদা; **আদায়**—গ্রহণ করে; **সত্বরঃ**—সত্বর; **অবপ্লুত্য**—লাফ দিয়ে;

রথাৎ—তাঁর রথ থেকে; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **সিন্ধুম্**—সমুদ্র; **বেলা**—তীর; **ইব**—যেমন; **প্রত্যধাৎ**—প্রতিহত করে।

অনুবাদ

দন্তবক্রকে সমাগত দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণ সত্বর তাঁর গদা তুলে নিয়ে তাঁর রথ থেকে লাফ দিয়ে নেমে সমুদ্রতট যেভাবে সমুদ্রকে বাধা প্রদান করে সেভাবে তাঁর অগ্রসরমান প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, 'মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ যেমন বেলাভূমিতে প্রতিহত হয়, ঠিক সেইরকম কৃষ্ণ দন্তবক্রের সম্মুখে উপস্থিত হলে, দন্তবক্রের বীরদর্প গতিও অবরুদ্ধ হল।"

শ্লোক ৪

গদামুদ্যম্য কারূষো মুকুন্দং প্রাহ দুর্মদঃ ।
দিষ্ট্যা দিষ্ট্যা ভবানদ্য মম দৃষ্টিপথং গতঃ ॥ ৪ ॥

গদাম্—তার গদা; **উদ্যম্য**—ধারণ করে; **কারূষঃ**—করূষ রাজ (দন্তবক্র); **মুকুন্দম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **প্রাহ**—বলল; **দুর্মদঃ**—মূর্খের দম্ভ দ্বারা মত্ত; **দিষ্ট্যা**—সৌভাগ্যক্রমে; **দিষ্ট্যা**—সৌভাগ্যক্রমে; **ভবান্**—তুমি; **অদ্য**—আজকে; **মম**—আমার; **দৃষ্টি**—দৃষ্টির; **পথম্**—পথে; **গতঃ**—আগমন করেছ।

অনুবাদ

তার গদা উত্থিত করে করূষের সেই বেপরোয়া রাজা ভগবান মুকুন্দকে বলল, "কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য!—আজ তুমি আমার সামনে এসেছ।"

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করছেন যে, তিন জন্ম অপেক্ষা করার পর বৈকুণ্ঠের এক প্রাক্তন দ্বাররক্ষী এখন চিন্ময় জগতে ফিরে যেতে পারবে। তাই এই বক্তব্যটির পারমার্থিক অর্থ হচ্ছে—"কি সৌভাগ্য! আজ আমার কি সৌভাগ্য যে আজ আমি আমার চিন্ময় জগতের প্রকৃত স্বরূপে ফিরে যেতে পারব!"

পরবর্তী শ্লোকে দন্তবক্র শ্রীকৃষ্ণকে *মাতুলেয়* অর্থাৎ মামাতো ভাই বলে সম্বোধন করবে। দন্তবক্রের মা শ্রুতশ্রবা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের ভগিনী।

শ্লোক ৫

ত্বং মাতুলেয়ো নঃ কৃষ্ণ মিত্রধ্রুঙ্ মাং জিঘাংসসি ।
অতস্ত্বাং গদয়া মন্দ হনিষ্যে বজ্রকল্পয়া ॥ ৫ ॥

ত্বম্—তুমি; **মাতুলেয়ঃ**—মামাতো ভাই; **নঃ**—আমাদের; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **মিত্র**—আমার বন্ধুদের; **ধ্রুক্**—ঘাতক; **মাম্**—আমাকে; **জিঘাংসসি**—তুমি হত্যা করতে ইচ্ছা কর; **অতঃ**—সুতরাং; **ত্বাম্**—তোমাকে; **গদয়া**—আমার গদা দ্বারা; **মন্দ**—রে মূর্খ; **হনিষ্যে**—আমি হত্যা করব; **বজ্র-কল্পয়া**—বজ্রের মতো।

অনুবাদ

"কৃষ্ণ, তুমি আমার মামাতো ভাই, কিন্তু তুমি আমার বন্ধুদের বিরুদ্ধে হিংস্র আচরণ করেছিলে এবং এখন তুমি আমাকেও হত্যা করতে চাও। অতএব, রে মূর্খ, আমার বজ্রতুল্য গদা দ্বারা আমি তোমাকে বধ করব।"

তাৎপর্য

আচার্যগণ এই শ্লোকের তৃতীয় পংক্তির *অর্থাৎ অতস্ত্বাং গদয়া মন্দ* কথাটির বিকল্প ব্যাকরণগত বিভক্তি এইভাবে প্রদান করেছেন, যেখানে দন্তবক্র বলছে "হে প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ আপনি *অমন্দ* (মূর্খ নন), আর তাই আপনার শক্তিশালী গদা দ্বারা আপনি এখন আমাকে ভগবদ্ধামে আমার আলয়ে ফেরৎ পাঠাবেন।" এটাই এই শ্লোকের অন্তর্নিহিত অর্থ।

শ্লোক ৬

তর্হ্যানৃণ্যমুপৈম্যজ্ঞ মিত্রাণাং মিত্রবৎসলঃ ।
বন্ধুরূপমরিং হত্বা ব্যাধিং দেহচরং যথা ॥ ৬ ॥

তর্হি—অতঃপর; **আনৃণ্যম্**—ঋণশোধ; **উপৈমি**—আমি অর্জন করব; **অজ্ঞ**—হে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন; **মিত্রাণাম্**—আমার বন্ধুদের প্রতি; **মিত্র-বৎসলঃ**—যে আমি আমার বন্ধুদের প্রতি স্নেহপ্রবণ; **বন্ধু**—পরিবারে এক সদস্যের; **রূপম্**—রূপে; **অরিম্**—শত্রু; **হত্বা**—বধ করে; **ব্যাধিম্**—এক ব্যাধি; **দেহ-চরম্**—দেহের; **যথা**—ন্যায়।

অনুবাদ

"হে অজ্ঞ, অতঃপর বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞ আমি, আমার দেহের এক ব্যাধির ন্যায়, এক ছদ্মবেশী আত্মীয়রূপী আমার শত্রু তোমাকে হত্যার দ্বারা তাদের ঋণ শোধ করব।"

তাৎপর্য

আচার্যবর্গের মতানুসারে *অজ্ঞ* শব্দটি বোঝায় যে, তুলনামূলকভাবে কেউই শ্রীকৃষ্ণের থেকে অধিক বুদ্ধিসম্পন্ন নন। অধিকন্তু *বন্ধু-রূপম্* কথাটি বোঝায় যে, প্রকৃতপক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের প্রকৃত বন্ধু এবং *ব্যাধিম্* শব্দটি বোঝায় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

পরমাত্মা হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ ধ্যানের বিষয়, যিনি আমাদের মানসিক ক্লেশ অপহরণ করেন। এছাড়াও, আচার্যবর্গ *হন্তা* শব্দটিকে *জ্ঞাতা* রূপে অনুবাদ করেছেন; অথবা বলতে গেলে, শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথরূপে জানার মাধ্যমেই প্রকৃতপক্ষে মানুষ বন্ধুদের সকলকে মুক্ত করতে পারে।

শ্লোক ৭

এবং রক্ষৈস্তুদন্ বাক্যৈঃ কৃষ্ণং তোত্রৈরিব দ্বিপম্ ।
গদয়াতাড়য়ন্মূর্ধ্নি সিংহবদ্ব্যনদচ্চ সঃ ॥ ৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **রক্ষৈঃ**—কর্কশ; **তুদন্**—বিরক্ত করে; **বাক্যৈঃ**—বাক্য দ্বারা; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **তোত্রৈঃ**—অঙ্কুশ দ্বারা; **ইব**—মতো; **দ্বিপম্**—হস্তী; **গদয়া**—তার গদা দ্বারা; **অতাড়য়ৎ**—সে তাঁকে আঘাত করল; **মূর্ধ্নি**—মস্তকে; **সিংহ-বৎ**—এক সিংহের মতো; **ব্যনদৎ**—গর্জন করেছিল; **চ**—এবং; **সঃ**—সে।

অনুবাদ

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে কর্কশ বাক্যের মাধ্যমে বিরক্ত করার চেষ্টা করে তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ দিয়ে হাতীকে বিদ্ধ করার মতো দন্তবক্র শ্রীভগবানের মস্তকে তার গদা দিয়ে আঘাত করেছিল এবং সিংহের মতো গর্জন করেছিল।

শ্লোক ৮

গদয়াভিহতোঽপ্যাজৌ ন চচাল যদূদ্বহঃ ।
কৃষ্ণোঽপি তমহন্ গুর্ব্যা কৌমোদক্যা স্তনান্তরে ॥ ৮ ॥

গদয়া—গদা দ্বারা; **অভিহতঃ**—আঘাত প্রাপ্ত; **অপি**—হয়েও; **আজৌ**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **ন চচাল**—বিচলিত হননি; **যদু-উদ্বহঃ**—যদুকুলোদ্ধারী; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **অপি**—ও; **তম্**—তাকে, দন্তবক্রকে; **অহন্**—আঘাত করলেন; **গুর্ব্যা**—গুরুভারযুক্ত; **কৌমোদক্যা**—কৌমোদকি নামক তাঁর গদা দ্বারা; **স্তন-অন্তরে**—তার বক্ষের মধ্যভাগে।

অনুবাদ

দন্তবক্রের গদার আঘাত পেলেও যদুকুলোদ্ধারী শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যুদ্ধক্ষেত্রের স্থান থেকে একটুকুও বিচলিত হলেন না। বরং শ্রীভগবান তাঁর গুরুভার কৌমোদকী গদা দ্বারা দন্তবক্রের বক্ষস্থলে আঘাত করলেন।

শ্লোক ৯

গদানির্ভিন্নহৃদয় উদ্বমন্ রুধিরং মুখাৎ ।
প্রসার্য কেশবাহ্বঙ্ঘ্রীন ধরণ্যাং ন্যপতদ্ব্যসুঃ ॥ ৯ ॥

গদা—গদা দিয়ে; **নির্ভিন্ন**—বিদীর্ণ; **হৃদয়ঃ**—তার হৃদয়; **উদ্বমন্**—বমন করতে করতে; **রুধিরম্**—রক্ত; **মুখাৎ**—তার মুখ হতে; **প্রসার্য**—বিক্ষেপ করে; **কেশ**—তার চুল; **বাহু**—দুই বাহু; **অঙ্ঘ্রীন্**—এবং দুই পা; **ধরণ্যাম্**—ভূমিতে; **ন্যপতৎ**—সে পতিত হল; **ব্যসুঃ**—প্রাণহীন।

অনুবাদ

গদার আঘাতে তার হৃদয় বিদীর্ণ হলে দন্তবক্র রক্ত বমন করল এবং অবিন্যস্ত চুল আর বিক্ষিপ্ত বাহু ও দুই পা নিয়ে প্রাণহীন হয়ে ভূমিতে পতিত হল।

শ্লোক ১০

ততঃ সূক্ষ্মতরং জ্যোতিঃ কৃষ্ণমাবিশদদ্ভুতম্ ।
পশ্যতাং সর্বভূতানাং যথা চৈদ্যবধে নৃপ ॥ ১০ ॥

ততঃ—তখন; **সূক্ষ্ম-তরম্**—অত্যন্ত সূক্ষ্ম; **জ্যোতিঃ**—এক আলো; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **আবিশৎ**—প্রবেশ করল; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **পশ্যতাম্**—তারা যেমন প্রত্যক্ষ করল; **সর্ব**—সকল; **ভূতানাম্**—জীব; **যথা**—ঠিক যেমন; **চৈদ্য-বধে**—শিশুপাল নিহত হওয়ার সময়; **নৃপ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ)।

অনুবাদ

এক অতি সূক্ষ্ম ও অদ্ভুত আলোর ছটা তখন (দানবের দেহ থেকে বেরিয়ে) সর্বসমক্ষে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে প্রবেশ করল, হে রাজন, ঠিক যেমন শিশুপাল নিহত হওয়ার সময় হয়েছিল।

শ্লোক ১১

বিদূরথস্তু তদ্ভ্রাতা ভ্রাতৃশোকপরিপ্লুতঃ ।
আগচ্ছদসিচর্মাভ্যামুচ্ছ্বসংস্তজ্জিঘাংসয়া ॥ ১১ ॥

বিদূরথঃ—বিদূরথ; **তু**—কিন্তু; **তৎ**—তার, দন্তবক্রের; **ভ্রাতা**—ভ্রাতা; **ভ্রাতৃ**—তার ভাইয়ের জন্য; **শোক**—শোকে; **পরিপ্লুতঃ**—নিমগ্ন; **আগচ্ছৎ**—উপস্থিত হল; **অসি**—তরবারি সহ; **চর্মাভ্যাম্**—এবং বর্ম; **উচ্ছ্বসন**—জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে; **তৎ**—তাঁকে, শ্রীকৃষ্ণ; **জিঘাংসয়া**—হত্যা করতে চেয়ে।

অনুবাদ

কিন্তু তখন দন্তবক্রের ভ্রাতা বিদূরথ, তার ভ্রাতার মৃত্যুতে শোকে নিমগ্ন হয়ে, জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে অসি ও বর্ম হাতে উপস্থিত হল। সে ভগবানকে বধ করতে চেয়েছিল।

শ্লোক ১২

তস্য চাপততঃ কৃষ্ণশ্চক্রেণ ক্ষুরনেমিনা ।
শিরো জহার রাজেন্দ্র সকিরীটং সকুণ্ডলম্ ॥ ১২ ॥

তস্য—তার; **চ**—এবং; **আপততঃ**—যে আক্রমণ করেছিল; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **চক্রেণ**—তাঁর সুদর্শন চক্র দ্বারা; **ক্ষুর**—ক্ষুরের মতো; **নেমিনা**—যার প্রান্তদেশ; **শিরঃ**—মস্তক; **জহার**—ছেদন করলেন; **রাজ-ইন্দ্র**—হে রাজেন্দ্র; **স**—সহ; **কিরীটম্**—শিরস্ত্রাণ; **স**—সহ; **কুণ্ডলম্**—কুণ্ডল।

অনুবাদ

হে রাজেন্দ্র, বিদূরথ তাঁকে আক্রমণ করলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ক্ষুরধার সুদর্শন চক্র ব্যবহার করে কিরীট ও কুণ্ডল সহ তার মস্তক ছেদন করলেন।

শ্লোক ১৩-১৫

এবং সৌভং চ শাল্বং চ দন্তবক্রং সহানুজম্ ।
হত্বা দুর্বিষহানন্যৈরীড়িতঃ সুরমানবৈঃ ॥ ১৩ ॥
মুনিভিঃ সিদ্ধগন্ধর্বৈর্বিদ্যাধরমহোরগৈঃ ।
অপ্সরোভিঃ পিতৃগণৈর্যক্ষৈঃ কিন্নরচারণৈঃ ॥ ১৪ ॥
উপগীয়মানবিজয়ঃ কুসুমৈরভিবর্ষিতঃ ।
বৃতশ্চ বৃষ্ণিপ্রবরৈর্বিবেশালঙ্কৃতাং পুরীম্ ॥ ১৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **সৌভম্**—সৌভযান; **চ**—এবং; **শাল্বম্**—শাল্ব; **চ**—এবং; **দন্তবক্রম্**—দন্তবক্র; **সহ**—সহ; **অনুজম্**—তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদূরথ; **হত্বা**—নিহত হলে; **দুর্বিষহান্**—দুর্বিষহ; **অন্যৈঃ**—অন্যান্যদের দ্বারা; **ঈড়িতঃ**—প্রশংসিত; **সুর**—দেবতাদের দ্বারা; **মানবৈঃ**—এবং মনুষ্যগণ; **মুনিভিঃ**—ঋষিগণ দ্বারা; **সিদ্ধ**—সিদ্ধগণের দ্বারা; **গন্ধর্বৈঃ**—এবং স্বর্গের গায়কদের দ্বারা; **বিদ্যাধর**—বিদ্যাধর গ্রহের অধিবাসীদের দ্বারা; **মহা-উরগৈঃ**—এবং মহানাগগণ; **অপ্সরোভিঃ**—স্বর্গের অপ্সরাগণ দ্বারা; **পিতৃ-গণৈঃ**—পূর্বপুরুষগণ দ্বারা; **যক্ষৈঃ**—যক্ষগণ; **কিন্নর-চারণৈঃ**—এবং

কিন্নরগণ ও চারণগণ দ্বারা; **উপগীয়মান**—কীর্তিত হয়ে; **বিজয়ঃ**—যার বিজয়; **কুসুমৈঃ**—পুষ্প দ্বারা; **অভিবর্ষিতঃ**—বর্ষণ করে; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **চ**—এবং; **বৃষ্ণি-প্রবরৈঃ**—বৃষ্ণি বীরগণ দ্বারা; **বিবেশ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **অলঙ্কৃতাম্**—সুসজ্জিত হয়ে; **পুরীম্**—তাঁর রাজধানী, দ্বারকা।

অনুবাদ

সকল বিপক্ষগণের কাছে যারা অপরাজেয় ছিল সেই শাল্বও তার সৌভ বিমান সহ দন্তবক্র ও তার কনিষ্ঠভ্রাতা এইভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হলে, দেব, মানব, ঋষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, মহানাগ, অপ্সরা, পিতৃপুরুষ, যক্ষ, কিন্নর ও চারণগণ সকলেই শ্রীভগবানের স্তুতিগান করলেন। তাঁরা যখন তাঁর মহিমা কীর্তন ও তাঁর উদ্দেশ্যে পুষ্পবর্ষণ করছিলেন, তখন বৃষ্ণীপ্রবরগণের সঙ্গে শ্রীভগবান তাঁর সুসজ্জিত উৎসবময় রাজধানী নগরীতে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ১৬

এবং যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো ভগবান্ জগদীশ্বরঃ ।
ঈয়তে পশুদৃষ্টীনাং নির্জিতো জয়তীতি সঃ ॥ ১৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **যোগ**—যোগের; **ঈশ্বরঃ**—ঈশ্বর; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **জগৎ**—জগতের; **ঈশ্বরঃ**—ঈশ্বর; **ঈয়তে**—মনে মনে; **পশু**—পশুবৎ; **দৃষ্টীনাম্**—দৃষ্টিতে; **নির্জিতঃ**—পরাজিত; **জয়তি**—বিজয়ী; **ইতি**—যেন; **সঃ**—তিনি।

অনুবাদ

এইভাবে যোগেশ্বর ও জগদীশ্বর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চির-বিজয়ী। কেবলমাত্র যারা পশুবৎ দৃষ্টিসম্পন্ন, কেবলমাত্র তারাই মনে করে যে, তিনি কখনও কখনও পরাজিত হন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের এই বিভাগটির উপর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নলিখিত বিস্তৃত ভাষ্য প্রদান করেছেন—

দন্তবক্রের হত্যার বিষয়ে *পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডের* (২৭৯) এই গদ্যাংশে আরও বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে—*অথ শিশুপালং নিহতং শ্রুত্বা দন্তবক্রঃ কৃষ্ণেন সহ যোদ্ধুং মথুরামাজগাম্। কৃষ্ণস্তু তদ্ শ্রুত্বা রথমারুহ্য মথুরামায়যৌ।* অর্থাৎ "তখন, শিশুপাল হত হয়েছে শ্রবণ করে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য দন্তবক্র মথুরায় গমন করল। যখন শ্রীকৃষ্ণও এই কথা শ্রবণ করলেন, তখন তিনি তাঁর রথে আরোহণ করে মথুরার উদ্দেশে যাত্রা করলেন।"

তয়োর্দন্তবক্র বাসুদেবয়োরহোরাত্রং মথুরাদ্বারি সংগ্রামঃ সমবর্ত্তত। কৃষ্ণস্তু গদয়া তং জঘান। স তু চূর্ণিতসর্বাঙ্গো বজ্রনির্ভিন্নো মহীধর ইব গতাসুরবনিতলে নিপপাত। সোঽপি হরেঃ সারূপ্যেণ যোগিগম্যং নিত্যানন্দসুখদং শাশ্বতং পরমং পদমবাপ—অর্থাৎ "দন্তবক্র ও ভগবান বাসুদেব—তাদের দুজনের মধ্যে সেখানে তখন মথুরার দ্বারে সারা দিন ও রাত্রিব্যাপী এক যুদ্ধ শুরু হল। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গদা দ্বারা দন্তবক্রকে আঘাত করলেন, যার ফলে দন্তবক্র প্রাণহীন হয়ে ভূমিতে পতিত হল, তার সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বজ্রপাতে পর্বত চূর্ণ হওয়ার মতোই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। দন্তবক্র সারূপ্য মুক্তি লাভ করেছিল এবং এইভাবে সে সৎ-চিদানন্দ সুখপ্রদায়ী পূর্ণ যোগীদের প্রাপ্য শ্রীভগবানের নিত্য পরম ধামও লাভ করেছিল।"

ইত্থং জয়-বিজয়ৌ সনকাদিশাপব্যাজেন কেবলং ভগবতো লীলার্থং সংসৃতাবতীর্য জন্মত্রয়েঽপি তেনৈব নিহতৌ জন্মত্রয়াবসানে মুক্তিমবাপ্তৌ—অর্থাৎ "এই ছিল সেই জয় ও বিজয়—দৃশ্যত সনক ও তাঁর ভ্রাতাদের অভিশপ্ত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের লীলা সম্ভার সহজ সাধ্য করার জন্যই এই জড় জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং পর্যায়ক্রমে তিনটি জন্ম স্বয়ং ভগবানের দ্বারা নিহত হয়েছিলেন। অতঃপর, এই তিন জন্ম শেষ হওয়ার পর, তাঁরা মুক্তি লাভ করেন।"

পদ্মপুরাণের এই রচনাংশের *কৃষ্ণস্তু তদ্ শ্রুত্বা* অর্থাৎ "যখন শ্রীকৃষ্ণ তা শ্রবণ করলেন" কথাটি বোঝায় যে, মনের চেয়ে দ্রুতবেগে ভ্রমণকারী নারদের কাছ থেকে শ্রীভগবান শ্রবণ করেছিলেন যে, দন্তবক্র মথুরায় গমন করেছে। তাই শাল্বকে হত্যার পর তৎক্ষণাৎ, প্রথমে দ্বারকায় প্রবেশ না করে মুহূর্তের মধ্যে মনের চেয়েও গতিশীল তাঁর রথে করে শ্রীভগবান মথুরার সন্নিহিত অঞ্চলে উপস্থিত হয়ে দন্তবক্রকে দেখতে পেলেন। সেই থেকে আজও মথুরার দ্বারকামুখী দ্বারের পার্শ্ববর্তী গ্রামটি স্থানীয় ভাষায় 'দতিহা' নামে পরিচিত, যে নামটি সংস্কৃতের *দন্তবক্র-হা* অর্থাৎ 'দন্তবক্র সংহারক' থেকে নেওয়া হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্র এই গ্রামটির পত্তন করেছিলেন।

পদ্মপুরাণের এই একই বিভাগে এই সকল বক্তব্যও রয়েছে—*কৃষ্ণোঽপি তং হত্বা যমুনামুত্তীর্য্য নন্দব্রজং গত্বা সোৎকণ্ঠৌ পিতরাবভিবাদ্যাশ্বাস্য তাভ্যাং সাশ্রুসেকমালিঙ্গিতঃ সকলগোপবৃদ্ধান্ প্রণম্য বহুবস্ত্রাভরণাদিভিস্তত্রস্থান সন্তর্পয়ামাস।* অর্থাৎ "তাকে (বিদূরথ) হত্যা করার পরে, শ্রীকৃষ্ণ যমুনা অতিক্রম করে নন্দের গোপগ্রামে গিয়েছিলেন, যেখানে তিনি তাঁর উৎকণ্ঠিত পিতা-মাতাকে পূজা করলেন ও সান্ত্বনা প্রদান করলেন তাঁরা তাঁকে অশ্রুদ্বারা সিক্ত করে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং তারপর শ্রীভগবান জ্যেষ্ঠ গোপগণকে প্রণাম নিবেদন করলেন ও বস্ত্র, অলঙ্কারাদি প্রচুর উপহার দ্বারা সকল অধিবাসীদের সন্তুষ্ট করেছিলেন।"

কালিন্দ্যাঃ পুলিনে রম্যে পুণ্যবৃক্ষসমার্চিতে ।
গোপনারীভিরনিশং ক্রীড়য়ামাস কেশবঃ ॥
রম্যকেলিসুখেনৈব গোপবেশধরঃ প্রভুঃ ।
বহুপ্রেমরসেনাত্র মাসদ্বয়মুবাসহ ॥

"ভগবান কেশব পুণ্য বৃক্ষসমূহে পূর্ণ মনোহর কালিন্দী তটে গোপীগণের সঙ্গে নিরন্তর ক্রীড়া করলেন। এইভাবে শ্রীভগবান এক গোপ রূপ ধারণ করে পারস্পরিক প্রেমের বিভিন্ন ভাবের অন্তরঙ্গ লীলাসমূহের আনন্দ উপভোগ করে সেখানে দু'মাস বাস করলেন।

অথ তত্রস্থা নন্দগোপাদয়ঃ সর্বে জনাঃ পুত্রদারাদিসহিতা বাসুদেবপ্রসাদেন দিব্যরূপধরা বিমানমারূঢ়াঃ পরমং বৈকুণ্ঠলোকমবাপুঃ। কৃষ্ণস্তু নন্দগোপ ব্রজৌকসাং সর্বেষাং নিরাময়ং স্বপদং দত্ত্বা দিবি দেবগণৈঃ সংস্তূয়মানো দ্বারবতীং বিবেশ।

"অতঃপর ভগবান বাসুদেবের কৃপায়, নন্দ এবং সেই স্থানের সকল অধিবাসীগণ তাঁদের স্ত্রী পুত্র সহ তাঁদের নিত্য চিন্ময়রূপ ধারণ করলেন এবং এক দিব্য বিমানে প্রবেশ করে পরম বৈকুণ্ঠ গ্রহে (গোলোক বৃন্দাবন) আরোহণ করলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, নন্দ গোপ ও ব্রজের অন্যান্য অধিবাসীদের সর্ব ব্যাধিমুক্ত তাঁর আপন চিন্ময় ধাম প্রদান করে আকাশপথে, দেবতাগণ দ্বারা তাঁর স্তুতিরত দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন।"

এই অংশটির উপর শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *লঘু ভাগবতামৃত* (১/৪৮৮-৪৮৯) গ্রন্থে মন্তব্য করছেন যে—

ব্রজেশাদেরংশভূতা যে দ্রোণাদ্যা অবাতরণ্ ।
কৃষ্ণস্তানেব বৈকুণ্ঠে প্রাহিণোদিতি সাম্প্রতম্ ॥
প্রেষ্ঠেভ্যোঽপি প্রিয়তমৈর্জনৈর্গোকুলবাসিভিঃ ।
বৃন্দারণ্যে সদৈবাসৌ বিহারং কুরুতে হরিঃ ॥

"যেহেতু দ্রোণ ও অন্যান্য দেবতাগণ ব্রজরাজ ও বৃন্দাবনের অন্যান্য ভক্তের অংশপ্রকাশ রূপে মিলিত হবার জন্য এই পৃথিবীতে ইতিপূর্বে অবতরণ করেছিলেন, এইবারে সেই সকল দেবতার অংশপ্রকাশদের শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করলেন। ভগবান শ্রীহরি নিত্যতঃ গোকুলের অধিবাসী তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সঙ্গে লীলা উপভোগ করেন যারা তাঁর অন্যান্য অত্যন্ত প্রিয় ভক্তগণের থেকেও প্রিয়।"

পদ্মপুরাণের রচনাংশে *নন্দগোপাদর সর্বে জনাঃ পুত্রদারাদি সহিতাঃ* (নন্দ গোপ এবং তাদের স্ত্রী পুত্র সহ অন্যান্যরা) বাক্যে *পুত্র* শব্দটি কৃষ্ণ শ্রীদামা ও সুবলের

মতো পুত্রদের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে এবং শ্রীযশোদা ও শ্রীমতী রাধারাণীর মা কীর্তিদার মতো স্ত্রীগণের জন্য *দারা* শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। *সর্বেজনাঃ* (সকল জন) কথাটির মাধ্যমে ব্রজে বাসকারী সকলকে বোঝানো হয়েছে। এইভাবে তাঁরা সকলে বৈকুণ্ঠের সর্বোচ্চ গ্রহ গোলোকে গমন করলেন। *দিব্যরূপধরাঃ* শব্দগুচ্ছটি নির্দেশ করছে যে, গোলোকে তাঁরা দেবতাদের যোগ্য লীলায় নিযুক্ত হন, গোকুলের মতো মনুষ্যোপযুক্ত লীলায় নয়। ঠিক যেমন ভগবান রামচন্দ্রের অবতরণের সময় অযোধ্যাবাসীগণ সশরীরে বৈকুণ্ঠে প্রেরিত হয়েছিলেন, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের এই অবতরণে ব্রজবাসীগণও সশরীরে গোলোক প্রাপ্ত হলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা থেকে ব্রজে যাত্রা *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই রচনাংশ (১/১১/৯) দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে—

যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্
কুরূন মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া ।
তত্রাব্দকোটিপ্রতিমঃ ক্ষণো ভবেদ্ ।

"হে কমলনয়ন ভগবান, যখনই আপনি মথুরা, বৃন্দাবন বা হস্তিনাপুরে আপনার আত্মীয় বন্ধুগণের সঙ্গে মিলিত হতে গমন করেন, তখন আপনার অনুপস্থিতির প্রতিটি মুহূর্তকে কোটি বৎসর রূপে মনে হয়।" যেহেতু সর্বদা শ্রীবলদেব ব্রজে যেতেন, শ্রীকৃষ্ণ সেখানে তাঁর আত্মীয় বন্ধুগণকে দেখতে যাওয়ার বাসনা পোষণ করতেন, কিন্তু তাঁর মাতা পিতা এবং দ্বারকার অন্যান্য জ্যেষ্ঠগণ তাঁকে অনুমতি দিতে অসম্মত হতেন। এখন, যে ভাবেই হোক, শাল্বকে হত্যার পর শ্রীকৃষ্ণ যখন নারদের কাছ্ থেকে শুনলেন যে, দন্তবক্র মথুরায় গিয়েছে, প্রথমে দ্বারকায় প্রবেশ না করে শ্রীভগবানের তৎক্ষণাৎ মথুরায় যাওয়া কেউ বাধা দিতে পারেনি, এবং দন্তবক্রকে হত্যার পর তিনি তাঁর ব্রজবাসী আত্মীয় বন্ধুগণের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ লাভ করেছিলেন।

এইভাবে চিন্তা করে এবং *গায়ন্তিতে বিশদ-কর্ম* কথায় গোপীদের প্রতি উদ্ধবের পরোক্ষ উল্লেখ (*ভাগবত* ১০/৭১/৯) স্মরণ করে, অধিবাসীগণের বিরহানুভূতি দূর করার জন্য তিনি ব্রজে গমন করলেন। মথুরায় কংসকে হত্যা করার জন্য যাত্রা করার পূর্বে তিনি যেমন বৃন্দাবনে আনন্দ উপভোগ করতেন, ঠিক সেভাবে শ্রীকৃষ্ণ দু'মাস সেখানে আনন্দ উপভোগ করলেন। অতঃপর দু'মাস পরে তিনি তাঁর পিতা-মাতা, আত্মীয় বন্ধুগণের দেবতা অংশকে বৈকুণ্ঠে গ্রহণের দ্বারা জড় চক্ষু হতে তাঁর ব্রজলীলাকে তিনি প্রত্যাহার করে নিলেন। এইভাবে পূর্ণ প্রকাশের

একটি অংশে তিনি চিন্ময় জগৎ গোলোকে গমন করেন, অন্য অংশে তিনি নিত্যত জড় চক্ষুতে অদৃশ্য ব্রজে আনন্দ উপভোগে অবস্থান করেন এবং তবুও আরেকজন তিনি তাঁর রথে আরোহণ করে একা দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করেন। সুরসেনের রাজ্যের জনগণ ভেবেছিল যে, দন্তবক্রকে হত্যার পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা-মাতা ও অন্যান্য প্রিয়জনদের দর্শন করে এখন দ্বারকায় ফিরে এলেন। অন্যদিকে, ব্রজের জনগণ বুঝতে পারল না তিনি হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন আর তাই তারা সম্পূর্ণ বিস্মিত হল।

অধিকন্তু, শুকদেব গোস্বামী বিবেচনা করছেন যে, পরীক্ষিৎ মহারাজ হয়ত মনে করতে পারেন যে, "কিভাবে একই কৃষ্ণ যিনি গোপগণের সশরীরে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির কারণ একই সঙ্গে সেই তিনিই তাঁর মৌষল-লীলার সময়ে দ্বারকাবাসীদের এরূপ এক অপবিত্র অবস্থা প্রাপ্তির কারণ হতে পারেন?" যদুগণের সঙ্গে তার নিজের সম্বন্ধ থাকার জন্য রাজা হয়ত ব্যবস্থাপনাটি অন্যায্য মনে করতে পারেন। তাই শুকদেব গোস্বামী তাঁকে উপরে উল্লিখিত *পদ্ম পুরাণের* উত্তর খণ্ডে বর্ণিত এই লীলা শ্রবণের জন্য অনুমোদন করেননি।

শ্রীবৈষ্ণব তোষণীতে দশম স্কন্ধের উপর শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাষ্যে আমরা লীলাসমূহের এই অনুক্রমিক তালিকা পাই—প্রথমে সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে যাত্রা, অতঃপর রাজসূয় সভা, তারপর দ্যুতক্রীড়া এবং দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, তারপর পাণ্ডবদের বনে নির্বাসন, তারপর শাল্ব ও দন্তবক্র বধ, তারপর শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন দর্শন এবং অবশেষে বৃন্দাবন লীলার উপসংহার।

শ্লোক ১৭

শ্রুত্বা যুদ্ধোদ্যমং রামঃ কুরূণাং সহ পাণ্ডবৈঃ ।
তীর্থাভিষেকব্যাজেন মধ্যস্থঃ প্রযযৌ কিল ॥ ১৭ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; **যুদ্ধ**—যুদ্ধের জন্য; **উদ্যমম্**—প্রস্তুতি; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **কুরূণাম্**—কুরুগণের; **সহ**—সঙ্গে; **পাণ্ডবৈঃ**—পাণ্ডবগণ; **তীর্থ**—তীর্থে; **অভিষেক**—স্নানের; **ব্যাজেন**—ছলে; **মধ্যস্থঃ**—নিরপেক্ষ; **প্রযযৌ**—তিনি প্রস্থান করলেন; **কিল**—প্রকৃতপক্ষে।

অনুবাদ

শ্রীবলরাম তখন শ্রবণ করলেন যে, কুরুগণ পাণ্ডবগণের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। নিরপেক্ষ হয়ে, তিনি তীর্থস্থানসমূহে স্নান করতে যাওয়ার ছলে প্রস্থান করলেন।

তাৎপর্য

দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠির উভয়েই শ্রীবলরামের কাছে প্রিয় ছিলেন আর তাই অস্বস্তিকর অবস্থা পরিহারের জন্য তিনি প্রস্থান করলেন। অধিকন্তু, দানব বিদূরথকে বধের পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অস্ত্র সরিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু শ্রীবলরামের তখনও পৃথিবীকে দানবের ভার থেকে মুক্ত করা শেষ করার জন্য রোমহর্ষণ ও বল্বলকে বধ করা বাকী ছিল।

শ্লোক ১৮

স্নাত্বা প্রভাসে সন্তর্প্য দেবর্ষিপিতৃমানবান্ ।
সরস্বতীং প্রতিস্রোতং যযৌ ব্রাহ্মণসংবৃতঃ ॥ ১৮ ॥

স্নাত্বা—স্নান করে; **প্রভাসে**—প্রভাসে; **সন্তর্প্য**—তর্পণ করে; **দেব**—দেবতা; **ঋষি**—ঋষি; **পিতৃ**—পূর্বপুরুষদের; **মানবান্**—এবং মানুষদের; **সরস্বতীম্**—সরস্বতী নদীতে; **প্রতিস্রোতম্**—সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত; **যযৌ**—তিনি গেলেন; **ব্রাহ্মণ-সংবৃতঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে।

অনুবাদ

প্রভাসে স্নান, দেব, ঋষি, পিতৃপুরুষ ও বিশিষ্ট মানবদের তর্পণ করার পর তিনি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পশ্চিমদিকের সমুদ্রে প্রবাহিত সরস্বতীর অংশে গমন করলেন।

শ্লোক ১৯-২০

পৃথুদকং বিন্দুসরস্ত্রিতকূপং সুদর্শনম্ ।
বিশালং ব্রহ্মতীর্থং চ চক্রং প্রাচীং সরস্বতীম্ ॥ ১৯ ॥
যমুনামনু যান্যেব গঙ্গামনু চ ভারত ।
জগাম নৈমিষং যত্র ঋষয়ঃ সত্রমাসতে ॥ ২০ ॥

পৃথু—বিশাল; **উদকম্**—যার জলরাশি; **বিন্দু-সরঃ**—বিন্দু সরোবর; **ত্রিত-কূপম্ সুদর্শনম্**—ত্রিতকূপ ও সুদর্শন নামক তীর্থস্থান; **বিশালম্ ব্রহ্ম-তীর্থম্ চ**—বিশাল ও ব্রহ্মতীর্থ; **চক্রম্**—চক্রতীর্থ; **প্রাচীম্**—পূর্বমুখে প্রবাহিত; **সরস্বতীম্**—সরস্বতী নদী; **যমুনাম্**—যমুনা নদী; **অনু**—বরাবর; **যানি**—যে সকল; **এব**—সকল; **গঙ্গাম্**—গঙ্গা; **অনু**—বরাবর; **চ**—ও; **ভারত**—হে ভরতের বংশধর (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **জগাম**—তিনি গমন করলেন; **নৈমিষম্**—নৈমিষারণ্যে; **যত্র**—যেখানে; **ঋষয়ঃ**—মহান ঋষিগণ; **সত্রম্**—এক মহাযজ্ঞ; **আসতে**—সম্পাদন করছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীবলরাম বৃহৎ বিন্দু সরোবর, ত্রিতকূপ, সুদর্শন, বিশাল, ব্রহ্মতীর্থ, চক্রতীর্থ এবং পূর্বদিকে প্রবাহিতা সরস্বতীতে গমন করলেন। হে ভারত, তিনি গঙ্গা ও যমুনার তীর বরাবর সকল পবিত্র স্থানগুলিতেও গিয়েছিলেন এবং তারপর তিনি নৈমিষারণ্যে এলেন যেখানে মহান ঋষিগণ এক মহাযজ্ঞ সম্পাদন করছিলেন।

শ্লোক ২১

তমাগতমভিপ্রেত্য মুনয়ো দীর্ঘসত্রিণঃ ।
অভিনন্দ্য যথান্যায়ং প্রণম্যোত্থায় চার্চয়ন্ ॥ ২১ ॥

তম্—তাঁকে; আগতম্—সমাগত; অভিপ্রেত্য—চিনতে পেরে; মুনয়ঃ—মুনিগণ; দীর্ঘ—দীর্ঘ কালের জন্য; সত্রিণঃ—যজ্ঞ সম্পাদনে যারা যুক্ত; অভিনন্দ্য—অভিনন্দন করে; যথা—যথা; ন্যায়ম্—বিধি; প্রণম্য—প্রণাম নিবেদন করে; উত্থায়—উত্থিত হয়ে; চ—এবং; অর্চয়ন্—তাঁরা পূজা করলেন।

অনুবাদ

শ্রীভগবানের আগমনে তাঁকে চিনতে পেরে, দীর্ঘ দিনের জন্য তাঁদের যজ্ঞপালনে নিয়োজিত মুনিগণ উঠে এসে প্রণাম নিবেদন করে তাঁকে যথাযথভাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন ও তাঁর পূজা করলেন।

শ্লোক ২২

সোঽর্চিতঃ সপরীবারঃ কৃতাসনপরিগ্রহঃ ।
রোমহর্ষণমাসীনং মহর্ষেঃ শিষ্যমৈক্ষত ॥ ২২ ॥

সঃ—তিনি; অর্চিতঃ—পূজিত হলেন; স—সহ; পরীবারঃ—তাঁর অনুগামীগণ; কৃত—করে; আসন—আসন; পরিগ্রহঃ—গ্রহণ; রোমহর্ষণম্—রোমহর্ষণ সূত; আসীনম্—উপবিষ্ট; মহা-ঋষেঃ—মহাঋষি, ব্যাসদেবের; শিষ্যম্—শিষ্য; ঐক্ষত—দেখলেন।

অনুবাদ

এইভাবে তাঁর অনুগামীদের পূজা পাওয়ার পরে, শ্রীভগবান সম্মানিত আসন গ্রহণ করলেন। তখন তিনি লক্ষ্য করলেন যে, ব্যাসদেবের শিষ্য রোমহর্ষণ আসনে বসে আছে।

শ্লোক ২৩

অপ্রত্যুত্থায়িনং সূতমকৃতপ্রহ্বণাঞ্জলিম্ ।
অধ্যাসীনং চ তান্ বিপ্রাংশ্চুকোপোদ্বীক্ষ্য মাধবঃ ॥ ২৩ ॥

অপ্রত্যুত্থায়িনম্—উঠতে না পেরে; **সূতম্**—ক্ষত্রিয় পিতা ও ব্রাহ্মণ মাতার মধ্যে মিশ্র বিবাহের সন্তান; **অকৃত**—যে করেনি; **প্রহ্বণ**—প্রণাম; **অঞ্জলিম্**—এবং যুক্ত কর; **অধ্যাসীনম্**—উচ্চে উপবিষ্ট; **চ**—এবং; **তান্**—সেই সকলের চেয়ে; **বিপ্রান্**—পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ; **চুকোপ**—ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন; **উদ্বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **মাধবঃ**—ভগবান বলরাম।

অনুবাদ

যেভাবে এই সূত জাতির সদস্য উত্থিত হতে এবং প্রণাম নিবেদন করতে কিম্বা যুক্ত কর হতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং যেভাবে সে সকল বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের উচ্চে উপবিষ্ট ছিল তা দর্শন করে ভগবান বলরাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

একজন গুরুজন ব্যক্তিকে স্বাগত জানানোর জন্য যে কোন সাধারণ পদ্ধতিতে ভগবানকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে রোমহর্ষণ ব্যর্থ হয়েছিল। তাছাড়া এক নিম্ন জাতির হওয়া সত্ত্বেও সে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের সভায় উচ্চাসনে উপবিষ্ট হয়েছিল।

শ্লোক ২৪

যস্মাদসাবিমান্ বিপ্রানধ্যাস্তে প্রতিলোমজঃ ।
ধর্মপালাংস্তথৈবাস্মান্ বধমর্হতি দুর্মতি ॥ ২৪ ॥

যস্মাৎ—যেহেতু; **অসৌ**—সে; **ইমান্**—এই সকলের চেয়ে; **বিপ্রান্**—ব্রাহ্মণগণ; **অধ্যাস্তে**—উচ্চে উপবেশনরত; **প্রতিলোমজঃ**—অযথাযথ মিশ্র বিবাহে জাত; **ধর্ম**—ধর্মের; **পালান্**—পালক; **তথা এব**—ও; **অস্মান্**—আমাকে; **বধম্**—বধ; **অর্হতি**—সে যোগ্য; **দুর্মতিঃ**—দুর্মতি।

অনুবাদ

(ভগবান বলরাম বললেন—) যেহেতু প্রতিলোমজাত এই দুর্মতি এই সকল ব্রাহ্মণগণের এবং ধর্মপালক আমারও উচ্চে উপবেশন করেছে, তাই সে বধযোগ্য।

শ্লোক ২৫-২৬

ঋষের্ভগবতো ভূত্বা শিষ্যোঽধীত্য বহূনি চ ।
সেতিহাসপুরাণানি ধর্মশাস্ত্রাণি সর্বশঃ ॥ ২৫ ॥
অদান্তস্যাবিনীতস্য বৃথা পণ্ডিতমানিনঃ ।
ন গুণায় ভবন্তি স্ম নটস্যেবাজিতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥

ঋষেঃ—ঋষির (ব্যাসদেব); **ভগবতঃ**—ভগবানের অবতার; **ভূত্বা**—হয়ে; **শিষ্যঃ**—শিষ্য; **অধীত্য**—পাঠ করে; **বহূনি**—বহু; **চ**—এবং; **স**—একত্রে; **ইতিহাস**—পৌরাণিক ইতিহাস; **পুরাণানি**—এবং পুরাণসমূহ; **ধর্ম-শাস্ত্রাণি**—ধর্ম-শাস্ত্রসমূহ; **সর্বশঃ**—সম্পূর্ণত; **অদান্তস্য**—অজিতেন্দ্রিয়; **অবিনীতস্য**—অবিনীত; **বৃথা**—বৃথা; **পণ্ডিত**—পণ্ডিত; **মানিনঃ**—নিজেকে মনে করছে; **ন গুণায়**—গুণের জন্য নয়; **ভবন্তি স্ম**—তারা হয়েছে; **নটস্য**—মঞ্চে অভিনয়কারীর; **ইব**—মতো; **অজিত**—অপরাজেয়; **আত্মনঃ**—যার মন।

অনুবাদ

যদিও সে ব্যাসদেবের একজন শিষ্য এবং তাঁর কাছ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ধর্মনীতি, পৌরাণিক ইতিহাস ও পুরাণ সহ বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছে, কিন্তু এই সকল অধ্যয়ন তার মধ্যে সদ্ গুণাবলী উৎপন্ন করেনি। বরং তার শাস্ত্র অধ্যয়ন একজন অভিনেতার পাঠ অধ্যয়নের মতো, কারণ সে জিতেন্দ্রিয় বা বিনীত নয়। সে তার নিজের মনকে জয় করতে ব্যর্থ হয়েও বৃথাই নিজেকে পণ্ডিত মনে করছে।

তাৎপর্য

কেউ তর্ক করতে পারে যে, ভগবান বলরামকে চিনতে না পেরে রোমহর্ষণ একটি অজানিত অপরাধ করেছে, কিন্তু এই ধরনের যুক্তি ভগবান বলরামের দৃঢ় সমালোচনা দ্বারা এখানে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

শ্লোক ২৭

এতদর্থো হি লোকেঽস্মিন্নবতারো ময়া কৃতঃ ।
বধ্যা মে ধর্মধ্বজিনস্তে হি পাতকিনোঽধিকাঃ ॥ ২৭ ॥

এতৎ—এই; **অর্থঃ**—উদ্দেশে; **হি**—বস্তুত; **লোকে**—জগতে; **অস্মিন্**—এই; **অবতারঃ**—অবতরণ; **ময়া**—আমার; **কৃতঃ**—করেছি; **বধ্যা**—বধ হতে; **মে**—আমার দ্বারা; **ধর্ম-ধ্বজিনঃ**—যারা ধার্মিকতার ভান করে; **তে**—তারা; **হি**—বস্তুত; **পাতকিনঃ**—পাপী; **অধিকাঃ**—অত্যন্ত।

অনুবাদ

এই জগতে আমার অবতরণের উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই ধরনের ধার্মিকতার ভানকারী ভণ্ডদের বধ করা। প্রকৃতপক্ষে তারা অত্যন্ত পাতকী।

তাৎপর্য

শ্রীবলরাম রোমহর্ষণের অপরাধ উপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিলেন না। যারা নিজেকে মহৎ ধর্ম-তত্ত্ববেত্তা বলে দাবী করে কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানকে শ্রদ্ধাও প্রদর্শন করে না বিশেষত তাদের বিনাশ করার জন্য ভগবান অবতরণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

এতাবদুক্ত্বা ভগবান্নিবৃত্তোঽসদ্বধাদপি ।
ভাবিত্বাৎ তং কুশাগ্রেণ করস্থেনাহনৎ প্রভুঃ ॥ ২৮ ॥

এতাবৎ—এই পর্যন্ত; **উক্ত্বা**—বলে; **ভগবান্**—ভগবান; **নিবৃত্তঃ**—নিবৃত্ত; **অসৎ**—অসৎ; **বধাৎ**—বধ হতে; **অপি**—হয়েও; **ভাবিত্বাৎ**—ভবিতব্যহেতু; **তম্**—তাকে, রোমহর্ষণকে; **কুশ**—কুশের; **অগ্রেণ**—অগ্রভাগ দিয়ে; **কর**—তাঁর হাতে; **স্থেন**—স্থিত; **অহনৎ**—হত্যা করলেন; **প্রভুঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

(শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—) যদিও ভগবান বলরাম পাপীদের হত্যায় নিবৃত্ত ছিলেন কিন্তু রোমহর্ষণের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল। তাই, এইভাবে বলে, শ্রীভগবান একটি কুশ তুলে নিয়ে তার অগ্রভাগ দিয়ে স্পর্শ করে তাকে বধ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন, 'কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের ব্যাপারটি তিনি এড়িয়ে গিয়েছিলেন; কিন্তু ধর্মনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর মুখ্য কর্তব্য। এই সব কথা চিন্তা করে শ্রীবলরাম শুধু একটি কুশাগ্রের আঘাতে রোমহর্ষণ সূতকে বধ করলেন। কেউ যদি এই প্রশ্ন করে, শুধু একটি কুশাগ্রের আঘাতে শ্রীবলরাম কিভাবে রোমহর্ষণ সূতকে বধ করলেন, এর উত্তরটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* 'প্রভু' শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে। শ্রীভগবানের অবস্থান সর্বদাই জড়া প্রকৃতির ঊর্ধ্বে—তিনি জড়াতীত। যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান, তাই তিনি স্বেচ্ছায় জড়া প্রকৃতির নিয়মের ঊর্ধ্বে যে কোন কার্য সম্পন্ন করতে সক্ষম। তাই, এইভাবে শুধুমাত্র একটি কুশাগ্রের আঘাতে রোমহর্ষণ সূতকে নিধন করা শ্রীবলরামের দ্বারা সম্ভব ছিল।"

শ্লোক ২৯

হাহেতিবাদিনঃ সর্বে মুনয়ঃ খিন্নমানসাঃ ।
ঊচুঃ সঙ্কর্ষণং দেবমধর্মস্তে কৃতঃ প্রভো ॥ ২৯ ॥

হা হা—"হায়, হায়"; ইতি—এইভাবে; বাদিনঃ—বলে; সর্বে—সকলে; মুনয়ঃ—মুনিগণ; খিন্ন—ক্ষুণ্ণ; মানসাঃ—মনে; ঊচুঃ—তাঁরা বললেন; সঙ্কর্ষণম্—বলরাম; দেবম্—ভগবান; অধর্মঃ—অধার্মিক আচরণ; তে—আপনার দ্বারা; কৃতঃ—হয়েছে; প্রভো—হে প্রভু।

অনুবাদ

সকল মুনিগণ অত্যন্ত পীড়িত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে "হায়, হায়" করে উঠলেন। তাঁরা ভগবান সঙ্কর্ষণকে বললেন, "হে প্রভু, আপনি একটি অধর্মোচিত আচরণ করলেন!"

শ্লোক ৩০

অস্য ব্রহ্মাসনং দত্তমস্মাভির্যদুনন্দন ।
আয়ুশ্চাত্মাক্লমং তাবদ্‌যাবৎ সত্রং সমাপ্যতে ॥ ৩০ ॥

অস্য—তাকে; ব্রহ্ম-আসনম্—গুরুদেবের আসন; দত্তম্—প্রদত্ত হয়েছে; অস্মাভিঃ—আমাদের দ্বারা; যদু-নন্দন—হে যদুনন্দন; আয়ুঃ—দীর্ঘ জীবন; চ—এবং; আত্মা—দেহগত; অক্লমম্—বিড়ম্বনা হতে মুক্তি; তাবৎ—সেই পর্যন্ত; যাবৎ—যতদিন না; সত্রম্—যজ্ঞ; সমাপ্যতে—সম্পূর্ণ হয়।

অনুবাদ

"হে যদুনন্দন, আমরা তাকে গুরুদেবের আসন প্রদান করেছিলাম এবং যতদিন এই যজ্ঞ চলবে ততদিন পর্যন্ত তাকে দীর্ঘ জীবন ও দৈহিক পীড়া হতে মুক্তি প্রদান করেছিলাম।"

তাৎপর্য

যদিও রোমহর্ষণ প্রতিলোম জাত হওয়ায় ব্রাহ্মণ ছিলেন না, সমবেত ঋষিরা তাকে সেই মর্যাদা দিয়েছিলেন আর তাই প্রধান পরিচালনকারী পুরোহিতের আসন, ব্রহ্মাসন প্রদান করা হয়েছিল।

শ্লোক ৩১-৩২

অজানতৈবাচরিতস্ত্বয়া ব্রহ্মবধো যথা ।
যোগেশ্বরস্য ভবতো নাম্নায়োঽপি নিয়ামকঃ ॥ ৩১ ॥
যদ্যেতদ্‌ব্রহ্মহত্যায়াঃ পাবনং লোকপাবন ।
চরিষ্যতি ভবাল্লোঁকসংগ্রহোঽনন্যচোদিতঃ ॥ ৩২ ॥

অজানতা—না জেনে; **এব**—মাত্র; **আচরিতঃ**—করেছ; **ত্বয়া**—আপনি; **ব্রহ্ম**—এক ব্রাহ্মণের; **বধঃ**—বধ; **যথা**—প্রকৃতপক্ষে; **যোগ**—যোগ শক্তির; **ঈশ্বরস্য**—ঈশ্বরের জন্য; **ভবতঃ**—আপনি; **ন**—না; **আম্নায়ঃ**—শাস্ত্রীয় বিধি; **অপি**—ও; **নিয়ামকঃ**—নিয়ামক; **যদি**—যদি; **এতৎ**—এই জন্য; **ব্রহ্ম**—এক ব্রাহ্মণের; **হত্যায়া**—হত্যা; **পাবনম্**—প্রায়শ্চিত্ত; **লোক**—জগতের; **পাবন**—হে পবিত্রকারী; **চরিষ্যতি**—সম্পাদন করুন; **ভবান্**—আপনি; **লোক-সংগ্রহঃ**—সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য; **অনন্য**—অন্য কর্তৃক; **চোদিতঃ**—চালিত।

অনুবাদ

"আপনি না জেনে এক ব্রাহ্মণকে হত্যা করেছেন। অবশ্যই, শাস্ত্রের বিধিসমূহও যোগেশ্বর আপনার উপর কর্তৃত্ব করতে পারে না। তা সত্ত্বেও যদি স্বেচ্ছায় এই এক ব্রাহ্মণ বধের জন্য নির্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত পালন করেন, হে জগৎপাবন, আপনার দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধারণ মানুষ পরম কল্যাণ লাভ করবে।"

শ্লোক ৩৩

শ্রীভগবানুবাচ

চরিষ্যে বধনির্বেশং লোকানুগ্রহকাম্যয়া ।
নিয়মঃ প্রথমে কল্পে যাবান্ স তু বিধীয়তাম্ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **চরিষ্যে**—আমি সম্পাদন করব; **বধ**—বধের জন্য; **নির্বেশম্**—প্রায়শ্চিত্ত; **লোক**—সাধারণ মানুষের জন্য; **অনুগ্রহ**—অনুগ্রহ; **কাম্যয়া**—প্রদর্শনের কামনায়; **নিয়মঃ**—নিয়ম; **প্রথমে**—প্রাথমিক; **কল্পে**—আচারে; **যাবান্**—যতখানি; **সঃ**—তা; **তু**—বস্তুত; **বিধীয়তাম্**—বিধান করুন।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—যেহেতু আমি সাধারণ মানুষকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করার বাসনা করি, তাই আমি অবশ্যই এই হত্যার জন্য প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদন করব। অতএব, প্রথমে যা যা আচার পালন করতে হবে আমাকে তা বিধান করুন।

শ্লোক ৩৪

দীর্ঘমায়ুর্বতৈতস্য সত্ত্বমিন্দ্রিয়মেব চ ।
আশাসিতং যৎ তদ্‌ব্রূতে সাধয়ে যোগমায়য়া ॥ ৩৪ ॥

দীর্ঘম্—দীর্ঘ; **আয়ুঃ**—আয়ু; **বত**—হে মুনিগণ; **এতস্য**—তার জন্য; **সত্ত্বম্**—বল; **ইন্দ্রিয়ম্**—ইন্দ্রিয়পটুতা; **এব চ**—ও; **আশাসিতম্**—সঙ্কল্প করেছিলেন; **যৎ**—যা;

তৎ—তা; **ব্রূতে**—দয়া করে বলুন; **সাধয়ে**—আমি সম্পাদন করব; **যোগ-মায়য়া**—আমার যোগ বল দ্বারা।

অনুবাদ

হে মুনিগণ, আপনারা তার কাছে যা সংকল্প করেছিলেন—দীর্ঘ আয়ু, বল ও ইন্দ্রিয় পটুতা—আমাকে কেবল তা বলুন, আমার যোগ শক্তি দ্বারা সমস্ত কিছুই আমি পুনরুদ্ধার করব।

শ্লোক ৩৫

ঋষয় ঊচুঃ

অস্ত্রস্য তব বীর্যস্য মৃত্যোরস্মাকমেব চ ।
যথা ভবেদ্বচঃ সত্যং তথা রাম বিধীয়তাম্ ॥ ৩৫ ॥

ঋষয়ঃ ঊচুঃ—ঋষিগণ বললেন; **অস্ত্রস্য**—অস্ত্রের (কুশ); **তব**—আপনার; **বীর্যস্য**—শক্তি; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যুর; **অস্মাকম্**—আমাদের; **এব চ**—ও; **যথা**—যাতে; **ভবেৎ**—রক্ষিত হয়; **বচঃ**—বাক্য; **সত্যম্**—সত্য; **তথা**—এইভাবে; **রাম**—হে রাম; **বিধীয়তাম্**—বিধান করুন।

অনুবাদ

ঋষিগণ বললেন—হে রাম, দয়া করে দেখুন যাতে আপনার শক্তি ও আপনার কুশ অস্ত্র এবং সেই সঙ্গে আমাদের সংকল্প ও রোমহর্ষণের মৃত্যু, সকলই অক্ষত থাকে।

শ্লোক ৩৬

শ্রীভগবানুবাচ

আত্মা বৈ পুত্র উৎপন্ন ইতি বেদানুশাসনম্ ।
তস্মাদস্য ভবেদ্বক্তা আয়ুরিন্দ্রিয়সত্ত্ববান্ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **আত্মা**—আত্মা; **বৈ**—বস্তুত; **পুত্রঃ**—পুত্র; **উৎপন্নঃ**—জন্মে; **ইতি**—এইভাবে; **বেদ-অনুশাসনম্**—বেদের নির্দেশ; **তস্মাৎ**—অতএব; **অস্য**—তার (পুত্র); **ভবেৎ**—হবেন; **বক্তা**—বক্তা; **আয়ুঃ**—দীর্ঘ জীবন; **ইন্দ্রিয়**—দৃঢ় ইন্দ্রিয়; **সত্ত্ব**—এবং দৈহিক বল; **বান্**—অধিকারী।

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—বেদ আমাদের নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, কারও আত্মা পুনরায় পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। তাই রোমহর্ষণের পুত্র পুরাণ বক্তা হবেন এবং তিনি দীর্ঘ জীবন, দৃঢ় ইন্দ্রিয়সমূহ ও শক্তি প্রাপ্ত হবেন।

তাৎপর্য

এখানে ভগবান বলরাম দ্বারা বিবৃত সূত্রটিকে আরও বিশদ করার জন্য শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই বৈদিক শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন—

অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদভিজায়সে ।
আত্মা বৈ পুত্রনামাসি সংজীব শরদঃ শতম্ ॥

"তুমি আমার বিভিন্ন অঙ্গ থেকে জন্মগ্রহণ করেছ এবং আমার একান্ত হৃদয় থেকে উত্থিত হয়েছ। তুমি আমার পুত্র রূপে আমার আপন আত্মা। শত শরৎ ব্যাপী তুমি জীবিত থাক।" এই শ্লোকটি *শতপথ ব্রাহ্মণ* (১৪/৯/৮/৪) এবং *বৃহৎআরণ্যক উপনিষদ* (৬/৪/৮)-এ রয়েছে।

শ্লোক ৩৭

কিং বঃ কামো মুনিশ্রেষ্ঠা ব্রূতাহং করবাণ্যথ ।
অজানতস্ত্বপচিতিং যথা মে চিন্ত্যতাং বুধাঃ ॥ ৩৭ ॥

কিম্—কি; **বঃ**—আপনাদের; **কামঃ**—আকাঙ্ক্ষা; **মুনি**—মুনিগণের; **শ্রেষ্ঠাঃ**—হে শ্রেষ্ঠগণ; **ব্রূত**—দয়া করে বলুন; **অহম্**—আমি; **করবাণি**—তা করব; **অথ**—এবং তারপর; **অজানতঃ**—যে জানে না; **তু**—বস্তুত; **অপচিতিম্**—প্রায়শ্চিত্ত; **যথা**—যথাযথভাবে; **মে**—আমার জন্য; **চিন্ত্যতাম্**—দয়া করে চিন্তা করুন; **বুধাঃ**—হে বুদ্ধিমানেরা।

অনুবাদ

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ, আপনাদের অভিলাষ আমাকে বলুন, আমি অবশ্যই তা পূর্ণ করব। হে জ্ঞানী আত্মাগণ, যেহেতু আমি সঠিক জানি না তাই যত্নসহকারে আমার যথাযথ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করুন।

তাৎপর্য

এখানে যোগ্য ব্রাহ্মণগণের সামনে নিজেকে বিনয়ের সঙ্গে নিবেদনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে শ্রীবলরাম এক যথোচিত দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

শ্লোক ৩৮

ঋষয় ঊচুঃ

ইল্বলস্য সুতো ঘোরো বল্বলো নাম দানবঃ ।
স দূষয়তি নঃ সত্রমেত্য পর্বণি পর্বণি ॥ ৩৮ ॥

ঋষয়ঃ উচুঃ—ঋষিগণ বললেন; **ইল্বলস্য**—ইল্বলের; **সুতঃ**—পুত্র; **ঘোরঃ**—ভয়ঙ্কর; **বল্বলঃ নাম**—বল্বল নামক; **দানবঃ**—দানব; **সঃ**—সে; **দূষয়তি**—দূষিত করছে; **নঃ**—আমাদের; **সত্রম্**—যজ্ঞ; **এত্য**—আগমন করে; **পর্বণি পর্বণি**—প্রতি পর্ব দিনে।

অনুবাদ

ঋষিরা বললেন—ইল্বলের পুত্র বল্বল নামক এক ভয়ঙ্কর দানব এখানে প্রতি পর্বদিনে আগমন করে এবং আমাদের যজ্ঞ দূষিত করে।

তাৎপর্য

যে অনুগ্রহ তারা তাঁর কাছ থেকে লাভ করতে চান, ঋষিরা প্রথমে শ্রীবলরামকে তা বললেন।

শ্লোক ৩৯

তং পাপং জহি দাশার্হ তন্নঃ শুশ্রূষণং পরম্ ।
পূয়শোণিতবিন্মূত্রসুরামাংসাভিবর্ষিণম্ ॥ ৩৯ ॥

তম্—সেই; **পাপম্**—পাপিষ্ঠ; **জহি**—দয়া করে হত্যা করুন; **দাশার্হ**—হে দশার্হ বংশজ; **তৎ**—তা; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **শুশ্রূষণম্**—সেবা; **পরম্**—শ্রেষ্ঠ; **পূয়**—পূজ; **শোণিত**—রক্ত; **বিৎ**—মল; **মূত্র**—মূত্র; **সুরা**—মদ; **মাংস**—এবং মাংস; **অভিবর্ষিণম্**—যে বর্ষণ করে।

অনুবাদ

হে দশার্হ বংশজ, দয়া করে আমাদের উপর পূজ, রক্ত, মল, মূত্র, মদ ও মাংস বর্ষণকারী সেই পাপিষ্ঠ দানবকে বধ করুন। এটি শ্রেষ্ঠ সেবা যা আপনি আমাদের জন্য করতে পারেন।

শ্লোক ৪০

ততশ্চ ভারতং বর্ষং পরীত্য সুসমাহিতঃ ।
চরিত্বা দ্বাদশমাসাংস্তীর্থস্নায়ী বিশুধ্যসি ॥ ৪০ ॥

ততঃ—অতঃপর; **চ**—এবং; **ভারতম্ বর্ষম্**—ভারত ভূমি; **পরীত্য**—পরিক্রমা করে; **সু-সমাহিতঃ**—সমাহিত চিত্তে; **চরিত্বা**—কৃচ্ছ্রসাধন করে; **দ্বাদশ**—দ্বাদশ; **মাসান্**—মাস; **তীর্থ**—তীর্থে; **স্নায়ী**—স্নান করে; **বিশুধ্যসি**—আপনি বিশুদ্ধ হবেন।

অনুবাদ

অতঃপর, দ্বাদশ মাসের জন্য আপনি সমাহিত চিত্তে ভারত ভূমি পরিক্রমা করে কৃচ্ছ্রসাধন করবেন ও বিভিন্ন পবিত্র তীর্থস্থানে স্নান করবেন। এইভাবে, আপনি বিশুদ্ধ হবেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করছেন যে, *বিশুধ্যসি* শব্দটির অর্থ জনসাধারণের জন্য এরূপ যথার্থ উদাহরণ স্থাপনের মাধ্যমে ভগবান বলরাম এক নির্মল যশ অর্জন করবেন।

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন "ব্রাহ্মণেরা ভগবানের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন আর তাই তারা প্রস্তাব করলেন যে তাদের পক্ষে যা মঙ্গলজনক সেই পন্থায় তিনি প্রায়শ্চিত্ত করুন।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'দন্তবক্র, বিদূরথ ও রোমহর্ষণ বধ' নামক অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

একোনাশীতিতম অধ্যায়

শ্রীবলরামের তীর্থে গমন

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে কিভাবে ভগবান বলদেব বল্বলকে হত্যার দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করলেন, বিভিন্ন পবিত্র তীর্থ স্থানে স্নান করলেন এবং ভীমসেন ও দুর্যোধনকে উপদেশের দ্বারা যুদ্ধ হতে বিরত করার চেষ্টা করলেন।

নৈমিষারণ্যে ঋষিগণের যজ্ঞস্থলে পর্বকালে সমস্ত কিছু ধুলায় অস্পষ্ট করে পুঁজের ঘৃণ্য গন্ধময় এক তীব্র ঝড় প্রবাহিত হতে শুরু করল। তখন দানব বল্বল তার হাতে একটি ত্রিশূল সহ সেখানে উপস্থিত হল। তার বিশাল দেহ অতি কৃষ্ণকায় আর তার মুখ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। শ্রীবলদেব তাঁর লাঙ্গল দ্বারা দানবটিকে আবদ্ধ করলেন এবং অতঃপর তাঁর গদা দ্বারা তার মস্তকে এক প্রচণ্ড আঘাত করে তাকে বধ করলেন। ঋষিগণ ভগবান বলদেবের মহিমা কীর্তন করতে লাগলেন এবং তাঁকে প্রচুর পরিমাণে উপহার প্রদান করলেন।

শ্রীবলরাম অতঃপর তাঁর তীর্থ পর্যটন শুরু করলেন, এই পর্যটন কালে তিনি বহু পবিত্র তীর্থ ভ্রমণ করলেন। তিনি যখন কুরু ও পাণ্ডবগণের মধ্যে যুদ্ধের সংবাদ শুনতে পেলেন, শ্রীভগবান কুরুক্ষেত্রে গমন করে ভীম ও দুর্যোধন উভয়কেই যুদ্ধ থেকে বিরত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাদের শত্রুতা এতই গভীর ছিল যে, তিনি তাদের যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না। যুদ্ধকে ভাগ্যের আয়োজন হৃদয়ঙ্গম করে, ভগবান শ্রীবলদেব যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেন এবং দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

কিছুকাল পরে, বলরাম পুনরায় নৈমিষারণ্যে গমন করলেন, সেখানে ঋষিগণ তাঁর হয়ে বেশ কয়েকটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলেন। বলদেব ঋষিগণের অপ্রাকৃত জ্ঞানকে অনুমোদন করলেন এবং তাঁদের কাছে তাঁর নিত্য স্বরূপ প্রকাশ করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ততঃ পর্বণ্যুপাবৃত্তে প্রচণ্ডঃ পাংশুবর্ষণঃ ।
ভীমো বায়ুরভূদ্ রাজন্ পূয়গন্ধস্তু সর্বশঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ততঃ**—অতঃপর; **পর্বণি**—পর্ব দিনে; **উপাবৃত্তে**—যখন তা আগমন করেছিল; **প্রচণ্ডঃ**—প্রচণ্ড; **পাংশু**—ধূলি; **বর্ষণঃ**—

বর্ষণ করে; **ভীমঃ**—ভয়ঙ্কর; **বায়ুঃ**—এক বায়ু; **অভূৎ**—উত্থিত হল; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **পূয়**—পুঁজের; **গন্ধঃ**—গন্ধ; **তু**—এবং; **সর্বশঃ**—সর্বত্র।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—অতঃপর, পর্বদিনে, হে রাজন, সর্বত্র ধূলি বিক্ষিপ্ত করে ও পুঁজের গন্ধ ছড়িয়ে এক প্রচণ্ড ও ভয়ঙ্কর বায়ু উত্থিত হল।

শ্লোক ২

তততোঽমেধ্যময়ং বর্ষং বল্বলেন বিনির্মিতম্ ।
অভবদ্‌যজ্ঞশালায়াং সোঽন্বদৃশ্যত শূলধৃক্ ॥ ২ ॥

ততঃ—তখন; **অমেধ্য**—ঘৃণ্য বস্তু; **ময়ম্**—পূর্ণ; **বর্ষম্**—এক বর্ষা; **বল্বলেন**—বল্বল দ্বারা; **বিনির্মিতম্**—উৎপন্ন; **অভবৎ**—হল; **যজ্ঞ**—যজ্ঞের; **শালায়াম্**—স্থলে; **সঃ**—সে, বল্বল; **অন্বদৃশ্যতে**—এরপর আবির্ভূত হল; **শূল**—একটি ত্রিশূল; **ধৃক্**—বহন করে।

অনুবাদ

অতঃপর, যজ্ঞস্থলে বল্বল দ্বারা প্রেরিত ঘৃণ্য বস্তু সমূহের এক বর্ষণ আগমন করল, এরপরে দানব স্বয়ং ত্রিশূল হাতে আবির্ভূত হল।

শ্লোক ৩-৪

তং বিলোক্য বৃহৎকায়ং ভিন্নাঞ্জনচয়োপমম্ ।
তপ্ততাম্রশিখাশ্মশ্রুং দংষ্ট্রোগ্রভ্রূকুটীমুখম্ ॥ ৩ ॥
সস্মার মূষলং রামঃ পরসৈন্যবিদারণম্ ।
হলং চ দৈত্যদমনং তে তূর্ণমুপতস্থতুঃ ॥ ৪ ॥

তম্—তাকে; **বিলোক্য**—দেখতে; **বৃহৎ**—বিশাল; **কায়ম্**—দেহ; **ভিন্ন**—ভগ্ন; **অঞ্জন**—কাজলের; **চয়**—পুঞ্জীভূত; **উপমম্**—সদৃশ; **তপ্ত**—উত্তপ্ত; **তাম্র**—তামার মতো বর্ণের; **শিখা**—শিখা; **শ্মশ্রুম্**—এবং শ্মশ্রু; **দংষ্ট্রা**—তার দাঁত দ্বারা; **উগ্র**—ভয়ঙ্কর; **ভ্রূ**—ভ্রূর; **কুটী**—খাঁজযুক্ত; **মুখম্**—মুখ; **সস্মার**—স্মরণ করলেন; **মূষলম্**—তাঁর গদা; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **পর**—বিরুদ্ধ; **সৈন্য**—সৈন্য; **বিদারণম্**—বিদীর্ণকারী; **হলম্**—তাঁর লাঙ্গল; **চ**—এবং; **দৈত্য**—দানব; **দমনম্**—দমনকারী; **তে**—তারা; **তূর্ণম্**—তৎক্ষণাৎ; **উপতস্থতুঃ**—নিজেরা উপস্থিত হল।

অনুবাদ

সেই বিশাল দানবটি ছিল ঘন অঙ্গার সদৃশ কালো। তার শিখা ও শ্মশ্রু ছিল তপ্ত তামার মতো এবং তার মুখে ছিল ভয়ানক বিষদাঁত ও খাঁজযুক্ত ভ্রূ। তাকে দর্শন করে ভগবান বলরাম তাঁর শত্রুসৈন্যদের খণ্ড খণ্ড করে বিদীর্ণকারী তাঁর গদা এবং দানবদের শাস্তিদানকারী তাঁর লাঙ্গল অস্ত্রের স্মরণ করলেন। এইভাবে আহূত হয়ে তাঁর অস্ত্রদ্বয় তৎক্ষণাৎ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হল।

শ্লোক ৫

তমাকৃষ্য হলাগ্রেণ বল্বলং গগনেচরম্ ।
মূষলেনাহনৎ ক্রুদ্ধো মূর্ধ্নি ব্রহ্মদ্রুহং বলঃ ॥ ৫ ॥

তম্—তাকে; **আকৃষ্য**—তাঁর দিকে আকর্ষণ করে; **হল**—তাঁর লাঙ্গলের; **অগ্রেণ**—অগ্রভাগ দিয়ে; **বল্বলম্**—বল্বল; **গগনে**—আকাশে; **চরম্**—চারণকারী; **মূষলেন**—তাঁর গদা দিয়ে; **অহনৎ**—আঘাত করলেন; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ; **মূর্ধ্নি**—মস্তকে; **ব্রহ্ম**—ব্রাহ্মণদের; **দ্রুহম্**—উৎপীড়নকারী; **বলঃ**—শ্রীবলরাম।

অনুবাদ

শ্রীবলরাম তাঁর লাঙ্গলের অগ্রভাগ দিয়ে আকাশচারী দানব বল্বলকে আবদ্ধ করলেন এবং তাঁর গদা দিয়ে ক্রুদ্ধভাবে সেই ব্রাহ্মণদের উৎপীড়নকারীর মস্তকে আঘাত করলেন।

শ্লোক ৬

সোঽপতদ্ভুবি নির্ভিন্নললাটোঽসৃক্ সমুৎসৃজন্ ।
মুঞ্চন্নার্তস্বরং শৈলো যথা বজ্রহতোঽরুণঃ ॥ ৬ ॥

সঃ—সে, বল্বল; **অপতৎ**—পতিত হল; **ভুবি**—ভূমিতে; **নির্ভিন্ন**—বিদীর্ণ; **ললাটঃ**—তার কপাল; **অসৃক্**—রক্ত; **সমুৎসৃজন্**—প্রচুর পরিমাণে; **মুঞ্চন্**—মোচন পূর্বক; **আর্ত**—আর্তের; **স্বরম্**—ধ্বনি; **শৈলঃ**—একটি পর্বত; **যথা**—মতো; **বজ্র**—বজ্র দ্বারা; **হতঃ**—হত; **অরুণঃ**—অরুণবর্ণ।

অনুবাদ

মৃত্যু যন্ত্রণায় বল্বল ক্রন্দন করে উঠে ভূপাতিত হল, তার কপাল বিদীর্ণ হয়েছিল এবং প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হচ্ছিল তাকে বজ্রাহত অরুণবর্ণের পর্বতের মতো মনে হচ্ছিল।

তাৎপর্য

আচার্যবর্গের মতানুসারে দানবটি রক্ত দ্বারা লালবর্ণের হয়ে উঠেছিল, যেন অরুণবর্ণের এক পর্বত।

শ্লোক ৭

সংস্তুত্য মুনয়ো রামং প্রযুজ্যাবিতথাশিষঃ ।
অভ্যষিঞ্চন্মহাভাগা বৃত্রঘ্নং বিবুধা যথা ॥ ৭ ॥

সংস্তুত্য—আন্তরিকভাবে স্তুতিপূর্বক; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **রামম্**—শ্রীবলরাম; **প্রযুজ্য**—প্রদান করে; **অবিতথ**—অচ্যুত; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **অভ্যষিঞ্চন্**—অভিষেক করলেন; **মহা-ভাগাঃ**—মহৎ ব্যক্তিত্ব; **বৃত্র**—বৃত্রাসুরের; **ঘ্নম্**—বিনাশক (দেবরাজ ইন্দ্র); **বিবুধাঃ**—দেবতাগণ; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

মুনিশ্রেষ্ঠগণ আন্তরিক স্তুতি দ্বারা শ্রীরামের পূজা করলেন এবং তাঁকে অচ্যুত আশীর্বাদ প্রদান করলেন। অতঃপর তারা তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠান করলেন, ঠিক যেমন বৃত্রাসুরকে বধের পর দেবতারা আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্দ্রের অভিষেক করেছিলেন।

শ্লোক ৮

বৈজয়ন্তীং দদুর্মালাং শ্রীধামাম্লানপঙ্কজাম্ ।
রামায় বাসসী দিব্যে দিব্যান্যাভরণানি চ ॥ ৮ ॥

বৈজয়ন্তীম্—বৈজয়ন্তী নামক; **দদুঃ**—তারা প্রদান করলেন; **মালাম্**—ফুলের মালা; **শ্রী**—লক্ষ্মীদেবীর; **ধাম**—ধাম; **অম্লান**—অম্লান; **পঙ্কজাম্**—পদ্মফুলে প্রস্তুত; **রামায়**—শ্রীবলরামকে; **বাসসী**—এক জোড়া (উপরের ও নীচের) বস্ত্র; **দিব্যে**—বিচিত্র; **দিব্যানি**—দিব্য; **আভরণানি**—রত্নালঙ্কার; **চ**—এবং।

অনুবাদ

যেখানে লক্ষ্মীদেবী বাস করেন সেই অম্লান-পদ্মের এক বৈজয়ন্তীমালা তাঁরা শ্রীবলরামকে প্রদান করলেন এবং তারা তাঁকে এক জোড়া দিব্য বসন ও আভরণও প্রদান করলেন।

শ্লোক ৯

অথ তৈরভ্যনুজ্ঞাতঃ কৌশিকীমেত্য ব্রাহ্মণৈঃ ।
স্নাত্বা সরোবরমগাদ্ যতঃ সরযূরাস্রবৎ ॥ ৯ ॥

অথ—অতঃপর; **তৈঃ**—তাদের দ্বারা; **অভ্যনুজ্ঞাতঃ**—অনুজ্ঞাত হয়ে; **কৌশিকীম্**—কৌশিকী নদীতে; **এত্য**—আগমনপূর্বক; **ব্রাহ্মণৈঃ**—ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে; **স্নাত্বা**—স্নান করলেন; **সরোবরম্**—সরোবরে; **অগাৎ**—গমন করলেন; **যতঃ**—যেখান থেকে; **সরযূঃ**—সরযূ নদী; **আস্রবৎ**—প্রবাহিত হয়েছে।

অনুবাদ

অতঃপর, ঋষিগণ দ্বারা অনুজ্ঞাত হয়ে, ভগবান ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে কৌশিকী নদীতে গমন করে স্নান করলেন। সেখান থেকে তিনি সেই সরোবরে গমন করলেন যেখান থেকে সরযূ নদী প্রবাহিত হয়েছে।

শ্লোক ১০

অনুস্রোতেন সরযূং প্রয়াগমুপগম্য সঃ ।
স্নাত্বা সন্তর্প্য দেবাদীন্ জগাম পুলহাশ্রমম্ ॥ ১০ ॥

অনু—অনুসরণ করে; **স্রোতেন**—তার স্রোত; **সরযূম্**—সরযূ নদী বরাবর; **প্রয়াগম্**—প্রয়াগে; **উপগম্য**—আগমন করে; **সঃ**—তিনি; **স্নাত্বা**—স্নান করে; **সন্তর্প্য**—তর্পণ পূর্বক; **দেব-আদীন্**—দেবতা ইত্যাদির; **জগাম**—তিনি গমন করলেন; **পুলহ-আশ্রমম্**—ঋষি পুলহের আশ্রমে।

অনুবাদ

ভগবান সরযূ নদীর প্রবাহ অনুসরণ করে প্রয়াগে এলেন, সেখানে তিনি স্নান করলেন এবং তারপর দেবতা ও অন্যান্য জীবের তর্পণ সম্পাদন করলেন। এরপর তিনি পুলহ ঋষির আশ্রমে গমন করলেন।

তাৎপর্য

পুলহাশ্রম হরি-ক্ষেত্র রূপেও পরিচিত।

শ্লোক ১১-১৫

গোমতীং গণ্ডকীং স্নাত্বা বিপাশাং শোণ আপ্লুতঃ ।
গয়াং গত্বা পিতৃনিষ্ট্বা গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥ ১১ ॥
উপস্পৃশ্য মহেন্দ্রাদ্রৌ রামং দৃষ্ট্বাভিবাদ্য চ ।
সপ্তগোদাবরীং বেণাং পম্পাং ভীমরথীং ততঃ ॥ ১২ ॥
স্কন্দং দৃষ্ট্বা যযৌ রামঃ শ্রীশৈলং গিরিশালয়ম্ ।
দ্রবিড়েষু মহাপুণ্যং দৃষ্ট্বাদ্রিং বেঙ্কটং প্রভুঃ ॥ ১৩ ॥

কামকোষ্ণীং পুরীং কাঞ্চীং কাবেরীং চ সরিদ্বরাম্ ।
শ্রীরঙ্গাখ্যং মহাপুণ্যং যত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ১৪ ॥
ঋষভাদ্রিং হরেঃ ক্ষেত্রং দক্ষিণাং মথুরাং তথা ।
সামুদ্রং সেতুমগমৎ মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১৫ ॥

গোমতীম্—গোমতী নদীতে; **গণ্ডকীম্**—গণ্ডকী নদীতে; **স্নাত্বা**—স্নান করে; **বিপাশাম্**—বিপাশা নদীতে; **শোণে**—শোণ নদীতে; **আপ্লুতঃ**—নিজেকে নিমজ্জিত করার পর; **গয়াম্**—গয়ায়; **গত্বা**—গমন করে; **পিতৃন্**—তাঁর পূর্বপুরুষগণের; **ইষ্ট্বা**—পূজা পূর্বক; **গঙ্গা**—গঙ্গার; **সাগর**—এবং সাগর; **সঙ্গমে**—সঙ্গমস্থলে; **উপস্পৃশ্য**—জল স্পর্শ করে (স্নান করে); **মহা-ইন্দ্র-অদ্রৌ**—মহেন্দ্র পর্বতে; **রামম্**—শ্রীপরশুরাম; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **অভিবাদ্য**—অভিবাদন করে; **চ**—এবং; **সপ্ত-গোদাবরীম্**—সপ্তগোদাবরীর মিলন স্থলে (গমন করে); **বেণাম্**—বেণা নদীতে; **পম্পাম্**—পম্পা নদীতে; **ভীম-রথীম্**—এবং ভীমরথী নদী; **ততঃ**—তারপর; **স্কন্দম্**—শ্রীস্কন্দ (কার্তিকেয়); **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **যযৌ**—গমন করলেন; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **শ্রী-শৈলম্**—শ্রী-শৈলে; **গিরি-শ**—ভগবান শিবের; **আলয়ম্**—বাসস্থান; **দ্রবিড়েষু**—দক্ষিণ রাজ্যে; **মহা**—মহা; **পুণ্যম্**—পুণ্য; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **অদ্রিম্**—পর্বত; **বেঙ্কটম্**—বেঙ্কট রূপে পরিচিত (ভগবান বালাজীর ধাম); **প্রভুঃ**—ভগবান; **কাম-কোষ্ণীম্**—কাম-কোষ্ণীতে; **পুরীম্ কাঞ্চীম্**—কাঞ্চীপুরমে; **কাবেরীম্**—কাবেরীতে; **চ**—এবং; **সরিৎ**—নদীসমূহের; **বরম্**—শ্রেষ্ঠ; **শ্রীরঙ্গ-আখ্যম্**—শ্রীরঙ্গরূপে পরিচিত; **মহা-পুণ্যম্**—মহা-পুণ্য-স্থান; **যত্র**—যেখানে; **সন্নিহিতঃ**—প্রকাশিত হয়েছিলেন; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ (রঙ্গনাথ রূপে); **ঋষভ-অদ্রিম্**—ঋষভ পর্বত; **হরেঃ**—ভগবান বিষ্ণুর; **ক্ষেত্রম্**—ক্ষেত্র; **দক্ষিণাম্ মথুরাম্**—দক্ষিণের মথুরা (মাদুরাই, মীনাক্ষীদেবীর আলয়); **তথা**—ও; **সামুদ্রম্**—সাগরে; **সেতুম্**—সেতুতে (সেতুবন্ধ); **আগমৎ**—তিনি গমন করলেন; **মহা**—মহা; **পাতক**—পাপসমূহ; **নাশনম্**—যা বিনাশ করে।

অনুবাদ

ভগবান বলরাম গোমতী, গণ্ডকী ও বিপাশা নদীসমূহে স্নান করলেন এবং তিনি শোণ নদীতেও ডুব দিয়েছিলেন। তিনি গয়ায় গমন করে সেখানে তাঁর পূর্বপুরুষগণের পূজা করলেন এবং গঙ্গার সঙ্গম স্থলে তিনি শুদ্ধ স্নান সম্পাদন করলেন। মহেন্দ্র পর্বতে তিনি শ্রীপরশুরামকে দর্শন করলেন এবং তাঁকে প্রার্থনা নিবেদন করলেন। অতঃপর তিনি গোদাবরী নদীর সাতটি শাখায় স্নান করলেন এবং বেণা, পম্পা ও ভীমরথী নদীসমূহেও তিনি স্নান করলেন। এরপর ভগবান

বলরাম স্কন্দদেবের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং ভগবান গিরিশের ধাম শ্রীশৈল দর্শন করলেন। দ্রাবিড় দেশ নামে পরিচিত দক্ষিণ অঞ্চলে ভগবান পবিত্র বেঙ্কট পর্বত এবং কামকোষ্ণী ও কাঞ্চী নগরী, নদীশ্রেষ্ঠা কাবেরী ও ভগবান কৃষ্ণ যেখানে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন সেই পরম পবিত্র ক্ষেত্র শ্রীরঙ্গ দর্শন করলেন। সেখান থেকে তিনি ঋষভ পর্বতে ও ভগবান কৃষ্ণের ক্ষেত্র, দক্ষিণ মথুরায় গমন করলেন। অতঃপর তিনি সেতুবন্ধে আগমন করলেন, যেখানে অত্যন্ত কঠিন পাপসমূহও বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

সাধারণতঃ কেউ মৃত পূর্বপুরুষগণের পূজার জন্য গয়ায় গমন করেন। কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের বর্ণনা অনুযায়ী, যদিও শ্রীবলরামের পিতা ও প্রপিতামহ তখনও জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর পিতার নির্দেশ ছিল যে তিনি যেন গয়ায় যত্নসহকারে তাঁর পূর্বপুরুষগণের পূজা করেন। *বৈষ্ণব-তোষণী* থেকে ভাব গ্রহণ করে আচার্য আরও বর্ণনা করছেন যে যদিও শ্রীবলরাম জগন্নাথ পুরীর খুব নিকটেই এসেছিলেন, কিন্তু তিনি সেখানে যাননি, কারণ সেখানে শ্রীকৃষ্ণ, বলভদ্র ও সুভদ্রার রূপ মধ্যে নিজেকে পূজা করার বিড়ম্বনা তিনি এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ১৬-১৭

তত্রাযুতমদাদ্ধেনূর্ব্রাহ্মণেভ্যো হলায়ুধঃ ।
কৃতমালাং তাম্রপর্ণীং মলয়ং চ কুলাচলম্ ॥ ১৬ ॥
তত্রাগস্ত্যং সমাসীনং নমস্কৃত্যাভিবাদ্য চ ।
যোজিতস্তেন চাশীর্ভিরনুজ্ঞাতো গতোঽর্ণবম্ ।
দক্ষিণং তত্র কন্যাখ্যাং দুর্গাং দেবীং দদর্শ সঃ ॥ ১৭ ॥

তত্র—সেখানে (সেতুবন্ধে, রামেশ্বরম রূপেও পরিচিত); **অযুতম্**—দশ সহস্র; **অদাৎ**—তিনি প্রদান করলেন; **ধেনূঃ**—গাভী; **ব্রাহ্মণেভ্যঃ**—ব্রাহ্মণগণকে; **হল-আয়ুধঃ**—শ্রীবলরাম, যাঁর অস্ত্র হচ্ছে লাঙ্গল; **কৃতমালাম্**—কৃতমালা নদীতে; **তাম্রপর্ণীম্**—তাম্রপর্ণী নদীতে; **মলয়ম্**—মলয়; **চ**—এবং; **কুল-অচলম্**—প্রধান পর্বতমালা; **তত্র**—সেখানে; **অগস্ত্যম্**—অগস্ত্য ঋষিকে; **সমাসীনম্**—আসীন (ধ্যানে); **নমস্কৃত্য**—প্রণাম করে; **অভিবাদ্য**—মহিমা কীর্তন করে; **চ**—এবং; **যোজিতঃ**—প্রাপ্ত হলেন; **তেন**—তাঁর দ্বারা; **চ**—এবং; **আশীর্ভিঃ**—আশীর্বাদ; **অনুজ্ঞাতঃ**—অনুজ্ঞা ক্রমে; **গতঃ**—তিনি গমন করলেন; **অর্ণবম্**—সাগরে; **দক্ষিণম্**—দক্ষিণ; **তত্র**—সেখানে; **কন্যা-আখ্যাম্**—কন্যাকুমারী নামে পরিচিত; **দুর্গাম্ দেবীম্**—দুর্গাদেবী; **দদর্শ**—দর্শন করলেন; **সঃ**—তিনি।

অনুবাদ

সেখানে সেতুবন্ধে [রামেশ্বরম্] ভগবান হলায়ুধ ব্রাহ্মণগণকে দশ সহস্র গাভী দান করলেন। তিনি অতঃপর কৃতমালা ও তাম্রপর্ণী নদী ও বিশাল মলয় পর্বতে গমন করেছিলেন। মলয় পর্বতমালায় ভগবান বলরাম অগস্ত্য ঋষিকে ধ্যানে আসীন প্রাপ্ত হলেন। ঋষিকে প্রণাম নিবেদন করার পর, ভগবান তাঁর কাছে প্রার্থনা নিবেদন করলেন এবং তারপর তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন। অগস্ত্যের অনুজ্ঞাক্রমে, তিনি দক্ষিণ সমুদ্রের তীরের দিকে অগ্রসর হলেন, যেখানে তিনি দেবীদুর্গাকে তাঁর কন্যাকুমারী রূপে দর্শন করলেন।

শ্লোক ১৮

ততঃ ফাল্গুনমাসাদ্য পঞ্চাপ্সরসমুত্তমম্ ।
বিষ্ণুঃ সন্নিহিতো যত্র স্নাত্বাস্পর্শদ্ গবাযুতম্ ॥ ১৮ ॥

ততঃ—তারপর; **ফাল্গুনম্**—ফাল্গুন; **আসাদ্য**—আগমন করে; **পঞ্চ-অপ্সরসম্**—পঞ্চ অপ্সরার সরোবর; **উত্তমম্**—উত্তম; **বিষ্ণুঃ**—ভগবান, বিষ্ণু; **সন্নিহিতঃ**—প্রকাশিত হয়েছিলেন; **যত্র**—যেখানে; **স্নাত্বা**—স্নান করে; **অস্পর্শৎ**—তিনি স্পর্শ করলেন (দান রূপে প্রদত্ত আচারের অংশ রূপে); **গব**—গাভী; **অযুতম্**—দশ সহস্র।

অনুবাদ

তারপর তিনি ফাল্গুন তীর্থে গমন করলেন এবং পবিত্র পঞ্চাপ্সরা সরোবরে অবগাহন করলেন, যেখানে ভগবান বিষ্ণু প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। সেই স্থানে তিনি আরও দশ সহস্র গাভী দান করেছিলেন।

শ্লোক ১৯-২১

ততোঽভিব্রজ্য ভগবান্ কেরলাংস্তু ত্রিগর্তকান্ ।
গোকর্ণাখ্যং শিবক্ষেত্রং সান্নিধ্যং যত্র ধূর্জটেঃ ॥ ১৯ ॥
আর্যাং দ্বৈপায়নীং দৃষ্ট্বা শূর্পারকমগাদ্ বলঃ ।
তাপীং পয়োষ্ণীং নির্বিন্ধ্যামুপস্পৃশ্যাথ দণ্ডকম্ ॥ ২০ ॥
প্রবিশ্য রেবামগমদ্ যত্র মাহিষ্মতী পুরী ।
মনুতীর্থমুপস্পৃশ্য প্রভাসং পুনরাগমৎ ॥ ২১ ॥

ততঃ—অতঃপর; **অভিব্রজ্য**—ভ্রমণপূর্বক; **ভগবান্**—ভগবান; **কেরলান্**—কেরল দেশ; **তু**—এবং; **ত্রিগর্তকান্**—ত্রিগর্ত; **গোকর্ণ-আখ্যাম্**—গোকর্ণ নামক (কর্ণাটকের

উত্তরাঞ্চলে আরব সাগরের উপকূলে); **শিব-ক্ষেত্রম্**—ভগবান শিবের পবিত্র স্থান; **সান্নিধ্যম্**—প্রকাশ; **যত্র**—যেখানে; **ধূর্জটেঃ**—দেবাদিদেব শিবের; **আর্যাম্**—পূজ্যা দেবী (পার্বতী, ভগবান শিবের মহিষী); **দ্বৈপ**—একটি দ্বীপে (গোকর্ণের নিকটে সমুদ্র উপকূলে); **আয়ণীম্**—যিনি বাস করেন; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **শূর্পারকম্**—পবিত্র শূর্পারক জেলাতে; **অগাৎ**—গমন করলেন; **বলঃ**—শ্রীবলরাম; **তাপীম্ পয়োষ্ণীম্ নির্বিন্ধ্যাম্**—তাপী, পয়োষ্ণী ও নির্বিন্ধ্যা নদীতে; **উপস্পৃশ্য**—জল স্পর্শ করে; **অথ**—তারপর; **দণ্ডকম্**—দণ্ডক অরণ্য; **প্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **রেবাম্**—রেবা নদীতে; **অগমৎ**—তিনি গমন করলেন; **যত্র**—যেখানে; **মাহিষ্মতী পুরী**—মাহিষ্মতী নগরী; **মনু-তীর্থম্**—মনু-তীর্থে; **উপস্পৃশ্য**—জল স্পর্শ করে; **প্রভাসম্**—প্রভাসে; **পুনঃ**—পুনরায়; **আগমৎ**—তিনি আগমন করলেন।

অনুবাদ

ভগবান অতঃপর কেরল ও ত্রিগর্ত দেশ ভ্রমণ করে যেখানে ভগবান ধূর্জটি (শিব) সরাসরিভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন, ভগবান শিবের সেই পবিত্র গোকর্ণ নগরী গমন করলেন। দ্বীপবাসিনী দেবী পার্বতীকেও দর্শন করার পর, শ্রীবলরাম পবিত্র জেলা শূর্পারকে গমন করলেন এবং তাপী, পয়োষ্ণী ও নির্বিন্ধ্যা নদীসমূহে স্নান করলেন। অতঃপর তিনি দণ্ডক অরণ্যে প্রবেশ করলেন এবং মাহিষ্মতী প্রতিষ্ঠিত নগরী সহ, রেবা নদীতে গমন করলেন। তারপর তিনি মনু-তীর্থে স্নান করলেন এবং অবশেষে প্রভাসে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ২২

শ্রুত্বা দ্বিজৈঃ কথ্যমানং কুরুপাণ্ডবসংযুগে ।
সর্বরাজন্যনিধনং ভারং মেনে হৃতং ভুবঃ ॥ ২২ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; **দ্বিজৈঃ**—ব্রাহ্মণগণ দ্বারা; **কথ্যমানম্**—বর্ণিত; **কুরু-পাণ্ডব**—কুরু ও পাণ্ডবগণের মধ্যে; **সংযুগে**—যুদ্ধে; **সর্ব**—সকলের; **রাজন্য**—রাজা; **নিধনম্**—নিধন; **ভারম্**—ভার; **মেনে**—তিনি ভাবলেন; **হৃতম্**—হরণ করা হয়েছে; **ভুবঃ**—পৃথিবীর।

অনুবাদ

কিভাবে কুরু ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধে যুক্ত সকল রাজাগণ হত হয়েছিল কয়েকজন ব্রাহ্মণের কাছে ভগবান তা শ্রবণ করলেন। তা থেকে তিনি সিদ্ধান্তে এলেন যে পৃথিবী এখন তার ভার মুক্ত হয়েছে।

শ্লোক ২৩

স ভীমদুর্যোধনয়োর্গদাভ্যাং যুধ্যতোর্মৃধে ।
বারয়িষ্যন্ বিনশনং জগাম যদুনন্দনঃ ॥ ২৩ ॥

সঃ—তিনি, শ্রীবলরাম; **ভীম-দুর্যোধনয়োঃ**—ভীম ও দুর্যোধন; **গদাভ্যাম্**—গদা দ্বারা; **যুধ্যতোঃ**—যারা যুদ্ধরত ছিল; **মৃধে**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **বারয়িষ্যন্**—বিরত করার উদ্দেশে; **বিনশনম্**—যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে; **জগাম্**—যাত্রা করলেন; **যদু**—যদুগণের; **নন্দনঃ**—প্রিয়তম পুত্র (শ্রীবলরাম)।

অনুবাদ

তখন শ্রীবলরাম যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধরত ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে কুরুক্ষেত্রে গমন করলেন।

শ্লোক ২৪

যুধিষ্ঠিরস্তু তং দৃষ্ট্বা যমৌ কৃষ্ণার্জুনাবপি ।
অভিবাদ্যাভবংস্তুষ্ণীং কিং বিবক্ষুরিহাগতঃ ॥ ২৪ ॥

যুধিষ্ঠিরঃ—রাজা যুধিষ্ঠির; **তু**—কিন্তু; **তম্**—তাঁকে, শ্রীবলরাম; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **যমৌ**—যমজ ভ্রাতা; নকুল ও সহদেব; **কৃষ্ণ-অর্জুনৌ**—শ্রীকৃষ্ণও ও অর্জুন; **অপি**—ও; **অভিবাদ্য**—প্রণাম নিবেদন করে; **অভবন্**—তাঁরা ছিলেন; **তুষ্ণীম্**—নীরব; **কিম্**—কি; **বিবক্ষুঃ**—বলার উদ্দেশ্যে; **ইহ**—এখানে; **আগতঃ**—আগমন করেছেন।

অনুবাদ

যখন যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, নকুল ও সহদেব শ্রীবলরামকে দর্শন করলেন তারা তাঁকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করলেন, কিন্তু কিছু বললেন না, ভাবলেন "তিনি এখানে আমাদের কি বলতে এসেছেন?"

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "তাঁদের এইরকম নীরব থাকার কারণ হচ্ছে, শ্রীবলরাম দুর্যোধনের প্রতি কিছুটা স্নেহপরায়ণ ছিলেন এবং দুর্যোধন শ্রীবলরামের কাছে গদাযুদ্ধের কৌশল শিক্ষা করেছিলেন। এইভাবে ভীম ও দুর্যোধনের মধ্যে যখন দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলছে, মহারাজ যুধিষ্ঠির ও অন্যান্যরা মনে করলেন যে দুর্যোধনের অনুকূলে কিছু বলার জন্য বলরাম হয়ত সেখানে এসেছেন আর তাই তারা নীরব রইলেন।"

শ্লোক ২৫

গদাপাণী উভৌ দৃষ্ট্বা সংরব্ধৌ বিজয়ৈষিণৌ ।
মণ্ডলানি বিচিত্রাণি চরন্তাবিদমব্রবীৎ ॥ ২৫ ॥

গদা—গদা সহ; **পাণী**—তাদের হস্তে; **উভৌ**—তাদের উভয়কে, দুর্যোধন এবং ভীম; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **সংরব্ধৌ**—ক্রুদ্ধ; **বিজয়**—বিজয়; **এষিণৌ**—সংগ্রাম রত; **মণ্ডলাণি**—মণ্ডলাকারে; **বিচিত্রাণি**—বিচিত্র; **চরন্তৌ**—বিচরণশীল; **ইদম্**—এই; **অব্রবীৎ**—তিনি বললেন।

অনুবাদ

শ্রীবলরাম দুর্যোধন ও ভীমকে, তাদের হাতে গদা সহ দেখলেন এবং তারা উভয়ে ক্রুদ্ধভাবে একে অন্যের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য সংগ্রামরত দক্ষতার সঙ্গে মণ্ডলাকারে পরিক্রমণশীল ছিলেন। তখন ভগবান তাদের এইভাবে বললেন।

শ্লোক ২৬

যুবাং তুল্যবলৌ বীরৌ হে রাজন্ হে বৃকোদর ।
একং প্রাণাধিকং মন্যে উতৈকং শিক্ষয়াধিকম্ ॥ ২৬ ॥

যুবাম্—তোমরা দুইজন; **তুল্য**—সমান; **বলৌ**—বলবান; **বীরৌ**—যোদ্ধা; **হে রাজন্**—হে রাজন (দুর্যোধন); **হে বৃকোদর**—হে ভীম; **একম্**—একজন; **প্রাণ**—দৈহিকভাবে; **অধিকম্**—অধিক; **মন্যে**—আমি বিবেচনা করি; **উত**—অপরপক্ষে; **একম্**—একজন; **শিক্ষয়া**—শিক্ষার নিরিখে; **অধিকম্**—অধিক।

অনুবাদ

[শ্রীবলরাম বললেন—] রাজা দুর্যোধন! এবং ভীম! শ্রবণ কর! যুদ্ধের বিক্রমে তোমরা দুই যোদ্ধাই সমান। আমি জানি যে তোমাদের মধ্যে একজন দৈহিকভাবে মহাবলশালী, আর অন্যজন প্রয়োগকৌশলগত শিক্ষায় শ্রেষ্ঠ।

তাৎপর্য

ভীম ছিল দৈহিকভাবে অধিক শক্তিশালী, কিন্তু দুর্যোধন ছিলেন প্রয়োগ কৌশলের নিরিখে শ্রেষ্ঠ।

শ্লোক ২৭

তস্মাদেকতরস্যেহ যুবয়োঃ সমবীর্যয়োঃ ।
ন লক্ষ্যতে জয়োঽন্যো বা বিরমত্বফলো রণঃ ॥ ২৭ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **একতরস্য**—উভয়ের মধ্যে কোন একজনের; **ইহ**—এখানে; **যুবয়োঃ**—তোমাদের; **সম**—সমান; **বীর্যয়োঃ**—যাদের বিক্রম; **ন লক্ষ্যতে**—দেখতে পারা যায় না; **জয়ঃ**—জয়; **অন্যঃ**—প্রতিপক্ষের (পরাজয়); **বা**—বা; **বীরমতু**—বিরত হউক; **অফলঃ**—নিষ্ফল; **রণঃ**—যুদ্ধ।

অনুবাদ

যেহেতু তোমরা যুদ্ধ বিক্রমে এতটাই সমানভাবে তুল্য, তাই আমি দেখতে পারছি না যে, কিভাবে তোমাদের দুইজনের একজন জয়ী বা পরাজিত হবে। সুতরাং এই নিষ্ফল যুদ্ধ বন্ধ কর।

শ্লোক ২৮

ন তদ্বাক্যং জগৃহতুর্বদ্ধবৈরৌ নৃপার্থবৎ ।
অনুস্মরন্তাবন্যোন্যং দুরুক্তং দুষ্কৃতানি চ ॥ ২৮ ॥

ন—না; **তৎ**—তাঁর; **বাক্যম্**—কথা; **জগৃহতুঃ**—তাদের দুইজনে গ্রহণ করল; **বদ্ধ**—বদ্ধ; **বৈরৌ**—যাদের শত্রুতা; **নৃপ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **অর্থবৎ**—যুক্তিযুক্ত; **অনুস্মরন্তৌ**—নিরন্তর স্মরণ করে; **অন্যোন্যম্**—একে অপরের সম্বন্ধে; **দুরুক্তম্**—কর্কশ বাক্য; **দুষ্কৃতানি**—দুর্ব্যবহার; **চ**—ও।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—] **হে রাজন, যদিও শ্রীবলরামের অনুরোধটি ছিল যুক্তিযুক্ত, কিন্তু তাদের পারস্পরিক শত্রুতা ছিল অপরিবর্তনীয়, তাই তারা তা গ্রহণ করল না। উভয়ের প্রত্যেকে নিরন্তর একে অপরের কাছ থেকে প্রাপ্ত অপমান ও ক্ষতিসাধনের কথা স্মরণ করতে লাগল।**

শ্লোক ২৯

দিষ্টং তদনুমন্বানো রামো দ্বারবতীং যযৌ ।
উগ্রসেনাদিভিঃ প্রীতৈর্জ্ঞাতিভিঃ সমুপাগতঃ ॥ ২৯ ॥

দিষ্টম্—ভাগ্য; **তৎ**—তা; **অনুমন্বানঃ**—সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বক; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **দ্বারবতীম্**—দ্বারকায়; **যযৌ**—গমন করলেন; **উগ্রসেন-আদিভিঃ**—উগ্রসেন প্রমুখ; **প্রীতৈঃ**—প্রীত; **জ্ঞাতিভিঃ**—তার পরিবারের সদস্যগণ দ্বারা; **সমুপাগতঃ**—মিলিত হলেন।

অনুবাদ

যুদ্ধটি ছিল ভাগ্যের আয়োজন, এই সিদ্ধান্ত করে, শ্রীবলরাম দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন। সেখানে তাকে দর্শনে প্রীত উগ্রসেন ও তাঁর অন্যান্য আত্মীয়গণ দ্বারা তিনি অভিনন্দিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন যে *দিষ্টম্* অর্থাৎ 'ভাগ্য' শব্দটি নির্দেশ করছে যে ভীম ও দুর্যোধনের মধ্যে যুদ্ধটি ছিল ভগবান কৃষ্ণের দ্বারা নির্দেশিত ও চালিত।

শ্লোক ৩০

তং পুনর্নৈমিষং প্রাপ্তমৃষয়োঽযাজয়ন্মুদা ।
ক্রত্বঙ্গং ক্রতুভিঃ সর্বৈর্নিবৃত্তাখিলবিগ্রহম্ ॥ ৩০ ॥

তম্—তিনি, শ্রীবলরাম; **পুনঃ**—পুনরায়; **নৈমিষম্**—নৈমিষারণ্যে; **প্রাপ্তম্**—উপস্থিত হলেন; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **অযাজয়ন্**—বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদনে নিযুক্ত করলেন; **মুদা**—আনন্দের সঙ্গে; **ক্রতু**—সকল যজ্ঞের; **অঙ্গম্**—মূর্তিস্বরূপ; **ক্রতুভিঃ**—যজ্ঞ সম্পাদন দ্বারা; **সর্বৈঃ**—সকল ধরনের; **নিবৃত্ত**—যিনি পরিত্যাগ করেছিলেন; **অখিল**—সকল; **বিগ্রহম্**—যুদ্ধ।

অনুবাদ

অনন্তর তিনি পুনরায় নৈমিষক্ষেত্রে উপস্থিত হলে ঋষিগণ অখিলযুদ্ধ বিগ্রহ হতে নিবৃত্তচিত্ত এবং যজ্ঞমূর্তিস্বরূপ বলদেবের দ্বারা যজ্ঞ সমূহের অনুষ্ঠান করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "[যখন শ্রীবলরাম] পবিত্র তীর্থ-স্থান নৈমিষারণ্যে গমন করলেন....ঋষিগণ, সাধু ব্যক্তিগণ এবং ব্রাহ্মণগণ সকলে তাঁকে দণ্ডায়মান হয়ে স্বাগত জানালেন। তারা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে ক্ষত্রিয় হলেও শ্রীবলরাম এখন যুদ্ধকার্য হতে অবসর গ্রহণ করেছেন। শান্তিপ্রিয় ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ এতে অতীব তুষ্ট হলেন। পরম প্রীতিভরে আলিঙ্গন করে ঐ পবিত্র নৈমিষারণ্যে নানাবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য তাঁরা শ্রীবলরামকে উদ্বুদ্ধ করলেন। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষের জন্য নির্ধারিত যজ্ঞানুষ্ঠান, শ্রীবলরামের সম্পন্ন করার কোনই প্রয়োজন নেই—কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবান, আর তাই ঐ সকল যজ্ঞের তিনিই একমাত্র ভোক্তা। এই জন্য তাঁর এই যজ্ঞানুষ্ঠানরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপন হচ্ছে শুধু বৈদিক অনুশাসন পালনের উপায় জনগণকে শিক্ষা দেওয়া।"

শ্লোক ৩১

তেভ্যো বিশুদ্ধং বিজ্ঞানং ভগবান্ ব্যতরদ্বিভুঃ ।
যেনৈবাত্মন্যদো বিশ্বমাত্মানং বিশ্বগং বিদুঃ ॥ ৩১ ॥

তেভ্যঃ—তাদেরকে; **বিশুদ্ধম্**—বিশুদ্ধ; **বিজ্ঞানম্**—দিব্য জ্ঞান; **ভগবান্**—ভগবান; **ব্যতরৎ**—প্রদান করলেন; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান; **যেন**—যার দ্বারা; **এব**—বস্তুত; **আত্মনি**—তাঁর মধ্যে, ভগবান; **অদঃ**—এই; **বিশ্বম্**—বিশ্ব; **আত্মানম্**—তিনি স্বয়ং; **বিশ্ব-গম্**—বিশ্বে ব্যাপ্ত; **বিদুঃ**—তারা অনুভব করতে পারেন।

অনুবাদ

সর্বশক্তিমান ভগবান বলরাম ঋষিগণকে বিশুদ্ধ পারমার্থিক জ্ঞান প্রদান করলেন, যার দ্বারা তাঁরা সমগ্র বিশ্বকে তাঁর মধ্যে এবং তাঁকেও সমস্তকিছুর মধ্যে ব্যাপ্ত দর্শন করতে পারলেন।

শ্লোক ৩২

স্বপত্ন্যাবভৃথস্নাতো জ্ঞাতিবন্ধুসুহৃদ্বৃতঃ ।
রেজে স্বজ্যোৎস্নয়েবেন্দুঃ সুবাসাঃ সুষ্ঠুলঙ্কৃতঃ ॥ ৩২ ॥

স্ব—তাঁর সঙ্গে একত্রে; **পত্ন্যা**—পত্নী; **অবভৃথ**—যজ্ঞের সমপনান্তে কৃত অবভৃথ অনুষ্ঠান দ্বারা; **স্নাতঃ**—স্নাত হয়ে; **জ্ঞাতি**—তাঁর পরিবারের নিকট সদস্যগণ দ্বারা; **বন্ধু**—অন্যান্য আত্মীয়গণ; **সুহৃৎ**—এবং বন্ধু; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত হয়ে; **রেজে**—দীপ্তিমান রূপে তিনি প্রকাশিত হলেন; **স্ব-জ্যোৎস্নয়া**—তার আপন কিরণ দ্বারা; **ইব**—যেন; **ইন্দুঃ**—চন্দ্র; **সু**—সু; **বাসাঃ**—বসন পরিহিত; **সুষ্ঠু**—সুন্দরভাবে; **অলঙ্কৃতঃ**—বিভূষিত।

অনুবাদ

তাঁর পত্নী সহ অবভৃথ স্নান সম্পাদনের পর সুন্দররূপে বসন পরিহিত ও অলঙ্কৃত শ্রীবলরাম তাঁর পরিবারের নিকট আত্মীয় ও বন্ধুগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে নিজ জ্যোতির্ময় রশ্মি পরিবৃত চন্দ্রের মতো দীপ্তিমান রূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ খুব সুন্দরভাবে এই দৃশ্যটির বর্ণনা করছেন—"তারপর শ্রীবলরাম যজ্ঞানুষ্ঠানের পর গ্রহণীয় 'অবভৃথ' স্নান করলেন। তাঁর আত্মীয় ও বন্ধুগণের সমাবেশে নতুন রেশম বস্ত্র ও সুন্দর রত্নালংকারে ভূষিত হলে শ্রীবলরামকে নক্ষত্র খচিত আকাশে পূর্ণচন্দ্রের মতই উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।"

শ্লোক ৩৩

ঈদৃগ্বিধান্যসংখ্যানি বলস্য বলশালিনঃ ।
অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য মায়ামর্ত্যস্য সন্তি হি ॥ ৩৩ ॥

ঈদৃক-বিধানি—এই ধরনের; **অসংখ্যানি**—অসংখ্য; **বলস্য**—শ্রীবলরামের; **বল-শালিনঃ**—বলশালী; **অনন্তস্য**—অনন্ত; **অপ্রমেয়স্য**—অপ্রমেয়; **মায়া**—তাঁর মায়া শক্তির দ্বারা; **মর্ত্যস্য**—যেন এক নশ্বর রূপে যিনি আবির্ভূত; **সন্তি**—সেখানে; **হি**—বস্তুত।

অনুবাদ

অনন্ত ও অপ্রমেয় ভগবান, যাঁর মায়াশক্তি তাঁকে এক মনুষ্যরূপে প্রকাশিত করেছে, সেই বলশালী বলরাম দ্বারা এ ধরনের অন্যান্য অসংখ্য লীলা সম্পাদিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৪

যোঽনুস্মরেত রামস্য কর্মাণ্যদ্ভুতকর্মণঃ ।
সায়ং প্রাতরনন্তস্য বিষ্ণোঃ স দয়িতো ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥

যঃ—যিনি; **অনুস্মরেত**—নিয়মিত স্মরণ করেন; **রামস্য**—ভগবান বলরামের; **কর্মাণি**—চরিত; **অদ্ভুত**—অদ্ভুত; **কর্মণঃ**—যার সকল কার্যকলাপ; **সায়ম্**—সায়ংকালে; **প্রাতঃ**—প্রভাতে; **অনন্তস্য**—যিনি অসীম; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান, বিষ্ণু; **সঃ**—তিনি; **দয়িতঃ**—প্রিয়; **ভবেৎ**—হন।

অনুবাদ

অনন্ত ভগবান বলরামের সকল কার্যকলাপই অদ্ভুত। যিনি নিয়মিত প্রভাতে ও সায়ংকালে তা স্মরণ করেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় হন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "শ্রীবলরাম হচ্ছেন আদি বিষ্ণু, তাই যে কেউ সকাল সন্ধ্যায় শ্রীবলরামের এই অপ্রাকৃত লীলাসমূহ স্মরণ করবেন, তিনি নিশ্চয়ই পরমেশ্বর ভগবানের একজন শ্রেষ্ঠ ভক্তে পরিণত হবেন এবং এইভাবে তাঁর জীবন সর্বতোভাবে সফল হবে।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীবলরামের তীর্থে গমন' নামক একোনাশীতিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

অশীতিতম অধ্যায়

ব্রাহ্মণ সুদামার দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ পরিদর্শন

কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রাসাদে দান প্রার্থনা করতে আগত তাঁর ব্রাহ্মণ বন্ধু সুদামাকে অর্চনা করেছিলেন এবং কিভাবে তাঁরা উভয়ে তাঁদের গুরুদেব সান্দীপনি মুনির গৃহে বাস করার সময়ের লীলাসমূহ আলোচনা করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণের একজন একান্ত বন্ধু ব্রাহ্মণ সুদামা ছিলেন সম্পূর্ণরূপে জড় বাসনামুক্ত। অনায়াসে যেটুকু প্রাপ্তি হত তা দিয়ে তিনি নিজের ও পত্নীর প্রতিপালন করতেন। তাই তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। একদিন সুদামার পত্নী তাঁর স্বামীর জন্য খাদ্য প্রস্তুত করবার জন্য কিছু না পেয়ে তাঁর কাছে এসে, তাঁকে দ্বারকায় তাঁর বন্ধু কৃষ্ণের কাছে গিয়ে কিছু দান ভিক্ষা করতে বললেন। সুদামা অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু পত্নী বারবার তাঁকে অনুরোধ করতে থাকলে ভগবৎ দর্শনের সুযোগ হচ্ছে অত্যন্ত পবিত্র এই মনে করে, তিনি যেতে সম্মত হলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্য উপহার রূপে সুদামার পত্নী কয়েক মুষ্টি চিড়া ভিক্ষা করলেন এবং সুদামা দ্বারকার উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

সুদামা ভগবান কৃষ্ণের প্রধানা মহিষী রুক্মিণীদেবীর প্রাসাদের সমীপবর্তী হতে, দূর থেকে ভগবান তাঁকে দেখতে পেলেন। কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ রুক্মিণীর পর্যঙ্কস্থিত তাঁর আসন থেকে উঠে এসে মহা আনন্দের সঙ্গে তাঁর বন্ধুকে আলিঙ্গন করলেন। অতঃপর সুদামাকে সেই পর্যঙ্কে উপবিষ্ট করিয়ে তিনি নিজ হাতে তাঁর পাদদ্বয় ধৌত করলেন এবং সেই ধৌত জল তাঁর মস্তকে সিঞ্চন করলেন। এরপর তিনি তাঁকে বিভিন্ন উপহার প্রদান করলেন ও ধূপ, দীপ প্রভৃতি দ্বারা তাঁর পূজা করলেন। ইতিমধ্যে, রুক্মিণী জীর্ণ বসন পরিহিত তাঁকে চামর দ্বারা বাতাস করছিলেন। এই সমস্ত কিছুই প্রাসাদের অধিবাসীদের বিস্মিত করেছিল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অতঃপর তাঁর বন্ধুর হাত ধরলেন এবং তাঁরা দুজনে অনেক কাল আগে, তাঁদের গুরুদেবের বিদ্যালয়ে বাস করার সময়ে একত্রে যা কিছু করেছিলেন সেই সম্বন্ধে তাঁরা স্মৃতিচারণ করতে লাগলেন। সুদামা উল্লেখ করলেন যে, মনুষ্য সমাজের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যই কেবল কৃষ্ণ শিক্ষা অর্জনের লীলায় যুক্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

ভগবন্ যানি চান্যানি মুকুন্দস্য মহাত্মনঃ ।
বীর্যাণ্যনন্তবীর্যস্য শ্রোতুমিচ্ছামি হে প্রভো ॥ ১ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা (পরীক্ষিৎ) বললেন; **ভগবন্**—হে প্রভু (শুকদেব গোস্বামী); **যানি**—যে; **চ**—এবং; **অন্যানি**—অন্যান্য; **মুকুন্দস্য**—ভগবান কৃষ্ণের; **মহা-আত্মনঃ**—পরমাত্মা; **বীর্যাণি**—বীরত্ব কর্ম; **অনন্ত**—অনন্ত; **বীর্যস্য**—যার শৌর্য; **শ্রোতুম্**—শ্রবণ করতে; **ইচ্ছামি**—আমি ইচ্ছা করি; **হে প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—হে প্রভু, পরমেশ্বর ভগবান মুকুন্দ, যার শৌর্য অনন্ত, আমি তাঁর সম্পাদিত অন্যান্য বীরত্বপূর্ণ কর্ম শ্রবণ করতে ইচ্ছুক।

শ্লোক ২

কো নু শ্রুত্বাসকৃদ্ ব্রহ্মন্ উত্তমঃশ্লোকসৎকথাঃ ।
বিরমেত বিশেষজ্ঞো বিষণ্ণঃ কামমার্গণৈঃ ॥ ২ ॥

কঃ—কে; **নু**—বস্তুত; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **অসকৃৎ**—পুনঃ পুনঃ; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **উত্তম-শ্লোক**—শ্রীকৃষ্ণের; **সৎ**—চিন্ময়; **কথাঃ**—কথা; **বিরমেত**—বিরত হতে পারে; **বিশেষ**—সার (জীবনের); **জ্ঞঃ**—যিনি অবগত; **বিষণ্ণঃ**—বিষণ্ণ; **কাম**—জাগতিক আকাঙ্ক্ষার; **মার্গণৈঃ**—সন্ধান দ্বারা।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, কিভাবে কেউ, যিনি জীবনের সার অবগত ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে করতে বিষণ্ণ, পুনঃ পুনঃ ভগবান উত্তমশ্লোকের চিন্ময় কথাসমূহ শ্রবণ করার পর তা পরিত্যাগ করতে পারেন?

তাৎপর্য

এই বিষয়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করছেন যে, আমরা অনেক ব্যক্তিকে দেখতে পারি, যারা বারম্বার ভগবানের বিষয়ে শ্রবণ করার পরেও তাদের পারমার্থিক উৎসর্গতা ত্যাগ করে। আচার্য উত্তর প্রদান করছেন যে, *বিশেষ-জ্ঞ* কথাটি তাই এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। যাঁরা প্রকৃতপক্ষে জীবনের সার হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃত ত্যাগ করেন না। আরও একটি যোগ্যতা হচ্ছে *বিষণ্ণঃ কাম মার্গণৈঃ*—অর্থাৎ জাগতিক ইন্দ্রিয় সন্তুষ্টির দ্বারা বিষণ্ণ। এই দুটি যোগ্যতা বা গুণই হচ্ছে

শ্রদ্ধাসূচক। যিনি একবার কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রকৃত স্বাদ প্রাপ্ত হয়েছেন, স্বাভাবিকভাবে তিনি জাগতিক আনন্দের নিকৃষ্ট স্বাদ দ্বারা বিষণ্ণ হবেন। কৃষ্ণ বিষয়ক এই ধরনের খাঁটি শ্রোতা ভগবানের মুগ্ধকর লীলাসমূহের বিষয়ে শ্রবণ করা পরিত্যাগ করতে পারেন না।

শ্লোক ৩

সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে
করৌ চ তৎকর্মকরৌ মনশ্চ।
স্মরেদ্বসন্তং স্থিরজঙ্গমেষু
শৃণোতি তৎপুণ্যকথাঃ স কর্ণঃ ॥ ৩ ॥

সা—সেই (হয়); **বাক্**—বাক্যের শক্তি; **যয়া**—যার দ্বারা; **তস্য**—তাঁর; **গুণান্**—গুণসমূহ; **গৃণীতে**—কেউ বর্ণনা করে; **করৌ**—হস্তদ্বয়; **চ**—এবং; **তৎ**—তাঁর; **কর্ম**—কর্ম; **করৌ**—করছে; **মনঃ**—মন; **চ**—এবং; **স্মরেৎ**—স্মরণ করে; **বসন্তম্**—বাসকারী; **স্থির**—স্থাবর; **জঙ্গমেষু**—এবং জঙ্গম; **শৃণোতি**—শ্রবণ করে; **তৎ**—তাঁর; **পুণ্য**—পুণ্য; **কথাঃ**—কথা; **সঃ**—সেই (হয়); **কর্ণঃ**—কর্ণ।

অনুবাদ

প্রকৃত বাক্য হচ্ছে তা, যা ভগবানের গুণসমূহ বর্ণনা করে, প্রকৃত হস্ত হচ্ছে তা, যা তাঁর জন্য কর্ম করে, একটি প্রকৃত মন হল সেই, যা সর্বদা স্থাবর জঙ্গম সমস্ত কিছুর মধ্যে বাসকারী তাঁকে স্মরণ করে, এবং সেই সকল কর্ণই হচ্ছে প্রকৃত কর্ণ যা তাঁর বিষয়ে পুণ্য কথাসমূহ শ্রবণ করে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোক থেকে ভগবানের প্রতি উৎসর্গিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে রাজা পরীক্ষিৎ সকল ইন্দ্রিয়সমূহ সম্বন্ধে উল্লেখ করছেন, যাতে আমরা কৃষ্ণভাবনামৃতের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র লাভ করি। এখানে তিনি ঘোষণা করছেন যে ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে কোন রকম সম্পর্কহীন দেহের সকল অঙ্গই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়। এই একই ধরনের কথা দ্বিতীয় স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে শ্লোক ২০ থেকে ২৪ এ শৌনক ঋষি বলেছেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে ইন্দ্রিয়সমূহের উচিত কৃষ্ণভাবনামৃতের মধ্যে একত্রে কাজ করা। অন্য কথায় বলতে গেলে, নেত্রদ্বয় বা কর্ণদ্বয় যাই প্রাপ্ত হোক, মনের উচিত কেবলমাত্র কৃষ্ণকে স্মরণ করা, যিনি সকল বস্তুর মধ্যে বিরাজিত।

শ্লোক ৪

শিরস্তু তস্যোভয়লিঙ্গমানমেৎ
তদেব যৎ পশ্যতি তদ্ধি চক্ষুঃ ।
অঙ্গানি বিষ্ণোরথ তজ্জনানাং
পাদোদকং যানি ভজন্তি নিত্যম্ ॥ ৪ ॥

শিরঃ—মস্তক; **তু**—এবং; **তস্য**—তাঁর; **উভয়**—উভয়; **লিঙ্গম্**—প্রকাশকে; **আনমেৎ**—প্রণাম নিবেদন করে; **তৎ**—সেই; **এব**—মাত্র; **যৎ**—যা; **পশ্যতি**—দর্শন করে; **তৎ**—সেই; **হি**—বস্তুত; **চক্ষুঃ**—চক্ষু; **অঙ্গানি**—অঙ্গসমূহ; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান বিষ্ণুর; **অথ**—বা; **তৎ**—তাঁর; **জনানাম্**—ভক্তবৃন্দের; **পাদ-উদকম্**—পাদধৌত জল; **যানি**—যা; **ভজন্তি**—ভজনা করে; **নিত্যম্**—নিয়মিত।

অনুবাদ

প্রকৃত মস্তক হচ্ছে সেটি যা ভগবানকে, স্থাবর জঙ্গম জীবের মধ্যে তাঁর প্রকাশকে প্রণাম নিবেদন করে, প্রকৃত চক্ষু হচ্ছে তা, যা কেবল ভগবানকে দর্শন করে এবং সেই সমস্ত অঙ্গই হচ্ছে প্রকৃত অঙ্গ যা নিয়মিত ভগবান কিম্বা তাঁর ভক্তবৃন্দের পাদধৌত জলকে সম্মান করে।

শ্লোক ৫

সূত উবাচ
বিষ্ণুরাতেন সম্পৃষ্টো ভগবান্ বাদরায়ণিঃ ।
বাসুদেবে ভগবতি নিমগ্নহৃদয়োঽব্রবীৎ ॥ ৫ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **বিষ্ণু-রাতেন**—বিষ্ণুরাত দ্বারা (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **সম্পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **ভগবান্**—শক্তিশালী ঋষি; **বাদরায়ণিঃ**—শ্রীশুকদেব গোস্বামী; **বাসুদেবে**—ভগবান বাসুদেবে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **নিমগ্ন**—সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন; **হৃদয়ঃ**—তাঁর হৃদয়; **অব্রবীৎ**—তিনি বললেন।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—এইভাবে রাজা বিষ্ণুরাত দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে, পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের ধ্যানে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্নচিত্ত শক্তিশালী ঋষি বাদরায়ণি উত্তর প্রদান করলেন।

শ্লোক ৬

শ্রীশুক উবাচ

কৃষ্ণস্যাসীৎ সখা কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিত্তমঃ ।
বিরক্ত ইন্দ্রিয়ার্থেষু প্রশান্তাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **আসীৎ**—ছিলেন; **সখা**—বন্ধু (সুদামা নামক); **কশ্চিৎ**—কোন এক; **ব্রাহ্মণঃ**—ব্রাহ্মণ; **ব্রহ্ম**—বেদে; **বিৎ-তমঃ**—অত্যন্ত পণ্ডিত; **বিরক্ত**—বিরক্ত; **ইন্দ্রিয়-অর্থেষু**—ইন্দ্রিয় উপভোগের বিষয় থেকে; **প্রশান্ত**—প্রশান্ত; **আত্মা**—যার মন; **জিত**—জয় করেছে; **ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—শ্রীকৃষ্ণের কোন এক ব্রাহ্মণ বন্ধু ছিলেন (সুদামা নামক), যিনি বৈদিক জ্ঞানে অত্যন্ত পণ্ডিত এবং সকল ইন্দ্রিয় উপভোগ থেকে নিরাসক্ত ছিলেন। অধিকন্তু, তিনি ছিলেন প্রশান্ত চিত্ত ও জিতেন্দ্রিয়।

শ্লোক ৭

যদৃচ্ছয়োপপন্নেন বর্তমানো গৃহাশ্রমী ।
তস্য ভার্যা কুচৈলস্য ক্ষুৎক্ষামা চ তথাবিধা ॥ ৭ ॥

যদৃচ্ছয়া—নিজ আয়াসের; **উপপন্নেন**—দ্বারা লব্ধ; **বর্তমানঃ**—জীবিকা নির্বাহ পূর্বক; **গৃহ-আশ্রমী**—গৃহস্থ জীবনে; **তস্য**—তার; **ভার্যা**—পত্নী; **কু-চৈলস্য**—দীন বসন পরিহিত ছিলেন; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধা হতে; **ক্ষামা**—ক্ষয়িষ্ণু; **চ**—এবং; **তথা-বিধা**—তেমনিভাবে।

অনুবাদ

গৃহস্থরূপে জীবন যাপনকারী তিনি অনায়াসলব্ধ বস্তু দ্বারা নিজেকে প্রতিপালন করতেন। সেই জীর্ণ বসন পরিহিত ব্রাহ্মণের পত্নীও তাঁর সঙ্গে ক্ষুধা ভোগ হেতু কৃশকায়া ছিলেন।

তাৎপর্য

সুদামার পুণ্যবতী পত্নীও দীন বসন পরিহিতা ছিলেন এবং যা কিছু খাদ্য তিনি প্রাপ্ত হতেন তিনি তাঁর পতিকে তা প্রদান করতেন। এইভাবে তিনি ক্ষুধায় অবসন্ন হয়ে থাকতেন।

শ্লোক ৮

পতিব্রতা পতিং প্রাহ ম্লায়তা বদনেন সা ।
দরিদ্রং সীদমানা বৈ বেপমানাভিগম্য চ ॥ ৮ ॥

পতি-ব্রতা—তার পতির প্রতি বিশ্বস্ত; **পতিম্**—তার পতিকে; **প্রাহ**—তিনি বললেন; **ম্লায়তা**—মলিন; **বদনেন**—মুখে; **সা**—তিনি; **দরিদ্রম্**—দরিদ্র; **সীদমানা**—পীড়িত; **বৈ**—বস্তুত; **বেপমানা**—কম্পমানা হয়ে; **অভিগম্য**—আগমন পূর্বক; **চ**—এবং।

অনুবাদ

দারিদ্র্য পীড়িত ব্রাহ্মণের পতিব্রতা পত্নী একদিন তাঁর ক্লেশজনিত মলিন মুখে তাঁর কাছে আগমন করে ভয়ে কম্পিতা হয়ে এইভাবে বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে পতিব্রতা রমণী বিশেষভাবে এইজন্য অসুখী ছিলেন যে, তাঁর পতিকে খাওয়ানোর জন্য খাদ্য তিনি লাভ করতে পারেননি। অধিকন্তু তিনি তাঁর পতিকে অনুরোধ করতে এইজন্য ভয় করছিলেন যে—তিনি জানতেন, তাঁর পতি ভগবানের কাছে ভক্তি ছাড়া অন্য কোন কিছু প্রার্থনা করতে চাইতেন না।

শ্লোক ৯

ননু ব্রহ্মন্ ভগবতঃ সখা সাক্ষাচ্ছ্রিয়ঃ পতিঃ ।
ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ ॥ ৯ ॥

ননু—প্রকৃতপক্ষে; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **ভগবতঃ**—আপনার; **সখা**—বন্ধু; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **শ্রিয়ঃ**—লক্ষ্মীদেবীর; **পতিঃ**—পতি; **ব্রহ্মণ্যঃ**—ব্রাহ্মণদের প্রতি অনুগ্রহশীল; **চ**—এবং; **শরণ্য**—শরণাগত বৎসল; **চ**—এবং; **ভগবান্**—ভগবান্; **সাত্বত**—যাদবগণের; **ঋষভঃ**—শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

[সুদামার পত্নী বললেন—] হে ব্রাহ্মণ, এটা কি সত্যি নয় যে লক্ষ্মীপতি হচ্ছেন আপনার ব্যক্তিগত বন্ধু? সেই যাদবশ্রেষ্ঠ ভগবান কৃষ্ণ ব্রাহ্মণদের প্রতি অনুগ্রহশীল এবং তাদেরকে তাঁর আশ্রয় প্রদান করতে অত্যন্ত ইচ্ছুক।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর ভাষ্যে বর্ণনা করছেন কিভাবে ব্রাহ্মণের পত্নী, কৃষ্ণের কাছে দান প্রার্থনা করতে যাওয়ার জন্য তাঁর অনুরোধের বিরুদ্ধে তাঁর পতির সম্ভাব্য প্রতিটি আপত্তি অনুমান করেছিলেন। যদি ব্রাহ্মণ বলতেন, "কিভাবে

লক্ষ্মীপতি আমার মতো এক পতিত আত্মার বন্ধু হতে পারেন?" তিনি এই বলে উত্তর প্রদান করতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন *ব্রহ্মণ্য* ব্রাহ্মণদের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। যদি সুদামা ভগবানের প্রতি প্রকৃত ভক্তি না থাকার দাবী করতেন, তিনি এই বলে উত্তর করতেন যে তিনি একজন মহান ও জ্ঞানী ব্যক্তি, যিনি নিশ্চিতরূপে ভগবানের কৃপা ও আশ্রয় প্রাপ্ত হবেন। যদি ব্রাহ্মণ আপত্তি করতেন যে, ভগবান কৃষ্ণ তাদের কর্মফলভোগী অসংখ্য অসুখী বদ্ধ আত্মার প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন, তিনি উত্তর প্রদান করতেন, ভগবান কৃষ্ণ বিশেষভাবে হচ্ছেন ভক্তের ভগবান এবং এইভাবে তিনি স্বয়ংও যদি সুদামাকে তাঁর কৃপা অনুমোদন না করেন, নিশ্চিতরূপে তাঁর সেবায় নিয়োজিত ভক্তগণ কৃপা করে তাঁকে কিছু দান প্রদান করবেন। ভগবান যদি সাত্বতগণকে অর্থাৎ যদুবংশের সদস্যদের রক্ষা করতে পারেন, তাহলে সুদামার মতো একজন বিনয়ী ব্রাহ্মণকে রক্ষা করতে তাঁর কি সমস্যা হতে পারে এবং তা করার জন্য তাঁর কি এমন দোষ হবে?

শ্লোক ১০

তমুপৈহি মহাভাগ সাধূনাং চ পরায়ণম্ ।
দাস্যতি দ্রবিণম্ ভূরি সীদতে তে কুটুম্বিনে ॥ ১০ ॥

তম্—তাঁর কাছে; **উপৈহি**—গমন করুন; **মহা-ভাগ**—হে মহাভাগ; **সাধু-নাম**—সাধু ভক্তগণের; **চ**—এবং; **পর-অয়ণম্**—পরম আশ্রয়; **দাস্যতি**—তিনি দান করবেন; **দ্রবিণম্**—ধন; **ভূরি**—প্রভূত; **সীদতে**—অবসাদগ্রস্ত; **তে**—আপনাকে; **কুটুম্বিনে**—পরিবার পালনরত।

অনুবাদ

হে মহাভাগে, দয়া করে সকল সাধুদের প্রকৃত আশ্রয় তাঁর কাছে গমন করুন। তিনি নিশ্চিতরূপে আপনার মতো এরূপ এক পীড়িত গৃহস্থকে প্রচুর ধন প্রদান করবেন।

শ্লোক ১১

আস্তেঽধুনা দ্বারবত্যাং ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকেশ্বরঃ ।
স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি যচ্ছতি ।
কিং ন্বর্থকামান্ ভজতো নাত্যভীষ্টান্ জগদ্গুরুঃ ॥ ১১ ॥

আস্তে—উপস্থিত রয়েছেন; **অধুনা**—এখন; **দ্বারবত্যাম্**—দ্বারকায়; **ভোজ-বৃষ্ণি-অন্ধক**—ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের; **ঈশ্বরঃ**—ঈশ্বর; **স্মরতঃ**—যে স্মরণ করে;

পাদ-কমলম্—তাঁর পাদপদ্ম; **আত্মানাম্**—নিজেকে; **অপি**—ও; **যচ্ছতি**—তিনি দান করেন; **কিম্ নু**—তখন আর কি বলার আছে; **অর্থ**—অর্থনৈতিক সফলতা; **কামান্**—এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তি; **ভজতঃ**—তাঁর ভজনাকারীকে; **ন**—না; **অত্তি**—অত্যন্ত; **অভীষ্টান্**—আকাঙ্ক্ষিত; **জগৎ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের; **গুরুঃ**—গুরুদেব।

অনুবাদ

ভগবান কৃষ্ণ এখন ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের শাসক এবং তিনি দ্বারকায় অবস্থান করছেন। যেহেতু কেবলমাত্র তাঁর পাদপদ্মের স্মরণকারীকে তিনি নিজেকে পর্যন্ত দান করেন তাই তাঁর ঐকান্তিক ভজনাকারীকে, জগদ্‌গুরু তিনি যে সৌভাগ্য ও অনভীষ্ট জাগতিক সুখ প্রদান করবেন তাতে আর সন্দেহ কি?

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ পত্নী এখানে ইঙ্গিত করছেন যে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের শাসক, তাই এদের ঐশ্বর্যবান রাজারা যদি কেবলমাত্র সুদামাকে কৃষ্ণের ব্যক্তিগত বন্ধুরূপে চিনতে পারেন, তারা তাকে তার প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই প্রদান করতে পারেন।

এই বিষয়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করছেন যে যেহেতু ভগবান কৃষ্ণ এই সময় তাঁর অস্ত্র সরিয়ে রেখেছিলেন তিনি আর তাঁর নিজ রাজধানী দ্বারকার বাইরে ভ্রমণ করেননি। তাই শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর *লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থে লিখছেন "[ব্রাহ্মণপত্নী বললেন—] আমি শুনেছি যে তিনি রাজধানী দ্বারকাপুরী কখনও ত্যাগ করেন না। বাইরের কাজকর্ম ব্যতীত তিনি সেখানে বসবাস করছেন।"

এখানে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে জাগতিক সম্পদ ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি খুব আকাঙ্ক্ষিত নয়। এর কারণ হচ্ছে যে দীর্ঘ সময় ধরে তারা প্রকৃত সন্তুষ্টি প্রদান করে না। তবুও, সুদামার পত্নী ভেবেছিলেন সুদামা যদি দ্বারকায় গমন করেন এবং ভগবানের কাছে কেবলমাত্র নীরব থাকেন তিনি নিশ্চয়ই তাকে প্রচুর সম্পদ এবং তাঁর পাদপদ্মের আশ্রয়, যা ছিল সুদামার প্রকৃত উদ্দেশ্য, প্রদান করবেন।

শ্লোক ১২-১৩

স এবং ভার্যয়া বিপ্রো বহুশঃ প্রার্থিতো মুহুঃ ।
অয়ং হি পরমো লাভ উত্তমঃশ্লোকদর্শনম্ ॥ ১২ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা গমনায় মতিং দধে ।
অপ্যস্ত্যুপায়নং কিঞ্চিদ্ গৃহে কল্যাণি দীয়তাম্ ॥ ১৩ ॥

সঃ—তিনি; **এবম্**—এইভাবে; **ভার্যয়া**—তাঁর পত্নী দ্বারা; **বিপ্রঃ**—ব্রাহ্মণ; **বহুশঃ**—প্রভূতরূপে; **প্রার্থিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **মুহুঃ**—বার বার; **অয়ম্**—এই; **হি**—বস্তুত; **পরমঃ**—পরম; **লাভ**—লাভ; **উত্তমঃশ্লোক**—ভগবান কৃষ্ণের; **দর্শনম্**—দর্শন; **ইতি**—এইভাবে; **সঞ্চিন্ত্য**—চিন্তা করে; **মনসা**—তাঁর মনে মনে; **গমনায়**—গমনের জন্য; **মতিম্ দধে**—তিনি তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন; **অপি**—কি; **অস্তি**—সেখানে; **উপায়নম্**—উপহার; **কিঞ্চিৎ**—কিছু; **গৃহে**—গৃহে; **কল্যাণী**—আমার কল্যাণময় স্ত্রী; **দীয়তাম্**—দয়া করে প্রদান কর।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—] এইভাবে তাঁর পত্নী যখন বারম্বার তাঁকে বিভিন্ন ভাবে প্রার্থনা করছিলেন, ব্রাহ্মণ স্বয়ং ভাবলেন, "ভগবান কৃষ্ণকে দর্শন করা প্রকৃতপক্ষে জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।" এইভাবে তিনি যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, কিন্তু প্রথমে তিনি তাঁর পত্নীকে বললেন, "কল্যাণী, উপহার রূপে নিয়ে যাওয়ার মতো গৃহে যদি কিছু থাকে আমাকে তা প্রদান কর।"

তাৎপর্য

সুদামা স্বাভাবিকভাবেই বিনম্র ছিলেন আর তাই যদিও প্রথমে তাঁর পত্নীর প্রস্তাবে তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন, অবশেষে তিনি তার মনকে স্থির করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এখন পরিশেষের বর্ণনা হল যে, তাঁকে তাঁর বন্ধুর জন্য একটি উপহার নিতে হয়েছিল।

শ্লোক ১৪

যাচিত্বা চতুরো মুষ্টীন্ বিপ্রান্ পৃথুকতণ্ডুলান্ ।
চৈলখণ্ডেন তান্ বদ্ধ্বা ভর্ত্রে প্রাদাদুপায়নম্ ॥ ১৪ ॥

যাচিত্বা—প্রার্থনা পূর্বক; **চতুরঃ**—চার; **মুষ্টীন্**—মুষ্টি; **বিপ্রান্**—(প্রতিবেশী) ব্রাহ্মণগণ হতে; **পৃথুক-তণ্ডুলান্**—চিঁড়া; **চৈল**—বস্ত্রের; **খণ্ডেন**—জীর্ণ; **তান্**—তাদের; **বদ্ধ্বা**—বন্ধন করে; **ভর্ত্রে**—তার পতিকে; **প্রাদাৎ**—তিনি প্রদান করলেন; **উপায়নম্**—উপহার।

অনুবাদ

সুদামার পত্নী প্রতিবেশী ব্রাহ্মণগণের থেকে চার মুষ্টি চিঁড়া ভিক্ষা করলেন এবং তা একটি জীর্ণ বস্ত্র খণ্ডে বন্ধন করে শ্রীকৃষ্ণের জন্য উপহার রূপে তার পতিকে প্রদান করলেন।

শ্লোক ১৫

স তানাদায় বিপ্রাগ্রয়ঃ প্রযযৌ দ্বারকাং কিল ।
কৃষ্ণসন্দর্শনং মহ্যং কথং স্যাদিতি চিন্তয়ন্ ॥ ১৫ ॥

সঃ—তিনি; **তান্**—তা; **আদায়**—গ্রহণ করে; **বিপ্র-অগ্রয়ঃ**—সেই ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ; **প্রযযৌ**—গমন করলেন; **দ্বারকাম্**—দ্বারকায়; **কিল**—বস্তুত; **কৃষ্ণ সন্দর্শনম্**—শ্রীকৃষ্ণের দর্শন; **মহ্যম্**—আমার; **কথম্**—কিভাবে; **স্যাৎ**—ঘটবে; **ইতি**—এইভাবে; **চিন্তয়ন্**—চিন্তা করতে করতে।

অনুবাদ

চিঁড়া গ্রহণ করে সেই সাধু ব্রাহ্মণ সর্বক্ষণ "কিভাবে আমি কৃষ্ণের দর্শন লাভে সমর্থ হব?" চিন্তা করতে করতে দ্বারকার উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

তাৎপর্য

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সুদামা মনে করেছিলেন যে, দ্বাররক্ষী তাঁকে বাধা দেবে।

শ্লোক ১৬-১৭

ত্রীণি গুল্মান্যতীয়ায় তিস্রঃ কক্ষাশ্চ সদ্বিজঃ ।
বিপ্রোঽগম্যান্ধকবৃষ্ণীনাং গৃহেষ্বচ্যুতধর্মিণাম্ ॥ ১৬ ॥
গৃহং দ্ব্যষ্টসহস্রাণাং মহিষীণাং হরের্দ্বিজঃ ।
বিবেশৈকতমং শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দং গতো যথা ॥ ১৭ ॥

ত্রীণি—তিনটি; **গুল্মানি**—রক্ষীদের আবাসস্থল; **অতীয়ায়**—অতিক্রম করে; **তিস্রঃ**—তিনটি; **কক্ষাঃ**—দ্বার; **চ**—এবং; **সদ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে; **বিপ্রঃ**—পণ্ডিত ব্রাহ্মণ; **অগম্য**—অগম্য; **অন্ধক-বৃষ্ণীনাম্**—অন্ধক ও বৃষ্ণিগণের; **গৃহেষু**—গৃহসকল মধ্যে; **অচ্যুত**—শ্রীকৃষ্ণ; **ধার্মিণাম্**—বিশ্বস্তরূপে অনুগমনকারী; **গৃহম্**—বাসস্থান; **দ্বি**—দুই; **অষ্ট**—আটগুণ; **সহস্রাণাম্**—সহস্র; **মহিষীণাম্**—রাণীগণের; **হরেঃ**—শ্রীকৃষ্ণের; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **বিবেশ**—প্রবেশ করলেন; **একতমম্**—তাদের একটিতে; **শ্রীমৎ**—ঐশ্বর্য; **ব্রহ্ম-আনন্দম্**—ব্রহ্মানন্দ; **গতঃ**—প্রাপ্ত হলেন; **যথা**—যেন।

অনুবাদ

কয়েকজন স্থানীয় ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেই পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তিনটি রক্ষী স্থান ও তিনটি দ্বার অতিক্রম করলেন এবং তারপর সাধারণের অগম্য ভগবান কৃষ্ণের বিশ্বস্ত ভক্তগণ অন্ধক ও বৃষ্ণীগণের গৃহের মধ্য দিয়ে হেঁটে, এরপর শ্রীহরির ষোড়শ সহস্র রাণীর প্রাসাদসমূহের মধ্যে এক ঐশ্বর্যময় প্রাসাদে প্রবেশ করলেন আর তখন তিনি যেন মুক্তির আনন্দ প্রাপ্ত হয়েছেন অনুভব করলেন।

তাৎপর্য

যখন সেই সাধু ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদসমূহের চৌহদ্দির মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং তারপর যখন প্রকৃতপক্ষে প্রাসাদসমূহের একটিতে প্রবেশ করলেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে সমস্তকিছু বিস্মৃত হয়েছিলেন এবং তাই তার মনের অবস্থাকে সদ্য ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত কারও সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ড* থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন যা থেকে আমরা জানতে পারি যে ব্রাহ্মণ প্রকৃতপক্ষে রুক্মিণীর প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন—*স তু রুক্মিণ্যস্তঃ পুরদ্বারি ক্ষণং তুষ্ণীং স্থিতঃ* অর্থাৎ "রাণী রুক্মিণীর প্রাসাদের দ্বারে নীরবে এক মুহূর্তের জন্য তিনি দণ্ডায়মান হয়েছিলেন।"

শ্লোক ১৮

তং বিলোক্যাচ্যুতো দূরাৎ প্রিয়াপর্যঙ্কমাস্থিতঃ ।
সহসোত্থায় চাভ্যেত্য দোর্ভ্যাং পর্যগ্রহীন্মুদা ॥ ১৮ ॥

তম্—তাকে; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **অচ্যুতঃ**—ভগবান কৃষ্ণ; **দূরাৎ**—দূর থেকে; **প্রিয়া**—তাঁর প্রিয়ার; **পর্যঙ্কম্**—শয্যায়; **আস্থিতঃ**—উপবিষ্ট; **সহসা**—তৎক্ষণাৎ; **উত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **চ**—এবং; **অভ্যেত্য**—এগিয়ে এসে; **দোর্ভ্যাম্**—তাঁর বাহুদ্বয়ের মধ্যে; **পর্যগ্রহীত**—আলিঙ্গন করলেন; **মুদা**—আনন্দের সঙ্গে।

অনুবাদ

সেই সময় ভগবান অচ্যুত তাঁর প্রিয়ার শয্যায় উপবিষ্ট ছিলেন। কিছুটা দূর থেকে ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করে, ভগবান তৎক্ষণাৎ উঠে তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য এগিয়ে গিয়ে মহানন্দে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ১৯

সখ্যুঃ প্রিয়স্য বিপ্রর্ষেরঙ্গসঙ্গাতিনির্বৃতঃ ।
প্রীতো ব্যমুঞ্চদবিন্দূন্নেত্রাভ্যাং পুষ্করেক্ষণঃ ॥ ১৯ ॥

সখ্যুঃ—তাঁর বন্ধুর; **প্রিয়স্য**—প্রিয়; **বিপ্র-ঋষেঃ**—বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ; **অঙ্গ**—দেহের; **সঙ্গ**—স্পর্শ দ্বারা; **অতি**—অতি; **নির্বৃতঃ**—আনন্দিত; **প্রীতঃ**—প্রীত; **ব্যমুঞ্চৎ**—তিনি মোচন করলেন; **অপ**—জলের; **বিন্দূন্**—বিন্দু; **নেত্রাভ্যাম্**—তাঁর চোখ থেকে; **পুষ্কর-ঈক্ষণঃ**—পদ্মনেত্র ভগবান।

অনুবাদ

তাঁর প্রিয় বন্ধু বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের দেহ স্পর্শ করে কমলনয়ন ভগবান অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করলেন আর তাই তিনি প্রেমাশ্রু বর্ষণ করলেন।

শ্লোক ২০-২২

অথোপবেশ্য পর্যঙ্কে স্বয়ং সখ্যুঃ সমর্হণম্ ।
উপহৃত্যাবনিজ্যাস্য পাদৌ পাদাবনেজনীঃ ॥ ২০ ॥
অগ্রহীচ্ছিরসা রাজন্ ভগবান্ লোকপাবনঃ ।
ব্যালিম্পদ্দিব্যগন্ধেন চন্দনাগুরুকুঙ্কুমৈঃ ॥ ২১ ॥
ধূপৈঃ সুরভিভির্মিত্রং প্রদীপাবলিভির্মুদা ।
অর্চিত্বাবেদ্য তাম্বূলং গাং চ স্বাগতমব্রবীৎ ॥ ২২ ॥

অথ—অতঃপর; **উপবেশ্য**—তাকে উপবেশন করিয়ে; **পর্যঙ্কে**—পর্যঙ্কে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **সখ্যুঃ**—তাঁর বন্ধুর জন্য; **সমর্হণম্**—পূজার দ্রব্যাদি; **উপহৃত্য**—আনয়ন করে; **অবনিজ্য**—ধৌত করলেন; **অস্য**—তার; **পাদৌ**—পাদদ্বয়; **পাদ-অবনেজনীঃ**—পাদধৌত জল; **অগ্রহীৎ**—তিনি গ্রহণ করলেন; **শিরসা**—তাঁর মস্তকে; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **ভগবান্**—ভগবান; **লোক**—সকল জগতের; **পাবনঃ**—বিশুদ্ধকারী; **ব্যালিম্পৎ**—তিনি তাকে লেপন করলেন; **দিব্য**—দিব্য; **গন্ধেন**—গন্ধ; **চন্দন**—চন্দন দ্বারা; **অগুরু**—অগুরু; **কুঙ্কুমৈঃ**—এবং কুঙ্কুম; **ধূপৈঃ**—ধূপ দ্বারা; **সুরভিভিঃ**—সৌরভময়; **মিত্রম্**—তাঁর বন্ধু; **প্রদীপ**—প্রদীপের; **অবলিভিঃ**—সারি দ্বারা; **মুদা**—আনন্দিতভাবে; **অর্চিত্বা**—অর্চনা পূর্বক; **অবেদ্য**—সতেজ হওয়ার জন্য নিবেদন করলেন; **তাম্বুলম্**—সুপুরি; **গাম্**—একটি গাভী; **চ**—এবং; **সু-আগতম্**—স্বাগত; **অব্রবীৎ**—তিনি বললেন।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বন্ধু সুদামাকে পর্যঙ্কে উপবেশন করালেন। অতঃপর সমগ্র জগৎ পবিত্রকারী ভগবান, ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে বিভিন্ন শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করলেন ও তাঁর পাদদ্বয় ধৌত করলেন, হে রাজন, তারপর তিনি তাঁর নিজ মস্তকে সেই জল ছিটিয়ে দিলেন। তিনি তাঁকে দিব্য সুগন্ধী, চন্দন, অগুরু ও কুঙ্কুম লেপন করলেন এবং আনন্দিতভাবে সুগন্ধী ধূপ ও সারিবদ্ধ দীপ দ্বারা পূজা করলেন। অবশেষে তাঁকে সুপুরি নিবেদন ও একটি গাভী উপহার প্রদান করার পর, তিনি মধুর বাক্যে তাঁকে স্বাগত জানালেন।

শ্লোক ২৩

কুচৈলং মলিনং ক্ষামং দ্বিজং ধমনিসন্ততম্ ।
দেবী পর্যচরৎ সাক্ষাচ্চামরব্যজনেন বৈ ॥ ২৩ ॥

কু—দরিদ্র; **চৈলম্**—যার বসন; **মলিনম্**—মলিন; **ক্ষামম্**—কৃশকায়; **দ্বিজম্**—ব্রাহ্মণ; **ধমনি-সন্ততম্**—তার ধমনী দৃশ্যমান; **দেবী**—লক্ষ্মীদেবী; **পর্যচরৎ**—সেবা করলেন; **সাক্ষাৎ**—ব্যক্তিগতভাবে; **চামর**—চামর দিয়ে; **ব্যজনেন**—বাতাস করে; **বৈ**—বস্তুত।

অনুবাদ

তাঁর চামর দিয়ে তাকে বাতাস করে লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং, জীর্ণ ও মলিন বসন পরিহিত, অত্যন্ত কৃশকায় ও শিরাজালব্যাপ্তদেহ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে সেবা করলেন।

শ্লোক ২৪

অন্তঃপুরজনো দৃষ্ট্বা কৃষ্ণেনামলকীর্তিনা ।
বিস্মিতোঽভূদতিপ্রীত্যা অবধূতং সভাজিতম্ ॥ ২৪ ॥

অন্তঃ-পুর—রাজ-প্রাসাদের; **জনঃ**—মানুষেরা; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **কৃষ্ণেন**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **অমল**—নির্মল; **কীর্তিনা**—যাঁর যশ; **বিস্মিতঃ**—বিস্মিত; **অভূৎ**—তাঁরা হলেন; **অতি**—অতি; **প্রীত্যা**—প্রীতির সঙ্গে; **অবধূতম্**—মলিন ব্রাহ্মণ; **সভাজিতম্**—পূজিত।

অনুবাদ

মলিন বসন পরিহিত এই ব্রাহ্মণকে নির্মল কীর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণভাবে পূজিত হতে দেখে রাজপ্রাসাদের মানুষেরা বিস্মিত হয়েছিল।

শ্লোক ২৫-২৬

কিমনেন কৃতং পুণ্যমবধূতেন ভিক্ষুণা ।
শ্রিয়া হীনেন লোকেঽস্মিন্ গর্হিতেনাধমেন চ ॥ ২৫ ॥
যোঽসৌ ত্রিলোকগুরুণা শ্রীনিবাসেন সম্ভৃতঃ ।
পর্যঙ্কস্থাং শ্রিয়ং হিত্বা পরিষ্বক্তোঽগ্রজো যথা ॥ ২৬ ॥

কিম্—কি; **অনেন**—তার দ্বারা; **কৃতম্**—হয়েছে; **পুণ্যম্**—পুণ্য কর্ম; **অবধূতেন**—মলিন; **ভিক্ষুণা**—ভিক্ষুর দ্বারা; **শ্রিয়া**—শ্রী; **হীনেন**—হীন; **লোকে**—জগতে; **অস্মিন্**—এই; **গর্হিতেন**—নিন্দিত; **অধমেন**—অধম; **চ**—এবং; **যঃ**—যে; **অসৌ**—স্বয়ং; **ত্রি**—তিন; **লোক**—জগতের; **গুরুণা**—গুরুদেব দ্বারা; **শ্রী**—লক্ষ্মীদেবীর; **নিবাসেন**—আলয়; **সম্ভৃতঃ**—সশ্রদ্ধভাবে সেবা করলেন; **পর্যঙ্ক**—তার শয্যায়; **স্থাম্**—উপবেশন রত; **শ্রিয়ম্**—লক্ষ্মীদেবী; **হিত্বা**—পরিত্যাগ পূর্বক; **পরিষ্বক্তঃ**—আলিঙ্গন করলেন; **অগ্রজঃ**—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; **যথা**—মতো।

অনুবাদ

[প্রাসাদের অধিবাসীরা বললেন—] এই মলিন দরিদ্র ব্রাহ্মণ কোন পুণ্যকর্ম করেছেন? জনসাধারণ তাকে অধম ও নিন্দিত বিবেচনা করলেও ত্রিভুবনগুরু, শ্রীনিবাস তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সেবা করছেন। তার পর্যঙ্কে উপবিষ্ট লক্ষ্মীদেবীকে ত্যাগ করে ভগবান এই ব্রাহ্মণকে এমনভাবে আলিঙ্গন করলেন যেন তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

শ্লোক ২৭

কথয়াং চক্রতুর্গাথাঃ পূর্বা গুরুকুলে সতোঃ।
আত্মনোর্ললিতা রাজন্ করৌ গৃহ্য পরস্পরম্ ॥ ২৭ ॥

কথয়াম্ চক্রতুঃ—তারা আলোচনা করলেন; **গাথাঃ**—কথা; **পূর্বাঃ**—অতীতের; **গুরু-কুলে**—তাদের গুরুদেবের বিদ্যালয়ে; **সতোঃ**—যারা বাস করতেন; **আত্মনোঃ**—নিজেদের; **ললিতাঃ**—মধুর; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **করৌ**—হস্ত; **গৃহ্য**—ধারণ পূর্বক; **পরস্পরম্**—পরস্পর।

অনুবাদ

হে রাজন, কৃষ্ণ ও সুদামা পরস্পর হস্ত ধারণ পূর্বক তাঁদের গুরুকুলে এক সময় তাঁরা কিভাবে একসঙ্গে বাস করতেন সেই বিষয়ে আনন্দের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

শ্লোক ২৮

শ্রীভগবানুবাচ

অপি ব্রহ্মন্ গুরুকুলাদ্ ভবতা লব্ধদক্ষিণাৎ।
সমাবৃত্তেন ধর্মজ্ঞ ভার্যোঢ়া সদৃশী ন বা ॥ ২৮ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **অপি**—কি; **ব্রাহ্মণ**—হে ব্রাহ্মণ; **গুরু-কুলাৎ**—গুরুকুল হতে; **ভবতা**—তোমার দ্বারা; **লব্ধ**—গ্রহণ করে; **দক্ষিণাৎ**—দক্ষিণা; **সমাবৃত্তেন**—প্রত্যাবর্তন করে; **ধর্ম**—ধর্মীয় নীতিসমূহের; **জ্ঞ**—হে জ্ঞাত; **ভার্যা**—পত্নী; **উঢ়া**—বিবাহ করেছ; **সদৃশী**—যোগ্যা; **ন**—না; **বা**—বা।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে ব্রাহ্মণ, ধর্মের উপায় সকল তুমি ভালোভাবে অবগত। আমাদের গুরুদেবকে গুরুদক্ষিণা নিবেদনের পর গুরুকুল থেকে গৃহে ফিরে এসে তুমি এক সুযোগ্যা পত্নীকে বিবাহ করেছ কি না?

তাৎপর্য

সভ্য মানুষের মধ্যে পারমার্থিক অনুশাসন বা আশ্রমের জিজ্ঞাসা তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যভাবে বলতে গেলে প্রত্যেক মানুষেরই ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী রূপে নির্দিষ্ট কর্তব্যসমূহ অবশ্যই পালন করা উচিত। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে ব্রাহ্মণ মলিন বসন পরিহিত ছিলেন, তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর বন্ধু যথাযথরূপে বিবাহিত হয়ে গৃহস্থ জীবনের কর্তব্যসমূহ পালন করছিলেন কি না। যেহেতু তিনি সন্ন্যাসীর বেশ পরিহিত ছিলেন না, তাই যথাযথভাবে তিনি বিবাহিত না হলে তিনি হতেন একজন উপযুক্ত আশ্রমহীন।

শ্লোক ২৯

প্রায়ো গৃহেষু তে চিত্তমকামবিহিতং তথা ।
নৈবাতিপ্রীয়সে বিদ্বন্ ধনেষু বিদিতং হি মে ॥ ২৯ ॥

প্রায়ঃ—প্রায়; **গৃহেষু**—গৃহস্থাশ্রমে; **তে**—তোমার; **চিত্তম্**—মন; **অকাম-বিহিতম্**—জাগতিক আকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়নি; **তথা**—ও; **ন**—না; **এব**—বস্তুত; **অতি**—অতি; **প্রীয়সে**—প্রীতি গ্রহণ কর; **বিদ্বন্**—হে বিদ্বান; **ধনেষু**—জাগতিক সম্পদের বিষয়ে; **বিদিতম্**—এটি পরিচিত; **হি**—বস্তুত; **মে**—আমার দ্বারা।

অনুবাদ

যদিও তোমাকে গৃহস্থ কর্মে প্রায়ই যুক্ত থাকতে হয়, কিন্তু তোমার মন জাগতিক আকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রভাবিত নয়। হে বিদ্বান, জড় সম্পদ বিষয়েও তুমি খুব একটা সুখ লাভ কর না। এটা আমি ভালভাবে জানি।

তাৎপর্য

ভগবান কৃষ্ণ এখানে প্রকাশ করলেন যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর বন্ধুর অবস্থা বিষয়ে ভালভাবে অবগত ছিলেন। বস্তুত সুদামা ছিলেন বিদ্বান ও পারমার্থিকভাবে উন্নত এবং তাই সাধারণ মানুষের মতো জড় ইন্দ্রিয় তৃপ্তির ব্যাপারে তিনি আগ্রহী ছিলেন না।

শ্লোক ৩০

কেচিৎ কুর্বন্তি কর্মাণি কামৈরহতচেতসঃ ।
ত্যজন্তঃ প্রকৃতীর্দৈবীর্যথাহং লোকসংগ্রহম্ ॥ ৩০ ॥

কেচিৎ—কোন কোন মানুষ; **কুর্বন্তি**—পালন করে; **কর্মাণি**—জাগতিক কর্তব্যসমূহ; **কামৈঃ**—কামনা দ্বারা; **অহত**—অবিচলিত; **চেতসঃ**—চিত্ত; **ত্যজন্তঃ**—পরিত্যাগ

পূর্বক; **প্রকৃতীঃ**—প্রবৃত্তি; **দৈবীঃ**—ভগবানের মায়া শক্তি দ্বারা সৃষ্ট; **যথা**—যেমন; **অহম্**—আমি; **লোক-সংগ্রহম্**—সাধারণ মানুষের শিক্ষার জন্য।

অনুবাদ

ভগবানের মায়া শক্তি থেকে উদ্ভূত সকল জাগতিক প্রবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্বক, জড়কামনা দ্বারা অবিচলিত চিত্তে কোন কোন মানুষ তাদের কর্তব্যসমূহ পালন করেন। সাধারণ মানুষের শিক্ষার নিমিত্ত আমি যেভাবে আচরণ করি, তাঁরা সেইভাবে আচরণ করেন।

শ্লোক ৩১

কচ্চিদ্ গুরুকুলে বাসং ব্রহ্মন্ স্মরসি নৌ যতঃ ।
দ্বিজো বিজ্ঞায় বিজ্ঞেয়ং তমসঃ পারমশ্নুতে ॥ ৩১ ॥

কচ্চিৎ—কি; **গুরুকুলে**—পারমার্থিক গুরুর বিদ্যালয়ে; **বাসম্**—বাস; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **স্মরসি**—তুমি স্মরণ কর; **নৌ**—আমাদের; **যতঃ**—যেখান থেকে (গুরুকুল); **দ্বিজঃ**—দ্বিজ; **বিজ্ঞায়**—হৃদয়ঙ্গম করে; **বিজ্ঞেয়ম্**—যা জানা প্রয়োজন; **তমসঃ**—অজ্ঞানের; **পারম্**—অতিক্রমতা; **অশ্নুতে**—প্রাপ্ত হন।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, আমরা কিভাবে গুরু-কুলে একসঙ্গে বাস করতাম তুমি তা স্মরণ কর কি? যখন কোন দ্বিজ ছাত্র তার গুরুর কাছ থেকে সকল শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষাগ্রহণ করে, সে সকল অজ্ঞতার অতীত পারমার্থিক জীবন উপভোগ করতে পারে।

শ্লোক ৩২

স বৈ সৎকর্মণাং সাক্ষাদ্ দ্বিজাতেরিহ সম্ভবঃ ।
আদ্যোঽঙ্গ যত্রাশ্রমিণাং যথাহং জ্ঞানদো গুরুঃ ॥ ৩২ ॥

সঃ—তিনি; **বৈ**—বস্তুত; **সৎ**—সৎ; **কর্মণাম্**—কর্মসমূহের; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **দ্বি-জাতেঃ**—যিনি দ্বিজ, তার; **ইহ**—এই জাগতিক জীবনে; **সম্ভবঃ**—জন্ম; **আদ্যঃ**—প্রথম; **অঙ্গ**—হে প্রিয় সখা; **যত্র**—যাঁর মাধ্যমে; **আশ্রমিণাম্**—সকল আশ্রমিগণের জন্য; **যথা**—যেমন; **অহম্**—আমি; **জ্ঞান**—দিব্য জ্ঞানের; **দঃ**—প্রদাতা; **গুরুঃ**—গুরুদেব।

অনুবাদ

হে প্রিয় সখা, যিনি কোন ব্যক্তিকে দৈহিক জন্ম প্রদান করেন তিনি তার প্রথম গুরুদেব এবং যিনি তাকে দ্বিজ ব্রাহ্মণরূপে দীক্ষিত করে তাকে ধর্মীয় কর্তব্যে

যুক্ত করেন, তিনি আরো সাক্ষাৎরূপে তার গুরুদেব। কিন্তু যিনি সকল আশ্রমিগণকে অপ্রাকৃত জ্ঞান প্রদান করেন, তিনি চূড়ান্ত গুরুদেব। প্রকৃতপক্ষে তিনি আমার আপন স্বরূপ।

শ্লোক ৩৩

নন্বর্থকোবিদা ব্রহ্মন্ বর্ণাশ্রমবতামিহ ।
যে ময়া গুরুণা বাচা তরন্ত্যঞ্জো ভবার্ণবম্ ॥ ৩৩ ॥

ননু—নিশ্চিতরূপে; **অর্থ**—তাদের প্রকৃত কল্যাণের; **কোবিদাঃ**—সুপণ্ডিত; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **বর্ণাশ্রম-বতাম্**—যারা বর্ণাশ্রম পন্থায় যুক্ত, তাদের মধ্যে; **ইহ**—এই জগতে; **যে**—যে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **গুরুণা**—গুরু রূপে; **বাচ**—তার বাক্যের মাধ্যমে; **তরন্তি**—উত্তীর্ণ হয়; **অঞ্জঃ**—সহজেই; **ভব**—জাগতিক জীবনে; **অর্ণবম্**—সাগর।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, বর্ণাশ্রম পন্থার সকল অনুগামীদের মধ্যে যারা গুরুরূপে কথিত আমার বাক্যসমূহের সুযোগ গ্রহণ করেন নিশ্চিতরূপে তারাই তাদের নিজ প্রকৃত কল্যাণ হৃদয়ঙ্গমকারী এবং এইভাবে সহজেই তারা সংসার সমুদ্র অতিক্রম করেন।

তাৎপর্য

একজন ধর্মীয় নেতা যিনি কাউকে পবিত্র আচার অনুষ্ঠানে ব্রতী করেন এবং কাউকে সাধারণ জ্ঞানের নির্দেশ প্রদান করেন তিনি কারো পিতার মতোই শ্রদ্ধার স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু চূড়ান্তভাবে, অপ্রাকৃত বিজ্ঞানে পণ্ডিত ও জন্ম মৃত্যুর সমুদ্র অতিক্রম করিয়ে চিন্ময় জগতে নিতে সমর্থ যথার্থ গুরুদেব শ্রদ্ধা ও পূজিত হওয়ার পরম যোগ্য, কারণ, এখানে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি।

শ্লোক ৩৪

নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা ।
তুষ্যেয়ং সর্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা ॥ ৩৪ ॥

ন—না; **অহম্**—আমি; **ইজ্যা**—ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগত পূজা দ্বারা; **প্রজাতিভ্যাম্**—উপনয়ন; **তপসা**—তপশ্চর্যা দ্বারা; **উপশমেন**—আত্ম সংযম দ্বারা; **বা**—বা; **তুষ্যেয়ম্**—তুষ্ট হতে পারি; **সর্ব**—সকল; **ভূত**—জীব; **আত্মা**—আত্মা; **গুরু**—গুরুদেব; **শুশ্রূষয়া**—বিশ্বস্ত সেবা দ্বারা; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

আমি, সমস্ত জীবের আত্মা, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগত পূজা, উপনয়ন, তপশ্চর্যা বা আত্মসংযম দ্বারা ততটা সন্তুষ্ট হই না যতটা কারো গুরুদেবের প্রতি বিশ্বস্ত সেবা প্রদানের দ্বারা আমি সন্তুষ্ট হই।

তাৎপর্য

প্রজাতি শব্দটি এখানে সৎ পুত্র উৎপাদন বা বৈদিক সংস্কৃতিগত আনুষ্ঠানিক দীক্ষার মাধ্যমে দ্বিজত্ব প্রাপ্তি নির্দেশ করছে। যদিও তা প্রশংসার্হ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন যে তবুও যথার্থ গুরুদেবের প্রতি বিশ্বস্ত সেবা প্রদান সর্বোত্তম।

শ্লোক ৩৫-৩৬

অপি নঃ স্মর্যতে ব্রহ্মন্ বৃত্তং নিবসতাং গুরৌ ।
গুরুদারৈশ্চোদিতানামিন্ধনানয়নে ক্বচিৎ ॥ ৩৫ ॥
প্রবিষ্টানাং মহারণ্যমপর্তৌ সুমহদ্ দ্বিজ ।
বাতবর্ষমভূৎ তীব্রং নিষ্ঠুরাঃ স্তনয়িত্নবঃ ॥ ৩৬ ॥

অপি—কি; **নঃ**—আমাদের; **স্মর্যতে**—স্মরণ হয়; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **বৃত্তম্**—আমরা কি করেছিলাম; **নিবসতাম্**—বাসকালে; **গুরৌ**—আমাদের গুরুদেবের সঙ্গে; **গুরু**—আমাদের গুরুদেবের; **দারৈঃ**—পত্নী দ্বারা; **চোদিতানাম্**—প্রেরিত হয়েছিলাম; **ইন্ধন**—জ্বালানী কাঠ; **অনয়নে**—সংগ্রহের জন্য; **ক্বচিৎ**—একদা; **প্রবিষ্টানাম্**—প্রবেশ করলে; **মহা-অরণ্যম্**—বিশাল অরণ্য; **অপ-ঋতৌ**—অকালে; **সু-মহৎ**—ভীষণ; **দ্বিজ**—হে দ্বিজবর; **বাত**—ঝঞ্ঝা; **বর্ষম্**—এবং বৃষ্টি; **অভূৎ**—উঠেছিল; **তীব্রম্**—প্রচণ্ড; **নিষ্ঠুরাঃ**—নিষ্ঠুর; **স্তনয়িত্নবঃ**—গর্জন হচ্ছিল।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, আমরা যখন আমাদের গুরুদেবের সঙ্গে বাস করতাম, তখন আমাদের কি ঘটেছিল তোমার তা মনে পড়ে কি? একদিন আমাদের গুরুপত্নী আমাদের জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেছিলেন এবং আমরা বিশাল অরণ্যে প্রবেশ করার পর, হে দ্বিজবর, প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ, বর্ষণ ও কঠোর মেঘগর্জন সহ ঝঞ্ঝা উত্থিত হল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে এই ঝঞ্ঝাটি শীতকালে উত্থিত হয়েছিল আর তাই সেটি অসময়োচিত।

শ্লোক ৩৭

সূর্যশ্চাস্তং গতস্তাবৎ তমসা চাবৃতা দিশঃ ।
নিম্নং কূলং জলময়ং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ৩৭ ॥

সূর্য—সূর্য; **চ**—এবং; **অস্তম্ গতঃ**—অস্তে গমন করলে; **তাবৎ**—তখন; **তমসা**—অন্ধকার দ্বারা; **চ**—এবং; **আবৃতাঃ**—আচ্ছন্ন হল; **দিশঃ**—সমস্ত দিক; **নিম্নম্**—নিম্ন; **কূলম্**—উচ্চ স্থান; **জলময়ম্**—জলময়; **ন প্রাজ্ঞায়ত**—চিনতে পারা যাচ্ছিল না; **কিঞ্চন**—কোনকিছু।

অনুবাদ

অতঃপর সূর্য অস্তমিত হলে অরণ্যের সমস্ত দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছিল এবং সমস্ত কিছু জলময় হওয়ায় আমরা উচু নীচু স্থানের পার্থক্য করতে পারিনি।

শ্লোক ৩৮

বয়ং ভৃশং তত্র মহানিলাম্বুভির্
নিহন্যমানা মুহুরম্বুসংপ্লবে ।
দিশোঽবিদন্তোঽথ পরস্পরং বনে
গৃহীতহস্তাঃ পরিবভ্রিমাতুরাঃ ॥ ৩৮ ॥

বয়ম্—আমরা; **ভৃশম্**—ব্যাপকভাবে; **তত্র**—সেখানে; **মহা**—মহা; **অনিল**—বায়ু দ্বারা; **অম্বুভিঃ**—এবং জল; **নিহন্যমানাঃ**—বেষ্টিত হয়ে; **মুহুঃ**—অনবরত; **অম্বু-সংপ্লবে**—জলপ্লাবনে; **দিশঃ**—দিকসমূহ; **অবিদন্তঃ**—নির্ণয় করতে অসমর্থ হয়ে; **অথ**—তখন; **পরস্পরম্**—একে অপরের; **বনে**—বন মধ্যে; **গৃহীত**—ধারণ করে; **হস্তাঃ**—হস্ত; **পরিবভ্রিম**—আমরা পরিভ্রমণ করেছিলাম; **আতুরাঃ**—পীড়িত।

অনুবাদ

অবিরাম শক্তিশালী ঝঞ্ঝা ও বর্ষণে অবরুদ্ধ হয়ে জলপ্লাবনের মধ্যে আমরা আমাদের দিক হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমরা কেবল পরস্পরের হাত ধরে ছিলাম এবং অত্যন্ত পীড়িত হয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে বনের মধ্যে পরিভ্রমণ করছিলাম।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করছেন যে *পরিবভ্রিম* ক্রিয়াটিকে, *পরি* শব্দটি *ভৃ* অথবা *ভ্রম* ক্রিয়ার আগে স্থাপন করে হৃদয়ঙ্গম করা যেতে পারে। *ভ্রম*-এর ক্ষেত্রে তা নির্দেশ করে যে কৃষ্ণ ও সুদামা সর্বত্র পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং *ভৃ*-এর ক্ষেত্রে,

যার অর্থ হচ্ছে "বহন করা" তা নির্দেশ করছে যে সেই দুই বালক যখন পরিভ্রমণ করছিলেন, তাঁরা তাঁদের গুরুদেবের জন্য সংগৃহীত জ্বালানী কাষ্ঠ অনবরত বহন করছিলেন।

শ্লোক ৩৯

এতদ্বিদিত্বা উদিতে রবৌ সান্দীপনির্গুরুঃ ।
অন্বেষমাণো নঃ শিষ্যানাচার্যোঽপশ্যদাতুরান্ ॥ ৩৯ ॥

এতৎ—এই; **বিদিত্বা**—জানতে পেরে; **উদিতে**—যখন তা উদিত হয়েছিল; **রবৌ**—সূর্য; **সান্দীপনিঃ**—সান্দীপনি; **গুরুঃ**—আমাদের গুরুদেব; **অন্বেষমানঃ**—অন্বেষণ করতে করতে; **নঃ**—আমাদের জন্য; **শিষ্যান্**—তার শিষ্যদ্বয়; **আচার্যঃ**—আমাদের শিক্ষক; **অপশ্যৎ**—দর্শন করলেন; **আতুরান্**—যারা ছিল কাতর।

অনুবাদ

আমাদের গুরুদেব সান্দীপনি মুনি, আমাদের সংকটাবস্থা হৃদয়ঙ্গম করে, সূর্যোদয়ের পর, তার শিষ্য, আমাদের অন্বেষণের জন্য গমন করলেন ও আমাদের পীড়িত অবস্থায় প্রাপ্ত হলেন।

শ্লোক ৪০

অহো হে পুত্রকা যূয়মস্মদর্থেঽতিদুঃখিতাঃ ।
আত্মা বৈ প্রাণিনাং প্রেষ্ঠস্তমনাদৃত্য মৎপরাঃ ॥ ৪০ ॥

অহো—অহো; **হে পুত্রকাঃ**—হে পুত্রগণ; **যূয়ম্**—তোমরা; **অস্মৎ**—আমাদের; **অর্থে**—জন্যে; **অতি**—অতি; **দুঃখিতাঃ**—দুঃখ ভোগ করেছ; **আত্মা**—দেহ; **বৈ**—বস্তুত; **প্রাণিনাম্**—সকল জীবের; **প্রেষ্ঠঃ**—অত্যন্ত প্রিয়; **তম্**—তাকে; **অনাদৃত্য**—অনাদর পূর্বক; **মৎ**—আমার প্রতি; **পরাঃ**—নিবিষ্ট হয়েছ।

অনুবাদ

[সান্দীপনি মুনি বললেন—] হে পুত্রগণ, তোমরা আমার জন্য অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করেছ! দেহ হচ্ছে সকল জীবের অত্যন্ত প্রিয় কিন্তু তোমরা আমার প্রতি এতই অনুরক্ত যে তোমরা সম্পূর্ণরূপে তোমাদের আপন স্বাচ্ছন্দ্যকে অগ্রাহ্য করেছ।

শ্লোক ৪১

এতদেব হি সচ্ছিষ্যৈঃ কর্তব্যং গুরুনিষ্কৃতম্ ।
যদ্বৈ বিশুদ্ধভাবেন সর্বার্থাত্মার্পণং গুরৌ ॥ ৪১ ॥

এতৎ—এই; **এব**—কেবল; **হি**—নিশ্চিতরূপে; **সৎ**—প্রকৃত; **শিষ্যৈঃ**—শিষ্য দ্বারা; **কর্তব্যম্**—কর্তব্য; **গুরু**—গুরুদেবকে; **নিষ্কৃতম্**—প্রত্যুপকার; **যৎ**—যা; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **বিশুদ্ধ**—বিশুদ্ধ; **ভাবেন**—ভাবে; **সর্ব**—সকলের; **অর্থ**—সম্পদ; **আত্মা**—এবং দেহ; **অর্পণম্**—অর্পণ; **গুরৌ**—গুরুদেবকে।

অনুবাদ

বিশুদ্ধ চিত্তে তাদের সম্পদ এমন কি জীবনও গুরুদেবকে অর্পণ করার মাধ্যমে তাদের গুরুদেবের প্রত্যুপকার সাধন করা নিঃসন্দেহে সকল প্রকৃত শিষ্যের কর্তব্য।

তাৎপর্য

কেউ তার দেহকে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিযুক্ত করে থাকে। জাগতিক ধারণা 'আমি'-র মূল হচ্ছে এই দেহ এবং 'আমার' ধারণাটির মূল হচ্ছে তার ভাগ্য। তাই সমস্ত কিছু গুরুদেবকে সমর্পণ করার মাধ্যমে কেউ হৃদয়ঙ্গম করে যে আত্মা হচ্ছে ভগবানের নিত্য দাস। গুরুদেব কখনও শিষ্যকে শোষণ করেন না বরং শিষ্যের নিত্য কল্যাণের জন্য তাকে সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় নিযুক্ত করেন।

শ্লোক ৪২

তুষ্টোঽহং ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সত্যাঃ সন্তু মনোরথা।
ছন্দাংস্যযাতযামানি ভবন্ত্বিহ পরত্র চ ॥ ৪২ ॥

তুষ্টঃ—সন্তুষ্ট; **অহম্**—আমি; **ভো**—প্রিয়; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণগণ; **শ্রেষ্ঠাঃ**—হে শ্রেষ্ঠ; **সত্যাঃ**—পূর্ণ; **সন্তু**—হোক; **মনঃ রথাঃ**—তোমাদের মনোবাঞ্ছা; **ছন্দাংসি**—বৈদিক মন্ত্রসকল; **অযাত-যামানি**—কখনও পুরাতন নয়; **ভবন্তু**—হোক; **ইহ**—ইহলোকে; **পরত্র**—পরলোকে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

তোমরা বালকেরা প্রথম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট। তোমাদের সকল বাসনা পূর্ণ হোক এবং তোমাদের অধীত বৈদিক মন্ত্রসমূহের অর্থ যেন তোমাদের জন্য ইহকাল বা পরকালেও অটুট থাকে।

তাৎপর্য

রান্না করা খাবার তিন ঘণ্টা পড়ে থাকলে সেটিকে *যাত-যাম* বলা হয়, অর্থাৎ এটি তার স্বাদ হারিয়েছে অর্থ নির্দেশ করে এবং তেমনই যে ভক্ত কৃষ্ণভাবনামৃতে স্থির নয়, যে চিন্ময় জ্ঞান তাকে একবার অপ্রাকৃত মার্গে উৎসাহিত করেছিল তার 'স্বাদ' নষ্ট হয় বা সেই ভক্তের জন্য তা অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই সান্দীপনি মুনি তাঁর

শিষ্যদের আশীর্বাদ করেছিলেন যে, বৈদিক মন্ত্র, যা পরম ব্রহ্মকে প্রকাশিত করে, তাঁদের কাছে তার অর্থ কখনই হারাবে না বরং তাদের মনে চির সতেজ রূপে অবস্থান করবে।

শ্লোক ৪৩

ইত্থং বিধান্যনেকানি বসতাং গুরুবেশ্মনি।
গুরোরনুগ্রহেণৈব পুমান্ পূর্ণঃ প্রশান্তয়ে ॥ ৪৩ ॥

ইত্থম-বিধানি—এই রকম; **অনেকানি**—অনেক ঘটনা; **বসতাম্**—বাসকারী আমাদের দ্বারা; **গুরু**—গুরুর; **বেশ্মনি**—গৃহে; **গুরোঃ**—গুরুর; **অনুগ্রহেণ**—কৃপা দ্বারা; **এব**—কেবল; **পুমান্**—পুরুষ; **পূর্ণঃ**—পূর্ণ; **প্রশান্তয়ে**—সামগ্রিক শান্তি প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বলে চললেন—] আমাদের গুরুদেবের গৃহে থাকাকালীন আমাদের এমন অনেক অভিজ্ঞতা ছিল। গুরুদেবের কৃপার দ্বারাই কেবল একজন পুরুষ জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে এবং নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ৪৪

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ

কিমস্মাভিরনির্বৃত্তং দেবদেব জগদ্গুরো।
ভবতা সত্যকামেন যেষাং বাসো গুরোবভূৎ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ—ব্রাহ্মণ বললেন; **কিম্**—কি; **অস্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা; **অনিবৃত্তম্**—অপ্রাপ্ত; **দেব-দেব**—হে দেবদেব; **জগৎ**—জগতের; **গুরো**—হে গুরুদেব; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **সত্য**—পূর্ণ; **কামেন**—সকল কামনা; **যেষাম্**—যার; **বাস**—বাস; **গুরোঃ**—গুরুগৃহে; **অভূৎ**—ছিল।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ বললেন—হে দেবদেব, হে জগদ্গুরো, যেহেতু আমি আমাদের গুরু-গৃহে ব্যক্তিগতভাবে পূর্ণ মনোরথ তোমার সঙ্গে বাস করতে সমর্থ হয়েছিলাম, আমার অপ্রাপ্তির আর কি রয়েছে?

তাৎপর্য

তাঁদের গুরুগৃহে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বাস করার অসাধারণ সৌভাগ্যকে বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ সুদামা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তাই যা কিছু বাহ্যিক অসুবিধা তাঁরা প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা ছিল প্রকৃতপক্ষে গুরুদেবকে সেবা করার গুরুত্ব শিক্ষাদানের জন্য ভগবানের কৃপার প্রকাশ।

শ্রীল প্রভুপাদ বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের অনুভূতিকে এইভাবে প্রকাশ করেছেন—"[সুদামা বললেন—] হে প্রিয় কৃষ্ণ, তুমি সকলের পরম প্রভু, পরম গুরু এবং যেহেতু গুরুগৃহে তোমার সঙ্গে বসবাস করবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল, তাই বৈদিক বিধি নির্দিষ্ট কোন কর্তব্যই আমার করবার নেই বলে আমি মনে করি।"

শ্লোক ৪৫

যস্য চ্ছন্দোময়ং ব্রহ্ম দেহে আবপনং বিভো।
শ্রেয়সাং তস্য গুরুষু বাসোঽত্যন্তবিড়ম্বনম্ ॥ ৪৫ ॥

যস্য—যার; **ছন্দঃ**—বেদ; **ময়ম্**—উদ্ভূত; **ব্রহ্ম**—পরম ব্রহ্ম; **দেহে**—দেহে; **আবপনম্**—বপন ক্ষেত্র; **বিভো**—হে সর্বশক্তিমান ভগবান; **শ্রেয়সাম্**—মঙ্গলময় উদ্দেশের; **তস্য**—তাঁর; **গুরুষু**—গুরুদেবের সঙ্গে; **বাসঃ**—বাসস্থান; **অত্যন্ত**—অত্যন্ত; **বিড়ম্বনম্**—ছল।

অনুবাদ

হে সর্বশক্তিমান ভগবান, জীবনের সকল মঙ্গলময় উদ্দেশের উৎস তোমার দেহ, বেদ রূপে পরম ব্রহ্মকে ধারণ করছে। সেই তুমি গুরুকুলে বাস করেছিলে এটি তোমার মনুষ্যরূপে অভিনয়কারী একটি লীলা মাত্র।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'ব্রাহ্মণ সুদামার দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ পরিদর্শন' নামক অশীতিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

একাশীতিতম অধ্যায়

সুদামা ব্রাহ্মণকে ভগবান আশীর্বাদ করলেন

কিভাবে ভগবান কৃষ্ণ তাঁর সখা সুদামার আনা এক গ্রাস চিঁড়া ভক্ষণ করেছিলেন এবং তাঁকে স্বর্গের রাজার চাইতেও অধিকতর সম্পদ প্রদান করলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

তাঁর সখার সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ কথা বলার সময়ে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "হে প্রিয় ব্রাহ্মণ, তুমি কি আমার জন্য গৃহ থেকে কোন উপহার এনেছ? আমার প্রিয় ভক্তের অতি ক্ষুদ্র নিবেদনও আমার কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।" কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁর চিঁড়ের নগণ্য উপহার কৃষ্ণকে প্রদান করতে লজ্জিত ছিলেন। তবুও, যেহেতু ভগবান কৃষ্ণ হচ্ছেন সকলের হৃদয়ে বাসকারী পরমাত্মা, তিনি জানতেন কেন সুদামা তাঁকে দর্শন করতে এসেছেন। তাই তিনি সুদামা যা লুকিয়ে রেখেছিলেন সেই চিঁড়ের পুটুলীটি চেপে ধরে সেখান থেকে এক মুষ্টি চিঁড়ে আনন্দের সঙ্গে ভক্ষণ করলেন। তিনি যখন দ্বিতীয় গ্রাসটি ভক্ষণ করতে যাচ্ছিলেন, রুক্মিণীদেবী তাঁকে নিবৃত্ত করলেন।

যেন তিনি ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করেছেন এরকম অনুভূতির সঙ্গে সুদামা সেই রাত্রিটি শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদে সুখে অতিবাহিত করলেন এবং পরদিন সকালে তিনি গৃহের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তিনি যখন রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি ভাবছিলেন যে, তিনি কত ভাগ্যবান যে ভগবান কৃষ্ণের দ্বারা এইভাবে অত্যন্ত সম্মানিত হলেন। এই ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে সুদামা সেই স্থানে উপস্থিত হলেন যেখানে তাঁর গৃহ ছিল—এবং তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁর জীর্ণ কুটিরের পরিবর্তে তিনি সারিবদ্ধ ঐশ্বর্যময় প্রাসাদ দর্শন করলেন। তিনি যখন বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন একদল সুন্দর পুরুষ ও নারী গীত ও বাদ্য দ্বারা তাঁকে অভিনন্দিত করতে এগিয়ে এল। দিব্য অলঙ্কার দ্বারা অপূর্বভাবে বিভূষিত ব্রাহ্মণ পত্নী প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে পরম প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে স্বাগত জানালেন। সুদামা তাঁর সঙ্গে একত্রে গৃহে প্রবেশ করে ভাবলেন যে, এই অসাধারণ পরিবর্তন অবশ্যই তাঁর উপর ভগবানের কৃপার প্রভাবেই হয়েছে।

তখন থেকে সুদামা প্রাচুর্যে ভরা সম্পদের মধ্যে তাঁর জীবন যাপন করতে লাগলেন, যদিও তিনি তাঁর অনাসক্তির ভাবকে প্রতিপালন করতেন এবং নিরন্তর

ভগবানের মহিমা কীর্তন করতেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি দেহগত আসক্তির সকল বন্ধন ছিন্ন করলেন এবং ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হলেন।

শ্লোক ১-২

শ্রীশুক উবাচ

স ইত্থং দ্বিজমুখ্যেন সহ সংকথয়ন্ হরিঃ ।
সর্বভূতমনোঽভিজ্ঞঃ স্ময়মান উবাচ তম্ ॥ ১ ॥
ব্রহ্মণ্যো ব্রাহ্মণং কৃষ্ণো ভগবান্ প্রহসন্ প্রিয়ম্ ।
প্রেম্না নিরীক্ষণেনৈব প্রেক্ষন্ খলু সতাং গতিঃ ॥ ২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **সঃ**—তিনি; **ইত্থম্**—এইভাবে; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণগণের; **মুখ্যেন**—শ্রেষ্ঠের সঙ্গে; **সহ**—সহ; **সংকথয়ন**—কথোপকথন করতে করতে; **হরিঃ**—ভগবান হরি; **সর্ব**—সকলের; **ভূত**—জীব; **মনঃ**—মন; **অভিজ্ঞ**—যথার্থরূপে যিনি অবগত; **স্ময়মানঃ**—হাস্যপূর্বক; **উবাচ**—বললেন; **তম্**—তাঁকে; **ব্রহ্মণ্যঃ**—ব্রাহ্মণগণের প্রতি ঐকান্তিক; **ব্রাহ্মণম্**—ব্রাহ্মণকে; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রহসন**—হাসতে হাসতে; **প্রিয়ম্**—তাঁর প্রিয় সখাকে; **প্রেম্না**—প্রীতিপূর্ণভাবে; **নিরীক্ষণেন**—দৃষ্টিপাত দ্বারা; **এব**—বস্তুত; **প্রেক্ষণ**—নিরীক্ষণ করে; **খলু**—বস্তুত; **সতাম্**—সাধু ভক্তবৃন্দের; **গতিঃ**—গতি।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বললেন—] ভগবান হরি, কৃষ্ণ, যথার্থরূপে সকল জীবের হৃদয়কে জানেন এবং তিনি বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের প্রতি অনুরক্ত। সর্বক্ষণ হাস্যমুখ ও তাকে প্রীতির সঙ্গে নিরীক্ষণ করে সকল সাধুগণের গতি ভগবান যখন এইভাবে দ্বিজশ্রেষ্ঠের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি হাসতে হাসতে তাঁর সেই প্রিয় সখা ব্রাহ্মণকে এইসকল কথা বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে *সর্বভূতমনোঽভিজ্ঞ* কথাটি নির্দেশ করছে যে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেকের হৃদয়কে জানেন, তিনি তৎক্ষণাৎ বলতে পারতেন যে, তাঁর সখা সুদামা তার জন্য কিছু চিঁড়া এনেছিলেন। কিন্তু তা প্রদান করতে লজ্জিত হচ্ছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের এই শ্লোকের বিস্তৃত বর্ণনা অনুসারে, শ্রীকৃষ্ণ সেই মুহূর্তে এইভেবে হাসছিলেন, "হ্যাঁ, আমি তোমাকে দেখাচ্ছি যে, তুমি আমার জন্য কি এনেছ।" তাঁর মুচকি হাসি তখন তাঁর ভাবনা অনুযায়ী উচ্চ হাস্যে পরিণত হল, "তোমার বস্ত্রে লুকানো এই মূল্যবান উপহার তুমি কতক্ষণ লুকিয়ে রাখবে?"

কৃষ্ণ তাঁর সখার বস্ত্রের ভিতর লুকানো পুটুলীটির প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাঁর প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা সুদামাকে বললেন, "তোমার কৃশকায় ত্বকের ভিতর দিয়ে শিরাসমূহ প্রদর্শিত হচ্ছে এবং তোমার জীর্ণ বস্ত্র উপস্থিত সবাইকে অবাক করছে, কিন্তু দারিদ্র্যের এই সমস্ত লক্ষণগুলি কেবলমাত্র আগামীকাল সকাল পর্যন্ত স্থায়ী হবে।"

যদিও শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, পরম, স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তিনি সর্বদা তার প্রিয় সেবকের সঙ্গে ভাব বিনিময় করে আনন্দ লাভ করেন। ব্রাহ্মণশ্রেণীর ইচ্ছাপুরক পৃষ্ঠপোষকরূপে, তাঁর প্রতি নিঃশর্তভক্তি দ্বারা অতিরিক্তভাবে যোগ্য ব্রাহ্মণগণকে তিনি বিশেষভাবে অনুগ্রহ করে আনন্দ লাভ করেন।

শ্লোক ৩

শ্রীভগবানুবাচ

কিমুপায়নমানীতং ব্রহ্মন্মে ভবতা গৃহাৎ ।
অণ্বপ্যুপাহৃতং ভক্তৈঃ প্রেম্ণা ভূর্যেব মে ভবেৎ ।
ভূর্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **কিম্**—কি; **উপায়নম্**—উপহার; **আনীতম্**—এনেছ; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **মে**—আমার জন্য; **ভবতা**—তুমি; **গৃহাৎ**—তোমার গৃহ হতে; **অণু**—অণুমাত্র; **অপি**—এমন কী; **উপাহৃতম্**—নিবেদিত বস্তু; **ভক্তৈঃ**—ভক্তবৃন্দ দ্বারা; **প্রেম্ণা**—বিশুদ্ধ প্রেমে; **ভূরি**—যথেষ্ট; **এব**—বস্তুত; **মে**—আমার জন্য; **ভবেৎ**—তা হয়; **ভূরি**—প্রচুর; **অপি**—ও; **অভক্ত**—অভক্তগণ দ্বারা; **উপহৃতম্**—উপস্থাপিত; **ন**—না; **মে**—আমার; **তোষায়**—সন্তুষ্টির জন্য; **কল্পতে**—যোগ্য হয়।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে ব্রাহ্মণ, গৃহ থেকে তুমি আমার জন্য কি উপহার এনেছ? শুদ্ধ প্রেমে আমার ভক্ত প্রদত্ত ক্ষুদ্রতম উপহারও আমি বড় বলে সম্মান করি, কিন্তু অভক্তের দ্বারা প্রচুর পরিমাণ নিবেদনও আমাকে সন্তুষ্ট করে না।

শ্লোক ৪

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ৪ ॥

পত্রম্—পত্র; **পুষ্পম্**—ফুল; **ফলম্**—ফল; **তোয়ম্**—জল; **যঃ**—যিনি; **মে**—আমাকে; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **প্রযচ্ছতি**—প্রদান করেন; **তৎ**—তা; **অহম্**—আমি; **ভক্ত্যুপহৃতম্**—ভক্তি সহকারে নিবেদিত; **অশ্নামি**—গ্রহণ করি; **প্রযতাত্মনঃ**—আমার ভক্তি প্রভাবে বিশুদ্ধ চিত্ত।

অনুবাদ

যে বিশুদ্ধ চিত্ত নিষ্কাম ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তার সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।

তাৎপর্য

এই বিখ্যাত কথাগুলি *ভগবদ্গীতাতেও* (৯/২৬) শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা কথিত হয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদের *'ভগবদ্গীতা যথাযথ'* থেকে এখানে অনুবাদ ও শব্দার্থসমূহ গৃহীত হয়েছে।

সুদামার দ্বারকা আগমনের চলতি অধ্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কৃপাকরে তার, ভগবান কৃষ্ণের বক্তব্যের বর্ণনা অব্যাহত রেখেছেন—এই শ্লোকটি হচ্ছে, তার এরূপ একটি অনুপযুক্ত উপহার আনাকে খারাপ বিবেচনা করা হতে পারে, সুদামার এই উদ্বিগ্নতার প্রতি একটি উত্তর। *ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি* এবং *ভক্ত্য উপহৃতম্* কথার ব্যবহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলে মনে হতে পারে। যেহেতু তাদের উভয়েরই অর্থ "ভক্তির সঙ্গে নিবেদিত", কিন্তু 'ভক্ত্যা' শব্দটি নির্দেশ করতে পারে যে কিভাবে ভগবান প্রীতির সঙ্গে তাঁকে কিছু নিবেদনকারীর ভক্তি ভাবের সঙ্গে ভাব বিনিময় করেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, শ্রীকৃষ্ণ এখানে ঘোষণা করছেন যে তাঁর বিশুদ্ধ প্রেমে ভাব বিনিময়টি, তাঁকে যা নিবেদন করা হয়েছে তাঁর বাহ্যিক যোগ্যতার উপর নির্ভর করে না। কৃষ্ণ বলছেন "কোনকিছু ঠিকভাবে হৃদয়গ্রাহী বা সন্তোষজনক হতে পারে আবার নাও হতে পারে, কিন্তু ভক্ত যখন আমি তা উপভোগ করব, এই আশায় ভক্তিভরে নিবেদন করে, সেটি আমায় অত্যন্ত আনন্দ প্রদান করে। এই বিষয়ে আমি কোন প্রভেদ করি না।" *অশ্নামি*, অর্থাৎ "আমি খাই" ক্রিয়াটি ইঙ্গিত করে যে, তাঁর ভক্তের জন্য অনুভূত আনন্দময় প্রেম দ্বারা মোহিত হয়ে কৃষ্ণ একটি ফুলও খান, সাধারণতঃ যার গন্ধ গ্রহণ করার কথা।

অতঃপর ভগবানকে কেউ হয়ত প্রশ্ন করেছিল, "তাহলে অন্য কোন বিগ্রহের ভক্ত দ্বারা আপনাকে নিবেদিত কিছু কি আপনি প্রত্যাখ্যান করবেন?" ভগবান উত্তর প্রদান করলেন, " "হ্যাঁ, আমি তা ভক্ষণ করতে অস্বীকার করব।" *প্রযতাত্মন* শব্দবন্ধটির দ্বারা ভগবান এই কথা বলে ইঙ্গিত করেছিলেন যে "কেবলমাত্র আমার প্রতি ভক্তি দ্বারা কেউ অন্তরে বিশুদ্ধ হতে পারে।"

শ্লোক ৫

ইত্যুক্তোঽপি দ্বিজস্তস্মৈ ব্রীড়িতঃ পতয়ে শ্রিয়ঃ ।
পৃথুকপ্রসৃতিং রাজন্ন প্রাযচ্ছদবাঙ্মুখঃ ॥ ৫ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্তঃ**—বললেন; **অপি**—যদিও; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **তস্মৈ**—তাঁকে; **ব্রীড়িতঃ**—লজ্জিত; **পতয়ে**—পতিকে; **শ্রিয়ঃ**—লক্ষ্মীদেবীর; **পৃথুক**—চিঁড়ার; **প্রসৃতিম্**—মুষ্টিপূর্ণ; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **ন প্রাযচ্ছৎ**—নিবেদন করলেন না; **অবাক্**—নত করে; **মুখঃ**—মুখ।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—] হে রাজন, এইভাবে সম্বোধিত হয়েও, সেই ব্রাহ্মণ তার মুষ্টিপূর্ণ চিঁড়া লক্ষ্মীপতিকে নিবেদন করতে অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করছিলেন। লজ্জায় তিনি কেবল তাঁর মস্তক অবনত রাখলেন।

তাৎপর্য

আচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে 'লক্ষ্মীপতি' রূপে এখানে কৃষ্ণের বর্ণনা এই অর্থ প্রকাশ করে যে সুদামা নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেছিলেন, "যিনি লক্ষ্মীদেবীরও অধীশ্বর, তিনি কিভাবে এই বাসী, শক্ত চিঁড়া ভক্ষণ করবেন?" মস্তক অবনত করার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ তার গভীর ভাবনাকে প্রকাশ করলেন, "হে প্রভু, দয়া করে আমাকে লজ্জিত কর না। যদিও তুমি আমাকে বারবার অনুরোধ করছ, কিন্তু আমি তোমাকে তা প্রদান করব না। আমি আমার মনকে স্থির করে নিয়েছি।" কিন্তু ভগবান তাঁর আপন ভাবনা দ্বারা বিরুদ্ধাচরণ করলেন—"এখানে আগমন করার সময় তোমার মনে তুমি যে উদ্দেশ্য স্থির করেছিলে সেটি বিফল হওয়া উচিত নয়, কারণ তুমি আমার ভক্ত।"

শ্লোক ৬-৭

সর্বভূতাত্মদৃক্ সাক্ষাৎ তস্যাগমনকারণম্ ।
বিজ্ঞায়াচিন্তয়ন্নায়ং শ্রীকামো মাভজৎ পুরা ॥ ৬ ॥
পত্ন্যাঃ পতিব্রতায়াস্তু সখা প্রিয়চিকীর্ষয়া ।
প্রাপ্তো মামস্য দাস্যামি সম্পদোঽমর্ত্যদুর্লভাঃ ॥ ৭ ॥

সর্ব—সকলের; **ভূত**—জীব; **আত্ম**—হৃদয়ের; **দৃক্**—দর্শী; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষ; **তস্য**—তার (সুদামার); **আগমন**—আগমনের; **কারণম্**—কারণ; **বিজ্ঞায়**—সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করে; **অচিন্তয়ৎ**—তিনি ভাবলেন; **ন**—না; **অয়ম্**—সে; **শ্রী**—ঐশ্বর্যের;

কামঃ—অভিলাষী; **মা**—আমাকে; **অভজৎ**—পূজা করেছিল; **পুরা**—অতীতে; **পত্ন্যাঃ**—তার পত্নীর; **পতি**—তার পতির প্রতি; **ব্রতায়াঃ**—ঐকান্তিক; **তু**—কিন্তু; **সখা**—আমার বন্ধু; **প্রিয়**—সন্তুষ্টি; **চিকীর্ষয়া**—প্রাপ্ত হওয়ার কামনা দ্বারা; **প্রাপ্তঃ**—এখন এসেছে; **মাম্**—আমার কাছে; **অস্য**—তাকে; **দাস্যামি**—আমি প্রদান করব; **সম্পদঃ**—সম্পদ; **অমর্ত্য**—দেবতাদের দ্বারা; **দুর্লভাঃ**—দুর্লভ।

অনুবাদ

সকল জীবের হৃদয়ের প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ায় সুদামা কেন তাঁকে দর্শন করতে এসেছেন, ভগবান তা সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। তাই তিনি ভাবলেন, "অতীতে আমার সখা কখনও জাগতিক ঐশ্বর্যের অভিলাষ বশত আমার পূজা করেনি, কিন্তু এখন সে তাঁর পতিব্রতা পত্নীকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমার কাছে এসেছে। আমি তাকে দেবতাদেরও দুর্লভ সম্পদ প্রদান করব।"

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ভাষ্য প্রদান করেছেন যে ভগবান মুহূর্তের জন্য বিস্মিত হয়েছিলেন, "আমার সর্বদর্শিতা সত্ত্বেও এটি কিভাবে ঘটল, যে আমার এই ভক্ত এরূপ দরিদ্রতায় পতিত হয়েছে?" অতঃপর, সত্বর অবস্থাটি হৃদয়ঙ্গম করে তিনি নিজেকেই নিজে এই শ্লোকে বর্ণিত কথাসমূহ বলেছিলেন।

কিন্তু কেউ উল্লেখ করতে পারে যে, সুদামার এতটা দারিদ্র পীড়িত হওয়া উচিত নয়, কারণ অন্য কোন উদ্দেশ্যহীন একনিষ্ঠ ভক্তের কাছেও ভগবৎ সেবার দ্বারা উৎপন্ন যথাযথ সুখ আগমন করে। *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/২২) তা প্রতিপন্ন হয়েছে—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥

"অনন্য চিত্তে আমার চিন্তায় মগ্ন হয়ে যারা আমার উপাসনা করেন, আমি তাঁদের সমস্ত অভাব পূরণ করি এবং তাদের প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ করি।"

এই বিষয়টির উত্তরে দুই ধরনের ত্যাগী ভক্তদের মধ্যে অবশ্যই একটি পার্থক্য করা উচিত। এক ধরনের ভক্ত আছেন যারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রতি বৈরী মনোভাবাপন্ন এবং অন্য ধরনের ভক্তরা তা থেকে ভিন্ন। জাগতিক উপভোগে অত্যন্ত বিরুদ্ধভাবাপন্ন ভক্তদের উপর ভগবান ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জোর করেন না। জড় ভরতের মতো পরম ত্যাগীদের ক্ষেত্রে যা দর্শন করা যায়। অপরদিকে, যিনি জড় বস্তুর দ্বারা আসক্ত বা অনাসক্ত কোনটিই নন, সেই ভক্তকে অসীম সম্পদ ও ক্ষমতা দান করতে পারেন, যেমন প্রহ্লাদ মহারাজ। তাঁর জীবনের এই সময় পর্যন্ত সুদামা

ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বিরুদ্ধে ছিলেন, কিন্তু এখন, তাঁর বিশ্বস্ত পত্নীর প্রতি অনুগ্রহবশত এবং কৃষ্ণের দর্শনের জন্য তিনি লালায়িত হওয়ার জন্যও তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার জন্য গমন করেছিলেন।

শ্লোক ৮

ইত্থং বিচিন্ত্য বসনাচ্চীরবদ্ধান্ দ্বিজন্মনঃ ।
স্বয়ং জহার কিমিদমিতি পৃথুকতণ্ডুলান্ ॥ ৮ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **বিচিন্ত্য**—চিন্তা করে; **বসনাৎ**—বসন হতে; **চীর**—এক খণ্ড বস্ত্রে; **বদ্ধান্**—আবদ্ধ; **দ্বি-জন্মনঃ**—ব্রাহ্মণের; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **জহার**—তিনি গ্রহণ করলেন; **কিম্**—কি; **ইদম্**—এটি; **ইতি**—এই বলে; **পৃথুক-তণ্ডুলান্**—চিড়ে।

অনুবাদ

এইরকম চিন্তা করে একটি জীর্ণ বস্ত্রে বন্ধন করা চিঁড়ের পুঁটুলীটি ব্রাহ্মণের পরিধেয় হতে কেড়ে নিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন "এটি কি?"

শ্লোক ৯

নন্বেতদুপনীতং মে পরমপ্রীণনং সখে ।
তর্পয়ন্ত্যঙ্গ মাং বিশ্বমেতে পৃথুকতণ্ডুলাঃ ॥ ৯ ॥

ননু—কি; **এতৎ**—এই; **উপানীতম্**—এনেছ; **মে**—আমার জন্য; **পরম**—পরম; **প্রীণনম্**—প্রীতিজনক; **সখে**—হে সখা; **তর্পয়ন্তি**—পরিতৃপ্ত করে; **অঙ্গ**—হে প্রিয়; **মাম্**—আমাকে; **বিশ্বম্**—সমগ্র বিশ্ব (যা আমি); **এতে**—এইসকল; **পৃথুক-তণ্ডুলাঃ**—চিড়া।

অনুবাদ

"হে সখা, তুমি কি আমার জন্য এটি এনেছ? আমাকে তা অত্যন্ত আনন্দ দিল। প্রকৃতপক্ষে, এই সামান্য চিড়া কেবলমাত্র আমাকেই সন্তুষ্ট করল না, তা সমগ্র জগতকেও সন্তুষ্ট করল।"

তাৎপর্য

'লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, 'এই বাণী থেকে বুঝতে হবে যে, সব কিছুর আদি উৎস কৃষ্ণই নিখিল সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। বৃক্ষমূলে জল সিঞ্চন করলে অচিরেই যেমন বৃক্ষের প্রতি অংশে তা বিতরণ করা হয়, সেই রকম কৃষ্ণের তুষ্টি বিধানের জন্য যে সেবা করা হয়, বা কৃষ্ণের উদ্দেশে যা অর্পণ করা হয়, তাতে প্রত্যেকের সর্বোত্তম কল্যাণ সাধিত হয় বলে বিবেচনা করতে হবে;

কারণ কৃষ্ণের উদ্দেশে এই রকম নিবেদনের ফল নিখিল সৃষ্টির মধ্যে বিতরিত হয়। কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ তা জীবকুলের সকলের মধ্যেই বিতরিত হয়।

শ্লোক ১০

ইতি মুষ্টিং সকৃজ্জগ্ধ্বা দ্বিতীয়ং জগ্ধুমাদদে।
তাবচ্ছ্রীর্জগৃহে হস্তং তৎপরা পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ১০ ॥

ইতি—এইভাবে বলে; **মুষ্টিম্**—এক মুষ্টি; **সকৃৎ**—একবার; **জগ্ধ্বা**—ভক্ষণ করে; **দ্বিতীয়াম্**—দ্বিতীয়বার; **জগ্ধুম্**—খাওয়ার জন্য; **আদদে**—তিনি গ্রহণ করেছিলেন; **তাবৎ**—তখনই; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী (রুক্মিণীদেবী); **জগৃহে**—হরণ করলেন; **হস্তম্**—হস্ত; **তৎ**—তাঁকে; **পরা**—অনুরক্ত; **পরমেষ্ঠিনঃ**—ভগবানের।

অনুবাদ

এই কথা বলার পর, ভগবান তা একমুষ্টি ভক্ষণ করলেন এবং যখন তিনি দ্বিতীয় মুষ্টি প্রায় ভক্ষণ করতে যাবেন সেই সময় ভক্তি পরায়ণা রুক্মিণীদেবী তাঁর হস্ত ধারণ করলেন।

তাৎপর্য

তাঁকে আরও চিড়ে খেতে বাধা দেবার জন্য রাণী রুক্মিণী কৃষ্ণের হস্ত ধারণ করেছিলেন। শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে এই ইশারার দ্বারা তিনি ভগবানকে এই বলতে চেয়েছিলেন "কারো বিশাল সম্পদ নিশ্চিত করার জন্য আপনার এইটুকু কৃপাই যথেষ্ট, যা আমার দৃষ্টিপাতের ক্রীড়া মাত্র। কিন্তু দয়া করে আমাকে এই ব্রাহ্মণের নিকট সমর্পিত হতে বাধ্য করবেন না, আপনি আরেক মুষ্টি ভক্ষণ করলে যা ঘটবে।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে ভগবানের হস্ত ধারণ করে রুক্মিণী ইঙ্গিত করছেন, "আপনার সখার গৃহ থেকে আনা এই অপূর্ব খাবার আপনি যদি সবটুকু ভক্ষণ করেন, আমি আমার সখী, সতীন, ভৃত্য ও আমার জন্য কতটুকু অবশিষ্ট রাখব? আমাদের প্রত্যেককে একটি করে দানা বিতরণ করলেও যথেষ্ট অবশিষ্ট থাকবে না।" তখন তাঁর সহযোগী দাসীদের তিনি ইশারায় বললেন "এই শক্ত চাল আমার প্রভুর কোমল পাকস্থলীকে বিপর্যস্ত করবে।"

শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন যে, "প্রীতি ও ভক্তি ভরে ভগবান কৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করা হলে, তিনি আনন্দে ভক্তের নৈবেদ্য গ্রহণ করেন, তার ফলে স্বয়ং লক্ষ্মী, রুক্মিণীদেবী কৃতজ্ঞ চিত্তে ভক্তের গৃহে গিয়ে সেটি এই জগতের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যশালী গৃহে পরিণত করেন। ভগবান নারায়ণকে যিনি প্রচুর ভোগ দান করেন,

স্বাভাবিকভাবেই স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তার গৃহে আতিথ্য স্বীকার করেন অর্থাৎ তার গৃহ ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠে।"

শ্লোক ১১

এতাবতালং বিশ্বাত্মন্ সর্বসম্পৎসমৃদ্ধয়ে ।
অস্মিন্ লোকেঽথবামুষ্মিন্ পুংসস্ত্বত্তোষকারণম্ ॥ ১১ ॥

এতাবৎ—এইটুকু; **অলম্**—যথেষ্ট; **বিশ্ব**—বিশ্বের; **আত্মন্**—হে আত্মা; **সর্ব**—সকলের; **সম্পৎ**—প্রচুর সম্পদ; **সমৃদ্ধয়ে**—সমৃদ্ধির জন্য; **অস্মিন্**—এই; **লোকে**—জগৎ; **অথবা**—অথবা; **অমুষ্মিন্**—পরবর্তীতে; **পুংসঃ**—একজন পুরুষের জন্য; **ত্বৎ**—আপনার; **তোষ**—সন্তুষ্টি; **কারণম্**—কারণ।

অনুবাদ

[রাণী রুক্মিণী বললেন—] হে বিশ্বাত্মা, এই জগৎ ও পর জগতে সকল ধরনের প্রচুর সম্পদ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য এটি যথেষ্টর চেয়েও বেশী। প্রকৃতপক্ষে কারোর সমৃদ্ধি কেবলমাত্র আপনার সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে।

শ্লোক ১২

ব্রাহ্মণস্তাং তু রজনীমুষিত্বাচ্যুতমন্দিরে ।
ভুক্ত্বা পীত্বা সুখং মেনে আত্মানং স্বর্গতং যথা ॥ ১২ ॥

ব্রাহ্মণঃ—ব্রাহ্মণ; **তাম্**—সেই; **তু**—এবং; **রজনীম্**—রাত্রি; **উষিত্বা**—বাস করে; **অচ্যুত**—শ্রীকৃষ্ণের; **মন্দিরে**—প্রাসাদে; **ভুক্ত্বা**—ভোজন করে; **পীত্বা**—পান করে; **সুখম্**—সুখে; **মেনে**—তিনি ভাবলেন; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **স্বঃ**—চিন্ময় জগৎ; **গতম্**—প্রাপ্ত হয়েছেন; **যথা**—যেন।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলে চলেছেন—] তাঁর পূর্ণ সন্তুষ্টি মতো ভোজন ও পানাহারের পর ব্রাহ্মণ সেই রাত্রিটি ভগবান অচ্যুতের প্রাসাদে অতিবাহিত করলেন। তিনি অনুভব করলেন যেন তিনি চিন্ময় জগতে পৌঁছেছিলেন।

শ্লোক ১৩

শ্বোভূতে বিশ্বভাবেন স্বসুখেনাভিবন্দিতঃ ।
জগাম স্বালয়ং তাত পথ্যনুব্রজ্য নন্দিতঃ ॥ ১৩ ॥

শ্বঃ-ভূতে—পরের দিন; **বিশ্ব**—বিশ্বের; **ভাবেন**—পালক দ্বারা; **স্ব**—নিজমধ্যে; **সুখেন**—যিনি সুখ প্রাপ্ত হন; **অভিবন্দিতঃ**—পূজিত; **জগাম্**—তিনি গমন করলেন; **স্ব**—তার নিজের; **আলয়ম্**—আলয়ে; **তাত**—হে প্রিয় (রাজা পরীক্ষিৎ); **পথি**—পথে; **অনুব্রজ্য**—অনুগমন করে; **নন্দিতঃ**—আনন্দিত।

অনুবাদ

পরদিন আত্ম-সন্তুষ্ট বিশ্ব পালক শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পূজিত হয়ে সুদামা গৃহের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। হে রাজন, পথে হাঁটিতে হাঁটিতে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের জন্য আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের সরবরাহকারী। সুতরাং এটি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে তিনি ইন্দ্রের চেয়েও বৃহৎ ঐশ্বর্য সুদামার জন্য প্রকাশ করতে সমর্থ ছিলেন। স্ব-সুখ অর্থাৎ যথার্থরূপে তার আপন আনন্দে পূর্ণ হওয়ায় উপহার প্রদানের জন্য ভগবানের এক অসীম ক্ষমতা রয়েছে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে *অভিবন্দিতঃ* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, শ্রীকৃষ্ণ সুদামাকে পথে কিছুদূর পর্যন্ত সঙ্গদান করেছিলেন এবং অবশেষে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করে ও কিছু শ্রদ্ধাপূর্ণ কথা বলে ব্রাহ্মণের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

শ্লোক ১৪

স চালব্ধ্বা ধনং কৃষ্ণান্ন তু যাচিতবান্ স্বয়ম্ ।
স্বগৃহান্ ব্রীড়িতোঽগচ্ছন্মহদ্দর্শননির্বৃতঃ ॥ ১৪ ॥

সঃ—তিনি; **চ**—এবং; **অলব্ধ্বা**—প্রাপ্ত না হয়ে; **ধনম্**—ধন; **কৃষ্ণাৎ**—শ্রীকৃষ্ণের থেকে; **ন**—না; **তু**—কিন্তু; **যাচিতবান**—প্রার্থনা করেছিলেন; **স্বয়ম্**—তার নিজ উদ্যোগে; **স্ব**—তাঁর; **গৃহান্**—গৃহ; **ব্রীড়িতঃ**—লজ্জিত; **অগচ্ছৎ**—তিনি গমন করলেন; **মহৎ**—ভগবানের; **দর্শন**—দর্শন দ্বারা; **নির্বৃতঃ**—আনন্দিত হয়ে।

অনুবাদ

যদিও তিনি দৃশ্যত ভগবান কৃষ্ণের কাছ থেকে কোন সম্পদ গ্রহণ করেননি। সুদামা তার নিজের জন্য প্রার্থনা করতে অত্যন্ত লজ্জিত ছিলেন। তিনি কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের দর্শন লাভ করে, সম্পূর্ণরূপে সন্তোষ অনুভব করে, তার গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ১৫

অহো ব্রহ্মণ্যদেবস্য দৃষ্টা ব্রহ্মণ্যতা ময়া ।
যদ্দরিদ্রতমো লক্ষ্মীমাশ্লিষ্টো বিভ্রতোরসি ॥ ১৫ ॥

অহো—অহ; **ব্রহ্মণ্য**—ব্রাহ্মণদের প্রতি ঐকান্তিক; **দেবস্য**—ভগবানের; **দৃষ্টা**—দেখলাম; **ব্রহ্মণ্যতা**—ব্রাহ্মণদের প্রতি অনুরক্ত; **ময়া**—আমার দ্বারা; **যৎ**—যেহেতু; **দরিদ্রতমঃ**—দরিদ্রতম পুরুষ; **লক্ষ্মীম্**—লক্ষ্মীদেবী; **আশ্লিষ্টঃ**—লজ্জিত; **বিভ্রতা**—যে বহন করে তাঁর দ্বারা; **উরসি**—তাঁর বক্ষস্থলে।

অনুবাদ

[সুদামা ভাবলেন—] ব্রাহ্মণদের প্রতি অনুরক্তরূপে শ্রীকৃষ্ণ পরিচিত এবং এখন আমি এই ভক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে দর্শন করলাম। প্রকৃতপক্ষে, যিনি লক্ষ্মীদেবীকে তাঁর বক্ষে বহন করেন, তিনি এই দরিদ্রতম ভিখারীকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥ ১৬ ॥

ক্ব—কোথায়; **অহম্**—আমি; **দরিদ্রঃ**—অত্যন্ত গরীব; **পাপীয়ান্**—পাপী; **ক্ব**—কোথায়; **কৃষ্ণঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **শ্রী-নিকেতনঃ**—লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয়; **ব্রহ্মবন্ধুঃ**—ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীরহিত জাতি ব্রাহ্মণ; **ইতি**—এইভাবে; **স্ম**—অবশ্যই; **অহম্**—আমি; **বাহুভ্যাম্**—বাহুযুগলের দ্বারা; **পরিরম্ভিতঃ**—আলিঙ্গিত।

অনুবাদ

কোথায় আমি অতি পাপিষ্ঠ দরিদ্র ও যোগ্যতাহীন ব্রাহ্মণ সন্তান, আর কোথায় শ্রীনিকেতন কৃষ্ণ। অযোগ্য ব্রাহ্মণ সন্তান হলেও তিনি আমাকে আলিঙ্গন করলেন, এটি অতি আশ্চর্যের বিষয়।

তাৎপর্য

উপরের অনুবাদ ও শব্দার্থটি শ্রীল প্রভুপাদের *'চৈতন্য-চরিতামৃত'* (মধ্য ৭/১৪৩) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

সুদামা এতই বিনীত ছিলেন যে, তিনি নিজের দরিদ্রতাকে তাঁর আপন দোষ, পাপের ফল রূপে বিবেচনা করেছিলেন। এরূপ মানসিকতা এই কথাটির সঙ্গে মিলে যায়—*দারিদ্র-দোষো গুণ-রাশিনাশী*—অর্থাৎ "দরিদ্র হওয়ার অসংগতি রাশি রাশি সৎগুণ বিনষ্ট করে।"

শ্লোক ১৭

নিবাসিতঃ প্রিয়াজুষ্টে পর্যঙ্কে ভ্রাতরো যথা ।
মহিষ্যা বীজিতঃ শ্রান্তো বালব্যজনহস্তয়া ॥ ১৭ ॥

নিবাসিতঃ—উপবিষ্ট; **প্রিয়া**—তাঁর প্রিয়ার; **জুষ্টে**—ব্যবহৃত; **পর্যঙ্কে**—শয্যায়; **ভ্রাতরঃ**—ভ্রাতা; **যথা**—ন্যায়; **মহিষ্যা**—তাঁর মহিষী; **বীজিতঃ**—বাতাস করলেন; **শ্রান্তঃ**—ক্লান্ত; **বালব্যজন**—চামর; **হস্তয়া**—যার হাতে।

অনুবাদ

আমাকে তাঁর প্রিয়তমা মহিষীর শয্যায় উপবিষ্ট করিয়ে তিনি আমার সঙ্গে ঠিক যেন তাঁর এক ভাইয়ের মতো ব্যবহার করলেন। যেহেতু আমি ক্লান্ত ছিলাম, তাঁর রাণী নিজে আমাকে চামর দিয়ে বাতাস করলেন।

শ্লোক ১৮

শুশ্রূষয়া পরময়া পাদসংবাহনাদিভিঃ ।
পূজিতো দেবদেবেন বিপ্রদেবেন দেববৎ ॥ ১৮ ॥

শুশ্রূষয়া—শুশ্রূষা দ্বারা; **পরময়া**—ঐকান্তিক; **পাদ**—পাদদ্বয়ের; **সংবাহন**—মালিশ করে; **আদিভিঃ**—প্রভৃতি; **পূজিতঃ**—পূজিত; **দেব-দেবেন**—সকল দেবতাদের ঈশ্বর দ্বারা; **বিপ্র-দেবেন**—ব্রাহ্মণদের ঈশ্বর দ্বারা; **দেব**—একজন দেবতা; **বৎ**—তুল্য।

অনুবাদ

যদিও তিনি সকল দেবতাদের ঈশ্বর এবং সকল ব্রাহ্মণদের আরাধ্য, কিন্তু তিনি আমার পাদসম্বাহন ও অন্যান্য বিনীত সেবা পূর্বক আমাকে পূজা করলেন যেন আমি স্বয়ং একজন দেবতা।

শ্লোক ১৯

স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবি সম্পদাম্ ।
সর্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চনম্ ॥ ১৯ ॥

স্বর্গ—স্বর্গের; **অপবর্গয়োঃ**—এবং পরম মুক্তির; **পুংসাম্**—সকল মানুষের জন্য; **রসায়াম্**—রসাতলে; **ভুবি**—এবং ভূতলে; **সম্পদাম্**—ঐশ্বর্যের; **সর্বাসাম্**—সকল; **অপি**—ও; **সিদ্ধীনাম্**—সিদ্ধির; **মূলম্**—মূল কারণ; **তৎ**—তাঁর; **চরণ**—চরণদ্বয়ের; **অর্চনম্**—অর্চনা।

অনুবাদ

তাঁর পাদপদ্মের ভক্তিপূর্ণ সেবাই হচ্ছে একজন পুরুষের স্বর্গে, মর্ত্যে, পাতালে ও মুক্তিলাভে প্রাপ্ত সকল সিদ্ধির মূল কারণ।

শ্লোক ২০

অধনোঽয়ং ধনং প্রাপ্য মাদ্যন্নুচ্চৈর্ন মাং স্মরেৎ ।
ইতি কারুনিকো নূনং ধনং মেঽভূরি নাদদাৎ ॥ ২০ ॥

অধনঃ—দরিদ্র ব্যক্তি; **অয়ম্**—এই; **ধনম্**—ধন; **প্রাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **মাদ্যন্**—আনন্দে; **উচ্চৈঃ**—অত্যন্ত; **ন**—না; **মাম্**—আমাকে; **স্মরেৎ**—স্মরণ করবে; **ইতি**—এইরূপ মনে করে; **কারুণিকঃ**—কারুণিক; **নূনম্**—প্রকৃতপক্ষে; **ধনম্**—ধন; **মে**—আমাকে; **অভূরি**—কিঞ্চিৎ; **ন আদদাৎ**—তিনি প্রদান করলেন না।

অনুবাদ

"যদি এই নিঃস্ব দরিদ্র সহসা ধনী হয়ে ওঠে, তাহলে তার সুখ মত্ততায় সে আমাকে ভুলে যাবে" এই মনে করে কারুণিক ভগবান আমাকে কিঞ্চিৎ ধনও প্রদান করেন নাই।

তাৎপর্য

ভগবান কৃষ্ণ তাকে 'কিঞ্চিৎ ধন'ও প্রদান করেননি, সুদামার এই বক্তব্যটি এই অর্থেও গ্রহণ করা যেতে পারে যে তাকে *অভূরি* অর্থাৎ 'কিঞ্চিৎ' ধন প্রদানের পরিবর্তে ভগবান প্রকৃতপক্ষে তাকে তাঁর সঙ্গ দানের প্রভূত সম্পদ প্রদান করেছিলেন। এই বিকল্প অর্থটি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর দ্বারা প্রস্তাবিত।

শ্লোক ২১-২৩

ইতি তচ্চিন্তয়ন্নন্তঃ প্রাপ্তো নিজগৃহান্তিকম্ ।
সূর্যানলেন্দুসঙ্কাশৈর্বিমানৈঃ সর্বতো বৃতম্ ॥ ২১ ॥
বিচিত্রোপবনোদ্যানৈঃ কূজদ্দ্বিজকুলাকুলৈঃ ।
প্রোৎফুল্লকুমুদাম্ভোজকহ্লারোৎপলবারিভিঃ ॥ ২২ ॥
জুষ্টং স্বলঙ্কৃতৈঃ পুম্ভিঃ স্ত্রীভিশ্চ হরিণাক্ষিভিঃ ।
কিমিদং কস্য বা স্থানং কথং তদিদমিত্যভূৎ ॥ ২৩ ॥

ইতি—এইভাবে; **তৎ**—এই; **চিন্তয়ন্**—চিন্তা করে; **অন্তঃ**—মনে মনে; **প্রাপ্তঃ**—উপস্থিত হলেন; **নিজ**—তাঁর; **গৃহ**—গৃহের; **অন্তিকম্**—নিকটে; **সূর্য**—সূর্য; **অনল**—

অগ্নি; **ইন্দু**—এবং চন্দ্র; **সঙ্কাশৈঃ**—প্রতিযোগিতা করছে; **বিমানৈঃ**—দিব্য প্রাসাদ দ্বারা; **সর্বতঃ**—চতুর্দিকে; **বৃতম্**—পরিবৃত; **বিচিত্র**—বিচিত্র; **উপবন**—চত্বর দ্বারা; **উদ্যানৈঃ**—এবং উদ্যান; **কূজৎ**—কূজন; **দ্বিজ**—পাখীর; **কুল**—কুল; **আকুলৈঃ**—আকুল; **প্রোৎফুল্ল**—পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত; **কুমুদ**—রাত্রে প্রস্ফুটিত পদ্ম; **অম্ভোজ**—দিনে প্রস্ফুটিত পদ্ম; **কহ্লার**—শ্বেত পদ্ম; **উৎপল**—জল পদ্ম; **বারিভিঃ**—জলাশয়; **জুষ্টম্**—শোভিত; **সু**—সু; **অলঙ্কৃতৈঃ**—অলঙ্কৃত; **পুম্ভিঃ**—পুরুষ দ্বারা; **স্ত্রীভিঃ**—স্ত্রী দ্বারা; **চ**—এবং; **হরিণা**—স্ত্রী হরিণের মতো; **অক্ষিভিঃ**—যার নেত্রদ্বয়; **কিম্**—কি; **ইদম্**—এই; **কস্য**—কার; **বা**—বা; **স্থানম্**—স্থান; **কথম্**—কিভাবে; **তৎ**—তা; **ইদম্**—এই; **ইতি**—এইভাবে; **অভূৎ**—হয়েছে।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—] নিজের মনে এইভাবে ভাবতে ভাবতে সুদামা অবশেষে সেই স্থানে এসে পৌঁছলেন যেখানে তাঁর গৃহ দণ্ডায়মান। কিন্তু সেই স্থান এখন চতুর্দিকে সূর্য, অগ্নি ও চন্দ্রের তুলনামূলক মিশ্র উজ্জ্বলতাময় সুউচ্চ দিব্য প্রাসাদসমূহে পূর্ণ। সেখানে ছিল দীপ্তিমান চত্বর ও উদ্যানসমূহ, যা পক্ষীকুলের কূজনে পূর্ণ এবং জলাশয় সকল কুমুদ, অম্ভোজ, কহ্লার ও প্রস্ফুটিত উৎপল পদ্মসমূহে শোভিত। সুন্দর ভূষণে বিভূষিত পুরুষ ও হরিণীচক্ষু রমণীগণ দ্বারে দণ্ডায়মান। সুদামা বিস্মিত হলেন, 'এসব কি? এ কার সম্পত্তি? এই সমস্ত কিছু কিভাবে এল।"

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্রাহ্মণের ভাবনার দৃশ্যটি প্রদান করেছেন—প্রথমতঃ এক বিশাল অপরিচিত জ্যোতি দর্শন করে তিনি ভাবলেন, "এটা কি?" তারপর প্রাসাদসমূহ লক্ষ্য করে তিনি নিজেকেই প্রশ্ন করলেন, "এটা কার প্রাসাদ?" এবং এটি তাঁর নিজের রূপে হৃদয়ঙ্গম করে তিনি বিস্মিত হলেন, "কিভাবে তা এইভাবে পরিবর্তিত হল?"

শ্লোক ২৪

এবং মীমাংসমানং তং নরা নার্যোঽমরপ্রভাঃ ।
প্রত্যগৃহ্ণন্মহাভাগং গীতবাদ্যেন ভূয়সা ॥ ২৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **মীমাংসমানম্**—যিনি গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন; **তম্**—তাকে; **নরাঃ**—পুরুষ; **নার্যঃ**—এবং রমণীরা; **অমর**—দেবতা তুল্য; **প্রভাঃ**—যাদের জ্যোতির্ময় বর্ণ; **প্রত্যগৃহ্ণন্**—অভিনন্দিত করল; **মহা-ভাগম্**—অত্যন্ত ভাগ্যশালী; **গীত**—গীত দ্বারা; **বাদ্যেন**—এবং বাদ্য দ্বারা; **ভূয়সা**—প্রভূত।

অনুবাদ

এইভাবে তিনি যখন চিন্তা করছিলেন, দেবতাদের মতো জ্যোতিসম্পন্ন সুন্দর দাস দাসীরা এগিয়ে এসে উচ্চ গীত ও বাদ্য দ্বারা তাদের মহাভাগ্যবান প্রভুকে অভিনন্দিত করল।

তাৎপর্য

আচার্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের বর্ণনা অনুযায়ী *প্রত্যগৃহ্নন্* শব্দটি ("বিনিময়ে তারা কৃতজ্ঞতা জানাল") নির্দেশ করছে যে, প্রথমে সুদামা ভৃত্যদের তাঁর মনে মনে স্বীকার করেছিলেন এই বিবেচনা করে যে "আমার প্রভু নিশ্চয়ই চান যে আমি তাদের গ্রহণ করি", এবং তার মনোভাবের দৃশ্যতঃ পরিবর্তিত হওয়ার উত্তরে তাদের প্রভুর মতো তারাও সমীপবর্তী হল।

শ্লোক ২৫

পতিমাগতমাকর্ণ্য পত্ন্যুদ্ধর্ষাতিসম্ভ্রমা ।
নিশ্চক্রাম গৃহাৎ তূর্ণং রূপিণী শ্রীরিবালয়াৎ ॥ ২৫ ॥

পতিম্—তার পতি; **আগতম্**—আগমন করেছে; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **পত্নী**—তার পত্নী; **উদ্ধর্ষা**—আনন্দিত; **অতি**—অতি; **সম্ভ্রমা**—উত্তেজিত; **নিশ্চক্রাম্**—তিনি নির্গত হলেন; **গৃহাৎ**—গৃহ থেকে; **তূর্ণম্**—সত্বর; **রূপিণী**—তার নিজ রূপ প্রকাশ করে; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **ইব**—যেন; **আলয়াৎ**—তার আলয় থেকে।

অনুবাদ

যখন তিনি শুনলেন যে তার পতি আগমন করেছেন, ব্রাহ্মণের পত্নী অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সত্বর গৃহ হতে নির্গত হলেন। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তাঁর দিব্য আলয় থেকে নির্গত হলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করছেন যে, যেহেতু ভগবান কৃষ্ণ সুদামার গৃহকে স্বর্গীয় আলয়ে পরিণত করেছেন, সেখানে বাসকারী প্রত্যেকে এখন স্বর্গের অধিবাসীদের জন্য উপযুক্ত সুন্দর দেহ ও পোশাকের অধিকারী ছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে আরও যোগ করছেন—পূর্ব রাত্রিতে সুদামার দরিদ্র, ক্ষীণকায়া পত্নী একটি ভাঙাচোরা ছাদের নীচে ছেঁড়া কাথার উপরে ঘুমিয়েছিলেন, কিন্তু সকালে যখন তিনি ঘুম থেকে উঠলেন, তিনি নিজেকে ও তাঁর গৃহকে অপূর্বভাবে পরিবর্তিত দেখতে পেলেন। কেবলমাত্র এক মুহূর্তের জন্য তিনি বিভ্রান্ত হয়েছিলেন; তিনি অতঃপর হৃদয়ঙ্গম করলেন যে এই ঐশ্বর্য তার পতিকে প্রদত্ত ভগবানের উপহার আর তিনি নিশ্চয়ই এখন তার গৃহের পথে। তাই তিনি তাঁকে অভিনন্দিত করার জন্য প্রস্তুত হলেন।

শ্লোক ২৬

পতিব্রতা পতিং দৃষ্ট্বা প্রেমোৎকণ্ঠাশ্রুলোচনা ।
মীলিতাক্ষ্যনমদ্ বুদ্ধ্যা মনসা পরিষস্বজে ॥ ২৬ ॥

পতিব্রতা—পতিব্রতা; **পতিম্**—তাঁর পতি; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **প্রেম**—প্রেমের; **উৎকণ্ঠ**—আগ্রহের সঙ্গে; **অশ্রু**—অশ্রু; **লোচনা**—যার চক্ষুদ্বয়; **মীলিত**—বন্ধ করে; **অক্ষি**—তার চক্ষুদ্বয়; **অনমৎ**—তিনি প্রণাম নিবেদন করলেন; **বুদ্ধ্যা**—ভাবনাপূর্ণ প্রতিফলনে; **মনসা**—তাঁর হৃদয় দ্বারা; **পরিষস্বজে**—তিনি আলিঙ্গন করলেন।

অনুবাদ

পতিব্রতা রমণী যখন তাঁর পতিকে দর্শন করলেন তাঁর নেত্রদ্বয় প্রেম ও উৎকণ্ঠার অশ্রুতে পূর্ণ হল। তিনি নিমীলিত নেত্রে শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন ও অন্তর দ্বারা তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ২৭

পত্নীং বীক্ষ্য বিস্ফুরন্তীং দেবীং বৈমানিকীমিব ।
দাসীনাং নিষ্ককণ্ঠীনাং মধ্যে ভান্তীং স বিস্মিতঃ ॥ ২৭ ॥

পত্নীম্—তাঁর পত্নী; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **বিস্ফুরন্তীম্**—জ্যোতির্ময়; **দেবীম্**—এক দেবী; **বৈমানিকীম্**—স্বর্গের বিমানে আগত; **ইব**—যেন; **দাসীনাম্**—দাসীদের; **নিষ্ক**—পদক; **কণ্ঠীনাম্**—যার কণ্ঠে; **মধ্যে**—মধ্যে; **ভান্তীম্**—উজ্জ্বল; **সঃ**—তিনি; **বিস্মিতঃ**—বিস্মিত।

অনুবাদ

সুদামা তাঁর পত্নীকে দর্শন করে বিস্মিত হলেন। রত্নখচিত পদক দ্বারা শোভিত দাসীদের মধ্যে তাঁকে দিব্য বিমানচারিণী এক দেবীর মতো জ্যোতির্ময় দেখাচ্ছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, এই পর্যন্ত ভগবান ব্রাহ্মণকে তাঁর দীন অবস্থার মধ্যে রেখেছিলেন যাতে তাঁর পত্নী তাঁকে চিনতে পারেন।

শ্লোক ২৮

প্রীতঃ স্বয়ং তয়া যুক্তঃ প্রবিষ্টো নিজমন্দিরম্ ।
মণিস্তম্ভশতোপেতং মহেন্দ্রভবনং যথা ॥ ২৮ ॥

প্রীতঃ—সন্তুষ্ট; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **তয়া**—তার সঙ্গে; **যুক্তঃ**—একসঙ্গে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করলেন; **নিজ**—নিজ; **মন্দিরম্**—গৃহে; **মণি**—মণি; **স্তম্ভঃ**—স্তম্ভ; **শত**—শত শত; **উপেতম্**—থাকা; **মহা-ইন্দ্র**—স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের; **ভবনম্**—প্রাসাদ; **যথা**—তুল্য।

অনুবাদ

আনন্দের সঙ্গে তিনি তাঁর পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান মহেন্দ্রর প্রাসাদের ন্যায় শত শত মণিস্তম্ভযুক্ত তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ভাষ্য প্রদান করেছেন যে, সুদামা কেবলমাত্র তাঁর পত্নীকে দর্শন করে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি যখন বিস্মিত হলেন "কে এই দেব-পত্নী যিনি আমার মতো পতিত জীবের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন?" দাসীরা তাঁকে জানাল, "ইনি নিঃসন্দেহে আপনারই পত্নী"। সেই মুহূর্তে সুদামার দেহ চমৎকার বস্ত্র অলঙ্কারে শোভিত হয়ে নবীন ও সুন্দর হয়ে উঠল। *প্রীতঃ* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, এই সকল পরিবর্তন তাঁকে যথেষ্ট আনন্দ দান করেছিল।

মহাভারতের বিখ্যাত মন্ত্র *'বিষ্ণু সহস্র নাম'*-এ সুদামার এই হঠাৎ ঐশ্বর্যপ্রাপ্তিকে এই পংক্তিটি অমর করেছে—*শ্রীদামরঙ্ক ভক্তার্থভূম্যানীতেন্দ্রবৈভবঃ*—"ভগবান বিষ্ণু তাঁর দরিদ্র ভক্ত শ্রীদামার (সুদামা) কল্যাণের জন্য এই পৃথিবীতে ইন্দ্রের ঐশ্বর্য আনয়নকারী রূপেও পরিচিত।"

শ্লোক ২৯-৩২

পয়ঃফেননিভাঃ শয্যা দান্তা রুক্মপরিচ্ছদাঃ ।
পর্যঙ্কা হেমদণ্ডানি চামরব্যজনানি চ ॥ ২৯ ॥
আসনানি চ হৈমানি মৃদূপস্তরণানি চ ।
মুক্তাদামবিলম্বীনি বিতানানি দ্যুমন্তি চ ॥ ৩০ ॥
স্বচ্ছস্ফটিককুড্যেষু মহামারকতেষু চ ।
রত্নদীপান্ ভ্রাজমানান্ ললনা রত্নসংযুতাঃ ॥ ৩১ ॥
বিলোক্য ব্রাহ্মণস্তত্র সমৃদ্ধীঃ সর্বসম্পদাম্ ।
তর্কয়ামাস নির্ব্যগ্রঃ স্বসমৃদ্ধিমহৈতুকীম্ ॥ ৩২ ॥

পয়ঃ—দুধের; **ফেনা**—ফেনা; **নিভাঃ**—সদৃশ; **শয্যাঃ**—শয্যা; **দান্তাঃ**—হাতীর দাঁতের প্রস্তুত; **রুক্ম**—স্বর্ণময়; **পরিচ্ছদাঃ**—যার পরিচ্ছদ; **পর্যঙ্কাঃ**—পর্যঙ্ক; **হেম**—সোনার; **দণ্ডানি**—যার পায়াসমূহ; **চামর-ব্যজনানি**—চামর ব্যজন; **চ**—এবং; **আসনানি**—

আসন (চেয়ার); **চ**—এবং; **হৈমানি**—স্বর্ণময়; **মৃদু**—নরম; **উপস্তরণানি**—আস্তরণ; **চ**—এবং; **মুক্তা-দাম**—মুক্তার মালা দ্বারা; **বিলম্বিনি**—ঝুলন্ত; **বিতানানি**—চন্দ্রাতপ; **দ্যুমন্তি**—উজ্জ্বল; **চ**—এবং; **স্বচ্ছ**—স্বচ্ছ; **স্ফটিক**—স্ফটিকের; **কুড্যেষু**—দেওয়ালের উপরে; **মহা-মারকতেষু**—মূল্যবান পান্না দ্বারা; **চ**—ও; **রত্ন**—রত্ন; **দীপান্**—দীপ; **ভ্রাজমানান্**—দীপ্তিমান; **ললনাঃ**—রমণীরা; **রত্ন**—রত্ন দ্বারা; **সংযুতাঃ**—শোভিতা; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **ব্রাহ্মণঃ**—ব্রাহ্মণ; **তত্র**—সেখানে; **সমৃদ্ধীঃ**—সমৃদ্ধি; **সর্ব**—সকল; **সম্পদাম্**—ঐশ্বর্যের; **তর্কয়াম্ আস্**—তিনি বিচার করলেন; **নির্ব্যগ্রঃ**—স্থিরভাবে; **স্ব**—তার নিজ; **সমৃদ্ধিম্**—সমৃদ্ধি বিষয়ে; **অহৈতুকীম্**—আশাতীত।

অনুবাদ

সুদামার গৃহের শয্যাসমূহ ছিল দুধের ফেনার মতো নরম ও সাদা, পরিচ্ছদসমূহ ছিল হাতীর দাঁতের এবং স্বর্ণ দ্বারা অলঙ্কৃত। সোনার পায়াযুক্ত চৌপায়া, রাজকীয় চামর, স্বর্ণ সিংহাসন, নরম আসন ও ঝুলন্ত মুক্তামালাযুক্ত উজ্জ্বল চন্দ্রাতপও ছিল। দেওয়ালসমূহে ছিল মূল্যবান মরকতমণি খচিত বিচ্ছুরিত আলোর স্ফটিক, উজ্জ্বল রত্নখচিত দীপ এবং প্রাসাদের সকল রমণীরা ছিলেন মূল্যবান মণিতে বিভূষিত। এই বিলাসবহুল ঐশ্বর্যের বিচিত্রতা দর্শন করে ব্রাহ্মণ স্বয়ং শান্তভাবে এই অপ্রত্যাশিত সমৃদ্ধির বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩৩

নূনং বতৈতন্মম দুর্ভগস্য
শশ্বদ্দরিদ্রস্য সমৃদ্ধিহেতুঃ ।
মহাবিভূতেরবলোকতোঽন্যো
নৈবোপপদ্যেত যদূত্তমস্য ॥ ৩৩ ॥

নূনম্ বত—নিশ্চিতরূপে; **এতৎ**—এই একই ব্যক্তির; **মম**—আমার; **দুর্ভগস্য**—দুর্ভাগ্যশালী; **শশ্বৎ**—সর্বদা; **দরিদ্রস্য**—দারিদ্র পীড়িত; **সমৃদ্ধি**—সমৃদ্ধির; **হেতুঃ**—কারণ; **মহা-বিভূতেঃ**—মহা-বিভূতিশালীর; **অবলোকতঃ**—দৃষ্টিপাত ব্যতীত; **অন্যঃ**—অন্য; **ন**—না; **এব**—বস্তুত; **উপপদ্যেত**—পাওয়া যেতে পারে; **যদু-উত্তমস্য**—যদুত্তম।

অনুবাদ

[সুদামা ভাবলেন—] আমি সর্বদাই দরিদ্র। আমার মতো একজন দুর্ভাগ্যশালীর সহসা ধনী হওয়ার একমাত্র নিশ্চিত কারণ এই যে, মহাবিভূতিশালী, যদুবংশ প্রধান ভগবান কৃষ্ণ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন।

শ্লোক ৩৪

নন্বব্রুবাণো দিশতে সমক্ষং
যাচিষ্ণবে ভূর্যপি ভূরিভোজঃ ।
পর্জন্যবৎ তৎ স্বয়মীক্ষমাণো
দাশার্হকাণামৃষভঃ সখা মে ॥ ৩৪ ॥

ননু—শেষ পর্যন্ত; **অব্রুবানঃ**—কিছু না বলে; **দিশতে**—তিনি প্রদান করেছেন; **সমক্ষম্**—তাঁর সমক্ষে; **যাচিষ্ণবে**—প্রার্থীগণকে; **ভূরি**—প্রচুর (সম্পদ); **অপি**—ও; **ভূরি**—প্রচুর (সম্পদের); **ভোজঃ**—ভোক্তা; **পর্জন্যবৎ**—মেঘের মতো; **তৎ**—সেই; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **ঈক্ষমাণঃ**—দর্শন করে; **দাশার্হকাণাম্**—রাজা দশার্হের বংশজদের মধ্যে; **ঋষভঃ**—পরম শ্রেষ্ঠ; **সখা**—সখা; **মে**—আমার।

অনুবাদ

শেষ পর্যন্ত, দাশার্হগণের মধ্যে পরম শ্রেষ্ঠ এবং অসীম সম্পদের ভোক্তা আমার সখা কৃষ্ণ লক্ষ্য করেছিলেন যে আমি গোপনে তাঁর কাছ থেকে প্রার্থনা করতে চেয়েছিলাম। তাই যদিও যখন আমি তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলাম তিনি সে সম্বন্ধে কিছু বলেননি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাকে পরম প্রাচুর্যময় সম্পদ দান করলেন। এইভাবে তিনি এক অনুগ্রহশীল বর্ষার মেঘের মতো আচরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন *ভূরি-ভোজ*, অসীম ভোক্তা। তিনি সুদামাকে বলেননি যে কিভাবে তিনি সুদামার অকথিত প্রার্থনা পূরণ করতে যাচ্ছেন, কারণ, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে তিনি সে সময় ভাবছিলেন, "আমার প্রিয় সখা আমাকে এই সকল চাউলের দানা প্রদান করেছে, যা আমার সকল সম্পদের থেকেও মহৎ। যদিও তাঁর গৃহে আমাকে প্রদানের জন্য এরূপ উপহার ছিল না, এক প্রতিবেশীর থেকে প্রার্থনা করার পীড়া সে গ্রহণ করেছিল। তাই সেটিই একমাত্র উপযুক্ত যে আমি আমার অধীন সমস্ত সম্পদের চেয়েও আরও মূল্যবান কিছু তাকে প্রদান করব। কিন্তু আমার অধিকারের সমান বা মহত্তর কিছু নেই, তাই আমি যা করতে পারি, তাকে আমি ইন্দ্র, ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতাদের মতো স্বল্প বস্তু দান করতে পারি।" তাঁর ভক্তের নিবেদনের বিনিময়ে যথাযথ দানে অসমর্থ হয়ে লজ্জিত শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে নীরবে তাঁর অনুগ্রহ প্রদান করলেন। ভগবান ঠিক উদার মেঘের মতো আচরণ করলেন, যা বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রত্যেকের জীবনের প্রয়োজনসমূহ

প্রদান করেও লজ্জা অনুভব করে যে তার প্রতি চাষীদের প্রভূত নিবেদনের বিনিময়ে এই বর্ষা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর এক উপহার প্রদান মাত্র। লজ্জাবশত চাষীদের মাঠকে বর্ষণসিক্ত করার আগে, চাষীরা যখন নিদ্রিত থাকে, সেই রাত্রিকাল পর্যন্ত মেঘেরা অপেক্ষা করতে পারে।

এই শ্লোকে দার্শাহ বংশের প্রধানরূপে শনাক্ত ভগবান কৃষ্ণ, বিশেষভাবে তাঁর উদারতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

শ্লোক ৩৫

কিঞ্চিৎ করোত্যুর্বপি যৎ স্বদত্তং
সুহৃৎকৃতং ফল্গ্বপি ভূরিকারী ।
ময়োপনীতং পৃথুকৈকমুষ্টিং
প্রত্যগ্রহীৎ প্রীতিযুতো মহাত্মা ॥ ৩৫ ॥

কিঞ্চিৎ—তুচ্ছ; **করোতি**—তিনি করেন; **উরু**—মহৎ; **অপি**—ও; **যৎ**—যা; **স্ব**—স্বয়ং তাঁর দ্বারা; **দত্তম্**—প্রদত্ত; **সুহৃৎ**—এক শুভাকাঙ্ক্ষী সখা দ্বারা; **কৃতম্**—কৃত; **ফল্গু**—অল্প; **অপি**—ও; **ভূরি**—প্রচুর; **কারী**—করে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **উপনীতম্**—আনীত; **পৃথুক**—চিঁড়ার; **এক**—এক; **মুষ্টিম্**—মুষ্টি; **প্রত্যগ্রহীৎ**—তিনি গ্রহণ করেছিলেন; **প্রীতি-যুতঃ**—প্রীতির সঙ্গে; **মহা-আত্মা**—পরমাত্মা।

অনুবাদ

ভগবান, তাঁর পরম আশীর্বাদকেও তুচ্ছ বলে মনে করেন, অথচ তাঁর প্রতি তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী ভক্তের ক্ষুদ্র সেবা প্রদানকেও তিনি প্রচুর মনে করেন। তাই তাঁর জন্য আনা আমার এক মুষ্টি চিঁড়া, পরমাত্মা প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৬

তস্যৈব মে সৌহৃদসখ্যমৈত্রী-
দাস্যং পুনর্জন্মনি জন্মনি স্যাৎ ।
মহানুভাবেন গুণালয়েন
বিষজ্জতস্তৎ পুরুষপ্রসঙ্গঃ ॥ ৩৬ ॥

তস্য—তাঁর জন্য; **এব**—বস্তুত; **মে**—আমার; **সৌহৃদ**—প্রেম; **সখ্য**—বন্ধুত্ব; **মৈত্রী**—মহানুভূতি; **দাস্যম্**—এবং দাস্য; **পুনঃ**—বারম্বার; **জন্মনি জন্মনি**—জন্মে জন্মে; **স্যাৎ**—হই; **মহা-অনুভাবেন**—পরম অনুগ্রহপরায়ণ ভগবানের দ্বারা; **গুণ**—

চিন্ময় গুণাবলীর; **আলয়েন**—আঁধার; **বিষজ্জতঃ**—যিনি পূর্ণরূপে নিয়োজিত হন; **তৎ**—তাঁর; **পুরুষ**—ভক্তবৃন্দের; **প্রসঙ্গঃ**—মূল্যবান সঙ্গ।

অনুবাদ

ভগবান হচ্ছেন সকল চিন্ময় গুণাবলীর পরম অনুগ্রহের আঁধার স্বরূপ। জন্মে জন্মে আমি যেন প্রেম, সখ্যতা ও মৈত্রী দ্বারা তাঁর সেবা করতে পারি এবং তাঁর ভক্তবৃন্দের মূল্যবান সঙ্গের দ্বারা তাঁর জন্য এক দৃঢ় আসক্তির অনুশীলন করতে পারি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের বর্ণনা অনুসারে *সৌহৃদম্* শব্দটি এখানে যিনি তাঁর ভক্তবৃন্দের প্রতি পরম অনুগ্রহশীল তাঁর প্রতি প্রীতির অর্থ প্রকাশ করছে, *সখ্যম্* শব্দটি তাঁর সঙ্গে বাস করার আকাঙ্ক্ষায় প্রকাশিত সম্বন্ধ প্রকাশ করছে, *মৈত্রী* শব্দটি অন্তরঙ্গ সখীর মনোভাব প্রকাশ করছে এবং *দাস্যম্* শব্দটি সেবা করার প্রবল আগ্রহের অর্থ প্রকাশ করছে।

শ্লোক ৩৭

ভক্তায় চিত্রা ভগবান্ হি সম্পদো
রাজ্যং বিভূতীর্ণ সমর্থয়ত্যজঃ ।
অদীর্ঘবোধায় বিচক্ষণঃ স্বয়ং
পশ্যন্নিপাতং ধনিনাং মদোদ্ভবম্ ॥ ৩৭ ॥

ভক্তায়—তাঁর ভক্তগণকে; **চিত্রাঃ**—বিচিত্র; **ভগবান্**—ভগবান; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **সম্পদঃ**—ঐশ্বর্যসমূহ; **রাজ্যম্**—রাজ্য; **বিভূতিঃ**—জাগতিক সম্পদ; **ন সমর্থয়তি**—প্রদান করে না; **অজঃ**—জন্মরহিত; **অদীর্ঘ**—স্বল্প; **বোধায়**—যার বোধ; **বিচক্ষণঃ**—বিচক্ষণ; **স্বয়ম্**—নিজে; **পশ্যন্**—দর্শন করে; **নিপাতম্**—পতন; **ধনিনাম্**—ধনীদের; **মদ**—অহংকার; **উদ্ভবম্**—উদ্ভব।

অনুবাদ

যার পারমার্থিক অন্তর্দৃষ্টি কম এমন ভক্তকে ভগবান এই জগতের বিচিত্র ঐশ্বর্যসমূহ—রাজকীয় ক্ষমতা ও জাগতিক সম্পদ অনুমোদন করেন না। প্রকৃতপক্ষে অজ ভগবান তাঁর অসীম জ্ঞান দ্বারা ভালভাবে অবগত যে কিভাবে ধনমদে ধনীদের পতন হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর দ্বারা বর্ণিত হয়েছে যে, বিনয়ী ব্রাহ্মণ সুদামা, ভগবানের দুর্লভ ও মূল্যবান আশীর্বাদ শুদ্ধা-ভক্তির জন্য নিজেকে অযোগ্য বিবেচনা

করেছিলেন। সুদামা কারণ দেখিয়েছিলেন যে তার যদি কোন প্রকৃত ভক্তি থাকত তাহলে ভগবান তাকে জাগতিক সম্পদ ও দাসদাসী যা তিনি প্রাপ্ত হয়েছেন তার বিনিময়ে বিশুদ্ধ অটল ভক্তি অনুমোদন করতেন। শ্রীকৃষ্ণ হয়ত তার এরূপ চিত্তবিক্ষেপকে উপেক্ষা করার মাধ্যমে আরো ঐকান্তিক ভক্তকে রক্ষা করছেন। একজন ঐকান্তিক কিন্তু অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ভক্তকে ভগবান তার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী এতটা জাগতিক সম্পদ প্রদান করেন না বরং কেবল যতটুকু তার ভক্তির উন্নতি করবে ততটুকু প্রদান করেন। সুদামা ভাবলেন "প্রহ্লাদ মহারাজের মতো মহাত্মা অপ্রমেয় সম্পদ, ক্ষমতা ও যশ দ্বারা কলুষিত হওয়া এড়িয়ে থাকতে পারেন কিন্তু আমাকে সর্বদা আমার নতুন অবস্থার প্ররোচনা থেকে সর্তক থাকতে হবে।"

আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি যে, সুদামা বিপ্রের এই বিনয়ী মনোভাব ভগবান কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন ও শ্রবণের নির্দিষ্ট পন্থার দ্বারা ভক্তিযোগ সম্পাদনে তাঁর সাফল্যকে নিশ্চিত করেছিল।

শ্লোক ৩৮

ইত্থং ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা ভক্তোঽতীব জনার্দনে ।
বিষয়ান্ জায়য়া ত্যক্ষ্যন্ বুভুজে নাতিলম্পটঃ ॥ ৩৮ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **ব্যবসিতঃ**—তাঁর সিদ্ধান্তে অচল থেকে; **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধি দ্বারা; **ভক্তঃ**—ভক্ত; **অতীব**—অতিশয়; **জনার্দনে**—সকল জীবের আশ্রয়, ভগবান কৃষ্ণের প্রতি; **বিষয়ান্**—ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বিষয়; **জায়য়া**—তাঁর পত্নীর সঙ্গে; **ত্যক্ষ্যন্**—পরিত্যাগ করতে চেয়ে; **বুভুজে**—তিনি ভোগ করেছিলেন; **ন**—না; **অতি**—আসক্তি; **লম্পটঃ**—লম্পট।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—] এইভাবে তাঁর পারমার্থিক বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থেকে সুদামা সকল জীবের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিতে অবিচল থাকলেন। সর্বদা ক্রমশ সকল ইন্দ্রিয় তৃপ্তি পরিত্যাগ করার ভাব দ্বারা আসক্তি শূন্য হয়ে তাঁকে প্রদত্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বিষয়সমূহ তিনি তাঁর পত্নী সহযোগে ভোগ করছিলেন।

শ্লোক ৩৯

তস্য বৈ দেবদেবস্য হরের্যজ্ঞপতেঃ প্রভোঃ ।
ব্রাহ্মণাঃ প্রভবো দৈবং ন তেভ্যো বিদ্যতে পরম্ ॥ ৩৯ ॥

তস্য—তাঁর; **বৈ**—ও; **দেব-দেবস্য**—দেবদেবের; **হরেঃ**—কৃষ্ণ; **যজ্ঞ**—বৈদিক যজ্ঞের; **পতেঃ**—নিয়ন্তা; **প্রভোঃ**—পরম প্রভু; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **প্রভবঃ**—প্রভু; **দৈবম্**—দেবতা; **ন**—না; **তেভ্যঃ**—তাদের চেয়ে; **বিদ্যতে**—বিদ্যমান; **পরম্**—পরম।

অনুবাদ

ভগবান হরি সকল ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, সকল যজ্ঞের পতি ও পরম প্রভু। কিন্তু তিনি সাধু ব্রাহ্মণগণকে তাঁর প্রভু রূপে গ্রহণ করেন আর তাই তাদের চেয়ে কোন পরম দেবতা বিদ্যমান নেই।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, যদিও শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টির পরম শাসক, তিনি ব্রাহ্মণগণকে তার প্রভু রূপে গ্রহণ করেন; এমনকি যদিও তিনি সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর, ব্রাহ্মণগণ তাঁর বিগ্রহ; এবং এমনকি যদিও তিনি সকল যজ্ঞের পতি, তিনি তাদের পূজা করার জন্য যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

শ্লোক ৪০

এবং স বিপ্রো ভগবৎসুহৃৎ তদা
দৃষ্ট্বা স্বভৃত্যৈরজিতং পরাজিতম্ ।
তদ্ধ্যানবেগোদ্গ্রথিতাত্মবন্ধনস্
তদ্ধাম লেভেঽচিরতঃ সতাং গতিম্ ॥ ৪০ ॥

এবম্—এইভাবে; **সঃ**—তিনি; **বিপ্রঃ**—ব্রাহ্মণ; **ভগবৎ**—ভগবানের; **সুহৃৎ**—সখা; **তদা**—তখন; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **স্ব**—তাঁর নিজ; **ভৃত্যৈঃ**—ভৃত্যদের দ্বারা; **অজিতম্**—অজিত; **পরাজিতম্**—পরাজিত; **তৎ**—তাঁকে; **ধ্যান**—তার ধ্যানের; **বেগ**—বেগ দ্বারা; **উদ্গ্রথিত**—ছিন্ন করে; **আত্ম**—আত্মার; **বন্ধনঃ**—তার বন্ধন; **তৎ**—তাঁর; **ধাম**—আলয়; **লেভে**—তিনি প্রাপ্ত হলেন; **অচিরতঃ**—স্বল্প কালের মধ্যে; **সতাম্**—পরম সাধুদের; **গতিম্**—গতি।

অনুবাদ

অপরাজেয় হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে ভগবান তাঁর নিজ ভৃত্যদের দ্বারা বিজিত হন তা দর্শন করে ভগবানের প্রিয় ব্রাহ্মণসখা নিরন্তর ভগবানের ধ্যানবেগ দ্বারা তাঁর হৃদয় মধ্যস্থ জড় আসক্তির অবশিষ্ট বন্ধনসমূহ ছিন্ন করতে মনস্থ করলেন। অচিরেই তিনি মহান সাধুগণের গতি, ভগবান কৃষ্ণের পরম ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

সুদামার পার্থিব সৌভাগ্য বর্ণনা করা হয়েছে আর এখন শুকদেব গোস্বামী ব্রাহ্মণ পরলোকে যা উপভোগ করেছিলেন তা বর্ণনা করছেন। শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করছেন যে এক ত্যাগী ব্রাহ্মণ হওয়ার সূক্ষ্ম অহংকারের মধ্যে সুদামার মায়ার শেষ বিন্দুটি নিহিত ছিল। তাঁর ভক্তদের কাছে ভগবানের আত্মসমর্পণের ধ্যান করার মাধ্যমে সেই চিহ্নটিও এখন বিনষ্ট হল।

শ্লোক ৪১

এতদ্ ব্রহ্মণ্যদেবস্য শ্রুত্বা ব্রহ্মণ্যতাং নরঃ।
লব্ধভাবো ভগবতি কর্মবন্ধাদ্বিমুচ্যতে ॥ ৪১ ॥

এতৎ—এই; **ব্রহ্মণ্য-দেবস্য**—ভগবানের, যিনি বিশেষভাবে ব্রাহ্মণগণকে অনুগ্রহ করেন; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **ব্রহ্মণ্যতাম্**—ব্রাহ্মণদের প্রতি দয়ার; **নরঃ**—একজন মানুষ; **লব্ধ**—প্রাপ্ত হয়ে; **ভাবঃ**—প্রেম; **ভগবতি**—ভগবানের জন্য; **কর্ম**—কর্মের; **বন্ধাৎ**—বন্ধন থেকে; **বিমুচ্যতে**—মুক্ত হন।

অনুবাদ

ভগবান সর্বদা ব্রাহ্মণদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। যিনি ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহের এই আখ্যান শ্রবণ করেন, ভগবানের প্রতি তার প্রেম বৃদ্ধি পাবে এবং এইভাবে তিনি কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থের এই অধ্যায়ের সুচনায় এই লীলা বর্ণনা করে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, "পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ জীবকুলের অন্তর্যামী পরমাত্মা হওয়ায়, সকলের মনোভিলাষ সম্বন্ধে তিনি অভিজ্ঞ। তিনি বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ ভক্তদের প্রতি অনুরাগ পরায়ণ। ভগবান কৃষ্ণকে ব্রহ্মণ্যদেব বলা হয়, অর্থাৎ কৃষ্ণ ব্রাহ্মণদের উপাস্য। এইজন্য যিনি নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মে পুর্ণ শরণাগত করেছেন, ইতিমধ্যেই তিনি ব্রাহ্মণদের পদপ্রাপ্ত হয়েছেন বলে বুঝতে হবে। ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত কেউ পরম ব্রহ্ম ভগবান কৃষ্ণের শরণাগত হতে পারেন না। কৃষ্ণ বিশেষভাবে ভক্তের দুর্গতি নাশ করেন এবং শুদ্ধ ভক্তের তিনিই একমাত্র আশ্রয়।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'সুদামা ব্রাহ্মণকে ভগবান আশীর্বাদ করলেন' নামক একাশীতিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়

কৃষ্ণ ও বলরাম বৃন্দাবনবাসীদের সঙ্গে মিলিত হলেন

কিভাবে যাদবেরা ও অন্যান্য বহু রাজারা এক সূর্যগ্রহণের সময়ে মিলিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে। কৃষ্ণ নন্দ মহারাজ ও অন্যান্য বৃন্দাবনবাসীদের সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে মিলিত হয়ে কিভাবে তাদের পরম আনন্দ প্রদান করেছিলেন এই অধ্যায়ে তাও বর্ণনা করা হয়েছে।

শীঘ্রই পুর্ণ সূর্যগ্রহণ ঘটবে শ্রবণ করে যাদবগণ সহ সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে আগত জনগণ বিশেষ পুণ্য অর্জনের জন্য কুরুক্ষেত্রে মিলিত হয়েছিলেন। যাদবগণ স্নান ও অন্যান্য অবশ্য কর্তব্য শাস্ত্রীয় আচার সম্পাদন করার পর তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে মৎস্য, উশীনর ও অন্যান্য স্থানের রাজাগণ এবং সর্বদা কৃষ্ণ বিরহের গভীর উদ্বিগ্নতা অনুভবকারী ব্রজের গোপসম্প্রদায় ও নন্দ মহারাজও আগমন করেছেন। এইসকল পুরাতন বন্ধুদের দর্শন করে যাদবগণ উল্লসিত হয়ে একে একে তাঁরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন ও আনন্দাশ্রু বিসর্জন করলেন। তাঁদের পত্নীরাও পরম আনন্দে একে অপরকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

রাণী কুন্তী যখন তাঁর ভ্রাতা বসুদেব ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দর্শন করলেন, তিনি তাঁর দুঃখ পরিত্যাগ করেছিলেন। তবুও তিনি বসুদেবকে বললেন, "হে ভ্রাতা, আমি বড়ই অভাগী কারণ আমার বিপদের দিনে আপনারা সকলে আমাকে ভুলে গিয়েছেন। হায়! ভাগ্য যাকে অনুগ্রহ করে না, একজন আত্মীয়ও তাকে আর মনে রাখে না।"

বসুদেব উত্তর করলেন, "প্রিয় ভগিনী, আমরা সকলেই ভাগ্যের খেলার বস্তু মাত্র। আমরা যাদবেরা কংসের দ্বারা এত পীড়িত হয়েছিলাম যে আমরা বিদেশ ভূমিতে ছড়িয়ে পড়তে ও আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। তাই তোমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার আমাদের কোন উপায় ছিল না।"

সমাগত রাজারা সপত্নীক শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে বিস্মিত হলেন এবং ভগবানের ব্যক্তিগত সঙ্গ লাভের জন্য যাদবদের গুণগান করতে শুরু করলেন। নন্দ মহারাজকে দর্শন করে যাদবেরাও আনন্দিত হয়েছিলেন এবং তাঁরা প্রত্যেকে তাঁকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করলেন। বসুদেবও নন্দ মহারাজকে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আলিঙ্গন করে স্মরণ করলেন যে, বসুদেব যখন কংস দ্বারা পীড়িত ছিলেন নন্দ

তাঁর পুত্রদ্বয় কৃষ্ণ ও বলরামকে তাঁর সুরক্ষাধীনে গ্রহণ করেছিলেন। বলরাম ও কৃষ্ণ তাঁদের মাতা যশোদাকে আলিঙ্গন ও প্রণাম নিবেদন করলেন, কিন্তু আবেগে তাঁদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছিল এবং তাঁরা তাঁকে কিছু বলতে পারলেন না। নন্দ ও যশোদা তাঁদের দুই পুত্রকে তাঁদের কোলে তুলে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন এবং এইভাবে তাঁরা বিরহের দুঃখ দুর করলেন। রোহিণী ও দেবকী উভয়ে তাঁদের প্রতি তাঁর প্রদর্শিত মহান সখ্যতার কথা স্মরণ করে যশোদাকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁকে বললেন যে, কৃষ্ণ ও বলরামকে লালন পালন করার দ্বারা যে দয়া তিনি করেছেন, তা ইন্দ্রের তুল্য ঐশ্বর্য দ্বারাও শোধ করা সম্ভব নয়।

অতঃপর ভগবান এক নির্জন স্থানে গোপীদের সমীপবর্তী হলেন। তিনি একথা উল্লেখ করে তাদের সান্ত্বনা দিলেন যে, সকল শক্তির উৎস হওয়ায় তিনি সর্ব পরিব্যাপ্ত আর তাই তিনি পরোক্ষে অর্থ প্রকাশ করলেন যে, তাঁরা কখনই তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন নন। কৃষ্ণের সঙ্গে দীর্ঘ পুনর্মিলনের পর গোপীরা কেবলমাত্র তাঁদের হৃদয়ে প্রকাশিত পাদপদ্ম প্রাপ্ত হওয়ার প্রার্থনা করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অথৈকদা দ্বারবত্যাং বসতো রামকৃষ্ণয়োঃ।
সূর্যোপরাগঃ সুমহানাসীৎ কল্পক্ষয়ে যথা ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—অতঃপর; **একদা**—কোন এক সময়ে; **দ্বারবত্যাম্**—দ্বারকায়; **বসতোঃ**—তাদের বাসকালীন সময়ে; **রাম-কৃষ্ণয়োঃ**—বলরাম ও কৃষ্ণ; **সূর্য**—সূর্যের; **উপরাগঃ**—একটি গ্রহণ; **সু-মহান্**—অত্যন্ত মহান; **আসীৎ**—হয়েছিল; **কল্প**—ব্রহ্মার এক দিনের; **ক্ষয়ে**—অবসানে; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—কোন এক সময়ে, বলরাম ও কৃষ্ণ যখন দ্বারকায় বাস করছিলেন ঠিক যেন ভগবান ব্রহ্মার একদিনের অবসানের মতো এক মহান সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর যেমন উল্লেখ করছেন *অথ* এবং *একদা* শব্দ দুটি সাধারণত সংস্কৃত সাহিত্যে একটি নতুন বিষয়কে পরিচিত করাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে তারা বিশেষভাবে নির্দেশ করছেন যে, কুরুক্ষেত্রে যদু ও বৃষ্ণিগণের পুনঃমিলন কালক্রমানুসারী ঘটনার দ্বারা বর্ণিত হচ্ছে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাঁর *বৈষ্ণব তোষণীর* ভাষ্যে বর্ণনা করছেন যে, এই দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়ের এই ঘটনা শ্রীবলদেবের ব্রজ গমনের (৬৫ অধ্যায়) পর এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের (৭৪ অধ্যায়) পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। অবশ্যই এমন হবে, আচার্য যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, কারণ কুরুক্ষেত্রে গ্রহণের সময় ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম ও দ্রোণ সহ সকল কুরুগণ সুখ সখ্যতার সঙ্গে মিলিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ উপভোগ করেছিলেন। অপরপক্ষে রাজসূয় যজ্ঞে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে দুর্যোধনের ঈর্ষা প্রত্যাহার করার অসাধ্যরূপে প্রজ্বলিত হয়েছিল। এরপর সত্বর দুর্যোধন যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতাদের দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান জানিয়েছিলেন, যেখানে তিনি তাঁদের, তাঁদের রাজ্য থেকে প্রবঞ্চিত করে তাঁদের বনে নির্বাসিত করেছিলেন। পাণ্ডবগণ নির্বাসন থেকে ফিরে আসার ঠিক পরেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, যেখানে ভীষ্ম ও দ্রোণ নিহত হয়েছিলেন। তাই যুক্তিগ্রাহ্যভাবে এটি সম্ভব নয় যে, রাজসূয় যজ্ঞের পরে কুরুক্ষেত্রে সূর্য গ্রহণ হয়েছিল।

শ্লোক ২

তং জ্ঞাত্বা মনুজা রাজন্ পুরস্তাদেব সর্বতঃ ।
স্যমন্তপঞ্চকং ক্ষেত্রং যযুঃ শ্রেয়োবিধিৎসয়া ॥ ২ ॥

তম্—সেই; **জ্ঞাত্বা**—অবগত হয়ে; **মনুজাঃ**—মানুষ; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **পুরস্তাৎ**—পূর্ব হতে; **এব**—ও; **সর্বতঃ**—সমস্ত জায়গা থেকে; **স্যমন্ত-পঞ্চক**—স্যমন্ত- পঞ্চক নাম (কুরুক্ষেত্রের পবিত্র জেলার মধ্যে); **ক্ষেত্রম্**—ক্ষেত্রে; **যযুঃ**—গমন করলেন; **শ্রেয়ঃ**—মঙ্গল; **বিধিৎসয়া**—সৃষ্টি করার ইচ্ছায়।

অনুবাদ

পূর্ব হতে এই গ্রহণের কথা অবগত হয়ে, হে রাজন, পুণ্য অর্জনের জন্য বহু মানুষ স্যমন্ত-পঞ্চক নামক পবিত্র স্থানে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ঠিক আমাদের আধুনিক জ্যোতির্বিদদের মতো পাঁচ হাজার বৎসর আগের বৈদিক জ্যোতির্বিদরাও সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতেন। প্রাচীন জ্যোতির্বিদদের জ্ঞান অনেক উন্নত ছিল, কারণ তাঁরা এরূপ ঘটনার কর্মীয় প্রভাবসমূহ হৃদয়ঙ্গম করতেন। কিছু দুর্লভ ব্যতিক্রম ছাড়া চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সাধারণত অত্যন্ত পবিত্র। ঠিক যেমন অন্য অর্থে অপবিত্র একাদশীর দিনটি ভগবান হরির মহিমা কীর্তনের জন্য ব্যবহার করার ফলে কল্যাণকর হয়ে ওঠে তেমনই গ্রহণের সময়টিও উপবাস ও প্রার্থনার জন্য সুযোগ প্রদান করে।

স্যমন্ত-পঞ্চক নামে পরিচিত পবিত্র তীর্থস্থানটি কুরুক্ষেত্রে অবস্থিত যেখানে কুরু রাজাদের বংশধরগণ বহু বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। কুরুগণ এইভাবে বিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা উপদেশিত হয়েছিলেন যে গ্রহণের সময় তাদের জন্য ব্রত পালন করার এটিই শ্রেষ্ঠ স্থান। তাঁদের সময়েরও অনেক আগে ভগবান পরশুরাম তার হত্যার প্রায়শ্চিত্তের জন্য কুরুক্ষেত্রে তপশ্চর্যা করেছিলেন। সেখানে তাঁর খনন করা পাঁচটি জলাশয়, স্যমন্ত-পঞ্চক দ্বাপর যুগের শেষেও বর্তমান ছিল, যেমন তারা এখনও রয়েছে।

শ্লোক ৩-৬

নিঃক্ষত্রিয়াং মহীং কুর্বন্ রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ ।
নৃপাণাং রুধিরৌঘেণ যত্র চক্রে মহাহ্রদান্ ॥ ৩ ॥
ঈজে চ ভগবান্ রামো যত্রাস্পৃষ্টোঽপি কর্মণা ।
লোকং সংগ্রাহয়ন্নীশো যথান্যোঽঘাপনুত্তয়ে ॥ ৪ ॥
মহত্যাং তীর্থযাত্রায়াং তত্রাগন্ ভারতীঃ প্রজাঃ ।
বৃষ্ণয়শ্চ তথাক্রুরবসুদেবাহুকাদয়ঃ ॥ ৫ ॥
যযুর্ভারত তৎক্ষেত্রং স্বমঘং ক্ষপয়িষ্ণবঃ ।
গদপ্রদ্যুম্নসাম্বাদ্যাঃ সুচন্দ্রশুকসারণৈঃ ।
আস্তেঽনিরুদ্ধো রক্ষায়াং কৃতবর্মা চ যূথপঃ ॥ ৬ ॥

নিঃক্ষত্রিয়াম্—নিঃক্ষত্রিয়; **মহীম্**—পৃথিবী; **কুর্বন্**—করে; **রামঃ**—শ্রীপরশুরাম; **শস্ত্র**—অস্ত্রের; **ভৃতাম্**—ধারণকারীদের; **বরঃ**—শ্রেষ্ঠ; **নৃপাণাম্**—রাজাদের; **রুধির**—রক্তের; **ওঘেন**—বন্যা দ্বারা; **যত্র**—যেখানে; **চক্রে**—তিনি করেছিলেন; **মহা**—মহা; **হ্রদান্**—হ্রদ; **ঈজে**—পূজা করেছিলেন; **চ**—এবং; **ভগবান্**—ভগবান; **রামঃ**—পরশুরাম; **যত্র**—যেখানে; **অস্পৃষ্টঃ**—অস্পৃশ্য; **অপি**—হলেও; **কর্মণা**—জাগতিক কর্ম ও তার ফল দ্বারা; **লোকম্**—সাধারণ মানুষ; **সংগ্রাহয়ন**—নির্দেশ পূর্বক; **ঈশঃ**—ভগবান; **যথা**—যেন; **অন্যঃ**—অন্য কোন ব্যক্তি; **অঘ**—পাপসমূহ; **অপনুত্তয়ে**—দূর করার জন্য; **মহত্যাম্**—মহতী; **তীর্থ-যাত্রায়াম্**—পবিত্র তীর্থযাত্রা উপলক্ষে; **তত্র**—সেখানে; **আগন্**—আগমন করেছিলেন; **ভারতীঃ**—ভারতবর্ষের; **প্রজাঃ**—জনসাধারণ; **বৃষ্ণয়ঃ**—বৃষ্ণিবংশের সদস্যগণ; **চ**—এবং; **তথা**—ও; **অক্রুর-বসুদেব-আহুক-আদয়ঃ**—অক্রুর, বসুদেব, আহুক (উগ্রসেন) ও অন্যান্যরা; **যযুঃ**—গমন করেছিলেন; **ভারত**—হে ভরতের বংশধর (পরীক্ষিৎ); **তৎ**—সেই; **ক্ষেত্রম্**—পবিত্র

স্থানে; **স্বম্**—তাদের নিজ; **অঘম্**—পাপসমূহ; **ক্ষপয়িষ্ণবঃ**—ক্ষয় করবার ইচ্ছায়; **গদ-প্রদ্যুম্ন-সাম্ব-আদ্যাঃ**—গদ, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব ও অন্যান্যরা; **সুচন্দ্র-শুক-সারণৈঃ**—সুচন্দ্র, শুক ও সারণ সহ; **আস্তে**—ছিলেন; **অনিরুদ্ধঃ**—অনিরুদ্ধ; **রক্ষায়াম্**—রক্ষার জন্য; **কৃতবর্মা**—কৃতবর্মা; **চ**—এবং; **যূথপঃ**—সেনাপতি।

অনুবাদ

শ্রেষ্ঠযোদ্ধা ভগবান পরশুরাম পৃথিবীকে ক্ষত্রিয় শূন্য করার পর রাজাদের রক্ত থেকে স্যমন্ত-পঞ্চকে এক বিশাল হ্রদের সৃষ্টি করেছিলেন। যদিও তিনি কখনও কর্মফল দ্বারা কলুষিত হন না, সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দানের জন্য ভগবান পরশুরাম সেখানে যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। এইভাবে নিজেকে পাপমুক্ত করার চেষ্টারত একজন সাধারণ মানুষের মতো তিনি আচরণ করেছিলেন। ভারতবর্ষের সকল অংশ থেকে এক বিরাট সংখ্যক জনসাধারণ এখন তীর্থের জন্য সেই স্যমন্ত-পঞ্চকে সমাগত হলেন। হে ভরতের বংশধর, তাদের পাপ মুক্ত হওয়ার আশায় সেই পবিত্র তীর্থে আগমনকারীগণের মধ্যে অনেক বৃষ্ণিগণও ছিলেন, যেমন গদ, প্রদ্যুম্ন ও সাম্ব, অক্রূর, বসুদেব, আহুক ও অন্যান্য রাজারাও সেখানে গমন করেছিলেন। তাদের সেনাপতি কৃতবর্মার সঙ্গে নগরীকে রক্ষার জন্য সুচন্দ্র, শুক ও সারণের সঙ্গে অনিরুদ্ধ দ্বারকায় অবস্থান করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে দ্বারকা নগরীকে রক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ দ্বারকায় অবস্থান করেছিলেন কারণ মূলত তিনি চিন্ময় গ্রহ শ্বেতদ্বীপের রক্ষক-রূপ শ্রীবিষ্ণুর প্রকাশ।

শ্লোক ৭-৮

তে রথৈর্দেবধিষ্ণ্যাভৈর্হয়ৈশ্চ তরলপ্লবৈঃ ।
গজৈর্নদদ্ভিরভ্রাভৈর্নৃভির্বিদ্যাধরদ্যুভিঃ ॥ ৭ ॥
ব্যরোচন্ত মহাতেজাঃ পথি কাঞ্চনমালিনঃ ।
দিব্যস্রগ্বস্ত্রসন্নাহাঃ কলত্রৈঃ খেচরা ইব ॥ ৮ ॥

তে—তারা; **রথৈঃ**—রথ দ্বারা (সৈন্য আরোহিত); **দেব**—দেবতাদের; **ধিষ্ণ্য**—বিমানসমূহ; **আভৈঃ**—সদৃশ্য; **হয়ৈঃ**—অশ্বসমূহ; **চ**—এবং; **তরল**—তরঙ্গ (তুল্য); **প্লবৈঃ**—যার গতি; **গজৈঃ**—হাতী; **নদদ্ভিঃ**—বৃংহণরত; **অভ্র**—মেঘ; **আভৈঃ**—সদৃশ; **নৃভিঃ**—এবং পদাতিক সৈন্যগণ; **বিদ্যাধর**—বিদ্যাধর দেবতাগণ (তুল্য); **দ্যুভিঃ**—দ্যুতি; **ব্যরোচন্ত**—(যাদব রাজারা) শোভিত হয়েছিলেন; **মহা**—মহা; **তেজাঃ**—

শক্তিশালী; **পথি**—পথে; **কাঞ্চন**—স্বর্ণ; **মালিনঃ**—কণ্ঠহার পরিহিত; **দিব্য**—দিব্য; **স্রগ্**—ফুলমালা পরিহিত; **বস্ত্র**—বস্ত্র; **সন্নাহাঃ**—এবং বর্ম; **কলত্রৈঃ**—তাদের পত্নীগণ সহ; **খে-চরাঃ**—আকাশে বিচরণকারী দেবতারা; **ইব**—যেন।

অনুবাদ

শক্তিশালী যাদবেরা পরম মর্যাদার সঙ্গে পথ অতিক্রম করেছিলেন। মেঘের মতো বিশাল বৃংহণরত গজ, এক ছন্দময় চলন ভঙ্গিমায় গতিশীল অশ্ব ও স্বর্গের বিমানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী রথসমূহে আরোহণকারী তাদের সৈন্যদ্বারা তারা প্রহরারত ছিলেন। স্বর্গের বিদ্যাধরগণের মতো দ্যুতিসম্পন্ন বহু পদাতিক সৈন্যও তাদের সঙ্গে ছিলেন। যাদবগণ স্বর্ণ কণ্ঠহার, ফুলমালা দ্বারা শোভিত হয়ে এবং সুন্দর বর্ম পরিধান করে অত্যন্ত দিব্যভাবে সজ্জিত হয়েছিলেন। তাই তাঁরা যখন তাঁদের পত্নীগণসহ পথে গমন করছিলেন তাঁদেরকে আকাশে বিচরণশীল দেবতাদের মতো মনে হচ্ছিল।

শ্লোক ৯

তত্র স্নাত্বা মহাভাগা উপোষ্য সুসমাহিতাঃ ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদুর্ধেনূর্বাসঃস্রগ্রুক্মমালিনীঃ ॥ ৯ ॥

তত্র—সেখানে; **স্নাত্বা**—স্নান করে; **মহাভাগাঃ**—সাধুভাবাপন্ন (যাদবেরা); **উপোষ্য**—উপবাস করে; **সুসমাহিতাঃ**—সযত্নে; **ব্রাহ্মণেভ্যঃ**—ব্রাহ্মণগণকে; **দদুঃ**—প্রদান করেন; **ধেনূঃ**—গাভীসমূহ; **বাসঃ**—বস্ত্র; **স্রগ্**—ফুলমালা; **রুক্ম**—স্বর্ণ; **মালিনীঃ**—কণ্ঠহার।

অনুবাদ

সাধুভাবাপন্ন যাদবেরা স্যমন্ত-পঞ্চকে স্নান করলেন এবং তারপর সযত্নে উপবাস পালন করলেন। এরপর তাঁরা ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্র, ফুলমালা ও স্বর্ণ কণ্ঠহার দ্বারা শোভিত গাভী প্রদান করলেন।

শ্লোক ১০

রামহ্রদেষু বিধিবৎ পুনরাপ্লুত্য বৃষ্ণয়ঃ ।
দদুঃ স্বন্নং দ্বিজাগ্রেভ্যঃ কৃষ্ণে নো ভক্তিরস্ত্বিতি ॥ ১০ ॥

রাম—ভগবান পরশুরামের; **হ্রদেষু**—হ্রদে; **বিধিবৎ**—শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে; **পুনঃ**—পুনরায়; **আপ্লুত্য**—স্নান করে; **বৃষ্ণয়ঃ**—বৃষ্ণিগণ; **দদুঃ**—প্রদান করেছিলেন; **সু**—সুন্দর; **অন্নম্**—অন্ন; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণগণকে; **অগ্রেভ্যঃ**—উত্তম; **কৃষ্ণে**—কৃষ্ণের প্রতি; **নঃ**—আমাদের; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **অস্তু**—হউক; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে বৃষ্ণি বংশীয়গণ অতঃপর আরেকবার ভগবান পরশুরামের হ্রদে স্নান করলেন এবং উত্তম ব্রাহ্মণগণকে সুস্বাদু অন্ন ভোজন করালেন। তাঁরা সকলেই প্রার্থনা করলেন, "কৃষ্ণের প্রতি যেন আমাদের ভক্তি হয়।"

তাৎপর্য

এই দ্বিতীয় স্নান পরের দিন তাঁদের উপবাসের নিবৃত্তি সূচিত করে।

শ্লোক ১১

স্বয়ং চ তদনুজ্ঞাতা বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণদেবতাঃ ।
ভুক্ত্বোপবিবিশুঃ কামং স্নিগ্ধচ্ছায়াঙ্ঘ্রিপাঙ্ঘ্রিষু ॥ ১১ ॥

স্বয়ম্—তাঁরা নিজেরা; **চ**—এবং; **তৎ**—তাঁর (ভগবান কৃষ্ণ) দ্বারা; **অনুজ্ঞাতাঃ**—আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে; **বৃষ্ণয়ঃ**—বৃষ্ণিগণ; **কৃষ্ণ**—ভগবান কৃষ্ণ; **দেবতাঃ**—যাদের একমাত্র বিগ্রহ; **ভুক্ত্বা**—ভোজন পূর্বক; **উপবিবিশুঃ**—উপবেশন করলেন; **কামম্**—স্বেচ্ছায়; **স্নিগ্ধ**—স্নিগ্ধ; **ছায়া**—ছায়া; **অঙ্ঘ্রিপ**—বৃক্ষসমূহের; **অঙ্ঘ্রিষু**—মূলে।

অনুবাদ

অতঃপর, তাঁদের পরম আরাধ্য ভগবান কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে বৃষ্ণিগণ উপবাস ভঙ্গ করে ভোজন করলেন এবং সুশীতল ছায়া প্রদায়ী বৃক্ষসমূহের মূলে উপবেশন করে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন।

শ্লোক ১২-১৩

তত্রাগতাংস্তে দদৃশুঃ সুহৃৎসম্বন্ধিনো নৃপান্ ।
মৎস্যোশীনরকৌশল্যবিদর্ভকুরুসৃঞ্জয়ান্ ॥ ১২ ॥
কাম্বোজকৈকয়ান্মদ্রান্ কুন্তীনানর্তকেরলান্ ।
অন্যাংশ্চৈবাত্মপক্ষীয়ান্ পরাংশ্চ শতশো নৃপ ।
নন্দাদীন্ সুহৃদো গোপান্ গোপীশ্চোৎকণ্ঠিতাশ্চিরম্ ॥ ১৩ ॥

তত্র—সেখানে; **আগতান্**—সমাগত হয়েছিলেন; **তে**—তারা (যাদবগণ); **দদৃশুঃ**—দেখলেন; **সুহৃৎ**—সুহৃদগণ; **সম্বন্ধিনঃ**—এবং আত্মীয়বর্গ; **নৃপান্**—রাজাগণ; **মৎস্য-উশীনর-কৌশল্য-বিদর্ভ-কুরু-সৃঞ্জয়ান্**—মৎস্য, উশীনর, কৌশল্য, বিদর্ভ, কুরু ও সৃঞ্জয়গণ; **কাম্বোজ-কৈকয়ান্**—কাম্বোজ ও কৈকয়গণ; **মদ্রান্**—মদ্রগণ; **কুন্তীন্**—কুন্তীগণ; **আনর্ত-কেরলান্**—আনর্ত ও কেরলগণ; **অন্যান্**—অন্যান্যরা; **চ এব**—

ও; **আত্ম-পক্ষীয়ান্**—আত্ম-পক্ষীয়; **পরান্**—প্রতিপক্ষীয়; **চ**—এবং; **শতশঃ**—শত শত; **নৃপ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **নন্দ-আদীন্**—নন্দ মহারাজ প্রমুখ; **সুহৃদঃ**—তাদের প্রিয় সখাগণ; **গোপান্**—গোপগণ; **গোপীঃ**—গোপীগণ; **চ**—এবং; **উৎকণ্ঠিতাঃ**—উৎকণ্ঠিত; **চিরম্**—দীর্ঘকাল যাবৎ।

অনুবাদ

যাদবগণ দেখলেন যে উপস্থিত বহু রাজারা ছিলেন তাদের পুরানো বন্ধু ও আত্মীয়, যেমন—মৎস্য, উশীনর, কৌশল্য, বিদর্ভ, কুরু, সৃঞ্জয়, কাম্বোজ, কৈকয়, মদ্র, কুন্তী, অনর্ত ও কেরলরাজগণ। তারা তাদের পক্ষ ও প্রতিপক্ষ, উভয়পক্ষের অন্যান্য বহু রাজাদের দেখতে পেলেন। অধিকন্তু, হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তারা তাদের প্রিয় সখা নন্দ মহারাজ ও দীর্ঘকাল যাবৎ উৎকণ্ঠিত গোপ-গোপীদেরও দেখতে পেলেন।

শ্লোক ১৪

অন্যোন্যসন্দর্শনহর্ষরংহসা
প্রোৎফুল্লহৃদ্বক্ত্রসরোরুহশ্রিয়ঃ ।
আশ্লিষ্য গাঢ়ং নয়নৈঃ স্রবজ্জলা
হৃষ্যত্ত্বচো রুদ্ধগিরো যযুর্মুদম্ ॥ ১৪ ॥

অন্যোন্য—পরস্পরের; **সন্দর্শন**—দর্শন থেকে; **হর্ষ**—আনন্দের; **রংহসা**—আবেগে; **প্রোৎফুল্ল**—বিকশিত; **হৃৎ**—তাদের হৃদয়ের; **বক্ত্র**—এবং মুখমণ্ডল; **সরোরুহ**—পদ্মের; **শ্রিয়ঃ**—শোভা; **আশ্লিষ্য**—আলিঙ্গনপূর্বক; **গাঢ়ম্**—গাঢ়; **নয়নৈঃ**—তাঁদের চক্ষু থেকে; **স্রবৎ**—বর্ষণপূর্বক; **জলাঃ**—জল (অশ্রু); **হৃষ্যৎ**—পুলকিত; **ত্বচঃ**—ত্বক; **রুদ্ধ**—রুদ্ধ; **গিরঃ**—বাক্; **যযুঃ**—তাঁরা প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **মুদম্**—আনন্দ।

অনুবাদ

একে অপরকে দর্শন করার মহা-আনন্দ তাদের হৃদয় ও মুখ-পদ্মকে নব-সৌন্দর্যে বিকশিত করল। পুরুষেরা একে অপরকে উৎসাহভরে আলিঙ্গন করলেন। তাঁদের নয়ন থেকে অশ্রু-বর্ষণ করতে করতে পুলকিত গাত্রে ও রুদ্ধ কণ্ঠে তাঁরা সকলে গভীর আনন্দ অনুভব করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

স্ত্রিয়শ্চ সংবীক্ষ্য মিথোঽতিসৌহৃদ-
স্মিতামলাপাঙ্গদৃশোঽভিরেভিরে ।

স্তনৈঃ স্তনান্ কুঙ্কুমপঙ্করূষিতান্
নিহত্য দোর্ভিঃ প্রণয়াশ্রুলোচনাঃ ॥ ১৫ ॥

স্ত্রিয়ঃ—রমণীরা; **চ**—এবং; **সংবীক্ষ্য**—দর্শন করে; **মিথঃ**—পরস্পরকে; **অতি**—অতিশয়; **সৌহৃদ**—সৌহার্দ দ্বারা; **স্মিত**—হাস্যপূর্বক; **অমল**—নির্মল; **অপাঙ্গ**—দৃষ্টিপাত প্রদর্শন পূর্বক; **দৃশঃ**—নয়ন; **অভিরেভিরে**—তাঁরা আলিঙ্গন করলেন; **স্তনৈঃ**—স্তন দ্বারা; **স্তনান্**—স্তনসমূহ; **কুঙ্কুম**—কুঙ্কুমের; **পঙ্ক**—পিষ্টক দ্বারা; **রূষিতান্**—লেপন করে; **নিহত্য**—জড়িয়ে ধরে; **দোর্ভিঃ**—তাঁদের বাহুযুগল দ্বারা; **প্রণয়**—প্রেমের; **অশ্রু**—অশ্রু; **লোচনাঃ**—যাঁদের নেত্রে।

অনুবাদ

রমণীরা পরস্পরের প্রতি প্রীতিময় বন্ধুত্বের নির্মল হাস্যযুক্ত দৃষ্টিপাত করলেন। আর যখন তাঁরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন তাঁদের কুঙ্কুমরঞ্জিত স্তনসমূহ পীড়িত হয়েছিল ও তাঁদের নয়ন প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হয়েছিল।

শ্লোক ১৬

ততোঽভিবাদ্য তে বৃদ্ধান্ যবিষ্ঠৈরভিবাদিতাঃ ।
স্বাগতং কুশলং পৃষ্ট্বা চক্রুঃ কৃষ্ণকথা মিথঃ ॥ ১৬ ॥

ততঃ—তারপর; **অভিবাদ্য**—প্রণাম নিবেদন করে; **তে**—তাঁরা; **বৃদ্ধান্**—তাঁদের জ্যেষ্ঠগণকে; **যবিষ্ঠৈঃ**—তাদের কনিষ্ঠ আত্মীয়বর্গ দ্বারা; **অভিবাদিতাঃ**—প্রণাম নিবেদিত হয়ে; **স্বাগতম্**—স্বাগত; **কুশলম্**—কুশল; **পৃষ্ট্বা**—জিজ্ঞাসা পূর্বক; **চক্রুঃ**—তাঁরা বললেন; **কৃষ্ণ**—কৃষ্ণ সম্বন্ধে; **কথাঃ**—কথা; **মিথঃ**—পরস্পরের মধ্যে।

অনুবাদ

তারপর তাঁরা তাঁদের জ্যেষ্ঠবর্গকে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং পরিবর্তে তাঁদের কনিষ্ঠ আত্মীয়দের থেকে প্রণাম গ্রহণ করলেন। একে অপরের কাছ থেকে তাঁদের যাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য ও কুশল জিজ্ঞাসা করার পর তাঁরা কৃষ্ণকথা বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই সমস্ত কিছু হচ্ছে বৈষ্ণবগণের বিশেষ আচরণ। এমন কি পারিবারিক ঝামেলা যা সাধারণত বদ্ধজীবকে ভ্রান্তপথে চালিত করে তাও ভগবানের এই সকল শুদ্ধ ভক্তদের পরিবারের জন্য কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। নির্বিশেষবাদীদের এই সকল অন্তরঙ্গ আচরণ হৃদয়ঙ্গম করার কোন ক্ষমতা নেই কারণ তাদের দর্শন কোন রকম ব্যক্তিগত, আবেগ জনিত ঘটনাকে মায়ারূপে নিন্দা করে। যখন নির্বিশেষবাদীদের

অনুগামীরা ভগবান কৃষ্ণ ও ভক্তদের প্রেমময়ী সম্পর্কটি হৃদয়ঙ্গম করার ভান করে তারা কেবল তাদের নিজেদের এবং তাদের শ্রোতাদের সর্বনাশ সৃষ্টি করে।

শ্লোক ১৭

পৃথা ভ্রাতৄন্ স্বসৃবীক্ষ্য তৎপুত্রান্ পিতরাবপি ।
ভ্রাতৃপত্নীর্মুকুন্দং চ জহৌ সঙ্কথয়া শুচঃ ॥ ১৭ ॥

পৃথা—কুন্তী; **ভ্রাতৄন্**—তার ভ্রাতাগণ; **স্বসৃঃ**—এবং ভগিনীগণ; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **তৎ**—তাদের; **পুত্রান্**—পুত্রগণ; **পিতরৌ**—তার পিতা ও মাতা; **অপি**—ও; **ভ্রাতৃ**—তার ভ্রাতার; **পত্নীঃ**—পত্নী; **মুকুন্দম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **চ**—ও; **জহৌ**—তিনি পরিত্যাগ করলেন; **সঙ্কথয়া**—কথোপকথনের সময়; **শুচঃ**—তার শোক।

অনুবাদ

রাণী কুন্তী তাঁর ভ্রাতা ভগিনী ও তাদের পুত্রদের সঙ্গে, তাঁর পিতামাতা, তাঁর ভ্রাতৃবধূ এবং ভগবান মুকুন্দের সঙ্গেও মিলিত হলেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে তিনি তাঁর শোক বিস্মৃত হয়েছিলেন?

তাৎপর্য

এমন কি এক শুদ্ধ ভক্তের নিরন্তর উদ্বিগ্নতা দৃশ্যত নির্বিশেষবাদীদের শান্তির ঠিক বিপরীত, কিন্তু তা ভগবৎ প্রেমের এক উন্নত প্রকাশও হতে পারে, পাণ্ডব জননী, শ্রীকৃষ্ণের পিসীমা, শ্রীমতী কুন্তীদেবীর মাধ্যমে সেই দৃষ্টান্ত প্রদান করা হয়েছে।

শ্লোক ১৮

কুন্ত্যুবাচ

আর্য ভ্রাতরহং মন্যে আত্মানমকৃতাশিষম্ ।
যদ্বা আপৎসু মদ্বার্তাং নানুস্মরথ সত্তমাঃ ॥ ১৮ ॥

কুন্তী উবাচ—রাণী কুন্তী বললেন; **আর্য**—হে শ্রদ্ধেয়; **ভ্রাতঃ**—হে ভ্রাতা; **অহম্**—আমি; **মন্যে**—মনে করি; **আত্মানম্**—নিজেকে; **অকৃত**—প্রাপ্ত হতে ব্যর্থ হয়ে; **আশিষম্**—আমার আকাঙ্ক্ষাসমূহ; **যৎ**—যেহেতু; **বৈ**—বস্তুত; **আপৎসু**—বিপৎকালে; **মৎ**—আমার; **বার্তাম্**—যা ঘটেছিল; **ন অনুস্মরথ**—তোমরা কেউই স্মরণ করনি; **সৎ-তমাঃ**—পরম সজ্জনগণ।

অনুবাদ

রাণী কুন্তী বললেন—হে শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা, আমি মনে করি যে আমার আকাঙ্ক্ষাসমূহ অপূর্ণ কারণ যদিও তোমরা সকলে অতি সজ্জন কিন্তু আমার বিপৎকালে তোমরা আমায় বিস্মৃত হয়েছিলে।

তাৎপর্য

রাণী কুন্তী এখানে তাঁর ভ্রাতা বসুদেবকে উদ্দেশ্য করে কথা বলছিলেন।

শ্লোক ১৯

সুহৃদো জ্ঞাতয়ঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পিতরাবপি ।
নানুস্মরন্তি স্বজনং যস্য দৈবমদক্ষিণম্ ॥ ১৯ ॥

সুহৃদঃ—সুহৃদগণ; **জ্ঞাতয়ঃ**—এবং আত্মীয়বর্গ; **পুত্রাঃ**—পুত্রগণ; **ভ্রাতরঃ**—ভ্রাতাগণ; **পিতরৌ**—পিতা-মাতা; **অপি**—ও; **ন অনুস্মরন্তি**—স্মরণ করেন না; **স্ব-জনম্**—স্বজন; **যস্য**—যার; **দৈবম্**—দৈব; **অদক্ষিণম্**—প্রতিকূল।

অনুবাদ

যার দৈব আর অনুকূল নয় এরূপ স্বজনকে তার বন্ধুগণ ও পরিবারের সদস্যগণ—এমন কি পুত্র, ভ্রাতা ও পিতা-মাতাগণও বিস্মৃত হন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উভয়েই ভাষ্য প্রদান করেছেন যে, কুন্তী তাঁর দুঃখভোগের জন্য তাঁর আত্মীয়বর্গকে দায়ী করছেন না। তাই তিনি তাঁদের "পরম সজ্জন ব্যক্তি" বলে উল্লেখ করছেন এবং তাঁর দুঃখের কারণ রূপে এখানে তাঁর মন্দ ভাগ্যকে পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করছেন।

শ্লোক ২০

শ্রীবসুদেব উবাচ

অম্ব মাস্মানসূয়েথা দৈবক্রীড়নকান্নরান্ ।
ঈশস্য হি বশে লোকঃ কুরুতে কার্যতেঽথ বা ॥ ২০ ॥

শ্রী-বসুদেবঃ উবাচ—শ্রীবসুদেব বললেন; **অম্ব**—হে প্রিয় ভগিনী; **মা**—কর না; **অস্মান্**—আমাদের উপর; **অসূয়েথাঃ**—রাগ; **দৈব**—ভাগ্যের; **ক্রীড়নকান্**—ক্রীড়াসামগ্রী; **নরান্**—মনুষ্য; **ঈশস্য**—ভগবানের; **হি**—বস্তুত; **বশে**—নিয়ন্ত্রণাধীন; **লোকঃ**—একজন ব্যক্তি; **কুরুতে**—তার নিজের মতো কার্য করে; **কার্যতে**—অন্যান্যদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কার্য করে; **অথ বা**—অথবা।

অনুবাদ

শ্রীবসুদেব বললেন—প্রিয় ভগিনী, আমাদের উপর রাগ কর না। আমরা সাধারণ মানুষ মাত্র, ভাগ্যের ক্রীড়ার সামগ্রী। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ তার নিজের মতো করেই কার্য করুক অথবা অন্যদের দ্বারা বাধ্য হয়েই কার্য করুক, সে সর্বদাই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন।

শ্লোক ২১

কংসপ্রতাপিতাঃ সর্বে বয়ং যাতা দিশং দিশম্ ।
এতর্হ্যেব পুনঃ স্থানং দৈবেনাসাদিতাঃ স্বসঃ ॥ ২১ ॥

কংস—কংস দ্বারা; **প্রতাপিতাঃ**—অত্যন্ত পীড়িত; **সর্বে**—সকলে; **বয়ম্**—আমরা; **যাতাঃ**—প্রস্থান করেছিলাম; **দিশম্ দিশম্**—বিভিন্ন দিকে; **এতর্হি এব**—ঠিক এখন; **পুনঃ**—পুনরায়; **স্থানম্**—আমাদের যথার্থ স্থানে; **দৈবেন**—দৈব দ্বারা; **আসাদিতাঃ**—আনীত হয়েছি; **স্বসঃ**—হে ভগিনী।

অনুবাদ

হে ভগিনী, কংস দ্বারা পীড়িত হয়ে আমরা সকলেই বিভিন্ন দিকে পলায়ন করেছিলাম, কিন্তু দৈবানুগ্রহে অবশেষে এখন আমরা আমাদের গৃহে প্রত্যাবর্তনে সমর্থ হয়েছি।

শ্লোক ২২

শ্রীশুক উবাচ

বসুদেবোগ্রসেনাদ্যৈর্যদুভিস্তেঽর্চিতা নৃপাঃ ।
আসন্নচ্যুতসন্দর্শপরমানন্দনির্বৃতাঃ ॥ ২২ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **বসুদেব-উগ্রসেন-আদ্যৈঃ**—বসুদেব ও উগ্রসেন প্রমুখ দ্বারা; **যদুভিঃ**—যাদবগণ দ্বারা; **তে**—তারা; **অর্চিতাঃ**—সম্মানিত করেছিলেন; **নৃপাঃ**—রাজারা; **আসন্**—হয়েছিলেন; **অচ্যুত**—ভগবান কৃষ্ণের; **সন্দর্শ**—দর্শন করার দ্বারা; **পরম**—পরম; **আনন্দ**—আনন্দে; **নির্বৃতাঃ**—শান্ত।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—বসুদেব, উগ্রসেন ও অন্যান্য যদুগণ, ভগবান অচ্যুতকে দর্শন করে পরমানন্দ ও শান্তি লাভকারী বিভিন্ন রাজাদের সম্মানিত করেছিলেন।

শ্লোক ২৩-২৬

ভীষ্মো দ্রোণোঽম্বিকাপুত্রো গান্ধারী সসুতা তথা ।
সদারাঃ পাণ্ডবাঃ কুন্তী সঞ্জয়ো বিদুরঃ কৃপঃ ॥ ২৩ ॥
কুন্তীভোজো বিরাটশ্চ ভীষ্মকো নগ্নজিন্মহান্ ।
পুরুজিদ্ দ্রুপদঃ শল্যো ধৃষ্টকেতুঃ স কাশিরাট্ ॥ ২৪ ॥
দমঘোষো বিশালাক্ষো মৈথিলো মদ্রকেকয়ৌ ।
যুধামন্যুঃ সুশর্মা চ সসুতা বাহ্লিকাদয়ঃ ॥ ২৫ ॥
রাজানো যে চ রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠিরমনুব্রতাঃ ।
শ্রীনিকেতং বপুঃ শৌরেঃ সস্ত্রীকং বীক্ষ্য বিস্মিতাঃ ॥ ২৬ ॥

ভীষ্মঃ দ্রোণঃ অম্বিকা-পুত্রঃ—ভীষ্ম, দ্রোণ এবং অম্বিকার পুত্র (ধৃতরাষ্ট্র); **গান্ধারী**—গান্ধারী; **স**—সহ একত্রে; **সুতাঃ**—তাঁর পুত্রগণ; **তথা**—ও; **স-দারাঃ**—তাদের পত্নীগণ সহ; **পাণ্ডবাঃ**—পাণ্ডুর পুত্রগণ; **কুন্তী**—কুন্তী; **সঞ্জয়ঃ বিদুরঃ কৃপঃ**—সঞ্জয়, বিদুর ও কৃপ; **কুন্তীভোজঃ বিরাটঃ চ**—কুন্তীভোজ এবং বিরাট; **ভীষ্মকঃ**—ভীষ্মক; **নগ্নজিৎ**—নগ্নজিৎ; **মহান্**—মহান; **পুরুজিৎ দ্রুপদঃ শল্যঃ**—পুরুজিৎ, দ্রুপদ এবং শল্য; **ধৃষ্টকেতুঃ**—ধৃষ্টকেতু; **সঃ**—তিনি; **কাশি-রাট্**—কাশীরাজ; **দমঘোষঃ বিশালাক্ষঃ**—দমঘোষ ও বিশালাক্ষ; **মৈথিলঃ**—মিথিলার রাজা; **মদ্র-কেকয়ৌ**—মদ্র ও কেকয়ের রাজাগণ; **যুধামন্যুঃ সুশর্মা চ**—যুধামন্যু ও সুশর্মা; **স-সুতাঃ**—তাদের পুত্রগণ সহ; **বাহ্লিক-আদয়ঃ**—বাহ্লিক ও অন্যান্যরা; **রাজানঃ**—রাজাগণ; **যে**—যে; **চ**—এবং; **রাজ-ইন্দ্র**—হে রাজাগণের শ্রেষ্ঠ (পরীক্ষিৎ); **যুধিষ্ঠিরম্**—মহারাজ যুধিষ্ঠির; **অনুব্রতাঃ**—অনুগত; **শ্রী**—সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের; **নিকেতম্**—আলয়; **বপুঃ**—ব্যক্তিগত রূপ; **শৌরেঃ**—ভগবান কৃষ্ণের; **স-স্ত্রীকম্**—তাঁর মহিষীগণ সহ; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **বিস্মিতাঃ**—বিস্মিত হলেন।

অনুবাদ

ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও তার পুত্রগণ, পাণ্ডবগণ ও তাদের পত্নীগণ, কুন্তী, সঞ্জয়, বিদুর, কৃপাচার্য, কুন্তীভোজ, বিরাট, ভীষ্মক, মহান নগ্নজিৎ, পুরুজিৎ, দ্রুপদ, শল্য, ধৃষ্টকেতু, কাশীরাজ, দমঘোষ, বিশালাক্ষ, মৈথিল, মদ্র, কেকয়, যুধামন্যু, সুশর্মা, তার পার্ষদবর্গ ও তাদের পুত্রগণ সহ বাহ্লিক এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুগত অন্যান্য রাজাগণ সহ উপস্থিত সকল রাজাগণ, হে রাজেন্দ্র, তারা সকলেই, তাঁর মহিষীগণ সহ তাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান সকল সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের আলয় ভগবান কৃষ্ণের চিন্ময় স্বরূপ দর্শন করে বিস্মিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই সকল রাজারা এখন ছিলেন যুধিষ্ঠিরের অনুগত কারণ রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের সুযোগ লাভের জন্য তিনি এদের প্রত্যেককে বশ্যতা স্বীকার করিয়েছিলেন। বৈদিক বিধিসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে যে একজন ক্ষত্রিয় যিনি স্বর্গে উত্তীর্ণ হবার জন্য রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করতে চান তাকে অবশ্যই প্রথমে একটি 'বিজয় অশ্ব'কে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করার জন্য প্রেরণ করতে হবে। যে কোন রাজা, যার অঞ্চলে এই অশ্ব প্রবেশ করবে তাকে অবশ্যই হয় স্বেচ্ছায় আত্ম সমর্পণ করতে হবে অথবা সেই ক্ষত্রিয় বা তার প্রতিনিধির সঙ্গে যুদ্ধে সম্মুখীন হতে হবে।

শ্লোক ২৭

অথ তে রামকৃষ্ণাভ্যাং সম্যক্ প্রাপ্তসমর্হণাঃ ।
প্রশশংসুর্মুদা যুক্তা বৃষ্ণীন্ কৃষ্ণপরিগ্রহান্ ॥ ২৭ ॥

অথ—অতঃপর; **তে**—তারা; **রাম-কৃষ্ণাভ্যাম্**—বলরাম ও কৃষ্ণ দ্বারা; **সম্যক্**—যথাযথভাবে; **প্রাপ্ত**—প্রাপ্ত হয়ে; **সমর্হণাঃ**—সম্মান; **প্রশশংসুঃ**—আগ্রহভরে প্রশংসা করলেন; **মুদা**—আনন্দ সহকারে; **যুক্তাঃ**—পূর্ণ; **বৃষ্ণীন্**—বৃষ্ণিগণ; **কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণের; **পরিগ্রহান্**—ব্যক্তিগত পার্ষদগণ।

অনুবাদ

শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ উদারভাবে তাঁদের সম্মানিত করার পর অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে এই সকল রাজারা শ্রীকৃষ্ণের নিজ পার্ষদ, বৃষ্ণিবংশের সদস্যদের প্রশংসা করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ২৮

অহো ভোজপতে যূয়ং জন্মভাজো নৃণামিহ ।
যৎ পশ্যথাসকৃৎ কৃষ্ণং দুর্দর্শমপি যোগিনাম্ ॥ ২৮ ॥

অহো—আহা; **ভোজ-পতে**—হে ভোজপতি উগ্রসেন; **যূয়ম্**—আপনি; **জন্ম-ভাজঃ**—এক সার্থক জন্ম গ্রহণ করেছেন; **নৃণাম্**—মনুষ্যগণের মধ্যে; **ইহ**—এই জগতে; **যৎ**—কারণ; **পশ্যথ**—আপনি দর্শন করেন; **অসকৃৎ**—নিরন্তর; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **দুর্দর্শম্**—দুর্লভ দর্শন; **অপি**—এমন কি; **যোগিনাম্**—মহা-যোগিগণ দ্বারা।

অনুবাদ

[রাজারা বললেন—] হে ভোজরাজ, মনুষ্যগণের মধ্যে আপনি একমাত্র এক প্রকৃত উত্তম জন্ম প্রাপ্ত হয়েছেন, কারণ আপনি মহান যোগিগণেরও দুর্লভ দর্শন ভগবান কৃষ্ণকে নিরন্তর দর্শন করেন।

শ্লোক ২৯-৩০

যদ্বিশ্রুতিঃ শ্রুতিনুতেদমলং পুনাতি
পাদাবনেজনপয়শ্চ বচশ্চ শাস্ত্রম্ ।
ভূঃ কালভর্জিতভগাপি যদঙ্ঘ্রিপদ্ম-
স্পর্শোত্থশক্তিরভিবর্ষতি নোঽখিলার্থান ॥ ২৯ ॥
তদ্দর্শনস্পর্শনানুপথপ্রজল্প-
শয্যাসনাশনসযৌনসপিণ্ডবন্ধঃ ।
যেষাং গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বর্ততাং বঃ
স্বর্গাপবর্গবিরমঃ স্বয়মাস বিষ্ণুঃ ॥ ৩০ ॥

যৎ—যাঁর; **বিশ্রুতিঃ**—যশ; **শ্রুতি**—বেদ দ্বারা; **নুত**—ধ্বনিত; **ইদম্**—এই (ব্রহ্মাণ্ড); **অলম্**—পরিপূর্ণরূপে; **পুনাতি**—পবিত্র করে; **পাদ**—যাঁর চরণদ্বয়; **অবনেজন**—ধৌতকারী; **পয়ঃ**—জল; **চ**—এবং; **বচঃ**—বাক্য; **চ**—এবং; **শাস্ত্রম্**—শাস্ত্র; **ভূঃ**—পৃথিবী; **কাল**—সময় দ্বারা; **ভর্জিত**—দগ্ধিত; **ভগা**—যার সৌভাগ্য; **অপি**—এমন কি; **যৎ**—যার; **অঙ্ঘ্রি**—চরণদ্বয়ের; **পদ্ম**—পদ্মসদৃশ; **স্পর্শ**—স্পর্শ দ্বারা; **উত্থ**—উত্থিত হয়; **শক্তিঃ**—যার শক্তি; **অভিবর্ষতি**—প্রচুরভাবে বর্ষিত হয়; **নঃ**—আমাদের উপর; **অখিল**—সকল; **অর্থান্**—আকাঙ্ক্ষিত বিষয়; **তৎ**—তাঁর; **দর্শন**—দর্শন দ্বারা; **স্পর্শন**—স্পর্শ; **অনুপথ**—অনুগমন; **প্রজল্প**—কথোপকথন; **শয্যা**—বিশ্রাম গ্রহণের জন্য শয়ন; **আসন**—উপবেশন; **অশন**—ভোজন; **স-যৌন**—বিবাহসম্বন্ধ; **স-পিণ্ড**—এবং রক্তের সম্বন্ধে; **বন্ধঃ**—সম্পর্ক; **যেষাম্**—যাঁর; **গৃহে**—পারিবারিক জীবন; **নিরয়**—নরকের; **বর্ত্মনি**—পথে; **বর্ততাম্**—ভ্রমণশীল; **বঃ**—আপনাদের; **স্বর্গ**—স্বর্গ (প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা); **অপবর্গ**—এবং মুক্তি; **বিরমঃ**—বিতৃষ্ণার (কারণ); **স্বয়ম্**—নিজে; **আস**—উপস্থিত রয়েছেন; **বিষ্ণুঃ**—ভগবান বিষ্ণু।

অনুবাদ

বেদ দ্বারা কীর্তিত তাঁর যশ, তাঁর চরণদ্বয় ধৌত জল এবং শাস্ত্ররূপে কথিত তাঁর বচন—এই সমস্তকিছু পরিপূর্ণরূপে এই জগতকে পবিত্র করে। যদিও কাল দ্বারা পৃথিবীর সৌভাগ্য দগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু তাঁর পাদপদ্মের স্পর্শ তা পুনরুজ্জীবিত করেছে এবং তাই ধরিত্রী আমাদের উপর আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা বর্ষণ করছে। সেই একই ভগবান বিষ্ণু যিনি কাউকে স্বর্গ ও মুক্তির উদ্দেশ্য বিস্মৃত করান, যিনি অন্যভাবে পারিবারিক জীবনের নারকীয় পথে বিচরণ করেন, এখন আপনাদের সঙ্গে রক্ত ও বৈবাহিক সম্বন্ধে যুক্ত হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে

এই সমস্ত সম্পর্কে আপনারা তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন ও স্পর্শ করেন, তাঁর অনুগমন করেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলেন এবং বিশ্রামের জন্য তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে শয়ন করেন, সহজেই উপবেশন করেন এবং আপনাদের ভোজন গ্রহণ করেন।

তাৎপর্য

সমগ্র বৈদিক মন্ত্র ভগবান বিষ্ণুর মহিমা কীর্তন করছে—রামানুজাচার্য ও মধ্বাচার্যের মতো বিদ্বান আচার্যগণ যথাক্রমে তাঁদের *বেদার্থ-সংগ্রহ* ও *ঋক-বেদ* ভাষ্য গ্রন্থে বিস্তৃত প্রমাণ দ্বারা এই সত্যকে সমর্থন করছেন। বিষ্ণু স্বয়ং যে কথাসমূহ বলছেন, যেমন *ভগবদ্গীতা*, সেটি হচ্ছে সকল শাস্ত্রের সারাতিসার। তাঁর ব্যাসদেবরূপ প্রকাশে ভগবান *বেদান্ত সূত্র* ও *মহাভারত* উভয়ই রচনা করেছেন এবং এই *মহাভারতে* শ্রীকৃষ্ণের নিজ বক্তব্য যুক্ত হয়েছে—*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্।* "সকল বেদের দ্বারা আমিই জ্ঞাতব্য। প্রকৃতপক্ষে আমি বেদান্তের সংকলক ও আমি বেদবেত্তা।" (*ভগবদ্গীতা* ১৫/১৫)

যখন ভগবান বিষ্ণু বলি মহারাজার সম্মুখে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন, ভগবানের দ্বিতীয় পদক্ষেপ ব্রহ্মাণ্ডের আবরণকে বিদ্ধ করেছিল। ব্রহ্মাণ্ডের ঠিক বাইরে অবস্থিত চিন্ময় বিরজা নদীর জল তার ফলে ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে চুইয়ে নেমেছিল এবং তা ভগবান বামনদেবের চরণ ধৌত করে গঙ্গা নদী রূপে প্রবাহিত হয়েছিল। তার উৎসের পবিত্রতার জন্য গঙ্গা নদীকে সাধারণভাবে পরম পবিত্র নদী রূপে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু যমুনার জল আরও প্রভাবসম্পন্ন, যেখানে ভগবান বিষ্ণু তাঁর আদিস্বরূপ গোবিন্দরূপে তাঁর অন্তরঙ্গ সখাদের সঙ্গে ক্রীড়া করেছিলেন।

এই দুটি শ্লোকে সমবেত রাজারা ভগবান কৃষ্ণের যদুবংশের বিশেষ যোগ্যতার প্রশংসা করলেন। তাঁরা কেবল কৃষ্ণকে দর্শনই করেন না, তাঁরা রক্ত ও বৈবাহিক সম্পর্ক, এই দ্বৈত সম্পর্কের বন্ধনের দ্বারা তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবেও যুক্ত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর প্রস্তাব করছেন যে *বন্ধ* শব্দটির আরও সুস্পষ্ট অর্থ "সম্বন্ধ" ব্যতীতও "বন্দী করা" অর্থে শব্দটিকে হৃদয়ঙ্গম করা যেতে পারে এইভাব প্রকাশ করে যে ভগবানের প্রতি যদুগণের প্রেমের অনুভূতি তাঁকে সর্বদা তাদের সঙ্গে অবস্থান করতে বাধ্য করেছিল।

শ্লোক ৩১

শ্রীশুক উবাচ

নন্দস্তত্র যদূন প্রাপ্তান্ জ্ঞাত্বা কৃষ্ণপুরোগমান্ ।
তত্রাগমদ্বৃতো গোপৈরনঃস্থার্থৈর্দিদৃক্ষয়া ॥ ৩১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **নন্দঃ**—নন্দ মহারাজ; **তত্র**—সেখানে; **যদূন্**—যদুগণের; **প্রাপ্তান্**—আগমন; **জ্ঞাত্বা**—অবগত হয়ে; **কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণ; **পুরোগমান্**—প্রমুখ; তত্র—সেখানে; **অগমৎ**—তিনি গমন করলেন; **বৃতঃ**—পরিবৃত হয়ে; **গোপৈঃ**—গোপগণ দ্বারা; **অনঃ**—তাদের শকটে; **স্থ**—স্থিত; **অর্থৈঃ**—সম্পত্তিসমূহ; **দিদৃক্ষয়া**—দর্শন করার জন্য।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—নন্দ মহারাজ যখন অবগত হলেন যে কৃষ্ণ প্রমুখ যদুগণ উপস্থিত হয়েছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁদের দর্শনের জন্য গমন করলেন। তাদের বিভিন্ন সম্পত্তি তাদের শকটে চাপিয়ে গোপগণও তার সঙ্গী হলেন।

তাৎপর্য

ব্রজের গোপগণ কিছুদিনের জন্য কুরুক্ষেত্রে অবস্থানের পরিকল্পনা করেছিলেন, তাই তাঁরা যথেষ্ট সাজসরঞ্জাম বিশেষত কৃষ্ণ ও বলরামের আনন্দের জন্য দুগ্ধজাত উৎপাদন ও অন্যান্য খাদ্য সম্ভার দ্বারা সজ্জিত হয়ে আগমন করেছিলেন।

শ্লোক ৩২

তং দৃষ্ট্বা বৃষ্ণয়ো হৃষ্টাস্তন্বঃ প্রাণমিবোত্থিতাঃ ।
পরিষস্বজিরে গাঢ়ং চিরদর্শনকাতরাঃ ॥ ৩২ ॥

তম্—তাকে, নন্দ; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **বৃষ্ণয়ঃ**—বৃষ্ণিগণ; **হৃষ্টাঃ**—হৃষ্টচিত্তে; **তন্বঃ**—শরীর; **প্রাণম্**—তাদের প্রাণ বায়ু; **ইব**—যেন; **উত্থিতাঃ**—উত্থিত হয়ে; **পরিষস্বজিরে**—তাঁরা তাঁকে আলিঙ্গন করলেন; **গাঢ়ম্**—দৃঢ়ভাবে; **চির**—দীর্ঘসময় পর; **দর্শন**—দর্শনে; **কাতরাঃ**—বিহ্বল।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজকে দর্শন করে বৃষ্ণিগণ আনন্দিত হয়েছিলেন এবং মৃতদেহে প্রাণ ফিরে পাওয়ার মতো উত্থিত হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন তাঁকে দর্শন না করার অত্যন্ত কাতর অনুভব হেতু তাঁরা তাঁকে দৃঢ় আলিঙ্গনে ধারণ করলেন।

শ্লোক ৩৩

বসুদেবঃ পরিষ্বজ্য সম্প্রীতঃ প্রেমবিহ্বলঃ ।
স্মরন্ কংসকৃতান্ ক্লেশান্ পুত্রন্যাসং চ গোকুলে ॥ ৩৩ ॥

বসুদেবঃ—বসুদেব; **পরিষ্বজ্য**—আলিঙ্গন পূর্বক (নন্দ মহারাজকে); **সম্প্রীতঃ**—অত্যন্ত আনন্দিত; **প্রেম**—প্রেমবশত; **বিহ্বলঃ**—বিহ্বল; **স্মরন্**—স্মরণ করে;

কংস-কৃতান্—কংস দ্বারা সৃষ্ট; **ক্লেশান্**—উৎপীড়ন; **পুত্র**—তার পুত্রদের; **ন্যাসম্**—সংরক্ষণ; **চ**—এবং; **গোকুলে**—গোকুলে।

অনুবাদ

বসুদেব অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে নন্দ মহারাজকে আলিঙ্গন করলেন। প্রেমানন্দে বিহ্বল হয়ে, তার প্রতি কংস কৃত উৎপীড়ন হেতু তিনি যে তার পুত্রদের সুরক্ষার জন্য তাদের গোকুলে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, বসুদেব তা স্মরণ করলেন।

শ্লোক ৩৪

কৃষ্ণরামৌ পরিষ্বজ্য পিতরাবভিবাদ্য চ ।
ন কিঞ্চনোচতুঃ প্রেম্ণা সাশ্রুকণ্ঠৌ কুরূদ্বহ ॥ ৩৪ ॥

কৃষ্ণ-রামৌ—কৃষ্ণ ও বলরাম; **পরিষ্বজ্য**—আলিঙ্গন পূর্বক; **পিতরৌ**—তাদের পিতা-মাতাকে; **অভিবাদ্য**—প্রণাম নিবেদন করে; **চ**—এবং; **ন কিঞ্চন**—কোন কিছু নয়; **ঊচতুঃ**—বললেন; **প্রেম্ণা**—প্রেমে; **স-অশ্রু**—অশ্রুপূর্ণ; **কণ্ঠৌ**—যাদের কণ্ঠ; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের পালক পিতা-মাতাকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাদের প্রণাম নিবেদন করলেন, কিন্তু তাদের কণ্ঠ প্রেমাশ্রু দ্বারা এতটা রুদ্ধ ছিল যে, সেই ভগবানদ্বয় কিছুই বলতে পারলেন না।

তাৎপর্য

দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর একজন ভদ্র সন্তানের অবশ্যই তার পিতা-মাতাকে প্রথমে প্রণাম নিবেদন করা উচিত। যাই হোক নন্দ ও যশোদা তাদের পুত্রদের সেই সুযোগ দেননি, কারণ তাঁদের দর্শন মাত্র তারা তাঁদের আলিঙ্গন করেছিলেন। কেবলমাত্র তারপরই কৃষ্ণ ও বলরাম তাদের যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পেরেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

তাবাত্মাসনমারোপ্য বাহুভ্যাং পরিরভ্য চ ।
যশোদা চ মহাভাগা সুতৌ বিজহতু শুচঃ ॥ ৩৫ ॥

তৌ—তাদের দুইজনকে; **আত্ম-আসনম্**—তাদের কোলে; **আরোপ্য**—তুলে নিয়ে; **বাহুভ্যাম্**—তাদের বাহু দ্বারা; **পরিরভ্য**—আলিঙ্গন করলেন; **চ**—এবং; **যশোদা**—মা যশোদা; **চ**—ও; **মহা-ভাগা**—সাধ্বী; **সুতৌ**—তাদের পুত্রদ্বয়কে; **বিজহতুঃ**—তাঁরা পরিত্যাগ করলেন; **শুচঃ**—তাদের শোক।

অনুবাদ

তাঁদের দুই পুত্রকে তাঁদের কোলে তুলে নিয়ে তাঁদের বাহু মধ্যে তাঁদের ধারণ করে নন্দ ও সাধ্বী মাতা যশোদা তাঁদের শোক বিস্মৃত হলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে প্রাথমিক আলিঙ্গন ও প্রণামের পর বসুদেব, নন্দ ও যশোদাকে তার ছাউনিতে নিয়ে যাওয়ার সময় কৃষ্ণ ও বলরাম তাদের হাত ধরে ছিলেন। রোহিণী, ব্রজের অন্যান্য পুরুষ ও রমণীগণ এবং বেশ কয়েকজন ভৃত্য ভিতরে তাঁদের অনুসরণ করেছিলেন। ভিতরে, নন্দ ও যশোদা সেই দুই বালককে তাঁদের কোলে গ্রহণ করলেন। দ্বারকার দুই অধীশ্বরের মহিমা শ্রবণ করা সত্ত্বেও এবং তাদের চোখের সামনে এখন সেই সকল ঐশ্বর্য দর্শন করা সত্ত্বেও, নন্দ ও যশোদা তাঁদের এমনভাবে দেখছিলেন যেন তাঁরা তখনও তাঁদের সেই আট বৎসরের শিশু।

শ্লোক ৩৬

রোহিণী দেবকী চাথ পরিষ্বজ্য ব্রজেশ্বরীম্ ।
স্মরন্ত্যৌ তৎকৃতাং মৈত্রীং বাষ্পকণ্ঠ্যৌ সমূচতুঃ ॥ ৩৬ ॥

রোহিণী—রোহিণী; **দেবকী**—দেবকী; **চ**—এবং; **অথ**—তারপর; **পরিষ্বজ্য**—আলিঙ্গন পূর্বক; **ব্রজ-ঈশ্বরীম্**—ব্রজের রাণী (যশোদা); **স্মরন্ত্যৌ**—স্মরণ করলেন; **তৎ**—তার দ্বারা; **কৃতাম্**—কৃত; **মৈত্রীম্**—সখ্যতা; **বাষ্প**—অশ্রু; **কণ্ঠ্যৌ**—যার কণ্ঠে; **সমূচতুঃ**—তারা তাকে বললেন।

অনুবাদ

তারপর রোহিণী ও দেবকী উভয়ে ব্রজের রাণীকে আলিঙ্গন করে তাদের প্রতি প্রদর্শিত তার বিশ্বস্ত সখ্যতার কথা স্মরণ করলেন। তাঁদের অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁরা তাঁকে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, সেই সময় শ্রীবসুদেব, উগ্রসেন ও অন্যান্য জ্যেষ্ঠ যদুগণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য নন্দকে বাইরে আমন্ত্রণ করেছিলেন। সেই সুযোগ গ্রহণ করে রোহিণী ও দেবকী রাণী যশোদার সঙ্গে কথা বললেন।

শ্লোক ৩৭

কা বিস্মরেত বাং মৈত্রীমনিবৃত্তাং ব্রজেশ্বরি ।
অবাপ্যাপ্যৈন্দ্রমৈশ্বর্যং যস্যা নেহ প্রতিক্রিয়া ॥ ৩৭ ॥

কা—কোন রমণী; **বিস্মরেত**—বিস্মৃত হতে পারে; **বাম্**—আপনাদের দুইজনের (যশোদা ও নন্দ); **মৈত্রীম্**—মৈত্রী; **অনিবৃত্তাম্**—অবিরাম; **ব্রজ-ঈশ্বরি**—হে ব্রজের রাণী; **অবাপ্য**—লাভ করে; **অপি**—ও; **ঐন্দ্রম্**—ইন্দ্রের; **ঐশ্বর্যম্**—ঐশ্বর্য; **যস্যাঃ**—যার জন্য; **ন**—না; **ইহ**—এই জগতে; **প্রতি-ক্রিয়া**—পরিশোধ।

অনুবাদ

[রোহিণী ও দেবকী বললেন—] হে ব্রজেশ্বরি, আপনি ও নন্দ মহারাজ যে অবিরাম মৈত্রী আমাদের প্রতি প্রদর্শন করেছেন কোন রমণী তা বিস্মৃত হতে পারে? এমন কি ইন্দ্রের সম্পদ দ্বারাও ইহ জগতে তা পরিশোধের পথ নেই।

শ্লোক ৩৮

এতাবদৃষ্টপিতরৌ যুবয়োঃ স্ম পিত্রোঃ
সম্প্রীণনাভ্যুদয়পোষণপালনানি ।
প্রাপ্যোষতুর্ভবতি পক্ষ্ম হ যদ্বদক্ষ্ণোর্
ন্যস্তাবকুত্র চ ভয়ৌ ন সতাং পরঃ স্বঃ ॥ ৩৮ ॥

এতৌ—এই দুইজন; **অদৃষ্ট**—দেখেনি; **পিতরৌ**—তাঁদের পিতা-মাতাকে; **যুবয়োঃ**—আপনাদের দুইজনের; **স্ম**—বস্তুত; **পিত্রোঃ**—পিতা-মাতা; **সম্প্রীণন**—আদর; **অভ্যুদয়**—লালন; **পোষণ**—পোষণ; **পালনানি**—এবং পালন; **প্রাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **উষতুঃ**—তাঁরা বাস করেছিল; **ভবতি**—আপনার; **পক্ষ্ম**—নেত্ররোম; **হ**—বস্তুত; **যদ্বৎ**—ঠিক যেমন; **অক্ষ্ণোঃ**—নেত্রদ্বয়ের; **ন্যস্তৌ**—ন্যস্ত হয়ে; **অকুত্র**—কোথাও নয়; **চ**—এবং; **ভয়ৌ**—ভয়; **ন**—না; **সতাম্**—সজ্জনগণের; **পরঃ**—পর; **স্বঃ**—আপন।

অনুবাদ

এই দুই বালক তাদের প্রকৃত পিতা-মাতাকে দর্শন করার পূর্বে আপনারা তাদের পিতা-মাতা রূপে আচরণ করেছেন এবং তাদের সকল প্রীতিপূর্ণ যত্ন, শিক্ষা, পোষণ ও সুরক্ষা প্রদান করেছেন। হে সুভদ্রে, তাঁরা ছিল অকুতোভয়, কারণ ঠিক যেভাবে নেত্ররোম চক্ষুকে রক্ষা করে সেভাবে আপনারা তাদের রক্ষা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আপনাদের মতো সজ্জনগণ আপন পরের মধ্যে ভেদ করেন না।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের বর্ণনা অনুসারে কৃষ্ণ ও বলরাম দুটি কারণের জন্য তাদের পিতা-মাতাকে দর্শন করেননি—তাদের ব্রজে নির্বাসনের জন্য এবং যেহেতু তাঁরা প্রকৃতপক্ষে কখনই জন্ম গ্রহণ করেন না, সুতরাং তাদের কোন পিতামাতাও নেই।

এই শ্লোকটি বলার আগে দেবকী কি ভেবেছিলেন শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাও বর্ণনা করেছেন—"হায়, যেহেতু দীর্ঘদিন যাবৎ আমার এই দুই পুত্র তাদের অভিভাবক ও মাতা রূপে আপনাকে লাভ করেছিল এবং যেহেতু তাঁরা আপনার এরূপ প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারের আনন্দময় বিশাল সাগরে নিমজ্জিত ছিল, এখন আরেকবার আপনি তাদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ায় তাঁরা আমাকে লক্ষ্য করার জন্যও অত্যন্ত অন্যমনস্ক রয়েছে। আমার ধারণ করা মাতৃস্নেহের চেয়ে লক্ষগুণ বেশী স্নেহ প্রদর্শন করে আপনিও, তাঁদের প্রেমে অন্ধ ও উন্মত্তের মতো আচরণ করছেন। এইভাবে আপনাদের সুহৃদ, আমাদের না চিনতে পেরে আপনি কেবল আমাদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকছেন। তাই কিছু স্নেহময় বাক্যের ছলনায় আমি আপনাকে প্রকৃত অবস্থায় ফিরিয়ে আনছি।"

তারপর দেবকী যখন তাঁর সঙ্গে কথা বলার পরও যশোদার থেকে কোন উত্তর পেলেন না, রোহিণী বললেন, "প্রিয় দেবকী, এখন তাকে এই আনন্দ-সমাধি থেকে জাগরিত করা অসম্ভব। আমরা অরণ্যে রোদন করছি এবং তিনি যেমন তার দুই পুত্রের জন্য স্নেহের রজ্জুতে আবদ্ধ তেমনি তার দুই পুত্রও তার জন্য কিছু কম আবদ্ধ নয়। তাই চল, এখন পৃথা, দ্রৌপদী ও অন্যান্যদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য বাইরে যাওয়া যাক।"

শ্লোক ৩৯

শ্রীশুক উবাচ

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি ।
দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্বাস্‌
তদ্‌ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্‌ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **চ**—এবং; **কৃষ্ণম্‌**—কৃষ্ণ; **উপলভ্য**—দর্শন করে; **চিরাৎ**—দীর্ঘকাল পরে; **অভীষ্টম্‌**—তাদের আকাঙ্ক্ষার উদ্দেশ্য; **যৎ**—যাঁকে; **প্রেক্ষণে**—দর্শন করার সময়; **দৃশিষু**—তাদের চোখের; **পক্ষ্ম**—নেত্ররোমের; **কৃতম্‌**—স্রষ্টা; **শপন্তি**—তাঁরা শাপ দিলেন; **দৃগ্‌ভিঃ**

—তাদের নেত্র দ্বারা; **হৃদী-কৃতম্**—তাদের হৃদয়ে গৃহীত; **অলম্**—তাদের সন্তুষ্টি অবধি; **পরিরভ্য**—আলিঙ্গন পূর্বক; **সর্বা**—তাদের সকলে; **তৎ**—তাঁর; **ভাবম্**—ভাবমগ্নতা; **আপুঃ**—প্রাপ্ত হলেন; **অপি**—যদিও; **নিত্য**—নিরন্তরভাবে; **যুজাম্**—যোগিগণের জন্যও; **দুরাপম্**—দুর্লভ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—তাদের প্রিয়তম কৃষ্ণকে দর্শন করার সময় গোপীগণ তাদের নেত্ররোমের (যা মুহূর্তে মুহূর্তে তাঁকে দর্শন করতে তাদের বাধা দিচ্ছিল) স্রষ্টাকে দোষারোপ করতেন। এখন, দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর কৃষ্ণকে আবার দর্শন করে তাদের নয়ন দ্বারা তারা তাঁকে তাদের হৃদয়ে গ্রহণ করলেন এবং সেখানে তাদের পূর্ণ সন্তুষ্টি পর্যন্ত তারা তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। এইভাবে তারা সম্পূর্ণত তাঁর ভাবে তন্ময় হয়েছিলেন, যদিও এরূপ মগ্নতা যোগীগণেরও দুর্লভ।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, ঠিক তখনি শ্রীবলরাম গোপীদের স্বল্প দূরত্বে দণ্ডায়মান দর্শন করেছিলেন। তাদেরকে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগ্রহে কম্পিত এবং যদি তারা না পারেন তাহলে তাদের জীবন পরিত্যাগেও প্রস্তুত দর্শন করে, তিনি বিচক্ষণতার সঙ্গে সেখান থেকে উঠে গিয়ে নিজেকে অন্যত্র যুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। অতঃপর গোপীগণ বর্তমান শ্লোকে বর্ণিত অবস্থা প্রাপ্ত হলেন। "নেত্ররোমের স্রষ্টা" ব্রহ্মার প্রতি গোপীগণের অসহিষ্ণু অশ্রদ্ধা উল্লেখ করতে গিয়ে শুকদেব গোস্বামী গোপীগণের অনুকূল অবস্থার প্রতি তার নিজের সূক্ষ্ম ঈর্ষাকে প্রকাশ পেতে দিয়েছেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী *নিত্য-যুজাম্* বাক্যাংশটির একটি বিকল্প অর্থ প্রদান করেছেন যার অর্থ হতে পারে এই যে, "এমনকি ভগবানের প্রধানা মহিষীগণও তাঁর সঙ্গে তাদের নিরন্তর সঙ্গের জন্য গর্বিত হওয়ার প্রবণতা প্রকাশ করেন।"

"লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ" গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন "যেহেতু তাঁরা বহু বৎসর যাবৎ কৃষ্ণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন, তাই নন্দ মহারাজ ও মা যশোদার সঙ্গে এসে কৃষ্ণকে দর্শন করে গোপীরা গভীর আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েন। কৃষ্ণদর্শনের জন্য গোপীগণের এই ব্যাকুলতা কেউ কল্পনা করতে পারে না। দৃষ্টিপথে আসা মাত্রই গোপীরা দর্শনের মাধ্যমে কৃষ্ণকে তাঁদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে গ্রহণ করে পরম তৃপ্তিতে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। মনে মনে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেও তাঁরা আনন্দে এতই উৎফুল্ল ও অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে সাময়িকভাবে তাঁরা নিজেদেরকেও ভুলে গিয়েছিলেন। শুধু মনে মনে কৃষ্ণকে

আলিঙ্গন করে গোপীগণ যে আনন্দময় সমাধি লাভ করেন, তা সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন শ্রেষ্ঠ যোগীদের কাছেও সুদুর্লভ। কৃষ্ণ হৃদয়ঙ্গম করলেন যে মানসিকভাবে তাঁকে আলিঙ্গনের মাধ্যমে গোপীগণ দিব্য আনন্দে ভাবাবিষ্ট এবং তাই যেহেতু তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, তাই কৃষ্ণকে মনে মনে আলিঙ্গন প্রদান করেছিলেন।"

শ্লোক ৪০

ভগবাংস্তাস্তথাভূতা বিবিক্ত উপসঙ্গতঃ ।
আশ্লিষ্যানাময়ং পৃষ্টা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ৪০ ॥

ভগবান্—ভগবান; **তাঃ**—তাদের; **তথা-ভূতাঃ**—তেমন অবস্থা প্রাপ্ত; **বিবিক্তে**—নির্জন স্থানে; **উপসঙ্গতঃ**—গমন করে; **আশ্লিষ্য**—আলিঙ্গন পূর্বক; **অনাময়ম্**—স্বাস্থ্য; **পৃষ্টা**—জিজ্ঞাসা করে; **প্রহসন্**—হাসতে হাসতে; **ইদম্**—এই; **অব্রবীৎ**—বললেন।

অনুবাদ

তাঁদের ভাবাবিষ্ট অবস্থায় গোপীগণ যখন দণ্ডায়মান ছিলেন ভগবান এক নির্জন স্থানে তাঁদের সমীপবর্তী হলেন। তাঁদের প্রত্যেককে আলিঙ্গন করার পর তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করে তিনি হাসতে হাসতে এইভাবে বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ভাষ্য প্রদান করেছেন যে প্রত্যেক গোপীকে তাঁর ভাবাবিষ্টতা থেকে জাগরিত করে প্রত্যেক গোপীকে স্বতন্ত্রভাবে আলিঙ্গন করার জন্য কৃষ্ণ তাঁর বিভূতি-শক্তি দ্বারা নিজেকে বিস্তার করেছিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, "তোমরা কি এখন তোমাদের বিরহ বেদনার উপশম বোধ করছ?" এবং তাঁদের ভাবকে হাল্কা করার সহায়তার জন্য হাসতে লাগলেন।

শ্লোক ৪১

অপি স্মরথ নঃ সখ্যঃ স্বানামর্থচিকীর্ষয়া ।
গতাংশ্চিরায়িতান্ শত্রুপক্ষক্ষপণচেতসঃ ॥ ৪১ ॥

অপি—কি; **স্মরথ**—তোমরা স্মরণ কর; **নঃ**—আমাদের; **সখ্যঃ**—সখীগণ; **স্বানাম্**—প্রিয়জনের; **অর্থ**—প্রয়োজন; **চিকীর্ষয়া**—সম্পাদনের ইচ্ছা দ্বারা; **গতান্**—গমন করে; **চিরায়িতান**—দীর্ঘদিন অবস্থান করেছিলাম; **শত্রু**—আমাদের শত্রুর; **পক্ষ**—দল; **ক্ষপণ**—বিনাশ করার জন্য; **চেতসঃ**—দৃঢ় সঙ্কল্পিত।

অনুবাদ

[ভগবান কৃষ্ণ বললেন—] হে প্রিয় সখীগণ, তোমরা কি এখনও আমাকে স্মরণ কর? আমার আত্মীয়বর্গের জন্য, আমার শত্রুদের বিনাশ করার দৃঢ়সঙ্কল্পে আমি দীর্ঘদিন দূরে অবস্থান করছিলাম।

শ্লোক ৪২

অপ্যবধ্যায়থাস্মান্ স্বিদকৃতজ্ঞাবিশঙ্কয়া ।
নূনং ভূতানি ভগবান্ যুনক্তি বিযুনক্তি চ ॥ ৪২ ॥

অপি—ও; **অবধ্যায়থ**—তোমরা অবজ্ঞা করছ; **অস্মান্**—আমাদের; **স্বিৎ**—সম্ভবত; **অকৃতজ্ঞ**—অকৃতজ্ঞ; **অবিশঙ্কয়া**—আশঙ্কা দ্বারা; **নূনম্**—বস্তুত; **ভূতানি**—জীবসমূহ; **ভগবান্**—ভগবান; **যুনক্তি**—যুক্ত করেন; **বিযুনক্তি**—বিচ্ছিন্ন করেন; **চ**—এবং।

অনুবাদ

তোমরা কি সম্ভবত মনে করছ যে, আমি অকৃতজ্ঞ এবং তাই আমাকে অবজ্ঞা করছ? বস্তুত ভগবানই জীবকে একত্রিত করেন এবং তারপর তাদের বিচ্ছিন্ন করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর গোপীদের ভাবনাকে প্রকাশ করছেন "আমরা তোমার মতো নই যে দিবা রাত্র আমাদের স্মরণ করার মাধ্যমে যার হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হয় এবং যে বিরহ যন্ত্রণার জন্য সকল ইন্দ্রিয় উপভোগ ত্যাগ করে। বরং, আমরা মোটেই তোমাকে স্মরণ করিনি, প্রকৃতপক্ষে তোমাকে ছাড়াই আমরা বেশ সুখী ছিলাম।" প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণ এখানে জিজ্ঞাসা করছেন তারা তাঁর অকৃতজ্ঞতায় ক্ষুব্ধ কি না।

শ্লোক ৪৩

বায়ুর্যথা ঘনানীকং তৃণং তূলং রজাংসি চ ।
সংযোজ্যাক্ষিপতে ভূয়স্তথা ভূতানি ভূতকৃৎ ॥ ৪৩ ॥

বায়ুঃ—বায়ু; **যথা**—যেমন; **ঘন**—মেঘের; **অনীকম্**—দলসমূহ; **তৃণম্**—তৃণ; **তূলম্**—তুলা; **রজাংসি**—ধূলি; **চ**—এবং; **সংযোজ্য**—একত্রিত করে; **অক্ষিপতে**—চোখের নিমেষে; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **তথা**—সেইরূপ; **ভূতানি**—জীবসমূহ; **ভূত**—জীবের; **কৃৎ**—স্রষ্টা।

অনুবাদ

ঠিক যেমন বায়ু মেঘরাশি, তৃণ, তুলা এবং ধূলিকণাকে পুনরায় ছড়িয়ে দেবার জন্যই একত্রিত করে, ঠিক তেমনি স্রষ্টাও তাঁর সৃষ্ট জীবের সঙ্গে একইভাবে আচরণ করেন।

শ্লোক ৪৪

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে ।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ৪৪ ॥

ময়ি—আমার প্রতি; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **হি**—বস্তুত; **ভূতানাম্**—জীবের; **অমৃতত্বায়**—অমৃতত্ব; **কল্পতে**—লাভ হয়; **দিষ্ট্যা**—সৌভাগ্যবশত; **যৎ**—যা; **আসীৎ**—লাভ করেছ; **মৎ**—আমার জন্য; **স্নেহঃ**—প্রেম; **ভবতীনাম্**—আপনার পক্ষে; **মৎ**—আমাকে; **আপনঃ**—যা প্রাপ্ত হওয়ার কারণ।

অনুবাদ

আমার প্রতি ভক্তির দ্বারাই জীব অমৃতত্বের যোগ্যতা লাভ করে। কিন্তু তোমাদের সৌভাগ্য দ্বারা তোমরা আমার প্রতি এক বিশেষ প্রেমময়ী মনোভাব লাভ করার ফলে আমাকে প্রাপ্ত হয়েছ।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে গোপীগণ তখন উত্তর প্রদান করেছিলেন, "হে পরম বাক্‌চতুর, কিন্তু আপনি যে ভগবানকে দোষারোপ করছেন তিনি তো স্বয়ং আপনি ছাড়া আর কেউ নন। জগতের সকলেই এই কথা জানে। আমরা কেন এই সত্যকে উপেক্ষা করব?" "ঠিক আছে" কৃষ্ণ তখন তাদের বললেন, "যদি তা সত্যি হয়, তাহলে আমি অবশ্যই ভগবান, কিন্তু তবুও আমি তোমাদের প্রেমময়ীভাব দ্বারাই বিজিত হয়েছি।"

শ্লোক ৪৫

অহং হি সর্বভূতানামাদিরন্তোহন্তরং বহিঃ ।
ভৌতিকানাং যথা খং বার্ভূর্বায়ুর্জ্যোতিরঙ্গনাঃ ॥ ৪৫ ॥

অহম্—আমি; **হি**—বস্তুত; **সর্ব**—সকল; **ভূতানাম্**—সৃষ্ট জীবের; **আদিঃ**—শুরু; **অন্তঃ**—শেষ; **অন্তরম্**—অন্তর; **বহিঃ**—বাহির; **ভৌতিকানাম্**—ভৌতিক পদার্থের; **যথা**—যেমন; **খম্**—আকাশ; **বাঃ**—জল; **ভূঃ**—ক্ষিতি; **বায়ুঃ**—বায়ু; **জ্যোতিঃ**—এবং অগ্নি; **অঙ্গনাঃ**—হে রমণীরা।

অনুবাদ

হে রমণীরা, ঠিক যেমন মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ সকল ভৌতিক পদার্থের আদি ও অন্ত এবং তাদের ভিতর ও বাহির উভয়ক্ষেত্রে বর্তমান, আমিও তেমনি সমস্ত সৃষ্ট জীবের আদি ও অন্ত এবং তাদের অন্তর ও বাহির উভয় ক্ষেত্রেই বর্তমান।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, ভগবান কৃষ্ণ এই শ্লোকে এই ধারণা ইঙ্গিত করছেন—"তোমরা যদি জান যে, আমি ভগবান, তাহলে আমার কাছ থেকে কোনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্লেশ ভোগ করার কোন প্রশ্নই নেই, কারণ আমি সকল অস্তিত্বের মধ্যে পরিব্যাপ্ত । তোমাদের দুঃখ অবশ্যই বিচারের অভাববশত। সুতরাং আমার কাছ থেকে এই নির্দেশ গ্রহণ কর, যা তোমাদের অজ্ঞতা দূর করবে।

"কিন্তু বিষয়টির সত্য হল যে তোমরা গোপীরা তোমাদের পূর্বজীবনে ছিলে মহান যোগী আর তাই ইতিমধ্যেই তোমরা এই জ্ঞান-যোগের বিজ্ঞান অবগত। অধিকন্তু, আমি নিজে কিম্বা আমার প্রতিনিধি, যেমন উদ্ধবের মাধ্যমে তা শিক্ষা প্রদানের চেষ্টা করলেও তা আকাঙ্ক্ষিত ফল উৎপন্ন করবে না। যারা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ ভগবৎপ্রেমে নিমজ্জিত তাদের কাছে জ্ঞানযোগ ক্লেশের কারণ মাত্র।"

শ্লোক ৪৬

এবং হ্যেতানি ভূতানি ভূতেষ্বাত্মাত্মনা ততঃ ।
উভয়ং ময্যথ পরে পশ্যতাভাতমক্ষরে ॥ ৪৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **হি**—বস্তুত; **এতানি**—এইসকল; **ভূতানি**—ভৌত পদার্থসমূহ; **ভূতেষু**—সৃষ্টির উপাদান সমূহের মধ্যে; **আত্মা**—আত্মা; **আত্মনা**—তার আপন স্বরূপে; **ততঃ**—অনুপ্রবেশশীল; **উভয়ম্**—উভয়; **ময়ি**—আমাতে; **অথ**—সেটিই বলবার; **পরে**—পরম ব্রহ্ম মধ্যে; **পশ্যত**—তোমরা দর্শন কর; **আভাতম্**—প্রকাশিত; **অক্ষরে**—অবিনশ্বর।

অনুবাদ

এইভাবে আত্মাসমূহ যখন তাদের আপন স্বরূপে অবস্থান করে সৃষ্টিকে পরিব্যাপ্ত করে, সকল সৃষ্ট বস্তু সৃষ্টির মূল উপাদানসমূহের মধ্যে বাস করে। জড় সৃষ্টি ও আত্মা উভয়েই অবিনশ্বর পরম ব্রহ্ম আমার থেকে প্রকাশিত হয়, তোমরা তা দর্শন কর।

তাৎপর্য

সকলেরই এই জগতের জড় বস্তুসমূহ, তাদের মূল বস্তুর গঠনকারী উপাদানসমূহ, আত্মা ও এক পরমাত্মার মধ্যেকার সম্পর্কটি হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। জড় উপভোগের বিভিন্ন বস্তু রয়েছে, যেমন পাত্র, নদী ও পর্বতসকল—এই সমস্ত কিছুই মাটি, জল, অগ্নি প্রভৃতি মূল জড় উপাদানসমূহ থেকে প্রস্তুত। এই সকল উপাদানসমূহ জড় বস্তুর কারণ রূপে তাদের মধ্যে অবস্থান করে আর আত্মা তাদের ভোক্তারূপ (*স্বাস্থনা*) বিশেষ ভূমিকায় পরিব্যাপ্ত। আর চরমে ভৌত উপাদানসমূহ, তাদের উৎপন্ন বস্তু এবং জীব সমস্ত কিছুই অক্ষয় পরমাত্মা কৃষ্ণ দ্বারা ব্যাপ্ত ও তাঁর মধ্যে প্রকাশিত।

তাঁর মনুষ্যতুল্য গোপালরূপের সর্বাকর্ষক আকৃতিতে কৃষ্ণের জন্য গভীর ভালোবাসার কারণে, কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি, যোগমায়া, তাদের ভগবানের আকৃতি বিষয়ক জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করেছিল, এমনই তাঁর সর্ব পরিব্যাপ্ততা। এইভাবে গোপীরা তাদের প্রেমে তাঁর বিরহ জনিত গভীর ভাবকে আস্বাদন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র পরিহাসের মধ্য দিয়ে তাদের প্রতি পারমার্থিক বিচারের অভাব বিষয়ক আরোপটি করলেন।

শ্লোক ৪৭

শ্রীশুক উবাচ

অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপ্য এবং কৃষ্ণেন শিক্ষিতাঃ ।
তদনুস্মরণধ্বস্তজীবকোশাস্তমধ্যগন্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **অধ্যাত্ম**—পারমার্থিক বিষয়ে; **শিক্ষয়া**—শিক্ষা দ্বারা; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **এবম্**—এইভাবে; **কৃষ্ণেন**—কৃষ্ণ দ্বারা; **শিক্ষিতাঃ**—শিক্ষা লাভ করে; **তৎ**—তাঁর; **অনুস্মরণ**—নিরন্তর ধ্যান দ্বারা; **ধ্বস্ত**—ধ্বস্ত; **জীব-কোশাঃ**—আত্মার সূক্ষ্ম আচ্ছাদন (মিথ্যা অহংকার); **তম্**—তাঁকে; **অধ্যগন্**—তারা হৃদয়ঙ্গম করলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে কৃষ্ণের দ্বারা পারমার্থিক বিষয়ে শিক্ষিত হয়ে তাঁর প্রতি তাদের নিরন্তর ধ্যানের ফলে মিথ্যা অহংকারের সকল চিহ্ন থেকে গোপীগণ মুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর প্রতি তাদের গভীর নিমগ্নতা দ্বারা তারা তাঁকে পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করলেন।

তাৎপর্য

'কৃষ্ণ' গ্রন্থে এই অংশটিকে শ্রীল প্রভুপাদ এইভাবে বর্ণনা করছেন—"গোপীরা কৃষ্ণের কাছ থেকে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্বদর্শনের শিক্ষা লাভ করে সর্বদা কৃষ্ণভাবনায় নিমগ্ন হলেন এবং এইভাবে তাঁরা সমস্ত জড় কলুষতা থেকে নির্মুক্ত হলেন। জড় জগতের মিথ্যা ভোক্তাভিমানী জীবাত্মার ভাবনাকে জীবকোষ বলে, অর্থাৎ, জড় অহংকারে আবদ্ধ থাকা। শুধু গোপীরা নয়, যে কেউ কৃষ্ণের এই উপদেশ পালন করবে, সে অচিরেই জীবকোষের বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। পূর্ণ কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত জীব সর্বদাই জড় অহংকার মুক্ত। সেই কৃষ্ণভক্ত তার সর্বস্ব কৃষ্ণের সেবায় নিয়োগ করে এবং সে কখনই কৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না—সব সময় কৃষ্ণসান্নিধ্যে সে বিরাজ করে।"

শ্লোক ৪৮

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥ ৪৮ ॥

আহুঃ—গোপিকারা বললেন; **চ**—এবং; **তে**—তোমার; **নলিননাভ**—হে পদ্মনাভ; **পদ-অরবিন্দম্**—চরণকমল; **যোগ-ঈশ্বরৈঃ**—বিষয় বাসনামুক্ত যোগীদের; **হৃদি**—হৃদয়ে; **বিচিন্ত্যম্**—সর্বতোভাবে চিন্তনীয়; **অগাধ-বোধৈঃ**—অসীম জ্ঞান সম্পন্ন; **সংসার-কূপ**—সংসাররূপী অন্ধকূপ; **পতিত**—যারা পতিত হয়েছে; **উত্তরণ**—উদ্ধারকারী; **অবলম্বম্**—একমাত্র আশ্রয়; **গেহম্**—গৃহস্থালী; **জুষাম্**—যুক্ত; **অপি**—অর্থাৎ; **মনসী**—মনের মধ্যে; **উদিয়াৎ**—উদিত হোক; **সদা**—সর্বদা; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

গোপিকারা বললেন, "হে কমলনাভ! সংসারকূপে পতিত মানুষদের উদ্ধারের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ তোমার শ্রীপাদপদ্ম যা অসীম জ্ঞান সম্পন্ন মহান যোগীরা সর্বদাই তাদের হৃদয়ে ধ্যান করেন, তা গৃহ সেবায় রত আমাদের মনে উদিত হোক।"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (মধ্যলীলা ১/৮১) উদ্ধৃত এই শ্লোকটির অনুবাদ ও শব্দার্থ শ্রীল প্রভুপাদকৃত অনুবাদ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

ঈর্ষাপরায়ণভাবে কথিত গোপীদের এই সকল প্রবঞ্চনাকর সশ্রদ্ধ বাক্য প্রকাশ করে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর গোপীদের বক্তব্যকে এইভাবে প্রদান করছেন "হে পরমেশ্বর, হে সাক্ষাৎ মূর্ত-পরমাত্মা, হে তত্ত্বজ্ঞানের অধ্যাপক শিরোমণি, গৃহ, সম্পত্তি ও পরিবারের প্রতি আমাদের অত্যন্ত আসক্তির কথা আপনি অবগত ছিলেন। তাই পূর্বে উদ্ধবকে দিয়ে আমাদের অজ্ঞতা দূরীভূত করার জ্ঞান প্রদান করেছিলেন এবং এখন আপনি স্বয়ং তা প্রদান করলেন। এইভাবে আপনি আমাদের কলুষিত হৃদয়কে শুদ্ধ করেছেন, আর তার ফলে আমাদের জন্য আপনার বিশুদ্ধ প্রেমকে আমরা হৃদয়ঙ্গম করেছি। কিন্তু আমরা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন গোপ-রমণী মাত্র, কিভাবে এই জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে স্থিত হতে পারে? ব্রহ্মার মতো মহাত্মাদেরও উপলব্ধির কেন্দ্রীয় বিষয় আপনার পদযুগলের ধ্যানও আমরা অবিচলিতভাবে করতে পারি না। দয়া করে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ পরায়ণ হোন এবং যেভাবে হোক, আমরা যাতে সামান্যরূপেও আপনার প্রতি মনোযোগী হতে পারি, তা সম্ভব করুন। আমরা এখনও আমাদের নিজ কর্মফল ভোগ করছি, তাই কিভাবে আমরা মহান যোগীদেরও লক্ষ্য আপনাতে ধ্যানস্থ হতে পারি? এই যোগীরা অপরিমেয়রূপে জ্ঞানী, কিন্তু আমরা অস্থির-চিত্ত রমণী মাত্র। দয়া করে জাগতিক জীবনের এই গভীর কূপ থেকে আমাদের উদ্ধার করার জন্য কিছু করুন।"

শুদ্ধভক্তরা কখনও জাগতিক উন্নতি বা পারমার্থিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না। এমন কি ভগবান যদি তাদের এরূপ আশীর্বাদ প্রদান করতেও চান, ভক্তরা তা কখনও কখনও গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধে (১১/২০/৩৪) ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন—

ন কিঞ্চিৎ সাধবোধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম ।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥

"যেহেতু আমার ভক্তরা সাধুভাবাপন্ন ও গভীর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী, তাই তারা নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে আমার প্রতি সমর্পণ করেছে আর আমাকে ছাড়া অন্য কোন কিছুই তারা আকাঙ্ক্ষা করে না। প্রকৃতপক্ষে, আমি যদি তাদের জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তি প্রদান করতেও চাই তারা তা গ্রহণ করে না।" তাই এটি যথার্থ যে, ভগবান কৃষ্ণের তাদের জ্ঞান-যোগ শিক্ষা প্রদানের প্রচেষ্টার জন্য গোপীরা সন্দিগ্ধ ক্রোধের সঙ্গে উত্তর প্রদান করেছিলেন।

এইভাবে, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে গোপীরা এই শ্লোকে যে কথা বলেছিলেন তা এইভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে, "হে প্রত্যক্ষরূপে অজ্ঞতার অন্ধকার বিনাশকারী সূর্য, আমরা এই দার্শনিক জ্ঞানের সূর্যকিরণ দ্বারা দগ্ধীভূত। আমরা হচ্ছি চকোর পাখী, যারা কেবল আপনার সুন্দর মুখমণ্ডল থেকে বিকিরিত জ্যোৎস্নায় বেঁচে থাকে। দয়া করে আমাদের সঙ্গে বৃন্দাবনে ফিরে চলুন এবং এইভাবে আমাদের জীবন দান করুন।"

আর যদি তিনি বলেন যে "তাহলে দ্বারকায় এসো, সেখানে আমরা একত্রে আনন্দ উপভোগ করব', তাই গোপীরা বললেন যে শ্রীবৃন্দাবন হচ্ছে তাদের গৃহ এবং তারা গৃহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাই তাদের পক্ষে অন্য কোথাও বাস করা সম্ভব নয়। গোপীরা ইঙ্গিত করলেন, একমাত্র সেখানেই, কৃষ্ণ তাঁর উষ্ণীষে ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করে, তাঁর বাঁশীতে মুগ্ধকর সঙ্গীত বাজিয়ে তাদের আকর্ষণ করতে পারেন।

কেবলমাত্র পুনরায় বৃন্দাবনে তাঁর উপস্থিতির মাধ্যমেই গোপীরা রক্ষা পেতে পারেন, তাঁর উদ্দেশ্যে অন্য কোন রকম ধ্যান বা আত্মার তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'কৃষ্ণ ও বলরাম বৃন্দাবনবাসীদের সঙ্গে মিলিত হলেন' নামক দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়

দ্রৌপদী কৃষ্ণমহিষীদের সঙ্গে মিলিত হলেন

এই অধ্যায়ে দ্রৌপদীর সঙ্গে ভগবান কৃষ্ণের প্রধানা মহিষীদের কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে, যেখানে তাঁরা প্রত্যেকে বর্ণনা করেছেন, কিভাবে ভগবান তাঁকে বিবাহ করলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ফিরে এলেন এবং রাজা যুধিষ্ঠির ও তাঁর অন্যান্য আত্মীয়বর্গকে তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা উত্তর প্রদান করলেন, "হে প্রভু, যে একবার মাত্র তার কান দিয়ে আপনার লীলামাধুরী পান করে, সে কখনও দুর্ভাগ্য কি তা জানতে পারে না।"

তারপর দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের মহিষীদের কাছে জানতে চাইলেন, ভগবান কিভাবে তাঁদের বিবাহ করতে আগমন করেছিলেন। রাণী রুক্মিণী প্রথমে বললেন— "জরাসন্ধ প্রমুখ বহু রাজারা শিশুপালের সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে চেয়েছিল। তাই আমার বিবাহের দিন তারা সকলে হাতে ধনুক নিয়ে দণ্ডায়মান হয়ে যে কোন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শিশুপালকে সহায়তা করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আগমন করলেন এবং বলপূর্বক আমাকে হরণ করলেন, ঠিক যেমন একটি সিংহ ছাগল ও ভেড়াদের মধ্য থেকে তার শিকার গ্রহণ করে।"

রাণী সত্যভামা বললেন, "আমার পিতৃব্য প্রসেন নিহত হলে পর আমার পিতা সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণকে হত্যার মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল। তাই তার নামকে কলঙ্কমুক্ত করতে কৃষ্ণ জাম্ববানকে পরাজিত করে স্যমন্তক মণি উদ্ধার করলেন এবং তা আমার পিতাকে ফিরিয়ে দিলেন। অনুতপ্ত আমার পিতা স্যমন্তক মণি সহ আমায় ভগবানকে প্রদান করলেন।"

রাণী জাম্ববতী বললেন, "শ্রীকৃষ্ণ যখন আমার পিতার গুহায় স্যমন্তক মণির সন্ধানে প্রবেশ করেছিলেন প্রথমে আমাব পিতা জাম্ববান বুঝতে পারেননি যে তিনি কে ছিলেন। তাই আমার পিতা সাতাশ দিন রাত্রি যাবৎ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। অবশেষে জাম্ববান হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে কৃষ্ণ তাঁর আরাধ্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ছাড়া আর কেউ নন। তাই তিনি কৃষ্ণকে স্যমন্তক মণির সঙ্গে আমায় প্রদান করলেন।"

রাণী কালিন্দী বললেন, "কৃষ্ণকে আমার পতি রূপে লাভ করার জন্য আমি কঠোর তপশ্চর্যা পালন করেছিলাম। তারপর একদিন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সঙ্গে আমার কাছে আগমন করলেন এবং সেই সময় ভগবান আমায় বিবাহ করতে সম্মত হলেন।"

রাণী মিত্রবিন্দা বললেন, "শ্রীকৃষ্ণ আমার স্বয়ম্বর সভায় এসেছিলেন, সেখানে তিনি সকল প্রতিপক্ষের রাজাদের পরাজিত করে আমাকে হরণ করে তাঁর দ্বারকা নগরীতে নিয়ে এলেন।"

রাণী সত্যা বললেন, "আমার পিতা শর্ত প্রদান করেছিলেন যে, আমার পাণি গ্রহণ করার জন্য সম্ভাব্য পাণিপ্রার্থীকে সাতটি শক্তিশালী ষাঁড়কে বন্ধন করতে এবং দমন করতে হবে। এই আহ্বান স্বীকার করে শ্রীকৃষ্ণ খেলাচ্ছলে তাদের দমন করলেন, তাঁর সকল প্রতিপক্ষীয় প্রার্থীদের পরাজিত করলেন এবং আমায় বিবাহ করলেন।"

রাণী ভদ্রা বললেন, "আমার পিতা তার ভাগীনেয় কৃষ্ণকে, যাঁকে আমি ইতিমধ্যেই আমার হৃদয় সমর্পণ করেছিলাম, আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং তাঁর বধূরূপে আমাকে তাঁর কাছে সমর্পণ করলেন। এক অক্ষৌহিণী সেনা এবং আমার একদল সখীদের পণ রূপে প্রদান করলেন।"

রাণী লক্ষ্মণা দ্রৌপদীকে বললেন "আপনার মতো আমার স্বয়ম্বরেও ঘরের ভিতরের দিকে ছাদের গায়ে একটি মাছকে আটকে লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে সবদিক থেকে মাছটিকে গোপন রাখা হয়েছিল, কেবল নীচে একটি পাত্রের জলের মধ্যে তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। বেশ কয়েকজন রাজারা তীর দ্বারা মাছটিকে বিদ্ধ করতে চেষ্টা করল কিন্তু ব্যর্থ হল। অতঃপর অর্জুন চেষ্টা করলেন। তিনি জলে মাছের প্রতিফলনে মনঃসংযোগ করলেন এবং যত্ন সহকারে লক্ষ্য স্থির করলেন, কিন্তু যখন তিনি তীরটি নিক্ষেপ করলেন তা কেবল লক্ষ্যকে আলতোভাবে স্পর্শ করল মাত্র। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ ধনুকে তীর সংযোগ করলেন এবং তা সোজাসুজি লক্ষ্যে আঘাত করে তাকে ভূপতিত করল। আমি কৃষ্ণের গলায় বিজয় মাল্য পরালাম কিন্তু ব্যর্থ রাজারা প্রচণ্ড প্রতিবাদ করল। শ্রীকৃষ্ণ ভয়ঙ্করভাবে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের অনেকের শির, বাহু ও পদ ছেদন করলেন এবং অবশিষ্ট রাজারা তাদের প্রাণভয়ে পলায়ণ করল। তখন ভগবান আমাদের জাঁকজমকপূর্ণ বিবাহের জন্য আমাকে দ্বারকায় নিয়ে এলেন।"

রোহিণীদেবী অন্যান্য সকল রাণীদের প্রতিনিধিরূপে বর্ণনা করলেন যে, তাঁরা ছিলেন ভৌমাসুর দ্বারা পরাজিত রাজাদের কন্যা। সেই দানব তাঁদের বন্দী করে রেখেছিল, কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ যখন তাকে বধ করলেন, তিনি তাঁদের মুক্ত করে দিলেন ও তাঁদের সকলকে বিবাহ করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

তথানুগৃহ্য ভগবান্ গোপীনাং স গুরুর্গতিঃ ।
যুধিষ্ঠিরমথাপৃচ্ছৎ সর্বাংশ্চ সুহৃদোঽব্যয়ম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **তথা**—এইভাবে; **অনুগৃহ্য**—অনুগ্রহ প্রদর্শন করে; **ভগবান্**—ভগবান; **গোপীনাম্**—গোপীদের; **সঃ**—তিনি; **গুরুঃ**—গুরুদেব; **গতিঃ**—এবং গতি; **যুধিষ্ঠিরম্**—যুধিষ্ঠিরের কাছে; **অথ**—তারপর; **অপৃচ্ছৎ**—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন; **সর্বান্**—সকল; **চ**—এবং; **সুহৃদঃ**—তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়বর্গ; **অব্যয়ম্**—কুশল।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে গোপীদের গুরুদেব ও তাদের জীবনের গতি ভগবান কৃষ্ণ তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন। তারপর তিনি যুধিষ্ঠির ও তাঁর সকল আত্মীয়বর্গের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং তাদের কাছে তাদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

তাৎপর্য

গুরুঃ গতিঃ শব্দ দুটি এখানে তাদের স্বাভাবিক অর্থে অনূদিত হয়েছে, অর্থাৎ "গুরুদেব এবং গতি"। কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর একটি অতিরিক্ত অর্থ উল্লেখ করেছেন, সেটি হল—শ্রীকৃষ্ণও হচ্ছেন সাধারণভাবে সকল সাধুদের গতি, বিশেষভাবে গোপীদের জন্য তিনি হচ্ছেন সেই গতি যা হচ্ছে *গুরু* অর্থাৎ "সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ" এই অর্থে যে অন্য সকল সম্ভাব্য গতির গুরুত্বকে তা সম্পূর্ণরূপে ছাপিয়ে যায়।

শ্লোক ২

ত এবং লোকনাথেন পরিপৃষ্টাঃ সুসৎকৃতাঃ ।
প্রত্যূচুর্হৃষ্টমনসস্তৎপাদেক্ষাহতাংহসঃ ॥ ২ ॥

তে—তারা (যুধিষ্ঠির এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য আত্মীয়বর্গ); **এবম্**—এইভাবে; **লোক**—জগতের; **নাথেন**—ঈশ্বর দ্বারা; **পরিপৃষ্টাঃ**—জিজ্ঞাসিত; **সু**—অত্যন্ত; **সৎ-কৃতাঃ**—সম্মানিত; **প্রত্যূচুঃ**—প্রত্যুত্তর করলেন; **হৃষ্ট**—আনন্দিত; **মনসঃ**—মনে; **তৎ**—তাঁর; **পাদ**—পাদদ্বয়; **ঈক্ষা**—দর্শন দ্বারা; **হত**—বিনষ্ট; **অংহসঃ**—যার পাপসমূহ।

অনুবাদ

অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করে রাজা যুধিষ্ঠির ও অন্যান্যরা জগদীশ্বরের পাদদ্বয় দর্শনের দ্বারা সকল পাপ কর্মফল মুক্ত হয়ে আনন্দিতভাবে তাঁর প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদান করলেন।

শ্লোক ৩

কুতোঽশিবং ত্বচ্চরণাম্বুজাসবং
মহন্মনস্তো মুখনিঃসৃতং ক্বচিৎ ।
পিবন্তি যে কর্ণপুটৈরলং প্রভো
দেহং ভৃতাং দেহকৃদস্মৃতিচ্ছিদম্ ॥ ৩ ॥

কুতঃ—কোথা থেকে; **অশিবম্**—অমঙ্গল; **ত্বৎ**—আপনার; **চরণ**—চরণদ্বয়ের; **অম্বুজ**—পদ্মসদৃশ; **আসবম্**—মধু; **মহৎ**—মহাত্মাদের; **মনস্তঃ**—হৃদয় থেকে; **মুখ**—তাদের মুখ দ্বারা; **নিঃসৃতম্**—নিঃসৃত; **ক্বচিৎ**—যে কোন সময়; **পিবন্তি**—পান করে; **যে**—যে; **কর্ণ**—তাদের কর্ণদ্বয়ের; **পুটৈঃ**—পানপাত্র দ্বারা; **অলম্**—তাদের যত ইচ্ছা; **প্রভো**—হে প্রভু; **দেহম্**—জড় দেহ; **ভৃতাম্**—অধিকারীর; **দেহ**—দেহের; **কৃৎ**—স্রষ্টা সম্বন্ধে; **অস্মৃতি**—বিস্মৃতির; **ছিদম্**—সমূলে উৎপাটনকারী।

অনুবাদ

(ভগবান কৃষ্ণের আত্মীয়রা বললেন—) হে প্রভু, যিনি একবারও আপনার চরণপদ্ম থেকে নির্গত মধু পান করেছেন তার কি করে দুর্ভাগ্যের উদয় হতে পারে? মহান ভক্তদের হৃদয় থেকে প্রবাহিত হয়ে তাঁদের মুখ নিঃসৃত এই মধু তাঁদের কর্ণপুটে বর্ষিত হয়। দেহীর দেহগত অস্তিত্বের স্রষ্টার বিস্মরণকে তা বিনষ্ট করে।

শ্লোক ৪

হি ত্বাত্মধামবিধুতাত্মকৃতত্র্যবস্থাম্
আনন্দসংপ্লবমখণ্ডমকুণ্ঠবোধম্ ।
কালোপসৃষ্টনিগমাবন আত্তযোগ-
মায়াকৃতিং পরমহংসগতিং নতাঃ স্ম ॥ ৪ ॥

হি—বস্তুত; **ত্বা**—আপনার; **আত্ম**—আপনার নিজ রূপের; **ধাম**—দীপ্তি দ্বারা; **বিধুত**—দূরীভূত; **আত্ম**—জড় চেতনা দ্বারা; **কৃত**—সৃষ্ট; **ত্রি**—তিন; **অবস্থাম্**—জড় অবস্থাসমূহ; **আনন্দ**—আনন্দে; **সংপ্লবম্**—(যার মধ্যে) সামগ্রিক নিমজ্জন; **অখণ্ডম্**—

অসীম; **অকুণ্ঠ**—অবারিত; **বোধম্**—যার জ্ঞান; **কাল**—কালের প্রভাবে; **উপসৃষ্ট**—ভীত; **নিগম**—বেদসমূহের; **অবনে**—রক্ষার জন্য; **আত্ত**—ধারণ করেছেন; **যোগমায়া**—আপনার মায়ার দিব্য শক্তি দ্বারা; **আকৃতিম্**—এই রূপ; **পরমহংস**—শুদ্ধ সত্ত্বগণের; **গতিম্**—গতি; **নতাঃ স্ম**—(আমরা) প্রণাম নিবেদন করছি।

অনুবাদ

আপনার নিজ স্বরূপের আনন্দ-দীপ্তি জড় চেতনার ত্রিবিধ প্রভাব দূরীভূত করে এবং আপনার কৃপায় আমরা পূর্ণ আনন্দে নিমজ্জিত হই। আপনার জ্ঞান অবিভাজ্য ও অবারিত। কালের প্রভাবে ভীত বেদসমূহকে রক্ষার জন্য আপনার যোগমায়া শক্তি দ্বারা আপনি এই মনুষ্যরূপ গ্রহণ করেছেন। হে শুদ্ধ সত্ত্বগণের পরম গতি, আমরা আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি।

তাৎপর্য

কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর রূপ থেকে নির্গত জ্যোতির্ময় আলো দ্বারা বুদ্ধিমত্তার সকল জড় কলুষ বিশুদ্ধ হয়, আর এইভাবে আত্মার সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ জনিত বিভিন্ন বন্ধনসমূহ দূরীভূত হয়। ভগবানের আত্মীয়বর্গ ইঙ্গিত করলেন "তাহলে কিভাবে আমরা চির-দুর্ভাগ্য ভোগ করতে পারি? আমরা সর্বদা পরম আনন্দে নিমজ্জিত।" তাদের কুশল বিষয়ে ভগবানের জিজ্ঞাসার এই হচ্ছে তাদের উত্তর।

শ্লোক ৫

শ্রীঋষিরুবাচ

ইত্যুত্তমঃশ্লোকশিখামণিং জনেষ্
অভিষ্টুবৎস্বন্ধককৌরবস্ত্রিয়ঃ ।
সমেত্য গোবিন্দকথা মিথোঽগৃণং-
স্ত্রিলোকগীতাঃ শৃণু বর্ণয়ামি তে ॥ ৫ ॥

শ্রী-ঋষিঃ উবাচ—মহান ঋষি, শুকদেব বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উত্তমঃশ্লোক**—উত্তম-শ্লোক; **শিখা-মণিম্**—চূড়ামণি (শ্রীকৃষ্ণও); **জনেষু**—তাঁর ভক্তবৃন্দ; **অভিষ্টুবৎসু**—তাঁরা যখন স্তুতি করছিলেন; **অন্ধক-কৌরব**—অন্ধক ও কৌরব বংশের; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণীরা; **সমেত্য**—মিলিত হয়ে; **গোবিন্দ-কথাঃ**—ভগবান গোবিন্দ বিষয়ক কথা; **মিথঃ**—একে অপরের সঙ্গে; **অগৃণন্**—বললেন; **ত্রি**—তিন; **লোক**—জগতের; **গীতাঃ**—গীত; **শৃণু**—শ্রবণ করুন; **বর্ণয়ামি**—আমি বর্ণনা করব; **তে**—আপনাকে (পরীক্ষিৎ মহারাজ)।

অনুবাদ

মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী বললেন—যুধিষ্ঠির ও অন্যান্যরা এইভাবে উত্তমশ্লোক-চূড়ামণি ভগবান কৃষ্ণের স্তুতি করতে থাকলে অন্ধক ও কৌরব বংশের রমণীরা পরস্পর মিলিত হয়ে গোবিন্দ বিষয়ক ত্রিলোক কীর্তিত কথা আলোচনা করতে শুরু করলেন। সেই সকল কথা আমি আপনাকে বর্ণনা করছি, দয়া করে শ্রবণ করুন।

শ্লোক ৬-৭

শ্রীদ্রৌপদ্যুবাচ

হে বৈদর্ভ্যচ্যুতো ভদ্রে হে জাম্ববতি কৌশলে ।
হে সত্যভামে কালিন্দি শৈব্যে রোহিণি লক্ষ্মণে ॥ ৬ ॥
হে কৃষ্ণপত্ন্য এতন্নো ব্রূতে বো ভগবান্ স্বয়ম্ ।
উপযেমে যথা লোকমনুকুর্বন্ স্বমায়য়া ॥ ৭ ॥

শ্রীদ্রৌপদী উবাচ—শ্রীদ্রৌপদী বললেন; **হে বৈদর্ভি**—হে বিদর্ভের কন্যা (রুক্মিণী); **অচ্যুতঃ**—ভগবান কৃষ্ণ; **ভদ্রে**—হে ভদ্রা; **হে জাম্ববতি**—হে জাম্ববানের কন্যা; **কৌশলে**—হে নাগ্নজিতি; **হে সত্যভামে**—হে সত্যভামা; **কালিন্দি**—হে কালিন্দী; **শৈব্যে**—হে মিত্রবিন্দা; **রোহিণী**—হে রোহিণী (নরকাসুরকে হত্যার পর বিবাহিত ষোল সহস্র রাণীদের একজন); **লক্ষ্মণে**—হে লক্ষ্মণা; **হে কৃষ্ণপত্ন্যঃ**—হে কৃষ্ণের (অন্যান্য) পত্নীরা; **এতৎ**—এই; **নঃ**—আমাদের; **ব্রূতে**—বলুন; **বঃ**—আপনারা; **ভগবান্**—ভগবান; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **উপযেমে**—বিবাহ করেছিলেন; **যথা**—যেভাবে; **লোকম্**—সাধারণ সমাজকে; **অনুকুর্বন্**—অনুকরণ করে; **স্ব-মায়য়া**—তাঁর আপন যোগ শক্তি দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রীদ্রৌপদী বললেন—হে বৈদর্ভী, ভদ্রা ও জাম্ববতী, হে কৌশলা, সত্যভামা ও কালিন্দী, হে শৈব্যা, রোহিণী, লক্ষ্মণা ও শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য মহিষীরা, কিভাবে ভগবান অচ্যুত তাঁর যোগশক্তি দ্বারা এই জগতের পন্থা অনুকরণ করে আপনাদের প্রত্যেককে বিবাহ করতে আগমন করেছিলেন, দয়া করে আমাকে তা বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

এখানে দ্রৌপদী যাকে রোহিণী বলে সম্বোধন করেছেন তিনি শ্রীবলরামের মাতা রোহিণী নন, ভৌমাসুরের কারাগার থেকে উদ্ধার করা ষোল হাজার রাজকন্যার অন্যতমা, ইনি আরেক রোহিণী। সকল ষোল সহস্র মহিষীর প্রতিনিধি ও নীতিগতভাবে শ্রীকৃষ্ণের আটজন প্রধানা মহিষীর সমান রূপে দ্রৌপদী তাঁকে সম্বোধন করেছিলেন।

শ্লোক ৮

শ্রীরুক্মিণ্যুবাচ

চৈদ্যায় মার্পয়িতুমুদ্যতকার্মুকেষু
রাজস্বজেয়ভটশেখরিতাঙ্ঘ্রিরেণুঃ ।
নিন্যে মৃগেন্দ্র ইব ভাগমজাবিযূথাৎ
তচ্ছ্রীনিকেতচরণোঽস্তু মমার্চনায় ॥ ৮ ॥

শ্রী-রুক্মিণী উবাচ—শ্রীরুক্মিণী বললেন; **চৈদ্যায়**—শিশুপালের কাছে; **মা**—আমাকে; **অর্পয়িতুম্**—অর্পণ করার জন্য; **উদ্যত**—ধারণপূর্বক প্রস্তুত; **কার্মুকেষু**—ধনুকসমূহ; **রাজসু**—রাজারা যখন; **অজেয়**—অজেয়; **ভট্**—সৈন্যদের; **শেখরিত**—শিরে স্থাপন করে; **অঙ্ঘ্রি**—যাঁর পাদদ্বয়ের; **রেণুঃ**—ধূলি; **নিন্যে**—তিনি হরণ করেছিলেন; **মৃগেন্দ্রঃ**—একটি সিংহ; **ইব**—যেন; **ভাগম্**—তার ভাগ; **অজ**—ছাগলের; **অবি**—এবং ভেড়া; **যূথাৎ**—একটি দল থেকে; **তৎ**—তাঁর; **শ্রী**—লক্ষ্মীদেবীর; **নিকেত**—নিবাস; **চরণঃ**—পাদদ্বয়; **অস্তু**—হোক; **মম**—আমার; **অর্চনায়**—আরাধ্য।

অনুবাদ

শ্রীরুক্মিণী বললেন—শিশুপালের কাছে অর্পিত হব তা নিশ্চিত করার জন্য সকল রাজারা যখন তাদের ধনুক ধারণ করে প্রস্তুত হল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যাঁর পদদ্বয়ের ধূলি অপরাজিত যোদ্ধারাও তাদের মস্তকে ধারণ করে, তিনি ঠিক যেভাবে একটি সিংহ বলপূর্বক ছাগল ও ভেড়াদের মধ্য থেকে তার ভাগ গ্রহণ করে, ঠিক সেভাবে তাদের মধ্য থেকে আমাকে হরণ করলেন। আমি যেন সকল সময় শ্রীনিবাসের সেই চরণদ্বয় পূজা করার অনুমোদন প্রাপ্ত হই।

তাৎপর্য

ভগবান কৃষ্ণের রুক্মিণী হরণ লীলা *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধের ৫২তম অধ্যায় থেকে ৫৪তম অধ্যায় পর্যন্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৯

শ্রীসত্যভামোবাচ

যো মে সনাভিবধতপ্তহৃদা ততেন
লিপ্তাভিশাপমপমার্ষ্টুমুপাজহার ।
জিত্বর্ক্ষরাজমথ রত্নমদাৎ সতেন
ভীতঃ পিতাদিশত মাং প্রভবেঽপি দত্তাম্ ॥ ৯ ॥

শ্রী-সত্যভামা উবাচ—শ্রীসত্যভামা বললেন; **যঃ**—যে; **মে**—আমার; **সনাভি**—ভ্রাতার; **বধ**—বধ দ্বারা; **তপ্ত**—পীড়িত; **হৃদা**—যার হৃদয়; **ততেন**—আমার পিতা দ্বারা; **লিপ্ত**—কলঙ্কিত; **অভিশাপম্**—দোষারোপ দ্বারা; **অপমার্ষ্টুম্**—মোচনের জন্য; **উপাজহার**—তিনি দূর করলেন; **জিত্বা**—পরাজিত করার পর; **ঋক্ষ-রাজম্**—ভল্লুকরাজ জাম্ববান; **অথ**—অতঃপর; **রত্নম্**—মণিটি (স্যমন্তক); **আদাৎ**—প্রদান করলেন; **সঃ**—তিনি; **তেন**—এই কারণে; **ভীতঃ**—ভীত; **পিতা**—আমার পিতা; **আদিশত**—নিবেদন করলেন; **মাম্**—আমাকে; **প্রভবে**—ভগবানকে; **অপি**—যদিও; **দত্তাম্**—ইতিমধ্যে প্রদত্ত।

অনুবাদ

শ্রীসত্যভামা বললেন—সিংহের দ্বারা বনমধ্যে আমার পিতৃব্য নিহত হলে ভ্রাতৃবধহেতু পীড়িত হৃদয় আমার পিতা সেই হত্যার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে দায়ী করেছিলেন। ভগবান তাঁর সেই কলঙ্ক মোচনের জন্য ভল্লুকরাজকে পরাজিত করে স্যমন্তক মণিটি ফিরিয়ে আনলেন, যা অতঃপর তিনি আমার পিতাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তার অপরাধের ফলাফলের জন্য ভীত হয়ে আমার পিতা আমাকে ভগবানের কাছে নিবেদন করলেন, যদিও আমি ইতিমধ্যে অন্যান্যদের নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম।

তাৎপর্য

এই স্কন্ধের ষট্‌পঞ্চাশ (৫৬) অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাজা সত্রাজিৎ ইতিমধ্যে তাঁর কন্যার বিবাহ প্রথমে অক্রূর ও পরে পুনরায় অন্যান্য আরো পাণিপ্রার্থীদের সঙ্গে প্রদানের প্রতিশ্রুতি দ্বারা নিজেকে বিপদগ্রস্ত করেছিলেন। কিন্তু স্যমন্তকমণির প্রত্যাবর্তনের পর তিনি লজ্জা অনুভব করে পরিবর্তে তাঁর কন্যাকে ভগবান কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদন করলেন। শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে প্রভবে ("ভগবানের প্রতি") শব্দটি অন্যের প্রতি ইতিমধ্যে প্রতিশ্রুত এক বধূকে কৃষ্ণকে নিবেদন করার উপযুক্ততা বিষয়ে সন্দেহের উত্তর প্রদান করে। কারো নিজস্ব সমস্ত কিছুই ভগবানকে নিবেদন করা সম্পূর্ণরূপে যথাযথ এবং তাঁকে কোনকিছু দিতে না চাওয়াটি অযথার্থ।

শ্লোক ১০

শ্রীজাম্ববত্যুবাচ
প্রাজ্ঞায় দেহকৃদমুং নিজনাথদৈবং
সীতাপতিং ত্রিণবহান্যমুনাভ্যযুধ্যৎ ।
জ্ঞাত্বা পরীক্ষিত উপাহরদর্হণং মাং
পাদৌ প্রগৃহ্য মণিনাহমমুষ্য দাসী ॥ ১০ ॥

শ্রী-জাম্ববতী উবাচ—শ্রীজাম্ববতী বললেন; **প্রাজ্ঞায়**—জানতে না পেরে; **দেহ**—আমার দেহের; **কৃৎ**—নির্মাতা (আমার পিতা); **অমুম্**—তাঁর; **নিজ**—তার নিজ; **নাথ**—প্রভু রূপে; **দৈবম্**—এবং আরাধ্য বিগ্রহ; **সীতা**—সীতাদেবীর; **পতিম্**—পতি; **ত্রি**—তিন; **নব**—নয়গুণ; **অহানি**—দিনের জন্য; **অমুনা**—তাঁর সঙ্গে; **অভ্যযুধ্যৎ**—তিনি যুদ্ধ করলেন; **জ্ঞাত্বা**—হৃদয়ঙ্গম করে; **পরীক্ষিতঃ**—পরীক্ষা দ্বারা; **উপাহরৎ**—তিনি উপহার প্রদান করলেন; **অর্হণম্**—শ্রদ্ধার্ঘ রূপে; **মাম্**—আমাকে; **পাদৌ**—তাঁর পাদদ্বয়; **প্রগৃহ্য**—ধারণ করে; **মণিনা**—মণি সহ; **অহম্**—আমি; **অমুষ্য**—তাঁর; **দাসী**—দাসী।

অনুবাদ

শ্রীজাম্ববতী বললেন—শ্রীকৃষ্ণ যে তার নিজ প্রভু ও আরাধ্য বিগ্রহ সীতাপতি ছাড়া আর কেউ নন, তা জানতে না পেরে আমার পিতা তাঁর সঙ্গে সাতাশ দিন যাবৎ যুদ্ধ করেছিলেন। অবশেষে তিনি তাঁর সম্বিৎ লাভ করলেন এবং ভগবানকে চিনতে পারলেন। তিনি তাঁর পাদদ্বয় জড়িয়ে ধরলেন এবং স্যমন্তক মণিসহ আমাকে তাঁর শ্রদ্ধার প্রতীক রূপে তাঁকে উপহার প্রদান করলেন। আমি ভগবানের দাসী মাত্র।

তাৎপর্য

বহু সহস্র বৎসর পূর্বে জাম্ববান ছিলেন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সেবক। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, জাম্ববতীর কাহিনী শ্রবণ করে উপস্থিত রমণীরা তাকে সেই মেয়ে বলে চিনতে পারলেন যাকে জাম্ববান একবার ভগবান শ্রীরামের পত্নী হওয়ার জন্য তাঁকে নিবেদন করেছিলেন। যেহেতু ভগবান রাম কেবলমাত্র একজন পত্নী গ্রহণের সংকল্প করেছিলেন, তখন তিনি তাকে গ্রহণ করতে পারেন নি, কিন্তু গ্রহণ করলেন, যখন তিনি দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ রূপে ফিরে এলেন। অন্যান্য রাণীরা এইজন্য জাম্ববতীকে সম্মান প্রদান করতে চাইতেন, কিন্তু তিনি বিনীতভাবে উত্তর প্রদান করতেন, "আমি ভগবানের দাসী মাত্র"।

কিভাবে জাম্ববতী ও সত্যভামা ভগবান কৃষ্ণের পত্নী হয়েছিলেন দশম স্কন্ধের ষট্‌পঞ্চাশ (৫৬) অধ্যায়ে তা বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১১

শ্রীকালিন্দ্যুবাচ

তপশ্চরন্তীমাজ্ঞায় স্বপাদস্পর্শনাশয়া ।
সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎ পাণিং যোঽহং তদ্‌গৃহমার্জনী ॥ ১১ ॥

শ্রী-কালিন্দী উবাচ—শ্রীকালিন্দী বললেন; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **চরন্তীম্**—পালন করছি; **আজ্ঞায়**—অবগত হয়ে; **স্ব**—তাঁর; **পাদ**—পাদদ্বয়ের; **স্পর্শন**—স্পর্শের জন্য; **আসয়া**—আকাঙ্ক্ষায়; **সখ্যা**—তাঁর সখার (অর্জুন) সঙ্গে একত্রে; **উপেত্য**—আগমন পূর্বক; **অগ্রহীৎ**—গ্রহণ করলেন; **পাণিম্**—আমার হস্ত; **যঃ**—যে; **অহম্**—আমি; **তৎ**—তাঁর; **গৃহ**—গৃহের; **মার্জনী**—মার্জনকারিণী।

অনুবাদ

শ্রীকালিন্দী বললেন—ভগবান জানতেন, একদিন তাঁর পাদপদ্ম স্পর্শ করব এই আশায় আমি কঠোর তপশ্চর্যা পালন করছিলাম। তাই তিনি তাঁর সখা অর্জুনের সঙ্গে আমার কাছে আগমন করে আমার পাণিগ্রহণ করলেন। এখন আমি তাঁর প্রাসাদে একজন মার্জনকারিণী রূপে যুক্ত রয়েছি।

শ্লোক ১২

শ্রীমিত্রবিন্দোবাচ

যো মাং স্বয়ম্বর উপেত্য বিজিত্য ভূপান্
নিন্যে শ্বযূথগমিবাত্মবলিং দ্বিপারিঃ ।
ভ্রাতৃংশ্চ মেঽপকুরুতঃ স্বপুরং শ্রিয়ৌকস্
তস্যাস্তু মেঽনুভবমঙ্ঘ্র্যবনেজনত্বম্ ॥ ১২ ॥

শ্রী-মিত্রবৃন্দা উবাচ—শ্রীমিত্রবিন্দা বললেন; **যঃ**—যে; **মাম্**—আমাকে; **স্বয়ং-বরে**—আমার স্বয়ম্বরের সময়; **উপেত্য**—উপস্থিত হয়ে; **বিজিত্য**—পরাজিত করার পর; **ভূ-পান্**—রাজাদের; **নিন্যে**—গ্রহণ করেছিলেন; **শ্ব**—কুকুরের; **যূথ**—এক দলের মধ্যে; **গম্**—গমন করে; **ইব**—যেন; **আত্ম**—নিজ; **বলীম্**—অংশ; **দ্বিপ-অরিঃ**—একটি সিংহ ("হাতীর শত্রু"); **ভ্রাতৄণ্**—ভ্রাতাদের; **চ**—এবং; **মে**—আমার; **অপকুরুতঃ**—তাঁকে অপমানকারী; **স্ব**—তাঁর; **পুরম্**—রাজধানী; **শ্রী**—লক্ষ্মীদেবীর; **ঔকঃ**—নিবাস; **তস্য**—তাঁর; **অস্তু**—হোন; **মে**—আমার জন্য; **অনু-ভাবম্**—জন্মে জন্মে; **অঙ্ঘ্রি**—পাদদ্বয়; **অবনেজনত্বম্**—প্রক্ষালনের মর্যাদা।

অনুবাদ

শ্রীমিত্রবিন্দা বললেন—আমার স্বয়ম্বর সভায় তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁকে অপমান করার স্পর্ধাসম্পন্ন আমার ভ্রাতা সহ উপস্থিত সমস্ত রাজাদের পরাজিত করে, ঠিক যেমন একটি সিংহ একদল কুকুরের মধ্য থেকে তার শিকার হরণ করে, সেইভাবে তিনি আমাকে হরণ করলেন। এইভাবে লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয় ভগবান কৃষ্ণ আমাকে তাঁর রাজধানীতে আনয়ন করেছিলেন। আমি যেন জন্মে জন্মে তাঁর চরণদ্বয় প্রক্ষালনের দ্বারা তাঁর সেবার অনুমোদন লাভ করি।

শ্লোক ১৩-১৪

শ্রীসত্যোবাচ

সপ্তোক্ষণোঽতিবলবীর্যসুতীক্ষ্ণশৃঙ্গান্
পিত্রা কৃতান্ ক্ষিতিপবীর্যপরীক্ষণায় ।
তান্ বীরদুর্মদহনস্তরসা নিগৃহ্য
ক্রীড়ন্ ববন্ধ হ যথা শিশবোঽজতোকান্ ॥ ১৩ ॥
য ইত্থং বীর্যশুল্কাং মাং দাসীভিশ্চতুরঙ্গিণীম্ ।
পথি নির্জিত্য রাজন্যান্নিন্যে তদ্দাস্যমস্তু মে ॥ ১৪ ॥

শ্রী-সত্যা উবাচ—শ্রীসত্যা বললেন; **সপ্ত**—সাতটি; **উক্ষণঃ**—বৃষ; **অতি**—মহা; **বল**—বল; **বীর্য**—বীর্য; **সু**—অত্যন্ত; **তীক্ষ্ণ**—তীক্ষ্ণ; **শৃঙ্গান্**—শৃঙ্গ; **পিত্রা**—আমার পিতার দ্বারা; **কৃতান্**—আয়োজন করেছিলেন; **ক্ষিতিপ**—রাজাদের; **বীর্য**—শক্তিমত্তা; **পরীক্ষণায়**—পরীক্ষার জন্য; **তান্**—তাদের (বৃষদের); **বীর**—বীরদের; **দুর্মদ**—দর্প; **হনঃ**—বিনাশী; **তরসা**—অনায়াসে; **নিগৃহ্য**—দমনপূর্বক; **ক্রীড়ন্**—ক্রীড়া করতে করতে; **ববন্ধ হ**—তিনি বন্ধন করলেন; **যথা**—যেমন; **শিশবঃ**—শিশু; **অজ**—ছাগ; **তোকান্**—শিশুকে; **যঃ**—যে; **ইত্থম্**—এইভাবে; **বীর্য**—বীরত্ব; **শুল্কাম্**—যার মূল্য; **মাম্**—আমাকে; **দাসীভিঃ**—দাসীদের সঙ্গে; **চতুঃ-অঙ্গিণীম্**—চতুঃবাহিনী (রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতিক) সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত; **পথি**—পথে; **নির্জিত্য**—পরাজিত করে; **রাজন্যান্**—রাজাদের; **নিন্যে**—তিনি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন; **তৎ**—তাঁর; **দাস্যম্**—দাস্য; **অস্তু**—হোক; **মে**—আমার।

অনুবাদ

শ্রীসত্যা বললেন—অত্যন্ত বল ও বীর্য সম্পন্ন ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ বিশিষ্ট সাতটি বৃষকে আমার পাণিপ্রার্থী রাজাদের বিক্রম পরীক্ষার জন্য আমার পিতা এনেছিলেন। যদিও এই সকল বৃষসমূহ বহু বীরের দর্পনাশ করেছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসে তাদের দমন করে, শিশু যেমন ক্রীড়াচ্ছলে ছাগ শিশুকে বন্ধন করে সেইভাবে তাদের বন্ধন করলেন। এইভাবে তাঁর বীরত্বের মূল্যে তিনি আমাকে ক্রয় করলেন। তারপর তিনি আমার দাসীগণ ও চতুঃবাহিনীর এক পূর্ণ সেনাবাহিনীসহ আমাকে নিয়ে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে তাঁর বিরোধী সকল রাজাদের পরাজিত করলেন। আমি যেন সেই ভগবানের সেবার সুযোগ লাভ করি।

শ্লোক ১৫-১৬

শ্রীভদ্রোবাচ

পিতা মে মাতুলেয়ায় স্বয়মাহূয় দত্তবান্ ।
কৃষ্ণে কৃষ্ণায় তচ্চিত্তামক্ষৌহিণ্যা সখীজনৈঃ ॥ ১৫ ॥
অস্য মে পাদসংস্পর্শো ভবেজ্জন্মনি জন্মনি ।
কর্মভির্ভ্রাম্যমাণায়া যেন তচ্ছ্রেয় আত্মনঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রী-ভদ্রা উবাচ—শ্রীভদ্রা বললেন; **পিতা**—পিতা; **মে**—আমার; **মাতুলেয়ায়**—আমার মামাতো ভাইকে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **আহুয়**—আমন্ত্রণ করে; **দত্তবান্**—প্রদান করলেন; **কৃষ্ণে**—হে কৃষ্ণা (দ্রৌপদী); **কৃষ্ণায়**—ভগবান কৃষ্ণকে; **তৎ**—তাঁর প্রতি মগ্ন ছিল; **চিত্তাম্**—যার চিত্ত; **অক্ষৌহিণ্যা**—এক অক্ষৌহিণী সেনা প্রহরী; **সখীজনৈঃ**—এবং আমার সখীগণ সহ; **অস্য**—তাঁর; **মে**—আমার জন্য; **পাদ**—পাদদ্বয়ের; **সংস্পর্শঃ**—স্পর্শ; **ভবেৎ**—হোক; **জন্মনি জন্মনি**—জন্মে জন্মে; **কর্মভিঃ**—কর্মফল বশত; **ভ্রাম্যমাণায়া**—ভ্রাম্যমাণ হলেও; **যেন**—যেন; **তৎ**—সেই; **শ্রেয়ঃ**—পরম পূর্ণতা; **আত্মনঃ**—আমার।

অনুবাদ

শ্রীভদ্রা বললেন—হে দ্রৌপদী, তার নিজ স্বাধীন ইচ্ছায় আমার পিতা তার ভাগীনেয় কৃষ্ণকে আমন্ত্রণ করলেন, যাঁকে আমি ইতিমধ্যেই আমার হৃদয় উৎসর্গ করেছিলাম। আমার পিতা এক অক্ষৌহিণী সেনারক্ষী এবং আমার অনুগামী সখীগণ সহ আমাকে ভগবানের কাছে প্রদান করলেন। আমি কর্মফল বশত জন্মে জন্মে ভ্রমণ করলেও সর্বদা যেন শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম স্পর্শ করার অনুমোদন লাভ করি, এই আমার পরম প্রাপ্তি।

তাৎপর্য

আত্মনঃ শব্দটি দ্বারা রাণী ভদ্রা শুধু নিজের জন্যই বললেন না, বরং সকল জীবের জন্য বললেন। ইহ জগত ও পরজগত বা মোক্ষে, উভয়ক্ষেত্রেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিতেই হচ্ছে আত্মার সার্থকতা (*শ্রেয় আত্মনঃ*)।

শ্রীল জীব গোস্বামী ভাষ্য প্রদান করেছেন যে যদিও সভ্য সমাজে সাধারণত প্রকাশ্যে গুরুদেব বা পতির নাম বলা অশ্রদ্ধাজনক বিবেচনা করা হয়, কিন্তু ভগবান কৃষ্ণের নামটি হচ্ছে অনবদ্য—কৃষ্ণনামের বিশুদ্ধ উচ্চারণ, ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধার সর্বোত্তম প্রকাশরূপে প্রশংসনীয়। *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৪/১৯) যেমন বলা হয়েছে *যস্য নাম মহদ্ যশঃ* অর্থাৎ "ভগবানের পবিত্র নাম পরম মহিমাময়"।

শ্লোক ১৭

শ্রীলক্ষ্মণোবাচ

মমাপি রাজ্ঞ্যচ্যুতজন্মকর্ম
　　শ্রুত্বা মুহুর্নারদগীতমাস হ ।
চিত্তং মুকুন্দে কিল পদ্মহস্তয়া
　　বৃতঃ সুসংমৃশ্য বিহায় লোকপান্ ॥ ১৭ ॥

শ্রী-লক্ষ্মণা উবাচ—শ্রীলক্ষ্মণা বললেন; **মম**—আমার; **অপি**—ও; **রাজ্ঞি**—হে রাণী; **অচ্যুত**—ভগবান কৃষ্ণের; **জন্ম**—জন্ম সম্বন্ধে; **কর্ম**—এবং কর্ম; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **মুহুঃ**—বারম্বার; **নারদ**—নারদ মুনি দ্বারা; **গীতম্**—গীত; **আস হ**—হয়েছিল; **চিত্তম্**—আমার হৃদয়; **মুকুন্দে**—মুকুন্দের প্রতি (স্থির); **কিল**—বস্তুত; **পদ্ম-হস্তয়া**—লক্ষ্মীদেবী, যিনি তাঁর হাতে পদ্ম ধারণ করেন; **বৃতঃ**—বরণ করেছিলেন; **সু**—সযত্নে; **সংমৃশ্য**—বিবেচনাপূর্বক; **বিহায়**—পরিত্যাগ করে; **লোক**—গ্রহসমূহের; **পান্**—শাসকগণ।

অনুবাদ

শ্রীলক্ষ্মণা বললেন—হে রাণী, আমি নারদমুনিকে বারম্বার অচ্যুতের আবির্ভাব ও আচরণসমূহ কীর্তন করতে শ্রবণ করেছিলাম, তার ফলে আমার হৃদয়ও সেই ভগবান মুকুন্দের প্রতি আসক্ত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, দেবী পদ্মহস্তাও বিভিন্ন গ্রহ শাসনকারী মহান দেবতাদের পরিত্যাগ করে, সযত্ন বিবেচনাপূর্বক তাঁকে তার পতি রূপে বরণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

জ্ঞাত্বা মম মতং সাধ্বি পিতা দুহিতৃবৎসলঃ ।
বৃহৎসেন ইতি খ্যাতস্তত্রোপায়মচীকরৎ ॥ ১৮ ॥

জ্ঞাত্বা—জানতে পেরে; **মম**—আমার; **মতম্**—মত; **সাধ্বি**—হে সাধ্বি; **পিতা**—আমার পিতা; **দুহিতৃ**—তার কন্যার প্রতি; **বৎসলঃ**—স্নেহপরায়ণ; **বৃহৎসেন ইতি খ্যাতঃ**—বৃহৎসেন রূপে পরিচিত; **তত্র**—তখন; **উপায়ম্**—উপায়; **অচীকরৎ**—আয়োজন করলেন।

অনুবাদ

হে সাধ্বি, কন্যাবৎসল আমার পিতা বৃহৎসেন আমার মনোভাব জানতে পেরে, আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন।

শ্লোক ১৯

যথা স্বয়ংবরে রাজ্ঞি মৎস্যঃ পার্থেপ্সয়া কৃতঃ ।
অয়ং তু বহিরাচ্ছন্নো দৃশ্যতে স জলে পরম্ ॥ ১৯ ॥

যথা—ঠিক যেমন; **স্বয়ংবরে**—(আপনার) স্বয়ংবর অনুষ্ঠানে; **রাজ্ঞি**—হে রাণী; **মৎস্য**—একটি মৎস্য; **পার্থ**—অর্জুন; **ঈপ্সয়া**—প্রাপ্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায়; **কৃতঃ**—লক্ষ স্থির করেছিলেন; **অয়ম্**—এই (মৎস্য); **তু**—কিন্তু; **বহিঃ**—বাহ্যত; **আচ্ছন্নঃ**—আচ্ছাদিত; **দৃশ্যতে**—দেখা যাচ্ছিল; **সঃ**—তা; **জলে**—জলে; **পরম**—মাত্র।

অনুবাদ

হে রাণী, ঠিক যেমন আপনার স্বয়ম্বর সভায় অর্জুনকে আপনার পতিরূপে নিশ্চিত করতে একটি মৎস্য ব্যবহার করা হয়েছিল, তেমনি আমার অনুষ্ঠানেও একটি মৎস্য ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে, তা চতুর্দিক থেকে গোপন ছিল এবং কেবলমাত্র নীচে একটি পাত্রের জলের মধ্যে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছিল।

তাৎপর্য

অত্যন্ত দক্ষ ধনুর্ধারী রূপে অর্জুন বিখ্যাত ছিলেন। তাহলে কেন তিনি শ্রীমতী লক্ষ্মণার স্বয়ংবর অনুষ্ঠানে সেই মৎস্য লক্ষ্য ভেদ করতে পারেন নি, ঠিক যেমন পূর্বে একবার তিনি দ্রৌপদীকে জয় করার জন্য করেছিলেন? শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে লক্ষ্যটি কেবলমাত্র অংশত আচ্ছন্ন ছিল, যাতে লক্ষ্যভেদী স্তম্ভের দিকে সোজা তাকালে, যেখানে তা স্থাপন করা হয়েছিল, সেটি দেখতে পারে। কিন্তু লক্ষ্মণার লক্ষ্যে আঘাত করার জন্য একই সময়ে উপরে ও নীচের দিকে দর্শন করার মাধ্যমে লক্ষ্য স্থির করার প্রয়োজন ছিল, যা কোন মানুষের পক্ষে অসম্ভব কার্য। তাই কেবলমাত্র কৃষ্ণই লক্ষ্যে আঘাত করতে পেরেছিলেন।

শ্লোক ২০

শ্রুত্বৈতৎ সর্বতো ভূপা আয়যুর্মৎ পিতুঃ পুরম্ ।
সর্বাস্ত্রশস্ত্রতত্ত্বজ্ঞাঃ সোপাধ্যায়াঃ সহস্রশঃ ॥ ২০ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; **এতৎ**—তা; **সর্বতঃ**—সকল স্থান থেকে; **ভূপাঃ**—রাজারা; **আয়যুঃ**—আগমন করেছিল; **মৎ**—আমার; **পিতুঃ**—পিতার; **পুরম্**—নগরে; **সর্ব**—সকল; **অস্ত্র**—তীর রূপে বিদ্ধকারী অস্ত্র বিষয়ক; **শস্ত্র**—এবং অন্যান্য অস্ত্র; **তত্ত্ব**—বিজ্ঞানের; **জ্ঞাঃ**—দক্ষ বিশারদরা; **স**—সহ; **উপাধ্যায়াঃ**—তাদের আচার্যগণ; **সহস্রশঃ**—সহস্র সহস্র।

অনুবাদ

এই কথা শ্রবণ করে অস্ত্রশস্ত্রে দক্ষ সহস্র সহস্র রাজারা তাঁদের সেনা-আচার্যগণ সহ সকল দিক থেকে আমার পিতার নগরীতে আগমন করলেন।

শ্লোক ২১

পিত্রা সম্পূজিতাঃ সর্বে যথাবীর্যং যথাবয়ঃ ।
আদদুঃ সশরং চাপং বেদ্ধুং পর্ষদি মদ্ধিয়ঃ ॥ ২১ ॥

পিত্রা—আমার পিতা দ্বারা; **সম্পূজিতাঃ**—সম্পূর্ণরূপে সম্মানিত; **সর্বে**—তাদের সকলে; **যথা**—অনুসারে; **বীর্যম্**—বল; **যথা**—অনুসারে; **বয়ঃ**—বয়স; **আদদুঃ**—তারা গ্রহণ করলেন; **স**—নিজ; **শরম্**—বাণ; **চাপম্**—ধনুক; **বেদ্ধুম্**—ভেদ করার জন্য (লক্ষ্য); **পর্ষদি**—সভামধ্যে; **মৎ**—আমাতে (স্থির); **ধিয়ঃ**—যাদের মন।

অনুবাদ

আমার পিতা প্রত্যেক রাজাকে তাদের শক্তি ও বয়োজ্যেষ্ঠতা অনুসারে যথাযথভাবে সম্মান করলেন। অতঃপর আমাতে নিবদ্ধ হৃদয় রাজারা ধনুর্বাণ গ্রহণ করলেন এবং একে একে সভামধ্যে লক্ষ্যভেদ করার চেষ্টা করলেন।

তাৎপর্য

আচার্যবর্গের মতানুসারে, কেবল সেই সকল রাজারাই, যাঁরা রাজকন্যার পাণিগ্রহণে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন, লক্ষ্যভেদ করার চেষ্টার সাহস করেছিলেন।

শ্লোক ২২

আদায় ব্যসৃজন্ কেচিৎ সজ্যং কর্তুমণীশ্বরাঃ ।
আকোষ্ঠং জ্যাং সমুৎকৃষ্য পেতুরেকেঽমুনাহতাঃ ॥ ২২ ॥

আদায়—গ্রহণ করার পর; **ব্যসৃজন্**—ধনুক; **কেচিৎ**—তাদের কেউ কেউ; **সজ্যম্**—জ্যা; **কর্তুম্**—রোপন করতে; **অনীশ্বরাঃ**—অসমর্থ; **আ-কোষ্ঠম্**—অগ্রভাগ পর্যন্ত (ধনুকের); **জ্যাম্**—জ্যা; **সমুৎকৃষ্য**—আকর্ষণ করলেও; **পেতুঃ**—পতিত হলেন; **একে**—কেউ কেউ; **অমুনা**—তার (ধনুক) দ্বারা; **হতাঃ**—হত হয়ে।

অনুবাদ

তাঁদের কেউ কেউ ধনুক গ্রহণ করেও তাতে জ্যা রোপণ করতে পারলেন না এবং তাই হতাশায় তাঁরা তা নিক্ষেপ করেছিলেন। কেউ কেউ ধনুকের অগ্রভাগ পর্যন্ত ধনুকের ছিলাকে আকর্ষণ করতে পারলেও, সেই ধনুকের ছিলা ফিরে এসে তাঁদের আঘাত করে ভূপতিত করল।

শ্লোক ২৩

সজ্যং কৃত্বাপরে বীরা মাগধাম্বষ্ঠচেদিপাঃ ।
ভীমো দুর্যোধনঃ কর্ণো নাবিদংস্তদবস্থিতিম্ ॥ ২৩ ॥

সজ্যম্—জ্যা সংযোগ; **কৃত্বা**—করে (ধনুক); **অপরে**—অন্যান্য; **বীরাঃ**—বীরগণ; **মাগধ**—মগধরাজ (জরাসন্ধ); **অম্বষ্ঠ**—অম্বষ্ঠের রাজা; **চেদি-পাঃ**—চেদির শাসক (শিশুপাল); **ভীমঃ দুর্যোধনঃ কর্ণঃ**—ভীম, দুর্যোধন ও কর্ণ; **ন অবিদন্**—তাঁরা জানতে পারলেন না; **তদ্**—তার (লক্ষ্যের); **অবস্থিতিম্**—অবস্থান।

অনুবাদ

কয়েকজন বীর—প্রধানত জরাসন্ধ, শিশুপাল, ভীম, দুর্যোধন, কর্ণ এবং অম্বষ্ঠের রাজা ধনুকে জ্যা রোপণ করতে সফল হলেন, কিন্তু তাঁদের কেউই লক্ষ্যের অবস্থান জানতে পারেননি।

তাৎপর্য

এই সকল রাজারা দৈহিকভাবে অত্যন্ত বলশালী ছিলেন, কিন্তু তাঁরা কেউই লক্ষ্যকে প্রাপ্ত হতে যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন না।

শ্লোক ২৪

মৎস্যাভাসং জলে বীক্ষ্য জ্ঞাত্বা চ তদবস্থিতিম্ ।
পার্থো যত্তোঽসৃজদ্ বাণং নাচ্ছিনৎ পস্পৃশে পরম্ ॥ ২৪ ॥

মৎস্য—মৎস্যের; **আভাসম্**—আভাস; **জলে**—জলে; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **জ্ঞাত্বা**—জানতে পেরে; **চ**—এবং; **তৎ**—তার; **অবস্থিতিম্**—অবস্থান; **পার্থঃ**—অর্জুন; **যত্তঃ**—সযত্নে লক্ষ্য স্থির করে; **অসৃজৎ**—নিক্ষেপ করলেন; **বাণম্**—তীর; **অচ্ছিনৎ**—তিনি তা বিদ্ধ করতে পারলেন না; **পস্পৃশে**—তিনি তা স্পর্শ করেছিলেন; **পরম্**—মাত্র।

অনুবাদ

তারপর অর্জুন জলে মৎস্যের আভাস দর্শন করে তার অবস্থান নির্ণয় করলেন। তিনি তখন সযত্নে সেখানে তাঁর তীর নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু লক্ষ্যবস্তুকে বিদ্ধ করতে পারলেন না, সেটি স্পর্শ করেছিলেন মাত্র।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর বর্ণনা অনুযায়ী অন্যান্য রাজাদের চেয়ে অর্জুন অনেক দক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন, কিন্তু নিখুঁতভাবে সেটিকে বিদ্ধ করার কাজে তাঁর শারীরিক বল যথেষ্ট ছিল না।

শ্লোক ২৫-২৬

রাজন্যেষু নিবৃত্তেষু ভগ্নমানেষু মানিষু ।
ভগবান্ ধনুরাদায় সজ্যং কৃত্বাথ লীলয়া ॥ ২৫ ॥
তস্মিন্ সন্ধায় বিশিখং মৎস্যং বীক্ষ্য সকৃজ্জলে ।
ছিত্ত্বেষুণাপাতয়ৎ তং সূর্যে চাভিজিতি স্থিতে ॥ ২৬ ॥

রাজন্যেষু—যখন রাজাগণ; **নিবৃত্তেষু**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **ভগ্ন**—পরাজিত; **মানেষু**—মানী; **মানিষু**—দর্প; **ভগবান্**—ভগবান; **ধনুঃ**—ধনুক; **আদায়**—গ্রহণ করে; **সজ্যম কৃত্বা**—তাতে জ্যা আরোপ করে; **অথ**—তখন; **লীলয়া**—ক্রীড়ারূপে; **তস্মিন্**—তাতে; **সন্ধায়**—সংযোজন করে; **বিশিখম্**—তীর; **মৎস্যাম্**—মৎস্য; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **সকৃৎ**—একবার মাত্র; **জলে**—জলে; **ছিত্ত্বা**—বিদ্ধ করে; **ইষুণা**—তীর দ্বারা; **অপাতয়ৎ**—তিনি ভূপতিত করলেন; **তম্**—তা; **সূর্যে**—যখন সূর্য; **চ**—এবং; **অভিজিতে**—অভিজিৎ নক্ষত্রে; **স্থিতে**—অবস্থান করছিল।

অনুবাদ

সকল গর্বিত রাজারা হতগর্ব হয়ে নিবৃত্ত হওয়ার পর পরমেশ্বর ভগবান ধনুক তুলে নিয়ে অনায়াসে তাতে জ্যা আরোপ করলেন এবং তারপর লক্ষ্যের দিকে তাঁর তীর নিবদ্ধ করলেন। সূর্য যখন অভিজিৎ নক্ষত্রে অবস্থান করছিল, তিনি একবার মাত্র জলের মধ্যে মাছের দিকে অবলোকন করে, তীর দিয়ে সেটি বিদ্ধ করে ভূপতিত করলেন।

তাৎপর্য

প্রতিদিন একবার অভিজিৎ নক্ষত্র দিয়ে সূর্য গমন করে, সেই সময়টি বিজয়ী হওয়ার জন্য অত্যন্ত পবিত্র। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর দ্বারা উল্লেখিত হয়েছে যে, সেই নির্দিষ্ট দিনটিতে অভিজিৎ নক্ষত্রের মুহূর্তটি মধ্য দুপুরে সংঘটিত হয়েছিল যা ভগবান কৃষ্ণের পরম শক্তিকে আরো জোরালো করে কারণ সেই সময় লক্ষবস্তুকে দর্শন করা আরো কঠিন হয়ে পড়ে।

শ্লোক ২৭

দিবি দুন্দুভয়ো নেদুর্জয়শব্দযুতা ভুবি ।
দেবাশ্চ কুসুমাসারান্মুমুচুর্হর্ষবিহ্বলাঃ ॥ ২৭ ॥

দিবি—আকাশে; **দুন্দুভয়ঃ**—দুন্দুভি; **নেদুঃ**—ধ্বনিত হল; **জয়**—"জয়"; **শব্দ**—ধ্বনি; **যুতাঃ**—সহ একত্রে; **ভুবি**—ভূতলে; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **চ**—এবং; **কুসুম**—পুষ্পের; **আসারান্**—বর্ষণ; **মুমুচু**—মুক্ত করলেন; **হর্ষ**—আনন্দে; **বিহ্বলাঃ**—অভিভূত হয়ে।

অনুবাদ

আকাশে দুন্দুভি ধ্বনিত হল এবং পৃথিবীর মানুষেরা "জয়! জয়!" ধ্বনি দিল। আনন্দে অভিভূত দেবতারা পুষ্পবর্ষণ করলেন।

শ্লোক ২৮

তদ্ রঙ্গমাবিশমহং কলনূপুরাভ্যাং
পদ্ভ্যাং প্রগৃহ্য কনকোজ্জ্বলরত্নমালাম্ ।
নূত্নে নিবীয় পরিধায় চ কৌশিকাগ্র্যে
সব্রীড়হাসবদনা কবরীধৃতস্রক্ ॥ ২৮ ॥

তৎ—তখন; **রঙ্গম্**—স্বয়ম্বর ক্ষেত্রে; **আবিশম্**—প্রবেশ করলাম; **অহম্**—আমি; **কল**—মধুররূপে ধ্বনিত; **নূপুরাভ্যাম্**—নূপুর যুক্ত; **পদ্ভ্যাম্**—পাদদ্বয়ে; **প্রগৃহ্য**—ধারণ করে; **কনক**—স্বর্ণের; **উজ্জ্বল**—উজ্জ্বল; **রত্ন**—রত্নসমূহ দ্বারা; **মালাম্**—একটি কণ্ঠহার; **নূত্নে**—নতুন; **নিবীয়**—বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ; **পরিধায়**—পরিধান করে; **চ**—এবং; **কৌশিক**—এক জোড়া রেশম বস্ত্র; **অগ্র্যে**—সুন্দর; **সব্রীড়**—সলজ্জ; **হাস**—হাস্য দ্বারা; **বদন**—আমার মুখমণ্ডল; **কবরী**—আমার চুলের খোঁপায়; **ধৃত**—ধৃত; **স্রক্**—ফুলের মালা।

অনুবাদ

ঠিক তখন আমি আমার পায়ের মধুর নূপুর ধ্বনি সহ সেই স্বয়ম্বর সভায় প্রবেশ করলাম। আমি কোমর বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ সুন্দর নতুন রেশমী বস্ত্র পরিধান করেছিলাম এবং স্বর্ণ ও রত্নে নির্মিত একটি উজ্জ্বল কণ্ঠহার বহন করছিলাম। আমার মুখমণ্ডলে ছিল সলজ্জ হাস্য এবং আমার চুলে ছিল ফুলের মালা।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, কিভাবে তিনি ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা স্মরণ করতে গিয়ে শ্রীলক্ষ্মণা এত উত্তেজিত হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর স্বাভাবিক লজ্জা ভুলে গিয়েছিলেন এবং তাঁর আপন বিজয়কে বর্ণনা করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৯

উন্নীয় বক্ত্রমুরুকুন্তলকুণ্ডলত্বিড়্-
গণ্ডস্থলং শিশিরহাসকটাক্ষমোক্ষৈঃ ।
রাজ্ঞো নিরীক্ষ্য পরিতঃ শনকৈর্মুরারের্
অংসেঽনুরক্তহৃদয়া নিদধে স্বমালাম্ ॥ ২৯ ॥

উন্নীয়—উত্তোলন করে; **বক্ত্রম্**—আমার মুখ-মণ্ডল; **উরু**—ঘন; **কুন্তল**—কেশরাশি দ্বারা; **কুণ্ডল**—কুণ্ডলদ্বয়ের; **ত্বিট**—জ্যোতি দ্বারা; **গণ্ডস্থলম্**—যার গণ্ডস্থল; **শিশির**—কান্তিময়; **হাস**—হাস্যযুক্ত; **কট-অক্ষ**—কটাক্ষ দৃষ্টির; **মোক্ষৈঃ**—নিক্ষেপ দ্বারা; **রাজ্ঞঃ**—রাজাগণ; **নিরীক্ষ**—নিরীক্ষণ পূর্বক; **পরিতঃ**—চতুর্দিকে; **শনকৈঃ**—ধীরে ধীরে; **মুরারেঃ**—কৃষ্ণের; **অংশে**—গলদেশে; **অনুরক্ত**—অনুরক্ত; **হৃদয়া**—যার হৃদয়; **নিদধে**—আমি স্থাপন করলাম; **স্ব**—আমার; **মালাম্**—কণ্ঠহার।

অনুবাদ

আমি আমার মুখ উত্তোলন করলাম, যা আমার ঘন কেশ রাশি দ্বারা আবৃত ছিল এবং আমার উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয়ের দীপ্তি আমার গণ্ডস্থল হতে প্রতিফলিত হল। সুশীতল হাস্যে আমি চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। তারপর সকল রাজাকে নিরীক্ষণ করতে করতে আমি ধীরে ধীরে আমার হৃদয় হরণকারী মুরারীর গলদেশে কণ্ঠহারটি অর্পণ করলাম।

শ্লোক ৩০

তাবন্মৃদঙ্গপটহাঃ শঙ্খভের্যানকাদয়ঃ ।
নিনেদুর্নটনর্তক্যো ননৃতুর্গায়কা জগুঃ ॥ ৩০ ॥

তাবৎ—ঠিক তখন; **মৃদঙ্গ-পটহঃ**—মৃদঙ্গ ও পটহ বাদ্য; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **ভেরী**—দুন্দুভি; **আনক**—বিশাল সেনা ঢোলক; **আদয়ঃ**—প্রভৃতি; **নিনেদুঃ**—ধ্বনিত হয়েছিল; **নট**—নর্তকগণ; **নর্তক্যঃ**—এবং নর্তকীগণ; **ননৃতুঃ**—নৃত্য করছিলেন; **গায়কাঃ**—গায়কগণ; **জগুঃ**—গান গাইছিলেন।

অনুবাদ

ঠিক তখন সেখানে শঙ্খ, মৃদঙ্গ, পটহ, ভেরী, আনক প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ধ্বনিত হয়েছিল। নর-নারীরা নৃত্য করতে শুরু করেছিলেন এবং গায়কেরা গান গাইতে শুরু করলেন।

শ্লোক ৩১

এবং বৃতে ভগবতি ময়েশে নৃপযূথপাঃ ।
ন সেহিরে যাজ্ঞসেনি স্পর্ধন্তো হৃচ্ছয়াতুরাঃ ॥ ৩১ ॥

এবম্—এইভাবে; **বৃতে**—বরণ করলে; **ভগবতি**—ভগবান; **ময়া**—আমার দ্বারা; **ঈশে**—শ্রীকৃষ্ণ; **নৃপ**—রাজাদের; **যূথ-পাঃ**—অধিপতিবৃন্দ; **ন সেহিরে**—তা সহ্য করতে পারল না; **যাজ্ঞসেনি**—হে দ্রৌপদী; **স্পর্ধন্তঃ**—কলহপরায়ণ হয়ে উঠে; **হৃৎ-শয়**—কাম দ্বারা; **আতুরাঃ**—পীড়িত হয়েছিল।

অনুবাদ

হে দ্রৌপদী, সেখানে মুখ্য রাজারা আমার পরমেশ্বর ভগবানকে বরণ করা সহ্য করতে পারল না। কাম দ্বারা জ্বলতে জ্বলতে তারা কলহপরায়ণ হয়ে উঠেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ভাষ্য প্রদান করছেন যে, কামনার কলুষ সেই রাজাদের ভগবানের পরম ক্ষমতা দর্শন করার পরও মূর্খের মতো ভগবানের সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত করেছিল।

শ্লোক ৩২

মাং তাবদ্ রথমারোপ্য হয়রত্নচতুষ্টয়ম্ ।
শার্ঙ্গমুদ্যম্য সন্নদ্ধস্তস্থাবাজৌ চতুর্ভুজঃ ॥ ৩২ ॥

মাম্—আমাকে; **তাবৎ**—সেই সময়; **রথম্**—রথে; **আরোপ্য**—উত্তোলন করে; **হয়**—অশ্বসমূহের; **রত্ন**—রত্ন; **চতুষ্টয়ম্**—চতুষ্টয়; **শার্ঙ্গম্**—শার্ঙ্গ নামক তাঁর ধনুক; **উদ্যম্য**—প্রস্তুত করে; **সন্নদ্ধঃ**—তাঁর বর্মে স্থাপন করে; **তস্থৌ**—তিনি দণ্ডায়মান হলেন; **আজৌ**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **চতুঃ**—চার; **ভুজঃ**—হাতে।

অনুবাদ

ভগবান তখন আমাকে তাঁর উত্তম অশ্বচতুষ্টয় দ্বারা আকর্ষিত রথে আরোহণ করালেন। তাঁর বর্ম পরিধান করে এবং তাঁর শার্ঙ্গ ধনুক প্রস্তুত করে তিনি রথে দণ্ডায়মান রইলেন। অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি তাঁর চতুর্ভুজ রূপকে প্রকাশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে তাঁর চতুঃবাহুর দুটি বাহু দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বধূকে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং অন্য দুটি বাহু দিয়ে তিনি তাঁর ধনুক ও বাণসমূহ ধারণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

দারুকশ্চোদয়ামাস কাঞ্চনোপস্করং রথম্ ।
মিষতাং ভূভুজাং রাজ্ঞে মৃগাণাং মৃগরাড়িব ॥ ৩৩ ॥

দারুকঃ—দারুক (শ্রীকৃষ্ণের সারথি); **চোদয়াম্ আস**—চালিত করেছিলেন; **কাঞ্চন**—সুবর্ণ; **উপস্করম্**—পরিচ্ছদ-ভূষিত; **রথম্**—রথ; **মিষতাম্**—দর্শনকারী; **ভূ-ভুজাম্**—রাজারা; **রাজ্ঞি**—হে রাণী; **মৃগাণাম্**—পশুদের; **মৃগরাট্**—পশুরাজ, সিংহ; **ইব**—যেমন।

অনুবাদ

হে রাণী, ক্ষুদ্র পশুরা যেভাবে অসহায়ভাবে একটি সিংহকে দর্শন করে, দারুক চালিত ভগবানের সুবর্ণ পরিচ্ছদ-ভূষিত রথ রাজারা সেইভাবে দর্শন করেছিল।

শ্লোক ৩৪

তেঽন্বসজ্জন্ত রাজন্যা নিষেদ্ধুং পথি কেচন ।
সংযত্তা উদ্ধৃতেষ্বাসা গ্রামসিংহা যথা হরিম্ ॥ ৩৪ ॥

তে—তারা; **অন্বসজ্জন্ত**—পশ্চাতে ধাবিত হয়েছিল; **রাজন্যাঃ**—রাজাগণ; **নিষেদ্ধুম্**—তাঁকে বাধা দিতে; **পথি**—পথে; **কেচন**—তাদের কয়েকজন; **সংযত্তাঃ**—প্রস্তুত; **উদ্ধৃত**—উদ্যত করে; **ইষু-আসাঃ**—ধনুকসমূহ; **গ্রাম-সিংহা**—"গ্রামের সিংহ" (কুকুর); **যথা**—মতো; **হরিম্**—একটি সিংহ।

অনুবাদ

গ্রামের কুকুরেরা যেমন একটি সিংহের পশ্চাতে ধাবিত হয়, সেভাবে রাজারা ভগবানের পশ্চাতে ধাবিত হল। কোন কোন রাজা তাদের ধনুকসমূহ উদ্যত করে, তাঁর গমন পথে তাঁকে বাধা প্রদানের জন্য পথিমধ্যে নিজেরা অবস্থান করছিল।

শ্লোক ৩৫

তে শার্ঙ্গচ্যুতবাণৌঘৈঃ কৃত্তবাহ্বঙ্ঘ্রিকন্ধরাঃ ।
নিপেতুঃ প্রধনে কেচিদেকে সন্ত্যজ্য দুদ্রুবুঃ ॥ ৩৫ ॥

তে—তারা; **শার্ঙ্গ**—ভগবান কৃষ্ণের ধনুক থেকে; **চ্যুত**—নিক্ষেপিত; **বাণ**—বাণসমূহের; **ওঘৈঃ**—বন্যা দ্বারা; **কৃত্ত**—ছিন্ন হয়েছিল; **বাহু**—বাহু; **অঙ্ঘ্রি**—পদ; **কন্ধরাঃ**—এবং স্কন্ধ; **নিপেতুঃ**—পতিত হল; **প্রধনে**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **কেচিৎ**—কেউ; **একে**—কেউ; **সন্ত্যজ্য**—পরিত্যাগ করে; **দুদ্রুবুঃ**—পলায়ন করেছিল।

অনুবাদ

এই সকল যোদ্ধারা ভগবানের শার্ঙ্গ ধনুক থেকে নিক্ষেপিত তীরের বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল। রাজাদের কেউ কেউ বাহু, পদ ও স্কন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হয়েছিল, অবশিষ্ট রাজারা যুদ্ধ পরিত্যাগ করে পলায়ন করেছিল।

শ্লোক ৩৬

ততঃ পুরীং যদুপতিরত্যলঙ্কৃতাং
রবিচ্ছদধ্বজপটচিত্রতোরণাম্ ।

কুশস্থলীং দিবি ভুবি চাভিসংস্তুতাং
সমাবিশৎ তরণিরিব স্বকেতনম্ ॥ ৩৬ ॥

ততঃ—অতঃপর; **পুরীম্**—তাঁর নগরী; **যদুপতি**—যদুপতি; **অতি**—অতিশয়; **অলঙ্কৃতাম্**—অলঙ্কৃতা; **রবিচ্ছদ**—সূর্য আচ্ছাদনকারী; **ধ্বজ**—ধ্বজ; **পট**—পট যুক্ত; **চিত্র**—বিচিত্র; **তোরণাম্**—এবং তোরণ বিশিষ্ট; **কুশস্থলীম্**—দ্বারকা; **দিবি**—স্বর্গে; **ভুবি**—মর্ত্যে; **চ**—এবং; **অভিসংস্তুতাম্**—বন্দিত; **সমাবিশৎ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **তরণিঃ**—সূর্য; **ইব**—যেন; **স্ব**—তার নিজ; **কেতনম্**—আলয়।

অনুবাদ

যদুপতি অতঃপর স্বর্গে ও মর্ত্যে বন্দিত তাঁর রাজধানী কুশস্থলীতে প্রবেশ করলেন। সেই নগরী ধ্বজ পট ও বিচিত্র তোরণ দ্বারা সূর্যকে আচ্ছাদিত করে বিস্তৃতভাবে শোভিত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রবেশ করলেন, তাঁকে মনে হচ্ছিল যেন সূর্যদেব তাঁর আলয়ে প্রবেশ করছেন।

তাৎপর্য

পশ্চিমের পর্বত সমূহ হচ্ছে সূর্যের আলয়, যেখানে তিনি প্রতি সন্ধ্যায় অস্ত যান।

শ্লোক ৩৭

পিতা মে পূজয়ামাস সুহৃৎসম্বন্ধিবান্ধবান্ ।
মহার্হবাসোঽলঙ্কারৈঃ শয্যাসনপরিচ্ছদৈঃ ॥ ৩৭ ॥

পিতা—পিতা; **মে**—আমার; **পূজয়াম্ আস**—পূজা করেছিলেন; **সুহৃৎ**—তার বন্ধু; **সম্বন্ধি**—ঘনিষ্ঠ আত্মীয়; **বান্ধবান্**—পরিবারের অন্যান্য সদস্য; **মহা**—মহা; **অর্হ**—মূল্যবান; **বাসঃ**—বস্ত্র; **অলঙ্কারৈঃ**—অলঙ্কার; **শয্যা**—শয্যা; **আসন**—সিংহাসন; **পরিচ্ছদৈঃ**—এবং অন্যান্য আসবাবপত্র।

অনুবাদ

আমার পিতা মূল্যবান বস্ত্র, অলঙ্কার, রাজকীয় শয্যা, সিংহাসন ও অন্যান্য আসবাবপত্র দ্বারা তার বন্ধু, পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের পূজা করেছিলেন।

শ্লোক ৩৮

দাসীভিঃ সর্বসম্পত্তির্ভটেভরথবাজিভিঃ ।
আয়ুধানি মহার্হাণি দদৌ পূর্ণস্য ভক্তিতঃ ॥ ৩৮ ॥

দাসীভিঃ—দাসীদের সঙ্গে; **সর্ব**—সকল; **সম্পত্তিঃ**—ধনসম্পদে সমৃদ্ধ; **ভট**—পদাতিক সৈন্য; **ইভ**—গজারোহী সৈন্য; **রথ**—রথারোহী সৈন্য; **বাজিভিঃ**—এবং

অশ্বারোহী সৈন্যসমূহ; **আয়ুধানি**—অস্ত্রসমূহ; **মহা-অর্হাণি**—অত্যন্ত মূল্যবান; **দদৌ**—তিনি প্রদান করলেন; **পূর্ণস্য**—যথার্থভাবে পরিপূর্ণ ভগবানকে; **ভক্তিতঃ**—ভক্তিবশত।

অনুবাদ

যথার্থরূপে পরিপূর্ণ ভগবানকে ভক্তি সহকারে তিনি মহামূল্যবান অলঙ্কারে শোভিত দাসীবৃন্দ প্রদান করলেন। এইসকল দাসীদের সঙ্গে ছিল পদাতিক, গজারোহী, রথারোহী ও অশ্বারোহী প্রহরীগণ। তিনি ভগবানকে অত্যন্ত মূল্যবান অস্ত্রসমূহও প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান পূর্ণ এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ। তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কোনকিছুরই তাঁর প্রয়োজন নেই। একথা জেনেও একজন শুদ্ধভক্ত কোন জাগতিক লাভের আশায় নয় কেবলমাত্র প্রেমবশত ভক্তিতঃ ভগবানকে অর্ঘ প্রদান করেন। ফুল, তুলসীপাতা ও জলের মতো ক্ষুদ্র উপহারও ভগবান আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেন, যদি তা প্রীতির সঙ্গে নিবেদিত হয়।

শ্লোক ৩৯

আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ ।
সর্বসঙ্গনিবৃত্ত্যাদ্ধা তপসা চ বভূবিম ॥ ৩৯ ॥

আত্ম-আরামস্য—আত্মারামের; **তস্য**—তাঁর; **ইমাঃ**—এই সকল; **বয়ম্**—আমরা; **বৈ**—বস্তুত; **গৃহ**—গৃহে; **দাসিকাঃ**—দাসী; **সর্ব**—সকল; **সঙ্গ**—জাগতিক সঙ্গের; **নিবৃত্ত্যা**—নিবৃত্ত হওয়ার দ্বারা; **অদ্ধা**—প্রত্যক্ষরূপে; **তপসা**—তপস্যা দ্বারা; **চ**—এবং; **বভূবিম**—হয়েছি।

অনুবাদ

এইভাবে, সকল জাগতিক সঙ্গ পরিত্যাগ করে এবং তপশ্চর্যা পালন করে, আমরা রাণীরা সকলে আত্মারাম ভগবানের নিজ দাসী হয়েছি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, শ্রীমতী লক্ষ্মণা বিব্রত হয়েছিলেন, যখন তিনি হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, তিনি কেবল নিজের সম্বন্ধেই কথা বলছিলেন, আর তাই তাঁর সহ মহিষীদের প্রশংসাকারী এই শ্লোক তিনি বললেন। লক্ষ্মণা তাঁর নম্রতা সহকারে দাবী করছেন যে, কৃষ্ণের রাণীরা সাধারণ পত্নীদের মতো পতিদের তাঁদের অধীনে আনয়ন করেন না আর এইভাবে তাঁরা তাঁর কাছে কেবলমাত্র গৃহস্থালী তত্ত্বাবধায়ক দাসীরূপে বর্ণিত হন। প্রকৃতপক্ষে, যেহেতু ভগবানের রাণীরা

তাঁর অন্তরঙ্গা আনন্দময় শক্তির (*হ্লাদিনী শক্তি*) প্রত্যক্ষ প্রকাশ, তাই তাঁরা তাঁকে তাদের প্রেম দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতেন।

শ্লোক ৪০

মহিষ্য ঊচুঃ

ভৌমং নিহত্য সগণং যুধি তেন রুদ্ধা
জ্ঞাত্বাথ নঃ ক্ষিতিজয়ে জিতরাজকন্যাঃ ।
নির্মুচ্য সংসৃতিবিমোক্ষমনুস্মরন্তীঃ
পাদাম্বুজং পরিণিনায় য আপ্তকামঃ ॥ ৪০ ॥

মহিষ্যঃ ঊচুঃ—অন্যান্য রাণীরা বললেন; **ভৌমম্**—ভৌমাসুর; **নিহত্য**—নিহত করে; **স**—সহ; **গণম্**—তার অনুচরগণ; **যুধি**—যুদ্ধে; **তেন**—তার (ভৌম) দ্বারা; **রুদ্ধাঃ**—বন্দী; **জ্ঞাত্বা**—জানতে পেরে; **অথ**—অতঃপর; **নঃ**—আমাদের; **ক্ষিতি-জয়ে**—পৃথিবী বিজয়ের সময়; **জিত**—পরাজিত; **রাজ**—রাজাদের; **কন্যাঃ**—কন্যাগণ; **নির্মুচ্য**—মুক্ত করে; **সংসৃতি**—সংসার থেকে; **বিমোক্ষম্**—মুক্তির (উৎস); **অনুস্মরন্তীঃ**—নিরন্তর স্মরণপূর্বক; **পাদ-অম্বুজম্**—তাঁর পাদপদ্মদ্বয়; **পরিণিনায়**—বিবাহ করলেন; **যঃ**—যিনি; **আপ্ত-কামঃ**—ইতিমধ্যেই সকল আকাঙ্ক্ষাসমূহে তৃপ্ত।

অনুবাদ

অন্যান্য মহিষীদের পক্ষে বলতে গিয়ে রোহিণীদেবী বললেন—ভৌমাসুর ও তার অনুচরদের নিহত করার পর ভগবান, অসুরের কারাগারে আমাদের প্রাপ্ত হলেন এবং হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন যে, আমরা ছিলাম ভৌমাসুরের পৃথিবী বিজয়ের সময় তার দ্বারা পরাজিত রাজাদের কন্যা। ভগবান আমাদের মুক্ত করে দিলেন এবং যেহেতু আমরা নিরন্তর জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তির উৎসস্বরূপ তাঁর পাদপদ্মের ধ্যান করছিলাম, তাই আত্মকাম হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাদের বিবাহ করতে সম্মত হলেন।

তাৎপর্য

রোহিণীদেবী ছিলেন দ্রৌপদী দ্বারা জিজ্ঞাসিত নয়জন রাণীর মধ্যে একজন, আর তাই এটা ধারণা করা হয়েছে যে, তিনি এখানে ১৬, ০৯৯ জন অন্যান্য রাণীর প্রতিনিধিরূপে কথা বলেছিলেন। লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ তা প্রতিপন্ন করেছেন।

শ্লোক ৪১-৪২

ন বয়ং সাধ্বি সাম্রাজ্যং স্বারাজ্যং ভৌজ্যমপ্যুত ।
বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যং চ আনন্ত্যং বা হরেঃ পদম্ ॥ ৪১ ॥
কাময়ামহ এতস্য শ্রীমৎপাদরজঃ শ্রিয়ঃ ।
কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্যং মূর্ধ্না বোঢুং গদাভৃতঃ ॥ ৪২ ॥

ন—না; **বয়ম্**—আমরা; **সাধ্বি**—হে সাধ্বি রমণী (দ্রৌপদী); **সাম্রাজ্যম্**—সার্বভৌম পদ; **স্বারাজ্যম্**—ইন্দ্র পদ; **ভৌজ্যম্**—তদুভয় ভোগ্য পদ; **অপি উত**—এমন কি; **বৈরাজ্যম্**—অনিমাদি সিদ্ধি; **পারমেষ্ঠ্যম্**—জগৎ স্রষ্টা ব্রহ্মার পদ; **চ**— এবং; **আনন্ত্যম্**—মুক্তি পদ; **বা**—বা; **হরেঃ**—ভগবানের; **পদম্**—আলয়; **কাময়ামহে**—আমরা কামনা করি; **এতস্য**—তাঁর; **শ্রীমৎ**—দিব্য; **পাদ**—পাদদ্বয়ের; **রজঃ**—ধূলি; **শ্রীয়ঃ**—লক্ষ্মীদেবীর; **কুচ**—স্তন থেকে; **কুঙ্কুম**—কুঙ্কুমের; **গন্ধ**—গন্ধ দ্বারা; **আঢ্যম্**—সমৃদ্ধ; **মূর্ধ্না**—আমাদের মস্তকে; **বোঢ়ম্**—বহন করার জন্য; **গদা-ভৃতঃ**—গদা ধারণকারী শ্রীকৃষ্ণের।

অনুবাদ

হে সাধ্বি রমণী, আমরা সার্বভৌম পদ, ইন্দ্র পদ, তদুভয় ভোগ্য পদ, অনিমাদি সিদ্ধি, শ্রীব্রহ্মার পদ, মুক্তিপদ বা ভগবৎ রাজ্যের প্রাপ্তিও চাই না। আমরা কেবলমাত্র লক্ষ্মীদেবীর বক্ষের কুঙ্কুম গন্ধ দ্বারা সমৃদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের পাদদ্বয়ের মহিমাময় ধূলি আমাদের মস্তকে বহন করতে ইচ্ছা করি।

তাৎপর্য

রাজ ক্রিয়াটির অর্থ হচ্ছে "শাসন করা" এবং এর থেকে উদ্ভূত *সাম্রাজ্যম্* শব্দটির অর্থ হল "সমগ্র পৃথিবীর শাসন ভার" এবং *স্বরাজ্যম্* শব্দটির অর্থ হল "স্বর্গের শাসন ভার"। *ভৌজ্যম্* শব্দটি *ভুজ* ক্রিয়া থেকে এসেছে, যার অর্থ হল "উপভোগ করা" এবং তাই এই শব্দটি কারো আকাঙ্ক্ষার উপভোগের ক্ষমতা বোঝায়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর দ্বারা *বিরাট* শব্দটি বর্ণিত হয়েছে *বিবিধং বিরাজতে* (কেউ বিবিধ ধরনের ঐশ্বর্য উপভোগ করে) বাক্যাংশটি উপস্থাপক রূপে এবং বিশেষভাবে অষ্ট যোগসিদ্ধির *অণিমা* ইত্যাদির প্রতি তা নির্দেশ করে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই সমস্ত শব্দগুলির একটি বিকল্প ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, যিনি বলছেন যে *বহ্বৃচ ব্রাহ্মণ* অনুযায়ী এই চারটি শব্দ হচ্ছে চারটি প্রধান দিকের প্রত্যেকটির উপর সার্বভৌম ক্ষমতার প্রদত্ত নাম—যেমন পূর্বের জন্য *সাম্রাজ্য*, দক্ষিণ দিকের জন্য *ভৌজ্য*, পশ্চিম দিকের জন্য *স্বারাজ্য* এবং উত্তর দিকের জন্য *বৈরাজ্য*।

শ্রীকৃষ্ণের রাণীরা পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, তাঁরা এই সকল ক্ষমতার কোনটিই, এমন কি ব্রহ্মার পদ, মোক্ষ, বা ভগবানের রাজ্যে প্রবেশের অধিকারও আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাঁরা কেবলমাত্র লক্ষ্মীদেবীর আরাধ্য, শ্রীকৃষ্ণের পাদদ্বয়ের ধূলি কামনা করেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আমাদের বলছেন যে, এখানে উল্লেখিত লক্ষ্মীদেবী, নারায়ণ মহিষী লক্ষ্মী নন। আচার্য বর্ণনা করছেন যে, লক্ষ্মীদেবী উদ্ধব বর্ণিত *নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদ* (ভাগবত ১০/৪৭/৬০) কঠোর তপশ্চর্যা পালনের পরেও শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সঙ্গ লাভ করতে পারেন নি। বরং, এখানে শ্রী বলতে *বৃহৎ গৌতমীয়* তন্ত্র দ্বারা শনাক্ত, পরম লক্ষ্মীদেবীর কথা বলা হয়েছে—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা ।
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সংমোহিনী পরা ॥

"চিন্ময়ী দেবী শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ অংশ। তিনি সকল লক্ষ্মীদেবীদের প্রধান চরিত্র। তিনি সর্বাকর্ষক ভগবানকে আকর্ষণ করার সকল আকর্ষণীয়তার অধিকারী। তিনি ভগবানের মূল অন্তরঙ্গা শক্তি।"

শ্লোক ৪৩

ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তি পুলিন্দ্যস্তৃণবীরুধঃ ।
গাবশ্চারয়তো গোপাঃ পাদস্পর্শং মহাত্মনঃ ॥ ৪৩ ॥

ব্রজ—ব্রজের; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীগণ; **যৎ**—যেমন; **বাঞ্ছন্তি**—তারা কামনা করেন; **পুলিন্দ্যঃ**—ব্রজের আদিবাসী পুলিন্দ জাতির রমণীরা; **তৃণ**—তৃণ থেকে; **বীরুধঃ**—এবং লতা; **গাবঃ**—গাভীসমূহ; **চারয়তঃ**—চারণশীল; **গোপাঃ**—গোপবালকেরা; **পাদ**—পাদদ্বয়ের; **স্পর্শম্**—স্পর্শ; **মহা-আত্মনঃ**—পরমাত্মার।

অনুবাদ

ব্রজ রমণীরা, গোপবালকেরা, এমন কি আদিবাসী পুলিন্দ রমণীরা তাঁর গোচারণের সময় তৃণলতায় পরিত্যক্ত যে ধূলি সমূহের স্পর্শের বাঞ্ছা করেন, আমরা সেই একই স্পর্শ বাঞ্ছা করি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আমাদের স্মরণ করাচ্ছেন যে, ব্রজের গোপীদের ও দ্বারকার রাণীদের মধ্যে ঈর্ষাপরায়ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা সর্বদা বর্তমান ছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের অধিকারের ক্ষেত্রে গোপীরা দ্বারকার সম্ভ্রান্ত রমণীদের অত্যন্ত চিন্তাজনক

ভীতি রূপে বিবেচনা করতেন। তাঁদের এই আশঙ্কা তাঁরা উদ্ধবের কাছে স্বীকার করেছিলেন—

কস্মাৎ কৃষ্ণ ইহায়াতি প্রাপ্তরাজ্যো হতাহিতঃ ।
নরেন্দ্রকন্যা উদ্বাহ্য প্রীতঃ সর্বসুহৃদ্‌বৃতঃ ॥

"রাজ্য জয়ের পর, তাঁর শত্রুদের হত্যা করার পর এবং রাজকন্যাদের বিবাহের পর কৃষ্ণ আর কেন এখানে ফিরে আসবেন?"

কৃষ্ণের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের জন্য রুক্মিণী এবং তাঁর সাত সতিন নিজেদের অত্যন্ত ভাগ্যবান বিবেচনা করতেন আর তিনি দ্বারকায় উপস্থিত হলে তাঁরা বিশেষভাবে তাঁর বৃন্দাবনের ভাব দর্শনে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু ষোল সহস্র রাণীরা রাধার অত্যুৎকৃষ্ট গুণাবলীসমূহের বর্ণনা উদ্ধবের কাছে শ্রবণ করে বৃন্দাবনের তৃণলতায় পতিত কৃষ্ণের পদধূলি স্পর্শ করার জন্য আকর্ষিত হয়েছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ইঙ্গিত প্রদান করছেন যে, মৌষল লীলার পর ভগবান কৃষ্ণ যে স্বয়ং ষোল সহস্র গোপবালকের ছদ্মবেশে পথিমধ্যে অর্জুনের কাছ থেকে এই সকল ষোল সহস্র রমণীকে অপহরণ করে তাদের গোকুলে নিয়ে গিয়েছিলেন, কোন কোন ভাষ্যকার এই ষোল সহস্র মহিষীর কৃষ্ণের পদরজের প্রতি আকর্ষিত হওয়াকে তার কারণ রূপে বর্ণনা করেছেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'দ্রৌপদী কৃষ্ণমহিষীদের সঙ্গে মিলিত হলেন' নামক ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

চতুরশীতিতম অধ্যায়

কুরুক্ষেত্রে ঋষিদের শিক্ষা

সূর্য গ্রহণের পবিত্র অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের জন্য কুরুক্ষেত্রে মহান ঋষিদের সমাগম, ঋষিদের ভগবান কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন এবং বসুদেবের উৎসাহজনক যজ্ঞ সম্পাদন এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

কুরুক্ষেত্রে এক সূর্য গ্রহণ উপলক্ষ্যে কুন্তী, দ্রৌপদী ও সুভদ্রার মতো শ্রেষ্ঠ রমণীরা ভগবান কৃষ্ণের রাণীদের সঙ্গ করার সুযোগ লাভ করেছিলেন। ভগবানের পত্নীরা তাঁদের পতিকে কতখানি ভালবাসেন, তা দর্শন করে তাঁরা বিস্মিত হয়েছিলেন। রমণীরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন এবং তেমনিভাবে পুরুষেরাও যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন, নারদ ও ব্যাসদেব প্রমুখ মহান ঋষিরা ভগবান কৃষ্ণের দর্শন অভিলাষে সেখানে আগমন করলেন। ঋষিদেরকে দর্শন করা মাত্র পাণ্ডবেরা, কৃষ্ণ-বলরাম সহ তাঁদের নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট রাজারা আসন থেকে উত্থিত হলেন। নেতৃস্থানীয়েরা সকলে সেই মহাত্মাদেরকে প্রণাম নিবেদন করলেন, তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন এবং আসন, জল প্রভৃতি প্রদান করে তাঁদের পূজা করলেন। ভগবান কৃষ্ণ তারপর বললেন, "এখন আমাদের জীবন সার্থক হল কারণ দেব-দুর্লভ মহান ঋষি ও যোগেশ্বরদের দর্শন, যা হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য, তা আমরা প্রাপ্ত হয়েছি। পবিত্র তীর্থস্থানের জল এবং ভগবানের শ্রীবিগ্রহ কেবলমাত্র দীর্ঘ সময়ের পরই কাউকে শুদ্ধ করে, কিন্তু সাধু-ঋষিরা দর্শন মাত্র শুদ্ধতা প্রদান করেন। যারা দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন এবং আপনাদের মতো মহান ঋষিদের সম্মান প্রদান করতে অবজ্ঞা করে, তারা গর্দভের চেয়ে উন্নত কিছু নয়।"

শ্রীকৃষ্ণের এই সকল কথা শ্রবণ করার পর ঋষিরা মোহিত হয়ে কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। অতঃপর তাঁরা বললেন, "আমাদের প্রভু কি অদ্ভুত! মনুষ্যতুল্য আচরণ এবং পরম নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয়ের ভান করে তিনি তাঁর প্রকৃত স্বরূপকে আচ্ছন্ন রাখছেন। নিশ্চিতরূপে তিনি কেবলমাত্র সাধারণ জনসাধারণকে শিক্ষা প্রদানের জন্যই এইভাবে বলছেন। তাঁর এরূপ ব্যবহার প্রকৃতপক্ষে অচিন্তনীয়।" ঋষিরা ভগবানকে ক্রমাগত পরমেশ্বর ভগবান, পরমাত্মা এবং ব্রাহ্মণদের সখা ও অর্চনাকারীরূপে বন্দনা করে যেতে লাগলেন।

ঋষিরা তাঁর স্তুতি করার পর, শ্রীকৃষ্ণ তাদের তাঁর প্রণাম নিবেদন করলেন এবং তাঁরা তাদের আশ্রমে ফিরে যাবার জন্য তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু

ঠিক তখন বসুদেব আগমন করলেন, ঋষিদের প্রণাম নিবেদন করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কেউ কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য কোন কর্ম সম্পাদন করতে পারে?" ঋষিরা উত্তর করলেন, "বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদনের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান হরির আরাধনা করে আপনি কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন।" বসুদেব তখন ঋষিদের তাঁর পুরোহিত হতে অনুরোধ করলেন এবং তিনি অত্যুৎকৃষ্ট উপকরণাদি দিয়ে বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদনের আয়োজন করলেন। বসুদেব পরে পুরোহিতদেরকে বিবাহযোগ্যা ব্রাহ্মণকন্যা সহ মূল্যবান গাভী ও রত্নালঙ্কার উপহার প্রদান করলেন। তিনি যজ্ঞের সমাপ্তিসূচক আচারগত স্নান সম্পাদন করে সকলকে, এমনকি গ্রামের কুকুরদেরও সুস্বাদু খাদ্যে পূর্ণ ভোজ প্রদান করলেন। তারপর তিনি তাঁর আত্মীয়বর্গ, বিভিন্ন রাজা ও অন্যান্যদের প্রচুর উপহার প্রদান করলেন, তাঁরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে তাঁদের নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন।

তাঁর আত্মীয়বর্গের জন্য গভীর প্রীতিবশত প্রস্থানে অসমর্থ হয়ে নন্দ মহারাজ যাদবগণ দ্বারা শ্রদ্ধার সঙ্গে সেবিত হয়ে কুরুক্ষেত্রে তিন মাস অবস্থান করলেন। কোন এক উপলক্ষ্যে বসুদেব তাঁর প্রতি প্রদর্শিত নন্দ মহারাজের গভীর বন্ধুত্বের বর্ণনা করতে করতে সর্বসমক্ষে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। তিন মাস পর সকল যাদবের প্রীতিময় বিদায় সম্ভাষণের দ্বারা নন্দ মহারাজ মথুরার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। যাদবেরা যখন দেখলেন যে, বর্ষা ঋতু শুরু হতে চলেছে, তখন তাঁরা দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করে তাঁদের রাজধানীর বাসিন্দাদের কাছে কুরুক্ষেত্রের সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

শ্রুত্বা পৃথা সুবলপুত্র্যথ যাজ্ঞসেনী
মাধব্যথ ক্ষিতিপপত্ন্য উত স্বগোপ্যঃ ।
কৃষ্ণেঽখিলাত্মনি হরৌ প্রণয়ানুবন্ধং
সর্বা বিসিস্ম্যুরলমশ্রুকলাকুলাক্ষ্যঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **পৃথা**—কুন্তী; **সুবল-পুত্রী**—গান্ধারী, রাজা সুবলের কন্যা; **অথ**—এবং; **যাজ্ঞসেনী**—দ্রৌপদী; **মাধবী**—সুভদ্রা; **অথ**—এবং; **ক্ষিতি-প**—রাজাদের; **পত্ন্যঃ**—পত্নীরা; **উত**—ও; **স্ব**—(শ্রীকৃষ্ণের) নিজ; **গোপ্যঃ**—গোপীরা; **কৃষ্ণে**—কৃষ্ণের প্রতি; **অখিল**—সকলের;

আত্মনি—আত্মা; **হরৌ**—ভগবান হরি; **প্রণয়**—প্রণয়; **অনুবন্ধম্**—আসক্তি; **সর্বা**—তাদের সকলের; **বিসিস্ম্যুঃ**—বিস্মিত হয়েছিলেন; **অলম্**—অতিশয়; **অশ্রু-কলা**—অশ্রু দ্বারা; **আকুল**—পূর্ণ; **অক্ষ্যঃ**—লোচনে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—অখিলাত্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাণীদের গভীর প্রণয়ের কথা শ্রবণ করে পৃথা, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, অন্যান্য রাজাদের পত্নীরা এবং গোপীরা বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁদের নেত্র অশ্রু পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর বর্ণনা অনুসারে যেহেতু দ্রৌপদী প্রশ্ন করেছিলেন আর তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের রাণীরা তাদের নিজ নিজ কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন তাই দ্রৌপদী ছিলেন এই শ্রেষ্ঠ রমণীদের সভার প্রধান শ্রোতা। যেহেতু এখানে উল্লেখিত গান্ধারী ও অন্যান্য রমণীদের নাম পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উপস্থিত ছিলেন বলেও উল্লেখ করা হয়নি। আচার্য শ্রীধর স্বামী তাই সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন যে, তাঁরা নিশ্চয়ই রাণীদের কাহিনী অন্য কারও কাছ থেকে শুনেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর জ্যেষ্ঠা পৃথা ও গান্ধারীর উপস্থিতিতে কিম্বা দ্বারকার মহিষীদের প্রতি যার মনোভাব বিশেষত সহানুভূতিপূর্ণ ছিল না, সেই গোপীদের উপস্থিতিতে দ্রৌপদী কখনই এত খোলামেলাভাবে কথা বলতে পারতেন না। তা সত্ত্বেও, গোপীদের ও রাণীদের মধ্যে কোন প্রীতিময় ঘনিষ্ঠতার কারণের চেয়েও, তাঁদের শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্মরণ হওয়ার কারণে গোপীরা অশ্রুপাত করতে করতে যোগদান করেছিলেন।

আমাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে, চিন্ময় জগতে সর্বদা পূর্ণ ঐক্য রয়েছে। শুদ্ধ ভক্তদের মধ্যে দৃশ্যত দ্বন্দ্ব, জড় ঈর্ষা ও বিবাদের মতো কিছু নয়। গোপীদের ঈর্ষা যতটা না ছিল তার চেয়ে বেশী প্রদর্শিত হত, তাঁদের দ্বারা এরূপ প্রদর্শন ছিল কৃষ্ণের জন্য তাঁদের উপচে পড়া প্রেমের এক আনন্দময় লক্ষণ। শ্রীল শ্রীধর স্বামীপাদ আরও বিশ্লেষণ করে বর্ণনা করছেন যে, *স্ব-গোপ্যঃ* বাক্যাংশটি এই ইঙ্গিত করছে যে, এই সকল গোপীরা ছিলেন রাণীদের *স্ব-স্বরূপ,* অর্থাৎ প্রকৃত আদিরূপ, রাণীরা ছিলেন যাদের বিশেষ প্রকাশ।

শ্লোক ২-৫

ইতি সম্ভাষমাণাসু স্ত্রীভিঃ স্ত্রীষু নৃভির্নৃষু ।
আযযুর্মুনয়স্তত্র কৃষ্ণরামদিদৃক্ষয়া ॥ ২ ॥

দ্বৈপায়নো নারদশ্চ চ্যবনো দেবলোঽসিতঃ ।
বিশ্বামিত্রঃ শতানন্দো ভরদ্বাজোঽথ গৌতমঃ ॥ ৩ ॥
রামঃ সশিষ্যো ভগবান্ বশিষ্ঠো গালবো ভৃগুঃ ।
পুলস্ত্যঃ কশ্যপোঽত্রিশ্চ মার্কণ্ডেয়ো বৃহস্পতিঃ ॥ ৪ ॥
দ্বিতস্ত্রিতশ্চৈকতশ্চ ব্রহ্মপুত্রাস্তথাঙ্গিরাঃ ।
অগস্ত্যো যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ বামদেবাদয়োঽপরে ॥ ৫ ॥

ইতি—এইভাবে; **সম্ভাষমাণাসু**—তারা যখন কথোপকথন রত; **স্ত্রীভিঃ**—নারীর সঙ্গে; **স্ত্রীষু**—নারীগণ; **নৃভিঃ**—পুরুষের সঙ্গে; **নৃষু**—পুরুষগণ; **আযযুঃ**—উপস্থিত হলেন; **মুনয়ঃ**—মহান ঋষিগণ; **তত্র**—সেই স্থানে; **কৃষ্ণ-রাম**—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম; **দিদৃক্ষয়া**—দর্শনের আকাঙ্ক্ষায়; **দ্বৈপায়নঃ**—দ্বৈপায়ন বেদব্যাস; **নারদঃ**—নারদ; **চ**—এবং; **চ্যবনঃ দেবলঃ অসিতঃ**—চ্যবন, দেবল ও অসিত; **বিশ্বামিত্রঃ শতানন্দঃ**—বিশ্বামিত্র ও শতানন্দ; **ভরদ্বাজঃ অথ গৌতমঃ**—ভরদ্বাজ ও গৌতম; **রামঃ**—পরশুরাম; **স**—সহ; **শিষ্যঃ**—তার শিষ্যবৃন্দ; **ভগবান্**—ভগবানের অবতার; **বশিষ্ঠঃ গালবঃ ভৃগুঃ**—বশিষ্ঠ, গালব ও ভৃগু; **পুলস্ত্যঃ কশ্যপঃ অত্রিঃ চ**—পুলস্ত্য, কশ্যপ ও অত্রি; **মার্কণ্ডেয়ঃ বৃহস্পতিঃ**—মার্কণ্ডেয় ও বৃহস্পতি; **দ্বিতঃ ত্রিতঃ চ একতঃ চ**—দ্বিত, ত্রিত এবং একত; **ব্রহ্ম-পুত্রাঃ**—ব্রহ্মার পুত্রগণ (সনক, সনৎ, সনন্দ ও সনাতন); **তথা**—এবং; **অঙ্গিরাঃ**—অঙ্গিরা; **অগস্ত্যঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ চ**—অগস্ত্য ও যাজ্ঞবল্ক্য; **বামদেব-আদয়ঃ**—বামদেব প্রমুখ; **অপরে**—অন্যান্য।

অনুবাদ

এইভাবে নারীগণ যখন নারীর সঙ্গে এবং পুরুষেরা পুরুষের সঙ্গে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে দর্শনে আগ্রহী বেশ কয়েকজন মহান ঋষি সেখানে আগমন করলেন। তাঁরা হলেন দ্বৈপায়ন, নারদ, চ্যবন, দেবল, অসিত, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, ভরদ্বাজ, গৌতম, ভগবান পরশুরাম ও তাঁর শিষ্যগণ, বশিষ্ঠ, গালব, ভৃগু, পুলস্ত্য, কশ্যপ, অত্রি, মার্কণ্ডেয়, বৃহস্পতি, দ্বিত, ত্রিত, একত কুমার চতুষ্টয়, অঙ্গিরা, অগস্ত্য, যাজ্ঞবল্ক্য ও বামদেব।

শ্লোক ৬

তান্ দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় প্রাগাসীনা নৃপাদয়ঃ ।
পাণ্ডবাঃ কৃষ্ণরামৌ চ প্রণেমুর্বিশ্ববন্দিতান্ ॥ ৬ ॥

তান্—তাদের; **দৃষ্টা**—দর্শন করে; **সহসা**—তৎক্ষণাৎ; **উত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **প্রাক**—পূর্ব হতে; **আসীনাঃ**—উপবিষ্ট; **নৃপ-আদয়ঃ**—রাজাগণ ও অন্যান্যরা; **পাণ্ডবাঃ**—পাণ্ডবগণ; **কৃষ্ণ-রামৌ**—কৃষ্ণ ও বলরাম; **চ**—ও; **প্রণেমুঃ**—প্রণাম নিবেদন করলেন; **বিশ্ব**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দ্বারা; **বন্দিতান্**—যাঁরা সম্মানিত, তাঁদেরকে।

অনুবাদ

ঋষিদের আগমন করতে দর্শন করা মাত্র পাণ্ডব ভ্রাতারা, কৃষ্ণ-বলরাম সহ উপবিষ্ট রাজারা ও অন্যান্য ভদ্রমহোদয়েরা তৎক্ষণাৎ উত্থিত হলেন। তাঁরা সকলে তখন বিশ্ববন্দিত সেই ঋষিদেরকে প্রণাম নিবেদন করলেন।

শ্লোক ৭

তানানর্চুর্যথা সর্বে সহরামোঽচ্যুতোঽর্চয়ৎ ।
স্বাগতাসনপাদ্যার্ঘ্যমাল্যধূপানুলেপনৈঃ ॥ ৭ ॥

তান্—তাঁদের; **আনর্চুঃ**—তাঁরা পূজা করলেন; **যথা**—যথাযথরূপে; **সর্বে**—তাঁদের সকলে; **সহ-রাম**—শ্রীবলরাম সহ; **অচ্যুতঃ**—এবং শ্রীকৃষ্ণ; **অর্চয়ৎ**—তাঁদের পূজা করলেন; **স্ব-আগত**—অভিনন্দন দ্বারা; **আসন**—আসন; **পাদ্য**—পাদধৌত করার জল; **অর্ঘ্য**—পান করার জল; **মাল্য**—পুষ্প মাল্য; **ধূপ**—ধূপ; **অনুলেপনৈঃ**—এবং চন্দন বাটা।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম এবং অন্যান্য রাজা ও নেতারা স্বাগত বচন, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, পুষ্পমাল্য, ধূপ ও বাটা চন্দন নিবেদনের মাধ্যমে যথাযথভাবে ঋষিদের পূজা করলেন।

শ্লোক ৮

উবাচ সুখমাসীনান্ ভগবান্ ধর্মগুপ্তনুঃ ।
সদসস্তস্য মহতো যতবাচোঽনুশৃণ্বতঃ ॥ ৮ ॥

উবাচ—বললেন; **সুখম্**—সুখে; **আসীনান্**—উপবিষ্ট; **ভগবান্**—ভগবান; **ধর্ম**—ধর্মের; **গুপ্**—রক্ষার উপায়; **তনুঃ**—যার দেহ; **সদসঃ**—সভায়; **তস্য**—সেই; **মহতঃ**—মহাত্মাগণকে; **যত**—সংযত; **বাচঃ**—বাক্; **অনুশৃণ্বতঃ**—তারা যাতে সযত্নে শ্রবণ করেন।

অনুবাদ

ধর্মীয় নীতিসমূহকে যাঁর চিন্ময় দেহ রক্ষা করে সেই ভগবান কৃষ্ণ, ঋষিরা সুখে উপবিষ্ট হওয়ার পর সেই মহাসভা মধ্যে তাঁদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন। প্রত্যেকেই তা গভীর মনোযোগের সঙ্গে নীরবে শ্রবণ করছিলেন।

শ্লোক ৯

শ্রীভগবানুবাচ

অহো বয়ং জন্মভৃতো লব্ধং কার্ৎস্ন্যেন তৎফলম্ ।
দেবানামপি দুষ্প্রাপং যদ্‌যোগেশ্বরদর্শনম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **অহো**—অহো; **বয়ম্**—আমরা; **জন্ম-ভৃতঃ**—সার্থক জন্ম; **লব্ধম্**—প্রাপ্ত হয়েছি; **কার্ৎস্ন্যেন**—সর্বতোভাবে; **তৎ**—তার (জন্মের); **ফলম্**—ফল; **দেবানাম্**—দেবতাদের জন্য; **অপি**—ও; **দুষ্প্রাপম্**—দুর্লভ; **যৎ**—যা; **যোগ-ঈশ্বর**—যোগেশ্বর-গণের; **দর্শনম্**—দর্শন।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—যেহেতু আমরা জীবনের পরম উদ্দেশ্য, দেব-দুর্লভ, মহান যোগেশ্বরদের দর্শন প্রাপ্ত হয়েছি, প্রকৃতপক্ষে এখন আমাদের জীবন সার্থক হল।

তাৎপর্য

দেবতারা ব্রহ্মাণ্ডের শাসনকর্তারূপে বিশাল সুবিধা ভোগ করা সত্ত্বেও, তাঁরা কদাচিৎ নারদ ও ব্যাসদেবের মতো ঋষিদের দর্শন পান। তাহলে, পৃথিবীর রাজা আর গোপবালকদের পক্ষে তাঁদের দর্শন লাভ কতই না দুর্লভ হবে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্ত পঞ্চকে সমবেত সকল রাজা ও অন্যান্যদের সঙ্গে নিজেকে একীভূত করে তাঁদের হয়ে কথা বললেন।

শ্লোক ১০

কিং স্বল্পতপসাং নৃণামর্চায়াং দেবচক্ষুষাম্ ।
দর্শনস্পর্শনপ্রশ্নপ্রহ্বপাদার্চনাদিকম্ ॥ ১০ ॥

কিম্—কি; **সু-অল্প**—স্বল্প; **তপসাম্**—তপস্যা; **নৃণাম্**—মনুষ্যগণ; **অর্চয়ম্**—মন্দিরের বিগ্রহে; **দেব**—ভগবান; **চক্ষুষাম্**—বোধ; **দর্শন**—দর্শন করা; **স্পর্শন**—স্পর্শ করা; **প্রশ্ন**—প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা; **প্রহ্ব**—প্রণতি নিবেদন; **পাদ-অর্চন**—পাদদ্বয়ের অর্চনা; **আদিকম্**—প্রভৃতি।

অনুবাদ

অল্প তপস্যা পরায়ণ সেইসব মানুষেরা যারা ভগবানকে কেবল মন্দিরের বিগ্রহেই চিনতে পারে, তারা এখন কিভাবে আপনাদের দর্শন, স্পর্শন, প্রশ্ন, প্রণাম, পাদার্চনা ও অন্যভাবে আপনাদের সেবা করবে?

শ্লোক ১১

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ১১ ॥

ন—না; **হি**—বস্তুত; **অপ**—জল; **ময়ানি**—ময়; **তীর্থানি**—পবিত্র স্থানসমূহ; **ন**—না; **দেবাঃ**—বিগ্রহ সকল; **মৃৎ**—পৃথিবীর; **শিলা**—শিলা; **ময়াঃ**—ময়; **তে**—তারা; **পুনন্তি**—শুদ্ধ করে; **উরু-কালেন**—দীর্ঘ সময় পর; **দর্শনাৎ**—দর্শন দ্বারা; **এব**—মাত্র; **সাধবঃ**—সাধুগণ।

অনুবাদ

জলময় ক্ষেত্রসমূহ প্রকৃত পবিত্র তীর্থ নয়, মৃন্ময় ও শিলাময় বিগ্রহ সকলও প্রকৃত আরাধ্য বিগ্রহ নয়। এইসমস্ত কিছু কাউকে কেবলমাত্র দীর্ঘ সময় পরে শুদ্ধ করে কিন্তু সাধু-ঋষিরা দর্শন মাত্রে একজনকে শুদ্ধ করে।

তাৎপর্য

যেহেতু ভগবান হচ্ছেন পরম—পরম আত্মা—তাঁর যে কোন প্রতিমূর্তি, তা সে পাথর, ছবি, শব্দ বা অন্য যে কোন স্বীকৃত মাধ্যমই হোক, সর্বোচ্চ চিন্ময় লোক, গোলোক বৃন্দাবনে তা তাঁর আদি রূপ থেকে অভিন্ন। কিন্তু সাধারণ দেবতারা অপরিমেয় রূপে ক্ষুদ্র আত্মা হওয়ায় তাঁরা পরম নন, আর তাই দেবতাদের প্রতিমূর্তি তাঁদের সঙ্গে অভিন্ন নয়। দেবতাদের আরাধনা কিম্বা পবিত্র স্থানে ধর্মীয় আচারগত স্নান তাদেরকে কেবলমাত্র সীমিত মঙ্গল দান করে যারা ভগবানের চিন্ময়তায় বিশ্বাসহীন।

অপরপক্ষে ব্যাসদেব, নারদ ও চতুঃস্বন কুমারদের মতো মহান বৈষ্ণব সাধুরা যেহেতু সর্বদা কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন, তাই তাঁরা হচ্ছেন সচল তীর্থ। তাঁদের এক মুহূর্তের সঙ্গও, বিশেষত তাঁদের দ্বারা কীর্তিত ভগবানের মহিমা শ্রবণ কাউকে সকল জড় বন্ধন থেকে উদ্ধার করতে পারে। রাজা যুধিষ্ঠির যেমন বিদুরকে বলেছেন—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥

"হে প্রভু, আপনার মতো মহান ভগবদ্ভক্তেরাই স্বয়ং পবিত্র তীর্থধাম স্বরূপ। কারণ আপনাদের হৃদয়ে অবস্থিত গদাধারী পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পবিত্রতা বহন করে সমস্ত স্থানকেই তীর্থে পরিণত করে থাকেন। (*ভাগবত* ১/১৩/১০)

শ্লোক ১২

নাগ্নির্ন সূর্যো ন চ চন্দ্রতারকা
ন ভূর্জলং খং শ্বসনোঽথ বাঙ্মনঃ ।
উপাসিতা ভেদকৃতো হরন্ত্যঘং
বিপশ্চিতো ঘ্নন্তি মুহূর্তসেবয়া ॥ ১২ ॥

ন—না; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **ন**—না; **সূর্যঃ**—সূর্য; **ন**—না; **চ**—এবং; **চন্দ্র**—চন্দ্র; **তারকাঃ**—এবং তারকাসমূহ; **ন**—না; **ভূঃ**—মাটি; **জলম্**—জল; **খম্**—আকাশ; **শ্বসনঃ**—বায়ু; **অথ**—বা; **বাক্**—বাক্য; **মনঃ**—মন; **উপাসিতাঃ**—উপাসনা; **ভেদ**—ভেদবুদ্ধি (নিজের ও অন্যান্য জীবের মধ্যে); **কৃতঃ**—যে করে; **হরন্তি**—তারা হরণ করে; **অঘম্**—পাপসমূহ; **বিপশ্চিতঃ**—জ্ঞানী মানুষেরা; **ঘ্নন্তি**—বিনষ্ট করে; **মুহূর্ত**—মুহূর্তের জন্য; **সেবয়া**—সেবা দ্বারা।

অনুবাদ

অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, তারকা, মাটি, জল, আকাশ, বায়ু, বাক্য ও মনের দায়িত্বপ্রাপ্ত দেবতারা, তাদের ভেদবুদ্ধিকারী উপাসকদের পাপসমূহ দূর করতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানী ঋষিদের প্রতি মুহূর্তের সশ্রদ্ধ সেবাও কারোর পাপ বিনাশ করে।

তাৎপর্য

ভগবানের একজন অপরিণত ভক্ত ভগবানের বিগ্রহকে দিব্য, এবং আর সবকিছুকে এমন কি ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্তকেও জড় বলে মনে করতে পারে। তবুও, যেহেতু সে ভগবান বিষ্ণুর পরম অবস্থানকে হৃদয়ঙ্গম করেছে, তাই এই ধরনের ভক্ত দেবতাদের জাগতিক উপাসকদের চেয়েও উন্নত স্তরে অবস্থান করছে আর তাই সে সম্মানের যোগ্য।

ভক্তি জীবনের নিম্নস্তর থেকে যাঁরা উন্নত হতে চান, তাঁদের এই শ্লোকে সরাসরিভাবে অথবা উন্নত ঋষিদের নির্দেশ শ্রবণ করার মাধ্যমে তাঁদের সঙ্গ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একজন কনিষ্ঠ ভক্ত হয়ত নিরীহ প্রাণীর প্রতি হিংসাজনিত পাপ থেকে মুক্ত, কিন্তু যতক্ষণ না ভক্তিপথে সে অত্যন্ত উন্নত হচ্ছে ততক্ষণ তাকে অবশ্যই মিথ্যা অহংকার, শ্রদ্ধেয় বৈষ্ণবদের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং পীড়িত জীবের

প্রতি সহানুভূতিহীনতার সূক্ষ্ম কলুষের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। এই সকল অপরিণত লক্ষণসমূহের শ্রেষ্ঠ প্রতিকার হচ্ছে শুদ্ধ বৈষ্ণবদের কাছ থেকে শ্রবণ করা, তাঁদের সম্মান করা এবং পতিত বদ্ধ জীবদের উদ্ধারের কাজে তাঁদের সহায়তা করা।

শ্লোক ১৩

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥ ১৩ ॥

যস্য—যার; **আত্ম**—তার আত্মা রূপে; **বুদ্ধিঃ**—ধারণা; **কুণপে**—মৃতদেহ তুল্য দেহে; **ত্রি-ধাতুকে**—তিনটি মূল উপাদানে প্রস্তুত; **স্ব**—তার নিজের; **ধীঃ**—ধারণা; **কলত্র-আদিষু**—পত্নী প্রভৃতিতে; **ভৌমে**—পৃথিবীতে; **ইজ্য**—আরাধ্যরূপে; **ধীঃ**—ধারণা; **যৎ**—যার; **তীর্থ**—তীর্থস্থানরূপে; **বুদ্ধিঃ**—ধারণা; **সলিলে**—জলে; **ন কর্হিচিৎ**—কখনও না; **জনেষু**—জনে; **অভিজ্ঞেষু**—জ্ঞানী; **সঃ**—সে; **এব**—বস্তুত; **গঃ**—একটি গাভী; **খরঃ**—একটি গাধা।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি কফ, পিত্ত ও বায়ু—এই ত্রিধাতু-বিশিষ্ট দেহরূপ থলিটিকে আত্মা বলে মনে করে, স্ত্রী-পুত্রাদিকে স্বজন বলে মনে করে, জন্মভূমিকে পূজ্য বলে মনে করে, তীর্থে গিয়ে তীর্থের জলকেই তীর্থ বলে মনে করে তাতে স্নান করে অথচ তীর্থবাসী অভিজ্ঞ সাধুদের সঙ্গ করে না, সে একটি গরু বা গাধা থেকে কোন অংশেই উৎকৃষ্ট নয়।

তাৎপর্য

আত্ম-অহংকার থেকে মুক্তির দ্বারাই কারো প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শিত হয়। যেমন *বৃহস্পতি সংহিতায়* উল্লেখ করা হয়েছে—

অজ্ঞাতভগবদ্ধর্মা মন্ত্রজ্ঞানসংবিদঃ।
নরাস্তে গোখরা জ্ঞেয়া অপি ভূপালবন্দিতাঃ ॥

'যে মানুষেরা ভগবদ্ভক্তির নীতিসমূহ জানে না, তারা বৈদিক মন্ত্রের প্রায়োগিক বিশ্লেষণে দক্ষ হলেও এবং বিশ্ব নেতাদের দ্বারা আদরণীয় হলেও তারা গরু ও গাধার পর্যায়ভুক্ত।"

মধ্যম শ্রেণীভুক্ত স্তরের দিকে অগ্রসরমান একজন কনিষ্ঠ বৈষ্ণব নিজেকে প্রকৃত পারমার্থিক পথ প্রতিষ্ঠাকারী ঋষিদের সঙ্গে একীভূত বলে মনে করে, যদিও তখনও তার দেহ, পরিবার প্রভৃতির প্রতি নিকৃষ্ট কিছু জাগতিক আসক্তি রয়েছে। এই ধরনের ভগবদ্ভক্তেরা গরু-গাধার মতো মূর্খ নয়। কিন্তু তিনিই পরম সুন্দর বৈষ্ণব, যিনি ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেছেন এবং একই সঙ্গে মায়িক আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করে মুক্ত হয়েছেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে *ভৌম ইজ্যধী* অর্থাৎ "মৃত্তিকা নির্মিত মূর্তিকে যে আরাধ্য মনে করে "কথাটি মন্দিরে পরমেশ্বর ভগবানের বিগ্রহকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়নি তা দেবতাদের বিগ্রহের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে এবং *যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে* অর্থাৎ "যে তীর্থস্থানে কেবল জল দর্শন করে" কথাটি গঙ্গা ও যমুনার মতো পবিত্র নদীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়নি, তা কম গুরুত্বপূর্ণ নদীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে।

শ্লোক ১৪

শ্রীশুক উবাচ

নিশম্যেত্থং ভগবতঃ কৃষ্ণস্যাকুণ্ঠমেধসঃ ।
বচো দুরন্বয়ং বিপ্রাস্তূষ্ণীমাসন্ ভ্রমদ্ধিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **ইত্থম্**—এরূপ; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **কৃষ্ণস্য**—কৃষ্ণের, **অকুণ্ঠ**—অকুণ্ঠ; **মেধসঃ**—যার জ্ঞান; **বচঃ**—বাক্যসমূহ; **দুরন্বয়ম্**—হৃদয়ঙ্গমে দুরূহ; **বিপ্রাঃ**—বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ; **তূষ্ণীম্**—নীরব; **আসন্**—ছিলেন; **ভ্রমৎ**—বিভ্রান্ত; **ধীয়ঃ**—চিত্ত।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—অসীম জ্ঞানী ভগবান কৃষ্ণের কাছ থেকে এরূপ দুর্বোধ্য বাক্যসমূহ শ্রবণ করে তাঁরা বিভ্রান্ত চিত্ত হয়ে নীরব রইলেন।

শ্লোক ১৫

চিরং বিমৃশ্য মুনয় ঈশ্বরস্যেশিতব্যতাম্ ।
জনসংগ্রহ ইত্যূচুঃ স্ময়ন্তস্তং জগদ্‌গুরুম্ ॥ ১৫ ॥

চিরম্—কিছু সময়ের জন্য; **বিমৃশ্য**—চিন্তা করে; **মুনয়ঃ**—ঋষিরা; **ঈশ্বস্য**—পরমেশ্বরের; **ঈশিতব্যতাম্**—নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ার অবস্থান; **জন-সংগ্রহঃ**—সাধারণ মানুষের শিক্ষা; **ইতি**—এইভাবে (সিদ্ধান্ত করে); **উচুঃ**—তাঁরা বললেন; **স্ময়ন্তঃ**—হাসতে হাসতে; **তম্**—তাঁকে; **জগৎ-গুরুম্**—শ্রীকৃষ্ণকে।

অনুবাদ

বদ্ধ জীবের মতো ভগবানের ব্যবহারে ঋষিরা কিছু সময়ের জন্য বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁরা সিদ্ধান্তে এলেন যে, সাধারণ মানুষের শিক্ষার জন্য তিনি এভাবে আচরণ করেছিলেন। তাই তাঁরা হাসলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, *ঈশিতব্যতা* কথাটি কর্মবিধির অধীন হয়ে কর্ম করা ও কারো কর্মফল প্রাপ্ত হওয়ার বাধ্য থাকার অর্থে উল্লেখ করা হয়েছে। ঋষিদের উদ্দেশ্যে বলার সময় সাধু বৈষ্ণবদের সেবা ও শ্রবণের উপর গুরুত্ব প্রদানের জন্য শ্রীকৃষ্ণ একজন অধীন জীবের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান পারমার্থিক আত্মনিবেদনেরও পরম শিক্ষক।

শ্লোক ১৬

শ্রীমুনয় উচুঃ

যন্মায়য়া তত্ত্ববিদুত্তমা বয়ং
বিমোহিতা বিশ্বসৃজামধীশ্বরাঃ ।
যদীশিতব্যায়তি গূঢ় ঈহয়া
অহো বিচিত্রং ভগবদ্বিচেষ্টিতম্ ॥ ১৬ ॥

শ্রীমুনয়ঃ উচুঃ—মহান ঋষিরা বললেন; **যৎ**—যাঁর; **মায়য়া**—মায়া শক্তি দ্বারা; **তত্ত্ব**—সত্যের; **বিৎ**—জ্ঞাতাগণ; **উত্তমাঃ**—শ্রেষ্ঠ; **বয়ম্**—আমরা; **বিমোহিতাঃ**—বিভ্রান্ত; **বিশ্ব**—বিশ্বের; **সৃজম্**—স্রষ্টার; **অধীশ্বরাঃ**—প্রধান; **যৎ**—এই সত্য; **ঈশিতব্যায়তি**—(ভগবান) উচ্চ নিয়ন্ত্রণের প্রজা হওয়ার ভান করেন; **গূঢ়ঃ**—গুপ্ত; **ঈহয়া**—তাঁর কার্যকলাপ দ্বারা; **অহো**—অহো; **বিচিত্রম্**—অদ্ভুত; **ভগবৎ**—ভগবানের; **বিচেষ্টিতম্**—আচরণ।

অনুবাদ

মহান ঋষিরা বললেন—আপনার মায়াশক্তি প্রজাপতিদের অধীশ্বর ও তত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমাদেরও সম্পূর্ণরূপে বিমোহিত করেছে। অহো, পরমেশ্বরের আচরণ কি অদ্ভুত! আপনি নিজেকে আপনার মনুষ্যতুল্য আচরণ দ্বারা আবৃত রাখেন এবং পরম নিয়ন্ত্রণের বিষয় হওয়ার ভান করেন।

তাৎপর্য

ঋষিরা ভগবানের বক্তব্যকে দুর্জ্ঞেয় (*দুরন্বয়ম্*) রূপে বর্ণনা করছেন। কিভাবে তা দুর্জ্ঞেয় তা এখানে বলা হয়েছে—যখন তিনি তাঁর নিজ ভৃত্য রূপে স্বয়ং তাঁর

বশ্যতা স্বীকার করে ক্রীড়া করেন, তাঁর বচন ও আচরণ পরম জ্ঞানীদেরও বিমোহিত করে।

শ্লোক ১৭

অনীহ এতদ্ বহুধৈক আত্মনা
সৃজত্যবত্যত্তি ন বধ্যতে যথা ।
ভৌমৈর্হি ভূমির্বহুনামরূপিণী
অহো বিভূম্নশ্চরিতং বিড়ম্বনম্ ॥ ১৭ ॥

অনীহঃ—অক্রিয়; **এতৎ**—এই (ব্রহ্মাণ্ড); **বহুধা**—বহুপ্রকার; **একঃ**—এক; **আত্মনা**—স্বয়ং তাঁর দ্বারা; **সৃজতি**—তিনি সৃষ্টি করেন; **অবতি**—পালন করেন; **অত্তি**—সংহার করেন; **ন বধ্যতে**—বদ্ধ হন না; **যথা**—যেমন; **ভৌমৈঃ**—মাটির রূপান্তরের মাধ্যমে; **হি**—বস্তুত; **ভূমিঃ**—মাটি; **বহু**—অনেক; **নাম-রূপিণী**—নাম ও রূপ ধারণ করে; **অহো**—অহো, **বিভূম্নঃ**—সর্বশক্তিমানের; **চরিতম্**—কার্যাবলী; **বিড়ম্বনম্**—একটি ছল।

অনুবাদ

ভূমি স্বরূপত এক হলেও ঘট প্রভৃতি বিকারভেদে যেরূপ বিবিধ নাম ও আকৃতি ধারণ করে, সেইরূপ আপনি স্বরূপত এক এবং অক্রিয় হয়েও নিজ স্বরূপ দ্বারা বহুরূপে এই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করে থাকেন, অথচ নিজে কর্মফলে বদ্ধ হন না। সেইরকম পরিপূর্ণ স্বরূপ আপনার জন্ম-চরিত আদি অনুকরণ মাত্র, বস্তুত সত্য নয়।

তাৎপর্য

তাঁর স্বয়ংসম্পূর্ণতার হ্রাস ব্যতীত, এক পরমেশ্বর নিজেকে বহুরূপে বিস্তার করেন। কারোর বা অন্য কিছুর উপর নির্ভরতা ব্যতীত তিনি তা অবলীলাক্রমে করেন। ভগবানের আত্ম-বিস্তারের এই অতীন্দ্রিয় পন্থা স্বয়ং তিনি ছাড়া অন্য সকলেরই ধারণার অতীত, কিন্তু ভূমি ও তার বহুপ্রকার উৎপাদনের উদাহরণটি কিছু ধারণা যোগানোর পক্ষে যথেষ্ট সাদৃশ্যতা বহন করে। একই উদাহরণ *ছান্দোগ্য উপনিষদের* (৬/১) একটি প্রায়ই উচ্চারিত অংশেও উপস্থাপন করা হয়েছে *বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্য এব সত্যম্* অর্থাৎ "ভূমির রূপান্তরসমূহ নামকরণের পন্থার মৌখিক সৃষ্টি মাত্র; ভূমি বস্তুটি স্বয়ং একমাত্র সত্য।"

শ্রীল শ্রীধর স্বামী প্রস্তাব করছেন যে, *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকটি ভগবান কৃষ্ণের পক্ষ থেকে একটি সম্ভাব্য প্রতিবাদের উত্তর—"আমি যদি বসুদেবের পুত্র হই তাহলে কিভাবে আমি জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করতে পারি?" *অহো*

বিভুম্নশ্চরিতং বিড়ম্বনম্ কথাটির মাধ্যমে এর উত্তর প্রদান করা হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে—"আপনি হচ্ছেন সম্পূর্ণরূপে অখণ্ড বস্তু এবং আপনার জন্ম ও লীলা জড় জগতের এক সাধারণ ব্যক্তির কার্যাবলীর অনুকরণ মাত্র। আপনি কেবলমাত্র উচ্চতম নিয়ন্ত্রণের অধীন হওয়ার ছল করেন।"

শ্লোক ১৮

অথাপি কালে স্বজনাভিগুপ্তয়ে
বিভর্ষি সত্ত্বং খলনিগ্রহায় চ ।
স্বলীলয়া বেদপথং সনাতনং
বর্ণাশ্রমাত্মা পুরুষঃ পরো ভবান্ ॥ ১৮ ॥

অথ-অপি—তথাপি; **কালে**—সঠিক সময়ে; **স্ব-জন**—আপনার ভক্তবৃন্দের; **অভিগুপ্তয়ে**—রক্ষার জন্য; **বিভর্ষি**—আপনি ধারণ করেন; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **খল**—দুষ্টের; **নিগ্রহায়**—নিগ্রহের জন্য; **চ**—এবং; **স্ব**—আপনার; **লীলয়া**—লীলাসমূহ দ্বারা; **বেদ-পথম্**—বেদের পথ; **সনাতনম্**—নিত্য; **বর্ণ-আশ্রম্**—বর্ণাশ্রম; **আত্মা**—আত্মা; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **পরঃ**—পরম; **ভবান্**—আপনি।

অনুবাদ

তথাপি, উপযুক্ত সময়ে আপনার ভক্তদের সুরক্ষা ও দুষ্টের দমনের জন্য আপনি শুদ্ধসত্ত্বময় রূপ ধারণ করেন। এইভাবে আপনি, বর্ণাশ্রম ধর্মের আত্মা, পরমেশ্বর ভগবান, আপনার আনন্দময় লীলাসমূহ উপভোগের মাধ্যমে বেদের নিত্য পথটিকে পালন করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি ভগবৎ চেতনায় উদ্দীপ্ত সাধারণ জনগণ (*জন-সংগ্রহ*) এবং তাঁর জড় আচরণের অনুকরণকে বর্ণনা করছে। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই শুদ্ধ, তাই এই জগতে অবতরণকালীন যে শরীর তিনি প্রকাশ করেন তা জাগতিক সত্ত্বগুণ দ্বারা স্পর্শিত হয় না; বরং তা বিশুদ্ধ সত্ত্ব নামক পূর্ণ সত্ত্বের প্রকাশ, যে চিন্ময় বস্তু তাঁর মূল রূপকে গঠন করে।

শ্লোক ১৯

ব্রহ্ম তে হৃদয়ং শুক্লং তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ ।
যত্রোপলব্ধং সদ্ব্যক্তমব্যক্তং চ ততঃ পরম্ ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্ম—বেদ; **তে**—আপনার; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **শুক্লম্**—শুদ্ধ; **তপঃ**—তপশ্চর্যা দ্বারা; **স্বাধ্যায়**—অধ্যয়ন; **সংযমৈঃ**—এবং আত্ম-সংযম; **যত্র**—যে; **উপলব্ধম্**—অনুধাবন করেন; **সৎ**—শুদ্ধ চিন্ময় অস্তিত্ব; **ব্যক্তম্**—কার্য; **অব্যক্তম্**—কারণ; **চ**—এবং; **ততঃ**—সেই; **পরম্**—চিন্ময়।

অনুবাদ

বেদসমূহ হচ্ছে আপনার অমলিন হৃদয় এবং তাদের মাধ্যমে তপশ্চর্যা, অধ্যয়ন ও আত্ম-সংযম দ্বারা কেউ ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং উভয়ের মধ্যেই চিন্ময় অস্তিত্বের শুদ্ধতা অনুভব করতে পারেন।

তাৎপর্য

ব্যক্ত অর্থাৎ "প্রকাশিত" এই জগতের দৃশ্য বস্তুর অন্তর্ভুক্ত এবং *অব্যক্ত* হচ্ছে জগত সৃষ্টির নিহিত সূক্ষ্ম কারণসমূহের অন্তর্ভুক্ত। বেদসমূহ ব্রহ্মের চিন্ময় রাজত্বের দিকে নির্দেশ করে যা সকল জড় কারণ ও ফলের অতীত।

শ্লোক ২০

তস্মাদ্ ব্রহ্মকুলং ব্রহ্মন্ শাস্ত্রযোনেস্ত্বমাত্মনঃ ।
সভাজয়সি সদ্ধাম তদ্ ব্রহ্মণ্যাগ্রণীর্ভবান্ ॥ ২০ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **ব্রহ্ম**—ব্রাহ্মণগণের; **কুলম্**—সম্প্রদায়ের প্রতি; **ব্রহ্মন্**—হে পরম ব্রহ্ম; **শাস্ত্র**—শাস্ত্র; **যোনেঃ**—যাদের উপলব্ধি নিমিত্ত; **ত্বম্**—আপনি; **আত্মনঃ**—আপনার; **সভাজয়সি**—সম্মান প্রদর্শন করেন; **সৎ**—সঠিক; **ধাম**—আলয়; **তৎ**—ফলস্বরূপ; **ব্রহ্মণ্য**—যারা ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাদের; **অগ্রণীঃ**—অগ্রণী; **ভবান্**—আপনি।

অনুবাদ

অতএব, হে পরম ব্রহ্ম, আপনি ব্রাহ্মণকুলের সদস্যদের সম্মান জ্ঞাপন করেন কারণ তাঁরাই যোগ্য প্রতিনিধি যাঁদের মাধ্যমে বেদসমূহের প্রমাণের দ্বারা কেউ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। সেই কারণে আপনি ব্রাহ্মণদের অগ্রণী পূজক।

শ্লোক ২১

অদ্য নো জন্মসাফল্যং বিদ্যায়াস্তপসো দৃশঃ ।
ত্বয়া সঙ্গম্য সদ্গত্যা যদন্তঃ শ্রেয়সাং পরঃ ॥ ২১ ॥

অদ্য—আজ; **নঃ**—আমাদের; **জন্ম**—জন্মের; **সাফল্যম্**—সাফল্য; **বিদ্যায়াঃ**—শিক্ষার; **তপসঃ**—তপশ্চর্যার; **দৃশঃ**—দৃষ্টিশক্তির; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **সঙ্গম্য**—সঙ্গ লাভ করে; **সৎ**—সাধুদের; **গত্যা**—যিনি লক্ষ্য; **যৎ**—কারণ; **অন্তঃ**—সীমা; **শ্রেয়সাম্**—মঙ্গল; **পরঃ**—পরম।

অনুবাদ

আজ আমরা সাধুজনের পরম গতি আপনার সঙ্গলাভ করে বিদ্যা, তপস্যা, চক্ষু এবং জন্মের সাফল্য প্রাপ্ত হয়েছি। যেহেতু আপনি নিখিল মঙ্গলসমূহের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ।

তাৎপর্য

তাদেরকে ভগবানের পূজার বিনিময়ে ঋষিরা এখানে ভগবানের জন্য তাদের শ্রদ্ধার তুলনামূলক পার্থক্য প্রদর্শন করছেন। অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণদের পূজা করেন, যদিও তিনি প্রকৃতপক্ষে পরম স্বতন্ত্র। অপরপক্ষে ব্রাহ্মণরা যাঁরা তাঁর পূজা করেন তাঁরা তাঁদের কল্পনাতীত অধিক নিজেদের মঙ্গল সাধন করেন।

শ্লোক ২২

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে ।
স্বযোগমায়য়াচ্ছন্নমহিম্নে পরমাত্মনে ॥ ২২ ॥

নমঃ—নমস্কার করি; **তস্মৈ**—তাঁকে; **ভগবতে**—ভগবান; **কৃষ্ণায়**—কৃষ্ণ; **অকুণ্ঠ**—অকুণ্ঠ; **মেধসে**—যার জ্ঞান; **স্ব**—তাঁর নিজ; **যোগ-মায়য়া**—অন্তরঙ্গা মায়া শক্তি দ্বারা; **আচ্ছন্ন**—আচ্ছন্ন; **মহিম্নে**—যাঁর মহিমাসমূহ; **পরম-আত্মনে**—পরমাত্মা।

অনুবাদ

আমরা অকুণ্ঠ বুদ্ধি পরমাত্মাস্বরূপ পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণকে নমস্কার করি, যিনি তাঁর অতীন্দ্রিয় যোগমায়া দ্বারা তাঁর মহিমাকে আচ্ছন্ন করেছেন।

তাৎপর্য

ভগবানের পূজা থেকে প্রাপ্ত হওয়া কোনরকম ভবিষ্যতের লাভ ব্যতীত, তাঁর প্রতি নির্ভরতা ও তাঁর দাসত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে প্রণাম নিবেদন করা প্রতিটি ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য। ভগবান কৃষ্ণ সুপারিশ করছেন,

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥

"তোমার মনকে সর্বদা আমার ভাবনায় নিযুক্ত কর, আমার ভক্ত হও, আমাকে প্রণাম নিবেদন কর ও আমাকে পূজা কর। সম্পূর্ণরূপে আমাতে মগ্ন হয়ে নিশ্চিতরূপে তুমি আমার কাছে আগমন করবে।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/৩৪)

শ্লোক ২৩

ন যং বিদন্ত্যমী ভূপা একারামাশ্চ বৃষ্ণয়ঃ ।
মায়াজবনিকাচ্ছন্নমাত্মানং কালমীশ্বরম্ ॥ ২৩ ॥

ন—না; **যম্**—যাকে; **বিদন্তি**—জানে; **অমী**—এই সকল; **ভূ-পাঃ**—রাজারা; **এক**—একত্রে; **আরামাঃ**—উপভোগরত; **চ**—এবং; **বৃষ্ণয়ঃ**—বৃষ্ণিরা; **মায়া**—মায়ার দিব্য শক্তির; **জবনিকা**—যবনিকা দ্বারা; **আচ্ছন্নম্**—আচ্ছন্ন; **আত্মানম্**—পরমাত্মা; **কালম্**—কাল; **ঈশ্বরম্**—পরম নিয়ন্তা।

অনুবাদ

এই সকল রাজারা অথবা আপনার অন্তরঙ্গ সঙ্গ উপভোগরত বৃষ্ণিরাও আপনাকে সর্বান্তর্যামী, কালবেগ ও পরম নিয়ন্তারূপে জানতে পারে না। তাদের কাছে আপনি মায়ার যবনিকা দ্বারা আচ্ছন্ন রয়েছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, ভগবান কৃষ্ণ যে প্রতিটি সৃষ্ট জীবের হৃদয়ে বাসকারী পরমাত্মাস্বরূপ তা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য ভগবান কৃষ্ণের পরিবার, বৃষ্ণিরা ছিলেন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কুরুক্ষেত্রের সেই সকল রাজারা যারা কৃষ্ণভক্ত ছিলেন না, তাঁকে সব কিছুর সংহারক কাল রূপে চিনতে পারেন নি। ভক্ত ও অভক্তরা উভয়েই মায়া দ্বারা আচ্ছাদিত ছিলেন, কিন্তু পৃথকভাবে। জড়বাদীদের জন্য মায়া হচ্ছে বিভ্রান্তি, কিন্তু বৈষ্ণবদের ক্ষেত্রে সে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি বা যোগমায়া রূপে কার্য করে ভগবানের মহিমা সম্বন্ধীয় চেতনাকে আচ্ছন্ন রাখেন এবং তাদেরকে ভগবানের নিত্য আনন্দময় লীলাসমূহে যুক্ত করেন।

শ্লোক ২৪-২৫

যথা শয়ানঃ পুরুষ আত্মানং গুণতত্ত্বদৃক্ ।
নামমাত্রেন্দ্রিয়াভাতং ন বেদ রহিতং পরম্ ॥ ২৪ ॥
এবং ত্বা নামমাত্রেষু বিষয়েম্বিন্দ্রিয়েহয়া ।
মায়য়া বিভ্রমচ্চিত্তো ন বেদ স্মৃত্যুপপ্লবাৎ ॥ ২৫ ॥

যথা—যেমন; **শয়ানঃ**—নিদ্রিত; **পুরুষঃ**—এক পুরুষ; **আত্মানম্**—নিজেকে; **গুণ**—গৌণ; **তত্ত্ব**—প্রকৃত সত্তার; **দৃক্**—যার দৃষ্টি; **নাম**—নামসমূহ দ্বারা; **মাত্র**—এবং রূপসমূহ; **ইন্দ্রিয়**—তার মনের দ্বারা; **আভাতম্**—প্রকাশিত; **ন বেদ**—সে জানে না; **রহিতম্**—ভিন্ন; **পরম্**—বর; **এবম্**—একইরূপে; **ত্বা**—আপনি; **নাম-মাত্রেষু**—নাম ও রূপসমূহ সমন্বিত; **বিষয়েষু**—জাগতিক উপলব্ধির বিষয়ে; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহের; **ঈহয়া**—প্রবৃত্তি দ্বারা; **মায়য়া**—আপনার মায়িক শক্তির প্রভাবের কারণে; **বিভ্রমৎ**—মোহিত হয়ে; **চিত্তঃ**—যার চেতনা; **ন বেদ**—একজন জানে না; **স্মৃতি**—তার স্মৃতির; **উপপ্লবাৎ**—বিনাশবশত।

অনুবাদ

একজন নিদ্রিত ব্যক্তি, স্বপ্ন থেকে পৃথক তার জাগ্রত পরিচয় ভুলে গিয়ে, নিজেকে বিভিন্ন নাম ও রূপে দর্শন করে এক পরিবর্ত বাস্তবতায় নিজেকে কল্পনা করে। একইভাবে, মায়া দ্বারা যার চেতনা বিভ্রান্ত সে কেবল জাগতিক বিষয়সমূহের নাম ও রূপসমূহ ধারণা করতে পারে। এইভাবে এরূপ ব্যক্তি তার স্মৃতি হারিয়ে আপনাকে জানতে পারে না।

তাৎপর্য

ঠিক যেমন একজন ব্যক্তির স্বপ্ন হচ্ছে তার স্মৃতি ও আকাঙ্ক্ষার ভাণ্ডার থেকে সৃষ্ট হওয়া এক গৌণ বাস্তবতা, তেমনি এই জগৎ ভগবানের নিকৃষ্ট সৃষ্টি রূপে বর্তমান, তার কাছ থেকে বাস্তবে কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন নয়। আর ঠিক একজন ঘুম থেকে উত্থিত ব্যক্তি যেমন তার জাগ্রত জীবনের সর্বোচ্চ বাস্তবতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি ভগবানেরও রয়েছে তাঁর স্বতন্ত্র, উচ্চতম বাস্তবতা যা এই জগৎ সম্বন্ধে আমাদের জানা সমস্তকিছুর অতীত। ভগবানের নিজের কথায়—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥

"অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই। যদিও সবকিছুই আমারই সৃষ্ট তবুও তারা আমাতে অবস্থিত নয়। আমার যোগৈশ্বর্য দর্শন কর। যদিও আমি সমস্ত জীবের ধারক এবং যদিও আমি সর্বব্যাপ্ত, তবুও আমি সমস্ত সৃষ্টির উৎস।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/৪-৫)

শ্লোক ২৬

তস্যাদ্য তে দদৃশিমাঙ্ঘ্রিমঘৌঘমর্ষ-
তীর্থাস্পদং হৃদি কৃতং সুবিপক্বযোগৈঃ ।
উৎসিক্তভক্ত্যুপহতাশয়জীবকোশা
আপুর্ভবদ্‌গতিমথানুগৃহাণ ভক্তান্‌ ॥ ২৬ ॥

তস্য—তাঁর; **অদ্য**—আজ; **তে**—আপনার; **দদৃশিম্**—আমরা দর্শন করেছি; **অঙ্ঘ্রিম্**—চরণযুগল; **অঘ**—পাপের; **ওঘ**—বন্যা; **মর্ষ**—যা ধ্বংস করে; **তীর্থ**—পবিত্র তীর্থস্থানের (গঙ্গা); **আস্পদম্**—উৎস; **হৃদি**—হৃদয়ে; **কৃতম্**—স্থাপিত; **সু**—সু; **বিপক্ব**—পরিণত; **যোগৈঃ**—তাদের দ্বারা যাদের যোগাভ্যাস; **উৎসিক্ত**—সম্পূর্ণরূপে উন্নত; **ভক্তি**—ভক্তি দ্বারা; **উপহত**—বিধ্বস্ত; **আশয়**—জড় মানসিকতা; **জীব**—জীবের; **কোশাঃ**—কোশ; **আপুঃ**—তারা প্রাপ্ত হয়; **ভবৎ**—আপনার; **গতিম্**—গতি; **অথ**—তাই; **অনুগৃহাণ**—দয়া করে অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন; **ভক্তান্**—আপনার ভক্তদের।

অনুবাদ

আজ আমরা সর্বপাপ ধৌতকারী পবিত্র গঙ্গার উৎস আপনার চরণযুগলকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেছি। সিদ্ধ যোগীরা বড় জোর তাদের হৃদয় অভ্যন্তরে আপনার চরণযুগলের ধ্যান করতে পারে। কিন্তু যারা সর্বতোভাবে আপনাকে ভক্তি প্রদান করে কেবলমাত্র তারাই এইভাবে আত্মার আচ্ছাদন—জাগতিক মনকে—পরাজিত করে এবং তাদের পরম গতি রূপে আপনাকে প্রাপ্ত হয়। তাই দয়া করে আপনার ভক্ত, আমাদের উপর কৃপা প্রদর্শন করুন।

তাৎপর্য

পবিত্র নদী গঙ্গার সকল রকম পাপকর্মফল বিনাশের শক্তি রয়েছে কারণ তিনি ভগবানের চরণকমল উদ্ভূতা আর তাই তিনি ভগবানের চরণধূলি সমন্বিতা। এই শ্লোকটি ব্যাখ্যা করে শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলছেন, "ভগবান যদি মুনিদেরকে উপদেশ প্রদান করতেন যে তাদের নিজেদের ভক্তি অনুশীলনের কোন প্রয়োজন নেই কেননা তারা ইতিমধ্যেই তপশ্চর্যা ও পারমার্থিক জ্ঞানে অনেক উন্নত, তবু তারা এমন এক প্রস্তাব শ্রদ্ধার সঙ্গে এই বলে প্রত্যাখ্যান করতেন যে কেবলমাত্র সেই সব যোগীরা যারা শুদ্ধভক্তিতে কৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার মাধ্যমে তাদের জড় মন ও অহংকারকে ধ্বংস করেছেন তারাই কেবল পূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হতে পারেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনার দ্বারা তাঁরা তাঁদের কথা শেষ করেছেন যে তাঁদেরকে তাঁর ভক্তে পরিণত করার মাধ্যমে কৃষ্ণ যেন অত্যন্ত কৃপালুরূপে তাঁদের অনুগ্রহ করেন।"

শ্লোক ২৭

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যনুজ্ঞাপ্য দাশার্হং ধৃতরাষ্ট্রং যুধিষ্ঠিরম্ ।
রাজর্ষে স্বাশ্রমান্ গন্তুং মুনয়ো দধিরে মনঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে বলে; **অনুজ্ঞাপ্য**—গমনের জন্য অনুমতিগ্রহণ পূর্বক; **দাশার্হম্**—মহারাজ দাশার্হের বংশধর, শ্রীকৃষ্ণের; **ধৃতরাষ্ট্রম্**—ধৃতরাষ্ট্রের; **যুধিষ্ঠিরম্**—যুধিষ্ঠিরের; **রাজ**—রাজাদের মধ্যে; **ঋষে**—হে ঋষি; **স্ব**—তাঁদের নিজেদের; **আশ্রমান্**—আশ্রম সমূহে; **গন্তুম্**—গমন করার জন্য; **মুনয়ঃ**—মুনিরা; **দধিরে**—কৃতসংকল্প হলেন; **মনঃ**—তাদের মনে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজর্ষি, এইভাবে বলবার পর মুনিরা অতঃপর ভগবান দাশার্হ, ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন এবং তাদের আশ্রমসমূহে প্রস্থান করার জন্য প্রস্তুত হলেন।

শ্লোক ২৮

তদ্বীক্ষ্য তানুপব্রজ্য বসুদেবো মহাযশাঃ ।
প্রণম্য চোপসংগৃহ্য বভাষেদং সুযন্ত্রিতঃ ॥ ২৮ ॥

তৎ—তা; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **তান্**—তাদের; **উপব্রজ্য**—সমীপস্থ হয়ে; **বসুদেবঃ**—বসুদেব; **মহা**—মহা; **যশাঃ**—যার যশ; **প্রণম্য**—প্রণাম নিবেদন করে; **চ**—এবং; **উপসংগৃহ্য**—তাঁদের পদদ্বয় ধারণ করে; **বভাষঃ**—তিনি বললেন; **ইদম্**—এই; **সু**—অত্যন্ত; **যন্ত্রিতঃ**—যত্নসহকারে রচিত।

অনুবাদ

তাদের প্রস্থানোদ্যত দর্শন করে মহাযশা বসুদেব মুনিদের সমীপস্থ হলেন। তাঁদের পাদদ্বয় স্পর্শ করে তাঁদের প্রণাম নিবেদন করার পর যত্নসহকারে নির্বাচিত শব্দ দ্বারা তিনি তাঁদের বললেন।

শ্লোক ২৯

শ্রীবসুদেব উবাচ

নমো বঃ সর্বদেবেভ্য ঋষয়ঃ শ্রোতুমর্হথ ।
কর্মণা কর্মনির্হারো যথা স্যান্নস্তদুচ্যতাম্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীবসুদেব উবাচ—শ্রীবসুদেব বললেন; **নমঃ**—নমস্কার করি; **বঃ**—আপনাদের; **সর্ব**—সকলকে; **দেবেভ্যঃ**—দেবতাস্বরূপ; **ঋষয়ঃ**—হে ঋষিবর্গ; **শ্রোতুম্ অর্হথ**—দয়া করে শ্রবণ করুন; **কর্মণা**—জড় কর্ম দ্বারা; **কর্ম**—পূর্ব কর্মের; **নির্হারঃ**—বিশোধন; **যথা**—যেমন; **স্যাৎ**—হতে পারে; **নঃ**—আমাদের; **তৎ**—তা; **উচ্যতাম্**—দয়া করে বলুন।

অনুবাদ

শ্রীবসুদেব বললেন—হে ঋষিগণ, সকল দেবতার আবাস স্বরূপ আপনাদের নমস্কার করি। আপনারা দয়া করে আমার কথা শ্রবণ করুন। কর্ম দ্বারা কিভাবে কর্মের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হওয়া যায়, দয়া করে আমাকে তা বলুন।

তাৎপর্য

এখানে বসুদেব ঋষিবর্গকে "সকল দেবতার আবাস স্বরূপ" রূপে সম্বোধন করছেন। তাঁর বক্তব্যকে প্রামাণ্য শ্রুতি মন্ত্রসমূহে প্রতিপন্ন করা হয়েছে, যা ঘোষণা করছে যে *যাবতীর্বৈ দেবতাস্তাঃ সর্বা বেদবিদি ব্রাহ্মণে বসন্তি* অর্থাৎ "দেবতাগণ যাঁরাই বর্তমান থাকুন, তাঁরা সকলেই এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের মধ্যে বাস করেন।"

শ্লোক ৩০

শ্রীনারদ উবাচ

নাতিচিত্রমিদং বিপ্রা বসুদেবো বুভুৎসয়া।
কৃষ্ণং মত্বার্ভকং যন্নঃ পৃচ্ছতি শ্রেয় আত্মনঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীনারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ বললেন; **ন**—না; **অতি**—অতি; **চিত্রম্**—বিচিত্র; **ইদম্**—এই; **বিপ্রাঃ**—হে ব্রাহ্মণেরা; **বসুদেবঃ**—বসুদেব; **বুভুৎসয়া**—অবগত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায়; **কৃষ্ণম্**—ভগবান কৃষ্ণ; **মত্বা**—মনে করে; **অর্ভকম্**—একটি বালক; **যৎ**—সত্যটি হচ্ছে; **নঃ**—আমাদের থেকে; **পৃচ্ছতি**—তিনি জানতে চাইছেন; **শ্রেয়ঃ**—মঙ্গল সম্বন্ধে; **আত্মনঃ**—তার নিজের।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—হে ব্রাহ্মণেরা, এটি তেমন বিচিত্র কিছু নয় যে, যেহেতু বসুদেব কৃষ্ণকে একটি বালক মাত্র বিবেচনা করছেন, তাই তার জানবার আগ্রহ বশত তিনি তাঁর পরম মঙ্গল সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্ন করেছেন।

তাৎপর্য

নারদমুনির ভাবনাকে শ্রীল জীব গোস্বামী এইভাবে বর্ণনা করছেন—শ্রীনারদমুনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে কিভাবে বসুদেব এক সাধারণ গৃহস্থ হওয়ার ভান করার

ভাববশত ঋষিদেরকে কর্মযোগ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যদিও তিনি ইতিমধ্যেই সেই পারমার্থিক লক্ষ প্রাপ্ত হয়েছেন যা মহান যোগী ও ঋষিগণও প্রাপ্ত হতে পারেন না। কিন্তু নারদ তবুও উদ্বিগ্ন ছিলেন যে বসুদেব হয়ত সকল ঋষিদের উপস্থিতিতে ভগবান কৃষ্ণকে একজন বালকমাত্র মনে করার মাধ্যমে একটি অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন। নারদ ও অন্যান্য ঋষিরা ভগবান কৃষ্ণের প্রতি তাদের শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করার জন্য বাধিত বোধ করতেন, তাহলে কিভাবে তারা তাঁকে অবজ্ঞা করে, বসুদেবকে তাদের নিজেদের উত্তর প্রদানকে মেনে নিতে পারেন? এই অস্বস্তি এড়ানোর জন্য নারদ উপস্থিত সবাইকে শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব স্মরণ করিয়ে দিতে এই সুযোগটি গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

সন্নিকর্ষোঽত্র মর্ত্যানামনাদরণকারণম্ ।
গাঙ্গং হিত্বা যথান্যাম্ভস্তত্রত্যো যাতি শুদ্ধয়ে ॥ ৩১ ॥

সন্নিকর্ষঃ—নিকটে; **অত্র**—এখানে (এই পৃথিবীতে); **মর্ত্যানাম্**—মানুষদের জন্য; **অনাদরণ**—অনাদরের; **কারণম্**—একটি কারণ; **গাঙ্গম্**—গঙ্গার (জল); **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **যথা**—যেমন; **অন্য**—অন্য; **অম্ভঃ**—জলের প্রতি; **তত্রত্যঃ**—যে তার কাছে বাস করে; **যাতি**—গমন করে; **শুদ্ধয়ে**—শুদ্ধতার জন্য।

অনুবাদ

এই জগতে মানুষেরা মহদ্ বস্তুর নিকটে অবস্থান করলেই তার অনাদর করে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, যিনি গঙ্গার তীরে বাস করেন তিনি শুদ্ধতার জন্য অন্য কোন তীর্থ সলিলে গমন করেন।

শ্লোক ৩২-৩৩

যস্যানুভূতিঃ কালেন লয়োৎপত্ত্যাদিনাস্য বৈ ।
স্বতোঽন্যস্মাচ্চ গুণতো ন কুতশ্চন রিষ্যতি ॥ ৩২ ॥
তং ক্লেশকর্মপরিপাকগুণপ্রবাহৈর্
অব্যাহতানুভবমীশ্বরমদ্বিতীয়ম্ ।
প্রাণাদিভিঃ স্ববিভবৈরুপগূঢ়মন্যো
মন্যেত সূর্যমিব মেঘহিমোপরাগৈঃ ॥ ৩৩ ॥

যস্য—যার; **অনুভূতিঃ**—অনুভূতি; **কালেন**—কাল দ্বারা উদ্ভূত; **লয়**—ধ্বংস দ্বারা; **উৎপত্তি**—সৃষ্টি; **আদিনা**—ইত্যাদি; **অস্য**—এই (জগতের); **বৈ**—বস্তুত; **স্বতঃ**—

তার নিজের উপরে; **অন্যস্মাৎ**—অন্য কোন প্রকারবশত; **চ**—অথবা; **গুণতঃ**—তার গুণাবলী হেতু; **ন**—না; **কুতশ্চন**—যে কোন কারণের জন্য; **রিষ্যতি**—বিনাশ হয়; **তম্**—তাঁকে; **ক্লেশ**—ক্লেশ দ্বারা; **কর্ম**—জাগতিক কার্যাবলী; **পরিপাক**—তাদের ফলাফল; **গুণ**—প্রকৃতির গুণসমূহের; **প্রবাহৈঃ**—প্রবাহ দ্বারা; **অব্যাহত**—অবিচলিত; **অনুভবম্**—অনুভব; **ঈশ্বরম্**—পরম নিয়ন্তা; **অদ্বিতীয়ম্**—যার কোন দ্বিতীয় নেই; **প্রাণ**—প্রাণ দ্বারা; **আদিভিঃ**—অন্যান্য (জড় দেহের উপাদানসমূহ); **স্ব**—তাঁর নিজ; **বিভবৈঃ**—বিস্তার সমূহ; **উপগূঢ়ম্**—গোপন; **অন্যঃ**—অন্য কেউ; **মন্যেত**—বিবেচনা করে; **সূর্যম্ ইব**—সূর্যের মতো; **মেঘ**—মেঘ দ্বারা; **হিম**—হিম; **উপরাগৈঃ**—এবং গ্রহণসমূহ।

অনুবাদ

পরমেশ্বরের অনুভূতি কাল দ্বারা, জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় দ্বারা, জগতের গুণ সমূহের পরিবর্তনের দ্বারা অথবা আত্ম-উদ্ভূত বা বাহ্যিক অন্য কোন কিছুর দ্বারাই কখনও উপদ্রুত নয়। কিন্তু যদিও অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ভগবানের চেতনা জাগতিক ক্লেশ দ্বারা, জাগতিক কর্মের প্রতিক্রিয়া দ্বারা অথবা প্রকৃতির গুণসমূহের অনবরত প্রবাহ দ্বারা কখনও প্রভাবিত হয় না, তবু সাধারণ মানুষেরা মনে করে যে ভগবান তাঁর সৃষ্টি, প্রাণ ও অন্যান্য জড় উপাদান দ্বারা আচ্ছাদিত, ঠিক যেমন কেউ মনে করতে পারে যে সূর্য মেঘ, হিম বা গ্রহণ দ্বারা আচ্ছাদিত হয়।

তাৎপর্য

এই জগতের বস্তু সমূহ অনিবার্যরূপে কোন না কোন ভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সময় স্বয়ং প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুর চূড়ান্ত ক্ষয়িষ্ণুতার কারণ—যেমন, একটি ফল, যা ক্রমে বড় হয়ে পেকে ওঠে, তখন সেটি হয় খেতে হবে নয় তা পচে যাবে। কিছু বস্তু, যেমন বিদ্যুত প্রকাশিত হওয়া মাত্র শীঘ্র নিজেদের বিনষ্ট করে, আর অন্যান্যরা বাহ্যিক কারণ দ্বারা সহসা বিনষ্ট হয়, ঠিক যেমন মাটির পাত্র একটি হাতুড়ি দ্বারা বিনষ্ট হয়। এমনকি জীবিত দেহ সমূহে এবং অন্যান্য বস্তু যার অস্তিত্ব কিছু কাল ধরে অব্যাহত, সেখানে বিভিন্ন গুণসমূহের অবিরত পরিবর্তন হচ্ছে, কোন একটি গুণ ধ্বংস হচ্ছে অন্যটি দ্বারা তার স্থান পূরণ হচ্ছে।

এই সমস্ত কিছুর বিপরীতে, পরমেশ্বর ভগবানের চেতনা কখনও কোন কিছু দ্বারা বিনষ্ট হয় না। কেবলমাত্র অজ্ঞতাবশত কেউ তাঁকে জড় বিষয়াধীন সাধারণ মানুষ রূপে ভাবতে পারে। মানুষ তাদের কর্ম বন্ধন ও তাদের ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখ দ্বারা আচ্ছন্ন, কিন্তু ভগবান, প্রকৃতপক্ষে যা তাঁর নিজ বিস্তার তার দ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারেন না। সাদৃশ্যগতভাবে বিশাল সূর্য হচ্ছে তুলনামূলকভাবে

ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু মেঘ, হিম ও গ্রহণসমূহের উৎস আর তাই সূর্য তাদের দ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারে না, যদিও সাধারণ পর্যবেক্ষকরা সেটিই মনে করতে পারে।

শ্লোক ৩৪

অথোচুর্মুনয়ো রাজন্নাভাষ্যানকদুন্দুভিম্ ।
সর্বেষাং শৃণ্বতাং রাজ্ঞাং তথৈবাচ্যুতরামযোঃ ॥ ৩৪ ॥

অথ—অতঃপর; **ঊচুঃ**—বললেন; **মুনয়ঃ**—মুনিরা; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **আভাষ্য**—বলতে লাগলেন; **আনক-দুন্দুভিম্**—বসুদেবকে; **সর্বেষাম্**—সকল; **শৃণ্বতাম্**—তারা যাতে শ্রবণ করে, এমনভাবে; **রাজ্ঞাম্**—রাজারা; **তথা এব**—ও; **অচ্যুত-রাময়োঃ**—কৃষ্ণ ও বলরাম।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলতে লাগলেন—] হে রাজন, অতঃপর মুনিরা পুনরায় বসুদেবকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, যা শ্রীঅচ্যুত ও শ্রীরাম সহ সকল রাজাগণ শ্রবণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

কর্মণা কর্মনির্হার এষ সাধুনিরূপিতঃ ।
যচ্ছ্রদ্ধয়া যজেদ্বিষ্ণুং সর্বযজ্ঞেশ্বরং মখৈঃ ॥ ৩৫ ॥

কর্মণা—কর্ম দ্বারা; **কর্ম**—অতীত কর্মের ফলের; **নির্হারঃ**—বিপরীত ক্রিয়া; **এষঃ**—এই; **সাধু**—সঠিকভাবে; **নিরূপিতঃ**—নিরূপিত হয়েছে; **যৎ**—যে; **শ্রদ্ধয়া**—বিশ্বাসের সঙ্গে; **যজেৎ**—পূজা করা উচিত; **বিষ্ণুম্**—বিষ্ণু; **সর্ব**—সর্ব; **যজ্ঞ**—যজ্ঞসমূহের; **ঈশ্বরম্**—ঈশ্বর; **মখৈঃ**—বৈদিক যজ্ঞ দ্বারা।

অনুবাদ

[মুনিরা বললেন—] এটি সঠিকভাবে নিরূপিত হয়েছে যে কর্মের দ্বারা কর্ম বন্ধন নষ্ট হয় তখনই যখন কেউ সর্বযজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর পূজার জন্য যথার্থ বিশ্বাসের সঙ্গে বৈদিক যজ্ঞসমূহ সম্পাদন করে।

শ্লোক ৩৬

চিত্তস্যোপশমোঽয়ং বৈ কবিভিঃ শাস্ত্রচক্ষুষা ।
দর্শিতঃ সুগমো যোগো ধর্মশ্চাত্মমুদাবহঃ ॥ ৩৬ ॥

চিত্তস্য—মনের; **উপশমঃ**—উপশম; **অয়ম্**—এই; **বৈ**—বস্তুত; **কবিভিঃ**—তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতদের দ্বারা; **শাস্ত্র**—শাস্ত্রের; **চক্ষুষা**—চক্ষু দ্বারা; **দর্শিতঃ**—প্রদর্শন করেন; **সু-গমঃ**—সহজভাবে সম্পাদিত; **যোগঃ**—মোক্ষ প্রাপ্ত হবার উপায়; **ধর্মঃ**—ধর্মীয় কর্তব্য; **চ**—এবং; **আত্ম**—হৃদয়ে; **মুৎ**—আনন্দ; **আবহঃ**—যা আনয়ন করে।

অনুবাদ

তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা শাস্ত্র চক্ষু দ্বারা সম্যগরূপে হিতাহিত নিরীক্ষণপূর্বক প্রদর্শন করেছেন যে চঞ্চল মনকে দমন করার ও মোক্ষ প্রাপ্ত হবার এটিই সহজতম পন্থা। এটিই পবিত্র কর্তব্য যা হৃদয়ে আনন্দ আনয়ন করে।

শ্লোক ৩৭

অয়ং স্বস্ত্যয়নঃ পন্থা দ্বিজাতেগৃহমেধিনঃ ।
যচ্ছ্রদ্ধয়াপ্তবিত্তেন শুক্লেনেজ্যেত পুরুষঃ ॥ ৩৭ ॥

অয়ম্—এই; **স্বস্তি**—পবিত্রতা; **অয়নঃ**—আনয়নকারী; **পন্থা**—পথ; **দ্বি-জাতেঃ**—যিনি দ্বিজ তার জন্য; **গৃহ**—গৃহে; **মেধিনঃ**—যে যজ্ঞ সম্পাদন করে; **যৎ**—সেই; **শ্রদ্ধয়া**—নিঃস্বার্থভাবে; **আপ্ত**—উপায় রূপে অর্জিত; **বিত্তেন**—তার সম্পদসমূহ দ্বারা; **শুক্লেন**—সৎভাবে; **ইজ্যেত**—পূজা করা উচিত; **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

সৎভাবে প্রাপ্ত সম্পদ দ্বারা নিঃস্বার্থভাবে পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করাই ধার্মিক দ্বিজ গৃহস্থের জন্য পরম পবিত্রতম পথ।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এবং শ্রীল জীব গোস্বামী উভয়েই এখানে একমত হয়েছেন যে, বৈদিক যজ্ঞের শাস্ত্রীয় কর্ম বিশেষত আসক্ত গৃহস্থদের জন্য। যাঁরা ইতিমধ্যেই কৃষ্ণভাবনামৃতে জীবন সমর্পণ করেছেন, যেমন বসুদেব স্বয়ং, তাঁদের কেবলমাত্র ভগবানের ভক্তদের সঙ্গে, তাঁর বিগ্রহের রূপের মধ্যে, তাঁর নাম, তাঁর প্রসাদ এবং *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রদত্ত তাঁর শিক্ষার মধ্যে বিশ্বাসের চর্চা করা প্রয়োজন।

শ্লোক ৩৮

বিত্তৈষণাং যজ্ঞদানৈর্গৃহৈর্দারসুতৈষণাম্ ।
আত্মলোকৈষণাং দেব কালেন বিসৃজেদ্ বুধঃ ।
গ্রামে ত্যক্তৈষণাঃ সর্বে যযুর্ধীরাস্তপোবনম্ ॥ ৩৮ ॥

বিত্ত—সম্পদের জন্য; **এষণাম্**—আকাঙ্ক্ষা; **যজ্ঞ**—যজ্ঞসমূহ দ্বারা; **দানৈঃ**—এবং দান দ্বারা; **গৃহৈঃ**—গৃহস্থালী ব্যাপারে যুক্ত হওয়ার দ্বারা; **দার**—পত্নীর জন্য; **সুত**—

এবং পুত্র; **এষণাম্**—আকাঙ্ক্ষা; **আত্ম**—নিজের জন্য; **লোক**—এক উন্নত গ্রহের জন্য (পরবর্তী জীবনে); **এষণাম্**—আকাঙ্ক্ষা; **দেব**—হে সাধুমনোভাবাপন্ন বসুদেব; **কালেন**—কাল হেতু; **বিসৃজেৎ**—পরিত্যাগ করা উচিত; **বুধঃ**—যিনি বুদ্ধিমান; **গ্রামে**—গৃহস্থ জীবনের জন্য; **ত্যক্তা**—যিনি পরিত্যাগ করেছেন; **এষণাঃ**—তাদের কামনাসমূহ; **সর্বে**—সকলে; **যযুঃ**—তারা গমন করেছিলেন; **ধীরাঃ**—ধীর মুনিরা; **তপঃ**—তপশ্চর্যার; **বনম্**—বনে।

অনুবাদ

হে বসুদেব, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির যজ্ঞ সম্পাদন, দানের দ্বারা সম্পদের আকাঙ্ক্ষা, গৃহস্থ জীবন প্রাপ্ত হওয়ার মাধ্যমে তার পত্নী ও পুত্র লাভের কামনা এবং সময়ের প্রভাব অধ্যয়ন দ্বারা পরবর্তী জীবনে এক উচ্চতর গ্রহে উন্নীত হবার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করার শিক্ষা করা উচিত। আত্মসংযত ঋষিরা যারা এইভাবে তাদের গৃহস্থ জীবনের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করেছেন, তপশ্চর্যা সম্পাদনের জন্য তারা বনে গমন করেছেন।

শ্লোক ৩৯

ঋণৈস্ত্রিভির্দ্বিজো জাতো দেবর্ষিপিতৃণাং প্রভো ।
যজ্ঞাধ্যয়নপুত্রৈস্তান্যনিস্তীর্য ত্যজন্ পতেৎ ॥ ৩৯ ॥

ঋণৈঃ—ঋণ দ্বারা; **ত্রিভিঃ**—তিনটি; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **জাতঃ**—জন্ম হয়; **দেব**—দেবতাদের কাছে; **ঋষি**—ঋষিগণ; **পিতৃণাম্**—পিতৃপুরুষগণ; **প্রভো**—হে প্রভু (বসুদেব); **যজ্ঞ**—যজ্ঞ দ্বারা; **অধ্যয়ন**—শাস্ত্রের অধ্যয়ন; **পুত্রৈঃ**—এবং সন্তান উৎপাদন; **তানি**—এইসকল (ঋণ); **অনিস্তীর্য**—পরিশোধ না করে; **ত্যজন্**—ত্যাগ করে (তার দেহ); **পতেৎ**—সে পতিত হয়।

অনুবাদ

হে প্রভু, একজন দ্বিজ তিন ধরনের ঋণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। সেগুলো হল দেবতাদের কাছে ঋণ, ঋষিদের কাছে ঋণ এবং তার পিতৃপুরুষদের কাছে ঋণ। যদি সে যজ্ঞ সম্পাদন, শাস্ত্র অধ্যয়ন ও সন্তান উৎপাদন দ্বারা প্রথমে ঋণশোধ না করে তার দেহ ত্যাগ করে, সে এক নারকীয় অবস্থায় পতিত হবে।

তাৎপর্য

একজন ব্রাহ্মণের বিশেষ বাধ্যবাধকতা বিষয়ে *শ্রুতি* উল্লেখ করছে যে, *জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভির্ঋণবান্ জায়তে ব্রহ্মচর্যেণ ঋষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ*

অর্থাৎ "যখন একজন ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করে, তিনটি ঋণ তার সঙ্গে জাত হয়। ব্রহ্মচর্য দ্বারা তিনি ঋষিদের ঋণ শোধ করতে পারেন, যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদের প্রতি তার ঋণ এবং সন্তান উৎপাদন দ্বারা পিতৃপুরুষদের প্রতি তাঁর ঋণ তিনি শোধ করতে পারেন।

শ্লোক ৪০

ত্বং ত্বদ্য মুক্তো দ্বাভ্যাং বৈ ঋষিপিত্রোর্মহামতে।
যজ্ঞৈর্দেবর্ণমুন্মুচ্য নির্ঋণোঽশরণো ভব ॥ ৪০ ॥

ত্বম্—আপনি; **তু**—কিন্তু; **অদ্য**—এখন; **মুক্তঃ**—মুক্ত; **দ্বাভ্যাম্**—দুটি (ঋণ) হতে; **বৈ**—নিশ্চিতরূপে; **ঋষি**—ঋষিগণের প্রতি; **পিত্রোঃ**—এবং পিতৃপুরুষগণের প্রতি; **মহামতে**—হে মহামতে; **যজ্ঞৈঃ**—বৈদিক যজ্ঞ দ্বারা; **দেব**—দেবতাদের; **ঋণম্**—ঋণ হতে; **উন্মুচ্য**—নিজেকে মুক্ত করে; **নির্ঋণঃ**—ঋণ হীন; **অশরণঃ**—জাগতিক আশ্রয়হীন; **ভব**—হউন।

অনুবাদ

কিন্তু আপনি, হে মহামতে, ইতিমধ্যে ঋষিরা ও পিতৃপুরুষদের প্রতি, আপনার দুটি ঋণ থেকে মুক্ত। এখন বৈদিক যজ্ঞসমূহ সম্পাদন করার মাধ্যমে দেবতাদের প্রতি ঋণ থেকে নিজেকে মুক্ত করুন এবং এইভাবে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঋণমুক্ত করে সকল জাগতিক আশ্রয় ত্যাগ করুন।

শ্লোক ৪১

বসুদেব ভবান্নূনং ভক্ত্যা পরময়া হরিম্।
জগতামীশ্বরং প্রার্চঃ স যদ্বাং পুত্রতাং গতঃ ॥ ৪১ ॥

বসুদেব—হে বসুদেব; **ভবান্**—আপনি; **নূনম্**—নিঃসন্দেহে; **ভক্ত্যা**—ভক্তির সঙ্গে; **পরময়া**—পরম; **হরিম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **জগতাম্**—সমগ্র জগতের; **ঈশ্বরম্**—পরম নিয়ন্তা; **প্রার্চঃ**—যথাযথভাবে পূজা করেছেন; **সঃ**—তিনি; **যৎ**—সেই হেতু; **বাম্**—আপনাদের (বসুদেব ও দেবকী) উভয়ের; **পুত্রতাম্**—পুত্রের ভূমিকা; **গতঃ**—গ্রহণ করেছেন।

অনুবাদ

হে বসুদেব, নিঃসন্দেহে অবশ্যই আপনি অতীতে সমগ্র জগতের অধীশ্বর, শ্রীহরির আরাধনা করেছিলেন। আপনি ও আপনার পত্নী উভয়ে নিশ্চয়ই যথাযথভাবে পরম ভক্তির সঙ্গে তাঁর আরাধনা করেছিলেন, সেইহেতু তিনি আপনাদের পুত্রের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ঋষিদের ভাবকে এইভাবে শব্দান্তরে প্রকাশ করেছেন, "যে সাধারণ আলোচনার পদ্ধতিতে আপনি আমাদের প্রশ্ন করেছিলেন, সেই একই সাধারণ পদ্ধতিতে আমরা আপনাকে উত্তর প্রদান করেছি। যাই হোক, প্রকৃতপক্ষে যেহেতু আপনি ভগবানের নিত্য মুক্ত পিতা তাই জাগতিক প্রথা সমূহের অথবা শাস্ত্রের নির্দেশের আপনার উপর কোন কর্তৃত্ব নেই।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, *বসুদেব* নামটি নির্দেশ করছে যে, বসুদেব দীপ্তিমানরূপে (*দিব্যতি*) শুদ্ধ ভক্তির পরম উৎকৃষ্ট সম্পদ (*বসু*) প্রকাশ করেন। একাদশ স্কন্ধে নারদমুনি পুনরায় বসুদেবের সঙ্গে মিলিত হবেন এবং সেই সময় তিনি তাঁকে মনে করিয়ে দেবেন—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্ ।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥

"হে রাজন, যিনি সকল জাগতিক কর্তব্য পরিত্যাগ করে ভগবান মুকুন্দের পাদপদ্মের পূর্ণ শরণ গ্রহণ করেন, তিনি দেবতা, মহর্ষি, সাধারণ জীব, আত্মীয়বর্গ, সুহৃদ, মনুষ্য অথবা তার পরলোকগত পিতৃপুরুষদের প্রতিও ঋণী হন না। যেহেতু এই সমস্ত জীবেরা ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই যিনি নিজেকে ভগবানের সেবায় উৎসর্গ করেছেন তার এরূপ ব্যক্তিদের আলাদাভাবে সেবা করার প্রয়োজন নেই।" (*ভাগবত* ১১/৫/৪১)

শ্লোক ৪২

শ্রীশুক উবাচ

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা বসুদেবো মহামনাঃ ।
তানৃষীনৃত্বিজো বব্রে মূর্ধ্নানম্য প্রসাদ্য চ ॥ ৪২ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে কথিত; **তৎ**—তাদের; **বচনম্**—বাক্যসমূহ; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করার পর; **বসুদেব**—বসুদেব; **মহা-মনাঃ**—উদার; **তান্**—তাদের; **ঋষিন্**—ঋষিরা; **ঋত্বিজঃ**—পুরোহিত রূপে; **বব্রে**—মনোনীত করলেন; **মূর্ধ্না**—তার মস্তক দ্বারা; **আনম্য**—প্রণাম নিবেদন করে; **প্রসাদ্য**—তাদের প্রসন্ন করে; **চ**—ও।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ঋষিদের এই সকল কথা শ্রবণ করার পর মহামনা বসুদেব ভূমিতে তাঁর মস্তক অবনত করে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং তাঁদের স্তুতি পূর্বক তাঁদেরকে পুরোহিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন।

শ্লোক ৪৩

ত এনমৃষয়ো রাজন্ বৃতা ধর্মেণ ধার্মিকম্ ।
তস্মিন্নযাজয়ন্ ক্ষেত্রে মখৈরুত্তমকল্পকৈঃ ॥ ৪৩ ॥

তে—তাঁরা; **এনম্**—তাঁকে; **ঋষয়ঃ**—ঋষিরা; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **বৃতাঃ**—মনোনীত; **ধর্মেণ**—ধর্মনীতিসমূহ অনুসারে; **ধার্মিকম্**—ধার্মিক; **তস্মিন্**—সেই; **অযাজয়ন্**—তারা যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য যুক্ত হলেন; **ক্ষেত্রে**—পবিত্র ভূমি (কুরুক্ষেত্রের); **মখৈঃ**—অগ্নি যজ্ঞের দ্বারা; **উত্তম**—সর্বোত্তম; **কল্পকৈঃ**—যার আয়োজন।

অনুবাদ

হে রাজন, এইভাবে তাঁর দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে ঋষিগণ পবিত্রভূমি কুরুক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে সর্বোত্তম ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার সঙ্গে ধার্মিক বসুদেবকে অগ্নিযজ্ঞ সম্পাদনে নিয়োজিত করলেন।

শ্লোক ৪৪-৪৫

তদ্দীক্ষায়াং প্রবৃত্তায়াং বৃষ্ণয়ঃ পুষ্করস্রজঃ ।
স্নাতাঃ সুবাসসো রাজন্ রাজানঃ সুষ্ঠ্বলঙ্কৃতাঃ ॥ ৪৪ ॥
তন্মহিষ্যশ্চ মুদিতা নিষ্ককণ্ঠ্যঃ সুবাসসঃ ।
দীক্ষাশালামুপাজগ্মুরালিপ্তা বস্তুপাণয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

তৎ—তাঁর (বসুদেব); **দীক্ষায়াম্**—যজ্ঞের জন্য দীক্ষা; **প্রবৃত্তায়াম্**—যখন শুরু হচ্ছিল; **বৃষ্ণয়ঃ**—বৃষ্ণিরা; **পুষ্কর**—পদ্মসমূহের; **স্রজঃ**—মালা পরিধান করে; **স্নাতাঃ**—স্নান করে; **সু-বাসসঃ**—সু-বসন পরিহিত; **রাজন্**—হে রাজন; **রাজানঃ**—(অন্যান্য) রাজারা; **সুষ্ঠু**—সুষ্ঠভাবে; **অলঙ্কৃতাঃ**—অলঙ্কৃত হয়ে; **তৎ**—তাঁদের; **মহিষ্যঃ**—মহিষীরা; **চ**—এবং; **মুদিতাঃ**—আনন্দিত; **নিষ্ক**—নিষ্ক; **কণ্ঠ্যঃ**—কণ্ঠে; **সু-বাসসঃ**—সুন্দর বসন পরিহিত হয়ে; **দীক্ষা**—দীক্ষার; **শালাম্**—মণ্ডপ; **উপাজগ্মুঃ**—তারা আগমন করলেন; **আলিপ্তাঃ**—অনুলেপিত; **বস্তু**—পবিত্র দ্রব্য দ্বারা; **পাণয়ঃ**—যাদের হাতে।

অনুবাদ

হে রাজন, মহারাজ বসুদেব যখন যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ার জন্য প্রবৃত্ত হলেন, তখন বৃষ্ণিরা স্নানের পর সুন্দর বস্ত্র ও পদ্ম মালা পরিধান করে সেই দীক্ষা মণ্ডপে আগমন করলেন। অন্যান্য সু-অলঙ্কৃত রাজারাও সুন্দর বস্ত্রে শোভিত ও কণ্ঠে নিষ্ক ধারিত তাঁদের আনন্দিত সকল মহিষী সহ আগমন করেছিলেন। রাণীরা চন্দন অনুলেপন করেছিলেন এবং পূজার জন্য পবিত্র দ্রব্যসমূহ বহন করছিলেন।

শ্লোক ৪৬

নেদুর্মৃদঙ্গপেটহশঙ্খভের্যানকাদয়ঃ ।
ননৃতুর্নটনর্তক্যস্তুষ্টুবুঃ সূতমাগধাঃ ।
জগুঃ সুকণ্ঠ্যো গন্ধর্ব্যঃ সঙ্গীতং সহভর্তৃকাঃ ॥ ৪৬ ॥

নেদুঃ—ধ্বনিত হয়েছিল; **মৃদঙ্গ-পটহ**—মৃদঙ্গ ও পটহ ঢোলক; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **ভেরী-আনক**—ভেরী ও আনক ঢাক; **আদয়ঃ**—ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র; **ননৃতুঃ**—নৃত্য করেছিল; **নট-নর্তক্যঃ**—নর্তক ও নর্তকীরা; **তুষ্টুবুঃ**—স্তুতি আবৃত্তি করলেন; **সূত-মাগধাঃ**—সূত ও মাগধ চারণেরা; **জগুঃ**—গান করলেন; **সু-কণ্ঠ্যঃ**—মধুর কণ্ঠী; **গন্ধর্ব্যঃ**—গন্ধর্ব রমণীরা; **সঙ্গীতম্**—গানসমূহ; **সহ**—সহ; **ভর্তৃকাঃ**—তাদের পতিরা।

অনুবাদ

মৃদঙ্গ পটহ, শঙ্খ, ভেরী, আনক ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ধ্বনিত হল, নর্তক ও নর্তকীরা নৃত্য করলেন এবং সূত ও মাগধেরা স্তুতি পাঠ করলেন। তাঁদের পতিগণসহ মধুর কণ্ঠী গন্ধর্ব রমণীরা গান গাইলেন।

শ্লোক ৪৭

তমভ্যষিঞ্চন্ বিধিবদক্তমভ্যক্তমৃত্বিজঃ ।
পত্নীভিরষ্টাদশভিঃ সোমরাজমিবোড়ুভিঃ ॥ ৪৭ ॥

তম্—তাঁকে; **অভ্যষিঞ্চন্**—তাঁরা পবিত্র জল দিয়ে অভিষিক্ত করলেন; **বিধিবৎ**—শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে; **অক্তম্**—তাঁর নয়নদ্বয় অঞ্জন দ্বারা শোভিত; **অভ্যক্তম্**—তাঁর দেহ নবনীলিপ্ত; **ঋত্বিজঃ**—পুরোহিতগণ; **পত্নীভিঃ**—তাঁর পত্নীগণ সহ; **অষ্টাদশভিঃ**—অষ্টাদশ; **সোম-রাজম্**—রাজকীয় চন্দ্র; **ইব**—যেন; **উড়ুভিঃ**—নক্ষত্রসমূহ সহ।

অনুবাদ

বসুদেবের নয়নদ্বয় অঞ্জন দিয়ে শোভিত ও দেহ নবনীলিপ্ত করার পর পুরোহিতেরা শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাঁকে ও তাঁর অষ্টাদশ পত্নীকে পবিত্র জল সিঞ্চন করে দীক্ষিত করলেন। তাঁর পত্নীদের দ্বারা পরিবৃত তাঁকে নক্ষত্রমণ্ডলী পরিবেষ্টিত রাজকীয় চন্দ্রের মতো মনে হচ্ছিল।

তাৎপর্য

দেবকী ছিলেন বসুদেবের প্রধানা মহিষী কিন্তু তাঁর ছয় বোন সহ তাঁর আরও কয়েকজন সতীন ছিলেন। এই তথ্য *শ্রীমদ্ভাগবতের* নবম স্কন্ধে লিপিবদ্ধ রয়েছে—

দেবকশ্চোগ্রসেনশ্চ চত্বারো দেবকাত্মজাঃ ।
দেববানুপদেবশ্চ সুদেবো দেববর্ধনঃ ।
তেষাং স্বসারঃ সপ্তাসন্ ধৃতদেবাদয়ো নৃপ ॥
শান্তিদেবোপদেবা চ শ্রীদেবা দেবরক্ষিতা ।
সহদেবা দেবকী চ বসুদেব উবাহ তাঃ ॥

"আহুকের দেবক ও উগ্রসেন নামক দুই পুত্র ছিল। দেবকের দেববান, উপদেব, সুদেব ও দেববর্ধন নামক চার পুত্র ছিল এবং তাঁর শান্তিদেবা, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, সহদেবা, দেবকী ও ধৃতদেবা নামক সাতজন কন্যাও ছিল। তাঁদের মধ্যে ধৃতদেবা ছিলেন জ্যেষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব সেই সকল ভগ্নীদের বিবাহ করেছিলেন। (*ভাগবত* ৯/২৪/২১-২৩)

বসুদেবের অন্যান্য কয়েকজন পত্নীর কথা কয়েকটি শ্লোক পরে উল্লেখ করা হয়েছে—

পৌরবী রোহিণী ভদ্রা মদিরা রোচনা ইলা ।
দেবকীপ্রমুখাশ্চাসন্ পত্ন্য আনকদুন্দুভেঃ ॥

"দেবকী, পৌরবী, রোহিণী, ভদ্রা, মদিরা, রোচনা, ইলা আদি আনকদুন্দুভির (বসুদেবের) পত্নী। তাদের মধ্যে দেবকী ছিলেন মুখ্যা।" (*ভাগবত* ৯/২৪/৪৫)

শ্লোক ৪৮

তাভির্দুকূলবলয়ৈর্হারনূপুরকুণ্ডলৈঃ ।
স্বলঙ্কৃতাভির্বিবভৌ দীক্ষিতোঽজিনসংবৃতঃ ॥ ৪৮ ॥

তাভিঃ—তাদের সঙ্গে; **দুকূল**—রেশমী শাড়ী সহ; **বলয়ৈঃ**—এবং বালাসমূহ; **হার**—কণ্ঠহার পরিধান করে; **নূপুর**—নূপুর; **কুণ্ডলৈঃ**—এবং কুণ্ডল; **সু**—সুন্দরভাবে;

অলঙ্কৃতাভিঃ—বিভূষিত; **বিবভৌ**—তিনি উজ্জ্বলরূপে শোভিত হয়েছিলেন; **দীক্ষিতঃ**—দীক্ষিত হয়ে; **অজিন**—একটি মৃগচর্ম দ্বারা; **সংবৃতঃ**—আবৃত।

অনুবাদ

বসুদেব তাঁর পত্নীগণসহ দীক্ষা গ্রহণ করলেন, যাঁরা রেশমী শাড়ী পরিধান করেছিলেন এবং বলয়, কণ্ঠহার, নূপুর ও কুণ্ডল দ্বারা বিভূষিতা ছিলেন। মৃগচর্ম দ্বারা আবৃত দেহে বসুদেব দীপ্তিমানরূপে শোভিত ছিলেন।

শ্লোক ৪৯

তস্যর্ত্বিজো মহারাজ রত্নকৌশেয়বাসসঃ ।
সসদস্যা বিরেজুস্তে যথা বৃত্রহণোঽধ্বরে ॥ ৪৯ ॥

তস্য—তার; **ঋত্বিজঃ**—পুরোহিতদের; **মহারাজ**—হে মহারাজ (পরীক্ষিৎ); **রত্ন**—রত্ন সহ; **কৌশেয়**—রেশম; **বাসসঃ**—এবং বস্ত্র; **স**—সহ; **সদস্যা**—সভাসদ; **বিরেজুঃ**—দীপ্তিমান রূপে; **তে**—তারা; **যথা**—যেন; **বৃত্র-হণঃ**—বৃত্রাসুর বিনাশী, দেবরাজ ইন্দ্রের; **অধ্বরে**—যজ্ঞে।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, রেশমী ধুতি ও রত্নখচিত অলঙ্কারে সজ্জিত বসুদেবের পুরোহিত এবং সভাসদদের এতই জ্যোতির্ময় দেখাচ্ছিল যেন তাঁরা বৃত্রাসুরবিনাশী ইন্দ্রের যজ্ঞস্থলে দণ্ডায়মান ছিলেন।

শ্লোক ৫০

তদা রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ স্বৈঃ স্বৈর্বন্ধুভিরন্বিতৌ ।
রেজতুঃ স্বসুতৈর্দারৈর্জীবেশৌ স্ববিভূতিভিঃ ॥ ৫০ ॥

তদা—সেই সময়; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **চ**—এবং; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **চ**—ও; **স্বৈঃ স্বৈঃ**—নিজ নিজ; **বন্ধুভিঃ**—পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের; **অন্বিতৌ**—সঙ্গে; **রেজতুঃ**—দীপ্তিমান রূপে; **স্ব**—তাঁর নিজের; **সুতৈঃ**—পুত্রদের; **দারৈঃ**—এবং পত্নীদের; **জীব**—সকল জীবের; **ঈশৌ**—ঈশ্বরদ্বয়; **স্ব-বিভূতিভিঃ**—তাঁদের আপন ঐশ্বর্যের প্রকাশ সহ।

অনুবাদ

সেই সময় সকল জীবের ঈশ্বর বলরাম ও কৃষ্ণ তাঁদের ঐশ্বর্যের প্রকাশরূপ নিজ নিজ পুত্র, পত্নী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে রাজকীয় দীপ্তিতে বিরাজ করছিলেন।

শ্লোক ৫১

ঈজেঽনুযজ্ঞং বিধিনা অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণৈঃ ।
প্রাকৃতৈর্বৈকৃতৈর্যজ্ঞৈর্দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়েশ্বরম্ ॥ ৫১ ॥

ঈজে—তিনি অর্চনা করলেন; **অনু-যজ্ঞাম্**—সকল রকমের যজ্ঞের সঙ্গে; **বিধিনা**—যথাযথ বিধি দ্বারা; **অগ্নিহোত্র**—পবিত্র অগ্নিতে আহুতি প্রদান দ্বারা; **আদি**—ইত্যাদি; **লক্ষণৈঃ**—লক্ষণযুক্ত; **প্রাকৃতৈঃ**—অপরিবর্তিত, যা শ্রুতির বিধান দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট; **বৈকৃতৈঃ**—পরিবর্তিত, অন্যান্য সূত্রের নির্দেশ অনুসারে মেলানো; **যজ্ঞৈঃ**—যজ্ঞসমূহ দ্বারা; **দ্রব্য**—যজ্ঞের উপকরণের; **জ্ঞান**—মন্ত্রের জ্ঞানের; **ক্রিয়া**—এবং ক্রিয়ার; **ঈশ্বরম্**—ঈশ্বর।

অনুবাদ

যথাযথ বিধি অনুসারে বিভিন্ন ধরনের বৈদিক যজ্ঞসমূহ সম্পাদন করে বসুদেব সকল যজ্ঞ উপকরণ, মন্ত্র ও ক্রিয়ার অধীশ্বরকে পূজা করলেন। অগ্নিহোত্র ও যজ্ঞারাধনার অন্যান্য বিষয়সমূহ সম্পাদন করে তিনি প্রাকৃত ও বৈকৃত উভয় যজ্ঞই সম্পাদন করলেন।

তাৎপর্য

বিভিন্ন ধরনের বৈদিক অগ্নি যজ্ঞ রয়েছে, যার প্রতিটিতে বিভিন্ন বিস্তৃত আচার রয়েছে। বৈদিক *শ্রুতির ব্রাহ্মণ* অংশে জ্যোতিষ্টোম ও দর্শ-পূর্ণমাসের মতো কয়েকটি আদর্শ যজ্ঞের স্তর ভিত্তিক সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলিকে বলা হয় *প্রাকৃত* বা আদি *যজ্ঞ*। অন্যান্য যজ্ঞগুলির প্রক্রিয়াসমূহ অবশ্যই মীমাংসা শাস্ত্রের কঠোর নিয়ম অনুসারে এই সকল *প্রাকৃত* বিধিসমূহের আদলে নিরূপিত। যেহেতু অন্যান্য যজ্ঞগুলি মূল যজ্ঞসমূহ থেকে আহরিত রূপে পরিচিত তাই এদের *বৈকৃত* বা "পরিবর্তিত" বলা হয়।

শ্লোক ৫২

অথর্ত্বিগ্‌ভ্যোঽদদাৎ কালে যথাম্নাতং স দক্ষিণাঃ ।
স্বলঙ্কৃতেভ্যোঽলঙ্কৃত্য গোভূকন্যা মহাধনাঃ ॥ ৫২ ॥

অথঃ—অতঃপর; **ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ**—পুরোহিতগণকে; **অদদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **কালে**—যথা সময়ে; **যথা-আম্নাতম্**—শাস্ত্রের বিধানানুসারে; **সঃ**—তিনি; **দক্ষিণা**—দক্ষিণা; **সু-অলঙ্কৃতেভ্যঃ**—সুভূষণযুক্ত; **অলঙ্কৃত্য**—আরও অধিক ব্যাপকভাবে তাঁদের সজ্জিত করলেন; **গো**—গাভী; **ভূ**—ভূমি; **কন্যাঃ**—এবং বিবাহযোগ্যা কন্যা; **মহাধনাঃ**—মহা মূল্যবান।

অনুবাদ

তারপর, যদিও পুরোহিতরা সু-অলঙ্কৃত ছিলেন, তবু যথাসময়ে এবং শাস্ত্র অনুসারে বসুদেব পুরোহিতদের মূল্যবান অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করলেন এবং বহুমূল্য গাভী, ভূমি ও কন্যা উপহার দিয়ে দক্ষিণা প্রদান করলেন।

শ্লোক ৫৩

পত্নীসংযাজাবভৃথ্যৈশ্চরিত্বা তে মহর্ষয়ঃ ।
সস্নু রামহ্রদে বিপ্রা যজমানপুরঃসরাঃ ॥ ৫৩ ॥

পত্নী-সংযাজ—একটি ধর্মীয় আচার যেখানে যজ্ঞকারী তার পত্নীদের সঙ্গে একত্রে যজ্ঞে আহুতি প্রদান করেন; **অবভৃথ্যৈঃ**—এবং সমাপ্তি কর্ম, যা অবভৃথ্য নামে পরিচিত; **চরিত্বা**—সম্পাদন করে; **তে**—তারা; **মহা-ঋষয়ঃ**—মহান ঋষিরা; **সস্নু**—স্নান করলেন; **রাম**—ভগবান পরশুরামের; **হ্রদে**—হ্রদে; **বিপ্রাঃ**—ব্রাহ্মণেরা; **যজমান**—যজ্ঞকারী (বসুদেব); **পুরঃ-সরাঃ**—অগ্রবর্তী করে।

অনুবাদ

পত্নী সংযাজ ও অবভৃথ্য কর্ম সম্পাদন করার পর সেই মহান ব্রাহ্মণ ঋষিরা যজমান বসুদেবকে অগ্রবর্তী করে ভগবান পরশুরামের হ্রদে স্নান করলেন।

শ্লোক ৫৪

স্নাতোঽলঙ্কারবাসাংসি বন্দিভ্যোঽদাৎ তথা স্ত্রিয়ঃ ।
ততঃ স্বলঙ্কৃতো বর্ণানাশ্বভ্যোঽন্নেন পূজয়ৎ ॥ ৫৪ ॥

স্নাতঃ—স্নান করে; **অলঙ্কার**—অলঙ্কার; **বাসাংসি**—এবং বস্ত্র; **বন্দিভ্যঃ**—স্তুতি-পাঠকদের ; **অদাৎ**—প্রদান করলেন; **তথা**—ও; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীগণ; **ততঃ**—তখন; **সু-অলঙ্কৃতঃ**—সুঅলঙ্কৃত; **বর্ণান্**—সকল শ্রেণীর জনসাধারণ; **আ**—পর্যন্ত; **শ্বভ্যঃ**—কুকুরদেরকে; **অন্নেন**—অন্ন দ্বারা; **পূজয়ৎ**—তিনি পূজা করলেন।

অনুবাদ

পবিত্র স্নান সম্পূর্ণ হলে বসুদেব তাঁর পত্নীদের সঙ্গে পেশাদার স্তুতিপাঠকদের পরিধেয় ও বসন প্রদান করলেন। অতঃপর বসুদেব নব-বস্ত্র পরিধান করলেন। তারপর তিনি সকল শ্রেণীর মানুষদের, এমনকি কুকুরদেরও সম্মানের সঙ্গে ভোজন করালেন।

শ্লোক ৫৫-৫৬

বন্ধূন্ সদারান্ সসুতান্ পারিবর্হেণ ভূয়সা ।
বিদর্ভকোশলকুরূন্ কাশিকেকয়সৃঞ্জয়ান্ ॥ ৫৫ ॥
সদস্যর্ত্বিক্‌সুরগণান্নৃভূতপিতৃচারণান্ ।
শ্রীনিকেতমনুজ্ঞাপ্য শংসন্তঃ প্রযযুঃ ক্রতুম্ ॥ ৫৬ ॥

বন্ধূন্—তাঁর আত্মীয়বর্গ; **স-দারান্**—তাঁদের পত্নীগণসহ; **স-সুতান্**—তাঁদের পুত্রগণ সহ; **পারিবর্হেণ**—উপহার দ্বারা; **ভূয়সা**—ঐশ্বর্য; **বিদর্ভ-কোশল-কুরূন্**—বিদর্ভ, কোশল ও কুরুবংশের রাজাদের; **কাশি-কেকয়-সৃঞ্জয়ান্**—কাশী, কেকয় ও সৃঞ্জয়দেরও; **সদস্য**—যজ্ঞসভার সদস্য; **ঋত্বিক্**—পুরোহিত; **সুরগণান্**—বিভিন্ন শ্রেণীর দেবতাদের; **নৃ**—মানুষদের; **ভূত**—ভূত; **পিতৃ**—পিতৃপুরুষদের; **চারণান্**—এবং চারণদের, অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীর দেবতাদের সদস্য; **শ্রী-নিকেতম্**—লক্ষ্মীদেবীর আলয় শ্রীকৃষ্ণ থেকে; **অনুজ্ঞাপ্য**—বিদায় গ্রহণ করে; **সংসন্তঃ**—প্রশংসা করতে করতে; **প্রযযুঃ**—তারা প্রস্থান করলেন; **ক্রতুম্**—যজ্ঞ সম্পাদন।

অনুবাদ

তাদের সকল স্ত্রী-পুত্র সহ তাঁর আত্মীয়বর্গদের, বিদর্ভ, কোশল, কুরু, কাশি, কেকয় ও সৃঞ্জয় রাজ্যের রাজাদের, সভার প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যদের এবং পুরোহিত, প্রত্যক্ষদর্শী দেবতা, মানুষ, ভূত, পিতৃ ও চারণদের তিনি ঐশ্বর্যময় উপহার প্রদান করে সম্মানিত করলেন। অতঃপর লক্ষ্মীদেবীর আলয় ভগবান কৃষ্ণের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করে বসুদেবের যজ্ঞের স্তুতি কীর্তন করতে করতে বিভিন্ন অতিথিরা প্রস্থান করলেন।

শ্লোক ৫৭-৫৮

ধৃতরাষ্ট্রোঽনুজঃ পার্থা ভীষ্মো দ্রোণঃ পৃথা যমৌ ।
নারদো ভগবান্ ব্যাসঃ সুহৃৎসম্বন্ধিবান্ধবাঃ ॥ ৫৭ ॥
বন্ধূন্ পরিষ্বজ্য যদূন্ সৌহৃদাক্লিন্নচেতসঃ ।
যযুর্বিরহকৃচ্ছ্রেণ স্বদেশাংশ্চাপরে জনাঃ ॥ ৫৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ—ধৃতরাষ্ট্র; **অনুজঃ**—(ধৃতরাষ্ট্রের) কনিষ্ঠ ভ্রাতা (বিদুর); **পার্থাঃ**—পৃথার পুত্রগণ (যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন); **ভীষ্মঃ**—ভীষ্ম; **দ্রোণঃ**—দ্রোণ; **পৃথা**—কুন্তী; **যমৌ**—যমজ (নকুল ও সহদেব); **নারদঃ**—নারদ; **ভগবান্ ব্যাসঃ**—ভগবান

ব্যাসদেব; **সুহৃদ**—বন্ধুবর্গ; **সম্বন্ধি**—পরিবারের প্রত্যক্ষ সদস্য; **বান্ধবাঃ**—ও অন্যান্য আত্মীয়গণ; **বন্ধুন্**—তাঁদের আত্মীয় ও বন্ধুগণ; **পরিষ্বজ্য**—আলিঙ্গন করে; **যদূন্**—যদুগণ, **সৌহৃদ**—বন্ধুত্বের অনুভববশত; **আক্লিন্ন**—আর্দ্র; **চেতসঃ**—তাদের হৃদয়; **যযুঃ**—তাঁরা গমন করলেন; **বিরহ**—বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য; **কৃচ্ছ্রেণ**—কষ্ট সহকারে; **স্ব**—তাঁদের নিজ নিজ; **দেশান্**—রাজ্যে; **চ**—ও; **অপরে**—অন্যান্য; **জনাঃ**—জনসাধারণ।

অনুবাদ

সকল যদুগণ, তাদের সুহৃদ, সম্বন্ধী, ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদুর, পৃথা ও তার পুত্রগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, যমজ নকুল ও সহদেব, নারদ ও ভগবান বেদব্যাস সহ অন্যান্য আত্মীয়গণ দ্বারা আলিঙ্গিত হয়েছিলেন। স্নেহে তাঁদের হৃদয় আর্দ্র হয়েছিল, তাই তাঁরা এবং অন্যান্য অতিথিবর্গ বিরহ যন্ত্রণায় ধীরে ধীরে স্বদেশে প্রস্থান করলেন।

শ্লোক ৫৯

নন্দস্তু সহ গোপালৈর্বৃহত্যা পূজয়ার্চিতঃ ।
কৃষ্ণরামোগ্রসেনাদ্যৈর্ন্যবাৎসীৎ বন্ধুবৎসলঃ ॥ ৫৯ ॥

নন্দঃ—নন্দ মহারাজ; **তু**—এবং; **সহ**—সহ; **গোপালৈঃ**—গোপগণ; **বৃহত্যা**—বিশেষ ঐশ্বর্যময়; **পূজয়া**—পূজা দ্বারা; **অর্চিতঃ**—অর্চিত; **কৃষ্ণ-রাম-উগ্রসেন-আদ্যৈঃ**—কৃষ্ণ, বলরাম, উগ্রসেন ও অন্যান্যদের দ্বারা; **ন্যবাৎসীৎ**—অবস্থান করলেন; **বন্ধু**—তাঁর আত্মীয় স্বজনের প্রতি; **বৎসলঃ**—স্নেহপরায়ণ।

অনুবাদ

তাঁর গোপগণ সহ নন্দ মহারাজ অল্প কিছুকাল বেশী তাঁর আত্মীয়বর্গ, যদুদের সঙ্গে অবস্থান করার মাধ্যমে তাদের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রদর্শন করলেন। তাঁর অবস্থানকালে কৃষ্ণ, বলরাম, উগ্রসেন ও অন্যান্যরা তাঁকে বিশেষ ঐশ্বর্যময় পূজার মাধ্যমে সম্মানিত করলেন।

শ্লোক ৬০

বসুদেবোঽঞ্জসোত্তীর্য মনোরথমহার্ণবম্ ।
সুহৃদ্বৃতঃ প্রীতমনা নন্দমাহ করে স্পৃশন্ ॥ ৬০ ॥

বসুদেবঃ—বসুদেব; **অঞ্জসা**—সহজেই; **উত্তীর্য**—উত্তীর্ণ হয়ে; **মনঃরথ**—তাঁর অভিলাষের (বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করার); **মহা**—মহা; **অর্ণবম্**—সাগর; **সুহৃৎ**—

তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের দ্বারা; **বৃতঃ**—বেষ্টিত; **প্রীত**—সন্তুষ্ট; **মনাঃ**—তাঁর মনে; **নন্দম্**—নন্দকে; **আহ**—তিনি বললেন; **করে**—তাঁর হস্ত; **স্পৃশন্**—স্পর্শ করে।

অনুবাদ

অতি সহজেই তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার মহাসাগর উত্তীর্ণ হয়ে বসুদেব সম্পূর্ণ সন্তোষ অনুভব করলেন। তাঁর বহু শুভাকাঙ্ক্ষীর সাহচর্য মধ্যে তিনি তাঁর হাত দিয়ে নন্দের হাত গ্রহণ করে তাঁকে এইভাবে বললেন।

শ্লোক ৬১

শ্রীবসুদেব উবাচ

ভ্রাতরীশকৃতঃ পাশো নৃণাং যঃ স্নেহসংজ্ঞিতঃ ।
তং দুস্ত্যজমহং মন্যে শূরাণামপি যোগিনাম্ ॥ ৬১ ॥

শ্রীবসুদেবঃ উবাচ—শ্রীবসুদেব বললেন; **ভ্রাতঃ**—হে ভ্রাতা; **ঈশ**—ভগবান দ্বারা; **কৃতঃ**—কৃত; **পাশঃ**—বন্ধন; **নৃণাম্**—মানুষদের; **যঃ**—যে; **স্নেহ**—স্নেহ; **সংজ্ঞিতঃ**—নামক; **তম্**—তা; **দুস্ত্যজম্**—তা থেকে কারোর মুক্ত হওয়া কঠিন; **অহম্**—আমি; **মন্যে**—মনে করি; **সুরাণাম্**—বীরদের পক্ষে; **অপি**—এমন কি; **যোগিনাম্**—এবং যোগীগণের জন্য।

অনুবাদ

শ্রীবসুদেব বললেন—আমার প্রিয় ভ্রাতা, ভগবান স্বয়ং স্নেহ নামক বন্ধন রচনা করেছেন যা মানুষদের একত্রে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করেছে। আমার মনে হয় যে মহাবীরেরা ও মহাযোগীরাও নিজেদের এর থেকে মুক্ত করতে অত্যন্ত দুঃসাধ্যতা প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

মানুষদের বীর নেতারা ইচ্ছা শক্তি দ্বারা তাদের নগণ্য আসক্তিকে অতিক্রম করার চেষ্টা করে আর অন্তর্দর্শী যোগীরা একই উদ্দেশ্যে জ্ঞানের অনুসরণ করে। কিন্তু ভগবানের মায়া শক্তি যে কোন বদ্ধজীবের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। কেবলমাত্র মায়াধীশ কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করার মাধ্যমেই তার প্রভাব থেকে কেউ মুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ৬২

অস্মাস্বপ্রতিকল্পেয়ং যৎ কৃতাজ্ঞেষু সত্তমৈঃ ।
মৈত্র্যর্পিতাফলা চাপি ন নিবর্তেত কর্হিচিৎ ॥ ৬২ ॥

অস্মাসু—আমাদের প্রতি; **অপ্রতিকল্পা**—অতুলনীয়; **ইয়ম্**—এই; **যৎ**—যেহেতু; **কৃত-অজ্ঞেষু**—তাদের প্রতি প্রদর্শিত অনুগ্রহের বিস্মৃতিপরায়ণ যারা; **সৎ-তমৈঃ**—যারা অত্যন্ত সাধুভাবাপন্ন তাদের দ্বারা; **মৈত্রী**—বন্ধুত্ব; **অর্পিতা**—অর্পণ করেছেন; **অফলা**—প্রত্যুপকার; **চ অপি**—এমনকি যদিও; **ন নিবর্তেত**—নিবৃত্ত হয় না; **কর্হিচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

নিঃসন্দেহে, ভগবান অবশ্যই প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করেছেন, কারণ আপনাদের মতো সজ্জন প্রবরগণ কখনও যথাযথরূপে প্রত্যুপকার প্রাপ্ত না হয়েও অকৃতজ্ঞ আমাদের প্রতি কখনও অনুপম মৈত্রী প্রদর্শনে নিবৃত্ত হননি।

শ্লোক ৬৩

প্রাগকল্পাচ্চ কুশলং ভ্রাতর্বো নাচরাম হি।
অধুনা শ্রীমদান্ধাক্ষা ন পশ্যামঃ পুরঃ সতঃ ॥ ৬৩ ॥

প্রাক্—ইতিপূর্বে; **অকল্পাৎ**—অসমর্থতার জন্য; **চ**—এবং; **কুশলম্**—কল্যাণ; **ভ্রাতঃ**—হে ভ্রাতা; **বঃ**—আপনাদের; **ন আচরাম**—আমরা সম্পাদন করিনি; **হি**—বস্তুত; **অধুনা**—এখন; **শ্রী**—ঐশ্বর্য দ্বারা; **মদ**—অতি উত্তেজনা বশত; **অন্ধ**—অন্ধ; **অক্ষাঃ**—যার চক্ষুদ্বয়; **ন পশ্যামঃ**—আমরা দর্শন করতে ব্যর্থ; **পুরঃ**—সম্মুখে; **সতঃ**—উপস্থিত।

অনুবাদ

হে ভ্রাতা, আমরা ইতিপূর্বে আপনাদের মঙ্গলের জন্য কিছু করিনি। কারণ আমরা অসমর্থ ছিলাম, এমনকি এখনও এই যে আপনারা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, কিন্তু আমাদের চক্ষু জাগতিক সৌভাগ্যের দ্বারা এতই মদান্ধ যে আমরা এখনও আপনাদের উপেক্ষা করছি।

তাৎপর্য

কংসের অত্যাচারের অধীনে বাস করার সময় বসুদেব নন্দকে সাহায্য করার জন্য কোন কিছু করতে অসমর্থ ছিলেন এবং তাঁর প্রজাগণ কৃষ্ণ ও বলরামকে হত্যার জন্য মথুরা থেকে প্রেরিত বহু দানবের বিরুদ্ধে নিজেরা নিজেদের রক্ষা করত।

শ্লোক ৬৪

মা রাজ্যশ্রীরভূৎ পুংসঃ শ্রেয়স্কামস্য মানদ।
স্বজনানুত বন্ধূন্ বা ন পশ্যতি যয়ান্ধদৃক্ ॥ ৬৪ ॥

মা—যেন না হয়; **রাজ্য**—রাজকীয়; **শ্রীঃ**—সৌভাগ্য; **অভূৎ**—উত্থিত; **পুংসঃ**—এক ব্যক্তির জন্য; **শ্রেয়ঃ**—জীবনের প্রকৃত কল্যাণ; **কামস্য**—যে আকাঙ্ক্ষা করে; **মান-দ**—হে সম্মান প্রদায়ী; **স্ব-জনান্**—তার জ্ঞাতি; **উৎ**—ও; **বন্ধূন্**—তার বন্ধুগণ; **বা**—বা; **ন পশ্যতি**—তিনি দর্শন করেন না; **যয়া**—যাঁর (ঐশ্বর্য) দ্বারা; **অন্ধ**—অন্ধ; **দৃক্**—যার দৃষ্টি।

অনুবাদ

হে মানদ, যিনি জীবনে পরম কল্যাণ কামনা করেন, তাঁর যেন্ কখনও রাজকীয় ঐশ্বর্য লাভ না হয়, কারণ তা তাঁকে তাঁর আপন বন্ধু ও পরিবারের প্রয়োজন বিষয়ে অন্ধ করে তোলে।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে তাঁর গভীর বিনয়বশত বসুদেব নিজেকে তীব্র ভর্ৎসনা করছেন তবে ঐশ্বর্যের প্রতি তাঁর দোষারোপ সাধারণত যুক্তিসিদ্ধ। পূর্বে এই স্কন্ধে নারদমুনি স্বর্গের কোষাধ্যক্ষ কুবেরের দুই ধনী পুত্র নলকূবের ও মণিগ্রীব-এর তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। মদ ও গর্ব উভয় দ্বারাই মত্ত হয়ে ঐ দুজনে যখন মন্দাকিনী নদীতে কয়েকজন যুবতী রমণীর সঙ্গে নগ্ন হয়ে ক্রীড়া করছিলেন, তখন তাঁদের সম্মুখে নারদমুনি আগমন করলে তাঁরা নারদমুনিকে যথাযথ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাঁদেরকে তাঁদের লজ্জাজনক অবস্থায় দর্শন করে নারদমুনি বললেন—

ন হ্যন্যো জুষতো জোষ্যান্ বুদ্ধিভ্রংশো রজোগুণঃ ।
শ্রীমদাদাভিজাত্যাদির্যত্র স্ত্রী দ্যূতমাসবঃ ॥

"সমস্ত উপভোগ্য বিষয়ের মধ্যে ঐশ্বর্যের গর্ব যেভাবে বুদ্ধি নাশ করে থাকে, দেহের সৌন্দর্য, উচ্চকুলে জন্ম এবং বিদ্যা প্রভৃতির গর্ব সেইভাবে বুদ্ধি নাশ করে না। অশিক্ষিত ব্যক্তি যখন ধনমদে মত্ত হয়, তখন সে স্ত্রীসম্ভোগ, দ্যূতক্রীড়া এবং মদ্যপানে লিপ্ত হয়।" (*ভাগবত ১০/১০/৮*)

শ্লোক ৬৫

শ্রীশুক উবাচ

এবং সৌহৃদশৈথিল্যচিত্ত আনকদুন্দুভিঃ ।
রুরোদ তৎকৃতাং মৈত্রীং স্মরন্নশ্রুবিলোচনঃ ॥ ৬৫ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **সৌহৃদ**—আন্তরিক সমবেদনা দ্বারা; **শৈথিল্য**—কোমল; **চিত্তঃ**—যার হৃদয়; **আনকদুন্দুভিঃ**—বসুদেব; **রুরোদ**—রোদন করেছিলেন; **তৎ**—তাঁর (নন্দ) দ্বারা; **কৃতম্**—কৃত; **মৈত্রীম্**—মিত্রতা; **স্মরণ**—স্মরণ করে; **অশ্রু**—অশ্রু; **বিলোচনঃ**—যাঁর নয়নদ্বয়ে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—আন্তরিক সমবেদনা দ্বারা তাঁর হৃদয় কোমল হলে, বসুদেব রোদন করেছিলেন। তাঁর প্রতি প্রদর্শিত নন্দের মিত্রতা তিনি যখন স্মরণ করছিলেন, তাঁর চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

শ্লোক ৬৬

নন্দস্তু সখ্যুঃ প্রিয়কৃৎ প্রেম্ণা গোবিন্দরাময়োঃ ।
অদ্য শ্ব ইতি মাসাংস্ত্রীন্ যদুভির্মানিতোঽবসৎ ॥ ৬৬ ॥

নন্দঃ—নন্দ; **তু**—এবং; **সখ্যুঃ**—তার সখার প্রতি; **প্রিয়**—প্রীতি; **কৃৎ**—প্রদর্শনকারী; **প্রেম্ণা**—তাঁর প্রেমবশত; **গোবিন্দ-রাময়োঃ**—কৃষ্ণ ও বলরামের জন্য; **অদ্য**—(আমি পরে যাব) আজ; **শ্বঃ**—(আমি যাব) আগামীকাল; **ইতি**—এইভাবে বলে; **মাসান্**—মাস; **ত্রীন্**—তিন; **যদুভিঃ**—যদুগণ দ্বারা; **মানিতঃ**—সম্মানিত; **অবসৎ**—তিনি অবস্থান করলেন।

অনুবাদ

নন্দও তাঁর পক্ষ থেকে বন্ধু বসুদেবের জন্য পূর্ণ প্রীতিপরায়ণ ছিলেন। তাই দিনের পর দিন নন্দ বারবার ঘোষণা করেছিলেন, "আমি আজ পরে গমন করব" এবং "আমি আগামীকাল গমন করব"। কিন্তু কৃষ্ণ ও বলরামের প্রতি প্রেমবশত তিনি সেখানে সকল যদুগণ দ্বারা সম্মানিত হয়ে তিন মাস অবস্থান করলেন।

তাৎপর্য

তিনি সকালেই প্রস্থান করবেন প্রথমে তা স্থির করার পর, নন্দ অতঃপর সিদ্ধান্ত নিলেন, "আমি আজ পরে গমন করব" এবং তারপর যখন অপরাহ্ণ হল, তিনি বললেন, "আমি আগামীকাল পর্যন্ত অবস্থান করব মাত্র"। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নন্দের দীর্ঘসূত্রিতার জন্য একটি সম্ভাব্য কারণ ইঙ্গিত করেছেন, সেটি হল—নন্দের গোপন ইচ্ছা ছিল যে, তিনি কৃষ্ণকে ব্রজে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন, কিন্তু বসুদেবের হৃদয়কে ভগ্ন করতে চান নি। ফলস্বরূপ, তিন মাস যাবৎ তাঁর দ্বিধা কাজ করছিল।

শ্লোক ৬৭-৬৮

ততঃ কামৈঃ পূর্যমাণঃ সব্রজঃ সহবান্ধবঃ ।
পরার্ধ্যাভরণক্ষৌমনানানর্ঘ্যপরিচ্ছদৈঃ ॥ ৬৭ ॥
বসুদেবোগ্রসেনাভ্যাং কৃষ্ণোদ্ধববলাদিভিঃ ।
দত্তমাদায় পারিবর্হং যাপিতো যদুভির্যযৌ ॥ ৬৮ ॥

ততঃ—তারপর; **কামৈঃ**—আকাঙ্ক্ষিত বস্তু দ্বারা; **পূর্যমাণঃ**—পরিতৃপ্ত হয়ে; **স-ব্রজঃ**—ব্রজবাসীগণসহ; **সহ-বান্ধবঃ**—তাঁর পরিবারের সদস্যগণ সহ; **পর**—অত্যন্ত; **অর্ধ্য**—মূল্যবান; **আভরণ**—অলঙ্কার; **ক্ষৌম**—ক্ষৌম বস্ত্র; **নাগ**—নাগ; **অনর্ঘ্য**—অমূল্য; **পরিচ্ছদৈঃ**—এবং গৃহস্থালির আসবাবপত্র; **বসুদেব-উগ্রসেনাভ্যাম্**—বসুদেব ও উগ্রসেন দ্বারা; **কৃষ্ণ-উদ্ধব-বল-আদিভিঃ**—কৃষ্ণ, উদ্ধব, বলরাম ও অন্যান্যদের দ্বারা; **দত্তম্**—প্রদত্ত; **আদায়**—গ্রহণ করে; **পারিবর্হম্**—উপহারসমূহ; **যাপিতঃ**—বিদায় গ্রহণ করে; **যদুভিঃ**—যদুগণ দ্বারা; **যযৌ**—তিনি প্রস্থান করলেন।

অনুবাদ

তারপর বসুদেব, উগ্রসেন, কৃষ্ণ, উদ্ধব, বলরাম ও অন্যান্যরা তাঁর আকাঙ্ক্ষাসমূহ পূর্ণ করলে এবং তাঁকে মূল্যবান অলঙ্কার, ক্ষৌমবস্ত্র ও বিভিন্ন অমূল্য পরিচ্ছদ উপহার প্রদান করলে নন্দ মহারাজ সেই সকল উপহার গ্রহণ করে তাঁর বিদায় গ্রহণ করলেন। সকল যদুগণের দ্বারা বিদায় গ্রহণ করে তিনি তাঁর পরিবার ও ব্রজবাসীগণ সহ প্রস্থান করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে তিন মাস সমাপ্ত হলে নন্দ মহারাজ কৃষ্ণের সমীপবর্তী হলেন এবং তাঁকে বললেন, "প্রিয় পুত্র, তোমার দিব্য মুখমণ্ডল থেকে এক বিন্দু ঘামের জন্য আমি অসংখ্য জীবন পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত। চল, এখন আমরা ব্রজে গমন করি। আর অধিক সময় আমি এখানে অতিবাহিত করতে পারছি না।" অতঃপর তিনি বসুদেবের কাছে গমন পূর্বক তাঁকে বললেন, "প্রিয় সখা, দয়া করে কৃষ্ণকে ব্রজে প্রেরণ করুন" এবং রাজা উগ্রসেনের কাছে তিনি অনুরোধ করলেন, "দয়া করে আমার সখাকে আপনি তা করতে নির্দেশ প্রদান করুন। আপনি যদি প্রত্যাখ্যান করেন, আমি এখানে ভগবান পরশুরামের হ্রদে নিজেকে জলমগ্ন করতে বাধ্য হব। যদি আপনি আমাকে বিশ্বাস না করেন, তাহলে কেবল দেখুন! আমরা ব্রজবাসীগণ এই পবিত্র স্থানে সূর্য গ্রহণ উপলক্ষ্যে কিছু পুণ্য প্রাপ্ত হতে আগমন করি নি, কিন্তু কৃষ্ণকে ফিরে পেতে অথবা মরতে আগমন

করেছি।" নন্দের কাছ থেকে এই সকল উদ্ধত বাক্য শ্রবণ করে, বসুদেব ও অন্যান্যরা মূল্যবান উপহার প্রদানের দ্বারা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। কূটনীতির কৌশলে অভিজ্ঞ বসুদেব তাঁর অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন এবং তারপর নন্দকে এই বলে সন্তুষ্ট করলেন, "প্রিয় সখা, হে ব্রজরাজ, এটি অবশ্যই সত্যি যে আপনারা কেউই কৃষ্ণকে ছাড়া বাঁচতে পারেন না। তাই আমরা কিভাবে আপনাদের নিজেদের হত্যা করতে অনুমোদন প্রদান করতে পারি? সুতরাং যে কোন ভাবেই হোক আমি অবশ্যই কৃষ্ণকে ব্রজে প্রেরণ করব। দ্বারকায় ফিরে গিয়ে আমরা তাঁর এবং তাঁর আত্মীয়বর্গ ও বন্ধুবর্গের—তাদের মধ্যে অনেক অসহায় রমণীও আছেন—সাক্ষাৎ করার পরই আমি তা করব। ঠিক পর দিনই, তখন তাঁকে কোনভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা না করে দিনের কোন এক শুভ সময়ে আমি তাঁকে ব্রজে প্রস্থান করতে দেব। আপনার কাছে এই প্রতিজ্ঞা আমি সহস্রবার করলাম। আমরা যারা কৃষ্ণ সঙ্গে এখানে এসেছি কিভাবে তাঁকে ছাড়া গৃহে ফিরে যেতে পারি? লোকে আমাদের সম্বন্ধে কি বলবে? আপনি সর্ব বিষয়ে সুপণ্ডিত, তাই আপনার কাছে এই অনুরোধখানি করার জন্য দয়া করে আমায় মার্জনা করবেন।"

অতঃপর উগ্রসেন নন্দ মহারাজকে সম্বোধন করে বললেন, "প্রিয় ব্রজরাজ, আমি বসুদেবের উক্তির সাক্ষী থাকলাম এবং এই শপথ করছি, যদি আমাকে বলপ্রয়োগও করতে হয় তবু আমি কৃষ্ণকে ব্রজে ফেরৎ পাঠাব।"

তখন ভগবান কৃষ্ণ উদ্ধব ও বলরামের দ্বারা যুক্ত হয়ে সঙ্গোপনে নন্দকে বললেন, "হে পিতা, এইসকল বৃষ্ণিদের ছেড়ে আজ যদি আমি সরাসরিভাবে ব্রজে গমন করি তারা আমার বিরহ যন্ত্রণায় মারা যাবে। তারপর কেশি ও অরিষ্টের চেয়েও অধিক শক্তিশালী বহু সহস্র শত্রু এইসকল রাজাদের বিনাশ করার জন্য আগমন করবে।

যেহেতু আমি সর্বজ্ঞ, তাই আমি জানি অনিবার্যভাবে আমার কি ঘটতে চলেছে। আমি আপনার কাছে তা বর্ণনা করব, শ্রবণ করুন। দ্বারকায় ফেরার পর আমি যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে একটি আমন্ত্রণ লাভ করব এবং তাঁর রাজসূয় যজ্ঞে অংশগ্রহণের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করব। সেখানে আমি শিশুপালকে বধ করব, এরপর আমি পুনরায় দ্বারকায় ফিরে আসব এবং শাল্বকে বধ করব। এরপর আমি মথুরার ঠিক দক্ষিণে এক স্থানে দন্তবক্রকে বধ করে আপনাদের রক্ষা করার জন্য গমন করব। সেই সময় আমি ব্রজে প্রত্যাবর্তন করে আমার সকল পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করব এবং পুনরায় মহা আনন্দে আমি আপনাদের কোলে বসব।

নিঃসন্দেহে পরম সুখের সঙ্গে আমার বাকী জীবন আমি আপনাদের সঙ্গে অতিবাহিত করব। আমার কপালে ভগবান এই ভাগ্য লিখেছেন এবং আপনাদের কপালেও এটা লেখা হয়েছে যে, যতদিন না আমি ফিরে আসছি ততদিন আমার বিরহ আপনাদের অবশ্যই সহ্য করতে হবে। আমাদের কারো অদৃষ্টই কখনও পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, তাই এখন আমাকে এখানে ছেড়ে যাওয়ার সাহস প্রাপ্ত হোন এবং ব্রজে, গৃহে ফিরে যান।

ইতিমধ্যে যদি, আপনারা, আমার পিতা-মাতা, আর আপনারা, আমার প্রীতিপরায়ণ সখাগণ, আমাদের কপালে লিখিত দুর্লঙ্ঘ্য ভাগ্যের দ্বারা পীড়িত হন, তাহলে যখনই আমাকে কোন সুস্বাদু কিছু খাওয়ানোর ইচ্ছে হবে অথবা আমার সঙ্গে কোন খেলা খেলবার ইচ্ছে হবে অথবা আমাকে দর্শনের ইচ্ছে হবে, কেবলমাত্র আপনাদের চোখ বন্ধ করবেন, আমি আপনাদের দুঃখকে আকাশপুষ্পে পরিবর্তন করার জন্য এবং আপনাদের সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য আপনাদের সম্মুখে আবির্ভূত হব। আমি আপনাদের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করলাম এবং আমার তরুণ বন্ধুরা, যাদের জীবন আমি দাবানল থেকে রক্ষা করেছিলাম তারা এর সাক্ষী হতে পারে।"

নন্দ এইসকল যুক্তির দ্বারা বিশ্বাস প্রাপ্ত হলেন যে, তাঁর পুত্রের সুখই প্রধান গুরুত্বপূর্ণ, তাই তাঁকে অর্পিত উপহারসামগ্রী তিনি গ্রহণ করলেন এবং বিশাল যদু সৈন্য সহ তিনি প্রস্থান করলেন।

শ্লোক ৬৯

নন্দো গোপাশ্চ গোপ্যশ্চ গোবিন্দচরণাম্বুজে ।
মনঃ ক্ষিপ্তং পুনর্হর্তুমনীশা মথুরাং যযুঃ ॥ ৬৯ ॥

নন্দঃ—নন্দ; **গোপাঃ**—গোপেরা; **চ**—এবং; **গোপ্যঃ**—গোপীরা; **চ**—ও; **গোবিন্দ**—কৃষ্ণের; **চরণ-অম্বুজে**—চরণ কমলে; **মনঃ**—তাদের মন; **ক্ষিপ্তম্**—সমর্পিত; **পুনঃ**—পুনরায়; **হর্তুম্**—দূরীভূত করতে; **অনীশাঃ**—অসমর্থ; **মথুরাম্**—মথুরায়; **যযুঃ**—তাঁরা গমন করলেন।

অনুবাদ

যেখানে তাঁরা তাঁদের সমর্পণ করেছিলেন, শ্রীগোবিন্দের সেই চরণকমল থেকে তাঁদের মনকে প্রত্যাহার করতে অসমর্থ নন্দ এবং গোপ ও গোপীরা মথুরায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ৭০

বন্ধুষু প্রতিযাতেষু বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণদেবতাঃ ।
বীক্ষ্য প্রাবৃষমাসন্নাদ্ যযুর্দ্বারবতীং পুনঃ ॥ ৭০ ॥

বন্ধুষু—তাঁদের আত্মীয়বর্গ; **প্রতিযাতেষু**—প্রস্থান করলে; **বৃষ্ণয়ঃ**—বৃষ্ণিগণ; **কৃষ্ণ-দেবতাঃ**—যাঁদের আরাধ্য বিগ্রহ ছিলেন কৃষ্ণ; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **প্রাবৃষম্**—বর্ষাঋতু; **আসন্নাৎ**—সমাগত; **যযুঃ**—গমন করলেন; **দ্বারবতীম্**—দ্বারকায়; **পুনঃ**—পুনরায়।

অনুবাদ

তাঁদের আত্মীয়বর্গ এইভাবে প্রস্থান করলে এবং বর্ষাঋতু সমাগত দর্শন করে, কৃষ্ণই যাদের একমাত্র ভগবান সেই বৃষ্ণিগণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ৭১

জনেভ্যঃ কথয়াং চক্রুর্যদুদেবমহোৎসবম্ ।
যদাসীৎ তীর্থযাত্রায়াং সুহৃৎসন্দর্শনাদিকম্ ॥ ৭১ ॥

জনেভ্যঃ—জনসাধারণের কাছে; **কথয়াম্ চক্রুঃ**—তারা বর্ণনা করলেন; **যদু-দেব**—যদুপতি, বসুদেবের; **মহা-উৎসবম্**—মহোৎসব; **যৎ**—যা; **আসীৎ**—ঘটেছিল; **তীর্থ-যাত্রায়াম্**—তাদের তীর্থযাত্রার সময়ে; **সুহৃৎ**—তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের; **সন্দর্শন**—দর্শন পূর্বক; **আদিকম্**—এবং ইত্যাদি।

অনুবাদ

যদুপতি বসুদেব দ্বারা সম্পাদিত উৎসবময় যজ্ঞসমূহ সম্বন্ধে, তাঁদের তীর্থযাত্রার সময়ে যা যা ঘটেছিল তার সমস্তকিছু বিষয়ে, বিশেষত কিভাবে তাঁরা তাঁদের সকল প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন সেই সব তাঁরা নগরীর জনসাধারণের কাছে বর্ণনা করলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'কুরুক্ষেত্রে ঋষিগণের শিক্ষা' নামক চতুরশীতিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়

বসুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ প্রদান ও দেবকীর পুত্রদের উদ্ধার

কিভাবে শ্রীবলরাম সহ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতাকে দিব্য জ্ঞান প্রদান করেছিলেন, তাঁর মাতার মৃত পুত্রদের উদ্ধার করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

দর্শনার্থী ঋষিরা শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করছেন শ্রবণ করে বসুদেব তাঁকে ও বলরামকে তাঁর পুত্ররূপে গণ্য করা থেকে বিরত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানরূপে তাঁর সর্বশক্তিমানতা, সর্ববিরাজমানতা ও সর্বজ্ঞতার স্তুতি করলেন। তাঁর পুত্রদ্বয়ের মহিমা কীর্তনের পর বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে পতিত হলেন এবং তিনি যে তাঁর পুত্র, এই ধারণা দূর করার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করলেন। পরিবর্তে, শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবকে ভগবৎ-বিজ্ঞানের শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সেই ধারণাটির পুনরুদ্ধার করলেন এবং সেই সকল নির্দেশ শ্রবণ করে বসুদেব শান্ত ও সন্দেহমুক্ত হলেন।

তারপর মাতা দেবকী কিভাবে তাঁরা তাঁদের গুরুদেবের মৃত পুত্রকে উদ্ধার করেছিলেন সেকথা স্মরণ করিয়ে কৃষ্ণ-বলরামের স্তুতি নিবেদন করলেন। তিনি বললেন, "দয়া করে সেইভাবে আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করুন। কংস দ্বারা নিহত আমার পুত্রদের ফিরিয়ে নিয়ে আসুন যাতে তাদের আমি আরেকবার দর্শন করতে পারি।" তাঁদের মায়ের অনুরোধে তাঁরা পাতাল লোকের সুতলে গমন করে বলি মহারাজের কাছে উপস্থিত হলেন। রাজা বলি তাঁদেরকে সম্মানীয় আসন প্রদান, প্রার্থনা নিবেদন ও তাঁদের পূজা করে শ্রদ্ধাভিবাদন জ্ঞাপন করলেন। এরপর কৃষ্ণ-বলরাম দেবকীর মৃত পুত্রকে ফিরিয়ে দেবার জন্য বলিকে অনুরোধ করলেন। তাঁরা বলির কাছ থেকে বালকদের গ্রহণ করে তাদের দেবকীর কাছে ফিরিয়ে দিলেন, যিনি তাদের জন্য এমনই উচ্ছ্বাসময় স্নেহ অনুভব করলেন যে, তাঁর স্তন থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দুগ্ধ ক্ষরণ হতে লাগল। উৎফুল্লিত দেবকী, পুত্রদের তাঁর স্তনদুগ্ধ পান করালেন। স্বয়ং কৃষ্ণ যে দুগ্ধ একবার পান করেছিল, তার অবশিষ্টাংশ পান করে তারা তাদের দেব-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে স্বর্গে গমন করল।

শ্লোক ১

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

অথৈকদাত্মজৌ প্রাপ্তৌ কৃতপাদাভিবন্দনৌ ।
বসুদেবোঽভিনন্দ্যাহ প্রীত্যা সঙ্কর্ষণাচ্যুতৌ ॥ ১ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীবাদরায়ণি (শুকদেব গোস্বামী) বললেন; **অথ**—অতঃপর; **একদা**—একদিন; **আত্মজৌ**—তার পুত্রদ্বয়; **প্রাপ্তৌ**—তার কাছে আগমন করে; **কৃত**—করলে পর; **পাদ**—তার পাদদ্বয়ের; **অভিবন্দনৌ**—পূজা; **বসুদেবঃ**—বসুদেব; **অভিনন্দ্য**—তাঁদের অভিনন্দিত করে; **আহ**—বললেন; **প্রীত্যা**—প্রীতি সহকারে; **সঙ্কর্ষণ-অচ্যুতৌ**—বলরাম ও কৃষ্ণকে।

অনুবাদ

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—একদিন বসুদেবের দুই পুত্র কৃষ্ণ-বলরাম তার পাদদ্বয়ে প্রণাম নিবেদন করে তাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য আগমন করলেন। বসুদেব তাঁদের অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে অভিনন্দিত করলেন এবং তাঁদের বললেন।

শ্লোক ২

মুনীনাং স বচঃ শ্রুত্বা পুত্রয়োর্ধামসূচকম্ ।
তদ্বীর্যৈর্জাতবিশ্রম্ভঃ পরিভাষ্যাভ্যভাষত ॥ ২ ॥

মুনীনাম্—মুনিদের; **সঃ**—তিনি; **বচঃ**—বাক্যসমূহ; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **পুত্রয়োঃ**—তার দুই পুত্রের; **ধাম**—শক্তি; **সূচকম্**—উল্লেখ; **তৎ**—তাঁদের; **বীর্যৈঃ**—শৌর্যকর্মের জন্য; **জাত**—জাত; **বিশ্রম্ভঃ**—দৃঢ় বিশ্বাস; **পরিভাষ্য**—নাম দ্বারা তাঁদের সম্বোধন করে; **অভ্যভাষত**—তিনি তাঁদের বললেন।

অনুবাদ

তার দুই পুত্রের শক্তি সম্বন্ধে মহান মুনিদের বাক্য শ্রবণ করে এবং তাঁদের শৌর্যকর্মসমূহ দর্শন করে বসুদেব তাঁদের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়েছিলেন। তাই তাঁদের নাম সম্বোধনপূর্বক তিনি তাঁদের এইভাবে বললেন।

শ্লোক ৩

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ সঙ্কর্ষণ সনাতন ।
জানে বামস্য যৎ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষৌ পরৌ ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ; **মহা-যোগিন্**—হে মহাযোগী; **সঙ্কর্ষণ**—হে বলরাম; **সনাতন**—নিত্য; **জানে**—আমি জানি; **বাম্**—আপনারা দু'জন; **অস্য**—এই

(ব্রহ্মাণ্ডের); **যৎ**—যে; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **প্রধান**—প্রকৃতির সৃষ্টিশীল সূত্রসমূহ; **পুরুষৌ**—স্রষ্টা পুরুষ; **পরৌ**—পরম।

অনুবাদ

[বসুদেব বললেন—] হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, মহাযোগী, হে সনাতন-স্বরূপ সঙ্কর্ষণ, আমি জানি যে আপনারা দুজন হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও সৃষ্টির উপাদান সমূহের কারণ স্বরূপ।

তাৎপর্য

ভগবান কপিলদেবের সাংখ্য মতবাদে যেমন শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে *প্রধান* হচ্ছে পুরুষ, পরম পুরুষের সৃষ্টি শক্তি। এইভাবে, এই দুই তত্ত্বের প্রধান হচ্ছে অধীন শক্তি, স্ত্রী, স্বতন্ত্র ক্রিয়ায় অসমর্থ আর পুরুষ হচ্ছে পরম স্বতন্ত্র আদি স্রষ্টা ও ভোক্তা। কৃষ্ণ কিম্বা তাঁর ভ্রাতা বলরামের কেউই অধীন শক্তির শ্রেণীভুক্ত নন; বরং তাঁরা উভয়ে একত্রে হচ্ছেন আদি পুরুষ যিনি সর্বদা তাঁর জ্ঞান, আনন্দ ও সৃষ্টি প্রবাহের নানাবিধ শক্তি দ্বারা যুক্ত।

শ্লোক ৪

যত্র যেন যতো যস্য যস্মৈ যদ্‌যদ্‌যথা যদা ।
স্যাদিদং ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধান পুরুষেশ্বরঃ ॥ ৪ ॥

যত্র—যেখানে; **যেন**—যার দ্বারা; **যতঃ**—যেখান থেকে; **যস্য**—যার সম্বন্ধে; **যস্মৈ**—যার উদ্দেশে; **যৎ যৎ**—যা যা; **যথা**—যেমন; **যদা**—যখনই; **স্যাৎ**—উৎপন্ন হয়; **ইদম্**—এই (সৃষ্টি); **ভগবান্**—ভগবান; **সাক্ষাৎ**—তাঁর নিজ উপস্থিতিতে; **প্রধান-পুরুষ**—প্রকৃতি ও তার স্রষ্টার (মহাবিষ্ণু); **ঈশ্বরঃ**—ঈশ্বর।

অনুবাদ

আপনি পরমেশ্বর ভগবান যিনি প্রকৃতি ও প্রকৃতির স্রষ্টা (মহাবিষ্ণু) উভয়ের অধীশ্বররূপে প্রকাশিত হন। যা কিছু বর্তমান, যেভাবে এবং যখনই তা উৎপন্ন হয়, তা আপনার মধ্যে, আপনার দ্বারা, আপনার থেকে, আপনার উদ্দেশ্যে এবং আপনার সম্বন্ধে সৃষ্ট হয়।

তাৎপর্য

সাময়িক পর্যবেক্ষকদের কাছে এই পরিচিত বিশ্ব বহু ভিন্ন ভিন্ন শক্তির দ্বারা উৎপন্নরূপে প্রতিভাত হয়। এই ধারণার একটি ভাল লক্ষণ হচ্ছে ভাষা স্বয়ং, যাকে ঐতিহ্যশালী সংস্কৃত বৈয়াকরণিকগণ প্রকৃতির দৃশ্যমান বৈচিত্র্যের প্রতিফলন রূপে বর্ণনা করেন। ঋষি পানিনি কথিত আদর্শ সংস্কৃত ব্যাকরণে ক্রিয়া, অর্থাৎ

কর্মের প্রকাশকে বাক্যের অপরিহার্য মূল-কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করা হয়েছে এবং অন্যান্য শব্দসমূহ এই ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে কার্য করে। উদাহরণ স্বরূপ, বিশেষ্যকে বাক্যের ক্রিয়ার সঙ্গে তাদের নির্দিষ্ট সম্পর্ক প্রদর্শনের জন্য যে কোন বিভিন্ন অবস্থায় স্থাপন করা হয়। ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষ্যের এই সম্পর্কসমূহকে বলা হয় কারক। প্রধানত সম্পর্কসমূহ হল কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান এবং অধিকরণ। এই সমস্ত কারক ছাড়াও বিশেষ্য কখনও কখনও অন্যান্য বিশেষ্যকেও সম্বন্ধসূচকভাবে উল্লেখ করতে পারে এবং স্থান কাল পাত্র ভেদে বিভিন্ন ধরনের সর্বনাম রয়েছে।

যদিও ভাষা এইভাবে সৃষ্টির প্রকাশে বহু বিভিন্ন বস্তুর কর্মকে নির্দেশ করে বলে মনে হয় কিন্তু গভীর সত্য হল এই যে, সমগ্র ব্যাকরণগত রূপই সর্বপ্রথমে পরমেশ্বর ভগবানকে উল্লেখ করে। এই শ্লোকে বিভিন্ন ব্যাকরণগত রূপে বসুদেব তাঁর মহান সন্তানদ্বয়ের মহিমাকীর্তন করে এই কথাটিই উল্লেখ করেছেন।

শ্লোক ৫

এতন্নানাবিধং বিশ্বমাত্মসৃষ্টমধোক্ষজ ।
আত্মনানুপ্রবিশ্যাত্মন্ প্রাণো জীবো বিভর্ষ্যজ ॥ ৫ ॥

এতৎ—এই; **নানা-বিধম্**—বিচিত্র; **বিশ্বম্**—বিশ্ব; **আত্ম**—আপনার থেকে; **সৃষ্টম্**—সৃষ্ট; **অধোক্ষজ**—হে চিন্ময় ভগবান; **আত্মনা**—আপনার প্রকাশে (পরমাত্মারূপে); **অনুপ্রবিশ্য**—প্রবেশ পূর্বক; **আত্মন্**—হে পরমাত্মা; **প্রাণঃ**—ক্রিয়াশক্তি; **জীবঃ**—এবং জ্ঞানশক্তি; **বিভর্ষি**—আপনি পালন করেন; **অজ**—হে জন্মরহিত।

অনুবাদ

হে অধোক্ষজ, আপনার থেকে আপনি এই সমগ্র বিচিত্র বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর আপনার পরমাত্মা স্বরূপে তার মধ্যে আপনি প্রবেশ করেছেন। হে জন্মরহিত পরমাত্মা, এইভাবে সকলের প্রাণ ও জ্ঞানরূপে আপনি সৃষ্টিকে পালন করছেন।

তাৎপর্য

এই জড় বিশ্ব সৃষ্টি করার সময় ভগবান নিজেকে পরমাত্মারূপে বিস্তার করলেন এবং সৃষ্টিকে তাঁর সর্বজনীন দেহরূপে গ্রহণ করলেন। জীবাত্মার উপভোগের আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত কোন জড় দেহের অস্তিত্ব সম্ভব নয় এবং কোন জীবাত্মাই সেখানে তার সঙ্গে উপস্থিত পরমাত্মার পরিচালনা ব্যতীত স্বতন্ত্ররূপে একটি দেহ পোষণ করতে পারে না। বৈষ্ণব আচার্যগণ তাঁদের *শ্রীমদ্ভাগবত*, দ্বিতীয় স্কন্ধের

ভাষ্যে বর্ণনা করেছেন যে, এমন কি গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণের পূর্বেই তিনি প্রথমে সমগ্র জড়া শক্তি অর্থাৎ মহৎ-তত্ত্বকে তাঁর দেহ রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাই ব্রহ্মা জগৎ দ্বারা আবদ্ধ জীব এবং বিষ্ণু তাঁর সঙ্গ দানকারী পরমাত্মা। ব্রহ্মা অবশ্যই সৃষ্টির নির্দিষ্ট প্রকাশসমূহকে সংগঠিত করেছিলেন কিন্তু তিনি তা করতে সক্ষম হতেন না যতক্ষণ না ভগবান বিষ্ণু ক্রিয়ার সূক্ষ্ম শক্তিতে—যা হচ্ছে সূত্র-তত্ত্ব বা মূল প্রাণ এবং বুদ্ধি-তত্ত্ব অর্থাৎ সৃষ্টির জ্ঞান শক্তিতে নিজেকে পুনরায় বিস্তার করতেন।

শ্লোক ৬

প্রাণাদীনাং বিশ্বসৃজাং শক্তয়ো যাঃ পরস্য তাঃ ।
পারতন্ত্র্যাদ্বৈসাদৃশ্যাদ্ দ্বয়োশ্চেষ্টৈব চেষ্টতাম্ ॥ ৬ ॥

প্রাণ—প্রাণ; **আদীনাম্**—ইত্যাদি; **বিশ্ব**—বিশ্বের, **সৃজাম্**—সৃষ্ট পদার্থ; **শক্তয়ঃ**—শক্তিসমূহ; **যাঃ**—যা; **পরস্য**—ভগবানের; **তাঃ**—তারা; **পারতন্ত্র্যাৎ**—অধীন হওয়ার জন্য; **বৈসাদৃশ্যাৎ**—ভিন্ন হওয়ার জন্য; **দ্বয়োঃ**—উভয়ের (জড় জগতের চেতন ও অচেতন প্রকাশসমূহে); **চেষ্টা**—সক্রিয়তা; **এব**—কেবলমাত্র; **চেষ্টতাম্**—সেই সক্রিয় সত্তার (প্রধানত প্রাণ প্রভৃতি)।

অনুবাদ

প্রাণ ও বিশ্বসৃষ্টির অন্যান্য পদার্থসমূহ যে শক্তিই প্রদর্শন করুক না কেন প্রকৃতপক্ষে তা সকলই পরমেশ্বর ভগবানের নিজ শক্তি কারণ প্রাণ ও বস্তু উভয়ই তাঁর অধীন ও তাঁর উপর নির্ভরশীল এবং পরস্পর হতে ভিন্নও। এইভাবে, জড়জগতে সক্রিয় সমস্ত কিছুই পরমেশ্বর ভগবান দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

তাৎপর্য

জীবের সঞ্জীবনী প্রাণ বায়ু, যা আমাদের দ্বারা স্পর্শ করতে পারা সাধারণ বায়ুর চেয়েও আরও সূক্ষ্ম পদার্থ। আর যেহেতু প্রাণ হচ্ছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম—সৃষ্টির অধিগম্য প্রকাশসমূহের চেয়েও সূক্ষ্মতর—তা কখনও কখনও সমস্ত কিছুর পরম উৎসরূপে বিবেচিত হয়। কিন্তু প্রাণের মতো সূক্ষ্ম শক্তিসমূহও তাদের কার্য ক্ষমতার জন্য পরমতম সূক্ষ্ম পরমাত্মার উপর নির্ভরশীল। *পারতন্ত্র্যাৎ* অর্থাৎ "নির্ভরশীলতার জন্য" কথাটির দ্বারা এখানে বসুদেব সেই ধারণাটি প্রকাশ করেছেন। ঠিক যেমন তীরের বেগ তীর নিক্ষেপকারী তীরন্দাজের শক্তি থেকে উদ্ভুত, তেমনি সকল অধীন শক্তিসমূহ ভগবানের শক্তির উপর নির্ভরশীল।

অধিকন্তু বিভিন্ন সূক্ষ্ম কারণসমূহ যখন তাদের ক্রিয়া করার ক্ষমতা দ্বারা শক্তি প্রদত্ত হয় তখনও তাঁরা পরমাত্মার সমন্বয়মূলক পরিচালনা ব্যতীত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে

ক্রিয়া করতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে তাঁর সৃষ্টির বর্ণনায় ব্রহ্মা যেমন বলছেন—

যদৈতেঽসঙ্গতা ভাবা ভূতেন্দ্রিয়মনোগুণাঃ ।
যদায়তননির্মাণে ন শেকুর্ব্রহ্মবিত্তম ॥
তদা সংহত্য চান্যোন্যং ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ ।
সদসত্ত্বমুপাদায় চোভয়ং সসৃজুর্হ্যদঃ ॥

"হে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ নারদ! এই সমস্ত সৃষ্ট অংশগুলি, যথা পঞ্চ মহাভূত, ইন্দ্রিয়সমূহ, মন এবং প্রকৃতির গুণগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত না মিলিত হয়, ততক্ষণ শরীর সৃষ্টি সম্ভব হয় না। এইভাবে ভগবানের শক্তির দ্বারা এইগুলি একত্রিত হওয়ার ফলে সৃষ্টির মুখ্য এবং গৌণ কারণসমূহ স্বীকার করে এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকট হয়েছে।" (ভাগবত ২/৫/৩২-৩৩)

শ্লোক ৭

কান্তিস্তেজঃ প্রভা সত্তা চন্দ্রাগ্ন্যর্কর্ক্ষবিদ্যুতাম্ ।
যৎস্থৈর্যং ভূভৃতাং ভূমের্বৃত্তির্গন্ধোঽর্থতো ভবান্ ॥ ৭ ॥

কান্তিঃ—আকর্ষণীয় দীপ্তি; **তেজঃ**—তেজ; **প্রভা**—প্রভা; **সত্তা**—এবং সত্তা; **চন্দ্র**—চন্দ্রের; **অগ্নি**—অগ্নি; **অর্ক**—সূর্য; **ঋক্ষ**—নক্ষত্রসমূহের; **বিদ্যুতাম্**—এবং বিদ্যুত; **যৎ**—যা; **স্থৈর্যম্**—স্থায়িত্ব; **ভূ-ভৃতাম্**—পর্বতের; **ভূমেঃ**—ভূমির; **বৃত্তিঃ**—আধার শক্তি; **গন্ধঃ**—গন্ধ; **অর্থতঃ**—প্রকৃতপক্ষে; **ভবান্**—আপনি স্বয়ং।

অনুবাদ

চন্দ্রের দীপ্তি, অগ্নির তেজ, সূর্যের প্রভা, নক্ষত্রসমূহের ঝিকিমিকি, বিদ্যুতের ঝলকানি, পর্বতের স্থিরত্ব এবং ভূমির আধার শক্তি ও গন্ধ—এই সমস্ত কিছু প্রকৃতপক্ষে আপনি।

তাৎপর্য

তিনি সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রসমূহ, বিদ্যুৎ ও অগ্নির সত্তা একথা কৃষ্ণকে বলার মধ্য দিয়ে শ্রীবসুদেব *শ্রুতি* ও *স্মৃতি* উভয়শাস্ত্রের অভিমতের পুনরাবৃত্তি করছেন মাত্র। যেমন *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৬/১৪) বলা হয়েছে—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য
ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥

"সেখানে (চিন্ময় আকাশে) সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রসমূহ বা বিদ্যুৎ তাদেরকে আমরা যেভাবে জানি, তারা কেউই সেভাবে উজ্জ্বল নয়, সাধারণ অগ্নির আর কি কথা। চিন্ময় আকাশের অত্যুজ্জ্বল আলোর প্রতিফলন দ্বারা সেই সমস্ত কিছু আলো প্রদান করে এবং এইভাবে তার প্রভার মাধ্যমে সমগ্র জগৎ আলোকিত হয়।" আর *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (১৫/১২) ভগবান বলছেন—

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্ ।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥

"সূর্যের উজ্জ্বল দীপ্তি, যা এই সমগ্র জগতের অন্ধকার দূরীভূত করে, তা আমার থেকেই উৎসারিত। আর চন্দ্র ও অগ্নির উজ্জ্বল দীপ্তির উৎসও আমি।"

শ্লোক ৮

তর্পণং প্রাণনমপাং দেব ত্বং তাশ্চ তদ্রসঃ ।
ওজঃ সহো বলং চেষ্টা গতির্বায়োস্তবেশ্বর ॥ ৮ ॥

তর্পণম্—তৃপ্তিজনক শক্তি; **প্রাণনম্**—জীবনের প্রদাতা; **অপাম্**—জলের; **দেব**—হে ভগবান; **ত্বম্**—আপনি; **তাঃ**—(জল) স্বয়ং; **চ**—এবং; **তৎ**—তার (জলের); **রসঃ**—স্বাদ; **ওজঃ**—ওজ; **সহঃ**—মানসিক শক্তি; **বলম্**—দৈহিক শক্তি; **চেষ্টা**—চেষ্টা; **গতিঃ**—এবং গতি; **বায়োঃ**—বায়ুর; **তব**—আপনার; **ঈশ্বর**—হে পরমেশ্বর।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনি জল ও জলের স্বাদ এবং তৃষ্ণার তৃপ্তিজনক শক্তি ও জীবন প্রদাতা। আপনি বায়ুর ওজ, বল, চেষ্টা ও গতিরূপে প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে নিজের শক্তিসমূহ প্রদর্শন করেন।

শ্লোক ৯

দিশাং ত্বমবকাশোঽসি দিশঃ খং স্ফোট আশ্রয়ঃ ।
নাদো বর্ণস্ত্বমোঙ্কার আকৃতীনাং পৃথক্কৃতিঃ ॥ ৯ ॥

দিশাম্—দিকসমূহের; **ত্বম্**—আপনি; **অবকাশঃ**—সমন্বয়-বিধানকারী শক্তি; **অসি**—হচ্ছেন; **দিশঃ**—দিকসমূহ; **খম্**—আকাশ; **স্ফোটঃ**—শব্দতন্মাত্র; **আশ্রয়ঃ**—তদাশ্রয় (আকাশের); **নাদঃ**—নাদ; **বর্ণঃ**—বর্ণ; **ত্বম**—আপনি; **ওম-কারঃ**—ওঙ্কার; **আকৃতীনাম্**—নির্দিষ্ট রূপ সমূহের; **পৃথক্-কৃতিঃ**—পৃথকীভবনের কারণ (প্রধানত ভাষা প্রকাশ করা)।

অনুবাদ

আপনি দিকসমূহ ও তাদের সমন্বয়কারী শক্তি, সর্বব্যাপ্ত আকাশ ও তদাশ্রয় শব্দ-তন্মাত্র। আপনি আদি নাদ, বর্ণ, ওম এবং শ্রাব্য ভাষা যে শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট বিষয়সমূহ বাক্যরূপ প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

সৃষ্টির সাধারণ পন্থা অনুযায়ী বাক্‌শক্তি সর্বদা নিভৃত সূক্ষ্ম স্পন্দন থেকে বহিঃপ্রকাশের দিকে যাত্রা করে ক্রমে ক্রমে শ্রাব্য হয়ে ওঠে। *ঋগবেদের* (১/১৬৪/৪৫) মন্ত্রে এই সমস্ত ক্রমগুলির উল্লেখ করা হয়েছে—

চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি তানি
বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মণীষিণঃ ।
গুহায়াং ত্রীণি নিহিতানি নেঙ্গয়ন্তি
তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি ॥

"পার্থক্য নির্ণয়কারী ব্রাহ্মণগণ ভাষার চারটি ক্রমোন্নত স্তর সম্বন্ধে জানেন। এই স্তরসমূহের তিনটি হৃদয়ের অভ্যন্তরে অদৃশ্য বা অনির্ণীত স্পন্দনরূপে লুকায়িত থাকে আর চতুর্থ স্তরটিকে সাধারণভাবে মানুষ বাক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করে।"

শ্লোক ১০

ইন্দ্রিয়ং ত্বিন্দ্রিয়াণাং ত্বং দেবাশ্চ তদনুগ্রহঃ ।
অববোধো ভবান্ বুদ্ধেজীবস্যানুস্মৃতিঃ সতী ॥ ১০ ॥

ইন্দ্রিয়ম্—বিষয় প্রকাশিকা শক্তি; **তু**—এবং; **ইন্দ্রিয়াণাম্**—ইন্দ্রিয়সমূহের; **ত্বম্**—আপনি; **দেবাঃ**—দেবতাগণ (যাঁরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়সমূহকে পরিচালনা করেন); **চ**—এবং; **তৎ**—তাঁদের (দেবতাদের); **অনুগ্রহঃ**—অনুগ্রহ (যার দ্বারা কারোর ইন্দ্রিয়সমূহ কর্ম করতে পারে); **অববোধঃ**—মীমাংসা শক্তি; **ভবান্**—আপনি; **বুদ্ধেঃ**—বুদ্ধির; **জীবস্য**—জীবের; **অনুস্মৃতিঃ**—প্রতিসন্ধান শক্তি; **সতী**—যথার্থ।

অনুবাদ

আপনি ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয় প্রকাশিকা শক্তি, তাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা এবং এই সকল দেবতাদের অধিষ্ঠান শক্তি। আপনি বুদ্ধির মীমাংসা শক্তি এবং জীবের যথার্থ প্রতিসন্ধান শক্তি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, যখনই জাগতিক ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে কোন একটি তার বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়, সেই নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাতৃ

দেবতারা অবশ্যই তার অনুমোদন প্রদান করেন। আচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের *অনুস্মৃত* শব্দটিকে নিজেকে স্বয়ং নিত্য আত্মারূপে চিনে নেবার উচ্চতর চেতনার প্রেক্ষিতে বর্ণনা করছেন।

শ্লোক ১১

ভূতানামসি ভূতাদিরিন্দ্রিয়াণাং চ তৈজসঃ ।
বৈকারিকো বিকল্পানাং প্রধানমনুশায়িনম্ ॥ ১১ ॥

ভূতানাম্—প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের; **অসি**—আপনি হচ্ছেন; **ভূত-আদিঃ**—তাদের উৎস, তামসিক অহঙ্কার; **ইন্দ্রিয়াণাম্**—ইন্দ্রিয়সমূহের; **চ**—এবং; **তৈজসঃ**—রাজসিক অহঙ্কার; **বৈকারিকঃ**—সাত্ত্বিক অহঙ্কার; **বিকল্পানাম্**—স্রষ্টা দেবতাদের; **প্রধানম্**—অপ্রকাশিত সামগ্রিক জড়াশক্তি; **অনুশায়িনম্**—ভিত্তিস্বরূপ।

অনুবাদ

আপনি জড় উপাদান সমূহের কারণ স্বরূপ তামসিক অহঙ্কার; আপনি দেহজ ইন্দ্রিয়সমূহের কারণ-স্বরূপ রাজসিক অহঙ্কার; আপনি সকল দেবতাদের কারণস্বরূপ সাত্ত্বিক অহঙ্কার এবং আপনি সমস্ত কিছুর ভিত্তিস্বরূপ অপ্রকাশিত সামাগ্রিক জড়াশক্তি।

শ্লোক ১২

নশ্বরেষ্বিহ ভাবেষু তদসি ত্বমনশ্বরম্ ।
যথা দ্রব্যবিকারেষু দ্রব্যমাত্রং নিরূপিতম্ ॥ ১২ ॥

নশ্বরেষু—বিনাশশীল; **ইহ**—এই জগতে; **ভাবেষু**—জীবদের মধ্যে; **তৎ**—সেই; **অসি**—হচ্ছেন; **ত্বম্**—আপনি; **অনশ্বরম্**—অবিনাশী; **যথা**—ঠিক যেমন; **দ্রব্য**—দ্রব্যের; **বিকারেষু**—রূপান্তর সমূহের মধ্যে; **দ্রব্য-মাত্রম্**—দ্রব্য স্বয়ং; **নিরূপিতম্**—নির্ণীত হয়।

অনুবাদ

মূল বস্তু থেকে প্রস্তুত রূপান্তরিত দ্রব্যের উপাদানসমূহ যেমন অপরিবর্তিত দৃশ্যমান হয়, তেমনই আপনিও এই জগতের সকল নশ্বর বস্তুর মধ্যে একমাত্র অবিনশ্বর সত্তা।

শ্লোক ১৩

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাস্তদ্বৃত্তয়শ্চ যাঃ ।
ত্বয্যদ্ধা ব্রহ্মণি পরে কল্পিতা যোগমায়য়া ॥ ১৩ ॥

সত্ত্বম্ রজঃ তমঃ ইতি—সত্ত্ব, রজ, ও তম রূপে পরিচিত; **গুণাঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণসমূহ; **তৎ**—তাদের; **বৃত্তয়ঃ**—কার্যসমূহ; **চ**—এবং; **যাঃ**—যা; **ত্বয়ি**—আপনার মধ্যে; **অদ্ধাঃ**—সাক্ষাৎ; **ব্রহ্মণি**—পরম ব্রহ্ম মধ্যে; **পরে**—পরম; **কল্পিতাঃ**—সুবিন্যস্ত; **যোগ-মায়য়া**—যোগমায়া দ্বারা (ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি যা তাঁর লীলাসমূহকে সহজতর করে)।

অনুবাদ

সত্ত্ব, রজ, তম নামক জড়া প্রকৃতির গুণসমূহ তাদের সামগ্রিক কার্যসমূহ সহ আপনার যোগমায়ার সুবিন্যস্ততা দ্বারা পরমব্রহ্মস্বরূপ আপনার মধ্যে সাক্ষাৎ প্রকাশিত।

তাৎপর্য

কিভাবে ভগবান নিজেকে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের উৎপাদন রূপে নিজেকে বিস্তার করেন বসুদেবের এই বর্ণনাকে হয়ত ভুল বুঝে এই অর্থ প্রকাশ করা হতে পারে যে ভগবান গুণত্রয় দ্বারা স্পর্শিত হয়েছিলেন অথবা তিনিও বিনাশের বিষয়। এই ভুল বোঝাবুঝি দূর করার জন্য বসুদেব এখানে উল্লেখ করছেন যে, সেই তিনটি গুণ এবং তাদের উৎপাদনের ক্রিয়া ভগবানের সৃষ্টিশক্তি যোগমায়ার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই হয়ে থাকে, যে যোগমায়া সম্পূর্ণত তাঁর অধীন। তাই ভগবান কোন রকম জড় স্পর্শ দ্বারা কলঙ্কিত হন না।

শ্লোক ১৪

তস্মান্ন সন্ত্যমী ভাবা যর্হি ত্বয়ি বিকল্পিতাঃ ।
ত্বং চামীষু বিকারেষু হ্যন্যদাব্যাবহারিকঃ ॥ ১৪ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **ন**—না; **সন্তি**—বিদ্যমান; **অমী**—এই সকল; **ভাবাঃ**—ভাবসমূহ; **যর্হি**—যখন; **ত্বয়ি**—আপনার মধ্যে; **বিকল্পিতঃ**—সুবিন্যস্ত হয়; **ত্বম্**—আপনি; **চ**—ও; **অমীষু**—এই সকল মধ্যে; **বিকারেষু**—সৃষ্ট বস্তু; **হি**—বস্তুত; **অন্যদা**—অন্য যে কোন সময়ে; **অব্যাবহারিকঃ**—অজড়।

অনুবাদ

এইভাবে এইসকল সৃষ্ট বস্তু, জড়াপ্রকৃতির রূপান্তর সমূহ, একমাত্র যখন জড়াপ্রকৃতি তাদেরকে আপনার মধ্যে প্রকাশ করে তখন ছাড়া বিদ্যমান থাকে না, সেই সময় আপনিও তাদের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন। কিন্তু সৃষ্টির এরূপ একান্ত সময় ব্যতীত, আপনিই একমাত্র পরমার্থস্বরূপ রূপে বিরাজিত থাকেন।

তাৎপর্য

প্রলয়কালে যখন জগতের অবসান হয়, সকল জড় বস্তু ও জীব দেহ যা এযাবৎ ভগবানের মায়া দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁর দৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তখন,

যেহেতু জগৎ বিনাশের সময়ে তিনি আর তাদের সঙ্গদান করেন না, তাই প্রকৃতপক্ষে তাদের আর অস্তিত্ব থাকে না। অন্যভাবে বলতে গেলে, জড় প্রকাশসমূহ তখনই প্রকৃত ক্রিয়াশীলরূপে বিদ্যমান থাকে যখন ভগবান সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি দান করেন ও জড় ব্রহ্মাণ্ডকে পালন করেন। জাগতিক কোন চেতনা অনুযায়ীই ভগবান কখনও এইসকল বস্তুর "আভ্যন্তরীণ" নন কিন্তু তিনি অনুগ্রহপূর্বক তাদের সকলকে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে পরিব্যাপ্ত করেন এবং পরমাত্মারূপে তিনি প্রতিটি অণুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে জীবাত্মাকে তাদের নিজ নিজ দেহে সঙ্গ দান করেন। যেমন ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৯/৪-৫) বলেছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম ।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥

"অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই। যদিও সব কিছুই আমারই সৃষ্ট তবুও তারা আমাতে অবস্থিত নয়। আমার যোগৈশ্বর্য দর্শন কর। যদিও আমি সমস্ত জীবের ধারক এবং যদিও আমি সর্বব্যাপ্ত, তবুও আমি সমস্ত সৃষ্টির উৎস।"

শ্লোক ১৫

গুণপ্রবাহ এতস্মিন্নবুধাস্ত্বখিলাত্মনঃ ।
গতিং সূক্ষ্মামবোধেন সংসরন্তীহ কর্মভিঃ ॥ ১৫ ॥

গুণ—জড় গুণসমূহের; **প্রবাহে**—প্রবাহ মধ্যে; **এতস্মিন্**—এই; **অবুধাঃ**—যারা অজ্ঞ; **তু**—কিন্তু; **অখিল**—সমস্ত কিছুর; **আত্মনঃ**—আত্মার; **গতিম্**—গতি; **সূক্ষ্মাম্**—সূক্ষ্ম; **অবোধেন**—তাদের অজ্ঞতার জন্য; **সংসরন্তি**—তারা জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে গমনাগমন করে; **ইহ**—এই জগতে; **কর্মভিঃ**—তাদের জড় কার্যকলাপ দ্বারা চালিত হয়ে।

অনুবাদ

এই জগতের জাগতিক গুণাবলীর অনবরত প্রবাহ মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যারা আপনাকে, সমস্ত কিছুর পরমাত্মা, তাদের পরম শ্রেষ্ঠ গতিরূপে জানতে ব্যর্থ হয়, তারা প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞ। তাদের অজ্ঞতার জন্য জাগতিক কর্মবন্ধন এরূপ আত্মাদের জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ভ্রমণ করতে বাধ্য করে।

তাৎপর্য

যে আত্মা ভগবানের দাস রূপে তার প্রকৃত পরিচয় ভুলে যায়, তাকে জাগতিক দেহের মধ্যে বন্দী করে এই জগতে প্রেরণ করা হয়। নিজেকে ভুলভাবে এই দেহ মনে করে সেই বদ্ধ আত্মা কর্মের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলাফলগত দুর্দশা ভোগ করে। একজন করুণাময় বৈষ্ণবরূপে বসুদেব, বদ্ধজীবের দুর্দশাভোগের জন্য অনুতাপ করছেন, অজ্ঞতার ফলরূপ যাদের দুঃখময়তা, ভগবান কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিপূর্ণ সেবার সূত্রসমূহের জ্ঞান দ্বারা প্রতিকারযোগ্য।

শ্লোক ১৬

যদৃচ্ছয়া নৃতাং প্রাপ্য সুকল্পামিহ দুর্লভাম্ ।
স্বার্থে প্রমত্তস্য বয়ো গতং ত্বন্মায়য়েশ্বর ॥ ১৬ ॥

যদৃচ্ছয়া—যেভাবেই হোক; **নৃতাম্**—মনুষ্যত্ব; **প্রাপ্য**—লাভ করে; **সু-কল্পাম্**—উপযুক্ত; **ইহ**—এই জীবনে; **দুর্লভাম্**—দুর্লভ; **স্ব**—তার আপন; **অর্থে**—কল্যাণ সম্বন্ধে; **প্রমত্তস্য**—যে বিভ্রান্ত; **বয়ঃ**—জীবনের আয়ু; **গতম্**—অতিবাহিত হয়েছে; **ত্বৎ**—আপনার; **মায়য়া**—মায়াশক্তি দ্বারা; **ঈশ্বর**—হে ভগবান।

অনুবাদ

সৌভাগ্যক্রমে আত্মা এক সুস্থ মানব জীবন প্রাপ্ত হবার দুর্লভ সুযোগ প্রাপ্ত হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার পক্ষে কোনটি শ্রেয় সেই বিষয়ে যদি সে বিভ্রান্ত হয়, হে ভগবান, আপনার মোহিনী মায়া তার সমগ্র জীবন নষ্ট করার জন্য তাকে প্রভাবিত করবে।

শ্লোক ১৭

অসাবহং মমৈবৈতে দেহে চাস্যান্বয়াদিষু ।
স্নেহপাশৈর্নিবধ্নাতি ভবান্ সর্বমিদং জগৎ ॥ ১৭ ॥

অসৌ—এই; **অহম্**—আমি; **মম**—আমার; **এব**—বস্তুত; **এতে**—এই সকল; **দেহে**—দেহে; **চ**—এবং; **অস্য**—এর; **অন্বয়-আদিষু**—সন্তান ও অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়ে; **স্নেহ**—স্নেহের; **পাশৈঃ**—রজ্জু দ্বারা; **নিবধ্নাতি**—আবদ্ধ করেন; **ভবান্**—আপনি; **সর্বম্**—সকল; **ইদম্**—এই; **জগৎ**—জগৎ।

অনুবাদ

আপনি এই সমগ্র জগতকে স্নেহ রজ্জু দ্বারা বন্ধন করেন আর মানুষ যখন তাদের জড় দেহ বিষয়ে বিবেচনা করে, তারা মনে করে যে "এই আমি" এবং যখন

তারা তাদের সন্তান ও অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়ে বিবেচনা করে তারা মনে করে "এই সকলই আমার"।

শ্লোক ১৮

যুবাং ন নঃ সুতৌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরৌ ।
ভূভারক্ষত্রক্ষপণ অবতীর্ণৌ তথাত্থ হ ॥ ১৮ ॥

যুবাম্—আপনারা দুজনে; **ন**—নন; **নঃ**—আমাদের; **সুতৌ**—পুত্র; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **প্রধান-পুরুষ**—প্রকৃতি ও তার স্রষ্টার (মহাবিষ্ণু); **ঈশ্বরৌ**—পরম নিয়ন্তা; **ভূ**—পৃথিবীর; **ভার**—ভার; **ক্ষত্র**—রাজা; **ক্ষপণে**—বিনাশের জন্য; **অবতীর্ণৌ**—অবতরণ করেছেন; **তথা**—এরূপ; **আত্থ**—আপনি বলেছিলেন; **হ**—বস্তুত।

অনুবাদ

আপনারা দুইজন বস্তুত আমাদের পুত্র নন, পরন্তু ভূভারভূত ক্ষত্রিয়দের বিনাশার্থ আপনারা প্রকৃতি পুরুষের ঈশ্বর হয়েও মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, যা আপনি জন্মসময়ে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে এই শ্লোকে তাঁর পত্নীসহ বসুদেব স্বয়ং জড়ভাবে বিভ্রান্ততার এক চমৎকার উদাহরণ প্রদান করেছেন। যদিও কংসের কারাগারে তাঁর জন্মের সময়ে ভগবান কৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীকে বলেছিলেন যে, অবাঞ্ছিত ক্ষত্রিয়দের থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করাই তাঁর জন্মের উদ্দেশ্য তবুও তাঁর দুই পিতা-মাতা তাঁকে রাজা কংসের কবল থেকে সুরক্ষার প্রয়োজনে তাদের অসহায় পুত্র ছাড়া কিছু ভাবতে পারেন নি। প্রকৃতপক্ষে, বসুদেব ও দেবকী উভয়ে অবশ্যই ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির নির্দেশনায় ভগবানের জন্মের দিব্য লীলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। কেবলমাত্র পারমার্থিক বিনম্রতাবশত বসুদেব এইভাবে নিজের সমালোচনা করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

তৎ তে গতোঽস্ম্যরণমদ্য পদারবিন্দ-
মাপন্নসংসৃতিভয়াপহমার্তবন্ধো ।
এতাবতালমলমিন্দ্রিয়লালসেন
মর্ত্যাত্মদৃক্ ত্বয়ি পরে যদপত্যবুদ্ধিঃ ॥ ১৯ ॥

তৎ—অতএব; **তে**—আপনার; **গতঃ**—আগমন করেছি; **অস্মি**—আমি; **অরণম্**—আশ্রয়ের জন্য; **অদ্য**—আজ; **পদ-অরবিন্দম্**—পাদপদ্মদ্বয়ে; **আপন্ন**—শরণাগতজনের; **সংসৃতি**—জাগতিক বন্ধনের; **ভয়**—ভয়; **অপহম্**—হরণকারী; **আর্ত**—দীনজনের; **বন্ধো**—হে বন্ধু; **এতাবতা**—এ পর্যন্ত; **অলম্ অলম্**—যথেষ্ট, যথেষ্ট; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয় উপভোগের জন্য; **লালসেন**—লালায়িত হয়ে; **মর্ত্য**—মনুষ্য রূপে (জড় শরীর); **আত্ম**—আমি; **দৃক্**—দর্শন করেছি; **ত্বয়ি**—আপনাকে; **পরে**—পরম; **যৎ**—যে (লালসার) জন্য; **অপত্য**—পুত্র; **বুদ্ধিঃ**—মানসিকতা।

অনুবাদ

অতএব, হে দীনবন্ধু, এখন আমি আপনার পাদপদ্মের শরণাগত হয়েছি—যে পাদপদ্ম সকল শরণাগতজনের সংসারভয় দূরীভূত করে। যথেষ্ট ইন্দ্রিয় উপভোগের লালসা, যা আমাকে এই মর্ত্যশরীরে আত্মবুদ্ধিযুক্ত করেছে। তাই হে ভগবান, আপনাকে আমার পুত্র বলে মনে করেছি।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী মত প্রকাশ করছেন যে, বসুদেব নিজেকে এখানে দোষারোপ করছেন, কারণ তিনি ভগবানের পিতা হওয়ার জন্য বিশেষ ঐশ্বর্য লাভ করার চেষ্টার চিন্তা করেছিলেন। এইভাবে বসুদেব, ব্রজরাজ নন্দ, যিনি ভগবানের শুদ্ধ-প্রেম ব্যতীত অন্য কোন কিছুতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাঁর বিপরীতে নিজেকে স্থাপন করেছিলেন।

শ্লোক ২০

সূতীগৃহে ননু জগাদ ভবানজো নৌ
সংজজ্ঞ ইত্যনুযুগং নিজধর্মগুপ্ত্যৈ ।
নানাতনূর্গগনবদ্বিদধজ্জহাসি
কো বেদ ভূম্ন উরুগায় বিভূতিমায়াম্ ॥ ২০ ॥

সূতী-গৃহে—সূতিকাগৃহে; **ননু**—বস্তুত; **জগাদ**—বলেছিলেন; **ভবান্**—আপনি; **অজ**—জন্মরহিত ভগবান; **নৌ**—আমাদের কাছে; **সংজজ্ঞে**—আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন; **ইতি**—এইভাবে; **অনু-যুগম্**—যুগে যুগে; **নিজ**—নিজ; **ধর্ম**—ধর্ম; **গুপ্ত্যৈ**—রক্ষার জন্য; **নানা**—নানা; **তনূঃ**—দিব্য দেহ; **গগন-বৎ**—মেঘের মতো; **বিদধৎ**—ধারণ পূর্বক; **জহাসি**—আপনি প্রকাশ করেন; **কঃ**—যিনি; **বেদ**—হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন; **ভূম্নঃ**—সর্ব-ব্যাপ্ত ভগবান; **উরু-গায়**—হে পরমবন্দিত; **বিভূতি**—বিভূতি; **মায়াম্**—অতীন্দ্রিয় মোহিনী শক্তি।

অনুবাদ

প্রকৃতপক্ষে সূতিকাগৃহে অবস্থানের সময়ে আপনি আমাদের বলেছিলেন যে, আপনি জন্মরহিত ভগবান, পূর্ববর্তী যুগেও কয়েকবার আমাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আপনার নিজ ধর্ম রক্ষার্থে এই সকল দিব্য দেহসমূহ প্রকাশের পর আপনি তাদের অন্তর্হিত করেন, এইভাবে আপনি মেঘের মতো প্রকাশিত ও অন্তর্হিত হন। হে পরম-বন্দিত সর্বব্যাপ্ত ভগবান, আপনার ঐশ্বর্যময় বিস্তারের অতীন্দ্রিয় মোহিনী-শক্তিকে কে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে?

তাৎপর্য

ভগবান কৃষ্ণ সুতপা ও পৃশ্নীরূপে বসুদেব ও দেবকীর পূর্ববর্তী জীবনে তাদের কাছে প্রথম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরে তাঁরা পুনরায় কশ্যপ ও অদিতিরূপে ভগবানের পিতামাতা হয়েছিলেন। এখন অতঃপর তৃতীয়বারের জন্য তিনি তাঁদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২১

শ্রীশুক উবাচ

আকর্ণ্যেত্থং পিতুর্বাক্যং ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ ।
প্রত্যাহ প্রশ্রয়ানম্রঃ প্রহসন্ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥ ২১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **ইত্থম্**—এইভাবে; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার; **বাক্যম্**—উক্তি; **ভগবান্**—ভগবান; **সাত্বত-ঋষভঃ**—যদুশ্রেষ্ঠ; **প্রত্যাহ**—উত্তর প্রদান করলেন; **প্রশ্রয়**—বিনয়ের সঙ্গে; **আনম্রঃ**—অবনত করে (তার মস্তক); **প্রহসন্**—উদার হাস্যে; **শ্লক্ষ্ণয়া**—শান্ত; **গিরা**—কণ্ঠে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—তাঁর পিতার কথা শ্রবণ করে সাত্বত শ্রেষ্ঠ ভগবান বিনয়ের সঙ্গে তাঁর মস্তক অবনত করে এবং শান্ত কণ্ঠে হাস্য সহকারে প্রত্যুত্তরে বললেন।

তাৎপর্য

তাঁর পিতার বন্দনা শ্রবণ করার পর শ্রীকৃষ্ণ কি ভেবেছিলেন শ্রীল জীব গোস্বামী তা বর্ণনা করছেন—"বসুদেব আমার নিত্য পিতার ভূমিকায় সম্মানিত হয়েছেন যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্রহ্মার মতো দেবতাও করতে পারে না। তাই তাঁর আমার ভগবৎ বিষয়ের ভাবনায় মগ্ন হওয়া উচিত নয়। অধিকন্তু, তাঁর শ্রদ্ধা আমাকে মহা অস্বস্তিতে ফেলেছে। এই অবস্থাটি পরিহার করার উদ্দেশ্যে, কংস বধের পর আমার

আর বলরামের জন্য তাদের শুদ্ধ বাৎসল্যের শক্তিবৃদ্ধির এক বিশেষ প্রয়াস আমি করেছিলাম। কিন্তু এখন, দুর্ভাগ্যক্রমে এই সকল ঋষিদের উক্তি আমার ভগবত্তা বিষয়ে বসুদেব ও দেবকীর পূর্বতন সচেতনতা পুনর্জাগরিত করছে।"

শ্লোক ২২

শ্রীভগবানুবাচ

বচো বঃ সমবেতার্থং তাতৈতদুপমন্মহে ।
যন্নঃ পুত্রান্ সমুদ্দিশ্য তত্ত্বগ্রাম উদাহৃতঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **বচঃ**—কথা; **বঃ**—আপনার; **সমবেত**—যথার্থ; **অর্থম্**—অর্থ; **তাত**—হে পিতা; **এতৎ**—এই সকল; **উপমন্মহে**—আমি মনে করি; **যৎ**—যেহেতু; **নঃ**—আমাদের; **পুত্রান্**—আপনার পুত্র; **সমুদ্দিশ্য**—উদ্দেশ্য করে; **তত্ত্ব**—তত্ত্বসমূহ; **গ্রামঃ**—সামগ্রিক; **উদাহৃতঃ**—সম্যগরূপে নিরূপিত।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে পিতা, যেহেতু আপনি আপনার পুত্র, আমাদের উদ্দেশ্যে এই তত্ত্বসমূহ বর্ণনা করেছেন তাই আপনার বক্তব্যকে আমি যথার্থ বলে মনে করি।

তাৎপর্য

যেন বসুদেবের বাধ্য ছেলে, এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতার আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধক নির্দেশাবলীর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

শ্লোক ২৩

অহং যূয়মসাবার্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ ।
সর্বেঽপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরম্ ॥ ২৩ ॥

অহম্—আমি; **যূয়ম্**—আপনি; **অসৌ**—তিনি; **আর্যঃ**—আমার শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা (বলরাম); **ইমে**—এইসকল; **চ**—এবং; **দ্বারকা-ওকসঃ**—দ্বারকাবাসীগণ; **সর্বে**—সকলে; **অপি**—ও; **এবম্**—এই একই ভাবে; **যদু-শ্রেষ্ঠ**—হে যদু-শ্রেষ্ঠ; **বিমৃগ্যাঃ**—বিবেচ্য; **স**—সহ; **চর**—সচল; **অচরম্**—এবং অচল।

অনুবাদ

হে যদুশ্রেষ্ঠ, কেবলমাত্র আমি নই, কিন্তু আমার শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ও এই সকল দ্বারকাবাসীগণ সহ আপনিও এই একই দর্শনের আলোকে বিবেচ্য। প্রকৃতপক্ষে, সচল অচল উভয়রূপ যা কিছু বর্তমান সমস্ত কিছুকেই যুক্ত করা উচিত।

তাৎপর্য

তাঁর সঙ্গে তাঁর পিতা মাতার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক সুরক্ষিত করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা বসুদেবের প্রতি করা এই উক্তিতে সকল অস্তিত্বের একত্বের উপর জোর দিয়েছেন। কুরুক্ষেত্রে সমবেত ঋষিগণের কাছে শ্রবণ করে বসুদেব তাঁর পুত্রের পরমতা স্মরণ করছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্ভ্রম জ্ঞান কৃষ্ণের প্রতি তাঁর অন্তরঙ্গ বাৎসল্য সম্পর্কটি নষ্ট করছিল আর তাই কৃষ্ণ সেটি দূর করতে চাইছিলেন।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ কথিত একত্বকে আমাদের ভুল বোঝা উচিত নয়। *উপনিষদের* নিগূঢ় শব্দাবলী প্রায়ই নির্বিশেষবাদীদের এটা বিশ্বাস করতে বিপথে চালিত করে যে চরমে বৈচিত্র্যহীনরূপে সমস্ত অস্তিত্বই অবর্ণনীয়ভাবে এক। *উপনিষদের* কোন কোন মন্ত্র ভগবান ও তাঁর সৃষ্টির অবিভিন্নতার উপর জোর দেয় আর অন্যেরা তাদের বিভিন্নতা সম্বন্ধে কথা বলে। তৎ *ত্বম অসি শ্বেতকেতু* ("আপনিই সেই, হে শ্বেতকেতু"), উদাহরণ স্বরূপ এই কথাটি হচ্ছে একটি *অভেদ-বাক্য*। একটি মন্ত্র যা নিশ্চিত করছে যে তার অধীন প্রকাশ হওয়ায় সমস্ত কিছুই ভগবানের সঙ্গে এক। কিন্তু উপনিষদে বহু *ভেদ-বাক্য*ও রয়েছে যে বক্তব্যগুলিতে ভগবানের অনবদ্য, বৈশিষ্ট্যসূচক গুণাবলীর সমর্থন রয়েছে, যেমন এই বক্তব্যটি—*ক এবান্যাৎ কঃ প্রান্যাৎ যদ্য এষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ এষ এবানন্দয়তি* অর্থাৎ "এই অক্ষয় ভগবান যদি না মূল উপভোগকারী হন তাহলে আর কে সৃষ্টিকে ক্রিয়াশীল করবে এবং সকল জীবকে প্রাণ দান করবে? প্রকৃতপক্ষে তিনিই একমাত্র সকল আনন্দের উৎস" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২/৭/১)। ভগবানের মোহিনী মায়ার প্রভাবে ঈর্ষাপরায়ণ নির্বিশেষবাদীরা পুথিগতভাবে অভেদবাক্য সমূহ পাঠ করে এবং আলঙ্কারিকভাবে ভেদবাক্যসমূহ মাত্র গ্রহণ করে। অপরপক্ষে, তত্ত্ববেত্তা বৈষ্ণব ভাষ্যকারগণ যত্নসহকারে বৈদিক মীমাংসার ব্যাখ্যার সূত্র অনুসারে আপাত বিরোধগুলির সমন্বয়সাধন করেন এবং যুক্তিযুক্তভাবে বেদান্তের সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন।

শ্লোক ২৪

আত্মা হ্যেকঃ স্বয়ংজ্যোতির্নিত্যোঽন্যো নির্গুণো গুণৈঃ।
আত্মসৃষ্টৈস্তৎকৃতেষু ভূতেষু বহুধেয়তে ॥ ২৪ ॥

আত্মা—পরমাত্মা; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **একঃ**—এক; **স্বয়ম্-জ্যোতিঃ**—স্বপ্রকাশ; **নিত্যঃ**—নিত্য; **অন্যঃ**—স্বতন্ত্র (জড় শক্তি থেকে); **নির্গুণঃ**—প্রাকৃতগুণাবলী শূন্য; **গুণৈঃ**—গুণসমূহ দ্বারা; **আত্ম**—নিজ; **সৃষ্টৈঃ**—সৃষ্ট; **তৎ**—তাদের; **কৃতেষু**—কৃত; **ভূতেষু**—জীবদেহ; **বহুধা**—অনেকরূপে; **ঈয়তে**—তা প্রতীয়মান হয়।

অনুবাদ

পরমাত্মা প্রকৃতপক্ষে এক। তিনি স্বপ্রকাশ, নিত্য, চিন্ময় এবং জড়গুণাবলীশূন্য। কিন্তু তার সৃষ্ট সেই গুণাবলীর মাধ্যমে পরমব্রহ্ম সেই সকল গুণাবলীর প্রকাশের মধ্যে বহুরূপে প্রকাশিত হন।

শ্লোক ২৫

খং বায়ুর্জ্যোতিরাপো ভূস্তৎকৃতেষু যথাশয়ম্ ।
আবিস্তিরোঽল্পভূর্যেকো নানাত্বং যাত্যসাবপি ॥ ২৫ ॥

খম্—আকাশ; **বায়ুঃ**—বায়ু; **জ্যোতিঃ**—অগ্নি; **আপঃ**—জল; **ভূঃ**—মাটি; **তৎ**—তাদের; **কৃতেষু**—উৎপাদনে; **যথা-আশয়ম্**—নির্দিষ্ট অবস্থান অনুসারে; **আবিঃ**—আবির্ভাব; **তিরঃ**—তিরোভাব; **অল্প**—অল্প; **ভূরি**—বৃহৎ; **একঃ**—এক; **নানাত্বম্**—নানাত্ব; **যাতি**—ধারণ করেন; **অসৌ**—তিনি; **অপি**—ও।

অনুবাদ

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও মাটির পদার্থসমূহ যেমন তাদের বিভিন্ন বস্তুতে প্রকাশ অনুসারে দৃশ্যমান, অদৃশ্যমান, ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ হয়, তেমনই পরমাত্মা যদিও এক, বহুরূপে প্রতীয়মান হন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকটি এবং পূর্ববর্তী শ্লোকটিকে এইভাবে বর্ণনা করছেন—এক পরমাত্মা স্বয়ং তাঁর সৃষ্ট প্রকৃতির গুণাবলীর প্রভাবে বহুরূপে প্রতিভাত হয়। সেটি কিভাবে? যদিও প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা হচ্ছেন স্বপ্রকাশ, নিত্য, সম্পর্কশূন্য এবং প্রাকৃতগুণশূন্য, কিন্তু তিনি যখন তাঁর প্রকাশ সমূহে আবির্ভূত হন তাঁকে ঠিক বিপরীতরূপে মনে হয়—প্রকৃতির গুণাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ অনিত্য বস্তুর এক সংখ্যাধিক্যতা। ঠিক যেমন আকাশ প্রভৃতির উপাদানসমূহ ঘট পটাদিতে প্রকাশিত হওয়ার সময় যেন আবির্ভাব ও তিরোভাব প্রাপ্ত হয়, তেমনি পরমাত্মাও যেন তাঁর বিভিন্ন প্রকাশে আবির্ভূত ও অন্তর্হিত হন।

শ্লোক ২৬

শ্রীশুক উবাচ

এবং ভগবতা রাজন্ বসুদেব উদাহৃতঃ ।
শ্রুত্বা বিনষ্টনানাধীস্তূষ্ণীং প্রীতমনা অভূৎ ॥ ২৬ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **ভগবতা**—ভগবান দ্বারা; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **বসুদেবঃ**—বসুদেব; **উদাহৃতঃ**—কথিত;

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; **বিনষ্ট**—বিনষ্ট; **নানা**—ভেদমূলক; **ধীঃ**—তার বুদ্ধি; **তুষ্ণীম্**—নীরব; **প্রীত**—সন্তুষ্ট; **মনাঃ**—তাঁর হৃদয়ে; **অভূৎ**—তিনি ছিলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন, তাঁকে কথিত ভগবানের এই সকল নির্দেশসমূহ শ্রবণ করে বসুদেব ভেদবুদ্ধির সকল ধারণা থেকে মুক্ত হলেন। সন্তুষ্ট হৃদয়ে তিনি নীরব থাকলেন।

শ্লোক ২৭-২৮

অথ তত্র কুরুশ্রেষ্ঠ দেবকী সর্বদেবতা ।
শ্রুত্বানীতং গুরোঃ পুত্রমাত্মজাভ্যাং সুবিস্মিতা ॥ ২৭ ॥
কৃষ্ণরামৌ সমাশ্রাব্য পুত্রান্ কংসবিহিংসিতান্ ।
স্মরন্তী কৃপণং প্রাহ বৈক্লব্যাদশ্রুলোচনা ॥ ২৮ ॥

অথ—অতঃপর; **তত্র**—সেই স্থানে; **কুরু-শ্রেষ্ঠ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ; **দেবকী**—মাতা দেবকী; **সর্ব**—সকলের; **দেবতা**—পরম পূজনীয় দেবী; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **নীতম্**—পুনরানয়ন; **গুরোঃ**—তাদের গুরুদেবের; **পুত্রম্**—পুত্র; **আত্মজাভ্যাম্**—তাঁর দুই পুত্র দ্বারা; **সু**—অত্যন্ত; **বিস্মিতা**—বিস্মিতা; **কৃষ্ণ-রামৌ**—কৃষ্ণ ও বলরাম; **সমাশ্রাব্য**—স্পষ্টভাবে সম্বোধনপূর্বক; **পুত্রান্**—তার পুত্রগণকে; **কংস-বিহিংসিতান্**—কংস দ্বারা নিহত; **স্মরন্তি**—স্মরণপূর্বক; **কৃপণম্**—দুঃখপূর্ণভাবে; **প্রাহ**—তিনি বললেন; **বৈক্লব্যৎ**—তাঁর বিক্ষিপ্ত অবস্থার জন্য; **অশ্রু**—অশ্রু (পূর্ণ); **লোচন**—তাঁর নয়নদ্বয়।

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, সেই সময় সর্বজন পূজনীয়া দেবকী তাঁর দুই পুত্র কৃষ্ণ-বলরামের উদ্দেশ্যে বলবার সুযোগ গ্রহণ করলেন। তিনি ইতিপূর্বে বিস্মিত হয়ে শুনেছিলেন যে তাঁরা তাঁদের গুরুদেবের পুত্রকে মৃত্যু থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। এখন কংস দ্বারা নিহত নিজ পুত্রদের কথা স্মরণ করে তিনি অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করলেন, আর তাই অশ্রুপূর্ণ নয়নে তিনি কৃষ্ণ-বলরামের প্রতি সনির্বন্ধ প্রার্থনা জ্ঞাপন করলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণের প্রতি বসুদেবের প্রেম বিঘ্নিত হয়েছিল কারণ তাঁর কৃষ্ণের ঐশ্বর্যের সচেতনতা ও কৃষ্ণকে তাঁর পুত্ররূপে মনে করা ছিল পরস্পর বিরোধী। একটু ভিন্নভাবে দেবকীর প্রেম, তাঁর মৃত পুত্রদের জন্য শোক দ্বারা কিছুটা বিক্ষিপ্ত ছিল। তাই

কৃষ্ণ, তিনি ছাড়া অন্য যে কেউই তার পুত্র ছিলেন দেবকীর এই ভুল ধারণাকে দূর করার আয়োজন করলেন। যেহেতু দেবকী সকল মহাত্মা দ্বারা পূজিতা, তাই তার জাগতিক স্নেহের প্রদর্শন প্রকৃতপক্ষে ভগবানের লীলার আনন্দ বর্ধক তাঁর যোগমায়ার আরোপিত প্রভাব মাত্র। তাই ৫৪ শ্লোকে দেবকীকে *মোহিত মায়য়া বিষ্ণোঃ* অর্থাৎ "ভগবান বিষ্ণুর অন্তরঙ্গা শক্তি দ্বারা মোহিত" রূপে বর্ণনা করা হবে।

শ্লোক ২৯

শ্রীদেবক্যুবাচ

রাম রামাপ্রমেয়াত্মন্ কৃষ্ণ যোগেশ্বরেশ্বর ।
বেদাহং বাং বিশ্বসৃজামীশ্বরাবাদিপুরুষৌ ॥ ২৯ ॥

শ্রীদেবকী উবাচ—শ্রীদেবকী বললেন; **রাম রাম**—হে রাম, রাম; **অপ্রমেয়-আত্মন্**—হে অপ্রমেয় পরমাত্মা; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **যোগ-ঈশ্বর**—যোগেশ্বরদের; **ঈশ্বর**—হে ঈশ্বর; **বেদ**—অবগত; **অহম্**—আমি; **বাম্**—আপনাদের উভয়কে; **বিশ্ব**—জগতের; **সৃজাম্**—স্রষ্টাদের; **ঈশ্বরৌ**—ঈশ্বর; **আদি**—আদি; **পুরুষৌ**—দুই পুরুষোত্তম।

অনুবাদ

শ্রীদেবকী বললেন—হে রাম, রাম, অপ্রমেয় পরমাত্মা! হে কৃষ্ণ, সকল যোগেশ্বরদের ঈশ্বর! আমি জানি যে আপনিই হচ্ছেন সকল জগৎ স্রষ্টার পরম নিয়ন্তা, আদি পুরুষোত্তম।

শ্লোক ৩০

কালবিধ্বস্তসত্ত্বানাং রাজ্ঞামুচ্ছাস্ত্রবর্তিনাম্ ।
ভূমের্ভারায়মাণানামবতীর্ণৌ কিলাদ্য মে ॥ ৩০ ॥

কাল—কাল দ্বারা; **বিধ্বস্ত**—বিধ্বস্ত; **সত্ত্বানাম্**—সত্ত্বগুণ; **রাজ্ঞাম্**—রাজাদের (হত্যার) জন্য; **উৎ-শাস্ত্র**—শাস্ত্রবিধির পরিধির বাইরে; **বর্তিনাম্**—যিনি কর্ম করেন; **ভূমেঃ**—ভূমির; **ভারায়মাণানাম্**—ভার হয়ে ওঠা; **অবতীর্ণৌ**—(আপনারা উভয়ে) অবতীর্ণ হয়েছেন; **কিল**—বস্তুত; **অদ্য**—এখন; **মে**—আমাতে।

অনুবাদ

কালের প্রভাবে সত্ত্বগুণাবলী বিনষ্ট ও এইভাবে শাস্ত্রের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে পৃথিবীর ভার হয়ে ওঠা রাজাদের হত্যার জন্য আপনারা এখন আমার কাছ থেকে এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন।

শ্লোক ৩১

**যস্যাংশাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎপত্তিলয়োদয়াঃ ।
ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মংস্তং ত্বাদ্যাহং গতিং গতা ॥ ৩১ ॥**

যস্য—যার; **অংশ**—অংশের; **অংশ**—অংশের; **অংশ**—অংশের; **ভাগেন**—এক ভাগ দ্বারা; **বিশ্ব**—বিশ্বের; **উৎপত্তি**—উৎপত্তি; **লয়**—লয়; **উদয়াঃ**—এবং সমৃদ্ধি; **ভবন্তি**—উদিত হয়; **কিল**—বস্তুত; **বিশ্ব-আত্মন্**—হে নিখিল অন্তর্যামি; **তৎ**—তাঁকে; **ত্বা**—আপনি; **অদ্য**—আজ; **অহম্**—আমি; **গতিম্**—আশ্রয়ের জন্য; **গতা**—আগমন করেছি।

অনুবাদ

হে বিশ্ব আত্মন, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সকলই আপনার অংশেরও অংশের অংশপ্রকাশ দ্বারা সম্পাদিত হয়। হে ভগবান, আজ আমি আপনার শরণাগত হলাম।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিকে শ্রীধর স্বামী এইভাবে বর্ণনা করছেন—বৈকুণ্ঠের অধিপতি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের এক প্রকাশ। প্রথম স্রষ্টা মহাবিষ্ণু শ্রীনারায়ণের প্রকাশ। সমগ্র জড়া শক্তি মহাবিষ্ণুর দৃষ্টি থেকে উৎসারিত হয় এবং সেই সামগ্রিক জড়াশক্তির বিভাজিত অংশসমূহ প্রকৃতির তিনটি গুণ। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণই তাঁর অংশসমূহের মাধ্যমে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্পাদন করছেন।

শ্লোক ৩২-৩৩

**চিরান্মৃতসুতাদানে গুরুণা কিল চোদিতৌ ।
আনিন্যথুঃ পিতৃস্থানাদ্ গুরবে গুরুদক্ষিণাম্ ॥ ৩২ ॥
তথা মে কুরুতং কামং যুবাং যোগেশ্বরেশ্বরৌ ।
ভোজরাজহতান্ পুত্রান্ কাময়ে দ্রষ্টুমাহৃতান্ ॥ ৩৩ ॥**

চিরাৎ—দীর্ঘকাল পূর্বে; **মৃত**—মৃত; **সুত**—পুত্র; **আদানে**—ফিরিয়ে আনার জন্য; **গুরুণা**—আপনাদের গুরুদেব দ্বারা; **কিল**—শোনা যায় যে; **চোদিতৌ**—নির্দেশিত হয়ে; **আনিন্যথুঃ**—আপনারা তাকে আনয়ন করেছিলেন; **পিতৃ**—পিতৃপুরুষদের; **স্থানাৎ**—স্থান হতে; **গুরবে**—আপনাদের গুরুদেবের কাছে; **গুরু-দক্ষিণাম্**—গুরুদক্ষিণা; **তথা**—তেমনিভাবে; **মে**—আমার; **কুরুতম্**—দয়া করে পূর্ণ করুন; **কামম্**—আকাঙ্ক্ষা; **যুবাম্**—আপনারা দুজন; **যোগ-ঈশ্বর**—যোগের ঈশ্বরদের; **ঈশ্বরৌ**—হে ঈশ্বর; **ভোজ-রাজ**—ভোজ-রাজ (কংস) দ্বারা; **হতান্**—নিহত; **পুত্রান্**—আমার পুত্রদেরকে; **কাময়ে**—আমি ইচ্ছা করি; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করতে; **আহৃতান্**—ফিরিয়ে আনুন।

অনুবাদ

আপনাদের গুরুদেব যখন দীর্ঘকাল পূর্বে মৃত তার পুত্রকে পুনরুদ্ধার করার জন্য আপনাদের নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, গুরুদক্ষিণা স্বরূপ আপনারা পিতৃলোক থেকে তাকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। হে যোগেশ্বরাধিপতি, দয়া করে একইভাবে আমার আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ করুন। দয়া করে ভোজরাজ দ্বারা নিহত আমার পুত্রদের ফিরিয়ে আনুন, যাতে আমি পুনরায় তাদের দর্শন করতে পারি।

শ্লোক ৩৪

ঋষিরুবাচ

এবং সঞ্চোদিতৌ মাত্রা রামঃ কৃষ্ণশ্চ ভারত ।
সুতলং সংবিবিশতুর্যোগমায়ামুপাশ্রিতৌ ॥ ৩৪ ॥

ঋষিঃ উবাচ—ঋষি (শ্রীশুকদেব) বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **সঞ্চোদিতৌ**—অনিরুদ্ধ; **মাত্রা**—তাদের মাতা দ্বারা; **রামঃ**—বলরাম; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **চ**—এবং; **ভারত**—হে ভারতের বংশজ (পরীক্ষিৎ); **সুতলম্**—বলি মহারাজ শাসিত পাতাললোকের সুতল; **সংবিবিশতুঃ**—তারা প্রবেশ করলেন; **যোগ-মায়াম্**—তাদের যোগমায়া লীলাশক্তি; **উপাশ্রিতৌ**—প্রয়োগ পূর্বক।

অনুবাদ

ঋষি শুকদেব বললেন—হে ভারত, এইভাবে তাদের মায়ের অনুরোধে কৃষ্ণ-বলরাম তাদের যোগমায়া শক্তি প্রয়োগ করে সুতল লোকে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ৩৫

তস্মিন্ প্রবিষ্টাবুপলভ্য দৈত্যরাড়্
বিশ্বাত্মদৈবং সুতরাং তথাত্মনঃ ।
তদ্দর্শনাহ্লাদপরিপ্লুতাশয়ঃ
সদ্যঃ সমুত্থায় ননাম সান্বয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

তস্মিন্—সেখানে; **প্রবিষ্টৌ**—(তাদের দুজনকে) প্রবিষ্ট; **উপলভ্য**—লক্ষ্য করে; **দৈত্য-রাট্**—দৈত্যরাজ (বলি); **বিশ্ব**—সমগ্র জগতের; **আত্ম**—আত্মা; **দৈবম্**—এবং পরম আরাধ্য; **সুতরাম্**—বিশেষত; **তথা**—ও; **আত্মনঃ**—নিজের; **তৎ**—তাঁদের; **দর্শন**—দর্শন করার; **আহ্লাদ**—আনন্দে; **পরিপ্লুত**—অভিভূত; **আশয়ঃ**—তার হৃদয়; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **সমুত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **ননাম**—তিনি প্রণাম নিবেদন করলেন; **স**—সহ; **অন্বয়ঃ**—তার অনুগামীরা।

অনুবাদ

যখন দৈত্যরাজ বলি মহারাজ, ভগবানদ্বয়ের আগমন দর্শন করলেন, যেহেতু তিনি তাঁদের পরমাত্মা ও সমগ্র জগতের বিশেষত তার নিজের পরম আরাধ্য বলে জানতেন, তাই তার হৃদয় আনন্দে উপচে উঠল। তিনি তৎক্ষণাৎ উত্থিত হয়ে তার সমগ্র অনুগামীবৃন্দসহ সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করলেন।

শ্লোক ৩৬

তয়োঃ সমানীয় বরাসনং মুদা
নিবিষ্টয়োস্তত্র মহাত্মনোস্তয়োঃ ।
দধার পাদাববনিজ্য তজ্জলং
সবৃন্দ আব্রহ্ম পুনদ্‌যদম্বু হ ॥ ৩৬ ॥

তয়োঃ—তাঁদের জন্য; **সমানীয়**—আনয়ন পূর্বক; **বর**—শ্রেষ্ঠ; **আসনম্**—আসন; **মুদা**—সুখে; **নিবিষ্টয়োঃ**—আসন গ্রহণ করেছিলেন; **তত্র**—সেখানে; **মহা-আত্মনোঃ**—পরম ব্যক্তিত্বদ্বয়ের; **তয়োঃ**—তাঁদের; **দধার**—তিনি গ্রহণ করলেন; **পাদৌ**—পাদদ্বয়; **অবনিজ্য**—ধৌত করে; **তৎ**—সেই; **জলম্**—জল; **স**—সহ; **বৃন্দঃ**—তার অনুগামীগণ; **আ-ব্রহ্ম**—ভগবান ব্রহ্মা পর্যন্ত; **পুনৎ**—শুদ্ধকারী; **যৎ**—যে; **অম্বু**—জল; **হ**—বস্তুত।

অনুবাদ

বলি আনন্দের সঙ্গে তাদের শ্রেষ্ঠ আসন নিবেদন করলেন। তাঁরা উপবিষ্ট হলে তিনি তাঁদের পাদদ্বয় ধৌত করলেন। তারপর তিনি সেই জগৎ পবিত্রকারী জল গ্রহণ করে নিজেকে ও তাঁর অনুগামীদের সিঞ্চিত করলেন।

শ্লোক ৩৭

সমর্হয়ামাস স তৌ বিভূতিভির্
মহার্হবস্ত্রাভরণানুলেপনৈঃ ।
তাম্বুলদীপামৃতভক্ষণাদিভিঃ
স্বগোত্রবিত্তাত্মসমর্পণেন চ ॥ ৩৭ ॥

সমর্হয়াম্ আস—পূজা করলেন; **সঃ**—তিনি; **তৌ**—তাদের; **বিভূতিভিঃ**—তাঁর সম্পদ দ্বারা; **মহা-অর্হ**—অত্যন্ত মূল্যবান; **বস্ত্র**—বস্ত্র দ্বারা; **আভরণ**—অলঙ্কারসমূহ; **অনুলেপনৈঃ**—এবং সুগন্ধী; **তাম্বুল**—সুপারী সহ; **দীপ**—দীপ; **অমৃত**—অমৃততুল্য;

ভক্ষণ—খাদ্য; **আদিভিঃ**—ইত্যাদি; **স্ব**—তার; **গোত্র**—পরিবার; **বিত্ত**—সম্পদের; **আত্ম**—এবং স্বয়ং তার; **সমর্পণেন**—নিবেদন দ্বারা; **চ**—এবং।

অনুবাদ

তার অধীনস্থ সকল সম্পদ দ্বারা—মূল্যবান বস্ত্র, অলঙ্কার, সুগন্ধী চন্দন, তাম্বূল, দীপ, সুস্বাদু খাদ্য ইত্যাদি দ্বারা তিনি তাদের পূজা করলেন। এইভাবে তিনি তাঁদের তার পরিবারের সমস্ত সম্পদ এবং নিজেকেও নিবেদন করলেন।

তাৎপর্য

পূর্ণ আত্মসমর্পণের সঠিক দৃষ্টান্তরূপে বলি মহারাজের ভক্তিভাব সুবিদিত। যখন ভগবান বিষ্ণু এক যুবা ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশে তার কাছে দান প্রার্থনা করলেন, বলি তাঁকে তার সমস্ত অধিকার অর্পণ করেছিলেন এবং তার যখন আর কিছুই নিবেদনের ছিল না, তিনি নিজেকে ভগবানের নিত্য দাসরূপে সমর্পণ করেছিলেন। ভক্তির ন'টি পন্থা রয়েছে এবং শেষ পন্থা আত্মসমর্পণম্ তার সর্বোচ্চ সীমা যা প্রত্যেক প্রয়াসীর লক্ষ্য হওয়া উচিত, যেভাবে দৈত্যরাজ বলি শিক্ষা প্রদান করেছেন। যদি কেউ সম্পদ, শক্তি, বুদ্ধি ইত্যাদি দ্বারা ভগবানকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে কিন্তু বিনীতভাবে নিজেকে তাঁর ভৃত্যরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হয়, তবে তার তথাকথিত ভক্তি কেবল এক অসঙ্গত প্রদর্শন মাত্র।

শ্লোক ৩৮

স ইন্দ্রসেনো ভগবৎপদাম্বুজং
বিভ্রন্মুহুঃ প্রেমবিভিন্নয়া ধিয়া ।
উবাচ হানন্দজলাকুলেক্ষণঃ
প্রহৃষ্টরোমা নৃপ গদ্গদাক্ষরম্ ॥ ৩৮ ॥

সঃ—তিনি; **ইন্দ্র-সেনঃ**—বলি, যিনি ইন্দ্রের সেনাদের জয় করেছিলেন; **ভগবৎ**—দুই ভগবানের; **পদ-অম্বুজম্**—পাদপদ্ম; **বিভ্রৎ**—ধারণ পূর্বক; **মুহুঃ**—বারম্বার; **প্রেম**—প্রেমবশত; **বিভিন্নয়া**—বিগলিত; **ধিয়া**—হৃদয়ে; **উবাচ হ**—বললেন; **আনন্দ**—আনন্দ; **জল**—বারি দ্বারা (অশ্রু); **আকুল**—পূর্ণ; **ঈক্ষণঃ**—নয়নদ্বয়; **প্রহৃষ্ট**—পুলকিত; **রোমা**—রোম; **নৃপ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **গদ্গদ**—বাষ্পরুদ্ধ; **অক্ষরম্**—স্বরে।

অনুবাদ

ভগবানের পাদপদ্ম বারম্বার ধারণ করে ইন্দ্রসেনাবিজয়ী বলি গভীর প্রেমবশত বিগলিত হৃদয়ে কথা বলছিলেন। হে রাজন, আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে, পুলকিত অঙ্গে ও গদ্গদ্ স্বরে তিনি বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই দৃশ্যটি শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণ গ্রন্থে এইভাবে বর্ণনা করছেন, "রাজা বলি এতই চিন্ময় আনন্দ অনুভব করছিলেন যে তিনি বার বার ভগবানের পাদপদ্ম জড়িয়ে ধরে তার বক্ষে ধারণ করছিলেন; এবং কখনও কখনও তিনি তা তার মাথায় ধারণ করছিলেন আর এইভাবে তিনি অপ্রাকৃত সুখ অনুভব করছিলেন। প্রেম ও স্নেহের অশ্রু তাঁর নয়ন থেকে গড়িয়ে পড়তে লাগল এবং তিনি রোমাঞ্চ অনুভব করতে লাগলেন।"

শ্লোক ৩৯

বলিরুবাচ

নমোঽনন্তায় বৃহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে ।
সাংখ্যযোগবিতানায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে ॥ ৩৯ ॥

বলিঃ উবাচ—বলি বললেন; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি; **অনন্তায়**—ভগবান অনন্তকে; **বৃহতে**—মহান; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি; **কৃষ্ণায়**—কৃষ্ণকে; **বেধসে**—স্রষ্টা; **সাংখ্য**—সাংখ্য ব্যাখ্যাকারের; **যোগ**—এবং যোগ; **বিতানায়**—বিস্তারকারী; **ব্রহ্মণে**—পরমব্রহ্ম; **পরম-আত্মনে**—পরমাত্মা।

অনুবাদ

রাজা বলি বললেন—আমি মহান ভগবান অনন্তকে প্রণাম নিবেদন করি। জগৎ স্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ যিনি সাংখ্যযোগের দর্শন বিস্তারের জন্য ব্রহ্মপরমাত্মারূপে আবির্ভূত হন, তাকে প্রণাম নিবেদন করি।

তাৎপর্য

দিব্য নাগ অনন্ত শেষ যাঁর প্রকাশ, সেই ভগবান বলরাম এখানে পরম অনন্ত নামে অভিহিত হয়েছেন বলে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন। নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্ম সাংখ্য দার্শনিকদের রচনার মূল বিষয়, কিন্তু পরমাত্মা নামে পরিচিত ভগবানের ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্ব যোগের পাঠ্যপুস্তকের বিস্তার ঘটায়।

শ্লোক ৪০

দর্শনং বাং হি ভূতানাং দুষ্প্রাপং চাপ্যদুর্ল্লভম্ ।
রজস্তমঃস্বভাবানাং যন্নঃ প্রাপ্তৌ যদৃচ্ছয়া ॥ ৪০ ॥

দর্শনম্—দর্শন; **বাম**—আপনাদের দুজনের; **হি**—বস্তুত; **ভূতানাম্**—সাধারণ জীবের জন্য; **দুষ্প্রাপম্**—দুর্লভ; **চ অপি**—তৎ সত্ত্বেও; **অদুর্লভম্**—অদুর্লভ; **রজঃ**—রজ; **তমঃ**

—তম; **স্বভাবানাম্**—স্বভাব; **যৎ**—সেই; **নঃ**—আমাদের দ্বারা; **প্রাপ্তৌ**—প্রাপ্ত হয়েছে; **যদৃচ্ছয়া**—অহৈতুকী ভাবে।

অনুবাদ

অধিকাংশ জীবের কাছে আপনাকে দর্শন করা এক দুর্লভ ব্যাপার। কিন্তু আমাদের মতো রজ ও তমগুণে অবস্থানরত ব্যক্তিরাও সহজেই আপনাকে দর্শন করতে পারে যখন আপনার নিজ মধুর ইচ্ছাক্রমে আপনি নিজেকে প্রকাশ করেন।

তাৎপর্য

নিজের দৈত্য জন্মের পতিত অবস্থানের বর্ণনা দ্বারা বলি মহারাজ কৃষ্ণ-বলরামের দ্বারা পরিদর্শিত হওয়ার কোন চিন্ময় যোগ্যতাতে অস্বীকার করছেন। তার মতো দানবের আর কি কথা, বলি ভাবছিলেন, এমনকি জ্ঞান ও যোগ মার্গের উন্নত সাধকেরাও তাদের ঈর্ষা ও অহঙ্কার ত্যাগ করতে না পারার জন্য ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়।

শ্লোক ৪১-৪৩

দৈত্যদানবগন্ধর্বাঃ সিদ্ধবিদ্যাধ্রচারণাঃ ।
যক্ষরক্ষঃপিশাচাশ্চ ভূতপ্রমথনায়কাঃ ॥ ৪১ ॥
বিশুদ্ধসত্ত্বধাম্ন্যদ্ধা ত্বয়ি শাস্ত্রশরীরিণি ।
নিত্যং নিবদ্ধবৈরাস্তে বয়ং চান্যে চ তাদৃশাঃ ॥ ৪২ ॥
কেচনোদ্বদ্ধবৈরেণ ভক্ত্যা কেচন কামতঃ ।
ন তথা সত্ত্বসংরব্ধাঃ সন্নিকৃষ্টাঃ সুরাদয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

দৈত্য-দানব—দৈত্য ও দানবগণ; **গন্ধর্বাঃ**—এবং স্বর্গের গায়ক, গন্ধর্বগণ; **সিদ্ধ-বিদ্যাধর-চারণাঃ**—সিদ্ধ, বিদ্যাধর এবং চারণ দেবতাগণ; **যক্ষ**—যক্ষ; **রাক্ষসঃ**—রাক্ষস; **পিশাচাঃ**—পিশাচ; **চ**—এবং; **ভূত**—ভূত; **প্রমথ-নায়কাঃ**—অশুভ প্রমথ ও নায়ক আত্মাগণ; **বিশুদ্ধ**—বিশুদ্ধ; **সত্ত্ব**—সত্ত্বের; **ধাম্নি**—মূর্ত প্রকাশ; **অদ্ধা**—সাক্ষাৎ; **ত্বয়ি**—আপনি; **শাস্ত্র**—শাস্ত্র; **শরীরিণি**—এরূপ এক দেহের অধিকারী; **নিত্যম্**—সর্বদা; **নিবদ্ধ**—নিবদ্ধ; **বৈরাঃ**—শত্রুতায়; **তে**—তারা; **বয়ম্**—আমরা; **চ**—ও; **অন্যে**—অন্যান্যরা; **চ**—এবং; **তাদৃশাঃ**—তাদের মতো; **কেচন**—কেউ কেউ; **উদ্বদ্ধ**—বিশেষভাবে দুর্দমনীয়; **বৈরেণ**—বৈরভাবযুক্ত; **ভক্ত্যা**—ভক্তি দ্বারা; **কেচন**—কেউ কেউ; **কামতঃ**—কামনায় উত্থিত হয়ে; **ন**—না; **তথা**—তেমন; **সত্ত্ব**—জড়াপ্রকৃতির সত্ত্বগুণ দ্বারা; **সংরব্ধাঃ**—যারা আবিষ্ট; **সন্নিকৃষ্টাঃ**—আসক্ত; **সুর**—দেবতাগণ; **আদয়ঃ**—এবং অন্যান্যরা।

অনুবাদ

অনেকেই যারা আপনার প্রতি ক্রমাগত বৈরীভাবযুক্ত অবশেষে তারা সাক্ষাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বাশ্রয় এবং শাস্ত্রোক্ত সচ্চিদানন্দময় শরীরধারী আপনার প্রতি আসক্ত হন। এই সকল সংশোধিত শত্রুবর্গ হচ্ছে দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, চারণ, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, প্রমথ, নায়ক এবং আমরাও আর আমাদের মতো অনেকে। আমাদের কেউ কেউ ব্যতিক্রমী বৈরীতার জন্য আপনার প্রতি আসক্ত হয়েছে, যখন অন্যান্যরা আসক্ত হয়েছে তাদের কামনা নির্ভর ভক্তিভাবের জন্য। কিন্তু দেবতা ও সত্ত্বগুণের দ্বারা আবিষ্ট অন্যান্যরা আপনার জন্য এরূপ কোন আকর্ষণ অনুভব করে না।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী এইভাবে বর্ণনা করছেন—গন্ধর্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও চারণেরা ভগবানের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন, তারা দৈত্য ও দানবদের নেতৃত্ব অনুসরণ করে। যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ প্রভৃতির শত্রু হওয়ার প্রবণতা রয়েছে, কেননা সাধারণত তারা অজ্ঞতা দ্বারা আচ্ছন্ন। শিশুপাল ও পৌণ্ড্রকের মতো বিশুদ্ধ তমোগুণী কিছু কিছু মূর্খও রয়েছে যারা শত্রুরূপে ভগবানের চিন্তামগ্ন। অন্যান্যরা রজ ও তমগুণের মিশ্র অবস্থায়, সম্মান ও পদের আকাঙ্ক্ষায় ভগবানের সঙ্গ করে। মহারাজ বলি নিজেকে এই শ্রেণীতে দর্শন করছেন। যদিও ভগবান বিষ্ণু সুতল লোকে তার দ্বাররক্ষক হওয়ার মাধ্যমে তাকে অনুগ্রহ করেছেন। ঠিক যেমন ভগবান দানবদের হত্যা ও তাদের মুক্তি দান করার মাধ্যমে তাদের অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর মহিমা গানে যুক্ত থাকার জন্য গন্ধর্বদের অনুগ্রহ করেন। অপরপক্ষে, সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য গর্বিত দেবতাদের ইন্দ্রিয় সন্তুষ্টি প্রদান করেন; ফলে তারা বিভ্রান্ত হয়ে তাঁকে ভুলে যায়।

শ্লোক ৪৪

ইদমিত্থমিতি প্রায়স্তব যোগেশ্বরেশ্বর ।
ন বিদন্ত্যপি যোগেশা যোগমায়াং কুতো বয়ম্ ॥ ৪৪ ॥

ইদম্—এই; **ইত্থম্**—এই ধরনের বৈশিষ্ট্য; **ইতি**—এরূপ শব্দে; **প্রায়ঃ**—প্রায়; **তব**—আপনার; **যোগ-ঈশ্বর**—যোগীদের ঈশ্বরের; **ঈশ্বর**—হে পরমেশ্বর; **ন বিদন্তি**—তারা জানে না; **অপি**—ও; **যোগ-ঈশাঃ**—যোগের ঈশ্বর; **যোগমায়াম্**—আপনার চিন্ময় মোহিনী শক্তি; **কুতঃ**—আর কি কথা; **বয়ম্**—আমাদের।

অনুবাদ

হে সকল শুদ্ধযোগীদের ঈশ্বর, আপনার চিন্ময় মোহিনী শক্তিটি কি এবং তা কিভাবে ক্রিয়া করে সেটি মহাযোগীরাও জানে না, তো আমাদের আর কি কথা।

তাৎপর্য

কোন কিছুর সুসংবদ্ধ উপলব্ধির সময় তার *স্বরূপ* ও *বিশেষ*, যা তাকে অন্য কিছু থেকে পৃথক করে, উভয় বিষয়ের জ্ঞানকেই যুক্ত করা উচিত। মায়া, সকল জাগতিক অস্তিত্বের নিহিত শক্তি। সাধারণ বাহ্য ব্যাপারের চেয়ে আরও সূক্ষ্ম। কেবলমাত্র ভগবান এবং তাঁর মুক্ত ভক্তরা তাই এর 'স্বরূপ' ও 'বিশেষ' জানতে পারে।

শ্লোক ৪৫

তন্নঃ প্রসীদ নিরপেক্ষবিমৃগ্যযুষ্মৎ-
পাদারবিন্দধিষণান্যগৃহান্ধকূপাৎ ।
নিষ্ক্রম্য বিশ্বশরণাঙ্‌ঘ্র্যুপলব্ধবৃত্তিঃ
শান্তো যথৈক উত সর্বসখৈশ্চরামি ॥ ৪৫ ॥

তৎ—এমন এক ভাবে; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **প্রসীদ**—দয়া করে অনুগ্রহ করুন; **নিরপেক্ষ**—নিরপেক্ষ; **বিমৃগ্য**—অন্বেষণযোগ্য; **যুষ্মৎ**—আপনার; **পাদ**—পাদদ্বয়; **অরবিন্দ**—পদ্ম; **ধিষণ**—আশ্রয়; **অন্য**—অন্য; **গৃহ**—গৃহ হতে; **অন্ধ**—অন্ধ; **কূপাৎ**—কূপে; **নিষ্ক্রম্য**—নির্গত হয়ে; **বিশ্ব**—সমগ্র জগতে; **শরণ**—যারা সাহায্যকারী তাদের (বৃক্ষ); **অঙ্ঘ্রি**—পাদদ্বয়ে; **উপলব্ধ**—প্রাপ্ত; **বৃত্তিঃ**—জীবিকা; **শান্তঃ**—শান্তিপূর্ণ; **যথা**—যেমন; **একঃ**—একমাত্র; **উত**—অথবা অন্য কিছু; **সর্ব**—সকলের; **সখৈঃ**—বন্ধু সঙ্গে; **চরামি**—আমি যেন ভ্রমণ করতে পারি।

অনুবাদ

দয়া করে আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন যাতে আমি পরিবার জীবনের অন্ধকূপ, আমার মিথ্যা গৃহ থেকে নির্গত হতে পারি এবং নিঃস্বার্থ ঋষিরা সর্বদা যা আকাঙ্ক্ষা করেন আপনার সেই পাদপদ্মের প্রকৃত আশ্রয় প্রাপ্ত হই। তারপর একা কিম্বা সর্বজন বন্ধু মহান ঋষিদের সঙ্গে জীবনের প্রয়োজনসমূহ জগৎ হিতৈষী বৃক্ষমূলে প্রাপ্ত হয়ে আমি যেন মুক্তভাবে ভ্রমণ করতে পারি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, বলির প্রার্থনার উত্তরে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কিছু বর প্রার্থনা করতে বলেছিলেন এবং এই শ্লোকে বলি তাঁর প্রার্থনা নিবেদন করছেন। বলি জাগতিক জীবনের বদ্ধতা থেকে মুক্ত হবার প্রার্থনা করলেন, যাতে

তিনি মুক্ত হয়ে গৃহ ত্যাগ করে কেবলমাত্র ভগবানের পাদপদ্মকে আশ্রয় করে বনে ভ্রমণ করতে পারেন। তার জীবন ধারণের জন্য, বলি প্রস্তাব করলেন, তিনি বনের বৃক্ষের সহায়তা গ্রহণ করবেন, যার মূলে খাবার জন্য ফল এবং ঘুমানোর জন্য বৃক্ষপত্রসমূহ প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করবেন। বলি আশা করছেন, ভগবান যদি তাঁর প্রতি বিশেষভাবে কৃপাময় হন, তাহলে তাঁকে আর একা একা ভ্রমণ করতে হবে না, বরং ভগবান কৃষ্ণের ভক্তসঙ্গে ভ্রমণ করতে অনুমোদিত হবেন।

শ্লোক ৪৬

শাধ্যস্মানীশিতব্যেশ নিষ্পাপান্ কুরু নঃ প্রভো ।
পুমান্ যচ্ছ্রদ্ধয়াতিষ্ঠংশ্চোদনায়া বিমুচ্যতে ॥ ৪৬ ॥

শাধি—দয়া করে নির্দেশ প্রদান করুন; **অস্মান্**—আমাদের; **ঈশিতব্য**—জীবের; **ঈশ**—হে নিয়ন্ত্রক; **নিষ্পাপান্**—নিষ্পাপ; **কুরু**—করুন; **নঃ**—আমাদের; **প্রভো**—হে প্রভু; **পুমান্**—পুরুষ; **যৎ**—যে; **শ্রদ্ধয়া**—বিশ্বাস দ্বারা; **আতিষ্ঠং**—সম্পাদন পূর্বক; **চোদনায়াঃ**—শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের; **বিমুচ্যতে**—মুক্ত হয়।

অনুবাদ

হে জীবেশ, দয়া করে বলুন আমাদের কি কর্তব্য যাতে সকল পাপ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি। হে প্রভু, শ্রদ্ধা সহকারে যে আপনার নির্দেশ পালন করে, সে আর কখনও সাধারণ বৈদিক আচারসমূহ অনুসরণ করতে বাধ্য থাকে না।

তাৎপর্য

আচার্যগণ বলির ভাবনাকে এইভাবে বর্ণনা করছেন—তাকে অবিলম্বে উদ্ধার করার প্রার্থনাটি হয়ত একটু বেশী ধৃষ্টতাজনক হয়েছে, এই কথা গভীরভাবে বিবেচনা করে বলি মহারাজ ভাবলেন যে প্রথমে তার যথেষ্টরূপে শুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। যেভাবেই হোক, তিনি মনে করলেন, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম নিশ্চয়ই কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য তাঁর কাছে এসেছেন; যদি তিনি ভগবানের নির্দেশ গ্রহণ করতে ও তা সম্পাদন করতে পারেন, তবে সেটিই হবে শুদ্ধতার জন্য তার শ্রেষ্ঠ সুযোগ। প্রকৃতপক্ষে, বলি যেমন বলছেন, পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশের অধীনে কর্মরত একজন ভক্তের আর বেদের যাজ্ঞিক বিধি নিষেধ অনুসরণ করার প্রয়োজন হয় না।

শ্লোক ৪৭

শ্রীভগবানুবাচ

আসন্মরীচেঃ ষট্ পুত্রা ঊর্ণায়াং প্রথমেঽন্তরে ।
দেবাঃ কং জহসুর্বীক্ষ্য সুতাং জভিতুমুদ্যতম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **আসন্**—ছিলেন; **মরীচেঃ**—মরীচীর; **ষট্**—ছয়; **পুত্রাঃ**—পুত্র; **ঊর্ণায়াম্**—ঊর্ণার (তার পত্নী) গর্ভে জাত; **প্রথমে**—প্রথমে; **অন্তরে**—মনুর শাসন; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **কম্**—শ্রীব্রহ্মার প্রতি; **জহসু**—তারা হাস্য করেছিলেন; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **সুতাম্**—তাঁর কন্যার (সরস্বতী) সঙ্গে; **জভিতুম্**—যৌনসঙ্গম করতে; **উদ্যতম্**—উদ্যত।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—প্রথম মনুর সময়কালে ঋষি মরীচি ও তার পত্নী ঊর্ণার ছয়জন পুত্র ছিল। তাঁরা সকলেই ছিলেন উন্নত দেবতা, কিন্তু একবার তাঁরা ব্রহ্মাকে তাঁর নিজ কন্যার সঙ্গে যৌন সঙ্গমে উদ্যত হতে দর্শন করে ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে হেসে উঠেছিলেন।

শ্লোক ৪৮-৪৯

তেনাসুরীমগন্ যোনিমধুনাবদ্যকর্মণা ।
হিরণ্যকশিপোর্জাতা নীতাস্তে যোগমায়য়া ॥ ৪৮ ॥
দেবক্যা উদরে জাতা রাজন্ কংসবিহিংসিতাঃ ।
সা তান্ শোচত্যাত্মজান্ স্বাংস্ত ইমেঽধ্যাসতেঽন্তিকে ॥ ৪৯ ॥

তেন—সেই; **আসুরীম্**—আসুরিক; **অগন্**—তারা প্রবেশ করলেন; **যোনিম্**—গর্ভ; **অধুনা**—তৎক্ষণাৎ; **অবদ্য**—অযার্থ; **কর্মণা**—আচরণ দ্বারা; **হিরণ্যকশিপোঃ**—হিরণ্যকশিপুর কাছে; **জাতাঃ**—জন্ম হল; **নীতাঃ**—আনীত হল; **তে**—তারা; **যোগমায়য়া**—ভগবানের দিব্য মায়িক শক্তি দ্বারা; **দেবক্যাঃ**—দেবকীর; **উদরে**—গর্ভে; **জাতাঃ**—জাত; **রাজন্**—হে রাজন (বলি); **কংস**—কংস দ্বারা; **বিহিংসিতাঃ**—নিহত; **সা**—তিনি (দেবকী); **তান্**—তাদের জন্য; **শোচতি**—শোক করছেন; **আত্ম-জান্**—পুত্রগণ; **স্বান্**—তাঁর নিজ; **তে**—তারা; **ইমে**—সেই একই; **অধ্যাসতে**—বাস করছে; **অন্তিকে**—কাছাকাছি।

অনুবাদ

তাঁদের সেই অনুচিত আচরণের জন্য তাঁরা তৎক্ষণাৎ আসুরিক জীবনে প্রবেশ করলেন এবং এইভাবে তাঁরা হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন। যোগমায়া তখন তাঁদের হিরণ্যকশিপুর কাছ থেকে আনয়ন করলেন এবং তাঁরা পুনরায় দেবকীর গর্ভে জাত হলেন। হে রাজন, এরপর কংস তাঁদের হত্যা করল। দেবকী তাঁদেরকে নিজ পুত্র মনে করে এখনও তাঁদের জন্য শোক করছেন। মরীচির সেই সকল পুত্রেরা এখন এখানে আপনার সঙ্গে বাস করছেন।

তাৎপর্য

আচার্য শ্রীধর স্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, মরীচির ছয় পুত্রকে হিরণ্যকশিপুর কাছ থেকে নিয়ে যাবার পর, শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া প্রথমে তাদেরকে আরেক মহাদানব কালনেমির পুত্ররূপে আরও একটি জীবন অতিবাহিত করিয়ে অবশেষে তাদের দেবকীর গর্ভে স্থানান্তরিত করেছিল।

শ্লোক ৫০

ইত এতান্ প্রণেষ্যামো মাতৃশোকাপনুত্তয়ে ।
ততঃ শাপাদ্‌বিনির্মুক্তা লোকং যাস্যন্তি বিজ্বরাঃ ॥ ৫০ ॥

ইতঃ—এখান থেকে; **এতান্**—তাদের; **প্রণেষ্যামঃ**—আমরা নিয়ে যেতে ইচ্ছা করি; **মাতৃ**—তাদের মায়ের; **শোক**—শোক; **অপনুত্তয়ে**—দূর করার জন্য; **ততঃ**—তারপর; **শাপাৎ**—তাদের অভিশাপ থেকে; **বিনির্মুক্তাঃ**—মুক্ত হয়ে; **লোকম্**—তাদের আপন গ্রহে (দেবতাদের); **যাস্যন্তি**—তারা গমন করবে; **বিজ্বরাঃ**—তাদের সন্তাপযুক্ত অবস্থার নিবৃত্তি হয়ে।

অনুবাদ

মায়ের শোক দূর করার জন্য তাদের আমরা এই স্থান থেকে নিয়ে যেতে চাই। তারপর, তাদের অভিশাপ এবং সকল সন্তাপ থেকে মুক্ত হয়ে তারা তাদের স্বর্গের আলয়ে ফিরে যাবে।

তাৎপর্য

এই স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শ্লোক ৫ ও ৮-এর তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন, মরীচির পুত্রেরা ব্রহ্মার প্রতি তাদের অপরাধের জন্য নিন্দিত হয়েছিলেন এবং উপরন্তু হিরণ্যকশিপু একবার তাদের অভিশাপ দিয়েছিল যে ভবিষ্যত জীবনে তাদের নিজ পিতা দ্বারা নিহত হতে হবে। বসুদেব এক এক করে তাদের কংস দ্বারা বধ হতে দেওয়ায় এই অভিশাপও পূর্ণ হয়েছিল।

শ্লোক ৫১

স্মরোদ্‌গীথঃ পরিষ্বঙ্গঃ পতঙ্গঃ ক্ষুদ্রভৃদ্‌ঘৃণী ।
ষড়িমে মৎপ্রসাদেন পুনর্যাস্যন্তি সদ্‌গতিম্ ॥ ৫১ ॥

স্মর-উদ্‌গীথ পরিষ্বঙ্গ—স্মর, উদ্‌গীথ এবং পরিষ্বঙ্গ; **পতঙ্গঃ ক্ষুদ্রভৃৎ ঘৃণী**—পতঙ্গ, ক্ষুদ্রভৃৎ এবং ঘৃণী; **ষট্**—ছয়; **ইমে**—এইসকল; **মৎ**—আমার; **প্রসাদেন**—অনুগ্রহ দ্বারা; **পুনঃ**—পুনরায়; **যাস্যন্তি**—গমন করবে; **সৎ**—সাধুজনের; **গতিম্**—গতি।

অনুবাদ

আমার অনুগ্রহ দ্বারা স্মর, উদ্‌গীথ, পরিষ্বঙ্গ, পতঙ্গ, ক্ষুদ্রভৃৎ ও ঘৃণী এই ছয়জন বিশুদ্ধ সাধুদের আলয়ে ফিরে যাবেন।

তাৎপর্য

এই ছয়জন যখন প্রথমে মরীচির পুত্র ছিলেন, তখন তাদের এই সকল নাম ছিল। এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ স্মর যখন পুনরায় বসুদেবের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁকে কীর্তিমান ডাকা হত বলে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১/৫৭) নথিভুক্ত রয়েছে।

কীর্তিমন্তং প্রথমজং কংসায়ানকদুন্দুভিঃ ।
অর্পয়ামাস কৃচ্ছ্রেণ সোঽনৃতাদতিবিহ্বলঃ ॥

"বসুদেব প্রতিজ্ঞাভঙ্গরূপ অসত্যের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন। তাই তিনি কীর্তিমান নামক তাঁর প্রথম পুত্রটিকে গভীর মনোবেদনা সত্ত্বেও কংসের হাতে অর্পণ করেছিলেন।"

শ্লোক ৫২

ইত্যুক্ত্বা তান্ সমাদায় ইন্দ্রসেনেন পূজিতৌ ।
পুনর্দ্বারবতীমেত্য মাতুঃ পুত্রানযচ্ছতাম্ ॥ ৫২ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **তান্**—তাদের; **সমাদায়**—গ্রহণ করে; **ইন্দ্রসেনেন**—বলি মহারাজ দ্বারা; **পূজিতৌ**—উভয়ে পূজিত হয়ে; **পুনঃ**—পুনরায়; **দ্বারবতীম্**—দ্বারকায়; **এত্য**—গমন করে; **মাতুঃ**—তাদের মায়ের; **পুত্রান্**—পুত্রদের; **অযচ্ছতাম্**—তাঁরা অর্পণ করলেন।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলে চলেছেন—] একথা বলার পর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম বলি মহারাজ দ্বারা পূজিত হয়ে সেই ছয় পুত্রদের নিয়ে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করে তাঁদের মায়ের কাছে অর্পণ করলেন।

শ্লোক ৫৩

তান্ দৃষ্ট্বা বালকান্ দেবী পুত্রস্নেহস্নুতস্তনী ।
পরিষ্বজ্যাঙ্কমারোপ্য মূর্ধ্ন্যজিঘ্রদভীক্ষ্নশঃ ॥ ৫৩ ॥

তান্—তাদের; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **বালকান্**—বালকগণ; **দেবী**—দেবী (দেবকী); **পুত্র**—তার পুত্রদের জন্য; **স্নেহ**—তাঁর স্নেহবশত; **স্নুত**—ক্ষরিত; **স্তনী**—যার স্তনদ্বয়;

পরিষ্বজ্য—আলিঙ্গনপূর্বক; অঙ্কম্—তার কোলে; আরোপ্য—স্থাপন পূর্বক; মূর্ধ্নি—তাঁদের মস্তক; অজিঘ্রৎ—তিনি আঘ্রাণ করলেন; অভিক্ষ্ণশঃ—বারম্বার।

অনুবাদ

দেবকী যখন তাঁর হারানো পুত্রদের দর্শন করলেন, তিনি তাদের জন্য এমন স্নেহ অনুভব করলেন যে, তাঁর স্তন থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হতে লাগল। তিনি তাদের আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁর কোলে গ্রহণ করে পুনঃপুনঃ তাদের মস্তক আঘ্রাণ করতে লাগলেন।

শ্লোক ৫৪

অপায়য়ৎ স্তনং প্রীতা সুতস্পর্শপরিস্রুতম্ ।
মোহিতা মায়য়া বিষ্ণোর্যয়া সৃষ্টিঃ প্রবর্ততে ॥ ৫৪ ॥

অপায়য়ৎ—তিনি তাদের পান করতে দিলেন; **স্তনম্**—তাঁর স্তন থেকে; **প্রীতা**—প্রীতিভরে; **সুত**—তাঁর পুত্রদের; **স্পর্শ**—স্পর্শের জন্য; **পরিস্রুতম্**—সিক্ত; **মোহিত**—মোহিত; **মায়য়া**—মায়া শক্তি দ্বারা; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান বিষ্ণুর; **যয়া**—যার দ্বারা; **সৃষ্টিঃ**—সৃষ্টি; **প্রবর্ততে**—প্রবর্তিত হয়।

অনুবাদ

প্রীতিভরে তিনি তার পুত্রদের স্তন পান করালেন, যা কেবলমাত্র তাদের স্পর্শ দ্বারা দুগ্ধে সিক্ত হয়ে উঠেছিল। যা জগতের সৃষ্টিকে প্রবর্তিত করে ভগবান বিষ্ণুর সেই একই মায়া শক্তি দ্বারা তিনি মোহিত ছিলেন।

তাৎপর্য

সৃষ্টি শব্দটি এখানে যে সৃষ্টিপন্থা দ্বারা ভগবান বিষ্ণুর যোগমায়া তাঁর লীলাসমূহের অবস্থান ও অবসানের আয়োজন করে, সে বিষয়েও উল্লেখ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়টি প্রশ্নাতীত যে মাতা দেবকী মায়ার জড় বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৫-৫৬

পীত্বামৃতং পয়স্তস্যাঃ পীতশেষং গদাভৃতঃ ।
নারায়ণাঙ্গসংস্পর্শপ্রতিলব্ধাত্মদর্শনাঃ ॥ ৫৫ ॥
তে নমস্কৃত্য গোবিন্দং দেবকীং পিতরং বলম্ ।
মিষতাং সর্বভূতানাং যযুর্ধাম দিবৌকসাম্ ॥ ৫৬ ॥

পীত্বা—পান করে; **অমৃতম্**—অমৃত; **পয়ঃ**—দুগ্ধ; **তস্যাঃ**—তাঁর; **পীত**—পান করার; **শেষম্**—অবশিষ্ট; **গদা-ভৃতঃ**—গদাধারী শ্রীকৃষ্ণের; **নারায়ণ**—ভগবান নারায়ণের (কৃষ্ণ); **অঙ্গ**—দেহের; **সংস্পর্শ**—স্পর্শ দ্বারা; **প্রতিলব্ধ**—পুনরায় লাভ করে; **আত্ম**—তাদের মূল স্বরূপের (দেবতা রূপে); **দর্শনাঃ**—উপলব্ধি করে; **তে**—তারা; **নমস্কৃত্য**—প্রণাম নিবেদন করলেন; **গোবিন্দম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **দেবকীম্**—দেবকীকে; **পিতরম্**—তাদের পিতাকে; **বলম্**—এবং ভগবান বলরামকে; **মিষতাম্**—সমক্ষে; **সর্ব**—সকল; **ভূতানাম্**—লোক; **যযুঃ**—তারা গমন করলেন; **ধাম্**—আলয়ে; **দিবওকসাম্**—দেবতাদের।

অনুবাদ

ইতিপূর্বে শ্রীকৃষ্ণের পান করা দেবকীর অমৃত-দুগ্ধের অবশিষ্ট পান করার ফলে এবং ভগবান নারায়ণের চিন্ময় দেহ স্পর্শ করার ফলে তারা তাদের মূল পরিচয় অবগত হলেন। তাঁরা গোবিন্দকে, দেবকীকে, তাঁদের পিতাকে এবং বলরামকে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং তারপর সকলের সমক্ষে তারা দেবলোকে গমন করলেন।

তাৎপর্য

অত্যন্ত স্বল্প সময়ের জন্য মাত্র দেবকী ও বসুদেবের কাছে ভগবান কৃষ্ণ এক শিশুরূপে অবস্থান করেছিলেন। প্রথমে ভগবান তাদের সম্মুখে তাঁর চতুর্ভুজ বিষ্ণু রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাদের প্রার্থনা শ্রবণ করার পর তিনি নিজেকে তাদের আনন্দের জন্য দৃশ্যত এক সাধারণ শিশুরূপে পরিবর্তিত করলেন। কিন্তু তাঁর ভ্রাতাদের ভাগ্য ভোগ করা থেকে কৃষ্ণকে রক্ষার জন্য বসুদেব তৎক্ষণাৎ তাঁকে কংসের কারাগার থেকে সরিয়ে দিলেন। বসুদেব তাকে নিয়ে যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে মাতা দেবকী কৃষ্ণকে একবার স্তনপান করালেন যাতে নন্দব্রজের দীর্ঘ যাত্রাপথে তিনি তৃষ্ণা বোধ না করেন। একথা আমরা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের ভাষ্য থেকে জানতে পারি।

শ্লোক ৫৭

তং দৃষ্ট্বা দেবকী দেবী মৃতাগমননির্গমম্ ।
মেনে সুবিস্মিতা মায়াং কৃষ্ণস্য রচিতাং নৃপ ॥ ৫৭ ॥

তম্—তা; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **দেবকী**—দেবকী; **দেবী**—দিব্য; **মৃত**—মৃত পুত্রদের; **আগমন**—প্রত্যাবর্তন; **নির্গমম্**—এবং প্রস্থান; **মেনে**—তিনি ভাবলেন; **সু**—অত্যন্ত; **বিস্মিতা**—বিস্ময়গ্রস্ত হয়ে; **মায়াম্**—মায়া; **কৃষ্ণস্য**—কৃষ্ণ দ্বারা; **রচিতাম্**—রচিত; **নৃপ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ)।

অনুবাদ

হে রাজন, তাঁর পুত্রদের মৃত্যু থেকে প্রত্যাবর্তন করতে ও পরে পুনরায় প্রস্থান করতে দর্শন করে দেবী দেবকী অত্যন্ত বিস্মিতা হয়েছিলেন। তিনি সিদ্ধান্তে এলেন যে এই সকলই ছিল কৃষ্ণ দ্বারা রচিত এক মায়া মাত্র।

শ্লোক ৫৮

এবং বিধান্যদ্ভুতানি কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।
বীর্যাণ্যনন্তবীর্যস্য সন্ত্যনন্তানি ভারত ॥ ৫৮ ॥

এবম্-বিধানি—এই ধরনের; **অদ্ভুতানি**—বিস্ময়কর; **কৃষ্ণস্য**—কৃষ্ণের; **পরম-আত্মনঃ**—পরমাত্মা; **বীর্যাণি**—বীরত্ব; **অনন্ত**—অনন্ত; **বীর্যস্য**—শৌর্য; **সন্তি**—রয়েছে; **অনন্তানি**—অসংখ্য; **ভারত**—হে ভরতকুলনন্দন।

অনুবাদ

হে ভরতকুলনন্দন, অসীম শৌর্যের অধীশ্বর, পরমাত্মা, শ্রীকৃষ্ণ, এই ধরনের অসংখ্য লীলা সম্পাদন করেছেন।

শ্লোক ৫৯

শ্রীসূত উবাচ

য ইদমনুশৃণোতি শ্রাবয়েদ্বা মুরারেঃ
চরিতমমৃতকীর্তের্বর্ণিতং ব্যাসপুত্রৈঃ ।
জগদঘভিদলং তদ্ভক্তসৎকর্ণপূরং
ভগবতি কৃতচিত্তো যাতি তৎক্ষেমধাম্ ॥ ৫৯ ॥

শ্রীসূতঃ উবাচ—শ্রীসূত বললেন (পরীক্ষিৎ মহারাজ ও শুকদেব গোস্বামীর মধ্যেকার এই কথোপকথন নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিদের কাছে তিনি পুনরায় বর্ণনা করছিলেন); **যঃ**—যিনি; **ইদম্**—এই; **অনুশৃণোতি**—যথাযথভাবে শ্রবণ করেন; **শ্রাবয়েৎ**—অন্যকে শ্রবণ করান; **বা**—বা; **মুরারেঃ**—মুর দৈত্যের সংহারক শ্রীকৃষ্ণের; **চরিতম্**—লীলা; **অমৃত**—অক্ষয়; **কীর্তে**—যার কীর্তিসমূহ; **বর্ণিতম্**—বর্ণনা করেন; **ব্যাস-পুত্রৈঃ**—ব্যাসদেবের শ্রদ্ধেয় পুত্র দ্বারা; **জগৎ**—জগতের; **অঘ**—পাপসমূহ; **ভিৎ**—যা বিনাশ করে; **অলম্**—সম্পূর্ণরূপে; **তৎ**—তাঁর; **ভক্ত**—ভক্তদের; **সৎ**—চিন্ময়; **কর্ণ-পুরম্**—কর্ণের অলঙ্কার স্বরূপ; **ভগবতি**—ভগবানের প্রতি; **কৃত**—স্থির করে; **চিত্তঃ**—তার মন; **যাতি**—তিনি গমন করেন; **তৎ**—তাঁর; **ক্ষেম**—মঙ্গলময়; **ধাম**—নিজ আলয়ে।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—ভগবান মুরারি কৃত এই অক্ষয়-কীর্তি লীলা সম্পূর্ণরূপে জগতের পাপ বিনাশ করে এবং তাঁর ভক্তদের কর্ণের ভূষণ রূপে পরিবেশিত হয়। যিনি যত্নসহকারে ব্যাসের শ্রদ্ধেয় পুত্র দ্বারা কথিত এই লীলা শ্রবণ বা বর্ণনা করেন তিনি ভগবানের চিন্তায় তার মনকে স্থির করতে সমর্থ হবেন এবং পরম মঙ্গলময় ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হবেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে ভগবান কৃষ্ণের জীবনের অপূর্ব ঘটনাবলীর শ্রবণ এমনভাবে পাপসমূহ বিনাশ করে যেটি হচ্ছে পূর্ণ (*অলম্*) কেননা এটি সহজ। যে কেউই সহজে এই শ্রবণে অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং যাঁরা কৃষ্ণের প্রতি উৎসর্গীকৃত হয়েছেন, তাঁরা তাঁর বিষয়ের অলঙ্কারটি সর্বদা তাঁদের কানে ধারণ করার আনন্দ উপভোগ করেন। সেই সকল ঘটনার সময় যারা উপস্থিত ছিলেন কেবলমাত্র তারাই নন, কিন্তু শুকদেব গোস্বামী, সূত গোস্বামী যারাই এ পর্যন্ত তা শ্রবণ করেছেন তারা সকলে এবং এই জগতে ভবিষ্যতে যারা শুনবেন তারা প্রত্যেকেই ভগবান কৃষ্ণের অপ্রাকৃত মহিমাসমূহের অবিরাম পাঠের দ্বারা কৃপাধন্য।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'বসুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ প্রদান ও দেবকীর পুত্রদের উদ্ধার' নামক পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ষড়শীতিতম অধ্যায়

অর্জুনের সুভদ্রা হরণ ও তাঁর ভক্তবৃন্দকে শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ প্রদান

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে কিভাবে অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করলেন এবং কিভাবে ভগবান কৃষ্ণ তাঁর ভক্ত বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেবকে আশীর্বাদ করার জন্য মিথিলায় গমন করলেন।

রাজা পরীক্ষিৎ যখন তাঁর পিতামহী সুভদ্রাদেবীর বিবাহ সম্বন্ধে জানতে চাইলেন, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তীর্থ ভ্রমণ করার সময়, অর্জুন শুনতে পেলেন যে, শ্রীবলরাম তাঁর ভগিনী সুভদ্রাকে দুর্যোধনের সঙ্গে বিবাহ দিতে চাইছেন। সুভদ্রাকে হরণ করার জন্য এবং স্বয়ং তাকে বিবাহ করার জন্য অর্জুন এক সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে দ্বারকায় গমন করলেন। এই ছদ্মবেশ এতটাই ফলপ্রদ ছিল যে, না বলরাম, না অন্য কোন দ্বারকাবাসী কেউই তাঁকে চিনতে পারে নি। বরং তারা সকলেই একজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর প্রাপ্য শ্রদ্ধা তাঁকে প্রদর্শন করেছিল। এইভাবে বর্ষা ঋতুর চার মাস অতিবাহিত হল। একদিন অর্জুন শ্রীবলরামের বাড়িতে আহার করার জন্য নিমন্ত্রিত হলেন। সেখানে সুভদ্রাকে দর্শন করে তাকে পাবার আশায় তৎক্ষণাৎ বিহ্বল হয়ে উঠলেন। সুভদ্রাও অর্জুনকে পতিরূপে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করতেন আর তাই তিনি সলজ্জ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন। কিছুদিন পর সুভদ্রা একটি রথ উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য প্রাসাদ ছেড়ে বের হলেন। এই সুযোগ গ্রহণ করে অর্জুন সুভদ্রাকে অপহরণ করলেন এবং তাঁকে নিবৃত্ত করতে আসা যাদবদের পরাজিত করলেন। প্রথমে এই কথা শুনে শ্রীবলরাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ তাঁকে শান্ত করলেন, তিনি আনন্দিত হলেন এবং বর বধূকে প্রচুর বিবাহ উপহার প্রেরণ করলেন।"

শ্রুতদেব নামক শ্রীকৃষ্ণের একজন ব্রাহ্মণ ভক্ত ছিলেন, যিনি মিথিলায় বাস করতেন। তিনি দৈবক্রমে কেবলমাত্র নিজের ও তার পরিবারের প্রয়োজনীয় ভোজ্যটুকু মাত্র উপার্জন করতেন। তবু, তিনি সকল সময়ে সন্তুষ্ট থাকতেন এবং তাঁর সকল সময়টুকু নিজের ধর্মীয় কর্তব্যসমূহে ব্যয় করতেন। মিথিলায় বাসকারী ভগবানের আরেকজন মহান ভক্ত ছিলেন রাজা বহুলাশ্ব। জনকবংশ জাত বহুলাশ্ব সমগ্র বিদেহ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, তৎসত্ত্বেও শ্রুতদেবের মতো তিনি জড়

সম্পদের প্রতি আসক্তিশূন্য থাকতেন। এই দুই মহাত্মার ভক্তি ভাবে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের দর্শন দানের জন্য, নারদমুনি ও আরও কয়েকজন জ্ঞানী ঋষিদেরকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান কৃষ্ণ তাঁর রথে করে মিথিলায় গমন করলেন। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে মিথিলাবাসীরা ভগবান ও তাঁর ঋষি পার্ষদদেরকে অভিনন্দিত করলেন। কৃষ্ণের জন্য বিবিধ উপহারাদি আনয়ন করে তাঁরা অবনত মস্তকে তাকে এবং ঋষিবর্গকে প্রণাম নিবেদন করলেন।

বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেব উভয়েই এগিয়ে এসে তাঁদের গৃহে আগমন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধার সঙ্গে আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁদের উভয়কে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজেকে বিস্তার করে যুগপৎ একইসঙ্গে ভগবান তাঁদের গৃহে গমন করলেন। তাঁরা প্রত্যেকে উপযুক্তভাবে তাঁর পূজা করলেন, প্রার্থনা নিবেদন করলেন, তাঁর পাদ-প্রক্ষালন করলেন এবং অতঃপর সেই ধৌত জল দ্বারা নিজেদের ও তাঁদের পরিবারের সকল সদস্যদের সিক্ত করলেন। এরপর ভগবান কৃষ্ণ তাঁর সঙ্গী ঋষিদের স্তুতি করলেন এবং ব্রাহ্মণদের মহিমা কীর্তন করলেন। ভক্তি বিষয়ে তিনি তাঁর উভয় নিমন্ত্রণকর্তাদেরও উপদেশ প্রদান করলেন। সেই সকল উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করে শ্রুতদেব ও বহুলাশ্ব উভয়েই একান্ত চিত্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ঋষিবর্গের পূজা করলেন। তারপর ভগবান কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে গেলেন।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

ব্রহ্মন্ বেদিতুমিচ্ছামঃ স্বসারং রামকৃষ্ণয়োঃ ।
যথোপযেমে বিজয়ো যা মমাসীৎ পিতামহী ॥ ১ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—মহারাজ (পরীক্ষিৎ) বললেন; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ (শুকদেব); **বেদিতুম্**—অবগত হওয়ার; **ইচ্ছামঃ**—আমরা ইচ্ছা করি; **স্বসারম্**—ভগিনী; **রাম-কৃষ্ণয়োঃ**—বলরাম ও কৃষ্ণের; **যথা**—কিভাবে; **উপযেমে**—বিবাহ করেছিলেন; **বিজয়ঃ**—অর্জুন; **যা**—যিনি; **মম**—আমার; **আসীৎ**—ছিলেন; **পিতামহী**—পিতামহী।

অনুবাদ

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—হে ব্রাহ্মণ, কিভাবে অর্জুন আমার পিতামহী, শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের ভগিনীকে বিবাহ করেছিলেন আমরা তা জানতে ইচ্ছা করি।

তাৎপর্য

পরীক্ষিৎ মহারাজ এখন ভগবান কৃষ্ণের বোন, সুভদ্রার বিবাহ বিষয়ে জানতে চাইছেন। শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতে পূর্ববর্তী বর্ণনার পর রাজা পরীক্ষিতের এই

প্রশ্নের কারণ হল, অর্জুনের সুভদ্রার পাণিগ্রহণ ভগবান কৃষ্ণের দ্বারা দেবকীর মৃত পুত্রদের পুনরুদ্ধারের মতোই কঠিন ছিল, কারণ শ্রীবলরাম স্বয়ং অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহের বিরোধী ছিলেন।

শ্লোক ২-৩

শ্রীশুক উবাচ

অর্জুনস্তীর্থযাত্রায়াং পর্যটন্নবনীং প্রভুঃ ।
গতঃ প্রভাসমশৃণোন্মাতুলেয়ীং স আত্মনঃ ॥ ২ ॥
দুর্যোধনায় রামস্তাং দাস্যতীতি ন চাপরে ।
তল্লিপ্সুঃ স যতির্ভূত্বা ত্রিদণ্ডী দ্বারকামগাৎ ॥ ৩ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **অর্জুনঃ**—অর্জুন; **তীর্থ**—তীর্থে; **যাত্রায়াম্**—যাত্রায়; **পর্যটন্**—ভ্রমণকালে; **অবীনম্**—পৃথিবী; **প্রভুঃ**—প্রভু; **গতঃ**—গমন করে; **প্রভাসম্**—প্রভাসে; **অশৃণোৎ**—শ্রবণ করলেন; **মাতুলেয়ীম্**—মাতুল কন্যা; **সঃ**—তিনি; **আত্মনঃ**—তার; **দুর্যোধনায়**—দুর্যোধনের কাছে; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **তাম্**—তাঁকে; **দাস্যতি**—প্রদান করতে ইচ্ছুক; **ইতি**—এইভাবে; **ন**—না; **চ**—এবং; **অপরে**—অন্য কেউ; **তৎ**—তাঁর; **লিপ্সুঃ**—প্রাপ্ত হতে আকাঙ্ক্ষী; **সঃ**—তিনি, অর্জুন; **যতিঃ**—একজন সন্ন্যাসী; **ভূত্বা**—হয়ে; **ত্রিদণ্ডী**—ত্রিদণ্ডি; **দ্বারকাম্**—দ্বারকায়; **অগাৎ**—গমন করলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—বিভিন্ন পবিত্র তীর্থে ভ্রমণ করতে করতে এক সময় অর্জুন প্রভাসে আগমন করলেন। সেখানে তিনি শুনতে পেলেন যে, তাঁর মাতুল কন্যা সুভদ্রার সঙ্গে শ্রীবলরাম, দুর্যোধনের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু অন্য কেউই এই পরিকল্পনায় সম্মত নন। অর্জুন স্বয়ং তাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি এক ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ গ্রহণ করে দ্বারকায় গমন করলেন।

তাৎপর্য

সুভদ্রাকে তাঁর পত্নী রূপে প্রাপ্ত হওয়ার অর্জুনের পরিকল্পনাটিকে লৌকিকতাবর্জিত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তিনি কারো উৎসাহ দান ব্যতীত কর্ম করছিলেন না; প্রকৃতপক্ষে ভগবান কৃষ্ণ ছিলেন তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা। অধিকন্তু দ্বারকায় রাজ পরিবারের অধিকাংশ সদস্য, বিশেষত বসুদেব তাঁদের প্রিয় কন্যাকে দুর্যোধনের কাছে প্রদান করার বিষয়ে অসুখী ছিলেন।

শ্লোক ৪

তত্র বৈ বার্ষিকান্মাসানবাৎসীৎ স্বার্থসাধকঃ ।
পৌরৈঃ সভাজিতোঽভীক্ষ্ণং রামেণাজানতা চ সঃ ॥ ৪ ॥

তত্র—সেখানে; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **বার্ষিকান্**—বর্ষা ঋতুর; **মাসান্**—মাসসমূহের জন্য; **অবাৎসীৎ**—তিনি বাস করেছিলেন; **স্ব**—তাঁর নিজ; **অর্থ**—উদ্দেশ্য; **সাধকঃ**—সাধন করার চেষ্টায়; **পৌরিঃ**—নগরবাসী দ্বারা; **সভাজিতঃ**—পূজিত হয়ে; **অভীক্ষ্ণম্**—নিরন্তর; **রামেণ**—শ্রীবলরাম দ্বারা; **অজানতা**—অজ্ঞাত; **চ**—এবং; **সঃ**—তিনি।

অনুবাদ

তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য বর্ষার মাসসমূহ তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। শ্রীবলরাম এবং অন্যান্য নগরবাসীরা তাঁকে চিনতে না পেরে, তাঁকে সকল আতিথেয়তা ও সম্মান নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৫

একদা গৃহমানীয় আতিথ্যেন নিমন্ত্র্য তম্ ।
শ্রদ্ধয়োপহৃতং ভৈক্ষ্যং বলেন বুভুজে কিল ॥ ৫ ॥

একদা—একবার; **গৃহম্**—তাঁর (বলরামের) গৃহে; **আনীয়**—আনয়ন করে; **আতিথ্যেন**—অতিথিরূপে; **নিমন্ত্র্য**—নিমন্ত্রণপূর্বক; **তম্**—তাঁকে (অর্জুন); **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধার সঙ্গে; **উপহৃতম্**—নিবেদিত; **ভৈক্ষ্যম্**—অন্ন; **বলেন**—শ্রীবলরাম দ্বারা; **বুভুজে**—তিনি ভক্ষণ করলেন; **কিল**—বস্তুত।

অনুবাদ

একদিন নিমন্ত্রিত অতিথি রূপে শ্রীবলরাম তাঁকে তাঁর গৃহে আনয়ন করলেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে নিবেদিত অন্ন অর্জুন ভক্ষণ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের ব্যাখ্যা থেকে এটি বোঝা যায় যে, সন্ন্যাসী বেশী অর্জুন বর্ষা ঋতুর চার মাসের ব্রত শেষ করেছেন মাত্র এবং এখন পুনরায় গৃহস্থদের থেকে সাধারণ আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারবেন। তাই সেই সময়ে শ্রীবলরামের গৃহে গমন করার ক্ষেত্রে কারোর কোন অস্বাভাবিক উদ্দেশ্য সন্দেহ করার ছিল না।

শ্লোক ৬

সোঽপশ্যৎ তত্র মহতীং কন্যাং বীরমনোহরাম্ ।
প্রীত্যুৎফুল্লেক্ষণস্তস্যাং ভাবক্ষুব্ধং মনো দধে ॥ ৬ ॥

সঃ—তিনি; **অপশ্যৎ**—দর্শন করলেন; **তত্র**—সেখানে; **মহত্তীম্**—অপূর্বদর্শনা; **কন্যাম্**—কন্যা; **বীর**—বীরগণের; **মনঃ-হরাম্**—মনোহারিণী; **প্রীতি**—প্রীতি; **উৎফুল্ল**—প্রস্ফুটিত; **ঈক্ষণঃ**—তাঁর নয়নদ্বয়; **তস্যাম্**—তার প্রতি; **ভাব**—ভাবে; **ক্ষুব্ধম্**—বিক্ষিপ্ত; **মনঃ**—চিত্তে; **দধে**—তিনি স্থির করলেন।

অনুবাদ

সেখানে তিনি বীরদের মনোহারিণী অপূর্ব-দর্শনা কন্যা সুভদ্রাকে দর্শন করলেন। তাঁর চক্ষুদ্বয় আনন্দে বিস্ফারিত হল, তাঁর চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল এবং তিনি তাঁর চিন্তায় মগ্ন হলেন।

শ্লোক ৭

সাপি তং চকমে বীক্ষ্য নারীণাং হৃদয়ঙ্গমম্ ।
হসন্তী ব্রীড়িতাপাঙ্গী তন্ন্যস্তহৃদয়েক্ষণা ॥ ৭ ॥

সা—তিনি; **অপি**—ও; **তম্**—তাকে; **চকমে**—অভিলাষ করলেন; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **নারীণাম্**—নারীগণের; **হৃদয়ম্-গমম্**—হৃদয় হরণকারী; **হসন্তী**—হাস্যপূর্বক; **ব্রীড়িতা**—সলজ্জ; **অপাঙ্গী**—কটাক্ষ দৃষ্টিতে; **তৎ**—তাঁকে; **ন্যস্ত**—সমর্পণ করলেন; **হৃদয়**—তার হৃদয়; **ঈক্ষণা**—এবং চক্ষুদ্বয়।

অনুবাদ

অর্জুন ছিলেন রমণী মনোহর এবং তাঁকে দর্শনমাত্র সুভদ্রা তাঁকে পতিরূপে লাভ করতে চাইলেন। কটাক্ষ দৃষ্টিপাতে সলজ্জ হাস্যপূর্বক তিনি তার চক্ষু ও হৃদয় তাঁকে সমর্পণ করলেন।

তাৎপর্য

অর্জুনকে দর্শনমাত্র সুভদ্রা জানতে পেরেছিলেন যে, অর্জুন মোটেই সন্ন্যাসী নন বরং তাঁর ভাবী স্বামী। *লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করছেন, "মহারাজ পরীক্ষিতের পিতামহ, অর্জুন স্বয়ং অসাধারণ সুন্দর ছিলেন এবং তাঁর দেহ সৌষ্ঠব সুভদ্রার কাছে খুব আকর্ষণীয় ছিল। সুভদ্রাও মনে মনে স্থির করেছিলেন যে তিনি কেবলমাত্র অর্জুনকেই তাঁর স্বামী রূপে গ্রহণ করবেন। অর্জুনকে দর্শন করে এক সরল মেয়ের মতো তিনি অত্যন্ত আনন্দে হাসছিলেন।"

শ্লোক ৮

তাং পরং সমনুধ্যায়ন্নন্তরং প্রেপ্সুরর্জুনঃ ।
ন লেভে শং ভ্রমাচ্চিত্তঃ কামেনাতিবলীয়সা ॥ ৮ ॥

তাম্—তাকে; **পরম্**—একমাত্র; **সমনুধ্যায়ন্**—চিন্তা করে; **অন্তরম্**—সঠিক সুযোগ; **প্রেপ্সু**—প্রাপ্ত হবার অপেক্ষা করে; **অর্জুনঃ**—অর্জুন; **ন লেভে**—প্রাপ্ত না হয়ে; **শম্**—শান্তি; **ভ্রমাৎ**—ভ্রম; **চিত্ত**—চিত্ত; **কামেন**—কাম বশত; **অতি-বলীয়সা**—অত্যন্ত প্রবল।

অনুবাদ

কেবলমাত্র তাকে চিন্তা করতে করতে এবং তাকে হরণ করার সুযোগের অপেক্ষা করতে করতে অর্জুন কোন শান্তি পাচ্ছিলেন না। প্রবল কামনায় তাঁর চিত্ত কম্পিত হচ্ছিল।

তাৎপর্য

এমনকি যখন শ্রীবলরামের দ্বারা সম্মানিত হচ্ছিলেন তখনও ভগবানের মহিমাময় আতিথ্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে অর্জুন অত্যন্ত বিক্ষিপ্তচিত্ত ছিলেন। অর্জুনের চিত্ত বিক্ষিপ্ততা এবং শ্রীবলরামের অর্জুনের ছদ্মবেশকে চিনতে না পারা, উভয়ই ছিল তাঁর চিন্ময় লীলাসমূহ উপভোগের জন্য ভগবানের এক আয়োজন।

শ্লোক ৯

মহত্যাং দেবযাত্রায়াং রথস্থাং দুর্গনির্গতাম্ ।
জহারানুমতঃ পিত্রোঃ কৃষ্ণস্য চ মহারথঃ ॥ ৯ ॥

মহত্যাম্—গুরুত্বপূর্ণ; **দেব**—ভগবানের; **যাত্রায়াম্**—এক উৎসবের সময়; **রথ**—রথে; **স্থাম্**—আরোহণপূর্বক; **দুর্গ**—দুর্গ থেকে; **নির্গতাম্**—বাইরে এলে; **জহার**—তিনি তাঁকে হরণ করলেন; **অনুমতঃ**—অনুমতিক্রমে; **পিত্রোঃ**—তার পিতামাতার; **কৃষ্ণস্য**—কৃষ্ণের; **চ**—এবং; **মহা-রথঃ**—বলশালী রথ যোদ্ধা।

অনুবাদ

একবার কোন দেব-উৎসব উপলক্ষ্যে সুভদ্রা দুর্গসম প্রাসাদ থেকে রথে আরোহণ করে বাইরে এলে মহারথী অর্জুন সেই সময়ে তাকে অপহরণ করার সুযোগ গ্রহণ করলেন। সুভদ্রার পিতা-মাতা এবং কৃষ্ণ তা অনুমোদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই উৎসবকে চার্তুমাস্য শেষে ভগবান বিষ্ণুর শয়ন থেকে উত্থান উপলক্ষ্যে বার্ষিক রথযাত্রা উৎসবরূপে বর্ণনা করেছেন। সুভদ্রার পিতা- মাতা বসুদেব ও দেবকী।

শ্লোক ১০

রথস্থো ধনুরাদায় শূরাংশ্চারুন্ধতো ভটান্ ।
বিদ্রাব্য ক্রোশতাং স্বানাং স্বভাগং মৃগরাড়িব ॥ ১০ ॥

রথ—তাঁর রথে; **স্থঃ**—দণ্ডায়মান হয়ে; **ধনুঃ**—তার ধনুক; **আদায়**—গ্রহণ পূর্বক; **শূরান্**—বীরগণ; **চ**—এবং; **অরুন্ধতঃ**—তাঁকে বাধা দিতে সচেষ্ট, **ভটান্**—এবং রক্ষীদের; **বিদ্রাব্য**—পরাভূত করে; **ক্রোশতাম্**—তারা যখন ক্রোধে চিৎকার করছিল; **স্বানাম্**—তার আত্মীয়বর্গ; **স্ব**—নিজ; **ভাগম্**—ন্যায্য অংশ; **মৃগ-রাট্**—পশুরাজ সিংহ; **ইব**—যেমন।

অনুবাদ

তাঁর রথে দণ্ডায়মান হয়ে অর্জুন তাঁর ধনুক গ্রহণ করে তাঁকে অবরোধে সচেষ্ট দুরন্ত যোদ্ধা ও প্রাসাদ রক্ষীদের পরাভূত করলেন। সুভদ্রার আত্মীয়বর্গ যখন ক্রোধে চিৎকার করছিলেন, তখন ঠিক যেভাবে সিংহ অন্যান্য পশুদের মধ্য থেকে তার শিকার গ্রহণ করে সেইভাবে তিনি সুভদ্রাকে হরণ করলেন।

শ্লোক ১১

তচ্ছ্রুত্বা ক্ষুভিতো রামঃ পর্বণীব মহার্ণবঃ ।
গৃহীতপাদঃ কৃষ্ণেন সুহৃদ্ভিশ্চানুসান্ত্বিতঃ ॥ ১১ ॥

তৎ—তা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **ক্ষুভিতঃ**—ক্ষুব্ধ; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **পর্বণি**—পূর্ণিমায়; **ইব**—যেন; **মহা-অর্ণবঃ**—মহাসাগর; **গৃহীত**—ধারণ করে; **পাদঃ**—তাঁর চরণদ্বয়; **কৃষ্ণেণ**—শ্রীকৃষ্ণ; **সুহৃদ্ভিঃ**—তাঁর পরিবারের সদস্যদের দ্বারা; **চ**—এবং; **অনুসান্ত্বিতঃ**—সযত্নে প্রশমিত।

অনুবাদ

সুভদ্রার অপহরণের কথা তিনি যখন শুনতে পেলেন, শ্রীবলরাম পূর্ণিমার ক্ষুব্ধ মহাসাগরের মতো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর চরণ ধারণ করে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে একত্রে, বিষয়টি সবিস্তারে বর্ণনা করে তাঁকে শান্ত করলেন।

শ্লোক ১২

প্রাহিণোৎ পারিবর্হানি বরবধ্বোর্মুদা বলঃ ।
মহাধনোপস্করেভরথাশ্বনরযোষিতঃ ॥ ১২ ॥

প্রাহিণোৎ—তিনি প্রেরণ করলেন; **পারিবর্হাণি**—বিবাহের উপহার রূপে; **বর-বধ্বোঃ**—বর-বধূর জন্য; **মুদা**—আনন্দের সঙ্গে; **বলঃ**—শ্রীবলরাম; **মহা-ধন**—মহা মূল্যবান; **উপস্কর**—উপহারসমূহ; **ইভ**—হস্তী; **রথ**—রথ; **অশ্ব**—অশ্ব; **নর**—নর; **যোষিতঃ**—এবং নারী।

অনুবাদ

তারপর শ্রীবলরাম আনন্দের সঙ্গে বর-বধূকে হাতী, রথ, ঘোড়া ও দাস-দাসী সমন্বিত মহামূল্যবান বিবাহ উপহারসমূহ প্রেরণ করলেন।

শ্লোক ১৩

শ্রীশুক উবাচ

কৃষ্ণস্যাসীদ্ দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ শ্রুতদেব ইতি শ্রুতঃ ।
কৃষ্ণৈকভক্ত্যা পূর্ণার্থঃ শান্তঃ কবিরলম্পটঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব বললেন; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **আসীৎ**—ছিলেন; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণদের; **শ্রেষ্ঠঃ**—শ্রেষ্ঠ একজন; **শ্রুতদেবঃ**—শ্রুতদেব; **ইতি**—এইভাবে; **শ্রুতঃ**—খ্যাত; **কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; **এক**—একমাত্র; **ভক্ত্যা**—তাঁর ভক্তি দ্বারা; **পূর্ণ**—পূর্ণ; **অর্থঃ**—কামনার সকল উদ্দেশ্যে; **শান্তঃ**—শান্ত; **কবিঃ**—বিবেকী; **অলম্পটঃ**—ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রতি আকাঙ্ক্ষিত নন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বলতে লাগলেন—শ্রুতদেব নামে খ্যাত এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অচলা ভক্তি দ্বারা পূর্ণ সন্তুষ্ট তিনি ছিলেন শান্ত, জ্ঞানী এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে অনাসক্ত।

শ্লোক ১৪

স উবাস বিদেহেষু মিথিলায়াং গৃহাশ্রমী ।
অনীহয়াগতাহার্যনির্বর্তিতনিজক্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

সঃ—তিনি; **উবাস**—বাস করতেন; **বিদেহেষু**—বিদেহ রাজ্যে; **মিথিলায়াম্**—মিথিলা নগরীতে; **গৃহ-আশ্রমী**—গৃহস্থ; **অনীহয়া**—অনায়াসে; **আগত**—প্রাপ্ত; **আহার্য**—খাদ্য বস্তু দ্বারা; **নির্বর্তিত**—নির্বাহ করতেন; **নিজ**—তার; **ক্রিয়ঃ**—জীবিকা।

অনুবাদ

তিনি বিদেহ রাজ্যের মিথিলা নগরীতে ধার্মিক গৃহস্থরূপে বাস করে অনায়াসলব্ধ খাদ্য দ্বারা নিজের জীবিকা নির্বাহ করতেন।

শ্লোক ১৫

যাত্রামাত্রং ত্বহরহর্দৈবাদুপনমত্যুত ।
নাধিকং তাবতা তুষ্টঃ ক্রিয়াঃ চক্রে যথোচিতাঃ ॥ ১৫ ॥

যাত্রা-মাত্রম্—শরীরযাত্রা নির্বাহের উপযোগী; **তু**—এবং; **অহঃ অহঃ**—দিনের পর দিন; **দৈবাৎ**—তাঁর ভাগ্যবশত; **উপনমতি**—তাঁর কাছে আগমন করত; **উত**—বস্তুত; **ন অধিকম্**—অনধিক; **তাবতা**—সেইটুকু দ্বারা; **তুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট; **ক্রিয়াঃ**—কর্তব্যসমূহ; **চক্রে**—তিনি পালন করতেন; **যথা**—যথা; **উচিতাঃ**—উচিত।

অনুবাদ

দৈব ইচ্ছায় তিনি প্রতিদিন ঠিক তার জীবিকা-নির্বাহের প্রয়োজনটুকু মাত্র প্রাপ্ত হতেন, এর চেয়ে বেশী নয়। সেইটুকুতেই সন্তুষ্ট তিনি যথাযথভাবে তাঁর ধর্মীয় কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করতেন।

তাৎপর্য

একজন আদর্শ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, এমন কি যদি তিনি পরিবার-জীবনের বন্ধন দ্বারা ভারাক্রান্তও হন, তবুও তার প্রয়োজনীয় জীবিকা নির্বাহের জন্য যতটুকু পরিশ্রম করা দরকার তার চেয়ে অতিরিক্ত পরিশ্রম করা উচিত নয়। অযথা জাগতিক উন্নতির জন্য ক্ষুব্ধ না হয়ে তাঁর উচিত তাঁর সময় ও সম্পদের শ্রেষ্ঠ অংশটিকে ভগবৎ সেবার উচ্চতর কর্তব্যে উৎসর্গ করা। যদি কোন গৃহস্থ এই অধঃপতিত যুগের অনুপেক্ষণীয় অসুবিধাগুলি সত্ত্বেও এই অনুষ্ঠানের অনুগমন করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিগত মনোযোগ আশা করতে পারেন যা আমরা মিথিলার শুদ্ধ ব্রাহ্মণ শ্রুতদেবের ক্ষেত্রে দেখতে পাব।

শ্লোক ১৬

তথা তদ্রাষ্ট্রপালোঽঙ্গ বহুলাশ্ব ইতি শ্রুতঃ ।
মৈথিলো নিরহম্মান উভাবপ্যচ্যুতপ্রিয়ৌ ॥ ১৬ ॥

তথা—আরও (কৃষ্ণের এক উন্নত ভক্ত); **তৎ**—সেই; **রাষ্ট্র**—রাজ্যের; **পালঃ**—শাসক; **অঙ্গ**—হে প্রিয় (পরীক্ষিৎ); **বহুলাশ্বঃ ইতি শ্রুতঃ**—বহুলাশ্ব নামে খ্যাত; **মৈথিলঃ**—মিথিলার রাজা জনকের বংশধর; **নিরহম্-মানঃ**—অহঙ্কারশূন্য; **উভৌ**—তাঁদের উভয়ে; **অপি**—প্রকৃতপক্ষে; **অচ্যুত-প্রিয়ৌ**—ভগবান অচ্যুতের প্রিয়।

অনুবাদ

হে পরীক্ষিৎ, শ্রুতদেবের মতো একইভাবে অহঙ্কারশূন্য মিথিলা রাজবংশের বংশধর বহুলাশ্ব নামক সেই রাজ্যের এক শাসক ছিলেন। এই উভয় ভক্তই ছিলেন ভগবান অচ্যুতের অত্যন্ত প্রিয়।

শ্লোক ১৭

তয়োঃ প্রসন্নো ভগবান্ দারুকেণাহৃতং রথম্ ।
আরুহ্য সাকং মুনিভির্বিদেহান্ প্রযযৌ প্রভুঃ ॥ ১৭ ॥

তয়োঃ—তাঁদের উভয়ের প্রতি; **প্রসন্নঃ**—সন্তুষ্ট; **ভগবান্**—ভগবান; **দারুকেণ**—দারুক দ্বারা; **আহৃতম্**—আনীত; **রথম্**—তাঁর রথে; **আরুহ্য**—আরোহণ পূর্বক; **সাকম্**—সহ; **মুনিভিঃ**—মুনিগণ; **বিদেহান্**—বিদেহ রাজ্য অভিমুখে; **প্রযযৌ**—গমন করলেন; **প্রভুঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

তাঁদের উভয়ের প্রতি প্রসন্ন পরমেশ্বর ভগবান দারুক দ্বারা আনীত তাঁর রথে আরোহণ করে মুনিগণ সহ বিদেহ রাজ্য অভিমুখে যাত্রা করলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, শ্রুতদেব ও বহুলাশ্ব উভয়েই শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে দ্বারকায় যেতে অসমর্থ ছিলেন কারণ উভয়েই নিয়মিত তাঁদের গৃহে ব্যক্তিগত বিগ্রহকে পূজা করার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের উভয়কে দর্শন দান করতে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন এবং দ্বারকা ত্যাগের সময় তিনি বললেন যে, মুনিরা যাঁরা তাঁর সঙ্গে যেতে চান, তাঁরা যেন তাঁর রথে আরোহণ করেন, কারণ অন্যথায় তাঁদেরকে পদব্রজে অনুসরণ করতে হবে। মহান ঋষিরা সাধারণত কখনও এরূপ এক ঐশ্বর্যময় যানে ভ্রমণের কথা বিবেচনাও করেন নি, কিন্তু ভগবানের নির্দেশে তাঁরা তাঁদের স্বাভাবিক অভ্যাস ত্যাগ করে তাঁর সঙ্গে রথে আরোহণ করলেন।

শ্লোক ১৮

নারদো বামদেবোঽত্রিঃ কৃষ্ণো রামোঽসিতোঽরুণিঃ ।
অহং বৃহস্পতিঃ কণ্বো মৈত্রেয়শ্চ্যবনাদয়ঃ ॥ ১৮ ॥

নারদঃ বামদেবঃ অত্রিঃ—নারদমুনি, বামদেব ও অত্রি; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস; **রামঃ**—শ্রীপরশুরাম; **অসিতঃ অরুণিঃ**—অসিত ও অরুণি; **অহম্**—আমি (শুকদেব); **বৃহস্পতিঃ কণ্বঃ**—বৃহস্পতি ও কণ্ব; **মৈত্রেয়ঃ**—মৈত্রেয়; **চ্যবন**—চ্যবন; **আদয়ঃ**—এবং অন্যান্য।

অনুবাদ

এই সকল মুনিদের মধ্যে ছিলেন নারদ, বামদেব, অত্রি, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, পরশুরাম, অসিত, অরুণি, আমি নিজে, বৃহস্পতি, কণ্ব, মৈত্রেয় ও চ্যবন।

শ্লোক ১৯

তত্র তত্র তমায়ান্তং পৌরা জানপদা নৃপ ।
উপতস্থুঃ সার্ঘ্যহস্তা গ্রহৈঃ সূর্যমিবোদিতম্ ॥ ১৯ ॥

তত্র তত্র—প্রতিটি স্থানে; **তম্**—তাঁকে; **আয়ান্তম্**—সমাগত; **পৌরাঃ**—নগরবাসীরা; **জনপদাঃ**—এবং গ্রামবাসীরা; **নৃপ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **উপতস্থুঃ**—তাঁকে অভিনন্দিত করতে এগিয়ে এসেছিলেন; **স**—সহ; **অর্ঘ**—অর্ঘ্য; **হস্তাঃ**—তাদের হাতে; **গ্রহৈঃ**—গ্রহ দ্বারা; **সূর্যম্**—সূর্য; **ইব**—যেমন; **উদিতম্**—উদিত।

অনুবাদ

হে রাজন, প্রতিটি নগর ও শহরের পথ ভগবান যখন অতিক্রম করছিলেন, যেন গ্রহ দ্বারা বেষ্টিত উদিত সূর্যের পূজার মতো জনসাধারণ হাতে নিবেদনীয় জলপূর্ণ অর্ঘ্য সহ তাঁর পূজা করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর রথে ভ্রমণরত মুনিগণ যেন সূর্যের চতুর্দিকে গ্রহের মতো।

শ্লোক ২০

আনর্তধন্বকুরুজাঙ্গলকঙ্কমৎস্য-
পাঞ্চালকুন্তিমধুকেকয়কোশলার্ণাঃ ।
অন্যে চ তন্মুখসরোজমুদারহাস-
স্নিগ্ধেক্ষণং নৃপ পপুর্দৃশিভির্নৃনার্যঃ ॥ ২০ ॥

আনর্ত—আনর্তের জনগণ (যে স্থানে দ্বারকা অবস্থিত); **ধন্ব**—মরু অঞ্চল (গুজরাট ও রাজস্থানের); **কুরু-জাঙ্গল**—কুরু অরণ্যের ক্ষেত্র (থানেশ্বর ও কুরুক্ষেত্র জেলা); **কঙ্ক**—কঙ্ক; **মৎস্য**—মৎস্য (জয়পুর ও আলোয়ার রাজ্য); **পাঞ্চাল**—গঙ্গার উভয় তীর বেষ্টিত জেলাসমূহ; **কুন্তি**—মালব; **মধু**—মথুরা; **কেকয়**—শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী উত্তরপূর্ব পাঞ্জাবে অবস্থিত স্থান; **কোশল**—কাশী থেকে হিমালয়ের দিকে উত্তর সীমান্ত বরাবর শ্রীরামচন্দ্রের প্রাচীন রাজ্য; **অর্ণাঃ**—মিথিলার পূর্ব সীমান্তের রাজ্য; **অন্যে**—অন্যান্য; **চ**—ও; **তৎ**—তাঁর; **মুখ**—মুখ; **সরোজম্**—পদ্ম; **উদার**—উদার; **হাস**—হাস্য সমন্বিত; **স্নিগ্ধ**—এবং প্রীতিময়; **ঈক্ষণম্**—দৃষ্টিপাত; **নৃপ**—হে রাজন; **পপুঃ**—পান করেছিল; **দৃশিভিঃ**—তাদের নয়ন দ্বারা; **নৃণার্যঃ**—নারী ও পুরুষেরা।

অনুবাদ

আনর্ত, ধন্ব, কুরু-জাঙ্গল, কঙ্ক, মৎস্য, পাঞ্চাল, কুন্তী, মধু, কেকয়, কোশল, অর্ণ এবং আরও অন্যান্য অনেক রাজ্যের নারী ও পুরুষগণ তাদের নয়ন দ্বারা উদার হাস্য ও প্রীতিময় দৃষ্টিতে বিভূষিত ভগবান কৃষ্ণের পদ্মসদৃশ মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য সুধা পান করেছিলেন।

শ্লোক ২১

তেভ্যঃ স্ববীক্ষণবিনষ্টতমিস্রদৃগ্‌ভ্যঃ
ক্ষেমং ত্রিলোকগুরুরর্থদৃশং চ যচ্ছন্ ।
শৃণ্বন্ দিগন্তধবলং স্বযশোঽশুভঘ্নং
গীতং সুরৈর্নৃভিরগাচ্ছনকৈর্বিদেহান্ ॥ ২১ ॥

তেভ্যঃ—তাদেরকে; **স্ব**—তাঁর; **বীক্ষণ**—দৃষ্টিপাত দ্বারা; **বিনষ্ট**—বিনষ্ট; **তামিস্র**—অন্ধকার; **দৃগ্‌ভ্যঃ**—যার নয়নের; **ক্ষেমম্**—অভয়; **ত্রি**—তিন; **লোক**—জগতের; **গুরুঃ**—পারমার্থিক গুরুদেব; **অর্থ-দৃশম্**—পারমার্থিক দৃষ্টি; **চ**—এবং; **যচ্ছন্**—প্রদান পূর্বক; **শৃণ্বন**—শ্রবণ করতে করতে; **দিক্**—দিকসমূহের; **অন্ত**—অন্ত; **ধবলম্**—পবিত্রকারী; **স্ব**—তাঁর; **যশঃ**—মহিমাসমূহ; **অশুভ**—অশুভ; **ঘ্নম্**—বিনাশক; **গীতম্**—গীত; **সুরৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **নৃভিঃ**—মানব দ্বারা; **অগাৎ**—তিনি আগমন করলেন; **শনকৈঃ**—ধীরে ধীরে; **বিদেহান্**—বিদেহ রাজ্যে।

অনুবাদ

তাঁকে দর্শনে আগতদের প্রতি কেবলমাত্র দৃষ্টিপাত করেই ত্রিলোকগুরু ভগবান জড়বাদের অন্ধকার থেকে তাদের উদ্ধার করলেন। তাদের অভয় ও দিব্য দৃষ্টি প্রদান করলে পর তিনি দেবতা ও মনুষ্যগণ গীত জগৎ পবিত্রকারী ও সকল পাপ বিনাশক তাঁর মহিমা কীর্তন শুনতে পেলেন। এইভাবে ধীরে ধীরে তিনি বিদেহে পৌঁছলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী একটি যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, ভগবানের যাত্রাপথের দুধারের মানুষদের চোখ যে কেবল অজ্ঞতার দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল তাই নয়, উপরন্তু ভগবানের রথ বায়ুর চেয়েও দ্রুতবেগে ভ্রমণশীল ছিল, তাহলে কিভাবে সাধারণ মানুষেরা ভগবানকে দেখতে পেল? এর উত্তরটি সরবরাহ করে শ্রীল জীব গোস্বামী নির্দেশ করছেন যে, ভগবান কৃষ্ণের বিশেষ কৃপা-দৃষ্টি তাদের প্রত্যেককে তাঁর সঙ্গ মধ্যে প্রবেশের প্রয়োজনীয় শুদ্ধ-ভক্তিতে বলীয়ান করেছিল।

অন্যথায় তিনি তাদের দর্শন ক্ষমতার বাইরে থাকতেন, যা তিনি স্বয়ং উদ্ধবের প্রতি তাঁর নির্দেশে উল্লেখ করেছেন—*ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য* অর্থাৎ, "আমি কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারা উপলব্ধ হতে পারি" (*ভাগবত* ১১/১৪/২১)। *এক শেষ* রূপে পরিচিত যৌগিক গঠনের ব্যাকরণগত নিয়ম দ্বারা, *স্ত্রীক্ষণ বিনষ্ট তমিস্র দৃগভ্যঃ* কথাটি যদিও তার মুখ্য অর্থে পুং-বিশেষ্য রূপে প্রতিভাত হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়কেই বোঝা যেতে পারে।

শ্লোক ২২

তেঽচ্যুতং প্রাপ্তমাকর্ণ্য পৌরা জানপদা নৃপ ।
অভীয়ুর্মুদিতাস্তস্মৈ গৃহীতার্হণপাণয়ঃ ॥ ২২ ॥

তে—তারা; **অচ্যুতম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **প্রাপ্তম্**—আগমন; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **পৌরাঃ**—নগরীর জনগণ; **জানপদাঃ**—গ্রামের; **নৃপ**—হে রাজন; **অভীয়ু**—আগমন করেছিলেন; **মুদিতাঃ**—আনন্দে; **তস্মৈ**—তাঁর কাছে; **গৃহীত**—ধারণ করে; **অর্হণ**—তাকে প্রদানের জন্য অর্ঘ; **প্রাণয়ঃ**—তাদের হাতে।

অনুবাদ

হে রাজন, ভগবান অচ্যুতের আগমন শ্রবণ করে বিদেহের নগর ও গ্রামবাসীরা তাদের হাতে অর্ঘ নিয়ে আনন্দের সঙ্গে তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত হল।

শ্লোক ২৩

দৃষ্ট্বা ত উত্তমঃশ্লোকং প্রীত্যুৎফুল্লাননাশয়াঃ ।
কৈর্ধৃতাঞ্জলিভির্নেমুঃ শ্রুতপূর্বাংস্তথা মুনীন্ ॥ ২৩ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **তে**—তারা; **উত্তমঃ-শ্লোকম্**—শ্রেষ্ঠ শ্লোকসমূহে বন্দিত শ্রীকৃষ্ণ; **প্রীতি**—প্রীতিময়; **উৎফুল্ল**—প্রফুল্ল; **আনন**—তাদের মুখ; **আশয়াঃ**—এবং হৃদয়; **কৈঃ**—তাদের মস্তকে; **ধৃত**—ধৃত; **অঞ্জলিভিঃ**—যুক্তকর দ্বারা; **নেমুঃ**—তারা প্রণাম নিবেদন করলেন; **শ্রুত**—শ্রুত; **পূর্বান্**—পূর্বে; **তথা**—ও; **মুনীন্**—মুনিদেরকে।

অনুবাদ

ভগবান উত্তমশ্লোককে দর্শনমাত্র তাঁদের মুখ ও হৃদয় প্রীতি প্রফুল্লিত হয়ে উঠল। মস্তকোপরে তাঁদের হাত দুটি যুক্ত করে তাঁরা ভগবানকে ও পূর্বে যাদের কথা শ্রবণ করেছিলেন মাত্র, ভগবানের সঙ্গে আগত সেইসব মুনিগণকে প্রণাম নিবেদন করলেন।

শ্লোক ২৪

স্বানুগ্রহায় সম্প্রাপ্তং মন্বানৌ তং জগদ্‌গুরুম্ ।
মৈথিলঃ শ্রুতদেবশ্চ পাদয়োঃ পেততুঃ প্রভোঃ ॥ ২৪ ॥

স্ব—নিজেদের প্রতি; **অনুগ্রহায়**—অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য; **সম্প্রাপ্তম্**—এখন; **মন্বানৌ**—উভয়ে চিন্তাপূর্বক; **তম্**—তাঁকে; **জগৎ**—জগতের; **গুরুম্**—পারমার্থিক গুরু; **মৈথিলঃ**—মিথিলার রাজা; **শ্রুতদেবঃ**—শ্রুতদেব; **চ**—এবং; **পাদয়োঃ**—পাদদ্বয়ে; **পেততুঃ**—পতিত হলেন; **প্রভোঃ**—ভগবানের।

অনুবাদ

জগদ্‌গুরু এখানে কেবলমাত্র তাঁকে কৃপা প্রদর্শনের জন্য আগমন করেছেন, উভয়েই এই কথা চিন্তা করে মিথিলার রাজা ও শ্রুতদেব ভগবানের চরণে পতিত হলেন।

শ্লোক ২৫

ন্যমন্ত্রয়েতাং দাশার্হমাতিথ্যেন সহ দ্বিজৈঃ ।
মৈথিলঃ শ্রুতদেবশ্চ যুগপৎ সংহতাঞ্জলী ॥ ২৫ ॥

ন্যমন্ত্রয়েতাম্—তাঁরা উভয়ে নিমন্ত্রণ করলেন; **দাশার্হম্**—দশার্হ বংশজ কৃষ্ণকে; **আতিথ্যেন**—তাদের অতিথি হওয়ার জন্য; **সহ**—সহ; **দ্বিজৈঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **মৈথিলঃ**—বহুলাশ্ব; **শ্রুতদেবঃ**—শ্রুতদেব; **চ**—এবং; **যুগপৎ**—সমান্তরালভাবে; **সংহত**—দৃঢ়ভাবে একসঙ্গে ধারণ করে; **অঞ্জলী**—করতল।

অনুবাদ

ঠিক একই সময়ে রাজা মৈথিল ও শ্রুতদেব প্রত্যেকে যুক্ত করে গমন করে ব্রাহ্মণ মুনিগণ সহ দশার্হদের অধিপতিকে নিজ অতিথি হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

শ্লোক ২৬

ভগবাংস্তদভিপ্রেত্য দ্বয়োঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ।
উভয়োরাবিশদ্ গেহমুভাভ্যাং তদলক্ষিতঃ ॥ ২৬ ॥

ভগবান্—ভগবান; **তৎ**—তা; **অভিপ্রেত্য**—গ্রহণ পূর্বক; **দ্বয়োঃ**—তাদের উভয়ের; **প্রিয়**—আনন্দ; **চিকীর্ষয়া**—প্রদানের ইচ্ছায়; **উভয়োঃ**—উভয়ের; **আবিশৎ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **গেহম্**—গৃহে; **উভাভ্যাম্**—উভয়ের কাছে; **তৎ**—তা (অন্যগৃহে প্রবেশ); **অলক্ষিতঃ**—অলক্ষিত।

অনুবাদ

তাদের উভয়কেই সন্তুষ্ট করার ইচ্ছায়, ভগবান তাদের উভয়ের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। এইভাবে তিনি যুগপৎ একইসঙ্গে উভয়ের গৃহে গমন করলেন কিন্তু উভয়ের কেউই তাঁকে অপরের গৃহে প্রবেশ করতে দেখতে পারল না।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে কৃষ্ণ মুনিগণ সহ তার দুটি রূপ প্রকাশের মাধ্যমে একই সময়ে বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেবের গৃহে গিয়েছিলেন। এইভাবে বহুলাশ্ব ভেবেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র আমার গৃহেই আগমন করেছেন আর শ্রুতদেব দুঃখিত চিত্তে গৃহে ফিরে গেছেন। তখন শ্রুতদেবও একইভাবে বিপরীত ঘটনাটি বিশ্বাস করেছিলেন।

কৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, "তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) ও তাঁর সঙ্গীগণ উভয় গৃহেই উপস্থিত ছিলেন যদিও ব্রাহ্মণ এবং রাজা উভয়েই ভেবেছিলেন যে, তিনি কেবলমাত্র তাঁর গৃহেই উপস্থিত রয়েছেন। এটি পরমেশ্বর ভগবানের আরেকটি ঐশ্বর্যের প্রকাশ। শাস্ত্রে এই ঐশ্বর্যকে *বৈভব-প্রকাশ* রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। একইভাবে, শ্রীকৃষ্ণ যখন ষোল সহস্র পত্নীকে বিবাহ করেছিলেন তখনও তিনি নিজেকে ষোল সহস্র রূপে বিস্তার করেছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকে স্বয়ং তাঁর মতোই শক্তিশালী ছিলেন। তেমনি, বৃন্দাবনে, ব্রহ্মা যখন কৃষ্ণের গাভী, বাছুর এবং গোপবালকদের চুরি করেছিলেন, কৃষ্ণ নিজেকে বহু নতুন গাভী, বাছুর ও গোপবালকরূপে বিস্তার করেছিলেন।"

শ্লোক ২৭-২৯

শ্রান্তানপ্যথ তান্ দূরাজ্জনকঃ স্বগৃহাগতান্ ।
আনীতেষ্বাসনাগ্র্যেষু সুখাসীনান্মহামনাঃ ॥ ২৭ ॥
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা উদ্ধর্ষহৃদয়াস্রাবিলেক্ষণঃ ।
নত্বা তদঙ্ঘ্রীন্ প্রক্ষাল্য তদপো লোকপাবনীঃ ॥ ২৮ ॥
সকুটুম্বো বহন্মূর্ধ্না পূজয়াং চক্র ঈশ্বরান্ ।
গন্ধমাল্যাম্বরাকল্পধূপদীপার্ঘ্যগোবৃষৈঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রান্তান্—শ্রান্ত; **অপি**—বস্তুত; **অথ**—অতঃপর; **তান্**—তাঁদের; **দূরাৎ**—দূর থেকে; **জনকঃ**—জনক বংশোদ্ভুত রাজা বহুলাশ্ব; **স্ব**—তার; **গৃহ**—গৃহে; **আগতান্**—সমাগত; **আনীতেষু**—যা আনীত হয়েছিল; **আসন**—আসনে; **অগ্রয়েষু**—উত্তম; **সুখ**—সুখকর;

আসীনান্—উপবিষ্ট; **মহা-মনাঃ**—অত্যন্ত জ্ঞানী; **প্রবৃদ্ধ**—গভীর; **ভক্ত্যা**—ভক্তির সঙ্গে; **উৎ-ধর্ষ**—আনন্দিত; **হৃদয়**—হৃদয়ে; **অস্র**—অশ্রু যুক্ত; **আবিল**—সিক্ত; **ঈক্ষণঃ**—যার নয়ন; **নত্বা**—প্রণাম নিবেদন করলেন; **তৎ**—তাঁদের; **অঙ্ঘ্রীন্**—চরণদ্বয়; **প্রক্ষাল্য**—ধৌত পূর্বক; **তৎ**—সেখান থেকে; **অপঃ**—জল; **লোক**—সমগ্র জগৎ; **পাবনীঃ**—পবিত্র করতে সমর্থ; **স**—সহ; **কুটুম্বঃ**—তার পরিবার; **বহন**—বহন করে; **মূর্ধ্ন**—তাঁর মস্তকে; **পূজয়াম্ চক্রে**—তিনি পূজা করলেন; **ঈশ্বরান্**—ভগবানকে; **গন্ধ**—সুগন্ধী (চন্দন) সহ; **মাল্য**—ফুল মালা; **অম্বর**—বস্ত্র; **আকল্প**—অলঙ্কার; **ধূপ**—ধূপ; **দীপ**—দীপ; **অর্ঘ্য**—অর্ঘ্য জল; **গো**—গাভী; **বৃষৈঃ**—এবং বৃষ।

অনুবাদ

যখন জনক বংশোদ্ভূত রাজা বহুলাশ্ব দূর থেকে যাত্রাক্লান্ত মুনিগণ সহ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর গৃহে আগত দর্শন করলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের জন্য সম্মানজনক আসন আনয়নের ব্যবস্থা করলেন। তাঁরা সকলে সুখে উপবিষ্ট হওয়ার পর, বিজ্ঞ রাজা, আনন্দ উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে ও তাঁর অশ্রু সজল নয়নে তাঁদের প্রণাম নিবেদন করলেন এবং গভীর ভক্তির সঙ্গে তাদের চরণ ধৌত করলেন। সমগ্র জগৎ পবিত্রকারী সেই ধৌত জল গ্রহণ করে তিনি তার ও তার পরিবারের সদস্যগণের মস্তকে ছিটিয়ে দিলেন। তারপর সুগন্ধী চন্দন, ফুলমালা, সুন্দর বস্ত্র ও অলঙ্কার, ধূপ, দীপ, অর্ঘ্য, গাভী ও বৃষ নিবেদন করে তিনি সকল প্রভুদের পূজা করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ ভাষ্য প্রদান করছেন, "বিদেহরাজ বহুলাশ্ব ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও একজন যথার্থ ভদ্রলোক। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এত সংখ্যক মহান মুনিগণকে তার গৃহে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত দেখে তিনি আশ্চর্য হয়েছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ ভালভাবেই জানতেন যে, বিশেষত বদ্ধ জীব যখন জড় বিষয়ে যুক্ত হয় তখন তারা একশ শতাংশ শুদ্ধ হতে পারে না, অন্য দিকে পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর শুদ্ধ ভক্তগণ জাগতিক দূষণের মধ্যেও সর্বদা চিন্ময়। সুতরাং তিনি যখন পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ এবং সকল মহান মুনিগণকে তাঁর গৃহে প্রাপ্ত হলেন, তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন এবং তাঁর অহৈতুকী কৃপার জন্য ভগবান কৃষ্ণের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকেন।"

এই শ্লোকের *ঈশ্বর* শব্দটি কেবলমাত্র ভগবানকেই নির্দেশ করছে না, তাঁর সঙ্গী সকল উন্নত মুনিদেরকেও তা নির্দেশ করছে। আচার্য শ্রীধর স্বামী ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এ কথা প্রতিপন্ন করেছেন।

শ্লোক ৩০

বাচা মধুরয়া প্রীণন্নিদমাহান্নতর্পিতান্ ।
পাদাবঙ্কগতৌ বিষ্ণোঃ সংস্পৃশং শনকৈর্মুদা ॥ ৩০ ॥

বাচা—কণ্ঠে; **মধুরয়া**—শান্ত; **প্রীণন্**—তাঁদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা পূর্বক; **ইদম্**—এই; **আহ**—তিনি বললেন; **অন্ন**—অন্ন দ্বারা; **তর্পিতান্**—পরিতৃপ্ত; **পাদৌ**—পাদদ্বয়; **অঙ্ক**—তার ক্রোড়ে; **গতৌ**—ধারণ করে; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীকৃষ্ণের; **সংস্পৃশন্**—মালিশ করতে করতে; **শনকৈঃ**—ধীরে ধীরে; **মুদা**—সুখে।

অনুবাদ

পূর্ণ পরিতৃপ্তি সহকারে তাঁরা ভোজন করার পর তাঁদের আরও সন্তুষ্টির জন্য ভগবান বিষ্ণুর পাদদ্বয় তার ক্রোড়ে ধারণ করে তাদের সুখে মালিশ করতে করতে রাজা মধুর কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ৩১

শ্রীবহুলাশ্ব উবাচ

ভবান্ হি সর্বভূতানামাত্মা সাক্ষী স্বদৃগ্ বিভো ।
অথ নস্ত্বৎপদাম্ভোজং স্মরতাং দর্শনং গতঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীবহুলাশ্বঃ উবাচ—শ্রীবহুলাশ্ব বললেন; **ভবান্**—আপনি; **হি**—বস্তুত; **সর্বে**—সকল; **ভূতানাম্**—সৃষ্ট জীবের; **আত্মা**—পরমাত্মা; **সাক্ষী**—সাক্ষী; **স্ব-দৃক্**—স্বপ্রকাশ; **বিভো**—হে সর্বশক্তিমান; **অথ**—এইভাবে; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **ত্বৎ**—আপনার; **পদ-অম্ভোজম্**—পাদপদ্ম; **স্মর-তাম্**—স্মরণরত; **দর্শনম্ গতঃ**—দৃশ্যমান হয়েছেন।

অনুবাদ

শ্রীবহুলাশ্ব বললেন—হে সর্বশক্তিমান ভগবান, আপনি সকল সৃষ্ট জীবের আত্মা, তাদের স্ব-প্রকাশ সাক্ষীস্বরূপ এবং এখন নিরন্তর আপনার পাদপদ্ম চিন্তনরত আমাদের আপনি দর্শন প্রদান করছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বহুলাশ্বের অন্তরের ভাবনাকে এইভাবে বর্ণনা করছেন—তাঁর মতো একজন জড় স্থূলবুদ্ধিও শ্রীকৃষ্ণের কৃপার দ্বারা ভক্তি-চেতনায় জাগ্রত হতে পারেন এই ভেবে বহুলাশ্ব তাঁকে সকল জীবন ও চেতনার প্রেরণাদায়ক আত্মারূপে বন্দনা করছেন। যতটুকু ক্ষুদ্র ভক্তিপূর্ণ সেবা তিনি কখনও করেছেন, ভগবান তা মনে রেখেছেন এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে তিনি ভগবানকে সকল

পাপে ও পুণ্য কর্মের সাক্ষীরূপে স্তুতি করলেন। ভগবানকে দর্শনের জন্য বহুলাশ্বের দীর্ঘ দিনের গোপন ইচ্ছা সম্বন্ধে তিনি সর্বদা সচেতন ছিলেন, এই জ্ঞান দ্বারা তিনি ভগবানকে স্বপ্রকাশ, কখনও উদ্দীপ্ত হওয়ার বা কোন বাইরের উৎস দ্বারা অবগত হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না বলে ভগবানের মহিমা কীর্তন করলেন।

শ্লোক ৩২

স্ববচস্তদৃতং কর্তুমস্মদ্দৃগ্গোচরো ভবান্ ।
যদাত্থৈকান্তভক্তান্মে নানন্তঃ শ্রীরজঃ প্রিয়ঃ ॥ ৩২ ॥

স্ব—আপনার নিজের; **বচঃ**—উক্তি; **তৎ**—তা; **ঋতম্**—সত্যি; **কর্তুম্**—করতে; **অস্মাৎ**—আমাদের; **দৃক্**—দৃষ্টির; **গোচরঃ**—গোচর; **ভবান্**—আপনি; **যৎ**—যা; **আত্থ**—বলেছিলেন; **এক-অন্ত**—একান্ত; **ভক্তাৎ**—ভক্তের চেয়ে; **মে**—আমার; **ন**—না; **অনন্ত**—ভগবান অনন্ত; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **অজঃ**—ব্রহ্মা; **প্রিয়ঃ**—অধিক প্রিয়।

অনুবাদ

আপনি বলেছিলেন, "আমার একান্ত ভক্তের চেয়ে ভগবান অনন্ত, লক্ষ্মীদেবী কিম্বা ব্রহ্মাও প্রিয়তর নয়।" আপনার নিজের বাক্যকে সত্যি প্রমাণ করতে আপনি এখন নিজেকে আমাদের দৃষ্টিতে প্রকাশ করেছেন।

শ্লোক ৩৩

কো নু ত্বচ্চরনাম্ভোজমেবংবিদ্বিসৃজেৎ পুমান্ ।
নিষ্কিঞ্চনানাং শান্তানাং মুনীনাং যস্ত্বমাত্মদঃ ॥ ৩৩ ॥

কঃ—কে; **নু**—মোটেও; **ত্বৎ**—আপনার; **চরণ-অম্ভোজম্**—পাদপদ্ম; **এবম্**—এমন; **বিৎ**—জ্ঞাত; **বিসৃজেৎ**—পরিত্যাগ করবে; **পুমান্**—পুরুষ; **নিষ্কিঞ্চনানাম্**—জাগতিক আসক্তি শূন্য; **শান্তানাম্**—শান্ত; **মুনীনাম্**—মুনিগণ; **যঃ**—যে; **ত্বম্**—আপনি; **দঃ**—প্রদান করে।

অনুবাদ

আপনি যখন নিজেকেও নিষ্কিঞ্চন শান্ত মুনিগণকে প্রদান করতে প্রস্তুত তখন এই সত্য জ্ঞাত কোন পুরুষ কখনও আপনার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করবে?

শ্লোক ৩৪

যোঽবতীর্য যদোর্বংশে নৃণাং সংসরতামিহ ।
যশো বিতেনে তচ্ছান্ত্যৈ ত্রৈলোক্যবৃজিনাপহম্ ॥ ৩৪ ॥

যঃ—যে; **অবতীর্য**—অবতীর্ণ হয়ে; **যদোঃ**—যদুর; **বংশে**—বংশে; **নৃনাম্**—মানুষের জন্য; **সংসরতাম্**—যে সংসারচক্রে ধৃত; **ইহ**—এই জগতে; **যশঃ**—আপনার যশ; **বিতেনে**—বিনাশ করছে; **তৎ**—সেই (জড় অস্তিত্ব); **শান্ত্যৈ**—নিবৃত্তির জন্য; **ত্রৈ-লোক্য**—ত্রি-লোকের; **বৃজিন**—পাপ; **অপহম্**—দূরীভূতকারী।

অনুবাদ

জন্মমৃত্যুর আবর্তে আবদ্ধগণকে উদ্ধারের জন্য যদুবংশে অবতীর্ণ হয়ে আপনি আপনার যশ বিস্তার করেছেন, যা ত্রিভুবনের সমস্ত পাপ দূরীভূত করতে পারে।

শ্লোক ৩৫

নমস্তুভ্যং ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে ।
নারায়ণায় ঋষয়ে সুশান্তং তপ ঈয়ুষে ॥ ৩৫ ॥

নমঃ—নমস্কার করি; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **ভগবতে**—ভগবান; **কৃষ্ণায়**—কৃষ্ণ; **অকুণ্ঠ**—অকুণ্ঠ; **মেধসে**—যার জ্ঞান; **নারায়ণায় ঋষয়ে**—ঋষি নর-নারায়ণকে; **সু-শান্তম্**—যথার্থ শান্ত; **তপঃ**—তপস্যা; **ঈয়ুষে**—রত।

অনুবাদ

আপনি চির-অকুণ্ঠ জ্ঞান সম্পন্ন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আপনাকে নমস্কার করি। সর্বদা পূর্ণশান্তিতে তপস্যারত ঋষি নর-নারায়ণকে নমস্কার করি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ভাষ্য প্রদান করছেন যে, ভগবান কৃষ্ণকে কিছুদিনের জন্য তাঁর গৃহে অবস্থান করার জন্য উৎসাহ দিতে রাজা ওই প্রার্থনাসমূহ নিবেদন করেছেন। রাজা ভেবেছিলেন, "যেহেতু ভগবানের সংস্পর্শ যে কোন ব্যক্তিকেই ভ্রান্তি ও সন্দেহ থেকে মুক্ত করতে পারে, আমার গৃহে কৃষ্ণের উপস্থিতি আমার বুদ্ধিকে শক্তিশালী করবে যাতে আমি জাগতিক আকাঙ্ক্ষাসমূহের আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারি। নর-নারায়ণ ঋষি রূপে তাঁর বিস্তারে ভগবান সমগ্র ভারত-ভূমির কল্যাণের জন্য সর্বদা বদরিকাশ্রমে বাস করছেন, আর তাই অন্তত কিছু দিনের জন্য এখানে অবস্থানের দ্বারা তিনি মিথিলাভূমির সৌভাগ্যও হয়ত সৃষ্টি করবেন। যেহেতু শান্তি ও সরলতার প্রতি ভগবান কৃষ্ণের অনুরাগ রয়েছে তিনি অবশ্যই দ্বারকার অত্যধিক ঐশ্বর্যের তুলনায় আমার সাধারণ গৃহকে অধিক পছন্দ করবেন।"

শ্লোক ৩৬

দিনানি কতিচিদ্ ভূমন্ গৃহান্নো নিবস দ্বিজৈঃ ।
সমেতঃ পাদরজসা পুনীহীদং নিমেঃ কুলম্ ॥ ৩৬ ॥

দিনানি—দিবস; **কতিচিৎ**—কয়েক; **ভূমণ**—হে সর্বত্র বিরাজমান; **গৃহান্**—গৃহে; **নঃ**—আমাদের; **নিবাস**—দয়া করে বাস করুন; **দ্বিজৈঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **সমেতঃ**—সমেত; **পাদ**—আপনার পাদপদ্মের; **রজসা**—ধূলি দ্বারা; **পুনীহি**—দয়া করে পবিত্র করুন; **ইদম্**—এই; **নিমেঃ**—রাজা নিমির; **কুলম্**—কুল।

অনুবাদ

হে ভূমণ, এই সকল ব্রাহ্মণগণ সহ দয়া করে আমাদের গৃহে কয়েকদিন অবস্থান করুন এবং আপনার পাদদ্বয়ের ধূলি দ্বারা এই নিমি কুলকে পবিত্র করুন।

শ্লোক ৩৭

ইত্যুপামন্ত্রিতো রাজ্ঞা ভগবান্ লোকভাবনঃ ।
উবাস কুর্বন্ কল্যাণং মিথিলানরযোষিতাম্ ॥ ৩৭ ॥

ইতি—এইভাবে; **উপামন্ত্রিতঃ**—নিমন্ত্রিত হয়ে; **রাজ্ঞা**—রাজা দ্বারা; **ভগবান্**—ভগবান; **লোক**—সমগ্র জগতের; **ভাবনঃ**—পালক; **উবাস**—বাস করলেন; **কুর্বন্**—সৃষ্টি পূর্বক; **কল্যাণম্**—কল্যাণ; **মিথিলা**—মিথিলা নগরীর; **নরঃ**—পুরুষ; **যোষিতাম্**—এবং স্ত্রীগণ।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—] **এইভাবে রাজার দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে জগৎ পালক ভগবান মিথিলার নর-নারীদের সৌভাগ্য প্রদানার্থে কিছু সময় সেখানে অবস্থান করতে সম্মত হলেন।**

শ্লোক ৩৮

শ্রুতদেবোঽচ্যুতং প্রাপ্তং স্বগৃহান্ জনকো যথা ।
নত্বা মুনীন্ সুসংহৃষ্টো ধুন্বন্ বাসো ননর্ত হ ॥ ৩৮ ॥

শ্রুতদেবঃ—শ্রুতদেব; **অচ্যুতম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **প্রাপ্তম্**—প্রাপ্ত হয়ে; **স্ব-গৃহান্**—নিজ গৃহে; **জনকঃ**—বহুলাশ্ব; **যথা**—ন্যায়; **নত্বা**—প্রণাম নিবেদন করে; **মুনীন্**—মুনিদেরকে; **সু**—অত্যন্ত; **সংহৃষ্টঃ**—আনন্দের সঙ্গে; **ধুন্বন্**—সঞ্চালন পূর্বক; **বাসঃ**—তার বস্ত্র; **ননর্ত হ**—তিনি নৃত্য করেছিলেন।

অনুবাদ

রাজা বহুলাশ্বের মতো শ্রুতদেবও ভগবান অচ্যুতকে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে তাঁর গৃহে স্বাগত জানালেন। ভগবান ও মুনিদেরকে প্রণাম নিবেদনের পর শ্রুতদেব তাঁর উত্তরীয় সঞ্চালিত করে মহা আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন।

চর—চলমান; **অচরম্**—এবং স্থির; **ইদম্**—এই; **বিশ্বম্**—বিশ্ব; **ভাবাঃ**—উপাদানসমূহ; **যে**—যা; **চ**—এবং; **অস্য**—এর; **হেতবঃ**—উৎস; **মৎ**—আমার; **রূপাণি**—রূপ; **ইতি**—এরূপ এক ভাবনা; **চেতসি**—তার মনের মধ্যে; **আধত্তে**—পালিত হয়; **বিপ্রঃ**—একজন ব্রাহ্মণ; **মৎ**—আমার; **ঈক্ষয়া**—তার উপলব্ধি দ্বারা।

অনুবাদ

যেহেতু তিনি আমাকে হৃদয়ঙ্গম করেছেন, একজন ব্রাহ্মণ তাই এই জ্ঞানে দৃঢ়রূপে স্থিত যে এই চরাচর জগৎ এবং এর সৃষ্টির মুখ্য উপাদানসমূহ সমস্ত কিছুই আমার থেকে বিস্তারিত রূপের প্রকাশ।

শ্লোক ৫৭

তস্মাদ্ ব্রহ্মঋষীনেতান্ ব্রহ্মন্মচ্ছ্রদ্ধয়ার্চয় ।
এবং চেদর্চিতোঽস্ম্যদ্ধা নান্যথা ভূরিভূতিভিঃ ॥ ৫৭ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **ব্রহ্ম-ঋষীন্**—ব্রাহ্মণ ঋষিগণ; **এতান্**—এই সকল; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ (শ্রুতদেব); **মৎ**—(তুমি যেমন) আমার জন্য; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধার সঙ্গে; **অর্চয়**—কেবল অর্চনা কর; **এবম্**—সেইভাবে; **চেৎ**—যদি (তুমি কর); **অর্চিতঃ**—অর্চনা; **অস্মি**—আমি হব; **অদ্ধা**—প্রত্যক্ষভাবে; **ন**—না; **অন্যথা**—অন্যথা; **ভূরি**—প্রভূত; **ভূতিভিঃ**—সম্পদ দ্বারা।

অনুবাদ

অতএব হে ব্রাহ্মণ, আমার প্রতি তোমার যে বিশ্বাস রয়েছে সেই একই বিশ্বাস সহকারে এই সকল ব্রাহ্মণ ঋষিদেরকে তোমার পূজা করা উচিত। তুমি যদি তা কর তাহলে সাক্ষাৎ আমার পূজা করা হবে, যা অন্য কোনভাবে, এমনকি প্রভূত সম্পদের অর্ঘ্য দ্বারাও সম্ভব নয়।

শ্লোক ৫৮

শ্রীশুক উবাচ

স ইত্থং প্রভুনাদিষ্টঃ সহকৃষ্ণান্ দ্বিজোত্তমান্ ।
আরাধ্যৈকাত্মভাবেন মৈথিলশ্চাপ সদ্‌গতিম্ ॥ ৫৮ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **সঃ**—তিনি (শ্রুতদেব); **ইত্থম্**—এইভাবে; **প্রভুনা**—তার প্রভু দ্বারা; **আদিষ্ট**—আদেশ প্রাপ্ত হয়ে; **সহ**—সহ; **কৃষ্ণান্**—শ্রীকৃষ্ণ; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণগণ; **উত্তমান্**—পরম উন্নত; **আরাধ্য**—আরাধনার দ্বারা; **এক-আত্ম**—একান্তে; **ভাবেন**—ভক্তি সহ; **মৈথিলঃ**—মিথিলার রাজা; **চ**—ও; **আপ**—প্রাপ্ত হলেন; **সৎ**—চিন্ময়; **গতিম্**—গতি।

আরাধয়ামাস যথোপপন্নয়া
সপর্যয়া সত্ত্ববিবর্ধনান্ধসা ॥ ৪১ ॥

ফল—ফলসমূহের; **অর্হনৈঃ**—অর্ঘ্য দ্বারা; **উশীর**—এক ধরনের সুগন্ধী মূল; **শিব**—শুদ্ধ; **অমৃত**—অমৃততুল্য মিষ্ট; **অম্বুভিঃ**—এবং জল দ্বারা; **মৃদা**—মৃত্তিকা দ্বারা; **সুরভ্যা**—সুগন্ধী; **তুলসী**—তুলসীপাতা; **কুশ**—কুশ; **অম্বুজৈঃ**—এবং পদ্মফুল; **আরাধয়াম্ আস**—তিনি তাঁদের আরাধনা করলেন; **যথা**—যেমন; **উপপন্নয়া**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **সপর্যয়া**—আরাধনার সামগ্রী দ্বারা; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণ; **বিবর্ধন**—বর্ধিতকারী; **অন্ধসা**—অন্ন দ্বারা।

অনুবাদ

অনায়াসলব্ধ পবিত্র দ্রব্যসামগ্রীর অর্ঘ্য দ্বারা তিনি তাঁদের পূজা করলেন, যেমন ফল, উশীর মূল, বিশুদ্ধ অমৃততুল্য জল, সুগন্ধী মৃত্তিকা, তুলসী পাতা, কুশ ও পদ্মফুল। তারপর তিনি তাঁদের সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিকারী অন্ন প্রদান করলেন।

শ্লোক ৪২

স তর্কয়ামাস কুতো মমান্বভূদ্
গৃহান্ধকূপে পতিতস্য সঙ্গমঃ ।
যঃ সর্বতীর্থাস্পদপাদরেণুভিঃ
কৃষ্ণেন চাস্যাত্মনিকেতভূসুরৈঃ ॥ ৪২ ॥

সঃ—তিনি; **তর্কয়াম্ আস**—হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করলেন; **কুতঃ**—কি কারণে; **মম**—আমার জন্য; **অনু**—বস্তুত; **অভূৎ**—ঘটেছে; **গৃহ**—গৃহের; **অন্ধ**—অন্ধ; **কূপে**—কূপে; **পতিতস্য**—পতিত; **সঙ্গমঃ**—সঙ্গ; **যঃ**—যা; **সর্ব**—সকলের; **তীর্থ**—তীর্থস্থান; **আস্পদ**—যা আশ্রয়; **পাদ**—যাদের চরণের; **রেণুভিঃ**—ধূলি; **কৃষ্ণেন**—ভগবান কৃষ্ণ; **চ**—ও; **অস্য**—এই; **আত্ম**—স্বয়ং তাঁর; **নিকেত**—যারা বাসস্থান স্বরূপ; **ভূ-সুরৈঃ**—ব্রাহ্মণদের সঙ্গে।

অনুবাদ

তিনি বিস্মিত হলেন—কিভাবে পারিবারিক জীবনের অন্ধকূপে পতিত এই আমি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে সমর্থ হলাম? এবং কিভাবে ভগবানকে সর্বদা তাদের হৃদয়ে বহনকারী এই সকল মহান ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিলিত হতেও আমি অনুমোদিত হলাম? প্রকৃতপক্ষে, তাঁদের চরণের ধূলি সকল তীর্থ স্থানের আশ্রয় স্বরূপ।

শ্লোক ৪৩

সুপবিষ্টান্ কৃতাতিথ্যান্ শ্রুতদেব উপস্থিতঃ ।
সভার্যস্বজনাপত্য উবাচাঙ্ঘ্র্যভিমর্শনঃ ॥ ৪৩ ॥

সু-উপবিষ্টান—সুখে উপবিষ্ট; **কৃত**—প্রদর্শন করে; **আতিথ্যান**—আতিথ্য; **শ্রুতদেবঃ**—শ্রুতদেব; **উপস্থিতঃ**—তাদের নিকটে বসে; **সভার্য**—তাঁর পত্নী সহ; **স্ব-জন**—আত্মীয় বর্গ; **অপত্যঃ**—এবং সন্তানগণ; **উবাচ**—তিনি বললেন; **অঙ্ঘ্রি**—(ভগবান কৃষ্ণের) পাদদ্বয়; **অভিমর্শনঃ**—মর্দন করতে করতে।

অনুবাদ

তাঁর অতিথিগণ প্রত্যেকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা গ্রহণ করে সুখে উপবিষ্ট হলে পর শ্রুতদেব তাঁর পত্নী, পুত্র ও অন্যান্য পোষ্যগণ সহ তাঁদের কাছে উপস্থিত হয়ে নিকটে উপবেশন করলেন। তারপর ভগবানের পাদদ্বয় মর্দন করতে করতে তিনি কৃষ্ণ ও ঋষিদের উদ্দেশ্যে বললেন।

শ্লোক ৪৪

শ্রুতদেব উবাচ

নাদ্য নো দর্শনং প্রাপ্তঃ পরং পরমপুরুষঃ ।
যর্হীদং শক্তিভিঃ সৃষ্ট্বা প্রবিষ্টো হ্যাত্মসত্তয়া ॥ ৪৪ ॥

শ্রুতদেবঃ উবাচ—শ্রুতদেব বললেন; **ন**—না; **অদ্য**—আজ; **নঃ**—আমাদের দ্বারা; **দর্শনম্**—দর্শন; **প্রাপ্তঃ**—প্রাপ্ত; **পরম্**—কেবল; **পরম**—পরম; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **যর্হি**—যখন; **ইদম্**—এই (ব্রহ্মাণ্ড); **শক্তিভিঃ**—তাঁর শক্তিসমূহ দ্বারা; **সৃষ্ট্বা**—সৃষ্টি করে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবিষ্ট হয়েছেন; **হি**—বস্তুত; **আত্ম**—তাঁর নিজ; **সত্তয়া**—সত্তায়।

অনুবাদ

শ্রুতদেব বললেন—এমন নয় যে কেবলমাত্র আজ আমরা পরমেশ্বর ভগবানের দর্শন প্রাপ্ত হয়েছি, প্রকৃতপক্ষে তাঁর শক্তি দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও তারপর তার মধ্যে তাঁর চিন্ময় রূপে প্রবিষ্ট হওয়ার সময় থেকেই আমরা তাঁর সঙ্গ করছি।

শ্লোক ৪৫

যথা শয়ানঃ পুরুষো মনসৈবাত্মমায়য়া ।
সৃষ্ট্বা লোকং পরং স্বাপ্নমনুবিশ্যাবভাসতে ॥ ৪৫ ॥

যথা—যেমন; **শয়ানঃ**—নিদ্রিত; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **মনসা**—মনে মনে; **এব**—কেবলমাত্র; **আত্ম**—নিজ; **মায়য়া**—তার কল্পনা দ্বারা; **সৃষ্ট্বা**—সৃষ্টি পূর্বক; **লোকম্**—এক জগৎ; **পরম্**—পৃথক; **স্বাপ্নম্**—স্বপ্ন; **অনুবিশ্য**—প্রবেশ করে; **অবভাসতে**—তিনি আবির্ভূত হন।

অনুবাদ

ভগবান যেন এক নিদ্রিত ব্যক্তির মতো, যিনি তাঁর কল্পনায় এক পৃথক জগৎ সৃষ্টি করেন এবং তারপর তাঁর নিজ স্বপ্নের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং নিজেকে তাঁর মধ্যে দর্শন করেন।

তাৎপর্য

তাঁর স্বপ্নের মায়ায়, একজন নিদ্রিত ব্যক্তি এক আপাত প্রতীয়মান জগৎ সৃষ্টি করেন যা তাঁর কল্পিত বস্তু ভীড় নগরী দ্বারা পূর্ণ। কিছুটা সেইভাবে, ভগবান জগৎ সৃষ্টি করেন। নিশ্চিতরূপে এই সৃষ্টি ভগবানের কাছে মায়া নয়, কিন্তু এটি সেই সকল আত্মাদের জন্য যারা তাঁর মায়া শক্তির অধীন। ভগবানের প্রতি সেবা রূপে, মায়া বদ্ধজীবকে বিভ্রান্ত করে তার অনিত্য অবাস্তব প্রকাশসমূহকে বাস্তবরূপে গ্রহণ করায়।

শ্লোক ৪৬

শৃণ্বতাং গদতাং শশ্বদর্চতাং ত্বাভিবন্দতাম্ ।
নৃণাং সংবদতামন্তর্হৃদি ভাস্যমলাত্মনাম্ ॥ ৪৬ ॥

শৃণ্বতাম্—যাঁরা শ্রবণ করেন; **গদতাম্**—কথা বলেন; **শশ্বৎ**—নিরন্তর; **অর্চতাম্**—অর্চনা করেন; **ত্বা**—আপনাকে; **অভিবন্দতাম্**—বন্দনা করেন; **নৃণাম্**—মানবগণের জন্য; **সংবদতাম্**—সংলাপরত; **অন্তঃ**—মধ্যে; **হৃদি**—হৃদয়; **ভাসি**—আপনি প্রকাশিত হন; **অমল**—নির্মল; **আত্মনাম্**—যাঁদের মন।

অনুবাদ

যে সকল বিশুদ্ধ চেতন ব্যক্তিগণ, যাঁরা নিরন্তর আপনার কথা শ্রবণ করে, আপনার বিষয়ে কীর্তন করে, আপনাকে অর্চনা করে, আপনার বন্দনা করে এবং একে অন্যের সঙ্গে আপনার বিষয়ে কথা বলে, আপনি তাঁদের অন্তরে নিজেকে প্রকাশ করেন।

শ্লোক ৪৭

হৃদিস্থোঽপ্যতিদূরস্থঃ কর্মবিক্ষিপ্তচেতসাম্ ।
আত্মশক্তিভিরগ্রাহ্যোঽপ্যন্ত্যুপেতগুণাত্মনাম্ ॥ ৪৭ ॥

হৃদি—হৃদয়ে; **স্থঃ**—স্থিত; **অপি**—যদিও; **অতি**—অত্যন্ত; **দূর-স্থঃ**—দূরে; **কর্ম**—জাগতিক কর্ম দ্বারা; **বিক্ষিপ্ত**—উপদ্রুত; **চেতসাম্**—যাদের মন; **আত্ম**—নিজের দ্বারা; **শক্তিভিঃ**—শক্তি; **অগ্রাহ্যঃ**—অগ্রাহ্য; **অপি**—তথাপি; **অন্তি**—কাছে; **উপেত**—উপলব্ধ; **গুণ**—আপনার গুণাবলী; **আত্মনাম্**—যাঁদের অন্তর দ্বারা।

অনুবাদ

আপনি যদিও হৃদয়ের অভ্যন্তরে বাস করেন কিন্তু যাদের মন তাদের জড় কর্মের আবদ্ধতা দ্বারা উপদ্রুত, তাদের কাছ থেকে দূরে বাস করেন। বস্তুত কেউই তার জাগতিক শক্তি দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হতে পারে না, কারণ যাঁরা আপনার চিন্ময় গুণাবলী হৃদয়ঙ্গম করার শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, কেবলমাত্র তাঁদের কাছেই আপনি নিজেকে প্রকাশ করেন।

তাৎপর্য

পরম করুণাময় ভগবান প্রত্যেকের হৃদয়ে রয়েছেন। কিন্তু তাঁকে সেখানে দর্শন করা কেবলমাত্র বিশুদ্ধ হৃদয় সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। জড়বাদীরা দাবী করতে পারে যে, তাদের গবেষণামূলক অনুসন্ধানের ফল রূপে দৃশ্যমান হয়ে ভগবান তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করুন, কিন্তু এমন ঔদ্ধত্যের প্রতি ভগবানের সাড়া দেবার কোন প্রয়োজন নেই। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৫) যেমন ভগবান কৃষ্ণ বলছেন—

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥

"আমি মূঢ় ও বুদ্ধিহীন ব্যক্তিদের কাছে কখনো প্রকাশিত হই না। তাদের কাছে আমি আমার অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকি; তাই আমি যে জন্মরহিত ও অচ্যুত তারা তা জানে না।"

শ্লোক ৪৮

নমোঽস্তু তেঽধ্যাত্মবিদাং পরাত্মনে
অনাত্মনে স্বাত্মবিভক্তমৃত্যবে ।
সকারণাকারণলিঙ্গমীয়ুষে
স্বমায়য়াসংবৃতরুদ্ধদৃষ্টয়ে ॥ ৪৮ ॥

নমঃ—নমস্কার করি; **অস্তু**—হোন; **তে**—আপনাকে; **অধ্যাত্ম**—পরম ব্রহ্ম; **বিদাম্**—যারা জ্ঞাত; **পর-আত্মনে**—পরমাত্মা; **অনাত্মনে**—বদ্ধ জীবাত্মাকে; **স্ব-আত্ম**—আপনার নিজের থেকে (সময় রূপে); **বিভক্ত**—যিনি প্রদান করেন; **মৃত্যবে**—মৃত্যু; স

কারণ—কারণযুক্ত; **অকারণ**—কারণবিহীন; **লিঙ্গম্**—রূপসমূহ যথাক্রমে জগতের প্রাকৃত রূপ এবং আপনার আদি অপ্রাকৃত রূপও); **ঈয়ুষে**—যিনি গ্রহণ করেন; **স্ব-মায়য়া**—আপনার আপন মায়া শক্তি দ্বারা; **অসংবৃত**—অনাবৃত; **রুদ্ধ**—এবং রুদ্ধ; **দৃষ্টয়ে**—দৃষ্টি।

অনুবাদ

আপনাকে আমার প্রণাম নিবেদন করি। পরম ব্রহ্মজ্ঞগণ দ্বারা আপনি পরমাত্মারূপে উপলব্ধ এবং কালরূপে আপনি বিস্মৃত আত্মাদের উপর মৃত্যু আরোপ করেন। যুগপৎ একইসঙ্গে আপনি আপনার ভক্তের চক্ষুর আবরণ উম্মোচন করে এবং অভক্তদের দৃষ্টিকে রুদ্ধ করে আপনার অহৈতুকী চিন্ময় রূপ ও এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্ট রূপ, উভয়রূপেই আপনি প্রকাশিত হন।

তাৎপর্য

ভগবান যখন তাঁর ভক্তের সম্মুখে তাঁর নিত্য চিন্ময় স্বরূপে আবির্ভূত হন, তাদের চক্ষু অনাবৃত হয়ে ওঠে এই অর্থে যে, মায়ার সকল চিহ্ন তখন দূরীভূত হয় এবং ভক্তরা পরম পুরুষোত্তম পরম ব্রহ্মের পরম দর্শন সুধা পান করেন। অপরপক্ষে, অভক্তদের জন্য ভগবান তাঁর বিশ্বরূপ জড়া প্রকৃতি রূপে 'আবির্ভূত' হন, এবং এইভাবে তিনি তাদের দৃষ্টিকে আবদ্ধ করেন যাতে তাঁর আপন চিন্ময় রূপ তাদের কাছে অদৃশ্য থেকে যায়।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *অনাত্মা* শব্দটির একটি রূপ *অনাত্মনে* শব্দটির একটি বিকল্প উপলব্ধির ভিত্তিতে এই শ্লোকের আরেকটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষেরা পরমব্রহ্মকে বিভিন্নভাবে অবগত হন। ভগবানের ভক্তরা যারা শান্ত রসের পারম্পরিকভাবে স্থিত তাঁরা জাগতিক মায়ার সকল বিষয়কে অতিক্রম করে ভগবানের আপন চিন্ময় রূপে (আত্মা বা শ্রীবিগ্রহ) মনোনিবেশ করেন। নির্বিশেষ দার্শনিকগণ (জ্ঞানী) তাঁকে নিরাকার বলে মনে করেন। আর ঈর্ষাপরায়ণ দানবরা তাঁকে মৃত্যু রূপে দর্শন করে।

শ্লোক ৪৯

স ত্বং শাধি স্বভৃত্যান্নঃ কিং দেব করবাম হে।
এতদন্তো নৃণাং ক্লেশো যদ্ভবানক্ষগোচরঃ ॥ ৪৯ ॥

সঃ—তিনি; **ত্বম্**—আপনি; **শাধি**—আদেশ করুন; **স্ব**—আপনার; **ভৃত্যান্**—ভৃত্যগণ; **নঃ**—আমাদের; **কিম্**—কি; **দেব**—হে দেব; **করবাম**—আমাদের করা উচিত; **হে**—অহ্; **এতৎ**—তা হলে; **অন্তঃ**—এর সমাপ্তি রূপে; **নৃণাম্**—মনুষ্যদের; **ক্লেশঃ**—ক্লেশসমূহ; **যৎ**—যা; **ভবান্**—আপনি স্বয়ং; **অক্ষি**—নয়নে; **গো-চরঃ**—দৃশ্যমান হন।

অনুবাদ

হে দেব, আপনি পরম আত্মা এবং আমরা আপনার ভৃত্য। আমরা কিভাবে আপনার সেবা করব? হে প্রভু, কেবলমাত্র আপনাকে দর্শন করে মানব জীবনের সকল ক্লেশের সমাপ্তি হয়।

শ্লোক ৫০

শ্রীশুক উবাচ

তদুক্তমিত্যুপাকর্ণ্য ভগবান্ প্রণতার্তিহা ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রহসংস্তমুবাচ হ ॥ ৫০ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তৎ**—তার (শ্রুতদেব) দ্বারা; **উক্তম্**—উক্ত; **ইতি**—এইভাবে; **উপাকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **ভগবান্**—ভগবান; **প্রণত**—শরণাগতের; **আর্তি**—দুঃখের; **হা**—বিনাশক; **গৃহীত্বা**—গ্রহণ করে; **পাণিনা**—তাঁর হাত দিয়ে; **পাণিম্**—তার হাত; **প্রহসন**—উদার হাস্যপূর্বক; **তম্**—তাঁকে; **উবাচ হ**—বললেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—শ্রুতদেব কথিত এই সকল কথা শ্রবণ করার পর, শরণাগতজনের দুঃখ মোচনকারী পরমেশ্বর ভগবান শ্রুতদেবের হাতটি তাঁর নিজের হাতে গ্রহণ করে হাসতে হাসতে তাঁকে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

আচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করছেন যে, ভগবান কৃষ্ণ বন্ধুত্বের ইঙ্গিত স্বরূপ হাস্য ও শ্রুতদেবের হাত গ্রহণ করে তাঁকে বলতে চাইলেন, "হ্যাঁ, তুমি আমার বিষয়ে সত্যটি অবগত এবং আমিও তোমার সম্বন্ধে সমস্তকিছু অবগত। তাই এখন আমি তোমাকে বিশেষ কিছু বলব।"

শ্লোক ৫১

শ্রীভগবানুবাচ

ব্রহ্মংস্তেঽনুগ্রহার্থায় সম্প্রাপ্তান্ বিদ্ধ্যমূন্মুনীন্ ।
সঞ্চরন্তি ময়া লোকান্ পুনন্তঃ পাদরেণুভিঃ ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **তে**—তোমাকে; **অনুগ্রহ**—আশীর্বাদ প্রদানের; **অর্থায়**—উদ্দেশ্যে; **সম্প্রাপ্তান্**—আগমন করেছেন;

বিদ্ধি—তোমার জানা উচিত; **অমূন্**—এইসকল; **মুনীন্**—মুনিরা; **সঞ্চরন্তি**—তাঁরা ভ্রমণ করছেন; **ময়া**—আমার সঙ্গে; **লোকান্**—সকল জগৎ; **পুনন্তঃ**—পবিত্র করে; **পাদ**—তাদের চরণের; **রেণুভিঃ**—ধূলি দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে ব্রাহ্মণ, তোমার জানা উচিত যে, এই সকল মহান মুনিরা কেবলমাত্র তোমাকে আশীর্বাদ প্রদানের জন্য এখানে আগমন করেছেন। তাঁদের চরণের ধূলি দ্বারা সমগ্র জগতকে পবিত্র করে তাঁরা আমার সঙ্গে সমগ্র জগতে ভ্রমণ করছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ভেবেছিলেন যে, শ্রুতদেব তাঁকে অতিরিক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছেন; কিন্তু মুনিদেরকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছেন না আর তাই তিনি তাদের প্রতি ব্রাহ্মণের মনোযোগ আকর্ষণ করছেন।

শ্লোক ৫২

দেবাঃ ক্ষেত্রাণি তীর্থানি দর্শনস্পর্শনার্চনৈঃ ।
শনৈঃ পুনন্তি কালেন তদপ্যর্হত্তমেক্ষয়া ॥ ৫২ ॥

দেবাঃ—মন্দিরের বিগ্রহসমূহ; **ক্ষেত্রাণি**—তীর্থস্থান সমূহ; **তীর্থানি**—এবং পবিত্র নদীসমূহ; **দর্শন**—দর্শন করে; **স্পর্শন্**—স্পর্শ করে; **অর্চনৈঃ**—এবং আরাধনা করে; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **পুনন্তি**—পবিত্র; **কালেন**—সময় দ্বারা; **তৎ অপি**—একই; **অর্হৎ তম্**—তাদের, (ব্রাহ্মণগণ) যারা পরম পূজনীয়; **ঈক্ষয়া**—দৃষ্টি দ্বারা।

অনুবাদ

মন্দিরের বিগ্রহ, তীর্থস্থান ও পবিত্র নদীসমূহ আরাধনা করে, স্পর্শ করে ও দর্শন করে কেউ ধীরে ধীরে শুদ্ধ হতে পারেন। কিন্তু কেউ কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ ঋষিদের দৃষ্টিপাত গ্রহণের দ্বারা তৎক্ষণাৎ একই ফল প্রাপ্ত হতে পারেন।

তাৎপর্য

নির্জনে অবস্থান ও নিজের পূর্ণতার প্রতি মনোযোগী হওয়ার চেয়ে সর্বোচ্চ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণ ভগবৎভক্তির আশীর্বাদ ভাগ করে নিতে তাঁদের জীবনকে উৎসর্গ করেন। রাজা প্রাচীনবর্হির পুত্রের কথায়—

তেষাং বিচরতাং পদ্ভ্যাং তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া ।
ভীতস্য কিং ন রোচেত তাবকানাং সমাগমঃ ॥

"হে ভগবান, আপনার পার্ষদেরা, এবং আপনার ভক্তেরা পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করে তীর্থস্থানগুলিকে পর্যন্ত পবিত্র করেন। অতএব সংসার ভয়ে ভীত কোন ব্যক্তি তাঁদের সমাগমে অভিরুচি প্রকাশ করবে না?" (*ভাগবত ৪/৩০/৩৭*)। এবং প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন—

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তি কামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থ নিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে ॥

"হে ভগবান নৃসিংহদেব, মুনিরা কেবল তাঁদের নিজেদের মুক্তির জন্য আগ্রহী। তাঁরা বড় বড় নগর এবং শহর পরিত্যাগপূর্বক মৌন ব্রত অবলম্বন করে ধ্যান করার জন্য হিমালয়ে অথবা অরণ্যে গমন করেন। তাঁরা অন্যদের উদ্ধারের জন্য আগ্রহী নন। কিন্তু আমি, এই সমস্ত মূর্খদের ফেলে রেখে নিজের মুক্তি কামনা করি না। আমি জানি যে কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত এবং আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ ব্যতীত কেউই কখনও সুখী হতে পারে না। তাই আমি তাদের আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে নিয়ে আসতে চাই।" (*ভাগবত ৭/৯/৪৪*)

শ্লোক ৫৩

ব্রাহ্মণো জন্মনা শ্রেয়ান্ সর্বেষাং প্রাণিনামিহ।
তপসা বিদ্যয়া তুষ্ট্যা কিমু মৎকলয়া যুতঃ ॥ ৫৩ ॥

ব্রাহ্মণঃ—একজন ব্রাহ্মণ; **জন্মনা**—তার জন্ম দ্বারা; **শ্রেয়ান্**—শ্রেষ্ঠ; **সর্বেষাম্**—সকল; **প্রাণিনাম্**—জীবের; **ইহ**—এই জগতে; **তপসা**—তাঁর তপস্যা দ্বারা; **বিদ্যয়া**—তার বিদ্যা দ্বারা; **তুষ্ট্যা**—তাঁর সন্তুষ্টি দ্বারা; **কিম উ**—তারপর, আর অধিক কি; **মৎ**—আমাতে; **কলয়া**—প্রীতিপূর্ণ মগ্নতা দ্বারা; **যুতঃ**—যুক্ত হয়।

অনুবাদ

জন্মগতভাবে একজন ব্রাহ্মণ এই জগতের সমস্ত জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি যখন তপস্যা, বিদ্যা ও আত্মসন্তুষ্টি যুক্ত হন, তিনি আরও উন্নত হয়ে ওঠেন, আমার প্রতি ভক্তির আর কি কথা।

শ্লোক ৫৪

ন ব্রাহ্মণান্মে দয়িতং রূপমেতচ্চতুর্ভুজম্।
সর্বদেবময়ো বিপ্রঃ সর্বদেবময়ো হ্যহম্ ॥ ৫৪ ॥

ন—না; **ব্রাহ্মণাৎ**—একজন ব্রাহ্মণের চেয়ে; **মে**—আমার কাছে; **দয়িতম্**—অধিক প্রিয়; **রূপম্**—রূপ; **এতৎ**—এই; **চতুঃ-ভুজম্**—চতুর্ভুজ; **সর্ব**—সকল; **বেদ**—বেদ; **ময়ঃ**—ধারণ করে; **বিপ্রঃ**—একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণ; **সর্ব**—সকল; **দেব**—দেবতাদের; **ময়ঃ**—ধারণ করি; **হি**—বস্তুত; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

এমনকি আমার আপন চতুর্ভুজ রূপও একজন ব্রাহ্মণের চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয় নয়। একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণ সকল বেদকে তাঁর মধ্যে ধারণ করেন, ঠিক যেমন সকল দেবতাদের আমি আমার মধ্যে ধারণ করি।

তাৎপর্য

বৈদিক ন্যায় শাস্ত্রের বিজ্ঞান থেকে এটা বোঝা যায় যে, জ্ঞানের বিষয় (প্রমেয়) জানার অকাট্য উপায়ের উপর (প্রমাণ) নির্ভরশীল। পরমেশ্বর ভগবানকে কেবলমাত্র বেদের মাধ্যমে জানা যায় আর তাই এই জগতে তাঁকে প্রকাশ করার মূর্তিমান বেদ-স্বরূপ ব্রাহ্মণ মুনিদের উপর তিনি আস্থা জ্ঞাপন করছেন। যদিও শ্রীকৃষ্ণ সকল দেবতা ও নারায়ণের প্রকাশগণের, *বিষ্ণুতত্ত্ব*, দেহী স্বরূপ, তবু তিনি নিজেকে ব্রাহ্মণদের কাছে বাধিত মনে করছেন।

শ্লোক ৫৫

দুষ্প্রজ্ঞা অবিদিত্বৈবমবজানন্ত্যসূয়বঃ ।
গুরুং মাং বিপ্রমাত্মানমর্চাদাবিজ্যদৃষ্টয়ঃ ॥ ৫৫ ॥

দুষ্প্রজ্ঞাঃ—বিকৃত বুদ্ধি সম্পন্ন; **অবিদিত্বা**—হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হয়ে; **এবম্**—এইভাবে; **অবজানন্তি**—অগ্রাহ্য করে; **অসূয়বঃ**—ঈর্ষাপরায়ণ আচরণ করে; **গুরুম্**—তাদের গুরুদেবের প্রতি; **মাম্**—আমাকে; **বিপ্রম্**—বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ; **আত্মানম্**—তাদের নিজ সত্তা; **অর্চা-আদৌ**—দৃশ্যমান রূপে প্রকাশিত ভগবানের বিগ্রহে; **ইজ্য**—পূজ্য রূপে; **দৃষ্টয়ঃ**—যাদের দৃষ্টি।

অনুবাদ

এই সত্যে অজ্ঞ, মূর্খ মানুষেরা আমা থেকে অভিন্ন, তাদের গুরুদেব ও নিজ আত্মা স্বরূপ বিদ্বান ব্রাহ্মণকে অগ্রাহ্য করে ও ঈর্ষাপরায়ণভাবে অসন্তুষ্ট করে। তারা কেবল আমার বিগ্রহরূপকে একমাত্র দিব্য প্রকাশরূপে পূজ্য বিবেচনা করে।

শ্লোক ৫৬

চরাচরমিদং বিশ্বং ভাবা যে চাস্য হেতবঃ ।
মদ্রূপানীতি চেতস্যাধত্তে বিপ্রো মদীক্ষয়া ॥ ৫৬ ॥

চর—চলমান; **অচরম্**—এবং স্থির; **ইদম্**—এই; **বিশ্বম্**—বিশ্ব; **ভাবাঃ**—উপাদানসমূহ; **যে**—যা; **চ**—এবং; **অস্য**—এর; **হেতবঃ**—উৎস; **মৎ**—আমার; **রূপাণি**—রূপ; **ইতি**—এরূপ এক ভাবনা; **চেতসি**—তার মনের মধ্যে; **আধত্তে**—পালিত হয়; **বিপ্রঃ**—একজন ব্রাহ্মণ; **মৎ**—আমার; **ঈক্ষয়া**—তার উপলব্ধি দ্বারা।

অনুবাদ

যেহেতু তিনি আমাকে হৃদয়ঙ্গম করেছেন, একজন ব্রাহ্মণ তাই এই জ্ঞানে দৃঢ়রূপে স্থিত যে এই চরাচর জগৎ এবং এর সৃষ্টির মুখ্য উপাদানসমূহ সমস্ত কিছুই আমার থেকে বিস্তারিত রূপের প্রকাশ।

শ্লোক ৫৭

তস্মাদ্ ব্রহ্মঋষীনেতান্ ব্রহ্মন্মচ্ছ্রদ্ধয়ার্চয় ।
এবং চেদর্চিতোঽস্ম্যদ্ধা নান্যথা ভূরিভূতিভিঃ ॥ ৫৭ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **ব্রহ্ম-ঋষীন্**—ব্রাহ্মণ ঋষিগণ; **এতান্**—এই সকল; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ (শ্রুতদেব); **মৎ**—(তুমি যেমন) আমার জন্য; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধার সঙ্গে; **অর্চয়**—কেবল অর্চনা কর; **এবম্**—সেইভাবে; **চেৎ**—যদি (তুমি কর); **অর্চিতঃ**—অর্চনা; **অস্মি**—আমি হব; **অদ্ধা**—প্রত্যক্ষভাবে; **ন**—না; **অন্যথা**—অন্যথা; **ভূরি**—প্রভূত; **ভূতিভিঃ**—সম্পদ দ্বারা।

অনুবাদ

অতএব হে ব্রাহ্মণ, আমার প্রতি তোমার যে বিশ্বাস রয়েছে সেই একই বিশ্বাস সহকারে এই সকল ব্রাহ্মণ ঋষিদেরকে তোমার পূজা করা উচিত। তুমি যদি তা কর তাহলে সাক্ষাৎ আমার পূজা করা হবে, যা অন্য কোনভাবে, এমনকি প্রভূত সম্পদের অর্ঘ্য দ্বারাও সম্ভব নয়।

শ্লোক ৫৮

শ্রীশুক উবাচ

স ইত্থং প্রভুনাদিষ্টঃ সহকৃষ্ণান্ দ্বিজোত্তমান্ ।
আরাধ্যৈকাত্মভাবেন মৈথিলশ্চাপ সদ্‌গতিম্ ॥ ৫৮ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **সঃ**—তিনি (শ্রুতদেব); **ইত্থম্**—এইভাবে; **প্রভুনা**—তার প্রভু দ্বারা; **আদিষ্ট**—আদেশ প্রাপ্ত হয়ে; **সহ**—সহ; **কৃষ্ণান্**—শ্রীকৃষ্ণ; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণগণ; **উত্তমান্**—পরম উন্নত; **আরাধ্য**—আরাধনার দ্বারা; **এক-আত্ম**—একান্তে; **ভাবেন**—ভক্তি সহ; **মৈথিলঃ**—মিথিলার রাজা; **চ**—ও; **আপ**—প্রাপ্ত হলেন; **সৎ**—চিন্ময়; **গতিম্**—গতি।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—তাঁর প্রভুর কাছ থেকে এই নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে একান্ত ভক্তির সঙ্গে শ্রুতদেব শ্রীকৃষ্ণকে ও তাঁর সঙ্গী পরমোন্নত ব্রাহ্মণদেরকে পূজা করলেন এবং রাজা বহুলাশ্বও তা করেছিলেন। এইভাবে শ্রুতদেব ও রাজা উভয়েই সদ্‌গতি লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৫৯

এবং স্বভক্তয়ো রাজন্ ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্ ।
উষিত্বাদিশ্য সন্মার্গং পুনর্দ্বারবতীমগাৎ ॥ ৫৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **স্ব**—তাঁর; **ভক্তয়োঃ**—ভক্তদের সঙ্গে; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **ভগবান্**—ভগবান; **ভক্ত**—তাঁর ভক্তকে; **ভক্তি-মান্**—ভক্তিমান; **উষিত্বা**—অবস্থান করে; **আদিশ্য**—শিক্ষা প্রদান পূর্বক; **সৎ**—সৎ; **মার্গম্**—পথ; **পুনঃ**—পুনরায়; **দ্বারবতীম্**—দ্বারকায়; **অগাৎ**—তিনি গমন করলেন।

অনুবাদ

হে রাজন, এইভাবে ভক্ত-ভক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান তাঁর দুই মহান ভক্ত শ্রুতদেব ও বহুলাশ্বের সঙ্গে কিছু সময় অবস্থান করে তাদের শুদ্ধ-সাধুদের আচরণ শিক্ষা প্রদান করলেন। তারপর ভগবান দ্বারকায় ফিরে গেলেন।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে এই লীলার বর্ণনায় কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ উপসংহার প্রদান করছেন, "এই ঘটনা থেকে আমরা এই উপদেশ গ্রহণ করি যে, রাজা বহুলাশ্ব ও ব্রাহ্মণ শ্রুতদেব ভগবান দ্বারা একই স্তরে গৃহীত হয়েছিলেন কারণ উভয়েই ছিলেন শুদ্ধ ভক্ত। পরমেশ্বর ভগবান দ্বারা স্বীকৃত হওয়ার এটিই প্রকৃত যোগ্যতা। যেহেতু এই যুগে ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্ম হওয়ার জন্য গর্বিত হওয়াটি একটি রীতি হয়ে উঠেছে তাই আমরা দেখতে পাই যে, কোন গুণ নেই এমন ব্যক্তিরাও ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্য হবার দাবী জানাচ্ছে। কিন্তু শাস্ত্রে বলা হয়েছে *কলৌ শূদ্র সম্ভবা*—"এই কলিযুগে প্রত্যেকেই শূদ্র রূপে জন্ম গ্রহণ করে"। এর কারণ হচ্ছে সংস্কার নামক শুদ্ধিকরণ পন্থার সম্পাদন এখন হয় না, যা মায়ের গর্ভধারণের সময় থেকে শুরু হয়ে ব্যক্তির মৃত্যু অবধি চলতে থাকে। বিশেষত উচ্চ জাতি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—কোন বিশেষ জাতির সদস্য রূপে কাউকেই কেবল জন্মগত অধিকার দ্বারা শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে না। কেউ যদি গর্ভাধান সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ না হয়,

সে তৎক্ষণাৎ শূদ্ররূপে গণ্য হবে কারণ কেবলমাত্র শূদ্ররাই এই শুদ্ধিকরণ পন্থা পালন করে না। কৃষ্ণভাবনামৃতের শুদ্ধিকরণ পন্থা ব্যতীত যৌন জীবন কেবল শূদ্র বা পশুদের গর্ভাধান পন্থা। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত সর্বোত্তম শুদ্ধতা, যার দ্বারা প্রত্যেকেই ব্রাহ্মণের সমস্ত গুণাবলী যুক্ত ব্রাহ্মণের স্তরে আগমন করতে পারে। বৈষ্ণবগণ চার ধরনের পাপকর্ম থেকে মুক্ত হবার জন্য প্রশিক্ষিত হন। এগুলি হল অবৈধ যৌনসঙ্গ, নেশা করা, জুয়াখেলা এবং মাংসাহার। এই সকল প্রাথমিক গুণাবলী ব্যতীত কেউই ব্রাহ্মণের স্তরে উন্নীত হতে পারে না এবং উপযুক্ত ব্রাহ্মণ হওয়া ব্যতীত কেউই একজন শুদ্ধ ভক্ত হতে পারে না।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'অর্জুনের সুভদ্রা হরণ ও তাঁর ভক্তবৃন্দকে শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ প্রদান' নামক ষড়শীতিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

মূর্তিমান বেদসমূহের প্রার্থনা

ভগবান নারায়ণের সগুণ ও নির্গুণ দিকসমূহের মহিমা কীর্তনকারী মূর্তিমান বেদগণকৃত প্রার্থনা এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করছেন, যেহেতু জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ দ্বারা শাসিত জাগতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে বেদ-সমূহ সম্পর্কিত এবং এই সকল গুণের তুলনায় *ব্রহ্ম* হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়, তাই কিভাবে বেদ-সমূহ প্রত্যক্ষভাবে পরম-তত্ত্ব, *ব্রহ্মকে* উল্লেখ করতে পারে? উত্তরে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বদরিকাশ্রমে নারদমুনি ও শ্রীনারায়ণ ঋষির মধ্যে হওয়া একটি পৌরাণিক সাক্ষাৎকার বর্ণনা করলেন। সেই পবিত্র আশ্রমে ভ্রমণ-পূর্বক নারদমুনি নিকটবর্তী কলাপ গ্রামের পরম উন্নত অধিবাসীদের দ্বারা ঋষিকে পরিবৃত দর্শন করেছিলেন। নারায়ণ ঋষি ও তাঁর পার্ষদবর্গকে প্রণাম নিবেদন করার পর নারদমুনি এই একই প্রশ্ন তার কাছে জ্ঞাপন করেছিলেন। উত্তরে নারায়ণ ঋষি, কিভাবে অনেক দিন আগে জনলোকে বাসকারী মহান ঋষিদের মধ্যেও এই একই প্রশ্ন আলোচিত হয়েছিল সেই ঘটনা বর্ণনা করলেন। একদিন এই সকল ঋষিবর্গ পরম ব্রহ্মের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হয়ে সনন্দনকুমারকে এই বিষয়ে বলার জন্য মনোনীত করলেন। সনন্দন তাদের বর্ণনা করলেন, কিভাবে অসংখ্য মূর্তিমান বেদগণ ভগবান নারায়ণের নিঃশ্বাস থেকে প্রথম নির্গত হয়ে, সৃষ্টির ঠিক পূর্বে ভগবানের মাহাত্ম্য বিষয়ক স্তব উচ্চারণ করেছিলেন। সনন্দন তারপর সেই সকল স্তব সবিস্তারে আবৃত্তি করলেন।

জনলোকবাসীরা মূর্তিমান বেদগণের স্তবের সনন্দনকৃত আবৃত্তি শ্রবণ করে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, যা তাদের পরম ব্রহ্মের সত্য প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোকপাত করেছিল আর তারা সনন্দনকে তাদের পূজার মাধ্যমে সম্মানিত করলেন। নারদমুনিও শ্রীনারায়ণ ঋষির কাছ থেকে এই কাহিনী শ্রবণ করে সমভাবে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তারপর নারদমুনি ঋষিকে তাঁর প্রণাম নিবেদন করে তাঁর শিষ্য বেদব্যাসকে দর্শনের জন্য গমন করলেন, যাঁকে তিনি তাঁর শ্রুত সমস্ত কিছুই বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ

ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যনির্দেশ্যে নির্গুণে গুণবৃত্তয়ঃ ।
কথং চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে ॥ ১ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ উবাচ—শ্রীপরীক্ষিৎ বললেন; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ (শুকদেব); **ব্রহ্মণি**—পরম ব্রহ্মে; **অনির্দেশ্যে**—যা কথায় বর্ণনা করা যায় না; **নির্গুণে**—নির্গুণ; **গুণ**—জড়া প্রকৃতির গুণাবলীত্রয়; **বৃত্তয়ঃ**—যার কর্মের পরিধি; **কথম্**—কিভাবে; **চরন্তি**—প্রতিপাদন করে (উল্লেখের দ্বারা); **শ্রুতয়ঃ**—বেদসমূহ; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **সৎ**—জাগতিক বস্তু; **অসতঃ**—এবং তার সূক্ষ্ম কারণসমূহ; **পরে**—পরব্রহ্মে।

অনুবাদ

শ্রীপরীক্ষিৎ বললেন—হে ব্রাহ্মণ, যাকে বাক্যে প্রকাশ করা যায় না সেই পরম ব্রহ্মকে বেদসমূহ প্রত্যক্ষভাবে কিভাবে বর্ণনা করতে পারে? বেদসমূহ জড়া প্রকৃতির গুণত্রয়কে বর্ণনা করার জন্য সীমাবদ্ধ, কিন্তু পরমব্রহ্ম সকল জাগতিক প্রকাশ ও তাদের কারণসমূহের অতীত হওয়ায়, তিনি হচ্ছেন নির্গুণ।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের ভাষ্য শুরু করার আগে শ্রীল শ্রীধর স্বামী প্রার্থনা করছেন—

বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি ।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে ॥

"আমি ভগবান নৃসিংহদেবকে অর্চনা করি, যাঁর মুখে বাগ্মিতার পরম অধীশ্বর বাস করেন, যাঁর বক্ষে লক্ষ্মীদেবী বাস করেন এবং যাঁর হৃদয়ে চেতনার দিব্য শক্তি বাস করেন।"

সম্প্রদায়বিশুদ্ধ্যর্থং স্বীয়নির্বন্ধযন্ত্রিতঃ ।
শ্রুতিস্তুতিমিতব্যাখ্যাং করিষ্যামি যথা-মতি ॥

"আমার সম্প্রদায়কে শুদ্ধ করার কামনায় এবং কর্তব্যবদ্ধ হওয়ায় আমার উপলব্ধি অনুসারে মূর্তিমান বেদসমূহের প্রার্থনা বিষয়ে আমি সংক্ষেপে ভাষ্য প্রদান করব।"

শ্রীমদ্ভাগবতস্পূর্বৈঃ সারতঃ সন্নিবেবিতম্ ।
ময়া তু তদুপস্পৃষ্টম্ উচ্ছিষ্টম্ উপচীয়তে ॥

"যেহেতু *শ্রীমদ্ভাগবত* ইতিমধ্যেই আমার পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাকারদের দ্বারা পূর্ণরূপে পূজিত হয়েছেন আমি কেবল তাদের পূজার উচ্ছিষ্টসমূহ চয়ন করতে পারি মাত্র।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর নিজ প্রার্থনা নিবেদন করছেন—

মম রত্নবণিগ্‌ভাবং রত্নান্যপরিচিন্বতঃ ।
হসন্তু সন্তো জিহ্রেমি ন স্বস্বান্তবিনোদকৃৎ ॥

"মূল্যবান রত্নরাজি বিষয়ে কিছু না জানা সত্ত্বেও একজন রত্ন-ব্যবসায়ী হওয়ার জন্য সাধুভক্তরা হয়ত আমাকে নিয়ে হাস্য করবেন। কিন্তু আমি তাতে লজ্জাবোধ করি না, কারণ অন্তত আমি তাঁদের চিত্তবিনোদন করতে পারব।"

ন মেহস্তি বৈদুষ্যপি নাপি ভক্তির্বিরক্তি
রক্তির্ন তথাপি লৌল্যাৎ ।
সুদুর্গমাদেব ভবামি বেদস্তুত্যর্থ-
চিন্তামণিরাশিগৃধ্নুঃ ॥

"যদিও আমি জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্য রহিত, তবুও, যে দুর্গে বেদস্তুতির চিন্তামণি রত্নটি রয়েছে সেখান থেকে আমি তাকে লাভ করতে আকুল।"

মাং নীচতায়ামবিবেকবায়ুঃ
প্রবর্ততে পাতয়িতুং বলাচ্চেৎ ।
লিখাম্যতঃ স্বামিসনাতন
শ্রীকৃষ্ণাঙ্ঘ্রিভাস্তম্ভকৃতাবলম্বঃ ॥

"আমার নীচ অবস্থানকে চিনে নেওয়ার ব্যর্থতাগত অদূরদর্শিতার বায়ু যদি আমাকে পতিত হওয়ার ভয় দেখায়, তাই এই ভাষ্য লিখবার সময়ে আমি অবশ্যই শ্রীল শ্রীধর স্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের দীপ্তিমান স্তম্ভসমূহকে ধরে থাকব।"

প্রণম্য শ্রীগুরুং ভূয়ঃ শ্রীকৃষ্ণং করুণার্ণবম্ ।
লোকনাথং জগচ্চক্ষুঃ শ্রীশুকং তমুপাশ্রয়ে ॥

"আমি আমার শ্রীগুরুদেব ও কৃপার সাগর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বারম্বার প্রণাম নিবেদন পূর্বক জগৎ ও তার সর্বব্যাপ্ত চক্ষুর রক্ষক শ্রীশুকদেব গোস্বামীর শরণাগত হলাম।"

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের শেষে শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে বলেছিলেন—

এবং স্বভক্তয়ো রাজন্ ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্ ।
উষিত্বাদিশ্য সন্মার্গং পুনর্দ্বারবতীমগাৎ ॥

"হে রাজন, যিনি তাঁর ভক্তদের ভক্ত, সেই পরমেশ্বর ভগবান কিছুকাল তাঁর মহান ভক্তদ্বয়ের সঙ্গে অবস্থান করে, কিভাবে শুদ্ধ সাধুগণ আচরণ করেন সেই শিক্ষা তাদের প্রদান করে অবশেষে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন।" এই শ্লোকের *সন্মার্গম্* শব্দটিকে কমপক্ষে তিনভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যেতে পারে। প্রথমে *সৎ* শব্দটিকে "ভগবানের ভক্ত" অর্থে গ্রহণ করা হলে *সন্মার্গম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে "ভক্তিযোগের পথ"। দ্বিতীয়তঃ *সৎ* শব্দটির অর্থ "একজন চিন্ময় জ্ঞান আকাঙ্ক্ষী" ধরলে *সন্-মার্গম্* কথাটির অর্থ হয় "জ্ঞানের দার্শনিক পথ" যার বিষয়টি হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্ম। আর তৃতীয়ত *সৎ* শব্দটি বেদের চিন্ময় ধ্বনিকে উল্লেখ করছে ধরলে *সন্-মার্গম্* শব্দটির অর্থ হল "বৈদিক বিধিসমূহ অনুসরণের পন্থা"। *সন্মার্গম্* শব্দটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় ব্যাখ্যাই, বেদ কিভাবে পরম ব্রহ্মকে বর্ণনা করতে পারে সেই প্রশ্নের দিকে আমাদের নিয়ে যায়।

সংস্কৃত কাব্য সমালোচনা বিদ্যার ঐতিহ্যগত শৃঙ্খলার নিরিখে শ্রীল শ্রীধর স্বামী বিস্তৃতরূপে এই সমস্যাটির বিশ্লেষণ এইভাবে করছেন—আমাদের বিবেচনা করা উচিত যে শব্দের তিন ধরনের প্রকাশ ক্ষমতা আছে যাদের শব্দ-বৃত্তি বলা হয়। মুখ্য-বৃত্তি, লক্ষণা-বৃত্তি ও গৌণ-বৃত্তি রূপে পৃথক পৃথকভাবে এরা কোন একটি শব্দের অর্থকে প্রকাশ করে। যে শব্দ-বৃত্তি শব্দের প্রাথমিক আক্ষরিক অর্থ প্রকাশ করে তাকে মুখ্য বলা হয়; এটি অভিধানগত অর্থ বা শব্দের "চিহ্নিতকরণ" করে বলে অভিধা নামেও পরিচিত। মুখ্য-বৃত্তি রূঢ়ি ও যোগ নামক আরও দুটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত। প্রাথমিক অর্থটি যখন চলিত প্রয়োগগত ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে প্রকাশিত হয় তখন তাকে রূঢ়ি বলা হয় এবং যখন তা প্রথাগত শব্দপ্রকরণের নিয়ম অনুসারে অন্য শব্দের অর্থ হতে আহরিত হয় তখন তাকে যোগ বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, যেহেতু গো (গাভী) শব্দটির আক্ষরিক অর্থ তার চলতি প্রয়োগের সঙ্গে পূর্ণরূপে সম্পর্কিত তাই এটি একটি রূঢ়ির উদাহরণ। অপরপক্ষে পাচক শব্দটি যেহেতু *পচ* (রান্নাকরা) মূল শব্দটি থেকে আরোহিত হয়ে ক প্রত্যয় যুক্ত হয়ে অর্থ নির্দেশ করছে তাই এটি হচ্ছে যোগ-বৃত্তি।

মুখ্যবৃত্তি বা প্রাথমিক অর্থ ব্যতীতও, একটি শব্দ আনুষঙ্গিক, রূপকশোভিত অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। এই ব্যবহারকে বলা হয় লক্ষণা। নিয়মটি হচ্ছে প্রদত্ত বিষয়ে মুখ্য-বৃত্তি যদি সঠিক অর্থ প্রকাশ করে থাকে তাহলে সেটিকে রূপক অর্থে না বোঝাই উচিত। কেবলমাত্র মুখ্যবৃত্তি একটি শব্দের অর্থ প্রকাশে ব্যর্থ হলেই লক্ষণা-বৃত্তিকে সঠিকভাবে মেনে নেওয়া যেতে পারে। কাব্য শাস্ত্র সমূহে লক্ষণার

কার্যকে প্রায়োগিকভাবে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে এটি কোনওভাবে আক্ষরিক অর্থের বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনকিছুকে উল্লেখ করে। এইভাবে, *গঙ্গায়াং ঘোষঃ* বাক্যাংশটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে "গঙ্গায় গোপগ্রাম"। কিন্তু এই ধারনাটি অসম্ভব, তাই এখানে *গঙ্গায়াম্* শব্দটিকে বরং *লক্ষণার* অর্থে বুঝতে হবে, অর্থাৎ "গঙ্গার তীরে" এখানে তীর ব্যাপারটি নদীর সঙ্গে সম্পর্কিত। গৌণবৃত্তি হচ্ছে লক্ষণার একটি বিশেষ ধরন, যেখানে অর্থটি একই রকম ভাবের দিকে বিস্তার লাভ করে। যেমন *সিংহো দেবদত্তঃ* (দেবদত্ত হচ্ছে একটি সিংহ) কথাটিতে বীর দেবদত্তকে তার সিংহতুল্য গুণাবলীর জন্য রূপক অর্থে একটি সিংহ বলা হয়েছে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে, সাধারণ ধরনের লক্ষণার উদাহরণে প্রধানতঃ *গঙ্গায়াং ঘোষঃ* কথাটি একই রকম ভাবের সম্পর্কে যুক্ত নয় বরং তা স্থানের সম্পর্কে সম্পর্কিত।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের এই প্রথম শ্লোকে, কোন উপযুক্ত ধরনের শব্দ-বৃত্তির দ্বারা পরম-ব্রহ্মকে বেদের শব্দসমূহ কিভাবে উল্লেখ করতে পারে, সে সম্বন্ধে পরীক্ষিৎ মহারাজ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রশ্ন করছেন—*কথং সাক্ষাৎ চরন্তি* অর্থাৎ কিভাবে বেদসমূহ প্রত্যক্ষভাবে রূঢ়-মুখ্য-বৃত্তি বা চলিত প্রয়োগ ভিত্তিক আক্ষরিক অর্থ দ্বারা ব্রহ্মকে বর্ণনা করতে পারে? চরমে, পরম ব্রহ্ম হচ্ছেন অনির্দেশ্য, নির্ণয়ের অগম্য। কিভাবে বেদসমূহ গৌণ-বৃত্তি অর্থাৎ অনুরূপ গুণ ভিত্তিক রূপক দ্বারাও ব্রহ্মকে বর্ণনা করতে পারে? বেদসমূহ হচ্ছেন *গুণ-বৃত্তয়ঃ*, গুণগত বর্ণনায় পূর্ণ আর ব্রহ্ম হচ্ছেন নির্গুণ, গুণশূন্য। স্বাভাবিকভাবেই, গুণহীন কোনকিছুর ক্ষেত্রে অনুরূপ গুণভিত্তিক রূপকের প্রয়োগ হতে পারে না। অধিকন্তু, পরীক্ষিৎ মহারাজ উল্লেখ করছেন যে ব্রহ্ম হচ্ছেন *সদ্-অসতঃ পরম্*, সকল কার্যকারণের অতীত। সূক্ষ্ম অথবা স্থূল কোনরূপ প্রকাশ অস্তিত্ব দ্বারা সম্পর্কিত না হওয়ায় যোগবৃত্তি অর্থাৎ শব্দপ্রকরণগতভাবে আহরিত অর্থ দ্বারা বা লক্ষণা অর্থাৎ রূপক দ্বারা পরম ব্রহ্ম প্রকাশিত হন না, কারণ উভয় ক্ষেত্রেই অন্য জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের কিছু সম্পর্কের প্রয়োজন।

কিভাবে বেদের শব্দাবলী পরম ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষভাবে বর্ণনা করতে পারে তা ভেবে মহারাজ পরীক্ষিৎ এইভাবে বিহ্বল হয়েছিলেন।

শ্লোক ২

শ্রীশুক উবাচ

বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃ প্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ ।
মাত্রার্থং চ ভবার্থং চ আত্মনেঽকল্পনায় চ ॥ ২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **বুদ্ধি**—জাগতিক বুদ্ধিমত্তা; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **মনঃ**—মন; **প্রাণান্**—এবং প্রাণবায়ু; **জনা-নাম্**—জীবের; **অসৃজৎ**—সৃষ্টি করলেন; **প্রভুঃ**—ভগবান; **মাত্রা**—ইন্দ্রিয় তৃপ্তির; **অর্থম্**—জন্য; **চ**—এবং; **ভব**—জন্মের (এবং তৎপরবর্তী আচরণের); **অর্থম্**—জন্য; **চ**—এবং; **আত্মনে**—আত্মার জন্য (এবং তার পরজন্মে সুখ প্রাপ্তির জন্য); **অকল্পনায়**—জাগতিক উদ্দেশ্যসমূহ হতে তাঁর চূড়ান্ত উদ্ধারের জন্য; **চ**—এবং।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ভগবান জাগতিক বুদ্ধিমত্তা, ইন্দ্রিয় সমূহ, মন ও জীবের প্রাণ সৃষ্টি করেছেন যাতে তারা তাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কামনাসমূহ চরিতার্থ করতে পারে, কর্মফলে যুক্ত হয়ে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করতে পারে, ভবিষ্যত জীবনে আরো উন্নত হতে পারে এবং চরমে মুক্তি লাভ করতে পারে।

তাৎপর্য

সৃষ্টির আদিতে বদ্ধ জীব যখন ভগবান বিষ্ণুর চিন্ময় দেহ মধ্যে সুপ্ত ছিল, জীবের কল্যাণের জন্য তিনি মন, বুদ্ধি প্রভৃতির আবরণ উৎপাদনের দ্বারা সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি শুরু করলেন। এখানে বলা হয়েছে যে বিষ্ণু হচ্ছেন প্রভু অর্থাৎ স্বতন্ত্র ঈশ্বর এবং জীব হচ্ছেন তাঁর আপনজন, অর্থাৎ প্রতিপালিত। অতএব আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে ভগবান সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে কেবলমাত্র জীবের জন্য সৃষ্টি করেছেন; করুণাই হচ্ছে জীবের একমাত্র উদ্দেশ্য।

জীবকে সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহ প্রদানের মাধ্যমে ভগবান তাদেরকে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভের এবং মনুষ্যরূপে ধর্ম, অর্থনৈতিক উন্নতি ও মোক্ষ লাভের জন্য সক্ষম করেছেন। প্রতিটি দেহেই জীবাত্মা ভোগের জন্য তার ইন্দ্রিয়সমূহকে ব্যবহার করে এবং যখন সে মানব শরীর প্রাপ্ত হয় তখন তাকে জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন কর্তব্যও পালন করতে হয়। যদি সে বিশ্বস্ততার সঙ্গে তার কর্তব্যসমূহ পালন করে তাহলে ভবিষ্যতে সে আরও বিশুদ্ধ ও ব্যাপক ভোগ অর্জন করবে। যদি সে তা না করে, তাহলে পতিত হবে। আর ঘটনাক্রমে আত্মা যখন জাগতিক জীবন থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা করে, মুক্তির পথ সর্বদাই লাভ হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে এই শ্লোকে চ শব্দটি বারম্বার ব্যবহার, কেবলমাত্র মোক্ষই নয়, ভগবৎ প্রদত্ত সমস্ত কিছু, ধার্মিক জীবন ও যথাযথ ইন্দ্রিয় উপভোগের মাধ্যমে ধাপে ধাপে উন্নতি লাভের পথের গুরুত্বও নির্দেশ করছে।

জীবের সকল চেষ্টা সত্ত্বেও সাফল্য লাভের জন্য তাকে ভগবানের কৃপার উপরে নির্ভর করতে হয়। বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ ব্যতীত জীব কোন কিছুই অর্জন

করতে পারে না, তা সে স্বর্গে উন্নতি, জ্ঞানের মাধ্যমে পূর্ণতা অর্জন আর অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্তিই হোক কিম্বা ভগবানের নাম শ্রবণ ও কীর্তন গুরুর দ্বারা ভক্তি যোগের পন্থা অনুসরণের মাধ্যমে শুদ্ধ ভক্তি অর্জনই হোক।

ভগবান যদি বদ্ধ জীবের কল্যাণের নিমিত্ত এই সকল সমস্ত সুবিধার আয়োজন করেন, তাহলে কিভাবে তিনি নৈর্ব্যক্তিক হতে পারেন? শেষ পর্যন্ত পরম ব্রহ্মকে নৈর্ব্যক্তিক রূপে উপস্থাপনের চেয়ে *উপনিষদে* বিস্তৃতভাবে তাঁর ব্যক্তিগত গুণসমূহের বর্ণনা করা হয়েছে। সকল নিকৃষ্টতা ও জাগতিক গুণাবলী থেকে মুক্ত *উপনিষদ* ভগবানকে এইভাবে বর্ণনা করছেন যে ভগবান হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, প্রভু ও সকলের নিয়ন্তা, সর্বজনীনরূপে পূজ্য ঈশ্বর, প্রত্যেকের কর্মফল প্রদাতা এবং সকল জ্ঞান, নিত্যতা ও আনন্দের আঁধার স্বরূপ। মুণ্ডক *উপনিষদে* (১/১/৯) বলা হয়েছে, *যঃ সর্বজ্ঞঃ স সর্ববিদ যস্য জ্ঞান-ময়ং তপঃ* অর্থাৎ "যিনি সর্বজ্ঞ, যাঁর কাছ থেকে সমস্ত জ্ঞান-শক্তি নির্গত হয়—তিনিই বিজ্ঞতম। *বৃহদারণ্যক উপনিষদে* (৪/৪/২২, ৩/৭/৩ এবং ১/২/৪) বলা হয়েছে, *সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ*, "তিনি হচ্ছেন সকলের অধীশ্বর ও নিয়ন্তা", *যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা আন্তরঃ* "তিনি, যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে বাস করেন এবং তাকে পরিব্যাপ্ত করেন" এবং *সোঽকাময়ত বহু স্যাম*, "তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন আমি বহু হব।" একইভাবে *ঐতরেয় উপনিষদ* (৩/১১) উল্লেখ করছেন *স ঐক্ষত তং তেজোঽসৃজত*, "তিনি তাঁর শক্তিতে দৃষ্টিপাত করেন, তখন সেই শক্তি সৃষ্টিকে প্রকাশ করেন", আর *তৈত্তিরীয় উপনিষদ* (২/১১) ঘোষণা করছেন, *সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম* "ভগবানই হচ্ছেন অনন্ত সত্য ও জ্ঞান।"

তত্ত্বমসি "তুমিই সেই" বাক্যাংশটি (*ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৬/৮/৭) কখনও কখনও তার স্রষ্টার সঙ্গে বদ্ধ জীবাত্মার পরম অভিন্নতার স্বীকৃতি রূপে নির্বিশেষবাদীদের দ্বারা উচ্চারিত হয়। শঙ্করাচার্য ও তাঁর অনুগামীরা কয়েকটি মহাবাক্য অর্থাৎ তাদের মতে বেদান্তের প্রয়োজনীয় তাৎপর্য প্রকাশকারী মুল বাক্যাংশগুলির একটির মর্যাদায় এই সকল কথাকে উন্নীত করেছেন। তা সত্ত্বেও বেদান্তের প্রচলিত বৈষ্ণব দর্শনের প্রধান চিন্তাবিদরা এই ভাষ্যের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে অসম্মত। *উপনিষদ* ও অন্যান্য শ্রুতিসমূহের রীতিসম্মত অধ্যয়ন অনুসারে আচার্য রামানুজ, মধ্ব, বলদেব বিদ্যাভূষণ ও অন্যান্যরা অসংখ্য বিকল্প ব্যাখ্যা নিবেদন করেছেন।

প্রধানত যে প্রশ্নটি মহারাজ পরীক্ষিৎ এখানে নিবেদন করেছেন—"বেদসমূহ কিভাবে সরাসরিভাবে পরম ব্রহ্মের উল্লেখ করতে পারে?"—তার উত্তর শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এইভাবে প্রদান করেছেন—"ভগবান বদ্ধজীবের জন্য বুদ্ধি ও

অন্যান্য উপাদানসমূহ সৃষ্টি করেছেন।" একজন নাস্তিক এই উত্তরটিকে অবান্তর বলে প্রতিবাদ করতে পারে। কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের ব্যাখ্যা অনুসারে শুকদেব গোস্বামীর উত্তরটি বস্তুত অবান্তর নয়। সূক্ষ্ম প্রশ্নসমূহের উত্তর কখনও কখনও পরোক্ষভাবে প্রদত্ত হওয়া কর্তব্য। যেমন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উদ্ধবের প্রতি তাঁর নির্দেশ (*ভাগবত* ১১/২১/৩৫) উল্লেখ করছেন *পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষং মম চ প্রিয়ম্*, "বৈদিক দ্রষ্টা ও মন্ত্রসমূহ গূঢ় শব্দে কার্য করে এবং আমিও এমন গূঢ় বর্ণনা দ্বারা সন্তুষ্ট হই।" বর্তমান বিষয়ে, নির্বিশেষবাদীরা, যাদের হয়ে পরীক্ষিৎ মহারাজ এই প্রশ্ন করেছেন, প্রত্যক্ষ উত্তর গ্রহণ করতে পারতেন না, পরিবর্তে তাই শুকদেব গোস্বামী একটি পরোক্ষ উত্তর প্রদান করছেন—"আপনি বলেন যে ব্রহ্মকে শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু ভগবান যদি বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ সৃষ্টি না করতেন তাহলে শব্দ ও উপলব্ধির অন্যান্য বিষয়সমূহ সকলই ঠিক আপনার ব্রহ্মের মতো অবর্ণনীয় থাকত। আপনি জন্ম থেকেই অন্ধ ও বধির হতেন এবং শরীরি রূপ ও শব্দ বিষয়ে কিছুই জানতে পারতেন না, পরম ব্রহ্মের আর কি কথা। তাই, ঠিক যেমন কৃপাময় ভগবান দৃশ্য, শব্দ ইত্যাদি সংবেদনতা অন্যের কাছে বর্ণনা করার ও প্রাপ্তির উপলব্ধতার জন্য আমাদের বিভিন্ন শারীরিক সক্ষমতা প্রদান করেছেন ঠিক তেমনিভাবে তিনি কাউকে, ব্রহ্মকে হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতাও প্রদান করতে পারেন। তিনি যদি মনে করেন জাগতিক বিষয়সমূহ, গুণাবলী, শ্রেণী ও আচরণসমূহের সাধারণ সম্পর্কগুলির থেকেও আলাদাভাবে শব্দের কার্যকরীতার জন্য কিছু অসাধারণ উপায় সৃষ্টি করতে পারেন যা জীবকে পরম ব্রহ্মকে প্রকাশ করতে সক্ষম করবে। তিনি হচ্ছেন সর্বশক্তিমান প্রভু এবং তিনি সহজেই অবর্ণনীয়তাকে বর্ণনীয়তায় পরিণত করতে পারেন।"

রাজা সত্যব্রতকে ভগবান মৎস্য নিশ্চিত করেছেন যে বেদের শব্দাবলী হতে পরম ব্রহ্মকে জানা যেতে পারে—

মদীয়ং মহিমানং চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্ ।
বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি ॥

"তুমি আমার দ্বারা উপদিষ্ট ও অনুগৃহীত হবে এবং পরম ব্রহ্ম নামক আমার মহিমা সম্বন্ধে তোমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তোমার হৃদয়ে প্রকাশিত হবে। এইভাবে তুমি আমার সম্বন্ধে সবকিছু জানতে পারবে।" (*ভাগবত* ৮/২৪/৩৮)

ভগবানের দ্বারা কৃপা প্রাপ্ত দিব্য অনুসন্ধিৎসা প্রবণ ভাগ্যবান আত্মাগণ পরম ব্রহ্মের প্রকৃতির সম্বন্ধে প্রশ্ন করবেন এবং ঋষিদের দ্বারা প্রদত্ত বৈদিক সাহিত্যে সংগৃহীত উত্তরসমূহ শ্রবণ করার মাধ্যমে, ভগবান ঠিক যেমন সেভাবে ভগবানকে

হৃদয়ঙ্গম করার স্তরে উন্নীত হবেন। এইভাবে, কেবলমাত্র পরম পুরুষের বিশেষ কৃপা দ্বারাই ব্রহ্ম *শব্দিতম্* "আক্ষরিকভাবে শব্দ দ্বারা প্রকাশিত" হয়ে ওঠেন। অন্যথায়, ভগবানের ব্যতিক্রমী কৃপা ব্যতীত বেদের শব্দসমূহ পরম ব্রহ্মকে প্রকাশ করতে পারে না।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর প্রস্তাব করছেন যে এই শ্লোকে শুকদেব গোস্বামী দ্বারা কথিত *বুদ্ধি* শব্দটি *মহৎ*-তত্ত্বকে নির্দেশ করছে, যার থেকে আকাশের বিভিন্ন প্রকাশ সমূহ উদ্ভূত হয়েছে, (যেমন ধ্বনি), যাকে এখানে ইন্দ্রিয় বলা হয়েছে। যেহেতু সেই বিশেষ উদ্দেশ্যটির জন্য ভগবান প্রকৃতিকে আকাশ ও ধ্বনিকে প্রকাশ করার জন্য উৎসাহিত করেন তাই *মাত্রার্থম্* শব্দটির অর্থ হল "ব্রহ্মকে বর্ণনা করার জন্য দিব্য ধ্বনি ব্যবহারের জন্য।"

সৃষ্টির উদ্দেশ্যটির আরও উপলব্ধি *ভবার্থম্* ও *আত্মনে কল্পনায়* (অকল্পনায়' এর পরিবর্তে যদি কল্পনায় পাঠটি গৃহীত হয়) শব্দ দ্বারা কথিত হয়েছে। *ভবার্থম্* অর্থ হচ্ছে "জীবের কল্যাণের জন্য"। পরমাত্মার (*আত্মনে*) পূজা (*কল্পনম্*) হচ্ছে সেই উপায় যার দ্বারা জীব তাদের অস্তিত্বের দিব্য উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে। জীব তাদের চিন্ময় শুদ্ধতার স্তরে আনয়ন করুক আর না করুক বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ হচ্ছে ভগবানের পূজায় ব্যবহৃত হওয়ার জন্য।

কিভাবে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ উভয় ভক্তরা তাদের বুদ্ধি; মন ও ইন্দ্রিয়সমূহকে ভগবানের পূজায় ব্যবহার করে, *গোপাল তাপনী উপনিষদ* (পূর্ব ১২) থেকে নিম্নের উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

সৎ-পুণ্ডরীক-নয়নম্ মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্ ।
দ্বি-ভুজং মৌন-মুদ্রাঢ্যং বন-মালিনম্ ঈশ্বরম্ ॥

"তাঁর দ্বিভুজ রূপে আবির্ভূত, মেঘবর্ণময়, দিব্য নয়নপদ্ম সমন্বিত ভগবানের বসন সকল ছিল বিদ্যুত সদৃশ। তিনি একটি বনমালা পরিধান করেছিলেন এবং তাঁর সৌন্দর্য তাঁর ধ্যানমগ্ন নীরবতার ভঙ্গিমা দ্বারা বর্ধিত হয়েছিল।" ভগবানের শুদ্ধ-ভক্তদের চিন্ময় বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহ সঠিকভাবে তাঁর শুদ্ধ চিন্ময় সৌন্দর্যকে অনুধাবন করতে পারে এবং ভগবান কৃষ্ণের চোখ, দেহ ও বস্ত্রের সঙ্গে যথাক্রমে পদ্ম, মেঘ ও বিদ্যুতের তুলনার মধ্যে *গোপাল তাপনী উপনিষদে* তাঁদের সেই উপলব্ধি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। অপরপক্ষে সাধনার স্তরের ভক্তগণ, যাঁরা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য অগ্রসর হচ্ছেন, কেবলমাত্র তাঁরাই ভগবানের অসীম চিন্ময় সৌন্দর্য উপলব্ধি করেন। তৎসত্ত্বেও, শাস্ত্রীয় অনুচ্ছেদ শ্রবণ করার মাধ্যমে, যেমন *গোপাল তাপনী উপনিষদ* থেকে এই একটি, তাদের অনভিজ্ঞ সমর্থতার সীমা অনুযায়ী তাঁকে

গভীরভাবে চিন্তা করার জন্য তাঁরা যুক্ত হন। যদিও একজন নতুন ভক্ত "আমরা আমাদের প্রভুর ধ্যান করছি" এই আনন্দ গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিভাবে ভগবানকে পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে বা তাঁর দেহের চারদিকের জ্যোতিতে দৃঢ়ভাবে ধ্যানমগ্ন হতে হবে, সেই বিষয়ে শিক্ষিত হয় না। পরমেশ্বর ভগবানও তাঁর অসীম কৃপারাশি দ্বারা চালিত হয়ে স্বয়ং মনে করেন "এইসকল ভক্তরা আমার ধ্যান করছে।" যখন তাঁরা ভগবদ্ভক্তি লাভ করে, তখন ভগবান তাদের তাঁর অন্তরঙ্গ সেবায় নিযুক্ত করে তাঁর পাদপদ্মে আশ্রয় প্রদান করেন। এইভাবে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে কেবলমাত্র তাঁর কৃপার দ্বারাই ভগবানের নিজ পরিচয় উপলব্ধি করা যায়।

শ্লোক ৩

সৈষা হ্যুপনিষদ্ব্রাহ্মী পূর্বেষাং পূর্বজৈর্ধৃতা ।
শ্রদ্ধয়া ধারয়েদ্‌যস্তাং ক্ষেমং গচ্ছেদকিঞ্চনঃ ॥ ৩ ॥

সা এষা—এই একই; **হি**—বস্তুত; **উপনিষৎ**—উপনিষদ; **ব্রাহ্মী**—পরম ব্রহ্মের সঙ্গে সম্পর্কিত; **পূর্বেষাম্**—আমাদের পূর্ববর্তী জনের (যেমন নারদমুনি); **পূর্বজৈঃ**—পূর্ববর্তীজন দ্বারা (যেমন সনক); **ধৃতা**—ধ্যান করেছিলেন; **শ্রদ্ধয়া**—বিশ্বাসের সঙ্গে; **ধারয়েৎ**—ধ্যান করেন; **যঃ**—যিনি; **তাম্**—এ বিষয়ে; **ক্ষেমম্**—চূড়ান্ত সফলতা; **গচ্ছেৎ**—প্রাপ্ত হবেন; **অকিঞ্চনঃ**—জড় সংস্পর্শ থেকে মুক্ত।

অনুবাদ

যাঁরা আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদেরও পূর্বে আগমন করেছিলেন তাঁরাও পরম ব্রহ্মের এই গুহ্য-জ্ঞানের ধ্যান করতেন। প্রকৃতপক্ষে, যারা শ্রদ্ধার সঙ্গে এই জ্ঞানের ধ্যান করেন তাঁরা জড় আসক্তিসমূহ থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের পরম গতি প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

পরম-ব্রহ্ম বিষয়ক এই গুহ্য জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা উচিত নয়, কারণ অনাদি কাল থেকে জ্ঞানী ঋষিগণের প্রামাণিক পরম্পরার মাধ্যমে এই জ্ঞান প্রবাহিত হয়েছে। জল্পনা কল্পনা ও আচারগত ফলাফলের বিক্ষিপ্ততা পরিহার করে এই ভগবৎ-বিজ্ঞান যিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুশীলন করেন তিনি জড় দেহ ও জড় সমাজের উপাধিসমূহ পরিত্যাগ করা শিক্ষা করার মাধ্যমে পূর্ণ হয়ে ওঠার যোগ্য হন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে এই অধ্যায়ের প্রথম দুটি শ্লোকে ব্রহ্ম বিষয়ক *উপনিষদ* রূপে বিবেচনা করা যেতে পারে। শুকদেব গোস্বামী এখানে

নিজের লেখকসত্ত্বাকে প্রত্যাখ্যান করছেন এই যুক্তিতে যে এই *উপনিষদ* ইতিপূর্বে নারদমুনি দ্বারা কথিত হয়েছিল, যিনি স্বয়ং তা সনক কুমারের থেকে শ্রবণ করেছিলেন।

শ্লোক ৪

অত্র তে বর্ণয়িষ্যামি গাথাং নারায়ণান্বিতাম্ ।
নারদস্য চ সংবাদমৃষের্নারায়ণস্য চ ॥ ৪ ॥

অত্র—এ বিষয়ে; **তে**—আপনাকে; **বর্ণয়িষ্যামি**—আমি বর্ণনা করব; **গাথাম্**—কাহিনী; **নারায়ণ-অন্বিতাম্**—ভগবান নারায়ণ বিষয়ক; **নারদস্য**—নারদের; **চ**—এবং; **সংবাদম্**—কথোপকথন; **ঋষেঃ নারায়ণস্য**—শ্রীনারায়ণ ঋষির; **চ**—এবং।

অনুবাদ

এ বিষয়ে আমি ভগবান নারায়ণ বিষয়ক একটি কাহিনী আপনার কাছে বর্ণনা করব। এটি একটি কথোপকথন যা একবার শ্রীনারায়ণ ঋষি ও নারদ মুনির মাঝে সংঘটিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

এই কাহিনীতে ভগবান নারায়ণ দুইভাবে যুক্ত—বক্তা রূপে এবং বর্ণনার বিষয় রূপে।

শ্লোক ৫

একদা নারদো লোকান্ পর্যটন্ ভগবৎপ্রিয়ঃ ।
সনাতনমৃষিং দ্রষ্টুং যযৌ নারায়ণাশ্রমম্ ॥ ৫ ॥

একদা—একবার; **নারদঃ**—নারদমুনি; **লোকান্**—জগৎ; **পর্যটন্**—ভ্রমণ করতে করতে; **ভগবৎ**—ভগবানের; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **সনাতনম্**—সনাতন; **ঋষিম্**—ঋষি; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করে; **যযৌ**—গমন করলেন; **নারায়ণ-আশ্রমম্**—ভগবান নারায়ণ ঋষির আশ্রমে।

অনুবাদ

একবার ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন গ্রহসমূহে ভ্রমণ করতে করতে ভগবানের প্রিয় ভক্ত নারদ সনাতন ঋষি নারায়ণকে দর্শন করার জন্য তাঁর আশ্রমে গমন করলেন।

শ্লোক ৬

যো বৈ ভারতবর্ষেঽস্মিন্ ক্ষেমায় স্বস্তয়ে নৃণাম্ ।
ধর্মজ্ঞানশমোপেতমাকল্পাদাস্থিতস্তপঃ ॥ ৬ ॥

যঃ—যিনি; **বৈ**—বস্তুত; **ভারতবর্ষে**—পবিত্র ভারত ভূমিতে; **অস্মিন্**—এই; **ক্ষেমায়**—এই জীবনের কল্যাণের জন্য; **স্বস্তয়ে**—এবং ভবিষ্যত জীবনের কল্যাণের জন্য; **নৃণাম্**—মনুষ্যগণের; **ধর্ম**—ধর্ম; **জ্ঞান**—অপ্রাকৃত জ্ঞান; **শম**—আত্ম-সংযম; **উপেতম্**—সমৃদ্ধ; **আকল্পাৎ**—ব্রহ্মার প্রথম দিনটির শুরু থেকে; **আস্থিতঃ**—সম্পাদন পূর্বক; **তপঃ**—তপস্যাসমূহ।

অনুবাদ

ব্রহ্মার প্রথম দিনটির শুরু থেকে ভগবান নারায়ণ ঋষি এই জগৎ ও পর জগতে সকল মনুষ্যগণের কল্যাণের নিমিত্ত যথাযথরূপে ধর্মপালন, পারমার্থিক জ্ঞান ও আত্মসংযমের উদাহরণ প্রদর্শন পূর্বক এই ভারতভূমিতে তপস্যারত রয়েছেন।

শ্লোক ৭

তত্রোপবিষ্টমৃষিভিঃ কলাপগ্রামবাসিভিঃ ।
পরীতং প্রণতোঽপৃচ্ছদিদমেব কুরূদ্বহ ॥ ৭ ॥

তত্র—সেখানে; **উপবিষ্টম্**—উপবিষ্ট; **ঋষিভিঃ**—ঋষিগণ দ্বারা; **কলাপ-গ্রাম**—কলাপ গ্রামে (বদরিকাশ্রমের কাছে); **বাসিভিঃ**—যারা বাস করেন; **পরীতম্**—পরিবেষ্টিত; **প্রণতঃ**—প্রণাম নিবেদন করে; **অপৃচ্ছৎ**—তিনি প্রশ্ন করলেন; **ইদম্ এব**—এই একই প্রশ্ন; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

সেখানে কলাপ গ্রামের ঋষিগণ মধ্যে উপবিষ্ট ভগবান নারায়ণ ঋষির কাছে নারদ গমন করলেন। হে কুরুনায়ক, ভগবানকে প্রণাম নিবেদনের পর এই একই প্রশ্ন নারদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে প্রশ্ন আপনি আমাকে করেছেন।

শ্লোক ৮

তস্মৈ হ্যবোচদ্ভগবানৃষীণাং শৃণ্বতামিদম্ ।
যো ব্রহ্মবাদঃ পূর্বেষাং জনলোকনিবাসিনাম্ ॥ ৮ ॥

তস্মৈ—তাঁকে; **হি**—বস্তুত; **অবোচৎ**—বললেন; **ভগবান্**—ভগবান; **ঋষীণাম্**—ঋষিগণ; **শৃণ্বতাম্**—তারা যেমন শুনেছিলেন; **ইদম্**—এই; **যঃ**—যে; **ব্রহ্ম**—পরম ব্রহ্ম বিষয়ক; **বাদঃ**—আলোচনা; **পূর্বেষাম্**—প্রাচীন; **জন-লোক-নিবাসিনাম্**—জনলোকের অধিবাসীদের মধ্যে।

অনুবাদ

ঋষিগণ শ্রবণ করেছিলেন যে জনলোকবাসীদের মধ্যে সংঘটিত পরম ব্রহ্ম বিষয়ক একটি প্রাচীন আলোচনা ভগবান নারায়ণ ঋষি নারদমুনিকে বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ৯

শ্রীভগবানুবাচ

স্বায়ম্ভুব ব্রহ্মসত্রং জনলোকেঽভবৎ পুরা ।
তত্রস্থানাং মানসানাং মুনীনাম্ ঊর্ধ্বরেতসাম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **স্বায়ম্ভুব**—হে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার পুত্র; **ব্রহ্ম**—চিন্ময় ধ্বনির উচ্চারণের দ্বারা সম্পাদিত; **সত্রম্**—একটি যজ্ঞ; **জন-লোকে**—জনলোক গ্রহে; **অভবৎ**—সংঘটিত হয়েছিল; **পুরা**—অতীতে; **তত্র**—সেখানে; **স্থানাম্**—অধিবাসীগণের মধ্যে; **মানসানাম্**—(ব্রহ্মার) মন থেকে জাত; **মুনিনাম্**—মুনিগণ; **ঊর্ধ্ব**—ঊর্ধ্বমুখী (প্রবাহিত); **রেতসাম্**—যাদের বীর্য।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার পুত্র, অনেকদিন আগে একবার জনলোকনিবাসী ঋষিগণ চিন্ময় ধ্বনিসমূহ নিনাদিত করে পরম ব্রহ্মের উদ্দেশে এক মহাযজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। ব্রহ্মার মানসপুত্র এই সকল ঋষিগণ সকলেই ছিলেন শুদ্ধ ব্রহ্মচারী।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে এখানে *সত্রম্* শব্দটি সেই বৈদিক যজ্ঞকে উল্লেখ করছে যেখানে সকল অংশগ্রহণকারীই সমানভাবে পুরোহিত রূপে সেবা করার যোগ্য। এক্ষেত্রে, জনলোকে উপস্থিত প্রত্যেক ঋষিই ব্রহ্ম বিষয়ে কথা বলার জন্য সমানভাবে উপযুক্ত ছিলেন।

শ্লোক ১০

শ্বেতদ্বীপং গতবতি ত্বয়ি দ্রষ্টুং তদীশ্বরম্ ।
ব্রহ্মবাদঃ সুসংবৃত্তঃ শ্রুতয়ো যত্র শেরতে ।
তত্র হায়মভূৎ প্রশ্নস্ত্বং মাং যমনুপৃচ্ছসি ॥ ১০ ॥

শ্বেতদ্বীপম্—শ্বেতদ্বীপে; **গতবতি**—গমন করার পর; **ত্বয়ি**—তুমি (নারদ); **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করার জন্য; **তৎ**—সেখানকার; **ঈশ্বরম্**—ঈশ্বর (অনিরুদ্ধ); **ব্রহ্ম**—ভগবানের

প্রকৃতি বিষয়ক; **বাদঃ**—একটি আলোচনা সভা; **সু**—আগ্রহের সঙ্গে; **সংবৃত্তঃ**—অনুসৃত হয়েছিল; **শ্রুতয়ঃ**—বেদসমূহ; **যত্র**—যাঁর কাছে (ভগবান অনিরুদ্ধ, ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু নামেও যিনি পরিচিত); **শেরতে**—অবস্থান করেন; **তত্র**—তাঁর সম্বন্ধে; **হ**—বস্তুত; **অয়ম্**—এই; **অভূৎ**—উত্থিত হয়েছিল; **প্রশ্নঃ**—প্রশ্ন; **ত্বম্**—তুমি; **মাম্**—আমাকে; **যম্**—যা; **অনুপৃচ্ছসি**—পুনরায় প্রশ্ন করছ।

অনুবাদ

প্রলয়কালে যাঁর কাছে বেদসমূহ অবস্থান করেন, সেই ভগবানকে দর্শন করার জন্য তুমি যখন শ্বেতদ্বীপে গমন করেছিলে, সেইসময় জনলোকবাসীগণের মধ্যে পরম ব্রহ্মের প্রকৃতি বিষয়ে একটি সুন্দর আলোচনা শুরু হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, তুমি এখন আমাকে যে প্রশ্ন করছ সেই একই প্রশ্ন তখন উত্থিত হয়েছিল।

শ্লোক ১১

তুল্যশ্রুততপঃশীলাস্তুল্যস্বীয়ারিমধ্যমাঃ ।
অপি চক্রুঃ প্রবচনমেকং শুশ্রূষবোঽপরে ॥ ১১ ॥

তুল্য—তুল্য; **শ্রুত**—বেদ হতে শ্রুত; **তপঃ**—তপশ্চর্যা সম্পন্ন; **শীলাঃ**—চরিত্র; **তুল্য**—তুল্য; **স্বীয়**—মিত্রদের প্রতি; **অরি**—শত্রু; **মধ্যমাঃ**—এবং নিরপেক্ষ দলসমূহ; **অপি**—যদিও; **চক্রুঃ**—তারা নির্বাচিত করেছিলেন; **প্রবচনম্**—বক্তা; **একম্**—তাদের একজনকে; **শুশ্রূষবঃ**—আগ্রহী শ্রোতা; **অপরে**—অন্যান্যরা।

অনুবাদ

যদিও এই সকল ঋষিগণ বেদ অধ্যয়ন ও তপশ্চর্যার নিরিখে প্রত্যেকে প্রত্যেকের তুল্য ছিলেন এবং শত্রু মিত্র নিরপেক্ষজন বিশেষে সকলকেই সমভাবে দর্শন করতেন, তাঁরা তাদের একজনকে বক্তারূপে নির্বাচিত করে অবশিষ্টগণ আগ্রহী শ্রোতা হলেন।

শ্লোক ১২-১৩

শ্রীসনন্দন উবাচ

স্বসৃষ্টমিদমাপীয় শয়ানং সহ শক্তিভিঃ ।
তদন্তে বোধয়াং চক্রুস্তল্লিঙ্গৈঃ শ্রুতয়ঃ পরম্ ॥ ১২ ॥
যথা শয়ানং সম্রাজং বন্দিনস্তৎপরাক্রমৈঃ ।
প্রত্যূষেঽভ্যেত্য সুশ্লোকৈর্বোধয়ন্ত্যনুজীবিনঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীসনন্দনঃ—শ্রীসনন্দন (ব্রহ্মার উন্নত মানস পুত্র যিনি ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।); **উবাচ**—বললেন; **স্ব**—স্বয়ং তাঁর দ্বারা; **সৃষ্টম্**—সৃষ্ট; **ইদম্**—এই (জগৎ); **আপীয়**—প্রত্যাহৃত করে; **শয়ানম্**—শয়ন করে; **সহ**—সহ; **শক্তিভিঃ**—তাঁর শক্তিসমূহ; **তৎ**—সেই (জগৎ প্রলয় কালে); **অন্তে**—শেষে; **বোধয়াম্ চক্রুঃ**—তারা তাঁকে জাগরিত করলেন; **তৎ**—তাঁর; **লিঙ্গৈঃ**—তাঁর বৈশিষ্টসমূহের বর্ণনা সহ; **শ্রুতয়ঃ**—বেদসমূহ; **পরম্**—পরম; **যথা**—যেমন; **শয়ানম্**—নিদ্রিত; **সংরাজম্**—এক রাজাকে; **বন্দিনঃ**—তার সভাকবিগণ; **তৎ**—তার; **পরাক্রমৈঃ**—পরাক্রম সমূহ আবৃত্তি করে; **প্রত্যুষে**—প্রত্যুষে; **অভেত্য**—তার সমীপবর্তী হয়ে; **সুশ্লোকৈঃ**—কাব্যিক; **বোধয়ন্তি**—তারা জাগরিত করে; **অনুজীবিনঃ**—তার ভৃত্যগণ।

অনুবাদ

শ্রীসনন্দন উত্তর প্রদান করলেন—ইতিপূর্বে তিনি যে জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন তা প্রত্যাহার করার পর ভগবান যেন নিদ্রারত রূপে কিছু সময় শয়ন করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত শক্তিই তাঁর মধ্যে সুপ্ত হল। যখন পরবর্তী সৃষ্টির সময় হল, ঠিক যেভাবে কবিগণ প্রত্যুষে রাজার সমীপবর্তী হয়ে তার বিক্রমসমূহ আবৃত্তির মাধ্যমে রাজাকে জাগরিত করে রাজার সেবা করে, সেইভাবে মূর্তিমান বেদসকল ভগবানের মহিমা কীর্তনের দ্বারা তাঁকে জাগ্রত করলেন।

তাৎপর্য

সৃষ্টির সময় মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাস থেকে প্রথমেই বেদসকল নির্গত হয়েছিলেন এবং তাঁর যোগনিদ্রা থেকে তাঁকে উত্থিত করার মাধ্যমে মূর্তিমান রূপে তারা তাঁর সেবা করলেন। সনন্দন দ্বারা কথিত এই উক্তি নির্দেশ করছে যে সেই একই প্রশ্ন সনক ও অন্যান্য ঋষিগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যা নারদ মুনি নারায়ণ ঋষিকে এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ভগবান মহা-বিষ্ণুর প্রতি স্বয়ং মূর্তিমান বেদসমূহের প্রার্থনার উদাহরণ প্রদানের জন্য সনন্দন প্রশ্নটির পুনরুল্লেখ করলেন। যদিও বেদগণ জানতেন, যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞ তাই ভগবানকে তার মহিমা অবহিত করার প্রয়োজন নেই, তবুও অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তাঁকে বন্দনা করার এই সুযোগটি তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

শ্রীশ্রুতয়ঃ ঊচুঃ

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ ।

অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীশ্রুতয়ঃ-উচুঃ—বেদগণ বললেন; **জয় জয়**—আপনার জয় হোক, আপনার জয় হোক; **জহি**—পরাস্ত করুন; **অজাম্**—মায়ার নিত্য মায়িক শক্তি; **অজিত**—হে অপরাজেয়; **দোষ**—দোষ সৃষ্টির উদ্দেশে; **গৃভীত**—যিনি ধারণ করেছেন; **গুণাম্**—বস্তুর গুণসমূহ; **ত্বম্**—আপনি; **অসি**—হচ্ছেন; **যৎ**—কারণ; **আত্মনা**—আপনার স্বরূপে; **সমবরুদ্ধ**—সম্পূর্ণ; **সমস্ত**—সমস্ত; **ভগঃ**—ঐশ্বর্যসমূহ; **অগ**—স্থাবর; **জগৎ**—এবং জঙ্গম; **ওকসাম্**—জড়দেহধারীগণের; **অখিল**—অখিল; **শক্তি**—শক্তিসমূহ; **অববোধক**—আপনি জাগ্রত করেন; **তে**—আপনি; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **অজয়া**—আপনার জড় শক্তি দ্বারা; **আত্মনা**—এবং আপনার অন্তরঙ্গা চিন্ময় শক্তি দ্বারা; **চ**—ও; **চরতঃ**—যুক্ত করে; **অনুচরেৎ**—প্রতিপাদন করতে পারে; **নিগমঃ**—বেদগণ।

অনুবাদ

শ্রুতিগণ বললেন—হে অজিত, আপনার জয় হোক, জয় হোক। আপনার স্বরূপে আপনি সকল ঐশ্বর্য দ্বারা যথার্থরূপে পূর্ণ, তাই দয়া করে মায়ার নিত্য শক্তিকে পরাজিত করুন যিনি বদ্ধজীবের অসুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশে প্রকৃতির গুণসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেন। হে স্থাবর জঙ্গম সকল দেহীর শক্তিসমূহ জাগ্রতকারী, কখনও কখনও আপনার জাগতিক ও অপ্রাকৃত শক্তিসমূহের সঙ্গে যখন আপনি ক্রীড়া করেন বেদসমূহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে মূর্তিমান বেদসমূহের প্রার্থনার অষ্ট বিংশতিটি শ্লোক (শ্লোক ১৪-৪১) প্রধান অষ্ট-বিংশতি শ্রুতিগণের প্রত্যেকের অভিমত উপস্থাপিত করছে। এই সকল প্রধান *উপনিষদ* ও অন্যান্য *শ্রুতিগণ* পরম ব্রহ্মের বিভিন্ন সান্নিধ্যের সঙ্গে নিজেদের বিজড়িত করেছেন এবং এদের মধ্যে যে সকল শ্রুতিগণ শ্রেষ্ঠ তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অবিমিশ্র, শুদ্ধ ভক্তির উপর জোর দেন। ভগবানের কাছ থেকে যা পৃথক, প্রথমে তাকে অস্বীকার করে এবং পরে তাঁর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট ব্যাখ্যা করার দ্বারা *উপনিষদ* আমাদের মনোযোগকে ভগবানের দিকে পরিচালিত করেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রার্থনার প্রথম দুটি শব্দ *জয় জয়* কে "দয়া করে আপনার পরম ঐশ্বর্য প্রকাশ করুন" অর্থে অনুবাদ করেছেন। *জয়* শব্দটি 'আনন্দ' বা 'শ্রদ্ধা' থেকে আরো একবার উচ্চারিত হয়েছে।

ভগবান প্রশ্ন করতে পারেন, "আমি কিভাবে আমার পরম ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করব?"

কৃপা করে সকল জীবের অজ্ঞতা বিনষ্ট করার জন্য এবং তাদেরকে তাঁর পাদপদ্মে আকর্ষণ করার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করে শ্রুতিগণ উত্তর প্রদান করলেন।

ভগবান বললেন, "কিন্তু মায়া, যে জীবের উপর অজ্ঞতা আরোপ করে সে সৎ গুণাবলীতে পূর্ণ (*গৃভীত-গুণাম্*)। কেন আমি তার বিরোধিতা করব?"

"হ্যাঁ" বেদগণ উত্তর করলেন "কিন্তু, তিনি প্রকৃতির তিনটি গুণকে গ্রহণ করেছেন জীবাত্মাকে বিভ্রান্ত করার জন্য এবং মিথ্যাভাবে তাদের জড় দেহকে তাদের নিজ স্বরূপরূপে উপলব্ধি করার জন্য। অধিকন্তু তার সত্ত্ব, রজ ও তমগুণ হচ্ছে দোষযুক্ত, কারণ তাদের উপস্থিতিতে আপনি প্রকাশিত হন না।"

শ্রুতিগণ ভগবানকে *অজিত* রূপে সম্বোধন করছিলেন এই অর্থে যে "কেবলমাত্র আপনিই মায়া দ্বারা বিজিত হন না, অথচ ব্রহ্মার মতো অন্যান্যরা তাদের নিজেদের দোষ দ্বারা পরাজিত হন।" ভগবান উত্তর করলেন, "কিন্তু কি প্রমাণ তোমাদের কাছে রয়েছে যে তিনি আমাকে জয় করতে পারেন না?"

"আপনার মূল স্বরূপে আপনি ইতিমধ্যেই সকল ঐশ্বর্যের পূর্ণতা উপলব্ধি করেছেন এই সত্যের মধ্যে প্রমাণ রয়েছে।"

এই জায়গায় ভগবান অবশ্যই প্রতিবাদ করতে পারতেন যে কেবলমাত্র জীবের অজ্ঞতা দূর হওয়াই তাদেরকে তাঁর পাদপদ্মে আনয়ন করার জন্য যথেষ্ট নয়, কারণ জীবাত্মা তার অজ্ঞতা দূর করার পরও ভক্তিপূর্ণ সেবায় যুক্ত হওয়া ব্যতীত ভগবানকে প্রাপ্ত হতে পারে না। ভগবান যেমন স্বয়ং এখানে বলছেন *ভক্ত্যাহম্ একয়া গ্রাহ্যঃ* অর্থাৎ "আমি কেবল ভক্তির মাধ্যমে প্রাপ্তব্য" (*ভাগবত* ১১/১৪/২১)

এই প্রতিবাদের উত্তরে *শ্রুতিগণ* বলেন, "হে প্রভু, হে সমস্ত শক্তির জাগরণকারী, জীবের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহ সৃষ্টি করার পর আপনি তাদের কঠিন পরিশ্রম করতে এবং তাদের শ্রমের ফল উপভোগ করতে উৎসাহিত করেন। অধিকন্তু, আপনার কৃপার দ্বারা জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির উন্নত পথ অনুসরণ করার তাদের সমর্থতাকে জাগরিত করে যথাক্রমে আপনার ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান বিষয়ের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য তাদের অনুমতি প্রদান করেন। যখন জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি পূর্ণতা লাভ করে, আপনার তিনটি বিষয়ের প্রত্যেকটিতে প্রত্যক্ষভাবে আপনাকে উপলব্ধি করার জন্য আপনি জীবকে শক্তি প্রদান করেন।"

মূর্তিমান বেদগণ দ্বারা কথিত এই সকল কথার উপযুক্ত প্রমাণ যদি ভগবান দাবী করতেন, তারা সবিনয়ে উত্তর প্রদান করতেন, "আমরা নিজেরাই সেই প্রমাণ।

যদিও আপনি সর্বদা আপনার অন্তরঙ্গা শক্তির সঙ্গে বিরাজিত কোন উপলক্ষ্যে—যেমন এখন, সৃষ্টির সময়—আপনি আপনার বহিরঙ্গা মায়া শক্তির সঙ্গে মিলিত হন। এখনকার মতো, সেই সময়ে আপনার কার্যের বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে আর আপনার ক্রীড়ায়, আমরা বেদগণ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

এইভাবে ভগবানের সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত সঙ্গ করার যোগ্যতায় সমৃদ্ধ হয়ে শ্রুতিগণ বদ্ধ জীবের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও শক্তিকে পরম ব্রহ্মের অনুসন্ধানার্থে বিভিন্ন উপায়ে নিয়োজিত করার জন্য কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির পন্থাসমূহকে প্রকাশ করেছেন।

বহু স্থানে বেদগণ ভগবানের নিজ চিন্ময় গুণাবলীর স্তুতি করেছেন। *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* (৬/১১), *গোপাল তাপনী উপনিষদ* (উত্তর ৯৭) এবং *ব্রহ্ম উপনিষদ* (৪/১)-এ এই শ্লোকটি প্রকাশিত হয়েছেন—

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা ।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষীচেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ ॥

"সকল জীবের অভ্যন্তরে লুকায়িতরূপে একই ভগবান বাস করেন। তিনি সকল বস্তুতে পরিব্যাপ্ত এবং সকল জীবের হৃদয় মধ্যে সমাসীন। অন্তরে বাসকারী পরমাত্মারূপে, তিনি তাদের জাগতিক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন। এইভাবে, তিনি স্বয়ং জাগতিক গুণাবলীহীন হয়েও, চেতনা প্রদাতা ও এক অনবদ্য সাক্ষী স্বরূপ।"

ভগবানের গুণাবলীর আরও বর্ণনা *উপনিষদের* এই সকল উদ্ধৃতিতে রয়েছে—*যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ* অর্থাৎ "যিনি সর্বজ্ঞ, যাঁর কাছ থেকে জ্ঞানের সকল শক্তি নির্গত হয়—তিনি বিজ্ঞতম।" (*মুণ্ডক উপনিষদ* ১/১/৯); *সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ* অর্থাৎ "তিনি প্রত্যেকের প্রভু ও নিয়ন্তা" (*বৃহদারণ্যক উপনিষদ* ৪/৪/২২); এবং *যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যান্তরোযং পৃথিবী ন বেদঃ* অর্থাৎ "যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে বাস করে তাকে পরিব্যাপ্ত করেন, যাকে পৃথিবী জানে না" (*বৃহদারণ্যক উপনিষদ* ৩/৭/৩)।

শ্রুতির বহু উক্তিতে সৃষ্টিতে ভগবানের ভূমিকা বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। *বৃহদারণ্যক উপনিষদে* (১/২/৪) বলা হয়েছে—*সোঽকাময়ত বহুস্যাম্*—"তিনি আকাঙ্ক্ষা করলেন, 'আমি বহু হব'। *সোঽকাময়ত* ব্যাক্যাংশটি (তিনি আকাঙ্ক্ষা করলেন") এখানে এই অর্থ প্রকাশ করছে যে ভগবানের ব্যক্তিত্বটি নিত্য, এমনকি সৃষ্টির পূর্বেও পরম ব্রহ্ম আকাঙ্ক্ষা প্রাপ্ত হতেন এবং আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে ব্যক্তির কাছে এক অনবদ্য অঙ্গ। একইভাবে *ঐতরেয় উপনিষদে* (৩/১১) বলা হয়েছে *স ঈক্ষত*

তত্তেজোঽসৃজৎ, "তিনি দর্শন করলেন আর তাঁর শক্তি, সৃষ্টিকে সৃজন করল"। এখানে তৎ-*তেজঃ* শব্দটি ভগবানের অংশ প্রকাশ মহাবিষ্ণুকে উল্লেখ করছে, যিনি মায়ার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জাগতিক সৃষ্টিকে প্রকাশ করলেন। অথবা তৎ-*তেজঃ* ভগবানের নির্বিশেষ ব্রহ্ম বৈশিষ্টকেও উল্লেখ করতে পারে, যা সর্বব্যাপ্ত ও নিত্য বর্তমান।

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪০) বর্ণনা করা হয়েছে—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্ ।
তদ্ ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তম্ অশেষভূতং
গোবিন্দম্ আদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি মহাশক্তিধর আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি। তাঁর চিন্ময় রূপের দীপ্তিমান জ্যোতি হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্ম, যা পরম, সম্পূর্ণ ও অসীম এবং যা কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন ঐশ্বর্য সমন্বিত অসংখ্য নক্ষত্রের বৈচিত্র্যতা প্রদর্শন করে।"

এই শ্লোকের উপসংহারে, শ্রীল শ্রীধর স্বামী প্রার্থনা করছেন—

জয় জয়াজিত জহ্য অগজঙ্গমা-
বৃতিম্ অজাম্ উপনীত-মৃষা-গুণাম্ ।
ন হি ভবন্তম্ ঋতে প্রভবন্ত্যমী
নিগমগীতগুণার্ণবতা তব ॥

"আপনার জয় হোক, আপনার জয় হোক, হে অজিত! সকল স্থাবর ও জঙ্গম জীবকে যিনি আচ্ছন্ন করেন, যিনি মোহগুণসমূহের উপর আধিপত্য করেন, আপনার সেই সনাতন মায়ার প্রভাবকে দয়া করে পরাজিত করুন। আপনার প্রভাব বিনা মহাসাগররূপ আপনার চিন্ময় গুণাবলী কীর্তন করার জন্য এই বৈদিক মন্ত্রসমূহ সকলই শক্তিহীন।"

শ্লোক ১৫

বৃহদুপলব্ধমেতদবযন্ত্যবশেষতয়া
যত উদয়াস্তময়ৌ বিকৃতের্মৃদি বাবিকৃতাৎ ।
অত ঋষয়ো দধুস্ত্বয়ি মনোবচনাচরিতং
কথমযথা ভবন্তি ভুবি দত্তপদানি নৃণাম্ ॥ ১৫ ॥

বৃহৎ—পরম রূপে; **উপলব্ধম্**—উপলব্ধ; **এতৎ**—এই (জগৎ); **অবযন্তি**—তারা বিবেচনা করে; **অবশেষতয়া**—অস্তিত্বের সর্বব্যাপ্ত ভিত্তি হওয়ার নিরিখে; **যতঃ**—যেহেতু; **উদয়**—উৎপত্তি; **অস্তম্**—এবং লয়; **বিকৃতেঃ**—একটি বিকারের; **মৃদি**—মৃত্তিকার; **বা**—যেন; **অবিকৃতাৎ**—(পরম স্বয়ং) বিকারের বিষয় না হওয়ায়; **অতঃ**—সুতরাং; **ঋষয়**—(বৈদিক মন্ত্র সঙ্কলনকারী) ঋষিগণ; **দধুঃ**—স্থিত; **ত্বয়ি**—আপনাতে; **মনঃ**—তাদের মন; **বচন**—বচন; **আচরিতম্**—এবং আচরণ; **কথম্**—কিভাবে; **অযথা**—তাদের মতো নয়; **ভবন্তি**—হয়ে উঠল; **ভুবি**—ভূমিতে; **দত্ত**—স্থাপিত; **পদানি**—পদক্ষেপসমূহ; **নৃণাম্**—মানুষের।

অনুবাদ

হে প্রভো, ঘটাদি বিকৃত পদার্থের যেমন মাটিতেই উৎপত্তি ও লয় হয়ে থাকে, তেমনই যে অবিকৃত ব্রহ্মবস্তুর মধ্যে নিখিল বিশ্বের উৎপত্তি-প্রলয়াদি সাধিত হচ্ছে সেই ব্রহ্মবস্তু (আপনি) একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন; অতএব মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ আপনার প্রতিই যাবতীয় মনোবাক্য চরিত অর্থাৎ মন্ত্রবাক্যের তাৎপর্য এবং অভিধানসমূহ নির্ণয় করেছেন, কিন্তু বিভিন্ন বিকার সমূহের উদ্দেশ্যে তা নির্ণয় করেননি। যেহেতু মানুষেরা মাটি, পাথর, ইট ইত্যাদি যে স্থানেই পদার্পণ করে সে সমস্ত যেমন ভূমিতেই নিহিত হয়, তেমনই বেদমধ্যে কোন স্থলে বিকারি দেবগণের মাহাত্ম্য বর্ণিত থাকলেও তা বস্তুত সর্বকারণের কারণস্বরূপ আপনারই প্রতিপাদক হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

হয়ত কিছু সন্দেহ থাকতে পারে যে পরমেশ্বর ভগবানকে অভিন্নরূপে গণ্য করার সময় বৈদিক মন্ত্রসমূহ সর্বসম্মত ছিল কি না। অবশেষে কিছু মন্ত্র উল্লেখ করছে *ইন্দ্রোযাতোঽবসিতস্য রাজা* অর্থাৎ "সকল স্থাবর জঙ্গম জীবের রাজা হচ্ছেন ইন্দ্র" (*ঋগ্বেদ* ১/৩২/১৫), যখন অন্যেরা বলছেন *অগ্নির্মূর্ধা দিবঃ*, "অগ্নিই হচ্ছেন স্বর্গের প্রধান" এবং এরপরেও অন্যান্য মন্ত্রসমূহ বিভিন্ন বিগ্রহকে পরমরূপে উল্লেখ করছেন। ফলে মনে হতে পারে যে বেদসমূহ এক বহুঈশ্বরবাদী বিশ্ব ধারণা উপস্থাপন করছে।

এই সন্দেহের উত্তর প্রদান করে বেদগণ স্বয়ং এই শ্লোকে বর্ণনা করছেন যে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির কেবল একটিই উৎস রয়েছে, যাকে ব্রহ্মণ বা 'বৃহৎ' বলা হয়, যা সকল অস্তিত্বের পরিব্যাপ্তকারী ও অবলম্বন স্বরূপ একমাত্র সত্য। ইন্দ্র বা অগ্নির মতো কোন সসীম বিগ্রহ যেমন এই অনবদ্য ভূমিকা পূর্ণ করতে পারে না, তেমনি শ্রুতিও এরকম একটি ধারণা প্রস্তাব করার মতো এতটা অজ্ঞ নয়। *ত্বয়ি* শব্দটি দ্বারা এখানে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে যে ভগবান বিষ্ণুই হচ্ছেন একমাত্র পরম ব্রহ্ম। ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাগণ হয়ত নানাভাবে বন্দিত হতে পারেন কিন্তু তারা

কেবল সেই সকল ক্ষমতারই অধিকারী যা ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাদের জন্য অনুমোদন করেন।

বৈদিক ঋষিগণ হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে ইন্দ্র ও অগ্নি সমেত, চক্ষু, কর্ণ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুধাবনীয় সমস্ত কিছুই—এই সমগ্র জগৎ, এক পরম সত্য, পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন, যাকে 'বৃহৎ' বলা হয়, কারণ তিনি হচ্ছেন অবশেষ অর্থাৎ "চূড়ান্ত সার, যা থেকে যায়"। সৃষ্টির সময় ভগবান থেকে সমস্ত কিছু বিস্তার লাভ করে এবং প্রলয়ে তাঁর মধ্যে সমস্ত কিছু লয় প্রাপ্ত হয়। নিরন্তর ভিত্তি রূপে জাগতিক প্রকাশের পূর্বে ও পরে তিনিই বর্তমান থাকেন, দার্শনিকগণ যাকে *উপাদান* রূপে অবগত। অসংখ্য প্রকাশ তাঁর মধ্য থেকে নির্গত হচ্ছে এই সত্য সত্ত্বেও, ভগবান নিত্য অপরিবর্তনীয় রূপে বর্তমান—*অবিকৃতাৎ* শব্দটির মাধ্যমে শ্রুতিগণ এখানে বিশেষভাবে এই ভাবটির উপর জোর দিয়েছেন।

মৃদি বা (যেমন মৃত্তিকার ক্ষেত্রে) কথাটি পরোক্ষ একটি সুপরিচিত সাদৃশ্যের কথা বলে যা *ছান্দোগ্য উপনিষদে* (৬/৪/১) উদ্দালক দ্বারা তার পুত্র শ্বেতকেতুর উদ্দেশে বলা হয়েছিল—*বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্য এব সত্যম্* "জড় জগতের বস্তুসমূহ শুধুমাত্র ভাষা দ্বারা ব্যাখ্যাত রূপান্তরসমূহে, নাম রূপে বর্তমান থাকে, কিন্তু যে মৃত্তিকা হতে ঘট প্রস্তুত হয়েছে সেই উপাদান কারণই হচ্ছে প্রকৃত সত্য।" এক তাল মাটি বিভিন্ন ঘট, মূর্তি ইত্যাদির উপাদান কারণ হলেও মাটি স্বয়ং অপরিবর্তিত থাকে। ঘটনাক্রমে ঘট ও অন্যান্য বস্তুসমূহ বিনষ্ট হবে এবং তারা যেখান থেকে এসেছিল সেই মাটিতে মিশে যাবে। একইভাবে ভগবান হচ্ছেন সামগ্রিকভাবে উপাদান কারণ যদিও তিনি নিত্যত্ব রূপান্তর দ্বারা স্পর্শহীন থাকেন। এই হচ্ছে *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম* (*ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৩/১৪/১) কথাটির তাৎপর্য। এই রহস্যে বিস্মিত হয়ে মহান ভক্ত গজেন্দ্র প্রার্থনা করছেন—

নমো নমস্তেঽখিলকারণায় নিষ্কারণায়াদ্ভুতকারণায়

"আপনি সমস্ত সৃষ্টির মূল স্বরূপ, আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম নিবেদন করি। আপনি সর্বকারণের পরম কারণ আর তাই আপনার কোন কারণ নেই।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৮/৩/১৫)

কি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে এবং কি বেদসমূহে প্রকৃতিকে সৃষ্টির উপাদান কারণ রূপে বিবেচনা করা হয়। এর ফলে ভগবানই যে পরম কারণ এই চরম সত্যের সঙ্গে কোন বিরোধ থাকে না কারণ প্রকৃতি হচ্ছে তাঁরই শক্তি এবং প্রকৃতি স্বয়ং পরিবর্তনের বিষয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২৪/১৯) শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

প্রকৃতির্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ ।
সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তত্রিতয়ন্ত্বহম্ ॥

"*প্রকৃতি* তার মূল উপাদান ও চূড়ান্ত অবস্থা হওয়ায় এই জড় ব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে বাস্তব। ভগবান মহাবিষ্ণু হচ্ছেন প্রকৃতির বিশ্রাম স্থান যা কাল শক্তি দ্বারা প্রকাশিত হয়। এইভাবে প্রকৃতি, সর্বশক্তিমান বিষ্ণু ও সময়, এই আমি পরম ব্রহ্ম হতে ভিন্ন নয়।" প্রকৃতি যদিও রূপান্তরিত হয়, কিন্তু তার অধীশ্বর পরম পুরুষ তা হন না। *প্রকৃতি* হচ্ছে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি, কিন্তু তাঁর অন্য আরেকটি শক্তি রয়েছে—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি—যা *স্বরূপভূতা,* তাঁর অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হতে অভিন্ন। স্বয়ং তাঁর মতো, ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিও কখনও জড় পরিবর্তনের বিষয় হন না।

তাই, ঋষিগণ যাঁরা বেদের মন্ত্রসমূহকে ধ্যানের জন্য গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে মানব কল্যাণার্থে পরিচালিত করেন, বেদের মন্ত্রসমূহ, প্রধানত তাঁদের মনোযোগকে ভগবানের দিকে পরিচালিত করেন। বৈদিক ঋষিগণ তাঁদের মন ও বাক্যের আচরণসমূহকে পরিচালনা করেন, তাই বলা হয় যে তাঁদের উচ্চারণের অন্তর্নিহিত ও আক্ষরিক অর্থ (*অভিধা-বৃত্তি*) সর্বপ্রথমে তাঁর দিকে (ভগবান) এবং কেবলমাত্র গৌণভাবে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারূপ প্রকৃতির ভিন্ন রূপান্তরের দিকে পরিচালিত হয়।

একজন মানুষের পদক্ষেপ যেমন, তা সে কাদা, পাথর বা ইট যার উপরেই স্থাপন করা হোক না কেন তা ভূমিতলকে স্পর্শ করতে ব্যর্থ হয় না, তেমনি বেদসমূহ জাগতিক উৎপন্নতার আয়ত্তের মধ্যে যাই আলোচনা করুন না কেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে পরম-ব্রহ্মকেই বর্ণনা করে। সামগ্রিক বাস্তবতার সঙ্গে এর বিষয়ের সম্পর্কটিকে উপেক্ষা করে জড় সাহিত্য সীমিত প্রপঞ্চকে বর্ণনা করে, কিন্তু বেদগণ সর্বদা তাদের দর্শনকে ভগবানের উপর কেন্দ্রীভূত করেন। *ছান্দোগ্য উপনিষদে* যেমন প্রতিপন্নিত হয়েছে যে *মৃত্তিকেত্য এব সত্যম্* এবং *সর্বং খল্বিদম্ ব্রহ্ম,* বাস্তবতাকে তখনই যথাযথরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় যখন অস্তিত্বের জন্য সবকিছুকে পরম ব্রহ্মের উপর নির্ভরশীল হতে দর্শন করা হয়। একমাত্র ব্রহ্ম হচ্ছেন বাস্তব, কারণ ব্রহ্ম হচ্ছেন পরম ও সর্বকারণের কারণ। এইভাবে *সত্যম্* শব্দটি যেভাবে *মৃত্তিকেত্য এব সত্যম্* বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয়েছে তা অন্য প্রসঙ্গে "উপাদান কারণ" রূপে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছে—

যদুপাদায় পূর্বস্তু ভাবো বিকুরুতে পরম্ ।
আদিরন্তো যদা যস্য তৎ সত্যমভিধীয়তে ॥

"একটি জড় বস্তু, যা প্রয়োজনীয় উপাদান সমুহের এক মিশ্রণ, রূপান্তরের মাধ্যমে আরেকটি জড় বস্তু সৃষ্টি করে। এইভাবে একটি-সৃষ্ট বস্তু আরেকটি সৃষ্ট বস্তুর কারণ ও ভিত্তি হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট ব্যাপারকে সত্য বলা যেতে পারে যে, যে বস্তুটি তার উৎপন্ন হওয়ার কারণ ও মূল, সে সেই বস্তুটির মূল প্রকৃতির অধিকারী।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/২৪/১৮)

ব্রহ্মন্ শব্দটি বিশ্লেষণ করে শ্রীল প্রভুপাদ *লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থে লিখছেন—"*ব্রহ্মন্* শব্দটি সবকিছুর পরম ও সবকিছুর পালককে নির্দেশ করছে। নির্বিশেষবাদিরা আকাশের বিশালতা দেখে আকর্ষিত হয়, কিন্তু তাদের জ্ঞান ভাণ্ডারের দরিদ্রতাবশত তাঁরা কৃষ্ণের বিশালতা দ্বারা আকৃষ্ট হয় না। যদিও আমাদের বাস্তব জীবনে আমরা কোন বড় পাহাড়ের বিশালতায় আকৃষ্ট না হয়ে ব্যক্তির বিশালতায় আকৃষ্ট হই। প্রকৃতপক্ষে *ব্রহ্মন্* শব্দটি কেবল কৃষ্ণের জন্য প্রযোজ্য; তাই *ভগবদ্গীতায়* অর্জুন স্বীকার করেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরব্রহ্ম।

কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম ব্রহ্ম কারণ তিনি অসীম জ্ঞানসম্পন্ন, অনন্ত শক্তি সম্পন্ন, অনন্ত বিক্রমসম্পন্ন, অনন্ত প্রভাব সম্পন্ন, অনন্ত সৌন্দর্য ও অনন্ত বৈরাগ্য সম্পন্ন। তাই *ব্রহ্মন্* শব্দটি কেবলমাত্র কৃষ্ণের জন্যই প্রয়োগ করা যেতে পারে। অর্জুন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যেহেতু নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছে কৃষ্ণের চিন্ময় দেহের কিরণরূপ নির্গত জ্যোতি, কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমব্রহ্ম। সমস্ত কিছুই ব্রহ্মে স্থিত, কিন্তু ব্রহ্ম স্বয়ং কৃষ্ণে স্থিত। তাই কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমব্রহ্ম। জাগতিক উপাদানসমূহকে কৃষ্ণের নিকৃষ্ট শক্তিরূপে গ্রহণ করা হয় কারণ কৃষ্ণ ব্যতীত তাদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দ্বারা মহাজগতের প্রকাশ সংঘটিত হয় এবং প্রলয়ের পর পুনরায় তা তাঁর সূক্ষ্ম শক্তি রূপে কৃষ্ণের দেহে প্রবেশ করে। কৃষ্ণ তাই সৃষ্টি ও প্রলয় উভয়েরই কারণ।"

সারমর্মরূপে শ্রীল শ্রীধর স্বামী প্রার্থনা করছেন—

দ্রুহিণবহ্নিরবীন্দ্র-মুখামরা
জগদ্ ইদং ন ভবেৎ পৃথগুত্থিতম্ ।
বহু-মুখৈর্যপিমন্ত্রগণৈর্যজস্
ত্বম্ উরুমূর্তির অতো বিনিগদ্যসে ॥

"শিব, অগ্নি, সূর্য ও ইন্দ্র প্রমুখ দেবতাগণ এবং জগতের জীবগণের কারুরই আপনাকে ব্যতীত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্ভব নয়। বেদের মন্ত্র সমূহ যদিও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা হয়েছে কিন্তু তারা সকলই, অসংখ্য রূপে প্রকাশিত অজ ভগবান, আপনার সম্বন্ধে বলছে।"

শ্লোক ১৬

ইতি তব সূরয়স্ত্র্যধিপতেঽখিললোকমল-
ক্ষপণকথামৃতাব্ধিমবগাহ্য তপাংসি জহুঃ ।
কিমুত পুনঃ স্বধামবিধুতাশয়কালগুণাঃ
পরম ভজন্তি যে পদমজস্রসুখানুভবম্ ॥ ১৬ ॥

ইতি—এইভাবে; **তব**—আপনার; **সূরয়ঃ**—জ্ঞানী সাধুগণ; **ত্রি**—তিনের (ত্রিলোক অথবা ত্রিগুণ); **অধিপতে**—হে অধিপতি; **অখিল**—অখিল; **লোক**—জগৎ; **মল**—দূষণ; **ক্ষপণ**—যা ক্ষয় করে; **কথা**—আলোচনার; **অমৃত**—অমৃত; **অব্ধিম্**—সাগরে; **অবগাহ্য**—গভীরভাবে ডুব দিয়ে; **তপাংসি**—তাদের ক্লেশ; **জহুঃ**—পরিত্যাগ করেছে; **কিম্ উত**—আর কি বলার আছে; **পুনঃ**—আরও; **স্ব**—তাদের নিজেদের; **ধাম**—শক্তি দ্বারা; **বিধুত**—দূরীভূত; **আশয়**—তাদের মনের; **কাল**—এবং সময়ের; **গুণাঃ**—(অনাকাঙ্ক্ষিত) গুণসমূহ; **পরম**—হে পরম; **ভজন্তি**—পূজা করি; **যে**—যে; **পদম্**—আপনার সত্য প্রকৃতি; **অজস্র**—অবিচ্ছিন্ন; **সুখ**—সুখের; **অনুভবম্**—(সেখানে যা) প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

অতএব, হে ত্রিভুবনপতি, জ্ঞানীগণ, জগতের সকল কলুষ দূরকারী আপনার বিষয়ক কথামৃত সাগরের গভীরে ডুব দিয়ে সকল দুঃখ থেকে মুক্ত হন। হে ভগবান, তাহলে যারা পারমার্থিক শক্তির দ্বারা তাদের মনের কু-অভ্যাস দূরীভূত করে ও নিজেদেরকে কাল মুক্ত করে, এর মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সুখ প্রাপ্ত হয়ে আপনার সত্য প্রকৃতিকে আরাধনা করতে সমর্থ হয়, তাদের সম্বন্ধে আর কি বলার আছে?

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে পূর্ববর্তী শ্লোকে যে সকল শ্রুতির পরম ব্রহ্মের উপস্থাপনাকে নির্বিশেষ মনে হতে পারে, তাঁরা তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। এখন, এই শ্লোকে যাঁরা কেবলমাত্র ভগবানের দিব্য ব্যক্তিত্বকে আলোকপাত করছেন, যাঁরা ভগবানের চিন্ময় লীলাসমূহের কথা বলছেন তাঁরা তাঁর স্তুতি করার জন্য মনোযোগী হয়েছেন।

যেহেতু সকল বেদ সর্বকারণের পরম কারণ স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেন, বিভেদ বিচারী ব্যক্তিদেরও তাই তাঁর পূজা করা উচিত। বুদ্ধিমান ভক্তরা তাঁর মহিমার সমুদ্রে ডুব দিয়ে সকল আত্মার ক্লেশ দূর করতে সাহায্য করেন এবং জড় জীবনের প্রতি তাদের নিজেদের উগ্র আসক্তিকে শিথিল করেন।

এই সকল উন্নত ভক্তরা ধীরে ধীরে কর্ম, জ্ঞান ও যোগের কষ্টকর তপশ্চর্যার অতীত জীবনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে সকল জাগতিক আসক্তি ত্যাগ করেন।

এই সকল ভক্তগণের পরে রয়েছেন সুরিগণ যারা পারমার্থিক সত্যে সুপণ্ডিত, যারা নিজেদের ভগবৎ মহিমার সুধা সমুদ্রে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করে সেই সমুদ্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। ভগবানের এইসকল পরিণত ভক্তগণ অকল্পনীয় পূর্ণতা অর্জন করেন। তাদের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার প্রতিদানে ভগবান তাদেরকে তাঁর নিজ রূপ হৃদয়ঙ্গম করার শক্তি দান করেন। পরমানন্দের সঙ্গে ভগবানের অন্তরঙ্গ লীলাসমূহ ও পার্ষদগণের স্মরণ করে আপনা থেকেই তারা মানসিক কলুষ থেকে এবং জরা ব্যাধির অনিবার্য যন্ত্রণার অনুভব থেকে মুক্ত হন।

ভক্তির বিশুদ্ধকরণ শক্তির উল্লেখ করে শ্রুতিগণ বলছেন *তদ্‌যথা পুষ্কর পলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্তে এবম্ এবম্বিদি পাপং কর্ম ন শ্লিষ্যতে*—"ঠিক যেমন জল পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না, তেমনি পাপও এইভাবে সত্যকে জ্ঞাতজনে লিপ্ত হয় না"। *শতপথ ব্রাহ্মণ* (১৪/৭/২৮); *তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ* (৩/১২/৯/৮); *বৃহৎ-আরণ্যক উপনিষদ্* (৪/৪/২৮); এবং *বৌধায়ন ধর্মশাস্ত্র* (২/৬/১১/৩০) সকলেই একমত যে *ন কর্মণা লিপ্যতে পাপকেন* "এইভাবে কেউ পাপকর্ম দ্বারা কলুষিত হয়ে ওঠাকে পরিহার করতে পারেন।"

ঋগবেদে (১/১৫৪/১) ভগবানের লীলাকে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—*বিষ্ণোর্নুকং বীর্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি* "কেবলমাত্র তিনিই, যিনি জগতের সমগ্র ধুলিকণা গণনা করতে সক্ষম, তিনি ভগবান বিষ্ণুর বিক্রম সমূহ সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করতে পারেন।" বহু শ্রুতি মন্ত্রে ভগবানের প্রতি ভক্তির বন্দনা করা হয়েছে, যেমন *একো বাসী সর্বগো যেহনুভজন্তি ধীরাস্ / তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্*—"তিনিই সেই একমাত্র সর্বত্র বিরাজমান ভগবান ও নিয়ন্তা; কেবলমাত্র সেই সকল জ্ঞানী আত্মাগণ যারা তাঁর ভজনা করেন, তারা নিত্য সুখ প্রাপ্ত হন, অন্য কেউই তা প্রাপ্ত হন না।"

এই বিষয়ে শ্রীল শ্রীধর স্বামী প্রার্থনা করছেন—

সকলবেদগণেরিতসদ্‌গুণস্
ত্বম্ ইতি সর্বমনীষীজনা রতাঃ ।
ত্বয়ি সুভদ্রগুণশ্রবণাদিভিস্
তব পদস্মরণেন গতক্লমাঃ ॥

"যেহেতু সকল বেদগণ আপনার চিন্ময় গুণসমূহ বর্ণনা করে তাই সকল মনস্বীগণ আপনার সর্বশুভপ্রদ গুণাবলীসমূহ শ্রবণ ও কীর্তনের জন্য আকৃষ্ট হন। এইভাবে আপনার পাদপদ্মদ্বয় স্মরণ করার মাধ্যমে তারা সকল জড় ক্লেশ থেকে মুক্ত হন।"

শ্লোক ১৭

দৃতয় ইব শ্বসন্ত্যসুভৃতো যদি তেঽনুবিধা
মহদহমাদয়োঽণ্ডমসৃজন্ যদনুগ্রহতঃ ।
পুরুষবিধোঽন্বয়োঽত্র চরমোঽন্নময়াদিষু যঃ
সদসতঃ পরং ত্বমথ যদেষ্ববশেষমৃতম্ ॥ ১৭ ॥

দৃতয়ঃ—হাপরের গুরুগম্ভীর গর্জন; **ইব**—মতো; **শ্বসন্তি**—তারা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে; **অসুভৃতঃ**—জীবন্ত; **যদি**—যদি; **তে**—আপনার; **অনুবিধাঃ**—বিশ্বস্ত অনুগামী সকল; **মহৎ**—সমস্ত জড় শক্তি; **অহম্**—মিথ্যা অহংকার; **আদয়ঃ**—এবং সৃষ্টির অন্যান্য উপাদান; **অণ্ডম্**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; **অসৃজন্**—সৃষ্টি করেছিল; **যৎ**—যাঁর; **অনুগ্রহতঃ**—কৃপা দ্বারা; **পুরুষ**—জীবের; **বিধঃ**—বিশেষরূপ অনুসারে; **অন্বয়ঃ**—যাঁর অনুপ্রবেশে; **অত্র**—এই সবের মধ্যে; **চরমঃ**—চরম বা পরম; **অন্নময়-আদিষু**—অন্নময়াদি প্রকাশের মধ্যে; **যঃ**—যিনি; **সৎ-অসতঃ**—স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থ থেকে; **পরম্**—স্বতন্ত্র; **ত্বম্**—আপনি; **অথ**—এবং এ ছাড়াও; **যৎ**—যা; **এষু**—এগুলির মধ্যে; **অবশেষম্**—মূল; **ঋতম্**—সত্যপদার্থ।

অনুবাদ

যারা জীবিত প্রাণীদের মতো শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে শুধু মাত্র তারাই আপনার অনুগামী হয়; তা নাহলে তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস কামারের হাপরের ন্যায় হয়ে থাকে। শুধু আপনার কৃপা বলেই মহৎ-তত্ত্ব ও মিথ্যা অহংকারজাত উপাদানসমূহ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছে। অন্নময়াদিরূপে পরিচিত, জীবের সঙ্গে জীবের মতোই জড় দেহ ধারণকারী আবির্ভূত সকলের মধ্যে আপনিই পরম পুরুষ। স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থ থেকে স্বতন্ত্র আপনিই প্রকৃত সত্য-পদার্থ বলে আখ্যাত।

তাৎপর্য

যে তার সবচেয়ে উপকারী হিতাকাঙ্ক্ষী সম্বন্ধে অজ্ঞ বলে তাঁর সেবায় অক্ষম, তার কাছে জীবন উদ্দেশ্যহীন। এরূপ ব্যক্তির শ্বাসকার্যের সঙ্গে কামারের হাপরের বায়ু সঞ্চালনের কোন তফাৎ নেই। মানবজীবন লাভ বদ্ধ-আত্মার কাছে একটা অপূর্ব সুযোগ। কিন্তু জীব তার পরম পুরুষের থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকলে তার অপার্থিব অপমৃত্যু ঘটে। *শ্রীঈশোপনিষদের* কথায় (৩),

অসুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥

"আত্মঘাতী ব্যক্তি যেই হোক না কেন, সে অবশ্যই বিশ্বাসহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন অজ্ঞানতাপূর্ণ লোকে প্রবেশ করে।" *অসূর্যাঃ* অর্থ 'অসুরগণের অর্জিত', এবং তারা ভগবানের প্রতি ভক্তিহীন। *অগ্নি পুরাণে* এই সংজ্ঞার উল্লেখ আছে—

দ্বৌ ভূতস্বর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ ।
বিষ্ণুভক্তিপরো দৈব আসুরস্তদ্ বিপর্যয়ঃ ॥

"এই লোকে দুই প্রকারের সৃষ্ট প্রাণী আছে—দেবতা ও অসুর। যারা বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ তারা দেবতা, আর যারা বিষ্ণুভক্তি বিরোধী তারা অসুর।"

তেমনই, *বৃহদারণ্যক উপনিষদেও* (৪/৪/১৫) বলা হয়েছে, *ন চেদ্ অবেদীন মহতী বিনষ্টিঃ.....যে তদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবোপযান্তি*—"পরম পুরুষকে যে জানে না, তার অবশ্যই চরম ধ্বংসসাধন হয়....যাঁদের শ্রীভগবানের উপলব্ধি হয় তাঁরা অমরত্ব লাভ করেন, কিন্তু যাদের সেই উপলব্ধি হয় না তাদের শাস্তি ভোগ অবশ্যম্ভাবী।" অজ্ঞানতাজনিত দুঃখকষ্টের হাত থেকে মুক্ত হতে হলে ব্যক্তিকে অবশ্যই কৃষ্ণভাবনামৃত জানতে হবে। এই জাগরণের পদ্ধতিটি কঠিন নয়, কেননা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* ভগবান কৃষ্ণ আমাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছেন (৯/৩৪)—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবম্ আত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥

"তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত কর, আমাকে প্রণাম কর এবং আমার পূজা কর। সম্পূর্ণরূপে আমাকে আশ্রয় করে তুমি অবশ্যই আমাকে লাভ করবে।" অযোগ্যতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও শুধু ইচ্ছার বলেই পরমেশ্বরের আস্থাবান ও বিশ্বস্ত সেবক হওয়া যায়। *কঠ উপনিষদে* (২/২/১৩) বলা হয়েছে,

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্ ।
তং পীঠগং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরস্
তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥

"নিত্যের মধ্যে যিনি পরম নিত্য, চেতনের মধ্যে যিনি পরম চেতন, এক হয়েও যিনি বহু প্রাণীর কাম্যবস্তু বিধান করেন। তাঁকে যে সকল জ্ঞানীব্যক্তি আত্মস্থ দেখেন তাদেরই নিত্য শান্তি লাভ হয়, অন্যের নয়।"

কোনটি জীবিত, এবং কোনটি মৃত? জড়বাদী অভক্তদের দেহ-মনে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেলেও তাদের এই বাহ্যরূপ প্রতারণাপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, নিজের

দৈহিক অস্তিত্বের ওপর বদ্ধ-আত্মার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে বর্জ্য পদার্থ নিঃসৃত করতে হয়, মাঝে মাঝে অসুস্থ হতে হয়, এবং ফলস্বরূপ জরাগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়। সে তার অনিচ্ছাকৃতভাবে মনের মধ্যে ক্রোধ, লালসা ও অনুশোচনা পোষণ করে কষ্ট পায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই অবস্থাকে *যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া* (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬১) বা অসহায়ভাবে যন্ত্রচালিত শকটে আরোহণ বলে বর্ণনা করেছেন। আত্মা নিঃসন্দেহভাবে জীবিত, এটা অপ্রত্যাহৃত, কিন্তু জীবের অজ্ঞতাবশত সেই অন্তরাত্মা আবৃত হয়ে আছে এবং জীব তা বিস্মৃত হয়েছে। স্বয়ং চালিত মন এবং প্রকৃতির নির্দেশ পালনকারী দেহ আত্মার সুপ্ত বাসনা চরিতার্থ করতে চাপ সৃষ্টি করে। মায়াবদ্ধ জীবকে আহ্বান করে *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* (২/৫) বলছেন,

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥

"দিব্যস্থান অধিকারী হে অমৃতের পুত্রগণ, আপনারা শ্রবণ করুন।"

সুতরাং, একদিকে স্বাভাবিকভাবে যে জড়দেহকে জীবন্ত বলে মনে হয়—প্রকৃতপক্ষে তা হল প্রকৃতি দ্বারা নিপুণভাবে পরিচালিত জড় যন্ত্র বিশেষ। অপরপক্ষে, জড়বাদীরা যাকে সানন্দে জড় পদার্থরূপে মনে করে সেটা নিজের বুদ্ধিবৃত্তির চেয়ে অধিক শক্তিশালী। বৈদিক সভ্যতা প্রকৃতির পশ্চাতে থাকা বুদ্ধিকে দেবতাদের বুদ্ধি বলে স্বীকার করে। কারণ দেবতারা বিভিন্ন উপাদানের ওপর কর্তৃত্ব করে এবং সর্বোপরি পরমেশ্বর ভগবানই সর্বময় কর্তা। জীবন্ত শক্তির কোন প্রেরণা বা নির্দেশ ছাড়া কোন পদার্থই সুসঙ্গতভাবে কাজ করতে পারে না। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

"হে কুন্তীপুত্র, আমার শক্তিস্বরূপা এই জড়া প্রকৃতি আমার নির্দেশ মতো কাজ করে স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থের সৃষ্টি করছে। এই নিয়মের অধীনে বার বার এই জড় জগতের সৃষ্টি ও বিনাশ হচ্ছে।"

সৃষ্টির প্রারম্ভে, শ্রীভগবান মহাবিষ্ণু সুপ্ত জড়া-প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করছেন। এইরূপে জাগরিত হয়ে সূক্ষ্ম প্রকৃতি অধিক বাস্তবরূপে রূপায়িত হতে শুরু করে—প্রথমে মহৎ-তত্ত্ব তারপর প্রকৃতির গুণত্রয়ের প্রত্যেকটির সঙ্গে যুক্ত মিথ্যা অহংবোধের সূচনা হয়; তারপর ক্রমান্বয়ে মন, বুদ্ধি, জ্ঞান এবং পঞ্চভূত ও তাদের নিয়ন্ত্রক দেবতাদের সঙ্গে বিভিন্ন জড় উপাদানের সৃষ্টি হয়। পৃথকভাবে প্রকাশিত

হওয়ার পরও বিভিন্ন উপাদানের জন্য দায়ী দেবতারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বিশেষ করুণা আরও একবার প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিতে একত্রে কাজ করতে সক্ষম হন না। *শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধে (৩/৫/৩৮-৩৯) এর বর্ণনা করা হয়েছে—

এতে দেবাঃ কলা বিষ্ণোঃ কালমায়াংশলিঙ্গিনঃ ।
নানাত্বাৎ স্বক্রিয়ানীশাঃ প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ো বিভুম্ ॥
দেবা ঊচুঃ
নমাম তে দেব পদারবিন্দং প্রপন্নতাপোপশমাতপত্রম্ ।
যন্মূলকেতা যতয়োঽঞ্জসোরু-সংসারদুঃখং বহিরুৎক্ষিপন্তি ॥

"উল্লিখিত ভৌতিক উপাদানগুলির নিয়ন্ত্রণকারী দেবতারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্ত্যাবিষ্ট কলা। তাঁরা বহিরঙ্গা শক্তির অধীন শাশ্বত কালের প্রভাবে দেহ ধারণ করেন, এবং তাঁরা তাঁর বিভিন্ন অংশ। তাঁদের ওপর ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন কার্যকলাপের ভার অর্পণ করা হয়েছিল, এবং সেগুলি সম্পাদন করতে অক্ষম হয়ে তাঁরা কৃতাঞ্জলিপুটে পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে মনোমুগ্ধকর প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন। দেবতারা বললেন, 'হে ভগবান! আপনার চরণারবিন্দ শরণাগত জীবদের কাছে একটি ছাতার মতো, যা তাঁদের সংসারের সমস্ত ক্লেশ থেকে রক্ষা করে। সেই আশ্রয়ে আশ্রিত মহর্ষিগণ সমস্ত জড়জাগতিক ক্লেশ দূরে ছুড়ে ফেলে দেন। তাই আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।'"

সম্মিলিত দেবতাদের প্রার্থনা শুনে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শুভেচ্ছা প্রদর্শন করেন (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৩/৬/১-৩)—

ইতি তাসাং স্বশক্তীনাং সতীনামসমেত্য সঃ ।
প্রসুপ্তলোকতন্ত্রাণাং নিশাম্য গতিমীশ্বরঃ ॥
কালসংজ্ঞাং তদা দেবীং বিভ্রচ্ছক্তিমুরুক্রমঃ ।
ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানাং গণং যুগপদাবিশৎ ॥
সোঽনুপ্রবিষ্টো ভগবাংশ-চেষ্টারূপেণ তং গণম্ ।
ভিন্নং সংযোজয়ামাস সুপ্তং কর্ম প্রবোধয়ন্ ॥

"এইভাবে ভগবান মহত্তত্ত্ব আদি তাঁর নিজস্ব শক্তির পরস্পর অমিলিতভাবে অবস্থানের জন্য বিশ্ব রচনার প্রসুপ্ত ভাব শ্রবণ করলেন। পরম শক্তিমান ভগবান তখন তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি কালিকাসহ ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

এই বহিরঙ্গাশক্তি কালীই বিভিন্ন উপাদানগুলিকে সংশ্লিষ্ট করেন। এইভাবে যখন পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শক্তির দ্বারা ওই সমস্ত তত্ত্বে প্রবেশ করলেন, তখন সমস্ত জীব বিভিন্ন কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হল, ঠিক যেমন মানুষ ঘুম থেকে উঠে কর্মে প্রবৃত্ত হয়।"

কৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ পাঁচ প্রকার অহংস্তরের দ্বারা আবৃত আত্মার ব্যাখ্যা করেছেন। "এই দেহাভ্যন্তরে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং সবশেষে আনন্দময়রূপে জীবনের পাঁচটি প্রকোষ্ঠ আছে। [*তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীতে* এগুলির উল্লেখ আছে।] জীবনের প্রারম্ভে প্রত্যেক জীবই খাদ্য-সচেতন হয়। শিশুই হোক বা পশুই হোক প্রত্যেকেই উৎকৃষ্ট খাদ্য পেলে তুষ্ট হয়। সচেতনতার এই স্তরে, আহার্য গ্রহণই যেখানে লক্ষ্য, তাকে বলে অন্নময়। *অন্ন* অর্থ 'খাদ্য'। এরপর জীব সচেতনায় বেঁচে থাকতে চায়। কোনরূপ আক্রমণ বা বিনাশ ব্যতিরেকে কেউ যদি তার জীবন অতিবাহিত করতে চায়, তবে সে নিজেকে সুখী বলে ভাবে। এই স্তরকে প্রাণময় বা জীবের অস্তিত্ব সচেতনতার স্তর বলে। এই স্তরের পর জীব যখন মনের স্তরে অবস্থান করে, তখন সেই স্তরকে বলা হয় মনোময় স্তর। জড় সভ্যতা প্রাথমিকভাবে এই তিনটি স্তরে অবস্থিত—অন্নময়, প্রাণময় এবং মনোময়। সভ্য লোকের প্রথম কাজ আর্থিক উন্নতি, পরের কাজ হল ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা, আর তার পরের কাজ কল্পনা, জীবনের মূল্যের প্রতি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি।

"কেউ যদি দার্শনিক জীবনের বিবর্তন পদ্ধতির দ্বারা বুদ্ধিগত জীবনের স্তরে পৌঁছতে পারে এবং বুঝতে পারে যে সে এই জড়দেহ নয়, সে হল জীবাত্মা, তখন তার অবস্থান হয় বিজ্ঞানময় স্তরে। তখন চিন্ময় জীবনের বিবর্তনের দ্বারা সে পরম পুরুষ ভগবানকে, বা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করে। শ্রীভগবানের সঙ্গে কারও সম্পর্কের উন্নতি হলে এবং ভগবৎসেবা-কার্য সম্পাদিত হলে জীবনের সেই স্তরকে কৃষ্ণভাবনামৃত বা আনন্দময় স্তর বলে। আনন্দময় হল জ্ঞান ও অবিনশ্বর যশপূর্ণ আনন্দময় জীবন। *বেদান্ত-সূত্রে* বলা হয়েছে *আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ*। পরম ব্রহ্ম ও অধীনস্থ ব্রহ্ম, বা পরম করুণাময় ভগবান ও জীব উভয়েই প্রকৃতিগতভাবে আনন্দময়। যতক্ষণ পর্যন্ত জীব—*অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়*—জীবনের এই চারটি নিম্নস্তরে অবস্থিত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা জীবনের জড় অবস্থায় আছে বলে বিবেচিত হয়, কিন্তু যখনই জীব *আনন্দময়* স্তরে পৌঁছায় তখনই সে মুক্ত আত্মারূপে অভিহিত হয়। *ভগবদ্গীতায়* এই *আনন্দময়* স্তরকে ব্রহ্মভূত স্তর বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে জীবনের এই ব্রহ্মভূত

স্তরে কোন দুশ্চিন্তা বা কামনা থাকে না। সকল জীবের প্রতি সমানভাবে সহৃদয়ভাবাপন্ন হলে এই *ব্রহ্মভূত* স্তরের সূচনা হয়। তারপর এটা কৃষ্ণভাবনামৃতের দিকে প্রসারিত হয়, যেখানে জীবাত্মা পরম পুরুষের সেবাকার্যের জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে। ভগবৎ সেবার অগ্রগতির জন্য যে আকাঙ্ক্ষা সেটা জড় জীবনের ইন্দ্রিয় তর্পণের আকাঙ্ক্ষা থেকে ভিন্ন। অন্যভাবে বলা যায় চিন্ময় জীবনেও আকাঙ্ক্ষা থাকে, কিন্তু সেটা বিশুদ্ধ হয়ে যায়। আমাদের ষড়রিপু বিশুদ্ধ হলে *অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়* এবং *বিজ্ঞানময়*—এই সকল জড়স্তর থেকে জীব মুক্ত হয়, এবং তারা সর্বোচ্চ আনন্দময় স্তরে উন্নীত হয়।"

"মায়াবাদী দার্শনিকেরা আনন্দময় স্তরকে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হয়ে যাওয়ার স্তর বলে মনে করে। তাদের কাছে *আনন্দময়* মানে হল পরমাত্মা ও জীবাত্মা এক। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল একত্ব বলতে এটা বোঝায় না যে, ব্যক্তি সত্ত্বা বাদ দিয়ে পরমাত্মার সঙ্গে মিশে যাওয়া। চিন্ময় অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে যাওয়া হল পরমেশ্বরের সঙ্গে শ্রীভগবানের অবিনশ্বরত্ব ও জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির গুণগত একত্বের উপলব্ধি। কিন্তু ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হলেই প্রকৃত *আনন্দময়* স্তর লাভ করা যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সেটা প্রতিপন্ন হয়েছে, *মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।* পরম পুরুষ ও জীবের মধ্যে ভালবাসার বিনিময় হলেই *ব্রহ্মভূত আনন্দময় স্তর* সম্পূর্ণ হয়। জীবনের *আনন্দময়* স্তরে না পৌঁছালে জীবের শ্বাস-প্রশ্বাস কামারশালায় কামারের হাপরের বায়ু সঞ্চালনের মতো, তার আয়ুষ্কাল বৃক্ষের আয়ুষ্কালের মতো, এবং সে হীনস্তরের পশু উট, শূকর ও কুকুরের চেয়ে কিছু উন্নত নয়।"

মায়ার আবরণে আবদ্ধ জীব যেমন কর্মবন্ধনে আবদ্ধ, পরমাত্মা সেরূপ আবদ্ধ নন। বরং এই সকল জড় আবরণের সঙ্গে পরমাত্মার সম্পর্ক হল বৃক্ষশাখার ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দৃশ্যমান চাঁদের সঙ্গে সম্পর্কের মতো। পরমাত্মা হলেন *সদসৎ পরম,* তিনি *অন্নময়* আদির সূক্ষ্ম ও স্থূল প্রকাশের প্রতি সর্বদা দিব্যভাবময়, যদিও তিনি তাদের মধ্যে সকল কার্যাবলীর অনুমোদনকারী সাক্ষিরূপে প্রবেশ করেছেন। তাদের শেষ যুক্তি হিসাবে বলা হয়েছে—এক অর্থে পরমাত্মা হলেন সৃষ্টির সুস্পষ্ট ফলের সঙ্গে অভিন্ন, কিন্তু তাঁর স্বরূপে তিনি হলেন স্পষ্ট। এই দ্বিতীয় অর্থে তিনি হলেন একমাত্র *আনন্দময়,* পঞ্চ কোশের শেষ কোশ। তাই *শ্রুতিগণ* তাঁকে অবশিষ্ট উপাদান রূপে সম্বোধন করছেন। *তৈত্তিরীয় উপনিষদের* (২-৭) শ্লোকেও এর উল্লেখ আছে—*রসো বৈ সঃ।* পরমেশ্বর ভগবান তাঁর স্বরূপের মাঝে ভগবৎ সেবার রস উপভোগ করেন এবং জীব এই প্রকার রস আস্বাদন করেই সুখী হয়ে থাকে। *রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতিঃ* "তিনি রসস্বরূপ, আর এই রস

উপলব্ধি *জীব* পূর্ণানন্দ লাভ করে।" অথবা এই শ্লোকে, মূর্ত *বেদের* ভাষায় পরমাত্মা হলেন *ঋতম্*, যাকে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী "মহামুনির উপলব্ধি" বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে সকল নির্ভরযোগ্য শাস্ত্রের শেষ কথা *রসো বৈ সঃ* এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত অসীম দিব্য আনন্দরূপে প্রকাশিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ। *শ্রীগোপাল-তাপনী শ্রুতিতে* (উত্তর ১৬) উল্লেখ আছে, *যোঽসৌজাগ্রৎ-স্বপ্নসুষুপ্তিমাতীত্য তুর্য্যাতীতো গোপালঃ*—"গোপাল কৃষ্ণ ভগবান শুধুমাত্র জাগরণ, স্বপ্ন ও গভীর নিদ্রা সম্বন্ধেই সচেতন ছিলেন না, শুদ্ধ চতুর্থ জগৎ সম্পর্কেও দিব্য সচেতন ছিলেন।" *আনন্দময়* পরমাত্মা হলেন ভগবান শ্রীগোবিন্দের এক বিশেষ আকৃতি মাত্র। তাঁর ঘোষিত বাণী *বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ*— "আমি আমার এক অংশের দ্বারা সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছি।" (*ভগবদ্গীতা* ১০/৪২)

এইভাবে শ্রুতি কৌশলে নিরূপণ করেছেন যে পরম পুরুষ শ্রীভগবানের বিভিন্ন রূপের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই পরম প্রকাশ। এই উপলব্ধির পরেই শ্রীনারদমুনি ভগবান নারায়ণ ঋষির সম্মুখে দাঁড়িয়ে ওপরে এই বলে প্রণাম নিবেদন করেছেন—*নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়ামলকীর্তয়ে* (শ্লোক ৪৬)

শ্রীল শ্রীধর স্বামী নিম্নে উল্লিখিত শ্লোকের ওপর তাঁর মন্তব্যসহ উপসংহার টেনেছেন—

নরবপুঃ প্রতিপাদ্য যদি ত্বয়ি শ্রবণ-বর্ণন-সংস্মরণাদিভিঃ ।
নর-হরে ন ভজন্তি নৃণাম্ ইদং দৃতি-বদুচ্ছ্বসিতং বিফলং ততঃ ॥

"হে ভগবান নরহরি, এই নরদেহ প্রাপ্ত জীবেরা যদি আপনার পূজন, আপনার কথা শ্রবণ, আপনার মহিমা কীর্তন, স্মরণ এবং অন্যান্য ভক্তিমূলক ক্রিয়া সম্পাদন না করে, তবে তারা কামারের হাপরের মতো বৃথাই জীবন-ধারণ করে।"

শ্লোক ১৮

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্ ।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥ ১৮ ॥

উদরম্—উদর; **উপাসতে**—উপাসনা করে; **যে**—যে; **ঋষি**—মুনিদের; **বর্ত্মসু**—গৃহীত পদ্ধতি অনুসারে; **কূর্প**—স্থূল; **দৃশঃ**—তাদের দৃষ্টি; **পরিসর**—সেখান থেকে সকল নাড়ি উদ্ভূত হয়েছে; **পদ্ধতিম্**—গ্রন্থি; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **আরুণয়ঃ**—আরুণি মুনি সম্প্রদায়; **দহরম্**—সূক্ষ্ম; **ততঃ**—তারপর; **উদ্গাৎ**—(আত্মা) উদ্গত হয়; **অনন্ত**—হে অনন্ত ব্রহ্ম; **তব**—আপনার; **ধাম**—উপলব্ধি-স্থান; **শিরঃ**—মস্তকে; **পরমম্**—পরম লক্ষ্য-স্থল; **পুনঃ**—পুনরায়; **ইহ**—এই সংসারে; **যৎ**—যা; **সমেত্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **ন পতন্তি**—তারা পতিত হয় না; **কৃত-অন্ত**—মৃত্যুর; **মুখে**—মুখে।

অনুবাদ

মহান ঋষিদের দ্বারা স্থাপিত পদ্ধতির অনুসারীদের মধ্যে স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উদরস্থিত ব্রহ্মের উপাসনা করে থাকেন, কিন্তু আরুণি সম্প্রদায় যাবতীয় নাড়ীসমূহের উৎসস্বরূপ হৃদয়ে অবস্থিত সূক্ষ্ম বস্তুরই উপাসনা করেন। হে অনন্ত ব্রহ্ম, এই সকল উপাসক সেই হৃদয় থেকে পরম জ্যোতির্ময় মস্তকে তাদের বিবেককে জাগ্রত করে, যেখানে তারা আপনাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে পারে। তারপর ব্রহ্মরন্ধ্রের ভিতর দিয়ে চরম লক্ষ্যস্থলের দিকে গিয়ে সেই স্থলে পৌঁছায় যেখান থেকে তারা আর মৃত্যুমুখে পতিত হয় না।

তাৎপর্য

এখানে ধ্যানযোগ শিক্ষাদাতা শ্রুতিগণ পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করছেন। যোগের বিভিন্ন পদ্ধতি হল অধিকাংশের ক্রমোন্নয়ন এবং চিত্তবিক্ষেপের পূর্ণ সুযোগ। তৎসত্ত্বেও যোগের নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হল পরমাত্মার ধ্যান, যাঁর প্রাথমিক আবাস জীবাত্মার পাশে হৃদয়-অভ্যন্তরে। হৃদয়ে এই পরমাত্মার প্রকাশ খুবই সূক্ষ্ম এবং তা উপলব্ধি করা কঠিন। শুধুমাত্র উন্নত যোগীরাই সেই পরমাত্মার উপলব্ধি করতে পারেন।

নবদীক্ষিত ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগণ মূলশক্তির কোন এক নিম্ন কেন্দ্রে, যেমন মেরুদণ্ডের নিম্নভাগে মূলাধার চক্রে, নাভিদেশে স্বাধিষ্ঠান চক্রে বা উদর প্রদেশে মণিপুর চক্রে পরমাত্মার দ্বিতীয় উপস্থিতির ওপর আলোকপাত করে প্রায়ই অনুশীলন করে থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিম্নে উল্লিখিতভাবে মণিপুর চক্রে পরমাত্মারূপে তাঁর প্রকাশের উল্লেখ করেছেন—

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥

"আমি জঠরাগ্নিরূপে প্রাণীগণের দেহ আশ্রয় করে প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগে চার প্রকার খাদ্য পরিপাক করি।" (*ভগবদ্গীতা* ১৫/১৪) ভগবান বৈশ্বানর খাদ্য

পরিপাক ক্রিয়া পরিচালনা করেন এবং সাধারণভাবে পশু, মানুষ ও দেবতাদের চলচ্ছক্তি প্রদান করেন। শ্রুতিগণের বিচারে যাঁরা ভগবানের এই রূপের উপাসনায় মগ্ন তারা কূর্প বা "ধূলি আচ্ছাদিত দৃষ্টি সম্পন্ন" অর্থাৎ স্থূল দৃষ্টি সম্পন্ন।

অপরপক্ষে, আরুণি নামে উচ্চতর যোগীরা হৃদয়স্থ জীবের ভিতরে বসবাসকারী সঙ্গীরূপে পরমাত্মাকে আরাধনা করেন। পরমেশ্বর শ্রীভগবান তাঁর অধীনস্থ সকলকে জ্ঞানশক্তি দান করেন এবং সমস্ত রকম বাস্তব বুদ্ধি দ্বারা উৎসাহিত করেন। রক্ত সঞ্চালনের মূলাধার জড় হৃদয়ের ন্যায় সূক্ষ্ম হৃদয়-চক্র নাড়ীরূপে শরীরের বহির্দেশে প্রসারিত। এই সকল নাড়ী যথেষ্ট বিশুদ্ধ হলে আরুণি ঋষিরা হৃদয়দেশ পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়ে ব্রহ্মচক্রে উত্থিত হন। এই চক্র ব্রহ্ম-রন্ধ্রের মাধ্যমে দেহ ত্যাগকারী ঋষিরা সরাসরি পরমপুরুষ শ্রীভগবানের রাজ্যে পৌঁছে যান। সেখান থেকে আর তাঁদের পুনর্জন্মের প্রয়োজন হয় না। এইরূপে সঠিকভাবে অনুসৃত ধ্যানযোগের অনিশ্চিত পদ্ধতিতেও শুদ্ধ ভক্তি লাভ করা যায়।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর অনেক *শ্রুতি-মন্ত্র* উচ্চারণ করেছেন, যেগুলি *উদরং ব্রহ্মেতি শার্করাক্ষা উপাসতে হৃদয়ং ব্রহ্মেত্যারুণয়ো ব্রহ্মাহৈবৈতা ইত ঊর্ধ্বং ত্বেবোদসর্পং তচ্ছিরোঽশ্রয়তে*—এই শ্লোকটির প্রতিটি শব্দে প্রতিধ্বনিত। "উদরস্থ ব্রহ্মকে শনাক্ত করতে তাদের দৃষ্টি ধূলি আচ্ছাদিত, অপরদিকে আরুণ আদি ঋষিগণ হৃদয়স্থিত ব্রহ্মের উপাসনা করেন। প্রকৃত ব্রহ্ম-উপলব্ধ ব্যক্তি ব্রহ্ম-রন্ধ্রে প্রকাশিত শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করবার জন্য হৃদয় থেকে ঊর্ধ্বদিকে যাত্রা করেন।"

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্
তাসাং মূর্ধানমভিনিঃ সৃতৈকা ।
তয়োর্ধ্বমায়ন্ন মৃতত্বমেতি
বিশ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥

"মানুষের হৃদয় থেকে নিঃসৃত একশো একটি নাড়ী আছে। তার মধ্যে একটি নাড়ী—সুষুম্না—ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে বের হয়েছে। মৃত্যুকালে এই নাড়ী দ্বারা ঊর্ধ্বে গমন করে জীব অমৃতত্ত্ব লাভ করে, অন্যান্য নাড়ীসমূহ উৎক্রমণের কারণ হয়। (*ছান্দোগ্য উপনিষদ ৮/৬/৬*)

উপনিষদ সকল বারবার অন্তরস্থ পরমাত্মার উল্লেখ করেছেন। *শ্রীশ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* (৩/১২-১৩) নিম্নে উল্লেখিতভাবে পরমাত্মার বর্ণনা করেছেন—

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্তকঃ ।
সুনির্মলামিমং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥

"এই পরমেশ্বরই মহান প্রভু এবং পুরুষ, সুনির্মল পরমপদ যা থেকে লাভ করা যায় সেই বুদ্ধিসত্ত্বাকে ইনিই প্রেরণ করেন। ইনিই সকলের নিয়ন্তা, স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃস্বরূপ এবং অবিনাশী। অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ সেই পরম পুরুষ অন্তরাত্মারূপে সর্বদা প্রাণিগণের হৃদয়ে অবস্থিত। প্রকৃত বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা হৃদয়-অভ্যন্তরে সেই জ্ঞানপুরুষকে উপলব্ধি করা যায়। তাঁর এই তত্ত্ব যাঁরা জানেন তাঁরা অমর হন।"

উপসংহারে শ্রীল শ্রীধর স্বামী প্রার্থনা করছেন—

উদরাদিষু যঃ পুংসাং চিন্তিতো মুনিবর্ত্মভিঃ ।
হন্তি মৃত্যু-ভয়ং দেবো হৃদ্-গতং তমুপাস্মহে ॥

"হৃদয়-অভ্যন্তরে অবস্থিত পরম পুরুষকে আরাধনা করতে হবে। মুনি-ঋষিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সর্বগ্রাহ্য পন্থায় উদর এবং অন্যান্য অঙ্গে তার স্বরূপের চিন্তা ও ধ্যান করলে বিনিময়ে ভগবান নশ্বর প্রাণীকুলকে মৃত্যুভয় শূন্য করেন।"

শ্লোক ১৯

স্বকৃতবিচিত্রযোনিষু বিশন্নিব হেতুতয়া
তরতমতশ্চকাস্স্যনলবৎ স্বকৃতানুকৃতিঃ ।
অথ বিতথাস্বমূষ্ববিতথং তব ধাম সমং
বিরজধিয়োঽনুযন্ত্যভিবিপণ্যব একরসম্ ॥ ১৯ ॥

স্ব—(আপনার) নিজের দ্বারা; **কৃত**—সৃষ্ট; **বিচিত্র**—বিভিন্ন বর্ণের ছোপ; **যোনিষু**—জীব প্রজাতির ভিতর; **বিশন্**—প্রবেশ করে; **ইব**—আপাতভাবে; **হেতুতয়া**—তাদের প্রেরণারূপে; **তরতমতঃ**—প্রধান পুরোহিতগণের মতে; **চকাস্সি**—দৃশ্যমান হওয়া; **অনলবৎ**—অগ্নি সদৃশ; **স্ব**—আপনি নিজে; **কৃত**—সৃষ্টি; **অনুকৃতিঃ**—অনুকরণ করে; **অথ**—অতএব; **বিতথাসু**—অপ্রকৃত; **অমূষু**—এগুলির মধ্যে (বিভিন্ন প্রজাতি); **অবিতথম্**—প্রকৃত; **তব**—আপনার; **ধাম**—প্রকাশ; **সমম্**—অভিন্ন; **বিরজ**—নিষ্কলঙ্ক; **ধিয়ঃ**—যাদের মন; **অনুযন্তি**—উপলব্ধি করে; **অভিবিপণ্যবঃ**—যারা জড় আসক্তি মুক্ত (পণ); **এক-রসম্**—অপরিবর্তনীয়।

অনুবাদ

আপনার সৃষ্ট উচ্চ ও নিম্নযোনি সম্ভূত বিভিন্ন প্রজাতির জীবদেহে প্রবেশ করে তাদের মতো করে আপনি নিজেকে প্রকাশ করে তাদের কার্যে উৎসাহ দান করেন, ঠিক অগ্নি যেরূপ দাহ্যবস্তুর আকার অনুসারে বিভিন্নরূপে নিজেকে প্রকাশ করে। তাই নিষ্কলঙ্ক বুদ্ধি সম্পূর্ণ জড় আসক্তি মুক্ত জীবেরা সকল নশ্বর জীবের মধ্যে আপনার অভিন্ন, অপরিবর্তনীয় সত্তাকে স্থায়ী সত্য বলে উপলব্ধি করেন।

তাৎপর্য

মূর্তিমান *বেদের* প্রার্থনার মাঝে শ্রুতিগণের মতে পরমাত্মার অসংখ্য প্রকারে জীবদেহে প্রবেশের বর্ণনা শুনে কোন সমালোচক প্রশ্ন করতে পারে, অসীমিত পরম পুরুষ কিভাবে এটা করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, অদ্বৈত দর্শনের সমর্থকেরা পরমাত্মা ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোন প্রয়োজনীয় পার্থক্য দেখে না। নির্বিশেষবাদীদের ধারণায় ভগবান দুর্বোধ্যভাবে নিজেকে মায়ার ফাঁদে জড়িয়ে ফেলেছেন, এবং এইভাবে তিনি প্রথমে মূর্তিমান ভগবান এবং তারপর দেবতা, মানুষ, পশু, বৃক্ষলতাদি, এবং অবশেষে পদার্থে পরিণত হয়েছেন। শঙ্করাচার্য ও তাঁর অনুগামিগণ পরমপুরুষের ওপর মায়া কিভাবে আরোপিত হয়েছে সেই সূত্রের সমর্থনে বৈদিক প্রমাণের উল্লেখ করতে গভীর বেদনা বোধ করেছেন। কিন্তু তাদের নিজস্ব মত প্রকাশ করে বেদসমূহ এই আপত্তির জবাব দিয়েছেন এবং মায়াবাদের নির্বিশেষ তত্ত্বের ওপর তাঁদের কর্তৃত্ব আরোপ করতে অস্বীকার করেছেন।

সৃজনের এই প্রক্রিয়াকে প্রযুক্তিগতভাবে *সৃষ্টি*, "উৎপাদন" বলে। পরম পুরুষ ভগবান তাঁর বিচিত্র শক্তি সৃষ্টি করেন, এবং এই সকল সৃষ্টি তাঁর স্বভাব প্রাপ্ত হয়ে তাঁর থেকে স্বতন্ত্র থাকেন। *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ* তত্ত্বের প্রকৃত বৈদিক দর্শনে এই ঘটনা প্রকাশিত আছে। এইভাবে প্রতিটি স্বতন্ত্র আত্মা একটি স্বতন্ত্র জীব হলেও সকল আত্মাই ভগবানের একই দিব্যবস্তু নিয়ে গঠিত। তারা ভগবানের দিব্য সত্তা গ্রহণ করার ফলে জীব সকলও তাঁর মতো অজ ও নিত্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনকে নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকটি বলে এই কথা প্রতিপন্ন করেছেন—

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃ পরম্ ॥

"এমন কোন সময় ছিল না যখন আমি, তুমি এবং এই সমস্ত রাজারা ছিল না; এবং ভবিষ্যতেও কখনও আমাদের অস্তিত্ব বিনষ্ট হবে না।" (*ভগবদ্গীতা* ২/১২) যারা পরমেশ্বর ভগবানের সেবাকার্য থেকে নিজেদের পৃথক করতে চায় জড় সৃষ্টি

সেই সকল জীবদের জন্য একটা বিশেষ বিন্যাস এবং এইভাবে যেখানে তারা স্বাধীন হতে চেষ্টা করতে পারে সৃষ্টি সেখানে নকল জগৎ সৃজনের কাজে জড়িয়ে পড়ে।

বহু প্রজাতির জড়জীব সৃষ্টির পর, পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেক জীবের নিত্যকার প্রয়োজন মেটাতে তাদের বুদ্ধি ও প্রেরণা যোগাবার জন্য পরমাত্মারূপে নিজের সৃষ্টি বিস্তার করেন। *তৈত্তিরীয় উপনিষদে* (২/৬/২) উল্লেখ আছে, *তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ*— "এই জগৎ সৃষ্টি করে তিনি তাতেই অনুপ্রবিষ্ট হলেন।" জড় জগতের সঙ্গে কোন যোগসূত্র সৃষ্টি না করেই শ্রীভগবান তাতে প্রবিষ্ট হলেন; শ্রুতিগণ এই বিষয়টি *বিশন্নিব* উক্তির দ্বারা ঘোষণা করছেন। *তরতমতশ্চকাস্যসি* অর্থ পরম দেবতা ব্রহ্মা থেকে শুরু করে তুচ্ছ কীট পর্যন্ত সকল জীবদেহে পরমাত্মা প্রবেশ করেন, এবং মুক্তির জন্য প্রত্যেক আত্মার ক্ষমতানুযায়ী তাঁর শক্তির মাত্রার তারতম্য প্রদর্শন করেন। *অনলবৎ স্বকৃতানুকৃতিঃ*—বিভিন্ন বস্তুতে প্রবিষ্ট অগ্নি যেমন সকল বস্তুকেই প্রজ্বলিত করে তেমনই সকল জীবদেহেই পরমাত্মা প্রবেশ করে সকল বদ্ধ আত্মার ক্ষমতা অনুযায়ী তাদের বিবেক জাগ্রত করেন। জড় সৃষ্টি ও ধ্বংসের মাঝেও সমস্ত জীবের ঈশ্বর নিত্যরূপে অপরিবর্তিত থাকেন। *এক রসম্* শব্দের দ্বারা সেই কথাটিই এখানে ব্যক্ত হয়েছে। অন্য কথায়, শ্রীভগবান তাঁর মূর্তিমান অসীম অকলঙ্ক দিব্য আনন্দময় রূপ চিরকাল রক্ষা করছেন। বিরল প্রাণীরা যারা জড় সম্পর্ক থেকে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন রাখে বা যারা কোনরূপ জাগতিক সম্পর্ক থেকে মুক্ত, তারাই পরম পুরুষ ভগবানকে অবিকৃতরূপে জানতে পারে। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই এই সকল মহাত্মাদের পথ অনুসরণ করা উচিত এবং তাদের কাছে শ্রীভগবানের সেবাকার্যে রত হওয়ার সুযোগ প্রার্থনা করা উচিত।

শ্রুতিগণের দ্বারা আবৃত্ত প্রার্থনায় তাঁদের কার্যপ্রণালীর সঙ্গে *শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে* প্রকাশিত নিম্নে উদ্ধৃত মন্ত্রের কোন পার্থক্য নেই—

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা ।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥

"এক, অদ্বিতীয় দেব সর্বভূতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত আছেন। তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতের অন্তরস্থিত আত্মা। অন্তরস্থ পরমাত্মারূপে তিনি সকলের জড়কার্যাবলী পরিদর্শন করেন। এইরূপে তাঁর মধ্যে কোন জড় গুণাবলী না থাকায় তিনি অতুলনীয় দ্রষ্টা এবং চেতনা প্রদানকারী সর্বভূতেশ্বর।"

শ্রীল শ্রীধর স্বামী তাঁর নিজ প্রার্থনা নিবেদন করছেন—

স্বনির্মিতেষু কার্যেষু তারতম্য-বিবর্জিতম্ ।
সর্বানুস্যূত-সন্-মাত্রং ভগবন্তং ভজামহে ॥

যিনি তাঁর সৃষ্টির মাঝে প্রবেশ করেও সকল উন্নত ও অনুন্নত জড়বিন্যাস থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন, সেই পরমপুরুষকে আমাদের পূজা করতে হবে। তিনি সর্বব্যাপী বিশুদ্ধ, অভিন্ন সত্তা।

শ্লোক ২০

স্বকৃতপুরেষ্বমীষ্বহিরন্তরসম্বরণং
তব পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতোঽংশকৃতম্ ।
ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং
ভবত উপাসতেঽঙ্ঘ্রিমভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ ॥ ২০ ॥

স্ব—নিজের দ্বারা; **কৃত**—সৃষ্ট; **পুরেষু**—দেহে; **অমীষু**—এই সকল; **অবহিঃ**—বাহ্যিক নয়; **অন্তর**—অথবা অভ্যন্তরীণ; **সংবরণম্**—যার তথ্যপূর্ণ আবরণ; **তব**—আপনার; **পুরুষম্**—জীব; **বদন্তি**—(বেদ) বলেন; **অখিল**—সকল বিশ্বের; **শক্তি**—শক্তি; **ধৃতঃ**—অধিকারীর; **অংশ**—অংশ; **কৃতম্**—প্রকাশিত; **ইতি**—এই প্রকারে; **নৃ**—জীবের; **গতিম্**—পদমর্যাদা; **বিবিচ্য**—নির্ণয় করে; **কবয়ঃ**—মনীষিগণ; **নিগম**—বেদ সমূহের; **আবপনম্**—সকল বৈদিক অর্ঘ্য অর্পণ ক্ষেত্র; **ভবতঃ**—আপনার; **উপাসতে**—উপাসনা করেন; **অঙ্ঘ্রিম্**—পাদমূল; **অভবম্**—সংসারভয় দূর করে; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **বিশ্বসিতাঃ**—বিশ্বাস সহকারে।

অনুবাদ

প্রত্যেক জীব বিভিন্ন শরীরে অবস্থান করে বস্তুত স্থূল বা সূক্ষ্ম পদার্থের দ্বারা আবরণশূন্য হয়ে নিজ কর্ম বশে দেহ সৃষ্টি করছে। বেদসমূহের বর্ণনা মতে এর কারণ হল জীব সর্বশক্তিমান আপনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটাকে নরের পদমর্যাদা রূপে নির্ণয় করে অনুপ্রাণিত মনীষিগণ বিশ্বাস সহকারে এই পৃথিবীতে যাবতীয় বৈদিক কর্মসমূহের অর্পণ-স্থল ও মুক্তির উৎসস্বরূপ আপনার শ্রীপাদপদ্মের উপাসনা করে থাকেন।

তাৎপর্য

বদ্ধ আত্মার জড়দেহে বাসকারী পরমেশ্বর ভগবানই শুধু সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ থাকেন না, অতি ক্ষুদ্র জীবাত্মাও কখনও বার বার জন্ম-মৃত্যুর ফলে অর্জিত কামনা-বাসনার

আবরণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শিত হয় না। *তৈত্তিরীয় উপনিষদ* (৩/১০/৫) তাই ঘোষণা করছেন, *স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ*—"যিনি পুরুষের হৃদয়াকাশে আর যিনি সূর্যমণ্ডলে আছেন—উভয়েই এক।" তেমনই *ছান্দোগ্য উপনিষদের* (৬/৮/৭) শিক্ষা, *তত্ত্বমসি* "পরম সত্য থেকে আপনি অভিন্ন।"

এই প্রার্থনায় মূর্তিমান বেদসমূহ জড় জীবের সসীম উপভোক্তাকে পরমেশ্বর ভগবানের সকল অপার্থিব শক্তির স্বরূপ বলে নির্দেশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর "স্বাংশরূপে সৃষ্ট" কথাটি সঠিকভাবে অবশ্যই বুঝতে হবে। যে কোন সময়ে জীবের সৃষ্টি হয় না, বা সর্বশক্তিমান বিষ্ণুতত্ত্বরূপে প্রকাশের ন্যায় শ্রীভগবানের প্রকাশের মতোও জীবের প্রকাশ হয় না। পরমাত্মা হলেন সকলের উপাস্য, এবং অধীন জীবাত্মা হলেন পরমাত্মার উপাসক। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ব্যক্তিত্বের অসংখ্য দৃষ্টিকোণে নিজেকে প্রদর্শিত করে তাঁর লীলা প্রকাশ করেন, কিন্তু জীব তার সঞ্চিত কর্মের নির্দেশ মতো দেহ পরিবর্তনে বাধ্য হয়। *শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রের* মতে—

যৎতটস্থং তু চিদ্‌রূপং স্ব-সংবেদ্যাদ্ বিনির্গতম্ ।
রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে ॥

"সম্বিৎ শক্তিজাত স্বাভাবিক চিৎশক্তি এবং জড়া প্রকৃতির আসক্তির দ্বারা কলুষিত তটস্থাশক্তিকে জীব বলে।"

জীবাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ হলেও জীব তার চিন্ময় ও জড় পদার্থের মধ্যবর্তী তটস্থরেখায় অবস্থিত স্বাভাবিক অবস্থানের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বাধীন বিষ্ণুরূপের প্রকাশ থেকে পৃথক। *মহাবরাহ পুরাণে* এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে—

স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বিধা শ ইষ্যতে ।
অংশিনো যত্তু সামর্থ্যং যৎ স্বরূপং যথাস্থিতিঃ ॥
তদেব নাণুমাত্রোঽপিভেদং স্বাংশাংশিনোঃ ক্বচিৎ ।
বিভিন্নাংশোঽল্পশক্তিঃ স্যাৎ কিঞ্চিৎ সামর্থ্যমাত্রযুক্ ॥

"দুইভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়—তাঁর স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ প্রকাশ। এই স্বাংশ ও তাঁদের অংশীর মধ্যে যে সামর্থ্য, যে স্বরূপ বা স্থিতি তার সঙ্গে কোন অপরিহার্য ভেদ নেই। অপরদিকে বিভিন্নাংশ অল্পশক্তি বিশিষ্ট হয় এবং ভগবানের কিঞ্চিৎ ক্ষমতা মাত্র যুক্ত হয়।"

এই বিশ্বে বদ্ধ আত্মা যেন অন্তর বাহির উভয় দিক থেকেই মায়ার আবরণে আবদ্ধ। বাহ্যিকভাবে সে তার দেহ ও পরিবেশের স্থূল বস্তুর দ্বারা আবরিত হলেও

ভিতরের দিক থেকে বাসনা ও বিরূপতা তার বিবেককে আঘাত করে। কিন্তু জ্ঞানী ঋষিগণের অপার্থিব দৃষ্টিতে উভয় প্রকার জড় আবরণই অসার। আত্মার স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণের ওপর ভিত্তিশীল ভুল ধারণাগুলি যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করে চিন্তাশীল ব্যক্তি সিদ্ধান্ত করতে পারেন যে আত্মা জড় বস্তু নয়, বরং আত্মা হল দিব্যশক্তিসম্পন্ন এক দিব্য স্ফুলিঙ্গ, পরমেশ্বর ভগবানের দাস। এটি উপলব্ধি করে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অর্চনা করতে হবে; বৈদিক শাস্ত্রবৃক্ষের প্রস্ফুটিত ফুলই হল এই অর্চনার উপকরণ। শ্রীভগবানের চরণকমলের দীপ্তি বৈদিক যাগ-যজ্ঞের দ্বারা কারও হৃদয়ে লালিত ও উপলব্ধ হলে সংসার বন্ধন থেকে তার আপনা থেকেই মুক্তি লাভ হয় এবং ভগবানের করুণার প্রতি তার অপরিবর্তনীয় বিশ্বাস জন্মায়। এই জড় জগতে বাস করেও মানুষ এই সকল গুণ অর্জন করতে পারে। *গোপাল-তাপনী উপনিষদে* (উত্তর ৪৭) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,

মথুরামণ্ডলে যস্তু জম্বুদ্বীপে স্থিতোঽথ বা ।
যোঽর্চয়েৎ প্রতিমাং প্রতি স মে প্রিয়তরো ভুবি ॥

"মথুরা বা জম্বুদ্বীপের যে কোন স্থানে যে আমার বিগ্রহের পূজা করে, এই বিশ্বে নিশ্চিতরূপেই সে আমার অতি প্রিয় হয়।"

শ্রীল শ্রীধর স্বামী প্রার্থনা করছেন,

ত্বদংশস্য মমেশান ত্বন্মায়াকৃতবন্ধনম্ ।
তদঙ্ঘ্রিসেবামাদিশ্য পরানন্দ নিবর্তয় ॥

"হে জগদীশ্বর, হে স্বাংশ প্রকাশ, আপনার মায়ার বন্ধন থেকে কৃপা করে আমাকে মুক্ত করুন। হে পরমানন্দের আকর, কৃপাপূর্বক আপনার শ্রীপাদপদ্মসেবায় আমাকে নিযুক্ত করুন।"

শ্লোক ২১

দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্ততনো-
শ্চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্তপরিশ্রমণাঃ ।
ন পরিলষন্তি কেচিদপবর্গমপীশ্বর তে
চরণসরোজহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্টগৃহাঃ ॥ ২১ ॥

দুরবগম—দুর্বোধ্য; **আত্ম**—নিজের; **তত্ত্ব**—সত্য; **নিগমায়**—জনে জনে প্রচার করতে; **তব**—আপনার; **আত্ত**—যাঁরা গ্রহণ করেছেন; **তনোঃ**—আপনার স্বরূপ; **চরিত**—লীলার; **মহা**—বিশাল; **অমৃত**—অমৃত; **অব্ধি**—সমুদ্রে; **পরিবর্ত**—অবগাহনের দ্বারা;

পরিশ্রমণা—শ্রান্তি দূর করেছেন; **ন পরিলষন্তি**—কামনা করেন না; **কেচিৎ**—অতি অল্প ভক্তবৃন্দ; **অপবর্গম্**—মোক্ষ; **অপি**—ও; **ঈশ্বর**—হে ঈশ্বর; **তে**—আপনার; **চরণ**—শ্রীচরণে; **সরোজ**—পদ্ম; **হংস**—রাজ হংসের; **কুল**—সবংশে; **সঙ্গ**—সঙ্গবশত; **বিসৃষ্ট**—পরিত্যাগ করেছেন; **গৃহাঃ**—(যাদের) গৃহসমূহ।

অনুবাদ

হে ঈশ্বর, যাঁরা জীবকুলকে দুর্বোধ্য আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান দানের জন্য আপনার স্বরূপ প্রকাশ করে আপনার লীলারূপ বিশাল অমৃত-সমুদ্রে অবগাহনের দ্বারা জড় জীবনের শ্রান্তি দূর করেছেন এবং আপনার শ্রীপাদপদ্মে হংসকুলের ন্যায় বিচরণশীল ভক্তগণের সঙ্গে গৃহসুখ ত্যাগ করেছেন, তেমন মহাত্মাগণ মুক্তিপদও কামনা করেন না।

তাৎপর্য

স্মার্ত ও মায়াবাদিগণ *ভক্তিযোগ* প্রক্রিয়াকে সর্বদা সাপেক্ষ বা গৌণ ভূমিকায় নামিয়ে আনতে চেষ্টা করেন। তারা বলেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি আবেগপ্রবণ এবং কঠোর শাস্ত্রীয় আচারানুষ্ঠান ও জ্ঞানচর্চা অনুসরণের মতো পরিপক্কতার অভাবশীল ব্যক্তিদের জন্য।

এই শ্লোকে মূর্তিমান *বেদসমূহ* স্পষ্টভাবে আত্ম-তত্ত্বকে চিহ্নিত করে ভগবানের সেবার অসাধারণ উৎকর্ষতাকে খুবই জোরের সঙ্গে ঘোষণা করছেন। মায়াবাদীরা এটাকে তাদের নিজেদের এলাকা বলে গর্বভরে দাবি করেন। শ্রীল জীব গোস্বামী এখানে আত্ম-তত্ত্বকে পরম পুরুষ ভগবানের স্বরূপ, গুণাবলী ও লীলার গোপন রহস্যরূপে বর্ণনা করছেন। তিনি *আত্ততনোঃ* এই বাগ্‌বৈশিষ্ট্যের একটি দ্বিতীয় অর্থও করেছেন। "যিনি বহু দেহ ধারণ করেন" এই শব্দ সমষ্টির অর্থের পরিবর্তে "যিনি শ্রীভগবানের অপার্থিব দেহের প্রতি সকলকে আকৃষ্ট করেন" এই অর্থও করা যেতে পারে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিভিন্ন স্বরূপ ও অবতারগণ আনন্দের অতলান্ত সমুদ্রস্বরূপ। কেউ যখন জড়বাদী কার্যের শেষ বিন্দুতে এসে পৌঁছায়—সে জড় জাগতিক সাফল্যের অন্বেষণই করুক অথবা আধ্যাত্মিক অবলুপ্তির কিছু নির্বিশেষ ধারণার পিছনেই ছুটুক—সে তখন এই অমৃত সিন্ধুতে নিজেকে নিমজ্জিত করে মুক্তি পেতে পারে। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *ভক্তি-যোগ* গ্রন্থে ও শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর ইংরেজী অনুদিত *শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন যে কেউ যদি এই বিশাল সমুদ্রের মাত্র এক বিন্দু রসও পান করেন তবে, চিরদিনের মতো তার কোন কিছুর প্রতি বাসনার নিবৃত্তি হবে।

পরিভ্রমণা শব্দের বিকল্প অর্থ ব্যক্ত করে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে ভগবানের লীলা-রসামৃতসিন্ধুর অনন্ত লহরী ও অন্তঃমুখী স্রোতে বারম্বার অবগাহন করে ক্লান্ত ভক্তগণ ভগবানের সেবার আনন্দ ছাড়া মুক্তির আনন্দও পেতে চান না। যৌনাসক্ত ব্যক্তিদের রতি ক্রিয়ার ক্লান্তিও যেমন আনন্দদায়ী হয়, ভগবদ্ সেবাপরায়ণ ভক্তদের আনন্দও তেমনই আনন্দে পর্যবসিত হয়। পরম পুরুষ ভগবানের শুদ্ধ ভক্তগণ তাঁর লীলাকাহিনীর মনোহর বর্ণনা শুনে এমন উদ্বেল হয়ে ওঠেন যে নর্তন কীর্তন, উচ্চকথন, পরস্পরের পদতলে পতন, মূর্ছা, হাহাকার রোদন এবং পাগলের ন্যায় ইতস্তত গমনে বাধ্য হয়। এইভাবে তাঁরা এতবেশি আনন্দ-মগ্ন হয়ে পড়েন যে দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁদের কোনই দৃষ্টি থাকে না।

বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দূরে থাক, অন্যান্য আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যবস্তু এমন কি স্বর্গের রাজপদের প্রতিও তাঁদের কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। এই শ্লোকে *কেচিৎ* শব্দের দ্বারা *শ্রুতিগণ* নির্দেশ করছেন যে এই বিশ্বে এমন মাত্রাতিরিক্ত আত্ম-নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি অতি বিরল। শুদ্ধ ভক্তগণ শুধু তাঁদের ভবিষ্যৎ ভোগবাঞ্ছাকেই পরিত্যাগ করেন না, তাঁদের হস্তগত সকল বস্তুর প্রতি—তাদের গৃহসুখ ও পারিবারিক জীবনের প্রতিও আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেন। সাধু বৈষ্ণব সমাজ—গুরু-শিষ্য পরম্পরা, শিষ্য ও প্রশিষ্যবর্গ শ্রীশুকদেব গোস্বামীর ন্যায় হংসতুল্য ব্যক্তিত্ব নিয়ে তাদের প্রকৃত পরিবার হয়ে ওঠেন। এইরূপ মহা পুরুষগণ সর্বদা ভগবানের চরণকমলের সেবা মাধুর্যের অমৃত সুধা পান করেন।

উপনিষদের অনেক মন্ত্র ও অন্যান্য *শ্রুতিগণ* প্রকাশ্যে ঘোষণা করছেন যে, ভগবৎ-সেবা মোক্ষ থেকেও শ্রেষ্ঠতর। *নৃসিংহ-পূর্ব-তাপনী উপনিষদের* কথায়, *যং সর্বে বেদা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ*—"সকল বেদ, মুমুক্ষুগণ ও সকল ব্রহ্মবাদিগণও তাঁকে প্রণাম নিবেদন করেন।" এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীশঙ্করদেব স্বীকার করেন, *মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভজন্তি*—"মুক্ত ব্যক্তিগণও পরমেশ্বর ভগবানের বিগ্রহ স্থাপন ও তাঁর ভজনা করে আনন্দ লাভ করেন।" আচার্য শঙ্করের এক বড় প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীল মধ্বাচার্য এই বিষয়ে তাঁর নিজের প্রিয় *শ্রুতিমন্ত্রের* উল্লেখ করেছেন, *মুক্তা হ্যেতমুপাসতে, মুক্তানামপি ভক্তির্হি পরমানন্দ-রূপিণী*—"এই মুক্তগণও তাঁর আরাধনা করেন, এবং তাঁদের কাছে ভগবানের সেবাকার্য পরম আনন্দের পরাকাষ্ঠা;" এবং *অমৃতস্য ধারা বহুধা দোহমানং চরণং নো লোকে সুধিতাং দধাতু ওঁ তৎ সৎ*—তাঁর শ্রীচরণ যুগলের অমৃতধারা বহুপ্রকারে প্রবাহিত হয়ে জগতের ভক্তগণের ওপর জ্ঞান বর্ষণ করুন।" সংক্ষেপে শ্রীল শ্রীধর স্বামীর প্রার্থনা,

ত্বৎ কথামৃত-পাথোধৌ বিহরন্তো মহা-মুদঃ ।
কুর্বন্তি কৃতিনঃ কেচিৎ চতুর্বর্গং তৃণোপমম্ ॥

"যাঁরা আপনার কথারূপ অমৃত সমুদ্রে বিচরণ করতঃ মহা আনন্দ লাভ করে চতুর্বর্গ সুখকে [ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ] তৃণের ন্যায় জ্ঞান করেন, সেই সকল বিরল ভক্তরাই সুকৃতিবান।"

শ্লোক ২২

ত্বদনুপথং কুলায়মিদমাত্মসুহৃৎপ্রিয়বচ্
চরতি তথোন্মুখে ত্বয়ি হিতে প্রিয় আত্মনি চ ।
ন বত রমন্ত্যহো অসদুপাসনয়াত্মহনো
যদনুশয়া ভ্রমন্ত্যুরুভয়ে কুশরীরভৃতঃ ॥ ২২ ॥

ত্বৎ—আপনি; **অনুপথম্**—সেবার উপযোগী; **কুলায়ম্**—দেহ; **ইদম্**—এই; **আত্ম**—নিজ; **সুহৃৎ**—বন্ধু; **প্রিয়**—প্রিয় ব্যক্তি; **বৎ**—মতো; **চরতি**—আচরণ করে; **তথা**—তথাপি; **উন্মুখে**—কৃপা প্রদানে উন্মুখ; **ত্বয়ি**—আপনারে; **হিতে**—যারা হিতকারী; **প্রিয়ে**—যারা প্রিয়; **আত্মনি**—তাদের প্রকৃত আত্মা; **চ**—এবং; **ন**—না; **বত**—হায়; **রমন্তি**—আনন্দ লাভ করে; **অহো**—হায়; **অসৎ**—অসৎ, যা সঠিক নয়; **উপাসনয়া**—উপাসনার দ্বারা; **আত্ম**—তারা নিজেরা; **হনঃ**—হনন করে; **যৎ**—যাতে (অসতের উপাসনা); **অনুশয়াঃ**—যাদের অটল আকাঙ্ক্ষা; **ভ্রমন্তি**—ভ্রমণ করে; **উরু**—মহা; **ভয়ে**—ভয়সঙ্কুল (সংসারে); **কু**—অধঃপতিত; **শরীর**—দেহ; **ভৃতঃ**—পোষণে।

অনুবাদ

হে প্রভো, এই মানব দেহ যখন আপনার সেবায় ব্যবহৃত হয়, তখন এই বিনশ্বর দেহ আত্মা, সুহৃৎ এবং প্রিয়জনের ন্যায় আচরণ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, যদিও আপনি বদ্ধ আত্মাদের প্রতি সর্বদা কৃপা প্রদর্শন করেন, স্নেহবশত তাদের সকল দিক দিয়েই সাহায্য করেন এবং আপনি তাদের প্রকৃত আত্মা হলেও সাধারণ লোকেরা আপনাতে আনন্দ পায় না। পরিবর্তে তারা মায়ার উপাসনা করে আত্মঘাতী হয়। হায়, যেহেতু তারা অসতের উপাসনায় আসক্ত হয়ে কৃতকার্য লাভের আশা করে, তাই তারা বিভিন্ন রকম নীচদেহ ধারণ করে মহাভয়সঙ্কুল সংসারে ভ্রমণ করে।

তাৎপর্য

যারা পরম করুণাময় পরমেশ্বর ভগবানের সেবা না করে মায়ার জগতে অবস্থান করতে চায় তাদের জন্য বেদের কঠোর বাণী ঘোষিত হয়েছে। *বৃহদারণ্যক উপনিষদে* (৪/৩/১৫) বলছেন, *আরামম্ অস্য পশ্যন্তি ন তং পশ্যতি কশ্চন। ন*

তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্ যুষ্মাকম্ অন্তরং বভুব। নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্থ-শাসশ্চরন্তি—"পরমেশ্বর ভগবান আত্ম আনন্দ উপলব্ধির জন্য এই বিশ্বের যে স্থানে প্রকাশিত হয়েছেন প্রত্যেকেই সেই স্থানটি অবলোকন করতে পারে, কিন্তু তবুও কেউ তাঁকে দেখে না। যিনি এই সকল প্রাণী সৃষ্টি করেছেন সেই পরম কারুণিক ভগবানকে কেউ জানে না, আর সেইজন্য তোমার দৃষ্টি ও ভগবানের দৃষ্টির মধ্যে এত ফারাক। বৈদিক ধর্মাচরণকারিগণ মোহাবৃত হয়ে বাজে কথায় প্রশ্রয় দেয় ও শুধু ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্যই জীবনধারণ করে।"

পরম পুরুষোত্তম ভগবান এই বিশ্বে অব্যক্তরূপে পরিব্যাপ্ত আছেন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৪) তিনি বলেছেন, *ময়া ততমিদং সর্বং জগৎ।* এই বিশ্বের কোন কিছুতেই, এমন কি সবচেয়ে তুচ্ছ মাটির পাত্র বা এক টুকরো ছিন্ন বস্ত্রও পরমেশ্বরের উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত নয়। কিন্তু ভগবান নিজেকে ঈর্ষাপরায়ণ দৃষ্টির আড়ালে রাখেন বলে জড়বাদীরা তাঁর জড় শক্তির দ্বারা ভুল পথে চালিত হয়ে জড় সৃষ্টির উৎসকে পরমাণু ও ভৌত শক্তির মিশ্রণ বলে মনে করে।

এই সকল মূর্খ জড়বাদিগণের প্রতি তাদের সমবেদনা প্রদর্শন করে মূর্ত *বেদসমূহ* তাদের জীবন ধারণের প্রকৃত উদ্দেশ্য স্মরণ করতে ও প্রীতিপূর্ণ ভক্তির দ্বারা তাদের সবচেয়ে বড় হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীভগবানের সেবা করতে উপদেশ দিচ্ছেন। মানব দেহ কারও দৈবচেতনা জাগিয়ে তোলার আদর্শ সুবিধা-সুযোগ—দেহের—চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবানের কথা শ্রবণ, তাঁর মাহাত্ম্য কীর্তন, তাঁর উপাসনা এবং ভক্তিমূলক সেবাকার্যের প্রয়োজনীয় অন্যান্য দিকের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

এই জড়দেহ শুধুমাত্র স্বল্প সময়ের জন্য অক্ষত থাকার উপযুক্ত, তাই এই দেহকে বলা হয় *কুলায়ম্*, "মাটিতে মিলিয়ে যাওয়ার বস্তু।" তথাপিও, সঠিকভাবে ব্যবহার করলে এই দেহটাই কারও পরম বন্ধু হতে পারে। কেউ যখন জড় চেতনায় নিজেকে ডুবিয়ে দেয়, তখন কিন্তু হতবুদ্ধি জীবকে তার প্রকৃত স্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এই দেহটা মেকি বন্ধুতে পরিণত হয়। নিজ দেহ নিয়ে মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিরা এবং তাদের পতি-পত্নী, সন্তান-সন্ততি, প্রিয় পাত্র-পাত্রীরা প্রকৃতপক্ষে তাদের ভক্তিকে মায়া বা অসৎ *উপাসনার* ভুল পথে পরিচালিত করে। এইভাবে, *শ্রুতিগণের* দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে অনাগত শাস্তিকে সুনিশ্চিত করে আত্মঘাতী হন। *ঈশোপনিষদের* (৩) ঘোষণা—

অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥

"পরলোকে অজ্ঞান অন্ধকারাবৃত অবিশ্বাসের যে জগৎ আছে আত্মঘাতীরা, সে যেই হোক না কেন, মৃত্যুর পর অবশ্যই সেই লোকে গমন করে।"

যারা ইন্দ্রিয়-তর্পণে সম্পূর্ণরূপে আসক্ত, অথবা যারা মিথ্যারূপ অস্থায়ী, জড় শাস্ত্রাচার ও দর্শনের উপাসনা করে, তাদের লালিত বাসনাসমূহ পরবর্তী জীবনে তাদের আরও পতিত যোনিতে নিক্ষেপ করে। তারা স্থায়ীভাবে এই সংসার-চক্রে আবদ্ধ হওয়ায় তাদের মুক্তির একমাত্র বাসনা ভগবদ্ভক্তদের কথিত কৃপালু নির্দেশ শ্রবণের সুযোগ করে দিচ্ছে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী প্রার্থনা করছেন—

ত্বয্যাত্মনি জগন্নাথেমন-মনো রমতামিহ।
কদা মমেদৃশং জন্মমানুষং সম্ভবিষ্যতি ॥

"কবে হবে সেই মানব-জনম যখন আমার মন পরমাত্মা ও নিখিল বিশ্বের অধীশ্বরের মাঝে আনন্দ খুঁজে পাবে?"

শ্লোক ২৩

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি যন্
মুনয়ো উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥ ২৩ ॥

নিভৃত—নিয়ন্ত্রণে আনীত; **মরুৎ**—শ্বাস-প্রশ্বাস; **মনঃ**—মন; **অক্ষ**—এবং ইন্দ্রিয়াদি; **দৃঢ়-যোগ**—দৃঢ়যোগ; **যুজঃ**—নিযুক্ত; **হৃদি**—হৃদয়ে; **যৎ**—যা; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **উপাসতে**—উপাসনা করেন; **তৎ**—সেই; **অরয়ঃ**—শত্রুগণ; **অপি**—ও; **যযুঃ**—প্রাপ্ত হয়; **স্মরণাৎ**—স্মরণের দ্বারা; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণীসকল; **উরগ-ইন্দ্র**—সর্পরাজগণ; **ভোগ**—(সদৃশ) দেহসমূহ; **ভুজ**—যাঁর বাহু যুগল; **দণ্ড**—দণ্ড সদৃশ; **বিষক্ত**—আকর্ষিত; **ধিয়ঃ**—যাদের মন; **বয়ম্**—আমরা; **অপি**—ও; **তে**—আপনার নিকট; **সমঃ**—তুল্য; **দৃশঃ**—যাদের দৃষ্টি; **অঙ্ঘ্রি**—পদযুগলের; **সরোজ**—পদ্ম সদৃশ; **সুধাঃ**—(সুস্বাদু) অমৃত।

অনুবাদ

মুনিগণ তাঁদের প্রাণ, মন এবং ইন্দ্রিয়াদি নিয়ন্ত্রণ করে দৃঢ়যোগযুক্ত হয়ে হৃদয়ে যে পরম তত্ত্বের উপাসনা করেন, ভগবানের শত্রুগণও শুধু আপনাকে স্মরণ করেই সেই একই তত্ত্ব লাভ করেছে। তেমনই, আমরা শ্রুতিগণও, যারা সাধারণভাবে

আপনাকে সর্বব্যাপ্ত দেখি, আপনার চরণ কমল থেকে একই অমিয় সুধা লাভ করব। আপনার সর্পসদৃশ বাহুলতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ব্রজবালাগণ সেই সুধা উপভোগে সক্ষম, কারণ আপনি আমাদের ও ব্রজনারীদের প্রতি একইভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করেন।

তাৎপর্য

আচার্য শ্রীজীব গোস্বামীর মতে, কতিপয় *শ্রুতি*—যেমন *গোপাল-তাপনী উপনিষদ*—যিনি গোপাল কৃষ্ণকে পরম ব্রহ্মের চরম স্বরূপ বলে শনাক্ত করেন—ধৈর্য সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বাক্যালাপ করার জন্য অপেক্ষমান। কিন্তু অন্যান্য *শ্রুতিগণ* প্রকাশ্যে ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্তন করছেন। গুপ্ত *শ্রুতি* বেশিক্ষণ নিজেদের চেপে রাখতে না পেরে এই শ্লোকে প্রকাশ করেছেন।

এই গুপ্ত *যোগ* মার্গের অনুগামিগণ প্রাণায়াম ও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা তাদের ইন্দ্রিয় ও মনকে বশীভূত করেন। এই প্রথায় তারা নিজেদের সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ করতে পারলে, পরিণামে তারা হয়তো হৃদি মাঝে ব্রহ্মের স্বরূপ পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে শুরু করবেন। আর এইভাবে বিরামবিহীন ভাবে দীর্ঘ সময় ধরে এই ধ্যানকার্য চালিয়ে গেলে পরিশেষে হয়তো তারা প্রকৃত ভগবৎ চেতনার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্যলীলার সময় নিহত অসুরগণও এই কঠিন ও অনিশ্চিত পথে একই লক্ষ্য প্রাপ্ত হয়েছিল। শ্রীভগবানের প্রতি বৈরিতা বশত কংস ও শিশুপালের মতো অসুরগণও অচিরেই তাঁর হাতে নিহত হয়েই পূর্ণ মুক্তি লাভ করেছিল।

যাই হোক, মূর্ত *বেদসমূহে* উল্লিখিত আছে যে অসুরগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বস্ত ভক্তবৃন্দ বিশেষত ব্রজের গোপ-ললনাগণ ভগবানের শ্রীচরণে শরণ নিয়ে তাঁর সমকক্ষ হওয়ার চেষ্টার মাধ্যমে ভগবৎ-প্রীতি বর্ধন করতে অধিকতর আগ্রহী। তাদের সাধারণ রমণীরূপে দেখা গেলেও তারা শ্রীভগবানের দেহ সৌষ্ঠব ও বীর্যবত্তায় আকৃষ্ট হয়ে ধ্যানের পূর্ণতা প্রদর্শন করেছেন।

এই বিষয়ে, *বৃহৎ-বামন পুরাণের* পরিশিষ্টে ভগবান ব্রহ্মা নিম্নে উল্লেখিত ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা করেছেন—

ব্রহ্মানন্দ-ময়ো লোকো ব্যাপী বৈকুণ্ঠ-সংজ্ঞিতঃ ।
তল্লোক-বাসী তত্র-স্থৈঃ স্তুতো বেদৈঃ পরাৎ-পরঃ ॥

"অসীম চিন্ময়ানন্দ লোককে বৈকুণ্ঠ বলে। মূর্ত *বেদসমূহের* দ্বারা মহিমান্বিত পরম-তত্ত্ব এখানে বাস করেন এবং *বেদসমূহও* এখানে উপস্থিত।"

চিরং স্তুত্বা ততস্তুষ্টঃ পরোক্ষং প্রাহ তান্ গিরা ।
তুষ্টোঽস্মি ব্রূত ভো প্রাজ্ঞা বরং যং মনসেপ্সিতম্ ॥

"একবার *বেদসমূহ* ভগবানের বিশদ প্রশংসা করায় শ্রীভগবান সবিশেষ তুষ্ট হয়ে অদৃশ্য কণ্ঠে তাদের বললেন—'হে পরমপ্রিয় মুনিগণ, তোমাদের প্রতি আমি অত্যন্ত তুষ্ট হয়েছি। দয়া করে আমার নিকট তোমাদের মনোবাসনামতো কিছু বর প্রার্থনা কর।' "

শ্রুতয় ঊচুঃ
যথা তল্লোকবাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ ।
ভজন্তি রমণং মত্বা চিকীর্ষাজনি নস্তথা ॥

"*শ্রুতিগণ* উত্তর করলেন, 'কামনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এই মর জগতের যে সকল গোপনারী প্রেমিকা ভাবে আপনার উপাসনা করে, আমরাও তাদের মতো হবার বাসনা করেছি।' "

শ্রীভগবান্ উবাচ
দুর্লভো দুর্ঘটশ্চৈব যুষ্মাকং স মনোরথঃ ।
ময়ানুমোদিতঃ সম্যক্ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥

"তখন শ্রীভগবান বললেন, 'তোমাদের এই বাসনা পূরণ করা কষ্টকর। নিশ্চিতরূপেই এটা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু আমার অনুমোদন হেতু তোমাদের বাসনা অবশ্যম্ভাবীরূপে সত্যে পরিণত হবে।' "

আগামিনি বিরিঞ্চৌ তু জাতে সৃষ্ট্যর্থম্ উদিতে ।
কল্পং সারস্বতং প্রাপ্য ব্রজে গোপ্যো ভবিষ্যথ ॥

" 'পরবর্তী ব্রহ্মা বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাঁর সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করতে জন্মালে এবং সারস্বত কল্প নামে ব্রহ্মার একদিন উপস্থিত হলে তোমরা ব্রজে গোপী রূপে আবির্ভূত হবে।' "

পৃথিব্যাং বারতে ক্ষেত্রে মাথুরে মম মণ্ডলে ।
বৃন্দাবনে ভবিষ্যামি প্রেয়ান্ বো রাস-মণ্ডলে ॥

" 'পৃথিবীতে, ভারতবর্ষে আমার মথুরামণ্ডলে, বৃন্দাবনের রাসমণ্ডলে তোমাদের প্রিয়তমরূপে আমাকে পাবে।' "

জারধর্মেণ সুস্নেহং সুদৃঢ়ং সর্বতোঽধিকম্ ।
ময়ি সম্প্রাপ্য সর্বেঽপি কৃত-কৃত্যা ভবিষ্যথ ॥

" 'এইরূপে তোমরা সকলে আমাকে তোমাদের প্রণয়ীরূপে গ্রহণ করে আমার প্রতি উন্নত ও গাঢ় বিশুদ্ধ প্রেম লাভ করবে, আর এভাবেই তোমাদের বাসনা পূর্ণ হবে।' "

ব্রহ্মোবাচ
শ্রুতৈতচ্চিন্তয়নত্যন্তা রূপং ভগবতশ্চিরম্ ।
উক্ত-কালং সমাসাদ্য গোপ্যো ভূত্বা হরিং গতাঃ ॥

"ভগবান ব্রহ্মা বললেন—এই সকল কথা শ্রবণ করার পর, *শ্রুতিগণ* দীর্ঘ সময় পরমেশ্বর ভগবানের সৌন্দর্যে মগ্ন হয়ে থাকলেন। অবশেষে নির্দিষ্ট সময় আগত হলে তারা গোপীতে রূপান্তরিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করলেন।"

পদ্মপুরাণের সৃষ্টি-খণ্ডে এই একই বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়। গায়ত্রী *মন্ত্রের* গোপী হওয়ার বিবরণও সেখানে বর্ণিত আছে।

ভক্তির উন্নতি প্রসঙ্গে *গোপাল-তাপনী উপনিষদে* (উত্তর ৪), ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেছেন, *অপূতঃ পূতো ভবতি যং মাং স্মৃত্বা, অব্রতী ব্রতী ভবতি যং মাং স্মৃত্বাং, নিষ্কামঃ স-কামো ভবতি যং মাং স্মৃত্বা, অশ্রোত্রী শ্রোত্রী ভবতি যং মাং স্মৃত্বা*—"আমাকে স্মরণ করে অপবিত্র ব্যক্তি পবিত্র হয়, অব্রতী ব্রতী হয়। (আমার সেবায়) নিষ্কাম ব্যক্তি সকাম হয় এবং আমাকে স্মরণ করে বেদমন্ত্রে অজ্ঞ ব্যক্তি বেদশাস্ত্রে পারঙ্গম হয়।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪/৫/৬) কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার ক্রমিক স্তর পদ্ধতির উল্লেখ আছে—*আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।* "এই আত্মাকেই দর্শন করতে হবে, শ্রবণ করতে হবে ও নির্দিষ্ট একাগ্রতা সহ মনন করতে হবে।" এখানে এই ভাবটি ব্যক্ত হয়েছে যে নিম্নে উল্লিখিত উপায়ে পরমাত্মাকে ভগবানের পূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রকাশরূপে উপলব্ধি করতে হবে—প্রথমে পরমাত্মার যোগ্য প্রতিনিধির নির্দেশ শ্রবণ এবং শ্রীগুরুদেবকে বিনয়নম্র সেবা নিবেদন করে হৃদয়ে তাঁর বাণী গ্রহণ করে সর্ব প্রকারে তাঁকে তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করতে হবে। তারপর সন্দেহ ও ভুলধারণা দূরীকরণার্থে অবিরাম শ্রীগুরুদেবের দিব্য বাণী স্মরণ করতে হবে। তখনই দৃঢ় প্রত্যয় ও স্থির সংকল্পের ফলে পরম পুরুষ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের চিন্তায় অগ্রসর হওয়া যাবে।

তথাকথিত জ্ঞানী ব্যক্তিরা মনে করতে পারেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ উপাসনা থেকে পরম পুরুষের উপলব্ধি অধিক পূর্ণ ও চূড়ান্ত, তাই *উপনিষদ* সকল

শ্রীভগবানের নির্বিশেষ উপলব্ধির স্তুতি করেন। যাই হোক, সকল সাধু-বৈষ্ণব পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সেবায় লেগে থেকে সর্বদা সানন্দে তাঁর অত্যাশ্চর্য, বৈচিত্র্যময় অলৌকিক গুণাবলীর ধ্যানে মগ্ন থাকেন। *শ্রুতি-মন্ত্রের* ভাষায়,—*যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্*—"এই আত্মা যাঁকে বরণ করেন তিনিই তাঁকে পেয়ে থাকেন। তাঁরই নিকট এই আত্মা নিজ তনু অর্থাৎ আপনার স্বরূপ ও মহিমা প্রকাশ করেন।" (*কঠ উপনিষদ* ১/২/২৩)।

উপসংহারে শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই প্রার্থনা করছেন—

চরণ-স্মরণং প্রেম্না তব দেব সুদুর্লভম্ ।
যথা কথঞ্চিদ্ নৃহরে মম ভূয়াদহর্নিশম্ ॥

"হে প্রভো, আপনার চরণকমলের মধুর স্মৃতি অতি দুর্লভ। হে নরহরি, দিবানিশি যাতে সেই স্মৃতি লাভ করতে পারি কৃপা করে তার ব্যবস্থা করুন।"

শ্লোক ২৪

ক ইহ নু বেদ বতাবরজন্মলয়োঽগ্রসরং
যত উদগাদৃষির্যমনু দেবগণা উভয়ে ।
তর্হি ন সন্ন চাসদুভয়ং নচ কালজবঃ
কিমপি ন তত্র শাস্ত্রমবকৃষ্য শয়ীত যদা ॥ ২৪ ॥

কঃ—কে; **ইহ**—এই জগতে; **নু**—নিশ্চিতই; **বেদ**—জানে; **বত**—আহা; **অবর**—সাম্প্রতিক; **জন্ম**—যার জন্ম হয়েছে; **লয়ঃ**—এবং বিনাশ; **অগ্রসরম্**—অগ্রবর্তী (যার অগ্রে আগমন হয়েছে); **যতঃ**—যার থেকে; **উদগাৎ**—উদ্ভূত হলেন; **ঋষিঃ**—মহর্ষি ব্রহ্মা; **যম্ অনু**—যাঁর অনুসরণে; **দেবগণাঃ**—দেবতাগণ; **উভয়ে**—উভয়ে (যাঁরা ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং যাঁরা স্বর্গলোকের ঊর্ধ্বে বাস করেন); **তর্হি**—সেই সময়ে; **ন**—না; **সৎ**—স্থূল পদার্থ; **ন**—না; **চ**—ও; **অসৎ**—সূক্ষ্ম পদার্থ; **উভয়ম্**—উভয়ের মিশ্রণে গঠিত (জড় পদার্থ); **ন চ**—অথবা নয়; **কাল**—সময়ের; **জবঃ**—অবাধ গতি; **কিম্ অপি ন**—কেউ নয়; **তত্র**—সেখানে; **শাস্ত্রম্**—নির্ভর যোগ্য শাস্ত্র; **অবকৃষ্য**—প্রত্যাহার; **শয়ীত**—(পরমাত্মা) শয়ন করেন; **যদা**—যখন।

অনুবাদ

এই বিশ্বে সম্প্রতি যাদের জন্ম হয়েছে, শীঘ্রই তারা মৃত্যুবরণ করবে। মহর্ষি ব্রহ্মা আদি অন্যান্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ দেবগণ ও সকল প্রাণীর পূর্ব থেকেই যিনি বিদ্যমান

সেই পূর্বসিদ্ধ পুরুষোত্তম আপনাকে কোন্ ব্যক্তি জানতে পারবে? তিনি যখন যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ সংহার করে যোগনিদ্রায় মগ্ন থাকেন, তখন স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থের সৃষ্ট স্থূল শরীর, কালবেগ অথবা প্রকাশিত শাস্ত্র-কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

তাৎপর্য

শ্রুতিগণ এখানে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানার দুঃসাধ্যতার কথা প্রকাশ করছেন। মূর্তিমান *বেদসমূহে* ভগবানের সেবা, বা ভক্তিযোগ যেরূপ বর্ণিত হয়েছে সেটাই হল ভগবানের জ্ঞান ও মোক্ষলাভের সবচেয়ে নিশ্চিত ও সহজতম পন্থা। কারও সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, জড় জীবনে নিদারুণ বিরক্ত হলেও যারা শ্রীভগবানের স্মরণ গ্রহণে অনিচ্ছুক তাদের দ্বারা সমর্থিত হয়েও *জ্ঞান-যোগ* নামে পরিচিত জ্ঞানের দার্শনিক অনুসন্ধান খুবই কষ্টকর। জীবাত্মা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ঈর্ষাপরায়ণ থাকা পর্যন্ত তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন না। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৫) তিনি বলেছেন—

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥

"আমি মূঢ় এবং বুদ্ধিহীন ব্যক্তিদের কাছে কখনও প্রকাশিত হই না। তাদের কাছে আমি আমার অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকি; তাই এই মোহাচ্ছন্ন জগৎ জন্ম-মৃত্যুরহিত আমার অব্যয় স্বরূপ জানতে পারে না। ভগবান ব্রহ্মার কথায়—

পন্থাস্তু কোটি শতবৎসরসম্প্রগম্যো
বায়োরথাপি মনসো মুনিপুঙ্গবানাম্।
সোঽপ্যস্তি যৎপ্রপদসীম্ন্যবিচিন্ত্যতত্ত্বে
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥

"সেই প্রাকৃত চিন্তাতীত তত্ত্বে গমনেচ্ছু প্রাণায়ামগত যোগীদিগের বায়ু-নিয়ন্ত্রণ পথ অথবা মুনিশ্রেষ্ঠদিগের জ্ঞানচর্চার পথ শত কোটি বছর গমন করেও যাঁর চরণারবিন্দের অগ্রসীমামাত্র প্রাপ্ত হয়, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। (*ব্রহ্ম-সংহিতা* ৫/৩৪)

বিশ্বের আদি সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা একজন মুনিশ্রেষ্ঠও বটেন। ভগবান শ্রীনারায়ণ থেকে তাঁর জন্ম, এবং তাঁর থেকে পার্থিব ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রক ও স্বর্গের শাসকবর্গ সহ অগণিত দেবতাকুলের উদ্ভব। এই সকল শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান জীব আপেক্ষিকভাবে ভগবানের সৃজনী শক্তির সাম্প্রতিক সৃষ্টি। বেদসমূহের প্রথম

বক্তারূপে অন্তত ভগবান ব্রহ্মা এবং অন্য কর্তৃত্ব তাদের তাৎপর্য জেনে থাকবেন; এমন কি তিনি পরমেশ্বর ভগবানকেও সীমিত পরিমাণে জানেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৩/৩৫) উল্লেখ আছে, *বেদগুহ্যানি হৃৎপতে*—"হৃদ্‌পতি বৈদিক ধ্বনির গভীর বিশ্বস্ত নিভৃতে নিজেকে গোপন রাখেন।" ব্রহ্মা ও তাঁর সৃষ্ট অন্যান্য দেবতাগণ যদি পরমেশ্বর ভগবানকে সহজে চিনতে না পারেন, তবে সাধারণ মরজীবেরা তাদের স্বাধীন জ্ঞানান্বেষণে কিভাবে সাফল্য আশা করতে পারেন?

যতদিন সৃষ্টি থাকবে, ততদিন মানুষ জ্ঞানের পথে বহু বাধার সম্মুখীন হবে। কেননা, তাদের দেহ, মন ও অহংবোধ সম্বলিত জড় আবরণের এই দেহ দ্বারা নিজেদের শনাক্ত করতে গিয়ে তারা সব রকমের কুসংস্কার ও ভুল ধারণা অর্জন করে। এমন কি তাদের চালনা করতে যদি দিব্য শাস্ত্রও তারা লাভ করে এবং কর্ম, জ্ঞান ও যোগের বিধিবদ্ধ প্রথা চালু করার সুযোগও যদি পায়; তবুও বদ্ধ আত্মাদের সেই পরমতত্ত্ব লাভের ক্ষমতা হবে না। প্রলয়কাল উপস্থিত হলে বৈদিক শাস্ত্রসমূহ এবং তাদের নিয়ামক অনুশাসনগুলি অচেতন জীবদের সম্পূর্ণ অন্ধকারে পরিত্যাগ করে অপ্রকাশিত হয়। সেই জন্য আমাদের ভগবৎ-ভক্তি শূন্য জ্ঞান লাভের ব্যর্থ চেষ্টা ত্যাগ করে ভগবান ব্রহ্মার উপদেশ মতো পরম করুণাময়ের করুণায় নিজেদের সমর্পণ করতে হবে—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্ ।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভিঃ
যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥

"মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের প্রয়াস সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে যাঁরা তাঁদের নিজ নিজ সামাজিক পদে স্থিত হয়ে, কায়-মন-বাক্যে শ্রদ্ধা সহকারে আপনার লীলাকথা শ্রবণ করেন এবং আপনি ও আপনার শুদ্ধ ভক্তদের মুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করে জীবন ধারণ করেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে আপনাকে জয় করেন, যদিও ত্রিলোকের মধ্যে কেউই আপনাকে জয় করতে পারে না।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/৩)

এই প্রসঙ্গে *তৈত্তিরীয় উপনিষদ* পরমেশ্বরকে এই বলে উল্লেখ করেছেন, *যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ*, "বাক্য যেখানে থেমে যায়, এবং মন যেখানে পৌঁছাতে পারে না।" *ঈশোপনিষদ* (৪) বলছেন—

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ ।

তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥

"পরমেশ্বর ভগবান তাঁর আবাসে স্থির হয়ে মনের চেয়ে অধিকতর বেগবান। তিনি দৌড়ে সকলকে পরাভূত করেন বলে বলশালী দেবতাগণ তাঁর সমীপবর্তী হতে পারেন না। এই ব্রজে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি বায়ু ও বৃষ্টি সরবরাহকারীদের নিয়ন্ত্রণ করেন। চরম উৎকর্ষতায় তিনি সকলকে ছাড়িয়ে যান।"

ঋক বেদে (৩/৫৪/৫) আমরা এই মন্ত্রটি পাই—

কোঽদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ
কুত আয়াতাঃ কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ ।
অর্বাগ দেবা বিসর্জনেনা-
থা কো বেদ যত আ বভূব ॥

"কখন থেকে এই বিশ্বসৃষ্টির শুরু তার প্রকৃত জ্ঞাতা কে, এবং কে এর বিশ্লেষণ করতে সক্ষম? মোটের ওপর দেবতাগণ সৃষ্টির তুলনায় অর্বাচীন। তাহলে কে বলতে পারবে কখন থেকে এই বিশ্বের প্রকাশ ঘটেছে?"

শ্রীল শ্রীধর স্বামী তাই বলছেন—

কাহং বুদ্ধ্যাদি সংরুদ্ধঃ ক্ব চ ভূমন্ মহত্তব ।
দীনবন্ধো দয়াসিন্ধো ভক্তিং মে নৃহরে দিশ ॥

"এই জাগতিক বুদ্ধি ইত্যাদির জড় আবরণে আবদ্ধ আমি কি? এবং হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আপনার মহিমার তুলনাই বা কি? হে দীনবন্ধু, হে করুণাসাগর, ভগবান নরহরি, কৃপা করে আপনার ভক্তির দ্বারা আমাকে আশীর্বাদ করুন।"

শ্লোক ২৫

জনিমসতঃ সতো মৃতিমুতাত্মনি যে চ ভিদাং
বিপণমৃতং স্মরন্ত্যুপদিশন্তি ত আরুপিতৈঃ ।
ত্রিগুণময়ঃ পুমানিতি ভিদা যদবোধকৃতা
ত্বয়ি ন ততঃ পরত্র স ভবেদববোধরসে ॥ ২৫ ॥

জনিম্—সৃষ্টি; **অসতঃ**—প্রকাশিত জগতের (পরমাণু থেকে); **সতঃ**—নিত্য বস্তু থেকে; **মৃতিম্**—ধ্বংস; **উত**—ও; **আত্মনি**—আত্মায়; **যে**—যে; **চ**—এবং; **ভিদাম্**—দ্বিত্ব; **বিপণম্**—জাগতিক কাজ; **ঋতম্**—প্রকৃত; **স্মরন্তি**—প্রামাণিক রূপে ঘোষণা

করেন; **উপদিশন্তি**—শিক্ষা দেন; **তে**—তাঁরা; **আরুপিতৈঃ**—সত্যের ওপর ভ্রম আরোপিত; **ত্রি**—তিন; **গুণ**—জাগতিক গুণের; **ময়ঃ**—গঠিত; **পুমান্**—জীব; **ইতি**—এইরূপে; **ভিদা**—দ্বৈত ধারণা; **যৎ**—যা; **অবোধ**—অজ্ঞানজনিত; **কৃতা**—সৃষ্ট; **ত্বয়ি**—আপনার মধ্যে; **ন**—না; **ততঃ**—সেইরূপ; **পরত্র**—অতীন্দ্রিয়; **সঃ**—সেই (অজ্ঞতা); **ভবেৎ**—বর্তমান থাকতে পারা; **অববোধ**—পূর্ণ সচেতনতা; **রসে**—যাঁর সৃষ্টি।

অনুবাদ

ভণ্ড আধিকারিকগণ ঘোষণা করেন যে, পদার্থ থেকে জীবের উৎপত্তি, আত্মার নিত্যগুণ বিনাশশীল, ব্যক্তিত্ব হল আত্মা ও পদার্থের পৃথক বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ, বা জড় কর্মাদিই বাস্তব সত্যতা সৃষ্টি করে—এইরূপ সকল আধিকারিকগণেরই উপদেশাবলী ভুল ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা নাকি সত্যকে গোপন করে। দ্বৈতবাদীদের ধারণা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিজাত জীব শুধুমাত্র অজ্ঞতার ফল। আপনার ভিতর এরূপ ধারণার কোন প্রকৃত ভিত্তি নেই, কেননা আপনি সকল ভ্রান্তির অতীত এবং সর্বদাই সম্পূর্ণ সচেতন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের প্রকৃত অবস্থান দুর্জ্ঞেয় রহস্যে ভরা। জীবাত্মার পরাধীন অবস্থাও তদ্রূপ। অধিকাংশ চিন্তাবিদ এক ভাবে না এক ভাবে এই সকল সত্য সম্বন্ধে ভুল করেন। কারণ অসংখ্য রকমের মিথ্যা আখ্যা আত্মাকে আবৃত করে এবং ভ্রান্তির সৃষ্টি করে। মূঢ় বদ্ধ আত্মাগণ সুস্পষ্ট মোহের কাছে নতি স্বীকার করে, কিন্তু মায়ার অলীক শক্তি সহজেই সবচেয়ে অপ্রকৃত দার্শনিক ও অতীন্দ্রিয়বাদিগণের বুদ্ধি ভ্রংশ করে দিতে পারে। এইরূপে একটা বিরোধী দল সর্বদা সত্যের মূল সূত্র সম্বন্ধীয় বিরুদ্ধ সূত্র উপস্থাপন করেন।

ঐতিহ্যময় ভারতীয় দর্শনে, বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, যোগ ও মীমাংসা দর্শনের অনুগামিগণ সকলেরই ভ্রান্তিপূর্ণ নিজস্ব ধারণা আছে। মূর্তিমান *বেদসকল* সেগুলিকে এই প্রার্থনায় উল্লেখ করেছেন। বৈশেষিকগণ বলেছেন যে এই দৃশ্যমান বিশ্ব পরমাণুর মূল ভাণ্ডার থেকে সৃষ্ট হয়েছে। কণাদ ঋষির *বৈশেষিক-সূত্রে* (৭/১/২০) বলা হয়েছে, *নিত্যং পরিমণ্ডলম্*—"সেই সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি পরমাণুও নিত্য।" কণাদ ও তাঁর অনুগামিগণও দেহধারী আত্মাসহ, এবং এমন কি পরমাত্মাও অন্য অপারমাণবিক জীবের জন্য অমরত্ব দাবী করেন। কিন্তু বৈশেষিক সৃষ্টিতত্ত্বে আত্মা ও পরমাত্মা বিশ্বের পরমাণু উৎপাদনে প্রতীকি ভূমিকা পালন করে। শ্রীল কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাস তাঁর *বেদান্ত সূত্রে* (২/২/১২) এই অবস্থার কথা সমালোচনা

করেছেন—*উভয়থাপি ন কর্মাতস্তদভাবঃ।* এই সূত্র অনুসারে, কেউ দাবী করতে পারে না যে, সৃষ্টিকালে, পরমাণু প্রথম একত্রে মিলিত হয়, কেননা পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত থাকা কর্মীয় আবেগের দ্বারাই তারা এই মিলনে বাধ্য হয়, আদিম অবস্থায় পরমাণুগুলি মিলিত হয়ে জটিল বস্তুতে পরিণত হওয়ার পূর্বে কোন নৈতিক দায়িত্ব ছিল না, যা নাকি তাদের শুদ্ধ ও পাপপূর্ণ প্রতিক্রিয়া অর্জনে চালিত করতে পারে। অথবা পরমাণুর প্রারম্ভিক মিশ্রণ সৃষ্টির পূর্বে সুপ্ত অবস্থায় থাকা জীবের বাড়তি কর্মের ফলরূপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, কারণ এই সকল প্রতিক্রিয়া প্রত্যেক জীবের নিজস্ব এবং সেগুলিকে তাদের থেকে অন্য কোন জীবেও স্থানান্তরিত করা যায় না, নিষ্ক্রিয় পরমাণু তো কোন্ ছাড়!

বিকল্পভাবে, *জনিমসতঃ* এই বাগ্‌ধারাটি পতঞ্জলি ঋষির যোগদর্শনকে পরোক্ষভাবে উল্লেখের জন্য গ্রহণ করা যেতে পারে। যেহেতু তাঁর *যোগশাস্ত্র* অনুশীলন ও ধ্যানের যান্ত্রিক পদ্ধতি দ্বারা ব্রাহ্মণত্বের অতীন্দ্রিয় প্রতিষ্ঠা কিভাবে অর্জন করা যায় সেই শিক্ষা দান করে। পতঞ্জলির *যোগ* পদ্ধতিকে এখানে *অসৎ* বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা এটি পরম পুরুষের শরণাগতি—ভক্তির এই প্রয়োজনীয় দিকটিকে অবজ্ঞা করে। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৭/২৮) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎপ্রেত্য নো ইহ ॥

" হে পার্থ, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ না হয়ে যে যজ্ঞ, দান বা তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তা অসৎ। সেই সমস্ত ক্রিয়া ইহকাল ও পরকাল কোন কালেই উপকার করে না।"

যোগ-সূত্রগুলি বাঁকা পথে পরমেশ্বর ভগবানের সত্যতা স্বীকার করলেও শুধুমাত্র উঁন্নত *যোগীই* তাঁকে সহায়করূপে ব্যবহার করতে পারেন। *ঈশ্বর প্রণিধানাদ্ বা*—"ভক্তিসহ ঈশ্বর-চিন্তা মনঃসংযোগের অপর একটি পন্থা।" (*যোগ-সূত্র* ১/২৩) তুলনায় দেখা যায়, বেদান্তের বাদরায়ণ বেদব্যাসের দর্শন শুধুমাত্র মুক্তির প্রাথমিক উপায়রূপেই নয়, মুক্তির সঙ্গে এটি অভিন্নও বটে। *অপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্*—*বেদে* উল্লেখ আছে, মুক্তির দুয়ার পর্যন্ত ভগবানের আরাধনা চলে এবং নিশ্চিতরূপেই তা মোক্ষের স্তর পর্যন্ত পৌঁছায়। (*বেদান্ত-সূত্র* ৪/১/১২)

গৌতম ঋষি তাঁর *ন্যায়-সূত্রে* উত্থাপন করেছেন যে, ভ্রান্তি ও অসন্তোষ এই উভয়কে অস্বীকার করে মোক্ষ লাভ করা যায়—*দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যা-*

জ্ঞানানাম্ উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাভাবাদ্ অপবর্গঃ। "সফলতার সঙ্গে মিথ্যা ধারণা, খারাপ চরিত্র, বিপর্যস্ত কর্ম, পুনর্জন্ম এবং দুর্বিপাক—(এইগুলির একটার অন্তর্ধান পরবর্তী অপরটির অন্তর্ধানকে অনুমোদিত করে)—দূর করে তবেই কেউ চরম মোক্ষ লাভ করতে পারে।" (*ন্যায়-সূত্র* ১/১/২) কিন্তু যেহেতু ন্যায়-দার্শনিকগণ বিশ্বাস করেন যে সচেতনতা আত্মার কোন প্রয়োজনীয় ধর্ম নয়, *ন্যায়-সূত্রের* শিক্ষা এই যে, মুক্ত আত্মার কোনরূপ সচেতনতা নেই। মোক্ষ সম্বন্ধে ন্যায়ের ধারণা এইভাবে আত্মাকে মৃত প্রস্তরের অবস্থায় স্থাপন করে। ন্যায়-দার্শনিকগণের দ্বারা আত্মার স্বাভাবিক সচেতনতাকে ধ্বংস করার এই চেষ্টাকে মূর্ত *বেদসমূহের* দ্বারা এখানে *সতো মৃতিম্* বলা হয়েছে। কিন্তু *বেদান্ত-সূত্রে* (২/৩/১৭) দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লিখিত আছে, *জ্ঞোঽত এব*—"জীবাত্মা সর্বদাই জ্ঞাতা।"

সত্যের মাঝে আত্মা যদিও সচেতন ও সক্রিয়, সাংখ্যদর্শনের সমর্থকগণ জীবন্ত শক্তির *আত্মনি যে চ ভিদাম্* এই দুইটি কর্মকে পুরুষ ও প্রকৃতির ওপর যথাক্রমে সচেতনতা ও সক্রিয়তা আরোপ করে ভুলক্রমে পৃথক করেছেন। *সাংখ্যকারিকার* মতে (১৯-২০)—

তস্মাচ্চ বিপর্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বং পুরুষস্য।
কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্বমকর্তৃভাবশ্চ ॥

"এইরূপে পুরুষগণের মধ্যে আপাত পার্থক্যের অগভীরতার ফলে (প্রকৃতির বিভিন্ন আবরণকারী প্রথাগুলির জন্য), সাক্ষীরূপে পুরুষের প্রকৃত পদমর্যাদা, তার স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তার নিষ্ক্রিয় উদাসীনতা, পর্যবেক্ষকরূপে তার প্রতিষ্ঠা, এবং তার নিষ্ক্রিয়তা ইত্যাদি প্রমাণিত হয়।"

তস্মাৎ তৎ-সংযোগাদ্ অচেতনং চেতনা-বদিব লিঙ্গম্।
গুণ-কর্তৃত্বেঽপি তথা কর্তেব ভবত্যুদাসীনঃ ॥

"এইভাবে, আত্মার সংস্পর্শে, অচেতন সূক্ষ্ম দেহকে সচেতন বলে মনে হয়। প্রকৃতির ত্রিগুণাবলীর ক্রিয়াকলাপ থেকে দূরে থাকলেও আত্মাই সর্বকর্ম সম্পাদনকারী বলে প্রতীয়মান হয়।"

কর্তা শাস্ত্রার্থ-বত্ত্বাৎ দ্বারা শুরু হওয়া *বেদান্ত সূত্রের* (২/৩/৩১-৩৯) এই ধারণাকে শ্রীল ব্যাসদেব খণ্ডন করেছেন। "জীবাত্মা অবশ্যই কার্যাবলীর সম্পাদক হবে, কেননা শাস্ত্রের অনুশাসনেরও কিছু উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে।" আচার্য বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁর *গোবিন্দ-ভাষ্যে* ব্যাখ্যা করেছেন—"প্রকৃতির ত্রিগুণাবলী নয়, জীবই কর্তা। কেন? কারণ শাস্ত্রের অনুশাসনের অবশ্যই কিছু উদ্দেশ্য থাকবে (*শাস্ত্রার্থ-*

বক্তৃত্বাৎ)। উদাহরণ স্বরূপ, *স্বর্গ-কামো যজেত* রূপ শাস্ত্রীয় অনুশাসন (কেউ স্বর্গ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করলে তার শাস্ত্রসম্মত হোম-ক্রিয়াদি করা উচিত) এবং *আত্মানমেব লোকমুপাসীত* (*বৃহদারণ্যক উপনিষদ* ১/৪/১৫)—'দিব্যলোক প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আত্মাকেই উপাসনা করতে হবে') সচেতন কর্তার বিদ্যমানেই কেবল কথাটি অর্থপূর্ণ। প্রকৃতির ত্রিগুণময় সত্তা কর্তা হলে এই সকল বিবৃতির কোনই অর্থ থাকে না। বস্তুত, জীবের দ্বারাও যে কোন উপভোগ্য ফল লাভ করা যেতে পারে জীবের মাঝে এই বোধ জাগিয়ে শাস্ত্রীয় অনুশাসন তাকে বিধিবদ্ধ কার্য সম্পাদনে নিযুক্ত রাখে। এরূপ মানসিকতা প্রকৃতির নিষ্ক্রিয় পন্থায় জাগরিত করা যায় না।"

জৈমিনি ঋষি তাঁর *পূর্ব-মীমাংসা-সূত্রাবলীতে* জড় কার্য ও তার ফলকে পরিপূর্ণ বাস্তবরূপে উপস্থাপন করেছেন। তিনি ও তাঁর পরবর্তী কর্ম-মীমাংসা দর্শনের সমর্থকদের শিক্ষা যে, জড় জীব অনন্ত—তাদের কোন মুক্তি নেই। তাদের কর্মচক্র অসীম, এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জীবের লক্ষ্য হল দেবতাদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করা। তাই, তারা বলে, *বেদের* সমস্ত উদ্দেশ্য হল সৎ কর্মের সৃষ্টিতে মানুষকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নিযুক্ত রাখা এবং ফলত পরিণত আত্মার মুখ্য দায়িত্ব *বেদের* যজ্ঞীয় অনুশাসনের সঠিক অর্থ নিরূপণ ও তা কার্যে পরিণত করা। *চন্দন-লক্ষনোহর্থো ধর্মঃ*—*বেদের* অনুশাসন দ্বারা নির্দেশিত কর্মই ধর্ম।" (*পূর্ব মীমাংসা-সূত্র* ১/১/২)

জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা সমৃদ্ধ *বেদান্ত-সূত্রের* চতুর্থ অধ্যায়ে জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি লাভের কার্যকর পন্থার বর্ণনা করা হয়েছে। আবার এই সূত্র কাউকে গুণান্বিত করার জন্য দিব্য জ্ঞান লাভে সাহায্য করে ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে হীনতর করছে। *বেদান্ত-সূত্রে* (৪/১/১৬) বলা হয়েছে—*অগ্নিহোত্রাদি তু তৎ কার্যায়েব তদ্দর্শনাৎ*—"অগ্নিহোত্র এবং অন্যান্য বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান শুধু *বেদের* বাণীরূপ জ্ঞানোৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট। আর *বেদান্ত-সূত্রের* (৪/৪/২২) ঠিক শেষে ঘোষণা করা হয়েছে, *অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ*—"প্রতিষ্ঠিত ধর্মশাস্ত্র মতে মুক্ত আত্মা কখনও এই বিশ্বে পুনরায় ফিরে আসে না।"

এইরূপে কল্পনাপ্রবণ দার্শনিকদের ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে যে মহান পণ্ডিত ও মহামুনিগণ তাঁদের ভগবান প্রদত্ত নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তির অপব্যবহারের দ্বারা প্রায়ই বিভ্রান্ত হন। *কঠ উপনিষদে* (১/২/৫) বলা হয়েছে,

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতাম্ মান্যমানাঃ ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥

"যে সকল মূঢ় ব্যক্তি অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থেকেও নিজেদের বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত বলে অভিমান প্রকাশ করে, তারা মূর্খের ন্যায় এক অন্ধের দ্বারা চালিত অপর অন্ধের ন্যায় এই বিশ্বে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়।"

সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত—এই বৈদিক সংস্কৃতির ছয়টি দর্শনের মধ্যে শুধু বাদরায়ণ ব্যাসের বেদান্তটি ত্রুটিমুক্ত এবং মাত্র এটিই বৈষ্ণবাচার্যগণের দ্বারা সঠিকভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও, এই ছয়টি শাখার প্রত্যেকটি বৈদিক শিক্ষায় কিছু বাস্তব অবদানের স্বাক্ষর রেখেছে। নাস্তিক সাংখ্যবাদিগণ সূক্ষ্ম থেকে স্থূল প্রাকৃতিক উপাদানের ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা করেন, পতঞ্জলির *যোগ* ধ্যানের আট প্রকার পদ্ধতির বর্ণনা করেন, নৈয়ায়িকগণ ন্যায়শাস্ত্রের কৌশল ব্যাখ্যা করছেন, বৈশেষিকগণ বাস্তবের মৌলিক অধিবিদ্যাগত শ্রেণীর বিবেচনা করেন, এবং মীমাংসকগণ শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার আদর্শ মান প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ছয় প্রকার দর্শন ছাড়াও বৌদ্ধ, জৈন ও চার্বাক দর্শনের ন্যায় অধিকতর ভ্রান্ত দর্শন আছে, যেগুলির শূন্যতাবাদ ও জড়বাদের সূত্র চিন্ময় আত্মার আধ্যাত্মিক অখণ্ডতাকে অস্বীকার করে।

পরিশেষে, জ্ঞানের একমাত্র নির্ভরশীল উৎস হলেন শ্রীভগবান স্বয়ং। পরমেশ্বর ভগবান হলেন *অববোধ-রস*, অব্যর্থ দর্শনের অফুরন্ত ভাণ্ডার। যারা দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে তাঁর ওপর নির্ভরশীল, তিনি তাদের দিব্য জ্ঞানচক্ষু দান করেন। অন্য যারা তাদের নিজেদের কল্পনার সূত্র অনুসরণ করে, তারা মায়ার অন্ধকার পর্দার ভিতর দিয়ে অন্ধের মতো হাতড়াতে থাকে। শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলেছেন—

মিথ্যা-তর্ক-সুকরকশেরিত-মহা-বাদান্ধকারান্তর-
ভ্রাম্যন্-মন্দ-মতেরমন্দ-মহিমংস্ত্বদ্-জ্ঞান-বর্ত্মাস্ফুটম্ ।
শ্রীমন্ মাধব বামন ত্রিনয়ন শ্রীশংকর শ্রীপতে
গোবিন্দেতি মুদা বদন মধুপতে মুক্তঃ কদাস্যামহম্ ॥

"মিথ্যা ন্যায়শাস্ত্রের রূঢ় পদ্ধতি দ্বারা উন্নীত উন্নত দর্শনের অন্ধকারের ভিতর দিয়ে বিমূঢ় আত্মার ভ্রমণের জন্য, হে পরম জ্যোতির্ময় ঈশ্বর, আপনার সত্য জ্ঞানের পথ অদৃশ্য থাকে। হে লক্ষ্মীপতি মধুসূদন, আপনার মাধব, বামন, ত্রিনয়ন, শ্রীশংকর, শ্রীপতি ও গোবিন্দ ইত্যাদি নাম মহানন্দে জপ করে কবে আমি মুক্ত হব?"

শ্লোক ২৬

সদিব মনস্ত্রিবৃৎ ত্বয়ি বিভাত্যসদামনুজাৎ
সদভিমৃশন্ত্যশেষমিদমাত্মতয়াত্মবিদঃ ।

ন হি বিকৃতিং ত্যজন্তি কনকস্য তদাত্মতয়া
স্বকৃতমনুপ্রবিষ্টমিদমাত্মতয়াবসিতম্ ॥ ২৬ ॥

সৎ—প্রকৃত; **ইব**—যেন; **মনঃ**—মন (এবং এর প্রকার); **ত্রি**—ত্রিস্তর (ত্রিগুণাত্মক জড়া প্রকৃতির দ্বারা); **ত্বয়ি**—আপনার মধ্যে; **বিভাতি**—প্রতীত হয়; **অসৎ**—অপ্রকৃত; **আ-মনুজাৎ**—মনুষ্য পর্যন্ত বিস্তৃত; **সৎ**—সৎ-এর ন্যায়; **অভিমৃশন্তি**—তারা বিবেচনা করেন; **অশেষম্**—সম্পূর্ণ; **ইদম্**—এই (বিশ্ব); **আত্মতয়া**—অভিন্ন আত্মা; **ন**—না; **হি**—নিশ্চিতই; **বিকৃতিম্**—বিকৃতি রূপান্তর; **ত্যজন্তি**—পরিত্যাগ করেন; **কনকস্য**—স্বর্ণের; **তৎ-আত্মতয়া**—তত্তটাই মূলের সঙ্গে অভিন্ন; **স্ব**—নিজের দ্বারা; **কৃতম্**—সৃষ্ট; **অনুপ্রবিষ্টম্**—প্রবিষ্ট; **ইদম্**—এই; **আত্মতয়া**—যেহেতু নিজের (ভগবানের) সঙ্গে অভিন্ন; **অবসিতম্**—নির্ণীত।

অনুবাদ

সরল ইন্দ্রিয়গোচর অসৎ বস্তু থেকে জটিল মানব দেহ পর্যন্ত এই ত্রিগুণাত্মক জড়া প্রকৃতির সকলই এই বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল অসৎ বস্তু সৎ বলে প্রতীত হলেও, আপনার ওপর মনের প্রবল প্রভাব বশত এগুলি সৎ দিব্য সত্যের মিথ্যা প্রতিফলন মাত্র। তবুও, পরমাত্মাতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ সমগ্র জড় সৃষ্টিকে পরমাত্ম রূপ সদ্‌বস্তুর কার্য বলেই মনে করেন। যেমন, সোনার তৈরি বস্তুকে নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করা হয় না। কারণ তার ভিতরের মূল বস্তুও প্রকৃত সোনা। সুতরাং আপনার সৃষ্ট ও তার ভিতর এই অনুপ্রবিষ্ট বিশ্বও নিঃসন্দেহে আপনার থেকে পৃথক নয়।

তাৎপর্য

এক দিক থেকে দেখলে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে প্রকৃত (সৎ) এবং অপরদিক থেকে দেখলে একে প্রকৃত (সৎ) বলে মনে হয় না। ভগবানের বহিঃশক্তিরূপে এই নিখিল বিশ্বের সার সত্ত্ব এক কঠোর সত্য, কিন্তু মায়ার দ্বারা এই সত্যের ওপর আরোপিত রূপ ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং এই জড় রূপের ক্ষণস্থায়ী প্রকাশকে যারা স্থায়ী বলে মনে করে তারা ভ্রান্ত। নির্বিশেষবাদী পণ্ডিতেরা বাস্তবসত্যকে অস্বীকার করে এই *সদসতের* যে ভুল ব্যাখ্যা করেন, তারা বলেন শুধু জড়রূপই নয় জড় সত্ত্বও অপ্রকৃত—*অসৎ*। তারা তাদের নিজেদের দিব্যসত্তার সঙ্গে পূর্ণব্রহ্ম ভগবানকে গুলিয়ে ফেলেন। একজন মায়াবাদী দার্শনিক মূর্ত *বেদসমূহে* উল্লেখিত—*ত্রিগুণময়ঃ পুমান্ ইতি ভিদা*—*বেদের* এই প্রার্থনার কথা স্বীকার করে পরমাত্মা ও *জীবাত্মার* মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এরূপই বলবেন। তিনি দাবী করবেন যে, যেহেতু জীবের জড়রূপ ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির এক ক্ষণজীবী প্রাণীর প্রকাশ, সেই কারণে জ্ঞান দ্বারা

জীবের অজ্ঞানতা দূর হলে তিনিই পরমাত্মারূপে প্রকাশিত হন; দাসত্ব, মুক্তি এবং পরিদৃশ্যমান জগৎ সব কিছুই অজ্ঞানতার অসৎ সৃষ্টি। এই ধারণার দূরীকরণে *বেদসমূহ* এখানে *সৎ* ও *অসতের* মাঝে প্রকৃত সম্পর্কের স্পষ্টিকরণ করছেন। *শ্রুতি* সাহিত্যে আমরা এই বাক্যটি পাই—*অসতোঽধিমনোঽসৃজ্যত, মনঃ প্রজাপতিং অসৃজৎ, প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজৎ, তন্বা ইদং মনস্যেব পরমং প্রতিষ্ঠিতং যদিদং কিং চ*। মূলত *অসৎ* থেকে শ্রেষ্ঠ মনের সৃষ্টি হয়েছিল। এই মন প্রজাপতিকে সৃষ্টি করে এবং প্রজাপতি সকল জীবকে সৃষ্টি করেন। মনই হল এই বিশ্বে অবস্থিত সকল কিছুর মূল ভিত্তি।" সকল প্রকাশিত বস্তুই অসতের ওপর ভিত্তি করে অবস্থিত—এই কথাটি বোঝাতে গিয়ে নির্বিশেষবাদীরা এর ভুল অর্থ করলেও এই অংশে স্পষ্টতই *অসৎ* কথাটি বিরুদ্ধ ব্যবহার প্রকৃতপক্ষে সব কিছুর মূল কারণ পরমেশ্বর ভগবানকেই নির্দেশ করছেন। কেননা ভগবানই সকল জড় জীবের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। *বেদান্তসূত্রের* (২/১/১৭) যুক্তি নির্বিশেষবাদীদের *অসদ্-ব্যপদেশান্ নেতি চেন ন ধর্মান্তরেণ বাক্য-শেষাৎ*—এই ভুল ব্যাখ্যাকে নস্যাৎ করে আগের ব্যাখ্যাকেই দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছে। "জড় জগৎ ও তার উৎস একই বিষয় হতে পারে না, কেননা এই জগৎকে *অসৎ* বলা হয়—এই বিষয়ে কেউ প্রতিবাদ করলে আমাদের উত্তর হবে, 'না, কেননা *অসৎ-ই* ব্রহ্ম এই বিবৃতিটি ভগবানের সৃষ্টি থেকে তাঁকে পৃথক করেছে।' " *তৈত্তিরীয় উপনিষদে* (২/৭/১) বলা হয়েছে *অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ*—"সৃষ্টির প্রারম্ভে শুধু *অসতেরই* উপস্থিতি ছিল।"

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে এই আলোচ্য বিষয়ে উল্লিখিত *অধিমনঃ* শব্দটি বিশ্বের প্রায় সকল মনের অধীশ্বর ভগবান অনিরুদ্ধকে বোঝায়, যিনি সৃষ্টি মানসে শ্রীনারায়ণের পূর্ণ স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা সকল সৃষ্টজীবের পিতা। *মহা-নারায়ণ উপনিষদে* (১/৪) বলা হয়েছে—*অথ পুনরেব নারায়ণঃ সোঽন্যং কামং মনসাধ্যায়েৎ। তস্য ধ্যানান্তঃ-স্থস্য ললনাৎ স্বেদোঽপতৎ। তা ইমা প্রততাপ তাসু তেজো হিরণ্ময়মণ্ডং তত্র ব্রহ্মা চতুর্মুখোঽজায়ত*। "তখন ভগবান নারায়ণ তাঁর অন্য আকাঙ্ক্ষা পূরণের কথা চিন্তা করতে থাকা কালীন তাঁর ললাট দেশ থেকে এক বিন্দু ঘাম মাটিতে পড়ল। সকল জড় সৃষ্টি এই ঘর্মবিন্দুর গেঁজলা থেকে উদ্ভূত হল। আর তার মধ্যে অগ্নিবৎ এক সোনালী রঙের ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হল, এবং সেই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে চতুর্মুখ ব্রহ্মার জন্ম হল।"

'কোন বস্তু যখন কোন বিশেষ উপাদান থেকে সৃষ্ট হয়, তখন তার পরিবর্তিত রূপের মধ্যেও সেই বস্তুর উপাদান বর্তমান থাকে। স্বর্ণের বিকৃতি কোন অলঙ্কারকে স্বর্ণপ্রেমী লোকেরা স্বর্ণ বলেই গ্রহণ করে, স্বর্ণ নির্মিত পাশা বা কণ্ঠহারকে পরিত্যাগ

করে না। কেননা, স্বর্ণের বিকৃতি হলেও তা স্বর্ণই থাকে। প্রকৃত জ্ঞানীরা এই জড় জাগতিক দৃষ্টান্তে পরম পুরুষ ও তাঁর সৃষ্টির উদ্ভবের মধ্যে ভিন্ন অথচ অভিন্ন সম্পর্কের সাদৃশ্য দেখতে পান। এইরূপে এই অলৌকিক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান জীবকে তাদের মায়ার দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করে, কারণ তারা তখন ভগবানের সব সৃষ্টির মাঝেই তাঁকে দেখতে পায়।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলছেন—

যৎ সত্ত্বতঃ সদা ভাতি জগদেতদস্য স্বতঃ।
সদাভাসমসত্যস্মিন্ ভগবন্তং ভজামতম্ ॥

"যাঁর প্রকৃত কার্যকরী উপস্থিতির ফলে এই সৃষ্ট জগৎ অপরিহার্যভাবে অসার বলে মনে হলেও স্থায়ীরূপে প্রতিভাত হয়, এস, আমরা সেই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের আরাধনা করি। কারণ তিনিই পরমাত্মারূপে অবাস্তবের মাঝে বাস্তবের প্রতিফলন ঘটান।"

শ্লোক ২৭

তব পরি যে চরন্ত্যখিলসত্ত্বনিকেততয়া
ত উত পদাক্রমন্ত্যবিগণয্য শিরো নির্ঋতেঃ।
পরিবয়সে পশূনিব গিরা বিবুধানপি তাং-
স্ত্বয়ি কৃতসৌহৃদাঃ খলু পুনন্তি ন যে বিমুখাঃ ॥ ২৭ ॥

তব—আপনার; **পরি যে চরন্তি**—যাঁরা সেবা করেন; **অখিল**—(নিখিল জীব) সকলের; **সত্ত্ব**—সৃষ্ট জীব সকল; **নিকেততয়া**—আশ্রয়রূপে; **তে**—তাঁরা; **উত**—সহজভাবে; **পদা**—তাঁদের পদ দ্বারা; **আক্রমন্তি**—পদচারণ পূর্বক অতিক্রম করেন; **অবিগণয্য**—অবজ্ঞাভরে; **শিরঃ**—মস্তক; **নির্ঋতেঃ**—মৃত্যুর; **পরিবয়সে**—আবদ্ধ করে থাকেন; **পশূন্**—পশুর মতো; **গিরা**—আপনার বচন সমূহের দ্বারা (বেদের); **বিবুধান্**—জ্ঞানী পণ্ডিত; **অপি**—ও; **তান্**—তাঁদেরকে; **ত্বয়ি**—যাদেরকে; **কৃত**—যাঁরা করেছেন; **সৌহৃদাঃ**—বন্ধুত্ব; **খলু**—নিশ্চিতই; **পুনন্তি**—পবিত্র করেন; **ন**—না; **যে**—যারা; **বিমুখাঃ**—শত্রুভাবাপন্ন।

অনুবাদ

যাঁরা আপনাকে নিখিল জীবের আশ্রয়রূপে সেবা করেন, তাঁরাই মৃত্যুকে অবজ্ঞা করে তার শিরে পদচারণপূর্বক সহজেই তাকে অতিক্রম করেন। যারা ভক্তিশূন্য, তারা পণ্ডিত হলেও *বেদ* বাক্যের দ্বারা পশুর ন্যায় আপনি তাদের এই কর্মমার্গেই

আবদ্ধ করে থাকেন। যাঁরা আপনার প্রতি প্রেমভাবাপন্ন, তাঁরাই নিজেকে এবং অপরকে পবিত্র করে থাকেন। আপনার বিরোধী অন্য কেউ একাজে সক্ষম হয় না।

তাৎপর্য

মূর্ত *বেদসমূহ* বর্তমানে বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী সম্প্রদায়ের ভ্রমাত্মক দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছেন—সৃষ্টির জড় উৎসকে বিনা প্রমাণে মান্যকারী বৈশেষিকগণের *অসদ্-উৎপত্তিবাদ;* সচেতন মুক্ত আত্মাকে বঞ্চিতকারী নৈয়ায়িকদের *সদ্-বিনাশ-বাদ;* সকল দৃষ্টিগোচর গুণাবলী থেকে আত্মাকে পৃথককারী সাংখ্যবাদিগণের *সগুণত্বভেদবাদ;* জড় জাগতিক ব্যাপক বাণিজ্য কার্যে যুক্ত আত্মার নিন্দাকারী মীমাংসকদের *বিপণবাদ,* এবং মতিভ্রমের মতো এই জগতে আত্মার প্রকৃত চেতনাকে কলঙ্কিতকারী মায়াবাদীদের *বিবর্তবাদ*—এই সকল বাদকে প্রত্যাখ্যান করে মূর্ত *বেদসমূহ* এখন ভক্তিপূর্ণ দর্শনের *পরিচর্যাবাদ* পেশ করছেন।

এই মতবাদ গ্রহণকারী বৈষ্ণবগণ শিক্ষা দেন যে সামান্য জ্ঞানের অধিকারী জীবাত্মা চিন্ময় ব্যক্তিত্বের পারমাণবিক অণু হলেও সেটা স্বাধীন নয় ও তার কোন জাগতিক গুণাবলী নেই। ক্ষুদ্র হওয়ার জন্য তার জড়া শক্তির অধীনস্থ হওয়ার একটা প্রবণতা আছে এবং সেখানে তাকে জড় জীবনের দুঃখ ভোগ করতে হয়। ভগবানকে সেবা দান করে এই দুঃখের অবসান ঘটিয়ে সে পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির আশ্রয় লাভ করতে পারে, ফলপ্রসূ কর্মে নিযুক্তি, কল্পনা বা অন্য কোন পদ্ধতির দ্বারা নয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্ ।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্ব-পাকানপি সম্ভবাৎ ॥

"আমার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস সহ শুধুমাত্র নিকষিত হেম সদৃশ ভগবৎ-সেবার অনুশীলনের দ্বারাই কেউ পরমেশ্বর ভগবান—আমাকে লাভ করতে পারে। আমার যে সকল প্রিয় ভক্ত আমাকেই তাদের প্রীতিপূর্ণ সেবার একমাত্র লক্ষ্যস্থল বলে মনে করে, স্বভাবতই আমি তাদের প্রতি অনুরক্ত। কুকুর ভক্ষণকারী হীনজাত ব্যক্তিরাও তাদের এই জন্মের কলুষতা থেকে নিজেদের পবিত্র করতে পারে।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/১৪/২১)

পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তগণ *অখিল-সত্ত্বে* অবস্থিত সমস্ত কিছুর নিকেতনরূপে ভগবানের উপাসনা করেন। এ ছাড়াও, এই সকল বৈষ্ণব ভক্তগণ এই অর্থে নিজেদের *অখিল-সত্ত্ব-নিকেত* বলে ঘোষণা করতে পারেন যে তাঁদের আবাস ও

আশ্রয়স্থল জড়-জগৎ ও চিৎ জগতের বাস্তব তাত্ত্বিক সত্তা। এইরূপে শ্রীপাদ মধ্বাচার্য, তাঁর *বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্যে 'সত্যং হ্যেবেদং বিশ্বমসৃজত'*-এই *শ্রুতি-মন্ত্রটি'* উদ্ধৃত করেছেন। "তিনি প্রকৃত বাস্তব রূপে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন।" এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* সপ্তম স্কন্ধে (৭/১/১১) পরমারাধ্য ভগবানকে *প্রধান পুংভ্যাং নরদেব সত্যকৃৎ*—"পদার্থ ও জীবের প্রকৃত বিশ্বের স্রষ্টারূপে নির্দেশ করা হয়েছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *অখিলসত্ত্ব নিকেত'র* আর একটি অধিক গোপনীয় অর্থ নির্দেশ করেছেন—সেটা হল পরমপুরুষ ভগবানের নিজস্ব আবাস অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধাম, কোনক্রমেই খিল অর্থাৎ নিকৃষ্ট বা অপূর্ণ নয়, আর সেই জন্যই তাকে বৈকুণ্ঠ বলা হয়,—চিন্তাশূন্য বাধা বন্ধ-হীন এক মুক্ত রাজ্য। শ্রীভগবান বৈষ্ণবগণের ভক্তিপূর্ণ সেবা গ্রহণ করার ফলে তাঁরা ভগবান কর্তৃক নিরাপদ রক্ষণের ব্যাপারে এত বেশি নিশ্চিত যে মৃত্যু ভয়ে তাঁরা আর ভীত নন। এটা তাঁদের পারমার্থিক আবাসে প্রত্যাবর্তনের অন্য এক সহজ পদক্ষেপ।

কিন্তু শুধু পরম পুরুষের ভক্তরাই কি মৃত্যুভয়ের হাত থেকে মুক্তিলাভের উপযুক্ত? অন্য সব অতীন্দ্রিয়বাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি এবং পণ্ডিত ব্যক্তিরা কেন অযোগ্য? এখানে *শ্রুতির* উত্তর—"যারা *বিমুখ* অভক্ত, যারা ভগবানের কৃপা লাভের আশায় তাঁর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করে না, তারা *বেদের* যে বাক্য শরণাগত ভক্তদের হৃদয়ে আলোকপাত করে না সেই বাক্য দ্বারাই মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়।" *বেদসমূহের* সতর্কবাণী—*তস্য বাক্‌তন্তির নামানি দামানি। তস্যেদং বাচা তন্ত্যা নামভির দামভিঃ সর্বং সিতম্*—"এই অলৌকিক ধ্বনি-সূত্র শুধু পবিত্র নাম রজ্জুই গঠন করে না, এক প্রস্থ বন্ধন-রজ্জুও গঠন করে। তাদের অনুশাসনের রজ্জু দ্বারা সকলকে মিথ্যা খেতাবে আবদ্ধ করে *বেদসমূহ* গোটা বিশ্বকে বন্ধন করেন।"

আত্মা ও পরমাত্মার বাস্তবতা *অপরোক্ষ,* ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিন্তু এটা দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন কোন একজনের পক্ষেই সম্ভব। যে সকল তত্ত্ববিদের হৃদয় অবিশুদ্ধ তাঁরা ভুলক্রমে এই সত্য পরোক্ষের পরিবর্তন বলে মনে করেন, তাঁরা ভাবেন এটা শুধু কল্পনাই করা যেতে পারে, অভিজ্ঞতার দ্বারা কখনও সরাসরি জানা যায় না। এইরূপ চিন্তাবিদদের জ্ঞান বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে তাদের কিছু সন্দেহ ও ভুল ধারণা দূর করতে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু জাগতিক মায়া অতিক্রম করতে এবং পরম-তত্ত্বের প্রতি অগ্রসর হতে এই জ্ঞান ব্যর্থ। সাধারণত যে সকল ভক্তরা বিশ্বস্তভাবে সম্পূর্ণ শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি প্রীতিকর সেবা দান করেন, তাঁরাই *অপরোক্ষ জ্ঞান* রূপে ভগবানের মহত্ত্ব ও বিস্ময়কর সহানুভূতিপূর্ণ কৃপা লাভ করেন। পরমেশ্বর ভগবান অবশ্যই অযোগ্য ব্যক্তিকেও নির্দ্বিধায় তাঁর করুণা বিতরণ করেন। পাপাত্মা অসুরদের বধ করার সময়েই তিনি এরূপ করেন।

কিন্তু মায়াবাদী ও অন্যান্য নাস্তিক তত্ত্ববিদগণকে আশীর্বাদের ক্ষেত্রে তাঁর এই প্রবণতা খুবই কম।

যাই হোক, এটা ভাবা ঠিক নয় যে, বিষ্ণুভক্তরা অজ্ঞ, কারণ তাঁরা দার্শনিক বিশ্লেষণ ও যুক্তির ব্যাখ্যায় দক্ষ না-ও হতে পারেন। আত্মার পূর্ণ উপলব্ধি নিজস্ব মানস কল্পনার মাধ্যমে লাভ করা যায় না। এটাকে লাভ করতে হবে শ্রীভগবানের আনুকূল্যের দ্বারা। বৈদিক বিশেষজ্ঞদের (কঠ উপনিষদ ২/২/২৩) এবং *মুণ্ডক উপনিষদ* ৩/২/৩) কাছ থেকে শুনে থাকি—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।
যমেবৈষঃ বৃণুতে তেন লভ্যস্-
তস্যৈষঃ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥

"দক্ষ প্রবচনের দ্বারা, গভীর মেধার দ্বারা, এমন কি বহু শ্রবণের দ্বারাও পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ভগবান যাকে নির্বাচিত এবং পছন্দ করেন, তিনিই কেবল তাঁকে জানতে পারেন। সেই রকম ভক্তের কাছে ভগবান স্বয়ং নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন।"

অন্যত্র *শ্রুতিগণ* ভক্তের সাফল্যের বর্ণনা করেন—*দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যচষ্টে।* "দেহান্তে শুদ্ধ আত্মা আকাশে নক্ষত্রাবলীকে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করার মতো পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করেন।" এবং *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* (৬/২৩) তাঁর শেষ বিবৃতিতে ব্যাকুল বৈষ্ণবগণকে এইরূপ উৎসাহ দান করছেন—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

"পরমেশ্বর ও গুরুর প্রতি যাঁদের অকৃত্রিম ভক্তি আছে, সেইরূপ মহাত্মাদের নিকটই বৈদিক জ্ঞানের সমস্ত তাৎপর্য স্বতঃই প্রকাশিত হয়।"

এইপ্রসঙ্গে শ্রীল জীব গোস্বামী *শ্রীশ্বেতাশ্বতর উপনিষদের* অন্য (৪/৭-৮ ও ৪/১৩) শ্লোকেও উল্লেখ করেছেন—

জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্
অস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥

ঋচোঽক্ষরে পরে ব্যোমন্
যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ ।

যস্তং বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥

"ঋক্ *বেদের* মন্ত্র দ্বারা নির্দেশিত যিনি নিত্য আকাশে সর্বোচ্চ স্থানে বাস করেন, এবং যিনি তাঁর সাধুভক্তদের সেই একই অবস্থানে উন্নীত করেন, তিনিই পরম পুরুষোত্তম ভগবান। যিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শুদ্ধ প্রেমকে বর্ধিত করে তাঁর অতুলন মহিমা উপলব্ধি করেন এবং তাঁর মহিমার প্রশংসা করেন, তিনি দুঃখ থেকে মুক্ত হন। তিনি পরমেশ্বরকে জানেন *ঋগ্বেদ-মন্ত্র* তাঁর ওপর আর কি মঙ্গল বর্ষণ করবে? যাঁরা সেই পরমপুরুষকে জেনেছেন তাঁরা পরম লক্ষ্য লাভ করেন।"

যো বেদানামধিপো যস্মিল্লোঁকা অধিশ্রিতাঃ ।
য ঈশোঽস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদস্-তস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥

"যিনি সকল *বেদের* অধিপতি, যাঁর ভিতর সর্বলোক বিশ্রামরত, যিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদ সকল সৃষ্ট জীবের কাছে পরমেশ্বর বলে পরিচিত, সেই পরমারাধ্য সর্বশক্তিমান পরম পুরুষকে আমরা ঘৃত-নৈবেদ্য নিবেদন করি।"

মোক্ষকামীদের উল্লেখ করে শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলেছেন—

তপন্তু তাপৈঃ প্রপতন্তু পর্বতাদ্
অটন্তু তীর্থানি পঠন্তু চাগমান্ ।
যজন্তু যাগৈর্বিবদন্তু বাদৈ-
র্হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি ॥

"তাঁরা তপশ্চর্যাই করুন, পর্বতশৃঙ্গ থেকে নিজেদের নিক্ষেপই করুন, তীর্থপর্যটন, শাস্ত্র অধ্যয়ন, হোম-যজ্ঞাদিই করুন এবং বিভিন্ন তত্ত্ববিদগণের সঙ্গে যুক্তিসহ আলোচনা যাই করুন না কেন, ভগবান শ্রীহরিকে ছাড়া কখনই তারা মৃত্যুকে জয় করতে পারেন না।"

শ্লোক ২৮

ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধরস্
তব বলিমুদ্বহন্তি সমদন্ত্যজয়ানিমিষাঃ ।
বর্ষভুজোঽখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বসৃজো
বিদধতি যত্র যে ত্বধিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ ॥ ২৮ ॥

ত্বম্—আপনি; **অকরণঃ**—জড়াবুদ্ধি শূন্য; **স্বরাট্**—স্বয়ং দীপ্ত (ঈশ্বর); **অখিল**—সকলের; **কারক**—কর্ম-সম্পাদক; **শক্তি**—শক্তি; **ধরঃ**—ধারক; **তব**—আপনার; **বলিম্**—কর বা উপহার; **উদ্বহন্তি**—বহন করেন; **সমদন্তি**—গ্রহণ করেন; **অজয়া**—জড়া প্রকৃতি সহ; **অনিমিষাঃ**—দেবতা সকল; **বর্ষ**—রাজ্যের জেলা সমূহের; **ভুজঃ**—শাসকবর্গ; **অখিল**—সমগ্র; **ক্ষিতি**—ভূমির (পৃথিবীর); **পতেঃ**—অধিপতির; **ইব**—যেন; **বিশ্ব**—বিশ্বের; **সৃজঃ**—স্রষ্টাগণ; **বিদধতি**—সম্পাদন করেন; **যত্র**—যেখানে; **যে**—যারা; **তু**—নিশ্চিতই; **অধিকৃতা**—আরোপিত; **ভবতঃ**—আপনার; **চকিতাঃ**—ভীত।

অনুবাদ

হে প্রভো, আপনি জড়াবুদ্ধিরহিত হলেও সকলের যাবতীয় ইন্দ্রিয় শক্তির পরিচালক। খণ্ডরাজ্যের অধিপতিরা যেরূপ তাঁদের অধীশ্বরকে কর প্রদান করেন এবং নিজ নিজ প্রজাগণের প্রদত্ত উপহার ভোগ করেন, তেমনই দেবতাগণ ও জড়া প্রকৃতি স্বয়ং আপনাকে উপঢৌকন প্রদান করেন। এইভাবে সকল দেবগণ বিশ্বসৃষ্টিকর্তা আপনার ভয়ে ভীত হয়ে নিজেদের ওপর আরোপিত কর্ম সম্পাদন করছেন।

তাৎপর্য

সকল বুদ্ধিমান জীবেরই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে স্বেচ্ছায় তাঁর সেবায় নিযুক্ত হওয়া উচিত। মূর্ত *বেদসমূহের* এটাই প্রচলিত মত। কিন্তু ভগবান শ্রীশ্রীনারায়ণ এই প্রার্থনা শুনে স্বভাবতই প্রশ্ন করতে পারেন, "যেহেতু আমার ইন্দ্রিয় ও নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ একটা দৈহিক আকৃতি আছে, তবে কি আমি স্বতন্ত্র কর্তা ও উপভোক্তা হতে পারি না? প্রত্যেকের হৃদয় অভ্যন্তরে পরমাত্মারূপে আমি অগণন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তত্ত্বাবধান করে থাকি, তবে কি করে আমি প্রত্যেকের ইন্দ্রিয় সুখানুভূতির ফলাফলের সঙ্গে জড়িত হব না?" "না" সমবেত *শ্রুতি সকল* বলছেন, "আপনি জড় ইন্দ্রিয় রহিত হলেও, আপনিই সকলের চরম নিয়ন্তা।" *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৩/১৮) উল্লেখ আছে—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্ ॥

"তাঁর হাত নেই, তথাপি তিনি সমস্ত গ্রহণ করেন, তাঁর পা নেই অথচ তিনি দূরগামী, তাঁর চোখ নেই অথচ তিনি সব কিছু দেখেন, তাঁর কান নেই অথচ তিনি সব শোনেন; যদিও সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় তিনি জানেন, কিন্তু তাঁকে কেউ জানে না। ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁকে মহান ও আদিপুরুষ বলে থাকেন।"

পরমেশ্বর ভগবানের হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মিথ্যা অহংবোধ, জড় বস্তু থেকে জাত সাধারণ বদ্ধ আত্মার হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণের মতো নয়। বরং ভগবানের অপূর্ব সুন্দর দেহাবয়ব তাঁর অন্তঃপ্রকৃতির প্রত্যক্ষ প্রকাশ। এইরূপে আত্মা ও কলেবর ব্যতীত ভগবান ও তাঁর দেহাবয়ব সর্বতোভাবে বদ্ধ জীবের সদৃশ। অধিকন্তু, তাঁর করকমল, শ্রীপাদপদ্ম, পদ্মলোচন এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজে কোন সীমাবদ্ধতা নেই। ভগবানের প্রথম সৃষ্টি শ্রীব্রহ্মা এইভাবে তাঁর মহিমা কীর্তন করেছেন—

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি ।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি; তাঁর বিগ্রহ আনন্দময়, চিন্ময় ও সন্ময়, সুতরাং পরমোজ্জ্বল। সেই বিগ্রহের অঙ্গসকল প্রত্যেকেই পূর্ণ ইন্দ্রিয়বৃত্তির অধিকারী, এবং তিনি জড় ও চিৎ অনন্ত জগৎসমূহকে নিত্যকাল দর্শন, পালন ও প্রকাশ করেন।" (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৩২)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *অখিলশক্তিধর*—এই বাক্যাংশের এক বিকল্প ব্যাখ্যা করেছেন—পরম পুরুষ ভগবানের নিজ অভ্যন্তরে লালন করা শক্তি হল *অখিল শক্তি*—যে শক্তি সর্বপ্রকার বাধাবন্ধন মুক্ত। তিনি জীবের ইন্দ্রিয় শক্তি দান করেন। *কেন উপনিষদে* (১/২) বর্ণিত আছে—*শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচম্*। "তিনি কর্ণের কর্ণ অর্থাৎ যাঁর শক্তিতে কর্ণ শ্রবণ করে, মন মননকার্য করে, বাগিন্দ্রিয় বাক্য উচ্চারণ করে।" *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৬/৮) আছে—

ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥

"পরমেশ্বরের কোন জাগতিক কাজ করার নেই, বা কোন জড় ইন্দ্রিয়ও নেই যার দ্বারা এই কাজ করতে হবে। তাঁর সমান বা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠতর কেউ নেই।

বেদসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি কিভাবে তিনি জ্ঞান শক্তি ও কর্মশক্তি এই নানা প্রকার বহুমুখী শক্তির অধিকারী প্রত্যেক শক্তিই স্বাধীনভাবে ক্রিয়াশীল।"

মর জীবের শাসক ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবগণ গৌণ স্রষ্টা ব্রহ্মা ও তাঁর পুত্রগণের মতো পরম পুরুষ ভগবানের দাস।

এইসকল মহান দেবগণ ও ব্রহ্মবিদ্‌গণ বিশ্ব পরিচালন এবং মানবজাতির প্রতি নিজ নিজ কর্ম সম্পাদনের দ্বারা ধর্মীয় নির্দেশ দান করে পরমেশ্বরের পূজা করে থাকেন।

বিশ্বের শক্তিশালী নিয়ন্তাগণ, শ্রদ্ধায় পরম নিয়ন্তা ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হয়েছেন। *তৈত্তিরীয় উপনিষদে* (২/৮/১) উল্লেখ আছে।

ভীষাস্মাদ্বাতঃ পাবতে ভীষাদেতি সূর্যঃ ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥

"এই ব্রহ্মের ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হয়, এঁর ভয়েই সূর্য উদিত হয়; এঁর ভয়েই ভীত হয়ে অগ্নি, ইন্দ্র এবং পঞ্চম স্থানীয় মৃত্যু ধাবিত হয়, অর্থাৎ নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত হয়।"

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলছেন—

অনিন্দ্রিয়োঽপি যো দেবঃ সর্বকারকশক্তিধৃক্ ।
সর্বজ্ঞঃ সর্বকর্তা চ সর্বসেব্যং নমামি তম্ ॥

"পরমেশ্বরের কোন পার্থিব জ্ঞান নেই, তবুও তিনি সকলের ইন্দ্রিয় পরিচালিত কাজ নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি সমস্ত কিছুর জ্ঞাতা, সকল কাজের চূড়ান্ত কর্তা, এবং প্রত্যেকের ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের উপযুক্ত পাত্র। সেই লীলা পুরুষোত্তম বিশ্বেশ্বরকে আমি প্রণাম জানাই।"

শ্লোক ২৯

স্থিরচরজাতয়ঃ স্যুরজয়োত্থনিমিত্তযুজো
বিহর উদীক্ষয়া যদি পরস্য বিমুক্ত ততঃ ।
ন হি পরমস্য কশ্চিদপরো ন পরশ্চ ভবেদ্
বিয়ত ইবাপদস্য তব শূন্যতুলাং দধতঃ ॥ ২৯ ॥

স্থির—স্থির; **চর**—চলমান; **জাতয়ঃ**—জীবসমূহ; **স্যুঃ**—আবির্ভাব হয়; **অজয়া**—মায়ার সঙ্গে; **উত্থ**—জাগরিত; **নিমিত্ত**—তাদের কার্য প্রেরণা এবং সেই মতো

সূক্ষ্মদেহ সক্রিয় হয়); **যুজঃ**—ধরে নিয়ে; **বিহরঃ**—বিহার; **উদীক্ষয়া**—আপনার সংক্ষিপ্ত দৃষ্টিক্ষেপ দ্বারা; **যদি**—যদি; **পরস্য**—নির্লিপ্ত পরমেশ্বরের; **বিমুক্ত**—হে নিত্য মুক্ত; **ততঃ**—মায়ার থেকে; **ন**—না; **হি**—নিশ্চিতই; **পরমস্য**—পরমকারুণিকের; **কশ্চিৎ**—যে কেউ; **অপরঃ**—পর নয়; **ন**—অথবা না; **পরঃ**—পর; **চ**—এবং; **ভবেৎ**—হতে পারে; **বিয়ত**—বায়বীয় আকাশ; **ইব**—সদৃশ্য; **অপদস্য**—যার কোন প্রত্যক্ষ গুণাবলী নেই; **তব**—আপনার; **শূন্য**—শূন্যগর্ভ; **তুলাম্**—সাদৃশ্য; **দধতঃ**—দায়িত্ব গ্রহণ করা।

অনুবাদ

হে নিত্যমুক্ত অতীন্দ্রিয় ভগবান, আপনার দৃষ্টিক্ষেপ মাত্র দ্বারা যখন মায়ার সঙ্গে আপনার লীলাবিলাস হয় তখন আপনার জড়া শক্তির দ্বারা চরাচরাত্মক বিভিন্ন প্রজাতির জীবের আবির্ভাব হয়। পরমকারুণিক আপনি আকাশের মতো সর্বত্র সমানভাবে অবস্থিত বলে কাউকে আপনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং কাউকে অজানা ভিন্ন গোত্রীয় প্রাণীরূপে দেখেন না। এই অর্থে আপনি শূন্যগর্ভ সদৃশ।

তাৎপর্য

জীবেরা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও কল্যাণের জন্যই কেবল সর্ব শক্তিমান ভগবানের ওপর নির্ভরশীল নয়, উপরন্তু তাদের দৈহিক প্রকাশও পরমেশ্বরের ব্যতিক্রমী করুণার জন্যই সম্ভব। পরমেশ্বর ভগবানের এই জড় জাগতিক বিষয়ে কোন আগ্রহ নেই, কেননা এই বিশ্বের তুচ্ছ আনন্দ থেকে তাঁর কিছুই পাবার মতো নেই, এবং তিনি সকল জাগতিক ঈর্ষা ও লোভ থেকে মুক্ত। তিনি তাঁর চিৎ শক্তির আভ্যন্তরীণ জগতে কেবল তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের সাথে আমোদ-প্রমোদে মত্ত। তাই জড় সৃষ্টির মাঝে তাঁর সদা রত থাকার একমাত্র কারণ হল পতিত জীবদের এই নিত্য আনন্দের মাঝে পুনরায় ফিরিয়ে আনা।

ভগবান-বিদ্রোহী আত্মার জন্য অবশ্যই পৃথক দেহ এবং এক মায়াময় পরিবেশের যোগান দিতে হবে, সেখানে তাদের স্বাধীন কল্পনা কার্যকরী হতে পারে। পরম কারুণিক মঙ্গলময় ভগবান তাদের নিজেদের মতো শিক্ষা গ্রহণে সম্মত হয়েছেন, এবং সেই কারণে তিনি তাঁর জড়াশক্তি মহামায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। শুধু এই দৃষ্টিক্ষেপের ফলেই মহা-মায়া জাগ্রত হয়ে ভগবানের পক্ষ থেকে এই সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন। তিনি ও তাঁর সহচরিগণ স্বর্গ ও নরকের বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে অসংখ্য বিভিন্ন প্রকারের দেবতা, মানব ও জন্তু-জানোয়ারের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের সৃষ্টি করেছেন—উদ্দেশ্য হল বদ্ধ আত্মাদের কাঙ্ক্ষিত ও যোগ্য সুযোগ সুবিধা দান করা।

ভগবানের সৃষ্টজীবের দুঃখকষ্টের জন্য অজ্ঞ ব্যক্তিরা ভগবানের প্রতি দোষারোপ করলেও বৈদিক সাহিত্যের অনুরক্ত ছাত্র প্রতিটি আত্মার প্রতি ভগবানের উপর সমদৃষ্টির জন্য তাঁর প্রশংসা করবেন। যেহেতু তাঁর হারানোরও কিছু নেই, প্রাপ্তিরও কিছু নেই, তাই তাঁর শত্রু মিত্র ভেদাভেদেরও কোন কারণ নেই। আমরা হয়তো ভগবানের বিরোধিতা করতে পারি এবং তাঁকে ভোলার সব রকম চেষ্টা করতে পারি, তিনি কিন্তু আমাদের কখনও ভোলেন না, বা তাঁর অদৃশ্য নির্দেশের সঙ্গে আমাদের সব প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগান বন্ধ করে দেন না।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলেছেন—

ত্বদীক্ষণ বশক্ষোভ-মায়াবোধিতকর্মভিঃ ।
জাতান্ সংসরতঃ খিন্নান্ নৃহরে পাহি নঃ পিতঃ ॥

"যারা এই অনন্ত জন্ম-মৃত্যু চক্রে জন্ম গ্রহণ করেছে, হে ভগবান নৃসিংহদেব, তাদের আপনি রক্ষা করুন। আপনার দৃষ্টিনিক্ষেপে উত্তেজিত মায়া কর্মে প্রবৃত্ত হলে এই সকল বদ্ধ আত্মাগুলি তাদের কর্ম জনিত জটিলতার জালে আবদ্ধ হয়ে দুঃখ পেয়ে থাকে।"

শ্লোক ৩০

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা ।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া ॥ ৩০ ॥

অপরিমিতা—অপরিমিত, অসংখ্য; **ধ্রুবাঃ**—নিত্যস্বরূপ; **তনু-ভৃতঃ**—জীবগণ; **যদি**—যদি; **সর্ব-গতাঃ**—সর্বগত; **তর্হি**—তখন; **ন**—না; **শাস্যতা**—শ্রেষ্ঠত্ব; **ইতি**—এরূপ; **নিয়মঃ**—নিয়ম; **ধ্রুব**—হে নিত্যস্বরূপ; **ন**—না; **ইতরথা**—অন্যথা; **অজনি**—জাত; **চ**—এবং; **যৎ-ময়ম্**—যার দেহ থেকে; **তৎ**—তা থেকে; **অবিমুচ্য**—আপনি তাদের অপরিত্যাজ্য; **নিয়ন্তৃ**—নিয়ন্তা; **ভবেৎ**—অবশ্য হবে; **সমম্**—সমভাবে বর্তমান; **অনুজানতাম্**—যারা জানে বলে মনে করে তাদের; **যৎ**—যা; **অমতম্**—ভুল বোঝে; **মত**—জ্ঞাত বিষয়ের; **দুষ্টতয়া**—অপূর্ণতার জন্য।

অনুবাদ

হে নিত্যস্বরূপ, অনন্ত জীব যদি সর্বব্যাপ্ত হয় এবং নিত্য রূপের অধিকারী হয় আপনি তবে সম্ভবত তাদের চূড়ান্ত শাসক হতে পারেন না। কিন্তু যেহেতু তারা

আপনার নির্দিষ্ট অঙ্গ থেকে জাত, এবং তাদের রূপ পরিবর্তনশীল বলে আপনার দ্বারা তাদের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। নিশ্চয়ই কোন বংশের উপাদান সরবরাহকারী অপরিহার্যভাবে তার নিয়ামক, কারণ উপাদান ব্যতিরেকে উৎপাদন সম্ভব নয়। যে মনে করে যে সে জানে ভগবানের সকলরূপের মাঝেই তিনি সমভাবে বর্তমান তার কাছে ত্রুটি শুধুই মায়া, কেননা জাগতিক উপায়ে যে জ্ঞানই সে লাভ করুক সেটি অবশ্যই অসম্পূর্ণ।

তাৎপর্য

বদ্ধ আত্মা প্রত্যক্ষভাবে পরম পুরুষকে উপলব্ধি করতে পারে না বলে *বেদসমূহ* সাধারণভাবে সেই পরমতত্ত্বকে ব্রহ্ম এবং *ওঁ তৎ সৎ* এই নৈর্ব্যক্তিক পদের দ্বারা নির্দেশ করেন। কোন সাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি যদি এই সমস্ত প্রতীকী নির্দেশাবলীর গোপন অর্থ জানে বলে ধরে নেয় তবে তাকে ভণ্ড বলে খারিজ করা হয়। *কেন উপনিষদের* (২/১) কথায় *যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেথ ব্রহ্মণো রূপম্, যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষু*—"তুমি যদি মনে কর যে তুমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জেনেছ তবে তুমি ব্রহ্মের রূপ অতি অল্পই জেনেছ। যদি মনে কর তুমি সকল দেবতাগণের মধ্যে থেকে ব্রহ্মের স্বরূপ শনাক্ত করতে পার তবে তুমি নিশ্চয়ই ব্রহ্ম সম্বন্ধে অতি অল্প জ্ঞানই লাভ করেছ।"

আবার—

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥

"যিনি মনে করেন 'আমি ব্রহ্মাকে জানতে পারিনি' বস্তুতঃ তিনিই তাঁকে জেনেছেন' আর যিনি মনে করেন 'আমি ব্রহ্মাকে জেনেছি' প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁকে জানতে পারেন নি। যারা তাঁকে জানেন বলে দাবি করেন, তিনি তাদের কাছে অবিজ্ঞাত। আর তাদের কাছেই তিনি জ্ঞাত, যাঁরা তাঁকে জানেন বলে দাবি করেন না।" (কেন উপনিষদ ২/৩)

আচার্য শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন—অনেক তত্ত্ববিদ দার্শনিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের রহস্য বিশ্লেষণ করেছেন এবং বিভিন্ন বিরুদ্ধ সূত্রের সৃষ্টি করেছেন, যেমন অদ্বৈত মায়াবাদিগণ উত্থাপন করেন যে, বহুত্বের সৃষ্টিকারী একটি মাত্র জীব এবং তাকে আবদ্ধ করতে একটি মাত্র ভ্রান্ত শক্তি (অদ্বৈত) আছে। কিন্তু এই অনুমান এমন অবাস্তব সিদ্ধান্তের সৃষ্টি করে যে, কোন জীব মুক্ত হলে প্রত্যেকেই মুক্তি লাভ করবে। পক্ষান্তরে, একটি মাত্র জীবকে আবদ্ধ

করতে অনেক *অদ্বৈত* বর্তমান। প্রত্যেক *অদ্বৈত* আবার জীবের কিছু অংশকে মাত্র আবদ্ধ করবে এবং আমাদের কোন বিশেষ সময়ে তার আংশিক মুক্তির কথা বলতে হবে। তার অন্যান্য অংশ বদ্ধ থাকবে। স্পষ্টতই এটা অবাস্তব। তাই জীবের বহুত্ব একটি অপরিহার্য সিদ্ধান্ত।

এ ছাড়া, অন্যান্য তত্ত্ববাদী আছেন, যেমন *ন্যায়* ও *বৈশেষিকের* সমর্থকগণ, তাঁরা দাবি করেন যে জীবাত্মার আকার সীমাহীন। আত্মা অতি ক্ষুদ্র হলে পণ্ডিতদের মতে তা নিজ দেহ ভেদ করতে পারত না। আবার মধ্যম আকৃতির হলে সেগুলি বিভিন্ন অংশে বিভাজ্য হত, অন্তত ন্যায়-বৈশেষিক অধিবিদ্যার স্বতঃসিদ্ধ মতে তাহলে আত্মা আর নিত্যবস্তু হতে পারত না। কিন্তু অসংখ্য নিত্য জীবাত্মা যদি সীমাহীন বিশাল হত, তবে কিরূপে সেটা কোন বন্ধন শক্তির দ্বারা আবদ্ধ হত, তা সেটা *অবিদ্যাই* হোক বা পরম পুরুষোত্তম ভগবানই হোন? এই সূত্র অনুসারে, আত্মার কোন মায়া থাকতে পারে, না, কোন সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে না, যা থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে। অসীম আত্মা অবশ্যই অপরিবর্তনীয় অবস্থায় যথাযথভাবে নিত্য বর্তমান থাকবে। এর অর্থ সকল মুক্ত আত্মাই ভগবানের সমতুল্য, কেননা এই সর্বব্যাপ্ত, অপরিবর্তনীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন সুযোগ ভগবানের নেই।

ব্যক্তি আত্মার ওপর দ্ব্যর্থহীনভাবে ভগবানের কর্তৃত্ব ঘোষণাকারী *বৈদিক শ্রুতি-মন্ত্রসমূহ* যুক্তিসিদ্ধরূপে পরস্পর বিরোধী হতে পারে না। একজন খাঁটি তত্ত্ববিদ *শ্রুতির* বাণীকে অবশ্যই তাঁদের গৃহীত সকল বিষয়েই নির্ভরযোগ্য কর্তৃত্ব বলে গ্রহণ করবেন। নিশ্চিতই বহুস্থানে বৈদিক সাহিত্যসমূহ পরমপুরুষ ভগবানের স্থায়ী, অপরিবর্তনীয় একত্বের সঙ্গে জন্ম-মৃত্যু চক্রে বিধৃত সদা পরিবর্তনশীল জীবের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের তুলনা করেছেন।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলছেন—

অন্তর্যন্তা সর্বলোকস্য গীতঃ
শ্রুত্যা যুক্ত্যা চৈবমেবাবসেয়ঃ ।
যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তির্নৃসিংহঃ
শ্রীমন্তং তং চেতসৈবাবলম্বে ॥

"সকল বিশ্বের আভ্যন্তরীণ নিয়ামকরূপে কীর্তিত এবং *বেদসমূহ* যাঁকে ন্যায়শাস্ত্রীয় যুক্তির মাধ্যমে সত্যে প্রতিপাদন করেছেন, আমার হৃদয় মাঝে অধিষ্ঠিত সেই ভগবান নৃসিংহদেবের শরণ গ্রহণ করি। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান, তিনি কমলাপতি শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ।"

শ্লোক ৩১

ন ঘটত উদ্ভবঃ প্রকৃতিপুরুষয়োরজয়োর্
উভয়যুজা ভবন্ত্যসুভৃতো জলবুদ্‌বুদবৎ ।
ত্বয়ি ত ইমে ততো বিবিধনামগুণৈঃ পরমে
সরিত ইবার্ণবে মধুনি লিল্যুরশেষরসাঃ ॥ ৩১ ॥

ন ঘটতে—ঘটে না; **উদ্ভবঃ**—উদ্ভব; **প্রকৃতি**—জড়া প্রকৃতি; **পুরুষয়োঃ**—পুরুষের; **অজয়োঃ**—এখনও জন্মায়নি; **উভয়**—উভয়ের; **যুজা**—সংযোগের দ্বারা; **ভবন্তি**—অস্তিত্ব লাভ করা; **অসুভৃতঃ**—জীব সকল; **জল**—জলের ওপর; **বুদ্বুদ**—বুদ্‌বুদ; **বৎ**—মতো; **ত্বয়ি**—আপনার মধ্যে; **তে ইমে**—এই সকল (জীব সমূহ); **ততঃ**—অতএব; **বিবিধ**—বিবিধ প্রকার; **নাম**—নামের দ্বারা; **গুণৈঃ**—এবং গুণাবলী; **পরমে**—পরম পুরুষের মধ্যে; **সরিতঃ**—নদীসমূহ; **ইব**—ন্যায়; **অর্ণবে**—সমুদ্রের মাঝে; **মধুনি**—মধুতে; **লিল্যুঃ**—লীন হয়; **অশেষ**—সব কিছু; **রসাঃ**—রস।

অনুবাদ

শুধু প্রকৃতি বা পুরুষের দ্বারা জীবের সৃষ্টি হয় না। জল ও বায়ুর মিশ্রণে যেমন বুদ্‌বুদের সৃষ্টি হয়, তেমনই প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে প্রাণিগণের সৃষ্টি হয়ে থাকে। নদীসকল যেমন সমুদ্রে বিলীন হয়। অথবা বিভিন্ন ফুলের রস মিশ্রিত হয়ে যেমন মধুর সৃষ্টি হয়, তেমনই সকল বদ্ধ আত্মা তাদের বিভিন্ন নাম ও গুণ সহ পরম পুরুষ আপনাতে লীন হয়।

তাৎপর্য

সঠিক পারমার্থিক নির্দেশ ছাড়া পরম পুরুষ থেকে এইভাবে জীবের উদয় ও বিলয় হওয়া বেদের এই বর্ণনাকে কেউ ভুল বুঝতে পারে। কিন্তু জীবের যদি ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্ব থাকত, তবে তাদের কারও মৃত্যু হলে তার বাকী কর্মসমূহ বিনা ব্যবহারেই ব্যয় হয়ে যেত, এবং যখন কোন প্রাণীর জন্ম হবে, সে তার অকারণ কর্ম নিয়ে আবির্ভূত হবে। এ ছাড়া জীবের নিজ পরিচিতি সম্পূর্ণ বিলোপ হলেই তার মুক্তি লাভ হবে।

যাই হোক, সার সত্য হল, অবিভক্ত আকাশ যেমন মাটির পাত্রের ভিতর প্রবিষ্ট হওয়ার ফলে সেই মাটির ঘটের দ্বারাই বিভক্ত হয়, তেমনই জীবের দ্বারাই ব্রহ্ম বিভক্ত হন। আসলে কিন্তু জীবের স্বরূপ হলেন ব্রহ্ম। আর মাটির ঘট ভাঙা ও গড়ার মতো জীবের জন্ম-মৃত্যু সংঘটিত হয়। কোন জীবের জন্ম হওয়া মানে

জড় দেহের আবরণে কোন ব্যক্তি-সত্তাকে ঘিরে ফেলা, এবং তার এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের শেষবারের মতো বিনাশ হওয়াকে বলে মৃত্যু বা মুক্তি। এই জন্ম-মৃত্যু অবশ্যই পরম করুণাময়ের করুণার ফলে ঘটে থাকে।

সমুদ্রের বুকে যেমন জল ও বায়ুর সংযোগে অজস্র বুদ্‌বুদের সৃষ্টি হয়, তেমনই প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে অসংখ্য বদ্ধ জীবের সৃষ্টি হয়। যেমন উপযুক্ত-কারণ বায়ু, উপাদান-কারণ জলকে বুদ্‌বুদ্ তৈরিতে বাধ্য করে, সেইরূপ পরম পুরুষের দৃষ্টিক্ষেপ প্রকৃতিকে জড় উপাদানে সুবিন্যস্ত করতে অনুপ্রাণিত করে এবং সেই সকল উপাদান থেকে অসংখ্য জড় রূপের প্রকাশ পায়। এইরূপে প্রকৃতি সৃষ্টির উপাদান-কারণ রূপে কর্ম সম্পাদন করে। যাই হোক, চূড়ান্ত পরিণতিতে প্রকৃতিও পরমেশ্বর ভগবানের প্রকাশ বলে শুধু ভগবানই উপাদান-কারণ ও উপযুক্ত-কারণরূপে প্রতিভাত হন। *তৈত্তিরীয় উপনিষদে* (২/২/১) বলা হয়েছে, তস্মাদ্ বা *এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ*—"এই ব্রহ্ম থেকে আকাশ উৎপন্ন হয়েছে", এবং *সোহকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়*— "সেই পরমাত্মা কামনা করলেন, 'আমি বংশ বিস্তার করে বহু হব।' "

প্রকৃতি ও পরম পুরুষ থেকে জাত স্বতন্ত্র জীবাত্মার সৃষ্টি হয় না, এবং ভগবানের দিব্যধামে তাঁর আনন্দ লীলায় যুক্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে লীন হলে তাদের ধ্বংসও হয়না। আর একইভাবে অতি ক্ষুদ্র প্রাণী প্রকৃত পরিবর্তন ছাড়াই জন্ম-মৃত্যুর অধীন হতে পারে, পরমপুরুষ নিজেকে পরিবর্তন না করে তাঁর সৃষ্টিকে প্রেরণ ও প্রত্যাহার করতে পারেন। *বৃহদারণ্যক উপনিষদে* (৪/৫/১৪) বলা হয়েছে, *অবিনাশী বারেহয়ং আত্মা*—"এই আত্মা অবিনাশী"—কথাটি পরমাত্মা ও তার অধীন জীবাত্মা উভয়ের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হতে পারে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলেছেন, জীবের জড় অবস্থার বিনাশ দু'ভাবে ঘটে—আংশিক এবং সম্পূর্ণ। জীবাত্মা যখন স্বপ্নহীন নিদ্রা উপভোগ করে, যখন সে দেহত্যাগ করে এবং যখন সার্বিক বিনাশের সময় সকল আত্মা মহাবিষ্ণুর দেহে পুন প্রবেশ করে, তখন আংশিক বিনাশ হয়। এই সকল বিভিন্ন রকমের বিনাশ মৌমাছি দ্বারা সংগৃহীত বিভিন্ন ফুলের মধুর মিশ্রণের মতো। এই মধুর বিভিন্ন প্রকার স্বাদু সুগন্ধ প্রত্যেক জীবের সুপ্ত প্রতিক্রিয়ায় প্রকাশিত। ফুলের সঞ্চিত মধু এখনও বর্তমান, কিন্তু কেউ সেই বিভিন্ন প্রকার মধুকে পৃথক করতে পারে না। বিরুদ্ধ তুলনায় দেখা যায় আত্মার জড় অবস্থার বিনাশ সংসার থেকে মুক্তি—যেটা নদীসমূহের সমুদ্রের প্রতি যাত্রার মতো। সমুদ্রে প্রবেশের পর যেমন কোন

নদীর জলকে পৃথক করা যায় না, তেমনই মুক্তির সময় জীবের মিথ্যা জাগতিক বিভেদ দূর হয়, এবং সকল মুক্ত জীব পুনরায় পরমেশ্বরের দাসরূপে সম-অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

উপনিষদ সমূহে এই বিনাশকে নিম্নে উল্লিখিত রূপে বর্ণনা করা হয়েছে—*যথা সৌম্য মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি নানাত্যয়ানাং বৃক্ষানাং রসান্ সমবহারমেকতাং সঙ্গয়ন্তি। তে যথা তত্র ন বিবেকং লভন্তেঽমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্ম্যমুষ্যাহম্ রসোঽস্মীত্যেবমেব খলু সৌম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে*—"হে প্রিয় বৎস, এই আংশিক বিনাশ মধুমক্ষিকার বিভিন্ন ফুল থেকে রস সংগ্রহ করে একটি রসে পরিণত করার মতো। মিশ্রিত রস যেমন পৃথক করা যায় না, 'আমি অমুক ফুলের রস, বা আমি অন্য এক ভিন্ন ফুলের রস,' তেমনই হে বৎস, যখন এই সকল জীব একত্রে লীন হয় তখন কেউই সজ্ঞানে ভাবতে পারে না, 'এখন আমরা একত্রে মিলিত হয়েছি।' " (*ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৬/৯/১-২)

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং
গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ
পরাৎ-পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥

"যেমন প্রবহমান নদীসকল নিজ নিজ বিশিষ্ট নাম ও রূপ পরিত্যাগ করে সমুদ্রে বিলীন হয়, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্ জ্ঞানী পুরুষ তাঁর জাগতিক নামরূপ থেকে মুক্ত হয়ে পরাৎপর (সর্বশ্রেষ্ঠ) স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।" (*মুণ্ডক উপনিষদ* ৩/২/৮)

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলছেন—

যস্মিন্নুদ্যদ্ বিলয়মপি যদ্ ভাতি বিশ্বং লয়াদৌ
জীবোপেতং গুরুকরুণয়া কেবলাত্মাববোধে।
অত্যন্তান্তং ব্রজতি সহসা সিন্ধুবৎ সিন্ধুমধ্যে
মধ্যে চিত্তং ত্রিভুবনগুরুং ভাবয়ে তং নৃসিংহম্ ॥

"পরম পুরুষ ভগবান নিজ জ্যোতিতে উজ্জ্বল সর্বজ্ঞপুরুষ। তাঁর অপার করুণার ফলে জন্ম-মৃত্যু সংঘটিত হয়। মহাজাগতিক ধ্বংসের সময় জীবসহ এই বিশ্ব তাঁর ভিতর লীন হওয়ার পর তাঁর ভিতরেই বর্তমান থাকে। এই সার্বিক প্রকাশের পূর্ণ প্রত্যাহার নদীর সমুদ্র গমনের মতো হঠাৎ করে ঘটে থাকে, আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে ত্রিজগতের অধীশ্বর এই ভগবান নৃসিংহদেবকে ধ্যান করি।"

শ্লোক ৩২

নৃষু তব মায়য়া ভ্রমমমীষ্ববগত্য ভৃশং
ত্বয়ি সুধিয়োঽভবে দধতি ভাবমনুপ্রভবম্ ।
কথমনুবর্ততাং ভবভয়ং তব যদ্ভ্রুকুটিঃ
সৃজতি মুহুস্ত্রিনেমিরভবচ্ছরণেষু ভয়ম্ ॥ ৩২ ॥

নৃষু—মানবগণের মধ্যে; **তব**—আপনার; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **ভ্রমম্**—হতবুদ্ধিভাব; **অমীষু**—এগুলির মধ্যে; **অবগত্য**—জেনে; **ভৃশম্**—উষ্ণ, ঐকান্তিক আগ্রহপূর্ণ; **ত্বয়ি**—আপনার প্রতি; **সুধিয়ঃ**—যাঁরা জ্ঞানী; **অভবে**—মুক্তির অভিমুখে; **দধতি**—সম্পাদন করেন; **ভাবম্**—প্রীতিপূর্ণ সেবা; **অনুপ্রভবম্**—কার্যকর; **কথম্**—কিভাবে; **অনুবর্ততাম্**—আপনার বিশ্বস্ত অনুগামীদের জন্য; **ভব**—সংসার জীবনের; **ভয়ম্**—ভয়; **তব**—আপনার; **যৎ**—যা থেকে; **ভ্রু**—ভ্রুযুগলের; **কুটিঃ**—কুঞ্চিত করে; **সৃজতি**—সৃষ্টি করেন; **মুহুঃ**—বার বার; **ত্রিনেমিঃ**—ত্রিস্তর বেড় (সময়ের ত্রিস্তর, যেমন, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ); **অ**—না; **ভবৎ**—আপনার থেকে; **শরণেষু**—শরণাগতদের জন্য; **ভয়ম্**—ভয়।

অনুবাদ

কিভাবে আপনার মায়াশক্তি জীবগণকে ভুল পথে চালিত করে, জ্ঞানিগণ সেটা বুঝতে পেরে আপনার প্রতি প্রীতিপূর্ণ সেবা দান করেন, জন্ম-মৃত্যু-চক্র থেকে মুক্তির উৎস আপনি। কিভাবেই বা সংসার জীবনের ভীতি আপনার বিশ্বস্ত সেবকদের প্রতি কার্যকরী হয়? অপরপক্ষে আপনার ভ্রূকুটি—সময়ের ত্রিস্তর বেড়যুক্ত চাকা—যারা আপনার শরণ গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে তাদের বার বার ভয় দেখায়।

তাৎপর্য

বেদসমূহ তাঁদের বহু লালিত গোপন, রহস্য—পরমেশ্বর ভগবানের সেবা—যারা শুধু সাংসারিক মায়ায় ক্লান্ত তাদের প্রতি প্রকাশ করেন। ভগবানের মিথ্যা স্বতন্ত্র চেতনার ওপর এই মায়া নির্ভর করে আছে। *শ্বেত যজুর্বেদের বাজসনেয়ী-সংহিতায়* (৩২/১১) নিম্নলিখিত মন্ত্রটি আছে—

পরীত্য ভূতানি পরীত্য লোকান্
পরীত্য সর্বাঃ প্রদিশো দিশশ্চ ।
উপস্থায় প্রথমজামৃতস্যা-
ত্মনাত্মানমভিসংবিবেশ ॥

জীবের সকল প্রজাতি সকল গ্রহগত পদ্ধতি এবং সকল দিকের সকল স্থানসীমা অতিক্রম করে অমরত্বের সেই আদিপুরুষের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। সে তখন স্থায়ীভাবে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশের এবং ব্যক্তিগত সেবার দ্বারা তাঁর আরাধনা করার সুযোগ পায়।

পরস্পর বিরোধী জড়বাদী দর্শনের সমর্থকগণ নিজেদের খুব জ্ঞানী বলে হয়তো ভাবতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সকলেই পরমপুরুষের মায়ার দ্বারা ভ্রান্ত পথে চালিত। বৈষ্ণবগণ এই সাধারণ প্রবঞ্চনার পদ্ধতি জানেন বলে তাঁরা দাস্য-সখ্যাদি ভাবে পরমেশ্বরের চরণে নিজেদের সমর্পণ করেন। উত্তাপ ও তাত্ত্বিক কলহের পরিবর্তে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ প্রতিক্ষণে শুধু উল্লাস করেন, কেননা, তাঁদের প্রেমাস্পদ হলেন সেই সর্বশক্তিমান পুরুষ যিনি সকল জড় বন্ধনের পরিসমাপ্তি ঘটান। আর ভগবান বিষ্ণুর ভক্তগণ শুধু এই জীবনেই নয় ভবিষ্যৎ জীবনেও অবিরাম আনন্দ উপভোগ করেন। যে জন্মই তারা গ্রহণ করুন না কেন শ্রীভগবানের সঙ্গে তারা প্রেম বিনিময় উপভোগ করে থাকেন। তাই একনিষ্ঠ বৈষ্ণবের প্রার্থনা—

নাথ যোনি-সহস্রেষু যেষু যেষু ভ্রমাম্যহম্ ।
তত্র তত্রাচ্যুতা ভক্তির-অচ্যুতাস্তু দৃঢ়াত্বয়ি ॥

"সহস্র সহস্র জন্মে যেখানেই ভ্রমণ করি না কেন, হে অচ্যুত! সর্বত্রই আপনার প্রতি যেন আমার দৃঢ়ভক্তি থাকে।" (*বিষ্ণুপুরাণ*)

কোন কোন তত্ত্ববিদ্ প্রশ্ন করবেন, কিভাবে বৈষ্ণবেরা ত্বম্-পদার্থ ও তৎ-পদার্থের পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান ছাড়া এবং সংসার জীবনের প্রতি যথেষ্ট ঘৃণা ছাড়া সংসার বন্ধন মুক্ত হতে পারবেন। মূর্ত *বেদসমূহের* উত্তর হল ভগবানের ভক্তদের ওপর সাংসারিক মায়ার প্রভাব থাকার কোনই সুযোগ নেই, কারণ ভগবৎ সেবার প্রাথমিক স্তরেই শ্রীভগবানের কৃপায় সকল ভয় ও আসক্তি বিদূরিত হয়।

এই বিশ্বে কাল হল সকল ভীতির মূল কারণ। অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণ নিতে যারা ব্যর্থ হয়েছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালেই আসন্ন রোগ, মৃত্যু এবং নরক যন্ত্রণার আশাকে তাদের মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছে। শ্রীভগবান স্বয়ং *রামায়ণে* (*লঙ্কা কাণ্ড* ১৮/৩৩) বলেছেন—

"যে কেউ আমার শরণাপন্ন হয়ে যদি বলে, 'আমি তোমার', তবে আমি তাকে নিত্য নির্ভয়তা প্রদান করি। এটাই আমার মহান প্রতিজ্ঞা।" ' এ ছাড়াও *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) ভগবান বলেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

"আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তা দুরতিক্রমণীয়া। কিন্তু যাঁরা আমাতে প্রপত্তি করেন, তাঁরাই এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন।"

বৈষ্ণবেরা শুষ্ক দর্শনের ওপর দীর্ঘ ও নিষ্ফল বিতণ্ডায় তাঁদের সময়ের অপচয় করতে চান না। তাঁরা তত্ত্ববিদ প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে বিতণ্ডার বদলে বরং পরমেশ্বর ভগবানের উপাসনা করবেন। বৈষ্ণবদের উপলব্ধির সঙ্গে ধর্মগ্রন্থের প্রয়োজনীয় বাণীর কোন পার্থক্য নেই। এই সকল ভক্তদের মহাসমুদ্ররূপ পরম-তত্ত্বের ধারণা, তাঁর কৃষ্ণ ও রাম আদি অন্যান্য দিব্য উপাস্য রূপের বিচিত্র গুণলীলার প্রকাশ, এবং নিজেদের ভগবানের নিত্য দাস রূপে তাঁদের ধারণা—এগুলিই জীবের তৎ ও ত্বং পরিভাষায় বেদান্ত-দর্শনের পূর্ণ সিদ্ধান্ত। পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর থেকে সৃষ্ট জীবাত্মা একই সঙ্গে ভিন্ন ও অভিন্ন, ঠিক যেমন সূর্য ও তার রশ্মি। বহু অগণন জীব আছে, এবং প্রত্যেক জীবই নিত্য সচেতন। শ্রুতিশাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে, *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্* (*কঠ উপনিষদ* ৫/১৩ এবং *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/১৩) জড় জগৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে মহা-বিষ্ণুর শরীর থেকে যখন জীবের সৃষ্টি হয়, তখন এই অর্থে তারা সকলেই সমান যে তারা সকলেই শ্রীভগবানের তটস্থা শক্তির পারমাণবিক কণা মাত্র। কিন্তু তাদের ভিন্ন অবস্থার জন্য তাদের চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—কোন জীব অজ্ঞতার দ্বারা আবৃত, মেঘের ন্যায় তাদের দৃষ্টি অন্ধকারাচ্ছন্ন। অন্যেরা জ্ঞান ও ভক্তির মিলনের মাধ্যমে অজ্ঞতা থেকে মুক্ত। তৃতীয় গোষ্ঠী কল্পিত জ্ঞান ও ফলপ্রসূ কর্ম-বাসনার স্বল্প মিশ্রণে শুদ্ধা ভক্তির দ্বারা সমৃদ্ধ। যে সকল জীব পূর্ণ জ্ঞান ও আনন্দময় দেহ নিয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে পারে তারাই শুদ্ধ দেহ লাভ করে। পরিশেষে বলা যায়, অজ্ঞতাশূন্য ব্যক্তিরাই পরম পুরুষের নিত্য সহচর।

নারদ পঞ্চরাত্রে জীবের তটস্থ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে—

যৎ তটস্থং তু চিদ্‌রূপং স্ব-সংবেদ্যাদ্ বিনির্গতম্ ।
রঞ্জিতং গুণরাগেন স জীব ইতি কথ্যতে ॥

"ভগবানের তটস্থশক্তি নিজ সম্বিৎ স্বরূপ থেকে উদ্ভূত হয়ে মায়াশক্তির ত্রিগুণময় রঙের দ্বারা রঞ্জিত জীব বলে কথিত হয়।" কেননা, ক্ষুদ্র জীব ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া, এবং তাঁর অন্তরঙ্গা চিদ্ শক্তির অভ্যন্তরে অবস্থিত বলে জীবকে 'তটস্থ' বলে। ভগবৎ ভক্তি কর্ষণ করে জীব যখন মুক্তি লাভ করে, সে তখন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির আশ্রয়াধীন হয় এবং তখন সে আর প্রকৃতির ত্রিগুণাত্মিকা

শক্তি দ্বারা রঞ্জিত হয় না। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৪/২৬) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিষয়টি প্রতিপন্ন করেছেন—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন, এবং যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনিই প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন।"

তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে জীবের পূজার উদ্দেশ্য জানা যায়—ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান। নির্বিশেষ ব্রহ্ম সূর্যের উজ্জ্বল জ্যোতিপুঞ্জের মতো; পরমাত্মা সূর্য গোলকের মতো; এবং পরমেশ্বর ভগবান সূর্যের ভিতরে থাকা পরিকরগণের দ্বারা এবং উপকরণাদির দ্বারা পূর্ণ উপাস্য বিগ্রহের মতো। অথবা, আরেকটি উদাহরণ, নগর অভিমুখে আগত পথিকেরা দূর থেকে প্রথমে নগরের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট দেখে না, শুধু তাদের সামনে অস্পষ্টভাবে কিছু একটা দীপ্তি পাচ্ছে এমনটিই দেখে। কিন্তু নিকটবর্তী হলে কিছু উঁচু উঁচু বাড়ি তাদের দৃষ্টিগোচর হয়। তারপর যথেষ্ট নিকটবর্তী হলে তারা বাড়িগুলি যথাযথরূপে দেখতে পায়—বহু নাগরিক, বাসগৃহ, বেসরকারী ভবন, প্রশস্ত রাস্তা এবং পার্কসহ কোলাহলমুখর মহানগরী দেখতে পায়। তেমনি, নির্বিশেষ ধ্যানমগ্ন ব্যক্তিগণ বড় জোর পরম ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু উপলব্ধি লাভ করে, যারা আরও নিকটবর্তী হয় তারা হৃদয় মাঝে পরমাত্মা দর্শনের শিক্ষা লাভ করে, এবং যাঁরা অতিনিকটবর্তী হয় তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে পরিপূর্ণভাবে জানতে পারেন।

সংক্ষেপে, শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলেছেন—

সংসারচক্রক্রকচৈর্বিদীর্ণম্ উদীর্ণনানাভবতাপতপ্তম্ ।
কথঞ্চিদ্ আপন্নমিহ প্রপন্নং ত্বমুদ্ধর শ্রীনৃহরে নৃলোকম্ ॥

"হে শ্রীনৃহরি, যারা সর্ব প্রকার যন্ত্রণায় জর্জরিত, যারা সংসার চক্রের ধারাল প্রান্ত দ্বারা খণ্ডিত, যারা বর্তমানে যে কোন ভাবেই হোক আপনার দর্শন পেয়েছে এবং নিজেদের আপনাতে সমর্পিত করেছে, কৃপা করে তাদের মুক্ত করুন।"

শ্লোক ৩৩

বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং
য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ ।

ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং
বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধরা জলধৌ ॥ ৩৩ ॥

বিজিত—বিজিত; **হৃষীক**—ইন্দ্রিয়গুলি সহ; **বায়ুভিঃ**—অপরিহার্য বায়ু; **অদান্ত**—অদম্য; **মনঃ**—মন; **তুরগম্**—অশ্বের মতো; **যে**—যারা; **ইহ**—এই জগতে; **যতন্তি**—চেষ্টা করেন; **যন্তুম্**—সংযত করতে; **অতি**—অত্যন্ত; **লোলম্**—অদৃঢ়, চঞ্চল; **উপায়**—তাদের কর্ষণের বিভিন্ন উপায়ে; **খিদঃ**—ক্লেশকর; **ব্যসন**—বাধা-বিঘ্ন; **শত**—শত শত; **অন্বিতাঃ**—যুক্ত; **সমবহায়**—বর্জন করে; **গুরোঃ**—গুরুর; **চরণম্**—চরণ; **বণিজঃ**—বণিকেরা; **ইব**—যেন; **অজ**—হে অজ; **সন্তি**—তারা হন; **অকৃত**—গ্রহণ না করে; **কর্ণ-ধরাঃ**—কর্ণধার; **জলধৌ**—সমুদ্রে।

অনুবাদ

মন হল বেগবান ঘোড়ার মতো। যারা তাঁদের ইন্দ্রিয় ও প্রাণকে জয় করেছেন, তাঁরাও মনরূপ ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। যাঁরা গুরুচরণের আশ্রয় ছাড়া এই অশান্ত মনকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন, তাঁরা বিভিন্ন প্রকার দুঃখের মাঝে শত শত বাধার সম্মুখীন হন। হে অজ, তাঁরা সমুদ্রমাঝে কর্ণধার বিহীন নৌকার বণিকদের মতো।

তাৎপর্য

লীলা পুরুষোত্তম ভগবানের মুক্তিফলরূপী স্নেহ লাভের যোগ্য হতে হলে প্রথমে বিদ্রোহী মনটাকে বশে আনতে হবে। কাজটি কঠিন হলেও পারমার্থিক জীবনের উন্নত আনন্দ লাভের আশায় ইন্দ্রিয়-সুখ বর্জন করলে এটি লাভ করা যায়। আর ভগবানের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবের অনুকম্পা লাভের দ্বারা এই উন্নত রুচি অর্জিত হয়।

গায়ত্রী প্রার্থনায় নির্দেশিত দিব্য জ্ঞানের বীজ মন্ত্র ওঁ দ্বারা অপার্থিব জগতের বিস্ময়ের প্রতি তাঁর শিষ্যের চোখ খুলে দেন।

মুণ্ডক উপনিষদে (১/২/১২) বলা হয়েছে—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥

"সেই নিত্য বস্তু পরমাত্মার জ্ঞানলাভের জন্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি যজ্ঞকাষ্ঠ হাতে ব্রহ্মনিষ্ঠ, বেদজ্ঞ গুরুর কাছে যাবেন।" আবার *কঠ উপনিষদে* (২/৯) বলা হয়েছে—

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া
প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ ।

"হে প্রিয় বৎস, এই উপলব্ধি তর্কের দ্বারা পাওয়া যায় না। অসাধারণ গুণসম্পন্ন গুরুর দ্বারা জিজ্ঞাসু শিষ্যকে অবশ্যই এটা বলতে হবে।"

অবৈষ্ণবেরা প্রায়ই স্বীকৃত শিষ্য পরম্পরার ধারায় প্রতিনিধিরূপ গুরুর শরণাপন্ন হওয়ার গুরুত্বকে আমল দেন না। নিজেদের ক্ষমতার ওপর নির্ভর না করে গর্বিত ও জ্ঞানী যোগীরা বিশ্বকে প্রভাবিত করার জন্য তাঁদের আপাত সাফল্য প্রদর্শন করেন, কিন্তু তাদের মহিমা ক্ষণস্থায়ী—

যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্ ॥

"হে রাজন্, অভক্ত যোগী ও জ্ঞানিগণের মন প্রাণায়ামাদির অনুষ্ঠানেও পূর্ণবাসনাশূন্য হয় না। তাই তাদের মনে পুনরায় বাসনার উদয় হয়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/৫১/৬০)

অপরপক্ষে, ভগবান বিষ্ণু ও বৈষ্ণবদের বিনীত, অবিচলিত ভক্ত তার অবাধ্য মনকে সহজে জয় করতে পারেন। মনকে অটল রাখতে তার আর আট প্রকার যোগ বা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করার প্রয়োজন নেই। *সর্বং চৈতদ্‌গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষোহ্যঞ্জসা জয়েৎ*— "শুধু গুরুভক্তির বলে সহজেই এই সকল লক্ষ্যবস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়।" অন্যথা, কোন অভক্ত তার ইন্দ্রিয় ও প্রাণ বায়ু জয় করলেও তার মনকে বশীভূত করতে ব্যর্থ হয়। তার মন অবদমিত ঘোড়ার মতো ছুটে চলে। বিভিন্ন প্রকার পারমার্থিক অনুশীলনের সমস্যাপূর্ণ সম্পাদনে সে অশেষ উৎকণ্ঠা ভোগ করবে, এবং পরিশেষে পূর্বের ন্যায় বিশাল সংসার সমুদ্রে নিমগ্ন থাকবে। এখানে প্রদত্ত উপমাটি খুবই সঠিক—"প্রভূত লাভের আশায় যে বণিকদল হঠকারিতার সঙ্গে দক্ষ নাবিক ছাড়াই সমুদ্র যাত্রায় বার হন, তারা শুধু মহাকষ্টই ভোগ করে থাকেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* বহুস্থানে প্রকৃত গুরুর গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন একাদশ স্কন্ধে এই শ্লোকে (২০/১৭) আছে—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্ ।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥

"জীবনে সবরকম সুবিধা দিতে সক্ষম মানবদেহ প্রকৃতির নিয়মেই লাভ করা যায়, যদিও এটা খুব বিরল প্রাপ্তি। এই মানবদেহকে সঠিকভাবে তৈরি নৌকার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। গুরু হলেন এই নৌকার নাবিক এবং ভগবানের নির্দেশ

হল সামনের দিকে চালিত করার মতো অনুকূল বায়ু। এই সকল সুবিধা বিবেচনা করে যিনি সংসার সমুদ্র পার হতে তার মানব জীবনের সদ্ব্যবহার করেন না, তিনি অবশ্যই আত্মঘাতী বলে বিবেচিত হবেন।" কাজেই মানবদেহধারী ব্যক্তির প্রথম কর্তব্য এমন গুরু খুঁজে নেওয়া, যিনি তাকে কৃষ্ণভাবনামৃতে পরিচালিত করতে পারেন।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলছেন—

যদা পরানন্দগুরো ভবৎপদে
পদং মনো মে ভগবল্লভেত ।
তদা নিরস্তাখিলসাধনশ্রমঃ
শ্রয়েয় সৌখ্যং ভবতঃ কৃপাতঃ ॥

"হে অতীন্দ্রিয় আনন্দময় গুরু, আপনার শ্রীচরণকমলে আমার মন যখন শেষে আশ্রয় পাবে, তখন আমার দিব্য অনুশীলনের সকল ক্লান্তিকর শ্রমের অবসান হবে, এবং আপনার কৃপায় আমি মহানন্দ লাভ করব।"

শ্লোক ৩৪

স্বজনসুতাত্মদারধনধামধরাসুরথৈ-
ত্বয়ি সতি কিং নৃণাং শ্রয়ত আত্মনি সর্বরসে ।
ইতি সদজানতাং মিথুনতো রতয়ে চরতাং
সুখয়তি কো ন্বিহ স্ববিহতে স্বনিরস্তভগে ॥ ৩৪ ॥

স্বজন—স্বজন পরিকরসহ; **সুত**—সন্তান-সন্ততি; **আত্ম**—দেহ; দার—স্ত্রী; **ধন**—ধন; **ধাম**—গৃহ; **ধরা**—ভূমি; **অসু**—প্রাণ; **রথৈঃ**—যান-বাহন; **ত্বয়ি**—(যখন) আপনি; **সতি**—হয়েছেন; **কিম্**—কি (প্রয়োজনে); **নৃনাম্**—মানুষের জন্য; **শ্রয়তঃ**—যারা আশ্রয় নেয়; **আত্মনি**—আত্মস্বরূপে; **সর্ব-রসে**—পরমানন্দে; **ইতি**—এইরূপে; **সৎ**—সত্য; **অজানতম্**—মূল্য নির্ধারণে অক্ষমদের জন্য; **মিথুনতঃ**—যৌন সংযোগ হেতু; **রতয়ে**—মায়াসুখরত; **চরতাম্**—চালিয়ে যাওয়া; **সুখয়তি**—সুখ দান করে; **কঃ**—কি; **নু**—আদৌ; **ইহ**—এই (বিশ্বে); **স্ব**—এর প্রকৃত স্বভাবের দ্বারা; **বিহতে**—বিনশ্বর; **স্ব**—প্রকৃত স্বভাবের দ্বারা; **নিরস্ত**—শূন্য, রহিত; **ভগে**—কোন নির্যাসের।

অনুবাদ

আপনার শরণাপন্ন ব্যক্তিদের কাছে আপনি পরমানন্দময় পরমাত্মারূপে প্রকাশিত। এরূপ ভক্তদের কাছে স্বজন, সুত, দেহ, স্ত্রী, ধন, গৃহ, ভূমি, প্রাণ এবং

যানবাহনাদির কী প্রয়োজন? আপনার পরমার্থ উপলব্ধিতে ব্যর্থ ইন্দ্রিয় তর্পণ সুখের পিছনে ধাবিত, এই স্বভাবত বিনশ্বর ও অন্তঃসারশূন্য সংসারে কোন কিছুই তাদের আনন্দ দিতে পারে কি?

তাৎপর্য

ভগবান বিষ্ণুর সেবা তখনই শুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে, যখন ভগবানকে তুষ্ট করাই একমাত্র বাসনা হবে। পরিপূর্ণ সচেতনার মধ্যে থেকে বৈষ্ণবের কোন জাগতিক প্রাপ্তির আগ্রহ থাকে না। এভাবেই তিনি কোন আচার আনুষ্ঠানিক যাগ-যজ্ঞাদির বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত থেকে যোগের কঠোর অনুশীলন করেন। মুণ্ডক *উপনিষদে* (১/২/১২) উল্লেখ আছে—

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।

"কোন ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি যখন কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা অর্জিত লোক সমূহের অনিত্যতা উপলব্ধি করেন, তখন তিনি আসক্তি শূন্য হন এবং তিনি আর কর্মজনিত কলুষতাদুষ্ট থাকেন না।" *বৃহৎ আরণ্যক* (৪/৪/৯) এবং *কঠ উপনিষদে* (৬/১৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্য-অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥

"মানুষের হৃদয়ে যে সকল কামনা আশ্রিত আছে, সেই সকল কামনা যখন দূরীভূত হয়, তখন মরণশীল মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে এবং ইহজীবনেই ব্রহ্মকে ভোগ করতে সক্ষম হয়।" আবার *গোপাল-তাপনী উপনিষদে* (পূর্ব ৩৫) সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, *ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি-নৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃ-কল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্যম্।* "ভগবদ্ভক্তি পরম পুরুষের উপাসনার একটি পদ্ধতি। ইহ জীবন ও পরজীবনে সকল জড় বাসনা শূন্য হয়ে ভগবানের প্রতি মন দৃঢ় নিবদ্ধ করা এই ভক্তির অঙ্গবিশেষ। এটাই প্রকৃত আত্মত্যাগ।" এখানে *শ্রুতিগণের* উল্লিখিত বিভিন্ন বিষয়ই পার্থিব সাফল্যের উপায়—স্বজন, সুন্দর দেহ, গর্বের সন্তান, সুন্দরী স্ত্রী, ধন-সম্পত্তি, অভিজাত গৃহ, ভূমি, স্বাস্থ্য ও শক্তি, যান-বাহন—এগুলি কারও পদমর্যাদা প্রকাশ করে। কিন্তু ভগবৎ সেবার পরমানন্দ লাভ যাঁর হয়েছে, তাঁর কাছে এই সকল জিনিসের কোন আকর্ষণ নেই, কেননা যিনি তাঁর পরিচারকদের সঙ্গে নিজ আনন্দ উপভোগ করেন, সকল আনন্দের আকর সেই পরমেশ্বর ভগবানের মাঝে তিনি প্রকৃত আনন্দের সন্ধান পেয়েছেন।

আমাদের জীবনধারা নির্বাচনে আমরা স্বাধীন—আমরা আমাদের তনু, মন, বাক্য, কর্মদক্ষতা ও সম্পদ ভগবৎ মহিমায় উৎসর্গ করতে পারি, অথবা ভগবানকে অগ্রাহ্য করে ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য লড়াই চালাতে পারি। দ্বিতীয় পথটি আমাদের যৌনতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার দাসে পরিণত করে। এতে জীব কখনও প্রকৃত সন্তোষ লাভ করতে পারে না, পরিবর্তে তাকে অবিরাম কষ্ট ভোগ করতে হয়। জড়বাদীদের এইভাবে ক্লিষ্ট হতে দেখে বৈষ্ণবেরা দুঃখ পান এবং সেইকারণে তাঁরা সর্বদা তাদের ধর্মজ্ঞান দানের জন্য চেষ্টা করেন।

শ্রীধর স্বামী বলছেন—

ভজতো হি ভবান্ সাক্ষাৎ পরমানন্দ চিদ্-ধনঃ ।
আত্মৈব কিং অতঃ কৃত্যং তুচ্ছ-দার-সুতাদিভিঃ ॥

"যারা আপনার আরাধনা করে, আপনি তাদের তদাত্মা, তাদের সর্বোচ্চ আনন্দের দিব্য সম্পদ হয়ে যান। তাদের আর এই জাগতিক স্ত্রী, পুত্র পরিজনের কি প্রয়োজন?"

শ্লোক ৩৫

ভুবি পুরুপুণ্যতীর্থসদনান্যৃষয়ো বিমদা-
স্ত উত ভবৎপদাম্বুজহৃদোঽঘভিদঙ্ঘ্রিজলাঃ ।
দধতি সকৃন্মনস্ত্বয়ি য আত্মনি নিত্যসুখে
ন পুনরুপাসতে পুরুষসারহরাবসথান্ ॥ ৩৫ ॥

ভুবি—পৃথিবীতে; **পুরু**—বহু; **পুণ্য**—পুণ্য; **তীর্থ**—তীর্থক্ষেত্রসমূহ; **সদনানি**—পরমেশ্বর ভগবানের নিজ আলয়; **ঋষয়ঃ**—মুনিগণ; **বিমদাঃ**—মিথ্যা গর্ব মুক্ত; **তে**—তাঁরা; **উত**—সত্যই; **ভবৎ**—আপনার; **পদ**—পদযুগল; **অম্বুজ**—পদ্ম; **হৃদঃ**—যাঁর হৃদয়ে; **অঘ**—পাপ; **ভিৎ**—বিনাশক; **অঙ্ঘ্রি**—পা ধোয়ানো; **জলাঃ**—জল; **দধতি**—ঘোরান; **সকৃৎ**—মাত্র একবার; **মনঃ**—তাঁদের মন; **ত্বয়ি**—আপনার প্রতি; **যে**—যিনি; **আত্মনি**—পরমাত্মার দিকে; **নিত্য**—সর্বদা; **সুখে**—যিনি সুখী; **ন পুনঃ**—আর কখনও নয়; **উপাসতে**—তাঁরা উপাসনা করেন; **পুরুষ**—পুরুষের; **সার**—প্রয়োজনীয় গুণাবলী; **হর**—হরণকারী; **আবসথান্**—তাঁদের জাগতিক গৃহ।

অনুবাদ

মিথ্যা দম্ভমুক্ত মুনিগণ বহু তীর্থক্ষেত্র ও লীলাময় পরম পুরুষের লীলাক্ষেত্রসমূহের সেবা করেন। এরূপ ভক্তগণ আপনার শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণহেতু তাঁদের

পাদোদক সর্বপাপ বিনাশ করে। কেউ যদি একবার মাত্র তার মন আপনার প্রতি উন্মুখ করে, তবে নিত্যসুখময় পরমপুরুষ আর তাকে তার সংসার জীবনে নিমগ্ন হতে দেন না, কেননা সেই জীবন শুধু মানুষের সদ্‌গুণাবলী হরণ করে।

তাৎপর্য

ব্যাকুল কামনাকারী মুনির যোগ্যতা হল তিনি পরম-তত্ত্ব সম্বন্ধে যোগ্যব্যক্তির কাছে শিক্ষা লাভ করেছেন এবং আত্মত্যাগের প্রশান্ত মানসিকতা বৃদ্ধি করেছেন। কোনটি বেশি জরুরি কোনটি কম জরুরি সেটা নির্বাচনের ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী ব্যক্তি মহাত্মাদের সঙ্গলাভের সুযোগ নিতে প্রায়ই এক তীর্থ থেকে আর এক তীর্থে ঘুরে বেড়ান, কারণ মাহাত্মাগণ সচরাচর এই সব জায়গাতেই বাস করে থাকেন। তাঁর এই যাত্রায় ব্যাকুলাকাঙ্ক্ষী মুনি যদি তাঁর হৃদিমাঝে পরম পুরুষ ভগবানের চরণকমল উপলব্ধি করতে শুরু করেন, তবে তিনি মিথ্যা অহংকার এবং কামনা, হিংসা ও লোভের বেদনাপূর্ণ দাসত্বের মায়া থেকে মুক্ত হবেন। পাপমোচনের জন্য নানা তীর্থে ভ্রমণ করতে থাকলেও সেই শুদ্ধ মুনি তাঁর পাদোদক ও লব্ধ নির্দেশের দ্বারা অপরকেও শুদ্ধ করার ক্ষমতা তাঁর আছে। *মুণ্ডক উপনিষদে* (২/২/৯) এরূপ মুনির বর্ণনা আছে—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥

"সকল উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট জীবের মধ্যে সর্বত্র পরমপুরুষের দর্শন পেলে হৃদয় গ্রন্থি বিনষ্ট হয় এবং সুসঙ্গত কর্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সমুদয় সংশয় ছিন্ন হয়।" যে সকল মুনি এই স্তরে পৌঁছেছেন *মুণ্ডক উপনিষদে* (৩/২/১১) এইভাবে তাঁদের শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে—*নমঃ পরমঋষিভ্যঃ, নমঃ পরমঋষিভ্যঃ।* "পরম ঋষিদের নমস্কার, পরম ঋষিদের নমস্কার।"

দারা, পুত্র, মিত্র ও অনুগামী সকলের স্নেহপূর্ণ সংস্রব একপাশে সরিয়ে রেখে সাধু বৈষ্ণবগণ ভগবৎ আরাধনার পবিত্র ধাম, যেমন বৃন্দাবন, মায়াপুর এবং জগন্নাথপুরী, অথবা যে সকল স্থানে ভগবান বিষ্ণুর একনিষ্ঠ ভক্তবৃন্দ জমায়েত হন, তথায় ভ্রমণ করেন। এমন কি যে সকল বৈষ্ণব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নি এবং এখনও গৃহে বা তাঁদের গুরুর আশ্রমে বাস করছেন, কিন্তু যাঁরা একবারের জন্য ভগবৎ সেবার মহৎ আনন্দের একবিন্দু মাত্র আস্বাদন করেছেন, তাঁরা সংসার জীবনের আনন্দ নিয়ে চিন্তা করেন না, কেননা সংসার জীবনের চিন্তা তাঁদের বিচক্ষণতা, দৃঢ়সংকল্প, প্রশান্তভাব, সহনশীলতা ও মনের শান্তি হরণ করে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলছেন—

মুঞ্চন্নঙ্গ তদ্ অঙ্গ-সঙ্গমনিশং ত্বামেব সঞ্চিন্তয়ন্
সন্তঃ সন্তি যতো যতো গত-মদাস্তান্ আশ্রমান্ আবসন্ ।
নিত্যং তন্মুখ-পঙ্কজাদ্ বিগলিতা-ত্বৎ-পুণ্য-গাথামৃত-
স্রোতঃ-সম্প্লব-সম্প্লুতো নরহরে ন স্যামহং দেহভৃৎ ॥

"হে দেব, যখন আমি সকল ইন্দ্রিয় তর্পণ ত্যাগ করে অবিরাম আপনার ধ্যানে মগ্ন থাকব, এবং যখন আমি দম্ভশূন্য সাধু ভক্তদের আশ্রমে বসবাস করব, তখন আপনার পবিত্র গুণকীর্তনকারী ভক্তদের মুখপদ্ম থেকে নির্গত সুধার প্লাবনে আমি নিমজ্জিত হব। এবং তখন হে নরহরি, আমি আর কখনও জড় দেহ ধারণ করব না।"

শ্লোক ৩৬

সত ইদমুত্থিতং সদিতি চেন্ননু তর্কহতং
ব্যভিচরতি ক্ব চ ক্ব চ মৃষা ন তথোভয়যুক্ ।
ব্যবহৃতয়ে বিকল্প ইষিতোঽন্ধপরম্পরয়া
ভ্রময়তি ভারতী ত উরুবৃত্তিভিরুক্থজড়ান্ ॥ ৩৬ ॥

সতঃ—স্থায়ী বস্তু থেকে; **ইদম্**—এই (বিশ্বজগৎ); **উত্থিতম্**—উত্থিত; **সৎ**—নিত্য; **ইতি**—এইরূপে; **চেৎ**—যদি (কেউ উত্থাপন করে); **ননু**—নিশ্চিতই; **তর্ক**—যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদের দ্বারা; **হতম্**—খণ্ডিত; **ব্যভিচরতি**—অবিচলিত; **ক্ব চ**—কিছু ক্ষেত্রে; **ক্ব চ**—অন্য বিষয়ে; **মৃষা**—ভ্রান্তি; **ন**—না; **তথা**—তদ্রূপ; **উভয়**—উভয়ের (প্রকৃত মায়া); **যুক্**—সংযোজক; **ব্যবহৃতয়ে**—সাধারণ বিষয়ের কারণে; **বিকল্প**—কল্পিত অবস্থা; **ইষিতঃ**—ইঙ্গিত; **অন্ধ**—অন্ধ জনের; **পরম্পরয়া**—পরম্পরায়; **ভ্রময়তি**—বিভ্রান্ত করে; **ভারতী**—বেদরূপা বাণী; **তে**—আপনারা; **উরু**—অসংখ্য; **বৃত্তিভিঃ**—বিভিন্ন বাক্যবৃত্তি দ্বারা; **উক্থ**—শাস্ত্রীয় উচ্চারণের দ্বারা; **জড়ান্**—জড়।

অনুবাদ

উত্থাপন করা যেতে পারে যে, এই বিশ্ব নিত্য সৎ, কেননা, এটি নিত্য সত্য থেকে উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু এরূপ যুক্তি তর্কশাস্ত্রের দ্বারা বিচার্য। কখনও কখনও কার্য-কারণের আপাত অভিন্নতা সত্য প্রমাণে ব্যর্থ হয়, আবার অন্য সময়ে কোন প্রকৃত সত্যের ফলও ভ্রান্ত হয়। এছাড়াও এই বিশ্বজগৎ নিত্য সত্য হতে পারে না, কেননা এটি শুধু পরম সত্যের প্রকৃতিই গ্রহণ করে না, সত্য-আবৃতকারী মিথ্যাকেও গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে, এই জগতের দৃশ্যরূপ কেবল অন্ধপরম্পরা কল্পিত

বিন্যাস মাত্র; বস্তুত কোন বৈচিত্র্য নেই। এদের বিবিধ অর্থ ও তার প্রয়োগের দ্বারা, আপনার বেদ-বাণী বলি-সংক্রান্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জাদুবিদ্যার কথা শুনে শুনে যাদের মন অসাড় হয়ে গেছে, তাদের সকলকে হতবুদ্ধি করে দিচ্ছে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে *উপনিষদের* শিক্ষা হল যে এই সৃষ্ট জগৎ সত্য হলেও ক্ষণস্থায়ী। এটাই উপলব্ধির বিষয় যে বিষ্ণুভক্তরা অনুগত থাকেন। কিন্তু জৈমিনী ঋষির কর্মমীমাংসার সমর্থকগণের মতো জড়বাদী দার্শনিকগণও এই বিশ্বকে একমাত্র বাস্তব এবং নিত্য বলে দাবী করেন। জৈমিনীর কর্মচক্রের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া চিরস্থায়ী, অন্য কোন অলৌকিক রাজ্যে প্রতিগমনের কোন সম্ভাবনা নেই। উন্নত দিব্য সত্তার বহু বর্ণনার ধারক উপনিষদীয় মন্ত্রের সযত্ন পরীক্ষার দ্বারা এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ভ্রান্ত বলে দেখা গেছে। যেমন, *সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বীতিয়ম্*—"প্রিয় বৎস, পরম তত্ত্বই কেবল প্রথমে সৃষ্টির আদিতে অদ্বিতীয় সংরূপে বর্তমান ছিল।" (*ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৬/২/১) আরও *বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম*— "চরম, বাস্তব হল দিব্য জ্ঞান ও মহানন্দ" (*বৃহৎ-আরণ্যক উপনিষদ* ৩/৯/৩৪)

মূর্ত *বেদসমূহের* প্রার্থনায় জড়বাদীদের যুক্তি *সত ইদমুত্থিতং সৎ* এই কথাগুলিতে সংক্ষেপিত হয়েছে—"দৃশ্যমান জগৎ স্থায়ী বাস্তব, কেননা এটি স্থায়ী বাস্তব থেকেই উদ্ভূত হয়েছে।" সাধারণভাবে যুক্তিটি হল এই যে, কোন বস্তু থেকে কিছু উদ্ভূত হলে তা সেই বস্তুর দ্বারাই সৃষ্ট। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, কর্ণকুণ্ডল এবং অন্যান্য সোনার তৈরি অলঙ্কারে সোনাই থাকে। এইরূপে মীমাংসা নৈয়ায়িকগণ সিদ্ধান্ত করেন যে যেহেতু আমাদের এই বিশ্বকে আমরা স্থায়ী বাস্তবের প্রকাশ বলে জানি, তেমনি এই বিশ্ব নিত্য বাস্তব। কিন্তু সংস্কৃত পঞ্চমী বিভক্তির প্রকাশ *সতঃ*, "নিত্য বাস্তব থেকে" বাক্যাংশটি কার্য ও কারণের নির্দিষ্ট বিচ্ছেদের পরোক্ষ ইঙ্গিত দেয়। কাজেই *সৎ* থেকে—স্থায়ী বাস্তব থেকে সৃষ্ট বস্তু অবশ্যই অস্থায়ী বস্তু থেকে পৃথক। এইভাবে জড়বাদীদের যুক্তি ত্রুটিপূর্ণ, কারণ এটা উদ্দিষ্ট প্রামাণ্য বিষয়ের বিপরীত বিষয়কে প্রমাণ করে—যেমন, আমরা এই বিশ্বকে যেরূপ জানি, এটা সেইরূপেই বর্তমান, অর্থাৎ এই বিশ্ব নিত্য, এবং এখানে কোন পৃথক, অলৌকিক বাস্তব নেই।

মীমাংসকেরা নিজেদের পক্ষ সমর্থনে দাবী করতে পারেন যে তারা নিজ বৈশিষ্ট্যে মিল প্রমাণের চেষ্টা করছেন না, বরং তারা অমিলের সম্ভাবনাকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করার অথবা অন্য কথায় বলা যায়, আমাদের জানা বিশ্ব থেকে পৃথক

কোন বাস্তবের সম্ভাবনাকে প্রতিপাদন করার চেষ্টা করছেন। মীমাংসা-যুক্তি সমর্থনের এই প্রচেষ্টা *ব্যাভিচরতি ক্ব চ*—এই বাগ্‌ধারার দ্বারা সহজেই খণ্ডন করা যায়, তার মানে সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত কিছু বিরুদ্ধ উদাহরণও আছে। কখনও কখনও সৃষ্টির মূল সৃষ্ট পদার্থ থেকে পৃথক হয়, যেমন মানুষ ও তার যুবক ছেলে, বা হাতুড়ি ও মাটির পাত্রের ধ্বংস।

কিন্তু মীমাংসকদের জবাব, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-বিরুদ্ধ উদাহরণের ন্যায় একই প্রকারের সৃষ্টি হয়—পিতা ও হাতুড়ি শুধু যথেষ্ট কারণ মাত্র, অপরপক্ষে *সৎ*ও এই বিশ্বের উপাদান কারণ। এই প্রত্যুত্তরটি *ক্ব চ মৃষা* (কখনও কখনও এই ফল ভ্রান্ত হয়), এই শব্দগুলির দ্বারা পূর্বেই অনুমান করা যায়। রজ্জু দেখে সর্প বলে মিথ্যা ধারণার ক্ষেত্রে, রজ্জু হল সর্প-ভ্রান্তির উপাদান কারণ, কল্পিত সর্প থেকে প্রকৃত সর্পের বহু ক্ষেত্রেই স্পষ্ট পার্থক্য বর্তমান।

মীমাংসকেরা আরও কিছু যোগ করছেন, কিন্তু ভ্রান্ত সর্পের উপাদান কারণ ঠিক রজ্জুই শুধু নয়—রজ্জুর সঙ্গে দ্রষ্টার অজ্ঞতাও (অবিদ্যা) এর সঙ্গে যুক্ত আছে। অবিদ্যা যেহেতু সার বস্তু নয়, তাই এই অবিদ্যা থেকে সৃষ্ট সর্পকে ভ্রান্তি বলা হয়। বেদের জবাব, অজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত *সৎ* থেকে বিশ্বের সৃষ্টির ক্ষেত্রে একই সত্য দৃষ্ট হয়। এখানে ভ্রান্তির অপ্রাকৃত উপাদান, মায়া জীবের একটি ভুল ধারণা। তাদের ধারণা যে জীবের দেহ এবং অন্যান্য জড় আকৃতি চিরস্থায়ী।

কিন্তু মীমাংসকদের জবাব, এই বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা অকাট্য, কেননা বাস্তব ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে আমাদের লব্ধ অভিজ্ঞতা কার্যকর। আমাদের অভিজ্ঞতা অকাট্য না হলে আমরা কখনই নিশ্চিত হতে পারতাম না যে আমাদের ধারণাগুলি ঘটনার সঙ্গে যথার্থ মানানসই। সামগ্রিক পরীক্ষাকে ঘৃণাকারী ব্যক্তির মতো আমরা এখনও রজ্জুর সর্পে পরিণত হওয়াকে সন্দেহ করতে থাকব। না, এখানে শ্রুতিসমূহের উত্তর, তৎসত্ত্বেও পদার্থের অস্থায়ীরূপ গঠন জড় ক্রিয়াকলাপের জন্য বদ্ধজীবগণের বাসনা পূরণে নিত্য বাস্তবের ভ্রান্ত অনুকরণ করা। এই জগতের স্থায়িত্বে ভ্রান্তি অন্ধলোক পরম্পরায় চলে আসছে। এই জড় ধারণা তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে লাভ করে তাদের উত্তরপুরুষদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। যে কেউ দেখতে পারে যে কোন ভিত্তি না থাকলেও গতি দ্বারা মায়া বা ভ্রান্তি মানসিক প্রভাবকে বিলম্বিত করে চালিত করে। এই রূপে গোটা ইতিহাসে দেখা যায় যে অন্ধ তত্ত্ববিদেরা অপর অন্ধকে ভুল পথে চালিত করছেন। তারা অন্যকে এমন একটি অবাস্তব বিষয় বোঝান যে জড়-জাগতিক আচারে মগ্ন থেকেও তারা পূর্ণতা লাভ করতে পারবে। মূর্খ লোকেরা পরস্পরের মাঝে নকল পয়সা আদান

প্রদান করে। কিন্তু জ্ঞানীরা জানেন যে এই পয়সা খাদ্য, ওষুধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয়ের মতো বাস্তব প্রয়োজন মিটাতে ব্যর্থ। এই জাল পয়সা কাউকে দান করলেও তার দ্বারা কোন পুণ্য অর্জন সম্ভব নয়।

মীমাংসকেরা বলেন, বৈদিক আচারের একজন একনিষ্ঠ সংস্কার সাধক কীভাবে প্রতারিত হতে পারেন, কেননা *সংহিতা* ও ব্রাহ্মণদের বৈদিক শাস্ত্রসমূহের কর্মফল যে নিত্য—এটা কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন? উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, *অক্ষয়ং হ বৈ চাতুর্মাস্য যজ্ঞঃ সুকৃতং ভবতি*— "চাতুর্মাস্য ব্রত উদ্‌যাপনকারীর অফুরন্ত সৎ-কর্ম অর্জিত হয়।" এবং *অপাম সোমমমৃতাবভূম*—"আমরা সোমরস পান করে অমর হয়েছি।"

বেদসহ পরমেশ্বর ভগবানের বিজ্ঞবাণী নির্দেশ করে শ্রুতিসমূহ উত্তর করছেন, অত্যধিক কর্ম-বিশ্বাসের ভারে ক্ষীণচিত্তের লোকদের দুর্বল বুদ্ধি চূর্ণ হল এবং তারা বিভ্রান্ত হলেন। এখানে *উরু-বৃত্তিভিঃ*, এই নির্দিষ্ট শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি নির্দেশ করছে যে গৌণ, লক্ষণা ইত্যাদি শব্দার্থ-বিদ্যার বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর অর্থসহ বৈদিক মন্ত্র বিষ্ণুভক্তদের রক্ষা করে। বেদ সকল তাঁদের অনুশাসনে যথার্থভাবেই এটা বলছেন না যে, কর্মফল শাশ্বত—নিত্য। তাঁরা পরোক্ষভাবে রূপকের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ত্যাগের প্রশস্তি বর্ণনা করছেন। *ছান্দোগ্য উপনিষদে* স্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত আছে যে শাস্ত্রীয় কর্মের ফল স্থায়ী—*তদ্ যথেহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে*। "যেমন এই জগতে কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা অর্জিত ফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তেমনই পরলোকেও পুণ্যার্জিত ভোগের বিনাশ হয়ে থাকে।" (*ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৮/১/১৬)। অগণন *শ্রুতিমন্ত্রের* ঐশ্বরিক বিধান অনুসারে গোটা জড় জগৎ পরমতত্ত্বের অস্থায়ী উদ্ভব ছাড়া কিছু নয়; এগুলির মধ্যে একটি হল *মুণ্ডক উপনিষদের* বিবৃতি—

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥

"মাকড়সা যেরূপ নিজদেহ থেকে সূতা উৎপাদন করে এবং পুনরায় নিজদেহেই তা গ্রহণ করে, পৃথিবীতে যেমন উদ্ভিদ এবং জীবিত পুরুষের মস্তক ও দেহে কেশ ও লোম জন্মায়, তেমনই অক্ষর ব্রহ্ম থেকে এই বিশ্বের উদ্ভব।" (*মুণ্ডক উপনিষদ* ১/১/৭)।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলছেন—

উদ্ভূতং ভবতঃ সতোঽপি ভুবনং সন্নৈব সর্প স্রজঃ
কুর্বৎ কার্যমপীহ কূটকনকং বেদোঽপি নৈবং পরঃ ।
অদ্বৈতং তব সৎ পরন্তু পরমানন্দং পদং তন্মুদা
বন্দে সুন্দরমিন্দিরানুত হরে মা মুঞ্চ মামানতম্ ॥

"আপনার থেকে এই বিশ্বের উৎপত্তি হলেও এটি নিত্য বাস্তব নয়। রজ্জু থেকে সর্পভ্রম স্থায়ী বাস্তব নয়, বা সোনা থেকে জাত রূপান্তরও নয়। বেদসকল কখনও সেটা বলেন না। প্রকৃত, অপার্থিব, অদ্বৈত বাস্তব আপনার পরম আনন্দময় নিজ বাসস্থান। আপনার সেই সুন্দর বাসভূমিকে আমি প্রণতি জানাই। হে ভগবান হরি, দেবী ইন্দিরা যাঁকে প্রণাম জ্ঞাপন করেন, আমিও তাঁর শ্রীচরণে মাথা নত করছি। সুতরাং কৃপা করে আমাকে কখনও মুক্ত করবেন না।"

শ্লোক ৩৭

ন যদিদমগ্র আস ন ভবিষ্যদতো নিধনাদ্
অনু মিতমন্তরা ত্বয়ি বিভাতি মৃষৈকরসে ।
অত উপমীয়তে দ্রবিণজাতিবিকল্পপথৈর্
বিতথমনোবিলাসমৃতমিত্যবযন্ত্যবুধাঃ ॥ ৩৭ ॥

ন—না; **যৎ**—যেহেতু; **ইদম্**—এই (জগৎ); **অগ্রে**—প্রথমে (সৃষ্টির পূর্বে); **আস**—বিদ্যমান ছিল; **ন ভবিষ্যৎ**—বিদ্যমানে থাকবে না; **অতঃ**—অতএব; **নিধনাৎ অনু**—বিনাশের (প্রলয়ের) পরেও; **মিতম্**—অনুমিত; **অন্তরা**—মধ্যকালে (মধ্যবর্তী সময়ে); **ত্বয়ি**—আপনার মধ্যে; **বিভাতি**—প্রতীত হচ্ছে; **মৃষা**—মিথ্যা; **একরসে**—যার চিদানন্দের উপলব্ধি অপরিবর্তনীয়; **অতঃ**—সেইরূপ; **উপমীয়তে**—উপমা দ্বারা উপলব্ধ; **দ্রবিণ**—জড় বস্তুর; **জাতি**—শ্রেণী; **বিকল্প**—রূপান্তরের; **পথৈঃ**—বৈচিত্র্যসহ; **বিতথ**—ঘটনা বিরুদ্ধ; **মনঃ**—মনের; **বিলাসম্**—কল্পনা; **ঋতম্**—সত্য; **ইতি**—রূপে; **অবযন্তি**—মনে করে; **অবুধাঃ**—বুদ্ধিহীন।

অনুবাদ

এই জগৎ যেহেতু সৃষ্টির পূর্বে বর্তমান ছিল না, বিনাশের পরেও থাকবে না, সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে মধ্যবর্তী সময়েও যাঁর চিদানন্দ কখনও পরিবর্তিত হয় না সেই আপনার মধ্যে ভাবাশ্রিত মিথ্যারূপে এটা এই জগতের প্রকাশ বই আর কিছু নয়। এই বিভিন্ন জড় বস্তুর বিবিধ রূপে রূপান্তরিত বিশ্বকে

আমরা পছন্দ করি। এই কল্পিত মিথ্যাবস্তুকে সত্যরূপে যারা বিশ্বাস করে তারা যথার্থই স্বল্প বুদ্ধির লোক।

তাৎপর্য

ধর্মীয় আচার পালনে দক্ষ ব্যক্তিগণ জড় সৃষ্টির সার বস্তু প্রমাণের সকল প্রচেষ্টায় পরাজিত হলে মূর্ত বেদসকল এর বিরুদ্ধে যথার্থ প্রমাণ দিচ্ছেন যে, এই জগৎ অপ্রাকৃত বলে এটা ক্ষণস্থায়ী। সৃষ্টির পূর্বে এবং ধ্বংসের পরে এই বিশ্ব পরমেশ্বর ভগবানের চিৎ সত্তা, তাঁর আবাস ও অনুগামী লোকজন সহ বিদ্যমান থাকবে। শ্রুতিসকল এটা প্রতিপন্ন করেছেন—*আত্মা বা ইদমেকমেবাগ্র আসীৎ*, "বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মারূপেই বর্তমান ছিল। (*ঐতরেয় উপনিষদ* ১/১) *নাসদাসীন্ নো সদাসীৎ তদানীম্*— "সেই সময় সূক্ষ্ম ও স্থূল কোন পদার্থই বর্তমান ছিল না।" (*ঋক বেদ* ১০/১২৯/১)

উপমা দ্বারা সৃষ্টির প্রাসঙ্গিকতা বোঝা যায় না। মূল উপাদান মাটি এবং ধাতু থেকে যখন বিভিন্ন দ্রব্য নির্মিত হয়, তখন সেই নির্মিত দ্রব্য মাটি ও ধাতু থেকে নাম ও রূপেই শুধু পৃথক হয়। মূল উপাদান অপরিবর্তিতই থেকে যায়। তেমনই, পরম পুরুষের শক্তি যখন এই বিশ্বের পরিচিত বস্তুতে রূপান্তরিত হয়, তখন এই সকল বস্তু পরমেশ্বর থেকে শুধু নাম ও রূপে পৃথকভাবে বিদ্যমান থাকে। *ছান্দোগ্য উপনিষদে* (৬/১/৪-৬), উদ্দালক ঋষি তাঁর পুত্রকে এই একই উপমার ব্যাখ্যা করেছেন—*যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্*। "উদাহরণ হিসাবে পিতা বললেন, প্রিয় বৎস, একতাল মৃৎপিণ্ডকে জানলেই সমস্ত মৃৎবস্তু সম্পর্কে জানা যায়। রূপান্তরিত বস্তুর অস্তিত্ব শুধুমাত্র ভাষার সৃষ্টি ও পদবি নির্দেশের ব্যাপার মাত্র—মাটিই শুধু সত্যবস্তু।

উপসংহারে বলা যায়, জাগতিক বস্তুর নিত্যতা বা বাস্তবতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহনাশক প্রমাণ নেই, সকল বস্তুই মিথ্যা আখ্যার দ্বারা অস্থায়ী ও আবদ্ধ—এমন সব আচ্ছন্নকারী প্রমাণ আছে। সুতরাং শুধু অজ্ঞরাই পদার্থের কল্পিত বিনিময়কেই সত্য বলে মনে করে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী প্রার্থনা করছেন—

মুকুটকুণ্ডল-কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-পরিণতং কনকং পরমার্থতঃ ।
মহদহঙ্কৃতি-খ-প্রমুখং তথা নরহরের্ন পরং পরমার্থতঃ ॥

"সোনার মুকুট, কুণ্ডল, বালা ও নূপুর—এগুলি সোনা থেকে ভিন্ন কোন বস্তু নয়। তেমনই মহৎ মিথ্যা অহং ও নির্মল আকাশ পরিচালিত জড় উপাদান পরিণামে ভগবান নরহরি থেকে পৃথক নয়।"

শ্লোক ৩৮

স যদজয়া ত্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্
ভজতি স্বরূপতাং তদনু মৃত্যুমপেতভগঃ ।
ত্বমুত জহাসি তামহিরিব ত্বচমাত্তভগো
মহসি মহীয়সেঽষ্টগুণিতেঽপরিমেয়ভগঃ ॥ ৩৮ ॥

সঃ—সে (এক স্বতন্ত্র জীব); **যৎ**—যেহেতু; **অজয়া**—জড়া শক্তির প্রভাবে; **তু**—কিন্তু; **অজাম্**—সেই জড়া শক্তি; **অনুশয়ীত**—পরে শয়ন করে; **গুণান্**—প্রকৃতির গুণাবলী; **চ**—এবং; **জুষন্**—ধারণ করে; **ভজতি**—গ্রহণ করে; **স-রূপতাম্**—সাদৃশ্য গঠন করে (প্রকৃতির গুণাবলী); **তৎ-অনু**—সেটি অনুসরণ করে; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **অপেত**—বঞ্চিত; **ভগঃ**—তার ঐশ্বর্য; **ত্বম্**—আপনি; **উত**—পক্ষান্তরে; **জহাসি**—এক পাশে সরিয়ে রেখে; **তাম্**—তাঁকে (জড়া শক্তি); **অহিঃ**—সর্প; **ইব**—যেন; **ত্বচম্**—এর (পুরানো, পরিত্যক্ত) চামড়া, খোলস; **আত্তভগঃ**—সর্ব ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ; **মহসি**—আপনার দিব্য শক্তিতে; **মহীয়সে**—আপনি মহিমান্বিত; **অষ্টগুণিতে**—অষ্টবিধ; **অপরিমেয়**—অপরিমিত; **ভগঃ**—যাঁর মহত্ত্ব।

অনুবাদ

এই মায়াময় জড়া প্রকৃতি ক্ষুদ্র জীবকে তাকে আলিঙ্গন করতে আকৃষ্ট করে, এবং জীব তাই প্রকৃতির গুণের দ্বারা সৃষ্ট রূপ ধারণ করে। পরে সে তার সমস্ত দিব্য শক্তি হারিয়ে বারংবার মৃত্যু ভোগ করে। সাপের খোলস বদলের মতো একইভাবে অবিদ্যাকে ত্যাগ করতে হবে। আট প্রকার বিভূতিযুক্ত পরম ঐশ্বর্যপদে আসীন হয়ে আপনি অপরিমেয় ঐশ্বর্য ভোগ করছেন।

তাৎপর্য

গুণগতভাবে পরমেশ্বরের সমতুল্য হলেও শুদ্ধ আত্মা জীব মায়িক জগতের অজ্ঞতা দ্বারা আলিঙ্গনাবদ্ধ; তাই তার পতনের সম্ভাবনা আছে। মায়ার প্রলোভনের দ্বারা মোহাবিষ্ট হয়ে জীব এমন দেহ-ইন্দ্রিয়াদি পায় যা তার বিস্মৃতিকে বাড়িয়ে দেয়। মায়ার জড় বৃত্তি থেকে উৎপন্ন তিনটি গুণ হল সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এগুলি জীবাত্মাকে বিভিন্ন অসুখ, মৃত্যু ও পুনর্জন্ম দ্বারা আবৃত করে রাখে।

পরমাত্মা ও জীবাত্মা একই দিব্যভাব লাভ করে, কিন্তু পরমাত্মা তাঁর অতিক্ষুদ্র পার্ষদের মতো অজ্ঞতার জালে আবদ্ধ হন না। একটি ক্ষুদ্র গলিত তামার পিণ্ডের দীপ্তিকে ধোঁয়ার অন্ধকারে গ্রাস করে ফেলতে পারে, কিন্তু বিশাল সূর্যগোলক কখনও এই প্রকার গ্রহণের কবলে পড়ে না। *শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে* শ্রুতি ও বিদ্যার কথোপকথনের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে—

অস্যা আবরিকা-শক্তির্মহামায়াখিলেশ্বরী ।
যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্বং সর্বে দেহাভিমানিনঃ ॥

"মহামায়া হলেন মায়া থেকে উদ্ভূত আবৃতা শক্তি, সকল জড় বস্তুর নিয়ামক। গোটা দুনিয়া তাঁর দ্বারা অভিভূত, এবং এইভাবে সকল জীবই তার জড়দেহের সঙ্গে মিথ্যাভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে।"

সাপ যেমন তার পুরানো খোলস পাল্টায়, কারণ জানে যে এটা তার দরকারী পরিচয় নয়, তেমনি পুরুষোত্তম ভগবানও সর্বদা তাঁর বহিরঙ্গা জড়া শক্তিকে এড়িয়ে চলেন। তাঁর অনিমা (অতি ক্ষুদ্র হওয়ার শক্তি) ও মহিমাদি (অতি বৃহৎ হওয়ার ক্ষমতা) অষ্টগুণিত অলৌকিক ঐশ্বর্যের কোন অপ্রাচুর্যতা বা সীমা নেই। সুতরাং, এই জড়জগতের অজ্ঞতার ছায়া তাঁর উজ্জ্বল দীপ্তিশীল অতুল রাজ্যে প্রবেশাধিকার পায় না।

চিন্ময় জীবনের উপলব্ধি যাদের ক্রমে জাগ্রত হচ্ছে তাদের জন্য উপনিষদসমূহ আত্মা বা ব্রহ্মের কথা পরমাত্মা ও জীবাত্মার খোলাখুলি পার্থক্য না করে মাঝে মাঝে বলে থাকেন। প্রায়ই তাঁরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই দ্বৈতবাদের বর্ণনা করেন—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্য
অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥

"সর্বদা সংযুক্ত সমান-স্বভাব দুটি পাখি (অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা) একই দেহবৃক্ষ আশ্রয় করে আছে। তাদের মধ্যে একটি (জীবাত্মা) বিচিত্র-স্বাদবিশিষ্ট সুখদুঃখরূপ কর্মফল ভোগ করে, অপরটি (পরমাত্মা) কিছুই ভোগ না করে কেবল সাক্ষীরূপে দেখেন।

"দুটি সঙ্গী পাখি একই অশ্বত্থ গাছে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের মধ্যে একটি সেই গাছের ফল আস্বাদন করছে, অন্যটি খাওয়া থেকে বিরত হয়ে তাঁর সঙ্গীকে পর্যবেক্ষণ করছেন।" (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৪/৬)। এই উপমায় পাখি দুটি হল জীবাত্মা ও পরমাত্মা, দেহ হল বৃক্ষ, এবং ফলের আস্বাদ হল বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয় সুখ।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলছেন—

নৃত্যন্তী তব বীক্ষণাঙ্গনগতা কালস্বভাবাদিভি-
র্ভাবান্ সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ানুন্মীলয়ন্তী বহূন্ ।

মামাক্রম্য পদা শিরস্যাতিভরং সম্মর্দয়ন্ত্যাতুরম্
মায়া তে শরণং গতোঽস্মি নৃহরে ত্বমেব তাং বারয় ॥

"আপনার মায়ার ওপর দৃষ্টিক্ষেপের ফলে কাল ও জীবের জড় প্রবৃত্তিগুলি আপনার অঙ্গীভূত হয়েছে। তাঁর বদনমণ্ডলে এই দৃষ্টি নৃত্য করছে, এইভাবে বহুসংখ্যক সৃষ্টজীব জাগ্রত হয়ে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের মাঝে জন্ম গ্রহণ করে। হে ভগবান নৃহরি, আপনার মায়াসঙ্গিনী তাঁর পদযুগল আমার মস্তকে স্থাপন করে দৃঢ়ভাবে চেপে রাখার ফলে আমার মহাদুঃখের সৃষ্টি হয়েছে। এখন আমি আপনার শরণাগত। কৃপা করে তাঁকে বিরত করুন।"

শ্লোক ৩৯

যদি ন সমুদ্ধরন্তি যতয়ো হৃদি কামজটা
দুরধিগমোঽসতাং হৃদি গতোঽস্মৃতকণ্ঠমণিঃ ।
অসুতৃপ্‌যোগিনামুভয়তোঽপ্যসুখং ভগবন্
অনপগতান্তকাদনধিরূঢ়পদাদ্ভবতঃ ॥ ৩৯ ॥

যদি—যদি; **ন সমুদ্ধরন্তি**—তাঁরা মূলোৎপাটন করে না; **যতয়ঃ**—যতিগণ; **হৃদি**—তাঁদের হৃদয়ে; **কাম**—জড় আকাঙ্ক্ষা; **জটাঃ**—চিহ্ন বা লক্ষণ; **দুরধিগমঃ**—উপলব্ধি করা অসম্ভব; **অসতাম্**—অপবিত্র; **হৃদি**—হৃদয়ে; **গতঃ**—প্রবেশ করে; **অস্মৃত**—বিস্মৃত; **কণ্ঠ**—কণ্ঠে; **মণিঃ**—মণি; **অসু**—(তাদের) প্রাণবায়ু; **তৃপ**—তৃপ্ত করা; **যোগিনাম্**—যোগসাধকদের জন্য; **উভয়তঃ**—উভয় (জগতে); **অপি**—ও; **অসুখম্**—অসন্তোষ; **ভগবান্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **অনপগত**—দূর হয়নি; **অন্তকাৎ**—মৃত্যু থেকে; **অনধিরূঢ়**—অপ্রাপ্ত; **পদাৎ**—যাঁর রাজ্য; **ভবতঃ**—আপনার থেকে।

অনুবাদ

হে ভগবান! যে যতিগণ হৃদয়স্থিত কামের মূল অর্থাৎ বাসনাগুলিকে যদি উৎপাটিত না করে তবে সেই অসাধুদের হৃদয়স্থিত হলেও আপনি তাদের দুষ্প্রাপ্য হন। কোন ব্যক্তির কণ্ঠে মণি থাকলেও সেকথা তার বিস্মরণ হওয়ায় তার পক্ষে সেই মণি দুষ্প্রাপ্য হয়। সেইরকম আপনি তাদের সাক্ষাৎ অনুভূত হন না। ইন্দ্রিয় ভোগ-পরায়ণ যোগীদের ইহকাল ও পরকাল এই উভয়কালেই অসুখ অর্থাৎ ইহকালে মৃত্যু ভয় ও পরকালে আপনাকে অপ্রাপ্তি জন্য ভয় হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

ভগবানের রাজ্যে প্রবেশের জন্য শুধু আত্মত্যাগই যথেষ্ট নয়। স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় প্রকার আত্ম-ধ্বংসাত্মক ইন্দ্রিয় তর্পণে সম্পূর্ণ অনাগ্রহ হয়ে, অবশ্যই হৃদয়ের পূর্ণ পরিবর্তন সাধন করতে হবে। প্রকৃত ঋষিকে শুধু অবৈধ যৌন সঙ্গের চিন্তা, মাংসাহার, নেশা ও জুয়া থেকেই বিরত হলে চলবে না, তাঁকে অবশ্যই খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাও বর্জন করতে হবে। এই সকল আকাঙ্ক্ষা একত্রীভূত হয়ে একটা অদম্য স্পর্ধা সৃষ্টি করে, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতে প্রকৃত আত্মত্যাগের ফলে সারা জীবনের চেষ্টাকৃত ফল লাভ হয়।

মুণ্ডক উপনিষদে (৩/২/২) এই শ্লোকের বক্তব্য প্রতিপন্ন হয়েছে—*কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কামভির্জায়তে তত্র তত্র।* "একজন চিন্তাশীল আত্মত্যাগীরও যদি জাগতিক কামনা বাসনা থাকে, তবে সেই ব্যক্তি তার কর্মফলের দ্বারা বিভিন্ন পরিবেশের মাঝে বার বার জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য হবে।" তত্ত্ববিদ্ দার্শনিক ও যোগিগণ জন্ম-মৃত্যু-চক্র থেকে মুক্তি পাবার জন্য কঠোর চেষ্টা করেন, তাঁরা তাঁদের গর্বিত স্বাধীনতা, তাঁদের ভক্তিশূন্য ভগবৎ চিন্তা পরমপুরুষের পায়ে অর্পণ করতে অনিচ্ছুক। আর সেই কারণেই তাঁদের পূর্ণ আত্মত্যাগ—বিশুদ্ধ ভগবৎ প্রেমে ঘাটতি দেখা দেয়। এই বিশুদ্ধ প্রেমই হল বৈষ্ণবদের জীবনের ঐকান্তিক লক্ষ্য। তাই তাঁদের সতর্কতার সঙ্গে আর্থিক লাভ, পূজা ও সম্মানের লোভকে দমন করতে হবে, এবং সকল আবেগকে নির্বিশেষ বিস্মৃতির মাঝে মিশিয়ে দিতে হবে। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* (১/১/১১) উল্লেখ করেছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

"উত্তমা ভক্তি বর্ধিত হলে অবশ্যই সকল জড় বাসনা, জ্ঞান, অদ্বৈতবাদী দর্শন ও ফলপ্রসূ কর্মের বাসনা শূন্য হওয়া যায়। কৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে ভক্তকে অবিরাম অনুকূল কৃষ্ণ-সেবা করতে হবে।"

যারা ইন্দ্রিয় তুষ্টির জন্য কঠোর যোগ অনুশীলন করেন, তাঁদের দীর্ঘ প্রসারিত দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। ক্ষুধা, রোগ, বৃদ্ধবয়সের অধঃপতন, দুর্ঘটনাজনিত আঘাত, অপরের হিংস্রতা—সীমাহীন দুঃখের মাঝে এই জগতের বিভিন্ন স্তরে মানুষ এইকটি কষ্ট লাভ করে। এবং পরিশেষে পাপের বেদনাদায়ক শাস্তিরূপে মৃত্যু অপেক্ষা করে থাকে। বিশেষত যারা অন্যের জীবনের বিনিময়ে অবাধে ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রশ্রয় দেয়, তারা এমন কঠোর শাস্তি আশা করতে পারে যা তাদের কল্পনারও অতীত। কিন্তু জড় অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় দুঃখ এই জীবনের দুর্ভাগ্য নয়, বা মৃত্যুর পর

নরকে প্রেরণ নয়—দুর্ভাগ্য হল পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্পর্ককে ভুলে যাওয়ার শূন্যতা।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলছেন—

দম্ভ-ন্যাসমিষেণ বঞ্চিতজনং ভোগৈক চিন্তাতুরং
সম্মুহ্যন্তমহর্নিশং বিরচিতোদ্‌যোগক্লমৈরাকুলম্ ।
আজ্ঞালঙ্ঘিনমজ্ঞমজ্ঞজনতাসম্মাননাসন্মদং
দীনানাথদয়ানিধান পরমানন্দ প্রভো পাহি মাম্ ॥

"যে ভণ্ড কপটাচারী আত্মত্যাগের ভান করে নিজেকে প্রবঞ্চনা করে সে শুধু ইন্দ্রিয়তর্পণ সুখের কথাই ভাবে এবং ফলে অবিরাম দুঃখ ভোগ করে। দিনরাত বিভোর থেকে নিজের জন্য নিঃশেষিত প্রচেষ্টায় সে নানা ফন্দি আঁটার কাজে মগ্ন থাকে। এই মূর্খ আপনার আইন অমান্য করে অপর মূর্খের কাছ থেকে শ্রদ্ধা পাবার লোভে কলুষিত হয়। হে পতিতের রক্ষক, হে করুণাদাতৃ, হে পরমানন্দময় প্রভু, কৃপা করে সেই মূর্খ নর আমাকে উদ্ধার করুন।

শ্লোক ৪০

ত্বদবগমী ন বেত্তি ভবদুত্থশুভাশুভয়োর্
গুণবিগুণান্বয়াংস্তর্হি দেহভৃতাং চ গিরঃ ।
অনুযুগমন্বহং সগুণ গীতপরম্পরয়া
শ্রবণভৃতো যতস্ত্বমপবর্গগতির্মনুজৈঃ ॥ ৪০ ॥

ত্বৎ—আপনাতে; **অবগমী**—মগ্নচিত্ত; **ন বেত্তি**—শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না; **ভবৎ**—আপনার কাছ থেকে; **উত্থ**—উত্থিত; **শুভ-অশুভয়োঃ**—শুভ-অশুভের; **গুণ-বিগুণ**—ভাল-মন্দের; **অন্বয়ান্**—(গুণ-দোষ) সম্বন্ধীয়; **তর্হি**—ফলে; **দেহ-ভৃতাম্**—দেহাভিমানিগণের; **চ**—ও; **গিরঃ**—কথা; **অনু-যুগম্**—যুগে যুগে; **অনু-অহম্**—প্রতিদিন; **স-গুণ**—গুণসূচক আপনার; **গীত**—গীত; **পরম্পরয়া**—পরম্পরাগত ভাবে; **শ্রবণ**—শ্রবণের মাধ্যমে; **ভৃতঃ**—ধারণ; **যতঃ**—এই কারণে; **ত্বম্**—আপনি; **অপবর্গ**—মুক্তির; **গতিঃ**—চূড়ান্ত লক্ষ্য; **মনুজৈঃ**—মানবজাতির দ্বারা (মনুর উত্তরপুরুষগণের দ্বারা)।

অনুবাদ

হে ষড়ৈশ্বর্যশালি, আপনার সম্বন্ধে উপলব্ধি হলে অতীতের পাপ ও পুণ্য কর্মের ফলে উদ্ভূত সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে আর কোন চিন্তা থাকে না, কেননা আপনিই তখন এই সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। সাধারণ জীব

তার নিজের সম্বন্ধে যা বলে থাকে এইরূপ বোদ্ধাভক্তও তার অবমাননা করেন না। মনুর উত্তরাধিকারিগণের দ্বারা যুগে যুগে আপনার গুণ কীর্তনকারী ব্যক্তিগণের কাছ থেকে আপনার মহিমা শ্রবণ করার ফলে আপনি তাদের অন্তিম আশ্রয় স্থল বা মুক্তিরূপে পরিগণিত হন।

তাৎপর্য

৩৯ নং শ্লোকে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে নির্বিশেষবাদী আত্মত্যাগিগণ বার বার জন্ম গ্রহণের দুর্ভোগ ভোগ করে থাকেন। এই দুঃখভোগ যদি যুক্তিযুক্ত হয় তবে আত্মত্যাগীর পদমর্যাদার ফলে তার কষ্টের রেহাই হবে। তাতে তার ভক্তিপূর্ণ মনোভাব আছে কি নেই এই প্রশ্ন হতে পারে। যেহেতু *শ্রুতিমন্ত্রে* বলা হয়েছে, *এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য ন কর্মণা বর্ধতে নো কনীয়ান্*— "ব্রাহ্মণের এই নিত্য মহিমা কর্মের দ্বারা বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় না।" (*বৃহদারণ্যক উপনিষদ* ৪/৪/২৮) এই প্রতিবাদের মোকাবিলা করতে মূর্ত বেদসমূহের এটাই প্রার্থনা।

নির্বিশেষ জ্ঞানী ও যোগিগণ কর্মফল থেকে পূর্ণ মুক্তির উপযুক্ত নয়—যে সকল শুদ্ধ ভক্ত অবিরাম পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয় জপ-কীর্তন শ্রবণে রত এ-সুবিধা শুধু তাঁদের জন্য সংরক্ষিত। ভক্তগণ তাঁদের অকরুণ কৃষ্ণভাবনামৃতের দ্বারা পরমেশ্বরের শ্রীপাদপদ্ম দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছেন, এবং তাই তাঁদের বেদের শাস্ত্রীয় আদেশ ও নিষেধ দৃঢ়ভাবে অনুসরণের প্রয়োজন হয় না। ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই তাঁরা শুধু কাজ করেন এবং নির্ভীক চিত্তে তাঁরা কর্মের আপাত সুফল ও কুফলকে অবজ্ঞা করতে পারেন, এবং তাঁদের প্রতি অন্যের প্রশংসা বা নিন্দাকেও তাঁরা একইভাবে অবজ্ঞা করতে পারেন। একজন বিনীত বৈষ্ণব ভগবানের মহিমা কীর্তনের আনন্দে মগ্ন থাকেন। আত্ম প্রশংসায় তিনি কর্ণপাত করেন না, এটাকে তিনি ভুল বলে মনে করেন, এবং সকল সমালোচনাকেই তিনি সানন্দে গ্রহণ করেন,—এগুলিই তাঁর কাছে *ঠিক* বলে বিবেচিত।

যুগে যুগে সাধু বৈষ্ণবগণের শিষ্য পরম্পরায়, "মনুর পুত্রগণের" কাছ থেকে ভগবানের মহিমা কীর্তন শ্রবণের দ্বারা শুদ্ধ জপকীর্তন লাভ করা যায়। এই সকল মুনিগণ মানবজাতির পূর্বসূরি, স্বায়ম্ভুব মনুর উদাহরণকে ছাপিয়ে যেতে চেষ্টা করেন।

অযাতযামাস্তস্যাসন্ যামাঃ স্বান্তরযাপনাঃ ।
শৃণ্বতো ধ্যায়তো বিষ্ণোঃ কুর্বতো ব্রুবতঃ কথাঃ ॥

"তার ফলে, যদিও ধীরে ধীরে এক মন্বন্তর-ব্যাপী তাঁর দীর্ঘ আয়ু সমাপ্ত হয়ে এসেছিল, তবুও ক্ষণিকের জন্যও তার ব্যর্থ অপচয় হয়নি, কেননা তিনি সর্বদা ভগবানের লীলা শ্রবণ, মনন, লেখন এবং কীর্তনে মগ্ন ছিলেন।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৩/২২/৩৫)

একজন নব দীক্ষিত ভক্ত তার অতীত কদভ্যাসের ফলে সঠিক আচরণচ্যুত হলেও সর্বকরুণাময় ভগবান তাকে প্রত্যাখ্যান করেন না। যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

তৈরহং পূজনীয়ো বৈ ভদ্রকৃষ্ণনিবাসিভিঃ ।
তদ্ধর্মগতিহীনা যে তস্যাং ময়ি পরায়ণাঃ ॥
কলিনাগ্রসিতা যে বৈ তেষাং তস্যামবস্থিতিঃ ।
যথা ত্বং সহ পুত্রৈশ্চ যথা রুদ্রো গণৈঃ সহ ।
যথা শ্রীয়াভিযুক্তোঽহং তথা ভক্তো মম প্রিয়ঃ ॥

"ভদ্রকৃষ্ণ (মথুরা জেলা) নিবাসীগণ সকলের আমিই উপাস্য। তীর্থক্ষেত্রে বাসকারী ব্যক্তির যেরূপ ধর্মাচরণ করা উচিত, সেরূপ ধর্মাচরণে অসমর্থ হলেও সেই স্থানে বসবাসের গুণেই সে আমার ভক্ত হবে। এমন কি কলির (বর্তমান কলহের যুগ) কবলে পড়লেও সেই স্থানে বাস করার জন্যই তারা কৃতিত্ব পাবে। মথুরা নিবাসী আমার ভক্ত ব্রহ্মা ও তাঁর পুত্রগণের মতো—রুদ্র ও তাঁর অনুগামীদের মতো লক্ষ্মী ও স্বয়ং আমার মতোই আমার প্রিয়।" (*গোপাল তাপনী উপনিষদ*)

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলছেন—

অবগমং তব মে দিশা মাধব
স্ফুরতি যন্ ন সুখাসুখসংগমঃ ।
শ্রবণবর্ণন-ভাবমথাপি বা
ন হি ভবামি যথা বিধিকিঙ্করঃ ॥

"হে মাধব, কৃপা করে আপনাকে উপলব্ধি করতে দিন, যাতে আমি আর জাগতিক সুখ-দুঃখে ব্যাপৃত না থাকি। অথবা আপনার কথা শ্রবণ-কীর্তনে আমার যেন রুচি হয়। এইভাবে আমি আর শাস্ত্রীয় অনুশাসনের দাস হয়ে, থাকব না।"

শ্লোক ৪১

দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ ।
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যচ্ছ্রুতয়-
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ ॥ ৪১ ॥

দ্যু—স্বর্গ; **পতয়ঃ**—অধিপতিগণ; **এব** —ও; **তে**—আপনার; **ন যযুঃ**—অবগত হননি; **অন্তম্**—অন্ত; **অনন্ততয়া**—অনন্তত্ব হেতু; **ত্বম্**—আপনি; **অপি**—ও; **যৎ**—

যাদের; **অন্তর**—মধ্যে; **অণ্ড**—ব্রহ্মাণ্ডের; **নিচয়াঃ**—সমূহ; **ননু**—নিশ্চিতই; **স**—সহ; **আবরণাঃ**—তাদের বাহ্যিক আবরণ; **খে**—আকাশে; **ইব**—মতো; **রজাংসি**—ধূলিকণা; **বান্তি**—পরিভ্রমণ করে; **বয়সা সহ**—কালচক্রের সঙ্গে; **যৎ**—কারণ; **শ্রুতয়ঃ**—শ্রুতিগণ; **ত্বয়ি**—আপনার মধ্যে; **হি**—অবশ্যই; **ফলন্তি**—ফলপ্রসূ হয়; **অতৎ**—পরমপুরুষ থেকে পৃথক বস্তুর; **নিরসনেন**—লয়ের দ্বারা; **ভবৎ**—আপনার মধ্যে; **নিধনাঃ**—যাদের শেষ সিদ্ধান্ত।

অনুবাদ

যেহেতু আপনি অসীম, তাই স্বর্গের দেবগণ বা আপনি স্বয়ং কেউ আপনার মহিমার অন্ত পায় না। আবরণে আবৃত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আকাশে ধূলিকণার ন্যায় কালচক্রের দ্বারা আপনার মধ্যে পরিভ্রমণ করতে বাধ্য হচ্ছে। ভগবান ভিন্ন সব কিছুরই আপনার মধ্যে লয় পাওয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করে শ্রুতিগণ তাঁদের শেষ সিদ্ধান্তরূপে আপনার প্রকাশে সফল হয়।

তাৎপর্য

এখন, মূর্ত *বেদসমুহ* তাঁদের অন্তিম প্রার্থনায় সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সকল শ্রুতি তাঁদের বিভিন্ন আক্ষরিক ও রূপকাত্মক প্রসঙ্গাদির দ্বারা পরিশেষে পরমেশ্বর ভগবানের পরিচয়, ব্যক্তিগত গুণাবলী ও শক্তির বর্ণনা করছেন। *উপনিষদসমূহে* ভগবানের অনন্ত মহিমা কীর্তিত হয়েছে—*যদূর্ধ্বং গার্গি দিবো যদর্বাক্ পৃথিব্যা যৎ অন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ।* "হে প্রিয় গার্গিতনয়া, তাঁর মহত্ত্ব দ্যুলোকের ঊর্ধ্বে, পৃথিবীর নিম্নে, এই দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যে, অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে অথবা ভবিষ্যতেও থাকবে।" (*বৃহদারণ্যক উপনিষদ* ৩/৮/৪)।

শ্রুতিগণের দ্বারা শেষ প্রার্থনাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নে উল্লিখিত ভগবান নারায়ণ ও মূর্ত *বেদসমূহের* মধ্যে কথোপকথনের উত্থাপন করেছেন—বেদসমূহের কথা, "ভগবান ব্রহ্মা এবং স্বর্গলোকের অন্যান্য গ্রহগুলির শাসকগণ এখনও আপনার মহিমার শেষ প্রান্তে পৌঁছাতে পারেননি। তাহলে কি করতে পারি আমরা, যেহেতু এই মহান দেবতাগণের তুলনায় আমরা অতি তুচ্ছ?"

ভগবান শ্রীনারায়ণ উত্তর করলেন, "না, তা নয়, আপনারা শ্রুতিগণ ব্রহ্মাণ্ড শাসনকারী দেবতাদের থেকে মহত্তর দৃষ্টির অধিকারী। আপনারা এখন থেমে না গেলে আমার মহিমার শেষ প্রান্তে পৌঁছাতে সক্ষম হবেন।"

"কিন্তু আপনিও যদি আপনার নিজের সীমা দেখতে না পান!

"তাই যদি হয়, তবে আপনারা যে আমাকে সর্ব দ্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান বলেন, তার দ্বারা কি বোঝাতে চান?"

"আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে আপনি অসীম-অনন্ত বলে আপনার এই সকল বৈশিষ্ট্য আছে। খরগোশের শিং-এর মতো যার কোন অস্তিত্ব নেই, সে সম্বন্ধে কেউ যদি অজ্ঞ হয়, তবে সেটা তার সর্বদ্রষ্টার ক্ষমতাকে খর্ব করতে পারে না, এবং কেউ যদি এইরূপ অনস্তিত্ব দেখতে ব্যর্থ হয় তবে সেটা তার সর্বশক্তিকেও সীমাবদ্ধ করে না। আপনি এত ব্যাপক ও বিশাল যে বহু বহু সংখ্যক ব্রহ্মাণ্ড আপনার ভিতর ভেসে বেড়ায়। প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড জড় উপাদানে তৈরি সাতটি আবরণ দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং প্রতিটি সমকেন্দ্রিক আবরণ এর ভিতরের আবরণ থেকে দশগুণ বড়। আমরা কখনও আপনার সম্বন্ধে সত্যের পূর্ণ বর্ণনা করতে না পারলেও, আপনিই বেদের প্রকৃত আলোচ্য বিষয় এই ঘোষণার দ্বারা আমরা আমাদের অস্তিত্বকে নিখুঁত করি।"

"কিন্তু কেন আপনাকে অসন্তুষ্ট মনে হচ্ছে?"

"কারণ বেদে শ্রীল ব্যাসদেব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের দিব্য অস্তিত্বের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেছেন। যখন তিনি পরমপুরুষের বিস্তৃত বর্ণনার প্রয়োজন দেখলেন তখন তিনি তৎ-রূপে পরিচিত পরমপুরুষের নির্বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ব্রহ্ম-বিষয়ে নিবদ্ধ করতে চাইলেন। তিনি ভিন্ন সবকিছুকেই অস্বীকার করে ব্রহ্মের ব্যাখ্যা করলেন। যেমন, জমিতে সিন্দুক ভর্তি মণি হঠাৎ করে ছড়িয়ে পড়লে অবাঞ্ছিত পাথর, ছোট ডালপালা এবং আবর্জনা সরিয়ে তবে সেই মণিগুলি কুড়ানো যাবে, তেমনই মায়ার দৃশ্যমান জগৎ ও তার সৃষ্টি পরমতত্ত্ব বর্জন পদ্ধতির দ্বারা লাভ করা যেতে পারে। যেহেতু আমরা বেদসমূহ এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিটি জীব, তার গুণ ও গতি কালের প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত প্রতিটি জড়-বিভাগ পর পর উল্লেখ করতে পারি না, এবং যেহেতু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান সম্বন্ধে সত্য এখনও অস্পর্শিত থেকে যাবে। এমন কি আমরা যদি সব কিছুরই বর্ণনা করে পরে সেগুলিকে অগ্রাহ্য করি, তবে এইরূপ পর্যবেক্ষণের দ্বারা আমরা কখনই আপনার নিকট পৌঁছাতে পারব বলে আশা করতে পারি না। শুধু আপনার করুণার বলে আমরা অতি দুর্গম ভগবৎ তত্ত্ব আপনার সমীপবর্তী হওয়ার কিছু চেষ্টা করতে পারি মাত্র।

শ্রুতির অনেক বিবৃতি আছে যা কিনা *অতন্নিরসনম্*, নিকৃষ্ট থেকে সর্বোৎকৃষ্টের পৃথকীকরণের পদ্ধতির কাজ চালায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় *বৃহদারণ্যক উপনিষদে* ৩/৮/৮) উল্লেখ আছে—

অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্ অলোহিতম্ অস্নেহম্
অচ্ছায়ম্ অতমোঽবায়ু অনাকাশম্ অসঙ্গম্ অরসম্ ।
অগন্ধম্ অচক্ষুষ্কম্ অশ্রোত্রম্ অগমনোঽতেজস্কম্
অপ্রাণম্-অসুখম্ অমাত্রম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্ ॥

"তিনি স্থূল নহেন, তিনি হ্রস্ব, দীর্ঘ বা লোহিত নহেন; তিনি স্নেহবস্তু নহেন, ছায়া নহেন, অন্ধকার, কি বায়ু বা আকাশও নহেন; তিনি অসঙ্গ, অ-রস, অ-চক্ষু, অ-কর্ণ; তিনি বাক্-ইন্দ্রিয়-বিহীন, মনোবিহীন, তেজোরহিত, প্রাণরহিত, মুখরহিত; তিনি অপরিমেয়, অন্তররহিত, বাহ্যরহিত।" *কেন উপনিষদে* (৩) বলা হয়েছে *অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথো অবিদিতাদধি*—"এই ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় দ্বারা বিদিত এবং অবিদিত বস্তু থেকে স্বতন্ত্র।" আবার *কঠ উপনিষদে* (২/১৪) বলা হয়েছে, *অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ*। "ব্রহ্ম ধর্মের অতীত, অধর্মের অতীত, এই দৃশ্যমান কার্যকারণের অতীত।"

ভাষাবিদ্যা ও ন্যায়শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে অস্বীকৃতি সীমাহীন হতে পারে না—কিছু স্পষ্টতার মধ্যে এটাই একটা অস্বীকৃতি। বেদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ *অতন্নিরসনম্*, তাদের কোন জড় অস্বীকৃতিও সম্পূর্ণ বাস্তব, তারই প্রতিমূর্তি হলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলছেন—

দ্যুপতয়ো বিদুরন্তম্ অনন্ত তে
ন চ ভবান্ ন গিরঃ শ্রুতি-মৌলয়ঃ ।
ত্বয়ি ফলন্তি যতো নম ইত্যতো
জয় জয়েতি ভজে তব তৎ-পদম্ ॥

"হে অনন্ত, স্বর্গের দেবতাগণ আপনার সীমা সম্বন্ধে অবগত নন, এমন কি আপনিও আপনার সীমা সম্বন্ধে অজ্ঞ। সর্বোচ্চ *শ্রুতিসমূহের* অপার্থিব বাণী আপনার প্রকাশে ফলপ্রসূ হয়, সেজন্য আপনাকে আমি প্রণতি জ্ঞাপন করছি। এইভাবে পরমতত্ত্বরূপে এই বলে আপনার আরাধনা করি, 'আপনার জয় হোক! আপনার জয় হোক!' "

শ্লোক ৪২

শ্রীভগবানুবাচ

ইত্যেতদ্ ব্রহ্মণঃ পুত্রা আশ্রুত্যাত্মানুশাসনম্ ।
সনন্দনমথানর্চুঃ সিদ্ধা জ্ঞাত্বাত্মনো গতিম্ ॥ ৪২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান (শ্রীনারায়ণ ঋষি) বললেন; **ইতি**—এইরূপে; **এতৎ**—এই; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **পুত্রাঃ**—পুত্রগণ; **আশ্রুত্য**—শুনে; **আত্ম**—নিজের সম্বন্ধে; **অনুশাসনম্**—নির্দেশ; **সনন্দনম্**—সনন্দ ঋষি; **অথ**—তারপর; **আনর্চুঃ**—তারা অর্চনা করলেন; **সিদ্ধাঃ**—সম্পূর্ণরূপে তুষ্ট; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **আত্মনঃ**—তাদের নিজেদের; **গতিম্**—চূড়ান্ত লক্ষ্যস্থল।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীনারায়ণ ঋষি বললেন—পরম পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে এই সকল নির্দেশ শ্রবণ করে ব্রহ্মার পুত্রগণ তাঁদের পরম লক্ষ্য উপলব্ধি করলেন। তাঁরা সম্পূর্ণ তুষ্ট হয়ে সনন্দকে শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী বলছেন জীবাত্মা ও সকল জীবের মূলের সঙ্গে সম্পর্কিত জীব—এই উভয়ের কল্যাণের জন্য নির্দেশাবলীরূপে *আত্মানুশাসনম্*-কে বুঝতে হবে। তেমনই, *আত্মনো গতিম্*-এর অর্থ জীবাত্মার লক্ষ্যস্থল এবং পরমাত্মার নিকট পৌঁছানোর উপায়—এই উভয়কেই বোঝায়। এইরূপে অষ্টাবিংশতি *বেদস্তব* শ্রবণের দ্বারা, যা কিনা এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে কথিত *ব্রহ্মোপনিষৎ*-এর বিশদ ব্যাখ্যার সমন্বয়ে গঠিত, ব্রহ্মলোকে সম্মিলিত ঋষিগণ ভগবানের বিশুদ্ধ প্রেমের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে বিরাট উন্নতি করেছেন।

শ্লোক ৪৩

ইত্যশেষসমাম্নায়পুরাণোপনিষদ্রসঃ ।
সমুদ্ধৃতঃ পূর্বজাতৈর্ব্যোমযানৈর্মহাত্মভিঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি—এইরূপে; **অশেষ**—সকলের; **সমাম্নায়**—বেদসমূহ; **পুরাণ**—পুরাণসমূহের; **উপনিষৎ**—গোপন রহস্যের তাৎপর্যভূত; রসঃ—অমৃত; **সমুদ্ধৃতঃ**—সংগৃহীত; **পূর্ব**—দূরের অতীতে; **জাতৈঃ**—জাতকদের দ্বারা; **ব্যোম**—আকাশ মণ্ডলে; **যানৈঃ**—যানে করে; **মহা-আত্মভিঃ**—সাধু ব্যক্তিগণ।

অনুবাদ

এইরূপে আকাশচারী প্রাচীন মুনিগণ নিখিল বেদ ও পুরাণসমূহের গোপন রহস্যের তাৎপর্যভূত আত্মজ্ঞান সংগ্রহ করেছেন।

শ্লোক ৪৪

ত্বং চৈতদ্ ব্রহ্মদায়াদ শ্রদ্ধয়াত্মানুশাসনম্ ।
ধারয়ংশ্চর গাং কামং কামানাং ভর্জনং নৃণাম্ ॥ ৪৪ ॥

ত্বম্—তুমি; **চ**—এবং; **এতৎ**—এই; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্মার; **দায়াদ**—হে উত্তরাধিকারি (নারদ); **শ্রদ্ধয়া**—বিশ্বাসের (শ্রদ্ধার) সঙ্গে; **আত্ম-অনুশাসনম্**—পরমাত্ম উপদেশ; **ধারয়ন্**—ধারণপূর্বক; **চর**—বিচরণ কর; **গাম্**—পৃথিবী; **কামম্**—যেরূপ কামনা কর; **কামানাম্**—জড় কামনাসমূহ; **ভর্জনম্**—যা দহন করে; **নৃণাম্**—মনুষ্যগণের।

অনুবাদ

হে ব্রহ্মার প্রিয় পুত্র নারদ, তুমিও ভক্তির সঙ্গে মানুষের বিষয় বিরাগ বিনাশকারী এই পরমাত্ম উপদেশ ধারণপূর্বক স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে বিচরণ কর।

তাৎপর্য

"হে ব্রহ্মা-পুত্র নারদ, শ্রীনারায়ণ ঋষির কাছে এই পরমাত্ম-উপদেশ শুনলেন। এই গুণপূর্ণ আখ্যা *ব্রহ্ম-দায়াদের* আরও অর্থ হল যে শ্রীনারদ তাঁর জন্মগত অধিকারের ন্যায় যেন অনায়াসে ব্রহ্মাকে লাভ করলেন।

শ্লোক ৪৫

শ্রীশুক উবাচ

এবং স ঋষিণাদিষ্টং গৃহীত্বা শ্রদ্ধয়াত্মবান্ ।
পূর্ণঃ শ্রুতধরো রাজন্নাহ বীরব্রতো মুনিঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **সঃ**—তিনি (নারদ); **ঋষিণা**—ঋষির দ্বারা (শ্রীনারায়ণ ঋষি); **আদিষ্টম্**—আদিষ্ট; **গৃহীত্বা**—গ্রহণ করে; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধার সঙ্গে; **আত্মবান্**—আত্ম-অবগত; **পূর্ণঃ**—সকল উদ্দেশ্যে সফল; **শ্রুত**—তাঁর শ্রুত বিষয়ের ওপর; **ধরঃ**—ধারণপূর্বক; **রাজন্**—হে রাজা (পরীক্ষিৎ); **আহ**—বললেন; **বীর**—বীর ক্ষত্রিয়ের ন্যায়; **ব্রতঃ**—যাঁর ব্রত; **মুনিঃ**—মুনি।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে যখন শ্রীনারায়ণ ঋষি তাঁকে আদেশ করলেন, তখন সেই আত্ম-অবগত, বীরব্রত নারদমুনি দৃঢ় বিশ্বাসে তাঁর আদেশ গ্রহণ করলেন। হে রাজন্, সকল বিষয়ে কৃতকৃত্য মুনি তখন তাঁর শ্রুত বিষয়ে চিন্তা করে উত্তর করলেন।

শ্লোক ৪৬

শ্রীনারদ উবাচ

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়ামলকীর্তয়ে ।
যো ধত্তে সর্বভূতানামভবায়োশতীঃ কলাঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীনারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ বললেন; **নমঃ**—নমস্কার; **তস্মৈ**—তাঁকে; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবান; **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণকে; **অমল**—নিষ্কলঙ্ক; **কীর্তয়ে**—যাঁর কীর্তি; **যঃ**

—যিনি; **ধত্তে**—ধারণ করেন; **সর্ব**—সর্বভূতের; **ভূতানাম্**—জীবসকলের; **অভবায়**—মুক্তির জন্য; **উশতীঃ**—সর্বাকর্ষক; **কলাঃ**—রূপসমূহ।

অনুবাদ

শ্রীনারদ বললেন—যিনি সর্বভূতের সংসার মুক্তির জন্য সর্বাকর্ষক রূপসমূহ ধারণ করেন, সেই নিষ্কলঙ্ক পুণ্যশ্লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী মন্তব্য করছেন যে *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী (১/৩/২৮) অনুসারে নারদের শ্রীনারায়ণ ঋষিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে সম্বোধন সম্পূর্ণ সঠিক।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।

"পূর্বে উল্লিখিত এই সমস্ত অবতারেরা (নারায়ণ ঋষি সহ) হচ্ছেন ভগবানের অংশ অথবা কলা অবতার, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং।"

এই শ্লোকের ওপর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মন্তব্য এই যে ভগবান শ্রীনারায়ণ ঋষি নারদকে বলছেন, "তোমার গুরু স্বয়ং আমি তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকতেও কেন তুমি শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করছ?" নারদ এই বলে তাঁর কাজের ব্যাখ্যা করলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সংসারবদ্ধ জীবের মুক্তির জন্য শ্রীনারায়ণ ঋষির মতো সর্বাকর্ষক রূপ ধারণ করেছেন। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম জানিয়ে নারদ শ্রীনারায়ণ ঋষি এবং ভগবানের অন্য সকল অবতারকেও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন।

নারদের এই প্রার্থনা *বেদস্তুতি* থেকে নিষ্কশিত প্রয়োজনীয় অমৃত বিশেষ, যা কিনা বেদ পুরাণের অমৃত সিন্ধু মন্থন করে পাওয়া গেছে। *গোপাল তাপনী উপনিষদের* (পূর্ব ৫০) সুপারিশ, *তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ তং রসয়েৎ তং ভজয়েৎ তং যজেদিতি।* ও তৎ সৎ ঃ "সুতরাং কৃষ্ণ হলেন পরম পুরুষ ভগবান। তাঁর ধ্যান করতে হবে, তাঁর সঙ্গে প্রেমের পারস্পরিক বিনিময়ের রস আস্বাদ করতে হবে, তাঁকে পূজা করতে হবে এবং তাঁকে মহত্তর কিছু উৎসর্গ করতে হবে।"

শ্লোক ৪৭

ইত্যাদ্যমৃষিমানম্য তচ্ছিষ্যাংশ্চ মহাত্মনঃ ।
ততোঽগাদাশ্রমং সাক্ষাৎপিতুর্দ্বৈপায়নস্য মে ॥ ৪৭ ॥

ইতি—এইরূপ বলে; **আদ্যম্**—সর্বাগ্রবর্তী; **ঋষিম্**—ঋষিকে (নারায়ণ ঋষি); **আনম্য**—প্রণাম করে; **তৎ**—তাঁর; **শিষ্যান্**—শিষ্যদেরকে; **চ**—এবং; **মহা-আত্মনঃ**

—মাহাত্মাগণ; ততঃ—সেখান থেকে (নারায়ণাশ্রম); অগাৎ—চলে যান; আশ্রমম্—আশ্রমে; সাক্ষাৎ—সরাসরি; পিতুঃ—পিতার; দ্বৈপায়নস্য—দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের; মে—আমার।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলতে থাকলেন—] এই কথা বলার পর, নারদ শ্রীনারায়ণ ঋষি এবং তাঁর সাধুতুল্য শিষ্যগণকে প্রণাম করলেন। তারপর তিনি আমার পিতা দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের আশ্রমে ফিরে গেলেন।

শ্লোক ৪৮

সভাজিতো ভগবতা কৃতাসনপরিগ্রহঃ ।
তস্মৈ তদ্বর্ণয়ামাস নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতম্ ॥ ৪৮ ॥

সভাজিতঃ—সম্মানিত; **ভগবতা**—ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার (ব্যাসদেব); **কৃতঃ**—সম্পাদন করে; **আসন**—আসন; **পরিগ্রহঃ**—পরিগ্রহণ; **তস্মৈ**—তাঁকে; **তৎ**—তা; **বর্ণয়ামাস**—বর্ণনা করলেন; **নারায়ণ-মুখাৎ**—শ্রীনারায়ণ ঋষির মুখ থেকে; **শ্রুতম্**—যা তিনি শুনলেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের অবতার শ্রীব্যাসদেব শ্রদ্ধা সহকারে নারদ মুনিকে সংবর্ধনা জানিয়ে বসার আসন দিলে মুনি তা গ্রহণ করলেন। তারপর নারদ মুনি শ্রীনারায়ণ ঋষির মুখ থেকে যা শুনেছিলেন ব্যাসদেবকে তা বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ৪৯

ইত্যেতদ্বর্ণিতং রাজন্ যন্নঃ প্রশ্নঃ কৃতস্ত্বয়া ।
যথা ব্রহ্মণ্যনির্দেশ্যে নির্গুণেঽপি মনশ্চরেৎ ॥ ৪৯ ॥

ইতি—এইরূপে; **এতৎ**—এই; **বর্ণিতম্**—বর্ণিত; **রাজন্**—হে রাজা (পরীক্ষিৎ); **যৎ**—যা; **নঃ**—আমাদেরকে; **প্রশ্নঃ**—প্রশ্ন; **কৃতঃ**—সৃষ্ট; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **যথা**—কিরূপে; **ব্রহ্মণি**—পরম ব্রহ্মে; **আনির্দেশ্যে**—যা কথায় বর্ণনা করা যায় না; **নির্গুণে**—যার কোন জড় গুণ নেই; **অপি**—ও; **মনঃ**—মন; **চরেৎ**—প্রবেশ করে।

অনুবাদ

"হে রাজন্, এইরূপে জাগতিক ভাষায় অবর্ণনীয় নির্গুণ ব্রহ্মে কি রূপে মন প্রবেশ করে, এ বিষয়ে তুমি যে প্রশ্ন করেছিলে তার উত্তর আমি দিয়েছি।

শ্লোক ৫০

যোঽস্যোৎপ্রেক্ষক আদিমধ্যনিধনে যোঽব্যক্তজীবেশ্বরো
যঃ সৃষ্ট্বেদমনুপ্রবিশ্য ঋষিণা চক্রে পুরঃ শাস্তি তাঃ ।
যং সম্পদ্য জহাত্যজামনুশয়ী সুপ্তঃ কুলায়ং যথা
তং কৈবল্যনিরস্তযোনিমভয়ং ধ্যায়েদজস্রং হরিম্ ॥ ৫০ ॥

যঃ—যিনি; **অস্য**—এই (ব্রহ্মাণ্ড); **উৎপ্রেক্ষকঃ**—পর্যবেক্ষণ করেন; **আদি**—আদি; **মধ্য**—মধ্য; **নিধনে**—অন্ত; **যঃ**—যিনি; **অব্যক্ত**—অপ্রকাশিত (জড়াপ্রকৃতি); **জীব**—জীবের; **ঈশ্বরঃ**—প্রভু; **যঃ**—যিনি; **সৃষ্ট্বা**—সৃষ্টি করে পাঠিয়ে; **ইদম্**—এই (বিশ্ব); **অনুপ্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **ঋষিণা**—জীবাত্মার সঙ্গে; **চক্রে**—সম্পাদন করলেন; **পুরঃ**—শরীরসমূহ; **শাস্তি**—নিয়ন্ত্রিত করে; **তাঃ**—সেগুলিকে; **যম্**—যাঁকে; **সম্পদ্য**—শরণের দ্বারা; **জহাতি**—ত্যাগ করেন; **অজাম্**—অজাত (জড়া প্রকৃতি); **অনুশয়ী**—তাকে আলিঙ্গন করে; **সুপ্তঃ**—নিদ্রিত ব্যক্তি; **কুলায়ম্**—তার শরীর; **যথা**—যেমন; **তম্**—তাঁর ওপর; **কৈবল্য**—তাঁর শুদ্ধ চিৎ অবস্থা; **নিরস্ত**—নিরস্ত থাকলেন; **যোনিম্**—জড় জাগতিক জন্ম; **অভয়ম্**—ভয়শূন্যতার জন্য; **ধ্যায়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **অজস্রম্**—প্রচুর; **হরিম্**—পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

যিনি এই বিশ্বকে নিত্য পর্যবেক্ষণ করেন, যিনি সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্তে বর্তমান ছিলেন, তিনিই সর্বব্যাপী ভগবান। তিনি জড়াশক্তি ও চিদাত্মার প্রভু, তিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি করে জীবের সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির মাঝে প্রবেশ করেছেন। সেখানে তিনি জড় দেহসমূহের সৃষ্টি করে তাদের নিয়ন্ত্রক হিসাবে অবস্থান করছেন। নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন তার নিজ শরীরের কথা ভুলে যায়, তেমনই কেউ তাঁর শরণাগত হলে মায়ার কবল মুক্ত হতে পারে। ভয়-মুক্তিকামী ব্যক্তির অবিরাম ভগবান হরির ধ্যান করা উচিত, কেননা হরি সর্বদা পূর্ণতার স্তরে অবস্থান করছেন এবং তাঁর কখনও জড় জগতে জন্ম হয় না।

তাৎপর্য

জীবাত্মাকে এই সৃষ্টির মাঝে প্রেরণকালে এই সুপ্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করে পরম পুরুষ ভগবান জীবের সকল প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ করলেন—সফল কর্মী জীবগণের জাগতিক কর্মে সফলতা অর্জনের জন্য তিনি তাদের প্রয়োজনীয় বুদ্ধিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়সমূহ দান করলেন। তিনি অপার্থিব জ্ঞানাকাঙ্ক্ষীদের জন্য এমন বুদ্ধিবৃত্তি

দিলেন যার দ্বারা তারা ভগবানের চিন্ময় জ্যোতিতে বিলীন হয়ে যেতে পারে এবং এইভাবে তারা মুক্তি লাভে সক্ষম হয়। তিনি তাঁর ভক্তদের এমন উপলব্ধি দিলেন যা তাদের শুদ্ধ ভগবৎ-সেবার দিকে চালিত করে।

এইসকল বিভিন্ন সুযোগের সুবিন্যাশ করতে পৃথবীব্যাপী বিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য ভগবান জড়া প্রকৃতিকে সক্রিয় করলেন। এইরূপে শ্রীভগবান হলেন সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ। তিনি উপাদান কারণও বটেন, যেহেতু সমস্ত কিছুই তাঁর থেকে সৃষ্ট এবং এই নিখিলবিশ্ব সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্তে একমাত্র তিনিই বর্তমান আছেন।

চতুঃশ্লোকী ভাগবতে স্বয়ং ভগবান নারায়ণ বলেছেন—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥

"হে ব্রহ্মা! সৃষ্টির পূর্বে পরমেশ্বর ভগবান আমিই একমাত্র বর্তমান ছিলাম, এবং তখন আমি ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। এমনকি এই সৃষ্টির কারণভূত প্রকৃতি পর্যন্ত ছিল না। সৃষ্টির পরেও একমাত্র আমিই আছি এবং প্রলয়ের পরেও পরমেশ্বর ভগবান একমাত্র আমি অবশিষ্ট থাকব।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ২/৯/৩৩) আদিমযুগের মায়া এবং জীবাত্মা আপেক্ষিক অর্থে যথাক্রমে সৃষ্টির উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণের শিরোনাম লাভের যোগ্য হতে পারে, কিন্তু মোটের ওপর শ্রীভগবান এই উভয়েরই মূল উৎস।

যতক্ষণ পর্যন্ত জীবাত্মা পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা গ্রহণ না করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সে *অনুশয়ী*, অর্থাৎ অসহায়ভাবে সে মায়ার কবলে আবদ্ধ। আর যখন সে ভগবানের আরাধনামুখী হচ্ছে, তখন সে অন্য অর্থে *অনুশয়ী* হচ্ছে—ভগবানের শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদনের জন্য দণ্ডবৎ পতন। এরূপ শরণাগতির দ্বারা সহজেই জীবাত্মা মায়াকে দুরে সরিয়ে দেয়। তথাপিও যদি মনে হয় যে মুক্ত আত্মা জড় দেহে বাস করছে, তবে সেটা তার বাহ্যিক রূপের সঙ্গে সম্পর্ক। সে তখন তার এই বাহ্যিক রূপকে স্বপ্নরাজ্যের গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন এক ব্যক্তির চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা দেখায় না।

জড় দেহের সঙ্গে মিথ্যা পরিচয় ত্যাগ করে কেউ তার অজ্ঞতা বর্জন করে। কখনও বা বহু জীবনকালের কঠোর প্রচেষ্টার দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা যায়, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারা কেউ যত অল্প কৃতিত্বই অর্জন করুক না কেন ভগবান তার প্রতি বিশেষ অনুকম্পা দেখিয়ে থাকেন। ভীষ্মদেবের

কথায়, *যমিহ নিরীক্ষ্য হতা গতাঃ স্বরূপম্*—"কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে যারা শুধু শ্রীকৃষ্ণকে দেখেছে, মৃত্যুর পর তারা তাদের প্রকৃত স্বরূপ লাভ করেছে।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৯/৩৯) এমনকি সেই অঘ, বক, এবং কেশী নামক অসুরগণ কোন দিব্য অনুশীলন ছাড়াই শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভে মুক্তি পেয়েছে, এটা তাঁর পরমেশ্বর ভগবানরূপের অপূর্ব অবস্থা। এটা জেনে আমাদের সকল ভয় ও সন্দেহকে পাশে সরিয়ে রেখে ভগবানের সেবায় নিজেদের নিযুক্ত করতে হবে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই অধ্যায়ে তাঁর শেষ মন্তব্যে লিখেছেন,

সর্ব-শ্রুতি-শিরো-রত্ন-নীরাজিত-পদাম্বুজম্ ।
ভোগ-যোগ-প্রদং বন্দে মাধবং কর্মী নম্রয়োঃ ॥

"সকল *শ্রুতির* মধ্যে রত্নের ন্যায় শ্রেষ্ঠ *শ্রুতিসমূহ* তাদের জ্যোতি দ্বারা ভগবান মাধবের চরণকমলে আরতি প্রদান করছেন। যিনি জাগতিক কর্মীদের দ্বারা সম্মানিত জড় উপভোগ প্রদান করছেন, এবং যিনি ভগবানের সঙ্গে দিব্য সম্পর্কের অনুমোদন করছেন তাঁকে আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও তাঁর বিনীত প্রার্থনা জানানোর এই সুযোগ গ্রহণ করছেন—

হে ভক্তা দ্বার্যয়শ্চঞ্চদ্বালধী রৌতি বো মনাক্ ।
প্রসাদং লভতাং যস্মাদ্বিশিষ্টঃ শ্বেব নাথতি ॥

"হে ভক্তগণ, এই বেচারী আপনাদের দ্বারে দাঁড়িয়ে তার লেজ নেড়ে কাঁদছে। দয়া করে তাকে কিছু প্রসাদ দিন, যাতে সে কুকুরদের মধ্যে বিশিষ্টতা লাভ করতে পারে এবং শ্রেষ্ঠ প্রভুদের মধ্যে একজনকে তার মালিকরূপে পায়।" এখানে আচার্য তাঁর নিজের নামের ওপর শ্লেষ অলঙ্কারের প্রয়োগ করছেন, *বিশ* (ইষ্টঃ), "বিশিষ্ট", *শ্ব* (*ইব*), "কুকুরের মতো", *নাথ* (*অতি*), "প্রভু লাভ করে"। এরূপই হল বৈষ্ণব বিনয়ের পরিপূর্ণতা।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'মূর্তিমান বেদসমূহের প্রার্থনা' নামক সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

বৃকাসুরের কাছ থেকে দেবাদিদেব শিব রক্ষা পেলেন

অন্যান্য দেবতাদের ভক্তরা জড়-ঐশ্বর্য লাভ করলেও বিষ্ণু-ভক্তরা কিভাবে মোক্ষ লাভ করে থাকেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

জগৎপালক শ্রীবিষ্ণু সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী, অথচ দেবাদিদেব শিব দারিদ্র্যের মাঝে বাস করেন, অথচ বিষ্ণু-ভক্তগণ সাধারণত দারিদ্র্য ক্লিষ্ট হয়ে থাকেন, আর শিবভক্তগণ প্রচুর সম্পদ লাভ করেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন শুকদেব গোস্বামীকে এই হতবুদ্ধিকর বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করলেন, তখন মুনি তাঁকে এইভাবে উত্তর প্রদান করেন—"প্রকৃতির তিনটি গুণ অনুসারে দেবাদিদেব শিব ত্রিবিধ অহঙ্কার রূপে প্রকাশিত। এই অহঙ্কার থেকে পঞ্চভূত ও জড়া প্রকৃতির অন্যান্য বিকারগুলি উৎপন্ন হয়ে মোট ষোলটি বিকার পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে। যখন দেবাদিদেব শিবের ভক্ত এই সমস্ত যে কোন পদার্থের মধ্যে তাঁর অভিপ্রকাশের অর্চনা করেন, তখন সেই ভক্ত তদনুরূপ উপভোগ্য সকল প্রকারের ঐশ্বর্য লাভ করেন। কিন্তু যেহেতু ভগবান শ্রীহরি জড়া প্রকৃতির গুণাবলীর অতীত, তাই তাঁর ভক্তবৃন্দও অপ্রাকৃত গুণসম্পন্ন হয়ে ওঠেন।"

অশ্বমেধ যজ্ঞের শেষে রাজা যুধিষ্ঠির এই একই প্রশ্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর প্রদান করেছিলেন, "আমি যখন কারও প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ অনুভব করি, তখন আমি ধীরে ধীরে তার ধন হরণ করি। তখন দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত মানুষটির পুত্র, পত্নী ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন সকলেই তাকে ত্যাগ করে। সে যখন পুনরায় তার পরিবারের সঙ্গ ফিরে পাবার জন্য অর্থ অর্জনের চেষ্টা করে, আমি কৃপা করে তাকে হতাশ করি যাতে সে জড়জাগতিক কাজ কর্মে বিরক্ত হয়ে উঠে আমার ভক্তগণের বন্ধু হয়। সেই সময় তার প্রতি আমি আমার অসাধারণ কৃপা প্রকাশ করে থাকি, যার ফলে তখন সে জাগতিক জীবনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের আলয়, বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হয়।"

শ্রীব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীশিব প্রত্যেকেই অনুগ্রহ প্রদান করতে কিম্বা তা ফিরিয়ে নিতে পারেন, কিন্তু শ্রীব্রহ্মা ও দেবাদিদেব শিব যেমন সত্বর তুষ্ট অথবা ক্রুদ্ধ হন, শ্রীবিষ্ণু তেমন নন। এই বিষয়ে বৈদিক শাস্ত্রাদিতে এই আখ্যানটি বর্ণনা করা হয়েছে—

"একদিন বৃকাসুর নারদকে জিজ্ঞাসা করল যে, কোন্ ভগবান অতি সত্বর সন্তুষ্ট হন এবং নারদ উত্তর করলেন যে, দেবাদিদেব শিব সত্বর সন্তুষ্ট হন। এরপর বৃকাসুর কেদারনাথের পবিত্র স্থানে গিয়ে তার নিজের মাংস অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে দেবাদিদেব শিবের আরাধনা শুরু করল। কিন্তু শিব আবির্ভূত হলেন না। তাই বৃকাসুর নিজের মস্তক ছেদন করে আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। সে যখন নিজ মস্তক ছেদন করতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে দেবাদিদেব শিব যজ্ঞাগ্নি থেকে আবির্ভূত হয়ে তাকে আত্মহত্যা থেকে নিবৃত্ত করলেন এবং তাকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী বর প্রার্থনা করতে বললেন। বৃক বলল, "আমার হাত দিয়ে আমি যার মস্তকের উপরে স্পর্শ করব, তার যেন মৃত্যু হয়।" দেবাদিদেব শিব এই অনুরোধ পূর্ণ করতে বাধ্য ছিলেন তাই তৎক্ষণাৎ তার বর পূর্ণ হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করার জন্য দুষ্ট বৃক স্বয়ং মহাদেবের মাথায় হাত দিয়ে তা পরীক্ষা করার চেষ্টা করল। শঙ্কিত শিব প্রাণভয়ে পলায়ন করলেন এবং স্বর্গ ও মর্ত্যের সীমা ছাড়িয়ে ধাবিত হলেন। শেষপর্যন্ত মহাদেব শ্রীবিষ্ণুর আলয় শ্বেতদ্বীপে এসে পৌঁছলেন। দূর থেকে ধাবিত বিপন্ন শিবকে লক্ষ্য করে শ্রীভগবান স্বয়ং একজন বালক ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশ ধারণ করে বৃকাসুরের সম্মুখে গমন করলেন। মধুর কণ্ঠে তিনি সেই দানবকে বললেন, "ওহে বৃক, থামো, থামো এবং তুমি কি করতে চাও তা আমাকে বল।" শ্রীভগবানের কথায় মুগ্ধ হয়ে বৃক সমস্ত ঘটনা তাঁকে বলল। শ্রীভগবান বললেন, "প্রজাপতি দক্ষের অভিশাপে দেবাদিদেব শিব ঠিক যেন মাংসাশী প্রেতের মতো হয়ে গেছেন। তাই তোমার তার কথায় বিশ্বাস করা উচিত নয়। সবচেয়ে ভাল হয় তুমি তোমার নিজের মাথায় তোমার হাত রেখে তার বরের পরীক্ষাটি যদি করে দেখ।" এই কথায় বিভ্রান্ত হয়ে মূর্খ দানব তার নিজের মাথা স্পর্শ করল, যা সঙ্গে সঙ্গে বিচূর্ণ হয়ে ভূতলে পতিত হল। আকাশ হতে "জয়", 'দণ্ডবৎ' ও 'সাধু, সাধু' রব শোনা গেল এবং দেবতা, ঋষি, স্বর্গত পিতৃপুরুষ ও গন্ধর্বগণ সকলেই তাঁর উপরে পুষ্পবৃষ্টি করে শ্রীভগবানকে অভিনন্দিত করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

দেবাসুরমনুষ্যেষু যে ভজন্ত্যশিবং শিবম্ ।
প্রায়স্তে ধনিনো ভোজা ন তু লক্ষ্ম্যাঃ পতিং হরিম্ ॥ ১ ॥

শ্রীরাজা-উবাচ—রাজা (পরীক্ষিৎ) বললেন; **দেব**—দেবতাদের মধ্যে; **অসুর**—অসুরদের; **মনুষ্যেষু**—এবং মানুষদের; **যে**—যারা; **ভজন্তি**—আরাধনা করে;

অশিবম্—ভোগরহিত; **শিবম্**—দেবাদিদেব শিব; **প্রায়ঃ**—সাধারণত; **তে**—তারা; **ধনিনঃ**—ধনী; **ভোজাঃ**—ইন্দ্রিয় তৃপ্তি উপভোগের; **ন**—না; **তু**—সত্ত্বেও; **লক্ষ্ম্যাঃ**—লক্ষ্মীদেবীর; **পতিম্**—পতি; **হরি**—ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—যে সকল দেবতা, দানব ও মানুষেরা কঠোর ভোগরহিত দেবাদিদেব শিবের অর্চনা করেন, তাঁরা সাধারণত ধন ও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি উপভোগ করেন, অন্যদিকে লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীহরির অর্চনাকারীগণ তা করেন না।

শ্লোক ২

এতদ্বেদিতুমিচ্ছামঃ সন্দেহোঽত্র মহান্ হি নঃ ।
বিরুদ্ধশীলয়োঃ প্রভ্বোর্বিরুদ্ধা ভজতাং গতিঃ ॥ ২ ॥

এতৎ—এই; **বেদিতুম্**—হৃদয়ঙ্গম করতে; **ইচ্ছামঃ**—আমরা ইচ্ছা করি; **সন্দেহঃ**—সন্দেহ; **অত্র**—এই ব্যাপারে; **মহান্**—মহান; **হি**—বস্তুত; **নঃ**—আমাদের পক্ষে; **বিরুদ্ধ**—বিরুদ্ধ; **শীলয়োঃ**—যাদের স্বভাব; **প্রভ্বো**—ভগবানের; **বিরুদ্ধা**—বিরুদ্ধ; **ভজতাম্**—তাদের অর্চনাকারীগণের; **গতিঃ**—গতি।

অনুবাদ

অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর এই বিষয়টি সম্পর্কে আমরা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে ইচ্ছা করি। বস্তুত শ্রীভগবানের এই দুই বিপরীত স্বভাবের অর্চনাকারীদের ফল প্রাপ্তি আশাতীতভাবেই অন্য ধরনের হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

সকলেরই সর্বদা মোক্ষ প্রদাতা ভগবান শ্রীহরির ধ্যান করা উচিত—এই পরামর্শ দিয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়টি শেষ হয়েছে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত হলে মানুষকে তার সম্পদ ও সামাজিক সম্মান হারাতে হবে, জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত এই সার্বজনীন ভীতি এখানে মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্যক্ত করেছেন। এই ধরনের স্বল্প বিশ্বাসী মানুষদের কল্যাণের জন্য রাজা পরীক্ষিৎ আপাত স্ববিরোধী অথচ সত্য এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে অনুরোধ করেছেন যে, দেবাদিদেব শিব যাঁর নিজের বলতে একটি গৃহও নেই, এমনই এক ভিক্ষুকের মতো যিনি জীবনযাপন করেন, তিনি তাঁর ভক্তগণকে ধনী ও ক্ষমতাশালী করে তোলেন, অথচ ভগবান শ্রীবিষ্ণু সমস্ত কিছুর সর্বশক্তিমান অধীশ্বর হলেও তাঁর সেবকদের দারিদ্র্যের অধীন করে তোলেন। শুকদেব গোস্বামী এরপর যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা সহ উত্তর প্রদান করবেন এবং বৃকাসুর সম্পর্কিত একটি প্রাচীন কাহিনী বিবৃত করবেন।

শ্লোক ৩

শ্রীশুক উবাচ

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥ ৩ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুক বললেন; **শিবঃ**—দেবাদিদেব শিব; **শক্তি**—তাঁর শক্তি দ্বারা, জড়া প্রকৃতি; **যুতঃ**—যুক্ত; **শশ্বৎ**—সর্বদা; **ত্রি**—তিনটি; **লিঙ্গঃ**—প্রকাশিত রূপ; **গুণ**—গুণসমূহ দ্বারা; **সংবৃতঃ**—সংবৃত; **বৈকারিকঃ**—সত্ত্বগুণের অহঙ্কার; **তৈজসঃ**—রজোগুণের অহঙ্কার; **চ**—এবং; **তামসঃ**—তমোগুণের অহঙ্কার; **চ**—এবং; **ইতি**—এইভাবে; **অহম্**—জড় অহঙ্কারের মুল উৎস; **ত্রিধা**—ত্রিবিধ।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব বললেন—দেবাদিদেব শিব সর্বদা তাঁর নিজ শক্তি, জড়া প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা সংবৃত হয়ে তিনি নিজেকে তিনটি রূপে প্রকাশ করে সত্ত্ব, রজ ও তম, এই ত্রিবিধ জড় অহঙ্কারের মূল উৎসকে মূর্ত করেন।

শ্লোক ৪

ততো বিকারা অভবন্ ষোড়শামীষু কঞ্চন ।
উপধাবন্ বিভূতীনাং সর্বাসামশ্নুতে গতিম্ ॥ ৪ ॥

ততঃ—সেই অহঙ্কার হতে; **বিকারাঃ**—বিকার সমূহ; **অভবন্**—প্রকাশিত হয়েছে; **ষোড়শ**—ষোলটি; **অমীষু**—এই সকল মধ্যে; **কঞ্চন**—যে কোন; **উপধাবন**—অভীষ্ট বস্তু; **বিভূতীনাম্**—জড় সম্পদসমূহের; **সর্বাসাম্**—সকল; **অশ্নুতে**—উপভোগ্য; **গতিম্**—গতি।

অনুবাদ

সেই অহঙ্কার হতে ষোলটি বিকার পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে। যখন দেবাদিদেব শিবের কোনও ভক্ত এই সকল পদার্থের যে কোনও একটির মধ্যে তাঁর প্রকাশকে আরাধনা করেন, তখন সেই ভক্ত অনুরূপ সকল প্রকার উপভোগ্য ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

অহঙ্কার থেকে মন, দশ ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, হস্ত, পদ, কণ্ঠ, উপস্থ ও পায়ু) এবং পঞ্চভূত (ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ) উৎপন্ন হয়েছে।

দেবাদিদেব শিব এই সকল ষোলটি বস্তুর প্রত্যেকটিতে বিশেষ *'লিঙ্গ'* রূপে আবির্ভূত হন, যা জগতের বিভিন্ন পবিত্র স্থানে তাঁর বিগ্রহরূপে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পূজিত হয়ে থাকে। কোনও শিবভক্ত সেই সকল বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মায়াময় ঐশ্বর্য লাভ করার জন্য যে কোনও একটি লিঙ্গকে পূজা করতে পারেন। এইভাবে দেবাদিদেব শিবের 'আকাশ লিঙ্গ' আকাশের ঐশ্বর্য প্রদান করেন, তাঁর 'জ্যোতির্লিঙ্গ' অগ্নির ঐশ্বর্য প্রদান করেন, ইত্যাদি।

শ্লোক ৫

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
স সর্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ ॥ ৫ ॥

হরিঃ—ভগবান শ্রীহরি; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **নির্গুণঃ**—জড় গুণসমূহ দ্বারা প্রভাবিত নন; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **পুরুষঃ**—পরম পুরুষোত্তম; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির অতীত; **পরঃ**—চিন্ময়; **সঃ**—তিনি; **সর্ব**—সমস্ত কিছু; **দৃক্**—দর্শনকারী; **উপদ্রষ্টা**—সাক্ষী; **তম্**—তাঁকে; **ভজন**—আরাধনার দ্বারা; **নির্গুণঃ**—জাগতিক গুণসমূহ থেকে মুক্ত; **ভবেৎ**—হন।

অনুবাদ

কিন্তু ভগবান শ্রীহরির জড় গুণসমূহের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তিনি জড়া প্রকৃতির অতীত, সর্বদর্শী নিত্য সাক্ষী স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবান। যিনি তাঁকে আরাধনা করেন, তিনিও জড় গুণসমূহ থেকে একইভাবে মুক্ত হন।

তাৎপর্য

জড়া শক্তির অতীত তাঁর আপন চিন্ময় অবস্থানে ভগবান বিষ্ণু অবস্থান করছেন। তাহলে কেন তাঁর আরাধনা জড় ঐশ্বর্যের ফল বাহক হবে? ভগবান বিষ্ণুকে আরাধনা করার প্রকৃত ফল চিন্ময় জ্ঞান। তাই ভগবান বিষ্ণুর আরাধনাকারীগণ জড় সম্পদ দ্বারা অন্ধ হওয়ার পরিবর্তে চিন্ময় জ্ঞানের দৃষ্টি লাভ করেন। ভগবান জড় সৃষ্টির নির্বিকার সাক্ষী হওয়ার ফলেই তাঁর ভক্তগণও ভগবানের নিকৃষ্টা শক্তিসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া থেকে নির্লিপ্ত হয়েই থাকেন।

বৈদিক শাস্ত্রাদি থেকে শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই রচনাংশটি আবৃত্তি করেছেন—

বস্তুনো গুণসম্বন্ধে রূপদ্বয়ম্ ইহেষ্যতে ।
তদ্ধর্মাযোগযোগাভ্যাং বিম্ববৎ প্রতিবিম্ববৎ ॥

'পরম সত্য যখন প্রকৃতির গুণসমূহের সঙ্গ করেন, তখন তাঁর চিন্ময় গুণসমূহ প্রকাশিত হওয়া না হওয়া অনুসারে তিনি এই জগতে দু' ধরনের ভিন্ন রূপ ধারণ

করেন। এইভাবে তিনি ঠিক যেন এক প্রতিবিম্ব ও প্রতিবিম্বেরও প্রতিবিম্ব রূপে কর্ম করেন।"

গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ শান্তঘোরমূঢ়াঃ স্বভাবতঃ ।
বিষ্ণু-ব্রহ্ম-শিবানাঞ্চ গুণযন্তৃ-স্বরূপিণাম্ ॥

"সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণসমূহের নিজ নিজ ভাব যথাক্রমে শান্ত, উগ্র ও অজ্ঞ প্রকৃতির হলেও, তা যথাক্রমে ভগবান বিষ্ণু, শ্রীব্রহ্মা ও দেবাদিদেব শিব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।"

নাতিভেদো ভবেদ্ ভেদো গুণধর্মৈ ইহাংশতঃ ।
সত্ত্বস্য শান্ত্যা নো জাতু বিষ্ণোর্বিক্ষেপমূঢ়তে ॥

"ভগবান বিষ্ণুর শান্ত সত্ত্বগুণ প্রকৃতপক্ষে তাঁর মুল চিন্ময় গুণাবলীর থেকে পৃথক নয়, যদিও এই জগতে সেটি অংশত প্রকাশিত হয়ে থাকে। তাই শ্রীবিষ্ণুর শান্ত সত্ত্বগুণ কখনও রজোগুণের চাঞ্চল্যের দ্বারা বা তমোগুণের বিভ্রান্তির দ্বারা কলঙ্কিত হয় না।"

রজস্তমোগুণাভ্যাং তু ভবেতাং ব্রহ্ম রুদ্রয়োঃ ।
গুণোপমর্দতো ভূয়স্তদংশানাং চ ভিন্নতা ॥

"অন্যদিকে রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা ব্রহ্মা ও রুদ্রের মুল চিন্ময় গুণাবলী অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। তাই এই সকল চিন্ময় গুণাবলী, পৃথক জড় গুণাবলীর মতো কেবলমাত্র অংশত প্রকাশিত হয়।"

অতঃ সমগ্রসত্ত্বস্যবিষ্ণোর্মোক্ষকরীমতিঃ ।
অংশতো ভূতি-হেতুশ্চ তথানন্দময়ী স্বতঃ ॥

"সুতরাং সকল সত্ত্বগুণাবলীর মূর্তি স্বরূপ শ্রীবিষ্ণুর প্রতি কারুর চেতনা কেন্দ্রীভূত হলে তা তাকে মোক্ষের পথে নিয়ে যায়। এরূপ ভগবৎ-চেতনাও আংশিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জড়জাগতিক সাফল্য উৎপন্ন করে, কিন্তু তার যথার্থ প্রকৃতি শুদ্ধ চিন্ময় আনন্দ।"

অংশতস্তারতম্যেন ব্রহ্মারুদ্রাদিসেবিনাম্ ।
বিভূতয়ো ভবন্ত্য এব শনৈর্মোক্ষোঽপ্য অনংশতঃ ॥

"ব্রহ্মা, রুদ্র ও অন্যান্য দেবতাদের ভক্তগণ তাঁদের আরাধনার ভাবধারা অনুসারে জড় ঐশ্বর্যের সীমিত সাফল্য অর্জন করেন। পরিণামে তাঁরাও পূর্ণ মুক্তির যোগ্য হতে পারেন।"

এই একই ধারণা *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১/২/২৩) এই বক্তব্যে ধ্বনিত হয়েছে—*শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ*—অর্থাৎ "এই তিনটি রূপের মধ্যে, সমস্ত মানুষই সত্ত্বগুণজাত রূপ শ্রীবিষ্ণুর থেকেই পরম কল্যাণ অর্জন করতে পারেন।"

শ্লোক ৬

নিবৃত্তেষ্বশ্বমেধেষু রাজা যুষ্মৎ পিতামহঃ ।
শৃণ্বন্ ভগবতো ধর্মানপৃচ্ছদিদমচ্যুতম্ ॥ ৬ ॥

নিবৃত্তেষু—সমাপ্তির পর; **অশ্বমেধেষু**—তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান; **রাজা**—রাজা (যুধিষ্ঠির); **যুষ্মৎ**—আপনার (পরীক্ষিতের); **পিতামহঃ**—পিতামহ; **শৃণ্বন্**—শ্রবণ করার সময়ে; **ভগবতঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে; **ধর্মান্**—ধর্মনীতি সমূহ; **অপৃচ্ছৎ**—তিনি প্রশ্ন করেছিলেন; **ইদম্**—এই; **অচ্যুতম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের।

অনুবাদ

আপনার পিতামহ রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপ্তির পর শ্রীভগবানের কাছ থেকে ধর্মনীতিসমূহের ব্যাখ্যা শ্রবণ করার সময়ে শ্রীঅচ্যুতকে এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

শ্লোক ৭

স আহ ভগবাংস্তস্মৈ প্রীতঃ শুশ্রূষবে প্রভুঃ ।
নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় যোঽবতীর্ণো যদোঃ কুলে ॥ ৭ ॥

সঃ—তিনি; **আহ**—বলেছিলেন; **ভগবান্**—ভগবান; **তস্মৈ**—তাঁকে; **প্রীতঃ**—প্রীত; **শুশ্রূষবে**—শ্রবণার্থী; **প্রভুঃ**—তাঁর প্রভু; **নৃণাম্**—সকল মানুষের; **নিঃশ্রেয়স**—পরম কল্যাণের; **অর্থায়**—জন্য; **যঃ**—যিনি; **অবতীর্ণঃ**—অবতরণ করেছেন; **যদোঃ**—রাজা যদুর; **কুলে**—কুলে।

অনুবাদ

জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, যিনি মানবগণের পরম কল্যাণের নিমিত্ত যদুকুলে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি রাজার এই প্রশ্নে প্রীত হলেন। আগ্রহভরে শ্রবণরত রাজাকে শ্রীভগবান এই উত্তর প্রদান করলেন।

শ্লোক ৮

শ্রীভগবানুবাচ

যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ ।
ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **যস্য**—যাকে; **অহম্**—আমি; **অনুগৃহ্ণামি**—অনুগ্রহ করি; **হরিষ্যে**—আমি হরণ করি; **তৎ**—তার; **ধনম্**—ধন; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **ততঃ**—তখন; **অধনম্**—ধনহীন; **ত্যজন্তি**—পরিত্যাগ করে; **অস্য**—তার; **স্ব-জনাঃ**—আত্মীয় ও সুহৃদগণ; **দুঃখ-দুঃখিতম্**—একের পর এক দুঃখভোগকারী।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—যদি আমি কাউকে বিশেষ অনুগ্রহ করি, তখন ধীরে ধীরে আমি তাঁর ধন হরণ করি। তখন এরূপ এক দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের আত্মীয় বন্ধুগণ তাকে পরিত্যাগ করে। এইভাবে সে একের পর এক দুর্দশা ভোগ করে।

তাৎপর্য

শ্রীভগবানের ভক্তগণ সুখ ও দুঃখ উভয়ই প্রাপ্ত হন, কিন্তু তা জড় কর্মের ফল রূপে নয়, তারা শ্রীভগবানের সঙ্গে তাদের পারস্পরিক প্রেমময় সম্পর্কের আনুষঙ্গিক ফলরূপে তা অর্জন করে। যে ফলগুলি এখনও প্রকাশ হতে শুরু করেনি *(অপ্রারব্ধ)*, যে ফলসমূহ কেবলমাত্র প্রকাশিত হবে *(কুট)*, যে ফলসমূহ উন্মুক্তরূপে প্রকাশিত হচ্ছে *(বীজ)* এবং যে ফলসমূহ ইতিমধ্যে পূর্ণরূপে প্রকাশিত *(প্রারব্ধ)*—এই সমস্ত ফল সহ সকল কর্মফল হতেই কোনও বৈষ্ণব কিভাবে মুক্ত থাকেন, তা ভক্তিমার্গের আকর গ্রন্থ '*শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু*'-র গ্রন্থকার শ্রীল রূপ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন। যেভাবে পদ্মফুলের পাপড়িগুলি ধীরে ধীরে ঝরে যায়, ঠিক সেইভাবে ভক্তিপথে আশ্রয় গ্রহণকারীর সকল কর্ম ফলই বিনষ্ট হয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সেই ভক্তিপূর্ণ সেবা যে সকল কর্মফল বিনষ্ট করে, *গোপাল তাপনী শ্রুতি*'র *(পূর্ব ১৫)* এই রচনাংশটিতে তা প্রতিপন্ন হয়েছে—*ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রো পাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃ-কল্পনমেতদেবনৈষ্কর্ম্যম্* অর্থাৎ "শ্রীভগবানকে পূজা করার পন্থা ভক্তি। এই পন্থায় এই ইহ জন্মের ও পরজন্মের সকল উপাধিতে অনাসক্ত হয়ে মনকে তাঁর উদ্দেশ্যে নিবিষ্ট করতে হয়। এর ফলে সকল কর্মের বিনাশ হয়।" এটা নিশ্চিত সত্য যে, যারা ভক্তি অনুশীলন করেন, তাঁরা আপাতভাবে কিছুকাল জড় পরিবেশে ও জড় দেহে অবস্থান করেন, আর এটি কেবল শ্রীভগবানের অচিন্তনীয় কৃপার একটি প্রকাশ মাত্র, কিন্তু ভক্তি যখন বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে, তখন তিনি তার ফল প্রদান করেন। ভক্তির প্রতিটি স্তরেই শ্রীভগবান তাঁর ভক্তের উপর নজর রেখে তার ভক্তের কর্মের ক্রমবিনাশ দর্শন করেন। তাই সাধারণ কর্মীগণের মতো ভক্তগণও সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হন—এই ঘটনাটি সত্য হলেও, প্রকৃতপক্ষে ভক্তগণের সুখ ও দুঃখ স্বয়ং ভগবানই প্রদান করে থাকেন। যেমন *ভাগবতে* (১০/৮৭/৪০) বলা হয়েছে—*ভবদুখশুভাশুভয়োঃ* অর্থাৎ 'একজন

পরিণত ভক্ত তাঁর আপাত ভাল ও মন্দ অবস্থাকে তাঁর চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভগবানের প্রত্যক্ষ পরিচালনার লক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন।'

কিন্তু ভগবান যদি ভক্তদের প্রতি এতই অনুগ্রহ পরায়ণ, তাহলে কেন তিনি তাদের এই বিশেষ দুঃখ ভোগ করান? একটি উদাহরণের মাধ্যমে এই উত্তরটি প্রদান করা হয়েছে। অতি স্নেহপরায়ণ পিতা তাঁর শিশু-সন্তানদের খেলাধুলা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। তিনি জানেন যে, এটিই তার শিশু-সন্তানদের প্রতি তার যথার্থ ভালবাসার প্রকাশ, যদিও তার শিশু-সন্তানেরা সেটি বুঝতে ভুল করে। তেমনই, ভগবান শ্রীবিষ্ণু কেবলমাত্র যোগ্য হওয়ার জন্য সংগ্রামরত তাঁর অপরিণত ভক্তগণের প্রতিই কৃপাপূর্বক কঠোর নন, তিনি তাঁর সকল পোষ্যগণের প্রতিই কৃপাপূর্বক কঠোর। এমনকি প্রহ্লাদ, ধ্রুব ও যুধিষ্ঠিরের মতো বিশুদ্ধ মহাত্মাগণ তাঁদের সকল মহিমা সত্ত্বেও কঠোর দুঃখদুর্দশা ভোগ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর শ্রীভীষ্মদেব রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে তাঁর বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন—

যত্র ধর্মসুতো রাজা গদাপাণির্বৃকোদরঃ ।
কৃষ্ণোঽস্ত্রী গাণ্ডিবং চাপং সুহৃৎকৃষ্ণস্ততো বিপৎ ॥
ন হ্যস্য কর্হিচিদ্রাজন্ পুমান্ বেত্তি বিধিৎসিতম্ ।
যদ্বিজিজ্ঞাসয়া যুক্তা মুহ্যন্তি কবয়োঽপি হি ॥

"আহা, অনিবার্য কালের প্রভাব কী অদ্ভুত! এই প্রভাব অপরিবর্তনীয়—তা না হলে, ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে, গদাধারী মহাযোদ্ধা ভীমসেন ও শক্তিশালী অস্ত্র গাণ্ডীবধারী মহাধনুর্ধর অর্জুন যেখানে এবং সর্বোপরি পাণ্ডবগণের সাক্ষাৎ সুহৃদ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেখানে, সেখানে প্রতিকূলতা হয় কেমন করে? হে রাজন্, পরমেশ্বরের (শ্রীকৃষ্ণ) পরিকল্পনা কেউই জানতে পারে না। এমন কি মহান দার্শনিকেরাও বিশদ অনুসন্ধিৎসা সহকারে নিয়োজিত থেকেও কেবলই বিভ্রান্ত হন।" (*ভাগবত* ১/৯/১৫-১৬)

যদিও বৈষ্ণবের সুখ দুঃখ সাধারণ কর্মফলের আনন্দ ও যন্ত্রণার মতোই অনুভূত হয়, কিন্তু বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই সুখ-দুঃখগুলি ভিন্নতর। কর্ম থেকে উদ্ভূত জড় সুখ দুঃখের, ভবিষ্যত বন্ধনের বীজ স্বরূপ—সূক্ষ্ম অবশিষ্টাংশ থেকে যায়। এই ধরনের সুখ ও দুঃখের মাধ্যমে পতনের প্রবণতা থাকে এবং নরকতুল্য বিলুপ্তির মাঝেও পতিত হওয়ার বিপদ সৃষ্টি করে। অথচ শ্রীভগবানের ইচ্ছা হতে উৎপন্ন সুখ ও দুঃখগুলি, তাদের তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর আর লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। অধিকন্তু শ্রীভগবানের সঙ্গে এরূপ পারস্পরিক আনন্দ উপভোগকারী

বৈষ্ণবের আর অজ্ঞানতার নরকে পতিত হওয়ার ভয় থাকে না। মৃত্যুর অধীশ্বর ও প্রয়াত সকল আত্মার বিচারক শ্রীযমরাজ তাই ঘোষণা করছেন—

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্‌গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্ ।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্ ॥

"হে ভৃত্যগণ, সেই সমস্ত পাপীদেরই আমার কাছে নিয়ে এসো, যাদের জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ ইত্যাদি কীর্তন করে না, যাদের চিত্ত একবারও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করে না এবং যাদের মস্তক একবারও শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণত হয় না। আর যারা মনুষ্য জীবনের একমাত্র কর্তব্য শ্রীবিষ্ণুর ব্রত অনুষ্ঠান করে না, তাদেরও আমার কাছে নিয়ে এসো।" (*ভাগবত* ৬/৩/২৯)।

শ্রীভগবানের প্রিয় ভক্তগণ তাদের উপর আরোপিত ভগবানের দেওয়া দুঃখকে তেমন কষ্টকর বলে মনে করেন না। প্রকৃতপক্ষে, তাঁরা জানেন যে, এই দুঃখের শেষে তা তাদের অসীম আনন্দে পৌঁছে দেবে, ঠিক যেমন যন্ত্রণাদায়ক মলম প্রয়োগের দ্বারা চিকিৎসক তাঁর রোগীর চক্ষুর সংক্রমণকে আরোগ্য করেন। তা ছাড়াও, বিশ্বাসহীনদের অনধিকার প্রবেশের মাধ্যমে নিরুৎসাহিত করার সম্ভাবনা থেকেও ভক্তির গোপনীয়তাকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে দুঃখ সাহায্য করে এবং ভগবানকে আবির্ভূত হওয়ার জন্য ভক্তগণের প্রার্থনার আগ্রহকেও বর্ধিত করে। ভগবানের ভক্তগণ যদি সর্বদা সুখী থাকতেন, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীনৃসিংহদেব প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে শ্রীভগবানের আবির্ভাবের কখনও কোন কারণ থাকত না। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যেমন *ভগবদ্‌গীতায়* (৪/৮) বলেছেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

"সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।" শ্রীভগবান যদি পৃথিবীতে স্বয়ং তাঁর মূল কৃষ্ণরূপ ও বিভিন্ন অবতার রূপ না প্রদর্শন করতেন, তাহলে এই জগতে তাঁর বিশ্বস্ত দাসগণের পক্ষে তাঁর রাসলীলা ও অন্যান্য লীলাসমূহ উপভোগের কোন সুযোগ থাকত না।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এখানে সম্ভাব্য এই আপত্তির বিরোধিতা করেছেন যে, 'দুর্দশা থেকে সাধুদের উদ্ধারের চেয়ে অন্য কোন কারণে শ্রীভগবানের অবতার

হতে দোষ কোথায়?' পণ্ডিত আচার্য উত্তর প্রদান করছেন, "হ্যাঁ ভাই, এই চেতনাটি ভাল, কিন্তু আপনি পারমার্থিক ভাব হৃদয়ঙ্গম করতে দক্ষ নন। শুনুন, রাত্রিতে সূর্যোদয় আকর্ষক বোধ হয়, দারুণ গ্রীষ্মে শীতল জল সুখপ্রদ এবং ঠাণ্ডা শীতের মাসে উষ্ণ জল আরামদায়ক। অন্ধকারে দীপালোক আকর্ষণীয়ভাবে উদ্ভাসিত হয়, কিন্তু দিনের উজ্জ্বল আলোয় নয় এবং যখন কেউ ক্ষুধায় পীড়িত থাকে, খাদ্য বস্তু বিশেষভাবে সুস্বাদু বোধ হয়।" অন্যভাবে বলতে গেলে, তাঁর প্রতি তাঁর ভক্তবৃন্দের নির্ভরশীলতার ভাবটিকে ও তাঁকে পাবার আকুল আকাঙ্ক্ষাকে আরও তীব্র করার জন্য শ্রীভগবান কিছু দুর্দশার মধ্যে ভক্তবৃন্দের জীবন অতিবাহিত করার আয়োজন করেন এবং পরে তিনি যখন তাঁদের উদ্ধারের জন্য আবির্ভূত হন, তখন ভক্তবৃন্দের কৃতজ্ঞতা ও অপ্রাকৃত আনন্দের সীমা থাকে না।

শ্লোক ৯

স যদা বিতথোদ্‌যোগো নির্বিন্নঃ স্যাদ্ধনেহয়া ।
মৎপরৈঃ কৃতমৈত্রস্য করিষ্যে মদনুগ্রহম্ ॥ ৯ ॥

সঃ—সে; **যদা**—যখন; **বিতথ**—অপ্রয়োজনীয়; **উদ্‌যোগঃ**—তার প্রচেষ্টা; **নির্বিন্নঃ**—হতাশ; **স্যাৎ**—হয়; **ধন**—ধনের জন্য; **ইহয়া**—তার উদ্যোগ দ্বারা; **মৎ**—আমার প্রতি; **পরৈঃ**—যারা উৎসর্গীকৃত তাদের সঙ্গে; **কৃত**—যিনি করেন তার জন্য; **মৈত্রস্য**—বন্ধুত্ব; **করিষ্যে**—আমি প্রদর্শন করব; **মৎ**—আমার; **অনুগ্রহম্**—অনুগ্রহ।

অনুবাদ

যখন সে তার অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টায় হতাশ হয় এবং পরিবর্তে আমার ভক্তবৃন্দের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে, আমি তাকে আমার বিশেষ অনুগ্রহ প্রদান করি।

শ্লোক ১০

তদ্ ব্রহ্ম পরমং সূক্ষ্মং চিন্মাত্রং সদনন্তকম্ ।
বিজ্ঞায়াত্মতয়া ধীরঃ সংসারাৎ পরিমুচ্যতে ॥ ১০ ॥

তৎ—সেই; **ব্রহ্ম**—নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মণ; **পরমম্**—পরম; **সূক্ষ্মম্**—সূক্ষ্ম; **চিৎ**—আত্মা; **মাত্রম্**—বিশুদ্ধ; **সৎ**—নিত্য; **অনন্তকম্**—অনন্ত; **বিজ্ঞায়**—উপলব্ধির মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম পূর্বক; **আত্মতয়া**—নিজের প্রকৃত আত্মারূপে; **ধীরঃ**—ধীর; **সংসারাৎ**—জাগতিক জীবন হতে; **পরিমুচ্যতে**—মুক্ত হন।

অনুবাদ

এইভাবে একজন ধীর ব্যক্তি পরমব্রহ্মকে পরম সত্য, পরম সূক্ষ্ম ও আত্মার বিশুদ্ধ প্রকাশ, অনন্ত চিন্ময় অস্তিত্ব রূপে সম্পূর্ণত হৃদয়ঙ্গম করেন। এইভাবে পরম-ব্রহ্মকে তাঁর আপন অস্তিত্বের ভিত্তিরূপে হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে তিনি সংসার চক্র হতে মুক্ত হন।

শ্লোক ১১

অতো মাং সুদুরারাধ্যং হিত্বান্যান্ ভজতে জনঃ ।
ততস্ত আশুতোষেভ্যো লব্ধরাজ্যশ্রিয়োদ্ধতাঃ ।
মত্তাঃ প্রমত্তা বরদান্ বিস্ময়ন্ত্যবজানতে ॥ ১১ ॥

অতঃ—অতএব; **মাম্**—আমাকে; **সু**—অত্যন্ত; **দুরারাধ্যম্**—আরাধনা করা কঠিন; **হিত্বা**—পরিত্যাগ পূর্বক; **অন্যান্**—অন্যান্য; **ভজতে**—আরাধনা করে; **জনঃ**—সাধারণ মানুষেরা; **ততঃ**—ফলস্বরূপ; **তে**—তারা; **আশু**—সত্বর; **তোষেভ্যঃ**—সন্তুষ্টজনের কাছে থেকে; **লব্ধ**—প্রাপ্ত; **রাজ্য**—রাজকীয়; **শ্রিয়া**—ঐশ্বর্য দ্বারা; **উদ্ধতাঃ**—উদ্ধত; **মত্তাঃ**—অহঙ্কার দ্বারা মত্ত; **প্রমত্তাঃ**—অসাবধানবশত; **বর**—বরের; **দান**—প্রদানকারী; **বিস্ময়ন্তি**—অত্যন্ত দুঃসাহসি হয়ে; **অবজানতে**—তারা অপমান করে।

অনুবাদ

যেহেতু আমার আরাধনা করা কঠিন, সাধারণত মানুষ তাই আমাকে পরিত্যাগ করে পরিবর্তে অল্পেই সন্তুষ্ট অন্যান্য দেবতাদের পূজা করে। যখন এই সকল দেবতাদের কাছ থেকে মানুষ রাজকীয় ঐশ্বর্য লাভ করে, তখন তারা উদ্ধত, অহঙ্কারে মত্ত হয় এবং তাদের কর্তব্যে উপেক্ষাকারী হয়ে ওঠে। তারা তাদের বরপ্রদানকারী দেবতাদেরও অপমান করতে ভয় পায় না।

শ্লোক ১২

শ্রীশুক উবাচ

শাপপ্রসাদয়োরীশা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ।
সদ্যঃ শাপপ্রসাদোঽঙ্গ শিবো ব্রহ্মা ন চাচ্যুতঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **শাপ**—অভিশাপ প্রদানে; **প্রসাদয়োঃ**—এবং অনুগ্রহ প্রদর্শনে; **ঈশাঃ**—সমর্থ; **ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও অন্যান্যরা; **সদ্যঃ**—সত্বর; **শাপ-প্রসাদঃ**—যাদের অভিশাপ ও আশীর্বাদ; **অঙ্গ**—হে প্রিয় (রাজা পরীক্ষিৎ); **শিবঃ**—দেবাদিদেব শিব; **ব্রহ্মা**—শ্রীব্রহ্মা; **ন**—না; **চ**—এবং; **অচ্যুতঃ**—শ্রীবিষ্ণু।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—শ্রীব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু, দেবাদিদেব শিব ও অন্যান্যরা কাউকে অভিশাপ বা আশীর্বাদ প্রদানে সমর্থ। হে প্রিয় রাজন, দেবাদিদেব শিব ও শ্রীব্রহ্মা অত্যন্ত সত্বর শাপ বা বর প্রদান করেন, কিন্তু ভগবান অচ্যুত তেমন নন।

শ্লোক ১৩

অত্র চোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
বৃকাসুরায় গিরিশো বরং দত্ত্বাপ সঙ্কটম্ ॥ ১৩ ॥

অত্র—এই বিষয়ে; চ—এবং; **উদাহরন্তি**—তারা একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন; **ইমম্**—এই রকম; **ইতিহাসম্**—ঐতিহাসিক ঘটনা; **পুরাতনম্**—প্রাচীন; **বৃক-অসুরায়**—বৃকাসুরকে; **গিরি-শঃ**—কৈলাস পর্বতের অধীশ্বর ভগবান শিব; **বরম্**—বর; **দত্ত্বা**—প্রদান করে; **আপ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **সঙ্কটম্**—সঙ্কট।

অনুবাদ

এই প্রসঙ্গে এক প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা, কিভাবে বৃকাসুরকে তার পছন্দ মত বর নিবেদন করে কৈলাসাধিপতি সঙ্কটে পড়েছিলেন, তা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৪

বৃকো নামাসুরঃ পুত্রঃ শকুনেঃ পথি নারদম্ ।
দৃষ্ট্বাশুতোষং পপ্রচ্ছ দেবেষু ত্রিষু দুর্মতিঃ ॥ ১৪ ॥

বৃকঃ—বৃক; **নাম**—নামক; **অসুরঃ**—একজন অসুর; **পুত্রঃ**—পুত্র; **শকুনেঃ**—শকুনির; **পথি**—পথে; **নারদম্**—নারদমুনি; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **আশু**—শীঘ্রই; **তোষম্**—সন্তুষ্ট; **পপ্রচ্ছ**—সে জিজ্ঞাসা করল; **দেবেষু**—ভগবানদের মধ্যে; **ত্রিষু**—তিন; **দুর্মতিঃ**—দুর্মতি।

অনুবাদ

একবার পথিমধ্যে শকুনির পুত্র বৃক নামক এক অসুর নারদের সঙ্গে মিলিত হল। সেই দুর্মতি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল প্রধান তিন দেবতাদের মধ্যে কাকে অতি শীঘ্রই সন্তুষ্ট করা যায়।

শ্লোক ১৫

স আহ দেবং গিরিশমুপাধাবাশু সিদ্ধ্যসি ।
যোঽল্পাভ্যাম্ গুণদোষাভ্যামাশু তুষ্যতি কুপ্যতি ॥ ১৫ ॥

সঃ—তিনি (নারদ); **আহ**—বললেন; **দেবম্**—ভগবান; **গিরিশম্**—শিব; **উপাধাব**—তোমার অর্চনা করা উচিত; **আশু**—শীঘ্রই; **সিদ্ধ্যসি**—তুমি সফল হবে; **যঃ**—যিনি; **অল্পাভ্যাম্**—সামান্য; **গুণ**—গুণ; **দোষাভ্যাম্**—এবং দোষ; **আশু**—সত্বর; **তুষ্যতি**—সন্তুষ্ট হন; **কুপ্যতি**—ক্রুদ্ধ হন।

অনুবাদ

নারদ তাকে বললেন—দেবাদিদেব শিবের পূজা কর, তা হলে তুমি শীঘ্রই সফলতা অর্জন করবে। তিনি তাঁর আরাধনাকারীর সামান্য গুণ দর্শনের ফলেই শীঘ্র সন্তুষ্ট হন এবং সামান্য দোষ দর্শনের দ্বারা শীঘ্রই ক্রুদ্ধ হন।

শ্লোক ১৬

দশাস্যবাণয়োস্তুষ্টঃ স্তুবতোর্বন্দিনোরিব ।
ঐশ্বর্যমতুলং দত্ত্বা তত আপ সুসঙ্কটম্ ॥ ১৬ ॥

দশ-আস্য—দশটি মস্তক যুক্ত রাবণ; **বাণয়োঃ**—এবং বাণ; **তুষ্টঃ**—তুষ্ট; **স্তুবতঃ**—তাঁর মহিমা কীর্তনকারী; **বন্দিনোঃ ইব**—চারণ কবি তুল্য; **ঐশ্বর্যম্**—শক্তি; **অতুলম্**—অতুল; **দত্ত্বা**—প্রদান করে; **ততঃ**—অতঃপর; **আপ**—তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **সু**—মহা; **সঙ্কটম্**—সঙ্কট।

অনুবাদ

বন্দিদের মতো তারা প্রত্যেকে যখন তাঁর মহিমা কীর্তন করেছিল, তখন তিনি দশ মস্তক বিশিষ্ট রাবণ ও বাণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। দেবাদিদেব শিব অতঃপর তাদের প্রত্যেককে অতুল ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন এবং উভয়ক্ষেত্রেই ফলস্বরূপ তাঁকে মহাসঙ্কটে পড়তে হয়েছিল।

তাৎপর্য

রাবণ ক্ষমতা লাভের জন্য দেবাদিদেব শিবের আরাধনা করেছিল এবং পরে দেবাদিদেব শিবের আলয় কৈলাস পর্বতকে উৎপাটন করার জন্য সেই ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করেছিল। বাণাসুরের প্রার্থনায় দেবাদিদেব শিব নিজে বাণের রাজধানীকে রক্ষা করতে সম্মত হয়েছিলেন এবং পরে এইজন্য তাঁকে বাণের পক্ষ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পুত্রদেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল।

শ্লোক ১৭

ইত্যাদিষ্টস্তমসুর উপাধাবৎ স্বগাত্রতঃ ।
কেদার আত্মক্রব্যেণ জুহ্বানোঽগ্নিমুখং হরম্ ॥ ১৭ ॥

ইতি—এইভাবে; **আদিষ্টঃ**—নির্দেশিত; **তম্**—তাঁকে (দেবাদিদেব শিব); **অসুরঃ**—অসুর; **উপাধাবৎ**—পূজা করল; **স্ব**—তার নিজ; **গাত্রতঃ**—দেহ হতে; **কেদারে**—পবিত্র স্থান কেদারনাথে; **আত্ম**—তার নিজ; **ক্রব্যেণ**—মাংস দ্বারা; **জুহ্বানঃ**—আহুতি প্রদান পূর্বক; **অগ্নি**—অগ্নি; **মুখম্**—যার মুখ; **হরম্**—দেবাদিদেব শিব।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—] এইভাবে উপদেশ লাভ করে অসুর তার নিজ দেহ থেকে মাংসখণ্ড গ্রহণ করে তা দেবাদিদেব শিবের মুখ স্বরূপ অগ্নিতে আহুতি নিবেদন করে তাঁর পূজা শুরু করল।

শ্লোক ১৮-১৯

দেবোপলব্ধিমপ্রাপ্য নির্বেদাৎ সপ্তমেঽহনি ।
শিরোঽবৃশ্চৎ সুধিতিনা তত্তীর্থক্লিন্নমূর্ধজম্ ॥ ১৮ ॥
তদা মহাকারুণিকঃ স ধূর্জটির্
যথা বয়ং চাগ্নিরিবোত্থিতোঽনলাৎ ।
নিগৃহ্য দোর্ভ্যাং ভুজয়োর্ণ্যবারয়ৎ
তৎস্পর্শনাদ্ভূয় উপস্কৃতাকৃতিঃ ॥ ১৯ ॥

দেব—দেবাদিদেব শিবের; **উপলব্ধিম্**—দর্শন; **অপ্রাপ্য**—প্রাপ্ত না হয়ে; **নির্বেদাৎ**—হতাশাবশত; **সপ্তমে**—সপ্তম; **অহনি**—দিনে; **শিরঃ**—তার মস্তক; **অবৃশ্চৎ**—ছেদন করার জন্য; **সুধিতিনা**—খড়্গ দ্বারা; **তৎ**—সেই (কেদারনাথের); **তীর্থ**—পবিত্র স্থানের (জলে); **ক্লিন্ন**—অভিষিক্ত করলে পর; **মূর্ধ-জম্**—তার মস্তকের কেশ; **তদা**—তখন; **মহা**—পরম; **কারুণিকঃ**—করুণাময়; **সঃ**—তিনি; **ধূর্জটিঃ**—দেবাদিদেব শিব; **যথা**—যেমন; **বয়ম্**—আমরা; **চ**—ও; **অগ্নিঃ**—অগ্নিদেব; **ইব**—তুল্য আবির্ভূত হয়ে; **উত্থিতঃ**—উত্থিত; **অনলাৎ**—অগ্নি হতে; **নিগৃহ্য**—ধারণ করে; **দোর্ভ্যাম্**—তাঁর হস্ত দ্বারা; **ভুজয়োঃ**—তার (বৃকর) হস্তদ্বয়; **ন্যবারয়ৎ**—তিনি তাকে নিবৃত্ত করলেন; **তৎ**—তাঁর (দেবাদিদেব শিবের); **স্পর্শনাৎ**—স্পর্শে; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **উপস্কৃত**—সুগঠিত হল; **আকৃতিঃ**—তার দেহ।

অনুবাদ

দেবাদিদেব শিবের দর্শন লাভে ব্যর্থ হয়ে বৃকাসুর হতাশ হল। অবশেষে সপ্তম দিনে কেদারনাথের পবিত্র জলে তার কেশরাশি অভিষিক্ত করার পর সে একটি খড়্গ গ্রহণ করে তার মস্তক ছিন্ন করতে উদ্যত হল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে

পরম কারুণিক দেবাদিদেব শিব যজ্ঞাগ্নি থেকে স্বয়ং অগ্নিদেবের মতোই উত্থিত হয়ে, ঠিক যেমন আমরা কাউকে নিবৃত্ত করি, সেইভাবে অসুরকে আত্মহত্যা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য তার হাত দুটি ধারণ করলেন। দেবাদিদেব শিবের স্পর্শে বৃকাসুর পুনরায় পরিপূর্ণ কলেবর হয়ে উঠল।

শ্লোক ২০

তমাহ চাঙ্গালমলং বৃণীষ্ব মে
যথাভিকামং বিতরামি তে বরম্ ।
প্রীয়েয় তোয়েন নৃণাং প্রপদ্যতাম্
অহো ত্বয়াত্মা ভৃশমর্দ্যতে বৃথা ॥ ২০ ॥

তম্—তাকে; আহ—তিনি (দেবাদিদেব শিব) বললেন; চ—এবং; অঙ্গ—হে প্রিয়; অলম্ অলম্—যথেষ্ট, যথেষ্ট; বৃণীষ্ব—একটি বর প্রার্থনা কর; মে—আমার কাছ থেকে; যথা—যেরূপ; অভিকামম্—তুমি ইচ্ছা কর; বিতরামি—আমি প্রদান করব; তে—তোমাকে; বরম্—তোমার প্রার্থিত বর; প্রীয়েয়—আমি সন্তুষ্ট হই; তোয়েন—জল দ্বারা; নৃণাম্—পুরুষগণ হতে; প্রপদ্যতাম্—আমার শরণাগত; অহো—আহা; ত্বয়া—তোমার দ্বারা; আত্মা—তোমার দেহ; ভৃশম্—অতিরিক্তভাবে; অর্দ্যতে—পীড়িত হয়েছে; বৃথা—বৃথা।

অনুবাদ

দেবাদিদেব শিব তাকে বললেন—হে বৎস, দাঁড়াও, থামো। আমার কাছ থেকে তুমি যা ইচ্ছা প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে সেই বরই প্রদান করব। হায়, তুমি অযথা তোমার দেহকে অত্যন্ত পীড়ন করেছ, কারণ আমার শরণাগতজনের সামান্য জল নিবেদনেই আমি সন্তুষ্ট হই।

শ্লোক ২১

দেবং স বব্রে পাপীয়ান্ বরং ভূতভয়াবহম্ ।
যস্য যস্য করং শীর্ষ্ণি ধাস্যে স ম্রিয়তামিতি ॥ ২১ ॥

দেবম্—দেবাদিদেবের কাছ থেকে; সঃ—সে; বব্রে—প্রার্থনা করল; পাপীয়ান্—পাপাত্মা অসুর; বরম্—একটি বর; ভূত—সকল জীবের; ভয়—ভয়; আবহম্—আনয়নকারী; যস্য যস্য—যার যার; করম্—আমার হাত; শীর্ষ্ণি—মস্তকে; ধাস্যে—আমি স্থাপন করব; সঃ—সে; ম্রিয়তাম্—মৃত্যুমুখে পতিত হবে; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—] দেবাদিদেবের কাছ থেকে পাপাত্মা বৃক যে বর প্রার্থনা করেছিল, তা সকল জীবকে শঙ্কিত করল। বৃক বলল, "আমার হাত দিয়ে আমি যার মস্তকে স্পর্শ করব তার যেন মৃত্যু হয়।"

শ্লোক ২২

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ রুদ্রো দুর্মনা ইব ভারত ।
ওঁমিতি প্রহসংস্তস্মৈ দদেঽহেরমৃতং যথা ॥ ২২ ॥

তৎ—তা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **ভগবান্ রুদ্রঃ**—দেবাদিদেব রুদ্র; **দুর্মনাঃ**—অসন্তুষ্ট; **ইব**—যেন; **ভারত**—হে ভরতকুলনন্দন; **ওম্ ইতি**—তাঁর সম্মতিসূচক পবিত্র ওম্ শব্দকে ধ্বনিত করে; **প্রহসন্**—উদার হাস্য সহকারে; **তস্মৈ**—তাকে; **দদে**—তিনি তা প্রদান করলেন; **অহেঃ**—একটি সাপকে; **অমৃতম্**—অমৃত; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

তা শ্রবণ করে, দেবাদিদেব রুদ্রকে যেন কিছুটা বিচলিত মনে হল। তবুও, হে ভরতকুলনন্দন, তিনি যেন একটি বিষধর সাপকে দুগ্ধ প্রদান করছেন এইভাবে অট্টহাস্য সহ বৃককে বরটি অনুমোদন করে তাঁর সম্মতিসূচক ওম্ ধ্বনি করলেন।

শ্লোক ২৩

স তদ্বরপরীক্ষার্থং শম্ভোর্মূর্ধ্নি কিলাসুরঃ ।
স্বহস্তং ধাতুমারেভে সোঽবিভ্যৎ স্বকৃতাচ্ছিবঃ ॥ ২৩ ॥

সঃ—সে; **তৎ**—তাঁর (দেবাদিদেব শিবের); **বর**—বর; **পরীক্ষা-অর্থম্**—পরীক্ষার জন্য; **শম্ভোঃ**—দেবাদিদেব শিবের; **মূর্ধ্নি**—মস্তকে; **কিল**—বস্তুত; **অসুরঃ**—অসুর; **স্ব**—তার নিজের; **হস্তম্**—হস্ত; **ধাতুম্**—স্থাপনের জন্য; **আরেভে**—সে চেষ্টা করলে; **সঃ**—তিনি; **অবিভ্যৎ**—ভীত হলেন; **স্ব**—তাঁর দ্বারা; **কৃতাৎ**—যা কৃত হয়েছিল সেই জন্য; **শিবঃ**—দেবাদিদেব শিব।

অনুবাদ

দেবাদিদেব শম্ভু প্রদত্ত বরটি পরীক্ষার জন্য অসুরটি তখন দেবাদিদেব শিবের মস্তকেই তার হাত স্থাপনের চেষ্টা করল। ফলে, শিব তাঁর নিজ কৃতকর্ম হেতু ভীত হলেন।

শ্লোক ২৪

তেনোপসৃষ্টঃ সন্ত্রস্তঃ পরাধাবন্ সবেপথুঃ ।
যাবদন্তং দিবো ভূমেঃ কাষ্ঠানামুদগাদুদক্ ॥ ২৪ ॥

তেন—তার দ্বারা; **উপসৃষ্টঃ**—ধাবিত হয়ে; **সন্ত্রস্তঃ**—শঙ্কিত; **পরাধাবন্**—পলায়ন করতে করতে; **স**—সহ; **বেপথুঃ**—কম্পিতভাব; **যাবৎ**—যত দূর পর্যন্ত; **অন্তম্**—অন্ত; **দিবঃ**—আকাশের; **ভূমেঃ**—পৃথিবীর; **কাষ্ঠানাম্**—এবং দিকসমূহের; **উদগাৎ**—তিনি দ্রুতবেগে গমন করলেন; **উদক্**—উত্তর দিক হতে।

অনুবাদ

অসুর তাঁর পশ্চাৎ ধাবন করলে শিব দ্রুতবেগে তাঁর ধাম থেকে শঙ্কায় কম্পিত হয়ে উত্তরদিকে পলায়ন করলেন। যতদূর পর্যন্ত পৃথিবী, আকাশ ও জগতের দিকসমূহের সীমা, তিনি ততদূর ধাবিত হলেন।

শ্লোক ২৫-২৬

অজানন্তঃ প্রতিবিধিং তূষ্ণীমাসন্ সুরেশ্বরাঃ ।
ততো বৈকুণ্ঠমগমদ্ ভাস্বরং তমসঃ পরম্ ॥ ২৫ ॥
যত্র নারায়ণঃ সাক্ষান্ ন্যাসিনাং পরমো গতিঃ ।
শান্তানাং ন্যস্তদণ্ডানাং যতো নাবর্ততে গতঃ ॥ ২৬ ॥

অজানন্তঃ—অবগত না হয়ে; **প্রতি-বিধিম্**—প্রতিকার; **তূষ্ণীম্**—মৌন; **আসন্**—থাকলেন; **সুর**—দেবতাগণের; **ঈশ্বরাঃ**—ঈশ্বর; **ততঃ**—তখন; **বৈকুণ্ঠম্**—ভগবানের রাজ্যে, বৈকুণ্ঠে; **অগমৎ**—তিনি আগমন করলেন; **ভাস্বরম্**—সমুজ্জ্বল; **তমসঃ**—অন্ধকারের; **পরম্**—অতীত; **যত্র**—যেখানে; **নারায়ণঃ**—নারায়ণ; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষরূপে দৃশ্যমান; **ন্যাসিনাম্**—সাধুগণের; **পরমঃ**—পরম; **গতিঃ**—লক্ষ্য; **শান্তানাম্**—শান্ত; **ন্যস্ত**—ত্যাগী; **দণ্ডানাম্**—রাগদ্বেষ; **যতঃ**—যেখান থেকে; **ন আবর্ততে**—কেউ ফেরে না; **গতঃ**—গমন করলে পর।

অনুবাদ

এই বরের প্রতিকার জানা না থাকায় শ্রেষ্ঠ দেবতাগণও নীরব রইলেন। অতঃপর শিব সকল অন্ধকারের অতীত বৈকুণ্ঠের সমুজ্জ্বল রাজ্যে উপস্থিত হলেন, যেখানে ভগবান নারায়ণ অবস্থান করেন। সেই রাজ্য অন্যান্য জীবের প্রতি রাগদ্বেষ পরিত্যাগী, শান্ত, সাধুগণের গন্তব্যস্থল। সেখানে গমন করলে, কেউ আর ফিরে আসে না।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, শিব শ্বেতদ্বীপগ্রহে প্রবেশ করেছিলেন—যেটি জড় জগতের সীমানায় চিন্ময় জগতের এক বিশেষ আশ্রয় স্বরূপ। সেখানে দুধের দিব্য সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি শ্বেতদ্বীপে শ্রীবিষ্ণু অনন্ত শেষ নাগের শয্যায় শুয়ে দেবতাদের যখন তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন, তখন তাদের স্বয়ং দর্শন প্রদান করছেন।

শ্লোক ২৭-২৮

তং তথা ব্যসনং দৃষ্ট্বা ভগবান্ বৃজিনার্দনঃ ।
দূরাৎ প্রত্যুদিয়াদ্ভূত্বা বটুকো যোগমায়য়া ॥ ২৭ ॥
মেখলাজিনদণ্ডাক্ষৈস্তেজসাগ্নিরিব জ্বলন্ ।
অভিবাদয়ামাস চ তং কুশপাণির্বিনীতবৎ ॥ ২৮ ॥

তম্—তাঁকে; **তথা**—এইভাবে; **ব্যসনম্**—সঙ্কটাপন্ন; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **ভগবান্**—ভগবান; **বৃজিন্**—দুর্দশার; **অর্দনঃ**—মোচনকারী; **দূরাৎ**—দূর থেকে; **প্রত্যুদিয়াৎ**—তিনি বৃকাসুরের সম্মুখে আগমন করেছিলেন; **ভূত্বা**—হয়ে; **বটুকঃ**—এক বালক ব্রহ্মচারী; **যোগমায়য়া**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা দ্বারা; **মেখলা**—মেখলা; **অজিন**—মৃগচর্ম; **দণ্ড**—দণ্ড; **অক্ষৈঃ**—এবং জপমালা; **তেজসা**—তাঁর জ্যোতি দ্বারা; **অগ্নিঃ ইব**—অগ্নি তুল্য; **জ্বলন্**—দীপ্তিমান; **অভিবাদয়াম্ আস**—তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিনন্দিত করলেন; **চ**—এবং; **তম্**—তাকে; **কুশ-পাণিঃ**—হাতে কুশগ্রহণ সহকারে; **বিনীত বৎ**—বিনীতভাবে।

অনুবাদ

ভক্ত সন্তাপহারী ভগবান দূর থেকে শিবকে সঙ্কটাপন্ন দর্শন করলেন। তাই তাঁর অতীন্দ্রিয় যোগমায়াবলে তিনি মেখলা, অজিন, দণ্ড, জপমালা সমন্বিত এক ব্রহ্মচারীর রূপ ধারণ করে বৃকাসুরের সম্মুখে আগমন করলেন। ভগবানের জ্যোতি অগ্নিতুল্য উজ্জ্বলতায় দীপ্তিমান ছিল। তাঁর হাতে কুশ ধারণ করে তিনি অসুরকে বিনীতভাবে অভিনন্দিত করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ছদ্মবেশী শ্রীনারায়ণের কথাকে এই বলে উদ্ধৃত করছেন, "পরমব্রহ্মের দর্শক আমাদের কাছে সমস্ত সৃষ্ট জীবই শ্রদ্ধার জন্য মুল্যবান। আর যেহেতু আপনি এক মহাতপস্বী ও জ্ঞানী পুরুষ শকুনির পুত্র আপনি অবশ্যই আমার মতো এক নবীন ব্রহ্মচারীর সশ্রদ্ধ অভিবাদনের যোগ্য"।

শ্লোক ২৯

শ্রীভগবানুবাচ

শাকুনেয় ভবান্ ব্যক্তং শ্রান্তঃ কিং দূরমাগতঃ ।
ক্ষণং বিশ্রম্যতাং পুংস আত্মায়ং সর্বকামধুক্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **শাকুনেয়**—হে শকুনি পুত্র; **ভবান্**—আপনি; **ব্যক্তম্**—স্পষ্টরূপে; **শ্রান্তঃ**—ক্লান্ত; **কিম্**—কি জন্য; **দূরম্**—দূরে; **আগতঃ**—আগমন করেছেন; **ক্ষণম্**—ক্ষণকালের জন্য; **বিশ্রম্যতাম্**—বিশ্রাম করুন; **পুংসঃ**—পুরুষের; **আত্মা**—দেহ; **অয়ম্**—এই; **সর্ব**—সকল; **কাম**—অভিলাষ; **ধুক্**—গোদুগ্ধের মতো প্রদান করে।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে শকুনি নন্দন, আপনাকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে। আপনি কেন এত দূরে আগমন করেছেন? দয়া করে ক্ষণিক বিশ্রাম করুন। শেষ পর্যন্ত এই দেহই সকল অভিলাষ পূরণ করে।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ ভাষ্য প্রদান করছেন, "তার বিশ্রাম নেবার সময় নেই—অসুর কর্তৃক এই যুক্তি প্রদর্শনের পূর্বেই ভগবান শরীরের গুরুত্ব সম্পর্কে তাকে অবহিত করতে শুরু করলেন এবং অসুরও তা বিশ্বাস করেছিল। যে কোন মানুষ, বিশেষত অসুরেরা, তার শরীরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রূপে গ্রহণ করে।"

শ্লোক ৩০

যদি নঃ শ্রবণায়ালং যুষ্মদ্ব্যবসিতং বিভো ।
ভণ্যতাং প্রায়শঃ পুম্ভির্ধৃতৈঃ স্বার্থান্ সমীহতে ॥ ৩০ ॥

যদি—যদি; **নঃ**—আমাদের; **শ্রবণায়**—শ্রবণের জন্য; **অলম্**—যোগ্য; **যুষ্মৎ**—আপনার; **ব্যবসিতম্**—উদ্দেশ্য; **বিভো**—হে শক্তিমান; **ভণ্যতাম্**—দয়া করে বলুন; **প্রায়শঃ**—সাধারণত; **পুম্ভিঃ**—পুরুষগণের সঙ্গে; **ধৃতৈঃ**—সাহায্য গ্রহণ করে; **স্ব**—নিজের নিজের; **অর্থান্**—উদ্দেশ্যসমূহ; **সমীহতে**—সাধন করে।

অনুবাদ

হে শক্তিমান, আমরা যদি আপনি কি করতে চান তা শুনবার যোগ্য হই, দয়া করে আমাদের তা বলুন। সাধারণতঃ কেউ অন্যের সাহায্য গ্রহণ করেই তার উদ্দেশ্যসমূহ সাধন করে।

তাৎপর্য

নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য একজন ঈর্ষাপরায়ণ অসুরও একজন ব্রাহ্মণের শক্তির সাহায্যকে প্রত্যাখ্যান করবে না।

শ্লোক ৩১

শ্রীশুক উবাচ

এবং ভগবতা পৃষ্টো বচসামৃতবর্ষিণা ।
গতক্লমোঽব্রবীৎ তস্মৈ যথাপূর্বমনুষ্ঠিতম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **ভগবতা**—ভগবান দ্বারা; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **বচসা**—বচন দ্বারা; **অমৃত**—অমৃত; **বর্ষিণা**—বর্ষণকারী; **গত**—গত হলেন; **ক্লমঃ**—তার ক্লান্তি; **অব্রবীৎ**—সে বলল; **তস্মৈ**—তাঁকে; **যথা**—যেমন; **পূর্বম্**—পূর্বে; **অনুষ্ঠিতম্**—অনুষ্ঠিত।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের অমৃত বর্ষণকারী বচন দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে, বৃক নিজেকে ক্লান্তিমুক্ত অনুভব করল। সে ভগবানের কাছে তার কৃত কর্মের সমস্তকিছুই বর্ণনা করল।

শ্লোক ৩২

শ্রীভগবানুবাচ

এবং চেৎ তর্হি তদ্বাক্যং ন বয়ং শ্রদ্দধীমহি ।
যো দক্ষশাপাৎ পৈশাচ্যং প্রাপ্তঃ প্রেতপিশাচরাট্ ॥ ৩২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **এবম্**—এরূপ; **চেৎ**—যদি; **তর্হি**—তাহলে; **তৎ**—তার; **বাক্যম্**—বক্তব্যে; **ন**—না; **বয়ম্**—আমরা; **শ্রদ্দধীমহি**—বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি; **যঃ**—যে; **দক্ষ-শাপাৎ**—প্রজাপতি দক্ষের অভিশাপ দ্বারা; **পৈশাচ্যম্**—পিশাচের (এক শ্রেণীর মাংসাশী অসুর) গুণাবলীসমূহ; **প্রাপ্তঃ**—প্রাপ্ত হয়েছে; **প্রেত-পিশাচ**—প্রেত ও পিশাচের; **রাট্**—রাজা।

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—এই যদি হয়ে থাকে তাহলে শিবের কথা আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। দক্ষ যাকে পিশাচ হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিল, সেই শিব হচ্ছে প্রেত ও পিশাচদের অধীশ্বর।

শ্লোক ৩৩

যদি বস্তত্র বিশ্রম্ভো দানবেন্দ্র জগদ্‌গুরৌ ।
তর্হ্যঙ্গাশু স্বশিরসি হস্তং ন্যস্য প্রতীয়তাম্‌ ॥ ৩৩ ॥

যদি—যদি; **বঃ**—তোমার; **তত্র**—তাকে; **বিশ্রম্ভঃ**—বিশ্বাস হয়; **দানব-ইন্দ্র**—হে অসুর শ্রেষ্ঠ; **জগৎ**—জগতের; **গুরৌ**—গুরুদেব; **তর্হি**—তাহলে; **অঙ্গ**—হে প্রিয়; **আশু**—এখনই; **স্ব**—তোমার নিজের; **শিরসি**—মস্তকে; **হস্তম্**—তোমার হাত; **ন্যস্য**—স্থাপন পূর্বক; **প্রতীয়তাম্**—পরীক্ষা কর মাত্র।

অনুবাদ

হে দানবেন্দ্র, যেহেতু তিনি জগদগুরু, তাই তোমার যদি তাঁর উপর কোন বিশ্বাস থাকে, তা হলে আর দেরী না করে তোমার হাত তোমার মস্তকে স্থাপন করে দেখ কী হয়।

শ্লোক ৩৪

যদ্যসত্যং বচঃ শম্ভোঃ কথঞ্চিদ্দানবর্ষভ ।
তদৈনং জহ্যসদ্বাচং ন যদ্বক্তানৃতং পুনঃ ॥ ৩৪ ॥

যদি—যদি; **অসত্যম্**—অসত্য; **বচঃ**—বাক্য; **শম্ভোঃ**—দেবাদিদেব শিবের; **কথঞ্চিৎ**—কোন প্রকারে; **দানব-ঋষভ**—হে দানব শ্রেষ্ঠ; **তদা**—তখন; **এনম্**—তাকে; **জহি**—হত্যা কর; **অসৎ**—অসৎ; **বাচম্**—যার বাক্য; **ন**—না; **যৎ**—যাতে; **বক্তা**—তিনি বলতে পারেন; **অনৃতম্**—যা মিথ্যা; **পুনঃ**—পুনরায়।

অনুবাদ

যদি দেবাদিদেব শম্ভুর বাক্য কোন প্রকারে মিথ্যা প্রমাণিত হয়, হে দানব শ্রেষ্ঠ, তা হলে সেই মিথ্যাবাদীকে হত্যা কর যাতে সে পুনরায় মিথ্যা বলতে না পারে।

তাৎপর্য

নিহত হবার পরেও নিজেকে পুনরায় জীবিত করার ক্ষমতা শিবের হয়ত থাকতে পারে কিন্তু কমপক্ষে তিনি পুনরায় মিথ্যা বলা থেকে বিরত হবেন।

শ্লোক ৩৫

ইত্থং ভগবতশ্চিত্রৈর্বচোভিঃ স সুপেশলৈঃ ।
ভিন্নধীর্বিস্মৃতঃ শীর্ষ্ণি স্বহস্তং কুমতির্ন্যধাৎ ॥ ৩৫ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **চিত্রৈঃ**—অপূর্ব; **বচোভিঃ**—বচন দ্বারা; **সঃ**—সে (বৃক); **সু**—অত্যন্ত; **পেশলৈঃ**—চতুর; **ভিন্ন**—মোহিত; **ধীঃ**—তার মন; **বিস্মৃতঃ**—বিস্মৃত হয়ে; **শীর্ষ্ণি**—তার মস্তকে; **স্ব**—তার নিজ; **হস্তম্**—হস্ত; **কু-মতিঃ**—দুর্মতি; **ন্যধাৎ**—স্থাপন করল।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—] এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের মনোরম কথাশৈলী দ্বারা মোহিত হয়ে মূর্খ বৃক সে কি করছে তা হৃদয়ঙ্গম না করে তার নিজ মস্তকে তার হাত স্থাপন করল।

শ্লোক ৩৬

অথাপতদ্ ভিন্নশিরাঃ বজ্রাহত ইব ক্ষণাৎ ।
জয়শব্দো নমঃশব্দ সাধুশব্দোঽভবদ্দিবি ॥ ৩৬ ॥

অথ—তখন; **অপতৎ**—সে পতিত হল; **ভিন্ন**—চূর্ণ হয়ে; **শিরাঃ**—তার মস্তক; **বজ্র**—বজ্রের দ্বারা; **আহতঃ**—আঘাত; **ইব**—যেন; **ক্ষণাৎ**—মুহূর্তের মধ্যে; **জয়**—"জয়!"; **শব্দঃ**—ধ্বনি; **নমঃ**—প্রণাম!"; **শব্দঃ**—ধ্বনি; **সাধু**—"সাবাশ!"; **শব্দ**—ধ্বনি; **অভবৎ**—উত্থিত হয়েছিল; **দিবি**—আকাশে।

অনুবাদ

তৎক্ষণাৎ তার মস্তক যেন বজ্রাঘাতে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে বিচূর্ণ হল এবং দানব নিহত হয়ে ভূপতিত হল। আকাশ হতে "জয়!" "প্রণাম!" ও "সাধু!" ধ্বনিসমূহ শোনা যাচ্ছিল।

শ্লোক ৩৭

মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি হতে পাপে বৃকাসুরে ।
দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্বা মোচিতঃ সঙ্কটাচ্ছিবঃ ॥ ৩৭ ॥

মুমুচুঃ—তারা মুক্ত করল; **পুষ্প**—পুষ্পের; **বর্ষাণি**—বর্ষণ; **হতে**—নিহত হওয়ায়; **পাপে**—পাপাত্মা; **বৃক-অসুরে**—বৃকাসুর; **দেব-ঋষি**—স্বর্গের ঋষিগণ; **পিতৃ**—প্রয়াত পূর্বপুরুষগণ; **গন্ধর্বঃ**—স্বর্গের গায়করা; **মোচিতঃ**—মুক্ত হল; **সঙ্কটাৎ**—সঙ্কট হতে; **শিবঃ**—দেবাদিদেব শিব।

অনুবাদ

পাপাত্মা বৃকাসুরের নিহত হওয়াকে উদ্‌যাপন করতে দেব-ঋষিগণ, পিতৃপুরুষগণ ও গন্ধর্বগণ পুষ্পবর্ষণ করলেন। এখন দেবাদিদেব শিব ভয় মুক্ত হলেন।

শ্লোক ৩৮-৩৯

মুক্তং গিরিশমভ্যাহ ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ।
অহো দেব মহাদেব পাপোঽয়ং স্বেন পাপ্মনা ॥ ৩৮ ॥
হতঃ কো নু মহৎস্বীশ জন্তুর্বৈ কৃতকিল্বিষঃ ।
ক্ষেমী স্যাৎ কিমু বিশ্বেশে কৃতাগস্কো জগদ্‌গুরৌ ॥ ৩৯ ॥

মুক্তম্—মুক্ত; **গিরিশম্**—দেবাদিদেব শিব; **অভ্যাহ**—সম্বোধন করে বললেন; **ভগবান্ পুরুষ-উত্তমঃ**—পুরুষোত্তম ভগবান (নারায়ণ); **অহো**—আহ; **দেব**—হে প্রিয় প্রভু; **মহা-দেব**—শিব; **পাপঃ**—পাপী; **অয়ম্**—এই ব্যক্তি; **স্বেন**—তার নিজ; **পাপ্মনা**—পাপ দ্বারা; **হতঃ**—হত হয়েছে; **কঃ**—কোন; **নু**—বস্তুত; **মহৎসু**—মহাত্মার প্রতি; **ঈশ**—হে ঈশ্বর; **জন্তুঃ**—জীব; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **কৃত**—করে; **কিল্বিষঃ**—অপরাধ; **ক্ষেমী**—কল্যাণ; **স্যাৎ**—হতে পারে; **কিম্ উ**—অধিকন্তু আর কি কথা; **বিশ্ব**—জগতের; **ঈশে**—ভগবানের (আপনার) বিরুদ্ধে; **কৃত-আগস্কঃ**—অপরাধ করার পর; **জগৎ**—জগতের; **গুরৌ**—পারমার্থিক গুরুদেব।

অনুবাদ

পরম পুরুষোত্তম ভগবান অতঃপর সঙ্কটমুক্ত দেবাদিদেব গিরিশকে সম্বোধন করে বললেন—"হে মহাদেব, আমার প্রভু, কিভাবে এই দুষ্ট লোকটি তার আপন পাপ কর্মের দ্বারা নিহত হয়েছে তা দর্শন করুন। প্রকৃতপক্ষে, কোন জীব তার সৌভাগ্যের আশা করতে পারে যদি সে কোন মহাত্মার প্রতি অপরাধ করে? জগদগুরু ভগবানের প্রতি অপরাধের আর কি কথা?"

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে ভগবান বিষ্ণুর এই বক্তব্যটি পরোক্ষভাবে মৃদু ভর্ৎসনা স্বরূপ,—"হে অসীম দৃষ্টির অধিকারী, হে স্বচ্ছ-বুদ্ধিসম্পন্ন, এইভাবে দুর্মতি অসুরদের বর প্রদান করা উচিত নয়। আপনি নিহতও হতে পারতেন। কিন্তু আপনি কেবলমাত্র এই আর্ত আত্মাকে রক্ষা করার বিষয়ে মনোযোগী ছিলেন, তাই আপনি ফলস্বরূপ আপনার কি ঘটতে পারত সেই বিষয়টিকে অবজ্ঞা করেছিলেন।" এইভাবে আচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, ভগবান নারায়ণের মৃদু ভর্ৎসনাও দেবাদিদেব শিবের অসাধারণ করুণাকেই প্রকাশ করছে।

শ্লোক ৪০

য এবমব্যাকৃতশক্ত্যুদন্বতঃ
পরস্য সাক্ষাৎ পরমাত্মনো হরেঃ ।

গিরিত্রমোক্ষং কথয়েৎ শৃণোতি বা
বিমুচ্যতে সংসৃতিভিস্তথারিভিঃ ॥ ৪০ ॥

যঃ—যিনি; **এবম্**—এইভাবে; **অব্যাকৃত**—অচিন্তনীয়; **শক্তি**—শক্তিসমূহের; **উদন্বতঃ**—সাগরের; **পরস্য**—পরম পুরুষ; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং প্রকাশ; **পরম-আত্মনঃ**—পরমাত্মার; **হরেঃ**—ভগবান হরি; **গিরিত্র**—দেবাদিদেব শিবের; **মোক্ষম্**—রক্ষা করা; **কথয়েৎ**—কীর্তন করেন; **শৃণোতি**—শ্রবণ করেন; **বা**—বা; **বিমুচ্যতে**—মুক্ত হন; **সংসৃতিভিঃ**—পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যু থেকে; **তথা**—এবং; **অরিভিঃ**—শত্রুদের থেকে।

অনুবাদ

ভগবান হরি হচ্ছেন সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও অচিন্তনীয় শক্তিসমূহের অনন্ত সাগর স্বরূপ। যিনি শিবকে রক্ষা করার তাঁর এই লীলা শ্রবণ করেন বা কীর্তন করেন তিনি সকল শত্রু ও জন্ম-মৃত্যুর পুনরাবৃত্তি থেকে মুক্ত হন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই অধ্যায়টি এই উক্তি দ্বারা শেষ করেছেন—

ভক্তসঙ্কটমালোক্য কৃপাপূর্ণহৃদম্বুজঃ ।
গিরিত্রং চিত্রবাক্যাৎ তু মোক্ষ্যাং আস কেশবঃ ॥

"যখন ভগবান কেশব তাঁর ভক্তকে সঙ্কটের সম্মুখীন দর্শন করেন, তাঁর হৃদয়পদ্ম করুণায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। এইভাবে তিনি শিবকে তাঁর নিজ অলঙ্কারপূর্ণ বাক্যের ফল থেকে উদ্ধার করেছিলেন।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'বৃকাসুরের কাছ থেকে দেবাদিদেব শিব রক্ষা পেলেন' নামক অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

একোননবতিতম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন ব্রাহ্মণপুত্রকে উদ্ধার করলেন

কিভাবে ভৃগুমুনি ভগবান বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিলেন এবং কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন দ্বারকায় এক বিক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

অনেকদিন আগে সরস্বতী নদীর তীরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই নিয়ে একদল ঋষির মধ্যে বিতর্ক উঠল। এই বিষয়টি অনুসন্ধান করার জন্য তাঁরা ভৃগু মুনিকে নিয়োগ করলেন।

ভৃগু অধীশ্বরগণের সহ্যশক্তি পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, কারণ এই গুণটি শ্রেষ্ঠত্বের একটি নিশ্চিত লক্ষণ। প্রথমেই তিনি তাঁর পিতা ভগবান ব্রহ্মার বাসস্থানে, তাঁকে কোনরকম শ্রদ্ধা নিবেদন না করেই প্রবেশ করলেন। এতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হলেন, কিন্তু ভৃগু তাঁর পুত্র হওয়ায় তিনি তাঁর ক্রোধ সংবরণ করলেন। এরপর ভৃগু তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শিবের কাছে গেলে তিনি তাঁর আসন থেকে উঠে ভৃগুকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু ভৃগু সেই আলিঙ্গন অগ্রাহ্য করে শিবকে 'উন্মার্গগামী' বলে অভিহিত করলেন। শিব তখন তাঁর ত্রিশূল দিয়ে ভৃগুকে বধ করতে উদ্যত হলে দেবী পার্বতী মধ্যস্থতা করে তাঁর পতিকে শান্ত করলেন। এরপর ভগবান নারায়ণকে পরীক্ষা করার জন্য ভৃগু বৈকুণ্ঠে গমন করলেন। লক্ষ্মীদেবীর কোলে মস্তক রেখে শায়িত ভগবান নারায়ণের কাছে গমন করে ভৃগু তাঁর বক্ষে পদাঘাত করলেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে ভগবান ও তাঁর পত্নী উভয়েই উত্থিত হয়ে ভৃগুর প্রতি এই বলে 'সাদর' শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন, "দয়া করে আসন গ্রহণ করুন এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন। হে প্রভু, আপনার উপস্থিতি লক্ষ্য না করার জন্য দয়া করে আমাদের মার্জনা করবেন।" ভৃগু যখন ঋষিগণের সভায় ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন তখন তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে নিশ্চিতরূপে শ্রীবিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ।

একবার দ্বারকার এক ব্রাহ্মণ পত্নীর এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র মৃত্যু মুখে পতিত হলে ব্রাহ্মণ তাঁর মৃত-পুত্রকে রাজা উগ্রসেনের দরবারে নিয়ে এসে রাজাকে তীব্র ভর্ৎসনা করতে লাগলেন—"এই কপট, ব্রাহ্মণদের প্রতি লোভপরায়ণ শত্রু যথাযথরূপে তার কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করতে না পারার জন্যই আমার পুত্রের

মৃত্যু হয়েছে!" এইভাবে বারবার ব্রাহ্মণ এই একই দুর্ভাগ্যে পতিত হতে থাকলেন এবং প্রত্যেকবারই তাঁর মৃত শিশুকে রাজ দরবারে এনে রাজাকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। যখন নবম সন্তানটির জন্ম হয়েই মৃত্যু হল, সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত অর্জুন ব্রাহ্মণের অভিযোগ শ্রবণ করে বললেন, "হে প্রভু, আমিই আপনার সন্তানকে রক্ষা করব এবং যদি আমি ব্যর্থ হই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমি অগ্নিতে প্রবেশ করব।"

কিছুকাল পর, ব্রাহ্মণপত্নী দশমবারের জন্য আসন্নপ্রসবা হলে, অর্জুন যখন তা জানতে পারলেন, তিনি সূতিকাগৃহে গিয়ে বাণরাশির এক সুরক্ষিত পিঞ্জর দ্বারা সেই গৃহকে আচ্ছন্ন করলেন। কিন্তু তবুও অর্জুনের চেষ্টা ব্যর্থ হল, কারণ শিশুটি জন্মগ্রহণ করা মাত্র ক্রন্দন করতে করতে আকাশে অন্তর্হিত হল। ব্রাহ্মণ অর্জুনকে প্রচণ্ডভাবে উপহাস করলে, অর্জুন যমরাজের আলয়ে গমন করলেন। কিন্তু অর্জুন ব্রাহ্মণের পুত্রটিকে সেখানে পেলেন না, এমনকি চতুর্দশ ভুবনজুড়ে খোঁজ করার পরেও শিশুটির তিনি কোন সন্ধান পেলেন না।

ব্রাহ্মণের সন্তানকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ায় অর্জুন এখন অগ্নিতে প্রবেশ করে আত্মহত্যায় ইচ্ছুক হলেন। কিন্তু ঠিক যখন তিনি তা করতে যাবেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে নিবৃত্ত করে বললেন, 'আমি তোমাকে ব্রাহ্মণের পুত্রদের দর্শন করাব, তাই এভাবে নিজেকে অবজ্ঞা কর না।" শ্রীকৃষ্ণ এরপর অর্জুনকে তাঁর দিব্য রথে গ্রহণ করে তাঁরা দুজনে সাত সাগর ও তাদের সপ্তদ্বীপ, লোকালোক পর্বত অতিক্রম করে ঘোর অন্ধকার প্রদেশে প্রবেশ করলেন। যেহেতু অশ্বগুলি তাদের পথ ঠিক করতে পারছিল না, তাই অন্ধকার দূর করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ রথের সামনে তাঁর উজ্জ্বল সুদর্শন চক্রকে প্রেরণ করলেন। ধীরে ধীরে তাঁরা কারণসমুদ্রের জলে প্রবেশ করে সেখানে মহা-বিষ্ণুর নগরী খুঁজে পেলেন। তাঁরা সহস্র ফণা বিশিষ্ট অনন্তনাগকে এবং তাঁর উপর শায়িত বিরাট পুরুষ মহাবিষ্ণুকে দর্শন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে অভিবাদন জ্ঞাপন করে বিরাট পুরুষ বললেন, "কেবলমাত্র আপনাদের উভয়কে দর্শন করার অভিলাষে আমি ব্রাহ্মণের পুত্রদের এখানে এনেছি। দয়া করে নর-নারায়ণ ঋষিরূপ আপনার ধর্মাচরণের উদাহরণ দ্বারা সাধারণ জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করতে থাকুন।"

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন অতঃপর ব্রাহ্মণপুত্রদের গ্রহণ করে দ্বারকায় ফিরে গিয়ে তাদের পিতার কাছে শিশুদের ফিরিয়ে দিলেন। প্রত্যক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব দর্শন করে অর্জুন বিস্মিত হয়েছিলেন। জীবের যে কোন শক্তি বা ঐশ্বর্যই শ্রীভগবানের কৃপা মাত্র, অর্জুন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

সরস্বত্যাস্তটে রাজন্ ঋষয়ঃ সত্রমাসত ।
বিতর্কঃ সমভূৎ তেষাং ত্রিষ্বধীশেষু কো মহান্ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **সরস্বত্যাঃ**—সরস্বতী নদীর; **তটে**—তীরে; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **সত্রম্**—একটি বৈদিক যজ্ঞ; **সমভূৎ**—উত্থিত হল; **তেষাম্**—তাঁদের মধ্যে; **ত্রিষু**—তিন জনের মধ্যে; **অধীশেষু**—প্রধান অধীশ্বর; **কঃ**—কে; **মহান্**—শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন, একবার সরস্বতী নদীর তীরে যজ্ঞ সম্পাদনরত একদল ঋষির মধ্যে একটি বিতর্ক উপস্থিত হল যে, প্রধান তিন অধীশ্বরগণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ।

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখিত তিন প্রধান অধীশ্বর ভগবান বিষ্ণু, প্রজাপতি ব্রহ্মা ও দেবাদিদেব শিব।

শ্লোক ২

তস্য জিজ্ঞাসয়া তে বৈ ভৃগুং ব্রহ্মসুতং নৃপ ।
তজ্জ্ঞপ্ত্যৈ প্রেষয়ামাসুঃ সোঽভ্যগাদ্ ব্রহ্মণঃ সভাম্ ॥ ২ ॥

তস্য—এই বিষয়ে; **জিজ্ঞাসয়া**—জানবার ইচ্ছায়; **তে**—তাঁরা; **বৈ**—বস্তুত; **ভৃগুম্**—ভৃগুমুনি; **ব্রহ্ম-সুতম্**—ব্রহ্মার পুত্র; **নৃপ**—হে রাজন; **তৎ**—তা; **জ্ঞপ্ত্যৈ**—অনুসন্ধানের জন্য; **প্রেষয়াম্ আসুঃ**—তারা প্রেরণ করলেন; **সঃ**—তিনি; **অভ্যগাৎ**—গমন করলেন; **ব্রহ্মণঃ**—ভগবান ব্রহ্মার; **সভাম্**—সভায়।

অনুবাদ

এই প্রশ্নের সমাধানের আগ্রহে, হে রাজন, ঋষিগণ ব্রহ্মার পুত্র ভৃগুকে যথার্থ উত্তর অনুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করলে প্রথমে তিনি তাঁর পিতার সভায় গমন করলেন।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ বর্ণনা করছেন, "কোন্ অধীশ্বর বিগ্রহ পূর্ণ সত্ত্বগুণের অধিকারী, সেটি পরীক্ষা করার জন্য ঋষিগণ দ্বারা পরিকল্পিত হয়ে ভৃগু মুনি প্রেরিত হয়েছিলেন।" যাঁরা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, তাঁরা সহনশীল ও

মানসিক ধীরতা রূপ গুণের অধিকারী, কিন্তু যারা রজ ও তমোগুণ দ্বারা পরিচালিত, তারা সহজেই ক্রুদ্ধ হয়।

শ্লোক ৩

ন তস্মৈ প্রহ্বণং স্তোত্রং চক্রে সত্ত্বপরীক্ষয়া ।
তস্মৈ চুক্রোধ ভগবান্ প্রজ্বলন্ স্বেন তেজসা ॥ ৩ ॥

ন—না; **তস্মৈ**—তাঁকে (ব্রহ্মাকে); **প্রহ্বণম্**—প্রণাম; **স্তোত্রম্**—স্তব; **চক্রে**—করলেন; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণে তাঁর অবস্থান; **পরীক্ষয়া**—পরীক্ষার জন্য; **তস্মৈ**—তাঁর প্রতি; **চুক্রোধ**—ক্রুদ্ধ হলেন; **ভগবান্**—ভগবান; **প্রজ্বলন**—প্রজ্বলিত; **স্বেন**—তাঁর নিজ; **তেজসা**—তেজে।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা কতখানি সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত তা পরীক্ষার জন্য ভৃগু তাঁকে প্রণাম বা তাঁর উদ্দেশে স্তব নিবেদন করলেন না। ব্রহ্মা স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত হয়ে তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন।

শ্লোক ৪

স আত্মন্যুত্থিতং মন্যুমাত্মজায়াত্মনা প্রভুঃ ।
অশীশমদ্ যথা বহ্নিং স্বযোন্যা বারিণাত্মভূঃ ॥ ৪ ॥

সঃ—তিনি; **আত্মনি**—স্বয়ং; **উত্থিতম্**—উত্থিত; **মন্যুম্**—ক্রোধ; **আত্ম-জায়**—তাঁর পুত্রের প্রতি; **আত্মনা**—তাঁর নিজ বুদ্ধি দ্বারা; **প্রভুঃ**—প্রভু; **অশীশমৎ**—দমন করলেন; **যথা**—ঠিক যেমন; **বহ্নিম্**—অগ্নি; **স্ব**—স্বয়ং; **যোন্যা**—যাঁর উৎপত্তির কারণ; **বারিণা**—জল দ্বারা; **আত্ম-ভূঃ**—স্বয়ং-জাত ব্রহ্মা।

অনুবাদ

যদিও তাঁর পুত্রের প্রতি ক্রোধ তাঁর হৃদয় হতেই উত্থিত হয়েছিল, ব্রহ্মা তাঁর বুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা তা সংবরণ করতে সমর্থ হলেন, ঠিক যেভাবে অগ্নি তার নিজ উৎপাদন, জল দ্বারা নির্বাপিত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীব্রহ্মা কখনও কখনও রজোগুণের সংস্পর্শ দ্বারা প্রভাবিত হন। কিন্তু যেহেতু তিনি *আদি-কবি*, প্রথম জাত ও ব্রহ্মাণ্ডের প্রধান তত্ত্বজ্ঞ, যখন ক্রোধ তাঁর মনকে পীড়িত করতে শুরু করে তিনি আত্ম-পরীক্ষার পার্থক্য বিচারের উপায় দ্বারা তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। এই ক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং স্মরণ করলেন যে, ভৃগু তাঁর

পুত্র। এইভাবে এই শ্লোকে শুকদেব গোস্বামী একটি সাদৃশ্য অঙ্কন করছেন যে, ঠিক যেভাবে অগ্নি থেকে উদ্ভূত হওয়া জল দ্বারা অগ্নি নির্বাপিত হয়, তেমনি ব্রহ্মার আপন প্রকাশ (তাঁর পুত্র) দ্বারা তাঁর ক্রোধ সংবরিত হল।

শ্লোক ৫

ততঃ কৈলাসমগমৎ স তং দেবো মহেশ্বরঃ ।
পরিরব্ধুং সমারেভ উত্থায় ভ্রাতরং মুদা ॥ ৫ ॥

ততঃ—অতঃপর; **কৈলাসম্**—কৈলাস পর্বতে; **অগমৎ**—গমন করলেন; **সঃ**—তিনি (ভৃগু); **তম্**—তাঁকে; **দেবঃ মহা-ঈশ্বরঃ**—ভগবান শিব; **পরিরব্ধুম্**—আলিঙ্গন করার জন্য; **সমারেভে**—প্রবৃত্ত হলেন; **উত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **ভ্রাতরম্**—তাঁর ভাই; **মুদা**—আনন্দের সঙ্গে।

অনুবাদ

এরপর ভৃগু কৈলাস পর্বতে গমন করলেন। সেখানে ভগবান শিব আনন্দের সঙ্গে উত্থিত হয়ে তাঁর ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করতে এগিয়ে এলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক সভ্যতায় পরিবারের সদস্যদের যথাযথরূপে অভিনন্দিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়, বিশেষত যদি কেউ দীর্ঘ দিনের জন্য তাদের কাছে অনুপস্থিত থাকে। যোগ্য পুত্র তার পিতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সম্মান করবে এবং তেমনই, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করবে, সেটাই উচিত।

শ্লোক ৬-৭

নৈচ্ছৎ ত্বমস্যুৎপথগ ইতি দেবশ্চুকোপ হ ।
শূলমুদ্যম্য তং হন্তুমারেভে তিগ্মলোচনঃ ॥ ৬ ॥
পতিত্বা পাদয়োর্দেবী সান্ত্বয়ামাস তং গিরা ।
অথো জগাম বৈকুণ্ঠং যত্র দেবো জনার্দনঃ ॥ ৭ ॥

ন ঐচ্ছৎ—তিনি এই (আলিঙ্গনের) আকাঙ্ক্ষা করলেন না; **ত্বম্**—তুমি; **অসি**—হচ্ছ; **উৎপথ-গঃ**—উন্মার্গগামী; **ইতি**—এই বলে; **দেবঃ**—ভগবান (শিব); **চুকোপ হ**—ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন; **শূলম্**—তাঁর ত্রিশূল; **উদ্যম্য**—উদ্যত করে; **তম্**—তাঁকে (ভৃগু); **হন্তুম্**—হত্যা করার জন্য; **আরেভে**—প্রায়; **তিগ্ম**—তীক্ষ্ণ; **লোচনঃ**—নয়নে;

পতিত্বা—পতিত হয়ে; **পাদয়োঃ**—পাদদ্বয়ে (শিবের); **দেবী**—দেবী পার্বতী; **সান্ত্বয়াম্ আস**—শান্ত করলেন; **তম্**—তাঁকে; **গিরা**—বাক্য দ্বারা; **অথ উ**—তখন; **জগাম**—(ভৃগু) গমন করলেন; **বৈকুণ্ঠম্**—বৈকুণ্ঠে; **যত্র**—যেখানে; **দেবঃ জনার্দনঃ**—ভগবান জনার্দন (বিষ্ণু)।

অনুবাদ

কিন্তু "তুমি উন্মার্গগামী" তাঁকে এই বলে ভৃগু তাঁর আলিঙ্গন প্রত্যাখ্যান করলেন। এর ফলে শিব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং ভয়ঙ্করভাবে তাঁর নয়ন জ্বলতে লাগল। তিনি তাঁর ত্রিশূল উত্তোলন করে ভৃগুকে যখন হত্যা করতে উদ্যত হলেন, তখন দেবী পার্বতী তাঁর পদদ্বয়ে পতিত হয়ে তাঁকে শান্ত করার জন্য কিছু কথা বললেন। ভৃগু তখন সেই স্থান ত্যাগ করে ভগবান জনার্দনের নিবাস বৈকুণ্ঠে গমন করলেন।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন "বলা হয় যে, কায় মন ও বাক্য যে কোনভাবেই অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। ভৃগুমুনির প্রথম অপরাধ যা ব্রহ্মার উদ্দেশে সংঘটিত হয়েছিল, সেটি ছিল মন দ্বারা সংঘটিত অপরাধ। তাঁর দ্বিতীয় অপরাধ ছিল বাক্যের মাধ্যমে অপরাধ, যা শিবের অপরিচ্ছন্ন অভ্যাসাদির সমালোচনা করে তাঁকে অপমানের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। যেহেতু শিবের মধ্যে তমোগুণের আধিক্য রয়েছে, তাই তিনি যখন ভৃগুর অপমান শ্রবণ করলেন, তখন তৎক্ষণাৎ তাঁর নয়ন ক্রোধে লাল হয়ে উঠেছিল। অসংযত ক্রোধে তিনি তাঁর ত্রিশূল উত্তোলন করে ভৃগু মুনিকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। সেই সময় শিব পত্নী পার্বতী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তিনটি গুণের সংমিশ্রিত ব্যক্তিত্ব, তাই তাঁকে বলা হয় ত্রিগুণময়ী। এই ক্ষেত্রে তিনি শিবের সত্ত্বগুণকে জাগরিত করে অবস্থাটি সামাল দিলেন।"

শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করছেন যে, এখানে উল্লেখিত বৈকুণ্ঠ গ্রহটি শ্বেতদ্বীপ।

শ্লোক ৮-৯

শয়ানং শ্রিয় উৎসঙ্গে পদা বক্ষস্যতাড়য়ৎ ।
তত উত্থায় ভগবান্ সহ লক্ষ্ম্যা সতাং গতিঃ ॥ ৮ ॥
স্বতল্পাদবরুহ্যাথ ননাম শিরসা মুনিম্ ।
আহ তে স্বাগতং ব্রহ্মন্ নিষীদাত্রাসনে ক্ষণম্ ।
অজানতামাগতান্ বঃ ক্ষন্তুমর্হথ নঃ প্রভো ॥ ৯ ॥

শয়ানম্—শায়িত; **শ্রিয়ঃ**—লক্ষ্মীদেবীর; **উৎসঙ্গে**—কোলে; **পদা**—তাঁর পদ দ্বারা; **বক্ষসি**—তাঁর বক্ষে; **অতাড়য়ৎ**—তিনি আঘাত করলেন; **ততঃ**—তখন; **উত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **ভগবান্**—ভগবান; **সহ লক্ষ্ম্যা**—লক্ষ্মীদেবী সহ; **সতাম্**—শুদ্ধ ভক্তগণের; **গতিঃ**—গতি; **স্ব**—তাঁর; **তল্পাৎ**—শয্যা হতে; **অবরুহ্য**—অবতরণ করে; **অথ**—তারপর; **ননাম**—তিনি প্রণাম করলেন; **শিরসা**—তাঁর মস্তক দ্বারা; **মুনিম্**—মুনিকে; **আহ**—তিনি বললেন; **তে**—আপনাকে; **সু-আগতম্**—স্বাগতম, **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **নিশীদ**—দয়া করে উপবেশন করুন; **অত্র**—এই; **আসনে**—আসনে; **ক্ষণম্**—ক্ষণকাল; **অজানতাম্**—অজ্ঞানতা; **আগতান্**—আগমন; **বঃ**—আপনার; **ক্ষন্তুম্**—মার্জনা করুন; **অর্হথ**—দয়া করে আপনি; **নঃ**—আমাদের; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

ভগবান যেখানে তাঁর পত্নী লক্ষ্মীদেবীর কোলে মাথা রেখে শায়িত ছিলেন, ভৃগু মুনি সেখানে গিয়ে ভগবানের বক্ষে পদাঘাত করলেন। ভগবান তখন লক্ষ্মীদেবী সহ শ্রদ্ধার সঙ্গে উত্থিত হলেন। তাঁর শয্যা হতে অবতরণ করে সকল শুদ্ধভক্তের পরম গতি, ভূমিতে মস্তক অবনত করে মুনিকে প্রণামপূর্বক বললেন, "স্বাগতম, ব্রাহ্মণ। দয়া করে এই আসনে উপবেশন করুন এবং ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন। হে প্রভু, আপনার আগমন লক্ষ্য না করার জন্য দয়া করে আমাদের মার্জনা করুন।"

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে এই লীলার সময়ে ভৃগু মুনি বিশুদ্ধ বৈষ্ণব হননি; অন্যথায় তিনি কখনও এভাবে ভগবানের প্রতি রূঢ় আচরণ করতে পারতেন না। ভগবান বিষ্ণু শুধু যে বিশ্রাম গ্রহণই করছিলেন এমন নয়, তিনি তাঁর পত্নীর কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলেন। এই অবস্থায় তাঁর হাত দিয়ে নয়, একেবারে তাঁর পা দিয়ে ভগবানকে আঘাত করা ভৃগু কল্পিত অন্য যে কোন অপরাধের চেয়েও অধিকতর খারাপ।

শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করছেন, "অবশ্যই ভগবান বিষ্ণু সর্ব কৃপাময়। তিনি ভৃগুমুনির আচরণে ক্রুদ্ধ হননি, কারণ ভৃগু মুনি ছিলেন একজন মহান ব্রাহ্মণ। কখনও কখনও ব্রাহ্মণ যদি অপরাধও করেন, তাঁকে ক্ষমা করা হয় এবং ভগবান বিষ্ণু সেই উদাহরণটি স্থাপন করেছেন। যদিও বলা হয়ে থাকে যে, এই ঘটনার সময় থেকে ভাগ্যদেবী, লক্ষ্মী ব্রাহ্মণদের প্রতি খুব একটা সদয়ভাবে অনুকূল নন আর যেহেতু তাঁদের কাছ থেকে লক্ষ্মীদেবী তাঁর আশীর্বাদ ফিরিয়ে নিয়েছেন, তাই ব্রাহ্মণগণ সাধারণত অত্যন্ত দরিদ্র হন।"

শ্লোক ১০-১১

পুনীহি সহলোকং মাং লোকপালাংশ্চ মদ্গতান্ ।
পাদোদকেন ভবতস্তীর্থানাং তীর্থকারিণা ॥ ১০ ॥
অদ্যাহং ভগবন্ লক্ষ্ম্যা আসমেকান্তভাজনম্ ।
বৎস্যত্যুরসি মে ভূতির্ভবৎপাদহতাংহসঃ ॥ ১১ ॥

পুনীহি—দয়া করে শুদ্ধ করুন; **সহ**—সহ; **লোকম্**—আমার গ্রহ; **মাম্**—আমাকে; **লোক**—বিভিন্ন গ্রহের; **পালান্**—শাসকগণ; **চ**—এবং; **মৎ-গতান্**—আমার শরণাগত; **পাদ**—পাদদ্বয় (যা ধৌত); **উদকেন**—জল দ্বারা; **ভবতঃ**—আপনার; **তীর্থানাম্**—পবিত্র তীর্থস্থানসমূহের; **তীর্থ**—তাদের পবিত্রতা; **কারিণা**—সৃষ্টি করে; **অদ্য**—আজ; **অহম্**—আমি; **ভগবান্**—হে ভগবান; **লক্ষ্ম্যাঃ**—লক্ষ্মীর; **আসম্**—হয়েছি; **এক-অন্ত**—একমাত্র; **ভাজনম্**—আশ্রয়; **বৎস্যতি**—বাস করবেন; **উরসি**—বক্ষে; **মে**—আমার; **ভূতিঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **ভবৎ**—আপনার; **পাদ**—পদ দ্বারা; **হত**—বিনষ্ট; **অংহসঃ**—পাপ।

অনুবাদ

"দয়া করে আপনার পাদধৌত জল দ্বারা আমাকে, আমার শরণাগত জগৎ পালকদের এবং আমার রাজ্যকে পবিত্র করুন। এই পবিত্র জল নিঃসন্দেহে সমস্ত তীর্থস্থানকে পবিত্র করে। হে প্রভু, আজ আমি লক্ষ্মীদেবীর একান্ত আশ্রয় হলাম, কারণ আপনার পদ আমার বক্ষের পাপসমূহ বিনষ্ট করেছে, তাই তিনি আমার বক্ষে বাস করতে সম্মত হবেন।"

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ তার ভাষ্যে আরও বলছেন, "কলিযুগের তথাকথিত ব্রাহ্মণগণ কখনও কখনও অত্যন্ত গর্ববোধ করে যে, তারা তাদের পা দিয়ে শ্রীবিষ্ণুর বক্ষ স্পর্শ করতে পারেন। যদিও এটি একটি মহা অপরাধ কিন্তু ভৃগুমুনি যখন তাঁর পা দিয়ে শ্রীবিষ্ণুর বক্ষ স্পর্শ করেছিলেন, তখন সেটি ছিল এক বিচ্ছিন্ন ঘটনা আর তাই ভগবান বিষ্ণু পরম কৃপাময় হয়ে এই ঘটনাটিকে তেমন গুরুতরভাবে গ্রহণ করেননি।"

শ্রীমদ্ভাগবতের কোনও কোনও সংস্করণে শ্লোক ১১ ও ১২-র মাঝে নিম্নোক্ত শ্লোকটি রয়েছে এবং শ্রীল প্রভুপাদ *লীলাপুরুষোত্তম কৃষ্ণ* গ্রন্থের দশম স্কন্ধের সারমর্মেও ঐ শ্লোকটিকে গ্রহণ করেছেন—

অতীবকোমলৌ তাত চরণৌ তে মহামুনে ।
ইত্যুক্ত্বা বিপ্রচরণৌ মর্দয়ন স্বেন পাণিনা ॥

"[ভগবান ব্রাহ্মণ ভৃগুকে বললেন—] 'হে প্রভু, হে মহামুনি, আপনার চরণদ্বয় প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত কোমল', এই বলে ভগবান বিষ্ণু তাঁর নিজ হাতে ব্রাহ্মণের পাদদ্বয় মর্দন করতে শুরু করলেন।"

শ্লোক ১২

শ্রীশুক উবাচ

এবং ব্রুবাণে বৈকুণ্ঠে ভৃগুস্তন্মন্দ্রয়া গিরা ।
নির্বৃতস্তর্পিতস্তূষ্ণীং ভক্ত্যুৎ কণ্ঠোঽশ্রুলোচনঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **ব্রুবাণে**—কথিত হয়ে; **বৈকুণ্ঠে**—ভগবান বিষ্ণু; **ভৃগুঃ**—ভৃগু; **তৎ**—তাঁর; **মন্দ্রয়া**—গম্ভীর; **গিরা**—বচন দ্বারা; **নির্বৃতঃ**—আনন্দিত; **তর্পিতঃ**—সন্তুষ্ট; **তূষ্ণীম্**—মৌন ছিলেন; **ভক্তি**—ভক্তির সঙ্গে; **উৎকণ্ঠঃ**—বিহ্বল; **অশ্রু**—অশ্রু; **লোচনঃ**—যার নয়নে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—বৈকুণ্ঠনাথ দ্বারা কথিত গম্ভীর বাক্যসমূহ শ্রবণ করে ভৃগু আনন্দ ও সন্তোষ অনুভব করলেন। ভক্তিভাবে বিহ্বল হয়ে তিনি মৌন রইলেন, তাঁর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল।

তাৎপর্য

শ্রীভগবানকে ভৃগু কোনও স্তুতি বাক্য নিবেদন করতে পারেননি, কারণ তাঁর কণ্ঠ আনন্দাশ্রুতে রুদ্ধ হয়ে ছিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, তাঁর অপরাধমূলক আচরণের জন্য মুনিকে দোষারোপ করা উচিত নয়, কারণ এই দিব্যলীলায় তাঁর ভূমিকাটি শ্রীভগবানেরই দ্বারা আয়োজিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৩

পুনশ্চ সত্রমাব্রজ্য মুনীনাং ব্রহ্মবাদিনাম্ ।
স্বানুভূতমশেষেণ রাজন্ ভৃগুরবর্ণয়ৎ ॥ ১৩ ॥

পুনঃ—পুনরায়; **চ**—এবং; **সত্রম্**—যজ্ঞে; **আব্রজ্য**—গমন করে; **মুনীনাম্**—মুনিগণের; **ব্রহ্ম-বাদিনাম্**—বেদের জ্ঞান সমূহে দক্ষ; **স্ব**—নিজের দ্বারা; **অনুভূতম্**—অনুভূত; **অশেষেণ**—সমস্ত; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **ভৃগুঃ**—ভৃগু; **অবর্ণয়ৎ**—বর্ণনা করলেন।

অনুবাদ

হে রাজন, ভৃগু এরপর জ্ঞানী বৈদিক তত্ত্ববেত্তাগণের যজ্ঞ স্থলে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাঁদের কাছে তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ১৪-১৭

তন্নিশম্যাথ মুনয়ো বিস্মিতা মুক্তসংশয়াঃ ।
ভূয়াংসং শ্রদ্দধুর্বিষ্ণুং যতঃ শান্তির্যতোঽভয়ম্ ॥ ১৪ ॥
ধর্মঃ সাক্ষাদ্‌যতো জ্ঞানং বৈরাগ্যং চ তদন্বিতম্ ।
ঐশ্বর্য্যং চাষ্টধা যস্মাদ্‌যশশ্চাত্মমলাপহম্ ॥ ১৫ ॥
মুনীনাং ন্যস্তদণ্ডানাং শান্তানাং শমচেতসাম্ ।
অকিঞ্চনানাং সাধূনাং যমাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥ ১৬ ॥
সত্ত্বং যস্য প্রিয়া মূর্তির্ব্রাহ্মণাস্ত্বিষ্টদেবতাঃ ।
ভজন্ত্যনাশিষঃ শান্তা যং বা নিপুণবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৭ ॥

তৎ—তা; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **অথ**—তখন; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **বিস্মিতাঃ**—বিস্মিত হয়েছিলেন; **মুক্ত**—মুক্ত হলেন; **সংশয়াঃ**—তাদের সন্দেহ থেকে; **ভূয়াংসম্**—শ্রেষ্ঠ রূপে; **শ্রদ্দধুঃ**—তারা তাদের বিশ্বাস স্থাপন করলেন; **বিষ্ণুম্**—ভগবান বিষ্ণুতে; **যতঃ**—যার থেকে; **শান্তিঃ**—শান্তি; **যতঃ**—যাঁর থেকে; **অভয়ম্**—অভয়; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **যতঃ**—যার থেকে; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **বৈরাগ্যম্**—বৈরাগ্য; **চ**—এবং; **তৎ**—তা (জ্ঞান); **অন্বিতম্**—যুক্ত; **ঐশ্বর্যম্**—অতীন্দ্রিয় শক্তি (যোগাভ্যাসের দ্বারা প্রাপ্ত); **চ**—এবং; **অষ্টধা**—আট রকম; **যস্মাৎ**—যাঁর থেকে; **যশঃ**—তাঁর যশ; **চ**—ও; **আত্ম**—মনের; **মল**—কলুষ; **অপহম্**—যা বিনাশ করে; **মুনীনাম্**—মুনিগণের; **ন্যস্ত**—যারা ত্যাগ করেছেন; **দণ্ডানাম্**—রাগ-দ্বেষ; **শান্তানাম্**—শান্ত; **সম**—সম; **চেতসাম্**—যাদের বুদ্ধি; **অকিঞ্চনানাম্**—নিঃস্বার্থ; **সাধূনাম্**—সাধুগণের; **যম্**—যাকে; **আহুঃ**—তারা বলেন; **পরমাম্**—পরম; **গতিম্**—গতি; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **যস্য**—যার; **প্রিয়া**—প্রিয়তা; **মূর্তিঃ**—দেহ; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **তু**—এবং; **ইষ্ট**—পূজা করেন; **দেবতাঃ**—দেবতা; **ভজন্তি**—তাঁরা পূজা করলেন; **অনাশিষঃ**—অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত; **শান্তাঃ**—যারা পারমার্থিক শান্তি প্রাপ্ত হয়েছেন; **যম্**—যাকে; **বা**—বস্তুত; **নিপুণ**—নিপুণ; **বুদ্ধয়ঃ**—বুদ্ধিসম্পন্ন।

অনুবাদ

ভৃগুর বর্ণনা শ্রবণ করে বিস্মিত মুনিগণ সকল সংশয় হতে মুক্ত হয়ে নিশ্চিত হলেন যে, বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ অধীশ্বর। তাঁর থেকেই শান্তি, অভয়, ধর্ম, বৈরাগ্য, জ্ঞান ও অষ্টবিধ যোগ-ঐশ্বর্যের উদ্ভব হয়েছে এবং তাঁর মহিমা কীর্তন মনের সকল

অপবিত্রতা মার্জন করে। শান্ত ও সমভাবাপন্ন নিঃস্বার্থ, রাগদ্বেষশূন্য, জ্ঞানী সাধুগণের পরমগতিরূপে তিনি পরিচিত। বিশুদ্ধ সত্ত্বময় দেহ তাঁর অত্যন্ত প্রিয় এবং ব্রাহ্মণগণ তাঁর আরাধ্য বিগ্রহ। পারমার্থিক শান্তি প্রাপ্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ নিঃস্বার্থভাবে তাঁর অর্চনা করেন।

তাৎপর্য

ভগবানের ভক্ত হওয়ার মাধ্যমে ভিন্ন প্রচেষ্টা ব্যতীত সহজেই মানুষ দিব্য জ্ঞান ও বৈরাগ্য লাভ করে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধে (১১/২/৪২) বর্ণনা করা হয়েছে—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তির
অন্যত্র চৈষ ত্রিক এক-কালঃ ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্
তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদ্-অপায়োঽনু-ঘাসম্ ॥

"যিনি পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁর ভক্তি, প্রত্যক্ষ ঈশ্বর প্রাপ্তি ও বৈরাগ্য—এই তিনটি একই সঙ্গে ঘটে থাকে, ঠিক যেভাবে সুখ, পুষ্টি ও ক্ষুধা নিবৃত্তি একই সঙ্গে ও বর্ধিতভাবে, ভোজনরত ব্যক্তির প্রতিটি গ্রাসের সঙ্গে ঘটে থাকে।" একইভাবে প্রথম স্কন্ধে (১/২/৭) শ্রীল সূত গোস্বামী উল্লেখ করছেন—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদ্ অহৈতুকম্ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি নিবেদনের দ্বারা মানুষ তৎক্ষণাৎ অহৈতুকী জ্ঞান ও জাগতিক নির্লিপ্ততা অর্জন করেন।"

তাঁর মাতা, দেবহূতির প্রতি তাঁর উপদেশাবলীতে ভগবান শ্রীকপিল উপস্থাপন করছেন যে, অষ্টবিধ যোগ-ঐশ্বর্যও ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল লাভ—

অথো বিভূতিং মম মায়াবিনস্তাম্
ঐশ্বর্যমষ্টাঙ্গমনুপ্রবৃত্তম্ ।
শ্রিয়ং ভাগবতীং বাস্পৃহয়ন্তি ভদ্রাং
পরস্য মে তেঽশ্নুবতে হি লোকে ॥

"এইভাবে সম্পূর্ণরূপে আমার চিন্তায় মগ্ন থাকার ফলে, ভক্তেরা স্বর্গলোকের এমন কি সত্যলোকের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যও কামনা করেন না। তাঁরা যোগের অষ্ট-সিদ্ধিও কামনা করেন না, এমনকি তাঁরা বৈকুণ্ঠলোকে পর্যন্ত উন্নীত হতে চান না। কিন্তু সেইগুলি না চাইলেও, এই জীবনেই তাঁরা সমস্ত ভাগবতী সম্পদ ভোগ করেন।" (*ভাগবত* ৩/২৫/৩৭)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, শ্লোক ১৬-তে তিন ধরনের অধ্যাত্মবাদীগণ হলেন—মুনি, শান্ত ও সাধু। মোক্ষের চেষ্টারত ব্যক্তি, মোক্ষ প্রাপ্ত ব্যক্তি এবং যাঁরা ভগবান বিষ্ণুর প্রতি বিশুদ্ধ ভক্তিতে রত, এইভাবে যথাক্রমে বর্ধিত গুরুত্ব অনুসারে তাঁদের শ্রেণীবিভাগ হয়েছে।

শ্লোক ১৮

ত্রিবিধাকৃতয়স্তস্য রাক্ষসা অসুরাঃ সুরাঃ ।
গুণিন্যা মায়য়া সৃষ্টাঃ সত্ত্বং তৎ তীর্থসাধনম্ ॥ ১৮ ॥

ত্রিবিধা—তিন ধরনের; **আকৃতয়ঃ**—রূপ; **তস্য**—তাঁর; **রাক্ষসাঃ**—রাক্ষস; **অসুরাঃ**—অসুর; **সুরাঃ**—এবং দেবতা; **গুণিন্যাঃ**—জাগতিক গুণাবলী দ্বারা যোগ্য; **মায়য়া**—তাঁর জড় শক্তি দ্বারা; **সৃষ্টাঃ**—সৃষ্ট; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **তৎ**—তাঁদের মধ্যে; **তীর্থ**—জীবনের সফলতার; **সাধনম্**—প্রাপ্তির উপায়।

অনুবাদ

রাক্ষস, অসুর ও সুর, এই ত্রিবিধ মূর্তিতে ভগবান প্রকাশিত হন—যারা সকলেই ভগবানের ত্রিগুণময়ী মায়া শক্তি দ্বারা সৃষ্ট। এই তিনটি গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণই জীবনের চরম সফলতা প্রাপ্তির উপায়।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন—"জড়া প্রকৃতির গুণাবলীর মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের মানুষ বর্তমান; যারা তমোগুণ সম্পন্ন তাদের রাক্ষস বলা হয়, যারা রজোগুণ সম্পন্ন তাদের অসুর (দানব) বলা হয় এবং যারা সত্ত্বগুণসম্পন্ন তাদের সুর বা দেবতা বলা হয়। ভগবানের নির্দেশাধীনে এই সকল তিনটি শ্রেণীর মানুষেরা জড়া প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্ট হন, কিন্তু যারা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত তাদের চিন্ময় জগতে উন্নীত হবার, ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার পরম সুযোগ রয়েছে।"

শ্লোক ১৯

শ্রীশুক উবাচ

ইত্থং সারস্বতা বিপ্রা নৃণাং সংশয়নুত্তয়ে ।
পুরুষস্য পদাম্ভোজ-সেবয়া তদ্গতিং গতাঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইত্থম্**—এইভাবে; **সারস্বতাঃ**—সরস্বতী নদীর তীরবাসী; **বিপ্রাঃ**—পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ; **নৃণাম্**—সাধারণ মানুষের; **সংশয়**—

সন্দেহ; নুত্তয়ে—দূরীভূত করেন; **পুরুষস্য**—পরম পুরুষের; **পদ-অম্ভোজ**—পাদপদ্মের; **সেবয়া**—সেবা দ্বারা; **তৎ**—তাঁর; **গতিম্**—গতি; **গতাঃ**—প্রাপ্ত হন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—সরস্বতী নদীর তীরবাসী পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ সকল মানুষের সংশয় দূরীভূত করার জন্য এই সিদ্ধান্তে এলেন। তারপর তাঁরা ভগবানের পাদপদ্মে ভক্তিপূর্ণ সেবা নিবেদন করে তাঁর আলয় প্রাপ্ত হলেন।

শ্লোক ২০

শ্রীসূত উবাচ—

ইত্যেতন্মুনিতনয়াস্যপদ্মগন্ধ-
পীযূষং ভবভয়ভিৎ পরস্য পুংসঃ ।
সুশ্লোকং শ্রবণপুটৈঃ পিবত্যভীক্ষ্ণং
পান্থোঽধ্বভ্রমণপরিশ্রমং জহাতি ॥ ২০ ॥

শ্রীসূতঃ উবাচ—শ্রীসূত বললেন; **ইতি**—এইভাবে কথিত; **এতৎ**—এই; **মুনি**—মুনির (ব্যাসদেব); **তনয়**—পুত্রের (শুকদেব); **অস্য**—মুখ থেকে; **পদ্ম**—পদ্ম (তুল্য); **গন্ধ**—গন্ধ যুক্ত; **পীযূষম্**—অমৃত; **ভব**—জাগতিক জীবনের; **ভয়**—ভয়; **ভিৎ**—নাশকারী; **পরস্য**—পরম; **পুংসঃ**—পুরুষের; **সু-শ্লোকম্**—মহিমাময়; **শ্রবণ**—কর্ণের; **পুটৈঃ**—গহ্বর দ্বারা; **পিবতি**—পান করেন; **অভীক্ষ্ণম্**—নিরন্তর; **পান্থঃ**—এক পথিক; **অধ্ব**—পথে; **ভ্রমণ**—তাঁর ভ্রমণ থেকে; **পরিশ্রমম্**—ক্লান্তি; **জহাতি**—পরিত্যাগ করে।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—এইভাবে ঋষি ব্যাসদেব পুত্র শুকদেব গোস্বামীর মুখপদ্ম থেকে এই সুগন্ধি অমৃত নির্গত হয়েছিল। পরম পুরুষের এই অপূর্ব মহিমা কীর্তন সংসারের সমস্ত ভয় বিনাশ করে। যে পথিক তাঁর কর্ণ গহ্বরের মাধ্যমে এই অমৃত নিরন্তর পান করেন, তিনি জাগতিক জীবন পথের ভ্রমণজনিত ক্লান্তি বিস্মৃত হন।

তাৎপর্য

শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর এই বর্ণনাটি দুভাবে মূল্যবান—যারা পারমার্থিক দুর্বলতায় আর্ত এটি তাদের কাছে মোহ রোগ সারিয়ে তোলার এক মহৌষধ। আর শরণাগত বৈষ্ণবগণের কাছে শ্রীল শুকদেবের উপলব্ধির সৌরভ দ্বারা সুরভিত এটি এক সুস্বাদু ও বলকারক পানীয়।

শ্লোক ২১

শ্রীশুক উবাচ

একদা দ্বারবত্যাং তু বিপ্রপত্ন্যাঃ কুমারকঃ ।
জাতমাত্রো ভুবং স্পৃষ্ট্বা মমার কিল ভারত ॥ ২১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **একদা**—কোন এক সময়; **দ্বারবত্যাম্**—দ্বারকায়; **তু**—এবং; **বিপ্র**—এক ব্রাহ্মণের; **পত্ন্যাঃ**—পত্নীর; **কুমারকঃ**—শিশুপুত্র; **জাত**—জাত; **মাত্রঃ**—মাত্র; **ভুবম্**—ভূমি; **স্পৃষ্ট্বা**—স্পর্শ করা; **মমার**—মৃত্যু হল; **কিল**—বস্তুত; **ভারত**—হে ভরতের বংশধর (পরীক্ষিৎ মহারাজ)।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—কোনও এক সময়ে, দ্বারকায় এক ব্রাহ্মণের পত্নী একটি পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, কিন্তু হে ভারত, নবজাত শিশুটির ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই মৃত্যু হল।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে শ্রীবিষ্ণু পরমেশ্বর রূপে স্তুত হয়েছেন। এখন শুকদেব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ্ব, দিব্য বৈশিষ্ট্যের আলোকপাত সমন্বিত তাঁর আরেকটি লীলা বর্ণনা করে শ্রীকৃষ্ণকে সেই একই পরমেশ্বর রূপে চিহ্নিত করছেন।

শ্লোক ২২

বিপ্রো গৃহীত্বা মৃতকং রাজদ্বার্যুপধায় সঃ ।
ইদং প্রোবাচ বিলপন্নাতুরো দীনমানসঃ ॥ ২২ ॥

বিপ্রঃ—ব্রাহ্মণ; **গৃহীত্বা**—গ্রহণ পূর্বক; **মৃতকম্**—মৃত দেহটি; **রাজ**—রাজার (উগ্রসেন); **দ্বারি**—দ্বারে; **উপধায়**—স্থাপন করে; **সঃ**—তিনি; **ইদম্**—এই; **প্রোবাচ**—বললেন; **বিলপন্**—বিলাপ করতে করতে; **আতুরঃ**—পীড়িত; **দীন**—শোকাহত; **মানসঃ**—চিত্তে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ সেই মৃতদেহটি নিয়ে এসে রাজা উগ্রসেনের রাজ সভার দ্বারে স্থাপন করলেন। তারপর পীড়িত ও দুঃখিতভাবে বিলাপ করতে করতে তিনি বলতে লাগলেন।

শ্লোক ২৩

ব্রহ্মদ্বিষঃ শঠধিয়ো লুব্ধস্য বিষয়াত্মনঃ ।
ক্ষত্রবন্ধোঃ কর্মদোষাৎ পঞ্চত্বং মে গতোঽর্ভকঃ ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্ম—ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধে; **দ্বিষঃ**—দ্বেষপরায়ণ; **শঠ**—শঠ; **ধিয়ঃ**—যার মানসিকতা; **লুব্ধস্য**—লোভী; **বিষয়াত্মনঃ**—বিষয়াসক্ত; **ক্ষত্র-বন্ধোঃ**—এক অযোগ্য ক্ষত্রিয়ের; **কর্ম**—কর্তব্য সম্পাদনের; **দোষাৎ**—দোষবশত; **পঞ্চত্বম্**—মৃত্যু; **মে**—আমার; **গতঃ**—মিলিত হয়েছে; **অর্ভকঃ**—পুত্র।

অনুবাদ

[ব্রাহ্মণ বললেন—] এই সকল শঠতাপূর্ণ, লোভী, ব্রাহ্মণদের শত্রু, বিষয়াসক্ত অযোগ্য শাসকের কর্তব্য সম্পাদনের কিছু দোষের জন্য আমার পুত্রের মৃত্যু হয়েছে।

তাৎপর্য

তাঁর পুত্রের মৃত্যুর জন্য তিনি স্বয়ং কিছুই করেননি এই ধারণায় রাজা উগ্রসেনকে ব্রাহ্মণ দোষারোপ করা যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন। বৈদিক সামাজিক প্রথায় রাজ্যের ভাল-মন্দ সমস্ত কিছু ঘটনার জন্য রাজাই দায়ী বলে বিবেচনা করা হয়। এমন কি গণতন্ত্রেও কোনও প্রশাসক, যিনি কোনও দল বা পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাঁকে কোন ব্যর্থতার জন্য তাঁর অধঃস্তন বা ঊর্ধ্বতনের প্রতি দোষারোপের চেয়ে, যা আজকাল খুবই প্রচলিত, ব্যক্তিগতভাবে দায় গ্রহণ করতে হয়।

শ্লোক ২৪

হিংসাবিহারং নৃপতিং দুঃশীলমজিতেন্দ্রিয়ম্ ।
প্রজা ভজন্ত্যঃ সীদন্তি দরিদ্রা নিত্যদুঃখিতাঃ ॥ ২৪ ॥

হিংসা—হিংসা; **বিহারম্**—যার ক্রীড়ন; **নৃ-পতিম্**—এই রাজা; **দুঃশীলম্**—দুঃস্বভাব; **অজিত**—অজিত; **ইন্দ্রিয়ম্**—যার ইন্দ্রিয়সমূহ; **প্রজাঃ**—প্রজাগণ; **ভজন্ত্যঃ**—আশ্রিত; **সীদন্তি**—দুর্দশা ভোগ করে; **দরিদ্রাঃ**—দরিদ্র; **নিত্য**—সর্বদা; **দুঃখিতা**—দুঃখিত।

অনুবাদ

হিংসায় আনন্দ লাভ করে এবং নিজের ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে পারে না, এমন খল রাজার আশ্রিত প্রজাগণের নিরন্তর দুঃখ ও দারিদ্র্য ভোগ করাই নিয়তি।

শ্লোক ২৫

এবং দ্বিতীয়ং বিপ্রর্ষিস্তৃতীয়ন্ত্বেবমেব চ ।
বিসৃজ্য স নৃপদ্বারি তাং গাথাং সমগায়ত ॥ ২৫ ॥

এবম্—একইভাবে; **দ্বিতীয়ম্**—দ্বিতীয়বার; **বিপ্র-ঋষিঃ**—জ্ঞানী ব্রাহ্মণ; **তৃতীয়ম্**—তৃতীয় বার; **তু**—এবং; **এবম্ এব চ**—ঠিক একইভাবে; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে

(তাঁর মৃত পুত্র); **সঃ**—তিনি; **নৃপ-দ্বারি**—রাজদ্বারে; **তাম্**—সেই একই; **গাথাম্**—গাথা; **সমগায়ত**—তিনি গান করলেন।

অনুবাদ

জ্ঞানী ব্রাহ্মণ তাঁর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রের ক্ষেত্রেও সেই একই দুঃখদায়ক ঘটনা ভোগ করলেন। প্রত্যেকবার তিনি তাঁর মৃত পুত্রকে রাজদ্বারে পরিত্যাগ করে সেই একই বিলাপ সঙ্গীত গাইতেন।

শ্লোক ২৬-২৭

তামর্জুন উপশ্রুত্য কর্হিচিৎ কেশবান্তিকে ।
পরেতে নবমে বালে ব্রাহ্মণং সমভাষত ॥ ২৬ ॥
কিং স্বিদ্ ব্রহ্মংস্ত্বন্নিবাসে ইহ নাস্তি ধনুর্ধরঃ ।
রাজন্যবন্ধুরেতে বৈ ব্রাহ্মণাঃ সত্র আসতে ॥ ২৭ ॥

তাম্—সেই (বিলাপ); **অর্জুনঃ**—অর্জুন; **উপশ্রুত্য**—শ্রবণ করে; **কর্হিচিৎ**—একবার; **কেশব**—শ্রীকৃষ্ণের; **অন্তিকে**—কাছে; **পরেতে**—মৃত্যু হলে; **নবমে**—নবম; **বালে**—পুত্র; **ব্রাহ্মণম্**—ব্রাহ্মণকে; **সমভাষত**—তিনি বললেন; **কিম্ স্বিৎ**—কি; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **ত্বৎ**—আপনার; **নিবাসে**—গৃহে; **ইহ**—এখানে; **ন অস্তি**—নেই; **ধনুর্ধরঃ**—ধনুর্ধর; **রাজন্য-বন্ধুঃ**—অধম ক্ষত্রিয়; **এতে**—এই সকল (ক্ষত্রিয়গণ); **বঃ**—প্রকৃতপক্ষে; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রাহ্মণগণের মতো; **সত্রে**—যজ্ঞস্থলে; **আসতে**—উপস্থিত হয়।

অনুবাদ

যখন নবম শিশুটির মৃত্যু হল, তখন ভগবান কেশবের কাছে উপস্থিত অর্জুন ব্রাহ্মণের বিলাপ শুনতে পেলেন। তাই অর্জুন ব্রাহ্মণকে বললেন, "হে ব্রাহ্মণ, কি হয়েছে? কোনও অধম ক্ষত্রিয়ও কি কেউ নেই যে অন্তত আপনার গৃহের সামনে ধনুক হাতে দাঁড়াতে পারে? এই সকল ক্ষত্রিয়গণ এমন আচরণ করছেন যেন তাঁরা নিতান্তই যজ্ঞে নিযুক্ত অলস ব্রাহ্মণ।

শ্লোক ২৮

ধনদারাত্মজাপৃক্তা যত্র শোচন্তি ব্রাহ্মণাঃ ।
তে বৈ রাজন্যবেষেণ নটা জীবন্ত্যসুম্ভরাঃ ॥ ২৮ ॥

ধন—ধন হতে; **দার**—পত্নী; **আত্মজ**—এবং পুত্র; **অপৃক্তাঃ**—বিচ্ছিন্ন; **যত্র**—যে (অবস্থা); **শোচন্তি**—শোক করেন; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **তে**—তারা; **বৈ**—

প্রকৃতপক্ষে; **রাজন্য-বেষেণ**—রাজারূপে ছদ্মবেশী; **নটা**—অভিনেতা; **জীবন্তি**—তারা জীবনধারণ করে; **অসুম্-ভরাঃ**—জীবিকা-নির্বাহ করে।

অনুবাদ

যে সকল রাজ্য শাসকের কাছে ব্রাহ্মণগণ ধন পত্নী পুত্র হারিয়ে বিলাপ করে, তারা জীবিকা নির্বাহের জন্য রাজার ভূমিকায় অভিনয় করা ভণ্ড মাত্র।

শ্লোক ২৯

অহং প্রজা বাং ভগবন্ রক্ষিষ্যে দীনয়োরিহ ।
অনিস্তীর্ণপ্রতিজ্ঞোঽগ্নিং প্রবেক্ষ্যে হতকল্মষঃ ॥ ২৯ ॥

অহম্—আমি; **প্রজাঃ**—সন্তান; **বাম্**—আপনাদের উভয়ের (আপনি এবং আপনার স্ত্রীর); **ভগবন্**—হে প্রভু; **রক্ষিষ্যে**—রক্ষা করব; **দীনয়োঃ**—যিনি দীন; **ইহ**—এই বিষয়ে; **অনিস্তীর্ণ**—পালনে ব্যর্থ হলে; **প্রতিজ্ঞাঃ**—আমার প্রতিজ্ঞা; **অগ্নিম্**—অগ্নি; **প্রবেক্ষে**—আমি প্রবেশ করব; **হত**—বিনষ্ট; **কল্মষঃ**—কলুষ।

অনুবাদ

"হে প্রভু, এরূপ দুঃখ ভোগরত আপনার সন্তান ও পত্নীকে আমি রক্ষা করব। আর, যদি আমি এই প্রতিজ্ঞা পালনে ব্যর্থ হই, তবে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আমি অগ্নিতে প্রবেশ করব।"

তাৎপর্য

বীর অর্জুন তাঁর প্রতিজ্ঞা পালনের অসমর্থতার লজ্জা সহ্য করতে পারেন নি। *ভগবদ্‌গীতায়* (২/৩৪) যেমন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—*সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদ্ অতিরিচ্যতে* অর্থাৎ "কোনও মর্যাদাবান ব্যক্তির কাছে এই অমর্যাদা মৃত্যু অপেক্ষাও ক্ষতিকর।"

শ্লোক ৩০-৩১

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ

সঙ্কর্ষণো বাসুদেবঃ প্রদ্যুম্নো ধন্বিনাং বরঃ ।
অনিরুদ্ধোঽপ্রতিরথো ন ত্রাতুং শক্নুবন্তি যৎ ॥ ৩০ ॥
তৎ কথং নু ভবান্ কর্ম দুষ্করং জগদীশ্বরৈঃ ।
ত্বং চিকীর্ষসি বালিশ্যাৎ তন্ন শ্রদ্দধ্মহে বয়ম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ—ব্রাহ্মণ বললেন; **সঙ্কর্ষণঃ**—ভগবান সঙ্কর্ষণ (বলরাম); **বাসুদেবঃ**—ভগবান বাসুদেব (কৃষ্ণ); **প্রদ্যুম্নঃ**—প্রদ্যুম্ন; **ধন্বিনাম্**—ধনুর্ধরগণের; **বরঃ**—শ্রেষ্ঠ;

অনিরুদ্ধঃ—অনিরুদ্ধ; **অপ্রতি-রথঃ**—অপ্রতিদ্বন্দ্বী রথ যোদ্ধা; **ন**—না; **ত্রাতুম্**—রক্ষা করার জন্য; **শক্নুবন্তি**—সমর্থ ছিলেন; **যৎ**—যেখানে; **তৎ**—সেখানে; **কথম্**—কিভাবে; **নু**—বস্তুত; **ভবান্**—আপনি; **কর্ম**—কর্ম; **দুষ্করম্**—দুষ্কর; **জগৎ**—জগতের; **ঈশ্বরৈঃ**—ঈশ্বর দ্বারা; **ত্বম্**—আপনি; **চিকীর্ষসি**—করতে চাইছেন; **বালিস্যাৎ**—মূর্খতাবশত; **তৎ**—সুতরাং; **ন শ্রদ্দধ্মহে**—বিশ্বাস করি না; **বয়ম্**—আমরা।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ বললেন—সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধরগণ কেউই অথবা অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা অনিরুদ্ধ আমার পুত্রগণকে রক্ষা করতে পারেনি। তা হলে কেন তুমি মূর্খের মতো এই বীরত্বপূর্ণ কার্যের চেষ্টা করছ যা সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর করতে পারেন নি? তাই আমরা তোমার ওপরে ভরসা করতে পারছি না।

শ্লোক ৩২

শ্রীঅর্জুন উবাচ

নাহং সঙ্কর্ষণো ব্রহ্মন্ন কৃষ্ণঃ কার্ষ্ণিরেব চ ।
অহং বা অর্জুনো নাম গাণ্ডীবং যস্য বৈ ধনুঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীঅর্জুনঃ উবাচ—শ্রীঅর্জুন বললেন; **ন**—না; **অহম্**—আমি; **সঙ্কর্ষণঃ**—শ্রীবলরাম; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **ন**—না; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **কার্ষ্ণিঃ**—শ্রীকৃষ্ণের বংশধর; **এব চ**—এমন কি; **অহম্**—আমি; **বৈ**—বস্তুত; **অর্জুনঃ নাম**—অর্জুন নামে জানে; **গাণ্ডীবম্**—গাণ্ডীব; **যস্য**—যার; **বৈ**—বস্তুত; **ধনুঃ**—ধনুক।

অনুবাদ

শ্রীঅর্জুন বললেন—হে ব্রাহ্মণ, আমি শ্রীবলরাম নই কিম্বা শ্রীকৃষ্ণ নই, এমন কি শ্রীকৃষ্ণের পুত্রও নই। বরং আমি গাণ্ডীব ধনুকের পরিচালক অর্জুন।

শ্লোক ৩৩

মাবমংস্থা মম ব্রহ্মন্ বীর্যং ত্র্যম্বকতোষণম্ ।
মৃত্যুং বিজিত্য প্রধনে আনেষ্যে তে প্রজাঃ প্রভো ॥ ৩৩ ॥

মা অবমংস্থাঃ—অবজ্ঞা করবেন না; **মম**—আমার; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **বীর্যম্**—বিক্রম; **ত্রি-অম্বক**—ভগবান শিব; **তোষণম্**—সন্তুষ্ট করে; **মৃত্যুম্**—মূর্তিমান মৃত্যুকে; **বিজিত্য**—পরাজিত করে; **প্রধনে**—যুদ্ধে; **আনেষ্যে**—আমি ফিরিয়ে আনব; **তে**—আপনার; **প্রজাঃ**—সন্তান; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, ভগবান শিবকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট, আমার সামর্থ্যের অবজ্ঞা করবেন না। হে প্রভু, যদি যুদ্ধে স্বয়ং মৃত্যুকেও আমার পরাজিত করতে হয়, তবু আমি আপনার পুত্রদের ফিরিয়ে আনব।

শ্লোক ৩৪

এবং বিশ্রম্ভিতো বিপ্রঃ ফাল্গুনেন পরন্তপ ।
জগাম স্বগৃহং প্রীতঃ পার্থবীর্যং নিশাময়ন্ ॥ ৩৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিশ্রম্ভিতঃ**—বিশ্বাস প্রাপ্ত; **বিপ্রঃ**—ব্রাহ্মণ; **ফাল্গুনেন**—অর্জুন দ্বারা; **পরম্**—শত্রুদের; তপ—হে সন্তাপকারী (পরীক্ষিৎ মহারাজ); জগাম—তিনি গমন করলেন; **স্ব**—তাঁর নিজ; **গৃহম্**—গৃহে; **প্রীতঃ**—সন্তুষ্ট; **পার্থ**—পৃথার পুত্রের; **বীর্যম্**—বিক্রম; **নিশাময়ন্**—শ্রবণ করে।

অনুবাদ

হে শত্রুসন্তাপকর, এইভাবে অর্জুনের কাছে ভরসা পেয়ে, নিজ বিক্রম বিষয়ে অর্জুনের ঘোষণা শ্রবণে সন্তুষ্ট হয়ে, ব্রাহ্মণ গৃহে গমন করলেন।

শ্লোক ৩৫

প্রসূতিকাল আসন্নে ভার্যায়া দ্বিজসত্তমঃ ।
পাহি পাহি প্রজাং মৃত্যোরিত্যাহার্জুনমাতুরঃ ॥ ৩৫ ॥

প্রসূতি—সন্তান জন্মের; **কালে**—সময়ে; **আসন্নে**—সমাগত হলে; **ভার্যায়াঃ**—তাঁর পত্নীর; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণ; **সৎ-তমঃ**—অত্যন্ত সৎ; **পাহি**—দয়া করে রক্ষা কর; **পাহি**—দয়া করে রক্ষা কর; **প্রজাম্**—আমার সন্তান; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যু থেকে; **ইতি**—এইভাবে; **আহ**—তিনি বললেন; **অর্জুনম্**—অর্জুনকে; **আতুরঃ**—কাতর।

অনুবাদ

যখন অত্যন্ত সৎ সেই ব্রাহ্মণের পত্নীর পুনরায় সন্তান প্রসবের সময় হল, ব্রাহ্মণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে অর্জুনের কাছে গমন করে প্রার্থনা করলেন, 'দয়া করে আমার সন্তানকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা কর।"

শ্লোক ৩৬

স উপস্পৃশ্য শুচ্যম্ভো নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্ ।
দিব্যান্যস্ত্রাণি সংস্মৃত্য সজ্যং গাণ্ডীবমাদদে ॥ ৩৬ ॥

সঃ—তিনি (অর্জুন); **উপস্পৃশ্য**—স্পর্শ করে; **শুচি**—বিশুদ্ধ; **অম্ভঃ**—জল; **নমঃ কৃত্য**—প্রণাম নিবেদন করে; **মহা-ঈশ্বরম্**—ভগবান শিবকে; **দিব্যানি**—দিব্য; **অস্ত্রাণি**—তাঁর অস্ত্রসমূহ; **সংস্মৃত্য**—স্মরণ করে; **সজ্যম্**—জ্যা; **গাণ্ডীবম্**—তাঁর গাণ্ডীব ধনুকে; **আদদে**—তিনি সংযোগ করলেন।

অনুবাদ

তখন অর্জুন আচমন করে ভগবান মহেশ্বরকে প্রণাম নিবেদন করে তাঁর দিব্য অস্ত্রের মন্ত্রাবলী স্মরণ করে তাঁর গাণ্ডীব ধনুকে জ্যা সংযোগ করলেন।

তাৎপর্য

আচার্যগণ উল্লেখ করছেন যে, ব্রাহ্মণ যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন, তাই অর্জুন বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদন না করে শিবকে তার প্রণাম নিবেদন করলেন, যিনি তাঁকে পাশুপাত অস্ত্রের মন্ত্র কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে, তা শিক্ষা প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

ন্যরুণৎ সূতিকাগারং শরৈর্ণানাস্ত্রযোজিতৈঃ ।
তির্যগূর্ধ্বমধঃ পার্থশ্চকার শরপঞ্জরম্ ॥ ৩৭ ॥

ন্যরুণৎ—তিনি আবদ্ধ করলেন; **সূতিকা-আগারম্**—যে গৃহে জন্ম হয়; **শরৈঃ**—বাণ দ্বারা; **নানা**—বিভিন্ন; **অস্ত্র**—উৎক্ষেপণীয় অস্ত্রসমূহ; **যোজিতৈঃ**—সংযোজিত করে; **তির্যক**—বক্রভাবে; **ঊর্ধ্বম্**—ঊর্ধ্বমুখী; **অধঃ**—নিম্নমুখী; **পার্থঃ**—অর্জুন; **চকার**—প্রস্তুত করলেন; **শর**—তীরসমূহের; **পঞ্জরম্**—একটি খাঁচা।

অনুবাদ

অর্জুন বিভিন্ন ক্ষেপণাস্ত্রযুক্ত বাণ নিক্ষেপ করে সূতিকা-গৃহকে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেললেন। পৃথাপুত্র গৃহের নিম্নমুখ, ঊর্ধ্বমুখ ও পার্শ্বদিকসমূহ আচ্ছাদিত করে তীরের একটি সুরক্ষিত খাঁচা নির্মাণ করলেন।

শ্লোক ৩৮

ততঃ কুমারঃ সঞ্জাতো বিপ্রপত্ন্যা রুদন্মুহুঃ ।
সদ্যোঽদর্শনমাপেদে সশরীরো বিহায়সা ॥ ৩৮ ॥

ততঃ—তারপর; **কুমারঃ**—শিশু; **সঞ্জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করে; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণের; **পত্ন্যাঃ**—পত্নীর; **রুদন্**—ক্রন্দন করে; **মুহুঃ**—কিছু সময়ের জন্য; **সদ্যঃ**—সহসা; **অদর্শনম্ আপেদে**—সে অন্তর্হিত হল; **স**—সহ; **শরীর**—তার দেহ; **বিহায়সা**—আকাশ পথে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ পত্নী তারপর জন্ম দান করলেন কিন্তু নবজাত শিশুটি কিছুক্ষণ ক্রন্দন করার পর সহসা সে সশরীরে আকাশে অন্তর্হিত হল।

শ্লোক ৩৯

তদাহ বিপ্রো বিজয়ং বিনিন্দন্ কৃষ্ণসন্নিধৌ ।
মৌঢ্যং পশ্যত মে যোঽহং শ্রদ্দধে ক্লীবকত্থনম্ ॥ ৩৯ ॥

তদা—তখন; **আহ**—বললেন; **বিপ্রঃ**—ব্রাহ্মণ; **বিজয়ম্**—অর্জুনকে; **বিনিন্দন্**—সমালোচনা করে; **কৃষ্ণ-সন্নিধৌ**—শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে; **মৌঢ্যম্**—মূর্খতা; **পশ্যত**—দর্শন করুন; **মে**—আমার; **যঃ**—যে; **অহম্**—আমি; **শ্রদ্দধে**—বিশ্বাস করেছিলাম; **ক্লীব**—ক্লীব; **কত্থ-নম্**—কথায়।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ তখন শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অর্জুনকে ভর্ৎসনা করলেন, "আমার মূর্খতা দর্শন করুন, আমি এক ক্লীবের দম্ভোক্তিতে বিশ্বাস করেছিলাম।"

শ্লোক ৪০

ন প্রদ্যুম্নো নানিরুদ্ধো ন রামো ন চ কেশবঃ ।
যস্য শেকুঃ পরিত্রাতুং কোঽন্যস্তদবিতেশ্বরঃ ॥ ৪০ ॥

ন—না; **প্রদ্যুম্নঃ**—প্রদ্যুম্ন; **ন**—না; **অনিরুদ্ধঃ**—অনিরুদ্ধ; **ন**—না; **রামঃ**—বলরাম; **ন**—না; **চ**—ও; **কেশবঃ**—কৃষ্ণ; **যস্য**—যাকে (শিশুদের); **শেকুঃ**—সমর্থ ছিলেন; **পরিত্রাতুম্**—রক্ষা করতে; **কঃ**—কে; **অন্যঃ**—অন্য; **তৎ**—এই অবস্থায়; **অবিতা**—রক্ষক রূপে; **ঈশ্বরঃ**—সমর্থ।

অনুবাদ

"যখন প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, রাম কিম্বা কেশব কেউই একজনকে রক্ষা করতে পারেন না, তখন অন্য কে তাকে রক্ষা করতে সমর্থ হতে পারেন?

শ্লোক ৪১

ধিগর্জুনং মৃষাবাদং ধিগাত্মশ্লাঘিনো ধনুঃ ।
দৈবোপসৃষ্টং যো মৌঢ্যাদানিনীষতি দুর্মতিঃ ॥ ৪১ ॥

ধিক্—ধিক্; **অর্জুনম্**—অর্জুনকে; **মৃষা**—মিথ্যা; **বাদম্**—যাঁর বাক্য; **ধিক্**—ধিক্; **আত্ম**—নিজের; **শ্লাঘিনঃ**—গুণকীর্তনকারীর; **ধনুঃ**—ধনুকের; **দৈব**—দৈব দ্বারা;

উপসৃষ্টম্—নীত; **যঃ**—যে; **মৌঢ্যাৎ**—মোহবশত; **আনিনীষতি**—ফিরিয়ে আনতে ইচ্ছুক হয়; **দুর্মতিঃ**—মূর্খ।

অনুবাদ

"সেই মিথ্যাবাদী অর্জুনকে ধিক্! তার সেই ধনুকের দম্ভোক্তিকে ধিক্! সে এতই মূর্খ যে, মোহবশত সে ভাবছিল—দৈব যাকে নিয়ে গেছে, তাকে সে ফিরিয়ে আনতে পারবে।"

শ্লোক ৪২

এবং শপতি বিপ্রর্ষৌ বিদ্যামাস্থায় ফাল্গুনঃ ।
যযৌ সংযমনীমাশু যত্রাস্তে ভগবান্ যমঃ ॥ ৪২ ॥

এবম্—এইভাবে; **শপতি**—তিনি তাঁকে অভিশাপ দিতে থাকলে; **বিপ্র-ঋষৌ**—জ্ঞানী ব্রাহ্মণ; **বিদ্যাম্**—অতীন্দ্রিয় বিদ্যা; **আস্থায়**—প্রভাবে; **ফাল্গুনঃ**—অর্জুন; **যযৌ**—গমন করলেন; **সংযমনীম্**—সংযমনী নামক স্বর্গের নগরে; **আশু**—তৎক্ষণাৎ; **যত্র**—যেখানে; **আস্তে**—বাস করেন; **ভগবান্ যমঃ**—ভগবান যম।

অনুবাদ

বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ যখন তাঁর উপর অপমান পুঞ্জীভূত করছিলেন, তখন অর্জুন ভগবান যমরাজের নিবাস দিব্য নগরী সংযমনীতে তৎক্ষণাৎ যাওয়ার জন্য এক অতীন্দ্রিয় বিদ্যার প্রয়োগ করলেন।

শ্লোক ৪৩-৪৪

বিপ্রাপত্যমচক্ষাণস্তত ঐন্দ্রীমগাৎ পুরীম্ ।
আগ্নেয়ীং নৈর্ঋতীং সৌম্যাং বায়ব্যাং বারুণীমথ ।
রসাতলং নাকপৃষ্ঠং ধিষ্ণ্যান্যন্যান্যুদায়ুধঃ ॥ ৪৩ ॥
ততোঽলব্ধদ্বিজসুতো হ্যনিস্তীর্ণপ্রতিশ্রুতঃ ।
অগ্নিং বিবিক্ষুঃ কৃষ্ণেন প্রত্যুক্তঃ প্রতিষেধতা ॥ ৪৪ ॥

বিপ্র—ব্রাহ্মণের; **অপত্যম্**—পুত্র; **অচক্ষাণঃ**—দর্শন না করে; **ততঃ**—সেখান থেকে; **ঐন্দ্রীম্**—ইন্দ্রের; **অগাৎ**—তিনি গমন করলেন; **পুরীম্**—নগরীতে; **আগ্নেয়ীম্**—অগ্নি দেবতার নগরী; **নৈর্ঋতীম্**—মৃত্যু অধঃস্তন দেবতার নগরী (নির্ঋতি, যিনি ভগবান যম থেকে ভিন্ন); **সৌম্যম্**—চন্দ্র দেবতার নগরী; **বায়ব্যাম্**—বায়ু দেবতার নগরী; **বরুণীম্**—জলের দেবতার নগরী; **অথ**—তারপর; **রসাতলম্**—পাতাললোকে; **নাক-পৃষ্ঠম্**—স্বর্গ; **ধিষ্ণ্যানি**—রাজ্য; **অন্যানি**—অন্যান্য; **উদায়ুধঃ**—উদ্যত অস্ত্র সহ; **ততঃ**

—সেখানে; অলব্ধ—প্রাপ্ত হতে ব্যর্থ হয়ে; দ্বিজ—ব্রাহ্মণের; সুতঃ—পুত্র; হি—বস্তুত; অনিস্তীর্ণ—উত্তীর্ণ হতে না পেরে; প্রতিশ্রুতঃ—তাঁর প্রতিজ্ঞায়; অগ্নিম্—অগ্নি; বিবিক্ষুঃ—প্রবেশে উদ্যত হলে; কৃষ্ণেন—শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা; প্রত্যুক্তঃ—উক্ত হলেন; প্রতিষেধতা—নিবৃত্ত হয়ে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণের পুত্রকে সেখানে দেখতে না পেয়ে অর্জুন অগ্নি, নির্ঋতি, সোম, বায়ু ও বরুণের নগরী গুলিতেও গিয়েছিলেন। উদ্যত অস্ত্র নিয়ে পাতাল থেকে স্বর্গ পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সকল গ্রহলোক জুড়ে তিনি অনুসন্ধান করলেন। শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণের পুত্রকে কোথাও না পেয়ে, অর্জুন তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষায় ব্যর্থ হয়ে, পবিত্র অগ্নিতে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কিন্তু তিনি যখন তা করতে যাবেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে নিবৃত্ত করে বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করছেন যে, অর্জুন ভগবান শিবকে নিঃসন্দেহে তাঁর গুরু রূপে মানতেন আর তাই শিবের দিব্য আলয়ে তিনি অনুসন্ধান করার প্রয়োজন বোধ করেননি।

শ্লোক ৪৫

দর্শয়ে দ্বিজসূনূংস্তে মাবজ্ঞাত্মানমাত্মনা ।
যে তে নঃ কীর্তিং বিমলাং মনুষ্যাঃ স্থাপয়িষ্যন্তি ॥ ৪৫ ॥

দর্শয়ে—আমি দেখাব; দ্বিজ—ব্রাহ্মণের; সূনূন্—পুত্রদের; তে—তোমাকে; মা—কর না; অবজ্ঞা—অবজ্ঞা; আত্মানম্—নিজেকে; আত্মনা—তোমার মন দ্বারা; যে—যে; তে—এই সকল (সমালোচনা); নঃ—আমাদের উভয়ের; কীর্তিম্—যশ; বিমলাম্—নির্মল; মনুষ্যাঃ—মানুষেরা; স্থাপয়িষ্যন্তি—স্থাপন করবে।

অনুবাদ

[ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] আমি তোমাকে ব্রাহ্মণের পুত্রদের প্রদর্শন করাব, তাই তুমি এইভাবে নিজেকে অবজ্ঞা করো না। যারা এখন আমাদের সমালোচনা করছে, শীঘ্রই তারাই আমাদের নিষ্কলঙ্ক যশ প্রতিষ্ঠা করবে।

শ্লোক ৪৬

ইতি সম্ভাষ্য ভগবানর্জুনেন সহেশ্বরঃ ।
দিব্যং স্বরথমাস্থায় প্রতীচিং দিশমাবিশৎ ॥ ৪৬ ॥

ইতি—এইভাবে; **সম্ভাষ্য**—উপদেশ প্রদান করে; **ভগবান্**—ভগবান; **অর্জুনেন সহ**—অর্জুন সহ; **ঈশ্বরঃ**—ঈশ্বর; **দিব্যম্**—দিব্য; **স্ব**—তাঁর; **রথম্**—রথ; **আস্থায়**—আরোহণ করে; **প্রতীচীম্**—পশ্চিম; **দিশম্**—দিকে; **আবিশৎ**—তিনি গমন করলেন।

অনুবাদ

অর্জুনকে এইভাবে উপদেশ প্রদান করে পরমেশ্বর ভগবান অর্জুন সহ তাঁর দিব্য রথে আরোহণ করে, তাঁরা একত্রে পশ্চিম দিকে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ৪৭

সপ্ত দ্বীপান্ সসিন্ধূংশ্চ সপ্ত সপ্ত গিরীনথ ।
লোকালোকং তথাতীত্য বিবেশ সুমহত্তমঃ ॥ ৪৭ ॥

সপ্ত—সাতটি; **দ্বীপান্**—দ্বীপ; **স**—সহ; **সিন্ধূন্**—সেগুলির সমুদ্ররাশি; **চ**—এবং; **সপ্ত সপ্ত**—সাত-সাতটি; **গিরীন্**—পর্বত; **অথ**—তখন; **লোক-অলোকম্**—আলো অন্ধকারে বিভেদকারী পর্বত; **তথা**—ও; **অতীত্য**—অতিক্রম করে; **বিবেশ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **সু-মহৎ**—বিশাল; **তমঃ**—অন্ধকার।

অনুবাদ

ভগবানের রথ ব্রহ্মাণ্ডের সপ্ত সাগর ও সাতটি প্রধান পর্বত সহ সপ্ত দ্বীপকে অতিক্রম করলেন। তারপর তা লোকালোকের সীমান্ত অতিক্রম করে ঘোর অন্ধকারের বিশাল ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, "শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত গ্রহসমূহ অতিক্রম করে ব্রহ্মাণ্ডের আচ্ছাদনে পৌঁছলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* এই আচ্ছাদনকে ঘোর অন্ধকার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে এই জড় জগৎ অন্ধকার রূপে বর্ণিত। মুক্ত মহাকাশে সূর্যালোক রয়েছে আর তাই তা আলোকময়, কিন্তু আচ্ছাদনের ভিতর সূর্যালোকের অনুপস্থিতিতে, তা স্বাভাবিকভাবেই অন্ধকার।"

শ্লোক ৪৮-৪৯

তত্রাশ্বাঃ শৈব্যসুগ্রীবমেঘপুষ্পবলাহকাঃ ।
তমসি ভ্রষ্টগতয়ো বভূবুর্ভরতর্ষভ ॥ ৪৮ ॥
তান্ দৃষ্ট্বা ভগবান্ কৃষ্ণো মহাযোগেশ্বরেশ্বরঃ ।
সহস্রাদিত্যসঙ্কাশং স্বচক্রং প্রাহিণোৎ পুরঃ ॥ ৪৯ ॥

তত্র—সেই স্থানে; **অশ্বাঃ**—অশ্বসমূহ; **শৈব্য-সুগ্রীব-মেঘপুষ্প-বলাহকাঃ**—শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক; **তমসি**—অন্ধকারে; **ভ্রষ্ট**—ভ্রষ্ট; **গতয়ঃ**—তাদের পথ; **বভূবুঃ**—হওয়ায়; **ভরত-ঋষভ**—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ; **তান্**—তাদের; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **ভগবান্**—ভগবান; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **মহা**—মহা; **যোগ-ঈশ্বর**—যোগের ঈশ্বরের; **ঈশ্বরঃ**—ঈশ্বর; **সহস্র**—সহস্র; **আদিত্য**—সূর্যের; **সঙ্কাশম্**—সম; **স্ব**—তাঁর নিজ; **চক্রম্**—চক্র; **প্রাহিণোৎ**—প্রেরণ করলেন; **পুরঃ**—সম্মুখে।

অনুবাদ

সেই অন্ধকারে শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক রথের অশ্বগুলি পথভ্রষ্ট হল। তাদের এই অবস্থায় দেখে, হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, যোগেশ্বরেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সহস্র সূর্যসম উজ্জ্বল সুদর্শন চক্রকে রথের সম্মুখভাগে প্রেরণ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের নিম্নোক্ত ভাবসম্প্রসারণ প্রদান করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের অশ্বগুলি তাঁর মর্ত্যলীলায় অংশগ্রহণের জন্য বৈকুণ্ঠ থেকে অবতরণ করল। যেহেতু ভগবান স্বয়ং একজন ক্ষুদ্র মানুষের মতো লীলা করছেন, তাই তাঁর অশ্বগুলিও এখন এই লীলার ভবিষ্যতের শ্রোতাদের জন্য অবস্থার নাটকীয়তা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভ্রান্তমূলক আচরণ করল।

শ্লোক ৫০

তমঃ সুঘোরং গহনং কৃতং মহদ্
বিদারয়দ্ ভূরিতরেণ রোচিষা ।
মনোজবং নির্বিবিশে সুদর্শনং
গুণচ্যুতো রামশরো যথা চমূঃ ॥ ৫০ ॥

তমঃ—অন্ধকার; **সু**—অত্যন্ত; **ঘোরম্**—ঘোর; **গহনম্**—গহন; **কৃতম্**—জাগতিক সৃষ্টির এক প্রকাশ; **মহৎ**—গভীর; **বিদারয়ৎ**—ছেদন করে; **ভূরি-তরেণ**—প্রভূত; **রোচিষা**—তার জ্যোতি দ্বারা; **মনঃ**—মনের; **জবম্**—বেগে; **নির্বিবিশে**—প্রবেশ করল; **সুদর্শনম্**—সুদর্শন চক্র; **গুণ**—তাঁর জ্যা থেকে; **চ্যুত**—নিক্ষেপিত; **রাম**—শ্রীরামচন্দ্রের; **শরঃ**—তীর; **যথা**—যেমন; **চমূঃ**—সৈন্যমধ্যে।

অনুবাদ

শ্রীভগবানের সুদর্শন চক্র তাঁর প্রজ্বলিত জ্যোতি দ্বারা অন্ধকার ভেদ করতে লাগল। মনের গতিবেগের মতোই সে সৃষ্টির আদি বস্তু থেকে প্রকাশিত সেই গভীর,

ভয়ঙ্কর অন্ধকারকে ছেদন করতে লাগল, যেন শ্রীরামচন্দ্রের ধনুক থেকে নিক্ষেপিত তীর তাঁর শত্রু সৈন্যদের ছেদন করছিল।

শ্লোক ৫১

দ্বারেণ চক্রানুপথেন তত্তমঃ
পরং পরং জ্যোতিরনন্তপারম্ ।
সমশ্নুবানং প্রসমীক্ষ্য ফাল্গুনঃ
প্রতাড়িতাক্ষোঽপিদধেঽক্ষিণী উভে ॥ ৫১ ॥

দ্বারেণ—পথ দ্বারা; **চক্র**—সুদর্শন চক্র; **অনুপথেন**—পশ্চাদবর্তী; **তৎ**—সেই; **তমঃ**—অন্ধকার; **পরম্**—দূরে অবস্থিত; **পরম্**—অপ্রাকৃত; **জ্যোতিঃ**—জ্যোতি; **অনন্ত**—অনন্ত; **পারম্**—অপার; **সমশ্নুবানম্**—সুবিস্তৃত; **প্রসমীক্ষ্য**—দৃষ্টিপাত করে; **ফাল্গুনঃ**—অর্জুন; **প্রতাড়িত**—প্রতিহত হলে; **অক্ষঃ**—চক্ষুদ্বয়; **অপিদধে**—তিনি বন্ধ করলেন; **অক্ষিণী**—তাঁর চক্ষুদ্বয়; **উভে**—উভয়।

অনুবাদ

সুদর্শন চক্রকে অনুসরণ করে রথ অন্ধকারের অতীত অনন্ত দিব্য আলোকময় সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্মজ্যোতিতে উপস্থিত হল। এই অত্যুজ্জ্বল জ্যোতি দর্শন করা মাত্র অর্জুনের চক্ষু আহত হল, আর তিনি চোখ বন্ধ করলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডের আটটি ঘন আবরণের প্রত্যেকটিকে ভেদ করে শ্রীকৃষ্ণের রথকে সুদর্শন চক্র অনন্ত আত্ম-জ্যোতির্ময় চিন্ময় আকাশের আবহে নিয়ে এল। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের এই বৈকুণ্ঠ যাত্রা *শ্রীহরি-বংশেও* বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে তাঁর সঙ্গীর প্রতি উক্তি রূপে শ্রীভগবানকে উদ্ধৃত করা হয়েছে—

ব্রহ্মতেজোময়ং দিব্যং মহৎ যদ্দৃষ্টবানসি ।
অহং স ভরতশ্রেষ্ঠ মত্তেজস্তৎ সনাতনম্ ॥

"হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মজ্যোতির যে দিব্য প্রকাশ তুমি দর্শন করছ, তা আমার ব্যতীত আর অন্য কারও নয়। এটি আমার আপন নিত্য জ্যোতি।"

প্রকৃতিঃ সা মম পরা ব্যক্তাব্যক্তা সনাতনী ।
তাং প্রবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তা যোগবিদুত্তমাঃ ॥

"এতে আমার নিত্য অপ্রাকৃত শক্তি, ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। এই জগতের প্রধান যোগীগণ এর মধ্যে প্রবেশ করে মুক্ত হন।"

সা সাঙ্খ্যানাং গতিঃ পার্থ যোগিনাঞ্চ তপস্বিনাম্ ।
তৎ পরং পরমং ব্রহ্ম সর্বং বিভজতে জগৎ
মমৈব তদ্ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত ॥

"হে পার্থ, যোগী ও তপস্বীগণের এবং সাঙ্খ্যের অনুগামী জ্ঞানী পুরুষদেরও তা পরম লক্ষ্য। একমাত্র পরমব্রহ্মই সমগ্র সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের এই বিচিত্রতা প্রকাশ করছেন। হে ভারত, আমার নিগূঢ় নিজ জ্যোতি রূপেই এই ব্রহ্মজ্যোতিকে তোমার উপলব্ধি করা উচিত।"

শ্লোক ৫২

ততঃ প্রবিষ্টঃ সলিলং নভস্বতা
বলীয়সৈজদ্বৃহদূর্মিভূষণম্ ।
তত্রাদ্ভুতং বৈ ভবনং দ্যুমত্তমং
ভ্রাজন্মণিস্তম্ভসহস্রশোভিতম্ ॥ ৫২ ॥

ততঃ—সেখান থেকে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করলেন; **সলিলম্**—জলে; **নভস্বতা**—বায়ু দ্বারা; **বলীয়সা**—প্রবল; **ওজৎ**—বেগে; **বৃহৎ**—মহা; **ঊর্মি**—তরঙ্গ; **ভূষণম্**—ভূষণ; **তত্র**—তার মধ্যে; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **বৈ**—বস্তুত; **ভবনম্**—ধাম; **দ্যুমৎ-তমম্**—উত্তম দ্যুতিবিশিষ্ট; **ভ্রাজৎ**—দীপ্তিময়; **মণি**—মণি দ্বারা; **স্তম্ভ**—স্তম্ভের; **সহস্র**—সহস্র; **শোভিতম্**—শোভিত।

অনুবাদ

সেখান থেকে তাঁরা প্রবল বায়ু বেগে সঞ্চালিত মহাতরঙ্গশালী জলমধ্যে প্রবেশ করলেন। সেই সাগরমধ্যে অর্জুন তাঁর ইতিপূর্বে দর্শন করা যে কোন কিছুর চেয়েও অধিকতর উত্তম দ্যুতি বিশিষ্ট এক অদ্ভুত প্রাসাদ দর্শন করলেন। দীপ্তিময় মণিমাণিক্য খচিত সহস্র শোভন স্তম্ভ দ্বারা তার সৌন্দর্য বিকশিত হচ্ছিল।

শ্লোক ৫৩

তস্মিন্ মহাভোগমনন্তমদ্ভুতং
সহস্রমূর্ধন্যফণামণিদ্যুভিঃ ।
বিভ্রাজমানং দ্বিগুণেক্ষণোল্বণং
সিতাচলাভং শিতিকণ্ঠজিহ্বম্ ॥ ৫৩ ॥

তস্মিন্—সেখানে; **মহা**—বিশাল; **ভোগম্**—সর্প; **অনন্তম্**—ভগবান অনন্ত; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **সহস্র**—সহস্র; **মূর্ধন্য**—তার মস্তকে; **ফণা**—ফণাসমূহে; **মণি**—মণির; **দ্যুভিঃ**—প্রভায়; **বিভ্রাজমানম্**—উজ্জ্বল; **দ্বি**—দুই; **গুণ**—গুণ; **ঈক্ষণ**—যার চক্ষু; **উল্বণম্**—আতঙ্কিত; **সিত**—শ্বেত; **অচল**—প্রধানত কৈলাস পর্বত; **আভম্**—সাদৃশ্য; **শিতি**—ঘন নীল; **কণ্ঠ**—যার কণ্ঠ; **জিহ্বাম্**—এবং জিহ্বা।

অনুবাদ

সেই প্রাসাদের মধ্যে ছিলেন সন্ত্রম জাগরূক বিশাল অনন্ত শেষ নাগ। তাঁর সহস্র ফণায় অবস্থিত মণিসমূহ ও তাঁর দ্বিসহস্র ভয়ঙ্কর নয়নের প্রতিফলন থেকে প্রকাশিত দ্যুতি দ্বারা তিনি উজ্জ্বলরূপে বিরাজ করছিলেন। তাঁকে শুভ্র কৈলাস পর্বতের মতো মনে হচ্ছিল এবং তাঁর কণ্ঠ ও জিহ্বা ছিল ঘন নীল বর্ণের।

শ্লোক ৫৪-৫৬

দদর্শ তদ্ভোগসুখাসনং বিভুং
মহানুভাবং পুরুষোত্তমোত্তমম্ ।
সান্দ্রাম্বুদাভং সুপিশঙ্গবাসসং
প্রসন্নবক্ত্রং রুচিরায়তেক্ষণম্ ॥ ৫৪ ॥
মহামণিব্রাতকিরীটকুণ্ডলা
প্রভাপরিক্ষিপ্তসহস্রকুন্তলম্ ।
প্রলম্বচার্বষ্টভুজং সকৌস্তুভং
শ্রীবৎসলক্ষ্মং বনমালয়াবৃতম্ ॥ ৫৫ ॥
সুনন্দনন্দপ্রমুখৈঃ স্বপার্ষদৈশ্
চক্রাদিভির্মূর্ত্তিধরৈর্নিজায়ুধৈঃ ।
পুষ্ট্যা শ্রিয়া কীর্ত্যজয়াখিলর্ধিভির্
নিষেব্যমানং পরমেষ্ঠিনাং পতিম্ ॥ ৫৬ ॥

দদর্শ—(অর্জুন) দর্শন করলেন; **তৎ**—সেই; **ভোগ**—নাগ; **সুখ**—সুখপ্রদ; **আসনম্**—আসনে; **বিভুম্**—বিভু; **মহা-অনুভাবম্**—সর্বশক্তিমান; **পুরুষ-উত্তম**—পুরুষোত্তম; **উত্তমম্**—পরম; **সান্দ্র**—ঘন; **অম্বুদ**—মেঘ; **আভম্**—সদৃশ (তাঁর নীল বর্ণ দ্বারা); **সু**—সুন্দর; **পিশঙ্গ**—পীত; **বাসসম্**—বসন; **প্রসন্ন**—প্রসন্ন; **বক্ত্রম্**—তাঁর বদন;

রুচির—আকর্ষণীয়; **আয়ত**—আয়ত; **ঈক্ষণম্**—যাঁর নয়ন দুটি; **মহা**—মহা; **মণি**—মণির; **ব্রাত**—গুচ্ছ দ্বারা; **কিরীট**—তাঁর মুকুটের; **কুণ্ডল**—এবং কুণ্ডলদ্বয়ের; **প্রভা**—প্রভা দ্বারা; **পরিক্ষিপ্ত**—বিচ্ছুরিত; **সহস্র**—সহস্র; **কুন্তলম্**—কুন্তল; **প্রলম্ব**—দীর্ঘ; **চারু**—সুরম্য; **অষ্ট**—আটটি; **ভুজম্**—বাহু দুটি; **স**—যুক্ত; **কৌস্তুভম্**—কৌস্তুভ মণি; **শ্রীবৎস-লক্ষ্মম্**—শ্রীবৎস রূপে পরিচিত চিহ্ন প্রদর্শিত; **বন**—বনফুলের; **মালয়া**—একটি মালা দ্বারা; **আবৃতম্**—আবৃত; **সুনন্দ-নন্দ-প্রমুখৈঃ**—সুনন্দ ও নন্দ প্রমুখ দ্বারা; **স্ব-পার্ষদৈঃ**—তাঁর নিজ পার্ষদগণ দ্বারা; **চক্র-আদিভিঃ**—চক্র প্রভৃতি; **মূর্তি**—মূর্তি; **ধরৈঃ**—প্রকাশ পূর্বক; **নিজ**—তাঁর নিজ; **আয়ুধৈঃ**—অস্ত্র দ্বারা; **পুষ্ট্যা শ্রিয়া কীর্তি-অজয়া**—তাঁর পুষ্টি, শ্রী, কীর্তি ও অজা বিভূতি দ্বারা; **অখিল**—সকল; **ঋদ্ধিভিঃ**—তাঁর অতীন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা; **নিশেব্যমানম্**—আরাধিত হচ্ছিলেন; **পরমেষ্ঠিনাম্**—জগৎ শাসকগণের; **পতিম্**—প্রধান।

অনুবাদ

অর্জুন তখন সর্পশয্যায় সুখাসনে উপবিষ্ট সর্বব্যাপ্ত ও সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান মহাবিষ্ণুকে দর্শন করলেন। তাঁর নীলাভ বর্ণ ছিল বর্ষার ঘন মেঘের মতো, তিনি পীত বসন পরিধান করেছিলেন, তাঁর প্রসন্ন বদন, আয়ত নয়ন ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং তিনি সুরম্য অষ্টবাহু সমন্বিত ছিলেন। তাঁর অপরিমিত কেশ-কুন্তলে তাঁর মুকুট ও কুণ্ডলের সুশোভিত মহামূল্যবান রত্নরাজির প্রভা প্রতিফলিত হচ্ছিল। তিনি কৌস্তুভ মণি, শ্রীবৎস চিহ্ন ও বনফুলের মালা পরিধান করেছিলেন। সুনন্দ ও নন্দ প্রমুখ তাঁর নিজ পার্ষদগণ, মূর্তিমান তাঁর চক্র ও অন্যান্য অস্ত্রসমূহ, পুষ্টি, শ্রী, কীর্তি ও অজা নামক তাঁর বিভূতিসকল এবং তাঁর অন্যান্য বিভিন্ন অতীন্দ্রিয় শক্তিসমূহ সেই পরমেশ্বর, তাঁর সেবা করছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করছেন যে, "শ্রীভগবানের অসংখ্য শক্তিরাজি রয়েছে এবং তারাও সেখানে মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করে দণ্ডায়মান ছিলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—পুষ্টি, পোষণশক্তি; শ্রী, সৌন্দর্যের শক্তি; কীর্তি, যশ শক্তি; এবং অজা, জাগতিক সৃষ্টির শক্তি। এই সমস্ত শক্তি সমূহকে জড় জগতের শাসকের পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে—যেমন ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণু এবং স্বর্গ রাজ্যে ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ ও সূর্যদেব। অন্যভাবে বলতে গেলে এসকল দেবতারা শ্রীভগবানের দ্বারা নির্দিষ্ট শক্তি প্রদত্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময়ী প্রেমময়ী সেবায় নিযুক্ত রয়েছেন।"

শ্লোক ৫৭

ববন্দ আত্মানমনন্তমচ্যুতো
জিষ্ণুশ্চ তদ্দর্শনজাতসাধ্বসঃ ।
তাবাহ ভূমা পরমেষ্ঠিনাং প্রভুর্
বদ্ধাঞ্জলী সস্মিতমূর্জয়া গিরা ॥ ৫৭ ॥

ববন্দ—প্রণামপূর্বক; **আত্মানম্**—নিজের প্রতি; **অনন্তম্**—তাঁর অনন্তরূপে; **অচ্যুতঃ**—অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ; **জিষ্ণুঃ**—অর্জুন; **চ**—ও; **তৎ**—তাঁর; **দর্শন**—দর্শন দ্বারা; **জাত**—জাত; **সাধ্বসঃ**—সম্ভ্রম; **তৌ**—তাঁদের দুইজনের প্রতি; **আহ**—বললেন; **ভূমা**—সর্বশক্তিমান ভগবান মহাবিষ্ণু; **পরমেষ্ঠিনাম্**—ব্রহ্মাণ্ডের শাসকগণের; **প্রভুঃ**—প্রভু; **বদ্ধ-অঞ্জলী**—ভক্তিতে কৃতাঞ্জলি; **স**—সহ; **স্মিতম্**—মৃদু হাসি; **ঊর্জয়া**—শক্তিশালী; **গিরা**—কণ্ঠে।

অনুবাদ

এই অনন্তরূপী নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম নিবেদন করলেন এবং অর্জুনও ভগবান মহা-বিষ্ণুর দর্শনে বিস্মিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। তারপর জগতের সকল ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর সর্বশক্তিমান মহাবিষ্ণুর সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান তাঁদের উদ্দেশে তিনি হাসলেন এবং গম্ভীর কণ্ঠে বললেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নরূপ অনুধাবন করছেন যে—শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোবর্ধন পর্বত পূজার সময় তাঁর আপন বিগ্রহকে নমস্কার করেছিলেন, এখনও তেমনি তাঁর লীলার প্রয়োজনবশত তাঁর আপন প্রকাশ বিষ্ণুকে প্রণাম নিবেদন করলেন। ভগবান অনন্ত, অসংখ্য প্রকাশের অধিকারী, তাঁর এই অষ্টভুজ প্রকাশ এই সকল প্রকাশের মধ্যে একটি। তিনি হচ্ছেন *অচ্যুত* অর্থাৎ "কখনও তাঁর অবস্থান থেকে চ্যুত হন না" এই অর্থে যে, তিনি তাঁর বৃন্দাবনে রাখাল বালক রূপ তাঁর নর-লীলা থেকে কখনও নিবৃত্ত হননি। তাই তাঁর কৃষ্ণ রূপ নর-লীলার বিশেষ মর্যাদা রক্ষার জন্য তিনি তাঁর নিজ অংশ প্রকাশকে প্রণাম নিবেদন করলেন।

ভগবান মহাবিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সম্মুখে *ভূমা* অর্থাৎ পরম ঐশ্বর্যময় রূপে এবং *পরমেষ্ঠিনাম্ প্রভু* অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড শাসনকারী অসংখ্য ব্রহ্মার ঈশ্বররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে অর্জুনকে বিভ্রান্ত করার জন্য তিনি গুরুগম্ভীরভাবে কথা বলেছিলেন। তাঁর হাসি তাঁর গোপন ভাবনার

ইঙ্গিত প্রদান করে যা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আমাদের মঙ্গলের জন্য প্রকাশ করেছেন—"হে কৃষ্ণ, আপনার ইচ্ছায় আমি আমার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করব, যদিও আমি আপনার প্রকাশ মাত্র তবুও, একই সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে আমার বক্তব্যে আমি আপনার রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য এবং আপনিই যে আমার প্রকাশের উৎস, সেই সত্য আমি প্রকাশ করব। কেবল দর্শন করুন আমি কেমন চতুর—কারণ অর্জুনের সামনে আমি গোপনভাবে আপনার সঙ্গে আমার অভিন্নতা প্রকাশ করছি।"

শ্লোক ৫৮

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা
ময়োপনীতা ভুবি ধর্মগুপ্তয়ে ।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্
হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে ॥ ৫৮ ॥

দ্বিজ—ব্রাহ্মণের; **আত্ম-জাঃ**—পুত্রগণকে; **মে**—আমার; **যুবয়োঃ**—তোমাদের উভয়কে; **দিদৃক্ষুণা**—দর্শনেচ্ছু; **ময়া**—আমার দ্বারা; **উপানীতাঃ**—আনীত হয়েছে; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **ধর্ম**—ধর্মের; **গুপ্তয়ে**—রক্ষার জন্য; **কলা**—(আমার) অংশে; **অবতীর্ণৌ**—অবতরণ করেছ; **অবনেঃ**—পৃথিবীর; **ভার**—ভার; **অসুরান্**—অসুরগণ; **হত্বা**—বধের পর; **ইহ**—এখানে; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **ত্বরয়া**—সত্বর; **ইতম্**—আগমন কর; **অন্তি**—কাছে; **মে**—আমার।

অনুবাদ

[ভগবান মহাবিষ্ণু বললেন—] আমি ব্রাহ্মণ পুত্রদের এখানে এনেছি, কারণ ধর্ম রক্ষার্থে পৃথিবীতে অবতীর্ণ আমার অংশপ্রকাশ তোমাদের দুজনকে আমি দর্শন করতে চেয়েছিলাম। পৃথিবীর ভার স্বরূপ অসুরদের হত্যা করা মাত্র সত্বর এখানে আমার কাছে ফিরে এস।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের বিশ্লেষণ অনুসারে, অর্জুনের পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য কথিত এই সকল কথার গূঢ় অর্থ এই যে,—"আপনারা দুজন, যাঁরা নিজ *কলা* অর্থাৎ নিজ শক্তিসমূহ সহ অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁরা পৃথিবীর ভাররূপ অসুরদের নিধন করে আমার কাছে ফিরে আসুন। সত্বর সেইসকল অসুরদের মোক্ষলাভের জন্য আমার কাছে এখানে প্রেরণ করুন।" *হরি বংশ* ও *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বিতীয় স্কন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুক্তি লাভের ক্রমপর্যায়িক পথটি মধ্যবর্তী স্থান ব্রহ্মাণ্ডের অষ্টম আবরণের বাইরে অবস্থিত মহাবিষ্ণুর ধামকে অতিক্রম করছে।

শ্লোক ৫৯

পূর্ণকামাবপি যুবাং নরনারায়ণাবৃষী ।
ধর্মমাচরতাং স্থিত্যৈ ঋষভৌ লোকসংগ্রহম্ ॥ ৫৯ ॥

পূর্ণ—পূর্ণ; **কামৌ**—সকল কামনা; **অপি**—যদিও; **যুবাম্**—তোমরা দুজন; **নর-নারায়ণৌ ঋষী**—নর ও নারায়ণ ঋষি রূপে; **ধর্মম্**—ধর্ম; **আচরতাম্**—আচরণ কর; **স্থিত্যৈ**—তা পালনের জন্য; **ঋষভৌ**—সর্বলোকোত্তম; **লোক-সংগ্রহম্**—সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য।

অনুবাদ

যদিও তোমাদের সকল আকাঙ্ক্ষা সর্বতোভাবে পূর্ণ হয়েছে, হে সর্বলোকোত্তমদ্বয়, সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য ধর্মাচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে নর ও নারায়ণ ঋষি রূপে তোমরা আচরণ কর।

শ্লোক ৬০-৬১

ইত্যাদিষ্টৌ ভগবতা তৌ কৃষ্ণৌ পরমেষ্ঠিনা ।
ওমিত্যানম্য ভূমানমাদায় দ্বিজদারকান ॥ ৬০ ॥
ন্যবর্তেতাং স্বকং ধাম সম্প্রহৃষ্টৌ যথাগতম্ ।
বিপ্রায় দদতুঃ পুত্রান্ যথারূপং যথাবয়ঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি—এইসকল বাক্য দ্বারা; **আদিষ্টৌ**—নির্দেশিত; **ভগবতা**—ভগবান দ্বারা; **তৌ**—তারা; **কৃষ্ণৌ**—কৃষ্ণদ্বয় (কৃষ্ণ ও অর্জুন); **পরমেষ্ঠিনা**—সর্বলোকাধীশ্বর; **ওম্-ইতি**—তাঁদের সম্মতি বোঝাতে ওম্ কীর্তন পূর্বক; **আনম্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **ভূমানম্**—সর্বশক্তিমান ভগবানকে; **আদায়**—এবং গ্রহণ করে; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণের; **দারকান্**—পুত্রগণকে; **ন্যবর্তেতাম্**—তাঁরা প্রত্যাবর্তন করলেন; **স্বকম্**—তাঁদের নিজ; **ধাম**—ধামে (দ্বারকা); **সম্প্রহৃষ্টৌ**—সন্তুষ্ট; **যথা**—একইভাবে; **গতম্**—যেভাবে তাঁরা আগমন করেছিলেন; **বিপ্রায়**—ব্রাহ্মণকে; **দদতুঃ**—তাঁরা প্রদান করলেন; **পুত্রান্**—তাঁর পুত্রগণকে; **যথা**—যথা; **রূপম্**—রূপে; **যথা**—যথা; **বয়ঃ**—বয়সে।

অনুবাদ

সর্বলোকেশ্বর পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ এইভাবে গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন 'ওম্' কীর্তন দ্বারা সম্মতি প্রদানের মাধ্যমে সর্বশক্তিমান ভগবান মহা-বিষ্ণুকে প্রণাম নিবেদন করলেন। ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে তাঁদের সঙ্গে গ্রহণ করে তাঁরা যে পথ ধরে আগমন করেছিলেন সেই পথ ধরে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন

করলেন। সেখানে তাঁরা ব্রাহ্মণের পুত্রদের ঠিক যেরকম শিশু দেহে তারা হারিয়ে গিয়েছিল, সেই রকম অবস্থায় ব্রাহ্মণকে প্রদান করলেন।

শ্লোক ৬২

নিশাম্য বৈষ্ণবং ধাম পার্থঃ পরমবিস্মিতঃ ।
যৎ কিঞ্চিৎ পৌরুষং পুংসাং মেনে কৃষ্ণানুকম্পিতম্ ॥ ৬২ ॥

নিশাম্য—দর্শন করে; **বৈষ্ণবম্**—ভগবান বিষ্ণুর; **ধাম**—ধাম; **পার্থ**—অর্জুন; **পরম**—পরম; **বিস্মিতঃ**—বিস্মিত; **যৎ-কিঞ্চিৎ**—যা কিছু; **পৌরুষম্**—বিশেষ শক্তি; **পুংসাম্**—জীবের; **মেনে**—তিনি সিদ্ধান্ত করলেন; **কৃষ্ণ**—কৃষ্ণের; **অনুকম্পিতম্**—প্রদর্শিত করুণা।

অনুবাদ

ভগবান বিষ্ণুর রাজ্য দর্শন করে অর্জুন সম্পূর্ণ বিস্মিত ছিলেন। তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, যা কিছু অসাধারণ শক্তি কোনও মানুষ প্রদর্শন করতে পারে, তা কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই করুণার প্রকাশ মাত্র।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর অর্জুনের বিস্ময়কে এইভাবে বর্ণনা করছেন—তিনি ভাবলেন, "দেখ, যদিও আমি একজন নশ্বর মানুষ মাত্র, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় আমি সমস্ত কিছুর পরম কারণ ভগবানকে দর্শন করলাম।"

তারপর এক মুহূর্ত পরে তিনি আবার ভাবলেন, "কিন্তু ভগবান বিষ্ণু কেন বলেছিলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনের ইচ্ছায় ব্রাহ্মণের সন্তানদের অপহরণ করেছিলেন? কেন পরমেশ্বর ভগবান তাঁর আপন অংশপ্রকাশকে দর্শন করার জন্য এতটা লালায়িত? এটি হয়ত কোন অদ্ভুত ক্ষণিক অবস্থার প্রভাব হবে, কিন্তু যেহেতু তিনি *দিদৃক্ষতার* পরিবর্তে *দিদৃক্ষুণা* বলেছিলেন তাই শব্দের অন্তে যুক্ত *ষুণা* প্রত্যয় বিভক্তিটি নিত্য বৈশিষ্ট্যের অর্থ বহন করছে, অনিত্য বৈশিষ্ট্যের নয়—তাই সিদ্ধান্তটি হবে যে, তিনি সর্বদাই কৃষ্ণ ও আমাকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করেন। যদি এমনটি সত্য হয়ও, কেন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারকায় দর্শন করলেন না? যাই হোক, ভগবান মহাবিষ্ণু জগতের সর্বব্যাপ্ত স্রষ্টা, তিনি তাঁর হাতের মধ্যে সেই সৃষ্টি এক *আমলকী* ফলের মতো ধারণ করে থাকেন। তা হলে কি এটা সত্যি যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারকায় দর্শন করতে পারেন নি, কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিশেষ সম্মতি ব্যতীত তাঁকে দর্শন করার অনুমোদন কাউকে দেন না?

সকল ব্রাহ্মণগণের করুণাময় প্রভু ভগবান মহাবিষ্ণুও কেন বারবার বছরের পর বছর একজন উত্তম ব্রাহ্মণকে পীড়িত করলেন? তিনি অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ ত্যাগ করতে পারেননি বলেই এই অস্বাভাবিক আচরণ করেছিলেন। বেশ, তিনি না হয় এই জন্য অযৌক্তিক আচরণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি কেন ব্রাহ্মণ-পুত্রদের হরণ করার জন্য তাঁর কোন সেবককে প্রেরণ করলেন না? কেন তিনি স্বয়ং দ্বারকায় এসেছিলেন? শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী থেকে তাদের চুরি করা কি এতই কঠিন ছিল যে, স্বয়ং বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কেউ তা সম্পাদন করতে পারতেন না? আমি বুঝতে পারছি যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নগরীর এক ব্রাহ্মণকে এতটাই পীড়িত করতে ইচ্ছুক ছিলেন যাতে শ্রীকৃষ্ণ তা সহ্য করতে অসমর্থ হন; তখন তিনি ভগবান বিষ্ণুকে তাঁর দর্শন দান করতে সম্মত হবেন। ভগবান বিষ্ণু পীড়িত ব্রাহ্মণকে ব্যক্তিগতভাবে শ্রীকৃষ্ণকে তার অভিযোগ জানাতে উৎসাহিত করেছিলেন। তাই সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ভগবান মহাবিষ্ণুর চেয়ে শ্রীকৃষ্ণের মর্যাদা উচ্চতর।"

এইভাবে চিন্তা করে অর্জুন সম্পূর্ণ বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রকৃতপক্ষে এটাই বাস্তব ঘটনা কি না এবং ভগবান তার উত্তরে যা বললেন, তা *হরিবংশে* বর্ণনা করা হয়েছে—

মদ্দর্শনার্থং তে বালা হৃতাস্তেন মহাত্মনা ।
বিপ্রার্থমেষ্যতে কৃষ্ণো মৎসমীপং ন চান্যথা ॥

"আমাকে দর্শন করার জন্যই তিনি, সেই পরমাত্মা, পুত্রগুলিকে অপহরণ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, কেবলমাত্র কোনও ব্রাহ্মণের পক্ষ সমর্থনেই শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দর্শন করতে আসবেন, অন্যথায় নয়।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আরও বলেছিলেন। "যাই হোক, আমি ব্রাহ্মণের জন্য সেখানে যাই নি; হে বন্ধু, কেবলমাত্র তোমার প্রাণ রক্ষার জন্যই আমি সেখানে গিয়েছিলাম। যদি আমি ব্রাহ্মণের জন্যই বৈকুণ্ঠে গমন করতাম, তা হলে আমি তাঁর প্রথম পুত্র অপহরণের পরই তা করতে পারতাম।"

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, যদিও এই লীলা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে সংঘটিত হয়েছিল, তবু এখানে দশম স্কন্ধের শেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমার মহত্ত্বের সাধারণ শিরোনামায় তা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৬৩

ইতীদৃশান্যনেকানি বীর্যাণীহ প্রদর্শয়ন্ ।
বুভুজে বিষয়ান্ গ্রাম্যানীজে চাত্যুর্জিতৈর্মখৈঃ ॥ ৬৩ ॥

ইতি—এইভাবে; **ঈদৃশানি**—এই রকম; **অনেকানি**—বহু; **বীর্যাণি**—বিক্রম; **ইহ**—এই জগতে; **প্রদর্শয়ন্**—প্রদর্শনপূর্বক; **বুভুজে**—উপভোগ করেছিলেন (শ্রীকৃষ্ণ); **বিষয়ান্**—ইন্দ্রিয় সুখকর বিষয়সমূহ; **গ্রাম্যান্**—সাধারণ; **ঈজে**—তিনি পূজা সম্পাদন করেছিলেন; **চ**—এবং; **অতি**—অতিশয়; **উর্জিতৈ**—মহাসমৃদ্ধ; **মখৈঃ**—বৈদিক যজ্ঞসমূহ দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমন অন্যান্য বহু বীরত্বজনক লীলা এই জগতে প্রদর্শন করেছেন। তিনি স্পষ্টত সাধারণ মনুষ্য জীবনের সুখ উপভোগ করেছেন এবং তিনি মহাসমৃদ্ধ যজ্ঞসমূহ সম্পাদন করেছেন।

শ্লোক ৬৪

প্রববর্ষাখিলান্ কামান্ প্রজাসু ব্রাহ্মণাদিষু ।
যথাকালং যথৈবেন্দ্রো ভগবান্ শ্রৈষ্ঠ্যমাস্থিতঃ ॥ ৬৪ ॥

প্রববর্ষঃ—তিনি বর্ষণ করেন; **অখিলান্**—সকল; **কামান্**—আকাঙ্ক্ষিত বস্তু; **প্রজাসু**—তার প্রজাগণের উপর; **ব্রাহ্মণ-আদিষু**—ব্রাহ্মণদের থেকে শুরু করে; **যথা-কালম্**—যথা সময়ে; **যথাএব**—একইভাবে; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র (যেমন); **ভগবান্**—ভগবান; **শ্রৈষ্ঠ্যম্**—তাঁর শ্রেষ্ঠত্বে; **আস্থিতঃ**—অবস্থান করেন।

অনুবাদ

ভগবান তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করে যথাসময়ে ব্রাহ্মণগণ ও তাঁর অন্যান্য প্রজাবর্গের উপর, ঠিক যেমন ইন্দ্র বারি বর্ষণ করেন, সেভাবে সকল আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য বর্ষণ করেন।

শ্লোক ৬৫

হত্বা নৃপানধর্মিষ্ঠান্ ঘাতয়িত্বার্জুনাদিভিঃ ।
অঞ্জসা বর্তয়ামাস ধর্মং ধর্মসুতাদিভিঃ ॥ ৬৫ ॥

হত্বা—বধ করে; **নৃপান্**—রাজাদের; **অধর্মিষ্ঠান্**—অত্যন্ত অধার্মিক; **ঘাতয়িত্বা**—তাদের হত্যা করিয়ে; **অর্জুন-আদিভিঃ**—অর্জুন ও অন্যান্যদের দ্বারা; **অঞ্জসা**—

সহজেই; **বর্তয়াম্ আস**—তিনি সম্পাদন করিয়েছিলেন; **ধর্মম্**—ধর্ম; **ধর্ম-সুত-আদিভিঃ**—যুধিষ্ঠির (ধর্মপুত্র) ও অন্যান্যদের দ্বারা।

অনুবাদ

এখন সেই তিনি বহু খল রাজাদের হত্যা করছেন এবং অর্জুনের মতো ভক্তদের অন্যান্যদের হত্যা করার জন্য নিযুক্ত করেছেন, আর সহজেই যুধিষ্ঠিরের মতো পুণ্যবান শাসকগণের দ্বারা ধর্ম সম্পাদন নিশ্চিত করেছেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন ব্রাহ্মণপুত্রকে উদ্ধার করলেন' নামক একোননবতিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।